পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাধনাঙ্গ-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট ... আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ... পরিব্রাজক ... কর্ত্তৃক ...

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক-সংবাদপত্র

২১শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই ভাদ্র ১৩৪৪, ২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৫১]

চীনা সৈন্যদল কর্ত্তৃক জাপ-বাহিনী দ্বিধা-বিভক্ত

——(এ(সোঃ)এ)——

চীনা সৈন্যগণ জাপানীদের বুহ্য ভেদ করিয়া আন্তর্জাতিক এলাকার পূর্ব্বাঞ্চলে নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধের পরিণতি দেখিয়া জাপানীগণ [illegible] আক্রমণ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মানবিক [illegible] লোয়া [illegible] [illegible] বন্দী করিয়া আটটির বাবা [illegible] [illegible] উপস্থিত করে। [illegible] আক্রমণের ফলে পূর্ব্বাঞ্চলে [illegible] [illegible] বহু অট্টালিকা অগ্নিদগ্ধ হয়। জাপানী সরকার [illegible] [illegible] সেপ্টেম্বরে দূতাবাস হইতে [illegible] [illegible] হইয়াছিল বলিয়া [illegible] হইয়াছে। জাপানী দূত [illegible] নিকট উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। জাপানীরা হুংকিউ, কাংপু [illegible] [illegible] সামরিক [illegible] [illegible] জাপানীরা [illegible] জাপানীর বাড়ী দখল করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট জাপ-সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন। জাপান নিরপেক্ষ এলাকা সম্পর্কে ব্রিটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই। [illegible] যুদ্ধ বাধার [illegible] হইতে ব্রিটিশ ও [illegible] স্বার্থ রক্ষার্থ সৈন্য প্রেরিত হইবার [illegible] আছে। সাংহাই [illegible] [illegible] থাকা পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ও [illegible] [illegible] সাংহাই হইতে সৈন্যদল [illegible] হইতে অস্বীকার করিয়াছে।

[illegible] পরিষদে বাজেট বাদীর আলোচনা

[illegible] বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে [illegible] ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটের বিভিন্ন দফার ব্যয়বরাদ্দের আলোচনা আরম্ভ হয়।

স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন প্রস্তাব করেন যে, "সাধারণ শাসন বিভাগের" ব্যয়-বরাদ্দ ১,১৮,৫৩,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হউক।

কংগ্রেসী পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] প্রস্তাব করেন যে, ঐ ব্যয়-বরাদ্দ হইতে একশত টাকা ছাঁটাই করা হউক। শ্রীযুক্ত [illegible] তাঁহার প্রস্তাবদ্বারা গবর্ণমেন্টের ব্যয় সঙ্কোচ নীতির আলোচনা করিতে চাহেন।

কংগ্রেস পক্ষ হইতে [illegible] ব্যানার্জ্জি প্রস্তাব করেন যে, ঐ ব্যয়-বরাদ্দ হইতে ১৭,৪৫০৲ টাকা ছাঁটাই করা হউক। শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জির প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেন্টের [illegible] নীতি [illegible] আলোচনা করা।

কংগ্রেসপক্ষের উক্ত প্রস্তাবই [illegible] বাতিল হইয়া যায়। শনিবার পুনরায় এই বিষয়ে ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

শ্রী [illegible] প্রসঙ্গে বলেন যে, মন্ত্রীরা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া ও [illegible] বায়ে [illegible] করিয়া নিজেদের বেতন বাড়াইয়া লইবার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অনেক কম [illegible] দুর্নীতি [illegible] হইতে পারে?

অর্থ সচিব [illegible] নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, গবর্ণমেন্ট ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নহেন। [illegible] কোন্ কোন্ বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচ করা যাইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট আগামী বাজেট পেশ করিবার পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের সদস্যদের লইয়া একটি বৈঠক আহ্বান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

গবর্ণমেন্টের প্রাদেশিক নীতির সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, সর্ব্বক্ষেত্রে যখন যে [illegible] [illegible] দেখা দিয়াছে, তজ্জন্য প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক দায়ী।

প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব দুঃখ করিয়া বলেন যে, বাঙ্গলার সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের কার্য্য খুব জাঁকজমকভাবে প্রচার করিয়া থাকে, তাঁহাদের কার্য্যাবলী [illegible] বাঙ্গলার কোন সংবাদপত্র নাই।

---

৩১৭ জন কম্পোজিটরের পদে আড়াই হাজার বেকারের দরখাস্ত

ক্যালকাটা কর্পোরেশন ৩১টি কম্পোজিটরের পদের জন্য আড়াই হাজার দরখাস্ত পড়ে। তন্মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন, এফ-এ এবং গ্রাজুয়েট প্রার্থিদের সংখ্যা অনেকগুলি ছিল। একজন গ্রাজুয়েট এবং কয়েকজন আণ্ডার গ্রাজুয়েটকে কার্য্য দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন গ্রাজুয়েটকে এইজন্য কাজ দেওয়া হয় নাই যে, তাঁহাদের শিক্ষা অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, গ্রাজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েটদিগকে কম্পোজিটরের কাজ দেওয়া হইলে তাহারা প্রয়োজনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের দাবীও অগ্রাহ্য করা যায় না। এজন্য নিম্নশ্রেণীর লোককে কাজে নিযুক্ত করা হইবে। প্রকাশ, একজন নিম্নশ্রেণীর লোককে কম্পোজিটরের কাজ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। ঐ কম্পোজিটরটি [illegible] শ্রেণীর ছিল। তাঁহাদের ব্যাপারের [illegible] ও পাশী কম্পোজিটররা তাহাদের সহিত পানাহার করিতে অস্বীকৃত হয় এবং একত্র বসবাস করিতে চাহে না। ঐ কারণে [illegible] কম্পোজিটর কয়েকজনকে জবাব দিতে হয়। কোন বর্ণহিন্দু তাহাদের নিয়োগে আপত্তি করে নাই, কারণ তাহারা অন্য ব্যারাকে থাকিত।

বানরের আক্রমণে বৃদ্ধের মৃত্যু

গত ১৯শে আগষ্ট এলাহাবাদের নিকটবর্তী একটি গ্রামে বানরের আক্রমণের ফলে একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ বৃদ্ধ তাঁহার ক্ষেত্র হইতে বানরের দল তাড়াইতে চেষ্টা করিলে, তাহারা বৃদ্ধকে আক্রমণ করে এবং তাঁহার শরীরের নানা স্থানে ভীষণ [illegible] দংশন করে। তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইলে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ ঐ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল।

বাঙ্গালোরে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট

বাঙ্গালোর [illegible] লইয়া শোভাযাত্রা করা ও সভাসমিতি করা নিষেধ করিয়া পুলিশ রেগুলেশনের ৪৫ ধারা অনুসারে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট যে আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদে এবং জাপানের অধিবাসী [illegible] প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য, বাঙ্গালোরের সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রগণ একযোগে ব্যাপক ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

জানা গেল যে, ছাত্রগণ বেশ শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা কোনও শোভাযাত্রা বা সভাসমিতি করে নাই।

নর হত্যায় প্রাণদণ্ডাদেশ

গত ৮ই নভেম্বর রাত্রে মুক্তগাছার শোলাপাড়ার ১৫ জন নরনারীকে হত্যা এবং বন্দুকের গুলীতে ৩জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোককে সাংঘাতিকভাবে জখম করার অভিযোগে মামলায় দফাদার মোজাম্মেল ও তাহার সঙ্গী [illegible] প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

প্রধান প্রধান পুস্তক
[illegible]—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত আকরগ্রন্থাবলী ... শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সং-প্রচার নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিক-সংবাদপত্র

[১১শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই ভাদ্র ১৩৪৪, ২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৫১]

চীনা সৈন্যদল কর্ত্তৃক জাপ-বাহিনী দ্বিধা-বিভক্ত

——(অ(২৩)০)——

চীনা সৈন্যগণ জাপানীদের যুদ্ধ ক্ষেত্র ... আন্তর্জাতিক এলাকার পূর্ব্বাঞ্চল নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছে। ... যুদ্ধের প্রতিকৃতি [illegible] ... [illegible] সংবাদ ... [illegible] হইতেছেন। ... বন্দী করিয়া আটটির বেশী চীনা ... করে। ... আক্রমণের ফলে পূর্ব্বাঞ্চলে ... বহু ... জাপানী সৈন্যবাহিনী ... হইতে ... বলিয়া ... জাপানী ... তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। জাপানীরা ... জাপানীরা ... ব্রিটিশ ... কোম্পানীর বাড়ী দখল করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপ-সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করিয়াছেন। জাপান বিদেশের অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। ... যুদ্ধ বাধার ফলে হইতে ব্রিটিশ ও ... স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ... আছে। ... ব্রিটিশ ও ... হইতে ... অস্বীকার করিয়াছে।

—

... পরিষদে বাজেট সম্বন্ধীয় আলোচনা

... বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটের বিভিন্ন দফার ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা আরম্ভ হয়।

স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন প্রস্তাব করেন যে, "সাধারণ শাসন বিভাগের" ব্যয়-বরাদ্দ ১,১৮,৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হউক।

কংগ্রেসী পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ... প্রস্তাব করেন যে, ঐ ব্যয়-বরাদ্দ হইতে একশত টাকা ছাঁটাই করা হউক। শ্রীযুক্ত ... তাঁহার প্রস্তাব দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কোচ নীতির আলোচনা করিতে চাহেন।

কংগ্রেস পক্ষ হইতে ... মিশ্র ... ব্যানার্জ্জি প্রস্তাব করেন যে, ঐ ব্যয়-বরাদ্দ হইতে ১৭,৯৫০, টাকা ছাঁটাই করা হউক। শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জির প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেণ্টের ... নীতি ... আলোচনা করা।

কংগ্রেসদলের উভয় প্রস্তাবই ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। শনিবার পুনরায় এই দফার ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

শ্রী ... প্রসঙ্গে ... যে মন্ত্রীরা বাংলা পরিষদের সভ্যদের ... লইয়া ... বাড়াইয়া দিয়া ... বেতন ... বাড়াইয়া ... যে ... করিয়াছেন, তাহা ... হইতে পারে?

অর্থ সচিব মিঃ ... সরকার বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ... ব্যাপারে একটু উদাসীন নহেন। ... কোন কোন বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচ করা যাইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট আগামী বাজেট পেশ করিবার পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের সভ্যদের লইয়া একটি বৈঠক আহ্বান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের প্রচার নীতির সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, প্রতিকূলের মধ্যে যে ... ভাব দেখা দিয়াছে, তজ্জন্য প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকই দায়ী।

প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব জবাব দিয়া বলেন যে, বাংলার সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্য্য খুব জমকালভাবে প্রচার করিয়া থাকে, তাঁহাদের কার্য্যাবলী ... বাংলায় কোন সংবাদপত্র নাই।

—

৩১-শে কমেষ্ট্রেশনের পদে আড়াই হাজার বেকারের আবেদন

এলাহাবাদে ৩১টি কনেষ্টবলের পদের জন্য আড়াই হাজার দরখাস্ত পড়ে। তন্মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন, এফ-এ এবং গ্রাজুয়েট প্রার্থীর সংখ্যা অনেকগুলি ছিল। একজন গ্রাজুয়েট এবং কয়েকজন আণ্ডার গ্রাজুয়েটকে কার্য্য দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন গ্রাজুয়েটকে এইজন্য কাজ দেওয়া হয় নাই যে, তাহাদের শিক্ষা অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, গ্রাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েটদিগকে কনেষ্টবলের কাজ দেওয়া হইলে তাহারা প্রয়োজনের জন্য বাধ্য হইয়া পড়ে এবং তাহাদের দাবীও অগ্রাহ্য করা যায় না। তজ্জন্য নিম্নশ্রেণীর লোককে কাজে নিযুক্ত করা হইবে। প্রকাশ, ... নিম্নশ্রেণীর লোককে কনেষ্টবলের কাজ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। ঐ কনেষ্টবলরা ... শ্রেণীর ছিল। তাহাদের ব্যবহারে ... ও পানী কনেষ্টবলরা তাহাদের সহিত পানাহার করিতে অস্বীকৃত হয় এবং একত্র বসবাস করিতে চাহে না। ঐ কারণে বাছাই করিয়া কনেষ্টবল কয়েকজনকে জবাব দিতে হয়। কোন কর্ম্মচারীর তাহাদের নিয়োগে আপত্তি ... নাই, কারণ তাহারা অন্য ব্যারাকে থাকিত।

বানরের আক্রমণে বৃদ্ধের মৃত্যু

গত ১৯শে আগষ্ট এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে বানরের আক্রমণের ফলে একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ বৃদ্ধ তাহার ক্ষেত হইতে বানরের দল তাড়াইতে চেষ্টা করিলে, তাহারা বৃদ্ধকে আক্রমণ করে এবং তাহার শরীরের নানা স্থানে ভীষণ ... জখম করে। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইলে তথায় তাহার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ ঐ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল।

—

বাঙ্গালোরে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট

মাইসোর না পাইয়া গোলযোগ করা ... সহানুভূতি করা নিষেধ করিয়া পুলিশ রেগুলেশনের ৩৫ ধারা অনুসারে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট যে আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদে এবং তাঁহাদের অনশনরত প্রজাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য, বাঙ্গালোরের সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রগণ একযোগে ব্যাপক ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

জানা গেল যে, ছাত্রগণ বেশ শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা কোনও গোলযোগ বা শান্তিভঙ্গ করে নাই।

—

নর হত্যায় প্রাণদণ্ডাদেশ

গত ৮ই নভেম্বর তারিখে মুক্তাগাছার ... গোয়ালপাড়ায় ১৫ জন নরনারীকে হত্যা এবং বন্দুকের গুলীতে ৬ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোককে সাংঘাতিকভাবে জখম করার অভিযোগে নায়েক ... সেপাহীর ও তাহার সঙ্গী ... প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

—

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ॥৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৲
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আচার ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক রত্নাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৴৹
২১। গৌড়ীয়-সাম্প্রতা ।৴৹
২২। ভজন-রহস্য ।৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।৹
২৭। দুর্ব্বিনায়িকা ভগবৎগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভক্তসার (সানুবাদ) ।৹
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৷৹
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৴৹
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৹
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।৹
৫৫। [illegible] ।৹
৫৬। [illegible] ৷৹
৫৭। [illegible] (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৷৹
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৷৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। সাহিত্য-শিক্ষাষ্টক ॥৴৹
৬৬। গৌরাঙ্গ [illegible] ৴৹
৬৭। [illegible] ৷৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। [illegible] ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড স ৷৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। রেলেটিভ গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিটেন
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।৷
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। দৈনিক শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সর্ব্বকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে [illegible] করা হইয়া।

নির্বিশেষ অভক্তিক-সিদ্ধান্ত বাক্যিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে, প্রণব বহুশাস্ত্র পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থের [illegible] পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ { ২ . শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১৭১৩তম সংখ্যা

হরিকীর্ত্তন-মহামহোৎসব
শ্রীগৌড়ীয়মঠে

কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিকথা-মহামহোৎসব গত ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার দিবস আরম্ভ হইয়াছে। এই মহামহোৎসবোপলক্ষে ভারতের এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণীপ্রচার-নিরত গৌড়ীয়মিশনের যাবতীয় সন্ন্যাসিগণ, মহামহোপদেশকগণ, মহোপদেশকগণ, উপদেশকগণ—যাবতীয় ব্রহ্মচারী, বনচারী, গৃহস্থগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে ও অনুপ্রেরণায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীমঠটিকে শুদ্ধ শ্রীহরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনে মুখরিত রাখিয়াছেন।

প্রত্যহ প্রাতে ৫টায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দের মঙ্গলারাত্রিক, ৫।০টা হইতে ৬।০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ৬।০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, মধ্যাহ্ন ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী, অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬।০টা পর্য্যন্ত হরিকথা আলোচনা ও সদাচার শিক্ষা, সন্ধ্যা ৬।০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তন এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিয়মিত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে বাহিরের নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণের শ্রীমঠে ও কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ এবং ব্যাখ্যাদি হইতেছে। ভক্তিমান্ সজ্জনমাত্রেরই এই শ্রবণ-কীর্ত্তন মহামহোৎসবে যোগদান প্রার্থনীয়।

বীরভূমে প্রচার

গত ৬ই আগষ্ট শুক্রবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বীরভূম জেলান্তর্গত রামপুরহাট মহকুমার অধীন বিষ্ণুপুরগ্রামে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের চরিত্রালোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা অধিকতর হইয়াছিল এবং স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচনা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তনাদির প্রারম্ভ ও বিরতিকালে কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী প্রভুর নেতৃত্বে মধুর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

প্রত্যহই দিবারাত্রের মধ্যে বহু ভক্তবৃন্দ আগমনপূর্ব্বক মহারাজের নিকট পরিপ্রশ্নমুখে নানাবিধ কঠিন সন্দেহের মর্ম্মোদ্ঘাটন করাইয়া লইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত নবীগোপাল মণ্ডল প্রমুখ গৃহস্থগণ পূর্ব্ব হইতে কিছু পরিমাণে তথাকথিত শাস্ত্রীয় আচার পালনে রত থাকিলেও শ্রীপাদ স্বামীজীর কৃপায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সদাচার আজীবন সপরিবারে পালন করিতে একান্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আশা করি, অচিরে সম্বন্ধ ও তত্ত্ববৈষ্ণবগণের শ্রীগুরুদেব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদের জীবন সর্ব্বতোমুখী সারগ্রাহিতায় পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে। তাঁহারা ও তদীয় প্রকৃতহিতৈষী বান্ধবপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু স্বামীজী মহারাজের অত্র প্রচারার্থ বিজয়কালে তাঁহাদের সহিত আরও কিছুদিন অন্ততঃ পক্ষকাল থাকিয়া হরিকথার আলাপনে অনুগৃহীত হইবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন কিন্তু স্বামীজী গুরুতর সেবাভারের অনুরোধে ৭ই আগষ্ট শনিবার সায়ংকালে পুনরায় আগমনযোগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরের হরিকথা-শ্রবণার্থী সুকৃতি সম্পন্ন বহু বিশিষ্ট জনের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বৃন্দাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত গিরিধারী মণ্ডল; শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র মণ্ডল; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টরাজ কাব্যতীর্থ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ; শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষাল; শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়; শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ দালাল; শ্রীযুক্ত নবীগোপাল মণ্ডল; শ্রীযুক্ত বেণুকর মণ্ডল; শ্রীযুক্ত অমূল্য মণ্ডল; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ প্রামাণিক; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি।

গত ৮ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে শাঁকতোড়িয়া কলিয়ারী মহলের প্রসিদ্ধ ধনিক, দানবীর ও জনপ্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সাগ্রহ আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ তদীয় কীর্ত্তনমণ্ডলী সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মরাগে বিভাবিত তদীয় আবাসভবনে সমাগত হইয়া বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সায়াহ্নে তাঁহার আয়োজনে একটি সভা আহূত হইলে সমুদয় সজ্জনমণ্ডলী ও বণিকগণ সমক্ষে শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবাদি লীলা ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঐ সভার কার্য্য চলে। প্রারম্ভে ও উপসংহারে শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজের সুমধুরকণ্ঠে মধুর পদাবলী ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধ ভাগবতবাণী-প্রচারে বিশিষ্ট সাহায্যকারী শ্রীযুক্ত রায়সাহেব ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সৌজন্য ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

[illegible] জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীপাদ সুধন্যকুমার দাসাধিকারী প্রভুসহ পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়া, চকচাপড়ী, [illegible] ও বাকোপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি [illegible] মহলে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রচারকগণ উক্ত মহকুমায় শ্রীমহাপ্রভুর স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ধারাবাহিকভাবে শ্রীসনাতন শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা [illegible] স্থানীয় রেলষ্টেশন, [illegible], বাজার ও [illegible]পাড়া প্রভৃতি স্থানে পাঠ কীর্ত্তনাদি করিতেছেন। তাঁহাদের আন্তরিকতা ও বীর্য্যবতী হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া সজ্জনগণ প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন।

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। 'গুরু' মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, যিনি ইতর চেষ্টায় ধাবিত, তিনি শূদ্র হ'য়ে পড়েন। লোকে পরিচয় থাকুক 'শূদ্র' ব'লে, 'সন্ন্যাসী' ব'লে তথাপি তিনি 'ব্রহ্মজ্ঞ হ'লেই ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিকভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৭৫

নরকদর্শন

স্বর্গ ও নরক এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত স্থান। এই পৃথিবীই স্বর্গ এবং ইহাই নরক—এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। এই পৃথিবী, স্বর্গ বা নরক সবই পৃথক্ পৃথক্ স্থান। যাহারা পাপী তাহারাই নরকে যায়। আমরা মহাভারতে ধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাদি লীলার কথা শুনিতে পাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের পরমপ্রিয়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ অপেক্ষাও এই পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে লিখিত আছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রিয় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এবিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তাই আমরা অদ্য তাহারই দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাদি লীলার প্রসঙ্গ মূল সংস্কৃত মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। যুধিষ্ঠিরের এই নরক-দর্শনাদি লীলার যে কি বিশেষ তাৎপর্য্য ও মহতী শিক্ষা নিহিত আছে তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুল, সারথি, দূত এবং উপদেষ্টারূপে নিত্য বর্ত্তমান। ইঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ভক্ত। ভগবৎ-নিত্য পার্ষদ উত্তম ভক্ত বিচার লোকসকল তাঁহাদের জন্য থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় ব্যস্ত। সুতরাং পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন যে অসম্ভব, তাহা সকলেই বুঝিবেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালে যখন দ্রোণাচার্য্য—তৎপুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর পর আর প্রাণ রাখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন তখন পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামা নিহত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া করিবার চেষ্টা করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের বাক্য ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে 'অশ্বত্থামা হত হইয়াছে'—তাহা দ্রোণের নিকট বলিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে একথা বলিলেন না। তখন পরমচতুর শ্রীকৃষ্ণ আর এক অদ্ভুত কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক ভীম কর্ত্তৃক অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে নিহত করাইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, এখন "অশ্বত্থামা হত" একথা বলিলে তাঁহার সত্যের অপলাপ হইবে না। মহা-সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কোনক্রমে সত্যের অপলাপ করাও অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ'—ইহা বলিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতঃ" এই বাক্যটী বিঘোষিত হইবার অব্যবহিত পরেই 'ইতি গজঃ' শব্দ দুইটী উচ্চারণকালে বিপুল শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কাজেই "ইতি গজঃ" এই শব্দ দুইটী দ্রোণ শুনিতে পাইলেন না, এবং তদীয় অশ্বত্থামা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে মনে করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন।

"সর্ব্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র-ইচ্ছারূপা তাঁহার আজ্ঞা বা আদেশ প্রতিপালন বা পূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবা। যাহারা ভগবানের ইচ্ছাবৃত্তি বা স্বতন্ত্রতাকে জাগতিক বিচারে নীতিভ্রষ্ট বা অসত্য বলিয়া বিচার করে তাহারা ভ্রান্ত। পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কেন এইরূপভাবে সত্যের অপলাপ করাইলেন তাহা জড়েন্দ্রিয় আমাদের বুঝিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভগবান্ যাহা করেন, যাহা বলেন, এবং তাঁহার জন্য যাহা করা যায় তাহাই সত্য আর বাকীগুলি সবই অবিদ্যার অসত্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এ সকল কথা আমরা সাধুসঙ্গের অভাবে ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়াই নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক করুণাময় ভগবানের উপর দোষারোপ করিতে যাই।

সত্যবাদী'র অপেক্ষা ভক্তিনীতি অনন্ত কোটী গুণ শ্রেষ্ঠ, ভক্তিনীতির নামই পরমসত্য, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ এবং তিনি পাণ্ডবসখা। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ এবং ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ—এই উভয়, পরস্পর অনুরাগের নামই ভক্তিনীতি, তাহাই পরম সত্য। এই সবলতা শিক্ষা প্রচারার্থই পরম সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ উপরিউক্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভক্ত যুধিষ্ঠির সত্যের বাস্তবস্বরূপ জানিয়াও ভগবদ্-ইচ্ছায় এইরূপ কৃষ্ণাদেশ-লঙ্ঘনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে যত বড়ই সত্যবাদী হউন না, কেন, তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ—শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ অভিলাষ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ভক্তিনীতিকে, লঙ্ঘন করেন, তাহা হ'লে তিনি জাগতিক সকল সত্য পালন করিয়াও নরক দর্শন করিয়া থাকেন। কারণ, পরম সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত—তাঁহার ইচ্ছা পূরণ ব্যতীত জগতের বিচারে কল্পিত সত্যে যাহার যত নিষ্ঠা থাকুক না কেন, সেই জাগতিক খ্যাতি বা সত্যনীতি কোন কালেই নির্ম্মল ও নিশ্ছিদ্র নহে, তদ্‌শিক্ষা দিবার জন্যই যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাদিলীলা।

এই কেন্দ্রধর্মপূর্ণ জগতে কেবল সত্য নাই, হওয়া আমরা যদি যুধিষ্ঠিরের পদাঙ্ক-অনুসরণ আদর্শের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাহ্য-বিচারে যুধিষ্ঠিরের আদর্শ ও সত্যবাদিতা গ্রহণ করি, তাহা হইলেও ভগবৎ-সেবায় অনাদর হেতু সেই সকল সত্য পালন করিয়াও আমাদিগকে নরকে যাইতে হইবে।

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

কিন্তু বাহ্য বিচারে যাহা অসত্য বলিয়া মনে হয়, তা'ই যদি ভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাই পরম সত্য। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

যুধিষ্ঠিরঃ কৃতং পাপমশ্বত্থামা হতস্ত্বিতি।
যামনাদৃত্য শ্রেয়োহপি পাপং তাবৎ—
 ...প্রভাবতঃ॥
পাপং তদপি পুণ্যং ...
 ... কৃতো ভবেৎ।
নিষ্কামা-কর্ত্তা বাপ্যতকো
 ... নরকে ভবেৎ॥

ভগবান্ বলিতেছেন,—বাহ্য-বিচারে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যদি আমার জন্য কৃত হয় তাহা হইলে তাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মও যদি কৃত হয় তাহা হইলে আমার প্রভাবে সেই ধর্ম্ম পাপরূপে পর্য্যবসিত হইবে।

হে ভবে! তোমার অভক্তদের ... ধর্ম্মও পাপরূপে পরিণত হয়। ... অর্থাৎ যাবতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীও যদি তোমাতে অনুরাগবিহীন হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তিও নরক গমন করে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইতে বাহ্যবিচারে সত্যকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাদির প্রসঙ্গ লোকশিক্ষার্থ মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কোনকালেই যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন হয় নাই বা হইতে পারে না, যুধিষ্ঠির ... ইন্দ্রমায়ারচিত নরককেই অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

"ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব।
...
...বিশাম্পতে॥
...পর্য্যোদিতা॥"

(মহাভারত)

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—"হে রাজন, আপনাকে ছলক্রমে নরকদর্শন করান হইয়াছে। হে পুণ্যবান মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনার ভ্রাতৃগণও কদাপি নরকগমনের যোগ্য নহেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রয়োজিত মায়াদ্বারাই আপনার ছল-নরক দর্শন হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ এতৎসম্বন্ধে মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ২৭ অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠির স্বর্গে যে 'নরক-দর্শনের' অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত নহে। কারণ, স্বর্গে নরকের অবস্থান নাই, উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় ইন্দ্রমায়ারচিত নরকমাত্র। উহা দ্বারা ভগবান্ জানাইয়াছেন যে, জগতের ভগবদ্‌বিহীন সত্যবাদি-সম্প্রদায় নিশ্ছিদ্র সত্য রক্ষিতে পারেন না। অনেক সময় অজ্ঞানতাবশে ও সহজ কপটতা-ক্রমে তাঁহাদের বাক্যে অসত্য ঢুকিয়া পড়ে এবং সেই অসত্যের জন্য তাঁহাদিগকে নরকদর্শন করিতে হয়।

শাস্ত্র বলেন,

পড়ার পরশ দুঃখে পতাকে পাবন।
দুর্গতিরে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

যাঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হওয়া যায়, যাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনকালে জীবের সকল কলুষ নাশ হয়, সেই কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তের নরকদর্শন সম্ভবপর, একথা মনে করাও অপরাধজনক। বৈষ্ণবগণের লোকশিক্ষার্থ লীলাভিনয়াদি তদানুগত্যে উপলব্ধি করিতে না পারিলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী।

সাধু সাবধান!

কৃষ্ণ ভজে যেন নিষ্কিঞ্চন বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

৮ গুরুভোগী গোখর

(শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সরীসৃপগণের মধ্যে যেমন গোখুরা সর্প সর্বাপেক্ষা হিংস্র বলিয়া পরিচিত, সেইরূপ রজস্তমোগুণাক্রান্ত মানবগণ মহাগুরুর পাদাশ্রয় করিয়া নিষ্কপটের সহিত গুরুসেবা না করার দরুণ মহাকপটাচারী হইয়া, আমি গোস্বামী—আমি গুরুশ্রেষ্ঠ—আমি আচার্য্য—আমি ঠাকুর—আমি সর্বজ্ঞ ইত্যাদি গর্বে স্ফীত হইয়া পরমার্থ-পথিকগণকে আক্রমণ করে। ইহারা গোখুরা সর্প অপেক্ষাও হিংস্র বলিয়া—আত্ম-পরঘাতী বলিয়াই গোখর বা নারকী নামে অভিহিত। শাস্ত্র ঐ গোখর বা নারকীগণের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

[যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পুত্র-পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং নদ্যাদিস্থিত জলে তীর্থবুদ্ধি করেন কিন্তু তত্ত্বজ্ঞকে আত্মবুদ্ধি মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গোখর নামে অভিহিত।] অথবা—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য
বা নারকী সঃ॥"

(পদ্মপুরাণ)

[যিনি পূজ্য বিষ্ণুতে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বৈষ্ণব পাদোদককে সামান্য জলবুদ্ধি, সর্বপাপনাশী বিষ্ণুনামমন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করেন, তিনি নারকী।]

গুরুভোগের প্রচেষ্টায় গুরুতে সেব্য-বুদ্ধির অভাব যেখানে, সেইখানেই গুরুদেবের সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ততা দেখা যায়। গুরুদেবের শয্যা, যান, পাদুকা, গৃহ প্রভৃতি গুরুর সম্পত্তি আপনার ভোগ্যবস্তুতে অঙ্গীকৃত না করিয়া, আমি মালিক এইরূপ অভিসন্ধিবিশিষ্ট জনগণ গুরুভোগী গোখর নামে অভিহিত। প্রকৃত শিষ্য গুরুদেবের [illegible] কখনও ব্যবহার করেন না। শাস্ত্রেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। রামচন্দ্র-পুরী সন্ন্যাসী হইয়া গুরুপাদপদ্ম শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরণে অপরাধী; সুতরাং গুরুদ্বেষী রামচন্দ্রপুরীর আদর্শ-গ্রহণকারী অসুর, নারকী বা গোখর-পর্যায়ভুক্ত হইবেন। [illegible] শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আসন গ্রহণ স্বীকার করিবার অভিনয় করিয়া ও জগন্নাথ [illegible] নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ছেন।

গুরুভোগী গোখরগণ অতিশয় ধূর্ত ও কপট-বলিয়া সর্বদা নিজেকে গোপন করিবার চেষ্টা করে। তাই সাধারণ বোকা লোক তাহাদিগকে সাধু বলিয়া প্রশংসা না করিয়া পারে না। এমন কি, বিদ্বান ব্যক্তিরাও অনেক সময় কপটতাবশে তাহার মনোভাব বুঝিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু তাহাদের কপট সৌজন্য, বিনয়-নম্র বচন-চাতুর্য্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না। তাই দুষ্টগণ সাধুগণের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করে। কখনও বা তারা স্ব-স্ব কপটপ্রবৃত্তি লুক্কায়িত রাখিয়া সাধুর আনুগত্য স্বীকার পূর্বক লোকমধ্যে খুব সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। কারণ তাহা হইতে তাহাকে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র পুরুষ বলিয়া কেহ আর সন্দেহ করিবেন না। তাই ব্যবহারিক জগতে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের সঙ্গেই ধূর্তগণ সর্বদা মেলামেশা করে। কেহ অজ্ঞতাবশতঃ সাধুগণকে ধৃষ্টতাবশে অবহেলা করিলেও তাঁহারা তাহাকে সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"। কাহার সাধ্য [illegible] সেই চেষ্টায় দলপুষ্ট করে। আবার কখনও দালাল সাজিয়া মোড়লী করিতে অর্থাৎ মর্কটের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন-[illegible] আবরণ দেখাইতেও পশ্চাৎপদ হয় না। তাহারা সাধুর চারিদিকে প্রচারিত হইলেই সাধুর নিকটে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য—অর্থলাভ ও প্রতিষ্ঠালাভ প্রচুর পরিমাণে অবাধে হইতে থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে তাহারা অনেক সময় মর্কটবৈরাগীও সাজে। "অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে, ভ্রমিয়া বুলয় ঘরে ঘরে।" অসাধু সাধুর বেশ ধারণ করিলেও সাধুর বিচারকে ধূলি দিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তবে তাহাদের প্রবোচনায় কপট একশ্রেণী অধিকতর বঞ্চিত হয় মাত্র কারণ, নিষ্কপট সাধুগণকে যে ভগবান্ দয়া করেন। সাধুগণের ভাব দেখিয়া তাহা অনুকরণ করিয়া ভোজনপটীর ন্যায় ধূর্ত্ত কপট লোক দেখিলেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা [illegible] করে। "সিদ্ধ হইলে গোখর শিক্ষা বুঝিবা লইবে।" নিজে গুরু সাজিবার জন্য ছুটিতে হইবে না। বৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগে স্বতন্ত্রতারূপ পক্ষপাত-দোষ আসিয়া নরকে লইয়া যায়। "তাই শিষ্য হয় থাকিয়া সর্বদা না করিব পূজা কার।"

[illegible] গুরুদেরে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্, আমার অনেক শিক্ষাগুরু আছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বুদ্ধি লাভ করিয়া আমি পরিমুক্তভাবে বিচরণ করি। পৃথিবীর নিকট হইতে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা শিক্ষা করিয়াছি, বায়ুর নিকট সর্বত্র থাকিয়াও অসঙ্গ থাকা শিক্ষা করিয়াছি। জলের নিকট স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতা গুণ শিক্ষা করিয়াছি। অগ্নির নিকট সর্বভক্ষক হইয়াও অলিপ্ততা শিক্ষা করিয়াছি। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি [illegible] দেখিয়া আত্মার জন্মাদি ষড়্বিকার নাই, তাহা চন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। সূর্য্যের যেরূপ [illegible] সেইরূপ আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিয়া অর্পণ করিয়া থাকি। কপোত প্রভৃতি দর্শনে আমার নানাবিধ কামনা-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছি। কপোতের নিকট কুটুম্বাদি ও অন্যান্য [illegible] আসক্তি পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। পাইলে খাওয়া এবং অনায়াসে লব্ধ জীবনধারণ, ধৈর্য্য ও সন্তোষ ইহা অজগরের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। বাহিরে প্রসন্ন, অন্তরে গম্ভীর অলক্ষ্যাভিপ্রায়, নিশ্চল, অক্ষোভিত এবং সদাসময় প্রশান্ততা, এই সকল সমুদ্রের নিকট শিখিয়াছি। রূপ, বর্ণ, বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া মানব বুদ্ধিনাশ হয়, তাহা হইতে সতর্ক হইতে পতঙ্গের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। মধুকরের নিকট স্বল্পগ্রাস ও মাধুকরী বৃত্তি শিখিয়াছি। ভ্রমরের নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ দেখিয়া শাস্ত্র হইতে সারগ্রহ করিতে শিখিয়াছি। হস্তিকাতর [illegible] দেখিয়া [illegible] শিক্ষা করিয়াছি। [illegible] দেখিয়া স্ত্রীলোকে আসক্তি ত্যাগ করিয়াছি। মধু-সংগ্রহীর নিকট সঞ্চয়ের দুঃখফল শিক্ষা করিয়াছি। ব্যাধের গীতে হরিণ বিনষ্ট হয় দেখিয়া চরমে দুঃখদায়ক গ্রাম্যগীত শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়াছি। মৎস্যের জিহ্বাবশে বিনাশ দেখিয়া খাদ্যাদির রসাস্বাদ ত্যাগ করিয়াছি; কারণ, রসনা জয় করা বড় কঠিন। পিঙ্গলা বেশ্যার নিকট বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি। আসক্তির বিষয়টি ত্যাগ করিলে সুখী হয়, কুররী পক্ষীর নিকট শিক্ষা করিয়াছি। মানাপমান ও আত্মরতি বালকের নিকট শিখিয়াছি। জনসঙ্গ-ত্যাগ ও দ্বৈত-ত্যাগ কুমারীর নিকট শিখিয়াছি। একাগ্রচিত্তে সাধন শিক্ষা শর-নির্মাণকারীর নিকট পাইয়াছি। সর্পের নিকট একক বিচরণ গৃহারম্ভ ত্যাগ, প্রমাদশূন্য একাকবাসিত্ব ও অলক্ষ্য মানসধর্ম-জ্ঞান শিখিয়াছি। মাকড়সার নিকট ঈশ্বরের সৃষ্টিকালে সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ ক্রিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। রাগ দ্বারা ঈশ্বরসাধন সম্ভব হয়, তাহা কুমারিকা কীটের নিকট শিখিয়াছি। আমার শিক্ষাগুরু সব অসংখ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকের কথা বলিতে গেলে [illegible] শেষ হইবে না।

[illegible] শিক্ষাগুরুগণের মধ্যে যদি [illegible] 'শাস্ত্র' জানী সৎ ও বৈষ্ণবকে পরমগুরু-জ্ঞানে সেবা করিবার পথ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে [illegible]। সুতরাং গুরুদেবের [illegible] অনুগত [illegible] উপদেশে কোটিকোটি [illegible] তাঁহার মার্গে সহজেই প্রবেশ লাভ ঘটে, নচেৎ পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

যদি গুরুদেব কোন কোন শিষ্যের কপটতা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে গুরুবুদ্ধি [illegible] করিতেন; তিনি বিশুদ্ধ সেবকগণের নিকট তাহাদের কপটতার কথা জানাইতেন যে তাহাদের সঙ্গ বা সেবা করিলে নরক লাভ হইবে সুতরাং আপনারা সাবধান থাকিবেন। নাস্তিক, কপট, ভোগী ও পরিত্যক্তজনা বা [illegible] সঙ্গ না করা পর্যন্ত গুরু-পাদপদ্মের কোন কথা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। সরল ব্যক্তিও স্ত্রীসঙ্গী ও কপটের সঙ্গফলে [illegible] তাঁহার বৃত্তি-পথ হইতে কর্পূরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃত গুরু-প্রীতিবোধ প্রবল থাকাকাল পর্যন্ত তাঁহার গুরুসেবাভিমান স্বপ্নবৎ মিথ্যা।

গুরুর সম্পত্তি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিবার জন্য যে গুরুদ্রোহ [illegible], তাহা গুরুভোগী গোখরগণের স্বরূপ-পরিচয়ের চিহ্ন। ধূর্ত্তগণ [illegible] সাধু ও [illegible] একাসনে সংস্থাপন [illegible] অভক্ত ও গুরুদ্রোহী। গুরুভোগী গোখরগণের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ না করিলে নিশ্চয়ই তাহার প্রেম-পথ কণ্টকাবৃত ও রুদ্ধ থাকিবে। সাধু সাবধান! "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" [illegible] কপাল পোড়া, তাহারা এসকল কথা শুনে না। তাই পুনঃ পুনঃ গুরু ও [illegible] আনুগত্যে [illegible] করুন। [illegible] আপনারা গুরুদেবের অপমান করিলে সর্বনাশ।

"[illegible]"

ভক্তিমার্গের বিচার প্রাকৃত জনের কোন বিচারক্রমে চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিবেন না। গোখর ও গোস্বামীর [illegible] কোন দিন হয় নাই বা হইবে না। যাহারা গোস্বামী ও গোখরে ও চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে, মূর্খ ও পণ্ডিতে, সমদৃষ্টিতা দর্শন করেন, তাঁহারা জড়বুদ্ধি-নাস্তিক। তাঁহাদের বিচার অবলম্বন কোন বিজ্ঞই আদর করেন না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ,
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ; শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিকাচারবর্য্যের 'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী-কৌতুক-বোধ-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্ত-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারমূর্ত্তি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অক্রূরকৃতাম্বুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম,পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনবদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—(শ্রীবুনিরদেবের শ্রীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুবর্ণকুঞ্জ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্দা ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ.
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীমহাদেব দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীমথুরানাথ ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অকটাভিলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সাক্ষিত-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ
পোঃ চরিয়াব, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক - শ্রীযুক্তমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৪২নং অগ্নিকুণ্ড, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরীপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণ মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোস্বামী,
পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র,পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনিত্যগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬৩নং হার্ডিঞ্জ রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালা হিল, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ-
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগোপাল দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
নীপগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) খাঁদেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাট
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
সুরুজকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন,
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গো

(৬৭) গৌড়ীয় ক
রক্ষক—শ্রীবনগোবিন্দ

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
জাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৬৷০
আমন নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
পাটনাই কোয়ালিটি	৫৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৵/

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸/
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
লাটমাই আতপ	৫৷০-৫৸০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

বিকানীর, টাইপ	১০৸/০
কলিকাতা ১০০০ নং	১০/০
আখ্যোরা দানা	৩৷
তারপুর দানা	৮৷০—৯৶০
তারপুর দানা	৭৸/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

চাকলাদের বার	৩৪৸০
গিনি	২৩৲
চাঁদিরবার	৫২৷০

পাটের দর

আরম্ভ—	৪০৸০
নিরুপ—	৪০৸০
উচ্চদর—	৪১৷০
বাজার বন্দের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸/
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৶/
ডাউনাপ্রেস ঐ	৫৸/০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (মি)	৫৸০—৫৸/০/
আটা নং (২)	৫/০—৫৸/০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸/০
আটা নং (৩)	৪৷০—২৸/০
ভুষি	১৪/০—১৸০
	১৪/০—১৸/০

ঘুতের দর

৫৭৲
৫৭৲
৫৩৲
৪৫৲

গান্ধিবাম	৪৬৷০
ডাল	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
খাজা খাবলা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

গোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা স্লাটেড জয়েষ্ট বীমসম সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮৷০ ৯৲

টাটা গাঃ করগেট-সীট।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৩৶/০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৩৸০

গাঃ সটকা ২৪ -৩০ গেজ

সীস	।৶৫—৸০
বাজারি বেলা কাটা গজ (খাজিন)	১০৷০
গোল কাটি বা ফ্লাট কাটি	৩৷০—৪৲

পাটি কাটি ৩—১ মুট লম্বা

৭৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটি লম্বা ১—৩২	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন শাটি, গোলাই নয়াবে	৮৲—৯৲

গোল রড বি-ইনকোম ও কনক্রিটের

জন্য ৯৸০ -১২৲

নুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হালখন ৫৶০, পাটের হালখন ৬৷০

জুতার হালখন ৪৸০

সুতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আরো, গোলার কাটন	৫৪৲
লিট ও আয়ের কয়লা	৪০৲
কলাটি কুরিদ কাটন	৪০৲
বার্মা জাবা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেবেতি সমলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

প্রতি মণ

গাহন মাল	৮৷০
সুপারী বোম্বাই	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
শুটি খরিদার	১৫৷০—১৭৷০
পচা বৃহৎ গাইবাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

শ্রীমন্ত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়

গান স্বাস্থ্য সাম্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গভর্ণমেণ্ট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৫০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৩
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—৩	১৮—৯,	২০—০৫
মায়াপুরঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

মায়াপুর ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৫	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যদুক্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া এই পাঁচন আদৃত হইয়া আসিতেছে। শিশুর প্লীহা যকৃৎ জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার আরোগ্য লাভ হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১৫৩ আহিরিটোলা রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible] ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের [illegible] পাঠ করা সকলেরই প্রয়োজন। [illegible] ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা, ব্রাহ্মণের [illegible], ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও [illegible] [illegible] জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি [illegible] প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] (প্রায় [illegible]) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় [illegible] ও [illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের [illegible] ইংরেজী ভাষায় [illegible] এবং [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের Foreword, [illegible] গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-সূচী (Contents) ও [illegible] সহিত [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

[illegible]—আরও কিছুকাল ১২,

মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার,

[illegible] ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে [illegible] আরম্ভ হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় স্তম্ভ	পরবর্তী স্তম্ভ	১ম ও দ্বিতীয় স্তম্ভ	পরবর্তী স্তম্ভ
প্রতি [illegible] ইঞ্চি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২ ইঞ্চি	১৪০	১।০	[illegible]	
সিকি কলম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৩,
অর্দ্ধ কলম	৭,	৩,	৩,	[illegible]
এক কলম	১২,	১২,	১০,	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি [illegible]	[illegible]
সিকি কলম [illegible]	[illegible]
অর্দ্ধ কলম [illegible]	[illegible]
এক কলম [illegible]	[illegible]

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	[illegible]
ষাণ্মাসিক	[illegible]
ত্রৈমাসিক	[illegible]
মাসিক	[illegible]

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যা [illegible]

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

[illegible] একটী অমূল্য গ্রন্থ। ইহা [illegible] আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি [illegible] ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র [illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা [illegible] ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া [illegible] ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। [illegible] প্রেস

[illegible] এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] ভাষায় [illegible] পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৫২]

বিবিধ সংবাদ

——(০:০:০)——

নদীয়ায় ডাকাতির হিড়িক

কয়েকদিন হইতে তেহট্ট থানার বিভিন্ন স্থানে চুরি এবং ডাকাতির হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। গোপীনাথপুর গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ীতে সিঁধেল চোর ঢুকিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় তিন শতাধিক টাকা চুরি গিয়াছে। তেহট্ট থানা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী জিৎপুর গ্রামের এক সম্পন্ন মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে কয়েকদিন পূর্ব্বে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বেতাই গ্রামের একটি বাড়ীতেও ডাকাত পড়িয়াছিল। ডাকাতেরা বাড়ীর লোকদিগকে মারধর করিয়া বহু টাকা লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। পুলিশ মাত্র কয়েকজন লোককে সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। উপর্য্যুপরি এইরূপ চুরি ডাকাতি হওয়ায় জনসাধারণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর রক্তের-চাপ বৃদ্ধি

বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্য-সচিব মাননীয় ডাঃ গিল্ডার এবং বোম্বাই সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গুলজারীলাল নন্দ গত ২২শে আগষ্ট ওয়ার্দ্ধায় আসিয়া গান্ধীজীর সহিত মাদক নিবারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার সময় গান্ধীজীকে কাতর দেখায়। ডাঃ গিল্ডার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, আবার তাঁহার রক্তের চাপ বাড়িতেছে। গান্ধীজীকে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎকার বন্ধ রাখিতে ...

——

চীন-সংগ্রাম

সাংহাই-এর নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চলে বোমা ও গোলা বর্ষণের ফলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। জাপানী কাপড়ের কলগুলি ধ্বংস হইয়াছে। জাপানী সৈন্যরা একেবারে নদীর কিনারায় আসিয়া পড়িয়াছে। চীনাদের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ লড়িতেছে। তিনটী চীনা বিমান জাপানী নৌবহরের অধিনায়কের বিরাট জাহাজ আক্রমণ করে। অধিনায়কের সৌভাগ্যক্রমে বোমাগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জাপানী জেটির সম্মুখে নিকটে পড়ে। উত্তর-চীনে চাহার অঞ্চলে জাপানীরা যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল, চীনারা তাহা পুনরুদ্ধার করিয়াছে। চীনা সৈন্যদের তিনটী দল পিপিং-হাঙ্কাও রেলপথ ধরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে জাপানী সৈন্যদের অধিকৃত স্থানগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপ-সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সমস্ত কারণে বৃটিশ সম্পত্তি অধিকার করিলেও জাপানকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

চীন-জাপান যুদ্ধে ভারত হইতে সৈন্যপ্রেরণ

একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সাংহাইয়ের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ৫ নং রাজপুতানা রাইফেল এবং ৪।১৯নং হায়দরাবাদ রেজিমেণ্টকে শীঘ্র যুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

যতদিন পর্য্যন্ত সাংহাইয়ের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই দুইটি সৈন্যবাহিনী হংকং এবং সিঙ্গাপুরের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করিবে ঐ সকল স্থানে বৃটিশ ও ভারতীয়দের রক্ষার জন্য যে সৈন্য পাঠান হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরিত করা হইবে।

আফিং খাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা

গত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিতে শিয়ালদহ রেলওয়ে প্লাটফর্ম্মের উপরে একজন ২০ বৎসর বয়স্ক যুবককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ডাক্তারের অভিমত এই যে, যুবকটি আত্মহত্যার জন্য আফিং খাইয়াছিল। যুবকটী বর্ত্তমানে আরোগ্যের পথে। আত্মহত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে মামলা আনিবে বলিয়া প্রকাশ। যুবকটী বলিয়াছে যে, তাহার নাম অনিল মল্লিক এবং চুঁচুড়ায় তাহার বাড়ী।

ভারতীয় সাধুর লাঞ্ছনা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, কর্ত্তা নামে একজন ভারতীয় সাধু টুগু কতিপয় দুর্বৃত্ত ব্রহ্মদেশের মজুরের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া হাসপাতালে শয্যাশায়ী আছে প্রকাশ, ব্রহ্মদেশীয় মজুরকে বুঝায় যে, তাহার শিষ্যদের দীর্ঘ বন্য দাড়ী রোগযন্ত্রণার মূল উক্ত সাধুর কারসাজি রহিয়াছে। মজুরটী তখন তাহার কয়েকজন সঙ্গীর সহযোগে সাধুকে পাকড়াও করিয়া তাঁহার দুইটী দাঁত উপড়াইয়া লয়। জনৈক মগ এক রিক্সাওয়ালার সহিত সাধুর যোগাযোগ ছিল এই সন্দেহে তাহাকেও ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহার দুইটী দাঁত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে চারজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

——

বিমানে আমেরিকা হইতে ইউরোপ

ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ কোম্পানীর "ক্যালেডোনিয়া" নামক বিমানটী গত ২৩শে আগষ্ট ১১ ঘণ্টা ২১ মিনিটের মধ্যে আমেরিকা হইতে আয়ার্ল্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছায়। "ক্যালেডোনিয়া" ঘণ্টায় ১৭০ মাইলের কিছু বেশী বেগে উড়িতেছিল। পথিমধ্যে একবার "ক্যালেডোনিয়া" ১৭ হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়াছিল।

জামসেদপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

বৌবাজার, ওয়ার্কস এবং বৃন্দাবনী তাম্রার খনিতে গত ১৮ই আগষ্ট হইতে বেতন বৃদ্ধি দাবী করিয়া শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রকাশ, যাহারা কাজে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, ধর্ম্মঘটকারীরা তাহাদিগকে মারপিট করিতেছে। ধর্ম্মঘটের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। রাঁচি হইতে সৈন্য আনয়ন করা হইয়াছে। পুলিশের ডেপুটী কমিশনার এবং ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন; অবস্থা এখনও শান্তিপূর্ণ আছে। প্রকাশ, ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা শ্রমিক নেতা মিঃ হোমীকে আপোষ রফার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছে। মারপিট করার অভিযোগে কয়েকজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

বাঘ সন্দেহের শোচনীয় পরিণতি

গত ১৯শে আগষ্ট রাত্রিতে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্র শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সে তাহার বন্ধু পরীক্ষা করায়, উহার ফলে তাহার সন্দেহ হয় যে, তাহার শরীরে উপদংশের বীজাণু প্রবেশ করিয়াছে। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া সে কয়েকটী আর্সেনিক ইঞ্জেক্শন গ্রহণ করে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে, তাহার সন্দেহ অমূলক। আর্সেনিক ইঞ্জেক্শন গ্রহণ করার ফলে, তাহার শরীরে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উহার সমস্ত শরীরে ঘা হয়। অনেক দিন ভুগিয়া সে গত বৃহস্পতিবার মারা গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন-আনন্দ ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গৌরতত্ত্ব ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতায় কেবল মানব ভাষা ৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনিকা ভগবৎগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। অবশ্রুভাণ্ডী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংখ্যামালী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ১৲
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি এণ্ড অন্টলজি ৷
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৵
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল এণ্ড আনব্যালেন্সড রিলিজন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ডিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় এক মাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিদ্বারকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শর্ম্মার সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ভবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ { ৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৫শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১৫২তম সংখ্যা

শ্রীবলদেবাবির্ভাবোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ২২শে আগষ্ট রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব সংকীর্ত্তনমুখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য পাঠ হয়। অতঃপর দ্বিপ্রহরে ভোগারাত্রিকাদি ও পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হওয়ার পর নাটমন্দিরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রামতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবলদেব প্রভুর জন্মলীলা-বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য পাঠ দ্বারা শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখামঠ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব পতিত-পাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় আনুগত্যে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইতেছে। তথায় একমুহূর্ত্তও হরিকথা কীর্ত্তনের বিরাম নাই।

গত ২২শে আগষ্ট রবিবার দিন শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদিমুখে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আকরমঠরাজ, শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেক শাখামঠেই শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-তিথি পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও উপবাসাদি-মুখে যথারীতি পালিত হইয়াছে। বিভিন্ন মঠের উৎসবাদির কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

'ভোগ ও সেবা' সম্বন্ধে বক্তৃতা

গত ২১শে আগষ্ট শনিবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রবণসদনে সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীমঠের বার্ষিক সভা মহোৎসববাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "ভোগ ও সেবা" সম্বন্ধে প্রায় ১৷০ ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার ও কনট্রাক্টর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং এ। এন্ রায় বার-এ্যাট্-ল ও বাগবাজারের চৌধুরী চট্টোপাধ্যায় (রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) মহোদয় দ্বয় সমর্থনে স্কটিসচার্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বক্তৃতা শ্রবণ জন্য বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,— শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু (রিটায়ার্ড ডেপুটী এণ্ড সেসন জজ), শ্রীযুক্ত মণিমোহন গাঙ্গুলী (অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার অব পুলিশ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সলিসিটর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি।

সেবকসম্প্রদায়ের প্রচার

বিগত ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার ঢাকার অন্তর্গত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব-শ্রীনামকীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

> "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
> দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
> তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
> ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"
>
> (ভাঃ ১১।২।৩৭)

যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হন, ভগবানের মায়া-বলে তাঁহারই স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহা হইতে আমি দেহ এই জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার এবং তাহা হইতে ভবভয় তাহার উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে আরাধ্যদেবতা ও প্রিয়তম জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে হইয়া অনন্যভক্তি সহকারে সেই ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন।

এই শ্লোকে আমরা উপরে (ভয়ংৎঃ) অপেক্ষা (উন্মুখত্ব), একটী শব্দ প্রাপ্ত হইলাম। ঈশবিমুখ কাহাকে বলে? এ বিষয় জানা প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অনুকূলভাবে বিচারে আমরা জানি যে, এই বিমুখ-ব্যক্তিরা মায়ার সংসারে এক প্রকার অন্যাভিলাষী জীবগণ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, দ্বিতীয় প্রকার আত্মসুখের বাধাও আশঙ্কায় অন্য দেবদেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন; তৃতীয় প্রকার মনুষ্যগণ, অপর দেবদেবীর পূজা করেন না, বিষ্ণুপূজাই করেন বটে অথচ অভিমান পোষণ করেন, কিন্তু বিষ্ণু-সেবককে অন্যের মত মানেন না, এবং সে আবার এমন আছে গুরুকে দেখিয়াও সেবককে মানে না। ইহারা সকলেই ঈশ-বিমুখ।

(বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ) স্বরূপ-বিষয়ে বিস্মৃতি। এখন স্বরূপবিস্মৃত কে? মূলতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি, অতঃ বুদ্ধিই স্বরূপবিস্মৃতি। এই কথাটাকে একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝা যায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ও আশ্রমবর্ণিত উহার প্রত্যেকটী আত্মাভিমানই স্বরূপ-বিস্মৃতির মূল কারণ। নিজেকে উচ্চ বর্ণী, উচ্চাশ্রমী মনে করা এবং নীচ বর্ণী ও কনিষ্ঠাশ্রমীকে লঘু মনে করা অপরাধজনক। পক্ষান্তরে নিজেকে নীচ বর্ণী, কনিষ্ঠাশ্রমী মনে করা উচ্চবর্ণ ও শ্রেষ্ঠাশ্রম সমাজের নিকটে আকাঙ্ক্ষা ও সাধুকে অভিমানরূপ স্বরূপবিস্মৃতি। যদি কেহ উন্নত সেবককে অবজ্ঞা করিয়া সেবার দ্বারা সেবা করাইতে পারেন, সেই নিষ্ঠা এটি শাস্ত্র মধ্যে আছে, আমার স্বরূপবিচারকর্ত্তা উচিত।

শুদ্ধ ভক্তগণ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। 'গুরু' মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, কিম্বা যিনি ইতর চেষ্টায় ধাবিত, তিনি 'গুরু' নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন 'শূদ্র' ব'লে, 'সন্ন্যাসী' ব'লে তথাপি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ হ'লে 'ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ-প্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিকভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ হৃষীকেশ বুধ অনিরুদ্ধ ৪৫১

ভগবৎ-সাম্মুখ্যলাভের উপায় কি?

বদ্ধজীব আমরা হরিবিমুখ, আর মুক্ত-জীবগণ ভগবৎসম্মুখীন থাকিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। সেই ভগবদ্ভক্ত সজ্জনগণ অন্তর্মুখী থাকায়—সদানন্দের আকর কৃষ্ণোন্মুখী হওয়ায় তাঁহারা অবিমিশ্র আনন্দের অধিকারী—প্রকৃত সুখী। আর বদ্ধজীবগণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া নিরানন্দে নিমগ্ন। এই আনন্দময়ের সাম্মুখ্য, সঙ্গ বা সেবাই আনন্দ-প্রাপ্তির বা অশেষ দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। সুতরাং সুখের কাঙ্গাল দুঃখী আমাদের ভগবৎ-সাম্মুখ্য ব্যতীত সুখলাভের আর উপায় কোথায়? কিন্তু সেই পরম দুর্লভ সাক্ষাৎ-ভজনরূপ ভগবৎ-সাম্মুখ্য কিরূপে লাভ হইবে? চিরবিমুখ আমরা কি পুনরায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার পাইব? আমাদের এরূপ সৌভাগ্য কি হইবে, যে আমরা ভগবানের দর্শন পাইয়া নিরন্তর সেই আনন্দময়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া স্ব-স্বরূপ ফিরিয়া পাইব?

এই ভগবৎ-সাম্মুখ্য বা ভগবদ্-দর্শনাভাব বস্তুতঃ আমাদের হৃদয়ে বর্তমানে বৈষয়িক-ভোগপ্রসূত ভোগত্যাগ-পিপাসা আ'র বহু অনর্থ আসিয়া স্থান পাইয়াছে। এই সেবা-বিমুখতা বশতঃই আমাদের দুঃখভোগ হ'য়েছে এবং ভগবদ্ভক্ত সর্বক্ষণ সেবা এবং তিনি আমাদের অতি সমীপে বর্তমান—একথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শাস্ত্রিবাক্যে সন্দেহ হওয়ায় আমরা কেবলই অশান্তি পাইতেছি। এই অনু-বিধার হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। এই উপায় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
> জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
> সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
> পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
>
> (ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন আমাদের ভববন্ধ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তখনই আমাদের সৎসঙ্গলাভ হয় এবং সেই সৎসঙ্গ হইতে ভগবানে রতি জ'ন্মিয়া থাকে। ভগবৎ-সাম্মুখ্যলাভ বা ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথমেই শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস অতীব প্রয়োজন। উহার অভাব যেখানে, সেখানে ভক্তিপথে বা শ্রৌতপথে প্রবেশাধিকার নাই জানিতে হইবে। শ্রদ্ধা যাঁহার যে পরিমাণে হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণের ভক্তির অধিকারী।

> শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
> 'উত্তম,' 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥

এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস প্রথম অবস্থায় চলা বা কোমলা থাকে—কখনও আসে কখনও যায়। পূর্ব পূর্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে এই শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং ঐ সাধুসঙ্গেই ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বা অচলা হইয়া থাকে। তখন সেই দৃঢ় শ্রদ্ধাকে নিষ্ঠা বলে। শাস্ত্র বলেন,—

> "'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্বশাস্ত্রে কয়।
> লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥"
> "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
> ভক্তি ফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥"
> "কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
> সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
> কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
> গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"
> "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
> মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

সাধুসঙ্গ হইলে ভগবৎ-সাম্মুখ্যলাভ তৎক্ষণাৎই হইয়া থাকে। সেইজন্য শাস্ত্র সর্বত্রই সাধুসঙ্গে সর্ব সিদ্ধির কথা কীর্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক যদি সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণে রতি না হইয়া পারে না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সৎসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আমাদের সংসার-মোহ কাটে না। ইহার কারণ কি? পুরুষের যদি অপরাধ থাকে তাহা হইলে সেই অপরাধ বশতঃ মানবগণ সজ্জনগণের নিকটে অনাদর-যুক্ত হয় অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত আদর করিতে পারে না। সেইজন্য এতাদৃশ অপরাধের শান্তি এবং সৎসঙ্গের ভগবৎ-সাম্মুখ্যজনন-বিষয়ে ভগবানের কৃপাসাহায্য অপেক্ষা করে। যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের একমাত্র কারণ, তথাপি অপরাধ সেইস্থলে প্রতিবন্ধক। ভগবৎ-কৃপাসাহায্যেই এই প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়।

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"ভগবৎকৃপাই ভগবৎ-সাম্মুখ্য বিষয়ে প্রাথমিক কারণস্বরূপ; পরন্তু উহা গৌণ। যেহেতু, ভগবৎবিমুখ জনগণ সাংসারিক অনন্তদুঃখ-সন্তাপযুক্ত হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্তিত হয় না; কারণ তাহা অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ স্বকীয় চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ সর্বদাই পরমানন্দস্বরূপ ও নিষ্পাপ বলিয়া শ্রুতিতে জীব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তেজোরাশিবিশিষ্ট সূর্যের যেরূপ অন্ধকার-সংযোগ সম্ভব হয় না, সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া ভগবানের চিত্তে কখনও কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান, অননুষ্ঠান কিম্বা বিপরীত অনুষ্ঠানে সর্বরূপে বিরাজমান থাকিলেও বিমুখ পুরুষের কখনও তাহা হইতে সংসার-সন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব অবশেষে সৎপুরুষগণের কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে মূলকারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদিও সজ্জনগণও তৎকালে সংসার-দুঃখ কর্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ যেরূপ স্বপ্নকালানুভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন সেইরূপ সাধুগণও তাঁহাদের পূর্বকালীন সংসার-দুঃখ স্মরণ করিয়াই সাংসারিকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহা সৎসঙ্গকে আশ্রয় ক'রিয়াই হউক, অথবা সৎকৃপা আশ্রয় করিয়াই হউক, অপর জীবে সংক্রামিত হয়; পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম-সিদ্ধান্ত।"

ভগবান্ সদনুগ্রহশীল; অর্থাৎ সজ্জন-গণের দ্বারাই অন্য পুরুষের প্রতি কৃপা ক'রিয়া থাকেন। সজ্জনগণই ভগবানের মূর্তিমান্ অনুগ্রহ। অর্থাৎ ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে। এই ভগবৎ-প্রিয় সাধুগণের সঙ্গ ভগবানের অনুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে।

> "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
> গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

সাধুর কৃপাই পরতত্ত্বের অভিজ্ঞানরূপ ভগবৎ-সাম্মুখ্য-লাভের একমাত্র উপায়। অন্য কোন উপায়ে ভগবৎ-সাম্মুখ্য বা ভগবৎসাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না। প্রয়োজন-রূপ ভগবদ্ভক্তনই ভিতরে ও বাহিরে বস্তু-সাক্ষাৎকারপ্রদর্শক। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
> কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

সাধুসঙ্গে জীবের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। সাধুকৃপাবঞ্চিত ব্যক্তি ভক্তিভজন করিতে পারে না। যেখানে সাধুর আনুগত্য ছাড়িয়া ভগবদ্ভজনের অভিনয় দেখা যায়, সেখানে কেবল দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়; ফলে সিদ্ধি লাভ হয় না। সেজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ গুরুদেবতাত্মা হইয়া অর্থাৎ গুরুই দেবতা, ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—একরূপ জানিয়া তদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন এবং গুরুকৃপাতে ভগবদ্ভজন করিতে করিতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভে কৃতকৃতার্থ হন।

শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা

(শ্রীসান্ত্বনা দেবী)

শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া বা শাস্ত্রের অনুগত হইতে গিয়া ত্রিগুণাবদ্ধ জীব আমরা শতকরা শত জনই প্রায় সংশয়সাগরে উপনীত হইয়া থাকি। প্রথমতঃ আমাদের একরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, শাস্ত্র যদি মানিতে হয়, তবে সকল শাস্ত্রই মানিয়া চলা উচিত। কোনও শাস্ত্র মানিব, আবার কোনও শাস্ত্র মানিব না, এরূপ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মনে হয় যে, শাস্ত্র মানিয়া লাভ নাই, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে সেই-ভাবে চলিলেই হইল। তাহা শাস্ত্র-কথিত বিধি-সম্মত হউক, বা নাই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। আবার কখনও এরূপও হয় যে, শাস্ত্রবিধির কঠোরতা শ্রবণ করিয়া অন্তরে অন্তরে শঙ্কিত হইয়া বিচার করিয়া বসি যে, এ পর্যন্ত যত যত ভক্তের কথা শুনা গিয়াছে তাঁহাদের সকলেরই কি শাস্ত্র-জ্ঞান ছিল? না পাণ্ডিত্যাদি ছিল? অতএব আমরাও ঐরূপ ভক্তগণের অনুসরণে এক এক জন ভক্ত হইলেই হইল। অত শাস্ত্রাদি আলোচনা বা পাণ্ডিত্যে প্রয়োজন কি? গীতার সপ্তদশোঽধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ পাঠে জানিতে পারা যায়, ভগবানকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যাঁহাদের শ্রদ্ধা শাস্ত্রের বিপরীতভাবে অনুশীলিত হয় অথবা

যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার আশ্রয়ে যজন করেন, তাঁহাদের গতি কি হয়? অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
[illegible] রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥"

দেহীদিগের স্বভাবজনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যিনি যেরূপ শ্রদ্ধার আশ্রয়ে যজন করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই সেই গতিই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা হইলেই হইল না তাহার ভিতরে যেরূপ তারতম্য আছে, সেরূপ শাস্ত্র বলিলেই শাস্ত্র হইল না, তাহার ভিতরেও কি তারতম্য আছে তাহা দেখার প্রয়োজন। কোন্ শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তির ভগবৎস্বরূপ বলিয়া আত্মপরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমরা আলবন্দার যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে জানিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন,

"ত্বাং শীল-রূপ চরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ।
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ॥
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ।
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥"

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থ-বিদ্ ব্যাসাদি ঋষিগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারে, কিন্তু রাজস ও তামস গুণবিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে ভগবান্ বাসুদেবের অধিষ্ঠান সম্ভব হয় না। তাই এস্থলে শ্রীপাদ যামুনাচার্য্য প্রবল সাত্ত্বিক ও পরম সাত্ত্বিক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। মহাদেব কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তবেও আমরা শুনিতে পাই, তিনি বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

আমরা অনেক সময় আমাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সাধু, গুরু ও শাস্ত্র পছন্দ করিয়া লইয়া থাকি। অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহাকে পুরিয়া লইতে পারি তাহাই আমার গ্রাহ্য। তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা অগ্রাহ্য। এই ভ্রম অপনোদনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ও পরম প্রাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অধোক্ষজ-শব্দটী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা অধোক্ষজবস্তুকে মাপিতে গেলে সাধু, গুরু ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অশ্রদ্ধারই বিষময় ফল উদ্গীরণ করে। ত্রিগুণাক্রান্ত ব্যক্তির রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রেই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির নিকট নির্গুণ শাস্ত্রই আদরণীয় হইতে দেখা যায়। শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা প্রকৃত শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত জানিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হয়।

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূল রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"
(মধ্বভাষ্যধৃত স্কান্দবচন।)

ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূল রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র এই সকল শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইঁহাদের অনুকূলে যে সকল গ্রন্থ তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ তাহা শাস্ত্র নহেই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়। কাজেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রকৃত শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা জানিয়া লইয়া শাস্ত্রানুগত হইলে লাভবান্ হইতে পারেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী শ্রদ্ধা দুর্ভাগ্যক্রমে সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানে প্রযোজিত না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনিত্যবস্তুতে হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার এই অপব্যবহারের দরুণ আমাদের জন্ম জন্মান্তরব্যাপী বিষয়ে আসক্তিরূপ ভবব্যাধি মোচন হইতে পারে না। রোগীর রোগ যদি ঠিক ধরিতে না পারিয়া তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তবে তাহার দ্বারা কোনও সুফল পাওয়া যায় না। সেইরূপ আমাদের শ্রদ্ধাও যদি নিত্য, সত্য, পূর্ণবস্তুতে না হইয়া যেখানে সেখানে হয় তবে তাহাতে কোনও মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শাস্ত্রের অনুগত হইতে গেলেই নানারূপ বিধি মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্রাদেশপালনরূপ বিধি মানিতে গেলেই আমাদিগকে তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যেক জীব-স্বরূপেই অধীনতা বা দাসত্বরূপ ধর্মটী অনুস্যূত রহিয়াছে, কিন্তু বদ্ধজীব ভগবানের অধীনতা, শাস্ত্রের অধীনতা বা সাধু-গুরুর অধীনতা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। এই মঙ্গলময়ী অধীনতা স্বীকার না করিলে আমাদের স্বরূপের ধর্ম বিরূপগ্রস্ত হইয়া জগতের অনিত্য পদার্থ সমূহে যথা দেহ গেহ, ধন জন, বিলাস-ব্যসনাদি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির অধীনতা করিতে করিতে অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে। নিষ্কপটভাবে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইলে বা শাস্ত্রানুগত হইয়া চলিতে পারিলে আমরা এই সকল অনর্থের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁ'র।
উত্তম অধিকারী তেঁহো, তারয়ে সংসার॥"

মিলন প্রস্তাবে

(শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী)

(১)

অসতের সঙ্গে হ'লে সতের আপোষ।
দুঃখ নাহি কর মন! কিবা তায় দোষ॥
কে না হবে সুখী, হেরি এ মহামিলন।
জোনাকের তত্ত্বের এই "নিউ এডিসন"॥

(২)

অমাবস্যা পূর্ণিমায় হ'বে আলিঙ্গন।
তেলে জলে মিশে হ'বে অপূর্ব্ব মিশ্রণ॥
মুড়ি মিশ্রী এক দরে বিকাবে বাজারে।
সুখী তার নাহি হ'বে কোন্ মূর্খ নরে॥

(৩)

গঙ্গার পবিত্র বারি নর্দমার জল।
অমৃতের সুধা আর তীব্র হলাহল॥
এসব মিশিয়ে হবে যেই সঙ্গৌষধ।
চিরদিন খাইবে সকলে, পিয়ে নিরবধি॥

(৪)

প্রাকৃত কড়ীর কাম আর শুদ্ধ প্রেম।
এক দরে বিকে যাবে'যথা শুদ্ধ হেম॥
কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তি আর অন্য অভিলাষ।
সম হবে সেবা আর ভোগীর বিলাস॥

(৫)

ব্রজগোপী আর ঘৃণ্য বারবিলাসিনী।
কামুক লম্পট আর প্রেমধনে ধনী॥
এদের মাঝারে আর ভেদ নাহি রবে।
তুলাদণ্ডে পদধূলি সবে দিবে লবে॥

(৬)

মণিমুক্তা আর যত প্রস্তর-কঙ্কর।
হেরিবে না ভেদ তায় কোন্ 'বুধ' নর॥
পুরীষ চন্দন সম হবে সমাদৃত।
সমস্তে আলিঙ্গিবে হয়ে মহাপ্রীত॥

(৭)

দুর্জ্জন সজ্জন ব'লে না রবে বিচার।
সে সব বাছিতে আর মাথা ব্যথা কা'র॥
'অপসম্প্রদায়' সব "বন্ধু-বান্ধব তারা"।
কার সাধ্য এর পরে খুঁজিয়া পায়॥

(৮)

শ্রীগুরু-নিন্দক তাঁর হিতৈষিকারী।
গুরুদেব-আজ্ঞা তাঁর পরাভবকারী॥
সাধক নরকপ কিম্বা উদ্দেশ্য তাঁ'দের।
ভেদমাত্র নাহি রবে কিছুরে এ'দের॥

(৯)

গুরুদেবে কুশুক্তা কিম্বা কুতর্ক।
"কৃষ্ণ"-জ্ঞান তাঁর কিম্বা "মনুষ্য" আরোপণ॥
এর মাঝে অন্তর যে কে'বে ভেদ।
কে বলিবে সেই ভাবে শাস্ত্রভর বেদ॥

(১০)

দ্রৌপদীর বস্ত্রহারী পাপী দুঃশাসন।
পাণ্ডবের প্রিয়তম ভৌক্ নর্কগণ॥
জিতেন্দ্রিয় বেশধারী সে দুষ্ট রাবণ।
ব্রজাঙ্গনা করুক প্রেমে আলিঙ্গন॥

(১১)

জটায়ু করুক কিম্বা তাহার স্মরণ।
কংসেরে করুক কৃষ্ণ প্রেম-সম্ভাষণ॥
বিশ্বের মধ্যস্থতা ঘটা'ক মিলন।
শান্ত হয়ে তাতা দেখ ওহে দুষ্ট মন॥

(১২)

মধুর মধুর এই মঙ্গল মিলন।
কত নাহি পারা হেরিক নিষ্ঠ বিড়ম্বন॥
'সমন্বয়' 'সমন্বয়' সর্ব্ব জনে কয়।
জয় জয় সম্মিলন জয় সমন্বয়॥

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।"
সমাজনে এই বাক্য যা'ক দূরে দূ'রে॥
"[illegible]
পারং গতা ভিদবিদোঽভবসাগরস্য।
সমর্পণঃ বিশ্বমিদং যোগিতাক
হা হন্ত হন্ত বিরলাদর্শনোঽস্য সাধুঃ॥"
এই সারবাক্য কিম্বা সাধু-উপদেশ।
শুনিবে না কেহ আর বিনা বোকা মেষ॥
"বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্তিকো বিশিষ্যতে।"
লুপ্ত হ'ক এই বাক্য মুখ্য যথা হ'তে॥
উভয় পক্ষেতে হ'লে তব উপকার।
সন্ধিপত্র স্বীয় শীয় স্বাক্ষরিত হ'ক॥
"অহং দ্বিজোহা'ভিনিবেশতঃ তাদৃশ্যাংশেন 'বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ"।
ভক্তদের হৈতে কেন হইবে 'বিস্মৃতি?

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভগবদ্ভক্তের ভাষায় 'সম্বন্ধ' কথাটী পরম প্রয়োজনীয়—যেহেতু তাঁ'রা ভগবানের ভক্তি আলোচনা করেন। সেই ভক্তি 'সম্বন্ধের' পরবাচ্য। যে কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, তা'তে কিপ্রকারে কৃষ্ণসেবা হয়; সেই শব্দে কিপ্রকার সেবাসম্বন্ধ অবস্থিত আছে তা' অনুভব করবার সুযোগ হ'লেই সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

সকল কথাই বিষ্ণু। যত কথা, সব গুরে ফিরে বিষ্ণুতে পর্য্যবসিত হয়। যত কিছু শব্দ আছে, তা'তে কৃষ্ণসম্বন্ধ যোজনা না করতে পারলেই তা' শব্দের 'অজরূঢ়ি' বা অপরূঢ়ি, আর কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ক'রতে পারলেই তাতে শব্দের 'বিদ্বদ্রূঢ়ি' প্রকাশিত হয়। অক্ষজদর্শনকারী শব্দসমূহকে ভোগ্যের পথে ধা'বত করবার জন্য যে চেষ্টা হয়, তা' নিরস্ত ক'রে সকল বাক্যকে কৃষ্ণসেবার নিযুক্ত করাই বাক্যের ধারণ। বাক্যকে যা'র বিদ্বদ্রূঢ়ি আবিষ্কার না ক'রে, তা'দের তা'তে অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না—কখনো প্রতিকূল ভাবের অনুশীলন হ'য়ে যায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি-প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সেবাচতুষ্টয়-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্‌মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ শ্রীমায়াপুর

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁদপুর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদর্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতাড়া -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোপীবল্লভ অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

যোগিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীশ্যামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীধর্ম্মকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমেশ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

রক্ষক—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ

পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগৌড়বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু-ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর,-পোঃ চিত্রকুলা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

গ্ল্যাষ্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বালা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
পাটনাই নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

ইং, টাইগ	১০৷৶০
...ম ১০০০ নং	১০৶০
...দানা	৯০
...র সাদা	৮৷০—৯৶০
...র লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

...র বার	৩৪৷০
...	২২৲
...গিনিবার	৫২৷০

পাটের দর

...—	৪০৸০
...—	৪০৸০
...—	৪১৷০
...বরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

...ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
...ইন ঐ	৬৲—৬৶০
...জোড় ঐ	৫৷৶০—৫৸০
	৬৲—৬৶০
(বি)	৫৸০—৫৸৶০
...নং (২	৫৶০—৫৷৶০
(এল)	৫৲—৫৷০
(কে)	৪৸০—৪৸৶০
...আটা নং (৩)	৩৷০—৩৷৶০
গোলাটি	১৪৶০—১৸০
...সুজি	১৪৶০—১৪৶০

ঘৃতের দর

...ওয়া	৫৭৲
...কাবীজ	৫৭৲
...নেয়ারী	৫০৲
...ন্দী	৪৫৲

পাতিবুরাম	৪২৷০
...	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
গাওয়া ঘাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— ·দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৩৶০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	১৷৶৫—৸০
বাগান বেড়া কাটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ডিট, কাটা দর	৩৷০—৪৲
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাত, গোলটু গরাদে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের রড	৯৸০—১২৲
মুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲,	নকল ২১৲

১টবলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬৷০

তুলার হাপর ৪৸০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেরিকান দোলার কাইন	৫৪৲
মিট ল আমেরিকান কড়ক	৪০৲
কণাদি সুরতির কাইন	৪৩৲
হাবশী ...	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা লাল	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
শুট বরিশাল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ বনমালী বাড়ী,গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

অন্যান্য ছাত্রদের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়।

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৫৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—১,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

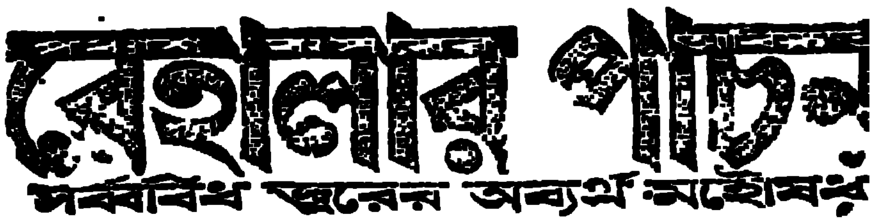

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য প্লীহা-যকৃতের প্রাণঘাতী একমাত্র উপায় বলিয়াই ... কার্য্যতঃ অভাব আছে। ... মাত্রা ... ব্যবহার করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাথক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, সামবর্ণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আখ্যা শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের শ্রীগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে ... এবং ... জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় ... পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও'ঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা,—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে ।০	৷৵০	৷৵০	।০
" ইঞ্চি ২	১৷০	১৷০	১৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REGD NO C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৫৩]

বিবিধ সংবাদ

—(০:০:০)—

রসায়ন ও গণিতশাস্ত্র গবেষণার বৃত্তি

পাটনার বিহারপতি মুসোলমান শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মাহমুদকে একখানি চিঠিতে জানাইয়াছেন যে, তিনি একজন পোষ্ট গ্রেজুয়েট ছাত্রকে রসায়নশাস্ত্র গবেষণার জন্য মাসিক ১০০্ টাকার একটি বৃত্তি এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর দুইজন ছাত্রকে গণিত ও রসায়নশাস্ত্র গবেষণার জন্য মাসিক ১৫ টাকা করিয়া দুইটি বৃত্তি দিতে ইচ্ছা করেন। [illegible] ছাত্রদের বৃত্তিদানের [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] টাকা দান করিয়াছেন। [illegible] হইয়াছে।

মাদ্রাজে মাদক নিবারণের চেষ্টা

মাদ্রাজ চিঙ্গলপেটের কালেক্টরের অফিসে গত [illegible] আগষ্ট সন্ধ্যায় চিঙ্গলপেট ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাউন্সিলের এক সভা হয়। মদ্যদোষ নিবারণের উদ্দেশ্যে [illegible] আলোচিত হয়। [illegible] গবর্ণমেন্টের নিকট [illegible] প্রার্থনা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

রাজনৈতিক মতামতের জন্য দেওয়া হইবে না

কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারী সমিতির [illegible] বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী বাবু [illegible] প্রসঙ্গে বলেন, ভবিষ্যতে মিউনিসিপ্যালিটির কোনও কর্ম্মচারীর রাজনৈতিক মতামতের জন্য শাস্তি পাইতে হইবে না। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মচারীদের [illegible] এই যে, অনেক সময় [illegible] পরিবর্ত্তন হইলে কর্ম্মচারীর বদল করা হইয়া থাকে। [illegible] স্থির করিয়াছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য একটি [illegible] গঠিত হইবে এবং কর্ম্মচারীদিগকে এক মিউনিসিপ্যালিটি হইতে অন্য মিউনিসিপ্যালিটিতে বদলী করা যাইবে। তিনি [illegible] একটি বিল আনিবেন।

ডাকাতদলের ভীষণ অত্যাচার

গত [illegible] আগষ্ট রাত্রিতে [illegible] থানার অধীন [illegible] গ্রামে শ্রীযুক্ত [illegible] বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, একদল ডাকাত [illegible] [illegible]

সিংহলের পল্লীতে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার রদ

গত ২১শে আগষ্ট [illegible] [illegible]

ব্যাঙ্ক-প্রতারণা মামলা

[illegible]

বাঙ্গালোরে দুই হাজার ছাত্রের সভা ও শোভাযাত্রা

[illegible]

মঠ হইতে চোরা মাল

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আকারে বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। আকারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বাহ্মণ-আদর্শ ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গান ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গালা ভাষা ৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ও শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ত তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। গুর্ব্বষ্টকাদি বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শ্রীচৈতন্যদর্পণ ৶০
৬০। "সারস্বতী" ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীতত্ত্বসারঃ ৷০
৬২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ৷০
৬৪। স্তবমালা ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্স্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। রেজাপট্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ ভুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১ সাধন পথ ৷০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩ গীতাবলী ৵০
৮৪ শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত-ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রিকা ষাণ্মাসিকে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ টিকা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌর-জেলায় মঠে হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাপাল সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
লোককল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ ॥ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১০ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৭শে, আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৭৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

:০:

সজ্জনতোষণী বা হারমনিষ্ট

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অকস্মাৎ অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করায় তাঁহার সম্পাদকতায় পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম পাক্ষিক পত্রিকা 'সজ্জন-তোষণী' বা 'হারমনিষ্ট'র সেবাকার্য্য কিছুদিন ধরিয়া লোকলোচনের অন্তরালে ছিলেন। বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পুরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের সেবাধ্যক্ষতায় ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও গৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ মহোদয়ের সেবোৎসাহে অতি শীঘ্রই উক্ত পত্রিকা নব নব প্রবন্ধাবলীতে বিভূষিত হইয়া নব পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি একাদশীতেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন। পরমার্থ-পিপাসু সজ্জনগণ সতর্ক হউন।

শ্রীধাম-দর্শনের অপূর্ব্ব সুযোগ

গঙ্গার জল বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলয়ের গেটের সম্মুখে, শ্রীবাস-অঙ্গনের সম্মুখে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের গেট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। শ্রীধাম-দর্শনের এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার মহামহোৎসবের দর্শনার্থী হইয়া বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীধাম-দর্শন করিয়া ও শ্রীধামবাসী শুদ্ধভক্তমুখ-বিগলিত শ্রীবৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণে নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

বিগত ৬ই ভাদ্র রবিবার ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "ভোগ ও সেবা" সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৭॥ টা হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া ভোগ ও সেবা বাহ্যদৃষ্টিতে এক প্রকার মনে হইলেও এতদুভয়ের মধ্যে কি প্রকার আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্রযুক্তি-প্রমাণের দ্বারা অতি বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। ঢাকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বহু পুরুষ ও মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

মাধবগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীগোপাল-জিউর মঠে হিন্দোলযাত্রা মহোৎসব

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাদেশে ও তদীয় একান্ত আনুগত্যে বিগত ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ৫ই ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত ঢাকা [illegible]গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জিউ এবং কমলাপুর শ্রীগোপালদেবের মঠে শ্রীশ্রীগোপালদেবের হিন্দোল-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নব [illegible] মন্দিরের সম্মুখে একটি সুন্দর চন্দ্রাতপের নিম্নে একদিকে শ্রীশ্রীগোপালদেব ও অপরদিকে শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জিউ কারুকার্য্যখচিত রৌপ্যনির্ম্মিত সুরম্য সিংহাসনোপরি দোদুল্যমান হইয়া দর্শকগণের নয়ন-মন আকর্ষণ করিতেছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭॥০টা হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত হিন্দোলযাত্রা উৎসব দর্শনার্থী হইয়া অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা শ্রীমঠে আগমন করেন। সব দিনই প্রাতে উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যা ৭॥০টা হইতে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। সমাগত জনগণকে মধ্যে মধ্যে প্রসাদও বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রজবাসী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর তত্ত্বাবধানে ও সেবা-চেষ্টায় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের এই ঝুলনযাত্রা উৎসব এবং শ্রীপাদ শ্যামদাস ব্রজবাসী প্রভুর তত্ত্বাবধানে ও সেবা-চেষ্টায় কমলাপুর গোপালজীউ মঠের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের পূজাদি-সেবা-কার্য্যে ব্রহ্মচারী শ্রীবামনদাসজীর অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

দিল্লীগৌড়ীয়মঠে প্রচার

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান্ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সম্পূর্ণ আনুগত্যে শ্রীপবন-একাদশী হইতে উক্ত মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন এবং তদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও আচার্য্য পঞ্চবন্দনার পর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব মহাজন-গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেছেন।

গত ২১শে শ্রাবণ হইতে মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত মঠসেবকদের নিকট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাঞ্জলভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। পাঠের আরম্ভে পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতেছে।

গত ৭।৮।৩৭ তারিখে নূতন দিল্লীর হনুমান্ রোডস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মহোদয়ের আগ্রহে তদীয় বাসভবনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তথায় মহাজন-গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করিয়াছেন।

উক্ত রূপরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। 'গুরু' মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, কিম্বা যিনি ইতর চেষ্টায় থাকিত, তিনি 'গুরু' নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন 'শূদ্র' ব'লে, 'সন্ন্যাসী' ব'লে, তথাপি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হ'লে 'ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিকভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১.

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাদুকাবহনকারী, তখন অন্যাভিলাষী, কর্ম্ম-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—অপরাজয়ের কোনও ভয় নাই।

কতকগুলি লোক কর্ম্মবীরদের জন্য যত্ন করে, কতকগুলি লোক অন্যাভিলাষের জন্য যত্ন করে, কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন করে কিন্তু আমরা জ্ঞান, ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ সে সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়,- liberated soul এর কথা নয়, conditioned soul এর প্রলাপ মাত্র।

ভগবদ্ভক্তের জন্য যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ, সেখান থেকেই যত্ন কর। যে দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্ভক্তের জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পালন করতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে যে সুন্দর কথা শুনেছ, সেই সকল আলোচনা ছাড়া আর উপায় নাই। ভগবৎ-সেবকের একমাত্র কার্য্য হ'চ্ছে, যা'তে ভগবৎ-কার্য্য করবার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন—কিছুই চাই না, জন্মান্তররহিত হ'তেও চাহি না।

জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই; তখন বলি,—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

ব্যাধি নিরাময় হউক কিম্বা রোগ-রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁ'দের নিকট উপস্থিত হ'য়ে ব'ল,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হ'বার জন্য প্রার্থনা ক'রে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন—নিত্য একমাত্র কৃষ্ণ। অনাত্মপ্রতীতি-বশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন বাধা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সেই বাধা হ'তে উদ্ধারলাভের জন্য আলোচনা হউক।

বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা উচিত নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা, তপস্যা ক'রেছিলেন,—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন, কিন্তু তাঁ'রও সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীবসেবা (?) করবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণশিশু হ'য়ে জন্মলাভ করতে হ'য়েছিল। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন,—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' ইহা একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে সকল সংকীর্ণ দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া, ইহাই সাধুগণের অকৃত্রিম অহৈতুকী দয়া। দ্বিচারিতা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্যরকম কথা পোষণ করে, আর এই দ্বিচারিতাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার করতে চায়। যাঁ'রা দ্বিচারিতা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান,—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন করতে চান, তাঁ'দিগকে ঐ সকল দ্বিচারী ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁ'রা সরল, আমরা তাঁ'দেরই সঙ্গ করবো, অপরের সঙ্গ ক'রব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করতে হ'বে, যেমন সূর্য্যের নিকট হ'তে শত্রুকে পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

আমরা যে সকল কথা সাধুকে জানতে দেই না, গোপনে যে সকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সে সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হ'চ্ছে—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন পরম ভাবরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু। তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করলাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না। ভাগবত জীবন যাঁ'র নয়, তাঁ'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। ব্যভিচার-বুদ্ধি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। সেবা-সম্বোধই হ'তে পারে না—গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহই গুরু হ'তে পারেন না, এটা গোঁড়ামির কথা নয়, ইহা বাস্তব সত্যকথা।

আমাদের বাহাদুরী!

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

ওহে পারমার্থিকগণ, ওহে গুরুভক্তির অনুগত জনগণ, ওহে শ্রীরূপানুগগণ, ওহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য-স্বীকারকারী ও আনুগত্যকারিগণ, তোমাদের দুই একটী কথা না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তোমাদিগকে যে কিরূপ বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহা তোমরা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছ, তাই উপায়ান্তর না দেখিয়া কোন প্রতিকার চেষ্টার ক্ষমতা না থাকায়, নিঃস্ব হইয়া কেবলমাত্র কাগজে কলমে চীৎকার করিয়া লোকের কাণ ঝালাপালা করিতেছ! তোমরা বলিতেছ যে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের বঞ্চনা করিয়াছেন আর (স্পষ্ট ভাবে না বলিলেও যেন) তিনি তোমাদের কৃপা করিয়াছেন। বলি, দুনিয়ার লোকগুলি এতই বোকা যে তোমাদের এই চালাকীটুকু বুঝিতে পারেন না। তোমাদের অনেকেই তোমাদের সমস্ত রক্ত জল করিয়া সারাজীবনের পরিশ্রমের দ্বারা লব্ধ যথাসর্ব্বস্ব আত্মীয়স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া বলির মত বোকা হইয়া গেলে, আর বাহাদুর আমরা বিনা পরিশ্রমে, কৌশলের দ্বারা সেই সকল একত্র করিয়া কেমন নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিবার সুযোগ ক'রে লইয়াছি!

আজ আমাদের সুকের পাটা দেখিয়াও কি লোকে বুঝিবে না যে, আমরা বঞ্চিত কি তোমরা বঞ্চিত! কলিকাতার মত সহরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লইয়া এত লোকজন ও আত্মীয়স্বজন লইয়া, দৈনন্দিন কত রকমের ভোগোপকরণ, নানা ছানার ডালনা, পুলাও প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়-লালসা-চরিতার্থ পূর্ব্বক মঠ ও গৃহের মিশ্রণে (amalgam) একটি অদ্ভুত জিনিষের সৃষ্টি করিয়া লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছি। আর তোমরা লোকের দ্বারে দ্বারে ভজন হরিকথা-কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া কোন রকমে দিন গুজরান্ করিতেছ। শ্রীল প্রভুপাদের মত পুরুষসিংহকে কন্দর্পের মধ্যে রাখিয়া তাঁহার দ্বারা আমাদের কতপ্রকারের অভাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া লইয়াছি, এমন কি তাঁহাকে আমাদের ক্রীড়নকরূপে পরিণত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

আমাদের কত কর্ম্মকুশল, 'কাজের লোক', বক্তা, প্রাক্টিক্যাল মানুষ কয়জন আছে? তোমরা আজ যে গুরুনিন্দা দোষ বলিয়া আমাদের ছিদ্রানুসন্ধান কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে লেখনী চালনা করিতেছ, তর্কস্থলে সেগুলিকে দোষ স্বীকার করিলেও, অন্তর্যামী শ্রীল প্রভুপাদ কখনও প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন নাই; অধিকন্তু আমাদিগকে বিবর্ত্ত দানে কৃপাই করিয়াছেন। তোমরা এখন 'আঙ্গুর ফল টক', (Grapes are sour) বিচারে সেই সব কৃপা (?) হইতে বঞ্চিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছ। আমাদের সকল বাহাদুরী তোমাদের অন্তর্দাহের কারণ হইয়াছে। আমরা ত' বাৎসল্য জন্য তোমাদিগকে ডাকিতেছি। তোমরা আস, আমাদের দলে মিশাইয়া যাও। মহাপ্রভুর আদেশ তোমরা অমান্য করিতেছ কেন? তিনি ত' ব'লেছেন, "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।" অতএব তোমরা সকলেই 'গুরু' না হইয়া একজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর বাণীর অবমাননা ক'রছ কেন? আমরা দেখ, সকলেই সেই বাণীর অনুসরণ পূর্ব্বক 'গুরু' (?) সাজিয়া বসিয়াছি। "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত।" কথায় বলে, "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।" তাই আজ তোমরা সকলে মিলিয়া নানাভাবে আমাদের কীর্ত্তি-কলাপ প্রকাশ করিয়া জগতের নিকট আমাদের বিজ্ঞাপন জাহির করিয়া দিতেছ। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। তোমরা যদি কোমর বাঁধিয়া না লাগিয়া আমাদের গুণাবলী (?) প্রকাশ

না করিতে তাহা হইলে কি এত শীঘ্র আমাদের নাম জাহির হইত? তোমাদের এই প্রকার ব্যতিরেক-চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে! তজ্জন্যই অনেকে বাধ্য হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ ভক্ত তোমরা, তাই অদ্ভুত ভক্তগণের কল্পনা (?) প্রকাশ করিতে শিক্ষিত। শ্রীল প্রভুপাদের লেখনী-নিঃসৃত যে সকল বাণী ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত ছিল এবং যদ্দ্বারা তিনি গৌড়ীয়-মিশনে আমাদিগের মত show bottleএরও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ তোমরা প্রকাশ করিয়া সাধারণ্যে show bottleএরও আবশ্যকতা জানাইয়া দিয়াছ।

আচার্য্যবিরোধের মধ্যে আমাদের যে শুধু উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা এত বুদ্ধিমান্ হইয়াও তোমরা ধরিতে না পারিয়া আমাদের নানা প্রকার দোষ ও অপরাধের কথা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছ। যদি অঘ, বক, পূতনা, অরিষ্টাসুর প্রভৃতি না থাকিত, যদি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু না থাকিত, যদি রাবণ না থাকিত, তবে কি ভগবানের মাহাত্ম্য এত উজ্জ্বলরূপে প্রচারিত হইত? আচার্য্যবিরোধ করিয়া আমরা যদি গৌড়ীয়-মঠ পরিত্যাগ না করিতাম, তাহা হইলে কি জগদ্বাসী—বৈষ্ণবধর্ম্মের গুহ্য ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ব্যক্তিগণ তোমাদের লেখনী হইতে আচার্য্যতত্ত্ব ও আচার্য্যশিষ্য সম্বন্ধে এত বিস্তারিত বিশ্লেষণ জানিবার সুযোগ পাইত? অতএব ব্যতিরেকভাবে আমাদের দ্বারা শিষ্যবৃন্দের আচার্য্যেরই মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতেছে, ইহাতে তোমাদের চটিবার কি কারণ আছে?

গঙ্গার তীরে একই সুমিষ্ট জল আকর্ষণ করিয়া আম্রবৃক্ষ ও নিম্ববৃক্ষ পরস্পর স্বাদু অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাদযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। একই প্রভুর নিকট দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুর বিরোচন বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব একই শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যদি বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাতেই বা আপত্তি কি? অত দোষ দেখিতেছ কেন? শাস্ত্রে যখন ভূরি ভূরি নজির আছে, তখন আমাদেরই বা লজ্জার কি কথা আছে? তোমরা না হয় ৫টা (অর্থাৎ—৫ম) অপবর্গের জন্য লালায়িত, আর আমরা ১ম হইতে চতুর্থ বর্গের জন্য প্রধাবিত। আমরাই বা কমি কিসে?

শ্রীল প্রভুপাদের লীলাটা তোমরা ঠিক বুঝিতে পারিলে না। "যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই শ্লোকটি পড়িয়া দিয়া তোমরা শ্রীল প্রভুপাদকে সব দিয়া দিলে, আর তিনি কৃপা (?) পূর্ব্বক সেগুলি আমাদিগকে হস্তগত করিবার অধিকার দিলেন। আমরা এখন পায়ের উপর পা দিয়া উহা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। আর অর্থের দ্বারা বড় বড় ব্যবহারজীবীকে বাধ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকেও হাতের পুংপুত্তলিকার মত গঠিত (mould) করিয়া নিজেদের ভাবী স্বার্থসিদ্ধিরই বাহাদুরী দেখাব!

কলিযুগ সম্বন্ধে মহাত্মা তুলসী দাসের বাণীগুলি বোধ হয় তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। কলির ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিয়া তোমরা যে নিছক খাঁটি হরিকথা এখানে প্রচার করিবে ও শুদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে, সতীনের সংসারের লোক আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিতে আমরা তাহা করিতে দিব না। কলির রাজ্যে বাস করিবার যোগ্য ব্যক্তি তোমরা নহ। ব্যবহারিক জগতে পাঁচ দুধের সাক্ষী তৈয়ারী করিয়া বানাইয়া চলার কৌশল তোমাদের জানা নাই, অথবা স্বার্থসিদ্ধির মূলে কার্য্যোদ্ধারের জন্য পরমার্থকে ব্যবহারের নিকট বলি দিবার সাহসও তোমাদের নাই। নিঃস্ব ও নিষ্কিঞ্চন তোমরা কেবল শাস্ত্র পুঁথি লইয়া এই কলির রাজ্যে, যদি আমাদের সহিত লড়াই করিতে যাও, তবে শেষে রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শনই সার হইবে।

প্রথম নম্বরের অর্থাৎ এফিডেভিটে শ্রীল প্রভুপাদকে 'মূর্খ' উল্লেখে অভিহিত করাতেই তোমরা যেরূপ উত্তেজিত ও অস্থির হইয়া ছটফট করিতেছ ও বাধা প্রদান করিতেছ, তাহাতেই শেষ পর্য্যন্ত যে তোমরা ধৈর্য্য রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তোমরা কি জান না যে, এ রকম অপকর্মে আমাদের প্রত্যেকেই সিদ্ধহস্ত এক একজন। আমাদের না থাকিলে কি শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এত আদর করিতেন বা তাঁহার মিশন এতদিন চালাতে পারিত? গুরুদেব ও মূর্খ এর মত লোক তোমরা, আমাদের এই সামান্য কার্য্যেই তোমরা শিহরিয়া উঠিয়াছ, এত দুর্বলতা লইয়া তোমরা এত বড় মিশন চালাইতে সাহসী হইয়াছ। দেখা যাবে, বাহাদুরী তোমাদের কি আমাদের!

আমরা পারি না কি? আমাদের বাহাদুরীর কতটুকুই বা এখন তোমরা দেখিয়াছ? একটা সত্য দৃষ্টান্তদ্বারা আমাদের ভাবী বাহাদুরীর কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন মাত্র করিতে চেষ্টা পাইব। যাঁহারা আদালতের কাজ কিছু বোঝেন, তাঁহারা জানেন যে কোন মোকর্দ্দমায় কোন পক্ষের সাক্ষীর যখন এজাহার হয়, তখন হাকিম সেই সাক্ষীর নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স প্রভৃতি লিখিয়া লয়েন। একটী মোকর্দ্দমাতে একজন সাক্ষীর প্রথম এজাহার (Examination in chief) হইবার পর বিপক্ষের উকিল সেই সাক্ষীকে জেরা (cross-examine) করিতে থাকেন। একটা ঘটনা সম্বন্ধে ঐ সাক্ষী ৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্য একটী মোকর্দ্দমার এজাহার করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল এবারে এই মোকর্দ্দমার এজাহারে ঠিক তাহার বিপরীত বলিয়া গেল। জেরাকারী উকিল তাহাকে (ঐ সাক্ষীকে) ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ তুমি ৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্যরকম এজাহার করিয়াছ, এবার একেবারে মিথ্যা বলিতেছ।" সাক্ষী বলিল, আমি "এবার ঠিক বলিতেছি।" জেরাকারী উকিল পুনঃ মোকদ্দমায় ঐ সাক্ষীর এজাহারের জাবেদা নকল (certified copy) আদালতে দাখিল করিলেন।

ঐ সাক্ষী যখন কাটগড়া (witness box) হইতে নামিয়া আসিল, তখন যে পক্ষের ঐ সাক্ষী, সেই পক্ষের উকিল বাবু উহাকে বলিলেন, "তুমি মিথ্যা এজাহার করিলে, সর্ব্বনাশ করিলে, তোমার ফৌজদারীতে জেল অবশ্যম্ভাবী—পূর্ব্ব এজাহারের জাবেদা নকল যখন দাখিল হয়েছে।" উত্তরে ঐ সাক্ষী বলিল, "উকিল বাবু, ভয় নাই, চিন্তা করিবেন না। আমার বাহাদুরী ধরিতে পারিবেন না। আমি নিজেকে বাঁচাইয়া কাজ করিয়াছি। আমি মোকর্দ্দমার এজাহারে আমার পিতার নাম যাহা দিয়াছিলাম, এবারে একেবারে বাবার নামই বদলাইয়া দিয়াছি। আমি যে সেই লোক তাহা ধরিবার উপায় নাই। কার্য্যসিদ্ধ করিতে হলে বাবার নাম পাল্টাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয়।"

অতএব ব্যবহারিক জগতে বিশেষতঃ এই কলিযুগে স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রীগুরুদেবকে 'মূর্খ' সম্বোধন করার জন্য তোমরা যে এত হৈ চৈ কেন করিতেছ তাহা আমরা ত' বুঝিতে পারিতেছি না। একটু স্থির হও, আমাদের বাহাদুরী, বুদ্ধি-কৌশলের দৌড় ও নবনবায়মানতা আরও কত দেখিবে!

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। গুরু-কৃষ্ণ-পদাশ্রয়ে এই অনুরাগ বা প্রীতিরূপা ভক্তির বীজ সত্তা লাভ হয়। এই ভক্তি কায়িক, মানসিক ও বাচিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্যময়ী। এককথায় নিষ্কপট আনুগত্যই সেবা। হরিগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যই তাঁহাদের কৃপালাভের একমাত্র উপায়। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"আনুগত্যং বিনা কিং ভজনং ভবেৎ।" শ্রদ্ধাবান্ জনই এই ভক্তির অধিকারী।

শ্রদ্ধার অপর নাম হরি-গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাস বা নির্ভরতা। "শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাস" অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুপাদপদ্মে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহার হৃদয়ে যে পরিমাণে দৃঢ় তিনি সেই পরিমাণেই ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অল্পতাতেই চেতনের বিকাশ উপলব্ধির বিঘ্ন হয়। শ্রীগুরু ও সাধুগুরুপাদপদ্মে যাঁহাতে অচঞ্চল বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয় তজ্জন্য সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ মুখ্য সাধনে তৎপর হওয়া যে বিশেষ আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

বস্তুতঃ আমাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণবে দৃঢ়-বিশ্বাস নাই। আমাদের চিত্ত পাপমলিন বলিয়া সেই মহাত্মগণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস সহসা হয় না। ইহা দুর্দ্দৈব ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রদ্ধার বহু পরোক্ষতা। কিন্তু আমরা এত অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট যে দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভের পূর্ব্বেই নিজেকে ভক্ত বলিয়া মনে করি ও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুগণকে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। এই সব দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে বাঁচিতে হইলে নিরন্তর হরিকথা আলোচনা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীঝুলনযাত্রা

শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের সাময়িক লীলা-স্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীকৃষ্ণানন্দসদনে ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ 'প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল [illegible] পরাশ্রয়ে সেবা [illegible] ঠাকুরের [illegible] প্রচুর লোক [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীবিগ্রহের অতি মনোরম শৃঙ্গার দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইতেছেন। [illegible] মঠবাসী সেবকগণের সেবা [illegible] বিশেষ প্রশংসার্হ।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভক্তিপ্রচারকর্ত্তে 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশ আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃ ষট্-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সদীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) মার্কণ্ডেয়-গৌড়ীয়মঠ

বিজয়নগর, পোঃ অম্বিকা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীযতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅর্দ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাগারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৫৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুমনেক্ষা, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি; মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভু ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীঅনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক, ভাজনীতি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

[১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লাড়খানি	৬৷৹
বাঁকা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৬৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৬৷
বালাম নূতন	৪৵
ঐ পুরাতন	৫৲
বাবেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেরুণ	৩৷৴৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৴৹

চিনির দর

বিলাতি, টাইপ	১০৷৴৹
রঙ্গপুর ১০০৭ নং	১০/৹
কাশীপুর দানা	৯৷৹
তারপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
তারপুর লাল	৭৷৴৹—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি তোলা
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গিনি	৩১৲
চাঁদিবার	৫৩৷৹

পাটের দর

আষাঢ়ে—	৪৬৸৹
শ্রাবণ—	৪৬৸৹
ভাদ্র—	৪৩৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵
চণ্ডীকালচন ঐ	৬৲—৬৵
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৴৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৴৹
আটা নং (২	৫/৹—৫৷/৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৴৹
আটা নং (৩)	৪৷৹—৪৸৴৹
গোলাই	১৷৴৹—১৸৹
ভুষি	১৸৴৹—১৷৴৹

ঘৃতের দর

ভয়সা	৫৭৲
ঝাঁনীমা	৫৭৲
কৃষ্ণবেণী	৫০৲
বেরী	৪৩৲

পাতিয়ালা	৪৬৷৹
ভার	৫৬৲
কানপুর	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

লৌহ ও কাষ্ঠ দর

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸৹—৯৷৹
ঐ সে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ—	১৫৷৴৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৭৲
২৬ গেজ—	১৬৸৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	১৷৵৫—৸৹
বাগান সেরা কাটা দাও (মাঝিল)	১০৷৹
স্লেট কাটি বা চিট কাটা মণ	৩৷৹- ৪৲

পাটি কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা

	৭৷৹—৮৲ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন শাটি, গোলটু গরাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের

জন্য	৯৸৹—১২৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের চালান ৫৵৹, পাটের চালান ৬৷৹

তুলার চালান ৪৸৹

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবের গোলার কাটন	৫৪৲
মিট্‌ন আবের তকচ	৪০৲
কতাবি খুবনিয় কাটন	৪৩৲
হাথর্দ আথা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
গোলমরিচ	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১৩৷৹
শুঁঠ বরিশাল	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-২ বনফিল্ডস লেন গোলপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

— ::০:: —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আচারবান। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রগণের খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রদিগের অবৈতনিক ব্যবস্থা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর 'ভক্তিবিনোদ' ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৫,	৮—৩১	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—৩	১৮—৯,	২০—০৪
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ		১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৩-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১৫	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৭	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জিহ্বার গ্রীতা সংযুক্ত ব্যবহার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার আর অন্য ঔষধ লইতে হইবে না। মূল্য ছোট বোতল ৮৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিশ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ মেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক শ্লোকের শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বহুসংখ্যক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রী নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয়ের শ্রীচৈতন্যের এবং পরিশ্রমের সুধামাখা অমৃতফল আস্বাদন করিয়া প্রকাশক ধন্য এবং ... ... হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ ... ... পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০০ অধ্যায় আর ... পৃষ্ঠা ব্যাপী। ... শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), ... গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Preface), বিষয়-সূচী (Content-) ও ... ... বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ... ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া জেলা,—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	১০
" ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকি কলম ৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন।

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষার "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'[illegible]'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1555

শ্রীরূপানুগবরপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বাগ্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৫৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

চীন-সংগ্রাম

সাংহাই এর পূর্ব্বাঞ্চলে অবিরত তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। বহু বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া আগুন জ্বলিতেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম কারাগার ওয়ার্ড রোড জেলের উপর ছয়টী বোমা পড়ার ফলে দশজন বন্দী নিহত ও বহু বন্দী আহত হইয়াছে। উক্ত জেলে প্রায় সাত হাজার বন্দী আছে। জাপানীরা বাধা দেওয়ায় বন্দীদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সাংহাইতে বৃটিশ সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ৫০ হইতে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হবে। জাপানীরা বলিতেছে যে, চীনাদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ৫০ হাজার জাপ-সৈন্য সাংহাই এ উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। পিপিং এর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। একটী জনবহুল রাস্তায় বোমা পড়িয়া ৩৫০ জন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট দাবীর আলোচনা

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় প্রস্তাব করেন যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটের "ভূমিরাজস্ব বরাদ্দ" ব্যয়-বরাদ্দ ৫৩,১২,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হউক।

মৌলবী আবদুল বারী (কোয়ালিশন) প্রস্তাব করেন যে, উক্ত ব্যয়-বরাদ্দ হইতে ১০০৲ টাকা ছাঁটাই করা হউক। মৌলবী আবদুল বারী তাঁহার প্রস্তাব দ্বারা জমী জরীপ সম্পর্কে রাজস্ব বিভাগের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিতে চাহেন। প্রস্তাবক গবর্ণমেণ্টের আশ্বাসে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

প্রজা পার্টির মৌলবী আবদুল হাকিম এই মর্ম্মে এক ছাঁটাই প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিয়া অবিলম্বে বর্ত্তমান অত্যধিক খাজনার হার কমান হউক। কংগ্রেসী দল এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে উহা ১১২-৮০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। তারপর তার বিভাগের মূল প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

আগামী বুধবার বাঙ্গলা সরকারের পুলিশ বাজেটের আলোচনা হবে। গত রবিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় পুলিশ বরাদ্দের ফলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, তৎসম্পর্কে সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। পুলিশ বাজেটের আলোচনাকালে পুনরায় তাঁহার প্রস্তাবই সর্ব্বপ্রথম আলোচিত হইবে।

স্যার বিজয় জানান যে, গবর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরে মেদিনীপুর জেলায় রিভিশনাল সেটেলমেণ্টের কাজে হাত দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করিবেন না।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের শরৎ-কালীন অধিবেশন আরম্ভ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দিনের অধিবেশনে কোম্পানী আইন, পেট্রোলিয়াম আইন, রেলওয়ে আইন, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ইত্যাদি সম্পর্কে বহু বিল আনীত হয়। আসামের রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে একটী প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব নৈরাশ্যজনক উত্তর দেন। পরিষদের সদস্যের অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাব আলোচনার ব্যাপারে বড়লাটের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দিবার জন্য স্যার এন্, এন্, সরকার এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরিষদে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবটী প্রত্যাহৃত হয়।

হাজার হাজার লোক গৃহহীন

বন্যা সম্পর্কে দারভাঙ্গা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, বন্যার জল যদিও হ্রাস পাইতেছে, তথাপি বন্যাপীড়িত লোকের দুর্দ্দশার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। হাজার হাজার লোক গৃহহীন, বহু গ্রাম এখনও জলমগ্ন; শস্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এখনও ঘরের চালার উপর দিনরাত্রি কাটাইতেছে। অপরাপরে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যাহাদের জিনিষপত্র সব ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারা চিড়া-গুড় খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মধুবনীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চরখা সঙ্ঘের সদস্য প্রভৃতিকে লইয়া একটি বন্যা-কমিটি গঠিত হইয়াছে। ঐ কমিটি সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বিহার গবর্ণমেণ্টের বাজেট পেশ

গত ২৩শে আগষ্ট বিহার ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব শ্রীযুত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন।

চলতি বৎসরের আনুমানিক আয় ৫ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৫ কোটী ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। কিন্তু চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে যে ঋণ দিবেন, চলতি বৎসর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হইতে ঋণ পরিশোধ বাবদ তাহা অপেক্ষা ১১ লক্ষ টাকা বেশী আদায় হইবে। এই ১১ লক্ষ টাকাও রেভিনিউ একাউন্টে ধরিয়া ব্যয় করা যাইবে। সুতরাং চলতি বৎসরে ২ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। অর্থ-সচিব বলেন, বিহারের ন্যায় একটী প্রদেশের জন্য ন্যূনকল্পে যত টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন, বহু বৎসর যাবৎ তাহা অপেক্ষাও কম ব্যয় করা হইতেছে।

অতীত ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতিতে গৌরবোজ্জ্বল ভারত

গত সোমবার টাউন হলের এক বিরাট সভায় "দেশাত্মবোধ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার [illegible] বলেন যে, ভারতবর্ষের মত এমন কোন দেশ আছে কি—যাহার অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরব বোধ করা যায়। 'দেশাত্মবোধ' এই কথা যখন ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হয় তখন তাহার অর্থ হইতেছে—ভারতকে ভালবাসিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া উহার সেবাব্রত গ্রহণ করা। তিনি বলেন,—দেশাত্মবোধের নামে যে কাজটী আমি আপনাদিগকে প্রথমে করিতে অনুরোধ করিব তাহা হইতেছে, রাজনীতি হইতে আপনারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করুন।

ভারত সরকারের রেল কোম্পানীর আয়

১৯৩৭ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত দশ দিনে ভারত সরকারের নিজস্ব রেল কোম্পানীসমূহের আনুমানিক মোট আয় ২০৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ের আয়ের তুলনায় এবার ১২ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ঐ রেল কোম্পানী সমূহের মোট আয় ৩৩৭০ কোটী টাকা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈ[illegible] (বাঁধা)
১২। [illegible] বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তা (৪র্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিফলিকা গুণলোকতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। আর্য্যশতক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আর্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও কর্মফল
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভূগবেদব ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০ সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৸০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। শ্রেবজীবন্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অখণ্ড ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST - প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পরি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ টাকা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় - মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —ভিদিওয়ায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১২শ বর্ষ { হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১১ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৭শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৫৪৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও তাঁহার শাখামঠসমূহে আগামী ২৯শে ও ৩০শে আগষ্ট শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব ও শ্রীনন্দোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে ২৯শে আগষ্ট রোবে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৬-২০ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, ৬-২০ হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইংরাজী ও গুজরাটী ভাষায় বক্তৃতা, ৮ ঘটিকা হইতে ৮-৫ মিনিট পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিক, ৮-৫ মিঃ হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। অনন্তর ১১ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি হইবে।

তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে বেলা ১২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত কাঙ্গালী ভোজন, সন্ধ্যা ৭-৩০ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিক ও সংকীর্ত্তন এবং ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনান্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কিছুকাল জামালপুর, [illegible], পাটনা, গয়া ও কাশী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সহ আগরপাড়া [illegible] টাকী, কাশী প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচারপূর্ব্বক গত ১২শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার [illegible] কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

গত ২২শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-উৎসব সমারোহের সহিত পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতা মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ "শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে" দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলীকীর্ত্তন হয়।

ঐ দিবস বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় কলিকাতার কাউন্সিলের মেম্বর (এম এল সি) ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ কে: সি রায় চৌধুরী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ, শ্রীপাদ [illegible] দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়-সম্বন্ধে বহু কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] গ্রন্থাদি আগ্রহ সহকারে পড়িবার জন্য সঙ্গে লইয়া যান।

পরলোকে মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় গত ১২ই শ্রাবণ বুধবার রাত্রে রাত্রি ৮টা ঘটিকার সময় ৫৮ বৎসর বয়সে [illegible] সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি হুগলী জেলার [illegible] গ্রামে '[illegible]' নামে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রায় বৎসরাধিককাল তথায় [illegible] করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পশ্চিমপাড়া গ্রামে আসিয়া পুস্তকাদির কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যাইতেন। তাঁহার মধ্যম সহোদর শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বর্ত্তমানে উক্ত পুস্তকাদির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। বাচস্পতি মহাশয় শৈশব হইতেই বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনুশীলন ও সংস্কৃত আলোচনা করিতেন। ইনি 'শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী' নামক বৈমাসিক পত্রিকা প্রথমে বাহির করেন। গ্রাহকবর্গের অনুরোধে ইনি বৈষ্ণবসঙ্গিনীকে মাসিক আকারে পরিণত করিয়া '[illegible]' নামে বাহির করিতে থাকেন। ২৬ বৎসর কাল [illegible] সম্পাদন [illegible] প্রকাশিত হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত তিনি কিছুদিন পত্রিকা প্রকাশে বিরত থাকেন। পুনরায় ১৩৩১-৩২ সালে পত্রিকা ত্রৈমাসিক আকারে বাহির করিতে থাকেন। তাঁহার [illegible] অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ প্রচার করা। [illegible], কৃষ্ণকর্ণামৃতম্, [illegible], উপাসনা শিক্ষা, বেদান্ত [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] সহ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে [illegible], প্রেম ও [illegible], ভক্তের জয়, [illegible], বৈষ্ণবতত্ত্ব দীপিকা, [illegible] প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ ১১ স্তবক পর্য্যন্ত বাহির করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীমৎ গোপালভট্ট গোস্বামীর সৎক্রিয়াসারদীপিকা অবলম্বনে [illegible] নামক একখানি বৃহৎ বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই [illegible] উপকার হইয়াছে।

বাচস্পতি মহাশয় [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি [illegible] তিনি নানাবিধ উপাধি লাভ করেন। [illegible] ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। 'গুরু' মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি লোক ঠকান, কিম্বা যিনি ইন্দ্রিয় চেষ্টায় ধাবিত, তিনি 'গুরু' নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন 'শূদ্র' ব'লে, 'সন্ন্যাসী' ব'লে তথাপি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হ'লে 'ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিকভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

ॐ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

উৎসবের

"সজ্জনগণ কর্তৃক আদৃত কীর্ত্তি আপনার প্রতি উপযুক্ত হওয়া থাকে। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ ভক্তির লক্ষণসমূহ জানাইতেছেন,—

"হে উদ্ধব! মদীয় শ্রীমূর্ত্তি ও মদীয় ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি, প্রণাম, গুণকর্ম্মকীর্ত্তন, কথা শ্রবণে অনুরাগ, নিরন্তর মদীয় ধ্যান, সর্ব্বলাভ অর্পণ, দাস্যস্বীকার, আত্মনিবেদন, জন্ম-কর্ম্ম-কীর্ত্তন, পর্ব্ব (জন্মাষ্টমী প্রভৃতি) পর্ব্বসমূহের অনুমোদন, গীত, বাদ্য, নৃত্য ও গোষ্ঠী সহকারে মদীয় মন্দিরে উৎসব, সর্ব্বপ্রকার বার্ষিক পর্ব্বদিবসসমূহে (কাল্গুনীপূর্ণিমাদি) উৎসব, উপহার অর্পণ, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী (পাঞ্চরাত্রিকী) দীক্ষা, মদীয় ব্রতপালন (চাতুর্ম্মাস্য, হরিবাসর বা হরির আবির্ভাবাদি জয়ন্তী তিথির পালন), মদীয় শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনে শ্রদ্ধা, মদীয় উদ্যান পুষ্পপ্রদান, উপবন (নন্দনকানন), ক্রীড়াস্থান, পুর (চণ্ডীমণ্ডপ), মন্দিরাদি নির্ম্মাণবিষয়ে একাকী অথবা মিলিতভাবে উদ্যোগী এবং অকপটভাবে ভৃত্যের ন্যায় সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলরচনা দ্বারা আমার গৃহসেবা করিবে। মান ও দম্ভ পরিত্যাগ করিবে। কখনও আচরিত বিষয়ের কীর্ত্তন করিবে না। অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য আমার সেবায় অর্পণ করিবে না। আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রদীপের আলোকদ্বারা অন্য কোন কার্য্য করিবে না। যে সকল বস্তু লোকের অভীষ্ট এবং যাহা নিজের অতি প্রিয়, তাহা আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে; তাহা হইলে উক্ত দান অনন্তকল্যাণরূপে উক্ত হইয়া থাকে।"

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১১শ অধ্যায় ৩৪-৪১ শ্লোক

আমাদের নিত্যারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে যাবতীয় শুদ্ধভক্তিধামনগর মঠমন্দিরে উপর্যুক্ত প্রকারে ভগবদ্ভক্তির সাময়িক ও সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠানের যে ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন পরমশ্রেষ্ঠ বেদবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় সর্ব্বোৎসাহে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত উৎসবাদির মধ্যে শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-প্রকটস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরজন্মোৎসব, শ্রীব্রজমণ্ডল শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিক মাসে ঊর্জ্জব্রতপালন ও পরিক্রমা, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে পুরুষোত্তমে আষাঢ় মাসে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথ গৌরসুন্দর ও গৌরপার্ষদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীল ঠাকুর [illegible] বিরহ মহোৎসব এবং কলিকাতা (বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয়মঠে) ভাদ্রমাসে মাসাধিককালব্যাপী হরিকথা মহোৎসবই প্রধান। এতদ্ব্যতীত শাখা মঠ কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, দিল্লী, নৈমিষারণ্য, বোম্বে, মাদ্রাজ, কভুর, কটক, ও বঙ্গদেশের যাবতীয় মঠে বার্ষিক-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবের মূল-উদ্দেশ্য—আমাদিগকে কৃষ্ণেতরবিষয়ভোগ বিচারে পারঙ্গত করিয়া আমাদিগের নিত্যমঙ্গল সম্পাদন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবকবৃন্দকে উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহার্থ ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ-নীচ—সকলেরই নিকট প্রেরণ করিতেন, উদ্দেশ্য—তাঁহাদিগকে [illegible] বৃত্তি উন্মোচিত করিতে দেওয়া—ভোগ ত্যাগ-চিন্তার কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে গুরুসেবা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। বিশেষ বিশেষ সভায় অধিবেশনে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি স্বয়ং বা তাঁহার আশ্রিত বিশিষ্ট বক্তৃগণ দ্বারা বক্তৃতা প্রদান করিতেন বা করাইতেন, মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকিত, উদ্দেশ্য—আমাদের কৃষ্ণবহির্মুখ-চিত্তকে কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া দেওয়া—কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রবৃত্তি আনয়ন-দ্বারা অনর্থবিনাশ ও নিত্যমঙ্গলোৎপাদন করা। উচ্চৈঃ আহার, কর্ণরসায়ন কীর্ত্তন, জনমনোরঞ্জনকারী বাক্চাতুর্য্য এবং লোকের আত্মেন্দ্রিয় তর্পণবিচারে উৎসবপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়া লোকের কনক কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ দ্বারা জগতের অহিতাকাঙ্ক্ষা শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত উৎসবের উদ্দেশ্য নহে। তাৎকালিক অর্থবিত্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতিপর বাক্য শুনাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ বা প্রতিষ্ঠালোভনকার্য্য নিষ্প্রয়োজন ভাগবতধর্ম্ম হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আবার যে সকল ব্যক্তি কেবল কতকগুলি বুভুক্ষু বাক্য বা তাঁহাদের আচারবিচার অভিলাষ বাক্য শুনিবার জন্য মঠে আসিবার বা সাধুসঙ্গ করিবার প্রয়োজন বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা গুরুনিষ্ঠ ও শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলেন। জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা অপসারিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি জাগরুক করিয়া দেওয়াই সাধুর কার্য্য এবং তজ্জন্যই উৎসবাদির প্রয়োজন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের তাহাই বৈশিষ্ট্য এখানে উচ্চ উচ্চ পাকের যোগাড় নাই, কড়ক্ষণ ব্যাপিয়া নিত্যবিরুদ্ধ ও রসাভাসময় ভাবপ্রবণতামূলক বিভিন্ন সুর তাল-লয়-সংযুক্ত আত্মসুখকর গানের কোলাহল নাই, অপ্রাকৃত অপব্যবহার-মূলে কপট ভাবপ্রবণতা আদর নাই, অনধিকারীর সেবা অনাদর করিয়া প্রাকৃতবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবপাদের ন্যায় আড়ম্বর নাই, শুদ্ধ-বৈষ্ণবানুগত্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক শ্রবণ-কীর্ত্তন সেবাই এই উৎসবের প্রাণ। আমরা জগদ্বাসীকে এই উৎসবে যোগদান করিয়া আত্মমঙ্গল বরণের জন্য আহ্বান করিতেছি। ভগবদ্ভক্তগণ ব্যতীত ভগবদ্ভক্ত ভক্তদ্বার কখনই সমর্থন হইবে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টপূর্ত্তিকারী বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানে জগদ্বাসীকে বঞ্চিত করিয়া কেবল গৌড়ীয়মঠের কয়টা ঘাঁ, কত বড় দালান, কত বড় ছাদ প্রভৃতি বাহিরের দৃশ্য দেখাইয়া ব্যবসা চালাইয়া বিদায় দিবার পক্ষপাতী নহেন; যিনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদেরই ন্যায় বাস্তব-সত্যকীর্ত্তনে সম্পূর্ণ নির্ভীক, লোকাপেক্ষা স্বীকার করিয়া সত্য গোপন করিবার আচার্য্য তিনি নহেন। সত্যকথা বলিলে পাছে লোকে অসন্তুষ্ট হয়, এই বলিয়া সত্য গোপন করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচির বিনোদন করা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। মূর্ত্তিমান্ সত্য তিনি দৈন্যমুখে বলেন,—"আমার বন্ধুপরিচয়ে পরিচিত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি আমার বিরুদ্ধ হইয়া যায়; তথাপি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গপাদপদ্মে আমার ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যেন আমি সত্যপথ হইতে একতিলমাত্রও বিচলিত না হই।" তাঁহার ন্যায় বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি স্বভাব আচার্য্যবর্য্যের বাস্তব-সত্যানুসরণের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার মহান্ আদর্শ আমাদিগের সত্যানুসরণ-সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আনুগত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী-সেবায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ বস্তুশক্তির প্রকাশবিগ্রহ, তিনি কৃপাবল প্রদান করিলেই তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহার কৃপায় দুরত্যয়া মায়া উত্তীর্ণ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে পারিব। শ্রীবলদেবই আসনরূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের উৎসব সম্পাদন করাইবেন। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার বিঘ্নোৎপাদনকারী নানা মনোধর্ম্ম অসাধুগণকে বলদেবই সমুচিত শাস্তি বিধান করিবেন।

নাথ জগন্নাথ নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য-হৃদয়ে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥

শ্রীল বৈষ্ণব

(শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী)

পরম প্রেমপূজ্যচরণ শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য এবং অহৈতুক কৃপা-সম্বলে জীব আত্ম-বিস্মৃত শ্রীগুরুদেবের কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে জীব আশ্রয়-গ্রহণের সৌভাগ্য পায়। কিন্তু অদ্বৈত-সর্ব্বস্ব বিষয় প্রথমতঃ চিত্তাধারে অচিন্ত্যনীয় বিষয় সম্বন্ধে সে কোন প্রকার ধারণাই করিতে পারে না। এতাবতঃ পাণ্ডিত্যের বন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুরই তাহার একমাত্র আশ-ভরসা, সহায়-সম্বল, ভজন-পূজন ও যাহা কিছু সব। এককথায় বৈষ্ণবই ভজনরত সাধক জীবের একমাত্র সহায়।

কোন বিরুদ্ধেন্দ্রিয় ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকল্পে সবল ব্যক্তির সাহায্যে অপরিহার্য্য রূপে আবশ্যক, অন্যের পক্ষে "অজ্ঞ-ভক্ত-জনের জন্য আবশ্যকতা যে অনন্ত গুণে অধিক তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। একটি দেহের

অপরাধই আবোরতি। তবে একবার জন্য আত্মবুদ্ধিহীন ভগবদ্বিমুখ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন এ জগতের বর্ণনীয় বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারে না—দিবারাত্রিতে সমজ্ঞান—একমাত্র অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না বা বুঝিতে সমর্থ হয় না অথবা মনঃকল্পনায় তাহা বুঝিতে গিয়া এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসে—শিব গড়িতে গিয়া হয় ত' বা বানরই গড়িয়া ফেলে, চিৎসূর্য্যালোকে চির-উদ্ভাসিত চিন্ময়-ধাম শ্রীমায়াপুরে আগত মাদৃশ অজ্ঞানান্ধজনের অবস্থাও তদ্রূপ। মায়ার অপ্রতিহত প্রভাব বশতঃ আমি উপলব্ধি করিতে পারি না যে, আমি অন্ধ পরন্তু আমার এই অদর্শনকেই দর্শন মনে করিয়া শ্রীধাম এবং শ্রীধামবাসিগণ কিম্বা ভজনরাজ্যের যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে নিজের একমাত্র পুঁথি ওক-বুকিস (?) সংলাপে এক একটা অদ্ভুত কল্পনা করিয়া বসি, ফলে দুর্ভাগ্যবশতঃ সবজান্তা সাজিয়া নিজেই বৈষ্ণব (?) হইয়া পড়ি অথবা—চিনিতে আর বাকিতে—জড়ে আর চেতনে—মঠে আর বাড়ীতে—মানুষে আর বৈষ্ণবে কোন পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া—চরিত্রজন হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকি।

মাদৃশ হতভাগ্য আত্মবঞ্চক হরিবিমুখ জনের হয় ত' বৈষ্ণবে কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে কিন্তু যিনি সত্যনিষ্ঠ ভজনাকাঙ্ক্ষিত্ব, যিনি সত্যসত্যই ভজনপিপাসু, বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহার মাথার মণি, বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহার প্রাণের প্রাণ—বৈষ্ণবঠাকুর তাঁহার জীবনের জীবন, তাঁহার সাধন-ভজন সব ঐ শ্রীবৈষ্ণবচরণ। বৈষ্ণব ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনে তাঁহার আনন্দ ধরে না, বৈষ্ণব ঠাকুরের স্মৃতিতে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠে, চক্ষু পুলকাশ্রুপূর্ণ হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। এক কথায় বৈষ্ণব বলিতে তিনি একেবারে আত্মহারা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবচরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥

ভজন প্রবেশোন্মুখজন সাধনপথে প্রবেশ করিয়া, অনাদি অজ্ঞানান্ধকারাবৃত অন্ধীভূত নয়নে যখন কিছুই দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়ে, স্বীয় অনধিকারই অসারতা বুঝিতে পারিয়া ভীতিকম্পিত-কাতর-কণ্ঠে উপায়হীন হইয়া যখন যুক্তকরে নিষ্কপটে কৃপাভিক্ষা করিতে থাকে, ভজনরাজ্যের একমাত্র অধিবাসী শ্রীল বৈষ্ণব ঠাকুর জীবের এই জীবন-মরণ-সমস্যা জটিল সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাহার মস্তকে স্বীয় অভয় চরণখানি অর্পণ করিয়া তাহাকে ভজনরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্রাট্ শ্রীগুরুপাদপদ্মান্তিকে স্থাপন করেন।

বস্তুতঃ বিষয়বিগ্রহ অথবা বিষয়াশ্রিত আশ্রয় মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা বদ্ধজীব করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার অণুমাত্র যোগ্যতাও তাহাতে বর্ত্তমান নাই কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরঙ্গ পরম কারুণিক বৈষ্ণব ঠাকুর সেই বদ্ধজীবকে উপদেশ প্রদানমুখে সেবোন্মুখ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবালাভের সুযোগ করিয়া দেন। তিনি এত দয়াল! ইহা যে কত বড় অহৈতুক-করুণার পরাকাষ্ঠা তাহা যাহাকে বৈষ্ণব ঠাকুর জানাইয়াছেন, তিনিই জানেন; আমার মত আবাক্কিক-বিচারসম্পন্ন জীবাধম ইহা আর কি বুঝিবে? তাই ঠাকুর মহাশয় পুনরায় সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার
পেয়েছে কেবা।"

বৈষ্ণব-সেবা না করিয়া অথবা বৈষ্ণব-সেবায় উদাসীন থাকিয়া যাহারা শ্রীগুরুসেবা বা কৃষ্ণসেবার অভিনয় করেন, তাঁহাদের কোন কালেই সুবিধা হয় না।

শাস্ত্র বলেন,—

"কুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

সুতরাং দুরতিক্রম্য সাধনপথে প্রতি-পদবিক্ষেপে বদ্ধজীব আমার পদস্খলন অনিবার্য্য—নিজের উপর বিশ্বাস করিয়া কোনক্রমেই আমি অগ্রসর হইতে পারি না। "একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম সংকীর্ত্তনে"। অতএব যদি বাঁচিতেই হয়, তাহা হইলে ... সর্ব্ব শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তখন আমাকে দন্তে তৃণ ধারণ করত বলিতে হইবে,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥
• • • •
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥

নিষ্কপট কৃপার্থীকে বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করিয়া থাকেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, কৃপা করা না করা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাই বলিয়া এই মনে করিতে হইবে না যে আমার নিষ্কপট এবং আনুগত্যের বিনিময়ে আমি বৈষ্ণব কৃপা লাভ করিয়াছি। আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবে তাঁহার কৃপা অহৈতুকী—ইহাই সুবিচার। স্বেচ্ছাময় বলিয়া তিনি, আমার শত নিষ্কপটতা বা আনুগত্য তিনি অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিতে পারেন। তবে তাঁহারা দয়ার সাগর, তাই আমাদের ভরসা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এমনকি গোলোকবৃন্দাবনেও এমন কোন জিনিষ নাই যাহার বিনিময়ে বৈষ্ণব-কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। বৈষ্ণব কৃপা এত বড় জিনিষ! কিন্তু অহৈতুকদয়াময় ঠাকুর, এহেন ধন যাহাকে ইচ্ছা বিলাইয়া দেন, যোগ্য-অযোগ্য বিচার করেন না। এমনি তাঁহারা দয়াল দাতা।

এখন যদি আমি দুরতিক্রম্য সাধনপথে এহেন বৈষ্ণব ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়তা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্রভাবে চলিতে থাকি, তাহা হইলে আর বিপদ হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে? প্রভাত কাঁপিতেছে রেখা টুকুকেও নিঃশেষে মুছিয়া দিবার জন্য সংশয়ের পর সংশয় তর্কের পর তর্ক, যুক্তির পর যুক্তি আসিয়া যখন আঘাতের পর আঘাত করিয়া আমার পদস্খলন করিবার জন্য সব একযোগে উপস্থিত হইবে, কে তখন আমায় এ বিপদ হইতে নিস্তার করিবে? চতুর্দ্দিকে ঘোর বিপজ্জাল-সমাচ্ছন্ন দেখিয়া কে তখন "মাভৈঃ" রবে আমার কাছে আসিয়া তাঁহার অশোক, অভয় শ্রীপাদপদ্ম রজঃকণ দানে এই সমূহবিপদ হইতে মুক্ত করিবে? পরমপূজ্যপাদ বৈষ্ণব ঠাকুর তিনি ভিন্ন এ দুর্দ্দিনে আর গত্যন্তর নাই।

প্রণাম মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ"

বৈষ্ণব ঠাকুর বাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি কৃপা সিন্ধু, পতিতপাবন এবং চিরনমস্য। প্রণামমন্ত্রের প্রত্যেকটী বাক্য যে কিরূপ অবিসংবাদিতভাবে সত্য, তাহা বৈষ্ণবচরণে প্রপন্ন নিষ্কপট সেবকমাত্রই অবগত আছেন। ইহা শুধু মুখে বলা বা "আওড়াইবার" জন্য রচিত কোন বুলি বিশেষ নয়। ইহা প্রতিপদক্ষেপে, প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি নিমেষে নিমেষে, অস্থি-মজ্জায় লোকের প্রতি উপলব্ধি করিবার বিষয়।

কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে চিরবিমুখ বিষয়নিষ্ঠ লোলুপ আমি কোন ক্রমেই ত' তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নম্র চিত্ত হইতে পারিলাম না। হায় আমার কি গতি হইবে! হে পরম দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর! আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন এই কীটাধমের প্রতি একটু করুণনয়নে দৃষ্টিপাত করুন।

হে ঠাকুর! বিষয়ের বিষম আকর্ষণে—অজস্রবাসনার অমোঘ তাড়নে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত আমি কিছুতেই আপনার শ্রীচরণে স্থির থাকিতে পারিতেছি না। হে ঠাকুর, আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, আপনি কৃপাসিন্ধু, আপনি পতিতপাবন। আপনার কৃপাই আমার সম্বল।

হে দয়াময় দেবো, আপনার শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করিবার অবসরও হয়ত তাহারা আমাকে আর দিবে না। তাই সময় থাকিতে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, হে ঠাকুর, আপনার দাসানুদাসের দাস্য ব্যতীত অপর কোন কিছু যদি আমি কোন জন্মে কখনও প্রার্থনা করি, আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে দিবেন না। নিরাশার ঘনান্ধকার-সমাচ্ছন্ন অনন্তবাসনা-পাপসঙ্কুল হৃদয় অন্ধকারে একমাত্র আশার আলো করুণাময়ের সেই মূর্ত্তিমতী অভয় বাণী—

"আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

হে ঠাকুর!

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপজনেরে, আসিতে না দিব
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি॥

হে দয়াময় দেবো, জন্মে জন্মে আপনার চরণে প্রপন্ন নির্ব্বাণীক অন্তরে রহাই যেন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৶০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৶০ ৪র্থ খণ্ড—৶০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ—মূলমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীগৌর-পঞ্চতত্ত্ব, গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিকগবেষকগণের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহামহোপদেশক-লোক-শ্রীমদ্ভাগবত, বি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিধিভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীরামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্দ্দনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারী (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীচরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুন্ডা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপীনাথমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবাঁকেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমৎ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ রবিদাস, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রীশচীনাথব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,
পোঃ রোহতক, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং কুতবান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে-গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅদিত্য ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়েশ্বরনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (চাকদা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রূপগঞ্জ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমৎ প্রভুপাদ ব্রহ্মচারী, বেদন্তশাস্ত্রী, এবং ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আষাঢ়, ১৩৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫॥০
পাটনাই নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ [illegible]	৩৸৶০

আতপ—

নূতন [illegible]	৪৲—৪।০
[illegible]	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।৹
কাটারীভোগ	
ঐ [illegible]	৩৶০

চিনির দর

[illegible], টাইপ	১০॥৶
[illegible] ১০০০ নং	১০৶
[illegible] দানা	৯.০
[illegible] দানা	৮।০—৯৶০
গুড় লাল	৭॥৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

পাকের বার	৩৪॥০
[illegible]	৩৩৲
চাঁদিবার	৫৩।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪৩।০
[illegible] সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৸০—৬৸৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible] নং (২	৫৶০—৫।৶০
[illegible] (এল)	৪৲—৪।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	২৸০—২৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
	১৸৶০—১৸৶০

[illegible] দর

	৫৭৲
	৫৭৲
	৫৩৲
	৪৫৲

গাভিওয়া	৪৷০
[illegible]	৪৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ সে মার্কা [illegible]	৮৸০—৮॥০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রন (কোনা)	৮॥০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৶০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা প্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
	১৫৲

ইংলিশ [illegible] সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৶৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (গার্ডেন	১০।০
গ্রেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৸০—৪৲

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

১০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
পাতি, গোলটু সবারে	৭৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

এক ৯৸০—১২৲

ক্ষুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

নটকলের চালন ৫৶০, পাটের চালন ৬৲

তুলার চালন ৪৸০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন;

আমের লোমার কাটন	৫৯৲
[illegible] আমের [illegible]	৫০৲
[illegible] কাটন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮।০
সুপারী বেনী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৸০—১১।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬-৫ [illegible] ঘাট গোলাপটি, [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible] উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান [illegible] আছেন।

[illegible] সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] পারিবে, [illegible] শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে [illegible] দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭	৯—৩১	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭	১১—৩	১৪—	১৮—৯	২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০	১৪—	১৮—১৩	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫—৩৪	৯—৫৫	১১—৪০	১৬—০	১৮—৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫—৫৩	৯—৩৩	১১—৫৮	১৬—৮	১৮—৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২০	১০—৩	১২—১৮	১৬—৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] পল্লীবাসীর [illegible] এক মাত্র উপায় [illegible] জ্বর কাটিতে [illegible] [illegible] প্রীহা যকৃৎ [illegible] একবার [illegible] দেখুন যে আপনার [illegible] হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ১০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible] স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, এবং বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত এতে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিশ্রম লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্তি সম্প্রদায়ের শ্রীগ্রন্থ পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ যাবতীয় বহু চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শন মতের তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৭ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), ... গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface) বিষয় তালিকা (Contents) ও ... বর্ণানুক্রমে ... সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০, দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রী মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া জেলা,—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

স্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব

আরম্ভ হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ১০	।৵০	।৵০		১০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮	৭৲	৭৲		৫৲
এক কলম ১২	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১২৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১০ , বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত এখান হইতে অনেক ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রবর্ত্তিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৫৫]

বিবিধ সংবাদ

—(০)—

ওতাস মেমোরিয়াল শীল্ড প্রতিযোগিতা

গোহাটী ২৪।৮।৩৭

অদ্য এখানে ওতাস মেমোরিয়াল শীল্ড প্রতিযোগিতায় কটনগর কাজেম্ ইলেভেন ও কটনগর মিউনিসিপ্যালিটির খেলা হয়। দুই খেলা দেখিবার জন্য টাউনের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ বি, এম, মিত্র (ডিষ্ট্রিক্ট জজ) মিঃ এন. এম, হুয়াট (ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) এস, এন, মৌলিক, (চেয়ারম্যান) মৌঃ এম, এম, আকবর ইমাম (ভাইস চেয়ারম্যান,) বাবু বি, কে, ব্যানার্জ্জি (সেক্রেটারী বার এসোসিয়েশন) ও বাবু টি, সি, ব্যানার্জ্জি (১ম মুন্সেফ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খেলা আরম্ভ হওয়া মাত্র কাজেম্ ইলেভেন মিউনিসিপ্যালিটিকে চাপিয়া ধরে। হাফটাইমের মধ্যে কাজেম্ ইলেভেন মিউনিসিপ্যালিটিকে ২ গোলে পরাজিত করিয়া সকলের বাহাবা লাভ করে। এই ভাবে অবশিষ্ট অতিবাহিত হয়। বিশ্রামের পর মিউনিসিপ্যালিটির খেলোয়াড়গণ প্রাণপণ চেষ্টায় গোল পরিশোধ করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কাজেম্ ইলেভেন পুনরায় আর একটী গোল করিয়া তাহাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখে। খেলা শেষ হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটি একটী গোল পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়। অদ্যকার খেলার মধ্যে মৌলভী আকাচ আলি খাঁর (মুন্সেফ) খেলাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কাজেম্ ইলেভেনের কাপ্তেন বাবু কিরণ চন্দ্র [illegible] উৎসাহ ও চেষ্টা প্রশংসার্হ।

চীন-সংগ্রাম

জাপানীরা ভীষণভাবে চীনাদের আক্রমণ করিয়াছে। উসুং-এ ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। জাপানীরা বলিতেছে যে, তাহারা কান-কাও [illegible] দখল করিয়াছে।

জাপানীরা বলিতেছে যে, জাপ-সেনাদল চাহার প্রদেশের রাজধানী কালগান দখল করিয়াছে। জাপ সেনাবাহিনী এক্ষণে দ্রুতবেগে পিপিং-মিউইয়ান রেলপথের ধার দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে কানকাও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অগ্রসর হইতেছে। কানকাও নিকটবর্ত্তী ৫০ হাজার চীনা সৈন্যকে জাপ সেনারা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিস্ফোরণে ১২ জন নিহত ও ৬৭ জন আহত

গত ২৬শে আগষ্ট বার্লিন হইতে প্রকাশ, হানোভারের নিকটবর্ত্তী উষ্টারম্যুয়েসে একটী বারুদাগারে বিস্ফোরণের ফলে ১২ জন নিহত ও ৬৭ জন আহত হইয়াছে। উষ্টারম্যুয়েস কাম্প্যান গোলাবারুদাদির গোলাবর্ষণ অভ্যাস করার উপযুক্ত স্থান।

প্রাদেশিক মুসলীম লীগ

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের পুলিশ বাজেটের আলোচনা আরম্ভ হয়। মৌঃ আর নাজিমুদ্দিন প্রস্তাব করেন যে, পুলিশ বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ হইতে ১০০্ টাকা ছাঁটাই করা হউক। গত রবিবার স্যার উহার চাঁদনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় পুলিশের আচরণের ফলে যে গণ্ডগোল হইয়াছিল, সৈয়দ হাসেমী ছাঁটাই প্রস্তাব দ্বারা তাহারই আলোচনা করিতে চাহেন। সৈয়দ হাসেমীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

তারপর মিঃ পি, ব্যানার্জ্জি আর একটি ছাঁটাই প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তারসমূহ ও শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা এবং সভাসমিতিতে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে মিঃ ব্যানার্জ্জি আলোচনা করেন। মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রস্তাবও ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

পুলিশ বাজেট আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কিছু-সময় সভাপতির কার্য্য করেন।

গত বুধবার পুনরায় পুলিশ বাজেটের আলোচনা হইয়াছিল।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সীমান্ত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্পর্কে পর উত্থাপনের নিয়ম সংশোধনের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি যে মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করেন তাহা বিনা বিভাগে গৃহীত হয়। পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে আইনসভার সদস্যগণের অধিকার সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং সভার সভ্য দিগের সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাণিজ্যাংশের আইন-সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাহা সভা [illegible] আরম্ভ হইলে এই সম্পর্কে উহার বিরোধিতা করেন। ইউরোপীয়ান সদস্যদের পক্ষ হইতে মিঃ পি, জে, গ্রিফিথ্ ও উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, জরুরী অবস্থার উদ্ভব না হইলে অর্ডিন্যান্স বা এক-আইন বে-আইনী ঘোষণা করার ভার অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া উচিত নহে।

নোট জাল মামলায় একজনের কারাদণ্ড একজনের মুক্তি

দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচারের পর গত ২৪শে আগষ্ট হায়দ্রাবাদ নোট জাল মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই মামলায় ৮ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। নিজামের মিঃ নবাব নাজির যশোর জজ বাহাদুর রায় দান করেন। তিনি ৫ জন আসামীকে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় অপর তিন জনকে মুক্তি দিয়াছেন। বিশ্বনাথ ও যোগিন্দ্রনাথকে পাঁচ ও বৎসর করিয়া এবং আর তিন জনের প্রতি ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের নোট জাল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৩৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী হওয়ায় তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

ছাত্রগণের ধর্ম্মঘট

বরোদা ট্রেনিং কলেজের প্রায় ৮২ জন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল তাহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তাহার প্রতিবাদে উক্ত কলেজের ছাত্রগণ গত ২৩শে আগষ্ট হইতে পাঠ বর্জ্জন ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রথমে ৮২ জন ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, পরে তাহা সম্প্রসারিত হইয়া কলেজের অন্যান্য সকল ছাত্রই ধর্ম্মঘটে যোগদান করে।

ছাত্রেরা দাবী করিতেছে যে যদি তাহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তবে তাহারা ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিবে।

প্রকাশ, পূর্ব্ব হইতে ছাত্রদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে তাহাদিগকে কেবল জানাইয়া দেওয়া হইত; কিন্তু সম্প্রতি বৃত্তি বন্ধ করিবার নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত —সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৮
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ১৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-প্রাণবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতায় কেবল বাক্য ভাষা ।
২৭। মুক্তিবাহ্মিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্পণ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৬
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। গীতমালা ৵১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৬
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্শ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৵
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সাধ্যসাধনম্ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পরমার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমালাগ্রন্থী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও বৈষ্ণবগণ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ভিউ অব গৌড়ীয় মঠ ।
৭০। নামভজন ৵
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।
৭৫। শ্রী গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিটেন
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনরিজনড্ রিপালসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১
৮৩। গীতাবলী ৵
৮৪। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগরুড়-স্তম্ভ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷১০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ { ৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১২ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৭৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আগামী কল্য ও তৎপর দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, হরিকথা আলোচনা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে। ভক্তবৃন্দ দিবারাত্র উপবাস ও হরিকথা আলোচনায় এই জয়ন্তী তিথি যথারীতি পালন করিবেন। নন্দোৎসব উপলক্ষে সমাগত সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

গত ২৫শে আগষ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্য-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ মহোদয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২৫শে আগষ্ট শ্রীপাদ গদাধর দাস অধিকারী ও শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীজী পুরী হইতে এবং শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে আসিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপর দিবস প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

অদ্য সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ 'সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ' বিষয়ে একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

গত ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ২২শে আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিঙ্গস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীঝুলনযাত্রা-উৎসব সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ২২শে আগষ্ট রবিবারে বিশেষ মহামহোৎসবের আয়োজন হওয়ায় সহরস্থ ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আগত বহু স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ ও সজ্জন শ্রদ্ধাবান্ শিক্ষিত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-লীলাকথা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণান্তে বিচিত্র চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সকলেই অজস্র সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মঠের ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে উৎসবযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। প্রত্যেক সজ্জন ব্যক্তিই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-শ্রবণে ও সদাচারে [illegible] শ্রীআচার্য্যদেবের জয়-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়গান করিতে করিতে [illegible] হইয়াছেন।

লণ্ডনে বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কার

বিস্ময়কর ঘটনা

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকের স্বপ্ন দর্শনের কাহিনী

১৭ই আগষ্ট বোম্বাই "সাণ্ডে ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

"লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের ভারপ্রাপ্ত মিশনারী পণ্ডিত এ-বি গোস্বামী লণ্ডনের কোন পথের পার্শ্বে একটি বিগ্রহ কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বিগ্রহটি শীঘ্রই গৌড়ীয় মিশনের মঠে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। পণ্ডিতজী মূর্ত্তি-প্রাপ্তি সম্পর্কে সম্প্রতি প্রেস-প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা খুবই বিস্ময়কর ও রহস্যজনক। তিনি বলিয়াছেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে বিগ্রহটি স্বপ্নে আমার নিকট আবির্ভূত হন। সেদিন আমি [illegible] ক্লাব গার্ডেনের নিকট মালা জপ করিতে করিতে হাঁটিতেছিলাম, এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপের আড়ালে সোণার মত কি যেন ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠে। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম হয়ত উহা ছেলেমেয়েদের খেলার পুতুল হইবে। কিন্তু হাতে লইয়াই দেখি উহা অবতারের বিগ্রহ। মূর্ত্তিটি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। লণ্ডনে এই প্রকার মূর্ত্তি কিনিতে পাওয়া যায় না, একমাত্র ভারতেই এইপ্রকার মূর্ত্তি পাওয়া সম্ভব। মূর্ত্তিটি কি প্রকারে লণ্ডনে আসিল তাহা ভাবিয়া আমি একেবারে বিস্মিত হইয়াছি। এখন প্রত্যহ বিগ্রহের পূজা করিতেছি। লণ্ডনে আমাদের মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।"

(কেশরী, ৭ই ভাদ্র সোমবার)

জয়ন্তী-অধিবাস

থেকে থেকে আজি সবারে কেন
 স্বজন সকলে প্রাণ প্রাণ।
ওই বহিছে অপূর্ব্ব গন্ধ
 করিছে আনন্দ উল্লাস।
আজিকে [illegible] মনের [illegible]
 পাব না [illegible]।
কি জানি শঙ্কা জাগে অন্তরে
 বাড়িছে ঘন নিশ্বাস।
অনাদিকাল এক নব আনন্দে
 শিহরে উঠিছে ভুবন।
আগমনী গাহে মধুর ছন্দে
 জাগিছে নয়নে স্বপন।
হৃদকারায় যাঁহার [illegible]
 যাওয়া আসার সাধন—
তবু বসুদেব দেবকী দেবীর
 বাঁধিছে পুলকে বন্ধন।
ব্রজের মথুরা-পুরবাসী যত
 অজানা হরিষে বিভোর,
সাধুজন যত [illegible]
 অদ্ভুত [illegible] পায়।
কংসের [illegible] কথা
 [illegible] পথ চায়?
আসিছেন তিনি আজি এ ধরায়
 অসুর চিন্তিত ভয় পায়।
ভক্তজনের প্রাণ অন্তরে
 উঠিছে জয়-কোলাহল,
অসুর সকলে মরণ ডরে
 [illegible]।
হিংসা, দ্বেষ, ভয় আর দুঃখ
 [illegible]।
হরিনাম আজি উঠুক সবে মুখে
 হরিবাসে সব [illegible]।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। 'গুরু' মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, কিম্বা যিনি উদর চেষ্টায় ধাবিত, তিনি 'গুরু' নহেন। লোকে পরিচয় থাকুন 'শূদ্র' ব'লে, 'সন্ন্যাসী' ব'লে তথাপি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হ'লে 'ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ-প্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিকভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ হৃষীকেশ অধম কীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

অণুভাষ্য

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ব্রহ্মসূত্রের যে তিনটী ভাষ্য রচনা করেন; তাহারই অন্যতম শেষোক্ত ভাষ্যের নাম 'অণুভাষ্য'। মদীয় আচার্য্য-দেব জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট অনুসারে এই গ্রন্থটী পাঠকগণের শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম সেবক বেদান্ত ও ভাগবতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে প্রকাশিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম বেদান্তগ্রন্থ।

শ্রীবেদব্যাস-কৃত চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এই ভাষ্যের নাম 'অণু' বা 'সূক্ষ্ম'। শ্রীমধ্বাচার্য্য এই অণুভাষ্য রচনা ক'রিয়া ইহাই পূর্ব্ব সন্ন্যাস-গুরু শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীল রাঘবেন্দ্র তীর্থপাদ এই অণুভাষ্যের "তত্ত্বমঞ্জরী" টীকা রচনা করিয়া মূল অণুভাষ্যের প্রত্যেক শব্দটিকে ভাষ্যরূপে স্থাপিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বমঞ্জরী টীকার সহিত অণুভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। প্রথমেই ব্রহ্মসূত্রের প্রতি অধ্যায়ের প্রতি পাদের শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত অণুভাষ্য মূল, তৎপরে প্রতি অধ্যায়ের প্রতি পাদের ব্রহ্মসূত্র সমূহ, তৎপরে অণুভাষ্যমূলের বঙ্গানুবাদ, তৎপরে প্রতি পাদের শ্রীরাঘবেন্দ্র তীর্থকৃত বিবৃতি তত্ত্বমঞ্জরী টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য—এই ক্রমে খণ্ডিত করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলা-রূপে ব্রহ্মসূত্রসমূহ, উহাদের অধ্যায়াঙ্ক, পাদাঙ্ক ও সূত্রাঙ্কের সহিত সূচীপত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের অণুভাষ্যোক্ত পদ ও সেই পদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মসূত্র ও অধিকরণের একটী বিশেষ মূল্যবান্ সূচীও বাংলাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অধ্যায়ের প্রতি পাদের অণুভাষ্যের শ্লোক সংখ্যা, অণুভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, তত্ত্বমঞ্জরী-টীকা, তত্ত্বমঞ্জরীর বঙ্গানুবাদ, অধিকরণ-সংখ্যা ও ব্রহ্মসূত্র সংখ্যার আর একটি সংক্ষিপ্ত সূচীও প্রদত্ত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত মূলগুলি বড় অক্ষরে (ইংলিশ নামক টাইপে) ও তাহিরে ব্রহ্মসূত্রসমূহ (বর্জ্জেস টাইপে), তত্ত্বমঞ্জরী-টীকা পাইকা টাইপে ও বঙ্গানুবাদ স্মল পাইকায় মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী, ভূমিকা প্রভৃতির সহিত গ্রন্থটী প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর ভূমিকায় কতিপয় মূল্যবান্ তথ্য সংযুক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থটী ডবলক্রাউন ষোল পেজি আকারে উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম যে ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য, ইহা যাঁহারা বিশেষ বিচার ও শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত জানিতে চাহেন, বিশেষতঃ সংক্ষেপে যাঁহারা শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত ও ভেদাভেদ-বেদান্তের বিচার অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদের এই গ্রন্থ সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পারমার্থিক ও বঙ্গদেশের সমস্ত শিক্ষিত পাঠাগারে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত এই সর্ব্বপ্রথম বেদান্তগ্রন্থটি সকলেরই পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলীও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ আঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, পোঃ আঃ ওয়ারী, ঢাকা ঠিকানায় পাওয়া যায়। ভিক্ষা ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির-সভা, কাল ৩১।৫।৩৭, তারিখ পূর্ব্বাহ্ন শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ-পদার্পণ উপলক্ষে]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

আমার পরমপূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণববৃন্দ, সমবেত সজ্জন-মণ্ডলি! আজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর প্রায় সাড়ে চারি মাস কাল পরে এই কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন ক'রে আমার যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষ উপস্থিত হ'চ্ছে। বিষাদ, কেননা, শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র চরিতে আচরিত ও প্রচারিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের উপদিষ্ট যে উজ্জ্বল কৃষ্ণভক্তির কথা কীর্ত্তিত হ'চ্ছে, সেই উজ্জ্বল ভক্তির ন্যূনাধিক ব্যতিক্রম দর্শন ও উপলব্ধি ক'রে তিনি কতই না ব্যথিত হ'চ্ছেন! নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হ'য়েও শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র ব্যাপকরূপে অবস্থান ক'চ্ছেন। যাঁ'রা তাঁ'র নিকট আসবার অধিকার পে'য়েছেন, আমার বিশ্বাস, তাঁ'রাও তাঁ'র আচরিত ও প্রচারিত উজ্জ্বল ভক্তির ব্যতিক্রম দর্শন ক'রে আজ নিশ্চয়ই ব্যথিত ও ক্ষুভিত হ'চ্ছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁ'র নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি-যুক্ত প্রত্যেক শিষ্যই, এমন কি, কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সজ্জন—যাঁ'রা একটুকুও সময় ক'রে আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছেন, তাঁ'রাও কিছু কিছু ব্যথিত হ'য়েছেন। আমার মনে হয়, আমার সঙ্গে সকলেই একবাক্যে ব'লবেন এবং ইহা অস্বীকার ক'রবারও উপায় নাই যে, উজ্জ্বল ভক্তি যেখানে, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবক শ্রীদামোদর-স্বরূপ, সেই স্বরূপের অনুগতগণই গৌড়ীয়। তদ্ গৌড়ীয়গণের অবস্থানই গৌড়ীয়মঠ। যেখানে শ্রীদামোদর-স্বরূপের অভিন্ন বান্ধব শ্রীরূপ-সনাতন এবং শ্রীজীব-রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ শ্রীঠাকুর নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-ভক্তিবিনোদ-শ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস—যিনি শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী নামে জগতে বিদিত—এঁদের আচরিত ও প্রচারিত উজ্জ্বল কৃষ্ণভক্তি; যেখানে এই গুরু-পরম্পরায় আম্নায়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের কিঙ্কর অকিঞ্চনা অহৈতুকী কেবলা সেবাপ্রবৃত্তি, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ। ঐ প্রকার শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি যেখানে নাই, সে স্থান অনুষ্ঠান-হীন, তাহা কখনও গৌড়ীয়মঠ নয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁ'র অপ্রকটকাল-পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, কেবল সেবোর স্বর্ণবাঞ্ছা যেখানে, সেখানে গৌড়ীয়মঠ। নতুবা অবাস্তর বস্তু এসে যেখানে নির্ম্মলা সেবা-বৃত্তিকে আচ্ছাদন করে, তা' বিষয়িগণের ভোগের আড্ডাখানা হ'য়ে দাঁড়ায়।

মহাপ্রভুর প্রদত্ত শিক্ষা হ'তে ভক্তিসিদ্ধান্ত গুরুপরম্পরায় অবতীর্ণ হ'য়ে এই কথাটির উপরই জোর দিয়েছেন যে, যেখানে মায়া—ছলনা, নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে অহঙ্কারবিমূঢ় হ'য়ে "আমার ক্ষমতা এত, আমার এত ধন-বল, এত জন-বল, এত সঙ্ঘ-বল" এইরূপ বৃথা অহঙ্কার—বাল্য জগৎকার অর্থাৎ কেনোপনিষৎ দেবগণের দর্প, গর্ব্ব, দম্ভ, অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে শ্রদ্ধাবান্ জীবের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠের কোন কথা নাই। Electric power house এর সঙ্গে connection না থাকলে বাল্ব (bulb) দিয়ে যতই না কেন সূক্ষ্ম বা বৃহৎ, অল্পমূল্য বা বহুমূল্য হ'ক, তা' কিছুতেই জ্ব'লবে না।

"সকলের মূল মালিক বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুরই পরতত্ত্ব-স্বরূপ যে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, তাঁ'র অত্যন্ত প্রেষ্ঠ—তদীয় বস্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দয়িতরূপে আমাকে সাহায্য ক'রে তাঁরই যে কিছু সেবার কাজ করাচ্ছেন" —এইরূপ বিচারই বৈষ্ণবদাসগণের। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেমসেবায় স্বীকৃত যে স্বয়ং ভগবান, তাঁ'কে ছেড়ে অর্থাৎ সেই পরিচালক, প্রেরক, নিয়ামক, পূর্ণচেতন, স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বা স্বেচ্ছাময়তা বজায় রাখতে পারেন যিনি, এমন অধোক্ষজের অনুগত না হ'য়ে আমি বড় দ্রষ্টা, যাহাদের আমার প্রতিষ্ঠাশা চাই, বাহাদুরী চাই—যেখানে এইরূপ প্রবৃত্তি প্রবলা, সেখানে গৌড়ীয়মঠ নাই—সেটা বিলাসীর আড্ডা; রজস্তমোগুণ-তাড়িত কতকগুলি লোক থেকে পরস্পরের অপস্বার্থ নিয়ে কোন্দল ক'রে অধঃপতন লাভ করে। সেখানে থাকে প্রাণহীন শব—অনুষ্ঠানহীন কাঠামো, সেখানে আমরা আসি না, কোন গৌড়ীয়'

দেন না আসেন। আমাদের নিত্যমঙ্গলাদের জন্যই গৌড়ীয়মঠে আসা। কিন্তু যেখানে কেউ নিত্যমঙ্গলের কথা বলেন না, সেখানে এসে কোন লাভ নাই, যে-জিনিষে সেই জিনিষেই থাকা হয়। সাধুর পদাশ্রিত হ'য়ে যদি নিঃশ্রেয়স লাভই না হ'লো, তা' হ'লে আর কি হ'লো?—"জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।" যদি কোন অধাস্তর উদ্দেশ্য তোমার ও তোমার আরাধ্য বস্তুর মধ্যে এসে তোমাকে বঞ্চনা করে, তা' হ'লে তুমি নিজে বঞ্চিত হ'লে এবং অপরকেও বঞ্চনা ক'র্‌তে গেলে। যেখানে সেরূপ বঞ্চিত ও বঞ্চক লোক বাস করে, সেটা কখনও 'মঠ'-পদ-বাচ্য নহে। যেখানে শুদ্ধ চেতনবৃত্তি সর্ব্বদা জাগরূক, সর্ব্বতোভাবে শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ-সেবার প্রচেষ্টা সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, সেইস্থান — সেই কৃষ্ণপ্রীতিবিধান-চেষ্টাপূর্ণ স্থানই মঠ শব্দবাচ্য, সেখানেই সকলের আসা উচিত। যাঁ'রা পরলোকের কথায় বিশ্বাস করেন, যাঁ'দের তা'তে একটুকুও শ্রদ্ধা আছে, যাঁ'রা পরমার্থের জন্য চেষ্টাবান্, আশাবান্, তাঁ'রাই সে-স্থানে আসেন। পরমার্থ-সংস্কারকেরই নামই মঠ, নতুবা তাহা কতকগুলি বিষয়ীর আড্ডা।

আমাদের উত্তমা, কেবলা, অহৈতুকী, নিষ্কাম ভক্তি-পথের পথে অন্যাভিলাষরূপ বিষ্ণ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি আবরণ এসে উপস্থিত হয়; উত্তমা ভক্তির লক্ষণে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' পদটী থাকায় 'ভক্তি'-পথ ব'ল্‌তে অন্যাভিলাষের নাম-গন্ধও থাক্‌তে পারে না। আর 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং' পদে ঐ সকল আবরণ এসে ভক্তির ভাণ দেখাতে পারে বটে কিন্তু "সে সব ভক্তির প্রবঞ্চ"।

যেখানে মঠ, সেখানে ঐ সকল ভক্তিপ্রতিকূল অবস্থা থাকে। নির্ম্মৎসরসাধুগণের ঐরূপ কোন পাপপ্রবৃত্তি থাক্‌তে পারে না। সেখানে গুণত্রয়ের তাণ্ডবনৃত্য নাই—দুর্নীতির কোন গন্ধ নাই। সে-স্থান বৈকুণ্ঠ, গুণাবর্ত্ত বিগত হ'য়েছে যেখানে, সেখানেই মঠ। যেখানে দুর্নীতির কোন গন্ধ থাকে, সেখানে আমার থাক্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। অন্যাভিলাষ বা কৃষ্ণেতরবিষয়ভোগস্পৃহা—দুর্নীতি প্রভৃতির প্রস্রবণ; দুর্নীতি যেস্থান হ'তে সম্পূর্ণ বিগত হ'য়েছে, সে-স্থানই আমাদের বাসযোগ্য।

কর্ম্মও জ্ঞানাবরণের হাত থেকেও রক্ষা পেতে হ'বে। স্ব-সুখ-বাঞ্ছামূলে কর্ম্মকলাপ প্রাপক আদি,—এই ভিত্তিতে যে পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান, তা' বশিষ্ঠ-বিষ্ণু-হারীতাদি ঋষি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত হ'লেও তাকে নিঃশ্রেয়স্ ব'লে জ্ঞান ক'র্‌তে হ'বে না। যেহেতু ভক্ত্যঙ্গের অঙ্গ নয়, অনিত্য, প্রাকৃ অনাদি হ'লেও বিনাশী। অবশ্য জীবের এইনের মধ্যে কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিতা আছে—জীব কাজ না ক'রে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু কাজ ক'রে ফল আমি পাব— এই বিচার যখন এসে যায়, তখনই তা নিগড়-বোঝা হ'য়ে থাকে। সেখানে সুখবাঞ্ছা যেখানে, সেখানে ঐরূপ কোন কর্ম্ম নাই; তবে ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তা'তে স্ব সুখপরতা নাই। আত্মাতে স্বসুখবিচারমূলক কোন কর্ম্ম নাই। অন্যাত্মাতে আত্মবুদ্ধি ক'রে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তা'কেই ভাগবত শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে গর্হণ ক'রেছেন, তা' বিনাশী। Bartering system বা commercial interest দেখ'লে, সেখানে মঠ ব'লে কোন কথা নাই। যেখানে মঠ, সেখানে কোন বণিগ্‌বৃত্তি নাই। এইটি হ'লো কর্ম্মাবরণের কথা।

জ্ঞানাবরণটি আরও অধিক বঞ্চনাময়। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান—ব্রহ্মের সহিত-নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়া, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতার ভেদ-কল্পনা ও ব্রহ্মসাযুজ্যাদি জ্ঞানীর বিচার। জ্ঞানমার্গে সাধক-অবস্থার যা' গ্রহণ করা যায়, সিদ্ধিতে তা' থাকে না, সাধ্য ও সাধনে ভেদ উপস্থিত হয়। এই প্রণালীতে যেখানে কার্য্য হয়, সেখানকার সহিত ভক্তের কোন সম্পর্ক নাই। প্রথমে ভোগের বাসনায় নিয়ে কর্ম্মী, শেষে ত্যাগের বাতাবর্ত্তা নিয়ে জ্ঞানী আত্মবঞ্চনা ক'রে থাকেন। জ্ঞান—বৈরাগ্যমূলক। নিজের বস্তু যা'তে না হয়, সেটা দেখ্‌তে গিয়ে শেষে ভগবানের চিচ্ছক্তি-বিলাসকেই বর্জ্জন করবার, যে চেষ্টা এসে পড়ে, তা' ভক্তিশাস্ত্রে অত্যন্ত নিন্দিত। ঐরূপ বৈরাগ্য সমূহ-অমঙ্গলকর। উহা জ্ঞান বা বৈরাগ্য শব্দের অপব্যবহার মাত্র। বস্তুতঃ যেখানে স্বরূপতঃ জীবকে অপ্রাকৃতানন্দ দর্শন নাই, সেখানে বাহিরের কাঠামো-দর্শনে accept বা reject, তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা, গ্রহণ বা ত্যাগ—এরূপ বিচার-বৈষম্যের উদয় হয়। আসক্তি বা বৈরাগ্য—দু'টাই খারাপ। ঐ দুটা আবরণ যেন মঠে না আসে। সেব্যবস্তুর স্বর্ণসিংহাসন উত্তমা ভক্তির মাঝখানে যা'তে কোন আবরণ এসে না পড়ে— dropscene না পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'বে। ঈশ-শ্রুতি ব'লছেন,—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

[সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে সূর্য্য! সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর।]

সোনার পাত্র দিয়ে-ঢাকা সত্যের— বিশ্বনাথের দর্শন আচ্ছাদিত হ'য়ে যাচ্ছে। মহামায়া বিবর্ত্তন করিয়া দিয়ে আমাদিগকে বিশ্বনাথের দর্শন থেকে বঞ্চিত ক'র্‌ছে। গৌড়ীয়মঠ সেবকগণ মহামায়ার ভোগায় ভুল্‌বেন না।

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-শিক্ষাপ্রদাতা অনুকূল-শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, তিনিই একমাত্র বিশ্বের বাস্তব-সত্য প্রদর্শনের transparent medium. তিনি বিশ্বের মত কৃষ্ণ-দর্শনে বাধা দেন না। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তিনি—প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত ক'রেছেন তিনি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমিক সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব তাঁ'কেই সকল সম্মান, মর্য্যাদা দিতে হ'বে—যা' কিছু উপাদেয় সব তাঁ'রই প্রাপ্য। আমাকে আজ যে সম্মান দেওয়া হ'লো, সেটা শ্রীগুরুদেবেরই জিনিস—আমার নয়। আমি যদি মাঝ পথ হ'তে এর কিছু আত্মসাৎ ক'র্‌তে যাই, তা'হ'লে আমার বিশ্বাসঘাতকতা হ'লো। মনিবকে কেহ কোন দ্রব্য উপঢৌকন দিলে ভৃত্য যদি মাঝপথ থেকে মনিবকে ও তাঁ'র পরিবারকে বঞ্চনা ক'রে তা' নিজের ভোগে লাগায়, তা'হ'লে সেই ভৃত্যের আর ভৃত্যত্ব রইল না। সেইরূপ কোন গুরুসেবক বৈষ্ণব যদি নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটু চিন্তা করে, তা' হ'লে সে গুরুদ্রোহরূপেই বঞ্চিত। আমরা যেখানে যা'ব না'—বঞ্চিত হ'ব না। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবাণী শ্রবণপুটে পান ক'র্‌তে হবে; প্রথমে কাণ দিয়েই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য পরিচালিত হ'বে। কাণই সকল ইন্দ্রিয়কে regulate ক'র্‌বে—এইরূপে উদ্যান প্রতিপরম্পরায় চ'লে আস্‌ছে। বেদ যে সত্য অবতারে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ব'লে আসছেন; তাহাই অবতার-বাণী, তা' কাণ দিয়ে শুন্‌তে হ'বে। যিনি গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হ'য়ে তাঁ'র সর্ব্বস্ব সম্পূর্ণভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন, তাঁ'রই কাছে শ্রীগুরুদেব তাঁ'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থ-সম্পত্তি দিয়ে যান। শ্রীগুরুদেবের সেবক-বাৎসল্য এইরূপ।

সেবকবৎসল শ্রীগুরুদেবের এই কৃপা যে কত বড় জিনিষ, সমগ্র জগতের কত বড় মঙ্গলের কথা যে উহা, কত বড় অমূল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে দেন শ্রীগুরুদেব—যেটি কেবল একমাত্র গুরুদেবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, যা গুরুদেব তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যকেই দিয়ে যান, তা' বুঝ্‌তে পারলে মনুষ্যজাতি কত লাভবান্—কত ভাগ্যবান্ হ'তে পারে।

সমগ্র জগৎকে ও বহুরূপী বিশিষ্ট বস্তু যে গৌরকৃষ্ণ, তাঁ'র প্রিয়তম স্বরূপ-রূপাদির আশ্রয়-বাহক ও বিগ্রহাদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং সেই ভক্তিবিনোদ-ধারার শ্রীল প্রভুপাদ পর্য্যন্ত যাঁ'রা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ক'রেছেন, তাঁ'দের কথাই শুন্‌তে হ'বে, যারা শ্রৌতপথানুসরণে তা' শ্রবণ করেন নাই, তাঁ'দের কাছে যেতে হ'বে না। পৃথিবীতে অনেক ভোগের বস্তু আছে, আমরা তা' ভোগের জন্য মঠে আসি নাই। যাঁ'র রূপ দর্শন ক'রলে আর অন্য-রূপ দর্শনের স্পৃহা থাকে না, যাঁ'র অমৃতময়ী বাণী শুনলে ইতরপথ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিনষ্ট হয়, যাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত বিল্বাদ্যের আঘ্রাণ নিলে অন্য কোন বস্তুর আঘ্রাণ নিবার ইচ্ছা হয় না, যাঁ'র অধরামৃতের একটুকু আস্বাদন পেলে আর কিছু আস্বাদনযোগ্য ব'লে মনে হয় না, যাঁ'র শ্রীপদনখস্পৃষ্ট ধূলিকণা-স্পৃষ্ট ধূলিকণারও স্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ হ'লে অন্যের কৃষ্ণেতরবিষয়-স্পর্শাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়—এমন যে পরিপূর্ণ বস্তুরূপও যাঁর রূপরস-গন্ধে আকৃষ্ট—সম্পূর্ণ বশীভূত, সেই বস্তুরূপার পাদপদ্মে সকল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা—সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে— তাঁ'র পরিপূর্ণ অনুগত হ'য়ে তাঁ'র শ্রীমুখে শ্রবণ ক'রতে হ'বে।

গৌড়ীয়গণ যেখানে অবস্থান করেন, সেখানেই 'গৌড়ীয়মঠ'। বহু গৌড়ীয় যেখানে একত্রে অবস্থান, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার আত্মবিহিত হ'য়ে অহৈতুকী সেবাবুদ্ধিতে বাস্তবস্তুর অনুসন্ধানতৎপর হয়, সেখানেই গৌড়ীয়মঠ দর্শন। এতদ্ব্যতীত অন্য জিনিষের দর্শন হ'লে সেটি কাগজের, প্রাণহীন মৃত্তিকার দর্শন হ'বে। চেতনের দর্শন যাতে হয়, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদ ও আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র ইচ্ছা।

আপনারা আজ আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে সেবা-সৌভাগ্য প্রদান ক'রলেন, তা'তে আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাছায়াতলে, আমার প্রতি আপনাদের প্রদত্ত অভিনন্দনাদি সমস্তই আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাপ্যজ্ঞানে তাঁ'কেই অর্পণ ক'র্‌ছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ২১শে আগষ্ট শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী সোমবার শ্রীশ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৵০; ২য় খণ্ড ·১৵; ৩য় খণ্ড—৵০ ৪র্থ খণ্ড—৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রচারকগণের 'নদীয়া-প্রকাশ' কার্য্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ-বেলার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাখ্য শ্রীপাদ শশীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)।

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চাঁপাহাটী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ... ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

(১৯) [illegible] মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্যারীনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীগতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মৃত্যুঞ্জয়, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক - শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণববিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাগ্রী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)।

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হমবার্ন রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজেট্টী, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরহুদা, পোঃ চিরুগুড়া, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-কর্ত্তৃক
[illegible]।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাজলা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেতুণ	৩॥৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	—৪।০
পেশোয়ারী	৩।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুণ	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০॥৵০
নিমুর ১০০০ নং	১০৵০
বগোলা সাদা	৯।০
রংপুর সাদা	৮।০—৯৵০
রংপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি সোণার বার	৩৪।৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫১।০

পাটের দর

আবণে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪১।০
ডোর বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পচেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
পাঞ্জাবের ঐ	৬৲—৬৵০
ভিক্টোরিয়া ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৶০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
গোলাই	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

মুড়ের দর

ভেলা	৫৭৲
দাঁতগাঁজা	৫৭৲
গুঁড়	৫০৲
ভুরী	৪৪৲

পাঞ্জাব	৪১।০
ভাব	৭৬৲
কাবুল	৩৬৲
রাখা দাবরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

সাদা	৯৸০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০।
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮।০—৯৲

টাটা প্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৪॥৵০
২৮ গেজ—	১৪।০

টাটা প্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

প্যাঃ বটকা ২৫—৩০ গেজী

সীস	।৵৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বার্লিন)	১০।০
মেট কাটিং বা ফিট কাটা রূপ	৩৷০—৪৲
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩২ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন শাট, গোলচু দরাজে	৮৲ ৯৲

গেজ ও মি-ডক্সকোল ও কর্ণ কটেজ

রড	৯৸০—১২৲

ষ্টঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৬৷০

ভুলার চালান ৪৸০

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের গোলার কাটন	৫৪৲
লিট ন আমের ওজন	৪০৲
কলাদি পুরনি কাটন	৪৩৲
হাবসী পাখা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

গোলমরিচ	৩৮।০
সুপারি রেণী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারি	১০।০—১১।০
শুটি খয়ের	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৪ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—:o:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

—:o:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও সদাচারী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও দেবসেবাদি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবস্থাপন্ন ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	৮—৩১,	১০—[illegible]	৩৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪ ০	৩৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০	১৪—৮	১৮—১৩	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গবাসীর পক্ষে ইহা একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্বরের প্লীহা যকৃত কামলা নব ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইবে। ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ভবানীপুর রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদানুবাদ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বাধ্যতা, ব্রাহ্মণের কথা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্য্যধর্ম্ম্যাধিকারী মহাশয় ও শ্রীমদ্ভাগবত-বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রী মহোপদেশক শ্রী গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলা-চরিত্র পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০০ অধ্যায় প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মূল্যবান মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সূচিপত্র ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া,—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
সিকি কলম	১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-সংখ্যা Regd No. C 1544.

১২শ বর্ষ ৭ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫১ ; ১৩ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ; ২৯শে আগষ্ট, ইং ১৯৩৭ ; রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী সংখ্যা

শ্রীশ্রীনন্দ-নন্দনাষ্টকম্

(১)

সিদ্ধচিদানন্দ-বিশুদ্ধবিগ্রহং
নবাম্বুদ-শ্যামল-ভঙ্গিমাঙ্গকম্ ।
গো-গোপ-গোপীজন-নেত্রনন্দনং
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্ ॥

(২)

কন্দর্পকোট্যঙ্গ-প্রভাবিভাস্বরং
ত্রিভঙ্গ-সর্বাঙ্গ-সুবেশসুন্দরম্ ।
ঈষদ্ধভালী ভবতীতি ভঙ্গুরং
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্ ॥

(৩)

সুধাংশুকোটিচ্ছবিধৃগ্মুখাম্বুজং
ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতপাদপঙ্কজম্ ।
শিখণ্ডিবর্হোজ্জ্বলকেশবন্ধনং
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্ ॥

(৪)

কেয়ূরকাঞ্চীমণিহারধারিণং
আভীরনারীহৃদকুলহারিণম্ ।
ব্রজাঙ্গনাভাববিলাসনন্দনং
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্ ॥

(৫)

শ্রুতিদ্বয়দ্যোতিতদিব্যকুণ্ডলং
সুতাণ্ডবানন্দিতগোপমণ্ডলম্ ।
শ্রীমন্মুরস্মিতমগন্ধিচন্দনং
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্ ॥

শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণচিত্ত (শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ

(৬)

[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্

[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্ ॥

(৮)

[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
বন্দে মুকুন্দং ব্রজনন্দনন্দনম্ ॥

[illegible]

[illegible]

স্বয়ং ভগবান আর লীলা-পুরুষোত্তম
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ।

বৈষ্ণব-আচার্য্যমুকুটমৌলি পরমকরুণাময় পরমারাধ্যতম সরস্বতীবাবাজীর গৌরকৃষ্ণশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

"'কৃষ্ণাবির্ভাব' বিষয়টী—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধচেতনের ভাব আছে, তাহাতে পূর্ণ-চেতনের পূর্ণ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ বস্তু। তিনি গোবিন্দ—স্বয়ং অবিমিশ্র পরমানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ তিনি মানবের ভোগ্যবস্তু নহেন। Krishna is He, Who has reserved the absolute right of not being exposed to human senses. এই অপ্রাকৃত জ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হন। নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা, বিচার-শক্তি প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না। পরম করুণাময় কৃষ্ণ তাঁহার পরিকরের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—ভাগ্যহীন জীবের সে বিচার আসে না। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্রা চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত এসকল কথা উপলব্ধির বিষয় হয় না; মিশ্রা চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হয় না। আমার আত্মার নিত্যা বৃত্তি যে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান না পাই, যদি তা'দ্বারা নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা' হ'লে সত্যবস্তুর সন্ধান করলাম না—প্রেয়ঃ-পন্থাকে বরণ ক'রে নরকের পথে ধাবিত হ'লাম মাত্র। যদি কোন দিন কোন কার্ষ্ণের নিকট আমরা পৌঁছিতে পারি, তা' হ'লে সুবিধা হ'তে পারে। নিষ্কপট যাঁহারা ভগবদ্ উপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই—তাঁহাদের প্রদত্ত দ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন হয়।

ভক্তিবিনোদ গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ স্বরূপরূপানুগবর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনঙ্গবাবাজীদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপাদ।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

শ্রীভগবান্ পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন—(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, (২) পরস্বরূপ, (৩) বৈভবরূপ, (৪) অন্তর্যামি রূপ ও (৫) অর্চ্চারূপ। স্বরূপ বা স্বয়ংরূপই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার রূপ নশ্বর পরিবর্ত্তনীয়রূপ নহে—কাল্পনিক নহে; বা তিনি আমার বিচারের বা ধারণার কারখানায় গঠিত একটা দ্রব্যবিশেষ নহেন। তিনি—স্বতন্ত্রস্বরূপবিশিষ্ট। শ্রীব্রহ্মসংহিতা তাঁহাকে 'পরমেশ্বর', 'সর্ব্বকারণ কারণ,' 'অনাদি', 'আদি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'পরস্বরূপ' বা 'পরতত্ত্ব-স্বরূপ' বলিতে বৈকুণ্ঠস্থ পরব্যোমনাথ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ। বেদাদি নিখিলশাস্ত্র বিষ্ণুতত্ত্বকেই পরতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দিব্যসূরিগণ নিত্যকাল অপ্রাকৃত ভক্তিলোচনে বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন।

বৈভবপ্রকাশ মূলনারায়ণ বলদেব প্রভু—আমার গোবিন্দেরই প্রকাশ মূর্ত্তি। সমস্ত বিষয়েরই মূলকারণ—স্বয়ংরূপের বৈভব—Personal Godhead এর All Pervading Function-holderই বলদেব, তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। 'প্রকাশ' অর্থে ভক্তপরতা; এবং 'বিলাস' অর্থে ভক্তবিষয়ে অভিজ্ঞতা 'প্রভুতা' অর্থে নিগ্রহানুগ্রহে সামর্থ্য, 'বিভুতা' অর্থে সর্ব্বালিঙ্গন-যোগ্যতা; শ্রীবলদেব—তাদৃশ গুণবিশিষ্ট। এই সকল পরিশব্দ পরিমিত বাক্যের ভাষাদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও উহাদের প্রকৃত অর্থ গুরুকৃপা ব্যতীত কখনই সম্যগ্‌রূপে বুঝা যাইবে না।

—০:০—

অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান। 'চিচ্ছক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম।

আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত। (বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড)

কৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা
(শ্রীল প্রভুপাদ)

'কৃষ্ণাবির্ভাব' জিনিষটী—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধচেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণচেতনের পূর্ণপ্রকাশ। (বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড)

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
৭ হৃষীকেশ, সর্ব, বাসুদেব, ৪৫১ গৌরাব্দ

শ্রীজন্মাষ্টমী

'জন্মাষ্টমী'-শব্দটী কৃষ্ণাবির্ভাবকেই লক্ষ্য করে। ইহার অপর নাম জয়ন্তী। এই মাধবী তিথির সেবায় সংসার জয় ও অপ্রাকৃত সৌভাগ্য লাভ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ জন্মাষ্টমীকে জয়ন্তী বলিয়া থাকেন। সেই পরমমঙ্গলময়ী জন্মাষ্টমী তিথি আমাদিগকে সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিবার জন্য আজ কৃপাপূর্বক সমাগতা হইয়াছেন। আজ জীবহৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাবের দিন। কিন্তু দুর্দৈবগ্রস্ত আমাদের ভাগ্যে সেই সুযোগ ঘটিবে কি? ঘটিবে কি করিয়া? বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বসুদেবের ন্যায় নির্মল হৃদয় না হইলে অজ ভগবান্ বাসুদেব ত' মলিন হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সুতরাং আমার ন্যায় বঞ্চিতের ভাগ্যে কৃষ্ণাবির্ভাব যে আকাশ-কুসুমকল্পনা! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় অহৈতুক-করুণাময়, অযাচকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইয়াও আমি আজ কৃষ্ণধনে বঞ্চিত, কৃষ্ণসেবায় উদাসীন, হৃদয়ে কৃষ্ণকে ধারণ করিতে অযোগ্য ও অসমর্থ। ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? শ্রীল প্রভুপাদ বহুবার জানাইয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা"। কিন্তু তাঁহার সেই মঙ্গলময়ী বাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল কৈ? তাঁহার প্রকৃত শিষ্য হইয়া আনুগত্যে আমি কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ পূর্বক সতত কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিলাম কৈ? সেইজন্যই বলিতেছি, আমার ন্যায় দুর্দৈবগ্রস্ত, গুরুকৃপাবঞ্চিত, কপট আছে আর কে?

কৃষ্ণই আমাদের জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ—হৃদয়ের দেবতা, হৃদয়ে কৃষ্ণজন্ম বা কৃষ্ণাবির্ভাবই পরমপ্রয়োজনীয় বস্তু; এই জন্যই মঙ্গলকামী জীবের সাধন যা যা কিছু, একথা আমি বুঝিতে পারি না বলিয়াই এরূপভাবে আলস্যে বৃথা দিন কাটাইতেছি। কৃষ্ণের সেবার জন্য যখন ব্যাকুলতা আসিতেছে না, কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণাবির্ভাবের জন্য প্রাণ যখন কাঁদিতেছে না, তখন আমি যে মূঢ়শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, তাঁহার শরণাগত হই নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছার সহিত যদি আমার ইচ্ছা মিশাইতে পারিতাম, যদি শ্রেয়ঃই আমার প্রেয়ঃ হইত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য দাসাভিমান আমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্রও স্থান পাইত, তাঁহাকে প্রাণের সহিত নিত্য প্রভু বলিয়া বরণ করিবার সৌভাগ্য যদি আমার একদিনও হইত, তাহা হইলে কি আমি কৃষ্ণসেবানন্দে বঞ্চিত থাকিতাম? নিশ্চয়ই না। আমার কপটতাই—ধর্ম অর্থ কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছাই আমার সর্বনাশ করিয়াছে। সাধুসঙ্গে ঔদাসীন্যই আমার মঙ্গলের পথে কণ্টক দিয়াছে। সেই জন্যই এমন দিনেও—এই শুভক্ষণেও আমার বস্তুপ্রাপ্তি হইতেছে না—কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণজন্ম আমার ভাগ্যে ঘটিতেছে না। হা দুর্দৈব! কি আর বলিব? ধিক্ আমার ভাগ্যকে। ধিক্ অলস অপরাধী আমাকে। ইহার জন্য ত' আমিই দায়ী, আমিই দোষী। যে সময় জীব সেবোন্মুখ হন, সেই সময়ই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। জীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-নিশার মধ্যভাগে বর্ষাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রতিবর্ষে কৃষ্ণের উদয় হয়। বর্ষাকালেই হরিশয়ন ও ভাদ্র-পূর্ণিমার মধ্যভাগে তাঁহার প্রকটকাল। ভগবজ্জন্ম নিত্য, তাই প্রতিবর্ষে ভগবানের আবির্ভাব-দিবস নিত্যকাল বর্তমান আছে।

"আমরা পরমেশ্বরকে অজ বা জন্মরহিত বলিয়াই জানি। নারায়ণের মাতাপিতা বা জন্ম নাই; কিন্তু মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এমনি বস্তু যে, তিনি জন্মরহিত পরব্রহ্ম হইয়াও স্বেচ্ছায় নিত্যজন্মলীলা প্রকাশ করেন। গীতোপনিষদে পাই—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

[আমার জন্মের সঙ্গে অন্যান্য সকলের জন্মের বিশেষ ভেদ আছে। আমি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, জন্মরহিত ও ক্ষয়রহিত; আমি নিজের ইচ্ছায় জগতে আসি, আর জীব আমার মায়ায় বাধ্য হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে, আমি মায়াধীশ, আর জীব—মায়াধীন।]

অজের জন্ম বাস্তবিকই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু এরূপ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় একমাত্র ভগবানেই সম্ভব। ভগবানের জন্মাদি সকল লীলাই অচিন্ত্য। যে কেবল সাধুরা ভগবানের জন্ম ও কর্মকে শ্রীগুরুকৃপায় দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত বলিয়া জানিতে পারেন, ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-সম্ভূত জন্মাদি লীলার কথা

বিশদ হয়; সেই ভাগ্যবান্ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, একথা ভগবান্ই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কৃষ্ণ যেমন অনাদি ও নিত্য, তাঁহার জন্মলীলাও সেইরূপ অনাদি ও নিত্য। তিনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে কোন ঐতিহাসিক কালের মধ্যে জগতে আসেন বলিয়া তিনি কখনও কালের অধীন হন না, কাল, মহাকাল তাঁহার অধীন। তিনি যখন আসেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিত্য ধামও এ জগতে আবির্ভূত হন। কাজেই এ দেশের কোন কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব আমরা সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণকে সঙ্কীর্ণ প্রতিভা ও ক্ষণভঙ্গুর মনীষাদি দ্বারা মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা করিতে যাই বলিয়া তাঁহার কোন সন্ধানই পাই না। স্বয়ং ব্রহ্মাও যাঁহার অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারেন না, তাঁহাকে নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা আমাদের জানিতে যাওয়া যে কিরূপ মূর্খতা তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। তবে আমরা যদি কৃষ্ণের শরণাগত হই, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায়ই আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা ও ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিব। অবরোহপথ বা শ্রৌতপথ ছাড়িয়া অন্য চেষ্টায় তিনি কোনকালেই লভ্য হন না, বরং আমাদের নিকট হইতে দূর দূরান্তরে আত্মগোপন করেন। শাস্ত্র বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

ব্রহ্মার আদেশে দেবাদির অংশ-পরম্পরা অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বসুদেবাদির অংশ বর্ণাশ্রিত কশ্যপাদি নিত্যলীলাশ্রিত বসুদেবাদি [illegible] সহিত [illegible] হন। [illegible] সর্বাগ্রে, সেই [illegible]

[illegible]

যথাকালে আবির্ভূত হইলেন [illegible] করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেবের অংশে প্রকটিত হন। তখন পৃথিবীর ভার-অবতারণ উপস্থিত হয়। [illegible] কারাগারে [illegible] ভগবানের কারা নহে [illegible] প্রাকট্য [illegible] হইয়া [illegible] হইতে বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীপুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত মাতার ন্যায় চরম ধাতু প্রবৃত্তিক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধসত্ত্ব ও অন্তরঙ্গস্বরূপা দেবকী বসুদেবের অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হইয়াই জন্মলীলা আবিষ্কার করেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।১৮) বলা হইয়াছে,—"পূর্বদিক্ যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দেবকী দেবীও বসুদেব কর্তৃক বৈধ দীক্ষা-বিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল সর্বাংশপরিপূর্ণ সর্বাত্মস্বরূপ সর্বভূতনিধান শ্রীহরিকে মনোমধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন।" নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগবতগণের হৃদয়ে ভগবান্ প্রথমে প্রকাশিত হইয়া পরে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন। হিরণ্যকশিপুর সভার একটী স্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেব এবং ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহদেব প্রকাশিত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ সভাস্তম্ভকে বা ব্রহ্মার নাসিকাকে বিষ্ণুর মাতাপিতা বলা যায় না। সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হন বলিয়া কি পূর্বদিক্ সূর্য্যের মাতা? ভগবদাবির্ভাবও তদ্রূপই।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় নহে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত জন্মশীল শিশু সর্বতোভাবে দিগম্বর হইয়াই মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্, কিরীট-কুণ্ডলাদি নানা-প্রকার ভূষণে বিভূষিত, অপরিমিত কেশদামযুক্ত ও পীতবসন-পরিহিত। প্রাকৃত বালক কখনও মাতৃকুক্ষি হইতে বসনাদি পরিহিত বা অলঙ্কারাদি বিভূষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না।

শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণীনক্ষত্রে মহানিশায় দেবকীর হৃদয় হইতে কংসকারাগারস্থ সূতিকাগৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। অনন্তর বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোকুলে যশোদার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণকে তথায় রাখিয়া যশোদার শয্যাস্থ যোগমায়াকে লইয়া প্রত্যাগমন করেন।

সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ
সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব
গচ্ছতি॥"

"দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচি-
চ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি
নিত্যদা॥"

"যদুকুলে অবতীর্ণ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না অর্থাৎ প্রকটলীলায় দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিলেও অপ্রকটলীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন।"

"এই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা দ্বিভুজ, কোন কালে চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।"

কোন কোন প্রাচীন ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন যে, কংসকারাগারে বসুদেব-গৃহে প্রথম ব্যূহ বাসুদেব আর গোকুলে নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পান। তিনি সেই যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় আগমন করেন। এ দিকে বাসুদেবও স্বয়ংরূপে প্রবিষ্ট হন।

দ্বারকার এই শ্রীকৃষ্ণরূপী দ্বিভুজ-বাসুদেব বা দেবকীনন্দন দ্বিভুজ স্বয়ংরূপেরই বৈভব-প্রকাশ। আর কৃষ্ণরূপী চতুর্ভুজ বাসুদেব দেবকীনন্দনরূপ দ্বিভুজ-বাসুদেবেরই প্রাভববিগ্রহ।

বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ।
যেকালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভববিলাস।
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, 'আমি ক্ষত্রিয়'
জ্ঞান।

অহো বলীয়সী প্রতিষ্ঠাশা!

—:০:—

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম পালন করি বা যতই জ্ঞান-চর্চ্চা করি, ততই যেন প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি। কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগী রূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে, ঐ প্রক্রিয়াটি নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপঃ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে করিতে সংসার নির্ব্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম্মকাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রম-মাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে; কেন না, আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধবিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৭-১৭৮)

শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন ও দেবকীনন্দন এই উভয় নামে প্রসিদ্ধ। বাৎসল্য প্রেমহেতু শ্রীবসুদেব-দেবকী ও শ্রীনন্দ-যশোদা উভয়ত্র কৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেও শ্রীনন্দ-যশোদার সেই বাৎসল্যপ্রেম প্রচুর ও ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবাসুদেব অপ্রাকৃত বস্তু। এই কৃষ্ণধনের মালিক—একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার কৃপাতেই জীব বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন। তাই অযোগ্য আমরা আজ বড় আশা লইয়া আশ্রয়-বিগ্রহ পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ-কমলে নিষ্কপট শরণ লইতেছি।

—:০:—

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিরূপ আশার বশ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়। আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের 'আচার্য্য' তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরববৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। 'আচার্য্য' বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয়; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার বিধি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয়ঃ কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিষ্টলোক তাঁহাদিগকে পৃথক্ আসন দিয়া থাকেন। যাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন; কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠাশা হইতে উদিত হয়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া সাত্ত্বিকস্বভাব ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে! কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠার আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশাশূন্য হইতে পারিবে? আমরা অনেক চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় বৈষ্ণব হইলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি—আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই। কিন্তু মনে মনে করি যে, [illegible] এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রদান করিবেন। হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না! অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাশ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং
বেশয়তি সঃ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নির্লজ্জ চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল সাধুপ্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেমবস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

এই মহাজনবাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কেবল ব্রহ্মচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা-দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব, ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ প্রেম-রূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্যপ্রকার সকল যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব গ্রহণ ও অসৎস্বভাব দূরীকরণ একই কথা। প্রেম যে ধর্ম্ম, তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণপরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আধার নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ধনক বৈষ্ণব আত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীবের হৃদয়ের অসৎ স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধু-স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল সদ্গুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে সদ্গুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গ-দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্ত্তব্য।

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে

ভক্তি-প্রগতি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ)

আত্মার নিত্যবৃত্তি—ভক্তি। শরীর ও মনের অতিরিক্ত আত্মবস্তুর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না হইলে ভক্তির উদয় হয় না। তজ্জন্য পরমমঙ্গল-বিধাতা শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পার্ষদগণের নিকট ভক্তির বীজ-রোপণ অবস্থা হইতে ভক্তিলতার সম্যক্ পরিস্ফুটাবস্থা পর্য্যন্ত স্বষ্টুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শরীর ও মনের সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও বদ্ধাবস্থায় তাহার বন্ধন ও মোক্ষ সম্পূর্ণরূপে একজাতীয় ক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ শরীর ও মনের বৃত্তিগুলি বহির্মুখী থাকিলে আত্মার বন্ধন-মুক্তির কোন ভরসা নাই। অনেকে শারীর ক্রিয়াগুলিকেই ভক্তি বলিয়া ভুল করেন; আবার মনের খেয়ালকেও অনেকে 'ভক্তির ক্রিয়া' বলিয়া ভ্রান্ত হন। সকল কার্য্যই ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত হইলে তাহা ভক্তির অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে, আর ভগবৎ-সেবানুকূল না হইলে কর্ম-জ্ঞানাদিতে পরিগণিত হইবে।

সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে ভক্তির কার্য্যগুলি কর্মাঙ্গ, কখনও বা কর্মমিশ্রা ভক্তিতে গণিত হয়। দশ ইন্দ্রিয় ও মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট হইবে, নচেৎ যাবতীয় ক্রিয়া অভক্তির মধ্যে পর্য্যবসিত হইবে। এইখানেই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য। ভক্তির প্রাথমিক অবস্থার নাম বৈধী বা সাধনভক্তি। সকল ইন্দ্রিয়কে ক্রমশঃ অন্তর্মুখ করা—নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রত করার নামই সাধন।

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব। তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনয়নের নামই সাধ্যতা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তিপ্রগতি সম্বন্ধে একটী ক্রমপন্থা বর্ণন করিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ।

শ্রদ্ধাই ভক্তিমার্গের দ্বার-স্বরূপ। আদৌ শ্রদ্ধা না হইলে সমস্ত কর্মই পণ্ড হইয়া যায়। যিনি সকাম কর্মাধিকারীর ন্যায় কর্মফলে অত্যন্ত আসক্ত নহেন বা মোক্ষকামী জ্ঞানীর ন্যায় সংসারে অতিবিরক্ত নহেন, কিন্তু ভগবানে শরণাগত হইয়া ভক্ত্যঙ্গসমূহের যাজন করাই ভগবানের শেষ আদেশ—এই প্রকার দৃঢ়বিশ্বাসে ভক্তির অনুষ্ঠানে একনিষ্ঠ, তাঁহারই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রদ্ধাবানের তিন প্রকার বিভাগ করিয়াছেন,—যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং দৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তিনিই উত্তম; যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ নহেন, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি 'মধ্যম'; আর শাস্ত্রযুক্তিতেও নিপুণ নহেন, শ্রদ্ধাও কোমল, তিনি কনিষ্ঠ।"

ভক্তিশাস্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবিধানের তদ্রূপ অনুষ্ঠানে যে আদর স্পৃহা, তাহা শ্রদ্ধারই অন্তর্গত। ঐ শ্রদ্ধা স্বাভাবিকী ও বলোৎপাদিকা। অনেকের নিজ-স্বভাবে শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়, তাহাই স্বাভাবিকী। তাহা সহজে ধ্বংস হয় না, কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে ধীরে ধীরে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা বলোৎপাদিকা, তাহার উত্থান-পতনাবস্থা দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃই বহির্মুখচিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকল শাস্ত্র-শাসন, কর্তব্যবুদ্ধি ও ধর্মভয়াদি ভয়ে ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়, কিন্তু বহুজন্ম যাবৎ বিষয়ভোগে আসক্ত চিত্ত পুনঃ পুনঃ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। এজন্য শ্রবণ-কীর্তন-জলে ভক্তিলতায় সেচন করার উপদেশ, অর্থাৎ 'অস্থির' শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্তন করিতে থাকিলে ঐ শ্রদ্ধা ক্রমে স্বাভাবিকী হইয়া দাঁড়াইবে। শ্রদ্ধার উদয়ে সাধুগুরু-চরণাশ্রয়ে ভজনস্পৃহা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার অভিলাষ জন্মে; সজাতীয়-আশয়-সমন্বিত স্নিগ্ধ ও নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ, ভক্তিঅভিজ্ঞ-সাধু-সঙ্গপ্রাপ্তি-সৌভাগ্য ঘটে; শ্রদ্ধার অনুরূপ সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যেখানে নিষ্কপট জিজ্ঞাসা, সেখানে নিষ্কপট প্রকৃত সাধুর দর্শন ও সঙ্গপ্রাপ্তি হয়, আর যেখানে অন্যাভিলাষ বা অন্তরের ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা, তথায় তদ্রূপ ব্যক্তির সঙ্গকেই সাধুসঙ্গ বলিয়া ভ্রান্তি ঘটে, প্রকৃত সাধুসঙ্গে শুদ্ধভজনস্পৃহার উদয়ে ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়; তাহা দুইপ্রকার নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা; অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার ক্রমে ক্রমে কএকটী অবস্থা দৃষ্ট হইবার কথা শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ বর্ণন করিয়াছেন। উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী ভেদে তাহা ষড়্বিধা। শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভের পর বালকের যেমন 'আমি সুধী পণ্ডিত হইলাম'—এইরূপ একটী নূতন উৎসাহের সহিত উদ্যম দেখা যায়, ভক্তিমার্গে প্রথম প্রবেশে সেইরূপ তদ্রূপ একটী উদ্যম দৃষ্ট হয় এবং তাহাই এই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার প্রথমাবস্থাকে উৎসাহময়ী বলা হয়।

আবার ঐ বালকের শাস্ত্রাভ্যাস যেমন কখন গাঢ় হইয়া থাকে এবং কখনও বা অতীত শাস্ত্রার্থে প্রবেশের অসামর্থ্য প্রযুক্ত ঐ সকল শাস্ত্রের রসবোধ না হওয়ায় শাস্ত্রাভ্যাস যেমন শিথিল হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ভক্তের ও ভক্ত্যঙ্গের নিষ্ঠাভাব ও অনির্ব্বাহ বশতঃ ভজনক্রিয়ার সময় ও অবসর দর্শনে উহা ঘনতরলা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। তৎপরের অবস্থায় ভক্তের অন্তঃকরণে যদি আমার পুত্রকলত্রাদিকে বৈষ্ণব করিয়া সপরিবারে ভগবৎ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া গৃহে থাকিয়াই সুখে কালযাপন করিব, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্বক নির্বিক্ষেপে শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করিব, যদি বা সংসার ত্যাগই করি, তবে ঐ ত্যাগ কিছুকাল ভোগের পর ভোগকে কষ্টকর জানিয়াই করা উচিত, কি এখনই করা উচিত? এই সংসারে মরণ ত' তৃণাবৃত কূপের ন্যায় অলক্ষ্য, অতএব এই যৌবনাবস্থাতেই এই আবশ্যক আশ্রম ত্যাগ করা হইবে বা বৃদ্ধ পিতামাতার মৃত্যুর পরই ত্যাগ করা হইবে? অজ্ঞাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিলে ত্যাগের পরও সংসারকেই চিন্তা করিতে হয় এবং তদবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে নরকে গমন করিতে হয়। যখন নরকের ভয় হইতেছে, তখন ত্যাগে এখনও ফল নাই। সম্প্রতি কেবল জীবিকা-নির্বাহ করিয়া থাকি, পরে যথাসময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্বক অষ্টপ্রহর ভজনেই অতিবাহিত করা যাইবে। বৈরাগ্যকে লোকে দোষ দিয়া থাকে, কিন্তু উহার ভক্তিশূন্যতাই দোষ। ঐ বৈরাগ্য যদি ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দোষই দেখা যায় না। কারণ উহা ভক্তির অধীন। সন্ন্যাসী হইলে জীবিকানির্বাহেরও আশঙ্কা নাই। যেহেতু সকল আশ্রমই ধর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ আছে। সংসার ত্যাগ না করিলেই বা ক্ষতি কি? যাহার ভক্তি জন্মে নাই, তাহার পক্ষেই সংসার বন্ধনের কারণ। কিন্তু ভক্তের কোন বন্ধনই হইতে পারে না। আমি ভক্তির কোন্ অঙ্গ সাধন করিব? শ্রবণই করিব, না অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের কোন একটী, কি অম্বরীষাদির ন্যায় অনেক অঙ্গের সাধন করিব? [illegible] ব্যূঢ়বিকল্পা।

[illegible] বিষয়সঙ্গরা। [illegible] ত্যাগে [illegible] চেষ্টার সময়ে সময়ে [illegible] এবং [illegible]

অনন্তর নিয়মাক্ষমা। [illegible] থাকিলেও নিয়মরক্ষা করিতে অক্ষম হয়। যেমন কোন [illegible] নিয়ম করিলেন যে, "[illegible] প্রতিদিন এক সহস্র নাম করিব, সহস্র প্রণাম করিব, ভক্তের সেবা করিব, ভগবৎসম্বন্ধশূন্য বাক্য উচ্চারণ করিব না, গ্রাম্যকথাবক্তা ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ করিব" ইত্যাদি। কিন্তু নানা বিঘ্ন বশতঃ ঐ সকল নিয়ম পালনে অক্ষম হইলেন। বিষয়সঙ্গরাতে বিষয়ত্যাগে অক্ষমতা। আর ইহাতে নিয়ম পালনে অর্থাৎ ভক্তির পরিবর্দ্ধনে অসামর্থ্য, এই প্রভেদ।

অবশেষে তরঙ্গরঙ্গিণী। এই অবস্থায় লোকে ভক্তের প্রতি অনুরাগী হয়। তজ্জন্য ভক্তের লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে। এই অবস্থায় ভজনকারী লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি তরঙ্গে রঙ্গ করিতে থাকেন। ফলতঃ উহা ভক্তিকল্পলতার উপশাখা। তদ্দ্বারা লাভ না হইয়া হানি হইয়া থাকে।

অনেকে উপরি-উক্ত অবস্থাকে ভক্তের বিশুদ্ধাবস্থা মনে করিয়া ভ্রম করেন। [illegible] তখন তাহার ভূসম্পত্তি ধনৈশ্চর্য্য প্রভৃতি ধর্মগুলি লোপ হইয়া যায়। ভগবানের নিজ উক্তি এই যে, তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তাহার ধনাদি ক্রমে হরণ করিয়া লন, কিন্তু ধনাদির আগমন বা [illegible] কিন্তু [illegible] রক্ষা করিয়া থাকেন। অনেক সময় মনে হয় যে, আমি যখন প্রাচীন ভক্ত, তখন আমা [illegible] ছেড়ে, অথবা [illegible]

উচ্চস্তরে অবস্থিত, তখন ব্রহ্মচারী গৃহস্থ প্রভৃতি ভক্তগণ আমা অপেক্ষা নীচ, আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে সম্মান আদায় করিয়া লইব’ বলিয়া দম্ভ-পর্ব্বতের উচ্চচূড়ায় বসিয়া থাকেন! কিন্তু আমার এ বিচার আসা উচিত যে, কোন ব্যক্তির শরীর রাজার ন্যায় সুসজ্জিত ভজনেই ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রীতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমার [illegible] ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কাহারও প্রত্যাদি প্রতীক্ষা, ভক্তের ন্যায় সাজসজ্জা, দীনতা ও মানদত্বের অভাব দৃষ্ট হইলে তাহাকে ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। ভজনের নামে—শিক্ষার ছলনায় পরস্ত্রী-দর্শন বা সম্ভোগাদি যে ভয়ঙ্কর অনর্থ, তাহা বিচার ও চিন্তা না করিয়া অবাধে ভোগপ্রবৃত্তি চালাইতে থাকিব, আর কপটতা করিয়া বৃথা দম্ভ আস্ফালন বা শরীরের শোভা প্রভৃতির নৈপুণ্য দেখাইয়া ব্রহ্মচর্য্যের বাহাদুরী লইব, এ সমস্ত চেষ্টা ভজনরাজ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এগুলি অনর্থ থাকাকালীন বিচার। অনর্থ চারি প্রকার—তত্ত্বভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। তত্ত্বভ্রম চতুর্ব্বিধ—স্বতত্ত্বে, পরতত্ত্বে, সাধ্য সাধনতত্ত্বে ও বিরোধিতত্ত্বে ভ্রম। অসত্তৃষ্ণা চতুর্ব্বিধা। যথা—ঐহিক এষণা, পারত্রিক এষণা, ভুক্তিকাম ও মুক্তি-কাম। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য চতুর্ব্বিধ—তুচ্ছ বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটী, মৎসরতা ও স্বপ্রতিষ্ঠা। অপরাধও চতুর্ব্বিধ—কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণস্বরূপে, কৃষ্ণভক্তে ও অন্য জীবে। এই সমস্ত অবস্থায় কেবল শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে,—"সাধুগণের সুহৃৎ ভগবান্ স্বকথা-শ্রবণকারী ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহাদের সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট করিয়া থাকেন। নিত্য ভাগবত-সেবা দ্বারা অমঙ্গলসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়।" পূর্ব্বে নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার কথা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে নিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বলা হইতেছে। যাহার নিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার নাম নিষ্ঠিত। প্রত্যহ চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনর্থ দশায় লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ এই পাঁচটী অন্তরায়রূপ বিঘ্নের দুর্নিবার-হেতু ভক্তির নৈষ্ঠিক্য সিদ্ধি হয় না, অনর্থ-নিবৃত্তির পরে এগুলি নিবৃত্তপ্রায় হইতে দেখা যায়। সুতরাং লয় প্রভৃতির অভাবই নিষ্ঠার লক্ষণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকালে নিদ্রাদির আগমনই লয়। কীর্ত্তনাদিতে ব্যবহারিক বিষয়ের সম্পূর্ণ বিক্ষেপ। লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও কীর্ত্তনাদিতে অসামর্থ্যই অপ্রতিপত্তি। ক্রোধলোভ-গর্ব্বাদির সংস্কার—কষায় এবং বিষয়-সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিতে মনের অনভিনিবেশের নাম রসাস্বাদ। এই সকল বিঘ্নের অভাবেই নিষ্ঠার উদয় হইয়া থাকে।

বিষয়ান্তর শ্রবণ কীর্ত্তনাদির বিলক্ষণভাবে যে রোচকত্ব, তাহাই রুচি। ইহা উৎপন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতেও শ্রমগন্ধ হয় না। পৈত্তিক দোষদুষ্ট রসনায় মিছরির স্বাদ ভাল না লাগিলেও তাহা সেবন করিতে করিতে ব্যাধি বিদূরিত হইয়া যেরূপ মিছরিতে রুচি জন্মে, তদ্রূপ শ্রবণাদি-দ্বারা অন্তঃকরণের দোষ প্রশান্ত হইলে রুচি উৎপন্ন হয়। রুচি যখন প্রৌঢ়তমা হইয়া ভজনীয় ভগবানকে বিষয় করেন, তখন তাহাকে 'আসক্তি' বলে। ইহা ভক্তের চিত্তদর্পণকে এরূপ মার্জ্জিত করেন যে, তাহাতে সহসা প্রতিবিম্বিত হইলে শ্রীভগবান্ প্রতিবিম্বিতের ন্যায় অবলোকিত হন। প্রথমে ভক্তের নিজচেষ্টায় তাঁহার বিষয়াক্রান্ত চিত্ত শ্রীভগবানের রূপ-গুণাদিতে প্রবিষ্ট হয়। পরে আসক্তি জন্মিলে উহা বিনা চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। এই আসক্তি পরম পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভাব আখ্যা লাভ করে। উহার অপর নাম রতি। উহার অত্যল্প মাত্রও সর্ব্বপ্রকার অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ। উহাই ভক্তিকল্পলতার পুষ্প। ভাবকুসুম-সংলগ্ন মকুভাবাখ্য অসংখ্য পত্র সহসা আবির্ভূত হইয়া প্রেমাখ্য ফল উৎপাদন করে। প্রেম ভক্তজনের চিত্তকে আত্মীয়-গৃহ-বিত্ত প্রভৃতির মমতারজ্জু ছেদন করিয়া ভগবানের নাম-গুণ-মাধুর্য্যে নিবদ্ধ করে। প্রেমের আস্বাদ্যমান রস—সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। তখন ভক্ত ভগবানের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া কোটিচন্দ্র-উদয়ের ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুশীতল হন। ভগবান্ ভক্তের নয়নগোচর হইয়া নিজ সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌরভ্য, ঔদার্য্য ও কারুণ্য প্রভৃতি গুণসকলকে ভক্তের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীকৃত করেন। তাহার আস্বাদনে ভক্তের এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সমুদ্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভক্তির উদয়ে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশাখ্য পঞ্চ-ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া বিষয়-বিতৃষ্ণা, ভগবদ্বিষয়ক সন্তোষ, আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সাম্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব ও সর্ব্বশুভদত্ব প্রভৃতি সদ্গুণরাশি ভক্তের উদয় হয়। তখন মোক্ষ অতি তুচ্ছ বোধ হয়। নিষ্কপটে শুদ্ধভক্তানুগত্যে ভক্তিদেবীর অনুসরণ করিলে ভক্ত ভক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া তদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনে ধন্য হন। আর ভক্তি উৎপত্তির পূর্ব্বেই কপটতা, অসৎক্রিয়া, জীব-হিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বশীভূত হইলে সাধকের দুর্ভাগ্যের উদয় হয়। অতএব সাধু সাবধান! বহু জন্মফলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া হেলায় হারাইবেন না। ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হউন।

দুর্গমে পথিমেহন্ধে স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব

——(:০:)——

[মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ]

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বা বিষয়-বিগ্রহ বাসুদেবের আবির্ভাব প্রকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বেই হইয়া থাকে। মহর্ষি জড়ভরত রহূগণের প্রশ্নে বলিয়াছিলেন,—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥
ভাঃ ৫।১২।১১

তাহা হইলে সত্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—অদ্বয়জ্ঞানই সত্য. সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ (গুণাতীত), পরমার্থ (মোক্ষপ্রদ), এক (অদ্বিতীয়), সর্ব্বব্যাপক ও নির্ব্বিকল্প (ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন), এবং প্রত্যক্ (সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজমান) ও প্রশান্ত (ক্ষোভশূন্য) (ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' লক্ষিত হইতেছেন); এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণ-প্রতীতির নাম ভগবান্; কবিগণ তাঁহাকেই "বাসুদেব" বলেন। (তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়, পরমাত্মার অংশী এবং ভক্তগণের উপাস্য বস্তু)।

শ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভুই বাস্তব সত্য। তিনি সকল বেদ-বেদান্তের প্রতিপাদ্য ও উপাস্য। বেদাদি শাস্ত্র তাঁহারই গান করিয়া কৃতার্থ হন, যজ্ঞ বাসুদেব-কীর্ত্তনময় হইয়া ধন্য হন, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম, সমস্তই বাসুদেব-তৎপর হইলে সার্থকতা মণ্ডিত হইতে পারে। জীবের একমাত্র গতি বাসুদেব-পাদ-পদ্ম-সেবা।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥
(ভাঃ ১।২।২৮-২৯)

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুচর শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন-

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য স্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্ক্তে হালাহলং বিষম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ৭০)

যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি নিজ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীকে বন্দনা করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি বাসুদেবের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবতান্তরের উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল পান করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত উপক্রমে, উপসংহারে ও মধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রীবাসুদেবের জয় গান করিয়াছেন। উপক্রমে যেরূপ 'বাসুদেবপরা বেদা' শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়াছে উপসংহারেও তেমনি শ্রীবাসুদেবের নমস্কার বিধান করিয়া গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছে।

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে॥
(ভাঃ ১২।১৩।২০)

যিনি কৃপাবশতঃ মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বসাক্ষী ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমেই উক্ত হইয়াছে যে, "বিশ্বের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাতৃরূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা ধারণ করিলেও সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। সত্ত্বগুণ হইতেই ব্রহ্ম-দর্শন হয়। এই কারণে প্রাচীনকালে আত্মারাম মুনিগণ বিশুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি অধোক্ষজের ভজনা করিতেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়া আচার-পারম্পর্য্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও ক্ষেম

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়।

কল্যাণ লাভ করেন।"—(শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন,—

৬ "সাত্বিকানাং বাসুদেবে ভক্তি-রুৎপদ্যতে" (ভাঃ তাঃ ১।২।২৩)

এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি অধোক্ষজ-তত্ত্বই শ্রীবাসুদেব। তিনি শুদ্ধ-সত্ত্বগুণসম্পন্ন মুনিগণের ভজনীয় বস্তু।

ইহার অব্যবহিত পরের শ্লোকে (ভাঃ ১।২।২৬) "অনসূয়বঃ" শব্দের প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

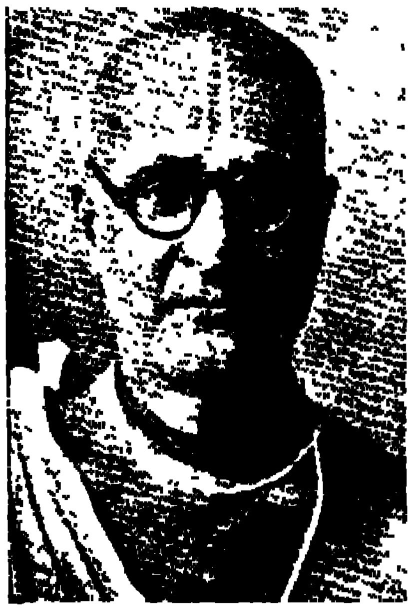

ত্রিদণ্ডীস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ

"কপটভক্তি-সাহায্যে অসূয়া-পরগণ যে তুর্য্যাশ্রয় করেন, তাহাতে কোন সুফল উদয় হয় না। ছলধর্ম্মিগণ কখনই নিষ্কপট নহেন। আরোহবাদীকে শাস্ত্রে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অসূয়া পরিহার করিবারই ব্যবস্থা আছে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(গৌড়ীয়ভাষ্য)

এতৎ প্রসঙ্গেই আমরা 'রজস্তমঃ-প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ' (ভাঃ ১।২।২৭) শ্লোক শ্রবণ করি। শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশই প্রদান করিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের বাসুদেব-ভজনের নিম্নলিখিত উক্তিটী আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয় ছিল। অনুক্ষণ তিনি এই শ্লোকটী কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিতেন—

"যৎ পাদ-পঙ্কজপলাশবিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥"
(ভাঃ ৪।২২।৩৯)

ভক্তগণ ভগবানের পাদ-পদ্মের পত্র-সদৃশ অঙ্গুলিসমূহের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয় যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু ১০ম স্কন্ধের প্রারম্ভে শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা॥
(ভাঃ ১০।১।১৫-১৬)

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনার বুদ্ধি সম্যক্‌রূপেই স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ উপযুক্ত বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছে। কারণ আপনার শ্রীবাসুদেবের কথায় অবিচ্ছিন্নচারিণী রতির উদয় হইয়াছে। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা অথবা শ্রীবিষ্ণুচরণোদক যেরূপ ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ লোকসমূহকে (ত্রিভুবনকে) পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বাসুদেব-চরিত্র-বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীউদ্ধব গোপীগণকে বলিয়াছিলেন—

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোক-পূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥
(ভাঃ ১০।৪৭।২৩)

অহো! যাঁহাদের চিত্ত এইরূপে ভগবান্ বাসুদেবে অর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ আপনারা কৃতার্থ এবং লোকপূজ্য হইয়াছেন।

শ্রীবাসুদেব নিত্য বিষয়-আশ্রয়-বিগ্রহ-রূপে স্বপ্রকাশিত ও আবির্ভূত। আশ্রয়-বিহীন বিষয় বা বিষয়-বিহীন আশ্রয়ের বিচার—শ্রুতিবিরোধী মতবাদ। অনেকে এক-জগদ্গুরু-বাদের ন্যায় একল-বাসুদেবের বিচারকেও বুঝিতে ভুল করিয়া অপরাধ-পঙ্কে পতিত হয়। শক্তি বা লক্ষ্মীহীন বাসুদেবের ধারণা আস্তিক্য-ধারণা নহে। একল-বাসুদেব বলিতে বাসুদেব শক্তিহীন, লক্ষ্মীহীন, আশ্রয়হীন, সেবকহীন, ইহা বুঝা যায় না। বস্তুতঃ যাহারা ঐরূপ নির্ব্বিশেষ-বিচারপর, তাহাদের ধারণাকেই একল-বাসুদেবের ধারণা বলা হইয়াছে। 'একজগদ্গুরুবাদ' কথাটি যেরূপ ভাগবত-ধর্ম্ম-বিরোধী মতবাদ-বিশেষ, একলবাসুদেবের বিচারও তদ্রূপ। কাজেই শ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভুর বা বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের সহিত শ্রীবাসুদেব প্রভু বা আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মূল প্রমাণশিরোমণি, বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য ও শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত একমাত্র সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব প্রদর্শনের প্রতিপাদ্য গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের [illegible] থাকিয়া অনুক্ষণ নামকীর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন—

'বাসুদেবানন্দপাদে থাকিয়া ও সদা লহ নাম।'

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তপ্রসাদের পরিব্রাজক গোস্বামিপাদ

আশ্রয়-বিগ্রহ বাসুদেব বিষয় বিগ্রহ বাসুদেবের প্রকাশতত্ত্ব। বিষয়-বিগ্রহ বাসুদেবকে আশ্রয়-বিগ্রহ বাসুদেবই প্রকাশ করেন। এই দুই অধোক্ষজ-তত্ত্বেরই জগতে আবির্ভাব।

অন্ধকার যুগের মধ্যে বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্বে নিত্য আবির্ভূত হন। হরিদ্বেষকারী কংসাদি অসুরগণের অন্ধকার যুগ; কারণ সেইসময় তাঁহারা হরিকীর্ত্তন বন্ধ রাখিবার উপদেশ প্রদান করেন। হরিদ্বেষ ও বর্ষাকালে কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে কংস ও কংসপক্ষীয়-গণকে বঞ্চনা করিয়া বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের অবতার হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "কৃষ্ণসংহিতা" গ্রন্থে শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব ও লীলা সম্বন্ধে অপ্রাকৃত তত্ত্বগত বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিচার তথাকথিত আধ্যাত্মিক বা রূপক ব্যাখ্যা নহে, বস্তুতঃ উহা অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রীবাসুদেবের আবি[illegible] জীবাদি লীলার [illegible] বিচার। [illegible] ঠাকুর লিখিয়াছেন -

[illegible]

[illegible] যদুবংশের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজবংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয়। [illegible] প্রভৃতি ছয়টী পুত্র [illegible] হয়, [illegible] বাল্যকালেই [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] তাঁহাদের প্রথম পুত্র। [illegible] শুদ্ধজীবের [illegible] [illegible] সেই তত্ত্ব ব্রজভূমিতে গমন করিলেন। [illegible] বিজ্ঞাপিত হইল [illegible] ভগবদ্ভাব [illegible] [illegible] যুক্তিবিভাগে বা জ্ঞান বিভাগে ঐ স্ফূর্ত্তি থাকে না, কিন্তু বিশ্বাস-বিভাগেই তাহার [illegible] না, [illegible]

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

অধিকারী। এতত্ত্বে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার নাই, এই জন্যই আনন্দমূর্তি গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ গোচারণ ও গোরক্ষণ এবং অবৈধর্য্যাত্মক মাধুর্য্যাত্মক মাধুর্য্যেও লক্ষিত হয়। উদারসর্ব্বপিণী নন্দপত্নী যশোদা, যে জগতের তত্ত্ব যাহাকে প্রসব করেন, তাহা ব্রজ হইতে বসুদেব কর্তৃক নীত হইল। পরানন্দধাম-চিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িক ভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল। বিশুদ্ধপ্রেমপূর্ণ্য-কিরণ-সমূহ-পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধজীবতত্ত্ব-রূপ রাধের সহিত অচিন্ত্যভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নাস্তিক্য-রূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তন্য দান করিয়া কৃষ্ণস্নেহে নিহত হইল। ভগবদ্ভাবের প্রভাবে তর্করূপ তৃণাবর্ত্ত প্রাণত্যাগ করিল। ভারবাহিত্বরূপ শকট ভগবৎ কর্তৃক ভগ্ন হইল। মুখব্যাদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুখ-মধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিৎকণগত প্রতি-পোষিকা অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মানিলেন না। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য-সত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাবগত নয়। কৃষ্ণের বাল্যচাপল্য (চিন্ময়নবনীত-চৌর্য্য) দেখিয়া উদারসর্ব্বপিণী যশোদা রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য বৃথা যত্ন পাইলেন। যাঁহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাঁহাকে কেবল প্রেমসূত্রের দ্বারা যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্বারা তাঁহার বন্ধন সিদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাক্রমে দেবপুত্রদ্বয়ের বার্ক্ষভাব হইতে অনায়াসে বন্ধচ্ছেদ হইল। এই যমলার্জ্জুনমোক্ষ আখ্যায়িকা দ্বারা দুইটি তত্ত্ব অবগত হওয়া গেল, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে অপরাধের জীবের বন্ধমোক্ষ হয় এবং অসাধু-সঙ্গে দেবতারাও বৃক্ষধর্ম্মবশ হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হন। সখাদিগের সহিত বালরূপী কৃষ্ণ গোবৎস-চারণার্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিজ্জগতে স্বা শুদ্ধজীবসকল নিত্যক্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাধীন হন। ধেনু অর্থাৎ গোচারণস্থলে বালদোষরূপ বৎসাসুরবধ হয়। কংসপালিত ধর্ম্ম-কাপট্যরূপ বকাসুর ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ-কর্তৃক বিনষ্ট হয় নৃশংসত্বস্বরূপ অঘনামা সর্প মর্দ্দিত হইল। তদনন্তর ভগবান্ সখাভাবরূপ একত্র পুলিনভোজন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্বেদবক্তা চতুর্মুখ কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপবালক ও গোবৎস সকল চুরি করিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্য্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা প্রদর্শিত হইল। গোপাল হইয়াও জগদ্বিধাতার উপর পূর্ণপ্রভাব দেখাইলেন। চিজ্জগতের অভিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাও জানা গেল। ব্রহ্মা গোবৎসসকল ও গোপবালকসকল হরণ করিলে ভগবান্ অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণৈশ্বর্য্য কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যিনি যত্নই সমর্থ হউন শ্রীকৃষ্ণ-সামর্থ্য লঙ্ঘন করিতে কেহই পারেন না। স্থূলবুদ্ধিস্বরূপ গর্দ্দভরূপী ধেনুকা-সুর, শুদ্ধজীব বলদেব-কর্তৃক হত হয়। ক্রূরতা-স্বরূপ কালীয় সর্প চিজ্জ-সাত্বিক যমুনাজল দূষিত করিলে ভগবান্ তাহাকে দমন করিয়া দূরীভূত করিলেন। পরস্পর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবাদরূপ ভয়ঙ্কর দাবানলকে ব্রজ-ধাম রক্ষার্থে ভগবান্ ভক্ষণ করিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ জীব-চোর দুই প্রলম্বাসুর শুদ্ধ বলদেব কর্তৃক নিহত হইল।"

বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল মৎসর নাস্তিক্যবাদরূপ কংসের কারাগারে—ইহাই বিষয় বিগ্রহ শ্রীবাসু-দেবাবির্ভাবের বাহ্য প্রতীতি। আবির্ভা-বের পরেও ব্যতিরেকভাবে লীলাপুষ্টি ও ও অধিকতর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য প্রকটনের জন্য নাস্তিক্যবাদরূপ কংসের প্রেরিত নানাপ্রকার চরের উপদ্রব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রথমে কংস নিজ অপস্বার্থ-সংযোজনোদ্দেশ্যে দেবকী-বসুদেবের প্রীতি উৎপাদনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল; কিন্তু শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাবে কংস তাহার ও অনুচরগণের ভাবি বিনাশের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীবাসুদেবের বিনাশের (?) জন্য যাবতীয় প্রতিকূল চেষ্টা আরম্ভ করিল। আশ্রয় বিগ্রহ বাসুদেবের আবির্ভাবেও সেই জাতীয় লীলারই প্রকাশ দেখা যায়।

এক সময় শ্রীবাসুদেবের ভগবৎ-চিকীর্ষা দর্শন করিয়া 'কালযবন' শ্রীবাসু-দেবকে কুবাক্য ও গ্রাম্য পরিভাষার দ্বারা লাঞ্ছিত করিতে উদ্যত হইল। শ্রীবাসুদেব তিরস্কৃত হইয়া এক পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। কালযবনও সেই গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তিকে তথায় শায়িত দেখিয়া শ্রীবাসুদেব মনে করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। কিন্তু সেই মহাপুরুষ মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। তিনি ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তাঁহার প্রখর দৃষ্টিতে ও অদম্যতায় কালযবন মুহূর্ত মধ্যেই ভস্মীভূত হইল। শ্রীবাসুদেব মুচুকুন্দের নিকট নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া জানাই-লেন যে, তিনি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভূভার হরণের জন্য সম্প্রতি যদুবংশে বাসুদেব নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কালনেমি, কংস প্রভৃতি সজ্জন-বিদ্বেষী অসুরদিগকে সংহার করিয়াছেন। মুচুকুন্দকে শ্রীবাসুদেব বর দিতে চাহিলে মুচুকুন্দ বলিলেন,—যাঁহার শ্রীবাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তি বর্ত্তমান, তিনি কখনও অন্য কোনপ্রকার বরের দ্বারা প্রলোভিত হন না।

বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের এই লীলার ন্যায় আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের মহা-বদান্য-লীলার মধ্যেও কালযবন, কালনেমি প্রভৃতির প্রতিকূল আচরণ ও ধ্বংস দেখিতে পাওয়া যায়। এই কালনেমিই পরজন্মে নাস্তিক্যবাদরূপ কংস হইয়া জন্মিয়াছিল। কালনেমি দুর্দ্দান্ত অসুর, নির্ব্বিশেষবাদ বা ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধের প্রতীক; আর কালযবন যবন বা সিমাইট পণের চিন্তাস্রোতের সংক্রামক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া শ্রীবাসুদেবকে নানাপ্রকার গ্রাম্য-কথা। তৎসমাকারী, সুতরাং ব্রহ্ম-পরায়ণ বা সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাপুরুষ মুচুকুন্দের দ্বারা বিনাশ-যোগ্য।

পৌণ্ড্রক নামক এক ব্যক্তি আপনাকে কনক ও কামিনীর মহাধাম মনে করিয়া বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের ন্যায় ভোক্তা সাজিয়া বসিল এবং বলিল যে, নিত্য বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহ বাসুদেব আবার কে? আমি যখন মহারাজ, তখন আমিই ভগবান্ বাসুদেব—এইরূপ এক বাউলিয়া মত প্রচার করিলে শ্রীবাসুদেব সুদর্শন চক্রের দ্বারা পৌণ্ড্রক ও তাহার ভোগী বিলাসী বন্ধু কাশীরাজের মস্তক ছেদন করিলেন। "আমিই বিষয়-বিগ্রহ, আমি কৃষ্ণের ন্যায় কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার ভোক্তা—আমি আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বিষয়-বিগ্রহের সেবা করিব না—আমি 'বড় আমি' হইব, 'তাল আমি' হইব না—এই বিচারই সৃগাল-বাসুদেবমত। বিষয়-বিগ্রহ-আশ্রয়বিগ্রহ-বাসুদেব এই নির্ব্বি-শেষ-মতকে বিনাশ করেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বর্ত্তমান ও চিদানন্দময়, সুতরাং পার্থিব-জ্ঞানে জন্ম বলিলে যাহা বুঝায়, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অভি-নয়ের সার্থকতা নাই। বদ্ধজীব যে-কালে কৃষ্ণোন্মুখ হন, সেইকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। জীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-নিশার মধ্যভাগে প্রাবৃট্কালে বর্ষে বর্ষে উদয় হয়। প্রাবৃট্কালেই হরিশয়ন, সুতরাং ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যভাগে তাঁহার প্রকটকাল। * * শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা। কৃষ্ণজন্মোৎসবে যাঁহাদের পরমার্থ-প্রবৃত্তি উদ্বোধিত হয় না, তাঁহারা বাহ্য জগতের উচ্চাবচ-বিষয়ের অনুসরণ করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্যের আবাহন করেন; উহা তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম-মাত্র।" —(শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত প্রবন্ধ, 'গৌড়ীয়' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ৯ম ও ১০ম পৃষ্ঠা)

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননকালে শ্রীল প্রভু-পাদের প্রকট-লীলায় ১৩৩১ সনের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার (১৩ই জুন, ১৯৩৪) শ্রীঅধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব

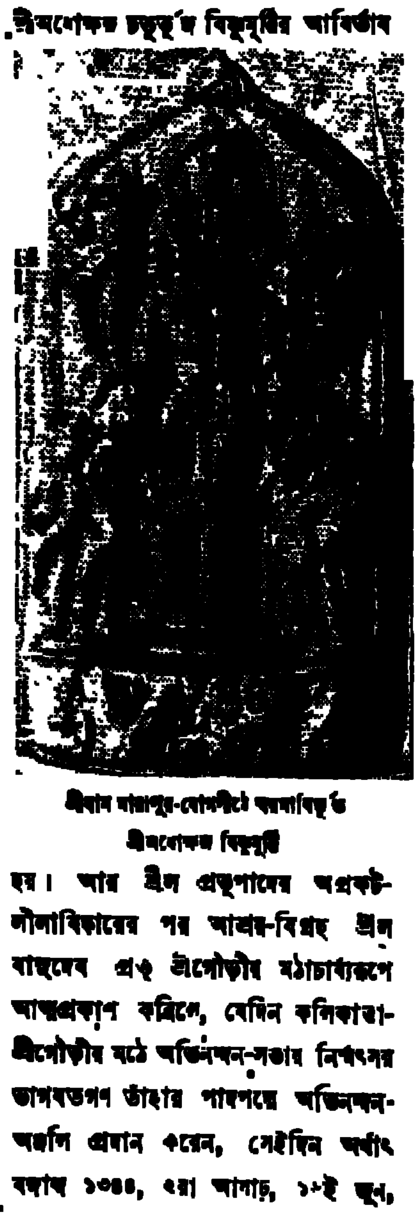

শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে আবির্ভূত শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি

হয়। আর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে, যেদিন কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে অভিনন্দন-সভায় নিখিল ভাগবতগণ তাঁহার পাদপদ্মে অভিনন্দন-অঞ্জলি প্রদান করেন, সেইদিন অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা আষাঢ়, ১৬ই জুন, ১৯৩৭ বুধবার প্রাতে প্রায় ৯ ঘটিকার সময় অচিন্তনীয় অলৌকিকভাবে স্বপ্রকাশ শ্রীবাসুদেব চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশিত হন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅধোক্ষজমূর্ত্তি ও লণ্ডনে শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি উভয়েই বুধবারে একই মাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীঅধোক্ষজমূর্ত্তির আবির্ভাব-তারিখ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন, আর শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তির প্রকটকাল ২রা আষাঢ়, ১৬ই জুন।

ঠিক তিন বৎসর পরে ও ঠিক তিন দিন ব্যবধানে উভয় বাসুদেব-শ্রীমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহারই বা রহস্য কি ?

লণ্ডনে আবির্ভূত শ্রীঅর্চাবতার-বাসুদেব মূর্ত্তি

পরম পূজনীয় মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডন-শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয় মঠ হইতে তাঁহার এই অযোগ্য ভৃত্যাভাসকে বিগত ৪।৮।৩৭ তারিখে বিমান-ডাকে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বরাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দেখি, সেই রাত্রি-প্রভাতে বড়ই আনন্দ পাইয়া কি জানি কি এক আশ্চর্য্যভাবে যেদিকে কখনও যাবার নয়, সেইদিকে 'শ্রীহরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ এক অপূর্ব্বদর্শন সুবর্ণজটাময়ী শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া

গৌড়ীয়মিশনের তদানিং বর্ত্তিত ভাইস প্রেসিডেণ্ট পাশ্চাত্যে গৌড়ীয়-মিশনারী ইংচার্জ্জ মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ মদ্ভক্তি ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। শ্রীমূর্ত্তি একটি ছোট plant-এর নিকট দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। কত ভাবিলাম, কাঁদিলাম, বুকে, শিরে করিয়া ঘরে আনিয়া পূজিলাম, ইহা অলৌকিক ও আশ্চর্য্য বলিয়াই আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ••• আমার ভাষাজ্ঞান নাই, নতুবা শ্রীবাসুদেবের প্রাকট্য-সম্বন্ধে অনেক কিছু বলি-

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"

[মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ]

কৃষ্ণের সেবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত —যুগধর্ম। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বতন্ত্রস্বরূপ যুগল উপাসনার শ্রী প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমতী কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীমতীর অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণ।

যে ভাবে কৃষ্ণ আরাধনা করেন, কৃষ্ণের সেইরূপ আরাধনা কৃষ্ণ নিজে আচরণ করিয়া তাহা জগৎকে জানাইয়াছেন। ইহাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য-লীলা। শ্রীচৈতন্যলীলা নিত্যা। •

শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের অগ্রগণ্য শ্রীগদাধর ও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা সেবিকা শ্রীমতী বার্ষভানবী একই তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগদাধর-প্রমুখ পার্ষদগণের প্রতি ভোগ্যবিচার প্রদর্শন করেন না। তাঁহাদের সহিত গুরুশিষ্যভাবে ব্যবহার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ তাঁহাকে সম্ভোগরসে তাঁহাদের ভোক্তা-বিচারে সেবা করেন না। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বভজন-সেবার উপকরণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দুইবার দারপরিগ্রহ-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবাহিতা পত্নীদ্বয় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহাদের পতিরূপে সেবা করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপতিরূপে যে সেবার অভিনয় করেন, সেই সেবার ভার এখানে বহু সংবাদপত্রে শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তি-প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।"

কৃষ্ণা-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীর আবির্ভাব আর গৌর-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী-শ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বিষয়-বিগ্রহ বাসুদেব বিশুদ্ধচিত্তে নিত্য আবির্ভূত, আর গৌরাষ্টমী-তিথিতে লণ্ডনে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবাসুদেব অর্চ্চাবতাররূপে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত। এই 'আশ্রয়' ও বিষয়-বিগ্রহের আবির্ভাব-লীলার যোগসূত্র এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বরূপে বিশুদ্ধচিত্তেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। অতএব সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীবাসুদেবকে আমরা আশ্রয়-বিগ্রহগণের আনুগত্যে বন্দনা করি।

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ।
(ভাঃ ০।১০।৫৬)

—:o:—

সাহায্যকারিণীরূপেই আমরা তাঁহার পত্নীদ্বয়কে দেখিতে পাই। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীচৈতন্যকে তাঁহাদের ভোক্তা পতিরূপে দর্শন করেন না, তাঁহাদের গুরুরূপে দর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদবর্গ—পুত্র, কৃত্য, কলত্র —সকলেই তাঁহার আনুগত্যে বিশ্রম্ভময় শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন।

এবম্বিধ সেবাবৈশিষ্ট্য অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেবার জন্য কেন বহুবিশিষ্ট হইবেন ?

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব ভালরূপ অনুধাবন না করিলে এই রহস্যের কারণ উপলব্ধ হইতে পারে না।

সাধারণতঃ ভগবান্ বলিলে, বদ্ধজীব একটি স্বতন্ত্র বস্তু-মাত্র ধারণা করে। বস্তু-সত্তা আলোচনা দ্বারা সেরূপ বস্তুর সহিত অপর যাবতীয় বস্তুর সেব্যসেবক সম্বন্ধের সঙ্গতি বুঝিতে পারা যায় না। যদি ভগবানের সহিত সর্ব্বতোভাবে দাস্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া তদ্দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত সত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-সংরক্ষণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ও নিজের স্বরূপের সম্পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধির আবশ্যক হইয়া পড়ে।

'কে ?' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, "তুমি কৃষ্ণদাস,—তুমি কৃষ্ণের স্বপুত্র, স্বভৃত্য, স্বকলত্র নহ। তুমি স্বরূপে কৃষ্ণশক্তির তটস্থপ্রভাব-পরিণত বিভিন্নাংশ অনুচিৎ ভাবসমূহের অন্তর্গত। তুমি স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতার বিনাশচেষ্টা দ্বারা তোমার বাধাবদ্ধ হইবার যোগ্যতা আছে এবং তজ্জন্যই তুমি বর্ত্তমানে মায়াবদ্ধ।"

কিন্তু 'কৃষ্ণের দাস' এই সংবাদ শ্রবণ হওয়া মাত্র কৃষ্ণের সহিত তোমার সম্বন্ধের স্বরূপ তুমি উপলব্ধি করিতে পার [illegible] দাস হইয়া তোমার যে সমুদয় নিজের অভিমান অহরহঃ উদিত হইতেছে, কৃষ্ণ-দাস্যকেও তাহাদেরই অন্যতম [illegible] করিয়া তুমি কৃষ্ণদাস্যের [illegible] ছলনায় প্রাকৃত সৎক্রিয়া, [illegible] নির্ব্বিশেষপর যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি হইয়া পড়িতে বাধ্য।

হঠাৎ ভক্ত হইয়া পড়িবার দরুণ হইলেই তোমার এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য হয়। তোমার এইপ্রকার দুর্ব্বিসন্ধি নিবৃত্ত করিবার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধিনিষেধের ব্যবস্থা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। মিছাভক্ত দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধিনিষেধের [illegible] তাহারা এড়াইতে পারে নাই [illegible] ছলনায় জগতের সমুদয় ভোগ [illegible] করিতে [illegible] কবলিত হইয়া [illegible]

কৃষ্ণসেবারূপ [illegible] বিমুখ হইলেই জীব [illegible] জড়ীয় উপাধিগ্রস্ত হয়। তখন জীব ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিকারে স্বীয় উপাধিগত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য আবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়। রিপুষট্কে [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিকতর [illegible] দুষ্প্রবৃত্তি তখন তাঁহার [illegible] হয়। তত্ত্ব-[illegible] গ্রহণ না করিলে সমাজের [illegible] এড়াইবার উপায় নাই। [illegible] জীবমাত্রেরই [illegible] স্বাভাবিক বদ্ধ অবস্থাতেও আমাদের স্বরূপের [illegible] একেবারে নষ্ট হয় না, [illegible] হয় মাত্র। জড়ভোগ-বাসনা উদিত হইলে কৃষ্ণদাস্য অভিমানকে আমরা ভুলিবার চেষ্টা করি এবং ভোগবাসনা অত্যন্ত প্রবল হইলে লোক ঠকাইবার [illegible] কৃষ্ণদাসের [illegible] কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হইতে দ্বিধাবোধ করি না। কিন্তু সেবাবিহীন জীবন কখনই আমাদের স্থায়ী সত্তা সাধন করিতে পারে না।

কৃষ্ণবিমুখতার হাত হইতে [illegible] হইবার একমাত্র উপায় কৃষ্ণের স্বরূপ-অনুভূতি লাভের জন্য [illegible] অবলম্বন করা।

শ্রীচৈতন্যলীলা [illegible] দ্বারা [illegible] ক্রমশঃ সেবোন্মুখ-চিত্তবিশিষ্ট হইয়া [illegible] [illegible] হয়। শ্রীচৈতন্য-লীলা [illegible] কৃষ্ণজন্মলীলা [illegible] বিচার [illegible]।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম [illegible] কৃষ্ণের [illegible] হয়। শ্রীচৈতন্যলীলা [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলার [illegible] বসুদেব-দেবকী, [illegible] প্রাকৃত পিতামাতা [illegible] কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণদাসের [illegible] কৃষ্ণ [illegible] ভাবের [illegible] হয়। শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা [illegible] না। হিন্দু-সমাজের [illegible] কৃষ্ণবিরোধী [illegible] ব্যক্তি কৃষ্ণজন্মতিথির সেবার [illegible] এইরূপ [illegible] করিতেছে। ইহা [illegible] পরিত্রাণের বিষয় আর কি হইতে পারে

সর্ব্ব মহা-গুণ-গণ বৈষ্ণব-শরীরে । কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়েও তাৎকালিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের পারমার্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার দোহাই দিয়া কৃষ্ণদাসের সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের অধিকতর সুযোগ-অন্বেষণরূপ সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত কাপট্যনাট্য তখনও মায়ার রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাকট্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকাল হইতেই শ্রীমহাপ্রভুর নামে বহু অসৎ মতবাদ এবং কদাচার 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি প্রবল আক্রমণ হইয়াছিল। পাষণ্ড ধর্ম্মমতসমূহের আবির্ভাব উৎস্থান শ্রীগৌরলীলার একটি সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। পার্ষদগণ তাঁহার প্রতি পাশবিক বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই এবং তাহাদের হৃদয়ে অনুশোচনার উদয় করাইবার জন্যই শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার অভিনয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর নিত্য ব্যাপার বিশেষ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা পাঠ করিলে আমাদের বর্ত্তমান বিচার-শক্তির সাহায্যেও শ্রীকৃষ্ণজন্ম-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় একপ্রকার অবগত হইতে পারা যায়, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। নন্দ-যশোদা, বসুদেব-দেবকীর আখ্যান হিন্দু শিশুমাত্রের নিকটই ন্যূনাধিক সুপরিচিত। অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণজন্ম কিরূপে সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইতে পারে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত পারমহংস্য-ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম সমস্যা।

যাহা প্রাকৃত ভাষায় ব্যক্ত হইবার যোগ্য, তাহা সুতরাং প্রাকৃত বিচারগ্রাহ্য, এরূপ তর্ক উত্থাপন করা স্বাভাবিক; আবার "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥" এই প্রামাণিক সিদ্ধান্তও যত্নপূর্ব্বক অনুধাবনযোগ্য। ইহার একটিকে বাদ দিয়া অপরটি বুঝিতে পারা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে প্রয়াণ করিবার পরে শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যরূপে শ্রীকৃষ্ণই জগতে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকেও যেরূপ কংস, শিশুপাল ও তাহাদের অনুচরগণ অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি দেখিয়াও দেখিতে পায় নাই, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াও " .. ..কাব্যে বুদ্ধিনাশ। নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ।" আমার পারম্পর্য্যে শ্রীসদ্গুরুর একান্ত আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অপ্রাকৃত বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি হইতে পারে না।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

শ্রীগুরুতত্ত্ব ভালরূপ আলোচনা না করিলে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যের অভিনয় মাত্র দ্বারা কৃষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে না।

শ্রীমহাপ্রভু মূল গুরুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রভু। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলা-বৈশিষ্ট্য আলোচনা দ্বারা শ্রীগুরুতত্ত্বের স্বরূপ অনর্থ অপগমে ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্তে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। তখন শ্রীগুরুদেবের সহিত আমাদের পারমার্থিক সম্বন্ধ অর্থাৎ গুর্ব্বানুগত্যধর্ম্মে বাস্তব অনুশীলনধারা ফলস্বরূপ কৃষ্ণসেবা-লাভ সম্ভব হয়। শ্রীগুরুসেবা ও কৃষ্ণ-সেবায় কোন প্রভেদ নাই। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যেই কৃষ্ণসেবা সম্ভব। সুতরাং গুর্ব্বানুগত্য কেবল সাধক অবস্থার উপায় মাত্র নহে। উহাই সিদ্ধাবস্থায় উপেয়-স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেবোন্মুখ সাধককে কৃপা করেন। তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে মুকুন্দের কৃষ্ণসেবার মূলাশ্রয়। সাধক ও সিদ্ধ কোন অবস্থাতেই শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আলোচনা-মুখে অনুষ্ঠিত না হইলে উহা প্রাকৃত বাসন মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-কীর্ত্তন-দ্বারা চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। তখন গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্ভব হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুমুখকীর্ত্তিত নামরূপে সাধকের কর্ণদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ে স্বীয় নিত্যজন্মলীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দান

—:—

[শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, বাদ-কাব্য-পুরাণতীর্থ]

তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং
সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে
ভাগবত-স্বরূপম্॥
(পদ্ম-পুরাণ)

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, অপার-সংসার-সাগর পার হইবার সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি।

অনাদিকাল হইতে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক অবতার স্বতঃপ্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত আছেন। তিনি আমাদের শ্রীগোবিন্দের অভিন্নবিগ্রহ। স্বয়ং ভগবান্ নিজে এবং তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট, কৃপাবিষ্ট অথবা স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহগণের অন্তর্ভুক্ত ভগবৎপার্ষদবর্গ শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা যুগে যুগে জগতে বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেবোন্মুখকে অযাচিত কৃপা করিবার জন্য নিজেই নিজের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতবিরোধী অসুরপ্রকৃতির অনেক স্মার্ত্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মিছাভক্ত প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অস্তিত্বকে জগৎ হইতে লোপ করিবার জন্য কালে কালে বহু চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণাভিন্নবস্তু অপ্রাকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধ করিতে যাইয়া উহারা নির্ব্বিশেষগতি লাভ করিয়াছে এবং চিরতরে আত্মঘাতী হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্যপ্রকাশ এবং ভাগবত-বিরোধিগণের অসত্য নিরাস জন্য চারিসম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং তদনুগামী মহাজনগণ বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি এই শ্রীমদ্ভাগবতেরই একমাত্র সমাদর ও সর্ব্বত্র আচার-প্রচারের শিক্ষা দিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী গোস্বামিবর্গ, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ গৌরকৃষ্ণপার্ষদবর্গ তাঁহাদের প্রকটকালের সমগ্র জীবনের আচার-প্রচারে, ভাব-ভাষায় সর্ব্বত্র শ্রীমদ্ভাগবতের সেবাই প্রচার করিয়াছেন। অনন্তদেব অনন্তমুখেও যে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অন্ত পান না, সেই শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস মাদৃশ অনর্থগ্রস্ত, অল্পবুদ্ধি, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে কেবল যে ধৃষ্টতা মাত্র তাহা নহে, অধিকন্তু দুঃসাহসিকতাও বটে। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্রাট্, স্বয়ং-প্রকাশবস্তু। তিনি কাহারও কোন বস্তু দ্বারা প্রকাশযোগ্য নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমাপ্রসঙ্গরূপ কার্য্যের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের সেবায় মাদৃশ পতিত জীবের কোনও জন্মে যোগ্যতা-লাভ হইতে পারে, এই আশায় "আবৃত্তি-রসকৃৎ-উপদেশাৎ", 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্য এবং 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই মহাবাক্যকে শিরোধার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ সেবাপ্রয়াসের প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। নূতন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞাপিত করিব, এমন ঔদ্ধত্য যেন, আমার না হয়। শ্রৌতবাণীর শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন যেন একমাত্র সম্বল হয়—ইহাই বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় 'গরুড়পুরাণে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে কলিযুগপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতবিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি—

"তাঁর (ব্যাসের) সূত্রের অর্থ কোন জীব
নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে
ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সেই যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা॥
'এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥'
চারিবেদ, উপনিষদে যতকিছু হয়।
তা'র অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক'মত॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৯০-৯৮)

শ্রীমদ্ভাগবত যে গায়ত্রীর ভাষ্য, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
"সত্যং পরং"—সম্বন্ধ, "ধীমহি"—
সাধনে প্রয়োজন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৫০)

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ
স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি
যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র
ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং
ধীমহি॥
(ভাঃ ১।১।১)

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অন্বয়ব্যতিরেক-দ্বারা বিচার করিলে যিনি

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়। তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝায়

সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম তত্ত্ব অর্থাৎ 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থিরীকৃত হন, যি নি একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্র-রাজা, যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহাতে দেবগণেরও মোহ জন্মিয়া থাকে, যেরূপ তেজ, জল ও মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্তে অন্য বস্তু-জ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ জড় ধর্ম যাঁহাতে অসম্ভব, সেই নিত্য-কুহক-শূন্য পরম-সত্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।
(ভাঃ ১।১।২)

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকাশিত; ইহাতে নির্মৎসর অর্থাৎ সর্বভূতে দয়া-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরম ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান-প্রদ। ইঁহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

'কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ' শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবত 'যে বেদার্থ-পরিবৃংহিত' অর্থাৎ বেদকল্পতরুর প্রপক্ব-ফল, তৎসম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
(ভাঃ ১ম স্ক, ১ম অঃ ৩য় শ্লোক)

হে ভগবৎ-প্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুক-মুখ হইতে বিগলিত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে বেদ্যার পৃথিবীতে অখণ্ড-রূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দময়, ত্বক্-অষ্টি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশ-রহিত অমল পান-যোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্প-তরুর প্রপক্ব ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।

"যস্ত ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু
পদে পদে॥"
(ভাঃ ১ম স্ক, ১ম অ, ১৯শ শ্লোক)

আমরা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণের বিক্রম যত শুনিতেছি, ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃষ্ণোপশমরূপ তৃপ্তি হইতেছে না; কেন না, রসজ্ঞ শ্রোতৃগণের কৃষ্ণকথায় পদে পদে স্বাদের উদয় হয়।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হইতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার।
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ ১৪৬)

চতুঃশ্লোকীতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি-পাদ্য সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চতুঃশ্লোকীর যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ 'আমি ত' হইয়ে।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে।
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১০৮-১১০)

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥" (ভাঃ ২।৯।৩২)

"সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও এক-মাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

"অহমেব"-শ্লোকে 'অহম্'—তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্যবিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার॥
যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে।
তারে তিরস্কারিবারে করিলা নির্দ্ধারণে॥
এই সব শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস'।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার 'অনুভব'।
এই 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব কহিলুঁ, শুন আর-সব॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১১২—১১৬)

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
(ভাঃ ২।৯।৩৩)

বাস্তব প্রয়োজনতত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত—যে প্রকার দুইটী চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যে-প্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে—আভাস ও অন্ধকার দর্শন বিনা জ্যোতির্ময় বস্তু দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস এবং অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না। অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্তৃসত্তায় জ্যোতির্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নাই। তদ্রূপ ভগবান্ ও তাঁহার মায়া ভগবান্ জ্যোতির্ময় বস্তু, তাঁহার দ্বিবিধ —আভাসস্থানীয়া জীবমায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণমায়া। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবৎস্বরূপ-প্রতীতিতে জীব ও মায়ার প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতীতিতেও ভগবৎ-প্রতীতি নাই।

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার॥
'ধর্ম্মাদি' বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১১৮-২০)

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র
সর্বদা॥" (ভাঃ ২।৯।৩৫)

যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা এই বিষয়ের বিচার পূর্বক যে বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা নিত্য, তাঁহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য,—প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধন-ভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্গুরুচরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধিনিষেধ শিক্ষাপূর্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

আমাতে যে 'প্রীতি', সেই 'প্রেম'—
'প্রয়োজন'।
কার্য্যদ্বারে কহি তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১২২-২৩)

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
(ভাঃ ২।৯।৩৪)

যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে বাহিরে বর্ত্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্বভূতে সত্তাস্বরূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজ-মান ও ভক্তগণের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য,—ক্ষিতি-জল তেজো-বায়ু ও আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল জগৎকে প্রকাশ করত তাহার উপকরণরূপে অবস্থিত হইয়াও মহা-ভূতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, [illegible] পরমেশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি ও [illegible] জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে [illegible] ব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ স্বীয় চিন্ময় [illegible] চিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। [illegible] চিদ্বিগ্রহের 'করণপর্যায়' [illegible] ভক্ত-প্রেমযোগে তাঁহার [illegible] আস্বাদন করেন, ইহাই [illegible]।

এই চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভগবত্তত্ত্ব, [illegible] [illegible] প্রথমে তিনি [illegible] ভগবানের নিত্যস্বরূপের পৃথগবস্থান এবং জীবগণের তাঁহার চরণ-প্রাপ্তিক্রমে মহাপ্রেম-সম্পত্তিরূপ পরম-প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'এতাবদেব' শ্লোকে সেই পরমপ্রয়োজন লাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ সাধনভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধন ভক্তির [illegible] প্রাপ্তি-সাধক বিধি-সকলকে [illegible] 'অন্বয়' বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে। [illegible] বাধকরূপ প্রতিকূলাচরণ [illegible] নিষেধ মধ্যে পরিগণিত করিয়া ব্যতিরেক-শব্দে উক্ত করা গিয়াছে। সাধনতত্ত্বের নাম 'অভিধেয়' অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিক্রমে যে উপদেশ লব্ধ হয়, তাহাই অভিধেয়।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড, একবিংশ অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে যখন ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর [illegible] ব্রহ্ম-চারী, মোক্ষকামী এবং [illegible] অধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত [illegible] পণ্ডিতকে 'বৈষ্ণবাপরাধের [illegible] ভাগবত অধ্যাপনকারী এবং ভাগবতে [illegible] বলিয়া [illegible] করিয়া [illegible]। এমনকি, পণ্ডিতের [illegible] ভাগবতের বক্তা [illegible] গ্রন্থখানি খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভক্তবৃন্দের অনুরোধে [illegible] হইতে তিনি বিরত হন। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিবার উপযুক্ত কে

এবং ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত কিরূপ ব্যক্তিকে কৃপা করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দান কৃষ্ণপ্রেম কোন্ স্তরের ভক্ত লাভ করিতে পারেন, তাহাও পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে,—"সে অধম কিছুই না জানে"
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়।
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।২০, ১৩-১৪)

কৃপাবতার শ্রীগৌর - নিত্যানন্দের অহৈতুকী করুণা যে নিষ্কপট সেবকের প্রতি হইয়া থাকে, তাঁহারাই তাঁহাদের কৃপাস্বরূপে ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবতের সেবা-সুযোগ লাভ করেন।

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৭-১০০)

অচিন্ত্য ভগবদভিন্নতত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপা কস্মিন্‌কালেও হইবে না, যদি আমরা ভক্তভাগবতের অর্থাৎ মহাভাগবত গুরুর পাদপদ্মে শরণাগত না হই। যাহারা আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে আগত ভক্তভাগবত মহান্তগুরুর কৃপাকে উপেক্ষা করিয়া নিজের অহঙ্কারে ভাগবত বুঝিয়াছি মনে করে বা বুঝিবার জন্য প্রয়াস পায়, তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বঞ্চনায় পতিত হইয়া মৎসর ধর্ম্মবশে গুরুবৈষ্ণবের দ্রোহাচরণ করিয়া রৌরব নরকে পতিত হয়। যাঁহাদের জীবন মূর্ত্তিমান ভাগবত, তাঁহাদিগের কৃপা ব্যতীত কোন জন্মেও গ্রন্থ ভাগবতের কৃপালাভ হইবে না। শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তসকল অবগত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে বহুগ্রন্থে তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন—

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকলই কহিলা।
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০৩)

শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি 'বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ হইয়াও আশ্রয়-বিগ্রহ বা মহাভাগবত-শিরোমণির লীলা করিয়াছেন। তিনিই সাক্ষাৎ

সম্বন্ধের সাধন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ]

বদ্ধ অবস্থায় বহির্ম্মুখতাই জীবের স্বভাব। বদ্ধজীব গুরুস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। নিজস্বধবাঞ্ছা কখনও ভোগপর, কখনও বা ত্যাগপর হইয়া তাহাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখে। ভোক্তা সাজিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে সে নিজেই তাহার ফল আস্বাদন করে, আবার কখনও বা ত্যাগী হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি করিয়া নিজেই মুক্তাভিমানী হয়। এই উভয় বিচারে সে নিজেই ফলপ্রার্থক। ফলটা যখন সম্পূর্ণভাবে জীবের নিজের প্রাপ্য হয়, তখনই সে বদ্ধ। কৃষ্ণকে বঞ্চিত করিয়া নিজে ভোক্তা সাজিবার নামই স্বরূপ-ভ্রান্তি। এই বিরূপতার নামই বদ্ধদশা। এই অবস্থায় নিজের সেবকরূপতা এবং কৃষ্ণের সেব্যরূপতা জ্ঞানের অভাব হয়। কৃষ্ণ—ভোক্তা, জীব—ভোগ্যতত্ত্ব, এই বিচারের অভাবই বন্ধন। মায়াবদ্ধজীব শ্রীমদ্ভাগবত বিগ্রহ। অতএব তাঁহার দানকেই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ধন্য হইব। আমরা স্ব-স্ব চেষ্টাবলে যদি অপ্রাকৃত প্রেমরসময়-তনু ভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতকে জানিয়া লইতে চেষ্টা করি অথবা অজ্ঞতাবশে বিসর্গের পাণ্ডিত্য শিখিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অথবা মোক্ষলাভের আশায় যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনে করি, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে অপরাধ হইবে এবং তৎফলে অপরাধযুক্ত হইয়া কোটি কোটি জন্ম ধরিয়া ভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের লেশও উদয় হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের যে মাধুর্য্যময় স্বরূপ, তাহা ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত কখনও উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-দানই অবদান শ্রেষ্ঠ পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের দান। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঔদার্য্যলীলা যেরূপ ভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অনুসরণীয় হউক।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই শ্রীচৈতন্যের মহাবদান্য লীলা। ঐকান্তিক শরণাগত মুক্তকুলই শ্রীমহাপ্রভু-প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দান-গ্রহণে সমর্থ।

ভক্ত সকলকে উলট-পালট করিয়া নিজে সম্ভোক্তা সাজিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের যাবতীয় বৈভবকে ভোগ্যবুদ্ধি করে—ফলে এই মায়ার সংসার লাভ।

সংসারবদ্ধ জীব কেবল বিরূপতারই পুষ্টি সাধন করে। ভোক্তৃত্বের অভিমান তাহাকে স্বরূপের বৃত্তি হইতে ক্রমশঃ দূরে লইয়া যায়।

এই বিরূপতার বশে সে কর্ত্তা, ভোক্তা ও প্রভু সাজিয়া বসে। স্বরূপে যাহার দাস্য, সে যদি প্রভু হয়, তবে তাহার ক্রিয়াকলাপগুলি কেবল বিপরীত ফলই প্রসব করিবে। তাই তাহার সদ্বিচার পদে অসুবিধা। মঙ্গলের মুখ আর সে দেখিতে পায় না। বিরূপের বিচারে অবস্থিত হইয়া সে যাহা ভাল বলিয়া করিতে যায়, তাহা মন্দ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই অবস্থায় তাহার গুণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। তাহার সব কর্ম্মই দোষ। বিরূপস্থ জীবের কর্ম্মগুলি শুধু বন্ধনকে দৃঢ় করে। এইজন্য পুণ্যলালসায় সে যে সৎকর্ম্ম করিতে যায়, তাহা তাহার অসৎকর্ম্মের ন্যায়ই বন্ধনের হেতু হয়। এইরূপে সংসার-পাকে পড়িয়া তাহার জন্মের পর জন্ম শুধু ঘুরিয়া বেড়ান সার হয়।

এইরূপে বিমুখ জীব যখন ভাগ্যক্রমে কোনও স্বরূপস্থ মহাজনের কৃপায় নিজের দুরবস্থার কথা বুঝিতে পারে, তখনই তাহার শুভদিনের উদয় হয়। মহাজন সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার বন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করেন। যে বন্ধন অষ্ট পাশে বদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে অসাড় করিয়া তুলিয়াছিল, স্বরূপের কথা-শ্রবণের ফলে তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। মহাজন তাহার বিরূপতার গ্রন্থি খুলিয়া তাহার বন্ধনের ছুটী করিয়া দেন। স্বরূপ ভুলিয়া থাকাই জীবের অমঙ্গলের কথা। স্বরূপের উদ্বোধনেই পুনঃ মঙ্গলের সূত্রপাত। জীব নিজের দুর্বুদ্ধিবশতঃই আত্মভোলা হয়। আবার আঘাত পাইয়া সুবুদ্ধির উদয় হইলেই সাধুর দর্শন-ক্রমে সুহৃতা লাভ করে।

বিরূপগ্রস্ততাই বন্ধন, স্বরূপস্থ হওয়াই মুক্তি। বিরূপতা হইতে স্বরূপতার অভিমুখে যে অভিযান, তাহারই নাম সাধন। চেতনবৃত্তির অপব্যবহার করিয়াই বিরূপতা সে নিজেই আবাহন করিয়াছে। স্বরূপস্থ হওয়ার বিচারও তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। "আমি আমার মঙ্গল চাই" এই কথাটি তাহাকেই সরলভাবে বলিতে হইবে। তাহার চাওয়াটি এইরূপ নির্ম্মল হইলেই মঙ্গলের সূচনা হইল। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের নিকট কৃষ্ণ দয়া করিয়া গুরুরূপে উপস্থিত হ'ন। গুরুদেবের সঙ্গফলে তাহার সাধনক্রিয়া আরম্ভ হয়। সদ্ধর্ম্মে প্রপত্তি অর্থাৎ আশ্রয়। এই কার্য্যটী জীবকে নিজেকেই করিতে হইবে। আশ্রয় লইবার বিচার বরণ করিতে না পারিলে সাধন আরম্ভ হয় না। গুরুপাদাশ্রয়ের সহিতই সাধনের সূত্রপাত।

গুরুদেবের নির্দ্দেশেই সাধন সম্ভব। বদ্ধজীব নিজে যাহা করিতে যায়, তাহা সবই ভুল। তাহার বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি তাহাকে কেবলই স্বরূপতার বিচার হইতে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার দিক্ হইতে অন্তরে লইয়া যায়। বদ্ধদশার এই স্বাভাবিক বহির্ম্মুখতা বস্তুতঃ অস্বাভাবিক। জীবের যথার্থ স্বাভাবিক বৃত্তি কৃষ্ণ-সেবা, কেননা স্বরূপতঃ সে কৃষ্ণের দাস। বদ্ধজীবের এই অস্বাভাবিক বহির্ম্মুখ-প্রবণতাকে কৃষ্ণসেবোন্মুখতার অভিমুখে লইয়া যাইতে পারেন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব। তিনি স্বরূপস্থ আছেন। সুতরাং বিরূপস্থকে সুস্থতার দিকে ফিরাইয়া দিতে তিনিই সমর্থ। এইজন্যই সদ্‌গুরুদেবের নির্দ্দেশ ব্যতীত অসুস্থ বদ্ধজীব পুনঃ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। বদ্ধজীব বিকারগ্রস্ত। তাহার এই বিকৃতিকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব যে-সব কার্য্যপ্রণালীর ব্যবস্থা করেন, তাহা অনুসরণ করার নামই ভক্তি-সাধন। এই সাধনগুলি বদ্ধজীবের আশ্রয়ীয় বিরূপস্থ জীব কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি কতকগুলি উপাধি জুটাইয়াছে। বদ্ধভূমিকায় এইগুলির সঙ্গ হইতে সে কিছুতেই নিজকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এইগুলির পরিচালনা তাহাকেই করিতে হয়। এইজন্য মহাজনগণ কৃষ্ণেচ্ছায় সাধনভক্তিরূপ কৌশলটী তাহার জন্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তোমার হাত, পা, নাক, কান, চোখগুলি ত' একটা না একটা কার্য্য করিবেই—বর্ত্তমানে সেগুলি কেবল তোমার নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নিয়োজিত আছে—ঐ গুলিকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য লাগাইয়া দাও—তাহা হইলেই ঐ গুলি তোমাকে কর্ম্মের মধ্যে ফেলিয়া তোমার বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারিবে না, পরন্তু কৃষ্ণসেবার অভিমুখী হওয়ার জন্য ঐ গুলি অন্তর্ম্মুখী হইয়া তোমার সুস্থতালাভের সহায়ক হইবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের কার্য্যে না লাগাইয়া কৃষ্ণতোষণের জন্য নিয়োগ করিবার যে প্রচেষ্টা, তাহাই সাধন-ভক্তি।

মহাজনগণ কৃপাপূর্ব্বক যে চতুঃষষ্টি ভজনের কথা বলিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নহে, শুধু বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে

কৃষ্ণ কহে,—আম্র ত্যজে মাগে বিষয়-সুখ। অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবহৃদয়েই নিরস্তকুহক স্বপ্রকাশ বাস্তবসত্য কৃষ্ণপাদপদ্ম নিত্য প্রকটিত। তিনি কৃষ্ণ-দীক্ষাশিক্ষাপ্রদাতা গুরুদেবরূপে তৎপাদমূলে শরণাগত যাঁহাকে কৃপা পূর্ব্বক দীক্ষা প্রদান করেন, তিনিই গুরু-কৃপা-বলে তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্মাবির্ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।" কৃষ্ণ প্রসন্ন হন। নচেৎ কৃষ্ণের প্রসন্নতা-লাভের আর উপায়ান্তর নাই। "দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।"—এরূপ আত্মসমর্পণ-বিচারে ব্যলীকতা থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্ব্ব্যলীক কৃপালাভে পরাঙ্মুখ হইয়া কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হইতে হয়। যেখানে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের বিচারে কপটতা প্রবেশ করিয়াছে, গুরু-পাদপদ্মে উচ্চ বা নীচজাতি বুদ্ধি রূপ পিহিত্য দুরত্যয় [illegible] বহু কপাটাবদ্ধ [illegible] লৌহকীলকযুক্ত [illegible] শ্রাবন্ধ [illegible]। আর শুধু তাহাই নহে, চতুর্দ্দিকে কংসের বিকটাকৃতি প্রহরীসকল কারাগার পাহারা দিতেছে। [illegible] কংস বিনাশ করিয়াছে, সপ্তম গর্ভ [illegible] প্রকাশ তাহা হইতে একরূপ নিষ্কৃতি [illegible] কংস নিশ্চিন্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু "অষ্টম গর্ভ [illegible]

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠপ্রাঙ্গণে ভক্তগণ-পরিবৃত শ্রীশ্রীল গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যদেব

শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণ-ধন-প্রদাতা মহাবদান্য। তিনি কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, তাঁহার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলে—তিনি সুপ্রসন্ন হইলেই কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য যত্ন। বদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত জীব-এই ভক্ত্যঙ্গগুলি যাজন করিতে করিতে ক্রমশঃ স্বেন্দ্রিয়-পরায়ণতা হইতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরতার দিকে অগ্রসর হয়। শ্রীগুরুদেবের সঙ্কল্পে ক্রমশঃ তাহার অন্তর্ম্মুখতা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে, পরিশেষে উহা শুদ্ধকৃষ্ণসেবায় পর্য্যবসিত হয়। ভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপগুলি সাধক-অবস্থায় বিশুদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া সাধকের ভক্তি মিশ্রা ভক্তিই হইয়া থাকে, কিন্তু এই মিশ্রা ভক্তি ক্রমশঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্কল্পে শুদ্ধ সত্ত্বকে উদয় করাইয়া বিমলা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়।

বদ্ধজীবকে গুরুপাদ-পদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক এইসাধন-ভক্তিই অবলম্বন করিতে হয়। সাধন করিবার ফলে বদ্ধজীব তাহার ইন্দ্রিয়পরিচালনায় স্বীয় ভোগবুদ্ধিকে যতটুকু নিরস্ত করিতে পারিবে এবং তৎস্থানে গুরুকৃপায় যতটুকু কৃষ্ণভোগ-বিচারকে স্থাপিত করিতে পারিবে, ততটুকু তাহার সাধনের উন্নতি হইবে। এইরূপে গুরুকৃপায় সাধনের উন্নতিকল্পে জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি যখন নিজভোগবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণতুষ্টিপর হইবে, তখনই উহা নির্ম্মলতা লাভ করিবে এবং তখনই সাধনভক্তি ভাবভক্তির পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া তাহাকে সেবারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তখন বিকৃতপ্রভ জীব স্বরূপস্থ হইয়া স্বীয় শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হইবে। গুরুপাদাশ্রয়ে সম্বন্ধজ্ঞানের এই সাধনের ফলে সম্বন্ধাধি দেব কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে সেবায় অধিকার প্রদান করিবেন।

যদি অন্তর দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইতেছে, শ্রীগুরুদেবের অন্তর্য্যামিত্বে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, শ্রীগুরুদেবের প্রিয়-জনে শত্রুবুদ্ধি হইতেছে, গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যের দোহাই দিয়া অন্তরে অন্তরে স্বীয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভোগাকাঙ্ক্ষা অবাধে প্রশ্রয় পাইতেছে, শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণসেবার জন্য সাজ্জিত ধনসম্পত্তির Trustee থাকিবার পরিবর্ত্তে বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া তৎসমুদয় নিজেরা ভোগ করিবার সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিবার লালসা প্রবল হইতেছে, গুরুবর্গকে ও বৈষ্ণবপ্রাণকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠাতর্পণ সাধন মূল মন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, শ্রীগুরুদেবকে দিয়া নিজকে প্রচার করাইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করা হইতেছে, সেখানে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই কংসরূপে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বহুদূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছে।

অধোক্ষজ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ [illegible] জননীলা পরিগ্রহ করিবেন কেন? তাঁহার এমন কি অনিবার্য্য প্রয়োজন পড়িয়া গিয়াছে? তিনি কি বসুদেবের ন্যায় কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া জন্মাদি স্বীকার করিতে বাধ্য? আবার কংসাদি অসুর বহু চেষ্টা করিয়াও ত' তাঁহার জন্ম রোধ বা তাঁহার বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই? ভগবান্ তাঁহার আবির্ভাবের স্থানাস্থান কালাকাল বা পাত্রাপাত্রও ত' বিচার করেন নাই? তাঁহাকে পাইবার জন্য বসুদেবকে ত' যাগ যজ্ঞ ব্রত হোম জপ তপঃ প্রভৃতি কষ্টসাধনাড়ম্বর কিছুই করিতে হয় নাই? ঘটা বাজাইয়া অর্চ্চনাড়ম্বর-প্রদর্শনেরও ত' প্রয়োজন হয় নাই? কংস 'দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে'—অন্ধকার কারাগারে দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আর সেই কারাগারটি ছিল কি প্রকার? না—"দ্বারশ্চ সর্ব্বাঃ সংবৃতা করিবে' [illegible] কংস [illegible] সদর্প [illegible] আছে [illegible] কারা হইতে সন্তান লইয়া কেহ পলায়ন করিতে না পারে প্রহরিগণ সতর্কভাবে থাকিয়া পাহারা দিতেছে। কিন্তু হায়! কংসের সকল চেষ্টা [illegible] ব্যর্থ হইল! [illegible] বসুদেব দেবকীর [illegible] তাঁহাদের সেই কংস-কারাগারের দুঃখ নষ্ট [illegible] আবির্ভূত হইলেন। [illegible] কাল-পাত্রের তুলামূলক কোন বিচারই ত' সেই দৈবকী-পুরুষকে [illegible] করিতে পারিল না। [illegible] প্রধান [illegible] চাহি [illegible] না [illegible] করিয়া অমন [illegible] ভয়াবহ পোষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু [illegible] ভগবান্ ত' তাহার [illegible] মনোরথ [illegible] চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন—সে [illegible] পারে নাই, ভগবানের [illegible] অচিন্ত্য [illegible] করিয়া [illegible] বিনাশ [illegible] করিলেন। [illegible] ভগবানের [illegible] শক্তি [illegible] নাই

কালনেমি [illegible] কংস [illegible] উৎপাটিত করিবার জন্য দেবকীকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল বটে, কিন্তু বসুদেব যখন বুঝাইলেন - অষ্টমগর্ভ হইতে তোমার বিনাশ, দেবকী হইতে ত' তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই, তবে তুমি দেবকীকে হত্যা করিতে চাহ কেন? দুরাত্মা কংস তখন মন্ত্র-মুগ্ধবৎ দেবকী-বধ-সংকল্প হইতে নিরস্ত হইল। ভগবানের মায়া-শক্তি এ প্রকারেই বদ্ধ জীবের সর্ব্ববিধ বুদ্ধির অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন। কালনেমির দৌরাত্ম্যকে শ্রীভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা-দ্বারা এমনি করিয়াই ব্যর্থ করিয়া দেন! শ্রীভগবদ্ভক্তি

আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব

গীতা-ভোগের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণকারী কপট ত্রিদণ্ডী রাবণাদি অসুরের নিজ চেষ্টাই নিজ নিজ বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল-দন্তবক্রাদি অসুরকুল শ্রীভগবান্ এবং তৎপক্ষীয়গণকে জয় করিবার বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াও শেষে নিজেদের জালেই নিজেরা আটকাইয়া পড়ে, ইহা ধন-জনাদির অহঙ্কার-বলদৃপ্ত মানব বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না! ধন্য বহির্ম্মুখমোহিনী মহামায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী বঞ্চনা শক্তি!

কংসের সকল উদ্যম বিফলীকৃত করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি যখন কংসকারাগারে বসুদেবদেবকীকে তাঁহার পূর্ব্বপূর্ব্ব অবতারের (পৃশ্নিগর্ভ ও বামন) নিত্য মাতা-পিতা এবং তাঁহাকে তাঁহাদের নিত্যপুত্ররূপে স্মরণ করাইবার জন্য চতুর্ভুজ-শঙ্খচক্রগদা-পদ্ম-ধারী বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বসুদেব কৃষ্ণাবতার-মহোৎসবানুষ্ঠানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কই, কেহই ত' তখন তাঁহার সেই উৎসবানুষ্ঠানে বাধা দিতে পারিল না! বসুদেব ত' মানসে মহানন্দে দানধ্যানবহুল পুত্রজন্মমহামহোৎসব সম্পাদন করিলেন। বসুদেব-দেবকী উভয়েই পুত্রকে ভগবদ্দর্শনে স্তব করিতে লাগিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ স্নেহোদয়ে কংসভয় আসিয়া পড়ায় ভগবানকে অলৌকিক রূপ গোপন করিতে বলিলে ভগবান্ বাসুদেব দ্বিভুজ সদ্যঃ-শিশুর প্রায় বাৎসল্যরসিক রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর শ্রীভগবানেরই প্রেরণা-ক্রমে বসুদেব বালককে নন্দালয়ে নিরাপদে রাখিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হইয়া যেমন তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বাহির হইতে যাইবেন, অমনিই তাঁহার সম্মুখস্থ সকল বিঘ্ন অপসারিত হইল—শ্রীভগবানের যোগমায়াপ্রভাবে সুদৃঢ় লৌহকীলযুক্ত শৃঙ্খল স্বতঃই অপসারিত হইয়া সুবৃহৎ কপাটসমূহ উন্মুক্ত হইয়া গেল—'স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত যথা তমো রবেঃ' অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা হইতেই দূরীভূত হয়, তদ্রূপ সেই দুর্ভেদ্য দ্বারসকল স্বয়ংই উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। এদিকে প্রহরিগণও যোগমায়াপ্রভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, মন্দ মন্দ মেঘগর্জ্জন সহকারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, ভোগিকুল এই অবসরে তমোগুণাক্রান্ত হইয়া মায়াপিশাচীর ক্রোড়ে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন, বসুদেব কিন্তু চলিয়াছেন ব্রজের পথে তাঁহার প্রাণাধিকপ্রিয়তম তনয়কে বুকে করিয়া নন্দালয়ে রাখিবার জন্য। ভক্তসৎ এই প্রকারে ভগবৎ-সেবাচেষ্টায় সর্ব্বদাই উন্মুখ। শ্রীঅনন্তদেব যিনি অনন্তদেহে তাঁহার প্রাণপ্রভুর সেবায় সতৃষ্ণ, তিনি তাঁহার প্রভুর সেবককে প্রভু-সেবায় সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন, তাই অনন্তদেব কারাগার হইতেই আরম্ভ করিয়া তাঁহার সুবিস্তৃত ফণাদ্বারা কৃষ্ণ ও বসুদেবকে বারিপাত হইতে রক্ষা করিতে করিতে বসুদেবের অনুগমন করিলেন। উত্তালতরঙ্গ, বারিবর্ষণহেতু প্রবল স্রোতোবেগ ও ভয়ানক আবর্ত্তসমূহে যমুনা অত্যন্ত আকুলা হইলেও সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে পরপারে গমনের পথ প্রদান করিয়াছিলেন, আজ যমুনাও সেইপ্রকার বসুদেবকে পথ প্রদান করিলেন, ভক্তসৎ সেবকপ্রবর বসুদেবের অকৃত্রিম সেবা-সঙ্কল্পমাত্রেই সকলই অনুকূল হইয়া গেল। বসুদেব বেশ জানিতেন, তাঁহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ সুকঠিন অর্গলবদ্ধ কারারুদ্ধ, তথাপি কৃষ্ণ-সেবা-সঙ্কল্প হইতে বসুদেবকে কেহই বাধা দিতে পারে নাই, সেবার প্রতিকূল অবস্থা সমূহ চিন্তা করিয়াও বসুদেব বিন্দুমাত্র ব্যাকুল বা হতাশ হন নাই। "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ" এই শরণাগতিই তাঁহার সেবার বিচার। আমরা সেবার কার্য্য উপস্থিত হইলে প্রথমেই তৎপ্রতিকূল অবস্থাগুলি কল্পনা করিয়া হতাশ হইয়া পড়ি, তাই উন্মুখতোষিণী যোগমায়ার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিমুখ-মোহিনী মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাই। শ্রীবসুদেবের কৃষ্ণসেবাদর্শ অনুসরণ করিলে শ্রীবসুদেব-কৃপায় কৃষ্ণ আমাদিগের ব্রজে নন্দালয়ে গমনের সকল বিঘ্ন অপসারিত করিবেন। বসুদেব নন্দালয়ে গমন করিয়া ও চিচ্ছক্তি যোগমায়া প্রভাবে নন্দালয়ের সকলকেই নিদ্রিত দেখিয়া, শিশুকে অবাধে জননী যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে তাঁহার যোগমায়ারূপিণী কন্যাকে গ্রহণ করিয়া কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেই কন্যাকে দেবকীর শয্যায় স্থাপন করিয়া নিজ পাদযুগলে পুনরায় লৌহময় শৃঙ্খল ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধভাবে অবস্থিত হইলেন। মা যশোদাও কৃষ্ণের লীলাশক্তি-বলে নিদ্রিতা হইয়া পড়ায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পুত্র কি কন্যা কিছুই জানিতে পারেন নাই। এদিকে দেবকী-ক্রোড়ে কন্যারূপী শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠিলে প্রহরিগণ জাগিয়া উঠিয়া কংসকে জানাইল। কংস দুষ্ট শিশুই তাহার মৃত্যুস্বরূপ জানিয়া তৎক্ষণাৎ কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইল এবং দেবকীর সকাতর নিষেধ সত্ত্বেও অতি নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে শিলাপট্টে নিক্ষেপ করিতেই সেই যোগমায়ারূপিণী কংসস্বপ্নমোহিনী কন্যা আকাশে অষ্টভুজা-রূপে প্রকাশিত হইয়া কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ওরে মূঢ়, যিনি তোর পূর্ব্বশত্রু ও বিনাশক, তিনি অন্য কোথায়ও উদ্ভূত হইয়াছেন।'

"কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥"

কংস এই বাক্য শুনিয়া প্রথমে একটু নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু রাত্রি-প্রভাতেই পুনরায় তাহার দুষ্ট মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাহার সকল নির্ব্বেদ দূর হইল। কংসের অসুর-মন্ত্রিগণ যোগমায়ার বাক্য শুনিয়া তখন পরামর্শ দিতে লাগিল—"মহারাজ! যদি আপনার অন্তক জন্মগ্রহণই করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা আপনার চিন্তা কি, আমরা পুরগ্রাম-ব্রজাদিতে "অনির্দশানির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্"—দশদিনের অনধিক ও অধিকবয়স্ক সকল শিশুকেই হত্যা করিব। আর দেখুন, দেবতারা যদিও আপনার শত্রু, কিন্তু তাহারা আপনার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত, তথাপি মহারাজ তাহাদিগকে উপেক্ষা করা যায় না, কেননা রোগ বা ইন্দ্রিয়গণকে প্রথম অবস্থায় নিগ্রহ না করিলে পরে তাহারা অত্যন্ত দুঃপ্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং আমরা এক উপায় স্থির করিয়াছি—এই দেবতাগণের মূল হইতেছেন বিষ্ণু, বেদপ্রসিদ্ধ সনাতনধর্ম্ম যেখানে, সেখানেই সেই বিষ্ণু অবস্থান করিয়া থাকেন; বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা ও দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদিই সেই ধর্ম্মের মূলস্বরূপ।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ॥
বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ॥

—সুতরাং হে রাজন্, আমরা সর্ব্বতোভাবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক তপস্বী এবং যজ্ঞের হবিঃপ্রদায়িনী ধেনুগণকে বিনাশ করিব। ব্রাহ্মণ, ধেনু, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, সহিষ্ণুতা ও যজ্ঞ এই সমস্ত বিষ্ণুর শরীর। এই সকলের অন্তর্যামী বিষ্ণু দৈত্যগণের শত্রু ও দেবতাগণের নায়ক। ব্রহ্ম-মহেশ্বর-প্রমুখ সকল দেবতা সেই বিষ্ণুকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রাহ্মণাদির হিংসাই সেই বিষ্ণুর বধোপায়।" কালপাশাবৃত দুর্ম্মতি তোজাধম কংস দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপে "ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে"—বিষ্ণুপাসক ব্রাহ্মণ-হিংসাই তাহার মঙ্গলোপায় বলিয়া মনে করিল। কংসাবেশে আসন্নমৃত্যু, তমোগুণবশতঃ হিতাহিতবিবেকশূন্য-চিত্ত রজঃপ্রকৃতি কংসানুচরগণ তখন "সতাং বিদ্বেষমাচেরুঃ"—সজ্জনগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। এই সজ্জনবিদ্রোহই সর্ব্বনাশের মূল। তাই শ্রীশুকদেব, মহারাজ-পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

—সাধুগণের উৎপীড়ন, উৎপীড়নকারীর আয়ুঃ সৌভাগ্য, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক, মঙ্গলসমূহ এবং সর্ব্ববিধ শুভবিষয় বিনাশ করিয়া থাকে।

আত্মেন্দ্রিয়তর্পণসাধনোদ্দেশে অপহৃত-বিবেক হইয়া যে সকল ব্যক্তি বর্ত্তমানে কংসাসুরের চিত্তবৃত্তির অনুসরণে শুদ্ধ বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদেরও ধ্বংস অনিবার্য্য; কৃষ্ণ স্বয়ং তাহাদের দণ্ড বিধান করিবার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। "দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা"—শ্রীভগবানের এই শ্রীমুখবচন অনাদর করিয়া ভুক্তি অপবার্গসাধনোদ্দেশে ঐ সকল রজস্তমোগুণ-তাড়িত অসুর-প্রকৃতি লোকসকল শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত "Will" বা মনোভীষ্টের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া—যাহা 'Will' নয়, তাহাকে 'Will' বলিয়া সাধুনিন্দা, গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রনিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধ অর্জ্জনপূর্ব্বক আসুরী-সম্পৎ লাভ করিয়া আত্মবিনাশ সম্পাদনে এবং তৎসহ জগৎক্ষয় সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে। (গীতার ১৬শ অধ্যায় এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।) শ্রীভগবৎপ্রণীত বাস্তবসত্যধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান্ স্বয়ং প্রকটিত হইয়া বা তাঁহার নিজজনের প্রাকট্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার বস্তু তিনিই রক্ষা করেন। 'কৃষ্ণের সংসারকে অগ্রে লুটিয়া খাইবার' স্পর্দ্ধা করিলেও সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু কৃষ্ণই তাহাতে বাধা দেন, কৃষ্ণ-ভোগ্যবিষয়ে ভোগবুদ্ধিকারী জনগণকে কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার স্থান হইতে বিতাড়িত করেন, কৃষ্ণকার্য্যবৈরের সকল উদ্যমই বিফল করিয়া দেন, চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণের চাতুর্য্যের নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও চাতুর্য্য স্থান পাইতে পারে না। ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময়-চক্রের নেমি কৃষ্ণের সুদর্শনচক্রের নিকট স্বতঃই বিশীর্ণ হইয়া যায়।

জন্মাষ্টমীর কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান বা উপবাসাদি পালন, লোকজন লইয়া হৈ চৈ করিলেই কৃষ্ণাবির্ভাব লীলা উপলব্ধির বিষয় হয় না। কৃষ্ণের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে হইলে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগত হইতে হইবে। কৃষ্ণেচ্ছায়ই সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেব জীবহৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অগ্রেই আবির্ভূত হন। ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী পাণ্ডবদ্বেষী দুর্য্যোধনাদির ন্যায় অসাধুগণকে শাসন করিবার জন্য শ্রীবলদেব 'পশূনাং লগুড়ো যথা' নীতি অবলম্বন করেন। শ্রীবলদেবপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত ব্যক্তিগণেরই কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হয়। যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-সেবার উপকরণ-সমূহ নিজেন্দ্রিয়তর্পণার্থ অপহরণ করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় বাধা-প্রদানকারী, তাঁহাদের জন্মাষ্টমী উৎসবাদি কেবল আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা মাত্র। ভগবান্ তাহাদের প্রতি কখন প্রসন্ন হইবেন না। কার্য্যবৈরীকে কৃষ্ণ কখনই কৃপা করিবেন না, তাহাদের বিগ্রহ-সেবা, পাঠ-কীর্ত্তন, প্রচারকার্য্যাদি, হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার অভিনয় 'কৃষ্ণ অন্নে বহু যাবে'। কৃষ্ণ কার্য্যবিদ্বেষীর সংহার সাধন করিয়াই নিষ্কপটভক্তহৃদয়ে তাঁহার জন্মাষ্টমীলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন।

—০:::০—

শ্রীনন্দকিশোরাষ্টকম্

—:•:—

(১)

নবনীরদ-সুন্দর-দিব্যনট'
তনুকুঞ্চিত-মেদুরপীতপটম্ ।
কুটিলালকভাসিতভালপুর'
ভজ নন্দ-কিশোর-রসজ্ঞবরম্ ॥

(২)

অসিতাম্বুজমঞ্জুলদিব্যদৃশং
মুখচন্দ্র-বিভাসিত সর্বদিশম্ ।
কুসুমোৎকরগুম্ফিত-মাল্যধরং
ভজ নন্দকিশোর-রসজ্ঞ-বরম্ ॥

কমলাম্বরভা-শতকোটা-রুচং
চিকুরোপরিচারুশিখণ্ডরুচম্ ॥
মদনার্বুদ সুন্দররূপধর'
ভজ নন্দকিশোর-রসজ্ঞবরম্ ॥

(৪)

মণিনূপুর-রাজিতপাদযুগং
ধৃত-বামকরাঙ্গুল-পর্বতনগম্ ।
ব্রজবল্লভমানসচিত্তকরং
ভজ নন্দকিশোর-রসজ্ঞবরম্ ॥

(৫)

শরণাগত-বৎসলমঙ্গলদং
সুরনায়ককালিয়দর্পভিদম্ ।
মৃদুমঞ্জুলহাস্য-কটাক্ষগিরং
ভজ নন্দকিশোর-রসজ্ঞবরম্ ॥

(৬)

অরুণাধররঞ্জিত-বংশীধরং
মুরলী-তরলীকৃত-গোপীকুলম্ ।
নিজ-গোধন-চারণ-কেলি-পরং
ভজ নন্দকিশোর-রসজ্ঞবরম্ ॥

(৭)

কনকাঙ্গদকৌস্তুভহারধরং
বৃষভানুসুতারতিবশ্যকরম্ ।
ভ্রমবেষ্টিত-যামুনতীরচরং
ভজ নন্দকিশোর-রসজ্ঞবরম্ ॥

(৮)

সরসীরুহকোমলপাণিপদং
বলধর্ষিত-দানবদুষ্টমদম্ ।
শ্রিত-সজ্জন-রক্ষণ-দক্ষতরং
ভজ নন্দকিশোর-রসজ্ঞবরম্ ॥

(৯)

নন্দকিশোরাষ্টকং সুললিতং
শ্রীগৌরকিঙ্কর-গৌর-রচিতম্ ।
সংসারসাগর-সুনিস্তারং
পাঠন্তু ভাবুকচিত্তহারম্ ॥

— — —

বসুদেব ও বাসুদেব

—:•:—

(শ্রী[illegible])

কংস-শাসন [illegible]-ঘের,
কঠিন কারাগার,
মৌন বেদন কাঁদছে বসে,
[illegible] চারিধার ।
(শুধু) [illegible]
প্রহর বাজে [illegible],
[illegible] 'নাঁ খিন',—
[illegible] ।
(আজি) [illegible] ভরা
কার, মধ্যরাত ।
[illegible] ।

শঙ্খ চক্র-গদ [illegible],
(এল পীত-বাসা [illegible],
[illegible],
[illegible] ।
[illegible], অনাথ [illegible],
[illegible] ।
[illegible]?
[illegible] ।
[illegible],
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।

(৫)

[illegible],
ব [illegible],

[illegible] ২৮শে শ্রাবণ, ২১শে জুলাই ; ১৯২৭ [illegible]
[illegible] মূর্ত্তি

(২)

দম্ভ [illegible] ঐ [illegible],—
বিরাট-বপু পাষাণ [illegible] রূপ,
(হায়) বধিবে সে সেবা ভগবান্ ।
(তাই) [illegible] কাঁদছে অপমান ।
বসুদেব আর দেবী দেবকী যে,
রেখেছে সে শিকল দিয়ে ঘিরে,
কংসের ঐ মোহের অন্ধকার,
জানে না সে, ভোগের [illegible]
তুর্ণ বেগে [illegible]-পানে খুঁজি ।
তাঁর [illegible] ।

(৩)

কঠিন কারার বাঁধন গেল টুটি'
একি আলো উঠল হাসে ফুটি',—
কোটি চাঁদের কিরণ ছানি' গড়া
দিব্য-মধুর কান্তি মনোহর ।

বসুদেবের [illegible],
[illegible] ।
[illegible],—[illegible],—
[illegible] ।
[illegible]?
ঐ [illegible] ।
[illegible],
[illegible],
[illegible],—
[illegible] ।
[illegible] কমল,
ধন্য [illegible] নয়ন-জল,
বসুদেবের [illegible]
বাসুদেব উদয় ।
ধন্য কৃপাময় ।

—:•:—

জয়ন্তি-উৎসব

[illegible]
উঠল [illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।
[illegible] ।
পূর্বাদি বাতাসে [illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible],
বন্দীরা গাহে জয়গান,
পরাণ মাতান কোন্ তান ।
[illegible] পুলকে সে গানের রবে
ব্রজ-পথে [illegible] চলে সবে,
যত গোপকুল গোপিকা সমাজ
[illegible] মান,
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ভগবান ।
চির-[illegible], [illegible],
[illegible] পরাণ ।
কেমনে [illegible] ।
[illegible] বসন ভূষণ
[illegible],
[illegible] ।
[illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible] আয়োজন ।
[illegible] ।
[illegible]
রচিছে [illegible] ।
[illegible],
[illegible]
[illegible] ।
নন্দভবনে [illegible]
[illegible] গোপাল-[illegible]
[illegible] ।
[illegible],
[illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible] হায় ।
জয়-[illegible] মধু স্বরে
[illegible]-পথিক পথ ধায়,
উচ্ছসিত [illegible]
[illegible] পদছায়;
গাহি গান এই [illegible] ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।　　তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরের কতিপয় দৃশ্য

ঊনত্রিংশ চূড়াযুক্ত শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির

পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির।

শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড

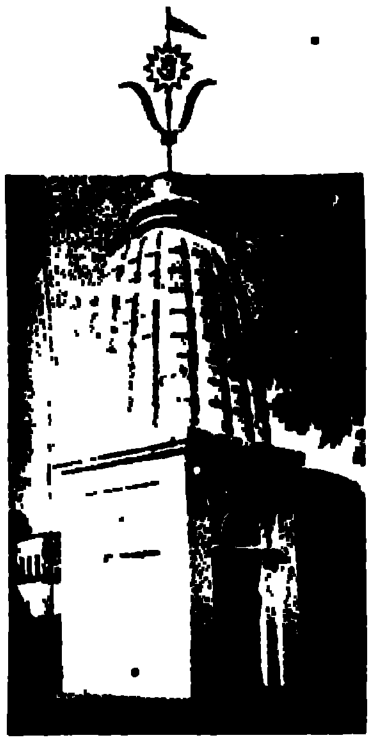

শ্রীযোগপীঠের ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দির

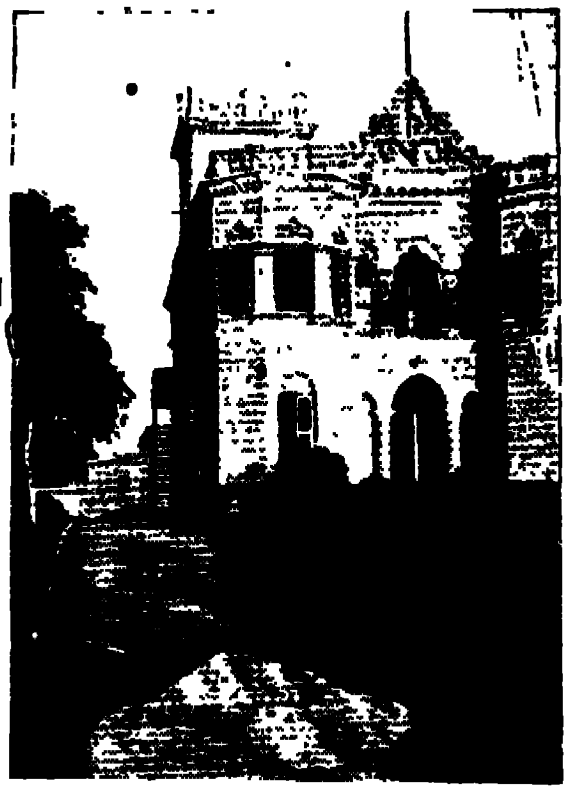

আচার্য্যমুকুটমৌলি পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের ভজনস্থলী শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন

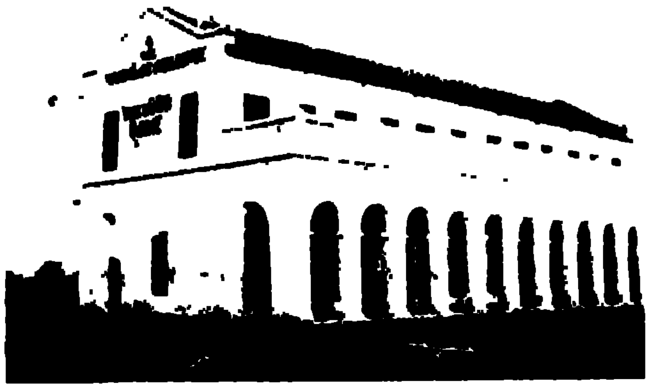

শ্রীগৌরোদয় স্থানে অবস্থিত আদর্শ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

চাঁদ কাজির সমাধি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৫৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

চীন-জাপান যুদ্ধের অবস্থা

গত ২৪শে আগষ্ট মিসেস্ চাপ বার্ড নামে একজন বৃদ্ধা আমেরিকান মহিলা "প্রেসিডেন্ট হুভার" নামক জাহাজে সাংহাই, হংকং ও ম্যানিলা হইয়া সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছেন। মিসেস্ বার্ড পিপিং ও সাংহাইতে বহুকাল ছিলেন; বর্ত্তমানে তিনি যুদ্ধের জন্য সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি বলেন,—"আমি যখন পিপিংএ ছিলাম তখন সেখানে যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। জরুরী কার্য্য ব্যতিরেকে কেহ নগর প্রাকারের বাহির হইত না। রাস্তাঘাটে সর্ব্বত্র মৃতদেহের কার্য্য দ্রুতবেগে চলিতেছে। স্থানে স্থানে বালির বস্তা স্তূপীকৃত করা হইয়াছে, সর্ব্বত্র সামরিক আইন জারী হইয়াছে। প্রত্যহ শত শত গৃহহীন, অন্নহীন নরনারী নিরাশ্রয় অবস্থায় নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে।

সাংহাইতে যুদ্ধারম্ভের পর আমি প্রায় এক সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। সেখানকার শোচনীয় দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। চতুর্দ্দিকে শুধু গৃহহারা নরনারীর ভিড়, তাহারা একবস্ত্রে অনাহারে বিচরণ করিতেছে। বাহির হইতে সাংহাইতে আসিতে দুটী পুল রহিয়াছে, উহার এক একটী পুলের উপর দিয়া দৈনিক ৩৫০০০ গৃহহীন ব্যক্তি সাংহাইতে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা খাদ্যাভাবে নিজেদের সন্তানদিগকে মাত্র ২।০ ডলারে বিক্রয় করিয়া নিজেদের খাদ্য সংস্থান করিতেছে। সাংহাইতে খাদ্যাভাব প্রবল হইয়াছে।

এই মহিলার নিকট আরও জানা গেল যে, চীনের সামরিক বিমান চালনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বহু আমেরিকান শিক্ষক ছিল। তাহারা সম্প্রতি একযোগে পদত্যাগ করিয়াছে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য কোনরূপ শাস্তিভোগ হইবার সম্ভাবনা আছে; সে জন্যই তাহারা পদত্যাগ করিয়াছে।

সিন্ধু ব্যবস্থাপরিষদ

গত ২৬শে আগষ্ট সিন্ধু ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকারের মধ্যে কথা কাটাকাটির ফলে এক উপভোগ্য দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত ডেপুটী স্পীকার খাঁ সাহেব সেবল ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সিন্ধু পরিষদের সভায় তখন একটী বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হইতেছিল। কোনও সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে সদস্য মনোনীত করিবার প্রথা রহিত করা উচিত।

ডেপুটী স্পীকার খাঁ সাহেব সেবল ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, এই পরিষদেরই একজন সদস্য ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, কোনও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য তিনি কোনও সরকারী কর্ম্মচারীকে ২০০ টাকা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কয়েকজন সদস্য দণ্ডায়মান হইয়া এই উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে, পরিষদের সভায় কেহই এরূপ কথা বলেন নাই।

স্পীকার তখন দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—আমি ডেপুটী স্পীকারকে অনুরোধ করি, তিনি যেন তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করেন এবং ভবিষ্যতে যেন কোন প্রকার অমূলক উক্তি না করেন।

ডেপুটী স্পীকার বলেন—আমি যে সদস্য মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছি, তিনি যদি দাঁড়াইয়া আমার কথার প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে আমি আমার উক্তি প্রত্যাহার করিতে পারি।

স্পীকার বলেন—ডেপুটী স্পীকার যে উক্তি করিয়াছেন, সেইরূপ উক্তি এই পরিষদের কোন সদস্য করেন নাই, ইহাই আমার ধারণা।

অতঃপর ডেপুটী স্পীকার তাঁহার কথা প্রত্যাহার করেন।

এক সঙ্গে পিতা-পুত্রের মৃত্যু

গত ২৩শে আগষ্ট লাউদকাশী থানার এলাকা হইতে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের পিতা ও পুত্রের একই সময় শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ময়না তদন্তের জন্য উভয়ের মৃতদেহ কুমিল্লায় আনা হইয়াছিল। তাহাদের পাকস্থলী দুইটী রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এক মুসলমান কৃষকের জ্বর রোগের চিকিৎসার জন্য জনৈক ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি রোগীকে একটী ইন্জেকশন দেন। ঐ কৃষকের পুত্র শস্যক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল, তাহাকেও ডাকাইয়া আনিয়া পুরাতন জ্বরের জন্য ইন্জেকশন দেওয়া হয়। উভয়েই ৩০।৪০ মিনিটের মধ্যেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মারা যায়। প্রকাশ, ডাক্তার কিছু টাকা দিয়া ঐ ব্যাপার আপোষে নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করায় মৃতদেহ তিনদিন গোপন রাখা হয়। ইতিমধ্যে লাউদকাশী থানার পুলিশ কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া মৃতদেহ কুমিল্লা মর্গে প্রেরণ করে।

---

১২ হাজার টাকার কোকেন প্রাপ্তি

কলিকাতায় একদল লোক অনেক কোকেন আমদানী করিয়া, তাহা বিক্রয় করিবার চেষ্টা পাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাইয়া কলিকাতার আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব ডি. এন. মুখার্জী একজন গোয়েন্দাকে জাল ক্রেতা সাজাইয়া উহা ক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন।

এইরূপ বন্দোবস্ত করা হয় যে, উক্ত বে-আইনীভাবে আমদানী কোকেন ওয়েলেসলী বাই লেনের এক বাড়ীতে আনা হইবে এবং তথা হইতে উহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া উহা গ্রহণ করা হইবে।

তিনজন লোক (সকলেই মুসলমান) একটী ট্রাঙ্ক লইয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহাদের দুইজনকে আবগারী ইন্সপেক্টর কে, সি, সেন ও তাঁহার লোকজন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি পলায়ন করে। কিন্তু তাহাকেও অনতিবিলম্বে [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়। এই বে-আইনী ব্যবসায় [illegible] একজন [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তথায় সে [illegible] টাকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

ট্রাঙ্কটী খুলিয়া উহার মধ্যে হইতে প্রায় ১০৬ আউন্স কোকেন পাওয়া গিয়াছে। উহার মূল্য প্রায় ১২ হাজার টাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
শিব-পারম্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকল্প ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ভজনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাধ্যসাধন শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থেইস্টিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড রিলিজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত -

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রিকা একাদশবর্ষে প্রকাশিত হয়। সডাক ৬৲ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি.এ. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। আর্য্যাবর্ত্ত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে। প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং, প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১২শ বর্ষ { ১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩১শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১৭৩তম সংখ্যা

চৈতন্যমঠে জন্মাষ্টমী

শুদ্ধভক্তির মূল প্রচারকেন্দ্র আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব গত ১৩ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট রবিবার বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষ হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পাঠ, কীর্ত্তন, প্রদর্শনী প্রভৃতি মুখে মহোপবাস যথাবিধি প্রতিপালিত হইয়াছে। সকাল হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। দিবারাত্র পারায়ণ চলিতে থাকে।

এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানবর্গ নাটমন্দিরের সংশ্লিষ্ট পরমাটোমক-গৃহে বিচিত্র পত্র, পুষ্প, বৃক্ষ, তোরণ, রাজপথ, সুবৃহৎ অট্টালিকা, হংস কিসলয়সমন্বিত জলাশয় প্রভৃতি প্রদর্শনী ও অংশাখণ্ড শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব-বিষয়ক বিভিন্ন দৃশ্যসাহায্যে শ্রীভগবদাবির্ভাব-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হইয়াছিল। মঠ-সেবকগণ সমাগত শত শত যাত্রীর নিকট শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

নিম্নে প্রদর্শিত কতিপয় দৃশ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১ম দৃশ্য—মথুরার রাজা কংস স্বয়ং রথের সারথি হইয়া নবপরিণীতা ভগ্নী দেবকীদেবী ও তৎপতি বসুদেবকে আনন্দভরে রথে করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

২য় দৃশ্য—সহসা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কংস স্তম্ভিত এবং তৎকাল মধ্যেই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া দেবকীর বিনাশসাধনে উদ্যত। বসুদেব কংসকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৩য় দৃশ্য—কংসের আদেশে দেবকী ও বসুদেব শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কারারুদ্ধ।

৪র্থ দৃশ্য—স্বয়ং ভগবান্ চতুর্ভুজ বাসুদেবের আবির্ভাব, প্রহরিগণ নিদ্রিত, বসুদেব ও দেবকী ভগবানের প্রার্থনা করিতেছেন।

৫ম দৃশ্য—বসুদেব বাসুদেবকে ক্রোড়ে লইয়া কংসের কারাগার হইতে গোকুলে যাইতেছেন, কারাগারের কটক আপনি খুলিয়া গেল, অনন্তদেব ছত্ররূপে মস্তকোপরি সেবা করিতেছেন, সম্মুখে যমুনা নদী।

৬ষ্ঠ দৃশ্য—বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইতেছেন।

৭ম দৃশ্য—বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে যশোদার পার্শ্বে রাখিয়া যোগমায়াকে লইয়া আসিতেছেন।

৮ম দৃশ্য—বসুদেবের কংসকারাগারে পুনঃ প্রবেশ। কটক আপনি বন্ধ হইল। যোগমায়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রহরিগণ জাগিয়া কংসকে সংবাদ দিতেছে।

৯ম দৃশ্য—কংসের কারাগারে আগমন, তৎপরে কংস যোগমায়াকে নিষ্ঠুরভাবে ধরিয়া প্রস্তরে আছাড় মারিতে উদ্যত হইলে যোগমায়ার অন্তর্দ্ধান ও পুনরায় দৈববাণী।

১০ম দৃশ্য—যশোমতী আনন্দভরে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতেছেন।

১১শ দৃশ্য—শ্রীনন্দোৎসব ও পরমানন্দভরে শ্রীনন্দ মহারাজের দান।

হিন্দোলোৎসব

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বর্ত্তমান সম্পাদক গৌড়ীয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদের আশ্রয়ে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে গত ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট হইতে ৬ দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলা মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ গোস্বামী মহোদয়ের উপদেশানুসারে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি সেবা উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষ দিবস বহু ব্যক্তিকে পাঠ কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় প্রধান পণ্ডিত উক্ত উৎসবের আলোচনা করিয়া ভক্তপ্রাণ সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে গত গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও ঝুলনলীলা দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শতমুখে গৌড়ীয়মঠসেবকগণের সেবার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... আলোচনা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঝুলন উৎসবে মঠসেবকগণ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন।

শ্রীপাদ [illegible] মহারাজের হরিকথা।

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এমন কথা বল্‌তে পারি না। তাঁর সেবা ক'রতে হ'লে তাঁকে 'নরহরি' দেবের ভিতর দিয়ে ক'রতে হ'বে। আবার শ্রীগুরুদেবের সেবা ক'রতে হ'লে বৈষ্ণবের সেবা ক'রতে হ'বে; সুতরাং বৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না, বৈষ্ণবের সেবা না হ'লে গুরুদেবের সেবা হ'বে না —গুরুসেবা না হ'লে তাঁহার সেবা হ'বে না। বিষ্ণুর সেবার চেয়ে বৈষ্ণবের সেবার মূল্য বেশী। তাই গৌড়ীয়গণের এরূপ বিচার। বিষ্ণু আপনার কাছে বন্ধ আছেন। গৌড়ীয়গণ বিষ্ণুর সেবার চেয়ে আশ্রয় সেবার মূল্য বেশী মনে করেন।

সাধারণ লোক ঠাকুর দেখ্‌বার জন্য দৌড়াবে, বৈষ্ণবের সেবা বুঝ্‌বে না। গৌড়ীয়গণ বাংলাদেশ থেকে ... দিয়ে প্রথমে মহাপ্রভুর কাছে গেছেন এবং মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে তবে জগন্নাথ দর্শন ক'রতে গেছেন।

আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা নিজে নিজে ঠাকুর সেজে বেড়ান, অথবা মনে করেন যে ... কোথায় ঠাকুর আছে, সেখানে গিয়ে ঠাকুরের কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁরা ... প্রভুপাদের সেবার সন্ধান। যাঁরা নিষ্কপট, তাঁরা এ কথাটার মর্ম্ম বুঝেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ হৃষীকেশ ৪৫১ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

নন্দোৎসব

পরিপূর্ণ আনন্দবিগ্রহ "রসো বৈ সঃ" শ্রুতিপ্রতিপাদ্য রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-উপলক্ষে যে সকল ভক্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে শ্রীনন্দ সর্ব্বপ্রধান; নন্দ শব্দের অর্থ "আনন্দ"।

শ্রীকৃষ্ণ তদীয় নিত্যধামে পঞ্চরসের বিষয়বিগ্রহরূপে সেবিত হন: যখন তিনি শান্তরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয়—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা-পুলিন প্রভৃতি। ইঁহারা অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। ইঁহারা জানেন না—ইঁহারা কাহার সেবা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন, গাভী হইতে দুগ্ধ পাইতেছেন, বেত্র দ্বারা গাভী-পালকে তাড়না করিতেছেন, কখনও বা বেণু বাদন করিতেছেন, কখনও যমুনার সৈকতরাশির উপর পাদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন—তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। "কৃষ্ণ-নিষ্ঠা তৃষ্ণা-ত্যাগ শান্তের দুইগুণে"। জীবের যখন প্রাকৃত তৃষ্ণা ত্যাগ হয় এবং কৃষ্ণ আছেন, এইরূপমাত্র অনুভূতি হয়, তখন শান্তরস মুনিগণ শান্তরসের উপাসক। তাঁহারা উপনিষদাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" হন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত অভিনিবেশ দূর হইয়া চৈতন্যনিষ্ঠা লাভের জীবাত্মবৃত্তির সময়ে ভগবানের সহিত জীবের সজাতীয়তার উপলব্ধিতে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ভগবানের সহিত সমবুদ্ধি হন, কিন্তু তখনও মমতার উদ্রেক না হওয়ায় অনেক সময় নিত্য আত্মবিগ্রহ বা বিষয়-বিগ্রহের সহিত নিজকে একীভূত মনে করিয়া বসেন। যেমন, কোন দ্রষ্টা কোন পুরুষকে দূর হইতে নানাজাতীয় বৃক্ষাদি-পরিশোভিত পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কল্পনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি অরণ্যের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে. কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেমন ঐ পর্ব্বতপ্রবিষ্ট পুরুষ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদির শোভা পরিদর্শন করেন এবং সেই সময় ঐ পুরুষের ঐসকল হইতে একটী পৃথক্ অবস্থানও বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন ব্যাপার অপগত হয় না, তদ্রূপ এতল্লোকের অযোগ্যে দেবীধামে স্থিত বহির্দ্দর্শী ভক্তপরী লোকসমূহ বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা-ধারণা করিতে না পারিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন, সুতরাং শান্তরসটী একপক্ষে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের সংসারতাপ-নিবৃত্তির পর পরব্রহ্মে অবস্থানমাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে জড়ব্যতিরেক সুখ ব্যতীত স্বাধীন ভাব কিছু নাই। তখনও পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

দ্বিতীয় রস—দাস্যরস; ইহাতে মমতা বিদ্যমান। আমি দাস ও ভগবান্ আমার নিত্যপ্রভু এবং প্রভুর ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য জীবাত্মার স্বাভাবিকী দাস্যপ্রবৃত্তি,ইহাই দাস্য-রসের লক্ষণ। দাস্য-রসের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি।

তৃতীয় রস—সখ্যরস। সখ্যরস দুই প্রকার, গৌরব-সখ্য ও বিশ্রম্ভ সখ্য। দাস্যরসে ও গৌরবসখ্যে সম্ভ্রমগুণ কর্তৃক বর্ত্তমান। সম্ভ্রমের স্বভাব এই যে, উহা বিষয়কে আশ্রয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখে, বিশ্রম্ভসখ্য-রসের রসিক গোপবালক সখাগণ কৃষ্ণের ঘাড়ে চড়িতে, কৃষ্ণকে নিজের উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে, তাঁহার সঙ্গে মারামারি করিতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন না, বরং আপনার ভাব। আবার দাস্য হইতে সখ্য যেমন শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বৎসল-রসও তদ্রূপ আরও শ্রেষ্ঠ। জগতেও দেখা যায়, সমস্ত সখাগণ অপেক্ষা পুত্রই অধিকতর প্রিয় ও আনন্দোৎপাদক; নন্দ যশোদা সেই-বৎসলরসের রসিক।

ঐশ্বর্য্যরসের বিষয় শ্রীপতি নারায়ণ, আর মাধুর্য্যরসের পরমবিষয় শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যবাদ শিথিলপ্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই, কেন না, ঐশ্বর্য্যরসের রসিকগণ বিচার করেন যে, বিশ্রম্ভভাবধারা বুঝি তাঁহাদের ভগবৎসেবা লঘু হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়,—বিশ্রম্ভ-সেবার সেবার গাঢ়তা ও মমতার আস্পদের প্রতি আরও আপনার হইতে আপনার জ্ঞান অধিকতর বর্ত্তমান।

কিন্তু কতকগুলি লোক আমাদের এই সকল অতি উচ্চতর ধারণা করিতে না পারিয়া ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক-নিবৃত্তি, জড়মুক্তি বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকে পরমপ্রাপ্য বস্তু মনে করেন। তাঁহারা জড়-বৈচিত্র্যের হেয়তা-দর্শনে চিদ্বৈচিত্র্যের অভাব বা অসম্পূর্ণতা কল্পনা করেন। কেহ কেহ দাস্য-সখ্যাদি ভাবসকলকে নির্ব্বিশেষ অবস্থার পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া কল্পনা করিতেও ত্রুটি করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল লোককে 'মূর্খ' আখ্যা দিয়াছেন। জড় মুক্তি ত' অতি নীচের কথা, সাধারণ কথা—ব্রজবাসিগণের নিকট সাযুজ্য একমুষ্টি অন্নের প্রার্থনার ন্যায়। ঐ প্রকার সহস্র সহস্র মুক্তি ভক্তগণের পদে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের সেবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিলেও ভক্তগণ তাহাতে দৃক্পাত করেন না।

জগৎ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু লোকের সংখ্যায় পরিপূর্ণ। সংসারধর্ম্মযুক্ত জীবের আদর্শ—হয় 'ভোগ,' না হয় 'ত্যাগ'; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

ত্যাগিবৃন্দ ভোগিবৃন্দকে ঘৃণা করেন। ভোগিবৃন্দ ও ত্যাগিবৃন্দের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইলেও উভয়েই সমান। ভোগী আপাত-মধুর বিষমিশ্র পূপাদের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উহা গ্রহণ-পূর্ব্বক মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়, আর ত্যাগী ঐ খাদ্য ত্যাগ করিয়া অনাহারে নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করে, যেমন দুইটী ব্যক্তির ফোড়া হইয়াছে, ঐ দুই ব্যক্তি দুইজন ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের নিকট গেলেন। একজন চিকিৎসক রোগীর ফোড়ায় বাতাস দিয়া (অর্থাৎ তাহাকে আপাত শান্তি প্রদান করিয়া) বিদায় দিলেন। অপর চিকিৎসক বলিলেন, অস্ত্রোপচার করিলে তোমার পুনরায় ফোড়া হইতে পারে,অতএব যদি তোমার প্রাণ সংহার করা যায়, তাহা হইলে আর ফোড়ার সম্ভাবনা থাকিবে না,—এই বলিয়া রোগীর গলায় ছুরি বসাইয়া দিলেন অর্থাৎ চিরতরে রোগীর জীবন বিনাশ করিলেন। সেইরূপ, কর্ম্মীর লক্ষ্য ইহকালে ও পরকালে ভোগ, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানীর লক্ষ্য নির্ব্বাণ। সেই নির্ব্বাণ দ্বিবিধ—বোধরাহিত্য নির্ব্বাণ ও বোধ-রাহিত্য নির্ব্বাণ। বোধ-রাহিত্য বা অচিৎ-পরিণতি শাক্যসিংহের লক্ষ্যবস্তু, বোধ-সাহিত্য বা চিন্মাত্রে লয় শাঙ্কর মায়াবাদি-গণের লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে কমললোচন কৃষ্ণ, যাহারা সাধন করিতে করিতে 'আমরা মুক্ত হইয়াছি, অতএব আর ভগবচ্চরণ-সেবার আবশ্যকতা নাই, সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্য পৃথক্ পৃথক্ অবস্থানের প্রয়োজন নাই'—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া তোমার শ্রীচরণে অনাদর করে, তাহারা যোগাদি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনদ্বারা অনেক উচ্চ পদবী লাভ করিয়াও ভগবচ্চরণে অপরাধ হেতু সেই উচ্চ উচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হয়। কিন্তু হে মাধব, যাহারা তোমার সেবাপ্রার্থী ভক্ত, তাঁহারা তোমাতে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে তোমার সহিত বান্ধ প্রেমযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা তোম কর্ত্তৃক রক্ষিত হন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের বি হওয়া ত' দূরের কথা, তাঁহারা বিঘ্নবিনায়ক-গণের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচর করিয়া থাকেন।

ভক্তের বিনাশ নাই,—ভক্ত পরমা-নন্দ-ময়; সুতরাং কোন কালে ভক্তে বিনাশ নাই—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ইহা গীতার বাক্য। আজ সেই ভক্তরাজ নন্দের আনন্দ-প্রকাশের দিন। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন বলিয়া তিনিও আনন্দময় এই জন্য তাঁহার নাম 'নন্দ'।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

দুর্দ্দৈব

ত্রিতাপের মধ্যে আধিদৈবিক তাপ আমাদিগকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর উপহাসচ্ছলে দগ্ধ করে। প্রাগৈতিহাসিকযুগের আদি মানুষ হইতে এ পর্য্যন্ত দৈবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মানব যথেচ্ছ বিহারের অভিযানে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি পরিহাসের কাছে সকলই বিফল। দৈবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মানব ভোগ স্পৃহায় উন্মত্ত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নব নব উদ্ভাবনে ব্যস্ত, আর তাহারই ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে কৃষি, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি আর নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের সাহায্যে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা সেই সাথে মানবের ব্যবসায়ও জগতে প্রকাশ পাইতেছে। মানবমেধা বহু পরিশ্রম

কৃষ্ণ তারে দেন চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

ও স্বার্থবিসর্জনের মধ্য দিয়া যে সুবিধাটুকু অর্জন করে, দৈবের সুদূর্ত্তকাল প্রতিকূলতায় সকলই চিরতরে-ধ্বংস হইয়া যায়। প্রতিকূল দৈবকে আমাদের দুর্দ্দৈব বলিয়াই জানিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত দুর্দ্দৈব আমাদের কি?

নিখিল মানব বা প্রাণিসত্তা যাঁহার এক অংশের সহিত সূত্রে মণিগণের ন্যায় যোগসূত্র-বিশিষ্ট, তিনিও দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের দুঃখে পরম সহানুভূতি লইয়াই করুণায় অবতীর্ণ হ'য়াছিলেন। তিনি দুর্দ্দৈবের স্বরূপ জীবকে এই শ্লোকে জানাইয়াছিলেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"
'দুর্দ্দৈব আমার সে নামে আদর
না হইল দয়াময়'।

দুর্দ্দৈবের প্রকাশমান অবস্থা দশ অপরাধ। নিখিল-শ্রুতি-রত্ন-প্রদীপে নিরাজিত মুকুন্দের উপাস্য অমল শ্রীহরিনাম— যাহা মুক্ত, মুমুক্ষু ও ভোগী সকলেরই শ্রুতকর্ণরসায়ন ও নিত্যানন্দদানকারী তাহাতে অনুরাগ না হওয়া অপেক্ষা জীবের দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে? দশ অপরাধ আমার শ্রীনামে বিরক্তি বা বৈরাগ্যরূপ দুর্দ্দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাস। প্রাকৃতিক প্রবল দুর্দ্দৈব নহে—একে ত' তাহা তাৎকালিকমাত্র, অল্পকালের সর্ত্তে (contractএ) গ্রাস করে না, তাহার পর সে যে ক্ষতি করে, তাহা জড় দেহেরই—যাহা অবশ্যই ধ্বংস হইবে, তাহারই উপর করে—চেতনবৃত্তির কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণহীন শব করিবার চেষ্টা ত' করিতে পারে না।

অপার-করুণাময় শ্রীনামে অনুরাগ না থাকায় আজ সাধুনিন্দা, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিদ্বেষ প্রভৃতি নামাপরাধের চক্কানিনাদ আমাদের কর্ণবেধ সংস্কার-বিহীন কর্ণের পটহ ভেদ করিতেছে, আর হরি-রসমদিরামত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ভক্তবৃন্দের শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তনের কাছে সেই অনর্থবিধায়ক শব্দ যেন অগ্রসর হইতেছে—ইহাই দেখিতেছি। হায়! হায়! শ্রীনামে অনুরাগবিহীন ভক্তজনের সেবাপথে অগ্রসর হইবার মুখে ইহা অপেক্ষা ভীষণ দুর্দ্দৈব আর কি আসিবে?

কৃষ্ণকর্ণানন্দবিধানকারী শ্রীগুরুদেবের কর্ণপীড়া-দায়ক সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-পূর্ণ ছড়াগান যাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রুতি-গোচর না হয় তজ্জন্য সুকৌশলী শ্রীগুরুসেবক উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম-মহামন্ত্রের আহ্বানে সকল ধ্বনিকে স্তব্ধ করিয়াছেন—সকলকে সেই নামাপরাধ-ধ্বনি-স্তব্ধকারী কীর্ত্তন-কোলাহলে যোগদান করাইয়া সংকীর্ত্তনে ভক্তগোষ্ঠীর বৈভবায়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন। অপরাধদুষ্ট শ্রুতিকটু ধ্বনিকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কর্ণ-সুখের ব্যাঘাত করিতে ত' দেনই নাই, বরং চেতন-সম্মিলনীর সংকীর্ত্তনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কর্ণামৃত বিধান করিয়াছেন। চেতন সম্মিলনীতে যোগদানের আহ্বান শুনিয়া যদি মূক হইয়া থাকি তাহা হইলে কি ক'রয়া সংকীর্ত্তনপ্রাণহীন মৃত্যু-আনয়নকারী দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব? নামাপরাধী দুর্দ্দৈব আমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া দিবে।

সজ্জন অপ্রতিহতগতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈবের বিরুদ্ধে যে অভিযান জগতে চলিতেছে, তাহার মধ্য দিয়া সমস্ত প্রাণীর যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতিও আসিয়াছে, কাজেই একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দুর্দ্দৈব মানবের পক্ষে কেবল প্রকৃতির অভিশাপ নহে, আশীর্ব্বাদও বটে।

আজ এই ভীষণ-তম দুর্দ্দৈবের দিনে চেতনবাণীর স্বচ্ছন্দ অপ্রতিহত ধারার উদ্দেশ্যে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতে পারিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের যোগসূত্র আমাদের বক্ষকে সম্মিলিত করিবে।

আমার দুর্দ্দৈবের সুযোগ লইয়া যে সকল দস্যু, তস্কর, বাটপাড় আমার কণ্ঠরোধের জন্য প্রবল পরাক্রম করিতেছে, তাহার প্রচুর আসুরিক বলের কাছে আমি কি করিব? শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়াছেন—

'আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নাম লঞা
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
ধর্ষণক্রসেনাগণে কৃপা করি' নিজ জনে
যাতে করে উদ্ধার তোমায়॥'

সুজন, গোষ্ঠানন্দী ও গোষ্ঠের অনুগত হইয়া উচ্চকীর্ত্তন করিতে হইবে। 'গোষ্ঠী'-শব্দে আত্মারাম গোষ্ঠীমুখ। গোষ্ঠীর কীর্ত্তনই বহুচেতন-সম্মিলিত কণ্ঠের সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণ-কর্ণানন্দবিধানে অতি ক্ষুদ্রতম জন যখন গোষ্ঠীপতি ও গোষ্ঠীস্থ-জনের কর্ণসুখ-ব্যাঘাতকারক ভেক-কোলাহল দূর করিবার জন্য সংকীর্ত্তন আহ্বান বা গোষ্ঠীবর্দ্ধন করেন, তখনই জানিতে হইবে যে, দুর্দ্দৈবের বিরুদ্ধে অপরাধের সংগ্রাম চলিতেছে। বহু চেতন-কণ্ঠ-ধ্বনিত উচ্চকীর্ত্তনে আমার ক্ষীণতম কণ্ঠ মিলিত হইলে আর দুর্দ্দৈব আমাকে গ্রাস করিতে পারিবে না। তখন আর ঐ সকল কর্ণপটভেদকারী কোলাহল যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখের ব্যাঘাত করিতে উদ্যত, তাহা জানিতে হইবে না। তখন দেখিব—

"শুনিয়া গোবিন্দরব আপনি পলাবে সব
সিংহরবে যথা করিগণ।
তখন দেখিব—
"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।"

কীর্ত্তন ছাড়িলে প্রতিষ্ঠারূপিণী শৌকরী-বিষ্ঠা রাখিতে হইবে। ধর্মমূর্ত্তি কপটতার মূর্ত্তে আমাকে আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপের জ্বালা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিকরূপে জ্বালাইবে। প্রতিষ্ঠার ক্লেশ হরিজনবিদ্বেষরূপ বিষ উদ্গীরণ করিয়া প্রতিষ্ঠাশাকিস্থূক আমাকেই প্রাণহীন করিবে। এই দুর্দ্দৈব প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষার মূলকণ্ঠ প্রকাশ ক'রয়া দিতেছে। আলস্য জাড্যের প্রশ্রয় আর দিতে হইবে না—এখনও সাবধান! ভোগের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাউক। শ্রীগুরুপাদপদ্মের-কর্ণপীড়া-বরণস্বরূপ ভক্তগণের—পরমার্থীর বান্ধবগণের নির্দ্দেশানুসারে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে ক'রতে চেতন সম্মিলনীতে যোগ দেওয়া ছাড়া গতি নাই।

অনুকূল কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যিনি গোষ্ঠী আহ্বান করিতে পারেন, কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-সম্মিলনীতে মূক করিতে তিনিই দক্ষ। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতম হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম অতুল বিক্রমশালী, তাঁহার পশ্চাতে সম্মিলিত চেতনকণ্ঠের উচ্চ কৃষ্ণ-কোলাহলে যোগদান করিতে পারিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও নামাপরাধাবিচ্ছিন্নধ্বনিতে আমাদের চিত্ত গ্রাস করিবার সুযোগ পাইবে না। চতুর্দ্দিক্ কৃষ্ণগানে মুখরিত এবং ইতর কথা-সকল স্তব্ধ হইবে, ইহা জানিতে পারিব।

বলদেবাভিন্ন পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ভুবনপাবন বৈষ্ণববৃন্দের অবমাননা শ্রবণ করিয়া যদি নীরব, নিথর, নিস্পন্দ হইয়া থাকি, তাহা হইলে মৃত্যু আপনা হইতেই আসিবে। অবমাননাকারীর জিহ্বা স্তম্ভন করাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠ সেবা। যেখানে সে শক্তি নাই, সেখানে নিজের প্রাণ দিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী সাধক-জিহ্বা বঞ্চিত করিবার জন্য অনর্থচ্ছিন্ন-শালিনীরূপে শত শত চেতন কণ্ঠের সংকীর্ত্তনে আবির্ভূতা। তাহাতে যোগদান করিতে পারিলে অপরাধীর জিহ্বা-স্তম্ভনরূপ সেবা-যজ্ঞে আমিও আহুতি দান করিতে পারিব,—তাহাই মহতের নিন্দন শ্রবণ ও দর্শনজনিত অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সেই অপরাধ আর আক্রমণ করিতে পারিবে না, রক্ষা পাইতে পারিব, নতুবা এই অসহায় প্রাণ থাকিয়া কাজ কি? শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই অবমাননাতেও যে প্রাণ স্থির থাকে, তাহা ত্রিশূলের ত্রিশূলাঘাতে শেষ হইয়া যায় না কেন? যে অপদার্থ জনগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা কর্ণে প্রবেশের পরও প্রাণ ধারণ করিতে বদ্ধ করে, সে জনগণ চেতনহীন হইয়া আছেরেই প্রমথেশের প্রমথ-গণের অন্বেষক বিচরণকারী হইয়া দাঁড়াইবে, দুর্দ্দৈবের পরাক্রমে আমাদের তখন শমন-ব্রত সমস্তই নষ্ট হইবে, যদি না বকশত্রু-সেনাগণের নাম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করি।

শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজের হরিকথা.

গত ১৫ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যা আহ্নিকের পর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসগণ প্রবণ-সদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন। স্বামীজী "কামাদীনাং কতি ন কতিধা" শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে বলেন, 'কাম' অর্থাৎ বাসনা, উপস্থাদি ইন্দ্রিয়ের তাড়না, কৃষ্ণের সেবা করব এই ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার নাম কাম। আমি একটা কাজ ক'রব সে কাজটার ফল যদি কৃষ্ণ না পান তবে তাহার মূল্য কিছুই নয়।

কর্ম্ম যদি ধর্ম্মের জন্য না হয়, ধর্ম্ম যদি বিরাগের জন্য না হয় এবং বৈরাগ্য যদি তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবার জন্য না হয় তবে সে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বৈরাগ্যের কোনই মূল্য নাই। কার্য্যের ফল আমি নিজে ভোগ ক'রব তা'র নাম কাম—এই কামের যত নির্দ্দেশ অর্থাৎ স্ব-সুখভোগের জন্য যত কিছু কাম সে সবই দুর্নির্দ্দেশ। তাহা সমস্তই অকল্যাণকর। এই কাম-ক্রোধ প্রভৃতি আমাদের প্রতি কখনও দয়ালু হ'তে পারে না। তাদের সেবায় কখনও শান্তি হয় না। হে যদুপতে, এখন আপনার অভয় পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ ক'রলাম—এখন আমার বুদ্ধি হ'য়েছে, আমি সকল পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, আমাকে গ্রহণ করুন। এতদিন আমার কোন বুদ্ধি ছিল না। কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ—এই বিচারশক্তির নামই বুদ্ধি। যখন আমি বুঝলাম কামাদির সেবা—অসতের সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয় তখন আমার বুদ্ধি লাভ হইল। যদুপতির সেবাছাড়া আমার অন্য গতি নাই বুঝিতে পারিলাম।

সেবক সেব্যকে সেবা করিতে পারে না যদি সেব্য অধিকার না দেন। যাঁ'র সেবা ক'রতে হ'বে, সেবককে তাঁ'র উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হ'বে। শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতির মর্ম্ম আমরা নিজেরা বুঝতে পারি না। শাস্ত্র অগাধ এবং ব্যাকরণ বা ভাষাজ্ঞানের বহির্ভূত। কেউ বলেন— যদুপতির সেবা দরকার। কিন্তু যাঁ'রা দার্শনিক, তাঁ'রা বলেন, কৃষ্ণের সেবার চেয়েও বড় কথা আছে বৈষ্ণব-সেবা। কৃষ্ণের সেবা দরকার—কিন্তু কৃষ্ণের সেবা কি প্রকারে হ'বে? যাঁ'রা অভক্ত অসদ্গুরু-আশ্রিত বা সদ্গুরুর আশ্রিত নয় যাঁ'রা

(অতঃপর এর পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,গরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রা-চ্যবিদ্যাপ্রচারকল্পে'নদীয়া-প্রকাশ'গ্রন্থালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, প্রদানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারবর্ণাঙ্ক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রমী শ্রীপাদ সদীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কাষগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঘিরিকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ কাষগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীযশানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা - (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাক্দা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস বনবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমত্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনন্দন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অসর্টাবিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবাম, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবৃন্দেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রকাশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রেলমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী "

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লাফাগি	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
আটপৌরে	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কলেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গল	৩॥৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁশফুলি আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
আটপৌরে	৭৲
ঐ বেঙ্গল	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০॥৵০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
জাভা দোবারা	৯০
গুড় পাট্না	৮।০—৯৵০
কাশীপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

বুলিয়ানের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫৩।০

পাটের দর

কাবেক—	৪০৸
পুরাতন—	৪০৸
নূতন—	৪৩।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
ক্লাউন ঐ	৬৲—৬৵০
রাইসোরাডে ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৯৲—৯৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
সোনাউ	১৯৵০—১৯॥০
ভুষি	১৯৵০—১৯৵০

তুলার দর

ঢাকা	৫৭৲
কাসিয়া	৫৭৲
মুলতানী	৫০৲
কাঁচী	৪৫৲

গাজিপুর	৪১।০
আং	৪৯৲
কাবুলে	৩৮৲
রাঙা খয়ের	৪১৸০

লৌহ ও কাষ্ঠ দ্রব্যের

টাটার তৈয়ারী— ৩৫ প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৯৸০—৯।০
ঐ বে সর্কী চাদ্দরা গড়ন	৮৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটের জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৩॥০
২৬ গেজ—	১৪৵০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৵৫—৸০
বাখারি দেশী কাটি ৮ হাত (২৭ গন্ডা)	১০।
সেট কাঠি বা চিট কাঠা মণ	৩।০—৪৲

পাটি কাটিং ১—২ ফুট লম্বা

গোল বড় কাটিং লম্বা ১—ফুট ১০—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটি, গোপাট্টি সহকারে ৮৲—৯৲

গোল বড় বি-কমকোয়া ও কর্ণারেট

বড়	৯৸০—১২৲

সুঃ ইস্পাত আসল ১৩৲, নকল ১১৲

চটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৬০

তুলার চালান ৪৸০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন লোলার কাটন	৫৪৲
সিটি মাদ্রেন কটন	৬০৲
কসাপি পুরমিল কাটন	৬৩৲
চাবর্ণ মাপা	৫৯৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পানের মাথা	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০ ১১।০
ভুট পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
নং নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৮ ও ৯নং [illegible] খাট কোম্পানী, [illegible]

কলিকাতা

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

সন্স এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি সরকার

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্ম্মাতা

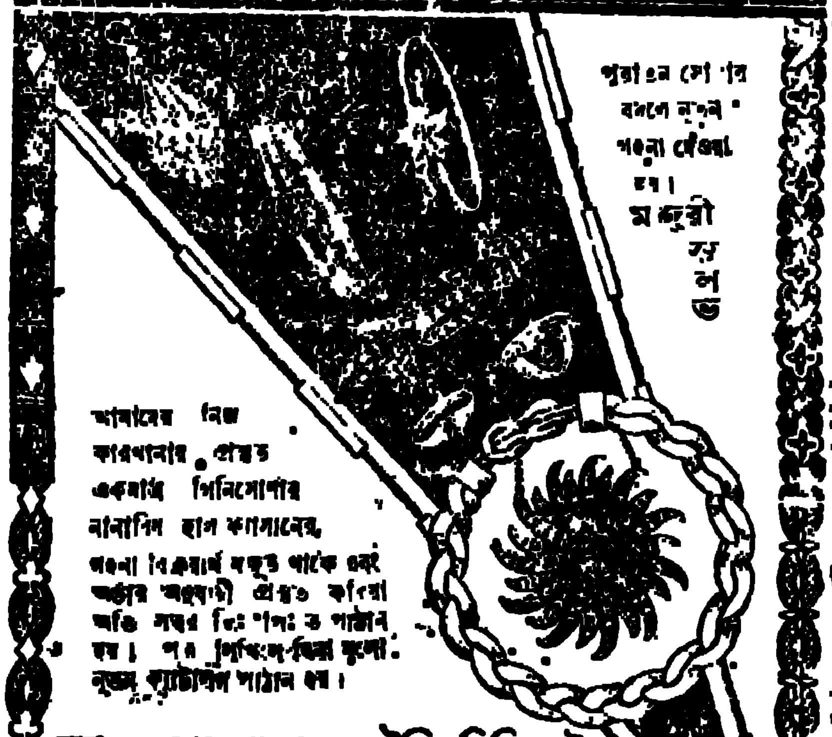

পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়। মজুরী সুলভ

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোনার নানাবিধ হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর দিয়া থাকি ও পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর-নবদ্বীপে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭		১১—২২	১৭—৩৮	২১—৫১
নবদ্বীপঘাট	ছাঃ	৭—২৭	১—৩	১৪—০	১৮ ৪	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১৫	১৬—৬	২১	২০—১

শান্তিপুর নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
নবদ্বীপঘাট	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

অজীর্ণ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] উহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ঠিকানা—১৯০ কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

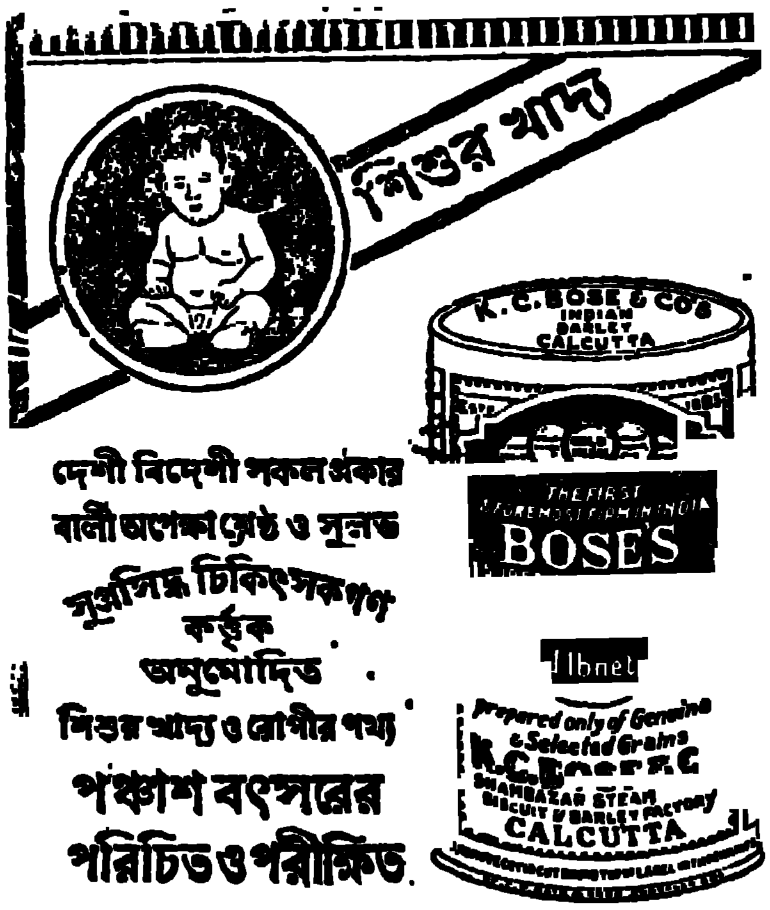

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵১০	।৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১২	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সঙ্ঘর্ষ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক; তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইয়াছে।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন।
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোনঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শ্রীমায়াপুরধর্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দিষ্ট
আচার্য্যবর্য্য
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৫৭]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ১ম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ৬।৯।৩৭

(১)

২৯৭ খাং জারি ৩৭ দাবী ১১৸৵৩

ডিঃ আবদুল রহমান জোয়ার্দ্দার গং

দেঃ এনামুল খাঁ গং সাং বিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৩৬৮নং খং ৮-৫২ শতক জমির ১৸৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২)

৫১০ খাং জারি ৩৭ দাবী ১৭৷৵০

ডিঃ মনমোহন ভট্টাচার্য্য গং

দেঃ গোবরা মল্লিক গং সাং রুকুনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে রুকুনপুর গ্রামে ডিঃ সং ৪০৩নং খং ৪৫ শতক জমির ।৵৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৬১৩ খাং জারি ৩৭ দাবী ২৭৷৵৩

ডিঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার গং

দেঃ ভবতারিণী দাসী সাং পাঁপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পাঁপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৪৯নং খং ১৫১।১৫২।১৫৮।১৬৯।১৬৬।১৬৮নং খং যে জমা প্রচলিত আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

৬১৪ খাং জারি ৩৭ দাবী ১৪৵৬

ডিঃ সুরথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ হরি দুলাল গং সাং গোয়াড়ি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ি গ্রামে ডিঃ সং ১১৫নং খং ২-৩১ শতক জমির ৬৵৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৬৩৩ খাং জারি ৩৭ দাবী ১৮।৬

ডিঃ কালীরাম ভট্টাচার্য্য গং

দেঃ ফকির শেখ গং সাং রুকুনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে রুকুনপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬৮৩নং খং ৩৬ শতক জমির ৩৵০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

৬৬৫ খাং জারি ৩৭ দাবী ২২৲৯

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

দেঃ বীরচন্দ্র আচার্য্য সাং ঐ পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ডিঃ সং ২৬৭৫নং খং ১-২৮ শতক জমির ২৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য ১০৲

(৭)

৬৬৬ খাং জারি ৩৭ দাবী ১২।৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কানাইলাল দাস গং সাং ঐ পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ডিঃ সং ৩৬৭৩নং খং ৪৬ শতক জমির ২৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য ১৫৲

(৮)

৬৭৮ খাং জারি ৩৭ দাবী ৩২৵৩

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী গং

দেঃ রামলাল ঘোষ গং সাং শ্রীনাথপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে টোটা মধ্যে ডিঃ সং ৭৭নং খং ৫-৮৫ শতক জমির ৬৸৵৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৯)

৬৭৯ খাং জারি ৩৭ দাবী ৩৮।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কোদাই শেখ গং সাং মায়াপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর গ্রামে ডিঃ সং ১-৭২ শতক জমির ৫৸৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১০)

৬৮০ খাং জারি ৩৭ দাবী ৩৩৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রামচন্দ্র ঘোষ সাং এনায়েতপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর মধ্যে ডিঃ সং বার্ষিক ৫৵ খাজনার আন্দাজ বিঘা জমি কাত দেনদার যে জমা রাখেন উক্ত বাকী পড়া জমির ষোলআনা রকম দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৬৮১ খাং জারি ৩৭ দাবী ৪০।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর মধ্যে ডিঃ সং বার্ষিক ৬৵০ খাজনা আন্দাজ ৭ বা০ ৸৵০ বিঘা জমির কাত যে জমা রাখেন তাহাতে দেনদারগণের বাকী পড়া জমার ষোলআনা রকম দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য ২০৲

(১২)

৬৮৯ খাং জারি ৩৭ দাবী ৮০৲০

ডিঃ শ্রী বিধু চন্দ্র দাস চৌধুরী

দেঃ সাদেক মণ্ডল গং সাং পাথরঘাটা পোঃ কোতয়ালী

থানা কোতয়ালী মৌজে নওপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ২৩৭নং খং ৪ ৩ শতক জমির ।৵৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

৭৪৯ খাং জারি ৩৭ দাবী ১৫৯২৸৵০

ডিঃ কমলা বালা দাসী

দেঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ সাং সাহেবনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সাহেবনগর মধ্যে ডিঃ সং বার্ষিক সাবেক ১৪৮৸৵৩ টাকা জমা লেখা থাকা (উহার মধ্যে ডিঃ ৫০ আট আনা অংশের পাওনা থাকা ৭৪৩৸৵১৷ ও ২১৩ ৭নং রোঃ বিবাদিগণের অংশের আট আনা অংশের পাওনা থাকা ৭৪৩।৵১৷০ টাকা হইয়াছে) উক্ত নাকাশীপাড়া তৌজির স্বত্ব ষোলআনা মায় সর্বস্ব আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

৭৭৭ খাং জারি ৩৭ দাবী ৩৪৸৵৯

ডিঃ সত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গং

দেঃ দয়ালাল মণ্ডল গং সাং আলিপুর পোঃ কোতয়ালী

থানা কোতয়ালী মৌজে রাইতালা মধ্যে ডিঃ সং ৩৭২নং খং ৩ তন্মধ্যে ৩৫১।৩৫২নং খং ৮ ৭ শতক জমির ৯৲ টাকা জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৮২২ খাং জারি ৩৭ দাবী ১৭৸৵৯

ডিঃ মোহর আলি মণ্ডল গং

দেঃ আলি হোসেন শেখ গং সাং বসন্তকোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসন্তকোলা গ্রামে ডিঃ সং ৭১০নং খং ১ ১৬ শতক জমির ২৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

(১৬)

৮৫৩ খাং জারি ৩৭ দাবী ৩৮৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩৭৪নং খং ২ ২৫ শতক জমির ৫।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৭)

৮২৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৫৻৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নেসা বিবি দিং সাং বসরকোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসরকোলা গ্রামে ডিঃ সং ৩৭১নং খং -৮৮ শতক জমির ২৷/০ জমা, যার তদুপরিস্থিত, আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৮৩০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩১৬৮৷৯

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড

দেঃ অভিকুল রায় দিং সাং গোপালবাড়িয়া পোঃ মৌরডপুর

থানা মৌরডপুর মৌজে গোপালবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং দেনাদারগণের নামীয় ১৫৮-৫২ শঃ জমির ৫০০৲ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০০০৲

(১৯)

৮৯২ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৬৬৬/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূপতি চন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং [illegible] পোঃ মেহেরপুর

থানা মেহেরপুর মৌজে খোকসার ৬১৭ নং খং মৌজে বিষ্ণকান্দির ৯ নং খং, মৌজে চাঁদপুরের, ১৬ নং খং মৌজে খাঁপুরের, ৭৭ নং খং মৌজে গোপালপাড়ার, ৬নং খং মৌজে গোবিন্দপুরের, ১০ নং খং মৌজে কাঠালিয়া, ৫২ নং খং মৌজে মানিকডিহির, ১০ নং মৌজে মুকুটিয়ার, ১১নং খং মৌজে চকহাতিশালা, ৯ নং খং মৌজে বানিয়াডাঙ্গা প্রভৃতি খং নং দিগের ও মৌজে দিগের অন্তর্গত ৮২৯৶১০ যে দরপত্তনী জমার লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও যাহা ডিঃ সং পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ৭৩৮৸১০ ও ৯০৷৶ দুইটী পৃথক জমা প্রচলিত ছিল ও যাহা ডিঃ সং দেনাদারগণের নামে ৪৭৫৶৮ ও ৫৮৶৫ পৃথক পৃথক জমা প্রচলিত আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ২৭০৲

(২০)

৮৯৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ১১২৮৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১১৭, ৯, ৭ প্রভৃতি খং নং ৮২৯৶১০, ৭৩৮৸১০ ও ৯০৷৶ প্রভৃতি জমা প্রচলিত আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১৩৭৫৲

(২১)

৯১৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ২০৸/৩

ডিঃ কনকলতা দাসী

দেঃ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং এরোকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে পাঁচবেড়িয়ার অন্তর্গত ডিঃ সং ৮ নং ও তদধীন ৯৯।১০৯। ১১২ নং খং যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

২২৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৭৸/৯

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ সরিবত মণ্ডল দিং সাং টেংরা পোঃ নবদ্বীপ

থানা কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের সামীল ডিঃ সং ১৯-১২ শঃ জমির ৯০৷৶ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ৫০৲

নীলামের দিন ১০।৯।৩৭

(২৩)

২২৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৯৩/৬

ডিঃ ক্ষীরোদকুমার প্রামাণিক

দেঃ বৈদ্যনাথ দত্ত দিং সাং কাশিয়াডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে ডিঃ সং ৭৩৭নং খং -৮০ শঃ জমির ৩৫৲ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ৫০০৲

(২৪)

২৪৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৫১৪৸/৩

ডিঃ ইলধর বিশ্বাস

দেঃ বিধুভূষণ রায় দিং সাং ও পোঃ নাটুদহ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে নাটুদহ গ্রামে ডিঃ সং ১০২৬ নং খং ২৸০ টাকার যে পত্তনী জমা প্রচলিত আছে উক্ত ষোল আনা রকম পত্তনী জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য ১০০৲

(২৫)

৫৫১ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৭।০

ডিঃ A. W. Estate পক্ষে রায় রঞ্জন মল্লিক

দেঃ কিনু সেখ সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী মধ্যে ডিঃ সং ১৯১১ নং খং -৩৩শঃ জমির ১/০ জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

৬৪০ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৮৫।৶৯

ডিঃ নফিমুন্না ওয়ারেশ দিং

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং নাহুরিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নাহুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৪৫ নং খং ৩০-০১ শঃ জমির ২১৸/১০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য ৫০৲

(২৭)

৭৫০ খাংজারি ৩৭ দাবী ১১।০

ডিঃ ষোড়শী বালা দেবী

দেঃ বালকরাম দাস সাং গোবরা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবরা গ্রামে ডিঃ সং ৬৩৯ নং খং -৩২ শঃ জমির যে বার্ষিক স্থিতিবান জমা লেখা যায় উক্ত বাকীপড়া ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ষোল আনা রকম দখল হউক মূল্য ৫৲

(২৮)

৭৬৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ৭৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নেপাল মণ্ডল সাং গোবরা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবরা গ্রামে ডিঃ সং ৬৩৮ নং খং -[illegible] শঃ জমির যে বার্ষিক স্থিতিবান জমা লেখা যায় উক্ত বাকীপড়া জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ৮৲

(২৯)

৭৬৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৲

ডিঃ ঐ

দেঃ কাশীনাথ মণ্ডল সাং গোবরা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবরা গ্রামে ডিঃ সং ৬৩৭ নং খং -৬৭ শঃ জমির যে বার্ষিক জমা লেখা যায় উক্ত বাকীপড়া জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৩০)

৮০৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ১০৪/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আহাদ সেখ দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ২৫নং খং ৫-৮৭ শঃ জমির ২৪৷/৯ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩১)

৮৩৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৬১।৶৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ নন্দন সেখ মণ্ডল দিং সাং দেবীপুর পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে বেলগ্রামে ডিঃ সং দেনাদারের নামে ২২৮৩৸/০ বিঘা জমির কাত ২৯।১৫ টাকার যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত বাকী পড়া জোতের ষোল আনা রকম দখল হউক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩২)

৮৪১ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৬/৩

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ কফির চন্দ্র পাত্র সাং দেবগ্রাম পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম মধ্যে ডিঃ সং ১৬১০ নং খং -২০ শঃ জমির ৬৷৶০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

৮৪৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ২২৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির সেখ দিং সাং দেবগ্রাম কাছারী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম, জোয়পুকুর গ্রামে ৪৩৬ নং খং ৬-৫৪ শঃ জমির ৯/৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

৮৭৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ৮৸/৩

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী

দেঃ জাতিকুমার মুখোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ দেয়াড়াপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা কোতয়ালী মৌজে ভৌমাছা, হাঁসাডাঙ্গা মধ্যে ডিঃ সং ১৭, নং খং নিষ্কর [illegible] ৩৲ টাকার মধ্যে ডিঃ বাৰ্ষিক ৩৷৶০ সেস ধার্য আছে উক্ত বাকীপড়া রকম [illegible] ষোল আনা রকম দখল হউক মূল্য আঃ ৩৲

(৩৫)

৭৭৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৮৸০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ নিতাসন ঘোষ সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে হরিণডাঙ্গা এ মে ডিঃ সং দেনাদারের নামে ৯।৩।৶ বিঘা জমির কাত ২৭/৫ টাকার যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত বাকীপড়া জোতের ষোল আনা রকম দখল হউক মূল্য ১০৲

(৩৬)

৭৭৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিচরণ মোদক দিং সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে বেলগ্রামে ডিঃ সং ৩/-৶০ বিঘা জমির ৪।৶০ ওটবন্দী জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৭৭৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৭।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নিছারণ বিবি দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে হরিণডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ৫নং খং ২২৸২০/০ বিঘা জমির ২২৸৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

৭৭৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৭৭৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নিজাহন বিবি সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে হরিণডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১০ -২ খং ২৪৷:৶০ বিঘা জমির ২৯/০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৯)

৮৩১ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫২৸/০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ ভীম কপালী দিং সাং রাজাপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে চরবেহালা মধ্যে ডিঃ সং ৮৪নং খং ৩-২৭ শঃ জমির ১১৶০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ২০৲

(৪০)

৮৩২ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৮১।০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু ঘোষ দিং সাং এরোকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর মধ্যে ডিঃ সং ১১৭নং খং ৭-৯১ শঃ জমির ৩১৸৶ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখল হউক মূল্য আঃ ৫০৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

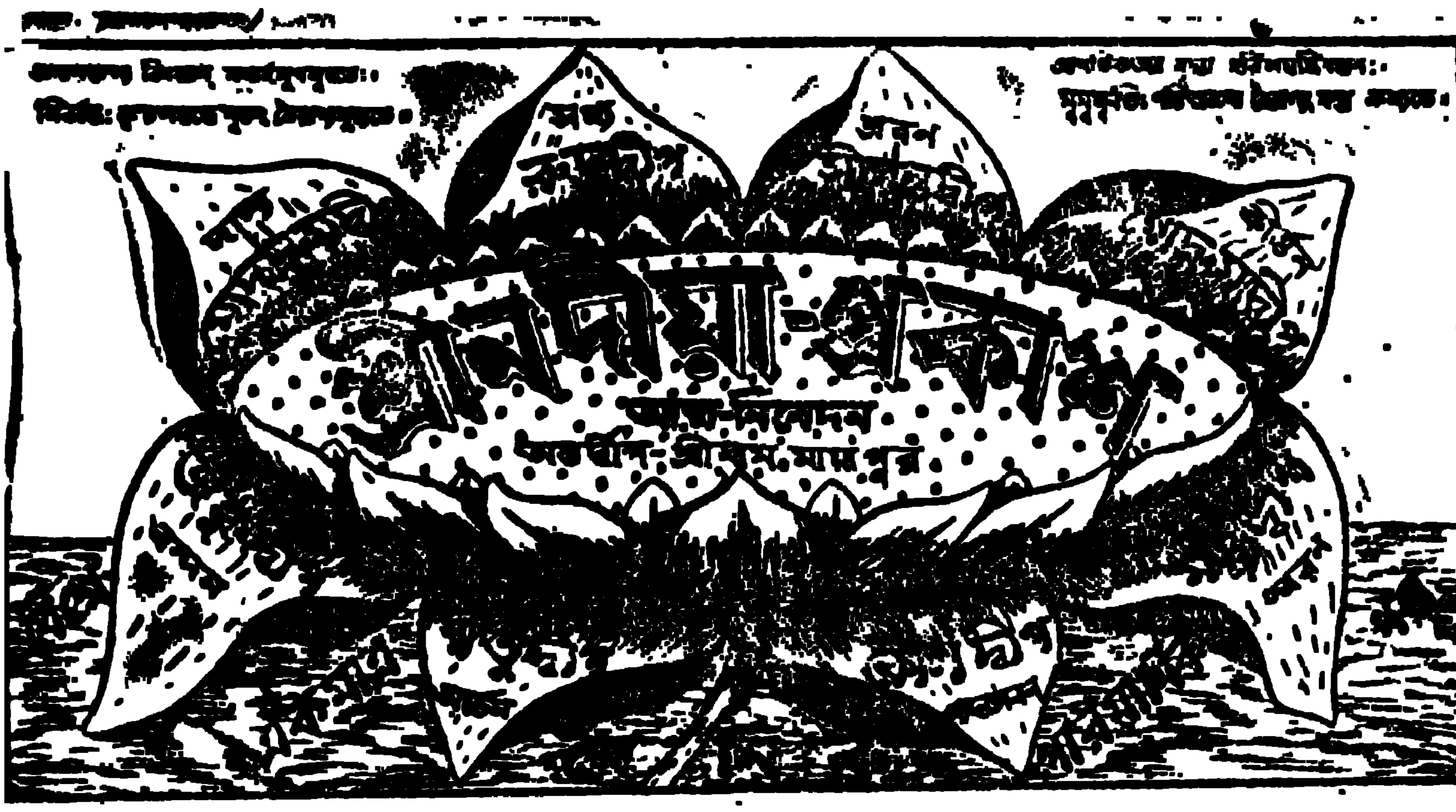

১ম বর্ষ   ১০   হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১৫০তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে সহরের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা

কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের শুভোপস্থিতিতে এবং তদীয় আনুগত্যে প্রত্যহ শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও বিশেষ বিশেষ দিবসে বক্তৃতার অনুষ্ঠান হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, সহরের প্রধান প্রধান বক্তৃতাগৃহেও শ্রীমঠের অভিজ্ঞ বক্তৃগণ বিভিন্ন সময়ে পরমার্থবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিবেন। নিম্নে কয়েকস্থানের বক্তৃতার বিষয় উল্লিখিত হইল :—

আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার (১৯৩৭) 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কিং জর্জ্জ প্রফেসার' ও ভূতপূর্ব্ব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক স্যর্ এস্ রাধাকৃষ্ণণ্ এম্-এ, ডি-লিট্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী (ডের আর্ণষ্ট গেয়র্গ সুলৎজে) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন কি করিয়া সম্ভব?' (How East & West can meet?) বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার (১৯৩৭) ভবানীপুরের 'আশুতোষ কলেজ হলে' অনারেবল্ জাষ্টিস্ মিঃ সি, সি, বিশ্বাস সি-আই-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী (ডের ই, জে, [illegible]) "বেদান্তের তাত্ত্বিক বিষয়" (Message of the Vedanta) সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার (১৯৩৭) সন্তোষের মহারাজা মাননীয় স্যর্ মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক চারুগোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ "[illegible] ও সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। জনসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীধামে জন্মোৎসব

গত ১৪ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে এবং শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীজন্মোৎসব [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আচার্য্য-অভিষেকোৎসব

আগামী ২৫শে ভাদ্র (১৩৪৪), ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) শুক্রবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী শ্রীমতীর আবির্ভাব-বাসর গৌরপক্ষীয়া তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজের শুভ প্রকটবাসর। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্তর্গত যাবতীয় মঠে ঐ দিবস আচার্য্য-বাঞ্ছাবাণ সম্মুখে সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিনী [illegible] পূজিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে উক্ত দিবস বিশেষভাবে মহা-[illegible] হইবে। [illegible] ভক্তগণকে সকলকেই [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই উৎসবে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশ [illegible]

শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগোবিন্দবিনোদানন্দ জীউর শ্রীঝুলনোৎসব মহাসমারোহের সহিত [illegible]।

এই উৎসবোপলক্ষে নবরচিত এক শ্রীকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীউ অপূর্ব্ব শৃঙ্গার [illegible] বিচিত্র বর্ণের কৃত্রিম পুষ্পমালিকার দ্বারা এক [illegible]

মঠপ্রাঙ্গণটিকেও বিচিত্রবর্ণের পতাকা, বৈদ্যুতিক আলোকমালা, আম্রশাখা, ঘট, কদলীবৃক্ষ ও নানারূপ [illegible] দ্বারা মনোরমভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীগোবিন্দবিনোদানন্দ জীউর মঙ্গলারাত্রিকাদি বহুবিধ [illegible] আরাধনা সম্পূর্ণ পূজা আরাধনার বন্দনা ও নিত্য [illegible] কীর্ত্তনানন্দ শ্রীপাদ বিনোদগোপাল [illegible] [illegible] অধিবেশন [illegible] হইয়াছিল।

প্রতিদিন [illegible] মঙ্গলারাত্রিক শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্মে [illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অমল [illegible] কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার [illegible] বৈষ্ণবগণকে বাধ্য করিয়াছেন।

প্রতিদিন [illegible] প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। উৎসবে সমাগত নাগরিকগণের মধ্যে নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল।

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত সন্তোষ প্রসাদ এম-এ, বি এল; [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] (প্লিডার) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ; শ্রীযুক্ত [illegible] (এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী), [illegible] ; শ্রীযুক্ত [illegible] ইঞ্জিনিয়ার (এক্সিকিউটিভ) [illegible]।

উৎসব উপলক্ষে মঠবাসী সেবকবৃন্দ [illegible] সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাবে

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ হৃষীকেশ ভৃগু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

গোপী ও লক্ষ্মী

কৃষ্ণ এবং নারায়ণ সিদ্ধান্ততঃ অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু, তদ্রূপ গোপী এবং লক্ষ্মী স্বরূপতঃ অভিন্না; সুতরাং লক্ষ্মী অপেক্ষা গোপীর উৎকর্ষতা থাকিলেও উভয়ে সিদ্ধান্ততঃ অভেদ—ইহাই শাস্ত্র-সম্মত বিচার। অবতারী-স্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন তদ্রূপ গোপী-শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীও সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতেই লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ প্রকাশিত। সেই সকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গ-বিভূতিরূপে বৈভবগণ-মধ্যে পরিগণিত এবং বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপে মহিষীগণের স্ফূর্তি। লক্ষ্মীগণও শ্রীরাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ, আর ব্রজদেবীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না বলিয়াই লীলার সহায়স্বরূপ তাঁহার এইরূপে অনেক 'প্রকাশ' দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ, আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীর ততি॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশ রূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ॥
আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥

এই গোপী ও লক্ষ্মী উভয়েই চিন্ময়ী—বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদের জড়দেহ, জড়মন ও লিঙ্গদেহরূপ মায়াবিকারাত্মক অনিত্য মন নাই। তাঁহাদের চিন্ময় স্বরূপে শুদ্ধ দেহ চিৎ, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর আছে। তাঁহাদের চিদৈশ্বর্য-কার্য সমস্ত ভগবদ্ভাবে বিভাবিত। তাঁহারা উভয়েই ভগবৎ-শক্তি। তবে গোপীগণ কৃষ্ণশক্তি আর শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণ-শক্তি। গোপীগণ ব্রজবাসী আর শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠবাসী। গোপীগণ কৃষ্ণ-সেবিকা আর শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের সেবাবিধায়িনী।

সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী একই বিগ্রহে নানাকার রূপ প্রকাশ করেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী গোপীদিগের কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বয়ংরূপে মাধুর্যরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণসুখাস্বাদন করেন, এবং ঐশ্বর্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণসঙ্গ আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপ জাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী। সুতরাং ঐশ্বর্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে কৃষ্ণসঙ্গ পাওয়া যায় না। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজ দেহে কৃষ্ণের সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। গোপীর আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়া তিনি কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিতে পারেন নাই।

ব্রজধামে ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই; সেখানে মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। ব্রজবাসিগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন বলিয়া জানেন,—পরম ঐশ্বর্যশালী পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটি অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা জানেন না। আমরা যদি ব্রজবাসিগণের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে পরমতত্ত্বের ভজন করি তাহা হইলে কৃষ্ণসেবা আমাদের লভ্য হয়।

শ্রীনারায়ণ ঐশ্বর্যবিগ্রহ; তিনি ষষ্টিগুণ-সম্পন্ন। সাধ্ব-বিভক্ত রসে অর্থাৎ শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যাদ্ধে ইহার সেবা সাধিত হয়। এখানে সম্ভ্রম বর্তমান। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় সম্ভ্রম বলিয়া কোন কথা নাই। কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায়, ইহাই সেখানকার ভাব। অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ মুখ্য রস এবং হাস্য, করুণাদি গৌণ সপ্ত রসের একমাত্র আশ্রয়।

অনেকে মনে করেন, পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ভজন সর্বোত্তম, সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্বোপরি, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্ এবং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্তি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে"॥

নারায়ণের যে ষাটটি গুণ আছে, সেই ষাটটি গুণের উপরে শ্রীকৃষ্ণের আরও চারিটী অসাধারণ গুণ আছে। যাহা শ্রীনারায়ণে নাই। যথা—(১) সর্বাদ্ভুত-চমৎকারলীলাসমুদ্র-বিশিষ্টতা, (২) অতুল্য-মধুরপ্রেম-পরিশোভিত-প্রিয়মণ্ডলতা, (৩) ত্রিজগন্মনাকর্ষি-মুরলীপরায়ণতা, (৪) চরাচর বিস্ময়কারী-অসমোর্ধ্বরূপ শ্রীযুক্ততা, এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয় প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য-স্বরূপিণী লক্ষ্মীর অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। কৃষ্ণই যখন বিলাস-মূর্তিতে নারায়ণ তখন নারায়ণ পত্নী লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পাতিব্রত্য-ধর্ম যায় না। অতএব কৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক। স্বয়ং ভগবান্ প্রভু কৃষ্ণই লক্ষ্মীর মনোহরণ করেন। কিন্তু গোপিকার মনোহরণোপযোগী গুণচতুষ্টয় শ্রীনারায়ণে না থাকায় তিনি গোপিকার মন হরণ করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণরূপে প্রকাশ হইলেও গোপীদের তাহাতে অনুরাগ হয় না। লক্ষ্মী কৃষ্ণমাধুর্য চান, কিন্তু গোপী নারায়ণের ঐশ্বর্য চান না। এইখানেই লক্ষ্মী ও গোপীর কৃষ্ণ-সেবায় বৈশিষ্ট্য।

— —

মহামন্ত্র অসংখ্যাতরূপে কীর্তনীয় কিনা?

ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরযুক্ত মহামন্ত্রের বিষয় কলিসন্তরণোপনিষদে কীর্তিত আছে। 'কলি' অর্থে বিবাদ। যেখানে দুইটী পক্ষ, প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিবাদে রত, সেইখানেই কলি বর্তমান। যেখানে এক পরাৎপর-বস্তুর সেবায় উদ্দিষ্ট বহু চেতনের সম্মিলন, সেখানে উদ্দেশ্য এক হওয়ায় একই বহুকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে বহুত্বে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু বিবাদ নাই। কিন্তু ভোগী মানবের ভোগ্যবিষয় বহু হওয়ায় তাহার ভোগময়ী চিত্তবৃত্তিও বহুমুখী হইয়া থাকে, সুতরাং বহুভূমিকায় থাকাকালে ভোগসাধনের উদ্দেশ্যে একের সহিত অন্যের বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী, সূনা, দ্যূত ও সুরা এই চারিটী কলির স্থান। কলির পঞ্চম অধিষ্ঠান স্বর্ণ। সুতরাং কনক-কামিনীতে আসক্তি যেখানে, সেখানেই কলির প্রভাব আছে জানিতে হইবে। এই কনক-কামিনীর সাহচর্যে যে সুখভোগ, তাহার কতকগুলি অসুবিধা আছে, সেই অসুবিধাকে এড়াইবার একটা সুখ ভোগপিপাসা মানবের হৃদয়ে জাগরিত হয়; এই ভোগ ও প্রতিষ্ঠার নাম দিয়া। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—তিনটীই জড় মনের ভোগের ইন্ধন-স্বরূপ। এই ভোগপ্রবৃত্তিই বিবাদের সৃষ্টি করে। সুতরাং বিবাদ যেখানে আছে, সেখানে সংশয় রহিয়াছে। শাস্ত্রবাণী পুনঃ পুনঃ শ্রবণ (?) করিয়াও তাহাতে অনাস্থা স্থাপন পূর্বক ভক্তবৈষ্ণবকে ভোগ্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের কীর্তিত সংসিদ্ধান্তে নানাপ্রকার আপাত ছল উঠাইয়া কুতর্ক করিবার প্রচুর প্রবৃত্তি রহিয়াছে যেখানে সেখানেই কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশা অথবা অপ্রাকৃতাদের যে-কোন একটী পিছনে থাকিয়া কলিস্তার করিতেছে, জানিতে হইবে। নিরপেক্ষ বাস্তবসত্যের বাণী সেবোন্মুখ কর্ণকুহরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এই সকল সংশয় বা কুতর্কের অবসান ঘটা সম্ভবপর নহে।

কলিসন্তরণোপনিষৎ মহামন্ত্র কীর্তন করিয়াছেন। কলি অর্থাৎ বিবাদ এবং সেই বিবাদের মূলীভূত কারণ স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন ভোগপিপাসা যাঁহাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে অথবা তটভূমি পরিত্যাগ করিয়া পরপারে গমন করিয়াছেন যাঁহারা, সেই নিষ্কিঞ্চন পরমমুক্তকুলের একমাত্র উপাস্য শ্রীহরিনাম। আবার যাঁহারা সর্বপ্রকার কপটতা ত্যাগ করিয়া সেবা, প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিতে করিতে বহু উদ্দেশ্যপ্রসূত বিবাদের ভূমিকা পরিত্যাগপূর্বক বহু মিলিয়া একের সেবাবিলাসবৈচিত্র্যে অধিকার পাইতে যত্ন করেন—তাঁহাদের পক্ষেও ভবরোগের একমাত্র ঔষধস্বরূপ শ্রীহরিনামই আরাধ্য। তৃতীয় শ্রেণীর মানবগণ—যাঁহারা বহির্মুখতাকে বহুমানন করিয়া সর্বক্ষণ তাহাতেই প্রমত্ত থাকিতে কৃতসংকল্প, যাঁহারা বিবাদ-সমুদ্রে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন বা চিরতরে উহার গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেও শ্রীহরিনামের ন্যায় লোভনীয় বস্তু আর কিছু হইতে পারে না, কারণ, উহা শ্রুতিকর্ণরসায়ন। অত্যন্ত নিষ্ঠুর বা মৎসর ও সুখভোগাসক্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই শ্রীহরিনামে অনাদর করেন না।

মহামন্ত্র অসংখ্যাতরূপেও কীর্তন করা যায় কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথা

কৃষ্ণ ভাবে যেন চিন্তাকুলিত মন। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া চঞ্চল।

বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মহাত্মা সম্বন্ধে ঐ প্রকার প্রশ্ন কতদূর সঙ্গত, ইহাদ্বারা তাহার খানিকটা দিগ্দর্শন হয়।

সংখ্যা না রাখিয়া কীর্ত্তন হয় কিনা ?—এই প্রশ্ন হইতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে আশঙ্কা হইয়াছে—ঐরূপ কীর্ত্তন করিলে প্রত্যবায় হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যবায় হয় কিনা, তাহা আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক।

বিধি ও নিষেধ, এই দুইটী সাধকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সিদ্ধাবস্থায় বিধির অপেক্ষা নাই। মানবের মন সাধারণতঃ বিষয়োন্মুখ ও হরি-প্রসঙ্গবিমুখ হইয়া থাকে। সেই উচ্ছৃঙ্খল মনকে সংযত করিয়া অন্তর্মুখ করিবার উদ্দেশ্যে বিধির প্রয়োগ হয়। উদ্ধ-স্বরূপে বিধির কোন সার্থকতা থাকে না। দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা প্রভৃতি সমস্তই সাধকের অনুকূল; এইজন্য সাধকের অনুকূল বিধি নিষেধ দীক্ষাদি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্র গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তিকে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করেন, সংসার হইতে মুক্তিলাভ করান। অন্যান্য ইতরমন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র শ্রেষ্ঠ; কারণ, কৃষ্ণমন্ত্রই সংসার-তারণে সমর্থ; অন্যান্য মন্ত্রসমূহ অবিদ্যা বাধকল প্রদান করিয়াই নিরস্ত হন। মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক। উহার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে ভগবানের সহিত "নমঃ, স্বাহা প্রভৃতি শব্দ যুক্ত আছে। ঐগুলি আত্মনিবেদন ও প্রাকৃতাহংকার নিষেধ-সূচক। মন্ত্রসমূহ ভগবানের সহিত মন্ত্রো-চ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদন করেন। মন্ত্রসিদ্ধ হলে জীবের কৃষ্ণাংকার দূরীভূত হইয়া অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ হয়। যখন জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তখন দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোক্ষজ-সেবায় প্রবৃত্ত হন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে অপ্রাকৃতানুভূতি-ফলে বাহ্য ভোগময়ী প্রবৃত্তি হইতে অবসর লাভ হইলে জপকারী মন্ত্র ও মন্ত্র-দেবতা, নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখনই তাঁহার সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা-লাভ হয়। তখন আর অহংপ্রত্যাভিনিবেশ-সূচক "নমঃ" প্রভৃতি শব্দ বা ভগবানের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক চতুর্থ্যাদি প্রয়োগের বিধি তাঁহার উপর বলবান্ থাকে না। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তববস্তু তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকেন বলিয়া বিপ্রলম্ভভাবে অনাদে সম্বোধন দ্বারাই কৃষ্ণ-সেবা-যোগ্যতা ঘটে। সুতরাং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনস্ব। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু "অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীনামপ্রভুকে সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মহামন্ত্র কেবলমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য একথা নহেন। বদ্ধ জীবকুলও একমাত্র শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিয়া মুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন। বদ্ধাবস্থায় শ্রীহরিনামের আরাধনা সম্যক্ প্রকারে হইতে পারে না। কিন্তু সেই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি-লাভের উপায়ও একমাত্র হরিনাম। শ্রদ্ধা-সহকারে কীর্ত্তিত হইলে শ্রীহরিনামই জীবের অশেষ কল্মষ বিনাশ করিয়া নিজ পাদপদ্ম-সেবার অধিকার দিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীহরিনাম যখন বদ্ধ ও মুক্ত, উভয়েরই একমাত্র উপাস্য, তখন মুক্তকুল সম্বন্ধে না হয় কোন বিচার না থাকিতে পারে, কিন্তু বদ্ধ জীবের নিকট যখন তিনি মন্ত্রাকারে সাধন-রূপে প্রকাশিত, তখন তাঁহার গ্রহণ বিষয়ে বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, শ্রীহরিনাম বদ্ধজীবের দর্শনে সাধনরূপে দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তিনিই চরম সাধ্য। সাধন-রূপে দর্শন অপূর্ণ দর্শন মাত্র। সাধনকালেও শ্রীহরিনাম অন্যনিরপেক্ষ বলিয়াই তিনি 'মহামন্ত্র' এই আখ্যা গ্রহণ করায় মন্ত্র হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মন্ত্রার্চ্চন সম্বন্ধে স্থান, কাল, শুচি, অশুচি প্রভৃতি বিচার আছে। কিন্তু মহামন্ত্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাঁহার গ্রহণে স্থান, কাল পাত্রের বিচার নাই। পাত্রের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মুক্ত, মুমুক্ষু ও ভোগী সকলের পক্ষেই নামই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। স্থান ও কাল সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ॥"

এমন কি, নাম-গ্রহণে দীক্ষা, পুরশ্চরণাদির পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র-ভাবেই সংসার মোচন করাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম দান করিতে পারেন, তজ্জন্য দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। শ্রীনাম মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণের কোন আবশ্যকতা নাই। একবার নামের উচ্চারণ ফলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। বিশেষ করিয়া মন্ত্রদীক্ষা লাভপূর্ব্বক অর্চ্চনাদি দ্বারা বৈধী ভক্তির যাজন হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হন অর্থাৎ ভজনমার্গে রাগানুগা ভক্তিরও অনুসরণ হইয়া থাকে। শ্রীনামকীর্ত্তনই যদি শ্রেষ্ঠ হন তবে নামকীর্ত্তনকারীর দীক্ষার অপেক্ষা কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন—

"যদ্যপি কেবলাপি শ্রীভগবন্নামাপি নিরপেক্ষমেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্ত-দান-সমর্থমিতি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিক-সামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি; তদ্বিনাপি শরণা-পত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ; তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষুভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব

(ভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৪ ও ২৮৩ সংখ্যা)

বস্তুতঃ শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য ও শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতা হইতেই ঐ সকল প্রশ্নের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনাম একই বস্তু। শ্রীনাম নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত ও চৈতন্যস্বরূপ। চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণই নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা ও ধামসহ শ্রীনামরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। বাচ্য শ্রীকৃষ্ণ ও বাচক কৃষ্ণনামে কোন ভেদ নাই। কলিকালে নামসংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। কলিকালে স্ত্রী বিবাদের যুগে মানবের বাদবিসম্বাদ বা তর্কের প্রতি একটা নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি দেখা যায়। তর্কের দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত কিছু বুঝিয়া লইতে চাহেন। কিন্তু তর্কপন্থা শ্রৌতপন্থা নহে। যে বস্তু কুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত, যাহাকে সীমাবদ্ধ মনের সীমাবদ্ধ ধারণা বা জ্ঞানাগম্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তর্ক করিয়া তাহাকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করিতে পারা যায়। বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীহরিনাম ঐরূপ মানবধারণার অন্তর্ভুক্ত কোন পদার্থ নহেন; তিনি মানবের আরোহপথ-প্রসূত সমস্ত জড়বিশেষ বা নির্বিশেষ ধারণাকে স্তব্ধ করিয়া স্বমহিমা প্রকাশ করিতে পারেন। তর্কপথের প্রাবল্যের দিনে সমস্ত প্রকার কুণ্ঠধর্ম্ম তর্কদ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একমাত্র প্রাকৃত তর্কাতীত বস্তু অপ্রাকৃত শ্রীহরিনামই তর্কপন্থিগণের অহঙ্কারগণকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আত্মঘাতী ভোগপ্রবৃত্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন বলিয়াই তর্কের যুগে যুগধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তর্কপন্থিগণ স্বীয় কুতর্কের প্রাবল্যে বৈকুণ্ঠনামকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীনাম তাহাদিগের জড়দর্শন হইতে নিজেকে আবৃত রাখেন।

শ্রীহরিনাম নিঃশক্তিক নহেন পরন্তু শক্তিবিশিষ্ট। শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিত নাম শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে শ্রবণ করিয়া শিষ্যও তাহা জপ করিতে থাকেন। জপ করিতে করিতে জপ্য নির্ম্মল হইলে শ্রীনামই স্বয়ং স্ফুর্ত্তিলাভ বিস্তার করিয়া তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন। নামজপকারীর জপ করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে সাধন-ভক্তির পর চিত্তে ভাবের উদয় হয় এবং বাহিরে হাস্য, রোদন, নৃত্য প্রভৃতি অনুভাব লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। জাতপ্রেম ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে যে নামকীর্ত্তন করেন, তাহাদ্বারাই জগৎ নাম-কীর্ত্তনের উপদেশ লাভ করেন। যাঁহারা নামের শক্তিকে বিশ্বাস করেন না, নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারাই মনে করেন যে, নাম কীর্ত্তিত হইলে বা অকস্মাৎ জিহ্বাগ্রে উদিত হইলে কীর্ত্তন ও শ্রবণকারী উভয়কে পবিত্র করিবার পরিবর্ত্তে নিষ্ফল বা দোষযুক্ত হইবেন। শ্রীগুরুদেব যাঁহাকে অধিকারী মনে করেন তাঁহাকেই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের অধিকার দান করেন।

প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

* * *

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হইল মন॥

* * *

হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই, যৈছে মদোন্মত্ত।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন।
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের নিকট এইরূপ বলিয়াছেন—"শ্রীগুরুদেবের আদেশ পাইয়া অনুক্ষণ আমি কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপ করিতাম, জপ করিতে করিতে কৃষ্ণের ভাব উপস্থিত হইল, ভাবের ভরে কীর্ত্তন করিতে করিতে হাস্য, রোদন ও নৃত্য করিতাম; পরে গুরু-দেবকে একথা জানাইলে তিনি বলিলেন—তোমার সৌভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণপ্রেম তোমার লাভ হইয়াছে, এখন সকল ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা নৃত্য, কীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণনাম উপদেশ করিয়া জগৎকে উদ্ধার কর। তদবধি আমি 'নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতেছি।" এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তনই শ্রীগুরুদেবের আদেশ। জাতপ্রেম ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে নির্দিষ্ট হইয়া যে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইতেই জগৎ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,-গোপাল আদি শ্রীবিগ্রহ নিত্য বিরাজিত আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক-পাঠাগারে 'নবদ্বীপ-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রচক্রবর্ত্তী-সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ভক্তিবিভব।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপদ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাপড়া (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীসদানন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউভারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিপ্রদাস।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চ'ব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বারিদি পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)।

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আপারইঞ্জিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবাড়, জিঃ সাতারাপুর, টৌ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীসুকুমারানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বমলা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং মহিলপুরা, সেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমদ্ভূলীনন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (টৌ, পি)

রক্ষক—শ্রীধনাবিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ-

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সত্যব্রত ব্রহ্মচারী অধিকারী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

হুগলী, পোঃ চিনসুরা, (বাংলা)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদরত্ন অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ভাইনরোড

ক্লাপহাম, লণ্ডন, ইং ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রেস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

(৪১)

৫ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩২।৶/৯

ডিঃ তারাপদ সরকার

দেঃ মঙলা বক্স মণ্ডল দিং সাং ডিপুনি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ডিপুনি গ্রামে ডিঃ সং ৮১ নং খং ১০-০৭ দাঃ জমির ১।৮/৯ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৪২)

৮৯৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ৫৪৸৹

ডিঃ ঐ

দেঃ কৃষ্ণ চন্দ্র মুহুরী সাং বাঁপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাঁপুর মধ্যে ডিঃ সং ৩৩২ ও তদধীন ৩৩৩ নং খং ৮-৫৫ দাঃ জমির ৮৶৩ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৩)

৯১৭ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩১।৯

ডিঃ প্রফুল্ল বালা দাসী

দেঃ আমির হামজা সর্দার সাং খামারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নলদহ গ্রামে ডিঃ সং ৪০০ নং খং ৮৫ দাঃ জমির ২৸/৭ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

৯১৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ২২।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গোলচেহারা বিবি সাং খামারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নলদহ গ্রামে ডিঃ সং ৪৯৩ নং খং ১-৩০ দাঃ জমির ৩৲ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৫)

৯৫১ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৩৶৹

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ মহম্মদ সেখ দিং সাং বলপুকুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে নিজেদের গ্রামে ডিঃ সং ৩০৭ নং খং ১-৩৫ দাঃ জমির ৩৷৹ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৬)

৯৫২ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হবিবন্নেসা বিবি সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মিড়া গ্রামে ডিঃ সং ৪৯৩ নং খং ১৪ দাঃ জমির ৪।৶/১৮ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৭)

৯৫৩ থাংজারি ৩৭ দাবী ২১৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আবদুল কাদের দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মিড়া গ্রামে ডিঃ সং ৩২১ ও তদধীন ৮২ নং খং ১-১৪ দাঃ জমির ৭।/৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৮)

৯৭৭ থাংজারি ৩৭ দাবী ৫২।৩

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ রাসবিহারী উপাধ্যায় সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ সং ৯৮২ বিঘা জমির ১/৹ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৯)

৪৯৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ৮৩৭৸৹

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস দিং

দেঃ নগেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ বাহাদরপুর

থানা করিমপুর মৌজে বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১৩০নং খং, ৪৩৭ নং, ৭১২ নং খং ও ৩৪১ নং খং ভুক্ত মৌজার দখলি ভূমি উক্ত মৌজা হারের সম্পত্তি দেনাদারগণের দখলস্বত্ব ও হেপাজতি জমা হইয়াছে উক্ত সম্পত্তি ৩৫১৲ টাকা ডিক্রীদারগণের অধীনে দেনাদারগণের স্বত্ব দরবস্ত হকুক মূল্য ৮২১।৹

নীলামের দিন ১১।৯।৩৭

(৫০)

৪০০ মনিজারি ৩৭ দাবী ৪৭।৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র ওরফে নৃসিংহ প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং

দেঃ ফতেমা বিবি সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সেজুয়া গ্রামে ডিঃ সং ২১৭নং খং ২-৩৭ দাগের জমির ৩৮/৭ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

৪৭৬ মনিজারি ৩৭ দাবী ৪৮/৯

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

দেঃ রাসবিহারী উপাধ্যায় সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে রাধানগর গ্রামে ডিঃ সং ১৫নং খং ২২ দাগের জমির ১।/৯ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫২)

৪৭৭ মনিজারি ৩৭ দাবী ১২৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে রাধানগর গ্রামে ডিঃ সং ১০৩নং খং ও তদধীন ১০৪-১০৫নং খং ৭০ দাগের জমির ৫৸৹ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫৩)

৪৮৪ মনিজারি ৩৭ দাবী ২১৮২।৶

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দাসী দিং

দেঃ রামচরণ বিশ্বাস সাং দাদিয়াপুর পোঃ মেহেরপুর

১। থানা মেহেরপুর মৌজে দাদিয়াপুর মধ্যে ডিঃ সং ১১৮৩নং খং ১৫৮-৫৮ দাগের জমির ১১৭৸/১১ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৪৬১নং খং ও তদধীন ১৪৬৫-১৪৮২নং খং ১২-১৪ দাগের জমির ১৯৶/১ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৬৪১নং খং ও তদধীন ৬৭২-৬৪৭নং খং ৮-.৩ দাগের জমির ১০।৶/১০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৫৫৮নং খং ও তদধীন ১৫৫০-১৫৬৩নং খং ডিঃ সং ৮-৯০ দাগের জমির ৬৮ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১১৮০নং খং ও তদধীন ১৯৮৩ ১৩৮৮নং খং ৩-১১ দাগের জমির ডিক্রীদার, একোন কোত প্রচলিত আছে তাহাতে দেনাদারের ৷৶১৩।—অংশ। দেনাদারের ঐ অংশ যোলআনা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০১২নং খং ও তদধীন ২০১৩নং খং ৩-০১ দাগের জমির যে কোত প্রচলিত আছে তাহাতে দেনাদারের ৷৶১৩। ঐ অংশ যোলআনা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০১৪নং খং ও তদধীন ২০১৫-২০১৭নং খং ৮৪ দাগের জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০২৫নং খং ও তদধীন ২০২৬।২০২৭।২০২৭।১নং খং ১-১৬ দাগের জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০২৮নং খং ১-২ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০৩১নং খং ৩-৮ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৯৮৩নং খং ২-৭৪ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০০১নং খং ৭৩ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০০১নং খং ২-১১ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০০৯নং খং ৩৮ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫

১৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০১০নং খং ২-২০ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২০১১নং খং ৭৮ দাঃ জমির ইত্যাদি যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৯৮নং খং ৭ ৯২ দাঃ জমির ৩৮।৶ ৹ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৪)

৪৯২ মনিজারি ৩৭ দাবী ৮০।৩

ডিঃ মহারাজকুমার সৌরীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর

দেঃ শিবদাস সরকার সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর ম.বা ডিঃ স ৮০৯৮ খং ৮-১৩ দাগের জমির ২১৶৸ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৫৫)

৪৯৫ মনিজারি ৩৭ দাবী ৫৬৮।৩

ডিঃ চন্দ্রপ্রভা দত্ত

দেঃ গোপাল পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী মধ্যগ্রামে ডিঃ সং ৩১ নং খং ৯ দাগের জমির ৫৸৭ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭

(অতঃপর ৮ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৭০
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। [illegible] (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক [illegible] (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। [illegible] ।৶
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার [illegible] ।০
২৭। [illegible] (অনুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। [illegible] ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীপুরুষোত্তম পরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। নবধাভক্তি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। মনঃশিক্ষা ৵০
৪৭। [illegible] ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৶১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। সংশোধনী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৵০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। [illegible] ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৫। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি [illegible]
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। নবধাভক্তি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

নীলাম ইস্তাহার

(৫৬)

৫০১ মনিজারি ৩৭ দাবী ৪০৵

ডিঃ পশুপতি সিংহ

দেঃ যুগলকিশোর ঘোষ সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ডিঃ সং ১১০ খাজনার বাকি [illegible] ঘরের ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

(৫৭)

৬৫৪ মনিজারি ৩৭ দাবী ৮৮।৶।

ডিঃ নগেন্দ্র নাথ কর্মকার

দেঃ ভূপেন্দ্র ঘোষ দিং সাং গোপালপুর পোঃ নাকাশী পাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোপালপুর মধ্যে ডিঃ সং ১৪ নং খং ১৩২১ দাঃ জমির ১৸০ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৫৮)

৬৬৭ মনিজারি ৩৭ দাবী ১৫।৶৯

ডিঃ ভবসিন্ধু ভট্টাচার্য

দেঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তি সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ডিঃ সং ৩৩৮. নং খং ৩নং জমির ২৲ টাকা ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

(৫৯)

৮৭৭ মনিজারি ৩৭ দাবী ৭০৷৷৶

ডিঃ যশোদাসুন্দরী দেবী দিং

দেঃ কিশোরীমোহন দে সাং কৃষ্ণনগর বাঘেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাঘেরপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ৬০৬ নং প্রজাস্বত্বের অধীন ৪২০ নং খং -০৯ দাঃ জমির ১৸৬ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

(৬০)

৬০২ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৪০০।৯

ডিঃ বিনয়গোপাল চক্রবর্ত্তি দিং

দেঃ আবদুল হক দিং সাং কৃষ্ণনগর বাঘেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে বাঘেরপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ৫০৬৯ নং খং ৬৯০ কাঠা জমি ও তদুপরিস্থিত দক্ষিণদুয়ারী ৫ আড়া কুঠারী এমারত কোঠা ও কোঠার পার্শ্বে চলা ২ খানি সংযুক্ত আড়া বরগা দুয়ার জানালা ও দেওয়াল ৫ খানা বড় ঘর ১খানা ইন্দারা ১টী পাকা পায়খানা ১টী ও নিম্নগাছ প্রভৃতি আসল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩৪৫৩ নং খং ৫ কাঠা [illegible] জমি [illegible] কাঠা এবং ঐ জমি তদুপরিস্থিত [illegible] আঃ ২০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫০৬৬ নং খং [illegible] খানা [illegible] ঐ [illegible] কোর্ফা ভাড়াটিয়া স্বত্ত্ব মহা সেথ বাস করে ঐ জমির দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫২৲

(৬১)

৬৬৮ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ২৮৬৷৶৯

ডিঃ প্রতাপকুমার সরকার দিং

দেঃ আবদুল জোব্বার মোল্লা দিং সাং বীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে বিড়া গ্রামে ডিঃ সং ১১৬ নং খং ...

৶০ ওয়া খরিদের [illegible] ৵০ ওয়া ৮১২ নং খং ২১০ মোকররী জমার অর্দ্ধ অংশ [illegible] পুষ্করিণী দরবস্ত হুকুক মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১ নং খং ২-৩৬ দাঃ জমির ১৸৶০ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৬২)

৭৪৭ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৭৮।৵০

ডিঃ হিমকান্ত সেখ

দেঃ চাঁদেশ্বর সেখ দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ১৫৭ নং খং -৫ দাঃ জমির ১৵৭ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(৬৩)

৭৬৮ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৫০৷৷৶৩

ডিঃ কৃষ্ণকামিনী দেবী

দেঃ প্রমীলাবালা দাসী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ দেয়াড়াপাড়ার মধ্যে ডিঃ সং ৪৩০ নং খং ৵৫৶ জমির ২৲ টাকা ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ২০০৲

(৬৪)

৭৮১ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৫৯৲৬

ডিঃ বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা

দেঃ ভূপাল চন্দ্র দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে যোগনাথতলাপাড়ার মধ্যে ডিঃ সং ৬৩১৮ নং খং -১ দাঃ জমির ৵৩ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(৬৫)

৫০১ মনিজারি ৩৭ দাবী ১৮৭।৯

ডিঃ অবিনাশ চন্দ্র পাল দিং

দেঃ অবনীকৃষ্ণ দাস সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ডিঃ সং ৪৭১ নং খং -২৮দাঃ জমির ১৵১ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০৲

(৬৬)

৫৭৭ মনিজারি ৩৭ দাবী ৫৫৮৲৩

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ দেবীপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে ডিঃ সং ৭১৮ নং খং -১ দাঃ জমির ৩০ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ঐ গ্রামের মধ্যে ৩১৯ নং খং -১ শতক জমির ৫৮৭ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৬৭)

৫৭৮ মনিজারি ৩৭ দাবী ৫৫৭৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ত্রিপুরাপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে ডিঃ সং ৩১৮ নং খং -১ দাঃ জমির ৩০ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১৯ নং খং -১ শতক জমির ৫৮০ ওয়া যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ...

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিক্ষিত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র শ্রীহরি-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৫৮]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯।৯।৩৭

(৬)

৪১৯ খাজানা ৩৭ দাবী ৩৮৫৫

ডিঃ হরিদাস সেন দিং

দেঃ যতীন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চাঁদুড়ে মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

• থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ী মধ্যে ডিঃ নং ১৪০ নং খং অধীন ৬৬/৪ ও ১৪১ নং খং অধীন ২২৮/০ ও ৪০ নং খং অধীন ১৬৬/৪ ও ১৪১ নং খং অধীন ৩৮৬/ ও ১৪০ নং খতিয়ানে রাজু-বালা দাসীর অধীনে ১৬৬/৪ ও ১৪১ নং খং রাখাল দাস রক্ষার অধীনে ২৮৬/৬ টাকার নীলগোপাল রক্ষের অধীনে ৭।৶০ গোষ্ঠ-বিহারী রক্ষার অধীন ৬১।৶৬, রাধারমণ রক্ষার অধীন ২৯৬/৩, করুণানিধান রক্ষার অধীনে ১১৬/৩, রজনী দাসীর অধীনে ১৩৬/৩, বিরজাবাসী দাসীর অধীনে ১১৮/ নীলকমল রক্ষার অধীনে ১১৬/৬ সর্বসমেত ৮৮৭০ যে পত্তনী জমার সেবায়তগণ দখলিকার আছে উক্ত পত্তনী স্বত্বের ষোল আনা ঢেকা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

৬১৭ খাজানা ৩৭ দাবী ২১০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

৫। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ীর মধ্যে ডিঃ নং ৩২৬ নং খং ১৬৬/৫ জমা যার অন্তর্গত আকর ভূগর্ভস্থ দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৭৭ নং খং ২২।৶০ জমা যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ২৫৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৭২৩ নং খং ২৪/৬ জমা যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭০)

৬১৮ খাজানা ৩৭ দাবী ৩২৫।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

৪। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ী গ্রামের অধীন ৩২৬নং খং ৪৬৬/৫ টাকার সদর রাজস্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে উক্ত খতিয়ানের ৯১৬ গণ্ডা রকম মালিকী স্বত্বাংশ সেবায়তগণ দখলিকার আছে উক্ত মালিকী স্বত্বাংশে দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫৭৭ নং খং যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে উক্ত খতিয়ানের ৶১০ গণ্ডা রকম অংশ জমিদারী স্বত্বাংশ সেবায়তগণ দখলিকার আছে ঐ জমিদারী স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং /১৭। দাগ যাহা দেঃ ৭২৩ নং খতিয়ানে ২৪/৬ টাকার সদর রাজস্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে উক্ত খতিয়ানের ৶৯— আনা রকম জমিদারী স্বত্বাংশ ও খরিদসূত্রে /৯— আনা রকম একুনে ।১৩— আনা রকম জমিদারী স্বত্বাংশ দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

নীলামের দিন ১০।৯।৩৭

(৭১)

১০৩৪ খাজানা ৩৭ দাবী ১২১১/৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ বীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মোটা অধীন ডিঃ নং সেবায়তগণের পূর্বাধিকারের নামে মোকাম মৌজায় ১৩।২২৯।৫৩৭।৮৪৮। ১০০৩ নং খং ও মোটা মৌজায় ৭৬২ নং খতিয়ানে ১১০৲ টাকার যে পত্তনী জমা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সেবায়তগণ দখলিকার আছেন উক্ত বাকীপড়া সম্পত্তি যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ২য় মুন্সেফ আদালত
নিলামের দিন ১০।৯।৩৭

(১)

৮৬৫ খাজানা ৩৭ দাবী ২৭৮৸৶৬

ডিঃ ... চন্দ্র রায় দিং

দেঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ চন্দ্র সাং বর্দ্ধমান পুরাতন চক পোঃ বর্দ্ধমান

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে রূপপুর গ্রামে ডিঃ নং ১০৬নং খং ও তদধীন ১৩৭।১৪৬। ১৪৮-১৫৩নং খং ৪০-৭৯ শতক জমির ৪৭৲ টাকা জমা যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

৫৮২ খাজানা ৩৭ দাবী ২১৬৶৩

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী মোঃ গোয়াড়ী বাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মদনপুর গ্রামে ডিঃ নং ৯৮২নং খং ও তদধীন ৯৮৩-৯৯৪।৯৯৫ ১০০৭।১০০৯-১০২১নং খং ২৪-২০ শতক জমির ২৪৶৪ জমা, যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

৬৬৩ খাজানা ৩৭ দাবী ২১৪৸/

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ বলরাম বিশ্বাস দিং সাং মহৎপুর পোঃ মহৎপুর

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ১০৮৬নং খং ৫০।৩৶০ বিঘা জমির ৩৪৸/১০ জমা যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৪)

৭১৫ খাজানা ৩৭ দাবী ৬৫৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রহমান মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ নং ২৮৯নং খং ৮৲১৶০ বিঘা জমির ১১।১০ জমা, যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

৭৫৯ খাজানা ৩৭ দাবী ৮৪২৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ গোবর মণ্ডল দিং সাং বাবুডোব পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ১১৭৮২ বিঘা জমির কাত বাকী লেখা যায় উক্ত বাকী পড়া জমার ষোলআনা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

৭৭৫ খাজানা ৩৭ দাবী ১৬৯৸/

ডিঃ ঐ

দেঃ কাসেম সেখ দিং সাং পূর্বাকা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ৯৮৮নং খং ২০/২।০ বিঘা জমির ২৮।০ জমা যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৭)

৭৭৬ খাজানা ৩৭ দাবী ২৫/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল বিশ্বাস সাং হৃদয়পুর পোঃ মহৎপুর

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ১৪৩৫।১৪৩২নং খং ৫/৶০ বিঘা জমির ৪।১০ জমা, যার অন্তর্গত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৭৭৮ খাজানা ৩৭ দাবী ৬৩৪৶০

ডিঃ ঐ

নীলাম ইস্তাহার

দেঃ আবদুললতিফ মণ্ডল দিং সাং মাবতোর পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ৬/০ বিঘা জমির ৮০।০/.৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ১০০৲ ।

নীলামের দিন ১৪।৯।৩৭

(৯)

৮১৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২১।৮/৩

ডিঃ শরৎ কুমারী দাসী

দেঃ ললিত মোহন বিশ্বাস দিং সাং মাধবপুর পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে মধুরাপুর গ্রামে ডি নং ১২নং খং ও অধীন ১৩নং খং ২-৩৬ দাঃ জমির ১৮৮০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

৬৭২ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫৯/৬

ডিঃ কৈলাস কামিনী দেবী

দেঃ কটু সেখ দিং সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং ১২১২নং খং ৫-৭৩ শতক জমির ১৫৻১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৬৬২ খাংজারি ৩৭ দাবী ১০৻৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নন্দগোপাল মজুমদার দিং সাং মহৎপুর পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ ১১৪৪নং খং ।২। বিঘা জমির ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৬০৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ৮০১৸/৬

ডিঃ শশিমালিনী দেবী

দেঃ বিষ্ণুভূষণ পাল চৌধুরী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবিন্দ সড়ক মধ্যে ডিঃ নং ৩১৭নং খং -১৩ শতক জমির ৩/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ৩২০৲

(১৩)

৫৪৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৩৷৶/৬

ডিঃ যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ আব্বাস সেখ ফকির দিং সাং হৃদয়পুরদিয়ার পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে চকদিঘা গ্রামে ডিঃ নং ৩৪নং খং ২-২৬ শতক জমির ৫।১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

৪৫৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৭৷৶/৯

ডিঃ যোগমায়া দাসী

দেঃ আবেদদিন মণ্ডল দিং সাং হিসঙ্গী পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে হিসঙ্গী মধ্যে ডিঃ নং ১৭ নং খং ৪৬-২৫ শতক জমির ৪২৸/.৩৮০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৩৭৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫১।৯

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী

দেঃ হরিপদ বক্সী সাং মাধবপুর পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে মধুরাপুরের সামীল ডিঃ নং বাকের বাগ প্রভৃ ও সমেত ভাগ জমি বোল আনা রকম মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য ৫০৲

(১৬)

৩৮৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৩৩।৶৯

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ জগ ঘোষ দিং সাং এরাকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে শঙ্করপুর মধ্যে ডিঃ নং ২১১ নং খং ৬-২৩ শঃ জমির ২১।৶/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর

নিলামের দিন ১৫।৯।৩৭

(১৭)

৫৮৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৮৭৷৶/৬

ডিঃ দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় সাং আড়পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়পাড়া মধ্যে ডিঃ নং ৪৩৪ নং খং ৩১-৭৩ শঃ জমির ১৪।৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫৩৮ নং খং ২৭-৯৮ শঃ জমির /২৸/৫ আনা অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫৫২ নং খং ও অধীন ৫৫৬-৫৫৯ নং খং ৬ ৯০ শঃ জমির /২৸/৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য ৫৲

(১৮)

৫৭৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৬।৩

ডিঃ রেখা ও কালনালা

দেঃ শুকলাল মণ্ডল সাং জানা পোঃ বাজারবিধি

থানা চাপড়া মৌজে জানা গ্রামে ডিঃ নং ৮৩ নং খং ১-৭০ শঃ জমির ৷৶/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হস্তুক মূল্য আঃ ২৫৲

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড— ৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরক্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলেখ্য ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী গৌরসারতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ত তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৻১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভজনামৃতাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮ শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। দুরাশয়দর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ পিস্ট ওয়ার্ড স অফ্ গোল্ড ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবৎ ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ১১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৪৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

বিগত ১০ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে।

তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে আলোচিত—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" শ্লোক পুনরাবৃত্তির পর ঠাকুর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের এতদ্বিষয়ে বক্তব্য বিষয় আলোচিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"আত্মনি দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ। সর্ব্বতোহভিনিবেশাৎ স্মৃতিভ্রংশঃ। কোহহং কিং করোমি পূর্ব্বং কীদৃশ আসং অগ্রে বা কীদৃশো ভবিষ্যামীতি পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরাহিত্যম্।" আমরা যখন আত্মা ব্যতীত ভিন্নবস্তু দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়াছি, তখনই স্মরণভ্রষ্ট (নষ্টস্মৃতি) হইয়াছি। এতদবস্থায় আমরা পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরহিত হইয়া অবিবেকী হইয়া পড়িয়াছি। আমাদিগের এবম্বিধ অবস্থা মনুষ্যেতর প্রাণীর ন্যায়। মানুষের মত আকার, মানুষের মত আচার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, মানুষের মত ভদ্রতা, শিষ্টতা, লেখাপড়া, শিল্প, কলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি এবং পারমার্থিক পরিচয়ে আচার্য্য, গুরু, সেবক, ভক্ত, সাধু, মোহন্ত, গোস্বামী ইত্যাদি আখ্যায় পরিচিত হইলেও পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরাহিত্য বশতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতের সংজ্ঞায় আমরা মনুষ্যপদবাচ্য থাকিতে পারিতেছি না।

তাই আমরা যাহাতে বাস্তব মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারি তজ্জন্য ঠাকুর বিশ্বনাথ "শ্রীগুরুচরণপদ্মাশ্রয়বিবেকঃ স্যাৎ ভবেৎ অন্যকামনারহিতো ভবেৎ একথা কেবলেন ন তু জ্ঞান-কর্ম্মাদি-মিশ্রয়া ভক্ত্যা ভজেৎ। গুরুমেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠঃ যস্য তথা দৃষ্টঃ সন্নিত্যর্থঃ।" উপদেশ করিয়াছেন। এখন বিচার্য্য—আধুনিক শিক্ষিত সমাজ 'বিবেক' শব্দটির যেরূপ অপপ্রয়োগ করেন অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বৈরাচারিতা, মনের খেয়ালকেই অনেকে বিবেকের সীমানায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের স্বপ্ন দেখেন; এবম্বিধ বিচারের কথা বাদ দিয়াও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জনগণের মস্তিষ্কসমষ্টিতে যে পূর্ব্বাপর বিচারের আবর্ত্তন করা হয় অর্থাৎ জাগতিক বুদ্ধিতে বুদ্ধিমানের শিরোভূষণদিগের মস্তিষ্ক হইতেও যে-সকল বিবেক সৃষ্টি লাভ করে, তাহাও এখানে "শ্রীগুরুচরণপদ্মাশ্রয়বিবেকঃ" বাণীর চতুঃসীমানায় নাই। উহা ভ্রমপ্রমাদাদি দোষে আচ্ছাদিত।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় হইতে লব্ধ যে জ্ঞান তাহাই বাস্তব বিবেক। কামনান্তররাহিত্য না হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসাদ লাভ হয় না, ইহাও একটী প্রকৃষ্ট নিয়ম। সুতরাং পশমত, জনমত, লৌকিক দেবতান্তর-সেবা-পূজাদিবর্জ্জিত হইয়া একমাত্র শ্রীগুরুদেবই পরমদেবতা বা আত্মার পরমাশ্রয় জানিয়া প্রসাদ লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তবেই বাস্তব বিবেক লাভ। এই বাস্তব বিবেকিগণ কখনও অনাধিকারী নহেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

মহামন্ত্র অসংখ্যাতরূপে কীর্ত্তনীয় কিনা?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষরূপে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোল নাম যুক্ত শ্লোকই মহামন্ত্র নামে কথিত হয় সুতরাং "মহামন্ত্র" এই স্পষ্ট উল্লেখ যখন রহিয়াছে, তখন উহা যে "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্লোককেই উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাষণ্ডসম্প্রদায়ের মধ্যেই যাহারা একটু মন্দের ভাল, তাহারা স্নানের সময় 'গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিত। 'প্রত্যহ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন না করিয়া একাদশী বা কোন বিশেষ দিবসে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া বাক্যাপব্যয় করা উচিত'—মধ্যস্থ-সমাজ এরূপ বিধান ব্যবস্থাও দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়; তখন সকলেই হরিধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। এগুলি কিছু আর সর্ব্বলোকের কাণ বাঁচাইয়া করা সম্ভবপর নহে। সে সময় নামের বীর্য্য হানি হইল না, আর মহাপ্রভু মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেই মহামন্ত্রের বীর্য্য হানি গেল! অথবা যদি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত নাম ও নামসংযুক্ত পদই মহামন্ত্র নামে অভিহিত হয় তাহা হইলেও মহামন্ত্র কীর্ত্তনে কোন দোষই হয় না, এবং মহামন্ত্র-কীর্ত্তনে যদি প্রত্যবায় হয়, তাহা হইলে 'নামকীর্ত্তন'ই বন্ধ করিতে হয়; কারণ, তাহা হইলে নামকীর্ত্তন করিলেই প্রত্যবায় হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণস্থলে বসিয়া পণ্ডিত, দিয়া এরূপ শিক্ষার পোষণ করা যে কতদূর অপরাধের কার্য্য এবং ঐ প্রকার আলোচনাই না প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা সুধীসমাজেরই বিচার্য্য।

মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তন করিবার বিধি আছে, কিন্তু ঐ বিধি কেবল সাধকেরই অবশ্য নহে, উহা ভক্তের একটী বৈশিষ্ট্য। উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তনীয় ইহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাহা আচরণ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। সেই আচরণ ও উপদেশের যথাযথ অনুসরণই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পন্থা। উপসংহারে সমস্ত গৌড়ীয়গণের শিক্ষাগুরু অচিন্ত্য-ভক্তি-রসাচার্য্য শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভুর কৃত শ্রীস্তবমালার অন্তর্গত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের "হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-কৃত গ্রন্থিশ্রেণী সুভগ-কটি-সূত্রোজ্জ্বলকরঃ" পদের "স্তবমালা-বিভূষণ" নামক ভাষ্যে গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকল শ্রোতৃগণ হরিনামভক্তিশালীদিগেরই একান্ত পালনীয় ও অনুসরণীয় এই বিচার করিয়া এস্থলে উহা উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

"হরে কৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণং ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা নৃত্যন্তী রসনা জিহ্বা যস্য সঃ; নামামুচ্চারিতানাং গণনাযৈ কৃতাভিঃ গ্রন্থিশ্রেণ্যা তয়া সুভগং যস্য সঃ

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ হৃষীকেশ আদি বার.শাবণারী গৌরাব্দ ৪৪১

সেবা-লাভের উপায় কি?

সেব্যের সুখবিধান বা মনোহভীষ্ট-পূর্ত্তির নামই সেবা। সুতরাং সেব্যের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই যে সেবা-লাভের একমাত্র উপায় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্যই বা সেবা প্রদানই কৃপা। যাঁহারা সত্য সত্যই নিষ্কপট, তাঁহারাই কৃপার এই সেবারূপটী দেখিতে পান অর্থাৎ কৃপা দেবী যে সেবা-বিগ্রহরূপে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য আমাদের নিকট সমুপস্থিত হইতেছেন বা হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"সেবা-শব্দেন স্বরূপ-লক্ষণম্। সা চ কায়িক-বাচিক-মানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবানুগত্যাত্মিকাতে। তয়ানুগত্যে হি প্রসন্নতিরেব।" অর্থাৎ সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। আনুগত্যই প্রসাদের উপায়স্বরূপ।

সেব্যের ইচ্ছাই যখন সেবালাভের একমাত্র উপায় তখন হরিগুরু-বৈষ্ণব এই সেব্যত্রয়ের কৃপা ব্যতীত সেবা-লাভের যে অন্য কোন উপায় নাই তাহাতে আর সন্দেহ কি? 'অনুগত—শরণাগতজনের প্রতিই' তাঁহাদের কৃপা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই সেবালাভে কৃতার্থ হয়। এই বস্তুরে অধোক্ষজ। ইঁহাদিগকে জড়ীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" অর্থাৎ সেবোন্মুখচিত্তেই তাঁহারা স্বেচ্ছায় কৃপা-পূর্ব্বক উদিত হন। সাধুকৃপা ব্যতীত সেবালাভ ত' দূরের কথা, সেবালাভের প্রয়োজনা অনর্থনিবৃত্তিও হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন—

'মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধু শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥'

(চৈঃ চঃ)

শাস্ত্রালোচনা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, গুরুকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না। এই কথা শুনিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? উদাস হইয়া পড়িব? বা সাধন ভজন ছাড়িয়া দিয়া ইতর কার্য্যে নিযুক্ত হইব? না, এইরূপ হওয়া বা অলস হওয়া উচিত নয়, কারণ, শরণাগতকেই ভগবান্ বিবিধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া সেবাযোগ্যতা দান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা ভগবান্ ও জীব পরস্পরেরই কিছু কর্ত্তব্য দেখা যায়। জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি—কৃপা-প্রার্থনা আর ভগবানের দিক্ হইতে সেবা প্রদান। কিন্তু যেখানে এক তরফের একটীর অভাব সেখানে সাফল্য নাই। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবা প্রার্থনা নাই, সেখানে ভগবৎকৃপা উপলব্ধি হয় না। সুতরাং শরণাগতি আনুগত্যই সেবা বা কৃপালাভের একমাত্র উপায়। এই সব কথা এক তরফ করিয়া বিচার না করিয়া অনেক আমরা অনেক সময় সাধন করিবার পরিবর্ত্তে নিরুদ্যমেই পা ছড়াইয়া দিই এবং নিজের সেই অন্যায় কার্য্যাবলীর সমর্থনের জন্য ভগবান্ ও ভক্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিয়া থাকি যে, 'ভগবৎকৃপার অভাব, তাই বিষয়ে মগ্ন রহিয়াছি—ভগবানের কৃপা হইলেই ত' তাঁহাতে সেবাবুদ্ধি উদিত হইতে পারে?' কায়মনোবাক্যে আমাদের মঙ্গলের জন্য সাধুগণ যখন আমাদিগকে কৃষ্ণসেবানুকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার উপদেশ করিয়া থাকেন তখনও আমরা পাশ কাটাইয়া বলিতে দ্বিধা করি না যে—'প্রভো, আপনাদের কৃপা হইলেই ত' সেবা করিতে পারি; আপনারা কৃপা করিতেছেন না তাই আমাদের দুর্দ্দৈব কাটিতেছে না।' এমনই আমাদের হরি-বিমুখতা! এমনই আমাদের মঙ্গল-লাভে উদাসীনতা।

দোষী আমরা নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ সাধুদের দোষ দেখি। সেই সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক এজগতে আসিয়া অযাচিতভাবে আমাদিগকে কৃপাবিতরণ করিতে চাহিলেও আমরা কি মঙ্গলময়গণের কৃপা লাভ করিতে চাই? ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা অবিরত অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু হতভাগ্য আমরা তাহা গ্রহণ করিতেছি কই? সেই মঙ্গলময়গণের কথায় কি আমরা বিশ্বাস করিতেছি? তাঁহাদের উপদেশ ত' আমাদের কাণ লাগিতেছে না। সেইজন্যই বলিতেছি, আমাদের কপালেরই দোষ। হা দুর্দ্দৈব! এ রোগের ঔষধ কোথায়?

সাধুগণ দয়াময়। তাঁহাদের কৃপা বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমাদের যদি হয় তাহা হইলে আমরা আর বোকামি করিয়া এইরূপ দুর্ল্লভ জন্ম নষ্ট করিতে পারি না। তাঁহারা দয়ার মূর্ত্তি। তাঁহাদের সবই দয়া। আমাকে সেবা দান করিয়া নিত্যানন্দ মনে ধনী করিবার জন্য তাঁহারা সতত ব্যাকুল। জানি না তাঁহাদের সেই অহৈতুকী দয়া উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমাদের কবে হইবে

সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন—সেটী তাঁহাদের অযাচিত কৃপা। কপট সাধক ভক্তের এই সেবা-নিয়োগ-ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করেন এবং কপটতা করিয়া পুনরায় কৃপা-প্রার্থনার ভাণ দেখাইয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ কপটতানুরূপ ফল দিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সেইজন্য কোন ব্যক্তি কপটতা আশ্রয় করিলে তাঁহারা তাহাদিগকে তদনুরূপ ফলই দেন, প্রেমাদি উচ্চফল দেন না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আদেশ, বেদ ও শাসন প্রভৃতিকে কৃপারূপে বরণ করিয়া, উত্তরোত্তর উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যবিশিষ্ট হইয়া কৃপার সহিত অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন এবং সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া অনুক্ষণ কেবলমাত্র নবনবায়মান সেবার জন্য কৃপা-প্রাপ্ত বা কৃপাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ সেবায় নিযুক্ত থাকেন। সেবানুকূল কার্য্যদ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপাপাত্র বা সেবোন্মুখী বৃত্তি লক্ষিত হয়। আর সেবা-বিমুখ কর্ম্মের দ্বারা সেবাবিমুখী প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতা পূর্ব্বক ভাবি কৃপার স্বপ্ন দর্শন করেন, তিনি নিত্যকাল বঞ্চিত হন—তাঁহার ভাগ্যে ভগবৎ-কৃপা লাভ হয় না।

শ্রীসম্প্রদায়ের 'বড়গলই' ও 'তেঙ্গলই' নামে দুইটী সম্প্রদায় পরস্পর 'সাধন' ও 'কৃপা' লইয়া বিবাদ করেন। দক্ষিণদেশীয় রামানুজীয়গণ 'বড়গলই' এবং উত্তরদেশীয়গণ 'তেঙ্গলই' নামে পরিচিত। 'বড়গলই'গণ সাধনকেই ভগবৎ-কৃপালাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তেঙ্গলইদের সহিত বিবাদ করেন। আবার তেঙ্গলইগণ একমাত্র ভগবৎ-কৃপাদ্বারা ভগবৎ-সেবা লাভ হয়—সাধনের কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া 'বড়গলই'দের সহিত মতভেদ উপস্থিত করেন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উভয়বিধ একদেশ-দর্শী সিদ্ধান্তের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবকে দেখাইয়াছেন যে, সদ্গুরুর আনুগত্যে গুরুবৈষ্ণব সেবা ব্যতীত বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হয় না।

'তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥'

(চৈঃ চঃ)

লৌকিক, বৈদিক বা যে-কোন ক্রিয়া হউক না কেন—উহা হরিসেবানুকূল হইলেই কৃষ্ণকৃপা বা ক্রমশঃ কৃষ্ণের ঐকান্তিকী সেবা-প্রাপ্তির উপায় হয়। আবার কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীতও কৃষ্ণ-সেবার নৈষ্ঠিকী প্রবৃত্তি উদয় হয় না। সুতরাং 'কৃপা' ও 'সাধন' পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত, একটী ব্যতীত অপরটী সম্ভব হয় না। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি লক্ষিত হইতেছে তিনি কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত হইয়েছেন জানিতে হইবে। সেবোন্মুখী প্রকৃত সাধন বা সাধনই পরা সেবা-লাভের প্রাগবস্থা; উহা সেবাবিমুখ কর্ম্মচেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবানুকূল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কার্য্যই ভগবৎ-কৃপা-সঞ্জাত ব্যাপার। ভগবৎ-সেবা চেষ্টা ও কৃপা পৃথক্ বস্তু নহে। সাধনভক্তি বা সেবাই শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানের জনক এবং শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানোদয়েই অহৈতুকী নিত্যসিদ্ধা পরাভক্তির আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণে পরমার্থবুদ্ধির ভক্তি উদয় করাইবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ উদয় হইলে শীঘ্র বিষয়ভোগ ত্যাগ এবং সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় করায়। সুতরাং সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপা বা সেবা লাভ হইতে পারে না।

মহামন্ত্র অসংখ্যাতরূপে কীর্ত্তনীয় কিনা?

(২)

নাগরিকগণ শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে আসিলে তাঁহাদের প্রতি—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।"
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল—ইথে বিধি নাহি আর॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু সংখ্যা রাখিয়া জপ এবং অসংখ্যাত কীর্ত্তন উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন। "নির্ব্বন্ধ করিয়া" অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হইবে। কিন্তু কীর্ত্তনে কোন বিধি নাই। সর্ব্বক্ষণ বলিতে হইবে, অপর কোন বিধি নাই। অর্থাৎ শ্রীহরিনাম সংখ্যাপূর্ব্বক জপ যেমন করিতে হইবে, সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনও তেমনই করিতে

হইবে। "জপ" ও "সর্বক্ষণ বল" এই দুইটী বাক্য দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। সর্বক্ষণ কীর্ত্তনে সংখ্যা রাখা সম্ভব হয় না, কেবলমাত্র জপই যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে—'নির্বন্ধ-সহকারে জপ কর" এই উপদেশ দিয়া আবার "সর্বক্ষণ বল, ইহাতে কোন বিধি নাই" এরূপ বলিবার প্রয়োজন হইত না। বিশেষ করিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পরই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়েছেন—

দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥

অনেকে বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতিই করিতে বলিয়াছেন, মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিতে বলেন নাই। ভগবন্নামের পূর্ব্বে বীজ এবং পরে সম্বন্ধসূচক চতুর্থী বিভক্তি ও "নমঃ" প্রভৃতি শব্দ থাকিলে উহাই "মন্ত্র" নামে অভিহিত হয়। এখানে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" প্রভৃতি বীজপূর্ব নহে এবং মধ্যে 'কৃষ্ণ' এই সম্বোধনাত্মক পদ থাকায় ইহা "মন্ত্র" নহে। আপনা হইতে সর্বাগ্রে প্রণবযুক্ত অথবা বীজ পুটিত হইয়া পরে ভগবন্নাম চতুর্থ্যন্তপদ-যুক্ত হইলেই তাহা 'মন্ত্র' এবং মন্ত্রসমূহ কেবল-মাত্র জপ করাই বিধি, উহা কীর্ত্তনীয় নহে। কিন্তু বীজ-প্রণব সংযুক্ত না হইলে ভগবন্নাম-সমূহ কীর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই উপদিষ্ট হইল। সকল বিষ্ণুমন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য হইলেও "সর্বক্ষণ বল" অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক সুস্পষ্ট ও সাক্ষাদ্ভাবে ও পরাবিদ্ধরূপে এই আদেশ উপদেশ থাকায় সম্বোধন-পদযুক্ত মহামন্ত্রের কীর্ত্তনে যে কোন বাধাই নাই, তাহা প্রমাণিত হয়। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা যায় না বস্তুতঃ এরূপ বিধি কোন মহাজনলিখিত গ্রন্থাদিতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। "হরি, হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ, যাদবায় নমঃ" অথবা "কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব!" প্রভৃতি পদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বমুখোচ্চারিত। শ্রীভগবানের বাক্যানুসারে "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদও মহামন্ত্রের ন্যায়ই কীর্ত্তনীয়; ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু উপরিউক্ত প্রসঙ্গ দ্বারা জানাইয়াছেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়, কেবলমাত্র জপ্য নহে, অথবা কেবলমাত্র কীর্ত্তনীয়, জপ্য নহেন,—এরূপ অভিপ্রায় নহে, কারণ এরূপ উক্তি শাস্ত্রসম্মত নহে। এখানে আরও দেখা যায়, প্রথমে শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া সে সম্বন্ধে যাহা করিতে হইবে তাহা পর পর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামন্ত্র নির্বন্ধ সংকারে জপ্য এবং সর্বদা কীর্ত্তনীয় ইত্যাদি বলিয়া সর্বশেষে বলিলেন—

দশ পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

অর্থাৎ কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কি করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন—দশ পাঁচ জন ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া করতালি দিয়া কীর্ত্তন করিবেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া পুনরায় বলিলেন, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি সকলে মিলিয়া "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতিও কীর্ত্তন কর। এখানে মহামন্ত্র সহিত ঐ পদগুলিও কীর্ত্তন করিতে হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। মহামন্ত্র যেরূপ কীর্ত্তনীয়, "হরি হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদও শ্রীভগবদাজ্ঞা নির্দ্দেশানুসারে কীর্ত্তনীয়। অনেকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু "দশ পাঁচ মিলি" প্রভৃতি মহামন্ত্র সম্বন্ধে বলেন নাই, "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদ সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। ঐ পদগুলিই কীর্ত্তন করিতে হইবে, মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে হইবে না। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। এখানে দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহামন্ত্র-সম্বন্ধে উপদেশ করিবার কালে প্রথমেই মহামন্ত্র বলিয়া পরে সে সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামন্ত্রের উচ্চারণের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। আবার মহামন্ত্র-সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় উপদেশ দিয়া "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদের উল্লেখ এবং তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা বলিয়াছেন। উভয়স্থলেই বিষয়টী আগে বলিয়া পরে তাহার বিধিগুলি বলিয়াছেন। ইহাতে একটা ক্রম রক্ষিত হইয়েছে। একই সময়ে কথা বলিবার সময় যে ক্রম ধরিয়া বলিতেছেন, মাঝপথে সে ক্রম ভঙ্গ করিয়া অন্যরূপ বলিবেন,—এরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ মহামন্ত্র উপদেশ করিবার সময় পূর্ব্বে মহামন্ত্র বলিয়া পরে তাহার বিধিগুলি বলিলেন, আর "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদের কীর্ত্তন উপদেশ করিবার কালে অগ্র ও পশ্চাৎ বিধির উল্লেখ করিয়া মাঝখানে পদটী বলিলেন—এরূপ হইতে পারে না। যে ক্রম ধরিয়া মহামন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন সেই ক্রমানুসারেই ঐপদ কীর্ত্তন করিবারও উপদেশ দিয়াছেন। যদি তাহা না হয়—যদি মহামন্ত্রের কীর্ত্তন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় না হয় তাহা হইলে

"সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রীপুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥

এই কথার কোন সার্থকতাই থাকে না; কারণ "দশ পাঁচ মিলি" প্রভৃতি যদি "হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি পদ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কীর্ত্তন-সম্পর্কিত যাবতীয় উপদেশও সেইখানেই সমাপ্ত হইয়া গেল, পুনরুক্তি করিবার আবার কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ—"সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে"—প্রভৃতি পদে "দশ পাঁচ মিলি" প্রভৃতি পদে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা নূতন কিছু বা অধিক কিছু বলা হয় নাই।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, মহামন্ত্রই যদি কীর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তনে আদেশ করিলেন কেন? মহামন্ত্রের কীর্ত্তন দ্বারাই ত' নাম কীর্ত্তন হইতে পারে। অনর্থনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের রূপ-কীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তনে অধিকার হয় না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামকীর্ত্তন অথবা দৈন্য-বিজ্ঞপ্তিসূচক মহাজনগীতিসকল কীর্ত্তন করাই বিধেয়। নামকীর্ত্তন করিতে হইলে মহামন্ত্র, "গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন" অথবা "কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব"! প্রভৃতি সম্বোধনযুক্ত পদ এবং আত্মসমর্পণ-সূচক "নমঃ" প্রভৃতি শব্দযুক্ত পদাবলীই কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে, এইরূপ কুযুক্তিমূলে মহামন্ত্র কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট ছড়াগানের সৃষ্টি করিয়া উহাকে নামকীর্ত্তন বলিয়া চালাইতে গেলে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত হইবে না। ঐরূপ ছড়াগান অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তি হইতে—শ্রৌতপথদ্রোহরূপ অপরাধ হইতে জাত বলিয়া উহা কখনই অপ্রাকৃত রসবিগ্রহ কৃষ্ণনামের সহিত সমান নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ভক্তসঙ্গে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতেন, তখন নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডপ্রকৃতি জনগণের পক্ষে উহা বড়ই ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিয়া-ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল—মহামন্ত্র সাধারণের নিকট কীর্ত্তনীয় নহে, উহাতে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে দিবারাত্রি উচ্চ সংকীর্ত্তন হওয়ায় তাহারা মনে করিত তাহাদের নিদ্রাসুখের কিছু ব্যাঘাত হইতেছে; সেইজন্য এবং পাছে মন্ত্রের শক্তি কমিয়া গেলে মন্ত্রবলে ভোগ্য বস্তুসকল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হয়—এই আশঙ্কায় তাহারা বিধর্ম্মী কাজির নিকট স্বীয় ধর্ম্মের মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

কেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল
আসি' কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
নগরিয়া পাগল হৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যায় করি' জাগরণ॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পাষণ্ডিকুলের অভিযোগ—নিমাই সর্বদা ভক্তসঙ্গে মৃদঙ্গ প্রভৃতি যোগে সংকীর্ত্তন করেন, উহাতে তাহাদের রাত্রে নিদ্রা হয় না। নিমাইয়ের অপরাধ শুধু তাহাই নহে—তিনি মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন; কিন্তু উহা বিধি নহে, কারণ—'সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।' সুতরাং নিমাই যে খোল-করতাল যোগে, ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উচ্চ-কণ্ঠে অর্থাৎ যাহাতে সর্বলোক শুনিতে পায় এইরূপে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

এরূপ কুতর্ক উঠিতে পারে যে, এখানে 'ঈশ্বর নাম' বলিতে 'ঈশ্বর' এই নাম, এরূপ বুঝিতে হইবে, পরন্তু ষোলনামাত্মক মহামন্ত্র নহে। কিন্তু এইরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ 'ঈশ্বর' শব্দটী ভগবানের মুখ্য নাম নহে, উহা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিজাত ধারণাদির গৌণনাম বা বিশেষণ মাত্র। পরন্তু শ্রীনাম স্বয়ং বিশিষ্ট বস্তু। ভগবান্ ঈশ্বর নহেন, তিনি পরমেশ্বর অথবা যদি শিব বা ব্রহ্মা প্রভৃতিকে ঈশ্বর বলা যায়, তাহা হইলে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কলা ও বৈভবসমূহকে পরমেশ্বর এবং মূল অংশী শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বরেশ্বর বলা যাইবে। যাহাই হউক, অপরোক্ষ ধারণা হইতে জাত ভগবানের গুণবাচক বিশেষণসমূহও অপ্রাকৃত মুখ্য শ্রীনামপর্য্যায়ভুক্ত নহেন। সুতরাং 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' প্রভৃতি নামের ন্যায় 'ঈশ্বর'ও একটি নাম—এরূপ উক্তি ভ্রমমূলক।

কেহ বলিতে পারেন—'ঈশ্বর নাম—মহামন্ত্র জানি' ইহার অর্থ এইরূপ—শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ, রাম, গোবিন্দ' প্রভৃতি সমস্ত নামই ঈশ্বরের নাম বলিয়া কথিত আছে; নিমাই ঐ নামগুলিই উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন; যেমন—"গোপাল, গোবিন্দ, রাম, শ্রীমধু-সূদন" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন করিবার আদেশ তিনি স্বয়ংই দিয়াছেন; কিন্তু বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় এই বিষয়েই আপত্তি করিয়াছেন; পরন্তু "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি মহামন্ত্র নিমাই নিজেও কীর্ত্তন করেন নাই, তৎসম্বন্ধে বলাও হয় নাই।

এরূপ উক্তিরও কোন সামঞ্জস্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কারণ, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত নামই তুল্যমাহাত্ম্যবিশিষ্ট হইলেও

(অতঃপর ৬৪ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠস্থাক

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব-প্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, দেহান্তচতুষ্টয় সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা,এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ডাকঘর পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়লাবাড়, পোঃ মৈমনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরঠাকিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ কুরিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজবাসী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নগণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং মদনপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রমী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)।

রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং রমযান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শাহসাহি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তকমলাব, ভাক্তশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২১শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লাডখানি	৬।০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
ক্যাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বাঁশরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাদের তোমাসিটি	৪৲
সিদ্ধ বেতুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাবাদি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
ক্যাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুন	৩৵০

চিনির দর

বিকাটর, টাইপ	১০৷৵০
বর্ণ-কুল ১০০০ নং	১০৴০
কাশীপুর দানা	৯।০
কাশীপুর দানা	৮।০—৯৶০
কানপুর দানা	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪।০
নবরেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আবাধে—	৪০৸০
নি-রভব—	৪০৸০
উত্তর—	৪১।০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৶০
হোয়াইট ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৷৵০
আটা নং (২)	৫৴০—৫।৵০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৸০—২৷৵০
গোলাউ	১৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

কলকা	৫৭৲
রামজীবন	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲

সাজিয়ান	৪৸০
ভার	৪৬৲
কাশুলে	৩৬৲
বাজা সাবধা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০।
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রন (কোনা)	৮।০ ৲

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৶০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটবা ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৵৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩।০—৪৲

পাটি কাটিং ৫—৯ ফুট লম্বা

৭।১—৮৲০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, গোলটু নবাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

জন্য ৯৸০—১২৲

ফুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের দাম ৫৵০, পাটের দাম ৬।০

তুলার দাম ৪৸০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের গোলার কাটন	৫৪৲
মিঠাই আখের দরকার	৪০৲
কবাদি গুড়ের কাটন	৪৩৲
হাজারি বাধা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা মাও	৮।০
সুপারী বেনী	১৬।০—১৭৲০
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
ভূবী পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা ছাত্রাবাসে খোরাক ও পেট্রনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই, যাঁহারা ইকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

দরিদ্র ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০		২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৫৪	১১—১০,	১৪—৯		২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৭	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০		১২ ১৮	১৬-৫৫	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া [illegible] কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের টাকা সংযুক্ত প্লীহা যকৃৎ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং শম্ভুনাথ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতোড়া, ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	২৷০
সিকি কলম	১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলাতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। তথা হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের স্বরূপ, ব্রাহ্মণ লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে যথাযথ শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইয়াছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সভ্যবাদৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIYA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মনোভিষিক্ত
আচার্যত্রয়
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৭৯]

বিবিধ সংবাদ

——(০(০০)০)——

জাপ-বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণ

গত ২৮শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক এলাকার দক্ষিণে ন্যানটাওএর উপকণ্ঠে ২০টি জাপানী বিমানের বোমাবর্ষণের ফলে শত শত চীনা নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিমান আক্রমণের ফলে ভয়ন ভীতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং নানাস্থানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। পুটুং চাপেই প্রভৃতি অঞ্চলেও জাপ-বিমানগুলি বোমা বর্ষণ করে। তাহারা সামান্যই বাধা পান। চীনারা মাঝে মাঝে বিমানগুলি লক্ষ্য করিয়া মেসিনগান ও রাইফেলের গুলী চালায়

সাতারা মিল পোড়াইবার জের

গত ৩১শে আগষ্ট পণ্ডিচেরীর প্রথম ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে আগামী ৩ঠা সেপ্টেম্বর ট্রাইবুনালের এক জরুরী অধিবেশনে 'সাতারা মিলের' মামলার শুনানী হইবে।

গত বৎসর শ্রমিক ধর্মঘটের সময় পণ্ডিচেরীর সাতারা মিলে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। মিলটী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ঐ সময়ে অবস্থান ধর্মঘট করিয়া যে সকল শ্রমিক মিলের মধ্যে ছিল, তাহাদিগের উপর গুলী চলিয়া ছিল।

মিলের কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের এবং পণ্ডিচেরী ও অন্যান্য মিউনিসিপালিটীর বিরুদ্ধে ২২ লক্ষ টাকা খেসারত দাবী করিয়া এক মামলা দায়ের করিয়াছেন।

পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা

কলিকাতার শ্যামানন্দ রোডের বাবু শিবানন্দ গুপ্তকে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিবার অভিযোগে লালাডাইন রোডের উপেন্দ্র নাথ সরকার ও তাহার পুত্র হরেন্দ্রকে আলীপুরের তৃতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, মুখার্জ্জীর এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, শিবানন্দ বাবু ডাঃ কে, সি, সেনের বাড়ীতে যান। ডাঃ সেনের বাড়ী আসামীদের বাড়ীর নিকট। শিবানন্দ বাবু দেখিতে পান যে, হরেন্দ্র একটি ভিক্ষুক স্ত্রীলোককে মুষ্টাঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে। শিবানন্দ বাবু ইহার প্রতিবাদ করিলে হরেন্দ্র তাঁহাকে গালাগালি করে। ইহাতে তিনি হরেন্দ্রকে চপেটাঘাত করিয়া ডাঃ সেনের বাড়ীতে চলিয়া যান। অতঃপর আসামী উপেন্দ্রনাথ সরকার ডাঃ সেনের বাড়ী যাইয়া শিবানন্দ বাবুকে ভয় দেখান। পরে শিবানন্দ বাবু ডাঃ সেনের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলে উভয় আসামী তাঁহাকে আক্রমণ করে। একজন একটী কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা শিবানন্দ বাবুর মস্তকে আঘাত করে। আঘাতের ফলে তাঁহার মস্তক হইতে প্রচুর রক্ত পড়ে এবং মস্তক জামা ভিজিয়া যায়। পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। শুনানী মুলতুবি আছে।

মিঃ অমরকুমার বসু শিবানন্দবাবুর পক্ষ সমর্থন করেন এবং মিঃ এইচ কে রায় চৌধুরী আসামী পক্ষে ছিলেন।

মাদক দ্রব্য

বর্দ্ধমানের রাজা মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনে কংগ্রেসকে সহায়তা করিতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কোন তাল অথবা খেজুর গাছ তাড়ি প্রস্তুত করিবার জন্ত পত্তনী দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবগারি কর্মচারিগণকে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দিবার জন্ত তিনি বিভাগাপট্টের কালেক্টরের নিকট এক চিঠি দিয়াছেন। বর্দ্ধমান রাজার এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁহার জমিদারীর আয় বার্ষিক ১০ হাজার টাকা হ্রাস হইবে।

ভল্লুক কর্তৃক পালিত বালিকা

তুরস্কের অন্তর্গত ভলিকান নামক পর্বতে কয়েকজন শিকারী একটি বৃহদাকার ভল্লুকীকে হত্যা করে; ইহার খানিক পরে নিকটবর্ত্তী গহ্বর হইতে এক বিচিত্র প্রকৃতি বালিকা বাহির হইয়া শিকারীদিগকে আক্রমণ করে এবং নখদ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিতে থাকে। শিকারীগণ বালিকাকে জীবিতাবস্থায় ধরিয়া আনিয়াছে।

বালিকার বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে। সে ভল্লুকের ন্যায় শব্দ করে এবং মানুষ দেখিলেই আক্রমণ করিতে আসে। তাহাকে পাগলা হাসপাতালে চিকিৎসার্থ পাঠান হইয়াছে।

উড্ডীয়মান মোটর গাড়ী

আমেরিকার জনৈক খ্যাতনামা মোটর-গাড়ীনির্মাতা এক প্রকার উড্ডীয়মান গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা দেখিতে সাধারণ মোটরগাড়ীর ন্যায়, কেবলমাত্র চলনোপযোগী পাখা সংযোগ করিলেই এরোপ্লেনে পরিণত হইবে। ইহা আকাশপথে ঘণ্টায় ১২৫ মাইল চলিবে কিন্তু স্থলপথে ৭৫ মাইলের অধিক চলিতে পারিবে না। আকাশপথে চারি শত মাইল গমনোপযোগী পেট্রোল গাড়ীতে লইতে পারিবে। আগামী গ্রীষ্মের সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র এই নবাবিষ্কৃত 'উড়োগাড়ী' প্রদর্শিত হইবে।

মেঘনা গর্ভে নৌকাডুবি

গত ২৯শে আগষ্ট চাঁদপুর হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তরে মেঘনা নদীতে নৌকাডুবি হইয়া একজন প্রাপ্তবয়স্কা রমণী, ৩টী বালক এবং ১টী বালিকা প্রাণ হারাইয়াছে।

প্রকাশ, কোনও গ্রাম হইতে প্রায় ২৫ জন স্ত্রী-পুরুষ পুত্র-কন্যাসহ একখানি নৌকাতে আরোহণ করিয়া চাঁদপুরে ঝুলন-যাত্রা উৎসব দেখিতে আসিয়াছিল। উৎসব-শেষে যখন সেই নৌকাতে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল তখন হঠাৎ পালের প্রধান মাস্তুলটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং আরোহীবৃন্দসহ নৌকাখানি সম্পূর্ণ নদীগর্ভে তলাইয়া যায়। সন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় নৌকা শীঘ্রই তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহারা কোনও চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই ৭জন আরোহী মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। মৃত ৭জন ব্যতীত অপর আরোহীগণ তাহাদের সাহায্যে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

গলা টিপিয়া শিশু হত্যা

গত ২৮শে আগষ্ট কুমিল্লার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম থানার এলাকায় এক মুসলমান কনেষ্টবল কর্তৃক ... একটি ... বৎসর বয়স্ক শিশু ... মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ... আগষ্ট ... (৭০) ... সংলগ্ন ... মধ্যে ... ছিলেন ... বৎসর বয়স্ক পুত্রকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া মৃতদেহ জলে ফেলিয়া দিয়া নিজেও জলে ডুবিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু নিকটস্থ লোকজন তাহাকে রক্ষা করে।

... অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। যামুন-আলবন্দার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনচক্র ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮ রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড্স অন্ বেদান্ত
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩ গীতাবলী ৴০
৮৪ শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ব ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
সর্ব্বকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

১২শ বর্ষ ১২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } [illegible]তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(০)::——

গত ২৮শে শ্রাবণ (১৯৩৭) শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ" বিষয়ে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মহানগরীর বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার ও উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী কাব্যালঙ্কার মহোদয়দ্বয় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

—

শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব

গত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব দিবসে কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শুদ্ধবৈষ্ণব-মহাজনগণের বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ প্রথম পারায়ণকার্য্য আরম্ভ করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible], শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিরবচ্ছিন্ন পারায়ণ করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অচিন্ত্য লীলাবলী বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও প্রচারকগণ মঠের বিভিন্নস্থানে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা আলোচনা করেন।

সারস্বত-শ্রবণসদনে এবং শ্রীমন্দিরে প্রদর্শনী-সাহায্যে এবং বক্তৃতামুখে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা রহস্য বিষয়ক বহু উপদেশ প্রদান করা হয়। প্রত্যূষ হইতে সমস্ত দিবারাত্রিব্যাপী সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীমঠে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ ও প্রদর্শনী দর্শন করেন।

—

নন্দোৎসব

নন্দোৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকাল হইতে শ্রীমঠে কীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতে থাকে। সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীমঠে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সারস্বত শ্রবণসদনে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব-মহাজনস্তুতি পাঠান্তে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী সর্ব্বপ্রথমে প্রভু উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপর অধ্যাপক সঙ্গীতজ্ঞ, প্রবীণ 'সর্ব্বস্বস্বামী' শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ শ্রীকৃষ্ণজন্ম-তত্ত্ব ও নন্দোৎসব এবং নন্দনন্দনের বিলাস-বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভু নিম্নলিখিত নন্দোৎসব গীতি কীর্ত্তন করেন।

পুত্রোৎসবমহত যশোদা।
সমজনি নন্দ চতুর্দ্দিকগোলা॥
কোঽপ্যানন্দিত বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোঽপি ভজো বহুবারম্॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্।
কিঞ্চিদপি কোঽপি সমর্পিতনবনীতম্
কোঽপি ভনোতি মনোরথসিদ্ধিম্।
পশ্যতি কোঽপি সদানন্দসিদ্ধিম্॥

পরিশেষে বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসারঙ্গ গিরি মহারাজ 'শ্রীনন্দতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। বহু বিশিষ্ট সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এ বৎসরের গৌড়ীয়মঠের উৎসবে দর্শনার্থী লক্ষ করিবার বিষয়।

শ্রীএকায়নমঠে

হংসদেবের শ্রীএকায়নমঠের সেবকগণ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব গোস্বামিপাদের আশ্রিতগণ গত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথিপূজা [illegible] যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছেন। অপরাহ্ণে প্রায় [illegible] নিকট ১০৮ [illegible] ও [illegible] পাঠ [illegible] হয়। [illegible] ও [illegible] হইয়াছিল।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

([illegible])

গত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উষঃকাল হইতেই মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পাঠ, কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ইহোপলক্ষে বহু বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী, কলেজের অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন। প্রায় ৫০০ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি নন্দোৎসব-দিবসে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

—

মেদিনীপুরে প্রচার

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের [illegible] আহ্বানে [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ গত ২৯শে শ্রাবণ [illegible] প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

———

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ হৃষীকেশ নিঃ ধ পর্ব্বোপবাসী-গৌরাব্দ ৪৫

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::০::——

অনর্থনিবৃত্তি করিতে করিতেই যেন আমাদের দিন ফুরাইয়া না যায়। অর্থ-প্রবৃত্তও দরকার। অর্থে প্রবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্তই অনর্থনিবৃত্তির প্রয়োজন। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলে অনর্থনিবৃত্তি গৌণ হইয়া পড়ে—অর্থপ্রবৃত্তিই মুখ্য হয়। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হইলেই হইবে না, নিজেও অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, আচারবান্ হওয়া আবশ্যক, নিজে অকপট ভজনে অগ্রসর হওয়ার মুখে কতটা চলিয়াছেন, তাহাও দেখিতে হইবে।

গোপীর বসন অপসারিত করিয়া কৃষ্ণ আনন্দলাভ করিয়াছেন; তাহাতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়াছে। আমি যদি বলি "কৃষ্ণ নিজে আচরণ করিয়া সংযম দেখান নাই! তিনি কেন বিলাসী হইয়াছেন?" ইহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, কৃষ্ণ আমার ভজনীয় কয়েদী হইবেন না। পরম-স্বতন্ত্র কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় সেই সংযম দেখাইতে পারেন—কৃষ্ণ গৌরসুন্দররূপে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শ হইতে আমরা জানিয়াছি, কৃষ্ণভক্ত গোপীবসন অপসারিত করিবার অধিকার নাই—একমাত্র কৃষ্ণেরই আছে। আমাদের কর্ত্তব্য নিজে যথাযোগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিলাসের জন্য চেষ্টান্বিত থাকা। তাঁহাদিগকে বৈরাগী করাইতে হইবে না বা তাঁহাদিগকে বৈরাগী দেখিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিতে থাকিতে হইতে হইবে না।

কার্ত্তিকমাসে নিয়ম করিয়া ভগবদনুশীলন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নিয়মে অত্যাগ্রহ করিয়া যদি হরিসেবার মূল উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া যাই, অথবা নিয়মে একান্ত অনাদর করিয়া হরিসেবায় আলস্য প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ঐরূপ কোনটীর দ্বারাই মঙ্গল হইবে না।

নামই বীজস্বরূপ। অসম্প্রসারিত নামই বীজ এবং সম্প্রসারিত নামই রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলারূপে প্রকাশিত। অতএব 'নাম' বলিতে—'নাম-নাম', 'রূপ নাম', 'গুণ-নাম', 'পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম' ও 'লীলা-নাম'।

নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে নির্ভীক সত্য প্রচার করা যায় না। বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় ও অন্তরে পূর্ণসম্ভোগবাদ রূপ কপটতা মহাপ্রভুর শিক্ষা নহে। নাম-সংকীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ সম্ভব হয়। পূর্ণ-প্রস্ফুটিত নামই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা। নাম-কীর্ত্তনমুখে স্মরণ না হইলে নামীর সাক্ষাৎকার ও সেবালাভ হয় না। নামরূপ কলিকা সম্যক্ ফুট হইতে হইতেই রূপাদি চিন্ময়রূপ বিকশিত হন, পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। নাম কুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকালীয় চিন্ময়ী নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।

যিনি মহাপ্রভুর শিক্ষা অকপটভাবে প্রচার করিবেন, তাঁহার সুবিধা হইবে। যিনি কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্চ্চন করিবেন, বসিয়া বসিয়া নাক টিপিবেন, তিনি হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। গুরুর কথা করিতে পারিলেই সুবিধা হইবে। কেবল শিষ্য (?) হইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলে সুবিধা হইবে না। যেমন আমরা স্মৃতির বচনে শুনিতে পাই যে, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন না করিতে পারিলে তাহাকে নরকভোগ করিতে হয়। সেইরূপ কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন অর্থাৎ গোত্রবর্দ্ধন বা কীর্ত্তন না হইলে আপনারাও ভোগী ও ত্যাগীর সম্প্রদায় মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না।

সেব্য, সেবক ও সেবা

'সেবা' কথাটী যেখানে, সেখানে সেব্য ও সেবকের যুগপৎ অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এখন এই সেবা শব্দটী কি তাহা জানিতে পারিলেই তৎসেবকের পরিচয় আপনা হইতেই আসিয়া যায়। জড় জগতের সেবা সেবক-সম্বন্ধে দেখা যায়, সেব্য যিনি তাঁহার কিছু অভাব আছে; অতএব আমি সেবক হইয়া তাঁহার কিছু সেবা করিয়া অভাব পূরণ করিয়া দিই। বর্ত্তমান জগতে প্রচলিত জীব-সেবা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা প্রভৃতি উহারই অন্তর্গত। এই সকল সেবা বস্তু সকল সময়েই অভাবগ্রস্ত। অভাব তাহাদের কোন দিনই মেটে না। অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ করিলে যেরূপ তাহা নির্ব্বাপিত না হইয়া আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ অভাবগ্রস্ত জীবের সেবা করিতে গেলে তাহার অভাবের নিবৃত্তি না হইয়া আরও বাড়িতেই থাকে। অমনুষ্য মানব আমরাও মনে করিয়া থাকি যে, সেব্য বস্তু উহারাই, এবং সেবক আমরা। আবার কখনও কখনও মনে হয়, সেবক উহারা, সেব্য আমরা। কখনও নিজে সেবক সাজিয়া অন্যের সেবা করিতে ছুটিতেছি, আবার কখনও নিজে সেব্য সাজিয়া অন্যের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতেছি। ইহাই বহির্জগতের মনোধর্ম্মী জীবের চিন্তাস্রোতের ধারা। নিত্য, সত্য এবং লক্ষ্মীপতি নারায়ণের অভাব বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি—নিত্যকালই স্ব-ভাবে অধিষ্ঠিত। কাজেই বৈষ্ণবের ভগবৎসেবা ভগবানের অভাবপূরণের নিমিত্ত নহে পরন্তু প্রভুর সুখবিধানের জন্য।

গোলোক হইতে আগত শ্রীহরি, গুরু, বৈষ্ণব কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে যে সেব্য, সেবক ও সেবার সন্ধান দিয়া থাকেন তদ্বিষয়ে এখন আমরা কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম-শোধনের যত্ন পাইব। অণুচৈতন্য জীব আমরা স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ বিষ্ণু বৈষ্ণবসেবা বিস্মৃত হইয়া মায়ার সেবায় আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক এই মহামায়ার দুর্গে জন্ম জন্ম লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইতেছি। এক বদ্ধ জীবের দুঃখ অন্য বদ্ধ জীব দূর করিতে পারে না, তাই জীবদুঃখে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভজন স্বয়ং নিজে এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ দ্বারা জগজ্জনকে শিক্ষা দান করিলেন। ভগবানের দয়া কিরূপ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় নিত্য প্রবাহিত, তাহা বোধগম্য করাইবার জন্য শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে প্রকটাবস্থায় স্বয়ং ও ভক্তগণ দ্বারা এবং অপ্রকটকালে নামরূপে প্রকাশিত থাকিয়া আজও জগতে কৃষ্ণসেবাবিমুখ জীবকুলকে সেবা শিক্ষা দান করিতেছেন। ইহা অস্বীকার করিলে ভগবানের দয়ায় নামে কলঙ্ক আরোপ করা হয়।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

সৎ শিষ্য গুরুকে কিরূপ চক্ষে দর্শন করিবেন, তাহা শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে সেব্যবস্তু হইয়াও সেবক-সাজিয়া জগতে সেব্যের সেবা-শিক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকট কৃষ্ণপ্রিয়তম বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সমস্ত শাস্ত্র তাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি নিজে হরিসেবা করিয়া জগৎকে হরি-সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ নিত্য বস্তু, তাঁহাতে অভাব বলিয়া কোনও কথা নাই; আবার শ্রীগুরুদেবও নিত্যবস্তু, পূর্ণবস্তু। তাঁহাতেও অভাব বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি সেবাবিমুখ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত কপট-মানববেশে জগতের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ-সেবায় লাগাইবার সুযোগ প্রদান ও সুকৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ব্বুদ্ধি যে, আমি মনে করিয়া থাকি, শ্রীগুরুদেবও দেখি আমারই ন্যায় মর্ত্ত্য, অভাবগ্রস্ত জীববিশেষ। তাঁহার কৃষ্ণ-সেবার উপকরণের কিছু অভাব পড়িয়াছে, তাই তিনি আমার দ্বারস্থ হইয়া আমার দ্বারা তাঁহার কিছু অভাব পূরণ করিয়া লইতেছেন বা লইবেন। বহির্ম্মুখ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা গুরুকৃষ্ণ-সেবার অভিনয় করেন তাঁহাদের সেবা গুরুকৃষ্ণ কাস্মিন্কালেও গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীর অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারা বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অনিত্য বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু বাহিরে তাহাদের কৃষ্ণসেবা, গুরুসেবা বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অভিনয় কিছু কম বলিয়া লোকে বুঝিতে পারে না। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

ভক্তির স্বরূপ আর বিষয় আশ্রয়।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

আমরা জড় জগতের জড় বস্তু সামান্য ইট, কাঠ, প্রস্তরাদি বা জড় দেহের দ্বারা

কৃষ্ণ তারে দেন চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

ভগবানের সেবা করিতে গিয়া তাহাতে 'আমি'-'আমার' বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারি না; এ অবস্থায় চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা, 'গুরুদেবের আমি' হইয়া থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাই বলিতে গুরুদেবের আমি বলিয়া অভিমান পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও কাহারঃ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে অনেক কিছু মনে করি। তৎফলে আমি গুরুদেবের কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারি, আবার ইচ্ছা ক'রলে তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলিতে পারি ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শত কোটি যোজন দূরে অবস্থান করি। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য সাজাইয়া লোকসমক্ষে ধার্ম্মিকতা লাভ কিনিবার বা প্রতিষ্ঠালাভ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিজ ভোগবুদ্ধি বজায় রাখিয়া গুরুদেবকে সেবাইত মনে করিয়া যে কৃষ্ণসেবা বা গুরুসেবার অভিনয় তাহা আদৌ সেবা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জগতের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণেরই ভোগ্য। গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা আমরা সুকৃত অপরাধী মাত্র করিতে পারি। কৃপাপূর্ব্বক আমাদের ক্ষুদ্র সেবা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিলে আমরা কৃত-কৃতার্থ হইতে পারি। সেবা, সেবক এবং সেবার ইহাই দিগ্দর্শন।

শ্রীশ্রীবাসুদেবাবির্ভাব

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

জগতে যখন ঘোর হাহাকার,
ভক্ত-সনে করে নানা বিসম্বাদ,
ভোগপুর-মাঝে করে কলনাদ,
আমি সর্ব্বকর্ত্তা এ বিশ্বমাঝারে।
সাধু সব মোর শাসনের প্রজা,
ভক্ত বসুদেবে বেঁধে দিব সাজা,
আমি হ'য়ে চির মথুরার রাজা,
করিব বিনাশ শ্রীকৃষ্ণ মায়ারে॥

(২)

ভাগবতে আমি অমূল্য রতন,
বিশ্ব-মাঝে আমি বাণীপ্রেষ্ঠজন,
সকিঙ্ সঙ্গিনী সেবে অনুক্ষণ,
ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে আমি সাধাসার।
ক'রেছি গোপনে শ্রীকৃষ্ণ-রচনা,
মোর তত্ত্ব বিশ্বে কেহ কি জান না?
দেখ গুরুদত্ত নিদর্শন-খানা,
সাধু রক্ষা করে মোর কৃপায়॥

(৩)

গৃহস্থ সন্ন্যাসী বন ব্রহ্মচারী,
সেবিবে আমারে সর্ব্ব সদাচারী,
শ'ত্রুসনে আমার বাণী শুভকারী,
কোনভাবে তার নাহিক নিস্তার।
যে গাহিবে হেথা বাসুদেব জয়,
বন্দী কর তা'রে কিঙ্কর-নিচয়,
অনাহারে মারি' কর তা'র লয়,
উচ্চনাদে গর্জ্জে কংস দুরাচার॥

(৪)

নানাভাবে দুষ্ট করিছে ছলনা,
ভক্তে প্রদানে অশেষ যন্ত্রণা,
দুষ্ট মন্ত্রী সবে করে কুমন্ত্রণা,
বসুদেব-ভক্তে ক'রিতে বিনাশ।
সেই বাসুদেবে যে ক'রেছে সার,
বন্ধ কর তা'র পানীয় আহার,
বন্ধ কর সেবা-মন্দিরের দ্বার,
সেবা-উপায়ন দেও মোর পাশ॥

(৫)

এ দুর্দ্দিনে বিশ্বে করিতে নিস্তার,
কেও কি গো নাই এ-বিশ্বমাঝার,
ভক্ত-নয়নে বহে অশ্রুধার,
কংস-করে হ'রি কর গো উদ্ধার।
কুতর্ক-কুযুক্তি-প্রাকার-বেষ্টিত,
ঘন অন্ধকারে ভক্ত শৃঙ্খলিত,
ভক্ত-দুঃখ হেরি' শ্রীহরির চিত,
বিগলিত হ'ল কৃপায় অপার॥

(৬)

ঘন-ঘটা-বাধা হ'ল নিবারিত,
শুভ্র সুধাকর হ'ল প্রকাশিত,
অন্ধকার গৃহ করি' আলোকিত,
গোলোকচন্দ্রমা উদিল কারায়।
অপূর্ব্ব প্রকাশ নেহারি তাঁহায়,
ভক্তচিত্ত হ'ল আনন্দে অধীর,
ভক্ত ল'য়ে যায় যথা নন্দ ধীর,
সুন্দরে আনন্দ মিলিল তথায়॥

(৭)

সুন্দর আনন্দ তনুখানি তাঁর,
গোকুলেতে ল'য়ে করেন বিহার,
গোকুলেতে বহে আনন্দের ধার,
দুষ্ট পাপ কংসে বঞ্চিল মায়ায়।
সেবার বিগ্রহে পেয়ে ভক্তগণ,
গোকুল উৎসবে নাচে অনুক্ষণ,
সত্ত অদে তাঁরে বাঁধে কতী ধন,
ভক্তিরক্ষক রক্ষিল সবায়॥

(৮)

অপ্রাকৃত ভক্ত বেশ-বেশান্তরে,
আজি অলোকজ বাসুদেবে ধ'রে,
প্রেমে ভাসে কান্দে আনন্দ অন্তরে,
তাত্ত্বিক হেথায় না পায় উল্লাস।
মাৎসর্য্য-অনলে কংস দগ্ধ হয়,
নিজ মৃত্যু দেখে অন্ধকারময়।
বন্ধু অঘ-বক-শকট-নিচয়,
ল'য়ে মুক্তি করে পেয়ে ভবে ত্রাস॥

(৯)

ভক্তির প্রদীপ জ্বলে ভক্তঘরে,
উৎফুল্ল সাগর নাচে প্রেমভরে,
ভক্তি-বিজ্ঞান বৃন্দারণ্য পরে,
নেহারি' বান্ধব আনন্দে মগন।

এস বাসুদেব!

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

এস যদুরায়!
বেদদের ধোয়সায়, চারুরুচি নরাকার,
চির গুরুগুণগানার;
মাধুরিমা-মণ্ডিত, মৃদুহাসি-রঞ্জিত,
বেণুনীলবর্ণেত কায়,
এস কৃষ্ণ, এস দেব, এস প্রভো বাসুদেব,
এস এস যদুকুলরায়!
মঙ্গল মহত্ত-লীলায়॥

(২)

যামুন কল্লোলে—
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাহিতেছে সুবিমল
আনন্দ-হিল্লোলে,
অদূরে গোকুলপুরে, নন্দ শ্রী নিদ্রাঘোরে,
কি শুভ স্বপন হেরে
আনন্দে উথলে;
মথুরার এ কারার ছটী 'বন্দী' কি আশায়
কোথা কৃষ্ণ যদুরায়
এস এস ব'লে।
ডাকে সদা কারাব্যথা ভুলে॥

(৩)

কাঁদে নিশিদিন—
বসুদেব শ্রীদেবকী, তব আশা-পথ লখি'
আসিবে না তবুও কি
এত কি কঠিন?
সেবক-নয়ন-থার এত কি প্রিয় তোমার?
কারামাঝে একবার
কে চির আসিন্!
তুমি—দেখাবে না মূরতি নবীন?

(৪)

জয়শ্রী-জীবনরায়!
আয়ুধ-করেতে, এ ভাদর রাতে,
এস এস গো ত্বরায়,
সত্ত্বগুণময় তব প্রিয়জন
আর কত স'বে কারায় বেদন?
তাই ডাকি উভরায়।
তুমি—এস এস যদুরায়!!

(৫)

কর কৃপা-কণা দান,
মাথুর কারায় আসিয়া ত্বরায়
চল চল ব্রজধামে;
গোকুল-নগরে, সবে তব তরে,
আছে উচলিত প্রাণ,
নবনীত করে নন্দ-গৃহিণী,
দেহ-গেহ ল'য়ে ব্রজের রমণী,
পাচান-করে শ্রীদাম,
গোপ ডাকিছে—“এস হে শ্যাম!!”

(৬)

ধরণী ধরিয়া ধৈর্য্য,
আশা-পথ চেয়ে, নানা বাধা স'য়ে
ক'রেছে সেবার কার্য্য,
অবনীর ভার, ধরণীধারণ,
এস, এসে কর ত্বরায় হরণ,
নিধন, শোধন, হে নীলবরণ!
যত কিছু আছে বাধা।
তুমি—এসে কর সব কার্য্য॥

(৭)

মেঘ-মালা মৃদুস্বরে,
তব আগমন, করিছে ঘোষণ,
বিপুল জলদানন্দে;
চপলা চমকে ক্ষণে থেকে থেকে,
আরতি-প্রদীপ-ছন্দে।
যেন—ও চারুচরণ বন্দে॥

(৮)

জয়শ্রী-জীবনধন,
এস পরিয়া গলায়, জয় মালিকায়,
করি তোমা আবাহন;
'পূজারী জীবন' তোমার পূজার
গড়ি যেন মোর, কৃপায় তোমার
জীবনে মরণে দীন অভাগার
এই পদে নিবেদন।
তুমি—দিও না ইতর ধন॥

(৯)

এস মা জয়শ্রি আজ,
লইয়া তোমার নীলমণি-হার,
গোকুলের নটরাজ;
“কৃষ্ণ-চন্দ্র-বিনা জীবন বিফল”
তব আগমনে হউক সফল,
এস গো জননী, কৃষ্ণ প্রণয়িনী,
প'র' মনোরম সাজ।
তুমি—এস এস মা গো আজ!!

(১০)

সাবধান সাধুকুল!
প্রভু বাসুদেবে সমাদরে সবে,
সেবিতে ক'রো না ভুল;
অঘ বক, কেশী, যত ছদ্মবেশী,
সবে যা'রা প্রতিকূল,
গোপাল বিনাশে সাধু-সাধী-বেশে,
সদা তোমাদের 'ধরে' আশে পাশে,
ভোজপা.ত-পাশে, প্রতিষ্ঠার আশে,
পাষণ্ডি প্রাণোপকূল।
চাহে—নাশিতে 'আয়ায়-মূল'॥

বাসুদেবে পেয়ে নাচে ভক্তগণ,
বাসুদেব-গানে ভরিল ভুবন,
বাসুদেব নামে উন্মত্ত পবন,
বাসুদেব জয় গায় অনুক্ষণ॥

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, সোনার আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তিপ্রচারকগণের নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্যানচতুষ্টয় সেবা-শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চাবেশিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রমী শ্রীপাদ সনাতন দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভজনানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক -শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহয়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ নরিবার, জিঃ নারায়ণপুর, ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বেহার

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবগঃ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ক্ষরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা।

রক্ষক—শ্রীচিদ্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাঢ়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিবর ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিশোভন দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

নীলগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) আমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (ভাণ্ডা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুড়া, পোঃ চিনকুড়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপরা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
ঢাকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সপোর্ট কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেরুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৶০

চিনির দর

মিরাট, টাইপ	১০৷৶০
রপিসুর ১০০০ নং	১০৴০
কাশীপুর সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩।০

পাটের দর

আরহে—	৪৩৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
আকার বস্তের সবর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৷৶০
রূপাংকারন ঐ	৬৲—৬৶০
ডাউসংকড় ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৶০
সোনাই	১৷৶০—১৸০
ভুষি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

ঢাকা	৫৭৲
বাঁকীপুর	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
দিল্লী	৪৫৲

পাকিস্তান	৪৮।০
তার	৪৩৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা দাগরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

গোলার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০॥
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৴০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৭ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ ঘটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৶৫—৸০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বান্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা সিট কাটা মণ	৩।০—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭।০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, পোস্টু, নমারে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৯৸০—১২৲

নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

৫টকলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৩।০

জুতার হাপর ৪৸০

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন সেলিমের কাইন	৫৪৲
লিটন আমের ফরকত	৪০৲
কবাদি গুরমিন কাইন	৪৩৲
হাথার্স সাদা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতন সাদা	৮।০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
শুটি খয়ের	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রাবাসে খোরাক ও সেন্ট্রালবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—০,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার সহিত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলেঘাটা, ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ॥০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ১৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যা॥ তিন পয়সা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণ লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইয়াছে।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হয়। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশি থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একখানি পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

শ্রেষ্ঠ জনসাধারণ
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীপাদ্মনর্ত্তপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্যতিরিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৬০]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::০:)০)——

উড়িষ্যার নূতন রাজধানী

গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশ, যে চারিটি স্থানে উড়িষ্যার নূতন রাজধানী স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে তন্মধ্যে কোন্ স্থান অপেক্ষাকৃত উপযোগী তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই মর্ম্মে রিপোর্ট দিয়াছেন :—

উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে দূরত্বের দিক হইতে বিচার করিলে পুরী হইতে কটক বা তৎসংলগ্ন চৌদ্বার এবং বারং-ই অধিকতর উপযোগী। কিন্তু নদীপরিবেষ্টিত এই সমস্ত স্থান। বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাসই প্লাবনের জল উহাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টিয়া ফেলে। সুতরাং উহার যে কোনও স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে হইলে প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, নদীগুলির উপর সাঁকো নির্ম্মাণ করা; কিন্তু তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। উপযুক্ত সংখ্যা সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে পারিলে অবশ্য চৌদ্বার বা বারং-এর সহিত যুক্ত হইয়া কটকের আয়তন বহু গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহা হইলে কটক রাজধানী স্থাপনের পক্ষে যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু বহু ব্যয়সাধ্য সাঁকো নির্ম্মাণ যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পুরীই যোগ্যতর।

অবশ্য কটক সম্বন্ধে আরও একটী সুবিধা হইতেছে এই যে, পুরী, বারং বা চৌদ্বারে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে যাহা ব্যয় হওয়ার সম্ভব, কটকে তদপেক্ষা প্রায় ৩ লক্ষ টাকা কম লাগিতে পারে।

কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টের উপসংহারে বলিয়াছেন—অবশ্য আমাদের বাধ্য হইয়াই উল্লিখিত চারটী স্থানের মধ্যে আমাদের পছন্দ নিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। তাহা না হইলে, এমন কোনও স্থানের কথা আমরা উল্লেখ করিতাম, যাহা উক্ত চারটী স্থান হইতে রাজধানী স্থাপনের পক্ষে যোগ্যতর।

আসামে ভীষণ বন্যা

গত ৩১শে আগষ্ট তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, নাগা পাহাড়ে অত্যধিক বৃষ্টির ফলে আসামের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের দিখাউ, ঝাঁঝি, জোগসই, কাকাডোঙ্গা ও ধানশ্রী নদীর জল অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণকে অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে।

নওবয়সা নামক স্থানে ৭০০ ফুট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জোগসই নদীর জলে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। নিরভূম এবং ধানের জমির উপর দিয়া প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। টিটাবরে ১০ হইতে ১২ মাইল দীর্ঘ এবং ৬ হইতে ৮ মাইল প্রস্থ স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। টিটাবরে একটি সাহায্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই বন্যা হইবে বলিয়া কেহ আশা করে নাই। কেহ কলাগাছের ভেলায়, কেহ গাছের উপর উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

টিটাবরে কাকাডাঙ্গা, ঢেকেলীজান, চারাইপানি ও কাকাজান নদীতে সহসা জলোচ্ছ্বাস হইয়াছে। কাকাডাঙ্গা নদীর গতি ফিরিয়াছে। তাহার ফলে জমির ফসল ও কতকগুলির গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলে ঘর-বাড়ীতে বাস করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

টিটাবরের সাহায্য-কমিটিতে ১১জন সভ্য আছেন। তাঁহারা বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জনসাধারণকে খাদ্য ও নৌকা সরবরাহ করিতেছেন। আসাম ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যগণের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকটও টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের নিকটই সাহায্য চাওয়া হইতেছে।

শিবসাগরের একটি সংবাদে প্রকাশ, গত সোমবার হইতে দিখাউ নদীর জল অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে, নাজিরা রোড ও এ, বি, রেল-লাইনের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে। কুজিবালি রেল ষ্টেশন ও পোষ্ট অফিস জলময়। নাজিরা রোডের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। স্থানে স্থানে রেল লাইনও জলে ডুবিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে স্রোতের মুখে গরু-বাছুর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু ভাসিয়া চলিয়াছে।

ঝাঁঝি অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার হইতে ঝাঁঝি নদীর জল বাড়ে। সম্প্রতি বাগীও, ভা টি না গাঁ ও অঞ্চলের শত-করা আশীখানি বাড়ী জলময় হইয়াছে। পর্য্যাপ্ত গোচারণ ভূমির অভাবে গরু-বাছুর মারা যাইতেছে।

——

সম্পাদক সাজিয়া প্রতারণা

গত ৩০শে আগষ্ট শিয়ালকোটে, সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলো বার্কার নামে জনৈক ইউরোপীয়ানকে প্রতারণার দায়ে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে মাউণ্ট ভিউ হোটেলকে ৫৮৵০ ঠকাইবার জন্য মামলা আনা হইয়াছিল। মিঃ ফীক নামক স্থানীয় একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে প্রথমে তাহার ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীলে দায়রা জজ ঐ দণ্ড বাতিল করিয়া পুনরায় বিচারের আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী নিজকে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিয়া উক্ত হোটেলে কিছু দিন ছিল। সে হোটেল ম্যানেজারকে বলে যে, 'হুকুম' পুস্তকের তথ্য সংগ্রহের জন্য সফরে বাহির হইয়াছে এবং কাশ্মীর যাইতেছে তথা হইতে ফিরিয়া হোটেলের পাওনা ৫৮৵০ পরিষ্কার করিয়া দিবে। কিন্তু আসামী সেই যে বাহির হয়, আর ফিরিয়া আসে না। 'ষ্টেটসম্যান' অফিসে খোঁজ করিলে জানা যায় যে, ঐ নামের কোন লোকই সম্পাদকীয় বিভাগে নাই।

প্রথম বিচারের সময় (যখন আট মাস কারাদণ্ড হয়) তাহার পক্ষ হইতে পাওনা টাকা পরিশোধ করা হইয়াছিল। ঐ সময় আপোষের আবেদন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক না মঞ্জুর হয়।

——

সীমান্ত মুস্লিম লীগের সভা ছত্রভঙ্গ

গত ৩১শে আগষ্ট প্রভাতে টাউন হলের সন্নিকটে মুস্লিম লীগ সম্মেলনের এক সভায় জনৈক বক্তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় সভাস্থলে উত্তেজিত প্রতিবাদ সুরু হয় এবং তাহার ফলে সভা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

এই মুস্লিম লীগ সম্মেলনের সহিত অবশ্য নিখিল ভারত মুস্লিম লীগের কোনও যোগা-যোগ নাই; সীমান্ত প্রদেশের বর্ত্তমান মন্ত্রী-সভাকে সমর্থন করিয়া তথায় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান মাসের মধ্যভাগে কয়েকজন মোল্লা এবং মৌলবী ইহার উদ্বোধন করেন।

——

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন আনন্দ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গণ্ডকা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাচরিত্রিকা ও গৌরকৃষ্ণোদয় (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকৃত্য ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনদর্পণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারতম্য ও তাৎপর্য্য ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদান্ত ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহাবদান্যবতারের পরিকর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -[illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরচন্দ্রমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ   ১৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৬০তম সংখ্যা

আচার্য্যপ্রকটতিথি-পূজা

—::•::—

আগামী ২৫শে ভাদ্র (১৩৪৪), ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) শুক্রবার গৌরপঞ্চমী-তিথিতে আমাদের পরমারাধ্য জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতম প্রবর্ত্তন বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের শুভপ্রকট-বাসর। 'আকরমঠরাজ' শ্রীচৈতন্যমঠপ্রমুখ যাবতীয় মঠে ঐ দিবস আচার্য্যবন্দনা-কীর্ত্তন-মুখে আচার্য্যপ্রকটতিথি-পূজা অনুষ্ঠিত হইবে। তন্মধ্যে কলিকাতায় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে ঐ দিবস বিশেষভাবে মহাসমারোহে আচার্য্যাবির্ভাব-মহোৎসব সম্পাদিত হইবে। আমাদের সতীর্থ গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণকে আমরা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই উৎসবে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান করিতেছি। ১০ই সেপ্টেম্বর তিথিপূজা এবং ১২ই সেপ্টেম্বর সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। তাঁহাদের প্রতি আমাদের আর একটী নিবেদন,— তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন-পত্রাদি দিতে চাহিলে তাহা যেন ঐ তারিখের পূর্ব্বে গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নামে—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা' এই ঠিকানায় প্রেরণ করেন। উৎসবের আনুষঙ্গিক প্রণামী ও উপঢৌকন ঐ ঠিকানায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট প্রেরিতব্য।

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে আগামী ২০শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার তারিখে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন। শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

এলবার্টহলে বক্তৃতা

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার, সন্ধ্যা ৬৷০ ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে (১৫ নং কলেজ স্কোয়ার) সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক বাগ্মিবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "ধর্ম্ম ও সমন্বয়" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সন্তোষের মাননীয় মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সকলের উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়।

আমার দুর্দ্দৈব কি ?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারের দম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুতাপী হও। এই বাণী তুমি সর্ব্বদা অনুধ্যান কর,—

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু
সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

এখন ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া অপরাধ খণ্ডনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?

শ্রীগুরুদেব অত্যন্ত দয়াল, তুমি তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমল দৃঢ়ভাবে আশ্রয় কর, তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইতে পারিলে তোমার দুর্ল্লভ মানবজন্ম বৃথাই যাইবে; তাঁহার করুণা না হইলে তুমি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বপদ্মপদে নিত্যকাল বঞ্চিত থাকিবে; শ্রীনাম তোমার জিহ্বায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবেন না; ধাম তাঁহার কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না, তোমার অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না, তুমি অনন্তকাল ত্রিতাপ-গ্রস্ত হইতে থাকিবে। হায়! মহাজনগণের বীর্য্যবতী বাণী কি তোমার বিষয়ের অবসান করিয়া স্বভাবের বিকাশ করাইবে না? তুমি কি তোমার কপট কর্ম্মধর্ম্মের সংস্কার করিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে ও সরলতার সহিত এই সমস্ত বাণী শ্রবণপূর্ব্বক তাহা হৃদয়ে ধারণ ও তদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরম-নিঃশ্রেয়সলাভে যত্নবান্ হইবে না?

"নিতাইপদকমল, কোটিচন্দ্রসুশীতল"
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাই চরণ দুখানি॥

রে পাষাণ মন! এই সমস্ত বাণী শ্রবণ করিয়াও তোমার কি কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না? তোমার অনুরাগ বিরাগে পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে বিরাগ কি কোন দিন অনুরাগে পর্য্যবসিত হইবে না? তোমার দোষ নাই, আমি অত্যন্ত অপরাধী, আমার দুর্দ্দৈব অপার, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে কাতর নিবেদন জ্ঞাপন ভিন্ন আর আমার গত্যন্তর নাই। তাই বলি—

"প্রভু হে পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ বিদ্যাধন-জন॥
নিজ কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
পশু পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু এ দীন হৃদয়ে॥"

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ হৃষীকেশ শুক্রবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

চিত্রকেতু

এক সময় শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামক এক সার্বভৌম নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার এককোটি ভার্য্যা ছিল। তিনি সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইলেও সেই সকল ভার্য্যা হইতে তাঁহার সন্তান লাভ হয় নাই। অর্থাৎ দৈবযোগে তাঁহার সকল ভার্য্যাই বন্ধ্যা ছিল। রাজা চিত্রকেতু রূপ, উদারতা, বয়স, সৎকুলে জন্ম, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বগুণে ভূষিত হইলেও সন্তানাভাবে তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। সেই চারুলোচনা মহিষীগণ এবং অতুল সম্পদাদি এসব কিছুই তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে নাই। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া দিনপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন অঙ্গিরা ঋষি যেচ্ছাক্রমে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা চিত্রকেতুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা চিত্রকেতু তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সসম্মানে উচ্চাসনে উপবেশন করাইয়া বিনয়াবনতভাবে নিজে ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইলে মহর্ষি অঙ্গিরা মহারাজের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার মনোভাবসমূহ জানিয়াও সর্ব্বজ্ঞ অঙ্গিরা মহারাজকে তাঁহার মনোদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রার্থী রাজা চিত্রকেতু বিনীতভাবে অঙ্গিরাকে বলিলেন,—'হে ভগবন্! তপোজ্ঞান ও সমাধির দ্বারা পাপধ্বংসকারী ভবাদৃশ যোগিগণের মাদৃশ সংসারীদিগের আন্তরিক ও বাহিক কোন বিষয়ই ত' অজ্ঞাত নাই। কিন্তু আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যখন আমাকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন আমি আপনার আজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া আমার মানসিক চিন্তার বিষয় বলিতেছি। ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে যেমন স্রক্ চন্দনাদি সুখপ্রদ বিষয়ও সুখ দিতে পারে না, সেইরূপ মাদৃশ অপুত্রক ব্যক্তিকেও লোকপালগণের অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ও সুখ দিতে পারে না। অতএব হে মহাভাগ! যাহাতে আমি পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃপিতামহের সহিত দুস্তর নরক হইতে ত্রাণ পাইতে পারি তদুপায় বিধান করুন।'

চিত্রকেতু সরলভাবে পরম কৃপালু ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরাকে নিজ অভীষ্ট জ্ঞাপন করিলে অঙ্গিরা ত্বষ্টৃযাগ সম্পন্ন করিলেন এবং চিত্রকেতুর রাণীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং জ্যেষ্ঠা সেই প্রথম বিবাহিতা কৃতদ্যুতি-নাম্নী রাণীকে যজ্ঞশেষ প্রদান পূর্ব্বক রাজাকে 'তোমার হর্ষ-শোকপ্রদ একটী পুত্র জন্মিবে' এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

যজ্ঞাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতদ্যুতি চিত্রকেতু হইতে যথাসময়ে একটী অতি সুন্দর পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। রাজা পরমানন্দে বিপ্রগণ দ্বারা কুমারের আশীর্ব্বাদবাণী পাঠ ও জাতকর্ম্ম করাইলেন এবং ঐ সব বিপ্রগণকে স্বর্ণ, রজত, বসন, ভূষণ, গ্রাম, অশ্ব, হস্তী ও ষাট কোটী ধেনু দান করিলেন। পুত্রমুখদর্শনে রাজা ও রাণী উভয়েই আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিন্তু কৃতদ্যুতির সন্তান প্রাপ্তি ও রাজার অনাদর হেতু অন্যান্য রাজপত্নীগণের পুত্রকামনায় পরিতাপ উপস্থিত হইল এবং বিদ্বেষ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা সেই পুত্রকে বিষ প্রদান করিল। পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে রাজা রাণী শোকে বিহ্বল হইয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রাজা রাণীর আকুল ক্রন্দনে সকলেই রোদন করিতে লাগিল। রাজাকে এইরূপ দুঃখমগ্ন, হতচেতন, অনাথ জানিতে পারিয়া পরমকরুণাময় অন্তর্য্যামী শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি শ্রীনারদ মুনির সহিত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা পুত্রশোককাতর রাজা চিত্রকেতুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তদীয় শোকদূরীকরণার্থ বলিতে লাগিলেন—"পিতা-পুত্রাদিসম্বন্ধ—ভগবানের মায়া দ্বারা কল্পিত, বাস্তবসত্য নহে; কেন না, এরূপ সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল না, বা পরেও থাকিবে না; বর্ত্তমানে কালবশে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, অনিত্যসম্বন্ধী বস্তুর জন্য শোক করা উচিত নহে। এই চরাচর সমগ্র জগৎ একেবারে অস্তিত্বশূন্য না হইলেও বাস্তব অস্তিত্বরহিত। বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ই মূল-কারণরূপে পঞ্চভূত অর্থাৎ পিতাদিরূপে সন্তানাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, এই সকল কার্য্যে ভগবান্ ব্যতীত অন্যের কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। তবে জীবের যে পিত্রাদিরূপ অভিমান তাহা মায়াবশতঃই হইয়া থাকে"।

ঋষিদের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিগতশোক হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ঋষিদ্বয় নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। অনন্তর অঙ্গিরা ঋষি বলিলেন,—হে রাজন্, তুমি ভগবদ্ভক্ত, শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য নও, এইরূপ বিচার করিয়া আমরা দুইজন এপ্রকার পুত্রশোকে ঘোরতর অন্ধকারে নিমগ্ন তোমাকে কৃপা করিবার জন্য তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি; ব্রাহ্মণগণের সেবারত ভগবদ্ভক্ত তোমার শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। আমি যখন পূর্ব্বে তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম তখনই তোমাকে পরমজ্ঞান দান করিতাম; কিন্তু তোমার অন্তঃকরণে অর্থ ও পুত্রলাভে আসক্তি আছে জানিয়া তখন তোমাকে পুত্রই প্রদান করিয়াছি। এখন তুমি নিজেই পুত্রবান্ হইয়া পুত্রবান্গণের দুঃখ অনুভব করিতেছ। হে শূরসেন! স্ত্রী, গৃহ, ধন বিবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ এবং শব্দ-স্পর্শাদিসুখ ও সার্ব্বভৌমত্ব—এই সকলই অনিত্য। মহীরাজ্য, সৈন্য, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য ও সুহৃজ্জন—ইহারা সকলেই ভয়, মোহ, শোক ও পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। ইহারা ক্ষণে আসে ও ক্ষণে চলিয়া যায়। স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথের ন্যায় ইহারা ক্ষণভাবী। এই পরিদৃশ্যমান স্ত্রী-পুত্রাদি, বিষয়বৈভব সবই নশ্বর। এই সকল বিষয়ের বাস্তব সত্তা না থাকায় ইহারা অনিত্য, প্রাক্তন কর্ম্মবাসনাবশতঃ বিষয়চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের মন হইতে নানাবিধ কর্ম্মের—ভোগবাসনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহই দেহাভিমানী জীবকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ ও সন্তাপাদি প্রদান করিয়া থাকে। এই দেহাভিমানই যাবতীয় ক্লেশের মূল। অতএব তুমি শান্তচিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? পরিণামেই বা কোথায় যাইবে? শোক-মোহাদি দ্বারা তুমি অভিভূত হইবার যোগ্য কিনা, ইত্যাদি বিচার করিয়া এই অনিত্য গৃহাদি দ্রব্যে দ্বিতীয় বস্তুতে নিত্যত্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ কর এবং উপশম লাভ কর।

অনন্তর মহর্ষি শ্রীনারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল বন্ধুবর্গের প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়া বলিলেন, হে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার শোকে অভিভূত সমস্ত তোমার মাতাপিতা ও সুহৃদ্বর্গকে দর্শন কর। তুমি অপমৃত্যুতে মৃত হইয়াছ বলিয়া তোমার আয়ুষ্কাল এখনও অবশিষ্ট আছে; অতএব তুমি পুনরায় পূর্ব্ব কলেবরে প্রবেশ করিয়া সুহৃদ্গণদ্বারা পরিবৃত হইয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য ভোগ কর এবং রাজাসনে অধিষ্ঠিত হও।

তদুত্তরে জীবাত্মা বলিলেন,—আমি কর্ম্মবশে দেবতা, তির্য্যক্ ও নরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি, অতএব ইহারা কোন্ জন্মে আমার মাতাপিতা ছিল? জীবাত্মা নিত্য; সুতরাং তাহার জন্মমৃত্যু প্রভৃতি নাই. কর্ম্মফল-বশেই জীব দেব, তির্য্যগাদি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং অনিত্য কালের জন্য পিত্রাদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক বন্ধু, জ্ঞাতি শত্রু, মিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া কখনও আপনাকে সুখী আবার কখনও আপনাকে দুঃখী মনে করে; বস্তুতঃ নিত্য জীবস্বরূপে ঐ সকল অনিত্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

চিত্রকেতু স্বীয় ভার্য্যাগণের সহিত মৃত-পুত্রের মুখে এইরূপ তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক পুত্রাদিকে দুঃখের হেতু জানিয়া শোক-মোহাদির আকর গৃহান্ধকূপ হইতে নির্গত হইলেন। যাঁহারা ঈর্ষাবশতঃ পুত্রকে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন সেই কৃতদ্যুতির সপত্নীগণও নিজ দুষ্কার্য্যবশে লজ্জিত হইয়া পুত্রকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যমুনার উপকূলে বালহত্যা-পাপের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পরে নারদমুনি চতুর্ব্যূহাত্মক নারায়ণের স্তব করিয়া পরমভাগবত জিতেন্দ্রিয় চিত্রকেতুকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র হেতু, প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা ভগবানের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু এই উপদেশপ্রভাবে সপ্ত দিবস পরে সনৎকুমারাদি সিদ্ধেশ্বরগণদ্বারা-পরিবৃত সঙ্কর্ষণ-সমীপে উপনীত হইলেন এবং তদ্দর্শনে প্রেমে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ও তৎ-পার্ষদগণের নিত্যত্ব ও অন্যদেবতা ও তদুপাসকগণের অনিত্যত্ব, পরমহংস মুনি ও নিত্য উপাস্য ভাগবত-ধর্ম্মের মহিমা প্রভৃতি বর্ণন করিলে শ্রীভগবান্ অনন্তদেব তাঁহার নিকট আপন তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ বা বিষয়াসক্তি যে সকল অমঙ্গলের মূল, দুঃখ, শোক ও ভয়াদির মূল কারণ, জাগতিক বিষয়-সম্পদাদি সবই যে অনিত্য সুখ-দুঃখপ্রদ এবং সাধুর সঙ্গই যে একমাত্র পরমমঙ্গলজনক এবং সাধুগণের কৃপা যে অহৈতুকী, তাহা আমরা মহারাজা

কৃষ্ণ তারে দেন চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।

চিত্রকেতুর জীবনীতে ও অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই। আমরা যদি বুদ্ধিমান্ হই, মঙ্গলকামী হই, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিব। এতদ্ব্যতীত দুঃখনিবৃত্তি বা শান্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

আমার দুর্দ্দৈব কি ?

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসাধিকারী, কাব্যতীর্থ)

ভগবন্নাম-গ্রহণই জীবের নিত্য ও পরধর্ম্ম। বেদেও নামের মাহাত্ম্য পরিদৃষ্ট হয়। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" অর্থাৎ হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ অতএব তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ ; সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি কিঞ্চিন্মাত্র মাহাত্ম্য অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণবব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ (ভগবৎ-সন্দর্ভ)। স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতেও নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা হরিবংশে—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

অর্থাৎ বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদি, মধ্য এবং অন্ত্য সর্ব্বত্রই একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। নামই যে সর্ব্বসিদ্ধি, সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

যথা—

কলেৰ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

অর্থাৎ হে রাজন্, কলির দোষরাশির মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের কীর্ত্তন মাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও কলিকালে নাম বিনা আর ধর্ম্ম নাই, এই প্রমাণই পরিলক্ষিত হয়। যথা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগত নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম্ম।

সকল শাস্ত্রই সমস্বরে নামেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। নামই জীবের একমাত্র গতি। সেই নামসাধনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

সেই নামসাধন জীবের পক্ষে সুলভ না দুর্লভ, এ কথা আলোচনা করিতে গিয়া মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টকে আমরা দেখিতে পাই—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্, আপনি আমাকে নিরাশ্রয়, দুর্ব্বল, কপট ও বহির্ম্মুখ দেখিয়া অপার করুণা বিস্তারপূর্ব্বক মুখ্য ও গৌণ ভেদে বহু প্রকারে আপনার শ্রীনামকে প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত, রাম, অনন্ত, বিষ্ণু ইত্যাদি মুখ্য ও ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিয়ন্তা, পাতা, স্রষ্টা, মহেন্দ্রাদি আপনার গৌণ নাম। আপনার মুখ্য নাম-সমূহ আপনা হইতে অভিন্ন এবং তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমর্পিত আছে, আর আপনার গৌণ-নাম-সমূহেও বিবিধ শক্তি আংশিকভাবে বর্ত্তমান। অর্থাৎ আপনি নামে আপনার সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীনাম-স্মরণের কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা কোন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা নাই। কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না। দুর্দ্দৈবোৎপত্তির প্রধান কারণরূপ দশবিধ অপরাধ আমাতে পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে প্রবৃত্তিই আমার স্বভাব হইয়াছে। সেবোন্মুখতা তো আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে না। তবে যে আমার কপটতাকে চাপাচাপা দিবার জন্য শ্রীনামের সেবা করি, সেটা অনুরাগ নয় তবে ভূতের কথা স্মরণে হরিনামোচ্চারণের মত জানিও ইহা নামাপরাধ মাত্র। কিন্তু আমি কি যথার্থই যম-ভয়ে ভীত? এখানেও কপটতা আছে, কেন না, যদি আমি শ্রীমদ্ভাগবতের—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(ভাঃ ৬।৩।২৮-২৯)

অর্থাৎ মুকুন্দপাদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন তাহাতে বিমুখ হইয়া যে-সকল অসদ্ব্যক্তি নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ), তাহাদিগকে তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।

আর যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনামগুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার পাদপদ্মস্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদি অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।—এই সমস্ত যমরাজের উক্তি যদি আমাকে শাসন করিয়া আমার ভীতি উৎপাদন করিত তাহা হইলে আমার এখনও অসৎসঙ্গত্যাগে কুণ্ঠা বা নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের উপাস্য শ্রীনামগ্রহণে বৈরস্য আসে না কেন? তাহাতে স্বাভাবিক অনুরাগ আসে না কেন? সকলনিগমবল্লীচিৎস্বরূপ শ্রীনামের মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না কেন? যাহা একবার গীত হইলে নরমাত্রেরই পরমপুরুষার্থ লাভ হয়, যে নামের আভাসমাত্র হইলে সংসারান্ধকার বিনষ্ট হয় এবং অজামিলেরও কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক চক্ষু লাভ হয়, যাঁহার মহিমা সম্যগ্রূপে বর্ণন করা অসম্ভব, সেই শ্রীনামের প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে না কেন? সেই শ্রীকৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সিতোপল অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনার রুচিপ্রদ হয় না কেন? "কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অখিল রসের খনি" এই পরমসত্য মহাজনবাক্যের তাৎপর্য্য আমার গোচরীভূত হয় না কেন? এই সমস্ত অকৃতকার্য্যতার মূল—গুর্ব্বানুগত্যরূপ অনুষ্ঠানের শৈথিল্যাদিরূপ মহাপরাধের আহ্বান। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রীতি আমার কতটুকু হইয়াছে বা কতটুকু হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা আমি মনে মনে চিন্তা করিলেও কতকটা বুঝিতে পারি ; আমার যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় প্রীতি থাকিত, আমার এই দুর্জ্জন যদি কোন দিন তাঁহাদের সেবা সম্পাদনে অধিকারিত্ব-বিশিষ্ট হইত তাহা হইলে তাহার (মনের) সেই পতিতপাবন পরমহংসকুলতিলক শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের, তদ্দাস অসুর-স্বভাব গুরুবিদ্বেষী লোক-গত নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়াও সেই সমস্ত অসতের অকথ্যকথন জিহ্বাকে সমূলে ছেদন না করিয়া অপরাধপূর্ণ এই অভাগ্যজনকরূপ নিরর্থক দেহকে ধারণ করিবার সমূহ চেষ্টা বর্ত্তমান থাকিবে কেন?

শাস্ত্রে দেখা যায়, যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করেন তাঁহারও উৎকট অপরাধ হয়। যথা—

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

অর্থাৎ ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি সেইস্থান ত্যাগ না করেন সেই ব্যক্তি সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন। তথা ভাগবতে—

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভু-
শ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥"

এখন দেখা যাইতেছে, যে সমস্ত অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমার অপরাধের ফলে। এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমবুদ্ধি, জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি ও ঈশ্বরে জড়বুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ও বিষ্ণু বা বৈষ্ণবপাদতীর্থে অম্বুবুদ্ধি, এবং অবৈষ্ণবে অর্থাৎ বদ্ধজীবে বৈষ্ণব বা মহাভাগবত-বুদ্ধি, এই সমস্ত অপরাধজনক চিন্তাস্রোত আমাতে পূর্ণভাবে আছে। এই সমস্ত গর্দ্দভের (নির্ব্বোধের) ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করিতেছি, আমি একটা পণ্ডিত লোক, একটা হোমরা চোমরা লোক, আমার পেটে কতই না বিদ্যার সমাবেশ হইয়াছে, তাহা আর কাহারও অবগতিতে আসিল না, এই সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর দুর্দ্দৈব কি আছে? যতদিন এই সমস্ত চিন্তাস্রোতঃ সমূলে ধ্বংস না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কি আর মঙ্গলের কোন কথা থাকিতে পারে? শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে প্রীতির কথা দূরে থাকুক, দুর্দ্দৈববশতঃ আমি তাঁহাদের নিকটে থাকিয়াও বহু যোজন দূরে আছি, শ্রীনামে অনুরাগ হইতেছে না। এইরূপ ভাবে শ্রীনামের সেবাভিনয় যদি বহুজন্ম ধরিয়াও করিতে থাকি তথাপি কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভ খপুষ্পবৎ বা গোঁয়ো কথায় ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার ন্যায় অসম্ভব হইবে।

"এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।" — no

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

তাই বলি, হে আমার দুষ্ট মন! আমি তোমার সহিত বহু যুদ্ধ করিয়াও তোমার শক্তির হ্রাস সাধনে অক্ষম হইয়াছি, এখন তোমার পদবন্দনা পূর্ব্বক অতিশয় কাতরোক্তি সহকারে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি যাঁহাদের চরণে এতাবৎকাল বহু অপরাধ করিয়াছ সেই পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিত্য বিচরণস্থলী চিন্ময়ধাম, শ্রীগোষ্ঠ এবং তত্রস্থ নিত্যপরিকরবৃন্দে, সুজনে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণে ও ভূসুরগণে অর্থাৎ ভাগবত ব্রাহ্মণগণে, স্বমন্ত্রে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত অনর্থনিবৃত্তির উপায়স্বরূপ স্বীয় মন্ত্রে, শ্রীনামে, অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমার একমাত্র সাধন শ্রীনামে এবং ব্রজবিলাসী নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে

(অপরার্দ্ধ এই পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীভক্তিপ্রচারকগণের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী-মেলা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ইংরাজী 'হার্মনিষ্ট' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ নবীচরণ দাস ভক্তিবিভব।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবলোগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপেশ্বর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর. পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপতিতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরচিত্রা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবাল, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার,

রক্ষক শ্রীসুন্দরমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখুপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রেমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলভ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশ্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গভেই গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুঞ্জ

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্দ্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দ্দি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (ভাঙ্গো

রক্ষক—শ্রীপাগলকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডিহা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকারী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫.

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক- ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
বালাম	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
মাগরা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
কোরেক কোম্পানী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶

চিনির দর

বিকানীর, টাইপ	১০৷৶৹
ঐ পুর ১০০০ নং	১০৶৹
মাদ্রাজী দানা	৯৷৹
কানপুর দানা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭৷৶৹ ৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
মডরেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫০৷৹

পাটের দর

আমদানী—	৪০৸৹
নিয়ম—	৪০৸৹
উত্তম—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶৹
কুপারেটিব ঐ	৬৲—৬৶৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২)	৫৶৹—৫৷৶৹
আটা (এম)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২৷৹ ২৷৶৹
গোলাই	১৷৶৹—১৸৹
ভুষি	১৸৶৹—১৷৶৹

ঘৃতের দর

ভয়সা	৫৭৲
মাদ্রাজী	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
গব্য	৪৪৲

গাজিপুর	৪৷৹
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাকা দানা	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— হন্দর প্রতি ওজন

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

বাঁকা	৯৸৹—৯৷৹
ঐ দে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বামসব গার্ডার	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ—	১৪৶৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

শীট	।৶৫—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৷৹—৮৲ ওজন
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাটি, বোল্টু, নরাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৯৸৹—১৭৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

টিকের হালখণ ৫৶৹, পাটের হালখণ ৬৷৹

তুলার হালখণ ৪৸৹

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আভেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আভেন কয়লা	৪০৲
কথাডি খুলিস কাইন	৪৩৲
হাবার্ট তাঁতা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবনা লঙ্কা	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৩৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
গুড় খড়িবন	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

— ঃঃ০ঃঃ —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও স্বাস্থ্যবান। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও পোষাকাদি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৪৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫,	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	[illegible]	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় এবং [illegible] জ্বরে অতীত অভাব নাই। [illegible] সর্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরাদি [illegible]। বড় বোতল ৮৶৹ আনা, ছোট বোতল ১৶৹ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

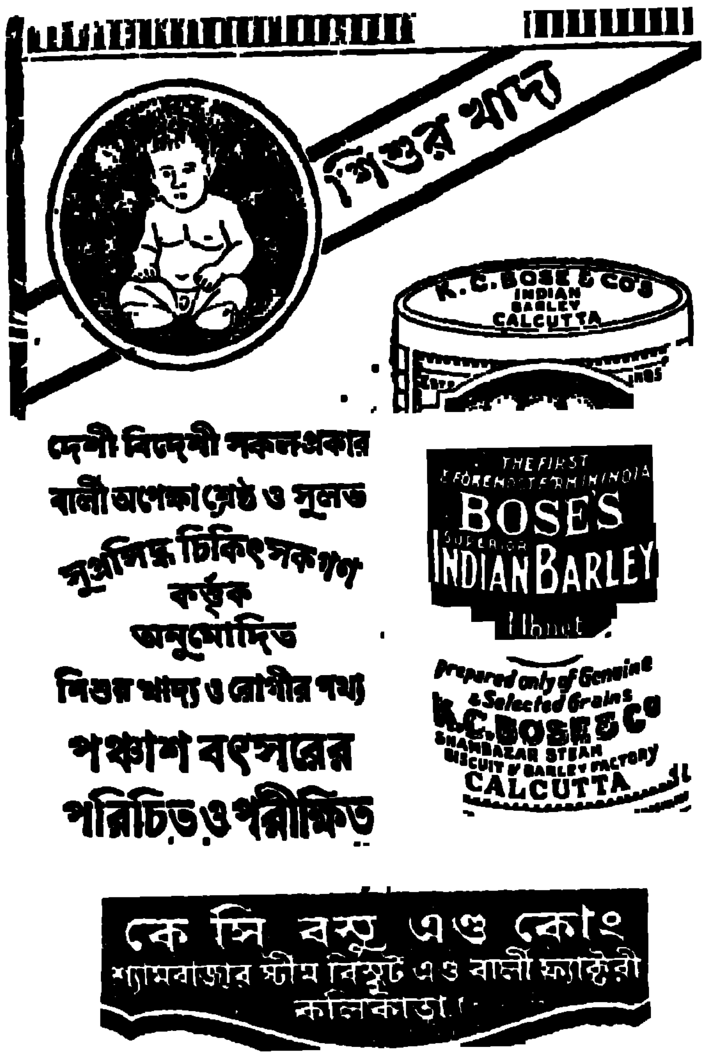

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৶	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা /১ ভিক্ষা ধার্য্য।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের যাথার্থ্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণ লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইয়াছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কাশীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীগৌড়মণ্ডল-সম্পাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৬১].

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০৫)০)——

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি-বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনা হয়; প্রজা-পার্টির মৌলবী আবদুল হাকিম উক্ত ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব করেন। পাট-চাষ কমান ব্যাপারে সরকারী প্রচারকার্য্যের ব্যর্থতা, আইন করিয়া পাট-চাষ কমাইবার আবশ্যকতা এবং পাটের একটা সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া—এই তিনটি বিষয়ে মৌলবী হাকিম তাঁহার প্রস্তাব দ্বারা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহেন।

তাঁহার প্রস্তাব ৭০—১১৪ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। কংগ্রেসী সদস্যগণ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার মিঃ উদয়চাঁদ মহাতাব, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর যোগেশ সেন ও সম্প্রদায়ের মনোনীত আচার্য্য শ্রীযুক্ত শশিকান্ত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।

তাহার পর কৃষিবিভাগের সমগ্র ব্যয়-বরাদ্দ ১৫,৪১,০০০ টাকা পাশ হইয়া যায়।

কলিকাতায় দুগ্ধসমস্যা

কলিকাতায় গবাদি পশু ও দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতি বিষয়ে অনুসন্ধানাদির জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন গাইকোর্ট বিশিষ্ট ইনক্রুয়েন্ট স্পেশাল কমিটী যে একটি স্পেশাল কমিটী গঠন করেন। উক্ত কমিটী গত ২ই জুলাই দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ট্রেনভাড়া হ্রাস বিষয়ে নিম্নলিখিত মর্ম্মে দুইটী সুপারিশ করিয়াছেন।

(ক) কলিকাতায় গবাদি পশু ও দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতির সমস্যাটী কমিটির মতে একটী জটিল বিষয়। তাই একজন বিশেষজ্ঞের এই বিষয়ে পরীক্ষা করা উচিত। তাঁহারা এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের প্রেসিডেণ্টের সাহায্য চাওয়া হউক। তাঁহার নিকট ইহা জানান হউক যে, কলিকাতায় গবাদি পশু ও দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতির সমস্ত ব্যাপারটী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুপারিশাদি করিবার জন্য তিনি (প্রেসিডেণ্ট) কর্পোরেশনের জন্য কোন বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন কি না।

(খ) কলিকাতা সহর হইতে দুইশত মাইলের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কলিকাতায় টাটকা দুগ্ধ সরবরাহের জন্য একটি ভাড়ার হার গ্রহণ করিতে এবং উক্ত দুগ্ধ আনয়নের জন্য চাপ পাঠাইয়া দ্রুত করিবার জন্য রেলওয়েসমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে ধরা হউক।

গত বুধবারের সভায় কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত প্রস্তাব দুইটী গ্রহণ করিয়াছেন।

—————

জাপানী সৈন্যদলের চীনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ

কোয়াংওয়ান-উস্থ অঞ্চলের চীনা সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে জাপানীরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। চীনারা স্বীকার করে যে, জাপানীরা উস্থং অধিকার করিয়াছে।

জাপানী গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা সমগ্র চীনের উপর আক্রমণ চালাইবে এবং চীনে যাহাতে বলশেভিক আধিপত্য হইতে না পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

উস্থং-এর নিকটবর্ত্তী একটী রেলষ্টেশনে দুইশত আশ্রয়প্রার্থীর উপর জাপানী বিমানের বোমাবর্ষণে বহুলোক হতাহত হইয়াছে।

রয়টারের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে মার্শাল চিয়াং-কাইশেক বলেন, শুধু চীনের জন্য নহে, বিশ্বের শান্তির জন্যই চীন-জাপান যুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিকভাবে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক।

মিসর মুসোলিনীর কার্য্যের প্রতিবাদ

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থ স্পেন সম্পর্কে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত সিনর মুসোলিনীর যে তার বিনিময় হইয়াছে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা কমিটির নিকট প্রতিবাদ জানাইবেন স্থির করিয়াছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, সিনর মুসোলিনীর এই কথা স্পেনের ব্যাপারে সরকারীভাবে হস্তক্ষেপেরই সামিল এবং তাঁহারা বলেন, নিরপেক্ষতা কমিটির উচিত সিনর মুসোলিনীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা।

কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ফরাসী মন্ত্রী মিঃ ডেলবোসের যে আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষতা কমিটির নিকট সিনর মুসোলিনীর কার্য্যের প্রতিবাদ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়।

ব্রিটিশ মহলের আশঙ্কা এই যে, এইরূপ প্রতিবাদের ফলে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রতিবাদ উত্থাপিত হইয়া যাইবে মাত্র; কাজের প্রতিকার লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।

রাজসাহী কলেজের হিন্দু ছাত্রদের হোষ্টেল ত্যাগের জের

প্রকাশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য রাজসাহী কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে রাজসাহী কলেজ নিয়ামক সমিতির (গবর্ণিং বডি) এক সভায় উক্ত আদেশ সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার পর পুনরালোচনার জন্য সভা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ গবর্ণিং বডি এবং গবর্ণমেণ্ট অন্য কলেজে স্থান সংগ্রহের জন্য ছাত্রদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন। যাহারা স্থায়ীভাবে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে অন্যত্র বদলী করা হইবে এবং অস্থায়ী অধ্যাপকদের কর্ম্মচ্যুত করিয়া কেবল অফিস চালাইবার উপযুক্ত কয়েকজন কর্ম্মচারীকে বহাল রাখা হইবে।

জনৈক মুসলমান ছাত্রের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কলেজ সংলগ্ন হিন্দু ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় ব্লক হইতে হিন্দু ছাত্রদিগকে অন্যত্র যাইবার যে আদেশ প্রদান করেন, তাহার প্রতিবাদকল্পে গত ২৬শে আগষ্ট ১৫০ জন হিন্দু ছাত্র অনশন ধর্ম্মঘট শুরু করে এবং ২৭শে আগষ্ট অনশন ভঙ্গ করিয়া পরদিন সকালে একযোগে হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ইহার ফলে রাজসাহীতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত না হওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘদিনের জন্য কলেজ বন্ধ রাখা হইবে, গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইতে ইহাই ধারণা হয়।

—————

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲০
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। যামুন-আলবন্দার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪ গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল বাক্য ভাষা ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোকুলমণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বতা শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০ নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রিকাকারে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—শুদ্ধভক্তি মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনভাষায় একত্র পাক্ষিক পত্রিকা। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামসুন্দর মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ভাবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশ সুগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ১৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই সেপ্টেম্বর খৃঃ ১৯৩৭, সোমবার } ১৬১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(০)::——

গৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

বিশ্বে একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তনকারী গৌড়ীয়বিশ্বের প্রধান প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাবর্ণ প্রাঙ্গণে গত ১লা সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বহু শ্রোতার সমক্ষে আবেগভরে নিষ্কৈতবজ্ঞাপনমুখে শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সুকণ্ঠকীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়।

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণ সমাগত শ্রদ্ধালু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন হরিকথা বলিতে থাকেন।

— —

ঐ দিবস বেলা ৭॥ ঘটিকা হইতে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সমাগত বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে ১টা হইতে প্রায় ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু মঠবাসী এবং উপস্থিত আগত বহু ব্যক্তির নিকট উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ভক্ত কাহাকে বলে, ভক্তিপথের কণ্টক কি, গুরুদ্রোহী কে এবং কাহারা দোষী এবং [illegible] ও নির্ব্বিশেষবাদী, দোষী—অপরাধী এবং আশ্রয়বিগ্রহের চরণে অপরাধ পথ নির্ব্বিশেষবাদী ইত্যাদি বিষয় প্রায় আধঘণ্টা যাবৎ অভিনবভাবে হরিকথা বলেন।

———

কাঁথিতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কাঁথি ভক্তিসভার সভ্যগণের সাগ্রহ আহ্বানে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় গত ৩০শে, ৩১শে আগষ্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর তিনদিন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। শত শত শ্রোতা বিশেষ আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ৩০শে আগষ্ট সোমবার দিবস "শ্রীজন্মোৎসব দিবসে আশীর্ব্বাদ বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। স্থানাভাবে আরও অনেক ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়াছেন।

গত ৩১শে আগষ্ট মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রত্যহই শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজের সুললিত কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আকৃষ্ট হন। কাঁথি সহরের চতুর্দ্দিকস্থ পল্লী হইতে বহু ব্যক্তি আসিয়াছিলেন।

কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, খাদ্যবিভাগের [illegible] অফিসার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] প্রসাদ [illegible]

উৎসাহ বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

উপস্থিত বহু ব্যক্তির মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বসু জমিদার; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী শাসমল জমিদার; পণ্ডিত দিবাকর বেদান্ত পঞ্চানন অধ্যাপক, ভক্তিশাস্ত্রী চতুষ্পাঠী; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার সরকারী উকীল; শ্রীযুক্ত মদনমোহন দত্ত সরকারী [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] জমিদার; শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় প্রিন্সিপাল প্রভাতকুমার কলেজ; শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ [illegible] হেডমাষ্টার [illegible] ইনষ্টিটিউশন; শ্রীযুক্ত [illegible] দাশগুপ্ত অধ্যাপক পি, কে, কলেজ; শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র দাশগুপ্ত অধ্যাপক পি, কে, কলেজ; শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র সেন ম্যানেজার কোর্ট অব ওয়ার্ডস্; শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র বসু ম্যানেজার [illegible]; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় হেডমাষ্টার [illegible]; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস উকীল; শ্রীযুক্ত গোপাল [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদক [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] কানা [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] পেসিডেন্ট [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] বসু [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] বসু উকীল; শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] মোক্তার [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] মোক্তার; শ্রীযুক্ত [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] মোক্তার; শ্রীযুক্ত [illegible] বসু [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] মিশ্র, সম্পাদক [illegible]; [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] বসু [illegible]; [illegible] সম্পাদক [illegible]।

———

গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহারাজের [illegible] সম্পন্ন হইবে। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়। শ্রীচৈতন্যমঠে এবং [illegible] শ্রীগুরুপূজার অনুষ্ঠান হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ হৃষীকেশ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

সাধ্য ও সাধন

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবেই বিরাজ করেন; কিন্তু জীবের কর্ণদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপদেশ-বাক্যরূপ জীবের হৃদয়কন্দর বাস্য-সদাদি [illegible] প্রকটিত করিয়া দেন, এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে জীবহৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি মলও বিদূরিত হয়। যদি কেহ বলেন, জ্ঞানযোগাদিও ত' কামক্রোধাদিরূপ মলকে বিনষ্ট করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, যে প্রকার কোনও কূপের জলকে রাসায়নিক-মিশ্রণ দ্বারা শোধন করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কূপের পরিমিত জল মাত্রই শোধিত হইয়া থাকে, অন্য পুকুর বা নদীতড়াগাদির জল আর শোধিত হয় না, আবার জল শোধিত হইলেও মলরাশি ঐ কূপের তলদেশে পড়িয়া থাকে, জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্মযোগ-তপাদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের মল শোধিত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও শোধিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে শোধিত হয় না, কূপের জলের তলদেশের মলরাশির ন্যায় কামক্রোধাদি মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত হইলেও পুনরায় কোনও কারণে ঈষৎ ক্ষুভিত হইলেই আবার হৃদয়ে অনর্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মুমুক্ষু কামনাতে প্রপীড়িত বদ্ধজীবের আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাদ্বারা যে প্রকার শান্ত হয়, অষ্টাঙ্গযোগ বা জ্ঞানকর্ম্মাদি পথ-সমূহের উপায়াদি প্রণালী দ্বারা তদ্রূপ হয় না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। জাগতিক কথা যেরূপ দেশকালপাত্রাদিদ্বারা পরিচ্ছন্ন, কৃষ্ণকথা তদ্রূপ নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং কথারূপে সেবোন্মুখ জীবের শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নিঃশেষিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কথাকে তপ,

বিচারের মানদণ্ড

—:o:—

বিনা বিচারে কোন কথা আমরা মানিয়া লই না। আমরা মানুষ, অপর জড়-জগতের মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় —তাহার বিচার-শক্তি। প্রাণিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা নাশ করা আমাদের কখনই উচিত হয় না। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বশেতে তোমের দিকে রাখিয়া পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিচারে প্রবৃত্ত করাইতেছি। বিচার করিয়া কখনও কখনও বিমুক্তও করি। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ তাহাদের কাজে লাগিয়া তখনই অনেক তত্ত্ব ও তাহার সার মনের কাছে দিয়া যাইতেছে। কখনও অপর লোকের

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, নামাপরাধহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীকৃষ্ণ-কথাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন জীবমাত্রেরই পরম সাধ্য ও সাধন।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তগণের সাধ্য ও সাধন। সেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজনে কর্ম্মজ্ঞান-যোগ-তপাদির অপেক্ষা নাই। কর্ম্মজ্ঞান-যোগ-তপাদির ন্যায় হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনও একটা সাধনের অঙ্গ, ইহা ভগবৎ-চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের বৃথা প্রলাপ মাত্র। শুদ্ধভক্তের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সহিত কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের শ্রবণ-কীর্ত্তনে আকাশপাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণ চিত্তশুদ্ধিরূপ স্বকার্য্যসাধনের জন্য হরিকথা শ্রবণ করেন এবং সাময়িক চিত্তের স্থিরতা হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তখনও তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই; কারণ, "বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।" তাঁহারা ঐরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অনাদর করেন। অনাশ্রিতভাবে জীবের অবস্থান থাকিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা কেহবা অনন্তকাল কর্ম্মমার্গের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিচরণ করিতে থাকেন অথবা মুক্তি সাধনাদি করিয়াও অধঃপতিত হন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানাদি চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতঃ সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথামৃত শরণাগত হইয়া শ্রবণ করেন, তাঁহারা অজিত ভগবান্‌কে জয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকটিত করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্য বরণযোগ্য সেবায় রত হইয়া সকল ইতর আশা হইতে নিবৃত্ত হন এবং পরাশান্তি লাভ করিয়া নিত্য সেবাকেই নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত থাকেন।

চক্ষুঃ কর্ণাদির দ্বার মনকে জানাইতেছে আর যখন তাহাতেও কুলায় না তখন নিজেরা অনুভব করিয়া সার বিচার বেলায় মনের উপর ভার দিয়াই থাকেন। মন তাহার ধারণাদি-কাজের মধ্যে যতটুকু বিচার করিতে পারে, তাহাই জোরে রায় দিয়া পরম ও চরম সুবিচারকের পদ নিজেই কল্পনা করিয়া লয়।

বিচারে নিযুক্ত ও বিযুক্ত দুই অবস্থাতেই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে কেবলই প্রতিহত করে, জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার বিচার করিতে যাইয়া আরও প্রবলতররূপেই প্রতিহত হয়, তখন জোগে অন্ধ চোখের-সম্মুখে দেখি জগতের বহুত্ব। আমার ভোগ্য কনক যোষা, কামিনীযোষা, আর সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা-যোষার অবস্থানকার যেখানে আমি অবস্থার গোপন আহ্বানে নির্ব্বাচিতরূপে উপস্থিত হইয়াছি, সেখানেই দেখি প্রতিদ্বন্দ্বীর বহুত্ব। হায়! তাহারাও যেন আমারই মত নিজেদের নির্ব্বাচিত মনে করিয়া অবস্থার অবস্থা-গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প।

বহুত্বের সমাবেশে একমাত্র আমিত্বের আকাঙ্ক্ষা বৈশিষ্ট্য। বহুত্বের অন্তর্ভুক্ত নিজেকে বহুত্বের মধ্য হইতে পৃথক্ রাখিতে পারি না বলিয়া বহুত্বে অবস্থিত অখণ্ড এক বস্তুর সহিত নিজের সমাবেশ কখনও কল্পনা করি। সেই বহুত্বকে কল্পিত বা মিথ্যা মনে করিয়া সেই 'এক'কেই একমাত্র সত্য-জ্ঞানে জ্ঞানের বা বৈরাগ্যের আবাহন করি। ইহারই পরিণামে নির্ব্বিশেষজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মসাযুজ্যানুসন্ধানই লক্ষিত হয়। কিন্তু যে স্থলে বিচারের নিয়ন্তা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ যাঁর স্বরূপানুবন্ধী নিরাসুখবোধক নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা যুগপৎ প্রপঞ্চে বা প্রপঞ্চাতীত ধামে প্রকট করিতে অন্যাপেক্ষী-শক্তি-বিশিষ্ট অর্থাৎ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র, সেস্থলে সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞানই "অধোক্ষজ"। সেই 'এক'এর সন্ধান করিতে যাইয়া দেখি—শাস্ত্রে আমার বিচারের পূর্ব্বোক্তরূপে উপস্থিত করিয়াছেন একটী শব্দ—"অধোক্ষজ"। অধোক্ষজ বস্তুতে প্রাকৃত বহুত্বের বা প্রতিদ্বন্দ্বিভাবের অবকাশ নাই; সুতরাং তাঁহার পাদপদ্মের সহিত প্রাকৃত জীবের সংযোগলাভ বিশেষ লোভনীয়। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয় বা অপরের ইন্দ্রিয় অথবা সমষ্টি বা ব্যষ্টিগত বিচারের অনুভূতি কিছুই তাঁহার নিকট পৌঁছায় না। যদি নাই পৌঁছায়, তবে মনুষ্যের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বিচার-শক্তি, তাহাকে কোন্ কাজে লাগাইব? ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপতি মন ছাড়া যে বিচার হয় না, ইহা সুস্পষ্ট বুদ্ধির সাহায্যেই বিচার হয় বটে, কিন্তু সে বুদ্ধিও ত' নিজ-দেহেরই বৃত্তিবিশেষ। অধোক্ষজে নিযুক্তের বিচার পৌঁছায় না, আবার শাস্ত্রে "তর্ক্যন্ ন্ ভূপতে বিচারণাত্ত" ইত্যাদি দেখিয়া বিচার সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়িয়া লইলাম। ইহার পর যতই কেন না অনাদি লোকবুদ্ধির কথা শুনি বা একটু বিচলিত হইয়া অনুভব করি, তবুও জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা সমস্ত জিনিষকে ভোগের অপেক্ষায় যাচাই করাকে যে "বিচার" নাম দিয়াছি, তাহা কখনই ছাড়িতে পারি না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।" আর শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য "তর্ক্যন্ ভূপতে বিচারণাত্ত [illegible] বিস্মৃতোরবঃ"; কিন্তু কোথায় বা চমৎকারিতা আর কোথায় বা মুক্তি! যতই বিচার করি, ততই অতৃপ্তি আর ততই জটিলতর সমস্যার মধ্যে পড়ি।

শাস্ত্রে একদা ভৃগুমুনিকে শ্রীকৃষ্ণকে পদাঘাত করিবার কথা শুনিয়াছি। আবার শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিতা হইয়া শ্রীগোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় পদরজঃ দান করিয়াছিলেন, —ইহাও শুনিয়াছি। দুইয়ের মধ্যে বিচার করিয়া ফেলিলাম—"ইঁহারা সকলেই অন্যায় করিয়াছেন—আর ভৃগুমুনি ত' মহা-অপরাধের কাজই করিয়াছেন!" শ্রীব্রজরমণী-গণ না হয় প্রার্থিতা হইয়াই দান করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের দোষটা (?) কিছু কম করিয়াই ধরিলাম। আবার পরমুহূর্ত্তে ভৃগুমুনির প্রতি ভগবানের প্রশংসাসূচক বাক্য শুনিয়া বা শ্রীগোপীগণের প্রতি সাধুগণের প্রশংসা বাক্য দেখিয়া বিচার করিয়া ফেলিলাম—"না, ইঁহারা সকলেই সেবা করিয়াছেন—আর যেহেতু ভৃগু অযাচিতভাবে সে সেবাটী করিয়াছেন তখন শ্রীগোপীগণ হইতে ভৃগুই শ্রেষ্ঠ সেবক!" কিন্তু শুক-পরীক্ষিৎ-মিলনের সময় ভৃগু উপস্থিত থাকিলেও তাঁহার কোন বন্দনা বা মহিমা-প্রশংসাদি না করিয়া শ্রীশুকদেব শ্রীগোপীগণের চরণস্পৃষ্ট ধূলিরই অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। আরও জানা যায় যে, ভৃগুঃ শ্রীকৃষ্ণের তৌষণীলার অন্তরায়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, আর শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জগদাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও একদিন 'ভৃগুমুনি নহ মুক্তি, যাঁর পদধূলি। লক্ষ্মী হইবা শ্রীবৎস ভূষণী'। প্রভৃতি বাক্য ভৃগুমুনির কর্ম্মের গর্হণামুখে বলিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ রায় নির্জ্জনে যুবতী স্ত্রীলোক দর্শন স্পর্শন করা সত্ত্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে অপ্রাকৃত কামদেবতা বলিয়া জানাইলেন, আর ছোট হরিদাস দূর হইতে স্ত্রীদর্শনের সম্পূর্ণ সুযোগ না পাইয়াও বর্জ্জিত হইলেন। ইহাতে মহাপ্রভুর পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কি বিচার করিব? স্ত্রীদেহের আবরণে আবৃত কোন জীবের প্রতি চক্ষু-

ইন্দ্রিয়ের সংযোগমাত্রই যদি দোষের হয়, তবে শ্রীরায় রামানন্দ অত্যধিক দোষী—তার যদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলেও হরিদাসের বর্জন কীর্ত্তন করা যায় না। শ্রীরামানন্দ রায় না হয় বলিলাম যে, নাটকের অভিনয়-শিক্ষার্থিগণের চিত্তে একই ভাব ছিলেন যে, কাষ্ঠ অপেক্ষাও নির্ব্বিকার হইয়া দেবদাসীদিগকে স্পর্শ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখবিগলিত ব্রহ্মার সম্বন্ধে একটি নিম্নলিখিত পুরাণ আখ্যায়িকা পাই।

দেবকীদেবীর প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মৃত অগ্রজ ছয় জনকে পাতাল হইতে আনিয়া দেন। এই ছয় জন পূর্ব্বে ব্রহ্মার পৌত্র ছিলেন। ব্রহ্মার নিকট অপরাধ করায় তাঁহাদিগের ঐ প্রকার দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের ভাষায় মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত বর্ণনা এইরূপে দেখা যায়—

"দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত।
সুতা ছাড়ি করিলেন কন্যা প্রতি চিত্ত।
তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হইল সেইক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুর-যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥
হিরণ্যকশিপু জন্মিলেন তাঁর ঘরে।
দৈব-দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে॥
তুগল ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানাক্লেশ যাতনায় পাইল মরণ॥
তবে যোগমায়া ধরি' আনি আরবার।
দেবকীর গর্ভে লঞা দৈলেন সঞ্চার॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহ দেহে দুঃখ পাইলেন ননাবতে॥
জন্ম হইতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
জানিলা তথাপি মারিলেন কংস রায়॥

বলির নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণন করিলেন,—পরে আরও বলিলেন—

"— শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
নিত্য-সবে পাইলেন এতেক যাতনা।
অনিত্য জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥"

বলিকে সাবধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকীর ছয় পুত্রকে আনিয়া দিলেন। তাঁহারাও শ্রীদেবকীদেবীর স্তন্যপান করিয়া ব্রহ্মশাপ বিমুক্ত হইলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাতে উপদেশ করিলেন—

চল চল দেবগণ যাহ নিজধাম।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান॥
তাঁহারে হাসিয়া এতেক পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি আর নাহি করিহ কখনা॥

এখানে ব্রহ্মা স্বয়ংরূপ নির্ব্বিকার না হইয়াই মন্দ কর্ম্মের আপাত অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার ক্রিয়া মন্দ হইবে না—ইহা শাস্ত্রাদেশ; ইহাতে যুক্তি-বিচারের নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় কি?

ব্রহ্মা একসময়ে কালিন্দীপুলিনে গো-গোবৎস ও গোপবালক-পরিবৃত সনাতন পরব্রহ্মকে গোপবালকগণের সহিত নানা-প্রকার রঙ্গালাপ, ক্রীড়া ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে রত দেখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন—'ইনি আমার নিত্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ কিনা একবার পরীক্ষা করা যাউক।' ইহাতে তিনি ভগবানের নিকট হইতে বিমোহনরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরে অপরাধ ক্ষমাপন-পূর্ব্বক স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রকাশের কালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে আনিবার জন্য শ্রীবাসভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে পাঠাইলেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু রামাইকে মহাপ্রভুর নিকট "অদ্বৈত আসিলেন না" এইরূপ মিথ্যা (?) কথা বলিবার প্ররোচনা দিয়া পাঠাইলেন। মহাপ্রভু কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রসাদ না করিয়া বলিলেন—"আমি জানি, অদ্বৈত আমাকে নিত্যকাল ধরিয়া জানিয়াও আমার পরীক্ষা করে।" রামাই পণ্ডিতকে আদেশ দিলেন—

"আন গিয়া শীঘ্র তুমি সেবাই তাহারে"।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥

অতীব প্রসন্নতার সহিতই মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের এইকার্য্য সমর্থন করিলেন।

শ্রীভগবান্ দেখিতেছি একের উপর দণ্ড আর অন্যের প্রতি প্রসাদ দান করিয়া একপক্ষ সমর্থন করিলেন। কিন্তু আমরা সমর্থন করিব কাহাকে, বিচার করিতে ত' হইবে? ইঁহাদের মধ্যে কাহারই বা অনুসরণ করিব? যদি বল, ঘটনাবলী কেবল লক্ষ্য না করিয়া "মহাজন" নামে যাঁহারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশবাক্য কিছু বিচার করা যাউক? কিন্তু তাহাতেও ত' কূল কিনারা দেখি না—কখনও বলিয়াছেন—শরৎ কৃষ্ণনামোচ্চারণদ্বারা, এমন কি, তাঁহার প্রবণদ্বারা যে ভক্তফল-লাভ হয়, পাপী তাহার সমপরিমাণে পাপ করিতে পারে না। আবার শুনি যে, কোটি জন্ম ধরিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও কোন ফল হইবে না! কখনও শুনি,—কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনই করিতে হইবে, কর্ম্ম-প্রবণতার দিকে ঝুঁকিলে অপরাধ-দর্শন করিতে যাইয়া পুঁইমাচা দেখিয়াই ফিরিয়া আসিব! আবার শুনি—হরিনাম জপ (?) অর্থাৎ মালাটানা অপেক্ষা লাউগাছে জল দিলেই ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হইবে।

বিচার করিয়া রায় দিবার সময় একপক্ষ সমর্থন করিতে গেলে অপরপক্ষ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত মুখে স্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ বুদ্ধির কসরতে হয়রাণ হইয়া শাস্ত্রের একটিমাত্র কথাকে বুলি করিয়া ফেলি—"বিরুদ্ধ সামান্যং তদিহ চিত্রং"। যদিও মনে মনে ঠিক জানি—এ কথার অর্থ শাস্ত্রের গোঁজামিলমাত্র; এই কথাতেই জগৎ জয়!! অযোক্ষজবস্তুর কাছে আসিয়া আমার বিচারশক্তি খর্ব্ব হইতেছিল, কিন্তু অযোক্ষজ-রাজ্যের এই একটী কথাই আমার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য লাভের সুযোগ দিবে!

"বিচার" বলিতে আমি জানি 'মাপা'। জড় ইন্দ্রিয় যেখানে পৌঁছায় না, আবার সে রাজ্যে বিচারের কথাও যখন আছে, তখন সকল দিক্ বজায় রাখিয়া মাপাই বিচার। শাস্ত্রের কোন বাণীর আপাত-সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া আমার ইন্দ্রিয়দ্বারে পরিমাপকে বেশ অবাধে চালানই বিচার। যদি শাস্ত্র হইতেই সে মাপাকার্য্যের বাধা আসে, তখন ব্রহ্মার আছে- "তদিহ চিত্রং" বলিয়া দিলেই হইল। বিচারের নামে পরিমাপ-ক্রিয়া জড়বুদ্ধিজাত প্রাণহীন বলিয়া শাস্ত্রবাণীও আমার কাছে প্রাণহীন অচেতন বলিয়া বোধ হয়। তাই কখনও মনে করি, "শ্রীগুরুদেবের বাণী বেদবাক্যই বটে,—উহা নির্ব্বিচারেই মানিয়া লইতে হয়; তবে তাঁহার বাণীতে যে তর্কবিচার আছে, তাহাকে আদর করা প্রয়োজন। বিচার করিবার স্পৃহা না থাকিলে গুরুই বা প্রকাশিত হইবেন কেন?" কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী যদি বেদ বা শ্রুতি বলিয়াই জানিয়া থাকি, তবে তাহার তত্ত্ব-প্রকাশের জন্য আবার নিজের বিচারের কি প্রয়োজন? বাণী যদি নির্ব্বিচারেই মানিয়া লইতে হয় তবে বিচার আবার কোন্ কাজে লাগিবে? তর্কবিচার বাদ দিয়া বাণীর বাণীত্ব কোথায়? শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্তর্য্যামী নহেন যে, তত্ত্বগ্রাহীর তাঁহার বাণীতে অবশিষ্ট অন্য কোন অবান্তর কথা থাকিবে। বাণীতে যে বক্তা আছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি নিজেই "বক্তা দেবে" প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ব্যবস্থাপত্র দান করিয়াছেন।

কখনও বলিতেছি, "মহাজনবাক্য উপলব্ধি করা সময় সাপেক্ষ। তাহাছাড়া আপাত বিরোধও অনেক দেখা যায়। ঐগুলির তাৎপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন। মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, সবই সত্য। আমাদের উচিত—ঐসকল বিরোধের মধ্যে না যাইয়া পাশ কাটাইয়া চলা অর্থাৎ নিরপেক্ষ হওয়া। শাস্ত্রবাণী উপলব্ধি করিয়া অথবা উপলব্ধির আশায় অনুশীলন করিতে গেলে নানা প্রকার সমস্যা আসিয়া বিরোধ বাধাইবে; কাজেই যতটা পারা যায়, বুলি আওড়ানই "ভাল"। ইহাতে আমার ঝোলাঝিটা হয়ত চাপা পড়িবে, কিন্তু অনুভূতিহীন, প্রাণহীন, অচৈতন্য বাগ্‌বৈখরীদ্বারাই কি কীর্ত্তন হইবে, না তাহাতে স্ব-পর মঙ্গলের কোন কথাই থাকিতে পারে?

কখনও মনে করিতেছি—"শ্রবণ-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সেবা-কার্য্যটী হয়। যেখানে ক্রিয়া নাই, সেখানে সকলই ভূয়া। কতকগুলি লোক চিরজীবন ধরিয়া কেবল শুনিয়া আর বলিয়াই গেল;—ইহারা ফাঁকতালে রাম কিনিয়া লয়"। আবার কর্ম্মনিপুণতাকে যখন তাঁহারা শুদ্ধ করিয়া সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করিতে চান, তখন বলি—"আপনার কোন কথা শুনিব না; আমি আপনাদের বিক্রয় করিয়া সোনা দিয়া মন্দির বাঁধাইব।" হায়রে! শুনিয়াছি—ভক্তগণই ভগবানকে বিক্রয় করিতে পারেন আর শ্রীভগবান্ নাকি বলিয়া থাকেন—"আমি ভক্তের নিকট চিরবিক্রীত, কারণ, তাঁহাদের ঋণ আমি কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না।" আর আমি একটী সাধারণ নগণ্যজীব সাধু-গুরু-শাস্ত্রকীর্ত্তিত মুক্তপুরুষ ভগবদ্ভক্তেরও বিক্রেতা হইবার দম্ভ করিতেছি! যে কাজের ভার ভগবান্ নিজে লইতে পারেন না, আমি বলদেবের বল হইতে অধিক বলশালী (?) হইয়া অবলীলাক্রমে সেই ভার লইয়া ফেলিলাম!! বিক্রয় করিতে চাহিলেই বা তাঁহাকে পাইতেছি কোথায়?—তাহাত' একবারও ভাবিয়া দেখি না। মনে করি,—সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ঘৃণা নাটকায় উক্তির দ্বারা জগতের কাছে "বিরোধ সমাধা"রূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দিলাম। আমি ভাবি, জগতের অপ্রাকৃত নিরীহসব সেবকাভিমান আর অধমার মাৎসর্য্যকলুষিত কলুষিত দম্ভ—উভয়ই সমান, কিন্তু মূর্খতা জনিত এক পাগলামি শুনিয়া বিদ্বৎসমাজ দূরে থাকুক, অবিদ্বৎসমাজও উপহাসই করে।

ক্রমশঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বশ্রী-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রাতিষ্ঠাচার্য্যকর্ত্তৃক নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ইংরাজী পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অভকুলককানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

সিদ্ধানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনসুন্দর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) প্রকাশানন্দমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নানন্দ ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমর্ত্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)।

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপর্টালা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ওরিদাস, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীপ্রেমকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরুদ্রেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—৬০ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোতোয়ালি, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়েমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং রোবে ৭

রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভরদ্বীপ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রবী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাব্রত

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিশক্তি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকপিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাধিকা ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছাতনাগরা, পোঃ ছিন্নহরা, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাশয় অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লাফখানি	৮৷৹
বালাম চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানী	৫৷৹
ঝিঙ্গাশাল নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সপোর্ট কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	৫৷৹-৫৸৶
ঐ বাবাদি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৬৫৷৹
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	৩৶৹

চিনির দর

সিঙ্গ.টি, টাইপ	১০৸/৹
মরিপুর ১০০০ নং	১০/৹
খাগড়োয়া দানা	৯৷৹
জঙ্গপুর দানা	৮৷০—৯৶৹
কানপুর দানা	৭৸/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৷
গিনি	২৭৲
চাঁদির বার	৫৩৷৹

পাটের দর

আপে—	৪০৸৹
মিডল—	৪০৸৹
উষ্ণস্—	৪১৷৹
বাজার বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶৹
কুলাকোমল ঐ	৬৲—৬৶৹
ডাইমণ্ড ঐ	৫৸৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫/৹—৫৸/৹
আটা (এন)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	৪৷৹—৪৸৶৹
গোলাপী	৩৸৶৹—৩৸৹
ভূষি	৩৸৶৹—৩৸৶৹

ঘৃতের দর

ভয়সা	৫৭৲
গাওয়া	৫৭৲
...	৫০৲
...	৫৫৲

শাকিতোষ	৪৷৹
জার	৪৬৲
কাবুলি	৩৬৲
বাদা পাথর	৫১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৸৹—৯৷৹
ঐ সে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বাঁধন সহিত	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৹
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৫৶৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

শীট	।৶৫—৸৹
বাজার বেদা কাটা তার (বান্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ভিট কাটা মণ	৩৷৹—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৹ - ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲-০-১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷৹—১০৷৹

টিন পাতি, গোলট্ট মরাবে ৮৲—৯৲

গোল রড বি-টিনকোস ও কনক্রিটের

রড ৯৸৹-৩১২

নুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

স্টিকলের হাপবল ৫৶৹, গাটের হাপবল ৬৷৹

ছুলার হাপবল ৪৸৹

ফুলের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আবের সোনার কাটন

সিট্ন আবের কাঠ

কবাডি খুরদির কাটন

বাদাম বাধা

ঐ কাটন

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা সাবু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
ঘুটি খরিদ্দার	১৫৷৹—১৭৷৹
নং নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, পোস্তা
কলিকাতা

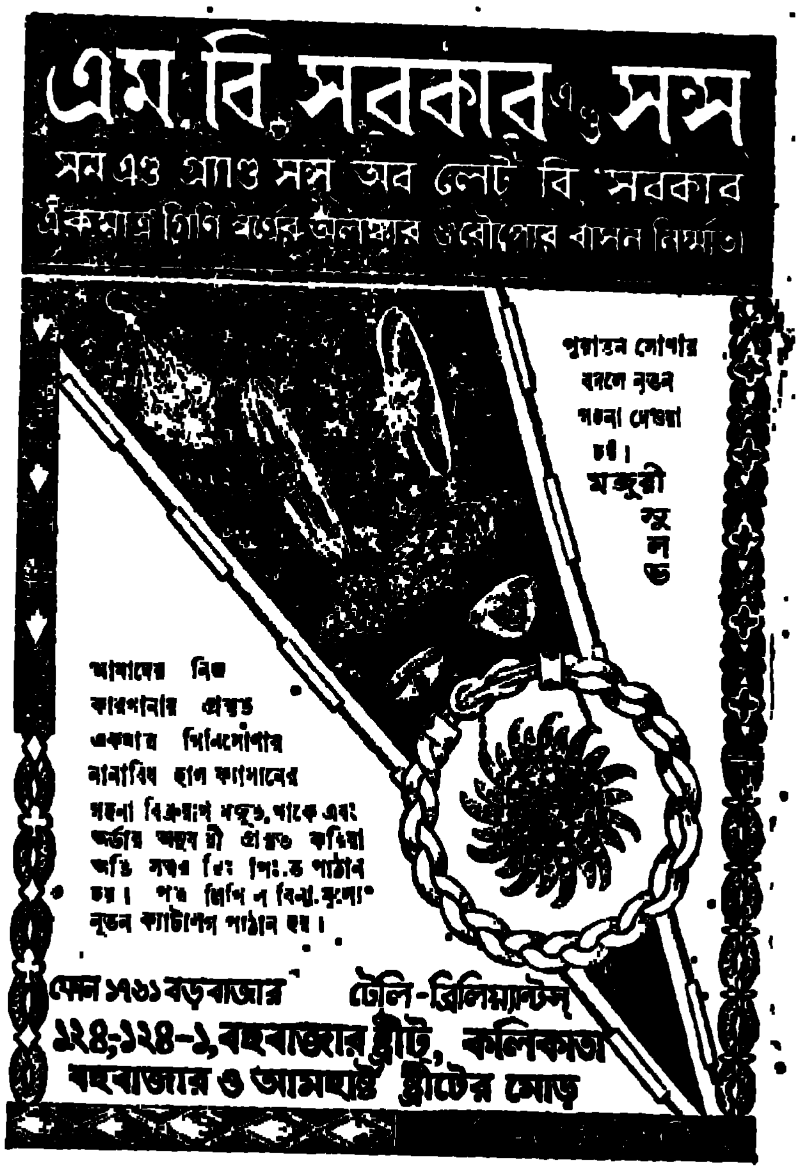

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩-		১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪-		১৮—২,	২০—৪৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭	৫	১১—১৩,	১—৯	১৮—১৩,	২০—৯

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৯	৯-৪০	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

জ্বরশোধক বটিকা

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ দীনকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জ্বরের প্লীহা, যকৃৎ, কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের আর ভয় নাই। মূল্য ছোট বোতল ।৶৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিশ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

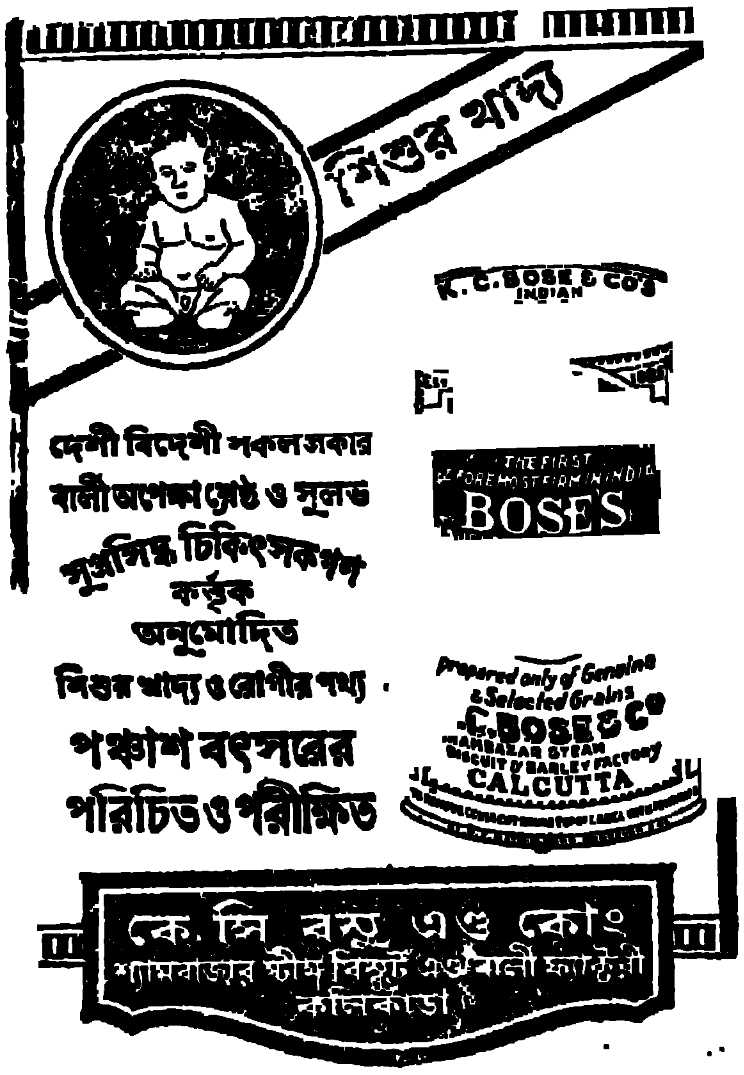

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১.

প্রতি সংখ্যা ।৫ ; বিশেষ সংখ্যা।০ ভিক্ষা মাত্র।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও ভাগবত মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইয়াছে।

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতা আলবার্টহলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কাশিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 151

শ্রীমাধ্বগৌড়েশ্বর
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৬২]

বিবিধ সংবাদ

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদ

গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পার্লেমেন্টারি দিবস পালন উপলক্ষে যে-সকল স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহারা মুক্ত হওয়ায় মুসলিম লীগ দল মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই।

অধিবেশনের প্রারম্ভে মাননীয় স্পীকার বলেন যে, ব্যবস্থা পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে যুক্তপ্রদেশের পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারীগণ এক্ট (১৯৩৭) এবং মন্ত্রীগণের বেতন সংক্রান্ত 'ডিমাইস' তামাদি এক্ট পাশ হয়। সম্রাট গবর্ণর ঐ দুই আইনে সম্মতি দিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের বাজেটের পূর্ব্বাভাষ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, এবারকার বাজেট আয়-ব্যয়ের সমতাযুক্ত বাজেট হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ছাঁটাই না করিয়াও আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষিত হইয়াছে, ইহা প্রধান মন্ত্রী মাননীয় গোবিন্দবল্লভ পন্থের (অর্থ বিভাগও ইহার হাতে আছে) কৃতিত্বের পরিচায়ক।

প্রথমে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা যায় এবং পাবলিক সার্ভিসের চাকুরিয়াদের বেতন ছাঁটাই করিয়া উহা পূরণ করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, উহাতে বৎসরে ৬০০০০৲ টাকার বেশী সাশ্রয় হইবে না। তখন ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া অন্যদিকে ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা করা হয়। বহুদিন হইতে যে সকল পদে লোক ছিল না সেই সকল পদ একেবারে তুলিয়া দিয়া প্রায় এগার লক্ষ টাকা এবং ভাতা, ভ্রমণ খরচ প্রভৃতি কমাইয়া প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হয়। জনসাধারণের পক্ষে ক্লেশকর কোন কর ধার্য্য হইবে না। প্রমোদ-কর প্রবর্ত্তন একরূপ নিশ্চিত। উহা হইতে প্রায় ৮।১০ লক্ষ টাকা আসিবে। এইভাবে মাননীয় গোবিন্দবল্লভ পন্থ মহাশয় বাজেটের সমতা রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বিহার পরিষদ

বিহার ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার সদস্যদের হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা করার অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দিয়াছেন। ভারত-শাসন আইনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যে সকল সদস্য ইংরাজী জানেন তাঁহাদের পক্ষে ইংরেজীতে বক্তৃতা করা বাধ্যতামূলক। যে সকল সদস্য দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা ইংরেজীতে খুব ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কেবল ইংরেজীতেই বক্তৃতা করিতে হইবে। যে সকল সদস্য তাঁহাদের বক্তব্য ইংরেজীতে ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না, তাঁহারাই কেবল তাঁহারা যে ভাষায় তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন সেই ভাষায় বক্তৃতা করিবেন।

এই রুলিং এর ফলে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইবে সরকার পক্ষীয় ও অন্যান্য সদস্যগণ তৎপ্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তদুত্তরে স্পীকার বলেন যে যখন স্পীকার মনে করিবেন যে, কাহারও তাহার বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করার জন্য হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা করা প্রয়োজন, কেবল সেইরূপ ক্ষেত্রে কোন সদস্যকে ঐ ভাষায় বক্তৃতা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

মাদ্রাজ পরিষদ

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে কোনও প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারি বলেন—সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এখনও সুনির্দ্দিষ্ট কোন প্রস্তাব করেন নাই। তবে সাবর্ডিনেট সার্ভিসের বেতন হ্রাসের বিষয় চিন্তা করা হইতেছে। নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয় তদন্ত করা হইবে। তবে এই তদন্তের ফলে উৎপাদিত সুপারিশগুলি যে কোনও ট্রাইব্যুনালের নিকট পেশ করা হইবে, এমন প্রতিশ্রুতি গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন না।

হংকংএ প্রচণ্ড ঝড়ে বহু জাহাজ জলমগ্ন ও বহু লোকের জীবন নাশ

গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ২টার সময় হংকং এর উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। জাপানীদের অবরোধের ফলে বহু জাহাজ হংকংএ আশ্রয় গ্রহণ করায় পোতাশ্রয়ে জাহাজের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। এই কারণে ঝড়ের দরুণ তথায় সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

খুঁটির উপর জাহাজ ঝড়ের বেগে জাহাজ ঠেলিয়া উঠিয়াছে বা জলমগ্ন হইয়াছে। ডাঙ্গায় ঝড়ের ফলে মৃত্যু সংখ্যা বোধ হয় এক শতের নীচে, কিন্তু সমুদ্রে তাহা অনেক বেশী বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

একটি পকেট ঝড়ের ফলে আগুন লাগিয়া যায়। তথা হইতে ১৩টী মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। ঝড়ের বেগ এত বাড়িয়া যায় যে, আবহাওয়া অফিসের যন্ত্রে ঘণ্টায় ১৩০ মাইল গতিবেগ সূচিত হওয়ার পর যন্ত্রটি অচল হইয়া যায়।

সর্পাঘাতে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

গত ২রা সেপ্টেম্বর [illegible] রাত্রিতে বেলহরপুরের অন্তর্গত চুওয়া ঘাটের এক হিন্দু কৃষক ও তাহার স্ত্রী সর্পদংশনে মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, স্বামী স্ত্রী রাত্রিতে নিদ্রিত ছিল, এমন সময় একটি গোখুরা সাপ প্রথমে স্ত্রীলোকটিকে আক্রমণ করিয়া দংশন করে। তাহার চীৎকারে তাহার স্বামী জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে সাপ তাহাকেও দংশন করে। লোকটির ভগিনী অন্য ঘরে নিদ্রিত ছিল; চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে দৌড়াইয়া তাহার সাহায্যার্থ গেলে সাপ তাহাকেও দংশন করে। স্থানীয় ওঝারা তাহাদিগকে চিকিৎসা করিয়াছিল, কিন্তু স্বামী স্ত্রী তিন ঘণ্টার মধ্যেই মারা গিয়াছে; সৌভাগ্যক্রমে অপর স্ত্রীলোকটি রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। সাপটি পলাইয়া গিয়াছে।

ইউক্রেনের প্রধান মন্ত্রীর আত্মহত্যা

একটী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইউক্রেনের প্রধান মন্ত্রী প্যানাস লুবচেঙ্কো আত্মহত্যা করিয়াছেন।

একটী ঘোষণায় প্রকাশ, মিঃ লাবচেঙ্কো সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, ইহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি গত সোমবার আত্মহত্যা করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব [illegible] ত্রিশ বৎসর বয়স্ক মিঃ মিকেল বণ্ডারেঙ্কোকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

"জনসাধারণের শত্রু" নামে অভিহিত ১০ জন ষড়যন্ত্রকারী এবং কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবাসী ট্রট্স্কি পন্থী [illegible] আন্দোলনকারীকে সামরিক আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল. সোভিয়েট রাষ্ট্রের মুখপত্র 'প্রাভদা'য় তাহাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা জনসাধারণ ও শ্রমিকদের শত্রুদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সার্ব্বভৌম উপনিবেশগুলি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৬০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৭৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৭৲
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	বাদন-আনন্দ	।০
১৯।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন-রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	।০
২৭।	মুক্তিমঞ্জরিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তরত্নসার (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ্-দর্শন	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	১০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪৬।	অর্চ্চনকণ	৴০
৪৭।	সদাচারস্মৃতি	৴০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড)	৩৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ	
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেবম্	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সাংখ্যবাণী	

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩।	সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	।৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৴০
৬৭।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৶০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৫।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২।০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভল্যুম	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। মূল্য ৲ ভিক্ষা ৫।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

—————:০:—————

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ১৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১৬২তম সংখ্যা

বিরাট্ ধর্ম্মসভায় গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা

——::(o::——

"ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে"

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত "ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে" বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক জার্ম্মাণ-দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হার ই জি, শুলৎসে) মহানগরীর জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কলেজের ছাত্র প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমক্ষে 'How East and West can meet'. সম্বন্ধে একটী সর্বজন-চিত্তাকর্ষক সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কমলেশ ব্যানার্জি মহোদয়ের সমর্থনে স্যর এস্ রাধাকৃষ্ণন্ এম-এ, ডি-লিট্, মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

সভাপতির আসন গ্রহণের পর শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ শুক্লা মহোদয় সুললিতকণ্ঠে "কেশব তুয়া জগত বিচিত্র" এই উদ্বোধন সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি মহোদয় বক্তার পরিচয়-প্রদানমুখে কিছু বলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী এক ঘণ্টা কালব্যাপী একটী দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বক্তার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা-শ্রবণে বক্তাকে ধন্যবাদ-প্রদানমুখে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন।

অনন্তর মহানাম কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় প্রায় পাঁচ শতাধিক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটী নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায়; ডাঃ এস্, কে, গুপ্ত বার-য়্যাট-ল; সম্পাদক ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্; রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র দে, আই-ই-এস্, রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল; প্রফেসর এস্, এন্, বোস, প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট; মিঃ ও, সি, গাঙ্গুলী সম্পাদক 'রূপম্' পত্রিকার সম্পাদক; ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী; রায় বাহাদুর পান্নালাল মুখার্জী; কুমার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখার্জী (উত্তরপাড়া); শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখার্জী, মিঃ নরিম্যান ডি সাহেব; মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ এ, আর, বসু, পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এল, এম্, বসু, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স জজ, রায় বাহাদুর টি, সি রায় রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ সতীশচন্দ্র সরকার, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন, মিঃ এস, এন্ রায় বার-য়্যাট-ল, মিঃ এম, এন্ ব্যানার্জী এ-সি, মিঃ আর, এন্ সেন সলিসিটর।

——

ঝুলনযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

——::(o::——

গত ১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার হইতে ২২শে শ্রাবণ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন-স্থিত উপস্থিত যাত্রিবৃন্দের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং সমাগত স্ত্রী, পুরুষ, বালক অনাথ ও আতুরদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৩ই ভাদ্র রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস এবং পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে ব্রহ্মচারিবৃন্দ শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুর্বষ্টক, নগরকীর্ত্তন, দোলায়িত কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ ও পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। স্থানীয় মঠসমূহ হইতেও ভক্তগণ আসিয়া নানাভাবে উৎসবে সহায়তা করেন।

—

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় গত ১৩ই ভাদ্র রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথি-পালন-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর শুক্লাম্বরাদি পূর্ব্বক উষাকাল হইতে অপরাহ্ন শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও বহু সজ্জন সমক্ষে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের বিশেষ সংখ্যা হইতে সম্পাদকীয় স্তম্ভের "শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকালে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৪ই ভাদ্র সোমবার শ্রীনন্দোৎসবও বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সম্পাদক বাঙ্গালি প্রাজ্ঞ ভুবনমোহন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নারায়ণ রায় মহোদয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তাঁহাকে একটী অভিনন্দন প্রদত্ত হয়।

নন্দোৎসব সম্বন্ধে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপর মহাজন পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

— —

"কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়।' কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণ কীর্ত্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ হৃষীকেশ শুক্র প্রতিপদা গৌরাব্দ ৪৫১

কৃপা

——॥০॥——

শ্রীকৃষ্ণভজন সহজ ব্যাপার কারণ, উহা চেতনের নিত্যবৃত্তি—জীবের নিত্য-স্বভাব। পুত্রস্নেহ যেরূপ জননীর হৃদয়ে সহজ, জীবের পক্ষে কৃষ্ণভজনও তদ্রূপ সহজ। তবে দূষিত হৃদয়ে যেরূপ পুত্রস্নেহ অপ্রকাশিত থাকে, পাপকলিকর্চিত জীবেরও সেইরূপ কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ সুপ্ত আছে। সাধুসঙ্গে শিক্ষাপ্রভাবে এই নিত্য-ভক্তবৃত্তিটী অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি স্বতঃই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"পুত্রের জননী, সহজ হৃদয়ে স্থিত,
দূষিত হৃদয়ে শিক্ষা চাই।
কৃষ্ণপ্রেম সেইরূপ, নিত্যসিদ্ধ অপরূপ,
বদ্ধজীবে অপ্রকট তাই॥
সেই ত' সহজ রতি, পাইয়াছে অপগতি,
শিক্ষাদ্দীপন বৃদ্ধি পায়।
সে রতি জাগিয়া উঠে, জীবের বন্ধন টুটে,
ব্রহ্মানন্দ ডাগরে নাচায়॥"

শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস এই পথের প্রথম স্তর বা ভক্তি-পথের দ্বারস্বরূপ। এই শ্রদ্ধা দ্বিবিধা—বৈধী শ্রদ্ধা ও রাগানুগা শ্রদ্ধা। বিধিমূল ও রুচিমূল ভেদে এই শ্রদ্ধার দুইটী স্বভাব আছে। বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধিই একমাত্র কারণ; আর রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের করুণাই একমাত্র কারণ। এই বৈধী ভক্তি সর্ব্বদাই মর্য্যাদা-যুক্ত আর রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বদাই মর্য্যাদা-শূন্য। এই শ্রদ্ধার অভাব যেখানে, সেখানে আবার ভক্তির কি কথা আছে? কারণ, শ্রদ্ধাই যে ভক্তির বীজ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

'কর্ম্ম, জ্ঞান, তপ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
যোগ, যাগ সব ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার,
সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে বাড়ায়।
উদিয়াছে একবিন্দু, ক্রমে ভক্তিরসসিন্ধু,
লাভে তার হয় অধিকার॥
জ্ঞান, কর্ম্ম, দেবদেবী যত বস্তুতে সেবি',
প্রাপ্ত ফলে হইলে তুচ্ছজ্ঞান।
সাধুজন-সন্দর্শনে, কৃষ্ণকথার শ্রবণে,
বিশ্বাস ত' হয় বলবান্॥
সেই ত' বিশ্বাস ভাই, শ্রদ্ধা বলি সদা গাই,
ভক্তিলতা-বীজ বলি তা'নে॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ (১) সাধুকৃপা, (২) মহৎ-সেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপদাশ্রয়, (৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভজন, (৭) অনর্থাপগম, (৮) নিষ্ঠা (৯) রুচি, (১০) আসক্তি, (১১) ভাবভক্তি বা রতি, (১২) প্রেমভক্তি, (১৩) কৃষ্ণ-দর্শন, (১৪) কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভব—ভক্তি ভূ'মিকার আরোহণের এই চতুর্দ্দশটী ক্রম-পন্থার কথা বলিয়াছেন। সাধকগণ ত্রিবিধ—শ্রদ্ধাবান্ সাধক, নৈষ্ঠিক সাধক ও রুচিযুক্ত সাধক। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ শ্রদ্ধাসহকারে গুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে ভজন করেন। সৎসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ দূর হয়। অনর্থ দূর হইলে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইয়া নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা ক্রমশঃ অভিলাষ-রূপ হইয়া রুচিনাম প্রাপ্ত হয়। এই রুচি আসক্তি হইয়া ক্রমশঃ ভাব হইয়া পড়ে।

এই ভাব দুই প্রকার। সাধনাভিনিবেশজ ও কৃষ্ণ এবং তদ্ভক্ত-প্রসাদজ। সাধন দ্বারা যে ভাব উদিত হয় তাহাই সাধনাভিনিবেশজ ভাব এবং—

সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-প্রসাদজ ইতীর্য্যতে॥

সাধন ব্যতীত সহসা যে ভাব উদিত হয় তাহাই কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ-জনিত ভাব। কৃষ্ণপ্রসাদ তিন প্রকার—বাচিক, আলোকদান ও হার্দ্দ।

ভগবান্ যখন কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাক্যদ্বারা আনন্দ প্রদান করেন তখন বাচিক প্রসাদ হয়। বাচিক প্রসাদজ ভাবের উদাহরণ—নারদ পুরাণের নারদের প্রতি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্ট হয়। 'হে নারদ, আমাতে তোমার পূর্ণানন্দময়ী, সর্ব্বমঙ্গলশিরোমণি, অব্যভিচারিণী সেবা উদিত হউক।'

ভগবান্ স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোকদান বলে। স্কন্দপুরাণের কোন একটী বাক্যে আলোক-দানজ ভাবের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়—জাঙ্গলদেশবাসী ব্যক্তিগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব দর্শন করিয়া আর্দ্র চিত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারেন নাই।

হৃদয়ে যখন হঠাৎই ভাব উদয় করান, তাঁহাকে হার্দ্দ প্রসাদ বলে। শুক-সংহিতা গ্রন্থে তাহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় 'হে বাদরায়ণ, তোমার একটি মহাভাগবত পুত্র আবির্ভূত হইয়াছেন, সাধন ব্যতীত ইঁহাতে বহু বহু সাধনলভ্য বিষ্ণুভক্তির উদয় হইয়াছে।'

অনেক জীবের হৃদয়ে নারদাদি ভক্তগণের কৃপায় ভাব উদিত হইয়াছে। সে-সমুদয় ভক্তপ্রসাদজ ভাব। কৃষ্ণভক্ত-প্রসাদজ ভগবদ্ভক্তির উদাহরণ শ্রীপ্রহ্লাদ ও ব্যাধাদির চরিত্রেও দেখিতে পাই। সাক্ষাৎ ভগবান্ ও ভক্ত প্রসাদজ ভগবদ্ভক্তিও বিচার করিয়া দেখিলে ভগবৎ সেবোন্মুখের প্রতিই বর্ষিত হয়। শ্রীনারদের প্রতি মহাজন ভগবানের যে প্রসাদ তাহার কারণ শ্রীনারদের সেবোন্মুখতা বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধু বৈষ্ণব-সেবোন্মুখী সুকৃতি। জাঙ্গলদেশবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি বিমুখ না হইয়া হৃদয়ে যে আনন্দানুভূতি, ইহাই তাহাদের সেবোন্মুখী সুকৃতি উদয়ের লক্ষণ এবং কৃষ্ণভক্তির পূর্ব্বাভাস। প্রহ্লাদের সেবোন্মুখতা দর্শনে মাংসের যে প্রসাদ তাহাই প্রহ্লাদের প্রতি নারদের কৃপা।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপা-বর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ চুম্বক যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যদেব যে-প্রকার নিজ শক্তির দ্বারা নবগ্রহ ও উপগ্রহকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অণুচৈতন্য বিভিন্নাংশ জীবসমূহকে নিয়তই আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রৌতপন্থার বেদবাক্য দ্বারা, সাধুমুখ-নিঃসৃত বাক্যদ্বারা অনন্তজীবগণকে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই—এরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ইহ দ্বারা ভগবৎ বিষয়ে অজ্ঞতা এবং বিশ্বাস বা নির্ভরতার অভাবই জ্ঞাপিত হয়। তবে দয়াময় শ্রীভগবান্ স্বীয় তটস্থা-শক্তি-প্রসূত জীবগণকে স্বতন্ত্রতারূপ যে একটি অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন, কতকগুলি জীব সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করায় ভগবানের কৃপা হইতে ইচ্ছা করিয়াই দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। আবার যে-সকল জীব সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারাই ভগবানের নিত্য কৃপায় নিত্য-কাল অভিষিক্ত হইয়া নিত্য সেবা ও উত্তরোত্তর নিত্য-কৃপা লাভ করিতেছেন। যদি বল, ভগবান্ জীবকে ঐরূপ স্বতন্ত্রতা প্রদান করিলেন কেন? ঐ স্বতন্ত্রতা প্রদান করিয়াই ত' ভগবান্ মূলে ভুল করিয়াছেন। সুতরাং মূলতঃ তিনিই দায়ী। কিন্তু একটী কথা বলি, পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহশীল পিতা যদি পুত্রের মঙ্গলের জন্য তাহাকে বহু মূল্যবান্ সম্পত্তি দান করেন এবং পুত্র যদি ঐ সম্পত্তির সদ্ব্যবহার বা সদ্ব্যয় না করিয়া অসদ্ ব্যয়ে তৎপর হয়, তবে সম্পত্তি প্রদান জন্য পিতার পুত্রের প্রতি কি স্নেহ, কৃপা বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কম বুঝিতে হইবে?

স্বতন্ত্রতা চেতনধর্ম্ম। জীবকে যদি সেই স্বতন্ত্রতা হইতে বিচ্যুত করা হয় তবে সে চেতন না হইয়া জড় হইয়া পড়ে, সেইজন্যই ভগবান্ জীবের স্বতন্ত্রতার উপরে হস্তক্ষেপ না করিয়া স্বতন্ত্রতা-রত্নের কিভিন্নায় সদ্-ব্যবহারকারী ব্যক্তির প্রতিও উত্তরোত্তর স্বরূপ, ভক্ত, ভাগবত প্রভৃতির দ্বারে অযাচিত-ভাবে কৃপা করেন; আবার স্বতন্ত্রতার সম্পূর্ণ অসদ্ব্যবহারকারিগণকে ব্যতিরেকভাবে মায়াশক্তির নিপীড়নে পীড়িত করিয়া এই সকল জীবকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ কখনও নিজে আসেন, কখনও ভক্তগণকে প্রেরণ করেন, শাস্ত্রাদি প্রভৃতি দ্বারা উঁহাদিগকে উন্মুখী করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীভগবান্ সংসারারূপ পতিত-আমাদের জন্য সর্ব্বদাই কৃপারজ্জু ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সাধুগণ আমাদের নিকট আসিয়া পুনঃ পুনঃ আমাদের কর্ণে উচ্চ ধ্বনিতে করুণাময় ভগবানের অসীম করুণার কথা জানাইতেছেন, এমন কি ভগবৎ-কৃপারজ্জু আমাদের অঙ্গে পুনঃ স্পর্শ করাইতেছেন কিন্তু তথাপি আমরা হস্ত দ্বারা ঐ রজ্জুটী একবারের জন্যও ধরিতেছি না। সাধুগণ ঐ রজ্জুটী আমাদের হস্তের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছেন আমরা তজ্জন্য জড়বৎ হইয়া হস্ত গুটাইয়া লুকাইয়া রাখিতেছি। আমরা যদি সেই কৃপারজ্জু হস্ত দ্বারা ধরিবার পরিশ্রমটী স্বীকার না করি তাহা হইলে নিতান্ত ঈশবিমুখ আমরা যে বঞ্চিতই হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বলদেবস্বরূপ অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীগুরু-দেবের কৃপা ব্যতীত জীব সেবাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। শরণাগতির অভাব দ্বারা কখনও আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা শ্রীগুরু-কৃপা, ভক্তসাধুগণ-মুখনিঃসৃত বাক্য এবং শরণাগতির দ্বারা ভগবৎসেবা-লাভের যত্ন করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশ করিয়া নিত্যসেবা লাভে কৃতকার্য হন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্।
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"

(মুণ্ডক ৩।২।৪)

এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সাধন ও কৃপা যুগপৎ একসঙ্গে মিলিত হইলে ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করাইয়া থাকে। ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনের কোনও মূল্য নাই; আবার কৃপার আশায় কপটতা-পূর্ব্বক সাধন-ভক্তিকে বাদ দিলেও পরা-সেবা লাভ অসম্ভব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো।
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।

হে ভগবন্, যিনি তোমার কৃপা-লাভের আশায় স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাপন করেন, তিনি তোমার এই নিত্য সেবা ও আনুষঙ্গিকভাবে অনর্থ-মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সেবোন্মুখতাই ভগবৎ-কৃপার মূল; আবার ভগবৎকৃপাও সেবোন্মুখী বৃত্তিকে ক্রমবিকশিত ও পরিস্ফুট করিবার কারণ। সুতরাং সেবা ও কৃপা পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত, একটিকে বাদ দিয়া অপরটী সিদ্ধ হইতে পারে না।

বিচারের মানদণ্ড

(২)

শাস্ত্রবাণী পূর্ণচেতন বস্তু। যে বাণীকে আমার পরিমাপের মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করিতে যাই, তিনিই বিচার-সুদর্শনরূপে মাপাকাঙ্ক্ষাকে তত্ত্ব করেন। জড়বস্তুতে যে আপাত-বিরোধ দেখা যায়, তাহাতে সেই বস্তু ছাড়িয়া দিলেও বিচার প্রযোজ্য নহে। বাণী সর্ব্বদাই ঐকান্তিকবিশিষ্টা। মাপাকাঙ্ক্ষা ইন্দ্রিয়ের; আর বিচার অধোক্ষজ বস্তু হইতে শ্রুতি-পথে আপনি প্রকাশিত হন। যেখানে অর্থের সংস্পর্শ, সেখানে শাস্ত্র কখনও ব্যাহত হন না; আর যেখানে পরমার্থ, সেখানে শাস্ত্রই একমাত্র মীমাংসক। শাস্ত্র বিচারের মানদণ্ড—পরিমাপের নহে।

ভক্তের যত্ন মৃত্তিকা চিন্তামণিময়ী—চিন্ময়ী, কিন্তু আবার সোনা জড়-মৃত্তিকাই বিকার যায়, আবার কনক—কৃষ্ণপ্রতি-যোগী ভোগবাঞ্ছার জনক। ভক্তের মাটী ফেলিয়া তাহার বিনিময়ে যে মূল্য জিনিষ গোবিন্দের আসনে দিতে যাইতেছ, গোবিন্দ-দাসগণ সেই কণিক অবস্থান হইতে গোবিন্দকে অনেক দূরেই রাখিয়াছেন।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার" বলিতে বা ভাগবতের 'শৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারয়ন্' এই কথায় যে বিচারের কথা পাওয়া যায়, তাহা কেবল সংশয় বা আবার অজ্ঞতা-মূলক বিরোধবুদ্ধির সমন্বয়কারী যুক্তির কসরৎমাত্র নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ত' বিচার করিতে বলিয়াছেন, সে বিচারের ফল কি হইবে? তিনি অতীব সুদৃঢ় বাক্যে জানাইয়াছেন—"বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার" এবং শ্রীব্যাসদেব জানাইয়াছেন যে, বিচার করিতে করিতে ভক্তিপথে বিমুক্তি লাভ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা-লাভই বিমুক্তি আর সেবা-সৌন্দর্য্যই চমৎকারিতা। সুতরাং বিচার-শব্দে অনুশীলনই বুঝায়।

শ্রীমদ্ভাগবত—যাহাতে পরমহংসগণের অমল ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে বাদপ্রতিবাদমূলক যুক্তির অবতারণা-ক্রমে বিচারের অবকাশ কোথায়? ভগবৎস্বরূপোদ্ভাসিত সদ্যুক্তিমূলে শাস্ত্রানুশীলন প্রয়োজন। ভগবৎস্বরূপোদ্ভাসিত সদ্যুক্তি ব্যতীত মহাগাধ শাস্ত্রসিন্ধুর ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। এই যুক্তি নিজবুদ্ধি-বৃত্তির ব্যাপার নহে। আমার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া যুক্তির প্যাঁচ বাহির করিব, আর সেই যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রসিন্ধু মথিত করিয়া ফেলিব, ইহা সম্ভব নহে। আমার মস্তিষ্ক-আলোড়নজাত বা আলোড়ন-কারী বুদ্ধির মারপ্যাচ কখনও বেদশাস্ত্রকে স্পর্শ করে না। বেদশাস্ত্র বা শব্দ অচেতন নহেন—তিনি পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা-বিশিষ্ট। বহু ভাগ্যফলে অধোক্ষজ বস্তু হইতে যুক্তি আমাদিগের নিকট অবতরণ করেন। এই যুক্তিই সম্বন্ধজ্ঞানালোকসংযুক্তা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী সর্ব্বদাই নূতনবপু-যুগের কর্ণানন্দবিধানকারী অপূর্ব্ব গোচারণ দুর্নীল-কর্ণাবতংসরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বদ্ধজীব আমাদের নিকট সেই বাণী কখনও দুর্ব্বুদ্ধির সকল তর্কজালকে তত্ত্ব করিবার অপূর্ব্ব কৌশলজাল বিস্তার করেন, কখনও বহির্ম্মুখ 'চক্রান্তের উপর প্রবল আঘাত দিয়া বিপ্লব আনয়ন করেন। ভক্তগণের দুর্যুক্তিসকল তাঁহার যুক্তিবলে দূর হয় এবং সকল সংশয়ের মীমাংসামুখে শাস্ত্রের বিচার উপলব্ধ হয়। এই বিচার কেবল অপর পক্ষ তত্ত্ব করিবার জন্য অকুণ্ঠিতভাবে বাগ্‌বৈখরীর কৌশলজাল মাত্র নহে, অথবা জীবের সহজ বুদ্ধির উপর বিপ্লব আনিবার উদ্দেশ্যে রহস্য বা বিদ্রোহপূর্ণ হেঁয়ালী কথার নামান্তর বা বিরুদ্ধযুক্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্বসমন্বয় করিবার প্রয়াস কিছু "বিচার"শব্দবাচ্য নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আগত শাস্ত্রবিচার তাহা নহে। তাঁহার কৃষ্ণানুশীলন বা বহু চেতনের কীর্ত্তন-সম্পাদনে কৃষ্ণকর্ণতর্পণবর্দ্ধন, আমাদের যোগ্যতানুসারে সংশয় নাশ, উদ্বোধন হেতুকতা, সদ্যুক্তিমূলে শাস্ত্রার্থপ্রকাশ ইত্যাদি-রূপে স্ফূর্ত্তি পায়। "বিচার" বলিতে অনুশীলনকে ও শ্রীরূপানুগ ধারায় তাহা অনুকূল কৃষ্ণ অনুশীলনকে উদ্দেশ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেরই অপর নাম—জ্ঞান, বিরাগ ও ভক্তিসমন্বিত কেবলপ্রেমের বর্ণনকারিণী পারমহংস সংহিতা, তিনি তাঁহার শ্রবণ, সুপঠন ও বিচারণের কথাই বলিয়াছেন। এখানে "শৃণ্বন্" বলিতে সম্বন্ধ, "সুপঠন্" বলিতে অভিধেয় এবং "বিচারণ" বলিতে সরণাখ্য প্রয়োজনেরই উদ্দেশ করিয়াছেন।

"সদা বক্তুং হিতা" কার্য্যটীই বিচার। বিচার-দ্বারা শরণাগতিই লাভ হইবে। তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রুতিপথ দ্বারে অঙ্কুর হইবেন,—জড়কর্ণ দ্বারা নহে। তটস্থজীব বাণীর অনুশীলন করিতে যাইয়া দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে তত্ত্ব হইয়া পড়ে, তখনই তাহার বিচারবিভ্রম উপস্থিত হয়, ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিযোগ হইতে বিচার উৎপন্ন হয়; আর দুর্ব্বুদ্ধিদোষের ফলই বিচারবিভ্রম। বিচারবিভ্রম জীবের বিনাশস্বরূপ, কারণ উহা চেতনের জিহ্বাকে তত্ত্ব করিয়া দেয়।

সারকথা

কৃষ্ণ নিরন্তর কোথায় থাকেন ও কি করেন?

সাধুজন-হিতে কৃষ্ণ থাকে নিরন্তর।
সাধুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজঘর॥

সাধু কে?

কৃষ্ণৈকশরণ যার কৃষ্ণনাম গায়।
সাধুনামে পরিচিত কৃষ্ণের কৃপায়॥
যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ।
কৃষ্ণনাম যার মুখে সাধু সেই জন॥
কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত নাহিক সাধু আর।
আমি সাধু বলি হয় 'দম্ভ' অবতার॥
কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর স্বরূপলক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে অষ্ট গুণের গণন॥
গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ন্যাসিভেদে।
শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্র,—বিপ্রগণের প্রভেদে॥
সাধুর কখনও নাহি হইবে নির্ণীত।
'কৃষ্ণৈকশরণ' সাধু, শাস্ত্রের বিহিত॥

কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায় কি?

ভক্তি লভিবারে আর নাহিক উপায়।
ভক্তি লভে সর্ব্বজীব বৈষ্ণব-কৃপায়॥
বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
কৃষ্ণশক্তি তাঁহা হৈতে হয় নিঃসরণ॥
নিষ্কপট একাধান্ হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
বৈষ্ণব-দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।
সেই দেহস্পর্শে হয় অন্যে কৃষ্ণভক্তি॥

বৈষ্ণব কাহাকে বলা যায়?

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-চেষ্টা কভু নিরর্হন।
নামের আশ্রিত যিনি বৈষ্ণব সে-জন॥
যার যত নামে রতি সে তত বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের ক্রম এইমতে অনুভব॥
যত দেব-দেবী সব কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণ সুখ-রসে সব মগ্ন নিরন্তর॥

কিরূপ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়?

নাবৈকশরণ সেই ভক্ত মহাজন।
একেবার কৃষ্ণ ভজি' ছাড়ে অন্যজন॥
হেন সাধু সঙ্গ কর, তবে কৃষ্ণ প্রভু।
সাধুসঙ্গ বিনে কৃষ্ণ না পাইবে কভু॥

কাহার উপদেশ শুনা অকর্ত্তব্য?

অনন্যশরণ কাক' না হয় যে জন।
তার স্থানে উপদেশ না লবে কখন॥

কিরূপ গুরু আশ্রয় করা কর্ত্তব্য

অনন্যশরণ গুরু করিবে আশ্রয়।
ভববন্ধ বিমোচন যাঁহা হৈতে হয়॥
অনন্য-শরণ বিনে কোন ভক্তি হয়।
সর্ব্বতোভাবেতে কৃষ্ণ করয়ে আশ্রয়॥
সেই গুরু আশ্রয় করিবে দৃঢ়ভাবে।
যাঁহার কৃপায় যায় মনের উদ্বেগ॥

কিরূপ বয়সে কৃষ্ণভজন কর্ত্তব্য?

বয়স নির্ণয় নাই কৃষ্ণের ভজিতে।
ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক ভজে বাল্য হইতে॥

কা'র ভজনে সকলের মঙ্গল হয়?

সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষ্ঠা কহে—কৃষ্ণের ভজন।
সব ছাড়ি' লও প্রভু কৃষ্ণের শরণ॥
কৃষ্ণ হৈতে সব দেব হয়ত উৎপত্তি।
সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ সবাকার পতি॥
নানা দেবদেবী পূজা না করিও আর।
একান্ত হইয়া ভজ নন্দের কুমার॥
দেবাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বাদি।
সবার মঙ্গল হয় ভজে কৃষ্ণে যদি॥

কৃষ্ণদাসের মহিমা কিরূপ?

অন্য কেহ না মানিহ—'কৃষ্ণদাস' নাম।
অন্য হাওয়া দাস নাহি করে ভগবান্।
আগে হয় মুক্তি—তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম-সুখ নহে তার একবিন্দু।
কৃষ্ণের প্রেয়সী যত ব্রজ-গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন।
যাঁ সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরাও করেন কৃষ্ণের দাসী অভিমান।
দাস-শব্দে ব্রহ্মা শিব হরিষ অন্তর।
ধরণী সংকর্ষণেতে 'দাস' অধিকার।
দাস্য-প্রেমে শ্রীঅদ্বৈত আপন পাসরে।
কৃষ্ণদাস হৈতে জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস্য বিনা নাশ দরিদ্র-জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন॥

—শ্রীললিতা মদনমোহন দাস

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাবলি-প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরমেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ডিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চন্দিয়ার, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) শ্যামাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেওয়ালী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বাদ্ধু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুনুরহুদা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তাগোপ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোম্পানি সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

বিলাতি, চাঁপা	১০৷৶০
কাশীপুর ১০০০ নং	২৬৶০
মাদ্রাজী দানা	৯৷০
কানপুর দানা	৮৷০৲ ৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৩৷০
গিনি	২১৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

আবদে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
ক্লাসিক্যাল ঐ	৬৲—৬৶০
কহিনুর ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৸৶০
গোলাপী	১৪৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১৸৶০

দুধের দর

কলম্বো	৫৭৲
মালদীপ	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
খাসী	৪৪৲

পাতিপাড়া	৪৸০
আদা	৪৲
কালজিরে	৩৬৲
মাখা কাগজ	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৶০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸৶
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বউলা ২৪—৩০ গেজ

শীট	।৶৫—৸০
পুরাণ পেরেক টাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গেট কাটিং বা ডিউ কাটা দব	৩৷ —৪৲
লাঠি কাটিং ৩—৯ সুত নম্বর	
	৭৷০—৮৲০ হন্দর
গোল রড কাটিং নম্বর ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নয়াদে	৮৲—৯
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের রড	৯৸০—১২৲

বুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হাপ্তা ৫৶০, পাটের হাপ্তা ৬৷০

তুলার হাপ্তা ৪৸০

সুরের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আমেরি সোনার কাইন	৫৪৲
সিল্ক আমের কয়েক	৪০৲
কমতি সুপিরিয়র কাইন	৪৩৲
হাবার্ট ভাঙ্গা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতলা সাগু	৩৸০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
ছোট এলাচ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ কলাবাগান ঘাট লোহাপট্টী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রাবাসে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৫,	১০—৩১,	১৩—২২,	১৭—৩৮	১৯—৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি অতুল্য আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণসমূহ স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতা আলবার্টহলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	॥০
সিকি কলম ১৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক ঐতিহাসিক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিবার জন্য ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই গ্রন্থ অতিসুন্দর ও আবশ্যকীয় বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৪ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও শেষ ভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গৌড়ীয় মঠ, কটক; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REGD. NO. C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৬৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১৯১)০)——

ভূমধ্যসাগরে সাবমেরিণ আক্রমণ

ইজিয়ান সাগরে স্কাইরস দ্বীপের নিকট একটী সাবমেরিণের আক্রমণে সোভিয়েট জাহাজ "বোলাফিক" জখম হইয়াছে। প্রকাশ, সাবমেরিণটী স্পেনীয় বিদ্রোহী পক্ষের পতাকা উত্তোলন করে। নাবিকদের মধ্যে একজন নিহত হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলে নিরাপদে তীরে পৌছিয়াছে। পাঁচজন নাবিক একটী বোটে করিয়া পলাইতেছিল, সেই সময়ে সাবমেরিনের নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর একটী টুকরা সেই বোটে আসিয়া পড়ে। ফলে নাবিকদের একজন নিহত হয় এবং বাকি চারজন জলে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহারা বিশ ঘণ্টাকাল জলে ছিল। বোলাফিক্-এর নাবিকদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল।

স্পেনের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলবর্ত্তী সান এন্টোনিয়া অন্তরীপের নিকট ব্রিটিশ জেষ্ট্রয়ার "হ্যাভক"এর উপর যে সাবমেরিণটী আক্রমণ করিয়াছিল, "হ্যাভক"এর পাল্টা আক্রমণে উহা জখম হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে; কারণ কিছুক্ষণ পরেই উপরে তৈল ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায় এবং আক্রমণের পর কোন সাবমেরিণকে উপরে উঠিতে দেখা যায় না,—যদিও "হ্যাভক" ও অন্যান্য ব্রিটিশ রণপোত ১০ হইতে ১৫ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া অনুসন্ধান চালায়।

স্পেনীয় উপকূলের "অসর ক্যাসেলিয়া" ও 'বার্সিলোনার' মধ্যবর্ত্তী স্থানে "ওডেক-৩" নামক টেনশাহী জাহাজটী সাবমেরিণের আক্রমণে জখম হইয়াছে। উহার ক্যাপ্টেন একজন গ্রীক। ঐ জাহাজে একজন মাত্র ইংরাজী ছিলেন—তিনি হইতেছেন উহার 'কন্ট্রোল অফিসার'। ঐ জাহাজের যে, সমস্ত লোক বাঁচিয়া আছে তাহারা বলে যে, সাবমেরিণটী তাহাদিগকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টাই করে নাই।

কোয়েটার আণ্ডেমান কেল্লায় বিস্ফোরণ

আণ্ডেমান কেল্লায় প্রায় অর্দ্ধটন বারুদে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইবার ফলে সাতজন নিহত এবং নয়জন আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্থানীয় একজন ঠিকাদার সৈন্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অর্দ্ধটন বারুদ গ্রহণ করে। এই বারুদ মোটর লরীতে বোঝাই করিবার পর হঠাৎ অগ্নিসংযোগে বিস্ফোরণ হয় ফলে লরীর লোকজন, ড্রাইভার এবং কয়েকজন পথিক নিহত হইয়াছে। এরূপই প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরণ হইয়াছিল যে, মৃতদেহগুলি ঘটনাস্থল হইতে একশত গজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব

ভূমধ্যসাগরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগরের ব্যাপারে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশসমূহের একটী বৈঠক আহ্বান করার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব করিয়াছেন। মিঃ এন্টনী ইডেন ফরাসী রাজদূতকে জানাইয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের সভা উপলক্ষে জেনেভায় আগামী সপ্তাহে এই বৈঠক হইবে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ জাহাজী ব্যবসায়ের উপর যেরূপ আক্রমণ করা হইতেছে, তজ্জন্য ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশে ব্রিটিশ নৌবহরের ডেষ্ট্রয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হইবে। ব্রিটিশ মন্ত্রিবর্গের সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে এই সভা হয় এবং সকালে আড়াই ঘণ্টা ও বৈকালে এক ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। অর্থ-সচিব ও পররাষ্ট্র সচিব ছাড়া, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, নৌ-সচিব, সমর সচিব, ডোমিনিয়ন সচিব, উপনিবেশ সচিব ও শিক্ষা সচিব সভায় উপস্থিত ছিলেন। বৈকালে সভার সময় স্পেনের রাজদূত পররাষ্ট্র বিভাগের অফিসে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সভা শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া যান।

সভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া পররাষ্ট্র বিভাগের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সভায় সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়। আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিসভার একটী বৈঠক হইবে।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়

স্থানীয় টাউনহলে কোলাপাটুর 'মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সভ্যগণের এক বৈঠকে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায় বক্তৃতা করেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায় বলেন:—

মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। আমরা কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব পাইয়াছি বটে, কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত নয়। কারণ, আমাদের শাসনতন্ত্র সীমাবদ্ধ এবং সেই গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়। সুতরাং প্রকৃত অবস্থাটা কি তাহা জনসাধারণের উপলব্ধি করা উচিত। সত্যিকার স্বাধীন ভাবে তাহাদের সার্থকতা যত শীঘ্র আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, ততই আমরা ঐকান্তিক হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারব স্থানীয় ব্যাপারে কংগ্রেস যোগ দিলে তদ্বারা কংগ্রেস সেবীরা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিবেন এবং তাহাদের সহযোগিতালাভের সুযোগ পাইবেন।

সুতরাং আশা করি, কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্ম্মীদের মধ্যে মেলামেশা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইবে।

স্পেন সরকারের অস্ত্রবোঝাই জাহাজ শত্রুপক্ষের হস্তগত

স্পেন সরকারের "মারবেলো" নামক জাহাজের অর্দ্ধাধিক নাবিক যখন বোটে করিয়া তীরে নামে, তখন "আলকোয়ার" নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং বিদ্রোহীদের অজ্ঞাত সমর্থকগণ আসিয়া জাহাজখানি দখল করে এবং উহাকে সান্তান্দারের দিকে লইয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস। জাহাজখানি লাক ওডেসা হইতে ট্যাঙ্ক ও বিমানপোত বোঝাই হইয়া আসিয়াছিল।

বৃটিশ একাডেমী কর্ত্তৃক অধ্যাপক স্যার রাধাকৃষ্ণণ আমন্ত্রিত

বৃটিশ কাউন্সিল অব একাডেমী "প্রাচ্যের মনীষিগণ" সম্বন্ধে তাঁহাদের বার্ষিক লেকচার দিবার জন্য স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দান্তে, মাইকেলেঞ্জেলো ও শেক্সপীয়র সম্বন্ধে লেকচার প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা পূর্ব্বে লেকচার দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ক্রোচে ও অধ্যাপক মুর অন্যতম।

অধ্যাপক স্যার রাধাকৃষ্ণণ ১৯৩৮ সালের প্রথমেই "বুদ্ধ" সম্বন্ধে লেকচার দিবেন। বৃটিশ একাডেমী কর্ত্তৃক তাঁহার লেকচার পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে এবং একাডেমীর বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে ও উহা থাকিবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদল-আসর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিপত্রিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপ্ল্স্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:o:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ১৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৩শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আশুতোষ কলেজ হলে সভা

গত ৫ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার ভবানীপুর 'আশুতোষ কলেজ হলে' একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। প্রফেসর মন্মথনাথ বসু মহোদয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-বি মহোদয়ের অনুমোদনে অনারেবল্ জাষ্টিস্ মিঃ সি, সি, বিশ্বাস, সি-আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর আমন্ত্রণকারী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভাপতি মহোদয় ও বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীযুত সদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয়ের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন।

সভার প্রারম্ভে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিবৃন্দ উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে পর মাননীয় সভাপতি মহোদয় বক্তৃমহোদয়দ্বয়ের পরিচয় প্রদান করেন।

অনন্তর বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী 'বেদান্তের উদ্দিষ্ট বিষয়' সম্বন্ধে যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃদ্বয়ের প্রশংসা করিয়া একটী অভিভাষণ প্রদান করেন।

প্রায় সহস্র ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণার্থ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম.এ, পি-এইচ-ডি; ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-বি, প্রফেসর মন্মথনাথ বসু, মিঃ জে এন মজুমদার, মিঃ আর এন্ সেন, মিঃ এস্, এন্ ব্যানার্জী, রায় বাহাদুর এস্-সি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাদেশে গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে দিবসদ্বয়ব্যাপী শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব পালিত হইয়াছে। জন্মাষ্টমীর দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়কীর্ত্তন-মুখে মঠসেবকগণ জন্মাষ্টমী-ব্রত আরম্ভ করেন। সমস্ত দিন হরিকীর্ত্তন-মুখে ব্রত পালিত হয়। প্রাতঃ কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ গুরুপাদপদ্মমধুপ ভাগবতাধিকারী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ব্রহ্মচারিবৃন্দ সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন

সন্ধ্যা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ সমাপনান্তে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিযুক্ত শ্রীরাধা-গোবিন্দের সম্মুখে বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা দর্শন-মানসে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রার্থনা-সূচক কীর্ত্তন হয়। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ, মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় হইতে ব্রহ্মাদিদেবতাবৃন্দের গর্ভস্তুতি ও জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। উৎসবে শত শত শ্রোতা ও দর্শকের সমাগম হয়। ঠাকুরের যথারীতি অভিষেক ও ভোগরাগাদির পর উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিবস যথারীতি নন্দোৎসব পালিত হয়। ঐ দিবস প্রাতে 'নন্দোৎসব' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। উৎসবের তৃতীয় দিবস প্রাতে মঠের অধিকাংশ কাঙ্গালীকে যথেচ্ছায় প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয়।

এই উৎসবে মঠবাসী সেবকবৃন্দের, স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের ও স্কুলের ছাত্রবৃন্দের

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্য শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে গত ২৯।৮।৩৭ তারিখে শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রভাতিক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব মঙ্গলপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ করেন মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে পুনরায় পারায়ণ হইতে থাকে। তৎপর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পাঠ করা হয়। অনন্তর অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিকের পর সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিবস অপরাহ্ন নানাবিধ বাদ্য, নৃত্য, ভোগরাগ, হরিকথা আলোচনা ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব

বিগত ২৯শে আগষ্ট রবিবার ও ৩০শে সোমবার 'শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী' ও নন্দোৎসব শ্রীপাদ মাধব শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তপ্রবর শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের সম্পূর্ণ আনুকূল্যে ও উৎসাহে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জন্মাষ্টমী দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, মধ্যাহ্ন ভোগরাত্রিক ও হরিকথা আলোচনা, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীনন্দোৎসব দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত সজ্জনদের সমক্ষ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্ত শ্রীপাদ অধিকেশব ব্রহ্মচারী এম এ, মহোদয় ত্রিশোত্তর প্রায় এক ঘণ্টাকাল 'শ্রীনন্দোৎসব' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সহরের সমস্ত বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তার যোগ্যতাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ লাভবান করিয়াছেন।

মহোৎসবকালে বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর সমাগত প্রায় ৩০০ তিন শত ভদ্রমহোদয় ও বালকদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

"কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণ কীর্ত্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ হৃষীকেশ বৃহ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

পাপ ও অপরাধ

পাপ হইতে অপরাধ স্বতন্ত্র জিনিষ। সামাজিক নীতিভঙ্গ হয় 'পাপ' ও বিষ্ণু বৈষ্ণবচরণে অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইলে অপরাধ হইয়া থাকে। পাপ ও পুণ্য—এ জগতের কথা। ইহা মনের ধর্ম। আত্মধর্ম্মে—বৈষ্ণবধর্ম্মে পাপ-পুণ্যের আবাহন নাই। পাপ-পুণ্যের অতীত না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মে স্থায়ী দীক্ষালাভ হয় না। পাপিগণের স্থান—নরকে। স্বর্গ—প্রাকৃত ভোগময় নশ্বর স্থান। আর বৈকুণ্ঠ—অপ্রাকৃত হরিসেবাময় অবিনশ্বর ধাম। বৈষ্ণবগণ এই বৈকুণ্ঠের নিত্য অধিবাসী। যাহারা সেবাধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণেতর অপর ধর্ম্ম-যাজনকারী অর্থাৎ অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মী, তাহাদের ধর্ম্মের পাপ-বিচার ও শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের হরিসেবার প্রতি-বন্ধক দূরীকরণার্থ অপরাধ বা অনর্থবিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

পাপ অপেক্ষা অপরাধ কোটীগুণ অধিক ভীষণ। পাপ প্রায়শ্চিত্তে বিনষ্ট হয়। কিন্তু অপরাধ তাহাতে যায় না। পতিতপাবন ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামের কেবল অপরাধ দূরে পলায়ন করে। যাহারা ভক্তি-পথের পথিক, তাহারা পাপ হইতে অনন্ত-কোটি যোজন দূরে অবস্থিত। হরির অভাব যেখানে, মিথ্যা কথা বা পাপের প্রশ্রয় যেখানে, গোপনে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণের দুরাশা যেখানে, এই সব সাধারণ নৈতিকতা রক্ষা হয় না যেখানে, সেখানে ভগবদ্ভজনের কোন কথা নাই। কারণ, সাধারণ হৃদয় শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুসরণ না করিলে কনিষ্ঠাধিকার পর্য্যন্তও পৌঁছান যায় না। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত ভগবদ্ভজনের কথা। তাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

[হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না; পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রচুর সেবা বিস্তার কর এবং শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে এবং শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।]

যাঁহারা মঙ্গলেচ্ছু—ভগবৎ-কৃপাভিলাষী, সেই ভক্তিসাধকগণের এই অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ, অপরাধ জিনিষটী আত্মধর্ম্ম-যাজনে প্রবল অন্তর্য্য বা ভীষণ বাধা। আমরা সকলেই ভগবানের সেবক। সুতরাং ভগবানের সুখবিধানই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এতদ্-ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু চেতন জীব আমি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভগবৎ সুখবিধানের পথের অর্গল বা প্রতিবন্ধকগুলিকে নিজেই আনয়ন করিয়াছি। ইহাই আমার অপরাধ। আমি ভোগী ও ত্যাগী সাজিয়া নিজেরই তর্পণে ব্যস্ত হইয়া অপরাধী হইয়াছি। আমার ভোক্তাভিমানই আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। এখন সাধুগুরুকৃপা-যষ্ঠি ধরিয়া তাঁহাদের নিষ্কপট সেবক হইতে পারিলে আর অপরাধ বা প্রতিবন্ধকের কোন ভয় নাই। নতুবা বিপদ্ পদে পদে।

কর্ম্মমার্গের লোকগুলি নিত্য পঞ্চসূনা পাপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ভক্তিমার্গে প্রবেশের ছলনা করিয়া যে কত প্রকার অপরাধের আবাহন করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি নিজ ভোগের জন্য কৃষ্ণের ভোগের জিনিষগুলি আটকাইয়াছি। কৃষ্ণের ভোগ্য দুগ্ধ, বাতাস, আলোকাদি উপভোগ করিয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবননির্ব্বাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। সকলেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যভৃত্য, কিন্তু কৃষ্ণের সেই সেবকগণকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নিজ দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছি, ভগবানের গৃহের ভৃত্যগণ হরিবিমুখ আমার স্নান-পান পদপ্রক্ষালনাদির জল যোগাইতেছে, তাহাদের দ্বারা আমি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সরবরাহ করাইতেছি, আমি লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে গিয়া তাহাদিগকে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবার সুযোগদানের পরিবর্ত্তে তাহাদের সহিত বৃথা বাক্যালাপে দিন কাটাইতেছি, আমি নিজে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইতে পারি নাই বলিয়া নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা অনুগত জনগণেরও অভ্যাভি-লাষকে পোষণ করিতেছি এবং ঐ সকল ইতরকার্য্যে ব্যস্ত হইতে গিয়া আমার আসল কাজ শুদ্ধবৈষ্ণবসেবাই বাদ পড়িয়া যাইতেছে, এইরূপ কত অসংখ্য দুর্দ্দৈব ও বিপদ্ যে আমাকে দিন দিন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিতেছে, তাহার আর অন্ত নাই। তাই বলি, আমার ন্যায় ভীষণ অপরাধী আছে আর কে?

আমি আবার অনেক সময় ধর্ম্ম-মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া বিপথগামী হইতেছি। আমি গৃহস্থ সাজিবার ইচ্ছায় বৈধপত্নী গ্রহণ করিয়া মনে করিতেছি যে, আমি যখন অবৈধ ইন্দ্রিয়চালনায় রত নই তখন আমার কোন অসুবিধা নাই, আমি পুণ্যবান্। কিন্তু হরি-সেবার অবরোধক সাজিয়া নিকট বৈধপত্নী-রূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে আসিয়া যে আমাদের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করে, আমাদের হরিবিমুখতা বাড়াইয়া দিয়া আমাদিগকে তাহার ক্রীতদাস করিয়া ফেলে, এ কথা তখন আমার মনে থাকে না। তাই আমি বৈধপত্নীর পুণ্যময় সংবাস ও শুশ্রূষা গ্রহণ করিতে গিয়া এক-পত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধ করিয়া বসি। আবার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আমার কামবিধূর চঞ্চল চিত্ত যখন অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার মহাপরাধ হয়। তখন আমি আমার নিত্যধর্ম্মের কথা, আমার নিত্য সেব্য বস্তুর কথা ভুলিয়া যাই। শ্রীকৃষ্ণ যে একমাত্র ভোক্তা, আর আমি যে তাঁহার সম্ভোগবস্তুর একটী উপকরণমাত্র, অসৎসঙ্গের ফলে এ সকল কথা আমার তখন আদৌ মনে থাকে না। এমনি আমার পোড়া কপাল!

পাপিগণ নরকভোগ করে। তাহারা কোন্ কোন্ নরকে যায়, নরকাদির অবস্থান কোথায়, এ সকল কথা আমরা অন্য সময় আলোচনা করিব। অদ্য আমরা অপরাধের দিগ্দর্শন করিতেছি।

শাস্ত্রে বৈষ্ণবাপরাধ, অর্চ্চাপরাধ, নামাপরাধ ধামাপরাধ, সেবাপরাধ ও সিদ্ধান্তাপরাধ প্রভৃতি বহু অপরাধের কথা আছে। নিষ্কপট আর্ত্তির ফলেই শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় এই অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ-করাণি চ॥" নামাপরাধী পুরুষগণের পক্ষে নিরন্তর নিষ্কপটে উচ্চারিত শ্রীনামসমূহই পাপ-নাশক ও প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে। শ্রীনামকৌমুদীতেও উক্ত হইয়াছে যে, 'মহা-পরাধস্ত ভোগ এব নিবর্ত্তকঃ তদনুগ্রহো বা'—অর্থাৎ মহাজন নিন্দা অপরাধ হইলে ফলভোগ বা তাঁহার অনুগ্রহই অপরাধের নিবৃত্তিকারক হইয়া থাকে।

অপরাধীর মুখে শ্রীনাম কখনও উদিত হন না। সর্ব্বজীবসুহৃৎ শ্রীনামের নিকট অপরাধী নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয়। সুতরাং হরিনাম-কীর্ত্তন-বিষয়ে পদ্মপুরাণোক্ত দশ অপরাধ বিশেষ সাবধানতার সহিত অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

দশবিধ নামাপরাধ

(১) প্রকৃত সাধুর নিন্দা, (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে পরস্পর ভেদ দর্শন করা অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন, এরূপ মনে করা, অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করা, (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা অর্থাৎ নামতত্ত্ববিদ্ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্য-বুদ্ধিমূলে অবজ্ঞা করা, (৪) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনাম মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি জ্ঞান, (৬) ভগবন্নামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা, (৭) নামবলে পাপপ্রবৃত্তি, (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামের সমতা, অনবধান বা প্রমাদ, (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশ, (১০) শ্রীনামের মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি।

নামাপরাধের ফল—ধর্ম্মার্থকাম, নামা-ভাসের ফল—মুক্তি, আর শ্রীনামের ফল—প্রেম। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করে নাম সেই ফলই দিয়া থাকেন; কিন্তু কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামাপরাধের ফল ভোগ হয়। নামাপরাধী শঠতা সহকারে যে নাম করে, তাহার ফল এইরূপ। অনেক সময় নামাপরাধী শঠতার অবসরে নাম উচ্চারণ করেন; সেই নাম তাঁহার সুকৃতি মধ্যে সংগৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই সুকৃতি পুষ্ট হইলে শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়; তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নামগ্রহণ পূর্ব্বক নামাপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ধামাপরাধ দশটী

(১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ধামযাত্রীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে

ধামের সহিত অন্য দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ চেষ্টা, (৭) ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-সূচক শাস্ত্রনিন্দা, (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

সেবাপরাধ

অর্চাবিগ্রহ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীভগবান্ নিত্যকাল গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য স্বস্বরূপে বিরাজমান। তিনি প্রপঞ্চে প্রকটকালে স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং অপ্রকটকালে অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে নিত্য বর্ত্তমান থাকেন। শ্রীভগবানের স্বীয় নিত্য স্বরূপে, প্রকট বিগ্রহে ও অর্চ্চামূর্ত্তিতে কোনও ভেদ নাই, তবে লীলাগত বৈচিত্র্য আছে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি করিতে নাই। শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃতজাত বস্তুবুদ্ধি করিয়া তাঁহাতে চিৎ-এর আবির্ভাব হইয়াছে অথবা জড়বস্তু চিৎএ পরিণত হইয়াছে—উভয়বিধ বুদ্ধিই নিরয়-গামিনী। শ্রীবিগ্রহসেবায় অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেই অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। যথা—

আগমে

(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিযোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন (২) ভগবৎ-শ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত যাত্রা (জন্মাদি) প্রভৃতি উৎসব না করা, (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত গাত্রে অথবা অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনা, (৫) একহস্তে প্রণাম, (৬) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রদক্ষিণ, (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদপ্রসারণ, (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন, (১১) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে মিথ্যাভাষণ, (১২) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, (১৩) পরস্পর ইতর কথার আলোচনা, (১৪) রোদন, (১৫) কলহ, (১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৭) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, (১৮) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার, (১৯) লোমকম্বল আবরণ দিয়া সেবা-কার্য্যাদি করা, (২০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরনিন্দা, (২১) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, (২২) অপানবায়ু ত্যাগ, (২৩) সামর্থ্য থাকিতে অল্প উপচারে অথবা অল্প বারে পূজা ও উৎসবাদি করা, (২৫) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ, (২৬) যে সময়ে যে ফল বা শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেইকালে তাহা অর্পণ না করা, (২৭) সংগৃহীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ প্রদান, (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, (৩০) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, (৩১) গুরুদেবের অগ্রে নিজের প্রশংসা, (৩২) দেবতানিন্দন।

বরাহপুরাণে কথিত আছে,—(১) রাজান্নভক্ষণ, (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা, (৩) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, (৪) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির উপাসনা, (৫) কুকুরদৃষ্ট দ্রব্যদ্বারা নৈবেদ্য দান, (৬) পূজাকালে মৌনী না থাকা, (৭) পূজাকালে মলত্যাগার্থ গমন, (৮) অগ্রে গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া ধূপ প্রদান, (৯) অযোগ্য পুষ্পে পূজা, (১০) দন্তধাবন না করিয়া পূজা, (১১) স্ত্রীসম্ভোগান্তে পূজা, (১২) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ পূর্ব্বক পূজা, (১৩) দীপ স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (১৪) শবস্পর্শ পূর্ব্বক পূজা, (১৫) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের বস্ত্র এবং মলিনবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা, (১৬) মৃতদর্শনান্তে পূজা, (১৭) পূজাকালে অপান বায়ু পরিত্যাগ, (১৮) ক্রোধ করিয়া শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা, (১৯) শ্মশানে গমন করিয়া, (২০) ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে, (২১) কুসুম্ভ শাক (নাটাকরঞ্জা) ও (২২) পিণ্যাক অর্থাৎ তিল ভক্ষণ করিয়া সেবা করা, (২৩) তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ ও সেবা।

অন্যত্র—(১) ভগবৎ-প্রতিপাদিত শাস্ত্রে অনাদর করিয়া তৎপ্রতিপত্তি, (২) অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন, (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে তাম্বূলচর্ব্বণ, (৪) এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্প দ্বারা পূজা করা, (৫) আসুরিক কালে ভগবৎ-পূজা, (৬) পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশন করিয়া পূজা করা, (৭) স্নানকালে বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শ, (৮) পর্য্যুষিত বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন, (৯) পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, (১০) আমি বড় পূজক এই অভিমান, (১১) তির্য্যক্পুণ্ড্র ধারণ, (১২) পদধৌত না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (১৩) অবৈষ্ণবপাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন, (১৪) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীমূর্ত্তিপূজা, (১৫) বিঘ্নবিনাশকের পূজা না করিয়া পূজা, (১৬) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, (১৭) নখস্পৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির স্নান, (১৮) ঘর্ম্মাক্ত দেহে পূজা, (১৯) নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন (২০) ভগবানের নাম দ্বারা শপথ।

বৈষ্ণবাপরাধ

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা প্রাকৃত বুদ্ধি করা, বৈষ্ণবের নিন্দা, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞান করা, বৈষ্ণবকে হনন করা, হিংসা করা, বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করা, বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত না হওয়া, বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করা, বৈষ্ণবনিন্দুক বা বৈষ্ণববিদ্বেষীর সঙ্গ বা দর্শনাদি করা, বৈষ্ণবাদেশ লঙ্ঘন করা, প্রভৃতি অপরাধ।

যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই কান্দলে সে ঘুচে, নহে আর॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন, দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরুদ্রোহ কোটী কোটী গুণ অধিক দোষজনক, এবং গুরুদ্রোহ অপেক্ষাও ভক্তি-সিদ্ধান্তাপবাদরূপ নাস্তিক্য কোটীগুণে অধিক দোষজনক হইয়া থাকে। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব ইঁহারা পরম দয়াল। ইঁহাদের নিকট নিষ্কপটে কৃপাপ্রার্থী হইয়া অনুগত থাকিলে তাঁহারা নিজগুণে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া সেবা দান করেন। তাঁহারা এত মহাবদান্য। শাস্ত্র বলেন,—

ঈশ্বরের স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥
"কৃতস্য পতন্তি গুরুনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহিবাস্ত্রৈস্তি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোহয়ম্॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

[এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মলমতি; শীলনামা গুণের দ্বারা ইনি ভৃত্যের গুরু অপরাধ সকলও দৃষ্টি করেন না; অতি অল্প সেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার (প্রকাশ) করেন না।]

আমি মহাপরাধী, আমার অপরাধের অন্ত নাই। এমন পাপ বা অপরাধ নাই, যাহা আমি বহুবার করি নাই। এখন আমি নিরুপায় চাই নিরুপায়ের উপায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে কাঁদিতে কাঁদিতে শরণ লইতেছি।

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং
ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৵০, ২য় খণ্ড —১৵; ৩য় খণ্ড ৵০ ৪র্থ খণ্ড—৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কুঞ্জবাবুর স্বহস্তলিখিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
তাং ৯।৩।৩৭

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বকেয়ম্—

পূজ্যপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভো, আপনার ৫ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারীর কৃপা পত্র মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলাম।

শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে আমার নিজের সম্পূর্ণ আনুগত্য নিত্যকাল আছে।

* * * আমি ব্যক্তিগতভাবে স্থির করিয়াছি শ্রীব্যাসপূজার দিবসে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানকালে, শ্রীআচার্য্য নির্ব্বাচন প্রকাশ করিব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট কালের সময় হইতে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর বিচারের বিরুদ্ধে কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না এবং এরূপ কোন সংবাদও আমার নিকট আসে নাই। অন্যান্য কথা রবিবার প্রাতে আপনার সহিত আলাপ করিব।

দাসানুদাস
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

আসামগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী

বিগত শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীআসামগৌড়ীয়মঠে উক্ত দুই দিবস ব্যাপী মহামহোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী দিবসে মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর হইতেই শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিবস সন্ধ্যায় বিবিধ পত্র পুষ্পমাল্য সুসজ্জিত শ্রীমঠের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় বহু জমিদার ও আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরমারাধ্য-তম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রাকৃত আলেখ্য অর্চ্চা সভাপতিরূপে বিরাজমান ছিলেন।

প্রারম্ভিক ও পরিসমাপ্তি সংকীর্ত্তনমুখে সভার উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার পর শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পাণ্ডে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু প্রাঞ্জল ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রহস্য' সম্বন্ধে ও উৎসবের 'বিশেষ তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরদিবস দুই দিবস ব্যাপী বাদ্যরসমৃদ্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনন্দোৎসবের দিন প্রায় ৫০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,সোনার আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-ভাক্তিপ্রচারকরে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব প্রত্যহ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও 'হার্মনিষ্ট' পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাখ্য শ্রীপাদ সনাতন দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধারমণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীকমলাসুন্দর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া -(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী।

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়.

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড ভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিথাল, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক -শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবগা রোড , গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক —শ্রীধামানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ ফোজোল, জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাগ বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রসাদ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূমুরহুতা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীবৈদ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সপ্রেস কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৸৴০

আতপ—

নূতন আউশ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৸০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

সিকাইন, চাঁদপ	১০৷৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা দানা	৯৷০
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কানপুর দাদ	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি সোণা	২২৲
চাঁদির বার	৫৩৷০

পাটের দর

আবডে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৴০
কুপারকাদন ঐ	৬৲—৬৶০
চাউসফোর্ড ঐ	৫৸৴০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৴০
পোলাউ	১৷৶০—১৸০
কুঁড়ি	১৸৴০—১৷৶০

ঘৃতের দর

ভজা	৫৭৲
বালীখাল	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
গব্যী	৪৫৲

পাতিয়ার	৪৮৷০
জাফ	৫৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বারা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৪৶০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বাল্টী ২৪—৩০ গেজ পীস	।৵৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট ফাটা মণ	৩৷০—৪৲
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৸০
টিন পাতি, গোলটু, নরাদে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৯৸০—১২৲
খুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲,	নকল ২১৲

চটকলের হালফণ ৫৴০, পাটের হালফণ ৬৷০

তুলার হালফণ ৪৸০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন সোনার কাইন	৫৪৲
মিট্‌ন আমেন ফরকচ	৪০৲
করাচি কুরলিশ কাইন	৪৩৲
হাবার্ণ তাথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতন সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
ভুষি পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্রাচ খোরাক ও সেটেলমেন্ট প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর, এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ দীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের জন্যই এই গ্রন্থখানি সংকলন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় কলিকাতা আলবার্টহলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(১০১):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৵০	৷৵০	১০	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৪৷০
সিকি কলম ১০৲	১৫৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ও কৃপাসিন্ধু সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং সরল লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাসিন্ধু পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আদর্শ গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সর্বাঙ্গ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যগ্রাম গৌড়ীয় মঠ, কাদাপাড়া মঃ কটক; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে;

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরত্ন এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীনাথ"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকর্ম্মগ্রাহক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৬৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

সম্রাট দম্পতির ভারত পরিদর্শন

গত ৬ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনের "বর্ণিং পোষ্ট" পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন, রাজা ও রাণী ১৯৩৮-৩৯ সালের শীতকালে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিবেন। তদনুসারে তাঁহাদিগকে আগামী বর্ষের শেষভাগে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিতে হইবে।

সরকারী মহলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, ব্যাপারটি তদপেক্ষা বেশী আর অগ্রসর হয় নাই। ঐ সময় বলা হইয়াছিল যে, রাজার ভারতবর্ষে গমনের বিষয়টি তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।

'রয়টার' সংবাদ পাইয়াছে যে, দরবারের তারিখ সম্পর্কে রাজা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। মনে হয় ১৯৩৮-৩৯ সালের শীতকালেই তিনি ভারতে যাইবেন। তাই এই সম্পর্কিত ঘোষণায় বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে না। তবে এখন পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই

চীন জাপান সংবাদ

সাংহাই-এর পুটুং অঞ্চলে ৬ই সেপ্টেম্বর সমস্ত দিন ধরিয়া উভয় পক্ষে প্রচণ্ড কামান-যুদ্ধ চলে। জাপানীরা একটি যুদ্ধ-জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া চীনাদের দুইটি আগুন ধরাইয়া দেয়। চীনারাও উহার সমুচিত উত্তর দেয়। চীনাদের তিনটি গোলা জাপানী যুদ্ধজাহাজের উপর পড়ে। উহাতে তুমুলভাবে চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়।

উভয় পক্ষে বহু হতাহত হইয়াছে। একজন জাপানী লেফটেন্যাণ্ট ও পঞ্চাশজন জাপানী সৈন্য শত্রু পক্ষের হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কায় "হারাকিরি" (আত্মহত্যা) করিয়াছে।

পিপিং-এর বহির্ভাগে সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইশত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে জাপানী সৈন্যগণ তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

জাপানীরা নাকি চীন ও ইউরোপের মধ্যে তারের লাইন নষ্ট করিয়া দিয়াছে

একখানি সোভিয়েট বিমান সাংহাই রণক্ষেত্রে কার্য্যরত রহিয়াছে। রাশিয়া হইতে শীঘ্রই চীনে আরও অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান আমদানী হইবে।

—

মৌমাছির দংশনে মৃত্যু

ধানবাদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ ভিক্টর নামক বি-এন্-আর রেলওয়ের একজন স্থায়ী ওয়ে-ইন্সপেক্টার শোচনীয় ভাবে মারা গিয়াছেন এবং চারিজন ট্রলীম্যান গুরুতর-ভাবে আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিবস অপরাহ্ণে মিঃ ভিক্টর একটি ট্রলী করিয়া যখন বড়কানা লুপ লাইন দিয়া যাইতে ছিলেন সেই সময় হঠাৎ এবং রেলওয়ের ষ্টেশনের মধ্যে এক ঝাঁক মৌমাছি তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং দংশন করিতে থাকে। ফলে মিঃ ভিক্টর মারা যান এবং চারিজন ট্রলীম্যান গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত ট্রলীম্যানদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহাদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

—

স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার চুরি

কাছাড় জেলার অন্তর্গত বদরপুর হইতে দুইটী হিন্দু মন্দিরে সিঁধ-চুরির এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, দুর্বৃত্তেরা একই রাত্রিতে কালী, বলরাম ও গণেশের মন্দির হইতে স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, রৌপ্যের তৈজসাদি এবং অপর একটী শিব মন্দির হইতে মূল্যবান গহনা প্রভৃতি চুরি করিয়াছে। কাছাড়ের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কয়েক জন পুলিশ কর্মচারীর সহিত ঘটনা স্থলে পৌঁছিয়াছেন।

২০বার সাজার পর ২বৎসর কারাদণ্ড

গত শনিবার হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, এম, মির সাতাশ কয়েক টাকা নগদ ও কাগজপত্রসহ একটী চামড়ার মণি-ব্যাগ চুরির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শেখ আবদুল নামে একজন পুরাতন পাপীর প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তাহার আরও কুড়িবার সাজা হয় এবং বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে পরিচয় সে দিয়াছিল।

হাওড়ার রেল পুলিশ আসামীকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করে যে, মদনমোহন সিং নামে একব্যক্তি টিকিট ক্রয় করিবার জন্য যখন টিকিট ঘরের নিকট অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় আসামী তাহার চামড়ার মণিব্যাগ তুলিয়া লইবার সময় গ্রেপ্তার হয়।

১২ হাজার টাকা আত্মসাৎ

বরিশাল কালেক্টরীর (অস্থায়ীভাবে) কর্মচ্যুত ক্লার্ক মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন এবং বরিশালের রেভিনিউ এজেণ্ট ও মোক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে অযোধ্যা দণ্ডবিধি আইনের ১২০ বি, ৪০৯, ৪২০, ৪৬৬, ৪৬৭ এবং ৪৭৭ এ ধারা অনুসারে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে, বরিশালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তৎসংক্রান্ত প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া আসামীদ্বয়কে সেসনে সোপর্দ করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছেন।

আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিবিধ চার্জের বিবরণ এই যে, মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া, মিথ্যা দলিলপত্র এবং অন্যবিধ প্রতারণার সাহায্যে তাঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তির নামে কালেক্টরীতে গচ্ছিত সেলামীর টাকা উঠাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। পুলিশ এসম্পর্কে ৫৫০ খানা দলিলপত্রাদি দাখিল করিয়াছে। এবং ৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

—

বন্দুকের গুলী ছুটিয়া মৃত্যু

বেতিয়ার মহারাজার এ-ডি-সি শ্রীযুত উমাপ্রতাপ সিং আকস্মিকভাবে মারা গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীযুত উমাপ্রতাপ সিং মহারাজার সহিত কলিকাতার পথে বেতিয়া হইতে পাটনায় যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি গুলীভরা বন্দুক ছিল। হঠাৎ দৈবক্রমে বন্দুকটী হইতে গুলী ছুটিয়া যায় এবং শ্রীযুত উমাপ্রতাপ সিংএর বুকে লাগে, ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান। মহারাজা নিজেও খুব অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে মহারাজা এতদূর মর্ম্মাহত হন যে, তিনি তাঁহার কলিকাতা যাওয়া বন্ধ করেন এবং তখনই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহারাজার পত্নীর করেকদিন যাবৎ জ্ঞান না থাকায় কলিকাতা হইতে বিশিষ্ট চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হইতেছে ও তিনি কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাদশ আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সম্পত্তা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ৷০
২৭। ঋক্‌পরিশিষ্ট শ্রীগৌরচন্দ্র (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দিগ্‌-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীগুরুমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। মনুসংহিতা /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবার ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ভক্তিপ্রশ্ন ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অব বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জাবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে জ্ঞাপিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ১৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৪শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৯৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

বিশ্বে একমাত্র গোলোক-বৈকুণ্ঠবাণী-কীর্ত্তন-পরায়ণ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল প্রচারকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমঠের বার্ষিক শ্রীকৃষ্ণস্মরণ মহা-মহোৎসবোপলক্ষে গত ৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় একটি বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়।

শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনানন্দ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে মৃদঙ্গ-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-করতালাদি বাদ্য ও পঞ্চবর্ণের সুদৃশ্য পতাকা-শোভিত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাটি বাহির হইয়া সুকণ্ঠকীর্ত্তনীয়া শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার, শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির মূলগায়কত্বে চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কলিকাতা-মহানগরীকে উচ্চ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া রাজপথ দিয়া চলিতে থাকে। পথে যাইতে যাইতে গৌরহরি, গৌরাঙ্গ, নিতাইগৌর-চরণ, রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই, হরি বলে মোদের গৌর এলো, প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইতে থাকে এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে শত শত লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে থাকেন। এইরূপে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পথের দুই পার্শ্বের অট্টালিকা শ্রেণী হইতে, ট্রাম-বাস প্রভৃতি বিভিন্ন যানাদি হইতে ও রাজপথ হইতে অসংখ্য লোক নির্নিমেষ নয়নে দর্শন করিতে থাকেন। এরূপ বিপুল জনতার মধ্যে নর্ত্তন-কীর্ত্তন-পরায়ণ সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা, শ্যামবাজার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারের চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মঠে ফিরিয়া বহুক্ষণ নৃত্যসহকারে উচ্চকীর্ত্তনের পর সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে চতুর্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয়। মহা-প্রসাদ সেবনে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠের জয়গান করিতে করিতে স্ব-স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী উৎসব

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৩ই ভাদ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথিতে শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে উষ:কালে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ননী-গোপাল প্রভু প্রভাতফেরী ও উষ:কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ শচীন্দ্র প্রভু অনেকক্ষণ মহাজন কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ননীগোপাল প্রভু প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীপাদ শচীন্দ্র প্রভু জন্মাষ্টমী-সংখ্যা পাঠ করিয়া মহাজন কীর্ত্তন করেন।

গত ১৪ই ভাদ্র নন্দোৎসব তারিখে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীপাদ ননীগোপাল প্রভু গুণাবলীর ও 'ভক্ত বেশধর' পত্রিকা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীনন্দোৎসব

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস মঠসেবকগণ উপবাসী থাকিয়া বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমঙ্গল-আরাত্রিকের পর শ্রীনামকীর্ত্তন, মহাজনাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। বেলা ১০টার সময় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ভোগারতি, সন্ধ্যা ৭টায় সন্ধ্যারাত্রিক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তারপর মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসাদ বি-এল, মহোদয় অত্র অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের গূঢ়তত্ত্ব সমাগত শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ 'জন্মাষ্টমী' সংখ্যা হইতে 'শ্রীজন্মাষ্টমী' প্রবন্ধটী পাঠ করা হয়। রাত্রি ১২টার সময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে কীর্ত্তনমুখে শয়ন করা হয় ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ভোগ, আরতি হয়। পরদিন ১৪ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট সোমবার শ্রীশ্রীনন্দোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিকের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভগবতীপ্রসাদ প্রভু সর্ব্বসমক্ষে ভক্তবৃন্দ সমীপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠান্তে মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনের পর ৫০ জন সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। পরদিন প্রাতে পঞ্চাধিক কাঙ্গালীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীকিঞ্চিৎ

(৫ম পৃষ্ঠার)

শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং তাঁহার প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যস্থ হইয়াও বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ সেবকবিগ্রহরূপে জীবে দয়া করিবার জন্য অবতীর্ণ। তাঁহাদের অনুগ্রহের অভাবে তাঁহার পাদপদ্মাশ্রিত শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-প্রকাশস্বরূপ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি নারকী।

শ্রীকৃষ্ণ নিখিলকারণ ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। যদি অপ্রাকৃত, পবিত্র ও সেবা এই ত্রিবিধকে ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের শ্রীগুরুদেবের সেবাপর থাকেন, তবে বাস্তবিক হইতে নিত্য ও দাস হইয়া অপ্রাকৃত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া 'নন্দকুমার শ্রীরাধা-গোবিন্দের পাদপদ্মে প্রেম-সেবা লাভ করিতে সমর্থ হন।

"কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণ কীর্ত্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নিজের আদর্শ আচারের মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ হৃষীকেশ, মাধি কামদোদশঃ গৌরাব্দ ৪৫১।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী

—::o::—

হরিস্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয় আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়।

আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি—এক বিবেক অনেক সময় হরিকথায় আমাদিগকে রুচি উৎপন্ন করায়, হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আর দেব হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ। যখন আমরা বুঝিব—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" অর্থাৎ সকল engagement হইতেই বিষ্ণুর সেবা best engagement, আর যাঁহারা বিষ্ণুকে সেবা করেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা আরও শ্রেষ্ঠ engagement, তখন আমাদের জীবন 'সর্ব্বার্থ-জীবন' হবে। জগতে বহু প্রকার লোকের চাকরী করিতেছি, অধোক্ষজ কৃষ্ণের service বাদ দিয়া যে public service করিতে যাইতেছি, তাহাতে অস্থায়ী ফলমাত্র পাওয়া যাইবে। ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, তবেই কেবল অনাবিল হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গ ঘটে।

উৎক্রান্ত দশার পর আমাদের জীবন কি হবে, তাহা আমাদের ভাবা উচিত। পরদেশের বন্ধু ও আমাদের মধ্যে একটী মস্ত বাধা, তাহা থাকে সেই গুলিকে bridge over করা দরকার, যাহাতে থাবার না পড়িয়া সেতুর উপর দিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারি।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সর্ব্বদা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। সংসারের সঙ্গে কিরূপে Associated হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে হয়; আমরা কেহ চাকুরী করিতেছি, কেহ ব্যবসায় করিতেছি, কেহ অন্য কিছু করিতেছি, কিন্তু তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও সেই সকল স্মৃতিরই আমরা জাবর কাটিতে থাকি।

Publice service ত' আমরা জন্মজন্মান্তর করিয়াছি, পরন্তু তাহাদের স্বার্থের জন্য চাকরি কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ হইয়া আমরা কি Higher Promotion পাইব না? এখানে সব সাময়িক ও নশ্বর; যাহা চিরদিন থাকে তৎসম্বন্ধে কি আলোচনা করিলাম? এই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে পর জীবন ও নিত্য কালের কথা আলোচনা করা যায়। এই জীবনে হরিকথা শুনা ও হরিকথা বলা যায় এবং তাহাই হরিস্মৃতিলাভের একমাত্র উপায় আমাদের এখানে আর কোনও কাজ নাই কেবল হরিকথা ছাড়া।

পরীক্ষিৎ মহারাজ ত' সাতদিনের সময় পাইয়াছিলেন, আমাদের সাতদিনেরও নিশ্চয়তা নাই। আমাদের প্রয়োজন শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন—খাওয়া দাওয়া চালাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা নহে।

কৃষ্ণ দয়াময়, তিনি পূর্ণবস্তু, তাঁহার দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া, পূর্ণবস্তু প্রদত্ত হইয়া যায় অপূর্ণের নিকট। তাহাতে অপূর্ণ অনায়াসে পূর্ণকে পাইতে পারেন। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণ মঙ্গল লাভ ঘটে না। খণ্ডানন্দ বা পরিমিত আনন্দ লাভ করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হয় না।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে দয়া করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'হরিনাম সদা কীর্ত্তনীয়' এই উপদেশটি পাইয়াছেন। কোন সময় হরিনাম করিতে হইবে না, এরূপ নহে—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন সমস্ত্বভাবে অনুকূল হউন। কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে স্মরণ হয়, কীর্ত্তনকারী যখন হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন হরিকথা স্মরণে আসে।

ভগবান্ প্রচুর দয়াময় বলিয়া আমাদিগকে ভগবৎকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

জীবনে মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। 'যদি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল আশা সেবা-রসে প্রাপ্ত হয়।

যেমন দর্পণের উপর ধূলা পড়িলে দর্শনের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কৃত্যের দ্বারা আমাদের চিত্তদর্পণ নানা আবর্জনা-যুক্ত থাকে, তাই আমরা নিজস্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। আশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার অনুগ্রহবলে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩২)

সুমেধাগণ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারী আর কুমেধাগণ অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্ম-যজনকারী। শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন। তিনি কৃষ্ণ-বিমুখ নহেন, আবার কৃষ্ণ-ব্যতীতও অন্য কিছু নহেন। চণ্ডীদাসের পদে শ্রীরাধার উক্তি শুনিতে পাই,—

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ॥"

সুমেধাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ষভানবী, সুমেধাগণের মূলপুরুষ গৌরসুন্দর।

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ, তাহা জানি না, তাই কৃষ্ণ নিজসর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে অর্পণ করিয়া শ্রীনাম-রূপে জগতে অবতীর্ণ। গৌণ-নামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু মুখ্য নামে শব্দ ও শব্দী অভেদ। নাম-গ্রহণে যোগ্যতার বিচার নাই, কিন্তু ঠাকুরের পূজায় যোগ্যতার বিচার আছে, যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে, ইত্যাদি। দেশ-গত বিচার, কালগত-বিচার ও পাত্রগত বিচার হরিকীর্ত্তন-সম্বন্ধে নাই।

কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই বিধেয়। হরিকথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন না করিয়া বাচালতায় পঞ্চমুখ হইলে কালসর্পের কবলে কবলিত হইতে হয়। হরিকীর্ত্তনে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়ার নিদর্শন আছে, তাহা যাহারা বুঝিতে পারেন না; তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—

"মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
যো আপনা মন্ মন্ জপে, উসকো
বলিহারী যাই॥"

হরিকথা উচ্চারণ করিও না, মনে মনে জপ কর,—এই উপদেশ প্রদান করায় লোক কেবল বাজে কথা বলিবে, কারণ, বাজে কথা বলিবার জন্যই লোক সর্ব্বদা উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভু উহা নিষেধ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর উক্তি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ", 'নাম-লীলা গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্,' যিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি দানবীর, তিনি পরহিংসা করেন না। যদি মৌনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করেন না, তাঁহার অব্যক্ত বাগ্‌বেগ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। তিনি মনে মনে বিষয়চিন্তা করেন, তিনি আত্ম-হিংসক ও পর হিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। যাঁহারা সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা যদি তোমার বন্ধু হন, তাহা হইলে তোমার ভুল কীর্ত্তন সংশোধন করিয়া দিবেন। আবার অকপট-ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈত্যগুরুও তোমার কীর্ত্তনে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত করিবেন। কপটতা ও প্রতিষ্ঠা-কামনা হৃদয়ে থাকিলে লোকে তথাকথিত মৌনব্রত অবলম্বন করে। "বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ", কপটতা দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা মৌনব্রত অবলম্বন করে, তাহারা অকস্মাৎ কোন পাপ করিয়া বসে। মৌনী ও ধ্যানী হইয়া নিজের স্বার্থ-পোষণের জন্য তাহারা অপরের দ্রোহ আচরণ করে। কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন না হইলে জগতে কুণ্ঠধর্ম্মই অধিকতর প্রবল হইবে।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব-প্রসঙ্গ

(শ্রীযুত লালা মদনমোহন রায়)

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥

অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খ লোকেও যাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়।

'নিরবধি যাঁর দেহে চৈতন্য-বিহার।
সেই প্রভু বলদেব—রোহিণীকুমার॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
'দ্বিজ,' 'বিপ্র,' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ,' 'অনন্ত', 'বলদেব'॥
বৈষ্ণবচরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥'

শ্রীবলদেবের কৃপায় কীর্ত্তনকারীর জিহ্বায় শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রকাশিত হয়। বিশ্রম্ভ গুরুসেবা যাঁহাদের ব্রত, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তনে সমর্থ। অপ্রাকৃত সরস্বতী তাঁহাদিগের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া কৃষ্ণগান-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে থাকেন।

(চৈঃ ভাঃ ২।১৩।২৫৩)

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ

কৃষ্ণ পারে যেন চিত্তাকর্ষণ বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্বল।

ন উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ"॥
(ভাঃ ১০।১।৪)

উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রৌতপারম্পর্য্যে সাধিত হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন—ভক্তচর-বিষয়-তৃষ্ণারহিত মুক্তকুলের দ্বারা অহৈতুকভাবে কীর্ত্তিত হয়। এই সংকীর্ত্তন ভবরোগের ঔষধস্বরূপ। ইহা কতিপয় ভক্তের শ্রুতিকর্ণ-রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হন?

(শ্রীল প্রভুপাদ)

যে-সব জীবের ভোগবাঞ্ছা উপজিল।
অবিদ্যার বশে তার অস্মিতা জন্মিল।
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হৈতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

(চৈঃ চঃ)

যাহারা ধনাদি বিবিধ বস্তুজনিত গর্ব্বে [illegible], তাদৃশ দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তভাব অর্থাৎ জড়ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি বিধান ইচ্ছা করে না; পরন্তু পশুগণের পক্ষে দণ্ডের ন্যায় ঈদৃশ অসাধুগণের পক্ষেও একমাত্র দণ্ডই শান্তভাব আনয়ন করিয়া থাকে।

নূনং নানা মদান্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ড পশূনাং লগুড়ো
যথা॥

গোস্বামিগণ মায়ার দাস; সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামীর চরণাশ্রয় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অগোস্বামী কখনই হরিসেবক হইতে পারে না। সেই জন্য শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত অসদ্‌গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিম্বা পরস্পর হইতে কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না; তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন।

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পাদোদকে জল-বুদ্ধি, সকল-কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে তাহারা নারকী। এইরূপ দুঃসঙ্গ আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

এইরূপ সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গবর্জ্জ-কারী মহারাজ পরীক্ষিৎ গোস্বামী শ্রীল শুকদেব প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা॥

হে প্রভো, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় ব্যূহাখ্য নারায়ণ সঙ্কর্ষণদেব বলরাম রোহিণীপুত্র। যদি দেহান্তর স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে রোহিণী-গর্ভে প্রকাশিত বলদেবই আবার দেবকীর গর্ভে প্রকটিত হইয়াছিলেন, ইহার সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে?

মহারাজের প্রশ্নোত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কহিলেন—"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ, আপনার শ্রীবাসুদেবের কথায় অব্যভিচারিণী রতির উদয় হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই"।

যিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রথম অংশ (প্রকাশবিগ্রহ) শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেশ, কাল ও সীমাদিরহিত বলিয়া যিনি 'অনন্ত'নামে কথিত, যিনি নানা অবতারসমূহের প্রকটকারী, যিনি অংশে শেষাখ্য সহস্রবদন, সেই স্বয়ং-প্রকাশ মূল-সঙ্কর্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবনেচ্ছায় অগ্রেই আবির্ভূত।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-ভগবানের একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখমোহিনী ও বিমুখমোহিনী। উন্মুখমোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী, অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া নামে খ্যাতা; আর বিমুখমোহিনী মায়া অখিলেশ্বরী বহিরঙ্গা জড়মায়া নামে কীর্ত্তিতা। একই মায়ার এই দ্বিবিধ স্বরূপ। অর্থাৎ উন্মুখমোহিনী যোগমায়া স্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তম-গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রা-নয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখমোহিনী জড়মায়া-স্বরূপের দ্বারা কংসাদি বঞ্চনরূপ কার্য্যসাধন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ)—মগধরাজ জরাসন্ধের একান্ত আশ্রিত পরাক্রান্ত কংস, প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর প্রভৃতি অসুর ভূপালগণের সহিত মিলিত হইয়া যাদবদিগকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল কতকগুলি জ্ঞাতি কংসের চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল।

উগ্রসেননন্দন কংস দেবকীর ছয়টী পুত্র বিনাশ করিলে দেবকীর হর্ষ ও শোক বর্দ্ধন-কারী সপ্তমগর্ভ প্রকাশিত হইল। ঐ গর্ভ কৃষ্ণের অংশ বা শ্রীকৃষ্ণের ধাম। অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে (দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ) সঙ্কর্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ'।
তেঁহ—বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি, মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥

(চৈঃ চঃ)

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে॥

বিশ্বাত্মা ভগবান্ তদনুগত নিজজন যাদবগণের কংস হইতে ভয় উদিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—হে জগৎপূজ্যে সর্ব্বমঙ্গলে তুমি গোপ, গোপী ও গোধন-সুশোভিত ব্রজে গমন কর। সেই নন্দগোকুলে বসুদেব-পত্নী রোহিণীদেবী বাস করিতেছেন। তুমি সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয়-স্বরূপ বা আশ্রয় সঙ্কর্ষণ, যিনি (অংশে) শেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হ'ন, তাঁহাকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর। হে ভদ্রে, তৎপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব এবং তুমিও নন্দরাজমহিষী যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবে।

গর্ভসঙ্কর্ষণ হেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হইবেন, আরও গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দ-বিধান হেতু 'রাম' এবং বলাধিক্য হেতু অর্থাৎ সম্বন্ধী পুরুষ শক্তিমদ্বিগ্রহ নিবন্ধন 'বলভদ্র' নামে কীর্ত্তিত হইবেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—"হে রাজন্, যিনি প্রভাতে ও সায়ংকালে অচ্যুতকথা অনন্তমাহাত্ম্যশালী বলদেবের এই সমস্ত জন্মাদি কথা নিরন্তর স্মরণ করেন, তিনি শ্রীহরির প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। অধিকন্তু—

যাহা শ্রীচৈতন্য তারে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী॥
অতএব লাগে বলরামের স্তবন।
কহিলে সে সুখে স্ফুরে চৈতন্যকীর্ত্তন॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

যৎকিঞ্চিৎ

যে কাল পর্য্যন্ত হৃদয় ভোগবাসনারূপ পাপরাশিতে মলিন থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি সম্যগ্‌রূপে উদিত হয় না। অনেক জন্ম-জন্মের সাধুগুরুবৈষ্ণব-সেবারূপ সুকৃতিফলে সৎসঙ্গ এবং সাধুমুখে শাস্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে প্রেম লাভ হয়। হরিগুরুবৈষ্ণব বা শাস্ত্রে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল-স্বরূপ। সাধুসঙ্গফলে এই শ্রদ্ধা লাভ হয়, আমরা যদি প্রকৃত সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণে উদাসীন থাকিয়া অন্য উপায়ে শ্রদ্ধা-লাভের প্রয়াস পাই তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সাধুসঙ্গ ব্যতীত—সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা সাদরে গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে শ্রদ্ধা বা ভক্তিলাভ অসম্ভব। সেইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ-সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে
কেবা?'

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণু-বিগ্রহলীলার প্রকটকারী। তিনি বিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মায়ায় পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে প্রকটিত। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র আশ্রয় ও জীবনস্বরূপ। এই শ্রীগুরুদেবে অনভিজ্ঞতা থাকিলে বা শ্রীগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি করিলে মঙ্গলের আর আশা নাই। শ্রীগুরুকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন জ্ঞান না হইলে, তাঁহাকে ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না হইলে কোনও দিন আমাদের মুখে ভগবানের নাম উচ্চারিত হইবে না। আমরা যদি ভগবানের ন্যায় গুরুকে না জানি, তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় সেবা না করি তাহা হইলে আমরা শিষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইব।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণেরই প্রকাশস্বরূপ বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দতত্ত্ব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগুরুরূপে তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। তিনি কপটমানব বা মর্ত্ত্য-মানব। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ অর্থাৎ সেবক কৃষ্ণ বা সেবক ভগবান্—কৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি ভোক্তা কৃষ্ণ নহেন। তিনি নিত্যকাল কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের সেবা করিয়াই তিনি ভগবান্ অপেক্ষা বড় হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত ঐক্য থাকিলেও তিনি

(অতঃপর এই পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঢাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল্প আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রভু-ভাক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশিত হইতেছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাহার সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রীঅখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল-বৃন্দাবন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন,

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপীনাথজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজারভেটরী হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ভরিয়ার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিঘাটপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ ডোডোহাম, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাসগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশমলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাছ (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপাদকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুড়া, পোঃ চিত্রকূড়া, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাদাস অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমদ্ধাম ব্রজবাসী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লাফখানি	৬৷৹
বালাম চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানি	৫৷৹
মোটা নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
একাদশ কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানি আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷/৹
কিশুর ১০০০ নং	১০/৹
বারকোনা সাদা	৯৷৹
চানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
চানপুর লাল	৭৷/৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনির বার	৩৪৷৹
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩৷৹

পাটের দর

মাড়োয়ারী—	৪০৸৹
মিডল—	৪০৸৹
বটম—	৪১৷৹
পুরানো বস্তার দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
পারকোটন ঐ	৬৲—৬৵৹
ডাইমণ্ড ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২)	৫/৹—৫৷/৹
আটা (এল)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	৯৷৹—৯৸৵৹
গোলাই	১৪৵৹—১৸৹
ভুষি	১৸৵৹—১৸৵৹

তৈলের দর

সরিষা	৫৭৲
পূর্ণিমা	৫৭৲
ফুলেশ্বরী	৫০৲
তিসি	৪৬৲

পাতিনেবু	৪৬৷৹
ভাৱ	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙ্গা পাতলা	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸৹—৯৷৹
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট বীমসব সাইজ ১০৷	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ—	১৫৵৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹

গ্যাঃ বাল্টা ২৪—৩০ গেজ পীস	।৵৫—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷৹
প্লেট কাটিং বা ফ্লিট কাটা মণ	৩৷৹—৪৲
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭৷৹—৮৲ হন্দর	
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩২ফুট	৯৲—৯৮৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, নবাবে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৯৸৹—১২৲

ক্রুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

টিকলের হালফ ৫৵৹, পাটের হালফ ৬৷৹

তুলার হালফ ৪৸৹

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেরু সোনার কাইন	৫৪
মিট্‌নু আমের ভরফড	৪০৲
কড়াতি খুরশিদ কাইন	৪৩৲
হাবাৰ্ণ ভাবা	৫৩৲
ঐ কাইব	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতন সাও	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
শুটি খরিদদল	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লেনে, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

৷৷:৹:৷৷

"ঠাকুর ভ নাদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি সর্ব্বত্র আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডচীনাবাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সংঘর্ষ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে চাহেন, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় কলিকাতা অ্যালবার্টহলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩০	৪৷০
" সিকি কলম	১১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা। তিন পয়সা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকের ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই[illegible] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৬৫]

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মপূজা

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্
ভক্তিপ্রসাদ বাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের
শুভপ্রকট বাসরে

প্রপত্তি-প্রসূন

———(০)———

(১)

অহো! কিবা পরশীর পবিত্র পরশ,
পরশে পরশ-শির কর্ম-প্রদর্শন,
উৎসবে উৎসাহে সবে আনন্দ-বিবশ।
বাসুদেব-বন্দনায় ব্যাপৃত যখন॥

(২)

গুরুর গৌরব যাঁর শাস্ত্রের প্রকাশে,
গুরুর অলোক-বর্ণ পর-পুরুষার্থ,
বাসুদেব-বিদ্যাদি বিশুদ্ধ বর্দ্ধনে।
গৌর-বাণী-বিজ্ঞা-বধূ বিনা কে সমর্থ॥

(৩)

প্রভু তুমি ঠাকুরের মনোমত সুতে,
দুঃখ তোমে বাসুদেবে না পূজিয়া,
যে আলো দেবে কেহ নরক কুশুলে।
যে পুণ্যে জন্ম লভে ভারতে আসিয়া॥

(৪)

দৈর্ঘ্য বহু ভাগ্যে যেতে পরে জন,
ইন্দ্র হলে যায় ব্যাকুলো সংসারে,
মুমুক্ষায় ভাষ্য বহু জ্ঞান-যোগ-কর্ম।
সে নর বহু জন্ম তত্ত্ব জানিয়াছে॥

(৫)

স্বামী বাসুদেবে লভিয়া প্রণতি,
কেবল-জীবনের করি' আস্বাদন,
দুর্বলে যাহা তাহা দেহে ইন্দ্রিয়।
প্রভুকে সমীক্ষি' সে অন্তর প্রাণ॥

(৬)

বিনা আশ্রয়েতে বাসুদেব হন,
জগৎ-কল্যাণ-কার্যে যতঃ প্রকট,
বিশ্বের কামপূর্তি অপ্রেয় জন্য।
ধন্য দেব দীনে তেহ নিষ্কপট॥

(৭)

যথা—
অজ্ঞতায় কারা যাবে মহাশোকময়,
আবির্ভূত বাসুদেব বিশ্ববিগ্রহ,
সংসারবাসী জনেরা সবে দুঃখময়।
আশাবাসিয়ের ভাবে পরমনিগ্রহ॥

(৮)

তথা—
অভাব-তত্ত্বের আদি বহুল প্রকটে,
ভক্তি-প্রদীপের দীপ্তি উজ্জ্বলে সুখদ,
গলায় পেতকসুল পাড়িয়া বিরাটে।
বাড়ির বিকল সুরে বাঁধে দিয়ে পদ॥

(৯)

যথা—
বিশ্ববিগ্রহ প্রভু বাসুদেব-কাছে,
সাধু, নারী, বহু বেশে বৈষ্ণবের প্রবাস,
আশ্রয়-বিগ্রহে তথা দাস্তিকাল আসে।
ছাঁটেন বিবাদাগ্র করে অভিলাষ॥

(১০)

কিন্তু—
ভক্তির অবকাশ শ্রীপদ সেবন,
বিনাশি' কপটতা সংসারপাশে,
সবাই সুখে সদা করেন বরণ।
আত্মগত্যায় কথা হেন সর্ব্বজনে॥

(১১)

বিষয়-বিগ্রহ সনে বিরোধ সাধিতে
কোথা বলা 'কাল দেখি' 'কালবশে'র,
তথা এবে 'কাল দেখি' "কাল-বশেতে"।
আশ্রয়বিগ্রহ সনে সাধে বাস চেয়॥

(১২)

কিন্তু বুদ্ধুদ হ'তে যদেবে নাশ,
কালক্ষেপ ছুটে যাবে আপনি শ্রীধর,
"কৃষ্ণ বলে" কারণ "কৃষ্ণের" ধীর।
সদিতে পারে কি কভু অন্তরবৈষ্ণব॥
বরং বাসুদেব পূজা লভিয়া গৌরাঙ্গে,
ভক্তির সাধন থাকে অপ্রাকৃত দেহে,
অতএব ভক্তে এখ- শ্রীকৃষ্ণ-রঙ্গে।
এস এবে ছাড়ি সবা করিব বিবাদে॥

(১৩)

নাচ গাও তুমি সবে কর সংকীর্ত্তন,
বাসুদেব-প্রীতি হেতু সবাকে আহুতি,
তাঁর সনে বুঝি বাক্য বিনা বর্জন।
বাসনা বর্জন হ'তে সত আসক্তি॥

(১৪)

আশ্রয়-বিগ্রহে আদি পুজিবার তরে,
সর্ব্বগত গুরুতত্ত্ব সাধক-পীঠে,
প্রতিষ্ঠিত গুরু মোর পুজিতে তাঁহারে।
ভক্তি-বলে তাঁর ফুল কোন নাহি কোটে॥

(১৫)

সেবা-অপরাধকলে কর্ম আমার,
বৈরাগ্য-কঠোর বক্ষ মীরম,
বাসুদেব-কৃপা বিনা গতি নাহি আর।
দয়া করি কর প্রভু দীনে নিজ দাস॥

(১৭)

যদি দেখ অপযুক্ত সাধের বচন,
সেই প্রাণ সব তুচ্ছে মোর অক্ষমতা,
কিরূপে পাইব আমি তোমার সেবন।
জানিতে তাঁহারে বহু বার্থ ব্যাকুলতা॥

(১৮)

এ বাসুদেব প্রভু আশ্রয়-বিগ্রহ,
গোলোকে অলোকিক' তীর্থরূপ প্রাণ,
কেন্দ্র মোরে কৃপা করি' সেবার আগ্রহ।
লভি মোর শ্রীচরণে মোর পূজা দান॥

(১৯)

একাকীই সদা মুগ্ধ কৃষ্ণানুকীর্ত্তনে,
বহু অহঙ্কার সব জন্ম জন্মান্তরে,
শ্রী-বিনোদ প্রভু ভক্তজন মাঝে।
আত্মসমর্পণ থাকি দাও কৃপা করে॥

(২০)

আশাভা-বিগ্রহে যদি থাকি উদ্ধরে,
সে শান্তি-আশা অব না থাকে আমার,
তাঁরে দান সুবিচারে সাধের সমাজে।
তাহে অহৈতুকী কৃপা মাগি বারবার॥

শ্রীচরণরেণুকাপ্রার্থী—
শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৮৲
৩। তাৎপর্য্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। নাম-ভজন ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গৌরবতত্ত্ব ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাথুর-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিকণিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। কল্যাণকল্পতরু ⁄০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারসংগ্রহ ⁄৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। উপদেশাবলী বা সারাৎসারকণিকা ৷০
৫৬। হরেকৃষ্ণ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী --

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ভক্তশিরোমণিম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৸৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। নামাপরাধবর্জনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ আর্ট শ অব্ বেদান্ত ৷০
৭০। বেদান্ত ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক, প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়। সডাক ২ টাকা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—দিল্লী নগরীর একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিক দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাশাস্ত্র
পাঠ ও সাধু শ্রীমুখের কথা
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রকাশক রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা

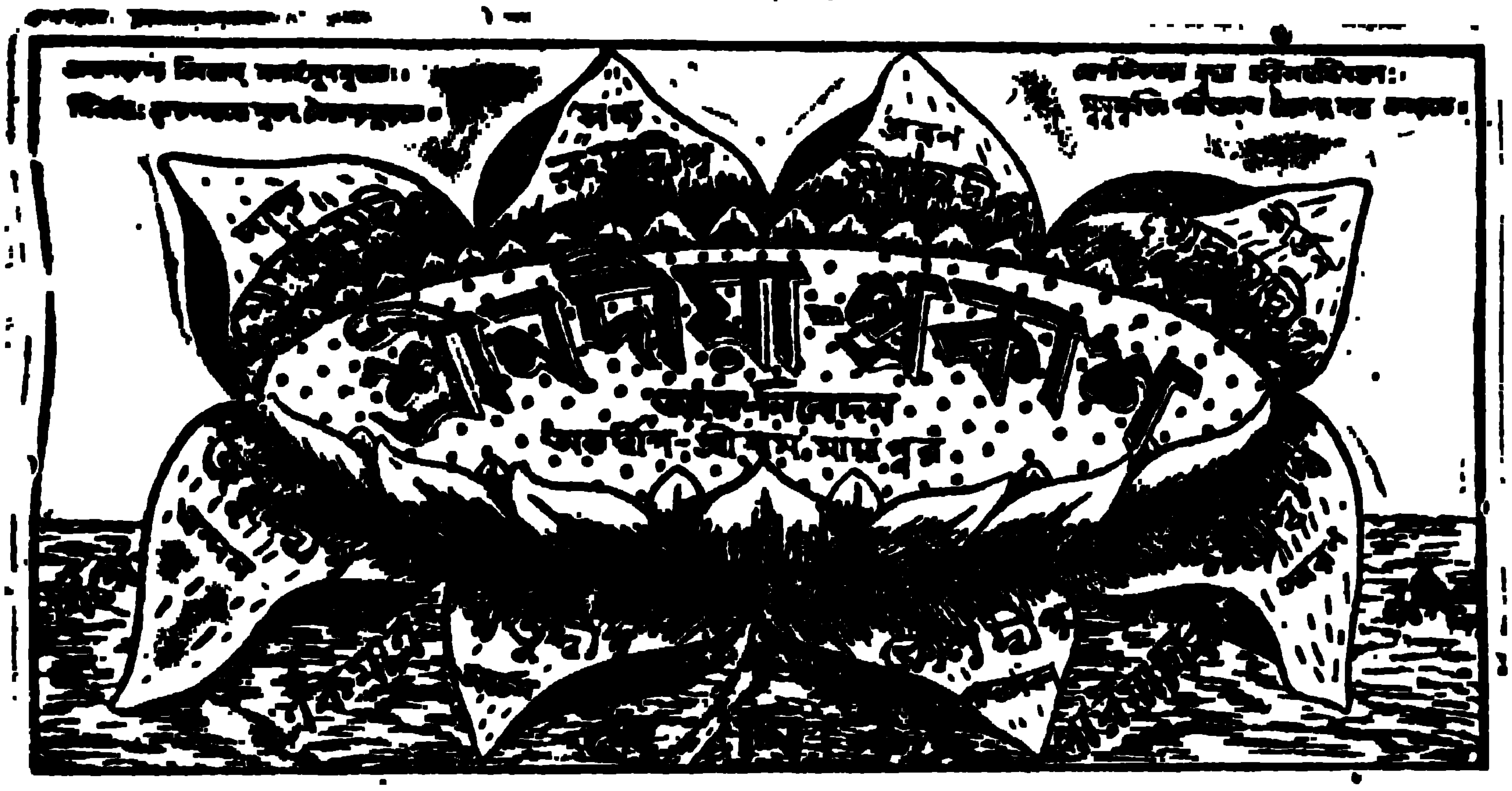

১২শ বর্ষ | ১৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৫শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ১৩৫তম সংখ্যা.

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরু-পূজা

অদ্য শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌর-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় আম্নায়ের দশমাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন তদীয় অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের শুভাবির্ভাববাসরে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চায় অঞ্জলি-প্রদান, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভক্তিকল্পলতাদি পাঠ ও নগরসংকীর্ত্তন হইবে এবং আহূত,রবাহূত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ভারতাভিমুখে শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘপতি, শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের ভারপ্রাপ্ত লণ্ডন-মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলম্বো বন্দরে পৌঁছিবেন। এবং তথা হইতে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। গোস্বামিপ্রভু বর্ত্তমানে বিশেষ কার্য্য ব্যপদেশে কিছুদিনের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। আমরা সোৎকণ্ঠচিত্তে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

অদ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা

অদ্য আচার্য্যপ্রকটবাসরে বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছেন। এতদুপলক্ষে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার একটী বিরাট সভা আহূত হইবে।

বেলা ১০টা হইতে কাঙ্গালী-ভোজন, ৭॥০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ইংরাজীতে এবং ৯টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত গুজরাটী ভাষায় বক্তৃতা হওয়ার পর সমাগত সজ্জন-বৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই ভাদ্র রবিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী এবং ১৪ই ভাদ্র সোমবার শ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে জন্মাষ্টমী দিবস মধ্যরাত্রিকালে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের জয় গান পূর্ব্বক আচার্য্যবন্দনা, গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও নামসঙ্কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়।

এই দিবস শ্রীমঠে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং উক্ত সভায় যথাক্রমে ইংরাজী এবং গুজরাটী ভাষায় দুইটি বক্তৃতা হয়। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার প্রারম্ভে উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তনান্তে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধব-চৈতন্য ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টিক কাল শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবত্তার কথা বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যামুখে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গুজরাটী ভাষায় প্রায় পৌণে ১ ঘণ্টাকাল শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, জয়ন্তী শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এবং উপবাস শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অনন্তর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ১৪ই ভাদ্র সোমবার শ্রীনন্দোৎসব দিবসে পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা হইতে প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। এই দিবস বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণের কথা ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ২ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০ শতেরও অধিক দরিদ্রকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস রাত্রে যাঁহারা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

• উক্ত দুই দিবসের সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজা মুকুন্দলাল, বংশীলাল (সপরিবার), মিঃ মাণিকলালজী চুনিবালা (সপরিবার), মিঃ বি এন্ ব্যানার্জ্জী ইন্‌স্পেক্টর (সপরিবার), শেঠ নরহরদাস, ত্রিভুবন দাস, শেঠ হরিকিষণ্ দাস রাঘজী মাধবজী (মার্চেণ্ট), শেঠ মনোহর দাস,ত্রিভুবন দাস (সপরিবার), ডাঃ শঙ্করলাল (সপরিবার), মিঃ এন, এ, মেহেতা ব্যারিষ্টার,ডাঃ পি, জে, পিল্লাই এম-বি, বি, এস. এম. ডি, বৈদ্যকলানিধি (সপরিবার) ডাঃ পি, এস, নাগেন্দ্র সিংহ্ম, ডাঃ কে, সি, ডাবর,বার্ ও কেশব (কান্দেওয়াড় বাংলো আয়ুর্ব্বেদি হাসপাতাল), মিঃ এইচ, শঙ্কর রাও, মিঃ ডি, এন, সেনগুপ্ত, মিঃ জি, সি, মিত্র ও তাঁহার কন্যাদ্বয়, মিঃ বিমলাও শাস্ত্রী, মিঃ ডি, এইচ, দুর্লভ কোম্পানীর কি ওয়াচ কোং, মিঃ নবকুমার সিংহ, ডাঃ পি, মুখার্জ্জী (হোমিওপ্যাথিক) মিসেস্ পুতলীবাই প্রেমদাস, মিঃ চতুলাল মেথা (সপরিবার),মিঃ বিজয়মর্চ্চেন্ট (ক্রিকেট মাষ্টার), মিঃ প্রফুল্ল-কুমার ঘোষাল, মিঃ আর, এস, মাঙ্কার, মিঃ কালিদাস ব্যাস, মিঃ কে, জে, মিস্ত্রি, প্রভৃতি।

এই উৎসব উপলক্ষে মঠের সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ নবদ্বীপ প্রভু বা ভক্তিশাস্ত্রীজীর এবং শ্রীপাদ রামানন্দ প্রভুর ঠাকুরের ভোগ-রন্ধনাদি সেবাকার্য্যের, শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজীর শ্রীবিগ্রহের পূজাদি সেবাকার্য্য এবং শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য স্বামী প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার সেবায় সুযুক্ত চেষ্টা ও আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

শুদ্ধ ভকতগণ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। তাঁহাদের কৃষ্ণ কৃপা করেন অনুক্ষণে।

"কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণ কীর্ত্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ হৃষীকেশ নিশি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীগুরুপূজা

———::(•)::—

অদ্য বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবরের ত্রিচত্বারিংশত্তমা আবির্ভাব-তিথি পূজা। এতদুপলক্ষে আজ ভারতে ও ভারতের বাহিরে যাবতীয় শুদ্ধভক্তির মঠসমূহে শ্রীগুরুপূজার মঙ্গলাচরণ হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় একাদশ আচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গত গৌরাবির্ভাব-বাসরে জগদ্গুরুরূপে কৃপা পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। আচার্য্যানুগত সকলেই আজ শ্রীব্যাসাভিন্ন আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম পূজা করিয়া শ্রীগুরুসেবকগণের শ্রীসংঘাদের জন্য গৌড়ীয়মঠে আমরা সমুপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্যপূজার দিনে আজ সকলেই আনন্দে আত্মহারা, সকলেই তন্ময় উপলব্ধি করিয়া আচার্য্যপাদপদ্মের সমাসন্ন। আর কতদিনে আমি আজ নিজমুখে বলিতে পারি যে আচার্য্যপূজার অধিকার-লাভে বঞ্চিত এমনি অভাব চলেন!

ব্যাসপূজায় যেরূপ ব্যাসদেবই মুখ্য উপাস্য, শ্রীগুরুপূজায় তদ্রূপ আচার্য্য-অপ্রাকৃত-কীর্ত্তনই মুখ্য উপাসন। শ্রীব্যাসের বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়াই ব্যাসানুগগণ ব্যাস-পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীরূপের শিক্ষার অনুকীর্ত্তন করিয়া রূপানুগগণ শ্রীরূপের সেবা করেন। আজ রূপানুগবর আচার্য্যের রূপানুগ সিদ্ধান্তবাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়াই আচার্য্যানুগত সেবকগণ আচার্য্য-পূজা করিবেন। এই অবসরে অযোগ্য সেবক আমরা আমাদের সামান্য ক্ষুদ্র অঞ্জলি লইয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে সমুপস্থিত হইয়া তৎকৃপালাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে প্রসন্ন হউন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

আচার্য্যপূজা, শ্রীগুরুপূজা ও শ্রীব্যাসপূজা একই পর্য্যায়ভুক্ত। আচার্য্যপ্রকটবাসরে আচার্য্যানুগগণ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-পূজা করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দশভুবনোদ্ধারকগণের মূল আশ্রয় পতিতপাবনই স্বয়ং-শ্রী কৃ ষ্ণ চৈ ত ন্য দে ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে একদিন শ্রীব্যাস-গুরুপূজা স্বয়ং করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দানুগ শ্রীগৌরহংসবরগণেরই এই শ্রীব্যাসগুরুপূজার অধিকার। যাহারা ভাগবত-বিরোধী, মৎসর, হরিগুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী, তাহারা ভাগবতধর্ম্মাবলম্বিত নির্ম্মৎসরগণের আচরিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যের প্রকটাকৃতি ও পূজার অসমোর্দ্ধ মহিমা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারে না। একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীগুরুদেব চৈতন্যপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া জীবের অচৈতন্য দূর করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি মহাবদান্যবতার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শুদ্ধমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক, নিষ্কপট সজ্জনগণ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণের নিকট জগদ্গুরু-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন, এত তাঁহাদের অপার করুণা!

এই আচার্য্য-প্রকটতিথি মাধব-প্রকটতিথির ন্যায়ই পূজ্য। তদপেক্ষাও ইঁহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"জগতে যত প্রকার পূজাপদ্ধতি আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম। আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—তাঁ'র ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়।"

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুদেব—সমস্ত জগতের গুরুদেব; আমার গুরুবিদ্বেষী— জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রেরই বিদ্বেষী। নিষ্কপটে বিচারটা না আস্লে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না, আমি তৃণাদপি সুনীচ, অমানি-মানদ হ'য়ে হরিকীর্ত্তন কর্ত্তে পারি না।"

"গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সংসার বা গুরুদেবের আশ্রয় বিচার হয় না, আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার আসে না।"

শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীগুরুপূজার সার্থকতা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিহিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা যদি সুলভ হইত তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবালাভ সকলের নিকট সুগম করিবার জন্যই শ্রীগৌরের নিত্যলীলা।

শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও বিচার যিনি গ্রহণ করেন, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা লাভ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবালাভের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীনরোত্তম প্রভুর শিক্ষা—"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসপূজার পরম শুদ্ধ আদর্শ জগতে পুনঃ প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুরুপূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদের শ্রীব্যাসপূজার নৈবেদ্য গ্রহণপূর্ব্বক উহা স্বীয় গুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিয়া আম্নায়পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুদেবের সেবা বিহিত, ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র সেব্য, ইহা শ্রীব্যাসপূজার বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীব্যাসদেবের কৃত্য—আচার্য্যের কৃত্য। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তি শাস্ত্রবিভাগ, শাস্ত্রপ্রচার ও শাস্ত্ররচনা দ্বারা শ্রৌতপন্থা অপ্রতিহত রাখেন। আচার্য্য-পারম্পর্য্য দ্বারা বাণীর সেবা জগতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা এইজন্যই আচার্য্যের প্রকটতিথিতে আচার্য্যের সাক্ষাৎ পূজারূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের প্রকটতিথিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পূজা দ্বারা আম্নায়পারম্পর্য্যে ভগবৎপূজা জগতে প্রচারিত থাকে।

আম্নায়-পারম্পর্য্য বস্তুকালাবচ্ছিন্ন ব্যাপার বিশেষ নহে। আর রূপানুগত্য নিত্য। আচার্য্যগণ পরস্পর পৃথক্ নহেন। পক্ষান্তরে আচার্য্যগণের পরস্পরের ঐক্য ও অভেদ বিচার গ্রাহ্য নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা দ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাক্ষাৎ পূজাও সাধিত হয়। শ্রীব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, তদ্দ্বারা শ্রৌতপন্থা সম্যক্ স্বীকৃত হয়। আচার্য্য অনর্থযুক্ত জীবের পূজা সম্ভব করিবার জন্যই কৃপাপূর্ব্বক প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। পরম্পরাক্রমে আচার্য্যের অবিচ্ছিন্ন প্রাকট্য দ্বারা আম্নায় পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুপূজা আবহমানকাল এইজন্যই জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে। অনর্থযুক্ত জীব অপ্রাকৃত লীলার সন্ধান পাইতে পারে না। আচার্য্যের প্রাকট্য লীলার দ্বারাই অনর্থযুক্ত জীব তাঁহার সহিত সেবা-সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলা আবিষ্কার দ্বারা অনর্থযুক্ত জীবের সহিত তাঁহার সেবা-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। আম্নায়-পারম্পর্য্যে অপ্রকট আচার্য্যের অনন্তর প্রকট আচার্য্যের সেবা-পূজা দ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাক্ষাৎ সেবা সংরক্ষিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পাই। তাঁহার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। লুপ্ত চেতনতার অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়া থাকেন। আর যে হৃদয়ে অনর্থের প্রাবল্য সেখানে পাষণ্ডতাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে গৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ চেতনতার পূর্ণ বিকাশ, সেইখানেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব। সেই গুরুপাদপদ্মে আত্মার দ্বারা কায়মনোবাক্যে প্রণিপাতপরিপ্রশ্নসেবা প্রদানই গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা। দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুপাদপদ্মে যাহার অসতী মর্ত্ত্য বুদ্ধি, তাহার পক্ষে ভগবন্মন্ত্রগ্রহণ, সাধন, ভজন, ধ্যান, ধারণা, মননাদির অভিনয় সকলই হস্তি-স্নানের ন্যায় নিরর্থক। তাই স্বভজনবিজ্ঞান-সম্পন্ন ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজার কথা মহাজনগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সংসারদাবানলে দগ্ধীভূত বিশ্বজীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল—কোটিচন্দ্র-সুশীতল কল্যাণকল্পতরু-ছায়াস্বরূপ। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপা ব্যতীত কেহই পরমপুরুষার্থ রাধাগোবিন্দের সেবা লাভ করিতে পারে না। গুরুপাদপদ্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, গুরুপাদপদ্মে যাহার বন্ধন নাই, সে ব্যক্তি

পশু, আত্মঘাতী। সংসারস্থখে সহবাসন-কারী ভগৈশ্বর্যাদির অহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তি-গণই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা বা ব্যাসপূজার আবশ্যকতা স্বীকার করে না। যাঁহাদের শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম উদিত হন, তাঁহারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই গুরুপাদপদ্ম কবে কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে উদিত হইবেন? এ সৌভাগ্য আমাদের কবে হইবে? এই শুভাবির্ভাববাসরে শুরুদেবতাত্ম সেবকগণের আনন্দের সীমা নাই। আর চির দুঃখী আমি আজ যে তিমিরে সেই তিমিরে!

এই গুরুপূজা বা ব্যাসপূজার প্রথা পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যেও প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ গুরুপূজনে অধিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীগুরু-পূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়া-বাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে গুরু-পূজাদিনের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্তে জড়ভোগে বিরাগ লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালা-কাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন, সেই আচার্য্যচরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' বলা হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের আবির্ভাব-তিথি মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমীতে শ্রীব্যাসপূজা— শ্রীআচার্য্যপূজা করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট হওয়ায় তদনুগত সেবকগণ এবৎসর বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রকট-তিথি ভাদ্রী গৌরপঞ্চমী তিথিতে শ্রীব্যাসগুরুপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন। শ্রীশ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত জনমাত্রেই প্রত্যহই যথাযথানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের নানাবিধ পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকাল-ব্যাপী স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার মানাভিধ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে শুদ্ধ ভগবৎ-সেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি জগদ্গুরু। অন্যাভিলাষী লোক বঞ্চক ব্যক্তিগণ জগদ্গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ, যিনি শাস্ত্রশাস্ত্রের অনুরূপ কীর্ত্তনমুখে আচারবান্-প্রচারক, যিনি একান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত এজগতেও অন্য কোন কল্পিত উপায়-উপেয়ের কথা বলেন না, যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় ভাব-বিভাবের মূর্ত্ত প্রকাশবিগ্রহ, যিনি প্রেম-প্রচারক ও পাষণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্ন-তনু, যিনি কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা জগজ্জীবের মনোধর্ম-হিংসকারী, যিনি শতকরা শতভাগ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সকলকে সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, যাঁহার প্রতি গমন, প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত, যাঁহার বাণীতে শুদ্ধ আম্নায়-তরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়, তিনিই জগদ্গুরু। শাস্ত্রও যাঁহার শ্রীমুখগত, ব্রহ্মপ্রাপ্তি সর্ব্বদাই যাঁহার অধীন, যিনি ভগবানের অভিন্নমূর্ত্তি, যিনি ভগবান্ হইয়াও ভগবানের সেবকাভিমানী, যিনি মানুষী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া শাস্ত্ররূপ বক্তারূপে সংসার-পতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, যিনি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করেন, এই সমস্ত অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ যাঁহাতে নিত্য বিরাজিত, তিনিই আমাদের নিত্যপূজ্য পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শকাব্দা ১৮১৭, বঙ্গাব্দ ১৩০২, খৃষ্টাব্দ ১৮৯৫, ৯ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট রবিবার শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে শুদ্ধবৈষ্ণব-গৃহে আবির্ভূত হন। লোক-কল্যাণ, ভক্ততোষণ এবং শুদ্ধগৌরমনোহভীষ্ট প্রচারার্থই তাঁহার এ জগতে আগমন। তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতেই তাঁহাতে শ্রীভগবান, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভাগবতে স্বাভাবিকী প্রীতি ও অসৎসঙ্গে বিতৃষ্ণা লক্ষিত হইয়াছিল। অতি বাল্যকালেই তিনি ভাগবত-সিদ্ধান্তে ও ভগবৎ-সঙ্গীত-বিদ্যায় স্বাভাবিকভাবেই পারঙ্গত ছিলেন। তিনি শুদ্ধগৌরাঙ্গের পরমপ্রিয়তম। তাঁহার অপ্রাকৃত গুণের অন্ত নাই।

সকলসদ্গুণাধার ও সদ্গুণাকর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে আমরা কিছু স্তোত্রবাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া আত্ম-শোধনের প্রয়াস পাইলাম মাত্র। করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন—আমাদিগকে তাঁহার পাদপদ্মের ধূলিকণা-স্পৃষ্ট ধূলিকণা বলিয়া গ্রহণ করুন—ইহাই এই শুভাবির্ভাববাসরে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

"নমঃ পরমহংসায় ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বিণে।
অনন্তবাসুদেবায় অষ্টোত্তরশতশ্রিয়ে॥
নমঃ শ্রীরাধিকাদেবীদয়িতাত্মস্বরূপিণে।
তত্ত্বাবধানিত্বদানাৎ সদাসর্ব্বাবধারিণে॥
মুমুক্ষুভক্তিসদ্গ্রন্থপ্রকাশনাদিনে।
আসক্তিযুক্তবৈরাগ্যপ্রচার নমোঽস্তু তে॥
ভক্তিবিনোদসিদ্ধান্ত সুকীর্ত্তন-মূর্ত্তয়ে।
লোকমঙ্গলকারণাচেতসে প্রভবে নমঃ॥
নিত্যাভীষ্টসমাম্নাতকাহ্নৃকুলশীলন্।
দিশতাং পরমহংসমূর্ত্তয়ে শ্রীগুরবে তে নমঃ॥"

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(∗):——

আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহলীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎ-প্রিয়তম বিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণব-রূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ব্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত। তিনি প্রাণিমাত্র নর-রূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি অপ্রাকৃত নরোত্তম-রূপে বৈষ্ণবগণের পরম-বরণীয় বস্তু সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। অভেদ বিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তত্ত্ব। পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত; তবে মাদৃশ সেবা-বিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত।

আমি শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্ত রহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কার-বিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারক-সূত্রে শ্রৌত-পন্থা পরিহার করিতেছি। এই দুর্দ্দিনে শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ কবি আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাসভাষ্য প্রকটিত করিয়া আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণন করিতে অসমর্থ। আমি এই বিশ্বের একটি ক্ষুদ্রজীব। সেই বিশ্বনাথ-প্রভু আমাকে বিপদ-সদন হইতে উত্তোলন করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজার আহ্বান করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেইরূপ বিচার করবে, কোন অংশে কম মনে করবে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন তবে নিরাশ্রয় হ'য়ে ভ্রষ্ট হ'য়ে যা'বেন।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বললে কোন দিন নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তিনিই প্রতির মর্ম বুঝতে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা ছুঁয়ে-ছেন। ভগবানের হাতও তাঁহার দেহই - ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা করছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আমার গুরুদেবও সেরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত একদেহ—সেবা-ভগবান্ আর সেবক-ভগবান্—বিষয় ভগবান্ আর আশ্রয় ভগবান্। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। শ্রীগুরু-দেবের তুল্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

কৃষ্ণই উপদেশকসূত্রে তাঁ'র নিজের সেবা নিজেই করেন। কৃষ্ণসেবাবিমুখ প্রতীতিকে সেবোন্মুখ করবার জন্য যিনি যত্ন করেন তিনিই গুরুর কার্য্য করেন। গুরু সাধারণের নিকট একরূপ এবং অন্তরঙ্গজনের নিকট অন্যরূপে পরিচিত। শ্রীগুরুদেবের দয়া ব্যতীত কৃষ্ণলাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা তাঁ'র দয়া করেন, তাঁ'রা প্রভু; আর বারবারকী অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা, লোকাকণ্ঠার ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত। মানুষ ভোগী বা ত্যাগী হ'তে পারে না, সহস্রারে এই কথাটা লিখে রাখ্‌বেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিরস পান করাবার জন্য প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করেন, তিনি অনর্থীদ্ আমাকে বাসনার জাল—প্রতিষ্ঠার বাঁশী করান না। আমরা বহু আরাধনার ফলে ডেকে ডেকে তাঁ'কে শ্রীচৈতন্য-মঠে পেয়েছি।

বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ ক'রতে পারে না। পর জগতে বা এ জগতে এমন কোনও লোকের বস্তু নাই, যা কৃষ্ণপাদপদ্মের লোভ্য হ'তে অধিকতর লোভনীয় হ'তে পারে। যিনি অখণ্ডবস্তুর সেবা করেন তাঁহার আনুগত্যদ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার দেয় গ্রহণ করে তা' হ'লে সম্পত্তি তাঁ'র যতটুকু ততটুকু হ'লেই সে অপরকে দান ক'রতে পা'রবে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্য সম্পত্তি—সাক্ষাৎ নারায়ণ। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে দিয়ে দিয়ে যেন তা'হ'লেও তাঁ'র দেওয়া কিছু বাকী থাকে; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণ-ভাবেই ভগবান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন। তা'তে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না।

অখণ্ডের বাস্তবজ্ঞান যাঁ'র সম্পত্তি,—যিনি সর্ব্বতোভাবেই কৃষ্ণসেবা-তৎপর, তাঁহার অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্য বস্তুর তুলনা হয় না। সেই বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

শ্রীল-প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ 'ভক্তিশাস্ত্রাকরে' নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিভূতিভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্দ্দনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনবীনদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমত্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অমরটাকিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিথাব, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীধামানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিবিক্রম ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশখালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাম মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহা, পোঃ চিরুগুা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাশ্রী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী, মিলের চাউল—

	দর মণ
ক্ষীরশালি	[illegible]
সরু চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
বালাম	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	[illegible]
দাদখানি নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাকে তোবালিটি	[illegible]
মিহি বেগুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
গোবিন্দভোগ	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৵
ঐ বালাম	৫৲ ৪৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৸০
কাটারিভোগ	[illegible]
ঐ সেদ্ধ	[illegible]

চিনির দর

জি.এ, চাঁদ	১০৸৵০
খড়দহ ১০০০	১০৵০
কাশীপুর দানা	[illegible]
কাশীপুর দানা	[illegible]
কাশীপুর দানা	[illegible]

[illegible]

টাকশালের দাম	৩৪৷০
নবদেশ	[illegible]
চাঁদিবাট	[illegible]

পাটের দর

আগডে—	[illegible]
নিজস্ব—	৪০৸০
উত্তম—	[illegible]
ঢাকার ভালো সুতা—	৩১৲

আটা ও ময়দার দর

লাইট ময়দা প্রতি মণ	৮৶০—৸৵০
দাতকারন ঐ	৬৲—৬৸৵০
চকিবোল্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৸৵০
ঘৃত (বি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible]	৫৵০—৫৷৵০
[illegible]	৫৲—৫৷০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৯৲
[illegible]	৫৫৲
	৪৪৲

[illegible]	৫৪৷০
[illegible]	৪৯৲
আম্বলে	৩৯৲
খাঁড়া খাসা	৫৪৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— ৪৪ প্রতি টনের

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ সে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৷
ঐ ফ্লাট জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
এঙ্গেল (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৵০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ [illegible] গেজ

সীস	।৵৫—৸০
বাজার বেড়া কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
[illegible] কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৸০—৪৲
গালি কাটিং ৩—৯ সুতা মণ	
	৭৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং সাড়ে ১—৩হুই	৯৲—১০৲
ঐ „ ৬—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন প্লেট, বোল্টু, নবাবে	৮৲—৯৲
গোল রড বি-ইয়ং [illegible]	
	৯৸০—১২৲

হাঃ ইণ্ডাস্ট্রি আসল ২৩৲, নকল ২১৲

স্টকলের হারামণ ৫৵০, পাটের হারামণ [illegible]

[illegible] ৪৸

সুতোর দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আর্মেন সোনার কাইন	৫৪৲
সিল্ক আরেন [illegible]	৪০৲
কবাতি সুরমিল কাইন	৪৩৲
হাবার্ট খাসা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১১৸০—১৭২
[illegible] সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাটি গোলাপট্টি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

পার [illegible]—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষার [illegible] শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৮,	১০—৩১,	১৩—৫৫	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬.	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-জনিত [illegible] পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে [illegible] আর [illegible] হয় কিনা। [illegible] বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, [illegible]।

এবং

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ

———

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতা অ্যালবার্টহলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া আস্বাদনে ধন্য এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাকথা-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ত্রিশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দ-সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
ঐ ঐ ইঞ্চি	৪৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৪৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
ঐ সিকি কলম	১৮৲	১২৲
ঐ অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
ঐ এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ঐ	৫৲
ত্রৈমাসিক ঐ	২॥০
মাসিক ঐ	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারের
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৪নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের [illegible]
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৬৬]

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

নরবলি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাইর নতার তহশিলের নিকটবর্তী [illegible] গ্রামে বরুণ দেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নরবলি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এখানে লোমহর্ষণ এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গ্রাম হইতে [illegible] ব্যক্তিকে ভুলাইয়া আনিয়া তাহার কপালে [illegible] ও সিঁদুর লেপন করা হয় এবং গলদেশে মালা দেওয়া হয়। হত্যা করিবার পূর্বে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ঢাকের বাজনাসহ গ্রামে ঘুরান হয়। অতঃপর গ্রামে মন্দিরের নিকট কুঠারাঘাতে তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয়। গ্রামের লোকগণ ভক্তিভরে সেই ছিন্নমস্তক দেবতার নিকটে স্থাপন করে।

নিকটবর্তী তহশিল হইতে পুলিস নরবলির সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসে এবং খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে। পুরোহিত ও প্রায় ৭৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আগুনে পুড়িয়া মৃত্যু

গত ২৯শে আগষ্ট গোয়েন্দা লেনের [illegible] নিবাসিনী শ্রী [illegible] (২০ [illegible]) আগুনে পুড়িয়া মৃত্যু হয়। গত সোমবার করোনার মিঃ এ, সি, [illegible] এজলাসে তাহার মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ হইলে তিন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটী তাহার স্বামীর [illegible] বাস করিতেছিল। [illegible] সন্দেহ করা হইত। গত ২৯শে আগষ্ট তাহার গায়ে আগুন লাগে। ঐ সময় কেরোসিনের গন্ধ বাহির হইতেছিল। মায়োহাস্পী হাসপাতালে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইলে তথায় তাহার মৃত্যু হয়।

ডাঃ এ, কে, মুখার্জ্জি শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, ভীষণ ভাবে আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মায়োহাস্পী হাসপাতালের ডাঃ [illegible] বলেন, স্ত্রীলোকটীর শ্বশুর [illegible] তাহাকে হাসপাতালে নিয়া আসেন। তিনি (শ্বশুর) বলেন যে, বধূ রান্না করিতেছিল। এমন সময় তাহার শাড়ীতে আগুন লাগিয়া যায়। হাসপাতালে তাহার জ্ঞান ছিল; কিন্তু সে কথা বলিতে পারিতেছিল না। মায়োহাস্পী [illegible] সোসাইটীর ডাঃ [illegible] বলেন, ২৯শে আগষ্ট এক ব্যক্তির চীৎকার শুনিয়া তিনি ২৫নং গোয়েন্দা লেনে যান এবং স্ত্রীলোকটিকে মেঝেতে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তাহার শরীরের অনেক স্থান পুড়িয়া গিয়াছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সে [illegible] কয়েকটী কথা বলিতে পারিয়াছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে।

চৌকীদারের নৃশংস কার্য্য

[illegible] সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সেসন জজ মিঃ বি, কে, [illegible], আই-সি-এস, রাধাগোবিন্দ বাগ্দী নামক জনৈক চৌকীদারকে, বসুলা ইউনিয়ন বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুত দেবীদাস মজুমদারকে সাংঘাতিক আঘাত করিবার অপরাধে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ইউনিয়ন বোর্ডের সরকারী কাজকর্ম্মের সম্পাদক দেবীদাস বাবু রাধাগোবিন্দকে তৎসনা করিলে সে তাঁহার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং গত ১১ই জুন প্রাতঃকালে তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে বহির্গত হইলে, রাধাগোবিন্দ সুযোগ বুঝিয়া বর্শা দ্বারা তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করে, ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

—

হত্যার চেষ্টার অভিযোগ

[illegible] একত্র হইয়া গত সোমবার আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বাগচি, ভাসান চৌধুরী নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার চেষ্টার দায় হইতে ইটালীর মহম্মদ হোসেনকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ এই যে, গত ১০ই জুন ভাসানচৌধুরী যখন এক চা-খানার সম্মুখে বসিয়াছিল, সেই সময় আসামী বস্তী হইতে আসিয়া তাহাকে ছোরা মারে। আসামী গ্রেপ্তার হয়। ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে রাখা হয়। প্রকাশ, ভাসানচৌধুরীর আবেদনক্রমে পূর্ব্বে আসামী জামিন মুচলেকাবদ্ধ হয়। তারপর ভাসানচৌধুরীর কয়েকজন লোককে মারপিট করার কয়েকবার থানায় এজাহার হয়। আসামী ভাসান চৌধুরীকে শাসাইতে থাকে।

আসামী পক্ষ বলে যে, বিদ্বেষবশতঃ আসামীকে মিথ্যা মামলায় লিপ্ত করা হইয়াছে।

মিঃ এস, কে বাগাচী সরকার পক্ষে এবং মিঃ এস, এন, মুখার্জী, মিঃ [illegible] মজুমদার ও মিঃ নীহার চক্রবর্ত্তী আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

রেলওয়াগন হইতে চুরি

প্রকাশ, গত সপ্তাহের শেষ রেল ওয়াগন হইতে প্রায় অষ্টাদশ ওজনের ১০টি টিনের চাপ উধাও হওয়ায় সম্পর্কে পুলিস স্থানীয় রেলকারখানার তিনজন মুসলমান শ্রমিক এবং অপর চারি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তন্মধ্যে দুইজন বালিকা। অপহৃত দ্রব্যের মূল্য অনুমান ১৭,৫০০৲। প্রকাশ যে, রাত্রিকালে চোরেরা ওয়াগনে প্রবেশ করিয়া উহা চুরি করে এবং কোন তস্করের নিকট উহা বিক্রয় করে। পুলিস বাকি তদন্তের ফলে ১ টনের পরিমাণ সমান টিন উদ্ধার করিয়াছে এবং আরও তদন্ত করিতেছে।

—

লর্ড ন্যুফিল্ডের দান

লর্ড ন্যাফিল্ড লণ্ডন গাইস হাসপাতালের মানসিক চিকিৎসার জন্য স্থাপিত [illegible] হাসপাতালে একটি গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ২৫,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ঐ হাসপাতালকে আরও ৫০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। অক্সফোর্ডের ডাইরেক্টরের [illegible] লেবরেটরী, প্যাথলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এবং [illegible] ডিপার্টমেন্ট পুনর্নির্ম্মাণের জন্য ৬০,০০০ পাউণ্ড এবং গবেষণা কার্য্যের জন্য ৬০,০০০ পাউণ্ড দান করায় উক্ত হাসপাতাল পুনঃ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সর্ত্তে ঐ দান দেওয়া [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] হইতে সংগ্রহ করা হইবে।

এই দান লইয়া লর্ড ন্যুফিল্ডের মোট দানের পরিমাণ ৩,১[illegible] পাউণ্ড হইল।

—

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তিবাদিকা গণদোষঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। সেবাতত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৬
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵৬
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ [illegible] ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দিল্লীর শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্ত-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহু গ্রন্থের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত নির্ঘণ্টপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ১০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৬শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৬৮তম সংখ্যা

লণ্ডন-সংবাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক লণ্ডনস্থিত শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ও পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-কার্য্যের মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৭ই সেপ্টেম্বর ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়া via Diappe এবং Paris হইয়া Marshailles পৌঁছিয়াছেন। গোস্বামী প্রভু গত ৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে Andre Libon জাহাজে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। লণ্ডনে শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠে Mr. Ralph Woolfertein, Mr. F. A. Pollard, Mr. T. K. Chatterjee M-A, Mrs. E, Brownrigg, Mrs. Haris, Mrs. C. Bowtell, Mis. M. A. B. Dodwell, Mr. & Mrs. Baker প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে বিদায় - অভিনন্দন (Farewell) প্রদান করিয়াছেন। তিনি আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর কলম্বো পৌঁছিবেন।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী মহামহোৎসব

গত ২৯শে আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিবস দার্জ্জিলিংস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে। তৎপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। মঠসেবকগণ দিবারাত্র উপবাস করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট কীর্ত্তন, পাঠ ও ইষ্টগোষ্ঠী দ্বারা শ্রীভগবানের লীলা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-জন্মাষ্টমী সংখ্যা পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময় শ্রীবিগ্রহের নববস্ত্রালঙ্কার দ্বারা অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

তৎপর দিবস ৩০শে আগষ্ট সোমবার শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর যথাবিধি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিক হইবার পরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অকাতরে সমাগত ৫০০ শতাধিক ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ দ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছিল। বহু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়া অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব

গত ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ২২শে আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিংস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ঝুলনযাত্রা উৎসব মহাসমারোহের সহিত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ২২শে আগষ্ট রবিবার দিবসে মহামহোৎসবের আয়োজন হওয়ায় শ্রীমঠে শহরস্থ ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আগত বহু স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ ও সজ্জন শ্রদ্ধাবান্ শিক্ষিত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবল্লীলা কথা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণান্তে। বিচিত্র চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সকলেই অজ্ঞাতসুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মঠের ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা নির্বিঘ্নে সুচারুরূপে উৎসবটী নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তদর্শনে ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য শ্রবণে এবং সদালাপে প্রত্যেক সজ্জন ব্যক্তি আনন্দের সহিত শ্রীআচার্য্যদেবের গুণকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়গান করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

আচার্য্যপ্রকট-তিথিবাসরে "আনন্দোচ্ছ্বাস"

(১)

আজ আমাদের আনন্দ রে,
আজ আমাদের আনন্দ।
আচার্য্যদেবের পূজার তরে,
বাজছে কত বাজনা রে।
সানাই কাঁসর ঘণ্টা আদি,
খোল করতাল শঙ্খ রে।
আজ আমাদের আনন্দ রে,
আজ আমাদের আনন্দ॥

(২)

চারিদিক্ হ'তে উপায়ন হাতে,
আসছে কত সজ্জন রে।
আনন্দে তাঁ'রা হ'য়ে আত্মহারা,
আচার্য্য-পদাম্বুজদর্শনে।
মাঝে মাঝে করে জয়ধ্বনি,
জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল
"বাসুদেব" প্রভুজী জয় রে।
আজ আমাদের আনন্দ রে
আজ আমাদের আনন্দ॥

(৩)

সবার মুখে মধুর হাসি,
দুঃখটী নাই কারুর রে।
কি যেন এক নব আনন্দে,
মাতিল বিশ্বভুবন রে।
আহার-নিদ্রাদি সব ভুলে,
রত সবে (আচার্য্য) মহিমা কীর্ত্তনে।
আজ আমাদের আনন্দ রে
আজ আমাদের আনন্দ॥

(৪)

(আজ) এ শুভ দিনে সবাই মিলে,
চলনা যাই সবাই রে।
আচার্য্যপূজা করবো মোরা,
ভগবানের অঙ্গ হ'রে।
পূজাবন্দনা জানি না মোরা,
জানিয়ে দেবেন "ঠাকুরে"।
আজ আমাদের আনন্দ রে
আজ আমাদের আনন্দ॥

(৫)

হে, ভাগ্যরূপকল্পতরু!
প্রণাম তোমার চরণে।
অজ্ঞ, মূর্খ, দীন, ক্ষুদ্র মোরা,
কর গো কৃপা অধমের।
"কৃপা" তোমার পাই'লে মোরা,
গাহিব আচার্য্যের জয়রে।
আজ আমাদের আনন্দ রে,
আজ আমাদের আনন্দ॥

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণ কীর্ত্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ হৃষীকেশ, অধ্যায় শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

অষ্ট মহাদ্বাদশী

—::০::—

অষ্ট মহাদ্বাদশী ত্রিস্পর্শাবধিই অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—

দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুণ্যা যা পুরাণবিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ কৃতা হন্তি পুণ্যং
পুরাকৃতম্

পণ্ডিতগণ পুরাণে যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদের একটিমাত্র পরিত্যক্ত হইলেও ঐ পরিত্যক্ত দ্বাদশী তাহার পূর্ব্ব পুণ্য সমূহ নষ্ট করিয়া থাকেন।

ঐ পুরাণে আরও উক্ত হইয়াছে,—

উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥
দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ

উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই আটটী মহাদ্বাদশী নামে খ্যাত। ইঁহারা মহাপুণ্যস্বরূপা এবং জীবের সমুদয় পাপবিনাশ করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও পদ্মপুরাণপাঠে অবগত হওয়া যায়—ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন,—

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

সংসার মধ্যে যাহারা এই মহাদ্বাদশীর ব্রত না করে, আমার আজ্ঞায় মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহাদের যমলোকে বাস হইবে।

গুরুকরণ

(শ্রীপাদ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মচারী)

আধুনিক সমাজে ধার্ম্মিক নামধারী ব্যক্তিগণের নিকট গুরুকরণ একটা তথাকথিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মনে করিয়াছি, সমাজে যেরূপ নানারকম প্রথা আছে গুরুকরণও সেইরূপ একটা প্রথা। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ, পতিতপাবন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব একপ্রকার কেহ নহেন, তিনি প্রকৃতির অতীত মায়াধীশ ভুবনমঙ্গল ভগবদবতার। তাঁহার কৃপাতেই জীব দুঃখময় সংসার হইতে নিষ্কৃতি পায়। তিনি অভিন্ন-নিত্যানন্দ। সেই নিত্যচৈতন্য নিত্য। সুতরাং তৎপাদ-পদ্মাশ্রয় বা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিত্য, ক্ষণিকের জন্য নহে। শাস্ত্র বলেন,—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।"

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব এত বড় তিনি বলিয়াই শাস্ত্র প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে তৎপাদপদ্মে অভিগমনের উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সাধুমুখে এ সকল কথা শুনিবার সুযোগ পাই না বলিয়াই গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া মঙ্গল-পথে কণ্টক নিক্ষেপ করি। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

আমি কামক্রোধাদি-ষড়রিপুর দাস, সর্ব্বদা আক্রান্ত হইয়া সংসারসাগরে দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছি। আমি আমার ভোগময় চিত্তবৃত্তি লইয়া সংসারে আসক্তিরূপ নোঙ্গর ফেলিয়া রাখিয়াছি অথচ শ্রীগুরুদেবকে মুখে ভবপারাবারের কর্ণধার বলিয়া বৃথা ধাপ্পা দিতেছি। ভাবিতেছি, তিনি আমার কাণে ফুঁ দিয়া দিয়াছেন, কাজেই পরকালের জন্য আর আমাকে কিছু ভাবিতে হইবে না। গুরুদেবই আমার সকল সাধন করিয়া দিবেন। আমাকে যদি ধর্ম্মের কথা ভাবিতেই হইবে, তবে আর গুরু করিলাম কেন? গুরুকে ত' কুকামাকাংক্ষার দাস করিবার জন্য অগ্রিম শুল্ক দিয়া রাখিয়াছি। বস্তুতঃ এরূপ কুবিশ্বাস যতদিন পর্য্যন্ত না অপসারিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের পথ আবিষ্কৃত হইবে কি?

আমরা অনাদিকালের বহির্ম্মুখতার দরুণই গুরুর স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। শ্রীগুরুদেব জগৎ-প্রকাশবিগ্রহ বলদেবাভিন্ন সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, তিনি আমার নিত্যপ্রভু, তাঁহার সেবাছাড়া আমার অন্য কোন কৃত্য নাই, এ বিশ্বাস না আসা পর্য্যন্ত জীবের মঙ্গলের আশা কম। এদিকে আমার আদৌ দৃষ্টি নাই। কিন্তু অজ্ঞতা-বশতঃ অনেক সময় ভাবিয়া থাকি যে, আমি গুরুদেব অপেক্ষা অল্প পাণ্ডিত্যে কিছু বড়, কাজেই গুরুকে আমি কিছু উপদেশ করিতে পারি। কিন্তু গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে যাইয়াই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে। দুঃখের বিষয় আমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এমন আমার দুর্দ্দৈব।

আমরা অনেকেই সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাই নাই ব'লয়াই নানাবিধ ভ্রান্ত বিচারের দ্বারা চালিত হইতেছি। সদ্গুরু-চরণাশ্রিত ব্যক্তির সংখ্যা জগতে খুবই কম। অধিকাংশ লোকই জগদ্গুরুর বেশে কবাসক্ত, সাধুকে সাধুবেশে বঞ্চিত। তাই তথাকথিত গুরুর চেলাগণ গুরুব্রুবের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নিজ ঐশ্বর্য্যের বা ভূসম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক সম্পত্তি দিয়া গুরুব্রুবের সংসারের কিছু উন্নতি করিয়া দিয়া মনে করেন যে, গুরুকে খুব কৃতার্থ করিয়া দিলাম এবং তথাকথিত গুরুব্রুবও মনে করেন, শিষ্য আমাকে অনেক দিয়াছে, কাজেই তাহার অসদাচারের বিরুদ্ধে তাহাকে কিছু বলা যাইবে না, শিষ্যের মন যোগাইয়া না চলিতে পারিলে আমার ভোগে বাধা পড়িবে। আজকাল এইরূপ কপট গুরুব্রুবের সংখ্যাই বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—

কোনও এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভাগবত-পাঠক কোনও এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাড়ীতে যাইয়া দৈনিক ১০৲ টাকা হিসাবে মাসাধিক-কাল ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় উক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া উক্ত পাঠক মহাশয়কে নানাবিধ খাদ্যাদি ও মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া আহারের পর কিছু দধি খাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন উক্ত পাঠক মহাশয় বলিলেন—"আমি দধি খাইব না। দধি খাইলে গলার স্বর বসিয়া যাইবে, অতএব আর পাঠ করা চলিবে না।" তদুত্তরে শিষ্যনামধারী উক্ত ব্যক্তি বলিলেন— 'প্রভো, আপনার ঐ গলা ত' আমার কেনা। অতএব আপনি দধি খাইবেন না কেন?' অর্থের লোভে ঐ গুরুব্রুবের নিজের ব্যক্তিত্বকেও তথায় বলিদান দিতে হইল। এই ত' হইল জাগতিক গুরুর অবস্থা বা স্বরূপ। এইরূপ গুরুব্রুব ও এইরূপ শিষ্যব্রুবের সংখ্যা আধুনিক সমাজে ভূরি ভূরি আছে, শিষ্যেরা মনে করে, 'আমি আমার অর্থের দ্বারা গুরুর (?) মুখে লাগাম পরাইয়া রাখিয়াছি, খবরদার, আমাকে নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা বলিয়া আমার ভোগে বাধা দিবেন না, আমার ভোগে বাধা দিলে আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিব না।" শিষ্যের বিত্তাপহারক এরূপ গুরুব্রুবের সংখ্যা জগতে অনেক আছে। যথা—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ গুরুব্রুব ও শিষ্যব্রুব উভয়েই নরকগামী হয়, এবং এইরূপ গুরুব্রুবের নিকট শত সহস্র জন্ম ভাগবত শ্রবণ করিলেও নিত্যমঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ যিনি শিষ্যকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে না পারেন তিনি গুরুনামের অযোগ্য।

শাস্ত্র বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ।
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ॥
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ।
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

ভাঃ ৫।৫।১৮)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজাকর্ষণ বল। যাহা আকর্ষণ ছাড়ে চতুর্বর্গ ফল।

আমাকে যদি জন্ম-মরণ-মালার হাত হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন বা কর্ম্মের নাগরদোলা আবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিতে না পারেন তবে তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিব কেন? গুরু স্বীকার করা অর্থে গুরুর উপদেশ ও শাসন স্বীকার করিয়া চলা, তদনুসরণে বা আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা করা। গুরুর শাসনযোগ্য না হইতে পারিলে প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় না। অতএব শাস্ত্রমতে আমাদের ব্যবহারিক গুরু বা জাগতিক গুরুত্রুবকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যথা—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
(মহাভারত)

এইরূপ ভোগবিলাসলিপ্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিমূঢ় গুরুভক্তিহীন ব্যবহারিক বা জাগতিক গুরু ত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরু গ্রহণ করাই শাস্ত্রবিধি। "পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" এখন কথা হইতে পারে, পারমার্থিক গুরুর লক্ষণ কি? সদ্গুরুর লক্ষণ শাস্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ।
বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
ভক্তিজ্ঞানার্থং স গুরুর্দেবোঽভিধেয়ঃ।
সম্বিৎপাদিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

পারমার্থিক গুরুর লক্ষণ এই যে, তিনি নিজকে কখনও নিজরূপে—নিজগুরুরূপে দেখেন না। তিনি সকলকেই কৃষ্ণদাসরূপে—গুরুরূপে দেখেন। তাঁহার সর্ব্বত্রই গুরুদর্শন। যেহেতু তাঁহার বিচারে সকলেই কৃষ্ণের সেবক, অতএব কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে যাহা কিছু আসে তাহা সবই তাঁহার বিচারে গুরু বা পূজ্য, যেহেতু তাঁহারা কৃষ্ণের ভোগ্য। শ্রীগুরুদেব মহাভাগবত, তিনি শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ, তিনি শিষ্যের যথাসর্ব্বস্ব নিজে গ্রহণ না করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ কি? গুরুশব্দের নিরুক্তি এইরূপ—'গু' শব্দে অন্ধকার, 'রু' শব্দে নিরোধক। অর্থাৎ যিনি আমার অজ্ঞান অন্ধকার নিরোধ করিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন তিনিই গুরু। তিনি ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ সেবক অর্থাৎ সেবক-ভগবান্।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীগুরুর প্রণামমন্ত্রে পাই—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অন্ধকার কি? অজ্ঞানই অন্ধকার। এই অজ্ঞানকেই কৈতব বা কপটতা বলা হইয়াছে।

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতবপূর্ণ অনিত্য ধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম বা মিছাভক্তি দূর করিয়া দিয়া নিত্যধর্ম্ম বা পরমনির্ম্মৎসর কৈতবহীন ভাগবতধর্ম্মে বা স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করাইতে পারেন যিনি, তিনিই শ্রীগুরুদেব। সেই গুরুদেবের স্বরূপ—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন মুকুন্দ প্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বিষয় জাতীয় ভগবান্ আর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্। কৃষ্ণই নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগুরু বা আচার্য্যের মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

স্বয়ং ভগবান্ "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকে বলিয়াছেন—'গুরুদেবকে আমার স্বরূপ জানিবে। আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম মনে করিবে না। গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিবে না। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়। গুরুর গুরুত্ব বা গুরুদেবের স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেই গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসে, তাঁহাকে মরণশীল সাধারণ জীব বলিয়া মনে হয়। অজ্ঞানান্ধ ও অপরাধবশতঃই জীবের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। তাই শ্রীভগবান্ তাঁহাতে বা শ্রীগুরুদেবের মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী অপরাধী জীবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
(গীতা)

আমরা আমাদের সসীম ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা শ্রীগুরুদেবকে মাপিতে গেলেই দেখিব, শ্রীগুরুদেব আমারই ন্যায় একজন ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত সাধারণ মনুষ্য বিশেষ। কাজেই তখন গুরুবাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। তখন আর নিঃসন্দেহে গুরুর আদেশ পালন করিতে পারিব না। গুরুবাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই সব গেল। যাহা একমাত্র আশ্রয় সেই শাখাই যদি কাটি তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ ছাড়া আর কি হইবে? তাই বলি, সাধু সাবধান! সেইজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন—

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

পুনশ্চ—

আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ॥

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। শ্রীগুরুদেবকে যদি আশ্রয়বিগ্রহ বিচার না করি তবে অসুবিধা হইবে। কারণ স্বতন্ত্রভাবে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিবার অভিলাষ দাম্ভিকতা মাত্র। একথা ভুলিয়া আমি যদি শ্রীগুরুদেবকে কেবল ব্যবহারিক গুরু বা একপুরোর অনুসরণে কেবল আমার ছাঁচে গড়া পুতুল বা ফটোরূপে রাখিয়া বস্তুতঃ নিজেই সাধন দ্বারা জ্ঞান লাভ বা বস্তু দর্শন করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে পরিণামে একলব্যের ন্যায় নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করিব।

শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি অপরাধ মহাপরাধের অন্যতম। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে হইলে "আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ" কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে; গুরুপাদাশ্রয় না করিলে সম্বন্ধ-জ্ঞান স্থির হইবে না। বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পূর্ব্বে বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা দরকার। নতুবা অন্ধকারে হাতড়াইলে চলিবে না। বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়যুক্ত আমারই ন্যায় একজন মনুষ্যকে গুরুজ্ঞান করিলে চলিবে না, বাস্তবিক তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কিনা, বাস্তবিক তিনি নিরন্তর হরিসেবায় রত আছেন কিনা, মহদেচ্ছু ও কৃপাপ্রার্থী হইয়া নিরপেক্ষচিত্তে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। মহাভাগবতের লক্ষণ এই যে, তাঁহার সমগ্র জীবন হরিসেবাময়। হরিসেবা ব্যতীত তাঁহার কোন চেষ্টা বা বাহ্য চেষ্টা নাই।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুভেদে গুরু দুই প্রকার হইলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব বা সমগুরু এবং সমভাবে পূজ্য। বস্তুতঃ শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে কোনও ভেদ নাই। শিক্ষা-গুরুই আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া দীক্ষা-গুরুর কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু আধুনিক ব্যবহারিকগুরু বা লৌকিকগুরুবাদের মধ্যে দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুতে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তাহারা মন্ত্রদাতা দীক্ষা-গুরুকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করেন এবং শিক্ষা-গুরুকে তদপেক্ষা হীন মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

অন্তর্য্যামী শিক্ষাগুরু বা চৈত্ত্য-গুরুর কৃপাতেই আমরা শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু বা মহান্ত-গুরুর সন্ধান পাই। সেই মহান্ত-গুরুই আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইলে তিনি স্বয়ংই শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর কার্য্য করিতে পারেন। আবার সেই মহান্তগুরুর প্রিয়জনগণও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিয়া থাকেন। শিক্ষাগুরুবর্গই শাস্ত্রদ্বারা জীব-হৃদয়ের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বাঞ্ছারূপ অনর্থ বা মলিনতা দূর করিয়া দিয়া তাহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব-গুরু বা মহান্তগুরুর সন্ধান প্রদান করেন। আমাদের বহু বহু জন্মের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে সাধুবৈষ্ণবের সেবা প্রভৃতি দ্বারা পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই সুকৃতির ফলেই আমাদের হৃদয়ে নিষ্কপট প্রার্থনা জাগে; এই নিষ্কপট ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় এবং তৎফলে জীব বৈষ্ণব মহান্তগুরুর কৃপালাভ করিতে সমর্থ হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই প্রথমে চৈত্ত্যগুরু-রূপে জীবহৃদয়ে উদিত হইয়া মহান্তগুরুর সন্ধান করিবার জন্য একটী প্রেরণা দেন। আমরা জানি আমরা ৮৪ লক্ষবার জন্মগ্রহণ করিবার পর হরিভজনোপযোগী প্রকৃত মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। দুর্ল্লভ ও দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এবং কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া যদি সদ্গুরুর সন্ধান না করি বা সদ্গুরু সন্ধান করিয়াও তাঁহার সেবায় উদাসীন থাকি তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে আমরা আত্মঘাতী।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড ৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-উদ্যান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ক্ষ্যাচীন এখ-যাজিপ্রচারকদের'নদীয়া-প্রকাশ'কার্য্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, প্রধানচতুষ্টয়-বোধ-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারবর্ণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীঘনশ্যামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরসিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীযাদবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরটকিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক - শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একাযানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শাপগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুরিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূয়রকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
ঝাঝা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানি	৫॥০
বাসমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোরাজিলি	৪৲
সিদ্ধ [illegible]	৩৸৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
[illegible] আতপ	৪।০-৪॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ [illegible]	৬৶০

চিনির দর

[illegible], চাটগাঁ	১০৸৴০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] সাদা	৯।০
[illegible] সাদা	৮।০—৯৶০
[illegible] লাল	৭৸৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]র দর	৩৪॥৫
[illegible]	২২৲
চাঁদিবার	৫৩।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬॥০—৬৸৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible] নং (২	৫৴০—৫৸৴০
[illegible] (এ)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	৪।০—৪৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৪৲

[illegible]	৩৬।০
জাব	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা [illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০।
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮॥০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৩॥০
২৬ গেজ—	১৪৶০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা, ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৶৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
লোহার কাটি বা চিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲
পাতি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ঐ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, পোলটু সমেত	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৯৸০—১২৲

নূতন ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হান্দল ৫৶০, পাটের হান্দল ৬॥০

তুলার হান্দল ৪৸০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেরিকান তুলার [illegible]	৫৪৲
[illegible] আমেরিকান [illegible]	৪০৲
[illegible] [illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মশলা।

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১১।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] নূতন [illegible]	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible] ঘাট [illegible], [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃঃ০ঃঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] —[illegible]. বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১০—২২	১৭—০৮	১৯—০৪
[illegible]	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
[illegible]	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-প্লীহা ও জীর্ণ [illegible] [illegible] একমাত্র [illegible]। [illegible] অভাব [illegible]। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। বড় বোতল ১৸০ আনা। [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সমস্যার যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ বাংলার ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সংজ্ঞা, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে হইলে, তাঁহাদের আবশ্যক এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণসমূহ স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত এতে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব

আরম্ভ

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় কলিকাতা আলবার্টহলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
সিকিকলম	৪৲		৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪৷০
" সিকি কলম ১৲	১৫৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	৩৫৲
" এক কলম ৩৫৲	৫৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক " "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিন্ন দর।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

বৈষ্ণবজগতে ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত।

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিতে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভাবুকের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাঠে রত হউন। এই বিরাট সচিত্র ও আকরণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার কর্তৃক গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার ঘাট ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৪নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৬৭]

বিবিধ সংবাদ

—:•:—

সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম

'এসোসিয়েটেড প্রেস' অবগত হইয়াছেন যে, কলিকাতার কোন বন্ধুর নিকট লিখিত এক পত্রে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন যে, আগামী অক্টোবর মাসের শেষভাগে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি শ্রীযুক্ত বসু নিখিল বঙ্গকর্মী সম্মেলন আহ্বান করিবেন। উক্ত সম্মেলনে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হইবে এবং শ্রীযুক্ত বসু বাঙ্গলার জন্য একটী কার্য্যক্রম উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত করিবেন।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আগামী অধিবেশনের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বসু লিখিয়াছেন যে, যদি রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আগামী অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বা নভেম্বর মাসে হওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে আর কলিকাতায় কর্মী সম্মেলন আহ্বানের কোনও প্রয়োজন নাও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে তাঁহার এই অভিপ্রায়ের বিষয় জানান। তবে শ্রীযুক্ত রায়কে ইহাও জানাইয়াছেন যে, আগামী বড়দিনের ছুটীর মধ্যে যদি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিষ্ণুপুরে অধিবেশন হয়, তবে তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না। কারণ সে সময় তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে ফয়েজপুর যাইবেন।

রাজবন্দী দুর্গাপদ সিংহ

মিরাট হইতে প্রকাশ, মিরাটের রাজবন্দী শ্রীযুত দুর্গাপদ সিংহকে গত ৩রা সেপ্টেম্বর পুলিশ পাহারায় এখানে আনা হইয়াছে, দুর্গাবাবু বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-পুর গ্রামে অন্তরীণ অবস্থায় আন্দামান বন্দীদের প্রতি সহানুভূতিসূচক অনশন আরম্ভ করিলে কয়েকদিন পরে বাঙ্গলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী তাঁহাকে কতিপয় সর্ত্তে মিরাটে নিজগৃহে পাঠাইবার আদেশ দেন কিন্তু এখানে তাঁহার বাড়ী ঘর না থাকায়, তাঁহাকে লইয়া স্থানীয় পুলিশও বিব্রত হইয়াছে। উপায়ান্তর না থাকায় প্রথম দিন তাঁহাকে থানায় রাখা হয়, পর দিবস হইতে ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহাকে পুলিশ হেপাজতে রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, ডেপুটী সেক্রেটারী প্রদত্ত আদেশ এতই অস্পষ্ট যে, উহা দ্বারা তাঁহাকে সাময়িকভাবে ছুটী দেওয়া হইয়াছে, না অন্তরীণ করা হইয়াছে বুঝা যাইতেছে না।

দুর্গাবাবুর শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়াছে।

যোগঘরে সন্তরণ

গত ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার যোগঘর "কল্লোলিনী" পাড়ালবাসীদের একটী এক মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, প্রতিযোগিকে তিনটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। সন্তরণ উপলক্ষে বহু জনসমাগম হইয়া ছিল। শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র খাসনবীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

ভূমধ্যসাগরে জলযুদ্ধ

ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধে স্পেনের মোট চারখানি রণতরী যোগ দিয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতেছে এই সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে শুনা যে, 'কানারিয়াস' নামক ক্রুইজার রণতরীর সহকারী ক্রুইজার 'মেজেস্ নিউনেজ' ও ডেষ্ট্রয়ার 'লিবার্টাড' এবং অপর ৫ খানি ডেষ্ট্রয়ার ইহাতে যোগ দিয়াছিল।

সালবাড়ী জাহাজের উপর সাবমেরিনের আক্রমণ চলিতে পারে আশঙ্কা করিয়া ফরাসী বিমানপোত এবং রণতরীসমূহ ঐ অঞ্চলে টহল দিয়া বেড়াইতেছে।

লক্ষ্ণৌ কলেজে ধর্ম্মঘট

গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতে লক্ষ্ণৌ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রায় দেড় হাজার ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রকাশ যে, বাধ্যতামূলক শারীরিক ব্যায়ামে যোগদান না করাতে তাহাদের উপরে জরিমানা করা হইয়াছে।

পিকেটিং চলিতেছে এবং ক্লাশগুলি ফাঁকাশূন্য হইয়াছে। ছাত্র ফেডারেশন কমিটি তাহাদের দাবী অধ্যক্ষ মিঃ ওয়েসের নিকট পেশ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। দাবীগুলি গৃহীত হইলে ধর্ম্মঘটের অবসান হইবে। একটি দাবী এই যে, যে জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায় করা হইবে না।

সিমলায় হরতাল

লাহোর ক্যান্টনমেন্টে গো-হত্যার জন্য যে বিরাট কসাইখানা নির্ম্মিত হইতেছে উহার প্রতিবাদে আজ সমগ্র পাঞ্জাবে হরতাল প্রতিপালিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। তদনুযায়ী গত ৩রা সেপ্টেম্বর সিমলায় হরতাল হইয়াছে। দোকান-পাট, বাজার, এমনকি খাবারের দোকান ও হোটেল পর্য্যন্ত বন্ধ। মল রোডে বা রিজে সাহেবী ধরণের বড় দোকানগুলির মধ্যেও অনেক দোকান আজ খোলে নাই। বিস্তারিত বাধা হত্যা কোরাণোক্ত আবশ্যক নহে বলিয়া ঐ স্থানে মুসলমানের পক্ষে চালান নহে, কোন কোন মুসলমান নেতা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করায় বহু মুসলমানও আজিকার হরতালে যোগ দিয়াছেন।

নৌকাডুবি

গত ৮ই সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহরে জেলা কোর্টের সম্মুখে অপর পার হইতে পাড়িয়া আসিবার সময় পঞ্চাশজন যাত্রীসহ একখানি নৌকা গঙ্গায় ডুবিয়া যায়। শীঘ্র বহু পুলিশ অবিলম্বে বিপন্নদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয়। তাহাদের এবং নিকটবর্ত্তী কয়েকখানা নৌকার মাঝিদের চেষ্টায় যাত্রীদের কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

প্রবল বন্যা

আড়িয়ালখাঁ নদীর জল সহসা বৃদ্ধি হওয়ায় মাদারীপুর সহরের কতকটা অংশ জলমগ্ন হইয়াছে। নদী ভাঙ্গনও আরম্ভ হইয়াছে। স্টীমার ঘাট আরও পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। অনেক ব্যক্তির বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল অফিস এবং মাদারীপুর হাই ইংরাজী বিদ্যালয় সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। নদীর জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

অগ্নিকাণ্ড

গত বুধবার সন্ধ্যায় কাশীপুর কাশেমকোটা হাইড্রলিক জুট প্রেসে আগুন লাগে। আগুন লাগার সংবাদ পাইবামাত্র ৩ খানি দমকল তথায় উপস্থিত হয়। এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আগুন আয়ত্ত আনিতে সমর্থ হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধর্বা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিমঞ্জরিকা গৌরগোবিন্দঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পূর্বার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবার ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যগতী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সাবরণদর্শনম্ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ বিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৶।
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶।
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।।
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।।
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রিকা একাদশবর্ষে প্রকাশিত হয়। সডাক ব ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদিবসের একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌর-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জাবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

১০ম বর্ষ | ১২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১৯৭তম সংখ্যা

শ্রীরাধাষ্টমী

—::o::—

আজ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী। এই তিথিবর কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সেবা সুযোগ প্রদান করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। আমরা সকলে এই পূজা করিয়া অর্ঘ্যাহৃতো আর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণকমলে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে বর্ষাণগ্রামে গোপরাজ শ্রীবৃষভানু সহধর্ম্মিণী শ্রীকীর্ত্তিদার সহিত বাস করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে শ্রীবৃষভানুরাজের গৃহে এক কন্যারত্ন আবির্ভূত হন। এই কন্যারত্নই আমাদের নিত্যারাধ্যা পরমপূজনীয়া পরমারাধ্য-শিরোমণি মাধবপ্রিয়তমা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা।

বিদগ্ধমাধুরীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর সহিত মিলিত হই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশ, যিনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী—নিত্যসঙ্গী—সর্ব্বশিরোমণি, তিনিই শ্রীমতী রাধিকা। তিনি কৃষ্ণপ্রেমোৎকর্ষ-পরাকাষ্ঠা-রূপিণী বলিয়া নিখিল শক্তি তাঁহার অংশোদ্ভবা। তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী—নিখিল শক্তিবর্গের অংশিনী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

রাধা-সহ ক্রীড়ারস-বৃদ্ধির কারণ।

কৃষ্ণের বাঞ্ছা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

এই শ্রীরাধার ভজন ব্যতীত কৃষ্ণভজন হইতে পারে না, রাধা-বিরহিত মাধব বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। যেহেতু শক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ অবস্থানের অবস্থা নাই। শ্রীমতী রাধিকাকে বাদ দিয়া অন্য জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজিয় স্বীকৃত হইতে পারে না। তাই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—হে বরোরু! এখন আমি অমৃতসাগররূপ আশালতিকা লইয়া অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিলাম; তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রয়োজন নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন,—

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীমতী পরম দুর্ল্লভ সেবার কথা আমাদিগকে দয়া করিয়া জানাইয়াছেন। আমরা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীগৌরমোহনের কথা বুঝিতে পারি। শ্রীগুরু ও গৌরভক্তগণের আনুগত্যে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের পরিপূর্ণ সেবার ফলেই পরিপূর্ণ শ্রীরাধাদাস্য লাভ হয়। ...

সহিত নিরন্তর গৌরবিহিত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই গৌরারাধনা।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

———

নির্য্যাণ

রংপুর জেলার জলঢাকা থানার এলাকাধীন চেংমারী গ্রামনিবাসী অতি প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত চারুচৈতন্য দাস মহোদয় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৪) ইং ১৯শে মে (১৯৩৭) বুধবার বেলা আন্দাজ ৮ ঘটিকার সময় মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নির্য্যাণকালে তাঁহার বয়স ১২৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এরূপ বয়সে মুর্শিদাবাদ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া আহার করত শ্রীনামাদি-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার ধৈর্য্য ও সরলতা প্রশংসনীয়।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাধা, শ্রীমতী যে কিরূপ কৃষ্ণাকর্ষিণী, তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর গূঢ় কথা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে অস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতীব গোপনীয় ও গুহ্য ব্যাপার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অর্ব্বাচীন বহির্ম্মুখ পাঠকগণের নিকট ঐরূপ অস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবার্ষভানবী—জগন্মাতা, তিনি যাবতীয় শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের জননী; তিনি—চিচ্ছক্তি-পরিচ্ছেদ বর্ণ ও সংজ্ঞা সমূহেরও আকর; তিনি স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর কৃষ্ণের পরমেশ্বরী 'পরাশক্তি'। 'শক্তিতত্ত্ব' বলিতে যাহা বুঝায়, 'শক্তি' বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী বলদেবেরও পূজ্যা; শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য ব্যস্ত। এই অনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর শ্রীচরণাশ্রয়কে পরম লোভনীয় বলিয়া জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণই পরমধন্য। সেই বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের সুষ্ঠুভাবে আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরম মঙ্গল হইবে। অতএব—

"দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্ রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

"অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় বৃন্দাবনে চিন্ময় কল্পবৃক্ষ তলে রত্নমন্দিরস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সেবাপরা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ও শ্রীললিতাদি প্রিয়নর্ম্মসখীগণের দ্বারা পরিবৃত শ্রীরাধাগোবিন্দকে স্মরণ করিতেছি।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ হৃষীকেশ সর্বশিব সর্বদা গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী

——::(০)::——

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-
ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥"

'যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বস্ত্রাঞ্চল সঞ্চালনসম্ভূত অনিল ধন্যাতিধন্য হওয়ায় কৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি দুর্লভ শ্রীনন্দনন্দন আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে আমাদের প্রণাম বিহিত হউক'—এই কথাটি শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন সখী; তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের আনুগত্যেই বৃষভানুসুতার অভিমুখে প্রণাম করিতেছি।

জগতে শোভা, সৌন্দর্য্য ও গুণের আধার-স্বরূপ নানাপ্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিলরসের ও শোভা-সৌন্দর্য্যাদি গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার, —সেই পূর্ণতম ভগবান্—যাঁহার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়,' সেই স্বরূপটী যে কত বড়, তাহা মানবজ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ প্লাবিত ও মোহিত, তিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত। সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহাদ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষাদ্বারা অপর লোককে বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়-তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরও 'বিষয়'। জড়জগতে যে-প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য ও জড়-সম্বন্ধ রহিয়াছে—উচ্চাবচভাব রহিয়াছে—পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদিত'রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয় তবে মোহন-কার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধা ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, চাঁরুচন্দ্র মঙ্গলী, মুকুন্দ-মধু-মাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকারুণ্যের শিরোমণিস্বরূপ অর্পণী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীবসমষ্টির ধারণায় বুঝা যায় না। লেখকের এরূপ ভাষা নাই,—যাহা সেবা বস্তুকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে।

কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেবাই সমর্থ, তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মায় উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ, যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সন্ধ্যা সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তিগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু" হইয়াছেন, রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই প্রসঙ্গে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরমতত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি সমর্থ নহেন।

পূর্ব্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারীর কথা প্রচারিত হইয়াছিল অর্থাৎ আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতিকে শ্রীরাধাগোবিন্দের যেরূপ সেবা-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন তাহাতে শ্রীমতীর মহিমা প্রসঙ্গে তত সুসম্বদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক-লীলায় যাঁহাদের আদৌ প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁহাদের নিকটেই শ্রীরাধাগোবিন্দের দৈনলীলা-কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। কালসন্তরবাতেই দৈন বিবাহের কথা—যাহা শ্রীনিম্বার্কপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে গৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীল রূপপাদ ও রঘুনাথ-দাসকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দের মাধ্যাহ্নিকলীলা মধুরিমার উৎকর্ষের কথা তারতম্য বিচারে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈত বিচার হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত স্থলের কথা, রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময় কল্পতরুতলে মদনমোহনের অপূর্ব্ব বিহার-কথা গৌরসুন্দরের পূর্ব্বে কোন উপাসক বা আচার্য্যই স্ফুটভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথা মাত্র অবগত ছিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুনন্দিনী কি প্রকার কৃষ্ণ-সেবার অধিকার লাভ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে কাহারও সেই মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সেবায় অধিকার ছিল না। বংশীবটনিকটে আসিয়াই ললিতা বিশাখা ও পত্রা প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরূপ-কথিত 'গোপালোত্তরতাপনী' প্রভৃতির 'কার্ত্তিকীমাসস্বরূপানুষ্ঠানিক'-পদ-নির্দিষ্ট লীলাসমূহকাণ্ডায় প্রবেশ-সৌভাগ্যের কথা মধুররসসেবী গৌরজন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের যে লভ্য নহে,—এ কথা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই।

শ্রীমতীর পাদপদ্মের উন্নত পদবী সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। মার্ষভানবীর নিত্যকাল অন্তরঙ্গ-সেবা-নিরত নিজ-জন ব্যতীত এ সকল কথা কেহ কখনও কোন কালেই জানিতে পারেন না। যে দিন আপনাদের কোনরূপ বাহ্য জগতের অনুভূতি থাকিবে না, ভুক্তি মুক্তি, তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টা তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্য-প্রধান বৈকুণ্ঠের কথাও তত্তুল্য কিঞ্চিৎ দোষ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেই দিনই আপনারা এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার কথা এদেশের ভাষায় বলা যায় না।—'স্বকীয়া,' 'পরকীয়া' বলিলে আমরা উহা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এইজন্যই শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলাকথা বলিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অধিকারী বড়ই বিরল,—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয় সেবার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। সেই অনভিজ্ঞ ধারণাকারিগণ লোকপরম্পরাক্রমে বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করেন, প্রকৃত কথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর স্থানেই আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীজীবপাদ 'গোপালচম্পূ-গ্রন্থে', শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ কথা বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদিগ্রন্থে তিনি প্রচার-প্রধান মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায় শ্রীজীবপাদ কর্ত্তৃক শ্রীরূপ-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ পারকীয় বিচার খণ্ড হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিথ্যা কল্পনা বা আরোপ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা তাহা নহে; আমরা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের প্রাকৃত সাহজিকগণের মধ্যেও এরূপ কুবিচার লক্ষ্য করি। অদ্যও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ে সেই উক্তির প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের আচার্য্য; তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবগণকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাকৃত বাহ্যদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বুঝিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, সেই সকল অতত্ত্বজ্ঞ লোক যাহাতে মহা অসুবিধার মধ্যে না পড়িতে পারে, তজ্জন্যই শ্রীজীবপাদ ঐরূপ সুসিদ্ধান্ত বিচার দেখাইয়াছেন। যাঁহারা নীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর বৈরাগ্য ও বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্য-যাজনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—ঐরূপ ব্যক্তিগণও যে আচার্য্য-লীলার এক কণিকাও বুঝিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ পরম-বৎসরময়ী চিন্ময়ী পারকীয়-লীলা অনধিকারী জনগণ বুঝিতে সমর্থ হইবে না বলিয়াই শ্রীজীব-পাদ কোনও কোনও স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কৃষ্ণভজনে কোন প্রকার দোষ আসে নাই। গোপালচম্পূবর্ণিত রাধা-গোবিন্দের বৈধ বিবাহ—তাঁহাদের পারকীয় ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে। পারকীয় রসের পরম শ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুদুহিতা নাবিক ধর্ম্মমর্য্যাদার সহিত প্রাকৃতপত্য বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অব্যভিচার ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রাকৃত-বিচার-পরিপূর্ণ মস্তিষ্কযুক্ত সহজিয়াগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা প্রাকৃত ব্যভিচারিণী ছিলেন, কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক,— বার্ষভানবী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। যাবতীয় সুনীতির মূল বস্তু বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ), —

"যার পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।"

শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষ্ণু-তত্ত্বের অংশী; শ্রীমতীও সকল শক্তিগণের অংশিনী। অংশী অবতারি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রাভব, বৈভব ও পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকাও লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপাত্র এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই তাঁহার নিত্যকাল পরিপূর্ণতম সেবাধিকারিণী; সুতরাং তিনি নিত্যকান্তা-শিরোমণি ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়', হ্লাদিনী-শক্তি-বিশিষ্ট যাবতীয় জীবাত্মা সেই ভগবত্তত্ত্বের 'আশ্রয়'। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ প্রকার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতি বা স্থায়ীভাব জীবাত্মার স্বরূপ-সিদ্ধ। এই স্থায়ীভাব-স্বরূপা রতি স্বয়ং আনন্দরূপা হইয়াও সামগ্রীর মিলনে রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারি প্রকার—(১) বিভাব (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। রত্যাস্বাদনহেতুরূপ বিভ

কৃষ্ণ ভাবে যেন চিন্তাকৃষ্ট জন। যাহা আকর্ষণ ছাড়ে তাহা ভজন।

প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যিনি রতির বিষয়, অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি 'বিষয়'রূপ আলম্বন অর্থাৎ বিষয়রূপ আলম্বনই রতির আধেয় এবং যিনি রতির আধার অর্থাৎ যাঁহাতে রতি বর্ত্তমান, তিনিই 'আশ্রয়'রূপ আলম্ব।

বৈকুণ্ঠাদিধামে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠাদি লোকের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই জড়জগতে যেমন ভূত-কাল বা ভাবিকালের সৌভাগ্য বর্ত্তমানকালে অনুভূত হয় না, দূর আবাসস্থানীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিধামে তদ্রূপ নহে; তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে যুগপৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও অনন্তকোটি জীবাত্মাই তাঁহার 'আশ্রয়'। আশ্রয়গণ কিছু বিষয় হইতে, পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন; তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই 'আশ্রয়'। বস্তুতে 'এক' ও শক্তিতে 'বহু',—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অল্পজ্ঞানধারণাকারী লৌকিকগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়ের স্থান নাই। শ্রীল নরহরি ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রয়ের অধস্তন বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এতদূর স্ফুটভাবে বলিতে পারেন নাই; এমন কি 'কাব্যপ্রকাশ'কার বা ভরতমুনিও তাহা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয় তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে 'অনন্তকোটি জীবাত্মা' আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী;—মধুররসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বাৎসল্যরসে নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে সুবলাদি, দাস্যরসে রক্তকাদি, শান্তরসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত চেতন স্থির গো, বেত্র, বেণু, কল্পবৃক্ষ এবং যামুনসৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের বহির্জ্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারাই এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্যই বিষয়-আশ্রয়ের অভিনয় করিয়া তরু লতা ও নানা চিত্রাদি এক এক বৃক্ষতলে এক এক মূর্ত্তি বাস করায় কৃষ্ণবীর্য্যে ভোগত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যেস্থানে যে ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহাতে কৃষ্ণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকার তত্ত্বকথা আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্মের গোচরীভূত হইতে পারে না। বৃষভানুনন্দিনী আশ্রয়জাতীয় মূল বস্তু। যে রাজ্যে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ বা নির্ব্বিশেষ চিদ্রাজ্যের অনুভূতি নাই, যে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্বিলাসচমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, শ্রীরাধিকা তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ন ও ভর্ৎসন পর্য্যন্ত করেন। এই সকল কথা সাধারণ মানবযুক্তির উন্নতস্তরে আরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিদ্রাজ্যপর্য্যন্ত কথা নয়; পরন্তু যাঁহার কৃষ্ণ-সেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এই সকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপা কান্তা। স্বয়ং শ্রীরূপগোস্বামী যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী যাবতীয় অপ্রাকৃত নায়িকাগণের মূল আকর বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ বর্ণনে পাই—(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ) "কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশ-পাশ।" সহস্র সহস্র গোপীর যূথেশ্বরীগণ, মূল অষ্ট সখীর সহস্র সহস্র পরিচারিকাযুক্ত বৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেছেন। মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ আট প্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসক-সজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকাগণের দ্বারা সেবার বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আট দিকে আটটী সখী। স্বাধীনভর্ত্তৃকা—যুগপৎ অষ্ট সখীর অষ্টভাবে পারঙ্গতা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক যে রসের রসিক, যে রতির বিষয়, কৃষ্ণ যখন যাহা চান, সেই সকল ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী হইয়া অনন্তকাল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা-রসে নিমগ্না।

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পরিপূর্ণরূপে তত্ত্বনিত্যভাবে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। শ্রীনারায়ণে ষষ্টি গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে তাহা আরও অত্যদ্ভুতরূপে বিরাজমান। আবার শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চারিগুণের নায়ক, তাহা শ্রীনারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলোক-চমৎকারিণী লীলার কল্লোল-বারিধি। তিনি অসমোর্দ্ধরূপ শোভাবিশিষ্ট, তিনি ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলীবাদনকারী, তিনি শৃঙ্গার-রসের অতুল প্রেমবিশিষ্ট-লোভনীয় শ্রেষ্ঠ-প্রিয়জনের সহিত বিরাজমান; অর্থাৎ তিনি ক্রীড়া (লীলা-মাধুরী), শ্রীবিগ্রহ (রূপ)-মাধুরী, বেণুমাধুরী ও সেবক-মাধুরী—এই চারিটী অসাধারণ গুণ লইয়া নিত্যধামে বিরাজমান। এই চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নারায়ণে পর্য্যন্ত নাই।

এই জড়জগৎ চিদ্রাজ্যেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিদ্রাজ্যে একজন সেব্য, আর সকলেই সেবক; আর, অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিদ্রাজ্যে একমাত্র সেব্যবস্তুর সুখতাৎপর্য্যই সেবকগণের নিত্য চিন্ময় স্বার্থ। সেই চিদ্রাজ্যেরই বিকৃত প্রতিফলন অচিজ্জগতে বহু সেব্য ও সেবক ছিল, আছে ও থাকিবে। এই জড়জগতে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর ভিন্ন; এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলেই সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ এক কথায়, এই স্থানে সেব্য ও সেবকের নিঃস্বার্থসম্বন্ধ নাই এবং এইস্থানে সমস্তই একতাৎপর্য্যের অভাব বা ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের অনিত্য স্বার্থের জন্য এবং পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থাৎ পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। এইস্থানে বড় বড় সতী স্ত্রী বা বড় নীতিপরায়ণ স্বামী হউক না কেন, দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা—কৈতবী, অনৈকান্তিকী ও অব্যবসায়িকা। আমাদের একমাত্র কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এই জড়প্রপঞ্চের পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ, মাতাপিতার প্রতি পুত্রের যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তন্মধ্যেও স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যেই পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ, সুতরাং শুদ্ধ সেব্য-সেবক সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যেখানে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন একটিমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ বা বিষয়তত্ত্ব—যেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেখানে আর ব্যভিচার হইতে পারে না। সেখানে 'বিষয়' এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', শক্তি—অনন্ত, অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্বে ও শক্তিতত্ত্ব-বিচারে অদ্বয়জ্ঞান বিষয়ের বা বস্তুর একত্ব, আশ্রয় বা শক্তির অনন্তত্ব।

শ্বেতাশ্বতর (৬।৮) বলেন,—
"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ॥"

অদ্বয়জ্ঞান শক্তিমত্তত্ত্ব-বস্তু 'এক' হইলেও শক্তি বিবিধ হওয়ায়, শক্তি-বিচারে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শক্তি-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বস্তুর অদ্বয়ত্ব ও শক্তির বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে আশ্রয়জাতীয়ত্ব-রহিত কেবলাদ্বৈতপর বিচার নাই।

এই সেবীবাদে ভোগ্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বাধিয়া লওয়া যায়, সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অধীশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার পরিবারগণের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ রসের রসিক আশ্রয়তত্ত্বসমূহের সহিত বিষয়তত্ত্বের কেহ যেন গোলমাল না করিয়া ফেলেন। আলঙ্কারিকের পরিভাষা 'বিষয়' ও 'আশ্রয়', —দার্শনিক ভাষায়—'শক্তিমান' ও 'শক্তি', ভক্তের ভাষায় 'সেব্য' ও 'সেবক' বলিয়া উক্ত হন। আমরা যদি নিত্য-আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর 'সুদুর্লভ'রূপ 'সুদুর্লভ' চরণাশ্রয় বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় লোভনীয় ব্যাপার, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্ব্বে এরূপ স্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত,' 'অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা', 'মহাবদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরই এই অদ্ভুত কথা জগজ্জীবকে স্ফুটভাবে জানাইয়াছেন।

আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উপাসনার কথা বলিলেও তাহাতে ততদূর স্ফুটতা প্রদর্শিত হয় নাই; কারণ, তাহাতে স্বকীয়বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীনাথের উপাসনা-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ও মধ্য ৮ম পঃ)—

"পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণে এই ভাব নিরবধি।
তা'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥"
"গোপী আনুগত্য বিনা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥"

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্য বিচারে লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থে মধুর-রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক লীলার পরমচমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই; এমন কি, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই।

শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাসক্রীড়াকালে 'সাধারণী' বিচারে অন্যান্য গোপীগণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিতা হওয়ায় অভিমানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাসস্থলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সঙ্গলাভার্থী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক একমাত্র তাঁহারই অনুসন্ধান-কার্য্যের

(অবশিষ্ট ৬০ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রভ-ক্তিপ্রচারকরে 'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাভাগবত-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাম্পদ শ্রীপাদ নবীচরণ দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তর্দ্বীপকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিজীবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামরক্তার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিনন্দন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)।

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীখণ্ডিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলটাড়িয়া, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিতার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীযুক্তনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩১নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিচার আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রকাশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীশরদেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোতোয়ালি, জেলা গুর্জ্জরাট (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাপ্টেন বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভেই গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরহরিনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বাঁহু (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরদহ, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২১শে আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

কোম্পানি সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
লাফরা নুতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ বাদশাহি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৶০
শিশুর ১০০০ নং	১০৶০
অযোধ্যা সাদা	৯৷০
জনপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
জনপুর লাল	৭৸৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

গিনি সোনার বার	৩৪৷০
মোহর	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

——	৪০৸০
——	৪০৸০
——	৪১৷০
—— মধ্য	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

গাটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
পাংকোচন ঐ	৬৲—৬৶০
—— ঐ	৫৸৶০—৫৸০
——	৬৲—৬৶০
—— (বি)	৫৸০—৫৸৶০
—— নং (২	৫৶০—৫৷৶০
—— (এস)	৫৲—৫৷০
—— (কে)	৪৸০—৪৸৶০
—— নং (৩)	৩৷০—৩৸৶০
——	১৷৶০—১৸০
	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

——	৫৭৲
——	৫৭৲
——	৫০৲
	৪৫৲

———	৪৸৫
——	৪৬৲
——	৩৬৲
——	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

গোলাব কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ ে মার্কা হালকা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৶০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

বীম	।৶৫—৸০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
শ্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩৷০—৪৲

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
সিদ্ধ পাটি, বোলটু, পবারে	৮৲—৯৲

গোল রড বি-ইনকোর, 5 কনক্রিটের

রড	৯৸০—১২৲

নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল-২২৲

চটকলের হাপরণ ৫৶০, পাটের হাপরণ ৬৷০

তুলার হাপরণ ৪৸০

সূতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আমের সোনার কাটন	৫৪৲
লিটন আমের ফরকচ	৪০৲
করাচি খুরসির কাটন	৪৩৲
হাপার্থ সাদা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবনা মাল	৮৷০
সুপারী সেনী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
——	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সনস্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

পুরাতন সোণার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।
মজুরী সুলভ

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোণার নানাবিধ হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার   টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্
১২৪-১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শিয়ালদহ-রাণাঘাটে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	৯—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শিয়ালদহ রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫ ৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০ ১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিলেই আশাতীত ফল পাইবেন। মূল্য বড় বোতল ১৷০ আনা, ছোট বোতল ৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্ব যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বাংলার ব্রাহ্মণের মাতাপিতা, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের সকলের ব্যবহার-প্রণালী জানিতে চাহুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে যথাস্থানে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতা আলবার্ট হলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), একাদশ অধ্যায়ব্যাপী গ্রন্থকার-ভূমিকায় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যা

বিরাট্ সংস্করণ

ভি—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):-

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্র… ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি… প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থা… ১৬।এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইবে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক … একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বরপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৬৮]

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

রবীন্দ্রনাথ গুরুতর পীড়িত

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসকগণের সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রে শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়াছেন।

উড়িষ্যায় হিন্দীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা

'হিন্দী প্রচার সভার' পক্ষ হইতে গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাসের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উক্ত ডেপুটেশন প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন, স্কুল ও কলেজে হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদিগকে অবিলম্বে উপদেশ প্রদত্ত হইবে।

—

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু

স্যার তেজ বাহাদুর গত ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে অকস্মাৎ মূত্র রোগে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সিভিল সার্জন সহ চারিজন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। ১০ই তাঁহার বেদনা খুব তীব্র ছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থা অনেকটা ভাল। আপাততঃ আশঙ্কার কারণ নাই। ডাক্তারগণ মনে করেন যে, তিন চারি দিন মধ্যেই তিনি সুস্থ হইবেন।

—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু অতি দ্রুত আরোগ্যের পথে চলিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক ভাল; এমন কি একটি বন্ধুর সহিত অবলীলাক্রমে দীর্ঘ ৩ মাইল পথ চলিয়াও তিনি ক্লান্তিবোধ করেন নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি পাকস্থলীতে এখনও বেদনা বোধ করেন, কিন্তু বহুদিন পরে পরে। ডাঃ ধরমবীর বলেন, ডালহৌসীতে আর দুই মাসকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেই তিনি সম্পূর্ণ নীরোগ হইবেন।

—

৬জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ১৩জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, উনাওয়ের দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডের মামলা সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারার অভিযুক্ত ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ১৩ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মহাপণ্ডর দাঙ্গায় ৪ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছিল।

—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি

এলাহাবাদ হইতে প্রাপ্ত তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে গত ১০ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্মকর্তৃগণ জানাইয়াছেন যে, আগামী ২৩শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং ৩০শে অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। উক্ত দুই তারিখের পর পর দিবসেও যথাক্রমে উক্ত কমিটির অধিবেশন চলিবে। উক্ত কমিটির অধিবেশনই কলিকাতায় হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১৬।১৭জন সদস্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতায় যে অধিবেশন হইবে উহার তারিখ পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালকে অনুরোধ করিয়া একখানি তার পাঠাইয়াছেন। ঐ সময়ের দীপালী উৎসব পড়ায় তাঁহারা তারিখ পরিবর্তন করিতে বলিয়াছেন। ২৬শে অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের তারিখ ফেলিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন।

যাঁহারা তার করিয়াছেন তাঁহারাও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য।

সাত জন খুন ও গ্রাম লুঠ

লাহোর হইতে প্রকাশ, ফিরোজপুর জেলার মুক্তসর হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এক দুর্বৃত্ত দল নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহারা দুইজন স্ত্রীলোক সমেত সাতজনকে খুন করিয়াছে এবং বহু লোকের বিস্তর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্থানীয় দুইটি দলের মধ্যে বহুদিন যাবৎ বিরোধিতা চলিতেছিল। ঘটনার দিন তাহা চরমে উঠে। এক দলের দলপতি একটি বন্দুক লইয়া অনুচরগণসহ শত্রুর সন্ধানে বাহির হয় এবং প্রতিপক্ষের দুইজন বিশিষ্ট লোককে গুলী করিয়া মারে এবং অপর সকলকেও তাহাদের বাড়ীঘর আক্রমণ করে। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসিগণ বাড়ীঘর ফেলিয়া পলায়ন করে। পরে পুলিশবাহিনী আসিয়া পৌঁছিলে তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসে।

সীমান্তে উপজাতীয় অশান্তি

সিমলা হইতে প্রকাশ, সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে গত ১০ সেপ্টেম্বর এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গত সপ্তাহে মোল্লা সের আলি নামক দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহী নেতা সরকারের বিরুদ্ধে লোকজনকে প্ররোচিত করিতে ও বিরোধ চালাইতে জোরে প্রচারকার্য্য চালায়। কুনিগ্রামের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বন্নু উপত্যকার উপরের দিকে আড্ডা করিয়া কিছুদিন যাবৎ অনিষ্ট সাধনের সুযোগের সন্ধানে সে ফিরিতেছিল। গত কয়েক দিন যাবৎ তাহার দলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কুনিগ্রাম ও ওয়ানার মধ্যবর্ত্তী রাস্তার টোপাদারদের ঘাটী সে আক্রমণ করে। বিশেষ করিয়া সাড়াওয়ার্ডি, বাড়াই এবং জোরোয়ানের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সে আক্রমণ চালায়। এই সংঘর্ষে খাসাদারদের মধ্যে অনেকে হতাহত হইয়াছে। খাসাদারদের ঘাঁটি এবং দোকানের ঘাটি ধ্বংস হইয়াছে। খাসাদারেরা আক্রান্ত হইলে স্থানীয় গ্রামবাসী দলসমূহ তাহাদিগকে সাহায্য করে। পরে স্থানীয় দল দাতাখেলো ও মদাক খাঁর রাজত্ব তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার ফিরেঙ্গ এই অশান্তি নিবারণের জন্য ওয়াজিরিস্তানে অঞ্চলে দলের বাহু বিদ্রোহের সহিত যোগ দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

—

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৩০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সভাষ্য গীতা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৷
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। আমন্ আবহ ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধতা ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাচরিত্র শুপসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তকত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনপ্রভা ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। ভবদ্বন্দাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ভক্তদশকম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। মায়াবাদবর্জনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। ভিশেটিক ওয়ার্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

অসমীয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভাষায় অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিক প্রয়াগ শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামপুর শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

১২শ বর্ষ | ২৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | ১৯৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরু-পূজা

গত ১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের প্রকট-তিথি-পূজা শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে মহাসমারোহে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অদ্রিভা-হরণনাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য-অর্চ্চা বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও বিবিধ কারুকার্য্যখচিত একটি সুরম্য সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় একটী নগরসংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা খোল-করতাল, শঙ্খ-ঘণ্টা ও পাশ্চাত্য ঐকতান সহযোগে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে বহির্গত হইয়া শ্রীধাম-পরিক্রমা করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীআচার্য্যবন্দনা, গুরুবন্দনাদি হওয়ার পর গুরুপরম্পরা ও 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাঙ্গলা, সংস্কৃত, গুজরাটী ও উৎকল ভাষায় প্রদত্ত চারিটী অভিনন্দন-পত্র, অন্নকূটকাব্যতীর্থনাগার, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, ঢাকা, মাদ্রাজ প্রভৃতি হইতে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রদত্ত আরও একটী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়। পাঠান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রমেয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও অপ্রাকৃত অপার্থিব কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

অনন্তর কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূজা ও আরতি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ও আচার্য্যচরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ এবং অন্যান্য ভক্তমহিলা শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হইতে থাকে। সকলেই এই উচ্চ সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় ৪০০ শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসব উপলক্ষে মঠবাসী সেবকবৃন্দের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চেষ্টা ও আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। আপনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শাসন বা শিক্ষার বরণে নিয়োগ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। সেবার বাহ্য-পারিপাট্য ও আড়ম্বর দেখাইয়া উহার অভ্যন্তরে সরল বা উহাতে গোঁজামিল দেওয়াকে আপনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব আমাকে যদি খুব কম সেবক জানেন, তথাপি যদি আমি সেই সেবাটী অকৃত্রিম ও অকপটভাবে নিশ্ছিদ্ররূপে করিতে পারি, তাহাতেই অতিমর্ত্ত্য গুরুদেবের সেবা হইবে, বাহ্য বাগাড়ম্বর বা চালাকিবাজী সেবা হইবে না—ইহাই আপনার নীরব ও নিষ্কপট আদর্শ সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়াছে ও করিতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কোন সেবকই আপনার তোষবাক্য বা মনোরঞ্জনকারিণী কথায়, বাহ্য চাকচিক্যে বা অন্য কোন প্রকার বাহ্য-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন নাই, কেবল আপনার স্বাভাবিক নিষ্কপট গুরুসেবাময় ব্যক্তিত্ব, আদর্শ-সুনির্ম্মল-চরিত্র, ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণতা ও আচার্য্যোচিত আচরণই সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। আপনি সকলেরই আত্মমঙ্গল অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নিষ্কপট আত্মমঙ্গল-সন্ধিৎসুমাত্রই আপনার পাদপদ্মে আকৃষ্ট। আপনি সহস্র শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণকে সেইরূপ অধমাধম কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীসেবায় নিত্য নিযুক্ত রাখুন,—ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আজ আমাদের প্রার্থনা।

হে সহজ-পরমহংসবর! আপনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন হইয়াও খণ্ডকালগত দৃষ্টিতে অদ্য ষিচত্বারিংশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া জগতের ভাগ্যে কৃপা পূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন। আপনার আশৈশব হরিভজন-প্রচেষ্টা, আদর্শচরিত্র, গুরুগৌরাঙ্গ-সেবৈক-নিষ্ঠা স্মরণ করিয়া এই শুভবাসরে আপনার দাসাভিমানী অযোগ্য সেবকবৃন্দ আমরা আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। আপনি নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন।

হে পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরো! পরমকরুণাময় মহা-বদান্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ও অভিন্নতনু আপনাকে পাইয়া আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটেও অসহায় বা অনাথ হই নাই। পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ আপনার হুঙ্কারে সন্ত্রস্ত হইয়া হরিগুরু-বিদ্বেষী পাষণ্ডগণ বহুদূরে অবস্থান করিতেছে। আপনার নির্ভীক হরিকথা-কীর্ত্তন সজ্জনবৃন্দের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া সকলেরই আকুল প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে। হরি-বিদ্বেষীর প্রতি আপনার বজ্রাদপি কঠোরতা, শরণাগতের প্রতি আপনার কুসুমাদপি কোমলতা, আপনার যুক্ত-বৈরাগ্য, সরল সরল দৈন্য, জীব-দুঃখে কাতরতা, পরদুঃখদুঃখিতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা সজ্জনমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। গৌরকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ আপনি আজ জগতে শ্রীগুরুগৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অসংখ্য বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পরমসাহসিকের নির্ভীকতার সহিত শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন এবং সকলকে তাহাতে যোগদান করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রদানপূর্ব্বক সাদর আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছেন। আপনার আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে পাইয়া আজ আমরা নিজদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীব্যাসাবতার আপনি জয়যুক্ত হউন

হে পরমদয়াল অশেষদুর্দ্দিনপতিতপাবন প্রভো, আপনার অনন্তগুণাবলীর কথা কীর্ত্তন করিতে পারি এরূপ যোগ্যতা আমাদের নাই, তথাপি অধমতারণ নিত্যানন্দ আপনার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা যেন আপনার আনুগত্যে আপনার শ্রীচিন্তামণি সেবায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বিধান করিতে পারি; কারণ, আপনার কায়মনোবাক্যের যাবতীয় চেষ্টা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়ে গুরুগৌরাঙ্গে নিযুক্ত। সুতরাং একমাত্র আপনার সেবার দ্বারাই আমাদের নিত্যারাধ্য মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অন্বয় কৃষ্ণের সেবা হইবে। আপনার অনুপযুক্ত দাসাভিমানী শ্রীচৈতন্যমঠের অযোগ্য সেবকবৃন্দ আমরা আজ এই শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আপনার পরমপূত পদাম্বুজে আমাদের এই সামান্য ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, কৃপা পূর্ব্বক যোগ্যতা বিচার না করিয়া আমাদের এই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করুন আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিত্যকাল আপনার অনুগত হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য পাই। জয় গৌরবাচার্য্য-বর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ কি জয়।

আপনার চরণাশ্রিত দাসাভিমানী দীন অযোগ্য—

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণ কীর্ত্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ হৃষীকেশ ৪৪১ শ্রীধাম মায়াপুর সর্ব্বাধ গৌরাব্দ ৪৪১

দুই একটি কথা

কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বের সৃজন-সংহারাদি যাবতীয় কার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা-ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। সকলেরই নিয়ন্তা তিনি।

আমরা অনেকসময় মনে করি, আমরা নিজে কিছু করিতে পারি। কর্ত্তাভিমান-বশতঃই আমাদের হৃদয়ে এইরূপ দুরাশা বা ভ্রান্ত ধারণা স্থান পায়। এইজন্যই আমরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে বা নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য তৎপর হই। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাববশতঃ এইরূপ করিতে গিয়া আমরা কিছুতেই সফলকাম হইতে পারি না এবং সময় সময় কৃষ্ণের ইচ্ছায় কোন কিছু করিতে পারিলেও তাহাতে আমরা শান্তি পাই না। আমরা সেবক, সেবা ব্যতীত অন্য কিছুতে আমাদের শান্তি হয় না। আমরা সেবাই করিতে পারি এবং তাহাতেই আমাদের পরম আনন্দ। সেব্যের প্রতি নির্ভরতা, তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মিশাইয়া দেওয়া আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ভগবৎ-সেবা-প্রতিকূল কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া আনন্দের বিপরীত দিকে ছুটিয়াছি বলিয়া সুখের বিপরীত দুঃখই আমাদের প্রাপ্য ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যে আমাদের বিশেষ আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমরা ভোগী বা ত্যাগী হইতেও পারি না এবং হইবও না। আমরা সেবক হইব। কর্ম্মফল অনুসারে সুখ-দুঃখ যেমন আসে আসুক, তাহাতে বিচলিত হইব না। আমরা কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তে সেবা-কার্য্যে তৎপর থাকিব এবং যাহাতে সেব্য ভগবানের সুখ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিব, অন্য কার্য্যে বা অন্য চিন্তায় সময়ক্ষেপ করিবার আর সময় কোথায়? দিন ত' কাটিয়ে এল। আর জন্ম-মৃত্যু, উন্নতি-অবনতি, সুখ এবং দুঃখ-সংঘটন সবই যখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইতেছে, রোগ-শোক-জরাদি যখন কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই আমার নিকট আসিতেছে এবং আমাকে যখন দুঃখী ও সুখী রাখিয়া কৃষ্ণের সুখ হইতেছে, আমাকে অনর্থনির্ম্মুক্ত না করিয়া, সংসার হইতে উদ্ধার না করিয়া, আমাকে বহির্ম্মুখ রাখিয়া, আমাকে দেখা না দিয়া যখন কৃষ্ণের সুখই হইতেছে তখন রুক্মপদাশ্রিত জীবের ব্যস্ত হইবার কি আছে? অসন্তুষ্ট থাকুক, অধীন অধীনই থাকুক এবং তাঁহার কৃপার জন্য অপেক্ষাই করুক, সেবা করিতে করিতে শুদ্ধ সেবাধারের আশায় 'কৃপা প্রতীক্ষা' ছাড়া তাহার আর কি কাজ থাকিতে পারে?

আমরা বদ্ধজীব, আমরা আশা করিতে পারি মাত্র। কৃপাময়ের ইচ্ছা হইলেই তাহা ফলবতী হইতে পারে, নতুবা নহে। সুতরাং আমরা নিজের দাম্ভিকতা, কর্তৃত্ব বা নিজ বল-চেষ্টা প্রভৃতির প্রতি ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিব, তবে অন্ততঃ যতদিন যাবৎ যতদিন তাঁহার পূর্ণ কৃপা না পাই ততদিন কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে তাঁহার সন্তুষ্টি-বিধানে চেষ্টা করিব। স্বতন্ত্র জীবনে বহু কষ্ট পাইলাম। সুতরাং তাহা আর ভাল লাগে না। তাই আজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে শরণ লইতেছি। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া আমাদের কোন কিছু করিবার উপায় নাই। সুতরাং বৃথা চেষ্টা করিয়া সময়ক্ষেপের দরকার নাই। আমরা মূর্খ, অজ্ঞ, হিতাহিত বিচার আমাদের নাই। এমতাবস্থায় বিদ্বান্ মহাজনগণের পথই আমাদের অবলম্বনীয়। নতুবা মঙ্গলাভের আর উপায় দেখি না। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

কৃষ্ণ তারে দেন নিজভক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাবরবর প্রচারকগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক

ভক্তিবিনোদগৌরবাণী-শ্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস ৺ত্রিদণ্ডিস্বাম্যাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের

নিখিলভুবনমঙ্গলময়ী

ত্রিচত্বারিংশত্তম আবির্ভাববাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীচৈতন্যবাণীর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক পাবন আচার্য্যদেব! আমাদের নিত্যারাধ্য পরমারাধ্যপাদপদ্ম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে শ্রীব্যাসাদির আপনার আচার্য্যলীলা-প্রকাশে আমরা অকূল পাথারে এক অদ্বিতীয় অবলম্বন লাভ করিয়াছি। উৎকলপুরুষোত্তম হইতে আপনার নিত্যসিদ্ধ-আচার্য্যলীলা প্রকটিত হইলেও শ্রীচৈতন্যমঠে গৌরাবির্ভাব-দিবসে আপনার আচার্য্য-লীলা-প্রকাশের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছে।

হে স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য, আপনাতে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যের যাবতীয় লক্ষণ সজ্জনগণের নিকট পরিস্ফুট; কিন্তু উন্মত্ততাবিশিষ্ট ও আলস্যাদি দোষ কলিত রাজস ও তামসগুণ-সম্পন্ন অবৈধ-প্রকৃতি জীবগণের নিকট তাহা অবিদিত—

স্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

আপনি পরমোৎকৃষ্ট শুদ্ধসত্ত্বময় রচিত শীল, রূপ ও চরিত্র-সম্পন্ন বলিয়া তমঃপ্রধান অসুরস্বভাববিশিষ্ট জীবগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। আপনার শ্রীচরণে প্রপন্নজনই আপনার কৃপাবলে আপনার স্বরূপাবধারণে সমর্থ। শ্রীব্যাসাদি প্রসিদ্ধ পরমার্থবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত-শ্রবণমুখে শুদ্ধবুদ্ধিগণ আপনাকে জানিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অপরে আপনাকে কিছুই বুঝিতে পারেন না।

হে স্বরূপ-রূপানুগপথ-সিদ্ধান্তবিৎ কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আচার্য্যদেব! শ্রীব্যাস ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ-কথিত আচার্য্য-লক্ষণসমূহ আপনাতে স্বতঃই প্রস্ফুটিত—

পঞ্চরাত্রপ্রবৃত্তো যঃ সিদ্ধান্তার্থস্ততত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥
বস্তু বিজ্ঞো পরা তত্ত্বার্থবিজ্ঞো তথা
ভবেৎ।
স এবাচার্য্যশব্দেন জ্যেষ্ঠঃ সত্যমেব বদামি তে॥

(হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র)

আচার্য্যস্তু ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডজনবিস্পৃহঃ॥

(মাৎস্য)

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

(বায়ুপুরাণ)

হে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ! আপনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী সেবকের আশা ও ভরসা। শ্রীচৈতন্যকথিত বিবিধ অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনে আপনার সুদৃঢ় নিষ্ঠা, আপনার নিরপেক্ষতা ও নিষ্কপটতা, আপনার নির্ম্মল-চরিত্রের অকৃত্রিমতা, আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তে শ্রীস্বরূপ-রূপ-ভক্তি-বিনোদ-সরস্বতীর ন্যায় অতুলনীয় সহজস্ফূর্ত্তি, আপনার আচারে নিত্যসিদ্ধ ভাগবতশ্রীর সর্ব্বতোভাবে আপনার আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

হে রূপানুগবর আচার্য্যদেব! শ্রীরূপ-রঘুনাথের প্রচারপ্রণালীই যে একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আরাধ্য, শ্রীল প্রভুপাদের এই সর্ব্বপ্রধান কথাটী আপনিই সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আপনি ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ, নিবন্ধের পূর্ণ তাৎপর্য্য আর কেহ পরিস্ফুট করিতে পারেন না,—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আপনার কৃপা ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের ভাব, ভাষা ও বক্তব্য বিষয় সকলের নিকট অবিদিত—ইহা নির্ভীক সত্য। যদি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তদীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ আপনার উদয় না হইত, তাহা হইলে আজ কে তাঁহার অপ্রাকৃত বাণী সংরক্ষণ করিতেন? কেই বা প্রভুপাদের অনুগমনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ ভাগবতসিদ্ধান্তের প্রচার করিতেন? আপনি শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থের সঙ্কলনকারী। শ্রীল প্রভুপাদ আপনার হস্তেই তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও তাঁহার পত্রাবলী, উপদেশাবলী দেখাইয়াছেন এবং আপনি শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের কথা ও উদ্দিষ্ট বিষয় বুঝিতে পারিয়া অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ-বিষয় পরিপূরণ করিতে পারেন,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ কোটিকণ্ঠে শতমুখে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতেন। যেমন শ্রীরূপ মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবানুবর্ত্তী শ্লোক রচনা

করিয়া মহাপ্রভুর অন্তরের তাৎপর্য্য জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া অন্তরঙ্গ নিজ-জন ও সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়ও আপনি সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

হে শ্রীস্বরূপাভিন্ন! আপনি শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহরূপে শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের কর্ণানন্দ-বর্দ্ধনকারী গৌর-বিহিত কীর্ত্তনে নিত্যসিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীচৈতন্যমঠে শত শতবার আমাদের সম্মুখে বলিয়াছেন—এই যুগে কীর্ত্তনকারিগণ শতকরা প্রায় শতজনই সুর তাল-মান-লয়ের সম্ভোগরসে মত্ত হইয়া দুর্নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু একমাত্র বাসুদেবই বর্ত্তমান যুগে সঙ্গীতকীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে আদর্শ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। শ্রীল প্রভুপাদ আপনার শ্রীমুখে "যশোমতী-নন্দন," "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" ও অনেক নিগূঢ় ভজন-গীতি শ্রবণ করিতে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইতেন। আপনার কীর্ত্তন ও লেখনীর অভাবে জলপানে তৃষ্ণার তৃষ্ণা মিটাইবার ন্যায় অপরের কীর্ত্তন ও লেখনীকে কথঞ্চিৎ আদর করিতেন এবং তাঁহাদিগকেও আপনার নিকট হইতেই শিক্ষাগ্রহণ করিতে আদেশ দিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বেও একমাত্র আপনার নাম উল্লেখ করিয়া কীর্ত্তন-প্রচারের কথা বলিয়াছেন। আপনি শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের ন্যায় কীর্ত্তনের দ্বারা আপনার ইষ্টদেবের পূর্ণানন্দবিধান করিতে পারিতেন বলিয়াই আপনাতে স্বরূপ-রূপানুগত্যের পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ, কি পরহংসবেষধারী,—সকলেই আপনার নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন নাই। আপনি আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া "আচার্য্য-ধারা কালে কালে বিচ্ছিন্ন হয়"—এইরূপ নিখিল-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরোধী নির্ব্বিশেষ বাদকে নিরস্ত করিয়াছেন, "গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটকালের আলেখ্য-সংরক্ষণে গুরু-পাদপদ্মে অপরাধের অবকাশ দেওয়া হয়"—শ্রীল প্রভুপাদের এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া সকলকে অপরাধপঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চার কেবল অর্চ্চন হইতে মহান্তগুরুপাদপদ্মের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে পরিপ্রশ্নাদিমুখে শ্রবণ-কীর্ত্তন অধিকতর আত্মমঙ্গলকর ও ভজনের পরিপোষক—ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর যাহারা ভজনোপযোগিতারূপ মহাবদান্যতাকে অর্চ্চার নিকট মনোধর্ম্মজাত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্রে পরিণত রাখিয়া অভজনশীল লোকবুদ্ধি ও লোকহিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের অসৎ সিদ্ধান্তকে খণ্ডিত করিয়া আপনি ভক্তিবিনোদ-ধারার নিত্যত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন। আচার্য্যত্ব-প্রকাশকে যাহারা দাম্ভিকতা মনে করিয়াছিল, তাহাদের দুর্সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া উহা যে পরিপূর্ণ গুরুদাস্য বা ভক্তৈতাভৃত্যানুভৃত্যাভিমান—ইহা সাধু-শাস্ত্র মহাজনের আদর্শের দ্বারা আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃত-ধন-জন-বল-পাণ্ডিত্যের দাম্ভিকতার দ্বারা অপবস্তুকিরও প্রচার হয় না, একান্ত শরণাগত গুরুসেবকের বা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নামপ্রভুর নিষ্কামের অভিধানে প্রতিষ্ঠিত বাণীসেবকের দ্বারাই বাস্তবসত্যের প্রচার হয়, শরণাগতগণের নিকট সার্ব্বভৌমাদির বল যে পরম দুর্ব্বলতার নিদর্শন—ইহা আপনি আপনার আচার্য্য-লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন

আপনার আচার্য্যত্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে এক যুগান্তরের সূচনা করিয়াছে। কেননা, এইরূপ আন্তর্জাতিক বহুরূপী নাস্তিকতার যুগে আপনার ন্যায় সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের অভ্যুদয় না হইলে অভিমর্ত্ত্য আচার্য্য-সম্বন্ধেও গণবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদের প্রচ্ছন্ন প্রতীকস্বরূপ সর্ব্বসমবাদ অর্থাৎ সকলেই আচার্য্যের পর্য্যায় বা তাঁহার সমান—এই নাস্তিক সিদ্ধান্ত আচার্য্যের অদ্বিতীয় আসনকে কলঙ্কিত করিত। আপনি গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহরূপে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারের পরিশিষ্ট সেবা করিবার জন্যই উদিত হইয়াছেন।

অসংখ্যবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি—শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ও নিষ্কলঙ্ক অপাতত-চরিত্র দেখিয়া তাঁহার সকল আশ্রমের সেবকগণের প্রতি আপনার দ্বারাই নিষ্কপট-হরিভজনবিষয়ের শাসনদণ্ড প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীচৈতন্যমঠে অসংখ্যবার বলিয়াছেন—"একমাত্র বাসুদেবই আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছে, আর সকলে একজন তাহা হইতেই সামান্য কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে।"

শ্রীল প্রভুপাদ আপনার উপরই বৃহৎ মৃদঙ্গ বা মুদ্রাযন্ত্রের ভার অর্পণ করিয়াছেন। বাণীসম্পুটের ভার সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর অর্পণ করিয়াছেন,—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 'হারমোনিস্ট'(?)'র ও 'গৌড়ীয়'র সেবা আপনার আনুগত্যেই মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন। হারমোনিষ্ট ও ইংরাজী ভাষায় মাসিকের প্রচার-সেবাও একমাত্র আপনার আনুগত্যেই মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণকে সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মুখপত্র দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক-সম্বন্ধে আপনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবার কথা সংপ্রবার বলিয়াছেন। আপনিই সকল সময় দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশের নবীনলেখকগণের সিদ্ধান্তাদিকে সংশোধন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণই জানাইয়াছেন—"হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্যই তাঁহার পৃথিবীতে আগমন। ইহাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য।" প্রভুপাদ বলিতেন—"আমি কাদা দিয়া ইট গাঁথাইব, ইহা বেশী মজবুত করিব না, যেন পরে অন্ততঃ আস্ত ইটগুলি পাওয়া যায়। আমি পর্ণকুটীরে থাকিয়া হরিকথা প্রচার করিব। শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারই আমার মূল উদ্দেশ্য।" শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার "The Vedanta and Its Morphology & Ontology" অভিভাষণে যে Morphology ও Ontologyর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আকাশেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল, আমরা অনেকেই উহাকে কর্ণে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত মনে করি নাই বা ঐরূপ একটা কথা আছে, তাহাতে আদৌ মনোযোগ দেই নাই, শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে একমাত্র আপনিই উহার তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

"লোকভোষণ প্রচার নহে, সম্প্রদায়ের প্রকৃত সমৃদ্ধিও নহে, কৃষ্ণতোষণই প্রচার ও সম্প্রদায়-সংরক্ষণ-সেবা"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদেরই ন্যায় আপনি নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণ সকলেই আপনার পাদপদ্মানুরাগী হইয়াছেন ও হইবেন। যাঁহারা অন্যাভিলাষকে পোষণ করিতে চাহেন না, উহার দুর্ব্বল সমর্থন চাহেন না, শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ঃকে অধিক আদর করেন না, যাঁহারা অনর্থ ও পরমার্থের অবৈধ চিজ্জড়সমন্বয় ইচ্ছা করেন না, যাঁহারা শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবকে খানাবাড়ীর খানসামা বা বাগানের মালী করিতে চাহেন না, যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রশংসা বা বিজ্ঞাপন আদায় করিতে চাহেন না, যাঁহারা গুরুদেবের সালোক্য-সামীপ্য সার্ষ্টি বা সারূপ্য স্বয়ং গুরুদেব প্রদান করিতে আসিলেও উহা দ্বারা বঞ্চিত না হইয়া কেবল নিষ্কপটে সেবার ফলস্বরূপ সেবাই প্রার্থনা করেন, যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই সেবার শিক্ষা আপনার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার অনুগত্যাভিমান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করিতে পারেন না। তাই হে আচার্য্যবর, আপনার এই শুভ-প্রকট-বাসরে আপনার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, আপনি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত এই দীন-সেবকগণকে আপনার আনুগত্য শ্রীচৈতন্যমঠে নিত্য আশ্রয় প্রদান করুন।

হে শ্রীরূপ রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর নিজ-জন, আপনি কোনদিনও আপনার অকৃত্রিম ও নীরব বিশুদ্ধ-গুরুসেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই। আপনাতে কোনদিনই জড়কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার বিন্দুমাত্রও দেখা যায় নাই। ইহা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কোটি-কোটিবার আমাদের নিকট বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ইতিবৃত্তে এবং আপনার ব্যক্তিত্ব ও গুরুসেবামগ্ন সাধুত্বের প্রতি সকলেরই স্বাভাবিক প্রীতি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকায় হরিকীর্ত্তন-প্রচারের উপায়ন-স্বরূপ বহু অর্থ আপনার নিকট আসিলেও আপনি একটি কপর্দ্দকও কোন দিনই নিজে গ্রহণ করেন নাই, সকলই তৎক্ষণাৎ গুরুপাদপদ্মে বা অর্থাদি-সংরক্ষণে ভারপ্রাপ্ত সেবকগণের নিকট প্রদান করিয়াছেন। আপনি নিত্যসিদ্ধ পরম পণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয় নিজের জন্য কোন প্রকার দ্রবিণ, এমন কি, গ্রন্থাদি পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করেন নাই। আপনি নিষ্কিঞ্চন শ্রেষ্ঠ গুরুসেবকের উপমানস্বরূপ। আপনি একমাত্র হরিকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া জগতের স্ত্রী-পুরুষ-বালক কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। আহারে বিহারে সর্ব্বতোভাবে আপনি ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়িসঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিয়াছেন। কোন বিষয়ী কোন প্রকার অর্থবলের দ্বারা আপনাকে কোন দিনই ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় সমর্থন করাইতে পারে নাই। কাহারও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সেইরূপ কোন ভাব লুকাইত থাকিলেও আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়াছেন। আপনার সঙ্গীতবিদ্যা কোনও দিনই গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কোন বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই। আপনি শ্রীগুরুদেবকে দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্ন-চেষ্টাকেও অমঙ্গলজনক গুরুভোগ-চেষ্টা বলিয়া জানাইয়াছেন। এক সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বিভিন্ন সেবকবৃন্দের প্রশংসা গান করিয়া স্বয়ং কতিপয় প্রবন্ধ আপনার হস্তেই শ্রীচৈতন্যমঠে বসিয়া লেখাইয়াছিলেন, সেই সময় আপনার প্রশংসাসূচক একটি পৃথক্ প্রবন্ধও আপনার হস্তেই লেখান। কিন্তু আপনার প্রশংসাসূচক সেই প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইলে পাছে গুরুপাদপদ্মের দ্বারা নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার ও গুরুদেবকে সেইরূপ কার্য্যে যত্ন করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় হয়, এই আদর্শ-স্থাপন-কল্পে আপনি উহা এরূপভাবে গোপন করিলেন যে, 'নদীয়া-প্রকাশে'র সম্পাদকসজ্ঞ বহু চেষ্টা করিয়াও উহা আপনার নিকট হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। আপনি কোনদিনই গুরুপাদপদ্ম হইতে আত্মপ্রশংসার আদিকা বা সুপারিসের নজির সংরক্ষণের

(অতঃপর ৫০ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তারকর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিষ্ণু-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহচতুষ্টয়-সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সদীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরমেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীমোদদ্রুমে ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভিনোদ বি-

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবৰ্দ্ধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিশর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যান্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ নৈমিষার, জিঃ সীতাপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকমলবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীগঙ্গেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণ, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুণ্টুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুলুরহাট, পোঃ চিরিকুটা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাসগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল— প্রতি মণ

দাদখানি	৬।০
আলো চাল	৫৸০
ঐ মোটা	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০।৶০
কপুর ১০০০ নং	১০৶০
	৯।০
করোলা সাদা	
নপুর সাদা	৮।০—৯৶০
নপুর লাল	৭।৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

সোনার বার	৩৪।০
রূপা	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

তোষা—	৪০৸০
ধুসর—	৪০৸০
সুতা—	৪১।০
লাল বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ফ্রেঞ্চ ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৸৶০
গাজ্ঞাব ঐ	৬৲—৬৶০
ফিনকোড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (২)	৫৶০—৫।৶০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩।০—৪।৶০
পাঞ্জাবী	৩।৶০—৩৸০
ঘি	১৸৶০—২।৶০

সুতের দর

সাদা	৫৭৲
কালো	৫৭৲
ব্যাপারী	৪০৲
লাল	৪৪৲

গাভিরোর	৪৸০
তার	৪৬৲
কাপুর	৩৬৲
রাঙ্গা গাঢ়ো	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮।০
ঐ টাটা ষ্টেনডেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
নক্সা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৶০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৶৫—৮
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।
প্লেট কাটিং বা ফ্লিট কাটা মণ	৩।০—৲
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭।০—৮৲ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৮৲—৯৲

গোল বড় রি-ইনফোস ও কনক্রিটের

রড	৯৸০—১২.

বড় ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হালদণ ৫৶০, পাটের হালদণ ৬।০

তুলার হালদণ ৪৸০

জুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের সোনার কাইন	৫৪৲
ফিট্‌ন আমের ফারকা	৪০৲
করাচি পুলিন কাইন	৪০৲
হায়াৰ্দ তাৰা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা সাগু	৪।০
সুপারী লেনী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৸০—১১।০
আড়ি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীতম্। মূল সংস্কৃত, শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম কৃত টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ—যেমন সুখপাঠ্য তেমনই শিক্ষাকর, পাদ টীকায় যাবতীয় আবশ্যক বিষয় অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-প্রণালীর বিবরণ এবং লীলানুরূপ মহাজনী পদাবলী সহ সম্পাদিত। এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পু

মহাকবি শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত। যিনি অতি শৈশবে শ্রীমহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীল শিবানন্দ সেনাত্মজ শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন লীলার সুধা-সাগর-স্বরূপ শ্রীগ্রন্থখানি একাধারে মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা এবং সরল সুখপাঠ্য বঙ্গানুবাদ সহ ১০ম স্তবক পর্য্যন্ত একত্রে বাঁধান। মূল্য ৪॥০ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

সাত্বত দর্পণ বা

সৎক্রিয়া-সার-পদ্ধতি

ইহা বৈষ্ণব স্মৃতি-সম্মত বিবাহ, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত, শব-সৎকার হইতে অশৌচবিচার ও বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধকার্য প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি বৈদিক সূত্র সহ, স্মৃতিগ্রন্থ এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া সার দীপিকাদি অবলম্বনে ভক্তির অনুকূলে অতি সরলভাবে সঙ্কলিত। ভগবদ্ভক্ত জন মাত্রেই এই পদ্ধতি দৃষ্টে নিত্য নৈমিত্তিক, বৈদিক লৌকিক সকল ক্রিয়াই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। বৃহদ্গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

পুস্তকালয়ের অন্যান্য পুস্তকের বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

ম্যানেজার—ভক্তিপ্রভা পুস্তকালয়,
আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৩-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৭	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি জগৎময় ব্যাপক। নিত্য নূতন মূল্যবান [illegible] এবং নতুন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডচিনাবাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সংজ্ঞা, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২,	১৷০	১৷০	১,
সিকিকলম	৫,	৪০	৪,	৩,
" অর্দ্ধকলম	৮,	৭,	৬,	৫,
" এক কলম	১২,	১০,	১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১,	১২,
" অর্দ্ধকলম ২৪,	১৮,
" এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	[illegible]
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১,

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলামৃত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্তের সুষ্ঠু আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকীয় ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে!

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধর্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্যতিরিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৬৯]

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

চীন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি

গত শনিবার জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সিবিলপার্কে এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত জে. সি, গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চীন দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত জগদীশনারায়ণ তেওয়ারী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উহা সভায় গৃহীত হয়। সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আজ চীনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। জাপানীরা চীন দেশের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে তাহা অন্যায়। কোন জাতিরই অপর এক জাতিকে পরাধীন করিয়া রাখার অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত তেওয়ারী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া চীনে জাপানের অত্যাচারের এক বিবরণ দেন। অতঃপর কয়েকজন বক্তা জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা চীনে ভারত হইতে সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হইতে ভারত দূরে থাকিবে, কংগ্রেসের এই নীতির কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত সীতারাম সাক্সেরিয়া, জগদীশ প্রসাদ... বিশ্বমোহন সান্যাল, জগন্নাথ প্রসাদ মিশ্র, দয়ারাম যোশী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

—

বৃটেনের দেশরক্ষার নীতি

সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেন ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের ... অধিবেশন হইয়াছে। এই কংগ্রেসে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব লেবারের' রিপোর্টে বর্ণিত বৃটেনের দেশরক্ষার নীতি প্রবল বিতর্কের পর অনুমোদিত হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৫৪০০০০ ভোট এবং বিপক্ষে ২২৪০০০ ভোট হইয়াছিল।

আলোচ্য বিষয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব লেবারের' এই রিপোর্টই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। রিপোর্টখানিতে উক্ত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রসংঘ এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যথোচিতরূপে নেতৃত্ব করিতেছেন না বলিয়াই রাষ্ট্রসংঘের এই শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে। শ্রমিকগণ মনে করেন যে, শ্রমিকদল শীঘ্রই গবর্ণমেন্ট পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব হাতে লইবেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই এই সমস্যার প্রতিকার হইবে। তবে ভাবী শ্রমিক গবর্ণমেন্টকে যথেষ্ট শক্তিশালী হইতে হইবে,—বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে গ্রেটবৃটেনের রক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম হইতে হইবে। বর্ত্তমান অস্ত্রশস্ত্র এবং রণসম্ভার বৃদ্ধির যে কার্য্যক্রম অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা সহজে উল্টাইয়া দেওয়া যাইবে না। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইতে না পারিলে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে না।

—

ঠকাইয়া গহনা লওয়ার অভিযোগ

গত শনিবার পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, আর্থার প্রাণনাথ মুখার্জ্জি নামক এক ব্যক্তিকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ,—আসামী নায়কার দ্বিতীয় লেনে মেসার্স এন, এইচ, দাস কোম্পানী নামক স্বর্ণকারের দোকানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ... নিকট হইতে ৩০১৲ টাকা মূল্যের গহনা দেখিবার জন্য লইয়া যায়, কিন্তু পরে গহনাগুলি ফেরৎ দেয় না বা তাহার মূল্য প্রদান করে না। গহনাগুলি পুনঃ পুনঃ ফেরৎ চাওয়া হয়। আসামী আংশিক মূল্য ২০০৲ টাকার এক চেক দেয়; কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে চেক ফেরৎ আসে; টাকা পাওয়া যায় না।

এডভোকেট মিঃ নিত্যেন্দ্রকুমার লাহিড়ী ফরিয়াদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

হৃষীকেশে-স্নানার্থীর সলিল-সমাধি

গত ৭ই সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে আট ঘটিকার সময় এখানকার ত্রিবেণী ঘাটে এক ব্যক্তি স্নান করিবার সময়ে হঠাৎ গঙ্গার প্রবল স্রোতের মধ্যে পতিত হন। সে নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ভাসিয়া যায়। শত শত স্নানার্থী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাহার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এখানে প্রায়ই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই।

—

বিমানপ্রতিযোগিতায় দুর্ঘটনা

গত ১০ই সেপ্টেম্বর "কিংস কাপ" বিমান প্রতিযোগিতার একটি দুর্ঘটনায় দুই জন লোক মারা গিয়াছে। উইং কমাণ্ডার পার্সিং গেরেন নামে একজন প্রতিযোগী এবং তাঁহার সহিত মিঃ হিল্টন নামে আর এক ব্যক্তি একখানি বিমান চালাইবার সময় হঠাৎ কল বিগড়াইয়া ডাবোয়েরে নিকটে বিমানখানি মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং দুইজন আরোহীরই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

ভৈরবা নদীতে নৌকাডুবি

বাজেয়ার নিকট ভৈরবা নদীতে একটী নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় এক বৃদ্ধা ও দুইটী বালিকা ডুবিয়া মারা গিয়াছে। নৌকায় আর যে দুইজন ছিল তাহারা রক্ষা পাইয়াছে।

বাখরগঞ্জ জিলা রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গত ৭ই সেপ্টেম্বর পটুয়াখালী পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বার এবং লোকাল সাবডিভিসনের সদস্যগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি পটুয়াখালী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা, তথ্য সংগ্রহ ও পরামর্শ করিয়া সেইদিন রাত্রেই মৃজাগঞ্জ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকের নিদারুণ অনশনক্লেশের সংবাদ জনসাধারণকে ব্যাকুল করিয়াছে। আউশ ধানের অবস্থা শোচনীয়। বীজের অভাবে বহু জমি পতিত থাকিবে। পৌষের ফসলও শীঘ্র উঠিবার আশা নাই।

নৌকাডুবির প্রতিকার

প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষার সময়ে গোয়ালন্দের নিকটে মেঘনা নদীতে খেয়া নৌকা ডুবিয়া বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। উহার প্রতিকারকল্পে কলিকাতা ১১২নং বেলেঘাটা ষ্ট্রীটস্থ আবা আবদুল্লিজান মহাশয়দের ম্যানেজার ও মেকানিক মাষ্টার শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দে বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে নিরাপদ জলযান প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবিত জলযান কিছুতেই ডুবিবে না। নোয়াখালী জিলাবোর্ডের আহ্বানে তিনি বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অমর বাবু নোয়াখালী জেলাবোর্ড এবং বাঙ্গালার শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট তাঁহার নিরাপদ জলযানের প্ল্যান পাঠাইয়াছেন। শিল্পবিভাগের ডিরেক্টার ঐ প্ল্যান অনুযায়ী দশ ফুটের অধরবার নিরাপদ জলযান তৈয়ার আরম্ভ করিবেন

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন-আদর্শ ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ার-পাষণ্ডতা ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিফলটিকা ভগবদ্গীতা (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকর ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভবমুক্তাবলী বা নারায়ণপঞ্জিকা ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড’স ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪।
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুই ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইথোটিক প্রিন্সিপ্‌ল্‌স য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২৲ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যিবাবদা শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ১ম হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১৬১তম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরু-পূজা

গত ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্রজপত্তন-গৌড়ীয়াচার্য্যের বর্তমান আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা সমারোহে কীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে বেলা ৮টার সময় প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মঙ্গলাচরণ-গীতি কীর্তন করিলে তদনুগমনে সকলেই কীর্তন করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীপাদ রাধিকারমণ প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ 'গুরুতত্ত্ব', 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন করিতে থাকেন। নাট্যমন্দিরে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদানের জন্য dias ও আসন সজ্জিত করা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব সেই সময় নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইয়াই 'গুরুপূজা করিব' বলিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি ও গলদেশে মালিকা পরাইয়া শ্রীমহাপ্রভুর সংবাদ্য প্রদান করেন। তিনি মন্দিরে বসিয়া বেলা ৮টা হইতে ১১॥টা পর্যন্ত প্রত্যেকের অঞ্জলি হস্তে গ্রহণপূর্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। প্রত্যেকের অঞ্জলি গ্রহণ করিবার সময় প্রত্যেককেই মস্তক নত করিয়া প্রণাম করেন। এইরূপভাবে প্রায় ৫০ সাড়ে পাঁচশত পুরুষ-ভক্তের অঞ্জলি গ্রহণ করেন। শ্রীভক্তগণ অঞ্জলিপ্রদান করিতে চাহিলে শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু উহা গ্রহণ করিয়া আচার্য্যদেবের হস্তে দিলে তিনি তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। অঞ্জলিপ্রদানের আদ্যোপান্ত সংকীর্তন হইতে থাকে।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় সারস্বত-শ্রবণসদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ৭ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভায় উপস্থিত হইলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদানপূর্বক অভ্যর্থনা প্রবৃত্ত হন। প্রথমে শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজ তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। অতঃপর স্বামীজী গৌড়ীয়মঠের সংস্কৃত 'প্রণতিপত্রম্', শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি', শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ প্রভু গৌড়ীয়মঠের 'ভক্তি-অর্ঘ্য' এবং শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গৌড়ীয়মঠের ইংরেজী অঞ্জলি পাঠ করেন। অবশেষে অধ্যাপক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার নিজের অঞ্জলি পাঠ করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার যাযাবর মহারাজ কীর্তন করিলে পর রাত্রি ১০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়। সমাগত প্রায় সহস্র লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এতদুপলক্ষে গত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার প্রাতঃ ৩ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রবণসদনে একটী বিদ্বন্মণ্ডলী আচার্য্যাভিনন্দন-সভা আহূত হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভায় শুভাগমন পূর্বক আসন গ্রহণ করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ তাঁহার গলদেশে একটি পুষ্পমালা প্রদান করেন। অনন্তর আচার্য্যবন্দনাদি হওয়ার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, প্রণীত অভিনন্দন পাঠ করিলে অধ্যাপক শ্রীযুত বদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি-এল্ মহোদয় শ্রীমায়াপুর, লক্ষ্ণৌ, বম্বে, দিল্লী, দার্জিলিং, কাশী, গয়া, নারায়ণগঞ্জ, জানকী-নগর প্রভৃতি বিভিন্নস্থান হইতে আগত ১১টী টেলিগ্রাম পাঠ করেন। অনন্তর আচার্য্য-কৃপাপ্রাপ্ত অশোহার জমিদার শ্রীযুত শচী-নাথ রায়চৌধুরী ও রায়বাহাদুর শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহোদয়দ্বয় তাঁহাদের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র এবং অন্যান্য ভক্তগণ আরও বহু অভিনন্দন পাঠ করেন। অনন্তর হরি-কীর্তনান্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে সভাভঙ্গ হয়।

এলবার্টহলে বক্তৃতা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় এলবার্ট হলে সন্তোষের মাননীয় মহারাজা স্যর মন্মথ নাথ রায়চৌধুরী কে, টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও মিঃ আর, এন, সেন সলিসিটর মহোদয়ের সমর্থনে মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক বাগ্মিপ্রবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' বিষয়ে একটী মৌলিক গবেষণাপূর্ণ অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সকলেরই মনঃপ্রাণী হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত সজ্জন ও ভদ্রমহিলা হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হইয়াছিল।

সভায় যে সকল ভদ্রমহোদয় উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল :—

কুমার শ্রীযুক্ত বিশ্বেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর (শোভাবাজার রাজপরিবার), রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় (জমিদার, উত্তরপাড়া), শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ (জমিদার, ডাঃ শ্রীযুক্ত রাখাল দে, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক (এম্-এস্-সি), শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু (পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহ), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ব্যানার্জী (কেডমাষ্টার), রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু (রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সেক্রেটারী, বঙ্গ-গবর্ণমেণ্ট), ডাঃ শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাল, ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাস এম্-বি. শ্রীযুক্ত অবনীমোহন সান্যাল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কামাখ্যামোহন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সরকার, শ্রীযুক্ত জীবনরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দাস, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথনাথ সাহা, শ্রীদেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল রায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চ্যাটার্জী, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপদচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী (অশোহার জমিদার) শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্-এ বি-এল্, (বারুইপুর জমিদার, প্রফেসার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ক'ইপ্রুস্কর, প্রফেসার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন, বঙ্গবাসী কলেজ মৈমনসিংহ) প্রভৃতি।

"কায়মনোবাক্যে হরিকীর্তন বিধেয়। কায়িক কীর্তন, বাচনিক কীর্তন, মানসিক কীর্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণ কীর্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন হয় না। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যেও কৃষ্ণকীর্তন করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ হৃষীকেশ কৃষ্ণ-[illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

নরক

পাপ করিলে যে নরকে যাইতে হয়, একথা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর শুনিয়াছি। তবে নরক আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহা কোথায় আছে ইত্যাদি নানারকম সন্দেহমূলক প্রশ্ন আমাদের পাপমলিন চিত্তে উদিত হয়। আবার অনেকে মনে করেন, স্বর্গ ও নরক এইখানেই, এইখানেই যা কিছু সব। এ সব মনঃকল্পিত ধারণা ভ্রমাত্মক। ভগবদবতার শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা পূর্বজন্মে কত পাপ যে করিয়াছি এবং এই জন্মে প্রতিক্ষণে যে কত পাপ করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা কখন দেহজ পাপে এবং কখনও বা মনজ পাপে লিপ্ত আছি। কখন সাক্ষাদ্ভাবে পাপ করিতেছি, কখন বা পাপস্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া চিত্তকে মলিন করিতেছি। পাপাদির স্বরূপ বিশেষভাবে না জানার দরুণ আমাদের এইরূপ দুর্বুদ্ধি জাগিতেছে। সুতরাং এই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধ ২৬ অধ্যায়ে শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে নরকের বিষয় বর্ণিত আছে। নরকসমূহ ত্রিলোকের অন্তরে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের—জল অতল আ'র সপ্ত পাতালের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐ স্থানে পিতৃগণাধিপতি ধর্মরাজ যমরাজ সপার্ষদে স্ব-স্ব-স্বামীর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর দূতগণের দ্বারা তাঁহার অধিকার মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব স্ব দোষের বিচার পূর্বক দণ্ড প্রদান করিতেছেন।

সেইস্থানে নরকের সংখ্যা কেহ কেহ একবিংশতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যথা—তামিস্র, অন্ধ-তামিস্র, রৌরব, মহা-রৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান—এই একবিংশতি নরক। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবট-নিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ নামে আরও ৭টী নরক আছে। সর্বসাকল্যে এই অষ্টবিংশতি নরক—নানাবিধ যন্ত্রণার স্থান।

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া পূর্বোক্ত নরকসমূহের মধ্যে তামিস্র নরকে বলপূর্বক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, প্রাণিগণ উহাতে পতিত হইয়া ভোজ্য ও পানীয়ের অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জনাদির যাতনায় ছটফট্ করিতে থাকে। তাহারা এইরূপ ভীষণ দুঃখে পতিত হইয়া একেবারে মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করে, সে অন্ধ তামিস্র নরকে পতিত হয়। ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে ভীষণাকৃতি নির্দয় যমদূতগণ সেই পাপীকে নানারূপ যাতনা প্রদান করে। ঐ যাতনায় পীড়িত হইয়া বেদনায় জীবের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

ইহ সংসারে যে ব্যক্তি দেহ ও দ্রবিণাদিতে আমি-বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসাদ্বারা অনুদিন নিজের এবং নিজ দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়জনের ভরণপোষণ করে, সে ব্যক্তি দেহ ও কুটুম্ব এইখানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিদ্রোহজনিত পাপফলে স্বয়ং রৌরব নরকে নিপতিত হয়।

মহারৌরব নরকও ঐ প্রকার। ঐরূপ হিংসাপরায়ণ জনগণেরই ঐ নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথায় সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট 'ক্রব্যাদ' নামক রুরুগণ ঐ সকল পরমাংসে আত্মপোষণপর নরকস্থ ব্যক্তিকে মাংসগ্রহণার্থ নানাবিধ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। যে সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তি এই সংসারে নিজ নিজ প্রাণপুষ্টির নিমিত্ত পশু বা পক্ষিগণকে জীবন্ত রন্ধন পাক করে, পরলোকে সেই সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণকে যমদূতগণ কুম্ভীপাক নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ততৈলে পাক করিয়া থাকে।

ইহলোকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, সে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি—দশ সহস্র যোজন, ঐস্থান এ-তাম্রময় সমভূমি। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি ও ঊর্ধ্বদেশ হইতে সূর্যের প্রখরতাপে ঐ তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী ঐ স্থানে পতিত হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহার শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তাহাতে সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান এবং কখনও বা ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। পশুদেহে যত সংখ্যক রোম আছে, ঐ পাপীকে তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

এই সংসারে যে ব্যক্তি আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও স্বীয় বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাষণ্ড অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ মার্গ অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্র-বন নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। প্রহারযন্ত্রণায় যেমন সে ঐ নরকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে অমনি উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। তখন সে "হায়, হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" এই বলিতে বলিতে তীব্র যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পদে পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। স্বধর্মত্যাগী এই প্রকারে পাষণ্ডাবলম্বনের ফল ভোগ করিতে থাকে।

ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীরদণ্ড বিধান করে, সেই পাপী পরলোকে যাইয়া "শূকরমুখ" নামক নরকে পতিত হয়, তথায় অতি বলশালী যমদূতগণ যখন ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় উহার অবয়ব সকল নিষ্পেষণ করে, তখন আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে এবং এই সংসারে নির্দোষ ব্যক্তি যেমন দণ্ডিত হইলে মোহগ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হয়, সেও সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে।

ঈশ্বর মৎকুণাদি প্রাণিগণকে মনুষ্যরক্ত-পানরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাদিগকে বিবেক দেন নাই, তাই উহারা অন্যের দুঃখকষ্ট জানিতে পারে না; কিন্তু তিনি মনুষ্যদিগের ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমানুসারে বিধি ও নিষেধ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে বিবেকও দান করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তাহারা অন্যের বেদনা জানিতে পারে। অতএব বিবেকী হইয়াও যে মনুষ্য ঐ সকল বিবেকহীন জীবকে পীড়ন করে, সে সেই হিংসা-জনিত পাপে পরলোকে 'অন্ধকূপ' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ পাপী পশু পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যূক (উকুন), মৎকুণ (ছারপোকা) ও মক্ষিকাদি যে সমস্ত জীবকে পূর্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দিক হইতে তাহার পীড়ন করিতে থাকে, তাহাতে তাহার নিদ্রাসুখ একবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোথাও স্থির স্থান পায় না। যেমন জীবাদি কুৎসিৎ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়, সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে।

যে ব্যক্তি কোন অন্নদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অতিথি বালকবৃদ্ধকে তাহার যথাযথ অংশ না দিয়া নিজে ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে, সে কাক তুল্য বলিয়া বর্ণিত হয়। এবং পরকালে 'কৃমি-ভোজ' নামক অতি নিকৃষ্ট নরকে পতিত হয়। সেই নরকে লক্ষ যোজন-বিস্তৃত এক কৃমিকুণ্ড আছে। সে সেই কুণ্ডের কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে এবং তথাকার কৃমিগণও তাহাকে ভক্ষণ করে। এইরূপে যে-সমস্ত লোক অপরকে ভাগ না দিয়া সমস্ত বস্তু নিজেই ভোগ করে অথবা যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ না করে,—তাহাদের যতকাল পর্যন্ত সেই পাপক্ষয় না হয়, ততকাল পর্যন্ত তাহারা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া স্ব-স্ব আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়।

ইহলোকে যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ কিংবা অপর ব্যক্তির হিরণ্যরত্নাদি ধন চৌর্যবৃত্তি কিংবা বলপ্রয়োগ দ্বারা অপহরণ করে, পরলোকে যমদূতগণ সেই ব্যক্তিকে 'সন্দংশ' নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সাঁড়াশী দ্বারা তাহার ত্বক্ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

আবার ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা-স্ত্রীতে কিংবা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে তপ্তসূর্মি নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্তলৌহময়ী স্ত্রীমূর্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষমূর্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়।

যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতে অভিগমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে 'বজ্রকণ্টকশাল্মলী' নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নিরয়ে এক শাল্মলী বৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক—বজ্রতুল্য, যমদূতগণ পাপীকে উহার উপর চড়াইয়া টানিতে থাকে।

ইহলোকে যে-সকল রাজন্য বা রাজপুরুষ সৎকুলজাত হইয়াও ধর্মসেতু ভেদ

করে, সেই সকল ব্যক্তি অপমানিত হইয়া পরলোকে 'বৈতরণী'-নদীতে নিপতিত হয়। ঐ নদী—নরকের পরিখা-স্বরূপ, তাহাতে যে সকল হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা ঐ পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহপ্রাণ বা প্রাণ বর্জ্জিত হয় না; নিজের পাপ-অর্জ্জিত কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, বসা-বাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে সকল লোক এই সংসারে শূদ্রাপতি হইয়া শৌচ, আচার ও নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং লজ্জা-বিহীন হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচার করে, মৃত্যুর পরে তাহারা 'পূয়োদ' নামক নরকের পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা এবং লালাপূর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সেই সকল অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করে।

ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি যে-সকল লোক কুকুর ও গর্দ্দভ-পালক হইয়া অথবা বিহিত-কাল ব্যতীত অন্যসময়েও মৃগয়ায় বর্জ্জিত হয় এবং পশুহনন করে, মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাদিগকে 'প্রাণরোধ' নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তথায় উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে।

আর যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে কেবল দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশুবধ করে, পরলোকে তাহারা 'বৈশস' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যাতনা দিয়া বধ করে।

ইহলোকে যে দ্বিজ কামাতুর হইয়া তাহার ভার্য্যাকে বশীকরণার্থ বীর্য্য শুক্র পান করায়, পরলোকে যমদূতগণ তাহাকে 'লালা-ভক্ষ' নামক নরকে নিক্ষেপ করে, তথায় শুক্রনদীর মধ্যে তাহাকে শুক্র পান করায়।

ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা পর-প্রাণ-নাশার্থ বিষ প্রদান করে, অথবা যে সকল রাজা বা রাজদূত গ্রামবাসী বা বণিক্‌গণকে হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহারা 'সারমেয়াদন' নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় সপ্তশত-বিংশতি-সংখ্যক বজ্রদংষ্ট্র কুক্কুর তাহাদের বজ্রতুল্য দংষ্ট্রাদ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই সকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে।

যে-সকল ব্যক্তি ইহলোকে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে শতযোজন উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে অধোশির করিয়া 'অবীচি' নামক নরকে নিক্ষেপ করে। উহাতে কোনও অবলম্বন স্থান নাই। প্রস্তরপৃষ্ঠস্থল জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ জলের বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ নাই,—এইজন্যই উহাকে 'অবীচি' বলে, উহাতে পতিত হইয়া পাপিগণের শরীর তিল তিল করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু একবারে মৃত্যু হয় না। যমদূতগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চ প্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে,—এইরূপে নানা যাতনা প্রদান করে।

ইহলোকে যে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুরা পান করে, কিংবা যে কেহ ব্রতস্থ হইয়া অথবা যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রমাদ বশতঃ সোম পান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে 'অয়ঃ পান' নামক নরকে লইয়া গিয়া পদদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অগ্নির উত্তাপ-সংযোগে দ্রবীভূত লৌহ ঢালিয়া দেয়।

এই সংসারে যে আত্ম-সম্ভাবিত ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও 'আমি বড়' বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কার পূর্ব্বক স্বাপেক্ষা জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমাদি পদবীতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিশেষভাবে সম্মান করে না, সে ব্যক্তি মৃতবৎ হইয়া থাকে, আবার মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে অধোমুখ করিয়া 'ক্ষার-কর্দ্দম' নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় সে অত্যন্ত দুঃখযাতনা ভোগ করিতে থাকে।

ইহসংসারে যে-সকল পুরুষ নৃমেধ-যজ্ঞ দ্বারা ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া নররূপী পশু ও স্ত্রী-গণকে ভক্ষণ করে, মৃত্যুর পর সেই সকল হিংসিত-পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া ঘাতকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে। ইহলোকে পুরুষ-মেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেমন নররূপী পশুর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্যগান করিতে থাকে, সেই-সকল হিংসিত পশুও তদ্রূপ পরলোকে হিংসাকারীর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্যগান করিতে থাকে।

ইহলোকে যে-সকল নিরপরাধ পশু জীবনরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইসকল নিরীহ প্রাণীকে যাহারা নানাবিধ বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল অথবা সূত্রাদিতে বিদ্ধ করে এবং ক্রীড়া-পক্ষীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে 'শূলপ্রোত' নামক নরকে নীত হয়, তথায় তাহাদের দেহ শূলাদিতে প্রোথিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক্‌ হইতে কঙ্ক ও বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যম-যাতনায় অস্থির হইয়া তখন তাহারা স্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিতে থাকে।

যে সকল মনুষ্য ইহলোকে সর্পাদি খল-স্বভাব প্রাণীর ন্যায় ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে 'দন্দশূক' নামক নরকে পতিত হয়। ঐ নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ দন্দশূকগণ উহা-দিগকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে।

যে সকল লোক ইহলোকে প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, কুসূল (গোলা বা ভুষাগার) এবং গুহাদিতে বন্ধ করিয়া উৎপীড়ন করে, তাহারা পরলোকে 'অবট-নিরোধন'-নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তখন ঐরূপ অন্ধকূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূমদ্বারা শ্বাসরোধজনিত যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে-সকল গৃহপতি ইহলোকে অতিথি অভ্যাগত দেখিলে বারবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপদৃষ্টিদ্বারা দৃষ্টিদ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা 'পর্য্যাবর্ত্তন' নামক নরকে পতিত হয়। তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন-চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় সহসা বল-পূর্ব্বক উৎপাটন করে।

যে-ব্যক্তি ইহলোকে ধনমদে মত্ত হইয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ' এইরূপ অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয়, ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরুজনের প্রতিও সন্দিগ্ধমনা হয়, ধনক্ষয়-ভাবনায় যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইতে থাকে, সুতরাং যে কোন প্রকারেই শান্তি লাভ করিতে পারে না—পিশাচের ন্যায় কেবল অর্থের রক্ষাবাড়ি করিয়া থাকে, সে-ব্যক্তি ঐ প্রকার অর্থের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি-বিষয়ে চিত্ত সন্নিবেশ করায় নরলোকে 'সূচীমুখ'—নামক নরকে নিপতিত হয়, যমদূতগণ তথায় এরূপ পিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করে।

এই অষ্টাবিংশতি নরক ব্যতীত যমালয়ে আরও শত সহস্র নরক আছে। যে সমস্ত অধার্ম্মিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিংবা যাহা হয় নাই, তাহাদের সকলেই পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল নরকে প্রবেশ করে। আর যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা স্বর্গাদি পুণ্যময় লোকে গমন করে, কিন্তু পাপ বা পুণ্য শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিবার জন্য আবার এই পৃথিবীতেই আসিয়া পড়ে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৳৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৳৹ ৪র্থ খণ্ড—৳৹
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-স্বরূপরূপানুগ-বর-পরমহংসাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-মহারাজস্য শুভাবির্ভাবশ্বাসরে

আর্ত্তিকুসুমাঞ্জলি

———::(০)::———

(১)

আচার্য্যদেব ! প্রকটাস্তি তেহত্র
সত্যাশ্রয়াঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বদ্ ।
তক্ষ্যর্থাপারং তত্তং প্রচিন্ত্য
ত্বৎপূজনার্থং হি কৃত-প্রযত্নাঃ ॥

(২)

বয়ন্তু চান্যা তপস্যাহীনাঃ
শ্বমধিক্রান্তপদা বিমূঢ়াঃ ।
পূজেয়হবস্তে সকলং কথং তৎ
নামাত্র তেন্তে বিহিত-প্রসাদঃ ॥

(৩)

সর্ব্বং হি বিশ্বং পরমেশভক্তং
বিনা ভক্তিমার্গং ন জনঃ সমর্থঃ ।
কর্ত্তুং চ লোকস্য হিতাহিতং বা
স্বাস্থ্যং কি কুর্ব্বন্ত বহন্তি দেবাঃ ॥

(৪)

ত্বদেকমাচার্য্যপদং তবৈব
ধন্যতঃ ভক্তি-প্রচার-হেতোঃ ।
জানেন্ত নাস্তিকবাদমেতৎ
বৃথাবিবাদে নিরতা ভবান্ত ॥

(৫)

আচার্য্যদেবস্য পদং ন কিঞ্চিৎ
লোকে কদাচিৎ স্মৃতবৈষ্ণবৃত্তিম্‌ ।
লোকোহপি সত্ত্বকৈলোক্যবৈঃ
সাধকজীবানাং ইদং ভবতাম্‌ ॥

(৬)

অশেষ সদাচার-বিচার-দক্ষো
দুঃসঙ্গ-সংবর্জ্জন-গাঢ়-চিত্তঃ ।
জড়প্রতিষ্ঠাভক্তিলাম্পটঃ
সতাং জনপ্রাতিকবোপকারী ॥

(৭)

গৌরাঙ্গ-গোবিন্দ-বিতরকতঃ
শ্রীমদ্‌গুরোঃ সেবনকার্য্যসক্তঃ ;
শ্রীনামমাহাত্ম্য-প্রচার-যুক্তো
ভবান্‌ ভবৈশ্বর্য্য এব সর্ব্বৈঃ ॥

(৮)

হে দেব ! শিক্ষাবিধ৬প্রবাহৈ-
র্বান্ধান্ বরাকান্ জগদাশয়াস্তু ।
উদ্ধৃত্য গৌরাঙ্গ-পদাব্জ-যুগ্মে
সংস্থাপয়েত্তান্ ন ইদং হি কাম্যম্‌ ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠাশ্রিত
-ছাত্রবৃন্দানাম্‌

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাচিপ্রচারকরূপে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চাতুর্ম্মাস্য পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কাষগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কাষগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী -(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসদন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চবিবশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ আরি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅভিরাম ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনরহরি ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ নৈমিষার, জিঃ সীতাপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মহলা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিচার আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একদ্যাশ্রম-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম ম

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহ, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ড্রেটনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত,
ব্রজপত্তন ভক্তমেলা, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২১শে আষাঢ়, ১৩৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
আতপ চাল	৫৷৵৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
মুগি নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বালেশ্বর কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারিভোগ	৮৲
ঐ বেগুন	৩৶৹

চিনির দর

...চিনি, টাইপ	১০৷৵৹
...পুর ১০০০ নং	১০৵৹
...ধোয়া দানা	৯৷৹
...গুড় দানা	৮৷৹—৯৶৹
...পুর দানা	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

...বাদের বাট	৩৪৷৹
...পণ	২২৲
চাঁদির বাট	৫২৷৹

পাটের দর

...—	৪০৸৹
...—	৪০৸৹
...—	৪১৷৹
...র বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

...ভাল ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
...কাইন ঐ	৬৲—৬৶৹
...ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
...	৬৲—৬৶৹
... (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
... নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
... (-এল)	৫৲—৫৷৹
... (বে)	৪৸৹—৪৸৶৹
... নং (৩)	২৷৹—২৸৶৹
...আটা	১৷৶৹—১৸৹
...	১৶৹—১৷৶৹

ঘৃতের দর

...	৫৭৲
...মীজা	৫৭৲
...জেবী	৫৩৲
...	৫৫৲

গাজিপুর	৪৸৹
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা গাওয়া	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৸৹—৯৷৹
ঐ দে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸৹—৮৷৹
ঐ টাটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৯৲
টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।	
২৪ গেজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ—	১৫৵৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹
২৮ গেজ—	১৫৲
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹
গ্যাঃ নটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৵৫—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
রেট কাটি বা ডিট কাটা দণ	৩৷৹—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷৹—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন প্লাটি, বোল্টু, পয়ারে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৯৸৹—১২৲
খুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲,	নকল ২১৲
চটকলের হালবণ ৫৶৹, পাটের হালবণ ৬৷৹	
তুলার হালবণ ৪৸৹	

জুতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আবেন সোনার লাইন	৫৪৲
মিট্‌র আবেন কভরক	৪০৲
কাচি ফুলিস লাইন	৪৩৲
চাবার্শ বাথা	৫৩৲
ঐ লাইন	৫১৲

বেবেভি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকল সাও	৮৷৹,
সুপারী বেন্দী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹৹—১১৷৹
ভাট গরিজম	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রণীতম্। মূল সংস্কৃত, শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌম কৃত টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ—যেমন সুখপাঠ্য তেমনই চিত্তাকর্ষী, পাদ টীকায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-প্রণালীর বিবরণ এবং লীলানুরূপ মহাজনী পদাবলী সহ সম্পাদিত। এরূপ সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ

মহাকবি শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বাল্যকালে যিনি স্বীয় শৈশবে শ্রীমহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীল শিবানন্দ সেনাত্মজ শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন লীলার সুধা-সিন্ধু স্বরূপ শ্রীগ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মূল, শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত টীকা এবং সরল সুখপাঠ্য মর্মানুবাদ সহ ১০ম স্তবক পর্যন্ত একত্রে বাঁধান। মূল্য ৪.০ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

সাত্ত্বত দর্পণ বা

সৎক্রিয়া-সার-পদ্ধতি

ইহা বৈষ্ণব স্মৃতি-সম্মত বিবাহ, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত, শব-সংস্কার হইতে অশৌচবিচার ও বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধকার্য প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি বৈদিক গৃহ্য সূত্র, স্মৃতিগ্রন্থ এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া-সার দীপিকাদি অবলম্বনে ভক্তির অনুকূলে অতি সরলভাবে সঙ্কলিত। অক্ষরজ্ঞান মাত্রেই এই পদ্ধতি দৃষ্টে নিত্য নৈমিত্তিক, বৈদিক লৌকিক সকল ক্রিয়াই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। বৃহদ্গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

পুস্তকালয়ের অন্যান্য পুস্তকের বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটলগের জন্য লিখুন।

ম্যানেজার—ভক্তিপ্রভা পুস্তকালয়,
আঁটপুর পোঃ, জেলা হুগলী।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীমায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-জর্জরিত জীর্ণ শীর্ণকায় নর নারীগণের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ... ... । ... ... এবং নূতন ও পুরাতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... ... । ... ছোট বোতল ৮৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, ... ।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের স্বরূপ, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সংজ্ঞা ব্রাহ্মণগণের পরম্পরা ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে একাধার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব

আরম্ভ

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত,

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভাস্কর সাহিত্যশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলা-কথা-শ্রবণ পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকি ও, গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অধুনাতন প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠ, বালিয়াটি, বাংলা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷	১৲
সিকিকলম ৪৲	৩॥০	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
সিকি কলম ১৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই[য়া] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

মুদ্রণ: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীধামসংবর্দ্ধনপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে ভাদ্র, ১৩৪৪, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৭০]

বিবিধ সংবাদ

—::(॰)::—

ই-বি রেলে পূজার সুবিধা

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের এজেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী দুর্গাপূজা উপলক্ষে উক্ত রেলের প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীগণকে ৬০মাইল ভ্রমণকারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কনসেশন হারে রিটার্ণ টিকেট পূজার ছুটি আরম্ভ হওয়ার পনের দিন পূর্ব্ব হইতে পাওয়া যাইবে। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত টিকেট পাওয়া যাইবে। এ ব্যবস্থায় ভীড় কম হওয়ার কথা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

স্পেনের গৃহযুদ্ধ এখনও সমভাবেই চলিতেছে। গণতান্ত্রিক স্পেন-সরকার খুবই বিপন্ন। এদিকে এই ব্যাপারের সম্বন্ধে বড় বড় শক্তিপুঞ্জের ভিতরে নানা কারণে কষাকষি চলিতেছে। কোথাকার জেট কোথায় গড়াইবে, বলা যায় না।

মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদবী

নাগপুরের ২৫শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে মধ্যপ্রদেশের লাটসাহেব নাকি ঐ প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীকে "প্রাইম্‌মিনিষ্টার" রূপে অভিহিত হওয়ার আদেশ করিয়াছেন।

চাঁদপুর সহর জলমগ্ন

মেঘনায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রবল বাতাস বহিতেছে। সহরের অনেক স্থান জলমগ্ন হওয়ায় সহরবাসীর বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

একটী বালককে দুই-জনের দাবী

——(॰(::)॰)——

ঢাকা নারায়ণগঞ্জের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আলোচ্য সম্প্রতি মামলায় আর একটি কৌতূহল উদ্দীপক মামলার তদন্ত হইয়া গিয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ৬ বৎসর পূর্ব্বে নিতাইগঞ্জের শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র মদন নিরুদ্দেশ হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। কয়েক মাস পূর্ব্বে একজন পুলিশ কনেষ্টবলের নিকট সংবাদ পাইয়া জিতেন বাবু ঢাকায় যাইয়া একটি বালককে তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র বলিয়া সনাক্ত করেন। নারায়ণগঞ্জের পুলিশ ছেলেটিকে জিতেন বাবুর হাতে অর্পণ করে। জিতেন বাবুর বাড়ীর প্রতিবেশী সমস্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাও বালকটিকে মদন বলিয়া সনাক্ত করেন। জিতেন বাবুর স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজন বালকটির শরীরের কয়েকটি চিহ্ন দেখিয়া বলেন যে, তাঁহারা তাহাকে মদন বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন ইহার কয়েকমাস পরে ত্রিপুরা জেলার বাঞ্ছা নামক স্থানের কাজল খাঁ নামক এক ব্যক্তি ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বালকটি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সফদর খাঁ বলিয়া দাবী করিয়া এক দরখাস্ত করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নারায়ণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর তদন্তের ভার দেন। তদন্তের দিন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। উকিল শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এবং মোক্তার মৌলবী আবদুল রেজাক দরখাস্তকারী কাজল খাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। উকিল শ্রীযুক্ত সাতকড়িচন্দ্র রায় এবং মোক্তার মৌলবী সামাদ জিতেন বাবুর পক্ষ সমর্থন করেন। বাঞ্ছায় অধিবাসী রায় বাহাদুর কমলেশলোচন মজুমদার, বাঞ্ছারা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মজুমদার এম, এ, জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রলোচন মজুমদার এবং ঢাকার বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত হৃদয়বন্ধু মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজবন্ধু মুখোপাধ্যায় উঁহাদের সাক্ষ্যে বলেন যে, বালকটি কাজল খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দার আলীর পুত্র এবং বাঞ্ছারা জমিদারদের পাইক আমান খাঁর পৌত্র. সেকেন্দার আলী ও আমান খাঁ জীবিত নাই। তাহারা বালককে ১০ মাস বয়স হইতে দেখিতেছেন। তাহার নাম সফদর খাঁ। সাতকড়ি বাবু যখন ব্রজবন্ধু বাবুকে জেরা করিতেছিলেন, তখন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, বালকটিকে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত হৃদয়বন্ধু মুখোপাধ্যায়ের বাসায় রাখা হউক। ঐ কথা শুনিয়া জিতেন বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বালকটী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চেয়ারে বসিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া জিতেন বাবুর নিকট যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার ফলে আধ ঘণ্টা পর জিতেন বাবুর চৈতন্য হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কামরায় বসিয়া বালকের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। বালকটি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে যে, জিতেন বাবু তাহার পিতা, সে জিতেন বাবুর নিকটই থাকিতে চায়। বালকের বর্ত্তমান বয়স ১১ বৎসর। মহকুমা হাকিম আদেশ করেন যে, বালক জিতেন বাবুর হেফাজতেই থাকিবে। দরখাস্তকারীকে তিনি দেওয়ানী আদালতে যাইতে বলেন এবং ঢাকার সেখ ও আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা আনয়ন করিতে বলেন।

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধ প্রবল বেগেই চলিতেছে। ভারতীয় অধিবাসী ও কর্ম্মচারীদের নিরাপদ রক্ষার্থ ভারত হইতে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের পরিণতি কি তাহা বলা কঠিন। তবে চীন তাহার আপন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় কতদূর সমর্থ হইবে, তাহাই সন্দেহজনক।

টাইপ রাইটিংএ কৃতিত্ব

এ বৎসর গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল পরীক্ষায় আইডিয়েল কমার্শিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের ভোলানাথ দে প্রতি মিনিটে আশিটি শব্দ টাইপ করিয়া প্রথম স্থানাধিকার পূর্ব্বক বঙ্গদেশে সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। গত ১৯২৬ সালে অনুরূপ আর একটি রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় রেকর্ড।

গোপন চক্ষু

বৃটিশ বৈজ্ঞানিক মিঃ আলড্রিজ গোপন চক্ষু নাম দিয়া একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রে ও মেঘের মধ্যেও দূরবর্ত্তী জাহাজ ও এরোপ্লেনসমূহ দৃষ্ট হইবে। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যুদ্ধ ব্যাপারে পাইলটগণের ও দিকহারা নাবিকের যথেষ্ট কার্য্যে লাগিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামীকল্য ১ দিন শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তিসরিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-নিদ্-বর্ণন ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা /১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ।
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /১
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিজয়ঃ ।০
৬৩। গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৪। ভক্তব্যম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অব দি কার্ত্তন অব বেদান্ত ।০
৭০। মায়াবাদ /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিদেশিক সোর্স'স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনর্যাপেল্ড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পাক্ষিক প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকমঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ভবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ | ২৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ৩১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ১৭শ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ আচার্য্যাভিনন্দন সভা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ আচার্য্যাভিনন্দন-সভা

—::(○)::—

শ্রীল তীর্থমহারাজের আনুগত্যে শত শত ভক্তের মিলিতকণ্ঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপ্রশস্তি কীর্ত্তন

—::(○)::—

আচার্য্যমাহাত্ম্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বাগ্মিগণের বক্তৃতা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটতিথি-পূজোপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য গত ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বতশ্রবণসদনে সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রবণসদনটী উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নির্দ্দিষ্ট সময় সভায় উপস্থিত হইলে সমাগত শত শত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব আসন গ্রহণ করিলে সকলে উপবেশন করেন। অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী “ভজ হুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন” এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিলে পর গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীল আচার্য্যবন্দনা ও শ্রীল প্রভুপাদ-বন্দনাগীতি কীর্ত্তন করেন এবং সভায় উপস্থিত শত শত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সমবেতকণ্ঠে সেই গীতির অনুকীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় শ্রীগুরুমাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে প্রেরিত অভিনন্দনসমূহ ও তৎপ্রদানকারিগণের নামোল্লেখ করেন। তদনন্তর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ‘শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত গুরুপূজা ও কর্ম্মপূজকের বৈশিষ্ট্য” সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও দার্শনিক তথ্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী (হের ই, জে, সুলংজে) “Necessity of Initiation by Acharyya” (আচার্য্যের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা) সম্বন্ধে অনর্গল ইংরেজী ভাষায় একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনন্তর শ্রীল আচার্য্যদেব সংক্ষেপমুখে তাঁহার অভিভাষণ “প্রত্যভিনন্দন” পাঠ করেন। অতঃপর গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম-এ মহোদয় সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তমহিলাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ‘শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম” ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন, মিশনের আশ্রিত বহু গৃহস্থ এবং অগৃহস্থ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রায় বাহাদুর দিগিন্দ্রচন্দ্র দেব বাহাদুর; ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম বি, কাউন্সিলার কলিকাতা কর্পোরেশন; মিঃ এম্, এন্, ঘোষ, বার য়্যাট্-ল; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমিদার; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মল্লিক; মিঃ বি, এম্ দাস সলিসিটর; মিঃ আর এন্, সেন, সলিসিটর; জয় প্রসন্ন ঘোষ, জমিদার; রায় বাহাদুর কে, এন্ বসু [illegible]; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল ব্যানার্জ্জী (কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ); শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন, সলিসিটর প্রভৃতি।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত তারে প্রকাশ, গত ১০ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীগুরুপূজা দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীআচার্য্যবন্দনাদির পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজনপদাবলী, মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যটী নানাবিধ পুষ্পাদি দ্বারা একটী সুরম্য সিংহাসনে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। মঠবাসী ভক্ত ও সমাগত সকলেই শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অনন্তর সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ হৃষীকেশ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::o::——

দুই প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন না,—(১) যাঁহারা মহামূর্খ অর্থাৎ মায়াবাদী অপরাধী, তথাকথিত ধ্যানী, তথাকথিত মৌনী প্রভৃতি, আর যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন না, অথচ মনে করিয়া থাকেন—'আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন করি'।

হরিকীর্ত্তন ব্যতীত বাদবাকী সবই 'কিচির-মিচির' পার্থিব উক্তি মাত্র। কৃষ্ণ-উক্তি ব্যতীত অন্য উক্তি শ্রবণপথে প্রবেশ করান উচিত নহে, এজন্য শ্রবণ করিতে হইবে—গৌর-বিহিত শ্রবণ, তাহা হইলে গৌর-বিহিত কীর্ত্তন হইবে। মৌনী হইলে শ্রবণ ও স্মরণের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা হরিস্মরণকে হেলা করিয়া থাকে, তাহারাই নির্জ্জনতা-প্রয়াসী ও মৌনী হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

পুংসঃ স্ত্রিয়ো বিভাং পৃণ ভক্ত যতেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।

(ভাঃ ২।৮।৪)

'বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনম্ তদেব সংকীর্ত্তনম্।' বহু লোক মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহা সংকীর্ত্তন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানে কি করিতেছেন? বহু প্রচারক বহুর বহুরূপ ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন; কেহ সুর তালের সহিত, কেহ নৃত্য করিয়া, কেহ চাহাচিত্রে বক্তৃতা দিয়া, কেহ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া হরিকীর্ত্তন করিতেছেন। সুর-তাল-লয়-মান-যোগে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উচ্চ চীৎকারই যে সঙ্কীর্ত্তন, তাহা নহে; বস্তুতঃ তাহা কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন নহে। 'কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন' বলিতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত রূপের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত গুণের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ও অপ্রাকৃত লীলার কীর্ত্তন বুঝায়। আবার সুর-তাল-মান-লয় ত্যাগ করিলেই যে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইবে, তাহাও না। সুর-তাল-মান সমস্তই কৃষ্ণকীর্ত্তনেই লাগিবে। ছয় রাগ ছত্রিশ-রাগিণী কৃষ্ণকীর্ত্তনের সেবক। কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন না করে, অন্য-মনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নারদ কি করেন?—সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। পঞ্চমুখে শিব কি করেন? কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। চতুর্মুখে ব্রহ্মা কি করেন?—কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। ব্যাস, শুক, চতুঃসন, শেষ ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী; তাঁহারা কেহই তথাকথিত মৌনী নহেন। ভাগবতধর্ম্ম—তথাকথিত মৌনী থাকার ধর্ম্ম নহে, তাহা কীর্ত্তনের ধর্ম্ম - সঙ্কীর্ত্তনের ধর্ম্ম। শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সাময়িক পত্র প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। ডাকঘর খুলিয়া, ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বড় মৃদঙ্গের মধ্য দিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছেন; নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছেন। হরিকীর্ত্তন বাতাসে বাতাসে মিশিয়া না যায়, তজ্জন্য তাহা গ্রন্থে সংবদ্ধ হইতেছে, পরবর্ত্তিযুগের লোকেরাও এই কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতে পাইবে। কিন্তু যে কেবল নির্জ্জনে ধ্যান করে, মৌনী হইয়া থাকে, সে নিজের উপকারও খুব কম করিতে পারে এবং অপরের উপকার বর্ত্তমানেই করিতে পারে না, পরবর্ত্তিকালে ত' দূরের কথা।

চরিত্রসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই হরিকথা। কিন্তু ভোগপ্রবৃত্তিবৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায় তাহা হরিকথা নয়—মায়ার কথা। 'সংসারবর্দ্ধন' মানে —কৃষ্ণ-প্রাপ্তি— স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ছেড়ে দেওয়া—বিদেহমুক্তি—জীবন্মুক্ত মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণ যখন বিদেহমুক্তি প্রদান করেন, তখনই তিনি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন, জানতে পারা যায়।

——

শ্রীগুরুপূজা

(শ্রীআচার্য্যবর্ষ্যবিবসে লিখিত)

যস্ত দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)

"শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই মহাবদান্য গৌরসুন্দরের জগদ্বাসীকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয় প্রদান। সেই সেবাই শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের একমাত্র পূজা এবং তাহাই ব্যাসপূজা।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী)

শ্রীগুরুপূজাকে ভক্তোপাধিবিনির্মুক্ত বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রীব্যাস-পূজা বলিয়া উপলব্ধি করেন। আম্নায়পারম্পর্য্যে শ্রীগুরু-পূজা গৌরসুন্দরের সেবা রূপে প্রকাশিত। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিতে পারা যায়। এই সেবা-লাভ অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। কিন্তু এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিবার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের স্বপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রাকট্য-লীলা-বিস্তার। এই লীলা-ধারার আশ্রয় অবলম্বনে প্রকটাচার্য্যের পূজা-দ্বারা বদ্ধজীবও বস্তুর সাক্ষাৎ সেবার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার সুযোগ পায়। আচার্য্যের অপ্রকট-লীলায় সেই সেবা-সম্বন্ধ অনর্থ-যুক্ত জীবের নিকট বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তজ্জন্য শ্রৌতপথে গুরুপরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন ধারা আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্রগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব প্রভু হইতে সমষ্টিব্যষ্টিরূপে বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রকটলীলা আবিষ্কার। তাঁহার এই লীলা মাদৃশ অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীবের প্রতি অধিকতর কৃপাবৃষ্টিসম্পন্ন। এই লীলার সেবা বা পূজা অধিকার-বিচারে বিভিন্নরূপে উপলব্ধির বিষয় হইলেও সকলেরই একমাত্র নিত্য কৃত্য। প্রাপঞ্চিক বিচারে বৈষম্য বা উচ্চাবচ ভাব ইহার মধ্যে আনিবার উপায় নাই। কারণ, অপ্রাকৃত ভূমিকায় অদ্বিতীয় সেব্য-সেবার চমৎকারিতা সেবক-সেবার মধ্যেই উজ্জলরূপে প্রকাশিত।

ইহজগতের কোন উপাদানের দ্বারাই শ্রীগুরুপূজা হইতে পারে না। এখানকার কাগজ, ভাষা, হৃদয়ের বৃত্তি অনিত্য, লঘু ও অল্পশক্তির বিষয় সেখানে পৌছান অসম্ভব কিন্তু আচার্য্য বা গুরু অনর্থযুক্তজীব-প্রদত্ত সেবোপকরণসমূহকে চেতন অনুভূতি-সংস্পর্শে ধারণ ধামে পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহার প্রকট-মাহাত্ম্য সংরক্ষণ করেন। খণ্ড জ্ঞানভূমিকায় দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে এই প্রকট-পূজা আবদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও বাস্তব দর্শনে ইহা নব নব রূপে নিত্যকাল প্রকাশিত হইতেছে।

আজ অনন্ত শিক্ষাগুরুবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অবর্দ্ধনাচার্য্যের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের প্রকট-তিথিপূজা বা শ্রীগুরুপূজা বাসর। পরমারাধ্যতম অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অদর্শনে বর্ত্তমান আচার্য্যদেবেরই শ্রীমুখোদ্ভাস-লীলামূর্ত্তি বা প্রকট লীলা-প্রকাশ। জড়ীয় বিচারে ও দর্শনে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর উচ্চাবচভাব পোষণ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু অপ্রাকৃত অনুভূতি-রাজ্যে যখন এক-তাৎপর্য্যপর সেবায় ঐরূপ ভেদদর্শন-রহিত হইয়া বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় মাত্র। দীক্ষাগুরুর একত্ব ও শিক্ষাগুরুর ন... বিচারে শিক্ষাগুরু-পূজায় দীক্ষাগুরু-পূজার চমৎকারিতা ও প্রচুর্য্য হইতে পারে, ইহা অতত্ত্বজ্ঞ ভ্রান্ত জীবের পক্ষে বিরাট সমস্যা; কিন্তু দিব্যজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত ভাগবত বৈষ্ণবগণ পরস্পর সেবা-সৌষ্ঠবের সম্বন্ধযুক্ত তাঁহাদের মধ্যে সেবা-বৈচিত্র্য দর্শন করেন এবং সমপ্রীতিভাবাপন্ন হইয়া সমভাবেই পূজা করিয়া থাকেন।

দীক্ষাগুরু সম্বন্ধ-বিগ্রহের সহিত পরিচয় করাইয়া অভিধেয় ও প্রয়োজন-রাজ্যে লইবার জন্য শিষ্যের নিকট শিক্ষাগুরুরূপে প্রকাশিত হন। দীক্ষাগুরুর সহিত শিষ্যের স্বরূপো-পলব্ধির দর্শনে যে গূঢ় প্রীতিবৈশিষ্ট্য তাহা নিত্যকাল অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তদভিন্ন শিক্ষা-গুরুর আনুগত্যে নিত্যপ্রীতি-বৈচিত্র্য বর্দ্ধমান থাকে। শ্রবণগুরুর কৃপায় আত্মনিবেদনের পরিমাণানুসারে চৈত্ত্যগুরুর প্রকাশ ও প্রেরণা অনুভূত হয় এবং চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর লীলা-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির সৌভাগ্য হয়। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত মহান্তগুরুর কথা উপলব্ধি না হওয়ায় চিত্তের মলিনতা অপসারিত হয় না, তজ্জন্য দীক্ষা-শিক্ষা দৃঢ় হয় না।

হে শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেব!

আজ আপনার শুভপ্রকটবাসরে আপনি সমগ্র গুরুবর্গের প্রীতি-উৎপাদন-বিগ্রহরূপে এই লীলার প্রকাশ করিতেছেন। জগৎ-লোকের অভ্যুদয়ে যেমন উলূক, চোর, দস্যু, নিশাচর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি স্ব-স্ব গুহায় ও গহ্বরে পলায়ন করে, তদ্রূপ গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর আপনার অভ্যুদয়ে উলূক-ধর্ম্মবিশিষ্ট অপসম্প্রদায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর বেশে অঘ, বক, পুতনা, প্রলম্বাসুর প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও গুরুবুদ্ধিকারী কলির ভক্তজন নামধারিগণ "পলায় দূরেতে কলি পড়িয়া বিপাকে"— এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে—

ইহা আপনার প্রকটলীলার একটী বৈশিষ্ট্য। আচার্য্যবিরোধী দলের দুর্মতবাদ খণ্ডন না করিয়া কেবল সেবালোচনাই যে আমাদের প্রাপ্য বস্তু নহে, তাহা জ্ঞাপন করিয়া অনুসেবাশীলনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাপ্রদানমানসে আপনি তাদ্রী শুক্লা পঞ্চমী-তিথিবাসরে আশ্রয়-প্রধানে আবির্ভাব হইয়া অক্লান্ত সেবানুশীলন প্রচার পূর্ব্বক অন্যতম বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সেবাময়ী মূর্ত্তিখানি সর্ব্বাভীষ্টপদ-বিদ্ধ সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত থাকিয়া গুরুপাদ সেবক-পূজার গূঢ় রহস্যের উদঘাটন করিয়াছে। আশ্রয়ের আশ্রিত সেবকানুসেবকবর্গের আশেষ মানসক্ষেত্রে কৃপাহদগণের যে সুমধুরা প্রীতিময়ী ভজনধারা প্রবাহিতা, তাহারই আবির্ভাব বা প্রকাশ আজ আপনার কৃপায় সম্ভবপর হওয়ায় আপনার আচার্য্যদেবের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। জীব-জগতের শেষ প্রাপ্য বস্তু কৃপাহদ-গণের পদধূলি অন্বেষণে যে সাধ্য-সাধনসেবাবাধুরী, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ যে রঘুনাথ-বাণী'র ভার যে সেবাভার আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভুমনোহভীষ্ট সম্পাদনের জন্যই শ্রীগুরু-পূজার সেবাধনসহ আপনার আবির্ভাব-লীলা। শ্রীল প্রভুপাদের নিজজনের গাঢ়তম প্রীতিময়ী বিরহশিখা হইতে অনুভূতিরাজ্যে মিলন সেবালোকের বৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ আপনার প্রকটলীলার আর একটী বৈশিষ্ট্য।

আমি অনর্থপ্রপীড়িত বদ্ধজীব। মাদৃশ হতভাগ্য জীবের জন্য আপনি যে গুরুপূজা-বাসরের অবতরণ করাইয়াছেন, তাহার বাস্তব উপলব্ধি ও সম্বর্দ্ধনা করিবার অযোগ্যতা আমার থাকিলেও আপনার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের অস্ফুট সেবা-প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণের নিবেদন জানাইতেছি। এই ক্ষুদ্র নিবেদন আপনার অহৈতুকী কৃপায় স্বীকৃত হইলে, আপনার প্রীতিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অধিকতর প্রীতি উৎপাদন হইবে এইরূপ বিশ্বাস ও আশাই আমার সম্বল।

"গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা বলিয়া প্রতীত হউক" শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর অনুসরণে শ্রীব্যাস, শ্রীব্যাসানুগ গৌড়ীয়গুরুবর্গ এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত শিক্ষাগুরুদের শ্রীচরণকমলের সেবাপূজা প্রার্থনা করিয়া শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

অযোগ্য কৃপাপ্রার্থী

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

গোস্বামী মহারাজের দ্বিচত্বারিংশত্তম আবির্ভাব-বাসরে ব্যাসপূজোপলক্ষে

—শ্রদ্ধাঞ্জলি—

হে পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেব !

আজ আপনার দ্বিচত্বারিংশত্তম আবির্ভাব-তিথিতে গৌড়ীয়গগন ভক্তিজগতের এক অভিনব আশাপ্রদ সুপ্রভাতের অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। এই পূজার মহামন্ত্র আপনার অনুগতজনের মুখারবিন্দ হইতে অবিরল ধারায় নির্গত হইয়া সমস্ত লোকের কোলাহল থামাইয়া দিয়াছে এবং কীর্ত্তন-রঙ্গের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে। আপনার প্রকট-তিথি পরমার্থরাজ্যে নবীন চেতনা বিতরণ করিতেছে। আপনি বৈষ্ণব-জগতে প্রোজ্জ্বল তারকারূপে উদিত হওয়ায় আজ দশদিক্ শুভ্রজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সুতরাং এই তিথি আমাদের প্রতি অশেষ করুণা করিয়া সেবা ও স্ফূর্ত্তি দান করিবার জন্য বিশ্বের দ্বারে আগমন করিয়াছেন; তাই আজ আনন্দের সীমা নাই।

হে গৌড়ীয়াচার্য্যকেশরিন্ !

যখন কলির প্রচণ্ড চরণ ভক্তির দোহাই দিয়া ক্রমে ক্রমে বিষ মিশ্র অপসিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত হইতেছিল এবং নিষ্কপট ও সরল সেবকগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল তখন আপনি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিতীয় স্বরূপ গৌড়ীয়াচার্য্যকেশরি-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথের সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য সংরক্ষণ পূর্ব্বক সেবকগণকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের কোটি-চন্দ্রশীতল ছায়া দ্বারা অভয় প্রদান করিলেন; আর আপনার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার নির্ভীক হুঙ্কার ও প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, মায়াবাদ, ভুক্তি-মুক্তি পিশাচী ও মায়াবাদীর ঐন্দ্রজালিক নৃত্য সমস্তই স্তম্ভীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত ভক্তিপথের দস্যুগণ নানা আকারে আত্মম্ভরিক প্রতিষ্ঠা লইয়া গুরু (?) নিয়ামক ও প্রভু সাজিয়াছিল। ইহারা নিষ্কপটের প্রকাশময় আলোর অনুসরণ করাইয়া ঘোর অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপথে আমাদিগকে চালিত করিতেছিল। এরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পূর্ণতম কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত, নিরপেক্ষ, নির্ভীক, আচারপ্রচারে অভিজ্ঞতাব্যক্তির সর্ব্বোত্তম, সকল অপসিদ্ধান্ত-নিরাসে নিরন্তর আপনার ন্যায় মহাবদান্য আচার্য্যের অভ্যুদয় ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়-ভক্তিবিনোদ-দয়া-বিতরণকারিণী মহাবিপ্লাবিনী বাণীধারার সংরক্ষণ হইতে পারিত না।

হে শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যবর্য্য !

আপনি শ্রীস্বরূপ-দামোদরাভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় ভক্তিসিদ্ধান্তসম্রাট্ ও শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ ভাবের সহায়ক, তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠা অনুসরণকারী ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক। এইজন্য আপনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় "আচার্য্য সার্ব্বভৌম" নামে চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদও স্বয়ং আপনাকে বলিয়াছেন যে, আপনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বস্তুতঃ শ্রীমূর্ত্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার স্বরূপ আপনি বেদান্তবিরোধী মতবাদ-সমূহ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই খণ্ডন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন। আপনি ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর নিত্যসঙ্গী এবং সেই বাণীর বীণাযন্ত্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক গৌড়ীয়গগনে উদিত হইয়াছেন। আজ সেই বাণীর ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক ঝঙ্কৃত ও আমোদিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

হে পরমপতিতপাবন অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ !

জানি না, জন্মজন্মান্তরের কত সুকৃতিফলে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে" অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট আপনার মধ্য দিয়া নিত্য প্রকাশিত। তাই আমাদের ন্যায় অধম বালকগণের বুদ্ধিবিচার ও বহির্মুখতা বুঝিতে পারিয়া এক বিচার লোক দেখাইয়া পরা বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের প্রতি অশেষ করুণাপরবশ হইয়া আপনি এই "ইন্‌ষ্টিটিউটে" শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাই বহু ভাগ্যের ফলে আমরা অমূল্য-নিধি আপনার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম

আজ আমরা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আপনার শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইয়াছি। আমাদের কোনও উপাদান নাই, যদ্দ্বারা দয়মুনি-বন্দ্য আপনার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতে পারি। আমাদের ভাব নাই, ভাষা নাই, আর্ত্তি নাই, ভক্তি নাই—কি দিয়া অঞ্জলি দিব তাহাও জানি না। আপনি বৈকুণ্ঠের বস্তু, অতএব এই জড় জগতের কোন্ উপাদান দিয়াই বা আপনার শ্রীপাদপদ্ম আরতি করিব? তবে প্রভো! শুনিয়াছি, গঙ্গা-জলেই গঙ্গাপূজা হয়। তাই শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী রূপের যে-সমস্ত পুষ্প আপনি আমাদিগকে দান করিয়াছেন তদ্দ্বারাই আপনার শ্রীচরণার্চ্চন ব্যতীত আর আমাদের কি সম্বল আছে? আমরা অতিশয় দীনহীন অজ্ঞান বালক। আপনার কৃপাপ্রার্থীতে সেবা যেন জন্মজন্মান্তরেও লাভ করিতে পারি ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আজ আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

অযোগ্য নিত্যসেবক ও কৃপাপ্রার্থী

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট'

এর ছাত্রবৃন্দ

তারের সংবাদ

শ্রীগুরুপূজাবাসরে প্রাপ্ত

(১)

Bombay 10.9.37

Srila Acharyyadev Gaudiya Math Baghbazar Calcutta.

Most humble homages and innumerable prostrated obeisances Craving your mercy

"Servitors"

বঙ্গানুবাদ

(১)

বোম্বাই ১০।৯।৩৭

শ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয়মঠ বাগবাজার কলিকাতা।

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ও আর্ত্তি নিবেদন পূর্ব্বক কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

সেবকবৃন্দ

(২)

Bombay 10.9.37

Acharyya C/O Gaudiya

Calcutta

Loving advent day greetings and united good wishes.

"Dalal family"

বঙ্গানুবাদ

(২)

বোম্বাই ১০।৯।৩৭

আচার্য্যদেব—গৌড়ীয় কলিকাতা।

আবির্ভাবতিথিতে প্রীত অভিনন্দন ও সমবেত-ভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

দালাল পরিবার

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রতিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-সেবা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোতার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পার (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসন্ডার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবনমালীরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবাল্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীমদ্ধনানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিধার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দেন্দ্র বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং,কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাছু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূবনেশ্বর, পোঃ চিরকুঞ্জ, (বানকুড়)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্ল্সকোর্ট রোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
লাবণ্য নূতন	৯৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কলিকাতা কোম্পানী	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷৵০
বিলাতী ১০০০ নং	১০৵০
ভয়োরা সাদা	৯৷০
বেলপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
বেলপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
কশাসের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিবার	৫২৷০

পাটের দর

বিতে—	৪০৸
মধ্য—	৪০৸
অধম—	৪১৷০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

হোটেল ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
পাঞ্জাবীর ঐ	৬৲—৬৵০
স্টিমরোলার ঐ	৫৸৵০—৫৸০
আটা	৬৲—৬৵০
আটা (মি)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (লাল)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৪৸০—৪৸৵০
সাদাই	১৷৵০—১৸০
চিঁড়ি	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
চুঁচুড়া	৫৭৲
ভয়সা	৫০৲
ময়রা	৪৫৲

পাকিস্তানি	৪৸০
ভাব	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
মাক্‌সা পাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট শীট।

২৪ গেজ—	১৩॥০
২৬ গেজ—	১৪৵০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪- -৩০ গেজ.

শীস	১৵৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
শ্রেষ্ঠ কাটি বা ছিট কাটা মণ	৬৷০—৪৲

গাজী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু. নরাফে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের

জন্য ৯৸০—১২৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হাসলৎ ৫৵০, পাটের হাসলৎ ৬৷০

তুলার হাসলৎ ৪৸০

সূতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আসেন সোনার কাইন	৫৪
লিট্‌ল আসেন ফরক্ত	৪০৲
করাতি পুরনির কাইন	৪০৲
হাবার্ড পাখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
পারস গাও	৮৷০
সুপারী ফেনী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
ভাঁট খদিরবল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

জ্যোতিষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ কসাব খাট গোলাগলি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্‌

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীতম্‌। মূল সংস্কৃত, শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম কৃত টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ—যেমন সুখপাঠ্য তেমনই চিত্তাকর্ষী, পাদ টীকায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অষ্টকালীয় লীলা বর্ণ-প্রণালীর বিবরণ এবং লীলানুরূপ মহাজনী পদাবলী সহ সম্পাদিত। এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পু

মহাকবি শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামী বিরচিত। যিনি অতি শৈশবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীল শিবানন্দ সেনাত্মজ শ্রীমদ্‌ কবিকর্ণপূর গোস্বামী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন লীলার সুধা-সরিৎ-স্বরূপ শ্রীগ্রন্থখানি একাধারে মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা এবং সরল সুখপাঠ্য বঙ্গানুবাদ সহ ১০ম স্তবক পর্য্যন্ত একত্রে বাঁধান। মূল্য ৪.০ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

সাত্বত দর্পণ বা

সৎক্রিয়া-সার-পদ্ধতি

ইহা বৈষ্ণব স্মৃতি-সম্মত বিবাহ, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত, গর্ভ-সংস্কার হইতে অশৌচবিচার ও বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি বৈদিক গৃহ্য সূত্র, স্মৃতিগ্রন্থ এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া সার দীপিকাদি অবলম্বনে ভক্তির অনুকূল অতি সরলভাবে সঙ্কলিত। অপরন্তু ক্ষুদ্র, বৃদ্ধেই এই পদ্ধতি দৃষ্টে নিত্য নৈমিত্তিক, বৈদিক লৌকিক সকল ক্রিয়াই অনায়াসে করিতে পারিবেন। বৃহদ্‌গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

পুস্তকের বিবরণ জানিতে হইলে ক্যাটলগের জন্য লিখুন।

ম্যানেজার—ভক্তিপ্রভা পুস্তকালয়,

আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১৭

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৪০	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অভাব নাই। নিতান্ত প্রীহা যকৃৎ জ্বরাধার এবং নতুন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডচায়নিজ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, বর্ণসমূহের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), অধ্যাপক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মধ্য প্রাচ্য গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৷০ ভিক্ষা করব।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

ভক্ত বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):-

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রবর্ত্তিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা আশ্বিন, ১৩৪৪, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৭১]

বিবিধ সংবাদ

——([illegible])——

...হাম অঞ্চলে চীন-জাপানে প্রচণ্ড সংগ্রাম

উভপক্ষে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার ... হোহান অঞ্চলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ ...য়াছে। চীন জাপানে লড়াই বাধা অবধি এত ... সংগ্রাম আর হয় নাই। গত ১৫ই ...সেপ্টেম্বর প্রাতে ৮-৩০ মিনিটের সময় ...জাপানীরা পঞ্চাশ মাইলব্যাপী তিনলক্ষ চীনা ...সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ...পিং-হ্যাংকো রেলওয়ের উপর যে চীনা-...বাহিনী আছে প্রধানতঃ তাহাদিগকেই ...আক্রমণ করা হয়। পিপিং-হ্যাংকো রেলওয়ে ...এবং তিয়েনসিন—পুকৌ রেলওয়ের মধ্যবর্তী ...অঞ্চলে এই সংগ্রাম চলিতেছে।

জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, দুই ...রেলওয়ের মধ্যবর্তী স্থান হইতে তাহারা চীনা ...বাহিনীকে হটাইয়া দিয়াছে এবং চাংটাং ...পার হইয়া কয়েকটি সহর দখল করিয়াছে। ...এই মাসের প্রথমভাগে পাঁচটি চীনা ডিভি-...সন এই সকল সহরে আসিয়া ছাউনি ফেলিয়া-...ছিল। জাপানীরা চুচৌ দখলের চেষ্টায় ...আছে। সামরিক কার্য্যালয় হইতে ঘোষণা ...করা হইয়াছে যে, উত্তর চীন সাংহাই অঞ্চলে ...সাইচি, তেকইচি, ইওনে এবং সাংহাই ...সৈন্য বাহিনীর প্রধান কম্যাণ্ডার পদে নিযুক্ত ...হইয়াছেন।

...পুটুং-এর দিকে চীনাবাহিনী

...পুটুং-এ যে সমস্ত জাপানী সৈন্য অবতরণ ...করিয়াছে তাহারা যাহাতে অপর তীরের ...(সাংহাইএর) চীনা সৈন্যদের ঘিরিয়া ...ফেলিতে না পারে তজ্জন্যে কোয়াংসী ...সৈন্যের চারটি ডিভিসন পুটুং-এ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহারা দক্ষিণ চীনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত।

এদিকে চীনা সৈন্যগণ তিনমাইল সরিয়া যাওয়ার পর জাপানী সৈন্যগণ তাহাদের নূতন ব্যূহ দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রগতি বন্ধ রাখিয়াছে।

ইউরোপে শান্তি স্থাপন

"উপনিবেশ সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ইউরোপে কখনও শান্তি স্থাপন করা যাইবে না"—নুরেমবার্গে ঝটিকাবাহিনী ও ব্ল্যাক গার্ডদের এক সভায় বক্তৃতা দেওয়া পর হের হিটলার ঘরোয়া আলোচনাপ্রসঙ্গে বৃটীশ ও অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকগণকে এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, জার্ম্মাণীর উপনিবেশের দাবী যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্ন নহে, উহা সাধারণ বুদ্ধিরই কথা এবং এই সাধারণ বুদ্ধিতে তিনি আস্থা-বান। জার্ম্মাণীকে অন্যান্য দেশের সমান মর্য্যাদা দেওয়ার প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা হইয়াছে, এই প্রশ্নেরও তেমনি একটা মীমাংসা করিতে হইবে।

হের হিটলার আরও বলেন, "যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা আমাদের ছিল তাহাতে আমাদের নৈতিক অধিকার আছে।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের আবেদন

রাষ্ট্রসঙ্ঘ চুক্তির ১০নং, ১১ ও ১৭নং ধারা অনুসারে চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট যে আবেদন করিয়াছে, গত ১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট তাহা দাখিল করা হইয়াছে।

আবেদন দাখিল করার সময় চীনা প্রতিনিধিগণ এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দেন যে, জাপান চীন আক্রমণের প্রকৃত কারণ হইতেছে: ... ... চীন জয়, এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের নীতি।

স্ত্রীলোক, শিশু ও অপরাপর অসামরিক অধিবাসীদের উপর জাপানীদের বোমাবর্ষণকে বিবৃতিতে "সভ্যতার কলঙ্ক" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, সুদূর প্রাচ্যের সঙ্কট এক্ষণে সুস্পষ্টরূপেই একটি বিপদকটে পরিণত হইয়াছে। জাপানের আক্রমণের ফলে শুধু চীনের স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতাই বিপন্ন হয় নাই, বিশ্বের শান্তিও বিপন্ন হইয়াছে। চীন সরকার ও চীন জাতির বিশ্বাস যে, জাপানের আক্রমণ ও তাহার নৃশংস অত্যাচার বন্ধ করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষার্থ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। তাঁহারা ইহাও আশা করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সুদূর প্রাচ্যে স্বার্থবিশিষ্ট অপরাপর যে সমস্ত দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নহে, উহারাও জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চীনে শান্তি স্থাপনের কার্য্যে সাহায্য করিবে।

রবীন্দ্রনাথের অবস্থা

সোমবার সকাল বেলা হইতে রবীন্দ্র-নাথের অবস্থার সকল দিক দিয়াই উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়েছে। শরীরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়া আসে, মূত্রাশয়ের অবস্থার উন্নতি হয়, হৃৎশক্তি সঞ্চার হয়, বিসর্পযুক্ত স্থানের পরিমাণও বর্দ্ধিত হয় নাই। সোমবার সকাল হইতেই তিনি ডাক্তারদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

নিদ্রার নূতন তথ্য

কয়েক জন আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিদ্রা সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁরা বলিতেছেন, মানুষ যখন ঘুমায় ... বিশ্রাম দেয় না—নিদ্রাকালে আমাদের মস্তিষ্কক্রিয়াশীলতা আরো বেশী হয়। তাঁরা যুবক নরনারীর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঘুম যত গভীর হয় মস্তিষ্ক চালনা তত অধিক হয়।

ভূমধ্যসাগর-সমস্যা

ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চলাচল নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে পাহারা দেওয়ার জন্য ব্রিটেন ৩৫খানা এবং ফ্রান্স ২৫খানা ডেষ্ট্রয়ার রাখিবে। এই সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহা মঙ্গলবার হইতে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মাল্টা এবং জিব্রাল্টারের স্থায় কয়েকটি ঘাঁটির নিকটে পাহারার জন্য ডেষ্ট্রয়ারের সঙ্গে বিমানও রাখা হইবে। ইংরেজ এবং ফরাসী নৌ-বিশারদ-গণের বিশ্বাস যে, 'নিয়ন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইবার ফলেই বোম্বেটেদের প্রাণে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইবে, খুব সম্ভব বল-প্রয়োগের আর প্রয়োজন হইবে না।

নিয়ন-সম্মেলনে মঃ লিটভিনফ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মাণী অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছে। এমনও শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণী হয়ত ভবিষ্যতে কোন সম্মেলনে মিঃ লিটভিনফের সহিত একসঙ্গে বসিবে না।

এ-দিকে রাশিয়ার কমুনিষ্ট পার্টির সরকারী পত্রিকা "প্রাভদা"য় লেখা হইয়াছে, "মিঃ লিটভিনফ ইতালীর বোম্বেটেদের মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। ভূমধ্যসাগরে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিয়ন-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সোভিয়েট সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিবে। যে সকল ইতালীয় দস্যু আমাদের জাহাজ ধ্বংস এবং আমাদের দেশের লোকের জীবন নাশ করিয়াছে, আমরা তাহার প্রতিবিধান নিজেরাই করিব।"

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আনবর ।০
১৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতবত্ত্ব ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনয়্যালেভ মিশেন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভলুম) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদিবভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রৈদিবাদণ্ডী শ্রীপাদ ... মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ২৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ২রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৭১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুপূজা

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের প্রকট-তিথিতে গত ২৫শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধামাধব-গৌড়ীয়নাথের শ্রীগুরুপূজা যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২৭শে ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সময় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়।

সভা-গৃহে পরমারাধ্য আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য একটি কাষ্ঠাসনের উপর বিচিত্রবর্ণের লতা-পাতা ও পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে অধিক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনের পর প্রথমে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রদত্ত অভিনন্দনটি পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী প্রভু ঢাকা-বাসী গৃহস্থ ভক্তগণের প্রদত্ত অভিনন্দন এবং তৎপরে শ্রীপাদ শিবদাস ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু ঢাকা-কমলাপুর-গোপালজীউমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনটি পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীপাদ শিবদাস ব্রহ্মচারী প্রভু "গুরুপূজা" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু একঘণ্টারও কিছু অধিককাল উক্ত বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া জীবমাত্রেরই শ্রীগুরু-পূজা, শ্রীব্যাসপূজা বা আচার্য্যপূজার একান্ত কর্ত্তব্যতার কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন। অনন্তর "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া" এই গীতিটি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর সমবেত প্রায় আড়াইশত পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সভায় উপস্থিত বহু ব্যক্তির মধ্যে নিম্নে কএকটী নাম মাত্র প্রদত্ত হইল।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী (রিটায়ার্ড জজ), শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র নাগ (জমিদার, বারদী), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ (সেক্রেটারী, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী), শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার দেবশর্ম্মা হালদার, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ পোদ্দার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ সরকার, শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার দাস, শ্রীযুক্ত মদনমোহন গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ, কৃষিকোবিদ, শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সন্তোষ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভবানীকান্ত ভট্ট প্রভৃতি।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে

গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২৫শে ভাদ্র শুক্লা পঞ্চমীতিথিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতম অন্যতম বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের প্রকটাবির্ভাব-বাসরে, গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মুকুটমণি শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শিক্ষাস্মৃতি প্রকাশ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগুরু-পূজা-মহামহোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র ও গন্ধপুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হয়। অনন্তর মঠসেবকগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। ভজনোচিত কীর্ত্তন হইবার পর বিবিধ ভাষায় লিখিত শ্রীব্যাসপূজা পুষ্পাঞ্জলি পাঠ করা হয়। তৎপর জনৈক মঠসেবক শ্রীশ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে কীর্ত্তনমুখে বলেন—শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম প্রচারক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। বৈয়াসিক সম্প্রদায়-আনুগত্যে বা শ্রৌতপন্থা অবলম্বনে যিনি আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া নিরন্তর পরম সত্য সনাতন ভাগবতধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া কীর্ত্তন এবং প্রচার করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পূজাই শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরু-পূজা। আনুগত্যবিহীন কোন সেবাই কৃষ্ণ-পাদপদ্মে পৌঁছায় না; তাই আজ নিষ্কপট সাধুগণের একান্ত আশ্রয় শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়গগনে আচার্য্যভাস্কর-রূপে উদিত হইয়া জগদ্বাসীকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের এমন কিছু নাই যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিব, তবে তাঁহারই সেবা উপায়নে আজ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজার্চ্চনার করিতেছি। "জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী মহারাজ কী জয়।"

আদি এ অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। উপস্থিত বহু ভদ্রলোক ও মহিলাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতায় ভবানীপুরের চাউল পট্টিতে রোডে(?) শ্রীযুক্ত ভবতারণ সিংহ মাজেষ্ট্রেট মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। পাঠে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকা-লাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত শৈলধর ঘোষ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ বসু, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরি-দাস দাস, মিঃ এ, সি, সাধু অবসরপ্রাপ্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ কালীচরণ বসু, জি পি-ও ক্লার্ক, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী প্রভৃতি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ হৃষীকেশ অধ্যায় কার্ত্তিকশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

কার্ষ্ণ-সেবা

——::০::——

যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারা কার্ষ্ণ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ শ্রীবিষ্ণুর সেবা করেন তাঁহারা বৈষ্ণব আর যাঁহারা শ্রীমতীর অনুগত বা শ্রীরূপানুগ, তাঁহারা রাধাজন। বৈষ্ণব অপেক্ষা কার্ষ্ণের এবং কার্ষ্ণ অপেক্ষা রাধাজনের রসবিচারে শ্রেষ্ঠত্বের কথা সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে দেখা যায়। তবে সাধারণতঃ আমরা সকলকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকি। কৃষ্ণসেবোন্মুখতাই বৈষ্ণবের মুখ্য পরিচয়। সর্ব্বাবস্থায় যাঁহার অবিচ্ছিন্ন অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত, যিনি কায়মনোবাক্যে হরিসম্বন্ধ-বস্তু-জ্ঞানে হরিসেবোপযোগী বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক যে কোন অবস্থায় থাকিয়া নিরন্তর অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত, হরিসেবা লাভের প্রয়োজন ব্যতীত ধর্ম, অর্থ, কাম, এমনকি মুক্তির অভিলাষও যাঁহার নাই, তিনি জগতে যে-ভাবেই পরিচিত থাকুন না কেন, তিনিই সর্ব্বসদ্গুণাধার জগৎপূজ্য বৈষ্ণব ঠাকুর। তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য দাসাভিমানী বলিয়া কৃষ্ণভোগ্য বা কৃষ্ণের যোগ্য জ্ঞানই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল। তিনি ভোগাভিমানী বা যোগভ্রষ্ট নহেন। ইঁহারা অধোক্ষজ বস্তু; সুতরাং ইঁহাদের ক্রিয়া মুদ্রা বুঝিয়া উঠা অক্ষজ-জ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য-লাভ সাধারণ বিচারহীন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার তাঁহাদের সন্ধান না পাইলেও মঙ্গলের আশা নাই। সুতরাং উপায় কি? তাঁহাদের অনুগত হইয়া থাকিলেই, ভগবানের নিকট শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গলাভের জন্য নিষ্কপট প্রার্থনা জানাইলে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায়ই আমরা সাধু চিনিবার সৌভাগ্য পাইয়া সেই বৈষ্ণবের সঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হই।

এই ভক্তগণ পতিতপাবন, আর আমরা পতিত। তাঁহারা বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহারাই আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিতে একমাত্র সমর্থ। ভগবানে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল এই বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করাই সর্ব্বমঙ্গলের আকর। পতিত আমরা যদি সেই পতিতপাবনগণের শরণাপন্ন হই অর্থাৎ হইলে দয়ার সাগর তাঁহারা আমাদিগকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। তাঁহারা মহাবদান্য। ভগবানের চেয়েও তাঁহাদের দয়া ঢের বেশী; তাঁহারা কৃপণ নহেন। তাঁহারা মহাদাতা—যারে তারে অযাচকে কৃষ্ণবিতরণকারী। কৃষ্ণধনে ধনী তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী। মঙ্গলপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের নিকট যদি একবার গমন করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের কখনও কোন অভাব থাকিবে না।

তাঁহারা পরদুঃখে দুঃখী, তাই অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা যাচিয়া আমাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কিন্তু আমরা এমনই মোহাচ্ছন্ন নির্ব্বোধ যে, পাছে তাঁহাদের নিকট কথা শুনিলে আমাদের সংসার ছুটি হইয়া যায় বা আমরা বিষ্ণু-সেবা করিবার সুবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া পড়ি, এইজন্য তাঁহাদের কাছে হরিকথা শুনিতেও ভীত হই বা দ্বিধাবোধ ক'র। কিন্তু এমন মনুষ্যজন্ম পাইয়া এরূপভাবে যদি দিনটা বৃথা কাটাই, যদি বৈষ্ণবের কাছে না গিয়া, তাঁহাদের কথা না শুনিয়া অবৈষ্ণবের কথা শুনি, এ জগতের লোকের পরামর্শ লই, তাহা হইলে মায়ার সেবা করিতে করিতে, মরুভূমিতে জলান্বেষণের ন্যায় দুঃখময় জগতে ইন্দ্রিয়সুখ সন্ধান করিতে করিতে আমাদের অনন্তকোটি জন্ম কাটিয়া যাইবে। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥'

এই বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার মাহাত্ম্য বেশী। বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়। এই বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া বিষ্ণুর সেবার চেষ্টা দাম্ভিকতা বা ধৃষ্টতা মাত্র। তাই শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণ ভজিবার যাঁ'র আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের সকল প্রিয় দাস॥
সবারে শিখান গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাধি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি' ধরে॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
সবার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।

* * *

এই সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সত্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥

(চৈঃ ভাঃ)

কার্ষ্ণ নিত্যমুক্ত। যারা কৃষ্ণকে দেখিতে দেয় না এবং কৃষ্ণকে সরাইয়া দেয়। মায়াধীন কার্ষ্ণগণই একমাত্র আমাদের এই অসুবিধায় দূরীভূত করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা দান করেন। অন্যের এ সামর্থ্য নাই। ভক্তের সম্পত্তি একমাত্র কৃষ্ণ। তাঁহারাই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, তাঁহারা এত দয়াল যে, তাঁহারা যারে তারে কৃষ্ণকে বিতরণ করেন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, আমরা তাহা পাইয়াও গ্রহণ করি না, যাচিয়া দিতে চাহিলেও আমাদের লইতে ইচ্ছা হয় না।

আমরা যদি নিষ্কপটে কার্ষ্ণসেবা করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হবেই হইবে। এই কার্ষ্ণ-সেবনেই হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়। কার্ষ্ণ-সেবার তার মঙ্গলময় কথা এজগতে আর নাই। আমরা যতদিন নিষ্কপটে কার্ষ্ণ-সঙ্গ না করি, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য, একথা যতদিন উপলব্ধি ক'রতে না পারি ততদিন আমাদের দুঃখ'ত যায় না, আমরা বঞ্চিতই থাকি। এই ভক্তগণ তাঁহাদের শ্রীহস্ত দ্বারা আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলে আমাদের ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎসেবার সুযোগ হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

এই ভক্তের মহিমা একমাত্র ভক্তগণ ভগবানই জানেন; ভক্তসম্বন্ধিত অপর ব্যক্তিগণ তাহা জানে না। সেব্য ভগবানের প্রতি সেবক ভক্তগণ যেরূপ বিশ্রম্ভ-সহকারে নানাবিধ সেবা-প্রণয়-চেষ্টা প্রদর্শন করেন, ভক্তৈকপ্রাণ ভগবানও তদ্রূপ তাঁর প্রাণাধিক ভক্তের প্রতি নানাবিধ সেবা-প্রণয় বিধান করিয়া অসীম ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন করেন। তবে ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভগবান্ প্রেমবশে ভক্তের সেবা করিতে গিয়া নিজ সেব্য-ভাব-রাহিত্য জ্ঞাপন করিতেছেন, পরন্তু তিনি ভক্তবাৎসল্য-প্রদর্শনকল্পে ভক্তের ভক্তরূপে বহু আচরণ করিয়া জগতে ভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নিত্যসেব্য সম্বন্ধ প্রচার করেন।

কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আমি ভক্তের অধীন। আমি—স্বাধীন নহি, পরন্তু ভক্তপরতন্ত্র, কেন না, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তই আমার একমাত্র প্রিয়, এই পরমসাধু ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় সর্ব্বদা বশীভূত। আমি যাঁহাদের পরমাগতি, সেই সাধুগণ ব্যতীত নিজ আত্মা বা শ্রীও আমার প্রিয় নহে। বস্তুতঃ যাঁহারা পুত্র, ভার্য্যা, দেহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক সমস্তই বিসর্জন পূর্ব্বক আমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি? অহো! সতী নারী যেরূপ সৎপুরুষকে বশীভূত করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণ মৎপ্রতি নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন পূর্ব্বক আমাকে বশীভূত করিয়াছেন।

ভগবৎ-সেবালাভ ত' দূরের কথা, আজন্ম ধার্ম্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান্, শাস্ত্র, দান ও জিতেন্দ্রিয় ভাগবত-অধ্যাপকেরও বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত শ্রীভগবৎপাদপদ্মে বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে ফল লাভ করেন না, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত-সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। এই ভক্তগণই কৃষ্ণের নিজ ঘর ভগবৎকিঙ্কর। সুতরাং ভক্ত-সেবা বাদ দিয়া ভগবানের সেবা লাভের প্রয়াস যে ধৃষ্টতা তাহাতে আর সন্দেহ কি? শাস্ত্র বলেন—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

(বরাহপুরাণ)

[ভগবৎ-সেবকগণের সিদ্ধি হয় কিনা এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।]

ভক্তের সেবা বাদ দিয়া যে ভগবানের সেবা হয় না, শ্রীভগবান্ও তাহা নিজমুখে জানাইয়াছেন,—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

(আদিপুরাণ)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণনীয় নহেন, ভক্তগণের ভক্তেরাই মদীয় সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত।

কার্ষ্ণসেবাই কৃষ্ণসেবালাভের একমাত্র উপায়; এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে কৃষ্ণসেবা লাভ অসম্ভব—একথা সাধু-শাস্ত্র-বাক্যে অবগত হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সাধুর সঙ্গ বা সাধুর আনুগত্যই নিষ্কপটে করিয়া থাকেন।
"আমার লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ভজে আর সব মনে অকারণ।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়ার জগদ্গুরু চিদ্বিলাস অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গলময়ী প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুচরণ-কমলে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সংসারদাবানল-সন্তপ্ত এই পতিত জীবের পরিত্রাণের জন্য হে জগদ্গুরো, আপনি শ্রী[illegible] করুণাঘন-ঘনার ন্যায়বারি-রূপে আমাদের উপর যে কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন, আমরা সেই কল্যাণ-গুণনিধি নদীয়ার আপনার পাদপদ্মকে নিত্য বন্দনা করি।

হে সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ! আজ শ্রীশ্রীগুরুপূজা-বাসর। কিন্তু কি করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অর্চ্চন করিতে হয়, তাহা আপনি না শিখাইলে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ কি করিয়া তাহা জানিব? নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-তিথিতে আপনি শ্রীগুরুপূজা প্রবর্তন ও ১৯৩০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুপাদপীঠ-পূজা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু-পূজার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সমীপে বিশ্বাসীরূপে অনুক্ষণ থাকিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাঁহার বাণীর সঙ্গ ও লেখনী দ্বারা বাণীর সেবা করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব বলি প্রদান ও নিত্য-সিদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রদর্শন করিয়া আপনার ভাগবত-পরমহংসত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ আপনার শ্রীপাদপদ্মেই আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। আপনি স্বয়ং আচরণ করিয়া সর্বস্ব দ্বারা সর্বক্ষণ সর্বতো-ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বাণীর সেবা-শিক্ষা দান করিলেও আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। আপনি সদ্বৈদ্যশ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে অপরাধিতা হইতে উদ্ধার করুন।

পতিতপাবন পরমারাধ্য প্রভুপাদ! শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা বা কপটতাকে যেন "অঞ্জলি" মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা না করি। সত্য সত্য সর্বতোভাবে হইয়া যেন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করিতে পারি, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী অনুসরণ করিতে পারি; যেন অবৈধ অনুকরণ-চেষ্টা, গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, মৎসরতা, গুরুতে ভোগ-বুদ্ধি, জাতিবুদ্ধি, গুরুর সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্যাদি-লাভের অভিলাষ, গুরুর দ্বারা জাগতিক অপবার্গ-সাধন-পিপাসা, গুরুদেবের প্রণিপাদি ভোগ, গুরুদেবকে সাধারণ বৈষ্ণব-বাহ্য-বিচার, অথবা 'গুরুদেব আর অধিক কি বুঝেন? আমিও অনেক কিছু বুঝি, অতএব গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতাই বা কি? শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা আমার অধিক ঐশ্বর্য্য, অধিক পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্য আছে'—এইরূপ নিরয়-প্রাপিকা নাস্তিকতা যেন আপনার অকপট কৃপায় আমাদের হৃদয়ের কোথাও স্থান প্রাপ্ত না হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যেন কোনদিনই অভিন্ন-নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোন স্বরূপে দর্শন না করি। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের ন্যায় যেন স্বাভাবিক গুরুনিষ্ঠা হৃদয়ে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান রাখিয়া শ্রীব্যাস-গুরুর অনুগমনে বলিতে পারি,—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তা'র শিরের উপরে॥

শ্রীব্যাসদেবের ন্যায় এইরূপ ঐকান্তিকী বাস্তব নিষ্ঠা উদিত হইলেই শ্রীব্যাস-পূজায়—শ্রীগুরু-পূজায় অধিকার পাইব।

গুরু-পূজককে নাস্তিক ব্যক্তিগণ 'ধর্মোন্মত্ত' বলে বলুক, তাহাদের অজ্ঞতার চক্ষে গুরু-পূজাকে কর্মবীরের পূজা বা পুতুল-পূজার সহিত সমান মনে করে করুক, শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্যের চরণে অপরাধ করিয়া বহির্মুখ ব্যক্তিগণ ঠাকুর বৃন্দাবনকে নিত্যানন্দের মদিরা-যবনী-গ্রহণাদিরও সমর্থক বলে বলুক, শ্রীব্যাসদেবকে 'একপেশে,' 'গোঁড়া,' 'ক্রোধী,' 'দাম্ভিক' প্রভৃতি বলিয়া নরককুণ্ডে পতিত হইবার সঙ্কল্প করে করুক, তথাপি আমরা যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় জানিতে পারি,—রামচন্দ্র খাঁ বা রামচন্দ্র-পুরীর ন্যায় মৎসর-চিত্তবৃত্তি কখনও সত্যকে আবৃত করিতে পারে না, শ্রীনিত্যানন্দের পদ-নখ-সৌন্দর্য্যকে বিনষ্ট করিতে পারে না, নিত্যানন্দে কোন-প্রকার ভেজাল আদর্শ নাই, থাকিতে পারে না।

হে নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্যদেব! আপনি পতিতপাবন। আপনার এই সর্ব্বাপেক্ষা পতিত অযোগ্যতম ভক্তাভাসকে আপনার অহৈতুকী করুণা আপনার মঙ্গল-স্বরূপিণী আবির্ভাব তিথিতে বিতরণ করুন। আমার শিক্ষাগুরু বৈষ্ণববৃন্দ আমাকে কৃপা করিয়া শ্রীগুরুপূজার নিত্য অধিকার প্রদান করুন।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদ কী জয়!

আপনার অযোগ্যতম কিঙ্করাভাস
শ্রীকৃষ্ণনন্দন ব্রহ্মচারী
অযোধ্যা মদনমন্দির

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমৎস্বরূপরূপানুগবর্য্য ভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতী-শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের শুভ আবির্ভাববাসরে শ্রীশ্রীগুরু-পূজোপলক্ষে

ভক্তিসৌরভ-প্রসূনাঞ্জলি

(১)

সর্ব্ববেদ গাহে জয় বাসুদেব জয়।
সর্ব্বমন্ত্রে বাসুদেব মন্ত্রেশ্বর হয়॥
বাসুদেব-পাদপদ্ম সবার আশ্রয়।
বন্দি প্রভু বাসুদেব জয় জয় জয়॥

(২)

বাসুদেব প্রভু নিত্য বিষয় আশ্রয়।
অতএ এ দুই তত্ত্ব নিত্য লীলাময়॥
আশ্রয়-বিহীন কভু না রহে বিষয়।
বিষয়-বিহীন কভু না থাকে আশ্রয়॥

(৩)

সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ব বাসুদেব প্রভু।
শক্তি-হীন পশু নহে পরতত্ত্ব কভু॥
স্বপ্রকাশ বস্তু তিনি বিষয় আশ্রয়।
বাসুদেব-কৃপাকাঙ্ক্ষী সুর-নর-চয়॥

(৪)

বাসুদেব ত্যজি' যেবা অন্য বাঞ্ছা করে।
স্ব-জননী ত্যজি' সেই চণ্ডালিনী বরে॥
বাসুদেব ত্যজি' যেই ম'জেছে অন্যেতে।
কালকূট পিয়ে সেই মরিণ করেছে॥

(৫)

বিষয়বিগ্রহ-সেবা দিতে বিশ্বময়।
শ্রীবিনোদ-গৌরবাণী-সিদ্ধান্ত-নিচয়॥
জানাইতে প্রভু তুমি হইয়া সদয়।
জগতে আচার্যরূপে হ'য়েছ উদয়॥

(৬)

তুমি প্রভু শ্রীহরির প্রকাশ-বিগ্রহ।
জীবের সম্পৎশ্রেষ্ঠ তব অনুগ্রহ॥
আশ্রয়রূপেতে তুমি শ্রীহরি সে'বিয়া।
সেবাশিক্ষা দিতে এলে আচার্য্য হইয়া॥

(৭)

শুদ্ধবৈষ্ণবের গৃহে হ'য়ে আবির্ভূত।
শ্রীহরির নামগানে অনুক্ষণ রত॥
শিশুকালে আলিঙ্গিলা চৈতন্য-চরিত।
বাল্যাবধি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত॥

(৮)

মাতা পিতা সবে তব শৈশব-লীলায়।
হ'য়েছিল চমৎকৃত নেহারি' তোমায়॥
শিশু হ'তে সর্বশাস্ত্রে তুমি স্ফূর্তিময়।
নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ভক্ত-প্রবর॥

(৯)

বাল্যে তোমা হেরি শ্রীল বিনোদ-ঠাকুর।
জানাইলা শ্রীহরির করুণা প্রচুর॥
এই শিশু বিতরিবে গুরুগৌরবাণী।
প্রচারি নির্ভীককণ্ঠে শোধিবে পরাণী॥

(১০)

তুমি নিত্য স্বপ্রকাশ আচার্য্য-ভাস্কর।
অসৎসঙ্গবর্জনেতে দৃঢ় ব্রতধর॥
ধরিয়া কঠোর-ব্রত ব্রহ্মচারি-রূপ।
শিখা'লে আচার্য্য-সেবা অতি অপরূপ॥

(১১)

পাপ বংশ গো-ব্রাহ্মণে করে নির্য্যাতন।
অপ্রাকৃত ভক্তে করে কত জ্বালাতন॥
সাধুর করিয়া বধ পানীয় আহার।
অসত্যেরে সত্য বলি করিছে প্রচার॥

(১২)

নিত্য সেব্য বস্তু পদ্মপলাশলোচন।
তাঁর সেবা বন্ধ হবে করিল দুর্জ্জন॥
অপহরি' শ্রীহরির সেবার সম্ভার।
সাধু-প্রাণ ছিন্ন নষ্ট করি' অত্যাচার॥

(১৩)

বিতাড়িতে ধর্মগ্লানি ভারত-মাঝারে।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিশ্বে স্থাপিবারে॥
অপ্রাকৃত ভক্তানন্দ বর্দ্ধনের তরে।
অবতীর্ণ আজি দেব, অবনী ভিতরে॥

(১৪)

অবতার-উৎসবেতে বসুমতী-কোলে।
দুর্দান্ত নরকাসুর কম্পিল ভূতলে॥
নরকের বংশধর নারকী দুর্জ্জন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে করে 'শূদ্র' বর্তাজন॥

(১৫)

নাশিতে নারকিগণে হে আচার্য্য তুমি।
বাণী-সুদর্শন ল'য়ে এলে বিশ্বভূমি॥
অসহ্য তোমার তেজ হেরিয়া দুর্জ্জন।
পরিত্রাহি রবে আজি ত্যজিল ভুবন॥

(১৬)

আচার্য্য-কেশরিরূপে করিলে হুঙ্কার।
বিশ্ব মাঝে ভোগবাদ করিতে সংহার॥
শুভদিনে অবতীর্ণ আচার্য্য কৃপাল।
হেরি' তোমা লুকাইল তত কেরপাল॥

(১৭)

অপ্রাকৃত ভক্ত তোমা হেরে ভক্তবর।
অভক্ত নেহারে তোমা জীব জাতর॥
সজ্জনের প্রিয় তুমি কুসুম-কোমল।
দুর্জ্জন সম্মুখে তুমি অশনি প্রবল॥

(১৮)

নিবেদন করি আজি আচার্য্যচরণে।
সার্থক জনম হোক এ তিথি বরণে॥
বাসুদেবময় হোক এ ক্ষুদ্র জীবন।
এই ভিক্ষা শ্রীচরণে মাগে অকিঞ্চন॥

(১৯)

আমি অতি মন্দমতি অজ্ঞতে বিভোর।
তব পূজা-উপাচার কিছু নাহি মোর॥
আছে শুধু গুণ অন্ধ চিত্ত হাহাকার।
পদ-প্রান্তে স্থান দাও হে করুণাধার॥

(২০)

অতি ঘৃণ্য কীটাধম এ আত্মপ্রবর।
তব সেবা-যোগ্য নহে, নাহি গন্ধ-বল॥
কৃপা করি' এ পতিতে করহ স্বীকার।
পতিত-পাবন তুমি-বিখ্যাত সংসার॥

সেবকাধম
শ্রীভক্তিসৌরভ দাস ভক্তিশাস্ত্রী

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্রা শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কাজনগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাজনগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) বাঙ্গগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জমানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাখালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅভিরূপ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী।

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অসাইকিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীভুবনেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমদ্কৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হেস্টিংস রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা সঙ্কল্প। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁদালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অম্বষ্ঠ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অম্বষ্ঠ, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরদহ গ্রা, পোঃ চিরুদহ গ্রা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমদ্‌মঙ্গল ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২১শে আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁশবাদি	৬৷৷০
কলমা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সপোর্ট কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাবাদি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৶০
চিনুর ১০০০ নং	১০৶০
নারকেলা সাদা	৯৷০
পুর সাদা	৮৷০—৯৶০
পুর লাল	৭৸০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
ছাবিবরাব	৫২৷০

পাটের দর

লাইভে—	৪০৸০
নুতন—	৪০৸০
চিকন—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
পাবকাইন ঐ	৬৲—৬৸০
হটমোক্স ঐ	৫৸৶০—৫৸০
চকী	৬৲—৬৸০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
সোলাউ	১৷৶০—১৸০
ভুষি	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

অজয়	৫৭৲
মাখনীয়া	৫৭৲
ফুলেশ্বরী	৫০৲
	৪৫৲

পাতিয়াল	৪৬৷০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৶০—৯৴
ঐ দে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৲—৮৸০
ঐ টাটা স্টেন্ডার্ড ৩-৪ই বীম সব সাইজ	১০৴
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	।৶০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৩৷০
২৮ গেজ—	১৪৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৩৸৶০
২৮ গেজ—	১৩৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

শীট	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
মোট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—

গাটি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা

৭৷০—৩৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, পয়সে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

রড	৮৸০—১১৷০

নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হাফরণ ৫৶০, পাটের হাফরণ ৩৷০

তুলার হাফরণ ৪৸০

জুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আরেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আয়েন করকচ	৪০৲
কণ্ঠি পুরনো কাইন	৪৩৲
হাবার্থ তাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাও	৮৷৷
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
খাঁটি খয়েরণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার অভিষেক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপী, বড়বাজার

কলিকাতা

কৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীতম্। মূল সংস্কৃত, শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম কৃত টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ—যেমন সুখপাঠ্য তেমনই চিত্তাকর্ষী, পাদ-টীকায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-প্রণালীর বিবরণ এবং লীলানুরূপ মহাজনী পদাবলী সহ সম্পাদিত। এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ

মহাকবি শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী বিরচিত। যিনি অতি শৈশবে শ্রীমহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীল শিবানন্দ সেনাত্মজ শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন লীলার সুধা-সরিৎ-স্বরূপ শ্রীগ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা এবং সরল সুখপাঠ্য বঙ্গানুবাদ সহ ১০ম স্তবক পর্য্যন্ত একত্রে বাঁধান। মূল্য ৫০ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

সাত্বত দর্পণ বা

সৎক্রিয়া-সার-পদ্ধতি

ইহা বৈষ্ণব স্মৃতি-সম্মত বিবাহ, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত, শব-সৎকার হইতে অশৌচবিচার ও বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি বৈদিক গৃহ্য সূত্র, স্মৃতিগ্রন্থ এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া-সার দীপিকাদি অবলম্বনে ভক্তির অনুকূলে অতি সরলভাবে সঙ্কলিত। ভগবদ্ভক্ত জন মাত্রেই এই পদ্ধতি দৃষ্টে নিত্য নৈমিত্তিক, বৈদিক লৌকিক সকল ক্রিয়াই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। বৃহদ্‌গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

পুঃ অন্যান্য পুস্তকের দর জানিতে হইলে ক্যাটলগের জন্য লিখুন।

ম্যানেজার —ভক্তিপ্রভা পুস্তকালয়,

আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার দোষ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৶০	।৶
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৮৲	৪৲	৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷০ ভিক্ষা বন্ধ।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমাদি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ব-রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পাড়া, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

দৈ নি ক

REG NO C 1844

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪৪, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৭২]

বিবিধ সংবাদ

জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণ
৭০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর উত্তর চীনে জাপানীদের যে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রথম ফলস্বরূপ তাহারা চীনবেষ্টিত সুয়ান সহর অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। পিপিং-এর ৭ মাইল দক্ষিণে চীনারা যে ব্যূহ রচনা করিয়াছে, এই স্থানটী তাহার চাবিকাঠি স্বরূপ।

সুয়ানের পতনের পূর্ব্বে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। বর্ত্তমানে পিপিংহাংকাও রেলের পশ্চিমে লিয়াং লিয়াং এর নিকটস্থ স্থানগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া তিয়েন-সিনের ৩০ মাইল পশ্চিম পর্য্যন্ত ৭০ মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে।

বহু স্থানে হুন নদী পার হইয়া জাপানীরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে যে সমস্ত চীনা সৈন্য পিপিং-হাংকাও রেলপথ ধরিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের পরিবেষ্টিত হইবার আশঙ্কা আছে।

জাপানীরা বলে যে, তাহাদের আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর তাহারা বহু মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং পিপিংহাংকাও রেল-পথ হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও শত্রু চীনাদের ভীষণ ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইয়াছে।

জাপানীরা আরও বলে যে, সুয়ান সহর অধিকার করিবার পূর্ব্বে তাহারা চীনাদের একটি ডিভিসনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া লিয়াং লিয়াং-এর জাপানী সৈন্যরা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া দাবী করে। প্রকাশ যে, তথায় চীনারা বহু বিস্তৃত অঞ্চলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হারাইয়াছে।

চারশত গজ প্রশস্ত হুন নদী পার হওয়ার পূর্ব্বে জাপানীরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। চীনা সৈন্যগণ এই নদীর তীর ধরিয়া যে সমস্ত পরিখা খনন করিয়াছিল, এই গোলাবর্ষণে সেইগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, জাপানী অশ্বারোহী সৈন্যগণ তখন সাঁতরাইয়া নদী পার হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বাহিনীকে এবং তারপর পদাতিক সৈন্যদলকে নৌ-সেতুর সাহায্যে নদী পার করা হয়। চরগণ প্রথমেই সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়াছিল। তাহারা অপর তীরে থাকিয়া মূলবাহিনীর নদী অতিক্রমে সাহায্য করে। নদী পার হওয়ার পর জাপানীগণ আর বিলম্ব না থাকিয়া ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়। সমতল ক্ষেত্রে তাহাদের ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণ খুবই কার্য্যকরী হয়।

ভূমধ্যসাগর-সমস্যা

ভূমধ্যসাগরের পাহারা ব্যবস্থায় ইতালীর পক্ষে কোনও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মতে অসম্ভব বলিয়া যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে লণ্ডনে তাহার সত্যতা অস্বীকার করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, 'ব্রিটেন ও ফ্রান্স অবিলম্বে বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরে ইতালী যদি যোগদান করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে পাহারা কার্য্যে যুক্তিসঙ্গত অংশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন করা হইতে পারে।

রোমের সংবাদে প্রকাশ, ভূমধ্যসাগরের পাহারা কার্য্যে ইতালীকে যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমান অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ লণ্ডনে নিরপেক্ষতা-কমিটির সভায় এ বিষয়ে চেষ্টা করা হইবে। তাহা হইলে নিয়ন বৈঠক সম্মেলন আহ্বান না করিয়া নিরপেক্ষতা-কমিটির উপর সাবমেরিন আক্রমণের সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণের জন্য ইতালী পূর্ব্বে যে দাবী জানাইয়াছিল সেই দাবীও পূর্ণ হইবে।

"ট্রিবিউন" পত্রিকা বলেন, ইতালীর উত্তরের সুর এরূপ নয় যে, সন্তোষজনক সমাধান অসম্ভব হইবে। পাহারা ব্যবস্থায় যোগদানের সর্ত্ত হিসাবে ইতালী শুধু অন্যান্য প্রধান শক্তির সমান অধিকার চাহিয়াছে।

বৃটিশ ছাউনীতে গোলাগুলী

একটী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ক্ষত-উপত্যকার উত্তরদিকে মোল্লা শের আলির দলের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করিয়া বাস্ক্রিগেড সৈন্যদল আনাগন সাহা শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ বাধা দিয়া মোল্লা শের আলির দল ছত্রভঙ্গ হয়, এবং ঐ অঞ্চল হইতে পলায়ন করে কিন্তু বনিগুবাদের দক্ষিণে রাস্তার আশেপাশে অন্যান্য বিরুদ্ধ দল বিশেষ ক্ষতি করিতেছে মোল্লা শের আলি উত্তর দিকে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন পক্ষের হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

হতখেল এবং খতি অঞ্চলের উত্তরে বৃটিশ শিবিরে এবং প্রাচীর ছাউনীতে গোলাগুলী চলিয়াছিল।

বিহার-জমিদার সম্মেলন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে দ্বারভঙ্গের মহারাজার সভাপতিত্বে বিহারের জমিদার-বৃন্দের এক সভা সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে যে, জমির খাজনার উপর কর নির্দ্ধারণ এবং কতিপয় অন্যায় আইন প্রণয়ন করিয়া জমিদারবর্গের স্বার্থ হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য প্রয়োজন হইলে জমিদারেরা অহিংস উপায়ে আইন অমান্য করিতেও প্রস্তুত হইবেন। এই প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করেন রাজা ভার রঘুনন্দন প্রসাদ।

মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার

সর্পদষ্ট রোগীর মৃত দেহ ভেলায় করিয়া জলে ভাসাইয়া দিবার যে কিংবদন্তী এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে উহার পেছনে যে একটি যুক্তি আছে, তাহা একটি ঘটনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কিছু দিন আগে ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর থানার অন্তর্গত কেন্ডিবাগুরা নিবাসী শ্রীনবীন চন্দ্র সিংহ রায় যখন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে বিষধর সর্পে দংশন করে, ফলে তিনি কিছু সময়ের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বহু চিকিৎসায়ও কোন ফল না হওয়ায় পরদিন লাকেন সেখ ও কার্ত্তিক সরকার নামক দুইজন ওঝাকে ডাকান হয়। তাহারা বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া ভেলায় করিয়া "মৃতদেহ" নদীতে ভাসাইয়া দিতে বলে। "মৃতদেহ" ভাসাইয়া দিলে তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে এবং নানাবিধ চিকিৎসা করিতে থাকে। সাত আট মাইল ভেলা ভাসিয়া যাওয়ার পর মৃতদেহে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ক্রমে লোকটী বাঁচিয়া উঠে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিফলিকা গুণগৌরবকঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পূর্ব্বার্ধ-বিনির্ণয় ।০
৫৫ ভজনরহস্য বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭ ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভজনরহস্যম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অব ওয়ার্কস অন্ বেদান্ত ।০
৭০। মায়াবাদ ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্‌স্ অ্যাণ্ড বেদান্ত ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট পার্ট) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৪ টাকা ১৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জিকার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ১৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ষ্ঠা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার | ১০ম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাষ্টমী মহামহোৎসব

(প্রত্যাবর্ত্তনীর পর)

এ বৎসর পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের যোগ্যতমাবতম শ্রীগৌ-রাধা-নিত্যজন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সংকীর্ত্তনাধ্যক্ষতায় ও কৃপানির্দ্দেশে শ্রীরাধাষ্টমী মহামহোৎসব অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা চতুর্গুণে সাফল্য ও সুষ্ঠুতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরাধাষ্টমী-তিথিবাসে অভিনন্দিত ও বিশোধিত করিবার জন্য শ্রবণ-কলাকল মুখরিত মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীঅদ্বৈতকব-বন্দনাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ভাগবতপুরাণতীর্থ মহাশয় 'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেল।'— গীতিটী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে 'শ্রীরাধাতত্ত্ব' প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল সুললিত ও প্রাঞ্জলভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীরাধিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ "জয় রাধে জয়-কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন" গীতিটী আবেগের সহিত কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব প্রভু মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ প্রভু বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ-সেবা করেন। ভোগরাগ ও আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর প্রায় ৭।৮ শত লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। মধ্যাহ্ন ১ ঘটিকা হইতে ৩॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভু 'হরিভজনকারীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী 'পরমকরুণ পঁহু দুইজন', 'শীতলচরণ কলিপাবন গোরা' প্রভৃতি গীতি প্রায় ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভক্তগণ পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতে থাকেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মঠে এত লোকের সমাগম হইতে থাকে যে, অবশেষে তিলধারণের স্থান থাকে না। উচ্চকীর্ত্তন, নর্ত্তন, বিপুল জয়ধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-সানাই বাদ্যের ও ভক্তগণের আনন্দধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সন্ধ্যা-রাত্রিক সম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীরাধারাধবের যে অপূর্ব্ব শৃঙ্গার হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সকলেই শ্রীরাধাগিরিধারীর অপূর্ব্ব রূপদর্শনে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু ভক্ত ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এক সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী "রাধিকা-চরণপদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম" গীতিটী কীর্ত্তন করেন। বিপুল জয়ধ্বনি ও হর্ষের মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং "রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে।"—এই গীতি প্রাণস্পর্শী ভাবে শ্রীরাধাবিনোদের বিজয়-বিলাসে অপূর্ব্বভাবে আবেগের সহিত কীর্ত্তন করিলে সভায় সকলেই তন্ময়ভাবে সমস্বরে কীর্ত্তন করেন। তিনি শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর তত্ত্ব ও সেবাম্বাধুর্য্যপরাকাষ্ঠা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং আশ্রিতগণের আনুগত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে জ্ঞাপন করেন। তিনি জগজ্জীবের প্রতি শ্রীবার্ষভানবীর অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা এবং নিজের অসামর্থ্য দৈন্য জ্ঞাপন করেন। তাহার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ অত্যন্ত আবেগ, আর্ত্তি, দৈন্য ও অশ্রুলোচনের সহিত আশ্রয়বিগ্রহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও তদীয় দাসানুদাসগণের কৃপা যাচ্ঞা করেন। অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল 'রাধা', 'ধারা' প্রভৃতি শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িসমন্বিত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা এবং আশ্রয়-পূজার একান্ত আবশ্যকতা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ হিন্দীভাষায় শাস্ত্রপ্রমাণমূলে শ্রীরাধা-রাণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তারপর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ 'ব্যাসপূজায় আত্মগুরু' এবং 'আশ্রয়বিগ্রহ-সেবা' সম্বন্ধে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। অবশেষে শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী ইংরেজী ভাষায় বহুপর শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি, উপদেশ এবং আচার্য্যানুগত্যই যে প্রভুপাদ ও শ্রীরাধারাণীর সেবা তাহা যুক্তিনির্ব্বোধনিরাসকল্পে ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। সভার অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ 'কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।' গীতটি প্রাণস্পর্শিভাবে কীর্ত্তন করিলে 'মহা-মন্ত্র' ও ভোগারাত্রিক গীতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সহস্র সহস্র লোককে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রি ১২॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

এই উৎসবের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা এই—আচার্য্য-প্রকটোৎসব ও শ্রীরাধাষ্টমী মহামহোৎসবোপলক্ষে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত গৌড়ীয়মঠাশ্রিত এবং গৌড়ীয়মঠাগত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বান-প্রস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণ সকলে সমস্বরে আগ্রহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নাম-কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, আরাত্রিক দর্শন, প্রসাদসম্মান, নানাবিধ সেবাকার্য্য ইত্যাদিতে কোনও বিরাম দেখি নাই। কাহারও কোনও অভাব অভিযোগ শুনা যায় নাই। গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টি আর মঠের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর পর্য্যবেক্ষণ ও সকলের প্রতি আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি আনন্দসুবন্দিতা সকলেরই আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদগণের হরিকথা বিতরণে উৎসাহে সকলের চিত্তে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। এই উৎসব যোগপীঠে শ্রীগৌর-জন্ম মহামহোৎসবের স্মৃতি সর্ব্বতোভাবে আনয়ন করিয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ, হরিকথাকীর্ত্তন ও উপদেশাদি গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের তথা বিদ্বজ্জনের মনন উদয় করাইয়াছে।

হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তসনে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

পূর্ব্ব উক্তিগুলি ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ হৃষীকেশ সর্ব্বশিব সংবৎ গৌরাব্দ ৪৫১

নামগ্রহণ

(ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

অনেকের ভক্তগণের নামগ্রহণ মাত্রেই নাম-মাধুর্য্যোদ্ভব হয়, সুতরাং নাম-সাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-বিকার এবং তাহার অনুভব না হ প্রাকৃত ও বাহ্য লক্ষণ অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। বহুবার হরিনাম গ্রহণ করিয়াও যদি কাহারও হৃদয় দ্রবীভূত না হয়, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি নামাপরাধী। সর্ব্বশক্তিমান্ নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই সকল প্রতিবন্ধক থাকাই হৃদয়-বিকার প্রতিহত হয়। সামান্য নাম প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাভাস, কিন্তু বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নামাক্ষর নামাপরাধ হয়। অপরাধীর চিত্ত লৌহতুল্য কঠিন; সুতরাং হরিনাম-শ্রবণ কীর্ত্তন করাইয়াও উহা দ্রবীভূত হয় না। যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্যলক্ষণ অশ্রু ও পুলক, তথাপি ঐ অশ্রু ও পুলক সকল সময়েই যে চিত্তদ্রবতার প্রকাশক হইবে তাহা বলা যায় না। শ্রীরূপপাদ বলেন,—"বহিরঙ্গ লোক স্বভাব-পিচ্ছিল-চিত্ত অর্থাৎ যাহারা এত ভাবপ্রবণ ও দুর্ব্বলহৃদয়, সহজেই তাহাদের চক্ষে জল আসে। যাহারা সামান্য একটু সুখ দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়েন এবং তখনই তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপতন হয়। এরূপ অশ্রুপতনাদির মূলে কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। কেহ কেহ আবার ভাবুক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাস দ্বারা অশ্রু ও রোমাঞ্চ আয়ত্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং অশ্রু পুলকই যে সর্ব্বদা ভাবের লক্ষণ তাহা বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু দেখা যায় যে, অতি গম্ভীর মহানুভাব ভক্তগণের চিত্ত হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা দ্রব হইলেও তাঁহাদিগের বাহিরে অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হয় না। অতএব বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয় তাহাই পাষাণ-সদৃশ কঠিন, ইহাই অশ্মসার হৃদয় অর্থ। হৃদয়-বিকারের মুখ্য লক্ষণ-সমূহ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে (পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী ২৫শ সংখ্যা) বর্ণন করিয়াছেন—যাঁহাদের ভাবের অঙ্কুর আবির্ভূত হইয়াছে সেই সকল পুরুষ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

(১) ক্ষান্তি (২) অব্যর্থকালত্ব (৩) বিরাগ (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদা রুচি, (৮) ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি, (৯) ভগবানের বসতি-স্থানে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(১) ক্ষান্তি—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তে কোনও বিকার উপস্থিত না হওয়াকে ক্ষান্তি বলে। যেমন মহারাজ পরীক্ষিৎ বিপ্রগণকে বলিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৯।১৫) আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া অবধারণ করুন এবং আমি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছি জানিয়া গঙ্গাদেবীও এইরূপ প্রতীতি হউক, বিপ্রকুমার প্রেরিত তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক, আপনারা বিষ্ণুগাথাকীর্ত্তনে বিরত হইবেন না। (২) অব্যর্থ-কালত্ব—প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবৎসেবায় যুক্ত থাকার নাম অব্যর্থকালত্ব।

(৩) বিরক্তি—শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিকী অরোচকতা, যেমন (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৪।৪৩) রাজর্ষি ভরত দুস্ত্যজ দারাপুত্রসুহৃদ্রাজ্য প্রভৃতিকে যুবা কালেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবালালসায় মলবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে ক্ষুদ্রাভিমান, যেমন মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রগণের শিখামণিস্বরূপ হইয়াও যখন উত্তম ভগবানে রতি হইল তখন বিপক্ষ জন্য শত্রুর গৃহে পর্য্যন্ত যাইতেন এবং আচণ্ডালকে প্রণাম করিতেন।

(৫) আশাবন্ধ—ভগবৎসেবা প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় সম্ভাবনা। (৬) সমুৎকণ্ঠা—নিজ অভীষ্ট লাভের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা বা লোভ, 'কোথা যাও, কোথা পাও, মুরলীবদন' এইরূপ ভাবে।

(৭) নামগানে সদা রুচি—এক মুহূর্ত্তকালও নাম-গানামৃত ব্যতীত তিষ্ঠিতে না পারা। মীন যেমন জল ছাড়া থাকিতে পারে না তদ্রূপ অবস্থা। (৮) তদ্বসতিস্থলে প্রীতি—ভগবানের বাসস্থলী নির্ণয়, ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২৫।২৫)—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

অর্থাৎ বনে বাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, যেখানে দ্যূত, পাশা, অক্ষক্রীড়াদি বা নানাপ্রকার বৈষয়িক গ্রাম্য কথা হয় সেই প্রকার স্থানাদিতে বাস তামসিক বাস। কিন্তু আমার শ্রীমন্দির না মঠাদি—যেখানে ভক্তগণ থাকিয়া হরিসেবা বা হরিকথা আলোচনা করেন সেই স্থানে বাস নির্গুণ বাস। অতএব যাঁহার ভাবভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদ্গম হইয়াছে তাঁহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইবে। অশ্রুপুলকাদি সাধারণ বা গৌণ লক্ষণ মাত্র।

কাহারও মধ্যে যদি ক্ষান্ত্যাদি মুখ্য লক্ষণসমূহ দৃষ্ট না হইয়া কেবল অশ্রু-পুলকাদি বাহ্য গৌণ লক্ষণসমূহই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে এ সকল লক্ষণকে কৃত্রিম লক্ষণ জানিতে হইবে। আবার কোনও গম্ভীর মহানুভব পুরুষের বাহ্য লক্ষণগুলি প্রকাশিত না হইলেও যদি ঐসকল মুখ্য লক্ষণ তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে তবে তাঁহাকেই যথার্থ প্রেমিক ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সংগ্রহের জন্য অনেক কপট ভক্তক্রন্দন ঐরূপ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করিতে থাকেন। আবার অনেক দুর্ব্বল-চিত্ত পুরুষের ঐ প্রকার প্রাকৃত ভাববিকারের লক্ষণসমূহ দেখিয়া অনেক অনভিজ্ঞ লোক ঐ সকলকেই অপ্রাকৃত ভাব-লক্ষণ বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্তগণের নামাপরাধ থাকা নিবন্ধন বহুবার নামগ্রহণ করিলেও নামাভাস্যাসাদ্দহনের অভাবে চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্ত বিক্রিয়ার প্রকাশলক্ষণস্বরূপ ক্ষান্তি প্রভৃতি অনুভাব সকলেরও উদয় হয় না। অতএব তাহাদের অশ্রুপুলকাদি বাহ্য লক্ষণ সমূহ দেখা গেলেও অকিঞ্চিৎকর হেতু ঐ সকল নিরর্থক। কিন্তু তাঁহারা যদি কপটতা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত শুদ্ধনাম-ভজনানন্দী বৈষ্ণবের নিকটেই শরণাগত হন, তবে তাঁহাদের সঙ্গ দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি হইলে যখন ক্রমে তাঁহারা নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি সাধন-ভূমিকায় আরূঢ় হইবেন, তখন কালে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে কাঠিন্য বিদূরিত হইবে এবং তাঁহারা তখন যে নাম গ্রহণ করিবেন তাহাই প্রকৃত নাম হইবে এবং নামের উচ্চারণে তাঁহাদের যথার্থ অশ্রুপুলকাদি হইবে। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায় তাঁহাদের ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য।

মুমুক্ষু কর্ম্মী বা মুমুক্ষু যোগী ও জ্ঞানীতে যদি বাহ্য রতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তবে উহা রতিপদবাচ্য হইবে না। অন্তঃকরণের আর্দ্রতাই রতির লক্ষণ। যদি উহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতিতে—মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণে লক্ষিত হয়, তথাপি তাহাকে রতি বলা হইবে না, কারণ মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিগণে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় রতি নাই, মোক্ষ-বাঞ্ছাদিতেই তাহারা রতিযুক্ত। নিখিল প্রাকৃত তৃষ্ণা হইতে নিমুক্ত মুমুক্ষুগণ যে রতির অনুসন্ধান করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় গোপ্য সম্পত্তি, যাহা ভজনশীল জনগণেরও সহজে দেওয়া হয় না, ভুক্তি-মুক্তিকামহেতু জ্ঞানকর্ম্মাদি-অনাবৃত ভক্তি-বর্জ্জিত থাকায় যাহারা অনধিকারী সেই সকল কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের হৃদয়ে ভাগবতী রতির কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ঐসকল ব্যক্তির চিহ্নাদি দর্শন করিয়া বালক অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরই চমৎকার বোধ হয়, কিন্তু সুবোধ অভিজ্ঞজন উহাকে রত্যাভাস অর্থাৎ যথার্থ রতি নহে ও রতির ছায়া মাত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিশেষ জানিতে হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আলোচ্য; সুতরাং বাহ্য অশ্রু-পুলকাদি চিহ্নই হৃদয়-বিকারের লক্ষণ নহে। যাঁহারা নিষ্কপট ভক্তভাগবত গুরুদেবের কৃপা লাভ করত শ্রীগুরুর আনুগত্যে ক্রমপন্থা অনুসারে ভজন করিতে করিতে নিত্যাভিনিবেশ, অসৎতৃষ্ণা, দেহাত্মবুদ্ধি, হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব-ভূমিকায় আরূঢ় হন এবং পরিশেষে পরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণকালে হৃদয়ের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈবের অপনোদন জন্য অন্য কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত। কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী স্বরূপ-মহাশয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীনাম-গ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনামগ্রহণে শিথিলতা করা উচিত নয়। শ্রীনামগ্রহণের প্রভাবে ক্রমশঃ ঐ প্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ দ্বারে যেন চিন্তচিন্তা ধরা। যাহা আকর্ষণ চাহে হইয়া দুর্ব্বল॥

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা

——::০::——

সেবা দ্বারা শ্রবণের অধিকার জন্মে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎ-সেবা, কেবল কাণ দিয়ে নয়। বৈধী ভক্তিতে কেবল উপরের অর্চ্চাদের দ্বারা সেবা হয়, কিন্তু রাগ-মার্গে ভক্তগণ নির্দিষ্ট অঙ্গের দ্বারাও সেবা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিচার শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রবণের দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায়। সেবা এবং শ্রবণের মধ্যে একটা পরস্পর সম্বন্ধ আছে। মঠ অর্থাৎ যেখানে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সেবার সুযোগ পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের আহ্বানে শ্রীমঠে আসিয়া বাস করিলে সেবা হইয়া থাকে। কিন্তু নিজ ইচ্ছা ক'রে মঠে আসিয়া বাস করিলে মঠবাস হয় না, সেটা ভোগ হইয়া যায়, শ্রীগুরুদেবের বিচ্ছিন্নে যে ভোগের দাবী, তাহা সেবা নহে। গৃহস্থগণ মঠকে ভোগের পরিবর্ত্তে সেবা করিবেন। কেবল মঠে নয়, বাড়ীতে থাকিয়াও সেবাময় জীবনযাপন করিতে হইবে। ঘরে থাকা ও মঠে থাকা এক নয়; মঠটীকে যদি বাড়ী মনে করিয়া তদ্রূপ দর্শন করি তাহা হইলে মঠবাস হইবে না। শ্রীমঠে আসিয়া নিবাচিন্তা পরিত্যাগ করাই মঙ্গলের কারণ। আচরণহীন কথা দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল হয় না। তাহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। বাস্তব কীর্ত্তনকারীর নিকট হইতে শ্রবণ করিলে কীর্ত্তনের অধিকার হয়

শ্রীমঠকে কাণ দিয়া দর্শন করিতে হইবে; বাহ্য: একটা বড়বাড়ী দর্শন মঠদর্শন নহে, তাহা আমাদের আরামের জিনিষ অর্থাৎ মায়া। ইন্দ্রিয়গুলিতে যোগদান করিয়া যে প্রসাদ পাবার তাহা প্রসাদসম্মান নহে। শ্রবণের দ্বারা প্রসাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয়। শ্রীমঠে আসিয়া আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য খাও হওয়ার বিচার 'হ্ন বেচা ও কলা খাওয়া'র ন্যায়। এই দুইটী কার্য্য একত্র হয় না, এই প্রকার ভোগমূলক বিচারকে পেছনে রেখে মঠে আসতে হ'বে। তা' না হ'লে সমস্ত উল্টা হ'য়ে যাবে। দুধ ও তামাক একত্র থাকা চলে না। "প্রাচীন জনারে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে।" এই প্রকার ব্যক্তিসমূহ প্রাচীন, তাহাদের দ্বারা জগৎ কলুষিত হয়। ভগবান্ যাহাকে অনুগ্রহ করেন, তাহার ধনজন যা কিছু সমস্তই তিনি অপহরণ করেন।

জড়টা চেতন নয়, চেতনের ধর্ম্ম ইহাতে ব্যাপ্ত হয় এবং সেইটার দ্বারাই জড়ের শ্রী হয়। চেতনের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হওয়াতে এই জড়টা চেতনের সেবায় উপযোগী হয়।

পরমারাধ্যতমশ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ-শ্রীগৌরধামাধিষ্ঠান-শ্রীনাম-বিনোদাচার্য্যভক্তিবিনোদ ঠাকুরপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-ষ্টোত্তরশতশ্রী- শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বাসুদেবশরবিদ্যাভূষণগোস্বামি-প্রভুচরণানাং ত্রিচত্বারিংশ-তমাবির্ভাববাসরে

প্রণতিপ্রসূনম্।

বন্দে শ্রীমদ্রূপপদপ্রসাদো যত্প্রসাদাৎ

গতিঃ কুতোঽপি

ধ্যায়েন্মনঃ তত্ত্বগণপ্রিয়ঞ্চ পদে গুরোঃ

শ্রী-ব্রজবিলাস।

হে নিত্যসিদ্ধাচার্য্যপ্রবরাঃ! শারদশশ্র-চন্দ্রিকাবিনিন্দ্রানাং প্রসন্নসলিলানাং বিকচকুল-

—————

আত্মার নিজেকে সেবক বলিয়া অভিমানই বদ্ধাবস্থা। মায়াশক্তি দ্বারা অভিভূত হ'য়ে তাহার এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হয়। আবার স্বরূপ শক্তির প্রভাবে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে যথাবস্থার কথা উপলব্ধি ক'রে আত্মতাৎপর্য্যের বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। নিজের চেষ্টায় বদ্ধ বা মুক্ত হওয়া যায় না। ইহা স্বরূপ-শক্তি এবং মায়াশক্তির কার্য্য। সেবক-বিচারে আত্মসমর্পণ হ'য়ে থাকে। আত্মসমর্পণের ক্রমানুসারে দিব্য জ্ঞানের অনুভূতি হয়। এইটাই সাধন। বদ্ধাবস্থায় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ কি এইটা জানা না থাকিলে বিচারে দৃঢ়তা আসে না

অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে ভগবান্ প্রকাশিত হ'ন কেন, ইহা জানা দরকার। সব উপাস্য বস্তু; নামাশ্রয়ের পূর্ব্বে অর্চ্চা তাহাদের উপাস্য; তখন অর্চ্চনই তাহাদের নিকট নাম। অর্চ্চন ও ভজনে পার্থক্য আছে। বদ্ধ-জীবের প্রতি অর্চ্চামূর্ত্তির প্রাকট্যই তাঁহার প্রতি করুণা। অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে শ্রবণ তাহা বাস্তব শ্রবণ নয়। চেতনের সঙ্গে সম্বন্ধ না হ'লে গড়ুবলা আছে। তা' হ'লে চিজ্জড়-সমন্বয় নয়। চেতনের সঙ্গে জড় মেশে না, সেটা মিশ্রণ নয়। আত্মার অস্তিত্ব নিত্যকাল আছে। অজ্ঞাত সুকৃতিটা কি প্রকার ইহা জানা আবশ্যক। একটী লোকের দ্বারে গিয়ে তাহার নিকট হ'তে ভিক্ষা ক'রে আনছেন, এই প্রকার কার্য্যদ্বারা তাহার অজ্ঞাত সুকৃতি হচ্ছে। ভগবান্ যখন কৃপা করেন, তখন কৃপাটা তাঁ'র দিক্ থেকে আসছে, সেইটাকেই আমরা কারণ ব'লে মনে ক'রি। কিন্তু কৃপা কোন কারণের অধীন নয়। তাহা অহৈতুকী এবং তাঁহারই ইচ্ছাধীন।

কলনিনাদিতানাং মত্তালিমালাভিক্লোকনদ-বিমণ্ডিতানাং দিগন্তবিস্তীর্ণকিরণজালস্ফুরিত-নীলমৃত্তিকাবিভূষিতানাং শাস্ত্রপ্রাণবিনোদিনীবি-করোজ্জ্বলানাং সর্ব্বজনমনোবিভাবিতানাং প্রৌঢ়-শতদিক্শশাঙ্কাং শ্রীশ্রীমদাচার্য্যপাদানামা-বির্ভাবো হি অস্মান্ বিমলানন্দদায়িনী নিমজ্জয়তি। অস্মিন্ অবসরে শ্রীশ্রীভগবদ্-ভাগবতাবির্ভাবসমন্বয়স্বরূপতাং শুদ্ধবৈষ্ণবা-চার্য্যবর্য্যাণামনন্যত্বং হি আত্মারামপর্য্যন্তিক্ষং নিত্যাচার্য্যত্বং বিঘোষয়তি। বিমলবিগ্রহ-শ্রীবাসুদেবাভিন্নশ্রীবিগ্রহাণাং ভবচ্ছ্রীপাদ-পদ্মানাং ভক্তসমষ্টিবৈষ্ণবপরিজনাধ্যুষিতে গোলোকপ্রতিমগৃহেষু সান্ধ্যোৎসবান্ আরভ্য বলদেববাসুদেবমিলনভক্তিজং নিত্যচিদানন্দ-বাণিম্। অতিশৈশব এব শ্রীহরিনামকীর্ত্তন-শ্রবণেন ক্রন্দননিবৃত্তিঃ, শ্রবণমাত্রেণৈব শ্রীমদ্-ভাগবতশ্লোকাবলীনাং পুনরাবৃত্তিঃ, কৃষ্ণেতর-কথাবিরতিঃ, কৃষ্ণপ্রসাদমাত্রগ্রহণং, অনুক্ষণং শ্রীনামস্মরণং, কীর্ত্তননৃত্যগানকলানৈপুণ্যং, দেবার্চ্চনদর্শনপূজননিস্পৃহতা, শারদশীলা-সক্তিঃ সৎসঙ্গানুরক্তিঃ, দুঃসঙ্গবর্জ্জনাদিক শ্রীমদ্ভগবৎপাদানাং নিত্যসিদ্ধত্বং সূচয়ন্ত প্রখ্যাপয়ন্তি। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"—এতদ্ভগবদ্বচনং ভবচ্ছ্রীপাদানামা-বির্ভাবলীলয়েব নিরূপয়ামঃ

হে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকজীবনাঃ! নিরন্তরং ভাবেন শ্রীগুরুদেবপাদকমলয়োরনুবর্ত্তনেন তৎ-স্বত্বাৎ নিত্যলীলাপ্রবিষ্টানাং ওঁবিষ্ণুপাদ-পরমহংসবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী- শ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামিঠাকুরানাং নিত্যসঙ্গিত্বোৎকর্ষ-মুক্তবর্য্যা এব ভগবৎপাদা ইত্যবধারয়ামঃ। শ্রীগৌরকৃষ্ণাভিন্নশ্রীগুরুলীলানাং সেবাচাতুর্য্য-বিষয়ে অত্যদ্ভুতাদ্বিতীয়নৈপুণ্যম্। শ্রীগুরু-গৌরসেবাপ্রাপ্তয়ে তৎকৃপাপ্রাপ্তিরাবশ্যকী ভবতি। শ্রীগুরুপাদপদ্মানামপি গোস্বামিত্ব-মহাভাগ্যোপলব্ধিমেকমাত্রতাং অতীব-প্রোজ্জ্বলং সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপানির্দ্দেশক প্রদর্শিতম্ এব। শ্রীগুরুকৃপৈব শ্রীভগবৎকৃপা, অতএব শ্রীগুরু-কৃপানির্ভরতয়া শ্রীমদাচার্য্যপাদা এব শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠা ইতি সুনিশ্চিতম্। যথা শ্রীগুরু-চরণানাং নিত্যস্বচ্ছবিগ্রহমাধুর্য্যবৈভবাখিল-রসামৃতমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীনাম রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্যযুক্তঃ সন্তবতি, তথাত্রভবতা-মহৈতুককৃপয়ৈব শ্রীগুরুপাদপদ্মানাং প্রকাশ-কৃপাত্মকতি। ভবচ্ছ্রীপাদানামনুকম্পয়ৈব শ্রীগুরুপাদপদ্মপ্রবর্ত্তনাদ্যোতিকাদর্শরূপাং সম্প্রাপ্তির্ভবতি।

শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং স্বপ্রকাশকালে এব প্রাচ্যপাশ্চাত্যভূমৌ শ্রীভগবদ্বিচারয়োঃ সমাবির্ভাবোৎসাহং জনয়ৎ কৃতপূর্ব্বং মহদ-মানন্দং বিতারয়তি। অদ্য ভবচ্ছ্রীপাদ কালে যুগপৎ প্রাচি প্রতীচি চ দেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-

বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতিষ্ঠিতাং সংস্থাপিতা ভবিষ্যতী ত্যাশাকল্পলতিকামুকুলয়তি।

হে সর্ব্বগুণনিলয়ালোকধর্ম্মিনঃ! হে ভক্তি-সিদ্ধান্তপারাবারপারদর্শনঃ! হে সর্ব্বস্ব-নিবেদনেন শ্রীগুরুদেবস্য স্বয়ং চ সমগ্রগুরু-কৃপাশক্তিভাজন! হে শাস্ত্রসৌধাগ্রশ্রীমো-দ্যোতনেবিদুষাং! হে তৃণাদপি সুনীচত্ব তরোরপি সহিষ্ণুত্বাদর্শস্থাপকাঃ! হে শ্রীরূপ-রঘুনাথবাণী- সেবাকারসত্ত্বাঃ শ্রীমূর্ত্তি-বিগ্রহাঃ! হে শ্রীস্বরূপরূপ-রঘুনাথ-কবি-রাজ-বিশ্বনাথ-বলদেব জগন্নাথ- ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর- সরস্বতী- গৌরবংশপরমহংসা-চার্য্যকুলপ্রদীপাঃ! হে অনুনিরপেক্ষমুনি নীকা-চার্য্যাঃশ্রেষ্ঠাঃ! হে অপ্রাকৃতপণ্ডিতকবি-কুলতিলকাঃ! হে "শ্রীচৈতন্যশীলামৃতসারঃ", "অনন্তগোপালতথ্যাদয়ঃ" গ্রন্থানেক-মূলনিতম্বীরপরম্পরা হস্তাকৃষ্টচন্দ্রদিতর মদাঃ! হে কৃষ্ণকাষ্ঠ দুঃকর্ষণসাধন সর্ব্বচিত্তাকর্ষিহৃৎ-সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তাকোবিদাঃ! হে বিপ্রলম্ভ-রসমগ্নেষু পার্ষদবরাঃ। হে শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চরাত্রবিধানসমন্বয়াচার্য্যতাকরাঃ হে শরণাগতজনপালকাঃ! হে পতিতপাবন-জগদ্গুরবঃ! হে গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যাঃ! বয়ন্তু গুরুবল্লোপ্যা দীনা গুণলেশহীনাঃ সেবকা ভবচ্ছ্রীচরণসরোজসন্নিধৌ ভবদাসানুদাসত্বমেব সততং প্রার্থয়ামহে। প্রাচীনস্মৃত্যা নিবং গৌড়ীয়-সংকীর্ত্তনগোষ্ঠী পরেশাধিকারপ্রদানেন। কিং শ্রীমদ্রূপরঘুনাথাদিগোস্বামিক্রমনানাং বাগন্ত-সন্ধানেন কদাপি বয়ং সমর্থা ভবেম?—

পাদাম্ভোজং বিনা বয়মত্র

নান্যং কদাপি সময়ে কিল সেবি যাচে।

দাস্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং

দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

নমঃ শ্রীবাসুদেবায় গুরুজ্ঞানপ্রদায়িনে

সাধুমানসহংসায় দুঃখহন্ত্রে নমো নমঃ॥

ইতি—

ভবদীয়ানাং নিত্যকৃপাপ্রার্থিনাং

দীনাধমদাসানাং

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাম্

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১১। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিভানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীপ্রেমাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম·

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুখকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বারদী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর. পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামানন্দ ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ গলিঘাটি. (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মন্তাখাল, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপলাণ্ডিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক - শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বাণসা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কড়ি্দমুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড :পাঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বহমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, অপর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীশম্ভুধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী বনমালিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রেবলা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীপ্রাণবন্ধু ব্রহ্মচারী ভক্তপ্রসাদ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৬

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
বাজা চাল	৫৷৷৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
পাটনা নূতন	৪৷৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সচেঞ্জ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵৹

চিনির দর

সিঙ্গাপুর, চাইপ	১০৷৵৹
মরিসস ১০০০ নং	১০৵৹
খাড়কোলা সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
চাকপালের বাট	৩৩৷৹
গিনি	২২৲
রূপার বাট	৫৩৷৹
চাঁদির বাট	

পাটের দর

আবঙে—	৪০৷৷৹
নিরভর—	৪০৷৷৹
উচ্চদর—	৪১৷৹
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট মার্কা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
ক্যাপাকাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৵৹—৫৷৷৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (সি)	৫৷৷৹—৫৷৷৵৹
আটা নং (২)	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৵৹
আটা নং (৩)	৪৷৹—৪৷৷৵৹
গোলাই	১৷৵৹—১৷৷৹
ভূষি	১৷৵৹—১৷৵৹

সূতের দর

আসল	৫৭৲
রাঙ্গলীলা	৫৭৲
ভূতবলী	৫০৲
কাপী	৪৫৲

পাটিয়ালা	৪৷৷৹
ভার	৯৷৷৲
কাবুলে	৩৷৲
রাজা রাওতা	৪১৷৷৹

লোহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৵৹—৷৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা চৈনেল ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷৵৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮৷৵৹—৮৷৷৹
টাটা প্যাঃ করগেট সিট।	৷৵৹
২৪ গেজ—	১৪৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৷৵৹
২৬ গেজ—	১৬৷৵৹
২৮ গেজ—	১৬৷৵৹
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷৷৹
২৬ গেজ—	১৪৷৷৹
প্যাঃ বাটা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	৷৵১০—৷৷৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷৹ - ৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, গোলটু গয়ারে	৮৲—৯৲
গোল রড বি-ইরকোন ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৷৷৹—১১৷৹

খুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হাপরণ ৫৵৹, পাটের হাপরণ ৬৷৹

তুলার হাপরণ ৪৷৹

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবের সোনার কাইন	৫৪৲
সিটি ও আবের-কাকড়	৪০৲
কড়াতি ধুনিস কাইন	৪০৲
হাবার্ট ভাষা	৫৯৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা নাড	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
শুট মরিচ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

প্রবোধ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন্স এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

আমাদের নিজ
কারখানায় প্রস্তুত
একমাত্র গিনিসোণার
নানাবিধ হাল ফ্যাসানের
গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং
অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া
অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান
হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার। টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীমায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠ ভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ... প্লীহা, যকৃৎ ... এবং নতুন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... সাধক ... মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

শাখা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

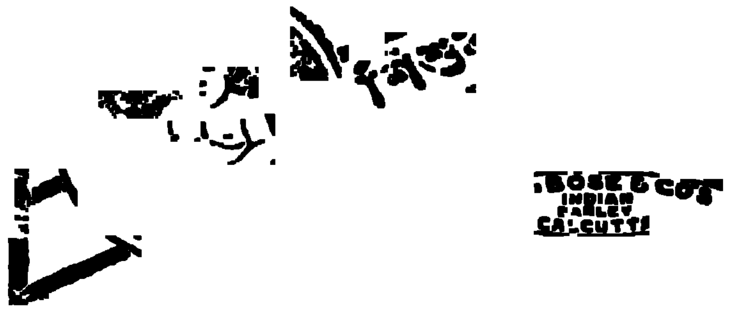

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার
বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ
কর্ত্তৃক
অনুমোদিত
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
পঞ্চাশ বৎসরের
পরিচিত ও পরীক্ষিত

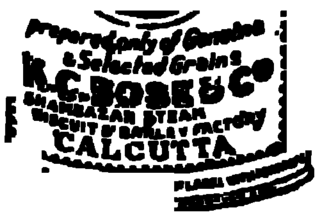

এণ্ড কোং
ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদানুবাদ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের স্বরূপ, লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের-লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথামৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা। ভিন্ন খরচ।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীমায়াপুর
শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর—শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুরবর্ত্তমানক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সার্ব্বভৌম-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রবর্ত্তিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৭৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগামী ১৯৩৯ সালে মৌলিক রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক দেওয়া হইবে :—

(১) রাণী রাজকুমারী স্বর্ণপদক। রচনার বিষয়—'অদ্বৈতবাদ' অথবা 'সাংখ্য ও যোগদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা'। (২) আনন্দরাম বড়ুয়া স্বর্ণপদক। রচনার বিষয়—'চন্দ্রবংশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' অথবা '১২০০—১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান'। (৩) মৃণালিনী স্বর্ণপদক। রচনার বিষয়—'প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক সাহিত্য'। (৪) রায় তারকনাথ মুখার্জ্জী স্বর্ণপদক। রচনার বিষয়—'তানাজুদীন কবীর রচনায় হিন্দু দর্শনের প্রভাব' অথবা 'বাঙ্গলার মুসলমান কবি' অথবা মুসলমান আমলে বাঙ্গলা সাহিত্য অথবা 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলমানদের দান'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত যে কেহ ঐ সমস্ত পদকের জন্য প্রতিযোগী হইতে পারিবেন। মৃণালিনী স্বর্ণপদকের জন্য যাহারা গত দশ বৎসরের মধ্যে গ্রাজুয়েট হইয়াছেন তাঁহারাই শুধু প্রতিযোগিতা দিতে পারিবেন।

—

হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার রোমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, ইতালীর গভর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টরূপে বলিতে চাহেন যে, আগামী হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার দ্বারা বৃটেনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার রাজনৈতিক চক্র হইবে না। সাক্ষাতের দিন স্থির হইবার পূর্বেই বৃটেন ও ইতালীর মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা সুরু হইয়াছিল। ডিক্টেটরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া ইউরোপের সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিবেন :—

(১) বৃটেন ও ইতালী এবং বৃটেন ও জার্ম্মাণীর মধ্যে যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে, সেইগুলির সমাধান।

(২) স্পেনের যুদ্ধ এবং ভেলেন্সিয়া ফ্রাঙ্কোর জন্য সাফল্যের উপায়।

(৩) পশ্চিম ইউরোপীয় চুক্তির আলোচনাকালে ইতালী ও জার্ম্মাণীর সহযোগিতা।

(৪) রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও নাৎসী গভর্ণমেণ্টের বিরোধ।

—

জাপ-বাহিনীর অগ্রগতি

জাপানীরা বলে যে, পিপিং-এর দক্ষিণে তাহাদের বিরাট অভিযানে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তাহাদের আরও কয়েকটী যুদ্ধে জয় হইয়াছে কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, চীনা সৈন্যদলকে ঘিরিয়া ফেলার জন্য তাহারা যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা আংশিকভাবে মাত্র সফল হইয়াছে।

জাপানীদের প্রধান বাহিনী লৌহা ও মোলেংচুর মধ্যবর্ত্তী যুগা নদী পার হইয়াছে এবং এক্ষণে চোচাওএর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইতোমধ্যে পিপিং-হাংকাও রেলপথের অপরে তাহাদের দক্ষিণ বাহিনী লিউলিহো সহরের তিন মাইলের মধ্যে যাইয়া পৌঁছিয়াছে।

চীনা সৈন্যগণ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালাইতেছে। এখনও লিয়াংশানের পশ্চিম দিকের কয়েকটী পাহাড় ও বাংশানের পশ্চাদ্দিকের কয়েকটী গ্রাম অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আরও দক্ষিণে জাপানীদের বাম বাহিনী পাওটিংফুর দিকে চীনাদের প্রধান বাহিনীর উপর চাপ দিতেছে।

—

চৌকিও সংবাদ

সমর-সচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এক লক্ষ চীনা সৈন্য পিপিং-এর ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকবর্ত্তী চমু উপত্যকা পরিবেষ্টন করিয়াছে। জাপানীরা এই দাবী করিয়াছে যে, তাহারা এক লক্ষ চীনা সৈন্যকে পিপিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থিত একটী উপত্যকার মূল সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সংবাদও আংশিক ভাবে সমর্থিত হইতেছে যে, জাপ বাহিনীর যে সৈন্যদল গত ১৬ই সেপ্টেম্বর চুখানঝী অভিক্রম করিয়াছিল, তাহারা ২০ ঘণ্টায় ১২ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং সিয়ান রণক্ষেত্রে ৫০০০০ চীনা সৈন্যকে মূল সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং চো-চাওয়ের দক্ষিণ-দিকবর্ত্তী লিবান রেলওয়ের একটী শাখা অধিকার করিয়াছে। ইতোমধ্যে জাপ-বাহিনী লিয়াং-সিয়াং হইতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া চো-চাওয়ের ১৫ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

—

ক্যান্টোনিয়ায় সৈন্য বিমান আক্রমণ

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে গালস্বা হইতে পাঁচটী বিমান আসিয়া ক্যান্টোনিয়ার উপর আক্রমণ চালায়। উহার ফলে ২২ জন লোক নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে নিহতদের মধ্যে আটজন স্ত্রীলোক। প্রকাশ যে, ৭০টী বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাতে সকলের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কাণ্ডজো মৃত্যাবশে বিমানে গৃহগুলির অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ যে, একজন ইংরাজ নাবিকের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সংবাদের সত্যতা এখনও পাকাপাকি ভাবে জানা যায় নাই।

বাজিয়ের উপরও পুনরায় গোলাবর্ষণ করা হয়। প্রকাশ, যে, আগষ্ট মাসে বাজিয়ে মোট ৬৭৯টী গোলা পড়ে এবং তাহাতে ৫৮৩টী গৃহের ক্ষতি হয়, কিন্তু মাত্র ১৭জন নিহত ও ৫৩ জন আহত হয়। এক দিনের মধ্যেই বাজিয়ে ৩৭৫টী গোলা পড়িয়াছিল।

—

ব্রহ্মপুত্র নদে গণ্ডার শিকার

আসামে গণ্ডার খুব কম পাওয়া যায়। গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে শিবসাগর জেলার গোলাঘাট মহকুমার এলাকাধীন স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদে একটী পূর্ণ বয়স্ক গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডারটী নদের দক্ষিণ তীর হইতে সাঁতার কাটিয়া মাজুলীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তখনি মিকিরদের অধিবাসীরা এই গণ্ডটিকে আক্রমণ করে। শেষ পর্য্যন্ত গণ্ডারটিকে মারা হইয়াছে। ভারতের বাজারে গণ্ডারের খড়্গের যথেষ্ট মূল্য আছে।

সাধারণতঃ কামরূপ ও শিবসাগর জেলার কোন কোন স্থানে গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। আসাম গভর্ণমেণ্ট এই দুই জেলার কয়েকটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় গণ্ডার মারা নিষিদ্ধ। তবে বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের অনুমতি লইয়া জনসাধারণ ঐ সকল স্থানে যাইয়া গণ্ডার ধরিতে পারেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। যামুন-আলবন্দর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-গল্পহস্ত্রা ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীন-দিশ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদবর্জনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷
৬৯। এ ভিউ আর্ট অব্ বেদান্ত ৷
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৶
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

মঠের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্পণের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ১ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫২, ৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১০৫তম সংখ্যা

আচার্য্য প্রকট-তিথিপূজা

——::(০)::——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

গত ২৫শে ভাদ্র শুক্রবার শুভ শ্রীগৌর-পঞ্চমী-তিথিতে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-তিথি-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীমঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন হইলে, শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আলেখ্যমূর্ত্তি নানাপ্রকার বিচিত্র পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া নানাবিধ বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত বস্ত্রদ্বারা মণ্ডিত একটী সুরম্য সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পীত, লোহিত, নীলবর্ণের নানাবিধ বৃক্ষ ও পত্রে উহা সুশোভিত করা হয়। সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে থাকে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ ও নানাবিধ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করা হয়। শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, উচ্চকীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ অষ্টাদশ অধ্যায় এবং সপ্তদশ অধ্যায় হইতে শ্রীমদ্ পরীক্ষিৎ মহারাজের কলিনিগ্রহ বিষয় পাঠ করেন এবং শেষে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর 'নবদ্বীপ নির্গুঢ় আদর্শ চরিত্র কাহিনী, তাঁহার শ্রীগুরু-সেবার অনন্ত আদর্শ সম্বন্ধে সমাগত সজ্জন-সমীপে সারগর্ভ কীর্ত্তন করেন। শ্রীনিতাই দাস সর্ব্বজন সমীপে শ্রীমঠবাসী সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন। মঠের সেবকবৃন্দ ও সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীআচার্য্যদেবের বন্দনাগীতি কীর্ত্তন করিয়া ধারাবাহিক পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুবর্গের বন্দনা করেন। তৎপরে ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আলেখ্যের শ্রীচরণ কমলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তৎপরে সমাগত সজ্জনবৃন্দকে নানাপ্রকার বিচিত্র শ্রীভগবৎপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীবলভদ্র দাস, শ্রীপূর্ণানন্দ বাবাজী, শ্রীনিতাইদাস, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস, ঢাকার শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করেন।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে গত ২৫শে ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও আচার্য্য-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাজনগীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২টা পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা কাল যাবৎ মঠসেবকগণ ও স্থানীয় ভদ্র পুরুষ ও মহিলা গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ, শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও আচার্য্যবন্দনা এবং শ্রীগুরুপ্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করত শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর কীর্ত্তন ও ভোগারাত্রিকান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সত্যব্রত ব্রহ্মচারী পারমার্থিক সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের ১৬শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের নিকট 'আচার্য্যাবির্ভাব' প্রবন্ধটী পাঠ করেন এবং ব্যাখ্যামুখে বলেন যে, শ্রৌতধারা ও গুরু-পরম্পরা-সংরক্ষণকারী অবিচ্ছিন্ন একটি আচার্য্য বা মহান্ত গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা এবং তাঁহার কৃপা ভিন্ন আমরা কখনই আমাদের নিজ নিজ চেষ্টায় শ্রীভগবৎস্বরূপ ও সেবানন্দ লাভ করিতে পারি না। যদি কেহ পরে বলিয়া অস্বীকার করেন ও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করত গুরু-ভক্তির ছলনা দেখান, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার দাম্ভিকতা পারমার্থিক পরিচয় ভিন্ন আর, কিছুই নহে। ইহার পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর মঠসেবকগণ উপস্থিত ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

রামকৃষ্ণপুরে প্রচার

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোডে রাধাবল্লভ ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন হইয়াছিল। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে শ্রীশিবদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅমলাপ্রসাদ রায়, শ্রীকাত্তিকচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশরৎচন্দ্র মুখার্জ্জি, শ্রীহরিদাস বড়াল ক্যাসিয়ার, শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ Supdt. A. G. B. Office, শ্রীনরেন্দ্র-কুমার ঘোষ, শ্রীনলকুমার মুখার্জ্জি বি এ, ডাঃ হারাধন মুখার্জ্জি এম্-বি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

সাকর গঠবাড় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত, কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ, পুরী-সাক্ষীগোপাল শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, কুরুক্ষেত্র শ্রীভক্তি-গৌড়ীয়মঠে এবং ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই এবং ১৪ই ভাদ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব পারমার্থিক বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনন্দোৎসব দিবসে পাঠ কীর্ত্তন ও বহু সজ্জনকে প্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। এই উৎসবো-পলক্ষে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার কতিপয় ভক্ত উৎসবের আয়োজনা করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

"পূর্ব্ব ইন্দ্রিগণ ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ পদ্মনাভ বাদ্ পঞ্চম গৌ-বি ৪৪১

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

এ বৎসর বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য গৌরজন চিদ্বিলাস ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ও আনুগত্যে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহামহোৎসব শ্রীমঠবাসিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টায় নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন সেবানুকূল্যে ও গুরুত্বে নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও অধিক সমারোহের সহিত উৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছে যাঁহারা সজ্জনসঙ্গেই পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধজন হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়া নিজদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছেন। যাঁহারা এবার এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন সেই ভাগ্যবান্ সজ্জনগণেই এবারকার উৎসবের বৈশিষ্ট্য ও শুদ্ধগৌর-মনোভীষ্ট-প্রচারের অদম্য উৎসাহী পাষণ্ডদলনবানা সজ্জনতোষণ আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা অপরিস্ফুট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট আচারবান্ প্রচারকের দ্বারা যদ্রূপ ভাবে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা সকলেই পরমানন্দিত।

জগতে কর্ম্মবিস্তারক বহু কেন্দ্র বা মঠ থাকিতে পারে; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠই একমাত্র জগতে বৈকুণ্ঠাবতীর্ণ শ্রীভক্তিমঠ। কারণ, এজগতে ভক্তিমঠের অধিষ্ঠান নাই, অবতরণ আছে মাত্র। এই মঠ সর্ব্বক্ষণই গৌরজনের শ্রীমুখ বিগলিত চেতনবাণীর দ্বারা মুখরিত। জগতের সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার'—নিরন্তর শুদ্ধভক্তি-যাজনমুখে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধানই এই মঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাগতিক কর্ম্মমঠ ও জ্ঞানমঠগুলি যাহ জ্ঞানে পরিচালিত হয় বলিয়া এই ভক্তিমঠের প্রচার-প্রণালীর সহিত তাহাদের মিল নাই।

শিক্ষামন্দিরের নামই মঠ। কর্ম্ম-শিক্ষা বা জ্ঞান-শিক্ষা ভোগ ও ত্যাগমূলা হওয়ায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখ-সন্ধান বা ইহ-পরকালে নিজ সুখই উদ্দেশ্য হওয়ায় এই উভয় মঠই অজ্ঞান জ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই দুই সম্প্রদায় অধিরোহণায় গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এই ভক্তিমঠে ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য কোন কথা না থাকায় ইহা ভাগবত-ধর্ম্মে বা অবরোহবাদে প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ-সেবাই এই শ্রীমঠের মূল ভিত্তি বা মূল উদ্দেশ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীভগবদ্গীতায় কর্ম্ম-পথের শিক্ষা ও জ্ঞানপথের শিক্ষায় যে সকল সঙ্কীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মানুরাগী ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায়ের যেরূপ শিক্ষায় বশবর্ত্তী হইয়া অবতারবাদের দ্বারা বা শ্রৌতপথ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল দোষ এবং অসম্পূর্ণতা ভক্তিশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগত অন্তরঙ্গ গৌড়ীয়মঠবাসিগণ তাহাই আলোচনা করেন এবং কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণকে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধার নির্ম্মৎসর ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণের সুযোগ প্রদান করত তাঁহাদিগের স্বরূপ উদ্বোধিত করেন। স্বরূপবিস্মৃতির ফলেই আমরা সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে নিজদিগকে কর্ম্মী বা জ্ঞানী বলিয়া সমাজে পরিচয় প্রদান করি; কিন্তু এই পথদ্বয় যে বিষতাতুল্য বা কুপথ, তাহা একমাত্র গৌড়ীয়মঠই মহাজনের পদানুসরণে বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া বা বিভিন্ন মঠে উৎসবাদির আয়োজন করিয়া নির্ভীককণ্ঠে আমাদিগকে জানাইতেছেন। বিশ্ববাসী জীবের দ্বারে দ্বারে অপ্রতিহতভাবে হরিকথা বিতরণরূপ তাঁহাদের এই দয়া অসীম ও অতুলনীয়। এই দয়া তথাকথিত জাগতিক অনিত্য দেহগেহের প্রতি দয়া নহে, পরন্তু অধোক্ষজলীলা, নিত্যকালের জন্য দয়া—যাহা কৃষ্ণপ্রাপ্তিকারিণী, সেবোন্মুখতা-বর্দ্ধিনী, হরিপ্রীতিবিধায়িনী ও সর্ব্ব-অনর্থবিনাশিনী। এই মহাজনগণের দয়া একবার গ্রহণ করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। ইঁহাদের এই দয়া-বা কৃপাই শুদ্ধা ভক্তির মূল। এই কৃপা যিনি যে পরিমাণে পাইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ভক্তক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে এই শ্রীগৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমানে গৌরজনের আনুগত্যে গৌরমনোভীষ্টপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। প্রকৃত গৌড়ীয়-মঠবাসিগণেরই ভাগবত ও জীবন্ত আদর্শ-চরিত্র। ইঁহারাই জগতের একমাত্র বন্ধু—প্রকৃত গৌরভক্ত। ইঁহাদের সঙ্গই নিত্য মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। এই সব সুযোগ পাইব বলিয়া গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেব আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক হরিস্মরণ মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। এই সুবর্ণ-সুযোগের কথা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু-মাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন, আশা করি।

ভক্তিমঠ ব্যতীত সকল মঠেই অবিমিশ্র ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা আছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, এই গৌড়ীয়মঠও তাঁহাদের ন্যায় ন্যূনাধিক ভোগ ও ত্যাগের সমর্থন করিতেছেন কিন্তু শুদ্ধভক্তিপ্রচারের একমাত্র কেন্দ্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় গৌড়ীয়মঠে এইরূপ ধরণের কোন কথা থাকিতেই পারে না। কারণ, যেখানে আলোক সেখানে আবার অন্ধকার কোথায়? যেখানে হরিকথার প্লাবন বা ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত, সেখানে আবার ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী অভক্তির স্থান কোথায়? তবে "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে অভক্ত আমাদের এইরূপ ধরণের একটা আশঙ্কা পোষণ করা কিছু বিচিত্র নয়। তবে তন্ন তন্ন করিয়া সত্যের অনুসন্ধানে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াও এই প্রকৃত সত্য কথার বাস্তবত্ব উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই প্রকৃত সাধুগুরু-সম্বন্ধিত বন্ধুবর্গকে এ সকল কথা নিরপেক্ষ হইয়া আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

এই শ্রীগৌড়ীয়মঠ নির্গুণ নিকুঞ্জনিকেতন। এখানে শ্রীগৌর ও গৌড়ীয়গণেরই বাস। অন্যের এখানে বাস ত' দূরের কথা, প্রবেশ অধিকারও নাই। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও বিদ্যাভক্তের মঠগুলির অকর্ম্মণ্যতা এবং নির্গুণ কৃষ্ণভক্তির মহিমা সম্যগ্রূপে জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহু বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে কলিকাতায় বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও সেই প্রভুনিজজনের আনুগত্যে, সেই শুদ্ধগৌর-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের নির্দ্দেশে সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের অনুকূলীয় চেষ্টা চলিতেছে। এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছে ও দিতেছে। সকলেই উৎসবে সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং আহূত সর্ব্বসাধারণকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া শ্রীহরির সন্তোষ-সাধনের যত্ন করিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠবাসিগণের এই নিষ্কপট সেবা-চেষ্টা সকলেরই আদর্শস্থানীয়া ও বিশেষ প্রশংসনীয়া।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গৌড়ীয়মঠ কিছু ব্যক্তিবিশেষের বা দল-বিশেষের ইন্দ্রিয়তর্পণের কেন্দ্র নয়; পরন্তু ইহা গৌর ও গৌরভক্তগণের নিত্য আবাসস্থলী—হরিকীর্ত্তনস্থলী। ইহা অভিন্ন শ্রীনন্দগৃহ বা শ্রীকুঞ্জ। ইহা রাধানাথ শ্রীকুঞ্জবিহারীর বিলাসকেন্দ্র। এই কুঞ্জ অনিত্য নহে, জড় হইবার নহে, ইহা নবকিশোর-নটবর-ভাবকুঞ্জের নিত্য নব নব ইচ্ছাপূর্ত্তি বা ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণাগারে যে বা যাহারা কিঞ্চিন্মাত্র স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ বা হরিবিমুখিনী চেষ্টা করিবে, সে বা তাহারা গৌড়ীয়মঠের আশ্রয় বা প্রশ্রয় কোনদিনই পাইবে না। কারণ, যেখানে কৃষ্ণের সেবা সেখানে মায়ার সেবা নাই। গৌড়ীয়মঠ যে কেবল সংসার-বিরক্তগণেরই স্বীকৃত অনুষ্ঠান তাহা নহে, পরন্তু কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি গৃহস্থ, কি অগৃহস্থ, সকল বর্ণ ও সকল আশ্রম-নির্ব্বিশেষে সকলেরই তথায় হরি-সেবার অধিকার আছে। সেখানে ভোগী বা ত্যাগীর আদর নাই। সেখানে জাগতিক বিষয়ের আদর কম, ভক্ত বা ভক্তিরই এখানে অত্যন্ত আদর।

এ বৎসর মাসাধিক ব্যাপী বিরাট্ ভাগবত ও ভাগবত সেবা-যজ্ঞে দীক্ষিত বহু কীর্ত্তনকারী নিজেন্দ্রিয়কাম-পশুকে বলিপ্রদান করত কৃষ্ণসেবা সুধারস পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং অপর বহু সুকৃতিসম্পন্ন জনকে সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্য করিয়াছেন। আচার্য্যবিদ্বেষিগণ এই কৃষ্ণসেবা-যজ্ঞে অসুরের ন্যায় নানা বাধা প্রদান করিয়াও গুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছায় কোন কিছু করিতে পারে নাই। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বিদ্বেষিগণ কোন কিছু করিতে পারে নাই দেখিয়া আহূত, অনাহূত এবং স্থানীয় আস্তিকতাসম্পন্ন সকলেই বুঝিয়াছেন যে, যেখানে ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবা বর্ত্তমান তথায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজমান। সেবক সেব্যের মধ্যেই সেব্যের সান্নিধ্য লাভ করেন; কারণ, সেব্য, সেবা ও সেবক এক বৈচিত্র্যময় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান্ তথায় তিনি নিত্য প্রিয় সেবকগণকে নানা বিপদ্-আপদ্ বা বাধা-বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। এইজন্যই সর্ব্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভক্তবৎসল আর কেহ নাই, আর কৃষ্ণ

কৃষ্ণ তারে দেন চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

গৌরের তাঁর একান্ত কৃষ্ণভজন বিরত সেবকও আর কোথাও নাই।

উৎসবের সময় সাদ্ধ্য অধিবাস হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন আর অপরদিকে সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উৎসবের দোলদিন পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে হরিকথা আলোচনা হইয়াছে, উপরন্তু কি ধনী, কি নির্ধন, কি উচ্চ কি নীচ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, সর্ব্ব পরিচয়নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, রবাহূত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অপূর্ব্ব আস্বাদযুক্ত বিচিত্রতাময় মহাপ্রসাদও অকাতরে বিতরণ করা হইয়াছে। আবার মঠের সম্মুখস্থ পবিত্র সহস্র সহস্র দরিদ্র সাধা-রণকেও উদর পূর্ণ করিয়া পরিতোষরূপে মহা-প্রসাদ প্রদান করিয়া বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হইয়াছে। মঠসেবকগণের সকলেই শ্রীমোৎসবে উৎসাহান্বিত হইয়া হরি সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—কেহই বিন্দুমাত্র কৃপণতা, ত্রুটী বা আলস্য প্রকাশ করেন নাই। স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী কর্ম্মবীর ভদ্র যুবকও নানা কার্য্যে মঠবাসি-গণের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মঠবাসিগণের নিকট ধন্য-বাদার্হ।

যিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতি প্রিয়, সহগাপতির অন্যতম আদর্শ, যাঁহার তাঁর আত্ম-সমর্পণকারী, হরিকথা-কীর্ত্তনে অনলস, বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্যের পরমপ্রিয়তম ও পূর্ণাশ্রিত, হরিবিমুখ জগতের ক্লেশ দর্শনে অন্তরে নিতান্ত কাতর হইয়া বিশ্ববাসিগণকে হরি-উন্মুখীকরণে মূর্ত্তিমান্ উৎসাহস্বরূপ, যিনি সর্ব্বাশ্রয়াশ্রিত হইয়া শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নির্ব্বাণীক সেবানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া জগতে নিরুপম গুরুভক্তের আদর্শস্বরূপ, আধ্যাত্মিক ভক্ত-ঐশ্বর্য্যরূপশ্রী প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়াও যিনি দৈন্যের মূর্ত্তবিগ্রহ, মহাসেবার কথা দূরে থাকুক, অন্যতার সময়ও অসীম ধৈর্য্য সহকারে যাবতীয় ক্লেশাদি অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহার নিষ্কপট কোমল হৃদয় সর্ব্বক্ষণ মায়িক শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-চিন্তায় নিযুক্ত থাকে, যিনি গৃহস্থের বেশে সন্ন্যাসিগণেরও অনু-স্থানীয় ও আচার্য্য-মনোহভীষ্টসংস্থাপক, সেই নিরন্তর ভগবৎ-সেবারত অমানী, মানদ ও তৃণাদপি সুনীচ অমায়িক-স্বভাব শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী অধ্যাপক মহামহো-পদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে, যত্নে ও উৎসাহে এই বিরাট্ উৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া সকলেরই আনন্দ বিধান করিয়াছে। তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্কপট সেবা সকলেরই আদর্শ-স্থানীয় হউক।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে সশ্রদ্ধ বিদায় অভিনন্দন

——::(০)::——

লণ্ডন শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠের সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত

Sept. 1st. 1937.

To

His Holiness Pandit A. B.

Goswami

Gaudiya Mission, London.

Your Grace,

We the members of London Gaudiya Mission, have much pleasure in meeting you here at Sree Vasudeb Gaudiya Math today on the eve of your departure from London to India. We beg to assure you that we deeply appreciate the Herculean activities you have displayed to the public during the short period of your stay here. You have not only distinguished yourself as a religious preacher of the East, but also as a world teacher, as the principles of your teaching are purely based on Divine Love and for service of humanity as a whole. Your lectures in London and Oxford under the presidency of distinguished persons like Lord Zetland, Lord Samuel,. Sir Francis Younghusband and others have greatly impressed us.

We trust you will carry back with you some happy memories of your visit to us in the West and assure the President of the Mission of our deep regard for you and our personal attachment to the Gaudiya Mission. Since your work has so happily commenced here and drawn the attention of Their Majesties as well it is imperative that you return at the earliest possible convenience for the welfare of all human beings.

Members of Gaudiya Mission,
Sree Vasudeb Gaudiya Math,
51, Downs Road, London E, 5.

বঙ্গানুবাদ

পণ্ডিত শ্রীপাদ এ, বি, গোস্বামী, গৌড়ীয় মিশন, লণ্ডন —

মহোদয়, লণ্ডন গৌড়ীয়মিশনের সভ্যবৃন্দ আমরা অদ্য শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া আপনার লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যা-বর্ত্তন সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা নিশ্চয়-ভাবে আপনাকে জানাইতেছি যে, এখানে অল্পকাল অবস্থান সময়ে আপনি সাধারণের নিকট হারকিউলিসের মত যে কার্য্যকুশলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা গভীর-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। আপনি যে কেবল প্রাচ্যের ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহা নহে; অধিকন্তু আপনি পৃথিবীর ধর্ম্মশিক্ষকরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। কারণ, আপনার শিক্ষার মূলসূত্রগুলি শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র সমাজেরই উপকারের জন্য কথিত। লর্ড জেট্ল্যাণ্ড, লর্ড স্যামুয়েল, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজবেণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনীষিগণের সভাপতিত্বে লণ্ডন ও অক্সফোর্ড সহরে আপনার বক্তৃতাবলী আমাদিগের হৃদয়ে বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমাদের পাশ্চাত্যদেশে ভ্রমণের সুখদায়ক স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইবেন এবং মিশনের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের নিকট আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং গৌড়ীয়মিশনের সহিত আমাদিগের ব্যক্তিগত আকৃষ্টির কথা জ্ঞাপন করিবেন। এখানে আপনার কার্য্যাবলী সাফল্যের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, এমনকি সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সুতরাং মনুষ্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য সুবিধামত সত্বর আপনার এদেশে ফিরিয়া আসা অত্যাবশ্যক।

গৌড়ীয়মিশনের সভ্যবৃন্দ,
শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠ
৫১ নং ডাউন্‌স্ রোড
লণ্ডন, ই, ৫,

শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ সখী-চরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ও অসুস্থ শরীর লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে শ্রীমঠের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ এবং উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। এই আদর্শ গৃহস্থ ভক্তের সেবোৎসাহ ও সেবাপ্রয়াস এবং আচার্য্যানুরক্তি মঠবাসী ও সজ্জনবৃন্দেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। অতএব তিনিও সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ চিদ্বিলাস পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে শ্রীশ্রীগুরুপূজোপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর
হে প্রিয়তম ধরাধন।
তোমার শুভ-প্রকট-তিথি
ক'রেছে আজ আগমন।
মেঘে রবি ঢাকে বটে
তা'তে কি তা' লুপ্ত হয়?
ব্যাস-গুরুর কৃপা-ধারা
ছিন্ন কভু নয় গো নয়।
গৌর-বাণীর মর্ম্ম-নিধি
বিশ্ব-মাঝে কর্‌ত্তে দান,
বিপুল বাধা তুচ্ছ করি'
কৃপা তোমার আহ্বান্।
প্রভুপাদের মনোবাঞ্ছা
করিবারে পরিপূরণ,
রূপ-রঘুর দানের কথা
কর্‌ছ সদা বিতোষণ।
শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর
মঞ্জুষার ভূষমণি,
মরম তাহার উদ্ঘাটিয়া
প্রার্থী জনে কর্‌লে ধনী।
তোমার স্বভাব সুশোভন
তৃণাদপি সুনীচতা,
সর্ব্বজীবে মান দিয়া
তরু হ'তে সহিষ্ণুতা।
গুরুদেবের নিত্য বাক্যে
কর্‌ছ প্রচার অনুখন,
আচার্য্যের প্রাপ্য অর্ঘ্য
তাই ত' ক'রি নিবেদন।
আচার্য্যই গুরু-সেবক,
জানেন সত্য সেবার কথা,
নিত্যানন্দ-চরণ-নিষ্ঠা
যাহার সেবার উজ্জ্বলতা।
পরব্রহ্ম-পরব্রহ্মে
সুনিকাত জনম তব,
মায়া-ঘোরে আ'ছি প'ড়ে
দেখাও কৃপায় আলোক নব।
সেবা-বিহীন শুষ্ক মন,
ফোটেনি ফুল অর্চ্চনায়,
তাই মোদের বড়ই দীনা
পাই না প্রীতি বন্দনায়।
সবার চেয়ে দীনাতিদীন
এসেছে যে পূজা যে ব'লে,
নগণ্য এই শ্রদ্ধা-কুসুম
লও হে কৃপায় চরণতলে।
পতিতজনে অতুল কৃপা
করেছি এই ভরসায়,
সেবিতে শ্রীগৌরবাণী
রেখো তোমার চরণ-ছায়।
শ্রীশ্রীচরণ কৃপাভিখারী
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত
ঢাকা-ঢা'রী গৃহস্থ সেবকবৃন্দ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-খানি প্রচারকল্পে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫।
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক চতুর্থ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাপাহাটি (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিধুভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুই, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর কৃষ্ণদেবের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীমদ্বামানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্রাঘব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, জিঃ সাঁওতালপরগণা, ইই, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধনা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদহ, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনজী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,

পোঃ রোহতক, জেলা করণাল (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌধ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমদি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডাঙ্গা, পোঃ সিউড়ী, (বীরভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবক অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্লস্ কোর্ট
স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
ঝাজা চাল	৫৷৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷
দাদখানী	৫৷
মাগরা নূতন	৪৵
ঐ পুরাতন	৫
একাবেক কোয়ালিটি	৪
সিদ্ধ রেঙ্গুন	

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
সেনোরারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	[illegible]
ঐ বাদশাভোগ	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	..
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

চিনির দর

সিকাইন, টাইপ	১০৷৴৹
হরিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
মাধকোলা সাদা	৯
কানপুর সাদা	-
কানপুর লাল	৭৷৴০—৮

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷
গিনি	২২
চাঁদিবার	৫৩৷

পাটের দর

আধরে—	৪০৷
নিজস্ব—	৪০৷
উজ্জ্বল—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	..

আটা ও ময়দার দর

সেটেট মার্কা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷
[illegible]	৬—৬৷
কাশিপোক ঐ	৫৷৴০—৫৷
সুজী	৬৲—৬৷
আটা (বি)	৫৷০—৫৷
আটা নং (২	৫৴০—৫৷
আটা (এল)	৫৲—৫
আটা (কে)	৪৷০—৪৷
আটা নং (৩	৪৷০—৪৷
সোনাই	৩৷৴০—৩৷
[illegible]	৷৴০—৩৷

আতপ	৫৭.
বাসমতী	৫৭.
	৫০.

পাতিপাট	৩৬৷
তার	৪৬৲
কাগজ	৩৬৲
[illegible]	৩৬৷

লৌহ ও হার্ডওয়ার

[illegible]

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৴০—৯৷৴
ঐ ৫ম মার্কা ও নূতন ওজন	৮৲—৮৷৹
[illegible]	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৴০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট সীট।	৷৴০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৴০
২৬ গেজ—	১৬৷৴০
২৮ গেজ—	১৬৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৬৷০
২৬ গেজ—	১৪৷০
গ্যাঃ বাঁট্কা ২৪—৩০ গেজ	
ঐ	..৴..—৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (গাডিস,	১০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৬৷০—
গাডি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৬৷০—৬৷০ হন্দর	
গোল রড কাটিং লম্বা ৯—৩৫ট	৯৲—১০.
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷
টিন পাতি, গোলটু বরাবে	৮৲—৯
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	
রড	৮৷০—১১
নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২৲	
চটকলের হাসবণ ৫৴০, পাটের হাসবণ	
তুলার হাসবণ ৪.০	

জুতের দর

কলিকাতা ১৭শে মার্চ

আবেদ গোলার কাট	৩
মিডল আবেদ ওয়ন	১০
কলাতি খুরনিম কাট	১০
হাবার্ড শাখা	৫
[illegible]	..

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন

প্রতি

পান বাও	৮
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭
কাটা সুপারী	..
ভাটি বরিশাল	১৫৷০—১৭
লঙ্কা নূতন পাটনা	১৭৲—১৮

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ বনমালী ঘাট গোলাপী, বড়বাজার

কৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীতম্। মূল সংস্কৃত, শ্রীমদ্ভবেদ সার্ব্ব ভৌম কৃত টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ—যেমন মূলপাঠ, অন্বয়ই নিত্যলীলা, পদ টীকায় বিবিধ ভক্তা বিষয় অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-মননীয় বিবরণ এবং তদানুরূপ সংকলিত পদাবলী সহ সম্পাদিত। এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ

মহাকবি শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত। যিনি শৈশবে শ্রীমহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীল শিবানন্দ সেনাত্মজ শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন লীলার সুধা-সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীমদ্গোপীনাথ প্রভুকৃত মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা এবং সরল মূলপাঠ বঙ্গানুবাদ সহ ১০ম স্তবক পর্য্যন্ত একত্রে বাঁধান। মূল্য ৪০ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

সাত্বত দর্পণ বা

সৎক্রিয়া-সার-পদ্ধতি

ইহা বৈষ্ণব স্মৃতি-সম্মত বিবাহ, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত, শব-সংকার হইতে আদ্যশ্রাদ্ধ ও বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি বাংলায় 'ক্রিয়া-পদ্ধতি' বৈদিক গৃহ্যসূত্র স্মৃতিগ্রন্থ এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া সার দীপিকাদি অবলম্বনে অতিব সহজ ও অতি সরলভাবে সংকলিত। উপনয়নের জন্য আজই এই পদ্ধতি দৃষ্টে নিত্য নৈমিত্তিক, বৈদিক লৌকিক সকল ক্রিয়াই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। বৃহৎগ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

অন্যান্য পুস্তকের বিষয় জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

ম্যানেজার—ভক্তিপ্রভা পুস্তকালয়,
আপাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৫১
মহেশগঞ্জ	আঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—২১
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৩০

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১ ৪০	১৬-০	১৮-৫
মহেশগঞ্জ	আঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণে

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় এদিন তাহা কাটিতে আরাম আছে। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অসাধ্য সাধন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

এবার ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের অশান্ত যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বাংলার ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) ও সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব

আরম্ভ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(০):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৸০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৬৲	৫৲	৫৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে পণ্ডিত এবং ভক্ত ও জনসাধারণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাঠে মুগ্ধ হইন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকের ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—৯৫ নয় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আর ও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

বৈষ্ণবসাহিত্যের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর

দৈ নি ক

REG NO C 1344

শ্রীকৃপাদপদ্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মুখ্যাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৭৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১৩৪)০)——

ষ্ট্যাম্প আইন-সংশোধন বিল

ষ্ট্যাম্প আইন (সংশোধন) বিল আলোচনা করিয়া সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টে কমিটি বলেন,—

"সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করা এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। ষ্ট্যাম্পফি ধার্য্য করিবার আইনগত ভিত্তির কোনও পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া, ষ্ট্যাম্পের মূল্যের বর্ত্তমান হার বাড়াইয়া দিলেই বিলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ষ্ট্যাম্পের বর্ত্তমান মূল্যের হার বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা কেবল সেই বিষয়টী পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছিলাম।"

কমিটি যে কয়টী বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তন্মধ্যে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্রমবর্দ্ধনশীল হার নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাহাতে হাজার টাকার ঊর্দ্ধে হওয়ার হার কিছু বৃদ্ধি হইবে। একশত টাকার অনধিক আদান প্রদান ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্পের মূল্যের হার কমিটি কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু একশত টাকার অধিক আদান-প্রদান ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বর্দ্ধিত হার বজায় রাখা হইয়াছে। আদান প্রদান শত টাকার অধিক হইলে কমিটি ষ্ট্যাম্পের মূল্য কমাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু আদান-প্রদান শত টাকার অনধিক হইলে কমিটি ষ্ট্যাম্পের মূল্য হার আধার পরিবর্ত্তে দশ আনা করিয়াছেন। ১ শত টাকার ঊর্দ্ধ ২ শত টাকার অনধিক আদান প্রদান কালে ষ্ট্যাম্পের মূল্য ১।০ টাকার স্থলে পাঁচসিকা করা হইয়াছে।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবন্ধে গত বুধবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত চারিদিন রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কার্জ্জন হলে "প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানদিগের দান" সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। ঢাকার বিদ্যোৎসাহী বহু ভদ্রলোক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ মানসে প্রত্যহ কার্জ্জন হলে যাইতেন।

নিয়ন চুক্তির কঠোর সমালোচনা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাউন্সিলের সভায় ভ্যালেন্সিয়া-গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী সেনর নেগ্রিন নিয়ন-চুক্তির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, স্পেনীয় জাহাজ ও অন্যান্য দেশের বাণিজ্যপোতের উপর আক্রমণের ফলে ভূমধ্যসাগরের পরিস্থিতি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্পেনকে যে সভায় আমন্ত্রণ করা হয় নাই, সেই সভায় ভূমধ্যসাগর সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা করার বিরুদ্ধে স্পেন-গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। স্পেন ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ; সুতরাং উহাকে সম্মেলন হইতে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

সেনর নেগ্রিন আরও বলেন যে, কল্পিত কাহিনী ও ছল-চাতুরী দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। যে অজ্ঞাতনামা দেশের ডুব-জাহাজসমূহ ভূমধ্যসাগরে এক ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, সেই দেশ ইতালী। অসংখ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

সমালোচনার উত্তরে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডেলবস বলেন যে, যাঁহারা ইতোপূর্ব্বেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহারা প্রথমে সাবমেরিণ আক্রমণের প্রতিকার করিবেন; কারণ তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা। অতঃপর যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক বিমানের আক্রমণ সম্পর্কেও শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

মহারাষ্ট্রে পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুত এন, আর, ভাটকরের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি, জি, খেরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা এই দাবী করেন যে মহারাষ্ট্রের জন্য পুণাতে একটি পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, এই বিষয়টি সহানুভূতি-সহকারে বিবেচনা করা হইবে।

জাল পুলিশ সাজিবার অভিযোগ

মাণিকগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, বি; চৌধুরীর এজলাসে নিত্যরঞ্জন সরকার নামক এক ব্যক্তি জাল পুলিশ কর্ম্মচারী সাজিয়া লোককে প্রতারণা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামী মাণিকগঞ্জ থানার নবগ্রামে গিয়া নিজেকে পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া গ্রামবাসীদের নিকট হইতে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করে। তাহার চালচলনে চৌকীদারের সন্দেহ হওয়ায়, চৌকীদার তাহাকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট লইয়া যায়। প্রেসিডেন্ট আসামীকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান।

'সীমান্তের বর্ত্তমান অবস্থা'

একটী সংবাদে বলা হইয়াছে যে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাজমাক ও টাউদাচিনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে শত্রুপক্ষীয় একটী দলের সহিত পথরক্ষী সৈন্যদলের সংঘর্ষ হয়। গোলন্দাজ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী পথরক্ষী সৈন্যদলকে সাহায্য করে। রক্ষী-বাহিনীর চলাচলে ব্যাঘাত হয় নাই। একজন গুর্খা নন-কমিশন্ড অফিসার আহত হয় এবং তিনজন উপজাতীয় বন্দী হয় বলিয়া প্রকাশ। রাজমাকের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী ওয়াইনাবাজের নিকট রাস্তা-নির্ম্মাণকারী দলের উপর গোলাগুলী বর্ষিত হয়। স্কাউট বাহিনীর একজন নন-কমিশন্ড অফিসার এবং একজন সাধারণ সৈন্য নিহত হয়। গোলাগুলী বর্ষণকারীদের মধ্যেও বহু লোক আহত এবং একজন নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাঙ্কের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে একজন হিন্দু উপজাতীয়গণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। অ. ৫০ এক-শত অবস্থা শান্ত।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

গত আগামান দিবস উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পালন না করিবার এবং অন্যায় ব্যবহারের অভিযোগে কয়েকজন ছাত্রকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা করেন। ছাত্রদের অভিমানা করা হয় তাহারা প্রথমে কিছুই জানিতে পারে নাই, কারণ এ সম্পর্কে কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই। অনেক ছাত্র তাহার হোষ্টেল হইতে (আমানত বন্দনাদি) আনিতে গিয়া জানিতে পারেন কয়েক জন ছাত্রকে জরিমানা করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ গোপনতা অবলম্বন করায় ছাত্রগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-সাধনম্ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতায় কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। যুক্তিবর্ত্তিকা গৌরভক্তঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তচন্দ্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকম ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। ভজহরম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⅟০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্‌স্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিকাগণ শ্রীগৌড়-হেমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬শ বর্ষ { ২ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::০::——

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথিপূজা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার শুদ্ধভক্তিতীর্থ গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট-তিথিপূজা শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-মুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। পাঠের পরও বহুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ণে অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য-অর্চ্চা নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত একটী সুন্দর সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে আচার্য্য বন্দনা, গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভাক্তভূষণ মহোদয় স্ব-প্রকাশিত 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামক গ্রন্থটী আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আচার্য্যমহিমাত্মক মর্ম্মস্পর্শী একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, ভক্তিশাস্ত্রী ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পর পর দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়। ইহার পর আরাত্রিক কীর্ত্তন এবং শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়।

শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৫শে ভাদ্র গৌরপঞ্চমী-তিথিতে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বা আবির্ভাব-তিথি-পূজা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ একটী সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত ও পত্রপুষ্পসজ্জিত উচ্চমঞ্চে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য স্থাপন করিয়া আচার্য্যস্তবকীর্ত্তনমুখে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলির দ্বারা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাম্বুজে যথাবিধি পূজা করিয়াছেন।

মঙ্গলারাত্রিকের পর "আচার্য্যবন্দনা" ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচারীজী "প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি" ও ১৩শ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে "আচার্য্যাবির্ভাব" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনির্ব্বচনীয় গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

———

কটকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিনোদ-বৈভবানন্দজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠবাসী ব্রহ্মচারিবৃন্দ শ্রীআচার্য্যবন্দনা, গুরুবন্দনা এবং বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বৃন্দাবন ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

দ্বিপ্রহরে ব্রহ্মচারিবৃন্দ বাগানমধ্যে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যের আলেখ্য-মূর্ত্তি একটী সুসজ্জিত মঞ্চোপরি স্থাপন পূর্ব্বক তদীয় শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে ভোগ আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অর্চ্চামূর্ত্তি পরিক্রমা করেন।

অপরাহ্ণে মিঃ ডি, এস, দালাল (জনৈক পার্শী ভদ্রলোক) সপরিবারে শ্রীমঠে আগমন পূর্ব্বক সকলেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিনব চরিত্র এবং ব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার দিবসও শ্রীমঠে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় যথাক্রমে ইংরাজী এবং গুজরাটি ভাষায় দুটি বক্তৃতা হয়। সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বন্দনান্তে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় আচার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল গুজরাটি ভাষায় আচার্য্য কে, আচার্য্যের লক্ষণ কি এবং বর্ত্তমান জগতে যে শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুই একমাত্র সনাতন-ধর্ম্মসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। পরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়। সমাগত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। এই দিবস প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্যন্ত প্রায় ২০০ শতেরও অধিক দরিদ্রকে লাড্ডু এবং পুরী প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ পদ্মনাভ বৃহস্পতিবার গৌরাব্দ ৪৫১

অসৎসঙ্গ

সম্যগ্‌রূপে গমন করার নামই সঙ্গ। ইহার অপর নাম আসক্তি বা অনুসরণ। কোন কিছুতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না হইলে সেই বস্তুর প্রকৃত সঙ্গ করা যায় না। আবার ঐ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সেই বস্তুতে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির মুখে তদ্বিষয়ক কথা শ্রবণ না করিলেও সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য প্রথম সঙ্গ ও দ্বিতীয় সঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম সঙ্গ-শ্রদ্ধোৎপাদক। যে যে পরিমাণে আকৃষ্ট তাহার সঙ্গও সেইরূপ ফলদায়ক। এই সঙ্গ দ্বিবিধ—সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ। অসৎ ব্যক্তিগণ অসৎ বা অনিত্য বস্তুর আলোচনায় ব্যস্ত, ভোগ ও ত্যাগমূলা ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা সকলেই হরির অভক্ত। তন্মধ্যে কেহ ভোগী—পাপী বা পুণ্যবান্, আবার কেহ বা ত্যাগী। ইহারা স্বরূপবিস্মৃত হইয়া দেহ-মনোধর্ম্মের চিন্তা ও তৎসুখবিধানেই ব্যস্ত। এক কথায় হরি-গুরু বৈষ্ণব এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তু ব্যতীত সকলই অসৎ।

চেতন জীব সঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে অসৎসঙ্গ করিবে, নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে গিয়া ভোগত্যাগের নানা কর্ম্মের আবাহন করিবে, না হয় সে হরিসেবোন্মুখ হইয়া সৎ হরিজনগণের সঙ্গ করিবে, সর্ব্বক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখের জন্য তৎপর থাকিবে। এ জগৎ অসৎ-পরিপূর্ণ। এখানে শুদ্ধ স্বল্প-সংখ্যক সাধুই শুদ্ধভাবে শ্রীহরির সেবা করিতেছেন। তাঁহারাই আমাদের বন্ধু ও সঙ্গী। সেই হরিসেবাপরায়ণগণের সঙ্গই আমাদের প্রার্থনীয়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের ঐ সুপ্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়। আমরা বহুকাল ধরিয়া এই অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিয়া আসিতেছি, তাই কুসংস্কারবশতঃ তাহাদের সঙ্গস্পৃহা আমাদের হৃদয় হইতে যাইতেছে না। এমন কি, তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করা কষ্টকর ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিতেই হইবে। তবে ইহাও জানা দরকার যে, জোর করিয়া সম্পূর্ণভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। সৎসঙ্গ-প্রভাবে অসৎসঙ্গ শিথিল হইয়া আসে। আমরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যতক্ষণ সৎসঙ্গ করিতেছি ততক্ষণই অসৎসঙ্গ হইতেছে না, সাধুসঙ্গের মাত্রা যত বর্দ্ধিত হইতে পারিবে, অসৎসঙ্গ ততই হ্রাস হইবে। যখন শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহাদের সঙ্গ বা সৎসঙ্গ করিতে পারিব তখনই আমার প্রকৃতভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইয়াছে জানিতে হইবে। অতএব মাদৃশ অসত্তের পক্ষে নিরন্তর সাধুসঙ্গ করা—অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনেই রত থাকা, প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, প্রতি পদবিক্ষেপে, শয়নে, ভোজনে, জাগরণে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা অসৎ—হরিবিমুখ। সুতরাং হরিবিমুখতাবর্দ্ধক অসৎকথাই যে আমাদের ভাল লাগিবে তাহাতে বিচিত্র কি? শ্রেয়ঃকামীর কি শ্রেয়ঃ ভাল লাগে? কিন্তু শ্রেয়ঃ ব্যতীত ত' আর মঙ্গলের উপায় দেখি না। শ্রীনাম, শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণব এই তিনটিই আমাদের সঙ্গী। ইঁহারা সৎ, ইঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। অর্থাৎ কখনও শ্রীনাম-সেবা, কখনও শ্রীবিগ্রহ-সেবা, কখনও গুরুসেবা, কখনও শ্রীধামসেবা, কখনও ভাগবত-সেবা, কখনও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবা এবং কখনও বৈষ্ণবসেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে; এই সবই একতাৎপর্য্যপর—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর এবং ইহাই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়।

যাহারা হরিসেবা করে না, তাহারাই অসৎ; আর হরি, গুরু এবং বৈষ্ণব এই তিনই সৎ এবং নিত্য। সুতরাং অল্পকথায় আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, হরিগুরুবৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সকল সঙ্গই অসৎ বিষয় অসৎসঙ্গ। অসৎসঙ্গ জীবের পক্ষে সর্ব্বনাশকর ও মহাবিপজ্জনক। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে নানা ভাবে সতর্ক করিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু

সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

যাঁহারা সজ্জন—সৎ, আমরা তাঁহাদিগেরই সঙ্গ করিব, অপরের সঙ্গ করিব না। সেবা ব্যতীত সেব্যের সঙ্গ হয় না। সুতরাং সেবক আমরা সর্ব্বক্ষণ সেব্যের সেবাই করিব; কাহারও নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিব না। কাহারও নিকট হইতে প্রীতির সহিত কোন কিছু গ্রহণ করার নাম সঙ্গ। সুতরাং গুরুবৈষ্ণব ছাড়া কাহারও সহিত এরূপ ব্যবহার ত' করিবই না পরন্তু দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে তাহা পরিত্যাগ করিব। কারণ, বিষ খাইয়া মরা বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ীর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।

স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥

আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধু পুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষদ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে।

আমরা দুর্ব্বল, বলবানের নিকট হইতে চিরদিন প্রার্থনা বা সংগ্রহ করা আমাদের একান্ত আবশ্যক। সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই এই বল লভ্য হয়। কিন্তু আমরা যদি তাহা না করিয়া দুর্ব্বল আত্মদেব জন্য দুর্ব্বল হরিবিমুখ অসুরগণের সঙ্গ করি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বাড়াইই চলিবে, আমরা সবল বা নির্ভীক হইতে পারিব না। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অন্তর্ঘরের এক এক জন বড় বড় কীর্ত্তনীয়া। আমরা সেই সেই বিষয়ে লিপ্ত হওয়ায় অসচ্চিন্তা বা অসদ্বৃত্তি আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচিন্তার পরিবর্ত্তে নিরন্তর এই কৃষ্ণেতর চিন্তা ও কৃষ্ণেতর-আসক্তিযোগে আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। হরিকথা বা হরিনাম-সুধাই এই রোগের একমাত্র মহৌষধ। ইহা নিরন্তর পান না করিলে কৃষ্ণস্মৃতি লাভ করা অসম্ভব। যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব তখনই আমাদের অন্তঃকরণের নিরন্তর কৃষ্ণেতর শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলস্বরূপে অসদ্বিষয়গুলি আমাদের হৃদয়ে বৃত্তিরূপে উদিত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। সেইজন্যই সব ছাড়িয়া আমাদের একমাত্র কৃত্য সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন করা, ইহারই নাম সাধুসঙ্গ এবং ইহাই অসৎসঙ্গ ত্যাগের অদ্বিতীয় পন্থা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনবর শ্রীরূপানুগাম্নায়শিরোমণি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুরের শ্রীচরণে তিরোভাববাসরে

আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

পরমারাধ্য আচার্য্যদেব! আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম' নিখিল জীবাত্মার পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার ভৌমলীলা সংগোপন করত নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে আমাদিগকে আশ্রয়হীন দেখিয়া যখন হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী ছদ্মধর্ম্মধারী কপট পাষণ্ডগণ নানা কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদের ছলনায় ভুলাইয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই আসন্ন বিপৎকালে আপনার শ্রীপাদপদ্মই আচার্য্যরূপে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে ঐ সকল ছদ্মধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করত আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছেন। আমরা এই অকূল সাগরে আপনার অশোক ও অভয় শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াই আজ আপনার আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনার অহৈতুকী কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

আপনি শুদ্ধ বৈষ্ণবের গৃহে আবির্ভূত হইয়া আশৈশব সদাচারের সহিত জীবন-যাপন, যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দুর্ল্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিয়া সাধুসঙ্গে জীবন-যাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় গুণাবলী আপনাতে সম্যগ্‌রূপে বিরাজিত। সকলমঙ্গলের আশীষ প্রযুক্ত হউন।

হে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রেষ্ঠবর! নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য আপনি যে নিত্যকাল শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রেষ্ঠজন তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু আশীর্ব্বাণী দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আপনিই শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ, প্রেষ্ঠ ও তাঁহার মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকারী। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট অবগত ছিলেন বলিয়াই তিনি শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক এবং গৌড়ীয়গণের আচার্য্যশিরোমণি।

"প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি' শ্রীল গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থশ্লোক করিলা তথাই॥

* * *

স্বরূপে পুছেন প্রভু হঞা বিস্মিতে।
মোর-মনের কথা তুমি জানিলে কেমতে॥
স্বরূপ কহে, যাতে জানিল তোমার মন।
তাঁতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন॥

জাগতিক কর্মকুশলতা বা অন্তঃস্থের সর্বতোমুখী সেবার পরিবর্তে তাঁহার সহিত বণিগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ জাগতিক কনক বা প্রতিষ্ঠার certificate প্রভৃতি আদায় অন্তঃপ্রাণ বা মনোহভীষ্ট-সংস্থাপনের পরিচয় নহে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সর্বচিত্তবৃত্তি'ধারী হইয়া তাঁহাদের অন্তরের ভাবে বিভাবিত হওয়াই বাস্তবিক অন্তরঙ্গত্বের পরিচয়। উহা আপনার আচার্য্য-প্রকাশে প্রথম অন্তরে সোপান হইয়াছে। আপনি বাহিক কর্মানুষ্ঠান বা বাগাড়ম্বরের কোন দিনই প্রশ্রয় দেন নাই, পরন্তু সর্বদা শ্রীল প্রভুপাদের আন্তরিক ভাবে বিভাবিত থাকিয়া গূঢ় বিপ্রলম্ভ-ভজনে সর্বদা নিমগ্ন থাকিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা কিছু জগতের কাঠ-পাথরের মিস্ত্রি হ'তে আসি নাই। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।" আপনি শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর অনুসরণে সর্বক্ষণ তাঁহার অপ্রাকৃত চেতন বাণী-মন্দির রক্ষণ ও প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় তাঁহার দ্বিতীয় মূর্তি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু যেরূপ সিদ্ধান্তপরীক্ষক ছিলেন, শ্রীস্বরূপের অনুমোদন ব্যতীত যেরূপ কেহই মহাপ্রভুর নিকট কোন কিছু শুনাইতে পারিতেন না, শ্রীস্বরূপরূপাভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়ও তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে আপনি সিদ্ধান্তপরীক্ষক। আপনার কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত কেহ কখনও কোন প্রবন্ধাদি শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পৌঁছাইতে পারেন নাই। শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্তনকালে বলিয়াছেন—"শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর Private Secretary ছিলেন। গৌড়ীয়গণ স্বরূপ-গোস্বামীর অনুগত। মহাপ্রভু স্বরূপকে 'তোমার গৌড়ীয়া' প্রভৃতি বলিয়াছেন। তাঁহার উপরই গৌড়ীয়দের ভার দিয়াছিলেন এবং তাঁহার আনুগত্যে গৌড়ীয়গণ মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।" শ্রীল প্রভুপাদ এই উক্তি ও ইঙ্গিত দ্বারা আমাদের সকলকেই আপনার নিয়ামকত্বে ও আনুগত্যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিবার কথাই জানাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা তখনই একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। আপনার আচার্য্য-প্রকাশে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর বাণীসংকীর্তনাচার্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে

ভক্ত্যর্ঘ্য

শ্রীরূপানুগবর আচার্যদেব! আপনি আচার্যবিগ্রহ শিক্ষাগুরুরূপে শ্রীরূপের সাক্ষাৎ মূর্তি ও অভিন্ন-গুরু-কৃষ্ণ-সেবার শিক্ষাদাতা। আপনার শুভ মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি আমাদের গুরু-গৌরাঙ্গসেবার শিক্ষাদাত্রীরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং সেই গুরুভক্তিদায়িনী, গুরুপুজোদ্দীপনকারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই উক্তির সার্থকতা হইতেছে দেখিয়া আমরা আজ পরমানন্দিত।

হে পতিতপাবন প্রভো! আপনি নিজেই আপনার অনর্থ গুরুসেবৈকনিষ্ঠ গুরুদেবতাত্মতা, সদাচারনিষ্ঠা, আদর্শ যুক্তবৈরাগ্য, জগদ্দ্বন্দ-ত্যাগে দৃঢ়তা প্রভৃতি সদ্গুণরাজিদ্বারা নিজের বহিরঙ্গদিগের চিত্তবৃত্তিকেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছেন।

প্রাকৃত-সাহিত্য বাস্তবিকতাপূর্ণ লোক-দেখান কর্ম-নৈপুণ্য অনেকে দেখাইতে পারেন, কিন্তু সেবার মুখ্য লক্ষণ "স্বরূপ কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।" প্রভৃতি নিত্য উপলব্ধির অভাবে জাগতিক কর্মকুশলতা যে সেবা নহে ইহা আপনি নিজেই সেবকগণকে অকৃত্রিম বন্ধুভাবে বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগুরুদেবের শুদ্ধ সেবায় অধিকার দান করিয়াছেন ও করিতেছেন।

হে পরমদয়াল অদোষদর্শিন্ প্রভো! আপনার অপার্থিব কীর্তন কাহাকে পারি এমন যোগ্যতা বা বুদ্ধি আমাদের আদৌ নাই। তথাপি আপনার কৃপায় আপনার দীন সেবক আমরা আপনার এই শুভাবির্ভাব বাসরে আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের এই ক্ষুদ্র অঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। যোগ্যাযোগ্য অপরাধ বিচার না করিয়া স্বপ্রকাশে ইহা গ্রহণ করুন এবং আশীর্বাদ করুন যেন নিত্যকাল আপনার আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গ লাভ করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি। আজ এই শুভবাসরে ইহাই আপনার শ্রীচরণকমলে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আপনার কৃপাভিক্ষু—
শ্রীপুরুষোত্তমের সেবকবৃন্দ

তত্ত্ব-শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিধিবিরাজকে আমরা সর্বাগ্রে বন্দনা করি।

হে আচার্যবর! পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পূর্বে আপনাকে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীর সকীর্তনাচার্যরূপে অকৃত্রিম সাত্ত্বিক ভাবে জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপের 'শ্রীমনঃশিক্ষা'র কথিত 'মুকুন্দগোপাল' শ্রীহরিনাম একমাত্র আপনার হাতে থাকিয়া নিজের সাধন করিবার কথা আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, অতএব আমাদিগকে আপনার নিত্য অহৈতুক হাতে অধিকার প্রদান করিয়া শ্রীস্বরূপ রূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শ্রীরূপ-শিক্ষার অনুসরণে যোগ্যতা প্রদান করুন।

হে শ্রীরূপানুগ-শ্রেষ্ঠ! শ্রীরূপশিক্ষার অনুসরণ আপনার চরিত্রেই আমরা অনুক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীরূপের ন্যায় অসাধারণ্য বলী শিক্ষাশক্তি, ভাবসিদ্ধান্ত-প্রকট-শক্তি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের নিগূঢ় সিদ্ধান্তে প্রবেশ-শক্তি, গুরু-গৌর-বিরহ-রসকীর্তন-শক্তি, আপনাতেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় লক্ষ্য করিয়াছি।

হে শ্রীরূপচরণ-সর্বস্ব! শ্রীরূপের কথা চিরদিনই আপনার কণ্ঠের মালিকা, আপনার মন্ত্র-জপ, আপনার ধ্যান, আপনার মহাসমাধি, আপনার জীবন-সর্বস্ব। শ্রীরূপের পাদপদ্ম আপনার মনবচঃকায়ে অনন্যভাবে আপনার সেবাদর্শে প্রকাশিত হইয়াছে। 'সেবা' অর্থাৎ শ্রীরূপের আনুগত্যই 'কৃপা', তদ্ব্যতীত আর সকলই বঞ্চনা—এ কথা আপনিই জানাইয়াছেন।

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥
আবাসনকৃপা হইতেছি যাহে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শ্রীরূপের এই শ্লোকদ্বয়কে আপনি যে হৃদয়ের সর্বস্ব দিয়া নিষ্কপটভাবে আবৃত্তি করেন, তাহা অবহিত ব্যক্তিগণ আপনার চরিত্রে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। আপনার শ্রীমুখে অনুক্ষণ শুনিয়াছি, শ্রীরূপের সেবা লাভ করিতে হইবে নিজের স্বরূপে রূপের সেবার স্বরূপ শ্রীরূপকৃপায় প্রকাশিত করিতে হইবে যেন তাহা শ্রীরাধারাণীর সেবা শ্রীরূপ মঞ্জরীর উত্তরোত্তর মনানন্দ-বর্দ্ধক হয়। আমরা স্বরূপে কুরূপ অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা, নামসবা-চতুরিমিনীর কুসঙ্গ লইয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করা যায় না। একমাত্র শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ এবং আপনাকেই নিষ্কপটভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী সকীর্তন-সেবার অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়াছেন। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালে শ্রীরূপানুগ-আম্নায়-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টরূপ বিশ্বব্যাপী বৃহন্মৃদঙ্গ শ্রীরূপানুগ কৃষ্ণ সকীর্তন-যজ্ঞে চেতোদর্পণমার্জনাদি সপ্তজিহ্বাসংবলী অগ্নিশিখাকে সন্দীপিত রাখিয়াছেন। আপনার আনুগত্যে ও নিয়ামকত্বে পৃথিবীর সর্বত্র শতমুখে ও শতহস্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন-সর্বস্ব শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা কীর্তিত ও অভিত হইতেছে। শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্যের দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের প্রণতি ও শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন। ইতি।

শ্রীচরণরেণু-প্রার্থী
শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবকানুসরণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে

আচার্য্য-বন্দনা

বন্দনা-গীতে শ্রীল-আচার্যের আমরা
করি গো গর্ব।
যাঁহার ভক্তি-বাণী-হুতাশে হয়
কলিমল খর্ব॥
বিগতমূর্খ উচ্চ-আসনে বিশ্ব মুক্তি দিয়।
তাঁহার চরণ-পদ্মে আমরা অর্পিতে
আনত-শির॥
সর্ব-লোকের চির মঙ্গল, গোলোকের
প্রেমধন।
করুণা করিয়া বিতরেণ জীবে,
বান্ধব দীনজন॥
গোলোক হইতে এসেছেন তিনি
প্রেম-ভক্তি-নীর।
তাঁহার চরণ-পদ্মে আমরা অর্পিতে
আনত শির॥
সত্য-সূর্য-হিরণ-উজ্জ্বল-বীর্য-কিরণ তেজে,—
তমস-কলুষ নাশিছেন যিনি জীব-
অন্তর মাঝে,
যাঁর উপদেশে অন্তর যায় বিস্ময়ে
মৌন-স্থির।
তাঁহার চরণ পদ্মে আমরা অর্পিতে
আনত-শির॥
পথ-সন্ধান দিয়াছেন যিনি, যেথা
মন্দির-বাহ্য,
যাইতে হইবে নিকটে লোকের
আরাধ্য দেবতার—
ল'য়ে সকল ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেমময়
স্থির-ধীর।
তাঁহার চরণ-পদ্মে আমরা অর্পিতে
আনত-শির॥

দীন সেবকাধম—
শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়ীয়, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীবৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবান্ধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়নন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরাদিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কন্যাশালা বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (গাজোল)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মারথায় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরুলিয়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপ্রাণ অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

গ্ল্যাডষ্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
বালাম	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
রাগরা নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
কলের কোয়ালিটী	
সিদ্ধ মোটা	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৵৹

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৵৹
... পুর ১০০০ নং	১০৵৹
দলোয়া সাদা	৯৷০
... সাদা	৮৷০—৯৵৹
... লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

... বার	৩৪৷৹
...	২২৲
চাকিবার	৫৭৷৹

পাটের দর

মিডেল—	৪০৸৹
উত্তম—	৪০৸৹
	৪১৷৹
... মধ্যম—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

... ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵৹
... ঐ	৬৲—৬৵৹
... ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
	৬৲ —৬৵৹
(বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
(২	৫৵৹ —৫৷৵৹
(এল)	৫৲—৫৷৹
(কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
(৩)	২৷৹ —২৸৵৹
...	১৸৵ —১৸৹
	১৸৵৹ —১৸৵৹

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
	৫০৲
	৪৩৲

পাতিলাল	৪৸৹
ভার	৪৸৲
কাবুলে	৩৸৲
বালা পাতলা	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— মণ প্রতি দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	১৵৹—১৸৵
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা স্ট্যান্ডার্ড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵৹—৮৸৹

টাটা প্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৪৷৹

টাটা প্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵৹
২৬ গেজ—	১৬৷৵৹
২৮ গেজ—	১৬৵৹

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৬৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹

প্যাঃ নটিকা ২৪—৩০ গেজ

সীস ।৵১০—৸৵৹

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
গ্রেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩৷০—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু গবাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

রড	৮৸৹—১১৷০

ফুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হালদণ ৫৵৹, পাটের হালদণ ৬৷০

তুলার হালদণ ৪৷০

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবের গোলার লাইন	৫৪৲
সিট.ন আবের উত্তম	৪০৲
কলাতি পূরনিয় লাইন	৪৩৲
হাথার্দ ...	৫৩৲
ঐ লাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা সাও	৮৷০
সুপারী বেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
...	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

কৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীতম্। মূল সংস্কৃত, শ্রীমদ্বলদেব সার্ব্বভৌম কৃত টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ—যেমন সুখপাঠ্য তেমনই চিত্তাকর্ষী, পাদ টীকায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-প্রণালীর বিবরণ এবং লীলানুরূপ সংক্ষিপ্ত পদাবলী সহ সম্পাদিত। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ

মহাকবি শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত। যিনি অতি শৈশবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীনিত্যানন্দ সেনাত্মজ শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন লীলার সুধা-সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীগ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মূল, শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা এবং সরল সুখপাঠ্য বঙ্গানুবাদ সহ ১০ম স্তবক পর্য্যন্ত একত্রে বাঁধান। মূল্য ৩.০ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

সাত্বত-দর্পণ বা

সৎক্রিয়া-সার-পদ্ধতি

ইহা বৈষ্ণব স্মৃতি-সম্মত বিবাহ, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত, শব-সংস্কার হইতে অশৌচবিচার ও বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি বৈদিক সূত্র মূলে স্মৃতিগ্রন্থ এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া সার দীপিকাদি অবলম্বনে ভক্তির অনুকূল অতি সরলভাবে সঙ্কলিত। ভগবদ্ভক্ত জন মাত্রেই এই পদ্ধতি দৃষ্টে নিত্য নৈমিত্তিক, বৈদিক লৌকিক সকল ক্রিয়াই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। বৃহদ্গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

অন্যান্য পুস্তকের দর জানিতে হইলে ক্যাটলগের জন্য লিখুন।

ম্যানেজার ভক্তিপ্রভা পুস্তকালয়,

আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীরাম-বারাপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১০

শ্রীরাম বারাপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৭	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্লীহা যকৃৎ জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার আশার সফল হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদানুবাদ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে চাহেন, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—(০)—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিবসের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিবসের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৶০	৷৶০	।০
„ „ ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৩৲	৩-	৩৲	৩৲
„ অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
„ এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
„ সিকি কলম ১২৲	১২৲
„ অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
„ এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক „	৫৲
ত্রৈমাসিক „	২৸০
মাসিক „	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং গরিমাপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৫ম অধ্যায়ে সাড়ে ছয়শত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকের ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রী শ্রী গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—(০)—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৷১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলা অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিঃ ঠিকানা
গ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধামপালক
শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-
[illegible]
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৭৫]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০১)০)——

নূতন চুক্তি

নিয়ন-চুক্তি-স্বাক্ষরকারী শক্তিবর্গ গত ১৭ই সেপ্টেম্বর আরও একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। এই চুক্তি অনুসারে সাবমেরিন আক্রমণের ন্যায় বিমান বা জাহাজের বে-আইনী আক্রমণের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। নিয়ন-চুক্তিস্বাক্ষরকারী নয়টি দেশের সকলেই বিনাসর্তে এই নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। কথা হয় ১৮ই সেপ্টেম্বর চুক্তিটি প্রকাশিত হইবে এবং ইতালীর নিকট উহা প্রেরিত হইবে। ভূমধ্যসাগরের পাহারা ব্যবস্থায় যোগদানের জন্য ইতালীকে পুনরায় অনুরোধ করা হইবে।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর নিরপেক্ষতা-কমিটির চেয়ারম্যানকে জানানো হইয়াছে যে, নিরপেক্ষতা কমিটির পক্ষ হইতে ভূমধ্যসাগরে এবং স্পেনের উত্তর ও উত্তরপশ্চিম উপকূলে যে পাহারার কার্য্য চলিয়াছিল গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে তাহার অবসান হইয়াছে, ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া বলা হইয়াছে যে, বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় ব্রিটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট স্পেনের উপকূল হইতে তাঁহাদের যুদ্ধজাহাজগুলি সরাইয়া লইবেন স্থির করিয়াছেন কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে জল ও স্থল ভাগে নিরপেক্ষতা কমিটির তদারকি ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন হইবে না।

জাপানীদের অগ্রগমনে বাধা

টুচৌর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যে জাপানী বাহিনী চীনা সৈন্যদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা দাবী করিতেছে যে, অনবরত তাহারা তিন দিক হইতে চীনা-দিগকে [illegible] এবং ৬ হাজার চীনা সৈন্য [illegible] নিহত হইয়াছে। একখানি সাঁজোয়া ট্রেন এবং পাঁচখানা সৈন্যবাহী ট্রেনও জাপানীরা দখল করিয়াছে বলিয়া জানাইতেছে। তিয়েন্‌সিন পুকো রেলওয়েতে অবস্থিত সাংচৌ এবং পিকিং-হ্যাংকৌ রেলওয়ের অধীন সিচিয়াচোং এর মধ্যবর্তী স্থানে চীনাবাহিনী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে এবং সাংচৌ-এর সম্মুখে তাহাদের কতকটা অগ্রগতি হইয়াছে।

[illegible] জেলা ক্ষেত্রে বন্যা হওয়ায় এবং নদী নালায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জাপানীদের অগ্রগতি প্রতিহত হইতেছে।

দক্ষিণ চীনে জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ক্যান্টনের নিকটে তাহারা "লাইচো" নামে একখানা চীনা ক্রুজারকে ডুবাইয়া দিয়াছে এবং "চাহু" নামে আর একখানি চীনা ক্রুজারের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে।

জাপানীদের নৃশংসতা

কলিকাতার চীনা কন্সাল জেনারেল জানাইতেছেন :—

জাপান অধিকৃত কয়েকটি গ্রামে [illegible] অধিবাসীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। [illegible] গ্রামের ৫শত অধিবাসী চীনা সৈন্যদের সহিত পলাইয়া বাঁচিবার সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদিগকে জাপানী সৈন্যেরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইয়াংসি নদীর মোহনায় অবস্থিত চুংমিং দ্বীপ দখল করিবার পর জাপানীরা অত্যাচার-বিভীষিকার প্রবর্তন করে। সেখানে আর একজনও বাঁচিয়া নাই। সামরিকভাবে সৈন্য অবতরণের স্থানরূপে ব্যবহারের জন্য ঐ দ্বীপটি দখল করা হইয়াছে।

ফ্রাঙ্কোর অভিযোগ

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হেড কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সালামাঙ্কা গভর্ণমেণ্টের হস্তে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, ভূমধ্যসাগরে দস্যুতার নিমিত্ত সোভিয়েটের দুইটী সাবমেরিন সক্রিয় [illegible] ছিল। নিরপেক্ষতা কমিটির নিকট এই প্রমাণ দাখিল করা হইবে।

ভাওয়ালের মেজ কুমার

ভাওয়ালের মেজকুমার শ্রীযুত রমেন্দ্র নারায়ণ রায় ভাওয়ালের এষ্টেটের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির দখলের যে ডিক্রি পাইয়াছেন, সেই ডিক্রি জারীর জন্য এবং এষ্টেট দখল পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। রাণী বিভাবতী দেবীর পক্ষ হইতে ঐ আবেদনের বিরুদ্ধতা করা হইয়াছে।

আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে এই ডিক্রিজারীর আবেদনের শুনানী হইবে। মেজকুমার বর্তমানে ঢাকায় আছেন।

অট্টালিকা ধসিয়া দুর্ঘটনা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে [illegible] বিল্ডিং-এর পূর্বভাগ ধসিয়া পড়ায় বার জন লোক নিহত, তিন জন আহত এবং দুইটী দোকান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড শুরু হওয়ায় ঘটনার ভয়াবহতা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। আবর্জনা স্তূপের মধ্যে প্রোথিত একজন প্রায় বৃদ্ধ লোক এবং দুইটি শিশু আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা পাইয়াছে।

জেলা কর্তৃপক্ষ বিপন্ন ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে চারিদিকে বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চলে দোকানপাট এখনও সব বন্ধ আছে। পরবর্তী তদন্তে জানা গিয়াছে, অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় এক ব্যক্তির দোকানে এবং ক্রমশঃ উহা ছড়াইয়া পড়ে। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা কাল বহু কষ্টে উহা নির্বাপিত করা হয়। [illegible] অট্টালিকার প্রাচীর পতন এবং অগ্নিকাণ্ডের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

পাগলের উৎপাত

নারায়ণগঞ্জের রাস্তাঘাটে অনূন ১৫০ জন স্ত্রী-পুরুষ পাগল ঘুরিয়া বেড়ায়; উহারা যথেষ্ট উৎপাত ত' করেই পরন্তু কতকগুলি পাগলের ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জনৈক উকীল অকালে এক পাগল কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ উলঙ্গ স্ত্রী অথবা পুরুষ পাগলও দেখা যায়।

স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে কোন এক বালককে নারায়ণগঞ্জের প্রসিদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তরে বলিয়াছিল যে, নারায়ণগঞ্জ পাট ও পাগলের জন্য বিখ্যাত। নারায়ণগঞ্জে এত পাগলের আমদানীর প্রধান কারণ এই যে, রেল, ষ্টীমার, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতির সাহায্যে পল্লী অঞ্চল হইতে অসংখ্য যাত্রী এখানে আসে; বিশেষতঃ পাট ব্যবসায়ের মরশুমে পল্লী অঞ্চল হইতে আগত পাটের ব্যাপারিগণ আপন আপন গ্রামের উৎপাত দূর করিবার জন্য পাট বোঝাই নৌকায় করিয়া গ্রামের পাগল এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সুরধনী ক্রমী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আগবত ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গাম্ভীর্য্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ ভাষা ৷০
২৭। যুক্তিদীপিকা গৌরগোবিন্দ: (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভক্তপ্রকাশনী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়: ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অব্ গোবিন্দভাষ্য অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইথেটিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড অ্যানম্যালগেড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা একাদশবর্ষে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা-মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিস্বামী একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মৈদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্দ্ধনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল মাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

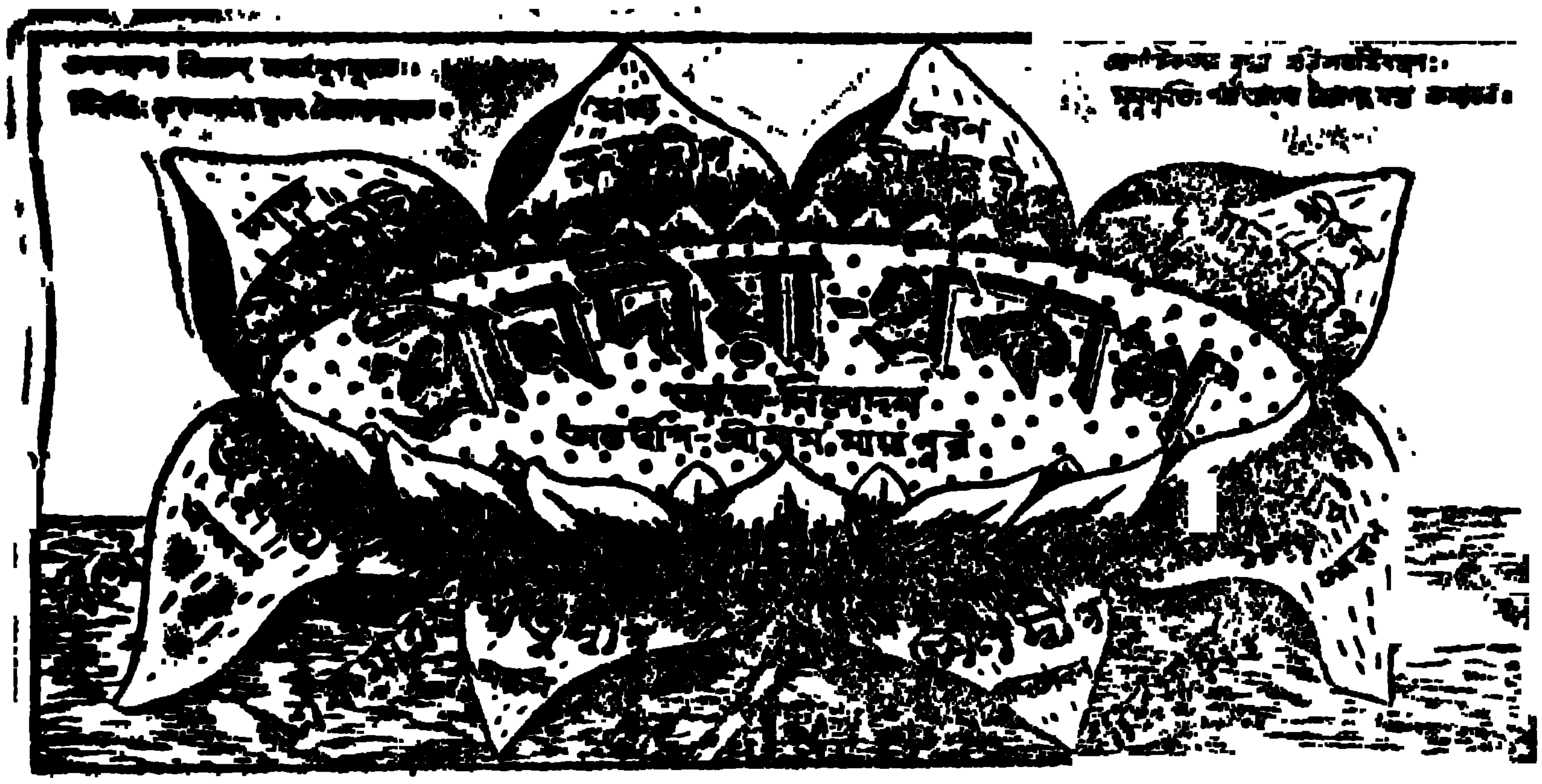

১০ম বর্ষ { ৩ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১ ৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে

গত ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন শ্রীরূপ-চৈতন্যাম্নায়ের বর্তমানাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবরের ত্রিচত্বারিংশত্তম আবির্ভাবতিথি পূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রত্যূষকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠসেবকগণ সমবেতকণ্ঠে অরুণোদয় কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় সুশোভিত একটী বেদীর উপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সুসজ্জিত আলেখ্যের সম্মুখে সমবেত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে সকলে শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীশ্রীগুর্বষ্টক এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ পূর্ব্বপ্রদেশবাসী সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে প্রভুর ছিন্দভাষায় লিখিত 'পুষ্পাঞ্জলি'টী পাঠ করিবার পর মঠবাসী ও বাহ্যাগত বৃন্দ ভক্তগণ ১১ ঘটিকায় স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে চন্দনসহ পুষ্প দ্বারা অঞ্জলিপ্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে মধ্যাহ্নে ২ ঘটিকা হইতে সমাগত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রস সমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে একটী সভার অধিবেশন হয়। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ভাষায় তাঁহার সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশকালব্যাপী শ্রীশ্রী আচার্য্যবরের সেবনাত্মক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনিন্দ্য চরিত্র-মহিমা,—তাঁহার আচার্য্যোচিত সর্ব্ববিধ আদর্শ, তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, তাঁহার অপূর্ব্ব সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী শক্তি, তাঁহার সর্ব্বজীবদয়ার্দ্রচিত্ত মধুর স্বভাব, তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ, তাঁহার অপার জীবহিতৈষী বৃত্তি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ, প্রভুপাদের ন্যায় পারদর্শিতা ও পাপপ্রবৃত্তির দমনকার্য্যে তাঁহার অত্যদ্ভুত বিক্রম প্রভৃতি অনেক গুণের কথা উল্লেখ করিয়া পরমানন্দচিত্তে কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার অনন্ত করুণার কথা উল্লেখ করেন। মহাজন-পদাবলী ও মঙ্গল কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

মাদ্রাজে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অভিনন্দন-সভা

(তারের সংবাদ)

আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] গৌরবাণীপ্রচার করিয়া প্রত্যাগত গৌড়ীয়মঠের প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে অভিনন্দন দেওয়া হইবে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়া মহোদয় উক্ত অভিনন্দন-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। মাদ্রাজের ৩জন মন্ত্রী, বহু কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলরগণ এবং সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সভা আহ্বান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে ঐ দিন সকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত চটক-পর্ব্বতস্থ সভামণ্ডপটী সজ্জিত করিয়া আচার্য্যবন্দনা ও কীর্ত্তনমুখে আচার্য্যদেবের আলেখ্যে চন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীপাদ উদ্ধবদাস প্রভু রচিত [illegible] সম্বন্ধে ভক্তবৃন্দের সমক্ষে পাঠ করেন। অবশেষে সকলে উচ্চৈঃস্বরে আচার্য্যদেবের জয় ঘোষণা করিয়া সংকীর্ত্তনান্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

প্রভুপাদের সমগ্র জীবনের চিন্ময় জল কথা অভক্তিসিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞান করে, সেরূপ পাষণ্ডতা কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না। এরূপ কপটতাময় নিরয়প্রাপক অপরাধ অবৈধ যুক্তি না হলের দ্বারা চাপা দিবার কথা নয়, উহা সত্য সত্য জীবন্ত অপরাধ। আমরা যেন উহাতে কোন নিরপেক্ষতার ভাণ বা কোন প্রকার যুক্তির ছল প্রদর্শন করিয়া ঐরূপ কপটতাময় অপরাধের সংস্পর্শে পতিত না হই। তথাকথিত নিরপেক্ষ্যবাদীকে বহু অকৃতজ্ঞতাস, না হয় নির্ব্বিশেষ ধ্বংসের সাগরে পতিত করিবে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি কান্তিবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতি নিরপেক্ষতার ভাণ হৃদয়ের কোন কোণেও লুক্কায়িত থাকিলে তাহাতে আমরা না জানিলে আমাদের ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্মে জন্মে অধম যোনিতে ডুবি' মরে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রকারে অসহযোগ প্রদর্শন করিতে হইবে। উহাতে আমাদের কোন প্রকার সংস্পর্শ যেন না থাকে, ইহাই সর্ব্বক্ষণ শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ববাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীরাধা ও শ্রীলক্ষ্মীর নাম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের সহিত ও তাঁহাদের আগে যোজনা করিয়া ... কল্পনা করিয়া থাকি। বিষ্ণুতত্ত্ব নিরিশেষবাদীগণ কল্পনাপর হীন নিঃশক্তিক বস্তু নহেন—ইহা জানাইবার জন্য যে আস্তিকগণ শক্তি শক্তের নাম উচ্চারণ করিবার পূর্বে তাহার সহিত মূল শক্তিমানের নাম সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করেন, একথা অল্পবুদ্ধি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বাদ স্বীকার করেন, সেই আস্তিকগণ নিঃশক্তিক বিচার বা একল-বাসুদেবের বিচার নিরাস করিবার জন্য শক্তিতত্ত্বের নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ করেন।

শ্রীরাধিকা বা বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী—আশ্রয় তত্ত্ব। কৃষ্ণ বা নারায়ণ—বিষয় তত্ত্ব, আশ্রয়ের আনুগত্যে বিষয়ের সেবাই—যথার্থ বৈষ্ণব বিচার। আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্ভক্তগণের আশ্রিত না হইয়া—গুরুপূজা না করিয়া কৃষ্ণপূজা—ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার ন্যায়। সম্বোধনসূচক নামোচ্চারণ, কীর্ত্তন বা ভজনে যদি সেই বিধি লঙ্ঘন করা হয় অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ না বলিয়া কৃষ্ণরাধা বলিবার স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহা অপরাধের কারণ হইয়া থাকে। আগে 'বস্তুর পূজায় ছলনা, পরে আশ্রয় পূজার আড়ম্বর—আগে কৃষ্ণপূজার কপটতা, পরে গুরুপূজার উদার পূজাপ্রণালীর ব্যতিক্রম; তাহাতে বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণ পূজা গ্রহণ করেন না। আম্নায় সম্প্রদায়ে আশ্রয়তত্ত্বের বিচারই প্রবল। বর্ত্তমান আচার্য্যদেবও বেদের 'প্রত্যভিজ্ঞা'এ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে ভগবৎপ্রেমবাচ্য বিষয়বিগ্রহের অনুশীলনই—অনুকূল অনুশীলন। নিত্য-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য পরমেশ্বর শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যেও আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য প্রকাশিত। 'হরেকৃষ্ণ' এই মহামন্ত্র প্রথমে 'হরে' মধ্যে 'হরে' ও শেষে আবার 'হরে' পদের দ্বারা প্রথমে আশ্রয়প্রধানতা, মধ্যে আশ্রয়প্রধান্য এবং চরমেও আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যের অবকাশ বা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন প্রতিপন্ন হয়। কারণ, আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্য দ্বারাই আশ্রয়বিগ্রহ-প্রেমবশ বিষয়বিগ্রহ ধরা দেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সাধারণ সভার বিবরণ

কতিপয় কার্য্যের প্রতিবাদ

কলিকাতা, বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত ভবন-সদনে গত ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) রবিবার দিবা ৩ ঘটিকার সময় গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৬০ (ষাটটী) মঠের প্রতিনিধিগণ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহু সংখ্যক গৃহস্থ শিষ্যগণের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়:—

১ম প্রস্তাব—বাবু কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ এবং পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের (মিশনের) ভূতপূর্ব্ব আদি-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কোর্টে (আদালতে) ও অন্যত্র "গৃহস্থ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সভা তাদৃশ উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। তাদৃশ উক্তি অসত্য, অসম্মানজনক, অপরাধজনক ও অপমানপূর্ণ বলিয়া এই সভা উক্ত ব্যক্তিগণকে শ্রীল প্রভুপাদের ও বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে তীব্র অপরাধী সাব্যস্ত করিতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের সমর্থনকারিগণের ঐরূপ আচরণকে তীব্রভাবে গর্হন করিতেছেন।

এই সভা এই মিশনের সকল শিষ্যবর্গ ও সহানুভূতি-কারিগণকে উক্ত গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর বহু ব্যক্তি এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা বিষয়টী বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। ইহার পর শ্রীল আচার্য্যদেব সভা হইতে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার অনুরোধ ও সকলের অনুমোদনক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২য় প্রস্তাব—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্যতম আচার্য্যরূপে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন এবং গত ২৬শে মার্চ্চ ১৯৩৭ শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব দিবসে শ্রীধাম মায়াপুরে সমবেত মিশনের সকল শিষ্যবর্গ, উক্ত প্রতিষ্ঠানকারিগণ ও গৌড়ীয় মঠের গভর্ণিংবডির সদস্যগণ সকলে একবাক্যে উক্ত পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে সমগ্র মিশনের গুরু বা সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে গ্রহণ ও ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অধুনা বাবু কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার একান্ত অনুগত ভারতী, বন ও নেমি মহারাজ, সিদ্ধস্বরূপ, কীর্ত্তন প্রমুখ কতিপয় গৌড়ীয়মঠের ভূতপূর্ব্ব শিষ্যবর্গ—যাহারা আচার্য্যপাদের (গোস্বামী প্রভুপাদের) অনুগত ছিলেন এবং বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরুদ্ধে অতীব মিথ্যামূলক ও হীন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি-প্রণোদিত যে নিতান্ত মর্য্যাদাহানিকর ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রচার পরিচালনা করিতেছেন, এই সভা তাঁহাদের তাদৃশ আচরণের বিরুদ্ধে অতীব তীব্র ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিবাদ ও গর্হণ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই সভা আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত বিরুদ্ধ প্রচারকারিগণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আদ্য সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয়মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং এই মিশনের সহিত উক্ত ব্যক্তিগণের আর কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। এই সভা আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, কলিকাতা ১১৪এ ল্যান্সডাউন্ রোডে অধুনা অবস্থিত তথাকথিত "দক্ষিণ কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠ" এই মিশনের কোন শাখা-মঠ ত নহেই, অধিকন্তু উহার অনুসৃত নীতি ও উদ্দেশ্য এই মিশনের ও শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং যতীন্দ্র কুমার ঘোষ বি, এ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল মাধব মহারাজ ও আরও অনেকে ইহার সমর্থন করেন।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুযায়ী গত ১০ই জানুয়ারী (১৯৩৭) তারিখে গঠিত বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (Governing Body) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পথে এবং বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে মিশনের সর্ব্ববিধ কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেছেন। তজ্জন্য এই সভা উক্ত গভর্ণিংবডির সভ্যদিগকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং মিশনের স্বার্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণিংবডি যে সকল বিধান অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় গোস্বামী মহারাজ ইহার সমর্থন করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত নৃপতি রঞ্জন নাগ এম-এ, বি, এল, (উকিল ঢাকা) উক্ত প্রস্তাবের নিম্নলিখিত সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সংশোধন প্রস্তাব—

পূর্ব্বোক্ত মূল প্রস্তাবে উল্লিখিত গভর্ণিংবডি হইতে (১) কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (২) পরমানন্দ বিদ্যারত্ন (৩) ভক্তিবিবেক ভারতী (৪) ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি (৫) ভক্তিহৃদয় বন—এই পাঁচ জন উক্ত গভর্ণিংবডির সভ্য (মেম্বর) বলিয়া গৃহীত হইবেন না। কেন না, উক্ত পাঁচ ব্যক্তি মিশন পরিত্যাগ করিয়াছেন, মিশনের সর্ব্ববিধ কার্য্যাবলীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং মিশনের স্বার্থ ও শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন। গভর্ণিংবডির সদস্যপদ হইতে উক্ত ব্যক্তিগণের নাম অপসারিত করিয়া দেওয়া হউক।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণির বল। বায়ু মার্জ্জন ছাড়ে করা হুহুল।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল এই সংশোধন-প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথাধিকারী বি, এ, বারেট, শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (রেভ্ আর্ণষ্ট গেয়র্গ সুলৎসে), বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি, এল, বোম্বে গৌড়ীয়মঠের শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ দাস অধিকারী মহাশয়গণ বক্তৃতার সহিত উহা অনুমোদন করেন।

মূল প্রস্তাবকারী স্বামিপাদ এই সংশোধনে স্বীকৃত হইলে এই সংশোধন উক্ত মূল প্রস্তাব-সহ সভায় উপস্থাপিত করা হয় এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে জয়ধ্বনি-সহকারে গৃহীত হয়।

৪র্থ প্রস্তাব —গভর্ণিংবডিকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত পাঁচজন ব্যক্তির নামের অসাধারণ-জড়িত শূন্য স্থানে পাঁচজনের পরিবর্ত্তে চারিজনমাত্র সদস্য গভর্ণিংবডি ইচ্ছানুরূপে গ্রহণ করিবেন। তাহাতে গভর্ণিংবডির মোট সদস্যসংখ্যা তের হইতে কমিয়া বারজন মাত্র হইবে, এবং ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সিত ঊর্দ্ধতন সদস্য-সংখ্যা।

শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ইহার সমর্থন করেন এবং শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ এবং শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী তাহা অনুমোদন করেন।

অতঃপর এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫ম প্রস্তাব—মিশনের গভর্ণিং বডির পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাঁহাদের বিবেচনার জন্য এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করা হউক।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী উহার সমর্থন করেন। অনন্তর ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

ভ্রম-সংশোধন

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ১৭৩ সংখ্যা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ৫ম পৃষ্ঠার ৫ম কলমের শেষ প্যারায় ১ম লাইনে 'শ্রীরূপের এই শ্লোকদ্বয়কে' স্থলে শ্রীরূপের ও শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর এই শ্লোকদ্বয় হইবে। সুধী পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

—::০::—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

সাক্ষাদ্ভগবচ্ছক্তিবিগ্রহ ভগবৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে যে বা যাহারা নরকের শেষ-সীমায় গমন করিয়া কোন প্রকার জাড্যবুদ্ধি করে, তাহারা পরিণামে আত্মহত্যা বা নির্ব্বিশেষগতি লাভ করে বা অনন্তকোটিকাল নরকে পচিয়া মরে। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের অধমতম ফল আর কিছু হইতে পারে না, ইহাই সমস্ত শাস্ত্রসমূহ একবাক্যে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ ভগবানের মত বা তদপেক্ষা মানবজাতির প্রতি অধিকতর করুণাবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত দুর্গত জীবকে পাবন, উদ্ধার ও ভগবানের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য স্বেচ্ছায় যে-কোন স্থানে যে কোন কুলে আবির্ভূত হন। যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ—এই চারিরূপে ভগবান্ বা পক্ষিকুলে বৈষ্ণববর গরুড় ও জটায়ু, কপিকুলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হনুমান ও সুগ্রীবাদি, শূদ্রাজকুলে ধর্ম্ম ব্যাধ, দৈত্যকুলে প্রহলাদ, বলি ও বৃত্র, রাক্ষসকুলে বিভীষণ, পশুকুলে গজেন্দ্রাদি, বৈশ্যকুলে বণিক-গদাধার, বৃক্ষকুলে তুলসী, শিলাকুলে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধন, জলকুলে গঙ্গা, যমুনা ও শ্রীকুণ্ডাদি সরোবর এবং অহিকুলে বৈষ্ণবরাজ শেষ যেরূপ অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদিগকে তত্তৎকুলে অবতীর্ণ বলিয়া তত্তৎজাতি-সাম্যে দর্শন করিলে অনন্তনরক অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদকে জাতিবুদ্ধি করিলে সেই অধমতম পাষণ্ডতার ফলে অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী। এই নরক হইতে উদ্ধার করার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই। সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হন বলিয়া পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জননী নহে, তদ্রূপ গুরু ও বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছায় যে-কোন কুলে আবির্ভূত হন বলিয়া সেই কুল বা জাতি তাঁহাদের সহিত কোনরূপেই সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যের গৃহে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সমগ্র লীলা, সমগ্র চেষ্টাকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ নরকপ্রাপক পাষণ্ডতার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কোন এক ব্যক্তি পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদাতৃরূপে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই ব্যক্তির জাতিমদ বা প্রাকৃত অভিনিবেশকে দূরিত করিবার জন্য এতটা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে গুরুরূপে স্বীকারের অভিনয় করিয়া মানবধর্ম্ম শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গোস্বামিব্রুব শ্রীশ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর শ্রীচরণে জাতিবুদ্ধি ও মূলবুদ্ধি করায় আমাদের প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দীক্ষাদাতার অভিনেতাকে দুঃসঙ্গরূপে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরম আনন্দ ও হর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অসংখ্যবার শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ যখন যখনই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুকে জাতিবুদ্ধিকারী দুর্ব্বৃত্ত গোস্বামিব্রুবের কথা বলিতেন, তখন তখনই অকথ্য ভাষায় উহাকে গালাগালি করিয়া অসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এরূপ অসহিষ্ণুতাকে পরমভক্তি বলিয়াছেন।

"কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষিবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা"
(—ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ ৪০ শ্লোক)

অর্থাৎ কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের বিদ্বেষ-নিন্দাদি-বিষয়ে অসহিষ্ণুতাই বৈধ ভক্তির বিশেষ অঙ্গ। ইহা প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায় ও শুদ্ধভক্তি হইতে চ্যুত হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরেরই আদেশে যে দৈবী ভক্তির কর্ত্তব্যসমূহ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে গুরু-বৈষ্ণবনিন্দায় প্রতি অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শনই ভক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধি বা মূলবুদ্ধির ন্যায় আর নিকৃষ্টতর গুরুনিন্দা ও গুরুদ্রোহ নাই। এইপ্রকারে গুরু বৈষ্ণব-দ্রোহ হয়।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে
পতনানি ষট্॥
(স্কন্দপুরাণ)

বৈষ্ণবকে (১) হনন করা, (২) নিন্দা করা, (৩) বিদ্বেষ করা, (৪) বৈষ্ণবগণকে অভিনন্দন না করা, (৫) ক্রোধ প্রকাশ করা এবং (৬) বৈষ্ণবের দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টিই পতনের কারণ।

বৈষ্ণবের দর্শনে যদি অন্তরে হর্ষ উপস্থিত না হয়, গাম্ভীর্য্য বা অন্তরে নিরপেক্ষভাব রক্ষা করিবার বুদ্ধি হয়, তবে তাহা অধিকতর কাপট্যযুক্ত বৈষ্ণবনিন্দা বা বৈষ্ণবদ্রোহ। এইরূপ বৈষ্ণবদ্রোহফলে যে নরকপাত হয়, সেই নরক হইতে উদ্ধার করিবার সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও নাই, যে পর্য্যন্ত না, যে বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইয়াছে সেই বৈষ্ণবের চরণে অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দেখিতে পাই, দেবানন্দ পণ্ডিতের নিজের দোষ ছিল না, কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণ শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি যে অসম্মান করিয়াছিলেন, দেবানন্দ সেই ছাত্রগণকে শাসন করেন নাই, তৎপ্রতি নিরপেক্ষতার ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের যে অপরাধ হইয়াছিল, সেইরূপ বৈষ্ণবাপরাধের প্রতি স্বয়ং মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অসহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। সমগ্র জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি মাধাই মুটকী নিক্ষেপ করিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে'—ইহাই শুদ্ধভক্তি। এইরূপ বিচারেই শ্রীল প্রভুপাদ—"গুরুনিন্দা শুনিয়া যাহাদের না ভাঙ্গে, তাহাদের মধ্যেই অন্যাভিলাষ আছে", জানাইয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে ক্ষমা-প্রার্থনার ফলে দেবানন্দ ও মাধাইর প্রতি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হইয়াছিল।

যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৩০)

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৩৮০)

পায়ে যেখান দিয়া কাঁটা প্রবেশ করে, সেই মুখেই উহাকে বাহির না করিলে সমস্ত শরীর বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু ঘটে। তদ্রূপ যে শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইয়াছে, স্বয়ং তিনি ক্ষমা না করিলে স্বয়ং ভগবানও সেই অপরাধীকে রক্ষা করিতে পারেন না।

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ পরমেশ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাদিগকে শাসন করিবেন না, এই বিচারে যদি কেহ শ্রীল

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাকখর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,গান্ধর্ব্বিকা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,সোণার আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভাক্তিপ্রচারকর্ত্তে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাধিপতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতচতুষ্টয় সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীবংশীনন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীযতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনয়ন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী।

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরটাউন, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিথার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীদেশীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রকমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কলামহাল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মহাবীর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীনবকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরী, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনগুপ্ত অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

, ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁশফুলি	৬৷০
বালাম	৫৷০
ঐ নূতন	৫
কাটারিভোগ	৭-৭৷০
বাদশাভোগ	৫৷০
রামশালা নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫
[illegible]	৪
সিদ্ধ [illegible]	৩৷০

আতপ—

নূতন আতপ	৪—৪৷০
দেশোয়ারী	১০-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷০
ঐ [illegible]	৫-৫৷০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭
ঐ [illegible]	৩৷০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷০
[illegible] ১০০০ নং	১০৷০
[illegible] দানা	৯৷০
[illegible] দানা	৮৷০—৯৷০
[illegible] লাল	৭৷০—৮

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৩।
[illegible]	২২
চাঁদির বার	৫৭৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] সময়—	৪১

কাঁচা ও মসলার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৷০
[illegible] ঐ	৬—৬৷০
[illegible] ঐ	৫৷০—৫৷০
[illegible]	৬—৬৷০
[illegible] (বি)	৫৷০—৫৷০
[illegible] (২	৫৷০—৫৷০
([illegible])	৫—৫৷০
([illegible])	৪৷০—৪৷০
[illegible] ([illegible])	৩৷০—৩৷০
[illegible]	১৷০—১৷০
	১৷০—১৷০

ঘৃতের দর

	৫৭
	৫৭
	৫৩
	৪৩

পাড়িয়ার	৪৷০
জাব	৪৩
পাবুলে	৩৬
[illegible]	৪৷০

হ্যাডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— মণ প্রতি দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৷০—৯৷০
ঐ [illegible]-মার্কা হাল্কা ওজন	৮—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৷০—৯
[illegible] আয়রণ (কোণা)	৮৷০—৮৷০
টাটা গাঃ করগেট সিট।	৷০
২৭ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৩৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৩৷০
১৮ গেজ—	১৩৷০
[illegible] গাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৪৷০
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	
সীস	৷০—৷০
[illegible] কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০
[illegible] কাটি বা [illegible] কাঁটা মণ	৩৷০—
[illegible] কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ [illegible]
[illegible] বড় কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯—১০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
[illegible] পাটি, গোলট্টু, গরাদে	৮—৯
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
[illegible]	৮৷০—১১৷০

[illegible] ইস্পাত আসল ২৩, নকল ২১

[illegible] হানদর ৫৷০, পাটের হানদর ৬৷০

তুলার হানদর ৪৷০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible] গোলার খাইন	৫৪
[illegible] আমের করকচ	৪০
[illegible] খুরিন খাইন	৪৩
[illegible]	২৩
ঐ খাইন	৫১

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible] ঘাট গোলাপটী, [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের [illegible] থাকিবার [illegible] ব্যবস্থা [illegible] ও [illegible] মাসে [illegible] ৭ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] হইয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের [illegible] সুবিধা

[illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, [illegible], ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে [illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—[illegible]	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
[illegible]	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
[illegible]	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৯

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible] ঘাট	ছাঃ	৫-৭৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
[illegible]	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জীর্ণ [illegible] রোগের [illegible] একমাত্র [illegible]। [illegible] পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। [illegible] ছোট [illegible] ৷০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই মহাপুরুষের অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্বজনপরিচিত সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের গ্রন্থ অমূল্য শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
সিকি কলম	১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার কৃত ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যানন্দ গৌড়ীয়মঠ, বালুবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা-নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস
কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়মণ্ডলপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সদাচারৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1344

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৭৬]

বিবিধ সংবাদ

——(৩।১৪।৩৭)——

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উক্তি

মার্কিন শাসনতন্ত্র স্বাক্ষরের ১৫০শৎ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহার বক্তৃতায় ডিক্টেটরী শাসনের উপর তীব্র আক্রমণ করেন।

তিনি বলেন যে, ডিক্টেটরী শাসনের প্রসারের ফলে গণতন্ত্রের উপর ভিতরে ভিতরে সুকৌশলে যে আক্রমণ চলিয়াছে, অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রতিনিধিমূলক শাসনের গণতান্ত্রিক আদর্শকে স্পষ্টভাবেই আক্রমণ করা হইতেছে। এই আক্রমণকারিগণ কমুনিষ্ট, ডিক্টেটর বা সমরপন্থী যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, শাসনতন্ত্রকে তাহারা চালিয়াই উড়াইয়া দেয় এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, অন্যান্য দেশ তাহাদের পদ্ধতি অনুকরণ করিবে এবং শীঘ্রই পৃথিবীর সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের অবসান হইবে।

এই সমস্ত নূতন ধরণের শাসনব্যবস্থার বিশ্বব্যাপারের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাতে সভ্যতা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঋণ ও বাজেটের ঘাটতি বাড়িয়াছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বাহির হইয়া শিক্ষালোক বিপন্ন হইয়াছে। ভয় সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে—বিপ্লব, আক্রমণ ও মৃত্যুর ভয়। মার্কিন জাতি স্থির করিয়াছে, এই ক্রমবর্দ্ধমান বিপদকে তাদের দেশ হইতে তাহারা দূরে রাখিবে এবং তাহাদের এই সঙ্কল্প খুবই সমীচীন।

হোম সেক্রেটারীর বিবৃতি

পরিষদে আন্দামান বন্দীদের সম্বন্ধে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গলা সরকার যদি সমস্ত বন্দীকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন, তাহা হইলে ভারত সরকার তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেন না। বাঙ্গলা সরকার মাত্র ৩২জন বন্দীকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন; সেইহেতু অন্যান্য প্রদেশের অপর ৩২জন বন্দীর সহিত বাঙ্গলার ৩২জন বন্দীকে আনা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বর্ত্তমানে যে দুইজন বন্দীকে ফিরাইয়া আনার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একজন বোধ হয় বটুকেশ্বর দত্ত। বটুকেশ্বর দিল্লীতে দণ্ডিত হইয়াছিল।

বীমা বিল

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ জিয়াউদ্দীন আমেদের সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় বীমার ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার আসন্ন সমাধি সূচিত হল। তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই যে, আইন প্রবর্ত্তিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত রকম বীমার ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টগণের চুক্তির অবসান হইবে এবং ইতোমধ্যে তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ পারিশ্রমিক দুই হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না। সংশোধন প্রস্তাবটি বিনা 'ডিভিসনে' গৃহীত হইয়াছে; একমাত্র স্যার হেনরী গীডনী ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে মিঃ জিন্নার বর্ণিত তাঁহার মতভেদ হওয়ায় তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। শনিবার এই বিল লইয়া মিঃ জিন্নার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্যার হোমীকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হয়। শনিবার শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির বক্তৃতা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, কংগ্রেসীদল মিঃ জিয়াউদ্দীন আমেদের সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধী, কিন্তু ঐ বিষয়ে পরিষদের সকল দলের মধ্যে মতের ঐক্য দেখিয়া এবং কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ কংগ্রেসী দলের উপর চাপ দেওয়ায় কংগ্রেসী দলকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সংশোধন করিতে হয়। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, এইরূপ সীমাবদ্ধ পারিশ্রমিক দিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণকে তাঁহাদের কার্য্য হইতে অপসারিত করা হইলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে বটে, কিন্তু পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া তিনি ও তাঁহার দল উচিত বলিয়া মনে করেন।

ভাইস-চ্যান্সেলারের সতর্কবাণী

কাজন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার একটী সারগর্ভ বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ এবং সুনাম রক্ষার্থ ছাত্রদিগকে আবেগে চালিত না হইয়া পরমত-সহিষ্ণুতা সংকারে বিবেক ও বিচার-বুদ্ধির অনুসরণ করিতে বলেন।

তিনি বলেন, কিছুদিন আগে উপাধি-বিতরণ সভার অভিভাষণে আমি বলিয়াছি যে, শিক্ষাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম আদর্শ হইলেও উহার চরম আদর্শ হইল ছাত্রদের মধ্যে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করা। ছাত্রদের চিন্তায় ও কার্য্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন, নৈতিক চরিত্র গঠন ও পরস্পরের মধ্যে সহজ সহানুভূতি ও ভদ্রতার বিকাশ,—এককথায়, 'ভদ্রলোক' হইয়া গড়িয়া উঠিবার প্রেরণা দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চরম লক্ষ্য। শুধু বিদ্যা, তথ্যোদ্ঘাটন এবং শিক্ষার অনুশীলনীর দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার হয় না। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ ধরণের 'মানুষ' তৈয়ারী করিয়াছে, ইহাই হইল তাহার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা।

জাপানী সৈন্যদলের অগ্রগতি

পিপিংএর দক্ষিণে জাপানী সৈন্যদলের বিরাট অভিযান চার দিবস ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পিপিং হাঙ্কাও রেলপথ ধরিয়া যে চীনা সৈন্যদল তিন সপ্তাহের অধিক কাল ধরিয়া শত্রুপক্ষের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আসিয়াছিল তাহারা এক্ষণে দক্ষিণ দিকে হটিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপানীরা বলে যে, তাহারা ত্রিশ মাইল রেলপথ অধিকার করিয়াছে এবং উত্তর চীনে চীনা সৈন্যদলের প্রধান ঘাঁটি পাওটিংফুর উপর আক্রমণ চালাইবার মত স্থানে পৌঁছিয়াছে।

পিপিংস্থ বিদেশী সমর বিশারদগণ একমত যে, জাপানীরা চমৎকার রণকৌশল অবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহা অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে; যদিও সিয়াং সিয়াং রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যদলকে ঘিরিয়া ফেলার জন্য তাহারা যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, কালগান-পিপিং শাখা রেলপথ ধরিয়া আরও যুদ্ধ চলিবে। তথায় নানাপন্থ চীনা সৈন্যগণ সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে।

টাটুং এর জাপানী সৈন্যগণ সুইউয়ান আক্রমণ করিয়া ফেংচেন অধিকার করিয়াছে। চীনা সৈন্যগণ মহাপ্রাচীর ধরিয়া একটা বড় রকমের লড়াইর জন্য আয়োজন করিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৫
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ভাগবত-আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক পুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-সান্ত্বনা ৷৴০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেমন করে ভাবা ।০
২৭। মুক্তিফলটীকা ভগবৎসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিন্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫ নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬ অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭ সদাচারবৃত্তিঃ ৵০
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯ অর্চ্চনকণ ৲১
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা সারাবাদসমূহ ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ্য ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চিন্তিতঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৪ অভয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৴০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ আর্ট স অব বেদান্ত ।০
৭০। রামতত্ত্ব ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিলেটিব আর্চস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিকাদশা শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজি
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলভাবে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৭৬তম সংখ্যা

ভারতাভিমুখে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু

-::(#)::-

লণ্ডন হইতে রওনা হইয়া কলম্বোতে অবতরণ

(তারের সংবাদ)

কলম্বো, ২১শে সেপ্টেম্বর

গৌড়ীয়দিগের পাশ্চাত্ত্যে ভারপ্রাপ্ত প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডন হইতে জাহাজযোগে রওনা হইয়া মিঃ বার্ডেটসহ অদ্য কলম্বো পৌঁছিয়াছেন। আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাদ্রাজে অবতরণ করিবেন। তথাকার গৌরবাসিগণ শ্রীপাদ গোস্বামীজীকে অভিনন্দনাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবেন। গোস্বামীজীও প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিবেন।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ...কলাহংসবর আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ...হারাজের আনুগত্যে বিগত ২রা আশ্বিন ...রিবার গৌরপ্রবোধনী তিথিতে ঢাকা ...মাধবগৌড়ীয় মঠে ঠাকুর শ্রীল ভক্তি...বিনোদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ...মঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভা-...পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ...আলেখ্য একটি কাষ্ঠাসনের উপর বিবিধ ...-পাতা ও পুষ্পমালিকা দ্বারা সুসজ্জিত ...ছিলেন। সভার প্রারম্ভে কীর্ত্তন ও ...মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হইলে 'গৌড়ীয়'-...ক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ...বিনোদ প্রভু প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ঠাকুর ...বিনোদের অভিমর্ত্ত্য হৃদয়দণ্ড চরিত্রের ...আলোচনা করিবার সংকল্পে একটি কীর্ত্তন ...ন শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-...রচিত 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থখানা ...আকারে প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাতে ...গ্রন্থের 'শ্রীভক্তিবিনোদ-শিক্ষামালা' ...ঠাকুরের অনেক উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা ...। বিদ্যাবিনোদ প্রভু সকলকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দানের কথা বুঝাইয়া ...দিলেন। অনন্তর মহাজনপদাবলী ...নান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

...ক ভক্তিবৃন্দের বক্তৃতায় অধিক প্রীত হইয়া ...ছিলেন, কিন্তু ভোজনকালীন প্রশ্নাদি ...ও হইতে থাকায় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু তৎপর দিবস ৩রা আশ্বিন রবিবার শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান' সম্বন্ধে পুনরায় বক্তৃতা হইবে,—এই কথা সকলকে জানাইয়া দেন। তদনুসারে গত ৩রা আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু দেড় ঘণ্টারও অধিক কাল বক্তৃতা করিয়া জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও বিপ্রলম্ভভাবে ভজন-শিক্ষা, তাহাই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বরচিত 'হরিনামচিন্তামণি' গ্রন্থে ও বিভিন্ন উপদেশাবলীতে কিরূপভাবে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বস্তু বিমল কৃষ্ণপ্রেম লাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান যে শ্রীমহাপ্রভুর দান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—শ্রীভগবান্ অপেক্ষা তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন যে আরও বড়, তাহা বিশদভাবে সকলকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থের শিক্ষামালার আরও অনেক উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

এই দুই দিবসের সভাতেই ঢাকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বহু ভক্ত, সজ্জন ও মহিলা যোগদান করেন। সকলেই নীরবে স্থিরচিত্তে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ লাভবান্ হইলেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শেষ দিবসের বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও তৎপরে সভা ভঙ্গ হইলে সমাগত প্রায় দেড়শত পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১০।৯।৩৭ তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রী ম দ্ভ ক্তি সি দ্ধা ন্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের গোপ্যতম অনুজন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে তদীয় গুণ-কীর্ত্তন ও বন্দনামুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

১২।৯।৩৭ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার সময়ও শ্রীমঠে একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। আচার্য্য বন্দনা, গুরুস্তব ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত বেঙ্কট পেরামভার পাত্ত বি-এ, বি-এল মহাশয় জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমৌলি শ্রী শ্রী ম দ্ভ ক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও তাঁহার গোপ্যতম অনুজন শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী মহারাজের গুণাবলী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিধি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে প্রাক্ ভাষায় লিখিত আত্মনিবেদনপত্রখানি তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রাও পাত্ত বি-এ, বি এল মহাশয় তাঁহার লিখিত ইংরাজী ভাষায় অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করেন। তাহাদের ছাত্রগণ ও অন্যান্য সজ্জনগণের অভিনন্দন পাঠ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অধিক রাত্রি হওয়ায় তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ হওয়া উঠে নাই। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। সভান্তে ৫০০ শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পুষ্টাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামক গ্রন্থ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবরের কীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় ও আনুগত্যে গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে এই বৎসর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মদিন প্রকট-তিথিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থখানি ডবলক্রাউন ষোল পেজি আকারে প্রায় ১২৫ পৃষ্ঠায় সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ৮০ আনা মাত্র। ইহাতে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যগণের আলেখ্য এবং আরও কয়েক আলেখ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের যাবতীয় প্রধান ঘটনাবলীর প্রামাণিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সম্বলিত। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় ঠাকুরের চরিত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পক্ষে সুবিধা [illegible] বর্ণিত চরিত্র এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible]

প্রত্যভিবন্দন

[গত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) শুক্রবার শ্রীশ্রীগুরুপূজা-দিবসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রবণসদনে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥

পরমপূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণবগণ ও স্নেহের সজ্জনগুলি!

আমি সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় [illegible] নিত্যলীলা-[illegible]

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ

প্রদত্ত উপকরণই ইহার উপাদান। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর হওয়ায় ইহা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইবার [illegible] যোগ্য হইয়াছে। পাঠকমাত্রেই এই গ্রন্থ আলোচনায় গৌরনিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র অবগত হইতে পারিবেন।

গ্রন্থে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্ব ও সমসাময়িক অবস্থা, বংশপরিচয়, আবির্ভাব ও অধ্যয়ন লীলা, সাহিত্যিক জীবন, পরিব্রাজকলীলা, নীলাচলে, কলিকাতায় ও বিভিন্নস্থানে প্রচার, শ্রীমায়াপুরের প্রকাশ ও সেবা, পাষণ্ডমত-নিরাস প্রভৃতি অধ্যায় ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর লিখিত একটি অমূল্য ভূমিকা ও সঙ্কলনকর্ত্তার "নিবেদন" সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে ঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও ঠাকুরের অমূল্য শিক্ষামালা হইতে কতিপয় উজ্জ্বল রত্নও সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুধী পাঠকসমাজ ইহা হইতে ঠাকুরের শুদ্ধ-ভজন অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষামৃত আস্বাদন পূর্ব্বক পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। এ গ্রন্থের প্রকাশে আমরা সঙ্কলনকর্ত্তা ও প্রকাশক মহোদয়ের নিকট আমাদের আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিতে পাইলে আমরা পরম আনন্দিত হইব। গ্রন্থসঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার সংসিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য সাহিত্য রচনার জন্য সুপ্রসিদ্ধ [illegible] সমাজে পরম আদরের বস্তু, ইহা নূতন করি[illegible]

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি।

অদ্য শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজার দিন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কণ্ঠদেশে মালিকা অর্পণ করিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ইহা চৈতন্যভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে অধোক্ষজ-তত্ত্বের কথা বর্ণন করিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্ম নারদের আদেশে প্রেমৈকনিষ্ঠগণেরও সুদুর্ল্লভ ব্রজরসসার—যাহা শ্রেষ্ঠ পরমহংসগণের নিত্য সেবা—সেই আশ্রয়বিগ্রহসম্বলিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের চিদ্বিলাসের কথা বর্ণন করিয়াছেন অতএব শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাবদান্যলীলা জগতে অতুলনীয় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শত হস্তে ও শত মুখে সেই ব্যাসদেবের কৃপার কথা জগতে জানাইয়াছেন এবং স্বয় "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" সঙ্কলন করিয়াছেন পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে স্বয় আচরণমুখে ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাদি সম্প্রদায়েও এই ব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুদেবের চিদ্বিলাস স্বীকার করেন। কাজেই শঙ্করসম্প্রদায়ে ব্যাসপূজার ন্যায় তাঁহাদের ব্যাসপূজা কল্পিত বা উপাসনার্থ নহে—উহা নিত্য ও উপেয় স্বরূপ। শ্রীব্যাসপূজা দ্বারা আচার্য্যগণ গুরুপরম্পরা বা আম্নায়ের নিত্য প্রবহমানত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব আমরা আশ্রয়বিগ্রহ ব্যাসের আনুগত্যে ব্যাসের বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অনুক্ষণ অনুশীলন করিব। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে তৎপ্রেষ্ঠবস্তু বিষয়বিগ্রহের অনুশীলনই—অনুকূল অনুশীলন।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলার ব্যাস এই বাণী কীর্ত্তন করিয়া আশ্রয়বিগ্রহ-সম্বলিত বিষয়বিগ্রহের চিদ্বিলাসের কথা জানাইয়াছেন।

আমরা সেই ব্যাসগুরুর পূজার উপায় ও উপঢৌকনসমূহ নত্য পূজ্য ও সেব্য জ্ঞানে মস্তকে গ্রহণ করিয়া ব্যাসপূজার সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিব। বিক্রীত পশু প্রভুর সেবাই নিত্য-ধর্ম্ম। প্রভুর সেবা প্রদত্ত উপঢৌকন তাঁ'র ক্রীতদাস বা মস্তকে বরণ করিয়া শ্রীপ্রভুপাদগণে পৌঁছাইয়া না দেন, তবে তাহা কপটতা, প্রাকৃত দাম্ভিকতা, নিজসুখবাঞ্ছার অতিক্রি হইয়া যায়। প্রভু-পূজার যে উপায়কে প্রভুপাদগণে সর্ব্বদাই নির্ভর।

ভৃত্যগণের ধর্ম্ম বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের অনুকরণ করিয়া বা ভাবের ঘরে চুরি করিয়া গুরু-পূজার উপকরণসমূহ কি নিজে নিজে আত্মসাৎ করা হইতেছে?—এরূপ একটী পূর্ব্বপক্ষ উদিত হইতে পারে। যেখানে আমরা সরল-ভাবে এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করি, সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে ইহার সমাধান করিয়া দেন। কিন্তু মাৎসর্য্যজনিত পরানীতি হইতে এরূপ কুতর্ক উপস্থিত হইলে আমরা আত্মবঞ্চিত হই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী প্রধান শিক্ষা এই যে, এখানে তৃণাদপি সুনীচত্ব ও শুদ্ধবৈষ্ণবসেবকাভিমানের অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে। সতীর্থ ভ্রাতৃগণ অপর গুরুসেবককে এমন কি স্বয়ং শ্রীগুরুদেব নিজ শিষ্যকে "প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং সতীর্থ ভ্রাতা ও শ্রীগুরুদেবের আহ্বান যিনি স্বীকার করেন তিনি কখনও মনে করেন না যে, তিনি সতীর্থ ভ্রাতৃগণের প্রভুত্ব বা শ্রীগুরুদেবের প্রভু অর্থাৎ "প্রভুর প্রভু নিত্যত্ব"। সতীর্থ ভ্রাতা বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার গুরুপাদপদ্মেরই বৈষ্ণবপ্রকাশ বিচারে ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব ঐ সম্মান বা পূজা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রাপ্য। যাঁহার এই বিচার নাই, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের ধর্ম্মপত্নিকাই হইতে পারে না। অতএব ঠাকুর ভক্তিবিনোদের—

"আমি ত বৈষ্ণব — এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' — হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

—এই বাণীতে সতর্কপ প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্যই সতীর্থ ভ্রাতৃগণ ও শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে মান দান করেন। কনকের একচেটিয়া মালিক মাধব, কামিনীর একচেটিয়া ভোক্তা মদনমোহন, আর প্রতিষ্ঠার একচেটিয়া অধিকারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীগুরুদেব। গুরুর সহিত, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত নিজকে সমান জ্ঞান—গুরুর অনুকরণ। গুরুর সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি বা সাযুজ্য লাভের দুষ্প্রবৃত্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন—দূরে আশ্রয়বিগ্রহের পদবী আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক, আপনাকে তাঁহার সমান বিচারে তাঁহার সখীত্ব পর্য্যন্ত আমাদের প্রার্থনীয় নহে। সখীর কিঙ্করীত্বই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হয়ে যায় দুর্ব্বল

"হে আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি বৃষভানু-নন্দিনি! তোমার পাদপদ্মে দাস্য ব্যতীত আমি কোন কালে অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমি নিত্য নমস্কার করি—নমস্কার করি। আমি শপথপাঠ করিয়া বলিতেছি, তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার উপাদানসমূহ আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক,—গুরু-সেবকগণের সেবাবৃত্তি আত্মসাৎ করিবার অধিকারও কোন যথার্থ গুরুসেবকের নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-সকল গুরুসেবা-উপকরণ চর্ব্বণ করিয়া নবনীত সংগ্রহ করেন, তাহা অপর গুরুসেবক বা গুরুদেবও চুরি করেন না। উহার একচেটিয়া চোর—শ্রীনন্দনন্দন। সেই নবনীতচোর নন্দদুলাল আশ্রয়বিগ্রহের সহিত আমাদের চিত্তে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকুন।

মৎসরতা যখন স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন জীব কৃষ্ণের বিলাস অস্বীকার করে। কৃষ্ণ কেন বিলাসী হইবেন—এইরূপ মৎসর চিন্তাস্রোত হইতে কৃষ্ণেও স্ব স্ব জড় বিলাসের ভাব আরোপিত হয়। আবার শ্রীগুরুদেবের চিদ্‌বিলাসে মৎসর হইয়া জীব প্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় অধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠাকে আত্মসাৎ করার মহাপরাধ নিজের স্বীকার করে এবং জড় হইতে চেতনের স্বতিরূপ অবৈধ মৎসরতা পোষণ করে। বৈষ্ণবের প্রতি মৎসর হইলেই জীব জড় বিলাসী হয় বা জড় বৈরাগীর নাস্তিক্যময় চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চরম দুর্গতি লাভ করে।

সাহিত্য, যাহা তথাকথিত বৈরাগ্যের ফল বা আদর্শ—তাহা খুব বড় কথা নহে। সাহিত্য বা ভক্তিবিলাসই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়"—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই বাণী সাহিত্যকে নরক হইতেও অধিকতর তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিয়াছে। যাহারা কৃষ্ণের প্রতি মৎসর অর্থাৎ ভক্তিবিলাস-অস্বীকারকারী, তাহারা হয় বিরজাতে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, না হয় আত্মহত্যারূপ ব্রহ্মলয় লাভ করিয়া থাকে। মৎসর চিত্তবৃত্তি হইতে বিষ্ণুর স্বেচ্ছাময়ের স্বেচ্ছাচারিতাকে খণ্ডন করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়। এইরূপ মৎসর ব্যক্তিগণ স্বরাটের স্বরাটকে নিগ্রহ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের দাস, অথবা ষড়্‌রিপুর দাসকেই বরণ করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবগত এত বড় জিনিষ যে, পৃথ্বীর বিচারে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই সংহারমূর্ত্তি রুদ্রের শিবস্বরূপ পর্যন্ত ভগবানের ভক্ত পার্ষদ। শ্রীশিব ভগবানের চিৎস্বরূপ সর্পরূপী সঙ্কর্ষণকে অলঙ্কার কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। সঙ্কর্ষণ আবার কৃষ্ণদাসের ভক্ত দাসাধিত। সঙ্কর্ষণ সহস্রবদনে কৃষ্ণের সেবা করেন, সেইরূপে ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণদাস্য করেন। অধিক কি, যিনি বৈষ্ণবশিরোমণি, সেই মূল আশ্রয়বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী পর্য্যন্ত কিঙ্করী অভিমান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীনাথ নারায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের দাস্যের জন্য উৎকণ্ঠিত।

অন্য কবি'না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অন্য ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

শ্রীমদ্ভাগবত উপসংহারে—"কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্"—অর্থাৎ কেবলা ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকের পৃথক্ সুখবাঞ্ছা নাই, আশ্রয়-বিগ্রহের সুখকে কোটী প্রাণাপেক্ষা অধিক আদৃত করা হয়, তথায়ই কৈবল্য বা নৈষ্কর্ম্য ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। বিপ্রলম্ভে পূর্ব্বরাগের উদয়ে আশ্রয়ের সহিত বিষয়ের মিলন-সুখলাভের উদ্দেশ্যে বায়ুবৎ হইতে অভিসারের কথা শ্রীভক্তিবিনোদের শিক্ষায় পাওয়া যায়। আশ্রয়-বিগ্রহাহৃতো শ্রীনাম-ভজনের মধ্যে চিন্ময় প্রকৃতিতে অপ্রাকৃত রসোপলব্ধির কথা জীবের হৃদয়ে উদিত হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীব্যাসরূপে অবতীর্ণ। ব্যাসাসনত্যের ছলনায় রোমহর্ষণ-সূতের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অস্বীকার বা অবমাননা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রোমহর্ষণকে ব্যাসাসন হইতে বিতাড়িত করেন। আবার শ্রীগৌরলীলায় গুণার্ণবমিশ্র নামক প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্ত দ্বিতীয় রোমহর্ষণসূতরূপে নিত্যানন্দভৃত্য রামদাসকে সম্ভাষণ না করায় অর্থাৎ কার্য্যতঃ নিত্যানন্দের পাদপদ্মেরই অবমাননা করায় শ্রীরামদাস যে ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের লাঘব হয় নাই। রামদাসের ঐ ক্রোধলীলা বা ঠাকুর বৃন্দাবনের—"তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে" প্রভৃতি ক্রোধোক্ত কেবল নিত্যানন্দ-সেবা-তাৎপর্য্যে প্রকাশিত। কিন্তু মৎসর সম্প্রদায় ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

প্রকৃতির অতীত ধামে মৎসরতার স্থান নাই। অপ্রাকৃত রসের বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির নামই মৎসরতা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ এই পঞ্চরিপুর সমষ্টিরূপে মৎসরতার আবির্ভাব। অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের সেবাবিমুখতা—অনর্থ বা প্রাকৃত কাম হইতে অপ্রাকৃত রসবিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির প্রকাশ। অপ্রাকৃত নবীন মদনমোহন কামদেবই একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তম।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিতে শ্রীসনাতনের প্রাণধন শ্রীমদনমোহনের সেবাফলে জগতের ভোক্তৃ-পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কথা শুনিতে পাই,—

সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অবতরি'
বংশীরবে নিল হরি'॥
(কল্যাণ-কল্পতরু)

পরিদৃশ্যমান ভোগ্য জগতের ভোক্তৃরূপে এই পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষের অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ত্রী, পুরুষ ও অপরাপর মিলিয়া পাঁচ প্রকার সম্বন্ধে পাঁচ প্রকার রসে সকলে পরস্পর আবদ্ধ।

তস্মাদিমং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥
(ভাঃ ১০।১৪।২২)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে স্ত্রী-পুরুষ-প্রতীতি বা প্রকৃতিভোগজন্য দ্বৈত-প্রতীতিকে গ্রহণ করিয়া অজ্ঞানের সেবাই স্বপ্নধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ-জগতের ভোগময়ী দৃষ্টি বিকৃত প্রতিফলিত দর্শনে অভিনিবেশ, অর্থাৎ অবিদ্যা বা চিল্লীলামিথুনের অনাদি সেবা-বিমুখতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্ত্রী-পুরুষ লইয়াই মানব-সমাজ। মানব-সমাজ আবার বৈধ ও অবৈধভাবে দ্বিবিধ। বৈধ মানবসমাজকে সভ্য সমাজ বলা যায়। সভ্যসমাজ আবার নিরীশ্বর ও সেশ্বরভেদে দ্বিবিধ। নিরীশ্বর নৈতিক মানবগণ সুবিধাবাদমূলা নীতি মানিলেও নাস্তিক। সেশ্বর নৈতিক সমাজকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত সমাজ বলা যায়। বর্ণাশ্রম আবার অবৈধ-বৈধ ভেদে দ্বিবিধ। সম্যক্ বিষ্ণুর আরাধনা হইলে তদ্দ্বারা বর্ণাশ্রমের নৈসর্গিক হেয়তা ও দোষসমূহ শোধিত হইতে পারে।

লক্ষ্মী-পুরুষোত্তম—ইঁহারা মিথুন। ইঁহাদের পূজাদ্বারা বর্ণাশ্রমের অষ্টতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী—ইঁহাদের পরস্পর ধর্ম্মের অষ্টতা-সংরক্ষণ হয়। পরস্পরের প্রতি মাৎসর্য্য ও অমর্য্যাদা অভিনিবেশ বা অবিদ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মী-পুরুষোত্তমের প্রতি উন্মুখতায় বা স্বরূপে অবাহৃতি হয়।

বর্ণাশ্রম—উপায়, তাহা উপেয় নহে। বৈধ বা দৈব বর্ণাশ্রমেও ন্যূনাধিক মিশ্রভক্তি থাকায় উহাতে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তা পরিপূর্ণা কেবলা ভক্তির আস্থান নাই। কাজেই বর্ণাশ্রমের প্রাপ্য ফল বা গতি চতুর্ব্বিধ মুক্তি পর্যন্ত। অথবা বর্ণাশ্রম বিষ্ণুসম্বন্ধমিশ্র হইলে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধ লোক মাত্র লাভ করায়। কিন্তু পরমহংস-ধর্ম্ম পরম নির্ম্মলা কেবলা, অকিঞ্চনা ভক্তি বা পরিপূর্ণ শরণাগতিতে সলক্ষ্মীক-বাসুদেব, একপত্নীব্রত শ্রীরামচন্দ্র ও উত্তরাধিকারে রুক্মিণী-সত্যাদিযুক্ত মহুরাজ দ্বারকেশের উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত এবং আরও উন্নততর ও উন্নততম কেবলনিত্যপ্রেমভাবযুক্ত নিত্যসিদ্ধ পারমহংস্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের চতুর্ব্বিধ রসের উপাসনা আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবাকেই চরম প্রাপ্য বলিয়া উপলব্ধি করায়।

পূর্ব্বোক্ত জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষগত ধর্ম্ম বা পুরুষাভিমান যত প্রবল থাকিবে, ততই নিত্য ও অদ্বিতীয় পুরুষাভিমানী স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের অনুকরণ করিবার স্পৃহায় নিত্য পুরুষোত্তমকে "অপাণিপাদ"রূপে দর্শনের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ জন্য অধিকার করিবে। ঐরূপ অভিলাষের বীজ হৃদয়ে উপ্ত থাকিলে চিল্লীলামিথুনকে "অজন"রূপে, "অগোত্র"রূপে, "অচক্ষুষ্মান্"রূপে, "অবিদ্-নিগহ"রূপে দর্শন বা উপলব্ধি হয় না। সবিদ্বিগ্রহরূপে দর্শনই মদনমোহনরূপে বা চেতনের পতিভুক্তরূপে দর্শন।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"
"যে দিন গৃহে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়";—

প্রকৃতি শ্রীগৌরজনের বিচারে সর্ব্বপ্রথম নব বা গতিশীলতা উপলব্ধি। এইখানে জড়ের ভোগ্য পুরুষ-প্রকৃতি-দর্শন আদৌ নাই। এইখানেই সনাতন বা শাশ্বতের আনুগত্য।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—ব্রহ্মানন্দ-বল্লী ৯ম অনুবাক)। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি॥" (ঐ ঐ ৭ম অনুবাক)। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥" (ঐ ভৃগুবল্লী ৬ষ্ঠ অনুবাক)। (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিকপ্রচারক: 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনবকড়ি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপাধ্যায় শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিলাস।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোপীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুত-কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বিপ্রকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনকানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাটতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিস্বরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যান্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীপ্রভেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীরাঘবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবংশীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়,

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোজোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীমাধবেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরছুরা, পোঃ চিরকুন্দা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাজ্ঞ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

বালাম.সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
ঝিঙ্গাশাল	৬৷০
ঝাটশাল	৫৷৷০
নূতন	৫৲
চীনিআতপ	৭৲-৭৷০
ঝিঙ্গাকুলী	৫৷০
দাদখানি নূতন	৪৵০
পুরাতন	৫৲
দাদখানি কোরাপিঠি	৪৲
রেঙ্গুন	৩৷৵০
আতপ—	
দাদ আতপ	৪৲—৪৷০
গোবিন্দভোগ	১০৲-১০৷০
ঝিঙ্গাকুলী আতপ	৫৷০-৫৷৵
বাঁশফুলি	৫৲-৫৵০
বাঁকাই আতপ	৫৷০-৫৷০
চীনিআতপ	৭৲
রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৷৵০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০৵০
দেশী দানা	৯৷
গুড় দানা	৮৷০—৯৵৷
গুড় লাল	৭৷৵০—৮৲

তেল-ঘি-মশলার দর।

প্রতি ভরি

মোম বাত	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫৩৷০

পাটের দর

	৪০৷৷০
	৪০৷৷০
—	৪১৷০
পাটের মসলা—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
ফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
২নং ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
	৬৲—৬৵০
ই)	৫৷৷০—৫৷৵০
(২	৫৵০—৫৷৵০
নং)	৫৲—৫৷০
মে)	৪৷৷০—৪৷৵০
(৩)	২৷০—২৷৵০
	১৷৵০—১৷৷০
	১৷৵০—১৷৵০

তুলোর দর

৫৭৲
৫৭৲
৫০৲
৪৪৲

পাতিলাল	৪৬৷০
জার্মা	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
খাসা গাওলা	৪১৷৷

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (.জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৵০—৯৷৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	
ঐ টাটা স্টেনডেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ.১০৷০	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷৵০
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৷৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৷৷৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৵১০—৷৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা সিট কাটা মণ	৩৷০—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু, পয়ালে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	
জন্য	৮৷৷০—১১৷
স্থঃ ইস্পাত আসল ২৩৲,	নকল ২১৲

চটকলের হাসনা ৫৵০, পাটের হাসনা ৬
তুলার হাসনা ৪৷০

তুলোর দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন গোলার কাইন	৫৪৲
মিষ্টন আমেন কমকচ	৪০৲
কবাটি পূর্ণনিয় কাইন	৪০৲
হাথার্স ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতলা সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
খই খদির	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার অভিষেক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—— ঃ(ঃ০ঃ)ঃ

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৭

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় এনিয়ার আর কাটতি অভাব অধিক। লিভার প্লীহা সমেত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব দূর হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগনা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যানাতিভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১৪৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীধাম নবদ্বীপ—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ও বিদ্যুত্‌
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ও বিদ্যুত্‌
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যবর
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ ...
পরিব্রাজক
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৭৭]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০১)০)——

ক্যাণ্টনের উপর বিমান আক্রমণ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে বিংশাধিক জাপ বিমানপোত ক্যাণ্টন আক্রমণ করে এবং সহরের উপর দুই ঘণ্টা-কাল ধরিয়া ভীষণ বিমান-যুদ্ধ চলে। সহরের চীনা অধ্যুষিত অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি ও বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। আক্রমণকারী বিমানসমূহকে সহরের উপর উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায় এবং বহু বোমা বিস্ফোরণের শব্দ নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া যায়। সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ধূমজাল উত্থিত হইতে দেখা যায়। চীনা বিমানবহর, বিমানাক্রমণ-প্রতিরোধক কামানবাহিনী ও মেশিন-গান বাহিনী আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যাপৃত হয়। চীনারা আক্রমণকারীদের তিনটী বিমান ভূপাতিত করিয়াছে বলিয়া দাবী করে, কিন্তু তাহা সমর্থিত হয় নাই। একটী বিমান ভূপাতিত হইয়াছে, কিন্তু উহা কোন্ পক্ষের তাহা জানা যায় নাই।

জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে সাংহাই ও পাওটিং পরিবেষ্টন করিতেছে। জাপানীরা এই দাবীও করিতেছে যে, মানশী ও সুই-য়ান সীমান্তে সম্মিলিত জাপ-মোঙ্গল বাহিনী ৫০,০০০ সুই-ইউয়ান সৈন্যকে পরিবেষ্টন করিয়া বন্দী করিয়াছে। জাপানীরা সাংহাই সীমান্তে ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং এই দাবী করিতেছে যে, চীনা সৈন্যরা কিয়াটিং ও বামসিয়াংএর মধ্যবর্তী ঘাঁটি হইতে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। তদুপরি তাহারা কয়েকবার বিমান আক্রমণ চালাইয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে বলিয়াও দাবী করিতেছে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বীমা বিলের পুনরায় আলোচনা হয় এবং ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ ধারা কয়েকটী ঐ দিবস আলোচনার পর পরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রধানতঃ ৩৯ ধারাটি সম্পর্কে আলোচনা চলে। এই ধারায় বীমা ইস্যু করার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতীত হওয়ার পর বীমা সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন চলিবে না। বীমাকারীর বা ডাক্তারের, রেফারীর অথবা তাহার বন্ধুর বিবৃতিতে বা অন্য কোন দলিলে (যাহা উপলক্ষ করিয়া বীমাটি ইস্যু করা হইয়াছে) মিথ্যা বর্ণনা আছে বলিয়া বীমা কোম্পানীর কোনরূপ আপত্তি টিকিবে না। তবে যদি বীমা কোম্পানী চূড়ান্তরূপে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, কোনও প্রধান বিষয়ে প্রতারণা করিয়া ঐ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং বীমাকারী মিথ্যা জানিয়াও উহা করিয়াছেন, তবে বীমা কোম্পানীর উক্ত আপত্তি সম্পর্কে বিবেচনা করা যাইবে।

এই ধারাটি অসংশোধিতভাবে পরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

ইরাক প্রতিনিধির অভিযোগ

গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদে ইরাক প্রতিনিধি মিঃ তাওফিকেল সাওদ প্যালেষ্টাইনের আরবদের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন তিনি আরও বলেন যে, আরবদের সম্মতি ব্যতীত বাটোয়ারার কোন মীমাংসা যদি উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে।

তাঁহারা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন না যে, অন্যান্য দেশের যেহুদী সমস্যার সমাধানের জন্য প্যালেষ্টাইনকে বলি দিতে হইবে ও তাহাকে একটী আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিতে হইবে। তিনি আশা করেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তি এবং আরবদের নিরাপত্তা ও অধিকারের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান করা হইবে।

নিরুদ্দিষ্ট সোভিয়েট বৈমানিকগণ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে আবিষ্কারক স্যার হিউবার্ট উইলকিন্সের কোন সংবাদ না পাওয়ায় গভীর আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছিল। ঐ দিবস অপরাহ্ণে তিনি বেতারযোগে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকবর্ত্তী ম্যাকাজী দ্বীপে অবতরণ করিতে যাইতেছেন এবং তদবধি তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল না। যাহা হউক তিনি কোন বিপদে পড়েন নাই বলিয়া নিউ ইয়র্কস্থিত এরোনোটিক্যাল ক্লাবে বেতারবার্তা আসায় তাঁহার সম্বন্ধে যে, আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে। স্যার হিউবার্ট উইলকিন্স ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিরুদ্দিষ্ট সোভিয়েট বৈমানিকদের অনুসন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

স্পেন সংবাদ

স্পেনের প্রধান মন্ত্রী সেনর নেগ্রিন গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদে এক বক্তৃতায় বলেন, ইতালী ও জার্ম্মাণী যে স্পেনকে আক্রমণ করিয়াছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের উচিত একথা স্বীকার করা এবং এই আক্রমণ বন্ধ করার উপায় নির্দ্ধারণ করা।

সেনর নেগ্রিন দাবী করেন যে, স্পেন সরকারকে পুনরায় রণসম্ভার সংগ্রহ করার অধিকার দেওয়া হউক, স্পেন হইতে বিদেশী যোদ্ধাদিগকে সরাইয়া লওয়া এবং ভূমধ্য-সাগরে যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে যাইতেছে স্পেন পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত করা হউক ও স্পেনকে তাহাতে যোগদান করিতে দেওয়া হউক।

সেনর নেগ্রিন আরও বলেন, বিদ্রোহীর সহিত ইটালী ও জার্ম্মাণীর যে বন্ধুতা, তাহা স্পেন অধিকারের চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ছয় মাসের অধিক কাল ধরিয়া মুর বিদ্রোহী সৈন্যদল সম্পর্কে স্পেন সরকারের কোনই ভাবনা নাই। স্পেনের গৃহযুদ্ধ দেশারকারের যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। স্পেনে ইতোপূর্ব্বেই ইটালীর যে সৈন্য আছে, তাহার দ্বিগুণ সৈন্য তথায় সে পাঠাইতে যাইতেছে।

প্রাদেশিক মুসলিম লিগ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙ্গলা সরকারের পুলিশ বাজেটের আলোচনার সময় জার নাজিমুদ্দিন পুলিশ বিভাগের বরাদ্দ হইতে ১০০৲ টাকা ছাটাই করা হউক এরূপ যে প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে। তিনি ঐরূপ প্রস্তাব করেন নাই।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তাফলিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ভজনম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। নামাংশবর্দ্ধনম্ ৶২

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অফ্ স অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্কস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ব ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবাদ্যা শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

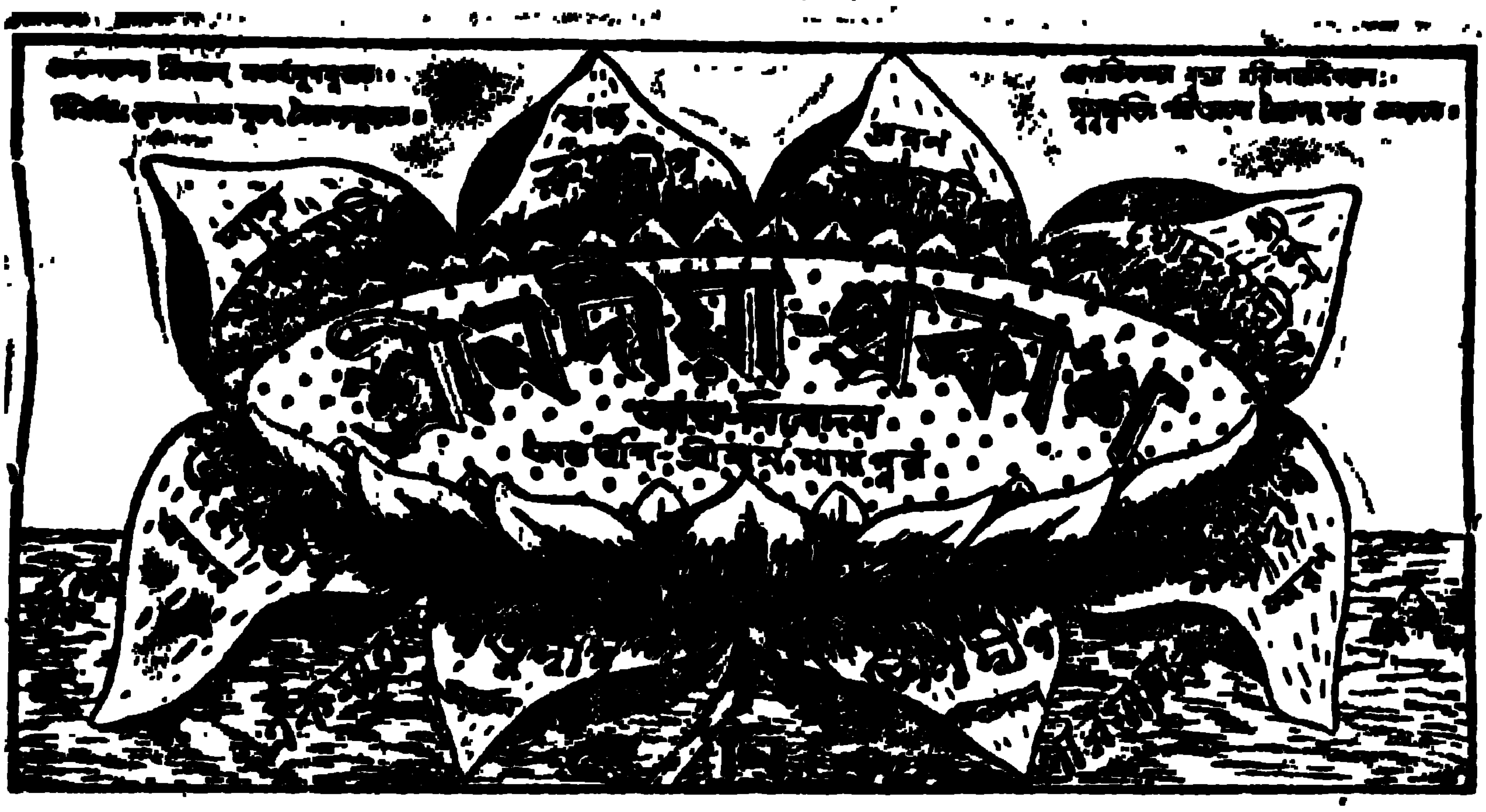

১২শ বর্ষ } পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৫শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৭৭তম সংখ্যা

ধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

——:o:——

গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর গত ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া ট্রেণযোগে কৃষ্ণনগর পৌছেন। কৃষ্ণনগর পৌঁছিলে শ্রীসুরভিকুঞ্জের ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে সংকীর্ত্তনসহ অভ্যর্থনা করেন। তথা হইতে মোটরযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগোদ্রুম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে পৌছেন। তথায় শ্রীচৈতন্যমঠের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন সহ শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নৌকাযোগে শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া আসেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতেও ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ বহু দূর অগ্রসর হইয়া বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমঠে লইয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিলে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু তাঁহার গলদেশে সুগন্ধ পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে কলিকাতা হইতে গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর অধিকারী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ সনাতন ব্রহ্মচারী (এইচ, ই, জি, [illegible]), শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-কমল, শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকানন, ও শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাবির্ভাব-তিথির আরাধনা

গত ২৫শে ভাদ্র (১৩৪৪) ইং ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর প্রকট-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠের মঙ্গলারাত্রিক পর সেবকবৃন্দ ভোর বেলা হইতে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নামকীর্ত্তন, বৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদ কীর্ত্তন করেন এবং সকাল হইতে শ্রীশ্রীচরিতামৃত পারায়ণ হয়। শ্রীশ্রীরাধা-মনোহরকৃষ্ণজীউ ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর ন্যূনাধিক ২০০ ব্যক্তিকে নানাবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিন অহোরাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত থাকে। রাত্রে সন্ধ্যারাত্রির পর শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র নামকীর্ত্তন হয়। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী উপস্থিত বহু সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে একটী অতীব সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর শ্রীপাদ উদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় 'মাধবতিথি ভক্তিজননী যতনে পালন কর, কৃষ্ণ-বসতি বসতি বলি পরম আদরে বরি।' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের এই পদাবলম্বনে শ্রীশ্রীভগবানের জন্মতিথি আরাধনা করিলে, তাঁহার পূজা করিলে, তাঁহার বন্দনা করিলে জীবের যেমন অবিদ্যা-বিনাশ হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয়, ভগবদ্ভক্তের প্রকটতিথিপূজাতেও তদ্রূপই হয়।

"ভগবানের জন্মতিথি যেমন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও জন্মতিথির তেমন চরিত্র।"

এই বাক্য অবলম্বন করিয়া তিনি আরও বলেন,—আচার্য্যদেব সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু, তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য, জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া মায়াবদ্ধ জীবসমূহকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হন। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু এবং তিনি নিত্য-সিদ্ধ। ভগবানের পার্ষদ ভিন্ন অন্য কেহ আচার্য্য হইতে পারেন না। তিনি শ্রীশ্রীরাধা-নিজজন। এই সব নিগূঢ় আচার্য্যতত্ত্ব শাস্ত্রযুক্তি-মূলে উপস্থিত প্রায় ৩০০ শত নরনারী ও ভক্তবৃন্দের সম্মুখে কীর্ত্তন করেন এবং 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীশ্রীআচার্য্য-আবির্ভাব-তিথিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন—বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের বন্দনা, আরাধনা, অর্চ্চন ও পূজা করিলেই আমাদের সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের পূজা ও সেবা হইবে। যেহেতু ভগবান্ নিজ মুখে ব'লেছেন, 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়'। তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল আচার্য্যদেব যে স্বয়ং আচার ও প্রচারপরায়ণ মহাপুরুষ এবং তিনি যে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যাবতীয় সৎসিদ্ধান্তে সুনিপুণ তাহা কীর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন, এই জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের জন্মতিথির আরাধনা করিলেই আমরা সত্য সত্য কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিব, ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীপাদ উদ্ধারণ প্রভু উচ্চকণ্ঠে আচার্য্যমহিমাসূচক কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৫০০ শতাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

—— ——

জলোটে শ্রীগুরুপূজা

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম প্রিয় ভক্ত শ্রীপাদ অযোধ্যা সেবাকোবিদ্ প্রভু জলোটে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও সিবোলীয় Veterinary Surgeon শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী সহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-দিবসে মহাসমারোহে শ্রী আচার্য্য-পূজা সম্পন্ন করিয়াছেন।

মাদ্রাজে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু

(তারের সংবাদ)

মাদ্রাজ, ২৩শে সেপ্টেম্বর

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী Mr. W. H. Burchett ('মিঃ ডব্লিউ, এইচ, বার্চেট্) সহ অদ্য লণ্ডন হইতে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু মাদ্রাজ ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। মিঃ বার্চেট্ শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর নিকট গৌড়ীয়দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে একটী সাধারণ সভায় অভিনন্দন প্রদান করা হইবে।

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পুষ্টাবস্থা জানাবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পরমভক্ত অবধ্য কীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

হইতে সব লাভ হয়।

আমরা লঘু, আমাদের একমাত্র আশ্রয়—শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবানের সেবাকারী বস্তু সকল ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ভগবানের আশ্রয়জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুঝতে সেবার বিচার আমাদের না হউক। বিষয়জাতীয় ভগবান্ কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় তাঁহার অভিন্ন সেবকগণ—দাসগণ, পিতামাতা, বন্ধুবর্গ, ভৃত্যবর্গ ও প্রেয়সী ভেদে পাঁচ প্রকার।

আমাদের অনর্থ নিবৃত্ত হ'লে প্রভুদর্শন, নিকটে গমন ও সেবা ক'রতে পারি অনর্থ থাকাকালে সেবার অধিকার বা রুচি-বিশিষ্ট হয় না।

ত্রিতাপের বিষতাপ সহ্য ক'রতে না পেরে পালিয়ে যাওয়ায় যে বিরাগ, তা' ফল্গু—তুচ্ছ। কৃষ্ণসেবায় যা না লাগে তা'তে বৈরাগ্য ক'রতে হ'বে, তা'র আলোচনা ক'রতে হ'বে না। চেতন-সেবায় যা' লাগবে, তা' আদরের সহিত গ্রহণ ক'রব। নচেৎ "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।" অধিক বৈরাগ্য বা আসক্তি হ'লে সুবিধা হয় না। "পরের লোগ। কিছু না লাগে। প্রাণ রাখে তোমার টেংকা টানে।" বিষয় নিয়ে প্রাণধারণ হ'বে। বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সে সকল সেবা বিগ্রহ শ্রীবকে আবদ্ধ ক'রে নিজ ভোগ্য জ্ঞান করায়েছে। বিবর্ত্তজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐ সকল কৃষ্ণভোগ্য—সেব্য। ভগবান্ হাত তুলে না দিলে, তা'ই জীবের প্রাপ্য। এটা না বুঝে অতিরিক্ত গ্রহণ ক'রলে অসুবিধা। ভগবত্তা আমি গ্রহণ ক'রব, এ বুদ্ধি না হোক, তা' হ'লে আমাদের ইন্দ্রিয়বিলাসের জন্য এ জগতে আসতে হ'বে। কৃষ্ণবিস্মৃত হ'লে জীব ব্যস্ত হ'য়ে নানা দুর্গতি ভোগ করে। কেউ একস্থানে বস্তু, কেউ পরমাত্মা সহ মিলিত হ'বার চেষ্টা করে; কেউ বা অন্যাভিলাষের তৃপ্তাদি করে।

স্ত্রী-সম্বন্ধী পাপ আচরণ ক'রতে নাই। গৃহস্থ হ'লে অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি চালনা ক'রতে হ'বে না। যে কৃষ্ণকে ভুলে সংসার ক'রবে ও ত্যাগ-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে, সেই গৃহব্রত। গৃহস্থ অভিমান ক'রে অন্য বিচার এলে অমঙ্গল হ'বে। মানুষের চেষ্টা—অর্থসংগ্রহ আর নিজেন্দ্রিয়তর্পণ, তা'হ'তে ত্রাণ পেতে হ'বে। যিনি ভজন করেন না তাঁ'র প্রাণ নাই। শ্রীনামভজনেরই জীবন আছে। অজ্ঞান সব মানবের অন্যমনে ভোগে ব্যস্ত।

অন্যান্য দেবতাকে ভোগ করা যায়। কিন্তু বিষ্ণুকে ভোগ করা যায় না। তিনি যাবেন। অন্য দেবতাকে বিষ্ণুজ্ঞান করলে পাষণ্ডী হ'তে হয়। বিষ্ণুকে মায়াকল্পিত জাগতিক পদার্থজ্ঞান ক'রলে দোষ হ'বে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

একথা বুঝিতে না পেরে ব্রহ্মাণ্ড-দর্শনের মধ্যে ভক্তির অনুসন্ধান ক'রতে গিয়ে কৃতকৃত্য হ'বে না। অনুকূল-অনুশীলন ব্যতীত অন্য দেবতার সেবা ক'রতে গিয়ে ভোগ হ'য়ে যা'বে, সেইজন্য উহা অবিধি। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক, তা' অচিদ্বিলাসের অন্তর্গত। চেতনের বিলাস গোলোক বৃন্দাবন প্রভৃতি সেবা-বুদ্ধির উন্মেষক্রমে দর্শন হয়। চেতন বস্তু সেবা না ক'রলে তত্ত্ব জানা যায় না। অধোক্ষজে ভক্তি না হ'লে অনর্থ-নিবৃত্তি হ'বে না, তা'হ'লে মনুষ্যজীবন বৃথায় গেল।

মহাপ্রসাদে ভাল-মন্দ-বুদ্ধি করিতে নাই। মহাপ্রসাদ শুদ্ধ হইতে অভিন্ন,—
'মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥'

স্মার্ত্ত ও আধ্যাত্মিকের বিচার কখনও গ্রাহ্য নহে। কিন্তু মন্ত্র আওড়াইয়া আচৎ পদার্থকে কপটতা করিয়া পবিত্র বিচার করা, অচেতনকে চেতন কল্পনা করা, কাঠপাথরকে পুতুলবুদ্ধি করা প্রভৃতি অচিন্ত্যের কথা। যাব যাব বাঁ'চয়া থাকব, ভগবানের ও নাম-গ্রহণের ছলনা করব—ইহা বঞ্চকতার কথা নহে। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চালান উচিত নহে। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই ভগবান্ অথবা তাঁহার কোন নিজজন উহা দূর করিবার জন্য উপস্থিত হন। ধর্ম্মসংস্থাপন এবং উহার গ্লানি দূরীকরণই অবতারের কার্য্য। গ্লানিটা কখনই ধর্ম্ম নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গুরু-ব্রাহ্মণের অভিজ্ঞাপিত নহেন। শ্রীগুরু-বিচারকেরও পদাশ্রয় করিলে জীবের সকল তাপ দূরীভূত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার সেবকগণ নিত্য।

বৈষ্ণব ও প্রসাদকে যিনি অসৎ মনে করেন, তাঁহাকে খণ্ডিত বিচার করেন, তাঁহার বিচার তাঁহাকে প্রাকৃতসহজিয়া বাবার প্রতিষ্ঠিত করাইবে। শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীধামাদি Archaeological exploits নহে। শ্রীবিগ্রহ, নামমন্ত্র ও গুরুবৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি ও জাতিসামান্য বিচার নারকীয় কার্য্য। চিন্ময়প্রতীতিযুক্ত ঠাকুর সেবা ও অচিন্ময় প্রতীতিযুক্ত ঠাকুর সেবার তুলনা এক কথা নহে। যাঁহারা পয়সার বিনিময়ে ঠাকুরসেবা ও ভাগবত পাঠ করেন, তাঁহাদের ঠাকুর-সেবা হয় না। ভণ্ডকগণের কখনও সেবা হয় না। ইতরার্থ ও পরমার্থ এক নহে। সেবা-বহির্ম্মুখ জীবমাত্রই ইহজগতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ ক্লেশে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতেছে। এত ক্লেশ ভোগ করিয়াও জীব কিছুতেই আত্মমঙ্গলের সন্ধান করিবে না। জন্ম-মরণজরা ব্যাধিময় এই সংসারে যে কি সুখ, তাহা ভুক্ত-ভোগী মাত্রই জানেন। কপটতা ও জড়াসক্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে ভগবানের স্বরূপ-সেবার কথা দূরে থাকুক, বহিরঙ্গ সেবাও হয় না। অহং মম-ভাবযুক্ত আত্মকল্পিক ব্যক্তি মায়াপরাধী। ভূতশুদ্ধি না হইলে নারায়ণের অর্চনও হয় না। আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি স্বাধীন, আমি পরাধীন, আমি অমুকের পুত্র, আমি উচ্চবর্ণের, অমুক নীচবর্ণের—এই সকল প্রাকৃত উপলব্ধি হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। সচ্চরিত্র হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুসরণ না করিলে কনিষ্ঠাধিকার পর্য্যন্ত পৌঁছান যায় না।

যাঁহারা সত্য সত্য হরিসেবক, অমুক্ষণ হরিসেবারত, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরিপ্রসাদ লাভ হয়; হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোনও প্রকারেই মঙ্গললাভ হইতে পারে না।

প্রত্যভিবন্দন

(২)

প্রভিতে ব্রজের আনন্দময়তার অর্থাৎ ব্রজের নন্দনন্দনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা কীর্ত্তন প্রদত্ত হয়। "ন বিস্মৃতি কৃষ্ণচন্দ্র" মন্ত্রে নন্দনন্দনের উপাসকের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয়ের অভাব সূচিত হইয়াছে। নাস্তিক্যরূপ কংস-কর্তৃক শত শত নিধনচেষ্টা সত্ত্বেও নন্দনন্দনের বা তাঁহার সেবকের নিধন বা মৃত্যু নাই। পরব্রহ্মের নন্দনন্দনত্ব বা মদনমোহনত্ব না জানিতে পারিলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রবল হইয়া কংসানুগত্য অবশ্যই করাইবে। পরব্রহ্মের নন্দনন্দনত্ব বা আনন্দময়ত্ব-দর্শনের অভাব হইতেই ভয়—এজন্য কংসের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয়ের অবস্থান। যেখানে শ্রীরাধা-মদনমোহনকে ও তাঁহার সেবকগণকে নিরীশ্বর নৈতিক বর্গ প্রবল করিয়া দর্শনের পিপাসা, সেখানেই অবিচারত্বরূপ পাষণ্ড না যত বিনাশরহিত করতে অর্থাৎ ক্লীবত্বে বা নির্ব্বিশেষভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নন্দনন্দন নির্ব্বিশেষজ্ঞানপর বকাসুর পাষণ্ড বৃষভাসুরকে বধ করিয়া বৃন্দাবনশ্রী ও সখিকর বৃষভানুনন্দিনীর সহিত বিলাসলীলা আবিষ্কার করেন।

চেতনের গতিশীলতা বা ব্রজজনগণের অভিসারের ফলে শ্রীরূপের শ্রীরাধা-ললিতার প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের স্নিগ্ধশান্ত মধুর মুখারবিন্দ ও চক্ষুর্দ্বয় মধুর মধুর সুস্মিত দর্শনে লালসা উদিত হয়।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং
মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং
মধুরং মধুরম্॥

"স্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্"। (ভাঃ ১০।১০।২৬) অর্থাৎ সুমধুর হাস্যময় মুখকমলের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাগণের কাম-বর্দ্ধনকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন জয়যুক্ত হউন।

এখানেও শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দের মাধুরী আশ্রয়বর্গের সেবায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধনকারী বলিয়া কথিত। শ্রীসনাতনের শ্রীমদনমোহনের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন-লালসা আমাদের হৃদ্রোগ দূর করিয়া থাকে এবং আমাদের পঙ্গুত্ব ও মন্দমতিত্ব বিনষ্ট করে। শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ-দর্শনলোভ আমাদের মায়িক-দর্শন দূর করিয়া কৃষ্ণের ভোগের উপকরণরূপে আত্মোপলব্ধি করায়। আর শ্রীরাধাগোপীনাথের মধুরমুরলীশোভা আমাদিগকে রাসরসিকের পরিবারে কৃষ্ণাভিসারিণী গোপী-রূপে উপলব্ধ করাইয়া থাকে। যদি নন্দনন্দনের নন্দনত্ব প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে জীবের পুরুষাভিমান কিছুতেই বিদূরিত হইত না। পুরুষাভিমানে

প্রাকৃতজনন না হওয়া পর্যন্ত নবদ্বীপবিলাসী শ্রীসনাতন- রূপ- রঘুনাথ- মধুসূদন- জগন্নাথ- গৌরকিশোর বা মহাবৈরাগ্যবান্ শ্রীরায় রামানন্দ-শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর আনুগত্য হয় না—এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-গৌরবাণী একমাত্র আনুগত্য হইলেই উপলব্ধি করিতে পারিব। গোকুলের মহোৎসব, ব্রজেন্দ্রনন্দনের রত্ন চিন্তনরূপ ও গোপীচন্দ্র একমাত্র শ্রীনামের কীর্তন ও অনুস্মরণের মধ্যে অনুস্যূত। শ্রীনামই অপ্রাকৃত কামদেব, পুষ্পবাণ বা মদন। তিনি অনেক স্বরূপে এই প্রপঞ্চে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা আরাধনায় অবতীর্ণ হইয়া জীবের অনাদিবহির্মুখতা বিদূরণ, চিত্তদর্পণ-পরিমার্জন, ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণ, শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণ, বিদ্যাবধূজীবন, আনন্দাম্বুধিবর্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন ও সর্বাত্মস্নপন করাইয়া সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করেন। শ্রীনামই শ্রীগোবর্ধন, শ্রীনামই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিজের সর্বাধিকার-প্রদানকারী।

নিত্য আরাধনায় গুরুপরম্পরার স্বরূপের যে জন্ম, সেই জন্মলাভ করিয়া ঐকান্তিক ভজনপথে চলিতে চলিতে সাধনভক্তি পার হওয়া ভাবভক্তি ও তৎপরিপক্বাবস্থায় প্রেমভক্তিলাভের জন্য স্বযূথে বা গোষ্ঠীতে অবস্থানপূর্বক অহৈতুক আশ্রয়বিগ্রহের প্রেমধারা বিষয়-বিগ্রহের সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে হরিভক্তিসুধোদয়ের এই অমূল্য উপদেশটী আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ
স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্
স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥

যে ব্যক্তি যেরূপ সঙ্গ লাভ করে, সে মণির ন্যায় সেই সঙ্গগুণ প্রাপ্ত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বকুল-সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজ যূথের আশ্রয় করিবে।

শ্রীরূপ উপদেশামৃতে সর্বোপদেশসার এইরূপ বলিয়াছেন—

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্তনানুস্মৃত্যোঃ
ক্রমেণ রসনামনসী নিয়োজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥

গোষ্ঠবাসী অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ পরম-পরমেশ্বরস্বরূপ। তাঁহাদের সঙ্গে অনুক্ষণ যুক্ত হইয়া অর্থাৎ তদ্বৈষ্ণবানুগম্য-গামিত্ব মনের শ্রবণ-কীর্তনাদি দর্শন-স্পর্শনযুক্ত হইয়া সেই গোষ্ঠে সর্বক্ষণ বাস পূর্বক আমি, মন ও পদে আশ্রয় কুণ্ডতটের গোবর্ধনের সমীপে সেবাতে থাকাই আমাদের নিত্য ধর্ম। কিন্তু এ কলির মহাবদান্য শ্রীনামের অনুশীলনের দ্বারাই আ শ্র য বি গ্র হা নু গ ত্য প্রকাশিত।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।"

—এই মহামন্ত্রে প্রথমে "হরা", মধ্যে "রমা", ও শেষে অন্তিম "হরা" পদের দ্বারা প্রথমে আশ্রয়ানুগত্য, মধ্যে আশ্রয়ানুগত্য ও চরমেও আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যের অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ কীর্তন পরিলক্ষিত হয়। আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য দ্বারাই আশ্রয়বিগ্রহ-প্রেমধন বিষয়বিগ্রহ লভ্য হন।

"বক্ষে আকাশ আঁকলো ন তাহ" অনুষ্ঠিত হইতেছে—আ সম্যক্ আকারে প্রকাশিত—এই যে সবাই অনন্তলোকী স্বরূপ সংক্রমের নন্দনন্দন গীত হইয়াছে, তাহা মন্ত্রের অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যেই উপলব্ধি করা সম্ভব। সমস্ত শ্রুতিই নন্দনন্দনের গান করিয়াছেন। গোপীগণের সৌভাগ্যাতিশয্য দর্শন করিয়া শ্রুতিগণ গোপীর অনুসরণপূর্বক মহামন্ত্রের আরাধনা-ক্রমে প্রেমবতী গোপীদেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুতিগণের সৌভাগ্য আলোচনা করিয়া বেদমাতা গায়ত্রী কামগায়ত্রীরূপে গোপাল-উপাসকের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য ব্যতীত কেহই নন্দনন্দনের সেবা লাভ করিতে পারে না। শ্রীব্যাসদেব আশ্রয়বিগ্রহ-সেবাপরা শ্রুতিগণের সঙ্গনকারিগণেও আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যলীলার প্রকটকারী। জগদ্গুরুগণ সকলেই আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যের লীলা জগতে প্রকাশের জন্য আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাতেই তাঁহাদের জগদ্গুরুত্ব।

আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকগতি শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের আনুগত্যের জন্যই শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিতেছি।

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা যে কখনই লুপ্ত হইবে না ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের হইতে শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সেবক-সম্প্রদায় নিত্য অধোক্ষজের উপাসক—ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনকালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলায় (১৩৩১ সন ৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার) স্বয়ং অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির আবির্ভাব হয়। আবার তাহার ঠিক তিন বৎসর পরে ও তিন দিন ব্যবধানে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের মঠরক্ষক ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রাপ্ত শ্রীমন্দির-দ্বারের সেবায় অভিষিক্ত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে শ্রীমন্দির খননকালে স্বয়ং শ্রীবাসুদেবমূর্তি লণ্ডন নগরে কেন্সিংটন্ পল্লীতে আবির্ভূত হন। বৈয়াসকি শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে আমরা সেই শ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভুকে নিত্যকাল প্রণাম করি।

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা আভীরশুম্ভা
যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি
তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥
(ভাঃ ২।৪।১৮)

আবার চাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ হইবার কালে গত ৫ই শ্রাবণ বুধবার গুরু-ত্রয়োদশীতে জামনগরে বিরজাতীর্থ সমাগর্ভ হইতে এক অপূর্ব দর্শন সেবাপরী-মূর্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ গতবর্ষে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-উদ্‌যাপন-কালে যখন ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিয়া হরিকীর্তন ও শ্রীব্রজধামপ্রচারিণীসভার অধ্যক্ষরূপে ব্রজমণ্ডলে লুপ্ত সেবাসমূহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সেবাপরীতে হরিকীর্তন মহোৎসবের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হন। ব্রজমণ্ডলের মধ্যে সেবাপরী শ্রীল প্রভুপাদের এক পরম প্রিয় স্থান। এই শ্রীসেবাপরীর কথা তিনি শ্রীল দাস গোস্বামীর স্তবাবলীস্তব হইতে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেবাপরীতে যে সমাজ—সর্বস্ব দ্বারা সেবা করিয়াও আশ্রয়বিগ্রহের সেবালোলুপতায় কিরূপ পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের স্বকরাঙ্কিত নিম্ন ভজনের এই শ্লোকটী হইতে সাগ্রহী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যত্র শ্রীমজ্জনকজননে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধেঽকৈশোরসুখকতে সমাধী কৃতাগ্রে
জীবাতুস্যাগবন নাহ ষদাত্ম কার্তিকেহোবাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা সেবাপরী স্থিতিং নঃ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদগৌরবাণীর এই সকল কথা ভাবপ্রবণতা নহে। অঘটন-ঘটনপটীয়ান্ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতীর গোষ্ঠে আমাদিগকে স্থিতি দানের জন্যই এই সকল কথার নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগকে নিরন্তর অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন—এক্ষণেরে পথে বক-বক-পূতনা ও অরিষ্টাদির বিভীষিকা উপস্থিত হইলেও বিন্দুমাত্রও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে না। কৃষ্ণভক্তের ভক্তগণের বিনাশ নাই। ভক্তি বিনোদ-গৌরসরস্বতীর পাদপদ্মে সর্বদা দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট থাকিলে তাহার কখনও চ্যুতি নাই। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—শ্রীবার্ষভানবী লোক-গঞ্জনার ভয়ে কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমরা আশ্রয়বিগ্রহের সেই আদর্শ অনুসরণ ব্যতীত অন্য পথে চলিব না, আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই জানিব না, আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্মের সংশ্লিষ্ট নিত্য-যুক্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ ক'রব না—ইহাই একমাত্র সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। অখিল-রসামৃত-মূর্তি প্রেষ্ঠালিগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট ও তাঁহাদের করতলগত হন। অতএব আমরা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমাদের জীবনে-মরণে সর্বস্ব জানিব। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথের এই উপদেশ আমাদের হৃদয়ফলকে নিত্য অঙ্কিত থাকুক

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা
ত্বং শৃণু মনঃ।

সর্বজীবারাধ্যচরণ শ্রীশ্রীজীব প্রভুর উপদেশ ক্ষুদ্র জীব আমাদের অনুসরণীয় হউক। আমরা আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহেরই সেবার আদর করিব। আশ্রয়-সেবা-বিরহিত বা পৃথক্ বঞ্চিত কিম্বা গুরুপাদপদ্মে গুরুবৈষ্ণব-চেষ্টাসংশ্লিষ্ট বিষয়-সেবায় দাম্ভিকতা বা জড় বিষয়ে কিম্বা জড় বিষয়ের ভোগ ও ত্যাগের অভিনিবেশকে ভজনসেবা বলিয়া বিবর্তগ্রস্ত হইব না। শ্রীশ্রীজীবপ্রভু কৃপা করিয়া ক্ষুদ্রজীবকে আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের সেবার অধিকার প্রদান করুন।

গৌরশ্যামরুচোজ্জ্বলাভিরমলৈরক্ষ্ণো-
র্বিলাসোৎসবৈ-
র্নৃত্যন্তীভিরশেষমাদনকলা
বৈদগ্ধ্যদিগ্ধাভিঃ।
অঙ্গোর্দ্ধ্বপ্রবাহ-সুধা-পরিমলস্তোমোন্মাদিতঃ
সদা
রাধামাধব-মাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং
সমাক্রম্যতাম্॥

উপসংহারে আমি পদনমীতভাবে শ্রীনিত্যানন্দের অমায়ায় কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। সকল জীবের প্রতি শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপরঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর কৃপা-বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে অমায়ায় কৃপা করুন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পূজায় নিরত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্ময়দাস, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্ধ্ব প্রাণ তাঁর সর্বক্ষণ আন্তরিক করিতে করিতে তাঁহার 'বাণী-সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে যেন এই জীবন আহুতি প্রদান করিতে পারি।

এমন নিতাই বিনা কেবা দয়া করে।
একলা নিত্যানন্দ বিনা কেবা তারাবে॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে কোন অপরাধ না হৌক আমার॥

শ্রীরূপানুগজনকিঙ্কর—
শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নাজিপ্রচারকবৃন্দ 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাত্যহিক চৈতন্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন? রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীমারায়ণ? ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাতুপুর—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীমদনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) সারস্বতগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসদানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীব্রজলাল ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীঅভিরাম ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অকল্যান্ড? দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিবাব, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৩২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীসজ্জন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীকৌশিক?

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৮৩নং ন্যুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বিন ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅভিরাম ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশপাড়া, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাঙ্কু (বাঁকুড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুলুংগুলা, পোঃ চিরুগুলা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবক অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্যাডোগান? রোড
ক্লাপহাম, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রেমানন্দ? চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিজ্ঞানভূষণ সম্পাদিত
[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
রাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
ঝুনঝা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
লতাবেত কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
দেশোয়ালী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶৹

চিনির দর

কোটন, চাঁদপ	১০৸৶৹
চিনুর ১০০০ নং	১০৶৹
গয়েরো দানা	৯৷৹
নলপুর দানা	৮৷৹—৯৶৹
মানপুর দান	৭৸৶৹—৮৲

সোনা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
গিনির বার	৩৩৷৹
ভেসেন	২২৲
চাদিবার	৫২৷৹

পাটের দর

বাগজে—	৪০৸৹
বিলক—	৪০৸৹
জিতক—	৪১৷৹
বাজার বরের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পাটনাই ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶৹
গাংকারীর ঐ	৬৲—৬৶৹
বাঁকনোড ঐ	৫৸৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
সুজী নং (২	৫৶৹—৫৸৶৹
সুজি (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (বে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৸৶৹
সাপাটি	১৪৶৹—১৪৸৹
ভূসি	১৪৶৹—১৪৶৹

ঘৃতের দর

	৫৭৲
দানাদার	৫৭৲
ভুক্তভাবী	৫০৲
জী	

পাঞ্জাব	৪৬৷৹
তার	৫৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা দানা	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	১০৶৹—১১৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৶৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৶৹—৮৸৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	।৶৹
২৪ গেজ—	১৪৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶৹
২৬ গেজ—	১৬৷৶৹
২৮ গেজ—	১৩৸৶৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹

গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ

শীট	।৶১০—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৷৹—

গাড়ি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৬৷৹—৬৷৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু নবাবে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

রড ৮৸৹—১১৷৹

ঢুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

টকনের হাসফণ ৫৶৹, পাটের হাসফণ ৬৷৹

তুলার হাসফণ ৪৷৹

ভুক্তের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেন সোনার কাইন	৫৪
সিটি ন আবেন কগজ	৮০৲
করাচি ঘূরণির কাইন	৪৩৲
চাবার্ণ ভাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকল সাগু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১৫৷৹—১১৷৹
ভাটী খরিকল	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

জ্যোতিষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-২ ফরান্না খাট লোয়ার‍্যগ্রী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুর

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

… উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও শেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৯	১৮-৩৯
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় এই পাচন ব্যবহারে … একবার সেবন করিয়া দেখুন … মূল্য ছোট বোতল ৮৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং … রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲
" সিকি কলম ১৫৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲
" এক কলম ৩৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
ত্রৈমাসিক "
মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩৫টী অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক গৌড়ীয়মঠ, মায়াপুর ক্ষেত্র; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা - নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৬৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া ... ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া ... ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈকু-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসেসূত্রাবলি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তাতিক
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৭৮]

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০১)০)—

চাঁনকিং ও ক্যান্টনে জাপানীদের বীভৎস হত্যালীলা

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রভাতে ক্যান্টনে জাপানী বিমানসমূহ পনর মিনিটের মধ্যে অসংখ্যক বোমা নিক্ষেপ করে। সতটি জাপানী বিমান কয়েকটী যোদ্ধ বিমানের সহযোগে এই আক্রমণ চালায়। চীনা যোদ্ধ-বিমানসমূহ জাপানী বিমানগুলিকে আক্রমণ করে, কিন্তু উহাদের ধ্বংসকার্য্য নিবারণ করিতে অসমর্থ হয়।

অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ অধিবাসীদের এলাকায় বাজার পর রাস্তা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় মাছিমারার শিরাক ক্ষেত্রে যেরূপ মৃত হইয়া মাছি পড়িয়া থাকে সেইরূপ কাতারে কাতারে বিকৃতাঙ্গ মৃতদেহসমূহ ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা বিরাজমান থাকে—শত শত স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রিয়জনের মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতে থাকে। এক বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া বহু লোকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে।

জেনারেল চিয়াং কাইসেক ও মাদাম চিয়াং কাইসেক এখনও নানকিং-এ আছেন। জনসাধারণের উৎসাহ অটুট রহিয়াছে।

মিঃ জনসন তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলেন, দূতাবাস ছাড়িয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ রূপেই আমার নিজের এবং দূতাবাসে ফিরিয়া আসার সিদ্ধান্তও আমারই। নানকিং ধ্বংস না হইলে নানকিং হইতে শুধু জোর করিয়া সরাইয়া লইবার ইচ্ছা আমাদের কোনদিনই ছিল না।

—

এম-এ ও এম এস্-সি পরীক্ষার ফল

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ এবং এম, এস সি, পরীক্ষায় মোট ৪৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে এম- এ পরীক্ষায় ৩৩১ জন এম এস্-সি পরীক্ষায় ১০৩ জন। গত বৎসর (১৯৩৬ সাল) উক্ত পরীক্ষায় মোট ৪১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এম-এ পরীক্ষায় ৩২০ জন এবং এম, এস্-সি, পরীক্ষায় ৯৮ জন. উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বৎসর এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার শতকরা ৭৩.৭, এবং এম এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার শতকরা ৮৩। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, এই বৎসর উক্ত পরীক্ষায় মোট ১৬ জন ছাত্রী উত্তীর্ণা হইয়াছেন; তন্মধ্যে মাত্র ১ জন এম, এস্-সিতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর উক্ত পরীক্ষায় মোট ১০ জন ছাত্রী উত্তীর্ণা হন, উহার মধ্যে ২ জন এম, এস-সিতে উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের মত এই বৎসরও মাত্র ১ জন ছাত্রী এম এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার নাম- শ্রীমতী আশালতা দত্ত, তিনি বাঙ্গলায় প্রথম শ্রেণীর চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন। গত বৎসরের মত এবৎসরও কোন ছাত্রীই এম, এস-সিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হন নাই।

এই বৎসর মোট ৪৫৯ জন এম-এ পরীক্ষা দেন, ৩৩৩ জন উত্তীর্ণ হন; তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৩৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৮৭জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ১৩৩ জন উত্তীর্ণ হন। মোট ১৭৫ জন এম, এস্-সি, পরীক্ষা দেন এবং ১০৩ জন উত্তীর্ণ হন। তন্মধ্যে ২৯ জন প্রথম শ্রেণীতে, ৫৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ২৪ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বার শত কোটি টাকার উপর ঋণ

বিলাতে ও ভারতে ভারত গবর্ণমেণ্টের মোট দেনার পরিমাণ—১২০৮ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

এই টাকা কি ভাবে খাটান হইয়াছে বা রাখা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

রেলওয়ে—৭৫২ কোটি ২১ লক্ষ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হয় এমন অন্যান্য বিভাগ ১০ কোটি [illegible] —বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট পাওনা—১৮৬ কোটি ৪৮ লক্ষ, দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রদত্ত সুদী ঋণ ইত্যাদি—২০ কোটি ৮৯ লক্ষ ও অন্যান্য দফার পাওনা—২০৪ কোটি ৯৩ লক্ষ, ট্রেজারীতে রক্ষিত নগদ টাকা, সোনা রূপা ও সিকিউরিটি—১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। মোট ১২০৮ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

—

৩টি শিশুর জীবন্ত সমাধি

'শাহ জানবাজ' সংবাদপত্রের এক সংবাদে প্রকাশ যে, নবপ্রধান জিলার শাদোয়ান গ্রামে একটি বাড়ির স্তূপ ধ্বসিয়া পড়ায় একটি বাড়ী ভূমিসাৎ হয়। ফলে ঐ বাড়ীর তিনটী শিশুর জীবন্ত সমাধি হয় এবং তাহাদের মাতা গুরুতরভাবে আহত হয়। পর্ব্বতঃদিকে প্রবল বৃষ্টি হওয়ার পর মাটির স্তূপটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। ঐ নবপ্রধানেও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং কয়েকটী গবাদি পশুও মারা গিয়াছে।

মুঙ্গীগঞ্জে বৈদ্যুতিক আলো

মুন্সীগঞ্জ সহরে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের জন্য সকল বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং একজনেরে বালীর

ভারতের সাধারণ ভাষা

নিখিল ভারত হিন্দী প্রচার সমিতির সেক্রেটারী কাকা কালেলকার, মজঃফরপুর হইতে ফিরিবার পথে পাটনায় আসিয়াছিলেন। মজঃফরপুরে তিনি 'নবযুবক সমিতির' রজত-জুবিলি উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত পাটনার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। ভারতের সাধারণ ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত তাঁহার অবাধ আলোচনা হইয়াছিল। কাকা কালেলকর বলেন,—হিন্দী অভিধানে যে সকল আরবী ও পার্শী শব্দ দেখা যায় এবং উর্দু অভিধানে আরবী ও পার্শী শব্দ ব্যতীত আর যে শব্দ দৃষ্ট হয়, ঐ সকল শব্দ সংগ্রহ করিয়া সে গুলিকে স্কুলের প্রাথমিক পাঠ্য-পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলে ভাষা-সমস্যা দূর হইতে পারে।

আলোচনাকালে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, সাধারণ ভাষা স্থির হইলে উর্দু বা হিন্দীর নিজস্ব ধারা নষ্ট হইবে না।

—

রাজসাহী কলেজ খুলিল

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাজসাহী কলেজ খুলিয়াছে, কিন্তু কোন হিন্দু বোর্ডার হোষ্টেলে ফিরিয়া আসে নাই। যে সকল হিন্দু ছাত্র নিউ হিন্দু হোষ্টেলে থাকিত, তাহারা শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরীর অভিভাবকত্বে একটি বাড়ীতে বাস করিতেছে।

একটি কোম্পানীর সহিত মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের এক চুক্তি হইয়াছে। রাস্তায় ৫০টি বিজলী বাতি দেওয়া হইবে এবং ইহার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে প্রত্যেকটী আলোর জন্য মাসিক দুইটাকা চারিআনা করিয়া দিতে হইবে।

৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বাবণ-আসবর ৷০
১৯ ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০ গোড়ায়-গোলদ ৷৶০
২১ গৌড়ীয়-পাশ্চাত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪ গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭ মুক্তিফলিকা গণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৵০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। সদ্গুরুভাষণী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিষঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। স্তবস্তবম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদবর্জনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ আর্ট স অব বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসম্পূর্ণ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী শ্রীগৌরানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ব্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১১ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৭শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১৭৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

:::o:::———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব

গত ২৮শে ভাদ্র ... শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণব, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও শ্রীরাধাষ্টক 'গীতাবলী' হইতে কীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর জন্মাখ্যান পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর স্তব পাঠ করেন

গত ২রা আশ্বিন শ্রীমঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার হইয়াছিল। প্রাতঃ ৮টার সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। দ্বিপ্রহরে সমাগত সজ্জনবৃন্দকে নানাবিধ বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য জীবনী সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করেন।

———

এলাহাবাদমঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২৫শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীএলাহাবাদমঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় গৃহস্থ এবং মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রদ্ধাসহকারে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপাদের শ্রীচরণে সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য উচ্চাসনোপরি স্থাপন করিয়া মূল্যবান্ বস্ত্র, সুগন্ধিপুষ্প ও পতাকাদি দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়। মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু প্রভু 'শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ' পাঠ করেন এবং শ্রীনদীয়াপ্রকাশ হইতে "শ্রীগুরুপূজা" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা-ব্যাখ্যা প্রভৃতি অবধান কীর্ত্তন করেন। ভোগারাত্রিক অন্তে সকলকে মিষ্টান্ন-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু প্রভু প্রমুখ গৃহস্থ-ভক্তগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

———

পাবনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পাবনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১০।৯।৩৭ তারিখে বর্ত্তমান জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীশ্রীআবির্ভাব তিথি বিশেষভাবে পালিত হয়।

এতদুপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা ও বৈষ্ণবে শরণাগতিমূলক গীতসমূহ কীর্ত্তন করা হয়; কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবনব্রহ্মচারী, ভাগবতাধিকারী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। বেলা ১০ ঘটিকায় বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত সুউচ্চ আসনে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীআলেখ্য স্থাপনপূর্ব্বক নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা উহা সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহগণকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত হইলে সকলে শ্রীশ্রীআচার্য্যবন্দনা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তাহার পর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে গুরুবন্দনা ও প্রার্থনামূলক গীতি কীর্ত্তন করেন

সন্ধ্যা ৭টায়—শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ সমাপনান্তে সন্ধ্যারাত্রিক হয়, অতঃপর উক্ত ভাগবতাধিকারীজী—শ্রীগৌড়ীয় ১৬শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে "শ্রীশ্রীআচার্য্যাবির্ভাব"-সম্বন্ধে পাঠ ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃবর্গকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক উৎসব দিবসেই শ্রীমঠে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচিত হয় মহোৎসব-দিবসে কীর্ত্তনমুখে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই সংবাদপত্রে মঠবাসী সেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

———

গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের বম্বে "ঐ India" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে লণ্ডনে গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারক শ্রী অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট বহুমানপ্রযুক্ত শ্রীগুরুদেব-বিগ্রহের আলেখ্য, তাঁহার প্রকাশ-বিবরণ এবং করে শ্রীগুরুদেব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

দাম্পত্য কি সুখের মূল?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বহু ছলনায় উদ্ভাবন[illegible] প্রতিজ্ঞা-দাম্পত্যের জন্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। কিন্তু [illegible] অবশেষে [illegible] করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে হয়। [illegible] অশোক [illegible] বিষয় [illegible] একমাত্র উপায়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পরমার্থ সর্বাশিব সংবর্দ্ধন গৌরাব্দ ৪৪১

গুরুদাস*

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

স্বভাবে শান্ত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, মহাবুদ্ধিমান, দম্ভহীন, কামক্রোধশূন্য, গুরুভক্তিবিশিষ্ট, সর্বকাল কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবাতৎপর, রোগবর্জ্জিত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরিগুরুপূজাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট ও যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমানশূন্য, নির্মৎসর, আলস্যরহিত, অন্য বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় নিষ্ঠা-বিশিষ্ট, বৎসরবাসী, গুরুসেবাপর, অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু অগিনণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিও গুরুদাস হইতে পারেন।

অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, মূঢ়, পরস্ত্রীসেবী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, কটুবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদাররত, ভক্তিবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, শঠ, অন্যের দোষ সূচনাকারী, পরক্লেশদায়ক, বহু ভোজনকারী, ক্রূরকর্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব দীক্ষা দান দিবেন না। জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের কর্ত্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রতিদিন গুরুর জলদন্তধাবন, ধূপ, পুষ্প যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ, গুরু-শরীর মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গুরু-সমীপে পাদপ্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সম্ভাষণ করিবে। সর্বত্রই গুরুদর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ। গুরু-সমীপে পৃথক্ পূজা করিবে না। আমি যাহা গুরুও তাহা এরূপ অহঙ্কার দেখান নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার অনুগমন করিবে, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা, অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্ত্র গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম, মনঃ, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমস্ত সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্ব সম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু-শরীরে অবস্থিত জানিবে। গুরুনিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্য, মাংস, শূকর, কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাদুকা লইয়া দেব-গুরু-গৃহে যাইবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

[illegible] দীক্ষা, ২। ভাগবৎ-প্রবোধন, ৩। সমস্ত আহ্নিক, ৪। প্রাতঃস্নান, ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ, ৬। অভীষ্ট-দেবার্চ্চন, ৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ, ৯। চরণামৃত পান, ১০। তুলসী মণিমালাদি ভূষা ধারণ, ১১। নির্মাল্য পরিহার, ১২। নির্মাল্য চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তি পূজা, ১৪। নির্মাল্য-তুলসী সমাদর, ১৫। তুলসী চয়ন, ১৬। ত্রিকাল সন্ধ্যা, ১৭। শিখাবন্ধন, ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ, ১৯। ষোড়শোপচারে ভগবৎ-পূজা, ২০। ভক্তির অনুকূলে নিত্য-নৈমিত্তিকানুষ্ঠান, ২১। ধূপত্যাগ ও স্নান, ২২। নবপুষ্পফলাদি দান, ২৩। তুলসী-পূজা, ২৪। ভক্তিগ্রন্থ-পূজা ২৫। বৈকালিক হরিপূজন, ২৬। পুরাণ শ্রবণ, ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ, ২৮। ভগবদাজ্ঞা জ্ঞানে সদনুষ্ঠান, ২৯। গুরুর অনুমতি গ্রহণ, ৩০। গুরুবাক্যে বিশ্বাস, ৩১। মন্ত্রদেবানুসারে মুদ্রাচরণ, ৩২। ভগবদুদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি, ৩৩। শঙ্খধ্বনি, ৩৪। নীরাজন, ৩৫। হোম, ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ, ৩৭। সাধু সমাদর, ৩৮। সাধুপূজা, ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন, ৪০। তাম্বূলাবশেষ গ্রহণ, ৪১। বৈষ্ণব-সঙ্গ, ৪২। বিশিষ্ট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ৪৩। জন্মাদি বিষয়ে নিয়ম দ্বারা আত্মরক্ষা ও সন্তোষ, ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব, ৪৫। দেব-মন্দিরে গমন, ৪৬। আচার্য্যবাণী পালন, ৪৭। সকল ঋতুতে বলোপচারে হরিপূজা, ৪৮। বৈষ্ণবব্রত পালন, ৪৯। ভগবতে ঈশ্বরবুদ্ধি, ৫০। সদা তুলসী সংগ্রহ, ৫১। শয্যা পাদত্রাণাদি উপহার প্রদান, ৫২। বাধাদি চিন্তা, এই বাহান্নটী অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্ত্তব্যতা আছে।

গুরুদাস নিষিদ্ধ ৫২টী অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ১। উত্তর সন্ধ্যায় শয়ন, ২। মৃত্তিকাহীন শৌচ, ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু সমক্ষে পাদপ্রসারণ ৫। গুরু-ছায়ালঙ্ঘন, ৬। সর্ব্বসমক্ষে দানবর্জ্জন, ৭। সেবার্চ্চনে শৈথিল্য, ৮। দেবগুরুর অনভ্যর্থন, ৯। ঊর্দ্ধাসনে উপবেশন, ১০। গুরু-সমক্ষে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ, ১১। উচ্চ উপর পদসংস্থাপন, ১২। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, ১৩। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন, ১৪। নীলবসন পরিধান, ১৫। ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণববিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা, ১৬। অসৎশাস্ত্র সেবন, ১৭। তুচ্ছ সঙ্গসুখাসক্তি, ১৮। মদ্য মাংস সেবন, ১৯। মাদক ঔষধ সেবন, ২০। নহরি সহ অন্নগ্রহণ, ২১। শাক, লাউ, বেগুন, পেঁয়াজ ভোজন, ২২। অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ, ২৩। অবৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠান, ২৪। অবৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ, ২৫। মারণ উচাটনাদি অনুষ্ঠান, ২৬। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে হরিসেবা, ২৭। লোকের অধীন, ২৮। একাদশীবিদ্ধা একাদশীব্রত [illegible], ৩০। দ্যূত-ক্রীড়া, ৩১। সর্ব্বপক্ষে অহঙ্কার ধারণ, ৩২। একাদশীতে শ্রাদ্ধ, ৩৩। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন, ৩৪। দ্বাদশীতে দিবাস্নান, ৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ ৩৬। বৃদ্ধ শ্রাদ্ধ অতুলসী ৩৭। অবৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ, ৩৮। চরণামৃত পানকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি, ৩৯। কাঠাসনে উপবিষ্টের পূজা, ৪০। পূজাকালে অন্যালাপ, ৪১। গৃহকর্ত্তার এবং আকন্দাদি দ্বারা পূজা, ৪২। অসৎ ধূপগন্ধ ব্যবহার, ৪৩। প্রমাদবশতঃ ত্রিধাক্ পূজা, ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্যাদ্বারা পূজা, ৪৫। চক্রাদিতে অর্চ্চন, ৪৬। একহস্তে প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, ৪৮। পর্য্যুষিত দূষিত অন্ন নিবেদন, ৪৯। অসংখ্য জপ, ৫০। মন্ত্র প্রকাশ, ৫১। মুখ্যকাল ত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার, ৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনাত্ম মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তু-বিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্য শরীর মরণশীল জানিলে মনের পরিবর্ত্তনাত্ম অবস্থা চিন্তা করিলে আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ উদিত হয়। গুরু-নিত্যসম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে ভেদ নাই। বেদের অতি নিগূঢ় বিদ্বান্ বিবেচিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বরূপে কৃষ্ণদাস। গুরুদাস ঋষির উচ্চারিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে চিৎকণ বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন যে,

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং
যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

[illegible] আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

[শ্রীরাধাষ্টমীবাসর, ১৩।৯।৩৭, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা]

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

(মুদ্রিত পাঠ, যেমন আছে:)
রাধারুক্তপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি
সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত রাধাং
ভজ মনঃ॥"

আজ শ্রীরাধাষ্টমী-বাসর। শ্রীমতী রাধিকা স্বরূপ কৃষ্ণের প্রেমপ্রণয়বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণের মূর্ত্তিমতী প্রীতি। তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধা এই অষ্টমীতিথিতে, রাজা বৃষভানু ও রাজ্ঞী কীর্ত্তিদার তনয়রূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণের প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং অন্তে মহাভাব মূর্ত্তি ধারণ ক'রে শ্রীমতীরূপে নিত্য বিরাজমানা। কৃষ্ণ সচ্চিদ্বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি মদনমোহন কামদেবরূপে, পুষ্পবাণ গোবিন্দরূপে ও অনঙ্গ গোপী-জনবল্লভরূপে নিত্যকাল কিশোরবয়স্ক হ'য়ে গোলোকবৃন্দাবনে তাঁর পরা শক্তি, তাঁ'র অভিন্ন হ্লাদিনীশক্তির সহিত সর্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে রত। সেই স্বয়ংরূপের সহিত স্বয়ংরূপের পরিচর্য্যা-লাভ সকল জীবাত্মার, শুধু সকল জীবাত্মার নয়, সকল নিত্যমুক্ত পার্ষদগণের, এমন কি, পার্ষদ-গণের নিত্যপ্রভু স্বয়ংপ্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ বলদেবের পর্য্যন্ত কাম্য। লক্ষ্মী-নারায়ণের কা কথা, মূলসঙ্কর্ষণ—যিনি সমস্ত বিষ্ণু-কোটির মূল অংশী, সেই বলদেবও শ্রীরাধারাণীর অনুগারূপে শ্রীরাধার সেবার জন্য লালায়িত।

কৃষ্ণই একমাত্র সচ্চিদ্বিগ্রহ। তিনি সর্ব্বক্ষণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতায় নিজের

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিত্তবিত্ত বল। যারা আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণে রত। এই ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সেবা ক'রবার শ্রীমূর্তি যিনি ধারণ ক'রেছেন, তিনিই শ্রীমতী রাধিকা। তাঁর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনখকেশাগ্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর। এমন স্বয়ংরূপ স্বয়ংরূপার একান্ত বাধ্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। উভয়ে উভয়ের প্রতি অদ্ভুত প্রেমরসে আকৃষ্ট ও বশীভূত। সেই বার্ষভানবীর কোন অপামাহাত্ম্যবর্ণন চতুর্মুখ ব্রহ্মার, পঞ্চমুখ মহাদেবের, এমন কি মহাদেবের গুরু অনন্তদেবের পর্যন্ত দুর্নিগম্য। শ্রীরাধার এরূপ মাহাত্ম্য যে, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার অঙ্গস্পৃষ্ট বাতাসের সংস্পর্শ পেলেও পাগল হ'য়ে যান—নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। কৃষ্ণের নিজের যাবতীয় সুখ-বাঞ্ছা, কৃষ্ণের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা যেন শ্রীমতী-রূপে রূপ ধ'রে রয়েছেন।

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের পরাশক্তি—স্বরূপশক্তি—অবতারিণী। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী, অযোধ্যেশ্বরী সীতা, দ্বারকেশ্বরী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ—এই শ্রীরাধিকার অংশ। শ্রীরাধার কৃপাবৃষ্টির এক বিন্দুর নাম শুদ্ধাভক্তি। যে শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও বশীভূত হন না, তাহা একমাত্র শ্রীবার্ষভানবীর কৃপাতেই লভ্য। যাঁ'র শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, যাঁ'র অপ্রাকৃত প্রেমের উদয় হয়, তিনি সেবোর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য আপনাকে সেব্যের সাহত সমান বা সেব্য হ'তেও বড় মনে করেন। প্রেমের এমনই উজ্জ্বলতা।

সেই শ্রীমতীর গুণমাহাত্ম্য বর্ণন আমার মত নির্গুণ কীটানুকীট জীবের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র তাঁ'র এক কণা কৃপা প্রার্থনা করা ব্যতীত আমার আর অন্য কোন অধিকার নাই। তাঁ'র কৃপাকণা প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত না হউক। তাঁ'র কৃপা-যাচ্ঞা করা জীবের একমাত্র কর্তব্য। বরং সমুদ্রের জল, সমগ্র পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করা সম্ভব হ'তে পারে, বরং নারায়ণের ঐশ্বর্যের দিক্ দর্শন করা যেতে পারে, কিন্তু বেদ-গোপাগম্যা অর্থাৎ ব্রহ্মা, মহাদেব ও অনন্তদেবেরও অগম্যা, কৃষ্ণপ্রেমময়ী বার্ষভানবীর গুণাবলীর এক কণাও কেহ স্পর্শ ক'রতে পারে না। অধিক কি, কৃষ্ণও নিজে শ্রীবার্ষভানবীর গুণ বর্ণন ক'রতে পারেন না ব'লে হাহাকার করেন।

কৃষ্ণ শ্রীরাধার গুণমাহাত্ম্যে উন্মত্ত হ'য়ে যান। যদিও তাঁ'র গুণ-বর্ণনই একমাত্র মঙ্গলের পথ, তথাপি আমার ন্যায় নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রতম কীটকীটের শ্রীবার্ষভানবীর একান্ত প্রিয়তম পরিচারিকা শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী প্রভুপাদের কৃপা ব্যতীত সেই স্বরূপবর্ণন প্রকাশিত হ'তে পারে না। তাঁ'রা শ্রীমতীর নিজজন—রাধার নিজজন। তাঁদের কৃপা হ'লে—পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা উদিত হ'লে তাঁদের পদধূলি হবার যোগ্যতার বলে তাঁদের আবেদনে শ্রীরাধারাণীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হওয়া যায়।

আজ শ্রীরাধাবির্ভাব-বাসরে তাঁরই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুর, গৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-জগন্নাথ-মধুসূদন-বলদেব-বিশ্বনাথ-কৃষ্ণদাস-শ্রীজীব-রঘুনাথ, রূপ-সনাতন এবং গৌড়ীয়ের একমাত্র মালিক শ্রীস্বরূপ-শ্রীরামানন্দের কৃপা-প্রার্থনা ক'রে জন্মে জন্মে তাঁদের পদধূলি হ'বার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আমাদের আর কিছু ব'লবার নেই।

যথা দুষ্টত্বং যে যদবতি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাবুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্বাভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং

ভজ মনঃ॥

যদি শ্রীবার্ষভানবীর কৃপা পাবার সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা হৃদয়ে জাগে, তা' হ'লেই বার্ষভানবীর অন্তরঙ্গ পরিচারিকা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা এবং তাঁ'র অভিন্নস্বরূপ শ্রীললিতাদি সখীর কৃপা প্রার্থনা-বৃত্তিও হৃদয়ে জাগ্‌বে।

আপনাদের শ্রীচরণে একমাত্র নিষ্কপট প্রার্থনা, যেন শ্রীরাধার পরিচারিকা ও অভিন্নস্বরূপগণের পাদপদ্ম-ধূলির প্রতিজন্মে লাভ ক'রবার অকপট আকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশ হ'তে উদিত হয়। যে গুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীরাধামাধবনাম প্রাপ্ত হ'য়েছি, সেই আশাবন্ধে যেন সমস্ত বাসনা কেন্দ্রীভূত ক'রে রাধানিত্যজনের দাসের দাস কোটিগুণ উন্মুখ হ'তে পারি।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

হে বৃন্দাবনবিপিনে, কৃষ্ণমনোমোহিনী কৃষ্ণানন্দিনী, কৃষ্ণদয়িতে, গোবর্ধনধারিকে, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তা হ'লে আমার প্রাণ-ধারণের প্রয়োজন কি? ব্রজবাসেরই বা আবশ্যকতা কি? হে সত্যোঃ, আমি কৃষ্ণভজন চাই না, আমি তোমার কৃপাসিন্ধুর এক কণার জন্য যেন পিপাসাতুর হ'তে পারি—এরূপ অন্তরের সমগ্রতা, ঐকান্তিকতা, নির্বেদ, দৈন্য ও নিষ্কপটভাবে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে যেন শ্রীবার্ষভানবীর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ-সরস্বতী-গৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-জগন্নাথ-মধুসূদন-বলদেব-বিশ্বনাথ-নরোত্তম-কবিরাজ-শ্রীজীব-রঘুনাথ-রূপ-সনাতন ও শ্রীস্বরূপের পদধূলির যোগ্যতা প্রার্থনা করতে পারি।

দাম্পত্য কি সুখের মূল?

(শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

অঘটন ঘটন-পটীয়সী ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়ার ত্রিগুণাত্মক এই মায়িক জগতে অসংখ্য জীবের মধ্যে মানবদেহধারী জীবগুলি বিবেক-শক্তির পরিস্ফুটতা-প্রাচুর্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই নিজ সুখ লাভের আশায় পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অতি অল্প সংখ্যক জীবই চিৎসুখ বা নিত্যশ্রীভূমা অবিচ্ছিন্ন সুখের সন্ধান পাইয়াছে। জীবমাত্রেই চায় সুখ বা আনন্দ। কাজেই সকলেই হরিবিমুখতা বশতঃ অনিত্য জড়সুখান্বেষী। এই মায়িক জগতে প্রবিষ্ট জীবনিচয় স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে আবৃতাবস্থায় অবস্থান করিতেছে। বিভ্রান্ত জীবগণ ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা চালিত হইয়া পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চতন্মাত্র-গ্রহণে ব্যস্ত। জীবগণ প্রলুব্ধ হইয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু সংগ্রহ করিতে যাইয়া দাম্পত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; তাই বৈজ্ঞানিকেরা এই দাম্পত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) অর্থদাম্পত্য, (২) কামিনী-দাম্পত্য এবং (৩) প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্য। ধন ও বিষয়াদির দাম্পত্যকে অর্থদাম্পত্য বলে। দুরাশারূপ অভাব প্রপীড়িত দুর্বল মানব সুখের আশায় ধাবিত হইলে, অর্থের দাম্পত্যক্রমে মানবের ধনাশা ও বিষয়াশা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়া তাহার সমস্ত সুখ অপহরণ করে। যে অর্থপ্রাপ্তিকে সুখের আধার বলিয়া মনে হয়, সেই অর্থ হস্তগত হইলে অর্থের স্বভাবক্রমে ধনাশা মানব-চিত্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যাবতীয় সুখ-বাঞ্ছা হরণ করত তাহাকে দুঃখ-সলিলে সমাধিস্থ করে। এই প্রকার মানবের সুখ-সন্ধান-প্রবৃত্তি অনুসারে স্ত্রী-দাম্পত্য পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। স্ত্রীদাম্পত্য দ্বিবিধ—অবৈধ প্রণয় বা পরস্ত্রী-সম্ভাষণাদি এবং বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বৈধ পত্নীতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ বা স্ত্রৈণ হওয়া। উভয়ই অন্যায়। তাহাতে যাবতীয় সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম প্রভৃতি অশেষ সদ্গুণগণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ
শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি
সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

কাজেই এই প্রকার দাম্পত্যের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে সতর্ক হইয়া চলা উচিত। একমাত্র ধর্মপ্রবৃত্তি দ্বারা এবম্প্রকার দাম্পত্যের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। অর্থদাম্পত্য এবং স্ত্রীদাম্পত্য দূর করা কখনও জড়জীবনে সম্ভব হইলেও প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্য বলিয়া তৃতীয় দাম্পত্যকে একান্ত ভগবৎকৃপা ব্যতীত কোন প্রকারে দূর করা যায় না। কর্ম-জ্ঞান-যোগ-সাধকের কথা দূরে থাকুক, এমন কি ভক্তি-সাধক যাহারা তাহারাও অনেক সময় এই প্রকার প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা॥
কিন্তু যদি (ভক্তি) লতার সঙ্গে উঠে
'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটি, জীবহিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে যখন কোন প্রকারে শ্রবণকীর্তনরূপ জল-সেচন বন্ধ হইলে প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্য প্রকাশ পায় অথবা প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্য হৃদয়ে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে করিতে শ্রবণকীর্তনরূপ ভজন-ক্রিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয় অথবা অভিনয়ের ন্যায় শ্রবণকীর্তনরূপ একটা ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আত্ম এবং পরবঞ্চনা করিয়া থাকে, তখনই ভক্তিলতার সহিত উদ্গত উপশাখা বৃদ্ধি পাইয়া মূলশাখাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্য একটী উপশাখা। বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্ত হস্তী উঠিলে ভক্তিলতাকে উপাড়িয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলে। বৈষ্ণবাপরাধ হইলে সরস হৃদয়ক্ষেত্র ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হয়; তখন অপরাধ ক্রমে ক্রমে সেব্য ভগবান্ এবং সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্যন্ত গিয়া ঠেকে। তখন হৃদয়ে বিবেক-বহ্নির আত্মেয়-গিরি ধূমায়িত হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইলে উহা হইতে উত্থিত অগ্নিতেই পুড়িয়া সুখ-স্বপনের মুখে ছাই পড়িয়া যায়। প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্যের মধ্যে কখন প্রকাশ্যভাবে, কখনও বা গুপ্তভাবে কনক-দাম্পত্য, কামিনী-দাম্পত্য থাকিবেই থাকিবে। তবে ইহা বেশী দিন গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকে না, ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়াই পড়ে। এইরূপ প্রতিষ্ঠা-দাম্পত্যের পদলোলুপ হওয়া কখনও বড় বড় প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য লাভের প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে, কখনও বা জননায়ক হইতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ

(অতঃপর ৩৫ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাকি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ অর্দ্ধেন্দু রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরেণুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অমুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাজনঘাট, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া.

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জনসঙ্গন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ,

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবৃহৎ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক - শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমঞ্জুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রকাশ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনাথ

রক্ষক—ডঃ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,

পোঃ কোটোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রায়সান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুঞ্জ

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) নারায়ণগড় গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুঞ্জ, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদক শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
ভাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দীঘকুলী	৫।০
লাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদকুলী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০।৵০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
বাহুবোকা দানা	৯।০
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
জানপুর দানা	৭।/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫।০
সভরেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

আরবে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
হাজার দরের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
ফুলাওকাইন ঐ	৬৲—৬৵০
গটআওলড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
চুনী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৩।০—৩৸৵০
সালাই	১৸৵০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭
কলিজা	৫৭৲
ভুলাকারী	৫০৲
ঘী	৪৫৲

পার্শিয়ান	৪৸০
তারা	৪৫৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা খাজা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— ৭৪ প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বার)

মার্কা	৯৵০—৯৸৵
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	।৵০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	১৬৸৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ডিউ কাটা মণ	৩।০—

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৬।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটি, বোল্টু, নাট ৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের জন্য ৮৸০—১১।০

স্ত্রঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

৫টকলের হাপর ৫৵০, পাটের হাপর ৬৸০

ভুসার হাপর ৪০

সুতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আমের গোলার কাইন	৫৪৲
নিউ ম আমের ফরকত	৪০৲
কদাড়ি ধুনিত কাইন	৪৩৲
গবার্ন ডাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
গোল মরিচ	৮।০
সুপারী বেদী	১৬।০—১৭
টো সুপারী	১০৸০—১১।০
এক ধনিয়া	১৪।০—১৭।০
নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৮-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

গিনি সোণার অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্মাতা

পুরাতন সোণার
বদলে নূতন
গহনা দেওয়া

আমাদের নিজ
কারখানায় প্রস্তুত
একমাত্র গিনিসোণার
নানাবিধ হাল ফ্যাসানের
গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং
অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া
অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান
হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার — টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীরাম-নারাপুরে যাইবার ট্রেণের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৪৮	১৯—৩৬
অমৃতগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীরাম নারাপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেণের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৭	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বেতালা
এর জাতীয় ঔষধ আবশ্যক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন
এ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট
ওজন ৮০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

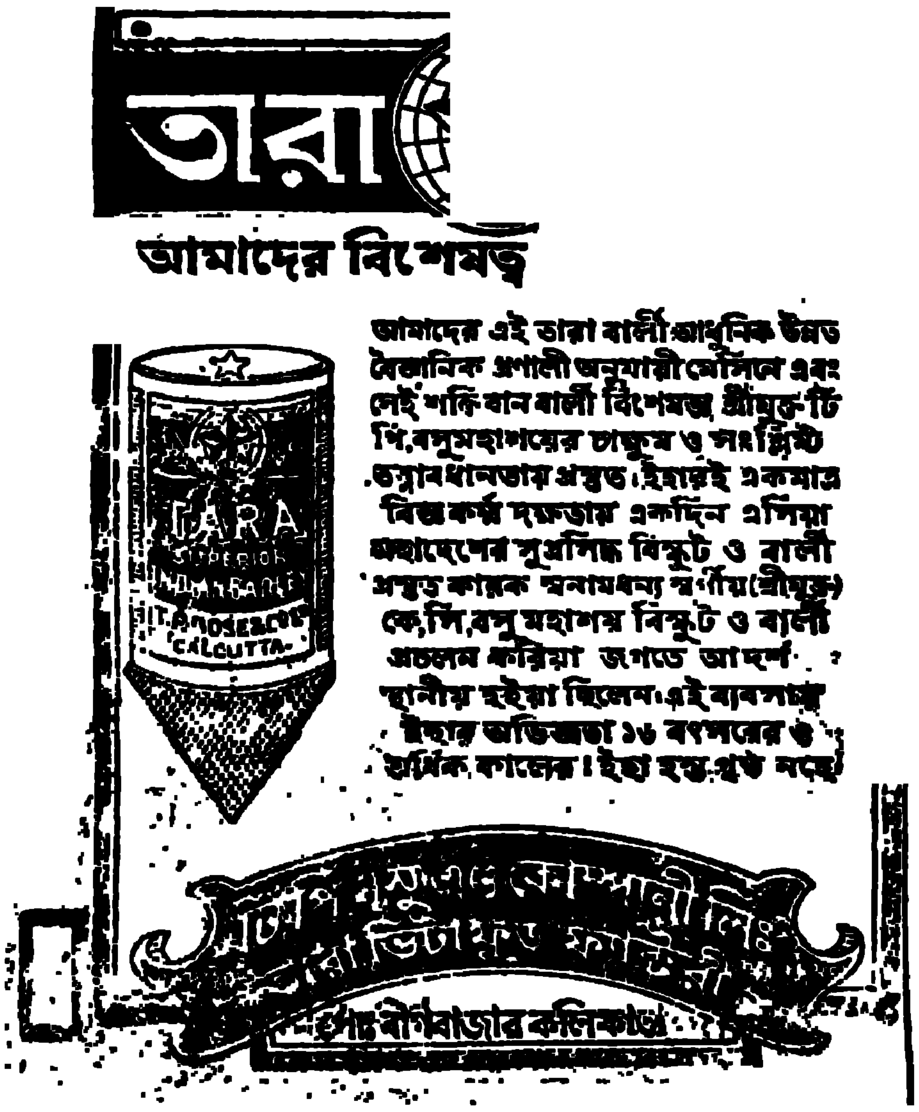

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১২৲	১৩৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা।৹ ভিক্ষা ধার্য্য।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

-:(০):-

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ-সাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——————

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——————

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):-

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন ১৯
গৌরাব্দ—৪৫১—শ্রীমায়াপুর

নিত্য-
লীলা-
প্রবিষ্ট-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1566

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপানির্দিষ্ট
আচার্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭. মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৭৯]

বিবিধ সংবাদ

———(০(:০:)০)———

উত্তর চীনে জাপ-বাহিনীর অগ্রগতি ও বোমাবর্ষণ

জাপানীরা পুনরায় ক্যান্টনের উপর বোমাবর্ষণ করে। তাহারা চীনা বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি ও সামরিক বিদ্যালয়ের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হিরোতা মন্ত্রি-সভার অধিবেশনে বলেন যে, চীন-জাপান বিরোধ সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে কমিটি গঠন করিয়াছেন জাপ-সরকার তাহাতে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন না। জাপ-সৈন্য বাহিনী পাওটিংফু নগরে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণ চীনা সৈন্য দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে বাধা দিতেছে।

কুড়িটি জাপানী বিমান ক্যান্টন জেলার উপর আক্রমণ চালায়, ফলে একশত বেসামরিক নিহত ও চারিশত নরনারী আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর অ-সামরিক অধিবাসী।

চুয়াডাঙ্গা রেল ডাকাতি মামলার রায়

কৃষ্ণনগর জজ আদালত হইতে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গা রেল ডাকাতির মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। মোট ৯ জন জুরীর সহিত এক মত হইয়া কৃষ্ণনগরের জজ সাহেব আসামীকে ৩০২ ধারার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, কিন্তু ৩৯২ ধারা ও ৩৯৭ ধারায় তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জজ আদালতে ১৫ দিন ধরিয়া মামলার শুনানী চলিয়াছিল। মোট ১১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে; সরকারপক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী উকীল রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আসামী পক্ষে ছিলেন শ্রীযুক্ত সতীজীবন চট্টোপাধ্যায়।

এই মামলার আসামীর নাম অধীর নাথ; নদীয়া জেলার পোড়াগাছা গ্রামে তাহার বাড়ী।

উড়িষ্যার নূতন রাজধানী কটক-চৌদ্বারে

গত উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে কটক চৌদ্বারে উড়িষ্যার নূতন রাজধানী নির্মাণের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। দীর্ঘ চা'র বৎসর হইতে উড়িষ্যার জনসাধারণ নূতন রাজধানী কোথায় স্থাপিত হইবে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

চৌদ্বার কটকের উত্তরে মহানদীর অন্য পারে অবস্থিত। সুতরাং এই দুই স্থানকে যুক্ত করিয়া উড়িষ্যার নূতন রাজধানী স্থাপন করিতে হইলে, মহানদীর উপরে একটী বৃহৎ সাঁকো নির্মাণ করার প্রয়োজন হইবে। এই সাঁকো নির্মিত হইলে কেবল চৌদ্বারই নহে, উড়িষ্যার আরও বহু স্থান কটকের সহিত সংযুক্ত হইবে।

কটকে জমীদারদিগের সভা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলের জমীদারদিগের এক সভা হয়। মুরলীর রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমীদারগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্যই সভার আহ্বান হয়। পারিকুদের রাজা বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। জমীদারদিগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আক্রমণের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন।

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের জন্য উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল উত্থাপিত হইয়াছে, ঐ বিলে জমীদারদিগের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ঐ বিল জমীদারদিগের স্বার্থহানিকর—সভায় এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 'উড়িষ্যা জমীদার সভা' নামে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক জেলার জমীদারদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। অচিরে উড়িষ্যার জমীদারদিগের একটি সম্মেলন সভা আহ্বানের সঙ্কল্প এই সভায় গৃহীত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী-সকাশে ছাত্রদলের অভাব জ্ঞাপন

ইউনেটেড্ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর যুক্তপ্রদেশের ছাত্রসম্প্রদায় এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া প্রধান মন্ত্রীর গৃহের সম্মুখে সমবেত হইয়া, তাঁহার নিকট ছাত্র সমাজের অভাব অভিযোগ বর্ণনা করে। প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী উভয়েই ছাত্রদলকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৪নং ওয়ার্ডে উপনির্বাচন

কুমার বিমলকুমার সিংহের মৃত্যুতে ৪নং ওয়ার্ডে যে সদস্যের পদ খালি হইয়াছে, তাহার জন্য ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, এ মহাশয় প্রার্থী হইয়াছেন।

পরলোকে অম্বিকা তর্কচূড়ামণি

গত শুক্রবার বারাণসী ১২টার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর অম্বিকাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় বারাণসী ধামে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার আদি বাস নোয়াখালি জেলায়।

সরকারী রেলের আয় বৃদ্ধি

১৯৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দশ দিনের সমস্ত সরকারী রেলে আনুমানিক মোট আয় হয়—৫২২ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে যে আয় হইয়াছিল, এবৎসর তদপেক্ষা ১৭ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা এবার ১৬ লক্ষ টাকা বেশী এবং ১৯৩৫-৩৬ সালের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা এবার ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাকুল্য আয় হইয়াছে —৪০'৪৭ কোটী টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা ২৯৮ লক্ষ এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে ঐ সময়ে যে আয় হয়, এবার তাহা অপেক্ষা ৪২৩ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

দুগ্ধ নিবারণের চেষ্টায় পুরস্কার ঘোষণা

নিখিল ভারত গোরক্ষা (নারী) সম্মেলনের কার্য্যনির্বাহক সমিতি, এই মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, যে, কেহ কোথাও ফুকা কার্য্যে উদ্যত একজন অপরাধীর সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিলে তাহাকে প্রতিটি ঐরূপ সংবাদের জন্য ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আন্দামানের চীফ কমিশনার

মধ্য-প্রদেশ ও বেরার গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ সি এফ ওয়াটারফল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চীফ কমিশনারের পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ত্তমান চীফ কমিশনার মিঃ জে, ডবলিউ স্মিথ এ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করার পর তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৶০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তিফলিকা গুণোদয়ঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রাকৃতজনাদি (সানুবাদ) ৷৶
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷০
৩০। শ্রীল-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলাস্তবঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। অষ্টকম্ ৷০
৬৫। সান্বয় শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদবর্জনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। সাধকজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵
৮৪ শরণাগতি ৵০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তেলেগু ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বেজওয়াড়া শ্রীগৌরাঙ্গমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ অধিকারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

—:o:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রকৃত জীবনগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১২ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | ১৭১তম সংখ্যা

লণ্ডন হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর ভারতে প্রত্যাগমন

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

আচার্যদেব ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীধামে আগত সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নানাভাবে তাঁহাদিগকে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বার ডাঃ সুধীর কুমার রায় চৌধুরী এম, এস-সি (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ডি, এস-সি মহোদয় গত ২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতে শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসেন। শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার নিকট 'বিজ্ঞান' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য, চিদ্‌বিজ্ঞানের আলোচনা এবং অচিদ্বিজ্ঞান-আলোচনাকারিগণের বৈশিষ্ট্য, জড় বিজ্ঞান হইতে চিদ্‌বিজ্ঞানের উপাদেয়ত্ব, 'চিদ্‌বিজ্ঞানালোচনা'-দ্বারাই বাস্তব অনুচ্ছেদনের সহিত পূর্ণচ্ছেদের যোগসূত্র ও মিলন দর্শন সম্ভব, অচিদ্বিজ্ঞান তৃতীয় মানের খণ্ড প্রতিবিম্বেই সীমাবদ্ধ কিন্তু চিদ্‌বিজ্ঞান তৃতীয়ের পর তুরীয় বা চতুর্থমান হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত (Infinite) মানে অদ্ভুত আনন্দ ও চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ; সেবকরূপী ভগবানের সেবকরূপে মহাদেব শেষ বা অনন্তদেবকে এতৎ বর্ণন করিয়াছেন প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। এই সকল সাধিত্যোপদেশক মহারাজক

লণ্ডনে অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহসহ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

বিভিন্নস্থানে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডনে অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহসহ লণ্ডন হইতে রওনা হইয়া গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ পৌঁছেন। মাদ্রাজ ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিশিষ্ট নগরবাসী এবং মঠবাসিগণ তাঁহাকে সুগন্ধ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা করেন। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে' মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাজগোপালাচারিয়ার মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিপুল জনসভায় শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে। সভায় নগরীর সকল বিভাগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (মেম্বার, ই, জি, লণ্ডনে) প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ও বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভা-আহ্বানকারিগণের মধ্যে কতিপয় প্রধান ব্যক্তির নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল—

জেপুরের মহারাজা শ্রীবিক্রম দেব বর্ম্মা, স্যর বেপা রামেশম্ (কে-টি); অনারেবল্ মিনিষ্টার ডি, ভি, গিরি, বার-য়াট্-ল; অনারেবল্ মিনিষ্টার এস, রামনাথন্; অনারেবল্ মিনিষ্টার ভি, আই, মুনিস্বামী পিল্লে; অনারেবল্ মিনিষ্টার ডাঃ পি, সুব্বারায়ন্; অনারেবল্ মিনিষ্টার সি, গোপাল মেনন; অনারেবল্ ডাঃ ইউ, রাম রাও; মিঃ কে শ্রীরামলু নাইডু (মেয়র); মিঃ কে, ভাষ্যম্ আয়েঙ্গার, অ্যাডভোকেট; মিঃ টি,এস, রামস্বামী আয়ার, অ্যাডভোকেট; এস, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, বার-য়াট-ল; দেওয়ান বাহাদুর গোপাল রামানুজাচারী শ্রেষ্ঠী; দেওয়ান বাহাদুর ও কুলপতি বিদ্যারণ্যপতি কে, এস, রামস্বামী শাস্ত্রী; দেওয়ান বাহাদুর স্যর শ্রীনিবাসন্, এম-এল-সি; দেওয়ান বাহাদুর এ, ভি. রামলিঙ্গম্ আয়ার; লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল কে, ভি, প্যাণ্ডালে আই-এম-এস; মিঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও, বি, ই; রাও বাহাদুর ডাঃ এম, কেশব পাই ও, বি, ই; দেওয়ান বাহাদুর এস, ই, রঙ্গনাথন্ ভাইসচ্যান্সেলার, মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি; মিঃ এ, এ, বেঙ্কট্ সম্পাদক 'মাদ্রাজ-মেল'; মিঃ কে, শ্রীনিবাসন্ সম্পাদক 'হিন্দু' পত্রিকা; মিঃ কে, গোপালন্ প্রোপ্রাইটর 'হিন্দু' পত্রিকা; মিঃ সি, আর শ্রীনিবাসন্ সম্পাদক 'স্বদেশমিত্রন্'; অনারেবল্ জি. এ, নটেশন; মিঃ সি, এইচ্ শিভারাজ; রাওসাহেব জি, দেবগিরি রাও; মিঃ কে, ভক্তবৎসলম্ কাউন্সিলার; মিঃ এ, আর. ভি, আচার কাউন্সিলার; মিঃ সি, সুব্রাহ্মণ্যম্ চেট্টিয়ার কাউন্সিলার; মিঃ সি, টাঙ্গুমণিয়ম্ মুদালিয়ার কাউন্সিলার; ডাঃ ইউ, এস, নারায়ণ রাও; মিঃ এম, আর, গোবিন্দস্বামী; মিঃ টি পণ্ডিত পিল্লে প্রভৃতি।

গোস্বামীজী মাদ্রাজ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর কভূরে, ১লা অক্টোবর পুরীতে, ২রা অক্টোবর কটকে এবং ৩রা অক্টোবর রবিবার খড়্গপুর, রেলে কলিকাতা পৌঁছিবেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইতেছে।

জড় বুদ্ধিরূপ হল শাস্ত্রের প্রমাণে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তজনে।

"প্রভু ইন্দ্রিয়সকল ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পৃষ্ঠপোষক জানিবেন। প্রতিকূল চক্রান্তে যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পদ্মনাভ শাহ্ প্রচার গৌরাব্দ ৪৫১

ভগবান্কে কি করিয়া সহজে পাওয়া যায় ?

শাস্ত্রে সাধন ও কৃপার যুগপৎ আবশ্যকতার কথা শুনা যায়। এই দুইয়ের একটিকে বাদ দিলে কার্য্যসিদ্ধ হয় না—ইহাই সাধারণ নিয়ম। অহৈতুকী অযাচিত কৃপা যেখানে, সেখানে সাধনের আবশ্যকতা না থাকিতেও পারে। কিন্তু কৃপা না হইলে সাধনে সিদ্ধি অসম্ভব। সুতরাং সেব্যের সেবা প্রধানরূপ অপেক্ষা বা কৃপারই সেবা-ভক্তিরূপ সংরক্ষণকারের মুখ্য উপায়। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সেবোন্মুখ থাকিয়া সতত কৃপার প্রতীক্ষা করেন। এ সকল কথা আমরা 'কৃপা' ও 'সাধন' নামক দুইটী প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

যখন আমরা সাধুর মুখে হরিকথা শুনি তখন এই সাধারণ চিন্তার মধ্যে 'কি করিয়া সহজে ভগবান্কে পাওয়া যায়' এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইতে দেখা যায়। মানুষের এমনি স্বভাব। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, তাহা অভাবের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়; বাস্তবিক কি উপায়ে সহজে ভগবান্কে পাওয়া যায়, ইহা সমালোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিধায় আজ তাহার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভক্তগণের সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্ত ব্যতীত অন্য সকল ভগবানের নাগাল পরিস্থিত হয় না। ভক্তগণের হৃদয়েই বা সাধুর হৃদয়-মুকুরেই ভগবানের অবস্থিতি। এই ভক্তগণ ভগবানের সেবাকেই সার করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাকেই জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া সর্ব্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ লোক ভগবানের সম্বন্ধে যে আলোচনা করে, তাহার সহিত ভক্তের আলোচনায় আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান, অর্থাৎ তাহা একেবারেই বিপরীত। সাধারণ লোকে নিজ সুখের জন্যই ভগবানের সেবার অভিনয় করে এবং তজ্জন্যই তাহাদের আলোচনাদি যা কিছু। কিন্তু সেবৈক-সর্ব্বস্ব, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকামী ভক্তগণের ভাব বা উদ্দেশ্য ঠিক তাহার উল্টা। তাঁহারা ইহ-পরলোকের সুখ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, এমন কি মহামোক্ষ মহামূল্য মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না; এক কথায় তাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষকে তুচ্ছবোধে প্রয়োজন জ্ঞান না করিয়া কৈতব বাসনাই জানেন। তাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে হৃদয়-তরঙ্গ সমস্তই ভগবানেরই সেবা করেন। তাঁহাদের সেই সেবা-প্রবৃত্তি অহৈতুকী, অপ্রতিহতা। সেই সেবা-প্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না, দাবাগ্নি-মুখে স্রোতস্বতী যথাধারায় উঁচু নীচু সকল স্থান প্লাবিত করিয়া, সমুদ্রের সকল বাধা-বিপত্তি নির্দ্দলিত করিয়া অবাধগতিতে একমনে ছুটিতে থাকে সেই প্রাণারামের দিকে। সেই ভাব-প্রবাহের বাধা নাই, বিপত্তি নাই, বিরাম নাই। সে কেবল প্রাণারামের প্রণয়ের জন্য, তাঁহার নয়নোৎসব বিধানের জন্য নিত্য নব নব রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহারই কেলিচিত্র-পূর্ণ হইয়া অবস্থান করে। সেই ভক্তগণ ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় সতত নিত্যপ্রতিষ্ঠিত; তাই দেহ-আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র হতে, পশু পক্ষী প্রভৃতি বা জড়েশ্বর্য্যপ্রাপ্তিতে তাঁহাদের প্রাণ বা প্রীতি আকৃষ্ট হয় না। কারণ, তাঁহারা যে প্রাণের প্রাণ—সর্ব্বপ্রাণ-প্রাণ পরমেশ্বরের প্রীতিতে সমস্ত প্রাণমন অর্পণ করিয়াছেন। এমন ভক্তগণ ভগবান্কে সার করিয়াছেন এবং সাধারণের চক্ষে ভগবান্ও এই ভক্তগণের ভাবে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকেই সার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমে বশ হইয়াছেন।

এই ভক্তগণ যে ধর্ম্মের কথা বলেন, তাহা ভাগবত-ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম—চেতনের ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজনীন। সে ধর্ম্ম দেহের নয়, মনের নয়—আত্মার। তাহা অনিত্য নহে—নিত্য, সনাতন ও কৈতবরহিত। তাহাতে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা নাই, সেখানে জড়োত্থ দুঃখজ্ঞানরূপ বিপদের আবাহন নাই, সেখানে আছে কেবল কামদেবের নিত্য নব-নবায়মান কামক্রীড়ার অথবা ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমের। এই ধর্ম্ম শুধু ভাগবতগত নহে, ইহা নিত্যসিদ্ধ-তত্ত্বনিষ্ঠ নিত্য বা নিত্যস্বরূপগত। ইহাতে আছে কেবল পরমপুরুষের সেবা বা হরিকথা। এই ধর্ম্মের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, সেই সর্ব্বস্বরূপের স্বরূপ ঈশ্বর-স্বরূপের সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া—সংপ্রাপ্ত বা হৃৎস্থ ভক্তসেবা ভগবানের সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়স্কর হইয়া যাঁহাদের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত, সেই সেবকগণের সেবাবিধান। এই ভক্তের ভক্ত হওয়াই ভগবদ্ভজনের পরাকাষ্ঠা বা ভগবানের সম্যক্ তুষ্টিবিধান। সেইজন্যই বলিতেছি, ভক্তগণের—সকলের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী ভাগবত-স্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ভাগবতের আলোচনা এবং গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত এই উভয়বিধ ভাগবত-সেবাদ্বারাই ভগবান্কে সহজে লাভ করা যায়। যিনি ভক্ত বা ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত, ভগবান্ তাঁহারই প্রাপ্য বা করতলগত। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবা প্রাপ্তি শুধু কঠিন নহে, অসম্ভব।

বামনদেবের আবির্ভাব

(শ্রীহেমলতা দেবী)

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি। এক সময় সেই বলি ভগবদ্বলে খুব শক্তিশালী হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে ইন্দ্রাদিদেবগণকে দূরীভূত করিয়া সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। বলির ভয়ে স্বর্গবাসিদেবগণ দীন-হীনের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা অনুপায় হইয়া সকলের মূল আশ্রয়, বান্ধবগণ শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রের মাতা অদিতি পুত্রের দুরবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবার অভিলাষে ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ বলির দর্প চূর্ণ করিতে এবং দেবতাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বামনদেব ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইলেন। সেই দ্বাদশী দিবা-ভাগেই পড়িয়াছিল। উহার নাম—বিজয়া দ্বাদশী। মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মা বামনদেবের জাতকর্মাদি সমাধা করিলেন। তাঁহার উপনয়ন-কালে সূর্য্যদেব স্বয়ং সাবিত্রী পাঠ করেন, বৃহস্পতি তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র, পিতা কশ্যপ মেখলা, মাতা অদিতি তাঁহাকে কৌপীন দান ও কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, মাতা সরস্বতী অক্ষমালা, কুবের ভিক্ষাপাত্র, ভবানী অম্বিকাদেবী ভিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপে দেবতারা ভগবানের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

দৈত্যদিগের গুরু ছিলেন শুক্রাচার্য্য। তিনি শুক্রাচার্য্য নীতি ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে এরূপ সুনিপুণ ছিলেন যে, তিনি "কাব্য"-নামে সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি পারমার্থিক গুরু ছিলেন না। তাঁহার আদেশে মহারাজ বলি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তথায় বামনরূপী ভগবান্ সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। বামনকে আগত দেখিয়া শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিলেন। বলিরাজ স্বয়ং তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং বহু সম্মান পূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনার পদার্পণে আমার যজ্ঞ সফল হইল, আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। আপনি কি মনে করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন; আপনি যাহা যাচ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই প্রদান করিব।" তখন বামনরূপী ভগবান্ বলিলেন—"যাবন্মাত্র প্রয়োজন, তাবন্মাত্র প্রতিগ্রহ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। অতএব আমার প্রয়োজন মত আপনি আমাকে ত্রিপাদপরিমিত ভূমি দান করুন।" বামনের প্রার্থনা-মতে বলিরাজ তাঁহাকে ত্রিপাদভূমি দান করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার কুলগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন—"ওহে মূঢ়! বামনকে সমস্ত দান করিয়া তুমি কিরূপে জীবনধারণ করিবে?" দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য শ্রীহরিকে ভগবান্ বামন জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং বলি যদি ভগবান্কে সমস্ত দান করিয়া বসে, তাহা হইলে দৈত্যদিগের আর কিছুই প্রাপ্য থাকিবে না। শুক্রাচার্য্য বলিকে বার বার নিষেধ করিয়া বলিলেন—"তুমি বামনকে চিনিতে পার নাই। ভগবান্ বামনদেব কৌশলক্রমে প্রতারণাপূর্ব্বক দেবতাদের আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত তোমার নিকটে আসিয়াছেন। সুতরাং তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা অস্বীকার কর।" উত্তরে বলি কহিলেন—"আমি মিথ্যাবাদী হইতে পারিব না। এই বামনদেবের যাচ্ঞা পূর্ণ করিতে যদি আমাকে রাজ্য-ধন-প্রাণাদি এমন কি সর্ব্বস্ব হারাইতে হয়, তথাপি আমি সত্য হইতে বিচ্যুত হইব না। মৃত্যু অপেক্ষা নরকরূপ বিপদের ভয় অধিক আর নাই। পূর্ব্বে পৃথিবী বলিয়াছিলেন—আমি সকল সহ্য করিতে পারি কিন্তু মিথ্যাবাদীকে বহন করিতে পারি না। সুতরাং যে ভাবেই ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিতে আমার বড় ভ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তি বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।

হয়। যে ভক্তের নিকট মস্তক, দক্ষিণা, অপরাধ এবং কি কৃত্য ভক্তি দৃঢ় দিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে—এরূপ অনেক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থীকে শ্রদ্ধাপূর্বক ধন দান করেন—এরূপ ব্যক্তি অতি দুর্লভ।" এই বাক্য বলিয়াও তাঁহার সহধর্মিণী বিন্ধ্যাবলীর সহিত মিলিত হইয়া বামনরূপী ভগবানের পাদপ্রক্ষালন করিয়া উভয়ে মস্তকে সেই জল ধারণপূর্বক যথাবিধানে ভগবানকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন। তখন ভগবান্ ত্রিবিক্রম মূর্তি প্রকট করিয়া দুই পদে ত্রিভুবন অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার তৃতীয় পদ কোথায় রাখিবেন, জিজ্ঞাসা করায় বলি কহিলেন—"হে ত্রিবিক্রম! আমাকে সত্য বিচলিত বলিয়া বোধ করিবেন না। কৃপাপূর্বক আপনার আর এক পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন।"

ভগবান্ বলিকে উত্তম দান করিয়াছিলেন এবং একণে নিকট তাহা গ্রহণ করিলেন। অতএব তাঁহাকে ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ভগবান্ তাঁহার প্রতি কৃপাই অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কারণ, ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া জীব বলি মহাত্মাদের নিকট অপরাধী হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়।

যে-কোন ব্যক্তি ভগবানের চরণে নিষ্কপটে আত্মদান করিলে ভগবান তাঁহাকে উত্তম গতি দান করেন; আর এই বলিরাজ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আপনার সর্বস্ব-সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার যে উত্তমগতি লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই ভগবান্ সন্তুষ্ট বলিরাজের সকল যোগ্যপূর্বক তাঁহাকে পাতালের অধীশ্বর করিয়া রাখিলেন এবং স্বয়ং গদা ধারণপূর্বক বলিরাজের রক্ষকরূপে অবস্থান করিলেন। এইরূপে ভগবান বামনরূপে ভিক্ষুকরূপে বলিরাজের নিকট হইতে সর্ব গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

বলিরাজের এই উপাখ্যান হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, ভগবান্ যাহাকে দয়া করেন, তাঁহার সর্বস্ব হরণ করেন; কারণ, জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রীর গর্বে গর্বিত হইয়া মনুষ্য ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। জীব স্ব-স্ব কর্মফলে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে সুকৃতির ফলে যখন মনুষ্যাদি প্রাপ্ত হয়, তখন যদি জন্ম, অর্থ, যৌবন, রূপ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্যাদির মদে মত্ত না হইয়া ভগবানের কথা শ্রবণ করেন তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার প্রতি ভগবানের অকপট অনুগ্রহ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়-সংরক্ষক

পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

দ্বিচত্বারিংশবর্ষ-পূর্তি-আবির্ভাব-তিথিতে

শ্রীশ্রীগুরুপূজোপলক্ষে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

"শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রেষ্ঠ" আচার্যদেব। আমরা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের দীনাতিদীন সেবকগণ। আপনার পাতক-পাবনী আবির্ভাব তিথিতে আপনার পাদপদ্মে শ্রীশ্রীগুরু-পূজার জন্য এই অকিঞ্চনের অঞ্জলি আনয়ন করিয়াছি। আপনি কৃপা পূর্বক তাহা জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিন।

হে গুরুশ্রেষ্ঠ! "আদৌ গুরুপূজা" এবং "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"—এই শ্রুতি হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণপূজা অপেক্ষাও শ্রীগুরুপূজার অপরিহার্যতা ও শ্রীগুরুপূজা-মুখেই শ্রীকৃষ্ণপূজার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীসম্প্রদায়াচার্য শ্রীমধ্ব তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে, শ্রুতি ও বেদান্ত-ভাষ্যে শ্রীব্যাস-গুরুর যে একান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয়। শ্রীগুরু-বাক্যোদ্ধার ব্যতীত, শ্রীগুরু-বাণীর প্রমাণ ব্যতীত শ্রীমধ্বাচার্য অন্য কোন কথাই বলেন নাই। সমগ্র শ্রুতি, স্মৃতি, বেদান্ত শ্রীগুরুবাক্যেরই পরিপোষক,—ইহা শ্রীমধ্বাচার্যচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আদিগুরু ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য যে আম্নায় ধারার বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সেই আম্নায়কেই সমগ্র-সিদ্ধির কুতর্ক-খণ্ডন-সমর্থ শাস্ত্র-বিচার-মূলে প্রদর্শন করিয়া অনাথ বিশ্বে বিশ্বনাথের মনোহভীষ্ট সংস্থাপন ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীগোবিন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়ের আর এক অন্ধকার যুগের অবসানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কথিত কাল-প্রচ্ছন্ন আম্নায় সম্বন্ধে কুতর্ক উত্থাপন করায় আপনি সেই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য বিদ্যাভূষণ প্রভুরূপে উদিত হইয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায়ের বিচার সংস্থাপন ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ করিলেন।

গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি-সংস্থাপন-কালে যে দিন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একাদশকাল-ব্যাপী "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের তিন প্রকার ব্যাখ্যা ব্যাস-শিষ্য গণের ন্যায় আপনাকে অবিশ্রান্ত ভাবে লিখিতে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন আপনার মহত্ত্ব অকপটে অঙ্কিত হইলেও "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের 'অনুগোপাল-তথ্য'

সেই সকল ব্যাখ্যার অমৃত পরিবেশন কালে শ্রীল প্রভুপাদ যখন "বাসুদেবানন্দাদি থাকিতে ত' সদা দয় নাই"—সকলকে এই প্রকৃতপক্ষে প্রদান করিলেন, তখন আপনার গূঢ় স্বরূপ ও নির্মুক্ত শুদ্ধ সেবাধিকার কেহ কেহ অবধারণ করিয়াছিলেন। বর্ষ-চতুষ্টয় পূর্বেও যখন শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে 'শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গশ্রেষ্ঠ,' 'ভগবৎ-প্রদায়ক,' 'সর্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ,' 'পরম ভক্তে দীক্ষিত,' 'যুক্তবৈরাগ্য বিগ্রহ,' কলিযুগে শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত-বাণী-সংরক্ষক,' 'হরিপ্রিয়তমৈর্গুর্বা' বলিয়া গৌড়-বঙ্গ-বাসীকে জানাইলেন, তখন নির্মৎসর ব্যক্তিগণ আপনার আচার্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং আপনিই যে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিস্তারের পর শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়ধারায় শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা সংরক্ষণ করিবেন, ইহা সকলেই মনে মনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন করিয়া শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়ধারা ও শ্রীমহাগুরু-পাদপদ্মে শ্রীব্যাস-পূজার বিচার সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিবিনোদাভিকল্পিত বিরতি-পালাশ্রমী জীবের মঙ্গলের ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের দ্বারা এই ঢাকা নগরীকে তীর্থীভূত করিয়া এখানে আম্নায়ের বিচারের বৈজয়ন্তীরূপে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের উদ্বোধন করিয়াছেন। আপনার আচার্যত্ব ও আচার্যের ভুবনপাবনী আবির্ভাব-তিথির মঙ্গলাচরণ করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে আপনার শ্রীহস্ত-সম্পাদিত সর্বপ্রথম শ্রীমাধ্ব-বেদান্ত-ভাষ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্যের অনুভবের সহিত আপনার জগদারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'অনুভাষ্যে'র সম্বন্ধীয় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বাণী-সংকীর্তনের ঐকতান-রাগিণী আপনার আচার্যত্ব-প্রকাশের একতান মাত্রকে মঞ্জু শব্দ করিয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের অযোগ্য সেবকাভাসগণের এই তুচ্ছ অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক আপনার আনুগত্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে আমাদিগকে অধিকার প্রদান করুন।

ভবদীয় আনুগত্যে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-

গৌরবাণী-সেবাপ্রার্থী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যাহারা বিদ্যা কথা ও শাস্ত্রের বচন রাখিতে চায়, যাহারা গোপনে পরস্ত্রী সম্ভাষণ করে, যাহারা ঠাকুর-সেবার ছলনায় বিষয়ীর বিষয়চিন্তা সংগ্রহ করে, যাহারা সামান্য Ethical principles পর্যন্তও রক্ষা করিতে পারে না, শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তাহাদের জন্য চিরতরে 'দ্বার' রুদ্ধ, মিলিয়াছে। যাহারা ভক্তিকণ্টক, তাহাদের পক্ষে বিদ্যা এবং যোগীদের দর্শন অপেক্ষা বিষ ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যাওয়া ভাল।

ভগবানের কৃপা এবং সেবকের নিষ্কপট আর্তি একত্র হইলে জীবের অনায়াসে ভববন্ধ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। যাহারা ভাল পোষাক পরিয়া গান এবং ভাল ভাল দ্রব্য ভোজন করাকে প্রশ্রয় দেয় তাহারা ভজন-রাজ্য হইতে চিরতরে পতিত হয়।

এই মহাপ্রভুর বাটীতে যে-সকল লোক মহাপ্রভুর সেবার কোনও প্রকার ছলনা করিয়াছে এবং শুদ্ধবৈষ্ণবের নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উদ্বেগ প্রদান করিয়াছে, তাহাদের পতন হইয়াছে, তাহারা সমূলে দণ্ডিত হইয়াছে। মহাপ্রভু সত্ত সত্ত বৈষ্ণবাপরাধীদিগের শাস্তি বিধান করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধারণ মানুষ নহেন। বৈষ্ণব বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। দুনিয়াদারীর লোকের সঙ্গে ও বিষ্ণুজন বৈষ্ণবের সঙ্গে এক রকম ব্যবহার করিলে চলিবে না। বৈষ্ণব লইয়া খেলা করা উচিত নহে।

হরিসেবকগণ মঠে বাস করেন। অবনত-মস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাঁহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। মঠবাসীর আচার বিচার ছাড়িয়া দিলে কর্মকাণ্ডী হইয়া পড়িতে হইবে। মঠধর্ম ও মঠসেবা ছাড়িয়া দিলে বহির্মুখ জীব কুমঠবাসী হয়।

জীব নিষ্কপট হইলে যে-কোন আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন। হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহব্রতী হয়। হরিভজনপরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠ-সদৃশ।

বৈষ্ণব-সেবা করিতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চন করিতে হইবে; কিন্তু কোন অবস্থায়ও তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। মঠসেবা করিতে হইবে মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে। কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিলে চলিবে না। সাবধান হইতে হইবে, যেন লোভী-গৃহস্থ মঠের (?) দ্রব্যে আত্মসাৎ না করে। পরের নিন্দায় নিজের লাভ নাই, যাহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রচারিতপ্রচারকের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাতঃকৃত্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিমাধব অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিধিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবালাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছা—(শ্রীমাধবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীরঘুনানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্নবিৎ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অপটাড়িস্লা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ নবিবাদ, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ সি-এস।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মুরলী রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্বিলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,
পোঃ হোড়াল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪০নং সুলতান রোড, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গসেবা।
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীরাধাগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদু (বাঁকুড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভূমরেংগা, পোঃ চিরুল্গা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী [illegible] চাউল—

প্রতি মণ

দুধখানি	৬৷০
[illegible] চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাকতুলসী	৪৷০
[illegible] নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৭৲
[illegible]	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৵
ঐ বাধাদি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ [illegible]	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চাইল	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible] দানা	৯৷০
[illegible] দানা	৮৷০—৯৵০
[illegible]	৭৷৵ ৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৬৷০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] সময়—	৪৯৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
	৬৲—৬৵০
(ঘি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible]	৫/০—৫৷/০
[illegible]	৫৲—৫৷০
[illegible]	৪৸০—৪৸৵০
[illegible]	২৷০—২৸৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
	১৸৵০—১৸৵০

[illegible] দর

	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৫০৲

পাতিরাম	৪৸০
[illegible]	৫৲
[illegible]	৩৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি টনের

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ১০/০—১৮৵

ঐ বে-মার্কা [illegible] ৮৲—৮৷০

ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ ১০৶

ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)

[illegible] (টি আয়রণ)

[illegible] আয়রণ (কোণা)

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৸৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ [illegible]

বীম ৷৵১০—৸৵০

বাধান [illegible] তার (খাজিল) ১০৲

[illegible] কাটিং বা [illegible] কাটা মণ ৩৷০—

[illegible] কাটিং ৩—৯ [illegible]

৭৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চ ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১৩,ঐ ৯৷০—১০৷০

টিন পাতি, [illegible] ৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

[illegible] ৮৸০—১১৷০

[illegible] ইস্পাত [illegible] ২৩৲, [illegible] ২১৲

[illegible] ৫৶০, [illegible] ৬৫০

[illegible] ৮:০

[illegible] দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৩০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

[illegible]

[illegible]	৯৷০
[illegible]	১৬৷০—১৭৲
[illegible]	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার [illegible]

[illegible]

[illegible] কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]

[illegible] ৭ টাকা মাত্র। [illegible]

[illegible] পরীক্ষায় [illegible]

[illegible]

[illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
[illegible]	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩২,	১১—১০,	১৪—৬	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-০৫	৯-২৫	১১-৪০	১৫-৩	১৮-৫১
[illegible]	ছাঃ	৫-২০	৯-৫০	১১-৫৮	১৫-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ [illegible]

বেহালার পাচন

[illegible]

[illegible]

[illegible] মূল্য [illegible] ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ [illegible]। [illegible]

[illegible]—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সাত্ত্বানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বর্তদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক বহুবর্ষোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৫	।৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৩৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)	৮৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বহুবর্ষোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়লেখনী এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ইংরাজী অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক-পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীধামমায়াপুরস্থ
শ্রীচৈতন্যমঠ-
সম্পাদক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মূলাভিষিক্ত
আচার্য্যপ্রবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের [illegible] সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৮০]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

জাপানীদের পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত ও দুই হাজার সৈন্য বন্দী

সানসিং জেনারেল চিয়াং কাইসেকের হেডকোয়ার্টারে যে সমস্ত খবর আসিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উত্তর সান্সীতে চীনা সৈন্যগণ একটি বড় রকমের জয়লাভ করিয়াছে।

চীনা সৈন্যগণ বলে যে, ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর পাঁচ হাজার জাপানী সৈন্য নিহত ও দুই হাজার জাপানী সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

সান্সীর সৈন্যদলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক বিমান ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়া মার্শাল চিয়াং কাইসেক যে বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য করিয়াছেন, চীনাদের এই জয় দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রভাতে ২৭টি জাপানী বিমান নানকিং-এর উপর হানা দেয়—প্রথমে ১৫টি এবং পরে ১২টি বিমান আক্রমণ চালায়। জাপানী বিমানগুলি আসিবার সামান্য কিছু পরেই দশটি চীনা বিমান আকাশে উঠিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করে। জনৈক বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, চীনা বৈমানিকদিগের লক্ষ্য-সন্ধান এমন উত্তম হইয়াছিল যে, তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু আশা করা যায় না। জনতা সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া আগ্রহের সহিত এই যুদ্ধ দেখিতে থাকে এবং চারটি জাপানী বিমানকে উপর হইতে পড়িতে দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠে।

অবশিষ্ট বিমানগুলি সহরের জনবহুল উত্তরাংশে এক ঘণ্টা ধরিয়া বোমাবর্ষণ করে।

এক্ষণে সুনিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, ক্যান্টন জেলায় জাপানীদের বিমান আক্রমণের ফলে দুই-শতাধিক নরনারী নিহত ও পাঁচ-শতাধিক নরনারী আহত হইয়াছে। ক্যান্টন ছাড়া হানিয়াং এবং উচাং-এও জাপানীরা বোমাবর্ষণ করে। হানিয়াং-এ একটী বোমা আশ্রয়প্রার্থীদের একটী শিবিরের উপর পড়ে। ফলে ৬০জন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হয়। হ্যাঙ্কাও-এ অল্পের জন্য একটী বোমা হাসপাতালের উপর পড়ে নাই। উহাতে শত শত আহত লোক ছিল। নিকটবর্ত্তী একটী চীনা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এই ভীষণ দৃশ্যে ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে।

—————

একটী চীনা ডিভিসন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস

জাপানীরা বলে যে, জাপানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পাওটিংফু অধিকৃত হওয়ার সময় চীনা সৈন্যদের একটী ডিভিসন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়াছে। উত্তরদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া জাপানী সৈন্যগণ সহরে প্রবেশ করিলে চীনারা দক্ষিণের গেট দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু জাপানী সৈন্যদল পাহারাদারী তথায় তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এবং তাহারা গেটের নিকট আসামাত্র গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করে।

পরলোকে

গত ৩১শে ভাদ্র (১৩৪৪) ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) বৃহস্পতিবার গোবিন্দ গোপালানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

—————

হের হিটলার সকাশে সিনর মুসোলিনী

সিনর মুসোলিনী গত ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল ১০ ঘটিকায় মিউনিকে পৌঁছেন। হের হিটলার ভন ব্যারন নিউরথ অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী ও রাজপুরুষগণ সহ তাঁহার জন্য ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সিনর মুসোলিনী ও হের হিটলার পরস্পরকে অভ্যর্থনা করেন।

ষ্টেশন হইতে সিনর মুসোলিনী সদলবলে প্রিন্স কার্ল প্রাসাদে গমন করেন। বেলা ১১টার সময় সিনর মুসোলিনী হের হিটলারের বাসভবনে যান। হের হিটলারের দেহ-রক্ষীদলের রক্ষিগণ তাঁহাকে হের হিটলারের খাস কামরায় লইয়া যায়। প্রকাশ যে, উভয়ের মধ্যে বন্ধুভাবে আলাপ আলোচনা হয় এবং কোন রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা হয় নাই।

অতঃপর সিনর মুসোলিনী মৃত নাৎসী বীরগণের স্মৃতি-মন্দিরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

—————

ই-বি-রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ষ্ট্যাণ্ড ম্যানেজারের সভাপতিত্বে ই-বি রেলওয়ের স্থানীয় এডভাইসরী কমিটির এক সভা হয়, তাহাতে জানান হয় যে, এই বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই রেলওয়ের যে আয় হইয়াছে তাহা গত বৎসরের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা মোট ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা অধিক। উহাতে যাত্রীর ভাড়া বাবদ ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং মালের ভাড়া বাবদ ও অন্যান্য বাবদ যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ও ৬৩ হাজার টাকা অধিক মোট আয় হইয়াছে।

—————

মহিলার কৃতিত্ব

কুমারী কমলা গুপ্তা এবং কুমারী কমলা রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহারা যথাক্রমে অর্থনীতি এবং ইতিহাস বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

—————

মাদ্রিদে ফ্যাসিষ্ট ষড়যন্ত্র

মাদ্রিদ নগরে ফ্যাসিষ্টদের একটী ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। মাদ্রিদ অধিকারের চেষ্টায় বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। এই সম্পর্কে ইতোমধ্যে একশত বাটজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে কয়েকজন কেরাণী। ইহারা আর্জ্জেন্টাইন ও চীনের দূতাবাসে কাজ করিত বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। ১৭জন সেনানী ও কয়েকজন স্ত্রীলোকও ধরা পড়িয়াছে। একজন আসামীর জবানবন্দী হইতে জানা যায় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠান ১৭ ভাগে বিভক্ত ছিল। এই প্রতিষ্ঠান চিলির প্রোফেসর নামক জনৈক অধিবাসী ও অপর একজন লোকের নেতৃত্বে পরিচালিত হইত। ইঁহাদের উভয়েই চিলির দূতাবাসে থাকিত। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেন্টকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে পাঁচ সহস্র লোকের একটা বাহিনী গঠন করা এবং বিদ্রোহীরা সহর আক্রমণ করিলে যাহাতে দ্রুতগতি সরকারী ভবনসমূহ অধিকৃত হইতে পারে তজ্জন্য ২৫০০ লোকের অপর একটী বাহিনী গঠন করা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সংস্কৃতা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীন-দিন্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপত্রিকা /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ভার্ড ম অন বেদান্ত ।০
৭০। রামতত্ত্ব /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিলেটিত আর্কস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনরিয়ালাইজড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পঞ্চ প্রকাশনীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিকালয়া শ্রীসারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ব্বৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

১২শবর্ষ ৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৩ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১০ম সংখ্যা

মাদ্রাজে বিরাট্ সভায় শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু অভিনন্দিত

প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাদ্রাজবাসীর পক্ষ হইতে মেয়র কর্ত্তৃক গোস্বামী প্রভুকে অভিনন্দন প্রদান

—— ::(০):: ——

শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা

প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসোক্তি

(তারের সংবাদ)

মাদ্রাজ, ২৭শে সেপ্টেম্বর

মহামান্য বিচারপতিবৃন্দ, কাউন্সিলারগণ, প্রফেসর ও প্রিন্সিপ্যালবর্গ, ব্যারিষ্টারগণ, অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং শত শত বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনমণ্ডপে' গতকল্য অপরাহ্নে সমবেত হইয়া এক বিরাট্ সভায় লণ্ডন হইতে প্রত্যাগত শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়কে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাজগোপাল আচারিয়া মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের মেয়র মিঃ কে, [illegible] নাইডু গোস্বামীজীকে অভিনন্দন প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীপাদ গোস্বামীজী একটী মর্ম্মস্পর্শী প্রত্যুত্তিভাষণ প্রদান করিয়াছেন।

পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় গৌড়ীয়মিশনের বিপুল জনহিতকর অনুষ্ঠানাবলীর প্রশংসামুখে মিশনের কর্তৃপক্ষ এবং গোস্বামীজীর ভারতে এবং পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-সাফল্য উল্লেখ করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি ঘোষণা করেন। সভার কার্য্য অতিশয় সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। গোস্বামীজী অচিরাৎ কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতাস্থিত শ্রীমঠে শুভবিজয়

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর দিবসত্রয় শ্রীধামে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন এবং সেবকগণকে নানাভাবে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করিয়া গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া কলিকাতায় শুভবিজয় করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের সঙ্গে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশেখর, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজী কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা উৎসব

শ্রীশ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠে গত ১৩শে ভাদ্র ৩০ই সেপ্টেম্বর [illegible] তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-দিবসে প্রাতে শ্রীশ্রীমঙ্গলারাত্রিক, শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক পাঠ, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও মধ্যাহ্ন উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা পাঠ, পরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথির পূজা ও ভোগরাগ সম্পন্ন করিয়া সমাগত ভক্তগণকে কীর্ত্তনমুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

দার্জিলিঙে প্রচার

[illegible] শ্রীমদ্ [illegible] গত ১৩শে সেপ্টেম্বর [illegible] বাগিচা নিবাসী, কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত [illegible] গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে উদ্ধব গীতার কিয়দংশ ব্যাখ্যা করেন। তাহার আদি ও অন্তে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। পাঠে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী আবির্ভাবপূজা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আপনারা কৃপা করুন যেন তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতীর অপার করুণাধারা শ্রীল আচার্য্যদেবের মধ্য দিয়া আজ জগতে প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে। এই ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-ধারাকে রুদ্ধ করিতে মায়া-চণ্ডালিনীর প্ররোচক-পাষণ্ডী ব্যক্তিগুলির কথা দূরে থাকুক, ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্রহ্মাদি-দেবতাবৃন্দেরও সাধ্য নাই। অচিরেই শ্রীল প্রভুপাদের কথিত পঞ্চাশ সহস্র প্রচারক-সম্প্রদায় আসিয়া ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সেবায় নিযুক্ত হইবে। এমন দিন আমার কবে হইবে, যেদিন উদ্ধত্তাকুন্তাভূখণ্ড [illegible] পরিত্যাগ-ভূতরূপে আমাকে তাঁহারা কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবেন?

(ক্রমশঃ)

[illegible] কেবল হয় পাষাণ প্রবাসে [illegible] তবুও কৃপা করেন ভগবান।

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পুষ্টিসাধকতা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ পদ্মনাভ বৃহ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

অর্চ্চন ও ভজন

অর্চন ও ভজনের নামান্তর পূজা ও সেবা। শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে সম্ভ্রমের সহিত কোনও বস্তু প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নাম পূজা। পূজায় বিধি বা কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রবল। এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়াই জগতের লোক পিতা, মাতা, রাজা, ব্রাহ্মণ, শিক্ষক ও দেবতাগণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই পূজাতে সম্ভ্রম থাকে, কামনা থাকে এবং পূজ্য ও পূজকের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। জগতে যে দেবতাপূজাদির প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ। অপ্রাকৃত ধামেও ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতে পূজার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ শ্রীনারায়ণের উপাসকগণ তৎপ্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাহা পূজা-পদ-বাচ্য। পূজায় ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবলা, তাহাতে সম্ভ্রম আছে। বৈধ অর্চন-মার্গের যাবতীয় কার্য্যই পূজা। পূজায় পূজ্য বড়, পূজক চিরকালই ছোট; পূজায় পূজ্য প্রভু, আর পূজক দাস। পূজকের কর্ত্তব্য—পূজা করা, আর পূজ্যের কর্ত্তব্য পূজা গ্রহণ করা। পূজায় পূজক পূজ্য-সমীপে যাইয়াও পূজ্য হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া সুখী। সাধারণ জীবের এইরূপ মর্য্যাদা-বুদ্ধি প্রবলা এবং স্বাভাবিকী। স্বেচ্ছাচারী হইয়া এই মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই কনিষ্ঠাধিকারীদের জন্য অর্চনমার্গ বা পূজার ব্যবস্থা। কনিষ্ঠ অধিকারী যে শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের অর্চন করেন তাহা দ্বারা শ্রীনারায়ণের পূজা হয়। অর্চিত শ্রীগোবিন্দে শ্রীনারায়ণাদি সকল তত্ত্বই বিরাজিত আছেন। সুতরাং অর্চনমার্গে যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা দ্বারা শ্রীনারায়ণের পূজা ছাড়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না। কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রীরাধা-গোবিন্দ অর্চনে ও মহাভাগবতের ভাব-সেবায় আকাশপাতাল প্রভেদ। একটী পূজা আর দ্বিতীয়টী ভজন বা সেবা। ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বা পূজায় প্রকৃত আকৃষ্টি নাই। সেখানে প্রভুর ঐশ্বর্য্য দর্শনে দাস বহু কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রভুর নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। এইখানে পূজ্যের ঐশ্বর্য্য পূজকের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু ভজন বা সেবায় সাক্ষাৎ সেব্য স্বয়ং সেবকের দ্বারা আকৃষ্ট হন। এইজন্য সেব্য—ভক্তবশ্য অর্থাৎ তাহা ভক্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সর্ব্বচিত্ত, এমন কি নারায়ণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বমনোমোহন আবার তাঁহার অহৈতুক সেবকগণের দ্বারা আকৃষ্ট হন। সেইজন্য কৃষ্ণের একটী নাম ভুবনমোহন-মনোমোহন। ইহারই নাম সেবা। সেবায় এতদূর বিস্রম্ভ ও ঘনিষ্ঠ ভাব বর্ত্তমান যে, উহা সেব্য-সৌষ্ঠব-বিধানার্থ সেবককে সেব্য হইতে বড় করিয়া তোলে, পাল্যকে পালক করিয়া থাকে, বড়কে প্রভু করিয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারী সেবক আমরা এই সেবার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না।

প্রাকৃত ব্যক্তি আমাদের অর্চন বা মর্য্যাদামার্গেই অধিকার। শ্রীমঠাদি স্থাপন, মহোৎসবাদি, শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ, গ্রন্থাদি প্রচার বা হরিকথা-প্রচার—এ সকলই অর্চনমার্গের কার্য্য। বহু কীর্ত্তন অর্চন না হইলেও অর্চনের কীর্ত্তনও অর্চনের মধ্যেই পরিগণিত। পূজকের সবই পূজা বা অর্চন, আর সেবকের যা কিছু সবই সেবা বা ভজন। কনিষ্ঠাধিকারী আমাদের এই অর্চনমার্গের উপযোগিতা আছে। ইহাতে উদাসীন হইলে আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। কারণ আমাদের চিত্তবৃত্তি অনভিজ্ঞের প্রতি ধাবিত। তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া হরিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রাথমিক অর্চনমার্গ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধা ভক্তি বা নির্ম্মলা সেবা-কার্য্যের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। যাহারা আত্মবঞ্চনাকারী অর্চনের অবজ্ঞায় নির্জ্জন ভজনের অভিনয় প্রদর্শন করিবার পক্ষপাতী, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

আত্মবৃত্তির দ্বারাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন বা সেবা হইয়া থাকে। এই সেবা অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও সর্ব্বকামনাদি-আবরণশূন্য। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ত' দূরের কথা, ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও নাই; এখানে আছে কেবল মাধুর্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া মুরলীধর গোপীনাথের ইন্দ্রিয়তর্পণ। এখানে স্বার্থ বলিয়া কোন কথা নাই, আছে কেবল অধিকতম পরিচর্য্যা বা আপন-জন।

পূজার অপর নাম যেমন অর্চন, সেবারও অপর নাম সেইরূপ ভজন। এই সেবা বা ভজনই জীবের পরম লোভনীয় বস্তু। ভগবান্ গৌরসুন্দর প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এই সেবার কথা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাকৃত অভিমান থাকিতে কখনও সেবা হয় না। এই সেবা আত্মার সহজ ধর্ম্ম। এই সেবা ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় লভ্য। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সব ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভের জন্য ব্যগ্র হন। সেবোন্মুখ অতএব গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে অর্চন বা সেবাঙ্গ স্বীকার করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় সেবক হইয়া—গুরুবৈষ্ণব সাক্ষিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পান। অতএব নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী সাধকই সিদ্ধ হন।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-আম্নায়পূজা

মহাপ্রভোরদ্বৈত প্রিয়পরিজনান্ ভক্তনিকরঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়করঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণশালীকরুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেষাং সমস্ততনুভাবানপি নুমঃ॥
(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ৪র্থ শ্লোক)

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়পরিজনগণ, যাঁহারা জগতের পাপরাশি-বিনাশক ও দুর্ব্বার-দমন, সেই অদ্বৈতাদি আচার্য্যবৃন্দকে আমি নমস্কার করি। আর যাঁহাদের সমান প্রেম, সমান গুণ ও সমান করুণা-যুক্ত তথা সমভাবে সরল ও মধুর যে শ্রীস্বরূপাদি আচার্য্য-বৃন্দ আছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

অদ্য পতিতপাবনী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বিনোদ দায়িনী ভক্তভক্তি-বর্দ্ধিতা গৌরপক্ষী তিথি। এই তিথিতে 'গৌর-আনা-ঠাকুর' মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-শক্তি শ্রীসীতাঠাকুরাণী প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। শ্রীসীতাদেবী শ্রীঅচ্যুতানন্দ-গর্ভা। আচার্য্য-শক্তি সীতা-দেবী হইতে অচ্যুত-গোত্রে আচার্য্য শ্রীঅচ্যুতানন্দ আবির্ভূত হন। শ্রীঅচ্যুত ছাড়গোষ্ঠীর শিষ্যত্রয় ও সন্তানত্রয় অসারগণকে পাষণ্ডের মত উড়াইয়া দিয়া অচ্যুত-বংশ বা শিষ্য আখ্যায়ায় দূরত্ব করেন,—

কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেইত অসার॥
* * *
যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত॥
সেই সেই—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায়, চৈতন্য জীবন যাঁহার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৯, ১০, ১৩-১৬)

আজ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আচার্য্য-শক্তির আবির্ভাব। আচার্য্য-শক্তি অচ্যুত-গোত্রকে পালন ও পোষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই আচার্য্য-বংশের বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক, আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া আজ এই ভুবনমঙ্গলী পঞ্চমী তিথির বন্দনা করিতেছি। এক শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আবির্ভাব, আর এক গৌর-পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সঙ্কীর্ত্তন-সেবাব্রত বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেবের পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের আবির্ভাব। একসঙ্গেই এই পঞ্চমী তিথি শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণী-আম্নায়-পূজার প্রশস্ত তিথি। এই শুভদিনে আমরা শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-আচার্য্যের পূজা বা শ্রীশ্রীগুরু-পূজা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অনুষ্ঠান করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অঙ্গীকার করুন, বালসুলভ দোষ ক্ষমা করিয়া দীক্ষিত করুন, আমাদের নিকটে অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রদান করুন।

শ্রীরূপ-রাঘব-গৌড়ীয়-আম্নায়ের অন্তঃ ভক্তিযোগের পুনঃপ্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা"য় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মসম্প্রদায় নামে একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত বেদনিষিদ্ধা বিশুদ্ধ বাণীই অবতর্ক সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম "আম্নায়" (স্বাঃ আ-বাক্য)। যে সকল লোক 'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ ... শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব স্বীকার করেন যাঁহারা

কৃষ্ণ তাহে সেবা নিত্য চিত্তবিত্ত হয়। যাহা আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্জ্জয়

হোয়েছেন, ভগবানের নিত্যদাসী শ্রীবার্ষ-ভানবী; তাঁহারা কখনও হইবে।

আমরা এই পতিতপাবনী পঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যদিগের অনুগত্যে আমাদের অন্তরের প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর পূজা করিব।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়ভাষ্যের 'অনুভাষ্যে' তথ্যে আমাদের প্রতি এই প্রভুপাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ থাকিয়া ত সদা লহ নাম"

(গৌড়ীয় ১।১।১—১০ পৃঃ)

এই ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীই গৌর-পঞ্চমী তিথিপূজার মূলমন্ত্র। একমাত্র নাম ও নামভজন শ্রীনামকীর্ত্তন যে শ্রীগুরুদেবানুগত্যে অনুক্ষণ যাজন করিবার জন্য ভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী আদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুপাদ-প্রমুখ নিখিল বৈষ্ণব ও মহাভাগবতবর্গ সেবা-তিথি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রদান করুন।

আচার্য্য-পূজা বা আচার্য্যগণের পূজা প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত-পথের রহস্যজ্ঞানী বাস্তবিকতা ও বিমূঢ়তার নিকট apotheosis বা জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপরূপ বিচার বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, বা ঐরূপ ছলনার দ্বারা তাহারা লোক-বঞ্চনা করিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা উপনিষদ্ বা শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাঃ ৬।২৩)

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, অর্থাৎ যেমন শ্রীভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতি-তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে। কখনও তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

'আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ বা ভগবদ্‌-অভিন্ন-প্রকাশ বিগ্রহ জানা-বিচার apotheosis (মর্ত্ত্যজীবে ঈশ্বরত্ব আরোপবাদ) নহে, উহাই শুদ্ধ ভক্তি ও আত্মমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতেও আমরা শ্রবণ করিয়াছি—

"সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার ক'রবে, শ্রীগুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোনও অংশে কম জ্ঞান ক'রবে না। সাধু সকল—পণ্ডিতসকল—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা' না করেন, তবে নিত্য-লাভ হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'ললে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না।

তিনিই প্রকৃত অর্থ বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।"

(—"শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী"—৪র্থ খণ্ড—২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীভগবৎপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বীয় যাঁহার শিষ্যবৃন্দকে যে বিংশতি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রথম উপদেশটি এই—

যদ্যেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সদা কুর্য্যাৎ কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা॥
পূর্ব্বাচার্য্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্ত্তয়েৎ।
(প্রপন্নামৃত)

নিজ গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের দাস্যে স্বভাবে সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার রচিত (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের) অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিন্ন-বিগ্রহ। সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব; তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ ভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে।"—(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৮)।

আমাদের শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের পদাশ্রয় সর্ব্বপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে বিধি শ্রীব্যাস-পূজা প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীআচার্য্যপূজা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার সেবনী-প্রবর্ত্ত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের অঞ্জলিরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বপ্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিয়া তাহার "প্রতিসম্ভাষণে" শ্রীব্যাসগৌড়ীয়াচার্য্যগণের নিত্যদেব পূজার কথা কীর্ত্তন-মুখে "অনন্তকাল 'বাসুদেব-যাত্ত' পরিহার করিয়া অন্য কোন বুদ্ধিতে পতিত না হইবার" উপদেশ অভিধানের উপসংহারে প্রদান করিয়াছেন, যিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকটাপ্রকটলীলায় তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার ও অনুকূল-কৃপানুশীলনরত শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী-কীর্ত্তন-সেবায় অনাবৃতভাবে নিযুক্ত আছেন, সেই শিক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবর্য্যের আনুগত্যে আমরা আজ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-আচার্য্য-পূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজার উপাসন আরম্ভ করিব। শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আমাদের অন্য অভিলাষনির্ম্মুক্ত উদ্দেশ্য বুদ্ধির উদয় হউক।

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ঐকান্তিক ভক্তি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময় চরিত্র বর্ণন করা আমাদের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, তবে যাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের পারমার্থিক বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর শ্রৌত-বৈদিক ভক্তিসিদ্ধান্তে নিত্যসিদ্ধ অধিকার ও বাস্তবীর গুরুসেবা-বর্ত্তনে অদ্বিতীয় ঐকান্তিকতার আদর্শ দর্শনে মুগ্ধ ও অনুরূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদের "প্রসীদ-পক্ষ-রায়ে'র এই উক্তিটি শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর চরিত্রে রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—

পঞ্চরাত্রপ্রভৃতের সিদ্ধান্তার্থ তত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি পঞ্চরাত্রবিষয়ক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ এবং যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তার্থের তত্ত্ববিৎ, তিনি অন্যান্য সমস্ত লক্ষণহীন হইলেও আচার্য্য বলিয়া গণিত হইবেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সাক্ষাৎ কৃপাভাজন ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আমাদের ইচ্ছানুসারে কৃপাপূর্ব্বক বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের যে একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয় পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বাল্যকাল হইতেই গুরু-পুরুষোচিত গুণাবলীতে সর্ব্বক্ষণ ভূষিত, কি আলাপ-ব্যবহারে, কি শয়নে, অশনে, অধ্যয়নে বা আপন কর্ত্তব্য-সম্পাদনে—সকল বিষয়েই আমরা সকলেই তাঁহার ভাবী মাহাত্ম্যের সুলক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে পরিচয় পাইয়াছিলাম। অতি-অল্প বয়সেই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহে অসাধারণ অধিকার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতাম।

তাঁহার আবির্ভাব-স্থান—'ভাটাইয়া'। পিতৃদেব রাজকার্য্য উপলক্ষে ঐস্থানে অবস্থান করিতেন। উহা নোয়াখালীর অন্তর্গত একটী মহকুমা। সম্প্রতি ঐ স্থান মেঘনার গর্ভে। তাঁহার আবির্ভাবতিথি বঙ্গাব্দ ১৩০২, ৩রা ভাদ্র, রবিবার শুক্লা পঞ্চমী। আবির্ভাবকাল—পূর্ব্বাহ্ণ। তাঁহার আবির্ভাব-স্থানের পার্শ্বেই মেঘনা নদী কলকলনিনাদে প্রবহমানা ছিল। জ্যোতির্বিদগণ বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেমন দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই বালকও সেইরূপ দ্বীপের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং ইঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে শ্রীব্যাসের কার্য্য হইবে। ইনি অনেক ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা ও বহু-লোককে পরমার্থ-পথে চালিত করিবেন।

তাঁহার আবির্ভাবকালে ভাদ্রমাসের ভরা মেঘনার প্লাবনে উদ্বেলিত উর্ম্মি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে ও আত্মীয়স্বজনের 'হাররোল হাররোল' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবের ছয়মাস পরেই মেঘনা সেই স্থানকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। ইনি জননীর অষ্টমগর্ভসম্ভূত। হরিসেবা-পরায়ণ আত্মীয়স্বজন ইঁহার নাম রাখেন—শ্রীঅনন্তবাসুদেব। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তনের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তিনি কোন দিনই শ্রীভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না এবং প্রসাদপ্রাপ্তি ও অবশেষের সময় পঙ্গতে বসিতেন।

আচার্য্যদেব পাঠ্যাবস্থায় যাহা একবার পাঠ করিতেন বা শিক্ষকগণের নিকট একবার শুনিতেন, তাহার একটী শব্দও বিস্মৃত হইতেন না। পঠনীয় বিষয়গুলি ব্যতীত রামায়ণ মহাভারতের পদগুলি ধারাবাহিকরূপে অন্ত্যদেশ আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অপূর্ব্ব মৌলিকতার সহিত আবৃত্তি করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কলেজে অধ্যয়নকালেও অদ্বিতীয় মৃতিধর ও প্রাজ্ঞবর বলিয়া অধ্যাপক ও সহপাঠিগণের নিকট তাঁহার খ্যাতি ছিল। কি স্কুলে, কি কলেজে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহার মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নেতৃরূপে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। কাজেই পারমার্থিক জীবনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী অপার করুণাবারি সিঞ্চনে তাঁহার কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবার অবিদ্যৃতি কলে ফুলে সুশোভিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আচার্য্যদেবের লেখনীর লিখিত ভারত-ভাগবতের উপাখ্যান-বর্ণিত প্রবন্ধগুলি আজ রক্ষিত থাকিলে সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অপূর্ব্ব রত্ন বলিয়া বহুমানিত হইত।

(অবশিষ্ট তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-ঈশোদ্যান
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাস্তবিচারকর্ম্মে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রাচার্য শ্রীপাদ নবীচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকট-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিধিভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্দ্দনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাইডাঙ্গা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকামনা ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীমদ্ধরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
আলুবাড়ী রোড, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৫২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীমধুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড
(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,
পোঃ ফেজোপুর, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড,, ক্যাম্পবেল বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅর্জ্জুন ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীভক্তগৌরাঙ্গসমর্থকান্দিবিহারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মহাবীর ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী ভক্তগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীনাদা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ.
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীসনাতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
দুর্গাদহ, পোঃ চিরুরা, (মানভূম).
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ফ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদক
শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটী	৬৲
সিদ্ধ বেতুন	৩৸৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুন	৩৵০

চিনির দর

[illegible], টাইপ	১০।৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] সাদা	৯।০
[illegible] সাদা	৮।০—৯৵০
[illegible] লাল	৭।৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৪।০
[illegible]	২২৲
[illegible] বার	৫০।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible] নং (২	৫৴০—৫।৴০
[illegible] (এল)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible] নং (৩)	২।০ ২।৵০
[illegible]	১॥৵ -১৸০
[illegible]	১॥৵০ ১॥৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
	৪৩৲

[illegible]	৪৸০
[illegible]	৪৬৲
[illegible]	৩৬৲
বাঁধা [illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

কোরার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৵০—৯৸৴
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
[illegible] (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮।৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	।৵০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	১৬।৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল	১০৲
শেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—
গাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৩।০—৩৸০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন প্লেট, বোল্টু, নাট	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১।০
নং ইস্পাত আসল ২৩৲,	নকল ২১৲
চটকলের হাতুড়ী ৫৵০, পাটের হাতুড়ী ৬।০	
তুলার হাতুড়ী ৪।০	

জুতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আমেন সোনার কাইন	৫৩৲
মিট্ল আমেন [illegible]	৪০৲
[illegible] পুরলিয় কাইন	৪৩৲
বাঘার্ণ কাঁথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেবেকি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী বেলে	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible] বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-ঃ০ঃ-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——ঃ০ঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় কৃতিত্ব [illegible] করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষার বাৎসরিক গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবক্যভূষণের

বেহালার পাচন

অব্যর্থ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ দীনকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] জ্বর [illegible] অব্যর্থ পাচক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ পাচক [illegible]। ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

[illegible]—১১৩ [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু সুললিত শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকীয় ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ, বাদশাহী মহল্লা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা – নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	
এক কলম	১২	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৮৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা[শ]" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

শ্রীমায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ও বিদ্যুৎ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৮১]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, স্পেনে আর স্বেচ্ছা-সৈন্য প্রেরণ করা হইবে না বলিয়া ইতালী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, রোমস্থিত বৃটিশ রাজদূতের নিকট ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব তাহা সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। জেনেভায় সিনর বোনাভোগা ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডেলবোর নিকটও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের ইতালীয় প্রতিনিধি ও ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিবের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সংবাদ রাখিতেছিলেন। ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে যে আলোচনা চলিয়াছে, তাহার ফলে স্পেন সম্পর্কে একটি ব্যাপক চুক্তি সম্পাদনের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা যে আশা পোষণ করিতেছেন, লণ্ডনে তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

ইতালী এক্ষণে নিয়ন চুক্তির সহিত সহযোগিতা করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। স্পেনে অন্তর্বিদ্রোহের ফলে বাণিজ্যপোতসমূহের নিরাপত্তা সম্পর্কে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, নিয়ন চুক্তি দ্বারা সমাধানকল্পে অনেকটা সাহায্য করিয়াছে। ফলে বৃটিশ সরকার স্পেনীয় যুদ্ধে উভয় পক্ষে যোগদান করিয়া অধিবাসীদিগকে স্বাধিকার প্রদান সম্পর্কে বারংবার দৃঢ়তাসহকারে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, পুনরায় তাহা আলোচিত হইবার সম্ভাবনাও দেখা গিয়াছে। ফরাসী ও ইতালী সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার ফলে উক্ত প্রশ্নের আলোচনা করাও সম্ভব হইবে। লণ্ডনের অভিজ্ঞমহল মহলের মত এই যে, এতদ্বারা ইউরোপে ব্যাপক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হইবে।

প্রতারণা ও জালিয়াতীর অভিযোগ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বহরমপুরের সেকেণ্ড অফিসার মিঃ জে, সি, মজুমদারের এজলাসে [illegible] জেলার মনীন্দ্রচন্দ্র-সেন নামক এক ব্যক্তি প্রতারণা ও জালিয়াতীর অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৮।৪৬৭।৪৭১ এবং পোষ্ট অফিস আইনের কতিপয় ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার কোন কোম্পানীর মহিলা ক্যানভাসার শ্রীমতী কমলা চৌধুরী স্থানীয় এজেণ্ট পাল ব্রাদার্স এণ্ড সন্সের নিকট হইতে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা হইতে ১০৲ টাকা লইয়া খাগড়া পোষ্ট অফিসে তাঁহার সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য তাঁহার ভৃত্য আসামী মনীন্দ্র সেনকে পাশ বুক সহ প্রেরণ করেন। আসামী পাল ব্রাদার্স এণ্ড সন্সের নিকট হইতে দশ টাকা লইয়া পাশ বুকে শ্রীমতী কমলা চৌধুরীর স্বাক্ষর জাল করিয়া খাগড়া পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে ২৭২৲ টাকা উঠাইয়া লয়। অতঃপর সে মোট ২৮২৲ টাকা লইয়া বৈকালে চৌর ট্রেনে রাণাঘাট অভিমুখে পলায়ন করে। শ্রীমতী চৌধুরী ভৃত্যের সন্ধান না পাইয়া পুলিশে এজাহার দেন।

উহার দিবস রাণাঘাটে পুলিশ আসামীকে সমস্ত টাকা সমেত গ্রেপ্তার করে।

সরকারী কর্মচারীর অনাচার সম্পর্কে

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব আইনের জন্য অধিবাসীদের উপর কোনও প্রকার পীড়ন করা বা রাজস্ব প্রদান না করিতে পারিলে তাঁহাদের সম্পত্তি ক্রোক করা চলিবে না,— বিরোধীদলের বাধায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়; ভোট গণনার প্রয়োজন হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠীর উত্থাপিত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ গ্রহণ ও অন্যবিধ অনাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটী কমিটি নিয়োগ এবং সি, আই-ডি পুলিশের উপর এই সব অনাচারের ইতিহাস সংগ্রহের ভার অর্পণ করার প্রস্তাব ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা

গান্ধীজী প্রাথমিক শিক্ষার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি শিক্ষকগণের নিকট হইতে সহযোগ আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি জানি, অনেকে পূর্ব হইতেই বৃত্তি শিক্ষার মারফত সাধারণ শিক্ষাদানের পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। অনেকের ঐ অভিপ্রায় কিন্তু নানা কারণে বাধ্য হইয়া তাঁহারা শিক্ষকতা কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে, সুতরাং যাঁহারা এ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নামের তালিকা রাখা আবশ্যক। এই সকল বন্ধু তাঁহাদের নাম যোগ্যতা, কত বেতন চাহেন এবং কোনও সর্ত করিতে চাহিলে তাহা আমাকে জানাইতে পারেন।"

বহরমপুরে স্কুল গৃহের ক্ষতি

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে বারটার পরে হাওড়া জিলার সাঁত্রাগাছির কোরবনাথ ইন্‌ষ্টিটিউশনের বিদ্যালয় একাংশ বজ্রপাতের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত পড়িয়াছে, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও ক্ষতি হইয়াছে। ঐ সময় স্কুলে পরীক্ষা হইতেছিল। কয়েকজন ছাত্র অল্প আহত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার পর অবিলম্বে স্কুল ছুটি দেওয়া হয়।

মেজোকুমারের মকদ্দমা আবেদনে মেজরাণীর আপত্তি

ভাওয়ালের মেজকুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র নারায়ণ রায় ভাওয়ালের এষ্টেটের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির জন্য যে ডিক্রি পাইয়াছেন, সেই ডিক্রি জারীর জন্য এবং এষ্টেট দখল পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। রাণী বিভাবতী দেবীর পক্ষ হইতে ঐ আবেদনের বিরুদ্ধতা করা হইয়াছে।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে এই ডিক্রিজারীর আবেদনের শুনানী হইবে।

নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশাধিকার

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনানুসারে ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ৩৫টি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ১২ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ঐ আদেশ তিন বৎসর বলবৎ ছিল। উক্ত নিষেধাজ্ঞার কার্য্যকাল অতীত হওয়ায় এবং কোন নূতন আদেশ জারী না হওয়ায় ঐ সকল স্থানে উক্ত বয়সের মধ্যে যে কোন বয়সের লোক প্রবেশ করিতে পারিবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। অমৃতপ্রবাহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৵; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। প্রার্থনা-রসবিবৃতি ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।৵৹
২২। ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষা ।৹
২৭। মুক্তিকারিকা অপরোক্ষঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধ্য-সাধন ৵৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরাঙ্গকোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-নিবন্ধসূত্রম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵৹
৬৭। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ কিউ অ্যার্ডস্ অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। বিশেষিক অ্যাক্টস্ ৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪।
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ ৵৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। জীব-ধর্ম ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১৹
৮৩। গীতাবলী ৵৹
৮৪। শরণাগতি ৵৹

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST :—পরমপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। সভাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩।৹ কলিকাতা বাগবাজারের গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সভাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক্যাশ্রম, হিন্দুস্থান মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সভাক ।৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সভাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নির্মৎসর তত্ত্বভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রধানও রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

১২শবর্ষ   ১০ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৮১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::o::—

গোবর্দ্ধনে ঊর্জ্জব্রত

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পারবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে এবংসর প্রথমেও শ্রীগোবর্দ্ধনে আগামী ৩১শে আশ্বিন (১৩৪৪), ১৭ই অক্টোবর (১৯৩৭) রবিবার হইতে ঊর্জ্জব্রত বা কার্ত্তিকব্রত আরম্ভ হইবে। ভগবৎসেবাপ্রার্থী সজ্জনমাত্রেরই এই ব্রতপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বৈষ্ণবসঙ্গে শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে ভগবদ্ধামে বৈষ্ণবব্রতপালনের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা উৎসব

গত ২৫শে ভাদ্র ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের প্রকটতিথি-পূজা যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। পরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর এক উচ্চ আসনোপরি বর্ত্তমান শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য স্থাপন করিয়া মঠাশ্রিত সকল বৈষ্ণববৃন্দ কীর্ত্তনমুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে মঠরক্ষক শ্রীপাদ মদনগোপাল প্রভু বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, তাঁহার আদর্শ যুক্তবৈরাগ্য এবং আচার ও প্রচার সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বক্তৃতা দেন।

তৎপরে শ্রীপাদ পণ্ডিত প্রভু আচার্য্যদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। পরে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পারবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের জয়ধ্বনি ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ২রা আশ্বিন ১৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-তিথিপূজা বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও তাঁহার অমন্দোদয়দয়ার অবদান সম্বন্ধে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৩রা আশ্বিন রবিবার দিবস নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসবও পাঠ, কীর্ত্তন এবং তাঁহার জগতে শ্রীনামমাহাত্ম্য-প্রকাশরূপ মহাবদান্যতার কথা কীর্ত্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবসও উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে রাধাষ্টমী মহামহোৎসব

দার্জ্জিলিংস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রতপালন ও মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত মঠের সেবকবৃন্দ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব গোস্বামিপাদের আনুগত্যে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনাত্মক অষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। পাঠের পর 'যশোমতীনন্দন' পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব-সময় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও বিবিধ বাদ্য ও কীর্ত্তনমুখে আরাত্রিক সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবিধ রঙের বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও পুষ্পরাজি দ্বারা সিংহাসন ও ঠাকুরগৃহ সুসজ্জিত করা হয়। বেলা ১২ ঘটিকার পূর্ব্ব হইতেই সহর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু নেপালী ও মাড়োয়ারী স্ত্রী-পুরুষ উপবাসী থাকিয়া বিবিধ উপায়ন সহ শ্রীমঠে উপস্থিত হইতে থাকেন। রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত বহু ব্যক্তিকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও বিভিন্ন ভাষাতে পাঠ কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মহিমা ব্যাখ্যা করা হয়। বহু মর্য্যাদাবান্ ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান ও সেবোৎসাহ প্রদর্শন করিয়া অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এস্, ডি, ও শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীমঠের অপূর্ব্ব দৃশ্যালোপযোগী মূল্যবান্ বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সেবাবৃত্তির উন্নতিকল্পে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিকট অকপট প্রার্থনা জানাইতেছি। শ্রীপাদ প্রাণবন্ধু দাসাধিকারী প্রভুর সপরিবারে শ্রীমঠের উন্নতিকল্পে কায়-মনোবাক্যে সেবাচেষ্টা সত্য সত্যই নিষ্কপট বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শ জানায়।

বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে

গত ৬ই আশ্বিন বুধবার বর্দ্ধমান জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীআমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ শ্রীযুক্ত তারকেশচন্দ্র ব্যানার্জী এবং শ্রীযোগেশ সরকার বি-এল্ মহোদয়ও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া এবং মঠের সংবাদ বিষয় শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মিশনের যাবতীয় মঠসমূহ এবং বিবিধ অনুষ্ঠানাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে অবগত হইয়া তাঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং আচার্য্যবিরোধি কতিপয় মংসর ব্যক্তির অসদাচরণের বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গৌরাব্দ ৪৫০ পূর্ত্তি

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীযুত এবোধবী প্রসাদ

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীযুত কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী
২। শ্রীযুত নবগোপাল দাসাধিকারী
৩। শ্রীযুত দেবেন্দু ব্রহ্মচারী
৪। শ্রীযুত গৌরাঙ্গনাথ সরকার
৫। শ্রীযুত প্রেমানন্দ দাসাধিকারী
৬। শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
৭। শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
৮। শ্রীযুত রূপবিলাস ব্রহ্মচারী
৯। শ্রীযুত কৃষ্ণদাস দাসাধিকারী
১০। শ্রীযুত কৃষ্ণবর্ণাব্রত দাসাধিকারী
১১। শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী
১২। শ্রীযুত সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী
১৩। শ্রীযুত নবীনেন্দু দাসাধিকারী
১৪। শ্রীযুত অদ্বৈতদাস ব্রহ্মচারী

"পূর্ব্ব ইন্দ্রিয়গণ, ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পুনর্ব্যবস্থা করিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রদান করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ১০

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ভোগের চেয়ে ভক্তিপথেই বাধা বেশী। যাহারা ভোগ করে বা যাহারা এই ভোগবাদের প্রচারক, তাহাদের বিশেষ কোন বাধাই নাই। যত অসুবিধা যত বিপদ্ ভগবানের সেবার কথাতে—জীবের জীবন-মরণ ভক্তির কথা প্রচারে বা আচরণে; ভগবদুন্মুখ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবগত আছেন। ভক্তিপথ যে কোটিকণ্টকাকীর্ণ, একথা শাস্ত্রও আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এই শ্রেয়ঃপন্থী প্রেয়ের ন্যায় আপাতমধুর না হইলেও চরমে পরমানন্দপ্রদ। ভক্তিপথের অনিত্য সুখ দুঃখাদি অনিত্যনাশক বলিয়া ইহাকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পরম সুখ বলিয়াই মাথায় বরণ করেন। প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূল বিষয়েরই পূর্ব্বাবস্থা, ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং যখনই আপদ্ বিপদাদি আসিয়া আমাদের ভজনে অসুবিধা করিবে, তখন জানিতে হইবে,—সে বিপদ, সে অসুবিধা আমাদিগের প্রভুভক্তি, প্রভুসেবা-বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে এবং আমাদিগকে ইহাপেক্ষা সেবাপথে অগ্রসর হইবার সুযোগ দিয়াছে। এই সময় আমাদিগকে শ্রীহরিদাস, শ্রীপ্রহ্লাদের সেবাদর্শ হৃদয়ে ধরিতে হইবে। কৃষ্ণ ভক্তিবিমুখ লোক যত বিপদেও বিলাস করিতে পারে, যোগ্যতা যাহার যদি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরা কি নিত্য সত্যের জন্য নিত্য জীবনের অল্প চেষ্টা করিতে

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-আয়ায়পুঞ্জ

(১২)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেকেই কোথাও এই কথাটি আমরা সকলেই শুনিয়াছি—'বাসুদেবের ন্যায় আমার কথা আর কেহই বুঝেন নাই, তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম বৈরাগ্যবান্ ও নিষ্কপট আদর্শ চরিত্র ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাশূন্য ব্যক্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্তে অগাধ পণ্ডিত আর কোথাও নাই।' এজন্যই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ব্রজবাসী, পরমহংস-বেষাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ, তথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ,—সকলকে, যখনই তাঁহাদের আত্মমঙ্গলের কথা জিজ্ঞাস্য হইত, তখনই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেবের প্রভুর দ্বারা শাসন ও সংশোধন করাইতেন। প্রত্যেকের ঐকান্তিক পারমার্থিক জীবন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর করে সমর্পণ করিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সকলেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইতে পারিতেন এবং এখনও সেই বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় প্রত্যেক ঐকান্তিক পারমার্থিকের আছে। শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানে এমন একজনও (অকপট সত্যগ্রাহী) ব্যক্তি নাই, যিনি তাঁহার পারমার্থিক জীবনের জন্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নিকট চিরঋণী নহেন।

অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতে বলিতে যখন তন্ময় হইয়া তাঁহার কথার সূত্র বা কোন শব্দ না পাইতেন তখন শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই জিজ্ঞাসা করিতেন ...

পাইতেন না? যাহারা শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপও নহেন তাঁহাদের কি কহিবে? তাঁহাদের কথা ও ব্যবহারাদি বুদ্ধির অগোচর স্বরূপ? এ সকল ও আমাদের মনের ভক্ত-ভগবানেরই বিধান, সেই ভগবানেরই ইচ্ছা। কোন কৃষ্ণভক্তের নিকট সমাগত বাদ কি অধিকতর দুঃখাবর্ত্তক, বা তত্তাপ-জ্ঞাপক? পরন্তু ব্যক্তিগণ কৃপাপ্রার্থী। "বিপদঃ সন্তু নঃ" ও "তত্তেহনুকম্পাং" শ্লোকই তাঁহাদের হৃদয়। তাঁহারা মঙ্গলময়ের প্রত্যেক বিধানকেই কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। সেবা অর্জ্জন ব্যতীত অন্য কিছুর কামনা না থাকায় তাঁহারা শান্ত। তাঁহারা এই সকল কৃপাকে গৌণ বলিয়া মুখ্য কৃপা বা সেবা লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের জীবন গ্রহণ করিতে হয়।"

শাস্ত্রীয় প্রোক্ত নির্দ্দিষ্ট হইবার জন্য প্রকাশ করিতেন, তখন শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই সেই সূত্র ধরাইয়া দিতে বলিতেন, এবং একবার তিনিই তাহা পারিতেন, অপরে এক বলিতে আর একটি বলিয়া ফেলিতেন দেখিয়া প্রভুপাদ সময় সময় অসন্তুষ্ট হইতেন। আবার যখন শ্রীল প্রভুপাদ কোন প্রবন্ধ বা শ্রীমদ্ভাগবতাদির ভাষ্য বলিয়া যাইতেন ও শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাহা লিখিতেন, তখন তিনি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাসহ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পূর্ণ মনোহভীষ্টদ্বারা পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ করিয়া লিখিতে পারিতেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কোটিমুখে শ্রীল বাসুদেব প্রভু যে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ অর্থাৎ অন্তরের বিচার বুঝিতে পারেন, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়া সকলের নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু না হইলে শ্রীল প্রভুপাদের কোন লেখাই মনের মতন হইত না, ইহা সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—"বাসুদেব সকলের criticise করে, সে সকলের Proof-reader, কারণ সে নিখুঁত।" শ্রীল প্রভুপাদ অনেকবারই আমাদের সম্মুখে বলিয়াছেন যে, তিনি যে সূক্ষ্ম বিচারের কথা অনেক সময় বলিয়া থাকেন, ইহা আর কেহ ধরিতে পারে নাই, একমাত্র বাসুদেবই ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। 'সজ্জনতোষণী'র বিবরণ লিখাইবার কালে কলিকাতা বাগবাজার-গৌড়ীয়-মঠে একদিন এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

একবার স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ "দৈনিক নদীয়া প্রকাশে" বিভিন্ন ভক্তের প্রশংসা এক একটি পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে ঐক্ত ভক্তগণের নাম ধরিয়া ধরিয়া লিখিয়াছিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ভক্তি-সিদ্ধান্তে অসাধারণ পারদর্শিতা, তাঁহার নিষ্কপট অনুসরণযোগ্য আদর্শ চরিত্র, অপ্রতিষ্ঠার একান্ত নিস্পৃহতা, দুঃসহবক্ষে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অভাবিনয়-নির্দ্দিষ্ট শ্রীরূপানুগ ভজনে স্বাভাবিক আসক্তি এবং তাঁহাতে আদর্শ-বৈষ্ণবের যাবতীয় লক্ষণ বর্ণন করিয়া প—ব্রহ্মচারী দ্বারা (শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাঁহার নিজের প্রশংসা লিখিতে সঙ্কুচিত হইবেন বলিয়া) একটি প্রবন্ধ শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। প—ব্রহ্মচারী ঐ প্রবন্ধটি শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে দেখাইলে শ্রীল বাসুদেব প্রভু কৌশলে উহা হস্তগত করিলেন এবং ঐ প্রবন্ধকে একেবারে গোপন করিয়া ফেলিলেন, কিছুতেই উহা প্রকাশিত হইতে দিলেন না। বলিলেন,—"আমি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আমার বিজ্ঞাপন প্রচার করাইয়া প্রভুপাদের হাত হইতে যেন বঞ্চিত না হই, প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা। প্রভুপাদের নিত্য দাসত্ব দিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার-দ্বারা আমার (প্রশংসাপত্র) গোস্বামী (?) করাইয়া লইবার পারমার্থ ক্ষতি হইবে যেন কখনও আমার চিত্তে উদিত না হয়।"

"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"—বাক্যের আদর্শ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর চরিত্রে জ্বল জ্বল করিয়া নিত্য প্রকাশিত। শ্রীল বাসুদেব প্রভু যখন পূর্ব্বাশ্রমে রাজকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, উহার কিছুদিন পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যান এবং একদিন শ্রীল প্রভুপাদ একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট লোকগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ইহাতে শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে বলেন,—'প্রভো! আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? ঐকান্তিকভাবে আপনার পাদপদ্মাশ্রয় করিবার জন্য আমি আপনার শ্রীচরণতলে আসিয়াছি, আপনাকে দিয়া আমার ব্যবহারিক বা ব্যক্তিগত সুবিধা করাইয়া লইবার কুবুদ্ধি যেন স্বপ্নেও উদিত না হউক, ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি।' শ্রীল প্রভুপাদ তখন জানিলেন যে, তাঁহার এই নিষ্কপট শিষ্যকে একমাত্র অহৈতুকী সেবা ব্যতীত অন্য কিছু দান করিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না, তিনি বস্তুত বৈষ্ণবের বঞ্চনা বুঝিতে পারেন, এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সমগ্র প্রকটলীলাকালে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে কোনও প্রকার প্রতিষ্ঠা অর্থ, স্বার্থ বা ছলনাদ্বারা বঞ্চনা করেন নাই এবং অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বেও ২৩শে ডিসেম্বর (১১৩৬) প্রাতঃকালে বহু বৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার ও শ্রীরূপের পদাঙ্কানুসরণে ভক্তিসিদ্ধান্তের বিশিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার আদেশ করিয়াছেন—প্রতিষ্ঠা বা দ্রবিণাদির দ্বারা বঞ্চনা করেন নাই।

"যস্য আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

"দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।"

ইহাই অন্তরূপ আদর্শে বাজিছে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কাহাকেও মঠ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বহুমূল্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন, কিংবা অনেক প্রশংসাপত্রও দিতে পারেন, কিংবা "রায় বাহাদুর", "রাজা বাহাদুর" করাইবার জন্য বিশেষ বহু অর্থ ও নীতির

পাত্তি-স্থাপ করিতে পারেন অর্থাৎ অনন্যকাম্যী-বৃত্তি দ্বারা রক্ষা করিয়া 'যে বক্ষ্যংং এতদ্বতে অনন্তদেব ভগবান্ম্'— এই বাণীর 'সার্থকতা সম্পাদন' করিতে পারেন। কিন্তু সকলকেই শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার একমাত্র সাধ্য ও সাধন, কলিযুগের একমাত্র তারক ও পারক মহামন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার একমাত্র সার, শ্রীরূপশিক্ষার একমাত্র প্রতিপাদ্য যুগধর্মোপযোগী শ্রীনামকীর্ত্তনাদর্শীলনের সাধন করিবার সাক্ষাৎ আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে যে গৌরাশীর্ব্বাদপত্র প্রদান করেন, এরূপ গৌরাশীর্ব্বাদপত্র শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের এই নিম্নলিখিত উক্তিগুলি তাঁহার আচার্য্যের অকাট্য ও অব্যর্থ প্রমাণ ; যথা—

সিদ্ধান্তবাণী-প্রচারকর্মবিষ্ঠো
ভক্তো বিবাদেন প্রচারণানা।
প্রাং বিশ্বম্ভরাচার্যদেব
মুন্যাং প্রতিষ্ঠাং ভবতাং দিদেশ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানং বৃত্তাবৃত্তোপযোজকম্।
নিষ্কিঞ্চনং পরমে স্বর্গে মুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহম্॥
মায়াবাদ কঠোরধ্বান্তস্য সম্পাদকে।
বুৎসর কুহুবাদ্ভাস সত্যমতে সমাশ্রয়ম্॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু-প্রেষ্ঠ অমন্দপ্রভুবাসম্।
ভক্তিগ্রন্থকর্মণাং প্রচারা-প্রবর্ত্তকম্॥
ভূমণ্ডলং পরাং বিভাং সদানন্দদায়কম্।
বৈকুণ্ঠানন্দীপেন ভাসমানং দিশো দশ॥
অনন্তবাসুদেবাখ্যানন্দ-প্রবর্ত্তকম্।
তীর্থং তং সমাসাদ্য প্রজ্ঞাং সর্ব্বোত্তমম্॥
গৌরচন্দ্রং পরমং ভক্তিং মহামহোপদেশকঃ।
উভয়ো বন্দে শ্রীকৃষ্ণং কৌতুকে বদ॥

শ্রীল বাসুদেব প্রভু "শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু-প্রেষ্ঠ", 'তাঁহাদের মনোহভীষ্ট প্রপূরক, সম্প্রদায়াচার্য্য (সম্প্রদায়ের বিজয়), পরম-গুরু নিষ্ঠা (প্রচারক বিজয়), দুর্জ্জয়বৈরাগ্য-বিগ্রহ, অসত্যের প্রতি কঠোর ও সত্যের প্রতি কুসুম হইতেও মৃদু এবং কাল বা বিবাদ-যুদ্ধে আহার বা অতিক্রম সিদ্ধান্তবাণীর প্রচার বলিয়াই অন্তর সকল মহামহোপদেশকই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং তাঁহার অপ্রকটলীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে একমাত্র শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নিকটই ও আনুগত্যে মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ বিনোদ সার্থক ভক্তিসুধাকর প্রভু ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তবাণী বা ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সেবা অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার রক্ষার কথা বলিয়াছেন। 'আদর্শ ত্যাগী, বৃহদ্ভূমণ্ডলবিজয়ী, পাশ্চাত্যদেশবিজয়ী, দিগ্বিজয়ি-সেবাপ্রাপ্ত, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে নিত্যকাল হরিভজনের স্পৃহা প্রকাশ করিয়া 'বাসুদেবানুগত্যে থাকিয়া ত' সদা লও নাম'— এই প্রভুপদেশের আবৃত্তি করিয়াছেন। অধিক কি, বৎসরত্রয় চণ্ডালিনীর প্ররোচনায় যাঁহারা আজ শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টের সেবা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে একবাক্যে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্য একদিন সম্পূর্ণভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন এবং কিছুদিন পূর্ব্বেও সেই বৎসর-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি স্বহস্তে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে আমার নিজের সম্পূর্ণ আনুগত্য নিত্যকাল আছে —(৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭)। সেই বাক্য স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—'শ্রীল বাসুদেব প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন।'—(দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৭)।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক মঠের মঠরক্ষক ও নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপকমণ্ডলী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রগণ, শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীঅখিলনামকারী ও ভক্তপার্ষদগণের অন্তরঙ্গী নির্দ্দেশকারী মহান্তগণ গৌড় ও শ্রীধামের বিশিষ্ট সেবক যোগ্যতম শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরাট্, মুখপত্র ও সুপাত্র শিষ্যমণ্ডলী, গৃহস্থ ভক্তগণ একমাত্র শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই তাঁহার যোগ্যতম আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও তাঁহারা সেই প্রকার অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

যাঁহার চরিত্র চিরদিন অপাপবিদ্ধ ও সম্পূর্ণ নির্মল বলিয়া সকলেই ভক্তের অন্তঃস্থল হইতে তাঁহার আদর্শ আরাধনা করিয়াছেন, যাঁহার নিত্যকাম্যী গুরুবিগ্রহ সকলে উদ্ধার ও পালন করিয়াছেন, যাঁহার সিদ্ধান্তকে সকলেই ভক্তিবিনোদগৌর-সম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া আদরণীয় চিত্তে চিরদিন মানিয়া লইয়াছেন, যাঁহাকে সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের সংরক্ষক সর্ব্বচতুর্থ-বিশিষ্ট বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি কোন দিনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী সেবা-ব্যতীত তাঁহার সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য বা সাযুজ্য প্রার্থনা করেন নাই বা করেন না, যিনি কোন দিনই ভক্তিসেবার ছলনাকারী বণিকের ন্যায় বা ভিক্ষার মুখাপেক্ষী হন নাই, যিনি অবৈধ যোষিৎসঙ্গ ও স্ত্রৈণ সঙ্গকে নিজ আদর্শ আচরণের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ দূরে রাখিয়াছেন, যিনি অবৈধ যোষিৎসঙ্গকে ও বৈধ স্ত্রী আসক্তকে একমাত্র গোপবধূলম্পট কৃষ্ণের ও একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের একচেটিয়া বলিয়া জানাইয়াছেন, একমাত্র যিনি শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা-বিদ্যা ও অহৈতুকী করুণার বৈশিষ্ট্য সজ্জনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, গৌড়ীয়ের প্রবন্ধাদি যাঁহার শ্রৌতসিদ্ধান্তে বিভূষিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পরম শ্রীতি অর্জন করিয়াছে, যাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ একায়নমঠ বা একায়নপন্থের রক্ষক ও শ্রীরূপের অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাশ্রয়ের রক্ষকরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রথমে গুরু-পূজা-প্রবর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভাগবতার্ক প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে তাঁহার সহিত সর্ব্বচতুর্বিধ হইয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, শ্রীল আচার্য্যের যাবতীয় সেবা-কার্য্য চিরদিনই যাঁহাতে গৌড়ীয়-প্রাতিষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন, অধিক কি, যাঁহারা গুরুপ্রেষ্ঠত্ব ও আচার্য্যত্ব এবং শ্রীল প্রভুপাদের মঠাদির সেবাবৃত্তত্ব, তাঁহাদিগেরও অবৈধ অনাচার প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহার আদর্শ আচারোপদেশের দ্বারা সংশোধন করিয়াছেন, সেই সকল পতনোন্মুখ ব্যক্তিগণকে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আনয়নের জন্য স্বয়ং আদর্শ-চরিত্র যে পতিতপাবন প্রভুকে তাঁহাদের গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই নিত্যানন্দ আচার্য্যোত্তম শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে আমরা শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা শ্রীধামের পূজা করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বাল্যকাল হইতে তাঁহার অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাববর্ষে যে অভিলাষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ-পত্রকে আয়ত্তাধীন চক্রাকারে পালন করিয়া আবশ্যকীয় বস্তু গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি অভিন্নাবধান আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অদ্যাবধি নিত্যসেবা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা'—শ্রীল প্রভুপাদের আশঙ্কামূলক এই ভবিষ্যদ্বাণীটি শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তনগণের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর প্রতি প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদের মধ্যে এইরূপ পতনের আশঙ্কামূলক ধ্বনি বা কল্পনার কোন ইঙ্গিত-বাণী নাই। অধিকন্তু উক্ত পত্রিকাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীআনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বপাদ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ পর্য্যন্ত আচার্য্যধারা প্রদর্শনের অব্যবহিত পরেই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর কথা বলিয়াছেন এবং 'আনন্দপথে অর্জিত সেই শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী, বি-এ, পরবিদ্যাভূষণের, চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে উহাদিগের একায়ন মঠ, কুটীচক বহূদক অবস্থা অতিক্রম করিয়া হংসদেবের পারমহংসী সংহিতার নিত্যদীপ্ত, কেবল মঙ্গলসুখে সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলকল্পে' প্রভৃতি বাক্যের 'খাণ্ড' বা 'খাণ্ড' শব্দের দ্বারা 'নব অন্তঃকরণ বা অন্তরঙ্গ পরিবর্ত্তন', ভূশায় একায়নমঠের আয়ুঃশক্তি এবং তাঁহার কুটীচক, বহূদক ও হংসাবস্থা অতিক্রম করিয়া পরমহংস অবস্থাবস্থার সিদ্ধি দাবী প্রদান করিয়াছেন। 'অতএব কহি, কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।'—শ্রীরূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই বিচার শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অন্যান্যের সম্বন্ধে চ্যুতি বা পতনের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, কিন্তু একায়ন-বর্ত্ম পরমহংসের পতন নাই। তিনি কখনও গুরুসেবা পরিত্যাগ করেন না, যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করেন না, এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'ভোগে অসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়প্রলোভন আচার্য্যের মুহুঃ আচরণেও দেখা যায়' (অনুভাষ্য চৈঃ চঃ ১৩৩)। গৃহস্থ, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্যাসীর চেষ্টারহিত পরমহংস বা উচ্চ সন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টারই নাম সন্যাস। বৈষ্ণবমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্যাসী ; বৈষ্ণবের অপর নাম— পরমহংস" (শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)।

যাহাকে নিন্দে যায় কৃষ্ণ পীঠে চায়।

ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পূর্ণের রত্নরাজি

[ভিক্ষা :— ১ম খণ্ড—৮০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্যহ ভক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩:১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রৌতাচার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীশিবকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াদি পোঃ আরিচা, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসজ্জনানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকুঞ্জ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চন্দ্রিমার, জিঃ মাতাবপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মুরলী রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং দরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীসেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীধর্ম্মদাস ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রামদাস (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডাঙ্গা, পোঃ সিউড়ী, (বীরভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাব্রত অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৩১, আউনরোড

ক্লাপহাম, লণ্ডন, ই ৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

চাউলের দর

	মণ
বালাম	৬৷০
কাটারি	৫৷৷০
ঐ মোটা	৫৲
বাসমতি	৭৲-৭৷৷০
বাদশাভোগ	৫৷০
রূপশালী	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
কালিজিরা	৪৲
মিহি	৩৷৷০
আতপ—	
নূতন	৲—৪৷০
দেশোয়ালী	১০৲-১০৷০
বাদশাভোগ আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বাবাসি	৫৲-৫৵০
কাটারি আতপ	৫৷০-৫৷০
কামিনী	৭৲
ঐ মোটা	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর, চাঁদপুর	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] সাদা	৯০
[illegible] সাদা	৮৷০—৯৵০
[illegible] লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা রূপার দর
প্রতি ভরি

পাকার বাট	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫৫৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible]	৫৷৷০—৫৷৷৵০
[illegible]	৫৵০—৫৷৵০
[illegible]	৫৲—৫৷০
[illegible]	৪৷০—৪৷৷৵০
[illegible]	২৷০—২৷৵০
[illegible]	১১৵০—১৷০
[illegible]	১৷৵০—১৷৷৵০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲

[illegible]	৪৷৷০
[illegible]	৪৫৲
কাবুলে	৩৫৲
[illegible]	৪১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি (কড়েই না বীম)

মার্কা	২৵০—২৷৵
ঐ যে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা [illegible]	১০৵
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	১০৷৵০
[illegible]	৮৷০—৯৲
[illegible] (কোনা)	৮৷৵০—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১২৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৷৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৷৷৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷৷০
২৬ গেজ—	১৪৷৷০
গ্যাঃ [illegible] ২৪—৩০ গেজ	
[illegible]	৷৵১০—৷৷৵০
[illegible] কাঁটা তার (বাণ্ডিল	১০৲
[illegible] কাটা মণ	৩৷০
[illegible] ৩—৯ [illegible]	
	৬৷০—৬৷০ [illegible]
গোল রড [illegible] ১—৩ইঞ্চি	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন [illegible]	৮৲—৯৲
গোল রড [illegible]	
[illegible]	৮৷৷০—১১৷০

[illegible] ২৩৲, নকল ২১৲
[illegible] ৫৵০, পাটের [illegible] ৬৷০
[illegible] ৪৷০

[illegible] দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৭
[illegible]	১৬৷০—১৭৲
[illegible]	১০৷০—৩১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

[illegible] এণ্ড [illegible] লিঃ
[illegible] বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা [illegible] এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] পরীক্ষার জন্য [illegible]।

[illegible]

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
[illegible]	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯	২০—০৫
[illegible]	পৌঃ	৭—৫৩	১১—১০,	১৪—২১	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
[illegible]	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩১	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] ভাল [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] বড় বোতল [illegible] আনা, ছোট বোতল ১৵০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———ঃ(০)ঃ———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরমহংসাশ্রিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(০)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৷৵০	৷৵০	৷৵০	.৷০
" " ইঞ্চি ৫৲	১৷০	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	
ত্রৈমাসিক "	৫৲
মাসিক "	২৷০

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের স্রৌতবংশীয় এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকের ও গ্রন্থকারের-ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণাণুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫০ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারের
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———ঃ(০)ঃ———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ স্বরূপগঞ্জ
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরদর্শনপ্রকাশক
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-
প্রতিষ্ঠাতা-সংস্থাপক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আশ্রয়বিগ্রহ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ১লা অক্টোবর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৮২]

বিবিধ সংবাদ

—(৩০।৯।৩৭)—

উত্তর চীনে জাপবাহিনীর বিজয় অভিযান

—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ক্যান্টনে ১৩টী বিমান ক্যান্টনের উপর আক্রমণ চালায়। ক্যান্টন-হাঙ্কাও রেল-পথের উপর ষ্টেশনের উপর আক্রমণ চালায় এবং অন্যান্য বিমানগুলি রেলওয়ে লাইনের উপর বোমাবর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। বিমান-ধ্বংসী কামানসমূহ আক্রমণকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রবল গোলাবর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে এবং ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী জনবসতি-পূর্ণ অঞ্চলের উপর বোমাবর্ষিত হইতে থাকে। ঐ-সব অঞ্চলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। আবা সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, বিমান আক্রমণের ফলে ৮০জন হতাহত হইয়াছে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্য হইতে জীবিতদিগকে উদ্ধার করিয়া এম্বুলেন্স ও ষ্ট্রেচারবাহীরা আহতের পরিচর্য্যা দিতেছে।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ন্যানকিং-এর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের উপর বোমাবর্ষিত হয়, কিন্তু সহর আক্রান্ত হয় নাই।

—

বোমাবর্ষণের কৈফিয়ৎ

সংহাই-এর বৈদেশিক সহযোগী জাপানী বাঙ্ক-পুর বিমান-প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, জাপানীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থানের নিকটে বাস করায় যদি নিরীহ অধিবাসীদের উপর বোমাবর্ষণের যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনীতি গ্রাহ্য করা হইবে। এতদ্ভিন্ন প্রেরণ করেন যে, ঐরূপ অবস্থায় বোমাবর্ষণ বেশ বিমান-চুক্তি দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে।

টোকিওতে সরকারীভাবে দাবী করা হইয়াছে যে, নানকিং-এর উপর গতকল্যকার বোমাবর্ষণে চীনা সমর বিভাগের অফিস "চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

—

জাপ-বাহিনীর অগ্রগতি

জেনারেল যেং ইউসিয়াং উত্তর চীনে চীনা সৈন্যদলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নূতন করিয়া তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে।

তিয়েনসিন পুকাও রেলওয়ে অঞ্চলের জাপানী সৈন্যগণ ভীষণ যুদ্ধের পর সাংচাও অধিকার করিয়াছে। এই যুদ্ধে প্রায় দুই হাজার চীনা সৈন্য নিহত হইয়াছে।

জাপানী সৈন্যগণ অন্তঃ মহা প্রাচীরের নিকট চীনা ব্যূহ ভেদ করিয়াছে এবং পিংকিং হইতে টাইয়োন দিকে যে রাজপথ গিয়াছে সেই পথ ধরিয়া এক্ষণে সান্সী প্রদেশের মধ্য অঞ্চলে প্রবেশ করিতেছে ও চাহুং হইতে যে জাপানী সৈন্যগণ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে উহার সহিত সহযোগিতা করিতেছে। প্রকাশ যে, এই শেষোক্ত জাপানী সৈন্যগণ ইয়েনমেন কোয়ান গিরি সঙ্কট হইতে ২৫ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত সাংহুই তোয়াং অধিকার করিয়াছে। উক্ত গিরিসঙ্কটে চীনা কমিউনিষ্ট বাহিনীর সুদৃঢ় সিপিসিয়েন আশী হাজার সৈন্য দৃঢ় ব্যূহ-রচনা করিয়া রহিয়াছে।

—

মধ্যপ্রদেশে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর নরসিংহপুর হইতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। এক ব্রাহ্মণ আপন প্রথম পত্নী, পুত্র ও কন্যাসহ নিহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নরসিংহপুর মহকুমার অন্তর্গত গোটগাঁও তহশীলের ন্যায়খেড়া গ্রামের মোহন্ত রামচন্দ্র পুরী ও তাহার বাড়ীর অন্যান্য সকলে যখন ঘুমাইতেছিল তখন আততায়ীদের হস্তে তাহারা নিহত হয়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া এই ব্যাপারের তদন্ত করে এবং সন্দেহক্রমে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হইতেছে নিহত মোহন্তের দ্বিতীয়া তরুণী পত্নী, দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেছে একজন পুরোহিত এবং তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকীদার।

গ্রাম্য চৌকীদার আদালতে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া রাজসাক্ষী হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত নরসিংহপুরে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে স্বীকারোক্তি করিয়াছে তাঁহার এজলাসে মামলাটি এক্ষণে বিচারাধীন রহিয়াছে।

—

বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী

"সাণ্ডে ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী স্থায়ীভাবেই বোম্বাই হইতে পুনায় লইয়া যাওয়া হইবে। সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যালয়ও পুনায় স্থানান্তরিত হইবে।

—

মজার মামলা

রোমের পুলিশ কোর্টে এক মজার মোকদ্দমা হইয়াছে। এক গ্রাম্য চাষা তার মোট সমেত বাসে চড়িল—মোটঘাট খুলিতে লাগিল এঁজনের কাছে। নামিবার সময় চাষা দেখে, তার পার্শেলের মধ্যে ছিল তিন সের মাখন—মাখন নাই—কাগজে শুধু তেলো দাগ মাত্র রহিয়াছে। সে মহা কলরব জুড়িয়া দিল। এ দিকে তিন সের মাখন এঁজনের কাছে, রুগিয়া সর্ব্ব প্যাসেঞ্জারের কাছের বেশ কম লাগাইয়াছে—সে সব যাত্রী চটিয়া আগুন। চাষাকে ধরিয়া বেদম প্রহার দিল। পুলিশ ছুটিয়া সকলকে ধরিয়া চালান দিল কোর্টে—ম্যাজিষ্ট্রেট চিন্তাগ্রস্ত—এ বিরোধের জন্য দায়ী কে?—চাষী? না অপর যাত্রিগণ? না বাস কোম্পানী? মামলা বিচারাধীন।

—

টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বেঙ্গল হুগার মিলস্ লিমিটেডের সেয়ার বিক্রয়কারী এজেন্ট, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রূপগঞ্জ থানার অধীন হাটাবো গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত এনুমকুমার দত্তের বিরুদ্ধে উক্ত মিলের অনেক অংশীদারের নিকট সেয়ার বিক্রয়লব্ধ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনীত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জের মহকুমা হাকিম, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে তাঁহার উপরে সমন জারির আদেশ দিয়াছেন।

—

দুই দিক রক্ষার চেষ্টা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মেদিনীপুরের কোন কোন জমিদারকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল উত্থাপিত হইয়াছে, উহাতে যাহাতে জমিদারগণের স্বার্থ বজায় থাকে তাঁহার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আবার তিনি বিলের উদ্বোধনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতেও তিনি প্রজার দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি দুই কূল বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সম্ভব হইলে হয়।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৭৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিজয়-ভঙ্গ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদল-আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাংখ্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী চন্দ্রোদয়ঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা সারামৃতবল্লী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্ত্যষ্টকম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ বিউ অফ দি অথ বেদান্ত ৷০
৭০। সারতত্ত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। বিলেটেড অর্ডার্স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ব্বিংসর শুদ্ধভক্তি-শিক্ষায় বাঞ্ছিতরাই
এই গ্রন্থ পাঠে দুলপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রকাশক রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ ১১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৮২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::০::—

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথিপূজা

গত ২রা আশ্বিন শনিবার আমর ঘটাতে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বারাণসীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তির পুনঃ প্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপূজ্য আবির্ভাব-তিথি পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে প্রতিপালিতা হইয়াছেন।

অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গৌড়ীয় ১০ম খণ্ড হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত ঠাকুরের পরমপূত চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী বলেন শৈশবকাল হইতেই শ্রীল ঠাকুরের পরতত্ত্ব শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম সেবার নিত্যসিদ্ধ স্বভাবোচিত স্বাভাবিকী রুচি বর্ত্তমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম নির্ম্মল আম্নায় ভজনীয় বস্তু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা শ্রীশ্রীমহোজ্জ্বল-বিশ্বনাথ-বলদেব প্রভুর অপ্রকটের পর দুর্দ্দৈব ক্রমবশতঃ উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে আউল বাউলাদি অবৈধ সম্প্রদায় দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় বিকৃতরূপে জগতে যে অভাব আনয়ন করিয়াছিল শ্রীল ঠাকুর অসাধারণ চেষ্টার মধ্যে সাধুসঙ্গে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এবং অনন্যসাধারণ-বর্জিত অনুকূল্যে পরিচয় দিয়া পরম প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্য পারমার্থিক গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ ও প্রকাশ, স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান, বীর বিদ্যাবর্দ্ধন-দক্ষ লোকলোচনে লুপ্তপ্রায় শ্রীশ্রীগৌরজন্মভূমি ও শ্রীগৌরলীলাস্থলী সমূহ প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাস হইতে প্রমাণ প্রভৃতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া অপ্রকটের শেষমুহূর্ত্ত পর্যন্ত জগজ্জীবকে পরমমঙ্গলের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অভীষ্ট শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁহার যোগ্যতম অবতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আচার্য্য-লীলায় অবতরণে বর্দ্ধিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিতেছে।

কভূরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজী সম্বর্দ্ধিত

—::(০)::—

কলেক্টর বাহাদুরের সভাপতিত্বে বৃহৎ সভায় গোস্বামী প্রভুকে অভিনন্দন প্রদান

(তারের সংবাদ)

কভূর, ২৯শে সেপ্টেম্বর

গতকল্য গোদাবরী জেলার অধিবাসিবৃন্দ ওয়েষ্ট গোদাবরী জেলার কলেক্টর বাহাদুরের সভাপতিত্বে কভূরে এক বিরাট্ সভায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। সভার যাবতীয় অনুষ্ঠান অতীব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। গোস্বামীজীকে সম্বর্দ্ধনার জন্য এক বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রারও আয়োজন হইয়াছিল।

অদ্য রাত্রে শ্রীপাদ গোস্বামীপ্রভু অষ্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রপরিচালক মিঃ বার্কেট্ সহ পুরীধামে শুভবিজয় করিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সমাগত একশত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের সম্পূর্ণ আনুগত্যে ১৩ই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথি পালনোপলক্ষে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ মঙ্গলারাত্রিকের পর আচার্য্য ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা করতঃ শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গৌরস্তব ও মহাজনগীতি কীর্ত্তন করেন। পরে ১ ঘণ্টা কাল শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। দ্বিপ্রহরে ১১॥ ঘটিকা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আচার্য্য ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা হইলে শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মুখপাত্রে শ্রীগুর্ব্বষ্টক এবং মধুনাথ ব্রহ্মচারীজীর মুখপাত্রে 'রাধিকাচরণ পদ্ম' ও 'রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা' ইত্যাদি গীত কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীমঠরক্ষক ব্যাসাধিকারীজী অর্দ্ধঘণ্টাকাল গতসংখ্যার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে 'শ্রীরাধাষ্টমী' প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পরেও আচার্য্য-বন্দনা ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর মহাজনগীতি কীর্ত্তন হইলে শ্রীমঠরক্ষক ব্যাসাধিকারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড হইতে 'শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী' বক্তৃতাটী পাঠ ও সরলভাবে বুঝাইয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তৎপরে 'ভজ হুঁ রে মন,' 'ভজহুঁ রে মন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পরে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শ্রীগয়াগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে গত ৬।৯।৩৭ তারিখে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে বেলা ১১টায় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টক' 'রাধিকাচরণপদ্ম', 'রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সজ্জনানন্দস্বরূপ ব্যাসাধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিচার প্রসঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর মহিমা প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীভোগরাগান্তে নিমন্ত্রিত প্রায় দুই শতাধিক সজ্জন ভক্তগণকে ও অভ্যাগতদিগকে বিচিত্র চর্ব্ব্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শুদ্ধ ব্রজবাসীগণ হন রাধার প্রিয়গণ। যুক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জনগণে।

"শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণ ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পুনরাবৃত্তি জানিবে। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ পদ্মনাভ, রবিবার, গৌরাব্দ ৪৪১

গুরুগিরি ও শিষ্যগিরি

ভবপারের কর্তা, অকূল সংসার-সমুদ্রে কর্ণধারস্বরূপ, তিনি জীবের নিত্যোপাস্য বস্তু, তাঁহাকে সর্বান্তঃ সমর্পণ করিয়া তৎসুখার্থে আত্মচেষ্টা বিশিষ্ট হওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য, শ্রীগুরুদেব মুকুন্দ হইয়াও মুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয়তম, নিরন্তর মুকুন্দসেবায় বদ্ধ নিযুক্ত থাকিয়া সকলকে মুকুন্দসেবার কলেকৌশলে নিযুক্ত করিতে তিনি পটুতম, অনুক্ষণ নিজে কৃষ্ণসেবা করিয়া সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণানুশীলন করান ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কোন কৃত্য নাই, এই সকল কথা আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই; কিন্তু বর্তমানে গুরুগিরি ও শিষ্যগিরি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। গুরু ও শিষ্য উভয়েই একতাৎপর্যপর অর্থাৎ উভয়েই অনন্য ভগবৎসেবা-তৎপর কিন্তু তাহা না হইয়া বর্তমানে উভয়েই সেবা-তৎপরতার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়তর্পণ একতাৎপর্যপরতায় ব্যস্ত থাকায় উভয়েই বঞ্চিত-বঞ্চক আখ্যা লাভ করিয়াছে, উভয়েই উভয়ের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে, উভয়েই জোঁকা সাজিয়া কলে-কৌশলে একে অপরের সর্বস্ব অপহরণ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিতেছে। ধর্মের নামে এমন অনর্থ, শিষ্য না মেলে গুরুর নামে প্রভুত্ব এবং গুরু না পাইলে শিষ্যের গোলামি, গুরুর নামে আত্মসেবার নামে ভোগ প্রভৃতি যে সকল অনিষ্টকর ব্যবসা জগতে চলিতেছে তাহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। গুরু ও শিষ্য উভয়েই বণিক্ সাজিয়াছে, একে অপরকে ফাঁকি দিয়েছে, একবারে উভয়েই ফাঁকিতে পড়িয়া—পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া নরকের পথে প্রধাবিত হইতেছে। এরূপ গুরুব্রুব ও শিষ্যব্রুবের সংখ্যাই আজকাল বেশী। ধর্মের নামে মায়ার ইহাও এক-রকম খেলা! কলির অনুচরগণের ধর্মের আবরণে পাপের একপ্রকার তাণ্ডব নৃত্য!

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শন করান—কৃষ্ণসেবা প্রদান করেন—কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। এই গুরুদেব সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি এ জগতের কেহ নহেন। তিনি গোলোক-বৈকুণ্ঠাগত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজন—কৃষ্ণের পরমবন্ধু। তিনি মানব নহেন—কপট-মানব বা নরপ্রায়। নশ্বর ধাম, মায়ার সাথে তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু বর্তমানে যে গুরুকরণ-প্রথা বা গুরুগিরি চলিতেছে, সেই সকল তথাকথিত গুরুগণ—বদ্ধজীবগণ যে মায়ার কবলে কবলিত, তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুঝিতে বাকী নাই। এই সকল অসদ্গুরু ত্যাগ করিয়া বা এইরূপ গুরুগিরির প্রশ্রয় না দিয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করাই কর্তব্য, একথা শাস্ত্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন। জগদ্গুরুবর্যাদের পরিবর্তে এই সকল লোকের দ্বারা জগতের যে কিরূপ মহা অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন এবং তাঁহার কৃপাতেই আজ আমরা এই বিপদসঙ্কুল পথ ভণ্ডগুরুগণের কবল হইতে বাঁচিবার বা সাবধান হইবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, গুরুগিরি-ব্যবসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ শিষ্যগিরি-ব্যবসাও খুলিয়াছেন ও তাহা চালাইতেছেন। এরূপ ব্যবসায় বা কারসাজীর কথা অসদ্গুরু বা তাহার দলের মধ্যে থাকা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু জগদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইয়াও যে লোক শিষ্য সাজিয়া এরূপ দোকানদারী ও তহবিল ভাঙ্গিতে পারে তাহাতে আমরা বিস্মিত। সুতরাং সেই সকল ব্যক্তিকে আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া তাহাদের কথা শুনিয়া চলিলে আমাদের কোন মঙ্গলের আশা নাই জানিয়া তাহাদের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বন্ধুদিগকে তাহা জানাইয়া সতর্ক করিবার জন্য এই শিষ্যগিরি ব্যবসায়ের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

যিনি শাসন গ্রহণ করেন, তিনিই শিষ্য। কিন্তু চরিত্রের মধ্যে চরিত্র কর্তাই প্রভুর সেবা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর কোন কৃত্য নাই। প্রভু-সেবক শিষ্যের প্রভুসেবা ছাড়া আর কি কার্য থাকিতে পারে? কিন্তু বর্তমানে এই প্রভুসেবার পরিবর্তে—প্রভুকে ষোল আনা সেবার পরিবর্তে যেখানে প্রভুর নিকট হইতে জাগতিক ধনজনাদি আদায়ের চেষ্টা বা কৌশল পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে আবার শিষ্যত্ব কোথায়? শিষ্য সাজিয়া যে গুরুর সুখবিধান না করিয়া গুরুর নিকট হইতে ইন্দ্রিয়তর্পণোপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে, সে ত' বণিক্, সে ত' শিষ্য নহে। সেখানে ও শিষ্য ব্যবসায় খুলিয়াছে। অর্থাদি উপার্জনের জন্য জগতের লোক যেমন নানাবিধ ব্যবসায় খুলিয়া থাকে, শিষ্যব্রুবগণও সেইরূপ ধর্মের নামে ব্যবসা খুলিয়া গুরুবৈষ্ণবসেবার পরিবর্তে মায়ার সেবায় ব্যস্ত হইতেছে। ঘোর কলির তামাসা!

গুরুগিরির কথা আমরা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু শিষ্যগিরি-ব্যবসায়ের কথা শুনিয়া আমরা অবাক হইয়াছিলাম। কিন্তু ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদ ব্যক্তিগণ আজ তাহা আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। নিত্যসিদ্ধ আচার্যের শিষ্য সাজিয়া যে গুরুর সর্বস্ব অপহরণ করিতে পারে, গুরুকে ষোল আনা ফাঁকি দিয়া নিজে ষোল আনা ফাঁদে পড়িতে পারে, গুরুর পবিত্র আসন তছনছ করিতে পারে, গুরুকে খুন করিতে পারে, পারমার্থিক ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম। সুতরাং শিষ্যগিরি শব্দটি শুনিয়া আমরা অবাক হইব না কেন?

গুরুগিরিতে যেরূপ শিষ্য সংগ্রহের চেষ্টা আছে, শিষ্যগিরিতেও সেইরূপ গুরুর শিষ্য (?) বাড়াইবার অর্থাৎ নিজদল ভারী করিবার চেষ্টা দেখা যায়, নৈলে ব্যবসায় চলিবে কি করিয়া? অর্থ আসিবে কি করিয়া? দোকান জমিবে কাহার উপর? নিষ্কপট ব্যক্তিগণের প্রতি এইরূপ ভীষণ অত্যাচার হইতেছে। কপাল খুব খারাপ না হইলে এইরূপ দুঃসঙ্গ জুটে না। নিষ্কপটের এসব বালাই নাই; দুর্দৈববশতঃ কাহারও এইরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে তাঁহার যদি নিষ্কপটতা অর্থাৎ সেবা করিবার সদিচ্ছা থাকে তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। তবে একবার তাহাদের সঙ্গ করিলে সেই দুঃসঙ্গের কর্মভোগ জীবন ব্যাপিয়া ইহাতে নিশ্চিত। তাই আমরা জগদ্বাসীকে শিষ্যব্রুবের ব্যবসায়ে যোগদান পূর্বক বণিক হইবার পরিবর্তে প্রকৃত আচার্য বা জগদ্গুরুর আশ্রিত হইবার অনুরোধ করিতেছি। সকলেই গুরুর শিষ্য হউন, সকলেই ভগবানের সেবক হইয়া সতত গুরু সাক্ষাতে থাকিয়া ভগবানের সেবা করুন—ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-আম্নায়পূজা

(৩)

আজ আমরা শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা আম্নায় পূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। এক শ্রেণীর সিদ্ধান্তবিদ্গণের মত এই যে, মহান্তগুরুর আবির্ভাবের নিত্যত্ব নাই, কিন্তু ইহা সনাতনধর্ম বা বৈদিকধর্মের মত নহে। আমাদের নিত্য ও মহান্ত আচার্যের সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের জন্যই আচার্যের নিত্য অবতার। মহান্তগুরু আর মোহান্ত বা মোহান্তগণ বা 'গদিনসিন মহান্তবাদ' সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু কলি সাধুর বেশ ধারণ ও সাধুর কথাকে বিকৃত করিয়া মহান্ত সদ্গুরুর নিত্যাবির্ভাব ও নিয়ামকত্বের উদ্দেশ্য সাধনের অভিসন্ধিমূলে উহাকে 'গদিনসিন মহান্তবাদ' বলিয়া অনভিজ্ঞ লোককে বঞ্চনা করে। এই মহান্তগুরুর নিত্যত্ব সম্বন্ধে বেদ, ভাগবত, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ মহাজনগণ যে সকল অসংখ্য প্রমাণ ও আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধার করিলে প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি হইবে। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ আদর্শে এইটুকু আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি 'চৌদ্দ ভুবনের গুরু' এবং ভগবান্ হইলেও শ্রীল ঈশ্বরপুরীকে শ্রীগুরুরূপে স্বীকার করিবার লীলাদ্বারা মহান্ত সদ্গুরু গ্রহণের অপরিহার্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; আর গৌরপার্ষদ কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতি আচার্যগণ এই আম্নায়ধারার অনুবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আম্নায়ধারা কোনদিনই বন্ধ হয় নাই, উহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বর্তমান আচার্য পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও পরবর্তী অনন্তকাল থাকিবে। সময় সময় যে 'অন্ধকার যুগের' কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সময়ও আম্নায়ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে যে ভীষণ অন্ধকার যুগ ছিল, সেই সময়ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য ও হরিদাস ঠাকুর মহান্ত আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদির পর যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীবিশ্বনাথ মুরারির শিষ্য শ্রীরাধারমণের, ভক্তিরত্ন শ্রীরাধানন্দ দেব, শ্রীরাধাবিনোদ প্রভৃতি শ্রীরূপানুগণ আবার মহান্ত সদ্গুরুর কার্য করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের পর আবার যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও তাহাকালের অন্যতম শ্রীউদ্ধব দাস বা উদ্ধব দাস বা ভগবান্ উদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও জগন্নাথ দাস মহান্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কাজেই কোনও দিনই শ্রীরূপানুগাচার্য্যধারার মহান্ত আচার্য্যের আবির্ভাব বন্ধ হয় নাই ও হইবে না।

জৈমিনীয় মহাজনবিধি বা লৌকিক ব্যবসায়ী গুরুদিগের গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তীধারার কোনও দিনই নাই। ঐরূপ অসদ্গুরুর্ব্বিধি ও মহাগুরুদিগের বিরুদ্ধে এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের আচার ও প্রচার পরিচালনা করিবার একমাত্র সুযোগ, স্থান ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে অদ্বিতীয় ব'র্দ্ধনশালিবিৎ শাসন ও প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ বিচারে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে ভক্তিবিনোদগৌরবাণীধারা সংরক্ষণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আচার্য্যের গুরুসেবা-কার্য্যটি দায়িত্বপূর্ণ নির্জ্জন-ভজনানন্দী বা ব্যক্তিগত ভজন প্রণালীর বিচার ও আচার হইতে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়াছে। নির্জ্জন ভজনানন্দী "হরিকথা প্রচার বা শিষ্যাদি করিব না, উচ্চ আসনে বসিব না, কাহারও পূজা লইব না, ধাতুপাত্র স্পর্শ করিব না," প্রভৃতি আদর্শ দেখাইয়া প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশা পোষণ বা নিষ্কপটে প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জন করিবার চেষ্টা দেখাইতে পারেন, কিন্তু আচার্য্যের কার্য্য করিতে গিয়া অর্থাৎ "নাচিতে আরম্ভ করিয়া ঘোমটা টানিলে" চলা যায় না, এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় আমরা এইরূপ দেখিতে পাইয়াছি—

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোমটা টান্‌লে হ'বে না। আমি গুরুর কার্য্য করছি, 'কিন্তু যদি 'আমার জন্য দিতে হ'বে না'—এ কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্য ভাবে যদি 'বেশী ক'রে আমার জন্য দাও,' তা'হলে সেটা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ'—যা'রা গৌর-সুন্দরের এ কথা শুনে নাই, তা'রাই বলছে—কিরূপে অস্বাভাবিক শুনছে। গুরু যখন শিষ্যকে একাধিক শুদ্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ পারত্রিক না তা'র কচ্ছে ? "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি বলবেন ? • • সেই সকল কথা ব্যাখ্যা করবার আসন থেকে (আচার্য্যের আসন) কি তিনি পালাবেন ? তাঁ'কে যে অধিকার তাঁ'র গুরুদেব দিয়েছেন, যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা'হলে কর্ত্তব্যতা—মায়াপরাধ-ফলে তা'র পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন আমার হাতে তোলা' হাওয়া হইয়া যায়। বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'রতে যদি আমাকে 'লম্পট' হ'তে হয়, পর্ব্ব হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয় আমি অনন্তকালের জন্যে contract ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য ভিখারীর লোকের কথা শুনবো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের নাবগকী কা'রও কথা শুনবো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্টাঘাতে বিদূরিত ক'রব—আমি এরূপ দাম্ভিক। এমন কোন প্রতিষ্ঠা জগতে নাই—এমন কোন সম্পদ চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মহত্ত্বের স্থান নাই—যা' আমি আমার গুরুদেবের পাদপদ্ম-ধূলির একটী কণা হ'তে ভারী হ'তে পারে।"

আমরা আজ অকপট গুরুদাসগণের আনুগত্যে এইরূপ গুরুপূজা করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীল জীব-প্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে এই গুরুপূজার অপরিহার্য্যতা নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

"ব্রহ্মণ্যক্ষত্রবিদ্যাক্রমেণ প্রাথমিক সেবকবিধি। যে আত্মোন্নতঃ সময়তায় অপসম্ভর্তবীর্ব্যং স্বপক্ষে যে দেহু দেহু উপায়েন্ দিশতঃ অন্যা শাসনকর্ত্তৃকা অর্পিত অন্তরে ইহসংসারে সিদ্ধান্ত অক্ষর-বর্গপাথা অন্যায়ী যথা, তথা। গুরুকর্ত্তা স বিপ্রর্ষি বিপ্রশোহপি ন তস্যোত্তম বৈষ্ণবস্যাপদের। পরমার্থশুদ্ধিপ্রদো বার্তা চারিক শুদ্ধাদিগবিচারেণাপি কর্ত্তব্যঃ।"

"ব্রহ্মণ্যক ও ভক্তশিক্ষাগুরু প্রাপ্তই একত্র। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে বিদ্ধ হন। সুতরাং শত শত বাসনা আসিয়া অর্থলিপ্সাযুক্ত জীবকে অক্ষমতার কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় তাহারা সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃতার্থ হয়। আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবে—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি-লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুদেবের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে।

ন্যূনাধিক পাপপ্রবণ জনগণ গুরুর পদের দিকে অর্থ-ব্রজ-বিষয়ক অবলম্বন শুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা মহাজনগণ পারমার্থিকতা ও প্রাপ্তামতাবিষয়ে অসমর্থ হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে তত্ত্বহইতে চেতনের সৃষ্টি প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে।"

(শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ গৌঃ ৭ম বর্ষ ৩২৮ পৃঃ)

• আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের শিক্ষানুসারে শ্রীগুরুপূজা-দিবসে এই স্তব কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি—

ভক্ত্যা গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
মযে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥
আপাততঃ ধৃতৈরিদং বাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্‌রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥ •
বিতর যদি ন কাচিদস্তি যোগ্যতা
[illegible]
নিখিলভুবনকোটিনির্ভরং বা নবাম্বু-
রূপি [illegible] চাতকেন॥

—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-বৈশিষ্ট্য

(কনৈক প্রত্যক্ষদর্শি-প্রেরিত)

দিগ্‌দেশের সাধুগণের চিত্তে আনন্দ বিধান করিয়া ও মৎসরগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিনাম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। ইহা সাম্প্রদায়িক ভোজবাজী মাত্র নহে, পরন্তু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎসবে যোগদানকারী ব্যক্তিমাত্রই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। উৎসবের কয়েকটী বৈশিষ্ট্য দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সমাগত ভক্ত-সংখ্যা এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা কম ত' হয়ই নাই, বরং বেশীই হইয়াছে। দিল্লীকা-প্রমুখ অন্যান্য বৎসর যাঁহারা আগমন করিতেন না, এবার তাঁহারাও সকলে উদীয়মান নবীন গৌড়ীয়-ভাস্করের শীকরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানার্থ সোৎসাহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

আবার তাঁহারা সুদূর দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত হইলেও মঠের নিষ্কিঞ্চন সুদক্ষ পরিচালন-কর্ত্তার উপদেশে পরস্পর ভাইভোজী করিয়া একই পিতার পুত্ররূপে অন্তরঙ্গরূপে পরস্পর পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। এ সেবো-ন্মুখের মঙ্গলময় ফল অবশ্যম্ভাবী।

উৎসবের কালেও প্রত্যহ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে মঠের সারস্বত-প্রকোষ্ঠে ভক্তগণের জন্য ইটপাটির ব্যবস্থা সম্পাদকের উদ্যমশক্তিপূর্ণতার পক্ষে একটি অভিনব অবদান। যত দিন যাইতে থাকিবে ততই ইহার শুভ ফল উপলব্ধির বিষয় হইবে।

উৎসবে সমাগত পীড়িত ভক্তগণের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্যাদির অভূতপূর্ব্ব সুবন্দোবস্ত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

উৎসবে অধিকার নির্ব্বিশেষে উচ্চাবচ সমস্ত ভক্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সেবা-চেষ্টা ও উদার দর্শন মাত্রেরই লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল।

দম্ভ, মৎসরতা, অবহেলা, লোকপট্টতা, উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অথবা বিশৃঙ্খলাদি ও অপবিত্রতা-অবসর প্রভৃতির অভাব এবার বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল।

উৎসবান্তে যোগযুক্ত ভক্তগণের সেবা-অক্ষমতায় সলজ্জভাবে মঠ পরিত্যাগে ইচ্ছা প্রকাশমাত্র—"আপনাদের বিচারে এমন ভুল কেন ? মহাপ্রভু কি আশ্রিত অসমর্থ ভক্তগণকে বিদায় দিতে পারিয়াছিলেন ? ভক্তীয় জনকে তিনি আশ্রয় প্রদান করিতে কি কখনও কুণ্ঠিত ? 'অজিতো ন শক্তি উপসন্নান্?' আপনারা এরূপ ভুল করিবেন না। স্মরণ করুন শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রার্থনাগীত—'তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে'—আপনারা সেবায় অসমর্থ হইলেই অনাদৃত বা পরিত্যক্ত হইবেন না" গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের এই সকরুণ অভয় বাণী বহু ভক্তের হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও ঝঙ্কৃত হ'চ্ছে।

আচার্য্য-প্রকট তিথিতে প্রদত্ত অসংখ্য শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রত্যেকটি যাহা যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আচার্য্যদেব স্বহস্তেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে অঞ্জলি-দান অসংখ্য বার প্রণতি সহকারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন সে দৃশ্য দর্শনে ভক্তমাত্রেরই হৃদয় দ্রবীভূত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। শ্রীগুরুদেব যে opaque নহেন পরন্তু transparent—তাঁহার মধ্যদিয়া যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার সুযোগ লাভ হয়, তাঁহার এই সদৈন্য আচরণ আমাদের ন্যায় অন্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

উৎসবকালে ভক্তগণের মধ্যে শান্তি ও প্রেম স্বচ্ছন্দভাবে বিরাজিত ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থিক সম্পুটে বক্তৃতাবলি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৩০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৩০ ৪র্থ খণ্ড—৩০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধারমণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ভক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রী:গৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীহরেণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগিরিজাকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাতাপাড়া, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীরামানুজ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনবন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুখকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ সাভার, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ-মহোপদেশক শ্রীব্রহ্মানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবারী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চন্দ্রিকাবাজার, জিঃ নারায়ণপুর, ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কবিন্দপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনপাড়া

রক্ষক—[illegible] শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোতোয়ালি, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালা বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible]

ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়লিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মালু (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীজয়নারায়ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডাঙ্গা, পোঃ চিত্রডাঙ্গা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনভোর

গ্ল্যাডষ্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়-

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকুমার চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদক শ্রীপ্রেমানন্দ বসু কাব্যতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
রামশালী নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
একতেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩৷৵০

আতপ—

দেশী আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৵০

চিনির দর

[illegible], টাইপ	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	৯৷০
[illegible]	৮৷০—৯৵০
[illegible]	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৫৷
	২২
[illegible]	৫২৷

পাটের দর

	৪০৸
	৪০৸
	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৸০
	৬৲—৬৵০
[illegible]	৫৸০—৫৷৵০
[illegible]	৫৵০—৫৷৵০
[illegible]	৫৲—৫৷০
[illegible]	৪৸০—৪৸৵০
(৩)	৪৷০—৪৷৵০
	১৷৵০—১৸০
	১৸৵০—১৷৵০

[illegible] দর

৫৭৲
৫৭৲
৫০৲
৪৪৲

পাতিলাম	৪৸০
[illegible]	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাংলা পাকা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৵০—৯৷৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	।৵০
২৪ গেজ—	১৩৷
২৬ গেজ—	১৩৷।
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৩৸৵০
২৬ গেজ—	১৩৷৵০
২৮ গেজ—	১৩৸৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৵১ —৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
মেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চি	৯৲-১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলাই, পরাবে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের	
রড	৮৸০—১১৷০
[illegible] ইস্পাত আসল ২৩৲,	নকল ২১৲
চটকলের চাদর ৫৵০, পাটের চাদর ৬৷০	
তুলার চাদর ৪৷০	

[illegible] দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
[illegible]	১৬৷০—১৭৲
[illegible]	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

[illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। [illegible] খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩২,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৭

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

[illegible]

[illegible] জীর্ণ [illegible] পাচনের [illegible] আরোগ্য [illegible] বড় বোতল ৮০ আনা, এক বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহ্বানুদাবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০০০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৷৵০	৷৵০	৷০	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৩৲	৩৲	২৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৫৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের স্রৌতপবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শুদ্ধ ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকীয় ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমাধ গৌড়ীয়মঠ, রায়পুর, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲
অগ্রিম ৬৲
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
স্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৭নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটকনগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়্যা একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ঠিকানা: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরাধামস্থ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-
সমাজাদৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

রেজিঃ নং সি ১৮৪৪

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যপ্রবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ২রা অক্টোবর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৮৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০:০:০)——

সাংহাই ও উত্তর-পশ্চিম চীনে আড়াই হাজার চীনা সৈন্য নিহত

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর নয়টী জাপানী বিমান উহু উপর একশটী বোমাবর্ষণ করে। ফলে দুই শতের অধিক অধিবাসী উপাহত হয়। ইতোপূর্ব্বেই বহু লোকপূর্ণ অনেকগুলি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। চীনারা বলে যে, গত নানকিং-এ তাহারা দুইটি জাপানী বিমান ভূপাতিত করিয়াছে।

সাংহাই উভয় পক্ষে অবিরাম গোলাবর্ষণ চলিতেছে, কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় নাই। একটী জাপানী হাসপাতাল জাহাজ সাংহাই পৌঁছিয়াছে। এইটী লইয়া তিনদিনের মধ্যে তিনটী জাপানী হাসপাতাল জাহাজ সাংহাই আসিয়াছে।

জাপানীরা বলিতেছে যে, সাংহাই ও উত্তর-পশ্চিম চীনে তাহারা অনূ্যন ২৫০০ চীনা সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষে মাত্র ৩৫ জন নিহত হইয়াছে।

———

আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি প্রস্তাব

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অস্থায়ী বাণিজ্য-সচিব স্যার মহম্মদ জাফর আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি অনুমোদনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির সর্ত্ত এই যে, ব্রহ্মদেশ ব্যতীত ৫ বৎসরকাল মধ্যে সমুদ্রপথে ভারত বিদেশে চিনি রপ্তানী করিতে পারিবে না। ইউরোপীয়ান দলের সদস্য মিঃ হ্যামেণ্ড এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব আনেন যে, আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি যেন অনুমোদন করা না হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ হ্যামেণ্ড মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের দুইটী বাধা আছে—প্রথমতঃ বিদেশী প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয়তঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগ। মিঃ হ্যামেণ্ডের উক্ত প্রস্তাব, কংগ্রেস জাতীয় দল, স্বতন্ত্র দল এবং ডাঃ জিয়াউদ্দীন আমেদ ও স্যার মহম্মদ ইয়াকুব ব্যতীত গণতান্ত্রিক দলের অন্যান্য সকল সদস্যের সমর্থনে ৬৩—৫২ ভোটে গৃহীত হয়।

ইউরোপীয়ান দলের নেতা স্যার লেসলী হাডসন ও অপরাপর ইউরোপীয়ান সদস্য মিঃ হ্যামেণ্ডের প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন।

অন্ধ যুবক

কৃতী অন্ধ যুবক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' বৃত্তি পাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অন্ধদের শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্ক গমন করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে টিচার্স কলেজে মাত্র আট মাস অধ্যয়ন করিয়া তিনি সসম্মানে master's degree লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় গত ১৩ই সেপ্টেম্বর একাকী "কুইন মেরী" জাহাজযোগে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের কতিপয় বিখ্যাত অন্ধবিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন।

ভারতবর্ষ কেন কি এসিয়ার অন্ধদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সুদূর পাশ্চাত্যে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিয়াছেন। ভারতে অন্ধদের সেবা করাই তাঁর ব্রত। তিনি আট বৎসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া চক্ষু হারান। তিনি সুদূর পথে একাকী ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

মিঃ রায়ের দেশ বরিশাল জেলার নরোত্তমপুর গ্রামে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি ১৯৩৫ সালে এম, এ, ও ১৯৩৬ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিদেশের-কুসংস্কার

জাপানে পূর্ব্বে মাদের রীতি ছিল না; মহাত্মা জোহেনাহেন—শিল্প নেগো শ্রী সর্ব্বপ্রথম মানাবিধ প্রবর্ত্তন করেন। তিনি নিত্য দোকানে পড়িয়া গান করিতেন। ফরাসী জাতি বাসন্ত রাগ পালন।

এই বিজ্ঞানের যুগে জাপানে বিবিধ রোগে প্রাচীনকালের খুব সামান্য বিধিসংস্কার প্রচলিত আছে। জ্বর হইলে রোগীর পেটের উপর কেঁচোর পুলটিস দেওয়া হয়। জাপানাদের বিশ্বাস, কেঁচোর জ্বর টানিয়া ও বদ্য মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করে। চোখের প্রদাহ হইলে চিৎ হইয়া শুইয়া পেটে লবণের প্রলেপ দিতে হয়; বুক জ্বালা করিলে ব্যাঙ সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার বিধি আছে। শিশুদের গালে অসুখ হয়, এবং গৃহদ্বারে নোটিশ টাঙ্গান হয়,—"খোকা বাড়ী নাই।" এ নোটিশ দেখিলে কোন রোগ গৃহে প্রবেশ করিবে না—আজ জাপানী মায়ের মনে এ সংস্কার বদ্ধমূল আছে। এ সংস্কার মোচনের জন্য ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকেরা বহুত বে শিক্ষা দিতেছেন। তবু জাপানী মেয়েরা মানে না। বলে বাপ-ঠাকুরদারা যে, চৌটিকা খাদ্য উদ্দেশ্যে সংস্কার করিয়া দিয়াছে সে বাধা আমরা ত্যাগ করব না।

———

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্দ্ধায় সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ নর্ম্মদাপ্রসাদ সেবাগ্রামে গান্ধীজীকে পরীক্ষা করিয়া বলেন—তাঁহার রক্তের চাপ স্বাভাবিক আছে, কিন্তু নাড়ীর গতি কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়াছে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত তিনি গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গান্ধীজী স্বয়ং নিজেকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মনে করিতেছেন।

ঢাকা সহরে ঘোড়দৌড়

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রায়ের বাজারের চুনীলাল পাল ও অন্য এক ব্যক্তি ঢাকার ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতিয়া নীল ক্ষেত্রের নিকটে সন্ধ্যাকালে তাহাদের লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া লইতেছিল। এমন সময়ে চারি জন মুসলমান সেখানে আসিয়া টাকা চাহে। উহারা অস্বীকৃত হওয়ায় বল পূর্ব্বক ১২৲ টাকা লইয়া দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করে। ঘোড়দৌড়ের দিন এরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময় ছোরা মারামারি ও খুনখারাপি হয়। এই সমস্ত হইল ঘোড়দৌড়ের পরবর্ত্তী ঘটনা। দৌড়ের পূর্ব্বের ব্যাপার আরও ভীষণ। বহু লোক ঘরের ঘটি-বাটি বন্ধক করিয়া স্ত্রীদের অলঙ্কার পত্র এবং টাকা পয়সা লইয়া ঘোড়দৌড় খেলিতে যায়। অনেকে অপরের বাড়ীতে চুরি করিয়া ঘোড়দৌড় খেলবার অর্থ সংগ্রহ করে।

যে যাহা হউক, উক্ত তারিখের রমনা-ময়দানে ঘোড়দৌড়ের শেষ খেলা হইয়াছে। কেহ কি চুপ মনে সহর ঠাণ্ডা থাকবে, পুনরায় নভেম্বর মাসে ঘোড়দৌড় শুরু হইবে। সারা বৎসরে তিন দিন দৌড় হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা (?) ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আগবৎ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধর্ব্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ ভাষা ।০
২৭। মুক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। ভগবৎকাহিনী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারতম্য ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ্ধা ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ ল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে ওতপ্রোত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ১২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শনিবার | ১৮৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও মঠরক্ষক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভুর ঐকান্তিক সেবা-চেষ্টায় বারাণসীর শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে গত ২৮শে ভাদ্র শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরবিনোদজীউর ভোগ মঙ্গলারাত্রিকের পর সমবেতকণ্ঠে অরুণোদয় কীর্ত্তনে মঠসেবকবৃন্দ সর্ব্বশক্তির মূলাশ্রয়স্বরূপা শ্রীশ্রীরাধিকাদেবীর পরম-পূজ্য আবির্ভাব-তিথির শুভাবতার ঘোষণা করেন। মধ্যাহ্নে অভিষেক ও ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমবেত শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

অপরাহ্ণ চারিঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব শ্রীনাম, 'শ্রীরাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা' এবং মহামন্ত্র শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ চতুর্দ্দশ বর্ষের 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী' প্রবন্ধটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী বলেন—সর্ব্বাশ্রয়শিরোমণি, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বারাধিকা, কৃষ্ণময়ী, গোবিন্দনন্দিনী, গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাব ও সেবা-মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং ভুবনমোহন—মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধিকাদেবীর ভাব-কান্তি-বিমণ্ডিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত হয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা
পোঃ উয়ারী, ঢাকা
১৪ই আশ্বিন, ১৩৪৪
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৯শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার হইতে ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জাব্রত (নিয়মসেবা) অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ ঊষঃকীর্ত্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সভ্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ কার্য্যাধ্যক্ষ, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়-মিশন
শ্রীনিশিকান্ত সেনশর্ম্মা সান্যাল (এম-এ)
সম্পাদক, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়-মিশন
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—মঠরক্ষক

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু 'রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ' এবং 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা' শ্লোকদ্বয়েও তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-চরণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিকী অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এই দুর্গমতত্ত্বে প্রবেশ লাভ ঘটে না। কল্পিত স্ত্রী-পুরুষাভিমান লইয়া অনেক লীলা-কল্পনাকারী সর্বশক্তিমান ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন সর্ব্বচিত্তাকর্ষী সেবাবিগ্রহ শ্রী সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ভুবন-মোহনমনোমোহিনী শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত, অধোক্ষজ ভূমিকারও উদ্ধস্তরে অবস্থিত অপ্রাকৃত ভূমিকার কথা প্রাকৃত দেহমনের বিচারে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় অন্তর্ম্মুখ হইয়া স্বরূপস্থ হইলে আমার নিত্য সম্পত্তি শ্রীশ্রীরাধিকাদেবীর দাস্যরূপ অমূল্য রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়। বেদে, ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে শ্রীশ্রীরাধিকাদেবীর নাম অনধিকারী ব্যক্তিদের বঞ্চনের জন্য অস্ফুট-

ভক্ত ভূতকাণ্ড হন যাঁহাদের প্রধানে।। ভক্তগণে ভক্ত কৃপা করেন ভক্তগণে।।

ভাবে ব্যক্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব-গ্রন্থেই শ্রীশ্রীরাধিকাদেবীর তত্ত্ব এবং তাঁহার দাস্যমহিমা বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে; স্বামীজী মহারাজ এই সকল কথা শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ' এবং মহামন্ত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ব্রতোৎসব সম্পূর্ণ হয়।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনমুখে বিশেষ উৎসাহের সহিত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য অর্চ্চা নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা একটী সুরম্য সিংহাসনে অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে ভক্তগণ সমবেত হইতে থাকেন। শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ মাধবানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর মুখপদ্ম হইতে শ্রীআচার্য্য-বন্দনা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও পাঠ হয়।

তৎপরে সমাগত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

"পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ জ্ঞানকে মন্ত্রার্থজ্ঞান সাহায্য করেন।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ পদ্মনাভ অন্যত্র কীর্ত্তনশালী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——৯০৪——

ঈশভক্তগণ দুই প্রকার; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু এঁরা ঈশতত্ত্ব। ঈশভক্তের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণচৈতন্যের ভক্ত এবং কেহ কেহ অদ্বৈত-নিত্যানন্দের ভক্ত। 'ঈশভক্ত' বলিতে ঈশাভক্ত ও ঈশভক্তকে বুঝায়। মধুর রতির ভক্ত, যথা স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ঈশাভক্ত। ঈশাভক্তগণ মুক্ত ও অন্তরঙ্গ; রূপানুগগণই অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহারা উন্নতোজ্জ্বলরসের অধিকারী। গৌররূপের এই উন্নতোজ্জ্বলরস প্রদান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনটি উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া অর্থাৎ ত্রিবিধ বাঞ্ছাপূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শচীগর্ভসিন্ধুতে শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ঈশ-ভক্তভক্ত। রূপসনাতনাদি ঈশ অন্তরঙ্গভক্ত। অন্তরঙ্গ ভক্তই ঈশাভক্ত। ভগবানের শক্তি দ্বিবিধ—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশগণ নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ-ভেদে দ্বিবিধ। ভগবানের শক্তির বিভিন্নাংশ বিচারে উন্নতোজ্জ্বলরস কেবল অন্তরঙ্গভক্তেই প্রযোজ্য। অতএব ভক্তগণ শ্রীরূপের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবক। তাঁহারা মধুররসে গৌরকৃষ্ণের ভজন করেন।

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের সেবকগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত।

অতএব ভক্তগণ ভগবানের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের যোগ্য। দাস্য, সখ্যাদি রসের রসিকগণ বহিঃপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত। তজ্জাতীয় সেবকগণ, যথা—দাস্যরসের রক্তক, চিত্রক ইত্যাদি, সখ্যরসের শ্রীদাম-সুদামাদি, গোপবৎসগণ উজ্জ্বলাদির কুঞ্জলীলার পর্য্যায়ভুক্ত মধুরবিচারে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে থাকিতেন। তথায় তাঁহাদের প্রবেশ নাই। ইহা ভক্তির বিচারের কথা। কিন্তু অপ্রাকৃতরাজ্যে প্রত্যেকের মধ্যে সংশ্লেষ ও পূর্ণ। গোলোকের বহিঃপ্রকোষ্ঠে দাস্যের প্রকার এবং বিপ্রলম্ভ-সখ্যের অন্তরঙ্গ, বাৎসল্যের অন্তরঙ্গ ও মধুররসের অন্তরঙ্গ গোলোকের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে আছে।

ভোক্তৃবিচারে বদ্ধ জীবের জানা দরকার যে, সে যখনই ভোক্তা অভিমান করিয়াছে, তখন সে জগদ্ব জগতে আবদ্ধ। অচেতন রাজ্যে মায়ার প্রভু হইতে যাইয়া উহার দাসত্বই তাহাকে বরণ করিতে হয়। চেতন রাজ্যের সহিত অচেতন রাজ্যের যে পার্থক্য তাহা বিচার না করায় ভোক্তা অভিমানী বদ্ধজীব প্রাকৃত সংসারে পতিত হইয়া পড়ে।

জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়া-রাজ্যে পতিত হইয়াছে; পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মের বন্ধন। জীব কর্ম্মফলে ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা লোকাধীশ পদ প্রাপ্ত হয়। এই সকলই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের পদ। কৃষ্ণভক্তের নিকট এসকল পদ অতি তুচ্ছ। পাতিত জীব প্রথমে বিরিঞ্চি হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজা-সৃষ্টির ভারপ্রাপ্ত হইলেন, প্রজা হইতে আমরাসকল।

বস্তু, সম্বন্ধ ও বস্তুজ্ঞানকে জ্ঞানী বলে। ত্রেতার প্রারম্ভে অগ্নির প্রাকট্য। বস্তুবর্ণের দুই প্রকার—শুক্ল ও কৃষ্ণ। বেদের অনেক গুণ প্রভৃ-বিভাগ আছে। যথা—কাত্যায়ন ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি। পূর্ব্বকালে বিভিন্ন শাখাবলম্বী ব্রাহ্মণ পুরুষগণ বংশবর্ণ বলিয়া পরিচিত ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে বর্ণবিভাগের সৃষ্টি হয়।

জগদ্বহির্ম্মুখ জীবগণ প্রথমে ব্রহ্মা হয়, পরে মনুষ্য হয়। পুরুষাভিমানী ব্যক্তিমাত্রই বলে বৃদ্ধির বশ হয়। তাহারা ব্রহ্মার অনুকরণ করিতে গিয়া বংশবৃদ্ধি-ব্যাপারে রত হয়। জীব স্বরূপতঃ আত্মা—স্ত্রী বা পুরুষ নহে। স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি দেহের পোষাক মাত্র।"

জীব দেহ নহে, জীব আত্মা। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃঃ আঃ)। বিবেকরহিত ব্যক্তিগণ অনাত্মবিচারে প্রতিষ্ঠিত। সেবা-বৈমুখ্যের তারতম্যানুসারে তাহাদের দেহের ও মনের পরিবর্ত্তন।

জীব যথার্থ সদ্গুরুর আনুগত্যে চেতন রাজ্যের পরমোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবা-ফলে প্রাকৃত অভিমান রহিত হইলে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক বস্তুর ভেদাংশ নহে। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমনকি নিত্যমুক্তগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীবমাত্রই প্রথমে গুরুভক্ত হউন, আর অতএব ভক্তগণ আনুগত্যে উন্নতি লাভ করুন। কর্ম্মাধ্যক্ষ ভক্তির কথা অতিক্রম করিয়া ভক্তাভক্ত কথা আলোচ্য। কামনাতাড়িত ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রতি প্রথমে কর্ম্মার্পণ যোগ শিক্ষা করে।

কর্ম্মকাণ্ডিগণ মুখে বলেন—'এ সকল কৃষ্ণকেই অর্পণ করিলাম'। কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণকে অর্পণ করা হয় না। যাহারা মনে করেন "আমাদের প্রচুর অর্থ বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভক্তি আছে, আমরা কৃষ্ণের জন্য কতই না করিলাম, আমাদের বৈষ্ণবতা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে।" তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন।

নিজকে 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি করিয়া লোকে নিরয়গামী হয়। সদাচ্ছোক্তগণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায় বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিতেও সঙ্কোচ করে। বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীরে অনেকগুলি ভেকধারী বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিত। তাহারা বাবাজী মহারাজের উপদেশ না শুনিয়া আত্মম্ভরিতা হেতু লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। লক্ষ্য যাঁর গ্রহণের পূর্ব্বে সাধক জীবের অবৈষ্ণবোচিতক-পার্থক্য হওয়া দরকার।

যাহারা ঠাকুর-সেবার ছলনায় বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুরের প্রসাদের নামে বিষয়ীর প্রদত্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর-লাম্পট্য উপস্থিত হয়। আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কোন বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাসনবাক্য,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীপ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্
রূপানুগবর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপাদের
শুভাবির্ভাব-বাসরে

আর্ত্তি প্রসূনাঞ্জলি

——::o::——

হে পরমকরুণাবতার পতিতপাবন আচার্য্যদেব! আপনার অযোগ্য দাসানুদাসদ্বয়ে আমরা আজ অপ্রত্যাশিত-ভাবে আপনার নিঃশ্রেয়সপ্রদ আপনার শুভাবির্ভাব-তিথিতে আপনার শ্রীচরণসরোজে আমাদের হার্দ্দি আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি দীনবন্ধু, আমাদের অযোগ্যতা-নিবন্ধন তাহা যাহা অপ্রকাশিত হৃদয়ের ভাব নিজগুণে গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ করিবেন, এই আশায় হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আপনার অপ্রাকৃত অনন্ত গুণাবলীর কিঞ্চিৎ মাত্রও আমরা কীর্ত্তন করি, এরূপ যোগ্যতা আমাদের নাই তবে শ্রৌতবাণী শ্রবণে জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যে, অনন্ত বদ্ধজীব নিত্যানুগ বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তনে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও অদোষদরশাবধি শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর বদ্ধজীবের নির্ব্যলীক সেবা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই আশার-বাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘনে প্রয়াসের ন্যায় আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। আপনি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' বাক্যের অপর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, তাই অদ্য আমাদের সৌভাগ্যক্রমে উদিত এই নিত্য মঙ্গলপ্রদ শুভমুহূর্ত্তে আপনার শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনি কঠোর হইয়াও চেতনোন্মেষণকারী শাসন-বাণ প্রয়োগ দ্বারা আমাদের মনোমালিন্য ছিন্ন করতঃ আপনার সেবা-যোগ্যতা প্রদান করুন।

হে কুলপরিবর্জ্জনকারিন্ আচার্য্যকেশরিন্! আপনার আচার প্রচার গৌড়ীয়বৈষ্ণব ইতিহাসের এক নব পর্য্যায় উন্মুক্ত করিয়াছে। "গলায় দুধ কাক পাড়া বিয়াতে", "আতপ-চালে শাল-পাথরী গলায়" প্রভৃতি বাণীর মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আপনার অভিনব চরিত্র নিত্যকাল সজ্জনগণের হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিবে। লোক-আদর্শ বঞ্চনাকারী ধর্ম্মধ্বজী বকধার্ম্মিকগণের কপটতার বীভৎস মূর্ত্তি জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিয়া আসল ও মেকির পার্থক্য নির্দ্দেশ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি ধন। তারা অকিঞ্চন হয়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

করা এবং সত্যানুসন্ধিৎসুগণের আনন্দ বিধান করা আচার্য্য-চরিত্রের একটী বৈশিষ্ট্য। উক্ত বৈশিষ্ট্য আপনার লোকোত্তর চরিত্রে অত্যাশ্চর্য্যভাবে সমন্বিত হওয়ায় আপনার মাহাত্ম্য অত্যল্পকালের ভিতরই দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আচার্য্য-ভাস্করের অপ্রাকৃত দীপ্তি সহ্য করিতে না পারিয়া উলূক-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ আপনার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাহ্নেই অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। আমরা যেন প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্ট-শ্বপচরমণীকে জনয়-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনার দয়া বঞ্চিত না হই। আপনার দিব্যা-লোকে আমাদের হৃদয়-গুহার অন্ধকার বিদূরিত হইয়া চির-উদ্ভাসিত হউক—ইহাই প্রার্থনা।

হে আদর্শ যুক্ত-বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যদেব! ভোগ কিংবা ত্যাগের বহুমানকারী আমরা আদর্শ যুক্ত-বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আপনার শুদ্ধ আচরণেও দোষ দর্শন করতঃ যাহাতে অপরাধ সঞ্চয় না করি, তজ্জন্য আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন। আপনি স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ হইয়াও জগজ্জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" বাণীর তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী বর্ণে বর্ণে পালন করতঃ অনুগতজনকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আচার-হীন প্রচারক কেবল বাক্য কাগজজাল আবরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি আচারবান্ প্রচারক বলিয়াই আপনার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বতো-ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। গৌর-বাণীর ভক্ত কদর্থ করা গৌর-বাণীশ্রেষ্ঠ আপনার কৃপা-সাপেক্ষ, এতদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যাহারা উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করতঃ গৌর-বাণী শ্রবণের অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা বাণীর তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বাহ্যার্থ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে। হে অহৈতুক-কৃপানুশীলনকারিন্! আপনার অনুসরণ করিতে আমরা সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। তবে অদোষদর্শী আপনি অহৈতুকী কৃপাশক্তি সঞ্চার করিলে আমরা আপনার অহৈতুক-কৃপানুশীলন-যজ্ঞের হবির্দ্রব্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিব—এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আপনি যে-ভাবে নিত্যযুক্ত হইয়া শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত প্রভুর মনোহভীষ্ট পরিপূরণ-কার্য্যে অনুক্ষণ রত আছেন, আমরা সেই ভাবের সহায় প্রার্থী হইয়া আপনার শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়াছি। জীবনে-মরণে কায়মনোবাক্যে আপনার আনুগত্যই আমাদের জীবাতু হউক ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

হে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-শ্রেষ্ঠাচার্য্য! পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়-গগনে আপনার আচার্য্য-ভাস্কররূপে আত্ম-প্রকাশে জগজ্জীবের যে কি প্রভূত নিত্যমঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। বাস্তব সত্য নির্ণয়ে অজ্ঞতা-নিবন্ধন আমাদের ন্যায় কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ যখন নৈরাশ্যের মোহান্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া উন্মার্গগামী হইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন আপনি ধ্রুবতারার ন্যায় পারমার্থিকগগনে নিত্যকাল স্থিররূপে উদিত হইয়া আমাদিগকে অভয়-বাণী দ্বারা আশ্বস্ত করিয়াছেন। অজ্ঞান-তাড়িত আমরা আপনাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অনন্ত নিরয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম দর্শন করিয়া পরম করুণাবতার সর্ব্বজীবৈকবন্ধু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আপনার অপ্রাকৃতত্ব জগতে প্রকাশ করিবার জন্য এবং আপনার দ্বারা স্বীয় মনোহভীষ্ট সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মানবচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন। আপনার প্রকটলীলায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত মাধুর্য্য সমগ্রতা লাভ করিবে—ইহাই সাত্বত প্রথা। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণী—"শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না, আচরেই সকাশ হাজার সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন"।—আপনার দ্বারাই যে সাফল্য-মণ্ডিত হইবে, আপনার আচার্য্যত্ব-প্রকাশ, তাহারই পূর্ব্বাভাস।

হে শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতাশ্রয়কারিন্! আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে অবগত আছি—যাহারা অপ্রাকৃত রূপানুগের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বাস্তবিক ব্রজবাসীগণের অবৈধ অনুকরণে নিজদিগকে গুরুবর্গের মূল আশ্রয়বিগ্রহাভিমান করে, তাহারা অহংগ্রহোপাসক হইয়া তত্ত্বদ্রষ্টা হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। বাস্তবিক একজনের আনুগত্য ব্যতীত ব্রজভজন লাভ হয় না—ইহাই মহাজনবাক্য। সুতরাং যে-সকল মদমত্ত দম্ভপুষ্ট ব্যক্তি শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীগুরু পাদপদ্মের নিত্যজনের আনুগত্য পরিত্যাগ করতঃ স্বেচ্ছাচারিতাবশে গুরুসেবার বাহ্য-চিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহারাও অহংগ্রহো-পাসক হইয়া সংসারদশাই লাভ করিয়া থাকে। আমরা যেন—'অহৈতুক্য-পরিচারক-ভূজাহৃতাশ্রিতাঙ্গ ভূয়া'-বিচারে আপনার শ্রীপাদপদ্মের রেণু হইয়া আমাদের নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা লাভ করিতে পারি ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

আপনার নিত্যমঙ্গলাভিলাষী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

গৌড়ীয়জনপ্রসাদৈকসংরক্ষক
পরমহংস আচার্য্যবর্য্য

ওঁ অনন্তবাসুদেব

প্রভুপাদের শ্রীচরণ-কমলে

ভক্ত্যর্ঘ্য

হে আচার্য্যপাদ! আপনার পরম পবিত্র আবির্ভাব-বাসরে আপনার অনুগত সজ্জনমণ্ডলী কত শ্রদ্ধা, উৎসাহ ও আনন্দের সহিত বিবিধ পুষ্পোপহার লইয়া আপনার শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা আপনার অনুগত দাসানুদাস অভিমান করিলেও অত্যন্ত দীন-হীন অযোগ্য; আপনার প্রীতিবিধানের কোন সম্বল আমাদের নাই। আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র নগণ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব।

জানি না, কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতি-ফলে ভুবনমঙ্গলাবতার জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের শ্রীচরণে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য আমরা লাভ করিয়াছি। কি ভাবে সদ্‌-গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার সেবা দ্বারা আত্মমঙ্গল বরণ করিতে হয়, তাহা আমরা একমাত্র আপনার আদর্শ ও সুসিদ্ধান্ত-বাণীতেই সর্ব্বদা উপলব্ধি করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিষ্কারের পর আমরা অত্যন্ত হতাশ হইয়া জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছিলাম, তখন পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে আপনি তৎপ্রতি-নিধি আচার্য্যবর্য্যরূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া আমাদের বিহ্বলচিত্তে আশার সঞ্চার করাইয়াছেন।

আমাদের গুরুপরম্পরার মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস—এইরূপ ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ পর্য্যন্ত পর পর আচার্য্যগণের নাম দেখিতে পাইয়া এবং প্রভুপাদের বিভিন্ন বক্তৃতায়, হরিকথায় ও গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গীতা-ভাষ্যে প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকায় জগতে মহান্ত গুরুর নিত্যপ্রাকট্যের কথা জানিতে পারিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই মর্ত্ত্যজগতে আত্মমঙ্গলকামী ভাগ্যবন্ত জীবগণ যাহাতে নিত্যকাল সদ্‌গুরুসঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন, তজ্জন্যই দয়ানিধি ভগবান্ আচার্য্য-রূপে জগতে নিত্যকাল প্রকটিত থাকেন।

হে প্রভুবর! আমরা অত 'বহু বুঝিতে না পারিলেও এই সাধারণ কথাটী বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, যিনি সদ্‌গুরু—সদ্‌গুরু—সদ্‌গুরু শ্রীল প্রভু-পাদের আশ্রিত, প্রভুপাদের নিকট দীক্ষিত, প্রভুপাদের সঙ্গী, প্রভুপাদের শরণাগত, প্রভুপাদের শিষ্য, প্রভুপাদের সেবক, তিনি প্রভুপাদের আচার-প্রচারের অনুসরণ করেন, প্রভুপাদের বিচার গ্রহণ করেন, প্রভুপাদের বাঞ্ছা অনুসরণ, প্রভুপাদের যাহা প্রীতিকর, কায়মনোবাক্যের দ্বারা তাহাই করিয়া থাকেন। আর এই প্রকার আচার-বিচার বা সেবাপ্রবৃত্তি যাঁহার যত অধিক, তিনিই প্রভুপাদের তত অধিক অন্তরঙ্গ ও শ্রেষ্ঠতর।

হে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রেষ্ঠ! আমরা অনেক দিন শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে থাকিয়া প্রভুপাদের কৃপাবলে এই প্রকার বিচারের দ্বারা যাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের 'আশ্রিত' 'সঙ্গী', 'শরণাগত', 'শিষ্য', 'সেবক' বলিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে আপনাকে প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ ভাবী আচার্য্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমরাও নিষ্কপটে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; সর্ব্বোপরি শ্রীল প্রভু-পাদের প্রকটকালীন বহু উপদেশবাণী ও অপ্রকটকালীন শ্রীমুখের সাক্ষাৎ আদেশ আমাদের সকলের এই ধারণাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়াছে।

হে রূপানুগবর! আপনি আশ্রয়-বিগ্রহ নন্দের সেবার বৈশিষ্ট্য ও সিদ্ধান্ত অনেক সময় কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাৎসল্য-রসে যে নন্দনন্দন উপাসিত হন, সেই বাল-গোপালের যথার্থ প্রেমিক সেবক আপনি। আপনিই প্রকৃত ব্রজবাসী। ভজন ও কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য আমরা ক্ষুদ্র অধিকারে কি বুঝিব? অতএব শ্রীগোপালজীউ মঠের নগণ্য সেবকাভাসদ্বয় আমরা কেবল আপনাকে শ্রীনন্দের অভিন্ন বিগ্রহরূপে বন্দনা করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে আপনার করুণা বাঞ্ছা করিতেছি

আপনার শ্রীপাদপদ্মে অকপট

শ্রীগুরুসেবাপ্রার্থী—

শ্রীগোপালজীউমঠের সেবকবৃন্দ

ওঁ প্রভুপাদের

বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাজিপ্রচারকর্মে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ-চতুর্থী-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজনবান্ধব ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিভিন্নকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবনমালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অসটাকিনা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নৈমিষারণ্য-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ নিমখার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কতিলপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদনলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভুক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীশারদেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কেকোন, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চন্দ্রাবল রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅদ্বিতীয় ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুয়ারডুগা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকাগ্র অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনসরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাপ্ত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	বাজার দর
বালাম	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এজারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩॥৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাবরি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০॥৵০
সিঙ্গাপুর ১০০০ নং	১০৵০
তেকোনা সাদা	৯'
নারায়ণপুর সাদা	৮।০—৯৶০
নারায়ণপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি-পাকা সোনার বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

সেপ্টেম্বর—	৪০৸
অক্টোবর—	৪০৸
নভেম্বর—	৪১।০
হাজার বস্তার দর—	৪২৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
দিলখুস ঐ	৬৲—৬৶০
ফিঙ্গার ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজি	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫।৵০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
ছাতু	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

ঢাকা	৫৭৲
কাশীর	৫৭৲
বেনারসী	৫০৲
গাভী	৪৫৲

পাতিলেবু	৪৬।০
আদা	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাদাম পাকা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৶০—৯।৵
ঐ বে মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা ষ্টেনডেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।৵০—৮৸০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৩।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৩।৵০
২৮ গেজ—	১৬।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ,

শীট	।৵১০—৸৵০
সাধারণ বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	৩।০—

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৬।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, গোলটু, ময়াদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

রড	৮৸০—১১।০

ফুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

৫টকলের হাপরণ ৫৶০, পাটের হাপরণ ৬॥০

তুলার হাপরণ ৪।০

তুলোর দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেদ গোলার ফাইন	৫৪
সিট-ন আমেদ ফরমচ	৪০৲
কবাডি পুরনিয় ফাইন	৪৩৲
হায়দ্রাবাদ ভাবা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাতলা সাগু	৮।০
সুপারী বেনী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
গুড়ি খয়ের	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—::•::—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউট”—

—::•::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধুচরিত্র ও সুযোগ্য। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা ও উত্তম খোরাক ও দেখাশুনার প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক ব্যবস্থা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৯১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:: ●)::— — —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল বর্ত্তমান সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অন্তরঙ্গা জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রসাহিত্যিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার-ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পাটা বারুণ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	১০৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(●):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা... ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ'

শ্রীধামসর্বস্বপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্যতম
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র অজস্র-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৪, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২৮৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

চীন-জাপান সংবাদ

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, জাপান মাঞ্চুকুওতে বহু সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে যে, মাঞ্চুকুওতে জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় অথবা বিদ্রোহের আশঙ্কায় তথায় সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, চীন-জাপান বিরোধে সোভিয়েটের হস্তক্ষেপ আশঙ্কায় তথায় সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে।

জাপানীরা ব্যাপক আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চীনা ঘাঁটিসমূহের উপর গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। চীনাগণ বলিতেছে যে, তাহারা হটিয়া যায় নাই। সাংহাই শহরের ইয়াংসী নদীর উপকূলে জাপানের অগ্রগতি রোধের প্রধান সহায়ক। এই ঘাঁটিকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে প্রচুর-পরিমাণে বহু জাহাজ প্রেরণ করা হইয়াছে। এই ঘাঁটির উপর জাপানীরা যুগপৎ নৌ ও বিমান চালাইবে বলিয়া চীনারা অনুমান করিতেছে। চীনা কর্তৃপক্ষ পাঁচ হাজার বন্দিকে বাহিরে নিয়াছেন—উহারা দুই-একজনে জাপানে রপ্তানি হয়।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সাড়ে তিন ঘন্টা ব্যাপী মন্ত্রিসভার বৈঠকে দূরপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন তথাকার ঘটনা সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জাপানী দ্রব্য বর্জন করা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, সরকারী মহল উহা সমর্থন করেন নাই, তবে জানা গিয়াছে যে, যদি আবশ্যক হয় চীন জাপান বিরোধ সম্পর্কে ব্রিটেন মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করিতে প্রস্তুত আছে।

টোকিওতে জাপানী পররাষ্ট্র বিভাগের জনৈক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি বলেন যে, রাষ্ট্রসংঘ যাহা করিয়াছেন তাহা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন দরকার নাই; তথাপি একথা বলা দরকার যে, জাপানের বোমাবর্ষণের নিন্দা করিয়া রাষ্ট্রসংঘ পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে জাপানে সর্বত্র বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, জাপান নিরীহ ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করে নাই, যদিও শত্রুর সমর-ঘাঁটি ধ্বংস করিতে সে বদ্ধপরিকর।

ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস সংস্কার

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, নূতন ভারতশাসন আইনের আমলে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস সংস্কার সম্পর্কে যুক্ত-প্রদেশের মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কাউন্সিলের নিকট বিশিষ্ট ডাক্তার রায় বাহাদুর আর এন, বানার্জ্জী তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সার্ভিস সংস্কারের পরিকল্পনায় বর্ণ বৈষম্যের চূড়ান্ত করা হইয়াছে। উহাতে ভারতবর্ষের ডাক্তারদিগকে অপমান করা হইয়াছে। উহা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল, অন্যায় এবং সার্ভিসে ভারতীয় নিয়োগের নীতির বিরোধী।

ভারতের ডাক্তারেরা উহার যে প্রতিবাদ করিতেছেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতসচিবের উহা অবশ্য শুনা দরকার। ডাক্তার বানার্জ্জী বলেন যে, প্রত্যেকটি চাকুরীতে লোক নিয়োগের সময় চাকুরী প্রার্থীর যোগ্যতাই প্রধান মাপকাঠি হওয়া দরকার এবং প্রত্যেকটি চাকুরীতে সকলের প্রার্থী হওয়ার অধিকার থাকা দরকার। বর্ণ বিচারকে 'মাদা' অছিলায় স্থান দিয়া ভারত শাসন আইন শাসন সংস্কারের প্রগতিকে খর্ব করিয়াছে। যদি এই বর্ণ-বৈষম্য থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ কৃত্রিম শাসন-সংস্কারের কোন প্রয়োজন নাই। মেডিক্যাল এসোসিয়েশন কাউন্সিল শীঘ্রই সার্ভিস পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

হিটলার-মুসোলিনীর আলোচনা

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনীর মধ্যে আর একবার আলোচনার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাদের রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, উভয়েই ব্রিটেনের সহিত আপোষ করিয়া চলিবার পক্ষপাতী। কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়ী হইতে না পারিলে ইতালীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে এই সম্পর্কে ব্রিটেনের সহিত জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে, আশঙ্কায় সিনর মুসোলিনী অস্বস্তি বোধ করিতেছেন।

হের হিটলার স্পেনের ব্যাপারে ইতালীকে আর সমর্থন করিবেন না বলিয়াই মনে হয়। আরও জানা গিয়াছে যে, হের হিটলার ভূমধ্যসাগরের ব্যাপারের সহিত আর জড়িত হইতে চাহেন না একথা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।

নরহত্যায় দ্বীপান্তর দণ্ড

জুরীদিগের সর্বসম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া বীরভূমের দায়রা জজ নরহত্যার অপরাধে বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জি নামক এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী পক্ষে গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জি ও মাননীয় বিচারপতি মিঃ বিশ্বাসের নিকট এক আপীলের শুনানী করা হয়।

অভিযোগে প্রকাশ,—গত ১৭ই মে ৮ বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে একটী পুকুরে ভাসিতে দেখা যায়। বালিকাকে উপরে উঠাইয়া দেখা যায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে এবং তাহার গলায় যে সোনার হার ছিল, তাহা নাই। ফলতঃ প্রতীয়মান হয়, বালিকা জলে ডুবিয়া মরে নাই; কেহ তাহাকে মারিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে। কয়েকদিন পরে দেখা যায়, ঐরূপ একটি হার নাম ও ঠিকানা ভাড়াইয়া আসামী বন্ধক দিয়াছে। আসামীর প্রতি সন্দেহ হওয়ায় তদন্তের পর পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

আসামীপক্ষে অপরাধ অস্বীকার করা হয়। মামলার মিঃ সেনগুপ্ত ও কাম্পবেল। জুরীরা আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারপতি উক্ত আপীল গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ এস, সি তালুকদার ও মিঃ ভক্তিভূষণ দত্ত আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। যামুন-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-পাক্ষিক ৷৵০
২২। তত্ত্ব-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তাফলিকা ভগসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। অবমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইংরেজিক প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড আনন্দ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬শবর্ষ ১৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা অক্টোবর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ৮ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২৫শে ও ২৬শে সেপ্টেম্বর দিবসদ্বয় কলিকাতা ১৭এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ মিত্র এটর্ণি মহোদয়ের বাসভবনে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতের চরিত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর নিকট হইতে ভগবদ্ভক্তের ভাক্তগ্রহ পাঠ দ্বারা ভগবৎসেবা ও অন্যাভিলাষীর লোকজনের মধ্যে পার্থক্য, প্রকৃত সদ্গুরু ও গুরুব্রুবের পার্থক্য, কলিহত জীবের সদ্গুরু-পদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, সদ্গুরুর পাদাশ্রয় ব্যতীত শুষ্ক পাণ্ডিত্য-প্রাতিভাদিদ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য বোধগম্য নহে, বিষ্ণুভক্তিহীন উচ্চ কুলোদ্ভূত বিপ্র অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ স্বপচ কুলোদ্ভূত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তের রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্, তিনি সমর্পিতাত্ম ভক্তের ভক্তির সহিত প্রদত্ত দ্রব্যাদি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন, অন্যাভিলাষীর দ্রব্য আদৌ গ্রহণ করেন না প্রভৃতি বহু বিষয় শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন এবং আরও অধিক শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে মহারাজ 'শ্রীগৌরাঙ্গের মধুরলীলা', 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম' 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', 'অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং,' 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং,' 'এতে চাংশকলাঃ পুংসো কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' 'তেষাং সততযুক্তানাং' 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ,' 'চৈতন্যচরিতামৃত অমৃতের সিন্ধু,' 'আশ্রয় লইয়া ভজে', 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' ইত্যাদি বহু শ্লোকাদি আলোচনা করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কতিপয় সজ্জন ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ রায়, বাহাদুর ও জমিদার; রায় বাহাদুর শ্রীভূপেন্দ্রভূষণ রায় এটর্ণি; শ্রীশরৎপ্রসন্ন ঘোষ, মিঃ ডি, কে, মজুমদার, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার জমিদার; শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায় জমিদার; শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, এটর্ণি ও জমিদার প্রভৃতি।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব-পঞ্জী

২৯শে আশ্বিন	১৫ই অক্টোবর	শুক্রবার	শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।
৩১শে "	১৭ই	রবিবার	শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।
২রা কার্ত্তিক	১৯শে "	মঙ্গলবার	শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব।
৭ই "	২৪শে "	রবিবার	শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।
১৪ই "	৩১শে "	রবিবার	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।
১৭ই "	৩রা নভেম্বর	বুধবার	শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব।
১৯শে "	৫ই "	শুক্রবার	শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।
২৫শে "	১১ই "	বৃহস্পতিবার	গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।
২৮শে	১৪ই "	রবিবার	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব।
২৯শে	১৫ই "	সোমবার	সাধারণ মহামহোৎসব।
১লা অগ্রহায়ণ	১৭ই	বুধবার	শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।
২রা	১৮ই "	বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব এবং মহোৎসব সমাপ্ত।

কুরুক্ষেত্রে প্রচার

গত ২২শে আগষ্ট রাওয়ালপিণ্ডি হইতে সৈন্যবিভাগের প্রধান ডাক্তার কর্ণেল শ্রীযুক্ত ভগবান সহায় সক্সেনা ও তদীয় জামাতা লালা শম্ভুনাথ বি-এ, এল-এল-বি মহোদয় শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা শ্রীপাদ বনগোপাল দাস ও শ্রীপাদ মঠরক্ষক প্রভুর মুখে গৌড়ীয়মঠের অনেক কথা শুনিয়া এমন কি পাশ্চাত্যদেশেও গৌড়ীয়মঠের বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের প্রচারের কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হন।

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

গত ১১ই সেপ্টেম্বর বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব কীর্ত্তন এবং পূজা-মুখে সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীমঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সভাপতি দেবেন্দ্রকুমার প্রমুখ শ্রীরাধাষ্টমী সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা ব্যাপিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

উক্তরূপ সভার আলোচ্য বিষয় শ্রীমঠের নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন, সভা, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক 'গৌড়ীয়' এবং 'নদীয়া প্রকাশের' বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রভৃতি আলোচনা হইতেছে।

———

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ শ্রীধরাত্ত শনিবার শ্রবণ গৌরাব্দ ৪৪১

কর্ম্মীর কাণাকড়ি

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

মানবের অধিষ্ঠান ত্রিবিধ সত্তায় অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাহার মন ও জ্ঞান সংজ্ঞা দেহী। এই দেহীটী আবমিশ্র চেতন। তাঁহার মন এবং চেতন ধর্মের অভ্যন্তর নামক সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং তাঁহার স্থূল দেহটী বিকৃত হইয়া।

চিন্ময় দেহীর বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী নির্ব্বিশেষের জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদবাদ মূলক, অপরটী আত্মার নিত্য পার্থক্যে বর্ণে সেব্য-সেবক-ভাবে অবস্থান প্রভৃতি। দেহ ও মনের কাল হইতে যে সময় আত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের অথবা নিত্য-হরিসেবার। যে-কালে মানবের দেহ ও মনের আধিক্য প্রবল হইয়া আত্মার বিচারে প্রবৃত্ত, সেকালে জ্ঞান আর ও কোন আর্থের কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। অন্তর্যামী প্রভৃতি তাঁহাকে অনাদিস্বর হইতে অবগত করে। আত্মা বা দেহ ভাবিতে কল কামনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্মপ্রতীতি প্রবল হইয়া আত্মবস্তুর বিপর্য্যয়ে নশ্বর দেহ ও মনকে 'আত্মা' বলিয়া দর্শন করে, ইহাই জীবের বিবর্ত্ত বা ভ্রম। শক্তির পরিণাম-কলে নশ্বর ধর্ম্ম দেহ ও মনে পরিপুষ্ট হয়, ইহাই আত্মার বিবর্ত্ত ভাব।

কর্ম্মী দেহ বা মন ফল ভোগ করে। নিত্য সেবার ক্রিয়াতৎপরে কল্পনার অন্যায় জ্ঞান করে। স্বাভাবিক হরি-সেবা কখনও দেহ ও মনের কর্ম্ম-কাণ্ডের চেষ্টা নহে। ব্রাহ্মণ্যের সমগ্রে উপলব্ধি হইলেও একত্বের নির্দেশ নহে। দেহ ও মন লইয়া যাঁহারা বিব্রত তাঁহাদের কর্ম্মপথ ব্যতীত অন্য গতি নাই। তাঁহারা আত্মাকেও দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন, সুতরাং হরিসেবাকেও একটী কর্ম্ম বিশেষ জ্ঞান করেন। ভক্তগণের সহিত হরি-সেবার পার্থক্য এই যে, ভক্ত কর্ম্ম নশ্বর এবং ক্ষুদ্রার উদ্দেশে ফল প্রসব করে, কিন্তু হরি-সেবা নিত্য ও হরিপ্রেমা আনয়ন করে। কর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, হরিসেবনের ফল সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হরির সেবা আনন্দ। হরি আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্ম্মফল নশ্বর পরিণামে দুঃখপরিচিত-পরিপূর্ণ।

কর্ম্মী দুই শ্রেণীর— সুকর্ম্মী ও দুষ্কর্ম্মী।

সত্ত্বগুণে জীব সৎকর্ম্মপর হন, রজস্তমোগুণে তিনিই অসৎ বা কুকর্ম্মপর হন। সৎকর্ম্মপর দেহ ও মন দয়াবাদাইছ, অসৎ-কার্য্যতৎপর প্রবৃত্ত অহঙ্কারী জীব পরহিংসাপর। নীচ স্বার্থ-সাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ রজস্তমোগুণ দ্বারা নানা কদর্য্য কার্য্যে আপন দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। এরূপ কুকার্য্যপর লোকের জন্য উভয়ের অসংখ্য যুক্তি অবতারিত হয়, পরিণামে তাহারা নৃত্য করিয়া কুকর্ম্ম হইতে সংযত হন ও পুণ্যবান সাত্ত্বিক কর্ম্মীদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। যে কাল পর্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য্যে নিরত হন তাবৎ তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেচ্ছাচার প্রশমনের জন্য সত্ত্বগুণের আবাহন কর্ম্মীদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি রজস্তমোগুণকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে তাদৃশ গুণদ্বয়ের সাবধানে সেবা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলেও কার্য্য সত্ত্বগুণের নামে প্রচারিত থাকিলেও উহা যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া নহে তাহা জানিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা ফলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রবৃত্তি ও অহঙ্কারবশে জীব সত্ত্বগুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হন কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণেরই অধীন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটীই সত্তার নিত্যগুণের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব নিত্যত্ব সংরক্ষণে অসমর্থ। অনিত্য গ্রহণ বা আনিত্য সত্তার বিলোপসাধন উভয়ই নশ্বর-ধর্ম্মাবিশিষ্ট। তাহাদের দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। রজস্তমঃ পরিহার করাই সৎকর্ম্মপর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যেখানে তাহার বিপরীত ও প্রাকৃত সুখ দ্বারা অনিত্য-গ্রহণ প্রবৃত্তি সেইখানেই অসৎ কুকর্ম্মীগণের দৌরাত্ম্য। সুকর্ম্মীদিগের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের চতুর্থাশ্রমের উপযোগিতা নাই। চতুর্থাশ্রমী বলিতে গেলে নিবৃত্ত-জীবনবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। তাঁহারা তিনভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। উভয়েই ত্যক্তকর্ম্মা, কেবল দেহ বা মনের চাঞ্চল্য উভয়েই ব্যক্ত করেন। কর্ম্ম-সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া কর্ম্মভোগ হইতে দূরে বাস করেন, তাঁহার বাসনার স্বর্গের কোন প্রকার অশান্তি নাই, সুতরাং শান্তিময় জীবনই তাঁহার লক্ষ্য। জ্ঞানী বলেন, কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অবস্থা নশ্বর বলে আবদ্ধ, সুতরাং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। ভগবদ্ভক্ত বলেন, ভেদ জ্ঞানময় জ্ঞানী নির্ভেদ হইবার বাসনায় অশান্ত হয়। তাঁহার মুক্তিবাঞ্ছাই তাঁহার ভক্তেরকে ধ্বংস করিয়াছে। নিত্য হরিসেবাপরায়ণতাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষ্য। তাদৃশ হরিসেবককেই ভক্ত বলে। তিনি ভক্তের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়াছেন, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং বদ্ধাবস্থার ভোগ বা বদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন একেই প্রকৃত, সম্যক্ ও নিরংশরূপে বিষয় ত্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসী বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যিনি নিত্য-সেবায় ত্যক্ত হইয়া তাহার তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রচুর কার্য্য করিয়াছেন। সেজন্য তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের ফল লাভ করিয়া যে অবস্থায় অবস্থিত তাহা কুকর্ম্মী শিশুর গর্ব্বের বিষয় নহে। কোন সুকর্ম্মী কর্ম্মীর নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় গৃহস্থগণের প্রদত্ত অন্নপানাদি অন্যায়রূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে গৃহস্থগণের প্রদত্ত ফল হইতে বঞ্চিত করা কর্ম্মীগণের কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই শিশু সুকর্ম্মীর জানেন না যে, কর্ম্মফলে কর্ম্মক্লান্ত মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ প্রদত্ত অন্নরূপে পেনসন্ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্কট সমাজ ক্ষেত্রে রক্ষিত বিত্ত হইতে গৃহস্থগণ অন্নজলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্যই জীর্ণবাসঃখণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেন, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় উহাদিগের কেবল সেবা লইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন না। যদি অপবাদকারী সুকর্ম্মি-সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জ্জিত নিজ ভগবজ্জনকারীর কার্য্যে না লাগিয়া দুঃস্থ সমাজে বাটোয়ারা হউক এবং উপার্জ্জনকারী পুনরায় সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের টানাপড়েন লইয়া ব্যস্ত হউন, তাহা হইলে নিবুদ্ধিতার চরম সীমা আর কি হইতে পারে?

বৈদিক বিচারে বলিতে গেলেও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের দ্বারা গৌণভাবে সমাজ যে কল্যাণ করেন তাহার পরিবর্তে তাহাদিগকে অন্ন, জীর্ণবাস প্রদান করা সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বতন্ত্র হইতে হইবে না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।'

দেহ ও মনের উদ্দাম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন কর্ম্মীর সম্প্রদায়ের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিও না। অতএব সেই কর্ম্মকারগণকে আমরা বলি যে, তাঁহারা গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের নিবুদ্ধিতা বিবর্দ্ধনের জন্য যেন অপর্য্যাপ্ত কার্য-চেষ্টার বদ্ধ না হন, সেই গোকারগণ চতুর্থাশ্রমের প্রতিকূলে যে বাচা গোকার যুক্তি লইয়া মূর্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান্ মনে করিবে না। যদি সন্ন্যাসাকে জগতের প্রবঞ্চক বলিয়া স্বীকৃত হইত তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তি-পথ পৃথিবীর চিত্রপট হইতে একদিন মুছিয়া যাইত। কর্ম্মীদের প্রাপ্যফলই সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ। জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি অবস্থাভেদের অধিকার আছে উহাই কি ত্যাগের বা সন্ন্যাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয়-ভোগের পরে ভক্তেই সন্ন্যাস বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না, যে বস্তুটী অমৃত নহে, তাহাকে বিষ বলিয়া নির্ব্বিশেষ-সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন। নিষ্কিঞ্চন বা সন্ন্যাসীকে বিষয়মুক্ত বলিলেই সমাজ-সেবক বলা হয়। সমাজ-সেবক মাত্রেই সমাজের ন্যূনাধিক ফল লাভের যোগ্য। সুতরাং সুকর্ম্মীদের অতি সন্ন্যাসীদিগের জীর্ণ বাস রক্ষিত করিবার প্রয়াস নিজ যুক্তি দ্বারাই খণ্ডিত হইল, আর প্রকৃত ত্যাগের আবশ্যিক শুশ্রূষাপূর্ব্বক বাধা দেওয়া গৃহস্থ লোকের নিবুদ্ধিতার চরমসীমা। এইরূপ চিত্তপ্রবাহে কোনও কর্ম্মীদের বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া উচিত নহে। ফল পাইবার জন্য ক্রোড়া যায়। নিদ্ধনের প্রবাসে বিক্রয় বা পরিগ্রহের জন্য প্রবর্ত্তীর প্রাপ্য দিবার পরিবর্ত্তে যে-কাল পর্যন্ত সভ্য মানব-সমাজে আদরে গৃহীত হইবে তৎকালাবধি চতুর্থাশ্রমীর ব্যবহার-সীকৃত সম্মান তাহাদিগের প্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। বিরক্ত ভক্তগণ সমাজের কিরূপ মঙ্গলকারী তাহা আসক্ত বিষয়ী তাহার সঙ্কীর্ণ বিচারে বুঝিয়া লইতে পারেন। তাহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসা করা বিবেক-সঙ্গত নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতিটী এবিষয়ে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি দমনে উহার স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চরণারবিন্দ। যারা আকর্ষণ ছাড়ে ব্রহ্মা রুদ্রগণ॥

মাতৃশ্রাদ্ধ ও ষষ্ঠীপূজা

(আচার্য্য শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালের অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"মাতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য যদি কু—বাবু 'হ্ু' হন, তবে ষষ্ঠীপূজা করিবার জন্য সুন্দরানন্দ প্রভু 'হু' হন কি প্রকারে?" যাহাদের যে-কোন মিথ্যা কথা প্রচার করাই স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে তাহারা যে, যে-কোন কথা প্রচার করিতে পারে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পাষণ্ড-সম্প্রদায় যদি শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ষষ্ঠীপূজা করিয়াছেন বা করাইয়াছেন এরূপ সম্পূর্ণ অসত্য কল্পিত কথা প্রচার করে, তথাপি উহা অবৈধ মাতৃশ্রাদ্ধের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

কু—বাবু তাঁহার হরিনামাশ্রিতা মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ মহাপ্রভুপাদের ধারা করেন নাই; কাজেই হরিভক্তিবিলাস ৯।২৭ সংখ্যাবৃত্ত কল্পনাদের ব্যবস্থানুসারে সেই শ্রাদ্ধ প্রেতকৃত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, কু—বাবু যে পাষণ্ড মতানুযায়ী মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, সেই শ্রাদ্ধকে বাহির করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কু—বাবুকে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহার প্রাণে পরম পূজনীয় শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে পাঠাইয়াছিলেন, তথাপি কু—বাবু গুরু ও বৈষ্ণবের আজ্ঞা ও অনুরোধ পালন করেন নাই। ইহাতে একাধারে গুর্ব্বজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা, মহাজনাবজ্ঞা, বৈষ্ণবাবজ্ঞা ও সদাচারাবজ্ঞারূপ অপরাধ হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এসম্বন্ধে কু—বাবুকে যে-সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রসমূহের মধ্যে মাত্র তিনটী পত্র কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১)

শ্রীযুক্ত কু—বাবু,

শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু আপনাদের ওখানে যাইতেছেন। আপনার হইয়া শ্রাদ্ধের সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিবেন। তাঁহার বাচনিক সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া যাহা ভাল হয় করিবেন।

সংসারে যাহার আশীর্ব্বাদ আপনি পূর্ব্ব শ্রাদ্ধ করিয়াছেন জানিয়া আপনার পথ অনুসরণ পূর্ব্বক আমাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনুসরণে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এখন হইতে আমাদের আশ্রিত অভিমানী গৃহস্থগণ নিজ নিজ বর্ণের অভিমান গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন। এই বর্ষে কাহারও আমার নিষেধ কথা বাতিল হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ ১০ দিনে, ক্ষত্রিয়গণ ১২ দিনে, শূদ্রগণ ৩০ দিনে, বৈশ্যগণ ১৫ দিনে কাচাধড়া লইয়া শ্রাদ্ধ করাই সঙ্গত জানিল। সুতরাং বৈষ্ণবের নিজ-শাস্ত্র বিচারে ব্যাঘাত ঘটিল। বৈষ্ণবের সমান বুদ্ধির জন্য আমরা যে বিচার জগতে বলিলাম, তাহার প্রতিকূলে কাহা কথাটা ব্যক্তিগত বিপদের উপর নির্ভর করে না, একথা আপনি বিস্মৃত হন কেন? ঐপ্রকার শ্রাদ্ধের সহিত আপনার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রাখিতে গেলেই আপনি পরমার্থ কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন,—ইহাই জগতে প্রচারিত হইবে। লৌকিকী শ্রদ্ধা ও পারমার্থিকী শ্রদ্ধা ভিন্ন। উক্ত শ্রদ্ধাকে 'শ্রদ্ধা'নামে পরিচিত লোক-রঞ্জনের জন্য পরমার্থ নষ্ট করিতে হইবে না। ইহাই মহাপ্রভুর মত।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রী সিদ্ধান্তসরস্বতী

নিম্নে আর দুইখানা ইংরাজী পত্রের কিয়দংশ (এরূপ আরও ১০।১২ খানা পত্র আছে) প্রকাশিত হইল।

(২)

Sri Purusottam Math, Puri.

21-5-29.

My dear K— Babu

Your favour of the 18th is just received along with S -'s letter. You have written that by your স্বকর্ম্মফল you have to undergo great troubles of all varities and you are compelled to submit to them, but I think you could have avoided those things if you had a mind to do so, to some extent you preffered to elongate your head in the guillotine. Of course whatever happens that will be classed as Holy Providential wishes. As you don't want to be disturbed with these I must stop here now.

Affly. Yours—

Siddhanta Saraswati.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, পুরী

২১।৫।২৯

প্রিয় কু—বাবু,

স—র পত্রের সহিত আপনার ১৮ই তারিখের লিখিত পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনার স্বকর্ম্মফলে আপনি নানাপ্রকার বিপাকে পড়িয়াছেন এবং বাধ্য হইয়া আপনাকে ঐ সকল স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি কিয়ৎপরিমাণ ইচ্ছা করিলেও এই সকল অসুবিধার হস্তে নিপতিত না হইতেও পারিতেন। আপনি স্বেচ্ছায় আপনার মস্তক যূপকাষ্ঠে প্রসারিত করিয়াছেন (বাড়াইয়া দিয়াছেন)। অবশ্য যাহা সংঘটিত হইতেছে তাহা সকলই ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা-প্রসূত বলিয়া বিনীত হইবে। যে হেতু আপনি এই সকল কথা দ্বারা বিরক্ত হইতে চাহেন না, সেই জন্য এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। ইতি—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

(৩)

Sri Purusottam Math, Puri.

29. 5. 29.

My dear Aprakrita Prabhu,

Gaurgunananda's note of yesterday disclosed your unsuccessful attempt proselytising K Babu in his present movement. Your letter of the 27th. reached me to-day which corroborates the same fact. However, you have done your duty to save a drowning friend who does not demand such uncalled for advice from you. The interpretations and explanations offered by him have no value; I mean your interpretation had been necessary before he launched into a wrong direction. Had that been the case, he might have consulted me, but he cared little to hold any counsel with us during his stay at "মায়া". I predicted the same long before to you before you attempted for it. He had already reported his case to be compared to that of one "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্". He has preferred to run into an ordinary cause instead of saving himself from the inglorious acts.

Affectionately Yours—

Siddhanta Saraswati.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তমমঠ

২৯।৫।২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য গৌরগুণানন্দের পত্রে কু-বাবুর মত পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আপনাদের ব্যর্থ চেষ্টার কথা জানিলাম। আপনার ২৭শে তারিখের লিখিত পত্রও অদ্য পাইলাম। তাহাতেও ঐ একই কথা আছে। যাহা হউক আপনারা একজন নিমজ্জমান বন্ধুকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, যদিও তিনি আপনাদের নিকট হইতে এই প্রকার অযাচিত উপদেশ আকাঙ্ক্ষা করেন না। "বিপথগামী হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন ছিল" তাহার এই প্রকার কৈফিয়তের কোন মূল্য নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি আমার সহিত পরামর্শ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার "মায়াপুর" (শ্রীধাম মায়াপুরে) থাকাকালীন এই সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আদৌ প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই প্রকারই হইবে তাহা আমি আপনাদের এই চেষ্টার বহুপূর্ব্বেই আপনাদের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম। তাহার অবস্থা 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' এর শ্লোকানুরূপ হইয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। এই প্রকার নিন্দনীয় কার্য্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে তিনি একটী সাধারণ কার্য্যে রত হইলেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

আগামী সংখ্যায় "চুরি চুপ হাকি চুপ" নামক প্রবন্ধটি। যাঁহারা যাহাকে তাঁর সমর্থন করিতে চাহেন, তাহার স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিবে। কাহাকেও হাতে কলমে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিলে তিনি বা তাঁহার সমর্থনকারিগণ যদি তিনি চোর ধরাইয়া দেন, তাহাকে বলেন, "তুমিও চোর", তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত চোরের চৌর্য্য বৃত্তির লাঘব হয় না, বরং উহা আরও স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অতএব আমরা গুরুদেব মহাশয়ের অবৈধ পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলাম না। যিনি অসদাচার করেন, তাঁহার চেয়ে অসদাচারের সমর্থক আরও অধিকতর অপরাধী।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রেস ছাপিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ মুদ্রণালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাখ্য শ্রীপাদ সদ্বীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহারীধর ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীতরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুস্তা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমাধবেন্দ্র দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অনাটাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিদাস, 'ন্যু' নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবংশীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনগাঁই

রক্ষক—শ্রীরমণীমোহন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবকালী,

পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চন্দ্রবান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাসগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (মাড়ো)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরী, পোঃ চিরকুলা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বালাখানি	৬।০
বালা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
পাটনাই নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুনের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

চিনি, টাইপ	১০।/০
পুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible] শাদা	৯।০
পুর শাদা	৮।০—৯৶০
পুর লাল	৭।/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

পালের বাট	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫৩।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০।০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] বস্তার দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৷৶০—৫৸০
	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৷৶০
[illegible] নং (২	৫/০—৫।/০
[illegible] (এল)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৷৶০
[illegible] নং (৩)	৪।০—৪৷৶০
[illegible]	১৷৶০—১৸০
	১৷৶০—১৷৶০

[illegible] দর

	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲

পাতিতাম	৪৬।০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাধা পাওয়া	৪১৬০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

করোগেট শীট (ঢেউ বা সীট)

মার্কা	৯৶০—৯।৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড ঢেউ সীট সব সাইজ	১০৶
ঐ ইংলিশ ঢেউ (সীট)	১০৷৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶০—৮৸০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা প্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸/০
২৬ গেজ—	১৬।/০
২৮ গেজ—	১৬৷৶০

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

প্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ

সীস	৷৶১০—৷৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩।০—

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইন্‌ফোর্স ও কংক্রিটের

রড ৮৸০—১১।০

বুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

টিকলের হাপরণ ৫৶০, পাটের হাপরণ ৬।০

জুতার হাপরণ ৪।০

জুতের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আক্রেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আক্রেন কর্ফিড	৪০৲
কলাচি খুরলিম কাইন	৪৩৲
হাবার্ড ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
ভাটি বরিশাল	১৫৷৶—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট দোকানপাট, বড়বাজার

কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪২,	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অধিক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

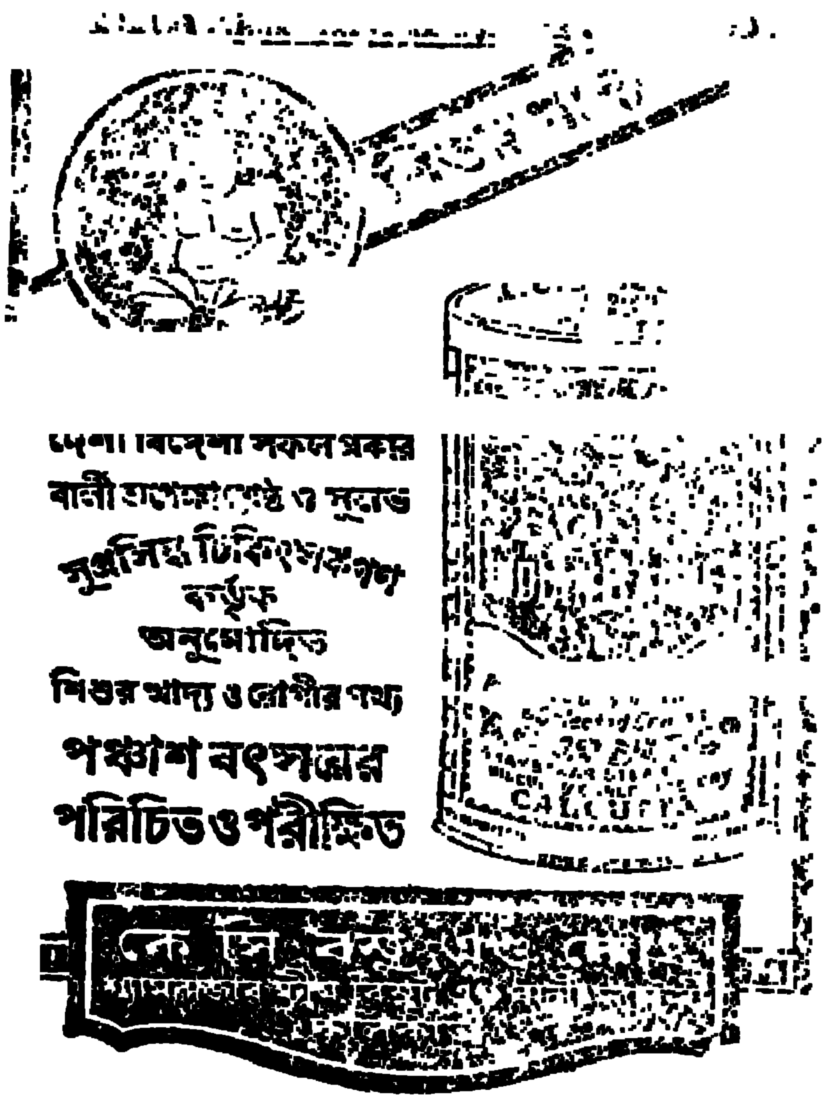

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতি লাইনে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵৹		
" ইঞ্চ ২৲	১৷৹	১৷০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১ ৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা দুই পয়সা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অন্তরঙ্গ পারমার্থিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্র
ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থা ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ... নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] —১৯শে আশ্বিন, ১৩৪৪, ৫ই অক্টোবর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৮৫]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০১)০)——

জাপান-চীন-সংবাদ

গত ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সাংহাই অঞ্চলের সমস্ত রণাঙ্গনে ... দৃঢ়তার সহিত জাপানীরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে, কিন্তু চীনারা ... চাপেই হইতে লিউহো পর্য্যন্ত ... "লো-ডেইন" জাপানীরা ... পারে নাই।

জাপানী জাহাজসমূহ এখনও সৈন্য ও রসদ নামাইতেছে। খুব কম করিয়া ধরিলেও এক্ষণে সাংহাই অঞ্চলে অন্ততঃ এক ... জাপানী সৈন্য আছে।

চীনা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ... বৎসর কম পূর্বে তাঁহারা ৫০ কোটি ডলারের যে লিবার্টি বণ্ড বাজারে ছাড়িয়াছেন তন্মধ্যে ২৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলারের ... ইতোপূর্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

... শোচনীয় বিমান-দুর্ঘটনা

গত ১লা অক্টোবর ইম্পিরীয়াল এয়ার ... বিমান 'কোর্টিয়ার' আলেকজান্দ্রিয়া ... ইংলণ্ড যাইবার পথে প্রাচীন ... নিকট ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিয়াছে। বিমানের চারিজন আরোহী হত ও ছয়জন আহত হইয়াছে বলিয়া ... হয়। প্রকাশ, বিমানখানি ... অবতরণ করিবার সময় অবতরণ স্থল সুস্পষ্ট দেখিতে না পাওয়ায় ... হয়। যাত্রীদের নাম জানা যায় নাই।

... সংবাদে প্রকাশ যে, 'কোর্টিয়ার' ... যাত্রী ... লইয়া ... ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিল।

পরবর্তী এক সংবাদে জানা যাইতেছে যে, কোর্টিয়ারে মোট ১৫জন যাত্রী ছিল। তন্মধ্যে ২জনের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া এখন জানা গিয়াছে, আর সকলকে উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু পাঁচজনকে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। মোট পাঁচজন চালকের কাহারও কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই।

নৌবিভাগের ... হইতে ... একটী ... ঘটনাস্থলে গিয়াছে। ডুবুরীরা ... বিমানপোতখানির উদ্ধারের জন্য কার্য্য করিতেছে।

... ট্রাংলার ...

বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের যাহারা শ্রেষ্ঠ পালোয়ান তাঁহাদের সহিত লড়িবার জন্য আমেরিকার ... ট্রাংলার ... এদেশে শীঘ্র আসিতেছেন। ... জানা গিয়াছে তাহাকে ... আগামী সপ্তাহে ... কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

বর্ত্তমানে ... অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করিতেছেন। ইতোপূর্বেই তাঁহার দেশ হইতে রওনা হইবার কথা ছিল, কিন্তু যাত্রার দিন কয়েকটা লড়াইএর বন্দোবস্ত হওয়ায় তিনি সেখানে আটক পড়িয়াছেন। সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে, সে দেশে ... তিনি ... অপরাজিত রহিয়াছেন তাহার একটিতেও পরাজিত হন নাই।

... ইতোমধ্যেই বোম্বাইএ পৌঁছিয়াছেন। ... ইঁহা এদেশে গামা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানদের সহিত লড়াইতে নামা। এ সংবাদ তাঁহার ম্যানেজার জানাইয়াছেন। তাঁহাদের যে সব সর্ত্ত আছে সেগুলি স্বীকৃত হইলে তবেই ... আয়োজন হইতে পারে।

... বয়স হইল ৩৫ বৎসর। ২৫ বৎসর হইতে তিনি ... লড়িতেছেন। তিনি নিজের দেশে মাত্র তিনবার পরাজিত হইয়াছেন।

পাটনায় প্রবল ঝড়

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২৪ ... পাটনা সহরে প্রবল ঝড়বাতাস ও ... বারিপাত হইয়াছে। নদীর ঘাটে ... তিনখানি স্টীমার ... হইয়াছে। অনেকগুলি নৌকাও ... হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ... এখনও জানিতে পারা যায় নাই। পাটনা সহরের রাস্তাঘাটে এ দিবস জনমানব দেখা যায় নাই কারণ কেহই বাড়ীর বাহির হন নাই। দোকানপাট সব বন্ধ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য একেবারে বন্ধ ছিল। রাস্তার ধারের অনেক গাছপালাও উপড়াইয়া পড়ে তাহাতে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। সহরের অনেক অংশে কতকগুলি পুরাতন বাড়ীর কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। তবে এ পর্য্যন্ত কাহারও হতাহত হওয়ার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্তও ঝড়ের বেগ সমভাবে ছিল।

'ইউনাইটেড প্রেসে'র সংবাদে প্রকাশ প্রবল ঝড়ে ... বাঁকিপুর ... মোটর ... ডুবিয়া ... হইয়াছে।

বিহার ... বন্ধ হইয়া ... অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

পদ্মায় নৌকাডুবি

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিনদিন যাবত ... পদ্মাতীরবর্ত্তী অঞ্চলে প্রবল ঝড় ও দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বারিবর্ষণও হইয়াছে। বৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ না হইলেও ঝটিকা ও ঝড় অবিশ্রান্তভাবেই চলিয়াছে। পদ্মানদীতে কয়েকখানি নৌকাডুবির সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। দুইদিন পর্য্যন্ত জেলেরা নদীতে নামিতে সাহস করে নাই। ১লা ... হইতে বাতাসের বেগ কমিয়া গিয়াছে এবং নদীও অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। পদ্মায় এখন স্বাভাবিক চলাচল ও কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

মাটির তলায় মধ্যে মৃতদেহ

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বগুড়া জেলার কাহালু থানার অন্তর্গত ... গ্রামের ... নামক ... প্রামাণিককে কিছুদিন হইতে পাওয়া যাইতেছিল না। গত ২১শে সেপ্টেম্বর এক দিন কতকগুলি লোক ... একটি বড় মাটির ... দেখিয়া উহা খুলিয়া দেখে যে, উহার ভিতরে একটি মৃতদেহ ... টুকরা টুকরা কাটিয়া রাখা হইয়াছে। ... মৃতদেহ ... প্রামাণিকের বলিয়া সনাক্ত ... পুলিশে সংবাদ দেয়। ... তদন্ত করিয়া বুঝা গিয়াছে যে, ... লাগাইয়া রাখা হইয়াছিল। পুলিশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ... পুনরায় তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে। আরও প্রকাশ, গ্রামবাসীদের মধ্যে এই সম্পর্কে ... অনেক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲

৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। বাদন-আদবর ।০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়-শাস্ত্রতা ।৵০

২২। ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ।০

২৭। মুক্তাচরিত্র গণগৌরতঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তভুক্সার (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০

৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি /০

৪১। গীতাবলী /০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০

৪৫। নবদ্বীপশতক /০

৪৬। অর্চ্চনকণ /০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ /১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০

৫৫। ভবরোগাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৪। ভজনম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০

৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন /০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। মেদিনীপুর শ্রীপত্রমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

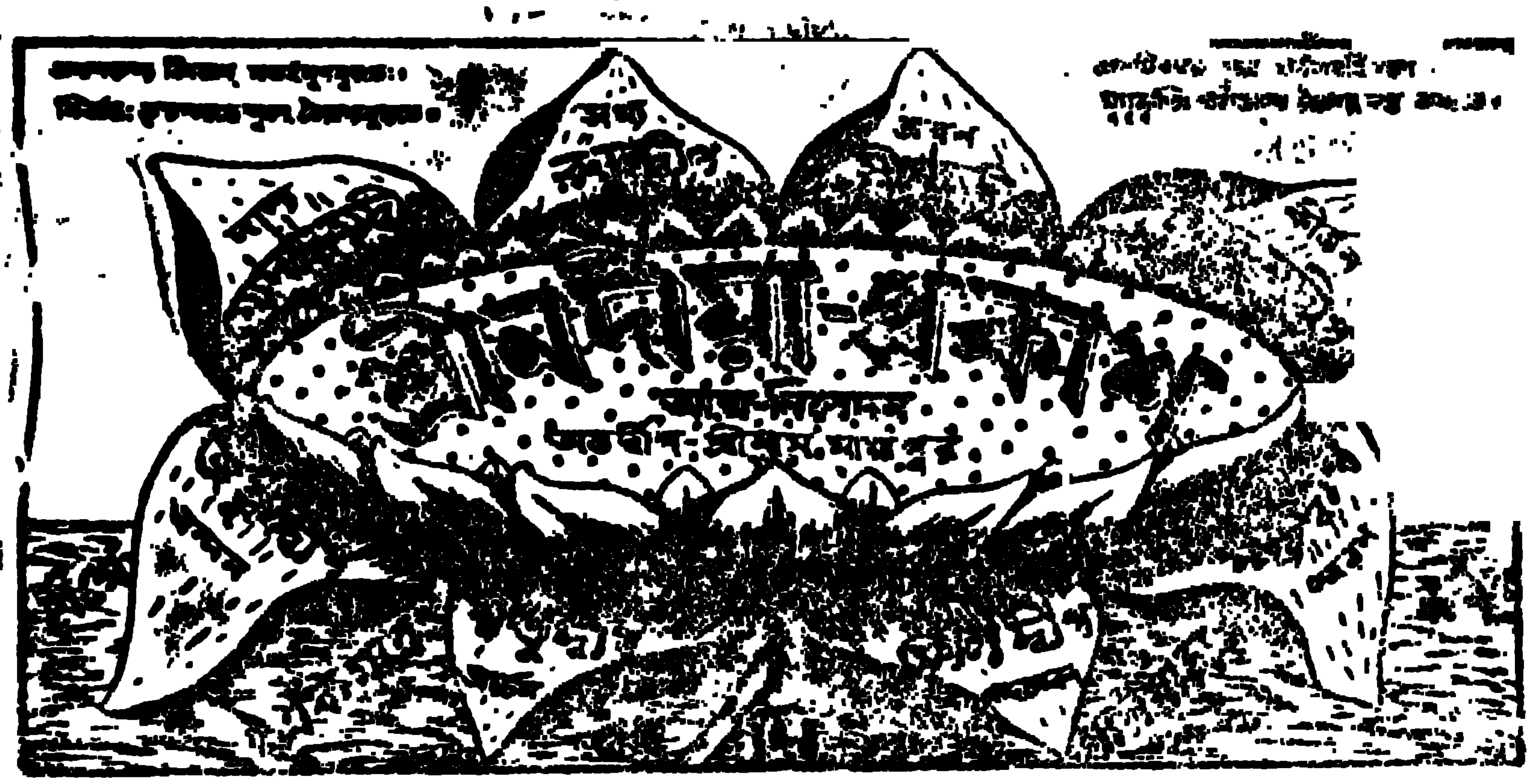

১২শ বর্ষ { ১৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই অক্টোবর ইং ১৯৩৭, বুধবার { ১৮৫তম সংখ্যা

পাদ গোস্বামী প্রভু

—::০::—

লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাগমনে বিভিন্ন সংবাদপত্র

শুদ্ধভক্তিপ্রচার-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পাশ্চাত্ত্য-মহাপ্রাণ প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় সাফল্যের সহিত লণ্ডনে প্রচারকার্য্য করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার অনেক সুপরিচিত সংবাদপত্রসেবী 'মঃ ডব্লিউ, এইচ, বার্ণেট সহ সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাগত হইয়াছেন এ-সংবাদ নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন।

শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু মাদ্রাজে পৌঁছিলে তথাকার সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ অধিবাসীবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সাধারণ সভায় গোস্বামী প্রভুকে বিশেষরূপে অভিনন্দিত করিয়াছেন এ সংবাদও সকলেই অবগত হইয়াছেন।

মাদ্রাজের সংবাদপত্রসমূহ শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর মাদ্রাজে শুভ-পদার্পণ এবং তথায় তাঁহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাবলীর বিবরণ চিত্রসহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 'স্বদেশমিত্রন্' নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ তামিল দৈনিক পত্রিকা গত ২০শে সেপ্টেম্বর গোস্বামী প্রভুর মাদ্রাজের এগমোর ষ্টেশনে প্রথম শুভ অবতরণকালীন অভ্যর্থনাকারিগণসহ তাঁহার আলোকচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর

পুরীতে শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু

—::(০)::—

এমারমঠের মোহন্ত মহারাজের সভাপতিত্বে সহরবাসীর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে অভিনন্দন প্রদান

(তারের সংবাদ)

পুরী, ২রা অক্টোবর

গতকল্য অপরাহ্নে পুরীর সুপ্রসিদ্ধ 'ক্লার্ক হলে' এমারমঠের মোহন্ত মহারাজের সভাপতিত্বে বহু সজ্জনসমন্বিত এক বিরাট সভায় লণ্ডন হইতে প্রত্যাগত গৌড়ীয়মিশনের প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজীকে সহরবাসী এবং মঠবাসিবৃন্দ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীপাদ গোস্বামীজী এক মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস, রাধাকান্তমঠের যে হক মহারাজ শ্রীপাদ গোস্বামীপ্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

অদ্য প্রাতে শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া এক বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ভক্তিকুটী, নীলাদ্রী, শ্রীগোপীনাথজীর শ্রীমন্দির, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরাদি পরিক্রমা করিয়াছেন।

— — —

"দি মাদ্রাজ মেল" নামক বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকপত্র ২৭শে সেপ্টেম্বরের বিরাট অভিনন্দন সভায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রী রাজগোপাল আচারিয়ার প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ গোস্বামীজীর বক্তৃতাকালীন আলোকচিত্র বাহির করিয়াছেন। তথাকার "দি হিন্দু" নামক তথাকার সুবিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র ২৭শে সেপ্টেম্বরের "সংবাদ অভিনন্দন-সভার" বাবতীয় বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য উঁহারা ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতার সুবিখ্যাত "অমৃতবাজার" পত্রিকার ১লা অক্টোবর (১৯৩৭) সংখ্যায় মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী মিঃ রাজগোপাল আচারিয়ার, মেয়র মিঃ শ্রীরামলু নাইডু এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ অভিনন্দন-সভায় শ্রীপাদ গোস্বামীজীর ফটো প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

গত ২৮শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মঙ্গল আরাত্রিকের পর হইতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে মধ্যাহ্নকালে শ্রীচৈতন্যমঠ অধিবাসীগণ শ্রীরাধাতত্ত্ব ও তদীয় চরিত্রকথা বহু নির্দ্দিষ্ট সমাগত ভক্তলোক-সমীপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ব্রজে নন্দীশ্বর পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে বর্ষাণ নামে একটি পাহাড় আছে, এই পাহাড়ের উপত্যকায় গোপরাজ বৃষভানু তাঁহার পত্নী কীর্ত্তিদার সহিত শ্রীহরির আরাধনার জন্য বাস করিতেন। ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী-তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে বৃষভানু রাজার গৃহ আলোকিত করিয়া এক জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা আবির্ভূতা হন। এই আবির্ভূতা কন্যাই শ্রীরাধিকা দেবী। শ্রীমতী রাধিকা দেবীর আবির্ভাব-সম্বন্ধীয় নিম্নোদ্ধৃত গীতিটী এই সময় কীর্ত্তন করা হয়।

আজু কি আনন্দ বৃষভানু-মন্দিরে।
জনমিলা রাধিকাদেবী কীর্ত্তিদা-উদরে॥
দিশা দশ করে আলো রূপের ছটায়।
যে দেখে বারেক তার প্রাণ জুড়ে যায়॥
মাতাপিতা প্রকট-সময় শোভা দেখি'।
আনন্দে অবশ কাঁদিতে নারে আঁখি॥
কন্যার বদন হেরি করে নানা দান।
কে পারে বর্ণিতে তা' দেখে দাসগণ॥

(ঠাকুর ....)

পরে "......, মম নিবেদন শুন ... এই গীতিটী কীর্ত্তনান্তে সমাগত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তদেহে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ জ্ঞানকে 'মন্ত্রার্থজ্ঞান' আখ্যা দেন। মহান্ত-গুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রাপ্তিতে বাহ্য জগতের যে পরিভাষা— যাহা অক্ষজরূঢ়িবৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া মন্ত্রার্থ বা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি অধিকার স্থাপন করে।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ পদ্মনাভ বার্‌ প্রথম গৌরাব্দ ৪৫১

নিয়মাগ্রহ

-০:০-

আমরা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃতে' অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ভক্তিবিরোধী এই ছয়টী দোষ বর্জ্জন করিবার উপদেশ পাই। অত্যন্ত আহার, প্রচুর পরিমাণে অর্থসংগ্রহ, বস্ত্র-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ—এ সকলই অত্যাহার। জ্ঞানীর জ্ঞানাভ্যাস-বিধি, কর্ম্মীর তপস্যা ব্রতাদি, অন্যাভিলাষীর স্ত্রী-পুত্র-গৃহবিষয়াদি বিষয়ে উদ্যম বা ভক্তি-বিরোধী চেষ্টায় উৎসাহই প্রয়াস। কৃষ্ণভজনের কথা ছাড়িয়া দিয়া বাগবাজী কাল-হরণকারী যে সকল অনাবশ্যক কথা, জাগতিক পাপ-পুণ্যের কথা—সবই প্রজল্প। শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত অন্য সবই জনসঙ্গ। নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থিরসিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য, তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্টি—ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয়সুখ-চেষ্টার বৃত্তিস্পৃহাই লৌল্য। আর নিয়মে অত্যন্ত আসক্তি ও অনাসক্তির নামই নিয়মাগ্রহ।

যিনি ভক্তির যে সোপানে আছেন, সেই সোপান সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম স্বধর্ম বা স্বাধিকার-নিষ্ঠা। স্বাধিকারনিষ্ঠাই গুণ এবং স্বাধিকারনিষ্ঠা ত্যাগের নাম দোষ। শাস্ত্র বলেন—

'স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥'

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—নিয়মাগ্রহ—উচ্চাধিকার প্রাপ্তি সত্ত্বে নিম্নাধিকারগত আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ এই দুই প্রকার। "নিয়মে আসক্ত হ'য়ে কৃষ্ণভজন ছেড়ে দিব বা কৃষ্ণভজনের নিয়ম ত্যাগ ক'রব—এই দু'টোই হরিভজনের প্রতি বিমুখতা" ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।

'নিয়মাগ্রহ' বলিতে নিয়ম+অগ্রহ এবং নিয়ম+আগ্রহ উভয়ই বুঝায়। 'গ্রহ' শব্দের অর্থ—স্বীকার, গ্রহণ, নির্বন্ধ, অধ্যবসায় প্রভৃতি। সুতরাং 'অগ্রহ' শব্দে যে অস্বীকার, অগ্রহণ, অনির্বন্ধ, অনধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাবই উদ্দিষ্ট, তাহা সহজেই অনুমেয়। 'আগ্রহ' শব্দে—আতিশয্য স্বীকার, অতিশয় গ্রহণ, মর্য্যাদা অতিক্রমকারী নির্বন্ধ বা অধ্যবসায়কে লক্ষ্য করে। নিয়ম বা নির্বন্ধ অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক, নিয়ম বা নির্বন্ধ সম্বন্ধে অত্যাসক্তিও সেইরূপ ভক্তিহানিকর।

বৈরাগ্য খুবই ভাল জিনিষ, যদি উহা যুক্তবৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্যের অভাব—অর্থাৎ বিলাস বা অত্যধিক বৈরাগ্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। অত্যধিক বৈরাগ্যে ভগবদ্বস্তুর প্রতিও বৈরাগ্য আনয়ন করে। এইজন্য উহা পরিত্যাজ্য। বদ্ধজীব আমরা সাধারণতঃ অলস ও যথেচ্ছাচারী। ভক্তি-অনুকূল কার্য্যে আমাদের আদৌ রুচি নাই। সেইজন্য আলস্য, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তি-অনুকূলকার্য্যে আগ্রহ-বিশিষ্ট হইবার জন্য সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্বন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে। কিন্তু অত্যধিক নিয়ম বা কেবল-নিয়মাগ্রহ ভক্তির আনুকূল্য করিবার পরিবর্ত্তে প্রাতিকূল্যাচরণই করিয়া থাকে। কোন ভক্তি-সাধক নিয়ম করিয়া গ্রন্থপাঠ, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্রজপ বা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্বন্ধের বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রাথমিক বৈধসাধক যদি এইরূপ নিয়ম-শাসনের দ্বারা পরিচালিত না হন, তাহা হইলে জাড্য, আলস্য এবং যথেচ্ছাচার আদি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। তিনি যদি নামগ্রহণে নির্বন্ধ না রাখেন, কোনদিন এক লক্ষ, কোনদিন পঁচিশ হাজার নামকীর্ত্তন করেন, আবার কোনদিন আলস্য বা কার্য্যব্যপদেশে নাম গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে নামগ্রহণে শৈথিল্য আসিয়া নামের প্রতি বিশ্বাস কমিয়া যাইবে এবং নামগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারের বিচার মন হইতে অপসারিত হইলে তিনি অসুবিধায় পড়িবেন। কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণব-আনুগত্যে নির্বন্ধসহকারে আদরের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এইরূপ নির্বন্ধ ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে আগ্রহ, অনুরাগ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি বৃদ্ধি করাইয়া জীবকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে। কিন্তু ঐরূপ সাধক যদি ভক্তিসেবায় নির্বন্ধ না করিয়া, নিয়মমাত্রের সহিত নির্বন্ধ করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য ভক্তির বিরোধী হইয়া যাইবে। উহা লোকদেখান ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠাশা কিম্বা কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাপ্রসূত ব্যাপারবিশেষে পর্য্যবসিত হইবে।

কেহ নির্বন্ধ করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন বা শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছেন, এমন সময়ে কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব যদি ভগবৎকথা কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন কিম্বা শ্রীগুরুদেব ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন, তখন যদি সেই নিয়মের সেবাকারী ব্যক্তি "আমার নামভজন শেষ হয় নাই বা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ শেষ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়মসেবা ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শুনিতে পারি না" বিচার করেন বা কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে "আমি নামজপে বসিয়াছি, এখন আমার সহিত দেখা হইবে না" বলিয়া দ্বার হইতে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অভক্তির কার্য্য হইল। আবার হরিনাম করিবার সময় যদি শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ সেবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা হইলে সেই সাক্ষাৎ সেবা ছাড়িয়া নিয়মে নিষ্ঠা দেখাইতে গেলে প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী। মনে করুন, আমি শ্রীমালিকায় নির্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করিতেছি বা নির্বন্ধ-সহকারে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় শ্রীগুরুদেব আদেশ করিলেন,—"তুমি আমার আদেশে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন কর।" তখন আমি যদি বলি,—"প্রভো, আমি নিয়মসেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ স্বীকার করিতে পারি না" অথবা মনে মনে গুরুদেবকে অবিচারক বা হরিসেবার বিঘ্নকারক মনে করি, কিম্বা যদি বিচার করি—"গুরুদেবই স্বয়ং যখন নির্বন্ধের আদেশ করিয়াছেন তখন আমি তাঁহার উপস্থিত আদেশটি পালন না করিয়া পূর্ব্বাদেশটী পালন করিলে গুরুদেবের আদেশই ত' পালন করা হইল, অধিকন্তু নিয়মনিষ্ঠাও হইল।" তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কেহই আমার এই বিচারপদ্ধতি বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশংসা করিবেন না। এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তি-বিরোধী এবং ইহাই নিয়মাগ্রহের উদাহরণ। নিয়মে এইরূপ আগ্রহই নিন্দনীয় এবং উহা আস্তিকতা বা সেবাবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব-জ্ঞাপক। সেবাবিষয়েই—সেব্যের সুখবিধান-বিষয়েই নিয়ম বা লক্ষ্য থাকিবে,—

গোবিন্দ কহে,—"আমার সেবা যে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিম্বা নরকে গমন॥"

মহাভাগবতের সাক্ষাৎসেবা—গুরুদেবের সেবা যত্ন, গুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালন কিম্বা গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি আমি নিজে আমার নিয়মনিষ্ঠা বা নিয়মাগ্রহের অত্যধিক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম্মচেষ্টা বা ভক্তির অভাবই জানিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম্মচেষ্টা বা নিয়মাগ্রহ পরিত্যাজ্য। সেবাতেই নিয়ম থাকিবে, সেব্য লঙ্ঘন করিয়া নীতি পালনে নিয়ম সম্পূর্ণ অভক্তি-চেষ্টা। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটি কোটিবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্দ্ধারিত নামজপ পরিত্যাগ করিতে হয়, নরক বরণ করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত—এইরূপ সেবাবিষয়ে নিষ্কপট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত যুক্ত নিয়ম বা কৃষ্ণ-সেবায় নির্বন্ধ।

কুসঙ্গ বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-সেবায় নিষ্ঠার জন্যই নিয়মের আবশ্যকতা। কিন্তু সেই নিয়ম যদি সৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকতা। যাহাদের সেবানিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেই সকল কর্ম্মমার্গীয় বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের চেষ্টার নামই নিয়মাগ্রহ। তবে এই নিয়ম-অগ্রহ অর্থাৎ নিয়ম অস্বীকারও ভজনের প্রতিকূল। এই নিয়ম-আগ্রহ ও নিয়ম-অগ্রহ উভয়কেই নিয়মিত করা দরকার। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্ব্বল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়-সংরক্ষকবর স্বরূপরূপানুগবর শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর পরমপূজ্যচরণ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব গোস্বামী প্রভুর শুভাবির্ভাব-বাসরে তাঁহার শ্রীচরণকমলে শ্রীব্যাসগুরু-পূজার

প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি

—— •::• ——

হে পরমকরুণ আচার্য্যদেব! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবকারী শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সীতাদেবীর শুভ আবির্ভাব-তিথিকে আশ্রয় করিয়া আপনার শুভাবির্ভাবের প্রথম আলোক জগতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ আপনার শুভাবির্ভাবের বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইল। আমাদের সকলের শ্রীব্যাস-গুরু-পূজার অধিকারী—আপনি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা ও কৃপাক্রমে সেই পুণ্য তিথিবাসরকে অবলম্বন করিবার ও আপনার শ্রীচরণে শ্রীব্যাসপূজার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার প্রথম শুভ অবসর ও সৌভাগ্য আজ উপস্থিত। আপনি অহৈতুকী কৃপায় আমাদের সকলের হৃদয়ে অকপট ভক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীব্যাস পূজার যোগ্যতা প্রদান করুন এবং আমাদের ন্যায় দীন-হীনগণের সামান্য প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

হে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপ্রচারক আচার্য্যবর! সাধু-শাস্ত্র-গুরুমুখ হইতে আমরা জানিয়াছি—আদিগুরু শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মা-নারদ ব্যাসাদিক্রমে প্রবাহিত আম্নায়-ধারা অপ্রাকৃতভাবে নিত্য প্রবহমান। ইহা কখনও রুদ্ধ হইতে পারে না, কেন না এই আম্নায়-ধারা সৎ অর্থাৎ নিত্য। এই নিত্য আম্নায়-পারম্পর্য্যে সম্প্রদায়রূপে আপনার আচার্য্যত্ব সম্প্রতি জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহাতে আমরা শ্রীব্যাস-গুরুপূজার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইব না জানিয়া অতীব আনন্দিত হইতেছি।

উক্ত আম্নায়-পারম্পর্য্যে বর্ত্তমান আচার্য্যবর আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরু-পাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ব্যক্তি-মাত্রেই—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই আপনিই যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবতন ভাবী আচার্য্য—ইহার পূর্ব্বাভাস লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আপনার জন্ম, বাল্যজীবন, ছাত্র-জীবন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে তাঁহার দক্ষিণহস্তরূপে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচারে ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি-প্রকাশে সহায়তা, আপনার শুদ্ধভক্তির আচার-বিচারে স্বতঃসিদ্ধ নিপুণতা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ সকল গুরুপাদাশ্রিত ভক্তগণকে শুদ্ধাচার-বিচারে পরিচালন, সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজমুখবাণী—"একমাত্র বাসুদেবই আমার কথা সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে"—এতৎ সমস্তই আপনার স্বতঃসিদ্ধ আচার্য্যত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে।

হে অশেষসিদ্ধান্তবিৎ গুরুবর! মহাজন-গণ নিজ জীবনে আচারে ও প্রচারে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই নিত্য প্রামাণিকতা সংস্থাপন করিয়া থাকেন। আত্মবর্ত্তী পুরুষ মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবতসিদ্ধান্তময় জীবনে আমরা উহার সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি অমল প্রমাণ গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীভগবানের গর্ভস্তুতিতে কথিত আছে—

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্।
স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্।

(ভাঃ ১০।২।৩০-৩১)

এই শ্লোকদ্বয়ে উক্ত "মহৎকৃতেন" পদের এবং "ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য্য জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীস্বামিপাদের অনুগমনে অপর পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহাদের নিজ নিজ টীকায় এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন :—

মহান্তঃ স্বয়ং সেবাভক্ত্যা সম্পাদিতেন ত্বৎপাদপোতসামীপ্যমাত্রেণ ভবাম্বুধৌ বৎস-পদমাত্রে ভাতে অন্তর্নিরপেক্ষং যথেষ্ট • ভবার্ণবং সমুত্তীর্য্য ভবৎপদাম্ভো-রুহরূপাং নাবমত্রৈব নিধায় ভক্তিমার্গ-সম্প্রদায়ং প্রবর্ত্ত্যৈব যাতাঃ। তৎ কিম্? ভক্তেষ্বত্যন্তসৌহৃদাঃ সর্ব্বভূতেষ্বতি-প্রীতিমন্তঃ, অতস্তেভ্যোঽপি তরণায় নিধায়েতি। (শ্রীধরঃ)

মহদ্ভিঃ ভবাব্ধৌ পোতীকৃতেন ভবৎ-পদাম্ভোরুহনাবমত্রৈব ভূলে নিধায়ৈব ভক্তি-মার্গসম্প্রদায়ং প্রবর্ত্ত্যৈব যাতাস্তে যথাহস্তেঽপি এবং তরেয়ুরিত্যভি-প্রায়েণ। (চক্রবর্ত্তী)

উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য ও মহাজনবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি—

জীব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে তরণী করিতে পারিলে ভীষণ দুস্তর সংসার-সমুদ্র তাহার নিকট গোষ্পদে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু একমাত্র মহাজনগণই—সদ্গুরু বা আচার্য্যগণই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে তরণী করিয়া দিতে পারেন ও দেন। অতএব সদ্গুরু আচার্য্যের চরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে তরণী করা যায় না।

মহাজন, সদ্গুরু বা আচার্য্যগণ পরম দয়াল। তাঁহারা স্বয়ং এই সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেও বদ্ধজীবের প্রতি অপার করুণাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরূপ তরণীখানি জীবের জন্য এই জগতেই রাখিয়া যান অর্থাৎ যাহাতে পরবর্ত্তিকালে অপরেও সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য ভক্তিমার্গ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াই তাঁহারা তিরোহিত হন।

ভক্তিমার্গ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের অর্থ—সাম্প্রদায়িক অবতন আচার্য্যসংরক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরূপ তরণী রাখিয়া যাওয়ার তাৎপর্য্যও যোগ্য অবতন সদ্গুরু সংরক্ষণ—যিনি বদ্ধজীবের সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে তরণী করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং আম্নায় ধারা বা সদ্গুরু-পরম্পরা কখনও রুদ্ধ হয় না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—"ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না" তিনি অপ্রকটলীলাপ্রকাশের কিছুকাল পূর্ব্বে—"আপনি রূপ-রঘুনাথের কথা কীর্ত্তন করিবেন"—এই বলিয়া আপনার উপর স্বরূপ রূপানুগ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যত্বের ভার সমর্পণ করিয়া নিজ আচার্য্যলীলা সংগোপন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ ভাবে নিজ আচরণ দ্বারা শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া নিজ অনন্তর আচার্য্যত্বেরই প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটে আচার্য্যধারা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে—হা! অজ্ঞ, নাস্তিক, জগতে গুর্ব্বনুগবিদ্বেষী পাষণ্ডীর প্রলাপোক্তি মাত্র।

হে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যদেব! আপনি স্বরূপরূপানুগ শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়ে নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরু। আপনি নিজ কৃপাগুণে আমাদের মত সেবাবিমুখ বাধাবদ্ধ পতিতগণকে কেশে ধরিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করুন এবং আমাদের সুপ্ত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবাবৃত্তিকে সম্যগ উদ্বোধিত করিয়া নিত্য-সমাশ্রিত আশ্রয়ের চরণ-সান্নিধ্য প্রদান করুন—ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ইতি—

ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের অযোগ্য সেবকবৃন্দ

চয়ন

("THE HINDU" Thursday. September 23, 1937.)

PANDIT A. B. GOSWAMI IN MADRAS.

Madras, Sept. 23.

Pandit A. B. Goswami, Missionary-in-Charge of the Gaudiya Mission, London and Mr. W. H. Burchett, an Australian Journalist, arrived in Madras this morning, from England via Colombo. A reception was accorded to them at the Egmore Station. Pandit Goswami and Mr. Burchett on alighting, from the compartment, were garlanded profusely.

Pandit Goswami attended the World-Congress of Faiths at Oxford. During his stay there he was presented to Their Majesties and to Queen Mary. He has established the Sree Vasudev Gaudiya Math in London and has brought with him the idol (Sree Bigraha) of Sree Vasudev Sreemurti, which was found by him recently in a London Street.

Arrangements have been made for the public to have 'darshan' of the idol (Sree Bigraha) of sree Vasudevjee in the Madras Gaudiya Math, Royapettah, from 7 a. m. to 10 a. m., and 3-30 P. M. to 8-30 P. M.

A reception will be accorded to Pandit Goswami on Sunday next. The Hon'ble Mr. Rajagopalachari will preside.

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীব্রজপত্তন, শ্রীগৌর, গোবিন্দ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। স্মপ্রাচীন এই মঠে পাঠাগারে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীবনমালি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪: ১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রানুষ্ঠানের প্রেসে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রেতাধীশ শ্রীপাদ সর্ব্বচরণ রায় ভক্তিবিনোদ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

স্মপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—নন্দদাস ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রভু ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ কাঁচাদা গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী নায়ক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাবড়ি পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস বনবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনন্দকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরত্নেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং ক্ষীরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— রাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপীঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবংশীবদন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) গোকুল বিহারী মঠ

মহাবন মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ—গোপালী,

পোঃ কোকোন, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়েলেসলী রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণনাথ ব্রহ্মচারী ভাস্কর জী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপহ্যাম, লণ্ডন, এস ডব্লিউ

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিলোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাইকারী মণ
বালাম	৬৷০
বাঁকা ধান	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
দাদখানি নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কলম্বো কোম্পানী	৯৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বাঁকতি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০—৫৷০
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

সিকাইন, চাঁদপ	১০৷৵০
নদিপুর ১০০০ নং	১০৵০
কাশীপুর সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
নকরেশ	২২৲
চাঁদির বার	৫৩৷০

পাটের দর

আসলি—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তর—	৪১৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
স্পেশাল ঐ	৬৲—৬৵০
গোল্ডেন ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৷৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
[illegible]	১৷৵০—১৸৵০

মুগের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৬৲

পাকিস্তান	৪৮৷০
তার	৪৬৲
পাবুলে	৩৬৲
বাজা পাকা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৵০—৯৷৵
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা স্টেনডেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
ওয়াশ (টী আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৸০
টাটা প্যাঃ করগেট টীন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৸৵০
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩৷০—
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৯৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩২ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, নাট	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	
রড	৮৸০—১১৷০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲

চটকলের হাজরা ৫৵০, পাটের হাজরা ৬৷০
তুলার হাজরা ৪৷০

সুতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আবের সোনার কাইন	৪৪৲
লিটন আবের কম্বক	৪০৲
কম্বি কুমিল কাইন	৪৩৲
হাবার্ট ভাঙ্গা	৫৭৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,
প্রতি মণ

পাকা দারু	৮৷০
সুপারী বেনী	১৬৷০—১৭৲
আটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
গুড় বরিশাল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, স্ট্রাণ্ডরোড
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। আহার খোরাক ও বেতনাদিতে প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলা। [illegible] অত্যন্ত আর্দ্র। [illegible] প্লীহা যকৃৎ [illegible] নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক কি না। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রকট জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাশক্তিভাক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবসের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবসের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৶০	১০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲		৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ভাস্কর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভাবরসের শ্রীগ্রন্থ-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড-৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বর্গীয় মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকের ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"দীয়াপ"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে আশ্বিন, ১৩৪৪, ৬ই অক্টোবর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৮৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

ব্রহ্মদেশের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিয়োগ

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্মদেশের আইন সভার নিম্নলিখিত সদস্যগণ পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন: ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এ উ-পো-হ্লাইং, ডাক্তার উ-বা-খিন, ডাক্তার উ-পাউন সং, ডাক্তার উ-বা পান, ডাক্তার মিঃ সুলতান মামুদ, সাংবাদিক মিঃ এ, এস, কালিদ পাল, সামাজিক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এইচ সি, খু, ডাক্তার উ-বা খিন।

১লা অক্টোবর হইতে ইঁহাদের কার্যভার গ্রহণ করিবার কথা। এই সঙ্গে দুইজন ভারতবাসীকে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করা হয়।

ডাক্তারের মিঃ সুলতান মামুদ অর্থ-বিভাগে, মিঃ কালিদ পাল বাণিজ্য-বিভাগে, উ-বা-খিন স্বাস্থ্য-বিভাগে, মিঃ খু বন-বিভাগে, উ-বা-খিন শিক্ষাবিভাগে, উ-পাউন-সং স্বরাষ্ট্র-বিভাগে কাজ করিবেন। অবশিষ্ট পার্লামেন্ট সেক্রেটারীগণ প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারীরূপে কাজ করিবেন।

দুই লক্ষ গ্যালন তৈলে অগ্নিকাণ্ড

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, রেঙ্গুনের নিকটবর্তী সাইরিয়াম নামক স্থানে বার্মা অয়েল কোম্পানীর এক প্রকাণ্ড তৈলের ট্যাঙ্ক ছিল। তাহাতে দশ লক্ষ গ্যালন তৈল থাকিত। ঐ দিবস মধ্য রাত্রির পর এই ট্যাঙ্কের উপর বজ্রপাত হয়। ফলে তাহাতে আগুন ধরিয়া যায় এবং ট্যাঙ্কের মধ্যে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া আগুন জ্বলিতে থাকে।

আরও জানা গিয়াছে যে, ঐ ট্যাঙ্কে ১০ লক্ষ গ্যালন সাদা কেরোসিন তৈল ছিল। ট্যাঙ্ক সহ উহার প্রায় অর্দ্ধেক তৈল সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট তৈল খোলা ট্যাঙ্কে সত্বর স্থানান্তর করায় রক্ষা পাইয়াছে। কাহারো মৃত্যু হয় নাই কিংবা কেহ আহত হয় নাই। তৈলের ট্যাঙ্ক ইন্সিওর করা ছিল। ক্ষতির পরিমাণ বহু টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। বর্তমানে আগুন আয়ত্তাধীনে আনা হইয়াছে। এই ভাব করিবার সময় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন তৈল অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

এডুকেশন ব্যুরোর কাজ আরম্ভ

সম্প্রতি দিল্লীতে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা পূর্বক এডুকেশন ব্যুরোর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। লাইব্রেরীটি দিল্লীতে স্থাপিত হইয়াছে এবং একজন লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যাহারা শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাহারা পুস্তকাদি পড়িতে পারিবেন। ব্যুরো বিশেষ শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকাদি রচনার কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত জুন মাসে এডুকেশন ব্যুরো গঠনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। ব্যুরো নিম্ন লিখিত কার্যাদি করিবেন:—

(১) শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্রাদি।

(২) বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে পুস্তকাদি সংগ্রহ ও প্রচার।

(৩) মাঝে মাঝে শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকাদি প্রকাশ এবং প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগ সমূহের প্রয়োজনে লাগিতে পারে এরূপ রিপোর্ট প্রকাশ।

(৪) ভারতে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ ও ভারতবর্ষের শিক্ষা-সম্বন্ধে পঞ্চবার্ষিক বিবরণী প্রকাশ।

(৫) প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করিলে শিক্ষাসম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ।

(৬) এই এডুকেশন ব্যুরো ভারত-সরকারের এডুকেশনাল কমিশনারের অধীনে থাকিবে।

জার্মাণ মুষ্টিযোদ্ধা স্মেলিং

বিশ্ব মুষ্টিযোদ্ধা চাম্প লুইকে লইয়া যাহারা সারা জগতে তুমুল গোলযোগ তুলিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাদের বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইতে হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাফ্রি মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই'এর নিকট পরাজিত হইয়া ব্রাডক যে একেবারে অজ্ঞাতবাস সুরু করিয়াছেন, তাহা অবশ্য বলা চলে না। পরন্তু চাম্প ব্রাডের পক্ষে কিছুকালের জন্য সারা জগতের হেভি ওয়েট পর্যায়ের প্রাধান্য উপাধির পিছনে দৌড়ান আর মোটেই সম্ভবপর নয়।

সম্প্রতি, টমি ফার জার্মাণ মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্স স্মেলিংকে প্রকাশ্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। "আমি তাঁহার দ্বারেই অবস্থান করিতেছি—যখন খুসি তিনি আমার সহিত মুষ্টিযুদ্ধে নামিতে পারেন"—ইহাই হইল স্মেলিং-এর প্রতি টমিফারের সমর-আহ্বান।

অবশ্য ফার বা তাঁহার ম্যানেজার কেহই স্পষ্ট করিয়া সরাসরি স্মেলিং-এর নিকট এই আহ্বান পাঠাইতে সাহস পান নাই।

যাহা হউক, উহাদের স্পর্দ্ধাকি স্মেলিং-এর কানে পৌঁছিয়াছে। জো লুই'এর সহিত তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধে নামিবার কথা আছে। এই প্রতিযোগিতার আগে নিজের শরীর "তাতাইবার" জন্য স্মেলিংকে হয়ত দুই একটা লড়াই এ নামিতে হইবে—কিন্তু তাহা হইলেও টমিফারের প্রতি আস্ফালনকারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া তিনি খোলাখুলি বলিয়া দিয়াছেন—"মুষ্টিযুদ্ধে যাহারা বিজিত, তাঁহাদের কথা আমার মনে মোটেই স্থান পায় না।"

জরিমানা আদায়ে অচল টাকা

রাস্তার উপর জুয়া খেলার অভিযোগে অভিযুক্ত রামনরেশ কাহারকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলে গত শনিবার দিন তিনি আসামীকে ২৲ টাকা জরিমানা করেন। ঐ টাকা জমা দিতে গেলে আদালতের কোষাধ্যক্ষ দেখিতে পান যে, রামনরেশ দুইটি অচল টাকা দিয়াছে। অচল বলিয়া টাকা ফেরৎ দিলে রামনরেশ তাহার পকেট হইতে আরও তিনটি টাকা বাহির করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, সেগুলিও অচল। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে রামনরেশকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। কোর্ট ষ্ট্রীট পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার মিঃ টি, এন, পাল তাহাকে অচল টাকা রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। গত সোমবার আসামীকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি আসামীকে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাজতে রাখার আদেশ দিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য সহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। তাৎপর্য্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলনয় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধর্ব্বা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত উপসোধক (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। আর্ত্তপত্রক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। শুকদর্শনবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভজনম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আর্ব্বাচীনদের ডিকোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট্ প্যান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ টিকা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৵ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরচন্দ্রমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
অবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্দিষ্ট স্বতত্ত্ব-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুগ্রন্থের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ (১৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই অক্টোবর ইং ১৯৩৭, বুধবার (১৮১তম সংখ্যা

কবুরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু মিঃ বার্টেট সাহেব সহ ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার স্টেশন মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া ২৮।৯।৩৭ প্রাতঃ টার কবুর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। কবুরে পৌঁছিবার পথে তিরুপতি ষ্টেশনে মিঃ আর্থার রাও বি-এ, এল্-টী প্রমুখ স্থানীয় অধিবাসিগণ শ্রীল গোস্বামীজীকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। শ্রীল গোস্বামীজী কবুর ষ্টেশনে নামিবামাত্র শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিজয়নন্দ প্রভু এবং কবুর সহরবাসীর পক্ষ হইতে অ্যাডভোকেট ই. ভি. গোপালম্ পান্তু শ্রীল গোস্বামীজীর গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। তৎপরে শ্রীল গোস্বামীজীকে সুসজ্জিত মোটরযানে আরোহণ করাইয়া শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে আনয়ন করা হয়।

বিরাট সভায় অভিনন্দিত

বিগত ৯ই আশ্বিন (১৩৪৪) ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কবুর টোন হলের সুপ্রশস্ত হলে স্থানীয় গোদাবরীর ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টর মিঃ এস্ ভেঙ্কটেশ্বরম্ আই, সি, এস মহোদয় সভাপতিত্বে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে কবুর সহরের অধিবাসিবৃন্দ ও শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ এক বিরাট সভার অভিনন্দিত করিয়াছেন।

মিঃ বি, এইচ, গোপীনাথম্ পান্তুর প্রস্তাবে ও মহারাজ রাজশ্রী এ, ভি, সুব্বারাও পান্তু পান্তু মহোদয়ের সমর্থনে মহামান্য কালেক্টর সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিজয়নন্দ প্রভু সভাপতির গলদেশে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করেন এবং অ্যাডভোকেট বি, এইচ, গোপীনাথম্ পান্তু মহোদয় শ্রীপাদ গোস্বামীজীর গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ সদানন্দ-চৈতন্য প্রভু মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনমুখে সভার উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করেন।

কালেক্টর সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য শ্রীপাদ গোস্বামীজীকে এবং শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিজ বক্তৃতামুখে সভায় সকলকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। তৎপরে কবুর সহরবাসীর পক্ষ হইতে প্রণত মুদ্রিত ইংরাজী অভিনন্দন-পত্রটী অ্যাডভোকেট মিঃ গোপীনাথম্ পান্তু মহোদয় আবেগভরে পাঠ করত প্রভাময়ভাবে উহা শ্রীল গোস্বামীজীর শ্রীকরকমলে অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠসেবকগণের পক্ষ হইতে সাধুভাষায় অভিনন্দন পত্রখানি সভাস্থলে পঠিত ও বস্ত্রে বাঁধিয়া শ্রীল গোস্বামীজীকে প্রদান করা হয়। তৎপরে সভামধ্যে শ্রীল গোস্বামীজী অপূর্ব্ব আবেগময় ভাষায় অনর্গল ইংরাজী ভাষায় সারগর্ভ ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ গোস্বামীজীর বক্তৃতা ও মিঃ বার্টেটের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় একটী সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদানমুখে বক্তাগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সাফল্য বর্ণনামুখে বলেন যে,—বৈষ্ণবধর্ম্মই সার্ব্বজনীন বা নিখিল জগতের ধর্ম, ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা বা দ্বেষ ও মনোমালিন্যের লেশ মাত্র নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ অবলম্বনে বা আচরণে এই ভক্তিধর্ম্মের বিপুল প্রচার-ফলেই মহামিলন সাধিত হইতে পারে। চিরকালই ইহা জগতের কাম্য। কতিপয় প্রচারক পাশ্চাত্যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রকৃত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

অতঃপর মিঃ বি, এইচ, গোপীনাথম্ পান্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের, আচারের ও বিচারের সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর মহারাজা রাজশ্রী এম্ ভি সুব্বা রাও পান্তু সভাপতির আসনে উপবিষ্ট মহামান্য ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টর বাহাদুরকে এবং মঠের পক্ষ হইতে আগত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও মিঃ বার্টেট সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনমুখে সভা ভঙ্গ হইবার পর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং নগরের প্রতি দ্বারে দ্বারে নামামৃত বিতরণ করিয়া সংকীর্ত্তনকারিণী শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকে যোগদান করেন। আরাত্রিকান্তে সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

সভায় ও নগরসংকীর্ত্তনে যে সকল সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম এখানে প্রদত্ত হইল,—মিঃ আর, ভি, সত্যনারায়ণ পান্তু ডেপুটী কালেক্টর; মঃ রাঃ রাজশ্রী সুব্বা রাও পান্তু; তিরুপতি রাও অ্যাডভোকেট; কে, সত্যনারায়ণ, অ্যাডভোকেট ও চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ড প্রেসিডেন্ট; শ্রী গোপালকৃষ্ণ রাও জমিদার; এস্ বেঙ্কট রাও, বি, এ, বাবা হেডমাষ্টার হাইস্কুল ইত্যাদি।

আশঙ্কা প্রার্থনা

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

১৭)

যাঁহার স্মরণে শিক্ষ নাশিত সকল,
যার কৃপা কণা মম মতি বিহ্বল।
যাঁর হৃদ নিরমল প্রেম সরোবর,
আনার আশ্রয় সেই শ্রীরঘুনন্দন॥

(১৮

করেন একটি বিন্দু রুচি যাঁর স্থল,
কৃষ্ণ-কথামৃত সুধা পান করেন সকল।
যাঁর কাছে প্রেম মিলে সর্ব্বাপরাধী,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীরঘুনন্দন॥

স্বরূপ-রূপাদি নিত্য সেবাতে রতি,
ধরিয়া যে সদা রহে প্রভুর সঙ্গতি।
চরণে সদা যাঁর প্রীতিভক্তি,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীরঘুনন্দন॥

শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস ব্রহ্মচারী
(সাং কাঞ্চনগোপাড়া, জেলা চট্টগ্রাম)

গুরুরূপে কৃষ্ণ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনে মত ভজনের আড়ম্বর করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যথার্থ-জ্ঞানকে অযথার্থজ্ঞান সাব্যস্ত করেন। সদ্গুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-প্রাপ্তিতে বাহ্য জগতের যে পরিভাষা—তাহা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী জগতে তাহার চিত্তে স্থান না পাইয়া যথার্থ বা বিপ্রলম্ভাদি অধিকার স্থাপন করে।

(বক্তৃতাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ পদ্মনাভ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

শ্রীভক্তিবিনোদের অনুমোদিত পথ হইতেই যেন দূরীভূত হইবে ধর্মচ ও বিচারধারার বিচারে পার্থক্য আছে। যাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কেবল অভিনিবেশে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভক্তকিরণ কথায় শান্তিই হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। যাহারা বাধা বিরমন পূর্বক প্রমাণাদি নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চতুর্দশ সাত পর্য্যন্ত বিচার-মার্গের চরম পান। রুচি—ভক্তির কথা। রুচি-মার্গই ভক্তিবিনোদ অনুমোদনের সন্ধান প্রদান করে—কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। সকল গৌরাঙ্গ বন্ধুদের আশ্রয় লইতে হইবে—ভক্তিবিনোদ-ধারা আশ্রয় করিতে হইবে, তদাশ্রিত গুরুভক্তি-পথের অনুসরণ হইবে না।

ভক্তিবিনোদ-ধারায় আশ্রিত যাঁহারা, তাঁহাদের ভক্তিবিনোদ ধারাশ্রিত লোক দেখিলেই আপনা হইতে প্রীতির উদয় হইবে। দুর্ভাগ্য তাহারা যাহারা আশ্রয়কে কখন না দেখিলেও নিত্যসম্বন্ধে আমিয় তাহার প্রতি সৌহার্দ্দ প্রবল স্বতঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, নিজের লোক দেখিলেই প্রীতির উদয় হয়, সেইরূপ সমজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুতে প্রীতি স্বাভাবিক; যেখানে তাহার অভাব, সেখানে আশ্রিতগণ বিচারে কোন না কোন বিপর্য্যয় অবশ্যই উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

'গুরুদেবের অধিক' বিচারাভিমানই প্রকৃত 'গুরুবাপ' ভাব। জগতের লোকের চলা-ধারার সঙ্গে dove-tailed হইতে হয়,—তাহাদের নিকট গুরুবাপ প্রদর্শিত দেখাইতে গিয়া তাহাদের বহির্মুখতার—গুরুতর্ক-মতবাদ-বিরুদ্ধ বিচারের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে হইবে না। জগতের লোক আমাকে মাস্তক বলে বলুক। তাহাদের নিকট কাণ হইতে গিয়া তাহাদের ভক্তিবিরোধী আচার-বিচারে ditto (সায়) দেওয়া কখনও আত্মমঙ্গলের বিচার নহে। আমার বিচার হইবে—আমি "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।" এই প্রতিষ্ঠানটী আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণে থাকা আবশ্যক। তাহা হইতে বিপথগামী হইতে হইবে না। ভক্তিবিনোদ-ধারা ছাড়িতে হইবে না। গুরুদেবের নিকট যাঁহারা আশ্রয় করিলেই তাঁহার গুরুদেবের ধারার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাহা নহে।

অনর্থযুক্ত হৃদয়ে ক্রিয়া ভক্তির-বীজ বপনের ন্যায়। Switch off হইয়া গেলেও Electric fan এর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া যে ঘূর্ণন দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত switch on এর অবস্থা এক নহে। অনর্থযুক্ত ভক্তের দুরাচারের সম্বন্ধে এরূপই বুঝিতে হইবে। অনর্থযুক্ত সাধুর আচার দর্শনের বিচারটী শুদ্ধ হইলেই তিনি সাধুর সাথে থাকিয়া প্রকৃত সাধুগণের চক্ষু লাভ করেন।

ভক্তিপথ কঠিন নহে, অতি সহজ। আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইলেই আর কাঠিন্য থাকে না। তাহা—acquired knowledge নহে, ইহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যিনি প্রচার করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছার সহিত dove-tailed হওয়াই আসল কথা। ভক্তি—'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা'। তাহা ভক্তিবিনোদ-ধারার লোক চিনিয়া লইবে, নিজের লোক বলিয়া টানিয়া লইবে; সে বিষয়ী নহে।

অনাদিনীত আশ্রিতগণের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি থাকিলেই থাকিবে, তাহা স্বতঃপ্রকাশিত। মহাপ্রভুর বহির্দর্শনে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনোবৃত্তা বিপ্র মাধবেন্দ্র-পুরী-দর্শন-লীলা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট প্রভুপাদ যখন যে শিক্ষা—তাহা ঠিক হইয়াছে কি না—পড়াইয়া শুনাইয়াছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখনই তাহা তাঁহারই কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরমশ্রদ্ধাভরে তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

নামাচার্য্যকে নাম শুনায় কে ?

(আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

আসামদেশীয় শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস বাবাজীর নিকট হইতে এইবিধ শিক্ষায় শিক্ষিয়াছেন, আজ কি অজ্ঞাত কারণে তিনি তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর টেক্কা দিতে চাহিতেছেন! ১৭।৩।৩৭ তারিখের এক পত্রে তিনি শ্রীপাদ নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী প্রভুকে লিখিয়াছেন,—

(শ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া)

"আত্মবিস্মৃতকে কেহ নাম শুনান না যে"—এই কথা শাস্ত্রের না বলিয়াছেন, তাঁহার এই উক্তির মর্ম উদ্ঘাটন করিতে পারি নাই। যিনি নাম শুনাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিজ আনুগত্যে নাম শুনায় কে? ইহাকেই নাম খোদার উপর খোদ্কারি (খোদ্কারি?)। প্রভুপাদ কি কোন সময় নামকীর্ত্তন হইতে বিরত ছিলেন যে, তাঁহাকে নাম শুনানোর প্রয়োজন হইয়াছিল?"

নসিকাবি সিদ্ধান্ত! এরূপ না হইলে কি তিনি আসামদেশে গুরুগিরি করিতে পারেন! গুরুদেবের সহিত পাল্লা দিতে পারেন!!

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—যিনি জগজ্জীবকে নামপ্রেম প্রদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত, তিনি যখন শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিচ্ছেদকাতরতা প্রকাশ করিতেন, যখন অন্তর্দশায় আবিষ্ট হইতেন, তখন,—

যবে যেই উঠে ভাব, কহেন সখীরে।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮।৭০)

স্বয়ং শ্রীমতী বিরহভাবে বিভাবিত হইয়া ললিতাদি সখীগণকে বলেন, "আমার মরণকালে কৃষ্ণনাম শুনাইও মো" ইত্যাদি। শ্রীমতী অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণময়ী হইলেও কৃষ্ণনাম শুনিয়া কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া উদ্দীপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা পিপাসাতুরা।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যখন অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন, তখন শ্রীল ঈশ্বরপুরী কি করিয়াছিলেন? আর শ্রীপাদরামচন্দ্রপুরীই বা কি করিয়াছিলেন? রামচন্দ্রপুরী নিন্দুক।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য না আত্মনাশের যে প্রথা তাহাদের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা নহে; শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিদ্বিলাসসিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে তাঁহার কৃপা-বঞ্চিত হইয়া অপরাধ বা বিপ্রলম্ভ-বাধক লক্ষ্য হইয়া পড়ে। "তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" এই বিচারই চরম নিঃশ্রেয়স্ প্রদান করে।

হইয়া তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন,—"আপনি পূর্ণব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মবিৎ, আপনার আবার অভাব কিসের? আপনি আবার কেন 'মথুরা না পাইনু' বলিতেছেন, কৃষ্ণ নাম শুনিতে চাহিতেছেন?" কিন্তু শ্রীঈশ্বরপুরী নিজ গুরুদেবকে—

"নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা 'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদ্-অনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।২৭—৩০)

শ্রীস্বরূপ রূপ ও শুদ্ধভক্ত নামসঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া বা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ প্রেমকল্পবৃক্ষের মূল নিজ-গুরুদেবের অপ্রকটকালে তাঁহার কর্ণে নাম শ্রবণ করাইয়া কি 'খোদার উপর খোদকারি' করিয়াছিলেন? মহাপ্রভু ও মাধবেন্দ্রপুরী কি নিত্য নাম-কীর্ত্তন হইতে বিরত ছিলেন? তবে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের বা ঈশ্বরপুরীর শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে নাম শুনাইবার প্রয়োজন কি ছিল?

শ্রীনিত্যানন্দ দাস কি রাম পুরীর চিত্ত-বৃত্তিতে আবিষ্ট হন নাই? এই নির্ভুল জীব সমাজকে দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কার-দিবস প্রাতে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" ও আমার দ্বারা কৃপা করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "শিক্ষাষ্টক" সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন; কিন্তু খোলকরতালাদি হয়,—ইহা কুঞ্জবাবুর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যখন আমি—"তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা। অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥" এই পদটী কীর্ত্তন করিতেছিলাম তখন শ্রীল প্রভুপাদ বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া নিজের কপালে করপ্রদান পূর্ব্বক 'আমার মন্দ ভাগ্য'—এইরূপভাবে লোক শিক্ষা দিতেছিলেন। কিন্তু কুঞ্জবাবু ইহাতে মনে করিলেন,—কীর্ত্তন শুনিয়া বুঝি প্রভুপাদের মস্তক বেদনা আরম্ভ হইয়াছে, তাই তিনি জোর করিয়া আমার কীর্ত্তন থামাইয়া দিলেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতে প্রায় ৪ ঘটিকায় কুঞ্জবাবুকে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"আপনি আমার শান্তি চাহেন না আপনাদের সুখশান্তি হইলেই হইল যে।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিত্তশক্তি বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্বল॥"

আমাকে আপনি হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে দিতেছেন না বটে, কিন্তু আ'ম গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি—আমি বাসুদেব, সুখানন্দ প্রভৃতির নিকট রূপ-রঘুনাথের কথা বক্তৃতা করিয়াছি।" এই কথা আবার স্বয়ং কৃষ্ণবাবু শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ঘরে গিয়া তখন তখনই আমাদিগকে জানাইলেন। শ্রীপাদ সুখানন্দ প্রভু তাহা তখন তখন তাঁহার ডায়েরীতে নোট করিয়া রাখিলেন।

স্বকর্ণে শ্রীল প্রভুপাদকে কৃষ্ণবাবুর প্রতি বলিতে শুনিয়াছি—"আপনারা আমার উপর আর অত্যাচার করিবেন না, আমাকে হরিকথা শুনিতে দিউন, উহাই আমার প্রাণ। শেষে আপনারা অনুশোচনা করিবেন, আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।" এতদ্বারাই শ্রীল বাসুদেব প্রভু বলিয়াছিলেন যে, অভিন্ন-বার্ষভানবী শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুকে কেহ হরিকথা শুনাইলেন না, আর শ্রীল প্রভুপাদও সেইজন্য মহদপরাধ-নিরাশের সাক্ষরূপে কাহাকেও ভবিষ্যতের ভার বরুণা, আর কাহাকেও বা রূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। ১৮।১২০ বৎসর গুরুসেবার ফলে তাঁহাকে লক্ষ্য পাত্র বেখিলাম,—না শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীর মিলন হওয়া বেশী আছে?

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দদাস লিখিয়াছেন, "বাসুদেব কই, বাসুদেব কই"—এইরূপভাবে প্রভুপাদ বাসুদেব প্রভুকে কখনও ডাকেন নাই, কুঞ্জকেশব ও সচ্চিদানন্দ নামক নিজ নব দাস মহাশয়কে ইহা জানাইয়াছেন। কিন্তু আমি নেত্রে দাঁড়াইয়া স্বকর্ণে এই কথা স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া আমি বলিতে পারি। তাঁহার পর পরম প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক প্রভু ও উপস্থিত আরও বহু ব্যক্তি এই কথা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভু এই কথা শুনিয়াই অতি দ্রুতবেগে শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ডাকিতে গেলেন এবং শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে লইয়া অবিলম্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সমীপে আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর দিকে তাকাইয়া ও তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন, আপনার উপর এই ভার থাকিল।" সচ্চিদানন্দ, কুঞ্জকেশব প্রভৃতি বাহিরের কাযে, যথা জল গরম করা, অন্য ঘরে ঔষধ আনান প্রভৃতি কার্য্যে পাশের ঘরে ব্যস্ত থাকিত, তাহারা উক্তরূপ শুনে নাই বলিয়া এক জন বৈষ্ণবের বচনকে কেন স্বকর্ণে শুনা মিথ্যা লিখিয়া হইয়া যাইবে?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানবাসুদেবপরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামি প্রভুচরণের দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ষপূর্ত্ত প্রকটবাসরে

প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি

কৃপাময় শ্রীগুরুদেব! আজ পরম-মঙ্গলময়ী সর্ব্বচিত্তপ্রহ্লাদিনী গৌর-পঞ্চমী তিথি আমাদের সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক সমাগতা হইয়াছেন। এই শুভ তিথিতে শ্রীগৌর পতিতপাবন শ্রীগুরুরূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

হে সর্ব্বজীবাশ্রয় গৌরভক্তশ্রেষ্ঠ আপনি ত্রিতাপক্লিষ্ট অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আপনি অচিন্ত্য-ভগবদ্বিগ্রহ, আপনার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিতে না পারিলে জীবের জন্মজন্মান্তরের মঙ্গললাভের কোন উপায় নাই। আপনি কৃষ্ণধনে ধনী এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য। আপনি সুপ্রসন্ন হইলেই কৃষ্ণ প্রসন্ন হন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন—ইহা শাস্ত্র ও সাধুমুখে সর্ব্বদাই কীর্ত্তিত হয়।

হে পরমকারুণিক প্রভো!

যোগ্য-অযোগ্য নির্ব্বিশেষে আপনি করুণা-ধারা সমভাবে বর্ষণ করিয়া আপনার পরমকারুণিক নামের সার্থকতা দেখাইতেছেন। কৃপাবতার আপনি, আপনার অহৈতুকী করুণা আপনার নিকটস্থ সেবকগণের উপলব্ধির বিষয়। তাঁহারা কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের সেবায় অধিকতর প্রয়োজনীয়তা জানাইয়াছেন।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ!

জাগতিক পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, বিচার এবং সাধনা প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই আপনাকে জানা যায় না, আপনি কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় জানাইলে আপনাকে জানিবার যোগ্যতা হয়। নতুবা অন্য কোন উপায়েই জানিতে পারা যায় না। আপনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, অধোক্ষজ-অনুভূতি-

কিন্তু এরূপ ধাপ্পাবাজি দিয়া কতক্ষণ মিথ্যা কথা রটান পরমার্থ-রাজ্যে চলিবে না; কারণ, কৃষ্ণ সত্যবস্তু। এইটা অসত্য কথা বাহিরের লজ্জা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে চলিতে পারে, জানিতাম না।" অর্থলুব্ধ প্রাকৃত-সাহজিকের দ্বারা এরূপ কতই না অসত্য কথা প্রচারিত হইয়াছে! কিন্তু কৃষ্ণ আছেন. তিনি একদিন না একদিন সত্যের প্রকাশ করিবেনই করিবেন,—এইরূপ দৃঢ় আশা আমাদের আছে।

সম্পন্ন ও বহুবেদজ্ঞ গোস্বামী। আপনি বৈকুণ্ঠবাণীদের দ্বারা দশদিক্ আলোকিত করিতেছেন। আপনার অনন্ত গুণাবলী অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করা যায় না।

হে ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ!

আপনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ও আচার-প্রচার-পরায়ণ। আপনি স্বতঃপ্রকাশ, সূর্য্যকে বা কোনটির সাহায্যে আপনাকে প্রচার করিতে হয় না। উজ্জ্বল ভাস্কররূপে স্বতঃই প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

হে গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ!

আপনার অযাচিত কৃপাবলে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীর মনোহভীষ্ট-প্রচারার্থ মদীয় ক্ষুদ্র কুটীরে শুভাগমন করিয়া গৌরবাণী প্রচার করত বহু সৌভাগ্যবান্ জনকে কৃপা করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতাহীনা আমাকেও কৃপাপ্রার্থনার আজ্ঞাবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার বিনিময়ে আমার কেবল প্রণতি জ্ঞাপন ব্যতীত আর কিছুই সম্বল নাই।

হে পরমদয়াল প্রভো!

আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত জনগণমধ্যে কীটানুকীট নগণ্যা দীনাতিদীনা আমি, আপনার পরমপদোদ্ধার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার সামান্য যোগ্যতাটুকুও আমার নাই; তথাপি আপনার যোগ্যতম, যোগ্যতর ও যোগ্য সেবকগণের পশ্চাতে থাকিয়া, সকলের আনুগত্যে এই অনর্হ প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আপনার অভয় অশোক অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছি। কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণে স্থান দান করুন।

অযোগ্যা-সেবিকাভাস
শ্রীকনকলতা দেবী

আশ্রয়-প্রার্থনা

(১)
যে বিষয়ে মহতেরা নহে আশক্তিত,
যাতে স্থির রহে ভক্ত বালকের মন।
নিভৃতে প্রহ্লাদ ডাক করে যাঁর গান,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(২)
যাঁহাকে ভজিলে সিদ্ধ হয় সর্ব্বকাম,
কি তার চিন্তিলে চিন্তা-মণির চরণ?
প্রহ্লাদ অনলমুখে ছিল যাঁর কোলে,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(৩)
যাঁহার আশ্রয়ে চিত্তে নাহি আসে ভয়;
যাঁহার পরশিলে হয় কাষ্ঠও চন্দন।
দিলা যিনি ধ্রুবেরে প্রেম-আশ্বাসন,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

( )
বলিকে ছলিতে হরি হইলা বামন,
যাঁর পাদপদ্ম হৈতে গঙ্গার জনন।
মহাদেবী অষ্টাঙ্গে বহিলেন যিনি।
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন।

(৫)
সুখদুঃখ ভজিতে সবার যিনি স্থান,
শরণ যে লয় তাঁরে করেন রক্ষণ।
পুতনাকে দিলা যিনি মাতৃগতি দান,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(৬)
ক্রোধে হংসধ্বজরাজা আপন তনয়,
সুধন্বারে তপ্ত তৈলে করেন অর্পণ।
যাঁর প্রেমে তপ্ত তৈলে না হ'ল নিধন,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(৭)
মৃত্যুকালে অজামিল ডাকিল পুত্রেরে,
'এস বাপ, এস মোর কাছে নারায়ণ'।
পুত্র ছলে নারায়ণ স্মরি মুক্ত হৈল;
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(৮)
জীবের কল্যাণ তরে কৃষ্ণ দয়াময়,
করিলেন জীবদেহে কালীয় দমন।
লীলা করি দেন যিনি জীবে উদ্ধরণ,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(৯)
করেন বদন পরে সদা বেণু-ধ্বনি,
কমল-দলের ন্যায় যাঁহার নয়ন,
যাঁর শির অলঙ্কৃত ময়ূর পুচ্ছেতে।
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(১০)
শোভিছে কৌস্তভ-মণি বক্ষঃস্থলে যাঁর,
শিরের আবার স্বর্ণ কিরীট শোভন।
জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্যের ধাম;
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(১১)
সকল জীবের যিনি মঙ্গল-বিধাতা,
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভক্ত-রঞ্জন।
অনন্ত খেলিয়া সদা ঘরে যার শিরে,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(১২)
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত,
প্রফুল্ল কপোল-যুগ অধর অরুণ।
যশোদা বাঁধন দেছে যাঁ'রে উদূখলে,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(১৩)
নীরদ নিন্দিত বর্ণ রূপ সুন্দর,
কৌস্তুভ কণ্ঠেতে যাঁর শোভা সুশোভন।
নিরাকার যাঁর দশ আছে যত রূপে,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(১৪)
যাঁর অন্বেষণে শিব জটা ধরি শিরে,
রুদ্র অরণ্যে যে করে গোপিকাগণ।
শ্মশান আসন করি করিছে ভজন,
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

(১৫)
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ বৈষ্ণব সকল,
গীতা ভাগবতে যাঁর অর্চ্চনা বর্ণন;
যাঁর নাম বিনা নাহি কাল যুগে ধর্ম।
আমার আশ্রয় সেই শ্রীমধুসূদন॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মপীঠ ও নবদ্বীপ-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তিভবনের নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক- শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাখ্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন রঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাসাগর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ

পোঃ বালিয়াটি, সাতক্ষীরা, ই-বি, পি

রক্ষক -শ্রীগোপেন্দ্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং জঙ্গমবাড়ী, বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাশ্রম

রক্ষক—ডাঃ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ লোহারু, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অল্যাণ্ড বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) সত্যগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপুলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ-পাঠ

রক্ষক— শ্রীপাদ মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ,

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ চিত্রকূট, (মালদহ)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাব্রত অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন্‌রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমদ্ভক্তিসার ... ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩১

চাউলের দর

মোটা ভিন্ন চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম [illegible]	৬॥০
মুগী বালাম	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
বাঁশকাটা [illegible]	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বাদশা [illegible]	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫৸৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
[illegible] আতপ	৫।০-৫॥০
[illegible]	৭৲
ঐ মোটা	৩৸৶

চিনির দর

[illegible], চিনি	১০৸৶
[illegible] ১০০০ নং	১০৶
[illegible]	৯।০
[illegible]	৮।০—৯৶০
[illegible]	৭॥৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪॥০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫৩।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬৸৶
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible]	৫৸০—৫৸৶০
[illegible]	৫৶০—৫৸৶০
[illegible]	৫৲—৫।০
[illegible]	৪৸০—৪৸৶০
[illegible]	২॥০—২৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶০—১৸৶০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৬৲

[illegible]	৪৸০
[illegible]	১৯৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
[illegible] ([illegible])	
[illegible]	১৸৶০—১৸
ঐ [illegible]	৮৲—৮।০
ঐ টাটা [illegible]	১০৶
ঐ ইংলিশ [illegible]	১০৸৶০
[illegible]	৮।০—৯৲
[illegible]	৮৸৶—৮৸
টাটা [illegible]	।৶
২৪ গেজ—	১৪৷৷০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৪।০
টাটা [illegible]	
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৫৸৶০
২৮ গেজ—	১৬৸৶০
ইংলিশ [illegible]	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	
[illegible]	।৶১০—৸৶০
[illegible] ([illegible])	১০৲
[illegible]	৩।০—
[illegible]	
	৬।০—৬॥০ হন্দর
[illegible] ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
[illegible]	৮৲—৯৲
[illegible]	
[illegible]	৮৸০—১১।০
[illegible] ২০৲	[illegible] ২১৲

[illegible] ৫৶০, [illegible] ৬॥০ [illegible] ৪॥০

[illegible] দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
[illegible]	১৬।০—১৭৲
[illegible]	১০।০—১১।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

[illegible]

[illegible] লিঃ

[illegible], [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] . [illegible] এবং [illegible] । [illegible] ৭৲ টাকা মাত্র । [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible], ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, পোঃ [illegible], নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
[illegible]	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩৫
[illegible]	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৪১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible] ১৲০ আনা, [illegible] ১৶০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সংস্কারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রাধিকারিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৷৵০	৷৴৫	
ইঞ্চ	৩৲	১৷৫	১৷০	৯
সিকিকলম	৫		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	৪৷০
সিকি কলম	১২৲	২৫৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৷৵ ভিক্ষা লাগিবে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতপারম্পর্য্য এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index,Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৩এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

গৌড় শ্রীমায়াপুর
চৈতন্যমঠ—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
স্থাপিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

[illegible] 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে আশ্বিন, ১৩৪৪, ৭ই অক্টোবর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৮৭]

বিবিধ সংবাদ

——(০(০)০)——

প্যালেষ্টাইনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

গত ১লা অক্টোবর লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ এণ্ড্রুজের হত্যার পর প্যালেষ্টাইনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য গত ২৯শে সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার এক অধিবেশন হয় এবং মন্ত্রিসভার অবলম্বিত নীতি অনুযায়ীই প্যালেষ্টাইনে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। কিন্তু ধরপাকড়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিষয় গোপন রাখা হয়।

প্যালেষ্টাইনে বে-পরোয়া খুনজখম চলিতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে অনেক ধৈর্য্য দেখাইয়াছেন এবং অনেক কিছু সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু এখন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে।

মিঃ এণ্ড্রুজ আরবদের বন্ধু ছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে আরবী মহলে অত্যন্ত বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। সেপ্টেম্বরে ইংরাজদের গীর্জ্জার সম্মুখে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। এইজন্য ব্যাপারটা আরও গুরুতর বলিয়া মনে করা হইতেছে।

গত ১লা অক্টোবর সকালে একজন আরবকে গুলি করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইলে [illegible] বাড়ীতে অভিযান করায় একজন পুলিশ তাহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করে। আরব পার্টির সভাপতি জামাল হুসেনকে দীর্ঘদেহাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। খালিদী কাউন সাবা এবং আহমেদ হিলমী পাশাও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সাগের নামক যুদ্ধ-জাহাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ধরপাকড় শেষ হইলে পর উক্ত যুদ্ধ-জাহাজে করিয়া তাহাদিগকে সেচিলিস দ্বীপে প্রেরণ করা হইবে।

বার্সিলোনায় ভীষণ আক্রমণ

গত ২রা অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, বার্সিলোনার উপর বিমান আক্রমণের ফলে ৪১ জন নিহত ও ৮৭ জন আহত হইয়াছে।

একটী সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীদের সামরিক বিমান-বহর সহরের উপর বোমাবর্ষণ করে এবং বার্সিলোনা জিলার ভীত সন্ত্রস্ত নরনারী ও শ্রমিকদের উপর মেসিনগানের গুলী-বর্ষণ করে। একটী স্কুলের উপর স্থান হইবার সময় ১০টী বোমা পড়ে, ফলে বহু হতাহত হয়। পলায়নপর শিশুদিগের উপর মেসিনগানের গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। উক্ত স্কুলসহ ৩টী ইমারত ধ্বংস হইয়াছে। বহু আহত নরনারীকে এখনও পর্য্যন্ত হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় নাই। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মৃত শিশুদের সন্ধান চলিতেছে।

ত্রি-শক্তি বৈঠকের আলোচনা

গত ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সিনর মুসোলিনির কাগজ "পপোলো ইতালীয়ার" প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে এই আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, সিনর মুসোলিনী স্পেন হইতে বিদেশী স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্পর্কে আহূত ত্রি-শক্তি বৈঠকের আলোচনায় যোগদানের জন্য ইংলণ্ড ফ্রান্সের আমন্ত্রণ সম্বন্ধে অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শনিবার কি রবিবার একটা 'ইস্তাহার' প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্পেনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতালীর নিকট সম্মিলিতভাবে একটি নোট প্রেরণ করিবে। ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানো নোর কাছে উক্ত নোট অর্পণ করা হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ দিবস উক্ত নোটের ইংরাজী ও ফরাসী তর্জ্জমা শেষ হয় ঐ দিবস রাত্রিতে উক্ত নোটের ইংরাজী তর্জ্জমা রোমস্থিত ব্রিটিশ দূত আর্ল অব পার্থের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত নোটের ফরাসী তর্জ্জমা একই সময় রোমস্থিত ফরাসী রাজদূতের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

উক্ত নোটের মর্ম্ম প্রকাশ করা হয় নাই, তবে এরূপ জানা গিয়াছে যে, উক্ত নোটে ব্রিটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট স্পেনের পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষতা নীতিকে, বিশেষভাবে স্পেন হইতে বিদেশী স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ করিয়া অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণকল্পে একটি ত্রিশক্তি বৈঠক আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের বিমানবিদ্যা-শিক্ষার্থিগণ

গত ১লা অক্টোবর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বিমান-বিজ্ঞানের জন্য বোম্বাই ফ্লাইং-ক্লাবের যে চারিখানি বিমানপোত ইউরোপ গিয়াছিল, তাহা সন্ধ্যা ৬-৫৫ মিনিটের সময় গোয়াডর ত্যাগ করিয়া ঐ দিবস বেলা ৩-৫৫ মিনিটের সময় ভ্রিগ রোডে অবতরণ করিয়াছে। পরদিবস উক্ত বিমানপোত চারিখানি বোম্বাই রওনা হইয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি এই বিমান শিক্ষার্থী দলের নেতা মিঃ পি, ঠৌনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তিনি উক্ত প্রতিনিধিকে বলেন, মিঃ সিংসন্ একখানি নূতন বিমানপোত চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি ঐ দিবস অপরাহ্ণ আন্দাজ ৫ ঘটিকার সময় জুহুতে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। রাজন, বাইরামজী এবং মিস্ত্রী এই তিনজন শিক্ষার্থী বি, শ্রেণীর লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা দেখাইয়াছেন আর মিঃ বিজলনে উপমেটা ও গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারের লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা দেখাইয়াছেন।

মিঃ ঠৌন আরও বলেন যে, এই বিমান চালনা শিক্ষা বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হওয়ায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের বিমানশিক্ষার্থীদের নেতা মিঃ ঠৌন আরও বলেন যে, তাঁহারা ১৪০ ঘণ্টায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহ, ব্যতীত আরও ২০০ ঘণ্টা বিমান পথে ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা ইংলণ্ডের দর্শনযোগ্য সকল বিমানঘাঁটিই পরিদর্শন করিয়াছেন। জাস্কী হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ আবহাওয়ার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ঐ সময় বৃষ্টি হয়। আকাশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ছিল এবং প্রবল শীত তাঁহারা অনুভব করেন। তাঁহারা একদিন বুডাপেষ্টে অবস্থান করেন। তারপর পথমধ্যে আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সম্বন্ধ ত্রী কুমারী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিকারিকা গণগৌরচঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ⁄০
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিজ্ঞাসঃ ।০
৬৩। সজীব-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবকম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি◦। সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবাস্থ শ্রীপরম হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

— —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ { ১৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ২১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই অক্টোবর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৮৭৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাগলপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ২৪।৯।৩৭ তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের জন্য ভাগলপুরে গমন করেন।

স্বামীজী ২৫।৯।৩৭ তারিখে তথাকার গভর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী পাঠে 'পুরাণ' শব্দের অর্থ, অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মহিমা, আদর্শ বা ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজীর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

কলিকাতায় প্রচার

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতার ... জয়গোপাল মিত্র এটর্ণি মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপবর্ণনমুখে স্বামীজী বলেন—শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। গায়ত্রীর অর্থ, মহাভারতের পরিশিষ্ট এবং বেদের তাৎপর্য্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়; বেদের অঙ্গ উপনিষদের বিবৃতি শ্রীমদ্ভাগবত। সদ্গুরুর নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া শাস্ত্রের শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচারপর না হইলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না, তাঁহার ভাগবতদর্শনই হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ তর্কপন্থায় জানা যায় না, শ্রৌতপন্থায়ই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। যাবদ্ ব্রহ্মাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের বাঙ্ময় অঙ্গ, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ, গ্রন্থরূপী ভগবদ্বিগ্রহ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে বেদান্তবাক্যের অর্থ বর্ণনকারী কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের মতবাদকে তর্ক ও যুক্তিদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ভাগবতসিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন এবং পুরীতে অদ্বৈতপন্থী শঙ্কর বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তিপথে আনয়ন করেন।

কৃষ্ণ বধাবে উপগত হইলে কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মজ্ঞানাদি সহ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণসূর্য্য আবির্ভূত হন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সপ্ত দিবস মাত্র তাঁহার আয়ুর পরিমাণ জানিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে ভাগবত-শ্রবণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

কটকে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

টাউনহলে বিরাট্ সভায় নগরবাসী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত

(তারের সংবাদ)

কটক, ৫ই অক্টোবর

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পুরী হইতে জগন্নাথ পরিদর্শন করিয়া তথায় এবং ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে অজস্র পুষ্পমাল্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া গতকল্য কটক নগরীতে পৌঁছিয়াছেন। গতকল্য অপরাহ্ণে উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণ টাউন হলে সমবেত হইয়া এক বিরাট্ সভায় শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে অভিনন্দনাদির দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর গোপাল প্রহরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় গোস্বামীজী 'শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব' ও 'শ্রীনাম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

অদ্য শ্রীপাদ গোস্বামীজী ভুবনেশ্বর পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন এবং আগামীকল্য মাদ্রাজ মেলে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবেন।

শ্রীগুরুদেব—ভগবান্‌কে প্রকাশ করেন। তিনি মনুষ্য নহেন। তিনি ভগবানের নিজজন—কৃষ্ণের মূর্ত্তিমান্-বিগ্রহ। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদিগকে একান্তভাবে আশ্রয় লইতে হইবে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে হইবে। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু; তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাখাল-বালক ও গোবৎসাদি হরণ দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহাকে কখনও আরোহপন্থা দ্বারা জানা যায় না, একান্ত শরণাগত হইলেই তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানা যায়। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী "অথাপি তে দেব", "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং", "যাবানহং যথা ভাবঃ", "বৈরাগ্যবিদ্যা" প্রভৃতি শ্লোকসমূহ আলোচনা করেন।

অতঃপর স্বামীজী অজামিল উপাখ্যান বর্ণনমুখে নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনামের পার্থক্য শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীগুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় সজ্জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন সলিসিটর; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু ব্যারিষ্টার; শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ ব্যাঙ্কার ও জমিদার; শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র জমিদার; শ্রীযুক্ত মনোমোহননাথ মিত্র জমিদার; শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী জমিদার, শ্রীযুক্ত হারবনাথ মিত্র জমিদার প্রভৃতি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ-জ্ঞানকে মন্ত্রার্থজ্ঞান সাহায্য করেন। মহান্ত-গুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-প্রাপ্তিতে বাহ্য জগতের যে পরিভাষা—যাহা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিময়ী, তাহা তাহার চিত্তে স্থান না পাইয়া মন্ত্রার্থ বা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি অধিকার স্থাপন করে

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ পদ্মনাভ আদি কার্যপাদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

দীক্ষিত

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

শ্রীভার্গবীয় মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত আছে। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ জন্মের কথা বিভিন্ন শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সম্প্রদায়ও সেই কথাই প্রমাণ করে। শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই তিন প্রকার জন্ম বেদে কথিত আছে। বিশুদ্ধ পিতা মাতা হইতে জন্মের নাম শৌক্র জন্ম, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশ লাভই সাবিত্র জন্ম এবং যাজ্ঞিকানুষ্ঠানে বৈদিকী দীক্ষালাভ করিলে দৈক্ষ জন্ম হয়। শৌক্র জন্মই আদি, তাহাতে সংস্কারের কোন কথা নাই। শূদ্রের সংস্কারাদি বিধেয় নহে। অশূদ্র আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশরূপ সংস্কার গ্রহণ করিয়া গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করেন, উহাই তাঁহার সাবিত্র-জন্ম। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে ঋত্বিক্ লাভ করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ নামক দ্বিতীয়বার সংস্কার দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম হয়। অশূদ্র জীব দ্বিতীয় জন্মে দ্বিজ ও তৃতীয় জন্মে ত্রিজ হন। ব্রাহ্মণেরই তৃতীয় জন্ম অর্থাৎ দৈক্ষ জন্ম হয়। ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের তৃতীয় জন্ম নাই। ব্রহ্মকুলে জাত ব্যক্তি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ষোল বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তাঁহার সাবিত্র সংস্কার গৃহীত না হওয়ায় দ্বিজ নামের পরিবর্ত্তে ব্রাত্য সংজ্ঞা হয়। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি দ্বিজ সংস্কার গ্রহণ করিলে দ্বিজ হইতে পারেন এবং বাইশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত বৈশ্য সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। তদূর্দ্ধকালে তিনি সাবিত্র্যপতিত হইয়া ব্রাত্য নামে আখ্যাত হন।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর পর্য্যন্ত বৈদিক অনুশাসন উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছিল। কলির সমাগমে ধর্ম্মের ত্রিপাদ হ্রাস হওয়ায় ও চতুর্থপাদ আক্রান্ত হওয়ায় বৈদিক অনুষ্ঠান নামে মাত্র প্রচলিত আছে। এইজন্যই পঞ্চ হবন-যজ্ঞাদি বাদ্যে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। তৎস্থলে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিকালে নামযজ্ঞের প্রবর্ত্তন দ্বারা কর্ম্ম যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। যাহা সাবিত্র-সংস্কারাদি কলিকালে প্রচলিত থাকিলেও দীক্ষাসংস্কার বা বৈদিক ত্রিজত্বের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য নাম-যজ্ঞের সুষ্ঠু অধিকারিগণ দীক্ষালাভ করিয়া নাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতাধিকারেই নামযজ্ঞের যাজক হওয়া সম্ভব হয়। কনিষ্ঠাধিকারী মহাভাগবতের নিকট নাম-যজ্ঞে অধিকার লাভ করিবার প্রারম্ভিক অধিকার পাইবার বাসনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহাভাগবতের নিকট বদ্ধজীবের দীক্ষায় সম্বন্ধজ্ঞান সঞ্চিত আছে। মুক্তজীবের নাম-যজ্ঞেই দীক্ষা হয়। মুক্ত জীব বলিলে বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরই তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও প্রমাণ। মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব। তিনিই অপরকে বিষ্ণুদীক্ষা দিতে সমর্থ। কনিষ্ঠাধিকারী যে মন্ত্র জপ করেন তাহাতে তাঁহার সংসার-মুক্তি ঘটে না। যখনই মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে তাঁহার বদ্ধাভিমান ত্যাগ হয় তখনই তিনি মুক্তকুলের উপাস্য হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। কলিকালে বৈদিক অনুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে সফলতা নাই। শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণাভিমানিগণ কদর্থময় কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মেতর মায়িক বস্তুরই উপাসনায় মত্ত। তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়াগণে প্রমত্ত হইয়া বিষ্ণুর উপাসনার পরিবর্ত্তে মায়িক পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, বিষ্ণুর পরম পদ অবজ্ঞা করিয়া অভক্ত বেষধারী সাথা বৃদ্ধি করেন। তজ্জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনারূপ বৈদিক যজ্ঞ হইতে অধিকারচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। তজ্জন্য বেদানুগ ঋষিগণসকল বেদানুগমনে যে সকল আনুষ্ঠানিক বিধি সাত্বত তন্ত্রসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই পঞ্চরাত্র, আগম বা বেদ বিভূতি বলিয়া বেদমার্গরত ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করেন। তদীয় ভাগিনেয়ানে ছয় গোস্বামীর অন্যতম সদাচার-নিরত ও বরিষ্ঠ ভাগবতগণের উপাস্য আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সৎক্রিয়া-সারদীপিকা এবং শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস আদি স্মৃত্যাদি বিচারধারায় অঙ্কিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক স্মৃতিবিহিত অনুষ্ঠানাদি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নায় ন্যূনাধিক আক্রান্ত হইয়া থাকিলেও তাহাদের প্রচারের দিন আসিয়াছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসরণে আমরা জানিতে পারি যে, শূদ্রাশূদ্র মানব সকলেই বৈদিকী দীক্ষায় অধিকারী না হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় অধিকারী। সাবিত্র সংস্কার লাভ করিয়া গুরুকুলে বাস না করিয়া থাকিলেও কিম্বা ব্রাত্য হইলেও অথবা শূদ্র ও অন্ত্যজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও সকলেরই মুক্তিক্রমে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-লাভের অধিকার আছে। মানবমাত্রেই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষালাভ করিলে তাঁহার দ্বিজত্ব অবশ্যম্ভাবী। কেবল স্ত্রীলোকের উপনয়নাদি না হইলেও তাঁহারাও দ্বিজ হন ও নামযজ্ঞের এবং অর্চ্চনাদি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। পুরুষ অনুপনীত হইলে তাঁহার প্রকৃত দীক্ষা লাভ ঘটে নাই জানিতে হইবে। পরমহংসাধিকারে যজ্ঞ-সূত্রাদি বর্ণ-চিহ্ন নাই, দণ্ড, কাষায় বস্ত্রাদি আশ্রম-চিহ্ন নাই। সে-কালে তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া অর্চ্চনাদি করেন না। শাস্ত্র বলেন—যেরূপ নীচধাতু কাংস-রস-যোগে কাঞ্চনতা লাভ করে তদ্রূপ সদ্গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কাররূপ দীক্ষা লাভ করিলে মানবমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করেন। কলিকালে দ্বিজ হইয়া অনেকে দ্বিজ স্বভাবের বিপরীত পঞ্চোপাসনা ও বিষ্ণুর অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র অথবা অন্ত্যজ হইয়া পড়েন। সুতরাং অধিকারক্রমে দ্বিজ হওয়া দূরে থাকুক, অন্ত্যজ বা শূদ্রককে দ্বিজাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পারম-হংস্য বৈষ্ণবাচার্য্যের নামে অনেক স্থলেই বিগত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই অত্যন্ত শূদ্রাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রাকৃত স্মার্ত্তের অনুগমনে শূদ্রদীক্ষা দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণবগণের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন এবং অনুপযুক্ত গুরু সাজিয়া শিষ্যসম্পদতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিষ্যদিগকে যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়াইয়াছেন। বৈষ্ণব করিতে গিয়া বিষ্ণুসহ বিরোধ করাইয়াছেন এবং স্ব-স্ব গোষ্ঠসদৃশ প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুমোদন করিয়াছেন। যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন আগমবিদ্ গুরু কোনও শিষ্যকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দিয়া থাকিতেন ও পঞ্চসংস্কার দিতেন তাহা হইলে তিনি আর শৌক্রজন্মের বাহাদুরীতে পরমার্থের বিলোপ সাধন করিতেন না, গুরু সাজিয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিতেন না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ধারায় এই সকল বিচার প্রবল থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামী প্রচারিত শুদ্ধ ধর্ম্মের মহত্ত্ব সুষ্ঠুভাবে তথায় রক্ষিত হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তির জল ও পক্বান্ন যদি অদীক্ষিত ব্যক্তির জল ও পক্বান্নের সহিত সমভাবে গৃহীত হয় বা গৃহীত না হয় তাহা হইলে পরমার্থ-বিধানে কিরূপ অবিচার ও অত্যাচার প্রবেশ করান হইল ইহা সুধী বিচারকবর্গ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করুন। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি দীক্ষার পরও শূদ্র থাকেন তাহা হইলে দীক্ষাদাতা কোন্ বর্ণে পতিত হইলেন, ইহাই আমাদের প্রশ্ন। যদি তিনি পতিত না হইয়া থাকেন অথবা দীক্ষা না দিয়া থাকেন অথবা শূদ্রদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে পারমার্থিক গুরু কেন বলা যাইবে? তাদৃশ গুরুকে কৌলিক পুরোহিত বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া কেন পারমার্থিক গুরু বলা যাইবে? শৌক্র কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, সমাজের সুষ্ঠু বিধান করিবার জন্য যে সকল কার্য্য বর্ত্তমানে চলিতেছে তাহা পুরোহিতের কার্য্য মাত্র, পতিতকে উদ্ধার করিবার কার্য্য নহে। পারমার্থিক মাত্রই তাদৃশ গুরু-নামধারী পুরোহিতগণকে পুরোহিত-পদে বরণ করিয়া রাখুন গুরুর নিকট হইতে বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কৌলিক গুরুগণকে পুরোহিত-স্থানে কিছু কিছু দিয়া তাহাদের জীবিকা রক্ষণের ব্যবস্থা করিলে পারমার্থিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাহাতে মন্ত্রজীবী, ভাগবতজীবী, কীর্ত্তনজীবী, মৃদঙ্গ-জীবী, অর্চ্চনজীবী সেবকগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে অর্থাভাবে প্রপীড়িত করিতে না পারেন, প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের তাহাই পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। দীক্ষিত ব্যক্তির যদি দ্বিজত্ব লাভ না হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ধর্ম্মহানি মাত্র হইয়াছে জানিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, দীক্ষা-লাভের পর দ্বিজত্ব হয়। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় দীক্ষা দেওয়া হয় নাই। দীক্ষা গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই তাহার ফল হইত। ফলরূপ কার্য্যদ্বারাই কারণের অবগতি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের "তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ" বাক্য অবহেলা করিয়া যদি কেহ বৈষ্ণব-সমাজের গুরু সাজিতে যান তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুপদে রাখিতে নাই, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

—প্রভৃতি শাস্ত্রমতে প্রচ্ছন্ন শত্রুবর্গকে ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ না করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং জীবের ভজনপথে কণ্টক রোপিত হইবে। অবৈষ্ণবকে গুরু করিতে নাই। তাহার শাস্ত্র-প্রমাণ এই যে—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

সুতরাং অবৈষ্ণব কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, গুরু হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ আপনাকে বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া অভিমান করেন সেই দুর্গতি জীবকে কখনই গুরু বলা যায় না। যিনি আপনাকে বৈষ্ণবের দাস, ব্রাহ্মণ অভিমান করেন এবং বৈষ্ণবের দাসত্ব ভিন্ন ব্রাহ্মণতার সম্ভাবনা নাই জানেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও গুরু-শব্দ-বাচ্য। তাদৃশ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট হইতেই বৈষ্ণব-দাসাভিমানী পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ ঘটিবে। তিনি বজ্রসূত্রাদি উপনয়নবিধানসকল যথা-রীতি অনুসরণ করিয়া সদাচার-সম্পন্ন ও বিনয়ী হইবেন। নতুবা বৈষ্ণবদাস্য জন্ম-জন্মান্তরেও সম্ভাবনীয় হইবে না। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে লিখিয়াছেন—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

যিনি বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন তিনি পারমার্থিক গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিবেন। দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজের সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সংস্কৃত দ্বিজই বিষ্ণুপূজা করিবার অধিকারী। তিনিই তখন গুরুসেবা করিতে, জল ও পক্ক অন্নাদি দ্বারা বিষ্ণুপ্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে পারেন। সেকালে সমাজ তাঁহার পরমার্থে বাধা দিবে না, বাধা দিতে আসিলে তাদৃশ দূষিত সমাজকে প্রতিকূল-জ্ঞানে ত্যাগ করিবেন এবং হরিভক্তির অনুকূল সমাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পরমার্থবিরোধী সমাজের সহিত বাস করিতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

শূদ্র কুলের অন্নপান পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হওয়া সমীচীন কিনা ইহা গৌড়ীয়-মায়াবাদী বৈষ্ণবমাত্রই বিচার করিয়া দেখুন। জড়কুলের পরিচয় কেবল শত্রু বর্গের জন্য, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, হরিবিমুখ স্বার্থ-সাধনের জন্য; আর পারমার্থিক জীবন নিত্যকালের জন্য, হরিপ্রেম তাৎপর্য্যময় ও পরমবিলাস। শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামি-বর্গের প্রকটকালের পর হইতে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নাম করিয়া যে বিশৃঙ্খলতা ও স্বার্থের পারম্পর্যাবলেহন কার্য্য চলিতেছে তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি মাত্র। এই গ্লানি ঘুচাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ-জনগণকে কালে কালে পাঠাইয়াছেন; তথাপি আমরা সেই মহাজন পরমার্থবিদ্ বৈষ্ণব-সার্ব্বগণের অনুসরণ না করিয়া বিপথগামী হইতেছি কেন? আমরা কেন শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বার্থীক অবৈষ্ণব-গণের কুহকে পড়িয়া অমূল্য জীবন হরি-বিমুখ অবস্থায় কাটাইতেছি?

পরমার্থবিরোধী সমাজ কি চিরদিন প্রবল থাকিবে? সাধুর মুখে হিতকথা, শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিরপেক্ষতা কি চিরদিনই অবহেলিত হইবে? শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মহিমা কি চিরদিনই হরিবিমুখ স্বার্থ অন্ধকার গর্ত্তে আবদ্ধ থাকিবে? গুরুদেব-পদ্ধতি কি চিরদিনই সৎক্রিয়াসারদীপিকাকে ঢাকিয়া রাখিবে? মনুষ্যগণের সংস্কার-তত্ত্ব ত' চিরদিনই ঢাকা আছে, কখনই ত' উহা উন্মুক্ত হয় নাই তবে কেন সৎক্রিয়া-সারদীপিকার অমর্য্যাদা হইবে। আমরা ভূমিষ্ঠীভাবে শাস্ত্রজ্ঞ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া গুরুবর্গের অনুগমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন হরিভক্তের "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ" শ্লোক এবং "যথাঽঽপি দ্রুণ্যোত তত্ত্বৈব বিনির্দ্দিশেৎ" শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া বিষ্ণুবিদ্বেষী হিন্দু সমাজের নিগড় হইতে উন্মুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভোগবিলাস হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে। তখনই তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও শ্রীনামের কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন। দীক্ষিতগণের দ্বিজত্ব হয় না, আর শৌক্র পন্থায় দ্বিজত্ব আবদ্ধ, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে ধর্ম্মের গ্লানি করিতে দিয়া যে উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হওয়া উচিত। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবতার শ্রীশ্রীবীরভদ্র শ্রীরামানুজ স্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণবগণের জন্য পঞ্চোপাসকের কবল হইতে প্রপন্নাগত বৈষ্ণবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। আজ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বৈষ্ণবদাসগণের চেষ্টার প্রাগ্যবর্ত্তে পুনরায় শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে। আউল বাউল, প্রাকৃতসহজিয়া, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, গৌরনাগরী, শৌক্র গোস্বামী উপাধিধারী, কপট বৈরাগী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণববেষি-গণের কবল হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে উদ্ধার করিতে দিয়া শ্রীরূপ-গোস্বামীর শরণ গ্রহণ করিতেছি। এস ভাই, পারমার্থিক হও, প্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আর

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প র বি দ্যা ভূ ষ ণ গোস্বামী মহারাজের প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে—

প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি

হে পরমহংসকুলতিলক! অদ্য আপনার আবির্ভাব-তিথিপূজা। এতদুপলক্ষে ভারতে ও ভারতের বাহিরে যাবতীয় শুদ্ধভক্তিমঠে "শ্রীগুরুপূজার" মঙ্গলাচরণ হইতেছে। গঙ্গা-পূজায় গঙ্গাজলই যেরূপ মুখ্য উপহার, শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজায় তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকীর্ত্তনই মুখ্য উপাদান। আজ রূপানুগবর আচার্য্যের রূপানুগসিদ্ধান্তবাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়াই আচার্য্যানুকম্পিত সেবকগণ আচার্য্যপূজা করিবেন। এই অবসরে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণও তাঁহাদের "প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি" লইয়া সমুপস্থিত। হে আচার্য্যদেব! এই অযোগ্য সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন হউন।

হে স্বরূপরূপানুগ আচার্য্যবর! আপনি বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যকুলতিলক। আপনি জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্তরঙ্গনিজজন ও তাঁহার বাণী-কীর্ত্তন-মনোহভীষ্টের পরি-পূরক। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের অদ্বিতীয় অভিধর্ম্ম-পণ্ডিত, আপনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, আপনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ।

হে আম্নায়মর্য্যাদাসংরক্ষক আচার্য্যদেব! আপনি পাপ-চরিত্র ব্যক্তিগণের নিকট ভয়ঙ্কর, অভক্তিকামী কপট ব্যক্তিগণের নিকট কৃতান্তস্বরূপ; কিন্তু আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্য-পিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট কুসুম হইতেও কোমল ও অকৃত্রিম স্নেহবিশিষ্ট। যে-সকল গুরুসেবক বিষ্ণুদাস নিষ্কপটে শ্রীল প্রভু-পাদের সেবা করিবার শুভ-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনি সর্ব্বতো-ভাবে সাহায্য করিতে সতত প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে গুরুসেবার পথে অগ্রসর করাইতে কোটী হস্তে চেষ্টা বিশিষ্ট। আপনি কোনপ্রকার আত্ম-বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া নীরবে, এমন কি, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে গুরুসেবকের যাবতীয় সহায়তা করিয়া থাকেন—ইহাই আপনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

হে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য! শুদ্ধকেবলাদ্বৈতবাদরূপ প্রাকৃত সহজিয়া মতবাদ, একজন্মগুরু-দীক্ষারূপ সনাতনধর্ম্মবিরোধি-মতবাদ, অচিদ্বিলাসী বা চিদ্বিলাসবিরোধী ভোগী ও ত্যাগী মতবাদ, আচারবান আচার্য্যের নিত্যত্ব অস্বীকাররূপ নাস্তিকা-বাদসমূহকে নিরাস করিয়া আপনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমাধ্বসম্প্রদায়সংরক্ষকরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

হে পতিতপাবন আচার্য্যবর্য্য! শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনই বেদান্তের চরম উপদেশ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের ইহাই একমাত্র শিক্ষা। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মহাবাক্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ সেই নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন 'শ্রীল অনন্তবাসুদেবদ্বারা' সদা অনুশীলনের আদেশ করিয়া আপনাকে শ্রীরূপানুগ-শিক্ষক শ্রীনামাচার্য্য ও শ্রীমদ্-ভাগবতাচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

হে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপালক নিত্যসিদ্ধ-আচার্য্যদেব! শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট কালেই শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে শত শত ক্ষেত্রে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিয়া-ছেন। এমন কি, কোন কোন প্রচারক ও মঠসেবককে আপনার কঠোর শাসনে শাসিত করিয়া আপনার দ্বারাই তাঁহাদিগকে সংশোধন করাইয়াছেন। অতএব আমরা যেন শ্রীগুরুসেবাভিন্ন আপনার সেই অপার শাসন-কৃপালাভে ধন্য হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকিতে পারি, ইহাই এই পবিত্র গৌরপঞ্চমী তিথিতে, শ্রীগুরুপূজা-বাসরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে একমাত্র প্রার্থনা।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী
পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ—
শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর, বি এল,
শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী,
শ্রীমনোমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক,
শ্রীচক্রপাণি ব্রহ্মচারী,
শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী,
শ্রীবৈকুণ্ঠমোহন ব্রহ্মচারী,
শ্রীসতীশ নাথ দাসাধিকারী,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ দাসাধিকারী,
শ্রীপুরুষোত্তম ইত্যাদি।

শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগমন করিয়া গাও।

আমিত বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু অভিমান ত্যজি।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে সদা
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায় ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকল্পে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনবহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্যাদতত্ত্বময়-গোস্বামি-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রমী শ্রীপাদ সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনিতাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনতারণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি - (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুভা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমধ্বদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীপতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরাকিল্লা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একদানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখাবাটী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধগাদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরকুলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম খাবি	৬৷৹
বাদা চাল	৫৷৷৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানী	৫৷৹
রামশাল নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

চিনির দর

...দানা, টাইপ	১০৷৴৹
...পুর ১০০০ নং	১০৴৹
...দোয়া সাদা	৯৷৹
...পুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
...পুর লাল	৭৷৴৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনির দাম	৩৪৷
রূপা	২২৲
চাঁদির বাট	৫২৷

পাটের দর

...—	৪০৷৷
...—	৪০৷৷৹
...—	৪১৷৹
...র বস্তার দাম—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

...ষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
...কাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
...ফোর্ড ঐ	৫৷৷৵৹—৫৷৷৹
	৬৲—৬৵৹
(বি)	৫৷৷৹—৫৷৷৵৹
নং (২	৫৴৹—৫৷৴৹
(এস)	৫৲—৫৷৹
(কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৵৹
নং (৩)	২৷৹—২৷৷৵৹
...ট	১৷৷৵৹—১৷৷৹
	১৷৷৵৹—১৷৷৵৹

ঘৃতের দর

৫৭৲
৫৭৲
৫০৲
৪৬৲

পাতিহাস	৪৬৷৹
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা গাওয়া	৫১৷৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৵৹—৯৷৷৴
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵৴
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷৵৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৷৵৹—৮৷৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	৷৵৹
২৪ গেজ—	১৪৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৷৵৹
২৬ গেজ—	১৬৷৵৹
২৮ গেজ—	১৬৷৷৵৹
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷৷৹
২৬ গেজ—	১৪৷৷৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীট	৷৵১০—৷৷৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৲
সেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, নাট প্রভৃতি	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
কাজ	৮৷৷৹—১১৷৹
ষ্টিল ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲

চটকলের হাফশন ৫৵৹, পাটের হাফশন ৬৷৹

তুলার হাফশন ৪৷৹

সূতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আদেন সোনার কাইন	৫৪৲
সিটি ন আদেন ফরকড	৪০৲
কতাটি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
হাফার্ণ তাঁবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
পারস নাও	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
ভাটি মরিচ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর জায়গা খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ভাড়ায় সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ভাড়ায় আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৬	১২-১৮	১৬-৩৮	

৺কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

শিশু জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বিরার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড্‌চীনাবাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যভাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পাড়া রাজমহেন্দ্রী; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তা প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পা মার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়ি একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

গৌড় শ্রীমায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীমদ্ভাগবত-
সাত্বতাচার্য্য-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিক্ষু
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে আশ্বিন, ১৩৪৪, ৮ই অক্টোবর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৮৮]

বিবিধ সংবাদ

—(০)—

চীন-জাপান-সংবাদ

গত ৬ঠা অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, চীনারা স্বীকার করিতেছে যে, জাপানী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর সাংহাইএর উত্তর দিকবর্ত্তী লেকটিয়েন দিঙ্গাও রাজপথ (চীনা সৈন্যব্যূহের এক অংশ) দখল করিয়াছে। কিন্তু চীনারা উহাও বলিতেছে যে, তাহারা পশ্চাদপসরণ করিয়া বেশী দূর যায় নাই। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। উভয়পক্ষে সারাদিন ব্যাপী সংগ্রাম চলে। চীনা গোলন্দাজবাহিনী জাপ-বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে। ইয়াংসিপুতে একটী জাপানী জাহাজে একটী গোলা পড়ে।

হংকংএর সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ ষ্টীমার ইউয়েনসাং শনিবার তথায় আসিয়া এই সংবাদ দিয়াছে যে, জাপানী সাবমেরিণ দ্বারা উহার গতিরোধ করিয়াছিল। এতদ্বারা চীনের দক্ষিণ ঐ অংশে ও জাপানী সাবমেরিণ সমূহ ঘুরাফিরা করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

—

রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্পেনের আশা ভঙ্গ

গত ৬ঠা অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, স্পেন হইতে "বেচ্ছাসৈন্য" সরাইয়া আনা সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ-পরিষদে যে প্রস্তাব আনা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। পর্ত্তুগাল ও আলবানিয়া প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, বাল্গেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চিলি, পিরু, হাঙ্গারী, আইরিশ ফ্রী ষ্টেট, গ্রীস, পোল ও রুমানিয়া, উরুগুয়ে ও

ভেনেজুয়েলা এই ১৩টি রাষ্ট্র ভোটদান হইতে বিরত থাকে। পরিষদের নিয়মানুসারে প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষে মতৈক্য না হওয়াতেই উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, সোভিয়েট নিরপেক্ষতা কমিটির নিকট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছে যে, নিরপেক্ষতা-নীতি ব্যর্থ হইয়াছে; সুতরাং স্পেন গবর্ণমেণ্টের নিকট অবাধে অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন প্রেরণের জন্য ফরাসী স্পেনীয় সীমান্ত খুলিয়া দেওয়া হোক। কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র দপ্তর এই সংবাদ সরকারীভাবে অস্বীকার করিয়াছেন।

স্পেনের ব্যাপার সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার জন্য ইতালীকে আমন্ত্রণ করিয়া ফ্রান্স ও বৃটেন যে নোট প্রেরণ করিয়াছে তাহা ফরাসী ও বৃটিশ দূত ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানোর হাতে দিয়াছেন।

কাউণ্ট সিয়ানো বলেন যে, তিনি সিনর মুসোলিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া উহার উত্তর দিবেন। মুসোলিনী এখন রোকাডেলো কামিনাতে তাঁহার পল্লী আবাসে আছেন।

নেপল্‌স্‌ হইতে আরও ১১হাজার ইতালীয় সৈন্য লিবিয়া যাত্রা করিয়াছে।

ভ্যালেন্সিয়াতে কর্টেস-এর সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতভাবে নেগ্রিন গবর্ণমেণ্টের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করার পর অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কর্টেস-এর অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

—

আবার ভ্যালেন্সিয়ায় বিমান আক্রমণ

গত ৩রা অক্টোবর তারিখে এক সংবাদে প্রকাশ, বিদ্রোহী বিমান-বাহিনীর ছয়টি জোয়াঙ্কার ভ্যালেন্সিয়ার উপর ভীষণ বোমা-বর্ষণ করে; ফলে বহু লোক হতাহত হয়। বিমানবাহিনী ভিলবার সহরের উপর দিয়া উড়িয়া যায় এবং প্রধানতঃ বন্দরকেই আক্রমণ করে। একটী বোমা বাজারের উপর পড়ে, উহাতেই বহু লোক হতাহত হয়।

—

ইতালী ও জাপানের মধ্যে নূতন চুক্তি

গত ২রা অক্টোবর তারিখের সংবাদে জানা গেল, ইতালী ও জাপানের মধ্যে একটি নূতন বাণিজ্যচুক্তি শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হইবে। জাপান ও ইতালীর মধ্যে ইতোপূর্ব্বে যে বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছিল, তাহার সীমা বাড়াইয়া আবিসিনিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই নূতন চুক্তি অনুসারে জাপান এবং আবিসিনিয়াসহ সমগ্র ইতালীর পূর্ব্ব আফ্রিকার মধ্যে সমান পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। জাপান বৎসরে ২০ লক্ষ ইয়েনের লবণ সোমালিল্যাণ্ড হইতে আমদানী করে, এখন হইতে সে ঐ মূল্যের কাপাসবস্ত্র আবিসিনিয়ায় রপ্তানি করিতে পারিবে।

—

নারায়ণগঞ্জে ভীষণ বিস্ফোরণ

গত ৬ঠা অক্টোবর বিপ্রহরে নারায়ণগঞ্জের কালীবাজারে মনোহারী এবং আতস-বাজীর দোকান "রাজেন্দ্র ষ্টোর্সে" একটি ভীষণ বিস্ফোরণ হয়। প্রকাশ যে, একখানি ঘরে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ মজুত ছিল হঠাৎ বিস্ফোরণ হওয়ায় দোকানের তিনজন কর্ম্মচারী গুরুতররূপে আহত হয়। আহতদের মধ্যে একব্যক্তি বাজার সংলগ্ন দোকানের পশ্চাৎবর্ত্তী একটী খালের মধ্যে গিয়া পড়ে আহত ব্যক্তিত্রয়কে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠান হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন মারা গিয়াছে, বাকী ২জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তথায় ঘরের টিনের চাল উড়িয়া গিয়াছে।

বিস্ফোরণের শব্দ একমাইল দূরবর্ত্তী স্থান সমূহেও শোনা গিয়াছে। ঘটনা স্থলের অর্দ্ধমাইলের মধ্যে যে-সকল বাড়ী আছে সেগুলি ভয়ানক ভাবে কাঁপিতে ছিল। অনেক লোক ভূমিকম্প হইতেছে ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে।

—

স্কুলে গান্ধীটুপী পরা নিষেধ

গত ৬ঠা অক্টোবর পণ্ডিচেরীর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০জন ছাত্র গান্ধীটুপী পরিধান করায় এক অপ্রীতিকর ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে গান্ধীটুপী খুলিতে বলায় তাহারা খুলিতে অস্বীকার করে। ফলে ছাত্রদিগকে বিতাড়িত করা হয়। পরে ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশনের অনুরোধ উপরোধে একজন মাত্র ছাত্র ভিন্ন সকলেই গান্ধীটুপী খুলিয়া ফেলে এবং পুনরায় তাহারা ক্লাসে প্রবেশ করে। নাগর থানম নামক একটী ছাত্র ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশনের আদেশ পালন না করায় তাহাকে স্কুলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ফরাসী শিক্ষামন্ত্রী এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, ছাত্রগণ যতক্ষণ স্কুল অথবা কলেজ-প্রাঙ্গণে থাকিবে ততক্ষণ তাহারা গান্ধীটুপী পরিধান করিতে পারিবে না। তিনি ঐ ইস্তাহারের উপর নির্ভর করিয়াই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সাদা টুপীতে কোন বিশেষ রাজনৈতিকগণ বুঝায়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সংস্করণী শতশ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য
২৭। মুক্তাফলিকা গৌরগোবিন্দ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমবিবর্ত্ত চন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্বিড এ্যানাটমি এণ্ড ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল ফাংশন্ ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৶০
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনয্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরবাণী প্রচারমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ১৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৮৮তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবাসুদেববিগ্রহসহ অপ্রাকৃত প্রভু

পুরীতে অভিনন্দন-সভা

গত ১লা অক্টোবর পুরীতে ক্লার্কহলের অভিনন্দন সভায় এমারমঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীপাদ রামানুজদাস শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করেন এবং তাহার পর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবু শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় ও Mr. Burchett-এর কণ্ঠদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর পরিচয় দান করিবার পর শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সকল ভক্তগণের পক্ষ হইতে ইংরেজী ও মঠসেবকগণের পক্ষ হইতে বাংলা (পদ্য) অভিনন্দন পাঠ হয়। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর প্রত্যভিনন্দন প্রদান করার পর সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণ দান করেন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বি-এল, উকিল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস মুন্সেফ, কুমার কৃষ্ণ মুখার্জ্জি আমলার উত্তরপাড়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, বি-এল, উকীল, প্রবোধকুমার মুখার্জ্জি এম্-এ, বি-এল, অটলবিহারী চক্রবর্ত্তী, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (পাইকপাড়া ষ্টেট) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়াষ্টেশনে নগরবাসিকর্ত্তৃক বিপুল সম্বর্দ্ধনা

নাটোরের মহারাজাকর্ত্তৃক গোস্বামী প্রভুকে মাল্য প্রদান

বিরাট সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা সহকারে গৌড়ীয়মঠে আগমন

(তারের সংবাদ)

কলিকাতা, ৬ই অক্টোবর

ধরণাবিভূত শ্রীবাসুদেববিগ্রহ ও মিঃ বার্চেট্ সহ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু মাদ্রাজ, কভুর, পুরী, কটক, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি হইয়া অদ্য প্রাতে মাদ্রাজ-মেলে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ, নাটোরের মহারাজা বাহাদুর, বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী এবং অসংখ্য নাগরিক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং নির্নিমেষনেত্রে অপূর্ব্ব নয়নমনোহারী শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হন। বিচিত্রবর্ণের পতাকা, উচ্চসংকীর্ত্তনরোল, ব্যাণ্ড, ব্যাগ পাইপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐকতানবাদ্য এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিসহ ষ্টেশনটী লোকে লোকারণ্য হয়। উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীবাসুদেববিগ্রহকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের দ্বারা বিভূষিত করেন। অনন্তর নাটোরের মহারাজা বাহাদুর শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলে পর বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে মোটরযোগে শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমঠে আনয়ন করা হয়। শ্রীবিগ্রহটীকে একটি সুসজ্জিত ও নানাকারুকার্য্যখচিত অতি সুন্দর শ্রীমন্দিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া শ্রীমঠে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে স্থাপন করা হয়।

ভক্তবৃন্দ পাশ্চাত্য ঐকতানবাদ্য ও উচ্চসংকীর্ত্তনে দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে কলিকাতার রাজপথ দিয়া শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীশ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে লইয়া মহানন্দে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন তখনকার শোভা যে কি অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষী ও মনোহারী হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। নাগরিকগণ কাতারে কাতারে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রামধ্যে সেই অপূর্ব্ব শ্রীবাসুদেববিগ্রহ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে দলে দলে আসিতেছিলেন। লোকের ভীড়ে পথ চলা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু বেলা ১১ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিলে শ্রীমঠে একটি বক্তৃতা সভা হয়। অদ্য বৈকালে গোস্বামীপ্রভুকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য মঠে একটি সভার অধিবেশন হইবে।

হার্দ্দ নিবেদন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

করুণা-কিরণ বিকীরণ করত কৃপাকণা-কণ্ঠাল আমাদিগকে এই ভিক্ষিত শুভকার্য্যে অনুষ্ঠানের সুযোগ প্রদান করিয়া সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য প্রদান করুন।

হে পরমদয়াল প্রভো!

আমরা নগণ্য ও নির্গুণ হইয়াও আজ ভবদীয় অশোক অভয় শ্রীপাদপদ্ম নীরাজন-মণ্ডপে সমাগত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করত কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আমরা পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং হৃদ্য বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন-মুখে কাতরভাবে আপনার কৃপাকণা কামনা করিতেছি। আমরা বড়ই কাঙ্গাল, আমরা বালিশ, আমরা ভক্তিবিজ্ঞানহীন, তাই আপনার পাদপদ্মতলে পতিত হইয়া কাতর ক্রন্দন ব্যতীত আদরের অন্যবিধ অনুষ্ঠানে যোগ্যতা নাই।

হে পরমারাধ্য আচার্য্যদেব! আপনি সর্ব্বতোভাবে অহৈতুক কৃপাবলোকন করিয়া আমাদের ন্যায় কৃপাপাত্রগণের মঙ্গল বিধান করত আপনার আচার্য্যলীলার চমৎকারিতা ও দাক্ষিণ্যবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করুন। 'মহৎ কার' কর প্রচার যথা সর্ব্বত্র।

ভবদীয় শ্রীচরণরেণু-কৃপাপ্রার্থী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ-জ্ঞানকে যথার্থজ্ঞান সংজ্ঞা করেন। মহান্ত-গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-প্রাপ্তির বাহ্য জগতের যে পারম্পর্য—যাহা অক্ষজবৃত্তিময়ী, তাহা তাহার চিত্তে স্থান না পাইয়া যথার্থ বা বিবর্ত্তবৃত্তি অধিকার স্থাপন করে।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ পদ্মনাভ নিধি ৩০ শে আশ্বিন শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

ঊর্জ্জব্রত

কার্ত্তিক ব্রতেরই নামান্তর ঊর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রত। কেহ কেহ ইহাকে নিয়ম-সেবাও বলিয়া থাকেন। 'ঊর্জ্জ' শব্দের অর্থ বল। ঊর্জ্জব্রত বলদেবেরই পূজাব্রত, নিত্যানন্দেরই আরাধনা বা বাসপূজা। যাঁহারা ঊর্জ্জব্রতে বলদেব-নিত্যানন্দের পূজা করিয়া অনন্যভক্তি বা ভক্তবাৎসল্যের কৃপালাভ করিবেন, তাঁহারাই হৃদয়ে কার্ত্তিক-সেব্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-মাধুরী উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীরাধাকুণ্ডই এই ব্রতের ও অপ্রাকৃত কামদেবের বাসনা-পূর্ত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। মাথুরমণ্ডলের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডই, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন। ইঁহার অধীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা। অযোধ্যাদি বৈকুণ্ঠের স্থানক্ষেত্রে ঊর্জ্জব্রত পালন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমী মথুরায় ঊর্জ্জব্রত পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গোবর্দ্ধনে ঊর্জ্জব্রত পালন শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জ ব্রত পালন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিক দেবতা শ্রীমতী সেবা-সৌন্দর্য্যে গোবিন্দকে আকর্ষণ করিয়া নিজজনের সহিত তাঁহার নিজ স্থান এই রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত কামদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকদেবতার এই আরাধনাদর্শের অনুসরণই কার্ত্তিকব্রত বা ঊর্জ্জব্রতের তাৎপর্য্য।

এ বৎসর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরমপ্রেষ্ঠ সেবকপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে আগামী ৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর রবিবার হইতে কৃষ্ণকোলশনন শ্রীগোবর্দ্ধনে ঊর্জ্জব্রত অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। আচার্য্যানুগত শুদ্ধবৈষ্ণবগণও তথায় থাকিয়া হরিকথা আলোচনা করিবেন। আমরা শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে এই সংকীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

আগামী ৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর রবিবার হইতে মাসের পক্ষে উর্জ্জব্রত আরম্ভ হইবে। যাঁহারা শ্রীগোবর্দ্ধনে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহারা মহাভাগ্যবান্। কারণ, তাঁহারা তথায় স্বরূপসিদ্ধাবস্থায় শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের শ্রীমুখে নিঃসৃত চৈতন্যবাণী শুনিবার সৌভাগ্য পাইবেন।

পূর্ণিমাপক্ষে যাঁহারা ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করিবেন, তাঁহাদের আরম্ভের দিন—১লা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার। আর যাঁহারা সৌরমাস হিসাবে ব্রত করিবেন তাঁহাদের আরম্ভের তারিখ আগামী ১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর সোমবার।

এই কার্ত্তিকমাস বা ঊর্জ্জব্রত দামোদর শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। এই মাস শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-পক্ষস্বরূপ। ইহা স্বয়ংভগবানকেও বশীভূত করিয়া থাকে। দেহিগণের মধ্যে মনুষ্যজন্ম যেমন দুর্লভ, তন্মধ্যে আবার কার্ত্তিকমাস অধিকতর দুর্লভ। যাহারা বিনা নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য বা কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, তাহারা কুলাঙ্গার বা একান্ত বলিয়া কথিত।

যাহারা চারিমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য যাজন করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে দামোদর বা কার্ত্তিকমাসের অন্ততঃ একমাসকাল নিয়ম পালন—অবশ্যম্ভাবী বিধিরূপা। সেই অমুকরের নিয়ম যথাসাধ্য বাহকমাত্রেরই রক্ষা করা উচিত। 'যদি অন্যরূপ বিধি-উদ্দিষ্ট রক্ষা করেন না, তিনি নিশ্চয়ই অধঃযুক্ত, না হয় অবিদগ্ধ। যে মনুষ্য কার্ত্তিকে ব্রত—নিজ সুখমতে কার্ত্তিকমাস বৃথা যাপন করে, সেই ব্যক্তি করস্থ চিন্তা-মণিকে কর্দ্দমমধ্যে নিক্ষেপ করে। বিনা নিয়মে যে-সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাস অতি-বাহিত করে, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণ বিমুখ থাকেন, কেন না, ঐ মাস কৃষ্ণের পরম প্রিয়।

হরির প্রীতির উদ্দেশ্যে গৌরবিহিত সঙ্গীত চর্চ্চাদ্বারা কার্ত্তিকমাস যাপন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিবাসর পরিক্রমা করেন, পদে পদে তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই মাসে ভগবানের সম্মুখে ভক্তির সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় বিষ্ণুধামে গতি হয়। এই মাসে যিনি শ্রীহরির সহস্র-নামস্তোত্র ও গজেন্দ্র-মুক্তি পাঠ করেন, তাঁহাকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। এই মাসে সকল নিয়মের উপর একটী বিশেষ নিয়ম সকলেরই পালন করা উচিত এবং সেইটিকেই সর্ব্ব নিয়মের নিয়ামক জানা আবশ্যক। তাহা এই—ইষ্টপূর্ত্তাদি অখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে একান্ত ভক্তির সহিত অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সম্যগ্‌রূপে বাস করিবে। সর্ব্বদা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশবের সম্মুখে সাধুগণের মুখে পূত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবে।

মথুরায় ঊর্জ্জব্রত পালন মানবগণের পক্ষে পরম দুর্ল্লভ। এই সময় মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ী। শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলার মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর আর শ্রীগোরের শ্রীকৃষ্ণলীলার মথুরা অভিন্ন।

কার্ত্তিক মাসে মথুরায়—ব্রজে—শ্রীধামে ভগবৎ-সেবা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধক। এই মাসে মথুরাপুরীতে হরিসেবার ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে ইহা অপেক্ষাও শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য আরও অত্যধিক। যাঁহারা কার্ত্তিক মাসে মথুরাপুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক দামোদরের সেবা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন। কার্ত্তিকমাসে গৃহে কার্ত্তিকব্রত করিতে নাই, সর্ব্বপ্রকারে, সমস্ত তীর্থস্থলে অর্থাৎ যেখানে অকপট আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ বাস করেন সেইরূপ শ্রীধাম-মায়াপুর, মথুরা, গোবর্দ্ধনাদি তীর্থস্থানেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

অরুণকালে কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ রাত্রি-শেষ যামে জাগরণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের প্রবোধন করিবে। পরে নীরাজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের নিকট সানন্দে হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রাতঃ-সময়ে শ্রীভগবানের আরাত্রিক করিবে। কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথামৃত সেবন করিতে হইবে। এই মাসে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা দিন যাপনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই ব্রত রক্ষা করিতে হইবে।

কার্ত্তিকমাসে ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচারী থাকিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ, সর্ব্বপক্ষে একাহারী থাকা, পত্রপাত্রে ভোজন, দামোদরের অর্চ্চন, সাধুগণের সেবা, গো-গ্রাস, সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণাদির, ভক্তাধিকগণের শ্রীহরির সেবা বিশেষ আবশ্যক। যাঁহারা কার্ত্তিক-মাসে স্নান, দীপদান ও তুলসীর সেবা করেন তাঁহারা বিষ্ণুধামে গমন করিয়া থাকেন। কলমী শাক, লাউ, তৈলমর্দ্দন, তৈল, শয্যা, পটল, বেগুন, বরবটী, সিম ও যাবতীয় আমিষ পরিত্যাজ্য। মৎস্যমাংসাদি সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

আমরা বদ্ধজীব। সুতরাং ভক্তেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্রতের কঠোর নিয়মাদি পালন করিতে আমাদের আদৌ ইচ্ছা নাই। কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর ইহাতে উদাসীন হওয়া অমঙ্গলজনক। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণার্থে ভোগ ত্যাগ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণসুখবিধানে সমর্থ গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনমুখে এই ব্রত অনুষ্ঠানে পালন করিয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

—০:০—

স্থান—যোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা, ইং ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, রবিবার।

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৫৬)

স্বয়ংরূপ — একমাত্র বিভুজ-মুরলীধর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেব। দ্বারকায় ষোল হাজার বিবাহে ও বৃন্দাবনে রাসকালে একই আকারে যে যুগপৎ কৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি, তাহাকে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ কহে। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের এই প্রকাশবিগ্রহগণ সকলেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তা ও সেব্যতত্ত্ব। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বয়ংরূপ অর্থাৎ কান্তার সহিত রমণ করেন। স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় দেহ। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রকাশগণে কেবল প্রভুতা, আর বলদেবে বিভুতা বিরাজিত। শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও তাঁহাতে সেবকভাব অত্যন্ত প্রবল। তিনি সন্ধিনীশক্তিময়-বিগ্রহ, গোলোক ও বৈকুণ্ঠে যত সত্ত্ব-বিস্তার এবং নাম-ধাম-কাম তাহা একমাত্র বলদেবেই পূরণ করেন। সেই কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং বলরামই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যের নাম-ধাম-কামপূরণসেবায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। তিনিই অন্যরূপে অনন্ত-

[illegible] আস্বাদন করেন। শ্রীগুরুদেব সেই নিত্যানন্দাভিন্ন, তিনিই ধাম,আসন,শয্যা, পাদুকা, বসন ভূষণ প্রভৃতি রূপে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যের সেবা করেন। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের কাম পূরণ করেন। শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দাভিন্ন বা বলদেবাভিন্ন বা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, তিনি ভোক্তৃতত্ত্ব। শ্রীবলদেবের ন্যায় শ্রীগুরুদেবে বেষভূষণাদি নাই এবং তাঁহার ধামও নাই। দ্বারকায় শ্রীবলদেবের মহিষী আছে এবং বৃন্দাবনে তাঁহার স্বতন্ত্র গোপীমণ্ডল ও রাস আছে। শ্রী[illegible] [illegible] ভগবান্।

[illegible]

ভোক্তৃতত্ত্ব। স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব বলদেব ভোক্তৃতত্ত্ব। বলদেবের সেবাধর্মই প্রবল। গোলোক-ধামের সেবক অনন্তশেষাদি প্রভৃতি, [illegible] শ্রী[illegible], [illegible] মুকুট-পাদুকাদি এবং শাস্ত্রমতে তত্ত্ব গো বস্ত্র-বেণু-বিষাণ প্রভৃতি সকলই শ্রীবলদেবের ভাববিস্তার। শ্রীবলদেবই পিতামাতা, সখা, ভৃত্য, বৃন্দাবনে প্রভৃতি চারি রসে কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনিই মধুররতিতে হ্লাদিনী বা শ্রীরাধার অনুগতা হইয়া গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। মধুররতিতে তিনি কৃষ্ণের সেবা করেন শ্রীমতীর অনুগতরূপেই।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাভববিলাস শ্রীনারায়ণ। [illegible] শ্রীনারায়ণ [illegible], তিনি [illegible] জগতের অংশবিশেষ, তিনি প্রকাশকে ঈক্ষণ করেন, তাহাতেই প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ [illegible] মহাবিষ্ণুর বিভূতি। কৃষ্ণের বিলাস শ্রীনারায়ণ চতুর্ব্যূহ ধারণ করিয়া আছেন। [illegible] [illegible]। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ আদি চতুর্ব্যূহ হইতে [illegible]। শ্রীনারায়ণ [illegible], তিনি মহা [illegible], তিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তাঁহার আবরণসেবা চতুর্ব্যূহও জগতে অবতরণ করেন না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এবং সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূল [illegible] শ্রীবলদেব প্রভু প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। নারায়ণের সেবক বিস্রম্ভ বা [illegible] সহিত তাঁহার সেবা করিতে পারেন না। কারণ, নারায়ণের ঐশ্বর্য এত [illegible] যে, তাঁহার সেবক তাঁহাকে [illegible] [illegible] করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নারায়ণকে [illegible] [illegible] শ্রেষ্ঠ ও দূর [illegible] [illegible] জ্ঞান হয়। কিন্তু মাধুর্য্যধামে [illegible] নারায়ণের আকৃতি বা মূল [illegible] হইয়া পড়েন সেখানে বৈকুণ্ঠের সেবা [illegible] আবশ্য চমৎকারিতা। মহাপ্রভু

অস্মদ্গুরুপাদপদ্মো জয়তঃ

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible]

শ্রীমদ্ভক্তি-বাসুদেবপরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামি মহারাজের শুভ প্রকট-বাসরে

হার্দ্দ নিবেদন

হে বৈষ্ণবাচার্য্যকুলভূষণ!

যে অপ্রাকৃত সত্যেন্দ্রনন্দনের নাম-রূপ-গুণ-লীলা পরিকর-বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য বিজ্ঞান সত্ত্বেও অবরজ্ঞানের বাধাত সম্ভব হয় না, আপনি সেই নিত্য অপ্রাকৃতানুভূতির নিখিল নিত্য অবহিত থাকিয়া আপনার [illegible] সহিত মাধুর্য্য বিভাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর মহিমা অপার। আমরা এই [illegible] মহিমাদিত অতুলনীয় সুমেধা [illegible] আশায় পাহিতেছি।

হে অশেষগুণ [illegible] আচার্য্যদেব!

[illegible]

[illegible] সেবার যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া নারায়ণেরও মূল অংশী প্রেমবস্তু হন—ইহা সাধারণ বৈষ্ণবেরা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন, "কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন, পিতামাতা স্বীকার করিয়া এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি নারায়ণ হইতে ছোট, নারায়ণই অবতারী, কৃষ্ণ তাঁহার অবতার।" [illegible] পাঁচ প্রকার রসের সেবকগণের সহিত কৃষ্ণের এত মাখামাখি ভাব যে, তিনি নিজের (নারায়ণের) ঐশ্বর্য্যকেও [illegible] [illegible] সহিত [illegible] [illegible] হইতে বাধ্য হন। আপনারা মায়াতে [illegible] বৃহৎ ও [illegible] 'মাধু-[illegible]' মন্দির দেখিয়াছেন। তথায় সেবকগণ যথা—প্রহ্লাদ, [illegible] প্রভৃতি সেবা বা ইষ্ট বস্তুর নিকট হইতে [illegible] [illegible] [illegible] আছেন। ইহারা ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ, [illegible] বা নৃসিংহ-দেবের সেবক। ইঁহাদের সেবায় [illegible] সম্ভ্রম আছে। কিন্তু গোলোকে বা ব্রজে সেবকগণের সহিত কৃষ্ণের বিস্রম্ভ ভাব। সেখানে সেব্য বস্তুর সহিত সেবকের খুব মিশামিশি। সেখানে গোপীগণ কৃষ্ণকে [illegible] করেন, যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধেন, সখাগণ পাছায় কাঁধে চড়িয়া ঐ ঘাড়ে থাকিয়া। সেখানে নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য রাখিতে পারেন না, তিনি সেবকের সেবায় চমক [illegible] বশীভূত হইয়া যান। নারায়ণও বৈকুণ্ঠে সেবকের সেবায় বশীভূত হন। কিন্তু গোলোকে সেবকের সেবায় সাহস অধিক [illegible] অত্যন্ত বেশী।

আমাদের যাবতীয় চেষ্টায় ও অনুষ্ঠানে [illegible] সম্ভাবনা। আপনি অপ্রাকৃত ভক্তশ্রেষ্ঠ, কৃপাপূর্ব্বক আমাদের বৈষ্ণব-বিদ্ধ চেষ্টাকে নিজগুণে সংশোধনপূর্ব্বক অহৈতুকী করুণা বিস্তার করিবেন। হে প্রভো, আমরা বড়ই পতিত, সুতরাং আপনার পরম কৃপার পাত্র।

হে চৈতন্যবাণীশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবর!

আমরা চৈতন্যবাণীতে শ্রবণ করিয়াছি—"কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।" সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর সত্যতা ও সার্থকতা আমাদের বোধগম্য করাইবার জন্য কৃষ্ণ-[illegible] [illegible] আপনি যে বিপুল বিঘ্ন[illegible] বিরুদ্ধে সংগ্রামিয়ান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা আমাদের ন্যায় দুর্গতি কোমলশ্রদ্ধগণের পরম কল্যাণের কারণ হইয়াছে। আপনার শুভ প্রকট-লীলা ও আচার্য্যলীলা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।

হে আশ্রয়বিগ্রহ [illegible] আচার্য্যদেব প্রভু!

[illegible] অসংখ্য জলধিনীর, পাহাড়-পর্ব্বত [illegible], সর্প, কণ্টক প্রভৃতি, কুপ নদী, ঘূর্ণ [illegible], অন্ধকার-বিবর্ণ ঘোর বক্র, ভয়াবহ আবর্ত্তস্বরূপ,—এবম্বিধ দুস্তর বনানী অতিক্রম পাণ্ডবগণ যেমন বাসুদেব কৈবর্ত্তকের কৃপায় নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীবেদবৈষ্ণব-রাজসভায় তত্ত্বতত্ত্বসম্বন্ধ কন্টক-জাল দুর্দ্ধর্ষ প্রতীপ বাধা অবৈধ ও অপ্রতিহত-ভাবে আক্রান্ত হইয়াও আপনার অহৈতুক কৃপা-কল্প-সাহায্যে অনায়াসেই সকলে বিপদমুক্ত হইয়াছেন। স্বতঃ আপনার অহৈতুক-কৃপাবলে বলীয়ান্ অকুণ্ঠ সমস্ত জগতের বিপক্ষতা ও প্রতিকূল চিন্তাকে "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" বাক্যের ন্যায় অগ্রাহ্য করত নিজের উদ্দেশ্য ও আমাদের সেবায় নিযুক্ত আছেন। আপনার কৃপায় তাঁহারা আমাদের নিত্য-নিবাস বাণীর সাক্ষাৎস্বরূপ—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] নিত্যা বিনাশকারীকপর্দ্দকং প্রভো"।

হে গৌড়ীয়মঠ চাতকগণ!

আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত আচার্য্যলীলার অদ্ভুত বাক্য, বিচার, ঘটনাবলী প্রভৃতি [illegible] পুনরুল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না—[illegible] আপনার আচারের সংযুক্ত বহু ঘটনা, বহু বাক্যাবিচারাদি আমরা [illegible] শ্রীমুখে তথা শাস্ত্রসমূহের অনুশীলনে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং অদ্য আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে দুই বৈষ্ণবের কুপ্ত ভাগবতের আদেশে উপেক্ষা করিব।

হে ভক্তিবিনোদসিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তিন্ [illegible]!

[illegible] সাক্ষাৎ [illegible] [illegible] [illegible] সত্ত্ব [illegible] [illegible], কিন্তু নিত্যানন্দাভিন্ন [illegible] তাহাতে [illegible] [illegible] অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। কারণ, আচার্য্যগুরুকে লঘু করিয়া স্বেচ্ছাচারে অবৈধ সাধনাদির ব্যাপারটি বড় সহজসাধ্য, যদি [illegible] প্রাকট্যে সেই সার্থকতার পর [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সঞ্চার হইয়াছে, সেই [illegible] দুর্ভাগ্যবশতঃ [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] নিত্যসম্বন্ধ সেবাকার্য্যে গমন না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিত্রনিবেশ করিল।

হে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট [illegible]-কারিন্!

[illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবৈধ স্বেচ্ছাচার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত [illegible] হইয়াছেন। সুতরাং অদ্য এই উৎসবে মহাগুরু আপনার শ্রী-[illegible] পাদপদ্মের সাক্ষাৎভাবে অধিকার লাভ করত কৃতার্থ হইব। একমাত্র [illegible] অভিলাষে আমাদের প্রয়োজনাধিকার নিত্য প্রবল থাকুক।

হে পরমার্থপরায়ণবৈষ্ণবাগ্রণী!

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম-বৈভব প্রদানের সামর্থ্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ও [illegible] আছে। আপনার ও শ্রীচৈতন্য[illegible] পদাশ্রিত কৃপাপূর্ব্বক যে আবির্ভাব-লীলা, তাহা নিশ্চয়ই এই কথারই [illegible] করিতেছে। সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] আমরা পঞ্চমপুরুষার্থ প্রার্থনায় আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাপি অপর [illegible] নিকট কিছু [illegible] করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিব না। আপনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

হে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর!

[illegible] উৎসাহিত হইয়াছেন। সুতরাং আপনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

([illegible] পৃষ্ঠার [illegible] কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীব্রজপত্তন, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রদ-ক্ষিণপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় আছে। রক্ষক— শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদ্যুম্নচতুষ্টয়-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাৎপর্যবিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধীশ শ্রীপাদ নবীনচরণ রায় ভক্তিরঞ্জন।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণকান্তি শ্রীজগন্নাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভক্তানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক— শ্রীমচ্চানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি -(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅক্ষেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুন্দরমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মুরলী রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবামনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীরাধাগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) কাবাড়ুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরত দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপুলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) জয়ধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জয়ধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বাসু (ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুলুইচণ্ডী, পোঃ চিহ্নচণ্ডী, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকাগ্রণী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, আর্লসকোর্ট

স্কোয়ার, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭.

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
দাদখানি নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেপ্ট কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৲ -৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

চিনি, টাইপ	১০৷৴০
ঐ ১০০০ নং	১০৴০
দোবরা সাদা	৯৷০
গুড় সাদা	৮৷০—৯৶০
গুড় লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৪৷৷
[illegible]	২২৲
চাঁদিবার	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] নম্বর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ঐ ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
আটা ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
	৬৲—৬৶০
(বি)	৫৸০—৫৸৶০
নং (২	৫৴০—৫৷৴০
(এন)	৫৲—৫৷০
(কে)	৪৸০—৪৸৶০
নং (৩০)	৩৷০—৩৸৶০
ঐ	১৪৶০—১৪৸০
	১৪৶০—১৪৶০

মুক্তের দর

৫৭৲
৫৭৲
৫০৲
৪৫৲

পাটনাই	৪৬৷০
[illegible]	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৯৶০—৯৸৶

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷৴০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোণা)	৮৷৶০—৮৸০

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৩৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৩৷৶০
২৮ গেজ—	১৩৸৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

শীট ।৶১০—৸৶০

বাখার বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
গেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩৷০—

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৬৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু, নয়ানে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

রড ৮৸০—১১৷০

খাঃ ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

চটকলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬৷০

ফুলার হাপর ৪৲০

মুক্তের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আসল সোনার দানা	৫৪৲
লিটন আসল ত্রকেট	৪০৲
কলাডি দুরাণী দানা	৪০৲
হাফর্দ ভাষা	৫৩৲
ঐ দানা	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা মাও	৮৷০
ছুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাঁচা ছুপারী	১০৷৷০—১১৷০
ভাঙ্গি পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা মূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

জ্যোতিষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৮-৫ জগন্নাথ ঘাট লেন, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঠাকুর —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——::○::——

[illegible]

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চমৎকার বন্দোবস্ত। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সম্পাদক, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] কাটিতে অভাব আছে। [illegible] ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিলে দেখিবেন যে আপনার [illegible] নাহিক। [illegible] মূল্য ৮৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৹	৷৴৹	৷৴৹	।৹	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৹	১৷৹	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩৷৹
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা; বিশেষ সংখ্যা। ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলামৃতের-পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ পূর্ব্ববর্ত্তী (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংকরণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য সম্পদ
ইহা ডবল্ ক্রাউন্ আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রী[illegible] চৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক-বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ত্রয়োবিংশ-পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরত্ন এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৭নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা। [illegible]

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীপাটধর্ম্মপালক
শ্রীমদ্বৈষ্ণব-
সার্ব্বভৌম-প্রবর
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু-কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে আশ্বিন, ১৩৪৪, ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৮৯]

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০১)০)—

উত্তর চীনে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম

গত ৫ই অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, সংহাই সীমান্তের সমস্ত অংশে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। জাপানীরা উত্তর দিক হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। চাপেই অংশে দিন-রাত্রি বিরামবিহীনভাবে হাতাহাতি সংগ্রাম চলিয়াছে। উত্তর সানসী প্রদেশে কাণ্টন বাওয়ার সানসী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইয়েন-সি-সানের আদেশে ৭১ নং সেনাদলের অধিনায়ক লি হু-চন গুলিতে নিহত হইয়াছেন।

জাপ-নৌবহর এই দাবী করিতেছে যে, তাহারা এ পর্য্যন্ত ১৩টী চীনা যুদ্ধজাহাজ, তন্মধ্যে ৭টী ক্রুজার ডুবাইয়া দিয়াছে। এই সব জাহাজের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩০০ টন। তদুপরি তাহারা এই দাবীও করিয়াছে যে, ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত তাহারা ৩৫০টী চীনা বিমান ধ্বংস অথবা গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং ১৮টী বিমান-অবতরণভূমি ধ্বংস করিয়াছে।

জাপ সরকারের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া ভারতবর্ষস্থ জাপ রাষ্ট্রদূত শনিবারে কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা করিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তুমুল তর্ক-বিতর্ক

গত ৫ই অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু-বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইনের আলোচনা শুরু হইলে দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া উভয় পক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। সকল বিতর্কই আইনঘটিত। উভয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণ বিতর্কে যোগ দেন। দুই পক্ষে দুইজন ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল সওয়াল করেন—গবর্ণমেণ্ট পক্ষে স্যার এন, এন, সরকার এবং বিরোধী পক্ষে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই। পরিশেষে সভাপতি স্যার আবদার রহিম বলেন যে, পরদিন তিনি "রায়" দিবেন।

ভারতীয় খনি আইন সংশোধন বিল পাশ হইয়াছে

ভূমধ্যসাগরে আবার সাবমেরিণ উপদ্রব

গত ৫ই অক্টোবর তারিখে খবর পাওয়া গেল যে, বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার "বাসিলিস্ক" যখন পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে সেণ্টসেবাষ্টিয়ানের নিকটে দক্ষিণ পূর্ব্ব স্পেনের আলিকাণ্টের নিকট পাহারা দিতেছিল, তখন একটি অজ্ঞাতনামা সাবমেরিণ উহাকে আক্রমণ করে। সাবমেরিণ হইতে "বাসিলিস্ক"এর উপর একটি টর্পেডো ছোঁড়া হয়। "বাসিলিস্ক" তৎক্ষণাৎ জলের নীচে গোলা চালায়; কিন্তু উহার কি ফল হইয়াছে জানা যায় নাই।

রেডিও হইতে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস পারিসে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসে যে, একটি সাবমেরিণ দুইটি ডেষ্ট্রয়ার আক্রমণ করায় সাতটি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার ও দুইটি সী প্লেন সাবমেরিণটির অনুসন্ধান করিতেছে। প্রকাশ, বেল সাম আর্টোরিতর নিকটে ইহা ঘটে। উহার অনুসন্ধান করিতেছে।

ভারতে শর্করা শিল্পের প্রসার

গত ১লা অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, কানপুর ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজির ডিরেক্টর ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে শর্করা শিল্প সম্পর্কে সর্ব্বশেষ যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে ভারতে মোট ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৯ শত টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছে; ১৯৩৫-৩৬ সালে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ৯ লক্ষ ১২ হাজার ১ শত টন ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১৩৭টার স্থলে ১৯৩৬-৩৭ সালে ১৫০টী চিনির কলে কাজ চলিয়াছে। বিভিন্ন কলে এই বৎসর মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৮০ টন ইক্ষু পেষণ হইয়াছে। গত বৎসরের পরিমাণ ৯৮ লক্ষ ১ হাজার ৭১৮ টন ছিল। ১৯৩৭ সালে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ইক্ষুমূল্য হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য বর্ষে চিনির কলগুলির কাজ খুব জোরে চলিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক কুস্তি-প্রতিযোগিতা

গত ৫ই অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, আন্তর্জ্জাতিক পেশাদার মল্লবীরগণের প্রতিযোগিতার জন্য বোম্বাই সহরে বেশ তোড়জোড় চলিতেছে। যে স্থানে উক্ত কুস্তি-প্রতিযোগিতা হইবে সেই স্থানে একটি বিরাট ষ্টেডিয়াম নির্ম্মিত হইতেছে। নির্ম্মাণকার্য্য যেরূপ দ্রুত হইতেছে তাহাতে ষ্টেডিয়াম শীঘ্রই সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। এই ষ্টেডিয়ামে প্রায় ২৫ হাজার দর্শক বসিতে পারিবে। গত ১লা অক্টোবর "কণ্টী বিয়াঙ্কামানো" জাহাজযোগে বৈদেশিক মল্লবীরগণ বোম্বাইতে পৌঁছিবেন। চীন দেশের হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ভ্যাং বক্ চিয়াং এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন বলিয়া সঠিক জানা গিয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতীয় বিশিষ্ট মল্লবীরগণ হরবংশী সিং, সর্দ্দার খান, খাখা সিং, জওয়ালা সিং, নেপালের বিখ্যাত প্রভৃতি যোগ দিবেন বলিয়া উক্ত প্রতিযোগিতার পরিচালকগণকে জানাইয়াছেন। আমেরিকার বিখ্যাত মল্লবীর ষ্ট্যাংলার লুইসও এই প্রতিযোগিতায় যাহাতে যোগদান করেন তাহার চেষ্টা হইতেছে। গামা, হামিদা ইমাম বক্স বা গোঙ্গা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই, তবে শুনা যাইতেছে, ইঁহারাও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

পূর্ণিয়ার মেল ডাকাতি

গত ৫ই অক্টোবর পূর্ণিয়ায় এক দুঃসাহসিক মেল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকের চিঠিপত্র, ইন্সিওর বাক্স ইত্যাদি ভর্ত্তি কতকগুলি ব্যাগ লইয়া একখানি মেল ভ্যান রেল ষ্টেশনে যাইতেছিল। পথিমধ্যে প্রায় ১২জন লোক এই ভ্যানখানি আক্রমণ করে। প্রকাশ যে, আক্রমণকারীরা মেল ভ্যানের চালককে গুরুতর রূপে মারপিট করিয়া আহত করে। অতঃপর তাহারা মেল পিয়নকেও আঘাত করে।

উহাকে কাবু করিয়া আততায়িগণ কতকগুলি ব্যাগ লইয়া পলায়ন করে। এই সমস্ত ব্যাগের মধ্যে প্রায় ১০০০৲ টাকা মূল্যের নোট ছিল। মেল ভ্যানের চালককে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। মেল পিয়ন এখন রেল ষ্টেশনে আছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এপর্য্যন্ত আততায়ীদের কোন সন্ধান মিলে নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ২৫শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর রবিবার হইতে শারদীয় পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী ২রা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। যামুন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) [illegible]
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা
২৭। মুক্তাবলিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৬
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণা ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ব[illegible] ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে প্রকটিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত স্চীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১২শবর্ষ { ১৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫১, ২৩শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৮১৩তম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে অভিনন্দনসভা

লণ্ডন হইতে বাসুদেববিগ্রহসহ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর কলিকাতায় আগমন

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সুদীর্ঘ বক্তৃতা

গত ৬ই অক্টোবর প্রাতে মাদ্রাজ মেলে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু হাওড়া ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক মাননীয় নাটোরের মহারাজা বাহাদুর, ডাঃ কে, কে, ঘোষ; রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ; প্রফেসার এস্-এন্-বসু; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট নাগরিক এবং মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে বেলা ১১ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন। অপরাহ্ণ ৩।০ ঘটিকায় শ্রীমঠে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। মিঃ জে, সি, ঘোষ (অ্যাটর্নি) মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক 'জয়ই' ... "শ্রীনন্দনন্দন" এই উদ্বোধনগীতটী কীর্ত্তিত হইলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে এবং মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ বিশ্বকান্ত ... সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ "বংশীগানামৃত-ধাম-বিলাসতত্ত্ব," "বাসুদেবঃ পরা বেদা বাসুদেবঃ পরা মখাঃ" "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ" এবং "অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহের আরাধনা করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব একটী প্রার্থনা শ্লোক কীর্ত্তন করিলে পর সভাপতি মহোদয় সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে ও প্রফেসার শ্রীযুক্ত বিধিকান্ত সান্যাল মিঃ বার্কেটকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন মিত্র (এটর্ণি) মহোদয় কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনটী পাঠ করিয়া শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে অর্পণ করেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় বৈদ্য পুরাণ-পরিষদ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনটী পাঠ করিয়া গোস্বামী প্রভুর হস্তে প্রদান করেন। ইহার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ইংরেজী অভিনন্দন, নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রদত্ত বাংলা অভিনন্দন এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রদত্ত সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করিয়া শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে অর্পণ করেন। তদনন্তর প্রফেসর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহোদয় শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর পাশ্চাত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণীর প্রচার-সাফল্য উল্লেখ করিয়া একটী বক্তৃতাদ্বারা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীপাদ গোস্বামীজী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার পাশ্চাত্যপ্রদেশের প্রচারের বিবরণ এবং অলৌকিকভাবে আবির্ভূত শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহের মহিমা-কীর্ত্তনমুখে একটী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ বার্কেটও একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়দিগের ও গোস্বামীজী সম্বন্ধে তাঁহার সুখ অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল ব্যানার্জী মহোদয়ও একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা গোস্বামীজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় গৌড়ীয়দিগের এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর প্রচারাদি সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কর্ত্তৃক "নিতাই-গুণমণি আমার" এই গীতটী কীর্ত্তন হইবার পর সভাভঙ্গ হয়।

লণ্ডন হইতে আগত গৌড়ীয়মঠের প্রচারক

কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ শোভাযাত্রা

(প্রাপ্ত পত্র)

কলিকাতা, ৬ই অক্টোবর

অদ্য প্রাতে ৬টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণ নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, বিচিত্র বর্ণের পতাকা প্রভৃতি সহ ট্যাক্সি, মোটর, লরি, বাস ও খোলা বাসে করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ৭ ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন প্রভু, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, নাটোরের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নরেশ বসু, রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ প্রভৃতি ও বহু ভক্ত ও ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার আগমন অপেক্ষায় ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করেন। ষ্টেশনের প্লাটফরমে বিচিত্র কার্পেট ও অপর সুবিস্তৃত আসন বিস্তীর্ণ করা হয়। বিপুল জয়ধ্বনি, বাদ্যবাদ্য ও পুষ্পবর্ষণের মধ্যে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মাদ্রাজ-মেইল হইতে ৮। ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবাসুদেববিগ্রহসহ অবতরণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীবাসুদেব-বিগ্রহের গলদেশে, নাটোরের মহারাজা শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর গলদেশে এবং শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু প্রভু মিঃ বার্কেটএর গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। ষ্টেশনের Platform ভদ্রলোক ও দর্শকবৃন্দের সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীপাদ বনমালি সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকাদি করেন। অতঃপর শ্রীল তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা সকলে সমস্বরে কীর্ত্তন করেন। প্লাটফরম ব্যাণ্ডবাদ্য ও উচ্চকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছিল। Procession প্রায় ১ মাইল ব্যাপী হইয়াছিল। ৩।৭০ খানা মোটরযোগে Procession পরিচালিত হইয়াছিল।

পথের দৃশ্য অপূর্ব্ব হইয়াছিল। বিচিত্র পতাকা, ধ্বজাপতাকা, সুসজ্জিত রথে শ্রীবিগ্রহ, উচ্চসংকীর্ত্তন সকলেরই দৃষ্টি ও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। ১১ ঘটিকার সময় শ্রীবিগ্রহ সহ শ্রীল আচার্য্যদেব, অপ্রাকৃত প্রভু, মিঃ বার্কেট প্রভৃতি শ্রীমঠে পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহস্তে শ্রীবিগ্রহকে ক্রোড়ে আনয়ন ও বহন করিয়া গর্ভগৃহে স্থাপন করেন। বহু লোকের সমাগম হয়। বাগবাজারের রাস্তা সম্পূর্ণভাবে blocked ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের ব্রহ্মচারিগণের অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত গুরুর আশ্রয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ-জ্ঞানকে যথার্থজ্ঞান সংজ্ঞা করেন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-প্রাপ্তিতে যাহা জগতের যে পরিত্যাগ—যাহা অপ্রাকৃতবুদ্ধিময়ী, তাহা তাহার চিত্তে স্থান না পাইয়া যথার্থ না বিবদমান বিদ্যুদ্বৃত্তি অধিকার স্থাপন করে।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ পদ্মনাভ অধ্যায় কীর্ত্তনবাসী গৌরাব্দ ৪৪১

সাময়িকী

জগদ্বাসী আমরা প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই ধর্মকাম, অর্থকাম, কামকাম ও মোক্ষকামের জন্য লালায়িত। এই চতুর্বর্গ ব্যতীত আমরা কেহই পঞ্চম-পুরুষার্থের ধার ধারি না। ধর্মকামিগণ সূর্য্যের, অর্থকামিগণ গণেশের, কামকামিগণ মহামায়ার এবং মোক্ষকামিগণ শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। আর নিষ্কপট ভক্তগণই কেবল ভগবৎ-সেবার জন্য ব্যস্ত। উপরিউক্ত দেবতাগণ সকলেই ভগবানের ভক্ত; তাই তাহারা নিজ নিজ চরিতার্থের জন্য নানা দেবদেবীর উপাসনায় ব্যস্ত।

মহামায়ার পূজা আগতপ্রায়। শরৎকালে এই দুর্গাপূজা অকাল-পূজা বলিয়া খ্যাত। কারণ, দুর্গাপূজার প্রকৃত সময় চৈত্রমাস, যে সময় বাসন্তীপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলেন, শরৎকাল যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত কাল বলিয়া রামচন্দ্র রাবণবধার্থ এই অসময়ে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। এইরূপ ইতিহাস অর্থাৎ চিচ্ছক্তির পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ছায়াশক্তির উপাসনা করিয়াছিলেন—এইরূপ কথা অমূলক, ইহা বাল্মীকিকৃত রামায়ণে নাই। অপ্রামাণিক কালিকা উপপুরাণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঐ ইতিহাস বঙ্গদেশে প্রচলিত।

দেবীর আগমনে দেবীভক্তগণের আনন্দ আর ধরে না, তাই সেই সাধকগণ আজ কল্পিত মূর্ত্তিতে শক্তি আবাহন করিবেন এবং কামনা সিদ্ধ হইয়া গেলে দশমীর দিন মহামায়াকে বিসর্জন দিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। জগতের মধ্যে মা ও সন্তানের সম্বন্ধ একটি মধুর, মাতা ও সন্তান—উভয়েরই মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আছে। তজ্জন্যই মহামায়ার পূজায় আত্মসুখকামী আমাদের এত আদর, এত যত্ন এবং সন্তান সর্ব্বদাই মায়ের নিকট কামনা লইয়া উপস্থিত।

দেবতার সুখোৎপাদন করিবার জন্য আমরা দেবতাপূজা করি না, নিজ ইষ্টসিদ্ধির জন্য আমাদের দেবতা-পূজা। সেইজন্য দেবতা-পূজা আমাদের এত প্রিয়। আমরা প্রেমের কাঙ্গাল, তাই মহাত্মা আমাদিগকে প্রেমোন্মাদ করিয়া আরও অধিকতর মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত-জ্ঞান আমাদের নাই। আমরা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিটাই বুঝি, সেই ইন্দ্রিয়-তর্পণ আমাদের যাহাতে যত বেশী হয়, তাহাই আমরা তত বেশী আদর করি। কিন্তু ইহা যে মহাবিপজ্জনক ও অমঙ্গলপ্রদ, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। জগতের প্রায় সকলেই স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের আশায় একে অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত সাধুগণের ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া অন্য কার্য্য নাই। এইজন্য তাঁহারা কাহারও দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করান না বা কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যান না। ইহাই তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এ সকলই জীবের পক্ষে আবরণ। জীব বদ্ধ হইয়া এই সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে এবং প্রেমোবন্ধ লাভ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া পুনরায় অধিকতর আবদ্ধ হইবার প্রয়াস করিতেছে। ভগবৎসেবা ব্যতীত মোক্ষবাঞ্ছাও জীবের পক্ষে একটী আবরণ। বস্তুতঃ অপব্যবহার বশতঃ মহামায়ার মোহজালে আবদ্ধ হইলেই জীব নিত্যসচ্চিদানন্দময়ী ভগবানের নিত্য সেবাবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ করিয়া থাকে।

ভগবানের সেবা জীবাত্মার নিত্য স্বরূপবৃত্তি। জীব ভগবানের নিত্যদাস। যেখানে অনিত্য কামনা, সেইখানেই আবাহন ও বিসর্জন। নিত্য ভগবৎসেবায় আবাহন ও বিসর্জন নাই। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-আকার—উহা কল্পিত মূর্ত্তিতে চৈতন্যের অধিষ্ঠান নহে। কিন্তু কল্পিত মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা। কল্পের সম্বন্ধ যেরূপ অনিত্য, ভগবান্ ও জীবাত্মার সম্বন্ধ সেরূপ অনিত্য মায়িক সম্বন্ধ নহে।

কামকামী আমরা যে মহামায়া দুর্গার পূজা করি তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থে দেখা যায়,—

সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়ার স্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তি ভুবনপূজিতা দুর্গা। সেই দুর্গা যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি।

দুর্গা স্বরূপশক্তির ছায়া। চিজ্জগতের বেদ ও বিরজা প্রতিফলনস্বরূপ যে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম, দুর্গা তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং তিনি ভগবদ্বিমুখ লোকদের জড়জগতের অনিত্য সুখসৌভাগ্যই দান করিতে পারেন, "তাঁহারও নিকট শুদ্ধ ভক্তির প্রার্থনা করি"—এইরূপ বাক্য লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনামূলক কপটতা মাত্র। যিনি সত্য বস্তুর অধিপতি তিনি কি কখনও মিথ্যা বস্তু দান করিবেন? তবে বাস্তবিক বিচারে দেবপূজা-কামনা ত্যাগ করিলেই ভগবৎকৃপায় প্রার্থিত ভক্তি লভ্য হইতে পারে।

ভগবতায় আবরণে যে দশমী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণশক্তি। ছায়া দুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এইসকল প্রয়োজন দান করেন বলিয়া তিনি জগতের মায়িক জনগণ দ্বারা পূজিত হন।

শ্রীগোবিন্দই একমাত্র আদিপুরুষ, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। সেই পুরুষ গোবিন্দের পূর্ণ চিচ্ছক্তিস্বরূপে শ্রীমতী রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি—ভুবনপূজিতা দুর্গাদেবী। গোবিন্দই একমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ—আর সকলেই তাঁহার শক্তি বা অধীন তত্ত্ব। 'শক্তি' বলিলে কোন বস্তু বুঝায় না, শক্তি—বস্তুধর্ম্ম। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক্ থাকিতে পারেন না, আবার সাক্ষাৎ শক্তিমদ্বস্তুও হইতে পারেন না। শক্তি চৈতন্যবস্তুর ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম্ম। শক্তিতে ইচ্ছা থাকিতে পারে না, পুরুষের ইচ্ছায়ই শক্তি কার্য্য করে। যাঁদের চলশক্তি আছে বলিলে তাঁদের ইচ্ছা হইলেই সেই শক্তির কার্য্য হয়। শক্তি চলিতেছে বলিলে কেবল শক্তিমানের চলন বুঝায়।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বিৎ-শক্তি যোগমায়া বা কাত্যায়নী। গোপীগণ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর মিলন দ্বারা সচ্চিদ্বিগ্রহের প্রীতি উৎপাদন জন্যই কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন সচ্চিদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী আরাধনার তৎপর। হ্লাদিনীও শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা। তটস্থশক্তি যে হ্লাদিনীর আশ্রিতা হইলেই শুদ্ধ[illegible] শ্রীকৃষ্ণের অভিধবিধানে সমর্থ হ[illegible] সুতরাং বৈষ্ণবগণই প্রকৃত শাক্ত। যাহার ছায়াশক্তির আরাধনা করিয়া হিন্দু ও বৈষ্ণ[illegible] বিরোধমূলে নির্জ্জনকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণ[illegible] হইতে ভেদ করিবার জন্য শাক্ত অভিমা[illegible] করে, তাহারা প্রাকৃত শক্তির অধীন—প্রাকৃত-সহজিয়া বা প্রাকৃত-শাক্ত। আম[illegible] যাহাতে মহাভাব-স্বরূপিণী স্বরূপশক্তি[illegible] আমাদের ও আত্মসত্তো শ্রীকৃষ্ণে প্রেমপ্রীতি[illegible] বাহ্য-তৎপরা অহৈতুকী অপ্রতিহতা নিত্[illegible] সেবা লাভ করিবার যোগ্যতা পাই, তজ্জ[illegible] গোপীগণের আনুগত্যে চিচ্ছক্তিবিলা[illegible] কাত্যায়নী যোগমায়ার নিকট প্রার্থ[illegible] জানাইয়া বলে বলিতে পারিব,—

"কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে
নমঃ॥"

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

'গৌড়ীমঠ' বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ[illegible] তাঁহার একান্ত অনুগত জন। গৌড়ীয়[illegible] নাথ মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপদামো[illegible] সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ গুরুদেবতাত্মা ব্যতীত অ[illegible] ধারাবাহী কাহাকেও মহাপ্রভুর পাদপ[illegible] উপনীত হইবার অধিকার দেন না। ভ[illegible] পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত অর্পিতকর[illegible] শিষ্যই সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহে পূজনীয়[illegible] বা পূজনীয়ে শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তির বিবর্ত্ত হই[illegible] আত্মরক্ষায় সমর্থ। নতুবা 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' রূপ নারকী বুদ্ধি অনিবার্য্য। য[illegible] স্থাবর-জঙ্গমাদিকে ভগবান্ করিয়া তোলা[illegible] ভগবানে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—ঘোরতর পৌত্তলিকতা[illegible] শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি[illegible] বিলোচন লাভ না হওয়ায় অচিন্ত্য অপ্রা[illegible] গুণ স্বরূপ ভাবস্বভাবের দর্শন লাভ হয় না[illegible] পৌত্তলিকতা যায় না। শ্রীবিগ্রহসেবকা[illegible] মানীর অযোগ্যতা বিচার করিতে গি[illegible] শ্রীবিগ্রহকে বাদ দিতে হইবে না। আমা[illegible] ক্রিয়া বা অনুশীলনেই দোষ গুণ বিচা[illegible] বস্তুর সঙ্গে কোন কথা নাই। নামকর্ত্[illegible] 'ছক্কা-নাম' আপত্তিকর বলিয়া নাম ক[illegible] দোষের নহে। পৌত্তলিকজনের শ্রীমুখোচ্চা[illegible] নামই শব্দব্রহ্ম। অপরাধীর উচ্চা[illegible] দোষের, 'নাম' দোষের নহেন। 'অহৈত[illegible] মুখোদ্গীর্ণং' শ্লোকের উদ্গীর্ণং ক[illegible] ক্রিয়া, নতুবা অমৃত কখনও বিষ হ[illegible] পারে না।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।

শ্রীশ্রীমদ্রূপানুগবর্য্য-শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণীশ্রেষ্ঠাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীদেবপাদ-প্রভুপাদানাং চিত্রাহ্বিপোষাবির্ভাব-বর্ষপূর্ত্তৌ মহামহোৎসবাবসরে

প্রশস্তিপত্রম্

—:o:—

যস্য শ্রীহরিসেবনং ব্রজজনভাবানুকীর্ত্তনং
শ্রীমৎসাত্বতশাস্ত্রশাসিশঠানং নিত্যং
মহোৎসবঃ।
শ্রীমদ্বৈষ্ণবসংকৃতিপ্রতিবিধা সঙ্গমহিঃ
সর্ব্বদা
যস্মিন্ দেবহুলোঁভক হৃদয়াং
তত্রাস্থবং জীবিতম্ ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠকুরকৃপাসম্বর্দ্ধিতে ধামনি
তস্যাবির্ভবনং গতেন বহতাং
শ্রীবৈষ্ণবানাং গণে।
বাল্যং যাবসিকেন যেন
ভগবদ্ভাবেন কৃষ্ণেতর-
সম্বন্ধাৎচিত্তসক্তিরহিতভাবেন
নীতং বয়ঃ ॥ ২ ॥
যেনাহ্যাপ্যসংস্কৃতো নিজধর্ম্মৈঃ
সংস্থাপিতেঃ গ্রন্থো
ধাতব্দর্শহৃদাদ্বয়োপাধ্যনীতাঃ অদিতম্
বরম্।
যুধা শ্রীভক্তিবিজয়স্কং বদনসঃ
সাংসিদ্ধিকী ভাবিনী
বৃত্তিঃ শ্রীমতী গৌরসুন্দরপদে
প্রখ্যাপিতা প্রকটম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং তথা চ ভগবদ্গীতা
মহাভারতং
শ্রীনারায়ণবরং সুগঠিতং
ত্রুকুজ্ঞাৎ পুস্তকম্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোশ্চ চরিতং
যেনাঃসৃতং ভক্তিরং
গীতং ভক্তসুধানুলাদ্ বিগলিতং
মুক্তে গণ্যমুখ্য ॥ ৪ ॥
বিজয়ারবিন্দুগেন নিরতং
সত্যান্বয়োপার্জ্জিত-
শিষ্টাচারবতা চ দুর্লভং দিবা
দূরং দূরতঃ।
যেনোদ্যাপকবৃন্দমধ্যমনোবৃত্ত্যা সতীর্থকং
সৎসার্থে পরিচালনা ভাবি
প্রগন্নাচার্য্যযমাধিকৃতম্ ॥ ৫ ॥
যত্র বাগধরারে পারগতে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে
নৈপুণ্যং যস্য এব তৎ সমুদিতং
পুণ্যো মুখদেহপি চ।
কীর্ত্তিত চ বাল্য এব
বিমলা কল্যাণকল্পদ্রুম-
শ্রীগীতাবলীসংকীর্তনমহামাধুর্য্য-
মকারিণী ॥ ৬ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে পরতরে
পারঙ্গিনা কেনচি-
দ্বিদ্যাভিত্তিসুক্তকর্কবিদ্যাদ্যিকং
হি বন্দনম্।
তমুরং বিজয়ং প্রাণেকুমকং
গৌড়ীয়-সন্তোষকং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভুপদে
ব্যাবিদ্যৎপ্রার্থনম্ ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বং বিষ্ণুপরায়ণবঙ্কুরং
প্রাগ্ দর্শনে যত্র বৈ
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠকুরবরঃ
শ্রীভিং পরামাঙ্গবান্।
বালোহয়ং ভবিতা জগদ্গুরুপদে
শ্রীমান্ মহাবৈষ্ণবঃ
ইত্যাশীর্ব্বচনেন তেন নিতরাং
সংবর্দ্ধিতশ্চাপি যঃ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বস্বং জগদাপদানুদসং
সর্ব্বাত্মনা যঃ প্রিয়
স্তেনৈবাবিতবর্ত্তিনা সমস্তোবৃত্তিঃ
সদাহ্লিকনঃ।
বাক্যার্থং মম জন্মবিং পরমং
শ্রীমদ্গুরোদয়ং-
দিষং শ্রীপ্রভুপাদ আহ বহুশো
যস্ত প্রশস্তিং পরাম্ ॥ ৯ ॥
যত্র শ্রীপুরুষোত্তমে পরতরে বৃত্তিঃ
পরা নিষ্ঠয়া
সালোক্যাদিকদাচিৎসম্বিদুবিদ্বা সিদ্ধা
যতো রাজতে।
কৃত্যাদং মনসাপি নৈব বশিতাং
যেন কচিৎ শীলয়ং
পাত্রাপাত্রবিবেকশূন্য করুণাকেন
স্বমোর্ধেতি যঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গজনপ্রিয়েষু প্রবরঃ
সর্ব্বার্থসেবাপ্রণী-
র্দূষ্টান্তপরীক্ষকস্থ পরমে তত্ত্বে
পরং নিষ্ঠিতঃ
শ্রীমান্ যুক্তবিরাগবিপ্রবরঃ
সদ্ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো
যঃ শ্রীমদ্গুরুগৌরচন্দ্রকরুণাশীর্ব্বাদ-
সংবর্দ্ধিতঃ ॥ ১১ ॥
সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী গৃহপতিরথবা যস্ত
কশ্চিদ্ বনস্থঃ
যাত্ত্বাহোগ প্রণয়ঃ প্রতিপদগমনং
দুর্ভগত্বাৎ কদাচিৎ।
সন্মার্গে তং বিনেতুং স্বকরণ ইহ যং
সর্ব্বদৈব প্রবৃত্তঃ
শ্রেয়ো নিত্যং প্রদাশ্রয়িষদনলবে
যস্ত যোগো বরেণ্যঃ ॥ ১২ ॥
কর্ম্মাধ্যক্ষচরেণ যস্ত বিহিতং
গৌড়ীয়সংস্থাসদঃ
প্রাচ্যং বাস্তবমত্ত শাস্ত্রবিধিং দিবা
পূজা রাজকম্।
কশ্চিৎ পণ্ডিতকো যত্রাপি বধা যত্রং
গৃহে সম্যক্
আচার্য্যেণ তদা তদর্থবিগমে শাস্তা
চ যঃ কথিতঃ ॥ ১৩ ॥
যত্রাস্যাং শিক্ষাশ্রিতাঃ স্থিতবিরঃ
সন্ন্যাসিনঃ সন্ততং
যস্য হে কৃতকৃত্যতাং সকলংঃ যান্তে
প্রশান্তিং গতাঃ।
হিত্বা স্ব প্রথমাশ্রমেহপি পরমস্য
সত্যাং সদাতো
তস্যা যস্য চ শাস্ত্রীং স্থিতিবিদা
সিদ্ধান্তবাণী যতঃ ॥ ১৪ ॥
যাভেহং সতাদাশ্রয় নিরতাঃ
শ্রীবাসুদেবস্য হে
নিত্যং মঙ্গলকামিনঃ। প্রভুবর
শ্রীনামসংসেবনম্।
ইখং জীবগণং স্ফুটং সমদিশদ্ যস্যাহলেতাং
যস্যং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভুবরো গৌড়ীয়-
ভাষাধিভম্ ॥ ১৫ ॥
যং শ্রীমৎপ্রভুবর্য্য এব সততঃ শ্রীব্যাস-
কৃতেন্য সদ্-
গ্রন্থাখ্যানসদাশ্রকেষু নিপুণং নিত্যাধ্যনানাং
ব্রজন্।
যাতে শ্রীরঘুনাথরূপপদয়োঃ স্থিতোপদেশং
তয়ো-
র্দেহকে-ধ্যানবিদুষ শাস্ত্রনিচয় ব্যাকাশবৎ
সর্ব্বতঃ ॥ ১৬ ॥
যত্রাচার্য্যাপদেদিতঃ সদয়তো শ্রীগৌর-
পুণ্যোদয়ৈঃ
শ্রীমায়াপুরধামনি প্রভৃতিভির্নির্ম্মৎসরৈ-
র্বন্দিতঃ।
বৈষ্ণবত্যং ন চ তত্র যত্নপরৈঃ কিঞ্চিত্তথা
বর্ণিতং
শ্রীগৌড়ীয়গণস্য রক্ষণবিধৌ যত্নাধিকঃ
সন্ততঃ ॥ ১৭ ॥
বৈষ্ণবানসমঠস্য ভক্তা সংরক্ষণে স্থাপিতঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য যথাহ্নশীলনবিধেঃ সম্বিধেয়াপি চ
যেন শ্রীগুরুসেবনং ন চ বহির্বিজ্ঞাপিতং
কুত্রচিদ্
যত্রাচার্য্যবিতানকস্য বহসা যুক্তাশিত্তং
যুক্ত নৈঃ ॥ ১৮ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গজনপ্রিয়েষু ভুবনং পুণ্যাধিকং
পেলবং
যন্নাথপাদাবিজ্ঞাপ্যং হরিভক্তকেবং গতে
যস্ত চ।
ভক্তাগাধকণাপুরের্ন চরিতং জেয়ং
সুদুর্লক্ষ্য-
ভক্ত্যাধংকরণৈব নঃ সুশরণং মাহাত্ম্য-
সংকীর্ত্তনে ॥ ১৯ ॥
তদেবং তাবকো ভিবিরত্তিতকথা
পক্ষী যং প্রগতে
দত্ত। পূর্ব্বং সুপর্কেবরবর্ণহাটৈঃ সাদরং
বন্দ্যমানা।
যুধা বংশাজবরং জগতি বর্ত্তমতী
যস্তোহবর্দ্ধযুক্তা
ভক্ত্যা নিত্যং নমামতিবহ শর্ম্মবিং
শ্রীমদাচার্য্যবর্য্যম্ ॥ ২০ ॥
শ্রীরূপাহ্লপালিত—
শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকবৃন্দস্য

ভাগলপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ গত ২৫।৯।৩১ তারিখে ভাগলপুরের রায় বাহাদুর ললিত সিংহ বি-এ, বি-এল মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠমুখে স্বামীজী ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মায়াবাদী ও মতাবলম্বিগণের ধারণার বৈষম্য এবং অল্পাদেয়তা উল্লেখে শাস্ত্রযুক্তিমুখে তাহা প্রমাণ করেন।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং" শ্লোক আলোচনামুখে বিভিন্ন প্রলয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—আত্যন্তিক প্রলয়ে চৌদ্দভুবন এমন কি, ব্রহ্মার ধাম পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, বেদের বাণীও অদৃশ্য হইয়া যায়। ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, "সৃষ্টির আদিতে আমিই ছিলাম, এখনও আমি আছি এবং পরেও থাকিব।" তিনি আছেন শব্দে কেবল তিনি ন'ন, তাঁহার ধাম, তাঁহার ভক্ত সকলেই নিত্যকাল আছেন।

বিষ্ণুর সেবক যাঁহারা, তাঁহারাই বৈষ্ণব। সকলেই এক বিষ্ণুর সেবক। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ অন্বয়ভাবে এবং ব্যতিরেকভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাসহকারে শ্রবণ করিতে হইবে। ভগবান্ এই সমস্ত কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, তৎপরে ব্রহ্মা আবার নারদকে বলেন, নারদ ব্যাসকে বলিয়াছিলেন। এই ধারাটি আম্নায়-ধারা।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি প্রকৃতপ্রস্তাবে সাধনের অঙ্গ নহে; ইহা অনিত্যফল-প্রদ ভোগ-ত্যাগের জনক। ভক্তিই একমাত্র সাধ্য ও সাধন। ভক্তিকে যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা আর ইতরবাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন—কৃষ্ণপ্রেমে ধনী।

পাঠের আদি ও অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। রায় বাহাদুর বিশেষ বিনয় ও নম্র ব্যবহারযুক্ত। তিনি স্বামীজীকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। পাঠে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নাম প্রকাশ করা হইল,—

শ্রীযুক্ত দেবতাচরণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, অ্যাড্‌ভোকেট; শ্রীযুক্ত লালচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল, প্লিডার; ডাঃ মুরলীধর রায় এম্-বি, অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত ব্যানার্জি এম-বি ইত্যাদি।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভক্তিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বস্তুপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্দ্দনজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীশ্যামলদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীনন্দকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৩২নং কতিপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীশারদেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনাশী,
পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হেলার্স রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরহলা, পোঃ চিরহুলা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীজয়নাথ সেবার্থী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ভাউডরোড
ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
মোটা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫
কাটারীভোগ	৭—৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বালাম নূতন	
ঐ পুরাতন	৫
বাকুড়া কোরাঙ্গী	৪
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪—৪৷০
পেশোয়ারী	১০—১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০ ৫৷৴
ঐ বালাম	৫ ৫৴০
পাটনাই আতপ	৫৷০—৫৷০
কাটারীভোগ	৭
ঐ মেশাল	

চিনির দর

কাশীর, চিটা	১০৷৴
দানা ১০০০ নং	১০৴
দোবরা সাদা	৯
খুব সাদা	[illegible]
খুব লাল	৭৷৴০—৮

সোনা-রূপার দর।

পাকের বা	৩৩৷
রূপ	২২
চাঁদির বাট	

পাটের দ

[illegible]—	৪০৷৷
[illegible]—	৪৷
[illegible]—	
[illegible]	৩

আটা ও ময়দার দর

২ই বস্তা প্রতি বাং	৬৷০—৬৷৷০
ময়দা ঐ	৬—৬৷৷
	৫৷৷৴০—৫
	৬—৬৷৷
(কি)	৫৷৷০—৫৷৷
নং (২	৫৴০—৫৷
(এম)	৫—৫
(কে)	৪৷৷০—৪৷৷
নং (৩	৩৷০—৩৷৷
	১৷৷৴০—১৷
	৷৷৴০—১৷৷

	৫৭
	৫৭
	৫০

পাকিস্তান	৪৷৷০
তার	৪৬
কাবুলে	৩৬

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	৩৪ প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৴০—৯৷৴
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮—৮৷০
ঐ টাটা [illegible]	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম	
এঙ্গল (টি আয়রণ)	৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৴০—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	৷৴০
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৷৴০
২৬ গেজ—	১৬৷৴
২৮ গেজ—	১৬৷৷৴
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷৷
২৬ গেজ—	১৩৷৷
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীট	৷৴১০—৷৷৴
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০
প্লেট কাটিং বা ঢিট কাটা মণ	৩৷০—
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯—১০
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷
টিন পাতি, বোল্টু, নবাবে	৮—৯
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
দর	৮৷৷০—১১৷
ফুট ইস্পাত আসল ২৩	নকল ২১

চটকলের হাসপাতাল ৫৴০, পাটের হাসপাতাল ৬ তুলার হাসপাতাল ৪৷০

ফুলের দর

কলিকাতা ১৮শে জুন

আমের গোলাপ কাইন	৫৷
মিঠা আমের অম্বরী	৪০
কলকাতি খুরশিদ কাইন	৪৩
হাবার্ট খাদা	৫৩
ঐ কাইন	৫১

যেমেন্তি সুপারি

কলিকাতা, ২৭শে জুন

দর

পাইন সাদা	৮
সুপারী বেগী	১৬৷০—১
কাটা সুপারী	১০৷০—১১
ভাটি পরিষ্কার	[illegible]
লাল নূতন পাটনাই	১০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ বনমালী ঘাট সোনাগলী, বড়বাজার

কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

[illegible]

পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়। মজুরী সু ল ভ

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোনার নানাবিধ হাল ফ্যাশানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার   টেলি-ব্রিলিয়াণ্টস

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর-নবদ্বীপে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—০৮	১৯—৩
[illegible]	ছাঃ	৭—২৭	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪
[illegible]	পৌঃ	৮—[illegible]	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—৯

শান্তিপুর নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৪	৯-২৫	১১-৪	১৬-	১৮-৪
[illegible]	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৭৮	১৬-১	১৮-৩
[illegible]	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১১-১৮	১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible] পুরাতন [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পয়ার প্রাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলের বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অন্তেবাসী সর্ব্ববিদ্যাসারবিৎ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০		।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চ ২৲		১৷০	১৷০	১৲
সিকি কলম ৪৲		৪০		৩৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲		৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲		১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩৷০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	২০৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলা-কথা-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সজ্জিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ ১ম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। 'পরমার্থী' প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীবাস'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরাশ্রয়
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রবর্ত্তিত

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C 1544
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার মর্য্যাদার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২০শে অক্টোবর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৬০]

বিবিধ সংবাদ

——([illegible])——

পোষ্ট-মাষ্টার গ্রেপ্তার

[illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে [illegible] ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার সরকারী ৩০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে। পরে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। তিনি তাহাকে হাজতে রাখার আদেশ দিয়াছেন।

[illegible] প্রকাশ, পোষ্টমাষ্টার [illegible] টাকা [illegible] পোষ্ট আফিস [illegible] টাকা [illegible]। ঐ [illegible] যে, [illegible] যে টাকা [illegible] আছে, তাহার [illegible] পোষ্ট আফিসের [illegible] টাকা [illegible] না। পরে [illegible] যায় যে, [illegible] ৩০ হাজারের অধিক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। [illegible] পোষ্টমাষ্টার [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ভীষণ নদী দুর্ঘটনা

[illegible] নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে একখানা নদী ও [illegible] পাড়ার [illegible] একজনের মধ্যে মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর কয়েকজন [illegible] আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, [illegible] আরোহী [illegible] ঘটে। ফলে একজন আরোহী [illegible] মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত চালক এবং [illegible] আরোহী [illegible] আহত হইয়াছে।

প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিচারপতি মিঃ [illegible] মামলায় আসামীদের দায় দিয়াছেন। তিনি এই মামলায় আসামী [illegible] বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী [illegible] অব্যাহতি দিয়াছেন। মুঙ্গেরের দায়রা জজ আসামী [illegible] ও দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অপর ১৬ জন আসামীর প্রতি নানারূপ কারাদণ্ডের আদেশ দেন। [illegible] উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে আপীল করা হইয়াছিল, [illegible] বিচারপতি [illegible] দিয়াছেন। [illegible] বিচারকের [illegible] একমত [illegible] এই মামলা [illegible] হয়। [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] করেন।

[illegible] আর একটী [illegible] মামলায় [illegible] দিয়াছেন। মাননীয় বিচারপতি মিঃ [illegible] প্রাণদণ্ডের আদেশ অনুমোদন করিয়াছেন। [illegible] একখানি [illegible] দ্বারা [illegible] অভিযোগে [illegible] অভিযুক্ত করা হয়।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই

[illegible] শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই [illegible] এই অক্টোবর প্রাতে বোম্বাই [illegible] পৌঁছিলে তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাজ [illegible] হয়

রেল ও বাসের প্রতিযোগিতা

[illegible] বাস [illegible] রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ [illegible] ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পথে [illegible] একখানা ট্রেণ ছাড়িবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গত ১লা অক্টোবর হইতে আর একখানা ট্রেণ [illegible] হইয়াছে। এখন ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ হইতে শেষ ট্রেণ [illegible] এবং [illegible] মিনিটে ছাড়ে। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পথে [illegible] ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পথে যাত্রীবাহী [illegible] বহু সংখ্যক [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে। [illegible] একটী [illegible] হইয়াছে [illegible] ঢাকা নারায়ণগঞ্জ [illegible] [illegible]।

——

ভীষণ দাঙ্গা

[illegible] অন্তর্গত [illegible] এলাকায় একটি গ্রামে [illegible] দাঙ্গা হইয়াছে। ফলে [illegible] হইয়াছে এবং বহু লোক আহত হইয়াছে [illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই দুই দলের মধ্যে [illegible] বিরোধ চলিতেছিল। [illegible] লইয়া ঝগড়া [illegible] এবং পরে লাঠি ও [illegible] ব্যবহৃত হয়। বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible] শাসক রাজা

[illegible] বালক রাজা [illegible] বয়ঃপ্রাপ্ত [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] হইয়াছে। [illegible] এবং তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়ায় উপস্থিত তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন [illegible] দিয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ত্রিশক্তির বৈঠক

ইটালী [illegible] বৈঠকে [illegible] আমন্ত্রণ [illegible] উত্তর দিয়াছে। প্রকাশ যে, ইটালী তাহার এই মর্ম্মে উত্তর দিয়াছে যে, [illegible] না করিলে ইটালী [illegible] যোগ দিবে না এবং ইটালী [illegible] যে, [illegible] করার [illegible]।

[illegible] অবস্থা [illegible] মনে করেন না। প্রকাশ যে, [illegible] হইতে [illegible] উপর হইতে [illegible] করা [illegible]।

[illegible] উত্তরের [illegible] হইবে। [illegible] ছিলেন।

[illegible] না দেখা [illegible] উত্তর [illegible] হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। তাৎপর্য্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬.
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৴০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। [illegible]-নিরাকরণম্ ।০
৬৪। তত্ত্বরত্নম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৴০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ১
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৬। দি ভাগবত ১
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ১
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৲
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২.

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST সরস্বতী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় - মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রজপতি সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

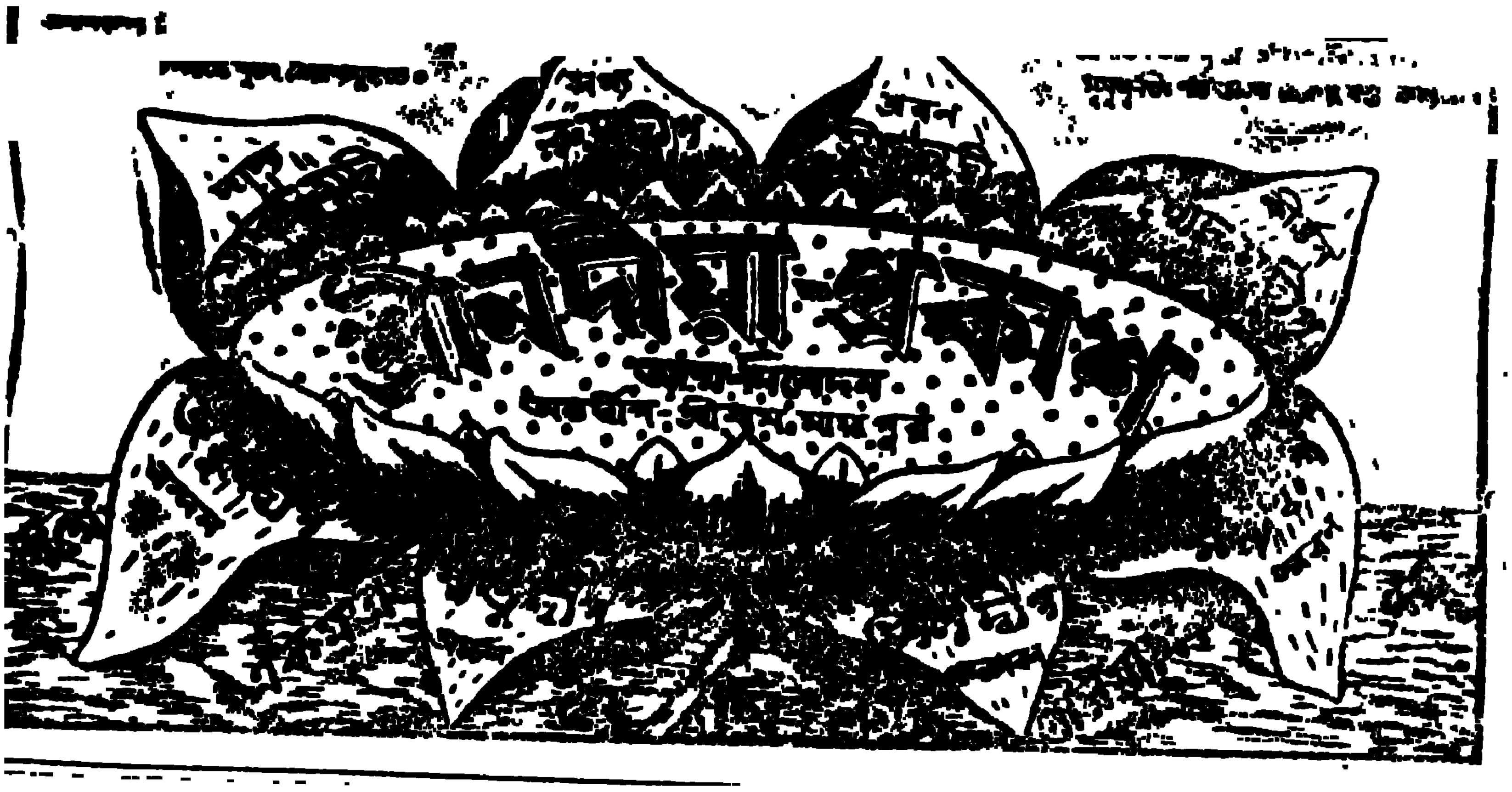

৩রা কার্ত্তিক ১৩৪৪, ২০শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১৯৭তম সংখ্যা

পাদ গোস্বামী প্রভু

—:০:—

নবদ্বীপে

চান্দ্রদেশে গৌড়ীয়বাণী প্রচারের সেবকবর গৌড়ীয়মঠের সহকারী, গৌড়ীয়সঙ্ঘপতি, শ্রীনবদ্বীপ-র অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ১৬ই অক্টোবর শনিবার কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভ-করেন। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু শ্রীধামনবদ্বীপে শুভাগমন ধাম-মায়াপুর হইতে আগত ভক্ত-গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান উদ্যোগে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের পারিপার্শ্ব ও কারণ সংকীর্ত্তনের মধ্যে দিয়া যাইতে থাকেন। হইতে আগত আরও শুভ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গলে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীধাম-মায়াপুর অভিমুখে। শ্রীপাদ গোস্বামী আগমন করিলে শ্রীযোগপীঠের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান লইয়া যান। তত্রত্য

থাকে। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু উক্ত দিনের মধ্যে শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, সিংহদ্বার, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, ও চৈতন্যভবনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বহু সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্যমঠাভিমুখে গমন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক পণ্ডিত নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ সংকীর্ত্তন-সহযোগে অদ্বৈতসরোবর হইতে গোস্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে লইয়া আসেন। তিনি সমাধিমন্দিরের দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পরিক্রমা করিলে পর শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু তাঁহার গলদেশে প্রসাদী পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

অনন্তর শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জীউর সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম, শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও আরতি দর্শন করিয়া আসনের উপরে পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের নিকট গৌরবাণীর কৃপাপ্রাপ্তি ও গৌরবাণী-প্রচার-সাফল্যের কথা বর্ণন এবং কীর্ত্তন করেন।

পর দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসিগণ একটী বৈষ্ণবসম্মিলনী সভা আহুত হয়। শ্রীযুক্ত নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিবৈভব ইন্‌ষ্টিটিউট ছাত্রাবাসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কৃতিকেশক মহোদয়ের অনুমোদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সভাপতি মহোদয় ও শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু আসন পরিগ্রহ করেন। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী বিশ্বাস বি-এল, শ্রীযুত শ্রীদাম চন্দ্র বসু বি-এ, হোসেন অধিকার, ডাক্তার পশুপতি পাল, শ্রীযুক্ত কালিপদ সরকার, শ্রীমায়াপুরের ও ডাক্তার আবদুল বারি প্রভৃতি স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের সহিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর পরিচয় করাইয়া দেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ যথাক্রমে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও সভাপতি মহাশয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিশ্ব ব্রহ্মচারী বাসতীর্থ মহোদয় "ভজ রে মন" এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

তাহার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ অধিকারী বি-এ মহোদয়গণ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র যথাক্রমে পাঠ করিলে পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দনটী ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্র বসু বি-এ মহোদয় পাঠ করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীপাদ অপূর্ব্ব গুণ-কীর্ত্তন মুখে একটী সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করেন। তৎপরে উপদেশক শ্রীপাদ তত্ত্ববিলাস ভক্তিবন্ধু ভক্তিশাস্ত্রী কৃপাপ্রার্থনামুখে কয়েকটী কথা বলেন। তৎপর শ্রীযুত প্রবোধকুমার বিশ্বাস বি-এল মহোদয় স্থানীয় সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষ হইতে একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়া মঠের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। অনন্তর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু নিজ দৈন্যজ্ঞাপনমুখে অতি প্রাঞ্জলভাবে একটী অতি সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের প্রীতি আকর্ষণ করেন। তৎপরে সভাপতি মহোদয় কিছু উপদেশ প্রদান করিলে পর পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় সভায় সমুপস্থিত সকলকেই পুনঃ পুনঃ আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর মহিমা ও গুণাবলীর কথা অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করেন। অনন্তর "যশোমতী-নন্দন" এই মহাজন পদটী কীর্ত্তন হওয়ার পর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান সহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, লেখা প্রভৃতি অর্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ দামোদর কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

বিজয়ার সম্ভাষণ

——:॰:——

পূজা আসিল, আবার চলিয়া গেল। যেমন আবাহন, তেমন বিসর্জন। পূজাটা যেন একটা কিছুই নয়, এটা যেন একটা পুতুল-খেলা! যদি তাহাই না হইবে, যদি পূজা, পূজক ও পূজ্যের নিত্যত্বই থাকিবে, তাহা হইলে বিসর্জন আবার আসে কোথা হইতে? সেইজন্যই বলিতেছি, এই যে পূজা, ইহা পূজ্যের প্রীতিবিধানের জন্য নহে, পরন্তু নিজের খেয়াল চরিতার্থতার জন্য। যাহাই হউক, কোনও রকমে পূজা শেষ হইয়াছে। সুতরাং এ পূজার মূল্য কতটুকু এবং পূজ্যের প্রতি পূজকের কতটুকু অনুরাগ বা প্রীতি তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু যাঁহারা পুতুল-পূজক নহেন, চৈতন্যবস্তু সর্বাংশ কর্তা বিষ্ণু যেখানে উপাস্য, সেখানে বিসর্জন বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁহাদের সেই নিত্য পূজা শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। জগতের ইতিহাসে, জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে বা জগদ্ধ্বংসের পরেও এই শ্রীবস্তুর কোন শ্রীমূর্ত্তির বিসর্জন হয় নাই বা হইতে পারে না। যাহার বিসর্জন আছে, যাহাকে ভাসিয়া ফেলা যায়, তাহা ত' এজগতের গড়া জিনিষ, সুতরাং তাহা অচৈতন্য বস্তু। কিন্তু চৈতন্যবস্তুকে কেহ কোন দিন গড়ে নাই এবং গড়িতে পারে না। তিনি মায়াতীত—ত্রিকালাতীত স্বতঃপ্রকাশময়।

পূজার পর এদেশে পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণাদির একটা প্রথা দেখা যায়। বিজয়ার পর পুত্র জনক-জননীকে দেখিয়া প্রণাম, মাতা-পিতা পুত্রকে স্নেহাশীর্বাদ, বন্ধু বন্ধুকে দেখিয়া আলিঙ্গন, পরিচিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে আদর-আপ্যায়নাদি করিয়া থাকেন। এই যে জড়ের সহিত জড়ের সম্ভাষণ, জড়ের সহিত জড়ের আলাপ বা প্রীতি, ইহা কি বাস্তবিক প্রীতি, না কপটতা? আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কৈতব? এই যে প্রীতি, এই যে সম্ভাষণ, এসকলেরই আবাহন ও বিসর্জন আছে, কারণ, ইহা নিত্য নয়। তাই তাহা আনন্দের নামে নিরানন্দময়, সুখের নামে দুঃখময়। আবাহন ও বিসর্জন, ভাঙ্গা ও গড়া, সন্ধি ও বিগ্রহ এ সবই এজগতের স্বাভাবিক ধর্ম এবং আমরা প্রায় সকলেই এজগতে থাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি বলিয়া এসকল আদর আপ্যায়ন বা মনের সাময়িক উচ্ছ্বাসময়ী প্রীতিই আমাদের মনঃপূত হইতেছে। এই জড়ীয় অস্থায়ী প্রীতি বা সম্ভাষণাদি ছাড়িয়া আমরা কি নিত্য প্রীতি বা নিত্য সম্ভাষণাদির সন্ধান পাইব না? আমাদের এই বিজয়ার সম্ভাষণাদি কি লৌকিকতাতেই পর্যবসিত হইবে?

চেতনের সহিত চেতনের সম্ভাষণ—চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি—চেতনের সহিত চেতনের আলিঙ্গন চেতনের সহিত চেতনের অনুরাগ বা প্রেমই যথার্থ চেতনের ধর্ম। এই যে চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি তাহাই যথার্থ নিত্য ও অহৈতুকী প্রীতি। তাহাতে স্বার্থ নাই কপটতা নাই—যে'ন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছা নাই—ভয়, ক্ষোভ বা হিংসা নাই, সেখানে আছে—কেবল সেব্যের সুখবিধানের জন্য সকলের একতাৎপর্যপরতা, সকলে মিলিয়া মিশিয়া সর্বেশ্বরেশ্বর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের ইন্ধন সরবরাহের ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা। চেতনের সহিত এই যে ভাব, প্রীতি, আদর আপ্যায়ন বা সম্ভাষণাদি তাহা দুদিনের জন্য নয়, সাময়িকী নয়, মনের উচ্ছ্বাস নয়, তাহা চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি এবং নিত্য নবনবায়মান আনন্দপ্রদ; আর বিবর্ত্তকালে মুগ্ধ হইয়া জড়ের প্রতি জড়ের যে প্রীতি প্রদর্শন তাহা সর্বাবস্থাতেই ভয়, ক্ষোভ ও হিংসা-পরিপূর্ণ। সেই প্রীতি, সেই সম্ভাষণ, সেই আলিঙ্গন, সেই প্রণাম অস্থায়ী—নিত্যকালের জন্য নয়।

এজগতের ভালবাসা বা প্রণয়ের যে কোন মূল্যই নাই তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুবিস্তর বুঝিতে পারেন। প্রতি বৎসরই বন্ধুতে-বন্ধুতে, পিতা-পুত্রে বা স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসার বিনিময় হইতেছে। কিন্তু তাহা স্বকার্য-বিজড়িত হওয়ায় সেই আপাত-মনোরম প্রীতি-সম্ভাষণাদি অচিরেই আকাশে বিলীন হইতেছে দেখা যাইতেছে। যে বন্ধু একদিন তাঁহার বন্ধুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিল, সেই বন্ধুই আজ আবার সেই বন্ধুর প্রাণহন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যে পুত্র একদিন পিতৃচরণে প্রণত হইয়া পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, সেই পুত্রই আজ নানাভাবে পিতৃবকে শেলবিদ্ধ করিতেছে, যে স্বামী একদিন স্ত্রীর ভুজলতায় আবদ্ধ থাকিয়া জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই স্বামীই আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না এবং স্ত্রীও স্বামীর সমস্ত স্নেহ-সম্ভাষণ বিস্মৃত হইয়া অপর জড়বস্তুর সম্ভাষণে সক্ষম করিতেছে। এই ত' হইল আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণাদির দৌড় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসার পরিণাম। তাই বলি, সেইজন্যই বলিতেছি, জগদর্শন ঘুচিয়া সম্বন্ধ জগদীশ-সম্বন্ধ দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া পরস্পর নিত্য-প্রীতি-সম্ভাষণাদি করিবার সৌভাগ্য আমরা কবে পাইব?

শ্রীচৈতন্যদেব চেতন জীবকে ঐরূপ জড়ের সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকিয়া চেতনের সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভগবানের প্রতি প্রীতি-চেষ্টা, ভক্তগণের প্রতি মিত্রতা, বালিশে কৃপা এবং রাবণের ন্যায় বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-লীলাপ্রকাশ করিয়া আমাদের প্রত্যেককে, যথাযোগ্য বিজয়ার সম্ভাষণ প্রদর্শন লীলা দেখাইয়াছেন।

পূজাও শেষ হইল, পূজার ছুটিও প্রায় শেষ হইতে চলিল। তাই আমরা সকলেই নিজ নিজ, কার্যে যোগদান করিবার জন্যও মনস্থ করিতে লাগিলাম, কয়েকদিনের মধ্যে লৌকিক সম্ভাষণাদিও ফুরাইয়া গেল। এখন সকলেই পুনরায় সেই চর্বিত-চর্বণের জন্য ব্যস্ত। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই মায়ার দাস—নিজে গুণ-ভূতগণের জন্য দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম। কিসে সুখ হয়, ইহাই সকলের চেষ্টা। হায় দুর্দৈব! বস্তুর-সন্ধানে বা ভোগে কি সুখ আছে? আমরা যে ভগবানের সেবক, সুতরাং সেবা ছাড়া আমরা সুখ পাইব কি করিয়া? সুখময়ের সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া কি সুখ পাওয়া যায়? তাই আজ আমরা আমাদের কৃপালু পাঠকগণের প্রতি আচার্যানুসরণে আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।

ইহাই আজ আমাদের সকলের প্রতি বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ, আর ইহাই প্রার্থনা—যেন নিত্যকাল আমরা এইরূপ সম্ভাষণই করিতে পারি।

প্রচার ও বৈষ্ণবকৃপা

(শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এ

জগতে আমরা নানারূপ কথার প্রচার দেখিয়া আসিতেছি। দেশহিতৈষী, সমাজহিতৈষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার প্রচার করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু বহির্মুখ জগতে প্রকৃত কল্যাণের সন্ধান না জানিয়া সাময়িক বা প্রাদেশিক কল্যাণকর কতকগুলি বিষয়ের প্রচারে ব্যস্ত আছেন। আবার কতকগুলি ব্যক্তি ধর্মপ্রচারের নামে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া জগতের কল্যাণকামনায় কতকগুলি বিষয় প্রচার করিতেছেন, কিন্তু ইঁহাদেরও প্রকৃত বস্তু বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞান না থাকায় মানব জাতিকে ভ্রমপথে চালিত করিতেছেন। অনেকে আবার ধর্মপ্রচারের নামে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষকে বঞ্চিত করিয়া অর্থসংগ্রহাদি করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা ধর্মের এবং ধর্মপ্রচারকের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করিতেছেন।

যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, জগতে world Peace বা জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠা এবং জগজ্জীবের প্রকৃত কল্যাণ, কোনও Pact বা সাময়িক কোনও নিয়ম-দ্বারা হইতে পারে না। কারণ কোনো জীব তাৎকালিক কোনও সন্ধিপত্রের দ্বারা চালিত হইয়া কোনও বিধি-নিষেধের দ্বারা হইতে শাসিত হইলেও তাহার জড়ের প্রবৃত্তি প্রবল থাকাহেতু অনতিকাল মধ্যে সেই সমস্ত বিধি-নিষেধকে উল্লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। জগতের ইতিহাসে এই বিষয় আমরা বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইউরোপ-এর কর্তৃক বা 'World Peace Conference' 'League of Nations' প্রভৃতি হইতে এবং Inter National Law প্রভৃতি আছে। তবুও আমরা দেখিতে পাইতেছি আবিসিনিয়া ইতালীর করতলগত, মাঞ্চু জাপানের অধিকৃত, চীন মৈত্রী-নিয়ম বিরত এবং শক্তিশালী জাতিগণ পরস্পর আক্রমণ-ভয়ে ভীত। মানব-মনীষা কালাবধি চেষ্টা করিয়াও এই সমস্ত বিরুদ্ধ ভাব নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। কারণ ইহার মূলে যে আত্মভোগ-প্রবৃত্তি, তাহা নিবৃত্তি না হইলে, অর্থাৎ যেখানে আগুন লাগিয়াছে তাহা নির্বাপিত করিবার চেষ্টা না করিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিলে কিম্বা অযথা বার্তা দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে ব্যস্ত হইলে অগ্নি-নির্বাপণের যে

তুক তারে যেন নিজ চিত্তকিরণ কর। যারা আকর্ষণ হাতে হইয়া হুংকার

সম্ভাবনা থাকে না। বহির্ম্মুখ জগৎও যোগের সুপ্রোৎপাটন চেষ্টা না করিয়া বরং বাহিরের কতকগুলি প্রক্রিয়া লইয়া ব্যস্ত ও হয়রাণ হইতেছেন মাত্র। মনুষ্যমাত্র যে দিন বুঝিতে পারিবে—জগতের ভোক্তা সে নিজে নহে, বরং জগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সেও একমাত্র ভোক্তা পরমেশ্বরের ভোগ্য বস্তু মাত্র অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগবাসনা ত্যাগ করিয়া সে যেদিন নিজেকে এবং জগতের সকল বস্তুকে সেই একমাত্র ভোক্তা জগদীশ্বরের ভোগের বস্তুরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহারই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ বলিয়া জানিতে পারিবে এবং নিজ নিজ কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজকে তাঁহার ক্রীড়নক জানিয়া শরণাগতি স্বীকার করিবে, সেই দিনই মাত্র তাহার সকল কল্যাণের সুমীমাংসা হইবার সম্ভাবনা।

যেদিন একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্যের সেবকাভিমানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্ত জগতের জীবমাত্রই ভগবানের সেবক, এই সূত্রে সম্মান দিতে শিখিবেন এবং তাঁহাদের দ্বারা নিজ ভোগবাসনা পূর্ণ করাইবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টাযুক্ত হইবেন সেই দিনই প্রকৃত পক্ষে তিনি নিজ কল্যাণ এবং জগতের নিত্য কল্যাণ আবাহন করিতে পারিবেন। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। অবিদ্যার মোহে স্বরূপবিস্মৃত হইয়াছে, তজ্জন্য নিজের নিত্য সত্তা ও কল্যাণের কথা বুঝিতে পারিতেছে না। ভগবৎ-কৃপায় যাঁহার এই স্বরূপজ্ঞান লাভ হইয়াছে এবং যিনি নিত্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত আছেন, তিনিই বৈষ্ণব। স্বরূপে অবস্থিত থাকায় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের দিব্য দর্শনে বা সুদর্শনে দর্শন করিতেছেন—বহির্ম্মুখ জগতের বিচারবিভ্রান্তি এবং দুঃখআবাহনকারী অনাদি ভোগপ্রবৃত্তি। তাই প্রকৃত বৈষ্ণব যাঁহারা, তাঁহারা জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদের এই স্বরূপবিভ্রান্তির কথা এবং তজ্জন্য নানা কর্ম্মফল আবাহনে সংসার-চক্রে পতিত হইয়া অনাদিকাল ত্রিতাপ-জ্বালারূপ দুঃখাদি ভোগের কথা জানাইয়া দিতেছেন। পরম কারুণিক বৈষ্ণবের এই মঙ্গলময় প্রচারের সহিত জাগতিক কোন প্রচারেরই তুলনা হইতে পারে না। কারণ, বৈষ্ণবের প্রচার জীবজগতের নিত্য কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে আর অন্যান্য প্রচারকের প্রচার তাৎকালিক দুঃখনিবৃত্তি ও আপাত প্রেয়ঃপ্রদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণবের এই মঙ্গলময়, অমোঘ প্রচারকে জগতের লোক অন্যান্য সাধারণ প্রচারের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিতেছেন অথবা একটা profession বা ব্যবসায় মনে করিয়া বৈষ্ণব-পরাঙ্মুখে অজস্র আবাহন করিতেছেন। যদিও জগজ্জীবের কল্যাণই বৈষ্ণবের প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকথিত বৈষ্ণব প্রচারকগণের উক্ত বিষয়ে পূর্ণ অনুভূতি না থাকায় সময় সময় আমরা নানা স্থানে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার সন্নিবেশ দেখিতে পাই। জগতে প্রকৃত বৈষ্ণবের অবতরণ ভগবৎ-কৃপা-সাপেক্ষ এবং বিরল। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ বিবিক্তানন্দী, কেহ বা গোষ্ঠানন্দী। গোষ্ঠানন্দী বৈষ্ণব যিনি, তিনি জগতের অধিকতর কল্যাণে নিযুক্ত থাকেন, তিনি কৃপাপূর্ব্বক জীবকল্যাণের নিমিত্ত কতকগুলি ব্যক্তিকে তাঁহার প্রচারের সাহায্যার্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি অনর্থযুক্ত হইলেও তিনি শক্তিসঞ্চার দ্বারা তাহাদিগকে দিয়া নিজ কার্য্য সাধন করাইয়া লইয়া থাকেন। তৎকালে উক্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময় মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহারাও উন্নত শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং নিজ নিজ শক্তি-বলে 'ব্রহ্মাণ্ড তারণে'র ক্ষমতা রাখেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা অনর্থযুক্ত জীবমাত্র এবং তাঁহাদের নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নাই। বৈষ্ণবগুরুর কৃপাবলেই তাঁহারা মূক হইয়াও অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মূল কথা ভুলিয়া যাওয়ায় গুরুকৃপারূপ অনুভূতি হইতে দূরে সরিয়া পড়েন এবং যাঁহার বলে তাঁহারা বলীয়ান্, তাঁহাকে নিঃশক্তিক এবং লঘু মনে করিয়া নিজকে শক্তিমান্ ও গুরু অভিমান করিয়া বসেন। আরও দুর্ভাগ্য এই যে, যে অনুভূতি দ্বারা চালিত হইয়া বৈষ্ণবের এই প্রচারের আহ্বান, সেই অনুভূতি হইতেও তাঁহারা চ্যুত হইয়া নিজকে প্রতিষ্ঠাকামী ও দাম্ভিক প্রচারকমাত্র প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। আচার ও বিচারহীন প্রচারের ফলে প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, আর অনুভূতিহীন প্রচারের ফলে আত্মম্ভরী, গুরু-বৈষ্ণবদ্রোহী, প্রতিষ্ঠাকামী বিদ্রোহীর দল সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণ এই উভয় অপসম্প্রদায় হইতে দূরে থাকিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবের কৃপা বরণ করিয়া লইবেন। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীহরিনাম উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করাই বদ্ধ ও মুক্ত উভয় কুলেরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন। বদ্ধ জীবের সহিত মুক্তকুলের ভেদ এই যে, মুক্তকুল উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বদ্ধ জীবকুল তাঁহার অনুগমনে তাহা প্রথমে শ্রবণ ও পরে অনর্থমুক্তিতে সাধ্যবিচারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বদ্ধ জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর বাসনা থাকায় তিনি ভীতিযুক্ত। কামনার অভাবে মুক্ত পুরুষের অনর্থের অবকাশ নাই। তিনি ইতর বাসনাবিমুক্ত হইয়া নিরন্তর স্বেচ্ছাপূর্ব্বিকা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিতে শ্রীনামকীর্ত্তনে সুষ্ঠু রতি লাভ করেন। মুক্ত যোগিপুরুষগণ আত্মরতি হইয়া নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবানের চিন্ময় রূপ, চিন্ময় গুণ ও চিন্ময় লীলায় প্রবিষ্ট হন।

বদ্ধ জীবগণের সাধনে অনর্থ আছে। হরিসেবাপর মুক্তপুরুষের সাধনে অনর্থ নাই। সিদ্ধ ও সাধক উভয়েরই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ্যতা আছে। সিদ্ধগণের স্বোচিত সাধনই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন। নাম-সাধন ব্যতীত অন্যান্য জাগতিক ভজনপ্রণালীতে উপায় ও উপেয় বিচারে নিত্যতা স্বীকৃত হয় না। হরির নাম ও হরি ব্যতীত অন্য বস্তুর নাম সমজাতীয় নহে। যাহারা সমজাতীয় মনে করে, তাহারা নারকী ও হরিবিদ্বেষী। বদ্ধ জীবের সাধন প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, মুক্তকুলের সাধন কামনাবর্জ্জিত এবং নিত্য ভগবৎকামের উপযোগী। অনর্থযুক্ত অবস্থায় জীব ভগবানের নামসেবাকালে দশ প্রকার নামাপরাধের অন্তর্ভুক্ত হন। তাহা পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। অপরাধের সহিত নামগ্রহণ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ নশ্বর ভোগের তৃপ্তি অথবা অধর্ম, অনর্থ ও কামভোগের অতৃপ্তি ফলরূপে উদিত হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া ভগবদ্বস্তুকে জড় নির্ব্বিশেষের সহিত সমান করিতে গিয়া যে ভগবৎস্বরূপের আবরণ করা হয় তাদৃশ ব্যক্তির অপরাধহীন নামোচ্চারণ নামাভাসের কারণ হয়। নামাভাসের ফলে ভগবদ্ভজনের প্রতিকূলভাব বিনষ্ট হয়। পরে শ্রীনামগ্রহণে ভগবৎপ্রেমা উৎপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তিপিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ংকৃষ্ণ; কেবল শব্দ নহে, স্বরূপই নাম। আমাদের ঐহিক-অপমোচনের অন্য কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজনব্যতীত। শ্রীনাম বা অপ্রাকৃত শব্দ—সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্ম। হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য ভগবান্‌কে সর্ব্বদা মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়।

প্রার্থনা-গীতি

(আচার্য্যপ্রকটবাসরে লিখিত)

(১)

(ওহে) রূপানুগবর আচার্য্য ঠাকুর!
ত্রিতাপদহনে দগ্ধীভূত জনে
কৃপাবারি দানে তব অবতার॥

(২)

(তব) আবির্ভাবে তব জগত মাঝারে
ভাসিল সকলে আনন্দ সাগরে।
এ শুভবাসরে অধম পামরে
তব কৃপা মাগে হইয়া কাতর॥

(৩)

ভোগ, ত্যাগ আর কনক-কামিনী-
প্রতিষ্ঠাবাসনা-পূর্ণ হৃদিখান।
কিরূপে পাইব চরণ দুখানি
তব কৃপা বিনা করুণা-আধার॥

(৪)

কবে শুভদিন হইবে আমার,
(পাব) রূপসেবানন্দমাঝে অধিকার।
কৃষ্ণসেবাময় স্বরূপ যাঁহার
চৈতন্য-আচার-প্রচারপ্রবর॥

(৫)

তব সুমহিমা করিতে বিকাশ
অন্তর্দ্ধান-লীলা করিলা প্রকাশ।
রূপরঘুনাথ- বাণী প্রচার
যোগ্যতম প্রভু করিলা বিচার॥

(৬)

পদ-পদ্মরেণু নিকাত সতত,
কৃষ্ণসেবানন্দে মত্ত অবিরত।
জীব উদ্ধারিতে ব্যাকুলিত চিত,
গৌরকৃপাশক্তি ধরি বার বার॥

(৭)

কৃষ্ণপ্রিয়তম পরম করুণ,
মন্দমতি আমি প্রাকৃত দুর্জ্জন।
কি দিয়ে পূজিব তোমার চরণ,
তব কৃপা বিনা গতি নাহি আর॥

(৮)

আজ তব শুভ আবির্ভাব-দিনে,
নিবেদন তব যুগল চরণে।
জন্মে জন্মে যেন কায়বাক্য-মনে,
সেবিতে চরণ হয় অধিকার॥

—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীবার্ষভানবী, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তত্ত্ব প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাজনগ্রন্থ-সেবাধ-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাময়িক পাক্ষিক ইংরাজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ.-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীপ্রেমবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) স্বরূপবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ সাহক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বক্সীগঞ্জ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ডিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনপীঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নবেন্দু বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্পবেল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরমহুল, পোঃ চিরুগড়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন্‌রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্‌প্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।
[illegible]	৫৮/
[illegible]	৫৲
পাটনাই	৭৲-৭।
[illegible]	৫।
[illegible]	৪৶
পুরাতন	৫৲
[illegible]	
[illegible]	৩৸৵৹

আতপ—

[illegible]	৪৲--৪।৹
[illegible]	১০৲-১০।৹
[illegible]	৫।৹ ৫৸৵
[illegible]	৫৲ ৫৶৹
[illegible]	৫।৹-৫।৹
[illegible]	৭৲
[illegible]	৩৶৹

চিনির দর

[illegible]	১০৸৵৹
[illegible] ১০০০ [illegible]	১০৴৹
[illegible]	৯।৹
[illegible]	৮।৹—৮৶৹
[illegible]	৭৸৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible]	৩৫।
[illegible]	১১
[illegible]	৫৩।

পাটের দর

[illegible]	৪০৸৹
	৪০৸৹
	৪১।৹
[illegible]	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।৹ ৬৸৵৹
[illegible] ঐ	৬৲ -৬৶৹
[illegible] ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
	৬৲—৬৶৹
[illegible]	৫৸৹—৫৸৵৹
[illegible]	৫৴৹—৫৸৵৹
[illegible]	৫৲—৫।৹
[illegible]	৪৸৹—৪৸৵৹
[illegible]	৪।৹—৪৸৵৹
[illegible]	১৯৶৹—১৯৸৹
	১৯৶৹—১৯৶৹

[illegible] দর

	৫৭৲
	৫৭৲
	৫০৲
	৪০৲

পাকিস্তান	৪৮।৹
[illegible]	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

[illegible] কড়ি ([illegible])

মার্কা	৯৶৹—৯৸৵
ঐ [illegible] মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲--৮।৹
ঐ টাটা [illegible]	১০৸৵
ঐ ইংলিশ [illegible]	১০৸৵
[illegible]	৮।৹—৯.
[illegible] (কোনা)	৮৸৵৹—৮৸৹
টাটা [illegible]	।৴৹
২৪ গেজ—	১৪।৹
২৬ গেজ—	১৬।৹
২৮ গেজ—	১৫।৹

টাটা [illegible] শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵৹
২৬ গেজ—	১৬৸৵৹
২৮ গেজ—	১৬৸৵৹

ইংলিশ [illegible] করগেট।

২৪ গেজ—	১৬৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹

[illegible] ২৪—৩০ গেজ

শীট	।৵১ —৸৵৹
[illegible] ([illegible]	১০৲
[illegible] কাটা [illegible]	৩।৹—
[illegible] ৩—৯ ফুট [illegible]	
	৬।৹—৭।৹ [illegible]
গোল [illegible] ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।৹—১০।৹
[illegible]	৮৲—৯৲
গোল [illegible] ৩ [illegible]	
[illegible]	৮৸৹—১১।৹
[illegible] ২৩৲	[illegible] ২১৲

[illegible] ৫৴৹, [illegible]

[illegible] ৪।৹

[illegible] দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible]	৫২৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৭৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।৹
[illegible]	১৬।৹—১৭৲
[illegible]	১০।৹—১১।৹
[illegible]	১৫।৹—১৭।৹
[illegible]	১৭৲—১৮।৹

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] : বিদ্যালয় ও [illegible] বোর্ড। [illegible] । [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় [illegible]।

[illegible]

[illegible] ছাত্রগণকে [illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

[illegible], ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৫১,	১৩—[illegible]	১৭—[illegible]	১৯—
[illegible]	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
[illegible]	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible] ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	২০-৩১
[illegible]	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৭	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] নির্ভয়ে [illegible] । [illegible] ।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] বৈষ্ণবজগতে [illegible] মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম [illegible]। [illegible] আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না হওয়ায় [illegible] বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের [illegible] [illegible] সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠায় [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনে
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০
" সিকি কলম ১৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲
এক কলম ৩৬৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) [illegible]
ষাণ্মাসিক "
ত্রৈমাসিক "
মাসিক "
প্রতি সংখ্যা [illegible] সংখ্যা [illegible] ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[illegible] ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] মহামহোপদেশক [illegible] [illegible] সম্পাদনা [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Foreword), [illegible] (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index, Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আড়ে কিস্তিতে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া [illegible] ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া [illegible] ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীমায়াপুর
চৈতন্যধাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীধামপ্রবর্তক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REGd. NO. C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আচার্য্যবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলায় একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৯১]

বিবিধ সংবাদ

——(সংগৃহীত)——

উত্তর চীনে চৈনিক বাহিনীর অগ্রগতি

গত ১৬ই অক্টোবর জাপানীদের বোমারু বিমানপোতসমূহ কর্তৃক সাংহাই অঞ্চলের পাঁচটী স্থান আক্রান্ত হয়। বিমান আক্রমণের ফলে খাপিউকেনস্থ চৈনিক সামরিক উপকরণের ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জাপানীরা দাবী করিতেছে। উত্তর চীনের রণক্ষেত্রে জাপানী সেনাদল কেংচাউ ও অপর দুইটী স্থানে বিমানঘাঁটি ও সামরিক ভাণ্ডার আক্রমণ করে, ফলে সেগুলি ধ্বংস হইয়াছে। চৈনিক সেনাদল আজো বাধা প্রদান করে নাই।

এ সম্বন্ধে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে উত্তর উচ্চাঞ্চলের সমস্ত ১১৪ মাইল চীনে দুইশত জাপানী সৈন্যের মধ্যে কাহারও খাদ্য ও রসদের পাঠাইবার ব্যবস্থা।

——

জাপানীদের পাঁউটাও অধিকার

জাপানের কোন সংবাদ সরকারী সূত্রে প্রকাশ, সিংহ চেন্স পশ্চিম দিকস্থ পাঁউটাও উহাদের দখলে আসিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গত বুধবারের যুদ্ধের পতনের পর জাপানীরা এখনও ৩০ মাইল অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

——

চৈনিক বিমানপোতের দৈশ আক্রমণ

গত ১৭ই অক্টোবর রাত্রিতে চৈনিক বিমানপোতসমূহ সাংহাই আক্রমণ করে। এবং হাঁকিউ শহরের ঘাঁটি ও দেশ-রক্ষা ব্যবস্থা-পথে আক্রান্ত আলোক নির্বাপিত করিতে থাকে। জাপানের রণতরীসমূহ এবং কামানশ্রেণী ও বিমানপোতবিধ্বংসী ও মেশিনগানের গোলাগুলী-দ্বারা আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর এত বড় দুঃসাহসিক ও আশ্চর্যজনক আক্রমণ আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। জাপানীদের পতাকাবাহী জাহাজ "ইজিউমো"কে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী বোমা নিক্ষেপ হয়, ফলে জাপানীদের আন্তর্জাতিক উপনিবেশে সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। অন্যান্য অন্যান্য দুঃসের মধ্যে ইয়াংসিপুর বিমানপোতকরণ ভাণ্ডার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

——

চীনকর্তৃক ৪০ হাজার জাপানী সৈন্য পরিবেষ্টিত

চীনাদের প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ, শানসি প্রদেশের রাজধানীর ৭০ মাইল উত্তরে হুইয়ানদিগের নিকটবর্তী স্থানে চীনারা তিন দিক হইতে চারশ হাজার জাপানী সৈন্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। বোরতর যুদ্ধের পর চীনারা জাপানীদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। সত্বরই বহু সংখ্যক অতিরিক্ত জাপ-সৈন্যবাহিনী আনয়ন করিয়া পরিবেষ্টিত জাপানীদিগকে সাহায্য করা হইবে এই মর্মে বিমান পোতের সাহায্যে বার্তা প্রচার করিয়া জাপানী সরকার পরিবেষ্টিত সৈন্যদিগকে বেশ করিয়া ঠিক প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়াছেন।

অদ্য বিশেষ কারণ থাকুক এবং ঘোষিত চীনাদের সংবাদ লোকে সন্তোষজনক নয়।

লণ্ডনে ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্মেলন

ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য ভারতীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা-সঙ্ঘের উদ্যোগে আহূত সম্মেলনে ১৭ই অক্টোবর আর্ল অব লিষ্টওয়েল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিঃ এম, এন, রায় ডাঃ টাগোর্ড ক্রিপস, এবং মিঃ বর্ষ্যান প্রভৃতি সভায় শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

লর্ড লিষ্টওয়েল বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে "নয়া শাসনতন্ত্রের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক" রূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নয়া শাসনতন্ত্রের আমলে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের আইন কানুন প্রবর্তন করিয়া ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করাই উচিত ছিল।

অধ্যাপক হ্যারল্ড-ল্যাস্কী বলেন যে, ভারতকে নিজের উপর নির্ভর করিয়াই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডেরও এবিষয়ে ভারতবাসীকে সহায়তা করা কর্তব্য, কারণ, ভারত স্বাধীন হইতে না পারিলে ইংল্যাণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার যোল আনা সম্ভাবনা আছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্মেলনের সভাকার্য্যের অধিবেশনে বক্তারা প্রস্তাব করিয়া বাক্যের একত্র ক্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্কে মিঃ যোশী দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের "গণতন্ত্রবিরোধী দমন-নীতির ও অতিরিক্ত সংখ্যক" প্রতিবাদ ও "পাঞ্জাব ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থার দমনমূলক নীতির সমর্থনের" জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

লণ্ডনে নিরপেক্ষতা কমিটির পুনরধিবেশন

প্রকাশ, নিরপেক্ষতা কমিটির গত ১৬ই তারিখের অধিবেশনের কার্যকলাপ জার্মাণির নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইয়াছে। "বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাস্তবপন্থা অবলম্বনের জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাহারা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" জনৈক সমালোচক এই-রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

নেপলসের ১২ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, এ দিন ২১তম বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য "ভল্কানী" জাহাজযোগে লিবিয়া যাত্রা করিয়াছে।

——

লাক্ষ্মৌয়ে মোছলেম লীগের অধিবেশনের পরিসমাপ্তি

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে রয়েল কমিশনের প্রস্তাব এবং কংগ্রেস কর্তৃক "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লীগ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাবের উপর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বক্তাগণ বলেন যে, যতদিন কোলাহলে ত্রুটির বিরাজমান থাকিবে ততদিন মোছলেম জগতের শান্তি নাই। আর যতদিন কংগ্রেস এছলামের ধ্বংসকারী "বন্দেমাতরম্"কে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া চালাইবে, ততদিন মোছলেম ভারত কংগ্রেসকে শত্রু মনে করিবে।

ওয়াকফবিধান সম্পর্কে সরকারী আক্রমণমূলক নীতির নিন্দা করিয়া মিঃ মোছেন এসাম এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ —
২। অনুভাষ্য বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আকার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাধনা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। মুকুন্দমালাস্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তজিজ্ঞাসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্শী ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সঙ্গীত-মিত্রাদশসূত্রম্ ।০
৬৪ ভজনম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারসংগ্রহম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ পিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনূদিত ভাষ) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত -

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক্ ৪ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিকবাণী শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ভবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রমাণগত রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

১২শ বর্ষ ২ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ষ্ঠী কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ২৯১তম সংখ্যা

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ২৯শে আশ্বিন হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বমুনির আবির্ভাব-মহোৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এ দিবস প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীপাদ ভাবগ্রাহী ব্রহ্মচারীর সুললিতকণ্ঠে উচ্চকীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাই-দাস ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রাতঃ ৬ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-স্বরূপ শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া মদনমোহন বসাক রোড, বেগম বাজার, চাঁদনিঘাট রোড, নবাবপুর রোড, জনসন রোড, ইসলামপুর, সদরঘাট রোড, সূত্রাপুর রোড, একরামপুর ও ম্যাকলিন রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভাবগ্রাহী প্রভু, শ্রীপাদ নিতাই প্রভু, শ্রীপাদ ভাবগ্রাহী এবং অন্যান্য ভক্তগণ বহু সজ্জনসহ নৃত্যকীর্ত্তন করে তন্ময় করেন। রাস্তার উভয় পার্শ্ব হইতে পৌরবাসিগণ তণ্ডুল-প্রণাম ও পুষ্প-বর্ষণাদি দ্বারা সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাকে অভ্যর্থিত করেন। পূর্ব্ব দিবস হইতে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, শ্রাবণের ধারা সম অবিরল বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় নগর সংকীর্ত্তনের সময় একবিন্দুও বারিপাত হয় নাই। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের এতাদৃশ কৃপা লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-গণ ও জনসাধারণ চমৎকৃত হন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সদনে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কাজেই উক্ত সভায় শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য, পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়া-ছিল। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ গুরুস্তব ও 'এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে' মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে শ্রীপাদ ভাবগ্রাহী ভক্তিদেবের প্রভু "শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে মাধ্ব-গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্যের বাণী এবং মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইলে প্রায় সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের আবির্ভাবোৎসব

বিগত ১৪ই অক্টোবর, ২৮শে আশ্বিন গুরুবার বিজয়-দশমী-তিথিতে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব-উৎসব যথাবিহিতরূপে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির-পার্শ্বস্থ মঠসেবকগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীশ্রীভাগবতপরম্পরা কীর্ত্তন করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরত্ন মহোদয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত চরিত, তাঁহার তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্ত স্থাপন ও প্রবলভাবে মায়াবাদ খণ্ডন ও ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। ঐ দিনে শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব, শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রকট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমন, হনুমান আবেশে লঙ্কা-দাহলীলা প্রভৃতির তাৎপর্য্য এবং ঐ দিন যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের চির-স্মরণীয় ও পূজনীয়। তিনি তাহা তিন শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিয়া বাবাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি অমানুষিক শাক্ত-পুরের যবনশাসক ও কাজীগণের উৎপীড়নের তাঁহার মহামন্ত্র-নিষ্ঠা-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে পাঠ করেন। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডি ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভু "গৌড়ীয়" ৯ম বর্ষ হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রসঙ্গ পাঠ করেন। সন্ধ্যার আরতি ও পরে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। সন্ধ্যার পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রাকট্য ও বিজয়দশমী সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীমুরারিগুপ্তের পাটে কীর্ত্তন মহোৎসব

গত ১৫ই অক্টোবর, ২৯শে আশ্বিন শুক্রবার বিজয়াদশমী তিথিতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ বিশ্বমোহন-ক অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সুদর্শনতীর্থ, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীবাস-অঙ্গন পরিক্রমান্তে শ্রীল মুরারি-গুপ্তের পাটে পৌঁছেন। তথায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর বহু শ্রোতার সম্মুখে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ হইতে "শ্রীমহাপ্রভুর অভিষেক বিষয়ে প্রাপ্ত কৃপা ও তাহার গীতারত্নসম্পর্কীয় সন্দেহ ভঞ্জন" প্রসঙ্গ এবং ১৫শ পরিচ্ছেদ হইতে নীলাচলে বিজয়াদশমীতে শ্রীমহাপ্রভুর হনুমান আবেশে রাবণের প্রতি ক্রোধলীলা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় পাঠ করেন। পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী "কবে হ'বে হেন দশা মোর, ভজি ভক্ত পাশ, বিবিধ বন্ধন,ছাড়ব সংসার ঘোর" গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। উৎসবোপলক্ষে সকলকে প্রচুর প্রসাদ প্রদান করা হয়। উৎসবে বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বাঙ্গালার আদি আশুতোষশালী গৌরাব্দ ৪৪১

মূর্ত্তি

শ্রীভগবান্ আমাদের নিকট পঞ্চরূপে প্রকাশিত—স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, পরস্বরূপ, বৈভবরূপ, অন্তর্যামিরূপ ও অর্চ্চারূপ। সর্ব্বস্বরূপের স্বরাট্ পুরুষ তিনি স্বতঃ-প্রকাশ বাস্তববস্তু। তাঁহাকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। কারণ, তিনি অধোক্ষজ। Godhead is He Who has reserved the absolute right of not being exposed to human senses. এই অধোক্ষজ বস্তু কেবল সেবোন্মুখ হৃদয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন এবং তখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। সুতরাং ভগবদ্বস্তু আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা বা বিচারশক্তি কোনও কিছুর দ্বারা আংশিকভাবেও জানা যায় না। তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়। সুতরাং নির্ভীকভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

স্বরূপ বা স্বয়ংরূপই—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার রূপ চিন্ময়, সেই রূপ জগৎ পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত রূপ নহে। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—সকলের মূল পরাৎপর বস্তু। শ্রীব্রহ্মসংহিতা তাঁহাকেই পরমেশ্বর, সর্ব্বকারণকারণ ও অনাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

বৈকুণ্ঠে পরব্যোমনাথ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণই পরস্বরূপ বা পরমস্বরূপ। বেদাদি শাস্ত্র বিষ্ণুকেই পরমপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দিব্যসূরিগণ অপ্রাকৃত চক্ষুদ্বারা বিষ্ণুর পরমপদই দর্শন করিয়া থাকেন। বৈভব-প্রকাশ মূল নারায়ণ শ্রীবলদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি বলদেবই মূলসঙ্কর্ষণ। পরব্যোমে সেই শ্রীবলদেবের স্বরূপাংশই শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। তাঁহা হইতে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু প্রথম পুরুষাবতার এবং তাঁহার অংশ দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। এই সমষ্টি-বিষ্ণু হইতে রাম-নৃসিংহাদি বৈভবাবতারগণের প্রকাশ।

অন্তর্যামিস্বরূপ ত্রিবিধ। প্রকৃতির অন্তর্যামি কারণার্ণবশায়ী, হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্যামি গর্ভোদকশায়ী এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামি-পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মা। আর ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি আট প্রকার—শিলাময়ী, দারু অর্থাৎ কাষ্ঠময়ী, লৌহ-সুবর্ণাদি ধাতুময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ মৃন্ময়ী, লেখ্যা অর্থাৎ চিত্র-পটময়ী, বালুকাময়ী, সেবোন্মুখ মনোময়ী এবং মণিময়ী।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত এই পঞ্চরূপের সকলেই সমানবস্তু—সকলেই পূর্ণতত্ত্ব। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই মূল দীপস্বরূপ। মূল দীপ হইতে যেরূপ বহু দীপ প্রজ্বলিত হইয়া সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, স্বয়ং ভগবান্ হইতেও সেইরূপ অসংখ্য বিষ্ণুস্বরূপ দীপ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দীপ হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম যে কোনও একটি দীপ যেমন সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বিষ্ণুবিগ্রহের যে কোনও একটী স্বরূপের সহিত অপর বিষ্ণুবিগ্রহের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল লীলাগত বৈচিত্র্য-ভেদ আছে মাত্র। বেদান্তের সকল মূর্ত্তিই এক ও অভেদ।

এই প্রাকৃত জগতে ভগবানের representation কেবলমাত্র দুইটী আছে। একটী—অপ্রাকৃত শব্দ বা শ্রীনাম, আর অপরটী—ভগবানের নিত্য চিদ্বিলাস-বৈশিষ্ট্য রূপের অর্চ্চাবতার। এই অর্চ্চাবতারই আমাদের নিত্যপূজ্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীমূর্ত্তি। এই শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃত বস্তু। এই ভগবদ্বিগ্রহ বা ভগবানে কোনও ভেদ নাই; কারণ, ভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ সকলই একবস্তু।

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্ব-প্রকাশ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যাঁহাদের চিন্তা জড়পুষ্টজবৎ জড়ে আসক্ত, তাঁহারাই এই শ্রীমূর্ত্তিকে পুত্তলিকা মনে করে। কিন্তু তাহাতে ভগবান্ ও ভক্তের কিছু যায় আসে না। অন্ধ বা অজ্ঞ ব্যক্তি সূর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার বা তাঁহাকে একটী জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডবিশেষ মনে করিলেও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সূর্য্যকে চিত্তে হস্তপদ-মুখাদিযুক্ত সবিশেষ বিগ্রহ বলিয়াই জানেন। তাহাতে সূর্য্যের কিছু ক্ষতি হয় না, অন্ধ বা অজ্ঞই সূর্য্যদর্শনে বঞ্চিত হয় মাত্র। জন্মান্ধ যেমন ভাগ্যোন্মুখ জীবের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করিতে যাইবার সুযোগ একটা ভক্তপই। গৌর-ভগবান্ বা কৃষ্ণ-ভগবান্ বা তাঁহার বৈভবাবতার রাম-নৃসিংহ বিষ্ণু-অবতারগণ যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন দুর্ভাগা বশতঃ আমরা জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই কৃপাময় ভগবান্ আমাদিগকে অযাচিতভাবে কৃপা করিবার জন্য, যাহাতে আমরা সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সেবা করিতে পারি সেই সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিবার জন্য স্বতন্ত্রইচ্ছায় অর্চ্চাবতাররূপে আমাদের নিকট আসিয়াছেন। এই শ্রীমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠের চিদ্বিলাস ভগবানের নিত্যরূপেরই প্রাপঞ্চিক জগতে করুণাময় অবতার এবং ইহা ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। ভক্তগণ জড়ের আকার বা জড়-নিরাকারাদর্শে ঈশ্বরস্বরূপ কল্পনাকারী—পৌত্তলিক নহেন। তবে যাহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রাকৃতিক যাবতীয় অকারাদিযুক্ত মূর্ত্তিই পুত্তলিকা। ভক্তগণ এই চেতনময় শ্রীমূর্ত্তিকে জড়ীয় বা মানিয়া মনের দ্বারা—চেতনের দ্বারা উপাসনা করেন, চেতনের বৃত্তির দ্বারা—সেবাবৃত্তির দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। যাহাদের চিন্তা ও বুদ্ধি অচেতনের দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, তাহাদেরই এই অর্চ্চাবতার শ্রীমূর্ত্তিতে idol বুদ্ধি হয়।

ভক্তগণ চিন্ময় নেত্রে শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পূর্ণচেতন ভগবান্ দেখিতেছেন, আর ভোগপ্রবণ আমরা দেখিতেছি—দারুমূর্ত্তি। আমাদের ধারণা—এই শ্রীমূর্ত্তি মন্ত্রাত্মক দেবতা, মন্ত্রের দ্বারা শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা হইয়াছেন; সুতরাং অন্যান্য পুতুল অপেক্ষা ইঁহার কিছু বিশেষত্ব হইয়াছে। কতকগুলি লোক তাঁহাকে মন্ত্রপূত করিয়াছে মাত্র। এরূপ মনোধর্ম্মোত্থ ধারণার কোনও মূল্য নাই। ভগবান্ই সর্ব্বদ্রষ্টা, তিনিই সকলকে দেখেন, আমরা সকলেই তাঁহার দৃশ্য। তাই ভক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবান্কে দর্শন-সুখে ভোগ করিবার বিচার গ্রহণের পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবার নিত্যভৃত্য ভগবানের দৃশ্য পদার্থ হউক, ভগবান্কে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে ভগবান্ই তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হউন, সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহার শ্রীতিবিধানে নিযুক্ত হউক, এইরূপ আনুগত্যময় সেবাবিচার গ্রহণ করেন বলিয়া ভগবান্ দয়া করিয়া সেই আশ্রিতজনকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। আর আমরা ভোগময় দৃষ্টি লইয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতে যাই বলিয়া, সেই অধোক্ষজ বস্তুকে অক্ষজ জ্ঞানে মাপিয়া লইতে যাই বলিয়া আমাদের এই ভোগ্য-দর্শন বা কুদর্শনই তাঁহার পূর্ণ দর্শনে বাধা দেয়। তাই সচ্চিদা-নন্দ ভগবদ্বিগ্রহ আমাদের নিকট কাঠের পুতুল বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা তাঁহাকে যে প্রকার দেখিতে চাই, অর্চ্চাবতারও আমাদিগকে সেই রূপেই দেখা দেন, আমাদিগকে বঞ্চিত করেন। ভগবান্ পৃথক্ ও শ্রীমূর্ত্তি পৃথক্, মনোধর্ম্মী আমরা এইরূপ কত কি জল্পনা কল্পনা করি। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। নীল-চশমা-পরিহিত ব্যক্তি সাদা কাপড়কে নীলবর্ণ ব্যতীত আর কি দেখিবে? আমি আবরণযুক্ত দর্শনের দোষে নীল দেখি বলিয়া কি সাদা কাপড় নীল হইয়া যাইবে? এ আমার দর্শনের দোষ। আমার শ্রীমূর্ত্তিদর্শনের ব্যাপারও কতকটা তাহাই। আমি জড়ে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, জড়াতীত অতুলক পূর্ণ চেতনময় ভগবন্মূর্ত্তিকেও আমার জড় বলিয়া ভ্রম হইতেছে। সুতরাং আমার জানিয়া রাখা উচিত যে, আমার মনঃ-কল্পিত বা প্রবৃত্তির ভোগময়-দর্শনে দৃষ্ট (?) কাঠপাথর জড়েও চিন্ময়ত্বে উদ্ভাসিত ও তাঁহার নিত্যপূজ্য শ্রীমূর্ত্তি নহেন। এই যে ভোগবুদ্ধিতে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়া কাষ্ঠ-দর্শন ইহাতে জীবের মহা অমঙ্গল। এই সকল প্রাকৃত-দর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। সদ্গুরুর কৃপায় দিব্যজ্ঞানের উদয় না হইলে আমাদের যেরূপ প্রাকৃত চক্ষু আমাদের সেইরূপ প্রাকৃতদর্শনই হইয়া থাকে। সাধুগুরুকৃপায় জোড়াতিমিরের পরিবর্ত্তে জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা আসিলে ঐ সকল কুবিচার ছাড়িয়া সেবোন্মুখ-দর্শনে প্রকৃত দর্শন হয় এবং সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে দিব্যানুভূতিলাভ হইলে তখন আর শ্রীমূর্ত্তিকে কাঠ পাথর জ্ঞান হয় না। তখন সেবক অভিমানে নিত্যসেব্য শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ স্বরূপেই দেখিবার সৌভাগ্য হয়। অহৈতুকী-কৃপায় সেই জ্ঞান যখন উপস্থিত হয় তখন শ্রীমূর্ত্তির প্রতি প্রাকৃত বুদ্ধি আরোপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি, তজ্জন্য অনুশোচনা আসে।

শ্রীঅর্চ্চাবতার কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসিয়াছেন। এই অর্চ্চাকে সেবা করা

পূজা আরো যেন নিত্য চিত্তজ্জিত্ত নয়। তাহা চাহলে ছাড়ে তাহা তুলক।

যায়। আমরা যদি সেবক হইয়া তাঁহার সেবা করি, তাহা হইলে সব ঠিক। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি সেবার ভাণে অন্য কিছু করি তাহা হইলে হিতে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী। যিনি এই শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, তিনি যদি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ন্যায় চিত্তশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি না করিয়া এই জড় হাত দিয়া সেবা করিতে যান, তাহা হইলে সেই সেবা স্থায়ী হয় না। কারণ, সেখানে যে চেতন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং অচেতন হাত চেতনের সেবা করিবে কি করিয়া? আমরা যদি ভগবদ্ভক্তের পূজা বাদ দিয়া কেবল লৌকিক প্রথানুসারে শ্রীমূর্ত্তি-পূজার জন্য যত্ন করি তবে কোনকালেই আমাদের প্রকৃত হিতায় ঘুচিবে না।

শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্। ইনি শিলা বা দারু নহেন; পরন্তু শিলাব্রহ্ম বা দারুব্রহ্ম। তিনি পূর্ণচেতনময় সচল বস্তু হইয়াও অচলের ন্যায় লীলা প্রদর্শন করেন। তিনি সকলের রক্ষক বা পালক হইয়াও ভক্তের রক্ষ্য ও পাল্য হইবার লীলাভিনয়কারী, মহাবক্তা ও মহাবিজ্ঞ হইয়াও মৌনী ও অজ্ঞ হইবার ভাণকারী। ইহাই ভগবানের অর্চ্চাবতার বা শ্রীমূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য। ভগবান্ যেরূপ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগজ্জীবকে কৃপা করেন, তদ্রূপ শিলাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াও শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহরূপে জগজ্জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। এমনি তাঁহার অপার দয়া!

'শ্রীবিগ্রহ' বলিতে নিত্য ভগবৎ-স্বরূপ বুঝাইলেও সাধারণতঃ প্রত্যেক অর্চ্চা-বিগ্রহকেই লক্ষ্য করে। ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার জন্য অর্চ্চাবিগ্রহে তাঁহাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়া সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবৎ-কৃপাবঞ্চিত আমরা মায়াবদ্ধ, তাই সময়ে সময়ে শ্রীবিগ্রহসম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে। সুতরাং প্রতিমূর্ত্তি-মাত্রকেই শ্রীবিগ্রহ বলা যায় কিনা? যে মূর্ত্তি সেবিত না হইয়া বিক্রয়ার্থ কিম্বা গৃহশোভার নিমিত্ত রক্ষিত হন তাহাকেও কি শ্রীবিগ্রহ বলা যায়? শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দ-স্বরূপ তথাপি শাস্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কেন? শ্রীবিগ্রহের বাহ্যমূর্ত্তিতে কোনও অঙ্গহানি ঘটিলে জলে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থাই বা আছে কেন? অবৈষ্ণব পূজিত শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করা যায় কি না? ইত্যাদি প্রশ্ন মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবানের পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চ শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন। পূজা-বর্জ্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং স্মার্ত্ত-বেদান্তি মায়াবাদিগণের দ্বারা সদজ্ঞানাভাবে পূজিত প্রতিমূর্ত্তিতে ভগবদ্রূপাদির অভাবহেতু উহা দারিক বা অভিব্যক্তির পুত্তলিকামাত্র; উহা ভগবদ্ভক্তের উপাস্যবিগ্রহ নহেন।

শ্রীবিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাবিধানের তাৎপর্য্য এই যে—অন্তর্যামী ভগবান্ উদাসীনভাবে সর্ব্ব জীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেবাবৃত্তির উদয়ে সেবাপর চক্ষে জীব ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। ঐ সেবাপর বৃত্তিকে জাগরিত করিতে হইলে জগন্মন্দিরে নিত্য সেব্যবস্তুর প্রাকট্যসাধনের প্রয়োজন হয়। তাহারই প্রারম্ভস্বরূপ বহির্জ্জগতে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা করা হয়। যিনি ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ সেই স্বরূপকে ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। শাস্ত্র বলেন, শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ জগৎ জড়চেষ্টাপরতা হইতে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হয়। প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা। শ্রীভগবান্ই সর্ব্বজীবের আশ্রয় ও প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলিতে সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করাই বুঝায়। ভগবান্ শ্রীবিগ্রহরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই। তথাপি ঋষিগণ অর্চ্চন-মার্গে জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভোগময়ী বুদ্ধি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহের অঙ্গহানি হইলে জলে নিক্ষেপ করিবার যে ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখা যায় উহা অর্চ্চকগণের অসুর বিমোহন ও ভক্তাভিবর্দ্ধন-লীলামাত্র। ঐ বিধি প্রাকৃতগণের আবাহন-বিসর্জ্জন বা ভাঙ্গা-গড়া নহে। উদাহরণ স্বরূপ যথা—ভগবানের জন্ম, ক্লেশ, নিদ্রাদি অষ্টাদশ প্রকার দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও শিশুপালবধাদি জন্য গোচারণ লীলায় পরিশ্রম ও নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ভগবানে ঐ গুলি না থাকিলেও ভক্তগণের সেবাপ্রবৃত্তি উদ্রেকের নিমিত্ত তিনি ঐগুলি স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করা মহা অপরাধ।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।

প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

শ্রীবিগ্রহ যখন সাক্ষাৎ ভগবান্ তখন তিনি যেখানেই থাকুন, তিনি আমাদের প্রণম্য। যেমন শ্রীনাম-উচ্চারণকারীরই দোষ, নির্দ্দোষ, নিরপেক্ষ শ্রীনামের কোন দোষ নাই, সেইরূপ নিত্যপূজ্য অর্চ্চাবতারের শ্রীচরণে অপরাধী পূজকের দোষ থাকিতে

পুরুষাভিমান

আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া বহির্জীব এই জগতে অনাত্মপ্রতীতি হেতু অজ্ঞোপাধি-যুক্ত হইয়া নানা অভিমানে প্রমত্ত থাকে। তন্মধ্যে পুরুষাভিমানই জীবকে সত্যপথে উপনীত হইবার পথে অধিক বাধা জন্মাইয়া থাকে। সাধু-গুরু-শাস্ত্র বলেন, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণ, আর জীবমাত্রেই প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণভোগ্যা। যে স্থানে কৃষ্ণদাস্যের পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ, সেইখানেই জীবের পুরুষাভিমান বা স্ত্রী-দর্শন। এই স্ত্রীদর্শনের বিষয় ফল সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত খেদের সহিত বলিয়াছেন,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

এই ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন, স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

পারে, তাহার প্রাকৃতবুদ্ধিতে প্রদত্ত বস্তু ভগবান্ গ্রহণ না করিতে পারেন সেইজন্য অভক্তের নিবেদিত বস্তু—যাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই, তাহা গ্রহণ করা যাইবে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীবিগ্রহ কি দোষ করিলেন? যেখানে শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্দর্শন সেখানে প্রণতি স্বাভাবিকী। শ্রীমন্মহাপ্রভুও ইহা আমাদিগকে স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। এমন কি তিনি দেবতাদিগকেও প্রণামের লীলা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তি চাহিয়া লইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি ভক্তের লীলাভিনয় করিলেও ভক্তানন্দ বর্দ্ধন ও ভক্তমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তিনি চলিয়াও থাকেন, এমন কি ভক্তবৎসল তিনি ভক্তের জন্য সাক্ষী দিতে এবং ক্ষীর চুরি করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, ইহার অনন্ত সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাইয়া থাকি। যাহারা শ্রীবিগ্রহে ভগবদ্বুদ্ধির অভাবে মাটীর-বুদ্ধি পোষণকারী, তাহারা নারকী। শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু
নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-
সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব জগতের যাবতীয় দৃষ্ট পদার্থসমূহে নিজ ভোগ্যজ্ঞান করায় নরকোন্মুখ হইতেছে এবং ঐরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধির ফলেই বিশ্ব ও বিশ্বস্থিত বস্তুকে দুঃখপ্রদ জানিয়া ত্যাগী সাজিয়া বসিতেছে। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তে ভোগ বা ত্যাগরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণলালসার কোনটীই থাকিতে পারে না। জগতে দেখা যায়, অনেকে বাহ্যে সন্ন্যাসাদির বেশ ধারণ করিয়াও অন্তরে পুরুষাভিমান বজায় রাখিয়া যে সকল কার্য্য-কলাপাদি প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরুষাভিমান অনেক সময় অন্তর ছাড়াইয়া বাহিরেও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আবার ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থগণেও এরূপ অভিমান হইতে দেখা যায়। আমি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, আমি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র প্রভৃতি অভিমানও পুরুষাভিমানেরই অন্তরে। কোনও প্রকার উপাধি থাকা-কালীন ভগবদ্দাস্যাভিমান ভাব-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসের স্বরূপ জানাইয়াছেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণা-
মৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

জাবের দেহাত্মবোধ ও ভোগাভিমান হইতেই পুরুষাভিমানের উদয় হইয়া থাকে। স্ব-স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে কেবল ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবকাভিমান ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অভিমান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা নিজেকে এইরূপ পুরুষাভিমান হইতে মুক্ত করিয়া এক অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমের সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তকে কোন বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্তকে নিজাপেক্ষা নিম্নাধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ অভিমানের নিরর্থকতা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার গানে ব্যক্ত করিয়াছেন—

সন্ন্যাস-বৈরাগ্য যথা, সেই আশ্রমের নাথ,
তাহে কভু না কর আদর।
সে সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
সাজিবেক পথ নিরন্তর॥
তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
সে প্রেমের শিক্ষা কর মন।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল॥
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, প্রাকৃত জন-গণ,
ছুকারি ছুকারি সদা গাও॥

প্রাকৃতকে পিছনে রাখি কত্তু পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, চাকদহ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী গৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বাস্তুবিদ্যাবিভাগে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতার শ্রীশ্রীবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ স্থাপিত। শ্রীমঠে শ্রী, সংকীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা-সভায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের পাঠ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ইংরাজী পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রমী শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) শ্রীনন্দ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)।

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাদ অধিকারী।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিভাবনগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রাতুপাড়া, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীলোকনাথ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাইগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুখকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়ি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাস।

(২২) সুন্দরবন গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড পার্ষদপাড়া

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেকসারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্ব্যালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌর-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীধাম্য মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতনদাস ব্রজবাসী ভক্তিমত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলিয়াতলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাইনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

কলিকাতা চাউল—

[illegible]	প্রতি মণ
পাটনাই	৬॥০
বাঁশমতী চাল	৫৸০
বালাম	৫৲
দাদখানি	৭৲-৭॥০
কাটারিভোগ	৫॥০
ঝিঙ্গাশাল নূতন	৪৵০
পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন	৪৲
[illegible]	৩৸৴০

আতপ—

আতপ	৪	৩॥০
পেশোয়ারী	১০৲	১০।০
কাটারিভোগ আতপ	৫।০-৫।৵	
দাদখানি	৫৲ ৫৵০	
[illegible] আতপ	৫।০-৫॥০	
[illegible]	৮৲	
রেঙ্গুন	৩৵০	

চিনির দর

টাটন	১০।৴
১০০০ [illegible]	১০৴
[illegible] দানা	৯।০
দানা	৮।০—৯৵
লাল	৭৸৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪।০
	২২৲
[illegible]	৫৯।০

পাটের দর

—	৪০৸০
—	৪০৸০
—	৪১।০
[illegible]	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
	৬৲—৬৸৵০
[illegible]	৫৸০—৫৸৵০
[illegible]	৫৵০—৫৸৵০
[illegible]	৫৲—৫॥০
[illegible]	৪৸০—৪৸৵০
[illegible]	৪।০—৪৸৵০
	১৸৵০—১৸০
	১৸৵০—১৸৵০

[illegible] দর

৪৬৲
৫৭৲
৪৭৲
৪৩৲

গাঁজিয়াম	৪১।০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
মাঝা গাঁজা	

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টিটাগড় তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৵০—৯৸৴
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা ষ্টেণ্ডার্ড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০।৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
এঙ্গেল (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
চ্যানেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	;৵০
২৪ গেজ—	১৪॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।।
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩।০—
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৬॥০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চি ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন পাতি, গোল্ডট্. সকালে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১।০
যু. ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲
চটকলের হামদাস ৫৵০, পাটের হামদাস ৬॥০	
কুলার হামদাস ৪॥০	

জুতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আর্মেন্ সোনার কাইন	৫৪
জিট্ন আমেন কয়কড	৪০৲
করাতি ভুবনিব কাইন	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন্	৫১৲

মেদিনীপুর মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮।০
[illegible]	১৬।০—১৭৲
[illegible]	১০।০—১১।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স লিঃ
জি-৫ জনাহার ঘাট সোসাইটী, বড়বাজার
কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৯,	১০—৩১,	১৩—২০	১৭—৩৮	১৯—	
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৪,	২০—৩৪	
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০	১°

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

ফোন [illegible]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বঙ্গলায় বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের কৃপাপাত্র পরবিদ্যানিষ্ঠিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	১০	৵০	৵০	
"	ইঞ্চ ২	১।০	১।০	
সিকিকলম	৫	৪	[illegible]	
অর্দ্ধকলম	৮	৬	৬	
এক কলম	১৫	১০	১০	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি গ্রহণে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	[illegible]
" সিকি কলম ১৫	[illegible]
অর্দ্ধকলম ২৪	[illegible]
এক কলম ৪০	[illegible]

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	[illegible]
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যা, ভিন্ন ধরণ।

"শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ পূর্ব্বতন অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ 'ভাগবতরত্ন' সত্যরাজ-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সৌভাগ্যবান এবং পরিণত লেখনীর অমৃতফল। আধ্যাত্মিক গবেষণায় দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভাবার্থের সৌন্দর্য্য-পাঠে বহু দর্শন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুন্দর মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও প্রত্যেক লেখকের বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সন্ন্যাস গৌড়ীয়মঠ, রাজশাহী বঙ্গ.....; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৬৲ স্থলে
মাত্র ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা "গৌড়ীয়" এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক পারমার্থিক পত্রিকা "ভাগবত" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হয়। ১৬এ,নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস
কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র আদর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২২শে অক্টোবর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৯২]

বিবিধ সংবাদ

——(০(০৪০)০)——

চীন ও জাপানের সংগ্রাম

উত্তর চীন এবং সাংহাইতে গত সাত দিন উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে। জাপানের আক্রমণমুখে চীনের রক্ষা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মার্শাল চিয়াং-কাইসেকের পূর্ব্বপূর্ব্ব শত্রু কোয়াংসীর গভর্ণর ... হু-চু এবং কোয়াংসির গভর্ণর ... জেনারেল চিয়াং গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগদান করিয়াছেন। কোয়াংসির দুইলক্ষ সৈন্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এখন প্রস্তুত। জাপানীরা বহুসংখ্যক চীনা সৈন্যের প্রত্যেককে ... উপায় করিয়া বন্দীদের বিনাশ ... খাইয়াছে; কিন্তু চীনারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিয়াছে।

উত্তর চীনের শান্সিতে চীনারা এখন ... দিকে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ... চীনা সৈন্যরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং ... আক্রমণে জাপ সৈন্যরা পলায়ন করিয়াছে। চীনা-ওয়াংচীর দক্ষিণ ভাগ ... অধিকার হইয়াছে এবং ... দখল করিয়াছে। আর একদল জাপানী সৈন্য ... আক্রমণ করিয়া ... জাপ বাহিনীর ... আক্রমণ করিয়া ঢুকিয়াছে।

উত্তর চীনে জাপানীরা পিকিং-হ্যাংকাও রেলপথ ধরিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গত ১২ই অক্টোবর সংবাদ আসে যে, জাপানীরা হোপেইর অন্তর্গত চিয়াঙ জাং ও উহার ৫০ মাইল দক্ষিণে ... এবং ... সহর দখল করিয়াছে ... অগ্রসর হইবে ... তাহারা ... ও ... সহরও অধিকার করিয়াছে। ১০ই তারিখে সংবাদ আসে ... জাপানীরা ... রাজধানী তাইয়ুয়ান ... হইতে ৫০ মাইল দূরে সিনকো সহর দখল করিয়াছে। ইহার পরই চীনা অভিযান সুরু হইয়াছে। সিচিয়াচ ওয়াংএর পতনের পর চীনারা উত্তর কোনাণে ব্যূহ রচনা করিয়াছে।

——

রাণাঘাটে সন্তরণ প্রতিযোগিতা

'রাণাঘাট নিখিল বাংলা সাঁতার' উদ্যোগে গত রবিবার, ১৭ অক্টোবর 'অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় সময় নদীয়াজেলার সাঁতারুগণের মধ্যে এক 'তিন মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা' হইয়া গিয়াছে। ১১ জন সাঁতারু উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতাটি চূর্ণি ব্রীজ হইতে আরম্ভ হইয়া রাণাঘাট কেরীঘাট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। প্রথম ৭ জনকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ... চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় রাণাঘাট ... পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত সভার এবং রাণাঘাট ফুলবাটে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। প্রথম সাঁতারুকে 'মহালক্ষ্মী সন্তরণ কাপ' এবং একটি মেডেল দেওয়া হয়। অপর ৬ জনকে নানাবিধ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘট

মজুরী বৃদ্ধির দাবী করার ফলে কলা-বাঁধের কোন এক এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার খনির শ্রমিকদিগকে মারপিট করেন বলিয়া প্রকাশ, ফলে শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করে। ১৩ই অক্টোবর অপরাহ্ণে এক সভায় সমবেত হইয়া তাহারা স্থির করে যে, তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি করা না হইলে এবং এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হইলে তাহারা কাজে যোগদান করিবে না।

ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সর্ব্বশেষে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে রায় বাহাদুর এইচ পি ব্যানার্জী এবং শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বৈঠকের ফলে ১৯শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মঘটের অবসান ঘটিয়াছে। শ্রমিকদের দাবী গৃহীত হইয়াছে এবং তাহাদের মজুরীর হার বর্দ্ধিত হইয়াছে। ম্যানেজার সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থিত হইয়াছিল, আপোষ মীমাংসা হওয়ায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাহা আর উত্থাপিত হয় নাই। ধর্ম্মঘট শেষ হওয়ায় যে সকল পুলিশ প্রহরী মোতায়েন হইয়াছিল তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধবিরতি দিবসের অনুষ্ঠান

সম্রাট ১০ই নবেম্বর ভারতে যুদ্ধ-বিরতি দিবসের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বেলা ১১টার সময় ২ মিনিটের জন্য সকল সাধারণ কার্য্য স্থগিত থাকিবে, কেবল রেলগাড়ী এবং জলযান-চলাচল সম্পর্কে ঐ নির্দ্দেশ প্রযুক্ত হইবে না।

গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর আশা করেন যে, সম্রাটের প্রত্যেক প্রজাকে প্রকৃত সম্রাটের এই ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করিবে। প্রত্যেক স্থানেই রেলের ১০টার সময় উক্ত অনুষ্ঠান পালিত হইবে।

——

দিনাজপুরে ভীষণ নৌকাডুবি

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার গঃ বুড়াপাড়ার নৌকাডুবির ফলে দুইশতকে ৬ জন যাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যাত্রীবাহী নৌকাখানা হাটের নিকট কাঞ্চনাই নদীতে পারাপারের সময় এই দুর্ঘটনা হয়। নৌকাখানিতে দুই শতাধিক যাত্রী ছিল। উহা মাঝনদীতে আসিয়া জলমগ্ন হয়। সেইটি বেশী চওড়া নহে। নদীর বাধার পরিচিত সকল দিনিসপত্র ডুবুরি খাদ্য ... জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবকে খবর দেওয়া হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ও পশ্চিমা। অনেকেই হাটের বেসাতিসহ ডুবিয়া গিয়াছে।

ট্রেজারি হইতে ৫ লক্ষ টাকা উধাও

গত ১লা অক্টোবর মতিহারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নূতন ট্রেজারীর চার্জ বুঝিয়া লইবার সময় ট্রেজারীর বিশেষ সিন্দুকের কয়েকটি থলিতে টাকাকড়ি কম-বেশী হওয়ায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দৈনন্দিন কাজ চলার উপযুক্ত ৫ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট ও নগদ প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা পৃথক রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকাকড়ি সিন্দুকে তালাবদ্ধ করিয়া শীলমোহর করিয়া দেন। তিনি আদেশ দেন যে, পূজার বন্ধে ৮ই অক্টোবর তারিখ হইতে সমস্ত টাকাকড়ি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে চার্জ দিতে হইবে। ট্রেজারীর সহকারী মিঃ ... কয়েক দিনের ছুটী প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহা নামঞ্জুর হয়। ৭ই অক্টোবর রাত্রে সহকারী মিঃ ... হঠাৎ উধাও হন। তাঁহার বাড়ীর লোকেরা বলেন যে, তিনি মজঃফরপুর গিয়াছেন এবং বৈকালের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। ১১ই তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ১১ই তারিখে সহকারী মিঃ ... পাটনা হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট টেলিগ্রাম করেন যে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের) বাড়ীতে হাজির হইবেন। ১২ই তারিখে সহকারী হাজির হইয়া নাকি স্বীকার করেন যে, ট্রেজারীতে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঘাটতি আছে। তাহার পর এস পি ও পুলিশের নিকটও না কি তিনি দোষ স্বীকারোক্তি করেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পাঠান হয়।

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত—

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ২৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible]-আচরণ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সংহতি ৷৵০
২২। তত্ত্ব-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিন-দর্পণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। [illegible] /০
৪৬। [illegible] /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ [illegible]
৫৭। শ্রীশোপনিষদ্ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভূতিঃ ।০
৬৩। [illegible]-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবরত্নম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৷/০
৬৭। নারায়ণবর্ম্মন্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ [illegible] অব বেদান্ত ।০
৭০। [illegible] /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ; পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া.
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—অধ্যাপক শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible] সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক; [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক [illegible] ভিক্ষা ৩।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—[illegible] ভাষায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ,
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মল শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে জগৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
ডবল-ক্রাউনের প্রকাণ্ড রয়াল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১৬শ বর্ষ ৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২২শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১২তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

পূর্ণিমাতে উর্জ্জব্রত আরম্ভের প্রথম দিবসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার প্রত্যুষে ৬ঘটিকায় শ্রীমঠের নাটমন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া শ্রীনামিকার হরিনাম গ্রহণ এবং মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করেন। মঙ্গলারাত্রিকের পর তিনি পঞ্চতত্ত্ব নাম কীর্ত্তন করেন এবং পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণের সুযোগ প্রদান করেন।

উর্জ্জব্রতকালে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগত সকল বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট নিয়তই হরিকীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধামে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সমাগম

গৌড়ীয়দিগের অন্যতম সম্পাদক গৌড়ীয়দর্শনাত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ১৭ই অক্টোবর শ্রীধাম-মায়াপুরে লণ্ডন হইতে প্রথম শুভবিজয় করিলে ঐ দিবস এবং তৎপর দিবস একটী বিশেষ সভায় তাঁহাকে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ অভিনন্দিত করেন।

গত ১৭ই অক্টোবর সভার পর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু বৈষ্ণবদিগের শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী বি-এস-সি মহোদয় সহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করেন।

গত ১৮ই অক্টোবর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু, শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবু ও অপর বয়োবৃদ্ধ শ্রীধামবাসী ভক্তসহ প্রত্যুষে সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা ৯॥০ ঘটিকায় মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভবিজয় করেন। সংকীর্ত্তনযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু মহাভাগবত ও ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড প্রথম অধ্যায় পাঠ করেন। পাঠের পর ভক্তগণ ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু শ্রীমঠের সেবাকার্য্যাদি পরিদর্শন ও ভক্তগণকে উৎসাহিত করিয়া বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন পরিচালন করিতে করিতে তথা হইতে নৌকাযোগে রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাভিমুখে রওনা হন। রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে বহুক্ষণ যাবৎ সংকীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। তথাকার ভক্তগণকেও উৎসাহিত করিয়া গোস্বামীজী অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সায়ংকালে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করেন।

ঐদিন উর্জ্জব্রতের অধিবাস দিবস। সভার পর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসন নাট-মন্দিরে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থের প্রথম কিরণের প্রমাণ নির্দ্দেশক প্রথম শ্লোক—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সর্ব্বান্তঃপাতী পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ জন্য শ্রীধামবাসী সকল ভক্ত এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৯শে অক্টোবর বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, হরিপদ দাসাধিকারী প্রভৃতি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন।

শ্রীত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে শ্রীবাসুদেববিগ্রহসহ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

বিশ্বভক্তিপ্রচার-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পাশ্চাত্যে ভারপ্রাপ্ত প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু Mr. W. H. Burchett সহ গত ৩।১০।৩৭ তাং পুরী হইতে কটক যাইবার সময় শ্রীত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি সহ তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে অভিনন্দিত করেন। মঠসেবকগণের অনুরোধে গোস্বামী প্রভু গত ৫।১০।৩৭ তাং ৩টার কটক হইতে শ্রীশ্রীবাসুদেববিগ্রহ সহ প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে অবতরণ করিলে শ্রীশ্রীগৌরভক্ত-বৈষ্ণব ও গোস্বামী প্রভুর ভক্তগণসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমঠে আনয়ন করেন। পরে শ্রীমঠের ভুবন-মাধবী এবং তথাকার শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর জীউকে দর্শন করাইয়া স্থানীয় শ্রীবিন্দু-সরোবরের দক্ষিণদিকের ঘাটে শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহকে স্নান করাইয়া শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের সেবক পাণ্ডা গোস্বামী প্রভুর গলদেশে প্রসাদী মাল্য প্রদান করেন। শ্রীশ্রীভগবানের মহারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগৌরবাসুদেব-বিগ্রহকে দর্শন জন্য বহু লোক উপস্থিত হন। শ্রীমঠসেবকগণের পক্ষ হইতে গোস্বামী প্রভুকে একটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। অভিনন্দন-পাঠান্তে গোস্বামী প্রভু একটী বক্তৃতা করেন। সভাতে বহু লোকের আগমন হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আফিসের উচ্চতম কর্মচারী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিলে গোস্বামী প্রভু প্রাঞ্জলভাষায় শাস্ত্রপ্রমাণসহ তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। তৎপর ৮টার সময় শ্রীমঠ হইতে রওনা হইয়া ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হন। গোস্বামীজী তথাকার স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত এক্সাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত রাধানন্দ দাস মহোদয়ের নিকট প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সজ্জনের প্রচার বিষয়ও তাঁহারা অবগত হন এবং শ্রীবাসুদেববিগ্রহ দর্শন করেন। তৎপর গোস্বামী প্রভু রাত্রি ৯টার এক্সপ্রেসে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন।

সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ঢাকা জিলার হটাঘোলা পোষ্ট অফিসের অধীন জগদীশপুর গ্রামনিবাসী ঢাকা রায় সাহেবের বাজারের মার্চেণ্ট শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী মহোদয় গত ২৫শে আশ্বিন সোমবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে তদীয় পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীপাদ ভাগবত ব্রহ্মচারী প্রভুর পৌরোহিত্যে সাত্বত-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই কুকর্ম্ম হয় পাপের প্রধান। অনুতাপে কৃষ্ণ কৃপা করেন তৎক্ষণে॥

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির, ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ বা লেখা প্রভৃতি অর্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান নিত্য বিরাজমান

৬ষ্ঠ খণ্ড

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ দামোদর তিথি গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

—:০:—

শ্রীগুরুতত্ত্ব

আমরা লঘু হইতে লঘু, তদপেক্ষাও লঘু। আর গুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহত্তম সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হ'তে বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন ব'লে কৃষ্ণের প্রিয়তম। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়গণের মধ্যে আমার মঙ্গলদাতা গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। গোস্বামি-ঠাকুর—যাঁরা এতে বাস ক'রে ছলেন, তাঁদের বিচারে পাই, কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের মেলেই লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়; শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়-জাতীয় ভগবদ্বিচার ক'রতে হ'বে।

শ্রীগুরুদেবে যাঁহাদের পাঁচ প্রকার বিচার প্রতিষ্ঠিত। যাঁ'রা মধুর রসে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মকে আত্ম বার্ষভানবী ব'লেই জানেন। যাঁ'রা বাৎসল্য রসের প্রার্থী, তাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নন্দ-যশোদাদির প্রকাশবিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁ'রা সখ্যরসের প্রার্থী, তাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখা ও তাঁ'দের প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশবিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁ'রা দাস্যরসের সেবক, তাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদি নন্দের ভৃত্যবর্গের প্রকাশবিশেষ ব'লেই জানেন। আর যাঁ'রা শান্তরসের সেবক, তাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যমুনা-নীর, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু প্রভৃতির প্রকাশ ... জানেন। ... গুরুপাদ ... শ্রী ... ।

করেন, তিনি মূল আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়-বিগ্রহ।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় ও অনর্থমুক্তাবস্থায় শ্রীগুরুদেবের দর্শনভেদ আছে। অনর্থযুক্তাবস্থায় ভোগ্যজাতীয় দর্শন ও অনর্থমুক্তাবস্থায় সেব্যদর্শন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে প্রকার সেবা করেন, তদাশ্রিতগণেরও সেই প্রকার বিচার থাকবে। আমি এক দিকে চললাম, আর শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা অন্যরূপ, তাহ'লে অভক্তি হ'য়ে গেল। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কৃপা করে আমাকে এমন কৃপা ক'রুন, যেন আমার এমন যোগ্যতা হ'ক যে, আমি রূপানুগ পথের অনুসরণ ক'রব।

আগেই আমরা লৌকিক গুরু বা দৈহিক গুরু হ'তে চাই; সাধনভক্তির পূর্ব্বে ভাবভক্তি দেখাতে চাই। পাছে উঠতে না উঠতেই এক কাদি! সাধনের নামে ভোগের জন্য ও ত্যাগের জন্য ত' অনেক যত্ন করলাম, কিন্তু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য কি যত্ন ক'রেছি? এ বনে আমার মত তাল, সে বনে তার মত তাল, এ রকম পরস্পরে বিবাদ দেখে যদি মনে করি আমি নির্জ্জন ভজন ক'রব, সেখানেও যে বিপদ! জিজ্ঞাসা করি—আমার ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিই বা এমন কি বিশ্বাস আছে? আমি যে আমাকে মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঠিক ব'লে মানছি তার কি তাৎপর্য আছে? কর্ম্মপথে, জ্ঞানপথে ও যোগপথে অসুবিধা আছে ব'লে ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ, কিন্তু তাতেও আবার কোটী কণ্টক। যদি ভগবান্ চৈতন্যদেব বুদ্ধি ভাল ক'রে না দেন, তবে লোকের সঙ্গে কেবল ঝগড়া ক'রব, নিজের বা পরের কা'রও মঙ্গল ক'রতে পারব না। বাস্তব বস্তুর ছায়া এ জগৎ। বিবর্ত্তনই সংসার। আমার ভোগ্য পদার্থ ও কৃষ্ণের ভোগ্যপদার্থ সমজাতীয় নহে। যেমন এ জগতে দেখি পিতৃভোগ্যা (মাতা) আমার ভোগ্যা নহে।

সকলেই হরিভজন করছেন, আমিই করতে পাচ্ছি না, এই বিচার না আসলে মহতের পাদপদ্মে শ্রদ্ধা কখনও হয় না। শ্রীগুরুদেব আবার তাতেই নানা অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট ও অনভিজ্ঞ মর্ত্ত্য জীব অথবা আমাপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ—এই বিচার আসলেই বিশের প্রভু হ'য়ে গেলাম। তখন ভগবদ্ভজন (?) সব চুলোয় গেল।

যিনি আমাকে প্রতি পদে পদে কি ক'রে কৃষ্ণসেবা করতে হয়, কি ক'রে আশ্রয়জাতীয় ও বিষয়জাতীয়ের সেবা করতে হয় তা শিক্ষা দেন, সর্ব্বদা অনুকূল বিষয়-জ্ঞান জানিয়ে দেন, তিনিই গুরুদেব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পাশ্চাত্যদেশে গৌড়ীয়-বাণী-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত সেবকবর গৌড়ীয়-মিশনের সহকারী সভাপতি, গৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহা-মহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী-প্রভুর পাশ্চাত্যদেশ হইতে বঙ্গদেশে প্রথম প্রত্যাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-আরতি

-::(০)::-

শ্রীচৈতন্যবাণীর অপ্রাকৃত দূত! জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে আপনাকে সমগ্র পাশ্চাত্যপ্রদেশে গৌড়ীয়বদনের বাণীপ্রচারের ভারপ্রদানের নিদর্শনরূপে 'আপন দশার মালা' এবং গোবর্দ্ধন, গণ্ডকী ও গোমতী' চক্রত্রয় স্বহস্তে আপনাকে প্রদান ক'রিয়া, একসঙ্গে আপনাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম উৎকলপুরুষোত্তম পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া, আপনাকে লণ্ডনের পথে পৌঁছাইয়া দিয়া আপনি যে "দূরেকন্তে পুরুষোত্তমাৎ"—এই বাস-বাণীর সেবক, ও শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী-বাহক প্রভু-শক্তিসঞ্চারিত শ্রীরূপানুগ নিজ-জন, তাহা সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

হে রূপানুগ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ! আপনি গত বৎসর শ্রীব্যাসদেবের বিজয়োৎসব ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু ভগবৎপাদাচার্য্য শ্রীল আনন্দ-তীর্থ মধ্বমুনির আবির্ভাব-তিথি-পূজার প্রাক্কালে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের অনুবন্ধ্যা করিয়া গত ১লা নভেম্বর অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের ঠিক দুইমাস পূর্ব্বে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছিলেন। আবার শ্রীব্যাসদেবের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাবির্ভাবের প্রাক্কালেই পাশ্চাত্যদেশে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৌড়ীয়-মিশনের যিনি জীবাতু-স্বরূপ, আমাদের সকলের সেই জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গুরু-কৃষ্ণ-ভোগলোলুপ জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া আজ স্বেচ্ছায় প্রকট-লীলা সংগোপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বে (২১।১২।৩৬ তারিখে) দয়ালাবী লীলায় অভিনয় করিয়া যে শেষ পত্রটি আপনার নিকট লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত অভিলাষসমূহ শ্রীরূপানুগবৈভব-চিত্তবৃত্তি ও একায়ন-পন্থী শ্রীরূপ নিজ-জনগণের বিচারের কথা জানাইয়াছিলেন। আপনি শ্রীরূপানুগ-পথে আরূঢ় বলিয়া আপনার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপপাদপদ্মের অপ্রাকৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে আপনি তখন অতি দূরদেশে অবস্থান করিলেও শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের সহিত আপনার হৃদয়ের যোগ-সূত্র সংযুক্ত ছিল। আপনি তাঁহার শেষ চরমবাণী শ্রবণ করিয়াছেন।

হে গোষ্ঠবিহারি! আপনার অপ্রাকৃত গুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ সেবার ফলস্বরূপ ম্লেচ্ছদেশেও অচিন্ত্য অলৌকিক-ভাবে শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহ শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর প্রেমসাধ্য গোপালের মত পূর্ব্বাহ্নে স্বপ্নপ্রদান ও আপনার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে অপ্রাকৃত শ্রীনামের নৃত্য করাইয়া লণ্ডন নগরের ওয়েষ্ট কেনসিংটন্ পল্লীতে গত ২রা আষাঢ় বুধবার প্রকট হইয়াছেন। আর একটি অলৌকিক বিষয় এই যে, সেইদিন কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মুখ্যাভিষিক্ত ও নির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে আচার্য্যাসনে অভিষিক্ত করিতেছিলেন। ঠিক সেইদিন আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আত্ম-প্রকাশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে।

হে নিত্যানন্দাত্মজ পতিতপাবন প্রভো! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে 'সত্যানন্দের অনুজ অর্থাৎ বংশধর এবং ভক্তিসার-পালকারী গোস্বামী বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ধৃত বিলাসোক্ত বিচারানুসারে ম্লেচ্ছদেশেও গোমতী-গোবর্দ্ধন-গণ্ডকী-বিগ্রহ একনিষ্ঠায় অর্চ্চন-সেবা প্রচার, আর শ্রীবাসুদেব-মহাপ্রভুর প্রাকট্যে যাহা "বিষ্ণোঃ দুরাধ্যশির পুরুষাঃ……… ইত্যাদি ভক্ত একবিংশতি মঞ্জু"—এই তাৎপর্য্যের দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত বাক্যের সার্থকতা ও আপনার পতিতপাবন নাম বোধগম্য হয়। শ্রীল প্রভুপাদ আপনার প্রতি ঐ সকল কথার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই আপনি শ্রীল প্রভুপাদের "বাঁহাদের অক্ষরার্থ থাকিয়াও সদা দহ দাব"—এই প্রভুপাদ প্রচারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আত্ম-নিষ্ঠ

কৃষ্ণ যারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। যারা আকর্ষণ হাতে লইয়া দুর্ব্বল।

বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে বিরচিত বাসুদেব-মহাপ্রভুর নাম-কীর্ত্তন ও লণ্ডন-বাসুদেব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশিত বিষ্ণু-মন্দির-নির্ম্মাণে ব্রতী হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আপনি এই অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বত্র আপনার অলৌকিক প্রভাব, সম্পদ্ ও সহকারি-বিহীন হইয়া একাকী কেবলমাত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কৃপা সম্বল করিয়া তদ্দেশীয় [illegible] ব্যক্তিকেও শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। আপনা-স্বপ্রকাশিত তদ্দেশীয় এক মূর্ত্তিমন্দিরা [illegible] আজ আপনার অবস্থানে এই [illegible]-শ্রবণ-সদনে আলোকিত সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

হে অপ্রাকৃত বাগ্মিবর! আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে লণ্ডনে শ্রীচৈতন্যবাণীর যে সেবা-কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব। গত ২২শে জুন বর্ত্তমান মহামান্য ভারত-সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট্-জননী মহামান্যা মেরী মহোদয়ার নিকট বাকিংহাম রাজ-প্রাসাদে স্বয়ং আপনি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৬শে এপ্রেল লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন হলে ভারত-সচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে আপনি 'ভগবদ্ভক্তি' সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব অভিভাষণ এবং ৭ই জুলাই International Assembly of World Fellowship of Faiths" নামক সভার অধিবেশনে লণ্ডনের City Temple এ "Fellowship of Worship' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করিয়া কেবল সমগ্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধি নহে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মহা মঙ্গলের এক বাস্তব যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। অতঃপর ২৩শে জুলাই বিশ্বধর্ম্ম মহাসভার (World Congress of Faiths) অক্সফোর্ড টাউনহলে "World's need of Religion" সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অক্সফোর্ড কলেজে কালকাদের ভারত ও পারস্য সংস্থার অপূর্ব্ব যৌক্তিক-সৌলভ্য ব্যাখ্যা-প্রভাবে অক্সফোর্ডের সজ্জনমণ্ডলীর চিত্তজগতে এক যুগান্তর সূচনা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু সাধারণ স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে আপনি বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। লণ্ডন-বাসুদেব-গৌড়ীয়মঠে আপনার প্রাণস্পর্শিনী হরিকথা কীর্ত্তনে, বহু সজ্জন-মণ্ডলীর সহিত আলাপ-আলোচনায় ও শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-কীর্ত্তনে সর্ব্বক্ষণ মুখরিত হইয়াছে।

হে ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-সেবকবর! পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর বর্ত্তমান দিনের পূর্ণভক্তি-শুদ্ধি সংরক্ষণার্থ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কিঙ্করগণের কবল হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত ও [illegible] লোকজনকে [illegible] গৌড়ীয়দিগনের অভিনবত্ব [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে জীবন্মৃত সেবকগণকে আশা ভরসা ও উৎসাহের আলোক প্রদানের জন্য অভিনব শ্রীবাসুদেব-দাসের আদর্শ স্বরূপ প্রাকট্যের জন্য, গৌড়ীয়মিশনের পরিচালকসঙ্ঘের সহকারী সভাপতিরূপে আপনি আজ অল্প সময়ের জন্য ভারতে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। আপনি পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের বহু সজ্জনশিরোমণি ব্যক্তির হৃদয় আকর্ষণ করায় আপনার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে তদ্দেশীয় বহু সজ্জন সম্মিলিত ব্যক্তি আপনাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদানমুখে পুনরায় আপনার [illegible] জন্য অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ভারতে আপনাকে আমরা খুব বেশীদিন পাইবার আশা করিতে পারি না। বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদ যখন আপনাকে 'মিশনারি ইন্‌চার্জ অব ইউরোপ এণ্ড আমেরিকা'রূপে অভিহিত করিয়া তদ্দেশে শ্রীচৈতন্যবাণীর একমাত্র দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আমরা 'মার্কিনদেশেও যেন গৌড়ীয়ের বিজয় বিস্তৃতি লাভ করে'— শ্রীল প্রভুপাদের এই মনোহভীষ্ট আপনার দ্বারা সার্থকতামণ্ডিত হইবে—এই আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি। নিত্যভক্তগণের চিত্তস্রোতে খচিত উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible] পাদপদ্মদ্বয় নিত্যানন্দাত্মক বৈষ্ণবগুরুবর্গের উৎসাহ আচরিত হইবে। 'অনর্পিতচর [illegible] ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না।' সমগ্র পৃথিবীতে অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারফলে 'বাসুদেবানন্দ[illegible]' ধারা আচরিত [illegible] সহস্র সহস্র [illegible] ব্যক্তি গৌরনামের [illegible] হরিপ্রেমের বন্যায় সংস্নাপন করিবে—অপ্রাকৃত নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা আজ এই আশা ভরসা লইয়া আপনার অপ্রাকৃত পাদপদ্মে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ সাদর প্রণতি গ্রহণ করুন।

শ্রীহরিজনবৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থিক সম্পূর্ণ [illegible]

ভিক্ষা ঃ—১ম খণ্ড—৵০; ২য় খণ্ড—১৷; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

আমার কর্ত্তব্য কি ?

(শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী)

যে পর্য্যন্ত না আমি কি বস্তু, আমার স্বরূপ কি স্থিরীকৃত হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক যে—আমি কি বস্তু এবং আমার স্বরূপ কি? আমরা—আমার দেহ, আমার মন ইত্যাদি কথা বলিয়া থাকি, তাহাতে কি প্রমাণিত হয় যে আমি দেহ বা মন? না, তাহা হইতে পারে না। কেন না, যদি বলি যে আমার কাপড়, আমার ঘর, তাহাতে যেমন আমি কাপড় এবং ঘর না হইয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হই তদ্রূপ আমার দেহ, আমার মন—এই হিসাবে আমি যে দেহ ও মন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ বস্তু তাহা আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও বুঝিতে বাকী থাকে না। যদি আমার দেহটাই আমি হই তাহা হইলে আমার পিতা-মাতার দেহটাই আমার পিতা মাতা হইবে। যদি তাহাই হয় তবে পিতামাতার দেহ হইতে যখন আত্মাটী চলিয়া যায় তখন আত্মজ পিতামাতার মৃত দেহকে পোড়াইলে পিতৃমাতৃহত্যাজনক পাপ হইবে না কি? কই তাহা ত' হয় না। দেখা যাউক, এখন শাস্ত্রে আমার স্বরূপ সম্বন্ধে কি বলে।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
(গীতা ২।২০)

'আমি' বলিয়া যে বস্তুটী তাহার নাম জীবাত্মা। এই জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান (দেহের ন্যায় অনিত্য ও জন্মমরণশীল নহে); ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয় তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে না, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই; অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি হয় না; তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন; তিনি কিছুতেই হত হন না; জন্মমরণশীল শরীরের সহিত তাঁহার কোন স্বরূপসম্বন্ধ নাই।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
(গীতা ২।২২)

[illegible] যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান [illegible] জীবাত্মা বা দেহীও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করত অভিনব দেহধারণ করিয়া থাকে।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি
পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ॥"
(গীতা ২।২৩)

এই জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না। জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু দ্বারাও শুষ্ক হন না।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং
মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে
পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে
জগৎ॥
(গীতা ৭।৪-৫)

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা (জীবভূতা তটস্থাশক্তি)। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

উক্ত অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হইতে আমার পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরটি, মন, বুদ্ধি অহংকার হইতে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরটি পাইয়াছি। উভয় দেহই অনিত্য। স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলস্বরূপ এই দুইটী আবরণ আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

বস্তুতঃ আমি সর্ব্বকারণের কারণ, সকল আদির আদি সর্ব্বেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যস্বরূপা পরা প্রকৃতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছি। আমি চেতন হইয়াও অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া চঞ্চল

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
(গীতা ১৫।৭)

সর্ব্বকারণকারণ স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, জীব সকল আমার বিভিন্নাংশ ও নিত্য অর্থাৎ ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নয়। এই প্রপঞ্চে বদ্ধ হইয়া জীব প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় ভববোধে বহন করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

রাধাকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণ পানে চায় [illegible] চিত্তে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ-মূলমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রহ-রাজি-প্রচারকরে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রধানতঃ চৈতন্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীহরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ চাঁদগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীরামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্দ্দনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুবর্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবল্লভ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মণ্ডল-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর. পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যান্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীকেশবাবর

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) কাম্য গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ কাম্য, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ জোতোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং লেমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালাল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীভক্তগৌরাঙ্গসার্ব্বভৌমগিরিধারীর সেবা রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাধারমণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গিরিধারী সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণ ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম ম

পোঃ রাখবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ চিরুলিয়া, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীজয়নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

গ্লাষ্টার নং ২

৫১, ভার্ণনরোড

হ্যাম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

কলিকাতার বাজার দর।

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী মিহি চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
ঝুনা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বাদশা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৯৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৫॥০-৫॥৶
ঐ বাবরি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫॥০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৴০
দরিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাদকোলা দানা	৯॥০
কাশীপুর দানা	৮॥০—৮৶০
কাশীপুর লাল	৬৸৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
গিনি	৩৩॥০
টাকশালের বার	৩২৲
সভরেন	৫২॥০
রূপিবার	

পাটের দর

সাতক্ষে—	৪০৸০
নির্দেশ—	৪০৸০
উত্তম—	৪১॥০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

কাঠা ও অড়হর দর

দেশী মালা প্রতি মণ	৬॥০—৬৸৶০
লোকশাহী ঐ	৬৲—৬৶০
চাউলকোল ঐ	৫৸৶০—৫৸০
মুগী	৬৲—৬৶০
কাটা (মি)	৫৸০—৫৸৶০
কাটা নং (২)	৫৶০—৫৷৴০
কাটা (লাল)	৫৲—৫॥০
কাটা (বেলে)	৪৸০—৪৸৶০
কাটা নং (৩)	৪৸০—৪৸৶০
সোনাই	৪৸৶০—৪৸০
চুকি	১॥৶০—১॥৶০

গুড়ের দর

ঝোলা	৫৭৲
মাদারী	৫৭৲
সুন্দরী	৫৭৲
কাঠী	৪৫৲

পাটিয়ার	৪৸০
ভুরা	৪৬৲
লাবুলে	৩৬৲
বাজা বাতাসা	৩১৸০

লোহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৶০—৯৷৴
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৴
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮॥০—৯৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪॥০
২৬ গেজ—	১৬॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	১৬৸৶০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৬৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ	
সীস	৷৶১০—৸৶০
বাজার বেরা কাঁটা তার (বার্বিড)	১৭৲
শ্রেট কাটিং বা ফিট কাটা দর	৩॥০—
গাদি কাটিং ৩—৯ ফুট দরা	
	৯॥০—৬॥০ হন্দর
গোল বড় কাটিং দরা ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ ৩—১০ ঐ	৯॥০—১০॥০
টিন পাটি, বোল্টু, নাট্ ইত্যাদি	৮৲—৯৲
গোল রড বি-ইনকোল ও কয়েলিকেটর	
দর	৮৸০—১১॥০

নং ইস্পাত আনুমানিক ৪৬৲, নকল ২১৲

ঠেকনের হাতল ৫৶০, পাটের হাতল ৬॥০

কুলার হাতল ৪॥০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেদ লোলার কাইন	৫৪৲
সিট ও আমেদাবাদ	৪০৲
করাচি পুরানো কাইন	৪৩৲
আমেরিকা ধোয়া	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

রেশমের দর

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা মাল	৮৲
সুপারী সেদ্ধ	১৬॥০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১॥০
গোটা বরিশাল	১৫॥০—১৭॥০
নয়া নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

জগজ্জ্যোতি কুমার অধিকারী

এণ্ড কোং লিঃ

৮-৫ অখিল ধর্ম সোসাইটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম–মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর প্রকাণ্ড বাড়ী। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রদের খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়,

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপঘাট :	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪৩	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার জনপ্রিয়তা অধিক। বিশেষ দীর্ঘ সময় ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিলে এ্যারূপ অন্য ঔষধ সেবনের আবশ্যক হয় না। মূল্য বড় শিশি ৮০ আনা, ছোট বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের ভক্তোত্তম অন্যতম সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিকলমে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ১	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
সিকি কলম ১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল। আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের তত্ত্বসম্বন্ধ পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থে কবিতা ও আকৃতীর প্রচুর মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKAS

[illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible]

শ্রীবিদ্ [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] প্রবর্ত্তিত

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আকরমঠ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের [illegible] নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৯৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০)(০)——

সাংহাইয়ের উত্তরে চীনাদের বিপুল সৈন্যসমাবেশ

সাংহাই এর ঠিক উত্তর দিকে উহাং থাকিয় বলিয়া জাপানীরা যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারে সেজন্য চীনা সৈন্যাধ্যক্ষগণ বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। ঐখানে জাপ-বাহিনীর [illegible] তাহাং [illegible] যাইবার জন্য আবার চেষ্টা করিতেছে।

জাপ সমর বিভাগের এক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, সাংহাই, হ্যাঙ্কো ও মার্বিক-এর মধ্যবর্ত্তী স্থানটিতে এখন চীনের ৫৫টি ডিভিসন আছে। প্রত্যেক ডিভিসনের সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজার।

ঘোষণা করা হইয়াছে যে সকালেই বোমা ও গোলাগুলীর আঘাতে আকস্মিক [illegible] ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অসামরিক অধিবাসী মারা গিয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০৭ জন এবং আহত হইয়াছে ২৩৫৫ জন। ১৯৩২ সালের সমরে মারা গিয়াছিল ৭১ জন এবং আহত হইয়াছিল ১৯০২ জন।

চীন সীমান্তে জাপানের নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

জাপানের একটি আধা সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীন ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে একটি নব [illegible] রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। এই নূতন রাষ্ট্রে [illegible] [illegible] [illegible] রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। [illegible] জাপানীরা চীনাদের নিকট [illegible] এই নূতন [illegible] করিয়াছে।

তাতাংএর উত্তর পশ্চিমে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে জাপানীদের উপর চাপেই কেটংগোয়ানের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে চীনারা বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। তাহারা এই দাবী করিতেছে যে, তাহারা জাপানীদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছে এবং তাহাদের আক্রমণে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

উত্তর ভারতে প্রবল ভূমিকম্প

২০শে অক্টোবর সকাল ৬-৫৫ মিনিটের সময় সিমলায় তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলে দরজা জানালা কাঁপিতে থাকায় বেশ শব্দ হইতে থাকে এবং লোকজন ভীত হইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়ায়। বহুদিনের মধ্যে সিমলাতে এইরূপ কম্পন হয় নাই। পার্ব্বত্য অঞ্চলের সর্ব্বত্রও ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সিমলা সহরের এবং উহার উপকণ্ঠে অবস্থিত কয়েকটি বাড়ীর চিম্নী পড়িয়া গিয়াছে। কয়েকটী বাড়ীর দেওয়ালও পড়িয়া গিয়াছে এবং পুরাতন বাড়ীগুলি বাসবাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। মীরাট, লাহোর, অমৃতসর, দেরাদুন ও নয়াদিল্লীতে অল্প কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

আবিসিনিয়ার রাজধানী

আদিস্ আবাবা এখন যে স্থানে অবস্থিত তাহা অপেক্ষা নীচু জায়গায় আবিসিনিয়ার নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের প্রস্তাব সিনর মুসোলিনী বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকার রাজধানীরূপে আদিস আবাবার অবস্থান সম্বন্ধে বহু দিন ধরিয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছিল; সিনর মুসোলিনীর সিদ্ধান্তে তাহার পরিসমাপ্তি হইল।

আবিসিনিয়া জয়ের পর ইতালীয় অধিবাসীরা দেখে যে, দুঢ় হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস যাহাদের আছে, এমন সব ইউরোপীয়ই শুধু ৯ হাজার ফুট উঁচুতে বাস করিতে পারে।

কংগ্রেস সভাপতির আসাম ভ্রমণ

আগামী ৩রা নভেম্বর কংগ্রেস সভাপতি গৌহাটী পৌঁছিবেন এবং তথা হইতে আসামের প্রধান প্রধান স্থান পরিভ্রমণে বাহির হইবেন। এক সপ্তাহ কাল তিনি আসামে থাকিবেন। তিনি আসাম প্রদেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

আসামে অবস্থান কালে পণ্ডিতজী ১০।১২টি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত কুলধর চালিহা পণ্ডিতজীর সঙ্গে থাকিবেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে ভ্রমণ করিতে পারেন। পণ্ডিতজী এই সর্ব্বপ্রথম আসামে যাইতেছেন।

লাঠীর কাণ কাটা

[illegible] জেলায় [illegible] থানার এক কাণ কাটার এজাহার পড়িয়াছে।

প্রকাশ, [illegible] নামক এক ব্যক্তি একটী [illegible] [illegible] করিবার জন্য [illegible] দাবের করে। [illegible] [illegible] [illegible] হইলে [illegible] নামক এক ব্যক্তির [illegible] ছিল। এই জন্য [illegible] [illegible] চলিতে থাকা অবস্থাতেই [illegible] এবং [illegible] ব্যক্তি একখানি [illegible] দিয়া [illegible] কাণ কাটিয়া লইয়া যায়।

পাঞ্জাবের অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি ও অপহরণ

১৯৩৬ সালে পাঞ্জাবে যে সকল অস্ত্র অপহৃত হইয়াছে এবং হস্তগত হইয়াছে তাহার একটা সরকারী হিসাব পাওয়া গিয়াছে। এ সালে পুলিশ যে সকল অস্ত্র হস্তগত করিয়াছে, ইহাতে দেখা যায় যে ৩৫টি বোমা, ৫৩টী রাইফেল, ১০৬ বন্দুক, ৭৮টি রিভলভার ৭৮টী পিস্তল ও ৮০২টী কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে ৫১টি রাইফেল, ৯১টি বন্দুক, ১৫টি রিভলভার ৭০টি পিস্তল ও ২৯টি বোমা দেশীয় প্রস্তুত।

২৪টি বোমা পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

অক্টোবর মাসে [illegible] জেলায় ৩০টী রাইফেল, ৭টী দোনালা বন্দুক, ১২টী বন্দুক দুইটী একনালা বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

লাহোরের [illegible] আন্দোলনের সময় [illegible] জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আপোষে মালে [illegible] রিভলভার, ১৫টি বন্দুক, ১৩টি রিভলভার, ২০৯টী কার্তুজ অপহৃত হইয়াছে।

ফিরোজপুর জেলায় ৩৩টী দেশীয় প্রস্তুত পিস্তল ও রিভলভার পাওয়া গিয়াছে। এই জেলায় বহু বোমাও পাওয়া গিয়াছে। উহার আদেশ অমান্য করিয়াছিল বলিয়া তখন ১৭৫৮টা [illegible] হস্তগত করা হয়।

কোহাট পাসের [illegible] বহু ক্যাক্টরী আছে, ঐ সকল ক্যাক্টরী হইতেও পাঞ্জাবে সে-সকলকে [illegible] আমদানি হইয়া থাকে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিসারিকা গুণলেশস্তবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনমুকুরাবলী বা বাবাজীভজনমুকুলী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-নিবন্ধমূলম্ ।০
৬৪। ভক্তবন্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সুবাসোপনিষদ্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। সামতত্ত্ব /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স ৴০
৭৩। সাইক য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইয়োরোপিক প্রিন্সিপলস য়্যাণ্ড য়্যাপ্লায়েড রিলিজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

গৌড়ীয় ও অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ টাকা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ডিমিডিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিমানা শ্রীগৌ মঠ হইতে প্রকাশিত, মূল্য সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—উৎকল ভাষায় একমাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জিকার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

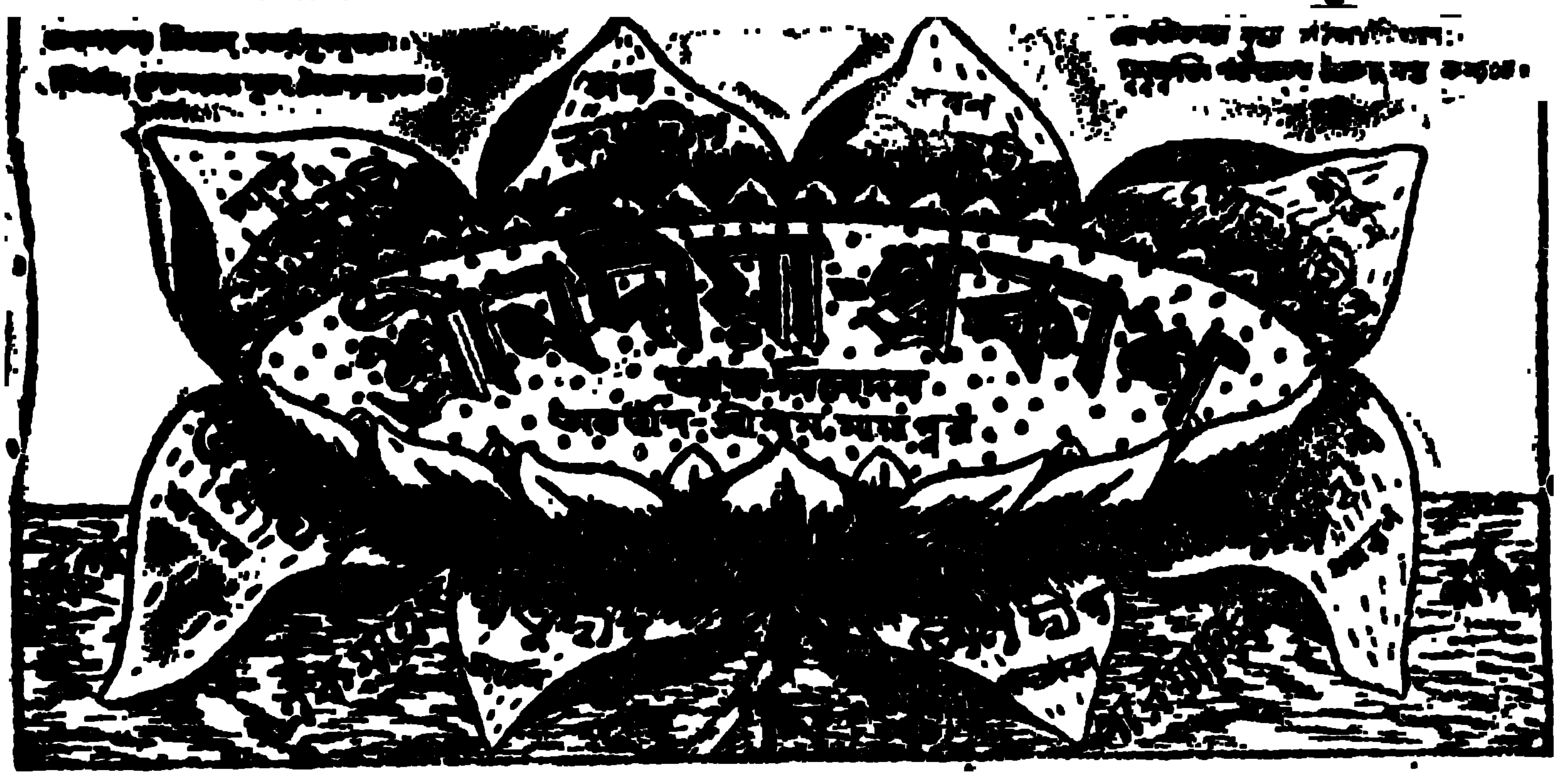

১২শ বর্ষ ৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:*:—

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব পঞ্জী

গত ৩০শে আশ্বিন শনিবার হরিবাসর দিবস মঙ্গলারাত্রিক ও উষাকীর্ত্তন সমাপনান্তে শ্রীপাদ নিতাইদাস বাগানকার প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করেন। তৎপরে প্রাতঃ ৬টার সময় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমতি পাদপদ্মকে অগ্রণী করিয়া বাহির হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সিকাটুলী, জনসনরোড, ঠাটারী বাজার, নবাবপুর রোড, বানীটোলা, তাঁতিবাজার, শাখারিবাজার, জনসনরোড, পাতলাখাঁর গলি, কে, বি, গুপ্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, ঠাকুরদাস লেন, কাঠের পুল লেন, ঝুলনবাড়ী, হৃষীকেশ দাস রোড ও নারিন্দারোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঝুলনবাড়ীতে যে-স্থানে একদা "ভাগবত" শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন-নর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ তথায় "শ্রীগুরুচরণপদ্ম" "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি মহাজনগীতি কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তি জানাইয়া দেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ শ্রীমদ্ মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তথায় অবস্থানের একদাকার শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকাবাসী জীবকে ভাগবতবাণী—নিত্যমঙ্গলের বাণী শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের প্রতি কিরূপ অমন্দোদয়-দয়ার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক সকলের আনন্দ বিধান করেন। ইহার পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভদাস শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দিরে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে একটী বিরাট্ সভায় শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ প্রথমে কিছুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক প্রভু এক ঘণ্টারও অধিককাল ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। সভায় উপস্থিত প্রায় তিনশত পুরুষ ও মহিলা বিশেষ আগ্রহের সহিত ছায়াচিত্র দর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

ঐ দিবস (৩০শে আশ্বিন) একজন স্থানীয় বিশিষ্ট পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী 'বৈষ্ণবের ব্যবহার বৈষম্য' সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের নিকট প্রশ্ন করেন। মহারাজের শ্রীমুখে প্রায় একঘণ্টাকাল তাঁহার প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সদুত্তর শ্রবণে ভদ্রলোকটী বিশেষ পরিতুষ্ট হন।

———

বেরহামপুরে গোস্বামীজীকে সম্বর্দ্ধনা

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডন হইতে ফিরিবার পথে মাদ্রাজ ও কভূর হইয়া পুরীতে আসিবার কালে বেরহামপুর ষ্টেশনে তথাকার স্থানীয় গঞ্জাম জেলার বিভিন্ন স্থানের বহু বিশিষ্ট সজ্জন স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকানির্ব্বিশেষে সমবেত হইয়া সংকীর্ত্তন সহকারে সুগন্ধ কর্পূর এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীপাদ গোস্বামীজীকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহাদিগের অভিনন্দনের প্রতিদানে শ্রীপাদ গোস্বামীজী লণ্ডনে শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহের প্রাকট্য সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে রেলের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্ট সময়েরও অধিককাল পর্য্যন্ত ডাকগাড়ী ষ্টেশনে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। ঐ দিন অভিনন্দনের জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল:—কবিরাজ শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শর্ম্মা, শ্রীরাজগোপাল মূর্ত্তি, শ্রীজগন্নাথ পট্টনায়ক, শ্রীসোমনাথ সৎপতি, শ্রীবনবিহারী মূর্ত্তি, শ্রীলক্ষ্মীধর প্রধান, শ্রীগৌরহরি পট্টনায়ক, শ্রীরঘুনাথ দাশ, শ্রীদামোদরচৈতন্য দাসাধিকারী, শ্রীউর্দ্ধনাথ দাসাধিকারী, শ্রীগোপীনাথ সাহু, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাশ, শ্রীনিবাস পট্টনায়ক, শ্রীনরহরি বেহারা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি সেনাপতি প্রভৃতি।

গয়ায় প্রচার

গত ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানীয় শ্রীমধ্বাচার্য্য-বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গয়া গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দসহ মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় উক্ত স্থানে উপস্থিত হন এবং সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বৈষ্ণবের অপ্রতিহত মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের কৃপাবৈভব এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারীর মধুরকণ্ঠে শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শরণাগতিবিষয়ক কীর্ত্তন হয়।

বক্তৃতা এবং কীর্ত্তনান্তে সেবকবৃন্দ বিদ্যাপীঠের রক্ষক মহোদয়ের সহিত মহানন্দে, "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে" প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে করিতে বহুবার পরিক্রমা করেন।

———

ভাগলপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী গত ৩০।৯।৩৭ তারিখে ভাগলপুরে এ, এন্ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে হরিবাসর-তিথি পালনের উদ্দেশ্য কি, ভক্তিলতা-বীজ কি প্রকারে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে এবং ঐ ভক্তিলতা-বীজ বৈষ্ণবাপরাধ দ্বারা নষ্ট হইয়া যায় এবং উপশাখা-স্বরূপ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উৎপন্ন হইলে মূল শাখা স্তব্ধ হইয়া যায় ইত্যাদি বিষয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। তাঁহার বিচারপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় সন্তুষ্ট হন।

পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির ; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, দেখা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্-দেহ চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] বাসোধর অধ্যায় শ্রীগৌরপাদ্দ গৌরাব্দ ৪৫১

মৃত্যুর পর জন্মকথা

জন্মিলেই মরিতে হইবে। আমাদের মৃত্যু যেরূপ নিশ্চিত এরূপ নিশ্চিত আর অন্য কিছুই নাই। কিন্তু দুঃখই আমাদের মরণ হইলে পড়ায় মৃত্যুর পরের কথা আমাদের চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে না। মৃত্যুর পর অনন্তকাল পড়িয়া আছে, সুতরাং তাহাতে উদাসীন হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য নয়। মৃত্যুর পরে আমরা কি ভাবে কোথায় যাইব, আমাদের কত কর্ম্মফলের বিচার এবং তৎফল এই পৃথিবীতেই শেষ হইবে, না অন্য কোথাও হইবে, অন্যত্র হইলে সেই স্থান স্থূল না সূক্ষ্ম, তথাকার সম্বন্ধ ব্যবধান দূরে কি আছে প্রভৃতি বিষয় জীব প্রত্যক্ষ বিষয়ের অতীত। অতএব তাহা এই মানব অন্তঃকরণ অবধারণ অসমর্থ। আমরা ক্রমশঃ এই সকল কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আজ আমরা মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায় ও কিরূপে পুনরায় তাহার জন্ম হয়, এই কথাই কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিব।

যিনি সমস্ত অবতারের বীজ-স্বরূপ, যাঁহা হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের উদ্ভব, সেই হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী ও কারণার্ণব, সহস্র-মস্তক, সহস্র-বদন, সহস্র চরণ ও সহস্র-নয়ন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া সব অণু ও সব মূর্ত্তিতে প্রবেশ করেন। তিনি বিরাট-দেব-রূপ জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি করিয়া সেই জলে পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া গর্ভ-সাগরে দিব্য বৈকুণ্ঠের প্রকাশ পূর্ব্বক শেষ-শয়ন-রূপে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া বিরাজ করেন। আর ঊর্দ্ধ অধোভাগে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সাতটী ঊর্দ্ধ লোক এবং তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সাতটী পাতাল বা অধঃলোক এরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করেন। ঐগুলি সবই হরি বিমুখ লোক। এখানে হরিবিমুখ জীবগণ কর্ম্মফলানুসারে গতাগতি করিয়া থাকেন।

এ জগতে কর্ম্মী অর্থাৎ ভোগী, জ্ঞানী ও যোগী এই তিন প্রকার ত্যাগী বা মুমুক্ষু এবং ভক্ত এই তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়। ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ ও স্বঃ (স্বর্গ) — এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকারী গৃহীদিগের প্রাপ্য স্থান। পাপিগণের প্রাপ্য স্থান—নরক ও প্রেত-ভূতাদি অধঃলোক। আর মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারিটি লোক অমৃত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারাও মহর্লোকাদি চতুষ্টয়ে গমন করেন। উপকুর্ব্বাণ অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময় গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবা সাধনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান মহর্লোক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা আজীবন গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর জনলোক এবং যতিগণ সত্যলোকে গমন করেন। সকাম হইলেও সকলকেই সেই সেই স্থান ভোগ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয়। আর যাঁহারা নিষ্কাম তাঁহারা তাঁহাদের পাপাপুণ্য ভোগ করিয়া কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হন। এই গেল কর্ম্মীর ও ভোগিগণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কর্ম্মফলানুসারে প্রাপ্য স্থানাদির কথা।

জ্ঞানী ও যোগিগণ দেহান্তে নির্বিশেষ-গতি প্রাপ্ত হন। নির্বিশেষ পরমপদই ইঁহাদের প্রাপ্য। ইঁহাদের মধ্যে কেহই সবিশেষ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। এই 'পরমপদ' বলিতে বিষ্ণুর সেবা-প্রাপ্তি নহে, পরন্তু সত্যলোকাতীত অবস্থা-বিশেষ বুঝিতে হইবে। যোগিগণ যোগেশ্বর অবস্থাপ্রাপ্ত অষ্টাঙ্গযোগ ফলে অষ্টবিধ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইলে মুক্তি-লাভ করেন। এবং জ্ঞানিগণ দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন ; ইহার নাম সযোজ্যমুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি, ইহা 'সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ-রূপে স্বপ্রকাশমূর্ত্তি'-রূপ স্বরূপে অবস্থান বা সেবা-সহিত প্রকৃত মুক্তি নহে। ভগবৎপাদপদ্মকে অস্বীকার করায় সকল ইঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সিদ্ধ বা প্রকৃত মুক্তগণের আর পতন নাই। এই উভয় প্রকার মুমুক্ষুগণের গতি বৈকুণ্ঠের বাহিরে সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। সবিশেষ চিন্ময় ধামে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের বৈকুণ্ঠে ভোগ বা মোক্ষ বিষয়ীর বৈষম্য দুর্ভাগ্য নাই, সেই সকল ভক্তাভিলাষরহিত ভাগ্যবান্ প্রপঞ্চ পরিত্যাগমাত্রেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

সকাম ও নিষ্কাম-ভেদে ভগবদ্ভক্তও আবার দ্বিবিধ : সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান। সকাম ভক্তগণ ভোগ-পূর্ব্বক প্রাকৃতজগতের শেষসীমায় সমীপবর্ত্তী বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুলোকে, যে সকল ভোগ আছে তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবা-কাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভোগাধিকারের সহিত ভোগ কি প্রকার হইতে পারে? উত্তর এই যে যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া গ্রহণ করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ভোগ পরিণামে অসামর্থ্য লক্ষ্য করিয়া বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা যাঁহারা ঈশ্বরসর্ব্বস্বরূপ বৈকুণ্ঠেই প্রাপ্য জানিয়া অন্যত্র চেষ্টা নাই, তাঁহারা কর্ম্মী-ভোগী।

আমরা ভক্তের প্রাপ্য স্থান যে বৈকুণ্ঠের কথা বলিলাম, সেই বৈকুণ্ঠধামে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান নাই ; তাহা শুদ্ধ-সত্ত্বময়। তথায় কালেরও বিক্রম নাই, অন্যান্য বাসনাদির ত' দূরের কথা। তথায় লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়ার প্রবেশ নাই ; সেখানে নিত্য-নির্গুণ-বর্জ্জিত ভগবৎপার্ষদগণই সর্ব্বদা অবস্থান করেন। [illegible] সেই আনন্দময় ধাম [illegible] সেবানন্দ অনুভব করেন। এই অনুপম সেবা-সুখের তুলনায় মুক্তি বা ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এ বৈকুণ্ঠেরও উপরে দ্বারকা, মথুরা, গোলোক-বৃন্দাবন ; এই সকল ধাম ভগবানের নিত্য বিলাসভূমি। পরব্যোমে যে যে ধাম আছে সেই সেই ধামই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভগবৎ-সেবার অনুকূল হইয়া সপার্ষদে যেরূপ লীলা প্রকাশ করে, প্রাকৃত-লোক গোলোক-বৃন্দাবনাদিও সেইরূপ পৃথিবীতে অবস্থান করেন। যাঁহাদের চক্ষু সেবোন্মুখ নহে, তাঁহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ এই ধামকে প্রাকৃত বলে মনে করিয়া নাস্তিক হন।

বৈকুণ্ঠজগতে মায়া নাই, এ প্রপঞ্চে মায়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এজগতে মায়া আছে তাই। যে বৈকুণ্ঠজগতে যেরূপ বঞ্চিত হইয়া আছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র ভগবান, কিন্তু যে আনন্দময় বাহ্য ভোগ-প্রবৃত্তি কিরূপ অনুভূত হয় ? শ্রীল শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন,—ভোগোদ্দেশে যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখভোগ কামনাই জন্মের কারণ[illegible]। আর তথায় যে লোক বর্ত্তমান আছে, সেই দেহ পঞ্চমহাভূতাদির উপর পুনঃ পূর্ব্ব বর্ত্তমান থাকে। দেহান্তর দুঃখ-শোক পরম্পরাই পুষ্টিকারক।

ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্যস্থান যথাক্রমে স্বর্গ ও অপবর্গ। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই দেহ হইতে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করেন। ভোগকাল সমাপ্ত হইলেই তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন। সূক্ষ্ম শরীর লিঙ্গ শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট। ইন্দ্রিয় প্রত্যেকের অধিষ্ঠাতা স্থূলদেহ-সংলগ্ন যে চক্ষুরাদি, এগুলি প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থান মাত্র। মৃত্যুর পর স্থূলদেহ স্থূল ভূতগুলি পড়িয়া থাকে, উপরে ১৭টী সূক্ষ্ম অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গদেহ নির্গত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা স্থূলদেহের অবয়ব, সূক্ষ্ম ও স্থূল চরিত্র অশোচয়।

ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দস্বরূপে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। আর জ্ঞানী ও যোগিগণ প্রথমে জ্যোতিঃতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ লাভ করেন তাহার অর্চিরাদি মার্গ। কর্ম্মিগণ প্রথমে ধূমাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন। ভগবানই তাহার প্রেরক।

এখন লোকান্তরগত জীবগণ কি-রূপে পুনরায় জননী-জঠরে প্রবেশ করে, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য। উপনিষদে দেখা যায় :
'দিবং স্বাত্মন্ গচ্ছতি স্থান, যাঃ পিতরঃ ;
[illegible]
[illegible]'
অর্থাৎ স্বর্গাদি হইতে নির্গত হইয়া স্থাবর শরীরে প্রবেশ করে, স্থাবর হইতে [illegible] ইত্যাদি [illegible] হইয়া প্রবিষ্ট হয় ; অনন্তর পরে গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব অন্ন, ধব, আদি ও বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়া পিতৃশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে এই কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—কর্ম্মিগণ স্বর্গ হইতে বাহির হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইতে ব্রীহ্যাদি জাতীয় শস্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধি, যব ও ওষধিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

[illegible] আছে যে ! [illegible] বাস্তব [illegible] দুঃখক !

আমার কর্ত্তব্য কি ?

(২)

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যে-
বমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ।
সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি
ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"
(বৃহদাঃ ২।১।২০)

যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল বহির্গত হয়, সেইরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়, ভূর্ভুবাদি লোকসকল, সর্ব্বদেবতা, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতেই উদ্গত হইয়া থাকে।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ প্রকাশ'॥
সূর্য্যাংশুকিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার
শক্তি হয়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮-১০৯)

অনন্ত শক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি (পরা), জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি এবং মায়াশক্তি এই তিনটী শক্তি প্রধান; সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে যে প্রকার অভিন্ন, অগ্নির দাহিকা-শক্তি যে প্রকার অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন; কিন্তু চিচ্ছক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি; এই শক্তি দ্বারা তাঁহার ধাম, নাম, গুণ-লীলা-স্বরূপ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। মায়াশক্তি চিচ্ছক্তিরই ছায়াস্বরূপা; উহা হইতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জীবশক্তি চিৎ এবং অচিৎ শক্তির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া উহাকে তটস্থাশক্তি বলা হয়। এই তটস্থা জীবশক্তি চেতন হিসাবে ভগবান্ হইতে অভেদ এবং পরিমাণ ও বৃত্তি হিসাবে ভেদ। কেন না, ভগবান্ ভোক্তা বা সেব্যতত্ত্ব এবং জীব ভোগ্য বা সেবকতত্ত্ব।

ক্ষুদ্রবস্তুর স্বভাব বৃহদ্বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং বৃহদ্বস্তুর স্বভাব ক্ষুদ্রবস্তুকে আকর্ষণ করা। ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার প্রতি সর্ব্বক্ষণ আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহার প্রীতিময়ী সেবা করাই জীবের ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাহা করি না কেন? চুম্বকের স্বভাব লৌহকে আকর্ষণ করা এবং লৌহের স্বভাব চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া; কিন্তু যদি লৌহের উপর ময়লা বা আবরণ থাকে তাহা হইলে আকর্ষণ করা সত্ত্বেও যেমন লৌহ আকৃষ্ট হয় না তদ্রূপ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিলেও আমাদের চিত্তদর্পণ অন্যাভিলাষাদি নানা আবরণের দ্বারা আবৃত থাকায় আমরা ভগবানের কৃপাকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং তজ্জন্য ভগবৎ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট না হইয়া ভুক্তেচ্ছু বস্তুর প্রতিই প্রধাবিত হইতেছি। ইহা'ই আমাদের দুর্দ্দৈব!

এখন শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা দেখা গেল যে, আমি চেতন বা আত্মবস্তু এবং আনন্দের সন্তান, আমার আনন্দই লক্ষ্য এবং পরমানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের সেবাই আমার স্বরূপের ধর্ম্ম এবং সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই আমার একমাত্র কৃত্য। তবে আমি ত্রিতাপজ্বালা কষ্ট পাইতেছি কেন? নিজেকে নিজে বুঝিতে পারি না কেন? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন -

কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ-বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥

আমি যে মুহূর্ত্তে আমার নিত্য পিতা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে অন্যায়রূপে ভোগ-কামনা করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই মায়াদেবী ভগবদ্ আদেশে আমাকে শাসন করিয়া সংশোধন করিবার জন্য আমার বাসনানুসারে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহরূপ দুইটী আবরণের দ্বারা আবৃত করিয়া অনাদিকাল হইতে আমাকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপরূপ সংসারাদি দুঃখ দান করিয়া শোধনের চেষ্টা করিতেছেন। কৃষ্ণ-বিস্মৃতিবশতঃ আমি যেদিন আমা হইতে শক্তিশালী মায়াকে ভোগ করিতে গিয়া তাহার অধীনস্থ হইয়াছি, সেদিন হইতেই আমি আমার স্বরূপ ভুলিয়া ভূতগ্রস্তের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া ভূতের কর্ত্তব্যকেই নিজের কর্ত্তব্য বলে, ভূতের গৃহ ও বাসস্থানকেই নিজের গৃহ ও বাসস্থান বলে, আমিও তদ্রূপ মায়া পিশাচীর কবলে পতিত হওয়ায় বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়ায় দেহের সুখের বিধান এবং দেহ সম্পর্কীয় পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির ভরণ পোষণকেই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। কখনও বা কামনার দ্বারা প্রতিপ্তজ্ঞান হইয়া মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেবদেবীর পূজার দ্বারা [illegible] ধন, জন, যশঃ, স্ত্রী প্রভৃতি লাভকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেছি। আবার কখনও বা ভোগাদিতে অরুচি হইয়া [illegible] এই নীতি অনুসারে 'নেতি নেতি' বিচার-পরায়ণ হইয়া ভগবান্কে আমার [illegible] বাহিরে মনে করত আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক [illegible] দ্বারা [illegible] অপ্রাকৃত-শক্তিশালী অধোক্ষজ ভগবান্কে অনিত্য আকারবিশিষ্ট জগতের বিপরীত নিরাকারস্বরূপ কল্পিত ধারণাকেই ভগবান্ বলিয়া বাতুলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছি এবং প্রকৃতির গুণধারা অভিভূত হইয়া অহংকারবিমূঢ়াত্মা হইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিয়া পাষণ্ডতার চরম সীমায় আরোহণকেই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। আবার কখন্ কখন বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ উক্তির ন্যায় 'যত মত তত পথে'র ধুয়া উঠাইয়া অবৈধ কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডকে অনুষ্ঠানে [illegible] করত গগনভেদীকায় ধাবমানকারী অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কামার্ত্ত অনুচরগণকে [illegible] জগতের আঘাত দিবার জন্য এবং জড়প্রতিষ্ঠা-রূপা শূকরীর বিষ্ঠা কুড়াইয়া লইবার জন্য শ্রেয়ঃ বস্তুর বোধ লইয়া [illegible] ছুটিয়া, জড়বিদ্যা লাভ করিয়া গোপন বৃত্তি অবলম্বন করাকেই কৃষ্ণভজন, কুগ্রহের পূজা করিয়া যোগ্যতাপ্রদর্শনকেই ভগবানের পূজা, পিশাচের শাস্ত্রকেই আমার শাস্ত্র, ব্যবসায়ীর বৃত্তিক এবং [illegible]-সেবার বুদ্ধিকে এক এবং দেহের অনিত্য ধর্ম্মকে সনাতন-ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বলিয়া মূর্খতার পরিচয় প্রদান করত অনন্ত-কালের জন্য নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া নিতান্ত পাষণ্ডধর্ম্মের অনুগত হইয়া পড়িয়াছি। আর প্রারব্ধ কর্ম্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মায়াদ্বারা অভিভূত, কর্ম্ম-ফলবাধ্য, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বিষয়ী পিতামাতা ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের স্নেহে ভুলিয়া তাহাদিগকে একান্ত আপন-জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গে [illegible] তদ্রূপ হইয়া পড়িয়াছি। বাল্যকাল বাল্যখেলায়, পৌগণ্ড ও কৈশোর নানাপ্রকার জড়বিদ্যা শিক্ষায় অতিবাহিত হইল, এখন যৌবন আসিল, ইন্দ্রিয় সকল সতেজ হইয়া উঠিল এবং গৃহান্ধ-কূপে পতিত গৃহমেধী পিতামাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সংসর্গে তাহাদের মন্ত্রণায় কামাদিরিপুগণ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। এখন 'সংসঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ' এই বাক্যের ফল ফলিল। আমি অজ্ঞানবশতঃ আপাত ইন্দ্রিয়ের সুখকেই সুখ মনে করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য মায়ারূপিণী অবৈধ রমণীর সঙ্গে কিছুদিনের জন্য একটী সম্বন্ধ পাতাইয়া আত্মপতনের দ্বার গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া বহু প্রকারে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিলাম, বহু পুত্রকন্যা উৎপন্ন হইল। এখন আমি আমার নিত্যকালের সম্বন্ধ যে ভগবান্, যাঁহার সেবা করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া দুই দিনের পাতান সংসারে আবদ্ধ হইয়া অনিত্য [illegible] বলিয়া, [illegible] কর্ত্তব্য বলিয়া [illegible] অতিবাহিত করিলাম। উপধর্ম্ম অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলা, অনিত্যকে নিত্য প্রতীতি করা, অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য বলা, অবৈধ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে ভগবৎকৃপা-লাভের উপায় মনে করা, ছলভক্তি ও মিছা ভক্তির মধ্যে শুদ্ধ ভক্তের সমান জ্ঞান করা, অবৈধ 'যত মত তত পথ'কে মহাজনবাক্য, মায়াদ্বারা মোহিত হওয়া দেহসম্পর্কীয় পিতামাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণকেই একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি যত কিছু এই সমস্তের মূল হইতেছে —পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম বা ইহ জন্মের [illegible] দুষ্কৃতি বা অবিদ্যা ও অজ্ঞান। আমার এখনও সময় আছে। যদি বাস্তবিক আমি এখন চাই, অবিদ্যা বা মায়ার হাত হইতে মুক্ত পাইতে ইচ্ছা করি, [illegible] চাই, জন্ম-মরণশীলা [illegible] চাই, [illegible] হাত হইতে রক্ষা পাইয়া [illegible] আবাসস্থান শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা লাভ করিবো নিত্য স্বরূপের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য সাধন করিতে চাই, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাল-মন্দ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রশাসনের বিধি অনুসারে সদ্গুরুর চরণ আশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ অনু-সরণ করি [illegible] সেবার জন্য [illegible] জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন -

"[illegible] সাধুবৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তি বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

আমার বহু জন্মের [illegible] ফলে [illegible] এবং আমি [illegible] [illegible] বুদ্ধি [illegible] কৃষ্ণ-ভক্ত [illegible] [illegible] আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃপাভিখারী হইতে [illegible] কৃপায় আমি [illegible] মায়া-পিশাচীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া [illegible] তাহা লাভের সৌভাগ্য পাই। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] শ্রীগুরুদেবের বলে বলীয়ান্ হইতে পারিলে মায়া [illegible] কখনও আমাকে আর আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না। আমি [illegible] চেষ্টা [illegible] পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না।

গীতা বলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্যক্ষিপ্রচারকরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্‌ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) জগন্নাথকুঞ্জ-শ্রীজন্মাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্‌ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) বৃক্ষকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমঙ্গল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদিয়া পোঃ আরি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীধর্ম্মকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি).

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রসুলান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গব্রজ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিকরঙ্গ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেঠা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাসগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অবধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অবধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলরহুডা, পোঃ চিরুডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীমদনাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
ভাতশালি	৬৷০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
দাদখানি নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোরা	৪৲
মিহি বেগুন	৩৸৶০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাবাদি	৫৲-৫৶০
লাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

বিকাউন, টাউন	১০৷৶০
ঐ বিশুদ্ধ ১০০০ নং	১০৴০
মাদ্রাজী দানা	৯৷০
কাশীপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কাশীপুর দানা	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
সভরেন	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

আবহে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লেটেষ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৶০
সাউরেল ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৪৷০—২৷৶০
পোলাউ	১৷৶০—১৸০
ভুসি	১৷৶০—১৷৶০

তুলার দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲

পাঃ মিশ্রিত	৪৸০
ভাত	৭৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঙ্গা খামসা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— মণ প্রতি দর

লোহার কড়ি (ক্রসে বা বাঁধ)

মার্কা	৯৶০—৯৸৶
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েট বীম সব সাইজ	১০৸৶
ঐ ইংলিশ ওয়েট (বীম)	১০৸৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	১৬.৶০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ,	
সীস	৷৶১০—৸৶০
নাগার বেধা কাঁটা তার (বার্লিন)	১০৲
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৷০—
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ দর
গোল মন্ত কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, গোলচু, পয়ানে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
দর	৮৸০—১১৷০
খুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲
ঢটকলের হালবল ৫৶০, পাটের হালবল ৬৷০	
তুলার হালবল ৪৷০	

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের দোলার কাইন	৫৪৲
মিউল আখের কবরত	৪০৲
কপাটি খুবনিম কাইন	৪০৲
চাপড়ি খাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকন সাণ্ড	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
খাঁটি গরিচবল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোকাপট্টী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—প্রবন্ধ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—০৪০—

প্রথম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ভদ্রভাবে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউসন।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৭৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিনামূল্যে সংবাদ জানিবেন এবং নকল ও পরীক্ষা একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথার সত্যতা কত [illegible]। বড় বোতল ৬৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিবাদ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাধিকারিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিন্ন স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবলেখনী এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাকাহিনী-পাঠে মত্ত হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকীয় ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণাক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ টাকা মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গুণ্ডা বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি-
সহিত সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের
মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
এখান হইতে নিয়মিত একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া নিয়মিত বিতরণ বিধান করিতেছে। "ভাগবত" পাক্ষিক পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস,
কৃষ্ণনগর হাটখোলা অবস্থিত। এখান হইতে পত্রিকাদি প্রকাশিত হইবে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
'শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক'
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৯৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০ঃ৹ঃ০)——

কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী অধিবেশন উপলক্ষে বিশেষ করিয়া কলিকাতায় জনসাধারণের মধ্যে একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অধিবেশনের সময় প্যাণ্ডেলের মধ্যে আড়াই হাজার দর্শকের স্থান হইয়াছে। জনসাধারণের বিপুল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া এ স্থান বিশেষ কম বলিয়া বোধ হইয়েছে।

টিকেট বিক্রয়

ইতোমধ্যেই সাধারণ দর্শকের জন্য আড়াই টাকা মূল্যের সমস্ত টিকেটই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দুই টাকা মূল্যের টিকেটগুলি (ইহা কেবলমাত্র কর্মীদের জন্য) দু' একটি বাকী আছে। বর্তমানে পাঁচ ও দশ টাকা মূল্যের টিকেটগুলি কিনিবার জন্য দর্শকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়াছে। আশা করা যায় যে, দুই একদিনের মধ্যে উক্ত মূল্যের টিকেটগুলি ফুরাইয়া যাইবে। গত বুধবার দিনই ১২শত টাকার টিকেট বিক্রয় হইয়াছে। টিকেট বিক্রেতাগণকে টিকেট ক্রয়ের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইতেছে।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

অধিবেশন উপলক্ষে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইবে উহাতে যোগদানের জন্য কলিকাতার যুবকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়াছে। বাঙ্গলা ও পুরুষ মহিলা প্রায় ০ শত স্বেচ্ছাসেবক গৃহীত হইবে। কিন্তু অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য সংযোগ প্রার্থনা করিতেছেন। এই আগ্রহ কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকদের মধ্যেই যে দেখা দিয়াছে তাহা নহে, সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই আগ্রহ বিশেষ প্রবল। ইহার মধ্যেই কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে জেলা কংগ্রেস কমিটীগুলির উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক-সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের কুচকাওয়াজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

নদীয়া জেলায় ১৪ হাজার ২ শত কংগ্রেসের নূতন সদস্য সংগৃহীত

নদীয়া জেলার মেহেরপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নদীয়া জেলায় ১৪ হাজার দুই শত জন কংগ্রেসের নূতন সদস্য হইয়াছেন।

দেশরক্ষায় চীনাবাহিনীর অপূর্ব্ব বীরত্ব

চীনাদের একটী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, তাচাং রণক্ষেত্রে জাপানীরা চীনা ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখনও তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। জাপানীরা সামান্য অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। তাচাং রণক্ষেত্রে চীনারা-সুদৃঢ় পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাদের উৎসাহ অটুট আছে। গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীর প্রবল গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও জাপানীরা বারংবার চীনাদের সুদৃঢ় ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করে। জাপানীদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ হয়। চীনা বাহিনী অর্দ্ধবৃত্তাকারে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জাপানী সৈন্যগণকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হইয়েছে। লোটিয়েন—লিউহাংএর উত্তরে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উপর জাপানী গোলন্দাজবাহিনী প্রবল গোলাবর্ষণ করিতেছে। চীনারা তাহাদের ঘাঁটিসমূহ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতেছে। মিউহাং তাচাং অঞ্চলের সমস্ত চীনা ঘাঁটিগুলি জাপানীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। গতকল্য সাত পেংএ জাপানীদের পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জাপানীরা সাংহাই, হাংচাও ও নিংপু অঞ্চলের সাত পিচিয়াও এবং উপর গোলাবর্ষণ করায় বহু অ-সামরিক অধিবাসী হতাহত হইয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপন বৈঠক

অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সুদূর প্রাচ্য শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে।

তাচাং'এ প্রচণ্ড সংগ্রাম

কলিকাতাস্থ চীন কন্সাল তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ পাইয়াছেন।

গত ২১শে অক্টোবর তাচাং'এর উত্তর-পশ্চিমে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে।

কলিকাতা অভিমুখে মন্ত্রিবর্গ

স্যার নাজিমুদ্দিন, নবাব মুসারফ হোসেন এবং সৈয়দ মৌসের আলি প্রভৃতি বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ ২১শে অক্টোবর অপরাহ্ণে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। ২৭শে অক্টোবর হইতে যে মুসলিম কনফারেন্স আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য তাঁহারা বহরমপুর রওনা হইয়াছেন।

ঢাকার নবাব বাহাদুরও বহরমপুর যাত্রা করিয়াছেন।

সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ভারতে আসিবেন না

লণ্ডন হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ও রাণী এলিজাবেথ ১৯৩৮ সালের শীতকালে ভারতে আসিবেন না; সুতরাং প্রস্তাবিত দিল্লী দরবার অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ভারতে রাজনৈতিক আবহাওয়ার উন্নতি না হইলে এবং পূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতির প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ অকুণ্ঠিতচিত্তে সম্রাট-দম্পতির সম্বর্দ্ধনায় উৎসুক, এরূপ লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে তাঁহারা ভারত পরিদর্শনে আসিবেন না। ভারতে ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসকে বয়কট করিবার স্মৃতি ব্রিটিশ সরকার ও রাজদম্পতির চিত্তে জাগরূক রহিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক যাবতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান নিষেধ করিয়া ফৈজপুর কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার ফলে ব্রিটিশ সরকারের সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে মনে হয় যে পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হয় ততদিন সম্রাট-দম্পতির ভারত পরিদর্শনের সম্ভাবনা নাই।

দিল্লীতে অলিম্পিকের নূতন ব্যবস্থা

দিল্লীতে সকল শ্রেণীর বালিকা ও যুবতীদের মধ্যে এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের স্পৃহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসর একটী প্রতিযোগিতায় ৫০০ শত বালিকা ও যুবতী যোগদান করিয়াছিল। সম্প্রতি আর একটী প্রতিযোগিতায় ১০০০ বালিকা ও যুবতী যোগদান করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতাই পর্দার আড়ালে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পরিচালকগণ, বিচারকগণ ও দর্শকগণ সকলেই মহিলা কেবলমাত্র দুইজন পুরুষকে বিচারক হিসাবে এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সম্বন্ধতত্ত্ব ... ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৯৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৯৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমাল (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গান্দর্ভা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্র শুনগৌরাঙ্গঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তিকৌস্তুভ বা ভাগবতামৃতকণা ।০
৫৬। ভারতে ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। [illegible] ...সহ) ।০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯ [illegible] ৵০
৬০ [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

[illegible] শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী-বিগ্রহঃ ।০
৬৩। সটীক-বিদ্যাধরসূত্রম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০ নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইম্পেরিক্যাল প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল ডিকোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পরে মাসিক; শ্রীমন্ডলীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাচার্য্য শ্রীপাদ ... মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
ডবল-ক্রাউন প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৫শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

গত ১০ই আশ্বিন রবিবার মঙ্গলারাত্রিকের পর ঊষাকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া জগবন্ধুআখড়া রোড, সা-সাহেব লেন, নারিন্দা লেন, বাহিরের লেন, বনিগ্রাম লেন, বংশাল রোড, লালকুঠী রোড, প্রভৃতি রাস্তা দিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় ৭টার সময় পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস স্থানীয় কেথলিক মিশনের সাইমোনিয়াস্ মিঃ দত্ত শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে আসিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল শ্রীমন্মহারাজের নিকট প্রশ্ন করেন যে, শাস্ত্রে অনেক স্থানে ভৌগোলিক বিরুদ্ধ বিবরণ এবং আপাত দৃষ্টিতে অনেক অসম্ভব কথা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কি আপনি সর্ব্বৈব সত্য বলিয়া মানেন? তাঁহার আর একটি প্রশ্ন ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ সে-দিনের একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তিনি ভগবান্ রূপে কি প্রকারে পূজিত হইতে পারেন? শ্রীপাদ শ্রীমন্মহারাজ শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাঁহার ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নভোগারাত্রিকের পর শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি মহোৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের মূল গায়কত্বে "যে আনিল প্রেমধন" গীতিটি কীর্ত্তনের পর উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ যথাক্রমে শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আদর্শ চরিত্রের কথা কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ ভক্তিকমল মহারাজ বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা, বৈষ্ণবের সেবা ভগবানের সেবা হইতেও কেন বড়, বিষ্ণু-ভক্তের ত্রিবিধ অধিকার, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের অন্বয়, সেবকের বিভিন্ন অধিকারানুযায়ী তাঁহাদের বিভিন্ন উপলব্ধি, 'বৈরাগ্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ, শ্রীরাধারাণীতেই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীরূপানুগত্য ও বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বহু তথ্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করেন। সভায় প্রায় চারিশত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ মনোযোগের সহিত এই সকল চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া পরম উপকৃত হইয়াছেন। অতঃপর মহাজন কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কলম্বোতে প্রচার

বিগত ৩০।৯।৩৭ তারিখে মাদ্রাজ হইতে ডাঃ মধুসূদন রাও ভক্তিসার্ব্বভৌম মহোদয় অনেক শিক্ষিত সঙ্গী বন্ধুর সহিত শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠ দর্শনার্থে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ভক্তিবাদ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে মঠরক্ষক প্রভুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া ভক্তিসার্ব্বভৌম মহোদয় বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন এবং মঠরক্ষক প্রভু রাওজীর বন্ধুর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার, প্রচার ও বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তচ্ছ্রবণে রাওজীর বন্ধু মহোদয় বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভাগলপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ গত ২।১০।৩৭ শনিবার তারিখে ভাগলপুরের লোকনাথ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে হিন্দি ভাষায় গীতা ১৫শ অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৩।১০।৩৭ তারিখে স্বামীজী এ, এন্, বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে ব্রহ্মস্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

নির্য্যাণ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত এবারত মঠসেবক ভক্ত শ্রীপাদ গোপেশ্বর ব্রজবাসী মহাশয় (পূর্ব্বনাম শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর নাথ যাদব) শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে গত ৫।১০।৩৭ তারিখে সেবাফল লাভ করিয়াছেন। ইঁহার কয়েকমাস যাবৎ অসুখের দীর্ঘদিনব্যাপী কষ্টে অবশেষে লাভ করেন। ইনি শ্রীধামমায়াপুরের অদ্বৈত ভবনের সেবায় আত্মকৃপা প্রদান করিয়াছিলেন। কয়েকবৎসর যাবৎ পুরুষোত্তম মঠের নানা ভাবে সেবা করিয়াও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবর্ষণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ সেবাচেষ্টা আত্মকল্যাণেচ্ছু মাত্রেরই অনুসরণযোগ্য।

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এখন দেখা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই আমার নিত্য সম্বন্ধ এবং সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং কৃষ্ণপ্রেমই কেবলমাত্র প্রয়োজন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভুক্তিস্পৃহা, মুক্তিস্পৃহারূপা পিশাচীদ্বয় আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকবে সে পর্য্যন্ত কখনও ভাক্তসুখের বা কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হইতে পারে না।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।

ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

হৃদ করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।

ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

ভাবনা ভাবনা মন ছাড় অতি দূর।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদাদি আছই।

অপরাধী ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা আছই।

প্রতিষ্ঠাশা কুটীনাটী শঠতাদি পিছ।

দিয়েছে তোমারে তাই এসব আছই।

এসব না ছেড়ে কিসে পাবে রাধাকৃষ্ণ।

সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট?

বৈষ্ণবচরণে যদ দূরিতে অনিষ্ট।

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম হন নামের প্রধান। অকপটে ঠুঁই কৃপা করেন অকপটে॥

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ্য, লেখ্য প্রভৃতি অর্চা রাখা হয়। ভগবদ্‌ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ দামোদর মঙ্গলবার সর্বাণ গৌরাব্দ ৪৫১

সজ্জন—কবি

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিত)

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্যরচয়িতা ও কাব্য-আস্বাদককে কবি বলে। কাব্য দ্বিবিধ—প্রাকৃত কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্য। রস সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে মুখ্য পাঁচটী এবং গৌণ সাতটী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য রস। হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক আগন্তুক হইয়া মুখ্য রসের পুষ্টি সাধন করে। প্রাকৃত জগতের রসসমূহ জড়কাব্যের উপাদান। তাহাতে প্রাকৃত নায়ক অনুপাদেয় নায়িকা বলা আলম্বনরূপে জড়ের নানাবিধ উদ্দীপনার দ্বারা প্রচলিত হইয়া অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবগুলির সাহায্যে স্থায়ীভাব তাহার সাহায্যে রসের উদ্ভাবনা করে। তাহা নিতান্ত বিরস ও কাব্য নামের অযোগ্য। সজ্জন তাদৃশ কুকবি নহেন। তিনি অপ্রাকৃত রসাত্মক বাক্যময় কাব্যে সুপণ্ডিত। তাদৃশ কাব্যের নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল কাব্য লিখিত হয়, তাহা সজ্জনের আস্বাদনীয় বিষয় এবং তিনিও জড়কবি-দিগকে নিত্য সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করান।

সজ্জনপ্রবর শ্রীদামোদর স্বরূপ বলিয়াছেন :—

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।

● ● ●

যৈছে তৈছে কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥'

প্রাকৃত মায়াবাদী জড়কবির চিত্র শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী যেরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এই—

পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলে জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়॥
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য-চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁ'কে কৈলে ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ-সমান॥

আবার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর কাব্য সজ্জনের কিরূপ আনন্দপ্রদ তাহাও চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—

রূপ যৈছে দুই নাটক ক'রাছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
দুই শ্লোক কহি' প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার।
রায় কহে, তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার॥
রায় কহে, রূপের কাব্য অমৃতের পূর॥

● ● ●

রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে।

● ● ●

মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

গ্রাম্যকবির কবিতায় আস্বাদকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্যের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা গ্রাম্য কাব্যগুলি ও কবিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। রায় রামানন্দ, শ্রীদামোদর স্বরূপ এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্য রত্নাকর আত্মব্রজেন্দ্রনন্দন যে শ্রীরূপের কাব্য ও তাঁহাকে কবি বলিয়া বহু প্রশংসা করিলেন, বঙ্গদেশের গ্রাম্যরসাত্মক অনেক সাহিত্যিক বা চুঁচুড়ার শৈব সাহিত্যিক বা আজকালকার দিনের জড়রসপ্রচারক প্রাকৃত সহজিয়া সাহিত্যিকগণ সজ্জনের কবিতার আদর করেন না। যদি তাঁহারা সজ্জন হইতেন, তাহা হইলে গ্রাম্য কবির কাব্যের অবরতা জানিতে সমর্থ হইতেন ও হরিপ্রেমোন্মত্ত কবিগণের বাক্যের উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। অসতের রুচির সহ সজ্জনের রুচিতে ভেদ আছে। মূর্খের সাথে পণ্ডিতের, অজ্ঞের সহিত অভিজ্ঞের ও জড়রস-রসিকের সহিত ভগবদ্রস-সেবী ভক্তের নিশ্চয়ই ভেদ আছে।

সজ্জনেই কবিত্বের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; এবে অভাবগ্রস্ত জড় কবিগণের কাব্যরসলোভী পাঠক অসৎসঙ্গ বশে তাহা আস্বাদনে অসমর্থ হয়। পরম সজ্জন ভাগবত শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীবেদব্যাস ভাগবত বর্ণনা করিয়া ও আস্বাদন করিয়া মহাকবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগত সজ্জনগণও কবি নামে অনেকেই খ্যাত। আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিগুলির আদর কম হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সজ্জন। বৈষ্ণব-কবিগণকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় হিন্দু সাহিত্য-ভাণ্ডারের আকর্ষণ কতটুকু, তাহা সাহিত্যিক ও কবিপরিচয়াকাঙ্ক্ষী গ্রাম্য কবিগণও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

অসৎ সমাজের মধ্যে এরূপ একটী রুচিও প্রবল আছে যে, হরিজন-হরিনামগানোন্মত্ত জনগণকে কবি না বলিয়া জড়বিলাসপ্রমত্ত ইন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষী নির্বোধ দুর্নীতিপরায়ণগণকেও কবি বলা হউক। সজ্জনগণ তাহা অনুমোদন করেন না। শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি সজ্জনবর্গকে অনাদর করিয়া যাহারা গ্রাম্য কবিগণের আদর করেন, তাঁহাদের সজ্জন-সমাজে প্রবেশের আশা নাই। অবিদ্যা প্রাকৃত বিলাসের প্রেম যে গ্রাম্য কবিকে অঙ্গীকার করে, সে কখনই সজ্জন হইতে পারে না। সজ্জন না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। শ্রীচরিতামৃতের লেখক সজ্জনরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস "কবিরাজ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সজ্জন বিজ্ঞ কবি, চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার কাব্যের সর্ব্ব অংশের তুলনা নাই।

শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-প্রকট-অপ্রকট

[illegible] ভক্তের প্রসঙ্গে প্রকট-তিরোভাবের আবৃত্তি বা বর্ণনা ধূম ও কালাবিধ মোহি বা ভোগী সমাজের অনুভূতিকে মহাপাপ করিয়া বহির্মুখ গণ-সমাজনিকা জগতে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-বাদ হইয়াও হরিবিমুখতাই লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলবাধ্য জন্মমরণশীল জীবের জন্ম ও সর্ব্বস্বতন্ত্র ভগবান্ ও তদ্ভক্তের আবির্ভাব বহির্দৃষ্টিতে একইরূপ প্রতীতি হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের জ্ঞানার্থে জানাইয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"
(গীতা)

অর্থাৎ অচিন্ত্য চিচ্ছক্তিদ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বাবধারণে যিনি অবগত হন, তিনি দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না; পরন্তু আমার চিচ্ছক্তি-প্রকাশরূপ হ্লাদিনী শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান অভাবে আমার জন্ম, কর্ম্ম ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা কর্ম্মজড়তাতে আবদ্ধ থাকে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

তদীয়-তিথি, ভক্তি-বৃদ্ধি,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ-বসতি, বসতি-বলি,
পরম আদরে বরি॥

যে তিথি জীবের প্রতি পরম কৃপালু হইয়া তাঁহার সেবা-সৌভাগ্যের সুযোগ দান করিয়াছেন, সেই তিথির সেবায় উদাসীন হইলে সৌভাগ্যকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের দুর্ভাগ্যকেই বরণ করা হইবে। এই ভক্তিমাতা তিথির কৃপা ও সেবায় আমরা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু ভগবানের পূজার পূর্ব্বে গুরুপূজা না হইলে ভগবান্ আমাদের পূজা গ্রহণ করেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় ভগবানের পার্ষদগণের জন্ম-প্রকটতিথিও আমাদের ততোধিক পালনীয় ও বরণীয়। কারণ, ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। সাধ্যতিথি পালন অপেক্ষাও বৈষ্ণবপ্রকটতিথি পালন আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক কল্যাণ-দায়িনী। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রপঞ্চে লীলা-বিলাসকালে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বারা শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ-প্রতি ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা আসি' কালি করহ সত্বর॥

'ব্যাসপূজা' অর্থে আচার্য্য-প্রকট-তিথিতে গুরুপূজা বা আচার্য্যপূজা। পরবর্ত্তী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রপঞ্চ লীলায় তিনি নিত্যানন্দাভিন্ন আচার্য্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বলদেবাদ্বৈতের পরবিদ্যাভূষণ প্রভু দ্বারা এই ব্যাসপূজা বা আচার্য্যপ্রকটতাৎপর্য্য পূজা পুনঃ প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন। শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু নিত্যানন্দ আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে এইভাবেই জানাইয়াছেন—

'শ্রীগৌরাঙ্গ-তদ্ভক্তাংস্তদাশ্রিতপ্রভুন্‌'

ইহাকে গৌরাঙ্গ-তদভিন্ন-মূর্ত্তিগণ-কাষ্ঠী সেবাদিয়ার বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভুকে বহুমান করিতে দিয়া শ্রীল গদাধর প্রভুকে অবজ্ঞা করাই বলের কার্য। আবার শ্রীল প্রভুপাদকে বহুমান করিতে গিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে অবমাননা করিলে আমাদের ভক্তে কৌশল কপট প্রাপ্ত হইয়া নিরাশাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণু-স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥"

তাই ইহার দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বৈষ্ণবের সেবা পুনঃ তৎপর বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, সেই শ্রীল গুরুদেব [illegible]

ক্রমশঃ চৈঃ ২৭ বর্ষ ৩য় ৪র্থ খণ্ড সংখ্যা।

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] । শ্রী [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মধুর একেশ্বরিধি-পূজায় ব্রতী হইয়া বলপা-কার্জিনগণ নিরাকলাণ বরণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"ব্যাসপূজা গরিমবকথিত অবধ্যান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অজ্ঞান-বিগ্রহ বেদ নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জাড্য-জ্ঞান ও ভেদ বিনাশেই অবধ্যান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্ত বেদ ভগবান্ শব্দার্থরূপে অবতারক হইয়া অভিন্ন বেদনারূপে প্রকটিত। শব্দাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞাপক বেদশাস্ত্র যে-কালে নির্ব্বিশেষ বিচারে ভগ্ন হইয়া পড়ে, সেই কালে অবধ্যান সন্দিগ্ধ-ধর্ম পরিহার করেন। ভক্ত বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্য স্থাপিত করেন তাঁহাদের জড়তা নিস্তিরণ নির্ব্বিশেষ বিচার তাঁহাদের অভিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীব্যাসদেব বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিক-গণের জড় বস্তু, মায় ও বদ্ধ জীবকে কর্ম-কাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের মতে ভক্ত, মনু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীব্যাসদেবকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞান-ধর্মের মূল-প্রচারক বলিয়া মনে করেন। শ্রীব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যে-সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চদেবতার সেবায়বিত হন এবং আপনা-দিগকে 'স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের সহিত মতদ্বৈধ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত ভক্তগণে অবস্থিত শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসদেবগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মধ্ব-পারম্পর্য্যে শ্রীমান্ অক্ষোভ্য তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের কথা আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদি-গণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাসপূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি অনুগ মাননগুরুগের অহবিকার বিচারই প্রবল। তত্ত্বতঃ ভক্তির অভাবে নিবন্ধন তাহা-দিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে চৈতন্য-পূর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজাদিকরের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন, যে মুহূর্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্তেই অবধূতাশ্রমে বিরাগ মাত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাসপূজা করিতে হইবে। তাহাতে কালাকাল বিচার নাই। অবধূতাশ্রম নিযুক্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া অপ্রাকৃত-চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্যপদাশ্রয়কেই আবাহনে ব্যাস-পূজা ইত্যাদি।"

এই সর্ব্ব তত্ত্ব আচার্য্যাপ্রকট-তিথি-পূজা বরণ করিবার মত চিত্তবৃত্তি সকলের হয় না। একই ভগবানের প্রকট মুহূর্তকে বসুদেব-দেবকী পারমে অভিনন্দিত করিতেছেন দেখা যায়; আবার কংস ও তদনুচরগণ সেই মুহূর্তকেই তাহাদের মৃত্যুরূপে দর্শন করিয়া দুঃখ ও বিমর্ষ হইতেছে। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবের বরণ ও বর্জনের স্পৃহা বলবতী হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন,—

> ভক্তি-যোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
> জানে ভক্তজন গৌরচন্দ্রের কৃপায়॥

আমার কর্ত্তব্য কি?

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, এমন কি, ব্রহ্মা-শিবাদি কেহই ভগবৎকৃপা ব্যতীত মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। কিন্তু যে জীব একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হয় সেই কেবল মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

> নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
> স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
> (কঠ ১।২।২৩)

নিত্যকাল গুরুপরম্পরাক্রমে যে প্রণালীতে ভগবৎ সংসম্প্রদায়ের হৃদগত হন সেই প্রণালীর নাম অবরোহ মার্গ বা শ্রৌত-পন্থা। এই মন্ত্রে শ্রুতি তাহাই উপদেশ করিতেছেন। এই পরমাত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, কিম্বা নিজ ধারণাশক্তি অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

> "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
> সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"
> 'যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
> স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
> পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
> (ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মলোচন হরি, আপনার একান্ত ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাঁহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি সেবাবুদ্ধি বা ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। সুতরাং প্রভূতাদি দুঃসাধ্য সাধনের পিছনে মুক্তি-প্রত্যক্ষ পাইলে পতন হয়। তত্ত্বতে প্রবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণপাদপদ্ম অনাদর করিয়া পুনরায় ...

তন্তু-শাসনের বলে নিজেকে জীবন্মুক্ত মনে করিলেও একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা লাভ করে।

> তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা
> শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥
> (ভাঃ ২।২।৩৬)

পরমভক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভগবৎপ্রেম-লাভের উপায় কীর্তন করিতেছেন। হে রাজন্, যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই শুদ্ধ আত্মবৃত্তি ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয়, সেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি ভজনাঙ্গসমূহ সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া আর অন্য কিছুই জীবের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

> 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
> সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥'
> "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
> তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
> প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
> তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত থাকে, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অর্থাৎ ভোজন করিলে যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয় এবং জীবিত থাকা যায়, সেইরূপ সর্ব্বদেব-পিত্রাদির একমাত্র আশ্রয় ও প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম পূজাদ্বারাই দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। স্বতন্ত্রভাবে কোন পূজাদির চেষ্টার আবশ্যক নাই। কিন্তু যদি আমি বৃক্ষের মূলে জল না দিয়া, স্কন্ধে, শাখায়, প্রশাখায় পাতায় জলসেচন করি তবে কি বৃক্ষটি বাঁচিবে, না কোন ফলদান করিবে? প্রাণে বা উদরে আহার না দিয়া যদি নাকে, কাণে, হস্তে, পদে ও চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকলে আহার দেই তাহা হইলে কি আমার ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ থাকিবে, না আমি জীবিত থাকিতে পারিব? তদ্রূপ সকল কারণের কারণ, সমস্ত দেবলোক, পিতৃলোক, নৃলোক, ঋষিলোক, ভূতলোক প্রভৃতির একমাত্র আশ্রয় ও মূল এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন খেয়াল অনুসারে নানা দেবদেবী, পিতৃ, ঋষি, নৃ, ভূত প্রভৃতির পূজাদির নামে বেদেদিনি যদি চালাই তাহাতে আমার নিত্য মঙ্গল হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

> দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
> ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
> সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
> গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
> (ভাঃ ১১।৫।৪১)

যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকলের মূল এই বিশুদ্ধ জ্ঞানে অখিল লোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপরাপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণপাশে বদ্ধ নহেন। কারণ—

> "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।"
> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা
> শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

নিখিললোকপাল শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশেষে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবকে সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য উপদেশ করিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন, তুমি আমার সেবা ব্যতীত অন্য যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমাতে মন-নিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার বিধান কর তাহা হইলে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মত্যাগে তোমার কোনও পাপ হইবে না, তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, পাপ হইবে তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি দান করিব। কেন না, সকল ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা বা মালিক কেবলমাত্র আমিই। এবম্বিধ অভয় বাণী শুনিয়াও অবিশ্বাস বশে ও দুষ্কৃতির ফলে আমার তাহাতে বিশ্বাস হয় না, এমনি আমার পোড়া কপাল।

> অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
> আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
> 'অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
> আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

অনুকূলভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য বা অভিলাষ নাই। তাহা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি অন্যান্য চেষ্টার আবৃত নহে। এই শুদ্ধা ঐকান্তিকী ভক্তি হইতেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়। এই কৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে বেদের প্রণেতা কমলাসন ব্রহ্মা, সর্ব্ব, ব্যাস এবং যোগাদি ঋষিসমূহ অনন্ত পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে এবং পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থবাচন, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়কারী, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সমর্থিত।

(ক্রমশঃ এর পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমন্দির

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আ.ছন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভক্তিপ্রচারক 'নদীয়া'-প্রকাশ'কার্য্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ-সেবক-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রিয় শ্রীপাদ নবীনচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকুঞ্জনিবাসীমঠালয়

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরাব্দ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরনাথ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহাগ্রাম, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর. পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ আরি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীব্রজদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিং, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ঘুমাটডিভা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ নৈমিষার, জিঃ সীতাপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়নমঠ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হেমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্পিয়ান বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible] সেবা রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]-বিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) বালিঘাই প্রপন্নাশ্রমমঠ

বালিঘাই, পোঃ বাঘু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাধবীর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহুজা, পোঃ চিন্নতুজা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাশ্রী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

গ্লাষ্টার নং ২

৫১, ভাউগরোড

গ্লাষ্টার, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় ভাণ্ডারঘর

গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদক উপদেশক ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রসাদ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৫

চাউলের দর

দেশী মিহি চাউল—

	মণ
বাসমতি	
দাদখানি	
ঐ নতুন	
কাটারীভোগ	
বাঁকতুলসী	
বালাম নূতন	
ঐ পুরাতন	
কলায়েক দোয়া	
মিহি বেগুন	

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪
পেশোয়ারী	১০৲-১০
বাঁকতুলসী আর।	৫।০ ৫
ঐ বাদামি	৫৲-৫০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫১
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	৫

চিনির দর

নিকারিয়া, টাইপ	১০৵
নদিয়ার ১০০০ নং	১০৴
আখেরগুড় সাদা	
কানপুর সাদা	৮।০—৯০
কানপুর লাল	৭।৵০—৮

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	৩৩
চাঁদির বার	৫৭।

পাটের দর

ঢাকা—	৪০৮
মিডল—	৪০৮
উত্তর—	৪১।০
বাজার দরের সময়—	৪১.

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৭—৭৷০
স্পেশাল ঐ	৬৲—৬
চাউলের ঐ	৫৷০—৫৮
সুজি	৬৲—৬৷৵০
আটা (বি)	৫৷০—৫৷৵০
আটা নং (২)	৫৴০—৫।৴০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৷০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
গোলাই	১৷৵০—১৷০
ভুষি	১৷৵০—১৷৴০

গুড়ের দর

কলমা	৫৭৲
চাকতিয়া	৫৭৲
দূপখেরী	৫০৲
ধামী	৪৫৲

শাড়ি	৪৭৷০
	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা বাগরী	১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	১৩৵০—১৷৵
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা স্ট্যান্ডার্ড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণ	৮।৵০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করুগেট টি	।৵০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	
২৪ গেজ—	১৪৷৵০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	১৫৷৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীট	।৵১০—৮৷০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (গ্যাল্ভ)	১৲
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩।০ —
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৬৷০
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, গোলটু সমাবে	৮৲—৯
গোল রড বি-ইনকোস ও কনক্রিটের	
কজ	৮৷০—১১।
ফুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১

চটকলের চালান ৫৴০, পাটের চালান ৭৵ সুতার চালান ৪।০

সুতের দর

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

খাদের গোলার কাটন	৫৪
মিট্‌ল আনের তক্‌তা	৪০৲
কড়ি পুরনিস কাটং	৪৩৲
চাপার্দ খাবা	৫০
ঐ কাটন	৫১

বেনেতি মসলা.

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

পাকা সাং	৮।০
সুপারী বেগ	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারি	১০।০—১১।০
ভুজি বরিশাল	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৩-৫ বনফীল্ড লেন, হাটখোলা, কলিকাতা

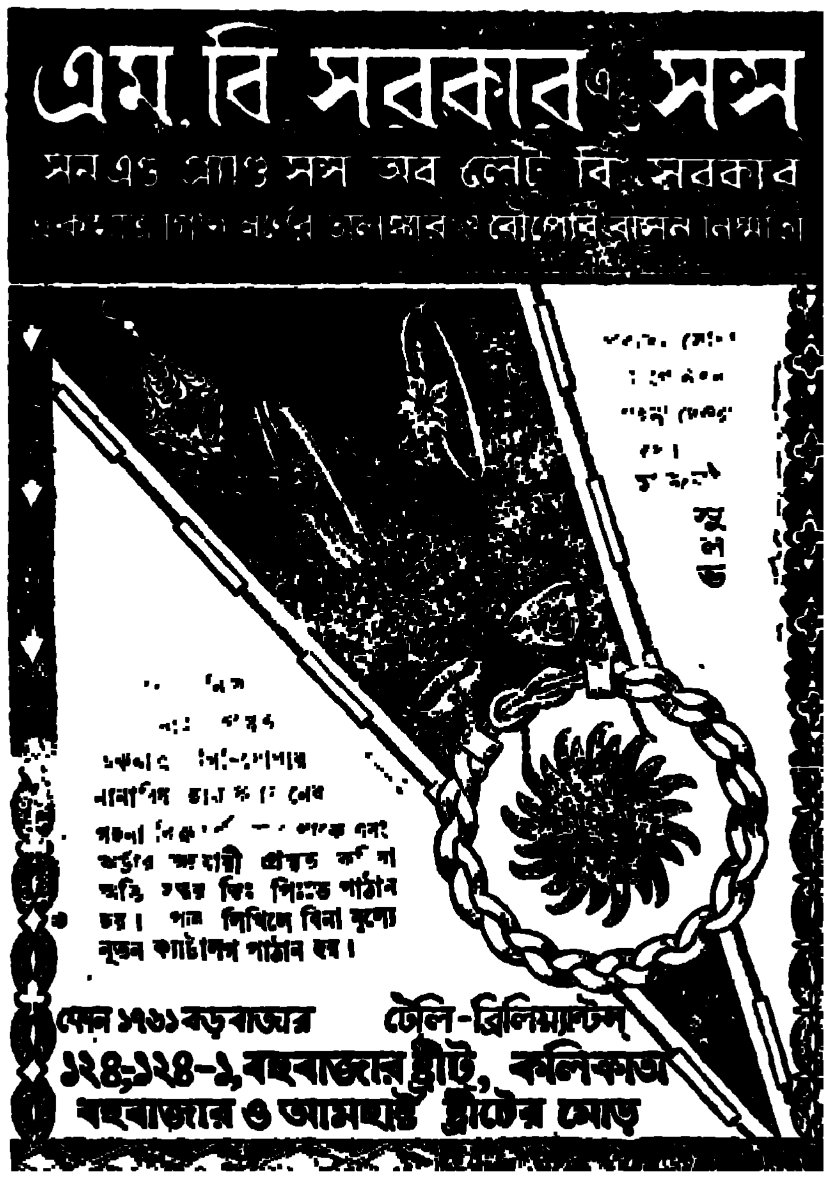

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শিয়ালদহ যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—				১৯—
রাণাঘাট	ছাঃ	৭—৫৭,	১১—	১৬—০	১৮—৯,		
শিয়ালদহ	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৬—৯	১৮—১০,		

	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৫৫	১১-৪	১৬-০	১৯-৩
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫৩		১১-৫৮		১৮-৩

শেফালীর পাঁচন
সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দেহ ... পল্লীবাসীর ... মহৌষধ। ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

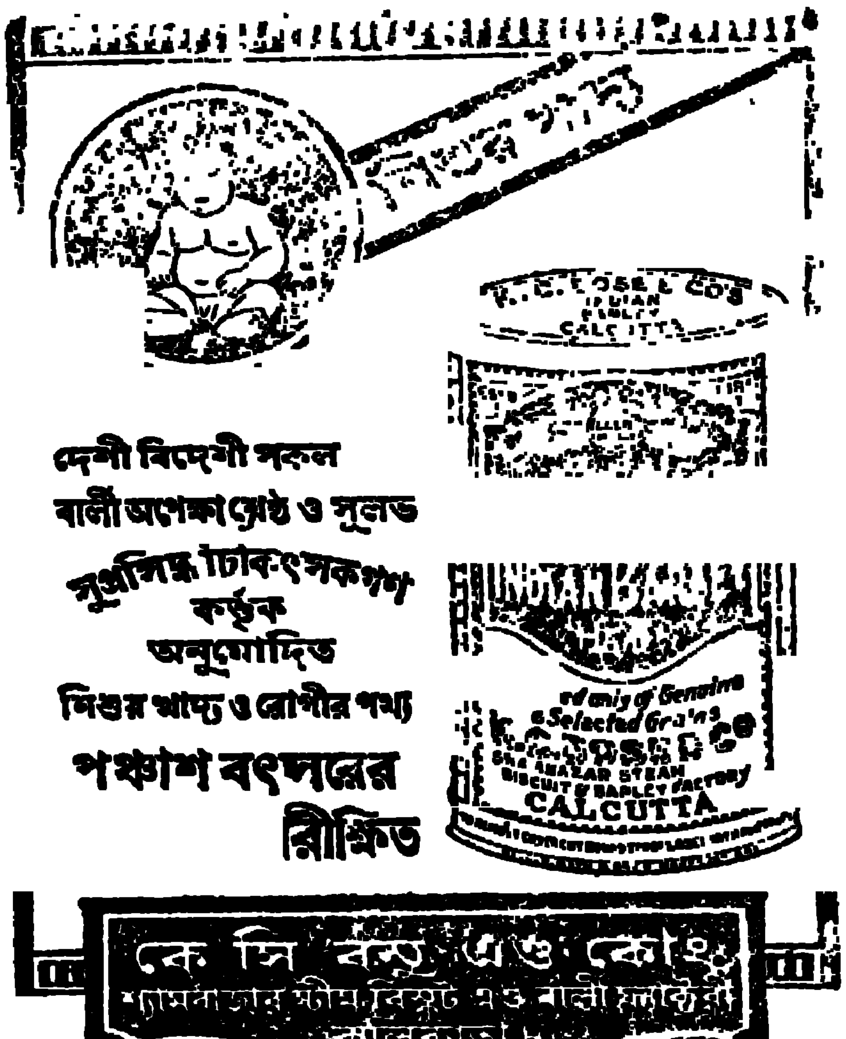

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিপাতে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
” ” ইঞ্চ	৪৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিমাসে পাঁচ ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ১৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সমেত)	৮৲
ষান্মাসিক ”	৫৲
ত্রৈমাসিক ”	২৸০
মাসিক ”	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার দ্বিগুণ মূল্য।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

ভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ...

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আলেখ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল যথাযথ প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম সুপণ্ডিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের সম্মুখে। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা ও অন্যান্য পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

[illegible]

]-শ্রীমায়াপুর

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০১)০)——

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

আগামী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি অধিবেশনের ব্যবস্থাদির জন্য জোর তোড়জোড় চলিতেছে। [illegible]

বোম্বাইয়ে নেতৃবৃন্দ

নিম্নলিখিত নেতা ও কংগ্রেস-কর্মিগণ কলিকাতায় আসিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন :—

[illegible] ভাঃ [illegible], [illegible] দেবী, [illegible] সান্যাল, [illegible] (দিল্লী), [illegible] ভোট, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সংবাদ আসিয়াছে যে, [illegible] তাহাদিগকে দমী [illegible]

হইয়াছে বা বিভিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিলোর পতনে বিদ্রোহী পক্ষের সুবিধা

স্পেনের উত্তর-পশ্চিম অংশে বিলে সরকারপক্ষের শেষ বৃহৎ ঘাঁটি ছিল ইহার পতনে বিদ্রোহী পক্ষের আনুমানিক ১০ লক্ষ সৈন্য স্পেনের অন্যান্য রণক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

রোম-বার্লিন-বাদিন সম্পর্কে ইতালীর মনোভাব

বিলোর পতনে স্পেনের সরকারপক্ষের আশা ভরসা নির্মূল হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কর্তৃপক্ষীয় মহল বলেন যে ইতালী স্পেনের [illegible] কোনটা চাহে না। [illegible] এই যে, [illegible] একটি দ্বীপ অপেক্ষা [illegible] স্পেন-ইতালীর [illegible] মূল্যবান হইবে এবং রোম ও বার্লিনের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা রোম-বার্লিন-বাদিন সম্পর্কে [illegible] পরিণত হইবে।

স্পেনীয় সমস্যার সমাধান [illegible] কার্যতঃ [illegible] বিবেচিত হইতেছে। [illegible] ইতালী [illegible] নূতন [illegible] চুক্তি ... এবং [illegible] ও [illegible] সহিত ইতালীর পূর্ব আফ্রিকার [illegible] আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য কল্পনা করিতেছে।

বিলোর পতন সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী

গত ২২শে অক্টোবর কমন্স সভায় [illegible] [illegible]

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বিলোর পতন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন,— বন্দীদের প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার করা হয় তজ্জন্য [illegible] নিকট যে আবেদন করিয়াছে তাহা সমর্থন করিতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট [illegible] নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশ জাহাজ [illegible] [illegible] করিয়াছে।

[illegible] সম্পর্কে মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, [illegible] স্পেনে [illegible] করিতে পারিবে না।

বিদ্রোহীপক্ষ কর্তৃক বৃটিশ জাহাজ ধৃত

"[illegible]" নামক একখানি বৃটিশ জাহাজ ৬০০ [illegible] যাত্রী ও [illegible] লইয়া [illegible] যাইতেছিল। [illegible] বিদ্রোহী নেতা জেনারেল [illegible] একখানি 'ক্রুজার' উহাকে আটক করে। বৃটিশ জাহাজ "[illegible]" [illegible] "[illegible]" জাহাজকে মুক্তি দাবী করে যে, উহা ধৃত হইবার সময় স্পেনের সামুদ্রিক এলাকার মধ্যে ছিল না। অবিলম্বে "[illegible]"কে মুক্তি দেওয়া হয় এবং "[illegible]" জাহাজ [illegible] থাকে।

বড়লাট-প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড

সিমলা, [illegible] 'জোহানসন' নামক যে [illegible] [illegible] গত ২১শে অক্টোবর [illegible] হয়। [illegible] না থাকায় [illegible]

[illegible] টেলিফোন করিলে বড়লাট-প্রাসাদ ও মিউনিসিপ্যাল দমকল ঘাঁটি হইতে [illegible] দমকল আসিয়া পৌঁছে। তিন ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টার পর রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটের সময় অগ্নি নির্বাপিত হয়।

[illegible] সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে [illegible] চলিতেছে।

জাপ-বাহিনীর উপর চীনাদের ব্যাপক আক্রমণ

গত ২১শে অক্টোবর চীনারা [illegible] জাপানীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। [illegible] চলিতেছে। [illegible] চীনারা জাপানী [illegible] করিয়া [illegible] চেষ্টা করিতেছে। চীনারা [illegible] দাবী করিতেছে, কিন্তু জাপানীরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছে। [illegible] পূর্বে একটা [illegible] হইয়া উঠিয়াছে।

বৈদেশিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমন্স সভা

[illegible] পর গত ২১শে অক্টোবর পার্লিয়ামেন্টের পুনরধিবেশন আরম্ভ হয়। কমন্স সভায় পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ [illegible] ইডেন [illegible] সম্পর্কে বিতর্কের উদ্বোধন করেন। [illegible] খুব [illegible] হইয়াছিল। [illegible] বিতর্ক

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। প্রাকৃতকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গৌরাঙ্গোদয় (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ।০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবকম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু দি গৌড়ীয় মঠ ।০
৭০। বামনম্ /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্‌ট্‌স্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয় মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইযোটিক প্রিন্সিপলস্ এণ্ড অনন্যাদদের ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পো বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিঃ ২।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিঃ সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ভিজিয়ানার একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। বৈজিয়ানগরম শ্রীসরস্বতী মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিঃ সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিঃ সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে, শ্রবণ, কথাপ্রসঙ্গ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলাঙ্গে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১১৫৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে ঊর্জ্জব্রত

গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশে ও আনুগত্যে গত ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ণিমা তিথি হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ হইয়াছে। প্রাতঃ প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রজবাসী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠকীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠের বাল্যভোগাদি এবং শ্রীরাধাকুণ্ড পারিক্রমা হইতেছে। অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণমুখে ব্যাখ্যা হইতেছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহোদয় ক-এক-দিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে 'ব্রহ্মস্তোত্র' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। মঠবাসী এবং বিদেশাগত বহু ভক্ত এই সময়ে শ্রীধামে ঊর্জ্জব্রত পালন করিয়া নিত্য মঙ্গলাভের সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন।

কলিকাতায় প্রচার

গত ১৮ই অক্টোবর সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ্ব ও প্রাকৃত সাহিত্যাদাসত্বরহিততার কথা বলেন। স্বামীজী মহারাজ আরও বলেন—শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন

নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৮শে পদ্মনাভ (৪৫১), ১লা কার্ত্তিক (১৩৪৪)

১৮ই অক্টোবর (১৯৩৭)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবানুকূল্যে আগামী কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথি হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে ও প্রধান শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শাখামঠসমূহে এবং বিশেষতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ঊর্জ্জব্রত-মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে। আগামী ১১ই কার্ত্তিক বুধবার কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রভাবু সপরিকর কৃপা করিয়া ঊর্জ্জব্রতে তথা শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(সহকারী সভাপতি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন) ও

শ্রীসখীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়), শ্রীগৌড়ীয়মঠ রক্ষক।

কৃষ্ণকথা শুদ্ধ সাধু গৃহস্থের কল্যাণার্থে কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের আলয়ে শুভাগমন করিয়া কীর্ত্তন করেন। জীবকল্যাণব্রত শুদ্ধ সাধুগণের অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান শ্রবণ-কীর্ত্তন। বিজন বিপিনে কপোতের সংযম পূর্ব্বক বিরলে চিন্তা কখনও শুদ্ধ সাধুগণের কার্য্য হইতে পারে না।

আত্মবস্তুটীর ভগবদ্দাসত্ব। উহাদের যে কোন ভূমিকায় অবস্থিতিকালেই ভগবদ্‌ভজন সম্ভব ও একমাত্র কৃত্য। গৌরাঙ্গ যুগ কলযুগে পঞ্চনানন্তর বালকগণ আশ্রম ও বর্ণ-ভূমিকা, উৎকল, বঙ্গ ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বিদ্যালয়ের হইত। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞ বিদ্বা বিশ্ববিপণির দোকানদারীই শিক্ষা দেয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এচ, ডি, পি, আর, এস্ মহামহোপাধ্যায় হইলেও কেহ বিষনাশের বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া শুক্রাচার্য্যের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষার জন্য আদিষ্ট হইয়াও তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি নারদশিষ্য। তাই বালকের ভক্তিপ্রবৃত্তি তিনি বিদ্যালয়ের সেবোপকরণের সর্ব্বস্ব করেন (ঐ ক্লাস) শিক্ষায় উপদেশ [illegible]

[illegible]ছেন। [illegible] অর্থাৎ [illegible] কামিনী কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠালোলুপ [illegible] [illegible] প্রহ্লাদ [illegible] কিন্তু সেই [illegible] তাহাদের আত্মপ্রচেষ্টায় প্রহ্লাদের [illegible] [illegible] সমর্থ হইল না। [illegible] বাল্যকালে প্রহ্লাদের কথাকথায় [illegible] সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সর্ব্বদা [illegible] সেবায় শ্রবণ করিল এবং "সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে ঈশ্বর আছেন" এইরূপ বাক্য বালকের প্রাণপণ মনে করিয়া স্তম্ভাগাত [illegible] স্তম্ভ বিদীর্ণ করিলে "নরসিংহ" ভগবান ভক্তবৎসল ও অন্তর্যামী শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ও [illegible] ভক্তি [illegible] [illegible] শ্রীনৃসিংহ [illegible]

পাঠান্তে [illegible] কীর্ত্তন হয় এবং পাঠকগণকে স্বামীজী মহারাজের নির্দ্দেশে [illegible] সময়ে [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible] পাঠের [illegible] কীর্ত্তন হয়। সভায় [illegible] [illegible]

[illegible] উপস্থিত ছিলেন

[illegible] ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] [illegible] রায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার; [illegible] বসু, শ্রীমান বসু, [illegible] মিঃ এস্ কে মাজুমদার, [illegible] মজুমদার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ সুর

[illegible] অর্থ—চেতনময় মন্দির, ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া [illegible] লেখা প্রভৃতি আঁকা [illegible] মন্দিরে [illegible] দিবেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীল [illegible]

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

শুদ্ধভক্তি

—:০:—

অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসুখ-বিধানের নামই ভক্তি। এই উত্তমা ভক্তি ত্রিবিধা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। ইহাতে অন্যাভিলাষ ও কর্মজ্ঞানাদির আবরণ নাই। ভোগমুখবাসনা [illegible] কামনার গন্ধও তাহাতে নাই। এই [illegible] সাধনভক্তি সাধনক্রিয়ার [illegible] নহে, সাধ্যও নহে। সাধনভক্তি আত্মার [illegible] ক্রিয়াবতী, [illegible] সাধনক্রিয়া [illegible] উপর নির্ভরশীল নহে। যে যেরূপ [illegible] আশ্রয় করিয়া [illegible] চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। ইহা [illegible] কথা। [illegible] উপর [illegible] সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না, [illegible] উপরই সাধন-[illegible] হয়। [illegible] হইলে [illegible] এবং [illegible] সাধনভক্তির পরিপাক-[illegible] ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] হয়। একটী আমের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা যেরূপ [illegible] অবস্থা, ভক্তিরও সেইরূপ সাধনভক্তি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি এই ত্রিবিধ রূপ।

[illegible] ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তাহাই সাধনভক্তি। এই [illegible] ভাবভক্তি সাধ্য হইয়া থাকে। [illegible] সাধন দ্বারা [illegible] সাধ্য হয় না। কিন্তু সাধনভক্তির [illegible] সাধকের [illegible] হইলে, সেই [illegible] ভাব [illegible] হইতে প্রকটিত হয়। [illegible] আবির্ভাব হওয়ার [illegible]।

আমরা সাধারণতঃ উপায়-ভক্তি ও [illegible] —[illegible] ও সাধ্যভক্তি উভয়-[illegible] এই দুইটী প্রকার দেখিতে পাই। [illegible] তাহা হইলে ভক্তী বিভাগ থাকারই [illegible] কি? উত্তরে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

[illegible] সম্যক্ দৈন্যাদিনামপ্যারভ্যাঃ।
[illegible]
ন [illegible]॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ[illegible] অর্থাৎ [illegible] হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণ[illegible] দেখা [illegible] ঘটিয়াছে, তাঁহারা সাধকভক্ত [illegible]। সাধকভক্তের এই লক্ষণটীতে দেখা যাইতেছে যে, সাধকে [illegible] আবির্ভাব হওয়ার পরও—"সম্যক্ [illegible]" অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে [illegible] হয় নাই, এই [illegible] থাকাতে [illegible] সাধকভক্তের কোনও প্রকারের [illegible] কিছু না কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। [illegible] বাধা ক্লেশ বা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ, সেই [illegible] যে পর্য্যন্ত ভক্তে বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ ভক্তে সাধ্যভক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। কাজেই ভাবভক্তিকে সাধ্য [illegible] অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। এই ভাবভক্তির পর্য্যায়ই জীবের পতনের আশঙ্কা আছে। তৎপরে সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তিতে অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় জীবের পতনের কোনও কথা নাই। সেই প্রেমিক বা [illegible] ভগবদ্‌ভক্তগণের কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব হয় না এবং তাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকে।

বদ্ধ তটস্থ নহে এবং তটস্থ বদ্ধ বা মুক্ত নহে। সুতরাং এই সিদ্ধ বা মুক্তগণের মধ্যে তটস্থ-ভাবের আশঙ্কা করা অসঙ্গত। স্বরূপাগত বা প্রেমিক হইলেই যখন আর পতনের কোনও কথা নাই, তখন অপ্রকটের পর গোলোক বা বৈকুণ্ঠে গিয়া যে কোনও জীবেরই আর পতনের আশঙ্কা থাকিতেই পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্তের বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রকৃতভাবে উপলব্ধ না হওয়ার দরুণই আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে, জীব যখন তটস্থশক্তি অর্থাৎ তাহার স্বরূপের যখন ভোগবাসনা ও সেবাবাসনা দুইটিই আছে, তখন জীব গোলোক-বৃন্দাবন প্রভৃতি যেখানেই থাকুক না কেন তাহার পতনাশঙ্কা কেন না থাকিবে? [illegible] তাহার পতন না হইলেও আশঙ্কা একটু আছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ধারণা অযথার্থ। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, কৃষ্ণবহির্মুখ [illegible] জীবের কর্ম্মবীজ অর্থাৎ ভোগ-বাসনা সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখ।
[illegible], বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলি [illegible]।
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজ নাশ।
[illegible] দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস॥
(চৈঃ চঃ ১।৭।২৭)

নদীয়াচাঁদের শ্রীশ্রীল ঠাকুরাণ এই পয়ারের অনুবাদ্য উপরি উক্ত বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়াছেন। ভগবানের তটস্থা জীবশক্তিতে বহির্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ ভোগ-বাসনার বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কালপ্রবাহে মিলিত হইয়া নানা প্রকার ভোগাঙ্কুর দ্বারা বদ্ধজীবকে অনবরতঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ অগ্নিদগ্ধ হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতল গর্ভে কৃষ্ণপ্রেমের [illegible] ভোগবাসনা প্রেমবন্যায় ডুবিয়া মিশ্র নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম সম্ভাবনা রহিল না।

গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

অর্থাৎ যে ধাম প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না, সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহাই আমার পরম ধাম।

ভাবভক্তি হওয়ার পরও ভক্তে [illegible] বিঘ্ন থাকে বা সাধক দশা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না বলিয়া সেই অবস্থাকে সাধ্য-ভক্তি বা সেই ভাব-ভক্তকে সিদ্ধ বলা না হয় সঙ্গত, কিন্তু ভাব-ভক্তিকে সাধনভক্তির অন্তর্ভুক্ত করিলে কি দোষ হয়? উত্তর এই যে,—ভাবভক্তি সাধন-ভক্তির অন্তর্গত, একথা কিছুতেই সঙ্গত নহে। কারণ, "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা" শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর এই সাধনভক্তি-লক্ষণাত্মক শ্লোকে—"সাধ্যভাবা" (যদ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হয় তাহার নাম সাধন-ভক্তি)—এই বিশেষণটীর দ্বারা সাধন-ভক্তি যে ভাব-ভক্তির সাধন অর্থাৎ সাধন ভক্তি দ্বারা যে ভাব-ভক্তি সাধ্য হইয়া থাকে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ভাব-ভক্তিকে সাধন-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যেহেতু ভাব-ভক্তি কখনও ভাব-ভক্তির সাধন হইতে পারে না, পরন্তু সাধন-ভক্তিই ভাব-ভক্তির সাধন। অতএব সাধন-ভক্তির দ্বারা সাধ্য ভাবভক্তি সাধন-ভক্তি হইতে পৃথক্। সুতরাং ভক্তিকে ত্রিভাগে বিভক্ত করা যথার্থই ভক্তি [illegible] সর্ব্বত্রই হইয়াছে।

এই কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণেতেই থাকে। যদি এরূপ হয়, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা সেই ভক্তিকে জীবগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে অনুশীলন করিতে সমর্থ হইবে? উত্তর এই,—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির অনুষ্ঠান করা জীবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও ভক্তি জীব সকলের কায়-বাক্যাদির বৃত্তির সহিত একীভূতরূপে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেমন লোহিত-বর্ণতা ও দহনকারিতা অগ্নিরই ধর্ম, লৌহের ধর্ম নহে, কিন্তু লৌহকে যদি অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে অগ্নি লৌহকে তাহার নিজের ধর্ম কৃষ্ণতা ও শীতলতা পরিত্যাগ করায় এবং লৌহের সঙ্গে একীভূতরূপে প্রকাশ পাইয়া লৌহকে লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতা-ধর্ম প্রদান করে। এস্থলে লোহিত-বর্ণতা ও দহন-কারিতাধর্ম যেরূপ অগ্নি হইতে লৌহে তাদাত্ম্যরূপে সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়, ভক্তিও সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা হইয়াও জীবগণের কায়বাক্যাদির বৃত্তির সঙ্গে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তিতেও পাই,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণচরণ ভজয়॥

সুতরাং শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির [illegible] হইয়া সতত যোগযুক্ত থাকিয়া তাঁহারই [illegible] বা ভজনসেবাই যে ভক্তিসাধনের একমাত্র উপায় বা তাহাই যে ভক্তি সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বৈধী [illegible] উপায়-ভক্তিরূপা সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম-ভক্তি এই ত্রিবিধ ভক্তিতে ভক্তিবাসনা ব্যতীত অন্য কামনা বা জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ নাই। [illegible] তাহা ভক্তি [illegible] মধ্যে দেখা যায়। যথা,—

"কেশী [illegible]।
[illegible]॥"
([illegible])

[illegible]

সেবাই আমার কৃত্য, এই স্বরূপলক্ষিত অ'বিদ্যানাশিনী, শুভদা অর্থাৎ সর্বসদ্গুণ-দায়িনী ও মোক্ষানন্দপ্রদা, মোক্ষলঘুতা-কারিণী, আত্যন্ত দুর্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষ-স্বরূপা অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধ সংখ্যায় গুণ করিলেও ভক্তিসুখসাগরের একটী পরমাণু তুল্যও হইতে পারে না এবং কৃষ্ণা-কর্ষিণী। এস্থলে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, আকাশাদি ভূতের শব্দাদি গুণ যেমন পর পর বায়ু প্রভৃতি ভূত সমূহেও আছে, সেইরূপ সাধনভক্তির গুণ ভাবভক্তিতে আছে, আবার ভাবভক্তির গুণ প্রেমভক্তিতে আছে। সাধনভক্তিতে ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব, এই দুইটি গুণ আছে। ভাবভক্তিতে মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্লভত্ব এবং সাধনভক্তির গুণ ক্লেশ-ঘ্নত্ব ও শুভদত্ব এই চারটী গুণ আছে। আর প্রেমভক্তিতে সাধনভক্তির দুইটি গুণ এবং ভাবভক্তির দুইটী এই চারটী গুণ এবং সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মতা ও শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষিতা এই দুইটী গুণ আছে।

এই প্রেমাবির্ভাবের বহু ক্রম থাকিলেও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ইহার ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ
ক্রমঃ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তনজলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-
কীর্তনাদি জল॥

অনাদিবহির্মুখতা-দোষে জীব সংসার-সাগরের স্রোতঃপ্রবাহে পতিত হইয়া অনন্তকাল যাবৎ ভ্রমণ করিতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে, কখনও স্বর্গে, কখনও বা নরকে গমন করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সেই জীবের সংসার যখন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভ ঘটে। এইরূপে ভাগ্যক্রমে প্রথম সাধুসঙ্গ হইলে সেই সাধুমুখে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ এই তিনের মাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্র শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হয়। সেই শাস্ত্র-কথা বা হরিকথা শ্রবণ দ্বারা ভক্তিলতার বীজ শ্রদ্ধার উদয় হয়। এই শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাদি সাত্বত-শাস্ত্রাদির অর্থের প্রতি বিশ্বাস। এই শ্রদ্ধাই জীবের ভক্তিমার্গে অধিকার। যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রের অনুগত যুক্তিতে সুনিপুণ এবং তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার ও পুরুষার্থবিচারে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ জনই উত্তমাধিকারী। আর যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ বাদী ব্যক্তি কোন বলবতী বাধা প্রদান করিলে তাহা মীমাংসা করিতে অসমর্থ, কিন্তু তথাপি শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ সাধ্যসাধন-বিষয়ে মনে মনে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিই মধ্যমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্ত্যাদিতে অনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ অন্য শাস্ত্র এবং অন্য প্রকার যুক্তি দ্বারা যাহার শ্রদ্ধা খণ্ডন করিতে পারা যায়, তিনিই কনিষ্ঠাধিকারী।

শ্রদ্ধা উৎপত্তির পর যখন দ্বিতীয় বার সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তখন হইতেই শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, বিশ্বাসের সহিত গুরু-সেবা প্রভৃতি ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সাধু আনুগত্যে ভজন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি ঘটে। অবিদ্যা, অস্মিতা, বিষয়াসক্তি, দ্বেষ ও দুরভিনিবেশ- এই সকল দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ, নানাবিধ ভোগাভিনিবেশরূপ সুকৃতোত্থ অনর্থ, নামাপরাধ ও সেবাপরাধোত্থ অনর্থ এবং ভক্তির দ্বারা উদ্ভূত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিরূপ ভক্ত্যুত্থ অনর্থ— এই সকল অনর্থের নাশ করিতে করিতে মহৎ-কৃপায় নিবৃত্তি হইলে পর নিষ্ঠা অর্থাৎ বিক্ষেপশূন্যভাবে সতত ভজনের প্রতি একাগ্রতা জন্মে। পরে রুচি অর্থাৎ লালসা উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে আসক্তি প্রকাশ পায়। পূর্বোক্ত নিষ্ঠা হইতে আসক্তির ভেদ এই যে, নিষ্ঠা 'বুদ্ধিপূর্বিকা' অর্থাৎ বুদ্ধি পূর্বক সতত ভজনে রত থাকার নাম নিষ্ঠা। আর আসক্তি স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী অর্থাৎ সাধক যে স্থলে পৌঁছিলে কোনও প্রকার যুক্তি-বুদ্ধির অপেক্ষা থাকে না, নিরন্তর স্বাভাবিক ভাবে ভজনে অভিনিবেশ উপস্থিত হয়, তাহার নাম আসক্তি। এই আসক্তির পর ভাব বা রতি এবং রতির পর প্রেম উদিত হয়। আসক্তি পর্যন্তই সাধকত্ব। তৎপরে ভাব-ভক্ত এবং তাহার পরের অবস্থাই সিদ্ধাবস্থা বা প্রেম। সাধকগণ ভাবভক্ত হন এবং ভাব-ভক্ত সিদ্ধভক্ত বা প্রেমিক নহে। ভাবভক্ত হইতে মহাভাগবতাধিকার। সাধকগণের প্রেমাবির্ভাবের ইহাই ক্রম। তবে আমাদের একটি কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই প্রয়োজন। গুরুকৃপায় যদি এইরূপ সৌভাগ্য কাহারও লাভ হইয়া থাকে, তাঁহাতে শাস্ত্রনিপুণতার অভাব আপাত দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হইলেও সেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের চরণে যেন আমরা অপরাধ করিয়া না বসি. কারণ,তখন চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি ; তাহা শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না। তাহা অনুরাগময়ী, পূর্ণানন্দময়ী ও উত্তরোত্তর-সেবোল্লাস-ময়ী। যেখানে প্রাণের সহিত প্রাণের মিল বা টান, চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি ; তাহা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সতত সেব্যের কীর্তনাদিনী। অন্য দিন আমরা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই যে শুদ্ধভক্তি একথা আলোচনা করিব।

ঘাড়কে পিছনে রাখি' কৃষ্ণ পানে ধায়। সেবিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

পথহারা পথিকের প্রতি

কোথায় যেতেছ ভেসে ওহে বাতুলীন,
এখনও কি দেখিবে না চ'লে কিছু দিন।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরোধের ফলে।
অনন্ত-নিরয়-বাস সর্বশাস্ত্রে বলে॥
দলের খাতিরে আজ সে কথা ভুলিয়া।
চলেছ কোথায় স্রোতে দেহ ভাসাইয়া?
নিজে নিজে বড় বলে, সে ত' বড় নয়।
সর্বলোকে যারে যারে সেই বড় হয়।
"অজ্ঞানে করয় পাপ, জ্ঞান হ'লে যায়।
সজ্ঞানে করিলে পাপ যায় সব রসে॥"
জানিয়া শুনিয়া তুমি যে ধাও বাতুলে।
তাহার জীবন শান্তি কভু না মিলিবে॥
কনক, কামিনী, খ্যাতি প্রতিষ্ঠার লাগি।
কারণ যে একবারে ভব বুঝিলাম॥
ভেবেছিলে হবেকে তব দল ভারী।
জগৎ ভুলাবে ব'লে করিলে চাতুরী
শিয়াল, মদন্ধ, কংসাসুর-প্রায়।
দম্ভ, লোভে, দুষ্ট তব বুদ্ধিভ্রষ্ট হায়!!
এখনও কি বুঝ নাই সব ফক্কিকার।
তবে কেন শোক মোহ মজিতেছ আর?
কোথা হ'তে কোথা গেছ বুঝিতে কি
বাকী।
বৃথা কেন মিছে তবে আপনাকে ফাঁকি?
যতক্ষণ আছে তব,—যথা ইচ্ছা কর।
যাহা শক্তি কেহ দিবে—ঈশ্বর বা নর।
কোথা গুপ্ত ছিল তব কালকূট বিষ।
উদ্গীরণ করিতেছ যাহা অহর্নিশ॥
মহাপুরুষে সেই বিষ কি করিতে পারে।
তাঁহার চিহ্ন তাহা সর্বশরীরে বাঁধে।
বিষোদ্গারী সর্প এ দুর্দিনে আপনে।
হরিদাস প্রতিক্রিয়া জানে সর্বজনে॥
তব সর্বনাশ আমি যে দেখিতে পাই।
নিরন্তর ঘোর শব্দ জাগিছে তাহায়॥
তোমারে শিখণ্ডী করি' রণে জিনিবারে।
কত ক'রেছিল সেই দুশ্য দুরাচারে॥
লঙ্কাভাগে কালনেমি সব বুঝেছিলা।
ক'রেছিল যে তোমায় যোগ্যপাত্র যারা॥
জানিও সে নহে কভু সুহৃদ্ তোমার।
এখনও ত্যজহ তাঁর করি' নমস্কার॥
হৃদয়ের সব গুণ' বাঁশরীর তান।
ব্যাধ-হস্তে অবশেষে গেল তব প্রাণ॥
গোপনে স্বরূপ তব দেখাইলে যায়।
হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে দেও ফেলিল লজ্জায়॥
দুর্বৃত্তে সিদ্ধ হওয়া নহেত কঠিন।
সংসারে সিদ্ধ যেই সেইত প্রবীণ॥
"বাঁচা না-বাঁচে, লোকে যদি দুষে।
মরিয়া না মরে সেই লোকে যদি পূজে॥"
সজ্জনের প্রিয় তুমি ছিলে কোনকালে।
সেই প্রীতি নিজ দোষে কি হেতু হারালে?
পূর্বে যে ডাকিত তোমা অতি সমাদরে।
তোমার সঙ্গে আমি' সদা ধ্যান করে॥
তোমারে বধিত যে দুর্দ্দৈব হাতে।
অবশেষে নির্জন সেই ত্যাগ করে॥
ছি ছি ছি ছি দগ্ধ মুখ দেখাবে কি করে?
লুকাও যথায় পাও লুকাও সত্বরে॥
একদিন হ'য়েছিল পথে পরিচয়।
সেই হেতু তোমা লাগি আমি দুঃখ লয়॥
সে কারণে এক কথা বলিব তোমায়।
শোন কিম্বা নাহি শোন, দুঃখ নাহি তায়॥
বিধাতার দোষী নাহি তবে ভাল কথা।
তুমিও শুনিবে না তা'—কর ইচ্ছা যথা॥
করিয়েও পার তুমি ঠাঁই উপহাস।
কর্তব্য করিনু সার—নাহি অন্য আশ॥
দগ্ধমুখ না দেখা'য়ে বিবাগী হ'য়ে।
নিজ গুরু-হেতু যাও দূর দেশান্তরে॥
নিভৃতে আপন দোষ করিয়া স্মরণ।
তীব্র অনুতাপে কর নিজের শোধন॥
অন্তর্যামী চৈত্য-গুরু অন্তরে জানিয়া।
সরল দেখাবে পথ সদয় হইয়া॥
দুষ্টের বান্ধব তা'রা ভুলিও না আর।
নাচের পুতুল আর হইও না তার॥
কুঠার হয়ো না তবে গাছ কাটিবার।
তাড়িলে তাড়িয়ে ছুটায়, কি যাবে
তাহার॥
আপনার গুরু চিহ্ন আপনার হবে।
বন্ধুর দেখো না আর অগতের সনে॥
এই হিতবাক্য এবে করিয়া স্মরণ।
চুপি চুপি চলি যাও যথা বৃন্দাবন॥
অকৈতবে কথা চাহ বৈষ্ণবচরণে।
ইহাতে সংশয় কিছু নাহি কর মনে॥
"কুঁড়া দুষ্ট সেই দুখে সে' দুখে
বাহিরায়।
প্রভুপাদ বিনা তোমা অন্যে কে তরায়॥"
সরল বলিয়া তোমা ভাবিতাম মনে।
শ্রবণ তোমাতে দেখি বিস্মিত এক্ষণে॥
সদয় আপন হিত সাধুপথে চল।
দুষ্ট সঙ্গ হ'তে আর নাহি কিছু ফল॥

—শ্রীসচ্চিদানন্দ অধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব-প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' দৈনিক আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচরণ রায় ভক্তিনিধি।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি, মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকটলীলা-শ্রীজগন্নাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের পাদ

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চারিবাণ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্‌যানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ দরিহাব, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরত্নেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বেহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৫২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবাসানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এজন্মানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেওয়ারী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং ফয়েজ রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দমাধবগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রতীম ব্রহ্মচারী ভক্তিসারঙ্গ

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরগোপালরাধিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) বালিগপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

বালিগপাড়া পোঃ বালি (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিতুড়া, (বানকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউবরোড

গ্ল্যাডষ্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
জাতা রাজ	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানী	৫৷৹
রূপশাল নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বাসমতি	৮৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵৹

চিনির দর

[illegible], চাঁদপ	১০৸৵৹
[illegible] ১০০০ নং	১০৵৹
[illegible] দানা	৯৷৹
[illegible] দানা	৮৷৹—৯৵৹
[illegible] দান	৭৸৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৪৷৹
[illegible]	১২৲
চাঁদিবার	৫৩৷৹

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪১৷৹
[illegible] বছর সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷৹—৬৸৵৹
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵৹
[illegible] ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
	৬৲—৬৵৹
(বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
[illegible]	৫৵৹—৫৸৵৹
(বন)	৫৲ ৫৷৹
(বে)	৪৸৹—৪৸৵৹
[illegible] (০)	২৷৹—২৸৵৹
[illegible]	১৸৵৹—১৸৹
	১৸৵৹—১৸৵৹

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲

পাতিরাম	৪৸৹
জাম	৫৲
কামুনে	৩৲
রাঙা পাথরী	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৵৹—৯৸৵
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵৹
সরলা (টি আয়রণ)	৮৷৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৵৹—৮৸৹
টাটা প্যাঃ করগেট সিট।	৷৵৹
২২ গেজ—	১৪৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৵৹
২৬ গেজ—	১৬৷৵৹
২৮ গেজ—	১৬৸৵৹
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৪৸৹
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	৷৵১০—৸৵৹
বাজার বেচা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
রেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩৷৹—
গাড়ী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৩৷৹—৩৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, প্লাকে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	
জন্য	৮৸৹—১১৷৹
খুচ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲

টিকলের হাপর ৫৵৹, গাঁটের হাপর ৩৸৹

ফুলার হাপর ৪৷৹

চূনের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আসল সোনার কাইন	৫৪৲
নিউ ন আসল ক্যাকড	৪০৲
কবাটি ফুলসিল কাইন	৪০৲
চাবার্ক জাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা শাক	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
খুচি খয়ের	১৫৷৹—১৭৷৹
ডাঙা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

জয়গোপাল মুকুন্দলাল অস্ত্রিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৩-৫ [illegible] ঘাট [illegible], [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—প্রকাশ—

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। [illegible] স্বাস্থ্য ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সুফল [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর পাইয়াছে [illegible] ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সাধারণ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৯,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible]-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু [illegible] [illegible] সেবন করিয়া [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছে। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রকট জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপারিভিত্তিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::(০)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২	১৷০	১৷০	৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১৪৲	১২৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২০৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৵০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সংবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা- নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব.

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তত্রত্য পাক্ষিক ইংরাজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত-প্রেস:

ঢাকা— ..... অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হয়।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা ..... অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "[illegible]" নামক একখানি পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক !
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মনোভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৯৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::)০)——

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি

এক বুলেটিনে প্রকাশ যে গত শনিবার হইতে এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আফিস বন্ধ হইয়াছে এবং কাল কাল্‌ এবং ওয়েলিংটন্‌ স্কোয়ারে অফিস খোলা হইয়াছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আফিস সম্পাদক মিঃ নরসিংহ রাও দুইজন সহকারীসহ শনিবার কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু রবিবার ৭।২৩ মিনিটের সময় কার্শিয়াং হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

বোম্বাই-এর প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ ... শনিবার সকালে বোম্বাই মেলযোগে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীযুত সি, রাজাগোপালাচারী টেলিগ্রাম যোগে জানাইয়াছেন যে, তিনি ৩১শে ও ১লা নভেম্বর অক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায় আসা সম্ভব হইবে না।

———

উত্তর সাংহাই রণক্ষেত্রে চীনাদের ৭০ ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম সংগ্রাম

চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন ...... সংগ্রামের পর তাহার পাশ্বদেশে জাপানীদের অগ্রগতির আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। চীনা সামরিক মুখপাত্র বলিতেছেন যে, জাপানীদের তাহার ...... এই কৌশলে বাধ্য হইয়া জাপানীরা

তজ্জন্য জাপানীরা শীঘ্রই তাহাদের রণনীতি পরিবর্ত্তন করিয়া নানাকিয়াং-এর দিকে অভিযান সুরু করিবে।

———

জাপানীদের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা

প্রকাশ যে, সাণ্টাং প্রদেশে জাপানীদের অগ্রগতি রোধের জন্য চীনারা হুয়াং নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত স্থানে জল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। জাপানীরা সানটাং-এর রাজধানী সিনানপুর যাইবার পথে অবস্থিত সিংসিয়েন নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

জাপান ও ইতালীর মধ্যে চুক্তির সম্ভাবনা

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে জাপ-ইতালীর আলোচনার ফলে একটী নূতন ত্রি-শক্তি চুক্তির সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। জাপ-পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। “নাইচি নিচি সিম্বুন” পত্রিকা বলিতেছেন যে, তাঁহারা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, ইতালী যে অবস্থায় ক্যোমিনটার্ন বিরোধী চুক্তির সমর্থন জানাইয়াছে তৎসম্পর্কে জাপান ও ইতালীর মধ্যে অবস্থাপূর্ণ মতৈক্য হইয়া গিয়াছে।

১৪খানি জাপানী বিমান ধ্বংস

কাণ্টনের চীনা-বাহিনীর জেনারেল নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন,—

গত ২০শে অক্টোবর অনুমান চীনা সৈন্যগণ উত্তর সাংহাইয়ে ... নামক স্থানে অতর্কিতে জাপানীদের বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং ঘোরতর হাতাহাতি লড়াইয়ের পর তাহারা ১৪খানি বিমান ধ্বংস করিয়া দেয়। এই চীনাদের পক্ষে একটা ...... জাপানীদের পক্ষে ...... সংখ্যা আরও অনেক বেশী বলিয়া অনুমিত হয়। অবশেষে জাপানীদের সাহায্যকারী সৈন্যদল আসিয়া পড়িলে পর চীনা সৈন্যগণ ঐ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

ভিয়েনসিন-পুকৌ রণক্ষেত্রে চীনারা উত্তর দিকে তেচৌ-এর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পিপিং হ্যাংকো রণক্ষেত্রে ল্যাং নদীর উত্তরাঞ্চলে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে।

ওয়ার্দ্ধার শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন

গত ২২শে অক্টোবর ওয়ার্দ্ধায় শিক্ষা সম্মেলন কমিটির সভায় ডাঃ জাকির হোসেন সভাপতিত্ব করেন।

বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বি, জি, খের, শ্রীযুক্ত শুক্ল এবং অধ্যাপক শা আলোচনায় যোগ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই প্রেসকে জানাইয়াছেন :—

গত ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্দ্ধায় যে শিক্ষা-সম্মেলন হইয়াছে, তাহাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাইর প্রধান মন্ত্রী মিঃ খের, মাদ্রাজের মন্ত্রী ডাঃ সুব্বারায়ণ ও মিঃ রাঘবন, যুক্তপ্রদেশের শ্রীযুত প্যারেলাল শর্ম্মা, মধ্যপ্রদেশ হইতে শ্রীযুত শুক্ল, উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস, বিহারের মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ, ডাঃ জাকির হোসেন, কাকা কালেলকর, অধ্যাপক ভানশালি, অধ্যাপক কে, টি, শা, শ্রীমতী হংস মেহ্‌তা, শ্রীমতী সৌদামিনী মেহ্‌তা, শ্রীমতী মোহিনী বেন প্যাপ্টেন ও শ্রীযুত বিনোবা ভাবে, প্রভৃতি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। দুইদিন ব্যাপী আলোচনার পর সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত

এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, দেশের সর্ব্বত্র অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, এই শিক্ষা সাত বৎসরে শেষ হইবে।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

———

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

গত ২৩শে অক্টোবর নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

বোম্বাই সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গত ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যে সব টাকাকড়ি ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়, তাহা উহার পূর্ব্বের মালিকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

যে সব অস্থাবর সম্পত্তি এখনও গবর্ণমেণ্টের নিকট আছে, তাহা উহার পূর্ব্ব মালিকগণকে পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং যে-সব অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে, সেই সব অস্থাবর সম্পত্তির মালিকগণকে নিলামে বিক্রয়লব্ধ উহার মূল্য প্রত্যর্পণ করা হইবে।

দাবী পরীক্ষা করিবার সময় যে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সমর্থ হন, সেজন্য দাবীদারগণ যেন অবিলম্বে বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের নিকট অথবা নিজ নিজ জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দাবী পেশ করেন।

শুদ্ধভক্ত-গ্রন্থমালা

একাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। রাগ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সংস্কৃতা ৷৷/০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমালিকা শ্রীগৌরাঙ্গঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তকৃপাণী বা বারাবাদাভঞ্জনী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তহৃদম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷/০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জনুদ্‌ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত -

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিপাদ একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনৎ-কুমার হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত উদ্দ্যোগ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১০ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৭শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১২৮৪শ সংখ্যা

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

—::•::—

গত ১লা কার্ত্তিক সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ভোর ৬টার সময় শ্রীমঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সা-সাহেবের লেন, ঋষিকেশ রোড, কৃষ্ণমোহন দাস রোড, অক্ষয়দাস রোড, রামকৃষ্ণ লেন, টিকাটুলি রোড ও ভগবৎপ্রকাশিনী রোড হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীনাম্ন পরিক্রমা করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ শ্রীমঠে সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও তাঁহাদের নানাপ্রশ্নের শাস্ত্রবিহিত সদুত্তর প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহা বণিক ও শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম কেবল চিৎ, পরমাত্মা সচ্চিৎ এবং ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় —এই প্রকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিভিন্ন প্রতীতির কথা যে আপনাদের নিকট শুনা যায়, তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ কি এবং সৎ বা সত্তারহিত ও আনন্দরহিত কেবল চিৎএর প্রতীতি কি প্রকারে হয়? শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বাবুর আর একটী প্রশ্ন ছিল যে, সাধারণ ভক্ত পাঠকগণ বলিয়া থাকেন,—শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনা দ্বারাই অনর্থ দূরীভূত হইবে, অথচ আপনারা বলেন, অনর্থযুক্ত-অবস্থায় উহার আলোচনা করার অধিকার আমাদের নাই,—এই দুই কথার সামঞ্জস্য কোথায়? অথবা উহার বিচার কি? শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ শাস্ত্র-প্রমাণ ও সুযুক্তিমূলে ঐ প্রশ্নদ্বয়ের সুযুক্তি-পূর্ণ উত্তর প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বাবু প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ তচ্ছ্রবণে পরমপ্রীতি লাভ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিচার বামন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়-বর্ণিত দেবকাসুত হইতে স্বীয় মৃত্যুর সম্ভাবনা শ্রবণে ভীত কংস কর্ত্তৃক দেবকীর শিশুপুত্রদের বিনাশের বিষয় পাঠ করেন ও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী অতি-নিবিষ্টচিত্তে পাঠ শ্রবণ করেন। শ্রীপাদ বামন মহারাজের ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রবণপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ঢাকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু সজ্জন ও মহিলা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠে যোগদান করিতেছেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা এই নিয়মসেবার মাসে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের আচার-প্রচারপরায়ণ শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের শ্রীমুখে সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধহরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী-শ্রবণে আত্মমঙ্গল বরণের সুযোগ লাভ করিতেছেন।

২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীমুরারিগুপ্তের অপ্রকট তিথি। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দ-জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমঠ হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ভগবৎপ্রকাশিনী রোড, তাঁতীবাজার শাহ স্ট্রীট, কোতোয়ালী লেন, মদনমোহন বসাক স্ট্রীট হইয়া শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সাহাবণিকের ঠাকুরবাড়ী ও তৎপরে পর-লোকগত মধুরামোহন সাহাবণিকের ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন নর্ত্তন করেন। অনন্তর মদনমোহন বসাক রোড ও পুনরায় ভগবৎপ্রকাশিনী রোড হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীনাম্ন পরিক্রমা করেন।

ঐ দিবস মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন হয়। "... কি?" এই বিষয়ে মহারাজ আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিচার বামন মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত শ্রীল মুরারিগুপ্তের পাবন মাহাত্ম্য পাঠ, ব্যাখ্যা ও অনন্তর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ বামন মহারাজের পাঠ ও ব্যাখ্যায় সজ্জনগণের ভাগবত-হরি-কথা শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীধামবৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত

গত ৩১শে আশ্বিন ১৮ই অক্টোবর রবিবার খাদশী তিথি হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী শ্রীধর, অনন্তস্বামী পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজদের নির্দ্দেশ ও আনুগত্যে শুদ্ধভক্তগণ ব্রতীগণের সহিত নিয়মসেবা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকের পর ভজনগীতি, শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন, প্রসাদ-সম্মান, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীধাম-পরিক্রমা ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

গত ৩১শে আশ্বিন প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

[illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মহোপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

[illegible]

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] আলোচনা করিয়া [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির ; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, লেখা প্রভৃতি আঁটা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৮ম খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ দামোদর বৃহস্পতিবার গৌরাব্দ ৪৪১

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

—:০:—

আমরা ইতঃপূর্বে শুদ্ধভক্তির কথা অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়াছি। এই ভক্তি বা সেবাদ্বারাই ভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করা যায়। এই ভক্তি আনুগত্যময়ী। এই আনুগত্য বা আনুকূল্যের অভাব যেখানে, সেখানে ভক্তির কোনও কথা নাই। তাহা ভক্তির ন্যায় প্রতীত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অভক্তি বা বহুধাবাদনা। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"তদেকোপায়ো হি তদনুগতত্ত্বরে" অর্থাৎ তাঁহার (ভগবানের) আনুগত্যই তাঁহাকে পাইবার উপায়। কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। যথা,—"সা চ কায়িক-বাচিক-মানসী-ক্রিয়াত্মিকা-বৈধরাগানুগভেদাত্মিকা"। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু এই ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

"অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্মরহিতা শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধিগ্রাহকূলানুকূল্যেন কায়বাঙ্মনোভিরাবৃত্তা ক্রিয়া ভক্তিঃ।" অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা-পরিশূন্য-ভাবে ও জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা অনাবৃতরূপে কায়মনোবাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আনুকূল্যবিশিষ্ট অনুশীলন বা ব্যাবহারিক ক্রিয়াই উত্তমা ভক্তি।

'অনুশীলন' শব্দের একটি অর্থ চেষ্টারূপ আর অপর ভাবরূপ। এই ... প্রবৃত্তি ... প্রবৃত্তিচেষ্টা এবং নিবৃত্তি বা ... প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা ... ত্রিবিধ, মানসিক ত্রিবিধ ... যথা—কায়িক-প্রবৃত্তিরূপ, বাচিক প্রবৃত্তিরূপ ও মানসিক প্রবৃত্তিরূপ এবং কায়িক-নিবৃত্তিরূপ, বাচিক-নিবৃত্তিরূপ এবং মানসিক-নিবৃত্তিরূপ। ইহা ছাড়া অনুশীলনের ভাবরূপ যে একটী অর্থের কথা বলা হইয়াছে, উহা কেবল মানসিক অনুভবাত্মক। অর্থাৎ অনুশীলনকালে মনে যে সুখ বা দুঃখের অনুভব হয়, সেই সুখ বা দুঃখকেই অনুশীলনের ভাবরূপ অর্থ বলা হয়।

সাধনভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গাদের মধ্যে ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ গুরু-পাদাশ্রয়াদি দশটি অঙ্গ গ্রহণ, ইহার নাম প্রবৃত্তি-চেষ্টারূপ অনুশীলন। যথা—(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, (২) শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুর নিকটে ভজনের শিক্ষাদি, (৩) বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা, (৪) সাধুগণের আচরিত পথের অনুসরণ, (৫) ভজনের রীতি-নীতি-বিষয়ক প্রশ্ন, (৬) শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগাদি ত্যাগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তির হেতুভূত শ্রীকৃষ্ণের যে প্রসন্নতা, তাহার জন্য তুচ্ছ ভোগাদি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদি ত্যাগ। যেমন শ্রীল ভরত মহারাজ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, (৭) তীর্থবাস ও তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ, (৮) যে পরিমাণে ভোজনাদি না করিলে ভজনের ব্যাঘাত হয় সেই পরিমাণে ভোজনাদি করা, (৯) একাদশী ও জন্মাষ্টমী আদি ব্রত সকলের অনুষ্ঠান (১০) অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী আদি বৃক্ষের ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের যথেষ্ট সম্মানাদি করা। আর ভগবদ্বিমুখ সঙ্গত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সেবাপরাধ ও নামাপরাধ আদি দশটি অঙ্গের যে নিবৃত্তি বা ত্যাগ, তাহার নাম নিবৃত্তি-চেষ্টারূপ অনুশীলন। যথা—(১) ভগবদ্‌বিমুখ অসাধু ব্যক্তির সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগ (২) বহু শিষ্য না করা (৩) বহ্বারম্ভ অর্থাৎ যাহাতে ভজনের বিঘ্ন হয় এরূপ বিরাট্ ব্যাপারাদির অনুষ্ঠান বর্জন (৪) বহু শাস্ত্রের অভ্যাস, ব্যাখ্যা ও বিবাদাদি পরিত্যাগ, (৫) ব্যবহারিক কৃপণতা ত্যাগ, (৬) শোক ও ক্রোধাদিতে অভিভূত না হওয়া, (৭) অন্য দেবতার প্রতি নিন্দা ও অবজ্ঞা ত্যাগ, (৮) কায়মনে-বাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া, (৯) সেবাপরাধ ও নামাপরাধসমূহ ত্যাগ, (১০) গুরু, কৃষ্ণ ও ভক্তসম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য না করা অর্থাৎ কোন স্থানে গুরুনিন্দা, কৃষ্ণনিন্দা ও ভক্তনিন্দা হইলে সামর্থ্য থাকিলে তাহার প্রতিকার করা, নতুবা অসমর্থপক্ষে হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন পূর্বক সে স্থান পরিত্যাগ। এক কথায় সৎসঙ্গ ও সৎসঙ্গের অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ এবং অসৎসঙ্গ ও তদনুকূল বিষয় বর্জন বা আসক্তি প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক অনুশীলনের উদাহরণ। অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ উভয়ই যুগপৎ আবশ্যক। নতুবা অনুশীলন পুষ্ট বা সম্পূর্ণ হয় না।

কংস-শিশুপালাদির ন্যায় প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তি নহে। পরন্তু অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই যে ভক্তি একথা জানাইবার জন্যে শ্রীল রূপপাদ কৃষ্ণানুশীলনের পূর্বে 'আনুকূল্যেন—আনুকূল্যবিশিষ্ট' এই বিশেষণ পদটী ব্যবহার করিয়াছেন। 'আনুকূল্য' শব্দের অর্থ—যাহার উদ্দেশ্যে অনুশীলন করা হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি অর্থাৎ যেরূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর, সেইরূপ অনুশীলন প্রবৃত্তিকেই নাম আনুকূল্য-বিশিষ্ট অনুশীলন বা ভক্তি। আনুকূল্যের এইরূপ অর্থের দ্বারাও, আমাদের অনেক সময় সন্দেহের অবকাশ হয়। দৃষ্টান্ত যথা—"যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করে, সেই প্রহাররূপ অনুশীলন, বীররসাস্বাদনে যুদ্ধপ্রিয়দিগের উৎসাহ বৃদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রুচি উৎপাদন করিতেছে।"

সাধারণের দৃষ্টিতে দুঃখপ্রদ হইলেও বিপক্ষগণের উদ্ধত উৎসাহবান্ বীরগণের নিকট রুচিকরই হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ-সময়ে অসুরগণের ঐরূপ অনুকূল অনুশীলনকে যদি ভক্তি বলা হয়, তাহা হইলে অসুরগণের প্রহাররূপ অনুশীলন যাহা ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী তাহাতেও ভক্তির লক্ষণ হইয়া পড়ে। আরও দেখা যায় যে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত না করাইয়া ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া দুগ্ধ রক্ষার জন্য গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যশোদাদেবীর তাদৃশ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হয় নাই। মা যশোদা স্তন্যপান না করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নামাইয়া রাখিয়া যাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইলেন, কম্পমান অরুণবর্ণ অধর দন্তদ্বারা দংশন করিতে করিতে একটি শিলা-পুত্র (নোড়া) দ্বারা দধিমন্থন পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং অশ্রুপাতে অশ্রুধারাকেতু সত্যসত্যই অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তরে নির্জন স্থানে প্রবেশ করিয়া ক্রোধভরে সঞ্চিত নবনীতসকল ভক্ষণ করিলেন। এস্থলে মাতৃভক্ত দাদের উদাহরণটী শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর হইয়াছে দেখিয়া আমরা উহাকে ভক্তি না বলিয়া অভক্তি মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র। কারণ, যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রীদেবী, যাঁহার যাবতীয় ক্রিয়া বাৎসল্য-জাতীয় প্রেমভক্তির পরিণতি-বিশেষ, সেই মা যশোদার প্রেমভক্তিজাতীয় অনুশীলনে ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় না বা হইতে পারে না।

আমাদের মনে হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি যখন আনুকূল্যের অর্থ তখন অসুরগণের অনুশীলনকে ভক্তি এবং মা যশোদার অনুশীলনকে কেন অভক্তি বলা হইবে না? উত্তর এই যে, এই সকল আশঙ্কা বা দোষ নিবারণের নিমিত্ত আনুকূল্য শব্দকে প্রাতিকূল্যশূন্যরূপেই বলিবার অভিপ্রায়। অনুশীলন আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে প্রতিকূলতাশূন্য না হওয়ায় সেরূপ অনুশীলনকে ভক্তি বলা যাইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায় অসুরগণ কর্তৃক প্রহাররূপ অনুশীলনে যেরূপ প্রতিকূলতা বিদ্যমান থাকায় অর্থাৎ অসুরগণের প্রহার-রূপ অনুশীলনটী প্রতিকূলতা-বর্জিত না হওয়ায় উহা ভক্তির পরিবর্তে অভক্তি। আর মা যশোদার অনুশীলনটী যদিও আপাততঃ প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তথাপি মা যশোদাতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রতিকূলতার লেশমাত্রও না থাকায় উহাই প্রকৃত অনুকূল অনুশীলন বা শুদ্ধভক্তি বলিয়া কথিত। যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই দুগ্ধরক্ষার জন্য গিয়াছিলেন বলিয়া উহা প্রতিকূলতাশূন্য হইয়াছে অর্থাৎ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মায়ের প্রগাঢ় স্নেহবিশেষই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং তাহাই যে শুদ্ধ ভক্তি বা অনুকূল অনুশীলন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয় তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য হয় তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং শুধু রুচিকর প্রবৃত্তিকে ভক্তি বলিয়া আখ্যাত হইবে না, পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য অনুশীলনের নামই ভক্তি।

উত্তমা ভক্তির দুইটী লক্ষণ—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। অনুকূল অনুশীলনই ইহার স্বরূপলক্ষণ এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা অনাবৃত এই দুইটী তটস্থলক্ষণ। আমরা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা সাধারণভাবে অল্পবিস্তর আলোচনা করিলাম। শ্রীনিত্য-জন শ্রীল প্রভুপাদ এই অনুকূল-কৃষ্ণানু-শীলন সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্বক এক দিন অনেক অপূর্ব কথা আমাদের নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন এবং এই অনুকূল-কৃষ্ণানু-শীলন শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার (Thakur Bhaktivinode research Institute) স্থাপন করিয়াছেন।

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের 'অনুকূল' শব্দটী অনুশীলনের বিশেষণ নহে—কৃষ্ণের বিশেষণ। "অনুকূল কৃষ্ণ" বলিতে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-চন্দ্রা-শৈব্যাদির কৃষ্ণ নহেন। অনু—অনুগত, কূল—বংশ ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, পুরুষোত্তম

কইয়াও একমাত্র মেয়িকা-শিরোমণি থাকিয়াই অনুগত, শ্রীরাধিকার প্রেমেই তিনি উন্মত্ত। তিনি একমাত্র শ্রীরাধারই আপনার। 'রাধা বিনা কিছো কারো ন'ন'।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই ভক্তশিরোমণি শ্রীমতীর বাম্য-ভাব। সেই বাম্য স্বভাবের প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বাধিক বশীভূত, অভক্তের হইয়াও শ্রীরাধিকার প্রেমবিচ্যুতির ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত, এমনি মনোজ্ঞ শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা! দক্ষিণস্বভাব চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের সমকক্ষ হইতে পারে না। তাই গোপীগণ সর্বদাই শ্রীরাধিকার আনুগত্য করিয়া থাকেন—'অনুকূল কৃষ্ণে'র সেবা করিয়া থাকেন। তাই এখন কৃষ্ণ, দ্বারকেশ কৃষ্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ—এমন কি চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণও অনুকূলার কৃষ্ণ নহেন। গোপীগণের প্রয়োজন ভক্তের আচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী থাকিয়া যদি পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন তথাপি আমি তাঁহার নিকট যাইব না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যদি বৃষভানুসুতাকে দেখিতে পাই তাহা হইলে আহ্বান না করিলেও পদনাশেন্দ্রাও ক্রত-গতিতে তথায় ছুটিয়া যাইব। অবশ্য অনুকূল কৃষ্ণের এই সকল বিচার সর্ব-সাধারণের বোধগম্য নহে। যাঁহারা নিবৃত্তানর্থ হইয়া অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্মাদিদ্বারা অনাবৃত অপ্রাকৃত শুদ্ধা ভক্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপ্রাকৃত প্রেমের পরাকাষ্ঠা পারকীয় বিচারানুসারে বৃষভানু-সুতার দাস্য করিতে সমর্থ, অনুকূল কৃষ্ণের বিচার তাঁহাদেরই গোচরীভূত।

এই কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বৃত্তিবিশেষ। ইহা পরমানন্দ-হ্লাদিনী ও স্বাভাবিক স্বাভিলাষময়ী। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-বাসই বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অনুশীলন বা ভক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত-কৃপাতেই লভ্য। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও নিষ্কপটে উৎ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই সাধুগুরুকৃপায় চেতনের বৃত্তি বা ভক্তি হৃদয়ে প্রকটিত হইলে জীব অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের সৌভাগ্য পায়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

[শ্রীল] প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা ভক্তিপথে সাধন ও কৃপা এই দুইটীর সমান আবশ্যকতা দেখিতে পাই। কিন্তু এই দুইটীর মধ্যে কোনটী বলবতী, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া আমরা অনেক সময় সাধন-নিষ্ঠাগ্রহের প্রতি জোর দিয়া গুরু-বৈষ্ণব-আনুগত্যের প্রতি অল্পবিস্তর উদাসীন হই। আবার কেহ বা কপটতামুখে কৃপার উপর নির্ভরতার ভাণ দেখাইয়া সাধনে ঔদাসীন্য দেখাই। ফলতঃ আমরা ভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারি না। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শ্রেয়ঃসাধন বা মঙ্গল লাভ কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অসৎসঙ্গে থাকিয়া সহস্রসাধন করিলেও সাধনে সিদ্ধিলাভ হয় না। শ্রবণকীর্ত্তন ও সাধুসঙ্গাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়াও যদি আমাদের কিছুমাত্র উন্নতি না হয়, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ-ত্যাগরূপ সাধনাঙ্গ সুষ্ঠুরূপে পালিত হয় নাই জানিতে হইবে। উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা যদি হয়, তাহা হইলে গুরুনিষ্ঠগত সাধক এক জন্মেই সর্বার্থসিদ্ধি বা সকলের শেষ প্রাপ্তি কৃষ্ণসাক্ষাৎকারলাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে।

আমাদের মনে হইতে পারে—গুরুপ্রসাদই কি কেবল বলবান্, না শ্রবণাদিরূপ শিষ্য-প্রযত্ন বলবান্? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন,—গুরুপ্রসাদ কেবল হিত কর্ত্তব্যতাপাদ, শিষ্যের শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ চেষ্টাই বলবান্—ইহা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গুরুকৃপাই সর্বাপেক্ষা বলবান্। কারণ, শ্রুতির উদাহরণে গুরুর প্রসাদের বলবত্তাই দৃষ্ট হয়। সত্যকাম বৃহতাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট অভিগমন ও বিশ্রম্ভগুরুসেবার দ্বারা ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যদি শ্রবণাদিই বলবান্ সাধন হইত, তাহা হইলে বৃহতাদির নিকট শ্রবণ মাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া যাইত, গুরুর নিকট পুনর্বার উপদেশ শ্রবণ ও সর্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। উপকোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ আশ্রয়ন করেন। অনন্তর গুরু উপকোশলকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিলে, উপকোশল গুরুর আজ্ঞানুসারে নিরন্তর গুরুসেবা-তৎপর হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করেন। এই সকল শ্রৌত উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গুরুপ্রসাদ ব্যতীত ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয় না। ইহাতে গুরুকৃপারই প্রাবল্য জানা যায়। যদিও গুরু-প্রসাদেরই প্রাবল্য আছে তথাপি শ্রবণ-মননাদিতে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। গুরুকৃপায় শ্রবণাদি সাধন আরও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়া অচিরেই ভগবৎ-কৃপা-লাভের অধিকারী করিয়া দেয়। বরাহ-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, গুরু-প্রসাদই বলবান্, তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছুই নাই। তথাপি গুরুপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে অনর্থনিবৃত্তির চেষ্টা করিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে দেখা যায়,—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদও বলিয়াছেন, "যাঁহারা গুরুপাদ-পদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য প্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে বিঘ্ন পান। সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুপাদপদ্ম-রহিত জীবকে ভবসমুদ্রায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় তাহারা সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়, ভক্তগণ স্মরণাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। আর অধিক বুঝি, আর অল্প শুনতে কি অধিক উপদেশ দিবেন—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধ বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না।"

বিনোদবাণী-বন্দনা

শ্রীগৌর-বাণীর বিমল প্লাবন,
নভেক উৎস বহিয়া,
হৃদয় গোমুখী হইতে বহিছে
শত নদ-নদী ভরিয়া।
শ্রীগৌরসুন্দর সজল জলদ,
বাণী-অমৃত বরষে সতত,
সাগর তটিনী প্লাবিয়া দুকূল
ঊষর ভূমিতে উছলায়।
ভেকে ব্যাঙ-সব ভাব ছায়॥

সে বাণী-প্লাবন হইতে বাষ্প
উঠিছে গগনে আবরণ,
শ্রীগৌর-গাথা বহি সতত
সিক্ত করিছে ভূমিতল।
কালের পাহাড় উঠে ধীরে ক্রমে,
ভুবে অপরাধে কেহ পড়ে ভ্রমে,
ভক্ত জনের মানসে, হৃদয়ে
বাণীর প্রবাহ ব'য়ে যায়।
প্রবাসী মানব নাহি পায়॥

কঠিন পাহাড়-প্রাকার হইতে
বাণী-ভাগীরথী আনিয়া,
হে বিনোদ দেব! ভগীরথরূপে
বঙ্গ'পরে দিলে ঢালিয়া।
অভেক ভক্তপে শত শত রূপে
বাণী ধারা শোভে স্বচ্ছ তোমারূপে,
সিদ্ধান্তসাগর-সঙ্গম পেয়ে
প্রণালিকা সব ভ'রে যায়।
ভরিয়ে সকলে জয় গায়॥

মদনমোহন-মোহিনী দেবীর
চরণকমল দাক্ষা-গোভা,
যাঁহার শ্রীপদ-রূপের ছটায়
প্রকাশিত চির নয়ন শোভা,
তাঁরি আলোময় সেই শ্রীচরণ
শিরে ধরি সুখে করিয়া বরণ,
ভাগীরথীতীরে থাকি' জোড়করে
করুণা-সলিল-কণিকায়।
সেন অচেতন প্রাণ পায়॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহারাজস্য প্রিয়তমসেবক শ্রীমৎ-প্রাপ্ত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-মহোদয়ানাং শ্রীধামমায়াপুরে শুভাগমনোপলক্ষে—

অভিনন্দনপত্রমিদম্

(১)
যঃ শ্রীগুরোঃ সেবনমূর্ত্তিঃ
শ্রীভাগবতশিক্ষাপ্রচারকঃ।
সদা সদাচারযুতো বিপাশ্চৎ
সোঽপ্রাকৃতাখ্যো জয়তু প্রভুর্নঃ॥

(২)
শ্রীমদ্গুরোর্নিজকামসিদ্ধ্যৈ
পাশ্চাত্যদেশে চ সুধীসমাজে।
ভাক্তপ্রচারৈঃ পরিতোষকারী
সোঽপ্রাকৃতাখ্যো জয়তু প্রভুর্নঃ॥

(৩)
শ্রীমদ্গুরোঃ পাদসরোজভৃঙ্গো
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ-বিশুদ্ধভক্তঃ।
ছাত্রশ-সংঘাশ্রম সুলভকঃ
সোঽপ্রাকৃতাখ্যো জয়তু প্রভুর্নঃ॥

(৪)
একান্তভক্ত্যা গুরুসেবয়া যঃ
শ্রীবাসুদেবো ভগবান্ প্রভুঃ।
ম্লেচ্ছ প্রদেশে নিবসেৎ চ তৈঃ
সোঽপ্রাকৃতাখ্যো জয়তু প্রভুর্নঃ॥

(৫)
শ্রীবাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-সজ্যো
শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থ ভক্তাশ্রয়ঃ।
নিযোগকারী পদ্যেষ্ঠী
সোঽপ্রাকৃতাখ্যো জয়তু প্রভুর্নঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং
ভক্তবৃন্দানাম্

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চয়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠেশ্বাক্ষ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্বে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টিট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্র-চতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সর্ব্বচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনজীবন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাকলা পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীবঙ্কিমকৃষ্ণ ব্রজবাসী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
বঙ্কুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অকল্যাণ্ড ভিলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চবিবার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মণ্ডপা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৩২নং কলিকুণ্ডী, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅক্রূরানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনবদাস ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রজ্ঞানানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশাবী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্পবেল বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীমাধবেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ নিত্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরাঙ্গগোপালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশসালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ।
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ছুরুকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপর অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্টিট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী।

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম [illegible]	৬।০
বাঁকা [illegible]	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বাদশা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ [illegible]	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ [illegible]	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ [illegible]	৩৵০

চিনির দর

[illegible], চিটা	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible] দানা	৯।০
[illegible] দানা	৮।০—৯৵০
[illegible] দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৪।০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (বি)	৫৷০—৫৷৵০
[illegible] নং (২	৫/০—৫।/০
[illegible] (এল)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৷০—৪৷৵০
[illegible] নং (৩)	৪।০—৪৷৵০
[illegible]	১৷৵০—১৷০
[illegible]	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	[illegible]

[illegible]	৩৪৷৵
[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৲
[illegible]	৩১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৵০—৯৷৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	।৵
২৪ গেজ—	১৩।
২৬ গেজ—	১৩।০
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৵
২৬ গেজ—	১৩৷৵০
২৮ গেজ—	১৩৷৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৪৷০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৵১০—৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাড়ি বা চিট কাটা মণ	৩।০—
পাতি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৩।০—৩৷০ হন্দর
গোল রড কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, গোলটু, পয়াকে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
[illegible]	৮৷০—১১।০
ফুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲
টুইস্টের হাতল ৫৵০, পাটের হাতল [illegible]	
ফুলার হাতল ৪।০	

ভূষের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের গোলার কাইন	৫৪৲
[illegible] আমের [illegible]	৪০৲
[illegible] কাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	১০।০—১১।৵
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ [illegible] অফিস
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible] খাট [illegible], [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। [illegible] [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] [illegible] ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই [illegible] ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের [illegible] [illegible]

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—৪২	১৭—৩৮	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] [illegible] হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপ্রকট জীবনচরিত এতাবৎকাল পয়ার পদ্যাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের প্রেরণায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(•)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৶০	৷৶০	।৵০
" ইঞ্চ ২,	১৷০	১৷০	১৷০
সিকিকলম ৫,	৪,	৩,	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	
এক কলম ১২,	১০,	১০,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬,	৪৷০
" সিকি কলম ১৫,	১২,
অর্দ্ধকলম ২৪,	১৮,
এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১,

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন।
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় পরমার্থী নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বতীর্থ আহ্বান-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৯৭]

বিবিধ সংবাদ

পার্লিয়ামেণ্টে ভারত সম্রাটের বক্তৃতা

লণ্ডন ২৬শে অক্টোবর

অদ্য পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত [illegible]। [illegible]

[illegible]

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশনের [illegible] কলিকাতায় হইবে। এই অনুষ্ঠানের সমস্ত ভার বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরি-[illegible] এই অনুষ্ঠানটী সাফল্য-মণ্ডিত হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বকার সকল অনুষ্ঠান [illegible] ভাল হয় তাহার চেষ্টাও চলিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানের পরিচালনা করিবার জন্য বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতি যে বিশেষ কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছেন, [illegible] সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। [illegible]

রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দোলন

[illegible]

রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়। রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে কংগ্রেসের ফৈজপুর প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, কংগ্রেস আজ পর্য্যন্ত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিকে একটী সর্ব্বজনীন সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেশ ব্যাপী ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

সভায় শ্রীযুক্ত [illegible], [illegible] প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

[illegible] জেলে অনশন

গত ২৬শে অক্টোবর হইতে [illegible] বন্দী বর্ত্তমানে [illegible] জেলে আটক আছে, তাহারা অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

[illegible]

এই অনশন ধর্ম্মঘটের ফলে লোকের মনে বিশেষ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে রাজবন্দীর মুক্তি আন্দোলন

রাজবন্দীর মুক্তির জন্য যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রবল আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। [illegible] পরিদর্শন করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

১০০০০ টিকিট প্রতিযোগিতা

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০·
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। প্রাকৃতরসশতদূষণী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক হৃদয়াবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ের-গৌরবতা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিনাশক ভক্তসৌখবজঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৹
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৶০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৶০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০
৪৬। অর্চ্চনাঙ্কুর ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরহরেকোষা ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমালী বা মারাবাদজম্বুকী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নিবন্ধঃ ।০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভজহরম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়কণ্ঠপরিচয়ঃ ৶০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ্ গার্ডেন অব বেদাস্ ।০
৭০। নামভজন ৶০
৭১। বেদাস—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১০
৮৩। গীতাবলী ৶০
৮৪। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, ইহা এক্ষণাবধি প্রকাশিত নহে। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতায় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিকাবধা শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ওড়িয়ায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিশ্বগুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে আলোচিত করা হইয়াছে।

—:০:—

নির্ব্বাণ ভবরোগ-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত কল্যাণলাভ এবং পাঠে বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

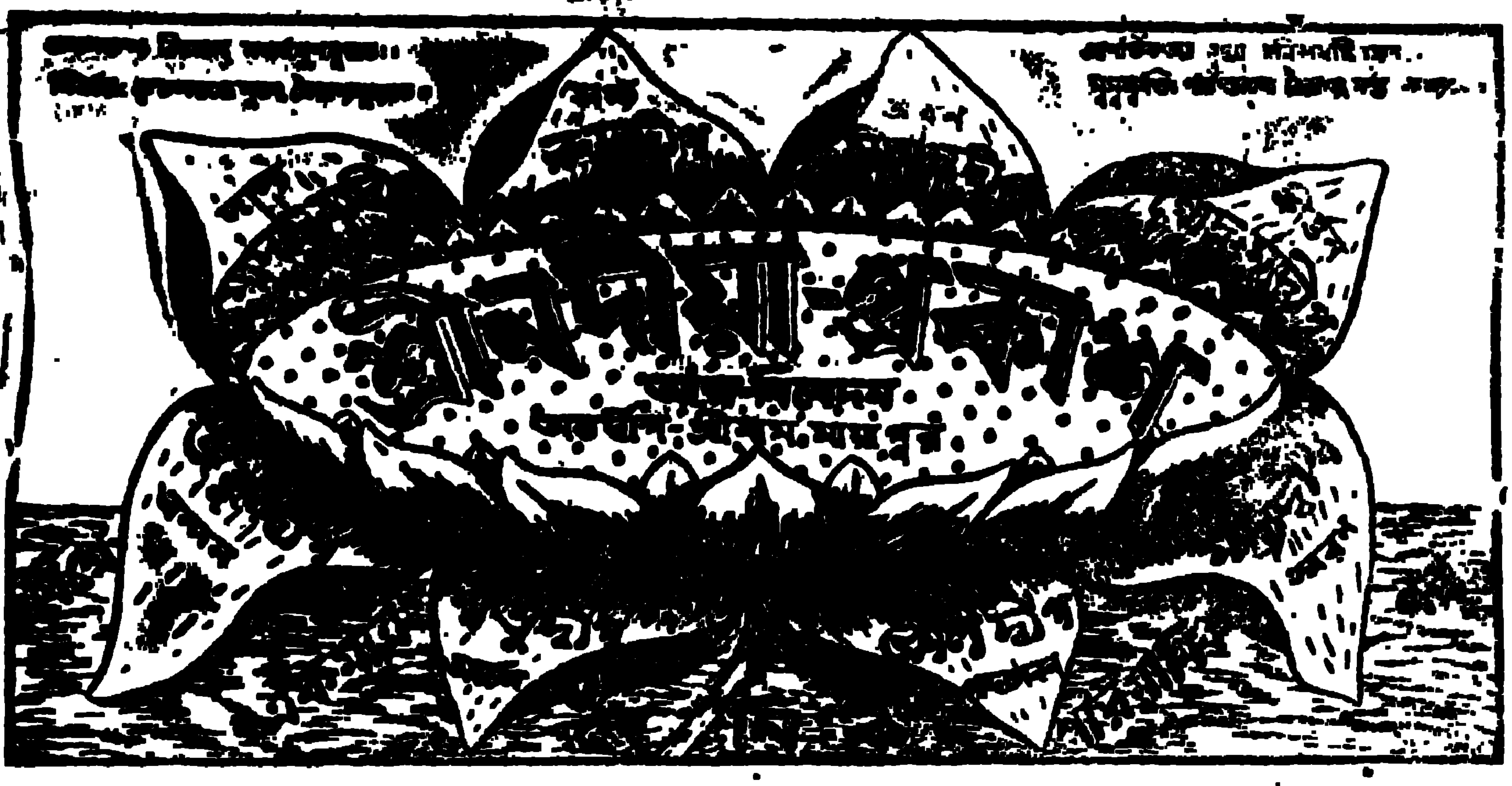

১২শবর্ষ { ৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১১ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৯৮তম সংখ্যা

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসবপঞ্জী

—::•::—

৩রা কার্ত্তিক বুধবার মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নিতাই-দাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীমঠ হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া জগৎ-শঙ্খনিধি রোড, মদনমোহন বসাক রোড, লালমণি ষ্ট্রীট, যোগীনগর, পুরুষোত্তমী বাজার, বনগ্রাম রোড, গৌরনিতাই সাহ ষ্ট্রীট, মদন-মোহন বসাক রোড, লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ী ও জগৎশঙ্খনিধি রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

ঐদিবস অপরাহ্ণে রিটায়ার্ড পুলিস ইন্স্পেক্টর মিঃ গাঙ্গুলী শ্রীমঠে আসিয়া মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজীর নিকট পরিপ্রশ্নমুখে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমতঃ তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিলাতে প্রচার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভুর মুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাঁহার প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে গর্ভস্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন।

৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নিতাই দাস প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিত্যা-নন্দ-গদাধরাদিসহ নীলাচলযাত্রা, রামচন্দ্র খাঁর সহিত মিলন, নীলাচলে মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শনার্থ অদ্ভুত আর্ত্তি বা বিপ্রলম্ভ-প্রেমোন্মাদ, তুরুক্তিমান্ রামচন্দ্র খাঁর প্রতি কৃপাপ্রকাশ প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর নগর-সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া জগৎশাহ শঙ্খনিধি রোড, মদনমোহন বসাক রোড, হেয়ার ষ্ট্রীট, বনগ্রাম, উত্তরমৈশুণ্ডি, ভরিয়া-টুলি, গয়লাগ্রা হইয়া পুনরায় মদনমোহন বসাক রোড ও জগৎশঙ্খনিধি রোড দিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

অপরাহ্ণে ঢাকা শক্তি আশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত গোপীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ নামক দুইজন ভদ্রলোক শ্রীমঠে আগমন পূর্ব্বক হরিকথা-শুশ্রূষু হইয়া মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিকট অনেক প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে ভক্তিশাস্ত্রীজী—'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ', 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং'—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অনেক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মানবজীবনের মুখ্যোদ্দেশ্য এবং মহাজনই যে পরমার্থলোকের একমাত্র উপযুক্ত পথ, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি 'ন তেষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং' —ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার অনেক শ্লোক আলোচনা করেন। উক্ত ভদ্রলোকদ্বয় তাঁহাদের ব্যক্তিগত কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও ব্রহ্মচারীজীর নিকট প্রায় এক ঘণ্টাকাল তত্ত্বকথা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে গর্ভস্তোত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে উপস্থিত শত শত ব্যক্তি পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন। পাঠান্তে স্বামীজী মহারাজ 'গোপীনাথ-বিজ্ঞপ্তি'ও মহাজন পদাবলী তাঁহার স্বাভাবিক সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার। মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলার প্রেমময় অবতার শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলযাত্রা পথে নৌকায় আরোহণ ও মহাপ্রভুর আদেশে নৌকোপরি মুকুন্দের কীর্ত্তন শ্রবণে প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও হুঙ্কার, তদ্দর্শনে নাবিকের ভয়, প্রভুর অভয়বাণী, বৈষ্ণবসঙ্গ দর্শন সর্ব্বত্র বিষ্ণুস্থানের কথা বিজ্ঞাপন এবং সন্ধ্যাকালে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর উৎকলদেশে প্রবেশ ও প্রয়াগঘাটে অবতরণ ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া জগৎশঙ্খনিধি রোড, নবদ্বীপ বসু লেন, লক্ষ্মীবাজার, শিংটোলা, কলুটোলা, প্যারীদাস রোড, হৃষীকেশ ও পুনরায় জগৎশঙ্খনিধি রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে গর্ভস্তোত্র ও শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-বিষয়ক একটি সঙ্গীত ও মহাজন কীর্ত্তন করেন।

———

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টকম্

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বসিতে যিনি আজ্ঞাত রহেন
মহাভাবের ভরে।
বিমুখ আমি স্মরণবিহীন ভিক্ষা চাহি
প্রভুর পায়
দয়াল গৌর! নিত্য বিরাজ করুন্
হৃদয়ে চিন্তায় মোর।
"স্বরূপ! দেখ কৃষ্ণ আমার যাইয়া
চলেন আঁখির আগে
ধরিতে আমার যেন না তাঁহার রঞ্জিত
কর পুরুষরাগে।
"হায় গো সখা করি কি বল" বলিতে
যিনি মূর্চ্ছিত
ধরণী'পরে লুটান কভু সংজ্ঞা নাহি
কান্তি নাই।
যাইয়া চলেন আবার কভু নর্ত্তন
কৌশল করে,
এমন প্রভু পাগল পারা দেখুন নাচ
সাধিতেছে।
শুদ্ধ আমি জানাই নতি অশোক ভক্ত
কোমল পায়,
গৌরপ্রভু নিত্য বিরাজ করুন মানসে
চিত্তে ॥ ৮ ॥

তাঁর কৃষ্ণরূপ হল শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জগতে॥

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। জগদ্গুরুর চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৮ম খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ দামোদর আদি কার্ত্তিকশালী গৌরাব্দ ৪৫১

জয়-বিজয়

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় পরম-ভাগবত সনকাদি মুনিগণকে ভগবদ্দর্শনে বাধা প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুর-যোনি প্রাপ্ত হন, একথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিতে পাই। ক্রমে তিন জন্মে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ-রাবণ এবং দন্তবক্র-শিশুপালরূপে আবির্ভূত হন। আমাদের সংশয় উপস্থিত হয় যে, ভগবৎ-পার্ষদ জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে কিরূপে পতন হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কিপ্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? সন্দিগ্ধচিত্ত আমাদের সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত (৩।১৬।২৯) শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন,—"যদ্যপি হেতুঃ—যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি, ন চ ভগবৎপার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণপ্রাতিকূল্যং, ন চ ভগবতঃ স্বভক্তোপেক্ষা, ন চ বৈকুণ্ঠস্থানাং পুনর্জন্ম, তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সমভূৎ; তদেবাধ্যক্ষবলবাং স্বপার্ষদানাং তুল্যবলত্বেহপি প্রাতিকূল্যাসম্পত্তেঃ এতৌ এব ব্রাহ্মণাবমানে প্রবর্ত্ত্য তেষু চ ক্রোধমুৎপাদ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রাতিকূল্যৌ বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়মাস্ত।"

অর্থাৎ এই স্থানে জয়-বিজয় সম্বন্ধে ভগবদিচ্ছায় উপাহৃত হইয়াছে। যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রাতিকূল্য আচরণ এবং ভগবানেরও স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টি করণেচ্ছার ন্যায় কখনও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তুল্য বলশালী ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য সর্ব্বজীবের বল অল্প, আবার পার্ষদগণের বল তুল্য হইলেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রাতিকূল্যভাব হইতে পারে না, এই কারণবশতঃ তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয় বিজয়কে প্রাতিকূল্যভাবাবিষ্ট করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইবে—এরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধ-কৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্য ভগবান্ জয়-বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর-ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহাদিগকে অসুর-দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া আবির্ভূত করাইলেন।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—জয়-বিজয়াখ্যাত শিশু-পাল-দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল ছিলেন। (ভাঃ ৭।১।৩৪ শ্লোকে) প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয় প্রাণ-হীন বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের প্রাকৃত দেহ-সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে জানা যায় যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহধারী। সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই, তাহা ভগবানের নিজ উক্তি (ভাঃ ৩।১৬।২৯) হইতে জানা যায়। ভগবান্ নিজানুগত দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের মঙ্গলই হউক। উক্তরূপ শাপে শাপমুক্তির অবস্থান-কালে আমিই (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অভয়দানের প্রজ্ঞায় যেরূপ বিধান করিয়াছিলাম সেইরূপ ব্রহ্মশাপরূপ প্রবাহ খণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" ভগবানের এই উক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তরখণ্ডের গদ্যাংশে জানা যায় যে, শ্রীহরির নিজভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি-ক্রীড়ারসিক তাঁহার চিত্তবিনোদনকারিণী ইচ্ছায় জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমজ্যোতি-র্ময় দেহ পার্থিব জড়ময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।১।৪৬) শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ॥

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃষ্বসার (যুধিষ্ঠির-মাতা কুন্তীর ভগ্নীর) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণচক্রে তাঁহাদের পাপ হত হওয়ায়, তাঁহারা এখন শাপনির্মুক্ত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োঃ তৌ। অতো শাপস্যৈব হতং ন তু অবিতর্ক্যঃ।" অর্থাৎ "কৃষ্ণচক্রে হত হইয়াছিল পাপ যাঁহাদের, সেই জয়-বিজয় পার্ষদদ্বয়" এই বাক্যে তাঁহাদের শাপই হত হইয়াছিল, তাঁহারা হত হন নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।১৫।৩২) শ্লোকের "ভগবতী পরিচর্য্যার ফলে এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ কেন? এই বাক্যে জয় বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নহেন কিন্তু কেবল বিশেষ সুকৃতি বলেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা জানা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৪।১৯৪) শ্লোকে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকায়ও "ইঁহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন"—এরূপ বাক্যের উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের (৮।২১।১৬) শ্লোকে যে নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল প্রভৃতি পার্ষদবর্গ মধ্যে যে জয়-বিজয়ের উল্লেখ আছে, তাঁহারা বামনদেবের পার্ষদ এবং পূর্ব্বোক্ত শাপাভিভূত জয়-বিজয় হইতে ভিন্ন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ভাঃ ৩।১৬।২৬) শ্লোকের টীকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

"(ভগবান্ কহিলেন) হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পার্ষদদ্বয় জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন তাহা আমারই কৃত। আমি এই পার্ষদদ্বয়ের অসুর ভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া তদ্দ্বারাই দ্বার-পালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মারাম চূড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্রেক করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করাইয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। (সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবন্) আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং ভক্তদের প্রতি এতাদৃশ দুঃখ-প্রদানে প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল? (তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,—) "হে বিপ্রগণ, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র। জয়-বিজয়ের প্রেমবশীভূত কোন প্রকার ইচ্ছাবিশেষই ইহার কারণ। (তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন) 'হে প্রভুবর, আপনি দেবতাগণেরও অধিদেব বৈকুণ্ঠনাথ, মর্ত্ত্যলোকের সাধ্য আছে কে, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধসুখ হইবে না, অতএব আমাদিগকে কোন প্রকারে প্রতিকূলভাবাবিষ্ট করিয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃপরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অনুগ্রহ ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্তবাৎসল্য খর্ব্ব করিয়াও অস্মদ্রূপ কিঙ্করদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।'

শ্রীনাম কাহার তুণ্ডে নৃত্যশীল?

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ)

চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণকণ স্থানীয় চিৎপরমাণু-স্বরূপ জীবসমূহ তটস্থাখ্য স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া এ জগতে সতত ত্রিতাপক্লিষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত জীবগণের উদ্ধারার্থ পরমদয়ালু মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের করুণাশক্তি শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরমসৌভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহার দুর্লভ সঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হইতেছি। ইহাই আমাদের উপর ভগবানের অমন্দোদয়দয়া-বর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বদ্ধ ও অপকারী আমাদের যোগ্যতা বলিতে কিছুই নাই, বরং পূর্ণমাত্রায় আছে কেবল সেই দয়ার উপর অনাস্থা বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য-ভাবে অবজ্ঞানাদর প্রচেষ্টা। এই বন্ধনের মূলে আছে অসৎসঙ্গের প্রভাব, কামাদি দুঃখপ্রাপক বঞ্চকগণের দাস্যাভিলাষ। সেই সমস্ত বঞ্চকগণ আমাদের গলদেশ অসচ্চেষ্টা-রূপ ভীষণ পাশসমূহ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সৎসঙ্গের সেবায় সুযোগ হইতেও সর্ব্বদা দূরে রাখিয়াছে। এতাবস্থায় ঐ সমস্ত বঞ্চকগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের উক্তিতে আমরা জানিতে পারি যে, বকশত্রু নন্দনন্দনের স্ব-জন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে কাতরস্বরে আহ্বান করিলে তাঁহারা আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করেন। অতএব আমরা যে মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অন্তরঙ্গ-সঙ্গ বা তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকারে উদাসীন থাকিব সেই মুহূর্ত্তেই ঐ সমস্ত

হয়ার বৰুক কর্তৃক সমনে যুক্ত, শান্তি ও স্থির হইব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কর্তৃত্বাভিমান প্রবল থাকে অর্থাৎ আমি নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই সংসার জগতে একমাত্র নিরাপদে থাকিতে পারি এরূপ বিশ্বাস থাকে ততক্ষণ আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। কোন সময়ের জন্য যে ও' বাহ্যাভিমান প্রবল থাকিল কিন্তু আবার কখনও কপটতার দ্বারাবরণ সেবাভিনয়ে অপসারিত করিয়া পূর্ণমাত্রায় কিম্বা বিভাগতভাবে অবিভীর ভোগের ভোগবস্তুতে ভোগবুদ্ধি বা উপভোগ লালসা উদিত হইল, ইহা অজ্ঞগতের বদ্ধজীবের চিরন্তন ও স্বাভাবিক বৃত্তি। এখানে সেবকের প্রভুত্ব ও প্রভুর সেবকত্ব পরিবর্তনযোগ্য, কিন্তু অপ্রাকৃত বা চিজ্জগতে প্রভুত্ব বস্তুতঃ কদাপি সেবকত্বরূপে পরিবর্তিত বা সেবকত্ব প্রভুত্ব-প্রয়াসী হয় না। অতএব যত দিন আমাদের বিচার বা বুদ্ধি বহিঃপ্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হইবে ততদিনই আমাদের পূর্ণমাত্রায় অহঙ্কার, দম্ভ, অসহিষ্ণুতা, মানিত্ব ও অমানদাত্বের সমস্ত অবগুণ বর্তমান থাকিবে এবং আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি বিষয়ে অসমর্থ হইয়া পূর্ণ ভোগাভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও বৃথা সেবকাভিমানের আড়ম্বর দেখাইয়া সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের দুরভিসন্ধি পোষণ করিতে থাকিব। অনন্তকালও যদি আমরা এই প্রকার সেবকাভিমানে মুগ্ধ হইয়া যত্ন করিয়া পূজা-প্রতিষ্ঠা আদায়ের চেষ্টায় অবস্থিত থাকি তাহা হইলে আমাদের কি লাভ হইবে? তজ্জন্য আমাদের পরিপূর্ণতম মানাভিমান উদিত হওয়া আবশ্যক। তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত না হইলে আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। তৃণ হইতেও সুনীচ হওয়ার আবশ্যকতা আছে। তৃণ জনবিশেষের বিশ্রামস্থান প্রাপ্ত, কিন্তু আমরা যার স্বরূপতার অপব্যবহারের কারণে তাঁহার সেবা বা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে অতীত ঐক্য বহুত প্রতি আসক্ত হইয়া অপরাধের মালা বৃদ্ধি করিয়া বর্তমানে স্বরূপাবৃত হইয়া বিরূপে অবস্থিত হইয়াছি।

অতএব তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু না হইতে পারিলে আমাদের বহুজন্মের সংস্কারগত অহঙ্কারের মূল উৎপাটিত হইবে না। সকলের নিকট পূজা আদায়ের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া আমি সকলের চেয়ে দীন, পতিত, অপরাধী এই বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে তবে সকলকে সম্মান দিবার অধিকার পাওয়া সম্ভব হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষা সহনশীলতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব বর্তমান। এই চার প্রকারের প্রত্যেকটি সম্যক্ ও প্রচুরভাবে যাঁহার চরিত্রে বর্তমান তাঁহারাই মুখে শ্রীনাম নিত্য বর্তমান থাকেন। আমরা যদি আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ চরিত্রের অবস্থা নিরপেক্ষতার সহিত অকপটভাবে বিচার করি তবে আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহার চরিত্রে ঐ সমস্ত গুণাবলীর যতটুকু প্রকাশিত আছে তিনি ততটুকু পরিমাণে শ্রীনামের অখিল বিলাসের চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন; যাঁহার চরিত্রে পূর্বোক্ত গুণসমূহের পরিপূর্ণভাবে অবস্থান আছে, তাঁহার মুখে শ্রীনাম তাণ্ডবিনী রতি বিস্তার করেন। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে কর্ণ ক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥" শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদের এই উক্তিতে আমরা জানিতে পারি, কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। যখন (নটীর ন্যায়) শ্রীনাম তুণ্ডে (জিহ্বাগ্রে) নৃত্য করেন তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্ত-প্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হন তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করেন। অতএব শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের আচরিত ও প্রচারিত নীতি অনুসরণ পূর্বক তাঁহার শ্রীচরণের ধূলি হইবার জন্য সেবনাভিলাষ প্রার্থনাই আমাদের নিত্যকাল একমাত্র অবলম্বন হউক।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে
পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

শ্রীনামের অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা লাভের একমাত্র উপায় ও তজ্জন্য নিয়মের কেবল অবলম্বন শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামি-প্রদর্শিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকতাৎপর্য্য আমাদের সর্বক্ষণ স্মরণীয় ও অনুসরণীয় হউক—

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং
শৃণু মনঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থ সম্পুটেরঃ রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টকম্

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত "স্বরূপ! ভবতো ভবত্বমিতি" শ্লোকাবলীর পদ্যানুবাদ)

"স্বরূপ! শোন তোমায় বলি এই
জনাৰে আমিই সবে"
বিকশিত হাস্যভরে বলেন প্রভু মধুর স্বরে।
শুনিয়া তনু পুলকভরে রঘুনাথের পূর্ণ হয়,
প্রভুর কৃপা স্মরণ করি' হর্ষধারা
আপনি বয়।
আপন গূঢ় প্রণয় মধুর রসের কথা
সংগোপনে,
কহেন প্রভু উদারলীলায় নিজ
আপন ভক্তজনে।
অধম আমি কাতর অতি
ভিক্ষা মাগি তাঁহার পায়,
সেই গোরাচাঁদ সকল সময় বিরাজ
করুন চিত্তহায়॥১॥

"স্বরূপ! আমার মনের কোণে
গোপনে বয় তীব্র ব্যথা
শ্রীরূপ বল কোন্ রূপেতে জানিল
হায় তাহার কথা!
তালের পাতায় লোহন আখর মধুর ছন্দে
কোন্ সে গান,
শ্রীরূপ লেখে, আপনে বলি' পড়িয়া
জুড়াও তপ্ত প্রাণ।"
বলিতে ইহা প্রণয় রসে হইয়া ধীরে
মুগ্ধচিত্ত
নূতন রূপ ধরেন যেন পুলকভরে উচ্ছ্বসিত।
কাঙাল আমি ভক্তিহীন কাঁদিয়া যাচি
তাঁহার পায়,
গৌর আমার সকল সময় বিরাজ
করুন্ চিত্তহায়॥২॥

"স্বরূপ! ধন—অপ্রাকৃত গচ্ছিত
ধন যাহার ঘরে,
রাখিয়া আমি চিন্তাহীন ছিলাম এবে
তাহার পরে—
অধম জানি' সে-ধন বিনাশ করিতে
তাঁর চিত্ত চায়;"
মধুরস্বরে পুছিলা ধীরে "স্বরূপ, তুমি
চেন কি তায়"?
শুনিয়া বাণী প্রভুর মুখে হর্ষিত
যাঁহার মন,
হাস্যানন সে সনাতনে স্বরূপে জানান
আপন জন।
অবোধ আমি অকিঞ্চন, জানাই তাঁহার
রাতুল পায়
গৌর প্রভু! বিরাজ করুন্ এই
অধমের চিত্তহায়॥৩॥

স্বরূপ! শোন, নিখিল জীবে শ্রীহরিনাম
বিলাতে যান,
পাঁছছে আমি সকল ভুবন আকুল করি'
ব্যাকুল প্রাণ।
শিবানন্দ তনয় এই মধুর শিশু কোমলমতি
বিকশ করি' মুখ, এ আমি গৌর
সে যে নামের প্রতি।
বলিয়া ধীরে শিশুর মুখে পদাঙ্গুলি
করিয়া দান
করেন তাঁরে মহান্ কবি গাহিলা
শ্লোক কৃষ্ণগান।
মূর্খ আমি ভিক্ষা মাগি বিজ্ঞ বহু পণ্ডিতের পায়
গৌর প্রভু! নিত্য বিরাজ করুন্
দীনের চিত্তহায়॥৪॥

"স্বরূপ! দেখ নারীবিজয় উৎসবেতে
রথের পরে
দলেক সেবক অতুল ধনে দৃপ্ত হয়
মানের তরে।
তোমার মুখে কমল আঁখি তবু
লক্ষণীয় গীতি—
সেই গোপিকা-মন-প্রণয়-মানের যত
রসের রীতি।
শুনিতে আজ ব্যাকুলতা জাগিছে
মোর চিত্তে শত,
স্বরূপ সনে তাদের বশে মধুর কথায়
যে জন রত।
দূরে আমি চরণ হ'তে তাহেও যাচি
তাঁহার পায়
গৌর প্রভু পরম করুণ বিরাজ করুন
চিত্তহায়॥৫॥

"প্রিয় স্বরূপ! সাক্ষরসের মূর্ত্ত দেউল
তুমিই যেন
আনন্দেই থাকে আমার চিত্তে
জাগে তোমার যেন।
ক্ষেত্রবাসী হলেও তুমি, তোমায়
জানি আমার মনে
নিত্য তুমি ব্রজবাসী সদাই আছ
ব্রজের বনে।
বলিতে ধীরে স্নেহের বশে করেন গাঢ়
আলিঙ্গন,
পুলকভরে ভরিয়া তনু পূর্ণ করেন
পরাণ মন।
গৌরজন দয়াল অতি অধম জানায়
তাঁদের পায়,
গৌর প্রভু তাঁদের কৃপায় বিরাজ
করুন্ চিত্তহায়॥৬॥

"স্বরূপ! শোন নিশিথ কালে কি
দেখিলাম স্বপ্নমাঝে,
প্রভু ওগো কিছু আমায়!—বল স্বরূপ
'কশোর সাজে।
জলদ-বরণ নবীন মদন সুন্দর সে
কপটরাজ
কি ক'রলেন? গেলেন কোথা? কেমন
ক'রে পাই গো আজ!
দেখছি তাঁরে অথবা হায়! দেখছি না
কি আঁখির পরে?

(অতঃপর ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চয়ে। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণ 'নদীয়া-প্রকাশ'-গ্রন্থালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, গীতা-চতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিনিধি।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণকাঞ্চনশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) মোদদ্রুমদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাপদা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীম[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]হাটি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীকাশীশ্বর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিস্বরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী.

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজার্ভেটরী হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিথাল, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক - শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীভাগবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডাল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅদ্বিতীয় ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুণ্টুর-ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীমাদা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুড়হুড়া, পোঃ চিরহুড়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপর অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

আড়তের দর

দেশী চিনি চালান—

	প্রতি মণ
কাশীপুরি	৮৷৹
ঢাকা চাল	৫৷৹
ঐ নতুন	৫৲
আউশ	[illegible]
দাদখানি	[illegible]
বাঁকতুলসী	[illegible]
খাসা নতুন	[illegible]
ঐ পুরাতন	৫৲
একবেক কোম্পানী	৪৲
মিহি বেগুন	[illegible]

কাঠ—

নতুন আতপ	৮৲	[illegible]
সেনাবালী	১০৲	১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	[illegible]	[illegible]
ঐ দাদখানি	[illegible]	[illegible]
পাটনাই আতপ	[illegible]	
আউশ আতপ	৭৲	
ঐ বেগুন	[illegible]	

চিনির দর

কাশীর, চীনি	[illegible]
চিনুর ১০০০ মণ	[illegible]
কাশীর মারা	[illegible]
দেশী মারা	[illegible]
দানাদার	[illegible]

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির দর	[illegible]
রূপা	[illegible]
[illegible]	[illegible]

পাটের দর

[illegible]—	[illegible]
[illegible]—	[illegible]
[illegible]—	[illegible]
[illegible] দর—	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
ঐ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

সুতের দর

[illegible]	[illegible]
তার	[illegible]
কাপড়	[illegible]
[illegible]	[illegible]

লৌহ ও কাষ্ঠ বাজার

টাটা লোহা—	[illegible]
লোহার কড়ি ([illegible])	
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]
ঐ টাটা [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] (কোরা)	[illegible]
টাটা [illegible] শিট।	[illegible]
২৪ গেজ—	[illegible]
২৬ গেজ—	[illegible]
২০ গেজ—	[illegible]
টাটা [illegible] শীট।	
২৪ গেজ—	[illegible]
২৬ গেজ—	[illegible]
২৮ গেজ—	[illegible]
ইংলিশ [illegible] করগেট।	
২৪ গেজ—	[illegible]
২৬ গেজ—	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible], পাটের [illegible]

সুতের দর

কলিকাতা ২৩শে [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৩শে [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুর

[illegible] —

—[illegible]—

[illegible]

[illegible]

[illegible] ।

রেলওয়ে সময়

[illegible] হইতে [illegible] যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] হইতে [illegible] যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible] কবিরাজগণের

বেঙ্গল পটারি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত্র-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যাশ্চর্য্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী বারের জন্য
প্রতিলাইনে কাছে লাইনে ৷০	৷/০	৷/০	৷০	
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকি কলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৩৲		৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যা৷০ ভিন্ন স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পণ্ডিতপ্রবর লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলামাধুর্য্য-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ওয়ান অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), একাধিক গ্রন্থকারের ভূমিকায় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ২৩৪৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি,
অতি সুষ্ঠুভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ-পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ... একমাত্র পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া ... ১৬এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর; ... ইহা হইতে ... প্রকাশিত হইবে।

... ওয়ার্কস্

ইহা ... আছে। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" ... একমাত্র পারমার্থিক ... প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীনামহট্টপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সদাচার-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মনোভীষ্ট
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৯১]

বিবিধ সংবাদ

—(০)(০)—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

গান্ধীজী ২৬শে অক্টোবর প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী এবং আরও কয়েকজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ঐ সময় কলিকাতা আসিয়াছেন।

কলিকাতায় কংগ্রেসী মহলে ওয়ার্কিং কমিটির ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের জন্য জোর আয়োজন চলিতেছে; এই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন দেখিবার জন্য শত শত লোক ছুটাছুটি করিতেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্যাণ্ডেলে দর্শকের টিকেট বিক্রয় হইতেছে। সাধারণ অধিবেশনের আয়োজনাদি দেখিবার জন্য দলে দলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যাইতেছেন; কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী কাওয়াজ করিতেছে। ভারতের নানা স্থান হইতে বিচিত্র বেশভূষা পরিহিত নানা ভাষাভাষী কংগ্রেসকর্মী কলিকাতা আসিয়াছেন।

ব্যাঙ্গালোরে শ্রীযুক্ত নরীম্যান গ্রেপ্তার; জনতার উপর পুলিশের গুলি

গত ২৫শে অক্টোবর বেলা শেষ হইবার পূর্ব্বে পুলিশ ব্যাঙ্গালোর বাজারা পার্কের নিকট পাঁচ হাজার জনতার উপর চারবার গুলী চালায়। ফলে কতিপয় ব্যক্তি হত হয়। প্রায় ৬০ জনকে আহত অবস্থায় ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। ইহাদের অবস্থা নাকি সঙ্কটাপন্ন। ৬০ জন আহতের মধ্যে ১৫ জন নাকি পুলিশের লোক। গুলী চালনার পূর্ব্বে পুলিশ লাঠি চালনা করে।

বোম্বাই বাজার প্রকাশ শ্রীযুক্ত কে, এফ, নরীম্যান গত ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ব্যাঙ্গালোর বাজারা পার্কে এক সভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন, ঐ সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। তাহাতে সভাস্থলে ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ফলে কয়েকজন আহত হয়। হাঙ্গামা নিবারণের জন্য পুলিশ মৃদু লাঠি চালনা করে।

ব্যাঙ্গালোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের উপর ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন এবং পতাকা উত্তোলন উৎসব নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সাংহাই-হাংচাও রেলপথে জাপানের বিমান আক্রমণ

চীনের একটী খবর সরবরাহ সংবাদে প্রকাশ যে, সাংহাই-হাংচাও রেলপথে অবস্থিত সুংকিয়াং ষ্টেশনের উপর পাঁচটী জাপানী বিমান বোমাবর্ষণ করে। ফলে দুইশত চীনা নিহত এবং চারিশত চীনা আহত হয় এবং অনুমান একশত ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়াছে।

চীনাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

সাংহাই সীমান্তে চীনারা জাপানীদের আক্রমণে পিছু হটিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা জাপানীদের অগ্রসর পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিতেছে। জাপানীরা নান্‌সিয়াংএর দেড় মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নান্‌সিয়াংএর পতনের উপর চাপেইএর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। তাচাং-এর বাহিরে ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে। জাপ নৌসেনা-বাহিনীর গোলা ও বোমাবর্ষণের ফলে তাচাং সহর বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিদেশী দর্শকগণ চীনারা এখনও কিয়াংসান ত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। কারণ সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতে এরূপ অবস্থায় যে কোন পক্ষের সৈন্যবাহিনী কিয়াংসান ত্যাগ করিত। চীনারা যে মৃত্যুপণ করিয়া সংগ্রাম করিতেছে জগতকে ইহা দেখাইবার জন্যই কিয়াংসান ত্যাগ করিতেছে না বলিয়া মনে হয়।

জাপ-বাহিনীর আক্রমণ

২০হাজার সৈন্য জাপান হইতে নূতন আসিয়া সাংহাইয়ে জাপানী সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত জাপ-বাহিনী সাংহাইয়ের সমস্ত দিকে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সারাদিন ব্যাপী তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে। জাপানের মুখপাত্র বলেন, এই যুদ্ধে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে চাপেইএর বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু চীনারা বলে জাপানীরা স্থানীয় কিছু সুবিধা ভিন্ন অন্য কিছু করিতে পারে নাই।

চীনের পাল্টা আক্রমণ

কলিকাতার চীনা কন্সাল জেনারেল গত ২৫শে অক্টোবর এই তার পাঠাইয়াছেন—চীন সৈন্যেরা সাংহাইর সমস্ত দিকে একযোগে আক্রমণ করে এবং কয়েক জায়গায় জয়লাভ করে। লিউহাংএর পশ্চিমে মকাহাঙ্গ হইতে অগ্রসর হইয়া চীনারা সঙ্গীন চড়াইয়া শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করে এবং স্থানটি পুনরায় দখল করে। ক্রমাগত চীনাদের আক্রমণে জাপানী বাহিনীর বাম ও দক্ষিণ ভাগ হটিয়া যায় এবং অগ্রসর উত্তর দক্ষিণ দিক আক্রমণের সুবিধা হয়। এইখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়, উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। শত্রুসৈন্য লিয়ু-চেঁতে প্রথম পরিখা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

কৃতী বাঙ্গালী যুবক

ঢাকা মেডারিয়ার শ্রীমান সমরঞ্জন সেন স্ব-রচিত একটী প্রবন্ধের জন্য আমেরিকার নিউ হিষ্ট্রী সোসাইটী হইতে পুরস্কার স্বরূপ চারিশত ডলার পাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল "বিশ্বজনীন নিরস্ত্রীকরণের উপায়।" এই বিষয়ে প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া নিউ হিষ্ট্রী সোসাইটী এক পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৮৬টী রচনা এই প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে নিউ হিষ্ট্রী সোসাইটী পাইয়াছিলেন। গ্রন্থকার, সম্পাদক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, ইঞ্জিনীয়ার, নাট্যকার, চিত্রকর, বিচারক, সামরিক কর্ম্মচারী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন সভ্যের উল্লেখযোগ্য,—যথা, জনৈক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জনৈক অসামান্য সাহিত্যিক, প্রতিভাসম্পন্ন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী, (ইম্পিরিয়াল ম্যানসন লেখক) রুশ সাম্রাজ্যের নৌ সৈন্য-বিভাগের জনৈক ভূতপূর্ব্ব এডমিরাল এবং আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন জনৈক যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনকারী।

এশিয়া মহাদেশ হইতে প্রাপ্ত রচনাসমূহের মধ্যে সমরঞ্জনের প্রবন্ধটী বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় সমরঞ্জনকে এই ৪০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। নিউ হিষ্ট্রী সোসাইটী এ প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার জন্য সংবাদপত্রসমূহকে অনুমতি দিবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাচরিতম্ ক্ষণগৌরব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ আর্ট স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাশ্রম শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জিকার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৭৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ | দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ১৯১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে নিয়মসেবা

গত ১লা কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গীতা পাঠ করেন। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণজন্ম-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পণ্ডিত ও শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ব্যাখ্যা করেন।

২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীশ্রীমদ্ গোবিন্দজীউর পুরাতন মন্দির পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গীতা পাঠ করেন।

কিশোর পুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণজন্ম-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যান্তে সকলে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ভাগবতভূষণ শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ ঊর্জ্জব্রত পালনের জন্য এখানে যোগদান করিয়াছেন।

———

শ্রীহট্টে প্রচার

গত ৫রা অক্টোবর শ্রীপুরুষোত্তম বাবহ শ্রীযুক্ত অবনীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু সন্ধ্যা ৭-৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "দক্ষযজ্ঞ" বিষয় পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, বৈষ্ণব অপরাধী দক্ষপ্রজাপতির দ্বারা প্রবর্ত্তিত দক্ষ ভগবদ্ভক্তপ্রবর শিবের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া সাধারণ একজন জাগতিক আত্মীয়জ্ঞানে ভক্তরূপে যে অপরাধ করিয়াছিল তাহার ফলে সে অত্যুগ্র শাস্তি পাইয়াছিল। ভগবদ্ভক্তের বিদ্বেষ করিলে মানুষ ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তের অপার মহিমা বুঝিতে অসমর্থ হয়; তজ্জন্য তাহারা ভগবদ্ভক্তকে তাহাদের মত জ্ঞান করে ও তন্নিমিত্ত ভক্তের চরণে অপরাধ হওয়ায় জীবনান্তেও ভীষণ কষ্ট ভোগ করে। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর চরণে অপরাধ যখন চরমে পৌঁছিল তখন তাঁহাকে শাস্তি বিধান করিয়া শম্ভু জগতে বৈষ্ণবের মহিমা প্রচার করিলেন। ছাগবুদ্ধিসম্পন্ন বহু জাগতিক ব্যক্তি এই প্রকার বৈষ্ণবদিগের প্রতি মাৎসর্য্যভাব পোষণ করিয়া নিরয়গামী হয়; সেই প্রকার অপরাধী পাষণ্ডিগণের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর এই প্রকার লীলা। পাঠের আদি ও অন্তে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ গদাধর ভক্তিভূষণ মহোদয়ের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সভায় সজ্জনবর্গ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গে প্রচার

বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সম্রাট্ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ণানুগত্যে বঙ্গে গৌড়ীয়মঠবাসী ব্রহ্মচারিবৃন্দ বঙ্গের নানাস্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার দিবস মালগাঁও (বঙ্গে) নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ শেঠ কাৰণ দাস জিনাভাই মহোদয় ব্রহ্মচারিবৃন্দকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে ব্রহ্মচারিবৃন্দ তাঁহার গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গুজরাটি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু, এই ভাগবতের শ্রোতা এবং বক্তা কি প্রকার সংগুণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং শুকদেব ও পরীক্ষিৎ মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা কাল যাবৎ বহু কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠ শ্রবণে সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। যাহাতে প্রত্যেক রবিবার ঐ স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয় তাহার জন্য সকলে ব্রহ্মচারীজীকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে প্রত্যেক রবিবার তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর এবং ৩রা অক্টোবর রবিবার শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মধুরকণ্ঠে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। উক্ত শেঠজী বহুদিন হইতে নানাভাবে মঠের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতায় প্রচার

গত ৪ঠা অক্টোবর ১৮ই আশ্বিন সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মজুমদার মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী মহারাজ ভগবানের স্বরূপ, ভগবদবতার, চতুরাশ্রমীর প্রতি অপর আশ্রমিগণের ব্যবহার, কলিযুগের যুগধর্ম্ম নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় চিত্তাকর্ষিণী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু সুশিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র কয়েকটী নাম প্রদত্ত হইল—ডাঃ পি বাক্চি এম, এ, ডি-লিট, পি এইচ ডি, পি, আর, এস্, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী এম-এ, (সাব এডিটর অমৃত-বাজার পত্রিকা) প্রভৃতি।

———

বিজয়াভিনন্দন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অপ্রাকৃত সারস্বতরূপে প্রখ্যাপিত করিতেছে। আপনিও নিজকে চৈতন্যসরস্বতীর নিত্যদাসরূপে জানিয়া প্রাকৃত-অভিমান-শিশুক ভক্তক-সেবকরূপে চিহ্নিত করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও পারমার্থিক সভাদির প্রতি আপনার আন্তরিক অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় আছে এবং এই শ্রীমায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, যোগপীঠ শ্রীমন্দির ও শ্রীধামের সকল বৈষ্ণব ও সেবকগণের প্রতি আপনার হৃদয় অনুরাগ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এতদ্ গৌরাঙ্গ পার্ষদ-শ্রীমদ্ সারস্বত-প্রবর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আমরা আপনার সুদীর্ঘ জীবন ও প্রচার-সাফল্য প্রার্থনা করিতেছি। আমরা আপনার শ্রীচরণে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইতেছি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীচৈতন্যমঠের অযোগ্য সেবকগণ

[illegible] মন্দির, গৃহ, কাষ্ঠ, প্রস্তর দ্বারা [illegible] মন্দিরে গোপাল, গোবিন্দ [illegible] স্থাপিত হয়। [illegible] চিত্তরূপ যে মন্দিরে শ্রীভগবান [illegible]।

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ নারায়ণ [illegible] [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

মর্য্যাদা-পথে যে বৈধ-উপাসনা প্রতিষ্ঠিত, তদ্ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ। জড় প্রতিষ্ঠার যেথা উপাসনা তুচ্ছের ঐশ্বর্য্যের জাগতিক হইলেও উহা স্বরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদামার্গী উপাসনায় পূজ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও [illegible] জীবের বিপ্রলম্ভ মাধুর্য্যময়ী উপাসনায় সাধক এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে [illegible] উপাসকের সাধ্য প্রতীত, সাধ্য স্বরূপ এবং সাধ্য অভিন্নের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা [illegible] বিচারে উপেক্ষণীয় নহে। [illegible] কাহারও বিচার [illegible] করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। স্বরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বরূপ-প্রতীতি বৈষ্ণবতত্ত্ব নির্দ্দেশকারী [illegible] উৎকর্ষ ধারণার অবস্থিত। বৈষ্ণবগণের [illegible] [illegible] [illegible] পরতত্ত্ব-বিচার [illegible] [illegible] ভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্বের স্বরূপের মর্য্যাদা [illegible] সংস্থাপন করেন। স্বরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব বৈভব প্রকটিত, তাহা মর্য্যাদাপথের বিচার ও মর্য্যাদাপথের বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যের অনুরাগপথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতা নিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্বকারণ-কারণ [illegible] স্বরূপ স্বয়ংরূপকে স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্বের [illegible] বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের [illegible] প্রৌঢ়ত্ব [illegible] উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশতত্ত্বকে তাঁহার পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বরূপ ভূমিকাকে বৈভব-প্রকাশ বিচারে আবদ্ধ করেন। শ্রীবার্ষভানবীর [illegible] ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার [illegible] অন্তর্ভাবরূপানে কাহারও [illegible] নাই। তজ্জন্য গোপীর বৈষ্ণব্য-[illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের শ্রীরাধা-[illegible] সেবা-সৌন্দর্য্য-দর্শনে অধিকার [illegible]। এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্ত্তমান কালে [illegible] সম্প্রদায় কৃষ্ণ-বৈভব-প্রকাশ[illegible] অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবায় বঞ্চিত হইতে চান এবং আপনাদিগকে গৌর-নাগরী [illegible] [illegible] অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। তদ্রূপে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরীগণ গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্যরসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগকে [illegible] হইতে অতিক্রান্ত জানে কৃষ্ণসেবা-ছলনায় গৌরহরির বৈভব-প্রকাশের কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-সেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জ্বলতার অভাব মাত্র লক্ষিত হয়। অনুক্ষণ মধুরস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত, সুতরাং উহা দাস-রসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ-[illegible] রসকে মধুরস বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত প্রস্তাবে [illegible] করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্ত হইতে শতসহস্র যোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুর-[illegible] রসকে বিশুদ্ধ দাস রস বলিয়াই জানেন। যাঁহাদের হৃদয়ে গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিস্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময়ী [illegible] উদার্য্যলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য [illegible]-স্বরূপাবাহিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ-ভাব প্রবল হইবার পরিবর্তে [illegible], বিস্রম্ভ, অনুরাগ[illegible] লক্ষিত হয়। বৈধমার্গ-জন্য [illegible] বৈষ্ণব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বলনীলমণি [illegible] পাঠে যে মধুর-রস-পর্য্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাবমাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয়বিচারে স্বকীয় [illegible] [illegible] [illegible] যাত্রায় [illegible] [illegible] বা শ্রীকৃষ্ণলীলায় [illegible] বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা-সম্পন্ন হওয়ায় উহাই উজ্জ্বলরসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর-রস-জাতীয়। সুতরাং গৌরবিস্রুম্ভিতায় স্বকীয় বিচারেও উজ্জ্বল হয়। কিন্তু রূচ-প্রধান পথে অনুরক্ত অনুগত জনগণের মধুর-রস-প্রাপ্তি 'মধুরস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

পাশ্চাত্ত্যদেশে গৌড়ীয়-বাণীপ্রচারের জন্য প্রথম প্রেরিত গৌড়ীয়মিশনের [illegible] সভাপতি, গৌড়ীয়সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর [illegible] হইতে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমায়াপুরে প্রথম প্রত্যাগমনোপলক্ষে

জয়াভিনন্দন

——০:০

হে প্রভুনিত্যজন শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভো! আজ প্রায় বর্ষাধিক শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয় প্রকটস্থলী এই শ্রীধাম মায়াপুরে আপনার দর্শন পাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা আপনাকে হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধার [illegible] সহিত পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ গৌড়ীয়াচার্য্যাস্করের পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিগত ১৮ই পৌষ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে আমরা নৈরাশ্য ও [illegible] অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার উপর পরমার্থরাজ্যের চোর-দস্যু-বাটপাড়গণের দৌরাত্ম্য এবং বৈদেশ, বংশ, কুলাদি,পূজা, অর্থাদি, [illegible] প্রভৃতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিরোধ করিবার নানা প্রকার অবৈধ চেষ্টা, প্রথম ও [illegible] প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ভাবে [illegible], এমন কি প্রধানের সেবাকার্য্যে এবং উঁহার [illegible]-সেবায় নানাভাবে বাধা ও [illegible] সৃষ্টি করিতে থাকিলে আমরা [illegible] সহায়-সম্বলহীন হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] করুণার উপর নির্ভর করিয়াই কালযাপন করিতেছিলাম। অকস্মাৎ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে সকলের [illegible] হইয়া পড়িলে আপনি সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশে থাকিয়াও প্রবাস [illegible] তায় আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন এবং পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল [illegible] পরিত্রাজক, প্রভুবরের [illegible] যে শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন [illegible] আচার্য্য একথা আমাদিগকে জানাইয়া এবং নিজে যথার্থ আচার্য্যানুগত্যের আদর্শ গুরুসেবা প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, সুতরাং আপনি আমাদের পরমবান্ধব, আপনার আগমনে আমাদের নিরাশ প্রাণে আশা ও শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। আপনাকে শ্রীল প্রভুপাদ 'অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী' নামে বিভূষিত করিয়া আমাদের ন্যায় অজ্ঞজনের নিকটও আপনার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আপনার [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৯৪)

আপনি অপ্রাকৃত প্রভুনিজজন, আপনার চিদ্‌গুণাবলী আমরা প্রাকৃত জ্ঞানে আর কি করিয়া বুঝিব? আপনি শ্রীল প্রভুপাদের যথার্থ [illegible] বলিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে অযাচিত প্রচুর পরিমাণে কৃপা করিয়াছেন। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন তাঁহার পরমপ্রিয়জন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে তাঁহার বিগ্রহস্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর করে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গৌড়ীয়-গণের অধীশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক [illegible] হেতু এবং তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] দিন তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীরাধামাধবস্বরূপ গোবর্দ্ধন, গুঞ্জমালা ও [illegible] প্রদান করায় তাহার সাত্ত্বিকী সেবার ভার প্রদান করিয়া নিজে তাঁহার নিকট চিরবিক্রীত হইয়া রহিয়াছেন, তেমন পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও আপনার নিকটেও ও [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধন, গণ্ডকী ও গোমতী শালগ্রাম সেবা প্রদান করিয়া আপনার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের বিপুল, মনোহর ও সুদৃঢ় প্রচার-মন্দিরের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসামান্য সৌন্দর্য্যবিস্তারে পরমানুকূল্যাবলম্বন।

হে পতিতপাবনকারী প্রভু, পতিতপাবন নিত্যানন্দের! শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্থাপন করিতে যাইয়া [illegible] [illegible] দেশে দেশে, নগরে নগরে ও সকলের দ্বারে দ্বারে এবং [illegible]—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
(চৈঃ চঃ [illegible])

শ্রী[illegible] [illegible] আপনাকেও সেই কার্য্যের [illegible] [illegible] আমরা পরমানন্দিত হইতেছি। এই প্রসঙ্গে 'উত্তররামচরিতের' একটি শ্লোক স্বতঃ মনে উদিত হয়; যথা—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি
বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আপনার জীবনেও সেই দুইটী ভাবের সমাবেশ হওয়াতে আপনার মহাজনের পদাঙ্কানুসরণকারী হইয়াছে। অজ্ঞজনের নিকট পতিতপাবনকারী ও পাষণ্ড দলনকার্য্য বিপরীত বোধ হইলেও [illegible] কিন্তু

* দুইটি ভাবের যেন নিত্য [illegible] হল। যাহা আবর্জন হাতে চৌরা দুষ্কৃত

তত্ত্ব প্রচার বাস্তবসত্যপর জানেন যে ঐ দুটী কথাই এক-তাৎপর্য্যপর। সুদূর পোড়াশহরেও অযোধ্য শ্রীশ্রীবাসুদেব-শ্রীবিগ্রহ আপনার ভজনের জন্যে আবির্ভূত হইয়া, আপনার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ শ্রীনাম ও হরিকথা প্রচার করাইয়া আপনাকে পতিতপাবন নিত্যানন্দস্বরূপে বিঘোষিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রচারকের বেশে কত কত প্রতারক যে পতিতকে পাবন (?) করিতে যাইয়া নিজেই পতিত হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আপনি যথার্থ হরিদাসের কৃপাপ্রাপ্ত অসাধারণাভিমানী, অমানি-মানদ অপ্রাকৃত নিষ্কিঞ্চনোচিত বাঞ্ছা মহামায়ার মহা-কর্ষণীয় কোনও মনোরম বস্তুই আপনার মনোমোহন করিতে পারে নাই। আপনি নিজ প্রভুর সেবকরূপে কনককামিনীর কোনও ছলনা আপনাকে স্বপ্নেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আপনি শয়নে, স্বপনে, আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীল বাসুদেবের সেবাপরায়ণ, সেইজন্যই আপনি সতত সুদর্শন-রক্ষিত। আপনি গৌড়ীয়-সম্পাদক-সংঘপতিরূপে ও প্রচারকরূপে বহু পাষণ্ডমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণের প্রতি আপনার বাৎসল্যময় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

হে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আচার-প্রচারক-বর! আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, 'আচারহীন প্রচার কপটতা মাত্র, উহা প্রাণহীন বাগাড়ম্বর।' আপনি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবকরূপে ভক্তির আচার ও সিদ্ধান্তের প্রচারকার্য্য করিয়া যথার্থ ভক্তিসিদ্ধান্তসেবকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বহু বাক্যবাগীশ বাগ্বিলাসকারী তাহাদের কণ্ঠস্বরতা ও আপাতিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করিয়া বাহ্য চাকচিক্য জনমনে রক্ষা করিয়া বিষয়বাসে প্রতিষ্ঠারূপ শৌকরী-বিষ্ঠার্জ্জনের যে পসার খুলিয়াছিল তাহা তাহাদের অনাচারের পূতিগন্ধে আরও নরকের হেয়ত্ব লাভ করাইয়াছিল। পরিশেষে তাহারা আচারহীন প্রচারক বা প্রতারকের প্রবঞ্চনায় জনসমাজে বিজ্ঞাপিত করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণের ব্যভিচারভাবে মগ্নই করিয়াছে। কিন্তু হে গৌরবাণীর ঐকান্তিক সেবক! আপনি [illegible] ভাগবতোত্তম দূরী বিষয়ত্যাগসঙ্গীদের মঠাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরন্ধন, অভ্যাগত ভক্তবৃন্দের নিকট মহাপ্রসাদ পরিবেশন ও হরিনাম সংকীর্ত্তন বিতরণ করিয়াছেন এবং অনেকের [illegible] ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও বিরাট সভাসমাবেশে স্বয়ং সদলে গৌরবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তিত 'তোমার সেবক [illegible] সেবকের অনুগ [illegible]

কামিনীর কাম নহে তব ধাম

তাহার মালিক কেবল যাদব॥'

এই বাণী পালন করিয়া বৈষ্ণবপ্রচারকের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। আপনি প্রভু-সেবার জন্য অমানি-মানদ হইয়া অজ্ঞানবশে কতই না যাতনা সহ্য করিয়াছেন!

আপনার প্রচার-সাফল্যের কথা আমরা আর কি বলিব? এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আপনার নাম সুপরিচিত। আপনি দীনাতিদীন ব্যক্তি হইতে সম্রাট সম্রাজ্ঞী ও মহামান্য ভাইসরয় প্রভৃতি সকলের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আপনি পাশ্চাত্ত্যদেশের সর্ব্বপ্রধানা নগরী লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা, শ্রীল প্রভুপাদের কথা, শ্রীধাম-মায়াপুরের কথা, শ্রীগৌরসুন্দরের কথা যেরূপ প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় মহামান্য ভারতসম্রাট ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের নিকটে নির্ভীককণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আপনার প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসাধারণ কৃপার নিদর্শন এবং আমাদের পক্ষে পরমগৌরবের বিষয়। আপনার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবাপ্রচেষ্টা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। আপনি অত্যল্পকাল মধ্যে লণ্ডনে শ্রীচৈতন্যবাণীর যে সেবাকার্য্য করিয়াছেন তাহা অদ্বিতীয়। লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন হলে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে আপনি ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব অভিভাষণ এবং ৭ই জুলাই International Assembly of World Fellowship of Faiths' নামক সঙ্ঘের আগ্রহাতিশয্যে লণ্ডনের City Temple-এ 'Fellowship of Worship' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করিয়া কেবল ভারতভূমির মহিমা বর্দ্ধন করেন নাই অপিচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের মধ্যে মহামিলনের এক প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর আপনি বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় (Worlds Congress of Faiths) অক্সফোর্ড টাউনহলে 'World's need of Religion' সম্বন্ধে এক গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অক্সফোর্ড কংগ্রেসে মহামন্ত্রের অপূর্ব্ব শ্রৌতমৌলিক ব্যাখ্যা প্রচার পাশ্চাত্ত্য-চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাধারায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনে আরও বহু সভা-সমিতিতে বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

আপনার প্রচার-সাফল্যের সাক্ষ্যরূপে আমরা বিশেষতঃ একজন বিদুষী ইংরাজ মহিলার গৌড়ীয়মঠাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ এবং অনেক অষ্ট্রেলিয়াবাসী বিজ্ঞ ইংরাজ ভদ্রমহোদয়ের আপনার সহিত আচার্য্যপাদপদ্মে আগমন লক্ষ্য করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। আপনার শুদ্ধ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার পরমপ্রচেষ্টা [illegible] "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"—এই শ্রীমুখোক্ত বাণী সার্থক করিবার জন্য অযোধ্য শ্রীশ্রীবাসুদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। "অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্"—এই বাক্যানুসারে আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্যপ্রকাশকে বিঘোষিত করিবার জন্য শ্রীবাসুদেব মহাপ্রভু নিজেই আবির্ভূত হইলেন। শ্রীশ্রীবাসুদেবপাদে প্রতিষ্ঠিত আপনার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে গেলে আমাদের শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা মনে পড়ে। স্বয়ং শ্রীগোপালদেব শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে বলিতেছেন—

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪।৩৯-৪০)

হে একনিষ্ঠ শ্রীধামসেবকবর! আপনি শ্রীধাম প্রকটকারী, শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট-সংস্থাপনকারী, জগতের প্রতি অনর্পিতদয়া-বিতরণকারী; শ্রীনামহট্টের পত্তনকারী ও [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার 'শরণাগতি'তে তিনি লিখিয়াছেন—

'কৃষ্ণবসতি বসতি বলি'
পরম আদরে বরি॥'

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-পূর্ত্তিসেবা দ্বারাই যে শ্রীধামের যথার্থ সেবা হয়, তাহা আপনি স্বীয় আচরণদ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। ধামভোগ, বৈষ্ণবাপরাধ যে কখনই ধামসেবা নহে, তাহা আপনি মুক্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন। আপনি সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে বজ্রাধিক কঠোরতা প্রদর্শন করিয়া এবং সৎসঙ্গগ্রহণে পরমানুরক্তি প্রকাশ করিয়া প্রকৃষ্ট বৈষ্ণবাচার সংরক্ষণ করিয়াছেন। আপনি শ্রীধামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার নানাবিধ সেবা, পরিক্রমা-পরিচালন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া আপনার ধামপ্রীতির নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের মঠাশ্রম, পথঘাট [illegible], শ্রীধামে পোষ্ট অফিস, বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের আগমনের ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা এবং পাশ্চাত্ত্যে শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরধামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ধামবাসীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আপনার প্রতি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অকৃত্রিম অনুরাগ এবং আপনার ও বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রগাঢ় মমতা বাস্তবিকই আপনার [illegible] ধামসেবকত্বের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আপনি জাগতিক সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তিকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পদদলিত করিয়া যে গুরুসেবায় একনিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা আপনার ধামসেবকস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠে আগমন করিবার পূর্ব্বেই আপনি শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শ্রীধাম, শ্রীচৈতন্যমঠেই প্রথমে আসিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা আপনার ধামপ্রীতি অনুভব করিয়াছি। শ্রীধামের সেবার্থিদের কথা আপনাকে কত আনন্দ প্রদান করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

হে আচার্য্যশ্রেষ্ঠ গোস্বামি প্রভো! আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে বলীয়ান্ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকটকালাবধি বিশিষ্ট তাহার প্রসিদ্ধ বক্তা ও লিপিকররূপে [illegible]-বৈষ্ণবসেবার জন্য কায়-মনো-বাক্য ও বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-প্রতিভাদ্বারা দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা যে প্রচুর পারমার্থিক অর্থভিক্ষা করিয়াছেন তদ্দ্বারা আজ শ্রীগৌড়ীয়মিশনের [illegible] সেবাকার্য্য হইতে এই বিপুল প্রচারপ্রতিষ্ঠানের প্রাকট্য হইয়াছে। আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজকে "কর্ত্তা" মনে না করিয়া সকল প্রকার যোগ্যতা ও সাফল্যকে আকর স্থান আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আরোপ করিয়া প্রকৃত সেবাবৃত্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত "বাসুদেবা-নন্তদাস্যে থাকিয়া ও' সদা লহ নাম।" আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আচার্য্যবিরোধিগণের কোনও কথা আপনার কর্ণে ভুলক্রমেও প্রবেশ করিতে পারে নাই। আচার্য্যবিরোধিগণের কাপট্যনাট্য ও স্বরূপ আপনি পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের যোগ্যতম সেবক বলিয়া জানিয়াছেন এবং তিনিও আপনাকে মিশনের ভবিষ্যৎ পরিচালন সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত জানাইয়াছেন। আপনি শ্রীল বাসুদেব প্রভুর উপদেশকে কখনও শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ হইতে ভিন্ন মনে করেন নাই। আচার্য্যপাদপদ্মে আপনার ঐকান্তিক শরণাগতি, তাহাই আপনার অনুরূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

আপনি জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী চতুর্ব্বিধ-সম্পত্তি ও কুলমর্য্যাদাশালী হইয়াও যেরূপ সৌজন্য ও দীনতার মূর্ত্তি তাহা সকল ব্যক্তির হৃদয় স্পর্শ করে। আপনার মহাপুরুষোচিত সুলক্ষণসমূহ আপনাকে সর্ব্বত্রই শীঘ্র সুপরিচিত করিয়া থাকে। আপনার আজানুলম্বিত ভুজ, বিশাল ও দীর্ঘদেহ, গৌরকান্তি ও ভজনবীর কণ্ঠধ্বনি, বাগ্মিতা ও আচার্য্যোচিত আপনাকে গৌরবিহিত কীর্ত্তনের

(অবশেষ [illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনাকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণ পানে চলে। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল্ক আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রহ-শান্তিপ্রচারকরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' দৈনিক আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহচতুঃষষ্ঠ-সেবাড-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রম শ্রীপাদ নবীনচরণ দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাঘবদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। র.ক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহারীনাথ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মা.উমাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ক্ষেত্রদীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মগধা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা - রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুণ্টুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরেছুগা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ফ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বাকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৶০

চিনির দর

...ইন, টাইপ	১০৷৶০
...পুর ১০০০ নং	১০৶০
...দোলা সাদা	৯।০
...পুর সাদা	৮।০—৯৶০
...পুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

...পাদের বার	৩৪।০
...গেণ	২২৲
চাকিবার	৫৩।০

পাটের দর

...ভ—	৪০৸০
...ম—	৪০৸০
...ভম—	৪১।০
...র বক্তের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

...ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
...কাইন ঐ	৬৲—৬৶০
...ফোল্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
	৬৲—৬৶০
(বি)	৫৸০—৫৷৶০
নং (২	৫৶০—৫৷৶০
(এম)	৫৲—৫।৫
(কে)	৪৸০—৪৷৶০
নং (৩)	২॥০—২৷৶০
...ট	১৷৶০—১৸০
	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
	৫০৲
	৪৯৲

পাতিয়ার	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
মাখা মাখনী	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৶০—৯৷৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট সীট।	।৶০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৩।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৭ গেজ—	১৬।৶০
২৮ গেজ—	১৬৸৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বল্টকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬।০—৬॥০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, গোলটু, পয়ালে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৮৸০—১১।০

নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১

টিকেলের হালসা ৩৶০, পাটের হালসা ও তুলার হালসা ৪।০

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেল গোলার কাইন	৫৪
সিটি-এ-আবেল কলকত্তা	৪০৲
কয়াতি বুরলিয় কাইন	৪৩৲
কাবার্ড ভারা	৫৩
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাহল সাও	৮।০
সুপারী বেলী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
ছুট খয়িরদল	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, শ্যামবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রাদের খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
স্বরূপগঞ্জ ঘাট	পৌঃ	৭—৭৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহলার পাচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

গণোরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্তি অক্ষয় থাকিবে। নিত্য নূতন ঔষধ ব্যবহার এবং অর্থ ও সময় নষ্ট না করিয়া একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সারক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেথুয়া, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাদশকও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———::(০)::———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৵৹	।৴৹	।৹
" ইঞ্চি	২৲	১।৹	১।৹	
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	২০৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ , বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, মায়াপুর মঠ ও; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী শ্রী

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ভক্তিগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

... কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর ..
চৈতন্যমঠ—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মুখাশ্রিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র প্রচার-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই কার্তিক, ১৩৪৪, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৯৯]

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০:)০)—

কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ২-১৫ মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। ... অসুস্থতাবশতঃ অদ্যও থাকায় অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। খাঁ আবদুল গফুর খাঁ কলিকাতায় পৌঁছেন নাই, এতদ্ব্যতীত কমিটির সকল সদস্যই অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার অভ্যর্থনা-সমিতি ... কমিটির পক্ষ হইতে আনন্দ জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর 'বন্দেমাতরম্'কে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ সম্বন্ধে ... আলোচনা হয়। গান্ধীজী আলোচনায় যোগদান করেন। প্রকাশ, কমিটির অধিকাংশ সদস্য 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী। অতঃপর পর ... আলোচনা ... এবং ... আলোচনা হয়।

কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীজীর আগমন

গত সোমবার সকালে স্পেশাল ট্রেনে গান্ধীজী কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, প্রভৃতি ... আছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি ... ও শ্রীযুক্ত ... আসিয়াছেন।

প্রচুর জনতাকে এড়াইবার জন্য গান্ধীজী ... ট্রেন হইতে অবতরণ করেন। তথাপি বহু লোক সেখানে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। বাংলার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু, তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় মোটরে করিয়া তাঁহাকে উডবার্ণ পার্কের আবাসে লইয়া যান।

সাংহাই সীমান্তে ও তাচাং রণক্ষেত্রে গৌরবপূর্ণ সংগ্রাম

জাপানীরা নানাস্যাংএর পতনের পূর্বে সাংহাই-নানকিং রেলপথ বিনষ্ট করিয়াছে, ফলে এক্ষণে চীনারা একমাত্র সাংহাই হ্যাংচাও রেলপথে সংবাদ আদান প্রদান করিতে পারিবে। গত ২৬শে অক্টোবর রাত্রিতে চীনারা কিয়াংওয়ান ও চাপেই ত্যাগ করায় সাংহাই-নানাকং এবং সাংহাই-হ্যাংচাও রেলপথের সংযোগস্থলের নিকটবর্তী একটি ... তাহাদের হাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া জাপানীরা আশা করিয়াছিল। চীনাদের ... জাপানীরা সাংহাই সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ স্থান তাহাদের দখল করিয়াছে।

উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ

জাপানীরা এখনও ... ও ... হইতে গোলাবর্ষণ করিতেছে। তাহারা বিশেষ করিয়া চাচাংএ গোলাবর্ষণ করিতেছে। কিন্তু চীনারা এখনও চাচাংএ অটল রহিয়াছে। জাপানীরা নানাস্যাংএর দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

---

২ হাজার জাপানী হতাহত

চীনারা ... বহু বহু ... এবং ... চীনা সৈন্যরা ... জাপানীদের ... প্রতিহত হইয়াছে। আর ১৭টি জাপানী বিমানপোত চীনা সৈন্যদের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। চীনাদের একখানা সরকারী হাসপাতালে বহু চীনা সৈন্যের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হইয়াছে। জাপানীদের একটী সংবাদে ২ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে। চাচাং এবং নানসিয়াং এখনও চীনাদের অধিকারে আছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে; কিন্তু বিদেশী দর্শকদের মধ্যে অনেকে বলিতেছেন যে, তাচাং এমনভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, উহার রাস্তাঘাট চেনা যায় না। জাপানীরা যাহাতে অগ্রসর হইতে না পারে, তজ্জন্য চীনারা খাদে মাইন পেতিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ-সকাশে গান্ধীজী

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬০ ঘটিকার সময় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বেলঘরিয়াস্থ বাগান-বাড়ীতে গমন করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই ছিলেন।

গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সহিত নিভৃতে আলোচনা করিতে চান। গান্ধীজী প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেখানে ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে বহু বিষয় আলোচনা করেন। হিন্দু মুসলমান সমস্যাই তাঁহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ যে ক্রমে ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করিতেছে তজ্জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কিভাবে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা করেন এবং তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন।

শ্রীযুক্ত নরীম্যানের মুক্তিলাভ

গত ২৬শে অক্টোবর রাত্রে ৫-১০ মিনিটের সময় বাঙ্গালোর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে শ্রীযুক্ত কে, এফ, নরীম্যান মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নরীম্যান বলেন,—"আমাকে বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হইয়াছিল। ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকার সময় বাঙ্গালোরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পাঁচ জন পুলিশ কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, আমার নামে কোন মামলা করিবেন না; অতএব বিনা সর্তে আমাকে মুক্তিদান করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। দুইজন পুলিশ কর্মচারী আমাকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তখন প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিয়া এই ট্রেনে তুলিয়া দিতে চাহেন। আমি বলি যে, রাত্রের মেল ট্রেনে গেলে সুবিধা হইবে। উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, জনসাধারণ সমবেত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে, অতএব তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন। পুলিশের সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েকজন যুবক—বোধ হয় ইহারা ছাত্র—বাঙ্গালোর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঘন ঘন আনন্দধ্বনির মধ্যে আমাকে অভ্যর্থনা করে।"

বাঙ্গালোরে গুলী চালনার জের

গত ২৬শে অক্টোবর বাঙ্গালোর পুলিশের গুলী চালনার পর অবস্থা স্বাভাবিক হইয়াছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এখনও সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হইতেছে; অধিবাসীরা চলা ফিরা করিতেছেন, একটা অস্বস্তির অবস্থা ... বিরাজ করিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ১০৲
প্রথম [illegible] ২৮৲
[illegible] ৯৲
২। [illegible] ৲
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৪৲
৫। [illegible]
১ম [illegible] ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল [illegible]
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যচরণ ১৲
৮। [illegible] সংস্কার
[illegible]
৯। [illegible]
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য [illegible] (বাঁধা) ৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ ।৹
১৮। [illegible] ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। দীপ-[illegible] ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ⁄১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ⁄৹
৪১। গীতাবলী ⁄
৪২। শ্রী[illegible] পরিক্রমা
৪৩। সাধনকর
৪৪। প্রেমপ্রদীপিকা ⁄৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১৹
৪৯। [illegible] ⁄১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। জৈবধর্ম্মকণিকা বা সারাসারমঞ্জুষী ।৹
৫৬। কায়স্থ ও তাঁহাদের ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যানাম্

সংস্কৃত ভাষায়

৬১। শ্রীচৈতন্য
৬২। [illegible] ।৹
৬৩। [illegible] ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। [illegible] ।৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠকর্পচিত্রঃ ⁄৹
৬৭। সারাৎসারনির্ণয় ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ⁄৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী এ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। বোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনম্যালেয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাষ্ট ওয়ার্ক) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১৹
৮৩। গীতাবলী ⁄৹
৮৪। শরণাগতি ⁄৹

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] গোস্বামী [illegible] সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক ২ [illegible] টাকা; কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। [illegible]—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।৹।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে লিপিবদ্ধ করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
দৈনন্দিন-পঞ্জিকার প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

১২শবর্ষ　১১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৩ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩০শে অক্টোবর ইং ১৯৩৭, শনিবার　} ১০৯৫ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

বম্বে অন্ধেরীতে

গত ১০শে সেপ্টেম্বর বম্বে গৌড়ীয়-মঠসেবক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জি ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'কাপিল-দেবহূতি' উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যানার্জ্জি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহসহকারে পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। এই দিবসও পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৪ঠা অক্টোবর সোমবার গোয়াল প্যালেস স্থিত অনাথ-আশ্রমের সেক্রেটারী মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে ঐ দিবস রাত্রে ব্রহ্মচারিবৃন্দ উক্ত আশ্রমে গমন করেন। এই দিবস আশ্রমের কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণের ঐকান্তিক যত্নে ও আগ্রহে একটি বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী "বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের দান সম্বন্ধে" ইংরাজী ভাষায় প্রায় পৌনে একঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ এবং বর্ত্তমান জগতের দার্শনিকগণের সাহিত্য,ধর্ম্মোপ-প্রাণিত ব্যক্তিগণের সহিত এবং বেদান্তিগণের মতের সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিসে, বর্ত্তমান জগতে যে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুই কলিমলবিধ্বংসিনী শ্রীচৈতন্যবাণী আচার্য্যমুখে শুদ্ধভাবে প্রচার করিতেছেন, ইহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

বক্তৃতান্তে উক্ত আশ্রমের সেক্রেটারী মহোদয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, বর্ত্তমান জগতে যদি কোথাও আচরণ-মুখে সত্যকথা প্রচারিত হয় তাহা কেবল এই গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃকই হইতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের নবম অধস্তন আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের পরম শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ যেরূপ শুদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কথা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আমাদের আশা এই যে, সমগ্র পৃথিবীর লোক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবে। আমরা আশা রাখি যে, মধ্যে মধ্যে এই প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া ব্রহ্মচারীগণ আমা-দিগকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা কিছু কিছু শ্রবণ করাইবেন এবং উপস্থিত আমার বন্ধুবর্গকেও আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন যোগদান না পারিলেও অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের মঠে যাইয়া এই সমস্ত কথা শ্রবণ করেন। অদ্যকার সভায় যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হইল, আশা করি, আমার বন্ধুবর্গগণ তাহা বিচার পূর্ব্বক চিন্তা করিবেন। উপসংহারে আমি আশ্রমবাসী পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক দিগকে ও বক্তা মহোদয়কে এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাদর আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

পাটনায়

গত ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার পাটনা-গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি ভক্তিমুখে যথাবিহিত পালন করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবের প্রকৃত-স্বরূপ-ব্যাখ্যা কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবের প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত প্রায় এক ঘণ্টাকাল পাঠ ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত গুর্ব্বৈষ্ণববন্দনা ও কীর্ত্তন হয়। পাঠকীর্ত্তনান্তে সমাগত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

গত ১৭ই অক্টোবর রবিবার স্থানীয় ভাগলপুর ব্রহ্মপারের শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিং মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে এক সভায় শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ-ব্রতের প্রথম দিবসে শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী অন্যান্য সেবকবৃন্দ সহ তথায় উপস্থিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, মাহাত্ম্য এবং উহার শ্রবণ-কীর্ত্তনের পরমতা বর্ণন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সকলেরই যে একমাত্র শ্রীহরিনামকীর্ত্তনই প্রয়োজন, উহা অন্যান্য বহু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ব্রহ্মচারীজী প্রতিপাদন করেন এবং পরিশেষে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম প্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারীজীর মৃদঙ্গসহকারে শ্রীনামভজন সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর কীর্ত্তন হয়। সভায় কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অন্যান্য সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

———

এলাহাবাদে

বিগত ১৭ই অক্টোবর রবিবার এলাহাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (হেড্ ক্লার্ক, ডিভিশনাল ডিপার্টমেন্ট, এলাহাবাদ) মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষি-গোপাল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সকলেই পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মঠ-সেবকগণ কর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

জীবের দেহ ভগবদ্‌মন্দির—চেতনময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, লেখা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ দামোদর অব্দ শ্রীগৌরপূর্ণাব্দ ৪৫১

দুই একটী কথা

অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত কৃষ্ণানুশীলন কৃষ্ণভক্তির অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বরূপ-প্রকাশক লক্ষণ। একটী কৃষ্ণানুশীলন স্বরূপ-লক্ষণ। আর অন্যাভিলাষিতাশূন্য থাকা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা—ভক্তির অসাধারণ কার্য্য। এইজন্যই ইহা ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। শুদ্ধা ভক্তি অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা। সেবাকামনা ব্যতীত অন্য কোনও কামনা তাহাতে নাই। এই ভক্তির ধর্ম্ম—ভক্তি। ইহাই সাধন এবং ইহাই সাধ্য। যদি কেহ বলেন, এস্থলে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা না বলিয়া অন্যাভিলাষশূন্যা এরূপ প্রয়োগ করিলেই ত' হইত, তবে আবার অন্যাভিলাষিতাশূন্যা,—এই দীর্ঘ ভাবপ্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ করিবার সার্থকতা কি? উত্তর এই যে, অভিলাষ শব্দের উত্তর স্বভাববোধক অর্থাৎ শীলার্থে ণিন্ প্রত্যয় (ও তাহার পর ভাবে তা প্রত্যয়) করিয়া দেখাইয়াছেন যে—কোনও ভক্তের অকস্মাৎ সঙ্কট উপস্থিত হইলে সেই ভক্ত যদি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে—"হে ভগবন্! আমি তোমার চরণাশ্রিত ভক্ত, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, অতএব এই দোষ হইতে রক্ষা কর।" তাহা হইলে এইরূপ কাদাচিৎক অভিলাষ প্রকাশ পাইয়া সত্ত্বেও সেই ভক্তের ভক্তির কোনও ব্যাঘাত হইতেছে না। যেহেতু সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে ঐ ভক্ত বিবশতাবশতঃ হইয়াই স্বভাববিপর্য্যয়-হেতু ঐ প্রকার অভিলাষ করিয়াছেন, বস্তুতঃ ঐরূপ অভিলাষ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে।

জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্—ইহার দ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু ভজনীয় আকারে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানকে নিষেধ করা হয় নাই; যেহেতু ভজনীয় আকারে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানের অবশ্য অপেক্ষা আছে। আর 'কর্ম্ম' বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকেই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ভজনীয় বিষয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্মকে নিষেধ করেন নাই; যেহেতু ভজনীয় বিষয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্ম কৃষ্ণানুশীলনেরই অন্তর্গত।

জ্ঞান-কর্ম্মাদি—এই 'আদি' শব্দে রুক্ষ-বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত অভ্যাস-যোগাদিও নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিকে জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্যা বলেন নাই; কারণ, যে জ্ঞান (নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ) ও যে-সকল কর্ম্মাদি (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদিরূপ) ভক্তিকে আবরণ করে সেইসকল জ্ঞান-কর্ম্মাদির চর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু ভগবদ্‌-অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভজনীয় বিষয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্ম অনুশীলনেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহা বর্জ্জনীয় নহে। সুতরাং ভক্তির আবরক জ্ঞানকর্ম্মাদির নিষেধ করাই উদ্দেশ্য হওয়ায় জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্য না বলিয়া জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত বলা হইয়াছে।

যাহাতে ভক্তি ভিন্ন অন্য কামনা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদির মিশ্রণ আছে, তাদৃশ ভক্তি অভাব দুর্ল্লভা; কিন্তু উত্তমা ভক্তিতে একমাত্র ভক্তি ব্যতীত অন্য বাসনার গন্ধমাত্র না থাকায় এবং উহা জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা সম্পূর্ণ অনাবৃত বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ও সর্ব্বথা বৈশিষ্ট্যশালিনী।

সেবা ও সিদ্ধান্ত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ)

সেবা বস্তুর প্রীতিবিধানের নাম সেবা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

'গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু, বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥'

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ তিনজনই অভিন্ন বলিয়া জীবের নিত্যারাধ্য। 'শ্রীহরির ভজ' বলিলে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সমগ্রকে উদ্দেশ করে। সুতরাং 'হরি-সেবা' বলিতে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা ইত্যাদির অখণ্ড সেবাকে বুঝায়। কৃষ্ণসেবা, নামসেবা ও বৈষ্ণবসেবা একতাৎপর্য্যপর। 'ভৃত্য প্রভুর সেবা করে।'—এই কথায় প্রভুর নামগুণ-কীর্ত্তনরূপ সেবা করিতে হইবে, আর অন্যায় সেবা নাম পাইবে এরূপ নয়। "প্রভো! আমি আপনার সেবা করিতে আসিয়াছি। আপনার গুণগান করিব আর আপনার পরিচর্য্যা করিব, কিন্তু আপনার পার্ষদের সেবা করিব কেন? আপনার পরিজনের বা অন্যান্য ভৃত্যের সেবা কেন করিব?"—এরূপ অনেক ভুলবিচার আমাদের হরিসেবাবুদ্ধিহীন মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে গুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে চ্যুত করাইয়া নরকের দিকে লইয়া যায়। শ্রীনাম-সেবা করিলেই হরিসেবা হয়। কারণ, নাম ও নামী অভেদ। আবার হরিসেবা হইলে সকলেরই সেবা হয়, যেহেতু শুনিয়াছি—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ"—ইত্যাদি। 'Even devil can quote Scriptures' অর্থাৎ সয়তানও শাস্ত্রের দোহাই দেয়। এই বাক্যাবলম্বনে আমরা স্বাপবাদ বা প্রচ্ছন্ন ভোগবাদকে সমর্থন করিবার জন্য মনকে বুঝাইতে পারি যে, যখন নামগ্রহণেই সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা তখন আর অন্য প্রকারের চটিলতা ও বাহুল্যের মধ্যে আমাদের যাইয়া কাজ কি? সুতরাং নামভজনের নামে আলস্যকে পূর্ণমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া যাউক। হায় দুর্দ্দৈববশ জীব আমি আমার নিজের হিতাহিত না বুঝিয়া মনের খেয়াল অনুসারে সাধনপথ ঠিক করিয়া লইতেছি। হয় ত' বিপরীত দিকে চলিতে থাকিয়াই মনে করিতেছি—আমি ত' গন্তব্য স্থলের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। আমি মূর্খ, তাই সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। তাই শ্রীবহুধে দুঃখী বৈষ্ণবমহাজন গাহিয়াছেন—

গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিয়ু
তাই হেন মম গতি॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, খুঁজিবে সদা,
এ দাসে না ভাব পর॥

বদ্ধাবস্থায় বা অন্ধাবস্থায় যদি আমি নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝিতে পারিতাম, তবে জন্মজন্মান্তর কেন পুনঃ পুনঃ মায়াদেবীর আশ্রিত হইয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছি? আমাকে অমঙ্গল ও বিপদসমূহ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই গুরুবৈষ্ণবগণের প্রপঞ্চাবতরণ। আমি যদি তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপানির্দ্দেশ না শ্রবণ করিয়া সেবাভিনয়-পূজা-নিষেধের কথা গুরুবৈষ্ণব-সেবার বেলায় প্রয়োগ করিতে যাই তবে যে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া বসিলাম! হরিসেবাকে যদি বিচিত্রতাহীন আধ্যাত্মিক উপাসনামাত্র মনে করি তাহা হইলে অবিবেকী নির্বিশেষবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইল। ভক্তি বা সেবা চেতন আত্মার বৃত্তি। সুতরাং উহা একবার আরম্ভ হইলে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের মধ্যে বিরাম ও অবসাদ আছে, কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তির প্রকৃতিতে মায়িক ব্যবধান না থাকায় সেই ভক্তিলতা ক্রমবর্দ্ধিনী এবং সঞ্জীবনী। জীব তটস্থ-শক্তিপ্রসূত, সুতরাং যদ্যপি সে অচিৎ জগতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দিন দিন মায়ার কার্য্যে রত হইবে, নতুবা চিজ্জগতের সন্ধান পাইয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাময় জীবনযাপন করিতে করিতে গোলোকের দিকে অগ্রসর হইবে। ভক্তিপথের যে সাধন তাহাতে উপায়-উপেয়, সাধ্য ও সিদ্ধি এবং কার্য্য ও ফল পৃথক্। কিন্তু ভক্তিপথের সাধন ও সিদ্ধিতে তারতম্য থাকিলেও একান্ত ভেদ নাই। ভক্তিই ভক্তির সাধন এবং ভক্তিই ভক্তির সিদ্ধি অর্থাৎ সাধকাবস্থায় ভক্তিকে সাধনভক্তি বা ভক্তিফলের অপক্বাবস্থা, যথাধিকারে শেষ অবস্থায় ভক্তিকে ভাবভক্তি বা ভক্তিফলের প্রায় পক্বাবস্থা এবং উজ্জ্বল বিকারে ভক্তিকে ভক্তিফলের প্রপক্বাবস্থা বা প্রেমভক্তি বলে। ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সেবোন্মুখ ভাগ্যবান্ সাধক গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে যে ভক্তিলতাবীজ লাভ করেন তাহা শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে বর্দ্ধিত হইতে হইতে ক্রমশ বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম অতিক্রম করিয়া গোলোকে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। তথায় উহা প্রেমফল ধারণ করে এবং অষ্টসাত্ত্বিকাদি সঞ্চারণ পুষ্পপল্লবাদি বিভূষিত হইয়া কৃষ্ণযোগ্য রূপ ধরে। এস্থলে লক্ষ্য বিষয় এই যে, ভক্তিলতা অবস্থান্তরেই সাধনের ফল। কৃষ্ণপ্রেম-ফল পাইতে হইলে ভক্তিলতাকেই আদর করিয়া উহা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। অন্যকিছুকে বহুল করিলে তাহা হইতে কখনও প্রেমফল লাভ হইবে না। সুতরাং সাধন-ভক্তি যাহা কৃতিসাধ্য অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় সেবোন্মুখতার জন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সেবা-শ্রম, তাহা পরিত্যাগ করিলে কখনও সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তি লাভ হইবে না।

ভক্তিলতারূপ বা সেবাপ্রবৃত্তির পথে যে সকল বাধার উপস্থিত অনিবার্য্য; তাহাদিগের সম্বন্ধে সাধককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ভক্তির ছলনা অভক্তিপথে পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অভক্তির কার্য্যসকল ভক্তির ন্যায় বাহ্যতঃ দেখাইলেও যে উহা ভক্তি নহে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতীমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা॥

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

তাতে যদি গজ করি করে আরোহণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটি', 'জীবহিংসন'।
'লাভ'-'পূজা'-'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥

এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদলিখিত অনুভাষ্যের কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। তাহা এইরূপ—'শ্রবণকীর্ত্তনাদি জলসেচন-প্রভাবে উপশাখা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানা হয়, তাহাতে মূল ভক্তিলতিকা বাড়িতে না পাইয়া থামিয়া যায়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন নিরপরাধে অর্থাৎ হৃদয় পাপত্যাগ না করিয়া অপরাধের সহিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবগণ ভোগপরায়ণ, বন্ধ-মোচনাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধিলোভী, কপটতাশ্রিত, অবৈধযোষিৎ-লম্পট, মিছাভক্তি বা প্রাকৃত সহজিয়াবাদের পরিপোষণকারী, শৌক্রবংশ মর্য্যাদাও ছলনা-দ্বারাই পারমার্থিক মর্য্যাদার আগ্রহবিশিষ্ট, পরোক্ষিৎ-প্রবর্ত্ত কালর স্থানপক্ষের অধিবাসী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী, নামমন্ত্র-বিগ্রহ-ভাগবতজীবী, অতত্ত্বপ্রাপ্ত দ্বারা ধনাদিসংগ্রহে তৎপর, নির্জ্জন ভজনানন্দী বলিয়া প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ পোষণকারী মঠো-লাভেচ্ছু অথবা গুরুদেবের দায়াদরূপে বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধী অবৈধ বর্ণাশ্রমের অধীন ও পোষক প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় আখ্যাত হয়। অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণপ্রমত্ত হইয়া গুরুভক্তি ব্যতীত মধুর অধ্যাত্ম বস্তু-ব্যাজোদেশে নির্ব্বোধ লোকগণকে বঞ্চনা পূর্ব্বক জগতে ধার্ম্মিক বা সাধু বা মহৎ বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ হরিসেবক হইতে পারে না।'

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এরূপ দিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্লোকে শুদ্ধভক্তির প্রতিকূলবিষয়বর্জ্জন এবং অনুকূল বিষয় গ্রহণের কথা জানাইয়াছেন। অন্যাভিলাষ না হইলে যে অর্থপ্রবৃত্তি বা কৃষ্ণানুশীলন-প্রবৃত্তির উদয় হয় না, তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। জ্ঞানকর্ম্মাদির সর্ব্বদাই শুদ্ধভক্তি-রোধ করিয়া স্বর্গ বা বাস্তবস্থাপন করিয়াছেন। এস্থলে অন্যাভিলাষ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিলাষ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি আসক্তি অথবা যথাবস্থায় যে কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া আনুকূল্যভাবে অর্থাৎ শুভকর্ম্মের পূর্ণাঙ্গপত্যে কায়মনোবাক্য যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা কৃষ্ণভজনের কথা বলিয়াছেন এবং বিষৎ-প্রতীতিবিশিষ্ট হইয়া গোলোকাদ্ভূতিতে অবস্থানপূর্ব্বক যে কৃষ্ণভজন তাহাকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়াছেন।

বদ্ধ ও মুক্তাবস্থায় শ্রীনামসেবা ও কৃষ্ণ-সেবাপেক্ষা বৈষ্ণবসেবাই অধিক মঙ্গলপ্রদ ও পরমপ্রয়োজনীয়। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?' (হরি) গুরুসেবা, পরমসিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল।' 'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

এখন আমাদের বিচার্য্য এই যে, সেবা ও সিদ্ধান্তের কিরূপ সম্বন্ধ? আমরা যদি ইহজগতের রীতিনীতি ও কার্য্যকলাপ আলোচনা করি তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, এখানেও Theory ও Practice বলিয়া দুইটি কথা আছে। শুধু Theory এবং শুধু Practice এ কোন কাজই হয় না এবং কোন বস্তুই অনুভূতি হয় না। বিচার ব্যতীত আচার থাকে না এবং আচার ব্যতীত বিচারেরও কোনই মূল্য নাই। সেইরূপ আচার ব্যতীত প্রচারেরও কোনই কার্য্যকারিতা নাই। প্রচারে লোকের ইষ্ট ও অনিষ্ট দুইই করে, কিন্তু আচারে নিজের ও পরের ইষ্ট ব্যতীত কখনও অনিষ্ট করে না। ভক্তিরাজ্যেও আচার ও বিচার অথবা সেবা ও সিদ্ধান্ত দুইটিই যুগপৎ আশ্রয়নীয়। সেবাকে শুধু Practical বলিয়া সিদ্ধান্ত শ্রবণ হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না, আবার সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেই হইবে, সেবাটা কিছু নয়—এরূপ একদেশী বিচার গ্রহণ করিলেও কোন মঙ্গল হইবে না। সেবাই সেবার ফল, সেবা হইতেই সিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি এবং সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বা পটুতা হইতে সেবায় নৈষ্ঠিকতা লাভ হয়। আবার, জড় জগতের চিন্তনীয় theory বা মতের ন্যায় চিজ্জগতের theory বা সিদ্ধান্ত কিছু কল্পনা, যুক্তি ও আত্মস্বাদ্ চিন্তনীয় কোন ব্যাপার নহে। অপ্রাকৃত সিদ্ধান্তসকল অচিন্ত্য ও গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় স্বতঃপ্রকাশিত। জড় জগতে আমি শাস্ত্রে খুব পারদর্শী হইতে পারি, তাহাতে আচরণ না করিলেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, কারণ আমার উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ অর্থোপার্জ্জন,—সেবা নহে। কিন্তু চিজ্জগতে সেবা ব্যতীত বা আনুগত্য ব্যতীত একটী সহজ সিদ্ধান্তেরও স্ফূর্ত্তি সম্ভব নয়।

ইহজগতে যেমন Theoritical ও Practical life সমান না হইলে তাহাকে কেহই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে না, ভক্তি-রাজ্যেও তেমন সেবা ও সিদ্ধান্ত যুগপৎ প্রকাশিত না হইলে তাহাকে সেবক বা ভাগবত বলিয়া গণ্য করা হইবে না। যিনি ভক্তভাগবতের শরণাগত না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন এবং যিনি কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন না করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বুঝিয়া ফেলিয়াছি মনে করেন, তিনি কাচ-ভাণ্ডের বাহির্দেশে অবস্থান করিয়াই মক্ষিকার ন্যায় মধুভক্ষণের ন্যায় আত্মবঞ্চনা লাভ করেন মাত্র। সিদ্ধান্তবিহীন ভক্তি ভক্তিই নহে, উহা মিছাভক্তি বা অন্যাভিলাষ। আবার সেবাবিহীন সিদ্ধান্ত বা জ্ঞানও শুষ্কজ্ঞান বা নির্ব্বিশেষবাদ। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জীবের মঙ্গলের জন্য জানাইয়াছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥

সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত কখনও অভিধেয় বা ভক্তির কোনই কথা হইতে পারে না। জীব কে, কৃষ্ণ কে, শ্রীগুরুদেব কে, কৃষ্ণসেবা বা গুরুসেবা কি?—এ সকল তত্ত্ব সুষ্ঠুরূপে সাধুগুরুমুখে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অবগত না হইলে কিরূপে আমরা সেবা করিব, আর কাহারই বা সেবা করিব? সেবা করিয়া ফলই বা কি হইবে? সুতরাং কৃষ্ণভজন করিতে হইলে আত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপায় উল্লিখিত প্রচারিতানুভাষ্যের "অনুভাষ্যে"র কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"অনেকে আত্মকৃত ভক্তগণের আদর্শ দর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্তবিষয়ে তাদৃশ প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। এরূপ আলস্য হইতে অনেকেই ভজনবিষয়ে অলসপ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ সঙ্গ করেন ও ভক্তির বিরোধী জড়ভাবসমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচারপ্রধান মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিজনে স্বরুচিবিশিষ্টজনের শ্রবণাদি বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচিবৃদ্ধি হয় না। নবধা ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের পূর্ব্বে শ্রবণের ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনফলে সিদ্ধিত হইলেই ভক্তিলতা সমৃদ্ধিতা হন।"

সেবা ও সিদ্ধান্ত বা ভক্তি ও সিদ্ধান্তের সহজ সমন্বয়কারক মণ্ডলের মূর্ত্তবিগ্রহ জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলমুকুটমৌলি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। এইজন্যই আমরা যেন তাঁহাকে নিত্যকাল এরূপ প্রণাম করিয়া ধন্য হই—

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

সেবা ও সিদ্ধান্তের একত্র সংরক্ষিত ভাণ্ডারস্বরূপ সেই ইচ্ছাতাদাত্মা ওঁ-বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকেই আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়স্বরূপ বলিয়া যেন নিত্যকাল জনাগ্রহাসগণের আনুগত্যে সেবা করিতে পারি, ইহাই শুভরণে একান্ত প্রার্থনা।

দীনের প্রার্থনা

দান দাও শ্রীচরণে করি পদধূলি,
হে মহৎ বৈষ্ণব সকল!
লহ মোরে তুলি'
সেবাহীন পথ হ'তে। তোক জীবন সফল
বৈষ্ণবের পদরেণু করিয়া সম্বল।
শোক মোহ ভুলি—
গাহি যেন গুরুণ্ডর হস্তে কত তুলি?
শুদ্ধ মোর সেবাহীন,—
অথচ এ রাত্রিদিন
বাগ্ বৈখরীর ছটা-গাথকা-সেবায়
শুধু বয়ে যায়।
প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়,
নাহি জানি কি করি উপায়;
মধ্যাহ্নে বালুকা সম
দাহিছে হৃদয় মন
সিন্ধুতীরে রহি' নীর স্পর্শিতে না পায়।
সেবাবাঞ্ছাহীন দীন অস্পৃষ্ট অজ্ঞান
দৈবের তরঙ্গ তাই বিশাল উত্তাল;
প্রখর রৌদ্রের মাঝে দিয়াছে ডাকিয়া—
গুরু-কৃপাসিন্ধু-কাছে পুনঃ এ কাকুতি—
গতি কোথা আছে বল তাঁহারে ছাড়িয়া।
বিচিত্র কল্লোলধ্বান হরিগুণ-গান,
গভীর উদাত্ত মহা সঙ্গীতের তান
বিরামবিহীন—
গাহিয়া চ'লেছে সিন্ধু সেবায় প্রবীণ।
আপনার সৈকতের পরে
শুধু বার-বার
বসি আমি নিশিদিন
বেদনায় কণ্ঠ মোর হ'য়ে আসে ক্ষীণ।
কৃপাসিন্ধু, করুণার নাহি তার ওর
তাই ভিক্ষা মোর
হয়ত পশিবে কাণে,
কৃপা করি' চাহি' দীনপানে
করুণার লহরীতে করাইয়া স্নান
সঞ্জীবিত করিবেন প্রাণ।
ছলনায় ভরা তার জীবনের শুধু বিড়ম্বনা,
অসহ যন্ত্রণা,—
মায়া'র মাঝে যেন দিয়াছে ডারিয়া।
দয়ার সাগর ওগো বৈষ্ণব ঠাকুর!
চরণ-কমলে আজি বিনতি প্রচুর,
এ দাস-পামর হ'তে মোরে উদ্ধারিয়া
কৃপামৃত কর বরিষণ।
সংকীর্ত্তন-মঞ্জীর অবিরাম গানে
ক্ষীণ কণ্ঠ মোর যেন বাজে একতানে,
জীবনে সম্বল হোক শুধু
বৈষ্ণবের পদধূলি-কণ।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-পীঠ, শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ভূপাটীন এবং মাসিক প্রচারকরূপ 'নদীয়া-প্রকাশ' ছাপাখানা আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ-বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরাজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মন্দির শ্রীবাসাঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোপগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপদ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর মুরারির পাট

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউডাঙ্গা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীযতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ঘুমপাহাড়িয়া, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নৈমিষারণ্য-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ মিশ্রিখ, জিঃ সীতাপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি. এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কারিন্দপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বেলাল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্র গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) সালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিশাস্ত্রী

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলুহুড়া, পোঃ চিরুগুড়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৩১, ভাউনরোড

ব্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ভক্তিসাধক গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
ঝাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
রামশালী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
গোবিন্দভোগ	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৸০
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

...র, টাইপ	১০৸/০
...র ১০০০ নং	১০/০
...দা দানা	৯৷০
...র দানা	৮৷০—৯৶০
...র লাল	৭৸/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

...নের বাট	৩৪৷০
...ণ	২২৲
...নিবার	৫০৷০

পাটের দর

...—	৪০৸০
...—	৪০৸০
...—	৪১৷০
...র বের সদর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

...ট বস্তা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
...াইন ঐ	৬৲—৬৶০
...চোকড় ঐ	৫৸৶০—৫৸০
	৬৲—৬৶০
(বি)	৫৸০—৫৸৶০
নং (২	৫/০—৫৸/০
(এস)	৫৲—৫৷০
(খে)	৪৸০—৪৸৶০
নং (৩)	৪৷০—৪৸৶০
...ট	১৷৶০—১৸০
	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
...ল	৫৭৲
...দী	৫০৲
	৪৫৲

পাকিস্তান	৪৬৷০
ভাৱ	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাকা পাতলা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জোড়া না যায়)

মার্কা	৯৶০—৯৸৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জোড়া যায় সব সাইজ	১০৸৶
ঐ ইংলিশ জোড়া (নীর)	১০৸৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৶০—৮৸০
টাটা প্যাঃ করগেট সিট।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৸৶০
২৮ গেজ—	১৬৸৶০
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
প্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
নীল	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৩৷০—৩৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু, পরায়ে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১৷০
ক্রু ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲

১টকনের হাপরল ৫৶০, খাটের হাপরল ৬৷০

তুলার হাপরল ৪৷০

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আমেন সোনার কাইন	৫৪৲
সিট্রন আমেন কয়কড	৪০৲
কমাফি খুবনিব কাইন	৪০৲
হাবার্ড খাবা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

পাতল মাজ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
ভাজী পরিমল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

ঘোষ, কুমার অম্বিকা

এণ্ড সন্স্ লিঃ

১৮।৫ জগন্নাথ ঘাট ষোলপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—০০—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—০০—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থানে—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এক চত্বরে স্থিত। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য নিরামিষ সুন্দর থাকার ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা বেতনে আহার ও শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট।

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৭৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার কীর্ত্তি অক্ষয় আছে। নিরাশ রোগী, সকল ঔষধ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করুন। দেখুন যে আপনার জ্বরের সাধ্য কি না। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত্র-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সাচ্চদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	[illegible]
" " ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৩	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০ ; বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই তৎসম্বন্ধ অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের বিস্তৃত ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত গৌড়ীয়মঠ, গাঁড়পাড়া মান্দ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা, ব, পী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্র[illegible] ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি[illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া [illegible] ১৩।৭এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈ নি ক

REG NO C 1544

শ্রীমায়াপুর-সর্বস্ব-প্রকাশক শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজাধীশ-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসোপযুক্তবাণী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র আদৃত-পত্র নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ১লা নভেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২০০]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ১ম মুন্সেফ আদালত
নিলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭

(১)

৭৫৮ খাজানা ৩৭ দাবী ৩২৸৶০

ডিঃ দুর্গাদাস মণ্ডল

দেঃ দীনতারিণী দাসী সাং হরিপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জুড়ানপুর গ্রামে ডিঃ নং ৪০০ নং খং ২-৫০শঃ জমির অর্দ্ধেক ১-২৩ শঃ জমির ৪৸১০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আং ১৫৲

(২)

৭৫৭ খাজানা ৩৭ দাবী ৩৮৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হারাধন মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হরিপুর গ্রামে ডিঃ নং ৪০০ নং নং ২-৫২ শঃ জমির ১-২৬শঃ জমির ৪৸১০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আং মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

৭৫৩ খাজানা ৩৭ দাবী ৭৩৸৶৯

ডিঃ অশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য্য

দেঃ ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ সাং স্বর্ণবিহার পোঃ বড়েয়াল

থানা কোতয়ালী মৌজে স্বর্ণ বিহার গ্রামে ডিঃ নং ৩৩১ নং খং ০-৩২ শঃ জমির ও তদুপরিস্থিত আমবাটী মৌজার মধ্যে মোট ১৫-৫০ শঃ জমির ২৪৲ টাকা জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আং ৫০৲ টাকা

(৪)

৮৯৮ খাজানা ৩৭ দাবী ২৮২৸৶

ডিঃ অধাপদ সরকার

দেঃ আকবর আলি মণ্ডল দিং সাং খামারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবরাপোতা গ্রামে ডিঃ নং ১১৩নং খং ২৪-৩১ শঃ জমির ১৩/০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

৮৮৩ খাজানা ৩৭ দাবী ৪৮৸৶০

ডিঃ অবনীতোষ সরকার দিং

দেঃ সুখন মণ্ডল দিং সাং বোয়ালিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বোয়ালিয়া গ্রামে ডিঃ নং ১৪০ নং খং ৫-৯১ শঃ জমির ৯৸৶৩ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আং ২৫৲

(৬)

৮৮৫ খাজানা ৩৭ দাবী ৭৩/৩

ডিঃ আবদুল মুজিদ তালুকদার দিং

দেঃ আছিয়া বিবি দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে দুর্গাপুর গ্রামে ডিঃ নং ১০৫ নং খং দুরুন ৫-৯৩শঃ জায় ও ১১৬নং মৌজা দক্ষিণ বিষ্টুপোতা গ্রামে, ৬-৯৩ শঃ জমির ১১টাকা জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আং ২৫৲

(৭)

৮৮০ খাজানা ৩৭ দাবী ২০৪/৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী

দেঃ আছমতুল্যা মণ্ডল দিং সাং আমিনবাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চন্দ্রমহেশপুর গ্রামে ডিঃ নং ১২৮৩ জমির ৩৬৸১০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আং ১০০৲ টাকা

(৮)

৮৭৯ খাজানা ৩৭ দাবী ২৭।৩

ডিঃ ত্রিপুরাপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং

দেঃ পঞ্চানন মণ্ডল সাং সেহুলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সেহুলা গ্রামে ডিঃ নং ৩-১৩ শঃ জমির ৭৷ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৯)

৮৭৪ খাজানা ৩৭ দাবী ৪৩৶৯

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ সূর্যকান্ত ঘোষ দিং সাং বেলপুকুর পোঃ বেলপুকুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে শ্রীনাথপুর মধ্যে ডিঃ নং ৯৯ নং খং ৩-৬২ শঃ জমির ৬৸/৩ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৮৭৩ খাজানা ৩৭ দাবী ১০৸৶৯

ডিঃ সরোজকান্ত চৌধুরী দিং

দেঃ যতীন্দ্রনাথ আদিত্য দিং সাং ঘূর্ণি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঘূর্ণি গ্রামে ডিঃ নং ৩২৮ নং খং ও অধীন ৩২৯ নং খং বার্ষিক ৷৶০ আনার যে জমা আছে উক্ত জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত যোল আনা রকম বদৰত হকুক মূল্য ২৲

(১১)

৮৪২ খাজানা ৩৭ দাবী ২৮৶৯

ডিঃ অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ পদ্মা সেখ দিং সাং জোনপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম অধীন ডিঃ নং ৫৬৬নং খং ও অধীন ৫৬৭ নং খং ৭-৪০ শঃ জমির ৯৷৯ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আঃ ১২৲

(১২)

৮৩৪ খাজানা ৩৭ দাবী ৪৮৷৶৯

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ আহ্লাদ মল্লিক দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে আটনাগ্রামে ডিঃ নং ৩৮৫ ও ৩৮৩ নং খং ৭৸১৷ বিঘা জমি যাহা চাষ আবাদ দখলিকার ছিল উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য ২০৲

(১৩)

৮২১ খাজানা ৩৭ দাবী ১১৷৶৯

ডিঃ খোন্দকার মহম্মদ হোসেন দিং

দেঃ মহন সেখ দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর মধ্যে ডিঃ নং ৪৭৯ নং খং -২৬ শঃ জমি যাহা দেখা যায় তাহাতে দেনদার দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

৮০২ খাজানা ৩৭ দাবী ৩১৷৶০

ডিঃ দুর্গাদাস সরকার দিং

দেঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে রাধানগর গ্রামে ডিঃ নং ৬৭ নং খং ও অধীন ৬৮।৬৯ ৭০ নং খং ৬-২৪ শঃ জমির ১০৲ টাকা জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদৰত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৭৩৪ বাংজারী ৩৭ দাবী ২২৬৮/০

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী

দেঃ অনাদি নাথ ঘোষাল দিং সাং ভাজনা পোঃ চাকদহ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ফুলসাহি গ্রামে ডিঃ নং ৫৩১ নং খং ও অধীন ৫৩৪ ও ৫৩৫ নং খং ৯-৫০ দাঃ নিষ্কর জমি দেনাদারগণের নামে প্রচলিত নাই। উক্ত নিষ্কর জমি সমস্ত, সত্ব ও সপ্রজা দেনাদারগণের স্বত্ব দখল ও দায় দরবস্ত হুকুক মূল্য ২০৲

(১৬)

৭৪৪ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৩১।৶

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ বিধুচন্দ্র ঘোষ দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ ডিঃ নং ২০।১/০ পটবন্দী চাষ আবাদ সূত্রে খাজনাদারে দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি দায় অনুপারাদিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৫৲

(১৭)

৭৪৩ বাংজারী ৩৭ দাবী ২৫৮/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি দিং সাং কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ নং ২৫৮১ নং খং -৪৫ দাঃ জমির ৩/৬ জমা দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

৭২২ বাংজারী ৩৭ দাবী ৩১০২।৵৯

ডিঃ রমানাথ গোস্বামী

দেঃ জ্যোতিপ্রসাদ মল্লিক দিং সাং ও পোঃ অগ্রদ্বীপ থানা কাটোয়া জেঃ বর্দ্ধমান

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জুইপুর গ্রামে ডিঃ নং ৬নং খং ও ৪নং খং ভুক্ত দরপত্তনী স্বত্ব যাহাতে দেনাদারগণের ষোল আনা দখল অংশ হইতেছে এবং যাহার বাৎসরিক সাকিনানা খাজনা মোট ৫৬৮৶ দিতে হয় উক্ত পত্তনী ও দরপত্তনী মহাল সপ্রজা, নফর বাগান, আকর আওলাত পুষ্করিণী, কাদা, বিল ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০০৲

(১৯)

৭২১ বাংজারী ৩৭ দাবী ৩০৶

ডিঃ দেবেন্দ্র নাথ রায় দিং

দেঃ পূর্ণচন্দ্র দাস কৈবর্ত্ত সাং চুপি পোঃ পূর্ব্বস্থলী

থানা নবদ্বীপ মৌজে চারকাঁশালী গ্রামে ডিঃ নং ৪০১ নং খং ৯-০৭ দাঃ জমির ১৭৸৶৮ জমা, দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

২৬০ বাংজারি ৩৭ দাবী ২১৸৶৬

ডিঃ রাধালাল ঘোষ

দেঃ গোপাল কৈবর্ত্ত দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির মধ্যে ডিঃ নং ৭৯৯নং খং /২ কাঠা জমির ২৲ টাকা জমা দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৲ টাকা

(২১)

৭১৯ বাংজারি ৩৭ দাবী ৩০৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নবদ্বীপ চন্দ্র সাহা পোঃ ও সাং নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ নং ৭৯৯ নং খং /৪।০ কাঠা জমির ৩।৵০ জমা, দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(২২)

৭১৮ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৫।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সুখদাময়ী দাসী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ নং ৭৯৯ নং খং /২ কাঠা জমির ১৲ টাকা জমা, দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲ টাকা

(২৩)

৬৮২ বাংজারি ৩৭ দাবী ৪০।৶০

ডিঃ কালিপদ বিশ্বাস

দেঃ বাবু সেখ সাং চন্দ্রা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চন্দ্রা গ্রামে ডিঃ নং ২০নং খং ৪৮দাঃ জমির ৩।৵৪ জমা দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲ টাকা

(২৪)

৬৭৪ বাংজারি ৩৭ দাবী ২২৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আমের বিশ্বাস দিং সাং চন্দ্রা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চন্দ্রা গ্রামে ডিঃ নং ৫৯ (খ) খং ও ৩১-৩৬ নং খং ৬-৮৩দাঃ জমির ২৫।৵২ জমা, দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲ টাকা

(২৫)

৬৭৩ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৬৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মোজাহিদ মোল্লা সাং বেলপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বেলপুর গ্রামে মেহের সেখ দিং বাটীর পূর্ব্বে মেটানে সেখের বাটীর উত্তর জমি জমা, দরদরজা খড়ুয়া ঘর প্রভৃতি দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্তহুকুক মূল্য আং ৫৲ টাকা

(২৬)

৬৫৬ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৬৸৶৭

ডিঃ বসুমারী বিশ্বাস

দেঃ. জাফরি সেখ সাং গোবিন্দপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভাণ্ডার কোলা গ্রামে ডিঃ নং ১৪০ নং খং -৮৮ দাঃ জমির ২৲ টাকা জমা, দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲ টাকা

(২৭)

৬৫১ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৫৯৫।৵৯

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহরায়

দেঃ জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং নাটুদহ পোঃ ঐ

থানা মেহেরপুর মৌজে ভবানপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৫২নং খং ও ৬৫নং খং ভুক্ত ডিং ।৪।—৭ তিন অংশ ৭৬৫।৮ টাকা পত্তনি জমা মধ্যে মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড ৪।—৭অংশ বক্রী ।০ চারি আনার কম পত্তনী জমা, দায় আকর আওলাত মূল্য আং ১০০৲ টাকা

(২৮)

৫৮৩ বাংজারী ৩৭ দাবী ৩২৯৫।৵৩

ডিঃ রাজলক্ষ্মীদাসী দিং

দেঃ নৃসিংহ কুমারী দাসী দিং সাং কোলা পোঃ মেহেরপুর

থানা মেহেরপুর মৌজে হবিবপুর গ্রামে ও ৪নং খং উজলপুর মৌজায় ও ৪নং খং ও থানা করিমপুরের সাবিক ৬নং খং কাটাদিয়া মৌজায় ৭নং খং নন্দনপুর মৌজায় ৬নং খং থানা তেহট্টের সাবিক তেখরিয়া মৌজায় ৬নং খং হৃদয়পুর মৌজায় ১৩।১নং খং চর হৃদয়পুর মৌজায় ৪।২নং খং ডিঃ নং বার্ষিক সাকিনানা ষোল আনা ৭২৭৸৶৪ যে পত্তনী জমা প্রচলিত আছে তাহাতে দেনাদার ষোল আনা দখল বর্ত্তমান ও দখলিকার আছে দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০০৲

(২৯)

৫৮০ বাংজারী ৩৭ দাবী ৪৮০৸৶৯

ডিঃ মোসমাৎ দাসী

দেঃ আবদুল ছামেদ বিশ্বাস দিং সাং খাবারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নগরে খাবার পাড়া মধ্যে ডিঃ নং ৭১২নং খং ও ৮২।৮৩নং খং ও ১০৪নং খং ভুক্ত ১-৯৩দাঃ জমি ৪-৫৯ দাঃ জমি ৬-৬৯ দাঃ জমির মোট জমা যথাক্রমে ১৲ টাকা ।০ ও ১৲ দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং যথাক্রমে ২৫৲ ১৫৲ ও ৫৲ টাকা

(৩০)

৪৩৮ বাংজারী ৩৭ দাবী ৮৸৶৫০

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস দিং

দেঃ নগেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং বাগিয়াডাঙ্গা পোঃ বাহাদুরপুর

থানা করিমপুর মৌজে বাগিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ নং ৩২৯ ও ৪৩৭ নং প্রভৃতি খং ভুক্ত মৌজায় দখলি ভূমি দরপত্তনি খং দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮২১।০

(৩১)

৩৩৯ বাংজারী ৩৭ দাবী ৩২৸৶৮

ডিঃ জেনারেল ম্যানেজার অগ্রদ্বীপ ওয়ার্ডস্ এষ্টেট কোং লিমিটেড

দেঃ প্রফুল্ল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং সাং খাজের গ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সাকিনা গ্রামে ডিঃ নং সাকিনানা ৫৶১০ টাকার ষোল আনা দখল দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

(৩২)

১১৪৩ বাংজারী ৩৭ দাবী ৭৯৶৩

ডিঃ পার্ব্বতী দাসী দিং

দেঃ গোলাম মোল্লা সাং গোকর্ণাবপুর পোঃ দাদপুর জেলা মুর্শিদাবাদ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে ডিঃ নং ৪৪৩ নং খং ৬-৮৮ দাঃ জমির বার্ষিক ১৩।৵২৸ জমা দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৩)

১১৪২ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৫৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ বর্দ্ধমান মালাকর দিং সাং মীরা পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে ডিঃ নং ৬০৬ নং খং ১-১৪ দাঃ জমির ১৸১০ জমা দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৪)

১১৪১ বাংজারী ৩৭ দাবী ৫৯।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে ডিঃ নং ৯নং খং ৭-৩৮ দাঃ জমির ১৮।৶৫ জমা দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৫)

১১৪০ বাংজারী ৩৭ দাবী ৮৮৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সেখ পাঁচু ফকির সাং বাহাদুরিয়া থানা ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে ডিঃ নং ৯নং খং ১০-৯৪ দাঃ জমির ১২৸৪ জমা দায় অনুপরিহিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৬)

১০২৩ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৪০/৬

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

(অবশেষ ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য)

১২শবর্ষ { ১৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা নভেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ২০০তম সংখ্যা

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব

—:(*):—

৬ই কার্ত্তিক শনিবার। ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকান্তে উচ্চকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড হইতে নীলাচলে গমনকালে মহাপ্রভুর ভদ্রবেশে প্রবেশ ও সন্ন্যাসিরূপী প্রভুর প্রতি বালে ভিক্ষালীলা প্রকাশ, তৎপরে পথে যাইতে যাইতে দানীকে কৃপা, ভক্তগণের নিকট প্রভুর পরিচয় পাইয়া দানীর মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগতি-গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া ভগবৎপথ:নাথ রোড, নারিন্দা রোড, একরামপুর, হৃষিকেশ, শাখারীবাজার রোড, বাদামতলী, "ঊনসন্" রোড, নবাবপুর রোড, মদনমোহন বসাক রোড ও পুনর্ব্বার ভগবৎপথানিধি রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারভুক্ত বেতিলায় গোস্বামী পরিচয়প্রদানকারী জনৈক ব্যক্তি ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতরত্নক শ্রীধর মহারাজের নিকট আগমন করেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহাকে গোস্বামী নামের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে ঢাকা জেলার ... অবৈষ্ণব মেম্বর-প্রবাসী ভদ্রলোক স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উক্ত ভদ্রলোকের সহিত শিক্ষিতসমাজে অনেক কথা আলোচনা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-দর্শনে বসুদেব-দেবকী কর্ত্তৃক শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-যুক্ত বিষ্ণুর স্তব ইত্যাদি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৭ই কার্ত্তিক রবিবার শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের অপ্রকট-মহোৎসব। মঙ্গলারাত্রিকের পর উচ্চকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর ভক্তজন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া ভগবৎপথানিধি রোড, টিকাটুলি, রামকৃষ্ণমিশন রোড, ভগবতী ব্যানার্জি রোড, গোপীবাগ ও পুনরায় ভগবৎপথানিধি রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ প্রবাসী কতিপয় বিশিষ্ট লোক শ্রীমঠে আগমন করেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কৃপা করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে আগন্তুকগণ ত্রিদণ্ডিপাদকে জিজ্ঞাসা করেন,—'আমরা সংসারাসক্ত গৃহী ব্যক্তি, কিসে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।' তদুত্তরে স্বামীজী মহারাজ বলেন—'সাধুসঙ্গই জীবের একমাত্র পরমমঙ্গললাভের উপায়, 'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ,' 'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।' 'সাধুকৃপায় যদি শ্রেয়োমুখ হয়,'—ইত্যাদি বহু বহু শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া বিষয়ের সমর্থন করেন। তিনি আরও বলেন—সাধুমুখে সাধুমুখবিগলিত ভগবানের বীর্য্যবতী কথা শ্রবণ বাদ দিয়া ভাড়াটিয়া পাঠক বা গায়কের কাছে ভগবৎকথা শ্রবণের দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়সেবার সময় ঢাকায় অনেক পাঠকের আমদানী হইয়া থাকে, এইরূপ পাঠকের কাছে হরিকথা শুনিয়া জীব কখনও আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে মহারাজ বলেন—'পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে জনৈক ব্যবসায়ী পাঠক ভাগবত শুনাইয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহের কপট প্রয়াস করিয়াছিলেন। পাঠান্তে উক্ত ব্যবসায়ী পাঠক প্রস্থান করিলে বাবাজী মহারাজ উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, যেস্থানে এই পাঠক বসিয়াছিল সে স্থানের মাটি এক হাত খুঁড়িয়া কোথাও ফেলিয়া দেওয়া হউক, তচ্ছ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন—'এই পাঠক ভগবৎকথা কীর্ত্তন করে নাই, 'টাকা টাকা' বলিয়া চীৎকার করিয়াছে।' সুতরাং তাদৃশ পাঠক বা গায়কের মুখে অপ্রাকৃত ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। একমাত্র শুদ্ধভক্তের প্রসঙ্গক্রমেই ভগবদনুশীলন কর্ত্তব্য। এই সংসারে বাস করিয়াও সকলেই আত্মকল্যাণবিশিষ্ট হইলে ভগবদনুশীলন হইয়া থাকে,—মূলতঃ বিনা ইহার অন্যত্র প্রলাপ। গৌড়ীয়মঠ জগতের কাছে আজ এই কথাই বলতে বসেছেন, তাঁহারা লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাচ্ছেন এই আত্মবঞ্চনার বিষময় ফল। এই জাতীয় পাঠ পরিত্যাগ ক'রে না হ'তে জীব নিজ মঙ্গলের আশা ক'রে ফল না হয়, তজ্জন্য তাঁ'দের সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস; তাঁদের কথা "Back to God and back to Home is the message of Gaudiya Math."—ইত্যাদি অনেক বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন। শ্রোতৃবর্গ ত্রিদণ্ডিপাদের কাছে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রথমতঃ শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী ঠাকুর মহাশয়ের পূত চরিত্র অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। একমাত্র বৈষ্ণবচরিত্র কীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের কলুষ কল্মষ বিদূরিত হয় এবং ভগবদ্ভক্তের কৃপাতেই যে ভগবৎকৃপা লাভ হয় তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিশেষভাবে বর্ণন করেন। তিনি বাল্য ভক্তগণের প্রতি বহুস্থানে ভক্তের উপদেশের কথা উল্লেখ করেন। অনন্তর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী শাস্ত্রশাস্ত্রী প্রভু ঠাকুর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও শিক্ষা প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। "বৈষ্ণবের গুণগান, করিলে জীবের ত্রাণ, শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে।" ইত্যাদি বাক্যেরও বিশেষ আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ—'জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়।' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই অমূল্য উপদেশের উল্লেখ করিয়া শুদ্ধভক্তির সহিত কর্ম্ম জ্ঞান-যোগের পার্থক্য প্রদর্শন করেন। একমাত্র শুদ্ধভক্তগণের কৃপাতেই যে জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয় তাহা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভু 'যে আনিল প্রেমধন'—এই গীতটি কীর্ত্তন করেন ও ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন। সভাভঙ্গের পর সমবেত প্রায় আট শত নরনারীকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু তৃণ হইতেও সুনীচ। অকপটে কৃষ্ণ-কৃপা ... করেন ও দয়া।

৫ ... ...

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, দেখা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ দামোদর সর্ব্বাণব সংবৎ গৌরাব্দ ৪৫১

পঞ্চোপাসনা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

যাঁহা হইতে এই জড়জগৎ জাত হইয়াছে, যাঁহা হইতে জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহাতে এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ প্রোথিত ও প্রতিপালিত, যিনি জড়জগতের ও জীবজগতের নিত্য আশ্রয়রূপে অবস্থিত, বিজ্ঞান-গণের যিনি জেয়, বস্তু এবং জ্ঞানিগণের যিনি জ্ঞেয় বস্তু, উপনিষদ্ ব্রহ্ম-নামে তিনি সংজ্ঞিত হন। উপরে লিখিত যাঁহাতে যে ব্রহ্মবস্তুর কথা বলিলেন তিনি সাধনের দিক দিয়া দেখিলে ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈত নির্বিশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হন।

নির্বিশেষবাদী বলেন, জড়জগতে ও জীবজগতে যে কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় উহাই অনিত্য ও মিথ্যা, যেহেতু ব্রহ্ম নির্বিশেষ। জীব ও জড়জগতের বিশেষত্ব ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত হয়, তাঁহাদের বাস্তব অধিষ্ঠান নাই। দ্রষ্টা বদ্ধ দর্শনে দর্শন করিতে গিয়াই ঐরূপ মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম শক্তিরহিত এবং বিশেষরহিত বস্তু। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু বলিয়া ব্রহ্মসত্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে। বিশেষত্ব মায়ার জড়মায়া-কল্পিত। মায়ার অভাবে ব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিত চিন্মাত্র অবস্থিত।

সবিশেষবাদী বলেন, জড়বিশেষে নশ্বর ধর্ম্ম অবস্থিত, প্রতীতি সত্য, ব্রহ্মবস্তুর দুইটী শক্তি-পরিণামে জগৎ উদ্ভূত। অন্তরঙ্গাশক্তি পরিণত হইয়া জড়বৈভব এবং অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের তটস্থ স্থানে তটস্থা শক্তি উদ্ভূত হইলে, উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীবজগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে বিশেষ ধর্ম্ম নিত্যাবস্থিত। বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জগৎকে বা অচিৎ জীবজগৎকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক নাই। চেতনধর্ম্মে বিপরীত অচিদ্বস্তুগ্রহণপ্রবৃত্তি অনুচিৎ হইলে বর্ত্তমান থাকায় ব্রহ্মের অন্তরঙ্গাশক্তির নিত্য পরিণামরূপ বৈকুণ্ঠে অনুচিৎস্রোতেই সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত নয়। অনুচিৎ বস্তু নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হইলেও অচিদ্বস্তুর অনুশীলনে নিজের স্বরূপভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ হয়। ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণত জগদ্দর্শন করিতে করিতে অন্তরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত দর্শনে বিমুখ হন। সেইকালেই তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া দেহ ও মনোরূপ অনাত্মবস্তুদ্বয়কে আত্মা বলিয়া মনে করেন। দেহ ও মনের বশে জড়জগৎ ও বদ্ধ জীব-জগতের ভোক্তা হন। আত্মস্মৃতির দ্বারা স্বরূপাবস্থ হইয়া জীব যখন ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার আত্ম-পরিচয় ন্যূনাধিক বিস্মরণ হয়। অনুকূল-ভাবে অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রতীতি থাকে না। ভগবৎসেবার অভাবেই জীব জড়ের বিষয়সেবায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম বস্তু দেহ ও মনের দ্বারাই জড়ের বিষয়সেবা হয়। ভগবদ্বস্তু জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। অতীন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। যেকালে জীব আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণুসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণদাস্যের পরিবর্ত্তে জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃত্তিতে চালিত হন সেইকালে কৃষ্ণকে মায়াশক্তি বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়। যেকালে জড় অর্থী-সঙ্গের জন্য নিত্যবিষ্ণুসেবা পরিহার করেন, সেইকালেই বিষ্ণুকে গণেশরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যেকালে প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকামী দেহ ও মন বিষ্ণু-পূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে বিষ্ণু-দর্শনের পরিবর্ত্তে সাবিত্রী দেখিয়া ফেলেন। ধর্ম্মাধর্ম্মকামী দুঃখপরবশ হইয়া দুর্গা, গণেশ ও শক্তির সেবাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করেন। আবার মোক্ষকামী হইয়া উপাস্য বস্তুকে রুদ্ররূপে দর্শন করেন। জড় কামনাই জীবকে বহিঃপ্রবৃত্তিতে চতুর্ব্বর্গের সেবক করিয়া তোলে। বিষ্ণুর উপাসনায় জীবের কোনও জড়কাম নাই। সেখানে বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রবল হইয়া আত্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয়। উহাই আত্মবিদ্গণের নিত্যধর্ম। বিষ্ণুমায়ায় সম্মোহিত হইয়া জীব কামনার বশবর্ত্তী হন ও চতুর্ব্বর্গলাভের বাসনায় নিষ্কামের ব্রহ্মের কোনও একটী রূপ কল্পনা করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্‌কে পরব্রহ্ম জানিবার পরিবর্ত্তে সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত ভগবদ উপাস্য জ্ঞানে তাঁহার অপরাধের পরিচয় পান। জীব অনাত্ম ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়াই যথাভিমানে বিশুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোনও সময়ে জড়কামনা প্রার্থনা করেন। তাদৃশ বিষ্ণু-উপাসনাও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সগুণ জ্ঞান করিয়া যে কামনাময়ী উপাসনা জগতে চলিতেছে তাহাই ভোক্তৃস্বরূপ দেহ ও মনকে বিবর্ত্তবুদ্ধিতেই আত্মজ্ঞান করে। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুকে কামধাম হইয়া অপর সগুণ কাল্পনিক ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমজ্ঞান অপরাধের লক্ষণ। বিশুদ্ধসত্ত্বে রুচিবিশিষ্ট জীব বিষ্ণু, সত্ত্ব-রজোমিশ্রগুণবিশিষ্ট জীব সূর্য্য, সত্ত্ব-তমোগুণবিশিষ্ট জীব গণেশ, রজস্তমোগুণ-বিশিষ্ট জীব শক্তি এবং তমোগুণ বিশিষ্ট জীব রুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনায় এই সম্প্রদায়সমূহের লক্ষ্য বস্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। শুদ্ধ জীবের আত্মা যেকালে মায়া-দ্বারা সম্মোহিত হয়, তখনই আপনাকে ভগবান জানিয়া জীবের জড়চেষ্টায় উদয় এবং জড় চেষ্টা-প্রভাবে বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়কে ভগবত্তার জ্ঞানে উপাসনায় প্রবৃত্তি। নিজ-স্বরূপের নির্গুণতার উপলব্ধিতে সবিশেষ বিষ্ণু বিগ্রহই পরব্রহ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস। আর উপাসকগণের হিতের জন্য অনিত্য ভগবানে কাল্পনিক মূর্ত্ত ব্রহ্মগুলির শেষ অভ্রান্ত পরিণাম নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং নিজের অভিমানভাব হেতু উপাস্য-উপাসক-প্রান্তির অপগমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারেন, আশা করেন। পঞ্চোপাসনা এজন্যে চিত্তাধিক্য ও জপযোগে সগুণোপাসনা-বাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিশেষে সকলেরই মুক্ত লক্ষ্য। মুক্তিতে ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য উপাসক ভেদ নাই। শাঙ্করি … বোধরাহিত্য স্বীকার করে … কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তিতে … ও বুদ্ধি রহিত অখণ্ড বোধ … । বদ্ধজীব নানা প্রকার জড় ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া নিজাভিত্বে অসুবিধা বোধ করিতেছেন। প্রত্যক্ষ সত্যতা অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অসুবিধা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাঁহার আবশ্যক ছিল। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর হস্তে পড়িয়া তাঁহার নিজত্ব বিনষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাম্য হওয়া জানিতে পারায় জড় নশ্বরূপে পরিণত হইলেন। অর্থাৎ সেই তিনিই রহিলেন না। জীব নিজের নির্গুণ সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দ পরিহার করিয়া বিষ্ণু-বস্তুর সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দের নির্ব্বিশেষ অবস্থা ব্রহ্ম-কবলে লীন হওয়ায় তাঁহার নিত্য অনুচিৎ স্বরূপের বিলোপ সাধিত হইবে বুঝিতে পারিলেন। অথচ অনুচিৎ ধর্ম্ম বহু রজোবর্জিত মোক্ষপদের প্রয়োজনীয়তা স্থূল বলিয়া নিজ নিত্য অনুচিৎ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গরার্থ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করা নিত্যত্বের ব্যাঘাতকারক। মুক্ত অবস্থায় নিত্য অপূর্ব্ব বিগত হইলে তিনি আর সে বস্তু রহিলেন না। অথচ জড়ের অনুরূপ নানা অনুপাদেয়তা বা হেয়তা অবস্থান করে, কিন্তু চিন্ময় অনুরূপে তাদৃশ অবস্থার সম্ভাবনা নাই। সেখানে ভগবানের নিত্য সেবা বিরাজিত বলিয়া অনুপাদেয় ক্লেশাদির সম্ভাবনা নাই, অথচ নশ্বরতা ও হেয়তা তথায় আদৌ না থাকায় মুক্তির প্রাপ্য বিষয়সমূহ প্রকৃতপ্রস্তাবেই অবস্থান করিল।

পঞ্চোপাসকগণ কালক্রমে নশ্বর কামকামী ঐকান্তিক বৈষ্ণব তাদৃশ নহেন। তিনি নিত্য কাল ভগবানের সেবক। পঞ্চোপাসকগণ নিজ নিজকামাভিলাষী, বৈষ্ণবগণ নিত্য বিষ্ণুসেবাভিলাষী। পঞ্চোপাসকগণ কর্ম্মফলাধীন, বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলাতীত। বৈষ্ণবগণের নিজ বিচারে ভগবৎসেবন ভয় নাই। জড় বিচারের পূর্ব্ব হইতে নিত্যরূপ ভগবান্ নিত্যকাল সংরক্ষিত ছিলেন, নিত্যোপাসক বৈষ্ণবও ছিলেন, আর সাধকের হিতের জন্য কামনানুযায়ী ব্রহ্মের সগুণরূপ কল্পিত পঞ্চোপাসনা অল্পকালের জন্য, পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য কামী বদ্ধজীব সৃষ্টি বা কল্পিত হয়।

প্রার্থনা

সাবধান সাবধান ব্রজবাসিগণ।
প্রতি দিন ব্রজে আসে কংসচরগণ॥
মায়ায় মোহন রূপ করিয়া ধারণ।
নানা ছাঁদে নানা ফাঁদ পাতে দুষ্টগণ॥
ছদ্মবেশে ছদ্মবেশ করয় ধারণ।
সতর্ক থাকিও তাই যত ব্রজজন॥
উজ্জ্বল আলোক কিন্তু তারা ভয় করে।
সেই হেতু অন্ধকার তারা সদা বরে॥
মোহ-অন্ধকার যাতে না করে বিস্তার।
সুধাকর ভিন্ন তাহা কে ঘোচাবে আর॥
"অপ্রাকৃত" "সুধাকর" মোদের শরণ।
সে সবে টলাতে পারে হেন কার বল॥
পাপীরা যতন যত করে অন্ধকারে।
জ্যোৎস্না থাকিতে তারা কি করিতে পারে॥
জ্যোৎস্না-প্রভাবে দৈন্যে সব উদ্ভাসিত।
পলাবে কিরাতে পাড় কংসচর যত॥
মোদের প্রার্থনা তাই তাঁহাদের চরণে।
জাগ্রত থাকুন তাঁরা ব্রজের রক্ষণে॥

—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১. শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্রজপত্তন-অঙ্কে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রতিষ্ঠাকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ব্রহ্মসূত্র-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—প্রোচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস-ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

জটিবাড়ি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জুনজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপটাকিন্স, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপা[illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপা[illegible] চাকড়া

রক্ষক—[illegible]বাসী

(৬৩ [illegible] আশ্রম মঠ

[illegible]ান)

[illegible] দাসাধিকারী।

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

চুয়াকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷॰
বাঁকা চাল	৫৸॰
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷॰
বাঁকতুলসী	৫৷॰
বালাম নূতন	৪৶
ঐ পুরাতন	৫৲
একাত্তর কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৸৶॰

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷॰
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷॰
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷॰-৫৷৶
ঐ বাবাবি	৫৲-৫৶॰
পাটনাই আতপ	৫৷॰-৫৷॰
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৶॰

চিনির দর

মিরাটের, চাউপ	১০৷৶॰
হাতিপুর ১০০০ নং	১০৶॰
বাগহোলা সাদা	৯৷॰
কানপুর সাদা	৮৷॰—৯৶
কানপুর লাল	৭৷৶॰—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি	
	৩৫৷॰
টাকশালের বার	২২৲
দরেলেন	৫২৷॰
চাদিবার	

পাটের দর

	৪০৸॰
আগষ্টে—	৪০৸॰
সিরাজ—	৪১৷॰
উত্তর—	৪১৲
বাজার বন্ধের সময়—	

আটা ও ময়দার দর

লোকেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷॰	।৶॰
দুপারফাইন ঐ	৬৲	৩৶॰
	৫৸৶॰—৫৸॰	
হাইড্রোলিক ঐ	৬৲—৬৶॰	
সুজী	৫৸॰—৫৸৶॰	
আটা (বি)	৫৶॰—৫৷৶॰	
আটা নং (২	৫৲—৫৷॰	
আটা (১নং)	৪৸॰—৪৸৶॰	
আটা (কে)	২৷॰—২৷৶॰	
আটা নং (৩)	১৷৶॰—১৸॰	
গমভাঙা	১৷৶॰—১৷৶॰	
ভূষি		

ঘৃতের দর

	৫৭৲
ঘী	৫৭৲
ঘনীকরা	৫০৲
কুসুমেশ্বরী	৪০৲
ঘানী	

পাতিতায়	৪৬৷॰
তাম	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা পাওয়া	৪১৸॰

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৶॰—৯৸৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷॰
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৸৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৶॰
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷॰—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶॰—৮৸॰
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	।৶॰
২৪ গেজ—	১৪৷॰
২৬ গেজ—	১৬৷॰
২৮ গেজ—	১৫৷॰
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৶॰
২৬ গেজ—	১৬৷৶॰
২৮ গেজ—	১৬৸৶॰
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸॰
২৬ গেজ—	১৪৸॰
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৶১০—৸৶॰
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷॰—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷॰—৬৷॰ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চি	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷॰—১০৷॰
টিন পাতি, বোল্টু, গজাল	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸॰—১১৷॰
নূতন ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২২৲
চটকলের হাপরণ ৫৶॰, পাটের হাপরণ ও	
তুলার হাপরণ ৪৷॰	

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোনার কাইন	৫৪
সিটি ন আদেন কয়কড	৪০৲
কবাতি পুরলিক কাইন	৪০৲
হাবার্ড শাখা	৫০৲
ঐ কাইন	৫১

মেদেসিড মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাও	৮৷॰
সুপারী বেনে	১৬৷॰—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷॰—১১৷॰
ভাটি খয়িরগণ	১৫৷॰—১৭৷॰
নূতন নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷॰

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার

কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীরাম-বারাপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৭
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৪
নবাবঘাট	পৌঃ	৭—৩৪,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪১

শ্রীরাম বারাপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবাবঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৩-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৩-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮		

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যতীর্থের

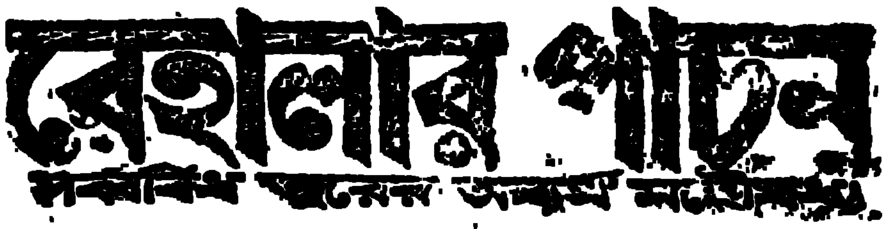

ম্যালেরিয়া-জনিত জীর্ণ জ্বর ... অব্যর্থ ঔষধ ... নিজের প্রীহা যকৃত ... এবং নূতন ও পুরাতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন ... মূল্য বড় বোতল ... আনা। প্যাকিং ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চৌরঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

নীলাম ইস্তাহার
(২য় পৃষ্ঠার পর)

দেঃ জমিলা বানী দিং সাং কবিরপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে কবিরপুর গ্রামে খং নং ৮৪ নং দাগ -৯ নং জমির ১।।৫ জমা ভজুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত মূল্য আঃ ৮৲

(৩৭)

২৪ বাংলারি ৩৭ দাবী ৭৩৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাবজান বিবি দিং সাং বাজিতপুর পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে কবিরপুর গ্রামে খং ১৪০ নং দাগ ৬-৯২ নং জমির ৶৫ জমা, যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৩০৲

(৩৮)

৪৪ বাংলারি ৩৭ দাবী ৪০৸৶৯

ডিঃ পাচুবতী দাসী দিং

দেঃ মোকাদ্দুমা শেখ সাং পলাশী বিতাৰা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে খং ৪০৬ নং দাগ ১-৫১ নং জমির ১০। জমা, যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(৩৯)

৬৮ বাংলারি ৩৭ দাবী ১১৸০

ডিঃ চিত্তরঞ্জন লাহিড়ী

দেঃ চিনিবাস সর্দার সাং পশ্চিম আড়াআড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পশ্চিম আড়াআড়া গ্রামে খিঃ নং ৫৭২ নং দাগ নং জমির ১৶০ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৮৲

(৪০)

৭ বাংলারি ৩৭ দাবী ১১৩৸৶৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ কালীচরণ বিশ্বাস সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে খিঃ নং ২৯১নং দাগ ১৩।১।৶০ বিঘা জমির ১৮৸৶১০ জমা, যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ২৫৲

(৪১)

১০ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ খোদাবক্স মণ্ডল সাং ও পোঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে খিঃ নং ৪৬২ নং দাগ ১১/১৸০ বিঘা জমির ১৫।৫ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০৲

(৪২)

১৫ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৩৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে খিঃ নং ১৫৬ নং খং ৪।১।৶০ বিঘা জমির ৫৬/৫।/ জমা, যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৪৩)

১২৪ বাংলারি ৩৭ দাবী ৬৫।০

ডিঃ বিশ্বনাথ তরফদার

দেঃ শুকুরজান বিবি সাং জায়দীপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে সুবর্ণবিহার গ্রামে খিঃ নং ৭৭১।৭৭৩ নং দাগ ৪-৮২ নং জমির ১০।০ জমা, যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

(৪৪)

১০৭ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৩২৭৸৶৬

ডিঃ কমলাবালা দাসী দিং

দেঃ রাখাল দাস সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠাল পোতা পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বিটকীপোতা গ্রামে খিঃ নং ৩৮।৩৭ নং দাগ মোট ১১৫৩৸৶৯ খাজনা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২০০৲

(৪৫)

১০৩ বাংলারি ৩৭ দাবী ২০১৶৬

ডিঃ ভোলানাথ সান্যাল দিং

দেঃ আদি হোসেন শেখ দিং সাং সাহাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সাহাপুর গ্রামে খিঃ নং ৩ প্রভৃতি দাগ মুক্ত ৮২-৭৯ নং জমির ৪৭৫৲ টাকা জমা, যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ৫০০৲

(৪৬)

১০৯ বাংলারি ৩৭ দাবী ১০১।৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ একরাম খাঁ সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে খিঃ নং ২৭২নং দাগ ১২৸০। বিঘা জমির ১৭।১৫ জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৪৭)

১৪০ বাংলারি ৩৭ দাবী ৬৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হায়দার বোস রাজকানা দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা সদর মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে খিঃ নং ৯।০।৶০ বিঘা জমির, ১৯৶৫ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৪৮)

১৪১ বাংলারি ৩৭ দাবী ২৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে খিঃ নং ৬/৫।০ বিঘা জমির ৩৭৸৶ জমা যাব তদুপরিস্থিত [illegible] দরবস্ত মূল্য আং ১০৲

(৪৯)

১৫২ বাংলারি ৩৭ দাবী ১০৩।৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নরহরি দাস দিং সাং জাবা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে খিঃ নং ১৭৩২নং দাগ ৬।০ বিঘা জমির বার্ষিক ১৯।০ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৫০)

১৫৫ বাংলারি ৩৭ দাবী ২১৶৬

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ পদ্মা শেখ দিং সাং জোবপুকুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জোবপুকুর গ্রামে খিঃ নং ২৯৩নং দাগ ৩-৭৪ নং জমির প্রতি বিঘা ৷৶৫ খাজনা নিরিখে রেখার গণের নামে ভটবন্দী জোত প্রচলিত আছে উক্ত ভটবন্দী জোত জমি যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

(৫১)

১৫৬ বাংলারি ৩৭ দাবী ২৭৸৩

ডিঃ মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ এমানি শেখ সাং বিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে দোগাছিয়া গ্রামে খিঃ নং ৫০৭নং দাগ ২-৬৩ নং জমির ৬।০ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

(৫২)

১৭৪ বাংলারি ৩৭ দাবী ৬৩৸৶৩

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী

দেঃ হরিপদ ঘোষ দিং সাং ভুলগাছি হাল সাং গোয়াড়ী হাতার পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ভুলগাছি গ্রামে খিঃ নং ১৭৭ নং দাগ ১-৩৭ নং জমির ৫/৯ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২০৲

(৫৩)

১২৪ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৬৸৶৬

ডিঃ চারুশীলা দেবী

দেঃ রূপো বেওয়া সাং গোয়ালদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে খিঃ নং ৪৮৭৬নং দাগ ও তাবৈনহ ৪৮৮২- ৪৮৮৫নং দাগ ৮-৭৮নং জমির ৪।০ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(৫৪)

১২৮ বাংলারি ৩৭ দাবী ৮৮৸৶০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ এবাদৎ মণ্ডল সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে খিঃ নং ৬৯১নং দাগ ১০।০৸৶ বিঘা জমির ২১০ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০৲

(৫৫)

১১১ বাংলারি ৩৭ দাবী ৭৮৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মুরারী মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে খিঃ নং ৭৮৫নং দাগ ৫/৪/ বিঘা জমির ১৩৲ টাকা জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ২৫৲

(৫৬)

১০০৮ বাংলারি ৩৭ দাবী ২৫৸৶৯

ডিঃ তারাপদ সরকার

দেঃ মৌলার ছাবজান সাং খাসার পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোলবাগপোতা গ্রামে খিঃ নং ২০৪নং দাগ ১-৯২ নং জমির ৩।৩ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(৫৭)

১০২২ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৫/৬

ডিঃ নন্দলাল চৌধুরী

দেঃ নিত্যগোপাল গোস্বামী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে খিঃ নং ৬৮১ নং দাগ -৩১ নং জমির ১।৶১ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৫৮)

১০৫০ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩১।৬

ডিঃ মোল্লা নবাব দিং

দেঃ নিজামদ্দিন মণ্ডল দিং সাং বাবাপুর পোঃ ব্রহ্মাপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলপুকুর গ্রামে খিঃ নং ৩৪৫ নং দাগ ২-৫২ নং জমির ৫৸০ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫৯)

১০৬৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ৭০।৯

ডিঃ রাজকুমারী প্রভৃতি নলিনী দাসী দিং

দেঃ জোয়াদাম্বর শেখ সাং কাঁচাল পোতা পোঃ ব্রহ্মাপুর

থানা নবদ্বীপ মধ্যে চরবেহালা মধ্যে খিঃ নং ১নং দাগ ৩-১৩ নং জমির ৪।০ জমা যাব তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(৭০)

১০৭১ বাংলারী ৩৭ দাবী ৫০৸৶৬

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ-বৈদ্যনাথ দাস মহৎপুর সাং জাবা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬৬৪ নং খং ৩।৩।।/০ ও'মধ্য ৮।/০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৬১)

১০৭৬ বাংলারী ৩১ দাবী ১৮।/৯

ডিঃ আবদুল গোফুর মণ্ডলী দিং

দেঃ আহম্মদ খাঁ দিং সাং কিস্তী-পোতা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে চর্মাপুর গ্রামে ডিঃ সং ১০৮৯ নং খং ১ ২১ দাঃ জমির ১০/৫ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৬২)

১০৮০ বাংলারী ৩১ দাবী ৪০৸/০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ ধরণীধর পাল দিং সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাণীনাথপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৪ নং খং ২-৯৫ দাঃ জমির ৬।/০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৬৩)

১০৮১ বাংলারী ৩১ দাবী ৩০।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাণীনাথপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৫ নং খং ১-৪১ দাঃ জমির ৪।০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৬৪)

১০৯১ বাংলারী ৩১ দাবী ২৮/০

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ মনীগোপাল চক্রবর্ত্তী মোক্তার মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দাদাপুর গ্রামে ডিঃ সং ৯৫২ নং খং ৬-৩১ দাঃ জমির ৪৲ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৬৫)

১১-২ বাংলারী ৩১ দাবী ৫৬৸৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ উপেন্দ্রনাথ হালদার দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা সদর মৌজে কৃষ্ণনগর রুইপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ৯নং খং ৬৩৸০।/০ উচবন্দী জমি চাষ আবাদ দ্বারা দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৬)

১১০৪ বাংলারি ৩১ দাবী ৭০৬০

ডিঃ জ্যোতিষচন্দ্র পালচৌধুরী

দেঃ সেকেন্দ সেখ দিং সাং তিওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভীমপুর মধ্যে ডিঃ সং ৬৪।৯২।১৫নং খং ৮।০ বিঘা জমির ১১/১০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৬৭)

১১০৬ বাংলারি ৩১ দাবী ২০।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আওলাদী সেখ দিং সাং কাশিবাস পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কাশীবাস গ্রামে ডিঃ সং ২১নং খং -৩১দাঃ জমির ২।/০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৬৮)

১১৬৭ বাংলারি ৩১ দাবী ৩৮৸/৬

ডিঃ চিত্তরঞ্জন লাহিড়ী

দেঃ আখনীভূধার ভদ্রকার দিং সাং দুর্গী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোদাগ্রামে ডিঃ সং ১০৭০নং খং ২-৬০দাঃ জমির ৫৸০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৬৯)

৯১৬ বাংলারি ৩১ দাবী ৮৯৷/০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ মোমিন সেখ দিং সাং সাতপাহিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে তেতিয়াগ্রামে ডিঃ সং ১১৭নং খং ৬০।০ বিঘা জমির চাষাবাদ সূত্রে খাজনাদারে দখলিকার আছে দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৭০)

৯৯৭ বাংলারি ৩১ দাবী ১৯/০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ মনীগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং দেবগ্রাম মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ১১৫৮নং খং ১-৩৮দাঃ জমির ২/০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭১)

১১২৫ বাংলারী ৩১ দাবী ১০৬৬

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ অটল পাল সাং বড়আটাকিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চাড়ালিয়াগ্রামে ডিঃ সং ১২৩৯নং খং ১০-২১দাঃ জমি দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৭২)

১৩১ বাংলারি ৩১ দাবী ১১৮/৯

ডিঃ গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল

দেঃ গোপেশ্বর ভট্টাচার্য্য সাং হরি-নাথপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে অনন্তপুর গ্রামে ডিঃ সং ৮৬৪নং খং ৪-১৮ দাঃ জমির অনির্দিষ্ট জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৭৩)

১০৫৭ বাংলারি ৩১ দাবী ৯৯।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ খবিরদ্দি মণ্ডল সাং সেকড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চুটীপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৪৩ নং খং ৭-৮দাঃ জমির ১৬।০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(৭৪)

১০৫৪ বাংলারি ৩১ দাবী ৯১৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জোবাদালি মণ্ডল সাং চুটীপুর পোঃ নপাড়া

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চুটীপুর গ্রামে ডিঃ সং ৮৯।১৬৫ নং খং ৪-৮২ দাঃ ও'মধ্য ১৪৸/০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৩৫৲

(৭৫)

১০৪১ বাংলারি ৩১ দাবী ২৸/৩

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং

দেঃ তারক নাথ সাহা সাং চাপড়া পোঃ বাগানবী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চাপড়া গ্রামে ডিঃ সং ৭১।৭২ নং খং ২-৪৬দাঃ জমির ৮৶৩।০ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ -৫৲

(৭৬)

৯৬২ বাংলারি ৩১ দাবী ১২৪।০

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার দিং সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৫১ নং খং ৫-২৬ দাঃ জমির ১১৶/৯ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৭)

১১০০ বাংলারি ৩১ দাবী ১১২৷/০

ডিঃ বিজেন্দ্র নাথ বাক্চী দিং

দেঃ পারুল বালা দেবী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ সং ৪৪৬৫ নং খং ২-৫১ দাঃ জমির ২৩।/০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৮)

১১৬৫ বাংলারি ৩১ দাবী ২৪৸/৯

ডিঃ আশুতোষ বাক্চী দিং

দেঃ বাকাদি সেখ খাঁ সাং তিওরখা[illegible] পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে খাবখালী [illegible] ডিঃ সাং ২৬৭নং খং -২৯দাঃ জমির ৩৶/ দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত [illegible] হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৭৯)

৯৮২ বাংলারি ৩১ দাবী ১৯৶

ডিঃ ফকিরদ্দিন আকন্দ দিং

দেঃ কাঙালী মণ্ডল দিং সাং পাঁচপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পাঁচপোতা [illegible] ডিঃ সং ১৮৬নং সং ১-৭৭দাঃ জমির [illegible] জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮০)

৯৮৩ বাংলারি ৩১ দাবী ২৭

ডিঃ আবেদা বিবি দিং

দেঃ মৌলা মকাদার সাং মীড়া [illegible] কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মীড়া গ্রামে ডিঃ ২০৫নং খং -৫০দাঃ জমির ২।৯ জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবত হু[illegible] মূল্য আঃ ৫৲

(৮১)

৯৫০ বাংলারি ৩১ দাবী ৭৮৬।৬

ডিঃ সুরেশ্বরী ঘোষ

দেঃ নন্দগোপাল ভাদুড়ী দিং মাজদিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আমিয়া[illegible] গ্রামে ডিঃ সং ১নং খং ৶০ আনা [illegible] মালিকীস্বত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে উক্ত ম্যা[illegible] স্বত্ব ৶ আনা হক উক্ত স্বত্বের সেস [illegible] কালেক্টারীর বার্ষিক ৮।৶৯ পাই টাকা[illegible] হয় বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা মৌজে মাজদিয়া [illegible] ডিঃ সং ৮৪৭নং খং ১-৯০দাঃ জমির ৮[illegible] জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আও[illegible] বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ ৮৩৮নং খং ৪৩-১০দাঃ জমির ১০৲ [illegible] দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বর[illegible] হুকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

(৮২)

৯৭২ বাংলারি ৩১ দাবী ১১৩৫।

ডিঃ কুলদারাণী দেবী দিং

দেঃ প্রবোধ কুমার রায় দিং [illegible] রাজনগর কেদারনগর পোঃ মেহেরপুর

থানা নাগাদীপাড়া মৌজে হাবান[illegible] গ্রামে ডিঃ সং খাজনা সলিয়ানা ২৪০০ টা[illegible] দিতে হয় উক্ত দরপত্তনী তালুকদারী [illegible] দায় এজমা, খাল, বিল আকর আওলাত জোতদারের বরবত হুকুক মূল্য আঃ ৪০০৲

মুদ্রিতোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীব্রহ্মমধ্বগৌড়ীয়
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সাম্প্রদায়িক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আচার্য্যপ্রবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র আচার-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ২রা নভেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২০১]

বিবিধ সংবাদ

—(০(৯৯)০)—

আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আন্দামান-প্রত্যাগত বন্দীদের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ

গান্ধীজী গত শনিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আন্দামান-প্রত্যাগত রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর সহিত তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুত মহাদেব দেশাই ও ডাঃ সুনীল বসু ছিলেন। গান্ধীজী যখন বন্দীদের সহিত দেখা করিতে যান, ডাঃ সুনীল বসু তখন জেল আফিসের নিকট ছিলেন। সেইখানে গবর্ণমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও ছিলেন।

গান্ধীজী রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কথাবার্ত্তা বলেন। বন্দীদের সহিত আলোচনার সময় তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। সাধারণতঃ জেলের নিয়ম তাঁহার উপর প্রযুক্ত হয় নাই এবং কোন পুলিশ কর্ম্মচারীও আলোচনার সময় উপস্থিত ছিল না।

মস্তিষ্করোগে বিচারাসনে ম্যাজিষ্ট্রেট

ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কুমুদনাথ দে গত ২৯শে অক্টোবর সকাল বেলায় আদালতে বসিয়া, কয়েকটী মামলার বিচার করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার শরীরের দক্ষিণ অংশ অসাড় হইয়া যায়। এই অবস্থায় সারা রাত্রি এবং পরদিবস বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে আদালত-কক্ষে রাখিয়াই চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে হয়। সিভিল সার্জ্জন ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সকাল বেলা ১১টার সময় তাঁহাকে সেখান হইতে তাঁহার বাসায় প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা উদ্বেগজনক।

এক হাজার লোকের মৃত্যু

হায়দ্রাবাদের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে এক ব্যাপক বন্যার ফলে এক সহস্র নরনারীর মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রায় ১০ সহস্র নরনারী গৃহহীন হইয়াছে, অনেক গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। নবাব হৈদর নেওয়াজ জঙ্গ চ্যান্সেলার সেখ ইউসুফ হায়দ্রাবাদ হইতে বাগদাদ রওনা হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। আশঙ্কা হইতেছে যে, বন্যায় মারা গিয়াছেন।

উচ্চ শিক্ষার্থ বিদেশ যাত্রা

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সেনগুপ্ত বাটা কোম্পানীর প্রধান কারখানা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে (বাটা স্কুল অব টেকনোলজী) শিক্ষা লাভের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার জীন নগরে যাইতেছেন। তিনি ১লা নবেম্বর যাত্রা করিবেন। বাটা কোম্পানীর ভারতের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ থমাস বাটা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের যাত্রার ও জীনে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

চীন-সংগ্রাম

চীনা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, মহা প্রাচীরের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব শানসি পর্য্যন্ত যে "নিয়াং জে কাওয়ান পাস" আছে তাহাতে পতন হইয়াছে। চীনেরা এই পাসে জাপানীদের পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছেন। কিন্তু জাপানীরা পরিশেষে কামান ট্যাঙ্ক ও বিমানপোতের সাহায্যে চু কোয়ানের নিকট হইতে চীনাদের পশ্চাৎ-ব্যূহ ভাঙ্গিয়া দেয়। চীনা সৈন্যদের পক্ষে তখন এই "পাস"টী রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছিল।

চীনের আহতগণের সাহায্যের জন্য লণ্ডনের লর্ড মেয়র যে ধনভাণ্ডার খুলিয়াছেন, উহা হইতে প্রথম দফায় আট হাজার পাউণ্ডের ঔষধ-পত্রের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। চীনবাসী প্রথম জাহাজে উহা পাঠান হইবে। ইহার পর ক্লোরিন, সিরাম ইত্যাদি পাঠান হইবে। সিরাম ও ভ্যাক্সিন সম্ভবতঃ এরোপ্লেনে পাঠান হইবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শিল্পপ্রদর্শনী

আগামী বৎসর স্কটল্যাণ্ডে যে প্রদর্শনী হইবে ওয়েম্বলী প্রদর্শনীর পর আর কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এত বড় প্রদর্শনী হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশ এই প্রদর্শনীতে যোগ দিবে। প্রদর্শনীর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। জেনারেল ম্যানেজার বলেন, প্রদর্শনী হইবে বলিয়া ঘোষণা করার পর তিন মাসের মধ্যে প্রদর্শনী ক্ষেত্রের সমস্ত জায়গা ভাড়া হইয়া গিয়াছে—গ্লাসগোতে প্রদর্শনী হইবে এবং ১৯৩৮ সালের মে মাসে ইহার উদ্বোধন হইবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

গত শনিবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে প্রায় চারি ঘণ্টাই মিঃ এন্ আর সারমানীর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। মিঃ সারমানীর প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে ও বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিতে এবং দমনমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহকে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক। এই প্রস্তাবের আলোচনায় কোনও কোনও বক্তা মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডলের কঠোর সমালোচনা করেন। মিঃ ম্যাকমিল (বোম্বাই) এই মর্ম্মে সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, মিঃ সারমানীর প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে যথাকর্ত্তব্য করিবার ভার ওয়ার্কিং কমিটির উপর অর্পণ করা হউক। এই সংশোধন প্রস্তাবটি ৯৯—৫৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

শনিবার 'বন্দেমাতরম্' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল প্রেসিডেন্ট বলেন, ওয়ার্কিং কমিটি 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন না, তবে অন্যান্য সদস্যগণ ইচ্ছা হইলে ঐ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কে এই মর্ম্মে প্রস্তাবের নোটিশ দেন যে, 'বন্দেমাতরমে'র প্রথম দুইটি কলিকেই জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া ঘোষণা করা হউক। ওয়ার্কিং কমিটির উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহের আলোচনা পর তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবটি অন্যান্য বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হউক, কিন্তু ২০—৬০ ভোটে তাঁহার এই দাবী অগ্রাহ্য হয়।

শনিবার রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী, আন্দামান বন্দীদের মুক্তি দাবী, বাঙ্গলার সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় যুবকগণের উপর বিধিনিষেধ ও হিন্দু যুবকদের উপর দার্জ্জিলিং সফরের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রতিবাদ, প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদ, চীনের উপর জাপানের আক্রমণের প্রতিবাদে জাপানী পণ্য বর্জ্জন, বিদেশী তুলা ক্রয় না করিতে ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে অনুরোধ প্রভৃতি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিবাটী শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাচরিত্র শ্রীগৌরহরিঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনকৌমুদী বা নামরামায়ণভক্তী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভজনস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারসংদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST – প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় – মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত – হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ... হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী – শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রী

১২শ বর্ষ { ১৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা নভেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১০-১৫শ সং

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহামহোৎসব

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেবকগণ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে আগামীকল্য শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতেছেন। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বর্দ্ধনই গোবর্দ্ধনপূজা এবং অনুগকরণ-স্বরূপ বহিরঙ্গাস্বরূপ চিন্ময় অন্নের স্তূপীকরণই অন্নকূট মহোৎসব। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবার স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থান পূর্ব্বক ভাগ্যবান্ জনগণকে অহর্নিশ কৃষ্ণকথামৃতরূপ মহাপ্রসাদাদি-বিতরণ দ্বারা নিত্য অন্নকূট-মহোৎসবে যোগদানের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্তর্গত মঠের বিবিধ বিচিত্রতা-সমন্বিত অন্নাদির পর্ব্বত রচনা করিয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীগিরিধারী পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রবর্ত্তিত অন্নকূট মহোৎসবের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীগুরুবর্গের প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতি বৎসরই পাঠকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগিরিধারীপূজা করিয়া অন্নকূট উৎসব করিয়া থাকেন। তাই এবারও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট নিজ সেবকগণ স্বদেশে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠা-চার্য্যদেবের আনুগত্যে পরমোৎসাহের সহিত উৎসবটীকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের অনুষ্ঠিত অন্নকূট মহোৎসবের কথা শুনিতে পাই। সেই অন্নকূট মহোৎসব দর্শন করিবার সুযোগ আবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃপায় আমাদের ভাগ্যে লাভ হইতেছে। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি গোপগণকে ইন্দ্রের পূজা নিষেধ করিয়া এই গোবর্দ্ধন পূজার আদেশ করেন এবং তিনি যে গোবর্দ্ধন স্বরূপ তাহাও জানান। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—কৃষ্ণের সেবার জন্য কামবর্দ্ধনই গোবর্দ্ধন-পূজা। পূজার অধিকরণ অর্থ থাকিতে কৃষ্ণসেবার জন্য কাম-বর্দ্ধন অর্থাৎ গোবর্দ্ধনপূজা হয় না। গোবর্দ্ধনের নিভৃত গুহায় বিহার কৃষ্ণকোল-রে থাকে,—তথায় কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় অর্পণ হ'য়ে থাকেন। 'গো' অর্থে বেদ। গোবর্দ্ধন-পূজাকে আশ্রয়-স্বরূপের পরবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি বর্দ্ধিত হয়। ...কৃষ্ণ নাম ... উদ্দেশ্যই গোবর্দ্ধন-পূজার কথা। 'গো' অর্থে ইন্দ্রিয়ও হয়। কৃষ্ণসেবার জন্য চিৎ-ইন্দ্রিয় সব বেড়ে যায়—কৃষ্ণসেবার জন্য কাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চিন্ময়ী বৃত্তি প্রবল হ'লে কচ্ছোক্ষেব উদ্ধার প্রবৃত্তি অনায়াসে পেয়ে যায়। আবার বিষয়ের দিক্ হ'তেও কৃষ্ণের 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল নবনবায়মান কাম-চরিতার্থ করিবার জন্য বর্দ্ধন লীলা আবিষ্কার করেন। ভক্তির বর্দ্ধনই গোবর্দ্ধন। ভক্তির বিনোদনই গোবর্দ্ধন পূজা। ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত না হইলে গোবর্দ্ধন-পূজায় অধিকার পাওয়া যায় না। তাই আজ আমরা শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার শুভবাসর-দিবসে ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-সংরক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-কমলে যোগ্যতা লাভের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত

গত ২০।১০।৩৭ তারিখ প্রাতে শ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দির পরিক্রমাতে শ্রীমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গীতা পাঠ করেন। শ্রীগোপীনাথ-জীউর শ্রীমন্দিরে পরিক্রমা শেষ হলে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন" এই গানটী কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে কিশোরপুরা শ্রীচৈতন্য-মঠের অধিষ্ঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ... শ্রীমদ্ভাগবত ... হইতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চালীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে শ্রীপাদ জয়নারায়ণ দাসাধিকারী মঙ্গলাচরণ এবং পাঠান্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী "গোবিন্দের ছটী পদ" এই মহাজন-পদটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ভক্তবৃন্দ নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারতির পরে পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শিক্ষাষ্টক' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ হরিদাস দাসাধিকারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

যোগপীঠে কীর্ত্তন

আজ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের নায় শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকান্তে পাঠ কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির এবং শ্রীগৌর-কুণ্ড পরিক্রমা, মধ্যাহ্নে হরিকথা এবং সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধামোহন ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'শ্রীনামতত্ত্ব-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। উদ্‌ধৃত শ্রীগৌড়ীয়দেবের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মঙ্গলময় দাসাধিকারী বক্তার বাসস্থান ... সন্ধ্যায় তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীরূপ-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জগতে॥

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, লেখা প্রভৃতি অর্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বামন [illegible] প্রচার গৌরাব্দ ৪৫১

প্রণব

ওঁ বা প্রণব বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব গঠিত। প্রণব— ঈশ্বর স্বরূপ।

'অ'কারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্বলোকৈকনায়কঃ।
'উ'কারেণোচ্যতে রাধা 'ম'কারো জীববাচকঃ॥

অ+উ+ম=ওঁ। এই প্রণব হইতে বেদশাস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা পরব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (অন্তরঙ্গ) নাম— উচ্চারণমাত্র হইতে যাহা সংসার-ভয় হইতে জীবকে পরিত্রাণ করে। এইজন্য ইহার 'তার' নামেও কথিত। শ্রীমহাপ্রভু ভাগবতের নিগূঢ় টীকায় প্রারম্ভে ওঁকার-মুখে আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে তার স্বরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্য উপনিষদেও আছে— "ত্রিকালে যাহা কিছু দৃষ্ট সমস্তই ওঙ্কার—ওঁ এই অক্ষর।"

ব্রহ্মের একটী আবির্ভাব—প্রণব। ইনি শব্দব্রহ্ম বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব, অনাদি, অব্যক্ত, পরম এবং অব্যয়; তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃতকে উপভোগ করে। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বর স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁকারকে সর্বব্যাপী বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া মনে করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না। অর্থাৎ তাহার আর দুঃখ থাকে না।

পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার। প্রণব—ঈশ্বরের স্বরূপাত্মক শব্দ। [illegible] ঈশ্বরের

দিব্যজ্ঞান

(শ্রীকনকলতা দেবী)

দিব্যজ্ঞান অর্থে দীক্ষা। দেহে আত্মবুদ্ধি-রূপ বিবর্ত হইতে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হওয়ার নাম দিব্যজ্ঞান। আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত হরিভজন হয় না, মায়ার ভজন মাত্র হইয়া থাকে। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, জীবের নিত্যপ্রভু কৃষ্ণ, কৃষ্ণের নিত্য দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম। অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে কৃষ্ণ নিত্য নাম। তবে উহা অপসম্প্রদায়গত [illegible] অবস্থায় উঁহার অবস্থান।

ত্রয়ী প্রণবও শ্রীভগবন্নাম। যাহা জীবনীয় না [illegible] নামাদির জপ ও সংকীর্তনমুখে কীর্তনের ব্যবস্থা আছে। অধিকারিগণ মন্ত্র, স্তোত্র ও নামমুখে প্রণব সাধন করিবেন। কিন্তু কলিতে জীবের অধিকার হ্রাস হওয়ায় শ্রীনামের সর্বশক্তিমত্তার উপযোগিতা বিশেষরূপে মাননীয়। যোগপথে পারঙ্গত ব্যক্তিগণ প্রণবাদির জপ ও কীর্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগিগণের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্য-মধ্যে যদি [illegible] আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার কালে যদি হিংস্র জন্তুর হিংসায় পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাদৃশ পন্থার ফলপ্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া উঠে। সেইজন্য ঐরূপ বিপদ্ হইতে যাহাতে অবকাশ পাইতে পারা যায় তাহাকেই অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থা বলা যায়।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

যাঁহাদের প্রণবাদি জপমুখে সাক্ষাৎ মুকুন্দ সেবাবিষয়ক সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়, তাঁহারা ব্যতীত অন্য। কিন্তু প্রণবোচ্চারণ অধিকার অপেক্ষা করে। [illegible] অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়েই সাধু [illegible] কার্য্যে করিতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যে কালে বিপ্র বর্ণ ছিল, সেকালে প্রণবাদি-সাধনে তাঁহাদের কল্যাণ সাধিত হইত। কিন্তু কাল-প্রভাবে অসমর্থতা, ব্রাত্য প্রভৃতি নানা অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য কলিকালে হরিনাম ছাড়া গতি নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

জীবাত্মায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চৈত্যগুরু-রূপে নিত্যসেবক তত্ত্ব জীবকে নিত্য সেবকত্ব প্রদান করেন। ভগবৎস্বরূপের সহিত জীব-স্বরূপের সম্বন্ধোপলব্ধিকে শাস্ত্র দীক্ষা, দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান বলিয়া থাকেন। ভগবান্ পূর্ণ চেতন বস্তু, জীব অণুচেতন বস্তু। চেতন অচেতনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না। জীব মায়াবশ, ভগবান্ মায়াধীশ জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব অচিন্ত্য।

দিব্যজ্ঞানের একমাত্র মালিক আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার কৃপা ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না। দিব্যজ্ঞান প্রদান করত তিনি অনাদি-বহির্মুখ জীবের সমস্ত অনর্থ বিদূরিত করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করেন।

মায়িক জগতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জীব কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার দাসত্বে আবদ্ধ হয়। তটস্থধর্মযুক্ত জীব নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দ্বারা সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণের মায়া শক্তির কবলে কবলিত হয়।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

সংসারে আসক্ত হইয়া জীবগণ জন্ম-মরণ ও উচ্চ-নীচ অবস্থা লাভ করিয়া কর্মের নাগর-দোলায় অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে, অনিত্য জিনিষের প্রতি এইরূপ অত্যাসক্তি থাকায় জীব ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিয়া এই হরিবিমুখতার রাজ্যেই ভ্রমণ করিতে থাকে।

চৌরাশী লক্ষ্যার জন্মগ্রহণের পর জীব হরিভজনোপযোগী সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া থাকে। এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও আপাতমনোরম ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখে আসক্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং মায়ার কবলাক্রান্ত হইয়া বৃথা কালযাপন করে। নিজ চেষ্টাক্রমে এই দুরবস্থা হইতে কোন মতেই উদ্ধার পাওয়া যায় না, যতক্ষণ না সাধুগুরুর কৃপা লাভ হয়। পূর্বকৃত সুকৃতিফলে কাহারও সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা বলবতী হইলে অন্তর্যামী তাহাকে আকর্ষণ করেন, এবং সত্যের সন্ধান দান করেন। পরমেশ্বরের অসীম কৃপা সর্বক্ষণ পাইয়াও বহির্মুখ মানবসমাজ তাহার একবিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে না, উপরন্তু অধিকাংশই পরমেশ্বরে বিশ্বাসহীন, আর বাহ্যিকী ভোগ ও ত্যাগের ছলনায় আত্ম ও পর-বঞ্চক। কিন্তু মনের অগোচর কিছুই নাই। বাহিরে যে যত প্রকার ভণ্ডামি করুক, নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিবার যোগ্যতা কার কতটুকু। এই আত্ম ও পরবঞ্চনেচ্ছা যতদিন আমাদের অন্তরে থাকিবে ততদিন উন্নতির বা নিস্তার লাভের কোন আশা নাই।

স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ অসদ্বিষয়ে জীবের চিত্ত একান্ত আসক্ত, তাহাতে নানারূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়া সাধনে ক্রমাগত বাধা প্রদান করে। নিরপেক্ষ জীব কোন প্রকারেই তাহা দূরীকরণে সমর্থ হয় না; তখনই পতিতপাবন দীনবৎসল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিত্য মঙ্গলময়ী চেতন বাণীর কথা তাঁহার একান্ত স্মরণপথে উদিত মনে হয়। ত্রিতাপদগ্ধ বদ্ধজীবের উদ্ধার-কল্পে সুদুর্লভ শ্রীগুরুদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। করুণাঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণা। তাঁহার দয়ায় যোগ্যাযোগ্যের বিচার নাই। জগতের সকল লোক যাঁহাকে ঘৃণা করে তাহাকেও তিনি তাঁহার উক্তরূপ হইতে বঞ্চিত করেন না। পাণ্ডিত্য বা যোগ্যতা দ্বারা সে দয়ার মূল্য নির্ণয় করা যায় না। প্রকৃতরূপে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলে কৃপাময়ের কৃপায় দিব্যজ্ঞানের অধিকার লাভ করা যায়। নতুবা দীক্ষা-গ্রহণের ছলনায় দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না।

কপটতা দ্বারা চির অবদমিত এই বদ্ধজীব আমরা, যখন যেরূপ কার্য্যে ইচ্ছুক হই—কৃপা করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্বক তখন চির অমঙ্গলের হাত হইতে নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব ছাড়া কে আমাদের রক্ষা করিবেন? তাঁহার নিত্য কল্যাণময়ী চেতন-বাণীর আঘাত পাইবার পাওয়া সত্ত্বেও চির বাধা প্রবণে রবের বধিরতা আমার ঘুচিল না, এমনই অচৈতন্য আমি! শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাই মনুষ্যমাত্রের একমাত্র সাথী। আমাদের সকলের সকল প্রকার অজ্ঞান মুহূর্তে তিনি দূর করিয়া দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ধন্য। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবাই একমাত্র আমাদের স্বরূপ। সুতরাং আর মোর কোন স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে না। জানি না, এই উপলব্ধি আমার কবে হইবে। তথাপি সাধারণ ভাবে নয়, ছাত্রের অন্তর নয়, [illegible] বারবার যেন আমি এই আশীর্বাদ করিতে পারি। শ্রীগুরুদেবের আশ্রিত মুক্ত বৈষ্ণব সকলের কৃপা হইতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপা আমার মত অধম অনর্থ পাইতে পারে। তাই উপসংহারে সেই পতিত-পাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল তাঁহাদের নিত্য আনুগত্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাকণা পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

কৃষ্ণ পাদে যেন নিজ চিত্তাকর্ষণ বল। [illegible] আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্বল॥

মায়াপুর

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ অনেকেই অনেক প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত তথ্য, প্রকৃত অবস্থান এবং ইহাই যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী এতদ্বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণাদি আছে। গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই লুপ্ত তীর্থ প্রকাশ করেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ মদীয়াচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য জগতে বহুল প্রচার করেন। শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে বহু কথা শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বন্ধুবর্গের অবগতির জন্য তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রায় ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার বিবরণপত্রে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণাদির দ্বারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা যথাযথভাবে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

"জগন্নাথমিশ্র-ভবনই যে গৌরজন্মস্থান এবং তাহা যে মায়াপুরেই অবস্থিত এবং সহর নবদ্বীপ যে প্রাচীন নবদ্বীপ নহে সে সম্বন্ধে আমরা বলিতেছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালে ও তাঁহার অব্যবহিত পরে যে-সকল সম্মানিত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থ বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্তিত হয় তাহাই স্বীকার্য্য। স্বার্থহানির ভয়ে যে সকল অমূলক কথা বলা যায় তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবজগতে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বচক্ষে নবদ্বীপভূমি সর্ব্বদা দৃষ্টি করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর কাজি উদ্ধার-সংকীর্ত্তনের যে বিবরণ সেই গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা পাঠ করিলে এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না। হে ভক্তগণ! আপনারা বহু সংস্কারে সেই চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়টী সমুদয় ভাল করিয়া পাঠ করুন। আমরা কেবল তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিতেছি।

এইমতে মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিত আইলেন গঙ্গাপথে॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥
গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
* * *
প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক নগর॥
* * *
আইলা ঠাকুর তন্তবায়ের নগরে।
* * * *
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাস॥
* * *
সর্ব্বনবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥

হে ভক্তগণ! শ্রীজগন্নাথ [illegible] বাটী গঙ্গা হইতে অনতিদূরে, [illegible] প্রভুর নিজ ঘাট বলিয়া [illegible] হইয়াছে। সেস্থানে [illegible] হইয়াছেন সেস্থান [illegible] গঙ্গানগর প্রায় এক পোয়া (অর্দ্ধ মাইল) পথ। মধ্যে উক্ত ভাগ এখন দৃষ্ট হয় না। প্রকাশিত যোগপীঠ হইতে তখন গঙ্গাতীরে-তীরে যে বাঁধস্বরূপ পথ ছিল তাহা বিচার করিয়া দেখিলে আর কিছু বুঝিবার বাকী থাকে না। সেই বাঁধের গায় গায় প্রথমে 'মাধাইয়ের ঘাট' পরে 'বারকোণা'র ঘাট প্রভৃতি ছিল। ঐ বাঁধটী ভাঙ্গিয়া বল্লাল-দিঘীর এক পার্শ্ব অর্থাৎ শ্রীবাস-অঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। গঙ্গানগর গ্রামটি এখনও বর্ত্তমান। গঙ্গানগর হইতে বল্লাল সেন দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত একটী রেখা পথ দেখা যাইতেছে। তাহার শেষভাগে 'নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া' ছিল। সীমুলিয়ার অনেক অংশ গঙ্গাগত। তাহার একাংশ মাত্র আছে, যেখানে এখনও সিমলা অর্থাৎ সীমন্তিনী দেবীর পূজা হয়। সেই স্থান হইতে দেখুন, কাজী বংশধরদের বাটী পর্য্যন্ত একটী পথ বর্ত্তমান। সেই পথে কাজীর বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কাজীর বাটী এ পর্য্যন্ত অখণ্ডরূপে আছে। তথায় কাজীর সমাধি আছে। বহুকাল হইতে ভক্তবৃন্দ সেই সমাধি দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে চলিলে দুই খণ্ড পতিত ভূমি দেখা যায়। তাহার মধ্যে এক খণ্ড শঙ্খবণিক দিগের পরিত্যক্ত ভূমি ও এক খণ্ড তন্তবায়দিগের পরিত্যক্ত ভূমি। এই সকল পল্লী শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত। এই দুই খণ্ড জমি ছাড়িলেই একটী প্রশস্ত স্থান পাওয়া যায়। তাহার নিকটবাসিগণ তাহাকে কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থল বলেন এবং কাজী সেই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, ইহাও বলিয়া থাকেন। সেই স্থানটী যে শ্রীধরের বাটী এবং তথায় প্রভু পাত্রমধ্যে লৌহপাত্রে জল পান করিয়াছিলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না। তাহা থাকিলে শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রকাশ বর্ণনে শুক্লাম্বরের বাটী যেদিকে তাহা বিবেচনা করিলেও যেস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়াছেন তাহাই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটী হয়। তথা হইতে গাদিগাছা। গাদিগাছার একাংশ এখন স্বরূপগঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত। প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের পথটিতে কোনও নবদ্বীপের উল্লেখ নাই। অতএব গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, গাদিগাছা আজতক বর্ত্তমান আছে। তখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত 'গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে হইল উদয়'—এই বাক্য দ্বারা গঙ্গার পূর্ব্বপারেই যে তখনকার নদীয়া তাহা প্রতিপন্ন হয়। যে [illegible] যোগপীঠ বলিয়া মহাপ্রভুর [illegible] হইয়াছে তাহাকেই শ্রীজগন্নাথ-[illegible] বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বর্ণিত স্থানগুলি সুন্দররূপে বুঝা যায়। নির্দ্দিষ্ট স্থানকে পরিত্যাগ করিলে আর ঐ বর্ণিত বিবরণের স্থলরূপে দেখা যায় না। তখনকার নদীয়ার সাতটী পল্লী ছিল। তন্মধ্যে শ্রীমায়াপুর বড় পল্লী ছিল। যে সকল অপর গ্রামের নাম উল্লেখ হইয়াছে, ঐ সকল গঙ্গানগরাদি গ্রাম এবং বিল্বপুষ্করিণীকে শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত পল্লী বলিয়া প্রাচীন প্রাচীন লোক বলিয়া থাকেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থও নিতান্ত আধুনিক

তাহা আপনারা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। আপনারা অনায়াসে তাহা পাঠ করিতে পারেন। তাহাতে শ্রীঈশান ঠাকুর যিনি মহাপ্রভুর বাটীর সেবক ছিলেন, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীনবদ্বীপধামে পরিক্রমার সময়ে ঐ সমস্ত স্থান দেখাইয়াছেন। তাহাতে শ্রীমায়াপুরের বিশেষ উল্লেখ আছে। তাহাতে ঐরূপ লেখাও আছে যে, শ্রীমায়াপুরের সংলগ্ন অন্তর্দ্বীপের পতিত ভূমিতে দাঁড়াইলে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়।

ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধ হয়॥
সুবর্ণবিহার এ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাতে এ গ্রামে যে বিলাস॥

এখনও মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বভাগ হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়। ঠাকুর নরহরি-কৃত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পদ্ধতি গ্রন্থেও শ্রীমায়াপুরের বিশেষ উল্লেখ আছে। এখন এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীমায়াপুর এই স্থান বটে কিন্তু যে স্থানকে যোগপীঠ বলিয়া বলা হইতেছে তাহা যে জগন্নাথ মিশ্রের বাটী ছিল তাহা কি প্রকারে জানা যায়। উত্তর এই যে, গ্রন্থ সকল যেরূপ প্রমাণ, পুরাতন জনশ্রুতিও তদ্রূপ প্রমাণ। নিকট-বাসী প্রাচীন প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ঐ স্থানকে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি বলিয়া শুনিয়া আসিতেছেন। ঐ স্থানের নিকটে যে সমস্ত মুসলমান বাস করিতেন তাঁহারা স্বচক্ষে ঐ স্থানের অর্চ্চনা প্রভাব দর্শন করিয়া থাকেন। আরও দেখুন, যে উচ্চভূমিকাকে সকলেই শ্রীযোগপীঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেখানে একটি অমর তুলসীকানন সকলেই দেখিয়াছেন। ঐ তুলসীকানন যে কতদিন হইতে আছে তাহা প্রাচীন লোকেও বলিতে পারেন না।

'তুলসীকাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।'
—এই বাক্যের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষায় প্রভুর উক্ত 'হরি মায়াপুরে' এই কথা যদি মিলাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে এই অমর তুলসীকে-পরিবেষ্টিত উচ্চভূমে যে শ্রীগৌরাঙ্গের যোগপীঠ তাহা ভক্তগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের—উলূক যেরূপ সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না সেইরূপ দুর্ভাগ্য কতকগুলি কনক-কামিনীলুব্ধ ব্যক্তি-গণ শ্রীযোগপীঠের প্রভাব দেখিতে পান না। মহাজন সকলেই সময়ে সময়ে ঐ স্থানকে শ্রীযোগপীঠ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরমভাগবত সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় (বর্ত্তমান নবদ্বীপে তাঁহার সমাধি আছে) ঐ স্থানকে আমাদের প্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয় (যিনি শেষ বয়সে কালনায় বাস করেন) ঐস্থানে গিয়া বিশেষ আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। চিরস্মরণীয় দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ মহাশয় ঐস্থানকে প্রভু-জন্ম-স্থান স্থির করিয়া দীর্ঘ জমাদের নামে ঐ ভূমি পাঁচপুঁপ (গ্রাম) ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বলিয়া লিখিয়াছিলেন। কালে ঐ ব্রহ্মত্র বিক্রীত হইলে মুসলমানগণ উহা খরিদ করেন। ৭০ বৎসরে সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় ঐ স্থানে বসিয়া মহা প্রেমে নিয়মভাবে ঐ স্থানে সেবা প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। আজকাল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ স্থানকে মেয়াপুর বলিয়া থাকেন। মায়াপুর যে মূর্খ লোকের মুখে মেয়াপুর হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ বাহাদুরের অধিকার সময়ে যে সার্ভে ম্যাপ আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে "শ্রীমায়াপুর" বলিয়া লেখা আছে। যে ম্যাপ প্রস্তুতকারকের উক্ত মহাশয়েরা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মায়াপুরকে সাধারণ লোকে মেয়াপুর করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ৫ই নবেম্বর বুধবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় ঐ দিবস শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং বাক্তিপ্রচারকরে 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশ আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫. কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাশ্রয় শ্রীপাদ সনাতন দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীনাম-ভজন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনুরাগ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরগদাধর বিগ্রহ প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিদ্বিবৃন্দার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] ঠাকুরের সমাধি ও[illegible]

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাটতলা - (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকাগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধ্যাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধাকেশব দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অলটোভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ তরিবার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোপেন্দ্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীভক্তবৎসলপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মবণী রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং করিমপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি. (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরদহগ্রাম, পোঃ চিরুডিহ্, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাব্রত অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয় সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৪

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
মিহি বেলুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ নাগরি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৶০

চিনির দর

[illegible], টাটক	১০৷৶০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৶০
জাভাধোয়া দানা	৯৷০
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কানপুর দানা	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
[illegible]	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

সেকেন্ড ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
লোকাইন ঐ	৬৲—৬৶০
ডাউনব্রেড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পালাই	১৯৶০—১৯৸০
ভুষি	১৪৶০—১৪৷৶০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
[illegible]	৪৩৲

পাতিয়ালা	৪৬৸০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৶০—৯৸৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	।৶০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	১৬৸৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ

শীস ।৶১০—৸৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা সিট কাটা মণ	৩৷০—

পাতি কাটিং ০—১ ফুট লম্বা ৬৷০—৬৸০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, [illegible]	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৮৸০—১১৷০

খুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

চটকলের [illegible] ৫৶০, পাটের [illegible] ৩৷০

তুলার [illegible] ৪৷০

সূতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

[illegible] কাইন	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible] কাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
হি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টি, [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—::০::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবত প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—	
মহেশগঞ্জ	আঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪	
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১০,	২০—১২	

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩০
মহেশগঞ্জ	আঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সারিয়া যায় কি না। ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——॥(০)॥——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরমহংসাশাতিত্বিক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——॥(০)॥——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	৸৹
সিকিকলম ৫	৪৲	৩৲	২৲
অর্দ্ধকলম ৮	৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১২৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

" ॥কৃষ্ণ চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবলেখা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

রাজ্যিক সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——॥(০)॥——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধুনাতন পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
তীর্থরাজ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদপদ্ম
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
কুলচূড়ামণি-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২০২]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ১ম মুন্সেফ আদালত
নিলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭

(১)

৮৫০ বাংজারি ৩৭ দাবী ৩৯।৵৬
ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়
দেঃ জামআলি সেখ সাং জোয়াপুর পোঃ কালীগঞ্জ
থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং ৮৩০০২ খং ৪-৩৫নঃ জমির ১২/১৫ ওমা, যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ১৫৲

নীলামের দিন ৯।১১।৩৭

(২)

৯৯৪ মণিজারি ৩৭ দাবী ৪৪৸৵০
ডিঃ কালিদাস চক্রবর্ত্তী দিং
দেঃ তারাপদ চক্রবর্ত্তী সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ
থানা নবদ্বীপ মৌজে ২০ নং নবদ্বীপ অধীন ডিঃ নং ৩৩০০ নং খং ০০৪ নঃ জমি যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ২৫৲

(৩)

৯১৯ মণিজারি ৩৭ দাবী ২০৮৵৩
ডিঃ সেখের আলি মণ্ডল
দেঃ আমির সেখ দিং সাং রাধাকান্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ
থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাধাকান্তপুর গ্রামে ডিঃ নং ৫০৭ নং খং ৩১-৯৬ নঃ জমির ১৭৵০ জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ২০৲

(৪)

৮৮০ মণিজারি ৩৭ দাবী ৪০৵৩
ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্র নাথ বিশ্বাস

দেঃ জাহানী মণ্ডল দিং সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর
থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পানিনালা গ্রামে ডিঃ নং ২১৬ নং খং ১০-৩৫ নঃ জমির ১১৲ জমা, যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ২০৲

(৫)

৮১৮ মণিজারি ৩৭ দাবী ৩৮১৵৩
ডিঃ ভূমিকা চাঁদ বিশ্বাস
দেঃ কেদার নাথ পাল চৌধুরী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর
থানা সদর মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে ডিঃ নং ৭০৩ নং খং ১০৩নঃ জমির মধ্যে দেনাদারের চারের পাঁচ অংশ জমার ১৩।৵০ জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৫০০৲

(৬)

৮১৩মণিজারি ৩৭ দাবী ৫২৯৬
ডিঃ কৃষ্ণবিনোদ সাহা
দেঃ সদানন্দ দাস দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ
থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলাড়ী মেজাজ

২৮২	২৮২	২৮২	২৮২
৫৮৯	২৯১	২৮৮	২৮৩

মধ্যে ডিঃ নং ———নং খং কুল্লে ৬-৩১ নঃ জমির ২৲ জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৪০৲

(৭)

৮০০ মণিজারি ৩৭ দাবী ৭১৸৵৩
ডিঃ গৌরগোবিন্দ সাহা প্রামাণিক
দেঃ কালীদাস বৈরাগ্য সাং ও পোঃ নবদ্বীপ
থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মৌজা ডিঃ নং ৭৬৮ নং খং ১৭নঃ জমির উপরিস্থিত উপর নীচে ও কুঠারী সিঁড়ি, উঠান, পায়খানা প্রভৃতি যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৫০৲

(৮)

৬৯৩ মণিজারি ৩৭ দাবী ২১৭৷৵৩
ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়
দেঃ ফকির চন্দ্র পাল সাং ও পোঃ দেবগ্রাম
থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং ১৬৪১ নং খং -১১ নঃ জমির মধ্য অব চিরস্থায়ী নিষ্কর যাহা দেখা যায় যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ১০০৲

(৯)

৬৯৪ মণিজারী ৩৭ দাবী ১০৪৲
ডিঃ নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং
দেঃ কাদম্বিনী দেবী সাং সাহা বাবুরপুর পোঃ কালীগঞ্জ
থানা কালীগঞ্জ মৌজে সাহা বাবুরপুর গ্রামে ডিঃ নং ১২৩ নং খং ২০-২১ শতক জমির ২০৲ জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৩০৲

(১০)

৫৩৬ মণিজারী ৩৭ দাবী ১২৫৷৵৩
ডিঃ গোপাল চন্দ্র গড়াই
দেঃ বরকত সেখ মেটো সাং বিরুটীপোতা পোঃ মদনপুর
১। থানা কোতয়ালী মৌজে বারুইহুদা গ্রামে ডিঃ নং ১৯২ নং খং ২-৫৪ নঃ জমির ২।০ টাকা জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য ১০৲
২। ঐ থানা ঐ মৌজে বিরুটীপোতা গ্রামে ডিঃ নং ৬৬৬ নং খং ৮৪ নঃ নিষ্কর লাখেরাজ জমি যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দেনাদারের ১০ আনা হকদ অংশ দখলস্বত্ব মূল্য আং ৫৲

(১১)

৪৪৩ মেংজারি ৩৭ দাবী ৪৩৬।০
ডিঃ তিনকড়ি দত্ত দিং
দেঃ শশাঙ্ক শেখর রায় দিং সাং কোথুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ
থানা কালীগঞ্জ মৌজে কোথুরিয়া তালিমের মধ্যে ডিঃ নং বার্ষিক ৪৸/১৭ টাকার জমার, যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৪০৲

(১২)

৫৩৩ মেংজারি ৩৭ দাবী ২২০৵৩
ডিঃ সরস্বতী দাসী
দেঃ অমূল্য ঘোষ দিং সাং চৌগাছা পোঃ বেলপুকুর
১। থানা নবদ্বীপ মৌজে সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ নং ২৪০ নং খং ২-৭৮ নঃ জমির ৯৵৮ জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৭৫৲
২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২৪১ নং খং ৫১ নঃ জমির যাহাতে কোকিল প্রজা আছে উহার ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মূল্য আং ১০৲

(১৩)

৫৬৫ মেংজারি ৩৭ দাবী ১০৩১৵০
ডিঃ শ্রীযুক্ত বদ্রী নারায়ণ দেওয়ানজী পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার শ্রীবীরেন্দ্র লাল রায়
দেঃ জংবাহাদুর রায় দিং সাং সাতাপুর পোঃ কালীগঞ্জ
১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে সাতাপুর গ্রামে ডিঃ নং ৯১৫ নং খং ১০৫২ নঃ জমির ২৲ জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৫০৲
২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৪ নং খং ২-৭৬নঃ জমির ৪৵৩ জমা যার উহপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আং ৮০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৪৮ নং খং ৪-২৩ নং জমির ৩৸৵৬ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৪৪ নং খং ৮-৩৭নং জমির ৮৴৯ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৫০০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৪৬ নং খং ১২-৮৫ নং জমির১০৵০ জমা, যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৩০০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে পানিঘাটা গ্রামে ডিঃ নং ১১১২ নং খং -৮২ নং জমির ৮৴৯ জমা, যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

৫৭৫ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৩৪৩৵৬

ডিঃ সুরেন্দ্র কুমার বসু

দেঃ সন্তোষ কুমার বিশ্বাস দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ নং ২৭৮৬ নং খং -১৭ শতক জমির ৫৸৵৪ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

৬৩৩ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ১৬২০৻৯

ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ

দেঃ সতীশ চন্দ্র রায় সাং হুকারিপাহি পোঃ হাঁসখালী

১। থানা হাঁসখালী মৌজে পীরপুর-কুল্যাগ্রামে ডিঃ নং ৩৫।০।০ কাঠা বিঘা নিষ্কর ভূমি যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদি বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৮৭৫নং খং ২৬১ কাঠা বিঘা জমির জমা যাহা লেখা যায় যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৬)

৬৭৮ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ১৮২৻৵৩

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী

দেঃ ননীবালা দাসী সাং ও পোঃ বাটিবারি থানা কালিগঞ্জ মৌজে বাটিবারী গ্রামে ডিঃ নং ১৩০৫নং খং৭ -০৮ জমির ১।৴ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য ১০০৲

(১৭)

৮৯০ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ২৪২৸৵৩

ডিঃ কাশীনাথ বৈরাগ্য

দেঃ পুলিনবিহারী চন্দ্র সাং বাবলবাটী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বাবলবাটী গ্রামে ডিঃ নং ৩১নং খং ৭-২১নং জমির ৩২৻৵৯ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

৮৯১ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৪২৴৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র নন্দী

দেঃ তরঙ্গিনী দাসী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মুক্তি-সড়ক কাসারীপাড়ার ডিঃ নং ৪৭৮৬নং খং ডিক্রীদারের জমা জমির পশ্চিম ও উত্তর যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

৯০৫ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৪৪২৸৵৯

ডিঃ খুকি বাদিয়া

দেঃ রমেশ চন্দ্র রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর ঘোড়াপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর ঘোড়াপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ৩২৬৯নং খং -১৬নং জমির যাহার তদুপরিস্থিত দক্ষিণ দ্বারী ঘর আড়া ঘর ১টি ঐ পাশ কুঠারী ৩ আড়া ১টি ও ৭ আড়ার দালান প্রভৃতি আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৪০০৲

(২০)

৯৫৭ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ১২২৴

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দিং সাং কৃষ্ণনগর চৌধুরীপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ৩৭৩৩নং খং -৫নং জমি যাহা লেখাবার যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২১)

৯৬৬ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৩১১৶৩

ডিঃ নারাখাতুন বিবি

দেঃ সুকাসিনী দাসী সাং কৃষ্ণনগর পুরাতন কলেজের হাতাপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর পুরাতন কলেজের হাতাপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ১০০২নং খং ৫নং জমির ১৸৴ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য ৫০৲

(২২)

৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৫০৫৸৯

ডিঃ হেমাঙ্গিনী দেবী

দেঃ সুরত নাথ ঘোষ দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চাঁদসড়ক মধ্যে ডিঃ নং ৬০৫০নং খং১১ ছয় কাঠা জমির ৩।০ জমা, যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

৯৮৬ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৩৩১৴৬

ডিঃ অম্বুজ ভট্টাচার্য্য

দেঃ দুলাল মণ্ডল দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনি-সিপালিটির মধ্যে ডিঃ নং ৴৪ কাঠা জমির ৪৲ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক

(২৪)

১১১১ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ২৪৭৶৬

ডিঃ মোহিত কুমারী দাসী

দেঃ বাবাজান সেখ সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর দর্জিপাড়ার মধ্যে ডিঃ নং ৫১১১নং খং ৬নং জমির যাহার তদুপরিস্থিত দক্ষিণদ্বারী পাকা দুই আড়ার এক কুঠারি কোঠাঘর ১টি ও ৩ আড়ার এক কুঠারি কোঠা ঘর ১টি ও প্রাচীর আন্দাজ ৫০ হাত ইত্যাদি আকর আওলাত বদ বস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

১১১৬ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৬৮৶৩

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র দত্ত

দেঃ পাঁচকড়ি ঘোষ দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে দণ্ডপানিতলা মধ্যে ডিঃ নং ৬৮৩৩নং খং ৫নং জমির যাহার তদুপরিস্থিত দোকানের আকর আওলাত সমেত বদবস্ত হক্কুক উহার বার্ষিক খাজনা ২৷০টাকা শ্রীকুমার ভট্টাচার্য্য দিগকে দিতেহয়।

(২৬)

১১২৯ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৪০৩৶৬

ডিঃ ভোলানাথ দত্ত দিং

দেঃ সতীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দিং সাং বাগআঁচড়া

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ নং ১১ নং খং ও অধীন ১৩।২৫।০৮ ১০০।১০১নং খং ৩৮।৩১৫ বিঘা ১২ একর -৭১শতক রায়তি জমার ২৭। ১০। জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ৯০ই নভেম্বর

(১)

৬৩৫ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪০২৸৵৯

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ মৃণালিনী দাসী দিং সাং বাটিবারী পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়বেতাই গ্রামে ডিঃ নং ৩৪ নং খং ৮৫-৫৭ নং জমির ৫৩।৵৩ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

৭১৪ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪২৸৴৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ পাঁচকড়ি মিস্ত্রী সাং ও পোঃ বাগআঁচড়া

থানা চাপড়া মৌজে বাগআঁচড়া গ্রামে ডিঃ নং ২০৪ নং খং ৫।০৸৵ জমির ৫৸৵১০ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৭৬৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৫০৴৪

ডিঃ প্রফুল্ল কুমার হালদার দিং

দেঃ অশ্বিনীমোহন বিশ্বাস দিং সাং মহৎপুর পোঃ বাগআঁচড়া

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩০৬০ নং খং ও অধীন খতিয়ান ২-১১ নং জমির ২২৸৴১০ জমা, যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

৮৪৫ বাংলারী ৩৭ দাবী ৭৸৵৯

ডিঃ মহম্মদ ঠাণ্ডা আলি মোল্লা

দেঃ উজ্জলা দেবী সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে নাংলা গ্রামে ডিঃ নং ৮৬ নং খং ২-৩ নং জমির ।৵০ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১২৲

(৫)

৭৮৪ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৩৩৸৵৯

ডিঃ তারাপদ সরকার

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিং সাং কৃষ্ণনগর কাটাপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে পাঁচকপাহি গ্রামে ডিঃ নং ১১২৫নং খং ৪৬৲ পত্তনী জমা লেখা যায় যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

৮৩২ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪৭৫৻৩

ডিঃ গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

দেঃ হুসুরা খাতুন বিবি সাং বড়িহপাহি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা চাপড়া মৌজে বাগআঁচড়া পত্তনাদা গ্রামে ডিঃ নং ৫৬৫নং খং ও ৫৬৬।০১১নং খং ৫০-৫৫নং জমির ১৭৩।১১ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ৪০০৲

(৭)

৬৫৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৪।৴৬

ডিঃ বাসন্তীপ্রভা দেবী

দেঃ বলরাম মুখোপাধ্যায় দিং সাং মাণিকডিহি পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চর মাণিকডিহি গ্রামে ডিঃ নং ৬৫নং খং ৪৪/০ বিঘা জমার ৫৫৲ জমা যাহার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ২০৲

(৮)

৭৩৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৪।০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ খোকাই মণ্ডল সাং পিপড়াগাছি পোঃ বাগআঁচড়া

থানা চাপড়া মৌজে গাছা গ্রামে ডিঃ নং দেবোত্তর নামে ১৬।১৸৴ জমির জমা ৪।৵০ যে উত্তরদী জোত লেখা যায় উক্ত বাকী পড়া জোতের যোগ আদায় বরকত বদবস্ত হক্কুক মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৭৩৬ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩৬৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কালী সেখ দিং সাং ও পোঃ বাগআঁচড়া

(অবশিষ্ট ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

১২শবর্ষ ১৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা নভেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ২০২৪৮ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

গতকল্য ৩রা নভেম্বর বুধবার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে এবং কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ প্রভৃতি যাবতীয় শাখামঠসমূহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই উৎসবটী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের স্বয়ং উপস্থিতিতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠে ঐ দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। পাঠের পর সংকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীমন্দিরসমূহ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণেও শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান-তিথি-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পরও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

৮ই কার্ত্তিক সোমবার—ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকের পর উচ্চকীর্ত্তন হয় এবং শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীধাম-পথে অনেক ভক্তমণ্ডলীর সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আগমন, প্রভুর মাথায় মোহিত শাক্ত সন্ন্যাসী তাঁহার ভাণ্ডমঠে প্রভুকে 'আনন্দ' পানার্থ নিমন্ত্রণ, প্রভুর বঞ্চনা, রেমুণায় গোপীনাথ-সমীপে প্রভুর মিথ্যাবাদ-লীলাপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৯ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার মঙ্গলারাত্রিকের পর উচ্চকীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ দণ্ডভঙ্গের ঘাটে যান, সাক্ষীগোপাল স্থানে ও ভুবনেশ্বরে গমন, স্কন্দপুরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের কথা, কাশীরাজের কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার কামনায় শিবপূজা ইত্যাদি আলোচিত হয়। তৎপরে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া [illegible] রোড, টীকাটুলি, [illegible] রোড, জয়কালীমন্দির রোড, পুরাণপল্টন, শান্তিনগর, [illegible] রোড, নবাবপুর রোড, ঠাটারীবাজার, র‍্যাঙ্কিন্ ষ্ট্রীট হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

অপরাহ্ণে নারায়ণগঞ্জ প্রবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন। কথা-প্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিপাদ নাম-নামীতে অভেদ, বিষ্ণুপূজাতেই নিখিল অপর আধিকারিক দেবতার পূজা হয়, গঙ্গা, ভাগবত, তুলসী ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য, যুক্তবৈরাগ্যের কথা, সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য, [illegible] উপদিষ্ট মন্ত্রে নিরন্তর এবং 'মঠ' শব্দের বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল। অতঃপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত

গত ২১।১০।৩৭ বৃহস্পতিবার তারিখ প্রাতে কালিয় হ্রদ পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী কলিযুগে 'যশোমতী-নন্দন ব্রজবরনাগর" গান কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে কিশোরপুরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠের অদূরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারীজী "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" এই মহাজনপদটী গান করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীরূপ-শিক্ষা'-পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের অন্তে শ্রীপাদ জনার্দ্দন দাসাধিকারী প্রভু "নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকারমণ নামে" গীতটী কীর্ত্তন করেন।

গত ২২।১০।৩৭ শুক্রবার তারিখ প্রাতে বহুলাবন পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ জনার্দ্দন দাসাধিকারী প্রভু "পরমকরুণ পঁহু দুইজন" এই মহাজনপদটী কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীরূপশিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীপাদ জনার্দ্দন দাসাধিকারীজী পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

পুরীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু কয়েকদিবস যাবৎ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের গৃহে যাইয়া শ্রীমদ্ ভাগবতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গত ৮ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত [illegible] বসু মহোদয়ের বাটীতে 'শ্রী[illegible] উপাখ্যান', গত ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দেব মহোদয়ের গৃহে আহূত হইয়া তথায় 'অজামিল উপাখ্যান' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ১৮ই অক্টোবর তারিখে ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুক্ত অক্ষয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আহূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির ; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, জোখা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(বক্তৃতাবলী ৮র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ দামোদর আং কাঃ গোপালশারী গৌরাব্দ ৪৪১

কৃষ্ণেচ্ছাই বলবতী

দৃষ্টের দিকে গতিবিশিষ্ট হওয়া, দুষ্ট-চেতনের আশ্রয়গ্রহণ করা, ভক্তরূপে শরণাগত হওয়া বা সম্পূর্ণ নির্ভর করা অণুচেতন স্বাভাবিক একমাত্র স্বভাব। ভক্তগণ বা নির্মলচিত্ত ভক্তগণ সতত ভগবৎ-পাদপদ্মে নিত্যলীন। ভগবানই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। আমাদেরও ভক্তানুসরণে তদ্রূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দ্য-প্রবিল হৃদয়ে কামনা-বাসনার উৎপাত-হেতু ভাববারণহরে আমরা আমাদের ইচ্ছাবর্দ্ধনকারী সাংসারিক সুখপ্রদাতা ব্যক্তি বা বস্তুসমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। এজন্য আমরা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া তদভাবরূপে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই ভোগ করি। এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক। ভক্তগণই ইহার উপায়।

ভক্তগণ শরণাগত। তাঁহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। ভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ, ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা এবং ভগবৎ-সুখবিধানের জন্য তাঁহাদের যা কিছু। তাঁহারা ভগবৎপাদ-পদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, 'জীবের প্রতি ভগবান্ যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে কেহ কখনই মুক্ত হওয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না। কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই সব হয়। তদিচ্ছা বিনা কাহারও কিছু করিবার শক্তি নাই। জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সুখ বা দুঃখভোগ কোন কিছুই কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না। জীব কেবল আশা করে মাত্র, প্রভু দেন আশা ভগবদ্ ইচ্ছা হইলেই পরিপূর্ণ হয়, নতুবা নহে।' ভক্তগণ অভয় চরণে আশ্রিত বলিয়া তাঁহাদের কোন ভয় নাই, মোহ নাই, অশান্তি নাই। আমাদের অবস্থা কিন্তু তদ্বিপরীত, আমাদের ভগবানে নির্ভরতা বা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ত' নাইই, পরন্তু কেহ এ সকল অমূল্য কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিলেও তাহা আমাদের মনে লাগে না। কর্ত্তাভিমান বা 'আমি নিজে কিছু করিতে পারি, এ জগতের ব্যক্তি বা বস্তু আমার কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারে, এতাদৃশী বুদ্ধিই আমাদিগকে এই বন্ধন-দশায় বাধ্য দেয়। তবে এইরূপ বিচার বা ভগবানে অনাস্থা দুর্ভাগ্যের পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি—'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সত্য কথাটি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

রক্ষিতা যদা ভগবান্ কল্যাণং তত্র সম্ভবম্।
ন যদা রিপবশ্চাপি রক্ষিতুং তং চ বৈ ক্ষমঃ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

আমাদের ধারণা, এ জগতের যে কেহ আমাদের ক্ষতি করিতে পারে। কিন্তু আমরা বুঝি আর না বুঝি, ইহা ধ্রুব সত্য যে, কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে তাহা সবই ভগবানের ইচ্ছা-প্রসূত। ভগবানের বিষে ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটে, আর অমৃত সেবনে জীবের নিত্য জীবন লাভ হয়। কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই ঔষধ ও দ্রব্যসমূহ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণেচ্ছা সেই সকল বস্তুতে অসমর্থ ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহারা আর উহা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। উদ্ধব-সংবাদের সংবাদই উহার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। জগদ্-গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শরণাগতির কথা এইভাবে জানাইয়াছেন,—

"জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণের রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥
তোকবা অদৃষ্টে থাকে যে দিনে নিধন।
অনলেও নাশি' দিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু মারে যে দিবস না দিবে আহার।
রাজপুত্র হই তনু উপবাস তার॥
খাইলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে॥
ক্রোধ করি বলে—'মুঞি না খাইমু ভাত।
বিনা কলি' করে নিজ শিরে দিয়া হাত॥
অথবা সকল দ্রব্য হইলে বিদ্যমান।
আহারেতে দোষে অন্ন দৈবে অধিষ্ঠান॥
কৃষ্ণ তারে যেন নিজ চিত্তচিত্র মত। মায়া আকর্ষণ হাতে হইয়া দুর্বল॥

সুখবন্ধ

শ্রীবার্ষভানবীদয়া সদা সেব্যসেবাপরা
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
তাঁর দাস্যে পড়িয়া, নামসেবানন্দ জন
ভক্তসেবা-পূর্ণ সুখধাম॥
এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজধন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম।
তাঁদের পদধূলি, শিরোভূষা শাবে বলি'
নিরন্তর গাঁথি সব নাম॥

শ্রীশ্রীআচার্য্য-প্রকটবাসরে তিথি-বন্দনা

গুরুবন্দিতা বন্দিতা চির
পরবিনী তিথিরাণী,
অতুল গৌরবে উদিতা আজিকে
শাশ্বিয়া সেবার বাণী।
রাতুল চরণে শীর,
জানাইতেছি দীন নতি মোর শতবার।
মোর সেবাহীন কম্পিত হাতে
পূজার থালিকা পারিনি সাজাতে,
আজিকার দিনে পারিনি আনিতে
বহিয়া অর্ঘ্যভার—
. শুধু মৌন আবদার—
অতি অক্ষম শক্তিহীনের বেদনার উপচার।
অন্তর-বেদনার কোথা থাকিল তখন।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন আছুয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে বিদিত সর্বত্র॥
যে-যে-মতে যেনে কোটী প্রবন্ধ না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—
আপনি ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায়॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই এই শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপনের যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা অন্য কিছুর প্রতি নির্ভরতা স্থাপন করিতে যাই এবং ভগবান্ ও ভগবদ্-বাক্যে দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের অমঙ্গল বা অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের পক্ষে বিপরীত পন্থা বিচারই শ্রেয়ঃ। নচেৎ চিত্ত-বিভ্রম-বিবেকশূন্য মানুষ ব্যক্তির বিপদ্ পদে পদে। এই নির্ভরতাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রথম সোপান এবং ইহার পূর্ণতা বা তদিচ্ছায় ইচ্ছা মিলানই আমাদের প্রয়োজন। প্রকৃত-পক্ষে আমরা এসব কথা ঠিক ঠিক ধরিতে বা বুঝিতে না পারিলেও এ বিষয়ে বহু কথা আবশ্যক।

জ্ঞান-সেবাপ্রকাশমূর্ত্তি
বাহিরঃ মাধবী তিথি!
বন আনন্দ-প্লাবনে ঘর্ণিয়া
গাহিতেছে কোন গীতি?
দেখিয়া পুলকে পূণ্য-উৎসব,
দশদিশ গীতি দশধারায়,
সাজে যে দেবি! বেদন ধর!
একাদশাচার্য্য চৈতন্যরাম,
অভিন্ন মূর্ত্তি দশমাবর
পক্ষীরূপে প্রকাশ' ধরায় নিত্য মঙ্গল-বর।
ভবন্য সুগোপন—
এবে দিকাবেলা, মায়ার দুঃখ,
দেখে না এ ভুবন।
আচার্য্যপ্রকট কল্যাণি তিথি!
তোমার বীণার তার
প্রভু-সেবা তরে কি বাণী বাজাবে
না জানি কি গাবে গান।
শ্রীনিত্যানন্দ রাজীব-লোচন
আত্ম মুদীরণ কমল-চরণ
উদিত হইবে পরে,
জাহ্নব বদনে শোভ পক্ষী
পবিত্র করেন সকল ধরণী,
পূর্ব্বাভাসে তাঁরে রাখি
ফাল্গুনী পূর্ণিমা গুণধরে
আশিস্ বরষ করে।
লীলার ভাব অবশ হবে
সেবক-চিত্ত হবে।
লীলাসিন্ধুর পরম অতলে
কোন মণি দুর্লভনী
করিতেছ দেবি! তাঃ মুগ্ধ জন
সন্ধান নাহি জানি।
মদনের প্রভু আবির্ভাব পরে
তব্বী-অন্তরী-তিথির মাঝারে
গৌরাবতরণ উদয় তব,—
অবৈতশক্তি অনুরঞ্জনী
আবির্ভাবতিথি সিত পক্ষী
বিরাটের বপু সমারে বিতর'
অখণ্ড চরণামৃত।
হে তাপসী আতপৰ,
তবে তোমার আহুতি প্রদানে
বাণি যে কল্পনা নয়।
বক্ষিতের জনগতীরে
কি গান গাহিছ তিথি,
বাণীপ্রিয়তম-চরণ চারিণী
পরম অমলা তিথি!
নতি মোর আবদার—
অধম জনার নাহি যে শকতি আর।
শত সন্তাপ অধরায় দগ্ধ,
তবনের আতি আয়োজন শত,
পূজিতে তোমার রাতুল চরণ
চিত্ত ভরিয়া তায়,
যদা চাহে আপনার
জানিয়ার চাকা, গৌরিবাক্ষণ্য
পক্ষী-সেবা-সাধন

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাতঃকৃত্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—প্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

তৎপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃপাকুটীর-মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁদপুর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাসবিহারী ব্রজবাসী।

(২৫) নগাঁই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমাধবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) সারাদপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীসুন্দরমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনবলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাধারী,

পোঃ কোড়েংগ, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীমনোমোহন অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং লেমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ভক্তি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশমদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরগিরা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিমৃত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মানু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপর অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

(গৌড়ীয় মিশন) নং ২

৫১, আর্ডলে রোড

ক্যাম্বডেন, লণ্ডন, ই ৫'

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৩৲
২। ভাষ্যসহ শিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। ব্রাহ্মণ-আদবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিফলটীকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অব দি ভার্স অব বেদান্ত ৷০
৭০। সাধকজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। ভিসেটিক ওয়ার্ড্‌স ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ও অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, কলিকাতা ... প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩৷০ কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক মাসের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৲।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস ... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

নীলাম ইস্তাহার

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ নং ১৫৪ নং খং ০/৩৸/ বিঘা জমির ৮৸/১০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(১০)

৭০৫ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৭৸/

ডিঃ মতিলাল সাহা দিং

দেঃ গোপাল ঘোষ দিং সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ছোটজাবোরা গ্রামে ডিঃ নং ১৫২ নং খং ২৮-৩২ নং জমির ১১৲ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য ২০৲

(১১)

৫১১ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩৮।৩

ডিঃ মেকজান বিবি দিং

দেঃ প্রাণকুমার মণ্ডল দিং সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ নং ৪৮২ নং খং ও অধীনস্থ ৪৮৩ নং খং -৯৪ নং জমির ৩৸/৯ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৬৮৭ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৩৸/০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ ভুবন ঘোষ ওরফে বেহুল ঘোষ সাং আমিরাডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝী

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ নং ১৫৭৮ নং খং ২৸০৩৸০ বিঘা জমির ২৸/১৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

৮৪৪ বাংলারি ৩৭ দাবী ১২১।/৩

ডিঃ শরৎ কুমারী দাসী

দেঃ ললিত মোহন বিশ্বাস দিং সাং জানকপুর পোঃ বাঙ্গালঝী

থানা চাপড়া মৌজে মথুরাপুর মধ্যে ডিঃ নং ১২নং খং ৯-১০ নং জমির ১৮৸০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

৭১৭ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৫১।৶৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ খুদী মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ নং সেবাদের নামে ২৯।৵০ বিঘা জমির কাত ৩০৸/১০ টাকার যে জমা দেখা যায় উক্ত বাগীপড়া জমার মোল আনা বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

৭১৮ বাংলারি ৩৭ দাবী ১০৭।৵২

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ নং ২৪৭নং খং ১।৪।০ বিঘা জমির ১০/৫ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

৬৮৬ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩০৲

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচকড়ি মিস্ত্রী সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ নং সেবাদের নামে ৩।৪।০ বিঘা জমির কাত ৪।৶/১০ যে ওটবন্দী জোতের মোল আনা বকম বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

৭২৯ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩৭।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছাবের মণ্ডল দিং সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ নং ২২১ নং খং -৫৯ নং জমির ৪৸৶/১০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৭১২ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৫।৶০

ডিঃ সরোজকান্ত চৌধুরী দিং

দেঃ পাঁচ বিবি দিং সাং পাকুড়গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাকুড়গাছি গ্রামে ডিঃ নং বার্ষিক ১৸৶/১৩ টাকার যে রায়তি মোকররী জমা আছে। উক্ত জমার স্বাধ ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

৯৪২ বাংলারি ৩৭ দাবী ১১৸৯

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী

দেঃ নিমাই সেখ মণ্ডল সাং ডোমপুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ডোমপুখরিয়া গ্রামে ডিঃ নং সেবাদের নামে ৩১৸৶০ বিঘা জমির কাত ১৸/১০ টাকার যে ওটবন্দী জোত দেখা যায় উক্ত বাগীপড়া জোতের মোল আনা বকম বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

৯৫৮ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩৮৸৯

ডিঃ জ্যোতিষচন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ মহরাজ মোল্লা সাং তাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে তাতগাছিগ্রামে ডিঃ নং ১৯৮নং খং ৩৯৶০ বিঘা জমির ৮।৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৯৬১ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩৮।৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ রাখাল বিশ্বাস ওরফে সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে তিলকপাড়াগ্রামে ডিঃ নং ৫৭৩ নং খং ৯৩৸০ বিঘা জমির ৮/১৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৬১৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ৭৸/৩

ডিঃ [illegible] দেবী

দেঃ ছট্টু সেখ সেকা দিং সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং ১৯৫ নং খং ও অধীন ২৪৬-১৫১ নং খং -৩৮ নং জমির ১।৶/১০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৭৲

(২৩)

৭৭৯ বাংলারী ৩৭ দাবী ১০৸৬

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ নন্দগোপাল মজুমদার দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং সেবাদের নামে ৩/৪৵ জমির ৪৻৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

৭৮০ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৭।৶

ডি ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৯০৮ নং খং ২৪৩৸০ জমির ১৶০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

৫৫৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ৯০৫।/৯

ডিঃ মহন্ত ভগবান্ দাস

দেঃ প্রমথভূষণ পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ নং ১নং খং সেবাদের /১।=১৩ তিন অংশের মালিকী জমিদারী স্বত্ব হইতেছে। যাহার সদর জমা ১৫৲ নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয় উক্ত মালিকী জমিদারী স্বত্বাংশের বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫নং খং ১০০/৯ টাকার যে দখলি জমা প্রচলিত আছে তাহাতে সেবারগণের ৸০ আনা অংশ হইতেছে সেবারগণের উক্ত পত্তনি স্বত্বাংশের বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২৬)

৪৪৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৫২৸/৩

ডিঃ ননীগোপাল কুণ্ডু

দেঃ কৃষ্ণবিহারী পাল চৌধুরী দিং সাং নবদ্বীপ পোড়ামাতলা পোঃ নবদ্বীপ

থানা চাপড়া মৌজে মধুপুর গ্রামে ডিঃ নং ৪ নং খং ৬৩০ নং জমির ২৩।৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১০৪৪ বাংলারী ৩৭ দাবী ১২৻৶

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং

দেঃ গোপীনাথ পাল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দুর্গাপুর গ্রামে ডিঃ নং ৮৩ নং খং -৮৩ নং জমির ১৻০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৫০৪ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৩৭।/৯

ডিঃ [illegible] দিং

দেঃ ছট্টু সেখ [illegible] পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে [illegible] গ্রামে ডিঃ নং ৫২নং খং ১০-৩১০, জমির ৩৭।৶/৯ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

৭০৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৫৸/৯

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] পোঃ চাপড়া

থানা চাপড়া [illegible] ডিঃ নং ১৫১নং খং [illegible] জমির ২৩।/২ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

—

নিকাশের [illegible] ১১ ১১।৩৭

(৩০)

৫৫১ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৩।৶৮

ডিঃ এ, ই, ওয়েট্

দেঃ জগৎরাম দে দিং সাং মাবেরগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাবেরগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং সালিয়ানা ৮৶/১১ পাই টাকার ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

৬৫৮ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৭৸০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ নন্দগোপাল মজুমদার দিং সাং মহৎপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুরগ্রামে ডিঃ নং ৩১৬৫ ও ৩১৬৬নং খং ৫।১৶০ বিঘা জমির ১।০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

৬৬১ বাংলারি ৩৭ দাবী ৪২।/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুরগ্রামে ডিঃ নং ৪।৩।৶ বিঘা জমির ৫ .৵ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৩)

৬৭৪ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩৮৶০

ডিঃ অবিনাশচন্দ্র রায়

দেঃ মনীন্দ্রনাথ রায় সাং বাড়িগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বাড়িগাছা গ্রামে ডিঃ নং ১৩০।৩৮৪।৩০৭।৫০৯নং খং ৮০০নং জমির বাকি জমা দেখা যায় যায় তদুপরি ৫০ আকর আওলাত বরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৪)

৬৭৮ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪৯৸/৩

ডিঃ [illegible] দিং

দেঃ [illegible] সেখ সাং [illegible] পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে কলাগাছ গ্রামে ডিঃ নং ২০৫৪নং খং ৪-৭৮ নং জমির ১৫/৫ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৫)

৬৭৯ বাংলা'র ৩১ দাবী ৫২৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ খাবর সেখ দিঃ সাং আড়ংসরিষা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আড়ংসরিষা গ্রামে ডিঃ নং ২১২ নং খং ৮-৫৭ নং জমির ২২৸৫ জমা, যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

৭০৮ বাংলা'র ৩১ দাবী ৩৭৸৩

ডিঃ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ উজ্জ্বান সেখ সাং ঐ পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়া মৌজে চকবিবাগ্রামে ডিঃ নং ৩২নং খং ৫-২১ নং জমির বে জমা প্রচলিত আছে। যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ১০৲

(৩৭)

৭৫৪ বাংলার ৩১ দাবী ১৩১৷৬

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ মহম্মদ মোল্লা সাং গাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে গাছাগ্রামে ডিঃ নং ১৩১৷৷৶০ বিঘা জমির ২৩৷০ জমা, যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৮)

৭৫৫ বাংলার ৩১ দাবী ৩৪৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক মণ্ডল দিং সাং পদ্মমালাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পদ্মমালাপুরগ্রামে ডিঃ নং ৮২৭, খং ৷০ আনা রকম ৪৷০ টাকার বে ৩৭৪ ৫৭৪. ৭৫, ৬৩ বাকীপড়া জমার বোল আনা এবং বহবস্থ হউক মূল্য ১০৲

(৩৯)

৭৫৬ বাংলার ৩১ দাবী ৫০৷৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সাফাতুল্লা খানসামা দিং সাং কালদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে গোয়ালজাগা গ্রামে ডিঃ নং ৪১৸৶০ বিঘা জমির ৬৷০ জমা, যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৭৫৭ বাংলার ৩১ দাবী ৩৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ খাজের মণ্ডল সাং সাতবাটী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে গোয়ালজাগা গ্রামে ডিঃ নং ৪ ৷৸৶০ বিঘা জমির ৬।৶ ০০ জমা, যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

৮০৪ বাংলার ৩১ দাবী ৩৫৷৶০

ডিঃ মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ কানাই ঘোষ সাং পাখুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাখুরীগ্রামে ডিঃ নং ১১১৫নং খং ২-৩৬ নং জমির ৭০৯ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫৲

(৪২)

৮০৫ বাংলার ৩১ দাবী ৩৭৶৯

ডিঃ মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ কাজি মণ্ডল সাং পাখুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার পাখুরী মৌজে ডিঃ নং ১০৮ নং খং ৩-৫০ নং জমির ৪৷৩ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৩)

৭৭৭ বাংলার ৩১ দাবী ৬৫৫৸৶৩

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ চণ্ডেখান সেখ দিং সাং খাসপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কোতয়ালি মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৫৷৫/০ বিঘা জমির ১০৷৶/১০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৪)

৭৫৪ বাংলার ৩১ দাবী ৩৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল বিশ্বাস প্রভৃত সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩২৫০ নং খং ৫৬২৷০ বিঘা জমির ৬/৫ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ১০৲

(৪৫)

৯২৫ বাংলার ৩১ দাবী ৬৮৷৶০

ডিঃ নিস্তারিণী দেবী দিঃ

দেঃ খায়েজ সেখ দিং সাং বৃত্তিহুদা, পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ নং ৬৬৭ নং খং ৫-৩০ নং জমির ১১৶০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৬)

৭৬৯ বেংলার ৩১ দাবী ২৬৩/৯

ডিঃ অবলাবালা দেবী

দেঃ নরেন্দ্র ঘোষ সাং হাজিপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে হাজিপুর গ্রামে ডিঃ নং ৬৩নং খং ১-৭৫নং জমি যাহা পৈত্রিক স্বত্ত্বে আছে -।. ৯৩° এখিয় আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ৩০৲

২। থানা ঐ মৌজে ঐ ডিঃ নং ৯০নং খং ৭/ বিঘা পৈত্রিকস্বত্ব জমি আন্দাজ ২-৭৩নং জমি যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৮৪৭ বেংলার ৩১ দাবী ৫৫৷৶০

ডিঃ সতীকান্ত বিশ্বাস

দেঃ শ্রীমতী দাসী সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ নং ৪১০নং খং -৬৯নং জমির ২৮ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৮)

৫০২ বঙ্গাব্দ ৩১ দাবী ৫৭০৷৩

ডিঃ উজ্জ্বলা মণ্ডল

দেঃ নূরমহম্মদ বিশ্বাস দিং সাং মহমদপুর পোঃ আমঘাটা

১। থানা চাপড়া মৌজে পাটিকা গ্রামে ডিঃ নং ৩২৬নং খং ও তদধীন ৩২৭নং খং ৩-০৬নং জমির ৫৸/৭ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২১৫ নং খং ৯-০০নং জমির ১২৶৬ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২৮নং খং ১-২৪নং জমির ৪ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ২০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫৬নং খং ২-৫১নং জমির ৫৵৮ পাই জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১৯৯ নং খং ৩৭-৫৭নং জমির ৬৮৷৪ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১৫৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১৯৮ নং খং .৮-৪০নং জমির ৪২৸৶৬ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৯)

৫১৪ বঙ্গাব্দ ৩১ দাবী ৭৯১৷/০

ডিঃ সতীরঞ্জন পালচৌধুরী

দেঃ রবীন্দ্রনাথ নাথ দিং সাং দেবা পোঃ বেথুয়াডহরি

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ী মধ্যে ডিঃ নং ৩৭৬নং খং ৪৬৸/৫ সবর হাওর কিসমত ওয়াকে যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে জগদানন্দপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৬৮নং খং ৩০নং জমির ১৮৶০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২০৬ নং খং -০৬নং জমির ৪৸/০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ .০৲

৪। ঐ থানা দেবা মৌজায় ডিঃ নং ১০২নং খং ১২-২৬নং জমির ৩।০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ঐ থানা মৌজে জগদানন্দপুরগ্রামে ডিঃ নং ৬৪নং খং ০-৫৫নং জমির ২।- জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানা মৌজে দেবাগ্রামে ডিঃ নং ২৫৩নং খং ৫-৯০নং জমির ১৲/.১৷০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫০৲

(৫০)

৫৩৬ বঙ্গাব্দ ৩১ দাবী ৩৩৭৸৶৯

ডিঃ ভূপতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী

দেঃ জগন্নাথ সরকার দিং সাং কালীবাস পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জগদানন্দপুর গ্রামে ডিঃ নং ৫৬নং খং -০৬নং ৸৷০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১৩৩ নং খং ১-৭৬নং জমির ৩৶০ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

৫৭৮ বঙ্গাব্দ ৩১ দাবী ১২৬৷৩

ডিঃ মোলাম হোসেন হালদার

দেঃ খাদা বিবি সাং ভাংলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ভাংলা গ্রামে ডিঃ নং ১২নং ৬-৬৯ নং জমির ১৫৶০ জমা, যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ৫০৲

(৫২)

৬৪৭ বঙ্গাব্দ ৩১ দাবী ৬০৮৷/০

ডিঃ রাসবেহারী দাস

দেঃ শশধর সিংহ রায় দিং সাং গোটপাড়ায় পত্নী মীর্জাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুজাপুর গ্রামে ডিঃ নং ১ক, ২, ৩, ৪, ৬নং খং ১-৪৩ নং জমি রায়তি স্থিতিবান্, যার, তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১ক, ২, ৩, ৪, ৬নং খং ১-১৯ নং পৈত্রিক দখলস্বত্ব বিশিষ্ট জমা আছে, যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

৬৪৮ বঙ্গাব্দ ৩১ দাবী ৫২৸৶০

ডিঃ অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেঃ কেশব মল্লিক সাং বৈকুন্ঠবেড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে রঘুনাথপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৪০ নং খং ৫ ৩৫ নং জমির ১০/৯ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ১২৲

(৫৪)

৭৬০ বঙ্গাব্দ ৩১ দাবী ১০৬৶৯

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিং দিং

দেঃ ইমানি সেখ সাং নাগাদি পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে নাগাদি গ্রামে ডিঃ নং ৩১নং খং ও তদধীন ১২৭ নং খং ১১-১২নং জমির ২০/ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১২৫নং খং -১৩নং জমির ৷৶৫ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১২৬নং খং -১১নং জমির ৷/১৫ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২নং খং ৫-১০নং জমির ৬/ জমা যার তফশিলোক্ত আকর আওলাত বহবস্থ হউক মূল্য ১৫৲

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়াপুর'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র আদর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ৫ই নভেম্বর. ১৯৩৭. শুক্রবার [সংখ্যা ২০৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০(৩০১)০)——

সংবাদপত্রের নূতন সুবিধা

কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ সম্প্রতি একটী নূতন সুবিধা লাভ করিয়াছে। এই সুবিধা করিয়াছেন "রয়টার" এবং 'এসোসিয়েটেড প্রেস' নামক সংবাদ সরবরাহক প্রতিষ্ঠান।

'রয়টার' বিদেশী সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত সংবাদ বোম্বাইতে আসে, পরে তথা হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে এ সমস্ত সংবাদ আসিত তাহা তার করিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইত। রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেসের আফিসে তাহা নকল করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রেরিত হইত। [illegible] পূর্ব্বে রয়টার এবং এসোসিয়েটেড প্রেস 'টেলিপ্রিন্টার' নামক এক প্রকার যন্ত্র প্রবর্তন করেন। এই যন্ত্র কোনও সংবাদ রয়টারের আফিসে বসিয়া টাইপ করিলে একই কালে বিভিন্ন সংবাদপত্রের আফিসে প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রে টাইপ হইত। ইহাতে অনেক সময় বাঁচিয়া যাইত। কারণ কোনও টেলিগ্রাম নকল করিতে পারিত না এবং [illegible] বা করিবার লোক রাখা কোম্পানীর প্রয়োজন হইত না।

গত ১লা নভেম্বর হইতে এই টেলিপ্রিন্টার যন্ত্র আরও সুবিধা করা হইয়াছে। [illegible] আফিসে স্থাপিত যন্ত্রের সহিত বোম্বাই [illegible] যন্ত্রের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] বোম্বাই আফিসে বসিয়া টাইপ করিলে [illegible] সঙ্গে কলিকাতার আফিসে টাইপ হয়।

রাজনৈতিক বন্দী-সমস্যা

সাহিত্য রাজনৈতিক ও দমননীতিবিরোধী সমিতির কতিপয় সভ্য গত মঙ্গলবার, অপরাহ্ণে ৩৮।২ এলগিন রোডে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি-সমিতির বঙ্গীয় শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য কিভাবে কার্য্য প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রাজনীতিকদের একটী সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব ঐ সভায় হয়।

সাহিত্য রাজনৈতিক ও দমননীতি-বিরোধী সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী, [illegible] ঘোষ, [illegible] বসু, [illegible] ভাদুড়ী, [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] দাস, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন ঘোষ, [illegible] ও [illegible] মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

কমন্স সভায় যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গ

কমন্স সভায় [illegible] উইলিয়াম জানিতে চাহেন যে, ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত অংশ কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় নৃপতিদের জন্য একটি পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা তৈয়ার করার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? উত্তরে লর্ড উইন্টার্টন জানান যে, দেশীয় নৃপতিরা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে [illegible] জানিতে চাহিয়া বড়লাট যে পত্র দিয়াছেন দেশীয় নৃপতিদের নিকট হইতে তাহার জবাব পাওয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আরও কথাবার্ত্তা করিবার জন্য তাঁহাদের [illegible] বিবেচনা করা হইতেছে।

পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতির কলিকাতা ত্যাগ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং শ্রীযুক্ত [illegible] মঙ্গলবার রাত্রে স্ব-স্ব গন্তব্যস্থানে রওনা হইয়া গিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আরও কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিবেন।

কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল কবির সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সম্পর্কে 'ওয়ার্কিং কমিটির' সিদ্ধান্তে সংবাদপত্র মহলে এবং জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, প্রকাশ তৎসম্বন্ধে কবির সহিত পণ্ডিত জওহরলালের আলোচনা হইয়াছিল।

রাজনীতি সম্পর্কে হের হিটলারের আশা ঘোষণা

প্যারিস, বুধবার। নভেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ 'একো দ্য প্যারী'তে উক্ত পত্রিকার বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, হের হিটলার শীঘ্র ঘোষণা করিবেন,—জার্মানি ইহা বলিবে যে সকল উপনিবেশ [illegible], বিভিন্ন দফায় বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির হাতে অর্পণ করা হইয়াছে, জার্মানি আর তাহা ফেরৎ দাবী [illegible] করিবে না।

বঙ্গের নূতন লাট লর্ড ব্রেবোর্ণ

প্রকাশ যে, বাঙ্গলার নবনিযুক্ত লাট লর্ড ব্রেবোর্ণ বর্ত্তমানে বিলাত হইতে প্রত্যা-

বর্ত্তন করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গলার বিদায়ী লাট স্যার জন এণ্ডারসনের সহিত বোম্বাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে এবং তথায়ই তিনি স্যার জন এণ্ডারসনের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বাঙ্গলার বিদায়ী লাটের সহিত বোম্বাইতে নবনিযুক্ত লাট লর্ড ব্রেবোর্ণের এই সাক্ষাৎ বর্ত্তমান নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই হইবে।

লর্ড ব্রেবোর্ণ ভারত প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইবে মনে করিয়া বিশ্বস্ত ইহার রাজনৈতিক মহলে এই ধারণা করা চলিতেছিল যে, নূতন লাট আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অন্য কেহ অস্থায়ীভাবে লাটের কার্য্য করিবেন। কিন্তু এক্ষণে এই সব জল্পনাকল্পনার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নরহত্যার অভিযোগ শিক্ষিত দম্পতি গ্রেপ্তার

পাতিয়ালা রাজ্যের বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী সর্দ্দার কর্তা সিং এবং তাঁহার শিক্ষিতা যুবতী স্ত্রী শ্রীমতী [illegible] নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে চালান দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, শ্রীমতী [illegible] কুমারীর [illegible] হত্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কর্তা সিং [illegible] এক সম্ভ্রান্ত শিখ পরিবারের লোক, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং ব্যারিষ্টার। তাঁহার পত্নী [illegible] জেলার একটী সম্ভ্রান্ত [illegible] পরিবারের মহিলা। তিনি শিক্ষিতা [illegible] পাশ।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা ও অন্যান্য পত্র

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্চতত্ত্ব ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাণী বা নামাবাদনামাবলী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলোচনে ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-নিবন্ধকুসুম ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ আর্টিকেলস অন বেদান্ত ।০
৭০। ব্রাহ্মণত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রাকারে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩৷০ কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একত্রে পাক্ষিক পাক্ষিক। বৈদিকভাষা শ্রীগৌড়মণ্ডল মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

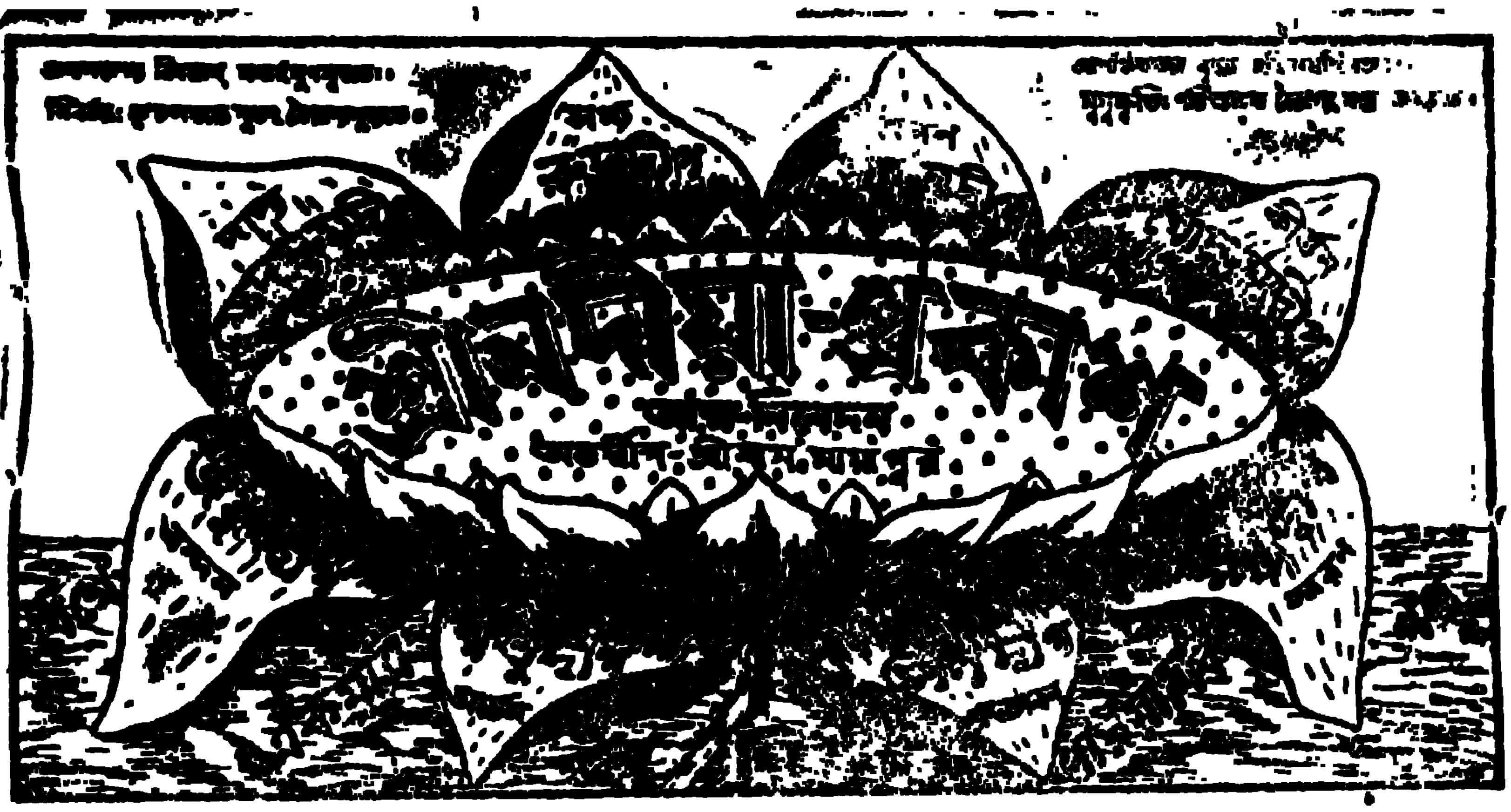

১২শ বর্ষ | ১৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১২শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ২০৬৪ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ দামোদর, নিখিল সর্ব্বোদশমী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

কৃষ্ণনাম চৈতন্যরসবিগ্রহ। আমার পাপের বা পাপার ভোগ্য নহে শ্রীনাম। কাণ, নাক, জিভ্ বা আমাদের বিভিন্ন ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের যাহা তর্পণ বিধান করে তাহাই ভোগ্য। যাহারা কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণপরিকর, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতিকে মুখে ভোগ্য না বলিলেও কার্য্যতঃ উঁহাদিগকে ভোগ করিতে চাহে, তাহারাই প্রাকৃতসহজিয়া।

অধোক্ষজ ভগবান্কে কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করা যায় না। যখনই ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা হইবে, তখনই মায়া-ভোগ হইবে। কৃষ্ণ যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থাকিবেন। ভোগ দুই প্রকার—ভুক্তিভোগ ও মুক্তিভোগ। উভয়ই ত্যাজ্য। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অভক্ত।

ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া শ্রীনামের ভজন না করিলে মায়ার সংসার হইয়া যাইবে, আর ব্রজবাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণসংসার লাভ হইবে। যদি সব সময়েই কৃষ্ণভজন না হয়, তাহা হইলে ব্রজবাসীর আনুগত্য হইতে খারিজ হইয়া যাইতে হইবে। বার্ষভানবী, নন্দ-যশোদা, সুবল-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রক, যমুনাজল প্রভৃতিই ব্রজবাসী। 'এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম'—এই বাক্যানুসারে সমস্ত 'অহং মম ভাব' ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। যাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া শান্তিলাভের জন্য এখানে আসেন, তাঁহারা যমুনার মুক্ত হইয়া যাইতে পারেন—শান্তরসের রসিকের ন্যায়।

ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজে বাসই সমস্ত উপদেশের সার। সেইরূপ মহাপুরুষ মথুরা জেলা বা যে জেলাতেই থাকুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ব্রজবাসের অসুবিধা হয় না। 'ব্রজ্' ধাতু অর্থে চলা; তিনি সর্ব্বদা চলিতেছেন—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে।

মায়াপুর

(২)

"এই মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের মূলভূমি। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করা উচিত নয়। ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যগত গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে নয়টী দ্বীপ সমস্তই নবদ্বীপ বটে, কিন্তু শ্রীমায়াপুর উক্ত ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং সর্ব্বাপেক্ষা অচিন্ত্য প্রভাববিশিষ্ট। অতএব বহু প্রাচীন বৈষ্ণবেরা এই শ্লোকটী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন

ষোড়শক্রোশং প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিদ্যাজ্ঞানাতটে॥
শিবপক্ষস্থং পক্ষিমতঃ পবিত্রং বতম্।
অন্তর্দ্বীপঞ্চ মধ্যা দ্বীপনীমাসনাভবম্।
ভবপঞ্চযোজনং কেচিদাহুঃ
ক্রোশত্রয়াত্মকং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীগৌরমন্দিরম্॥

শ্রীজাহ্নবী ও খড়িয়া নামে প্রসিদ্ধ ভাগ্দেবী শ্রীমায়াপুরকে প্রভুর ইচ্ছায় মর্ত্ত্যলোকের নিকটে গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে যতই লুক্কায়িত করুন না কেন, শ্রীযোগপীঠ পূর্ব্বস্থানেই আছেন। এইরূপই ভগবদ্গৃহের অবস্থা হইয়া থাকে। দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটের সময় সিন্ধু সমস্ত স্থান প্লাবিত করিলেন; তখন "বিনা ভগবদ্গৃহম্" এই বাক্যদ্বারা ভগবানের মন্দির যথাস্থানে ছাড়িয়াছিলেন। অযোধ্যা ও মথুরায় ভগবজ্জন্মস্থলেও তদ্রূপ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুর কিছুদিন লুপ্ত হইয়া প্রকাশ হইবেন, ইহা শ্রীবেদব্যাসের অবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ইঙ্গিতে লিখিয়াছেন। যথা—

"শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম
বেদে প্রকাশিব পাছে।"

চিন্ময় শ্বেতদ্বীপধামই যে শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলাস্থান তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিবেন। এই শ্বেতদ্বীপই জগতে মায়াপুররূপে উদিত হইয়াছেন। আমাদের প্রভু যখন যখন প্রপঞ্চে উদয় হন, তখন তখন নিজের চিন্ময় ধামের সহিত ও চিন্ময় রূপের সহিত দেখা দেন। সে মায়াপুরধাম জগতে একটী মোক্ষদায়িকা পুরী। যথা—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী
অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে
মোক্ষদায়িকাঃ॥"

অযোধ্যাদি ছয় পুরী নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকালে ছন্ন অবতার হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁর গৌরাঙ্গলীলা প্রকাশ করিবেন, একারণই মায়াপুর সম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশ প্রকাশ হয় নাই। কেহ কেহ শ্রীহরিদ্বারকে মায়াপুরী বলেন। কিন্তু শ্রীগর্গসংহিতা-গ্রন্থে শ্রীমায়াপুরকে গুপ্তভাবে কহিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীহরিদ্বারে একভাগ ও গঙ্গাতীরে বড়ভাগ। উর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে লিখিত আছে—

অযোধ্যা মথুরা কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
বারাণসী কুরুক্ষেত্রং পুষ্করো নৈমিষং তথা॥
বঙ্গদেশে নবদ্বীপে নিত্যধাম মহেশ্বরি।
ভাগীরথী-তটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্॥

কপিল-তন্ত্রে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥

ব্রহ্মযামলে—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে॥

পুনরায় উক্তগ্রন্থে—

ত্বং হি মায়া হরেঃ শক্তি দুর্ঘটনপটীয়সী।
চিন্ময়বস্তুনি তচ্ছায়া ভবসি সাম্প্রতং॥
ততো মায়াপুরাখ্যা যোগপীঠস্য ভূতলে।
প্রোক্তা মায়া তব খ্যাতিঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে প্রিয়ে॥

এই সকল শাস্ত্রবাক্য ও পূর্ব্ব মহাজন-শিক্ষা হইতে শ্রীঘনশ্যামদাস মহাশয় শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন, যথা—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥
গোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।

কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম নাম।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

এখন দেখুন শাস্ত্রবাক্য, প্রাচীন জনশ্রুতি ও মহাজন-প্রসিদ্ধি—এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতেছে, যে নির্দ্দিষ্ট যোগপীঠস্থ মায়াপুরান্তর্গত শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ। উহার অনতিদূরে শ্রীবাস অঙ্গন। শ্রীবাস-অঙ্গনকে নিকটবাসিগণ বহুকাল হইতে 'খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া থাকেন। "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" মায়াপুরের জনশ্রুতি কাগজে উল্লিখিত আছে। তাহারা বলেন যে, যে বাটীর দ্বার বন্ধ করিয়া মহাপ্রভু ১ বৎসর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই দ্বারে প্রবলপ্রতাপ চাঁদকাজী মহাশয় আসিয়া কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। সেই হইতে ঐ স্থানের নাম "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা"। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ঐ ঐ স্থানটীকেও পাশ্চাত্য মাপের একত্র করিয়াছিলেন এবং তথায় বৈরাগী বসাইয়া 'বৈরাগীডাঙ্গা' নাম দিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে যে—শিশুকালে শ্রীমহাপ্রভু দাদা বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিতে শ্রীবাসের মন্দিরে একক যাইতেন। শিশু বালকের একলা যাওয়া যতটুকু দূর হওয়ার সম্ভাবনা তাহাই দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বিচার দ্বারা স্থির হইতেছে যে, মায়াপুর পল্লী নাম যে নবদ্বীপ এবং প্রাচীন নবদ্বীপ। সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের দুর্গ, সম্রাট বল্লাল সেনের দিঘীকা ও কাজীনগর এই সমস্তই প্রাচীন নবদ্বীপে ছিল, এখনও আছে। প্রাচীন নবদ্বীপকে গঙ্গার পশ্চিম পারে কল্পনা করার আবশ্যকতা নাই।

কেন যে এইরূপ স্থান লুপ্ত হইয়া গেল এবং কেনই বা এখন পুনঃ প্রকাশ হইতেছে, তাহার একটু বিচার করা আবশ্যক। নদীর উৎপাতে মায়াপুরের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়াছিল এবং পরে বহুতর ধর্ম্মান্তরাশ্রিতদিগের দৌরাত্ম্য হওয়ায়, মুসলমানদিগের ক্রমোন্নতি ও শেষ অংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তথায় বাসস্থান কষ্টকর হওয়ায় তাহারা গঙ্গার পূর্ব্ব দেশ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে যান। শ্রীমায়াপুরের অবনতির এই দুইটী প্রধান কারণ। বিশেষরূপ তাহার দেখিলে প্রভুর ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ইঙ্গিত-বাক্য আলোচনা করুন।

"নবদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম
বেদে প্রকাশিব পাছে।"

এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি? অভক্তদিগের নিকটে এই কথার অর্থ নাই। কেন না যে, যখন তিনি লিখিতেছেন তখন নবদ্বীপের গৌরব পূর্ণরূপে ছিল। বেদ দ্বারা প্রকাশিব এ কথারও অর্থ নাই। কেন? বেদ নিত্যশাস্ত্র এবং তাহাতে "বদা পত্ত পত্ততি রুক্মবর্ণং" "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" "ব্রহ্মপুরং" ইত্যাদি মন্ত্রে মায়াপুরের মর্ম কথা প্রকাশ ছিল। অতএব বেদদ্বারে বেদশাস্ত্র বুঝাইবে না। বেদশাস্ত্রে 'চারি অঙ্ক' খুঁজিতে হইবে। কিছুদিনের মধ্যে প্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব লুপ্ত হইবে এবং ৪ অঙ্ক পরিমিত সময়ে পুনঃ প্রকাশিত হইবে, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। ৪ অঙ্কের তিনটী অর্থ। প্রভুর জন্ম হইতে চার শতাব্দি পর—এই এক অর্থ। সেই চারি শতাব্দীতে ৪ যোগ করিলে ৪০৪ অব্দ হয়। ৪০৪ মায়াপুর ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হইলে শ্রীনবদ্বীপ-মাহাত্ম্য গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। পুনরায় তাহাতে ৪ অঙ্ক যোগ করিলে ৪০৮। হয়। এই অব্দে মহাপ্রভু শচীগৃহে পুনরায় প্রকট হইলেন। তাই "বেদে প্রকাশিব পাছে" এই বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বলিয়াছেন ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন। এতদ্বারা প্রভুর আজ্ঞা ও দেশে বিদেশে সুগন্ধ হৃদয়প্রেরণা যাহা যাহা হইয়াছে তাহা শুনিলে ভক্তগণ চমৎকৃত হইবেন। সে সব কথা আমরা বহুতর ভক্তের মুখে নিকট হইতে শুনিয়াছি এবং কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও পত্রে পাঠ করিয়াছি। সে সব কথা মুদ্রাঙ্কিত করা যায় না। সজ্জন ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন।"

বৈচা নিবাসী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় ১৩০১ সালে স্বচক্ষে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ দর্শন করিয়া "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

আমরা বিগত জন্মোৎসবে (১৩০০ সালে) শ্রীমায়াপুর গমন করিয়াছিলাম। শ্রীমায়াপুর কোথায়, একটু নির্দ্দেশ দেওয়া অনাবশ্যকীয় নহে। ভক্তিরত্নাকরাদি প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রাদি উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবে নয়টী ভিন্ন ভিন্ন স্থান লইয়া নবদ্বীপ। এই নয়টীর মধ্যে অন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর), সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), মধ্যদ্বীপ (মাজিদা)—এই ৪টি গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত এবং কোলদ্বীপ (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ), ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর), জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর), মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া) গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত।

নবদ্বীপ মণ্ডলের পরিধি ষোলক্রোশ। মণ্ডল বলিতেছি কেন? শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবনের ন্যায় পদ্মাকৃতি গোলাকার। অষ্টদিকে অষ্টদলস্বরূপ আটটী স্থান, মধ্যস্থলে কর্ণিকাস্বরূপ অন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর)। অতএব নবদ্বীপ অষ্টদলপদ্মের ন্যায়।

যে স্থানটিতে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছেন সেখানেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটী ছিল। স্থানই স্থানের পরিচয় দিয়াছে। 'তুলসীকাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।' এই স্থানটীতে একটি 'অমর' তুলসীকানন বিদ্যমান আছে। পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় দ্বারা বৈষ্ণবসমাজ সমস্ত বঙ্গসমাজ কৃতার্থ হইয়াছে।

তাঁহাদের এই কার্য্য ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ ও যত্নেই সম্পাদিত হইতেছে। তিনি বহু অনুসন্ধানে বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ, যুক্তি, জনশ্রুতি, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নির্দ্দেশ এবং সরকারী দলিলাদি মিলাইয়া শ্রীজগন্নাথমিশ্রের বাটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোগপীঠ স্থানটী একটু উচ্চ। গঙ্গা ও খাড়িয়া নদীর উৎপাতে যখন মায়াপুরাদি স্থান একটু অবস্থান্তরিত হয়, যখন প্রাচীনগণ নিজ নিজ বিগ্রহাদি (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গৌরমূর্ত্তি, প্রৌঢ়ামায়া, বৃদ্ধশিব প্রভৃতি) সহ পশ্চিম পারে উঠিয়া আশ্রয় করেন তদবধি ইহা এইরূপেই আছে। গঙ্গা প্রাচীন নবদ্বীপের ধ্বংস সাধন করিয়াও শ্রীমহাপ্রভুর স্থানটি যেমন তেমনই রাখিয়াছে। কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি স্থানে মুসলমানগণ বসতি করে, তাহাতে অজ্ঞলোক কেহ কেহ মায়াপুরের নাম 'মেয়াপুর'ও বলিয়া থাকে। অজ্ঞলোকের কথায় কিছু আসে যায় না। সরকারী কাগজ, কাজীবংশের হাতে পূর্ব্বকালের অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐস্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ বলিতে লাগিলেন যে, এই উচ্চ স্থানটি শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা ইহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্ব্বে যে তুলসীকানন ছিল, তাহারই চারা উঠিল। এইরূপে তাহাদের বহুবারের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়।

তথায় তাহারা একমত হইয়া তুলসীগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিন কতক যাইতে না যাইতেই আবার তুলসীবৃক্ষ!!! আবার উৎপাটন, পুনর্ব্বার তুলসীর আবির্ভাব!!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল। ভাবিল যে, উহাকে পতিত অবস্থায় কদাপি ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, পতিত স্থানটী (ভিটা) যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে হইবে, এখানে তাহারা গোরস্থান অর্থাৎ গোরস্থান করিবে। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর কি লীলা! স্থানটী ব্যবহৃত হইল না। গোরদিবার জন্য যখন মৃত্তিকা খনিত হয় তখন উপর হইতে মৃত্তিকা খসিয়া পড়িয়া গর্ত্তটী ভরিয়া যায়। মুসলমানগণের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল!! তৎপরে ঐ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে কেহ কেহ রক্ত বমি করিয়াছিল এবং কেহ কেহ ঐ স্থানটিতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। তখন তাহাদের প্রাণের প্রাচীনেরা বলিল 'এখানে কিছু করা ভাল নহে, বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন—এখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন। এখান আমাদের পীর-স্থান, এখানে কিছু করিবে না।' মুসলমানগণ আরও বলিল যে, ঐস্থানে কখন কখন তাহারা কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আর আমাদিগকে নিম-বৃক্ষের একটী মরেল ঝাড় দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, ঐ ভূমিটীও অমর; আজ প্রাচীনগণ শতকালাবধি ইহা যেরূপ দেখিয়াছেন অদ্যাপি তাহা সেরূপই আছে। কাটা গাছটির গুঁড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে দেখলাম। তাহারা বলিল—

এই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে আবার এইরূপ নূতন মুকুল ফুটিয়া উঠে। নিমাই যে নিমের নীচে জন্মগ্রহণ করেন, সে বৃক্ষটি কাটিয়া অধিকার দেওয়া হয় নাই হয়; ইহা সেই প্রাচীন বৃক্ষের ঝাড়।"

বাংলা ১৩০০ সালে কৃষ্ণনগরে যে নবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী-সভার অধিবেশন গঠিত হয় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই বঙ্গভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামই সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। এই ধামের পরিধি ষোল ক্রোশ ও ব্যাস প্রায় পঞ্চক্রোশ। ত্রিস্রোতোময়ী গঙ্গাদেবীর উভয় পারে শ্রীনবদ্বীপের আয়তন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান। সেই স্থানে শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় লিখিয়াছেন ও শ্রীজগন্নাথ শিরোমণি তার-শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত টীকা রচনা করেন। সেই সভায় নদীয়া জেলার তাৎকালিক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কেদারনাথ দত্ত রায় বাহাদুর অতি প্রকৃষ্টরূপে মানচিত্রে দেখাইলেন যে, পুরাণ বর্ণন, জনশ্রুতি এবং স্থান-পরিমাণ দ্বারা সেই যোগপীঠকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ 'খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা' গঙ্গাদাসের স্থান অর্থাৎ এখানকার সিদ্ধের ডোবা এবং কাজীমহাশয়ের বাটী। এই তিন স্থান হইতে বিচার করিলে উক্ত সভায় বিশেষরূপে দৃঢ় হয়। কৃষ্ণনগরের সেই সভায় বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, জমিদার, উকীল ও খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। যথা—পরলোকগত শ্রীযুক্ত কুমার ঘোষ, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, অক্ষয়নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, মহেশচন্দ্র পাল চৌধুরী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

১৭৮০ ইং সালের এই স্থান যাহা বিলাতে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে লেখা published according to Act of Parliament by J. Rennel Surveyor general, Aug. 25 1780. তাহাতে বেলপুকুরীর (গঙ্গা ও খড়িয়া সঙ্গমে) ঠিক উত্তরভাগে দেখিতে পাইবে যে, নদীয়া সহরের অধিকাংশ প্রায় ঐ স্থানে

কুড়াইয়া দিতেন কিন্তু চাকরি এখন নাই। এখন আবদ্ধ আছে হওয়া দুষ্কর।

(পূর্ব্বপারেই) যেখানে আছে এবং উহা ঐ পল্লীতে স্বতন্ত্র।

এ বিষয়ে Dr. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. 1. P. 367 (24 Parganas) এ এইরূপ লিখিত আছে - To Baira (Kharia) belongs the little town of Mayapur near the Bardwan boundary where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin, who is said to have been the teacher of Husain Saha, King of Bengal (1494 - 1522 A. D.).

On the bank of the river immediately opposit the present Nabadwip is the village Bamanpukur in which is to be found a large mound known as 'Ballaldighi' said to be the ruins of the king's palace (Nadia Gazetteer).

Hunter's statistical Account গ্রন্থে (page 142) বর্ণিত আছে—"On the other side of the ruins there is a large mound still called after Ballal Sen. The founder Lakshman Sen built a palace of which the ruins are still extant.

ঐ রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছিল 'বল্লালদিঘী' নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। Nadia Gazetteer Hunter's Statistical Account প্রভৃতি পুস্তকেও এই বল্লালদিঘীর বিষয় উল্লেখ আছে।

এই প্রাচীন নবদ্বীপ নগর সম্প্রতি 'নবদ্বীপ' নামে পরিচিত না হইয়া বামনপুকুর, বেলপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদিঘী, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, টোটা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যেখানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীমুরারি গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল তাহাই সম্প্রতি শ্রীধাম-মায়াপুর নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন খাতের পরিবর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন নবদ্বীপ নগরের প্রভুজন্মস্থান ব্যতীত অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল। সুতরাং অধিবাসিগণের অধিকাংশই নিকটবর্ত্তী স্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

মহাপ্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়াগ্রাম বা পাহাড়পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থানেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপনগর কালিদহ বা কালিয়াদহের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর নদীয়া নগরী বর্ত্তমান মিয়া, শঙ্করপুর, রামপাড়া প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। গঙ্গার গতির এই পরিবর্ত্তন এবং প্রাচীন নদীয়ার বসতির ঐরূপ পরিবর্ত্তন Nadia riversএর ইতিহাস, মুখো বাগানের ম্যাপ Rennelএর ম্যাপ এবং Blockmans ম্যাপ প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

ইং ১৯০৫ সালে London museumএ বৃটিশ Admiralty (নৌবিভাগের) যে প্রাচীন মানচিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ১৬শ শতাব্দীতে যে গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর বর্ত্তমান ছিল তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরই যে প্রাচীন নবদ্বীপে অবস্থিত তৎসম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রাজকর্ম্মচারী ও কলিকাতা Museumএর ভূতপূর্ব্ব সংরক্ষক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় সুদীর্ঘ সুবিচার্য্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ইং ১৯৩৫ সনের "ভারতবর্ষ" পত্রিকা পড়িলে তাহা জানিতে পারা যায়।

১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী বঙ্গের বর্ত্তমান গভর্ণর মাননীয় Sir Anderson মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের নিমিত্ত পারিষদবর্গ সহ আসিয়াছিলেন তিনিও British Admiraltyর মানচিত্র লক্ষ্য করিয়া ১৬শ শতাব্দীতে যে গঙ্গার পূর্ব্ব পারেই 'নবদ্বীপ' ছিল তাহা স্বীকার করেন এবং এ স্থানটী শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী জানিয়া বিশেষ প্রীত হন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটার মধ্যে অবস্থান করিয়া বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ধাম সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

শ্রীধাম মায়াপুরে বর্ত্তমানে Post and Telegraph office হইয়াছে। প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে উহার স্থাপনের সময় উহার নাম শ্রীমায়াপুর হইবে বলিয়া স্থির হইলে শ্রীমায়াপুর বিরোধী মুসলমানগণ, তাহাদের দ্বারা উত্তেজিত নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ আপত্তি করিলে তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, সি, দাসের নিকট একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয়পক্ষের প্রমাণাদি সকল দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহা নির্দ্ধারিত করেন এবং ইহাই যে প্রাচীন নবদ্বীপ তাহাও গভর্ণমেণ্টের দলিল-পত্রাদি হইতে স্থিরীকৃত হয়। তদবধি এখানকার সাব্‌পোষ্ট অফিসের নাম "শ্রীমায়াপুর" বলিয়া বিখ্যাত হয়।

সরল-বিশ্বাসী আস্তিক হিন্দুমাত্রই জানেন যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের স্থান কখনও গঙ্গাগর্ভগত হইতে পারে না। ভগবানের জন্মস্থান অপ্রাকৃত, তাহার বিশেষ অচিন্ত্য-প্রভাব আছে। বিশ্বসংসার প্লাবিত হইলেও ঐস্থান যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বর্ত্তমান থাকিবেই। ভারতবর্ষের কোথাও ভগবানের জন্মস্থলী নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্বার্থের জন্য উদরসর্ব্বস্ব পাপিগণ আজ কতই না মিথ্যার আশ্রয় লইতেছে। তাহারা তিলক মালা পরিয়া বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া ভেট লইয়া ঠাকুর দেখান, পয়সার জন্য ভাগবত পাঠ ও অর্থের জন্য মন্ত্র-দান করিতেছে। তাহারা মুখে গৌরাঙ্গের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গার গর্ভগত হইয়াছে, এই মিথ্যা কথা প্রচার করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন না; যেন মহাপ্রভু তাহাদের জীবিকার্জ্জনের যন্ত্র হইলেই মহাপ্রভু—নতুবা তিনি কিছুই নহেন।

তারপর শ্রীমায়াপুরের বর্ত্তমান মুসলমানগণও অজ্ঞতা হেতু এবং উচ্চারণ-দোষে এই স্থানকে মেয়াপুর বলিলেও কদাপি 'মিঞাপুর' বলিয়া তাহাদের মতে পীরের (মহাপ্রভুর) স্থানকে উপহাস বা অবজ্ঞা করে না। কিন্তু গৌরভজনার ভান করিয়া কলির সাক্ষাৎ চর কুলিয়াবাসী বিগ্রহ-ব্যবসায়ীরা এ স্থানকে 'মিঞাপুর' বলিয়া সরল লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। হায়! ইহা অপেক্ষা জীবের দুর্গতি ও মিথ্যাচার আর কি হইতে পারে? ইহাদের অপেক্ষা সত্যবাদী বিধর্ম্মী মুসলমানগণও ভাল।

অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রতি ঠাকুর বাড়ীতে ভেটের জন্য কিরূপ উৎপীড়ন। তবে এ সহরে যে শিক্ষিত ব্যক্তি নাই তাহা নহে। তাঁহারা সাহস পরিচিত হইবার জন্য দূরদেশাগত যাত্রীদিগের সময় ও অবসরই বা কোথায়। এই শ্রীমায়াপুরে আসিয়াও যখন লোকের এস্থান সম্বন্ধে সকল জানিয়া লইবার সময় হয় না তখন অন্যত্র যাইয়া যে তৎসম্বন্ধে বেশী কৌতূহল হইবে তাহা আমরা মনে করি না। তবে শ্রীধাম-মায়াপুর-বিরোধীগণ এই স্থানকে ব্যক্তিগতভাবে বা বিরুদ্ধভাবে প্রচার করিতেছে। তাহারা লোকের মনে এই সত্য স্থান সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাইয়া তাহাদের অন্তরে এবং প্রকৃত সত্যানাদের কথা জানিবার সুযোগ দিতেছে। শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রহ্লাদ মহারাজ অপেক্ষা হিরণ্যকশিপু অধিক প্রচার করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে প্রহ্লাদের মহিমা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মেঘ আর কত কাল সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ-বস্তু, সে প্রকার ভগবানের জন্মস্থান ধামও স্বপ্রকাশ-বস্তু। ভক্তগণ তাঁহার মহিমায় দিন দিনই আকৃষ্ট হইতেছেন, আর স্বার্থপর, মৎসর ব্যক্তিগণ ভগবানের ধাম ও ভক্তগণের আনন্দ দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। লোকলোচনে ক্রমশঃই তাহাদের কলঙ্কিত চরিত্রের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে ও তাহাদের গলার খর্ব্ব হইতেছে। ধামবিরোধিগণ এ যাবৎ শ্রীমায়াপুরের কোন বাধা ঠেকাইতে পারে নাই। তাহারা মিথ্যা কথা, ধনবল, জনবল ও সাম্প্রদায়িক দ্বারা প্রকৃত সত্যকে আবরণ করিবার যত চেষ্টা করিয়াছে সত্য ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ও পরে তাহাদের দুর্নীতি সকলেই অবগত হইয়াছে। আজ সুদূর ইংলণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শ্রীধাম-মায়াপুরের কথা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা, গৌরজনের কথা অপ্রতিহতভাবে প্রচার হইতেছে। Oxfordএ Congress of Faiths মহা সম্মেলনীতে সহস্র সহস্র বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের সমক্ষে ভারতবর্ষ হইতে একমাত্র গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমৎ অপ্রাকৃত বাক্সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু 'হরিনাম মহামন্ত্র' সকলকে কীর্ত্তন করাইয়াছেন এবং মহাপ্রভুর কথা যথাযথভাবে ব্যক্ত করিয়া গৌরভূমির, সমগ্র ভারতের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। স্বার্থপর ও চতুর্ব্বর্গ-কামী ব্যক্তিগণ সংকীর্ণতা দ্বারা গৌড়ীয়মঠের, মহাপ্রভুর স্থানের কোনও আলোকই দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু অহো! সুদূর ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীমায়াপুর হইতে মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইবে—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

শ্রীধাম মায়াপুরে এ যাবৎ বহু শ্রীমন্দির, ধর্ম্মশালা, রাস্তাঘাট ভক্তগণের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে বৈদ্যুতিক আলো, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, প্রাইমারী স্কুল, ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। অচিরেই E. B Ry. lineএর কৃষ্ণনগর হইতে Broad Gauge line হইবার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, চিত্রে নবদ্বীপ, নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ের পত্রিকা প্রভৃতি বহু প্রামাণিক গ্রন্থে শ্রীমায়াপুরের কথা আছে।

সাধুসঙ্গে হৃদে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভাবতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে স্থিত মঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রভু-পাদিপ্রচারকের 'নদীয়া প্রকাশ' দপ্তর আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাস্পদ শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) স্বানন্দ আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমদনদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনন্দসুত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপটাজিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরামেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাগ বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মধ্বীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কোব্বুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমডুঙ্গা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাদশা ভোগ নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
মিহি বেলুন	৩৸৵০

আতপ—

দুধের আতপ	৪৲	৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০	
দাদখানি আতপ	৫৷০	৭৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০	
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০	
কাটারীভোগ		
ঐ বেলুন	৩৵০	

চিনির দর

[illegible], চাইন	১০॥৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] দানা	৯৷০
[illegible] দানা	৮। —৯৵০
[illegible] দানা	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৫।
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৯৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫॥৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৪॥০—৪॥৵০
[illegible]	১৪৵০—১৸০
[illegible]	১৪৵০—১৪৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৭০৲

পাকিস্তান	৪৸০
ডাল	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৩১৸৵

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বার)

মার্কা	৯৵০—৯॥৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেষ্টেড ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০॥৵
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (বীম)	১০॥৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮॥০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮॥৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট সীট।	।৵০
২৪ গেজ—	১৪॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	১৬৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৬৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

সীট	।৵১০—৸৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (দাগিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা দর	৩।০—

গাড়ী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬।০—৬॥০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ " ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, বোল্টু, দরজার	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

দর	৮॥০—১১।০

নূতন ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

চটকলের হাপর ৫৵০, পাটের হাপর ৬॥০

তুলার হাপর ৪।০

তুলের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আমেরিকা গোল্ডেন কাইন	৫৪৲
[illegible] আমেরিকা কড়ক	৪০৲
করাচি ফুলের কাইন	৪৩৲
ভারতী শাখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গল মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
[illegible]	২৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

ঘোষাল ব্রাদার্স অফিস
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible] বাটী [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible]

নদীয়া জেলার শ্রেষ্ঠ স্কুল। [illegible] বোর্ডিং [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] পৃথক [illegible] ছাত্রগণের ব্যবস্থা [illegible] পোষাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা [illegible] বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible]।

মেধাবী ছাত্রগণের [illegible]

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর পাইতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] মেধাবী ছাত্রগণকে [illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—
[illegible]	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
[illegible]ঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৪২

শ্রীমায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩৩
[illegible]	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠতীর্থের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জ্বরে [illegible] বহু [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] ভয় কাটিয়ে [illegible]। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] এক একবার সেবন করিলে [illegible]। এক বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। [illegible]।

ঠিকানা—১২নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্যের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
" সিকিকলম ৩৲	৪৲	৩৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা বিনা মূল্যে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিরত্নাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরসেবা এবং গবেষণাপূর্ণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার-ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যানন্দ গৌড়ীয়মঠ, চৌলাদী মারহাব; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর —নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃঃ ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

ভক্তি-বৈষ্ণবসাহিত্যের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া" এবং ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাধারমণ বাটিকা। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" প্রভৃতি পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REGD NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্যপাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ববিধ মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে কার্তিক, ১৩৪৪, ৬ই নভেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২০৪]

বিবিধ সংবাদ

—(৫(১১)০)—

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন সভাপতি সম্বন্ধে প্রস্তাব

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায়কেই বিষ্ণুপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি পদে নির্বাচন করা হউক।

জার্মাণীর উপনিবেশ দাবী

হের হিটলার ম্যানডেটের বৈধতা অস্বীকার করিবেন বলিয়া প্যারিসের সংবাদপত্রে যে খবর বাহির হইয়াছে, বার্লিনে তাহার এরূপ কোন গুজব দেওয়া হয় নাই।

রাজনৈতিক মহলে প্রকাশ যে, জার্মাণ সরকারের মতামত জানিবার জন্যই এরূপ খবর প্রকাশিত হইয়াছে এবং এবিষয়ে তাঁহারা কিছুই জানেন না। অবশ্য এ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, জার্মাণীর উপনিবেশের দাবীর বিষয়ে কোন সময় অবশ্য কিছু করা হইবে।

ট্রেজারী হইতে ৩১২০০০৲ টাকা উধাও

পাটনা বাঁকীপুর ট্রেজারীর কর্তৃপক্ষ ২০০০৲ টাকা তহবিল তছরূপের দায়ে গত শুক্রবার পুলিশ ঐ ট্রেজারীর একজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহার নিকট কতকগুলি জাল মুদ্রা পাওয়া যায়। ঠিক গণনা না করাতেই তহবিলের গোলযোগ হয় এত অধিক টাকা সরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সকাশে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বুধবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত দেশের বর্তমান বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে প্রায় এক ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা

৩রা নভেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় ডিউক অব অরেঞ্জের পুরাতন প্রাসাদের বলরুম হলে একটী প্রাচ্য সম্মেলন আরম্ভ হয়। বেলজিয়ামের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী মিঃ স্প্যাক সভাপতি নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে সম্পূর্ণ একমত তাহা এই সম্মেলনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ নরম্যান ডেভিস (যুক্তরাষ্ট্র) বলেন যে, তাঁহাদিগকে চীন জাপান বিরোধ সম্পর্কে একটী সর্বসম্মত ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

জাপান সম্মেলনে যোগদান না করায় মিঃ এন্টনী ইডেন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এতদ্বারা সম্মেলনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে অন্তরায়ের সৃষ্টি হইবে। অতঃপর মিঃ ইডেন বলেন যে, তাঁহাদের সাফল্যমণ্ডিত করিবার পথে যে সব প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হইবে তাঁহাদিগকে তাহা হইতে ধর্ম প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে।

মিঃ দেলবো (ফ্রান্স) বলেন যে, জগতের সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ ও জ্ঞানসম্মত কাজ করিতে হইবে।

কাউণ্ট সেয়ার মোয়াস কোর্ট বলেন যে, সম্মেলনে সত্য ও বাস্তব বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে এবং দুইটী পরস্পর বিরোধী দলকে এক করিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইবে।

ওয়েলিংটন কু (চীন) সম্মেলনে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলেন যে, জাপান সর্বদাই এই বলিয়া প্রতিবাদ করে যে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের সুদূর প্রাচ্যের সমস্যাসমূহের মর্ম উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই।

তবে ইহা সত্য যে, জাপান কেন তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া শুধু তাহাই নহে, নিজের স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া পররাষ্ট্র আক্রমণের নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। অতঃপর মিঃ কু জাপানের আক্রমণের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইতিপূর্বে এই নৃশংস আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়াছে। মিঃ কু বলেন, জাপান যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা আয়তনে বৃটেন জার্মাণীর সমান। এশিয়া ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তারের লিপ্সায় জাপান মুকডেনের ব্যাপার এবং সাংহাইর সায় এক কর্তৃক স্থাপনের পূর্ব হইতেই এই নীতি অবলম্বন করিতেছে।

ইঙ্গ-ইতালীয় মৈত্রী

গত গ্রীষ্মকালের শেষভাগে সিনর মুসোলিনীর সহিত ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর যে পত্র বিনিময় হয় তৎসম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী পার্লামেন্টে একটী বিবৃতিতে বলেন যে, সিনর মুসোলিনীর নিকট হইতে সিনর গ্রাণ্ডির মারফতে একটী বন্ধুত্বমূলক বার্তা পাইয়া তিনি (প্রধান মন্ত্রী) সিনর মুসোলিনীর নিকট এক পত্র দিবেন। তাহাতে তিনি দীর্ঘকালের বন্ধুত্বের পরও যে ইতালী ও ব্রিটেনের মধ্যে এক্ষণে পূর্বের ন্যায় প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান নাই, এইজন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, পরস্পরের মধ্যে যে মতান্তর ও অবিশ্বাসের ভাব বর্তমান, তাহা দূর হইলেই পূর্বের সম্প্রীতি ফিরিয়া আসিতে পারে এবং স্পষ্টভাবে জানান যে, উদ্দেশ্যে আলোচনা করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল সময়েই প্রস্তুত আছেন। সিনর মুসোলিনী আনন্দে উত্তর দেন এবং জানান যে, ঐ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিতে তাঁহারও আন্তরিক মত আছে।

সোভিয়েট প্রতিনিধির মন্তব্য

মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ ২রা নবেম্বর নিরপেক্ষতা কমিটিতে মেইস্কী বলেন যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষতা চুক্তির অবসান ঘোষণা করে নাই। অন্যান্য স্বাক্ষরকারী যতখানি ঐ চুক্তি মানিয়া চলিতে বাধ্য সোভিয়েটও ততখানি বাধ্য কিন্তু গত ১ মাসের ঘটনাবলী হইতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিরপেক্ষতার নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গত ২০শে অক্টোবর কাউণ্ট গ্রাণ্ডি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে সোভিয়েটের এ বিশ্বাস কিছুমাত্র কমে নাই, স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণের প্রশ্নের ক্রত মীমাংসার পরিবর্তে ইতালী, জার্মাণী ও পর্তুগালের গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতিভঙ্গ নানা অজুহাতে এবং নানা প্রকারে উহাতে বাধাদান করিয়াছে। মেইস্কী জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ পরিকল্পনার বিতর্কমূলক অংশের উপর সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কোন ভোট দিবে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬.
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ভজন-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতগুচ্ছ ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাচরিতম্ গৌরক্ষঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্শন ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সান্নবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াপুরবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ আর্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। দিলেক্টিভ আর্ডস ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯.

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে শতশত মহাজনগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রবন্ধও রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

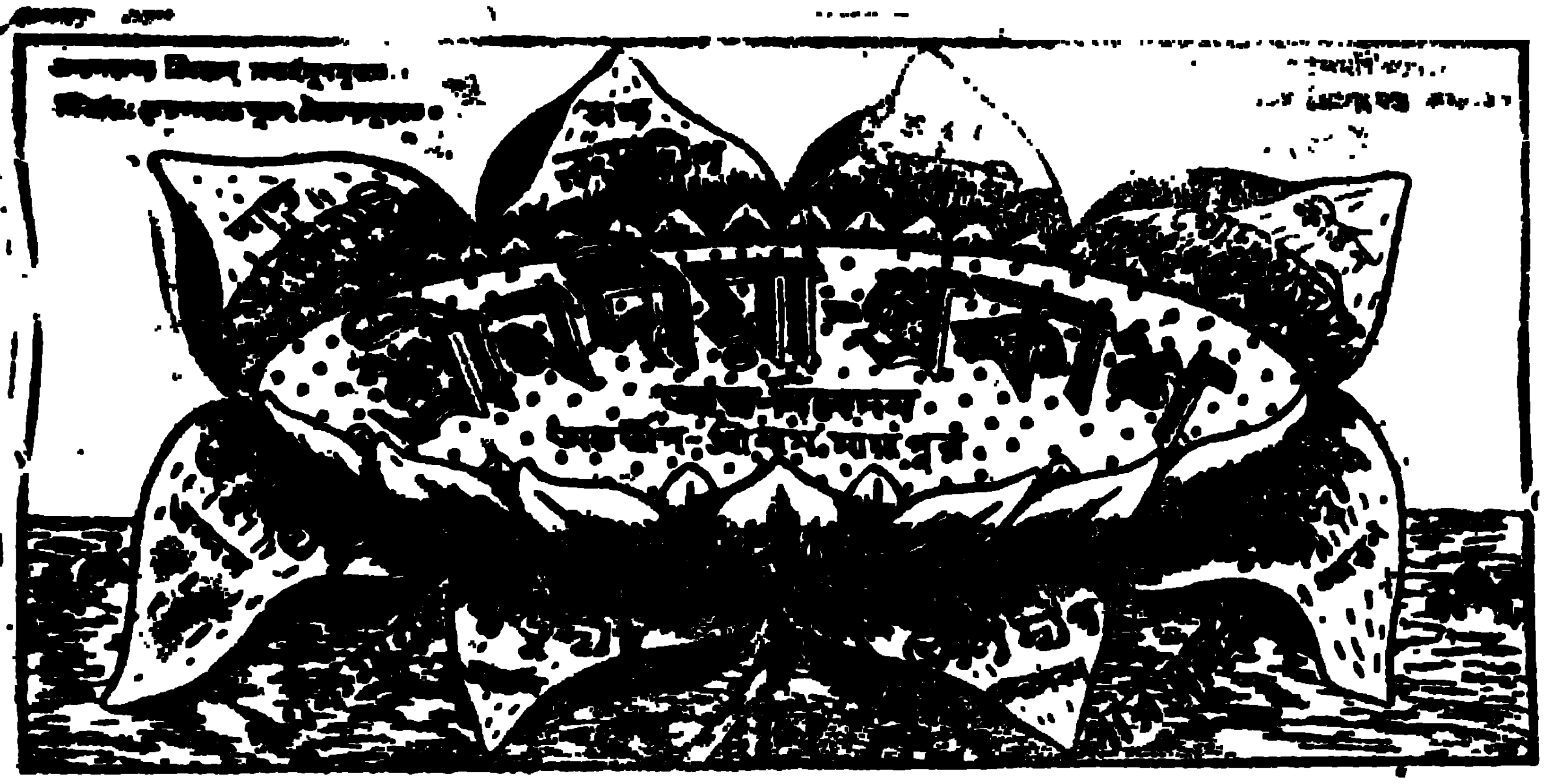

১২শবর্ষ | ১৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে | বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, শনিবার | ২০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——:(০):——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

গত ৩রা অক্টোবর বুধবার শ্রীশ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের স্বয়ং উপস্থিতিতে ও নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায় হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধন-পূজা-বিবরণ পাঠ করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশমত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক, শ্রীরূপের অষ্টোত্তরশতনাম ও 'মনোশিক্ষা-স্তব' গীতি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে গো-পূজা ও গোবর্দ্ধন-পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং নাটমন্দিরের অপর স্থানে মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে গোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পূজাদি অন্তে সুবৃহৎ নাটমন্দিরে সংগৃহীত চতুর্ব্বিধ সুস্বাদযুক্ত ১২০০ প্রকারের নৈবেদ্য দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভোগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং নিবেদিত ভোজ্যের আবরণ উন্মোচন করিলে সকলে সমবেত জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি সহকারে অন্নকূটের নৈবেদ্য-সম্ভার দর্শন করিতে থাকেন। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমস্ত সহস্র ব্যক্তিকে অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় ২২ হাজার বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত সজ্জন এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে আগমন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

—

অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা

ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ত্রিপুরা ষ্টেটের মাননীয় চীফ্ জাষ্টিস্ কে, সি, নাগ এম্-বি-ই, বার-এট্-ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কলিকাতা অ্যালবার্ট-ইন্‌ষ্টিটিউট-হলে 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সারগর্ভ চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

——

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশে গত ৩রা অক্টোবর বুধবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বিপুল আয়োজনে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব ও শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীমঠের সুশোভিত সুবৃহৎ নাটমন্দিরে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত ৯০০ প্রকারের অধিক প্রকারের ভোগ-সামগ্রী পূজা উপলক্ষে প্রস্তুত করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতেই পাঠ-কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। গত বৎসর অপেক্ষা এবারেও ধনী ও দরিদ্র অগণিত ব্যক্তি ও প্রচারক ও অভ্যাগত অন্নকূট দর্শন করিবার জন্য সকাল হইতেই শ্রীমঠে আসিতে থাকেন। সন্ধ্যায় বিরাট্ সভায় দিনাজপুরবাসী শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব সরস্বতী প্রভু বিরাট্ জনতার সমক্ষে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসবোপলক্ষে আগত সহস্র সহস্র বিশিষ্ট এবং সাধারণ ব্যক্তিকে অকাতরে অন্নকূটের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

পুরুষোত্তমে ঊর্জ্জব্রত

গত ৩১শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর রবিবার হইতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীঊর্জ্জব্রত উপলক্ষে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বত, টোটাগোপীনাথের মন্দির, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী ও শ্রীমন্দির সংকীর্ত্তনসহ প্রত্যহ প্রত্যূষে পরিক্রমা করিতেছেন। মঠে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং বেলা দুই ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী প্রভু প্রাঞ্জল ভাষায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার সুললিত পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছেন।

——

আদর্শ সেবা

শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মান্যাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বনগ্রামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা-প্রকাশ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রচারকার্য্যে সহায়তা এবং যথাসাধ্য অর্থাদি প্রদান করিয়াও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা কার্য্যে গৃহস্থভক্তের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি অমায়িক, সরল, নিরভিমান ও নিষ্কপট সজ্জন। তাঁহার সেবার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া আমরা সকলেই পরমানন্দিত তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

——

ভক্তি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সেবকের সেবা লইতে আজিকে
সেব্য গোধন,
অনন্ত অপার ইন্দ্রিয় তাঁ'র চাহিছে তৃপ্তি ধন।
সেব্যের সেবা গ্রহণের সীমা
যত বড় বেড়ে যায়,
সেবক-সেবার নবরূপ ফোটে—
রূপ-কেহ নাহি পায়।
শত মুখে খেলে, শত হাতে নিলে,
খেলের কৌতুকজন,
কোটি ইন্দ্রিয় চোখ্ না
আমার সেবিতে পরাণ-ধন।
গোবর্দ্ধনের শ্রীদ্বারকা-শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার
এই রূপে,
অপূর্ব্ব সেবার বিচিত্র বারতা শিখান
আপন রূপে।
ভুবীজন তাঁর চরণের ছায় আজি
দীন প্রায় যায়,
আকুল হৃদয়ে প্রণতি জানায় দেখা তা
নাহি পায়।
সেবার আজিকে অপরূপ শোভা
নন্দন-নন্দনে,
শুধু বার বার চাহি কর দাও
বেদনা-পীড়িত মনে।

ভক্ত কৃষ্ণপ্রাণ ধন শাস্ত্রের প্রমাণে। 'ভক্তরূপে কৃষ্ণ বৃন্দ' কহেন ভক্তগণে।

জীবের দেহ ভগবদালয়—চৈতন্যময় মন্দির; ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ্য, লেখ্য প্রভৃতি অর্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান।

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড)

[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ দামোদর, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫.

সংক্ষিপ্তি

নাম, নামাপরাধ ও নামাভাস এক জিনিষ নয়। নামাপরাধ—নাম ও নামাভাস নয়, নামাভাস—নাম ও নামাপরাধ নয় এবং নাম—নামাভাস ও নামাপরাধ নয়। নামাভাসের ফল কখনও ধর্মার্থকাম আবার কখনও অর্থ, ধর্ম ও কামের অন্ত্যজ অপবর্গবিমুখতার হস্ত লাভ। নামাভাসে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-জ্বালা ও ভব-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ হয়। আর নামোদয়ে সর্বানর্থনাশ এবং সকলের শেষ প্রাপ্য শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

নামোদয়ের প্রাগবস্থা—নামাভাস যেমন পূর্ণ সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আলোকিত হয় এবং এ অরুণোদয়াবস্থা সূর্যোদয়ের সূচনা করে তদ্রূপ শুদ্ধনামোদয় লাভ হওয়ার পূর্বে নামাভাসরূপ একটী প্রাগাবস্থা উদিত হয়। নামাভাস জীবের প্রধান মুক্তি দানে সমর্থ হয়। দান, ব্রত, যোগ, যাগ প্রভৃতি জাগতিক শুভকর্মাপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ।

নামাভাস দুই প্রকার—স্বরূপ নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। স্বরূপাভাস বা ছায়াভাসে বস্তুর পূর্ণ কান্তি সঙ্কোচভাবে প্রকাশিত হয়। যথা—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরে স্বরূপ [illegible] অল্প আলোক। প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপের বৈপরীত্যভাব অন্যাকারে ভাসিত হয়। যেমন জল হইতে প্রতিবিম্ব আলোক উদ্ভাসিত হইয়া প্রকাশিত হয়। জ্ঞান-মুক্তি-স্পৃহা। জীবের চক্ষু অজ্ঞান ও অনর্থ কুজ্ঝটিকা ও মেঘরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত তখন সেই সূর্যের আচ্ছাদিত ভাব বা আলোক পাইয়াই হয়। এই অবস্থায় নামাভাস অনেক শুভ ফল প্রদান করে। সেই নামজ্যোতিঃ মায়াবাদরূপ হইতে প্রতিফলিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফলপ্রাপ্তি হইলেও নামের চরম ফল যে প্রেম তাহা উৎপন্ন হয় না। এই প্রতিবিম্ব নামাভাস—একটী প্রধান নামাপরাধ। এইজন্য ইহাকে প্রকৃতপক্ষে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলা যাইতে পারে এবং তাহাই সাঙ্কেত্য, পারিহাস্য, স্তোভ এবং হেলা—এই চারি প্রকারে বিভক্ত। অজ্ঞান-তমঃ অর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, আর দুষ্ট জ্ঞান-অর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবাধক অপরাধ উদিত হয়।

শ্রীনাম—শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। কৃষ্ণ—চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই। শুদ্ধ চিৎস্বরূপ শ্রীনামের সহিত স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। শুদ্ধ চিৎস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ নাম শুদ্ধ চেতনে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধ চেতন অর্থাৎ সেবোন্মুখ হৃদয়ে ও জিহ্বায় শুদ্ধ চিৎস্বরূপ নাম উদিত হইলে কোনও ভাগ্যবান্ সজ্জনের সেই নামানন্দের সাক্ষাৎ [illegible] হয়ে যায়।

শ্রীনাম কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক সুধা বর্ষণ করে। 'হৃৎ হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ' ইহাই শ্রীনামের বৈশিষ্ট্য। শ্রীনাম কৃপাপূর্বক উদিত বিকশিত হইয়া সেবোন্মুখ জীবকে নিজ রূপ-গুণ প্রদর্শন করত চিত্ত হরণ পূর্বক তাঁহাকে কৃষ্ণপাদে লইয়া যান, পরে পূর্ণবিকশিত হইয়া জীবকে ব্রজে আনয়ন করত তাহাকে স্বরূপ-লীলা প্রদর্শন করান এবং এ দেহের পর্যবসান কালে নিজ দেহ দিয়া তাহাকে কৃষ্ণের নিকট নিত্যকাল থাকিয়া সেবানন্দের পরম সুযোগ প্রদান করেন; শ্রীনাম এত করুণাময়।

নামাপরাধ বা প্রতিবিম্ব নামাভাস যদি আমাদের হৃদয়কে আক্রমণ না করে তাহা হইলে ছায়া-নামাভাসকালে অনর্থমুক্তি এবং অনর্থমুক্ত হৃদয়ে শ্রীনামভগবান্ ভক্ত ও শ্রীনাম-প্রভুর কৃপায় শ্রীনামের স্বতঃপ্রকাশ হয়।

অবৈষ্ণবগণবর্জিত শ্রদ্ধাহীন আমাদের শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে গোলযোগ আর মিটিতেছে না। প্রকাশ্য ভাবে ধার আর না ধার অন্তরে কিন্তু এদের ভাব কত যে উদিত হইতেছে তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই। তাই কখনও প্রশ্ন উঠিতেছে—অবৈষ্ণবের পূজিত ও স্থাপিত শ্রীমূর্তি-পূজা কোন ফল হয় কি না? বা সেই শ্রীবিগ্রহের প্রসাদ খাওয়া যায় কি না? এই সকল প্রশ্ন বহুবার মীমাংসিত হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহা শুনিয়াও শুনিতেছি না বা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের মনঃকল্পিত চিন্তাস্রোত যেন আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তাই ইতঃপূর্বে 'শ্রীমূর্তি'-প্রসঙ্গে এই সকল আলোচনা করিয়াও পুনরায় এই সকল প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিতেছি।

শ্রীমূর্তি—অপ্রাকৃত ভগবৎ-স্বরূপ; তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। জগতের জীবের কল্যাণের জন্য অর্চাবতাররূপে প্রকাশিত। সেই অপ্রাকৃত স্বরূপ অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত জনের দ্বারা দূষিত হইতে পারে না।

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

(চৈঃ চঃ)

সুতরাং যেখানেই শ্রীমূর্তি প্রকাশিত থাকুন, সদ্গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক তৎপ্রদর্শিত বিধি অনুসারে সেই শ্রীমূর্তির পূজা ও সেবায় জীবের মঙ্গললাভই হইতে পারে। তবে অবৈষ্ণবদের বা অবৈষ্ণবোচিত বিধি অবলম্বন পূর্বক যেন শ্রীমূর্তির পূজা ছলনা না করা হয়, তাহাতে সেবাপরাধ ও নামাদি অপরাধ উদয় হইবে।

প্রচারক

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ রাসবিহারী)

যাঁহারা আচারপরায়ণ নহেন, তাঁহারা ভাগবতধর্মের প্রচারক হইতে পারেন না। আচারবিহীন প্রচার কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। কর্মী ও ভক্তির বাহিরের পোষাক অনেকস্থলে একই প্রকার দেখা গেলেও উভয়ে পরস্পর বিপরীত গতিবিশিষ্ট। ভাগবতধর্ম-প্রচারপরায়ণ আচার্যগণ বলিয়া থাকেন—

'কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥'

* * * *

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥'

সুতরাং অমৃত বিতরণ করিতে গিয়া যাহাতে বিষ বিতরণ করা না হয়, অমৃত খাইয়া অমর হইতে গিয়া যাহাতে বিষ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে না হয় এ বিষয়ে প্রচারকগণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে প্রচার না হইলে প্রাণহীন প্রচার হইয়া যায়। প্রাণহীন প্রচারে লোকের মঙ্গল ত' হয়ই না পরন্তু নিজেরও সমূহ অমঙ্গল। আচরণই প্রচারকের প্রাণ। প্রাণবন্ত হওয়া দরকার 'প্রাণ আছে তার সেহেতু প্রচার।' শ্রীল সনাতন গোস্বামী ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন—

'আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্বগুরু—তুমি জগতের আর্য্য॥'

ঠাকুর হরিদাসের আচার প্রচার জীবন প্রত্যেক প্রচারকের আদর্শ হওয়া উচিত।

আচরণ মানে শুধু বাহিরের একটু শুচি অশুচি বা শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নয়।

'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥'

স্ত্রীসঙ্গী অথবা কৃষ্ণাভক্ত এই উভয়ের যে কোন একটীর সহিত সম্বন্ধ হইলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইতেই হইবে। '* * * সম্পর্কং বিষয়িণা অথ যোষিতাং বা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।' শ্রীভগবানের এই উপদেশ সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত।

বিষভক্ষণরত প্রাণহীন ব্যক্তি অনেক সময় প্রচারক সাজিয়া অমৃতের কোন সন্ধান পায় না। অমৃতের ধারা কোন্ পথে প্রবাহিত তাহা না বুঝিয়া বলিতে থাকে, 'কত শত বৎসর মঠে আসিলাম, কত কত সঙ্কীর্তন করিলাম, কত কত ভজন-ক্রিয়া করিয়া লোককে চমৎকৃত করিলাম, কিন্তু কৈ ত' কোন আলোকের সন্ধানই পাইলাম না! কে বলে এখানে অমৃতের সিন্ধু আছে? আর কি তাহা হইলে এতদিনে কিছুই অনুভব করিতাম না? তবে হাঁ 'হৈ চৈ' অনেক আছে বটে, অনেক ফুলের মালা ও চন্দনাদি পাওয়া যায়, খুব প্রশংসা করা যায়, খুব পাখার বাতাস ও [illegible] পাওয়া খাওয়া যায়, খুব লেখাপড়া করা যায়—এই সমস্ত উত্তেজনাময়ী অস্থায়ী মনের আনন্দ কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু অস্থায়ী সে অনন্ত-আনন্দ কোথায়? যে অমৃতের কথা বলা যায় আমি যখন তা'র কোন সন্ধান পাচ্ছি না তখন নিশ্চয়ই আর কেহ কিছু অনুভব করছে না।'

এই সমস্ত 'শো-বট্ল্'গণ নামে মাত্র প্রচারক। অসৎসঙ্গ করিয়া 'কামরূপ' বিষ খাইয়া খাইয়া তাহারা একেবারে অন্ধ হইয়া যায়। আত্মবিচার করিবার [illegible] তাহারা করে না। তাহারা নিজেরা "বেশ ঠিক আছি" মনে করিয়া শ্রীভগবানকেই অযোগ্য, অসৎ মনে করে এবং নিজের মাপকাঠি দ্বারা কৃপাপ্রাপ্ত অনর্থমুক্ত নিষ্কপট সেবক ভক্তগণকেও মাপিবার চেষ্টা করে। তাহারা মনে করে, জগতে অন্য সকল তাহারই মত, অথবা তাহা অপেক্ষা কিছু নিম্ন অধিকারী। উহারা বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে বস্তুকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করে। তাহারা ভুলে যায়, "অনুভূতি [illegible] সাধিকারিক জগৎ" কিন্তু বস্তুরূপকে [illegible] বুঝিতেই পারে না। তাহারা, [illegible]

[illegible]

আত্মচিন্তার সময়ে দিলেও উহা একেবারেই ভুলিয়া যায়। শাস্ত্র অযোগ্য বঞ্চিত হইবার মত যত আশাবান্ ব্যক্তিই যে সংসারাগারের সবাইকে তাহার মত বঞ্চিত ও অজ্ঞানাধার মনে করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। ভজনরাজ্যে প্রবেশমুখে সর্বদাই যদি নিজ নিজ আচরণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি না রাখা যায়, প্রতি হরিবাসর দিবসে অন্ততঃ যদি একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আত্মবিচার না করা হয়, অনর্থের দিকে চলিলে তাহার কারণ যদি অনুসন্ধান পূর্বক বাহির করিয়া তাহা সংশোধনার্থ যত্ন না করা হয়, তাহা হইলে এই প্রকারের দুর্দশাই হয় বটে। কলসীর নিম্ন ছিদ্রের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তাহা বন্ধ করিতে বা না করিয়া যদি পনর বৎসরের স্থলে পনর শত বৎসরও তাহা পরিপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে জল ঢালিতে থাকা যায় তাহা যেমন বৃথা পরিশ্রমই হয় মাত্র, তেমনই অনাচারের ছিদ্র বন্ধ না রাখিয়া বহু বহু জন্ম শ্রবণ-কীর্তনের অভিনয় করিলেও ভক্তিলাভ তো দূরের কথা, এমন কি অনর্থ-নিবৃত্তিও হইবে না। সুতরাং বস্তু লাভ করিতে হইলে নিজ নিজ আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধৈর্য ধারণপূর্বক অগ্রসর হইতে হইবে।

মহাপ্রভু সকলকে প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছেন—সবাইকে প্রচারক হইবার আদেশ দিয়াছেন, এই নজীর দেখাইয়া অনেক সময় আবার অনেকে অনাচারী থাকিয়া জোর করিয়াই প্রচার করিতে অগ্রসর হয় যেহেতু অন্য লোকের উপর কর্তৃত্ব করিবার দুর্দমনীয় স্পৃহা তাহার হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর আদেশকে উপেক্ষা করিয়া জগজ্জনের আবাহনকে অপব্যবহার করিয়া পরোপকারের ধ্বজা উড়াইতে চায়! কলিকাল, কাজেই ইহা কিছু বিচিত্র নহে!

মহাপ্রভু সকলকে প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রথমেই প্রচারকের নিজের জীবন যথোচিত রূপে কৃতার্থ করিয়া পরকে উপদেশ করিয়াছেন।

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥"

এখানে প্রথমেই সদাচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জন্ম সফল করিয়া লইবার আদেশ আছে। আচারপরায়ণ সাধক প্রথমেই অনর্থাদি বর্জন করিয়া সাধনের সেবায় নিযুক্ত হন এবং নিরন্তর শ্রীভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীভগবান্ সেই অকপট কৃপার্থিগণকে কৃপা না করিয়া পারেন না। তাঁহার কৃপাস্রোত উচ্ছলিত হইলে সবই অদ্ভুত!

বৈকুণ্ঠ

—:০:—

যে স্থান হইতে কুণ্ঠাধর্ম বা মায়া নিরস্ত হইয়াছে, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ' বলে। শ্রীভগবানের এক নাম বৈকুণ্ঠ, কারণ তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্মের লেশমাত্রও নাই। তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময়, পরম সত্যবস্তু। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান প্রাপ্ত বলেন, তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন। অচিন্ত্যভাবকে তর্কের দ্বারা,সীমাবদ্ধ [illegible]

পারিলে 'সব বুঝি বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক কিছুই বুঝা যায় না, মঙ্গলকে অমঙ্গল এবং অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া ভ্রম হয়। সমস্তই কৃপাসাপেক্ষ।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"

কৃষ্ণকৃপা লাভ করিলেই প্রকৃতপক্ষে জীবন সার্থক হয়। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্গুণ, তাঁহার দর্শন—মুক্তিপদ। কারণ তাঁহাদিগের প্রতিই মহাপ্রভুর পরোপকার করিবার ভার অর্পণ করা আছে। নচেৎ বৈষ্ণবসদাচার-বিহীন জড়াভিলাষী ব্যক্তিগণ প্রচারকরূপে পরোপকার করিবার স্থলে পরের মহা-অপকার করিয়া বসে। কৃষ্ণ পাইতে দিবার লোভ দেখাইয়া কুপথে চালাইয়া উদ্বেগ দেয়। কৃষ্ণের নিকট উপায়ন পৌঁছাইয়া দিবার ছলনায় নিজেই উহা আত্মসাৎ করিয়া বসে। একটু লক্ষ্য রাখিলেই এই সমস্ত কালনেমী, রাবণের অন্তরে সীতাহরণের দুষ্প্রবৃত্তি নিয়া সন্ন্যাসীর বেশধারী রাবণাচারগণকে চিনিতে পারা যায়।

"সাধু চেনা বড় বড় জীবের জানিয়া।
সাধু ভক্তরূপে কৃষ্ণ আছেন লুকাইয়া॥"

* * *

কোথায় আমি কোথায় আমি
খুঁজে বাপরে মরি চলে।
কোথায় আচার কোথায় বিচার
শুধুই বলে কল কলে॥
লোক দেখান গোঁসা জনা তিলক
মালা থাকে
গোপনেতে অনাচারে লোভা বসে ছুরি॥

প্রচারক যদি নিজ আচরণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অনাচারেই রত থাকেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দর আচারহীন তাঁহাদের জন্য কদাচার, কুতর্কের সে লোচনে প্রকাশিত করিয়া দিবেন। তাহা মায়া ভজিয়া মহাপ্রভুর অচিরেই শত্রুর দলে বলিয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। অতএব

অতিক্রমে বা চিন্তায় যাহা অসম্ভব, তাহাও অচিন্ত্য শক্তিতে সম্ভব। সর্বশক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সেই ভগবান্ অচিন্ত্য শক্তিক্রমে সর্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান-রূপে চতুর্ধা অবস্থান করেন। সূর্য, তাহার তেজোমণ্ডল, তাহার বহিঃপ্রকটিত রশ্মিগণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দবিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ; চিন্ময়ধাম, বস্তু, নদী ও সমস্ত ব্যবহার্য উপকরণ তদ্রূপ-বৈভব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই প্রধান-শব্দবাচ্য। ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই চতুর্বিধভাবে অবস্থান করিয়াও অদ্বয়তত্ত্ব। ভগবানের সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া ভেদে বিবিধা। সেই পরাশক্তি বিচিত্রতাময়ী ও বিচিত্র আনন্দবর্দ্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয় মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম—চিচ্ছক্তি,জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তির প্রভাব দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈব জগৎ ও জড় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বৃত্তিত্রয়, তাহার কার্যরূপে চিদ্ধাম, চিদ্বস্তু ও চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম সমস্তই সন্ধিনীর কার্য।

"চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥"

মায়াশক্তিতে সন্ধিনী বৃত্তি আছে। তাহার কার্য—চতুর্দশ লোকময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, জীবের জড় ও লিঙ্গ শরীর; বস্তুতঃ স্বর্গাদি-লোকসমূহ ও সমস্ত জড়োপকরণ তাহা হইতে নির্মিত হইয়াছে।

"মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥"

সুতরাং দিক্কাল বা একতমোগুণ মায়ার প্রভাব এই ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দশ ভুবনেই দৃষ্টিমান্, কিন্তু 'প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম' চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির উপর 'পরব্যোম' নামক যে স্বরূপশক্তি প্রকাশিত আছে, সেখানে মায়ার কিঞ্চিন্মাত্র প্রভাব থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড যেখানে আক্রমণ করিয়া বিরজা নদী। বিরজাতে ভগবানের সাম্যাবস্থা থাকিত হয়। ইহা প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিভেদকারিণী সোপান। তাহা অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধাম। সুতরাং সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাহার সমান কোনও স্থান হইতে পারে না। বৈকুণ্ঠ-লোকে মায়ার প্রভাব এবং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনি-

এই পঞ্চক্লেশ এবং মোহ ও তন্দ্রাদি থাকিতে পারে না। উহা মুক্তিমান্ আত্মবিদ্-গণের বসিত ধাম। সেই স্থানে যখন মায়ার কোনও প্রভাব নাই, তখন কি প্রকারে জন্ম, বিনাশ, বিকার, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও পরিণাম এই ষড়বিকারহেতু কালের বিক্রম লক্ষিত হইবে? সেখানে কিরূপেই প্রাকৃত গুণাদির অবস্থান সম্ভবে? সেই স্থান অশোক, অমৃত, নিত্য নবনবায়মান চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যোল্লাসিত। সেই স্থানে যথার্থ পুরুষ, অপ্রাকৃত-স্বরূপ, অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ স্বীয় তদ্রূপবৈভব,নিত্য পরিকর, পার্ষদ ও ধামাদিসহ নিত্য বর্তমান।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

স্তুতি

দুয়ে আবার পূজার থালায়
অর্ঘ্য সাজায়ে আজ,
পাদপীঠতলে এসেছি পূঁজতে
শ্রেষ্ঠ সেবকরাজ!
জুড়ি' দুই কর ভরি' অঞ্জলি
বহিয়া অর্ঘ্যভার,
নিত্য পূজারী ভক্তগুলি ল'য়ে যায়
উপচার।
সবার পিছনে দীন আয়োজনে
করেছি পূজার সাজ,
সেবা অনিপুণ অপটু এ'কর মনে
লাগে যেন লাজ।
উদ্ভাবনা দিয়েছ তুমি,
পেয়েছি ভরসা মনে—
উদার হস্তে করুণাকণিকা
বিতর পূজার ক্ষণে।
কৃষ্ণ-কোমলকর-অঙ্গুলি
কনক-কমল-কলি,
অচল অক্ষি তুমি সেথা যেন
পঙ্কজে অলি।
সুরভিকুলের প্রিয় বান্ধব
ব্রজবাসীর সনে,
অম-ভীত জনে কর রক্ষণ
সেবিতে বৃন্দা-বনে।
তাই, দেবতার পূজাসম্ভার
ভরিয়া লেনব পাণি,
গ্রহণ করেছ ইন্দ্র-যজ্ঞে
ভক্ত যা' দিল আনি।
পুষ্প সঙ্গীতচর্চিতাঙ্কিত
মনোহর শোভাধার,
অতুল গর্ব ভাগার চিত্তে
সেবকের অনিবার
ব্রজ-অভিলাষী পথিকের
তুমি ভাগ্যের সীমা জানি,
বন-ঈশ্বরী রাজ্যের যেন কেতন-দণ্ডখানি।

(অতঃপর এর পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব-প্রচারকরে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভা পাঠ, সংকীর্ত্তন, মহাপ্রভুর-সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারিটি পাক্ষিক ইংরেজী প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল নবীচরণ রায় ভক্তিনিধি।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিলুপ্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) গোদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

সুবর্ণবিহার, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
বিদ্যাসাগর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্জুনকুমার ব্রহ্মচারী।

(১৪) ভক্তদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু

(১৯) প্রকাশমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারুয়া-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ বলিয়া, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রাবাস-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবৈষ্ণব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেওনারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬নং হেলান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়া টাঙ্ক রোড, কাম্বালাহিল বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিকার ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী.

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীরাধা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আকালাবোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারডাঙ্গা, পোঃ চিনসুরা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরামনাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁকতুলসী	৬॥০
বাঁকা দাদ	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
বাইশকোণা	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥
বাগবা নূতন	৪৶
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩॥৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাজারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

বিলাতী, টাইপ	১০॥৶০
খণ্ডসার ১০০০ নং	১০৴০
বাহরোজা দানা	৯।০
কানপুর দানা	৮।০—৯৶০
কানপুর দাল	৭॥৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
মজরেপ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আবড়ে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
ফ্লাওয়ার মিল ঐ	৬৲—৬৶০
ডাউনফ্লোর ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৴০—৫।৴০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৪।০—২॥৶০
পালাউ	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১৸৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
রাজগঞ্জ	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
গব্য	৪৪৲

পাতিরাম	৪৸০
ভাল	৪৩৲
কাবুলে	৩৩৲
বাজা পাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (বরগা বা বীম)

মার্কা	৯৶০—৯৸৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড বরগা বীম সব সাইজ	১০।৶
ঐ ইংলিশ বরগা (বীম)	১০৸৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।৶০—৮৸০

টাটা গ্যাঃ করগেট সীট।

	।৶০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৩।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৩।৶০
২৮ গেজ—	১৩৸৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বার্বিড)	১০৲
স্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—

পাটি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা

৬।০—৬।০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
পাতি, বোল্টু, নয়ানে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৮৸০—১১।০

ক্রু ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

চটকলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৩।০

তুলার হাপর ৪।০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেদ সোনার কাইন	৫৪৲
সিট্রন আমেদ গরকড	৪০৲
করাচি পুরানি কাইন	৪৩৲
রাবার্ট ডাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা সাও	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
গুঁড়ি হরিতকী	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

জেক্সোব স্টুয়ার্ট অছিয়ক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—স্থাপিত—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় বাঙ্গালা অঙ্কে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] জ্বর কাটিতে অভাব আবিত। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৮৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড চায়না বাজার রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———::(●)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পূর্ণরূপে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহু বৎসর পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় পরমভাগবত সাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হওয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(::०::):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবন-চরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশকীয় ও গ্রন্থকার-ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বাড়ীর সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(०):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

মুদ্রণ: শ্রীমায়াপুর
চৈতন্যমঠ—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর
শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্মেলনীর-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রবর্ত্তিত

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২০৫]

বিবিধ সংবাদ

—(০:০০:০)—

প্রশান্তি সম্মেলন ও জাপান

প্রাচ্য সম্মেলনের (নব শান্তি) বৈঠক অদ্য সকালে অধিবেশনে পাঁচ মিনিট স্থগিত হয়।

প্রকাশ, জাপানের সহযোগিতা পাইবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করা হইবে, যাহাতে বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার আশা কম। জাপানী মহল বলিতেছেন যে, এই সম্মেলনে কোন প্রকার অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দেশ পাইয়াছেন।

এরূপ গুজব রটিয়াছে যে, সম্মেলন বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য বলিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের কেহই যে এই আশ্রয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবে বা জাপান এরূপ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আবশ্যে নিরাপত্তা

কোটাপাড়া বাহুড় কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার অতি শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

বাগাড়া ফরোয়ার্ড ক্লাব (হিন্দু) এবং কোটাপাড়া (মুসলমান) দলের মধ্যে ঐ খেলা হয়। প্রথম হইতেই ফরোয়ার্ড ক্লাব ভাল খেলিতে থাকায় কোটাপাড়া দলের শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। ইহাতে অধিকাংশ মুসলমান দর্শক ও খেলোয়াড় উত্তেজিত হইয়া অতি নগণ্য কারণে বিজয়ী দলের একটি বালককে এরূপ প্রহার করে যে সে অচৈতন্য হয়। উপস্থিত হিন্দুগণ বালককে . . . সমস্ত ব্যাপারে যথাসাধ্য বাধা দেন। কিন্তু প্রায় ৫০ জন মুসলমান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া লাঠি ছোরা প্রভৃতি লইয়া ঐ বালককে প্রহার করিবার জন্য অগ্রসর হয়। তখন ঐ খেলোয়াড় দৌড়াইয়া রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে, কিন্তু দুর্বৃত্তগণ নাকি ঐ বাড়ী ঘেরাও করিবার চেষ্টা করে। প্রকাশ, তখন প্রাণের ভয়ে ঐ খেলোয়াড় সকলের অলক্ষিত ভাবে নিকটবর্ত্তী একটী পানের বরজে গিয়া আত্মগোপন করে এবং রাত্রিতে নিজ গ্রামে পৌঁছে।

ফরাসী মরক্কোতে অশান্তি

ফরাসী মরক্কোতে বর্ত্তমানে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্য প্যারিসে বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষভাগে উক্ত আফ্রিকাস্থ ফরাসী উপনিবেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। এই আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা মিঃ অ্যালবেয়ার সারোকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং আলজিরিয়ার গবর্ণর জেনারেলকে এবং টিউনিস ও মরক্কোর রেসিডেন্ট জেনারেলকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, শান্তিরক্ষা, দেশীয় লোকের ব্যবস্থা এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য মতামত পেশ করিতে এই আলোচনায় আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

রেলষ্টোরিয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ড

বার্লিনে ৬ঠা নবেম্বর প্রাতে দেশদ্রোহিতার অপরাধে যে দুইজনের বিরুদ্ধে . . . হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, সে জার্ম্মানীতে ফরাসী গুপ্তচর বিভাগে কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলশেভিকদের সহিত সংযোগ স্থাপন এবং জার্ম্মানীতে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান গঠনের অভিযোগ আনা হইয়াছিল, তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছে পিটার সম্বল নামক জনৈক জার্ম্মান। সে পূর্ব্বে ফরাসীদের বৈদেশিক সৈন্যদলে কাজ করিত; পরে নাকি জার্ম্মানীতে গুপ্তচররূপে কার্য্য করিতে আসে।

পোষ্ট অফিসে ডাকাতি

কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পোষ্ট অফিসে ১৫০০৲ টাকার একখানি খাম ইন্সিওর করিবার জন্য আনা হইলে পোষ্ট অফিসের কাউণ্টারের বাহিরে উহা চুরি যায় বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একজন বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী তাহার ভৃত্যকে ১৫০০৲ টাকার নোটপূর্ণ একখানি ইন্সিওর খাম দিয়া পোষ্ট অফিসে পাঠায়। ভৃত্যটি যখন খামের উপর ষ্ট্যাম্প লাগাইতেছিল, তখন কয়েকজন অপরিচিত লোক থাকিতে সরাইয়া তাহার হাতে অন্য একখানি অনুরূপ নূতন খাম দিয়া দেয়। ভৃত্যটি উহা খামখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পায় যে, সে প্রতারিত হইয়াছে। তখন সে চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু ইতোমধ্যে প্রতারকগণ পোষ্ট অফিস হইতে সরিয়া পড়ে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

রেভিনিউ বোর্ডের ক্ষমতা লোপ

রেভিনিউ বোর্ড যে সকল বিচার ক্ষমতা হাতে কলমে প্রয়োগ করেন না, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভারত শাসন আইনের ২০৬ (২) ধারার বলে বোর্ডের ঐ সকল ক্ষমতা লোপ করিয়া দিয়া একটি নূতন ট্রাইবুন্যাল গঠন করিয়া তাহার হাতে দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ট্রাইবুন্যাল সম্ভবতঃ বিচার-বিভাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন প্রায় ৫০ টাকা ধার্য্য হইবে। সদস্যদের কার্য্যকাল এক বৎসর কি দুই বৎসর নির্দ্ধারিত হইবে।

অবশ্য এই ব্যবস্থায় রেভিনিউ বোর্ড একেবারে তুলিয়া দিবার প্রশ্ন উঠিতেছে না। সম্ভবতঃ ঋণ মঞ্জুর, সাহায্য দান প্রভৃতি কার্য্যের ভার রেভিনিউ বোর্ডের হাতে রাখা হইবে।

কলিকাতা অভিমুখে বাঙ্গলার গবর্ণর ও মন্ত্রিবর্গ

৬ঠা নভেম্বর স্যার জন এণ্ডারসন ও স্যার নাজিমুদ্দীন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ নৌশের আলী ও বাঙ্গলার গবর্ণর দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা রওনা হইয়াছেন। পূর্ত্ত ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মুর্শিদাবাদ এবং অর্থমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী উক্তদিন রওনা করিয়াছেন।

—

বিমান আক্রমণে মাদ্রিদে

১২০ জন নিহত

বেলজিয়ান সংবাদে একটি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, বিদ্রোহী দলের বিমানপোত ৬ই নবেম্বর মাদ্রিদ সহরের উপর যে গোলা বর্ষণ করে, তাহার ফলে মোরিডাতে ৫০ জন শিশু সমেত ১২০ জন লোক নিহত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। খাদ্য-খাদক ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধন[illegible] ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। স্তবরত্নম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৸৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৵
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভা[illegible] অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — শ্রীপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা-সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিবিধ সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

১২শবর্ষ গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ২০৫তম সংখ্যা

অন্নকূট মহোৎসব

——::•::——

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে

(তারের সংবাদ)

গত ৩রা অক্টোবর বুধবার শ্রী শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিশেষ সমারোহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবোপলক্ষে উত্তরবঙ্গ হইতে বহু ভক্ত এমঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন এবং কয়েক দিবস থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। উৎসব-দিবস প্রত্যুষ হইতেই পাঠ-কীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং নগর-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভোগের জন্য ৩৬০ প্রকারের নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পূজা ও ভোগান্তে শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু দরিদ্র ব্যক্তিকেও প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

(তারের সংবাদ)

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গত ৩রা অক্টোবর বুধবার পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিতে বিপুল আয়োজনে অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানেও নানা প্রকারের ভোগসামগ্রী শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্নকূট দর্শন জন্য মঠে আগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর অন্নকূট ও গোবর্দ্ধনপূজা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কীর্ত্তন বক্তৃতাদি হয়। সহস্র অধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

— —

শ্রীধাম বৃন্দাবনে উর্জ্জব্রত

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন, বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য আচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উর্জ্জব্রত পালন করা হইতেছে। সর্ব্বক্ষণ মঠে হরিকীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা, পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যনুষ্ঠান হইতেছে। গত ২৩।১০।৩৭ তারিখে প্রাতে দাবানল-কুণ্ড পরিক্রমা হয়। তথায় শ্রীপাদ জয়-নারায়ণ দাসাধিকারী 'যশোমতী-নন্দন' গীত কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ দাবানলকুণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

পরিক্রমান্তে শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অপরাহ্নে শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থ বি-এ, বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ জয়নারায়ণ দাসাধিকারী কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও কীর্ত্তন সমাপনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাতার মুখে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন। গত ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের অধ্যক্ষতায় সংকীর্ত্তনমণ্ডলী সংকীর্ত্তন-সহযোগে পরিক্রমায় বাহির হইয়া প্রথমে গৌড়ীয়গণের মুকুটমণি শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধিস্থলে উপস্থিত হন। শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজের আদেশানুসারে শ্রীসত্যনারায়ণ অধিকারী 'যং কলি রূপ শরীর না ধরত' গীতটী কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীপাদ মাধবানন্দ প্রভু শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের আজ্ঞানুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। পরে সমাধি-মন্দির পরিক্রমা করিয়া সংকীর্ত্তনমণ্ডলী শ্রীমদনমোহনজীর মন্দির দর্শন করিবার পর শ্রীঅদ্বৈতবট নামক স্থানে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। এখানে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। ঐপ্রভুপাদ এস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনমণ্ডলী এইস্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

———

যশোহরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২৭শে অক্টোবর প্রচারার্থ ব্রহ্মচারী ও প্রবন্ধাদি দাসাধিকারী প্রমুখ কতিপয় ভক্তসহ প্রচারার্থ যশোহর জেলার অন্তর্গত পাজিয়াগ্রামে গমন করেন। তৎপর দিবস তথাকার স্থানীয় বাজারের নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে গুর্ব্বষ্টক-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর স্বামীজী মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ও পথ" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী সকলেরই প্রশংসিত হইয়াছিল। মনুষ্য-জীবন ও তৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের ও দার্শনিকের ধারণা, বর্ত্তমান জগতে অসংখ্য প্রকার লোকের অসংখ্য প্রকার রুচি ও মতবাদ, আনন্দলাভের জন্য ভোগ ও ত্যাগবাদের আলোচনা, কিন্তু তাহাতে আনন্দের অভাব, সেই প্রেমপথ কর্ত্তব্যের 'বস্তু ও পথ' বিচার-গ্রহণের আবাহন, বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের সেই পথ ও কার্য্য আবাহন, এই সমস্ত কথা দেশবাসীর বিশেষ আবশ্যক, স্বরূপের কার্য্য ভক্তিবাদিনীতে পরিণত হইবে—ভাগবত-ধর্ম্ম-আলোচনা প্রভৃতি বহু বিষয় বক্তৃতায় আলোচিত হয়।

অনন্তর স্বামীজী মহারাজ সমস্ত ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচারে মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈষ্ণব-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় প্রায় দুই শতেরও অধিক লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গত ২০৩ সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৮ম পংক্তিতে "Ballaldighi" স্থলে "Ballaldhipi" পাঠ হইবে।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জগতে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ দামোদর, মঙ্গলবার ৪৪৩ শ্রীগৌরাব্দ।

বৈষ্ণব ও ইতর স্মৃতি

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

ধর্মশাস্ত্রের যে সকল বিধি অবলম্বন করিয়া জীবদশায় ব্যবহারিক কার্য নির্বাহ হয়, সেই বিধি-সমূহকে শাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র বলে। অধিকার-ভেদে স্মৃতিশাস্ত্র বিবিধ। অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ না করিয়া জড়ভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবেতর স্মার্তগণ স্মৃতি-বিধিগুলিকে বহুমানন পূর্বক হরিবিমুখ সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সেই হরিবিমুখ সমাজের মধ্যে যাহারা ভগবদ্বহির্মুখ, তাঁহারা কেবলমাত্র স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ ও বিধিগুলি পালন করেন না। ভগবদ্বহির্মুখ সমাজ সংখ্যায় প্রচুর হইলেও ভগবদুন্মুখ সমাজের উপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। ইতর স্মার্তগণ বলেন, ভগবদ্ভক্তির আদর করিয়া শাস্ত্রীয় প্রাণহীন বিধিগুলিকে পালন করিলেও সৎকর্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরমার্থিগণ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। স্মার্ত ও পরমার্থিগণের একই শাস্ত্র হইতে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীরঘুনন্দনাদি ব্যবহারকুশল স্মার্তগণ তাঁহাদের নিজ নিবন্ধগুলিতে বৈষ্ণবগণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের পারমার্থিক স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে অবৈষ্ণবগণের স্মৃতিতে বৈষ্ণবের পালনীয় নহে এরূপ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্বিমুখতার স্রোত সমাজে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায় বৈষ্ণবগণের আদর অনেকস্থলেই লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব স্মৃতির সমাদর সর্বত্র না থাকায়, সমাজে উহার উপযোগিতা থাকিতে পারে না, এরূপ বিচার 'নির্বোধ' সমাজেই শোভা পায়। যে-কালে আপনাদিগকে ভগবদ্বহির্মুখ ও অবৈষ্ণব মনে করেন, সেইকালেই তাঁহার বহির্মুখ সমাজে অবস্থানের দৃঢ় প্রতীতি হয়। তিনি মনে করেন—বৈষ্ণবেতর স্মার্তগণের প্রবল আক্রমণ হইতে তাঁহার রক্ষার আর উপায় নাই। বৈষ্ণবাচার্যের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্মার্ত রঘুনন্দনাদির পদাবলেহন পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহার কৌলিক বৃত্তি। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতির ফল মাত্র। দীক্ষিত বৈষ্ণব যখন দেখিবেন যে, অদীক্ষিত হরিবিমুখ সমাজে আচার-ব্যবহার তাঁহার পরমার্থ-বিরোধী এবং পরমার্থের অনুরোধে ব্যবহারিক জীবনকেও অনুকূল করা আবশ্যক, তখন তাঁহার বৈষ্ণবস্মৃতির অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। যেকাল পর্যন্ত না তিনি পরমার্থে অগ্রসর হন, তৎকালাবধি তাঁহার ইতর স্মৃতির অনুগমন ধর্ম বলিয়া প্রতিভাত হইবে, কিন্তু ভাগবতের অনুশীলনে বহুপরিবর্তন হইলে সমাজের হিতৈষিগণ বৈষ্ণব স্মৃতির আদর করিতে শিখিবেন।

হায়! কি দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট শ্রীসনাতন গোস্বামি লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রের আদর আজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-নামধারী সমাজে নাই। বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা স্মার্তাচারের কার্য করিবার জন্য বৈষ্ণব স্মৃতির প্রচলন উৎসাদন করিয়াছি। যাঁহারা বৈষ্ণবস্মৃতির পুনঃ প্রবর্তনের প্রয়াস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শত্রু জ্ঞান করিতেছি! শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-লিখিত বৈধিক পদ্ধতি অবলম্বনে যে সৎক্রিয়াসার-দীপিকা গ্রন্থ আজ চতুঃশতবর্ষ পূর্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে সংরক্ষিত ছিল, তাহা এতদিন সদাচারের অভাবে বৈষ্ণবকুলের মধ্যে বহু প্রকার অজ্ঞাত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বৈষ্ণবজগতে উহা প্রচার করিয়া ভক্তগণের যে অভাব দূর করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণবসমাজ নিজ নিজ বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য উহার সার্বত্রিক প্রচলন করাইয়া লইতে পারেন। যে সময় শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপ স্মার্তসমাজের চরম উৎকর্ষের কাল। তিনি পরমার্থ ও হরিনাম প্রবর্তন করাইয়াছিলেন বলিয়া তাৎকালিক হরিনামবিরোধী সমাজ তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে বিরত হন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ ও গৌরভক্তের ভক্তগণ এখন কালে বর্ণাশ্রমে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। সমাজের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত হরিবৈমুখ্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে অবশ্যই হরিবিমুখ-প্রবৃত্তিক্রমে কষ্টে আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি সামাজিক প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইয়া হরিসেবন-প্রবৃত্তিমুখে শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম বহুলভাবে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবস্মৃতির আদর আমরা অচিরেই দর্শন করিয়া প্রোৎফুল্ল হইব।

মুখে হরিভক্ত আর প্রত্যেক কার্যে হরিবিমুখ ভাবপোষণ ও অন্তরের সহিত ইতর স্মৃতির আদর করিতে গেলে আমরা নিষ্কপটে বৈষ্ণবতাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না। নির্ব্যলীক না হইলে ভগবানের দয়া পাওয়া যাইবে না এবং শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বর্ণাশ্রমাতীত শুদ্ধ পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম, অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম প্রতীতির মধ্যে কখনই সাধিত হইবার নহে, একথা বিজ্ঞকুলের বিবেচ্য বিষয়। "অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার" এই বাক্যটির বিকৃত অর্থ করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম অন্তরে পোষণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপপাদ একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া
ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

ভক্তির অনুকূল জীবন যাঁহারা যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারাই লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় ক্রিয়াবলী নিজ নিজ হরিসেবার অনুকূলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা যে ব্যবহার লোকে স্থাপন করিবেন, উহা বৈষ্ণবের অনুষ্ঠানের সহিত বিরোধী হওয়া উচিত নহে। যদি আজ আমরা গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের আচার ও রীতি সমাজকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তনামধারীর মধ্যে এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইত না। বহির্মুখ সমাজের ব্যবহার দেখিয়া ভক্তনিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ পরস্পরের বাহ্য লোক ব্যবহারের দৌরাত্ম্যের কথা লোকসমাজে জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা অন্তর্নিষ্ঠ না হইতেন, তাহা হইলে লোক-ব্যবহার অনুসরণকারী সমাজের অনুকূল হউক এরূপ সন্দেহজ্ঞাপক হইতেন না। হৃদয়ে নিষ্ঠা না থাকিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠার অভাব হইলেই লোকব্যবহারের বাহ্য হেয় দর্শন জীবকে কুকর্মনিষ্ঠ হইতে দেয় না। মহাভারতে দুর্যোধনোক্ত "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই বাক্যের দোহাই দিয়া কতই না পাপকার্যে অনেক জীবগণ অগ্রসর হইতেছেন! "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের দোহাই দিয়া বৈষ্ণবনামধারী কত শত ব্যক্তি দুরন্ত নরকপথে বিপথগামী হইতেছেন! "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" শ্লোকের তাৎপর্য বিকৃত হইয়া আমাদের ভ্রম নামধারী আচার্যগণ ভক্তির পথে কণ্টকারোপণ করিতেছেন, যেহেতু বাহ্যে সাধারণ লোকের মধ্যে অসদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে বলিয়া আপনাকে অন্তর্নিষ্ঠ বলিয়া কপটতা সহকারে পরিচয় দিতে থাকা কতই পরমার্থের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন। ভাগবতগণ অন্তর নামে বিমুখতাই যাহা লোকাচারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাই পালনীয় জানিয়া ব্যভিচারী সম্প্রদায় নিজ নিজ অন্তর্নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণব-সামাজিকগণ এই সকল কথা নীরবে আলোচনা করতঃ বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমনে ভক্তিপথে অগ্রসর হউন ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কোন কল্যাণ লাভ ঘটিবে না। দ্বেষ ও মদের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহারা আমাদের সুবিনীত বাক্যগুলি পর্যালোচনা করুন।

আমার শরণাগতির অভাব

(শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী)

শরণাগতিই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার একমাত্র প্রধান সোপান। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদ্‌গুরুর প্রত্যেক শ্রেয়স্কামী জীবমাত্রেরই ভগবান্ ও ভক্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে শরণাপন্ন হইবার আবশ্যকতা আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে সম্পূর্ণভাবে শরণাপন্ন না হইতে পারিলে তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র সম্পত্তি যে কৃষ্ণ, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। যেখানে বিষয়াকাঙ্ক্ষিত যোষিদ্গণ-আরাধিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের সেবালাভের প্রয়োজনীয়তা, সেইখানেই গুরুপাদপদ্মে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণের বিচার বলবান্। আর যেখানে কৃষ্ণপ্রাপ্তির কল্পনা, পরন্তু তাঁহার সেবার কোন কথা নাই, সেখানে আছে কেবল বিষয়ভোগ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা।

স্ব-স্ব বাসনানুসারে ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণকারী সাধারণের কল্যাণকর ... জীবমাত্রেই এক একটি—দুঃখ সংসারের পথ গ্রহণ করে। তাহাতে তাহারা ভোগ ও অভ্যুদয়ে ক্ষণিক সুখ আপাতমনোরম বিষয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কিছুদিনের জন্য লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না বলিয়া অভাবে জীবের হৃদয় প্রায় শূন্য হইয়া দাঁড়ায়। নিত্য বস্তু পাইতে এরূপ লোকসমাজের কোন কথাই নাই, পরন্তু তা নিত্যানন্দপ্রদ। শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবানের আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং
শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা
শুচঃ॥"

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি ধন। যারা আকর্ষণ হাতে হইয়া ভুঞ্জন॥

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমপ্রিয় ভক্ত অর্জুন ও উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুন শ্রীবাণীকারূপে বদ্ধজীবের ন্যায় লীলাভিনয় করিয়া ভগবচ্চরণে আশ্রয়গ্রহণ ও সর্বাত্মসমর্পণের কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"
(গীতা)

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবত শ্রীল উদ্ধব পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণগ্রহণ ব্যতীত আর কাহার শরণগ্রহণ করিব বলিয়া আমাদিগকে ভক্তরূপে শরণগ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন।

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাপূর্বক স্বয়ং এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া নিজেই নিজের সেবা শিক্ষার জন্য ভক্তরূপে শ্রীভগবানের ও বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। স্বরূপবিস্মৃত জীবকে সেবা সুযোগ প্রদান করিবার জন্য ভগবান্ কতভাবেই না চেষ্টা করিতেছেন। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর এ জগতে অবস্থান করিয়া জীবমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। গৌরকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ জগদ্‌গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আচার্যরূপে স্বয়ং আচরণমুখে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তপাদপদ্মে শরণাগতি শিক্ষা দিয়েছেন। পূর্ণ শরণাগতিফলে হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের প্রতি যাহার যে পরিমাণে শরণাগতি দিন সেই অনুপাতেই ভগবৎ-কৃপার পাত্র। শরণাগতির প্রভাবে মায়ার প্রভাব তিরোহিত হইয়া যায়। মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়—একমাত্র ভগবচ্চরণে পূর্ণ শরণাগতি। সেই শরণাগতির লক্ষণ সম্বন্ধে বরাহপুরাণ এইরূপভাবে কীর্তন করিয়াছেন,—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।"

শুদ্ধভক্তিগণের সর্বপ্রধান নিদর্শনস্বরূপ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শরণাগতকেই লক্ষ্য করিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

বিষ্ণুবৈষ্ণবে শরণাগত হইলেই ভবের ভয় চলিয়া যায়। তখনই গুরুবৈষ্ণবকৃপায় জীবের শুদ্ধ সেবাপ্রাপ্তির সৌভাগ্য হয়। এইটীই প্রথম ও প্রধান সদাচার। বদ্ধজীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা করিয়া ভজনশিক্ষা সহজ ও সরল করিবার জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শরণাগতি' গ্রন্থটী রচনা করিয়া আমাদের প্রতি অযাচিত কৃপাধারা বর্ষণ করিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ভগবদ্ভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা প্রাণস্বরূপ। ইহাকেই কণ্ঠহার জানিয়া সাধুসঙ্গে ভজনানুশীলন করিলে সহজেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু যিনি শরণাগতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ব-স্ব প্রাকৃত বুদ্ধি, মেধা ও বলের দ্বারা চালিত হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন তিনি অবশ্যই বঞ্চিত হইবেন। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুবৈষ্ণব অধোক্ষজ জ্ঞানগম্য বস্তু নহেন। শরণাগতির সদাবলম্বনে ক্রমশঃ জীব যখন সর্বস্ব শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে চলেন তখন দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তদ্ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভের আর উপায় নাই।

এখন বুঝিতেছি, শরণাগতির অভাবে আজ আমার এত দুর্দশা হইয়াছে। হায় গুরুদেব! ভগবান্ যাঁহার সেবক ভগবানের সেই পরম প্রিয়তম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের শ্রীপাদপদ্মে আমি ত' আত্মসমর্পণ করিতে পারিলাম না। পূর্ণ হইতেই অপূর্ণ শরণাগতি-লাভের কথাটী জানিয়াছি এবং বহুবার শুনিয়াও যে, আত্মসমর্পণ ব্যতীত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করা যায় না, তথাপি আমার চেতন হইতেছে না, এমনি আমি হতভাগ্য! হায় সাধুসঙ্গের অভাব ও কপটতার জন্যই আমি এত বড় কথাটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় না হইয়া আজ তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া অন্ধ রৌরবের দিকে ধাবমান হইতেছি, এমনি আমার পোড়া কপাল!

যখন দুই মন নিতান্তই শরণাগত হইল না তখনই অবসর পাইয়া মায়াপিশাচী নানাবিধ বন্ধনের দ্বারা আমাকে ভোগে প্রবৃত্ত করত সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইল এবং আমি তখন কামনা-বাসনার দাস্যে নিয়োজিত হইলাম। অশোক-অভয়-অমৃতের আধার স্বরূপ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম ত্যাগ করিয়া কামক্রোধের দাস, কনকের দাস, কামিনীর দাস হইয়া পদকে পদকে তাহাদের লাথি খাইতেছি, আত্মকল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া অমঙ্গলের পথ বরণ করিতেছি। হায়! হায়! বুঝিয়াও যে বুঝিতেছি না, শুনিয়াও যে শুনিতেছি না। আমার মত মন্দভাগ্য নিতান্ত পোড়া কপাল আর কাহার আছে? কিন্তু দয়ালের কৃপার অবধি নাই। তাই পরদুঃখদুঃখী তাঁহারা তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন, যদি তুমি ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্ত হইতে চাও—যদি তুমি কাম,ক্রোধ, শোক,ভয় ও এষণার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে চাও, যদি তুমি ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছার আশা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিতে চাও, তাহা হইলে এই শুভমুহূর্তে আশ্রয়-ভগবান্ গৌরনিজজন শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীপ্রচার-রত আচার্যবর্যের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া তোমার জীবন সার্থক কর। কিন্তু আমার মত কপট যাহারা তাহাদের মঙ্গলময়ী বাণীকে অবহেলা করিয়া সংসারকেই নিত্যমঙ্গলের আগার বলিয়া বরণ করিল হায় দুর্দৈব!

আমি যে এখন নিরাশ্রয়! আমি কি কোনদিন শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে শরণাগত হইতে পারিব না? করুণাময় শ্রীগুরুদেব! আপনার শুভদৃষ্টি কি এ অযোগ্য দীনাতিদীন দাসের উপরে পড়িবে না? আমি কি চিরবঞ্চিতই থাকিব? তাই পুনঃ পুনঃ কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

"রূপসনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি।
বিনোদসেবক পড়ে দুই পদ ধরি॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥"

মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠে তিরোভাব-উৎসব ও অন্নকূট মহোৎসব

গত ১৭ই কার্তিক বুধবার বামনদাতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে তদীয় অপ্রকট-তিথি-মহোৎসব গৌড়ীয়মঠাচার্য ও ত্রিদণ্ডিস্বামী পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ও তাঁহার কৃপানির্দেশে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর, চাঁপাহাটি, বিদ্যানগর, জান্নগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। উৎসবের অধিবাসদিবস রাত্রিতে সন্ধ্যারাত্রিক, পরিক্রমণ ও বন্দনা কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় বৈষ্ণব-পূজামাহাত্ম্য, শ্রীগৌরবিগ্রহগণের মর্যাদা বৈশিষ্ট্যবিচার, শুদ্ধভক্তির লক্ষণ, নিরপরাধে নামকীর্তনের আবশ্যকতা, শ্রীচৈতন্যভাগবতের মাহাত্ম্য, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্য-ভাগবতের গ্রন্থকারত্ব ও তদীয় শ্রীপাদপদ্মমাহাত্ম্য-বিষয়ে এক ঘটিকার অধিক সময় পাঠ করেন। তৎপর দিবস ঊষঃকাল হইতে মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরুপরম্পরা-কীর্তন, শ্রীদামোদরাষ্টক, "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি" "উদিল অরুণ" প্রভৃতি কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ড, ১ম অধ্যায় পাঠ হয়। অতঃপর শ্রীমন্দির-পরিক্রমণান্তে নগরসংকীর্তন বাহির হইয়া শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পাট, শ্রীল শারঙ্গ মুরারি ঠাকুরের পাট ও শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করেন। অতঃপর পূর্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা পর্যন্ত পাঠ ও কীর্তন করিয়া ছিলেন। প্রথমে পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী কাব্যতীর্থ মহাশয় বহু শ্রোতার সম্মুখে শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকা হইতে 'শ্রীল ঠাকুরের জীবনী' ও 'গৌড়ীয়-ভাষ্য ভূমিকা' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের গোপাল-সেবা, গোপালের অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রী... গোপীনাথ-প্রসঙ্গ অতি সুন্দর ভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায় হইতে শ্রীগোবর্ধনপূজাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ভোগারাত্রিক সমাপ্তির পর প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবোপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও পূজার অপূর্ব হইয়াছিল। স্থানীয় ও দূরবর্তী বহু ভদ্রলোক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া পরমানন্দিত হন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৫শ অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রদর্পদলন-লীলা ও আশ্রিতবাৎসল্য সম্বন্ধে ১ঘণ্টার অধিক কাল পাঠ করেন। পাঠে বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবোপলক্ষে মঠরক্ষক শ্রীপাদ উপেন্দ্র-বিলাস দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত দয়ালগণ দাস অধিকারী প্রভৃতির সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নীচে ভজন,গর্ববিজা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। জগদ্বীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকার্যালয়, প্রকাশ্যস্থলে অছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিয়ত পাঠ, কীর্ত্তন, আচার্য্যচতুষ্টয়-সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিষ্ট ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় বি এ।

(৩) যোগমায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোপগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক - শ্রীযজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাটজারা (শ্রীবৃন্দ-ভবনের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নাভিরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপ্রভুপাদ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ডরিয়াব, জিঃ মাতারগঞ্জ, ই, বি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ক্ষরিজপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর , ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গেবাটী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৩নং রুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরআলালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীজ্ঞেয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুড়কুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকাগ্র্য অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম বাদি	৬॥০
দাদখানি	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম তোলাঘাটি	৪৲
সিদ্ধ বেতুল	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাদামি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেতুল	৩৵০

চিনির দর

চিকাটিন, চীৎপ	১০॥৵০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাধকোলা সাদা	৯।০
কাশীপুর সাদা	৮।০—৯৵০
চাদপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

সোনা	৩৪।০
রূপা	২২৲
গিনি	৫১।০

পাটের দর

ফার্ষ্ট—	৪০৸০
সেকেণ্ড—	৪০৸০
থার্ড—	৪১।০
বাজার পাটের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পাটনা আটা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫॥৵০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৯।০—৯॥৵০
[illegible]	১৸৵০—.৸০
খুদ	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲

[illegible]	৪৸০
[illegible]	৫৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)	
মার্কা	৯৵০—৯৸৵
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	।৵০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	১৬৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৬৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীট	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬।০—
গাড়ী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
৬।০—৬।০	হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন শাসি, বোল্টু, নাটু	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১।০
ফুঃ ইস্পাত আর্সেল ১৩৲	নকল ২১৲
চটকলের হালখণ ৫৵০, পাটের হালখণ ৬।০	
তুলার হালখণ ৪।০	

তুলের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আমেরিকা সোনার কাইন	৫৪৲
মিট ও আমেরিকা কম্বল	৪০৲
কণাড়ি ধুবলিয়া কাইন	৪০৲
হাবাটি ভালা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গল মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা মাল	৮।০
সুপারী বেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
বুটি বড়ী	১৫।০—১৭।০
নয়া নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সেনাপতি, কলিকাতা।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৭—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—;
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৫,	২০—৩২
স্বরূপগঞ্জঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৩৭

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জঘাট	ছাঃ	৫—৩৫	৯—২৫	১১—৪০	১৬—৩	১৮—৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫—৫০	৯—৩৩	১১—৫৮	১৬—৮	১৮—৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২০	১০—৩	১২—১৮	১৬—৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের

কেশরঞ্জন পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ জ্বর [illegible] অত্যন্ত শক্তিশালী। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথা সত্য কি না। বড় বোতল ৮৵০ আনা, ছোট বোতল ১৵০ আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলোনা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অদ্যবধি জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের উৎসাহে সর্ব্ববিদ্যাসমন্বিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে কোয়ার্টার ইঞ্চি ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে কোয়ার্টার ইঞ্চি ৩	৬॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
৬ মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মুগ্ধ হউন। এই বিরাট অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), লেখকের ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যাজ গৌড়ীয়মঠ, রাজশাহী মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

ছাপা হইতেছে।

ভক্ত-বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

রেজিঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীধাম
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়-সংরক্ষক
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিক্ষিত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ৯ই নভেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২০৬]

বিবিধ সংবাদ

—(স্বদেশ)—

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। সম্মেলনের আয়োজনের জন্য কলিকাতায় খুব তোড়জোড় চলিতেছে। ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, উক্ত ইংরেজী বিভাগসমূহ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কাউট গাইড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনসমূহ, বিদ্যালয়সমূহ, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিবেন। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূর, বরোদা, মধুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে:—

(১) শৈশব ও পারিবারিক শিক্ষা, (২) প্রাথমিক ও পল্লী শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, (৫) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, (৬) বৃত্তি শিক্ষা, (৭) প্রচলিত পরীক্ষার নিয়ম, (৮) শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা—শিক্ষকের শিক্ষা, (৯) স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, (১০) আন্তর্জাতিকতা ও আন্তর্জাতিক শান্তি, (১১) নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষা।

শিক্ষা সম্মেলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইবে একটি শিক্ষা-প্রদর্শনী। উহাতে আমেরিকা ও ইউরোপে যে-সব নূতন ধরণের স্কুল আছে, তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতি ও কার্যাবলী এইবারকার প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ ... প্রভৃতি এই প্রদর্শনীর জন্য ... শিক্ষাব্রতীগণের সাহায্য এই কাজের ভার লইয়াছেন। তাঁহারা দুই হাজার ছবি দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান নূতন ধরণের স্কুলগুলির কার্যাবলী দেখাইবেন। সম্প্রতি প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা পৌঁছিবেন আশা করা যায়। সিটি কলেজে প্রদর্শনী খোলা হইবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেন্ট কিছুকাল পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন সম্পর্কে যে কমিশন নিয়োগ করেন, সেই কমিশন যে সব সুপারিশ করিয়াছেন তদনুযায়ী প্রদর্শনী সংগঠন করা হইবে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ভারতের শিক্ষকদের টেনিস টুর্ণামেন্টের ব্যবস্থাও হইতেছে। স্কুল মাষ্টার, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণই টুর্ণামেন্টে যোগ দিতে পারিবেন।

—

প্যালেষ্টাইনে আবার হাঙ্গামা

গত ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় জেরুজালেমের ব্রাডলাচ রেজিমেন্টের দুইজন সৈন্য গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে।

উক্ত সৈনিকদ্বয় সহরের প্রাচীরের বহির্ভাগে অবস্থিত বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। এই সময় দুইজন আরব নিকটবর্তী স্থান হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। সৈনিকদ্বয়ের নিকট গুলীভরা বন্দুক ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না। আততায়ীরা সিলওয়ান গ্রামে যাইবার পথে বহির্ভাগে রক্ষিত একটা ভাণ্ডারে পলাইয়া যায়। একটি বিরাট পুলিশ বাহিনী হত্যাকারীদের অনুসন্ধান করিতেছে।

আলীগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ৫ই নবেম্বর সিকান্দ্রায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ হয়। ফলে ১০ জন জখম হয়। তন্মধ্যে একজনকে সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সহরে উত্তেজনা বিরাজমান রহিয়াছে।

উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে পুলিশ-প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উপদ্রুত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতেছেন।

হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই নবেম্বর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। লীগ ও সেবাসমিতি হাসপাতালে তাহাদের স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন রাখিয়াছেন।

শিল্প-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তদন্ত

জাপানী প্রতিযোগিতার হাত হইতে ক্ষুদ্র বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্য যে একটা বিশেষ তদন্ত হইবার কথা ছিল, তাহা স্থগিত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গতকল্য এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের মতে ... ক্ষুদ্র ব্যবসার সম্বন্ধে পরিস্থিতির উচ্চ ও চাপ কমিয়াছে, জাপানের দর বৃদ্ধি পাওয়াতে বর্তমানে এই অস্থায়ী তদন্ত বিষয়ে পরিবর্তন কোনও পরিবর্তন সাধন আবশ্যক বলিয়া সরকার মনে করেন না।

—

ভূমিকম্পে ৬ জনের মৃত্যু

ভোপালে অতিরিক্ত ভূমিকম্পে ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকার সময় বরফ পড়ে। তাহারা সকলেই বরফের নীচে চাপা পড়ে। অন্যেরা লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। তাহাদের মধ্যে ৬ জন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মারা যায়। ঐ দিন একটি বিরাট বরফখণ্ডের চাপে একটা ঘোড়ার গাড়ীর আরোহীকে দেখা যায় না।

—

আরবে বিদ্রোহ

প্যালেষ্টাইনের নেইসানে একদল সশস্ত্র আরব থানায় হানা দিয়া পাঁচ ঘণ্টা কাল গুলীবর্ষণ করে। একটি বোমাও ছোড়া হয়, কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই। পুলিশের কেহ হতাহত হয় নাই। বেথলেহেমে এখন সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে।

প্রকাশ, এক এক বারে দুই তিনজন করিয়া বহু সশস্ত্র বিদ্রোহী বাহির হইতে আসিয়া প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত দল তাহাদেরই একটা অংশ। এই সব বিদ্রোহী ইরাকী সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব ডাঃ ... রোহিমের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়াছে।

—

চিটাগংরে প্রবল বারিবর্ষণ

প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে চিটাগংয়ে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। মাত্র ... ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছে। তাহার ফলে কতিপয় গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বহু লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে।

তিনটা সেতুর অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০০০০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। কয়েকটী বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং গ্রাম সমূহের যাতায়াতের জন্য নৌকা ব্যবহৃত হইতেছে। এপর্য্যন্ত প্রাণহানির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রাস্তা ও রেলওয়ে চলাচল এখনও আরম্ভ হয় নাই

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৩। সরস্বতী-জয়শ্রী	৬৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯। জৈবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮। বামন-আলবর	।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য	৷৵০
২২। ভজন-রহস্য	।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য	।০
২৭। মুক্তাচরিত্র গুণগৌরবঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)	।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন	৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	/১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	/
৪১। গীতাবলী	/০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব	/০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪৫। নবদ্বীপশতক	/০
৪৬। অর্চনপঞ্চক	/০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ	/০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	/১০
৪৯। অর্চনকণ	/১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫। ভক্তকালসী বা মায়াবাদজম্বুকী	।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণদেব	৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। সাংখ্যবাণী	/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩। সটীক-নিম্বাদানমূলম্	।০
৬৪। ভক্তহৃদম্	।০
৬৫। সানুবাদ নিম্বাষ্টকম্	৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	/০
৬৭। মায়াপুরবর্ণনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ	।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০। নামভজন	/০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স	৶০
৭৩ লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্	
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	/০
৭৬। দি ভাগবত	।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন	।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা	২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১। সাধন-পথ	।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু	/১০
৮৩। গীতাবলী	/০
৮৪। শরণাগতি	/০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি	/০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভা[illegible] [illegible]ন্যান্য পত্র

১। THE HARMO[illegible] —একমাত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী [illegible]-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র একাদশবর্ষে প্রকাশিত হয়। সডাক ২[illegible] ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দেহিবারণা শ্রীপরম[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত মহোপকার পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব প্রথমখণ্ড ক্রাউন ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৬৲ টাকা।

১২শবর্ষ { ৪১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৩শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার ; ০৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——:(০):——

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ... গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গত ৩০শে অক্টোবর ... গ্রামে ছায়াচিত্রযোগে গৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করিয়াছেন। ... বহু বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল।

গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে স্বামীজী ... সহ আউড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট স্বামীজী মহারাজ নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১লা নভেম্বর তারিখে ... মহারাজের আখ্যান প্রসঙ্গে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন।

... গৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ৩রা অক্টোবর বুধবার ... গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ... শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বিরাট আয়োজনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠে পাঠ-কীর্ত্তনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্ত্তী ... হইতেও বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ... উপলক্ষে শ্রীমঠে আগমন করিয়া ... কীর্ত্তন শ্রবণ এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। এই উৎসবোপলক্ষে ... মঠের ... শ্রীযুক্ত ... মহোদয়ের সেবা ... প্রশংসনীয়। তিনি শারীরিক এবং আর্থিক সেবাসৌকর্য্য করিয়া এবং শ্রীশ্রীগিরিধারীজীউর সেবার জন্য ... মণেরও অধিক ভোগসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া মঠবাসিগণকে সেবায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আর্ত্তাশ্রমবাসিগণও নানাভাবে সেবায় সহায়তা করিয়াছেন। পাঠ-কীর্ত্তনান্তে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং কাঙ্গালীকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

পাটনায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী (এইচ, ই, বি, ...) গত ২১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বহির্গত হইয়া বিহার এবং ইউ-পিতে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। গত ২২শে এবং ২৩শে অক্টোবর তিনি গয়াতে অবস্থান করিয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৪শে অক্টোবর তিনি গয়া হইতে পাটনায় পৌঁছেন। তথায় তিনি বিশিষ্ট জনসভায় জনসাধারণে তিনটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৮শে অক্টোবর পাটনায় ... লাইব্রেরীতে "ভগবৎপ্রেম" সম্বন্ধে, ৩০শে অক্টোবর পাটনা সহরের হিন্দী লাইব্রেরীতে "সনাতন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য" সম্বন্ধে এবং ১লা নভেম্বর বিহারী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে "দর্শন ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ... বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা শ্রবণে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি পাটনার ... কলেজ এবং ... কলেজের বহু প্রফেসার ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট গত ২৫শে, ২৭শে, ২৯শে ও ৩১শে অক্টোবর তারিখে ব্রহ্মসূত্রের কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

গত ২রা নভেম্বর ব্রহ্মচারীজী তথা হইতে প্রচারোদ্দেশ্যে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

নরসিংদীতে প্রচার

গত ১লা কার্ত্তিক সোমবার (১৩৪৪) ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ... প্রভু কএকজন ব্রহ্মচারী সহ নরসিংদী জেলার ভৈরববাজার অঞ্চলে প্রচারে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ভৈরববাজার, নরসিংদী এবং ত্রিপুরা জেলার ... সহর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন। ... সহর নিবাসী শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার পাল ও শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র পাল প্রভৃতি সজ্জন ব্যক্তিগণ প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা এবং আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি সেবাপ্রাণতা আদর্শস্থানীয়।

ঢাকা সহরের ... শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা

গত ৭ই ও ৮ই কার্ত্তিক (১৩৪৪) রবি ও সোমবার পুরাণপণ্টনবাসী শ্রীপাদ ... বাবু ... এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি... মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... মহারাজ যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

প্রথম দিন। সকল পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্রাদি সকল ... বিষয় সম্বন্ধে 'পরম' ... উপনিষদ ছিলেন ... গোস্বামী প্রভু ... আগমন করিয়া অশান্তির কারণ প্রদর্শন, অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন ও ... স্থাপনের উপদেশ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় দিবস। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি... মহারাজ—'... বদন্তি' শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের অস্তিত্ব, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই যে ভাগবতরূপে জগতে অবতীর্ণ তাহা প্রমাণ করেন। উভয় দিবসই পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। পাঠে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

ডাঃ পি, কে, বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র ঘোষ, (রিটায়ার্ড পুলিস ইন্স্পেক্টর) রায় সাহেব ... মোহন ... (রিটায়ার্ড টেলিগ্রাফ মাষ্টার), ... বসু, বাবু জ্যোতিষচন্দ্র বসু, বাবু ... চন্দ্র, বাবু ... চৌধুরী ..., ... নাথ গাঙ্গুলী, ... ব্যানার্জ্জী, চুণীলাল চৌধুরী, কুমার ... নারায়ণ রায় (ভাওয়াল রাজকুমার), ... চরণ দেব, ... চন্দ্র সেন, ... মোহন বসু, ... মুখার্জ্জি, ... নাথ গাঙ্গুলী, ... মোহন পাল, ... রায়, ... রায় ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

এক ... বার্ষিক মূল্য ... টাকা ... অগ্রিম দেয়।

"হরি-ভজন ব্যতীত জীবের আর কাহারও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের জন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ দামোদর, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

বিধি ও রাগ

কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধবস্তু, তাহা কখনও ভক্তি ব্যতীত অন্য অভিধেয় দ্বারা সাধ্য নয়। অনুকূল ভাবের সহিত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে চিত্তশোধিত হইলে তাহার উদয় সম্ভব। সাধ্য ভাবভক্তি যখন ইন্দ্রিয়সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধনভক্তি বলে। এই সাধনভক্তি দ্বিবিধা,—বৈধী ও রাগানুগা। এই বিধিমার্গ ও রাগমার্গকে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গও বলা হয়। যেখানে শাস্ত্রশাসন-ভয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভজনপ্রবৃত্তি হয়, তাহাই বৈধী ভক্তি। আর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় পরিকরসমূহের সুষ্ঠু ভাবমাধুর্য্য-শ্রবণে "ঐ ভাব আমার কিরূপে হইবে" এই প্রকার লোভ উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রযুক্তি ও শাসনের অপেক্ষা না করিয়া যেখানে রুচিমূলা ভক্তি হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।

রাগহীন লোক ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি' তা'রে সর্বশাস্ত্রে গায়॥
রাগাত্মিকা-ভক্তি—মুখ্যা ব্রজবাসী-জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা-নামে॥
ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য-অন্তর ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হৈয়া॥

শাস্ত্র-শাসনই সাধনভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ। আর লোভই রাগানুগা-ভক্তি-প্রবৃত্তির কারণ। যেখানে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রবল, সেখানে এই লোভোদয়ের অবকাশ নাই। এই লোভোৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-
লক্ষণম্॥

লোভোৎপত্তি জন্য শাস্ত্র আলোচনার আবশ্যক হয় না, স্বীয় যোগ্য-অযোগ্যতা বিচার উপস্থিত হয় না, কেবল লোভের বিষয় শ্রবণ বা দৃষ্টিগোচর হইলেই লোভ স্বতঃ উৎপন্ন হয়। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর উক্তিতে পাই,—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং
যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটি-
সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

রাগানুগা ভক্তি বুঝিতে হইলে প্রথমে রাগ কাহাকে বলে জানা আবশ্যক। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়-সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ তাদৃশঃ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে।"

(ভক্তিসন্দর্ভ)।

অর্থাৎ বিষয়িজনের বিষয়সংসর্গলাভের নিমিত্ত স্বাভাবিক ইচ্ছাতিশয়-স্বরূপ প্রীতির নাম রাগ। যেমন চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ রূপ-শব্দাদি স্ব-স্ব গ্রাহ্য-বিষয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য স্বভাবতঃ অনুরক্ত, ইহাতে যেরূপ কাহারও প্রেরণা অপেক্ষা নাই, সেই প্রকার ভগবদ্বিষয়ে ভক্তের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাতিশয়ময় প্রেম তাহার নাম রাগ।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপলক্ষণ। গাঢ় তৃষ্ণা বলিতে ভজন তৃষ্ণাও যে একটি আছে, তাহা বুঝা যায়। যেমন বদ্ধ অল্প জল। তরল অবস্থায় জলের উপর তৃণ, ধূলি, ইষ্টক প্রভৃতি নিক্ষেপ করা যায় ভিতরে প্রবেশ করে। আবার ঐ জল জমাট বাঁধিয়া যখন বরফ হয়, তখন তাহার উপর যতই তৃণাদি নিক্ষেপ করা যাউক না কেন, উহা যেমন কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই প্রকার ইষ্টবিষয়ে তৃষ্ণা যেখানে অল্প, সেখানে ঐ তৃষ্ণার ভিতরে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ বন্দিনতা বা ইতরবাসনা অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু ইষ্টবিষয়িণী তৃষ্ণা যেখানে গাঢ় অবস্থায় প্রেমময়ীরূপে বিরাজিত, সেখানে তৃষ্ণার ভিতরে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা বা কোনও প্রকার বহির্ম্মুখ-বাসনার লেশমাত্র প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

গাঢ়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেমন একমাত্র জলেই আবেশ, জল ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুসন্ধান করিতে মন অসমর্থ, সেই প্রকার নিজাভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপে যাঁহার পরম আবিষ্টতা বিদ্যমান, তাঁহার মনে কখনও অভীষ্ট ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুসন্ধান নাই। ইষ্ট বিষয়ে এইরূপ পরমাবিষ্টতার নামই রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।

বৈধমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ইহার দ্বারা ভক্তের স্বরূপগত ভাবের শৈথিল্য উপস্থিত হয়। ভাব শিথিলীভূত হইলে সেবাদ্বারা ভগবান্ প্রীত হন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবানের উক্তিতে আমরা পাই,—

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তিতে প্রীত হন। সেই প্রেমভক্তি পাইলে ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সাযুজ্যমুক্তির আদর করেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখকে চরম প্রাপ্য বলিয়া জানেন। এই প্রেমভক্তি রাগমার্গেই সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত—কৃপা ব্যতীত এই রাগানুগা-ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই। এই রাগমার্গ ব্যতীত রাধাগোবিন্দ-সেবারও সৌভাগ্য হয় না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র বৈধী ভক্তিতে সাধকগণের উপাসনা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বহুকাল এই বৈধী-ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাব বা প্রীতি-ভক্তির আবির্ভাব হয়। যতদিন প্রীতির আবির্ভাব না হয় ততদিন সাধক বৈধী ভক্তির অধিকারী থাকেন।

আমরা 'বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা-রত্নদানে রাগমার্গে করান প্রবেশ' এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে বৈধভক্তগণেরও রাগমার্গে প্রবেশের কথা জানিতে পাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রাগমার্গে প্রবেশাধিকার পাইয়াও কেন কেহ কেহ কৃষ্ণসেবাধিকার পান না? তদুত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"যদি চান্তরে রাগো বর্ত্তেত অথচ সর্বস্মিন্ বিধিরূচিস্য করোতি, তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিবৎ প্রাপ্নোতি।" অর্থাৎ যদি অন্তরে রাগ থাকে অর্থাৎ ব্রজপরিকর-বিশেষের ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত যদি লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অথচ সে অবস্থায়ও ভাবের প্রতিকূল অপ্রতিকূল বিচার না করিয়া সমস্ত ভক্তি-অঙ্গই যদি বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা হয়, তবে দ্বারকাপুরীতে রুক্মিণ্যাদির অনুগতভাবে মহিষীগণ লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু বিধিমার্গই পূর্ব্বভাব বিমিশ্র বলিয়া বিধিমার্গে উপাসনা করিলে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।

'বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।'
(চৈঃ চঃ)

লোভোৎপত্তি সময়ে শাস্ত্রযুক্তির কোন অপেক্ষা থাকে না। শাস্ত্রযুক্তি অপেক্ষা থাকিলে লোভের সিদ্ধি হয় না। যেহেতু শাস্ত্রযুক্তি দর্শন করিয়া কাহাকে কখনও লোভ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলে অথবা লোভনীয় বস্তু দর্শন করিলে আপনা হইতেই লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোভোৎপত্তির জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও লোভনীয় ব্রজভাব-বিশেষ কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে তাহার উপায় জানিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা লক্ষিত হয়; কারণ, শাস্ত্রবিধির দ্বারাই ও শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি দ্বারাই ঐ উপায় প্রদর্শিত হয়। উদাহরণস্বরূপে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তির দুগ্ধপানে লোভ জন্মে তখন কিরূপে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে, তাহা জানিবার জন্য সে ব্যস্ত হয়। তখন যদি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া সে দুগ্ধ অপহরণাদি অবৈধ উপায় অবলম্বনে নিরত হয় তাহা হইলে তাহার দুগ্ধপ্রাপ্তিও ঘটি হয়, যাবৎ দণ্ড ভোগ করিয়া তাহাকে কষ্টও পাইতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশের অপেক্ষা লক্ষিত হইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে দুগ্ধবতী সলক্ষণা গাভী ক্রয় করিয়া তাহাকে পালন, তৃণাদি-প্রদান ও গো-দোহনের প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাহার দুগ্ধপানের কামনা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কেবলমাত্র সম্মত লোকের বলেই [illegible] ব্যক্তিকে দুগ্ধ সংগৃহীত হয় না; সেইরূপ হরিভজনে লোভোৎপত্তি হইলে তাহার সিদ্ধির উপায় জানিতে শাস্ত্র-উপদেশ ও সাধুগুরু-পাদাশ্রয়ের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রযুক্তি-বর্জন প্রকার আবশ্যক; তন্মধ্যে ইহা ভজনোপায় জানা যায় না।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি ধন। যাহা আকর্ষণ হয় হইয়া দুর্ব্বল।

দৈবী ভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে যে অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, সেগুলি রাগভক্তিতেও অঙ্গ বলিয়া সুধীগণ জানিবেন। ইহা রূপানুগ ভজনপ্রণালীর মূল কথা। ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে রাগ দেখান হয় তাহা অনুরাগের বিবর্ত্ত, তদবধিরাগেরই লক্ষণ। ভজনমার্গ আনুগত্য-ধর্ম্ম-সমন্বিত। সুতরাং যেখানে সাধুমার্গ বা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনের কথা সেখানে আনুগত্য না থাকায় ভক্তির কোন্ কথা নাই।' সেইজন্য ভক্তগণ নিরন্তর আনুগত্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া হরিভজন করেন। কি বিধি, কি রাগ, সর্ব্বাবস্থাতেই আনুগত্য প্রবল। তাই শাস্ত্র বলেন—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম

(কলম্বো বোর্ড হাই স্কুলে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ অবলম্বনে লিখিত)

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাগণকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কারণ, আপনারা সকলেই পরম ঔদার্য্যময়বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নাম, ধাম, কাম ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। আপনারা অভিনন্দন-পত্রিকাতে আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সমস্তই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাপ্য। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কখন কাহার দ্বারা কি কি সেবা করাইয়া লয়েন তাহা আমাদের চিন্তার অতীত। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব ইঁহারা সকলেই অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ বস্তুর অবতরণ-রহস্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট জ্ঞাতব্য। 'সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রেচ্ছাময় বস্তু ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের যে-কোন একটীকে নিমিত্ত করিয়া সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপাত্রে আবির্ভূত হইতে পারেন। বদ্ধজীবকোটির নিত্য মঙ্গলের জন্যই অধোক্ষজ বস্তু প্রপঞ্চে অবতার-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভগবানের নিকট দেশ কিম্বা দিন কিম্বা রাত্রি সবই সমান, সেইরূপ আত্ম-বিস্মৃতদের নিকট অধোক্ষজ বস্তুর স্বাবতরণ-প্রণালী চির অজ্ঞাত। অধোক্ষজ বস্তুর অবতরণ দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ নহে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত অধোক্ষজ বস্তু অবতীর্ণ হইতেছেন। বসুদেবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই ইহা অনুভূত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের আবির্ভাবের পরক্ষণেই বিষয়-বিগ্রহ বাসুদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের আনুগত্য ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবের সেবা হয় না। আশ্রয়-বিগ্রহ বাসুদেবতত্ত্বই বসুদেবতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্ব। আশ্রয় এবং বিষয় পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব বা সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সমস্ত তত্ত্ব দৈহিক, মানসিক বা জাগতিক কোন যোগ্যতা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ বস্তুর অহৈতুকী কৃপাই এস্থলে বলবতী। তবে সেই কৃপামৃত পানের আর্ত্তি থাকা চাই। সম্বন্ধ-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া অভিধেয় বা ভজনকলে প্রয়োজন লভ্য হয়। প্রয়োজনলাভের একটা ক্রমপন্থা শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক-প্রবর শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন; তাহা এই—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো
নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সাধুর আনুগত্যে ভজনের ফলেই অনর্থনিবৃত্তি হইয়া থাকে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবের উদয় হইয়া থাকে। চরমে পরম পুরুষার্থ প্রেমের উদয়। 'সেই প্রেম নৃলোকে না হয়'। 'কৃষ্ণ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি যায়'। কৃষ্ণের সহিত যিনি প্রেম করিয়াছেন তাঁ'র দেহ-গেহ-কলত্র-পুত্র-বিত্তের প্রতি প্রেম নাই। সাধু সাবধান! ওঁ হরিঃ ওঁ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ॥

উড়িষ্যার সমস্যা

বড়ই দুঃখের বিষয় উড়িষ্যার কোন কোন ধনী নায়ক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত নিত্যসত্য তত্ত্ব সনাতন প্রেমধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া উড়িষ্যার অধঃপতনের অন্যতম মুখ্যকারণরূপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেহাত্মবোধপ্রবল বদ্ধজীবের জাগতিক অভ্যুত্থান ও অধঃপতনাদি-সম্বন্ধীয় ধারণা পারমার্থিকের চিন্তাস্রোতঃ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভগবানের বাহুবল-ধারাশালিত্ব ভগবানে আত্মভূতাবস্থায় শ্রীল প্রহ্লাদোক্ত "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ" শ্লোকের মর্ম্মার্থানুসারে অসামর্থ্য-হেতু নিখিল জীবাত্মার স্বার্থ (স্ব+অর্থ) বা আত্মপ্রয়োজনের একমাত্র গতি বিষ্ণুপাদপদ্মসেবা উপলব্ধি করিতে না পারিলে অপ্রাকৃতবিশ্রান্ত হইয়া ভগবানের উপরই সমস্ত দোষারোপ স্বাভাবিক হইয়া উঠে। শ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধজীবসমূহের কৃষ্ণাভেদময়ী নিত্যা বৃত্তি শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারের ঐকান্তিক অনুসরণই সমগ্র জীবসত্ত্বার একমাত্র মঙ্গলসেতু। তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মর্ম্মাবধারণে অসমর্থতা বৈষ্ণবজগতে মহান্ অনর্থ আনয়ন করিতেছে। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াদেবী 'ঈশাবাস্য' প্রভৃতির মর্ম্মার্থ বুঝিবার শক্তি অপহরণ করিয়া হতভাগ্য জীবকুলকে মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইবার অসংখ্য ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিতেছে। দেহাত্মবোধই সর্ব্বপ্রকারের অধঃপতনের একমাত্র মূলীভূত কারণ। শ্রীচৈতন্যবাণীই জীবের একমাত্র রক্ষয়িত্রী ও পালয়িত্রী। অবশ্য "পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।"—এই মহাজন-বাক্য পরমসত্য, তাই বলিয়া সত্য অসত্য বা অসত্যে সত্যবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তের আবাহনে ছলনাকে অনাদর করিতে গিয়া প্রকৃত সত্যধর্ম্মে অনাদর না আসে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে সকল প্রাকৃতসহজিয়াবাদ, কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্তবাদাদি অপধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে গর্হণযোগ্য। কিন্তু গর্হণ করিবেন কে? যিনি ধানগাছ ও শ্যামাঘাসের পার্থক্য জানেন না, তিনি কি করিয়া ধান্যক্ষেত্র হইতে শ্যামাঘাস অপসারিত করিবেন? এজন্যই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত আবশ্যকতা আছে

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

—::(০)::—

গত ১০ই কার্ত্তিক বুধবার মঙ্গলারাত্রিকান্তে উচ্চকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কাশী-রাজের কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান, অন্যমনস্ক শিবের যাজ্ঞার পক্ষাবলম্বন, বিষ্ণুর সুদর্শন-নিক্ষেপে কাশীরাজের মুণ্ডপাত, কাশী দগ্ধ, শিবের ক্রোধ ও পাশুপত-অস্ত্র নিক্ষেপ, সুদর্শনচক্র-প্রভাবে শঙ্করের পলায়ন ও শ্রীকৃষ্ণসমীপে শরণাপন্ন হওয়া, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিবকে একাম্রক নামক স্থান প্রদান, পুরী-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া জগন্নাথমিশ্র রোড, মদন-মোহন ক্লাব রোড, উত্তর নৈঋতি, নবগ্রাম, যোগীসদন, চাঁদমেলা, যোগাপোলা, ঠাঠারী বাজার, নবাবপুর রোড, পুনরায় মদনমোহন ক্লাব রোড ও জগন্নাথমিশ্র রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

অপরাহ্নে রায়সাহেব যোগেন্দ্রমোহন দত্ত (রিটায়ার্ড হেডমাষ্টার, কলেজিয়েট স্কুল) ও অপর অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীমঠে আসিয়া মঠোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনা-মুখে 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং' শ্লোকের উল্লেখ করেন। জাগতিক পুণ্যকর্ম্ম ও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির পার্থক্য প্রদর্শন করেন। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত জীব কখনই সাধুসঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হয় না প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে কংস-কারাগৃহে আবির্ভূত মহামায়াকে হনন-চেষ্টা, মহামায়ার আদেশবাণী শ্রবণে নিকৃষ্ট অপরাধের জন্য বসুদেব-দেবকী-সমীপে কপট স্তব-স্তুতি, বসুদেব-দেবকীর কারামোচন, অসুরবর্গের সহিত মন্ত্রণা ও নানারূপ অবৈধ চেষ্টাদ্বারা মহতের অবমাননা, তৎফলে নিজের ভাবী অমঙ্গলের আবাহন প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন। মহদতিক্রম বা সাধুনিন্দা যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা ব্যাখ্যা বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। অতঃপর তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত

গত ২৪।১০।৩৭ রবিবার প্রত্যূষে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সমাধিমন্দির পরিক্রমা হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের প্রস্তাবক্রমে বারাণসী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠের রক্ষক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীসনাতন-মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সনাতন শোচক ও "হে আবিল প্রেমধন" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তনান্তে শ্রীঅদ্বৈতবট নামক শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিশ্রামস্থান পরিক্রমা ও শ্রীরাধামদনমোহনজীউর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

অদ্যকার দৈনিক পাঠসূচী অনুসারে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ভোগারাত্রিক ও প্রসাদ সম্মানাদির পর অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দন ও মৌরাধিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। সায়ংকালে আরাত্রিকান্তে পুনরায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তারকব্রহ্ম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নিত্যস্বরূপ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন নদ-ভাক্তিপ্রচারকের নদীয়া প্রকাশ প্রকাশ হয়। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর দৈব-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি ক ই রেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেয়াম্পদ শ্রীপাদ নরোত্তম রায় ভক্তিনিধি।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জামগ্রাম (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুননন্দন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয়কুমারী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুরা, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবদ্বারী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিক্রম ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী —স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) পাগলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রসাদ দাসাধিকারী

(৫৭) সিমলিয়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) আমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বাঁধু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডাঙ্গা, পোঃ চিনসুরা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিজয়বন্ধু-কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাঁশ ফুল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাদশা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম পোস্তা	৲
মিহি বেতন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেরাদুনী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বাসমতি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতন	৩৵০

চিনির দর

চিনি, টাইপ	১০৷৵০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০৵০
দোবরা সাদা	৯৷০
ঢাকাপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
ঢাকাপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির দর	৩৩৷০
সভরেন	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

বাওয়া—	৪০৸০
বিভব—	৪০৸০
ডিভব—	৪১৷০
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬—৬৷৵০
প্যারাগন ঐ	৬৲—৬৵০
ফ্লোরমিল ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
গমকুঁড়ি	১৸৵০—১৸০
ভুষি	১৷৵০—১৷৵০

তুলোর দর

	৫৭৲
কুমিল্লা	৫৭৲
ভূরপাতাসী	৪০৲
দেশী	৪৬

পাঙ্গাস	৪৬৷০
সাদা	৪৬৲
কাবুলি	৩৬৲
লাল পাক্কা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৵০—৯৸৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব মাইজ	১০৸৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।	।৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	৭৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৸৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ পাটকা ২৪—৩০ গেজ,

পীস	।৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
গোল কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬৷০—

গাদি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাত্তি, গোলাই, গরাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৮৸০—১১৷০

ফুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হালদা ৫৵০, পাটের হালদা ৬৷০

তুলার হালদা ৪৷০

তুলোর দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের সোনার কাইন	৫৪৲
মিঠ্ঠা আমের বরফ	৪০৲
করাচি বুরানির কাইন	৪৩৲
হাবার্ড আমা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

গোলমরিচ	৮৷০
সুপারী দেশী	২৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
শুঁঠ বিলিতি	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড কোম্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, আহিরীটোলা

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

[illegible]

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার উপকূলে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হওয়াতে খোরাক ও বেতনবাবত প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—	
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৪	
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৭২,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৩১	

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

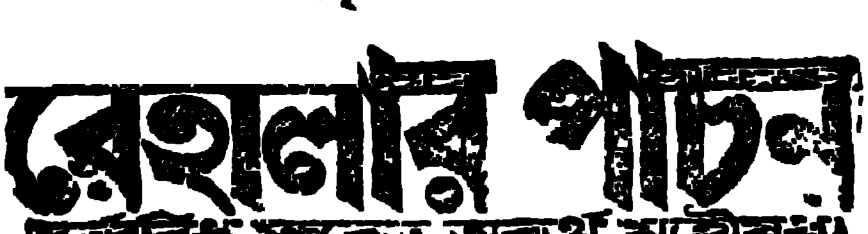

ম্যালেরিয়া-প্লীহাযকৃৎ জীর্ণ বিষমজ্বর প্রভৃতি রোগের একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি সর্বত্র অধিক। জিহ্বার রুচি সম্পূর্ণ ফিরাইয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন। আপনার অবস্থা সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উপটার্টিং রোড, কলিকাতা।

শাখা

পোঃ বেতড়া, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যার্থী[illegible] এক সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	৵
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫	৩৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৩৲	৩৲	৩৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিভূষণ ভাগবতাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০-পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

ছাত্রিক সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া[illegible]" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি[illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল-বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরাজি [illegible] "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া[illegible] ১৬।এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] হাটখোলা অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত [illegible] থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible]—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মঠে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক [illegible] ৫১) মাদ্রাজ [illegible] পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ রায়পেটা, মাদ্র.

[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রবর্তিত
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য
ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO C 1544

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকুমারব্রহ্মচারী
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র আদর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ১০ই নভেম্বর ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২০৭]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ২য় মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৭

(১)

৫৮৭ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ৫৪৯/৯
ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী
১ দেঃ গোকুলচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং সাহেব
নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে সাহেব নগর মধ্যে ডিঃ সং ৫৪নং খং ১-২০শ জমির ২৩৸৵ জমা, যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭১নং খং ৭১ দাগ জমির খারাজউদ্দীনের আছে এবং তাহাতে দেনাদারদের ৸/১৩/ অংশ উক্ত অংশ যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(২)

৬০৯ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ১৫১৸/৬
ডিঃ বঙ্কিমচন্দ্র বক্সী দিং
দেঃ লালিত মোহন বিশ্বাস দিং সাং
মাধবপুর পোঃ বাগআঁচড়া

১। থানা চাপড়া মৌজে কাটাপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ১৭৮নং খং ৫-৮৪দাঃ জমির যে জমা লেখাবার যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ৪০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৭৮। ৮৬।২৮৮।২৯৩ নং খং মুক্ত ১৩-১৯দাঃ জমির ৯৸৶ জমা, যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ১০০৲

(৩)

৬১৭ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ৪৭/৯
ডিঃ ঐ
দেঃ গোপাল কৃষ্ণ খাঁ সাং মাধবপুর
পোঃ বাগআঁচড়া

থানা চাপড়া মৌজে মাধবপুর গ্রামে ডিঃ সং ৮৯নং খং ১৪-৮১দাঃ জমির ১৭৸৶০ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৪)

৬১৩ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ৪৪৶০
ডিঃ ঐ
দেঃ রতিকান্ত বক্সী দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

১। থানা চাপড়া মৌজে কাটপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ১৩৭নং খং ১১-১৬দাঃ জমির ১৪।৵ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ সং ৮৮০নং খং ৩-৩২দাঃ জমির ৪৲ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(৫)

৬২৫ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ৫৩৸৶০
ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড
দেঃ পঞ্চানন সিংহ সাং নাটুদহ পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে নাটুদহগ্রামে ডিঃ সং ১৮৭নং খং ২-৪২দাঃ জমির ১০৶০ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৬)

৭৫৩ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ৩৫।৬
ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী
দেঃ গফিজুদ্দী হালসানা সাং কালনা
পোঃ বাগআঁচড়া

থানা কোতয়ালী মৌজে দর্শীপুরগ্রামে ডিঃ সং ৩৸০।০ বিঘা জমির কাত ৭।০টাকার যে চটবন্দী জোত জমা লেখা যায় উক্ত জমির অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(৭)

৭৭৩ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ১০৸৶০
ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ রায়
দেঃ উম্মেখাতুন বিবি দিং সাং কাটাল-
পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে পাটিগ্রামে ডিঃ সং ২২৪নং খং ৫-৭০দাঃ জমি তন্মধ্যে দেনাদার দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জমা জমি ও আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(৮)

৭৯০ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ১১৸/০
ডিঃ ম্যানেজার, কাশিমবাজার রাজ
ওয়ার্ডস্ ষ্টেট
দেঃ হজরত চন্দ্র গড়াই সাং মদনডাঙ্গা
পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ঐ ডিঃ সং ৪৬ নং খং ১০-৪০ দাঃ জমির ৩১৸৵ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(৯)

৭৯১ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ১১৶৫
ডিঃ ঐ
দেঃ কার্ত্তিক চন্দ্র কর্ম্মকার দিং সাং
মাজের গ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাজদিয়া মধ্যে ডিঃ সং ২৪৯ নং খং ৩-৯ দাঃ জমির ১১।৵৯ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৫০ নং খং ৩৩ দাঃ জমির ১।৵৯ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ২৲

(১০)

৭৯২ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ১১৶৫
ডিঃ ঐ
দেঃ ফকিরউদ্দিন মণ্ডল সাং আকন্দ
বেড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাজদিয়া মধ্যে ডিঃ খং ২০৯ নং খং ২ ৭১ দাঃ জমির ১৶০ জমা যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(১১)

৭৯৩ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ৯৸৶১
ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী
দেঃ হু [illegible] সেখ সাং পুপুরিয়া পোঃ
বাগআঁচড়া

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ সং ৪।৩।৵ বিঘা জমির কাত ৮৶।০ টাকার যে চটবন্দী জোত লেখা যায় যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(১২)

৮১২ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ১৮.৯
ডিঃ যতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী
দেঃ মোবারক সেখ দিং সাং পাথুরী
পোঃ বাগআঁচড়া

থানা চাপড়া মৌজে অলকাগ্রামে ডিঃ সং ১৬০ নং খং ৫৮ দাঃ জমির যে চটবন্দী জোত জমা লেখা যায় যার অন্তর্নিহিত আকর আওলাত দখলত হুকুক মূল্য ৫৲

(১৩)

৮১৩ খাজানাজারি ৩৭ দাবী ২২।৵
ডিঃ ঐ
দেঃ মেরাজ মণ্ডল দিং সাং পাথুরী
পোঃ বাগআঁচড়া

থা [illegible] গ্রামে [illegible] সং ১৫৩ [illegible] ২৩ দাঃ জমির কাত [illegible] চটবন্দী জোত [illegible] উক্ত জোত [illegible] আওলাত দখলত হুকুক মূল্য [illegible]

(১৪)

৮১৪ খাজানাজারি [illegible] দাবী ৪৯।০
ডিঃ

দেঃ ভগবতী দাসী দিং সাং অলকা পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে অলকা গ্রামে ডিঃ নং ৩১০ নং খং ৩-১৭ দাঃ জমির ৭।/১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

৮৫৮ বাংজারি ৩৭ দাবী ৩১৸/০

ডিঃ বীরেন্দ্র নাথ রায়

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং গোয়াড়ী কাটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে খাটুরা গ্রামে ডিঃ নং ১৬০ নং খং ৩-৩৪ দাঃ জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

৮৬৬ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৫।/১

ডিঃ প্রতিভাসুন্দরী দাসী

দেঃ মনমোহন হালদার দিং সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে কল্যাণদহ গ্রামে ডিঃ নং ১৮০ নং খং ৪ অধীন ১৮১-১৮৭ নং খং ৩৪-৪৩ দাঃ জমির ৬০৷৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

৮৭১ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৮।৹

ডিঃ কালীদাসী পালচৌধুরী

দেঃ সংরাদি বিশ্বাস দিং সাং শিকড়ী পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে শিকড়ী মধ্যে ডিঃ নং ৩৭০ নং খং -৬৪দাঃ জমির ২৲, ৮।০ টাকা যে করকার্ণ জমা লেখা যায় উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

৮৭২ বাংজারি ৩৭ দাবী ২০৬৸/১

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী

দেঃ নন্দগোপাল মজুমদার দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ৩/৪৵০ বিঘা জমির কাত লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

৮৮০ বাংজারি ৩৭ দাবী ৬২।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুরগ্রামে ডিঃ নং ১১৩৬নং খং ২।৩৬০ বিঘা জমির ১৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

৮৮১ বাংজারি ৩৭ দাবী ৫০।০

ডিঃ ঐ

দেঃ হুসেনার মণ্ডল সাং পুখরিয়া পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে চন্দ্রমহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ৯১নং খং ২।০ বিঘা জমির ৬৸৹ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৮৮৩ বাংজারি ৩৭ দাবী ৩১৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ নন্দগোপাল মজুমদার সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ৩৬৮২নং খং ৩১৸৵০ বিঘা জমির ৪।৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৮৮৫ বাংজারি ৩৭ দাবী ৬২৸৭

ডিঃ জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ ভোলাই বীট দিং সাং হাতিশালা পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে হাতিশালা গ্রামে ডিঃ নং ১৩৬০ নং খং -৯২ দাঃ জমির ৮।৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২৩)

৯১১ বাংজারি ৩৭ দাবী ৪০৻৫

ডিঃ ঐ

দেঃ কাদী সেখ মল্লাবী দিং সাং মজলপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মজলপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৩৭৪ নং খং ২-২৯ দাঃ জমির ৫।৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

৯১২ বাংজারি ৩৭ দাবি ৩০৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ মোহেন সেখ মণ্ডল দিং সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ী গ্রামে ডিঃ নং ৯৫৪ নং খং ১-৩৫ দাঃ জমির ৫৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

৯০৬ বাংজারি ৩৭ দাবী ২৩/১

ডিঃ ঐ

দেঃ ইজেমার নিকারী সাং মজলপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মজলপুর গ্রামে ডিঃ নং ১১১৫ নং খং -৮৯ দাঃ জমির যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৬)

৯১৯ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৪০৸৶৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ কালী মণ্ডল তরফদার দিং সাং শিমলা পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে মহাদেবপুর গ্রামে ডিঃ নং ১০০ নং খং ৪-৭৮ দাঃ জমির ১২৸১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

৯২৩ বাংজারী ৩৭ দাবি ৯৫।৵০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ নিরঞ্জন গড়াই সাং তোলপুখরিয়া পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে তোলপুখরিয়া গ্রামে ডিঃ নং ৩১১ নং খং ২২।১৶০ বিঘা জমির ১৩৸/১৬৸ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য ২৫৲

(২৮)

১০০৯ বাংজারী ৩৭ দাবি ৩০।৶৬

ডিঃ প্রবোধনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং

দেঃ চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় দিং সাং বর্ষীয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বর্ষীয়াগ্রামে ডিঃ নং ৩৩১ নং খং ৪ অধীন ৩৩২-৩৩৩-৩৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত -৭৫ দাং জমির ৪৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

৫৫৩ বাংজারি ৩৭ দাবি ৫১৸/১

ডিঃ কালীকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ হাবেল মণ্ডল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে বৃত্তিহুদাগ্রামে ডিঃ নং ২০৬ নং খং ৫-২৭ দাঃ জমির ৭/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১৯।১১।৩৭

(৩০)

৭০০ বাংজারি ৩৭ দাবী ৬৮৭/১

ডিঃ সৌদামিনী দাসী

দেঃ প্রমথনাথ সরকার সাং নবদ্বীপ বুনাথতলা পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ নং ৩২৭নং খং ২-১৬দাঃ জমির ২।০জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুরগ্রামে ডিঃ নং ৬৬৫নং খং -১০দাঃ জমির নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫১৩ নং খং ৭-১৫দাঃ জমির ৭।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪০৪ ২১নং খং -১৬দাঃ জমির [illegible] আদায় মতাবেক চিরস্থায়ী মোকররী [illegible] মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

৭০১ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৮৭৶৬

ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং

দেঃ আবদুল মণ্ডল দিং সাং গোখুরাপোতা পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে গোখুরাপোতা গ্রামে ডিঃ নং ১৮নং খং ২০-৫৭দাঃ জমির ২১৸৶৫ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩২)

৭৬৮ বাংজারি ৩৭ দাবী ২৭৸৵০

ডিঃ খোদাদাদ মণ্ডল দিং

দেঃ আতনাথ দাস খৃষ্টান দিং সাং চাঁদতলা পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছাগ্রামে ডিঃ নং ৫১২নং খং -৩১দাঃ জমির ৯৸/১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

৮৪৬ বাংজারি ৩৭ দাবী ৮৫।৸৶৬

ডিঃ প্রতিভাসুন্দরী দাসী

দেঃ তবিবদি মল্লিক দিং সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে পিতাম্বরপুর মধ্যে ডিঃ নং ১৯ নং খং ১১-৬২ দাঃ জমির ২৮৸৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৪)

৯২৭ বাংজারি ৩৭ দাবী ১৫৬৸৶৩

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ হাজারি পাকুই সাং তোলপুখরিয়া পোঃ বাবলারি

থানা চাপড়া মৌজে তোলপুখরিয়া গ্রামে ডিঃ নং ২৮০ বিঘা জমির ২৲১০ যে ওটবন্দী জমা লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য ১০৲

(৩৫)

৫২৯ বাংজারি ৩৭ দাবী ২৯৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ পচু পাকুই সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে তোলপুখরিয়া গ্রামে ডিঃ নং ২-৫ নং খং ৭৯২৸৵০ বিঘা জমির ৬৸/১৭১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য ১০৲

(৩৬)

৯৯০ বাংজারি ৩৭ দাবী ৫৩৸৶১০

ডিঃ ঐ

দেঃ নেহুই সেখ দিং সাং জাদবপুর পোঃ বাবলারি

(অতঃপর পর পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

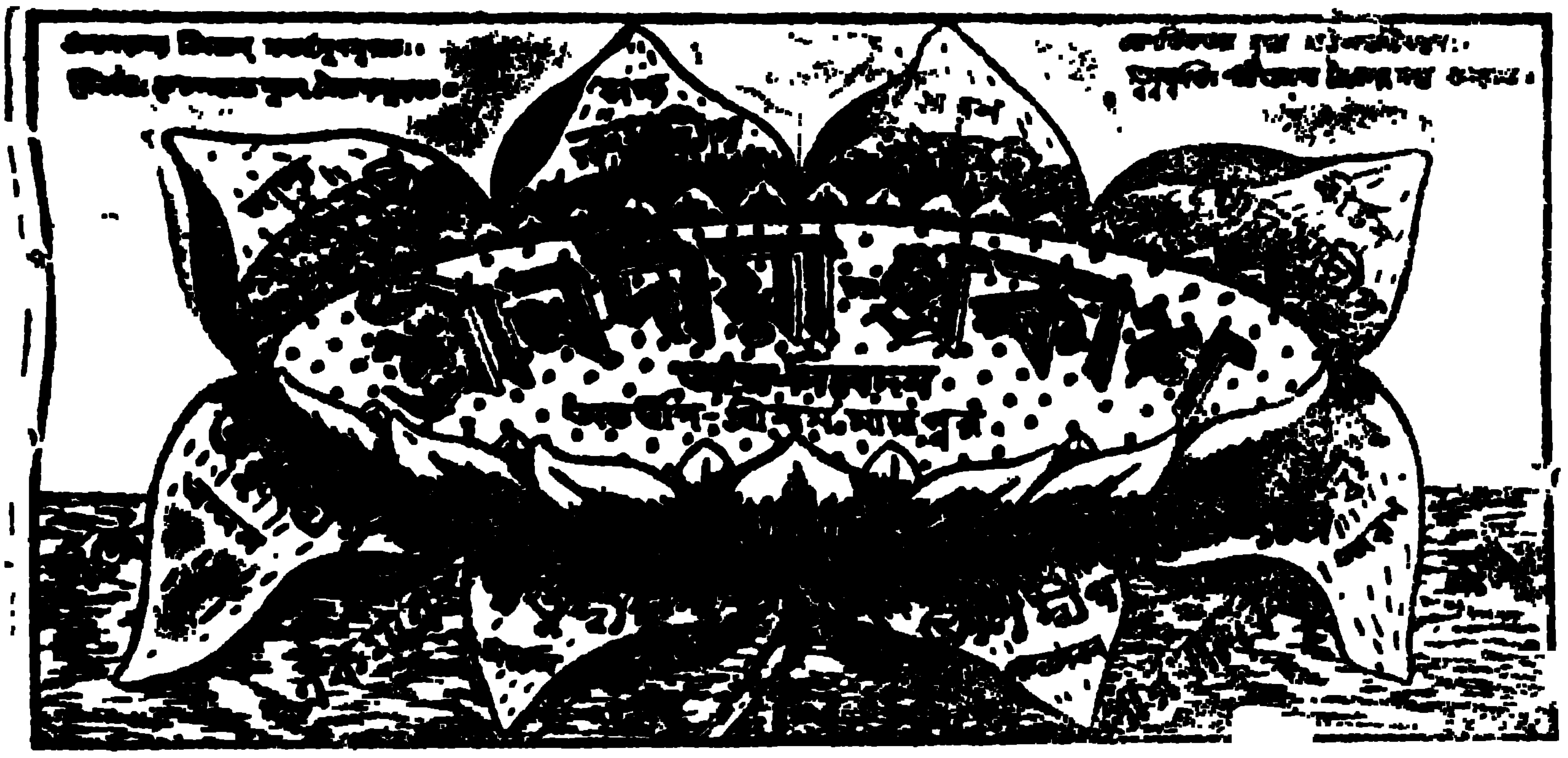

১২শবর্ষ } ৪২ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫: ২৭শে কার্ত্তিক ... ১৩৩৮, ১০ই নভেম্বর ১৯৩১, বুধবার } ২০৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(০)::——

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

গত ৪ঠা নভেম্বর বুধবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহামহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উষঃকীর্ত্তন ও পাঠের পরে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইয়াছিল। মধ্যাহ্ণে ১১ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীপাদ নিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীশ্রীগোপালের প্রকট ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীপাদের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ মনোহর প্রভু সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্ণিকের পর শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ ভক্তশাস্ত্রী মহোদয় চতুর্থ বর্ষের 'গৌড়ীয়' হইতে "গোবর্দ্ধন-পূজা" প্রবন্ধটী প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পাঠকীর্ত্তনান্তে প্রায় এক শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় বি-এল্ (ভাইস্ চেয়ারম্যান কটক মিউনিসিপ্যালিটী) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার বি-এ (কটকস্থ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার), ঐ স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বি-এ, শ্রীরামচন্দ্র সিংহ (কন্‌ট্রাক্টার), শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দাস, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি নায়ক প্রমুখ সজ্জনবর্গ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তমে প্রচার

গত ১০শে অক্টোবর হইতে ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সপ্তদিবস ঢাকা-নিবাসী পাবনার রিটায়ার্ড কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র গুহ মহোদয়ের পুরীধামস্থ আবাসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন। পাঠ শ্রবণে কালেক্টার মহোদয়ের অন্তঃকরণে উচ্চভাবের প্রভাব উদয় হইয়াছে। ব্রহ্মচারীজী প্রথম দিবস আলোচনা করেন যে, আধ্যাত্মিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য মুমুক্ষুগণ যে মুক্তি প্রার্থনা করেন এবং জড় জগতের সুখভোগে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ যে সুখভোগ লাভ করিবার জন্য যত্ন করেন তদুভয়েই জীবকে বিষ্ণুপদে বিমুখ করায়। ভোগী ও ত্যাগি সম্প্রদায় উভয়েই দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অধীনে অবস্থান করেন। সুখভোগ-লোলুপ বাংসদূক অজ্ঞলোক ইন্দ্রিয়সুখভোগে প্রমত্ত হইয়া যে পাপের আবাহন করে সেই পাপের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন; তদ্দ্বারা পাপ কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও পাপবীজ বা অবিদ্যার বর্ত্তমানতাহেতু পুনঃ পুনঃ জীবকে পাপে প্রণোদিত করায়। জ্ঞান পন্থা অবলম্বন করিয়া কতগুলি মুক্ত ব্যক্তি যদিও সাময়িকভাবে পাপের কবল হইতে কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু সেখানেও অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মচারী মহোদয় 'নেহজ্ঞেয়বিধানো' এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়া এবং গৌড়ীয়, বিশ্বনাথ প্রভু ও তদনুগগণের উদাহরণ প্রদান করিয়া বিষয়টী বিশদভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন। ভগবত্ত কৃপা দ্বারাই জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে।

গত ২৪শে অক্টোবর পুরীস্থ কালেক্টারী ডিপার্টমেন্টের ফৌজদারী ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ পট্টনায়ক মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য শুভাগমন করিয়াছিলেন। মঠের সহকারী মঠরক্ষক শ্রীপাদ ইন্দুপতি অধিকারী মহোদয় তাঁহার গলদেশে প্রসাদী মালিকা অর্পণ করেন। তদনন্তর পুরুষোত্তমমঠের নাটমন্দিরে উপবেশন করত মঠের উদ্দেশ্য বিষয় শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী মহোদয়ের নিকট হইতে শ্রবণ করেন। সে সময় শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র বসু মহাশয়ও তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন। তদনন্তর তিনি শ্রীল প্রভুপাদের চটক-পর্ব্বতস্থ ভজন কুটীর দর্শন ও চক্রাখ্য প্রণাম করেন। তিনি উক্ত স্থান দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। তৎপরে মঠপ্রধান সম্মান করত শ্রীর মোটরে স্বভবনে গমন করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের সৌজন্য ও ধর্ম্মানুরাগ বাস্তবিক বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি যাইবার সময় বলেন—আমার যাহা কিছু বক্তব্য তাহা সময়ান্তরে আসিয়া জ্ঞাপন করিব। আপনারা কৃপা করিয়া কেবল দয়ালু আমার মঙ্গল বিধান করিবেন, ইহাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে উর্জ্জব্রত

গত ২৫।১০।৩১ রোববার তারিখে মহারাজগণ শ্রীমঠ হইতে যমুনাঘাটের পথে গিয়া শ্রীকেশীঘাট পরিক্রমা করেন। শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গৌরকিশোর কীর্ত্তন করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ভক্তিসারস্বত হইতে শ্রীকেশীঘাটের মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পাঠ ও বক্তৃতা করেন। পুনরায় 'বর্ণিতধর্ম্ম' শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ... পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ... শ্রীপাদ বিশ্বপতি প্রভু ... শ্রীকৃষ্ণের ... ব্যাখ্যা করেন। ... শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ... পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রত্যহই বহু সজ্জন শ্রীমঠে আগমন করিয়া পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের জন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ দামোদর, শুক্র অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

কৃপা পাই না কেন ?

——::•::——

কৃপা পাই না কেন, এই প্রশ্ন মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বে কৃপার স্বরূপ কি, কৃপা কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যক। শুধু কৃপা চাহিতে গিয়া অন্য কিছু চাহিয়া বসিব। ভগবান্ সেব্যবস্তু। সেবকের নিকট হইতে সেবাগ্রহণই তাঁহার কার্য্য। সেব্যের কৃপা বা ইচ্ছা ব্যতীত সেবালাভ অসম্ভব। আবার এই সেবালাভেই আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা; সুতরাং নিরন্তর অপরাধ ক্ষমা করিয়া গুরু-সেবাদানই যে ভাবের প্রতি সেব্যের অযাচিত কৃপা তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভগবান্ করুণাময়—কৃপাময়, দয়ার সাগর। তিনি মঙ্গলময়। তিনি জীবগণকে কৃপা করিবার জন্য—সেবাপ্রদানের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। তবে তিনি কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না—কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের দাবী পূর্ণ করেন না। আমরা তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে স্বেচ্ছাময় তিনি তাহা পূরণ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্তু এমন একটি জিনিষ আছে, যাহা নিষ্কপটে চাহিলে আর প্রত্যাখ্যাত হইতে হয় না। সে প্রার্থনা তিনি আনন্দের সহিত পূর্ণ করেনই করেন। সেইটী আর অন্য কিছুই নহে, তাহা কৃপাময়ের নিকট কৃপা প্রার্থনা, যাহা প্রদান করা দয়াময়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। সেব্য যদি সেবা না দেন, কৃপা না করেন, তাহা হইলে সেবা দিবে আর কে ? ভগবানের নিকট নিষ্কপটে সেবা প্রার্থনা করিলে—তাঁহার নিকট অযাচিত কৃপাভিক্ষা করিলে তিনি যে নিশ্চয়ই কৃপা করেন তাহার বহু প্রমাণও আমরা শাস্ত্রাদিতে পাইয়া থাকি। তাঁহার নিকট নিষ্কপট কৃপার্থী হইয়া কেহ কখনও বিমুখ হন নাই বা হইবেন না। অতএব কৃপা না পাওয়া সম্বন্ধে কৃপাদাতার কোন দোষ নাই, যত দোষ এই হতভাগ্যের। যাঁহারা নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী বা শরণাগত ব্যক্তি তাঁহারা কখনও ভগবানের উপর দোষারোপ করেন না, পরন্তু তাঁহার অসীম দয়ার কথা বলিবার জন্য অনন্তমুখ হন; আর পূর্ণকৃপাপ্রাপ্তের ত' কথাই নাই।

সেবোন্মুখতাই কৃপালাভের—সেবালাভের একমাত্র উপায়। কেবল মুখে কৃপা-প্রার্থনাই কৃপাকাঙ্ক্ষার স্বরূপ নহে, পরন্তু সেবাকাঙ্ক্ষাই—কৃপাকাঙ্ক্ষা। নিষ্কপট সেবা-প্রার্থীই—অপ্রতিহত কৃপাপ্রার্থী। সেবায় উদাসীন থাকিয়া, সর্ব্বক্ষণ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত নহেন যিনি, তিনি কৃপাপ্রার্থী নহেন—কপট বা কৃপাগ্রহণে অনিচ্ছুক। মুখে কৃপা প্রার্থনা আর অন্তরে কৃপাগ্রহণে অনিচ্ছা থাকিলে চলিবে না। অন্তরে বাহিরে কৃপাভিক্ষু হইতে হইবে, সেবালাভের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং সেবাপ্রাপ্তিকেই নিত্য প্রয়োজন বোধ করিয়া অন্যান্যের আশায় জলাঞ্জলি বা কৃপার্থী হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। প্রভুকৃপার জন্য অধীন সেবককে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এই কৃপাপ্রার্থনা বা সেবা-লালসা সম্বন্ধে নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী ও কৃপাপ্রাপ্ত সাধুগণের শ্রীমুখে সেই কৃপা বা সেবার অমোঘ বলিবার কথা অহরহ নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। কৃপার্থী কৃপা পাইবেন, ইহা ধ্রুবসত্য। আমরা অনেক সময়ে বলি, কৃপা চাহিলেই যখন পাওয়া যায় তখন আমরা কৃপা চাহিয়াও পাই না কেন ? কপটতা বা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি—অন্যাভিলাষই তাহার বাধক। নিষ্কপটে কৃপা চাহিলে কি কৃপা না পাওয়া যায় ? আর যিনি নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী, কৃপা না পাইয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তিনি কি কৃপা না পাইয়া স্থির থাকিতে বা প্রাণ ধারণ করিতে পারেন ? কৃপার যাঁহার জীবন ও সর্ব্বস্ব তিনি জানেন যে, কৃপা নিশ্চয়ই পাইব। তবে দু দিন আগে, না দু দিন পরে। তাঁহার নিষ্কপট হৃদয়ে কৃপা না পাওয়ার কোন কথা জাগে না এবং নিরন্তর সেবামুখে কৃপাপ্রার্থনা ছাড়া তিনি আর অন্য কিছু করেনও না। ভগবৎ-কৃপাবন্যা ত' নিত্যকালই পতিত জীবগণের জন্য বিস্তৃত আকারে সংসারকূলে প্রবাহিত রহিয়াছে। যখন আমরা যে পরিমাণে যোগ্যতা লাভ করিব তখন আমরা সেই পরিমাণে কৃপা পাইব—আমরা যে পরিমাণে নিষ্কপট সেবা বা সাধন করিব, সেই পরিমাণে কৃপাপ্রার্থী হইব।

জীব যখন আত্মমঙ্গলের জন্য ভগবৎ-সেবোন্মুখ হন—প্রপত্তিবিশিষ্ট হন, তখন ভগবান্ জীবকে কৃপা পূর্ব্বক উদ্ধার করেন জীবের সাধন-চেষ্টা ও ভগবৎকৃপা-প্রভাবে জীব উদ্ধার লাভ করিতে পারেন। ভগবৎ-কৃপাবিমুখ হইয়া আত্মনির্ভরতামূলে কেবল সাধন-চেষ্টার দ্বারা জীব উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, কিছুদূর পর্য্যন্ত উঠিতে না উঠিতেই পড়িয়া যায়, আর সাধন-চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কপটতা করিয়া মুখে কৃপাপ্রার্থনা অর্থাৎ জাড্য, আলস্য বা সেবাবৈমুখ্য দ্বারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি কৃপা প্রার্থনা করিবেন, তিনি সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন; সেবা-প্রবৃত্তির সহিতই প্রচুর কৃপা তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হইবে।

'ভগবান্‌কে লাভ ক'রতে হ'লে আমাদের কি সাধনের প্রয়োজন, না কেবল কৃপাই প্রয়োজন ?' এই প্রশ্নের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণপ্রসাদন ও সাধনা-ভিনিবেশ—এই দুই প্রকার উপায়েরই আবশ্যকতা আছে। কৃপালাভ ব্যাকুল নিকট বড়িশ ফেলতে হ'বে আর কৃপালাভ ব্যক্তির হাতও বাড়াতে হ'বে অর্থাৎ ভবকূপে পতিত আমাদের নিকট শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপারজ্জু ও পৌঁছান দরকার আর আমাদের হাত বাড়িয়ে সেই কৃপারজ্জু ধরাও প্রয়োজন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা এবং আমাদের ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন-চেষ্টারূপ সাধন এই দুয়েরই আবশ্যকতা আছে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ পতিত আমাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, কত প্যাঁচে প্যাঁচে চিন্ময় ব্যয় করিতেছেন, করুণাবশে কত কথাই না বলিতেছেন, কত উপদেশই না দিতেছেন, কিন্তু তাহা আমরা গ্রহণ করিতেছি কৈ ? আমরা ত' কেবলই দিন দিন তাহাতে অমনযোগ ও উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং মাদৃশ পতিত ব্যক্তির জন্য ভগবৎকৃপা অনুক্ষণ সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও যে কোনও কালে কপট আমাদের উদ্ধার নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

সদ্‌গুরু বা ভগবানের কৃপারজ্জু সর্ব্বদাই লম্বমান আছে। আমরা যদি সেই অহৈতুকী কৃপারজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরি তাহা হইলে আমাদিগকে নিষ্কপটে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীভগবানের আকর্ষণ করিয়া তাঁর পাদপদ্মে নিশ্চয়ই উঠাইবেন। আর যদি কপটতা করিয়া 'ঠাকুর আমাকে কৃপা করুন'—কথাটি মুখে আওড়াই এবং অন্তরে বা কার্য্যকালে ভগবানের কৃপা-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হই, অথবা নিজ স্বতন্ত্রতা—কৃষ্ণবিমুখতাই সংরক্ষণ করি তাহা হইলে আমাদের সংসার হইতে পরিত্রাণ হইবে কি করিয়া—আমরা কৃপাই বা পাইব কি করিয়া ?

আমরা অনেক সময় গুরুবৈষ্ণবের নিকট বলিয়া থাকি, 'প্রভো, আমাকে কৃপা করুন, আপনার কৃপা ব্যতীত আমার উদ্ধারের আর উপায় নাই। আপনার কৃপা না থাকায় আমার অসুবিধা কাটিতেছে না। কিন্তু কৃপাময় সাধু-গুরু যখন সত্যসত্যই আমাকে কৃপা করিতে উদ্যত হন অর্থাৎ পলায়ন সেবাদান করিতে প্রস্তুত হন তখন আমি পলায়ন করিবার রাস্তা খুঁজিয়া পাই না। এমনি আমার কৃপা-প্রার্থনার দৌড়! এত আমার সেবা লালসা! হায় দুর্দ্দৈব!

শ্রীমন্মহাপ্রভু সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখের প্রতিই তাঁহার কৃপা হয়, সেবোন্মুখই সেবা পায়। এইজন্যই বলিতেছি, সেবা-প্রবৃত্তিই প্রকৃত-পক্ষে কৃপাপ্রার্থনা বা কৃপাকাঙ্ক্ষা; নতুবা শুধু কপটাকাঙ্ক্ষার কোন মূল্যই নাই, তাহা কেবল লোকদেখান আত্মপ্রতিষ্ঠার্জ্জনাকাঙ্ক্ষা মাত্র, উহা কৃপা গ্রহণ বা বরণ হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিবার চেষ্টা। সুতরাং আমি কৃপা চাই না, তাই পাই না। আমি সর্ব্বক্ষণ সেবালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হই না বলিয়াই যে কৃপা পাই না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

অহঙ্কার

ভগবান্ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া চেতন-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া জীব ক্রমশঃ জড় উপাধিযুক্ত হইয়া নানারূপ অহঙ্কারে প্রমত্ত হইতে থাকে এবং নিজের বাস্তব সত্তা বিস্মৃত হইয়া যায়। অহঙ্কার নানা প্রকারে আমাদিগকে শৃঙ্খলিত করে। যথা—আমি এই জগতের কোনও বস্তু-বিশেষ, আমি পুরুষ আমি স্ত্রী, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত আমি প্রভু, আমি ভৃত্য ইত্যাদি। এই অহঙ্কারই জীবের স্বভাবতঃ প্রবল দেখা যায়। কারণ এই জগতে কেহই ছোট হইতে ইচ্ছা করে না। বস্তুতঃ জীব অণু বস্তু। অথচ প্রভু হইবার বাসনায় কখনও লাঞ্ছিত ও পীড়িত হইতে হয়; আবার কখনও দাসত্বাভিমানেও ঠিক স্বরূপই রক্ষা পায় না থাকে। প্রাকৃত অভিমান প্রবল থাকা কালে চেতনের ধর্ম্ম বা কৃত্য বিস্মৃত...

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না। তজ্জন্যই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে আমরা শুনিতে পাই—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হইয়া বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান দান করিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। নিজের প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ কিম্বা অমানী হইবার চেষ্টা, উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাসাভিমান প্রবল হইলেই অপরকে মান-দান ও নিজেকে তৃণাপেক্ষা সুনীচ জ্ঞান আপনা হইতে আসে। নতুবা জড়াভিমানে উঁচু নীচু সবই একতাৎপর্য্যপর হয়। গীতা বলিয়াছেন—'তুল্য-নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।' নিজের নিন্দা বা স্তুতিতে সমবুদ্ধি সুনীচতার লক্ষণ, কিন্তু যে স্থানে হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা নিন্দা, সে স্থলে তৃণাদপি সুনীচ বা অমানী হইয়া মান দান করিতে গেলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবদাস্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অকালেই মহাপদ লাভ করিতে হয়। আর একটী বৃহৎ বস্তু, তাহার দাহিকা শক্তি প্রবল। আবার তদপু অংশ একটী স্ফুলিঙ্গের কণ এরূপ শক্তি ধারণ করিয়া থাকে যে, তাহাদ্বারা ব্যাপকভাবে সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ হইতে পারে। স্ফুলিঙ্গের যদি দাহিকা-শক্তি না থাকে, তাহা হইলে অগ্নির সহিত তদংশুলিঙ্গের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; অর্থাৎ তখনই বিরূপ দেখা। আমি তৃণাদপি সুনীচ, অমানী বলিয়া প্রতিষ্ঠা কুড়াইতে থাকিলাম আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে যে যাহাই বলিয়া যাউক, তাহার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া সাজুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলাম, এইরূপ আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুভক্তগণ দেখান নাই। যেখানে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা, সে স্থলে কাণে তুলা দিয়া কিম্বা বোবা সাজিয়া বসিয়া থাকিলে ঐ তৃণাদপি সুনীচতা অহঙ্কারেরই অন্যতম হইয়া থাকে। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর নিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী তদ্বিরাকরণে অসমর্থ হইয়া নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বৈষ্ণবনিন্দা শুনিয়া নীরব থাকিয়া তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ—
নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ
সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥

ততোঽপসরণাসমর্থস্য এব। সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণ-পরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ। (ভক্তিসন্দর্ভ)

কেবল যে বৈষ্ণব-নিন্দাকারিজন দোষী, তাহা নহে। যিনি বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করেন তাঁহারও অপরাধ হয়। 'ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থানত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তি সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন। সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া অসমর্থ-পক্ষের বিধান মাত্র। সমর্থ হইলে নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করা বিধেয়।

যদিও গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী মানবের বৈষ্ণব-নিন্দাই অন্যের মূল, কিন্তু সুকৃতিশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিসকল ঐ নিন্দাকারীর নিন্দা-কর্ম্মের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে সমর্থ হন। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণের কথাই বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবের নিন্দা যায় নাহি শুনে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে, এইমাত্র জানে॥

অগ্নের ধর্ম্ম যেরূপ তরলতা, বৃক্ষের ধর্ম্ম যেরূপ সহিষ্ণুতা, অগ্নির ধর্ম্ম যেরূপ দহন করা, তদ্রূপ জীবের ধর্ম্মও হরিগুরুবৈষ্ণব-দাস্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কোনরূপ অহঙ্কারের দ্বারা এই দাস্য হইতে চ্যুত হইলেই পারিপার্শ্বিক নানারূপ অকার্য্য কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া অহঙ্কার হইলেই অন্য বৈষ্ণবকে আক্রমণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি অন্তরে জাগরূক হয়। কোনও মহাজন গাহিয়াছেন—'আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি।' অমানী না হইলে হরি-কীর্ত্তনে অধিকার হইতে পারে না।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম স্বয়ং বৈষ্ণবঠাকুর হইয়াও দৈন্যভরে বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন—

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে॥
কাম,ক্রোধ,লোভ,মোহ, মদ অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পদে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥"

—শ্রীপাবনী দেবী।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

——শ্রী(ক)ঃ——

গত ১১ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তন হয়। পরে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ক্ষেত্রপালশিব, ভুবনেশ্বর নামের কারণ, কৃষ্ণপ্রিয় শিবস্থানে মহাপ্রভুর নৃত্য, প্রভুর বিভিন্নস্থানে শিবলিঙ্গ দর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া ভগবৎপাদনিধি রোড, দারিয়া, হৃষীকেশদাস রোড, ওয়ান্টার রোড, বঙ্কীচৌধুরী রোড, দীননাথ সেন রোড, সতীশ সরকার রোড, শাখারীনগর, কালীচরণ সাহা রোড, নারায়ণগঞ্জ রোড প্রভৃতি রাস্তা হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। নন্দমহারাজের পুত্র-জন্মোৎসব সম্পাদন, মথুরায় বসুদেবের সহ মিলন, গোকুলে নানা উৎপাতের সম্ভাবনা জানিয়া নন্দমহারাজকে সত্বর ব্রজে যাইবার জন্য অনুরোধ ও তাঁহার গোকুলযাত্রা, কংস-প্রেরিত পূতনার ব্রজ-গোকুলে আগমন ও মায়াদ্বারা পরমসুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ, বালকরূপী ভগবানকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বিষবিলেপিত স্তন দান, জীবন স্তনাকর্ষণে ব্যথিতস্তনা ও কাতরপ্রাণা পূতনার মৃত্যু, ভগবান্ কৃষ্ণের স্তন পান করায় পূতনার সমস্ত পাপ বিধ্বংস ও পূতনার ধাত্রীগতি লাভ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। অতঃপর তাঁহারই সুগায়কত্বে 'যশোমতী-নন্দন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

১২ই কার্ত্তিক শুক্রবার মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের বিষয়—'মন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা, সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক প্রহারোদ্যত অজ্ঞ প্রহরীকে নিবারণ, তাঁহার বিস্ময় ও বিচার, মূর্চ্ছিত প্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন, সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথোপকথন, গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া জগন্নাথ দর্শনের লীলাভিনয় ইত্যাদি।

পাঠের পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয় ও ভগবৎপাদনিধি রোড, দারিয়া, সাহজিয়াদনগর, লক্ষ্মীবাজার, কে, জি, গুপ্ত লেন, ঈশ্বরদাস লেন, প্যারীদাস রোড, রূপচাঁদ লেন, তনুলাল দাস লেন, বৈরাগীটোলা, দেবেন্দ্রদাস লেন, সরকী মহাল, ফরাসগঞ্জ, ওয়ান্টার রোড, হৃষীকেশ দাস রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠকালে স্বামীজী মহারাজ শুদ্ধভক্তির বাধক বর্ত্তমান গুরুব্রুবগণের আচরণ, ভাগবত-ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে বিচার করিয়া বুঝাইয়া দেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি কালের স্থান-পঞ্চকের বিষয়ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৩ই কার্ত্তিক শনিবার মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌমকে কৃপা, মায়াবাদ সার্ব্বভৌমের প্রভুকে উপদেশ, সার্ব্বভৌম-সন্নিধানে ভাগবত শ্রবণ লীলা, 'আত্মারাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয় পাঠ করেন। অনন্তর নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া ভগবৎপাদনিধি রোড, মদনমোহন বসাক রোড, নবাবপুর রোড, মালিটোলা, বাসাবাড়ী, নয়াবাজার, আরমানিটোলা, আনন্দ রায় রোড, মিটফোর্ড রোড, মোগলটুলী, পাথরহাটা, চকবাজার, বংশালর প্রভৃতি স্থানে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বালকরূপী কৃষ্ণের শকট-ভঞ্জন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১২ই ও ১৩ই কার্ত্তিক (১৩৩৪) শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ রিটায়ার্ড সাবজজ রায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুরের আগ্রহাতি-শয্যে বক্সীবাজার যোগনীলাল রোডস্থিত তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ পরমানন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয়ের বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-মুদ্রিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রধানতঃ পঞ্চ শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—প্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামলাল ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধাকেতন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ.

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাছী,

পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরহরিনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবক অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট; রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নীলাম ইস্তাহার

(২য়-পৃষ্ঠার পর)

থানা চাপড়া মৌজে ডে বসুধখিরা গ্রামে ডিঃ নং ৬।০।০ বিঘা জমির খাজ ৪৷৵০, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৭)

৯৫৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৫৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ আশুতোষ বিশ্বাস দিং সাং মালবপাড়া পোঃ বাকালীপাড়া

থানা চাপড়া মৌজে ফিলকপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ২১৩৬ নং খং ১৮-২৩ দাঃ জমির ।০/১৭ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০৲

(৩৮)

১০৫৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩৬৷১০

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ মজর আলি মণ্ডল সাং মুড়াগাছা পাঃ মুড়াগাছা

থানা চাপড়া মৌজে মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ সং ২৮৯ নং খং ১-২৫ দাঃ জমির ৬৲/৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

৬৮৯ খাংজারী ৩৭ দাবি ৩৫৬৵০

ডিঃ বিজয়াক মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ বজীর ভাই দিং সাং কড়কড়িয়া পাঃ বাকালীপাড়া

থানা বাকালীপাড়া মৌজে কড়কড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ২৩৬ নং খং সাকিনানা ৪৷/১০ হারে যে বার্ষিক মিতিমাদ জমা আছে তাহা বাকী পড়া জমা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

নিলামের দিন ২০।১১।৩৭

(৪০)

৭৯৪ খেংজারি ৩৭ দাবী ১২৭৷৯

ডিঃ রবীন্দ্রনাথ দেব

দেঃ গিরীন্দ্রনাথ প্রামাণিক দিং সাং হাতুড়া থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে দুর্গাগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৫০৪।১ নং খং ৫-৩৬ দাঃ জমির ।০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

৬৮০ বণিজারী ৩৭ দাবী ২২৪৵৭

ডিঃ গোবিন্দ ঘোষ মণ্ডল

দেঃ রসিকচন্দ্র মণ্ডল সাং শিবপুর পাঃ শিবপুর

থানা বাকালীপাড়া মৌজে শিবপুরগ্রামে ডিঃ সং ৩৩৪ নং খং ২-০৫ দাঃ জমির ২৷৵৩ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪২)

৭৮৩ বণিজারী ৩৭ দাবী ২৩২৷৵০

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস

দেঃ পূর্ণ ঘোষ দিং সাং আমদহার পোঃ বাকালীপাড়া

১। থানা বাকালীপাড়া মৌজে আমদহ-গ্রামে ডিঃ সং ১১৪৮নং খং ১-০০ দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮১৬ নং খং -১৮দাঃ জমির ওটবন্দী জোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮১৭ নং খং -২০দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮৯৪ নং খং -৬৯দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৯৪৬ নং খং -৬২দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১০৩৯ নং খং ১-৪২দাঃ জমির ৫৲ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৬৩৭ নং খং -৫২দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২২১ নং খং -৬৯দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৪৫ নং খং -৭৪দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪৮৭ নং খং ৪-৪৮দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪৭৭ নং খং ৬-২৩দাঃ জমির ওটবন্দীজোত জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

১২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫১৫ নং খং ১-৪১দাঃ জমির ২২৵৯ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৩)

৮৯৪ বণিজারি ৩৭ দাবী ৩৬৫।৬

ডিঃ বসন্তকুমার মণ্ডল

দেঃ গুরুপদ সেন দিং সাং বাচপোতা পোঃ বাগুলিয়া

১। থানা বাকালীপাড়া মৌজে বাচপোতাগ্রামে ডিঃ সং ৫নং খং -২১দাঃ জমির ৷৵০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২১৬ নং খং ১৮-১২দাঃ জমির ১৭৲ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪৫৲

(৪৪)

৮৬১ বণিজারি ৩৭ দাবী ২৫।/৯

ডিঃ যোগনাথ মণ্ডল দিং

দেঃ আবদুল সেখ মণ্ডল সাং গোখুরা পোতা পোঃ বাগুলিয়া

থানা চাপড়া মৌজে গোখুরাপোতা গ্রামে ডিঃ সং ১৮নং খং ২৩-৫৭ দাঃ জমির ১১৷৵৪ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৫)

৮৯১ বণিজারী ৩৭ দাবী ৫৮/০

ডিঃ কেনার সেখ মণ্ডল

দেঃ এব্রাহিম সেখ দিং সাং বালিয়াবাড়ি পোঃ বাগুলিয়া

১। থানা চাপড়া মৌজে বালিয়াবাড়ি গ্রামে ডিঃ সং ১০৩ নং খং -৯১ দাঃ জমির ২।০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১১৩ নং খং -৭৮ দাঃ জমির ২৷১০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাজা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
পাটনাই নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোঁচেক কোতালী	৪৲
সিদ্ধ বেল	৩৷৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲ ৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ বাকাদি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর, চিনি	১০৷/০
বগিপুর ১০০০ নং	১০/০
বাগেরহাট সাদা	৯।০
চাঁদপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কাশীপুর লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৷০
গিনি	২৯৲
চাঁদিরবার	৫৩৷০

পাটের দর

আড়াই—	৪০৷০
নিরেস—	৪০৷০
উত্তম—	৪১৷০
গাঁটের বন্ধের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
লক্ষ্মী-ফার্টস ঐ	৬৲—৬৵০
হাইসকোন্ড ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (দি)	৫৷৷০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৭৷৷০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	৩৷০—২৷৵০
পালাউ	১৷৵০—১৷৷০
ভুষি	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
বাখরগঞ্জ	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
দাড়ী	৪৫৲
পাতিবাগ	৪৷৷০
চাঁদ	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাক্স পাতলা	৪১৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৵০—৯৷৵
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮৷৵০—৮৷৷০
টাটা প্যাঃ করগেট টীন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৪৷০
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৵০

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী প্রকাশ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ২০ বৎসর পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(•):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	৵	।৵৹		।৹
ইঞ্চ ২৲	১৷৹	১৷৹		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷৹
সিকি কলম ১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ”	৫৲
ত্রৈমাসিক ”	২৷৹
মাসিক ”	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০; বিশেষ সংখ্যা ৷৹ ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত ... নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ... দেবের শ্রীগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া ... দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই ... গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ... শাস্ত্র তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাহ্ ... খণ্ডই ৩৫০ আরো প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ ... গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, ... গ্রন্থকারের (Preface) বিষয়-তালিকা (Contents) ও ... সহিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—প্রচার. গৌড়ীয়মঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা, ব.পী

বিরাট সংস্করণ

(কেবল গ্রাহক)—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে বিপ্রলম্ভ বিস্তার করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ১১ই নভেম্বর ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২০৮]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ১ম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৭

(১)

৭১৭ কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী ২১৩৮০

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে [illegible] খং [illegible] মূল্য আঃ ৭৫৲

(২)

১০৯৬ কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible] দেবী

দেঃ [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ৬৫০৲

(৩)

১১১০ কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] চৌধুরী [illegible] পোঃ [illegible]

১। থানা [illegible] মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ২০০৲

২। থানা [illegible] মৌজে [illegible]

[illegible] আবাদী জমা [illegible] মূল্য আঃ ১৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

[illegible] কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১১১৭ কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীগোপাল দাস

দেঃ [illegible]

থানা ও মৌজে ২০ নং নবদ্বীপ [illegible] মূল্য আঃ ২৫০৲

(৬)

১২০৮ কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] পোঃ [illegible]

থানা [illegible] মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ৮০০৲

(৭)

[illegible] কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা [illegible] মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ৫০০৲

(৮)

[illegible] কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ৫০০৲

(৯)

[illegible] কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ৫০০৲

(১০)

[illegible] কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা [illegible] মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং [illegible] মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

[illegible] কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible] দেবী

দেঃ [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

[illegible] কেঃ ডিঃ ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible] মূল্য আঃ ২০

(১৩)

১০৯৯ মনিজারি ৩৭ দাবী ১৫৫০৬০

ডিঃ নিতাই দাস বৈরাগ্য দিং.

দেঃ বজেন্দ্রমোহন গোস্বামী সাং নবদ্বীপ মহাপ্রভুপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে মহাপ্রভুপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ৬৯৫নং খং -৬শঃ জমির ।০ খাজনা দিতে হয় যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৬৯৫ নং খং ০৩শঃ জমির ১৶৯ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১৫ ২ নং খাতা বেজায় প্রতি মাসে পান উক্ত সেবায়ত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং মহাপ্রভুর সেবা প্রতি বৎসর পৈত্রিক ও একাদের পরিবার অংশের অধিকাংশ সমেত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

নিলামের দিন ১৮।১১।৭৭

(১৪)

৯৬১ খাজানি ৩৭ দাবী ৩০।৩

ডিঃ কালীদাসী পালচৌধুরী

দেঃ পাচু সেখ কর্তা পোঃ ও সাং শ্রীবাসপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে কালাদীঘিগ্রামে ডিঃ নং ৬৫৭।৬৭১নং খং ৩৯১৶০ বিঘা ২ বাহ ৫৲ টাকা জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য ৫৲

(১৫)

৯১২ খাজানি ৩৭ দাবী ১৮৶০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতয়ালি মৌজে ভাতজা গ্রামে ডিঃ নং ৩২০ নং খং নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমা ৫৬।০৩ আছে তাহা অনুমোদন হইয়া ২০।৶০ টাকার খাজা হইয়া ১৬ পাই সেস দায় আছে। উক্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

১১৯৮ খাজানী ৩৭ দাবী ৯৯৶০

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে ব্রাহ্মণপুরা মধ্যে ডিঃ নং ৮২ নং খং ৬ ৮০শঃ জমির ৪৲ টাকা জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

১৩২১ খাজানি ৩৭ দাবী ২৬০৬।০

ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং

দেঃ আওলা খাতুন বিবি দিং সাং মাজদিয়া পোঃ রাধাঘাট

থানা রাণাঘাট মৌজে মাজদিয়া গ্রামে ডিঃ নং ২৮ নং খং ।৶১১৫ শতক জমির ৩৭৪৲ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(১৮)

১৫০০ খাজানি ৩৭ দাবী ১৭০।/৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ হেমলতা দেবী সাং ও পোঃ গোড়াবাজার জেলা মুর্শিদাবাদ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বাণীনাথপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩২ নং খং ২০-৩৯ শঃ জমির ৫০।৶২ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

১৩০৮ খাজানি ৩৭ দাবী ১৮৸০

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ এছাহক সেখ দিং সাং জানকীনগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মিড়া গ্রামে ডিঃ নং ২৯৯ নং খং -৮৩ শঃ জমির ২৶৫ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

১৩১০ খাজানি ৩৭ দাবি ২৮।৶৯

ডিঃ মণিলাল মুহরি

দেঃ কানুভূষণ ঘোষ দিং সাং পাবরপুর পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতয়ালি মৌজে ভাতজাংগ্রামে ডিঃ নং ৫৯১ নং খং ১-০২ শঃ জমির ৪৶০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১১৯০ খাজানি ৩৭ দাবি ৭২।৶০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্ল নলিনী দাসী দিং

দেঃ রাখাল কপালি দিং সাং রাজাপুর পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালি মৌজে চরবেহালা মধ্যে ডিঃ ১২০ নং খং ১৯-৮০ শঃ জমির ৫৬।০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

১৩০১ খাজানি ৩৭ দাবী ৫৭৸৯

ডিঃ ধরণীচন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ পাচু সেখ সাং ও পোঃ শ্রীবাসপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে কালাদীঘি গ্রামে ডিঃ নং ৮৮৩ নং খং ৭।০ বিঘা জমির ১০।১৫ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

১২০২ খাজানি ৩৭ দাবী ৫৯৶৬

ডিঃ মহম্মদ আফসার হোসেন দিং

দেঃ পাচু মিস্ত্রী দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালি মৌজে সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ নং ১১ নং খং ২৮৯ শঃ জমির ৮৷০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

১২৯৭ খাজানি ৩৭ দাবী ৪৮/

ডিঃ কৈলাস কামিনী দেবী

দেঃ রাহু বিবি সাং মিড়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ নং ৯৯৮নং খং ৩-৬৬ শতক জমির ৭।১৫ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১২৯৮ খাজানি ৩৭ দাবী ৯।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নরেন্দ্র হালদার দিং সাং পাবনা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ নং ৪৮০নং খং -৩ শতক জমির ৸১০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

১২৯৯ খাজানি ৩৭ দাবী ৩৬৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ দাউদ মোল্লা সাং মিড়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ নং ৪৯৭নং খং -৫০ শতক জমির ৫।৶১৩ জমা, যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৬)

১৩০০ খাজানি ৩৭ দাবী ১২৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ কাজেম আবদুল কাদের দিং সাং মিড়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ নং ৫৫৬নং খং ১২-০৫শতক জমির ২১৸১০ জমা, যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১৩০১ খাজানি ৩৭ দাবী ১৮৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আমনা বিবি দিং সাং পলাশী পোঃ পলাশী

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ নং ৬৯২নং খং ২-৭৩ শতক জমির ২১০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

১৩০২ খাজানি ৩৭ দাবী ৩৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ খোদাবক্স মোল্লা দিং সাং মিড়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ নং ৪৯৬নং খং ২-৮৮ শতক জমির ৫।৫ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

১৩০৩ খাজানি ৩৭ দাবী ৩১/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ নং ৪৯৪নং খং ৩-৬৯ শতক জমির ৬৲ টাকা জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩১)

১২৮৩ খাজানি ৩৭ দাবী ১৩৸০

ডিঃ এরফান আলি মণ্ডল

দেঃ নন্দ ঘোষ সাং হরিণপুর, পোঃ ধনপত্তি

থানা কোতয়ালি মৌজে রাউতাড়া গ্রামে ডিঃ নং ২৮১নং খং ১-২০ শতক জমির ২৷০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

১১৯৬ খাজানি ৩৭ দাবী ৭৬৸৮

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ নন্দ ঘোষ দিং সাং হরিণপুর পোঃ ধনপত্তি

থানা কোতয়ালি মৌজে বিষ্ণুপুর মধ্যে ডিঃ নং ১২০নং খং ৮-৬৬ শতক জমির ১২৲ টাকা জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

১২৮৫ খাজানি ৩৭ দাবী ৩৪।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বধুনা দাসী দিং সাং বাগদোড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাগদোড়াগ্রামে ডিঃ নং ৭৩নং খং -৫৭। জমির ৭৲ টাকা জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৪)

১২৮৮ খাজানি ৩৭ দাবী ৫৩৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ওবেদউল্লা খাঁ দিং সাং নবদ্বীপ বড়ালঘাট পোঃ নবদ্বীপ

থানা কোতয়ালী মৌজে জয়পুর মধ্যে ডিঃ নং ৪০০ ও ৮৮৯নং খং ৩-৮৮শঃ জমির ৯৸৶৬ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমেত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ (২০ দামোদর গৌরাব্দ, ২৫শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৮৯, ১১ই নভেম্বর ৮২ বৃহস্পতিবার } ২০৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——:::(•):::——

কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর পূর্ণানুগত্যে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ অন্নকূট উৎসব উপলক্ষে ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর হইতে ১৮ই কার্ত্তিক ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ, শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অন্নকূটের প্রাসঙ্গিক পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং তৎপরে কীর্ত্তনযোগে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে প্রসাদবিতরণাদি উৎসব সমূহের যথাযথ অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসবে সকলকে যোগদান করিবার জন্য সহরের সর্ব্বত্র আমন্ত্রণপত্র বিলি করা হয়।

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর প্রাতে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আরম্ভে শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তন ও অন্তে শ্রীমহাজন কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত বারাণসীর শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী সমাগত ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ২৪ অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের গোপগণকে ইন্দ্রযাগের্থে উদ্যত দেখিয়া এই যজ্ঞের কারণ সম্বন্ধে শ্রীনন্দাদি গোপগণের নিকট প্রশ্ন, শ্রীনন্দের ইন্দ্রযজ্ঞানুষ্ঠানের কারণ প্রদর্শন, তাহার প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণের নন্দাদি গোপগণকে কর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় কর্ম্ম দ্বারা সাধন, জীব কর্ম্মানুযায়ী ফল লাভ করে, কর্ম্মই তাহাদের সুখদুঃখের হেতু, ইন্দ্রের ইহাতে কিছুই নাই, তাহাদের যে স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্য অভিমান ইহাই তাহাদের অপরাধ, ঈশ্বর যিনি তিনি নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সামান্য প্রস্তরখণ্ড নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ, তিনি কৃপা করিয়া যখন তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন তখন আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব ইত্যাদি বিশদভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আদিতে "যশোমতী নন্দন ব্রজবর নাগর" কীর্ত্তন হয় এবং শেষে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়।

গত ১৭ই কার্ত্তিক ৩রা নভেম্বর অন্নকূট দিবস ৫০০ শত প্রকার শ্রীগোবর্দ্ধনের ভোগের নৈবেদ্য বেলা ১১টা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া সজ্জিত করা হয়। তৎপরে ভোগারাত্রিকান্তে বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক অন্নকূট দর্শন করেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই অন্নকূট দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন।

অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকা হইতে ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি-এ, শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ২৫ অধ্যায় হইতে ক্রোধবশতঃ ইন্দ্র প্রলয়াদি গোপগণের জীবিকা-স্বরূপ গোধনসমূহ ও গোকুলকে নষ্ট করিবার জন্য বিদ্যুৎ ও মুষলধারে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ব্রজবাসিগণ নাচার, পরিত্রাহি পরিত্রাহি ইত্যাদি রব করিতে লাগিলেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর তাঁহার মুখে স্তুতি করিলেন এবং কৃষ্ণই যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তাঁহার শক্তিতেই ইন্দ্রাদি দেবগণ শক্তিযুক্ত এবং যখন তাঁহারা প্রভুর কথা ভুলিয়া গিয়া নিজেরা গর্ব্ব করেন তখন কৃষ্ণ তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার সেই শক্তি অপহরণ করেন ইত্যাদি বিষয় অতি সুন্দরভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। পাঠের আদিতে 'গুর্ব্বষ্টক' এবং অন্তে মহাজন কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্রাধিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী ও দরিদ্র সকলকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপর দিবস প্রাতেও সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্যক্তি অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণের জন্য আগমন করেন এবং প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

আগরতলা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীল আচার্য্যদেবের মনোহভীষ্টানুসারে আগরতলা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সুষ্ঠুভাবে শ্রীঅন্নকূট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় চারিশত প্রকারের নানাবিধ সুখাদ্য ব্যঞ্জন ও নানাবিধ ফল দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর ভোগ দেওয়া হয়। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন প্রকারের সুদৃশ্য পুষ্প ও বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীমন্দিরের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার সজ্জা দর্শনীয় চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীপাদ ... প্রভুর মুখপদ্মকরে অনুসরণে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ... পর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিশেষ প্রসঙ্গ ... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ হয়। ... বহু বিশিষ্ট সজ্জন বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া হর্ষ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। উৎসবে গৃহস্থ মঠবাসিবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

মঠসেবকগণ কার্ত্তিক ব্রতের প্রারম্ভ হইতে যথাযোগ্য নিয়মাদি পালন এবং ত্রিসন্ধ্যা পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ ও শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীদামোদরের ঘৃতপ্রদীপে প্রণাম করিতেছেন। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণও সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সেবানুকূল্য

কলিকাতার পঞ্চাননতলা রোডের ... প্রোজেক্ট, বি, ... বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি। তিনি বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীমঠে আসিয়া মঠসেবকগণের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ... মহোদয় শ্রীমঠে ... ধামের সেবার জন্য একটী সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া নিত্যানুকূল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধ্য-প্রণালী আর কিছুই নাই। সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ [illegible], [illegible] গৌরাব্দ ৪৬১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে তৃণাদপি সুনীচ হ'তে হবে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না করলে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হই তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। সাধারণ লোক যে কার্য্যটী করতে চায়, তা' অপরের দ্বারা সম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ ক'রতে ব'লেছেন; কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি তখন যদি ভাবে [illegible] নিজের বা নিজের কোন সাধ্যোচিত কার্য্যের জন্য তাঁ'র সাহায্য গ্রহণ ক'রতে যাই, তা'হলে তৃণাদপি সুনীচতা থাকে না, যাহা দেখে [illegible] সেটা কপটতা। [illegible] ভগবানের নিকট [illegible] পুনরায় [illegible] তাঁকে নিষ্কপট ভেবে ডাকতে না পারলে [illegible] নিকট পৌঁছে না। [illegible] তৃণাদপি সুনীচ হ'বে [illegible]

দেখাই তবে তৃণাদপি সুনীচতাবের বিরুদ্ধে ভাবাবলম্বন ক'রতে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ নিরস্ত হই,—ভগবান্ পূর্ণবস্তু, তাঁকে ডাক্‌লে অভাব হ'বে না, তা হ'লে সে সময় সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব, সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার ক'রব এরূপ মতলব এঁটে থাকি, তা' হ'লে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মম্ভরিতা অধিক থাক্‌লেও ভগবান্‌কে ডাকা হয় না—আত্মম্ভরিতা বিনষ্ট ক'রবার চেষ্টায় থাক্‌লেও ডাকা হয় না।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে ভজনাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধি সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা ক'রবার জন্য—আমরা তৃণাদপি সুনীচ ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি তা' হ'তে রক্ষা ক'রবার জন্য গুরুদেবের আবশ্যক—সেরূপ দুর্দ্দৈব হ'তে রক্ষা ক'রবার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতের কর্ম্ম জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ ক'রতে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরু প্রাকৃত বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেইরূপ ক্ষুদ্র ফলপ্রদাতা নন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গল-বিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে বাহিত হ'য়ে যাবে সেই মুহূর্ত্তে জগতের নানা আপদ্ উপস্থিত হ'বে। গুরু-প্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন, কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রতে হ'বে, কিরূপে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার ক'রতে হ'বে—এই সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে আমাদের বস্তু হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

নিজের পক্ষে পারমার্থিকতার যাঁরা অন্যের বাক্যে, দুষ্টের বাক্যে [illegible] হন, যায় না যে সকল ভবিষ্যৎ অপর দেখতে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎ কাল ব'লে যে জিনিসটা তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। [illegible] যেখানে, সেখানে [illegible] বিচার আমাদিগকে পৌঁছে দিতে পারে না। অতীন্দ্রিয় বাক্যে কেবল নিজের পারমার্থিকতার দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা ক'রলে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি না। [illegible] স্বর্গে সিঁড়ি [illegible] চেষ্টার ফলে সিঁড়ি কিছুদূর উঠতে না উঠতেই আশ্রয়ের অভাবে নিরাশ্রয়ভাবে দূরে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, চূর্ণ হ'য়ে নীচে প'ড়ে যায়। কেবল নিজের পারমার্থিকতার পুঁজি নিয়ে অন্যের বাক্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপতিত হ'য়ে পড়ি, আর অনুকূল গুরু ক'রলেও আমরা অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, তা' আমরা বিচার ক'রব। যিনি সকল জ্ঞান একমাত্র আমাদের বস্তু সেই পূর্ণবস্তুর সেবা দিন ধরেন তিনিই গুরু। সেতার শেখানর গুরু বা কপট শেখানর গুরুর কথা ব'লছি না। তা'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রতে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই—

সে গুরু গুরু নয়, সে পিতা পিতা নয়, সে মাতা মাতা নয়, সে দেবতা দেবতা নয়, সে স্বজন স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা ক'রতে না পারেন—আমাদের নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড় জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞান হ'তে রক্ষা ক'রতে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'লে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার কোন মূল্য থাকে না। বাস্তব সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা'হলে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার ক'রতে না পারেন তিনি কতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান্। তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাদিগকে রক্ষা ক'রবেন? আমার গুরুদেব যাহাদিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী, কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা এরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যাঁ'রা, সেরূপ অধঃপতনকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শনপথে না পড়ে।

যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বীয় পাদপদ্মে আমাকে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আর সে গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাব-রাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান ক'রতে দৌড়াই, নীচ বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এ সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হই। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে। ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। গুরুপূজা একদিনের জন্য নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি জগদ্গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে শিক্ষাদিক ব'লেছেন, সেই শিক্ষার মহান্তগুরু ও মহান্তগুরুপাদপদ্মের প্রণত মহান্ত-বৈষ্ণব-সকল সর্ব্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুপাদপদ্মের প্রণত মহান্ত-বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ্ হ'তে উদ্ধার করেন।

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া ক'রবার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা বিষয়জাতীয় গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্গুরুর দিব্য প্রকাশিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। কৃষ্ণ—একটী, আর আশ্রয়জাতীয়—অনেকটী। একটিতে বিষয়-বৈচিত্র্যে পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ প্রকাশ—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ প্রকাশ—আমার গুরুপাদপদ্ম। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে এইজন্য দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হ'য়েছেন—আশ্রয়জাতীয়রূপে, প্রতি বস্তুতেই তাঁ'র অবস্থান। তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান।

নন্দ-গোবিন্দ, যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য-প্রদর্শক আশ্রয়-গোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা—পাষাণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তবে যদি গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয়, তবে এই সকল কথা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা ক'রবার জন্য প্রস্তুত করেন তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণবস্তুর সেবা লাভ ক'রবার আর উপায় নাই।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবব্রুব

(শ্রীপাদ মাধবচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

—০০(০)০০—

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও স্মার্ত্তবিচার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাঁহারা সেই স্মার্ত্তবিচার আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণব থাকিতে চান বা আছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবব্রুব নামে কথিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আমরা ইহাই শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে স্মার্ত্তবিচার ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের নামান্তরই স্মৃতি। 'স্মৃতি' শব্দ 'ক্ত' প্রত্যয় যোগে 'স্মার্ত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন, বেদের অর্থ স্মরণে ঋষিগণ দ্বারা ইহা প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম স্মৃতি। কেহ বলেন, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বিষ্ণু-স্মরণের ব্যবস্থা আছে, তাহাই স্মৃতি।

আর্থিক ও পারমার্থিক-ভেদে ধর্ম্ম যেরূপ দুই প্রকার, আর্থিক স্মৃতি বা কর্ম্মজড় স্মৃতি এবং পারমার্থিক স্মৃতি বা বৈষ্ণব-স্মৃতিভেদেও সেইরূপ দ্বিবিধ বলা যায়। 'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন; 'পরমার্থ' শব্দে পরম প্রয়োজন বুঝায়। 'পরম' শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাধিক, সর্ব্বোত্তম প্রভৃতি বহু অর্থ-অভিব্যঞ্জক। অতএব পরম-বস্তু,—পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম-ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। 'অর্থ'—শব্দ অর্থ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত্য, পরমাত্মা সাক্ষাৎকার, সুখ ও দুঃখের ধ্বংসের অপগম। এই পরমবস্তু কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সেবা-প্রয়োজনই পরম প্রয়োজন বা পরমার্থ। তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অর্থ। 'অর্থ' শব্দের অন্যতর অর্থ। পরমার্থ অন্যতর-বিবর্জ্জিত চিন্ময়ী-সম্পদ।

প্রত্যেক কর্ম্মের এক একটী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রহিয়াছে। যাহা এক কর্ম্মের অর্থ বলিয়া লক্ষ্য করা হয়, তাহা আবার কর্ম্ম হইয়া অন্যতর কর্ম্ম প্রসব করিয়া থাকে। যেমন বিবাহ একটী কর্ম্ম, সন্তানোৎপাদন তাহার অর্থ; সন্তানোৎপত্তি কর্ম্ম হইয়া পিণ্ডদানরূপ অর্থকে লক্ষ্য করে। পুনরায় পিণ্ডদান কর্ম্মরূপে পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থোৎপাদন করে। পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গলরূপ একটী অর্থ প্রদান করে। সন্তানের মঙ্গল পুনরায় কর্ম্মরূপে অন্যতর অর্থোৎপাদন করিয়া থাকে। এইসব অন্যুক্ত কর্ম্মপ্রবাহ

এই আর্থিক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মের নামান্তরই স্মার্ত্তধর্ম্ম। বৈষ্ণব-স্মৃত্যুক্ত পারমার্থিক ধর্ম্মের নাম সাধনভক্তি বা ভক্তিধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম। ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক বা ভোক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনে প্রীত হন, তাহার অনুশীলনই ভাগবতধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্মে কর্ম্মের ভাক্ত-দোষ নাই। ইহাতে পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য ইতর বস্তুর সেবাভিলাষ নাই। এই নির্ম্মল ভাগবতধর্ম্ম নিত্য সত্য সনাতনধর্ম্ম। ইহার নিষ্কপট অর্থাৎ অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত অনুশীলনকারীই বাস্তব ধার্ম্মিক বা বাস্তব সাধু বা শুদ্ধ বৈষ্ণব।

যে সকল কর্ম্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শিবদ, সেইসকল কর্ম্ম নৈতিক ও স্মার্ত্তধর্ম্মের অন্তর্গত। তাঁহাদের ঈশ্বর-পূজা সেই সেই সামাজিক কর্ম্মফল-প্রদাতারূপ ঈশ্বর বা মালিকবুদ্ধিতে পূজা, ইহা একটী নীতিমাত্র। তাহাতে যখন শ্রীভগবৎপ্রীতির কোন চেষ্টা নাই বলিয়া তাহা পারমার্থিক নহে, আর্থিক স্মার্ত্তধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। উহা ধর্ম্মার্থ-কাম এই ত্রিবর্গ-সাধক মাত্র।

পারমার্থিকগণ নিম্নলিখিত সাত্বতস্মৃতির অনুগত। নারদ-পঞ্চরাত্রোক্ত শ্রীভগবান্-সংহিতা, বৃহৎ-সংহিতা, বৈধানস সংহিতা, বিষ্ণু-সমুচ্চয়, আনন্দতীর্থ কৃত সদাচার-স্মৃতি, পূর্ণপ্রজ্ঞ কৃত সদাচারস্মৃতি, হলায়ুধ-নৃসিংহাচার্য্যের স্মৃত্যর্থ-সাগর, কৃষ্ণ-স্মৃত-মহার্ণব, বীররাঘবের প্রমেয়মালা, মধ্বাচার্য্য-পরম্পরার বৈষ্ণবধর্ম্ম-সুরদ্রুম-মঞ্জরী, প্রযোগচন্দ্রিকা, বিঠ্ঠলাচার্য্যের স্মৃতি-ভাস্কর, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়াসারদীপিকা, শ্রীসনাতনের সংস্কার চন্দ্রিকা-পদ্ধতি প্রভৃতি সাত্বত-স্মৃতি।

কর্ম্মবিপাক-মহার্ণব, কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতি, কৃষ্ণভট্টের কর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, কাব্যরত্নের কালকৌমুদী, নৈবদ্যের কৃত্যার্ণব, আচার-প্রদীপ, কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধু, আচার-দর্পণ, এরূপ সারিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত সংহিতা, শ্রাদ্ধ-প্রদীপ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, শ্রাদ্ধ চিন্তামণি, রঘুনাথের স্মৃতি-ব্যবহার, মধুসূদনের স্মৃতি-চিন্তামণি, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বরূপ আর্থিক স্মৃতির অন্যতর অন্যগণ আর্থিক স্মৃতি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—বেদার্থস্মরণ ও বিষ্ণুর নিরবচ্ছিন্ন স্মরণের নাম স্মৃতি। সুতরাং স্মৃতি বা স্মার্ত্ত কখনও বৃথা হয় নহে। যে স্মার্ত্ত প্রাকৃত-দর্শন-পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণ-প্রীতির পরাকাষ্ঠাময়ের বৈষ্ণবের অত্র উপলব্ধি না করিয়া বরং উহারা বাধিতে চায়, সেইখানে স্মৃতি বা স্মার্ত্তধর্ম্ম স্বধিকে পারমার্থিকগণ কর্ম্মজড়রূপা অবৈধ-প্রকৃতি-স্বরূপা অথবা বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধিনী অসৎসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে পারমার্থিক স্মার্ত্ত ও আর্থিক স্মার্ত্তের মধ্যে সৌসাদৃশ্য ও পরিণামভেদ আছে। কার্য্যতঃ বা বাহ্য ব্যবহারে এক হইলেও অনেক স্থলে উদ্দেশ্য বিপরীত। পারমার্থিক স্মার্ত্তের উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি বা কৃষ্ণকাম। আর্থিক স্মার্ত্তগণের উদ্দেশ্য বহুধা-মুখে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা আত্মকাম। তাহার উদাহরণ এই :—

১। উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। আর্থিকগণ শৌক্র বর্ণ ও সমাজ-রক্ষার্থে আশ্রমাচার করেন, আর পারমার্থিকগণ বৃত্তি অনুসারে দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করেন। কৃষ্ণভজন-উদ্দেশ্যই তাঁহাদের মূল কেন্দ্র।

২। উভয়েই বাহ্য দৃষ্টিতে বিষ্ণুপূজা করেন। আর্থিকগণ, ফলভোগকামী হইয়া গণপতি, সূর্য্য, শিব ও শিবানী সহ প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর-ঈশ্বরী-বুদ্ধিতে পূজা করেন; আর পারমার্থিকগণ বিষ্ণু ও বিষ্ণুজনপ্রীত্যর্থে তাঁহাদের সেবা করেন।

৩। উভয়েই দেবতাকে মান্য করেন। আর্থিকগণ প্রত্যেক দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বুদ্ধিতে স্বকামনানুযায়ী ফললাভার্থে যে-কোন দেবতাকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বুদ্ধিতে মান্য করিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ জানেন সকলেই কৃষ্ণের দাস ও দাসী, কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই সেবার জন্য অধিকার-ব্যাপৃত-ভেদভাবে তাঁহারা নিযুক্ত আছেন, কারণ তাঁহারা জানেন "একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য"।

৪। উভয়েই একাদশী, জন্মাষ্টমী, রাম-নবমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর্থিকগণ, পাপক্ষয়ে পুণ্যার্থী হইয়া, কেহ বা শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য শরীর শোষণরূপ উপবাস করিয়া থাকেন। অনেকেই আবার কেহ স্বাস্থ্যের জন্য কাল কর্ত্তব্য ভাবিয়া রাখেন। পারমার্থিকগণ, উক্ত দিবসকে হরিতোষণরূপ বা মাধবতিথি ভক্তিজননী জানিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'তপ' অর্থাৎ ভগবৎসমীপে বাস করিয়া থাকেন।

৫। উভয়েই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা করেন। আর্থিকগণ, পাপক্ষালনার্থে ও ধর্ম্মাদি-লাভরূপ ভোগকামনায় গঙ্গাস্নান ও পূজাদি করেন, সম্ভবতঃ উহার বহির্ম্মুখ বিশ্বাসে শুদ্ধ বা চিন্ময় গঙ্গার স্পর্শ করেন। পারমার্থিকগণ,—গঙ্গাকে বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা জানিয়া স্বয়ং শম্ভুও যাঁহাকে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি বিষ্ণুপাদ-প্রবাহিনী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা স্বর্ধুনী ভাগীরথী রূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া মাত্র শিরে ধারণ করেন, পাপক্ষালনোদ্দেশ্যে স্নানাদি করেন না।

৬। উভয়েই শ্রীবিগ্রহ ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীবিগ্রহ-অর্চনাদি করিয়া থাকেন। আর্থিকগণ মনে করেন, ভগবদ্বিগ্রহ কাঠ, পাথর, মাটি, পিতল, তামাদের তৈয়ারী, কেবল তাহাতে কল্পনাপথে ভগবত্তা আরোপিত হইয়াছে; কামারে, কুমারে গড়া কাঠ-পাথর-মাটির পুতুলে কৃষ্ণ, বিষ্ণু আরোপ করিয়া অচেতন জড়বস্তুকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদ্বারা চেতন করিয়া নিজ স্বার্থসাধ্য ও ইন্দ্রিয়ভোগের ব্যবস্থা করিয়া পরে প্রাণহীন মরা ঠাকুর (পুতুল) বিসর্জ্জন করিতে হয়। ইহা বাস্তবিক পৌত্তলিকতা। মঠাদি-প্রতিষ্ঠাও তাঁহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া; দেহ-মনকে কেন্দ্র করিয়া জীব-সেবাই পরমধর্ম্ম-বুদ্ধিতে চিকিৎসালয় স্থাপন, দরিদ্রের সাহায্য দান, দুর্ভিক্ষে, মহামারিতে সাহায্য-দান ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডীয়-স্বার্থেই তাঁহারা করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহাদি অর্চ্চনে তাঁহারা শুদ্ধ কর্ম্ম, পবিত্রাপবিত্র বিচার মাত্র প্রবল রাখিতে যাইয়া শৌক্র ব্রাহ্মণ—যাঁহারা ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও সম্প্রদায়ের উপাসনা-বিবর্জ্জিত অসদাচারী, তাঁহাদের দ্বারাই অর্চ্চনের নামে নিয়মরক্ষার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ শ্রীবিগ্রহকে নিত্যবস্তু জানিয়া, "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" জানিয়া হৃদয়ে অপ্রাকৃত নিত্যস্বরূপ বস্তুটি সেবককে বাহিরে শ্রীবিগ্রহ-রূপে প্রকটিত করেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীভগবানে ভেদবুদ্ধি করেন না। শ্রীবিগ্রহ স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ বস্তু, কামারে কুমারে গড়া পিতল মাটি নহেন। তিনি যে-কোন সময়, যে-কোন স্থানে যে কোন পাত্রে প্রকটিত হইতে পারেন। শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। পারমার্থিকগণের মঠাদি—শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনাশ্রয়—গুণাতীত পরমধামস্বরূপ; ইহা কর্ম্মিগণের পুণ্যাধিষ্ঠান-ভূমিকা মাত্র নহে। পারমার্থিকগণ—যাঁহারা আশ্রম-বিচারে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ এবং বর্ণ-বিচারে যাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে দীক্ষা-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ;—তদ্রূপ সদ্গুরুর্দ্বারাই ভগবান্, বৈষ্ণব সদাচার সম্পন্ন, তাঁহারাই স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী শুদ্ধসত্ত্বে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বুদ্ধিতে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন, প্রাচীন, পরম আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ত্রিভিপ্রচারকগণের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। রক্ষক—শ্রীনবকৃতি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশ' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমন্ত্রী শ্রীপাদ সর্ব্বাচরণ রায় ভক্তিশিখর।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কেশব গোস্বামী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তদ্বীপকুঞ্জসমাধিস্থান

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধুভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপাল ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীযমলাজুনভঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দন ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীগঙ্গাদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) প্রকাশমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বারিন্দা পোঃ প্যারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমৎ নবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিহার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কারিগপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনবলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপীঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নবেন্দু বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীশরদেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দীপাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) সিংহক্ষেত্র-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরহাট, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকর্ষি অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপর্ব্বত গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাসগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নীলাম ইস্তাহার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

(৩৫)

১০৩ বাংলাদি ৩৭ দাবী ২০৲

ডিঃ মহম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সং

দেঃ কালি দাস মুচি সাং সোনডাঙ্গা : বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে সোনডাঙ্গা র ডিঃ নং -৫৭নং জমির ৭।০ জমা যায় পরিশিষ্ট থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক আঃ ১০৲

(৩৬)

১০৪ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৩৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনোদ মুচি দিং সাং সোনডাঙ্গা : বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে সোনডাঙ্গা : ডিঃ নং ১২৭নং খং -৩৩নং জমির , পাই জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের লাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৮৲

(৩৭)

৪৩ বাংলাদি ৩৭ দাবী ১৩৶/৬

ডিঃ মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নদীয়াধিপতি বাহাদুর কাশিমবাজার রাজষ্টেট্স্

দেঃ পূর্ণচন্দ্র দাস দিং সাং পূর্বস্থলী পোঃ স্থলী জেলা বর্দ্ধমান্

থানা নবদ্বীপ মৌজে চরকাঠশালী মধ্যে নং ৪০১নং খং ৯-০৭নং জমির ১৭৸৶৬ যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

৭৩ বাংলাদি ৩৭ দাবী ১৩৲৩

ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ রায়

দেঃ বসন্তকুমারী দেবী দিং সাং ও পোঃ নগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে মহেশগঞ্জ গ্রামে নং ২১৫২ খং -৮নং জমির ২৲ টাকা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

৮৮ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৩৮৲৩

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ মধু মণ্ডল দিং সাং বাণবেড়িয়া , কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাণবেড়িয়াগ্রামে নং ৮৮১নং খং ৬-৩১নং জমির ৫৶১০ , যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৪৫ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৮২।৶৬

ডিঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

দেঃ উমাপদ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী পোঃ নগর

থানা কোতয়ালী মৌজে এনায়েতপুর গ্রামে ডিঃ নং ১২৬ নং খং ৭-০৪ নং জমির ১৩।০ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪১)

১১৫৯ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৭৮৶৯

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল দিং সাং কৃপাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩৭৮ নং খং ৬-৪৪ নং জমির ১২৶০ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৪৫৲

(৪২)

১১৫০ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৭১৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল দিং সাং কৃপাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩৭৭ নং খং ৩-৫ নং জমির ১১৸৶০ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৩)

১৩১৪ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৩৭৲৯

ডিঃ বলরাম পড়ুই দিং

দেঃ আমেরালি মণ্ডল দিং সাং ডিভেশ পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ডিভেশ গ্রামে ডিঃ নং ৭৭।৩ নং খং ১৪।১ বিঘা জমির ১০।৩ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

১৩০৫ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৩৭৩৩।৬

ডিঃ উমাচরণী দাসী দিং

দেঃ মদনমোহন মজুমদার দিং সাং ও পোঃ এনাতি

থানা তেহট্ট মৌজে বেতাই বিষ্ণুপুর মধ্যে ডিঃ নং ৯৯৬ নং খং ও ৭৬ নং খং ৮৮ নং ফাটপাড়া মৌজার ২১৯ নং খং লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও যাহার বার্ষিক ১৫৪৩৲ টাকার মোট আনা রকম দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০০০৲

(৪৫)

১৩৪০ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৫৯৸৶৯

ডিঃ কালিকাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ নবীন চন্দ্র দালাল সাং অজয়পুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে অজয়পুর গ্রামে ডিঃ নং ৩২৬ নং খং ৭-১৯ নং জমির ১০।৶৬ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

১৩৩৭ বাংলাদি ৩৭ দাবী ২৭৭৸৶৬

ডিঃ কালীদাসী পাল চৌধুরী

দেঃ করুণ মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ [illegible]পুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে মহেশগঞ্জ গ্রামে ডিঃ নং [illegible] নং খং ৮-৬০ নং ও নং ৪৫৶৫ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৪০৲

(৪৭)

১০৩৬ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৭২।৫

ডিঃ ঐ

দেঃ এম সেখ সাং ও পোঃ ইব্রাহিমপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে মহেশগঞ্জ গ্রামে ডিঃ নং ৬৯৮ নং খং ৭১৪০ বিঘা জমির ১১৶০ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

৮০১ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৪০৮৸৬

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড

দেঃ সাবিত্রীবালা দাসী সাং জয়রামপুর পোঃ মাজদিয়া

থানা হাঁসখালি মৌজে ভবানীপুর মধ্যে ডিঃ নং ৩নং খং ১০৫০৲ টাকার মধ্যে ২০ গণ্ডা জমা লেখা যায় [illegible] মোট আনা রকম এজমালীতে দখলস্ব ও স্বত্বাধিকার আছে যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ২০০৲

(৪৯)

৯৭০ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৯৸৶

ডিঃ রাধিকাপ্রসাদ পাল

দেঃ সুবোধ দাস দিং সাং কৃষ্ণনগর মুচীপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মুচীপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ৮৮০ নং খং -১৫ নং জমির ।৶০ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫

(৫০)

৯৭৬ বাংলাদি ৩৭ দাবী ১৯৸৶৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ বিশ্বম্ভর পাল দিং সাং ঈশ্বরচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে জলাবাগ মধ্যে ডিঃ নং ১২১ নং খং -৫৭ নং জমির ৩।৶৭ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

৯৯৬ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৫২।৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ ওমু সেখ দিং সাং বল্লবোলা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বল্লবোলা গ্রামে ডিঃ নং ১৩৫ খং ৭-৬০নং জমির ।৫।০ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ১৫৲

(৫২)

১০৫৫ বাংলাদি ৩৭ দাবী ২১৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রহিমা বিবি দিং সাং চাপাই পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ [illegible] মধ্যে ডিঃ নং [illegible]

[illegible]

[illegible]

১০৫২ দাবী [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible]

পোঃ কা[illegible]

থানা [illegible] পুর [illegible]

[illegible]

[illegible]

মূল্য আঃ ২০

(৫৩)

১১০১ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৮০৶৯

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] সাং [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ২০ নং খং ও নং ৭৸৶ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৭৫৲

(৫৪)

১১৮০ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৮৯৸৶০

দেঃ [illegible] দিং সাং [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর

[illegible]

ডিঃ নং ৯৯৪নং খং ৯১১ [illegible]

১৪০৶৪০ জমা যায় [illegible] থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৬)

১২৩৭ বাংলাদি ৩৭

ডিঃ [illegible] দেবী

দেঃ গোপাল মণ্ডল সাং [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ৮৭ নং [illegible] মধ্যে ডিঃ [illegible]

২৫ টাকা জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য [illegible]

(৫৭)

১২৬০ বাংলাদি ৩৭ দাবী ৪৬/৯

ডিঃ [illegible] দিং

দেঃ [illegible] দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ [illegible]

থানা কালীগঞ্জ মৌজে [illegible]

[illegible]

[illegible]

হস্তক মূল্য আঃ [illegible]৲

([illegible])

১০৬৫ বাংলাদি ৩৭ দাবী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] নং [illegible] পোঃ [illegible]

থানা চাপড়া মৌজে শীকারপুর গ্রামে ডিঃ নং ৮৮৪ নং খং ২ ৯-২নং [illegible]

৮১৫৶৬ জমা যায় তফশিলভুক্ত থাকের আজলাত দখলস্ব হস্তক মূল্য আঃ [illegible]০৲

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] জীবনচরিত [illegible] শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের [illegible] "ভক্তিবিনোদ" [illegible] ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

| | সংবাদের পৃষ্ঠায়
১ম ৩ দিনের জন্য | সংবাদের পৃষ্ঠায়
পরবর্ত্তী দিনের জন্য | বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
১ম ৩ দিনের জন্য | বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
পরবর্ত্তী দিনের জন্য |
|---|---|---|---|---|
| প্রতিবারে প্রতি লাইন ।৵০ | ।৶০ | ।৶০ | ।০ |
| " " ইঞ্চি ২৲ | ১৷০ | ১৷০ | ১৲ |
| সিকিকলম ৪৲ | ৩৲ | ৩৲ | ৩৲ |
| অৰ্দ্ধকলম ৮৲ | ৬৲ | ৬৲ | ৫৲ |
| এক কলম ১২৲ | ১০৲ | ১০৲ | |

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৩৲
ৎৈমাসিক	"	১৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা [illegible] ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স' কলেজের [illegible] প্রবীণ [illegible] [illegible] (Foreword), [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible] ভিক্ষা—১২৲ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা - নদীয়া।

[illegible]

শ্রী [illegible] ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ [illegible]

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

[illegible] ইহা একটী অমূল্য রত্ন [illegible] ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি [illegible] ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সমাজবৈদিক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ১২ই নভেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২০৯]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০:)০)——

চীন-জাপান-সংগ্রাম

আন্তর্জাতিক এলাকার ঠিক দক্ষিণে নান্টাও নামক স্থানে দশসহস্রাধিক চীনা সৈন্য জাপানীদের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হইয়াছে। সাংহাইএর চীনা পুলিশের ডিরেক্টর একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐসব চীনা সৈন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও তাহাদের অবস্থান-স্থল রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

নান্টাও রক্ষার জন্য চীনাদের স্থান সাংহাইয়ে নূতন বিপদ

চীনারা নান্টাও রক্ষার সিদ্ধান্ত করায় সাংহাইয়ে আর এক নূতন সঙ্কট দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ অধিবাসীরই এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পশ্চিম অঞ্চল হইতে চীনারা সরিয়া যাওয়ায় ঐ বিপদ আর দেখা দিবে না। এই নূতন বিপদের কথা অবগত হইবার পূর্ব্বে বহু পুলিশ ও অন্য বিদেশী বাসিন্দা তাহাদের যে সব বাসস্থান এই স্থান ত্যাগ করিয়া হংকংয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ভার বহেন। জাপানের জন্য বিশেষ চীনাদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হংকং যাইবার জন্য টিকেট ক্রয় করিয়াছেন। এই নূতন সঙ্কট সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বৈদেশিক কন্সালগণের এক জরুরী সভা আহুত হয়। এই সভায় জাপ কন্সাল জেনারেল মিঃ ওকামোতো উপস্থিত

চীনাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ

গত ৮ই নভেম্বর যখন চীনা বাহিনীর পশ্চাৎদিকে তুমুল সংগ্রাম করিতেছিল, তখন সাংহাইএর পশ্চিম সেক্টরের ও হুচাও খাঁড়ির নিকটস্থ প্রায় সমস্ত চীনা সৈন্য যাঁহতে সুশৃঙ্খলভাবে সরিয়া পড়ে। এখানে ওখানে চীনাদের ঘাঁটি হইতে এখনও জাপানী সৈন্যকে আক্রমণ করা হইতেছে, কিন্তু মনে হয়, তাহারা সরিয়া আসিবে, নতুবা ধ্বংস হইবে। প্রায় তিন মাস অবিরত যুদ্ধের পর সংগ্রামক্ষেত্র আন্তর্জাতিক এলাকার নিকট হইতে এখন অন্যত্র স্থানান্তরিত হইবে।

জাপ বাহিনীর সাংহাই বেষ্টন

চীনা সৈন্যগণ গতকল্য সাংহাই-এর পশ্চিম অঞ্চল হইতে সরিয়া আসার পরই জাপ সৈন্যেরা সাংহাই ঘিরিয়া ফেলে। চীনা সৈন্যেরা সরিয়া আসার সময় হুচাও খাঁড়ির দক্ষিণ তীরে জাপানীদের ২ কোটি টাকা মূল্যের অন্যান্য কাপড়ের কলটি পোড়াইয়া দেয়। এখন পশ্চিম সীমায় আন্তর্জাতিক এলাকার বৃটিশ রক্ষীগণের ব্যূহ ও জাপ-সৈন্যব্যূহ পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছে

সকাল ৯টায় আড়াই জাপ-বাহিনীর সম্মুখ সেনাদল হংকাও রাস্তা পার হইয়া হুংজাও বিমান ঘাঁটি দখল করে।

ইতোমধ্যে সানশিয়াং-এর তিন মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে সিয়াংপানাও জাপানীরা দখল করিয়াছে। পলায়নপর চীনাদের উপর জাপানী বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করিতেছিল।

অধিবাসীদের প্রাণত্যাগ

আন্তর্জাতিক এলাকার পশ্চিম ও দক্ষিণদিক, হইতে অগ্রসর জাপ বাহিনী হইতে আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে চীনা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও শিশু আন্তর্জাতিক এলাকায় প্রবেশ করিতেছে। গ্রামাঞ্চল হইতে সমস্ত অধিবাসী আসিতেছে। এইসব আশ্রয়-প্রার্থীরা যুদ্ধভয়ে ভীত ও ক্লান্ত; তাহাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া তাহারা প্রাণ ছাড়িয়া আসিতেছে।

——

বাঙ্গালার লাটের সহিত গান্ধীজীর আলোচনা

মঙ্গলবার ব্যারাকপুর গবর্ণমেন্ট হাউসে গান্ধীজী বাঙ্গলার গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট হাউসের মধ্যে একটী বাগানে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে একটী চন্দ্রাতপ খাটান হইয়াছিল। সেই চন্দ্রাতপতলে পাশাপাশি দুইখানি বেতের চেয়ারে গান্ধীজী ও বাঙ্গলা গবর্ণর ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটকাল আন্দামান বন্দী, রাজনৈতিক বন্দী ও রাজ-বন্দীসংক্রান্ত আলোচনা করেন।

গান্ধীজীর বিবৃতি

উত্তরপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গান্ধীজী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

'ব্যারাকপুরে গবর্ণরের সঙ্গে আমার প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনা হইয়াছে। আমি পীড়িত বলিয়া লাট-বাড়ীর বাহিরে আমাদের আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বভাবতঃই রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। আমাদের সকলের স্বার্থে আমাদের আলোচনার বিবরণ এখন গোপন রাখা আবশ্যক; সুতরাং আমি তাহার বিস্তৃত বিবৃতি প্রকাশ করিয়া অনর্থক আশা করিতে পারেন না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার মত বাহাতে পূর্ণ হয় তজ্জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং গবর্ণর ও আমার মধ্যে এক দীর্ঘ বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। সংবাদপত্রসমূহ ও জনসাধারণকে এইটুকু সংবাদেই সন্তুষ্ট থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি গোপনীয়, সুতরাং সংবাদপত্রসমূহের নিকট অনুরোধ, তাহারা যেন এই বিষয়ে কোনও কাল্পনিক কাহিনী প্রচার না করেন।

——

বৃষ্টির জন্য রেললাইন ভঙ্গ

ত্রিচিনোপলী হইতে মাদুরার ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইতেছেন—৪ঠা নবেম্বর ভোর ৬টার কোলসপুরম ও তাতাপারাইয়ের মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাত্রীদের এক ট্রেন হইতে অপর ট্রেনে যাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। বৃষ্টি থামিলে ৬ দিনের মধ্যে লাইন ঠিক হইতে পারে।

——

আমেদাবাদে চারিটী মিলে ধর্ম্মঘট

আমেদাবাদ মিলের শ্রমিক বেতনের হ্রাস ও জরিমানা করিবার প্রতিবাদস্বরূপ গত ৭ই নবেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। নিউ কমার্শিয়াল মিলে এবং আর একটি মিলের শ্রমিকগণও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মানেকচাঁদ মিলের (২০০) শ্রমিকগণও মজুরী বাবদ ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রস্তাব

নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে সম্প্রতি জাপানের অনুরোধ জানাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও বার্সিলোনার স্পেন সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।'

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৭০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৬৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী প্রবন্ধ ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১ ; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা, [illegible]
দীপিকা ১।
৯। বৈষ্ণব-ধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) [illegible]
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৲
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৵
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবার
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বঙ্গানুবাদ) :
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।
২১। গৌড়ীয়-পাঞ্জিকা ।৵
২২। ভজন রহস্য ।
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।
২৭। মুক্তাবলী গণোদ্দেশদীপিকা (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ।০
৩০। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন [illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৫
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) [illegible]
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ০
৩৫। গীতমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার্ণব ০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী ০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব ০
ভক্তিতত্ত্ববিবেক /০
৪৪। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /
[illegible] ([illegible]) /
৪৯। অর্চনকণ ।৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদেশ্বর ৶
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶
৬০। সাংখ্যবাণী /

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬০। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ [illegible]
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়
৬৩। মণিক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। গুরুস্তবম্ ।
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /
৬৭। সারার্থবর্ষিণ্ [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। নামভজন /
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস [illegible]
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং [illegible]
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জনৈক খণ্ড) ১

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একত্রে পাক্ষিক পত্রিকা। মেদিনীপুর শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জিকার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ২৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৬শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, নভেম্বর ৩৭, শুক্রবার | ২০৯৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

গত ১৭ই কার্ত্তিক (১৩৪৪) বুধবার শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূটমহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মঠসেবকগণ প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঙ্গলকীর্ত্তন করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। তৎপরে একটী বিরাট সংকীর্ত্তন-বাহিনী উচ্চকীর্ত্তনমুখে ঢাকা নগরী মুখরিত করিয়া নগরের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। বহু সজ্জন ব্যক্তি নগর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির প্রভৃতি মঠসেবকগণ সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। বিচিত্র বর্ণের পতাকা, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি মাঙ্গলিক-উপকরণ সম্ভারে প্রবেশদ্বার সুসজ্জিত হইয়া গিরিধারীর নিত্যলীলাস্থলী গোবর্দ্ধনের সেবা-কুঞ্জরূপে পরিণত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রকারের অন্ন ব্যঞ্জনাদির পর্ব্বত নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সপরিকর শ্রীশ্রীগিরিধারী-গান্ধর্ব্বিকার অন্নকূট-ভোগ নিবেদনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে ভগবানের গোবর্দ্ধনধারণলীলা পাঠ করেন। তৎপরে সমবেত সাত্ত্বত কণ্ঠে বহুক্ষণ ব্যাপী উচ্চ হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। বেলা ১২ ঘটিকা হইতে ঢাকা নগরীর সহস্র সহস্র নরনারী অন্নকূট পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা সম্বন্ধে [illegible] বিস্তার করিয়া একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ 'ভোগ' ও 'ত্যাগ'এর সঙ্গে মাধবগৌড়ীয়গণের বিচার-বৈশিষ্ট্য ও গোবর্দ্ধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ণন করেন। সমবেত সজ্জনবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। প্রায় তিন সহস্র নগরবাসী সজ্জনবৃন্দকে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী প্রভু, উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রমুখ [illegible] মঠসেবকগণের [illegible] বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

[illegible] গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা [illegible] গৌড়ীয়মঠে [illegible] ভগবান্ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ [illegible] দেবের পরিব্রাজকগণ গোস্বামী ও [illegible] শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব [illegible] সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারীর ও [illegible] বিচিত্র বর্ণের পুষ্প ও বৃক্ষের দ্বারা শ্রীমন্দির সুসজ্জিত করা হয় এবং বিচিত্র বর্ণের নানা দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের শৃঙ্গারাদি সম্পন্ন করা হয়।

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনদেবের ভোগের উপকরণরূপে বিবিধ প্রকারের দ্রব্যসহ শ্রীমঠে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন। মধ্যাহ্ন ১টায় ভোগ সমাপনান্তে মধ্যাহ্নারাত্রিক হয়। বহু প্রকারের নৈবেদ্য দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ সমাপন হয়।

আরাত্রিকান্তে শ্রীপাদ ভুবনমোহন দাস [illegible] মহাজনগীতি কীর্ত্তন হয়। তৎপর মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায় হইতে গোবর্দ্ধন পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও [illegible] ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, একমাত্র গোপগোপীগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারীর পূজা ও [illegible] একমাত্র [illegible]। [illegible] থাকাকালে ইহা কখনও সম্ভব হয় না। একমাত্র গোবর্দ্ধনধারীর [illegible] পাইলে জীব মায়িক কাম হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। অনন্তর [illegible] কন্দর্পের [illegible] পূজা ও [illegible]

[illegible] করেন। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] করেন।

[illegible] পরিবেশন করা হয়। [illegible]

[illegible] করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত

[illegible]

[illegible] কৃষ্ণনাম হয় সাধ্যের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"হরিকীর্তন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্তব্য নাই। বালক হউন, বৃদ্ধ হউন, যুবা হউন, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউন, পণ্ডিত হউন, মূর্খ হউন, ধনী হউন, দরিদ্র হউন, রূপবান হউন, গুণবান হউন, পাপী হউন, যে যে অবস্থায় থাকুন, তাঁদের অন্য সাধন প্রণালী আর কিছুই নাই, সাধন — একমাত্র নামসংকীর্তন।"

(উপদেশাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ দামোদর, তিথি [illegible] গৌরাব্দ ৪৬১

সৌভরি ঋষি

আমরা শাস্ত্রে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথা পাই। অনেকের ধারণা—যে কোনও একটি পথ অবলম্বন করিলেই ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"
(ভাঃ ১।৬।৩৫)

[মুকুন্দসেবা দ্বারা যেরূপ কাম লোভাদি-দ্বারা পীড়িত আত্মা বা মন যেমন সাক্ষাৎ নিবৃত্ত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ-মার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিবৃত্ত বা শান্ত হয় না।]

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥"
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

(অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়বাসনাশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।)

হরিভক্তি বাদে—সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ দ্বারা অন্তরে ভগবদনুরাগ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে জীবের কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি দূরীভূত হয়। কিন্তু জ্ঞান-যোগাদিতে 'ভগবৎপ্রীতি হওয়া ত' দূরের কথা, কামাদি দমন সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না। যে প্রকার কোনও কূপের জলকে কোনও কিছুর দ্বারা শোষণ করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কূপস্থ পরিমিত জলমাত্রই শোষিত হইয়া থাকে, অন্য পাহাড় বা নদী তড়াগাদির জল আর শোষিত হয় না, আবার জল শোষিত হইলেও ঐ সকল কূপের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, জল কোনও প্রকারে ঈষৎ কোথাও হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয়; জ্ঞান-কর্ম-যোগাদির দ্বারা হৃদয়-মল শোধিত করিবার চেষ্টাও তদ্রূপই।

ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব, ভক্তের অধিকারিত্ব এবং যোগাদির অকিঞ্চিৎকরতা ও পতনের কথা আমরা বিল্বমঙ্গল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস এবং বিশ্বামিত্র ও সৌভরি আদি ঋষিগণের চরিত্রে দেখিতে পাই।

মান্ধাতার সময়ে সৌভরি ঋষি জলমধ্যে দ্বাদশবর্ষকাল বাস করেন। সেই জলমধ্যে সংমদনামা বহুসন্তানশালী অতি দীর্ঘকায় এক মৎস্যাধিপতি বাস করিত। সেই মৎস্যের পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রগণ সকল সময়েই তাঁহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে, অগ্রভাগে পুচ্ছ ও মস্তকের উপর ভ্রমণ করত ঐ মৎস্যের সহিত দিবারাত্রি অতি সুখানন্দে ক্রীড়া করিত। সেই মৎস্য নায়ক মৎস্যও মহর্ষির অগ্রভাগে সন্তানাদির স্পর্শজনিত হর্ষে সেই পুত্র-পৌত্রাদির সহিত অতিশয় বহু প্রকার ক্রীড়ায় রত থাকিত। জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতা পরিত্যাগপূর্বক প্রতিদিন সেই মৎস্যের পুত্র পৌত্রাদির মনোহর ক্রীড়া অবলোকন পূর্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, আহা এই মৎস্যই ধন্য! কারণ এই মৎস্য ঈদৃশ জলজন্তু হইয়াও তাহার সন্তানাদির সহিত ক্রীড়া করত আমার অতিশয় স্পৃহা উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মনোবশী সৌভরি জলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষে কন্যাপ্রার্থ মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন। সৌভরির আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা মান্ধাতা গাত্রোত্থান করত অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলে পর, সৌভরি আসন গ্রহণ পূর্বক কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে তোমার একটী কন্যা প্রদান কর। আমার প্রার্থনা পূরণে পরাঙ্মুখতা করিয়া প্রণয় ভঙ্গ করিও না। ককুৎস্থকুলে কখনও যাচকগণ আগমনপূর্বক পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাগমন করে না। হে নৃপতে! পৃথিবীতে এমন অনেক নৃপতি আছেন, যাঁহাদের অনেক কন্যা আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই শ্লাঘ্য; কারণ, সংকল্পই এই কুলের ব্রতস্বরূপ। হে নৃপতে! তোমার পঞ্চাশৎ কন্যা আছে, তাহার মধ্যে একটি কন্যা প্রদান করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত কর। কারণ, প্রার্থনাভঙ্গের আশঙ্কা-সমুত্থিত দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি।

ঋষির এই সকল কথা শ্রবণান্তে রাজা সেই ঋষিকে জরা-জর্জরিত-গাত্র দেখিয়া প্রত্যাখ্যানকাতর ও তাঁহার শাপভয়ে ভীত হইয়া অধোমুখে চিন্তান্বিত হইলে ঋষি কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? আমি ত' তোমাকে অসাধ্য কিছুই বলি নাই। তোমার যে কন্যা অবশ্য প্রদেয়, তাহা দ্বারা যদি আমার কৃতার্থতা হয় তবে আমার কি না লব্ধ হইল? অনন্তর রাজা শাপভয়ে ভীত হইয়া বিনয়-বচনে কহিলেন,—হে ঋষিবর! আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে, কন্যা সৎকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে, তাহাকেই কন্যা প্রদান করা হয়। এই প্রকার স্থলে আমার কি করা উচিত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়াই চিন্তা করিতেছি। রাজা এই কথা বলিলে মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'অহো! এই আর এক প্রকার প্রত্যাখ্যান-উপায়। এই বৃদ্ধ, স্ত্রীলোকদিগেরও অনভিপ্রেত; কন্যাগণের ত' কথাই নাই; নিশ্চয়ই এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা ঐ কথা বলিয়াছেন। তাই সৌভরি রাজাকে কহিলেন,—মহারাজ! তোমার কুলপ্রথা যাহাতে রক্ষিত হয়, আমি তাহাই করিতেছি। যদি ইহাই স্থির হয়, তবে আমাকে কন্যা-অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার জন্য কন্যান্তঃপুররক্ষক বর্ষবরকে আদেশ কর। যদি কোন কন্যা আমাকে অভিলাষ করে, তবে আমি দারপরিগ্রহ করিব, যদি অন্যথা হয় তবে আমার এই বৃদ্ধবয়সে বৃথা উদ্যোগে কি প্রয়োজন? এই কথা বলিয়া ঋষি বিরত হইলেন।

অনন্তর মান্ধাতা মুনিশাপাশঙ্কায় কন্যান্তঃপুররক্ষক বর্ষবরগণকে ঋষিবরকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। সৌভরিও অন্তঃপুরে প্রবেশকালে যোগপ্রভাবে সিদ্ধ-গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণাপেক্ষা অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। পরে সেই ঋষিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া অন্তঃপুররক্ষক ক্লীব সেই কন্যাগণকে কহিল আপনাদের পিতা আজ্ঞা করিয়াছেন,—"এই ব্রহ্মর্ষি কন্যার্থী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিও ইহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোনও কন্যা আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার ইচ্ছায় প্রতিকূলাচরণ কখনই করিব না।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ সকলেই—হস্তিনীগণ যেরূপ যূথপতিকে বরণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, সেই প্রকার "আমি অগ্রে", "আমি অগ্রে" এই প্রকার বলিতে বলিতে অনুরাগ ও অভিলাষের সহিত প্রত্যেকেই সেই ঋষিকে বরণ করিল এবং ঋষির রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য ভগিনীগণ পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। অন্তঃপুররক্ষক রাজার নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে আশঙ্কা-সত্ত্বেও স্বীয় পূর্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি অনুরূপ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকল রাজকন্যাগণকে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে, এই

স্বতন্ত্র বহু প্রাসাদ নির্মাণ কর। সেই প্রাসাদে যে জলাশয় থাকিবে তাহা উৎফুল্ল পদ্ম ও কূজনশীল রাজহংসাদি জলপক্ষিগণের দ্বারা রমণীয় হইবে। তাহাতে বিচিত্র উপবন থাকিবে, বহু স্থান থাকিবে ও শয্যা, আসন সহ প্রাসাদ সকল পরিপূর্ণ থাকিবে। মহর্ষির ইচ্ছানুসারে সমস্তই অনুষ্ঠিত হইল এবং রাজকন্যাগণ আনন্দে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন কন্যাস্নেহে আকৃষ্টহৃদয় রাজা 'আমার সেই কন্যাগণ দুঃখে আছে, কি সুখে আছে' এই প্রকার চিন্তা পূর্বক মহর্ষির আশ্রমে আগমন করত দেদীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট স্ফটিকময় সেই প্রাসাদমালা ও তাহাতে অতি মনোহর উপবন ও জলাশয় প্রভৃতি অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাহার মধ্যে একটী প্রাসাদে প্রবেশ পূর্বক কন্যাকে স্নেহালিঙ্গন করত আসন গ্রহণ করিলেন এবং স্নেহাশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, 'বৎসে! তুমি সুখে আছ ত'? মহর্ষি কি তোমাকে অনুরাগ করেন?' রাজা এই কথা বলিলে সেই কন্যা পিতাকে কহিল,—তাত এখানে গৃহস্থের সকল সম্পদই আছে আপনার কৃপায় আমি সুখেই আছি। তবে আমার এই একমাত্র দুঃখ যে, আমাদের পতি আমার গৃহ হইতে বাহির হন না, কেবল আমার প্রণয়বশতঃ আমার নিকটেই থাকেন, আমার ভগিনীগণের অপর কাহারও নিকটে যান না।

অনন্তর রাজা তথা হইতে প্রত্যেক কন্যাগৃহে প্রবেশ পূর্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে ঐ একরূপ কথাই শুনিলেন। তখন রাজা আনন্দ ও বিস্ময়ে অবনতমস্তক হইয়া নির্জনে অবস্থিত সৌভরির নিকট গমন পূর্বক তাঁহার পূজা করত কহিলেন,-

হে ঋষিবর! আপনার এই সুমহান্ সিদ্ধি প্রভাব অবলোকন করিলাম, আমরা অপর কোন ব্যক্তির এই বিভূতি-বিলাস দেখি নাই। আমার বিশ্বাস ভগবানের তপস্যার ফল ইহা হইতেও অনেক বেশী, ইহা ত' কিছিমাত্র। রাজা এই প্রকারে ঋষির পূজা করিলেন এবং তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপাদি করিয়া নিজপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

কালক্রমে সেই সকল রাজকন্যার গর্ভে সৌভরির একশতও পঞ্চাশটী পুত্র জন্মিল। অনন্তর সৌভরি প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহবিশিষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি অতিশয় মমতাকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, আহা! এই মধুরভাষী আমার পুত্রগণ কি হাঁটিতে শিখিবে? ইহারা কি যুবা হইবে? আহা! আমি কি ইহাদিগকে কৃতদার দেখিব? ইহাদের কি পুত্র হইবে? আহা! আমার পুত্রগণকে কি পুত্রসমন্বিত দেখিতে পাইব? এইরূপে যেমন একটীর পর একটী মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, অমনি নিত্য নূতন অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকার কালাহরণ মনোরথের আবৃত্তি জানিয়া সৌভরি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! আমার মোহের কি বিস্তার! অযুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের নিবৃত্তি হয় না, কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে আবার নূতন মনোরথ সকল উৎপন্ন হয়। আমার পুত্রগণ চলিতে শিখিল, যুবা হইল, বিবাহ করিল ও সন্তানোৎপাদন করিল, ইহা ত' দেখিলাম, এক্ষণে আমার আবার সেই পৌত্রগণের পুত্রাদি দেখিবার অভিলাষ হইতেছে।

আবার যদি তাহাদের সন্তান দেখিতে পাই তবে নিশ্চয়ই আবার অন্য মনোরথ উপস্থিত হইবে। আবার সেই মনোরথ পূর্ণ হইলে অপর মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে? মরণ পর্য্যন্ত মনোরথ সকলের অন্ত নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাহার চিত্ত মনোরথপূর্ণ আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই পরমার্থপর হইতে পারে না। আহা! ভগবান-সেবার মহত্ত্বকে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমার এই [illegible] যে আসক্তি অন্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সঙ্গ হইতেই আমার এরূপ মনোরথের সৃষ্টি হইয়াছে। শরীর-গ্রহণ এক দুঃখ, আবার সেই দুঃখ আবার নৃপতি-কন্যাগণের পাণিগ্রহণে একশত পঞ্চাশটিতে পরিণত এবং বহু পুত্ররূপে আরও বহুশাখিত হইয়াছে। আমি জলাশয়ে যে তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলাম, তৎফলেই আমার এই সকল সম্পদ্। আহা! মৎস্য-রাজের সঙ্গের বিষময় ফলস্বরূপ আমার যে পুত্রাদির প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইল তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম। নিঃসঙ্গই যতিগণের মুক্তির কারণ। যেহেতু দুঃসঙ্গ হইতে অশেষবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে সে ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধঃপতিত হয়, আর যাহার সিদ্ধি অল্প, তাহার ত' কথাই নাই। আমি এখন বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছি। সুতরাং যাহাতে আবার উদ্ধার লাভ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিব। যিনি সকলেরই বিধাতা, যাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি অণু হইতেও অণু এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি আরাধনা করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া সৌভরি পুত্র, গৃহ, শয্যা প্রভৃতি পরিত্যাগ করত বনে প্রবেশ করিলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

কামোপভোগের দ্বারা যে কাম-নিবৃত্তি হয় না, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। সৌভরি ঋষির জীবনীও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন
শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অসৎসঙ্গ মহা বিপজ্জনক। তৎফলেই জীবের সংসার বাসনা উপস্থিত হয়। সুতরাং অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গরূপ নিষ্কণ্টক-বরণই মঙ্গলের একমাত্র উপায়। অসৎসঙ্গের কুফল ও যোগের আকস্মিকতা আমরা সৌভরির উপাখ্যানে বেশ বুঝিতে পারিলাম। অসৎসঙ্গের ফলেই পাত এবং [illegible] কুলে নিপতিত ইহাই পরিণাম! সাধু সাবধান!

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৮০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৷০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবব্রুব

—০:(০):০—

আর্থিক ও পারমার্থিক উভয়েই বাহ্যদৃষ্টিতে তারকব্রহ্মনাম বা হরিনাম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর্থিকগণ যথা তথা গুরুকরণের পক্ষপাতী। তাঁহারা শ্রীনামে শব্দসামান্য-বুদ্ধি, গুরুতে নর-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিসামান্যবুদ্ধি, নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামাপরাধ ও অবৈষ্ণব হইতে প্রাপ্ত নামাপরাধযুক্ত পাপতারক, অমঙ্গল ও বিঘ্নবিনাশক জ্ঞানে নামগ্রহণ করিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ,—শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভেদজ্ঞানে, শ্রীনামই সেই নামী ভগবান্ এই বুদ্ধিতে, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে অর্থাৎ শ্রীনাম-পরায়ণ সদ্গুরু বা আচার্য্য হইতে নাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ প্রীত্যর্থে নিরপরাধে নামগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শ্রীনাম-গ্রহণে লোক-দেখানে [illegible] নাই।

উভয়েই বিষ্ণুর প্রসাদ, নির্ম্মাল্য, চরণোদক প্রভৃতি গ্রহণ করেন।

আর্থিকগণ,—প্রাকৃত বুদ্ধিতে বিষ্ণু-নৈবেদ্যে চাল-ডাল বুদ্ধি করেন, স্পর্শদোষ-বিচার, পংক্তি বিচার করেন; নির্ম্মাল্য ও চরণোদকাদি অমঙ্গল ও বিঘ্নবিনাশক এবং পুণ্যপ্রদ বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ—নৈবেদ্য সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু জ্ঞানে পাত্রাপাত্র, কালাকাল বিচার এবং পংক্তি বিচার না করিয়া মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু জ্ঞানে, তাহা কুকুরের মুখ হইতে পতিত হইলেও স্পর্শদোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য নহে, এরূপ জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বা প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের সেবা করেন, উদর-ভরণার্থ প্রসাদ ভোগ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে যাহা দেন তাহা যথাযোগ্য গ্রহণ করিয়া [illegible], ইহাই পারমার্থিকগণের বিচার। চরণোদক-নির্ম্মাল্যও এরূপই পারমার্থিকগণ গ্রহণ করেন।

উভয়েই গুরুবরণ করেন, মন্ত্র গ্রহণ করেন। আর্থিকগণ,—সমাজ নীতি রক্ষার জন্য, হাতের জলশুদ্ধির জন্য, পুরুষানুক্রম রক্ষার জন্য, সামাজিক ও আর্থিক কুলগুরুগণের মান-রক্ষার্থে বা আত্মীয়ের ভয়ে নামমাত্র একজনকে গুরু করেন। তাঁহাদের যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। আবার নিজের বিচারে যোগ্যা-যোগ্য বিচার করিতে যাইয়া কুলগুরু ত্যাগ [illegible] দেখাদেখি, বংশি-গুরু, [illegible]-গুরু, দরবেশ-গুরু, সখীভেকী, অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী, কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, নেড়া, নেড়ী প্রভৃতির কবলে পড়িয়া সমাজ-নীতিটিও অনেকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বসেন। তারকব্রহ্ম মন্ত্রে অবিশ্বাস বা শব্দসামান্য-বুদ্ধি করিয়া অপর অনেক মন্ত্রকেই মন্ত্র বুদ্ধিতে গ্রহণ করেন। পারমার্থিকগণ,—গুরুকরণ ও মন্ত্রগ্রহণ-ব্যাপারে [illegible] সর্ব্বোপরি একান্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় পারমার্থিক গুরুপদ লাভ করেন। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় ভগবান্ বলিয়া বরণ করেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম মন্ত্ররূপী ভগবান্ অপ্রাকৃত শ্রবণপথে কর্ণবেধ-সংস্কার সাধন করিয়া সেবোন্মুখচিত্তে দীক্ষিত হন। সুতরাং প্রাকৃত আর্থিক জনের গুরু-করণ ও মন্ত্রগ্রহণ আর অপ্রাকৃত পারমার্থিকগণের শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ও শ্রীনাম মন্ত্র ও দীক্ষাগ্রহণে আকাশপাতাল ভেদ রহিয়াছে দেখা যায়।

উভয়েই শালগ্রাম অর্চ্চন করেন। আর্থিকগণ,—শালগ্রামে সাধারণ শিলা বুদ্ধি করেন, শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত শালগ্রাম অর্চ্চনে অধিকার নাই, ইহাই বিচার করেন, এবং জাগতিক অমঙ্গল-বিনাশের উদ্দেশ্যে [illegible] অর্চ্চন করেন। নিজ নিজ সুবিধা প্রার্থনা করেন, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভাষায় "শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়া"। পারমার্থিকগণ শালগ্রাম বা গণ্ডকী শিলা সাক্ষাৎ বিষ্ণু ও গোবর্দ্ধন শিলা সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে অর্চ্চন করেন। তাঁহারা শালগ্রাম ও গোবর্দ্ধন-শিলায় প্রাকৃত [illegible] ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিলার ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর [illegible] করিয়া দেখা[illegible] অব্রাহ্মণের শালগ্রাম-স্পর্শ ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবগণের শালগ্রাম স্পর্শ-অধিকার নাই এরূপ অপরাধজনক বিচার পারমার্থিকগণ অনুমোদন করেন না।

উভয়েই তুলসীর সম্মান করেন। আর্থিকগণ,—তুলসী-কাষ্ঠ [illegible], [illegible] সর্ব্বতীর্থাদি কামনা, তুলসী-সেবা [illegible] ও সর্ব্বতীর্থ সেবার পুণ্যলাভ [illegible] এক [illegible] কাটা হইতে [illegible] যায়, [illegible] মধ্যে [illegible] কাষ্ঠ [illegible] বাকে [illegible] বাদ [illegible] করে, কেন না তুলসীকে [illegible] করেন। [illegible] গণ,—[illegible] তুলসীদেবীকে [illegible] [illegible] করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্ববিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। শুদ্ধভক্তি প্রচারকগণের পরমাশ্রয়স্থল। রক্ষক—শ্রীমঠের সেবাবিভাগ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ইংরাজি পাক্ষিক হার্মনিষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী গোস্বামী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) ভক্তি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী গোস্বামী মহারাজ

৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীস্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুমচ্ছত্র-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) গোদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, (নদীয়া)

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রীরঘুনাথ ব্রহ্মচারী।

১৫) প্রদ্যুম্নবিজয়-গৌড়ীয়মঠ

কোদ্রুম, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীহরিহরক্ষেত্রের পশ্চিম নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুন্দা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনরহরিদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঘনিষ্ঠকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—উপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজারভেটরি হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিথার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীব্রজবাসী ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাখী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়াজীর রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীনিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বান্দু (বাঙ্গালা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজপাড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅন্তরঙ্গ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৷০
[illegible] চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩৷৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲-৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৵০

চিনির দর

সিকাইন, টাইপ	১০৷৶০
মরিসস ১০০০ নং	১০৴০
মারকোরা দানা	৯৷০
কানপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কানপুর দাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্ন—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
রূপালকাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৸৵০
পলার্ড	১৷৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

তুষের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৪৸০

কাষ	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজার সাজা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার ইস্পাত—	৮৫ লাখ টনের
লোহার কড়ি (জোষ্ট বা বীম)	
বাকী	৯৵০—৯৷৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জোষ্ট বীম সব সাইজ	১০৶
ঐ ইংলিশ জোষ্ট (বীম)	১০৸৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮৷৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৸৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ নাটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীস	৷৵১০—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (মার্কিণ)	১০৲
:প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা বদ	৬৷০—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলটু, নবাবে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইন্‌ফোর্স ড কনক্রিটের	
রড	৮৸০—১১৷০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲
চটকলের হাসরণ ৫৵০, পাটের হাসরণ ৩৷০	
তুলার হাসরণ ৪৷০	

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেদ সোনার লাইন	৫৪০
সিট্‌ল আবেদ [illegible]	৪০৲
কয়াটি ধুনিস লাইন	৪৩৲
চাবার্ণ [illegible]	৫৩৲
ঐ লাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পান মাজ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৪৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রী ধাম-মায়াপুরে

—:০:—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদি প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাস স্থান দেওয়া হয়।

সম্পাদক—শ্রী. ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০		১৮ ৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮		১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৮ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একেবারে সারিয়া যায় [illegible] ছোট শিশি [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্বজনপরিচিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
সিকি কলম ১২৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৹ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Prefaces) বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট"ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ, নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ [illegible] পরমহংস [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1841

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible]-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২১০]

বিবিধ সংবাদ

——([illegible])——

শিশিং হ্যাংকো রেলপথে জাপ-বাহিনীর আক্রমণ

যে সব জাপ-সৈন্য শিশিং হ্যাংকো রেলওয়ে লাইন দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা উত্তর চীনাবাহিনীর পার্শ্ব আক্রমণে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। [illegible] নিকট হয় [illegible] চীনা সৈন্য জাপবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়াছে এবং [illegible] বাহিনী টাইয়ুয়ান হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া সানচৌ ও কোয়াংচুয়ান রেল ষ্টেশন দখল করিয়াছে এবং রেলওয়ে লাইন ও সেতু ধ্বংস করিয়াছে।

চীনারা দাবী করিতেছে যে, জাপানীরা [illegible] নদীর উত্তরে মারা যাইতেছে।

নানটাওয়ের উপর বোমাবর্ষণ

চীনা সহর নানটাওয়ের উপর [illegible] ও বোমা বিস্ফোরণের ফলে সহর [illegible] হইয়াছে। গত ১০ই নভেম্বর [illegible] সময় অসামরিক অধিবাসীদিগকে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য সাবধান করিয়া দিয়া জাপানীরা ঐ অঞ্চলে আনুমানিক ১০ হাজার চীনা সৈন্যের উপর [illegible] সুরু করে। ফরাসী [illegible] রক্ষার উদ্দেশ্যে [illegible] একখানি ফরাসী [illegible] হইতে অবতরণ করিয়াছে। [illegible] বাহিনী [illegible] এর পর মুহুর্মুহুঃ বোমাবর্ষণ করিয়াছে। [illegible] হইতে বিমান [illegible] উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে। [illegible] সমার্থ হারে আগুন লাগিয়াছে তাহা ছাড়া বহু সহস্র লোক ফরাসী এলাকার ফটকে সমবেত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

হোয়াং পো নদীতে জাপানী জাহাজ

গত ১০ই নভেম্বর সন্ধ্যায় একখানি জাপানী ডেষ্ট্রয়ার ও একখানি গানবোট হোয়াং পো নদী দিয়া অগ্রসর হইয়া যে নদীর উপর কাঠের বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সন্নিকটে নঙ্গর করিয়াছে। সোজাসুজি নানটাওয়ের উপর গোলাবর্ষণ করাই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। জোয়ারের সময় তাহারা ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়াও দিতে পারে।

পরলোকে মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড

ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড [illegible] আলোচনার দ্বারা [illegible]। পথিমধ্যে জাহাজেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গত ৪ঠা নভেম্বর মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড 'রেইনা দেল প্যাসিফিকো' নামক জাহাজযোগে দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে রওনা হন; সঙ্গে তাঁহার কন্যা সেলা ছিলেন। তাঁহারা তিন মাস সমুদ্র-ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জাহাজ হইতে বেতারে [illegible] মৃত্যু সংবাদ ইংলণ্ডে তাঁহার আত্মীয় ডাঃ ম্যালকমকে জানান হয়। [illegible] অনুমান এই যে, অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] সংবাদ [illegible] শোকের ছায়া [illegible] হইয়াছে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার পুত্র মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ক্যানাডায় পাইয়াছেন। [illegible]

ই, বি, রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি

গত ১০ই নভেম্বর ই বি রেলওয়ের স্থানীয় এডভাইসরী কমিটির সভায় ই বি রেলের এজেণ্ট এক বিবৃতিতে বলেন যে, গত বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ই বি রেলের যে উপার্জ্জন হইয়াছিল, এবৎসর ঐ সময়ে তাহা অপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা অধিক উপার্জ্জন হইয়াছে।

এজেণ্ট আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী বড়দিনের সময় সস্তা ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট ও অবাধ ভ্রমণ টিকিট 'ইস্যু' করা হইবে।

বিহারের আন্দামান প্রত্যাগত বন্দী

গত ৮ই নভেম্বর যে সমস্ত আন্দামান বন্দীকে বিহারে ফিরাইয়া আনিয়া হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃপালনী তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্নে জেল হতে শ্রীযুক্ত কৃপালনীকে জনসাধারণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। শ্রীযুক্ত কৃপালনী কংগ্রেসের আদর্শ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর হইতে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল নির্ব্বাচনী ইস্তাহার অনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

১৯৩৮ সালের এভারেষ্ট অভিযান

গত ৯ই নভেম্বর মিঃ এইচ ডব্লিউ টিলম্যান ১৯৩৮ সালের এভারেষ্ট অভিযানের নেতৃত্ব করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। মিঃ টিলম্যান ১৯৩৬ সালের নন্দাদেবী অভিযানের যৌথনেতা [illegible] ছিলেন। গত বৎসরও [illegible]

কর্পোরেশন কর্ত্তৃক সুভাষচন্দ্র অভিনন্দিত

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ম্মচারী সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় টাউন হলে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য এক বিরাট সভা হয়। কর্পোরেশনের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী দ্বারা টাউন হল পূর্ণ হইয়াছিল। এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও কর্ম্মচারী সমিতির পক্ষ হইতে সুভাষ বসুকে একশত টাকার একটি তোড়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

পেশোয়ারে আততায়ীর আক্রমণ

সহরের বাহিরে [illegible] বারবার [illegible] গুলিতে নিহত হয়।

একজন রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটেলিয়নের ক্যাপ্টেন [illegible] আততায়ীর ছোরার আঘাতে সামান্য আহত হন। রাত্রিকালে তাঁহার বাড়ীর মধ্যে বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করে।

সান্টো ডোমিঙ্গোতে চার হাজার নিগ্রোকে হত্যা

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, হাইতির পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সান্টো ডোমিঙ্গোতে যে সব হাইতি অধিবাসী যাইয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের ৪ হাজার লোককে সান্টো ডোমিঙ্গোর সেনারা হত্যা করিয়াছে। সান্টো ডোমিঙ্গোর সৈন্যেরা সান্টো ডোমিঙ্গো হইতে হাইতি অধিবাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

গৌড়ীয় মঠের প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৭০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী ৬০
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। ভাগবত-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যস্তোত্রম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাচরিত্রকা গণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৷৵০
৩১। সজ্জনতোষণী (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভজনকৌশলী বা সারাসারদর্শিনী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বস্তবম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠরূপসিদ্ধান্তঃ ৴০
৬৭। সারাসারবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। সাধকতত্ত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। ব্রোচার্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ফ্রাইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনর্যাভেল্ড মিস্টোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাধিকারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইঁহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্দ্দৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত,
আরও ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ ২৫ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৭শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, শনিবার [illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

—— ::(০):: ——

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

গত ১০ই কার্ত্তিক রবিবার মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তন হয় ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের নিকটে 'আত্মারাম'শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অনন্তর নগরসঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া জগন্নাথ বাধ রোড, সাবন্দা, কমলগঞ্জ, বালীবাগ, টিকাটুলি প্রভৃতি রাস্তা হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

ঐ দিবস শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ঠাকুরের চরিত্র সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বর্ণন করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মাতৃক্রোড়স্থিত শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপমূর্ত্তি ধারণ, তৃণাবর্ত্ত-বধ,—ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর পাঠের অন্তে মহাজন কীর্ত্তন হয়।

১২ই কার্ত্তিক সোমবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে 'পরমানন্দপুরীর সহিত [illegible] সাক্ষাৎকার, শ্রীচৈতন্যমনোহর শ্রীনিত্যানন্দের জগন্নাথ-আলিঙ্গন-চেষ্টা, বলরামের গদার বাধা গ্রহণ পূর্ব্বক [illegible] গ্রহণ, পরমানন্দপুরীর কূপের মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া লালমোহন সাহা স্ট্রীট, যোগীনগর, ঠাঠারীবাজার, বনগ্রাম, তাঁতীবাজার, [illegible], জনসন রোড হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জননীর মুখবিবরে যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন, গর্গমুনির নন্দালয়ে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। পাঠের শেষে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয় এবং নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা নগরের বিভিন্ন পল্লীতে কীর্ত্তন করতঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কাশীতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী গত ৮।১১।৩৭ সোমবার তারিখে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে শেঠ শ্রীযুক্ত [illegible] গোপাল মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার ভবনে তিনি তথায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গীতাপাঠের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী বি. এ. তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল ধর্মের কথা কীর্ত্তন করেন। শেঠজী শ্রীপাদ [illegible]জীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্মের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত

গত ২৭।১০।৩৭ বুধবার উৎকলে শ্রীরাধাগোবিন্দদেবের নূতন ও পুরাতন মন্দির পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক-দর্শনমুখে পাঠ-কীর্ত্তন করা হয়। পূর্ব্বাহ্নে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর বি. এ. মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে বিজয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সায়াহ্নে শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজাগমন ও [illegible] ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৮।১০।৩৭ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীবংশীবট ও শ্রীগোপীশ্বর মহাদেবের স্থান কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করা হয়। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর বি-এ [illegible] মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে রাধাদেবীর শ্রীকৃষ্ণরূপে [illegible] আবেশ এবং শ্রীবসুদেব ও দেবকীর [illegible] [illegible]

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে অন্নকূট মহোৎসব

গত ২৫। [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীগুরুকৃপা হন শাস্ত্রের প্রমাণে। শুকরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন প্রণালী আর কিছুই নাই। সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ দামোদর, [illegible] ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা শাস্ত্রে পশু-পক্ষী-কীটাদিরও শ্রীনাম-শ্রবণফলে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমনের কথা শুনিতে পাই। এই সকল কথার যথার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমাদের হৃদয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উদিত হয়। সেইজন্য কোনও পক্ষীকে হরিনাম উচ্চারণ করিতে দেখিলে সেই পক্ষীর গতির কথা আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। সাধুগুরুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমাদের এইরূপ সংশয় উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সনাতন-ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহুদিন হইতে এই সকল কথা মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন। আমরা শুশ্রূষু হইয়া যদি তাঁহাদের কথা শ্রবণ করি, তাহা হইলে আমরা যে শুদ্ধভক্তির সন্ধান অবশ্যই পাইব তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সজ্জনমণ্ডলী [illegible] এই কথার মর্য্যাদা অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছেন—

শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু-পক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা শিবানন্দ সেনের অনুগত এক কুকুরের বৈকুণ্ঠগমন-বৃত্তান্ত শুনিতে পাই। সেই কুকুর নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তৎপ্রদত্ত প্রসাদ ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ এবং হরিনাম উচ্চারণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু—

প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাইয়া।
রাম, কৃষ্ণ, হরি কহ বলেন হাসিয়া॥
খায় আর কুক্কুর 'কৃষ্ণ' কহে বারবার।
• • • •
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠে যে গেলা॥

আমরা প্রায় অনেকে আত্মবঞ্চিত। আমরা অনুসরণের সেবী হইতে পারি না। তাই এই সকল শাস্ত্রবাক্যের অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া মহাভাগবতের অলৌকিক কৃপাশক্তি ও শুদ্ধভক্তোচ্চারিত অপ্রাকৃত শ্রীনামের সহিত ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ ব্যক্তির নামাপরাধের সমতা করিবার দুষ্টচেষ্টা দেখাই। তাই আমরা অনেক সময় অনুকরণমূলে পক্ষী প্রভৃতি পুষিয়া উহাকে হরিনাম শ্রবণ করাইবার ছলনায় স্ব স্ব আত্মেন্দ্রিয়তর্পণসাধনে ব্রতী হই। সাধারণ লোক আমাদের এই কপটতা ধরিতে না পারিলেও চক্ষুষ্মান্ বৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সেইজন্য শুদ্ধনামের অনুশীলনকারী শুদ্ধনাম-পরায়ণ সাধুগণ কখনই নামাপরাধীর পশু পক্ষীকে নামাপরাধ শ্রবণ করাইবার চেষ্টা দ্বারা পশু-পক্ষীর বৈকুণ্ঠগমন বা সিদ্ধদেহ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন না।

শুদ্ধভক্ত সাধুর শ্রীমুখে শ্রীনাম শ্রবণফলে পশু-পক্ষী প্রভৃতিরও উদ্ধার লাভ সম্ভব। সেইরূপ সাধুর শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষু জীবের কর্ণরন্ধ্রে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠশব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়াবদ্ধ হইতে মুক্ত করে। কারণ, শুদ্ধনাম জীবকে ভোগবুদ্ধি হইতে রক্ষা করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবাবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করায়।

পশু, পক্ষী বা মানবের দেহ কিম্বা দৈহিক কোন অচেতন বস্তু হরিনাম গ্রহণ করিতে পারে না। শুদ্ধ আত্মা বা নির্ম্মল চেতনই নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ শ্রীনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে পারেন। যেখানে প্রাণ নাই সেখানে যেমন হরি-কীর্ত্তনাদি রেকর্ডের কসরৎ বা অভ্যাস মাত্র, সেইরূপ নামাপরাধশ্রবণকারীর পশুপক্ষীও হরেকৃষ্ণ নামোচ্চারণ প্রভৃতির ছলনা যেরূপও কণ্ঠের মধ্যে অভ্যাস করিয়াছে মাত্র। সেখানে কৃষ্ণস্মৃতি নাই। সেখানে নাম আত্মাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু যদি এক নির্ম্মল আত্মা হইতে শুদ্ধনাম প্রকাশিত হইয়া অপর নির্ম্মল অনাবৃত আত্মায় সেই শুদ্ধনামের বিস্ফোরণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে শ্রবণকারী বা কীর্ত্তনকারী যাহারাই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যাহাই হউক না কেন, তাহার মঙ্গললাভ অনিবার্য্য। সুতরাং কোন মহাভাগবত যদি কোন পক্ষীকে দয়া করিয়া হরিনাম শুনান তাহা হইলে সেই পক্ষীর আত্মা হরিনামে অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত বন্ধন হইতে আনুষঙ্গিক ভাবে মুক্ত হইবে এবং ভগবৎসেবায় বৈকুণ্ঠে নীত হইবে। আর অপরাধীর নিকট হরিনামাদি শুনিলে সংসারগতি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম কিম্বা অপবর্গ, অনর্থ বা কামের অনুবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

আর্ত্তি-সুগ বৈষ্ণবত্রুব

(৩)

আর্ষিক ও পারমার্থিক উভয়েই গলদেশে তুলসী মালা এবং অঙ্গে তিলকধারণ করেন।

আর্ষিক স্মার্ত্তগণ অঙ্গের পবিত্রতা-সম্পাদনকল্পে তুলসীমালা এবং বাহ্যাঙ্গে তিলকাদি রচনা করেন। কেহ বা সম্প্রদায়গত নামে মালা-তিলক বংশমর্য্যাদা রক্ষার পোষাক হিসাবে ধারণ করেন। যেমন ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ বংশে জন্মিলে একটী উপবীত উহার হউক বা না হউক ধারণ করিতে হয়, সেই প্রকার বৈষ্ণব-পরিবার, জাতিগোস্বামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলে মালা-তিলক না থাকিলে লোকে বলিবে কি? সুতরাং লোক-লজ্জা ভয়ে অনেকেই মালা-তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ কৃষ্ণদাস্য-চিহ্নস্বরূপ মালা ও বাহ্যাঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর বাসস্থান মন্দির রচনা করিয়া তত্তৎস্থানে তাঁহাদের অর্চ্চন, বন্দন ও স্মরণরূপ ভক্তি যাজন করেন, একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিই ইহার মূল উদ্দেশ্য। পারমার্থিক সম্প্রদায়ের তিলক-মালা লোক-দেখানো গোরা ভক্তের ঠাটবাট নহে।

উভয়েই গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করেন।

আর্ষিকগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ করিয়া ভক্তিদেবীকে পিছনে রাখিয়া, কেহ কর্ম্মবীর, কেহ বা জ্ঞানবীর সাজিয়া, গ্রন্থ আলোচনা করেন। আবার কেহ কেহ গীতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ভাগবতের শিক্ষাগ্রহণে উদাসীন থাকেন। অথবা গীতা-ভাগবত পাঠ করা বা উপনিষদ্ মনে করিয়া ধনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠালাভের যত্ন করেন। কেহবা দেহ গেহ পাবক কর্ম্মাদির আশ্রয়ে গীতা-ভাগবত-শ্রবণ ও পঠনকার্য্যে লিপ্ত হন। পারমার্থিকগণ গীতা ভাগবতের প্রবেশিকা স্বাধ্যায়ে, কর্ম্ম-জ্ঞানের হেয়তা ও ভক্তির উপাদেয়তা যাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট একমাত্র ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ দ্বারা অনাবৃত ভাবেই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করেন, এবং ভজন-মার্গে ক্রম পর্য্যায় শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করেন। প্রথমেই দশম স্কন্ধের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের রসাস্বাদন করিতে যাইয়া প্রাকৃত সহজিয়া কুপথে গমন করেন। পতিত হইবার চাপল্য পারমার্থিকগণের নাই। পারমার্থিকগণ স্বীয় স্বীয় ভজন-চাতুর্য্য লাভের নিমিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে গীতা ভাগবত শ্রবণ ও তাঁহারই আনুগত্যে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-প্রীতিরূপা সেবা সম্পাদন করেন। তাঁহারা ভাড়াটিয়ার মুখে গীতা-ভাগবত শ্রবণ—কর্ণদ্বয়ে বিষগ্রহণ বলিয়া অবগত আছেন। অন্যথায় 'বিসর্গ' পঞ্চ হইলেই বা অন্তর্ঘণ্টে সুর, তাহার সুর-কর্ণরসায়ন হইলেই ভাগবতের বক্তা হয় একথা পারমার্থিকগণ কখনও স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবগত আছেন, সেবোন্মুখ রসনাই ভাগবতকীর্ত্তনের যন্ত্র। ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ রসনা তদ্বিপরীত।

উভয়েই পুরুষোত্তম-তীর্থাদি দর্শন ও বন্দনাদি করেন।

আর্ষিকগণ,—পুনর্জন্ম-গতি নিরোধার্থে রথে শ্রীবামনাদি দর্শন করেন, পুরুষ ও পুরুষে ভজন বা তাঁহাদের সেবা অনুশীলন করেন না। পারমার্থিকগণ,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি বিধান ও তৎসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলানুশীলন করেন। তাঁহারা স্থান-মাহাত্ম্য, প্রসাদ-মাহাত্ম্য, এরূপ সঙ্কীর্ণ জড় বিচার করেন না। তাঁহারা জগন্নাথ ও মহাপ্রসাদ এক তত্ত্ব অবগত আছেন।

উভয়েই সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন।

আর্ষিকগণ,—নৈমিত্তিক কর্ম্ম বুদ্ধিতে সন্ধ্যা নিত্য কর্ম্ম বলিয়া প্রত্যহ আসন-শুদ্ধি ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিতে বাধ্য থাকেন। পারমার্থিকগণ,—মনুষ্য-জীবনে নিত্য ক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি, শ্রীনাম-মন্ত্র জপ ও নামনামীতে অভেদ বুদ্ধি, অথবা তাহার একটী অঙ্গ জানিয়া শ্রীনাম, মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা করেন। ইহা লীলাস্মরণে প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্ব-সূচক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবাচার বৈধী-ভক্তি যাজন। রাগমার্গীয় ভক্তের এই কার্য্যের সেবানুকূল আচারেই তাঁহার সন্ধ্যা বন্দনাদি চলিয়া থাকে। পারমার্থিকগণ,—কখনও স্বেচ্ছায় পাকিয়া বৈধাচার ত্যাগ করিয়া রাগপথাবলম্বন করেন না।

বর্ণাশ্রমী পারমার্থিক ও আর্ষিক স্মার্ত্ত উভয়েই পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন।

আর্ষিক স্মার্ত্তগণ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ভূত-প্রেত কল্পনা করিয়া প্রেতাত্মার উদ্ধারকল্পে প্রেত-শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। যেমন, পোষ্য, নামে মাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত-দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কর্ম্মাদি প্রভৃতির আশায়, আত্মার সদ্গতি লাভের কামনায় করিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মবিদ্গণের পৌরোহিত্যে আত্মার নিত্য-বৃত্তি সেবোন্মেষকল্পে পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ অশৌচগ্রস্ত হইয়া শৌচ-হরণার্থ [illegible] অশৌচ-কলিত শ্রাদ্ধের [illegible] করেন না। বিশেষতঃ পারমার্থিকগণ ভগবৎপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ দ্বারা নিত্যই পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন।

এই নিমিত্তই যে বংশে বৈষ্ণব-পুত্র অবতীর্ণ হন, সেই বংশের পিতৃপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা পুন্নাম-নরকে নিপতিত ছিলেন তাঁহারা বৈষ্ণব-পুত্র কর্তৃক ত্রাণ লাভ করিয়া পরমানন্দিত হন ও নিত্যমঙ্গল লাভ করেন। আর্ত্তিকগণের শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম অনিত্য স্বর্গাদি-লাভ। আর পারমার্থিকগণের শ্রাদ্ধ নিত্য বৈকুণ্ঠনাথের নিত্য সেবালাভ।

উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন। আর্ত্তিকগণ বর্ষা চারিমাস শ্রীহরির শয়নকালে আহার্য্য-দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বাছাবাছি করেন এবং বাহ্যতঃ অন্যান্য নিয়মাদি পালনেও যত্নপর হন,কিন্তু শ্রীহরির নিদ্রাভঙ্গে জাগতিক অকল্যাণ সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাদি অবিধি বোধ করেন। পারমার্থিকগণ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালন অর্থে বাহ্যতঃ নিয়ম পালনাপেক্ষা সাধুসঙ্গে থাকিয়া সদা হরিকীর্ত্তন-শ্রবণ ও কীর্ত্তনকেই বেশী আদর করেন। বর্ষা চারিমাস শ্রীহরির সেবা-পূজা ও যজনাদি পারমার্থিকগণের নিত্যকৃত্য। পারমার্থিকগণ কেবল শাক, দধি, দুগ্ধ ও আমিষাদি এবং পটল, বেগুন, সিম, বরবটী বর্জ্জন এবং কেশ,নখ কর্ত্তনই চাতুর্ম্মাস্যব্রতের চরম মনে করেন না; ততোধিক কর্ত্তব্য সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকীর্ত্তন-শ্রবণ।

উভয়েই উপনয়নাদি-সংস্কার গ্রহণ করেন। আর্ত্তিকগণ সামাজিক প্রথা রক্ষার্থে বা গতানুগতিক নিয়ম পালনার্থে নামে মাত্র উপনয়নাদি-সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক সময় যজ্ঞসূত্রই তিনের দম্ভের কারণ হইয়া থাকে। সূত্রের গর্ব্বেই গর্ব্ব অনুভব করেন। পারমার্থিকগণ,—পারমার্থিক ব্রাহ্মণের আনুগত্যে ব্রহ্মসমীপে উপনীত হইবার জন্য উপনয়নাদি-সংস্কার গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব-বৃত্তি বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবায় যোগ্যতায় পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। তাঁহারা সূত্রের গর্ব্বে গর্ব্বিত না হইয়া তৃণাদপি-সুনীচভাব গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণতা রক্ষার জন্য তরুর ন্যায় সহনশীল হইয়া ব্রাহ্মণেতরগণের অশেষ গৌরব [illegible] করেন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণ কখনও আর্ত্তিকগণের ন্যায় সকলের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ্য বৃত্তি ও ব্রাহ্মণের আচার হইতে ভ্রষ্ট হন না বরং তাঁহারা যে-কোন বর্ণোদ্ভূত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণ দেখিলে শাস্ত্রমতে তাঁহাকেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার বা গ্রহণ করেন। আর্ত্তিকগণ জানেন না, কলিতে নিজেই ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হইয়া যান।

উভয়েই গোত্র ও বংশ স্বীকার করেন। আর্ত্তিক সন্তানগণ শৌক্রবংশ ও গোত্রধারা পালন করেন। তাঁহারা যে বংশের পিতা-মাতা হইতে দেহটী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ—শৌক্রবংশের পরিচয়ে পরিচিত নহেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত গোত্রাদির পরিচয়ে পরিচিত। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গকে মহাজন জানিয়া শ্রৌতধারার আচার্য্য বা গুরুর বংশ ও গোত্র স্বীকার করেন। তাঁহারা যে বংশেই বা যে গোত্রেই জন্মলাভ করুন না কেন, আম্নায়-পারম্পর্য্যে আচার্য্য-ধারাই [illegible] করেন। নিত্যানন্দ বংশ, অদ্বৈত-বংশ, গদাধর-বংশ, ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার ইত্যাদি বলিয়া অহঙ্কার করা পারমার্থিকগণের চরিত্রে নাই। গুরুবর্গের আর্ত্তিক সন্তানগণ অনেক সময় গোত্র-অবলম্বিত কাল্পনিক সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বংশ, গোত্র পরিচয়ে জাগতিক সম্মান আদায় করিতে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়।

উভয়ে শিষ্যাদি করিয়া থাকেন। আর্ত্তিকগণ সাধারণতঃ দুঃখনাশ বিধানের জন্য শিষ্য করেন। তাঁহাদের গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ দায়ে ঠেকা; নাপিত ধোপার ন্যায় সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়, তাই একজন গুরু বা পুরোহিত রাখা প্রয়োজন বোধ করেন। তাঁহারা শিষ্যকে পাল্য ও নিজেকে পালক বলিয়া অভিমান করেন। শিষ্যকে ভোগ-বুদ্ধি, কনক-প্রতিষ্ঠাদির যোগানদার মনে করেন। শিষ্য নিম্ন বর্ণোদ্ভূত হইলে শিষ্য বলিয়া গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও অস্পৃশ্য রাখেন, তাঁহাদের হাতের অন্নটুকু গ্রহণ করেন না; কি জানি পতিত স্পর্শে আবার পতিত হইয়া যান? পারমার্থিকগণ, শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য মন্ত্রাদি দেন এবং শ্রীকৃষ্ণদাস জানিয়া শিষ্যকে অনুগ্রহ করেন। শিষ্যকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, নিম্নকুলোদ্ভব বলিয়া অস্পৃশ্য রাখেন না, বা [illegible] করেন না। পারমার্থিক গুরু বা আচার্য্য স্বীয় শিষ্য [illegible] করেন না; জাগতিক আত্মীয়-স্বজন-পরিজন অপেক্ষা শিষ্যের সহিত সমধিক নিকট সম্বন্ধ বোধ করেন, বাহ্যদৃষ্টে আত্মীয়-স্বজনে প্রীতি পারমার্থিক গুরু বা আচার্য্যের চরিত্রে নাই।

উভয়ে বৈষ্ণব, সাধু বা ভক্তকে সম্মান করেন। আর্ত্তিক ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবের জাতি-বিচার করেন, উচ্চবর্ণোদ্ভূত বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহারা উচ্চসম্মান দেখান, নীচ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবে তত আদর প্রদর্শন করেন না। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত ভক্ত যে এ জগতে পূজার্হ হইতে গুরু; একথা অনুগামী আর্ত্তিকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—এ জগে উন্নত করিতে পরজন্মে উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করিলে মর্য্যাদার বিনষ্ট হইবে, সুতরাং জন্মান্তর-সাপেক্ষ। তবে অনেকস্থলে একজন সকলেই তাঁহাদের এরূপ অশাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু বুলবুক, ডেকা, ফকিরী, জাত নীচ জাতি হইলেও জাগতিক কোন প্রকার স্বার্থসাধকরূপে জাতি বিচারের সীমা লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। এককথায় বলিতে গেলে আর্ত্তিকগণ আর্থিক জগতকে সার মনে করিয়া প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব-বিচারে পারমার্থিক জগৎ নামে মাত্র মুখে বলেন, অন্তর্নিষ্ঠা তাঁহাদের নাই। বাহিরের বেশভূষা-নিয়মাদি দর্শনেই তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অনেক বড় বড় আর্ত্তিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীদিগের মুখে শুনা হওয়া যায়,—"অমুক ব্যক্তি উচ্চবংশজাত, মস্ত বিদ্বান্, বাসে বাস করেন, তিন বেলা সন্ধ্যা ঠাকুর পূজা, একবেলা অতি সামান্য হবিষ্যান্ন আহার করেন, মাত্র কৌপীন-বাস পরিধান করেন, নামসংকীর্ত্তন ও জপাদি করেন, কখনও কখনও মৌন থাকেন সুতরাং ইনিই আদর্শ-বৈষ্ণব, সাধু বা ভক্ত।" পারমার্থিকগণ, এরূপ বাহ্যলক্ষণে বৈষ্ণব বলিয়া ভ্রমে পতিত নহেন: তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত দর্শনের দ্বারা 'অন্তর্নিষ্ঠা' লক্ষ্য করেন। নিতান্ত অবরকুলে উৎপন্ন হইলেও 'কৃষ্ণভক্তি থাকিলে তাহার বৈভব', যাহা শ্রীকৃষ্ণভজনের বাধক, যাহা জীবের মোহ উৎপাদন করিয়া অনিত্য আর্থিক বিষয়ে আবদ্ধ রাখে তাহাতে [illegible] হইলেও বাহ্যতঃ আচার-নিয়মের ঠাট পোষাক কোপনী প্রভৃতি বাড়াবাড়ি না থাকিলেও, যিনি সেবাকুশল, ভজনানন্দী, অন্তর্নিষ্ঠ—তিনিই ভাগবতোত্তম বিবেচিত, ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণের অগ্রস্থানে পারমার্থিকগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব-সম্মান প্রদান করেন। যেহেতু জাতিবুদ্ধি, শ্রীগুরুতে প্রাকৃত বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠ-পাষাণবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মন্ত্রে শব্দবুদ্ধি, 'ভাগবত প্রাকৃত' প্রভৃতি নামাপরাধ-যাবতীয় অপরাধরূপ নারকীয় বিচার পারমার্থিকগণের নাই।

গৃহস্থাশ্রম উভয়েই সংসার করেন। আর্ত্তিকগণ, ভোগাকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধিতে প্রবৃত্তির জন্য এবং পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইবার কল্পনায় দুর্বুদ্ধি সহ গৃহস্থাশ্রম রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া মনে করেন। পারমার্থিকগণ, সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই আশ্রমত্রয়ের সেবা-জন্য,গৃহিণীকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সহায়কারিণী সঙ্গিনী ও কৃষ্ণদাসী জানিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করেন। কৃষ্ণেচ্ছায় গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের গৃহে যে সকল পুত্র-কন্যার জন্ম হয়, তাহাদিগকেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকারী করেন। আর্ত্তিক আর্ত্তজনের ন্যায় শুধু নিজেকে জীবমুক্তাভিমানে পাতিয়া সুখ-দুঃখ অন্যের অদৃষ্টে অযোগ্যাদির ব্যবস্থা, অসৎ অনাচার-ব্যভিচারের প্রশ্রয় পারমার্থিকগণের গৃহস্থ-আশ্রমে নাই। এককথায় পারমার্থিক গৃহস্থের গৃহ বৈকুণ্ঠের দ্বার, আর অন্যের গৃহ নরকের দ্বার স্বরূপ।

উভয়েই সামাজিকতা করিয়া থাকেন। আর্ত্তিকগণ নিজ নিজ সমাজে ও বিভিন্ন সমাজে উচ্চাবচ হিসাবে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা ও বড়ত্বের প্রয়াস পান। পারমার্থিকগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকদিগের সহিত জাগতিক লোক-ব্যবহার ও কৃষ্ণভক্তগণের সহিত আত্মীয়-স্বজন ও গুরুবর্গ বুদ্ধিতে, সেব্য-বুদ্ধিতে, সেবকের ন্যায় পরস্পর পরস্পরে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতে সামাজিক কুটনীতি নাই।

উভয়েই অহিংসানীতি সমর্থন করেন। আর্ত্তিকগণ মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ স্বীকার করিয়া বাহ্যতঃ দেহ-গেহ ইত্যাদির কল্যাণ কল্পনায় উহা গ্রহণ করা যায় বলিয়া উহা সমর্থন করেন; শরীররক্ষাই ধর্ম্ম, সমাজরক্ষাই ধর্ম্ম,বলিয়া বহুমানন করেন। পারমার্থিকগণ উহা সর্ব্বথা [illegible] নিজে হরিভজন না করা ও অপরকে হরিভজন করিতে না দেওয়াই আত্মহিংসা ও জীবহিংসা বলিয়া জানেন।

উভয়েই জীবে দয়া দেখাইয়া থাকেন। আর্ত্তিকগণ,দেহটাকে জীব কল্পনা করিয়া, দেহের সুখ-সুবিধার আহার, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি দেওয়াই জীবে দয়া মনে করেন। পারমার্থিকগণ,—দেহটাকে জীব মনে করেন না; তাঁহারা দেহস্থিত চেতন বস্তু যাহা চিন্ময় ভগবানের অংশ, চিৎকণ বস্তু "আত্মা" তাঁহাকে জীব জানিয়া তাঁহার প্রতি দয়া-পূর্ব্বক তাঁহার নিত্য বৃত্তি কৃষ্ণদাস্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তাই পারমার্থিকগণ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি সংকীর্ত্তনযজ্ঞের আয়োজন করিয়া [illegible] বিতরণ করেন; ইহাই পারমার্থিকগণের জীবে দয়া।

উভয়েই ব্যবহারিক জগতের দ্রব্য ও বিষয়াদি ব্যবহারিক স্বীকার করেন। আর্ত্তিকগণ বিষয়কে ও বিষয়ের যাবতীয় উপকরণগুলি নিজ-ভোগবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয় ভোগ করেন অথবা ফল্গুবৈরাগ্যে [illegible] সংসারের বস্তু বলিয়া ঘৃণা করিতে চেষ্টা করেন। পারমার্থিকগণ,—উহার কিছুই গ্রহণও করেন না বা ত্যাগেরও ভাণ দেখান না। তাঁহারা অনাসক্তভাবে [illegible] যাহা কিছু সমস্তের ভোক্তা সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়া, তাঁহারই সেবায় সমস্ত দ্রব্যগুলি নিযুক্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করেন। প্রসাদ ব্যতীত প্রাকৃত [illegible] অন্য কিছুই পারমার্থিকগণ গ্রহণ করেন না। পারমার্থিকগণের ভোগ বা ত্যাগাভিমান নাই।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, চাকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানে শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীগৌরাঙ্গের আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। প্রধান শ্রী শ্রীগৌরপাদপীঠ সেবাধিকারী সমন্বয়ে সেবিত হন। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৯১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্ত গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও অন্যান্য পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীপাদ অর্দ্ধচন্দ্র রায় ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরমেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেশ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাটগ্রাম (শ্রীবুদ্ধিমন্তের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াগ্রাম

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজারভেটরী হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশাবী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং রোমে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা;

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী-ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিশ্রীরূপ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারডুবা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদান্তী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপহ্যাম্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী অভয়ালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
[illegible]	৫h০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ-মোটা	৩h৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
[illegible], আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৵০

চিনির দর

[illegible], চাইণ	১০।৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible]	৯।০
কাশীপুর [illegible]	৮।০—৯৵০
কাশীপুর [illegible]	৭।৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৩।০
[illegible]	২২৲
চাঁদিবার	৫২।০

পাটের দর

আসাম—	৪০h০
[illegible]—	৪০h০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬h৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫h৵০—৫h০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫h০—৫h৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪h০—৪h৵০
আটা নং (৩)	৪।০—৪h৵০
[illegible]	১১৵৫—১১h০
[illegible]	১১৵০—১১৵০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৫৫৲

[illegible]	৫৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১h০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

নাটার ইস্পাত— দর প্রতি হন্দর

[illegible] ([illegible] বা বাস)

মার্কা	৯৵০—৯h৵
ঐ, যে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা [illegible]	১০।৵
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	১০h৵
[illegible]	৮।০—৯৲
[illegible] (কোনা)	৮।৵০—৮h০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	।৵০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪h৵৫
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	১৬h৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩h০
২৬ গেজ—	১৪h০

গ্যাঃ [illegible] ২৪—৩০ গেজ

সীস	।৵১০—h৵০
[illegible] ([illegible])	১০৲
[illegible]	৩।০—
[illegible] ৩—৯ [illegible]	
	৬।০—৬।০ হন্দর
[illegible] ১—[illegible]	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
[illegible]	৮৲—৯৲
[illegible] ও [illegible]	
	৮h০—১১।০
[illegible] ২৩৲	[illegible] ২১৲
[illegible] ৫৵০, [illegible] ৬।০	
[illegible] ৬।০	

[illegible] দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

২৩শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
[illegible]	১৬।০—১৭৲
[illegible]	১০h০—১১।০
[illegible]	১৩।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

[illegible]

[illegible] বড়বাজার

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible] বঙ্গাব্দ

[illegible] — [illegible] সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বন্দোবস্ত হইয়াছে [illegible] ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের [illegible] সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

অধ্যক্ষ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—২৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—	
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—৩	১৮—৯,	২০—৩৫	
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৫	

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] — [illegible] জীর্ণ [illegible] প্লীহা [illegible] একমাত্র উপায় বলিয়া [illegible]। [illegible] এবং [illegible] একবার [illegible] আপনার [illegible] সন্দেহ [illegible]। [illegible] ৮৵০ আনা, [illegible] ১৵০ আনা। [illegible] পৃথক।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ রেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সূক্ষ্মাক্ষরে ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

———— কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ১০	৶০	৶০		
" ইঞ্চ ২	১॥০	১॥০		১৲
সিকিকলম ৫॥০	৪৲	৩৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৪॥০
সিকি কলম ১১	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার-ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরাজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরাজ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১০।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর-
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরপ্রকাশক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকর্মঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২১১]

বিবিধ সংবাদ

—(০(০০)০)—

কলিকাতায় যুদ্ধবিরতি দিবস

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-বিরতি-দিবসে মহাযুদ্ধে নিহতদের স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বেলা ১১টা … মিনিটের সময় সহরের … … … দুই মিনিটকাল নীরবতা পালন … হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেলা হইতে তোপ … সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ … … প্রধান প্রধান রাস্তাপথে দুই মিনিটের … যান-বাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। … প্রাক্তন সৈন্যদের সাহায্যার্থ … সংগ্রহের জন্য এই দিন স্বেচ্ছাসেবকদিগকে রাস্তায় রাস্তায় 'পপি' ও … ফুলের ব্যাজ বিক্রয় করিতে দেখা যাইতেছিল।

কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠান

গত বৃহস্পতিবার ১১ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি দিবসে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট … প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কলেজ … বাঙ্গালী সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের … পুষ্পমাল্য অর্পিত হয় এবং … মহাসমরে বহু মৃত সৈনিকদের … কল্যাণ-কামনায় উপাসনা করেন। … ১১টা ২৫ মিনিটের সময় স্মৃতিস্তম্ভের … সমবেত সকলে মহাযুদ্ধে নিহতদের … করিয়া দুই মিনিটকাল নীরবতা পালন … এবং ইউনাইটেড প্রেস কোরের … ব্যাটালিয়ন মৃত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে … তাহাদের সম্মান প্রদর্শন করেন।

ময়দানে অনুষ্ঠান

যুদ্ধবিরতি দিবসে কলিকাতা ময়দানে … সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট ও … … মেমোরিয়ালে যথাক্রমে সৈনিক ও নাবিকগণ মিলিত হইয়া নীরবতা পালন পূর্ব্বক মহাযুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিল।

হাইকোর্টে অনুষ্ঠান

গত বৃহস্পতিবার ১১ই নভেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টে যুদ্ধবিরতি দিবস উপলক্ষে দুই মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হইয়াছে।

রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি সকল ওয়ার্ডে প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় জেলা কংগ্রেসের অনুমোদন না লইয়াই মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইয়াছিল। ঐ সমস্ত প্রার্থীর মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই জেলা কংগ্রেসের অনুমতি ব্যতীত প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়াছেন। প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে গণ্ডগোলের ফলেই এইরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক একমাত্র কংগ্রেসপ্রার্থী রাণাঘাট মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, জেলা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত … … চৌধুরী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। প্রকাশ, তাঁহাকে জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সমর্থন করা হইয়াছে। ভোটারগণ সকলেই তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন। অপর কংগ্রেস প্রার্থিগণ সম্পর্কে জেলা কংগ্রেস কমিটি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

—

বঙ্গের নব-নিযুক্ত লাট লর্ড ব্রাবোর্ণ

ভারত যাইবার জন্য গত ১১ই নভেম্বর অপরাহ্নে লর্ড ব্রাবোর্ণ সস্ত্রীক মার্সেলিস্ রওনা হইয়া গিয়াছেন। ভারত-সচিবের পক্ষ হইতে মিঃ রুসন, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন, স্যার সিওনার্ড ওয়েকলী, স্যার মালকম কিস্, মিঃ এস্ কে ব্রাউন (ভারত-সচিবের দপ্তরখানার প্রতিনিধিরূপ) এবং মিঃ ডি, টী, মন্টিথ (ব্রহ্ম আফিসের প্রতিনিধি) সস্ত্রীক লর্ড ব্রাবোর্ণকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

—

চীনের উপর জাপানীদের অভিযান

নানটাওয়ে চীনা সৈন্যদের প্রতিরোধ শিথিল হইয়া আসিতেছে। প্রায় ৭০০ সৈনিক অস্ত্রত্যাগ করিয়া ফরাসী এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। ১১ই নভেম্বর সমস্ত দিন ধরিয়া দারুণ গোলা বর্ষণের পর জাপানীরা এখন প্রকৃতপক্ষে নানটাওএর মালিক হইয়াছে। কয়েক হাজার চীনা সৈনিক অস্ত্রত্যাগ করিয়া ফরাসী এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেখানে আটক রাখা হইবে।

অবশিষ্ট সৈনিকেরা এখনও প্রাণপণে বাধা দিতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে একপ্রকার ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে।

—

চীন অভিযানে জাপানের প্রধান সেনাপতির অভিমত

সাংহাই হইতে ১১ই নভেম্বর এক সংবাদে প্রকাশ,—রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট সাংহাইস্থ জাপানী প্রধান সেনাপতি জেনারেল মাৎসুই সাংহাইএ জাপানের ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক এবং ফরাসী উভয় এলাকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি প্রকারান্তরে চীন-জাপান যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই আগাগোড়া নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিবার অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "অদ্যাবধি ইচ্ছাপূর্ব্বক জাপ-বাহিনী চীনে নিয়াছে। সাংহাইএর বৈদেশিক কর্ম্মচারীরা যাহা বলেন এবং করেন, তাহাতে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছি। তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আমার যে ইচ্ছা ছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। ইহা জগতের শান্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ নিশ্চয়ই; কিন্তু বৈদেশিক শক্তিবর্গের আচরণ পরিবর্ত্তিত না হইলে, ইহার কোন প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া একজন এলাকা দখল করার কোন ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তু যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, এমন সময় আসিতে পারে যখন আমরা সহযোগিতার সহিত কাজ করিতে অসমর্থ হইব।"

নানটাওতে প্রবল বোমাবর্ষণ

গত ১১ই নভেম্বর সকালে জাপানীরা পুনরায় নানটাওতে প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে। বোমার শব্দে আন্তর্জ্জাতিক এলাকা ও ফরাসী এলাকা কম্পিত হইয়া উঠে। দুইখানি জাপানী যুদ্ধজাহাজ ওয়াংপুতে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। নানাওর সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই জাপানীদের উদ্দেশ্য। এই সৈন্যবাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ বা ধ্বংস হওয়া ব্যতীত অন্য পথ নাই। চীনা সৈন্যগণ এখনো সংগ্রাম করিতেছে। প্রায় তিনশত চীনা সৈন্যকে আটক করা হইয়াছে এবং বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। অনেকে অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে ও ফরাসী এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। হাঙ্গচাও অভিমুখী পথে ১৮ হাজার জাপানী সৈন্য অগ্রসর হইতেছে এবং যে জাপানী নৌ-সৈন্যবাহিনী পুটুং অবতরণ করিয়াছে, তাহারা উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ চীনা ঘাঁটি অগ্নিবেগে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
(অবাধা)
ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮ ব্রাহ্মণ-আদর্শ ৷০
২০ গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১ গৌড়ীয়-সাফল্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ধারিকা কণগৌরতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চণকণ্ঠ ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। শরণাগতি ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ॥০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা সারার্থানন্দমূর্ত্তী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংখ্যাবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুঃ প্রথম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিলিঙ্গাভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাশ্রম শ্রীপদঃ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কট শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকা বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

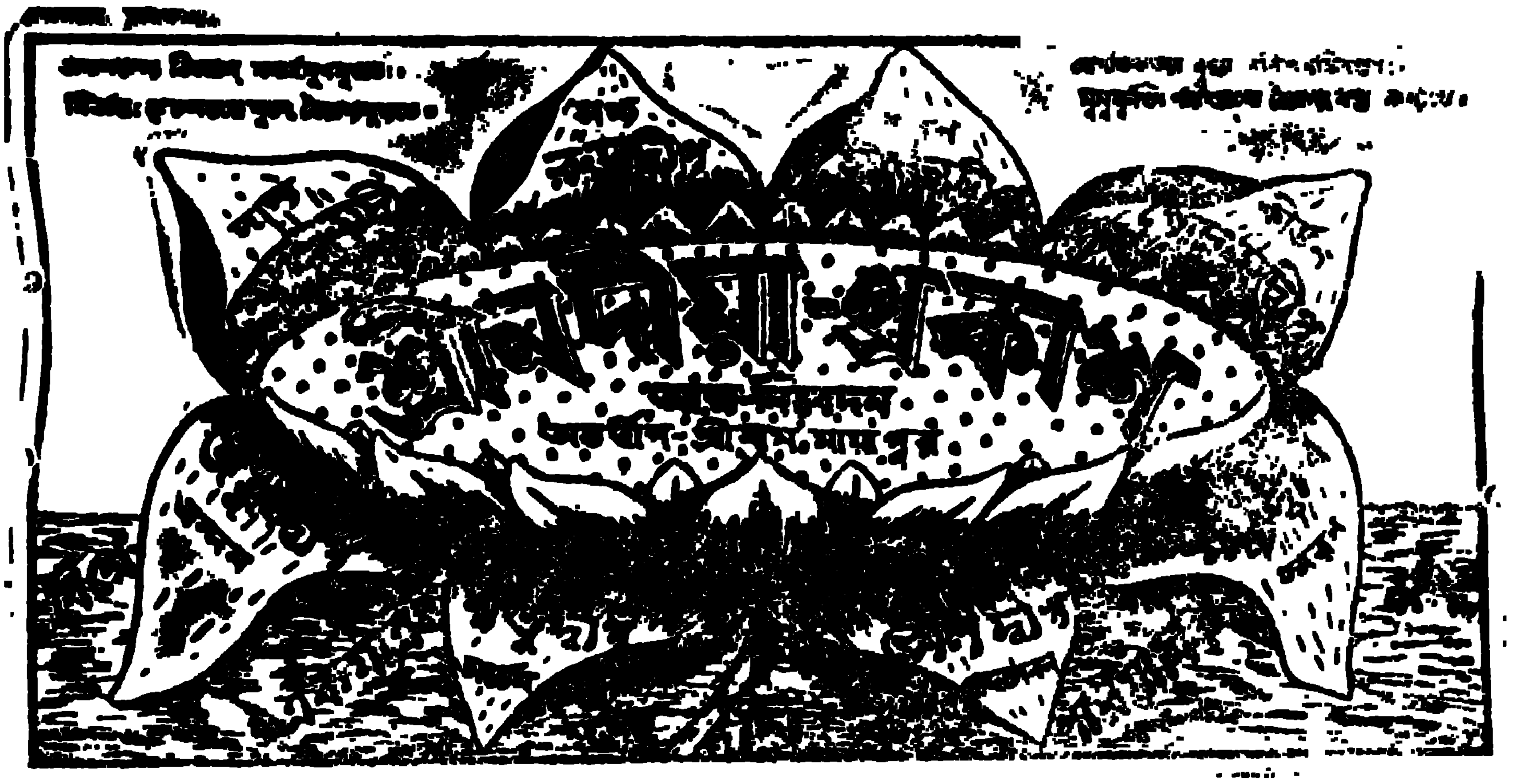

১২শ বর্ষ { ২৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ২১১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::(•)::—

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

গত ১৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার মঙ্গলারাত্রিকের পর উচ্চকীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ-পাঠ করেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ লোক-সঙ্ঘের ফুলিয়া গমন, বক্রেশ্বর ও দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রভু-সমীপে গমন, দেবানন্দের স্তুতি' প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের প্রভু ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। অসংখ্য সুকৃতিমান্ ব্যক্তি বৈষ্ণবমুখোচ্চারিত হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতঃপর মহোচ্চ কীর্ত্তন হয়।

১৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার—শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব-বাসর। প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর আরাত্রিকান্তে উচ্চকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত যথারীতি পারায়ণ হয়। শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু—'দেবানন্দের মহাপ্রভুর নিকট হইতে ভাগবত ব্যাখ্যানের উপদেশ গ্রহণ, ভাগবত অপৌরুষেয়, প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তি, মহাপ্রভুর কৃপায় বিপ্রের মুখেও হরিনাম উচ্চারণ' ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। পাঠান্তে নগরসঙ্কীর্ত্তন জগবন্ধুপন্থাবাবু রোড, সা-সাহেব লেন, নারিকেল লেন, বাজারের লেন, বড়গাছ রোড, নারিকেল রোড, প্রভৃতি রাস্তা হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী বিচারবাবের মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে—'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জানুচংক্রমণ, বালচাপল্য, বালক কৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যভাবোদয় এবং পরমুহূর্ত্তেই যোগমায়া-বলে বাৎসল্যভাব-স্ফূর্ত্তি, কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন-চেষ্টা প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করেন। তদনন্তর মহোচ্চ কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে দৈনন্দিন নিয়ম-সেবা-পঞ্জী

গত ২৯।১০।৩৭ শুক্রবার ভাবাহ প্রাতে শ্রীরাধারমণজীউর মন্দির ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সমাধি পরিক্রমা হয়। শ্রীপাদ বিদ্যাসাগরপ্রভু ভক্তিরত্নাকর হইতে শ্রীপাদশ্রাম হইতে শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ-লীলা পাঠ ও শ্রীভট্টগোস্বামীর পরিচয় সহিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণবস্মৃতির প্রণয়ন, শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান প্রভৃতি চরিতাবলী কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীভট্টগোস্বামীপ্রভুর শোচক কীর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে প্রণতিপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনপর্য্যটনকালে বিশ্রামস্থলী আমলীতলানামক স্থান পরিক্রমা করা হয়।

পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন।

মধ্যাহ্নে—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ যথারীতি চলিতে থাকে।

অপরাহ্নে—শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় হইতে দৈত্যগণের সহিত কংসের তদীয় মৃত্যুভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ বিষ্ণুসম্পর্কিত গো-বিপ্রবধাদি হিংসা-বিষয়ক মন্ত্রণা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সায়াহ্নে—পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শন করেন।

গত ৩০শে অক্টোবর শনিবার প্রাতঃকালে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীগোকুলানন্দজীউর শ্রীমন্দির ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি পরিক্রমা হয়। শ্রীপাদ মাধবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভুদ্বয় ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনন্দ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-হেতু বহু দানাদির বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেন। সায়াহ্নে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ভিক্ষা ও মাধুর্য্য রসের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

—

আসামে প্রচার

শ্রীগৌহাটীমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৩রা নভেম্বর পর্য্যন্ত দরং জেলার অন্তর্গত জাউন্টাবাড়ীতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। পাঠ-প্রসঙ্গে স্বামীজী লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মের বর্জ্জন ও পারমার্থিক ধর্ম্মাশ্রয়ের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৫ই নভেম্বর তারিখে স্বামীজী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গোয়ালপাড়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। উক্ত দিবস স্বামীজীর আদেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরচন্দ্র দাসাধিকারী ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দসহ গণ্যমান্য হরিকথা প্রচারার্থে গমন করেন।

গত ৬ই অক্টোবর তারিখে শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু প্রভু ... গোপাল মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন।

গত ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় উক্ত ... একটি সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় ব্রহ্মচারীজী "দৈব-জগতে মানবজীবনের সার্থকতা" সম্বন্ধে ... বক্তৃতা প্রদান করেন। ... সংসারে ... নিরূপণ কীর্ত্তন করেন। ... স্থানীয় ... সমাগম হইয়াছিল। ... ও অন্য শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারীর সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

—

কৃষ্ণভক্ত হন সাধুর প্রসাদে। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কৃপা করেন তৎপরে।

হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ দামোদর, সর্ব্বদিন সর্ব্বপ গৌরাব্দ ৪৫১

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

একটি মাত্র বস্তু যাহার তিনি ঐকান্তিক বা ভক্তভৃত্য। একটি বস্তুতে সংখ্যাগত বাবতীয় নানাত্বের বিপরীতভাব প্রকাশ করে। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন॥'

হে অর্জ্জুন, একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে। অব্যবসায়িগণ নানাপ্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে। সত্য বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; সত্যাচারই জীবের তাহাই উপাস্য। অন্যবস্তু বাঞ্ছিগণ বহু ভক্তের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে সজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষমজাতীয় সংভক্তিতেই ব্যভিচার।

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবই এর ব্যভিচার আনয়ন করে। আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্ত্তবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। বহ্বীশ্বরবাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে। ঐকান্তিকতার অভাবে এক জ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাঁচ প্রকার কল্পের বাহ্য দর্শনে লক্ষীভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুকে অবাস্তবে পর্য্যবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয়। সেইকালে কল্পের বাহ্যদর্শন ও পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয় যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কখনই অপ্রাকৃতিক হইতে পারেন না। উপাস্য বস্তু কখনও বহু হইতে পারে না। অদ্বয়জ্ঞানের অভাব হইতে, বিরোধের স্বভাব হইতে বহ্বীশ্বরের প্রবর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য
বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।'

অদ্বয় কৃষ্ণ-জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাহাকে অদ্বয় ঐকান্তিকতা হইতে বিস্মরণ করাইয়া তদ্রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্য বস্তুকে বহু জ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুত্ব জ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। যাঁহারা সত্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচার কামনাক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কামপূর্ত্তির জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্র উপাসনার প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই বহ্বীশ্বরবাদী ও ব্যভিচারী। ভগবদ্ভজন হইতে বিমুখতাক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্যদর্শন দ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়। বহু পাপনাশ হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয়জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যভিচারী সম্প্রদায় এই দুষ্ট অবস্থাকে দর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যভিচারী যাঁহারা বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত; তাঁহারা ভগবান্‌কে ব্যক্তিগত (Personal) করিতে চান। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ পূজকের ভেদ আছে। গণেশ-পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর ভক্তের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। অকার্য্যকারী ব্যভিচারিগণ পঞ্চোপাসনায় প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাঁহারাই স্বার্থ ব্যক্তিগত অনুস্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, কৃষ্ণবস্তুই ভক্তের আত্মস্বরূপ। কৃষ্ণদাসে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যভিচারিগণ দেখিতে পান, উহা তাঁহাদিগের ন্যায় হেয়তাপূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ অর্থপ্রাপ্তি। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণৈকশরণের স্বার্থ বিলোপ-সাধন ও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণাদি ঘটে। অনন্ত কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্ত কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়তর্পণও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে। গণেশ-পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ পঞ্চাইতী শাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ছুটাইয়া দিয়া আমরা পাঁচ জনে জোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। ভক্তগণে পাঁচের অধিকার থাকুক কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবেরই আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই স্বাধীকৃত বস্তু, ইহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন।

ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্ত একদা সেবাপরায়ণ, আবার তাঁহার সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। 'সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়' প্রভৃতি ভক্তির পরমোজ্জ্বলের ভজনপ্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ ও অজ্ঞান আসিয়া তাঁহার অদ্বয় স্বরূপজ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। যেখানে কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্বীশ্বরবাদীর সঙ্গ করেন না। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য, তাঁহাদের বিষয় উদ্ধৃত করিবার জন্য যত্ন করেন, কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। তদৈকান্তিককে স্বার্থপর মনে করিয়া তাঁহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারী দলে আদর পাইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎ চেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা-বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

গৌড়ীয়মঠের প্রতি মৎসরতা

(ডাঃ জ্ঞানদাস দাস)

আজকাল তথাকথিত শিক্ষাভিমানী অনেকেই গৌড়ীয়মঠের প্রতি মৎসরতা প্রকাশ করিতে পারিলে নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। বহির্ম্মুখ চিন্তাস্রোতে বাহিত এবং অনভিজ্ঞতা প্রবল ব্যক্তিগণ এই গৌড়ীয়মঠে তাহাদের কোন ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা নাই দেখিয়া ইহার প্রতি নির্মৎসর হইতে পারে না। তাহারা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া নিজদিগকে জগতের কর্ত্তা মনে করে এবং একমিনিটে তাহারা গৌড়ীয়মঠকে বুঝিয়া নিতে পারে এই অভিমান রাখে। তাহারা প্রায়ই বলিয়া থাকে—গৌড়ীয়মঠ একটী সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং তাঁহাদের ধর্ম্মই সবচেয়ে বড় ইত্যাদি। তাহারা ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সাহায্য না করিয়া এবং নিঃস্ব এবং দরিদ্র লোকদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা না করিয়া শুধু মঠমন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া অর্থের অপচয় করিতেছেন।

তাহারা 'গৌড়ীয়মঠ' বলিতে শুধু একটা দালানকোঠা এবং কতকগুলো গেরুয়া বসনপরিহিত সন্ন্যাসীর আড্ডা বলিয়াই মনে করে। কিন্তু গৌড়ীয়মঠ জাগতিক কোন প্রতিষ্ঠান নহেন। ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। এই স্থানে ভক্তবৈষ্ণবগণ নিরন্তর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় ব্যস্ত। এই স্থান শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য বিহারস্থলী; এখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার কোন গন্ধ নাই। কৃষ্ণেতর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেই সকলে ব্যস্ত। এখানে আছে কেবল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের সেবা।

এই স্থানে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর কোন স্থান নাই। এই স্থান শুদ্ধা ভক্তাভক্ত মহাজনের স্থান।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

গৌড়ীয়মঠ অন্যপ্রাণ নিরন্তর সাধকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এখানে আপাত-ইন্দ্রিয়সুখকর কোন কথা নাই, আছে শুধু আত্মধর্ম্মের কথা। যে পর্য্যন্ত না আমরা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব ততদিন এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখদুঃখের নাগরদোলায় কভু স্বর্গে, কভু নরকে, ঘুরিয়া মরিব। জগতে যত প্রতিষ্ঠান প্রায় সকলই প্রেয়ঃপন্থী এবং আত্মেন্দ্রিয়তোষণের কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই জগৎ যে দুঃখভোগের, একথার যাহা আমরা অনেকেই বুঝি না। তাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠ যেন আমাদের চোখের

খালি এবং ভোজাভিমানই যেন আমাদের ব্যবহার্য্য।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমরা যদি বাস্তবিক আত্মমঙ্গল চাই এবং নির্ব্বিবাদ হইতে চাই তবে আমাদের শ্রেয়ঃপথ অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রেয়ঃপথ আপাত সুখকর না হইলেও পরিণামে পরম মঙ্গলদায়ক। শ্রীচৈতন্য-মঠপ্রভুর বাক্য তথা গৌড়ীয় মঠের উপদেশ যিনি গ্রহণ করিবেন তাঁহার আর কোন অভাব থাকিবে না। গৌড়ীয়-হাসপাতালে যাঁহারা নিষ্কপটে একবার আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহাদের আর জাগতিক হাসপাতালের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যকালের জন্য আশ্রয় লাভ করিবেন।

যাঁহাদের নিকট হইতে একদিন শাস্ত্রীয়-বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাঁহাদের মুখ হইতেই আজ আবার কত অপসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতেছি। তাঁহারা মৎসরতা চণ্ডালিনীকে আশ্রয় পূর্ব্বক আচার্য্যদ্রোহী হইয়া ভক্তপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দলে মিশিয়াছেন। হায়! ভগবানের কি ভীষণ পরিণাম! সুতরাং আমরা যদি আত্মমঙ্গল চাই তাহা হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীচরণে অমায়ায় কৃপা যাচ্ঞা করিয়া তাঁহার কৃপা-কটাক্ষেই মৎসরতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবক্রব

(৪)

আর্ত্তিক ও পারমার্থিক উভয়েই কী ধারণ প্রয়োজন বোধ করেন।

আর্ত্তিকগণ,—সুখ-দুঃখের মধ্যে থাকিয়া আরামপ্রিয়, কেহ ভোগে কেহ বা ত্যাগে দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। কেহ বা স্বজনগণের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্তের জন্য জীবনধারণ প্রয়োজন বোধ করেন ইত্যাদি। পারমার্থিকগণ সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মের সার কর্ত্তব্য পরমার্থদান সম্ভব জানিয়া পরমার্থপ্রদ জীবনের স্থায়িত্ব কামনা করেন। আর্ত্তিক স্মার্ত্তগণের জীবন-রক্ষা নিজেন্দ্রিয়তর্পণার্থ; আর পারমার্থিকগণের জীবন-ধারণ নিজের ও অপরের জীবন অভয়, অশোক ও অমৃতের সন্ধানের জন্য। বাহ্যতঃ উভয়েরই ব্যবহার, চাল-চলন একই প্রকার লক্ষিত হইলেও অন্তরের ভাব বিভিন্ন থাকায়, অন্তর্য্যামী জনার্দ্দন তাহার জন্য বিভিন্ন ফলের ব্যবস্থা করেন। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু; তাঁহার নিকট যে যাহা চায়, তাহাই পায়। সুতরাং আর্ত্তিক স্মার্ত্তগণের জীবনধারণে বহির্ম্মুখ-বৃত্তি প্রবল দেখা যায়।

ইহার উপরে আরও কত কত ভেদ আছে, যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াও অনর্থের বশিকে বলিয়া রাখিতে পারি নাই এবং সেইজন্যই স্মার্ত্তাচার ও প্রাকৃত সহজিয়াবাদ অন্য বিভ্রম প্রবেশের সুযোগ পাইতেছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদীয়াভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু, শ্রীগদাধর প্রভু, শ্রীনিবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ, ষড়্গোস্বামিবর্গ আর্ত্তিক স্মার্ত্তবিধি সম্পূর্ণ পরিহার আচরণ দ্বারা শুদ্ধভজনপ্রণালী জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালের কুটিলা গতিতে কলির প্রাধান্যে তাহা পুনরায় স্মার্ত্তাচারের বিভিন্ন আবরণে আবৃত হইতেছিল বলিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদনুচরগণের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদির আবিল আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার প্রয়াস পান।

ঘোর কলি আগত; যেখানে যাই, যে দিকে তাকাই, যাহাই শুনি, যাহাই দেখি, সবই কলি অর্থাৎ কেবল দ্বন্দ্ব ও বিবাদময়। স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারের তাণ্ডব নৃত্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এহেন ঘোর কলির প্রবল আক্রমণের সময়—পরদুঃখ-দুঃখী ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু গৌড়ীয়গণের যবনিকা অপসারিত করিয়া অমল ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। তৎকালে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত ও আর্ত্তিক স্মার্ত্তগণের অর্থাভাস কুবাক্য-রাশির আকাশ পাতাল ভেদ ধরা পড়িয়া যায়। কেহ কেহ নিজেকে সাধু, কিন্তু ভক্ত হইতে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার প্রয়াসে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিষ্কপট চরিত্রেও স্মার্ত্তাচারের কলঙ্ক লেপন করিয়া বলিয়া থাকেন, 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও স্মার্ত্তদিগকে, জাতি-গোস্বামি-দিগকেও সম্মান করিতেন।' সেতো ব্যবহারিক সম্মান; বৈষ্ণব বা গোস্বামী দিগের প্রাপ্য সম্মান অর্থাৎ পারমার্থিক সম্মান তাঁর কখনও অপর কাহাকেও দেন নাই। তাঁহার স্বরচিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রন্থাদিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-কল্পে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কররূপে ধরায় প্রকটিত হইয়া, জগতের তথাকথিত ধর্ম্ম বাধক মতবাদ, যাহা কেবল নানাবিধ ছলে পরিপূর্ণ, তাহা নিরাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কথা আচারময় প্রচার দ্বারা স্থাপন করেন। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষায় আর্ত্তিক স্মার্ত্তগণের লুকোচুরি খেলা ধরা পড়ায় তাহারা আর কপটতা করিয়া সত্যার বৈষ্ণব-মত প্রচার এবং অন্তরে বিপরীত আচরণ করিয়া—আত্ম-গোপন করিতে পারিতেছেন না। স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অন্তরের ভাব—বহুজনের উদ্গার দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গ্রন্থই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। স্মার্ত্ত-মত অভিমান, জাত্যাভিমান, তাহা ছাড়া আবার বিচারাভিমান, যোগাভিমান, আচার্য্যাভিমান, ব্রাহ্মণ্যবর্ণাভিমান, কর্ম্মাভিমান, বৈষ্ণবাভিমান প্রভৃতি বহু প্রকারের অভিমান এবং কৃষ্ণভজনের বাধক তত্তৎ যাহা কিছু সবই আর্ত্তিক স্মার্ত্তাচারীর আচরণের বিশেষ প্রকার মাত্র। শুদ্ধভক্তি-যাজন ব্যতীত, ধর্ম্ম কর্ম্ম নামে যত কিছু আছে, সবই আর্ত্তিক বা জাগতিক প্রয়োজন-পর থাকায়, জড়বাদ, কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, যোগবাদ, তপোবাদ, ধ্যানবাদ, সাকারবাদ, নিরাকার বাদ, কেবল চিদ্বাদ, কেবলাদ্বৈত-বাদ, সোহহংবাদ, শিবোহহংবাদ, পরিণামবাদ, শাক্তের বাদ, একজনবাদ, জগদ্গুরুবাদ প্রভৃতি সবই মায়ার প্রকারবাদের অন্তর্গত হয়।

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম বজ্রনির্ঘোষ বাণীতে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া আমরা যাহাতে মুক্তিরূপ একাকার ভাবিয়া গোলে হারাইয়া না যাই, সেই জন্য বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ একাত্মের তাৎপর্য্য বাণী দ্বারা আমাদিগের কর্ণবেধ সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব যাহাতে নিজে স্মার্ত্তাচার গ্রহণ করিয়া ভিতরে স্মার্ত্ত বাহিরে বৈষ্ণব না হই, এবং অপরের স্মার্ত্তাচারের অনুমোদন না করি তাহার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন। অতএব স্ব স্ব বিষ্ণুপাদ মহাপুরুষকে দেখাইয়া অবৈষ্ণবগণের সমাশ্রয় প্রার্থনা করি এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তবেই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবাধ্যতার অপরাধ সঞ্চয় করিব। গুরুপাদপদ্ম হইতে চ্যুত হইয়া, অচ্যুত গোত্র ছাড়িয়া, গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া, চ্যুত গোত্রের গৌড়ীয়দের পরিচয়ে অবৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব আর্ত্তিক স্মার্ত্তদল হইয়া যাইব। আবার মায়াদেবী তাহার চর অনুচরদিগের দ্বারা নানা বিমুখমোহিনী শাস্ত্র বিস্তার করাইয়া আমার দ্বারা তাঁহার পূজা করাইয়া লইবেন। আর আমার জন্মজন্মান্তরের ঝুলি কাঁধে লইয়া ভববন্ধনে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতি-জনের দ্বারে ভিখারী হইব। প্রকৃতিজন—বহির্ম্মুখ জন আমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া ঘৃণা করিবেন। আমি পূর্ব্বে গুরুসেবার অছিলায় যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া জাগতিক সাধারণ নীতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদের চক্ষে অনৈতিক হইয়াছিলাম, এখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষায় অবিশ্বাসী হইয়া যদি আবার তাঁহাদেরই শরণাগতি প্রার্থনা করি তাহা হইলে আমার জাতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয়কুল কর্ম্মাদিবিধির জেরবারের জলে ডুবিল। আমিও আর্ত্তিক "স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবক্রব" হইয়া গেলাম।

হায় প্রভুপাদ! আপনি কোথায়! আমার পতনের দুর্দ্দশা একবার দেখুন। আপনাকে —আপনার বাণীকে—আপনার বাণীর নিষ্কপট সেবককে অবজ্ঞা করিয়া, আমি আজ মায়া ও তৎসেবকের পদলেহক হইয়া পড়িয়াছি। সুধী সজ্জনগণ আর আমাকে দেখা দেন না? আমার দাঁড়াইবার আশ্রয় আমিই হারাইয়াছি। হা প্রভো! এ বিপৎকালে রক্ষা করুন। নতুবা সব যায়!

শাপে বর

অন্বয় ও ব্যতিরেক এই ভাব দ্বয়।
শাস্ত্রে গ্রন্থে নিরন্তর পরিস্ফুট হয়॥
বস্তুর স্বরূপ চেষ্টা আনুকূল্যময়।
ব্যতিরেকে প্রাতিকূল্য নিরর্থক নয়॥
রাবণের বৈরীভাব যদি নাহি হ'ত।
রামের মাহাত্ম্য কেবা হ'ত অবগত॥
অঘ, বক, পূতনাদি অসুরের দল।
দেখায় জগতে মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বল॥
শিশুপাল দন্তবক্র কংসাসুরগণ।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য মাত্র করে বিবর্দ্ধন॥
আচার্য্যবিরোধী এই গুরুদ্রোহী দল।
আচার্য্য-মাহাত্ম্য বিশ্বে বাড়ায় কেবল॥
অগ্নির দহনে স্বর্ণ উজ্জ্বল যেমন।
বৈরীভাবে উজ্জ্বলিছে আচার্য্য তেমন॥
অতএব সে ভাবের আছে প্রয়োজন।
অহিষ্ঠ না হও তায় ওগো বন্ধুগণ॥
আচরেহ লঙ্কাপুরী হ'লো দগ্ধভূত।
মরা হ'তে মুক্ত হ'বে অসুর পামর॥
তা'দের কপাল যাহা হইবে অক্ষয়।
মুক্তগামীর স্বামী হইবে নিশ্চয়॥
মহা রৌরবে স্থান হইবেক যাত।
গুরুদ্রোহী সবে হবে এই পরিণতি॥
অপরাধ্য সদা জেনো করিব স্মরণ।
পঙ্কাগ্ন সহস্র সাধুর নিন্দা আগমন॥

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং আভিজাত্যবংশীয় নদীয়া প্রকাশ পত্রিকা ... রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫২১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রধানতঃ চতুর্দ্দশ লোক-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ... প্রবীণচরণ রায় ভক্তিনিধি।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীকমলার্জ্জুন দাস ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নু-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাইটারা (শ্রীবাস অঙ্গন পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুটা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের ... কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমদনদাস গোস্বামী।

(২৫) বালিয়াটি গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধাভুষণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ নারায়ণ, জিঃ মজঃফরপুর, ই.আই, রেল
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
ঐ কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ব্রহ্মযোনি রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রীবামদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ই.আই, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একপ্রাণ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেলাশী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনীলগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬৩নং মহলদার রোড, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—শ্রীগোরাহ্লাদ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ক্ষিরচোরা-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
চাঁদনিচক, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (বাঁকুড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুরুকুঞ্জ, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনগুপ্ত অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আউলরোড
ব্ল্যাণ্টন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীবামনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	টাকা মণ
বালাম	৬॥০
বাঁশ	৭৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মালদা নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোরাক্ষী	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲ - ৪॥০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাবরি	৫৲ ৪৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵০

চিনির দর

কিরাউন, টাইপ	১০৷৶০
বরিশাল ১০০০ নং	১০৵০
বাবুতোলা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বাট	৩৫॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিবাট	৫২৷০

পাটের দর

আসল—	৪০৷৷০
মিডল—	৪০৷৷০
উত্তর—	৪১৷০
বাজার বন্দে সমর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

হাউস কল প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
পাঞ্জাবীর ঐ	৬৲—৬৵০
ডাউনলোড ঐ	৫৷৷৵০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
মসলাই	১৷৷৵০—১৷৷০
চুনি	১৷৷৵০—১৷৵০

গুড়ের দর

তরুণ	৫৭৲
নিস্তারিণী	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
মুক্তি	৪৫৲
	৪৬৷৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা গাছালী	৪১৷৷০

লৌহ ও কাষ্ঠ ব্যাপার

টাটার ষ্টীল— ৩০ শতে উনত্র

পেরেক কাঁচা (গজে বা বাস)

মার্কা	৯৵০—৯৷৶
ঐ বে মার্কা চাদ্দরা একব	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেপটেক ওবেই থাম সব মাইল	১০.৶
ঐ ইংলিশ ওবেই (বীম)	১০৷৷৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৷৷৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৷৷৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৷৷০
২৬ গেজ—	১৪৷৷০

গ্যাঃ নটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	৷৵১০—৷৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
স্লেট কাড়ি বা চিট কাটা মণ	৩৷০—

পাতি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা

৬৷০—৬৷০ হন্দর

গোল বড় কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু. সমাবে	৮৲—৯৲

গোল বড় রি-ইনফোস ও কনক্রিটের

রড	৮৷৷০—১১৷০

মৃঃ ইস্পাত আসল ২৩৲. নকল ২১৲

নাটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৩৷০

ভুসার চালান ৪৷০

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের সোনার বাইন	৫৪·
সিট_ন আমের কারক	৪০
কণাটি পুরনির বাইন	৪০
বাবার্গ গাথা	৫৬৲
ঐ বাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাবন সাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১৷০
গুড়ি খয়ির	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা

পুরাতন সোণার
বদলে নূতন
গহনা দেওয়া
হয়।
মজুরী
সুলভ

আমাদের নিজ
কারখানায় প্রস্তুত
একমাত্র গিনিসোণার
নানাবিধ হাল ফ্যাসানের
গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং
অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া
অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান
হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে
নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ৭৩১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৩—৩১,	১৩—৩৩	১৭—৩৮	১৪—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৪১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৫৮	১৭-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেঙ্গলার পিল

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জীর্ণ [illegible] এবং [illegible] একমাত্র উপায় [illegible]
[illegible] নূতন ও পুরাতন
[illegible]
[illegible] ১৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible] ২৫ [illegible]।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷ ভিন্ন ভাবে।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম সরবিদ্যালঙ্কৃত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা-মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিদাস মল্লিক স্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ব্রজাপত্তন প্রেস

মথুরায় হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ব্রজভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ডাকঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্গপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের [illegible]
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২১২]

বিবিধ সংবাদ

—(সংগৃহীত)—

বোম্বাইতে সেচবিভাগ ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৫০০ শত প্রাথমিক স্কুল স্থাপন

জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৮ জন সরকারী এবং ৫ জন বে-সরকারী সদস্য লইয়া একটী কমিটি গঠন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই কমিটি গবর্ণমেণ্টের সেচ-নীতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন, জলকরের হার নির্দ্ধারণ করিবেন এবং যাহাতে সেচ-ব্যবস্থা কৃষিজীবীর পক্ষে অনুকূল হয়, এই উদ্দেশ্যে উহার আমূল পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা সুপারিশ করিবেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা-বিভাগ বিস্তারের উদ্দেশ্যে ৫০০ নূতন প্রাথমিক স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রাম্য-অঞ্চলে এই স্কুল খুলিতে বলা হইবে। স্কুল খোলা হইতে তাঁহারা সরকারী সাহায্য পাইবেন। বোম্বাই প্রদেশে মোট ২৬০০০টী গ্রাম এবং সহর আছে। তন্মধ্যে মাত্র দশ হাজারটীতে প্রাথমিক স্কুল আছে, এতদ্ব্যতীত কয়েকটী ট্রেনিং স্কুল খুলিবার উদ্দেশ্যও গবর্ণমেণ্টের আছে। এই সকল ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষিত শিক্ষকেরা জাতীয় শিক্ষা আদর্শের পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষা বিস্তারে নিযুক্ত হইবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলন

গত রবিবার কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস অধিবেশনের সভাপতির

উপস্থিত চিকিৎসকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনও ছিলেন:

ডাঃ এস. এন. বসু, ডাঃ এ, সি, উকিল, ডাঃ শরৎ চন্দ্র দত্ত, ডাঃ কে. এন, বসু, ডাঃ বি এন, ঘোষ, ডাঃ এ, ডি মুখার্জ্জী, ডাঃ এ, কে, সরকার, ডাঃ প্রবোধ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ টি পি চাটার্জ্জি, ডাঃ বি নন্দী, ডাঃ বি, মুখার্জ্জী, ডাঃ আর আমেদ, ডাঃ বি, পি ঘোষ, ডাঃ এম, এন, বিশ্বাস, ডাঃ জে বস্ ও ডাঃ এ জব্বার।

এতদ্ব্যতীত মৌলবী হাফিজুল হক খাঁ, মিঃ সাদাতুল্লা, মিঃ শুকময় দত্ত ও রায় বাহাদুর উপেন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার প্রভৃতিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

জাপানে তামখনিতে ভীষণ বিস্ফোরণ

মধ্য জাপানে অবস্থিত কোমিনা শিরাকা নামক স্থানে একটি তামখনির উপর মাটি ধসিয়া পড়ায় ১৩০টারও খনি শ্রমিকের বাসগৃহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং আনুমানিক পাঁচ ছয় শত লোক (ইহাদের মধ্যে ৫০জন শিশুও আছে) হতাহত হইয়াছে। বিস্ফোরক দ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিষপত্র ভীষণ শব্দে জ্বলিয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত আগুনশিখা দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ড চলিয়াছে। তিনশত খনিশ্রমিক পুড়িয়া মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ মহাজনবাদ দমন আইন

দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী কমিশনার মিঃ এ, এল, মার্টিন নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন:—

১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মহাজন-বাদ দমন আইন এবং ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় মহাজন-বাদ দমন নিয়মাবলী অনুসারে দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক যে আদেশ ১৯৩৪ সালের ২০শে মে তারিখে জারী হইয়াছিল এবং যাহা ১৯৩৭ সালের ২৬শে জুলাই সংশোধিত হইয়াছিল, এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য তৎসম্পর্কে ঘোষণা করা হইতেছে যে ১৯৩৭ সালের ৯ই নভেম্বর হইতে পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত আদেশ অনুসারে কার্য্য করা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিবে।

বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে একসঙ্গে দুইজন বৈজ্ঞানিককে। ইঁহারা হইতেছেন লণ্ডনের অধ্যাপক জর্জ প্যাজেট টমসন ও নিউ ইয়র্কের ডাঃ ক্লিণ্টন জোসেফ ডেভিসন।

রসায়নের নিম্নলিখিত দুইজনকে একসঙ্গে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে। বার্মিংহামের অধ্যাপক ওয়াল্টার নর্মান হাওয়ার্থ এবং জুরিকের অধ্যাপক পল কারার।

স্পেন-সংবাদ

বার্সিলোনার এক সংবাদে প্রকাশ, বিদ্রোহীরা পুনরায় যে কোনও মুহূর্ত্তে তুমুল আক্রমণ আরম্ভ করিবে এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্বয়ং এই আক্রমণে নেতৃত্ব করিবেন।

বিদ্রোহীদের এই আক্রমণে সরকার পক্ষ ও বিদ্রোহী পক্ষে মোট সাত লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে।

শ্যাম রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি

সকল রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব রক্ষা এবং নিরপেক্ষ থাকাই শ্যামরাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি। সম্প্রতি উক্ত রাজ্য [illegible] জাপান, ব্রিটেন ও ফরাসীর মধ্যে নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

লণ্ডনের লর্ড মেয়রের চীনে সাহায্য প্রেরণ

লর্ড মেয়রের তহবিল হইতে প্রথম যে ঔষধপত্রাদি চীনে পাঠান হইয়াছে, উহার ওজন ২১ টনেরও অধিক। প্রেরিত-দ্রব্যাদির মধ্যে সেরাম 'ঔষধ' এবং বেদনা রোধক আছে। আরও অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং বেদনা রোধক ঔষধ পাঠাইবার একটী আবেদন ৬ দিনের মধ্যে [illegible] অনুসারে বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়। লর্ড মেয়রের তহবিলে এপর্য্যন্ত ১০,০০০ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

জেরুজালেমে বোমাবর্ষণ

বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে একজন আরব যুবক নিহত এবং অপর দুইজন আহত হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার জেরুজালেমে পাঁচজন ইহুদী যাত্রীকে হত্যা করা হইয়াছে। এই ঘটনা সম্পর্কে ১৭ জন আরবকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফিলিপাইনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে ৫০০০০ লোক গৃহহীন

গত [illegible] নভেম্বর তারিখে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত লুজন দ্বীপের একাংশে [illegible] অঞ্চলের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। ফলে ৩৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং পঞ্চাশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। বহু লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কিত হয়, কিন্তু সংবাদ আদান-প্রদানের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮্
দশম স্কন্ধ— ৯্
২। ভাষ্যসহ বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৭্
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬্
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১্; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১্; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১্
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২্
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গানহতা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১্
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২্
(বাঁধা) ১্
২৬। শতার কেবল বাংলা ভাষা ৸০
২৭। মুক্তাচরিতম্ ও গৌরস্তবঃ (সানুবাদ) ২্
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—দিল্লী হইতে একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক; নৈমিষারণ্য শ্রীপরম হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রী গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪্ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ ২৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৬ই নভেম্বর খৃঃ ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত-উৎসব-পঞ্জী

গত ৩১শে অক্টোবর প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজদ্বয়ের আনুগত্যে শ্রীল রূপানন্দ প্রভুর গোবিন্দ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ন বেলা ৩টায় সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ প্রভু ও শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীবৃন্দাবন-ধামে উপ-[illegible] করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কংসাদেশে পূতনার ব্রজে আগমন ও নানা প্রকার উৎপাত ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার প্রাণ-সংহার বিষয় বর্ণনা করেন। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ হরিনামচিন্তামণি হইতে নামমাহাত্ম্য অতি সরল ও সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেন। তাঁহার শ্রীমুখে নাম-মাহাত্ম্য-বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যাত্রীদের ভক্তগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি কয়েক দিবস শ্রীবৃন্দাবন-ধামে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

গত ১লা নভেম্বর সোমবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের আনুগত্যে মঠবাসী, স্থানীয় ও বিদেশ হইতে আগত বহু ভক্ত সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম পরিক্রমা আরম্ভ করেন। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ ৬৪ মহান্তের সমাধি পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের আদেশে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২রা নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজদ্বয়ের আনুগত্যে ভক্তগণ "[illegible]" পরিক্রমা করেন। ঐ দিন প্রাতঃকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ও [illegible] প্রভু কর্ত্তৃক বক্তৃতা হয়। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অন্নকূট-প্রসঙ্গ 'যজ্ঞভঙ্গ' নামক অধ্যায়টী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩রা নভেম্বর বুধবার প্রাতঃকালে আদিবদরী ও [illegible] পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অন্নকূট-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের আনুগত্যে সমস্ত রাত্রি ভক্তগণ বিবিধ প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জন নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন। বেলা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে অন্নযোগে শত শত প্রকার ভোগ-সামগ্রী সুসজ্জিত করেন। ঐ দিন শ্রীবিগ্রহের পূজার অতীব সমারোহ হইয়াছিল। ভোগা-রতির পর হইতে বহু লোক অন্নকূট-দর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ "অন্নকূট" সম্বন্ধে শ্রীমঠে বহু সজ্জনমণ্ডলী সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সময়ান্তরে ঐ বক্তৃতা প্রকাশিত হইবে। বক্তৃতান্তে উপস্থিত ভক্তগণকে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় অন্নকূট-প্রসাদার বিতরণ করা হয়। অন্নকূট-প্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গত ৪ঠা নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ প্রভৃতির আনুগত্যে [illegible] পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ চৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে [illegible] করেন। অপর [illegible] শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস [illegible] করেন।

গত ৫ই নভেম্বর শুক্রবার "যমুনা-পুলিন" পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ-[illegible] শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] তিনি প্রেমভক্তি [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible]

[illegible]

তক্র দুগ্ধজাত হন পাদের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জনগণে।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ দামোদর, মাঘ ব্রাহ্ম গৌরাব্দ ৪৫০

পৃথু

উত্তানপাদ-বংশে রাজা অঙ্গ অপুত্রক ছিলেন। রাজার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করায় অঙ্গপত্নী সুনীথার গর্ভে বেণ নামক এক দুষ্ট পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজপুত্র বেণ তাঁহার অধর্মশীল মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হওয়ায় বাল্যকাল হইতে অধার্মিক হইয়া পড়িল। সেই দুষ্ট বালক বেণ মৃগয়াসক্ত হইয়া বনে গমন করিত এবং মৃগাদি পশুগণকে বৃথা বধ করিত। পুরবাসিগণ তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত। অতি নিষ্ঠুর, নির্দয় বেণ ক্রীড়াচ্ছলে বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। রাজা অঙ্গ পুত্র বেণকে হিংসারত দেখিয়া তাড়ন-ভর্ৎসনাদির দ্বারা নানা উপায়ে শাসন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

হীনবুদ্ধিগণই পুত্রের সেবাবিমুখ গৃহব্রতগণ পুত্রের অভাবে কাতর হইয়া নানা দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়! কুপুত্র হইতে যে কি অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা বোধ হয় তাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন না। কুসন্তান হইতে মনুষ্যের যাবতীয় দুর্গতি এবং অপযশ হয়, অনেকের সাংসারিক বিবাদাদি ঘটে এবং অশেষবিধ মনঃপীড়ায় জর্জরিত হইয়া থাকে। যাহার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে, সেই নামধারী পুত্রই কুপুত্র। উহাদের দ্বারা কেবল কষ্টই পায়। তবে অনেক সময় দেখা যায়, বৈদিক সুপুত্র অপেক্ষা অবৈদিক কুপুত্রগণই জীবের হরিবিমুখতা নাশের অধিক উপযোগী হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই, "লোকের কারণীভূত সুসন্তান অপেক্ষা কুসন্তান বরং শুভদায়ক, কারণ এরূপ কুসন্তান হইতে গৃহ দুঃখপ্রদ হওয়ায় মানবগণের গৃহব্রতধর্মের প্রতি বিরক্তি উপস্থিত হয়।" তদনুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও লিখিয়াছেন,—"জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে পিতার পুত্রগণ পিতাকে হরিবিমুখ করাইয়া নিজসেবায় নিযুক্ত করে। যাহাতে জীবের নিত্য চরম-কল্যাণরূপ হরিসেবার বিঘ্ন হয়, তাদৃশ পুত্র কামনা করা কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভাল বলিয়া মনে করেন না। যদি পুত্র ভক্তি-বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডের নীতি-পরায়ণ হয়, তবে তাদৃশ পুত্র অপেক্ষা যে পুত্র সকল সময় দুঃখপ্রদানে পিতার বিরাগ-ভাজন হয়, সেই পুত্রের অভিনিবেশ হইতে পিতা পরিত্রাণ পাইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং সৎপুত্র অপেক্ষা অসৎপুত্রই হরিভজনের বিশেষ উপযোগী। যিনি গৌণভাবে পুত্রযোগ্য পিতাকে বঞ্চিত করেন, তিনিই পিতার উপকারী পুত্র। তাই বলিয়া অসৎপুত্রের প্রতি হরিবিমুখ পিতার যে অভিনিবেশ তাহাও নীতি-বিগর্হিত।

কাল হইতে হইতে কলি। পুত্রের ব্যবহারে দুঃখিতচিত্ত রাজা অঙ্গের নির্বেদ উপস্থিত হইল। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না, তিনি অন্তরালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া লোকের অজ্ঞাতসারে বেণজননী সুনীথাকে পরিত্যাগপূর্বক সমৃদ্ধশালী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজার অদর্শনে সকলেই শোক-বিহ্বল হইলেন। অনন্তর বেণ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গর্বভরে মহাভাগবতগণেরও অবমাননা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে রাজাসন লাভ করিয়া বেণ মদান্ধ এবং লোক-বেদাচারশূন্য হইলেন। অষ্টলোকপালাংশ হওয়ায় তিনি ভূর্লোক ও স্বর্লোক কম্পিত করত ব্রহ্মযোগে চতুর্দশ ভুবন শাসন করিতে লাগিলেন। কেহ কোন স্থানে কোন যজ্ঞ, দান বা হোমাদি করিতে পারিবেন না—তিনি নিনাদ দ্বারা ঘোষণা করিয়া যথাস্থানে সর্বতোভাবে বাধা উৎপাদন করিতে থাকিলে মুনিগণ উদ্বেগের সহিত বেণ রাজাকে অন্যায় চরণ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং আরও বলিতে লাগিলেন যে, লোকপালগণের সহিত সর্বলোক যাঁহার আরাধনা করেন, সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে জীবের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যাঁহারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা অনুচিত। এইরূপ বাক্যে বেণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনিই একমাত্র সর্বপূজ্য ও সর্বভোক্তা, তাঁহার দেহেই বিষ্ণু হইতে সকল দেবের অধিষ্ঠান। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যোগ্য পুরুষের আরাধনা কুলটা কামিনীর জার ব্যাপার। মুনিগণ এইরূপ বিষ্ণুনিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে হুঙ্কারে বিনাশ করিলেন। অনন্তর রাজ্যে অরাজকতাবশতঃ প্রবল দস্যুগণের অত্যাচারে প্রজাগণকে উৎপীড়িত হইতে দেখিয়া মুনিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলে ভগবান্ নারায়ণের অংশে পৃথুর জন্ম হয়। ইনি ভগবানের আবেশ অবতার।

অনন্তর পৃথু ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরেই ক্ষুধাপীড়িত ক্ষীণ প্রজাগণের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া পৃথিবী ওষধিসমূহের বীজ গ্রাস করিয়াছে স্থির করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্বক পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া শর-যোজনা করিলেন। পৃথু মহারাজের ভয়ে ভীতা হইয়া পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করত প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলে পৃথু তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরে পৃথিবী পৃথুর শরণাগত হইলে পৃথু তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং ধরণী মহারাজ পৃথুর ইচ্ছানুরূপ বিবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া প্রজাদিগের সুখবিধান করিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি পৃথু যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত দেশে সরস্বতী তীরে নিষ্কাম পূর্বক শত অশ্বমেধের সংকল্প করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞপতিরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় ব্রহ্মা, শিব, গন্ধর্ব, দানব, দেবতা তথা ভগবৎপার্ষদ কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি সনকাদি যাবতীয় ঋষিগণ শ্রীভগবানের অনুগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন ভগবান্ অশ্বমেধের অন্তিমকালে ইন্দ্র যজ্ঞপশুটি অপহরণ করিয়া আকাশমার্গে পলায়ন করিলে মহর্ষি অত্রি দেখিতে পাইয়া পৃথুকে জানাইলেন। পৃথুতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্বাণহস্তে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলে ইন্দ্র অশ্ব পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলেন এবং পৃথুতনয় অশ্ব লইয়া যজ্ঞস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। যজ্ঞে বাধা উৎপাদন করিবার আশা ইন্দ্রের প্রবল ছিল। তাই সেই অশ্ব পুনরায় হরণ করিতে ইন্দ্র প্রগাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া পুনরায় অশ্বটিকে হরণ করিলে অত্রির ইঙ্গিতে পৃথুতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিপুল পরাক্রমশালী পৃথু দেবরাজ ইন্দ্রের এই অসৎ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হইলে ভগবান্ বিষ্ণু পৃথু মহারাজকে সদুপদেশ ও সঙ্গত সদ্যুক্ত হইয়া প্রজাগণের পালনাদি করিতে আদেশ করিলে পৃথু মহারাজ তাহা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং ভগবদাদেশে ইন্দ্রের সহিত বৈরীভাব পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ পৃথুকে অভীষ্ট বর প্রদান করিতে চাহিলে তিনি ধর্মবিষ্ণুকৈবল্যমুক্তিকে তুচ্ছ জানিয়া ভগবদ্‌গুণানুবাদশ্রবণ জন্য অযুত কর্ণ প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পদ ব্যতীত কামনাও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় না। লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী দেবীর সহিত বিরোধ হইলেও ক্ষতি নাই কিন্তু দীনবৎসল ভগবানের সেবা-সঙ্গ ব্যতীত জীবের দেহধারণের কোনও সার্থকতা নাই। ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই জীব পুত্রৈষণাদি নানাবিধ কামনা করিয়া থাকে। পৃথু মহারাজের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঋত্বিকগণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মনোরঞ্জন পূর্বক স্বধামে গমন করিলেন।

পৃথু মহারাজ প্রজাশাসনে যোগ্যতম কোনও কর্ম কিম্বা ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের প্রতি কোনও দণ্ড বিধান করেন নাই। তিনি সপ্তদ্বীপপতি পৃথিবীর একচ্ছত্র অখণ্ড-বিধাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ব্যতীত সর্বত্রই তাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহতা ছিল। পৃথু মহারাজ আরও একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ সমবেত হইলে তিনি সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বিধাতা যে তাঁহাকে প্রজাবর্গের পালন, রক্ষণ ও বর্ণাশ্রম-ধর্মের স্থাপনাদি কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন তদ্বিষয় এবং প্রজাবর্গের প্রতি রাজার যথোপযুক্ত দেয় প্রাপনীয় কর্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রজাগণকে পরমপুরুষ ভগবানের ভজন ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও ভগবানে পৃথু মহারাজের ভক্তিদর্শনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বৈষ্ণব-পুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে হিরণ্যকশিপু যেমন উদ্ধার হইয়াছিল, বৈষ্ণবপুত্র পৃথুর প্রভাবেও সেইরূপ বেণের নরক হইতে নিস্তার লাভ হইল।

তদনন্তর ভগবদাদেশে সনৎকুমারাদি ঋষিগণ পৃথুরাজ-সভায় আগমন করিলে পৃথু মহারাজ তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া জীবগণের শ্রেয়োপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার বলিলেন,—অনাত্ম বস্তুতে অনাসক্তি ও ভগবানে রতিই জীবের মঙ্গলপথ। শুদ্ধাভক্তিতে আসক্তি হইলে জীবের চিত্ত-বিকার, অভিমান ও অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জীব আনন্দ বিষয়ে মত্ত হইয়া সংসারে বাস করেন। সেইরূপ বিবেকী পুরুষ অনায়াসে

ত্যাগ করিয়া সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানের অনুশীলনে নিযুক্ত হন। ভগবৎপাদপদ্ম-মধুপানাভাবে জনগণে জনপ্রীতি ছিন্ন হয়। তৎকালে জীব সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তির বাণী ভক্তিশূন্য কোন বস্তু দর্শন করেন না; ইহাই জীবের পক্ষে পরম-মঙ্গল। ধর্ম্মার্থকামাদি ত্রিবর্গের আসক্তিই অনর্থের মূল। ঋষিগণের শ্রীমুখে এইরূপ জীবকল্যাণকর উপদেশ শ্রবণকরতঃ সাধুজনের পথ অবলম্বন করিয়া নিরন্তর ভগবানে নির্ভর করিয়া সর্ব্বাভিলাষ হইতে অনাসক্ত হইয়া নিরন্তর আত্মানুশীলনে নিরত হইলেন।

পৃথুর বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃকনামে পাঁচটী পুত্র ছিল। তিনি পুত্রগণের হস্তে রাজ্য-ঐশ্বর্য্যাদি সমর্পণ করিয়া একাকী বনে হরিভজন-মানসে পত্নীসহ তপোবনে গমন করত বানপ্রস্থ ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শুষ্ক পত্র ফলমূল ভক্ষণ, কোন দিন বা অম্বু মাত্র পান, মৌন ব্রত, অনাবৃত স্থানে বাস প্রভৃতি কঠোর বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চিত্তশুদ্ধ হইয়া পরব্রহ্মের উদ্দেশে নিরন্তর হরিস্মরণ করিতে করিতে বিষ্ণুধামে গমন করিলেন।

আমরা গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণে অবস্থিত যে বল্লালদীঘি দেখিতে পাই তাহার অপর নাম পৃথুকুণ্ড। সত্যযুগে শক্ত্যাবেশ-অবতার মহারাজ পৃথু এক সময় পৃথিবীর উচ্চ-নীচ ভূমিভাগসমূহ সমান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন এই শ্রীমায়াপুরে এই বল্লালদীঘিতে মহারাজের কর্ম্মচারিবৃন্দ ভূমি-সমতলকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে এক মহাজ্যোতির্ময়ী প্রভা উত্থিত হইলে কর্ম্মচারিবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং এইস্থানে উপস্থিত হইয়া সেই আশ্চর্য্য জ্যোতিঃপুঞ্জ অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই ভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত; সেইস্থানে—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইবেন। মহারাজ পৃথু এই স্থানের মাহাত্ম্য জগতে রাখিবার জন্য তথায় এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। এই কুণ্ডই নবদ্বীপ-মণ্ডলে পৃথুকুণ্ড নামে অভিহিত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থিক সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা ১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

চয়ন

[মিঃ উইন্‌ষ্টন্ এইচ্ বার্চেট নামক অষ্ট্রেলিয়ার জনৈক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী প্রায় দুই মাসকাল গৌড়ীয়মিশনের বিভিন্ন মঠ দর্শন এবং পরিশেষে প্রধান শাখামঠ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মঠের আচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইনি গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম সম্পাদক পাশ্চাত্যে ভাগবতধর্ম্ম প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে মিশনের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সহিত লণ্ডন হইতে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীগৌড়ীয়মিশন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকাতে তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।]

GAUDIYA MATH ACTIVITIES

Mr. W. H BURCHETT'S APPRECIATION

(A. B. Patrika 9. 11. 37)

Mr. Winston H. Burchett has issued the following –

On the eve of my departure for Australia after spending two most enlightening months in India. I would be failing in gratitude if I did not express my deepest appreciation to the authorities of the Gaudiya Mission, in whose institutions I have been a guest in Madras, Puri, Cuttack and Calcutta.

I have been deeply impressed by the high spiritual ideals of the Mission, and the manner in which these ideals are exemplified in the lives of the disciples. Essentially the message of the Gaudiya Mission is one of the Universal Love which is more powerful than any distinction of race, colour class, caste or creed and my reception in the Mission institutions and the impressions gained as an impertial observer whose criticism has been freely invited—and whose often ignorant questions have been patiently answered, is that this Creed of Love is no empty one, but the living ideal of all genuine devotees.

During my prolonged stay at the Calcutta Math in Bagbazar I took advantage of the opportunity to thoroughly investigate the methods and rules by which the institution is governed—or rather by which it governs itself. I am greatly impressed by the simplicity and efficiency of the management and the harmonious family relationship existing between all members. I had the privilege of being included within the family.

শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে মিঃ ডব্লিউ, এইচ., বার্চেটের হার্দ্দ মন্তব্য

ভারতবর্ষে প্রীতিপ্রদ দুইমাস অতিবাহিত করিবার পর অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাঁহাদিগের আশ্রমসমূহে আমি মাদ্রাজ, পুরী, কটক এবং কলিকাতায় আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলাম সেই শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রতি আমার আন্তরিক হার্দ্দ অভিব্যক্তি প্রকাশ না করা কৃতজ্ঞতার অভাবদ্যোতক বলিয়া মনে করি।

গৌড়ীয়মিশনের উচ্চ পারমার্থিক আদর্শ এবং ঐরূপ আদর্শের দ্বারা অনুগত শিষ্যবর্গের অনুপ্রাণিত জীবন আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। গৌড়ীয়মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমবার্ত্তা-প্রচার, যাহা জাতিগত ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী। এই মিশনের আশ্রমসমূহে আমি যেরূপভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছি এবং নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে মিশন সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে যেরূপ রেখাপাত হইয়াছে এবং আমার অজ্ঞতাব্যঞ্জক প্রশ্নসমূহের যেরূপ ধৈর্য্যসহকারে উত্তর প্রদান করা হইয়াছে ও আমার মন্তব্য যেরূপ নিরপেক্ষভাবে আহ্বান করা হইয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, এই মিশনের প্রচার্য্য প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা প্রাণহীন নয়, পরন্তু ইহা শুদ্ধভক্তগণের জীবন্ত আদর্শ।

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে দীর্ঘ কাল অবস্থানকালে এই মিশনের কার্য্যকলাপ ও নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান ও তথ্য অবগত হইবার সুযোগ হইয়াছিল। মিশনের কার্য্যকরী ব্যাপারসমূহের সরলতা ও উৎকর্ষতা এবং আশ্রমবাসী বিভিন্ন সেবকবৃন্দের মধ্যে পরস্পর প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ দর্শনে আমার হৃদয় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে। উক্ত মিশনের পরিবারবর্গের অন্যতমরূপে তথায় বসবাস করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল।

পুরুষোত্তমমঠে প্রচার

গত ২০শে অক্টোবর পূর্ণিমার সময় পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] পট্টনায়ক ও শ্রীযুক্ত সাধু বনমালী দাস মহাশয়ের নিকট শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী ইংরেজী ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্যের বিষয় বর্ণনা করেন। ঐ সময় উক্ত পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের আরও বহু [illegible] উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীজী বলেন—গৌড়ীয়মঠ জগতে অদ্বিতীয় [illegible] [illegible]। [illegible] জীবগণ স্ব-স্ব মনোধর্ম্মের বাহিক কার্য্যাবলির [illegible] নামে অভিহিত করিলেও গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ ঐ [illegible] বাহিক বা সাধু আখ্যায় আখ্যায়িত করেন না। [illegible] ধর্ম্মধারা প্রাকৃত জগতের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হইয়াছে। [illegible] ভগবানের জীবগণ সকলেই ভোগকামী। [illegible] [illegible] চাপা দিয়া থাকা সম্ভব চেষ্টিত; কিন্তু [illegible] এবং [illegible] কখনও গৌড়ীয়মঠের প্রচারক হইতে পারেন না। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ [illegible] সেবাই জীবাতু। তাঁহারা প্রেয়ঃ-পন্থাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রেয়ঃ-পন্থাকে আশ্রয় করিয়াছেন। কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি থাকিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত সেবকগণের মহিমা [illegible] উপলব্ধি করিবার জীবের সৌভাগ্য লাভ হয়। ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় ও অন্য সকলে ব্রহ্মচারীজীর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা শ্রবণে বিশেষ প্রীত লাভ করেন।

যশোহরে প্রচার

গত ৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহোদয়ের [illegible] সময় ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিচারে অবশ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথায় স্থানীয় বহু ভদ্রলোক, কলেজের ও স্কুলের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাৎকাল শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল, আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন পত্র পারমার্থিকপ্রচারক দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ [illegible]। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ পরিচিত। শ্রীমদ্ভা পাঠ, সংকীর্ত্তন, ব্যাখ্যান, দুইটি বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রেতাপাধ্যা শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতাবাটা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুখকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাংলা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীব্রজমোহন ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীযতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নয়াবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আপারটাউন, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনাবী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং রেগান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীযতিবর ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনেবর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকগিরা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহাটা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাব্রত অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৩।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
দাদখানি	৮॥০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৪।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

[illegible]রাইন, টাইপ	১০॥৶০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০৶০
[illegible] সাদা	৯।০
[illegible]পুর সাদা	৮।০—৯৶০
[illegible]পুর লাল	৭॥৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]াদের বার	৩৪।০
[illegible]বণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]	৪২৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬৷৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৷৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৷৶০
[illegible] নং (২	৫৶০—৫॥৶০
[illegible] (এম)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	২॥০—২॥৶০
[illegible]	১৯৶০—১৯৸৶
[illegible]	১৯৶০—১৯৷৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	৪৬৲
[illegible]	৪৬॥০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
গাওয়া ঘী	৪১৸০

লৌহ ও কাষ্ঠ দ্রব্যাদি

টাটার তৈয়ারী— হক্‌ প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ওয়েষ্ট না গার্ড)

বাকী ৯৶০—৯॥০

ঐ বে-দাগী হাল্কা ওজন ৮৲—৮॥০

ঐ টাটা ষ্টেণ্ডার্ড ওয়েষ্ট গার্ড সব সাইজ ১০৲

ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (নীব) ১০৸৶০

বরগা (টি আয়রণ) ৮॥০—৯৲

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা) ৮৷৶০—৮৸০

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন। ।৶০

২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	১৬৷৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৶১ —৸৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (দা'গল) ১০৲

স্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩।০—

শাল কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬।০—৬॥০ হন্দর

গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চ ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন শালি, গোলট্‌ নয়াদে ৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১।০

যুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

টিকলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬০

তুলার হাপর ৪।০

সুতের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আবেল গোলার ফাইন	৫৪৲
সিট্র আবেল কমক	৪৬৲
কওড়ি বুনিম ফাইন	৪৩৲
হাবার্ট ভাষা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

পানজাও	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

অক্ষোভ কুমার অভিষেক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ বনহার খাঁ-মেহোলী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম–মায়াপুর

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর মনোরম দৃশ্য। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাদান। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় বাছাই করে অন্ততঃ ৮ বৎসর থাকিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রথম স্থানীয় ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ঐ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ঐ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহলার পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ রোগীর পক্ষে সঞ্জীবনীর ন্যায় একমাত্র উপায় বলিয়াই জানিবেন। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন মেহ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সারিল কি না। মূল্য ছোট বোতল ৮৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:: ●)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদ্যন্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সরবিদ্যালঙ্কারে সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::○::—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিপংক্তি প্রতি লাইনে ।০	।৵০		।৵০	।০
" ইঞ্চ ২৲	১।০		১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৩	৪।০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২০৲	৩০৲
" এক কলম ৩০৲	৬০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /১০, বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ, কলেজের বহুগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

ভক্ত বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
শ্রীল ভক্তিকুলভূষণ প্রভুপাদ আচার্য্যদেবের
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(●):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের কল্যাণ বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১এ/নং কালিকাতার মধ্যস্থ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

টেলি গ্রাম—'প্রকাশ'—শ্রীরামপুর

REG NO C 154

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

[১২শ খণ্ড] শ্রীরামপুর—১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৭, [illegible] [সংখ্যা ২১৩]

বিবিধ সংবাদ

নদীয়ায় চোরের উপদ্রব

[illegible]

... প্রাথমিক শিক্ষকদের ... চেষ্টা

[illegible]

ভারতে দক্ষতার ...

[illegible]

ইস-কার্মাল কেন্দ্রের সূচনা

[illegible]

প্রেসিডেন্সী ও হাওড়া জেলে

[illegible]

এজেন্ট নিয়োগ সম্পর্কে পুলিশ সতর্কতা

[illegible]

রাজপথে মন্ত্রী

[illegible]

... ভারত শিক্ষা পরিষদ

[illegible]

... নদের উন্নয়ন

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। তাৎপর্য্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অর্বা) ৲
অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (১ম খণ্ড) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৭০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। বস্তুবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গানহার ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। একাদশ কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্র ও গৌরকৃষ্ণোদয় (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ ব্রহ্মাণ্ডাদ-প্রসঙ্গাদ্য ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌরকৃষ্ণপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ মায়াবাদ ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। শ্রবণকুতাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারতম্য ও কল্পিণপ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিক্তঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪ সত্যস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্ডার্স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরামাঙ্কড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, সদ্বিদ্যা প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিপিটকের একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিক শ্রীপুরুষ ... হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা, সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও মহৎ সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ২৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ১লা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ২১-তম সংখ্যা

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব

——:•:——

গত ১৪ই নভেম্বর, ২৮শে কার্ত্তিক রবিবার উত্থানৈকাদশীদিবস পরমহংসদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিপাদ্যগণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত-ভাষণ ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তকেতন প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীধামে আগমন করিয়াছিলেন।

উৎসবের পূর্ব্বদিবস প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বৈকালিক পাঠ, কীর্ত্তন এবং পরিক্রমাদি হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য এবং কৃপা-প্রার্থনামূলক কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির পরিক্রমা হয়। পরিক্রমান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ মহোদয়ের মূল গায়কত্বে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীসমাধির সম্মুখে বসিয়া গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্বাষ্টক, মহাজন-পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৪ই নভেম্বর প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য পুরাণব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র-সম্বন্ধে 'কতকাল' কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-বাহিনী বহির্গত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী, শ্রীঅদ্বৈতভবনের শ্রীমন্দির, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির এবং শ্রীগৌরকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন। অতঃপর পরিক্রমান্তে গুর্ব্বষ্টক এবং মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে বিপুল উৎসাহে ভোগরাগাদি কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকায় অবিদ্যাহরণ-শ্রবণমন্দিরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। গুর্ব্বষ্টক ও বিরহসূচক বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিপাদ্যগণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ উক্ত উৎসবসম্বন্ধে গৌড়ীয়সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রভু সম্পাদিত ও প্রকাশিত শ্রীল বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত "পরমহংসের শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত ঘণ্টাকাল ধরিয়া পাঠ করেন এবং স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। সভায় হাই-স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার মহোদয়, নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভদ্রলোক এবং বহু আগন্তুক উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৫ই নভেম্বর সোমবার দ্বাদশী দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। নিয়মিত পাঠ কীর্ত্তনাদি অন্তে মধ্যাহ্নে প্রায় ৭০০ ব্যক্তিকে চতুর্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু সজ্জন এই উৎসবের সেবানুকূল্য করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আপনারা সকলেই কাহিনী শুনে থাকবেন,— শ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামী প্রভু [illegible] কেবলমাত্র পরীক্ষা জন্য [illegible] ক'রেছেন। যেমন গোপালদের [illegible] পুরীপাদকে স্বপ্ন আদেশ ক'রে [illegible] হ'য়েছিলেন সেই প্রকার শ্রীবৃন্দাবন-[illegible] গোস্বামী প্রভুকে স্বপ্নে কৃপা ক'রেছেন। সে [illegible] হ'য়েছিলেন।

কৃষ্ণ যে গোবর্দ্ধন-লীলা ক'রেছেন এর [illegible]। [illegible] গোবর্দ্ধন শৈল ধারণ ক'রে [illegible] বাম হাতে তাকে পূজা করতে বল্লেন,—

> যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
> তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
> প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
> তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
>
> (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

পরম ব্রহ্ম সেবা হ'লেই সব হ'ল। [illegible] আর কিছু [illegible] হরণ করলে [illegible] থাকে না। [illegible] কথা [illegible] আবার [illegible] গ্রহণ করেন। [illegible] করে। [illegible] প্রাতঃকালে [illegible] উচিত। [illegible] [illegible] আপনারা ক্ষমা করবেন।

এক কৃষ্ণনাম হরে পাপের প্রমাণে। একনাম [illegible] কৃপা করে ভগবানে।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই। 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ দামোদর, শুভ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

অপ্রাকৃত বস্তুবোধের অসামর্থ্যহেতু অনেকের নিকট [illegible] শব্দচতুরতাদির প্রয়োগ প্রাকৃতবোধ বাণী প্রতীত হইতে পারে, বস্তুতঃ উহাতেই অপ্রাকৃতগণের পরতত্ত্বসেবা প্রকাশিত। সম্বন্ধ—[illegible] ও [illegible] শ্রবণ প্রভাব। কৃষ্ণকৃপায় এ [illegible] হইলে সাধকের অপ্রাকৃত বস্তুতে [illegible] লাভ হয়। [illegible]—[illegible] অভিধানে তাঁহাকে অবহেলা-[illegible] জীবের অভাব ভাবের [illegible] হয়। কৃষ্ণকৃপায় এরূপ [illegible] হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতাস্বাদনের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে বাসের [illegible] লাভ হয়।

তৌর্য্যত্রিকে যে অনুরাগাদি আছে, তাহা কেবল আত্মানন্দে প্রবৃত্তির জন্য [illegible]। সেই [illegible] অনুরাগ-বিলাসে প্রকট-লীলায় দেখা যায়। এ জগতে জীবের যেমন [illegible]—[illegible], সে [illegible], [illegible], সম্বন্ধ ও [illegible] অনুরের প্রতিকূল চেষ্টা [illegible] চেতন-প্রাণ হইয়াও [illegible]।

অথবা উৎসাহে বাদ্যযন্ত্রের কীর্ত্তন হউক, অথবা কীর্ত্তন বাদ দিয়া বাহ্যোন্মুখ জনমনোরঞ্জন বা নিজেদের নাচ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্য আমাদের মঠ-বাসিগণ নহে। শ্রীরূপানুগগণ—ভক্তিবিনোদ-ধারা অপ্রাকৃতরূপে সংরক্ষিত হউক, তথা কাহারও প্রতিকূল যাবতীয় অসৎ বিচারের সুষ্ঠু প্রতিবাদ হউক, অসৎ প্রবৃত্ত মানব সুবুদ্ধি লউক।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

[কলিকাতা বাগবাজারে 'ভগবদ্-ইনষ্টিটিউট' হলে ৩রা নভেম্বর রং ১৯৩৭ বুধবার সভায় ত্রিপুরা ষ্টেটের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র চন্দ্র নাগ এম্-এ-বি রায়-বাহাদুর-এর মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা।]

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

প্রাতঃস্মরণীয় মাননীয় সভাপতি মহোদয়, পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ ও সমবেত সজ্জনগণ! আজকে আমাদের সভায় যেরূপ লোকসংখ্যা হ'য়েছে তা'তে বক্তৃতা বল্লে জিনিষটা শুষ্ক হ'তে পারে না। তবে আলোচনামুখে আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করছি।

আজ বক্তৃতার বিষয় 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ'। এই সভামন্দিরে প্রবেশ করবার অব্যবহিত পরেই একজন সজ্জন বল্লেন—'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ' দার্শনিক বিষয় ব'লে এবং প্রতিমা-বিসর্জনের দিন ব'লে লোক কম হ'য়েছে। আর আমাদের মঠেও সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হচ্ছে। লোকসংখ্যা হ'লেই যে আলোচনা শুষ্ক হ'বে তা' নয়। প্রকৃত শ্রোতা একজন থাকলেও বক্তার উৎসাহ থাকা উচিত

'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ'—এই দুইটি সনাতন শাস্ত্রের কথা। ভারতবর্ষ বা ভারতের বাহিরে বেদের মধ্যে কঠোপনিষদে এই শব্দ দুইটি দেখতে পাওয়া যায়। বাজশ্রবার প্রপৌত্র উদ্দালক, তৎপুত্র নচিকেতা। পিতা উদ্দালক বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছিলেন। সেই যজ্ঞে উদ্দালক ব্রাহ্মণগণকে বৃদ্ধা গরু দান ক'রেছিলেন। তাই দেখে নচিকেতা বল্লেন—পিতঃ, আপনি যজ্ঞে যে গাভী দান ক'চ্ছেন সর্ব্বস্বদানে; কিন্তু দান উত্তম বস্তুই দান করা কর্ত্তব্য। আর আপনার প্রিয় বস্তু। এই প্রিয় বস্তু ত' দান ক'রছেন না। আপনার দান ঠিক হচ্ছে না। আমায় আপনি কার কাছে দান করবেন? পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বল্লেন—আমি তোকে যমের কাছে দিলুম। সরল, সত্যপ্রিয় বালক নচিকেতা পিতার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া যম-ভবনে গিয়েছিলেন। যমরাজ তখন নিজ পুরী থেকে অন্যত্র গিয়েছিলেন। যমরাজের স্ত্রী তাঁহাকে আহার গ্রহণের জন্য তিন দিন অনুরোধ করেন। কিন্তু নচিকেতা তিন দিন যাবৎ জলও গ্রহণ করেন নাই। যম নিজ পুরীতে এসে নচিকেতাকে বল্লেন—তিন দিন উপবাসী থেকে তুমি তিনটী বর প্রার্থনা ক'রেছ—(১) পিতা যেন সন্তুষ্ট হন, (২) আমাতে যেন জ্ঞানালোক হয়, (৩) মানুষ জগৎ হ'তে যাবার পর তাহার কি অবস্থা হয়? যমরাজ নচিকেতাকে প্রথম ও দ্বিতীয় বর দিলেন। তৃতীয় বর সম্বন্ধে নানা রকমের কথা বল্লেন। হে বৎস, দেবতা, মুনি প্রভৃতিও তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। অতএব তুমি আমাকে বিষয়ে এ প্রশ্ন পরিত্যাগ কর। নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহাকে কিছু বর দিতে চাইলেন কিন্তু নচিকেতা কিছুই গ্রহণে স্বীকৃত হ'লেন না। তখন যম তাঁ'র প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥
(কঠ ১।২।২

শ্রেয়ঃ আপাতমধুর না হ'লেও পরিণামে ভাল। প্রেয়ঃ—আপাতমধুর হ'লেও পরিণামে অমঙ্গলজনক। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—দুইটি বস্তু মানুষের করতলগত। যাঁ'রা নির্বুদ্ধি তাঁ'রা শ্রেয়ঃ চান না।

অসভ্যজাতিও পাহাড়, সমুদ্র ও আর প্রকৃতির উপাসনা করে। তা'রাও দেখছে বিরাট সাগর, বৃহৎ প্রকৃতি তা'দের চেয়ে অনেক বড়। বৃহতের কাছে ক্ষুদ্রের মাথা নত করা স্বাভাবিক। নির্বোধ জীব সাময়িক উপকার চায়। আমরা আপাত সুখ খুঁজি কিন্তু পরিণাম ভাবি না। নচিকেতার নিকট যখন নানা প্রলোভনীয় বস্তু উপস্থিত হ'ল, তখন তিনি তা' নিলেন না। কিন্তু আমার মত নির্বোধ লোক আপাতমধুর বস্তুই গ্রহণ ক'রে ব'সবে। পরম বস্তুর সন্ধানের স্পৃহা লোকের মধ্যে অতি বিরল। পরমমঙ্গল কোনটী ও আপাতমঙ্গল কোনটী, বিচার করা দরকার। ধীর ব্যক্তি শ্রেয়ঃকে এবং অধীর ব্যক্তি যোগ ও ক্ষেম গ্রহণ করে। 'যোগ-ক্ষেমাদ্'—আমাদি আহরণ [illegible] অধীর ব্যক্তি বলেন—'আগে ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রে বাঁচি তারপর আত্মমঙ্গলের কথা শুনব।' কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চিন্তা করেন—বাঁচব কেন? বেঁচে থাকা ত' শেষ নয়, উহার পরেও কিছু আছে। মানুষ জগতের বস্তুর প্রতি বীতস্পৃহ হইলে তাঁহার বিচার আসে—'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। নচিকেতা সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। আমরা কিন্তু সেই শ্রেয়ঃ জিনিষটা চাই না। আমরা এমনই বহির্মুখ হ'য়ে প'ড়েছি যে, আপাত ভাল জিনিষ পেলেই আমরা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করি। যখন শ্রেয়ের সন্ধান—পরম মঙ্গলের সন্ধান ক'রবার স্পৃহা হয়, তখন উন্মুখ কর্ণপথে শ্রৌতবাণী আসে। যমরাজ উন্মুখের কর্ণে শ্রৌতবাণী প্রবেশ করাইয়া দেন।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
(কঠ ১।২।৭)

এই জগতে শ্রেয়ঃ কথা—আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা শুনবার লোক অতি কম। উহা অনেকে শুনতে চায় না। আবার অনেকে শুনেও মনে নিতে চায় না। আশ্চর্য্য বক্তা অর্থাৎ আচার্য্য দুর্লভ। শ্রোতাও দুর্লভ অর্থাৎ বিরল হয়। চলতি কথায় বলে—"গুরু মেলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।"

ছান্দোগ্য শাস্ত্রে ইন্দ্র ও বিরোচনের কথা অবগত হওয়া যায়। দুই জনই একসঙ্গে ব্রহ্মার উপদেশ গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা প্রথমে ব'ল্লেন—এই অন্নময় কোষ অর্থাৎ স্থূল শরীরই ব্রহ্ম। তৎপরে ব্রহ্মা মনোময় বিজ্ঞানময় কোষের কথা বলেন। এইরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তারপর পর পর উচ্চ কথা ব'লে পরমাত্মা ও ব্রহ্মের কথা বলেন। তিনি বলেন—তোমরা আত্মার অনুশীলন কর। বিরোচন শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'রতে পারেন নাই। তিনি প্রচার করলেন—দেহই আত্মা। অতএব তার উপাসনা কর। গীতার শেষ কথা না শুনে গীতার ১ম, ২য় অধ্যায় পড়ে বক্তৃতা সমাপ্ত হয়। কিন্তু সমগ্র জ্ঞান লাভ করতে হ'লে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বস্তুমাত্রের সম্বন্ধে চোখ, হাত, কাণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয়। যতক্ষণ উহাকে চোখ দিয়ে দেখছি, হাত দিয়ে গ্রহণ করছি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছি এবং কাণ দিয়ে শুনছি ততক্ষণ এক প্রকার জ্ঞান। কিন্তু যখন উহাকে জ্বালায় দিচ্ছি তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'ল। কোনো লাভে খণ্ড জ্ঞান এবং কোনো লাভে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়।

নচিকেতা বলেন—শ্রেয়ঃ কি ক'রে পাই
তখন উপনিষদ্ বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঠ ১।২।২৩)

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥
(কঠ ২।৩।১৩)

যেমন বাক্যবাগীশরা ক'রে—শ্রেয়ের বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি, খুব দার্শনিক আলোচনা করছি, তাতেও হ'বে না। ভজছি—ভজনার অভিনয় করছি, কিন্তু ভজন হচ্ছে না।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

ভগবান্ স্বপ্রকাশতত্ত্ব। তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হ'বেন। আমরা তাঁহার শরণাগত হ'ব। আত্মসমর্পণ করব, তাঁহার পাদপদ্মে যথাসর্বস্ব অর্পণ ক'রব, নিজের কিছুই রাখ্‌ব না। দ্বার খুলে দিলে সূর্যরশ্মি এসে আমাদিগকে আলোকিত করবে। শ্রেয়োলাভ করতে হ'লে শরণাগতি চাই। এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বা শুনে চ'লে যাওয়ার কথা নয়। ইহার অনুশীলন করা চাই।

জাগ্রত হ'বে। সুখ দুঃখ প্রত্যেকের চিত্তে রয়েছে। আত্মস্থিত ভক্তি প্রত্যেক জীবাত্মায় আছে, কিন্তু তাহা সুপ্ত। এই জন্য শ্রুতি বলেন—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

শ্রেষ্ঠ আচার্যপাদপদ্মে শরণাগত হ'য়ে চলতে হ'বে কেন? না,—ঐপথ ক্ষুর-ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। সতর্ক থাকতে হ'বে কিরূপে? না,—সম্পূর্ণ শরণাগত হ'য়ে। যেখানে একটু ছিদ্র হ'বে সেখানেই কেটে যাবে। বড় দুর্গম পথ। আবার বড় সরল। সেই যে শ্রেয়ঃ এবং সেই প্রেয়ঃ শ্রীচৈতন্যদেব বড় সহজ ক'রে সাধারণের নিকট দিয়েছেন। আচার্যপাদপদ্ম হ'তে শুনেছি—'শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃ করতে হ'বে।' বর্তমানে ব্যবহারে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের স্বাভাবিক ভেদ হ'য়েছে। সংসারকে খারাপ ব'লে চ'লে গেলে হ'বে না। প্রেমের রাজ্যে সন্দর্ভ নাই, বিবাদ নাই,—এ' রকম জিনিসটা ধরা যায় নাই। বাইরে দুঃস্থ্যা-নীতিতে লোকের পিপাসা আছে, কিন্তু শান্তি নাই, তাই ক্রোধ। ক্রোধ জিনিসটাকে ত্যাগ ক'রে সংসার করায়। শ্রেয়ই পরম প্রেয়ঃ হউক। তোমার স্বভাবে যে সকল দোষ হ'য়েছে, তা' ঐসব সেবায় যত ক'রতে হ'বে। হরিকথা শ্রেয় হ'লেও তিক্ত হয় কেন? স্বভাবকে ফিরাতে হ'বে। শ্রেয়ই শেষে সবচেয়ে ভাল বোধ হ'বে। তখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের বিচার থাকবে না।

ভক্তগণ তাহাকেই বলি—যখন শ্রেয়ঃ প্রেয়রূপে স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়—যখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ গাঢ় আলিঙ্গন করে। সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ আলিঙ্গিত হ'য়ে পরমপুরুষের পাদপদ্মে আত্মবিসর্জন করে। ভগবান্ প্রেমময় পুরুষ। তিনি সকল প্রেমের প্রেমাস্পদ ও সকল রসের রসিক। 'রসো বৈ সঃ।' তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁ'র পাদপদ্মের সঙ্গে যে চেতনের সেবাবৃত্তি সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তা'তে আত্মনিক্ষেপ বা আত্মনিবেদন ক'রতে হ'বে। তখন প্রেমের চিত্র প্রকাশিত হ'বে।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ তাঁ'র গুণগান করেন, তাঁহার আগে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমধর্মের আগমনী গান গাহিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

ইহার মর্ম এই যে—যখন আমাদের হৃদয়ে ভক্তি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম, অর্থ, কাম বা সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য—মোক্ষাদি আমাদের কাছে দাসদাসীর মত অপেক্ষা করে। কিন্তু এই চতুর্বর্গের জন্য এই জগতের লোক সকলেই পাগল। আমরা সকলেই ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ চাই। শ্রেয়ঃ বল্‌তে মুক্তি চাই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেয়ঃ শব্দকে আরও বিকশিত ক'রে উহাকে নিঃশ্রেয়স্ বলিয়াছেন। মুক্তিকামনাকেও বিচার ক'রে অন্তে নিঃশ্রেয়স্ বিচারিত।

[illegible] বহুজন্মভাজে
সাংখ্যযোগবনিত্যধীরাঃ।
ভক্তিং [illegible]
নিঃশ্রেয়সায় [illegible] স্যাৎ॥

নিঃশ্রেয়সের জন্য এই মুহূর্তে চেষ্টা ক'রতে হ'বে। নিঃসংশয়িতরূপে শ্রেয়ঃ তিনিই কৃষ্ণপ্রেমা। তাহা মুক্তিকেও তিরস্কার করে।

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব
স্তুমঃ॥
(চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

ভক্তি লাভ হ'লে যোগীর আরাধ্য কৈবল্যমুক্তি নরকের মত, মিলনপুরী আকাশ-কুসুমের মত, আর ইন্দ্রিয়দমন-চেষ্টা স্বাভাবিক হ'য়ে যায়, ভক্তিমতা আবশ্যক হয় না—কারণ বৈরাগ্যের দরকার হয় না। সর্পের দাঁত ভেঙ্গে দিলে মানুষের অনিষ্ট হয় না। ভক্ত ইন্দ্রিয়কে উচ্ছেদ করেন না। ভক্তের স্বার্থ নাই, তা' ছাড়া আর সব আছে। ভক্তকে ক'রে দেওয়ার একমাত্র লক্ষণ—

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।

মৎসরতা শব্দে অপরের সুখে অসহনশীলতা বা পরশ্রীকাতরতা বুঝায়। ভক্তি যাজন করব কিন্তু কাম-ক্রোধ থাকবে কেন? আপনারা শুনে থাকবেন, সেই গৌড়ীয় মহাকবি ব'লেছেন—

'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে,'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

কামদেবের সেবা ক'রব কি ক'রে? কামের মালিক কৃষ্ণ। কামদেবকে কাম দিয়ে সেবা ক'রতে হ'বে। তাঁ'র যত কিছু আকাঙ্ক্ষা সব পূরণ ক'রব। ভক্তদ্রোহীর প্রতি ক্রোধের প্রয়োগ ক'রব। ভক্ত কে? যিনি কৃষ্ণকে ভোক্তা জানেন। যাঁ'রা কৃষ্ণকে যোগান, যাঁরা নিজেরা ভোক্তা নন তাঁ'রা ভক্ত। নিজে ভোক্তা হ'লে ভক্তের দাস হ'তে পারা যায় না, কামুক হ'তে পারা যায়। ভক্তের স্বভাব শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হ'য়েছে—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥

স্বারাজ্য, স্বর্গ, সার্বভৌমের পদ, রসাধিপত্য দিলেও সেবক তাহা গ্রহণ করেন না। কোন দেবের নিকট হ'তে আত্মসুখপর কোন বস্তু গ্রহণ করেন নাই। প্রহ্লাদ একান্ত অনুরক্ত হ'য়ে বর চাহিলেন,—

"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্॥"

ভক্ত ভগবান্‌কে বল্‌ছেন—আমি তোমাকে খুব দিচ্ছি, তুমি আমাকে কিছু দুঃখ-দারিদ্র্য দাও। তিনি কি বণিকের মত ব্যবসায়ের ধার ধুরবেন? তিনি ত' তাহা নহেন। আমার কাছে সব নেওয়া, তাঁ'র কাছে সব দেওয়া। সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবান্‌কে পিতা, মাতা ব'লে উপাসনা হয়েছে। কেউ বল্‌ছেন—ভগবান্ মাতা রূপ আমাদের। কিন্তু মাকে যে আমরা ভোগের যোগানদাররূপে দাঁড় করিয়ে স্বার্থ পোষণ করি। যার কাছে এত আবদার করি। তিনি কত স্নেহ করেন। ভগবান্‌কে পিতা বল্লেও তাঁ'র নিকট হ'তে দোহনের চেষ্টা করা হয়। বৈষ্ণবধর্মে ভগবান্‌কে পুত্ররূপে উপাসনা করা হয়। এখানে বাপ-মা ছেলের উপাসনা করেন। ছেলে বাপ-মাকে উপাসনা করেন না। নন্দনন্দনের উপাসনা এই বাৎসল্য রসে হইয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্মে নন্দনন্দনের উপাসনার চমৎকারিতা আছে। আমরা যেমন বাপ মার নিকট হ'তে 'দেহি দেহি' রবে অভীষ্ট বস্তু আদায় করি, তেমন বাৎসল্য-রসের সেবকের নিকট ভগবান্ 'দেহি, দেহি' বলেন, আর ভক্ত সব দিতে থাকেন। সেখানে বণিক্‌বুদ্ধি চলে না।

পুত্র পিতামাতাকে যত্ন ও লালন পালন করে কর্তব্য-বুদ্ধি হ'তে। কিন্তু পিতামাতা কর্তব্যবুদ্ধিতে ছেলেকে স্নেহ করেন না। তাঁ'রা হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণে পুত্রকে স্নেহ করেন। জ্ঞানোদয় হ'লে মাতাপিতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বাল্যে মাতাপিতার নিকট হ'তে সেবা গ্রহণ করি। মাতাপিতা দুইই বুদ্ধি হ'বার পূর্বে আমাদের সেবা করেন। তাঁহারা ছেলের জন্য কত যত্ন করেন। শিশু-পুত্র-বিসর্জন আর চুম্বন এবং যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, সেটা কি মা ও ছেলের মধ্যে নয়? ভগবান্ ছেলে হ'লে, উপাসক মাতা পিতা হ'লে প্রেম স্বাভাবিক।

আজ নন্দনন্দনের প্রিয়—গোবর্দ্ধন-পূজা-তিথি। গোবর্দ্ধন শব্দে—ভগবানের ইন্দ্রিয়-তোষ বা কামবর্দ্ধন বুঝায়। কিন্তু আবার ইন্দ্রিয়তর্পণ যেখানে সেখানে প্রেম-ধর্ম হ'ল না। সেখানে বণিক্‌বুদ্ধি এ'সে গেল। এই প্রেমধর্মের কথাই শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার ক'রে গিয়েছেন।

আজ বিশ্বসভার বিরাট্ বক্তৃতা। বর্তমানে প্রেমের বার্তা চতুর্দিকে বিঘোষিত হওয়া আবশ্যক। প্রাণের ভিতর থেকে জেগে উঠুক সেই বাণী-সেবার আকাঙ্ক্ষা—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

গৌড়ীয় মঠ সেই কার্যের ভার গ্রহণ ক'রেছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে প্রেমধর্ম বিতরণের জন্য আত্মাহুতি প্রদান করেছেন। আজ আমার শিক্ষাগুরুদেব ত্রিদণ্ডি-পাদ শ্রীমৎ তীর্থমহারাজ উপস্থিত, তিনি তাঁ'রই (প্রভুপাদের) আদেশে সুদূর পাশ্চাত্যদেশে গৌরবাণী প্রচার ক'রে এসেছেন

(অবশিষ্ট পর পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

যাঁহারে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে ধায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোবিন্দ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সমগ্র ভারতের শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র নবদ্বীপ পরিক্রমাকেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৩ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমঠ পরিচিত। দৈনিক পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ বহু লোকের শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও নানাবিধ গ্রন্থ এই মঠ হইতে প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রিয় শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অমুকূলকৃষ্ণাপ্রপন্নাশ্রম
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিধু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাশ্যামের সেবা আছেন। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীবিনোদ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পদ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীঅখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভারগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীগোমাধব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীধরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক শ্রীলোক ব্রহ্মচারী।

(১৫) স্বর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পাড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনৃসিংহ পল্লী গৌড়ীয় মঠ
দেবপল্লী (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুবর্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পূজা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীশ্যামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রজবাসী।

(২৬) প্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়মঠ
নড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—উপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, বি-টি।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিয়ার, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীরাসেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কদিরপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবদাসী,
পোঃ ডেড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীসনাতনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৩০নং কুইনস রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কৈলাসধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গুণ্টুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যার্ণব

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিদ্যাসংগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) আলেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীবালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) খাজপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
খাজপাড়া পোঃ খাড়ু (মাহেশ)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমরহাটা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীশ্যামানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।১৮০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, গ্লাডস্টোন
ক্যাপটেন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ দর
বালাম	৮৷০
ঢাকা পাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাসমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কামোদ কোরাসি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲ ৫৶০
দাউদখানি আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷/০
বিদেশী ১০০০ নং	১০/০
মরিশাস দানা	৯৷০
বিলাতী দানা	৮৷০—৯৶০
বিলাতী দানা	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপাদর।

প্রতি ভরি

গিনি সোণার দাম	৩৪৷০
বার	১২৲
চাঁদির বার	৫৩৷০

পাটের দর

সিরাজগঞ্জ—	৪০৸০
ঢাকা—	৪০৸০
উত্তর—	৪১৷০
জাত হরের দিক—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

গতকল্য মধ্য প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
অপরাহ্নে ঐ	৬৲—৬৶০
গতকল্য ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজি	৬৲—৬৶০
আটা (পি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (বি)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পালাও	১৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

কলকা	৫৭৲
বালকীয়া	৫৭৲
কুমারখালী	৫০৲
দর্শী	৪৩৲
পাতিয়ার	৪৩৸০

ভার	৭৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ঢাকা খাসী	৭১৸০

লোহ ও কাঠের দর

চাটিম কোং লিঃ— প্রতি টন দর

লোহার কাঠ (কড়ি ও বরগা)

বাকী	৯৶০—৯॥
ঐ দে বাকী চালিকা কম	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা স্টেশনে ৭ ম সন দরে	১০ ॥
ঐ টিনিস ওয়েব (বাম)	১০৸৶
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৸০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	১৫৶/০

বিলাতী গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ

শীস	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বারিজ)	১০৲
শ্লেট কাটিং বা ডিউ কাটা বল	৩৷০—

গাজি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চি	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন শাটি, গোলটু, নবাবে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১৷০

নং ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

১টকলের চালান ৫৶০, গাটের চালান ৬৷০

ভূসার চালান ৪৷০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের দোলায় কাইন	৫৪৲
মিঠা আখের গুড়	৪০৲
কদাচি খেজুরের কাইন	৪৩৲
হাজারি কাথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা মাও	৮৷০
সুপারী বেণী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
ছাটি খলিয়ম	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

তি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

ঔঁ শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible], শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৪১,	১৩—১১	১৭—৩৮	১৯—০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৭,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
মায়াপুরঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৩	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীমায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

মায়াপুর ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-১৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেণ্ডলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:•:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] বৈষ্ণবকুল [illegible] শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারক [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] । [illegible] কিন্তু [illegible] । শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যগণের [illegible] সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক [illegible] পণ্ডিত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক [illegible] "ভক্তিবিনোদ" নামে [illegible] জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পরিচিত হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:•:——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	প্রথম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	প্রথম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইন	[illegible]	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি ১৲	১।০	১।০	১৲	
সিকি কলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১০	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲
প্রতি সংখ্যা [illegible] (বিশেষ সংখ্যার কিম্মৎ স্বতন্ত্র)	

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও সমর্থ অধ্যাপক [illegible] পণ্ডিত [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য [illegible] এম-এ মহোদয়ের [illegible] এবং [illegible] লেখনীর অমৃত [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] দর্শন এবং [illegible] পাঠে [illegible] । [illegible] [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা। [illegible] অধ্যায়ে [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] । ঐ বিদ্বদ্বর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] লাইব্রেরী, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীমায়াপুর জেলা - নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা, [illegible]

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে [illegible] ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে!

[illegible] বৈষ্ণব-সমাজের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
[illegible] আকারে
শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "[illegible]" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর·
টেলিগ্রাম—"শ্রীনাথ"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধামপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২১৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

নব-শক্তি বৈঠকের ব্যর্থ-প্রয়াস

গত ১৫ই নভেম্বর বেলা ১১টা ২০মিনিটের সময় ব্রুসেলস্-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমে জাপান ব্রুসেল্স-সম্মেলনের খসড়া-বিবৃতিতে যোগদানে অসম্মতি জানাইয়া যে উত্তর দেয় বৈঠকে তাহা পঠিত হয়।

জাপ-চীনা বিরোধের আলোচনায় যোগদানের আমন্ত্রণ জাপান প্রত্যাখ্যান করায় মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ নরম্যান ডেভিস্ ঐ দিবসের অধিবেশনে জানিতে চাহেন যে, বৈঠক জাপানের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিবার এবং চীনকে সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন কি না।

মিঃ ওয়েলিংটন কু (চীনা প্রতিনিধি) বলেন জাপানের পক্ষে পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে জাপানকে আন্তর্জাতিক বিধানের সম্মুখীন হইতে হইবে। মিঃ সেন তৌ (চীন) বলেন যে, জগতের শান্তি আন্তর্জাতিক বিধান বজায় রাখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।"

তিনি বলেন যে, জাপানের পররাষ্ট্র ও সমর-বিভাগ অবলম্বন করিয়া চীন সম্পর্কে যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাতে চীনের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রত্যক্ষভাবে জাপানের সহিত আলোচনায় কিছুই হইবে না, বরং সংঘর্ষ আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান বৈঠক যে স্থান হইতে শুরু করিয়াছিলেন আবার সেখানেই ফিরিয়া গিয়াছে। জাপানের দৃঢ় অভিমতে ইহা প্রমাণিত হয় যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিতে অসম্মত, সুতরাং ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে হইবে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিবের অভিমত

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ বলেন যে, জাপান যদি বৈঠকের সহিত সহযোগিতা করিত এবং তাহার কি বক্তব্য আছে তাহা জানাইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হইতেন। তাহা ছাড়া, এইরূপ ভাবের আদান প্রদানের ফলে দূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইত। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দৃঢ় অভিমত এই যে, আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলার ফলেই প্রকৃত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে।

মিঃ ইডেন্ অতঃপর বলেন, আমরা এ কথা কোনমতে মানিতে পারি না যে, এক জাতির শাসন-ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপর কোন জাতির মনঃপূত না হইলেই শেষোক্ত জাতি প্রথমোক্ত জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আমরা মানিতে রাজী, প্রত্যেক জাতিরই যে শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে বাস করিবার অধিকার আছে, তাহাতে কাহারও অধীন থাকিতে হয়।

সূচাও রণক্ষেত্রে জাপানের নৌবাহিনী সৈন্য-সমাবেশ

চীনা-বাহিনীর বাম দিক ভাগ ছত্রভঙ্গ করিয়া এবং মধ্যভাগ পিছনে হটাইয়া জাপানীরা এখন চীনা-বাহিনীর কিয়াংসি ও সাংহাইয়ের মধ্যবর্ত্তী বাম ভাগ দখল করিবার উদ্যোগ করিতেছে। চীনা বাহিনীর এই অংশই এখনও অটুট আছে। এই আসন্ন আক্রমণের পূর্বে বিরাট জাপানী সৈন্যদল সমাবেশ করা হইতেছে।

এদিকে জাপানী বিমান হইতে সূচাও অধিবাসীদের মধ্যে ইস্তাহার ফেলিয়া তাহাদিগকে ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জাপানীরা সমগ্র সহরে ব্যাপক ভাবে বোমাবর্ষণ করিবে। সূচাও সহরের লোকসংখ্যা দুইলক্ষ। প্রকাশ, সূচাওতে বিশ লক্ষের অধিক চীনা সৈন্য আছে। সাংহাই অঞ্চলের যুদ্ধে এখানেই চীনাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল।

জাপানীদের অগ্রগতি

জাপানীদের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা চীনাদের সাংহাই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি কিয়াটিং দখল করিয়াছে।

নান্টাও দখলের পর জাপানীদের কার্য্যকলাপ

জাপানীরা নান্টাও অধিকার করার পর জাপানী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিদেশীরা বৈদেশিক এলাকার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া আছে। জাপানী সৈন্যগণ ঐ এলাকা বেষ্টন করিয়া আছে।

সূচাও খাড়ীর দক্ষিণ দিকে বৈদেশিক এলাকার যে অংশ আছে জাপানী পুলিশেরা এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা গিয়াছেন। জাপানী নাবিকরা জাপানী নিশান উড়াইয়া মোটরে করিয়া তথায় যাইতেছে। সকলেই আশঙ্কা করিতেছে যে, ইহাতে কোনও হাঙ্গামা ঘটিতে পারে এবং তাহা হইলে জাপানী সৈন্যগণ খুব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

হরিপুর কংগ্রেসের অধিবেশন

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী জানাইতেছেন যে, সুভাষচন্দ্রের উপদেশের জন্য হরিপুর কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের তারিখ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তদনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও সভাপতি নির্ব্বাচনের তারিখেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত তারিখ নিম্নে দেওয়া হইল:—

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন—আগামী ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

সভাপতি ও নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন—আগামী ১৬ই জানুয়ারী।

সভাপতি মনোনয়ন—৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন:—আগামী ১১শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

হাকিমের বাড়ীতে চুরি

হাবড়া হইতে এক চাঞ্চল্যকর চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তথায় একদল চোর মহকুমা হাকিমের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে জিনিষপত্র বোঝাই কয়েকটী বড় বড় ট্রাঙ্ক লইয়া গিয়াছে।

বিচারপতি আর, সি, মিত্র

কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ মাননীয় মিঃ রমেশ চন্দ্র মিত্র, বিচারপতি মিঃ সুরেন্দ্রনাথ গুহের স্থলে, হাইকোর্টের স্থায়ী জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। মাননীয় বিচারপতি গোস্বামীর অবসরের পর তাঁহার পদে স্থায়ী হইয়াছেন।

অল্প বয়সের হৃদ্‌রোগ কারণ নির্ণয়

বিশেষজ্ঞের মতে অল্পবয়সের হৃদ্‌রোগ সম্বন্ধে চারিটী বিশেষ কারণ নির্ণীত হইয়াছে; যথা—সহরে বাস, অতিরিক্ত ধূমপান, ব্যায়ামের অভাব ও অত্যধিক আহার।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদন-খণ্ডন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গানকথা ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥০
২৭। মুক্তাফলিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনতত্ত্ব /০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনকল্প /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪ চতুঃশ্লোকী ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট প্যান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -তিনি একবার একবার পারমার্থিক পাক্ষিক। চৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী--শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ৩০ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫১, ২রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ১৪৩ম সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ

———::(*)::———

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গৌড়ীয়মিশনের সর্ব্বসংরক্ষিত প্রেসিডেন্ট ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন জন্য গত ১৪ই নভেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করেন। স্বামীজী গত ১৩ই নভেম্বর শনিবার কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ঐ দিবস অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে উপস্থিত হন। তথায় ঐদিবস অবস্থান করিয়া শ্রীমঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং মঠের সেবাকার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া সেবকগণকে উৎসাহিত করেন।

গত ১৪ই নভেম্বর রবিবার প্রাতে কৃষ্ণনগর হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় স্বামীজী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিয়া সেবকগণকে শ্রীহরি-কীর্ত্তন-মহোৎসবে উৎসাহিত করেন। স্বামীজী তিন দিবসকাল শ্রীধামে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন মঠ পরিদর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের প্রাণে সেবার মহৎপ্রেরণা প্রদান করেন।

গত ১৫ই নভেম্বর সোমবার প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী - ভাগবত-পুরাণতীর্থ মহোদয় 'সনাতন-শিক্ষা'র 'কতকাংশ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে যথানিয়মে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, তুলসীমঞ্চ, শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির কীর্ত্তনসহযোগে পরিক্রমা হয়।

অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে এক সভায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীধামের স্বরূপ, ধামবাসীর স্বরূপ, প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী কাহারা, শ্রীচৈতন্য-মঠবাসীর কৃত্য ও আচরণ, সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, কপটতামূলে বা লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া সাধুসঙ্গের ছলনা নিত্যমঙ্গললাভের অন্তরায়, সরলতাই বৈষ্ণবতা, সরল হৃদয়েই সাধুর কৃপা উপলব্ধি হয় এবং ক্রমশঃ সাধুগুরুর কৃপায় হৃদয় বিশুদ্ধ হইলেই শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীধামবাসীর স্বরূপ ও শ্রীধামেশ্বরের স্বরূপ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

যশোহরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৫ই নভেম্বর সোহাগেড়া গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় ৬ই নভেম্বর আরম্ভ স্থানীয় গৌর-নিত্যানন্দ-নাট্যমন্দিরে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গৌর-নিত্যানন্দতত্ত্ব ও তাঁহাদের করুণার কথা কীর্ত্তনমুখে কাজী, জ্ঞানী প্রভৃতির বিচারের অসারতা বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৭ই নভেম্বর শ্রীযুত নটবর দাস-অধিকারী মহোদয়ের বাড়ীতে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের কথোপকথন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত ৮ই নভেম্বর তারিখে স্বামীজী শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ-প্রসঙ্গে স্মার্ত্ত-পন্থাবলম্বনকারিগণের দুরভিসন্ধিমূলক-মতবাদ-খণ্ডনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১০ই নভেম্বর শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সদারামপুর গ্রামে আহূত এক সভায় "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার পর ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্য-লীলার বিষয় কিছুক্ষণ অনুকীর্ত্তন করেন। সভায় লোকসংখ্যা দুই শতেরও অধিক হইয়াছিল।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পতন হইবার সম্ভাবনা কিন্তু সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য এত বেশী যে, মাদৃশ অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে সাধুসঙ্গই একমাত্র সমর্থ।

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, হরিদাস ঠাকুরের ভজনে বাধা দিবার জন্য তাৎকালিক রামচন্দ্র খাঁন নামক জনৈক ব্যক্তি হরিদাস ঠাকুরের নিকট বারবনিতা প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে সেই কুলটার মনের ভোগাদি চিন্তা নির্ম্মূলিত হইল এবং সে হরিদাস ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিল। হরিদাস ঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া শ্রীহরিনাম মন্ত্র দান করিলেন। কালক্রমে সেই বেশ্যা মহা বৈষ্ণবী বলিয়া পরিচিত হইল। হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবের সঙ্গপ্রভাবে তাহার এইরূপ মঙ্গল হইল। সুতরাং আমরাও যদি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রসাদ যাচ্ঞা করি তবে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, নারদের উপদেশে ব্যাধও ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিল। সুতরাং সাধুসঙ্গই ভগবান্‌কে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গ না হওয়াতেই আমাদের অসৎসঙ্গ হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে পতনের দিকে যাইতেছি। অসৎসঙ্গ মায়াময়। যেখানে মায়া সেখানে কৃষ্ণ নাই এবং যেখানে কৃষ্ণ সেখানে মায়ার স্থান নাই। সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গে শুদ্ধসাত্ত্বিকভাব হৃদয়ে জাগরিত হয়। সরল-চিত্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিলেই শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব জাগে। সেই সত্ত্বায় কৃষ্ণ হৃদয়ে আবির্ভূত। বৈষ্ণবগণের হৃদয় শুদ্ধসাত্ত্বিকভাবাপন্ন। সেইজন্য তাঁহাদের সঙ্গ করিলে তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবটী আমাদের হৃদয়েও ক্রমে ক্রমে উদিত হইবে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই। 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।'

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ দামোদর, আদি কারগোবর্দ্ধনধারী গৌরাব্দ ৪৫১

ত্রিদণ্ডী

শ্রীমহাপ্রভু জগতে দুই প্রকার পার্ষদ-ভক্ত প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণভজনরূপা সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তগণের মধ্যে এক প্রকার গৃহস্থ বৈষ্ণব আর এক প্রকার কৃষ্ণভজনার্থ ত্যাগী পুরুষ। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের জীবন নিরন্তর হরিসেবাময়, সুতরাং 'বৈষ্ণব গৃহস্থ' বলিতে 'গৃহস্থ সাধক-ভক্ত' হইতে পৃথক্। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ—পরমহংস, তাঁহাদিগের গৃহে বা বনে থাকায় কোন পার্থক্য নাই। তাঁহারা যে গার্হস্থ্যাদর্শপালনরূপ লীলাভিনয় করেন, তাহা আশ্রমবর্ণাশ্রমী গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের তুল্যও নহে। ঐ প্রকার পরমহংস বৈষ্ণবের জীবন বাহ্য-দৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমবিহিত 'গৃহস্থ সাধকের' তুল্য প্রতিভাত হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান। বৈষ্ণবগৃহস্থকে বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের সহিত সমাজ্ঞান করিলে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নামক একটী মহদপরাধ হইয়া থাকে। শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত ও পার্ষদভক্তের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থ।

গৃহস্থ সাধক কখনও জগদ্‌গুরু বলিয়া বৃত হইতে পারেন না। হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে যে-কোনও স্থলে গৌণভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। বস্তুতঃ উহা ঐকান্তিক ভজনাভিলাষিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ আচার্য্যগণের আচরণ এবং মহিষদিগের প্রচার তাহা সমর্থন করেন না। অধিকন্তু সেবাপরায়ণ ত্যাগিকুলই চিরকাল জগদ্‌গুরু-পদে বৃত হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণবাচার্য্যগুরুদের মধ্যে চারিজনই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ত্যাগী। মাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণের মধ্যে সকলেই ত্যাগী। কারণ ত্যাগিকুল গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারিবর্গেরই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু গৃহস্থ কখনও সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে পারেন না।

শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্‌গুরু। বৈষ্ণবগৃহস্থগণ যে-প্রকার কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবাতৎপর সেইরূপ বৈষ্ণবত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্যের দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণতোষণে নিযুক্ত। সুতরাং শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থগণ এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামিকুল সকলেই ত্রিদণ্ডী। তাঁহারা সকলেই ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের অর্থাৎ উদ্ধবগীতোক্ত অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-নীতির কীর্ত্তনকারী।

ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে রূপানুগীয় পন্থার মূল পুরুষ শ্রীল রূপপাদ উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে "যিনি বাক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ—এই ষড়্‌বেগ দমন করিতে পারেন অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া নিরন্তর হরিসেবাতৎপর, তিনি জগদ্‌গুরু'—ইহা প্রতিপাদন করিয়া ত্রিদণ্ডেরই যথার্থ স্থাপন করিয়াছেন। জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগ কায়িক চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি, মনের ও ক্রোধের বেগ মানসিক চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি, বাগ্বেগ বাক্‌চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি। সুতরাং যাঁহারা এই ত্রিবিধ বেগকে দমন করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ যাঁহারা এই দেহকে ইতর বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করেন, যাঁহারা শুদ্ধ মনের দ্বারা কৃষ্ণ-চিন্তা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করেন, যাঁহারা বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী।

শ্রীমহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থার মূলপুরুষ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে ইনি 'সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্'—এই বাক্যে সকল জীবকেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য অর্থাৎ চৈতন্যবিমুখ গৃহস্থ বা এরূপ গ্রহণকারী চৈতন্যবিমুখ হইবার দুরাশারূপ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চৈতন্যচন্দ্রচরণে প্রণত হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরী শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু। ইনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এই গদাধরের ত্রিদণ্ডধারী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনিই পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষসূক্তের 'মঙ্গল-ভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। শ্রীল নরহরি দাস প্রভু মাধবাচার্য্য-রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষসূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। এখনও এই মঙ্গলভাষ্যটী শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অপ্রকটের ৩১ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 'ভক্তিদিগ্বিজয়' গ্রন্থে যে মাধব-সম্প্রদায়ী মাধবাখ্য ত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা যে পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যকেই লক্ষিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শ্রীবল্লভভট্ট স্বকীয় আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বসম্প্রদায় 'ত্রিদণ্ডী মহাপ্রভু' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। যদিও শ্রীবল্লভভট্ট স্বকীয় পূর্ব্বে পাণ্ডিত্যাভিমানমূলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ী পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদী' বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া আচার্য্যের অমর্য্যাদা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি জগদ্‌গুরু শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার সেই অভিমান বিদূরিত হইয়াছিল। আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই,—

"অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোক শিখাইল॥

• • •

কিশোরে পণ্ডিত (গদাধর) বৈল
প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ।
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত ঠাঁই পূর্ব্ব মন প্রার্থিত (মন্ত্রদীক্ষা)
সিদ্ধি হইল॥

সুতরাং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর কৃপাপাত্র বল্লভভট্ট তাঁহার গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গুরুপদে বরণপূর্ব্বক 'শ্রীবল্লভাচার্য্য মহাপ্রভু' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের অনুগত সম্প্রদায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজনপ্রণালী হইতে পৃথক্ হইলেও আমরা পণ্ডিত-গোস্বামীর অনুগত ত্রিদণ্ডীবল্লভাচার্য্যকে নিশ্চয়ই সম্মান করিয়া থাকি এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস যে শ্রীমহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অভিমত ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বা ক্ষেত্র-সন্ন্যাস তাহাও আমরা ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। ত্রিদণ্ডিগণই গৌড়ীয়সম্প্রদায়ে আচার্য্য গোস্বামী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সমাজে যে-সকল প্রাকৃত সহজিয়া ভাগবত-সম্প্রদায় বলেন, তাঁহারাই ভাগবতশাস্ত্র ও ত্রিদণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা এই সকল ঐতিহ্য সম্বন্ধে খুব কম খবর রাখেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী কায়মনোবাক্য মায়িক ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা হরিসেবা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীল সনাতন ও শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পরমহংস বেষ দৈব-বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পক্ষে নহে। বর্ত্তমানে ঐ পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিয়া মর্কটবৈরাগিকুল যে ব্যভিচার, লাম্পট্য, ধনোদর-পূর্ত্তি, কনক, কামিনী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য যেযোপজীবী শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছেন তাহা ভাগবতে কলির অভিব্য আচার বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। সেই পরমহংস বেষের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য এবং বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইয়া বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসের কেবলমাত্র বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক যাঁহারা কায়মনোবাক্যকে মায়িক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছেন, তাহার প্রতিষেধার্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগৌরহরি-নির্দ্দিষ্ট অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবতের সারাংশ যে উদ্ধবগীতা তৎপ্রতিপাদিত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসকে যাঁহারা অনাদর করেন, তাঁহারা শ্রীগৌরহরি, শ্রীভাগবত অর্থাৎ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহারা কখনই রূপানুগ বা গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নহেন। উহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম-বার্ত্তানভিজ্ঞ বিদ্ধভক্ত বা অবৈষ্ণব নামে আশ্রমবর্ণাশ্রমীর পর্য্যায়ভুক্ত।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য

(ভক্ত শ্রীধর)

আমরা বহুপরিবর্তিতবশতঃ এই পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইতেছি। আমাদের নিত্যবসতি শ্রীবৈকুণ্ঠে—এই কথা ভুলিয়া এই দুঃখময় সংসারক্ষেত্রকেই আমাদের নিত্য বসতিস্থল বলিয়া ভ্রম হইতেছে। এই ভ্রম আমরা সহজে বুঝিতে সমর্থ হই না। এমন কি এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন আনন্দময় স্থানে আমাদের বাসস্থান আছে, ইহাও আমরা অবগত হইতে পারি না, যদি ভক্তবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্বক আমাদিগকে তাহার সন্ধান না দেন। এই সংসার হইতে পরিত্রাণের উপায় তাঁহারাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এ সকল কথা জগতের কেহই জানেন না। যিনি আমাদিগকে এই কথা জানান তিনি এই জগতের লোক নন। তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরজগৎ হইতে এই জগতে অবতীর্ণ হন।

সাধু ভক্তবৈষ্ণবগণই যে আমাদের পরম বন্ধু, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'সাধু' বলিতে যেন আমরা শুধু সাধুর বেশধারীকে লক্ষ্য না করি, পরন্তু যাঁহাকে দর্শন করিলে নিত্যই পারত্রিক মঙ্গল ভক্তিপথে যুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হন তিনিই সাধু। তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ। আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার এ জগতে আগমন। আমরা দেখিতে পাই যে—

যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

সাধু চারিপ্রকার ভক্তের মধ্যে চারিপ্রকার ভক্তই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং আমাদের মত দুর্ভাগাদেরও সেবায় নিযুক্ত করেন। এখানে 'সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য' বর্ণন করিতে গেলে প্রকৃত সাধু কে, সাধুর স্বভাব কি, সাধু কোথায় থাকেন, সাধু কি করেন, সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কি, প্রভৃতি জানা আবশ্যক। যদি আমরা সাধু না চিনি তবে প্রকৃত সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধুজ্ঞানে অপরাধ করিয়া ফেলিব। কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র নগণ্য জীব কি করিয়া সাধুকে এই অপ্রাকৃত ও জড় চক্ষু দ্বারা চিনিতে পারিবে? আমরা জানিয়াছি—

'সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥'

সুতরাং আমি বৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শুনিয়া প্রকৃত সাধুর লক্ষণ যাহা আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে জানিতে পারিয়াছি তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব। আমরা নিতান্ত বদ্ধ, আমাদের সাধু-অসাধু-জ্ঞান কিছুই নাই। সুতরাং সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধু বলিয়া অমঙ্গল বরণ করা স্বাভাবিক। এইজন্যই স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দর সাধুরূপে জগতে উদিত হইলেন। তিনি প্রেমে জগৎ ভাসাইয়া দিলেন।

জগৎ কখনও সাধুশূন্য হয় না। সকল সময়েই আমাদিগকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভক্তবৈষ্ণবগণ এ জগতে থাকেন। গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি জগতে ভগবান্ আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করেন। তিনি বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

উল্লিখিত ভগবদ্বাক্য দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, অধর্ম-নাশ, ধর্ম-স্থাপন ও সাধুদিগের রক্ষার জন্যই ভগবান্ এজগতে আসেন। আমাদের যদি সত্য সত্যই সাধু-সঙ্গলাভের ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হয় তবে চৈত্য-গুরুরূপে ভগবান্ আমাদিগকে প্রকৃত সাধুর সন্ধান দেন। তাই আমরা জানিতে পাই—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

সুতরাং সাধুসঙ্গলাভের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আমি সাধুসঙ্গ চাই কি না। আর যদি সৎ হইতে ইচ্ছা করি তবে সৎসঙ্গ আমার ভাগ্যে জুটিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। যে মায়াবদ্ধ জীব কখনও ভোগের আশায় আবার কখনও ত্যাগের ছলনায় জগতের চারিধারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের এই অশান্তিপূর্ণ দুঃখ ঘুচাইতে একমাত্র সাধুসঙ্গই সমর্থ। সাধুগণ যে উপদেশ আমাদের দিবেন সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে আমরা মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারিব। আমরা জানি—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত শাস্ত্রই আমাদিগকে জানাইতেছেন, সাধুসঙ্গ ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। ক্ষণেকের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ ঘটে তবে তাহার সংসার-বাসনা নষ্ট হইয়া যায় এবং সাধুসঙ্গে পরম প্রেম লাভ করিবার প্রবৃত্তি জাগে। সাধু যে কত বড় বস্তু তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, শুধু তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়। এহেন সাধুর পাদপদ্মে অপরাধ হইলে আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবগণের নিকট শুনিয়াছি—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরি-স্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥

ভগবানের নিকট অপরাধ করিলে ভগবান্ ক্ষমা করেন; কিন্তু সাধুর নিকট অপরাধী হইলে আর নিস্তার নাই। কারণ, সাধুই আমাদিগকে ভবপারে লইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবা দান করেন। সুতরাং তিনি অসন্তুষ্ট হইলে ভগবানও আমাদের প্রতি সদয় হন না।

'সাধুসঙ্গ' বলিতে যেন আমরা এই না বুঝি যে, সাধুর নিকটে অবস্থান বা সাধুর ন্যায় চলাফেরা ইত্যাদি। সাধুর কাছে বাস করিলেও সাধুসঙ্গ হয় না। তিনি সহজে আত্মপরিচয় দেন না। শাস্ত্র বলেন—

'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

সাধু আমাদের নিকট থাকিলেও তিনি যদি পরিচয় না দেন তবে আমরা জানিতে পারি না। আমরা শুনিয়াছি—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং
প্রীতিলক্ষণম্॥

সাধুর অনুসরণ, সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণই সাধুর সঙ্গ। সাধুর সহিত আদান-প্রদান, গুহ্যকথা বলা ও শ্রবণ করা, সাধুকে ভোজন করান ও নিজে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা এই ছয় প্রকারে সঙ্গ হয়।

যে ব্যক্তি নিতান্ত মূঢ় যাবতীয় সকলের নিকট পরাজিত সে যদি ঐকান্তিকভাবে সাধু-সঙ্গ করে তবে অনতিবিলম্বে ভাগ্যবানের পথে অগ্রসর হইতে পারে। সঙ্গ জিনিষটা অতি চমৎকার। সৎসঙ্গের লোক আত্ম-মঙ্গল বরণ করে, আবার অসৎলোকের সঙ্গে নরকের পথিক হইয়া থাকে। সুতরাং সাধুসঙ্গই জীবের একমাত্র পরমবস্তু ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ। স্পর্শমণি যেমন স্পর্শমাত্র নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করে, তদ্রূপ সাধুর এমনই অলৌকিক শক্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি বিমুখকে উন্মুখ করেন। অর্থাৎ যে ভগবদ্-ভজন করে না তাঁহাকে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করেন। আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি,—

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ"

বাস্তবিকই ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরা জন্মগ্রহণের পর যেরূপ সঙ্গ পাইব পরবর্তী জীবনও সেইরূপ হইয়া উঠিবে। বাল্যে যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয় পরবর্তী জীবনেও সাধুসঙ্গ-স্পৃহা উদিত হইবে। আর বাল্যে যেটা অভ্যাস হইবে পরবর্তী জীবনে তাহাই বলবতী হইয়া কার্য্য করিবে।

আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই এই দুস্তর ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায়। যখন সাধুগণ আমাদিগকে হরিভজনের উপদেশ দেন, তখন তাহা ত্যাগ করিলে কোন দিনই দুঃখ-কষ্ট হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য অপার। আমি সামান্যবুদ্ধি, তাহার কি বর্ণনা করিব? তবে নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গেরই একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করা যায় না। আবার সাধুসঙ্গ করিতে হইলে সাধুনিকটে বা মঠে বাস করিতে হইবে। যেখানে গৃহমেধিগণ স্ত্রীপুত্র লইয়া ভোগে ব্যস্ত থাকে তথায় অসৎসঙ্গে ভগবানের আরাধনা হয় না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিয়াছি যে, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

সুতরাং সংসারী ব্যক্তির নিকট থাকিলে হরিভজন হইবে না। সাধুর নিকট অবস্থান পূর্বক তদানুগত্যে হরিসেবা করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রভাবেই সকল অসুবিধা নষ্ট হইয়া নিত্যসেবানন্দ লাভ করা যাইবে।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য এত অধিক যে, জাগতিক কোন বস্তুর সহিত তাহার তুলনাই হয় না। আমরা শ্রীগুরুবাণীতে পাই যে—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

'মহৎ' বলিতে এস্থলে সাধু বা বৈষ্ণবকে নির্দেশ করিতেছে। নিজের চেষ্টায় ত' কোন দিনই সংসার মুক্ত হওয়াই যায় না, আর কৃষ্ণভক্তি ত' পরের কথা। সুতরাং এমন যে সাধু, যাঁহার সঙ্গপ্রভাবে হৃদয়ের সকল মলঃ দূরীভূত হয় সেই সাধুকৃপাই ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র উপায়। মানুষমাত্রই সঙ্গ চায়; একাকী থাকা তাহার নিকট অসহ্য বোধ হয়, তাহাতে আবার সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে অসৎ ব্যক্তির নিকটও প্রায় সকল সময়ই গমন করিতে হয়; এহেন অবস্থায় দুর্বল জীবের

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, চাকদহ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গৌর ভক্তিপ্রচারক "নদীয়া প্রকাশ" প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রুতি-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীগোপাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনগুঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীধরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ পাঁচাপা গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) ময়মনসিংহ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ গলিখাটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অবজার্ভেটরী হিল, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৪২নং ক্ষরিদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রজ্ঞানানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাড়ী,
পোঃ কোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিরাজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরপিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
সুবর্ণরেখা, পোঃ চিরুগোড়া, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবার্থী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক— শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৵
আতপ চাল	৫৷৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
বালাম নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন [illegible]	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲--৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

চিনির দর

চিনাইল, চাটগা	১০৷৵৹
খড়িপুর-১০০০ নং	১০৵৹
বাবুজোরা দানা	৯৷৹
কানপুর দানা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর দান	৭৷৵৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনি [illegible]	৩৪৷৹
সভরেণ	২২৲
চাঁদির বাট	৫৭৷৹

পাটের দর

আরবে—	৪০৷৹
মিডল—	৪০৷৹
উত্তম—	৪১৷৹
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵৹
[illegible] ঐ	৫৷৵৹—৫৷৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৷৹—৫৷৵৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এল)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৷৹—৪৷৵৹
আটা নং (৩)	৭৷৹—৭৷৵৹
[illegible]	১৷৵৹—১৷৹
চুনি	১৷৵৹—১৷৵৹

মুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৮৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	৫৷৹

জাব	৫৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বালা খাজা	৫১৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড় (গোল বা চৌকা)

মার্কা	৯৵৹—৯৷৹
ঐ যে মার্কা হাল্কা হন্দর	৮৲-৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েস্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েস্ট (বীম)	১০৷৵৹
খরগা (টি আয়রণ)	৮৷৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵৹—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট সীট।	৷৵৹
২৪ গেজ—	১৪৷৹
২৬ গেজ—	১৩৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৷৵৹
২৬ গেজ—	১৩৷৵৹
২৮ গেজ—	১৩৷৵৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ—	১৪৷৹

গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	৷৵১০—৷৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বার্বিড)	১০৲
মেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩৷৹—

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৬৷৹—৬৷৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷৹—১০৷৹

টিন পাতি, সোল্ডার, বসাতে ৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

কড ৮৷৹—১১৷৹

নুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

চটকলের হাপরণ ৫৵৹, পাটের হাপরণ ৬৷৹

তুলার হাপরণ ৩৷৹

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেদ সোনার কাইন	৫৪৲
[illegible] আবেদ কয়ক	৪০৲
করাচি মুরশিদ কাইন	৪৩৲
হাবাৰ্ক দানা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

মেদেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৩৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
শুট বরিশাল	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড কোং লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট [illegible], বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—শ্রীশ্রী—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

——:০:——

[illegible]

[illegible]

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

[illegible]

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—————

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible]

কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ [illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—————:(০):—————

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের ভক্তেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন এম-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

খিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

ভক্ত বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক-পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা ঢাকা সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়মণ্ডলপালক
শ্রীগৌরাঙ্গবৈষ্ণব-
সমাজাগ্রিম-সরোরুহ
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২১৫]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

প্রদেশগুলির মধ্যে আর্থিক সাহায্য

প্রাদেশিক শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রথম বৎসরেই সমস্ত প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের তহবিল হইতে সাহায্য দেওয়া হবে। ইনকাম ট্যাক্স হইতে যত টাকা আয় হইবে বলিয়া বজেটে ধরা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে যদি তত টাকা আয় হয় এবং বৎসর শেষ হইতে যে কমবেশ বাকী আছে, সেই কমবেশ রেলের আয় যদি গত বৎসরের সেই কমবেশের আয় অপেক্ষা কম না হয়, তবে স্যার অটো নিমেয়ারের নির্দ্দেশ অনুসারে এই বৎসর ভারত গবর্ণমেন্ট প্রদেশগুলির মধ্যে দেড় কোটি হইতে দুই কোটি টাকা বণ্টন করিতে পারিবেন।

প্রদেশগুলির মধ্যে যত টাকা বণ্টন করা যাইবে, স্যার অটো নিমেয়ার তাহা এই অনুপাতে বণ্টনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন :—

বাঙ্গালা—শতকরা ২৫ টাকা, বোম্বাই শতকরা ২০ টাকা, মাদ্রাজ শতকরা ২০ টাকা, যুক্তপ্রদেশ শতকরা ১৫ টাকা, পাঞ্জাব শতকরা ৮ টাকা, বিহার শতকরা ১০ টাকা, মধ্যপ্রদেশ শতকরা ৫ টাকা, আসাম, উড়িষ্যা ও সিন্ধু শতকরা ২ টাকা করিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শতকরা ১ টাকা।

—————

জাপান বোমাবর্ষণে সুচাও নগরী বিধ্বস্ত

জাপানীরা তিনদিক হইতে সুচাও-এর উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। সুচাওকে চীনের ভেনিস বলা হয়; কিন্তু তোপের গোলা ও বোমাবর্ষণের ফলে নগরটি প্রায় অর্দ্ধবিধ্বস্ত হইয়াছে।

ইহার পর চীনাদের আত্মরক্ষার লাইন হইবে, চীনের অন্যতম বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র উসি। এইস্থানে চীনাদের একটী দুর্ভেদ্য লাইন রহিয়াছে।

এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জাপানীদের পরবর্ত্তী লক্ষ্য হইবে নানকিং। কোন কোন বৈদেশিক পর্য্যবেক্ষক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, আগামী বড়দিন তক জাপানীরা নানকিং দখল করিতে পারিবে। রাজধানীর ভিতর ও বাহিরকার অবস্থান সুরক্ষিত করা হইতেছে।

—————

শত্রু সৈন্যকে বাধাদানের ব্যবস্থা

সাংহাই হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী কয়েকটা দিন চীনের পক্ষে গুরুতর সঙ্কট কাল। জাপানীদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা অপসরমান চীনাদের পিছু পিছু দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং চীনারা যাহাতে ঘাঁটি করিতে না পারে সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। যদি জাপানীরা ইহাতে সফলকাম হয় তবে নানকিং-এর ভাগ্য পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে।

কয়েকজন বিশিষ্ট চীনা রাজকর্ম্মচারী হংকং রওনা হইয়াছেন এবং কয়েকটি চীনা গবর্ণমেন্ট এজেন্সীও নানকিং হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সমরক্ষেত্রের প্রবেশ-নিরোধার্থ বোমাং পূর্ব্বনীতে কাঠকলক ও সুদৃঢ় বাঁধ যে প্রতিবন্ধক স্থাপন করা হইয়াছিল জাপানী সৈন্যরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

—————

নানকিং অভিমুখে অগ্রসর

জাপানীরা দ্রুত পূর্ব্বদিকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখান হইতে চীনা সৈন্যরা দ্রুত পশ্চিমমুখে সরিয়া যাইতেছে।

ইয়াংসি নদীর উপর দিয়া কাঠ ও শিকল দিয়া যে প্রাচীর রচনা করা হইয়াছে তাহা জাপানীরা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে হয়। পার্শ্ব আক্রমণের জন্য আরও সৈন্য প্রেরণ ও ইয়াংসি নদী দিয়া যুদ্ধজাহাজ লইয়া গিয়া নানকিং-এর উপর বোমাবর্ষণই জাপানীদের উদ্দেশ্য।

চীনা গবর্ণমেন্টের দৃঢ়তা

চীনারা দৃঢ় নানকিং রক্ষার আয়োজন করিতেছে; কিন্তু অনেক বিদেশী বলিতেছে যে, জাপানীরা বড়দিনের মধ্যেই নানকিং-এ আসিয়া যাইবে।

নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাপানীরা সুচাওতে সাত শতাধিক বোমাবর্ষণ করে। সহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। জাপানীরা ক্যান্টনের এ, তীর্থ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহা এইভাবে দূর করিয়াছে। নানকিং-এর টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের যোগাযোগে বাধা ঘটিয়াছে। গবর্ণমেন্ট যেমন করিয়াই হোক নানকিং রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প থাকিলেও লোকে আক্রমণ আশঙ্কায় সহর ত্যাগ করিতেছে। তাহারা দলে দলে নৌকায় ও বাসে চড়িয়া অন্যত্র গমন করিতেছে।

—————

পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ভীষণ ভূমিকম্প

গত ১৪ই নভেম্বর বেলা ৮টার সময় লাহোরে বেশ জোরে ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের সময় বর্ষার মত শব্দ শুনা গিয়াছিল। কম্পন প্রায় ২ মিনিটকাল স্থায়ী ছিল। কয়েকটি পুরান বাড়ীতে ফাটল ধরিয়াছে; ইহা ব্যতীত আর কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

জেনারেল পোষ্ট অফিসের বাড়ীর বারান্দা হইতে কয়েকখানা ইট নিচে পড়িয়া যায়। লোকজন সব বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

গত একমাসে লাহোরে ৪ বার ভূমিকম্প হইল এইবারের ভূমিকম্প এত জোরে হইয়াছে যে, ১৯০৫ সালের পর আর এমন কম্পন কখনও অনুভূত হয় নাই।

—————

১৮টী কাপড়ের কলের শ্রমিকদের কাজ বন্ধ

আমেদাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ধর্ম্মঘটের অবস্থা পুনঃ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। আজ ১৮টী মিলে ধর্ম্মঘট চলিয়াছে। প্রকাশ, যে সমস্ত শ্রমিকেরা কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে এবং ধর্ম্মঘটে যোগদিতে বাধ্য করা হইতেছে। আরও প্রকাশ, ধর্ম্মঘটকারীরা বড় বড় দল করিয়া যে সকল মিলে এখন কাজ চলিতেছে তাহার সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, গবর্ণমেন্ট আমেদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধর্ম্মঘটকারীদের শোভাযাত্রা ও সভা করা নিষেধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারীর ক্ষমতা দিতে পারেন।

—————

রাজসাহের মফস্বল হাকিম অপহৃত

গত ১২ই নভেম্বর রাজসাহের মফস্বল হাকিম মিঃ রেজোয়ান চাঁদ মীরকের উপর [illegible] অপহরণকারীদিগকে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী দল নিয়োজিত হইয়াছেন। [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবশ্য) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৷৹
১৮। বামন-আদর্শ ৷৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-দর্শনতত্ত্ব ৷৵৹
২২ ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। প্রাকৃত কেবল বাঙ্গ-ভাষ্য ৷৷৹
২৭। মুক্তিক-কা-অপগোরণঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) বাঁধা ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। অমৃতমুক্তাবলী বা নামাপরাধভঞ্জনী ৷৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵৹
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵৹
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵৹
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড অ্যানালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অদ্বয় জ্ঞান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৵৹
৮৪। শরণাগতি ৵৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫ শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পিত গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩৷৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি.এ. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী শ্রীপুর মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশ-বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিঃ সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
একগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শবর্ষ | ১ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ২১৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

(তারের সংবাদ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব অভূতপূর্ব্ব অনুষ্ঠানাবলীর সহিত বিপুল আয়োজনে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত উৎসবসমূহ অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষের এই উৎসবে ঢাকা নগরীর সকল হইতে এবং শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, আসাম প্রভৃতি দেশ হইতেও বহু ভক্ত ও বিশিষ্ট সজ্জন আসিয়া যোগদান করিয়া উৎসবটীকে বিশেষরূপে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। উষাকৈর্ত্তনীবিধন সমস্ত দিবারাত্রিব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইয়াছিল। বিরাট সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের আদর্শ জীবনী ও জীবমঙ্গলকর অমূল্য উপদেশাবলী কীর্ত্তন করেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁহার সম্বলিত ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জন্মচরিত-এর পাঠ করিয়া বিরাট জনতাকে উদ্দীপিত করেন।

উক্ত উৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠ হইতে এক বিপুল নগরসংকীর্ত্তনবাহিনী বহির্গত হইয়া সমস্ত সহরটীকে কীর্ত্তন-বন্যায় প্লাবিত করিয়া সর্ব্বত্র মহাশান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত-পালন

গত ৬ই নভেম্বর প্রাতে শ্রীশ্রীল জীবানন্দ প্রভুর সমাধি পরিক্রমা হয়। শ্রীগুরুবাস্তব গৃহ হইতে তাঁহার ব্রজে আগমন ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যপ্রভুর সহিত মিলন-প্রসঙ্গ শ্রীপাদ বনমালী ভক্তকমল প্রভু পাঠ করেন। পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া মানব কি প্রকারে অজাব, ভয় ও শোকজনিত দুঃখে আক্রান্ত হয় এবং কর্ম্মচক্রে আবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা বিস্তৃতভাবে সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সায়াহ্নে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মানবগণ যাবজ্জীবন যে-সমস্ত বিষয় চিন্তা করেন মৃত্যুকালে সেই চিন্তা হেতু পুনরাগমন করেন এবং ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীহরিসেবা করায় তাঁহাদের যে আর পুনরাগমন হয় না তাহা শাস্ত্রযুক্তি ও নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকা দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

গৌড়ীয়মিশন হইতে পাশ্চাত্য-প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৬ই অক্টোবর তারিখে গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান অবস্থার সমাধানের জন্য কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। ইতোমধ্যে লণ্ডন মঠের সভাপতি মহামান্য লর্ড জেটল্যাণ্ড মহোদয় গত ১৮ই অক্টোবর হইতে উক্ত মঠের সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ভোগারাত্রির ব্যাপারটি বাস্তবিকই পরম দর্শনীয় হইয়াছিল। অতঃপর রাত্রের বৃহৎ সাময়িক সভাধিবেশন এবং সমগ্র নিশুতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের প্রাণোন্মাদিনী কীর্ত্তন-পাঠকে মধুরতর করিয়াছিল।

সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী এবং শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার শিক্ষা ও অন্নকূটের সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এই উৎসবে আকৃষ্ট হইয়া বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম প্রদত্ত হইল।—রায় বাহাদুর মনোমোহন নিয়োগী (অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ্), রায় বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, (ডিভিসনাল ইনস্পেক্টর), রায় বাহাদুর এম্, এন্, মিত্র, প্রফেসর, পি,বি, কাপাকর, প্রফেসর দেবেন্দ্রকিশোর দত্ত, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুত সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট নাগ এম্ এ, বি-এল এবং শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র নাগ প্রভৃতি।

ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে গৌরলীলা কীর্ত্তন

গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে ম্যাজিক লণ্ঠনের দ্বারা গৌরলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা অনেক হইয়াছিল। গৌরলীলার প্রারম্ভে সূচনারূপে বৈষ্ণবের চিত্রাবলীর চারি-সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কীর্ত্তিত হয় এবং শ্রীচৈতন্যলীলার প্রচার বিষয়ে শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের কার্য্য বর্ণিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রের অল্প কয়েকটী মাত্র দৃশ্য দেখান হইয়াছিল। অধিক রাত্রিতে সভা ভঙ্গ হয়।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই. "সাধন"—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১কেশব, বিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

জগৎ

অচিৎ বৈচিত্র্যের নাম জগৎ। চিদ্বাসে যেরূপ চিদ্বৈচিত্র্যহেতু নিত্য নব-নবায়মান সেবা-বৈভব প্রকটিত আছে, তদ্রূপ সেই চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই অচিৎ জগতে নানাপ্রকার ভোগ-বৈভব প্রকাশিত রহিয়াছে। এই অচিদ্বৈচিত্র্য ভোগবৈভবে পরিপূর্ণ। জগৎ সেবাবিমুখ জীবের দণ্ডপ্রদান করিবার কারাগারস্বরূপ। এইস্থানে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যাদি অনন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব বাস করিতেছে। বৃক্ষলতা, পর্ব্বত ইহারা চেতন হইলেও আচ্ছাদিত চেতন জড়প্রায় হইয়া এই জগতে অনন্ত ভোগবৈভবের বিচিত্রতার এক একটি অঙ্গস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারই নাম জগৎ।

আবার এই জগতের মধ্যে মনুষ্যনামী একপ্রকার প্রাণী বুদ্ধি ও বিবেকবলে অন্যান্য প্রাণীকে পরাভূত করিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। তাহারা তাহাদের বুদ্ধিবলে অচিদ্বৈচিত্র্যকে নানাভাবে তাহাদের উপযোগী ভোগ-সম্ভাররূপে পরিণত করিয়া শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনাদির সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভোগের সুবিধার জন্য সমজাতীয় ব্যক্তি ও ভোগোপকরণ—প্রাণী ও বস্তুর সহিত একত্র বাস করিয়া সমাজ গঠন করিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র যে যে স্থানে মনুষ্য বাস করিতেছে সেই সেই স্থানেই একরূপে সমাজ-সংঘ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই সংসার দুর্গের জীবকুল বহির্ম্মুখ; বহির্ম্মুখতা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। এই বহির্ম্মুখতা একদিনের নহে, অনাদিকাল হইতে তাহাদের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা কখনও উন্মুখ হইবার অবসর পায় নাই। সুতরাং এইসব বহির্ম্মুখ অনন্ত জীব ও মনুষ্য লইয়াই জগৎ এবং সমাজের গঠন হইয়াছে।

পরম কারুণিক ভগবান্ এই অনাদি-বহির্ম্মুখ সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবকুলকে এইভাবে কৃপা করিতেছেন। যাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ, আচ্ছাদিত চেতন, কর্ম্মজড় বা ভোগজড় তাহাদিগকে তাঁহার মায়া-শক্তির দ্বারা কপট-কৃপা আর যাহারা কিঞ্চিন্মুখ অর্থাৎ মুকুলিত তাহাদিগকে স্বয়ং নিষ্কপট বা সাক্ষাৎ কৃপা করিতেছেন।

জীবকুলকে কৃপা করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হন বা কখনও তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আমরা বিপরীত বুঝিয়া তাঁহার কৃপাকে অকৃপা বলিয়া মনে করি। নির্ব্বোধ সাধুগণকে "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" —এই ন্যায়ানুসারে আপনাদের ন্যায় মৎসর বলিয়া ধারণা করি, তাই জগতে ভগবান্ ও শুদ্ধভক্তের প্রতি মৎসরতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ব্যাপারটি আমরা সত্যযুগ হইতে লক্ষ্য করি। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ কিন্তু জগতের নিয়ম সর্ব্বকালেই একরূপ। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের স্বভাব সর্ব্বকালেই এক প্রকার। তাই সত্যযুগেও দেখিতে পাওয়া যায়, হিরণ্যকশিপু নির্ম্মৎসর প্রহ্লাদের প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পুত্র, পরম আদরের বস্তু। তাহার উপর আবার একটী কোমলমতি বালক মাত্র। তিনি পিতার নিকট রাজ্য চান নাই, ঐশ্বর্য্য চান নাই কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য আবদার করেন নাই। প্রহ্লাদের একমাত্র দোষ তিনি নিজে হরিভজন করেন ও অপরকে হরিভজন শিক্ষা দেন। পিতা রাজনীতিকুশল, কল্যাণপুষ্ট, সাহিত্যসেবী, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, প্রহ্লাদকে কৃষ্ণভজন ছাড়াইয়া অচিদ্বৈচিত্র্য বা ভোগ-বৈভবে লুব্ধ করিবার জন্য বহু ও অনর্থের দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ জগতের চিন্তাস্রোতে, সমাজের গড্ডালিকাপ্রবাহে বাহিত হইতে চান নাই, তাই হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ ও বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিরণ্যকশিপু সামাজিক ও জাগতিক হিসাবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও, তপস্যাশীল ব্রহ্মাদি দেবতার আরাধনাতৎপর থাকিলেও, আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্যাদি গৌরবে গৌরবান্বিত হইলেও অন্তরে ভগবদ্বিরোধী। তাই, তাঁহার ভগবদ্বিরোধ-ভাবটী ভক্তের উপর প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভগবদ্বিদ্বেষরূপ ব্যাপারটী অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আমাদের অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে কতরূপভাবে যে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা ভগবদুন্মুখ, আমরা আস্তিক,—আমাদিগকে কেহ নাস্তিক বলিলে আমরা ঐ ব্যক্তিকে হনন করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়া থাকি। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার অন্তর খুঁজিয়া দেখিলে আমার মধ্যে একটুও আস্তিকতার গন্ধ নাই। কপট মায়া আমাকে ছলনা করিয়া আমার অন্তরের ভাবটী আমাকে বুঝিতে দিতেছে না। তাহা আমরা ধরিতে পারি না।

ভগবান্‌কে আমরা জন্মমরণশীল বস্তু মনে করি, ভগবানের দেহ-দেহীতে ভেদ করি, ভগবানকে ইতিহাস বর্ণনের কোন নায়ক বিশেষ মনে করিয়া থাকি। ভগবানের কার্য্য-কলাপ আমার ভোগের প্রতিকূল বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকি, কখনও বা বিষয়ত্বে শ্রীভগবানের আচরণগুলি আমার ভোগসাধনের অনুকূল বলিয়া উঁহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের আচরণে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।

আমাদের ধারণা শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে কোন একটী সময়ে কোন একটী জন্মমরণশীল ব্যক্তির ঘরে জন্মিয়াছিলেন। কিছুকাল আমাদেরই ন্যায় বাল্যলীলা করিয়া পরে কোনও কারণবশতঃ এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করে, শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা যখন—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

—তখন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-সমূহ আমাদেরও নিশ্চয়ই অনুকরণীয়। যশোদা ও নন্দ যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য এত মমতা ও পুত্রস্নেহাধিক্য দেখাইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতাপিতার প্রতি এত আসক্ত ছিলেন তখন আমরাও মাতাপিতা হইয়া পুত্রের প্রতি কেন না আসক্ত হইব, পুত্রগণও আমাদের প্রতি কেনই বা না আসক্ত হইবে? শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র যখন পত্নীর জন্য এত ব্যাকুলতা দেখাইয়াছিলেন তখন আমরাও আমাদের পত্নীর প্রতি সেইরূপ মোহ দেখাইব। রামচন্দ্রের সীতার প্রতি আসক্তি ও সীতাদেবীর রামচন্দ্রের প্রতি আসক্তি আমাদেরও পতি-পত্নীর আদর্শ হইবে। অথবা অধোক্ষজ ভগবানের লীলাকে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল ছাঁচে ফেলিয়া সাহিত্য ও কাব্য রচনা করিব। ভোগোন্মুখ জগৎ ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভোগানন্দবর্দ্ধনকারী উচ্ছৃঙ্খল মনোধর্ম্মকে এইরূপেই সহজে বরণ করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখনও বহির্ম্মুখ-জগতের অবস্থা এইরূপই ছিল। তখনও নৈয়ায়িক, দার্শনিক, তথাকথিত ধার্ম্মিক, সাহিত্যিক, সামাজিকগণের অসদ্ভাব ছিল না।

"বিদ্যার বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভাবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করয়ে ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল॥
কৃষ্ণকথা ভক্তিবিনা নাহি যেন জন।
আপনি ভক্ত সবে করয়ে কীর্ত্তন॥
দুঃখ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করয়ে ক্রন্দন॥
* * *
কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্র আশ।
সকল পাষণ্ডী মিলি বৈষ্ণবেরে হাস॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য়)

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে নহে—সর্ব্ব সময়েই বহির্ম্মুখ জগতে ঐ চিরন্তন প্রথা। কেবল সময়ে সময়ে ভগবান্ ও

ভাগবতগণ জীবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। জগৎ বা বহির্ম্মুখ সমাজ ভক্তভাগবত কথা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই বিমুখ; ইহা তাহাদের মায়া-বাধিত স্বভাবোথ দুর্দ্দিব। দেবতা-পূজা, পুত্র কন্যা-বিবাহ, নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, চপ, টপ্পা, নাটক প্রভৃতিতে তাহারা ব্যাপৃত। চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যগণের উদরভরণের জন্য প্রাকৃত-বাচক গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায়—"শ্রোতার সহিত যমপাশে ডু'বি মরে" প্রভৃতি ব্যাপার বহির্ম্মুখ-জগতে নিত্যকালই বাচকের বাণিজ্য যুক্ত হইয়াছে।

বহির্ম্মুখ সমাজ শ্রীল রূপপাদের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' শ্লোককে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা মনে করেন, ভক্তি ও অভক্তি, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে সমপর্য্যায়ে দর্শনকারী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদকে বহুমানন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মোন্মত্ত ও জ্ঞানোন্মত্ত সমাজের প্রায় ব্যক্তির কাছে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' শ্লোকের আদর না থাকিয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদের এত আদর কেন? আমাদের মনে হয়, ভক্তবহির্ম্মুখতাই তাহার একমাত্র কারণ। বর্ত্তমানে মায়া বা মনোধর্ম্মই আমাদের ধর্ম্মের উপদেষ্টা। মনোধর্ম্ম যাহা আমাদের হৃদয়-তর্পণের অনুকূল বলিয়া আমাকে নির্দ্দেশ করিবে, সেই পথ তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করি এবং আমার মনোধর্ম্মানুযায়ী 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—এই শ্লোকের অর্থ করিয়া আমার মনোধর্ম্মকে সমর্থন করিয়া থাকি। বর্ত্তমান সাহিত্য কাব্যাদি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তন্মধ্যে প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত ভাবাবেশ, প্রাকৃত চেষ্টায় অপ্রাকৃতের বা রূপে ভোগপ্রবৃত্তি বিরাজিত।

উহাতে কৃষ্ণনামাক্ষরের ছড়াছড়ি আছে, কৃষ্ণলীলার (?) কথাগুলি আছে, কিন্তু উহা কৃষ্ণ হইতে বহু দূরে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বঙ্গদেশীয় কবি ও স্বরূপ দামোদরের উপদেশ-প্রসঙ্গে উহার আভাস আমরা দেখিতে পাই।

কপটতা ও শঠতাই বহির্ম্মুখ-সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যিনি যত কপট হইতে পারিবেন, যিনি যত শঠতায় হইতে পারিবেন, যিনি যত তাহাদের ঘরে চুরি করিতে পারিবেন, যিনি যত কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে ভোগের উপকরণ করিবেন, তিনি তত ধার্ম্মিক, তিনি তত বড় ভক্ত, তিনি তত লোকপ্রিয়, তিনি তত উদার—মহান্ সমন্বয়বাদিক।

বহির্ম্মুখ জগতে মায়াবাদিগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; একপ্রকার নীতিপরায়ণ ও আর একপ্রকার নীতিবিমুখ। এই উভয় প্রকার লোক বহির্ম্মুখ জগতের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। ভক্তভাগবতগণ এই উভয় শ্রেণীকেই ভক্তবহির্ম্মুখ বলিয়া জানেন। বহু সুকৃতি না থাকিলে এই সব কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উপযুক্ত কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩)

এই কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন যাঁহারা, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, বহির্ম্মুখ-সমাজ ভক্তভক্তি ছাড়া বাকী সকলই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তভক্তি ব্যতীত বাকী যাহা কিছু তাহারই নাম মায়া। এক বাদ দিয়া অঙ্ক লিখিলে দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটি যাহা কিছু সবই শূন্য। আমরা সেই শূন্যের পূজাই করিতে চাই। তাহাতেই আমাদের স্বাভাবিক রুচি। তাই ভক্তভাগবত গ্রাহক অতি কম। মনোধর্ম্মের গ্রাহক বাকী সকলেই। এই দোষেই একদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে হৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, ভগবান ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দণ্ড দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আপনের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণব যোগ আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণ মাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি ২)

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা সমাপনের কিছুকাল পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্যের মুখে প্রহেলিকার মধ্য দিয়া সেই কথাই জানিতে পাই—

"হাটে না বিকায় —চাউল"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ)

অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ ভাগবত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিকথা প্রচার করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন কিন্তু বহির্ম্মুখ-সমাজে ঐ প্রেম-কথা আর বিকাইল না। ভক্তিকথার গ্রাহক চিরকালই খুব কম। নীতিবাদ, ছলভক্তি, বিদ্ধা ভক্তি, অন্যাভিলাষ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ, লোকের মনোধর্ম্ম ও হৃদয়তর্পণের অনুকূল বলিয়া জগতের সকল লোকের নিকট আদৃত।

চয়ন

ANNAKUT CELEBRATIONS AT MADHWA GAUDIYA MATH

MENU OF 900 DISHES

(The East Bengal Times, Saturday, November 6, 1937)

Dacca is practically a city of Vaisnavas, and Annakut has been celebrated here for centuries. But the scale on which it was solemnised at the Sri Madhwa Gaudiya Math on the 3rd instant was indeed unique in the annals of the city. That was the occasion for Govardhan puja and the spiritual ideal behind it lent an additional sanctity and charm to the whole affair.

There were altogether nine hundred varieties of holy food and the manner in which these were arranged could not but profoundly appeal to the aesthetic sense even of thousands men and women professing different faiths,—who thronged on the occasion.

The Bhog-arati held at mid-day, was really ecstatic, the soft glow of the October-sun and the dreamy silence of noontide provided an ideal setting to the soulful kirtansongs led by Tridandi Swami Srimat Jajabar Maharaj.

In the evening, a meeting was held under the presidency of Tridandi Swami Srimat Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Pandit Srimat Bhakti Saurav Bhakti Maitraya Bhaktisastri and Srimat Jajabar Maharaj most clearly and lucidly explained the experience and the inner meaning of Gobardhanpuja.

The ceremony attracted a large number of Bhaktas from far and near. Among those noticed in the congregation were Rai Bahadur Manamohan Neogi, Retired Sessions Judge, Messrs Arun Chandra Nag, Supati Ranjan Nag, M. A. B. L., Rai Bahadur Kshitish Chandra Rai M. A. Divisional Inspector of Schools, Rai Bahadur S. M. Mitra, Prof. P. B. Jularkar, Prof. Hemendra Kishore Dutt and Sri Sahajananda Vidyanidhi. Prasad was served to all without discrimination.

GAUR LEELA THROUGH LANTERN LECTURES

A very interesting function took place at the Math on the 4th instant when 'Gaurleela' was shown by means of lantern slides. There was a full gathering. 'Gaurleela' was prefaced with a short account of the rise of four schools of Vaishnav thought and part played by the Sri Madhva Gaudiya Math in the revival of the Chaitanya cult. Only certain phases of the career of Sriman Mahaprabhu could be shown. The congregation dispersed late at night.

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অন্নকূট মহোৎসব

৯০০ শত প্রকার ভোগোপকরণ

ঢাকা নগর এক প্রকার বৈষ্ণবগণেরই স্থান এবং এখানে শতাব্দি ধরিয়া অন্নকূট মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু গত ৩রা তারিখে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব যেরূপ সুচারুরূপে ও বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা এই নগরীর ইতিহাসে বিরল। ঐদিন শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার দিন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-ব্যপদেশে উহাতে যে পারমার্থিক আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ও মধুরতা স্থাপিত হইয়াছে।

ঐ উৎসবে ৯০০ শত প্রকারের ভগবদ্‌ভোগ্য নৈবেদ্য প্রদত্ত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন চিন্তাস্রোতের সহস্র সহস্র নরনারী ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সুন্দররূপে সজ্জিত নৈবেদ্য সকল তাঁহাদের চিত্তকে সত্যই আকৃষ্ট করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরাবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপীকা আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং প্রাক্তিপ্রচারকের 'নদীয়া প্রকাশ'-যন্ত্রাগার আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতচতুষ্টয়-প্রচার-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুভকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীএকেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫২নং কাবিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনাট্টি

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ক্ষিদক্তি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরুলহড়া, পোঃ চিরুহড়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদর্ষি অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০৷৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিসাধন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীবনমালি ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
খাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাঁকতুলসী	৬৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৸০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

[illegible], টাউন	১০৷৵০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাদ্রাজী সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
পাঞ্জাব	১৪৵০—১৪৸০
ভূষি	১৮৵০—১৪৷৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
বাগুড়ী	৫৭৲
কৃষ্ণনগর	৫০৲
নদী	৪৩৲
[illegible]	৪৬৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাকী	৯৵০—৯৸৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০॥০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৷৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ ঘটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	৷৵১০—৮৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, পেরেক	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১৷০
স্ক্রুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲
চটকলের হালদা ৪৵০, পাটের হালদা ৬৷০	
তুলার হালদা ৪৷০	

লবণের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আডেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিভার আডেন কর্কচ	৪০৲
করাচি যুরসিং ফাইন	৪৩৲
হামার্গ [illegible]	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতন সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
শুঁঠ বরিশাল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃঃ০ঃঃ

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধুচরিত্র ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও পেন্সিলবাবত প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে অন্ততঃ ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পোঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১৪

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৮
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরেরই অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় একমাত্র জ্বর কাটিতে অতীব আবশ্যক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সাধক কি না। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির আভ্যন্তর জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সরবিদ্যালিতিতিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০০০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যা। ভিন্ন কথা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬শত অধ্যায়ে প্রায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন কৃষ্ণনগর
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ'—শ্রীমায়াপুর
শ্রীগৌরাবির্ভাবপীঠ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
শ্রীধামপ্রচারিণী সভা
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২১৬]

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০১)০)—

মাদ্রাজে প্রবল বারিবর্ষণ

মাদ্রাজে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে। ১৬ই নভেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দিন ধরিয়া প্রায় সকাল হইতে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ইহার ফলে শহরের প্রায় সর্ব্বত্র নিম্নস্থান জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। সুতরাং শত শত নরনারী ও বালকবালিকা আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে।

অন্তঃপ্রদেশ হইতে বিশেষতঃ ত্রিচিনপল্লী, কুম্ভকোণম, মেলুর, তাঞ্জোর ও অন্যান্য স্থান হইতে ভীষণ ক্ষতির সংবাদ আসিতেছে। ঐ সকল স্থানে রেলওয়ে লাইন সেতু এবং ইক্ষু কার্পাস ও অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রসমূহ জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বারবন পাথর ভিরুকোলার নিকটবর্ত্তী স্টেশনে বন্যা দেখা দিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত ট্রেন-পথ স্থানে স্থানে অবরুদ্ধ হইয়া আছে। রেলওয়ে ও ডাকের মাধ্যমে প্রবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি মাদ্রাজ নগরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, বরং আকস্মাৎ উহাদের প্রভূত ক্ষতি হয়। ঐ দিবস পর্য্যন্তও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের কোনরূপ লক্ষণই দেখা যায় নাই।

প্লাবনের রেল লাইনের ক্ষতি

মাদ্রাজের পানরুটি এস, আই, রেলওয়ের ডিভিসন্যাল ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানাইয়াছেন :—

প্রবল বন্যার ফলে নিম্নোক্ত স্থানে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে :—

, মায়াবরম ও পানরুটি, তরকাপেটা কুম্ভকোণমের এস, টি, পোর্টোনোভো ও ত্রিচির মধ্যবর্ত্তী মেইন লাইন এবং কাম্বা ধনাম ও ভিরুভেন্নাইনল্লুর রোডের মধ্যবর্ত্তী ভিল্লুপুরম—ত্রিচিনপল্লী কর্ড লাইন এবং তাঞ্জোর ও তাঞ্জাবুরের মধ্যবর্ত্তী ভিল্লুপুরম কাটপাডি বিভাগ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে গাড়ী চলা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ট্রেন সার্ভিস স্থানান্তরিত হইয়াছে।

জাপানী সমর বিভাগের পুনর্গঠন

জাপানের মন্ত্রিসভায় স্থির হইয়াছে যে, যুদ্ধত সৈন্যদল, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী পরিচালনের জন্য সম্রাটের নেতৃত্বে একটি সমরপরিষদ গঠিত হইবে। সমরসচিব এবং নৌবিভাগ ও সৈন্য বিভাগের মন্ত্রীরা ঐ পরিষদের সদস্য হইবেন।

এলাহাবাদে ছাত্র-চাঞ্চল্য

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, একটি স্থানীয় স্কুলের তিন শত ছাত্র বেতন দিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। ঐ স্কুলের ছাত্রদিগকে মাসিক বেতনের সঙ্গে স্বাস্থ্যনির্মাণ এবং 'দরিদ্র' ভাণ্ডারেও মাসিক চাঁদা দিতে হয়। ছাত্রেরা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলে যে, ঐ সকল ভাণ্ডারের বাবদ চাঁদা ধার্য করা উচিত নহে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঐ ভাণ্ডারের অর্থ হইতে গৃহনির্মাণ এবং মেরামত করিয়া থাকেন। ছাত্রেরা গবর্ণমেণ্টের ধার্য বেতন দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাহারা ঐ সকল চাঁদা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রিটিশ সৈন্যদলকে আক্রমণ

তিন দল ব্রিটিশ সৈন্য রজমাক হইতে এবং পুলিশ দলের সাহায্যে আরব বিদ্রোহীদের একটি বড় দলের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা সাফেদের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে আত্মগোপন করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। গোলাবর্ষণের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই বিদ্রোহী দলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিদ্রোহীদের সন্ধান

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, সাফেদের নিকটবর্ত্তী স্থানে দস্যুদলের উপর আক্রমণের ফলে তিনজন দস্যু নিহত হইয়াছে এবং একজন সৈনিক সামান্যরূপ জখম হইয়াছে।

জেরুজালেমে গুরুতর অবস্থা

সহরটি প্রকৃতপক্ষে আরব ও ইহুদী এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক পক্ষ অপর পক্ষের অঞ্চলে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দুই চার জন আরব কোন কারণে ইহুদীদের মহল্লায় যাইবার সময় তাহাদের পাগড়ী লুকাইয়া রাখে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী মোতায়েন হইয়াছে।

সাঁজোয়া গাড়ীসমূহ মেশিন গান লইয়া অবিরত টহল দিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত সরকারী গৃহাদি রক্ষা করিবার জন্য প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে।

আমেদাবাদ ও শোলাপুরে

১৪৪ ধারা জারী

আমেদাবাদ হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ধর্মঘটের অবস্থা ক্রমে জটিল আকার ধারণ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত মোট ২৯টি কলে ধর্মঘট বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ৭ হাজার শ্রমিক কলের শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দিয়াছে এবং ইহার ফলে প্রায় ২০ হাজার লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। কার্য্যে যোগদানেচ্ছু লোকদিগকে ভীতি প্রদর্শন সমভাবেই চলিতেছে। ইহার ফলেই ধর্মঘট এত অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিছুদিনের জন্য একটা অঞ্চলে সভাসমিতি করা ও শোভাযাত্রা বাহির করা নিষিদ্ধ করিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারানুসারে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। আমেদাবাদে আরও পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে।

শোলাপুরে

আরও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া ও ধর্মঘটকারীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধিত ধ্বংসমূলক প্রচার কার্য্যের কথা বিবেচনা করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ধর্মঘটকারীদের অতি-অনুমতি ব্যতীত নিকটে সভা ও শোভাযাত্রা নিষেধ করিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারী করিয়াছেন। এই নোটিশ দুইমাস বলবৎ থাকিবে।

ইতালীয় ফলত্যাগী সৈন্যের মধ্যে দাঙ্গা

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ গত ১৩ই নভেম্বর টালাভেরা ক্যাম্পে দলত্যাগী ইতালীয় ও ইরিত্রিয়ান দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে একটি দাঙ্গা হইয়াছে। "কিংস আফ্রিকান রাইফেল্‌স" সৈন্য বাহিনীর রক্ষীগণ গুলী করিতে বাধ্য হয়। ফলে দুইজন দাঙ্গাকারী হত ও ২১জন আহত হয়। কিংস আফ্রিকান রাইফেল্‌স বাহিনীর ১০জন সৈন্যও আহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে একটি খাবার বিবাদের ফলেই দাঙ্গা হয়। তাহারা অবশ্য সকলেই নিরস্ত্র ছিল। সৈন্যরা দুইজন ইতালীয়, ইরিত্রিয়ান ...
১৭ন আহত ...

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ গা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (প্রথম) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-সাধনতত্ত্ব ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। প্রচার কেবল বাক্য-ভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমালিকা গৌরগণোদ্দেশ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও অক্ষিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবৎ ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আন্‌য়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩ গীতাবলী ৴০
৮৪ শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -তিন্নেভেল্লীর একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীশ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত, বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্ত-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ জগদ্গুরুর
পাঠ ও বহু মানুষের জন্য
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিশুদ্ধ বর্ণসূচী ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শবর্ষ { ২ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ৪ঠা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২০শে নভেম্বর ইং ১৯৩৭, শনিবার } ২১৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত-পর্ব্ব

৭ই নভেম্বর প্রাতে 'কালীদহ ঘাট' পরিক্রমা হয়। সেই ঘাটে বিশ্রামান্তে শ্রীপাদ মাধবাচার্য্য ব্রহ্মচারীজী শ্রীধাম-পরিক্রমায় যে মানবগণের পদের সার্থকতা, শ্রীহরিকথা শ্রবণ কর্ণের সার্থকতা এবং ভগবান্‌ ও ভক্তকে দণ্ডবৎ-প্রণতিতে যে মস্তকের সার্থকতা তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বহু শ্লোকের দ্বারা বুঝাইয়া দেন। ঐ ঐ ইন্দ্রিয় যদি শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত না হয় তবে পদ বৃথাভ্রমণ, কর্ণ ছিদ্র সম এবং মস্তক ভার মাত্র হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, যদি পরিক্রমার সময় সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা আলোচনা করেন তবেই দূর দূরদেশ হইতে পরিক্রমায় যোগদানের কষ্ট স্বীকার সাফল্য মণ্ডিত হইবে। পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর বিরহোৎসব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

দ্বারা মহামহোৎসবের বার্ত্তা প্রচারিত হয়। শ্রীমঠের চতুর্দ্দিক নানাবিধ বস্ত্র, কদলীবৃক্ষ, মঙ্গলঘট প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে অহোরাত্র নানা প্রকার মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইতেছিল। ঢাক ও পাঞ্জাবী বাদ্যসমূহের ঐকতানে সর্ব্বোপরি সঙ্কীর্ত্তনের কোলাহলে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা মুখরিত ছিল। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে প্রসাদ-সন্মানার্থী জনস্রোত বিপুলভাবে আগমন করিতে থাকে। ক্রমে ইহা জনসমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া সুবৃহৎ মঠপ্রাঙ্গণ, সুবিস্তৃত নাটমন্দির, সুদীর্ঘ সেবকগৃহ ও বিভিন্ন সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত হয়। ঢাকাবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণ তথা অপর সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অম্বুর প্রবাহের মত প্রায় সন্ধ্যার পর্য্যন্ত আগমন করিতে থাকেন। অপরাহ্ণে এমন কি রাত্রিকালেও কাঙ্গালিগণকে হরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতেছিল। সকলের মুখে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের জয়ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল কম্পিত ও পাষণ্ডগণের হৃদয় বিদারিত করিতেছিল। ঢাকার গৌড়ীয়মঠের মাননীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শ্যামাকুমার সুর বি-এ মহাশয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসবের খাদ্যদ্রব্য-ভোজনাদিকার্য্য ও অন্যান্য সেবাকার্য্যের জন্য নানাভাবে সাহায্য ও বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। মাননীয় সেক্রেটারী মহোদয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, বাবলার প্রবীণ জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, শ্রীযুক্ত নৃপতিরঞ্জন নাগ, এম্‌-এ, বি-এল্‌, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহ বণিক্য প্রভৃতি সজ্জনগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত এরূপ বিরাট উৎসব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ও অপূর্ব্বতার। যদিও মৎসরগণের দু' একজন ভাড়াটিয়া লোক শুনা যায় কলিকাতা হইতে নানা প্রকার মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের জন্য ঢাকায় সংবাদ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের অপূর্ব্ব প্রভাব ও তাঁহার বৈষ্ণব-সেবায় ঐকান্তিকতা ও অপূর্ব্ব প্রচারপটুতা এবং মঠসেবকবৃন্দের সেবাচেষ্টায় একটি মৎসরগণের অন্তর্দ্দাহ ও দুষ্প্রচার বুঝিতে পারিয়াছেন।

শ্রীপাদ সুন্দর মহারাজ, শ্রীপাদ মাধব মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু, শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু, শ্রীপাদ নিতাই দাস প্রভৃতি প্রচারকগণের আচার্য্যানুগত্যে হরিকীর্ত্তন-প্রচারে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' এই প্রসিদ্ধ বাক্যের মত পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রধান নগরী শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে।

মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু মহোৎসবের সুশৃঙ্খলতা বিধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয়। শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভুর ন্যায় অক্লান্তপরিশ্রমী সেবাব্রত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে প্রাণপণে নিযুক্ত থাকায় মহোৎসবটি সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ-বাসী, নারায়ণগঞ্জ-বাসী, চট্টগ্রামবাসী, শ্রীহট্টবাসী, আসামবাসী, পূর্ববঙ্গবাসী গৃহস্থ ভক্তগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া ও নানা ভাবে এই উৎসবের সহায়তা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও গৌড়ীয়মঠের পরিচালক-সমিতির আশীর্ব্বাদ ও শুভবার্ত্তা লইয়াছেন। মায়াপুর-নিবাসী শ্রীপাদ উদ্ধবদাস প্রভু মহোৎসবের নানাপ্রকার উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক সেবক অকপটে সমস্ত প্রাণ দিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সজ্জনসুহৃৎ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দে ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দে ভক্তিবিনোদ, ঢাকা নিউটাউন্‌সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-কুমার সুর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিকমল, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়ানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিরঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন বণিক, তাঁহার শ্রীযুক্ত বংশীমোহন ঘোষ প্রভৃতি সজ্জনগণ অকুণ্ঠভাবে এই উৎসবে সেবাকার্য্য করিয়াছেন।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ কেশব, অবস্থ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

——::(০)::——

যাঁহারা অতি দুস্তর সংসার-সিন্ধুতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের একমুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি নাই। তাঁহারা এমনি ফাঁপরে পড়িয়াছেন যে, শ্বাস ফেলিয়া আর শ্বাস লইতে পারেন না। ভগবানের লীলাকথা-রসধারা নিজের কর্ণপুটে পান করা ব্যতীত দুস্তর সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য পন্থা নাই। ভগবৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

এখন আমাদের uphill work করিতে হইতেছে। বাহ্য্ দী প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে নাস্তিক্যের আকর্ষণ করিতেছে। ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী আমাদিগকে হরিসেবা হইতে ছুটি করাইবার জন্য কাঁদিতেছে।

ব্রাহ্মণেতর বিচারের প্রাবল্যে লোক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়। ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি এবং শূদ্রনীতি সকলই ব্রহ্মনীতির অধীন। প্রকৃত ব্রাহ্মণের বিচার গ্রহণীয়। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার উপরের অবস্থা। বর্ত্তমানে কলি কলি; তাই সর্ব্বত্র শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন তথাই যেন তথাকথিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। লোক শূদ্র থাকিয়াই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিবে নীচ ও অধার্ম্মিক থাকিয়া উচ্চের আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবে।

যথার্থ সাধু ও ভক্ত এক নহে। নায়কের সাজ নেওয়া আর যথার্থ নায়কের অনুসরণ করা এক কথা নহে, পূতনাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ দেখাইয়া স্তন পান করাইতে গিয়াছিল। কৃষ্ণ তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

, যদিও বৈষ্ণব ও বিষ্ণু ইহ জগতে অবতীর্ণ হইলে অজ্ঞ সাধারণের নিকট মনুষ্যের ন্যায় প্রতিভাত হন, তথাপি তাঁহারা কদাপি মানব নহেন। বিষ্ণুর অবতার বামনদেবকে dwarf মনে করা উচিত নয়।

যাঁহারা শুষ্ক যুক্তি ও তর্কের মোহে আচ্ছন্ন, তাঁহারা বাস্তব সত্যের সন্ধান পান না। তর্কধারা তার্কিকগণ পরস্পরকে পরাস্ত করিতে পারেন; কিন্তু জড় বৃক্ষ যেরূপ সেবাকে পুনঃ পুনঃ পেষণ করিয়াও অধোক্ষজবস্তুর কোনই সন্ধান পান না। ঘটপট-বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ এই জড়জগতের চৌহদ্দির অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহারা জড়াকাশজাত শব্দের আলোচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন। জড়-নৈয়ায়িকগণ মৃত্যুর পর শৃগাল হন।

"শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য"-প্রণেতা গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ খণ্ডাইতকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মহানৈয়ায়িক ছিলেন। ন্যায়-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দ্বারা তিনি যথার্থ ন্যায় স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি তার্কিক নৈয়ায়িকগণ নানাপ্রকারে বাদ, বৈতণ্ডার দ্বারা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ হইতে শুদ্ধ-হরিভক্তিকে উৎসাদিত করিবার যত্ন করিয়াছেন। রঘুনন্দন সম্বন্ধে একটী প্রবাদ—"অকারো গৌড়দেশে বাণভট্টো রঘুনন্দনঃ" কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর পূর্ব্বজীবনে বৈদান্তিক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল শিল্হন মিশ্র। তিনি অদ্বৈতবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসে মত্ত হইয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্যে এবং রামানুজে কতকগুলি দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। প্রাচীন দার্শনিক মাধবাচার্য্য ১৬ প্রকার দার্শনিক মত দেখাইয়াছিলেন। অনেকে কেবল ষড়্দর্শনের কথা মাত্র জানেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাবতীয় দর্শনের শুদ্ধ মীমাংসা ও সমন্বয় সাধন করিয়া বেদান্ত-দর্শনের চরমকথা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" প্রভৃতি সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ত্যাগ করিয়া 'জীবনীয় স্নাতা হরি' এই মহাবাক্যে দর্শনের চরম কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

চেতনের আহার

(শ্রীপাদ মাধুর্য্য রামানিকারী)

আমার দেহ ও আমি দুইটী পৃথক্ বস্তু। দেহ জড় কিন্তু আমি চেতন। দেহ অনিত্য, আজই হউক অথবা শত বর্ষ পরেই হউক, ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমি নিত্য ও বিভুর, কোন দিনও আমার বিনাশ নাই। আমরা নিজেকে অনেক সময় খুব বুদ্ধিমান বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু চিৎ-শরীর পুষ্ট করিতে যাইয়া জড়দেহ একটু বিপন্ন বা ক্ষীণ হইয়া পড়িলেই আমরা হতাশ হইয়া পড়ি। এমন কি, চেতনের আহার-সংগ্রহ ব্যাপারে উদাসীন হইয়া—সাধনে বিশেষ যত্ন না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও দ্বিধা বোধ করি না। তখনই আমরা গম্ভীর হইয়া বলিতে থাকি, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" কখনও বা জড় দেহটীকেই আমি বা আত্মা ধারণা করিয়া বলিতে থাকি, "আগে দেহ পরে ধর্ম্ম।" কেহ বা আবার বড় উদার কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের মুখোস পরিয়া পরদুঃখে গলিয়া পড়ার ভাণ করিয়া বচন বিন্যাস করিতে থাকেন—"আগে দেশের লোককে পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে দাও, তা'র পরে অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম হইবে।"

আমি অনেক সময়ে এই সমস্ত অযাচিত বক্তার মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইতে পারি নাই। কিন্তু কত জনকল্যাণের পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া কি জানি কোন্ খাদ্যের অভাবে যে মরণের হাত থেকে নিস্তার পায় নাই, তাহা ভাবি না। কত রাজা, মহারাজ, কত কত বিলাসী বাবু খাইয়া দাইয়া দুই হাতে থাবাদি ছড়াইয়া দিয়া বাঁচিয়া আছেন। অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করায়, তাঁহারা অন্যভাবে দিন আর ভোগবিলাসে অতিবাহিত করিতেছেন, পরিণামে তাঁহারাও যে কোন খাদ্যের অভাবে মরণকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইতেছেন তাহা বুঝেন না। আবার তথাকথিত বন্ধুগণও তাহার কোনই খবর রাখেন না। সুতরাং দেহের খাদ্য ব্যতীতও আমার (আত্মার) আহারের প্রয়োজন। প্রত্যেক দেহধারীই যখন আত্ম-বস্তু—চেতন, তখন সেই চেতনের আহার প্রত্যেকেরই বিশেষ প্রয়োজন। চেতন পুষ্ট হইলে—সারাক্ষ হইলে দেহের সংসারিতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু চেতন অপুষ্ট—নিস্তেজ থাকিলে দেহ পুষ্ট হইলেও খাইয়া দাইয়া বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও সে বাঁচা মরণেরই সমান।

"চৈতন্যবিহীন দেহ জড় কাষ্ঠ সম।
জীবন্তেই মৃত সে যে, বৈদে শবত্ব সম।"

চেতনকে সঞ্জীবিত করিতে, চেতনের আহার সংগ্রহ করিতে যে জনাই জীবনই পুষ্ট হয় হইতে নচেৎ মহাজনগণের আদর্শ আর কোথাও দেখা যায় না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদের সাধিক পালির রাখিয়া গেছেন। কিন্তু দেহরক্ষণ-ব্যাপারে উদাসীন হইয়া কথঞ্চিৎ জঠরাগ্নি পূর্ণ পূর্ব্বক যেন তেন প্রকারে দেহটিকে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় অবস্থানুকূলভাবে রক্ষামাত্র করিয়া নিরন্তর চেতনের আহারসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন এবং চেতনের দেহটিকে বহুল পুষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নাম প্রকার অনিয়মে চলিয়া শরীরটিকে কণ্ডু রোগগ্রস্ত বলিয়া জগতকে প্রতিভাত করিলেন। চেতনের পুষ্টি দেখে গৌরহরি ও গৌরগণে মহাপ্রভুর চিত্তবিনোদন করিয়াছেন লোকশিক্ষার্থ স্বয়ং মহাপ্রভুও নীলাচলে অভিমান সময়ে আহারাদি সংগ্রহ এবং নিত্য দেহরক্ষণ বিষয়ে উদাসীন হইয়া নিরন্তর শুদ্ধচেতনকেই আহার প্রদানের লীলা অভিনয় করিয়াছেন—

"নামে সে ঠাকুর সদা করেন ভোজন।
নিদ্রাবেশে অবকাশ নাহি একক্ষণ॥
ভিক্ষা করে প্রভুভক্তিমর্ম্ম সন্তোষার্থ।
নিরব ও প্রভুর ভোজন পদার্থ।"

(চৈঃ ভাঃ)

আমাদের প্রয়োজন চেতনের দেহকে পুষ্ট করা। চেতনের দেহ পুষ্ট হইলে আমরা পাতকাদি মুক্ত হইব। অন্যথা যতই খাইয়া দাইয়া বাঁচিয়া থাকি না কেন, মরণ ও সংসারাদির হস্ত হইতে নিস্তার পাইব না। ভবব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়ার কোনই পথ নাই—'পন্থাঃ পথ নাই ব আছে দিয়ে।' এই মহাব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে একমাত্র চাই চেতনের যথাযোগ্য আহার। শুদ্ধচেতন পুষ্ট হইলে আমরা মুক্ত হইব বা পরলোকে অব্যাহতি হইব।

রামমূর্ত্তির ন্যায় দৈহিক বলে বলীয়ান ব্যক্তি সারাজীবন ব্যাধিমুক্ত ও দৃঢ় দেহ ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, বাহ্যজনিত সুখভোগও করিতে পারেন, তিনি হয়ত একবারে কলসের খাইয়াও হজম করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁহার চেতনের শরীরও যে অনুপাতে পুষ্ট হইবে, তিনি ভবব্যাধির হস্ত হইতেও মুক্ত হইয়া স্বরূপ অবস্থিতি লাভ করিয়া ফেলিবেন এমন কোন কথাই নাই। তাহার চেতনের দেহ হয়ত অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ। বৃহৎকায় সিংহ-হস্তী আহারের জন্য যাপন করিয়া বীর দর্পে বনে বিচরণ করিয়া থাকে। বনরাজ মানবও অপেক্ষা হইতে বহু দূরে পলায়ন করে। কিন্তু উহাদের চেতনের দেহ শীত বস্ত্রের দ্বারা শিশু অপেক্ষাও জীর্ণ শীর্ণ। কিন্তু বিদ্যা হলাদ দিয়া উহাদের জ্ঞান কিছুই (

আমাদের বাহ্য শরীরকে খুব রাখিবার জন্য দিনান্তে দুবারও সংগ্রহ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাদের চেতনের যেন পরিপূর্ণ পুষ্টি। শ্রীবাস পণ্ডিত নিজ দেহরক্ষণ বিষয়ে উদাসীন হইয়া চেতনের আহার সংগ্রহে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীভগবান্ যাঁহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,—

যদি তুমি ভিক্ষা করহ নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥

অতিভোজনকারী পরমনৈষ্ঠিক চরিত্রবান্ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট দৃঢ় শরীর পাইয়াও চেতনের আহার বিষয়ে কাঙ্গাল থাকেন। অপরপক্ষে চিররুগ্ন ব্যক্তিও সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য পাইলে চেতনের আহার দ্বারা চেতনকে পুষ্ট করিতে পারেন। বর্ণাশ্রমধর্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণকারী ব্যক্তিও যদি চেতনের আহার-সংগ্রহ বিষয়ে উদাসীন থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে বুদ্ধিমান বলা চলে না। কারণ, শুধু ঐ একটীর অভাবেই সমস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবন অপব্যবহার করিতেছেন। এই কথাটি জানাইবার জন্যই শ্রীচরিতামৃত উল্লেখ করিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

শ্রীকৃষ্ণনামই চেতনের আহার। উহাই চেতনের দেহকে পুষ্ট করে। চৌষট্টি প্রকার ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। তাহার ভিতরও আবার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। অন্য কোন ভজনাঙ্গ যাজনের অবসর না হইলেও কেবলমাত্র নাম কীর্ত্তন দ্বারাও প্রেমধন পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥

অতিবৃদ্ধার যদি প্রশ্ন। কখনো আহারাদি কিছু শারীরিক আবশ্যক নাই। কদাচিৎ প্রয়োজনীয় বস্তু হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, অধিকন্তু বলবান্ নরপুঙ্গবকে সংকীর্ত্তনে ভাবাবিষ্ট হইতে পাষাণবৎ কাষ্ঠে নিষ্কৃত হইতেও দেখা যায়। শ্রীবাসুদেব বিপ্র গলিতকুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দান দ্বারা সুস্থ করিলেন, তাহাতে তিনি মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, আমার ব্যাধিগ্রস্ত দেহই আমার ভাল ছিল, কারণ তাহাতে অভিমান ছিল না। এখন সুস্থ অবস্থায় তাহাতে চেতনের আহার সংগ্রহ বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িব। যথা চরিতামৃতে—

"অতএব যোগ্য মোর দেহ পরম পামর।
দেহ দিলে শান্তি, দুঃখ দেখি উপশম॥

কিন্তু আছিলাঙ্ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১৪৭)

শ্রীবাসুদেবানন্দ একপ্রকারে অক্ষম হইয়া থাকিয়াও প্রচুর পরিমাণে চেতনের আহার সংগ্রহ করিয়া শুদ্ধ চেতনকে এত পুষ্ট করিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু তাঁহাকে অযাচিত কৃপা করিয়াছিলেন।

এসমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যেহেতু আমরা চেতন বস্তু (অচেতন জড় নহি) তাই চেতনের আহার আমাদের আগে প্রয়োজন। জড় শরীরের আহার যদি চেতনের পুষ্টির অনুকূলে হয় তাহা হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে নতুবা চেতনকে অভুক্ত রাখিয়া তাহাকে শীর্ণ করিয়া মাত্র জড় শরীরটিকে পুষ্ট করণানন্তর বহুদিন জগতে বাঁচিয়া থাকিয়া বা জগজ্জাল সৃষ্টি করিয়া লাভ কি?

"জীবিতং বহুকল্পান্যং বহু পক্ষদিনানি চ।
ন তু কর সহস্রাণি ভক্তিহীনস্ত কেশবে॥"

এই বাক্যের সিদ্ধান্তই পুষ্টচেতন আত্মবিদ্গণের নিশ্চয়।

অধিকন্তু অনভিজ্ঞ প্রাকৃত ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পূর্বক আত্মবিদ্গণের উপদেষ্টা হইয়া বলিয়া থাকেন, "মহাপ্রসাদ খাইয়া খাইয়া শরীরটিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলা উচিত নহে। অভাবে দুশ্চিন্তাহীন হইয়া বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের লোকেরা মহাপ্রসাদ সহ্য করে না তাই তাহাদের অবলম্বন সোজাই বিষ। বিজ্ঞানের পরিভাষায় অত্যধিক খাইয়া জড় শরীরকে পুষ্ট করিতে হইবে। অন্তরে শান্তির চেতনের বল লাভ সহজ হইবে।" শুধু সাধারণ লোকেরাই যে এই প্রকারের উক্তি করিয়া থাকে তাহাদের কর্তৃক প্রকাশিত তথাকথিত দেশনেতাগণের ঐ প্রকারের বিচার। তাঁহারাও শরণাগতির অবজ্ঞা করিয়া এবং মহাপুরুষের পরিচয় দিয়া উপদেশের দাবী উদার পূর্বক বলিয়া থাকেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' বল সংগ্রহ না হইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না বা আত্মাকে জানা যায় না। যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত পালোয়ান নয়, যাহারা একটা জোর থাবাও মারিতে পারে না, তাহারা কোন কাজের নয়—অপদার্থ। লোহার মত মাংসপেশী ও ইস্পাতের মত স্নায়ু চাই। কাজেই খুব আমিষ ও ফুটবল খেলায় অভ্যস্ত দেহে চর্চা থাকুক। বেদেরাও সন্ন্যাসের বক্ত থেকে বল পাওয়ার জন্য গীতা পড়া চেয়ে ফুটবল খেলা শিখিতে থাকুক। বল চাই—শক্তি চাই। উক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণ বুঝাইতেছেন, অন্নের বল। অন্নকে পুষ্ট করিয়া তাঁহারা চেতনকে লাভ করিতে চাহেন। চেতনের বল যে বলদেবের সেবা বল—আত্মবল, দেহবল বা মনোবল নয়, তাহা যে বিনা আয়াসেই লাভ হইতে পারে, তাহার জন্য যে ইস্পাত ও লৌহবৎ স্নায়ু ও মাংসপেশীর আবশ্যক হয় না, ইহা তাহাদের বুদ্ধিরই অগোচর।

অনেক সময়ে ঐ শ্রেণীর বক্তাগণ আবার ভগবদ্-ভক্তকে আক্রমণ করিয়া আত্মবিদ্গণের চেয়েও অধিক হিতোপদেষ্টা সাজিয়া তাঁহাদের মনোধর্মের খেয়ালের ছাঁচে ঢালা সদুপদেশ জগৎকে দিয়া থাকেন। যথা—'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভাল। ফুটবল খেলিয়া শরীর শক্ত হইলে তবে তোমরা ভগবানের মহতী লীলা বুঝিতে সক্ষম হইবে। মাছ-মাংস খাইয়া শরীর খুব পুষ্ট ও শক্ত করিতে না পারিলে পরমার্থ অনুশীলনের সামর্থ্য আসিবে না। অতএব মাছ-মাংস খুব খাবি।'

উক্ত বক্তামহাশয়ের যদি কোন দিনও আত্মবিদ্গণের চরণ-ধূলিতে অভিষিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার এই সমস্ত প্রলাপোক্তি থামিয়া যাইত। ফুটবল খেলা বল দ্বারা বা মাছ-মাংস খাওয়া বল দ্বারা কোনও দিনই ভগবানকে জানা যায় না। অধিকন্তু ফুটবল খেলার নেশার মাতিয়া অসৎ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ত বহুবিধ সদ্ কার্য্য চেতনের যে বল-টুকু বা পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি লব্ধ ছিল তাহাও হারাইয়া আসিতে হইবে। মৎস্য, মাংসাদি অপেয় খাইয়া পশুবল বর্দ্ধিত হইলে মনুষ্য হইয়াও বিপদ পশুবৎ চক্রবর্ত্তী-রূপে সেই হস্ত পাতকে আহ্বান দিতে হইবে। জিহ্বা-লাম্পট্যকে অবাধে বৃদ্ধি করায় দুঃখের দিনে শিশ্নলাম্পট্যও সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইবে, শ্রীভগবান্‌ও বহুদূরেই চলিয়া যাইবেন।

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

(চৈঃ চঃ)

বহুদিন পণ্ডিত এই সমস্ত প্রলাপবাক্যের বাগ্‌বৈখরীতে ভুলিয়া সরল অজ্ঞলোক মুগ্ধ ও অধোগতিগামী হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন। এইরূপ সরল ব্যক্তিগণ খাপ্‌পা খেয়ালী কথাকেই মঙ্গলের কথা ও পরম প্রাপ্তবাক্যকেই পরম হিতৈষী বন্ধু মনে করিয়া আসিয়াছেন। অতএব আমরা সকল সজ্জনগণে শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের আদর্শ মহাপ্রভুর প্রাণের কথা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা শ্রবণ করিতে—চেতনের আহার পাইয়া পুষ্ট হওয়ার জন্য-সকলেরই আগ্রহ এবং অনুশীলন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে

শ্রীমধ্বাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় নবমাধস্তনাম্বয়বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ সংকীর্ত্তনাধ্যক্ষ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরবিষ্ণু প্রভুর আনুগত্যে, বিশেষতঃ ও বিদেশে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীমন্মাধবোৎসব ও শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব এ বৎসর যেরূপ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা অবধি এইরূপ বিরাট উৎসব সুশৃঙ্খলতার সহিত আর অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীউত্থান একাদশী-দিবস অহোরাত্র মঠে ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নির্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও অপরাহ্ণে নাটমন্দিরে বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলী বেষ্টিত সভায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের আদর্শ প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, বেলুড়-গৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা ও গৌরবিহিত মহাজনপদাবলীর গায়কবর শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে দুইটী অভিভাষণ প্রদান করেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসবে নবপ্রকাশিত 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থের কিছু স্থান পাঠমুখে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এবং বিরহজ্ঞাপনী মহাজনগীতি ও 'গোপীনাথ-বিজ্ঞপ্তি' কত পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করিয়া ভক্তির উৎস প্রবাহিত করেন। মঠের ঐকান্তিক ভগবদ্‌ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে সারারাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও পরদিবসে অনুষ্ঠেয় বিপুল মহামহোৎসবের আয়োজনাদির সেবা করিয়াছিলেন।

সাধারণ মহোৎসবের দিবস প্রাতঃ মঠ হইতে একটি বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-বাহিনী বহির্গত হইয়া ঢাকা নগরীর প্রধান প্রধান পল্লীসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং সর্বত্র ইহার প্রচার করিয়া মহামহোৎসবের বার্ত্তা বিঘোষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঢাকা নগরীর সর্বত্র ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ

অতঃপর ৫৩ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা, শ্রীগৌর, শ্রীগুরু আচার্য্য চতুষ্ট বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং আদিপ্রামাণিক 'নদীয়া-প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনবকিশোর বনচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ২৯ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ দুইবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাহাদিগের পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মন্দির-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরমেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোদাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্দ্দনজীবন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমন্তদাস ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাবতারা (শ্রীবুড়োশিবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুজনকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপীনাথমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবরাহদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস বর্ম্মা।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিত্তার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরামেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুরূপনারায়ণ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাড়ী,

পোঃ কোতোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কমলীয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাব্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিরত্নাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ্মা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূমরেহলা, পোঃ চিরহুলা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরামানাথ সেবার্থী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্ডরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লক্ষ্মীবিলাস	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৫৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বাছাই	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵০

চিনির দর

ট্রিকাইন, টাইপ	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] দানা	৯৷০
কাশীপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কাশীপুর দাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	৫৯৲
চাঁদির বাট	৫২৷০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪১৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
পানাই	১৪৵০—১৸০
ভুষি	১৪৵০—১৪৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৪৬৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার ষ্টোর্স— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৵০—৯৷৵
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা চেনেটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৵০
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
[illegible] আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৷৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৬৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বালতি ২৪—৩০ গেজ	
সীস	৷৵১০—৬৷৵০
বাজার বেচা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা দর	৬৷০—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৬৷০—৬৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কন্‌ক্রিটের জন্য	৮৸০—১১৷০

খুচ ইস্পাত আসল ২৬৲ নকল ২১৲

টিনের হাতল ৫৵০, পাটের হাতল ৬৷০ ছুরির হাতল ৪৷০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible]	৫৬৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৫৬৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় বাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সম্পাদক—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—২
মহেশগঞ্জ	প্রাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি অসাধারণ। প্লীহা যকৃত সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———॥(০)॥———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥(১০৪)॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠা ১ম ও ৩য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠা পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা ১ম ও ৩য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।০
ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৩৲	২॰	২৲	২৲
অর্দ্ধকলম ৬৲	৫৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	৩৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সরস্বতী-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের যৌবনব্যাপী এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলামৃত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩২ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকার: গৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী[illegible]

[illegible]ড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———॥(০)॥———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" এবং ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যকাল বিতরিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।এ-২, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাধাবল্লভ ঘাটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীধামনবদ্বীপাদি
শ্রীগৌড়মণ্ডল-
সর্বসাত্বত-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২১৭]

বিবিধ সংবাদ

—(সংগৃহীত)—

ভূগর্ভে মদ চোলাইয়ের কারখানা আবিষ্কার

গত বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরের দ্বিতীয় হাকিম মিঃ এ এক এম বাবুদের এজলাসে এক চাঞ্চল্যকর আবগারী মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। এই মামলার আসামী অতুল কৃষ্ণ মণ্ডল, তাহার মাতা ও শাশুড়ীর বিরুদ্ধে বিনা লাইসেন্সে মদ চোলাই ও বিক্রয়ের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী অতুল তাহার মাতা, স্ত্রী ও শাশুড়ীসহ গোপাল লাল ঠাকুর রোডে বাস করিত। আবগারী পুলিশ গত ২০শে এপ্রিল অতুলের বাড়ী খানাতল্লাস করিবার পর তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রকাশ, পুলিশ বেআইনী মদের সন্ধানে অতুলের ঘর তন্ন তন্ন করিয়া বিনা আশী ... করিলে কাঁচা মেঝের উপর ... সন্দেহজনক একখণ্ড পাথর দেখিয়া সন্দেহবশতঃ উহা আলগা করিলে পাথরখানা উঠিয়া আসে এবং একটী সুড়ঙ্গ-পথ বাহির হইয়া পড়ে। সুড়ঙ্গ-পথে সরু সিঁড়ির ধাপ দেখিয়া পুলিশ একজন ধরিয়া নীচে নামিয়া, দেখিতে পায় ভূগর্ভে একটী পাকা ঘরের মধ্যে মদ চোলাইয়ের যন্ত্রপাতি ও বেআইনী মদ, বোতল প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে। পুলিশ প্রকৃত অবস্থার সন্ধান পাইয়াছে বুঝিয়া আসামী অতুল ছুটিয়া পলাইয়া যায়। প্রকাশ, আসামী অতুল ঘুটিয়াদের 'গ্রাহক' করিয়া বেআইনী মদ গোপনে চালান দিত তাহার কারখানার মধ্যে বহুসংখ্যক 'গ্রাহক'ও পাওয়া ... চারি দিন ব্যাপী তল্লাসীর পর পুলিশ আসামী অতুলকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে অতুলের মাতা ও শাশুড়ীকেও গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

যুবকের রহস্যজনক আত্মহত্যা

গত বুধবার রাত্রে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একটী মেসে শিশিরকুমার বসু নামক বাইশ বৎসর বয়স্ক একটী যুবককে তাহার ঘরে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। শিশিরকুমার কলিকাতা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্র। সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস।

উক্ত যুবকের ঘরটী বহুক্ষণ যাবৎ বন্ধ থাকিতে দেখা যায়। ইহাতে অন্যান্য ছাত্রের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা সন্ধ্যা ৭ টার সময় ঐ ঘরের দরজা খুলিয়া শিশিরকুমারকে মৃত অবস্থায় তাহার বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ শয্যার উপর এবং বাকী অংশ শয্যার বাহিরে ছিল।

শিশিরকুমারের বাড়ী হুগলী জেলায়। সে বেশ আমুদে ও সৎস্বভাববিশিষ্ট ছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহার এই আত্মহত্যার কোনও যথার্থ কারণ পাওয়া যায় না।

নরহত্যার চেষ্টা

মির্জাপুরের দায়রা জজ রায় সাহেব মদনমোহন শেঠ, রঘুনাথ, বৈজনাথ ও মহাদেও নামক তিন ব্যক্তিকে নরহত্যার চেষ্টার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া রঘুনাথকে ৫ বৎসর এবং বৈজনাথ ও মহাদেওকে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৮ই জুলাই প্রাতে চুণার (মির্জাপুর) নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ নন্দকিশোর সিংহ ট্রেন হইতে নামিয়া যখন একটী পুলের দিকে যাইতেছিলেন, তখন রঘুনাথ তাঁহাকে একটী কোদালি দ্বারা আক্রমণ করে। অভিযোগে আরও প্রকাশ, বৈজনাথ ও মহাদেওয়ের ইঙ্গিতে সে ঐ অপরাধ করিয়াছিল। মিঃ সিংহ গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন।

পরলোকে বিশিষ্ট খেলোয়াড়

হবিগঞ্জের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস গত ২০শে অক্টোবর জামসেদপুর সহরে বাস চাপা পড়িয়া আঘাতের ফলে ৩৬ ঘণ্টা পর মারা গিয়াছেন। তিনি আসাম প্রদেশে ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি জামসেদপুরে টাটার কারখানায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

গত বৃহস্পতিবার কাশী মিত্র লেনের অন্নদানাথ ঘোষের পক্ষে আলিপুর চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কে. কে. বিশ্বাসের নিকট কালীপদ ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সমন জারির আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ,—ফরিয়াদীর বয়স ১৩ বৎসর। সে সারদা ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র। গত বুধবার বেলা ১১টায় ফরিয়াদী যখন একটী ছেলের সহিত কথা কহিতেছিল, আসামী বিরক্ত হইয়া তাহাকে গালিগালাজ করে, এবং পরে ফরিয়াদীকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে, ফলে ফরিয়াদী অজ্ঞান হইয়া যায়। সংজ্ঞালাভ করিয়া ফরিয়াদী বাড়ীতে আসে এবং তাহার বড় ভাইকে সকল কথা বলে। তাহার ভাই তাহাকে থানায় লইয়া যায়। থানা হইতে তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

উকীল মিঃ শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য ফরিয়াদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আগামী ৩০শে নভেম্বর মামলার শুনানী হইবে।

রেলওয়ে শ্রমিক বিরোধ মীমাংসা

ভারত গবর্ণমেণ্টের গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এক বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে রেলওয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য একজন স্পেশ্যাল সালিশ এবং একটী ইণ্ডিয়ান এ্যাডজাষ্টমেণ্ট বোর্ড নিয়োগ করা হইবে। ঐ স্পেশ্যাল সালিশ ও বোর্ডের কাজ কি হইবে তাহাও জানান হইয়াছে। গেজেটে বলা হইয়াছে যে, রেলওয়ে রেটস এ্যাডভাইসরী বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্যার ... পদাধিকারবলে বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন; কর্ণেল ওয়াগষ্টাফ সালিশ নিযুক্ত হইবেন। ডিসেম্বর মাসের ... হইতে এই বোর্ড ও সালিশ কাজ চালাইবে।

সালিশের অফিস কলিকাতায় থাকিবে। তাঁহার কাজ হইবে, রেলওয়ে মজুরের রেলওয়ে মজুরের এসোসিয়েশন ... এবং এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ... রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং ... মধ্যে যোগসূত্র ... কোন পক্ষ ... বিরোধ ... বিরোধের মীমাংসার জন্য উভয় দলের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি ... কোন বিরোধ সম্পর্কে বোর্ডের ... সুপারিশ করেন, বোর্ডের ... সম্পর্কে ... রেলওয়ে এজেণ্টের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করা।

জ্বর

হইতে

মুক্তি

লাভ করিতে

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

সেবন করুন

১৬শবর্ষ } ৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, ২২শে নভেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

বিগত ২৯শে কার্ত্তিক সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীযোগপীঠের ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক আহূত হইয়া ত্রিদণ্ডিপাদপ্রদীপ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে প্রাণস্পর্শিনী ওজস্বিনী ভাষায় আম্নায়বাণী কীর্ত্তন করেন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ধাম-প্রকাশ-সেবা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য ও তাহার শিক্ষা, শ্রীগৌরধর্ম্মের লীলায় বিস্তার, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য ঔদার্য্যময়লীলা, শ্রীনামের স্বরূপ, নামাভাসের স্বরূপ, নামাপরাধের যোগ্যতা, কালদুর্গপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেম প্রচারলীলা, শ্রীনামের স্বরূপ, ভজনীয় ও নামাপরাধের পার্থক্য, ভজনে অবহিত ব্যক্তিই শ্রীনামকীর্ত্তন-যোগ্যতা, "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।" "অপি দুর্জ্জন্মৈকজন্মনঃ পাবতে-সং হাস্যার্থ সংবদার্থ।" "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥", একমাত্র নামাপরাধ এবং অযোগ্য ভগবানের সেবাপাতে অধিকার, শ্রীনামের সার্ব্বভৌম এবং অহৈতুক, চেতনোই শ্রীচৈতন্যের উপাসনার যোগ্যতা, শ্রীনামের স্বরূপ, শ্রীনাম ও শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তি পূ বতার অভ দুর্ল্লভ চেতনবর্ষ—প্রেমধনের আচার-প্রচারের সম্পূর্ণরূপে অভাব, আধ-নিবেদনের শ্রীযোগপীঠে আত্মসমর্পণকারী সকেই বিদ্যাজ্ঞানসাধের সার্থকতা, জ্ঞানবস্তুধর্ম্ম ও সনাতনধর্ম্মের পার্থক্য, কলির পঞ্চস্থান ও প্রধান বিরোধ, কলিযুগ শ্রীনামের মাহাত্ম্য, পাপবুদ্ধি ও আরাধনার বুদ্ধির কলহের, "অতো বিবেকী শিক্ষার্থ অধর্ম্মবধর্ম্মকলে ভক্তিবুদ্ধিঃ"—প্রভৃতি বাক্যের কথা, পঞ্চোপাসক, মায়াবাদী ও ঐকান্তিক ভক্তের পার্থক্য, এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব ও দেবগণের অধীনত্ব, বিষ্ণুর নিকট দেবগণের পর্য্যুদস্ত, মহাপ্রভুর তৃণাদপি সুনীচতা ও অমানি-মানদত্ব, অকিঞ্চনৈকলভ্য ভগবানের নিকট অর্জ্জুনের শরণাগতি, ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের অতর্ক্যও নাস্তিকতা শিক্ষার স্থানের তুল্য নয়, উহা বিশ্বমাধের শিক্ষাস্থলী, কৃষ্ণভক্তিই প্রকৃত বিদ্যা, Godless education এর বিষময় ফল, কলির দোষ—অসৎসঙ্গ, মৎস্যমাংস, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও পরমার্থে অনাদর, কলিযুগে ভূতক পাঠক ও কীর্ত্তনীয়ার দুর্দ্দশা, মন্দভাগ্য ব্যক্তিগণের পতিতপাবন জগদ্গুরু আচার্য্যের কৃপাপাতে বিমুখতা, শ্রীগুরু-সেবকের ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে নামভজন ও সদাচার পালনই, ভগবদ্ভক্তের প্রতি জাতি-কুল-বিদ্যা-ধন প্রভৃতি বিচার প্রদর্শনে পাষণ্ডত্ব, বৈষ্ণব মহাজন অবতারের প্রান্ত দুরাশা যাহার অবস্থার ফল, বৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবাপরাধীর পরিত্রাণাভাব, বংশবৃদ্ধে আবদ্ধ ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যেই সকলের নামভজনে সিদ্ধিলাভ, শ্রীল প্রভুপাদ-কথিত সতত্প্রেম সার কতি বাণী—

(১) 'তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।' (২) কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।' (৩) সত্যের প্রতিষ্ঠা, সূকরের বিষ্ঠা, জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।'

সাধুর নিরপেক্ষতা ও কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তিত হইয়াও সত্যবাণী কহেন, যোঁহারা দম্ভ ও ভগবদ্ভক্তির ব্যবধানে অপরাধবিশেষ, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ পথের পার্থক্য, আত্মধর্ম বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, 'পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে। ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥' চতুর্ব্বর্গকামীর ভক্তিহীনতা, অকৈতবী ও ত্যাগীর ভক্তিশূন্যতা এবং নিষ্কপট সেবকের ভগবচ্চরণে একমাত্র ভক্তিপ্রার্থনার কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত শত শত ছাত্র, শিক্ষক, ধামবাসী ভক্ত ও ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। সভার আদ্য ও অন্তে মহাজনপদ ও হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। উপস্থিত সকলেই শ্রীল তীর্থ মহারাজের চেতনোদ্বোধনী বক্তৃতা শ্রবণে পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী বি-এস্, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতপুরাণতীর্থ বেদপাঠক, শ্রীপাদ নরহরিদাস দাসাধিকারী কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ বাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস্-সি, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র মণ্ডল বি এ, শ্রীযুক্ত সুধাংশু দাস বি. শ্রীযুক্ত গোপাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মহীপতি দাসাধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত-পালন

গত ১৫ নবেম্বর অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কার্ত্তিক-মাসে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনলীলা পাঠ করেন। কৃষ্ণ যে একমাত্র প্রেমবাধ্য, জগতের কোন প্রাকৃত বস্তু দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুকে পাওয়া যায় না উহা বুঝাইবার জন্য যশোদার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া শেষে রজ্জু দুই অঙ্গুল পরিমাণ কম হইয়াছিল। কৃষ্ণ যখন কৃপাপূর্ব্বক বন্ধন স্বীকার করিলেন তখন অনায়াসেই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবাধ্যতার একমাত্র নিদর্শন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিসদন প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সকলেই তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

গত ৮ই নবেম্বর সোমবার প্রাতে গোবিন্দকুণ্ড পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ অনন্তদাস বিদ্যাবিনোদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিসদন প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ ;

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ কেশব, মঙ্গলবার সর্ব্বম গৌরাব্দ ৪৪১

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা

——:::(o):::——

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

এই জগতের প্রাণিগণের মধ্যে মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। প্রাণিগণের মধ্যে অধিক চেতনতায় মানবের উত্তরোত্তর উন্নত হইয়াছে। তৎকালীন প্রতীয়মানে পশুও চেতনাবিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবলীতে পরিচয় দেয়। ঐহিক ও ব্যবহার-বিচার বিষয়ে পশু ও মানবে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ব্যাপারে মানবের সহিত পশুর সাদৃশ্য থাকিলেও মানব পশু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্। সেই বুদ্ধিটী অন্য কিছু নহে, মানব কেবল ঐহিক জানা নহে পারলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন। মানবের পারলৌকিক জ্ঞানে বিশেষ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। দেহ ও মন সম্বলিত আত্মপরিচয়ে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ ও সুখ ভোগের যে প্রবৃত্তিবশে মানব চালিত হন, এ গমনযোগ্য পথকে কর্ম্মপথ বলে। ইহারই নামান্তর প্রবৃত্তি-মার্গ। দেহ ও মন আত্ম-পরিচয়ে যেকালে মানব ঐহিক পারত্রিক ভোগ হইতে বিরত হন এবং দেহ ও মনের চেষ্টাসমূহ রুদ্ধ হয়, সীমিত যখন আবার বন্ধ হয়, সেইকালে অপ্রবৃত্ত দেহ ও মন জ্ঞানের উদ্দেশে অজ্ঞান-পথে চলেন এবং তাদৃশ প্রবৃত্তিপথ পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন, উহাই জ্ঞান-পথ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দুই প্রকার পথ ব্যতীত আবার নিত্য আত্মা নিত্যসুখবিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত জগতে বৈকুণ্ঠনাথের যে অনুশীলন করেন তাহাই আবার আত্মার নিত্য অনন্যমার্গ বা ভক্তিপথ। ভক্তিপথ কেবল নিবৃত্তিমার্গ নহে, উহা ভোগপর প্রবৃত্তি-মার্গও নহে কিন্তু কৃষ্ণভোগপর প্রবৃত্তি-মার্গ বা অন্যভোগপর নিবৃত্তি-মার্গ। আত্মবস্তুর চেতনের স্বভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিসম্পন্ন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে চিদ্বৈচিত্র্য, তাহা নিত্য এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব মাত্রে পরিদৃষ্ট। পরমাত্মার নিত্য প্রবৃত্তি হইতে শুদ্ধবৈষ্ণব এবং আত্মার প্রবৃত্তি হইতে আত্মবর্গের নিত্য সেবন-চেষ্টা। তিনি সেবন-চেষ্টায় উদাসীন হইলেই তাঁহার মনবিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য লাভ হইয়া পড়ে। ভক্তিপথিক মর্দনে জীবের স্বরূপ লাভ-কল্পনা: বৈকুণ্ঠে এবং অপ্রাকৃত গোলোকে লাভ জীব নিত্য সেবোন্মুখে থাকিয়া চিদ্বৃত্তির পরিচয় দেন, এইজন্যই ভক্তিযোগীর মানবমাত্রেরই অপ্রাকৃত জগতে অধিকার আছে বলেন। মানব ব্যতীত অন্য চেতনবিশিষ্ট জীবও কর্ম ও জ্ঞানের পথে অপ্রাকৃত আচরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু কর্মজ্ঞানাবরণ মুক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে নাই। হরি-বিমুখ জ্ঞানী ভক্তকে কোন কারণে অধিকারী নহেন, ভক্ত সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও সেবা করিতে সক্ষম নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তুকে ন্যূনাধিক জড়ের আস্তরে বদ্ধ মনে করেন। এইজন্য তাঁহার নিবৃত্তি-মার্গে এত আদর। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠ-বুদ্ধি বিশিষ্ট। তিনি কর্মী ও জ্ঞানী মানবের ন্যায় মায়িক রাজ্যে বিচরণ করেন না, মায়াবাদ যাহা জীব ও জগতের বিচার করেন না না ভোগ্য ও ভোক্তার বিচার করেন না। বিষ্ণুবৈষ্ণবের অনুগ্রহে কর্মী ও জ্ঞানী উভয়ে ন্যূনাধিক ভগবদ্ভক্তি সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পান এবং ভক্ত-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণকারী ও নিজেকে এবং তাঁহার বিষয়বর্গকে আকৃষ্ট-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কর্মজ্ঞানের আবরণ সেকালে বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জানিবার বাধা দেয় না। যে কালে আত্মাকে ভগবান জানিবার অন্তরায় উপস্থিত হয়, তৎকালে হরি-বিমুখ বদ্ধজীব ও ভোগময় জড়জগৎ দুঃখরূপে উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীব আপনাকে প্রকৃতির অতীত ও হরিবিমুখ অভিমান করেন। এই সময় অভিমানবশে জীব কর্ম ও জ্ঞান-পথের পথিক হইয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গকে আশ্রয় করিতে থাকেন। অপরাত্র প্রাকৃত জগতে যে সকলের অংশ আমরা দেখিতে পাই তাহা বিপরীতক্রমে অপূর্ণ ও হেয়যুক্ত। প্রাকৃত জগতের স্বরূপ হেয় ও অপূর্ণ হইলেও চিজ্জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। চিজ্জগতের সত্তা আংশিকভাবে এজগতে আছে বলিয়া পূর্ণতার পরম উপাদেয়ত্ব নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহার নিত্য পূর্ণ অবস্থা অবস্থান নাই—এইরূপ মায়িক যুক্তিচাতুর্য্য যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র মায়াবাদী বলে। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বিমুখতাকালে মায়াবাদী বা অবৈষ্ণব। এই মায়াবাদ বা অবৈষ্ণবভাব হইতে জীবাত্মা যখন মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরিসেবাপর হন, তখনই পারমার্থে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। বৈষ্ণবের মর্য্যাদা অন্যত্র উপলব্ধি না হইলে জানিতে পারেন জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম্ম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃত জগতে উভয়ের বিচারে যোগ্যতা ও নিকৃষ্টতার বিশেষ আছে। প্রাকৃত জগতে "উভয়োর্মধ্যে" যে পরমোৎকৃষ্ট আমরা আমাদের বাস্তব সত্তা, তাহাই বস্তুর ও স্বতন্ত্রতা। দেহ, মনঃপ্রাণ, অর্থাৎ বিশিষ্ট জড়ের সমুদ্ভূত জীবের আত্মার বাধা প্রদর্শন করে। আত্মবশ্য জীব চেতন বৃত্তি দ্বারা উপাদেয় অনন্ত পূর্ণ প্রভৃতি বস্তুর সমুদ্র আবাহন করিয়া থাকে নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেন। তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃত পরিচয়সমূহে উচ্চাবচ থাকিলেও প্রকৃতির অতীতত্বাখ্য,—বাহ্যে আত্মরাজ্য, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা পরব্যোম প্রভৃতি শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হয়,—সেই নিত্যধামে পরমোপাদেয়তার জন্য—কুণ্ঠতার অভাব চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য নিত্যাবস্থিত। যদি উহা মায়িকতায় হইত, তাহা হইলে এজীব মায়াবাদীর ন্যায় সেখানে যাইতে অসমর্থ হইত। কিন্তু পরম নির্মল শুদ্ধজীবাত্মা মায়াবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া তথায় সেবা সেবকত্ব সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিতে নিত্যকাল যোগ্য। জড়জগতে যাঁহারা মায়াবাদী বস্তু কেন না উভয়ের আদর করেন না, তাঁহার সর্বোত্তম আদর্শ অপেক্ষা বিষ্ণুর নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠের মর্য্যাদা অত্যাধিক। জ্ঞানী যখন মুক্ত হইয়া কল্পনাবশে পারমহংস্য ধর্ম লাভ করিয়াছেন মনে করেন, তখনও মায়িক বিচার নিবন্ধন অসমর্থতা, অর্বাচীনতা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন না। সুতরাং বৈষ্ণবমর্য্যাদা সকল জ্ঞানী পরমহংসগণের মর্য্যাদা অপেক্ষা উচ্চ সোপানে অবস্থিত। সকল পরমহংসগণ বৈষ্ণবের পদবী সম্বন্ধে বিচারে বহুমানন করেন না বলিয়াই যে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা আছে, এরূপ নহে। দেহ ও মন যখন আত্মার নিত্য সেবাবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখনও বস্তুজগতে থাকিয়াও তাঁহার বৈষ্ণব অভিমান হয়। বৈষ্ণবাভিমানে প্রাকৃত দম্ভ অহংকার নাই। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক হিংসার কিছুই নাই। তবে বৈষ্ণব মানসিক হিংসার যে আকারে পর্য্যন্ত যে দৈহিক ও মানসিক বৈষ্ণবাভিমান তাহা নষ্টের হেতু। বৈষ্ণবেরা সেইজন্য উচ্চ ভক্তিপথ অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাদিগকে কর্মজ্ঞানীদিগের কর্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ ভক্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক আর্দ্র তৃণতুল্য স্থাপন করেন। বাস্তবিক অবিদ্যা ও জড় ভাবাপন্ন কর্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবদ্ধ অভিমান আর নাই। শুদ্ধ জীবাত্মার কেবলা ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি, যেহেতু কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ,' অভিধেয় ভক্তিই এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—এ বিষয়ে বৈষ্ণব-পারমহংস্যের ব্যতিক্রম নাই। কর্মী ও জ্ঞানী যেকালে কর্মমিশ্র ভক্ত ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত হইবার সুযোগ পান, সেই সময়ই তিনি কেবলা ভক্তির বর্ত্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। অতএব সেবাভক্তি কেবলা ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হইলে জীব হরি-সেবার প্রতিকূল কর্মীর সঙ্গসমূহে ভোগবুদ্ধি করেন না এবং যাঁহারা ভোগবুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে একমত হন না। এতাদৃশ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহা কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী অনেক সময় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহিতে না পারি"; অর্থাৎ যাহাঁরা কেহ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অপরাধযুক্ত হইয়া ভগবানের বিরাগভাজন হইবেন। প্রাকৃত বিচারে প্রবল হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিতে গেলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু, সুতরাং গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপানুগকে শ্রীমৎ সনাতন বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন, "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন—প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" আমরা জানিতে পাই—অনেক অপরাধী অবিদ্যাবশতঃ বিদ্যাবিনাশ মান-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ লৌকিক জড়দেহের প্রাকৃত মর্ম্মে মোহিত হইয়া জড় সমাজের সামাজিকগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বৈষ্ণবমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বসেন। এই অপরাধে অজ্ঞ লোকসমূহকে প্রবল করায় ধর্ম্মধ্বজহেতু তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব ও কঠোর শাস্ত্রের অবহেলাকারী চতুষ্পদ না হইলেও বিপদ সম্বন্ধজ্ঞানহীন অবৈষ্ণব। এই সকল মূঢ় কপটাচারী ভাক্তিকা আচার্য্যাভিমানে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অপরাধবশতঃ নরকগামীর পথিক। তাহারা বৈষ্ণবদিগকে তাহাদের কুচক্রে জড়ের অন্তর্গত মনে করে। তাদৃশ মনুষ্যই সেই নারকিগণকে স্বরূপ পরিচয় বিস্তৃত করাইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী করাইয়াছে। এই অবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে কেহ যেন পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্র-শাসনের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে কেহই কখনও নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা এই বৈষ্ণবমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জড়লোকাতি-মানযুক্ত জনগণকে স্বসম্বন্ধজ্ঞানহীন আর্তশুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ হইতে তাহাদিগকে অবর সমাজে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করি। তাহা হইলে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে হরিভক্তির নির্ম্মল-প্রবাহ রহিতে থাকিবে।

(সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি-ধন। যারে আকর্ষণ ছাড়ে হেন মহাজন।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ (মূলমঠ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গুরুবিজয়পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪:১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, পঞ্চানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—প্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচরণ রায় ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরুক্মিণীকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চ'কাশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী।

(২৫) মহাটি-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক, আচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীপ্রমথনাথ ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

দার্জ্জিলিং, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], শাহাজাদপুর, [illegible]

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বদনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং ভরিতপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচ্যাবনন্দ-ঊর্দ্ধকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড-গান্ধর্ব্বিকা

রক্ষক—শ্রীনীলমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগাঁও, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোবিন্দবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) থানেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগোপাল দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিশৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রভাকর এম্-এ।

(৫৯) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভাগবতদাস ব্রজবাসী ভাস্কর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর [illegible]

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible]

রক্ষক—[illegible] মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—[illegible]

[illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্র হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীঅনন্তদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৮০৲
প্রথম। স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ দাম) ৭৲
ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (১ম খণ্ড) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৫। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-সাগর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাধনা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। স্মরণমঙ্গল ৴০
৪৭। সংক্ষিপ্তবৃত্তিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রশ্নসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজন সাধনী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আচার ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনব্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) প্রথম ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পিত গৌড়ীয় মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যিবাটী শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রূপশালি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোরাণি	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৸০
কাটারীভোগ	
ঐ মোটা	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চাইনা	১০৸৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] দানা	৯.০
[illegible] দানা	৮৷০—৯৵০
[illegible] দানা	৭৸৵০ ৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible] বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৫৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] মধ্য—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible] নং (১)	৫৵০—৫৸৵০
[illegible] (এম)	৫৲—৫৷০
[illegible] (বে)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible] নং (৩)	৩৷০—৩৸৵০
[illegible]	১৪৵০—১৪৸০
[illegible]	১৮৵০—১৯৵০

মৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৪৬৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার ঢেউ টিন— ৩২ গজ বহর

পাতের বডি (ওজন না যায়)

মার্কা	৯৵০—৯৸৵
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা চেক্টেড ওয়েট গীর সব সাইজ	১০৷৵
ঐ ইংলিশ ওয়েট (গীর)	১০৸৵০
[illegible] (জি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
[illegible] আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	[illegible]

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ

শীট	৷৶১০—৸৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
শ্লেট কাড়ি বা তিন কাঁটা মণ	৩৷০—

গাঁথী কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা

৬৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাড়ি লম্বা ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নকাবে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

রড ৮৸০—১১৷০

হাঃ ইস্পাত আসল ২৩৲ নকল ২১৲

ভটকলের হাপর ৫৵০, গাটের হাপর ৬৷০

কুমার হাপর ৪৷০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আখের দোলার লাইন	৫৪৲
[illegible] আখের তক্তা	৪০৲
[illegible] লাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ লাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible] বড়বাজার

কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে [illegible] যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible] ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	১১-৪০	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible] —১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ [illegible]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাধিগত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবাণীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ।৹ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ : গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্র ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিদিন প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি মার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু বর্ণগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থ ১৬।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর - হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উ একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সমাচারৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-[illegible]

REG NO C 1841

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকুমারব্রহ্ম
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ
পুরী[illegible]
[illegible]
[illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২১৮]

বিবিধ সংবাদ

সঙ্গীত-প্রিয় গোখুরা সর্প

খুলনায় মদনগোপাল মুখার্জ্জি নামক একজন হারমোনিয়াম বাদক কিরূপে আশ্চর্য্য ভাবে গোখুরা সর্পের দংশন হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার এক কৌতূহলপ্রদ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঐ যুবক স্থানীয় স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের বাড়ীর ভিতরে বারান্দায় বসিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিতেছিলেন। গান গাহিতে গাহিতে বিস্মিতভাবে তিনি লক্ষ্য করেন যে, একটি ছোট গোখুরা সর্প তাঁহার পায়ের চাদরের ভিতর মুখ ঢুকাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শেষ নাড়িতেছে খুব সম্ভব হারমোনিয়ামের বাজনা শুনিয়া সে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ যুবক গান না থামাইয়া ঐ সর্পের প্রতি উপস্থিত শ্রোতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারা গোখুরা দেখিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়েন। তাহাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বেই সাপটি মেঝেতে বারান্দা পড়ে পরে তাহাকে হত্যা করা হয়।

ওয়াজিরিস্থানের অশান্তি দমনে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়

গত ১১শে নভেম্বর প্রাতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে মিঃ হোসেন ইমামের প্রশ্নোত্তরে জঙ্গী লাট জানান যে, ১৯৩৬ সালের ২৫শে নভেম্বর হইতে ১৯৩৭ সালের ৩১ অক্টোবর পর্য্যন্ত ওয়াজিরিস্থানের অশান্তি দমনে ভারত গবর্ণমেণ্টের ২৩৭জন নিহত এবং ৬৬৩ জন আহত হইয়াছে এবং ১৯৩৬ সালের ২৫শে নভেম্বর হইতে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ওয়াজিরিস্থানে সামরিক ব্যাপারে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে এখনও তথায় দুই একটী অপরাধমূলক কার্য্য ঘটিতেছে এবং ইপির ফকির ও আরও কয়েক জন উপজাতি নেতা এই সব কাজ করিতেছে; তবে তাহাদের অনুচরদের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সূতা ও বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি আমদানী হ্রাস

বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকগণের এসোসিয়েশন হইতে তুলাজাত এবং কৃত্রিম রেশমজাত বস্ত্রের সম্বন্ধে বাণিজ্যের যে বিবরণী বিগত সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের তুলনায় ভারতবর্ষে সূতার আমদানী আরও কমিয়াছে। কেবল জাপান হইতে তুলাজাত বস্ত্রের রপ্তানি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ হওয়ায় এখানে উহার আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে।

আলোচ্য মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা রপ্তানী হইয়াছে। আগষ্ট মাসে উহার পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। এই রপ্তানীর মধ্যে ৪২ লক্ষ পাউণ্ড ব্রহ্মদেশের কোটা হইতে ছিল। মিশর এডেন দেশ সমূহ ষ্ট্রেইট সেটেলমেণ্ট এবং শ্যাম দেশে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে সূতা রপ্তানী হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশের সূতা ও বস্ত্রের ব্যবসায় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে, বর্ত্তমান বৎসরের তৃতীয় কোয়ার্টারে বোম্বাইতে সূতা ও তুলাজাত বস্ত্রের আমদানী গত বৎসরের তুলনায় অনেক পরিমাণে কমিয়াছে।

১৯৩৬ সালের তৃতীয় কোয়ার্টারের তুলনায় এবৎসর বোম্বাই প্রদেশ হইতে সূতা ও তুলাজাত বস্ত্রের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়াছে।

ইউরোপীয় দেশ [illegible] সিংহল এবং ষ্ট্রেইট সেটেলমেণ্টে সূতা রপ্তানী উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়িয়াছে এবং মধ্য, পূর্ব্ব আফ্রিকা দেশসমূহ, [illegible] এবং অন্যান্য দেশ সমূহ যথেষ্ট পরিমাণ সূতা ও বস্ত্র ক্রয় করিয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ৩টী অধিবেশন হইবে

আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে ভারতীয় বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বাজেট আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৩৩টী অধিবেশন হইবে বলিয়া আপাততঃ স্থির হইয়াছে। ৮টী অধিবেশন বে-সরকারী কার্য্যের জন্য এবং অবশিষ্ট ২৭টী সরকারী বিল সমূহ আলোচনার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রেলওয়ে বাজেট এবং সাধারণ বাজেট আলোচনার জন্য পরিষদের ৪৩টী অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। তাহা সরকারী বিল আলোচনার জন্য যে অধিবেশন হইবে তাহা হইতে স্বতন্ত্র। নিম্নলিখিতভাবে অধিবেশনের তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে:—

বে-সরকারী বিল আলোচনার জন্য:— ৩রা, ১০ই, ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ৩১শে মার্চ্চ।

বে-সরকারী প্রস্তাব সমূহের জন্য:— ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ঠা, ১১ই, ১৬ই এবং ১লা এপ্রিল।

সরকারী বিল সমূহের জন্য:—৩১শে জানুয়ারী; ১লা, ২রা, ৭ই, ৮ই ৯ই ১৮ই ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১লা, ৪ঠা, ১১ই, ১৮ই, ২১শে, ২২শে, ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে, [illegible], ২৯শে, ৩০শে মার্চ্চ এবং ৪ঠা, ৫ই, [illegible], ৭ই, ৮ই, ১১ই ও ২ এপ্রিল।

জাপানীগণ কর্ত্তৃক চীনা দিগের দুর্গ দখল [illegible]

জাপানীরা [illegible] করিয়াছে [illegible], তাহারা [illegible], [illegible] অধিকার করিয়াছে এবং [illegible] চীনাদের [illegible] করিয়াছে, চীনাদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত [illegible] প্রকাশ, [illegible] চীনা [illegible] যাইতেছে। চীনারা দাবী করিয়াছে যে, তাহারা [illegible] জাপানীদের [illegible] জাপানী [illegible]। [illegible] চীনা [illegible] জাপানী সৈন্যদের উপর প্রবলভাবে গোলাগুলী বর্ষণ করিয়াছে, তাহার ফলে বহু জাপানী [illegible] হইয়াছে।

চীনাদের পক্ষ হইতে [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] এই অঞ্চলে ৮০ হাজার নূতন জাপানী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যুদ্ধ কখন [illegible] অবস্থায় উপনীত হইবে

[illegible] জাপানীরা [illegible] ([illegible], [illegible], চাহার ও [illegible]) [illegible] অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে [illegible] জাপানীরা [illegible] পরে [illegible] [illegible] হইতে [illegible], [illegible] [illegible] হইবে [illegible] এখানে [illegible] অবসান করিয়াছেন। [illegible] কাইশেকের বাহিনী, [illegible] 'ফৌজসমূহ' [illegible]

বাহিনী এ পর্য্যন্ত [illegible] [illegible] বাধা প্রদান করে [illegible]। জাপানীরা যখন এই [illegible] সম্পূর্ণ হইবে, তখন হয় ত' দুই জাতির মধ্যে [illegible] হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮.
একাদশ স্কন্ধ — ৯.
২। অনুবাদ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (১ম খণ্ড) ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রমাগার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রাকৃত-রসশতদূষণী ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ..
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় গান্তৃতা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১.
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২.
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২.
অবাঁধা) ১.
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্তমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জীব বিনোদ দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫ গীতমালা ..
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকুঞ্জ ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আচমনম্ ৻১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিবিবেকঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। স্তবত্রয়ম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। প্রিসেপ্টস অব ওয়ার্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদ্যানীজম
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৬ দি ভাগবত ।০
৭৭। হেরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনথ্রাপ্লেডে ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভক্তপাদ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

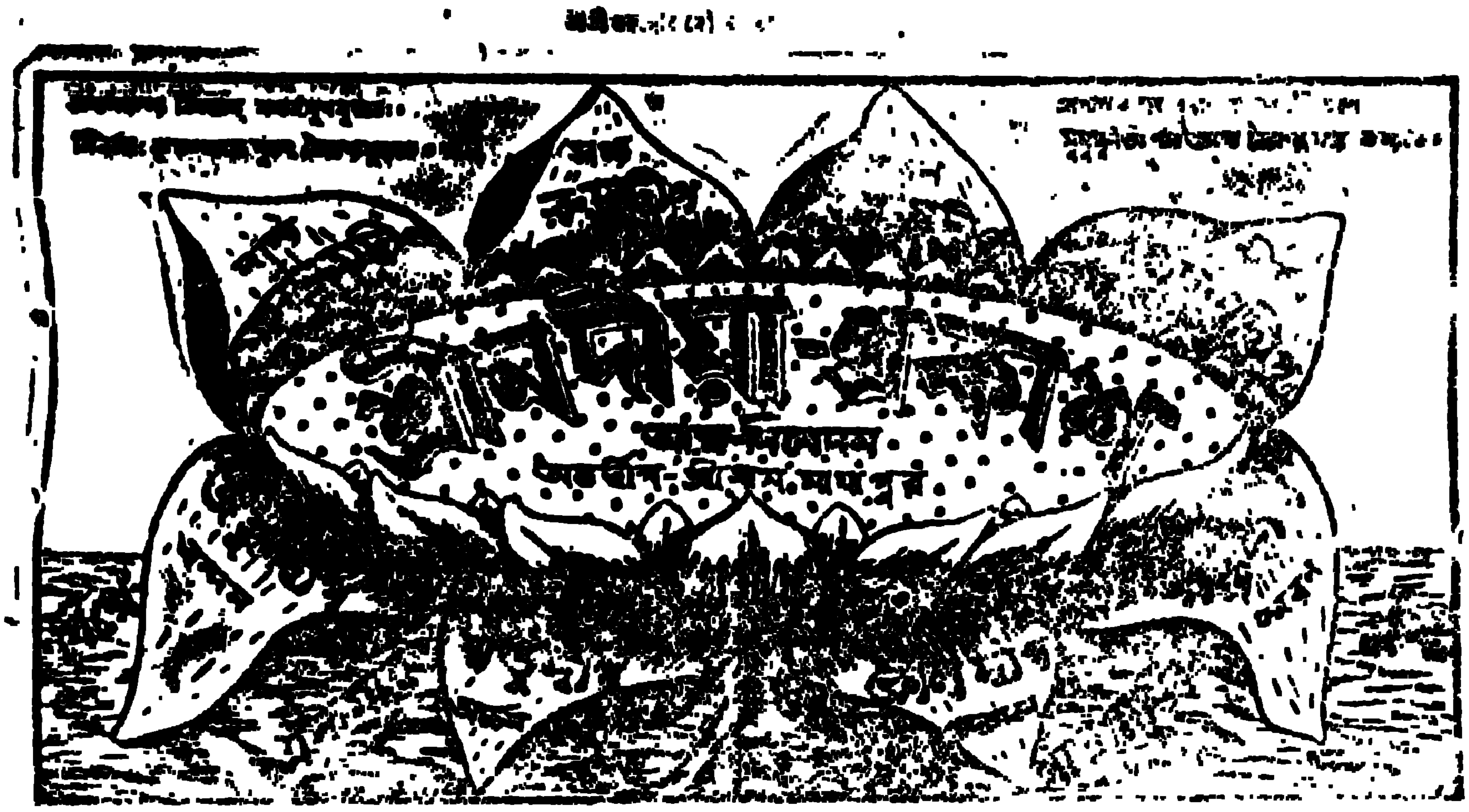

১২শ বর্ষ [illegible] ৭ই অগ্রহায়ণ [illegible] ২৭ [illegible] ১৮৬তম সংখ্যা

বাঙ্গালার লাট-দরবারে

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

শ্রীগৌড়ীয়-মিশন হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর লণ্ডন হইতে কলিকাতায় শুভ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়া বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের মাননীয় চীফ সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে গত ১১ই নভেম্বর বুধবার তারিখে গভর্ণমেন্ট হাউসে লাট সাহেবের দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গোস্বামিপ্রভু তদনুসারে গত বুধবার উপরিউক্ত দরবারে উপস্থিত হইয়া বঙ্গের মহামান্য মহারাজা, রাজা ও বহু গণ্যমান্য [illegible] ব্যক্তির নিকট বহুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

নাটোরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে নিজ রাজভবনে শুভাগমন করিয়া কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সাধারণের রাজদরবারে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের তথায় উপস্থিতির পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থানে সকল ঘটনাজালে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনুকূলে সম্পাদন করিবার সুকৌশল অবগত আছেন। বঙ্গদেশের [illegible] লাট সাহেবের সহিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর বিশেষ পরিচয়ের কথা "গৌড়ীয়"র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইংলণ্ডে যে সময় মাননীয় লাট সাহেব বাহাদুর শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার সহিত দেখা করিবার অধিকার দিয়াছিলেন [illegible] তৎপরে [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] বন্দরের ঘাটে শুভ [illegible] লাট সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠে বাগ্মি-প্রবর শ্রীপাদ গোস্বামিপ্রভুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লাটসাহেব বাহাদুরের প্রশংসা-বাদের কথা বঙ্গদেশের সজ্জনমাত্রেই অবগত আছেন। নদীয়া জেলার সদাশয় কলেক্টর, Mr. H F Twynam, নদীয়ার কালেক্টর সাহেব এবং স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে পাশ্চাত্যে প্রচারকার্য্যে সুযোগ্য মনে করিয়া যখন তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, তখন মাননীয় লাট সাহেব বাহাদুর Under Secretary of State for India মহোদয়ের নিকট শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর যোগ্যতার বিষয় অবগত করাইয়া একটি পরিচয়পত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং তথায় প্রেমধর্ম্মপ্রচারে তাঁহাকে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মিশন সেইজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহারই বিশেষ অনুগ্রহে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর পাশ্চাত্যে প্রচার সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার বহুল সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবনের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয় মিশনের উন্নতির জন্য অধিক [illegible] [illegible] হইবেন, এজন্য [illegible] [illegible] পোষণ করিতেছি।

ত্রিদণ্ডিপাদ গৌরকিশোর তিরোভাব

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখামঠ প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] দেব সাগর মহারাজের নিয়ামকত্বে গত ২৮শে কার্ত্তিক রবিবার উত্থান-একাদশী-তিথিতে পরমগুরুদেব অবধূতশিরোমণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুবরের বিরহোৎসব তিথি উপলক্ষে রবিবার প্রাতে মধ্যাহ্নকালে শ্রীপাদ [illegible] [illegible] চরিতামৃত [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পদাবলী কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] সাগর মহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের চরিত্র আলোচনা করেন।

বহু শিক্ষিত সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কর, এম-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ, [illegible] [illegible] মুখার্জি, শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] নাম উল্লেখযোগ্য।

[illegible] গোস্বামীর ব্রহ্মচারিগণ [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] বিতরণ করা হয়।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণনামের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের নির্যাণ লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজী প্রত্যহ শ্রীরূপশিক্ষামৃতে শ্রীরূপানুগের বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

পণ্ডিত গুরুদেবের তিরোভাব

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ছিলেন, আমরা তাঁহাকে আমাদের মত মনে করে ব্যবহার [illegible] করি নাই। তাঁকে অবজ্ঞা করে [illegible] আসন ক'রে [illegible], তাই তিনি চলে গেলেন। [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] অন্তরালে চলে গেছেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, জ্ঞানী হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(প্রবন্ধাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ কেশব, বাবু প্রভাত গৌরাব্দ ৪৫১

সিদ্ধান্ত

—:o:—

আমরা ভক্তিশাস্ত্রীয় আলোচনা করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়া একটি শব্দ শুনিতে পাই। পূর্ব্বপক্ষ নিরসন করিয়া সিদ্ধপক্ষ-স্থাপনরূপ মীমাংসাই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত ব্যতীত কাহারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না। কোনও কিছু লাভ করিতে হইলে সন্মার্গে থাকিয়ে সিদ্ধসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। যাহার সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা নাই, সে বাস্তব বস্তুলাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে অবশ্যই বিক্ষিপ্ত হইয়া কোনমতেই অভীষ্ট পায়। লক্ষ্যহীন বা লক্ষ্যভ্রষ্টের আবার সোয়াস্তি কোথায়? সুতরাং সিদ্ধান্তে আলস্য প্রকাশ করিলে সাফল্যের আশা নাই। বৈধ ও রাগানুগ সকল সাধকেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত জানা একান্ত আবশ্যক। তাহাতে ভজনোৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। কেবল ভাবুকতা দিয়া কপটতাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত আলোচনা বাদ দিলে, কি প্রমেয় এবং কি সাধ্যসাধন তত্ত্ব দৃঢ়রূপে জানিবার জন্য উদ্গ্রীব না হইলে বিপদ্ বা পতনের আশঙ্কা অত্যধিক। সেইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ উক্ত ঠাকুর ভক্ত্যালোচনায় অনুভববাক্য লিখিয়াছেন—"কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে আলস্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়; কেননা, কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞান থাকিতে পারিলে তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সংসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও অনুরূপ লিখিয়াছেন "অনেকে ভাবপ্রচিত্ত ভক্তগণের আদর্শ দর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাদৃশ প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে জ্ঞানবিষয়ে অজ্ঞানতা হইয়া কুতর্কমুখতা সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী অধ্যাত্মবাক্যসমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচার-প্রধান মার্গ বদিও অত্যন্তরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, কোমল শ্রদ্ধরুচি-ক্রমে মধ্যকাচারবিশিষ্ট জনের প্রণালী বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচি বৃদ্ধি হয় না। নবধা-ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তন বাক্যের পূর্ব্বে শ্রবণের ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই নিষ্কিঞ্চন হইলে ভক্তজনের সমাদৃতা হন। পারমহংস্য ধর্মজ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠন-শ্রবণাদি কারণেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশ করিয়া লোকচক্ষে বৈষ্ণবপদবীকে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত 'তদশ্মসারং' শ্লোক লিখিয়াছেন।'

সাধুসঙ্গের অভাবে এক এক জন এক এক রকমের সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। কেহবা উদার সাজিয়া প্রতিষ্ঠাশার ও তর্কের ভয়ে অথবা লোকের মনে আঘাত দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্তের ধারই ধারেন না। তাঁহারা চান—কেবল লোক-মনোরঞ্জন। কিন্তু সিদ্ধান্ত এইরূপ ধরণের কোন জিনিষ নয়, তাহা ভক্তিরূপী। এক কথায় সিদ্ধান্তই সেবা এবং সেবাই সিদ্ধান্ত, প্রকৃত সেবকই সিদ্ধান্তবিদ্ এবং প্রকৃত সিদ্ধান্তবিদ্ই সেবক। এই সিদ্ধান্ত বা সেবা কুতার্কিক-কপোলকল্পনাগম্য নয়।

অনেকের ধারণা, যেকোন পথই অবলম্বন করা হউক না কেন একই পথের লক্ষ্য সিদ্ধান্ত। সুতরাং কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত লইয়া মারামারি না করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ ভাল। যে যে-মতে বা যে-পথই গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই একস্থানে পৌঁছিবে। ইঁহারা লোকে হরিবোল দিয়া নিজের দলবৃদ্ধি না করিয়া আপনাদিগকে সমন্বয়বাদী বলিয়া প্রচার করত জগতের নিকট প্রতিষ্ঠার্জ্জন করেন মাত্র। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা নিজে নিজে যাহা স্থির করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন তাহাকেই একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিয়া থাকেন। ইঁহারা 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।' ইত্যাদি বচনের কদর্থ করিয়া স্ত্রীজনোচিত অন্ধবিশ্বাসকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন।

সাধু-শাস্ত্র-বাণী-কষ্টিপাথরে তাঁহাদের বিচার-প্রণালী পরীক্ষা করিলে আমরা স্পষ্টই ঐ সকল ব্যক্তির মনোধর্ম্মোত্থ অস্থির অসিদ্ধান্ত কুসিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বতশাস্ত্রই সিদ্ধান্তখনি। এই অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাক্যের নিকট অন্য মনোধর্ম্মীর কথার মূল্য খুবই কম। সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত তত্ত্ব প্রকৃত ঋষিবর্গ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্য-সকল এবং বিদ্যাধর, চারণ প্রভৃতি কেহই জানেন না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ বাক্যধারণ। যথা, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং যমরাজ। এই কয়েকজনই সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত ধর্ম্ম অবগত আছেন। আর অবগত আছেন—তাঁহাদের অনুগত জনগণ। সুতরাং অন্যান্য লোক জগতে যতই খ্যাতনামা হউক না কেন, যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উক্ত দ্বাদশ জন সিদ্ধান্তবিদের অনুগত না হয় তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত।

যাহাতে কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত হয় সেই সব সিদ্ধান্তই অসিদ্ধান্ত; সুতরাং অশুদ্ধ। শুদ্ধভক্তগণ তাদৃশ কুসিদ্ধান্তকে কখনও অনুমোদন করেন না বা প্রমাতাসদৃশ নিরুদ্ধ-'সর্ব্বার্থদ' জীবকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া স্বীকারও করিতে চান না। যাঁহারা দৈবী মায়া-বিমোহিত, সিদ্ধি বা সিদ্ধের কোন সন্ধানই যাঁহারা পান নাই, সেই মনোধর্ম্মীগণের কোন কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে সিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বক সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যত্ন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। নচেৎ ফিতে বিপরীত অবশ্যম্ভাবী।

এই সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্রযুক্তি জীবের মঙ্গলপ্রতিষ্ঠাপক। বুদ্ধিমান্ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই সিদ্ধান্তশ্রবণের জন্য সতত উন্মুখ। কারণ, তাঁহারা স্ব-স্বরূপের পারমার্থিক শুশ্রূষাই প্রার্থী। তাই তাঁহারা শুশ্রূষার লাভ না করিলে প্রভু হইবার প্রধান উপায়-স্বরূপ সুসিদ্ধান্ত-শ্রবণাপথায়। আর ভোগী আমরা সতত সিদ্ধান্তবিমুখ—সেবা-বিমুখ। সুতরাং সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অলসতা বা অক্ষমতা এ একপ্রকার যোগ্যাক্রমতা তাহা সকলেই জানেন।

জগতে সাধারণতঃ দুই প্রকারের লোক দেখা যায়। একশ্রেণী সারগ্রাহী আর অন্য শ্রেণী ভারবাহী। যাঁহারা সারগ্রাহী—শাস্ত্র-তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ, তাঁহারা কোন কিছুর ভয়ে ভীত হইয়া সৎসিদ্ধান্তপ্রচারে পশ্চাৎপদ হন না। নির্ভীকভাবে শুদ্ধ ভগবৎকথা-প্রচারই তাঁহাদের কার্য্য। সকলে ভজন আর নাই ভজুন, অন্ততঃ একটী জীবও যদি ভজন করেন তাঁহারা নিজে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন। 'যাবা বিপাইবা এস ভগবান' এইরূপ কোন কথা তাঁহাদের কাছে নাই। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী অনুসারে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা সিদ্ধান্ত অনেক হইতে পারে। কিন্তু চরম-সিদ্ধান্ত মাত্র একটী। চরম সিদ্ধান্ত বিষয়ে উদাসীন হইলে আমরা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। অধিকার-ভেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তে বসিয়া থাকিলে বা নৈমিত্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে নিত্য চরম সিদ্ধান্তের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া সমন্বয়-বাদী হইলে আমরা আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। জননী-জন্মভূমির ধর্ম্ম হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব, গুরুলোকদিগের পঞ্চসূনা পাপ নিবারণের জন্য প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, মাংসপিণ্ড দ্বারা পিতৃলোকতৃপ্তির ব্যবস্থা, নানাবিধ ব্রত, উপদেবতা-পূজা ইত্যাদি বহু বহু মীমাংসা-শাস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত এক এক লোকের নিকট আদরণীয়, আবার একশ্রেণীর লোক সবই সমান এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞান বালক ও পরব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পুরুষকে সম বলিয়া থাকেন, চন্দন ও বিষ্ঠায় ভেদজ্ঞান-বিরোধিত অবস্থাকে সাধনের উচ্চতম সোপান মনে করেন, সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ও তদিতর দেবতা-বৃন্দকে সমানজ্ঞান করেন; দেহধর্ম্ম—কর্ম্ম, মনোধর্ম্ম—জ্ঞান ও আত্মধর্ম্ম ভক্তিতে কোন ভেদ নাই, সকলই এক একটী পথ মাত্র বলিয়া থাকেন। এইরূপ অপসিদ্ধান্তগুলি মায়াবাদ ও মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সিদ্ধান্তের শ্রীগীতাগ্রন্থে অন্যান্য পথ অপেক্ষা আত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতার আদি, মধ্য ও অন্তে আনুকূল্য ভক্তি বা ভগবানে শরণাগতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা অনেক সময় মনে করি, সামাজিক আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি বা বড় বড় ব্যাক্তি একবাক্যে যাহা বলেন, সেইটীই একমাত্র সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমরা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল ব্যক্তি জগতের নিকট শ্রদ্ধেয় হইলেও পরমার্থ-রাজ্যে তাঁহাদের কোনই স্থান নাই। এইজন্য কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, দেশের বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ বেদাবৎ বিরোধহীন একজন যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিবেন, তাহাই সিদ্ধান্ত, পরন্তু লক্ষ লক্ষ মনোধর্ম্মীর কথা গ্রাহ্য হইবে না। মনু, বৃহস্পতি লিখিয়াছেন, যাহাদের ব্রহ্মচর্য্য, তপোবল, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সাধন-সংস্কার থাকেনা এবং যাঁহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাঁহারা কেবল জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ

বলিয়া পরিচিত-এইরূপ সহস্র সহস্র লোকও যদি একত্রে মিলিত হইয়া পাঁচ শত অর্থাৎ সভা করিয়া কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে তাহা হইলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, তাহাদের ধর্ম্মনির্দ্দেশে সামর্থ্য নাই, তাহারা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিবে? অতএব গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় বহু লোক একদিকে চলিতেছে দেখিয়া অন্ধপরম্পরা ন্যায়াবলম্বনে সেই পথ গ্রহণ করিয়া সৎসিদ্ধান্ত হইতে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, ধর্ম্মসিদ্ধান্ত সম্প্রযুক্ত হইয়া শ্রীভগবৎ ভগবদ্‌ভজনশীল হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, আর অপরের সিদ্ধান্ত সবই মনোধর্ম্ম মাত্র। এই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সম্রাট্—সর্ব্বমান্য গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যদেব। তাঁহার অমায়ায় কৃপা হইলেই আমাদের হৃদয়ে সৎসিদ্ধান্ত সম্যক্ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে সম্যক্ ভাবে অভিষিক্ত হইতে পারিলেই আমাদের জীবন নির্ম্মল ও সেবাময় হইবে।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার চুম্বক

[হাবিগঞ্জ-জনবন্ধু ইনষ্টিটিউট্' হলে ৩রা নভেম্বর, বুধবার (১৯৩৭) শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারীপ্রভুর 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর প্রদত্ত।]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রদ্ধের বান্ধবগণ, পূজনীয় বৈষ্ণবগণ ও শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ! আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করি। আমার প্রার্থনা এই যে, 'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ' এই দুইটী কথায় যে অপূর্ব্ব তত্ত্ব সমিবেশ করিয়াছেন, আমরা যেন তাহা পালন করিয়া মানবজীবন সার্থক করিতে পারি। মহাপ্রভুর কথা এই যে,—হে জীব! তুমি নিজের মঙ্গলের চেষ্টা কর ও সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা কর।

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

চেতনের বাণী যাহা বেদাদিতে আছে, মহাপ্রভু সেই সকল কথা বিশেষভাবে আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরম দয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—পরোপকার কর,সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান কর; কারণ জীব সকলের আত্মা। 'পরোপকার' শব্দে শ্রেষ্ঠ উপকার; অর্থাৎ সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর চেতনবাণী অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভজনের কথা কীর্ত্তন করা। হরি-কীর্ত্তনে জীবের সার্থকতার, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা অপূর্ব্ব সম্মেলন। যাঁহারা কলিকাতায় এই নিত্যমঙ্গলপ্রদ ভাগবতী কথা যেন পরস্পর পরস্পরকে আদান প্রদান করিতে না ভুলিয়া যায়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

আপনারা সকলেই সম্মানের বস্তু। আপনারা কৃপা করিয়া যে আমাদেরকে হরি-কথা কীর্ত্তনে আহ্বান করেন তাহাতে আপনাদের উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে।

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ)

আপনারা যখনই আমাদিগকে শ্রীচৈতন্য-বাণীর সেবকসূত্রে আহ্বান করিবেন তখনই আমরা আপনাদের সহিত আমাদের কৃত্য পালন ক'রব। সন্ন্যাসীর কৃত্য গৃহস্থের মঙ্গলানুসন্ধান। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য—সেই বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করা। সকল আশ্রমবাসীরই একমাত্র কৃত্য—হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করা। ভগবান্‌কে কি করিয়া চাতুর্ম্মাস্য সেবা করিতে হয়তাহা আমাদের গুরুবর্গ আদর্শ আচরণের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের দর্শনে ক্লেশতম বস্তুর দর্শন নাই।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁ'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
(চৈঃ চঃ)

মহাভাগবতের শোকাশোকা নাই। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে রত।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো
দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ
নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪০)

কৃষ্ণই ভোক্তা এবং জগৎ তাঁহার সেবোপকরণ। ইহাই বৈষ্ণবের দর্শন। পরমহংস বৈষ্ণব জগৎকে ভোগ্যরূপে দর্শন না করিয়া জগতের ভোক্তারূপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের অতীত অবস্থা এই পরমহংসের অবস্থা। সেই অবস্থা জীবমাত্রেরই লাভ করিতে হইবে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশ্বনাথকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ জন পরমহংস মহাজন ছিলেন—

অর্জ্জুন বিরাট পঞ্চ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

'ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্' এই দ্বাদশ মহাজন ও স্বয়ং ভগবান্ ভাগবতধর্ম্মের বক্তা। আমরা কোন Mundane Religion এর উপাসক নহি।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সনাতনধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, আর্য্যধর্ম বা হিন্দুর উপাসনা সংস্থাপনের জন্যই ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মায় মেয়েও কলিযুগে প্রেমধর্ম্ম প্রচার ক'রেছেন। আমাদের কৃত্য হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রকৃত হইয়াও সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কথা প্রচার করা।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তি-বান্ধবের পরাবধ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক প্রচুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে।

পরম গুরুদেবের বিরহোৎসব

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৩ই নবেম্বর উত্থান-সমাপ্তি ও উত্থান-একাদশী দিবসে আমাদের নিত্যারাধ্য পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটতিথি ছিল। ঐ উপলক্ষে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক হয় ও সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথির সম্মান করা হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশক ত্রিদণ্ডী ভক্তিসারঙ্গ কর্ত্তৃক গুরুপরম্পরা, গৌরকিশোরাষ্টক বা গৌর কিশোরাষ্টক, 'বৈষ্ণব-ঠাকুর', 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর', 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি', 'যে আনল প্রেমধন' প্রভৃতি বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ বাবাজী মহারাজের পরম পবিত্র চরিত্র ও অদ্ভুত চেষ্টাসমূহের কথা কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া ব'লতে থাকেন,—আজ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস আচার্য্যবর্য্য-চূড়ামণি শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকট তিথি। এই সুযোগে তিথিকে কৃপা ক'রে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রাণকান্তা পবিত্রতার অভিনয় ক'রেছেন। বাবাজী মহারাজের চেষ্টাসমূহ অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি নবদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়ায় গঙ্গার চড়ায় থেকে ভজন ক'রতেন। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে তাঁ'র মধ্যে লক্ষিত হ'ত। তিনি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য হয়ত বা কখনও খানিকটা গঙ্গার জলই ভক্ষণ করতেন। পিপাসার সময় সন্ধানে ব্যাকুলান্ত না হ'য়ে অঞ্জলিপূর্ণ ক'রে গঙ্গাজল পান ক'রতেন। তিনি ছিলেন বৈরাগী বৈরাগ্যের চরম আদর্শ তাঁ'র জীবনে ফুটে উঠেছিল। অনেকে হয় ত' তাঁ'র এই দিকটা লক্ষ্য করেই গেছেন। কিন্তু তিনি শুধু একপ কঠোর বৈরাগী ছিলেন না। লোক সাধারণে তিনি কঠোর বৈরাগী ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিক। চিত্তসাধারণে তাঁ'র নির্দ্দিষ্ট সঙ্গ ছিল। তিনি কৃষ্ণ-বিলাসের প্রতি বিশেষ লিপ্সা ছিলেন, তাই তাঁ'র চরিত্রে কঠোর বৈরাগ্য সাধারণের লক্ষিত বিষয় হ'য়েছিল। কিন্তু তাঁ'র অন্তরে যে তীব্র কৃষ্ণানুরাগ ছিল সে সম্বন্ধে অনেকেই অবগত ছিলেন না। কৃষ্ণবিরহে তিনি পাগলের ন্যায় চেষ্টা প্রদর্শন ক'রতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মুখে শুনেছি তিনি এক সময় খাদ্য খুদকুঁড়া উপস্থিত হ'য়ে সকোরে মাটিতে মাথা খুঁড়ছিলেন এবং ব'লছিলেন, 'ওরে, আমি এমনই পাষণ্ড যে আমার শরীর এখনো কাণ্ড বৈষ্ণবদেহে আকৃতি দূরে থাক্ এবং বিরূপ প্রাণ্টো। আর গৌরসুন্দরের নাম ক'রে মাধুর্য্যের কথা তাঁ'র বিমল প্রেম-ধর্ম্মের কল্পবৃক্ষ। তাঁ'র আচরণ, তাঁ'র চিন্তাটা যেন মূর্ত্তিমান ভাগবতবাণী। ভাগবতের শ্লোক গ্রহণ ক'রে যেন তাঁ'র জীবনে প্রকাশিত হ'ত। ভাগবত কি বলছে তা জানা যেন তাঁ'র আচরণ, তাঁ'র ভাবের প্রতি লক্ষ্য ক'রলেই সহজেই বুঝা যেত। তাঁ'র চেষ্টাগুলি যেন সব [illegible]। "চিত্তস্য কিং দর্পণ করিষ্য" এই শ্লোক অথবা ভাগবতের যে কোন [illegible] যেন তাতে জলন্ত প্রকাশিত হ'ত। তিনি আমাদের নিবিড় ক'রে রেখে চ'লে গেছেন। কিন্তু তাঁ'র কৃপাদান—জগতে তাঁ'র শ্রেষ্ঠ দান তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁ'র যাবতীয় শক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে [illegible] ক'রে [illegible] পাতকের উদ্ধারের উপায় ক'রে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের, [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা অবলম্বন না। তিনি (শ্রীশ্রীল [illegible]) আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশে আমরা তাঁকে চিনতে পারি নাই। কিন্তু তিনি এসেছিলেন,— এই প্রপঞ্চেই সেই বৈকুণ্ঠের বস্তু রেখে এসে-

(অবশেষ ৩৭ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপদ সে পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,শ্রীবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গান্ধর্ব্বা আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। স্বাধীন এবং ভক্তিপ্রচারক শ্রীনদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রী প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমৎ গৌড়, শ্রীবন, শ্রীমায়াপুর মঠের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাবাহিকা এই মঠ হইতে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রক্ষক—প্রভুপাদ শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমৎ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধাবল্লভের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ. -গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরাঙ্গাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জুনশরণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেশ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রীপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

(১৫) স্বর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমাধবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বারদী পোঃ ধামরাই, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) পল্লীই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) প্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়মঠ

মহুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ,

পোঃ হরিদ্বার, জং সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্বিলাস ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনাজী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কোশারী,

পোঃ কোহেলাম, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅভিন্ন ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শীশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতনরূপ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাদু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকুপা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসুহৃদানন্দ চক্রবর্ত্তী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
কাটা চাল	৫৸০
নূতন	৫৲
টাকীকোল	৭৲-৭৷০
বেলুনী	৫৷০
বারা নূতন	৪৶০
পুরাতন	৫৲
কাজে কোবাদি	৬৲
বেলুন	৩৸৶০
আতপ—	
আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বেলুনী আতপ	৫৷০-৫৸৶
বাদাবি	৫৲-৫৶০
ঝিঙাই আতপ	৫৷০-৫৸০
টাকীকোল	৭৲
বেলুন	৩৶০

চিনির দর

ম, চীইশ	১০৷৶০
১০০০ নং	১০৶০
দানা দানা	৯৷
দানা	৮৷০—৯৶০
দানা	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

রের বার	৩৩৷০
	২২৲
গিনি বার	৫২৷০

পাটের দর

—	৪০৸০
—	৪০৸০
—	৪১৷০
কের সমা—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
বিন ঐ	৬৲—৬৶০
আছ ঐ	৫৸৶০—৫৸০
	৬৲—৬৶০
(বি)	৫৸০—৫৸৶০
ম (২	৫৶০—৫৷৶০
(এম)	৫৲—৫৷০
(বে)	৪৸০—৪৸৶০
ম (৩)	২৷০—২৸৶০
	১৸৶০—১৸০
	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

৫৭৲
৫৭৲
৫০৲
৪৫৲
৪৬৸০

তার	৪৬৲
কাগুলে	৩৬৲
দানা দানা	৪১৸০

লোহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (বরগা বা বীম)	
মার্কা	৯৶০—৯৸৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা চেসটেড ওয়েট বীম সব সাইজ	১০৸৶
ঐ ইংলিশ বরগা (বীম)	১০৸৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৶০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৸৶০
২৮ গেজ—	১৬৸৶০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ সটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীট	৷৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
স্রেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩৷০—
গাড়ী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৩৷০—৩৸০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু, গরাদে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
কাজ	৮৸০—১১৷০
নং ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲
স্টিকলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৩৷০	
তুলার হাপর ৪৷০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আবেদ গোলার কাইব	৫৪
লিট্‌ল আবেদ বকচ	৲
কওাটি পুরনিয় কাইব	৪০৲
হাবার্ট আবা	৫৩৲
ঐ কাইব	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতন সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
শুটি খদিরবণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-অবস্থিত-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৩৮	১৯—৭
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত নূতন এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা যেরূপ হউক না কেন। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——॥(০)॥——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষাংশে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——॥(০)॥——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ॥০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত কণা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ : গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মান্দ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——॥(০)॥——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্গপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADI/ -PRAKASH

REG NO C 1544
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২১৯]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগ

গত অক্টোবর মাসের শুল্ক বিভাগের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, চলতি সরকারী আর্থিক বৎসরের প্রথম সাত মাসে শুল্ক-বিভাগের আয় ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে।

ইহাতে ভারত সরকারের অর্থসচিব তাঁহার সম্বৎসরের বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী টাকা পাইয়াছেন।

চলতি বৎসরের বাজেটের বরাদ্দ অনুযায়ী আয় গত বৎসরের যথার্থ আয় হইতে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বেশী; কিন্তু কেবল এই প্রথম সাত মাসের আয় ধরিলেই কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে আরও প্রায় ১ কোটি টাকা বেশী থাকিবে। যেহেতু ডিসেম্বর মাস হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত বেশী মালের আমদানী হয়। সুতরাং শুল্ক বিভাগের আয় বাজেটের বরাদ্দ অপেক্ষা অন্ততঃ ৩ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে। যদি বৃটেন ও অন্যান্য স্থান হইতে মদের আমদানী কমিয়া না যাইত, তাহা হইলে শুল্ক বিভাগের আয় আরও বাড়িয়া যাইত। সাধারণ কড়াকড় ব্যবস্থা অবলম্বন করায় মূলধনে আমদানী পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে।

রেঙ্গুন হইতে যেরূপ শুল্ক আদায় আশা করা গিয়াছিল, সে পরিমাণ পূর্বেই আদায় হইয়া গিয়াছে এবং পেট্রল হইতেও আশানুরূপ আদায় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমান বৎসরে রৌপ্যের আমদানী অনেক কমিয়াছে। দিয়াশলাই ও চিনির উপর উৎপাদন শুল্কের এবং মোটরকার, কলকব্জা, তুলা, কৃত্রিম রেশম সূতা, রেলওয়ে সরঞ্জাম প্রভৃতি হইতে যে আমদানী শুল্ক লয়, উহারও উন্নতি হইয়াছে।

———

ভারতের সৈন্যশক্তি বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের সৈন্য বাহিনীকে অনতিবিলম্বে "মেকানাইজড্" করিবার জন্য ভারত-সরকারকে ছয় লক্ষ পাউণ্ড সাহায্যের জন্য পার্লামেন্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। উহা দ্বারা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক সম্পর্কে একটা বিশেষ নজির স্থাপিত হইল। এপর্যন্ত ভারতসরকারই সৈন্যবাহিনী পোষণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন। এই সাহায্যের বিষয় সহকারী ভারত সচিব লর্ড ষ্ট্যানলে কমন্স সভায় ঘোষণা করেন। সৈন্যবাহিনী 'মেকানাইজড্' করিতে প্রথমেই বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে বলিয়া এই সাহায্য করা হইতেছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসর এই সাহায্য দেওয়া হইবে।

অগ্নি ও প্রস্তর

রাঁচির নিকটবর্তী একটি পল্লীতে এক অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ভূমিকম্পের সময়ে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ ভীতি উৎপাদক শব্দ শব্দ হইতে থাকে এবং আকাশ হইতে চোখ-ঝলসানো আলোক রশ্মি নামিয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় উত্থিত হয়। ইহাতে সকলেই ভীত হইয়াছে।

ঝড় যখন অতি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, তখন গ্রামের পুরোহিত অধিবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, প্রলয়ের আর বিলম্ব নাই, অতএব সকলে মিলিয়া প্রার্থনায় নিরত হও।

পরদিবস সকাল বেলায় গ্রামবাসীরা কাজে বাহির হইয়া দেখিল যে, গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত একখানি কুটীর ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ঐ কুটীরের বাসিন্দা একজন স্ত্রীলোক ও দুইজন পুরুষের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। তাহাদের নিকটেই কতকগুলি ভারী প্রস্তর খণ্ড দেখা গেল। লোকের ধারণা এই যে, প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের সময় এই প্রস্তর বৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রস্তরের নীচে চাপা পড়িয়াই উপরোক্ত তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে।

———

সীমান্তে উপজাতির উপদ্রব

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে,—ছোট ছোট দুর্দান্ত উপজাতির দল সম্প্রতি শাকো উপত্যকার নিম্নাংশ তাহাদের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতেছে। ঐ অঞ্চল হইতে তাহারা সৈন্যদল ও যান-বাহনাদির বিরুদ্ধে ছোটখাটো আক্রমণ চালাইতেছে। সম্প্রতি প্রথম ও পঞ্চম সংখ্যক পদাতিক সৈন্যদল খয়সোরা উপত্যকার মধ্য দিয়া শাকো উপত্যকার নিম্নাংশে অবস্থিত বাওয়ারে যায় এবং তথা হইতে খয়সোরা উপত্যকায় অবস্থিত মির [illegible] নিকট প্রত্যাবর্তন করে। বাওয়ারের পূর্ব দিকে উপজাতিরা সৈন্যদিগকে বাধা দেয় এবং তাহাদের সহিত লড়াই হয়। গ্রামে শিবির ও প্রহরীদের উপর গোলাগুলী বর্ষিত হইয়াছিল। [illegible] খোলিয়া খেলা এই দলগুলি পরিচালিত করিতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হতাহত হইয়াছে,—

আহত—সার্জেন্ট আর হোয়াইট, কর্পোরেল সি উইলিয়মস, লেফটেনান্ট কর্পোরেল জি, গুটার, প্রাইভেট টি ইভান্স, প্রাইভেট ই এডওয়ার্ডস।

ইহা ব্যতীত আরও ৫ জন ভারতীয় সৈন্য আহত হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা শান্ত। গিঠানী রোড নির্মাণের কার্য্য সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

শিশুকে সর্পের ফণায় আচ্ছাদন

একটি শিশুর প্রতি গোখুরা সাপের বিস্ময়কর ব্যবহারের বিবরণ জানা। আদালতের অনেক উকিল ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ির অধিবাসী কাছারীর কর্মচারী জাতীয় রেবতী কান্ত সর্দার ৪ মাস পূর্বে একটি পুত্র হইয়াছে। রেবতীবাবু নবজাত সন্তান সহ হাকিমপাড়ায় তাঁহার পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে ঐ বাড়ীর লোক রাত্রে একটি গোখুরা সাপকে শয্যাশায়িত শিশুর শিয়রে ফণা ধরিয়া থাকিতে দেখে। শিশু নিদ্রিত অবস্থায় কিংবা অন্য লোকের অনুপস্থিতিতে সর্পটি প্রত্যহ শিশুর শিয়রে ফণা ধরিয়া থাকিত। ইহাতে কোনরূপ ক্ষতি হইবে আশঙ্কা করিয়া শিশুটিকে রেবতীর বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

রেবতীর বাড়ী তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে। কিন্তু এখানেও একটি গোখুরা সাপ আসিয়া শিশুর শিয়রে ফণা ধরিয়া থাকে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শিশুর নিকট অন্য কোন লোক থাকিলে সাপ তথায় আসে না।

ঘটনা বিস্ময়কর। সাপের দ্বারা কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য ঐ বাড়ীর লোকজন বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, - সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ [illegible] — ২৮
দশম স্কন্ধ — ৯৲
তাহাতে বিরাট [illegible]
[illegible]
[illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] ৬৲
৪। [illegible] ([illegible]) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড -৸০; ২য় [illegible] -১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
[illegible] ও [illegible] দীপিকা ১।০
৯। চৈতন্য[illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। [illegible]
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵
২১। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵
২২ [illegible] ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ [illegible] বাঁধা) ১৲
২৪। [illegible] (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। [illegible] (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
[illegible]) ১৲
২৬। [illegible] কেবল [illegible] ৷
২৭। [illegible] ([illegible]) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০ [illegible] ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
৩৩ [illegible] ৸০
[illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible]
৪০। [illegible] ৵০
৪১। [illegible] ৵০
৪২। [illegible] পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৵০
প্রেম[illegible] ৵০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। [illegible] ৵০
৪৭। [illegible] ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ ([illegible]) ৷০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-[illegible] ৷০
৬৪। [illegible] ৷০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ [illegible] বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—[illegible]
[illegible] ৷
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। [illegible] য়্যাণ্ড [illegible] ৷০
৭৮। [illegible] ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৩।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত --[illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহদানুগত্য
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

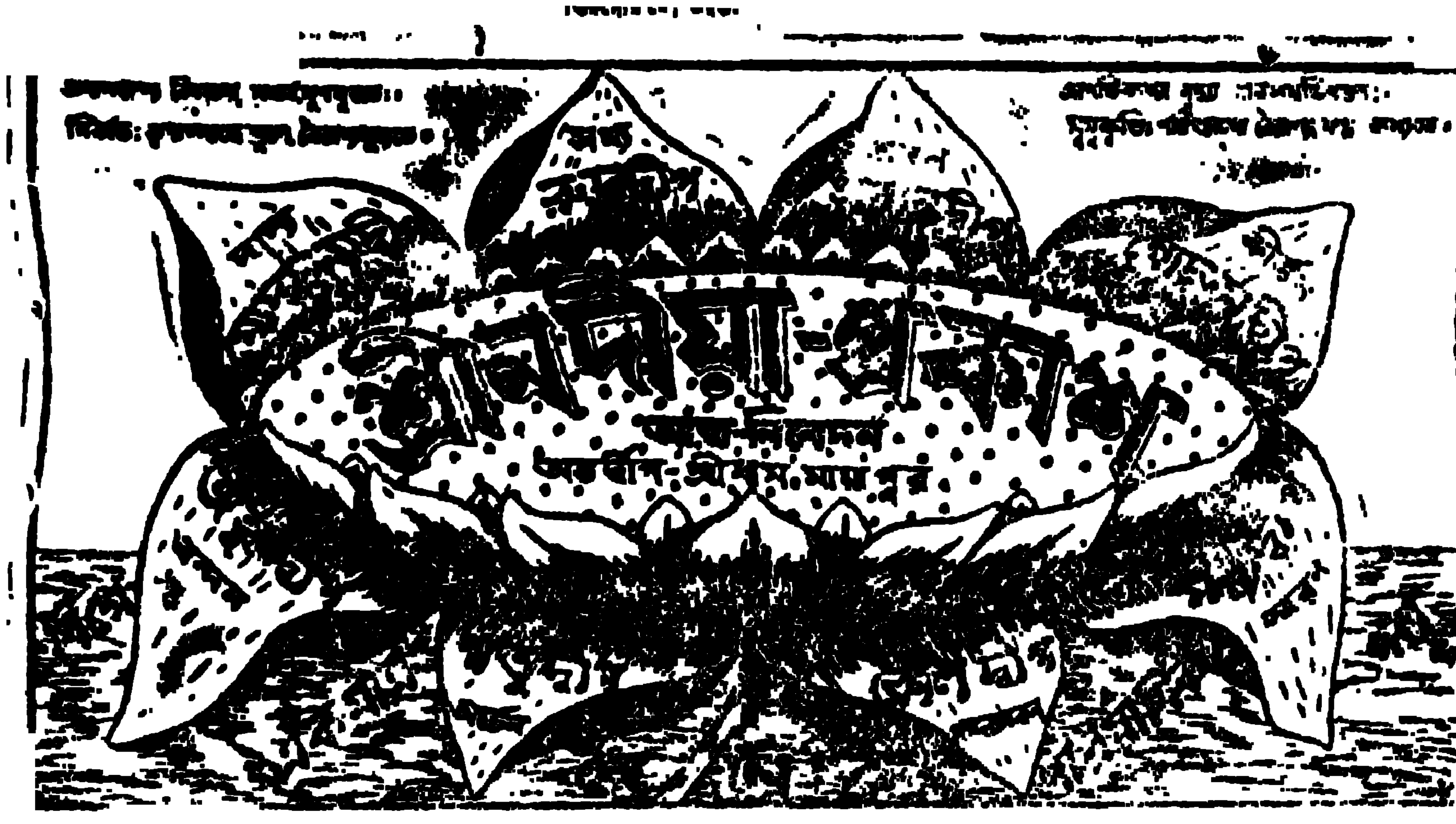

১২শ বর্ষ (গৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৭, বুধবার) ১১৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর বিরহোৎসব

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখামঠ গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উত্থানৈকাদশী দিবস পরমহংসদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব মহামহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়।

এতদুপলক্ষে প্রাতে কীর্তন, পাঠ, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ভোগ, ভোগারাত্রিক, সন্ধ্যারাত্রিক হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের পূত চরিত্র যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট কীর্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহাজনপদাবলী কীর্তন করেন।

শ্রীকামাখ্যা-গৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীগৌরধামানন্দ-বিলাসস্থলী শ্রীকামাখ্য গৌড়ীয়মঠে প্রায় মাসাধিককাল হইতে ভগবানের মূর্তি-পূজা মহামহোৎসব সংকীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং নিয়মিতভাবে উর্জব্রত পালিত হইতেছে। বিগত ২৮শে কার্তিক উত্থানৈকাদশী দিবস অষ্টোত্তরশতশ্রী পরমহংসদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথি। তদুপলক্ষে উক্ত দিবস শ্রীমঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বিপুল আয়োজনে অহোরাত্র গৌরবিহিত সংকীর্তনোৎসব ও তৎপরদিবস সাধারণ মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ প্রভু উক্ত দিনে অদ্য ও একাদশীর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের মহিমা অনুকীর্তন করতঃ শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। শ্রীপাদ গদাধর চৈতন্যপ্রভুর সংকীর্তন-সেবা উল্লেখযোগ্য।

দার্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৩ই নভেম্বর ২৮শে কার্তিক রবিবার উত্থানৈকাদশী দিবস পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যদেবের আনুগত্যে দার্জিলিং শ্রীগৌড়ীয় মঠে কীর্তনমুখে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক অন্তে যথাবিধি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বন্দনা ও কীর্তনাদি হইবার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। শ্রীমঠের সেবকগণ সকলে উত্থানৈকাদশী অহোরাত্র-কীর্তনমুখে শুদ্ধভাবে পালন করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক পর মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

তৎপর দিবস ১৫ই নভেম্বর সোমবার দ্বাদশী [illegible] মহারাজ [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বন্দনা, কীর্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রীল বাবাজী মহারাজের চরিত্রকথা [illegible] ও কীর্তনান্তে মধ্যাহ্ন [illegible] চতুর্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়া ছিল।

শ্রীল [illegible]

[illegible]

([illegible])

অনুবিধায় মধ্যে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের "[illegible]" [illegible] কাহারও দেখিতে পাই [illegible] করিতে পারিলে [illegible] শ্রীল [illegible] দ্বারা উৎসবাদিতে [illegible] জীবাত্মার মঙ্গলাবস্থা। [illegible] কামের ইন্ধন [illegible] বৃদ্ধি। মহামহোৎসবের নামে ভুক্ত [illegible] আমরা প্রাকৃত [illegible] কালের [illegible] সম্বন্ধবিচারে মহামহোৎসবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাঁদের সাধনের [illegible]। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মহামহোৎসব [illegible] এবং গোপীনাথ [illegible]।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম" শ্লোকের তাৎপর্য উপলব্ধি করাই তাঁহাদের [illegible] গোবিন্দের পূজার মূল উদ্দেশ্য। "[illegible]" শব্দের অর্থ বাক্য অর্থাৎ [illegible] কৃষ্ণের গুণকীর্তন করা হয়। [illegible] কৃষ্ণের আনন্দবিধান করাই শ্রীরূপানুগগণের নিখিল সেবা-কার্যের মূল উদ্দেশ্য। শ্রীরূপপাদ তাঁহার উপদেশামৃতের ৮ম শ্লোকে উপদেশ প্রদান করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] শ্রীব্রজবাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণের [illegible] সেবা-পিপাসা—ইহাই [illegible] আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শ্রীধাম বৃন্দাবনে আমাদের কোন প্রকার স্বার্থ [illegible] লইয়া যাওয়া উচিত নহে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সেবা লাভ করাই যেন আমাদের একমাত্র কাম্য হয়। প্রাকৃত সহজিয়াগণের আনুগত্য ব্যতীত কখনও উক্ত প্রেম সেবা লাভ হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের [illegible] ব্যতীত আমাদের [illegible] সম্ভাবনা নাই। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে প্রত্যহ [illegible] বিচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। [illegible] আমরা পরমার্থের পথে কতটা অগ্রসর [illegible] বিচার [illegible]। শ্রীগুরুবৈষ্ণব [illegible] কৃপাশীর্বাদ [illegible] আমরা [illegible] শ্রীধাম [illegible] প্রেমসেবা লাভ করিতে পারি। [illegible] কথা নাই। [illegible] শ্রীমন্ [illegible] বলিয়াছেন। [illegible] আমাদের [illegible]। শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] করাই আমাদের জীবনের সার্থকতা। তাহা হইলেই আমাদের শ্রীগোবর্ধন-পূজা [illegible] সার্থক হইবে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"হরিভজনে জাতিভেদের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউন, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকুক, তাদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই। সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

([illegible] তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ কেশব, [illegible] গৌরাব্দ ৪৬১

মনের স্মরণ প্রাণ

মনের কার্য্য স্মরণ করা। সে এক মুহূর্ত্তও কোন কিছু চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাই তাহার স্বরূপ, বৃত্তি বা প্রাণ। সে কিছু না কিছু চিন্তা করিবেই করিবে। হয় তাহার চিন্তার পথ ভুক্তি-মুক্তি ধর্ম্মা—ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী, না হয় মায়ামুগ্ধিনী বা স্ব-স্বরূপসাধিনী। আমরা বদ্ধজীব, তাই আমাদের স্বভাবের কার্য্য—আমরা বুঝিতে পারি না যে, আমরা ভগবানের সেবক। সেবকের সেবাচিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন কার্য্য নাই। কিন্তু আমাদের অবস্থা বর্ত্তমানে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেবা ভুলিয়া এখন নিজ সেবক-সন্ধান-চিন্তায় ব্যস্ত হইয়াছি। তাই কামনা-বাসনা বা আশা মিটিতেছে না। কেবল অশান্তির পর অশান্তি নিরন্তর আমাদিগকে পেষণ করিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য—সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে মনে রাখা। এর বড় কার্য্য আর কিছুই নাই। কিন্তু আমাদের প্রকৃতিতেই ভুল হইতেছে। আমরা কৃষ্ণকে বাদ দিয়া অন্যান্য বহু কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি আমরা কি করিব? করিব আর কি? ভক্তের সেবক ভক্তের চিন্তা করিবে, কৃষ্ণকে এক মুহূর্ত্তও ভুলিবে না। এ ছাড়া আর কি কাজ থাকিতে পারে? সব 'একটা কাজ নয়, কাজত' মাত্র একটা। সেইটা ছাড়িলেই সব কাজের ভিড়। সকল কাজের মধ্যেই আছি, সব কাজই করিয়াছি, কিন্তু ঠিক ভুল হইয়া যাইতেছে—কৃষ্ণ চিন্তার মধ্যে আসিতেছেন না। তাঁহাকে ভুলিবার এত দুর্বুদ্ধি হইয়াছে যে হইতেছে যে তাঁহাকে ত' মনে করিতেছি না। হা দৈব! আর আমরা কবে কাঁদিতে শিখিব? সারাদিনের মধ্যে একবার কখনও মনে পড়ে? এত 'হ' সাত্ত্বিক বিকার কিছু লাভ হয় কি? [illegible] বলিয়াছি, যে কৃষ্ণকে শেষ করিয়া কাহা হইতেছে না হে'।

কৃষ্ণনাম ধারণাই আমাদের নিত্য-[illegible]। এই সুখ-দুঃখ আমাদের সাধ্য ও সাধন উভয়ই। এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম। ভক্তগণ আবির্ভাব চৈতন্যদাতার ভাব সতত কৃষ্ণচিন্তার রাজ্য। তাহাদের চিত্ত মনে—সেবোন্মুখ মনে কৃষ্ণচিন্তাস্রোত সতত উদিত হইতেছে। তাহাতে আর কোন সেবার নব নবায়মান বিচিত্রতা ও চাতুর্য্যের মাধুর্য্য। সেই 'চিত্ত' মনে সতত খেলা করিতেছেন—আমাদের লীলাময় কৃষ্ণ। কৃষ্ণস্মরণ সেই মনের প্রাণ। তাহা ছাড়িয়া সে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। সর্ব্বমুক্ত জীব আমরা, তাই নতুন আমরা, অসৎচিন্তাপরায়ণ আমরা যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ এই চিন্ময় মনের 'স্বরূপ'এর কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে সেবোন্মুখ মনের অন্যরূপ প্রকার কোথায়? ও কামনা-বাসনা দেখিয়া সেবোন্মুখ মনের চিন্তাশীলতার কথা কিছু ধারণা করিতে পারি।

ভগবান্‌কে স্মরণ করা চাই। তাঁহাকে সম্মুখে রাখা চাই। তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য কৃষ্ণস্মৃতির অনুকূলে হওয়া চাই; যদি তাহা না হয় তাহা হইলে তাহা বিষয় নামে অভিহিত। এই বিষয়ের প্রতি স্বকীয় দৃষ্টি না রাখিলে, বাসনার বিষয়ে এবং কৃষ্ণস্মৃতির অনুগত করিতে না পারিলে সেই বিষয়ের কোন মূল্যই নাই। সাধুসঙ্গে নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনফলে স্মরণ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণস্মৃতি সম্ভবপর নহে। যদি সম্ভবই হইবে, তাহা হইলে বদ্ধ কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল ত' এমন কৃষ্ণবিমুখ বসিয়া থাকিলে হইবে না। সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তন করিতে করিতে উন্নত হইতে হইবে। কর্ম্মজ্ঞান-বিকারকে দূর হইতে ভক্তবৈষ্ণবগণের অনুসরণ করিতে হইবে। অন্যান্য ত্যাগ না করিতে পারিলে এরূপ সুখ্যাতিমাত্রই হইতে পারা যাইবে না, শুধু মনে শুধু কৃষ্ণস্মৃতি হইবে না। কেবল কৃষ্ণচিন্তা, আর কোন কাজ নাই এবং এই জন্য নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনের ব্যবস্থা এবং ইহাই একমাত্র নিত্য প্রয়োজন।

যখনই আমরা কৃষ্ণকে ভুলিয়াছি তখন হইতেই পাপ-পুণ্য আমাদের হৃদয়ে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই পাপ-পুণ্য উভয়ই পরিত্যাজ্য। যদিও পুণ্য আনন্দ-সুখকর তথাপি তাহার নাম গ্রহণ করা উচিত নয়। এ সব অনিত্য বস্তু ছাড়িয়া তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ হইবার জন্য যত্ন করিলেই সকল সন্তাপ যাইবে, জগৎ নির্ম্মল ও সুখপ্রদ হইবে। জল বিনা মৎস্যের যেরূপ অবস্থা ভক্তিবিনা জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং এই মহাবিপদের সময় আমাদের কর্ত্তব্য চাতকের অনুসরণে ভগবানের আনুগত্যে কৃষ্ণস্মরণের একমাত্র উপায় শ্রবণ-কীর্ত্তন নৈরন্তর্য্যে বিতোষ করা।

আমরা অধম আর ভগবান্ অধমের বন্ধু। আমরা নিষ্ঠুর আর তিনি দয়ার সাগর। আমরা কৃতঘ্ন কৃষ্ণের শত্রু, সুতরাং বন্ধুহীন আমাদিগকে অন্যের পাইয়া কামাদি রিপুগণ এবং আরও অনেক সকলেই সর্ব্বক্ষণ বিব্রত করিতেছে। এখন উপায় কি? সমস্ত জীবন ধরিয়া কেবল অপরাধই করিলাম, একদিনের জন্যও ভগবান্‌কে ডাকিলাম না, এখন আবার দুর্দ্দৈব! তবে তিনি পতিতপাবন, পাপীর বন্ধু ইহাই ভরসা। সতীর যেমন পতি ছাড়া কেউ নাই, সেইরূপ এ অপরাধীর ভগবান্ ছাড়া আর কে আছে? হে ভগবন্! তুমি যদি উপেক্ষা কর, তুমি যদি কৃপা না কর, তাহা হইলে এ অধম সেবকের প্রতি আর তাকাইবে কে? হে প্রভো! আমি অপরাধী হইলেও তুমি ত' আমার নাথ, অতএব সেবা দয়া নিজ গুণে অনুগ্রহ কর, আর পর ভাবিও না। আমার দুষ্ট মনকে দমন কর, এ ছাড়া তোমার নিকট আর কি চাহিব? তোমার পাদপদ্মস্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে সতত জাগরূক থাকে, ইহাই তোমার পাদপদ্মে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মুখে হরিনাম ও মনে কৃষ্ণচিন্তা করিতে হইবে; মনে মুখে এক না হইলে হরিনাম হয় না, নামাভাস উপস্থিত হয়। সকল শাস্ত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তকে মনে নিবেশ করিবার কথা বলিয়াছেন। সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ভজন কর আর মুখে হরিনাম—কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে স্মরণ কর, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

'অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের শরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ বাপ মুখে বল হরি॥
ভক্তের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ নাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি—কৃষ্ণে দেহ মন॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কারুণ্যোক্তি, আদেশ ও উপদেশ আমাদের কর্ণকুহরের শিরোভূষণ হউক, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে আমাদের প্রার্থনা।

আমার কাহিনী

(ভক্ত শ্রী[illegible])

জানি না, আমি আজ কত জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতিপ্রভাবে গোলোক-বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের দ্বারে উপনীত হইয়া সেই গোলোকবিহারী শ্রীহরির নিজজনের শ্রীমুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছি। জীবনের অনেক দিন কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যান্য অভক্তের সঙ্গে কাটাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু কই এমন মধুর হৃৎকর্ণরসায়ন কথা ত' আর কাহারও মুখে শুনিতে পাই নাই, কেহই ত' আমাকে বলিয়া দেয় নাই যে,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

কেহ ত' তখন আমার কর্ণোপনিষদের এই শ্লোকটী আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় নাই—'[illegible] প্রাপ্য বস্তুর নির্দ্দেশ। [illegible]' এই বৃত্তান্ত, ত্রিতাপক্লিষ্ট ও চিন্তাক্লিষ্ট জীবের কল্যাণকামনায় নিঃস্বার্থ আর কাহারও ত' প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়া উঠে নাই। '[illegible]' শব্দের দ্বারা জগতের তথাকথিত আত্মীয়স্বজন ত' আমাকে এমন দান করিতে সাহসী হয় নাই। কই, তাহারা ত' আমার মঙ্গলকামনা করে নাই, যদি করিত তবে আমি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছিলাম কেন? এ পাপাসক্তপূর্ণ হৃদয়ে যাঁদের পাদপদ্মধূলি ত' পড়ে নাই এমন অহৈতুকী অপ্রতিহত করুণার নিদর্শন ত' আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সংসারে মাতাপিতা, ভ্রাতৃবন্ধু ও তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে পারিবারিক, সামাজিক, লৌকিক, আর্থিক প্রভৃতি সমস্ত ও অসংখ্য বিষয়ে এতই সহানুভূতি ও উপকার পাইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা আত্মার অনাদিকালের মোহ ও অজ্ঞানতা [illegible] ত' কোন সন্ধান দিতে পারে নাই, বরং জগতের হাবভাব, ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া পদে পদে নৈরাশ্য আমার ভারাক্রান্ত জীবনকে অন্ধকার হইতে আরও গাঢ় অন্ধকারে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতে-

ছিল। অন্তর্হিমার ভগবান্ কোন এক পরমপুরুষ আমাদের আশ্রয়দাতা আছেন উ'হাকার জন্য এবং ও মনের সুখশান্তির জন্য নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গলিপ্সু হইয়া সেই পরমপুরুষের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। অবশেষে শ্রী'ভগবান হইতে আবিষ্কৃত নানা দেব দেবীর উপাসনা, পূজা, জপ, তপ, ব্রতাদি করিতে হয়। হায়! তখন ত' কাহারও মুখে পরমপুরুষ ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীটি শুনিতে পাই নাই যে,—

'যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥'
(গীতা)

তখন কেহ ত' আমার নিকট ইহাও বলিয়া দেয় নাই যে—

আর্দ্রেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

যে'স্বপ্রীতি-বাঞ্ছা বা কামকে ঐক্যের প্রীতিরূপ প্রেম না বুঝা ভাল বলে না, আমি ত' তখন জানিতাম না। ঐ ব্রত ধারণপূর্বক অভ্যাসের ফলে আমার ব' বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবৃদ্ধি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছিল। কামনার পর কামনা ও অসংখ্য আমার হৃদয়কে ক্রমশঃ অধিকার করিয়া আমাকে বিপথগামী করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই কামনার অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ ও ক্ষোভ আসিয়া আমার জীবনকে কত না অশান্তির মধ্যে লইয়া যাইতেছিল; কিন্তু কৈ, তখন ত' আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখন ত' বুঝিতে পারিতেছি, যে'স্ব যার জীবন প্রতি'পদে আমার চিত্তকে প্রতি মুহূর্তে আস করিতে উদ্যত। পূর্বে ত' জানিতাম না যে, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া ভগবৎসুখানুসন্ধান বা ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র কামনার বস্তু বা লক্ষ্যীভূত বস্তু এবং তাহাই আমাদের একমাত্র করণীয় উচিত ভগবানের সুখবিধানই যে আমার একমাত্র কর্তব্য ইহা ত' আমাকে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। কেহই ত' আমাকে জানায় নাই যে—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা ভিন্ন অনুষ্ঠানের অন্য কোন কৃত্য থাকিতে পারে তাহা ত' আমার বন্ধুবান্ধব কখনও বলে নাই। আবার তাহার বহুকাল পূর্বে যে এই পুণ্য-ভূমিতে বিশ্বপ্রেমিক আমার প্রেমের ঠাকুর গৌরসুন্দর ধারণ করিয়া উদিত হইয়া পরিপূর্ণ বিগ্রহরূপে এই কলিহত জীবের জন্যে রাধাকৃষ্ণের মধুর সেবা আস্বাদ করাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সপার্ষদে দ্বারে দ্বারে 'ভাই 'রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই'—এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই অমৃতময় ভাবপ্রদ কথা বলিতে কাহাকেও ত' শুনি নাই, পরন্তু শোনা আসিয়াছি শুধু ইন্দ্র-দেব'র ও তন্ত্র আসিয়াছি সেই ইন্দ্র-দেবের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা শৈশবে মাতাপিতার নিকট কিছু অল্পকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের নিকট ও পুস্তকাদিতেও প্রবৃত্তিমার্গের কতকগুলি বিশেষ ও প্রকারভেদ ভিন্ন এযাবৎ আর কোন সন্ধান ত' পাই নাই। সে সময় কেহই আমার এই অমূল্য কথাটি শুনায় নাই—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

কেহই আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দেয় নাই বা বুঝাইয়া দেয় নাই যে, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, সদ্গুরুর চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিতে হয়। সদ্গুরুই এই ভবসাগর পার হইবার কর্ণধার, আবার সেই সুদৃঢ় নৌকা, এরূপ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করিলে আত্মঘাতী হইতে হয়, তাহা ত' আমি জানিতাম না। আমি ত' জানিতাম, এইরূপ উপায়ে দেহ নষ্ট করিলে তাহাকে আত্মঘাতী বলা হয়।

সংসারের কেহই আমাকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের তারতম্য বুঝাইয়া দেয় নাই। কেহই আমার শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন করে নাই, সকলেই প্রেয়ঃ বা স্ব-স্ব প্রয়োজন সিদ্ধ বা নিজ-সুখকেই বহুমানন করিয়াছেন। তখন কি জানি কি এক মায়ার মোহে পাতিত হইয়া ঐ সকল বন্ধুর সন্তোষ বিধানের জন্য ব্যাপৃত ছিলাম। হায়! আমি যদি শৈশবেই প্রহ্লাদ মহারাজের এই উক্তিটী শুনিতাম যে—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

তাহা হইলে আমার শ্রেয়োলাভের অনেক সহায়তা করিত। আমার সেই স্বার্থমূলক মোহ-অন্ধকার এখনও ত' সংশোধিত হইল না। কে আমায় বলিয়া দিবে কবে আমার এই ভ্রম সংশোধিত হইবে, আর কবে চিন্ময় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের দাসানুদাসাভিমানে ভাবিত হইয়া তাঁহার চরণ-রেণু অভিলাষী হইয়া থাকিতে পারিব, এতদিন যাহারা আমাকে এইরূপ সৎপথ দেখাইয়া দেয় নাই, লোকের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয় নাই এবং তাহাদের দলের একজন করিয়া লইবার জন্য আমাকে বহু স্নেহে কোলে দিয়া আমার স্বার্থ মঙ্গলের কতকগুলি দিকে অপসারণ করাইয়াছে, তাহারা বাস্তবিকই ত' আমার কেউ নয়।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

কবে বৈষ্ণবঠাকুর আমায় বুঝাইয়া দিবেন, শ্রীগৌরসুন্দরই জীবের একমাত্র বন্ধু। তাই আমি কাতরে বলিতেছি, হে বৈষ্ণবগণ, আমি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাদের অভয় পাদপদ্মে স্থান পাইতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আমি দীন হীন, এতদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপে সর্বদাই নিরন্তর জর্জরিত হইতেছি ও এখন, অসৎসঙ্গ, নিদ্রা'দিন্দা কল্পনাদির এই শ্রম দুঃখের কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত। আমার মনের চাঞ্চল্য এত বেশী যে, কিছুতেই একমন আপনাদের সেবা করিতে পারিতেছি না মন ও মায়ার কুহকিনী শক্তি না জানি কত ছলে বলে কৌশলে আমাকে আপনাদের দূরে সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমার এমন কোন শক্তি নাই যদ্দ্বারা আমি আপনাদের দৈবী মায়াকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত প্রতি পদে পদে আমার বাধা আসিতেছে। আমি নিতান্ত দুর্বল আপনাদের কৃপা না পাইলে কিছুই করিতে পারিতেছি না। হে বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করিয়া আজ আমাকে শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তের অপার সেবা মাধুর্যের কিঞ্চিৎ অনুভূতি উপলব্ধি করিবার শক্তি ও সুযোগ দান করিয়া চিরকৃতার্থ করুন। কৃপা ব্যতীত এ পতিতের অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতা

বিগত ৩০শে বৈশাখ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রী-বিগ্রহ মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অপার সেবা তালিকার মধ্যে সভায় পঠিকার সময় শ্রীমঠ'শালনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সম্বন্ধে একটী হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন নিম্নে স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত হইল।

গোবর্দ্ধন-পূজার একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীগোবিন্দের ইন্দ্রিয়প্রীতি বিধান করা। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা এবং যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য। ভোগাবস্তু দ্বারা ভোক্তার তৃপ্তিবিধান করাই বস্তুর সার্থকতা। স্বরূপ-বিস্মৃত জীব অনাদি'-বহি-র্মুখতাবশে ভোক্তার স্থান অধিকার করিতে গিয়া অসুবিধায় পতিত হয়। অন্যা-ভিলাষের দ্বারা তাড়িত হইয়া কৃষ্ণের সুখ-বিধানের পরিবর্তে অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় রত হয়।

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥

ভাগবত-শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, সর্বকারণকারণ কৃষ্ণের সেবা হইলে অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের সেবা আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া থাকে। কামিগণ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়তর্পণাদির নিমিত্ত'ই পুষ্প মাল্য নিবেদনার জন্য পোষণ করেন না।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

অবশ্য কৃষ্ণের অনুশীলনই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র কাম্য। কেবল ভক্তির অনুশীলনে ভক্তগণের অবকাশ নাই তাঁহারা চৈতন্যের চতুর্বিধ মুক্তি কখনও প্রার্থনা করেন না। ভক্ত চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে সেবা-সম্বন্ধ থাকায় মুক্তভক্তগণের মধ্যে অবস্থান বিষয় হয় না যতটা সাযুজ্য মুক্তির নাম শুনিলে তাঁহাদের হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। নিষ্কাম ভক্তগণ করেন তথাপি সাযুজ্য-মুক্তি প্রার্থনা করেন না। সুতরাং ভক্তগণের শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভোগোদ্দেশ্যের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপূজার দ্বারা শরণাগত-পালকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ যে তাঁহার ভক্তগণকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, গোবর্দ্ধনপূজাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবান্ গোবর্দ্ধনপূজার দ্বারা বহিরীশ্বরবাদ নিরাস করিয়াছেন। আধিকারিক দেবতাগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরস্বরূপ মনে মনে করিলে ভগবান্ তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করতঃ তাঁহার সর্বেশ্বর-ত্ব'বোধ স্থাপন করেন। বহিরীশ্বরবাদের মস্তকে পদাঘাত করিবার জন্যই তাঁর শ্রীপাদ "একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরিত্যাগ্য যাবতঃ অবন্‌..."—এবং যাঁহার সকলের একমাত্র নিয়ন্তা, একমাত্র প্রভু" সেইটা প্রমাণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সেবা নিষ্কপটে করিতে পারিলে অন্য সকল প্রকার দেবতাদের প্রতি স্বতঃই সম্মান প্রদর্শিত হয় .....

সব আপনাদের সম্মুখে কিছু বলিয়া দিতে পারেন কিন্তু পুনরায় আমরা বহু

(অসম্পূর্ণ; পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

মায়ার পিছনে যারা ঘুরে বেড়ায় সেই আত্মঘাতী জীব কেবল কষ্ট পায়। কৃষ্ণকে যে চায় সে কৃষ্ণপদ পায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠস্থান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত,শ্রীবাসাঙ্গন-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত শ্রীভাগবত নদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, মাসিকপত্রাদি যোগে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিষ্ট নামক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

শ্রীলপ্রভুর দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁদপুর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিচিত্রকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীনারায়ণ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনবীন ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাজবাড়ী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ গোয়ালন্দ ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বিপ্র

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) সখাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীর্ধা ব্রজবাসী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নবাবগঞ্জ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুকুমাবাদন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনবলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেকশালী,

পোঃ কোতোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ওয়ারিস রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণবিহারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) সাক্ষিগোপাল গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বালু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমগুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপহ্যাম, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

ও শ্রী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাইকারী মণ
বালাম	৬৷৹
রাজা চাল	৫৷৷৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানী	৫৷৹
নাগরা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
ঝাড়ের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ বাঁশমতি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶৹

চিনির দর

উঞ্জাইন, টাইপ	১০৷৶৹
হরিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
মারকোরা সাদা	৯৷৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭৷৶ ৭৲

সোনা রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷
গিনি	৩৯৲
চাঁদির বার	৫৩৷৹

পাটের দর

আবের—	৪০৷৷৹
মিডল—	৪০৷৷৹
উত্তর—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৮৷৹—৮৷৶৹
ফ্লাওয়ার ঐ	৯৲—৯৶৹
ডাউসন ঐ	৫৷৶৹—৫৷৷৹
সুজী	৯৲—৯৶৹
আটা (বি)	৫৷৷৹—৫৷৷৶৹
আটা নং (২	৫৴৹—৫৷৴৹
আটা (এম)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৶৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৷৶৹
সাদাভ	১৷৶৹—১৷৷৹
ভুষি	১৷৷৶৹—১৷৷৶৹

মৃতের দর

গব্য	৫৭৲
রামনগর	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
নগরী	৪৫৲
পাতিয়াল	৪৷৷৹

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা গাওয়া	৪১৷৷৹

লোহ ও হার্ডওয়ার

টাটার ৫৬ ৷—	দর প্রতি হন্দর
লোহার বর্গ (কড়ি বা বীম)	
মার্কা	৯৶৹—৯৷৶
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড ভরেই বার সব সাইজ	১০৶
ঐ ইংলিশ ভরেই (বীম)	১০৷৷৶৹
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৶৹—৮৷৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	৷৶৹
২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷৷৶৹
২৬ গেজ—	১৬৷৶৹
২৮ গেজ—	১৬৶৹
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷৷৹
২৬ গেজ—	১৪৷৷৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ,

শীম	৷৶১০—৷৷৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (গ্যাল্ভ)	১০৲
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা দর	৩৷৹—
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৯৷৹—৯৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, গজাল	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ত কনক্রিটের	
দর	৮৷৷৹—১১৷৹
ফুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲

চটকলের হালদর ৫৶৹, পাটের হালদর ৯৷৹

ভুসার হালদর ৪৷৹

তুলের দর

কলিকাতা ২৩শে জুন,

আবের গোলার ফাইন	৫৪৲
মিডল আবের কয়েক	৪০৲
কয়াতি পুরানি ফাইন	৪৩৲
চাপার্ণ সাদা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৩শে জুন,

প্রতি মণ

পাকল সাগু	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৹—১১৷৹
খড়ি পরিষ্কার	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃঃ৹ঃঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" —

—ঃঃ৹ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে নিভৃত ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। সুশিক্ষক আছেন ও আসিতেছেন। দূরবর্তী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও পেয়ালাবাবদ মাত্র মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সফল হইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা খুব ভাল নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—০৮	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

মেহনাদ পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুঃস্থ পল্লীবাসীর জীবনরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই তাহার খ্যাতি অসাধারণ আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵৹ আনা, বড় বোতল ১৮৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাওয়া, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(*):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়লেখা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৭৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৭৸৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।৪।৩বি কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—মায়াপুর

শ্রীনামহট্টপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সজ্জনতোষণ-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২২০]

বিবিধ সংবাদ

—(*)—

দেপাড়া কৃষক-সমিতি

নদীয়া জেলা কৃষক-সমিতির উদ্যোগে গত ১০ই নভেম্বর কমরেড মহাম্মদ রেজাবুল হক মহাশয়ের সভাপতিত্বে কৃষকদের এক সাধারণ সভা হয়। আমঘাটা, গঙ্গাবাস, দেপাড়া, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি জায়গার কৃষকেরা সভায় যোগদান করে। কমরেড কাজী মহাম্মদ মহাসিন রেজা, শৈলেশ কুমার পাঁ প্রভৃতি বক্তাগণ কৃষকদের একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর কৃষকদের একটী সমিতি গঠিত হয়। মহাম্মদ রেজাবুল হক উহার সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ, কমরেড কাজী মহাম্মদ মহাসিন রেজা সম্পাদক এবং জবেদিন সেখ, সরাপ সেখ, আমনদিন সেখ সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

—

হিটলার হালিফাক্স সাক্ষাৎকার

প্রকাশ যে, লর্ড হালিফাক্সের সহিত জার্ম্মাণ মন্ত্রিমণ্ডলীরও আলোচনা হয়। লর্ড হালিফাক্স তাহাদিগকে দুই জন মিত্রকে ইংলণ্ডে গিয়া আলোচনা চালাইবার আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

একখানি সংক্ষিপ্ত জার্ম্মাণ ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্ম্মাণ চ্যান্সেলার পররাষ্ট্র-সচিবকে সঙ্গে লইয়া লর্ড হালিফাক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলির যে যে বিষয়ে জার্ম্মাণী ও বৃটেনের স্বার্থ আছে, সে সব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে খুব আলোচনা হইয়াছিল।

প্রধান জন মিত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া লর্ড হালিফাক্স মিউনিকে আগমন করেন। তথায় তিনি নাৎসী দলের প্রধান কার্য্যালয়ে ব্রাউন হাউস পরিদর্শন করেন। অতঃপর লর্ড হালিফাক্স বার্লিন যাত্রা করিয়াছেন।

কিষাণগঞ্জে বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বিহারের আবগারী ও স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী গত ১৮ই নভেম্বর সস্ত্রীক কিষাণগঞ্জে আসিয়াছিলেন। তিনি কোর্ট, সাবজেল, মিউনিসিপ্যাল আফিস, হাইস্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্কুল এবং বাবু ...দের বাড়ী পরিদর্শন করেন। তিনি কিষাণগঞ্জে হিন্দুস্থানী সেবাদল কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। সাবজেলে এবং হাসপাতালে কয়েদী এবং রোগীদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ইসলামপুরে তিনি ১০ সহস্র কৃষকের সভায় বক্তৃতা করেন গত ১৮ই নভেম্বর তিনি পূর্ণিয়া গিয়াছেন।

হিজলী বন্দীনিবাসে ডাঃ বিধান রায়

গত ২০শে নভেম্বর প্রাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় খড়্গপুর আসিয়াছিলেন। হিজলীর আটক ক্যাম্প স্পেশাল জেলে যে ১৬০ জন ১৮১৮ সালের ৩ আইনের বন্দী আটক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাস্থ্যহানির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ডাঃ রায় তাঁহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য হিজলী গিয়াছিলেন।

প্রকাশ যে, ডাঃ রায়ের সহিত শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও হিজলী গিয়াছিলেন।

—

দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর হুচাও নগরীর পতন

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনের রাজধানী নানকিং হইতে চিরদিনের জন্য স্থানান্তরিত হইল।

জাপানীরা বলিতেছে যে, জাপবাহিনী হুচাও নগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। সাংহাইয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া কৃষিপ্রধান এলাকায় উপার্জ্জনের সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়াছে। সাংহাই হইতে খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে বটে, তবে খাদ্যের অভাব পড়িবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউল আর সহজে পাওয়া যাইতেছে না।

বিখ্যাত বৃটিশ ব্যবসায়ক একজন সাংহাই ফরাসী কেন্সেসন বিপন্ন আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তথায় যাইয়া "নর্থচায়নার" প্রতিনিধি দেখিতে পান যে, সাংহাই চিড়িয়াখানার অবশিষ্ট পশুগুলিকে একটি কক্ষে রাখা হইয়াছে। সেই কক্ষে আবার আশ্রয়প্রার্থী নরনারীরাও রহিয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ময়ূর, নানা সর্প উহাতে রহিয়াছে। তাহারও আশ্রয়প্রার্থীর জন্য সংগৃহীত খাদ্যই খাইতেছে। এই অঞ্চলে আড়াই লক্ষ নরনারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

অনেক চীনা কারখানাগুলি হইতে ধূম বাহির হইতেছে। জাপানীদের অধিকৃত এলাকায় সময়-সময় আগুন দেখা গিয়াছে। তথাকার অধিবাসীও দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

চীন-জাপান যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা

সমর-সচিবের দপ্তরের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীন জাপান যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত চীনাদের পক্ষে ৫,৫৪,০০০ জন এবং জাপানীদের পক্ষে ১৬,০৪৮ জন হতাহত হইয়াছে।

হুচাও নগরীর পতন

জাপানীরা পশ্চিমদিকে অভিযান শুরু করিয়াছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হইতেছে চীনাদিগকে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য করা। রাজধানী স্থানান্তরিত করার বিষয় ঘোষণা করিয়া চীনারা এই শত্রুদের দৃঢ়তার সহিত বাধা দিবে। উক্ত ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ জাতীয় অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পরিপন্থী।

—

ফিলিপাইন দ্বীপে 'টাইফুন'

এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে দুইবার 'টাইফুন' বহিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ১১৩ জন মারা গিয়াছে। প্রকাশ, ঘণ্টায় এক শত মাইল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ ৮ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক। একটি দ্বীপে ১০ হাজার বাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

—

পচাত্তর লক্ষ টাকা খাজনা মকুব

গবর্ণমেণ্ট ৭৫ লক্ষ টাকা জমির খাজনা মকুব করিবেন বলিয়া যে বাজেটে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে গত শুক্রবার মাদ্রাজ মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের আদেশ জারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

—

৮৩৫০০০্ টাকা আত্মসাৎ

চাঁচড়া ক্রেডিট সোসাইটির তহবিল হইতে ৮৩৫০০০্ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে হুগলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী অশ্বিনী বসু (উকিল) ও সহকারী সেক্রেটারী ... চুঁচুড়ার সহকারী দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে চারিবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০্ টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে চারিমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহারা উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে চুঁচুড়ার দায়রা জজ শ্রীযুত এস, মুখার্জ্জীর নিকট আপীল করে। জজ গত শুক্রবার তাহাদের দণ্ড বহাল রাখিয়াছেন।

মৌলিক প্রবীণা-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ! ৭৫৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /।
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজি ॥০
৭২ রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালিত গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরবাণী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রকা বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে স্তবকীত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৫শে নভেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(০)::——

কাশীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক কার্য্যকারক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী গত ১১।১১।৩৭ তারিখে কাশী হিন্দু ইউনিভারসিটি (Benares Hindu University) আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জি, পি, মিত্র এম্-এ (Mr G. P. Mitter M-A) মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মাননীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'Religion of Universal Love' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রায় ৫০০ উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে দেড় ঘণ্টাকাল ব্যাপী অতিশয় চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হন।

প্রথমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বক্তার পরিচয় প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় লিখিতভাবে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন ও আনন্দ প্রকাশ করেন। ইউনিভারসিটির দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] এম্-এ মহাশয় ইংরাজী ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর ও ইউনিভারসিটির পক্ষ হইতে ব্রহ্মচারীজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তৎপর দিবস উক্ত বিষয় সম্বন্ধে পুনরায় বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তৎপরে মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

[illegible] নগরীতে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের [illegible] এবং মঠের সেবকগণ শ্রীমঠে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিগত ১লা নবেম্বর [illegible] ছোটালাল জীবন দাস [illegible] (এড্‌ভোকেট) মহাশয়ের সাদর আহ্বানে মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ জি, টি, ট্র্যাঙ্ক রোডে তাঁহার বাসায় গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী [illegible] ভাষায় প্রায় [illegible] ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যে দুর্গত এবং ভগবদ্বিমুখ জীবের উদ্ধারের জন্য ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া আচারে সকলকে নিজ প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন ইহা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন।

শ্রোতৃবৃন্দ মাতৃভাষায় শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ-গাথা এই সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করিয়া শ্রীমঠের ও ব্রহ্মচারীজীর বিশেষ প্রশংসা করিতে থাকেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাজনপদাবলী ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-মহোৎসব

বিগত ৩রা নবেম্বর [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

ঐদিন মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তন হইবার পর শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজার কথা ও বিবৃতি পাঠ হয়। পরে মঠবাসিগণ ১০ঘটিকার মধ্যে বহু প্রকারের বিচিত্র নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন। ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। এই সময়ে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পূর্ণ ও শ্রীগোবর্দ্ধনমাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর [illegible] কীর্ত্তন হয় এবং সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালদেব-প্রাপ্তি এবং শ্রীগোবর্দ্ধনে অন্নকূট-মহোৎসব উপাখ্যান অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পরম গুরুদেব-বিরহ-তিথি পূজা

বিগত ১৪ই নবেম্বর, আমাদের পরম গুরুদেব [illegible] নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুবরের বাৎসরিক বিরহ তিথি-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাতে শ্রীশ্রী[illegible]র আরাত্রিকের পর আচার্য্য-বন্দনা, গুরু বন্দনা প্রভৃতি বন্দনান্তে পরমগুরুদেব, [illegible] এবং নিত্য মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ণে ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিক, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের ভুবন-পাবন আদর্শ চরিত্রের কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মচারীজী তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা, জড়প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিদিগকে বঞ্চনা প্রভৃতি ও তাঁহার অশেষ অপ্রাকৃত গুণাবলীর বিষয় কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার শেষে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

রাসোৎসবে শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রী সমাগম

শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসবোপলক্ষে এবার শ্রীধামে মায়াপুর অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে বহু বণিক সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক ও মহিলা এবং অন্যান্য সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] একবারেও কয়দিনে শ্রীমায়াপুর আসিবার প্রথা [illegible] হইবে তাহা জানাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউন, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ কেশব, আদি কার্য্যোবগায়ী গৌরাব্দ ৬৫.

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

পরমপ্রভাবসংকারে ভগবৎসেবা করিলে মঙ্গললাভ হয়। লৌকিক-বিচারে যে দর্শন, তাহাকে অমঙ্গল বলা। পুরুষ্কার-চেষ্টা জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্য মনুষ্যের স্বার্থীয় চেষ্টা। ভগবৎসেবা বিমুখের জন্য মায়ার এই বিধান। যাঁহারা ভগবৎ-সেবো লাভ করেন, তাঁহারা অমঙ্গল বরণ করেন। অন্যের সেবাবিমুখতাবশে এই বিচার আসে। তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবা দরকার। ১৪ ভুবন অমঙ্গলের ভুবন। তিনি স্রষ্টা, তাঁহার লোকও তদ্রূপ। তাঁহাকে কৃষ্ণসেবাবিকাশের বাধা আসে। কোথা হইতে এই অমঙ্গল আসে? কৃষ্ণসেবাবিহীন হইতে সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বিবেকের অভাব হইলে কৃষ্ণেতরসেবা-বঞ্চিত হইলেই এই দশা। ভোগ-বুভুক্ষার প্রবৃত্তিতে ভোগ করার বুদ্ধি প্রবল। তাহাতে সেবার অমল পাদপদ্ম-লোভা সম্পদের বিচার হয় না।

আমি কর্ত্তা—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এই বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার হইবে? "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"—এই বিষয়ে অনুশীলন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে তাহা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা আত্মবৎপর্ণ অবাধিত, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ। তাঁহারা পরিবেদনার মধ্যে অপ্রসন্ন। একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাবিচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা বিপুল বল হইয়া বিষয়ভোগে ব্যস্ত হইয়াছি; ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাজ ৬০ দণ্ড-কাল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা। যিনি বিষ-দর্শন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগ ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষাবস্থারণ্য হইয়া নিকৃষ্ট স্থাপন করেন তাঁহার গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হয় নাই। বাস-গুরুর শ্রীপাদাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য উপাসনার প্রবৃত্তি যাঁহাদের, তাঁহাদের মৌখিক গুরুপাদাশ্রয়। প্রত্যেক হরিজন অবরেণের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া বুদ্ধি দ্বারা অমঙ্গল বরণ করিব ইহা ভোগীর বিচার। যাঁহাকে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েন সেরূপ বিচার তাঁহাদের নাই। আমরা বর্ত্তমানে সেবাবিমুখ হইয়া এ জগতে আসিয়াছি। সকলে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক—এই বিচার আমাদের প্রবল, কেহ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত করিলে সে বড় খারাপ লোক; এ দুর্ব্বিচার হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়। অপূর্ব্ব অনেক কাজ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য। তাহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হয়। চিত্তদর্পণ মলিন থাকিলে অন্ধজ্ঞানকারে প্রবেশ করে। যাহাতে বিষয় প্রতিফলিত হইতেছে, সেই চিত্ত কলুষিত। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে শান্তি মার্জ্জিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধাগোবিন্দ, তাঁহার সংকীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"। যেখানে কীর্ত্তন আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দেন, এরূপ একক কীর্ত্তন। অন্তর নিজে নিজে করা যায়, অপরে দেখে না; কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কানে নিনাদিত হয়, সেই বাক্য শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বা তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ আমাদের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন। জীবনের মধ্যে বিশেষ সংযোগ আসিলে—কোথা বা তাঁহার কথার সঙ্গে বিপ্রত হইলে গুরুবৈষ্ণবগণ সেই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলেই চিত্ত মার্জ্জিত হয়—এই পুরুষকারে বিশেষ ভোগী বা ত্যাগীদের যে অবিচার আছে তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়। সর্ব্বতোভাবে শতকরা ১০০ অংশ সেবা না করিলে তাঁহার বিচার গ্রহণ করিব না।

বাধারহিত হইয়া কীর্ত্তন করা দরকার। কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠসাধন। 'ভাগবতো-ত্তমের কি কৃত্য? পরমহংসের কি কৃত্য?' বিচার করিলে আমরা জানিতে পারিব যে, তিনি বাধা পান না। তিনি বিষয়দর্শন করেন না। তাঁহার সম্বন্ধেই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বিচার। মহাভাগবতের নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তনছাড়া আর কোনও কথা নাই। কেবল অচেতন পদার্থেই ভগবৎস্ফূর্ত্তি, আর অন্য বস্তুতে তাহা নাই—এরূপ বিচার মহাভাগবতের নাই। জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষ্ণসেবা কম হওয়ায় সদ্গুরুর অনুসরণ করা দরকার। দীক্ষিত ব্যক্তি মন্ত্র না পাইলে মন্ত্র নাধিকার হয় না।

'আমি অবৈষ্ণব' এই বিচার হইলে ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ অথবা দলাটকেশ শাখায় সমূল কাটিয়া রাখে। বাধ্যতার ঊর্দ্ধ্ব-পুণ্ড্রাদির অঙ্কন করিতে হইবে, তাহা হইলে লোকে জানিবে যে, ইনি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন।

মন্ত্রদীক্ষা লাভ হইলে পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেক ঠাকুর বাড়ী আছে, তাঁহারা পূজা করুন, অথবা অপরে আমার ঠাকুর পূজা করিয়া দিউন—এ বিচার আলস্য-জ্ঞাপক। সঙ্কীর্ত্তন ও নাম দ্বারা যে পূজা, তাহা উচ্চাধিকারের। শত শত জন্ম অর্চ্চন করিলে হরিনাম আসে। নামগ্রহণ করিলে "বিধিবৎ-নক্ষত্রযান-পূজাদি-বহুল" বিচার আসে। এমন সাধকাদিগকে সর্ব্বক্ষণ জিহ্বা কীর্ত্তন করিবে। প্রত্যেক নাম প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না। ভগবান্ গুণীর ভোগ্য। বাহ্যেন্দ্রিয়ের চিত্তাবেশে শরীরকে 'আমি' বুঝায়, এমতাবস্থায় আবদ্ধ থাকিলে হরিনাম হয় না। জিহ্বা স্পর্শিত হইলেও অচেতন জগতের ক্রিয়া হইবে। সেবোন্মুখ হইলে স্বতঃই হরিনাম হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—ভোজনকালে পানকালে বা জিহ্বা স্পর্শিত না হইলে কিরূপে নাম হইবে? কিন্তু ঐরূপ বিচার করিতে হইবে না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিচার করে যে, প্রাকৃত জিহ্বা জগতে আবদ্ধ লোকের জিহ্বা ও গুরুভক্তের জিহ্বা এক; কিন্তু তাহা নহে। জড়জিহ্বা শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন কালে অন্য প্রকারে জিহ্বার স্পন্দন হয়, অন্য বাক্যোচ্চারণে জড় হয়, কিন্তু শুদ্ধভক্তের জিহ্বা প্রাকৃত নহে, তাহা চেতনময়ী, তাহা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করে (বিশ্বাধার আনুগত্যে)। প্রাকৃত সহজিয়ারা বিচার করে যে, দশ টাকা খরচ করিলে বৃন্দাবনে যাওয়া যায়, এ বিচার ঠিক নহে।

বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করিলে পাপ নষ্ট হইবে, অপরাধযুক্ত হইলে হইবে না। সেবোন্মুখ না হইলে বহু জন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও কিছুই হইবে না। 'হরি' অর্থে বাস্ত-বিশেষ, সর্প, সিংহ ইত্যাদি; এজন্য বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইলে হরিনাম করা হইল না। অনর্থ থাকাকালে কৃষ্ণসেবা উন্মেষিত হয় না—চৈতন্যবৃত্তির উদয় হয় না, ভোগ্য বাহ্যকে কৃষ্ণজ্ঞান হয়। মায়াবাদী কৃষ্ণত্যাগী আর বিষয়াসক্ত কৃষ্ণভোগী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ হয়। মনের চিন্তা—সীমাবিশিষ্ট বস্তুর চিন্তা—জড়ের চিন্তা করিলে হরিনাম হইবে না। সেবোন্মুখী বৃত্তি অবলম্বন না করিলে সুবিধা হইবে না। "তত্ত্বা বিমুক্তোহয়ং," জড়ভক্তিতে হইবে না—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে হইবে না। ভণ্ডামি হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই। বিরাগ—বাহ্যজগতের বস্তুর আকর্ষণ-অভাব-রহিত, তাহাতেও কিছু হইবে না। পঞ্চকে জীব মনে করিয়া ভোজন করিলে জীব ভোজন করা হইবে না। বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলেও বিপরীত ফল হইবে।

বহির্জ্জগতের ভোগ-বিলাসযুক্ত ব্যক্তির কীর্ত্তন শ্রবণে ফল হইবে না। ভোগী, ত্যাগী ও অন্যাভিলাষী অবৈষ্ণব। তাহাদের কানে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে না বা তাহারা কীর্ত্তনের অধিকারী নয়। হরিনাম এক 'ভ'ক্ত আর অজ্ঞান বা অপরাধ জন্য কিছু। যিনি ভোগী, কপটতা করেন, তাঁহার মুখে কীর্ত্তন হয় না।

চতুর্ব্বর্গে প্রয়াসবিশিষ্ট ব্যক্তির হরিনাম হয় না। মায়াবাদে মুক্তি, তৎপরে হরিনাম হইবে; তার আগে নামাপরাধ হইতে ত্রাণ লাভ করা দরকার। নাম নামী অভিন্ন বিচার যাহাদের নাই, তাহাদের নামে বাধা হইবে। কনিষ্ঠাধিকার-গত চেষ্টায় বাধা হয়। সেবোন্মুখ হইলে নাম আরম্ভ হয়। যেখানে সদ্‌-সদ্গীতে ভোগ আছে, সেখানে সব বৈকুণ্ঠবস্তুকে লক্ষ্য করে না। যেখানে অভেদ সেখানে বৈকুণ্ঠনাম। তাহা গ্রহণে পাপ বিধ্বংস হইবে।

আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে জড় পদার্থ ভোগ্য। এটাকে নির্ব্বিশেষ করিলে মায়া-বাদীর বিচারপ্রণালীর সব সৎকীর্ত্তে ভেদ করা হয়। অতএবহেতু নামী যেমন, নামও তেমন। কৃষ্ণপদে সেবা লাভ হয়, ও ব্রজের সুখ হয়, তাহাতে কৃষ্ণপ্রীতি হয় না। জীব দ্বারা আত্মসেবা—কাম, আর হৃষীকেশের সেবা—প্রেম। জড় ভগবানের নিত্যসেবক, অনিত্য জড় মাংসের বলে লইয়া ভগবানের নিকট যাওয়া যায় না। ভগবদ্‌বস্তু জড় পদার্থ নহেন বা তিনি জড় হইয়া যাইবেন বলিয়া যে ভীতি, তাহাও ঠিক নহে।

মায়াবাদীর বিচারে ভগবদ্বস্তু নির্ব্বিশেষ আর কৃষ্ণপদ নির্ব্বস্তুক। যিনি ভগবানকে অপ্রত্যক্ষ্য বিচার করেন, তিনি অজ্ঞ। প্রপঞ্চ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও মহান্—এই ২৫টি প্রপঞ্চ। ইহা হইতে অবসর লাভ করা দরকার। যাঁহারা বিষ্ণুকে বহুমানন করে, অন্যর্থ করে—কৃষ্ণের

প্রাকৃতিকভাবে অবর জাতীয় বস্তুর সমান মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। হরিসম্বন্ধী বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞান মূর্খতার লক্ষণ। হরিসম্বন্ধী বস্তু শ্রীমূর্তি, শ্রীধাম, গঙ্গা, অশ্বত্থ, তুলসী ইত্যাদি। যাহারা মূর্তি-পূজার বিরোধী, তাহারা অবিবেচক। তাহারা ভাগবতের বিচারে দোষী।

অতএব বৈষ্ণবগণকে কৃষ্ণসম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া মানুষ বা নামকীর্তনাদিতে অনাদর করিলে অমঙ্গল। মূর্খগণ অধিকারভেদে বৈষ্ণবমূর্তি ও মূর্ত মূর্তিকে সমান জ্ঞান করে—ভোগী ও ত্যাগীকে সম-জ্ঞান করে। নাস্তিকেরা ভগবানের মূর্তি স্বীকার করে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার ত্যাগ করিয়া অধোক্ষজের সেবা করিতে হইবে।

জড় মূর্ত বস্তুকে ভগবান্ মনে করা উচিত নহে। মহাভাগবতের বিচার হইলে—চিৎস্বরূপের উদ্বোধন হইলে অপ্রাকৃত কে বৈষ্ণব তাহার বিচার হইবে না। অপ্রাকৃত ও অনাত্মবস্তুর বিচার পৃথক্। অনাত্ম-বিচার থাকিলে নির্বিশেষবাদীরাও আমাদের গর্হণ করিবে। আমরা বলিতেছি, আমি ভোক্তা, আমি ঠাকুর দর্শন করিতেছি। ঠাকুর আমাকে দর্শন দিতেছেন। এ সকল অবিচার হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে চেতনময় বস্তুর সেবা করা দরকার। অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ বিশ্বের সেবা করা দরকার নাই।

অনেকে ভাবেন, জড় শব্দ উচ্চারণ হইলে কীর্তন হয়। কোন্ শব্দ? চেতনময়। চেতনের বিচার হেতুবাদ্য কথা। 'অনর্থ সব শুদ্ধ চিন্ময়' তাহা যাহাদের বিচার, তাহাদের সঙ্গে মহাপ্রভুর কথার আলোচনা-প্রবীণ হওয়ার।

যুক্তের আমার বাস, তাহাই প্রাচীন। পণ্ডিত বলদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'ভোজনাদিকার্যে কি প্রকারে হরিস্মরণ হয়। তাহার সাধন কি?' নিত্যযুক্ত অবিরাম কীর্তন হয়, অর্থ ধারাবাহিক তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভোগ ও ত্যাগবশ বিষয়সমূহ জড়ের কোন সম্পর্ক নাই। বাস্তবসত্যের অধিকারী [illegible] প্রকাশিত হইবে। বহির্জগতের চিন্তা-স্রোত প্রবল থাকিলে হরিনাম হয় না। আমরা নাম চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকিব না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চেতনের স্বরূপের বিচার করিবেন, বাসনার দাস হইবার জন্য অনর্থ-জ্বালার ভোগ করিতে হইতেছে। নিত্যানিত্যবিবেক না হইলে সচ্চিদানন্দবস্তুর সেবা হইবে না। চিন্তা বিচার অগ্রাহ্য। যদি চিন্তা না হইলে হরিনাম হইবে না। প্রাকৃত বস্তুর বিচার অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ যাঁহার সিদ্ধ হয় নাই, তিনি বিবিদিষা সন্ন্যাসী। বিদ্বৎ সন্ন্যাসী—পরমহংস। তাহার বিবর্তন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার বিবর্তই নাশ হয়। জড়বিচারে বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্বরূপবিচারে বিবর্তের নাশ হয়। মূর্খকে প্রতারণার জন্য মহৎগণ অনেক সময় চুপ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকে বাৎসল্য-রসে সেবা করিতে পারিলে পুত্রোৎপাদন-পিপাসা থাকে না। অনিত্য প্রার্থনা প্রবল হইলে বাসনার দাস হইয়া ভূত-প্রেত হইতে হইবে।

কৃষ্ণানুশীলন না হইলে প্রেমা লাভ হইবে না। কৃষ্ণেতর নামের দ্বারা নামাপরাধ হইবে। অতএব ব্যক্তির ভক্তি হইবে না।

'ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ'

কর্মবেশী হইলে অসুবিধা। অতএব সুনির্বন্ধ হইলে লাভ হইবে।

অভিনন্দন ও অভিসন্ধান

(শ্রীযুক্ত [illegible])

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়জন বৈষ্ণবগণ জগতের লোকে কৃপাপূর্বক উদিত হইলেও বহির্মুখ লোক, ইন্দ্রিয়তর্পণপর অভক্ত ও বাহ্যদৃষ্টি লোক বা অবৈধভাবে ব্যাকরণের উপরে উঠিতে পারে না। তাহারা আরোহ-পন্থায় অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াও তাঁহাদের শ্রীচরণ লাভ করিতে বঞ্চিত হয়। কারণ,—

"প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তারে দেখিতে
নাহি শক্তি
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর।"

ভাগ্যবশে তাহা দর্শন করিতে হইলে অসুর চেতোবৃত্তি সাজ লাগিলেও যেমন কাজ হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ও বিষ্ণুকে অবরোহপন্থায়, তাঁহাদেরই সেবা, শ্রৌতপন্থা, কৃপালাভ ও অভিনন্দন না করিয়া আরোহমার্গে দর্শনের জন্য সাধ্য আকাঙ্ক্ষা ও অভিসন্ধানের পরিণাম বাতুলতা মাত্র।

নাস্তিক্ আচার্য ও বেদবহির্মুখ মতবাদী বা ভক্তিবিনোদের গৌরজন শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের অপ্রাকৃত-ভক্তবাৎসল্যে নিযুক্ত হইয়া সরল অন্তঃকরণে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে আকর্ষিত করিতেছেন।

কামুকের অভিসন্ধান ও পণ্ডিতের অভিনন্দন বা অভিবন্দন কার্য স্বাভাবিক, ইহা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন-দুঃশাসনাদি পুত্রগণ অভিসন্ধি দুষ্ট। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ পরোপকারী ও শান্ত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দুর্যোধন ও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করত দেখিলেন,—কৃষ্ণ নিদ্রাগত আছ। তখন দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিরপ্রান্তে ও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপবেশন পূর্বক উভয়েই ভাবিতেছেন, দুর্যোধনের চিন্তা—আমি কৃষ্ণের মস্তকের দিকে আছি, প্রথমে উঠিয়া তিনি আমাকে দর্শন করিবেন, সুতরাং "আমার বক্তব্য" সর্বপ্রথমে শুনিবেন। আর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া স্ব-সৌভাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার কথা উপলব্ধি করিয়া পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি বা অভিসন্ধান এবং অর্জুনের অশ্রুবর্ষণ বা অভিনন্দন অন্তর্যামী কৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়া প্রথমে অর্জুনকে প্রিয় ভাষণাদি দ্বারা আনন্দিত করিলে দুর্যোধন দুঃখে ও ক্রোধে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। এখানে প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিচার উল্লেখযোগ্য।

ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা লইয়া যখন শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু শ্রীগুরুদেব-প্রবর্তিত পাদপদ্ম, [illegible] বক্ষে ধারণপূর্বক প্রণামী মালো ও অর্থিগণকে কৃপা করিয়া নিজের নিজের শ্রেষ্ঠ মনোবিকাশাদি করিয়া শ্রীগুরুর্বী [illegible] আত্মবর্গ আচারপূর্ণ [illegible] করিতে লাগিলেন। নানাবিধ ভগবদুদ্দীপক বাণী-সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন।

রামচন্দ্রপ্রণয়ী শ্রীবল্লভ [illegible] উদ্যম পূর্বক [illegible] প্রথমে তাঁহার 'বলাম' পত্রিকাটি [illegible] স্ফূর্তিরূপে পাইয়া [illegible] ঘরে ঘরে শ্রীগৌরবাণীর মুদ্রণকার্যের জন্য ব্যাকুলভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভক্ত শ্রীভগবানের বাণীবৈভব সাধনের জন্য যদি অষ্টপ্রহর রূপ ধারণে সমর্থ হন তখন শ্রীভগবান্ প্রিয় ভক্তের ভক্ত বন্ধুরূপে প্রকাশ বিগ্রহরূপে দর্শনীয় হইবেন না কেন?

শ্রীভগবান্ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে তাঁহার বিরাট্ রূপ দর্শন করাইয়া ভক্তরূপে [illegible] জন্য নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। আজ সেই ভগবান ভক্তিবিনোদধারাবাণীবিলাস বিগ্রহরূপে "প্রাচী ও পাশ্চাত্যে" দিগন্তব্যাপী নব্য ও প্রিয় ভক্তিসারস্বতগণের শ্রবণে চারিদিক প্রকাশ করত ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিলেন।

ভক্ত আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণা করত আবির্ভাব দর্শন করিলেন। শ্রীভগবানে যাঁহার অনন্য ভক্তি, শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ ভক্তি যাঁহার অধিকৃত, সেই ভাগ্যবান্ জনের নিকট দেবার্থ বা পরমার্থ স্বরূপে প্রকাশিত হন, ইহার তত্ত্ববার্তা প্রকাশিত হইল। আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ও সেব্য, সেই ভক্তবরের চরণে এবং তৎসর্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আমরা অসংখ্য দণ্ডবৎ করিতেছি ও তৎসেবাভিলাষী হইয়া তচ্চরণে পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইতেছি।

বড়জাহাটে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১২ই ও ১৩ই নভেম্বর অপরাহ্নে বড়জাহাটি গ্রামে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বিশ্বাস মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যভাগবতের "প্রভু ও বৈষ্ণব প্রাপ্য" উপাখ্যানটী পাঠ করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় উত্তমরূপে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। পারমার্থিক জগতে গৌরপদ [illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়তা, অচৈতন্য [illegible] অবস্থায় [illegible], শ্রীচৈতন্যবাণী গ্রহণে ভক্তমণ্ডলীর উদয়, ভজন স্বরূপ, [illegible] বুদ্ধিতে [illegible] অভাব, চেতনাভাবে জড়দেহের [illegible] পরিণাম, ভোগবাদের পুরুষ-প্রকৃতি দর্শন [illegible], মানবজীবনে একমাত্র [illegible] কৃষ্ণের বিচিত্রতার [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] অভিনব [illegible]। স্বামীজীর [illegible] শ্রোতৃমণ্ডলী [illegible] বহু [illegible] ব্যক্তি [illegible]। [illegible] মহোৎসবাদি কীর্তন হইয়াছিল।

শ্রীল গৌরকিশোর অপ্রকট-তিথিপূজা

গত ১৬ই নভেম্বর রবিবার পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি-পূজা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভ- [illegible] প্রকাশ অরণ্য মহারাজের সেবানেতৃত্বে বড়জাহাটি গ্রামে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বিশ্বাস মহোদয়ের বাটীতে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস প্রাতে [illegible] নগর সংকীর্তন [illegible] কীর্তন করিলে পর স্বামীজী শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের জীবনী বর্ণন প্রসঙ্গে [illegible] অভাবনীয় [illegible] সহ যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা কীর্তন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে [illegible] ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস [illegible] ভোগ [illegible] দেবা অর্চিকার পর [illegible] প্রায় ৩০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত [illegible] প্রশংসনীয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিরাজ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ভক্তিপ্রচারক নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২২৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ ঠাকুর সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রীয় শ্রীপাদ নবীচরণ দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিভূতিকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান) শ্রীশ্যামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনতরুন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভক্তিচম্পা গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরসিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাংলাবাজার পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী ভক্তিবিনোদ বি এ

(২৪) গোপীনাথ গৌড়ীয়মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) ময়মনসিংহ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ পলিমাত. (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবাড়, জিঃ নারায়ণগঞ্জ, ইষ্ট, বি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীপ্রভুেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ধর্মশালা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি. এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) চৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রাধাম-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোটোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কুম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণজীবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দাঁতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁকাবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীপালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকপিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মবংশী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাহু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূতপুর্ব্ব কেল্লা, পোঃ চিত্রকূটা, (বারদ্দল)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবক্তা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত।
শ্রীব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫।০
বাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেজ তোফাসিদ্ধ	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৸৴

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ফিরাইন, টাইপ	১০।৶০
প্রতিপুর ১০০০ নং	১০৶০
আরবোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭।৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
নজরেণ	২২৲
চাঁদিবার	৫০।০

পাটের দর

আরছে—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৸৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৸৶০
ক্রাউনফোর্ড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৸৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫।৶০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩॥০—২৸৶০
পালাই	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১৸৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
রাজসীজা	৫৭৲
কুলেশ্বরী	৫০৲
গব্য	৪৫৲
পাতিয়ান	৪৸০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৯৲
মাংস মাখনা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার,

টাটার ৫ ৩ ২— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৶০—৯॥৶
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০।৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।৶০ ৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	।৶০
২৪ গেজ—	১৪॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬।৶০
২৮ গেজ—	১৫॥৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ

শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (মার্কিণ)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৩।০—৩॥০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চি	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, গোলটু, গরাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৮৸০—১১।০

নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

দটকলের হালদা ৫৶০, পাটের হালদা ৬।০

তুলার হালদা ৩।০

জুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আলের সোনার কাটিন	৫৪৲
সিউর আরেন দরকচ	৫০৲
কবাটি গুরুসিদ্ধ কাটিন	৪০৲
চাবার্ণ আধা	৫৫৲
ঐ কাটিন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতলা মাছ	৮।০
সুপারী বেণী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
ভাজি খরিবাদ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপট্টী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনাদিতে প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ শান্তিপুর লাইট রেলের সময়

কৃষ্ণনগর		৭—৩৩	১৭—৩৮	১৯—
মহেশগঞ্জ		৮ ০	৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট		৪	৮—১৩,	২০—৩৯
শান্তিপুর যাত্রা	[illegible]		যাইবার রেলের সময়	
নবদ্বীপ ঘাট		১১-৭০	১৬-০	১৮-৩০
মহেশগঞ্জ		৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি		১১-১০	১৬-৩৮	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মরণোন্মুখ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। কবিরাজ উহার বার্ত্তিক অভ্যাস আছে। উহার প্রীহা যকৃৎ ব্যারাম এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ব্যবহার সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং গুণ্টারিডি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বজনসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৵৹ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ : গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃঃ ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ঠিকানা শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—মায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আচার্য্যত্রিক শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বাদ্য আচার-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২২১]

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০৪)০)—

স্যার জন এণ্ডারসনের বিদায়-বাণী

গত ২১শে নভেম্বর রাত্রিতে বাঙ্গলার লাট স্যার জন এণ্ডারসন বেতারযোগে এক বক্তৃতায় বাঙ্গলার অধিবাসীদের বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—আমি একান্ত ভাবে এই প্রত্যাশাই করিতেছি যে, বিচ্ছেদ সম্পর্কে বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, [illegible] তাহার সাফল্য লাভের জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে যথোচিত সাড়া পাওয়া যাইবে। আমি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরে যাইয়া পৌঁছান আবশ্যক, [illegible] মনোভাব লইয়া আমি কিছু-কাল [illegible]। গত কয়েক দিনের বাঙ্গালীর [illegible] এমন কোন ঘোষণা ছিল না। আমি [illegible] হইতে [illegible] আমার কার্য্যকাল [illegible] হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া আমি [illegible] ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা বিদায় কালে, আমি [illegible] মনে করিতেছি যে, [illegible] একটা [illegible] নির্দ্দিষ্ট নীতিরই পথ দিলাম।"

বক্তৃতার প্রারম্ভে স্যার জন এই [illegible],—"ইহা আমার বিদায় বক্তৃতা; গত দুই দিন যাবৎ আমি [illegible] [illegible] বিদায়সম্ভাষণ জানাইয়াছি। আমার অনেক আছেন, [illegible] ব্যক্তিগতভাবে বিদায়-সম্ভাষণ [illegible] আমি [illegible] [illegible] সময় দুর্ভাইয়া না তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ এই বক্তৃতা শুনেন, তবে তিনি যেন বুঝিয়া লন যে, ইহাই আমার ব্যক্তিগত বিদায়-সম্ভাষণ।"

"বেতার কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে এই বক্তৃতা করিবার সুযোগ দিয়াছেন, এইজন্য আমি আনন্দিত।"

"বিদায়, এই কথাটি উচ্চারণ করা প্রায়ই কঠিন বোধ হয়। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বোধ হইতেছে। বাঙ্গলার মমতা আমার জীবনে অনেকখানি স্থান দখল করিয়াছে। গত সাড়ে পাঁচ বৎসর কাল আমাকে প্রায় সকল সময়েই বাঙ্গলার কথা ভাবিতে হইয়াছে, তথাপি এখন আমার পক্ষে আর বিশেষভাবে নূতন কিছুই বলিবার নাই। গত কয়েক দিনের কাজের ভিতর মধ্যে সময় করিয়া আমি সামান্য কয়েকটি কথা লিখিয়াছি। কাজেই আজ আপনাদিগকে জানাইতেছি, আমি অতীতের কথা আলোচনা করিব না। আমার মনে হয়, বাঙ্গালীদের সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।"

সীমান্তে উপজাতীয় অশান্তি

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত [illegible] জেলা ইস্মাইল খাঁ অঞ্চলে [illegible] এক জীর্গা গত ১৩ই নভেম্বর [illegible] কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উহাদিগকে জরিমানা স্বরূপ ২০০টি বন্দুক ও ৩ হাজার টাকা দিতে আদেশ করা হইয়াছে। ইহাও ঘোষিত হইয়াছে যে, [illegible] কোন নীতি বলিবে অধিকৃত [illegible] উপজাতীয়ের বাসভূমি সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে জীর্গার সভাজাত মন্তব্য [illegible] বলিয়া গণ্য হয়। গত ১৮ই নভেম্বর বাণু অঞ্চলের এক [illegible] জীর্গা তাহোবীতে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করে। এই জীর্গার উপর জরিমানা স্বরূপ ১১৬টি বন্দুক ও ১৬৫০ টাকা দিতে বলা হইয়াছে। গত ১৩ই নভেম্বর হইতে ১৮ই নভেম্বরের মধ্যে ওয়াজিরিস্তানে সরকার পক্ষে ৩ জন নিহত ও ১০ জন আহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসে বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, বড়ভার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আমেদাবাদে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট

আমেদাবাদ কাপড়ের কল কারখানা ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলকে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ও ২নং ক্রোঃ আইন প্রত্যাহার করিবার জন্য বলিতে তাঁহাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। প্রতিনিধিগণ, শ্রমিকগণের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে ও ধর্ম্মঘটের সময়ে পুলিশের কার্য্যের অনুসন্ধান জন্য একটী তদন্ত কমিটি গঠনের জন্যও দাবী জ্ঞাপন করেন।

বোম্বাইয়ে জনৈক শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

[illegible] শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট গত ২০শে নভেম্বর আপোষ মীমাংসা হইয়া বাঙ্গলার ধর্ম্মঘটকারিগণ সরকারী কাজে যোগদান করিয়াছে। গত [illegible] হইতে [illegible] শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছিল।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

পুলিশের নিকট বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলা হইতে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ১১টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এতদ্বারা ডাকাতির সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ অপেক্ষা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইসব ডাকাতির মধ্যে দিনাজপুর, মালদহ ও বাখরগঞ্জ প্রত্যেক জিলা হইতে ২টী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, যশোহর, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা প্রত্যেক জিলা হইতে ১টী করিয়া ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে ৩৭টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ঐ মাসে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলা হইতে ৫২টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্ববঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু কলিকাতার নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত হওয়ায় এবং আরও অন্যান্য কারণ বশতঃ পূর্ব্ব সঙ্গীত-সম্মেলনের অধিবেশনও স্থগিত রাখা হইয়াছে। কলিকাতার নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তাগণের সহিত আলোচনা করিয়া পরে উক্ত সম্মেলনের তারিখ ধার্য্য করা হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পূর্ব্ববঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৩। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-শাসনতত্ত্ব ।৶৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষ্য ।৹
২৭। মুক্তিবাদিকা ওণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ⁄১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ⁄৹
৪১। গীতাবলী ⁄৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄৹
[illegible]। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৪৮। [illegible] ⁄১৹
৪৯। অর্চনকণ ⁄১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶৹
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ⁄৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স ।৶৹
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুভ্ গোর) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ⁄৹
৮৪। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৮৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।৹ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌর-মন্দির হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ব্বিশেষ ভক্তভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১, ১০ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে নভেম্বর ১৯৩৭, শুক্রবার : ১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিগত ১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে প্রায় ৭॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীতীরস্থ করোনেশন-পার্কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীধামমায়াপুর ও গৌরলীলা-সম্বন্ধে ছায়া চিত্রযোগে বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সমবেত জনসাধারণ ছায়াচিত্র দর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণে পরমপ্রীত লাভ করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা-সংঘের আহ্বানে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বিগত ১৯শে নভেম্বর শুক্রবার দিবস অপরাহ্ণ ৬ঘটিকা হইতে প্রায় ৭॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঢাকা জগন্নাথ হলে 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' ও ২০শে নভেম্বর তারিখ শনিবার দিবস অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে প্রায় ৭॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঢাকা মিটন হলে 'ধর্ম্ম ও সভ্যতা' সম্বন্ধে যথাক্রমে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। বক্তৃতা ও কীর্ত্তন-শ্রবণে উপস্থিত ছাত্রগণ ও নাগরিকগণের চিত্ত বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কাশীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী গত ২০শে নভেম্বর কাশীর বেঙ্গলীটোলা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বেলা ২॥০টা হইতে ৩॥০টা পর্য্যন্ত 'আমাদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা শ্রবণে শিক্ষকগণ ও ছাত্রবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন, বক্তৃতান্তে প্রধানশিক্ষক সকলের পক্ষ হইতে ব্রহ্মচারীজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

বাঁকীপুর ও প্রচার

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তন-সভায় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠ-প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় গমন করেন।

হংসেশ্বর শ্রীএকায়নমঠে শ্রীল গৌরকিশোর বিরহোৎসব

গত ২৮শে কার্ত্তিক রবিবার এবং ২৯শে কার্ত্তিক সোমবার উভয় দিবস হংসেশ্বর শ্রীএকায়নমঠে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সোমবার বাসরে দিবস প্রভুর অর্চ্চনান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী মহোদয় 'গৌড়ীয়' পত্রিকা হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের পূত চরিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর প্রায় শতাধিক নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ... শ্রীপাদ মধুসূদন মহাশয়গণ ... বক্তব্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ... শ্রী ১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস ঢাকা শ্রীমদ্ গৌড়ীয়মঠে তাঁহার পরলোকগত ... পারলৌকিক শ্রীপাদ প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর পৌরোহিত্যে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনাদির বিধান অনুসারে একাদশাহে মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব-সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আচার্য্যবাণী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সংরক্ষিত। একজন বাউলকবির আকাঙ্ক্ষা 'ভাই নিমাই বলো শুনাই ভজনের' 'চৈতন্য এত আদি-অন্ত না হ বোধ। কেন মত দেন ন ... সেই মত নাম।' 'কাঞ্চন পুতুলী যেন কুঞ্জে নাচায়। ... কোথায় গেলে যে সম্বন্ধ' ... পদাবলে আর বৈষ্ণব-প্রভৃতিরা ... শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভু না অভাবিতে অন্যে কি আসবে ...' ... যে কি বৈষ্ণব ... সমাজে নিয়ত বাণী ... ইত্যাদি মহাজনবাক্য সমস্ত অনুধাবনীয়। ... শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের ইচ্ছা একটি প্রকার দেখা গেছে ঠাকুর ... সাধক ঠাকুর ... গৌরাঙ্গ সাথাই ... বাঙ্গালাদেশ কাঙ্গাল লোকের নিকট ... ইত্যাদি কথা ... ভক্তগণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া গাহিয়াছেন—

"সকৌবার পায়ে করি নমস্কার।
তবে আগত কিছু নহে আমার।"

গৌরবিমুখ ... অবশ্যই অত্যাচার বিস্তার করিতেছেন, তাহার ... প্রকৃত ... দেখিয়া ... আজ বিবিধ উপদেশ ... উদ্ধার ... বৈষ্ণব ... সেই বৈষ্ণব ... হইলে অঙ্গবন্ধ লাভ হয়, বস্তুর বস্তু, ... এ-প্রকার ... ইন্দ্রিয় ... জড়ভাব সংবর্দ্ধিত করে।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁদের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

(বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ কেশব, বিধি গর্ত্তোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শাস্ত্র

'শাস্' ধাতু হইতে শাস্ত্র-শব্দ নিষ্পন্ন। 'শাস্' ধাতুর অর্থ শাসন করা। যাহা আমাদের মনোধর্ম্মরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার শাসক, সেই ভ্রমপ্রমাদরহিত শব্দরাশিই শাস্ত্র। আমরা বদ্ধজীব, সুতরাং আমরা স্বভাবতঃই শাসনযোগ্য। হরি, গুরু, বৈষ্ণব—আমাদের এই নিত্যবন্ধুগণ অপ্রাকৃত বস্তু। ইঁহারা ব্যতীত আমাদের নিত্য-শাসক, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিতে আর কেহ নাই। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, যাঁহারা আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব ও প্রাণস্বরূপ, বস্তুবিচারে আমাদের পরম সুহৃৎ, যাঁহাদের পদাশ্রয় হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান, যাঁহাদের কৃপা, সঙ্গ ও সেবা ব্যতীত সাধুশাস্ত্রগণের উদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই, সেই পতিতপাবনগণের প্রতিই আমাদের বহু সন্দেহ, বহু অবিশ্বাস। আমরা পরমার্থ-বিষয়ে অন্ধ ছিলাম এবং বর্ত্তমানে জড়বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়াছে বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া অপ্রাকৃত পরব্যোমের বাস্তব-বস্তু ভগবান্ ও তদীয়গণের বার্ত্তা সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিতেছি না। আমরা যে অন্ধ, আলোর সন্ধান পাইব কি করিয়া? কিন্তু দীনদয়াল ভগবানের দয়ার সীমা নাই। তিনি আমাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া শাস্ত্ররূপে—শব্দরূপে এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই শব্দ বা শাস্ত্র আমাদের নিয়ামক এবং শাসকরূপে উদিত হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমাদের নিকট নিরন্তর সত্যের বাণী নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিয়া আমাদের যাবতীয় সন্দেহাদি নিরসনপূর্ব্বক জীবকল্যাণবিধানে ব্রতী হইয়াছেন। বদ্ধজীব আমরা, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা আদি দোষদুষ্ট। প্রাকৃত কোন বস্তুবিশেষের সম্যক্ ধারণা করাই যখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তখন প্রত্যক্ষাদি দ্বারা প্রাকৃতাতীত বস্তুকে আমরা কিরূপে ধারণা করিতে পারিব? সুতরাং ভগবৎকৃপায় ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষচতুষ্টয়মুক্ত শাস্ত্র যদি প্রকটিত না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্গতি হইত, অজ্ঞানজলধির কোন্ অতলতলে পড়িয়া আমরা যে কি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতাম, তাহা কি আমাদের চিন্তার বিষয় হইবে না? জীবের একমাত্র বন্ধু গ্রন্থ-ভাগবত বা শাস্ত্র কি আমাদের পরমাদরণীয় বা জীবন-সর্ব্বস্ব বা নিত্যসঙ্গী হইবে না? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের
হয় জ্ঞান।

ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন এত দুঃখী
তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদপুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশ॥
বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি—প্রেম মহাধন॥"

অতএব অনাদিকালবশতঃ মায়াকবলিত হইয়া জীব কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হন দেখিয়া পরম করুণাময় ভগবান্ কৃষ্ণ বেদপুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ পূর্ব্বক সেই শাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রার্থপ্রকাশক গুরু এবং অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরু—এই তিন রূপে জগতে উদিত হইয়া জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান ও প্রয়োজন-জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যে কি তত্ত্ব তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সাধনের নাম ভক্তি, তাহাকে অভিধেয় বলে। আর কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে প্রেম বলিয়া যে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহাই প্রয়োজন। সর্ব্বজ্ঞ যেমন দরিদ্রকে তাহার পিতৃধনের সন্ধান প্রদান করিয়া থাকে, বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রও সেইরূপ জীবকে তাহার নিত্যধন-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন।

আম্নায়-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নিরস্তকুহক নিত্য সত্যই যথার্থ শাস্ত্র। স্বকপোলকল্পিত বা দেশ কাল-পরিচ্ছিন্ন মত কখনও শাস্ত্র-পদবাচ্য নহে। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আমরা জানিতে পারি যে, চতুর্বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্র পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ জগতে প্রকটিত হইয়াছে। একমাত্র ভগবদ্বাক্যই আমার বাক্যই শাস্ত্র—ইহাই সাধু মহাজনের উপদেশ। শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া শ্রীপাদ মধ্বমুনি বলিয়াছেন,—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং
পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং
কুবর্ত্ম তৎ॥

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকলই শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ তাহা শাস্ত্র ত' নহেই বরং তাহাকে কুবর্ত্ম বলা যায়।

আমরা চারি বেদ ও অষ্টাদশ পুরাণের কথা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে ছয়টি সাত্ত্বিক, ছয়টি রাজসিক ও অন্য ছয়টি তামসিক বলিয়া কথিত। বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টি সাত্ত্বিক পুরাণ; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টি রাজসিক এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টি তামসিক পুরাণ। সাত্ত্বিক-পুরাণে শাস্ত্রে হরির মহিমা ও জীবের নিত্যমঙ্গলের কথাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার চার অগ্নি, শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য, আর সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময় বিমিশ্র শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মাহাত্ম্য ও পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও গৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'যে সকল নিরস্তকুহক সাত্বতশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদন ও কীর্ত্তন করেন,—সেইসকল শাস্ত্রই সত্য ও সাত্ত্বত-নিদর্শক। যদি কোন শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও কৃষ্ণের পরিকর ও লীলার কথা প্রচুর না কীর্ত্তিত না থাকে অথবা কৃষ্ণভক্তের নিত্যত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব-মাহাত্ম্য বর্ণিত না থাকে, অথবা একমাত্র কৃষ্ণভক্তিরই সর্ব্বোত্তম অভিধেয়ত্ব লিখিত না থাকে, তাহা হইলে উহাকে 'শাস্ত্র' বলিবার পরিবর্ত্তে 'পাষণ্ডীর গ্রন্থ' বলিয়া বুদ্ধিমজ্জনে কখনই অনুশীলন করিবে না।' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেও আমরা পাই—

সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ড পায়॥
'যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন
দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা
স্বয়ং বদেৎ॥

[যে শাস্ত্রে বা পুরাণে একমাত্র শ্রীহরিভক্তি মুখ্যতাৎপর্য্যরূপে দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখও যদি সেই শাস্ত্র শুনাইতে আসেন, তাহা হইলেও কখনই কোন প্রকারেই তাহা কাহারও শ্রবণ করা উচিত নহে।]

শ্রীমদ্ভাগবতই অমল পুরাণ ও সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটে প্রত্যক্ষমূর্ত্তি স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবত জীবকল্যাণার্থ পুরাণ-সূর্য্যরূপে সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত এ জগতে নষ্ট-দৃষ্টি পুরুষগণের প্রয়োজনসিদ্ধির আশয়ে কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন। পরমহংসগণের প্রিয় পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সমন্বিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের জন্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদ, শিবদ ও বাস্তব বস্তুপ্রকাশক। দুঃখ-দূরের উপায় এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান কেবলমাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ-শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
(চৈঃ চঃ)

সর্ব্ব পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবতে চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে, প্রতি অক্ষরে নানা
অর্থ কয়॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ-চিচ্ছক্তি বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজন।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
যতকিছু ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিবে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার॥
(চৈঃ ভাঃ)

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো
বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন
চ টীকয়া॥
(শিববাক্য)

ভক্তি দ্বারাই ভাগবত-তাৎপর্য্য জীবের উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা তাহাকে জানা যায় না। এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র স্বয়ং বস্তু। তিনি আমাদের গুরু বা শাসক, এজন্যে প্রপন্ন হইয়া—শিষ্য হইয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলে তিনি কৃপা পূর্ব্বক ভক্তগণ অনুগত জনের হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন। সেবোন্মুখ কৃপার্থী শিষ্যের নিকটই তিনি স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। বহুবিধ শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রানুশীলন বা শাস্ত্র-পাঠ। এই শাস্ত্র আমাদের নিত্যোপাস্য বস্তু। সুতরাং তাঁহাকে সেবাই করিতে হইবে। তাঁহাকে পণ্যদ্রব্য করিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে হইবে না।

রাজস ও তামস শাস্ত্রে দেবাদির মহিমা, পশুবধ, মদ্যপানাদি বহু কথা লিখিত আছে। এই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বন্ধজীবগণকে সোপানক্রমে প্রবুদ্ধ করিয়া ভগবানের দিকে উন্মুখ করা। কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ কণ্টককে নিষ্কাশিত করিয়া উভয় কণ্টকই দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু আরোহিগণ এক কণ্টক উত্তোলন করিতে গিয়া দ্বিতীয় কণ্টকে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণবাদি ভক্তগণ সাধ্যস্থল ব্যতীত অন্য বাক্যে আবদ্ধ হইয়া নিষ্কপটে সত্যের সন্ধান পান নাই। এজন্য জীবগোস্বামিপাদ স্পষ্ট শব্দে লিখিয়াছেন, পুরাণ ও বেদ-প্রামাণিক শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অংশ বুদ্ধিগোচর না হওয়ায় একাংশ অবলম্বনে নানা দেবতার মহিমা ও উপাসনার বিষয় উল্লেখ দেখিয়া অর্ব্বাচীন বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবাত্মার উপাস্য বা সম্বন্ধ বস্তু নির্দ্দেশ সমস্যাজনক হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন, শ্রীবেদব্যাস নিখিল পুরাণ-শাস্ত্র ও বেদান্ত প্রণয়ন করিয়াও যখন নিজের প্রকৃতার্থ প্রকাশ সম্বন্ধে সন্দিহান তখন শ্রীনারদের নির্দ্দেশ অনুসারে সমাধিস্থ হইয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়নের পর তিনি শান্তিলাভ করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়মূলক তাৎপর্য্য পাওয়া যায়।

শ্রীভগবানের নির্দেশ পালন ও প্রচার জন্য এই বিবিধ শাস্ত্রই নিত্য। স্বেচ্ছাচারিক ভগবান্ একদিকে যেমন জীবের দুর্গতি দেখিয়া আত্মমঙ্গলপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন, অপরদিকেও সেইরূপ মোহনশাস্ত্র জগতে প্রচার করিয়া দুষ্কৃতিজনগণকে আরও মোহিত করিয়াছেন। যথা কৌর্ম্মে—

এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি
তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহো
যেষাং ভবার্ণবে॥

শিবগণকে উমাদেবী বলিয়াছেন—

কাপালিক, নাকুল, পাশুপত, বাম, কৈরব প্রভৃতি শাস্ত্র মোহিত জীবকে মোহন করিবার নিমিত্ত আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।

বরাহ পুরাণে শ্রীভগবান্ মহাদেবকে মোহনশাস্ত্র প্রণয়নের জন্য আদেশ করিয়াছেন—

এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্
মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥

পদ্মপুরাণে শঙ্কর বৌদ্ধবাদ-মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র কলিতে প্রচার করিবেন বলিয়া উমাদেবীকে বলিয়াছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

একদিকে জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ বেদের কর্ম্মবাদে মোহিত আর অপরদিকে শাক্যসিংহগণ অতি বিতর্ক পড়িয়া মুগ্ধ। বৌদ্ধ বেদ অস্বীকার করিয়া নাস্তিক এবং মায়াবাদিগণ বেদ স্বীকার করিয়া আরও নাস্তিক। স্পষ্টপ্রমাণ মুখে স্বীকার করিলেও তাঁহারা প্রকৃত বেদের প্রামাণ্য প্রদর্শন করেন। সুতরাং তাঁহারা ভগবানের মায়ায় মোহিত। শ্রীগীতা বলেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে।
ভক্তির প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং।

আবার উপনিষদেও পাই—'যস্যৈব বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। শাস্ত্র ভগবানের অভিন্ন তত্ত্ব, আধোক্ষজ বস্তু। যিনি শাস্ত্রে প্রপন্ন হইবেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক সেবাবিশিষ্ট হইবেন, তিনিই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইবেন। অতএব শাস্ত্রমর্ম্ম এই প্রণতাত্মার তাৎপর্য্য বর্ণিত দিতে পারেন? সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে'। সুতরাং শাস্ত্রার্থ অবগত করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বতো ভাবেই শাস্ত্র, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমীপে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্র-প্রবেশের অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই।

শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। অজ্ঞাতসারে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা সাধিত হইলে জীবের সুকৃতির উদয় হয়। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি জীবাত্মার নিত্যবৃত্তিরই অস্ফুট বিকাশ, উহা জড় কর্ম্ম নহে। এই সুকৃতিবলেই শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং এই শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তিলতারূপ পরমমঙ্গল-প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং এই শ্রদ্ধাই সকল মঙ্গলের মূল। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। ইহা বহু ভাগ্যফলেই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু মাদৃশ পাপী চক্রান্তজনগণের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব।

মঙ্গলবরণে অনিচ্ছুক আমরা অনেক সময় বড়াই করিয়া বলিয়া থাকি যে, আমরা শাস্ত্র বিশ্বাস করিব কেন? কিন্তু আমরা বলি, সে সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে কি? শাস্ত্র অমান্যকারীর যে কি কুফল তাহা গীতায় ভগবদুক্তিতে আমরা জানিতে পারি।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং
গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-
ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম
কর্ত্তুমিহার্হসি॥

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে রত হন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। সূক্ষ্ম এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐহিকজ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম। আর ঐহিকজ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের প্রধানতা স্বীকার না করে তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিশুদ্ধজ্ঞানসহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, সেও পরাগতির যোগ্যতা লাভ করে না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও—ইহাই অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণাদেশ।

আমরা অজ্ঞ, তাই মঙ্গল-জ্ঞান আমাদের নাই। শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধব। সুতরাং তাঁহার মঙ্গলময় উপদেশ শিরোধার্য্য করা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা বিপদ্ পদে পদে। জগদ্বাসী সকলেই শ্রদ্ধাবান্ হউন, সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিবার সৌভাগ্য উদিত হউক, ইহাই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের চরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আচার্য্য-বাণী

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহারই বৈভবস্বরূপ বৈষ্ণববৃন্দের পাদপদ্মে সর্ব্ববিধ অন্যাভিলাষ-নিবৃত্তিমূলক নিষ্কপট শরণাগতি বিহিত না হইলে জীব মায়িক ভোগপ্রভাব-বিমুক্ত হইয়া ভক্তিমান্ হইতে পারেন না। তদ্রূপ ব্যতীত বাস্তব-সত্যের প্রাকট্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। বস্তুনির্দ্দেশে সর্ব্বদা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই শ্রেয়ঃ (শ্রীচৈতন্যভাগবতের) প্রতিপাদ্য বিষয়। "হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ," "সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥" প্রভৃতি পয়ারে গ্রন্থকার (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর) আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। "আছে শ্রীচৈতন্যাদি-গোষ্ঠীর চরণে। অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥ তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর। নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥" ইত্যাদি প্রকারে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ মঙ্গলাচরণ করিয়া আমাদিগকে বস্তুর ক্রমপন্থা শিক্ষা দিয়াছেন।

'সংসার' বলিতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাবলেই এই তিনটী পার হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন-যোগ্যতা লাভ হয়।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন-বিগ্রহই স্বয়ং প্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দ। তাঁহারই দ্বিতীয় দেহ মহাসঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ ক্ষীরাব্ধি অনন্ত; তিনি ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনকাদি ভক্তবৃন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ গৌরকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ বিষ্ণুপরতত্ত্ব হইয়াও ভক্তস্বরূপে সর্ব্বক্ষণ অনন্তভাবে গৌরসেবাভিমানী হইয়া আমাদিগকে সেবাশিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীশেষ-বিগ্রহই কৃষ্ণসেবার আকর সম্বলিত। শ্রীগৌরকৃষ্ণ-লীলাকীর্ত্তনরত—শ্রীকীর্ত্তনকারী বিগ্রহ শ্রীশেষাখ্য কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীগৌরকৃষ্ণ-চরিত কীর্ত্তনের অধিকার হয় না। গুরু-প্রসাদক্রমে ভগবৎপ্রসাদ লাভ। এইজন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে সর্ব্বত্রই আশ্রয়বিগ্রহের যশোগানে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের আদর্শ পরিলক্ষিত হয়।

যে-গুলো শ্রীচৈতন্যচরিত কীর্ত্তনে গ্রন্থকার স্রোতঃপথাবলম্বনের আদর্শ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তনের নামে ভিন্ন কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত কথার অবতারণা করেন নাই। শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বেদে অতি গূঢ়; শ্রীভগবানের একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটই সেই পরম গূঢ় সম্পদ্-তাঁহার

(অতঃপর এ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ভাগবত-প্রেস এবং ভক্তিপ্রচারক দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশ' পত্রিকা আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাৰ্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জামগ্রাম (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জুনরঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী।

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীবিধিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুণ্ডা গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপীনাথ গৌড়ীয়মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

২২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়নমঠ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ কোকোলা, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং লছমন রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল,হিন রোড ৭.

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা, রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মধ্বরীপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ . সাতাসন

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুমলেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীক্ষেত্রপালানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

পীপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিংড়িয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীজগমোহন ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) আমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ , ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনপুর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (?) ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
দাদশা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এরেঞ্জ কোয়ালিটি	৪৲
বড় মেজুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাবাদি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মেজুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাইপ	১০।৶০
কাশীর ১০০০ নং	১০৶০
দোবরা সাদা	৯।০
খেজুর সাদা	৮।০—৯৶০
খেজুর লাল	৭।৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

ক্যাশের বার	৩৩।০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪৩।০
[illegible]	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible] নং (২)	৫৶০—৫।৶০
[illegible] (এস)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	২।০—২৷৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶০—১৸৶০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪৭৲
[illegible]	৪৯৲
[illegible]	[illegible]

তার	৪০
কাবুলে	৬৲
বাংলা গাঁজা	৪১৸০

লোহা ও হার্ডওয়্যার

টাটার টৈঃ প্রঃ— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	১০৶০—১১৶
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০।৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।৶০
বাগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।৶০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	।৶০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬।৶০
২৮ গেজ—	১৬৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

শীস	।৶১০—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৬।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট ইত্যাদি	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৮৸০—১১।০
ক্রুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲

টেকনের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬।০

কুলার হাপর ৩।০

ফলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আপেল সোনার কাইন	৫৪৲
লিচু ও আপেল কমলা	৪০৲
ক্রমাটি খুরমি কাইন	৪০৲
আখরোট আখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
জায়ফল	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১৬।০—১৯।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১১৲—১৯৶০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

—:০:—

[illegible] হাই ইংলিশ বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর স্বতন্ত্র [illegible]। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সফলতা প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—০৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—৩০	১৪—৩	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	১১ ৪০	১৬-০	১৮-৫৭
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬৭	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	-	১২ ১৮	৬-৩৮	

কবিরাজ শ্যামভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

[illegible] সমূহের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]—১১৭নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

[illegible], ২৭ [illegible]।

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——॥(০)॥——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিবন্দ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের ইচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—॥(০০০)॥——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	৷৵	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷৹	১৲
সিকিকলম	৫৲	৩৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৩৲	৩৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং গবেষক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকাশকে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——॥(০)॥——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

স্থাপিত ১৯২৬ ও ১৮৪৪

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দিষ্ট আকরমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

গৌরকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গল আচার-প্রচারে নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২২২]

বিবিধ সংবাদ

——(০(৯০:)০)——

স্যার জগদীশের মহাপ্রয়াণ

গত ২৩শে নভেম্বর মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন প্রায় বারটায় কলিকাতায় খবর আসিল যে, বিজ্ঞান জগতে বাঙ্গলার গৌরব স্যার জগদীশচন্দ্র বসু গিরিডি প্রাতঃ ৮টা ১৫ মিনিটের সময় অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। গত ২রা নভেম্বর তারিখে জগদীশ বসু মোটরযোগে গিরিডি গমন করিয়া তাঁহার সম্পর্কিত স্যার [illegible] মিত্রের বাড়ীতে উঠেন, পত্নী অবলা বসুও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তদবধি শ্রীযুক্ত বসু সেখানেই বাস করিতেছিলেন; [illegible] মিত্র তিনি বেশ সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন এবং মোটরযোগে অপরাহ্ণে যথারীতি বেড়াইতে যাইতেছিলেন। রাত্রি ১০টায় শয়ন করিতে যান। মঙ্গলবার ভোর-বেলাও তাঁহার অসুস্থতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। চা-পানের পূর্ব্বে যথারীতি তিনি স্নান করিতে যান; স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতে তাঁহার অত্যধিক বিলম্ব [illegible] স্নানঘরে প্রবেশ করিয়া [illegible] অচৈতন্য অবস্থায় দেখিতে পান। [illegible] ডাক্তার ডাকা হয়; কিন্তু [illegible] হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়—৮-১৫ মিনিটের সময়ই শ্রীযুক্ত বসু ইহধাম ত্যাগ করেন।

এই নিদারুণ সংবাদ বাহির হওয়া মাত্র [illegible] বিভিন্ন সমবায়ী আন্দোলন-মুক্ত [illegible] নির্ব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গলার তথা ভারতের এই অসামান্য মনীষীর প্রতি [illegible] শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ছুটিয়া আসেন।

কলিকাতা অভিমুখে মৃতদেহ

বেলা ১টায় [illegible] শ্রীযুক্ত বসু এবং অবলা [illegible] মৃতদেহ সহ একখানি মোটরবাস-যোগে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন। বাসখানি ছাড়িবার সময় সমবেত বিপুল জনতা মুহুর্মুহুঃ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে থাকে—মিউনিসিপ্যালিটী, এবং লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, গিরিডির বহু বিশিষ্ট অধিবাসী ও আচার্য্য জগদীশের বহু আত্মীয় বাসের সঙ্গে সঙ্গে ৪ মাইল পর্য্যন্ত আগাইয়া আসেন।

গত মঙ্গলবার রাত্রি ১০টার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, আচার্য্য জগদীশের মৃতদেহ লইয়া মোটর বাস মঙ্গলবার রাত্রি ৭-১৫ মিনিটের সময় আসানসোলে পৌঁছিয়াছে এবং কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

গত মঙ্গলবার রাত্রি ১২টার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, মৃতদেহ লইয়া মোটর বাস বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়াছে এবং পরে রাত্রি ৪-১২ মিনিটের সময় কলিকাতায় বসুমন্দিরে পৌঁছিয়াছে।

গত বুধবার ৮-৫৫ মিনিটের সময় এক বিরাট শোভাযাত্রা কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইয়া নিমতলায় উপস্থিত হয়।

গভর্ণরের বাঙ্গলা ত্যাগ

বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন মঙ্গলবার ৪-৪০ মিনিটে একখানি স্পেশাল ট্রেনে হাওড়া ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। ট্রেনখানি ছাড়িবার সময় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে ১৭ বার তোপধ্বনি করা হয়।

লাটভবন হইতে হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারে পুলিশপ্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছিল এবং প্রায় একঘণ্টাকাল সমস্ত যানবাহনাদি চলাচল বন্ধ ছিল।

জওহরলাল নেহরুকে সীমান্তে আহ্বান

খান আবদুল গফুর খান কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, তিনি সীমান্ত প্রদেশ সফর শেষ করিয়াছেন। শারীরিক কারণে গান্ধীজীর পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে সীমান্ত পরিদর্শন সম্ভব হইবে না বলিয়া খান আবদুল গফুর খান পণ্ডিত জওহরলালকে সীমান্ত প্রদেশে যাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ই, বি, রেলওয়ে ট্রেণ দুর্ঘটনা

ই, বি, রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইয়াছেন:—

গত সোমবার প্রাতে ৯-৮ মিনিটের সময় পূর্ণ বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের [illegible] ও [illegible] মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৪৩নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। বার পাঁচজন যাত্রী সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত গাড়ীখানিকে ১-৩০ মিনিটের সময় পুনরায় লাইনে তোলা হয় এবং ২-৩ মিনিটের সময় লাইন পরিষ্কার করা হয়। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ দলের খেলা ২৩শে নভেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ দল প্রথমে ব্যাট করিয়া মোট ৭৮রাণ করে, তাহার মধ্যে সিবদাস ২৮ এবং বোসেন্স ২৩রাণ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। ২৩শে নভেম্বর খেলার শেষে দিল্লী দল ৩ উইকেটে ১০৩রাণ করে। উক্ত রাণ সংখ্যার মধ্যে আলি আফাকের ৫২রাণ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল।

রেললাইনে যুবকের মৃতদেহ

গত ১৮ই নভেম্বর যশোহর রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের নিকট রেললাইনের উপর গলাকাটা অবস্থায় এক অজ্ঞ যুবকের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় পুলিশ তাহার পকেটে একখানি রুমাল পাইয়াছে। উহাতে "আবোধার" লেখা ছিল। মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই; পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

স্ত্রী-পুত্র ও কন্যার জীবন নাশ

বাগেরহাটের এক সংবাদে প্রকাশ, রামপাল থানার অন্তর্গত কাইনমারী গ্রাম নিবাসী মণিমোহন বাহি নামক এক ব্যক্তি গত ১৭ই নভেম্বর গভীর রাত্রে তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে খুন করিয়াছে। খুন করিয়া সে নিজেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট ঐ সংবাদ জানায়। কারণ জিজ্ঞাসায় সে নাকি বলিয়াছে যে, তাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা; সেই জন্য সে তাহাকে খুন করিয়াছে। এই কার্য্যের জন্য তাহাকে আটক থাকিতে হইবে এবং তাহাতে তাহার শিশু পুত্র কন্যা না খাইয়া মারা যাবে, তজ্জন্য তাহাদিগকেও সে খুন করিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা

প্রায় এক পক্ষকাল জব্বলপুরে থাকিয়া প্রধান মন্ত্রী ডাঃ এন, বি, খারে গত ২০শে নভেম্বর নাগপুরে আগমন করিয়াছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল, মন্ত্রিসভার মতভেদের কথা প্রকাশ করিয়া যে সকল সংবাদপত্র মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে। অতএব মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা আর এই সকল সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিবেন না।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার,
কলিকাতা

"দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"

——:(**):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
ইঞ্চি	২	১৷০	১৷০	১৲
সিঙ্গিকলম	৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিঙ্গি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈ মাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ { ৯ কেশব গৌরাঙ্গ ৪৫১, ১১ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, [illegible] ১৯৩৭, শনিবার } [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(*)::——

কাশীতে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী বাগ্মীবর গত ১১।১১।৩৭ তারিখে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটস্থ শেঠ শ্রীযুক্ত [illegible] বর্মণ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

পাঠ শ্রবণ করিয়া শেঠজী অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আরও ৮।১০ দিন ব্রহ্মচারীজীকে তথায় পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পাঠের অন্তে "হরেকৃষ্ণ" এবং অন্তে "ভজহুঁ রে মন" এ মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন।

ময়মনসিংহে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ময়মনসিংহের [illegible] শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-সমাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় গমন করেন।

গত ১৬।১১।৩৭ তারিখে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় হইতে শ্রীরামচরিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৬।১১।৩৭ তারিখে বেলা ২টায় স্বামীজীকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। সমস্ত নগর পরিভ্রমণের পর সন্ধ্যা ৬টায় সমস্ত কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৎপরে রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় এক চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

গত ১৯।১১।৩৭ তারিখে [illegible] নিকটস্থ [illegible] নামক গ্রামের জমিদারের নিমন্ত্রণে [illegible] তাঁহার ভবনে গমন পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তথাকার প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্বামীজী সদলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বামীজী বর্ত্তমানে [illegible] অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত পঞ্জী

গত ৯ই নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় [illegible] প্রভৃতির আনুগত্যে শ্রীল গৌরদাস পণ্ডিতের সমাধি পরিক্রমা হয়। পুনরায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব যে অবতার নহেন—তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন—অবতারী, ইহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন। [illegible]

শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] কেশীর [illegible]

গোপগণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ বৃষভাসুর বধ করিয়া যাহা দেখাইলেন [illegible] মাটী খাইয়াছেন [illegible] মুখের মধ্যে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড, গো এবং গোপগণ দেখিতে পাইলেন। গর্গাচার্য্যের [illegible] তাঁহাতে সমস্তই অবস্থান করিতেছে এবং সর্ব্বভূতেই তিনি অবস্থান করিতেছেন [illegible] তাঁহার এক নাম বাসুদেব।

সায়াহ্নে শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোপদেশক কাব্যতীর্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় গুজরাট হইতে শেঠ [illegible] নামক জনৈক ভদ্রলোক মন্দিরে শ্রীমঠে আগমন করেন। তিনি গুজরাটে [illegible] প্রচারসময়ে [illegible] সহায়তা করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি [illegible] বলেন যে,—[illegible] যাইয়া মঠরক্ষক শ্রীপাদ [illegible] [illegible] পুনরায় গুজরাট অঞ্চলে [illegible] যাহাতে [illegible] [illegible] প্রচারের ব্যবস্থা করিতে [illegible]

গত ১০ই নভেম্বর [illegible] শ্রী নবীন আচার্য্য ও শ্রীল [illegible] প্রভুর [illegible] পরিক্রমা [illegible] [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও [illegible]

[illegible]

শুক বৃক্ষরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। এরূপে সুখ কৃপা করেন কৃষ্ণচন্দ্র।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকুন, তাঁদের অগ্র সাধ্য প্রধান এবং নিত্য কার্য্য, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন।"

(সজ্জনতোষণী তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ কেশব, নিত্য সংকীর্ত্তনান্দ গৌরাব্দ ৪৫.

শ্রীতুলসী

শ্রীতুলসী চিন্ময় বস্তু এবং মহাভাগবত। তিনি প্রাকৃতিক কোন বৃক্ষবিশেষ নহেন। যেমন ভগবান্ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহরূপে, বৈষ্ণববর গরুড় ও জটায়ু পক্ষিকুলে, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ও সুগ্রীবাদি কপিকুলে, প্রহ্লাদ, বলি আদি দৈত্যকুলে, গজেন্দ্রাদি পশুকুলে, শ্রীশালগ্রাম ও গোবর্দ্ধন শিলারূপে, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি জলকুলে আবির্ভূত হন, তদ্রূপ শ্রীতুলসীদেবীও সেইরূপ পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য বৃক্ষকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অজ্ঞানবশতঃ যদি আমরা তাঁহাকে বৃক্ষ বলিয়া মনে করি তাহা হইলে আমাদের অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এই শ্রীতুলসী দেবী প্রাকৃত বৃক্ষ নহেন। শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তগণ বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। জীবের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা সেই বৈকুণ্ঠ-স্থিতিতার সহিত ইহজগতে অবতরণ। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সেবোন্মুখ হৃদয়ে তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি ও কৃপা লাভ হয়; নতুবা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত বস্তুসাধারণ দর্শন করিয়া বঞ্চিত ও অমঙ্গলগ্রস্ত হইতে হয়।

শ্রীতুলসী—কৃষ্ণ-বল্লভা, বৈষ্ণবী ও আশ্রয়জাতীয়-বিগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণদেব—আশ্রয় ও বটে বিষয়বিগ্রহ; শ্রীগুরু—বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এক আশ্রয়জাতীয়কে অপর আশ্রয়জাতীয়ের দ্বারা পূজা সেবক পূজা করিতে পারেন না, অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতী বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীহস্তে তুলসী প্রদান না করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে তুলসী প্রদান অপরাধজনক। সাক্ষাৎ-ভৃত্য গৌর-কৃষ্ণ বলিয়াছেন শ্রীপাদপদ্মে তুলসী প্রদান করার বিধি।

শ্রীতুলসী—চিন্ময় বস্তু। কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণসেবা-লাভ উদ্যোগী, তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হয়। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তুলসীবৃক্ষের নিকট বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাম করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যবে যে সংখ্যা নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া॥
সংখ্যা-নাম লইতে প্রভু যে স্থানে বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তি-যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত

যথাবিধি বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি বিষ্ণুনৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না, কেন না, তুলসী নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী, তাঁহার মঞ্জরী পত্র সুতরাং কেশবের অতি প্রিয়। বাক্যার্চ্চনতার তুলসীমঞ্জরীর সহযোগে অর্চ্চাবতার শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চন বিধেয়। বাক্যার্চ্চার মঞ্জরীর দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চন-বিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্বত বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ আছে। ভক্তমাহাত্ম্য বর্দ্ধনকারী ভক্তবৎসল ভগবান্ গৌরহরি স্বয়ং অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীতুলসীর অঙ্গে জল-সেচন এবং অর্চ্চনাদ্বারা শ্রীতুলসীদেবী ও বা গৃহদেব শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের শুদ্ধ পূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অনুসরণে প্রত্যেকেরই এইরূপভাবে বিষ্ণু অর্চ্চন করা উচিত।

'তুলসী পালন করিয়া যোনি লাভ করিয়াছেন' প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা বহির্মুখ-কল্পনাময়। ভগবান্ বিষ্ণু বা ভাগবতগণ বৈষ্ণবের অপকর্ষ প্রভৃতি বিষয়-মোহনপর উক্তিসমূহ দ্বারা শুদ্ধ ও উত্তম বৈষ্ণবগণ বঞ্চিত হন না। বহির্মুখগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রক্ষিপ্ত ও কল্পিত মতবাদসকল সৃষ্ট হয়। এইরূপ বিষয়মোহনপর মতবাদ নিরাসের কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় দেখিতে পাই।

যৌবন লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশীবধ, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
বর্ণিয়াছেন আদি, সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥

শ্রীতুলসী ভগবানের পরমপ্রিয়া। সুতরাং শ্রীহরির সেবার জন্য তুলসী-সেবন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। মহাপ্রসাদ যেরূপ বিষ্ণুদত্ত হইলেও শ্রীহরির সেবার্থ রসনায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ বা চর্ব্বণাদি অপরাধজনক নহে, শ্রীতুলসী সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। ভোগবুদ্ধি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনের ন্যায় ভোগবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া শ্রীতুলসীভক্ষণও বিশেষ অপরাধজনক। ভোগবুদ্ধিতে তুলসী গ্রহণ করিলে তুলসীর অঙ্গে আঘাত প্রদান করা হয়, আর সেবোন্মুখতার সহিত তুলসী চর্ব্বণ করিলে তুলসীর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া, সুতরাং উহাকে কৃষ্ণের সেবাই করিতে হইবে, কৃষ্ণসুখ-ব্যতীত নিজসুখতাৎপর্য্যে তুলসী ব্যবহার করিলে তুলসীর চরণে অপরাধ-বিশিষ্ট হইতে হইবে। সর্দ্দিজ্বর, ম্যালেরিয়া বা বুকের পীড়ায় প্রতিষেধকরূপে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তুলসীর ব্যবহার তুলসীর চরণে অপরাধ। ঐরূপ কার্য্যসমূহ ভগবদ্ভক্তি বিলুপ্ত করিয়া সংসারে প্রবেশ করায়।

শাস্ত্রে তুলসী-ভক্ষণের কথা লিখিত আছে। তুলসীদল ভক্ষণ করিলে যেভাবেই পাপীও সদ্গতি লাভ হয়। তুলসীদল ভক্ষণপূর্ব্বক অন্তকালে দেহ বিসর্জ্জন করিলে চণ্ডালেরও দেহজ পাপ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। গঙ্গা ও যমুনার জল যেরূপ সর্ব্ব পাপ নির্মূল করিয়া থাকে তদ্রূপ তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারা নিখিল পাপ ধ্বংস হয়। যে কাল পর্য্যন্ত মানবের বদনে ও মস্তকে তুলসীদল বিরাজিত না হয় সেকাল পর্য্যন্তই দেহপাতক অবস্থিত থাকে। অমৃত হইতে সমুত্থিতা ধাত্রী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে স্মরণ, কীর্ত্তন, চিন্তন ও ভক্ষণ করিলে তাঁহারা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কখনও কোন সুকৃতি সঞ্চয় করে নাই উপরন্তু মহাপাপী, সেবোন্মুখ বুদ্ধিতে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাহারও মঙ্গল হয়। শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পারণদিনে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাঁহার অষ্ট সংখ্যক অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি নীরস, কি সরস যে কোনরূপ তুলসী-কাষ্ঠ বা তুলসীপত্র গৃহে বর্ত্তমান থাকিলে কোনকালেও তথায় পাপ থাকিতে পারে না। তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সকলই বিশুদ্ধ। তুলসীকাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা বিষ্ণুর নৈবেদ্যান্ন পাক করিয়া তাহা বিষ্ণুকে ভোগ দিলে সেই অন্ন মেরুতুল্য হয়। শ্রীতুলসীপত্র গঙ্গোদক, পদ্ম, বিল্বপত্র প্রভৃতি পর্য্যুষিত হইলেও দোষযুক্ত হয় না।

ভজনবিকাশের ক্রম

(শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ)

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

যিনি দিব্যজ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা জীবের স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা, জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, জড় ভোক্তাভিমান, ভেদবুদ্ধি ও বিরূপগ্রহণ—এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান এবং তদ্বিহিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ অজ্ঞানান্ধকাররাশিকে নির্মূলিত করিয়া দিব্য হরিসেবোন্মুখ নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যভারতীর শ্রীচরণে নমস্কার বিধান করিতেছি।

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও ভক্তিযোগ শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ সর্ব্বদাই কৃপাসমুদ্ররূপে অবস্থান করিতেছেন; আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রপন্ন হইলাম।

ভজন-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবিধায়িনী প্রবৃত্তি বৃত্তিই নিখিল অণুচেতনের সহজ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জড়-বিষয়-রাগে মুগ্ধ বদ্ধজীবে সেই বৃত্তি অপ্রকাশিতভাবে অবস্থান করে। জন্মজন্মার্জ্জিত ভক্ত্যুন্মুখিনী অজ্ঞাতসুকৃতির প্রভাবে মায়াধীশ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে যখন ঐ বৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধাকারে জীবহৃদয়ে উদিতা হয়, তখন জীব শুদ্ধভক্তের অনুসরণে স্বীয় পূর্ব্বতম আত্ম মঙ্গলাভে প্রয়াসবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ক্রমে সেই জীব সদ্গুরুপাদাশ্রয় করত অর্থপঞ্চকের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইয়া গুরুভজনে প্রবৃত্ত হন। এতদবস্থায় ভাগ্যবান্ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণকমলের পরাগ মাথে লইয়া কোটিকণ্টকময় ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে থাকেন। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

শুদ্ধ ভকত- চরণরেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম-সিদ্ধি
প্রেম লতিকার মূল॥

অতএব সাধন-ভজন কেবল স্বরূপের অপ্রাকৃত স্বরূপানুসন্ধানরূপ চেষ্টা মাত্র। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবহৃদয়ে যে অপ্রকাশিত শুদ্ধভাব অবস্থান করিতেছে, তাহাকে সম্প্রকাশিত করিতে হইলে অহৈতুকভক্ত শুদ্ধ চেষ্টা ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ এই প্রক্রিয়াটী জড়বাক্যের দ্বারা বর্ণন বা

প্রাকৃত মনের দ্বারা চিন্তা করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, প্রাকৃত চেষ্টা দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করিবার বৃত্তি প্রবৃত্তি নামে কথিত হয়। যিনি শ্রীকৃষ্ণবির্জ্জিতা বক্তিকে বাস্তব [illegible] বিশেষজ্ঞানে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তিনি নারকী নামে অভিহিত হইয়া শ্রীব্যাসদেবের লেখনী দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। বিশুদ্ধভজনকারী এবম্প্রকার অচ্যুতির [illegible] বাক্যের নিন্দা [illegible]।

ভজনের পরিপক্কাবস্থা

কৃষ্ণভজনের অভাব অবগত হইয়া নির্বিঘ্নে ভক্তির সহিত যিনি ভজন আরম্ভ করেন, অল্প অল্পকালের মধ্যে তাঁহার [illegible] বৈধী শ্রদ্ধা ক্রমে অনর্থহীন হইয়া পুনঃ প্রকারে নিষ্ঠারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমরূপে [illegible] নামে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] এই প্রেমভক্তিকে প্রয়োজন বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে [illegible] যে, সুচতুর ভজনকারী এই [illegible] অবস্থায় [illegible] হইবার যত্ন করেন না এবং অনধিকার [illegible] কখনও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া [illegible] পোষণ করেন না।

ভজনের শিক্ষা

ভজন বিষয়ের ক্রমপন্থা অস্বীকার [illegible] অভ্যাগিদিগের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চ [illegible] কাচ কাচিলে, আরুরুক্ষু অবস্থা হইতে ভজনকারীর অধঃপতন [illegible]। সুতরাং সমাজে সদ্গুরু [illegible] ভজনবিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করা [illegible] ভজনাভিলাষীর একান্ত [illegible]। এস্থলে "[illegible]" [illegible] আলোচ্য। যাঁহারা [illegible] সাধন-ভজন, সদ্গুরু ও সাধুসঙ্গ [illegible] করেন তাঁহাদের ভজনের ফল লাভ হয় না। এমন সর্বাগ্রে [illegible] ভজনকারীর পক্ষে যুক্তবৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। [illegible]-গেহ-কলত্র পুত্র-বিত্তাদি [illegible] বলিয়া [illegible] হইলে ভজনকারী সদ্গুরু [illegible] গৃহত্যাগ করত সাধুসঙ্গে ভজনভজনে [illegible] হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে [illegible] কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া [illegible] বিষয় গ্রহণ করাকে [illegible] বলা যায়। পক্ষান্তরে এই প্রকার [illegible] নির্ব্বন্ধ [illegible] ব্যক্তি সম্বন্ধে [illegible] ত্যাগের দ্বারা [illegible] হইতে মুক্তির চেষ্টাকে ফল্গুবৈরাগ্য [illegible] অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু [illegible] সম্পাদন বা তত্ত্বার্থ পারমার্থিক-

পথের অভ্যাসাদি আধ্যাত্মিকগণের চক্ষে যে-ভাবেই প্রতিভাত হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সেখানে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ভোগ বা ত্যাগের কোন কথা নাই। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্যাসদেব [illegible] গাহিয়াছেন:—

পরমার্থে এই ভোগ ত্যাগ—কভু নহে।

এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় পারমার্থিক বৈরাগ্য বা বিলাসের মহত্ত্ব সহসা অনুভব করিতে পারে না। ফলতঃ যাঁহারা সাধু-ভজন অনুগত পরমার্থ-রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সব তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ বিকাশক্রম যে পর্য্যন্ত না অবলম্বিত হয় সে পর্য্যন্ত সমুদয়ই ভজনাভাসে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ভজনাভিনয় করিয়াই "আমার আত্মবিকাশ-ক্রম উদয় হইয়াছে", এরূপ মনে করা বা বিপ্রলিপ্সার বশীভূত হইয়া প্রচার করা আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা মাত্র। ভজনাবস্থায় এই বিষয়টী প্রতিদিন সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। স্বীয় বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ কর [illegible] স্থাপনপূর্ব্বক চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া প্রতিদিন ভজনকারী অন্তঃস্থল পরীক্ষামুখে দেখিবেন যে, তাঁহার শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি দিন দিন যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাঁহার পরেশানুভব ও বিরক্ত [illegible] হইতেছে কি না? যদি না হয়, তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে যে, গোড়ায় গলদ প্রবেশ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ অমঙ্গল নিমিত্ত সেই গলদের মূলদেশে কুঠারাঘাত করতঃ পরিশেষে মূলোৎপাটন করাই প্রত্যেক ভজনকারীর একান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহার

একণে ভজনবিকাশের ক্রমপন্থাসম্বন্ধে [illegible] উপসংহারে [illegible] বলিতে হইবে। সর্ব্বদেবের বরেণ্য [illegible] নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সমস্তই অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। জীব বাস্তব [illegible] শ্রীকৃষ্ণের কিরণকণ হইয়া সম্পূর্ণ সেবানন্দ লাভ করিবার যোগ্যপাত্র। জীব মায়াবদ্ধ অবস্থায় স্বীয় স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও উভয়ের সংযোগ-স্বরূপ সম্বন্ধে দৈন্য জ্ঞানে বিপর্য্যয় [illegible] ভোগ করিয়া থাকে, ঐ বিপর্য্যয় ভাবটী দূরীভূত হইয়া স্বরূপভাবের উদয় হয় যে চেষ্টা দ্বারা, তাহারই নাম সাধনভজন। সাধনভজনের ফলেই ক্রমে ভাবভজন ও প্রেমভজন ভজনকারীর লভ্য হইয়া থাকে। ভজনকারীর হৃদয়ে স্থির বৈরাগ্য উদিত হইলে তিনি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থস্থানে বা গুরুকৃষ্ণসমাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করত শ্রীগুরুদেবের কৃপা-সেবাদ্বারা ভজনপরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। পূজারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

বিরাট্ কাণ্ড

(জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ)

গত ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর ঢাকার শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে এক মহোৎসব ও [illegible] সম্পন্ন হইয়াছিল। উষাকালে নহবৎখানা হইতে বিবিধ [illegible] আশাইয়া সানাই বাজিতেছিল।

উত্থান একাদশী দিবসে ঠিক ২২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর [illegible] (গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীগুরুদেব) পরম ভাগবতোত্তম অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করেন। তাঁর অপ্রকট [illegible] এই দুইদিন ব্যাপী বিরাট্ মহোৎসব।

প্রথম দিবসে বিধিমত বিগ্রহের শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ হইয়াছিল। সায়ংকালে [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] শ্রীমন্ মহারাজের সভাপতিত্বে একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত [illegible] বি-এ মহোদয় ও অন্যান্য বক্তৃগণ সরলবাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে একটী বিরাট্ কীর্ত্তনসহ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজের নেতৃত্বে ঢাকা [illegible] প্রধান প্রধান রাজপথ [illegible] নাগরিকগণ দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণ করিতেছিলেন। প্রায় ১৫০০০ লোক এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ইহাতে [illegible]

পাঠকবর্গের নিকট শুদ্ধভজনকারীর সংক্ষিপ্ত আচারসমূহ পরিবেশনকল্পে শ্রীচৈতন্যবাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম,—

ভাল তুই [illegible] কহিতে লাগিলা।

কাল বৈষ্ণব [illegible] কভু নাহি গ্রাম্যবার্ত্তা॥

বৈরাগী করিবে সদা নামসংকীর্ত্তন।

মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥

বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।

কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।

পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥

গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

অমানী-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

করিবার বিষয় এই যে, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে বহু লোক এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উঁহাদের অনেকেই শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের শিষ্য নহেন। পর্ব্বতপ্রমাণ প্রসাদ [illegible] মহাপ্রসাদ বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১২॥০ পর্য্যন্ত অবিরত বিতরণ হইয়াছিল। ধনী ও নির্দ্ধন প্রায় ৩০০০ ব্যক্তিকে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

[illegible] প্রায় ১৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। [illegible] মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু এই বৎসরের মহোৎসবের মত কোন [illegible] স্বনামধন্য [illegible] বিরাটত্বের [illegible] [illegible] বর্ত্তমান [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহোদয় [illegible] [illegible] কারণ। শ্রীযুক্ত [illegible] বি এ, শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] মহোৎসবের সুসম্পন্ন ও বিতরণকার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খল হইয়াছিল [illegible] [illegible] কম [illegible]।

(গত [illegible] তাং [illegible] হইতে উদ্ধৃত)

[illegible] প্রচার

[illegible] হইতে [illegible] জানাইতেছেন [illegible] ১৫ই [illegible] [illegible] [illegible] গ্রামে [illegible] [illegible] "[illegible] ও নাম" সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] আলোচনা করিয়াছেন,—[illegible] [illegible] বৈশিষ্ট্য, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাম প্রভৃতি রূপ, গুণ, লীলাদির [illegible]।

উক্ত দিবস বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, [illegible] চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। [illegible] আচার্য্য-প্রচারক [illegible] আছে। রক্ষক— শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] আচার্য্য [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ভক্তির সম্যক্ আলোচনা [illegible] বাংলাদেশে [illegible] হয়। মঠরক্ষক—[illegible] সর্ব্বদেব [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ [illegible] ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। [illegible]—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

[illegible]— [illegible], [illegible] (নদীয়া)

[illegible]

সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূল-[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক - শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) শ্রী [illegible]-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

এখানে [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] ঠাকুরের সমাধি, [illegible] শ্রী[illegible] ছিলেন। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible]-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান), [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রী[illegible] সেবা। রক্ষক —শ্রী[illegible] অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাতাপুর, পোঃ [illegible], ([illegible])

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাটিপাড়া (শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক —শ্রীকুঞ্জনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক - শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) মধ্বগৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ [illegible]

রক্ষক [illegible] আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রীমনঃসুখদাস ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আগরতলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক -শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেলা [illegible], ইউ, পি

রক্ষক —শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক —শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক —শ্রীঅনাদিগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক —শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক— শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড -গাঠুলী

রক্ষক —ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) দধ্যেন্দ্র বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকারী,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) কাশ্মীরগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড., কলাদবাদ বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ-হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)। শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরালালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক -শ্রীমধুবন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দাঁসাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ : ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনহুগলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপ্টন্‌, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভু ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে [illegible] শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভাকর সম্পাদিত
শ্রীকুঞ্জানন্দ [illegible] ভক্তপ্রোক্ত, অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
সরু চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৫।০
সাদা নূতন	৬৴০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৴
ঐ বালাম	৫৲-৫৴০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৴০

চিনির দর

কাশীর, চাইনা	১০।৴০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] সাদা	৯।০
[illegible] সাদা	৮।০—৯৴০
[illegible] লাল	৭৷৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]লের বার	৩৪।০
[illegible]	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬।৴০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৴০
[illegible] ঐ	৫৸৴০-৫৸০
[illegible]	৬৲-৬৴০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৴০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	২।০—২।৴০
[illegible]	১৷৴—১৸০
[illegible]	১৷৴০—১৷৴০

[illegible]র দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
	৪৸০

তার	৪৬
কাবুলে	৩৬৲
বাঙা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টানের তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাকা	৯৴০—৯৷৴
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৴
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৴০
বরগা (টি আয়রণ)	৮।০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৴০—৮৸০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সীট।	।৴০
২৪ গেজ—	১৪।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৸৴০
২৬ গেজ—	১৬।৴০
২৮ গেজ—	১৬৸৴০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৴১০—৸৴০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা দর	৩।০—
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, বোল্টু, নয়াবে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১।০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৩৲	নকল ২১৲
চটকলের হাপরণ ৫৴০, পাটের হাপরণ ৬।০	
তুলার হাপরণ ৪।০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবের গোলার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আবের করকচ	৪০৲
করাচি গুরনির কাইন	৪৩৲
হাবার্ড দানা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতলা সাগু	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
শুঁটি খয়িরকল	১৫।০—১৭।০
নয়া নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

ডাক্তোর নূরমহম্মদ অজিজক
এন্ড সন্স্ লিঃ
৬-৩ জগন্নাথ ঘাট ষ্ট্রোয়াণী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রী মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible] উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিধ্যে [illegible] ও [illegible] এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই [illegible] ইউনিভারসিটি পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অন্যান্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে [illegible] ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৫০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] বীর্য্যের তারল্য [illegible] উপায় [illegible] কার্য্যকারিতা অভাবনীয়। [illegible] সংযুক্ত [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৮৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

শাখা

পোঃ [illegible], ২৭ [illegible]।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
প্রথম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৶০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৶০
৪র্থ খণ্ড—৷৶০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৶০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৶০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৶০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৶০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। নাম-ভজন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সম্বন্ধ ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলটীকা ভগবৎসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৶০
৩০। দীন-দিন-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৶০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৶০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৶০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও চরিতপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী পঞ্চিকাঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ আর্ট স অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেক্টেড ওয়ার্ড'স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ দৌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইনোসিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যাবল্যান্সেড ভিজোমন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম প্রথম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর পরিচালনায় মহোপদেশক-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৭৲, ভিক্ষা ৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরসুন্দরমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

১ পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' মায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সমাজবৈষ্ণব-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ও বিষ্ণুপাদ
[illegible]
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আশ্রয়বিগ্রহ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২২৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::০:)০)——

কৃষ্ণনগর-সংবাদ

কৃষ্ণনগর কলেজে কারাম ক [illegible] গত ২৩।১১।৩৭ তারিখে কলেজ কম-রুমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীমান ষষ্ঠীচরণ [illegible] সহিত কারাম ফাইনাল খেলা হইয়াছে। শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ দত্ত ৩১ [illegible] চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। তাঁহার খেলা প্রশংসনীয় হইয়াছিল।

স্থবিজ্ঞানমন্দির হইতে জগদীশের শবদেহ-শোভাযাত্রা

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের [illegible] দেহ অর্ঘ্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের [illegible] গত বুধবার খুব ভোর হইতে [illegible] 'বসুবিজ্ঞান-মন্দিরে' সমবেত হইতে [illegible]। ঐ দিবস সকাল ৭টার সময় জগদীশের শবদেহকে তাহার আত্মার কল্যাণ [illegible] ভগবানের উপাসনাদির [illegible] হইয়াছিল। উপাসনার পর সকাল ৭॥০টায় [illegible] তাহার শবদেহে [illegible] বর্ণ-শোভিত পুষ্পমাল্য সুসজ্জিত করিয়া [বসু]বিজ্ঞানমন্দিরের' প্রাঙ্গণে [illegible] হইয়াছিল। লোক সমাগমের [illegible] হেতু প্রশস্ত রাজপথে [illegible] জাতীকে [illegible] হইয়াছিল। [illegible] জগদীশের শবদেহ লইয়া [illegible] [illegible] বাহির হইলে সর্ব্বোপরি পুষ্পমাল্যাদি প্রদানের [illegible] প্রবল প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইয়াছিল। [illegible] ৮-৪৫ মিনিটের সময় শবসহ বিপুল [জনতা] সার্কুলার রোড ধরিয়া উত্তরদিকে [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] লাইব্রেরীর সম্মুখে শবদেহ উপস্থিত হইলে লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে ডাঃ প্রমথনাথ [illegible] পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অনন্তর শবদেহসহ শোভাযাত্রা সার্কুলার রোড, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্মুখে আসিয়া থামে। ব্রাহ্মসমাজ [illegible] নেতৃত্বে জগদীশের আত্মার কল্যাণ কামনা করে। অতঃপর বিদ্যাসাগর কলেজ ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১০-৩৫ মিনিটের সময় মেডিকেল কলেজে ও পরে ১০-৪০ মিনিটের সময় ইউনিভার্সিটি স্কোয়ারের নিকট কমলকৃষ্ণ [illegible] প্রাঙ্গণে [illegible] পক্ষ হইতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট দিয়া অগ্রসর হইয়া ১১-১৫ মিনিটের সময় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পৌঁছে। জগদীশ বসু এই কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছিলেন। তাহার প্রতি [illegible] [illegible], অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বিপুল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সহিত পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজ হইতে [illegible] দিয়া [illegible] সার্কুলার রোড হইয়া বেলা ১২টার সময় ক্রিমেটোরিয়ামে পৌঁছায়। তথায় পৌঁছিলে জগদীশকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সকলের [illegible] হয়। শবদেহ ক্রিমেটোরিয়ামের সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয় এবং আচার্য্য [illegible] প্রার্থনা করেন। [illegible] বেলা ১২-১৫ মিনিটের সময় [illegible] জগদীশচন্দ্রের শবদেহ ক্রিমেটোরিয়ামের মধ্যে স্থাপন করে। [illegible] অভয়চরণ দেবকী, যাদবজী, [illegible] সেক্রেটারী প্রভৃতি অনেক বন্ধুর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

দানবীর জগদীশ চন্দ্র

বোস ইন্‌ষ্টিটিউটের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ এ, এন, মিত্র জানাইয়াছেন যে, আচার্য্য-স্যার জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট চারি লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মোট দান প্রায় সতের লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বোস ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় তিনি [illegible] লক্ষ টাকা মূল্যের জমি, গৃহনির্ম্মাণ হইলে ৫০ হাজার টাকা এবং স্থায়ী তহবিলের জন্য একলক্ষ টাকা দেন। পরে ১৯৩১ সালে একটি ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্দেশ্যে ট্রাষ্টের হস্তে ৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের গৃহ ও ভূসম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

মিঃ মিত্র আরও বলেন যে, তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ৪০ হাজার টাকাই ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির জন্য খরচ করিতেন।

বোম্বাইএ বাঙ্গলার নূতন গবর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ণ

বাঙ্গলার নূতন গবর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ণ ও তাঁহার পত্নী লেডী ব্র্যাবোর্ণ পি এণ্ড ও কোম্পানীর "কাইজার-ই-হিন্দ" জাহাজ যোগে গত ২৩শে নভেম্বর অপরাহ্ণে বোম্বাই পৌঁছেন। বোম্বাই গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী স্যার চার্লস টার্ণার, গবর্ণরের একজন এডিকং এবং অন্যান্য কয়েক জন বিশিষ্ট সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

স্যার চার্লস টার্ণার, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, স্যার বীরেন্দ্র [illegible] এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি অভ্যর্থনা করিতে [illegible] জাহাজে গিয়াছিলেন লর্ড ও লেডী ব্র্যাবোর্ণ তাঁহাদের সহিত করমর্দ্দন করেন।

লর্ড ও লেডী ব্র্যাবোর্ণ পরে বোম্বাইয়ের লাটপ্রাসাদে যাত্রা করেন। ঐ দিবস রাত্রে স্পেশ্যাল ট্রেণ যোগে কলিকাতা রওনা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা তথায় অবস্থান করেন।

বাঙ্গলা গবর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল [illegible] এবং [illegible] এডিকং কর্ণেল ও মিসেস [illegible] ব্র্যাবোর্ণ দম্পতিকে অভ্যর্থনা করেন।

বিমান দুর্ঘটনায় ড, গাঁধীর নিহত রাজপরিবার

গত ১৭ই নভেম্বর তারিখে ক্রাকফোর্ট হইতে লণ্ডনগামী একটী যাত্রীবাহী বেলজিয়ান বিমান কুয়াসার দিকভ্রান্ত হইয়া [illegible] (বেলজিয়ম) বিমান-ঘাঁটির নিকট ধ্বংস হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে [illegible] রাজপরিবারের একজন [illegible] মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বিমান-দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়। তন্মধ্যে উক্ত রাজপরিবারের হেসের গ্রাণ্ড ডিউক ও ডাচেস, গ্রাণ্ড ডিউকের মাতা গ্রাণ্ড ডাচেস্ ইলিনর, ৬ বৎসর বয়স্ক প্রিন্স লুডউইগ, ৪ বৎসর বয়স্ক প্রিন্স আলেকজাণ্ডার—এই [illegible] ছিলেন।

ইংলণ্ডে উপনির্ব্বাচন

লর্ড [illegible] পার্লিয়ামেন্টের [illegible] কমন্সের [illegible] নিযুক্ত হওয়ার পর [illegible] কেন্দ্রের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। সেজন্য এ উপনির্ব্বাচন হয় তাহাতে রক্ষণশীল প্রার্থী মিঃ রেণ [illegible] জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৮৯২৮ ভোট পান [illegible] শ্রমিকদলের প্রার্থী ১০২৪৪ ভোট পান

বৈদিক মনীষা-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। আকার বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৬৲
আকারসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ২৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রবন্ধ-আনবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাদপত্র ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। দুর্জ্জন্মারিকা গণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা, ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ⁄১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ⁄০
৪১ গীতাবলী ⁄০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনতত্ত্ব ⁄০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনকথা ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকথা ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনরত্নাবলী বা নামাবলামৃতরত্নাবলী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিগীষা ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তবন্দনম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ আর্ট দ বন বেদান্ত ।০
৭০। বাক্তারন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনুষ্ঠানিক ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফর্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর পরিজনের পরিচালনায় গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক মনীষা শ্রীপাদ প্রেমমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রী সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রণীত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্দ্দোষ শুদ্ধভক্তি-শিক্ষায় যাহিক্যমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাভাগবত
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ { ১১ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ১৩ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩৭, সোমবার } ২২৩তম সংখ্যা

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ইষ্টি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারী ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর বর্ত্তমানে কয়েক মাস কাল যাবৎ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমঠের সেবাপূজার সুবন্দোবস্ত এবং মঠবাসী ও সমাগত শুশ্রূষু সজ্জনগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত অমল প্রেমধর্ম্মের কথা অনর্গল কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার আনুগত্যে অন্যান্য মঠসেবকগণও বিপুল উৎসাহে শ্রীমঠের সেবাকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছেন।

গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ... সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর প্রভু, গৌড়ীয়-সম্পতি ও অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ও প্রবর্ত্তিত যাবতীয় অনুষ্ঠানাবলী সংরক্ষণ এবং তাঁহার মনোহভীষ্ট প্রচারে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁ'র প্রভুর কথা ব'লে আমাদিগকে কতই না শিক্ষা দিলেন! পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রতে আদি সম্পূর্ণ অক্ষম হ'লেও প্রভুপাদ তাঁ'র সম্বন্ধে যা লিখে রেখে গিয়েছেন, তাহাই আমাদের অন্তকার পূজার প্রধান বস্তু। আমরা সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম কীর্ত্তনমুখেই অন্তকার কৃত্য সম্পাদনে যত্ন ক'রব। আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, প্রভুপাদের পরম'প্রিয় স্নেহবিগ্রহ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্যচরিত সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের স্বলেখনীপ্রসূত ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রুত বিবরণসমূহে 'পরমগুরুদেব শ্রীগৌরকিশোর' নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ আমাদের গৌড়ীয়সাহিত্যভাণ্ডারে সংরক্ষণ ক'রে আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। আমরা আজ সেই গ্রন্থোদ্ধৃত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী পাঠ ক'রে শ্রীল বাবাজী মহারাজের পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করছি। [পরম গুরু শ্রীগৌরকিশোর গ্রন্থের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা পাঠ।]

এই বাণী-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে গুরুপাদপদ্ম পূজা শিক্ষা দিয়েছেন। আমরাও তাঁহার অনুকীর্ত্তনমুখে তাঁ'র কৃপা প্রার্থনা করি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হ'য়ে আমাদিগকে কৃপা না ক'রলে তাঁ'র কৃপা পাবার কোন উপায়ই আমাদের নাই। উপনিষৎ ব'লেছেন—

> অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
> নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
> তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
> তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

পরমাত্মবস্তু মন অপেক্ষাও অধিক বেগবান্, ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁ'র কাছে পৌঁছুতে পারে না; তিনি দয়া ক'রে এসে উপস্থিত না হ'লে তাঁ'র কাছে যাবার অন্য কোন উপায় নাই। 'নামেরের আধ্যক্ষিক চেষ্টা রাবণের সিঁড়ি গাঁথার মত ব্যর্থই হ'য়ে থাকে। তিনি যদি কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হন, তাঁ'র কথা কীর্ত্তন করেন, তবেই তা' শ্রবণ ক'রে আমরা মঙ্গল লাভ ক'রতে পারি; তিনি শিলারূপে শালগ্রাম, জলরূপে ব্রহ্মদ্রবময়ী গঙ্গা, বৃক্ষস্বরূপে বৈকুণ্ঠ-বৃক্ষাদি, বালুকারূপে বৈকুণ্ঠপুর অবতার ধামাচার্য্য, বোধরূপে শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ। তিনি ভোগ বা ত্যাগের বিষয় ন'ন। অসংসঙ্গ ত্যাগ ক'রতে হ'বে, ভোগী বা ত্যাগী হ'তে হ'বে না, ইহাই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ ক'রছেন। যেন চোর না হই, জগতের চোর আর কতটুকু অপরাধী, আমরা ভক্তের সম্ভার ভগবদ্‌ভোগ্য বিষয় ভোগ ক'রতে 'গরে বা' অপেক্ষাও এক কোটি গুণে অপরাধী হই। আমাদের চোর এ জগতের দারোগা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ধ'রতে না পারলেও যমরাজ এর সুষ্ঠু বিচার করবেন। যমরাজ বলেন —

"অহমমর পাঞ্জিতের মাত্রা যত ইতি লোক হিতার্থিতে নিযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥" হরিগুরুবিমুখ হ'য়ে যা'রা কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণভোগ্য বস্তু চুরি করে, সেই সকল চোরকে যমরাজ সমুচিত শাস্তি বিধান করেন। কিন্তু হরিগুরুসেবক সাধু বৈষ্ণব কখনও যমদণ্ড্য নহেন।

প্রকৃত বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা দুর্বোধ্য; তাঁহার মায়া কাহারও নাই, বহির্জ্জগতের পক্ষে যে কনক-কামিনী [illegible] অন্তর্দ্দৃষ্টি কাল্পনিক বা অকর্ম্মণ্য কঠিন বুঝিতে পারে না কথা [illegible] ব'লে থাকে। শ্রীল [illegible]

কবিরাজ প্রভু [illegible] নিত্যসিদ্ধ, রাম রায়ানন্দ, শ্রীজগন্নাথ এই সকল গৌ-নিজজনের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য কখনও প্রাকৃত লোক বুঝ্তে পারে না। প্রাকৃত [illegible] সংসার ক'রেও সেই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবারত নিত্যসহচর অবস্থিত। "এত [illegible] মহান্ত, গোস্বামী [illegible] উঁহাদের মোর কাজ" ইত্যাদি আমরা সর্ব্বক্ষণ [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রার্থনা করি।

> বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
> এ দাসে করুণা করি।
> দিয়া পদছায়া শোধহ আমায়
> তোমার চরণ ধরি॥
> ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
> ছয় গুণ দেহ' দাসে।
> ছয় সৎসঙ্গ দেহ' হে আমারে
> ব'সেছি সঙ্গের আশে।
> একাকী আমার নাহি পায় বল
> হরিনামসংকীর্ত্তনে।
> তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
> দেহ' কৃষ্ণনামধনে॥
> কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
> তোমার শকতি আছে।
> আমি ত' কাঙ্গাল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'
> ধাই তব পাছে পাছে॥

॥ শ্রীহরিঃ ওঁ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বৈশাখ, ... শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীমদ্ভাগবত*

(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর)

'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দ দ্বারা দুইটি বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়। একটি গ্রন্থ ও অপরটি বৈষ্ণব। 'ভাগবত' বলিলে শব্দ ব্রহ্ম ; অপ্রাকৃত মূর্ত্তিমান্ ভাগবত বৈষ্ণবই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎস্বরূপের কথা ও শুদ্ধভক্তের কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং কথা ও পদ্য গ্রন্থ ভাগবত ; ভগবদ্ভক্তগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিমুক্ত নহেন। বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তিরহিত আত্মারামের ধারণা নির্বিশেষপর, সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান্ হইতে চাহেন, ভাগবত হইতে চাহেন না। ভগবান্ ও ভাগবতের নিত্যত্ব স্বীকার হইলেই বস্তুস্বরূপে একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থভাগবত শব্দ-ব্রহ্ম, ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী। গ্রন্থ ভাগবত ভক্তের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থভাগবত মধ্যে ভক্তের লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে এবং ভক্তগণই তাহা কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলনরত থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ। বিদ্বৎ সমাজের নিত্যাবিলাস প্রদর্শনার্থ, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কৃষ্ণের প্রতীতি সম্পাদক অতএব শুদ্ধভক্ত, তদনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয় সেবকগণ ভাগবত। ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন। মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত। কিন্তু সম্প্রতি বদ্ধজীবকুল ভগবদ্বিমুখ। তজ্জন্য সকলের সেই বৃত্তির পরিস্ফূরণ নাই। ভাগবত যে-কালে ভাগবতসেবা পাঠ ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে বিরত হন সেইকালেই নিজে আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা

(গৌড়ীয় ৯ম খণ্ড ...)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণপর ধারণাদ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই মানবের নিত্য বৃত্তি ভক্তি সমুদিত হয়। ভক্তির উদয়ে অভক্তির অর্থাৎ ভাগবতসেবাবিমুখতারূপ বদ্ধভাব বিদূরিত হয়। তখন সুদর্শন ভগবৎসেবকই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের প্রাণাধিকরূপে শ্রবণ কীর্ত্তন-বিচারণকারীর অনুভূতি লাভ করায়। আশ্রয় তত্ত্ব ও বিষয়ের অবস্থান এবং বিষয় বাতীত আশ্রয়ের অবস্থান সম্ভবপর নহে। বেদ-আলয়ের বিশিষ্ট অবস্থান অবশ্যই। উহা বেদ বা বাহিরের নিরুপণ মাত্র নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতের স্বরূপ বর্ণিত আছে ; উহাই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম।

যে দিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত বলেন সেইদিনই ভগবদ্বহির্মুখ অর্থাৎ ভক্তি পালন করিবে। তখন চিৎপ্রাপ্ত বিশিষ্টভাবে ভগবানের সেবায় রত হইবে। সেইকালে অজীব ভূত ও সূক্ষ্ম দেহের রক্তের প্রতীতির বাজো নিজ ... বিনষ্ট আশ্রয় করিবে না। বিনষ্ট না প্রাপ্তিতার হইতে জীবত্বপরতে স্ব-স্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং তখন শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারকারী হইয়া নিত্যকৃষ্ণার্থে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অবস্থান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর নানাবিধ প্রতীতির পরিত্যাগের সম্বন্ধ—একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্তজীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিত্য-সেবনপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। অতএব মহাপ্রভু মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। তদনুশীলনক্রমে ভগবদ্ভক্তিভাবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

এই জগৎসার হইতে অমঙ্গলের জন্য মুক্ত লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তের অনাসক্ত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্-

শ্রী ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর পরমহংস একমাত্র আশ্রয় বস্তু। কামীদের ভক্তি হইতে মুক্ত পুরুষগণ ও

নহেন, অনুশীলন করেন। যাঁহারা লৌকিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপ্রাকৃত অনুসন্ধান করেন, যাঁহারা তাদৃশ বাসনাদিতে নিরপেক্ষ সংজ্ঞা লাভ করত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদের রুচি নাই তাঁহারাই কর্ম্মোন্মুখ ও জড়জ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলী

শ্রীমদ্ভাগবত বক্তৃত্বের অপ্রাকৃত ভাষা, উহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ব ফল। বেদের মূল সত্যের আশ্রয় হইয়া তাহার চিন্তাস্রোত না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য সত্য কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলে বেদশাস্ত্র হরিকথা প্রাপকস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে বিবর্ত্তবাদের বিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে, এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী এই অমল গ্রন্থকেই বেদান্তের ভাষ্য নির্ম্মল বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিশ্বসমাজে যে মর্য্যাদা লাভ করিবে, এবিষয়ে আর অনুমান সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, কিন্তু কূপমণ্ডূকের ন্যায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও সেই চন্দ্রালোকে সুখী হইতে পারে। ভাবের পাখি আদিরূপ প্রণালীতে হস্ত কখনই শ্রীমদ্ভাগবত আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না ; উহা বৈকুণ্ঠ-জ্ঞানময়।

এরূপ গ্রন্থ মানবজাতির সভ্যতার বিকাশযুগে সর্ব্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বদ্ধ জীব ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া ভক্তিপরায়ণতাক্রমে কৃষ্ণবিমুখতা-জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতার্থে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রণয়ামৃত সঞ্চার হইতেছে আবার যে সাম্প্রদায়িক প্রবণতাটুকু এখনও যে যায় তাহাও বহুমত ভাগবতপাঠকাদি জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে চৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ভাগবত ব্যবসায়ীর পণ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে শ্রবণ ও অনর্থের বিচারে উপস্থিত হয়, তাহা না হইয়া ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই তাদৃশ বৃত্তি পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রকৃত সেবায় সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের বিবর্ত্তদশা কখনই ঘুচিবে না। নানাপ্রকারে উত্তরোত্তর অধম যোনিতে ভ্রমণ ঘটিবে। ভগবৎসেবক প্রবল না হইলে বদ্ধজীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও আভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া অক্ষজ্ঞানভাবপরাবিশিষ্ট হন। সেকালে তাহাকে 'ভাগবত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে

ভাগবতের পদদেশে তুলসী মালিকা ও ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার তাৎপর্য্য অপ্রযোজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল প্রাকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন। পরে যখন তিনি অর্চায় অপ্রাকৃত বিশ্বাস সহকারে হরিপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন এবং ভক্ত ও অভক্ত নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবশে ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎপ্রেমপর হইয়া যোগ্য জীবে দয়া করিতে করিতে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখ প্রকৃতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অনুক্ষণ ভজনপ্রভাবে সর্ব্বজীবে কার্ষ্ণ প্রতীতি, অথবা প্রতীতির পরিবর্ত্তে সেবোপকরণ-প্রতীতি ও নিরন্তর সেব্য সেবক-প্রতীতি প্রবল হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম

[স্থান—কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কাল ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯, শ্রীউত্থান-একাদশী-বাসর]

'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন', 'বন্দে শ্রীগুরোঃ' প্রভৃতি শ্লোক কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ করিয়া গোস্বামী প্রভু আত্মদৈন্যজ্ঞাপন-মুখে কীর্ত্তন সংযোগে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাসুযোগ লাভের সৌভাগ্যাতিশয্য জ্ঞাপন করিতে করিতে 'মূকং করোতি বাচালং', 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর', 'আচাৰ্য্যং মাং বিজানীয়াৎ', 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ', 'গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়েষু', 'যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদঃ', 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ' প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্মার্থ কীর্ত্তন করেন এবং ভগবানের প্রসন্নতাক্রমেই গুরুপাদপদ্ম লাভ, আর গুরুকৃপাতেই ভগবদুপলব্ধি, বৈষ্ণবের সঙ্গে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ শ্রীভগবানের অত্যন্ত দয়ার পরিচয়, শ্রীহরি আমাদিগকে চিন্ময় বস্তু উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত মুহূর্ত্তেই যোগাইয়া দিতেছেন, Proper adjustment with the Absolute ব্যাপারটাই ভজন, আমরা নিরাশ্রয় নহি—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর", "নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল" এই সকল কথা মনে হইলে বুকটা বড় ফুলিয়া উঠে, দীন অযোগ্য বামন হইলেও—চাঁদের দিকে হাত দিবার জন্য হাতটা উপরে উঠে, বড় আশা, বড় ভরসা পাওয়া যায়, প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের দয়া নিয়ে দিয়ে করিয়া

পাইয়েছে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার শান্তি নাই, "তোমার কনক ভোগের জনক কনকের দ্বারে সেবহ মাধব" ইত্যাদি মহাজন-বাক্যই সকল মঙ্গলনিলয়, 'ঈশাবাস্য' শ্রুতির মর্ম আলোচনার অভাবই যাবতীয় অনর্থের মূল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'চুরি করিও না' ইত্যাদি পড়িয়া হয়ত অনেকে একটু নৈতিক জীবনযাপনের চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা একটি বড় চুরি আছে, যাহা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও ধ'রতে পারেন না, তাহা ঐ 'ঈশাবাস্য' শ্রুতির মর্ম অবধারণ না করিয়া কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি, কৃষ্ণ এবং 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য', 'বৃন্দবোধ ব্রজাধিশ', 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি', 'কৃষ্ণ তে ত্বং পাপং', 'তেন এব সঃ' ইত্যাদি বহু বাক্যে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন, সুখ্যচন্দ্র-বায়ু পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃতি সকলকে আমাদের জন্যবানে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কি প্রকার অকৃতজ্ঞ নরাধম—মায়ার প্রবল তরঙ্গমে আন্দোলিত, দুঃখময় এবং ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইয়া বিষয়-ভোগে রত! শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র রক্ষাকর্তা, শুরুকৃপার কৃষ্ণকৃপা আবার কৃষ্ণকৃপায় গুরুকৃপা, আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, "আচার্য্যাং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ"। প্রত্যুত গুরুতত্ত্ব ভগবৎতত্ত্ব। আত্ম-নিবেদন কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।" এই ষড়্‌বিধা শরণাগতি আবশ্যক, 'আমাদের নিত্যবাসস্থান গোলোক'—এই কথা মনে পড়িলেই শান্তি আসে, প্রেমবিবর্ত গ্রন্থের 'জীবধর্ম ও মায়ার বিচার' প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচ্য, কারণ মায়ার এর জাল 'আর নাহি বাঁধ' বলিয়া অনুকূল-সংকল্প-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জনের অঙ্গীকার করিলেই কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন, রক্ষাকর্তা একমাত্র কৃষ্ণ, এই বিশ্বাসটি খুব বড় কথা, দুর্য্যোধন 'কৃষ্ণ ত' একাকী' এই বিচারে অসংখ্য নারায়ণী-সেনা-শ্রেষ্ঠই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়াছিল, তদ্রূপ যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্ম ছাড়িয়া পদার্থের সংখ্যাধিক্যকে বহুমানন করে, তাহারা চিরবঞ্চিত, "কর যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥" 'বহবো যদ-ভক্তোঽয়ং', 'সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্'—এ সকল শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিলে কৃষ্ণপাদপদ্মে জন্ম-জন্ম অপরাধ হ'তে থাকে না, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে অপরাধ অত্যন্ত হইতে থাকে" ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে গোস্বামিপ্রভু এক অপূর্ব-ভাবে বিভাবিত হইয়া "আর শ্রীগৌর-কিশোর বিরহব্যথার প্রভুপাদের বিরহ মনে এসে হৃদয় খুবই ব্যাকুল ক'রে তুলছে, বলিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

—"প্রভুপাদ আমাদিগকে আর মহা-পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, ব'লছেন—কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা চাও, না আমাকে চাও, না কৃষ্ণকে চাও? ধর্মার্থকাম মোক্ষ চাও না, নিজ নিত্য কল্যাণ চাও, যা চাও তাই দেব। আজ চারি দিক অন্ধকার। এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলেই আমরা কৃষ্ণের বাস্তব কৃপা পা'ব, নতুবা 'চাই'এর মধ্যে প'ড়ে যাব। শ্রীভগবানে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আমাদের যে চাইবার কিছুই নাই, 'ন ধনং ন জনং'—শ্রীগৌরের শিক্ষাষ্টকের এই অংশটাই যেন আমরা অনুক্ষণ অনুকীর্তন ক'রতে পারি। হে ঠাকুর, অনেক চেয়েছি, আর কেন? হে প্রভো, যা চাইবার তা তোমার পাদপদ্মে এনেছি, তা ছেড়ে দিয়ে যেন আর কিছু নিয়ে ব'ঞ্চিত না হই। "গৌড়ীয়মঠের প্রাণপ্রদের সেবা, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা ছাড়তে চাই না"—এই ব'লে খুব দৃঢ়ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বক্ষঃস্থলে ধারণ করতে চাই। বীরের মত মরতে হ'বে। আপাতক ধনবল, জনবল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যাবলের মূল্য এক কপর্দকও নয়। ধনজনের পরোয়া ক'রবো না, বলদেব নিত্যানন্দের চরণে বলীয়ান হ'তে চাই—সর্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র সেই কোটী-চন্দ্রসুশীতল নিত্যানন্দপদকমলে আশ্রয় পাওয়াই আমাদের চরম প্রার্থনা হউক।

পাষণ্ডদল আজ খুবই অসহ্যে প্রমত্ত হ'য়ে শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের নিষ্কপটসেবক সরল-প্রাণ সাধুবৈষ্ণবকে অবমাননা ক'রছে, তাঁহাদিগকে নানা ভাবে উদ্বেগ দিচ্ছে, প্রভু-পাদের আকাঙ্ক্ষিতবাণী কীর্তনে নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন ক'রছে, প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট সেবা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাজনে উন্মত্ত হ'য়ে প'ড়েছে, তারা জানে না, বলদেবের চিরদিন পাষণ্ডসংহারের জন্য নিত্যকাল প্রস্তুত হ'য়ে আছে। শ্রীবলদেব অচিরেই আসুরিক চিত্তবৃত্তির সমূলে ধ্বংস সাধন ক'রবেন। মিথ্যা কখনও সত্য হ'তে পারে না, সত্যেরই জয় চির প্রসিদ্ধ। সত্যের জন্যই যদি এ প্রাণটা চ'লে যায় তা'তেই বা দুঃখ কিসের? কলেরা-বসন্তরোগে প্রাণ না দিয়ে ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিলেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি। প্রভুপাদ দৈন্য ক'রে ব'লতেন—"আমার শত কুড়ে প্রাণ কোটিবার নিয়েও যদি কৃষ্ণের কিছু সেবা হয়, তা'হ'লে কোটিবার জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।"

বড় ব্রাহ্মণ অভিমান ছিল, দিগ্বিজয়ের মাথায় পা ঠেকিয়ে দিতাম, জগৎকে আশী-র্বাদ ক'রতে পারি—এই অভিমান ক'রতাম। তখনও প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শন-সৌভাগ্য হয় নাই—এই সময়ে একদিন (জীব) 'কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস ক'রলে ত আর দুঃখ নাই'—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মহাবাণী শুনে চমক ভাঙলো, ভাবলাম—'কৃষ্ণদাস' এ বুদ্ধি ত' হয় নাই, 'প্রভু'-বুদ্ধিতেই ত' ঘুরে বেড়াচ্ছি! তখন প্রভুপাদ তাঁর পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রলেন। পালিত পশু যেমন নিজের ভরণপোষণ করে না, শরণাগত ভক্তের বিচারও সেইরূপ। তাঁ'র বিচার—কৃষ্ণই রক্ষাকর্তা, গোপ্তা বা পালয়িতা। Sense of helplessnessই কার্পণ্য। এইরূপ কার্পণ্য বা দৈন্যের উদয় হ'লেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রভুপাদের প্রপাদ-পদ্মের দাসানুদাস হওয়া যায়—'বদ্ধাঞ্জলিঃ কদা'বলং' শ্লোক আলোচ্য বিষয় হয়, তখন আমি প্রভু হ'তে ছুটি না, জগৎকে আশীর্বাদ ক'রবার বিচারের পরিবর্তে সকলের আশী-র্বাদ গ্রহণের বিচার এসে পড়ে। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' ও 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' প্রভৃতি মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের বিচার বুঝতে পারি। আমার প্রভু নরোত্তম, তিনি চাঁদ গোসাঞি নন, আমি যেমন নিজেকে বলো: পাধ্যায়—বন্দ্যাপের বংশে উপাধ্যায় ব'লে অভিমান করি, এরূপ অভিমান আমার স্বরূপের নয়, স্বরূপের অভিমান—'দাসো'হং'—গোপীভর্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ', এরূপ বিচার এলেই 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের মর্ম বুঝা যায়। গুরু-কৃপায় যখন দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তখনই বৈকুণ্ঠে যাবার রাস্তা উন্মুক্ত হয়, গুরুপাদ-পদ্মের মাহাত্ম্য বুঝতে পারি, গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি ক'রে কৃষ্ণভোগ্য বিষয়ভোগের দুর্বুদ্ধি থাকে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই সাধনপঞ্চককে শ্রেষ্ঠ ব'লেছেন। আমাদিগের ন্যায় বদ্ধজীবকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীমূর্তি অধোক্ষজ বস্তু হ'য়েও কৃপা ক'রে প্রকট হন, আমার মত নিতান্ত দরিদ্র জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকটও তিনি এসে উপস্থিত হন। আমি তাঁকে প্রকট ক'রতে পারি না। এই শ্রীগৌরসুন্দর (শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ) যখন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ মঠে প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন, তখন তাঁর অঙ্গরাগ ক'রার সময় ঐ প্রভুপাদ উপরের ঘর হ'তে নীচে নেমে এসে অঙ্গরাগ দেখছিলেন, এই সময়ে এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর (শ্রীবিগ্রহের) এ জায়গাটা ঠিক হয় নাই, ওখানটা উঁচু নীচু, এখানটা অসমান রয়েছে ইত্যাদি তাঁ'র আধ্যক্ষিক দর্শনে ব'লতে আরম্ভ ক'রলে প্রভুপাদ অসন্তুষ্টচিত্তে ব'লে উঠলেন "মহাপ্রভু কি আপনার চক্ষের আসামী, যে তিনি আপনার ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু হ'বেন?

শ্রীভগবানের বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ নিমকাঠের, কি শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ পাথরের, পিতলের বা সোনার, এসকল বিচার অত্যন্ত অমঙ্গলকর, নিরয়প্রাপক; ইহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। মাতৃকোড়ে শিশু দর্শন ক'রে ডাক্তার তার উৎপত্তি যেভাবে বিশ্লেষণ ক'রতে চান, সে প্রকার দর্শন ঠাকুরের নিকট নিয়ে গিয়ে দরকার নাই। কাঠ কেটে, পাথর কেটে হ'য়েছে দেখতে গেলে প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক হ'তে হয়। শ্রীপ্রহ্লাদ পশুরূপে উদ্ভূত হ'য়েছেন ব'লে তাঁকে অসম্যক দর্শন ক'রতে গেলে নরকের পথ প্রশস্ত হ'ল। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনে মর্ত্যবুদ্ধি করতে হ'বে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হ'য়ে তাঁ'র প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে সেবা-সংকল্প গ্রহণের নামই "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ"। এরূপ বিচার না এলে হরিভজনই আরম্ভ হ'চ্ছে না। জীব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে বহু ভাগ্যবলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতা বীজ পান। সুতরাং অন্তঃকরণে সেই বীজ বপন ক'রে শ্রবণকীর্তন জল সেচন ক'রতে ক'রতে সেই বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত হ'য়ে বাড়তে বাড়তে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে বিরজায় ব্যাপ্ত হ'য়ে ব্রহ্মলোক, পরব্যোম দিয়ে গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষমূলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হয়। গুরুপাদপদ্ম একমাত্র বন্ধু নন। তাঁর কাছে পৌঁছতে হ'লে তাঁর নিজজনের শরণাপন্ন হ'তে হ'বে। "বাসুদেবানন্দাঙ্গে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"—ইহাই শ্রীগুরুমুখবাক্য। এই বাক্য নিত্যকাল সত্য। 'পূর্বে সত্য ছিল, এখন মিথ্যা হ'য়ে গেছে', তা' নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের অন্তরে নিত্যকাল বিরাজিত থেকে তাঁ'র মনোহভীষ্ট বুঝবার ও তা' পালন করবার শক্তি দান করুন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে এই গুরুসংস্কৃতি শিখিয়েছেন—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি॥

আজ পরমগুরুদেব শ্রীগৌর'কিশোর বিরহব্যথায় তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা স্মৃতিপথে জাগরূক হ'য়ে বড়ই ব্যাকুল ক'রে তুলছে। প্রভুপাদ

(অবশিষ্ট অংশ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে'নদীয়া' প্রকাশ'করণের মাঃ২। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন • বড়বাজার ৯১১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরাজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাঙ্ক শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিধ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীরামপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকুঞ্জকাননীশবাসার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জ্জুনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গম্ভীরা নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) নরেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নাঙ্গিনা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ-মহোপদেশক শ্রীমদ্বনমালী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরঘুনাথদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নতুনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট,বিহার

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণিনাথ ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এতদ্বাজন্দ-কুঞ্জকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবধারী,

পোঃ তোষেশ, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবংশীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গবন্ধু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কুম্বালা-হিল, গিরগাঁও বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিতাই বল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণনগর, পোঃ চিত্রকুঞ্জ, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ মেধাবী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাইনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বালাম	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোম্পানী	৪৲
মিহি দেশী	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲ - ৪৷৭
সেপোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ দেশী	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, ঢাকাই	১০৷৵০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৵০
বারকোশা দানা	৮০
কানপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির সোণার বাট	৩৪৷০
রূপার	২২৲
চাঁদির বাট	৫২৷০

পাটের দর

বাবড়ে—	৪০৸০
মধ্যম—	৪০৸০
মধ্যম—	৪১৷০
বাজার বস্তার দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
লালকোটা ঐ	৬৲—৬৵
হরিদ্বার ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৷৵০
আটা নং ২	৫৵০—৫৷৵০
সুজী (মধ্য)	৫৲—৫৷০
আটা (বে)	৪৸০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
পালাই	১৷৵০ - ১৸০
ভূষি	১৷৵০—১৷৵০

গুড়ের দর

ভেলী	৫৭৲
বাগদীয়া	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৪০৲
দলো	৪৪৲
	৪৬৸০

চা	৪৬
কাবুল	৩৬৲
ঢাকা বাখরা	৪১৸০

লোহ ও হার্ডওয়ার

২৭।৯।১৯০৭

বিলাতি লৌহবার— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জোইষ্ট বা গার্ডার)

মার্কা	৯৲—৯৷০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা চেনেটেড প্যেষ্ট বীম সব সাইজ	১-৸৵
ঐ ইংলিশ অর্ডার (বীম)	৯৷০—১০৷৵০
এঙ্গল (টি আয়রণ)	৮৸০ -৯৲
ফ্লেম আয়রণ (কোণা)	৮৸০—৯৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৩৷৵০
২৮ গেজ—	১৫৷৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৭৸০

গ্যাঃ শটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	৷৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৸০
গ্রেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩৷৵—৪৲

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৲--৭৷০ হন্দর

গোল চৌকা কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চ	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটি, বোল্টু, ঘরাদে	৮৸০—৯৷০

গোল চৌকা রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

ডাণ্ডা	৮৸০—১০৷০
নং ইস্পাত খাসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের হাপর ৫৵০, পাটের হাপর ৬৷০

তুলার হাপর ৪৷০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আসামের গোলার কাইব	৫৪৲
লিটল আসের ভারড	৪০৲
কলাচি খুলনিস কাইব	৪০৲
হাঙ্গার্স তাবা	৫৩৲
ঐ কাইব	৫১৲

বেঙ্গেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

লবঙ্গ সাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
গুঁড়ি পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
কচা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ কলাবাগ ঘাট কোম্পানী, বড়বাজার

কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্রাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি সোণার অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্মাতা

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোণার নানাবিধ হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৩৬১ বড়বাজার টেলি-রিলায়েন্টস

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—৫২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১০

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫ ৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৭০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩ ৯ ৩৩	১১-৪৮	১৬ ৮	১৮ ৩২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬ ২৩ ০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় পাচন সেবন। ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবসাদ নাশক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এর ... এই বৈষ্ণব কুলচূড়ামণির আত্মকথা জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এত বৎসর পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অনুজ্ঞায় ... প্রবন্ধ লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ১০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত-বৈভবশালী এম-এ মহোদয়ের গৌরবময়ী এবং গবেষণাপূর্ণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের শ্রীমুখ্যপাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক, গৌড়ীয়মঠ, ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ... ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাশ্রিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র অজস্র-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২২৪]

বিবিধ সংবাদ

——(•(:•:)•)——

কলিকাতায় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসাম যাইবার পথে গত শুক্রবার সকালে কলিকাতা আসিয়া দ্বিপ্রহরেই আসাম রওনা হইয়া গিয়াছেন। আসাম যাত্রার প্রাক্কালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমুপস্থিত ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি ছাত্রগণকে তাহাদের উৎসাহ উদ্যম সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। ভারতের কৃষক-সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া জওহরলালজী বলেন যে, ভারতবর্ষ কৃষকদেরই দেশ; ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় যদি চঞ্চল হইয়া উঠে, তবে সমগ্র দেশ তুমুল ভূমিকম্পের ন্যায় প্রকম্পিত হইবে। কৃষকেরা অনতিবিলম্বেই চঞ্চল হইয়া উঠিবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

———

মাদ্রিদের উপর বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ

উভয় পক্ষই বিপুল আয়োজন করিতেছে; কারণ শীঘ্রই একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সরকারী বাহিনী মনে করে যে, মাদ্রিদের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও গোয়াদালাজারা ও মাদ্রিদের নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহীদের বিপুল আক্রমণ একটা কৌশল মাত্র; আর আসলে, সম্ভবতঃ আরাগান রণাঙ্গনই বিদ্রোহীদের আসল লক্ষ্য। বিদ্রোহী পক্ষ আরাগানে বহু সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। গত ২০শে তারিখে বোমা-বর্ষণের ফলে মাদ্রিদে ২৫ জন নিহত হইয়াছে এবং গোয়াদালাজারার উপর 'বিমান-আক্রমণে অন্ততঃ ৫০ জন অসামরিক ব্যক্তি নিহত ও বহু আহত হইয়াছে।

—

আরাগানে বিদ্রোহীদের পরাজয়

উত্তর পূর্ব স্পেনস্থিত সরকারপক্ষের ঘাঁটি বার্সেলোনা হইতে প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে, বিদ্রোহীরা আরাগান প্রদেশের হুয়েস্কা-সাবিনানিগো রাস্তায় অবস্থিত সরকারী ঘাঁটিসমূহের উপর এবং সেসিনোয়া অঞ্চলে প্রবল আক্রমণ চালায়। সারারাত্রি ধরিয়া প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। সরকারী বাহিনী বিদ্রোহীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয়। বিদ্রোহীদের পক্ষে বহুলোক হতাহত হয়।

বৈদেশিক শক্তিবর্গের প্রতি জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষের হুমকী

আন্তর্জাতিক এলাকা সম্পর্কে জাপানীরা যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ফলে সাংহাইতে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মর্ম্মে একটি অসমর্থিত অথচ ব্যাপক গুজব রটিয়াছে যে, জাপানীরা ১লা ডিসেম্বর সমগ্র আন্তর্জাতিক এলাকা দখল করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে।

জাপানের তোড়জোড়

চীনে যে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্মুখীন হইবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য প্রেরণের জন্য জাপ নৌবহরকে চীনের বন্দর হইতে জাপানে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

———

সাংহাইয়ে খাদ্যাভাব

সাংহাইয়ে বাহির হইতে বহু নৌকা-বোঝাই চাউল এবং পূটাং হইতে খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পৌঁছায়, তাহাতে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা সাময়িকভাবে দূর হইয়াছে। জাপানীরা চীনা বণিকদিগকে পূটাং হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার অনুমতি দিয়াছে। কিন্তু এখনও সহস্র সহস্র নরনারীর খাদ্যাভাব দূর করার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে; কারণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি

ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বা শেষ সপ্তাহে অথবা জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন যাহাতে হয় তজ্জন্য ভাঃ রাঃ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এন, জি, রঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "কৃষকদের জন্য মন্ত্রিসভাগুলি কি করিয়াছেন তাহা আলোচনার জন্য যে-কোন ভাবেই হউক নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হওয়া প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য কংগ্রেস মন্ত্রীদের কার্য্যের নিন্দা করা নয়; কৃষকদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অন্ততঃ যাহাতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে একটা সাধারণ ভাবের নির্দ্দেশ দেওয়া যায়, তাহাই হইবে উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য।"

———

নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

গত ২৩শে নভেম্বর সন্ধ্যায় নিখিল ভারত শিক্ষাসম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদিগের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে জনসভার অধিবেশনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। উপসম্মেলনের সভাপতিদের সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ কলিকাতা লাইন

আগামী ৬ই ডিসেম্বর মেঘনা সেতুর উদ্বোধন করা হবে এবং ৭ই ডিসেম্বর হইতে ময়মনসিংহ পথে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতার মধ্যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত করিবে। গাড়ী চলাচলের সময় স্থির হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে সকাল ৭টা ২ মিনিটে আপগাড়ী ছাড়িয়া পরদিন সকাল ৭টা ১০ মিনিটে উহা কলিকাতা পৌঁছিবে এবং কলিকাতা হইতে রাত্রি ৮টা ৫১ মিনিটে ডাউন গাড়ী ছাড়িয়া পরদিন রাত্রি ৯টায় উহা চট্টগ্রামে পৌঁছিবে।

চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ কলিকাতা লাইন এবং চট্টগ্রাম-চাঁদপুর কলিকাতা লাইনের ভাড়া একই থাকিবে।

এই নূতন লাইনের গাড়ীর সহিত নোয়াখালী ও চাঁদপুর লাইনের গাড়ীর যোগাযোগ থাকিবে।

খাঁ আবদুল গফুর খাঁর কার্য্যক্রম

গত ২৩শে নভেম্বর সফর শেষ করিয়া সীমান্তনেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ পেশোয়ার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পেশোয়ার সহরের বিভিন্ন পল্লীর কংগ্রেস কমিটিগুলি পুনর্গঠিত করিবার জন্য তিনি সময়ক্ষেপ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন পৃথক রাখিয়া যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

———

লণ্ডনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর এজেণ্ট

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর লণ্ডনস্থ চীফ এজেণ্টরূপে ডিউক-অব আল্বার নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৩৲
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বাংলা) ৷৶০
ভাগবতার্ক শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাংলা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড— ৸০
৪র্থ খণ্ড— ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড— ৸০; ২য় খণ্ড —১৲, ৩য় খণ্ড— ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত ১৲
৮। ব্রজরীতিচিন্তামণি দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাংলা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাংলা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। প্রাকৃত-রসশতদূষণী ৷০
১৯। সর্ব্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাংলা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ৩৲
অন্বয়) ১৲
২৬। গীতার বেদান্ত ভাষ্য
২৭। মুণ্ডকোপনিষৎ গুণপ্রদীপ সহ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ৬০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাংলা) ৸
৩০। তত্ত্ব বিবেক-দর্পণ ৶০
৩১। সাধন পথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাংলা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপভাব-তরঙ্গ ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীকৃষ্ণলীলা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকৃত্য ৵০
৪৭। মনঃশিক্ষা ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। শরণাগতি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয়
৫৫। দশমূলকারিকা বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভেদ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিধিক্রমঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। স্তবকদম্ব ৷০
৬৫। সপ্তদশ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ দুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

হরি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত, মূল্য সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

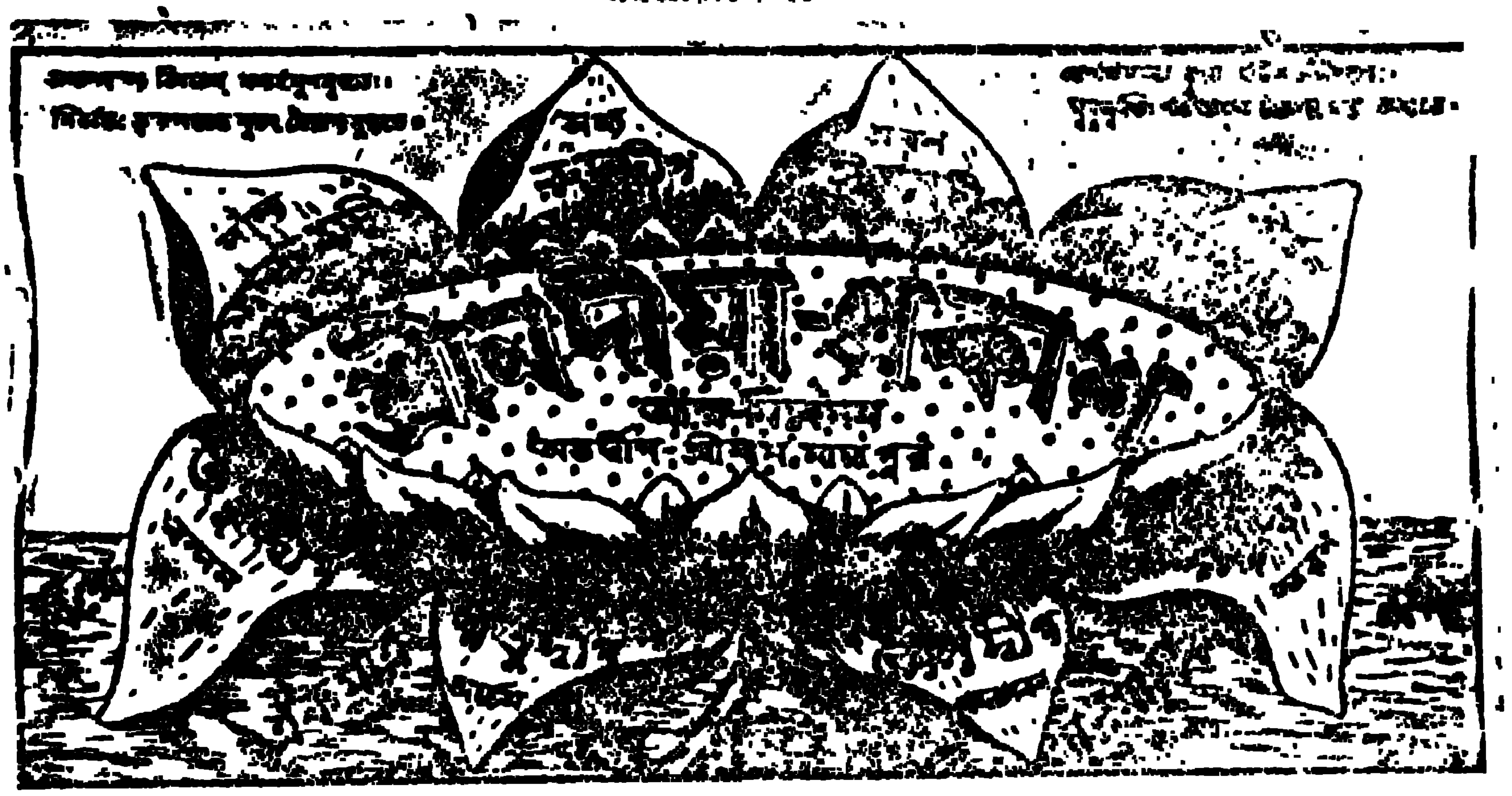

১০ম বর্ষ ১২ কেশব, গৌরাব্দ ৪৮১, ১৪ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৭৪, ৩০শে নভেম্বর ইং ১৯৬৭, বৃহস্পতিবার ১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

---::(•)::---

বহরমপুরে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দেবশর্ম্মা ও শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ঢাকা শ্রীনাথ-গৌড়ীয়মঠের উৎসবান্তে গত ৬ঠা অগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তথাকার স্থানীয় গ্রামবাসী ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে মঠের সেবকবৃন্দকে অভ্যর্থনা করেন। গত ৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার তারিখে বহরমপুরে এক বিস্তৃত নাট্যমন্দিরে আহুত বহু সজ্জনবেষ্টিত সভার সমারোহে শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দেবশর্ম্মা মহোদয় প্রচারকের পরিচয়ান্তে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন; তৎপরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় "মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

গত ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত নাট্যমন্দিরে সন্ধ্যা ৬ টার সময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে স্থানীয় বহরমপুর হাইস্কুলে শিক্ষকবৃন্দের আহ্বানে ভক্তিসারঙ্গ বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত 'সার্বজনীন প্রেমধর্ম্ম' সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় হেডমাষ্টার মহাশয় গৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা বর্ণন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। [illegible] শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার পোদ্দার [illegible] হেডমাষ্টার; [illegible] শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মজুমদার [illegible]; শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার দে [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত [illegible]; মৌলবী মেজাম্মেল হোসেন; শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]।

সভার শ্রীগোবিন্দজীউর নাট্যমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে [illegible] বক্তৃতা করেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে নগরসংকীর্ত্তন করা হয়। পরে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত স্থানে উপস্থিত হইয়া উহার বিবরণাদি কীর্ত্তন করেন।

'শ্রীধাম বৃন্দাবনের উৎসব-পঞ্জী

গত ১১ই নভেম্বর বৃন্দাবনস্থিত উক্ত কীর্ত্তনাখ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আনুগত্যে "যুগলঘাট" পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বাহ্নে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রভাব [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] করেন। [illegible] এই [illegible] ব্যাখ্যা করেন [illegible] করিলে তাহার [illegible] কাহারো [illegible] হইবে না। [illegible] উন্নতি লাভ করিতে হইলে [illegible] গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রবণ করিয়া [illegible] জীবন তাহা পালন করিতেছেন তিনিই [illegible] শ্রীহরিকথা বলিবার অধিকারী। [illegible] পাঠ করিয়াছেন কিন্তু আচরণ করেন নাই তাহার প্রবণ কর্তব্য নয়।

১২ই নভেম্বর রবিবার প্রাতে বৃন্দাবন পরিক্রমা হয়। উষঃকীর্ত্তনের পর বহু ভক্ত শ্রীমঠ সম্মুখে সমবেত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমঠ হইতে [illegible] বাহির হইয়া বৃন্দাবন। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ [illegible] দর্শন [illegible] কীর্ত্তন করিতে করিতে [illegible] আসিয়া উপস্থিত হন। যমুনার বিভিন্ন ঘাট, আদিবদ্রী, যুগল-ঘাট, গোবিন্দঘাট, চিরঘাট বা বস্ত্রহরণ ঘাট, ভ্রমরঘাট, কেশীঘাট, ধীরসমীরঘাট, বংশী বটঘাট, মানঘাট এবং কালীয়দমনঘাট এই দ্বাদশঘাট পরিক্রমা করেন। প্রত্যেক বৎসর এইদিন ধামবাসী ও ব্রজবাসিগণ ব্রজনাথ পরিক্রমা করেন। প্রবাদ, ঐ দিবস 'যুগল-মিলন' পর্ব্ব নামে অভিহিত। ভক্তমুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিবার জন্য বহু ধামবাসী [illegible] কৃষ্ণকথা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] কীর্ত্তন [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] সকলেই [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] পরিক্রমা [illegible] সময় [illegible] পাঠ [illegible] কীর্ত্তন করেন। ঐ অপরাহ্নে [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

আদর্শ সেবা

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] এবং [illegible] শ্রীমতী রাধারাণীর [illegible] একটী স্বর্ণময়ী চাঁদ প্রদান করিয়া [illegible] অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-প্রচেষ্টা এবং [illegible] আদর্শস্থানীয় ও প্রশংসনীয়। আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি, তাঁহার সেবোন্মুখতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

জড় বৈষ্ণব হন শাস্ত্রের প্রমাণে। তত্ত্বরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন এরূপে।

"এই ভগবানের প্রিয়ত্তম,—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাহার নিষ্কারণ আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যবিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তথাপি ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্ভক্ত যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই মহা-মহাপ্রসাদ"।

(বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ কেশব, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫০

দু' একটী কথা

কলির নানাপ্রকার দোষ থাকিলেও একটী মহৎ গুণ আছে। সেটি আর কিছুই নহে, তাহা নাম কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তব্য চাই। নতুবা দুঁদের কীর্ত্তন ভরসা থাকিবে, মায়ার কীর্ত্তন হইয়া পড়িবে, তাহাতে অনর্থনিবৃত্তি বা ভবরোগ-মোচন হইবে না। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে নাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে। নাম কীর্ত্তনও করিব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অসৎসঙ্গও চালাইব এরূপ মনঃকল্পিত সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিলে মঙ্গল হইবে না। অসৎসঙ্গ বা অসদাচরণকে ভক্ত্যাঙ্গ মনে করা অনুচিত। অসদ্ব্যক্তিগণ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি বিষয়কার্য্যে সতত ব্যস্ত। নিজের সুবিধাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাহারা বঞ্চক, ভক্তির গন্ধও তাহাদের মধ্যে নাই। নিজের সুখ যেখানে, কৃষ্ণসুখ বা ভক্তসুখ সেখানে কিরূপে সম্ভব?

কলি যেখানে অবস্থান করে, তাহা পাপের আধার। যেখানে পাপ, সেখানে নামকীর্ত্তন হইতে পারে না। কীর্ত্তনের স্থানে পাপাচরণ, সেবার নামে ভোগ, উপদেশের নামে নিজেকে প্রচার প্রভৃতি কার্য্য নানাপ্রকারে অনুষ্ঠিত। পরনিন্দা, নেশা করা, অবৈধ যোষিৎসঙ্গ বা বৈধ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি, মৎস্য মাংস ভোজন এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থসংগ্রহ—এই পাঁচটি কলিকৃত চারি পাপ। নামবলে এই পাঁচটী পাপ ভোগ করিবার চেষ্টা নামবলে পাপাচরণরূপ নামাপরাধ, উহা নাম-কীর্ত্তন নহে।

নামে রুচি থাকিলে নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। স্বতন্ত্রভাবে 'আমি নাম রচনা করিতে পারি' মনে করা অহঙ্কারের পরিচয়। যেখানে ভক্তির কথা, সেখানে কর্তৃত্বাভিমানে কোন কিছু করার কথা নাই, সেখানে আছে কেবল পূর্ণ আনুগত্য—গুরুবৈষ্ণবাদেশ-পালনে তৎপরতা। সেখানে যা কিছু করা হয় সমস্ত প্রভুর ইঙ্গিতে প্রভুর সেবার জন্য, সেবা অনুসেবক, বিদ্যান, বুদ্ধিমান, উচ্চ-নীচ ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে আপনাকে অকিঞ্চন জ্ঞান। প্রভুর প্রিয় গুরুদেবের অনুগত হইয়া ভক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার একচ্ছত্রাধিপত্য স্থাপন করিবার। সেখানে কর্তৃত্ব নাই, প্রভুত্ব নাই, আছে কেবল 'নির্ম্মল' প্রেমময় ও মঙ্গল আনুগত্য [illegible] বা নমস্কার। যাঁহারা অহঙ্কারে [illegible] তাঁহারা এই পরমানন্দময়ী [illegible] বুঝিতে না পারিয়া প্রাচীনদের [illegible] ইহা কত কি জল্পনা-কল্পনা করেন। কখনও অভক্তিপরের দুষ্ট পোষাক, কখনও নিরাশ্রয়ের ছলনা, কখনও অজ্ঞপ্রণালীর কল্পনা আবার কখনও বা শাস্ত্রাবলম্বনে লোক শিক্ষাচ্ছলে তাঁহাদের হৃদয়কে কলুষিত করে। সাধুভক্তগণ তাঁহাদের এই খামখেয়ালীর প্রশ্রয় দেন না বা আদর করেন না। সুতরাং মঙ্গল প্রার্থী হইলে সাধুজনের নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন কিছু করা উচিত নহে।

শ্রীগুরু উপদেশক্রমে জীবের অনুগ্রহ বা মঙ্গলপ্রাপ্তি ঘটে। স্বয়ং কল্পনা করিয়া মন্ত্র গড় মন্ত্র প্রস্তুত রচনা, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সাক্ষাদ্ভাবে মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া স্বপ্নে তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র পাওয়ার উক্তি বা শাস্ত্র পরবঞ্চনা ভক্তবেশধারীই করিয়া। ইহা বৈষ্ণবের ধর্ম নহে। দুইদোষ নিপুণ অজ্ঞ নিজের মনোমত যাহাকে তাহাকে গুরু বলিয়া কোনও গুরুত্বহীন আত্মাভিমানের ছলনা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে লোকবঞ্চনার কার্য্যে ব্যস্ত থাকে তাহাতে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে চক্ষু বুজিয়া মুখে অধোক্ষজতত্ত্বের আলাপ দেখান ভক্তির প্রতিকূল বিচার। ইহা শ্রৌতপন্থা বা ভক্তিপন্থা নহে। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া —অপরাধাদিতে বিভূষিত হইয়া এইরূপভাবে হরিজনের পাদপদ্মে অন্য কিছুকে গুরুবোধ করা উচিত নহে। যখন যে দলে থাকি প্রতিষ্ঠার জন্য সেই দলের মনযোগান হরিভক্তি নহে। হরিভক্তিতে এইরূপ ব্যক্তিগত বলিয়া কোন কথা নাই, সেখানে আছে কেবল ঐকান্তিকতা এবং লক্ষ্য নিয়ে একনিষ্ঠতা। তাহা লৌকিক বা তথাকথিত উদারতার ভাগ নহে, পরন্তু সরলতার চরম ও পরম আদর্শ এবং চেতনের শুদ্ধা সতী বৃত্তি।

বৈষ্ণবের দীনবেশের সহিত পাশাপাশি জড়তা খোঁজা পায় না। মালা, ঝোলা, পাগড়ী প্রভৃতি ভজনের উপকরণ নহে। তাম্বুলচর্ব্বণ এবং তামাক, চা প্রভৃতি পান ও অন্য নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ বৈষ্ণবজীবনের ভূষণ নহে। সতীর পাতিব্রত্য ন্যায় সেবাই সেবকের শোভা। তাহাই তাহার প্রাণ, জীবন ও ভূষণস্বরূপ। গুরুবৈষ্ণবের চরণরেণুই তাঁহাদের শিরোভূষণ। তাহাতেই তাঁহাদের গৌরব এবং সেই চিন্ময় ধূলিধূসরিত হওয়াই তাঁহাদের যা কিছু মাহাত্ম্য ও মহত্ব।

যেখানে অন্যাভিলাষ, যেখানে ভোগ ও ত্যাগের প্রয়াস সেইখানেই সংসার। আর যেখানে সেবার নিষ্কপট উদ্যম, যেখানে জীব সেবাপিপাসার্ত্ত, সেবাছাড়া যেখানে অন্য কোনও কামনা-বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা নাই, সেখানে সংসার বন্ধন কোন কথা নাই। নিজেন্দ্রিয়তর্পণে যে যত বেশী পটু সে তত বেশী বিষয়ী বা সংসারী। কিন্তু ভক্তের এইরূপ বালাই নাই। তাঁহাদের মুখদর্শন, তাঁহাদের গুণসম্পাত, তাঁহাদের প্রাণের বন্দিব—একমাত্র কৃষ্ণানুসন্ধান। এই মহাপুরুষগণের সঙ্গই সংসার নিবৃত্তির অর্থাৎ আত্মার অপ্রাকৃত পবিত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবিধানের যোগ্যতালাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং এই বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে নিষ্কপট প্রপত্তি ব্যতীত—তাঁহাদের নিত্যানুগত্য ব্যতীত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের আর কি আশা থাকিতে পারে?

পাপাচারী ও ভগবদ্ভক্তিহীনের সম্বন্ধনীতি উপেক্ষা করিয়া যাহারা তাদৃশ দুঃসঙ্গবর্জনোপদেশকে বৈষ্ণবনিন্দা বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহাদের সত্যানুরাগ প্রকৃত সাধুগণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। ধর্ম্মের ছলনায় যে কেতব ধর্ম নামে চলিতেছে তাহা উপেক্ষা করাই সত্যানুরাগের ধর্ম। কিন্তু তাহা গোপন করিবার উদ্দেশে বৈষ্ণবনিন্দা বা পরচর্চ্চা করা নীতিবিরুদ্ধ—এই ছলনা যাহারা বিস্তার করেন তাঁহাদের কাপট্য সকলের অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

মানব নিজের দোষ আবরণ করিতে গিয়া যে ছলনা করে তাহা চতুর পরমার্থী ব্যতীত অপরে বুঝিতে সমর্থ হয় না। পরচর্চ্চা করা পাপের অন্তর্গত, কিন্তু চিকিৎসক রোগীর রোগের কারণ নিরূপণ করিতে গিয়া তাহার পাপের পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করেন বা সমাজ-হিতৈষী সামাজিক অবস্থা অপনোদন করিতে গিয়া যে পাপের প্রশমনোদ্দেশে পরচর্চ্চা-প্রভৃতি আলোচনা করেন তাহাকে কেহ পরচর্চ্চা বলিয়া মনে করিলে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

এ জগতে উৎসবের ছড়াছড়ি। এমন দিন নাই যে কোথাও না কোথাও একটা না একটা উৎসব না হইতেছে। এই সকল উৎসবে আছে কেবল আনন্দের হাটবাজার। সেইজন্যই বোধ হয় লোকের উহাতে এত রুচি। কিন্তু এই সকল উৎসব বা আনন্দ ক্ষণিকের জন্য, তৎপরেই আবার দুঃখের স্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। পারমার্থিকগণের মধ্যেও উৎসবের কথা শুনা যায়। কিন্তু তাঁহাদের উৎসব এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণকারী নহে। এ জগতের উৎসবের সমাপ্তি আছে, কিন্তু পারমার্থিকগণের উৎসব অনন্তকালের জন্য, নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য; এ উৎসবের আদি নাই, অন্ত নাই, এ উৎসবের আবাহন নাই, বিসর্জ্জন নাই, এ উৎসবের যবনিকা-পতনও কখনও হয় না; তাহাতে আছে কেবল একটি পর্ব্বের পর আর একটি পর্ব্ব - নিত্য নূতনতা, নবনবায়মানতা ও নিত্যবিচিত্রতা।

এই পারমার্থিক উৎসবের একটু লেশ ও বিন্দু প্রাপ্তিকণাই জগতের লোক প্রার্থী। যেদিন আমরা সেই নবনব অনুপমের পরিপাকে আত্মহারা হইয়া আনন্দোৎসবের পারভ্রমণ করিয়া নিত্য আনন্দোৎসবে মগ্ন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব সেইদিন আমাদের চিরমঙ্গল লাভ হইবে, সেইদিন আমাদের জীবনের সার্থকতা হইবে, সেইদিনই হৃদয় নির্ম্মল হইয়া তাহাতে আনন্দময়ের উদয় হইবে। জগতের উৎসব ভোগময় কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-উৎসব—সেবাময়। এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভক্তগণের সহিত নিত্য মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহোৎসব, অন্নপ্রাশনোৎসব, দুর্গোৎসবাদিতে আমাদের বহির্মুখ ভোজন হয়, গ্রাম্যকথার আলোচনা হয়, অমেধ্যাদি দ্রব্য ভোজন ও ভক্ষণ করিবার অপরাধ ভোজন করান হয়; কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের উৎসবে সাধুসঙ্গ হয়, সাধুর সহিত আদান-প্রদান হয়, বৈষ্ণবের নিকট প্রীতিপূর্ব্বক নিজ গোপনীয় কথা বলা ও শুনার অবসর হয়, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ সেবাকারী উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হয়। সুতরাং পারমার্থিক উৎসবই সেবাময়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ।

আচার্য্যরূপী কৃষ্ণের নরলীলা

(শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য)

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক অদ্বয়বস্তু হইয়াও তাঁহার বিভিন্ন শক্তির সহিত নিত্য নানারূপে, নানাবেশে, নানাভাবে বিলাস করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণ, ভক্ত, ভক্তভাব, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥"

শ্রীকৃষ্ণের উক্ত ছয়রূপ বিলাসের মধ্যে পরম কৃপাময় তাঁহার—গুরুরূপটী। গুরু দুই প্রকার—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু।

"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥"

অখিলরসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বিভিন্ন লীলারসপুষ্টির জন্য গুরু বা আচার্য্যরূপে জীবের নিকট প্রকাশিত হন। তাঁহার দুই রূপ—অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভগবান্ যেমন তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির সহিত অভেদ, অপ্রাকৃত ও নিত্য, তাঁহার গুরুরূপটিও সেইরূপ অপ্রাকৃত ও নিত্য। ভগবান্ যেমন অজ, স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ বস্তু, সেইরূপ তাঁহার গুরুরূপটী—ভক্তশ্রেষ্ঠ বা ভগবৎ-স্বরূপটিও অজ, স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ বস্তু। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই—মহান্তগুরু নিত্যই বর্ত্তমান।

তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীআচার্য্যদেব স্বেচ্ছায় প্রকট ও অপ্রকট লীলা করিতে পারেন। তিনি অন্যাপেক্ষী, তিনি স্বয়ং প্রকাশবস্তু, তাঁহার প্রকাশ কাহারও অপেক্ষা করে না। তিনি জীব নহেন, তিনি জনমতের দ্বারা গঠিত কোন দলের নেতা নহেন বা তথাকথিত কোন মতবাদের নিয়ামক নহেন।

ভগবান্ যেমন অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, সেইরূপ আচার্য্যবস্তুটীও বদ্ধজীবের পরিমাপের কোন বস্তুবিশেষ নহেন। তাঁহাকে জন্মমরণশীল মর্ত্ত্য জীব বলিয়া মনে করিলে অনন্ত নরকে গতি হইয়া থাকে।

"জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু
চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥"

তিনি চৈত্ত্যগুরুরূপে সর্ব্বদাই জীবহৃদয়ে অবস্থিত আছেন, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপ-বিস্মৃতির ফলে তাঁহাকে বুঝিতে পারে না বলিয়া তিনি মহান্তগুরুরূপে জীবের সম্মুখে আসেন। সুকৃতিসম্পন্ন ভাগ্যবান্ জীব তাঁহার সাক্ষাৎ পান এবং আচার্য্য-কৃপাতেই তাঁহারা আচার্য্যরূপী ভগবান্‌কে চিনিতে পারেন। অন্যথা তাঁহার দৈবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারে না। তাহাদের নিকট তাহার স্বরূপটী আবৃত থাকে। অতএব মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহাকে জন্ম-মরণশীল মানব বলিয়া ধারণা করিয়া বঞ্চিত হয়। গীতায় ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের নররূপী মর্ত্ত্যাবতারলীলার মধ্যে আচার্য্যরূপটি অন্যতম, উহা নিত্য প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুই প্রকার। উহা যে কোন বর্ণ ও আশ্রম স্বীকার করিয়া প্রকাশিত হইতে পারেন। কখনও কখনও ঐ রূপটী আত্মগোপন করিয়া থাকেন, সময় মত আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার নিজজনেরা আত্মগোপনাবস্থায়ও তাঁহাকে চিনিতে পারেন। তাঁহার ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্য প্রকাশিত থাকেন। অভক্তগণ উহা বুঝিতে পারে না।

অবতারী স্বয়ং গৌরকৃষ্ণও বাল্যকাল আত্মগোপনাবস্থায় জনসাধারণের নিকট মর্ত্ত্য শিশুর ন্যায় লীলাভিনয় করিয়া পরে সময়মত আত্মপ্রকাশ করেন, সেইরূপ আচার্য্যগণও কখনও কখনও আত্মগোপনাবস্থায় থাকিয়া যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করেন। সেজন্য তাঁহার পূর্ব্ব অপ্রকাশিত অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে করা উচিত নয়—'তিনি আমাদেরই মত একজন বদ্ধজীব মাত্র, সাধনাদির দ্বারা এখন উচ্চাধিকার লাভ করিয়াছেন'। বস্তুতঃ তাহা নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বাণী হইতেও আমরা জানিতে পারি যে—"বদ্ধজীবের প্রাকৃত দর্শনে অনেক সময় নিত্যসিদ্ধকে সাধনসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।"

পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুরূপে জগজ্জীবকে কৃপা করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী, মায়াবাদী প্রভৃতি অভক্তগণ মহান্তগুরুর অবতরণ-লীলা বুঝিতে অসমর্থ। তাহারা মহান্তগুরুর নিত্যত্ব স্বীকার করে না বলিয়া এই সব তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। বেদান্তসূত্রের বাণীতেও দেখিতে পাই—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তিবিশিষ্ট জীবহৃদয়ে ঐ সব তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়। একমাত্র নিত্য সেবোন্মুখ শিষ্যই এই সব অনুভব করিতে পারেন। একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে জগজ্জীবকে কৃপা করিবার জন্য নিত্যই জীব-সম্মুখে প্রকট থাকেন। আচার্য্যধারায় নিত্য আগত আচার্য্যগণের মধ্যে প্রভেদ দেখা মহা অপরাধ। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আচার্য্য এবং শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে উচ্চ-নীচ ভাব পোষণ করিলেও অপরাধ হয়। একই বস্তুর নিত্য বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ভগবান্ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য ও জগজ্জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত নিত্যই আচার্য্যরূপে জগতে নরলীলা করিতেছেন।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

শ্রীল গৌরকিশোর

গৌড়ীয়-মিশনের মূল পারমার্থিক শক্তি

(২০।১১।৩৭ তাং ... বেঙ্গল টাইমস হইতে)

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ... জানা যায়। ... যে, তিনি ১০০ ... বৎসর পূর্ব্বে পদ্মাবতী তীরে টেপাখোলার নিকটবর্ত্তী ... নামক ক্ষুদ্র গ্রামে বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার নাম ছিল বংশীদাস। শৈশবেই তিনি দারপরিগ্রহ করেন এবং ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শস্যের ব্যবসা করেন। এই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহলোক ত্যাগ করেন। এবং তাঁহার জীবনে অপ্রত্যাশিত গতি প্রকাশিত হয়। মায়াময় সংসার ছিন্ন করিয়া তাঁহার নিত্য সাধ্যবস্তুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ দৃঢ় হয়। শ্রীমৎ জগন্নাথ দাস বাবাজীর শিষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত-দাস বাবাজীর নিকট তিনি বৈরাগ্য-বেষ গ্রহণ করেন। প্রায় ৩০ বৎসর কাল তিনি ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করেন। ইতোমধ্যে তিনি দক্ষিণদেশের ও গৌড়দেশের বিভিন্ন শ্রীমন্দির দর্শন করেন। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর ইচ্ছানুসারে তিনি ১৩০০ সালে (ইং ১৮৯৩ খৃঃ অঃ) ব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীনবদ্বীপধামে আগমন করেন এবং তথায় গ্রামে গ্রামে বিপ্রলম্ভরসবিভাবিত চিত্তে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

শ্রীগৌরকিশোর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তিনি মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকট গিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। ১৯০০ খ্রীঃ অঃ শ্রীল গৌরকিশোর শ্রীমদ্ বিমলাপ্রসাদকে দীক্ষা দান করেন, যিনি উত্তরকালে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে পরিচিত হইয়া বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়-মিশন সংস্থাপন করিয়া সমগ্র জগতে প্রচারকার্য্য করেন। সেই শক্তি আজও বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত।

বাঙ্গলা ১৩১১ সালে (ইং ১৯০৪) শ্রীল গৌরকিশোর দৃষ্টিহীনতার অভিনয় করিয়া ভ্রমণ বন্ধ করেন। এই সময় হইতে তিনি কুলিয়ার রাণীর ধর্ম্মশালায় স্থায়িভাবে থাকিয়া ১৩২২ সালে (ইং ১৯১৫) ৩০শে কার্ত্তিক নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

যাঁহারা এ'বিষয়ে অধিক জানিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার

গত ১২ই নভেম্বর গৌর একাদশী দিবস মধ্যাহ্নিকের পর শ্রীপাদ উদ্ধবদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীভক্তিকুটীর হইতে "এবং দ্বিতীয়া' ... ভক্তবৎসলাত্মা" শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিত চিত্তক্ষোভই জীবকে অত্যন্ত অভিভূত করে। অনাত্ম বস্তুতে আসক্ত জীবগণ দেহধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় ভোগবস্তুর বিনাশশীলতার কথা চিন্তা করিয়াও অভিভূত হইয়া পড়ে। ভগবানের ভক্তগণ মায়া জীবকে ... আবদ্ধ করিয়া আধি-আধারকরণ অসম্বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করায়। এ বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া "যাবৎ পাপস্তু মলিনং... প্রবাদি জায়তে" এই শ্লোকটী প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

অখণ্ডব্রত বিরাজের প্রয়াণ

বিগত ১২ই কার্ত্তিক শুক্রবার কিশোরগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীপাদ ... প্রভুর অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শাস্ত্রসম্মত-বিধানানুসারে বহু সাধু প্রতিবাসী ও বিদ্বানের মধ্যেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে এবং শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার নিমিত্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পান চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বপ্রধান পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর, গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ও শাস্ত্রপ্রচারকেন্দ্রীয় প্রকাশনালয় স্থান। রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভাধ্যক্ষ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫। কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে স্থাপিত। নিয়ত পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ-সেবা ও নিত্য সৎসঙ্গ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাহাদের সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) চাঁদ কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতাকৃতি কানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপালপুর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রানন্দ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

রামপুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীরূপ ভবন পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়ার

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চক্রতীর্থ পথ

রক্ষক—শ্রীমৎ ব্রজনাথ মঠাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালগঞ্জীয়মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমদ্রঙ্গ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ মঠাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ওড়িয়ার, জিঃ শাহাবাদপুর, ই.বি., পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরামেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বেহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একাদশাঙ্গ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময় নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনাশী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীকেশীদমন

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেকশারী,

পোঃ কোটোয়ান, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চন্দ্রভান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মদ্রাজ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর মঠাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দীপাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ মঠাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাদামবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিতাইগৌর মঠাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মঠাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারপুরা, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্ল্যাডস্টন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক
[illegible]

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই নভেম্বর ১৯৩৭

স্ট্রেলেশ দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ প্রতি
দাদখানি	৬৷৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ মধ্যম	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁক তুলসী	৫৷৷০
রূপশাল নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲ - ৪৷৷০
দেরাদুনী	১০৲ ১০৷৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৷০ ৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীপুর, টাটা	১০৷৶০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৵০
খাগড়াগাদা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের সোনা	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫০৷০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
সিরাজগঞ্জ—	৪০৸০
উত্তরবঙ্গ—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

মেলবোর্ন ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
অস্ট্রেলিয়ান ঐ	৬৲—৬৶০
ক্যানাডিয়ান ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৷৶০
পাজাই	১৯৶০—১৯০
খুদ	১৯৶০—১৯৶০

খুদের দর

আমলা	৫৭৲
মুগডাল	৫৭৲
কুলথেসারী	৪০৲
মসুর	৪৫৲
অড়হর	৪৬৷০

ডাল	৭৬
বাদাম	৫৯৲
বাবা খাবারী	৫১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৩-৭।১১।৩৭

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার ছড়ি (কড়ি বা বীম)	
	সাদা ৯৲ ৯০
ঐ দেশী মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
নং টাটা টেস্টেড কড়ি বীম সব সাইজ	১০৷৶০
ঐ ইংলিশ কড়ির (বীম)	৯৷০—১০৷৶০
নম্বর (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০ - ৯৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১২৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	১৭৷৶০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ	
শীস	৷৶৫—৸৶০
স্প্যান বেবী কাটা তার (বান্ডিল)	১০৸০
প্লেট কাটিং বা ভিট কাটা রড	৩৷৶—৭৲
গাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৭৲—৭৷০ জন
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঞ্চ ৯৲—১০	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
ইন গাটী, গোলটু, মসাজে	৮৸০ —৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
রড	৮৸০ —১০৷০
গুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল
স্টকলের হান্দরণ ৫৶০, গাটের হান্দরণ ৬০	
ঢুলার হান্দরণ ৪৷০	

মুগের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আগের মোটার ফাইন	৫৪৲
পেটুক আমের ভবল	৪০৲
কালি গুড়িম ফাইন	৪৩৲
তাজা সাদা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

নারিকেল সাঁস	৮৷০
সুপারী (বেগ)	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৲ ১১৷০
গুটি মরিচ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

আশুতোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃ০ঃ —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" —

—ঃ০ঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—পড়ার সুবন্দোবস্ত, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বাহিরের ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খোরাক ও লেখাপড়ার খরচ মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সংখ্যক দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—৪৪	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬ ০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯ ৩০	১১-৪৮	১৬-৮
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬ ৩৮

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেহালার পাঁচন ব্যবহার করুন। সেবনে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য এবং নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ভবানীচরণ দত্ত লেন, কলিকাতা।

শাখা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নব প্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগৎ ও শুদ্ধ ভক্তি-শাস্ত্রের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবাচার্যবর্যের মহিমময় জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ববিধ সাহিত্যের সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের সদ্‌গ্রন্থাবলীর শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১১৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	১৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২।০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৭শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব.পী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

বৈষ্ণব-সমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ও হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—“নদীয়াপ্রকাশ”—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
ত্রিদণ্ডিসমূহচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 16
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সুলভ-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২২৫]

বিবিধ সংবাদ

—(*(০:০)*)—

ব্রিটেনের উদ্যোগ

জাপ-রাজ্যভুক্ত সাংহাইএর আন্তর্জাতিক এলাকায় চীনদের আন্দোলন, চীন সরকারের দপ্তর সমূহ বন্ধ করিবার এবং চীনা অফিসারদিগকে স্থানান্তরিত করিবার যে দাবী করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে আন্তর্জাতিক এলাকার কর্তৃপক্ষ কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য গত বুধবার কমন্স সভায় সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ক্র্যানবোর্ণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তদুপরি কোন চীনা কর্মচারীকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে কিনা এবং চীন সরকারের অনুমতি ব্যতীত আন্তর্জাতিক এলাকার মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন কিনা এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ব্রিটিশ সদস্যগণ তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন কিনা তৎসম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন প্রস্তাব

শিক্ষায় অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের ছাত্রদের জন্য বহুদিন যাবৎ কলিকাতায় দুইটি হোষ্টেল আছে। ঐ হোষ্টেল দুইটি গবর্ণমেণ্টের অর্থে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়; গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমানে ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে অস্পৃশ্যতার বিশেষ কড়াকড়ি ভাব আর নাই। এই সব ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা সহরের বিভিন্ন কলেজগুলির হোষ্টেলেই করা উচিৎ হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট এই দুইটি হোষ্টেলের জন্য বার্ষিক যে ১০০০৲ টাকা দিয়া থাকেন তাহা দ্বারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রস্তাব সামান্য সর্ত্তাধীনে সমর্থন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের থাকার জন্য যে নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি নাই। তবে ঐ দুইটি হোষ্টেলের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ৩০০০৲ টাকা দিয়া থাকেন, তাহা যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা না হয় এবং নূতন ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় যেন অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন নাই। তবে ইতোমধ্যে তাঁহারা সহরের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষের নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ১৯৩৮-'৩৯ সালের সেসনের জন্য তাঁহারা যেন নিজ নিজ কলেজ সংশ্লিষ্ট হোষ্টেলগুলিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রের সিট রিজার্ভ রাখেন। গবর্ণমেণ্ট যে ৩ হাজার টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন তাহা হইতে মাসিক ৪৲ টাকা হিসাবে সিট ভাড়া ধরিয়া বৎসরে ৩ হাজার টাকা দ্বারা সাধারণ ছাত্রের কলেজ হোষ্টেলগুলিতে বর্ত্তমানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য ৭৫টি সিটের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ

বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য গত ২৬শে নভেম্বর রাত্রিতে করাচী নাগরিক সমিতির এক সভা হয়। জানা গিয়াছে সভাপতি বলেন যে, আত্মরক্ষার ব্যাপার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেভাবে সম্ভবপর, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিযুক্ত মেজর হাই আগামী মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত করাচী থাকিবেন। আত্মরক্ষার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য শীঘ্রই সম্ভবতঃ কয়েকটি কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

করাচীর গবর্ণর আশা করেন যে, রেডক্রস, সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স, ও অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিবেন।

ব্রিগেডিয়ার কোপ ও মেজর হাই করাচীতে বিমান আক্রমণের, বিশেষ করিয়া গোলাবারুদের আক্রমণের বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, রাস্তার আলো ও বাড়ীর আলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনার পর সভা শেষ হয়।

জুলাই মাসের যৌথ কোম্পানীর বিবরণ

বিগত জুলাই মাসে ভারতবর্ষে মোট ৯২টি যৌথ কোম্পানী মোট ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে মোট ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া ৭২টি কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল এবং গত বৎসর জুলাই মাসে রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৭৭ এবং উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য মাসে একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই ৩০টি কোম্পানী মোট ৭৯ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের দি বলিয়া রোপওয়ে ট্রান্সপোর্টেশন কোং লিঃই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কোম্পানী। উহার অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা।

৭১টি কোম্পানী কার্য্য বন্ধ করায়, জুলাই মাসে লিকুইডেশনে গিয়াছে। উহাদের মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। ১লা জুলাইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যে ৯টি কোম্পানী লিকুইডেশনে গিয়াছিল, তাহাদিগকে চূড়ান্তভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মোট ৬২ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন ছিল।

বিহার প্রাদেশিক মোক্তার সম্মেলন

গয়ায় বিহার প্রাদেশিক মোক্তার সম্মেলনের ৪র্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্মেলনের মধ্যে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মোক্তারদিগকে [illegible] কালেক্টরী, রেভেনিউ ও রেজেষ্ট্রী কোর্টে মামলা পরিচালনার অধিকার দেওয়া হউক, তজ্জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, হাইকোর্ট ও রেভেনিউ কোর্টের নিকট দাবী জানান হউক।

অপর একটী প্রস্তাবে [illegible] বিহারের আইনসভায় [illegible] কোন আইন প্রণয়ন করিতে বলা হইয়াছে।

বোম্বাই মন্ত্রিসভার কার্য্যে প্রতিবাদ

আমেদাবাদ ও শোলাপুরের ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বাই মন্ত্রিসভা প্রতিক্রিয়াশীলতার কাজ করিয়াছেন বলিয়া সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের এক সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটিকে ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম খণ্ড— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁ) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধ বাঁ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবন্দর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-পালবতী ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধ বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ ভাষা ।০
২৭। মুক্তিকাদ্বিকা শ্রণগৌরাঙ্গঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তভক্তসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তবৎসলম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পিত গৌড়ীয় মঠের সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—দিল্লীর একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিক্যাসন্ন শ্রীপরম সেবামঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ম বর্ষ   ১৩ [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫, ১৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা ডিসেম্বর   [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::(*)::—

শ্রী ভক্তিরঞ্জন-বিরহ স্মৃতি-সভা

আগামী ২রা ডিসেম্বর (১৯৩১) বুধবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের [illegible] তিথি [illegible] কীর্ত্তনমুখে [illegible] হইবে। ওরা ডিসেম্বর [illegible] শ্রীমঠে [illegible] আলোচনামুখে পাঠ-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইবে এবং ৬ই ডিসেম্বর শনিবার [illegible] ঘটিকার সময় [illegible] সার [illegible] কেটি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] একটী [illegible] সভার অধিবেশন হইবে। ঐ সভায় [illegible] ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের [illegible] ও তাঁহার পারমার্থিক জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] বলো[illegible] হইবে। সজ্জন সাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

———

[illegible] প্রচার

[illegible] কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের [illegible] প্রচারক [illegible] এবং [illegible] [illegible] মহারাজ [illegible] গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার হরিকথা শ্রবণ করিয়া [illegible] বহু লোকের [illegible] হইতেছে। [illegible] [illegible] স্বামীজী মহোদয় [illegible] লোকদিগের নিকট শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible] গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া [illegible] বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

———

আসামে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রাসোৎসব

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] ও শ্রীশ্রীগিরিধারী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible] করিয়া কৃষ্ণের অপূর্ব্ব [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible] বাদানুবাদের [illegible] [illegible] বহুক্ষণ আলোচনা হয়। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের লীলা-দর্শন [illegible] [illegible] সহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্দীপিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]

[illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Aeroplane [illegible] নিকটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] সেবা [illegible] [illegible] [illegible] এবং তাঁহাদের [illegible] [illegible] সেবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible]"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] করেন। তাহার উজ্জ্বল [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রচার

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রচার করিয়াছিলেন।

[illegible] [illegible] হন সাধুর প্রমাণে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"কে ভগবানের প্রিয়তম,—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাহার নির্দ্ধারণ আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যবিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় কিন্তু, তথাপি ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্‌-ভক্ত যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদকে 'মহা মহা-প্রসাদ'।

(বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ কেশব, বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

পঞ্চ-সংস্কার

—০—

শ্রেয়ঃপথের ক্রম বিচার করিলে জানা যায় যে, যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের ভগবদ্ভজনে কোন প্রকার যোগ্যতা হয় না। শ্রদ্ধা উদিত হইলেই সাধুসঙ্গ হয়। অন্তরঙ্গ সাধুসঙ্গই সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়। গুরুচরণাশ্রয় হইলেই পঞ্চ-সংস্কার ও তদন্তর্গত ভজনক্রিয়া হয়। সাধুর আনুগত্যে সাধন করিতে করিতে গুরুবৈষ্ণব কৃপায় অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। অনর্থ যত নিবৃত্তি হইতে থাকে, পূর্ব্বোক্ত কোমল শ্রদ্ধা ততই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া নিষ্ঠারূপে পরিণত অর্থাৎ অচলা হয়। আমাদের ধারণা—সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিবার পর হইতেই বুঝি সাধন-ভক্তি আরম্ভ হয়; কিন্তু কথা তা' নয়। অনর্থ থাকাকাল পর্য্যন্ত যা' কিছু সাধন-ভজন তাহা সাধন-ক্রিয়া; তাহা সাধনভক্তি—কর্ম্মজ্ঞান-অন্যাভিলাষশূন্যা শুদ্ধা ভক্তি বা চেষ্টার বৃত্তি নহে, সেই সময় সাধন ক্রিয়া চিত্তকাল মনের ভূমিকাই আশ্রিত হইয়া থাকে। অনর্থ থাকাকালে সম্বন্ধজ্ঞান লাভার্থ আমরা গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত মন্ত্রের সাধন করি এবং অনর্থমুক্ত নিবৃত্তানর্থ হইয়া আমাদের ভজন আরম্ভ হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণই ভজনসাধন বা ভজনভক্তি যাজন করিবার সৌভাগ্য পান। তখনই তাঁহারা নিষ্কপটে আর্ত্তির সহিত ভজনাভ করিতে থাকেন। গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে এইরূপভাবে নিরন্তর ভজনাভ করিতে করিতে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় বাসোদয় —হৃদয়ে রুচ্যাবির্ভাব বা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হয়। এই নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব ও ভাব হইতে প্রেম হয়। এতসিদ্ধিক্রমে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি এবং ভজন আরম্ভমুখে ভজনাভ করিবার অধিকার হয় এবং ভজনাভ করিতে করিতে গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় স্বরূপের সিদ্ধি লাভ করিয়া জীব কৃতকৃতার্থ হইবার সৌভাগ্য পায়। অতএব গুরুপাদাশ্রয় করিয়া পঞ্চ সংস্কার লাভ করাই কর্ত্তব্য। পঞ্চ সংস্কারই সমস্ত মঙ্গলের মূল। সংস্কার ব্যতীত যে ভজন তাহা স্বাভাবিক হয় না; বরং সময় সময় উৎপাতজনক হইয়া পড়ে।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, ও যাগ—এই পাঁচটিকে পঞ্চ-সংস্কার বলে। ইঁহারাই পরম ঐকান্তিকী ভক্তির হেতুস্বরূপ। শাস্ত্র বলেন,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্ত্যহেতবঃ ॥
(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

আমরা বদ্ধজীব। তাই স্বরূপজ্ঞানহীন। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই দিব্যজ্ঞানদাতা কোনও মহাজনের নিকট হইতে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা সংসারসমুদ্রে পতিত জীব আমাদের নিস্তারের আর অন্য কোনও উপায় নাই। যদি কেহ মঙ্গল চান, তাহা হইলে তিনি সদ্‌গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করত তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষারূপ কৃপা প্রার্থনা করিবেন। এইজন্য শাস্ত্রে 'আদৌ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ঃ' এই উপদেশটি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট গমন করিলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রার্থনা বুঝিয়া তাঁহার অঙ্গ সংস্কারের জন্য তাপ ও পুণ্ড্র বিধান করেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে তপ্তচক্রাদির দ্বারা তাপের বিধান দেখা যায়। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন তপ্ত লৌহদ্বারা শিষ্যের শরীরে যথাস্থানে অঙ্কিত করা হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকেই পুণ্ড্র বলা হয়। হরিমন্দির, তুলসীপত্রাকৃতি প্রভৃতি নানাবিধ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। তন্মধ্যে যে সম্প্রদায়ে যে প্রকার পুণ্ড্রের নিয়ম আছে, তাহাই সে সম্প্রদায়ের স্বীকার্য। নামই তৃতীয় সংস্কার। এই নাম—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কৃষ্ণনামপ্রাপ্তি ও পারমার্থিক নামপ্রাপ্তি উভয়কেই লক্ষ্য করে। শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যকে ভগবন্নাম ও ভগবদ্দাস্য সূচক পারমার্থিক নাম প্রদান করেন। সেই নাম শ্রদ্ধালু শিষ্য অহরহঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মন্ত্রই চতুর্থ সংস্কার। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যকে অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃপা করেন। যাগই পঞ্চম সংস্কার। প্রাপ্ত মন্ত্র দ্বারা শালগ্রামশিলা বা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন বিধানের নাম যাগ। এবম্বিধ পঞ্চ-সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাবান্ জীব ভজনক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন এবং সাধন-ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করেন।

সাত্বত তন্ত্রই—পঞ্চরাত্র। কলিকালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-প্রণালীই প্রশস্ত। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্রের বক্তা, পরে শ্রীনারদ প্রভৃতি ভক্তগণ পঞ্চরাত্রের বক্তা হইয়াছেন। এই পঞ্চরাত্রে জীবের অবশ্য গ্রহণীয় পঞ্চ সংস্কারের কথা বর্ণিত আছে।

দীক্ষা সাধারণতঃ দ্বিবিধা—বৈদিকী ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা আবার দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্যকালে সংস্কৃত দ্বিজের বৈদিকী দীক্ষা, অযোগ্যকালে অধিকারবিচারে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অনধিকারি-বিচারে ভাবি-যোগ্যতালাভের উদ্দেশে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা। কলিকালে বিশুদ্ধ সাত্বিক দশসংস্কারের অভাব বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাস এই যুগে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিশুদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে যোগ্যতা বিবেচনা করিয়াই দশসংস্কারের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন এবং দীক্ষার অনুকূলে আগমবিধির কথা সমর্থন করিয়া তত্ত্বসাগর-বচন উদ্ধার করিয়াছেন—

'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥'

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। প্রাগনধিকারী মানবকের দীক্ষাতে দ্বিজত্ব লাভ সিদ্ধ হয়। সাত্বত পঞ্চরাত্রমতে দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক ব্রাহ্মণ। একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে বৈদিক উপনয়ন দিতে সমর্থ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি
মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য
প্রতিবোধয়েৎ।

"আচার্য্য গুরু যখন পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করেন সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। অনন্তর আচার্য্য বিনীত পুত্র অর্থাৎ শিষ্যদিগকে বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন, ইহাই দীক্ষার বিধি। শ্রীমদ্ভাগবতের 'পুরোড়-প্যাগজন্মনাং দ্বিতো ভবাত সংস্কৃতঃ।' এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই দশসংস্কার-পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত আছে। সুতরাং দীক্ষার পরে আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না। 'দীক্ষাবিধান দ্বারা বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইলেও দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের লক্ষণ যজ্ঞসূত্রের দ্বারা বিভূষিত হইবেন না'—এইরূপ মৎসরতাব্যঞ্জক অশাস্ত্রীয় কথা কর্ণজড় স্মার্ত্তগণ উঠাইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞসূত্র গ্রহণ তাঁহার 'ভস্মাপণ মূর্খ চতা'র বাধাস্তকর অর্থাৎ ঐরূপ উপনয়ন-সংস্কার না হইলে ঐ সকল মৎসর ব্যক্তির পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে পাপী, শূদ্র বলিবার বিশেষ সুযোগ হয় না। এমন কি নিজেরাও ব্রাহ্মণ—এইরূপ অভিমান করিয়া পরমহংস গুরুবর্গকেও শূদ্র বলিবার অমার্জ্জনীয় অপরাধ বরণ করিবার সুযোগ হয়। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পাষণ্ডী জীবকুলকে এই নরক-গমনের পথ হইতে রক্ষা করিয়া বলিয়া থাকেন—'সদ্‌গুরু বা দীক্ষিত ব্যক্তিগণ অব্রাহ্মণ নহেন।'

"পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার অবশ্য কর্ত্তব্য তৃতীয় সংস্কার নাম-প্রদানের কথা আদৌ না জানিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায়ের প্রকৃত নাম ও উপাধি গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন নাম ও ব্যবস্থা প্রদান অশাস্ত্রীয়। তাঁহাদের এই ধারণা অজ্ঞতামূলক। দীক্ষিত ব্যক্তির বাহুমূলে গোপীচন্দনের দ্বারা শীতল তাপ বা রামানুজীয়গণের বিচারমতে উষ্ণ তাপ, ললাটাদে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ধারণ, ভগবানের দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র, যাগ অর্থাৎ শালগ্রামপূজার অধিকার এই পাঁচটী অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য। শাস্ত্র ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই এই সকল বিধি যথাযথরূপে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণও ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই পারমার্থিক নাম ও সংজ্ঞাসমূহ ভগবৎপ্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ।"

শ্রীগুরুদেব পরমকরুণাময়, দয়ার সাগর। তাই তিনি নিজগুণে অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া পাপবাসনা বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য দীক্ষা-মন্ত্র প্রদানের পূর্ব্বে অনেক সময় শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এই কথার দোহাই দিয়া নিষ্কপটীর কেহ

কেহ মন্ত্রাদি গ্রহণ বা পঞ্চসংস্কার স্বীকারের আবশ্যকতা বোধ না করিয়া তাহা গ্রহণে উদাসীন হন। তাঁহাদের এই শাস্ত্র-লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা অপরাধজনক। ইহাতে ভগবানের পরিচর্য্যে ভজনে অপরাধই সঞ্চিত হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল জীব প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"যদ্যপি ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ; তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।' অর্থাৎ মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক, মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবানের নামই নমঃ-শব্দাদিভূষিত অর্থাৎ নামাত্মসমর্পণ-ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপাদন করে। মন্ত্রে যে ভগবানের অন্যাভিলাষিতাশূন্য নামসমূহ আছেন, তাহাই পরমপুরুষার্থ ফল পর্য্যন্ত দানে সমর্থ, তাহা হইলে যে মন্ত্রাপেক্ষা নাম অধিক সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন নামকীর্ত্তনকারীর সেই মন্ত্র দীক্ষার অপেক্ষা কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যদিও নামকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই তাহা হইলেও প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদি সম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চঞ্চলতা সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রের কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রলাভের সৌভাগ্য না হইলে জীবের সংসারাসক্তি দূর হয় না। মন্ত্রদীক্ষারূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ লাভে উদাসীনতাপ্রযুক্ত যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'বদ্ধজীবের অহঙ্কাররূপ ভোগ-নিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। মন্ত্র শব্দের 'ম'কারের অর্থ—অহঙ্কার, 'ত্র'কারের অর্থ—ত্রাণ, অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিতে জীবের অপ্রাকৃতাহংবুদ্ধি লাভ। ভগবানের সহিত চতুর্থ্যন্তপূর্ব্বক আত্মনিবেদন দ্বারা তাঁহার নিকটই ভজন করিতে ইচ্ছা করিলে মন্ত্র লাভ হয়। আর ভগবানের সম্বোধন দ্বারা ভগবানের নামেরই ভজন অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ্যন্ত পদে শরণাপত্তি লক্ষিত হয়। সম্বোধনাত্মক পদে কীর্ত্তনকারীর নিত্যসেবাকাঙ্ক্ষাই লক্ষিত। মন্ত্ররূপকে সম্বন্ধ থাকিয়া সংসারবন্ধন-মুক্তি এবং মুক্ত পুরুষের নামসম্বোধনপর—নিত্যভজনতাৎপর্য্যপর। কৃষ্ণমন্ত্রকে সাধন এবং কৃষ্ণনামকে সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্য ও সাধন পরস্পরের অভেদজ্ঞানই অব্যবহিত ভাবে পর্য্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র ও নাম উভয়ই বাচ্যাবস্থ বিষ্ণুর বাচক। সম্বন্ধজ্ঞানলাভের প্রয়োজনই মন্ত্রের সাধন এবং মন্ত্রাসিদ্ধিতে মুক্তপুরুষের ভজনারম্ভ।'

আমরা বিক্ষিপ্তচিত্ত জীব। শাস্ত্রের আদেশ পালনে উদাসীনতা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। শাস্ত্রের আদেশ এড়াইতে পারিলেই যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি। হয়তো প্রয়োজনও হয় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যাঁহাদের প্রেম লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের সংস্কারের আবার কি প্রয়োজন? বহুলীব জন্মজন্মান্তর-ক্রমে এরূপ বিকৃতি লাভ করিয়াছে যে, তাহার পূর্ণসংস্কার না হইলে সে স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। একমাত্র সংস্কারই স্বরূপলাভের উপায়। সংস্কার ব্যতীত বিকৃতি বাধা অসম্ভব। তবে যদি ভাগ্যক্রমে কাহারও বিকৃতি দেখা না যায় তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, পূর্ব্বজন্মে গুরুকৃপাক্রমে তাঁহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে এবং সেই সংস্কারবশতঃ স্বরূপলাভ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমোদয় হইয়াছে। অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি ভগবানের আবির্ভাবাক্রমে ভগবৎকৃপাবলে স্বাভাবিকরূপে সংস্কৃত হইয়াছে। আমরা যে-কোনও বিচারই উপস্থাপিত করি না কেন, সংস্কার কখনই অস্বীকৃত হইবে না। তবে নিত্যমুক্তজীবগণের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বদ্ধজীবগণের বিকারই তাহাদের বদ্ধতার হেতু ও স্বরূপ, এতন্নিবন্ধন সংস্কার ব্যতীত বদ্ধজীবের মঙ্গল সম্ভব হয় না। যদি কোনও ভাগ্যবান্ পুরুষ পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ ইহজন্মে প্রেমলাভ করিয়া থাকেন, তিনিও সংস্কারের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন না, বরং সাধারণের মঙ্গলের জন্য সংস্কার-পদ্ধতি স্বয়ং স্বীকারপূর্ব্বক জগতের আদর্শস্বরূপ হন।

তাপ-শব্দের সরল নিষ্ঠা, ইহা ত্রিদিনের বা দুই এক জন্মের ব্যাপার নহে। শিষ্য যখন সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া বিচার দ্বারা স্থির করেন যে, এই সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য, সুতরাং আমার নিত্যসম্বন্ধ ও পরমাশ্রীয় ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য আমি অবশ্যই শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিব, তখনই শিষ্যের শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে জানিতে হইবে। গুরু তাহাকে বৎসরাবধি পরীক্ষা করিবেন। জীবের এই অনুতাপকেই তাপ বলে। অনুতাপ জীব শ্রীগুরুদেবের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তি-সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব চক্রাদি তাপদ্বারা তাহাকে অঙ্কিত করেন এবং সেই অঙ্কন শরীর যাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা। তাৎপর্য্য এই যে, সংসার-ক্লেশপতিত হইতে মস্তকে মরণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধরূপে রাখিতে হইবে। ইহারই নাম তাপ। ইহাই প্রধান্ জীবের প্রথম সংস্কার। এই তাপকে ইংরাজীতে বলে—Repentance, atonement and permanent impression of the higher sentiment on the soul. কেবল শারীরিক নয়, কিন্তু শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। কেবল শরীর আশ্রয় করিয়া তাপের সংস্কার হয় না। যেস্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীর আশ্রয় লক্ষণ, সেস্থলে তপ্তাঙ্ক হয়। তাপশূন্য জীবন কখনও বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে না। তাপশূন্য মন সর্ব্বদাই অমঙ্গলপূর্ণ। সুতরাং কিসে না হয় সংস্কার তপ্ত হওয়া উচিত।

শ্রীগুরুদেব যখন শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যকে তপ্ত হইতে দেখিবেন তখন তিনি বিপুল কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে পুণ্ড্র দান করেন। এই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কি শোভাজনক? না, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম ঊর্দ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব উচিত বৈরাগ্য লাভ করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। যদি ঊর্দ্ধগতি লাভই না হইল তাহা হইলে এত ক্লেশ, এত বৈরাগ্য, এত স্বসুখত্যাগ এসব করিয়া কি লাভ হইবে? হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরির আশ্রয় গ্রহণ করার নাম জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হওয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নাম তাপ ও পুণ্ড্র। এই অলঙ্কার দুইটি বদ্ধজীবের পক্ষে আবশ্যক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য শরীর শবতুল্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য মন কেবল ক্ষুদ্রবিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করে। তাহাতে কেবল অমঙ্গল ও অশান্তিই লভ্য হয়। সুতরাং অবিলম্বে শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া মহাজনদিগের আনুগত্যে সতত শ্রীনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাপের ও পুণ্ড্রের কথা অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখন যাগই আমাদের আলোচ্য। যাগপদ্ধতি ব্যতীত বদ্ধজীবের সম্যক্ মঙ্গল কখনই সাধিত হইতে পারে না। তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র লাভ করিয়াও জীবের সংসার বন্ধ সম্বন্ধ দূর হয় না। যুক্তানর্থ হইয়া সাধনকালে জড়াসক্তি না থাকিলেও জড়কার্য্য অনবরত সম্ভব। অতএব জড়ের সহিত সম্যক্ ব্যবহার করিবার উপায়স্বরূপ যে পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে যাগ বলি। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন, ও ক্রিয়া এই সমুদয় কার্য্যদ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার যে পূজাপদ্ধতি আছে তাহারই নাম যাগ। শালগ্রাম-পূজাতে ঐ সকল ব্যাপার পরমার্থকার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহসেবাপদ্ধতিই বৈষ্ণবযাগ, যাগই পঞ্চম সংস্কার। এই শুরুপদিষ্ট যাগদ্বারা জীব সংসারকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

সদ্‌গুরুপাদপদ্মই এই সকল মঙ্গলের আকরস্বরূপ। এই সদ্‌গুরুপাদপদ্মলালসা যতই প্রবল হয় ততই জীবের মঙ্গল। সুতরাং জীবের পক্ষে সদ্‌গুরু অন্বেষণ এবং তচ্চরণে সর্ব্বাত্মসমর্পণ একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া লালসা-নিবৃত্তির জন্য হঠাৎ যে-কোনও ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বরণ করা উচিত নয়। নিষ্কপটে অনুসন্ধান করিলে ভগবানই কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে সদ্‌গুরুলাভের সুযোগ প্রদান করেন। ভগবৎকৃপায় এই সদ্‌গুরুলাভের পর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই উপরিউক্ত পঞ্চসংস্কার লাভ করিতেই হইবে। কারণ বদ্ধজীবের পক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে পঞ্চসংস্কার না হইলে ঐকান্তিকী ভক্তি কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না।

যশোহরে প্রচার

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৭ই নভেম্বর যশোহরের অন্তর্গত আবাদপুর নিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়াছেন। পাঠপ্রসঙ্গে স্বামীজী বাস্তবসত্য-বর্জ্জিত দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের নিত্যত্ব, ঋষিগণের নিরন্তর বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন, শুদ্ধ আনন্দের সেবালোকে জীবের সেবারূপ দর্শন-সৌভাগ্য, আরোহ-পন্থায় ভগবদনুভূতি অসম্ভব, অবরোহপন্থায় শরণাগত হৃদয়ে ভগবদ্দর্শনের উপলব্ধি, নির্ব্বিশেষবাদীর "সোঽহং" শব্দের একদেশিক "আমি ব্রহ্ম" বিচারে আত্মহত্যা, চিদজ্ঞাননাশের একমাত্র উপায়, সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

১ শ্রীচৈতন্য-মঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীব্যাস-পীঠ, শ্রীশ্রী গান্ধর্বা, গৌরাঙ্গ, ... চতুর্দশ বিগ্রহ আছেন। ... রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ... ফোন নং বড়বাজার ২২১৫
কলিকাতায় শ্রীবিগ্রহ ... শ্রীমদ্ভাগবত ... আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' ... ও ... পারমার্থিক ... পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমদ্ ... প্রভু।

(৩) যোগপীঠ, মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ভাগবত ...

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন ... সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) ... পাট
... শ্রীমায়াপুর, ... (নদীয়া)
... রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) ... শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৯) শ্রীনন্দ-সুন্দর-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ...-মঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
... শ্রীল ... পণ্ডিত ... সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ...।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ... (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—...ব্রহ্মচারী

(১২) ... গৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ..., (বর্দ্ধমান)

... স্থান।
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ক্ষেত্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মদেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৫) ... গৌড়ীয়মঠ
..., রক্ষক ... ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
... (নিকটবর্ত্তী)
পোঃ ... (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী...দাস বাবাজী।

(১৭) ...
পোঃ ..., (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী... অধিকারী।

(১৮) ... আসন
পোঃ ... (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী ...

(১৯) ...
..., পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী... গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
..., পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী... ব্রজবাসী।

(২১) ... গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রী... বণিক।

(২২) ... গৌড়ীয়মঠ
...
রক্ষক—শ্রী... অধিকারী।

(২৩) ... গৌড়ীয়মঠ
... পোঃ ..., ঢাকা।
... রক্ষক ... মহোপদেশক শ্রী... বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপাল-গৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ঢাকা
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৫) ...-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ..., (ঢাকা)
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৬) ... গৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ...
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য ... শ্রীপাদ ... বি, এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রী... অধিকারী

(২৮) ... গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
..., দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) ...-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., ... ষ্ট্রীট, পি
রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
...
পোঃ ... (পাটনা)
রক্ষক—শ্রী...প্রসাদ বি-এল।

(৩২) ...পুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., বিহার
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
... রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রী...বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
..., বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৬) ... মঠ,
পোঃ ..., ... ষ্ট্রীট, পি।
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়-মঠালয়
..., পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
..., শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ... পীঠ
..., বৃন্দাবন

(৪০) ...-কুণ্ড
পোঃ ..., মথুরা
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ ...
(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয় মঠ
রক্ষক—..., শ্রী...

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) ... বিহারী মঠ
..., মথুরা।
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৪৫) ... গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ ..., মথুরা

(৪৬) ... গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ ..., মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—...
পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রী...বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ..., ... (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রী... অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
...নং ... রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ...
...
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রী...শ্রীশ্রী...-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী... ...
... ...

(৫২) ... গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., ... গোদাবরী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী...-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রী... বিদ্যারত্ন

(৫৩) ... গৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ..., (পুরী)
শ্রীগৌর ... ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রী...বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
..., পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(৫৫) ... পুরী ... পুরী
(৫৬) ...
রক্ষক—শ্রী...কিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ...-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., পুরী
রক্ষক শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
..., পোঃ ... (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(৫৯) ... গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক—শ্রী...

(৬০) ... মঠ
..., পোঃ ..., মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী ...

(৬১) ... গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ..., মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৬২) ...পাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
...পাড়া পোঃ ...
রক্ষক—শ্রী...দাস অধিকারী

(৬৩) ... প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ ... (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ..., (মালদহ)
রক্ষক শ্রী... অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
...নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক শ্রী... গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৩১, ... রোড
..., লণ্ডন, ই ...
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ ... গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-কর্ত্তৃক মুদ্রিত
শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তি..., ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৩০শে নভেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
দাদখানি	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাউদখানী	৫৷০
বাসমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৬৲
নাজির কোলাম্বি	৪৲
সিদ্ধ সেঙ্গুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাউদখানী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ ব্যবহারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ সেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাইনা	১০৸৶০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible] সাদা	৯৷০
[illegible] সাদা	৮৷০—৯৶০
[illegible] লাল	৭৸৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি সোণার বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] নম্বর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible] নং (২	৫/০—৫৸/০
[illegible] (এস)	৫৲—৫৷০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৸৶০
[illegible]	১১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৪৬৸০

[illegible]	৪৬
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২৭।১১।৩৭

চাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৲—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ ১০৸	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৷০—১০৸৶০
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোণা)	৮৸০—৯৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	।৶০
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৭ গেজ—	১৩৸৶০
২৮ গেজ—	১৭৸৶০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ	
সীস	।৶৫—৸৶০
গ্যাল্ভ বেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৸০
স্রট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৸৶—৪৲
পাতি কাটিং ০—১ ফুট লম্বা	
	৭৲—৭৷০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট	৮৸০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১০৷০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের হাপরণ ৫৶০, পাটের হাপরণ ৬৷০	
তুলার হাপরণ ৪৷০	

[illegible] দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible] সোণার কাইন	৫৬৲
[illegible] আয়ের কাইন	৪০৲
[illegible] কাইন	৪৩৲
[illegible] বাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী বেনী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ [illegible], বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible] বোর্ডিং [illegible]

[illegible] ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে ; খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪২	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯ ৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া [illegible] অভাব নাই। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] কি না ? মূল্য ছোট বোতল ৮৲ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

—:(০):—

নব প্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আত্মকৃত জীবনচরিত এতাবৎকাল সাধারণের কাছে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এত দিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের মহামূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

মানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
" সিকি কলম ১৫	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাবলী এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা— ১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সাক্ষাৎ গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তা প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পা মার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
গৌড়মণ্ডল—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর
সর্বশাস্ত্র
শ্রীশ্রীগৌরবৈভব-
প্রকাশক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1044
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২২৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০(০০)০)——

নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের অয়োদশ অধিবেশন হইবে। উহাতে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের মাধ্যমিক শিক্ষা আইন সম্পর্কে জোর আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার এবং সরকার কর্তৃক কয়েক জন সভ্য মনোনীত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও জানা গিয়াছে যে, প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্পর্কে বাঙ্গলার শিক্ষকগণ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইবে।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১০০০৲, ১৫০০৲, ও ৫০০৲ টাকা সম্মেলনের কার্য্যের জন্য দিয়াছেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর সম্মেলনের প্রতিনিধিগণকে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে।

শিক্ষাসম্পর্কিত নানা বিষয়ে সম্মেলনে আলোচনা হইবে। সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার জন্য নিম্নলিখিত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন :—

(১) প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা—মিঃ কে এম, নরীমান।

(২) শৈশব ও গৃহশিক্ষা—মিসেস্ পি, চৌধুরী।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা ও পল্লী-শিক্ষা—খান বাহাদুর টি আমেদ।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা—মিঃ পি, এন, ব্যানার্জী।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—মিঃ নির্মল সিদ্ধান্ত।

(৬) বৃত্তি-শিক্ষা—ডাঃ ভান সিসিল বটন।

(৭) পরীক্ষা—ডাঃ ফেণ্ডিল।

(৮) শিক্ষাসম্পর্কীয় গবেষণা—মিঃ আর বি, লক্ষনকর।

(৯) স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা—পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র।

(১০) আন্তর্জাতিকতা ও শান্তি—মিঃ পি, শেষাদ্রি (আগ্রা কলেজের অধ্যাপক)।

(১১) নৈতিক ও ধর্মশিক্ষা—অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনের সময় জনসাধারণের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের দ্বারা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করাও হইতেছে।

স্যর পি, সি, রায় ও মিঃ আর এল, জিলিয়াকাস (বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিউ এডুকেশন্যাল ফেলোসিপের চেয়ারম্যান), মিঃ ই, এস, ডোজন (ইংলণ্ডের কেণ্টের শিক্ষাবিভাগের পরিচালক), মিঃ ডাবুউ এম আর্ডস্ আর্ধ, মিঃ পি, এন, ব্যানার্জী ও অধ্যাপক সৈয়দ হোসেন।

আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আয়োজন

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী ঐক্য সমিতির পক্ষ হইতে ১৯শে হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আয়োজন হইতেছে। সভার উদ্যোক্তাগণের কোনর ব্রকওয়ে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহশীল। তিনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এরূপও জানা গিয়াছে যে, মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতির নিকট প্যারিসের উক্ত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়া পত্র পাঠাইবেন।

——

ঢাকায় বঙ্গীয় কংগ্রেস সম্মেলন

আগামী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ঢাকাতে বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্মেলনটি যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং বাঙ্গলার সকল জেলা হইতেই যাহাতে এই সম্মেলনে সভ্য প্রেরিত হয় তাহার জন্য কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সভ্যগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

বর্তমানে পূর্ববঙ্গে সকলনীতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে ত্রাস ও বিষাদ মনোভাব আছে উহা দূরীভূত করিয়া জনগণের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়া ঢাকা জিলায় এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হইবে, এইরূপ জানা গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, এই সম্মেলনের সময় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সভ্যগণের উদ্যোগে বিরাট কিষাণ সমাবেশ এবং ছাত্র সমাবেশ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের কলিকাতা আগমন

নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথমে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতায় দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া তিনি তথা হইতে পাটনা যাইবেন। সমাজতন্ত্রীদের কার্য্যাদি উপলক্ষেই তিনি কলিকাতায় আসিতেছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাজেট আলোচনা

রাষ্ট্রীয় পরিষদের বাজেট আলোচনার দিন এখনও স্থির হয় নাই। তবে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সেই সময় রেলওয়ে বাজেটও উপস্থিত করা হইবে।

——

কংগ্রেসের কার্য্যে দান

বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ও চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস তাঁহার বার্ষিক সমগ্র বেতন জেলা কংগ্রেস কমিটির ফাণ্ড নির্বাহের জন্য দান করিয়াছেন। এই অর্থ কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করিবার এবং দেশের অভাব-অভিযোগ মোচনের জন্য ব্যয়িত হউক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্য নির্বাহক সমিতি তাঁহার দান আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-আইন-সভার সদস্য শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসও তাঁহার বেতনের এক তৃতীয়াংশ চট্টগ্রাম জেলা কমিটির ফণ্ডে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধবাঁধা) ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ের-সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গৌরচরিত (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। দ্বাদশ-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভগবদ্বাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স আন বৈষ্ণব ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩ গীতাবলী ⁄০
৮৪ শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—মহামহোপাধ্যায় শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - তিমিল ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। তৈমিরাচলা শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাধিকারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
লোককল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্মৎসর তত্ত্বভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

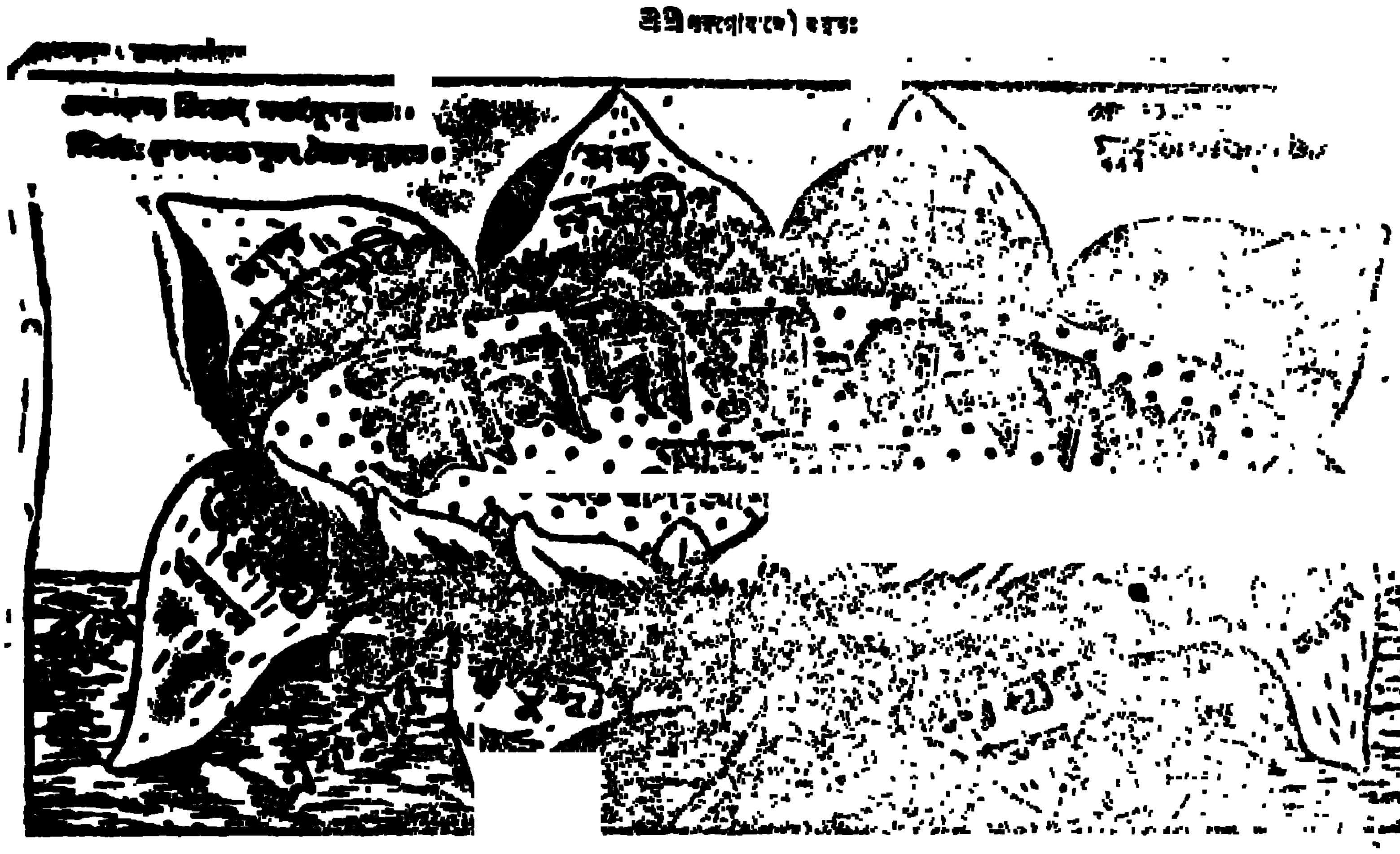

১২শ বর্ষ { ১৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৮১, ১৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৭৪, ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৭ [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(•)::——

রত্নাহাটে প্রচার

গত ১৬ই নভেম্বর তারিখে রত্নাহাট গ্রামে শ্রীযুত রাধাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ-অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন—যেখানে দ্রষ্টা আমি, সেখানে ভোগ-ত্যাগ-দুঃখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির রাজ্য। ত্যাগে কোথাও ফল্গুবৈরাগ্য বা প্রতিষ্ঠা-ভোগ আবার কোথাও বা নির্বিশেষ সাযুজ্যে চেতনসত্তার বিলুপ্তি ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেব চিদ্‌বিলাসের কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণার্থে 'অখণ্ডই হ'তে ব'লেছেন। ভোগ বা ...এর মালিক জীব নহে, জীব ভোগ্য বস্তু, ভোগবস্তুর কর্তা হ'চ্ছে ভোক্তার ইন্দ্রিয়তর্পণ করা।

আচার্য্য শঙ্কর ত্যাগের কথা ব'লেছেন। ভোগে পঞ্চোপাসনার কথা আছে; [illegible] কোন অদ্বিতীয় ভোক্তা নাই। সকল পুরুষের ধারণা—দেবতা কাম-পূরণের কর্তা। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রচারিত সনাতনধর্ম্ম সেরূপ নহে, সেটী আত্মধর্ম্ম, উহা লাগাইক সংস্কারের জাতি, বর্ণ বা আশ্রমের গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত। সেখানে কৃষ্ণ একমাত্র প্রভু, আর সমস্ত চেতনাচেতন জগৎ ভৃত্য। সেব্য-সেবক বা দ্রষ্টা-দৃশ্যের সম্বন্ধ-দর্শনই প্রয়োজন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা-লিপ্সায় প্রকাশিত হ'লে শুদ্ধ দর্শন লাভ হয় এবং তখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বুঝা যায়।

এ জগতে বিরহে কষ্ট আছে, বেদনা আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বিরহীর ম'তে যে সংবাদ দিয়ে এসেছিলেন তা'তে বিরহপাত্র অপেক্ষা বিরহীর নব নব রসপূর্ণ আনন্দের অফুরন্ত তরঙ্গ আছে, এটা চৈতন্যদেবের গূঢ় লীলা।

—

রত্নাহাট গ্রামে প্রচারকার্য্য করিয়া গত ১৮ই অক্টোবর স্বামীজী ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ আসামাভিমুখে রওনা হন। গত ২০শে অক্টোবর প্রাতে আসামদেশে স্বামীজী ধুবড়ীতে পৌঁছিয়াছেন। তথায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর বাণী প্রচারের বিশেষ আয়োজন হইয়াছে।

শ্রীশ্যামবৃন্দাবনের উৎসব-পঞ্জী

গত ১১ই নভেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রী [illegible] সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সায়াহ্নে উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহা-প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস সময়ে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ পাঠকালে ভাবের বর্ণনকালে ইহধামে আগমন এবং পুনঃগমনের কর্ম্মের নিশ্চয় ফল এখানে অবশ্যই প্রাপ্তব্য; বহু চেষ্টা করিয়াও কেহই তাহা অন্যথা করিতে পারেন না, পুর্ব্বক্রমানুসারী মানব যেরূপ আনন্দের উপভোগ করেন,

[illegible] সময় [illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible] আলোচনা হয়।

১৩ই নভেম্বর 'নন্দ'র [illegible] 'বিদ্যুৎকানন' পরিক্রমা হয়। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible] হইয়াছে লীলাকালে [illegible] জানেন, উহাই মহাপ্রভুর [illegible] স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "[illegible]" [illegible] "[illegible]" শ্লোক [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] করেন যে, তাঁহার [illegible] প্রসঙ্গে শ্রীপাদ "[illegible]" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন [illegible] মত যে

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম, কেবল মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া [illegible] ও অপদর্শন, ব্রহ্ম একমাত্র আছে, দ্বিতীয় বস্তু নাই এবং সেই ব্রহ্ম হও" [illegible] এ মতের বিরুদ্ধে স্বামীজী বলেন যে, ব্রহ্ম [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] হইয়াছিল। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজের বিবরণ করা হইয়াছিল।

——

"...ভগবানের প্রিয়তম—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাঁহার নির্দ্ধারণ আমাদের ভাগ্যোদয় ও সাধুবিবেচনার উপর নির্ভর করে। এবং ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনানুসারে, এখানে ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—সম্পূর্ণ তাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদ আমাদের অপ্রাপ্য জানিয়া নহে। ভগবৎপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই "মহা-মহা প্রসাদ"।

(বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ কেশব, আদি কারগোলপাড়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

গৃহে প্রবেশ করলেই যে হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বলতে পারি না। আমি ত' দেখছি আজকাল বৈষ্ণবসকল। আমি দেখছি তাঁ'দের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে! আমি কতটা পারত ছিলাম, তাঁ'দের সঙ্গে আমার সেই পার্থক্যতা কত কমে গেছে! আমি দেখছি, আমি বিমুখ হ'লেও সকলে হরিভজন করছেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের কৃপায় আমি জানতে পেরেছি—

"বৈষ্ণবের নিন্দা কভু নাহি পাড়ে কানে।
সবে কৃষ্ণ ভজে! তিঁহ এইমাত্র জানে॥"

আমি ত' দেখছি, সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন করছেন—ভগবানের সংসার সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হ'লো না—সকলেরই মঙ্গল হ'লো। আপনারা অন্যভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন, আপনাদের ভগবৎ-সেবায় উৎকণ্ঠা অধিক, তাই বলছেন, তাঁ'রা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁ'দিগকে হরিভজন করতে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হ'চ্ছে না। আপনারা চান যে, আপনাদের প্রাণপ্রভুর সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিকতরভাবে করেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—আমার ক্ষুদ্র আধার, তাই তাঁ'দের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্রভাজনে আমি ধরতে পারছি না, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁ'দের হরিভজনের চেষ্টা উপ্‌চে পড়্‌ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখ্‌তে পারছি না। ইঁহারা কেমন আচ্ছা আচ্ছা আদর্শ জীবন দেখিয়ে চ'লে যা'চ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন করতে পারলাম না; আমি কেবল পরছিদ্র-দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি!

বৈষ্ণবের ছিদ্র কা'রা অন্বেষণ করে?—আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়, যা'দের বাহ্যবিষয়-গ্রাহক চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সকল—যা'রা হরিভজন-বিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিভজন ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁ'র হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে; তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা' ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি তৃপ্ত লাভ ক'রেছেন ব'লেই আর ধনার্জ্জনের ক্লেশ ক'রতে চান না।

গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন যে, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও অমঙ্গল হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নাই—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। যাঁ'রা অনন্যভজন ক'রেছিলেন, তাঁ'রা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে পারেন? নিশ্চয়ই তাঁ'রা মঙ্গললাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ ক'রতে পারছি না।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

(ভাঃ ১১।২৮।১)

[আত্মা প্রকৃতি ও বিশ্ব পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না।]

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়লে অধোক্ষজ সেবা বঞ্চিত হ'ব, গুরুপাদপদ্ম-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলেই আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখবার সময় হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র-দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সর্ব্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুসেবা ক'রব, পরচর্চ্চাটা ছেড়ে দেব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বল্‌তে পারে না'—এরূপ পরচর্চ্চা কামনা নিয়ে যদি হরিচর্চ্চা ক'রি, তা'হ'লে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হ'বে। তা'হ'লে ভগবদ্ বৈমুখ্যকে কখনই আদর করবো না।

অপ্রাকৃত ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশ শ্রীগুরুপাদপদ্ম; সেই বিষয়বিগ্রহ দর্শনে চক্ষু-চক্র বদন। গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আরও ভক্তবর্গও আশ্রিত। আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝতে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থযুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা'হলে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই ত' জান্‌তে পারি তাঁ'র কোন্‌টি সিদ্ধ স্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উন্নত চেতনতার বিচারানুসারে যিনি যেভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই রূপবলে। বাৎসল্য-রসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে—শ্রীদাম-সুদাম, দাস্যরসে গুরুপাদপদ্ম—রক্তক-পত্রক। এই সকল বিষয়-আশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করতে করতে হৃদয়ে উপস্থিত হ'বে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না; সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবানের হৃদয়ে উদিত হ'য়ে থাকে। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই।

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবসেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা-প্রসঙ্গ হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসারবাসনায় পুনরায় বদ্ধপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষ-চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজনরাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হ'বেন

মহানাগের গোফাত্যাগ

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ফুলিয়াগ্রামে এক নির্জ্জন গোফায় হরিনাম-কীর্ত্তনে রত ছিলেন। ভক্তগণ নিয়ত সেইস্থানে আসিয়া ঠাকুরের নিকট শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণ করিতেন। কিন্তু সেই গোফার ভিতরে লোকলোচনের অন্তরালে এক ভীষণ বিষধর সর্প বাস করিত। সেই বিষধর সর্পের তীব্র বিষের জ্বালা ভক্তগণকে বড়ই উদ্বেগ প্রদান করিত। হরিগুণগান-শ্রবণ ভক্তগণের প্রাণ। তাঁহারা তীব্র জ্বালা সহ্য করিয়াও উহা পরিত্যাগ করিতে অপারগ ছিলেন। নিরন্তর শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার ব্যাকুল স্পৃহা তাঁহাদের হৃদয়ে থাকিলেও উদ্বেগ-প্রাপ্তির গূঢ় রহস্য সাক্ষাৎভাবে আত্ম-প্রকাশ না করার দরুণ উপায়ান্তরবিহীন অবস্থাতেই হরিদাসের শোকে দুঃখ ও হরি-কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা গোফায় ঠাকুরের নিকট না আসিয়াও থাকিতে পারিতেন না।

ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বভূতে সমদর্শী, পরম করুণ ও পরম নিরপেক্ষ। বিষধর ক্রূর সর্পকেও অমল হরিগুণ-গাথা শ্রবণের সুযোগ দিয়া তিনি সেই গোফায়ই বাস করিতেছিলেন। তিনি অদোষদর্শী, সর্ব্বভূতে পরমকরুণ হইলেও স্বীয় প্রভুসেবা'নরত ভক্তগণের প্রতি তিনি অধিক স্নিগ্ধতাসম্পন্ন। ভক্তের দুঃখ-সহনে তিনি চির-অসহিষ্ণু। ভক্তের তিলমাত্র দুঃখ দর্শনেও তাঁহার সব সংকল্প শিথিল হইয়া যায়। সদাভাবাপন্নাবস্থ ভক্তের দুঃখ-নিবারণার্থই তিনি সতত ব্যগ্র। ভক্তগণের

সময়।" এ কথাটি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

মঠবাসিগণের মধ্যে কাহারও গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোনও প্রকার অধঃপতিত হইতেছেন বুঝিতে পারিলে, তাঁহাকে সরলভাবে হরি-ভজনের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া সত্য সত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের সাহায্য সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

দুঃখ নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ভক্তদুঃখ-দুঃখীতপ্রাণ তিনি গোফা ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরের গোফা ত্যাগ করিতে হইল না। যে মুহূর্তে তিনি ইচ্ছা করিলেন, 'ভক্তগণ নিরুদ্বিগ্ন হউন, বিষের জালা দূরীভূত হউক, হরিগুণগাথা-শ্রবণকীর্ত্তনস্থলী নিত্য সুশীতল হউক' সেই মুহূর্তেই সেই ভীষণ বিষধর সর্প গোফা ত্যাগ করিয়া লোকলোচনে আত্ম-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল—তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইল—ভগবদ্বস্তু ব্যক্ত হইল। বিপ্রগণ ভক্তোদ্বেগপ্রদানকারী সেই মহা-নাগকে চিনিতে পারিলেন। সবিস্ময়ে তাঁহারা দেখিলেন, মহানাগ বিষধর হইলেও তাহার বাহ্য চাকচিক্য অত্যধিক, গায়ে তাহার লাল, নীল, শুক্ল, পীতাদি বিবিধ রং এবং মস্তকে এক পরমাশ্চর্য উজ্জ্বল মণি। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উক্ত ঘটনাটী সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণন আছে। যথা—

"হরিদাস বলেন—অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালা-পোড়া এ গোফায় নাহি বাসি॥

সবে দুঃখ'—তোমরা যে না পার' সহিতে।
এতেকে চলিনু কালি আর যে সে-ভিতে॥
• • •
'হরিদাস ছাড়িবেন' শুনিঞা বচন।
মহানাগ ছাড়িলেন স্থান সেইক্ষণ॥
গর্ত্ত হইতে উঠি' সর্প সন্ধ্যায় প্রবেশে।
সবেই দেখেন,—চলিলেন অন্য-দেশে॥
পরম অদ্ভুত সর্প—মহাভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্ল-বর্ণ—পরম সুন্দর॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে।
দেখি' ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরে॥
সর্প সে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥
দেখি' হরিদাস ঠাকুরের মহা শক্তি
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি॥
হরিদাস-ঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।
যাঁর বাক্যমাত্রে স্থান ছাড়িলেক নাগ॥
যাঁর দৃষ্টিমাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ অঃ)

সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে গৌরলীলা-প্রকটসময়ে গৌড়দেশে এই লীলার প্রকাশ হইয়াছিল। পুনরায় সাড়ে চারিশত বৎসর পরে আজ সাংকেত-লীলায় এই গৌড়মণ্ডলে সেই লীলারই অনুরূপ লীলা আরও পরিস্ফুট-ভাবে আরও প্রোজ্জ্বলভাবে,আরও উজ্জ্বলভাবে ভক্তগণসমক্ষে প্রকাশিত হইল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের অপার ভক্তবাৎসল্য এবং ভক্তির-বিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের অলৌকিক অভিমর্জ্জা-প্রভাব যুগপৎ সুপ্রকাশ করিয়া জগৎকে চমকিত করিল।

ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় বর্ত্তমানের শিরো-মণি মহারাজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর হরিকীর্ত্তনের বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে নির্ব্বিচারে কৃপা করিয়া সকলকেই ভক্তসমাগমে বাসের সুযোগ দিয়াছিলেন। অত্যন্ত ক্রূর সর্পসদৃশ পরম মৎসর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ভক্তোদ্বেগপ্রদানকারী পাষণ্ডিকুলকেও হরিকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ধন্য করিতে চাহিয়াছিলেন। পুনঃপুনঃ তাঁহাদের দুর্জ্জনের অপরাধাদিও সহাস্যবদনে ক্ষমা করিয়া, তাহাদের অত্যাচারাদি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াও তাহাদিগকে কৃপা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদিগের উদ্ধারচেষ্টায় গৌরসুন্দরের করুণা অপেক্ষাও তিনি অধিক করুণা-ধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহারা শুদ্ধ প্রতিষ্ঠা পূজার ভিক্ষা না পাইলে ভক্ত-সংসারে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাই তিনি তাহাদের ন্যায় পরম অযোগ্যকেও মহৎ প্রতিষ্ঠা ও জাগতিক বৈভব প্রদান করিয়া গণসমষ্টি সমক্ষে অধিকতর যোগ্য বলিয়া উপস্থাপিত করিবার অভিনয়, করিয়াও তাহাদিগকে কৃপা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' তাহারা এমন দয়াল প্রভুকে চিনিল না! তাঁহার প্রাণের ব্যথা বুঝিল না! 'পরাণাং কুজনানাং কেবলং বিষেশ্চিতং'—তাহাদের চরিত্রে এই নীতিই ফুটিয়া উঠিল। অহো! চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়, কি সে ভীষণ কঠিন দুর্জ্জনের হৃদয়, যাহার নিকট শ্রীল প্রভুপাদের অপার অসীম অগাধ করুণা-ধারাও উপেক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টপ্রচার-পরায়ণ একান্ত ভক্তগণ নিরন্তর ঐ সমস্ত পাষণ্ডিকুলদ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবের লীলাপুষ্টির জন্য সব জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও তাহাদিগকে উচ্চপদ না দিয়া, উচ্চ আসনে বসাইয়া নিজেরা দীনহীন কাঙ্গালের মত সসর্প-গৃহ-বাসবৎ কোনও প্রকারে ভক্তসংসারে বাস করিয়াছেন। মৎসর পাষণ্ডিকুল নিরত নিজেদেরই দুষ্প্রবৃত্তির অন্যতম ও সুবিধা খুঁজিতে গিয়া একান্ত বৈষ্ণবগণকে অশেষ বিশেষে নিরন্তর জর্জ্জরিত করিয়াছে। তাহারা এত বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করিয়াছে যে, প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণাও আর তাহারা গ্রহণে অসমর্থ। মূর্ত্তিমন্ত গৌরকরুণাশক্তির অপার্থিব করুণাও তাহারা হেলায় হারাইল। তাহাদের ব্যবহারে অচল হিমাদ্রিও নড়িয়া উঠিল। প্রভুপাদের অপরিসীম ধৈর্য্যও টলমল হইল। তাঁহার প্রাণের প্রাণ, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বদের মলিন বদন তিনি আর কত দেখিতে পারেন। পাষণ্ডকুলকে কৃপা করিবার জন্য আর কতদিন তিনি তাঁহার প্রাণের পুত্তলিগণকে সসর্প-গৃহবাস করাইয়া জর্জ্জরিত করাইবেন? তাই তিনি আর সহ্য করিলেন না। এক অচিন্ত্য অলৌকিক লীলাপ্রকাশ করিলেন।

ঠাকুর হরিদাস যেমন ইচ্ছা করিয়াছিলেন গোফা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তিনি ভক্তগণ ছাড়িয়া গেলেন না, পরন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি মূর্ত্তিমান্ হইয়া মৎসর ক্রূর নাগকে দূরে তাড়াইয়া দিল; প্রভুপাদও তেমনই অতক্র পাষণ্ডী ও বহির্ম্মুখ লোক-লোচনে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া গোফাত্যাগ-সদৃশ লোকশের ন্যায় মৎসর পাষণ্ডকুলের সঙ্গত্যাগের ইচ্ছাই ঘোষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার একান্ত দাসগণকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই—কোনদিনও যাইতে পারেন না। পাষণ্ড-কুলকে বঞ্চনা করিয়া ভক্তবৎসল ভক্তজন-পালক দয়ালের শিরোমণি প্রভুপাদ ভক্তের হৃদয়মন্দিরে নিত্যকাল প্রকাশিত আছেন—তেমনই উজ্জ্বলভাবে,তেমনই পরিস্ফুটভাবে। ভক্তগণ তাঁহাদের নিত্যপ্রভুকে হারান নাই। অভক্তগণের নিকটই তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; তাহারা দুর্ভাগ্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। ভক্তগণের কোন অভাব নাই, তাঁহারা বিপুল উৎসাহে প্রভুমনোহভীষ্ট পূরণ করিতেছেন। অকাতরে জগতে রূপরঘুনাথের কথা প্রচার করিতেছেন; ভক্তিবিনোদধারা উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তি প্রভুশ্রেষ্ঠ শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর অভিমর্জ্জা প্রভাবে প্রকাশিত হইয়া ভক্ত-দ্রোহী পাষণ্ডকুলকে অকস্মাৎ উলূকবৎ, সিংহ-গর্জ্জনে ফেরুপালবৎ দূরে বিতাড়িত করিয়াছে। 'গলায় চরণ কাষ পড়িয়া বিরাটে', 'আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়' এই সনাতন বাণী আমরা আজ আচার্য্যদেবের লীলায় প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎ-কৃত, হতাভিভূত, আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলাম। শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভুর এই দুঃসঙ্গবিদূরীকরণ ও ভক্তরক্ষণলীলা ঠাকুর হরিদাসের গোফাত্যাগস্পৃহার পর-বর্ত্তী লীলারই ন্যায়। ভক্তগণ তাঁহার এই অভিমর্জ্জা লীলাকে নিরোদ্ধৃত গোস্বামীর বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হন।

'দুরন্তাধ্বন্দ্বদুঃসঙ্গসন্ততি‌বিনাশিনে।
আচার্য্যবর্য্যায় প্রভবে নমো নমঃ॥
ভক্তিবিনোদসিদ্ধান্তসংস্থাপিতব্রতায়।
লোকমঙ্গলকারণচেতসে প্রভবে নমঃ॥

মহানাগ যেমন সন্ধ্যায় প্রবেশরূপ সন্ধিক্ষণে গোফাত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল পাষণ্ড-কুলসহ তাহাদের প্রভুও তেমনই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট ও আচার্য্যদেবের প্রকট এই সন্ধিক্ষণে, সন্ধ্যায় অন্ধকারে বহিষ্কারে উপনীত হইয়াছে। নীল, পীত, শুক্ল আদি বহুকাল রঙ ও পরমাশ্চর্য্যমণি-সদৃশ পাষণ্ডকুলের কিছু বাহ্য বৈভব আছে। তাহারাও জগৎ ভুলাইতে চেষ্টা করিলেও সুধীবৃন্দ উহাদের চিনিয়া ফেলিয়াছেন। বিষধর মহানাগ যতই বৈভব প্রকাশ করুক সুধীগণ কিন্তু তাহাদিগকে 'দূরত বন্দন' করিয়া আপনার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণই করিয়া থাকেন।

ভক্তসমাজের আজ দিন, সুশীতল; ভক্তগণ আর সে জ্বালা অনুভব করেন না। সর্ব্বান্তঃপ্রবিষ্ট ভক্তগণ পরস্পর ইষ্ট-গোষ্ঠী করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। মহানাগ তাহার বসতিস্থান সহ দূরে দূরীকৃত হইয়াছে, আর কি জ্বালা থাকে? তাহাকে সাক্ষাদ্ভাবেও তাড়াইতে হয় নাই। আচার্য্যদেবের ইচ্ছাশক্তিই তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন। এসমস্ত অচিন্ত্য লীলা অভক্তগণ বুঝিতে পারিবেন না, ভক্তগণের নিকট ইহা অগোচরও নাই—'বুঝয়ে রসিকভক্ত না বুঝয়ে মূঢ়'। আচার্য্যদেবের অভিমর্জ্জা প্রভাব দেখিয়া আজ আনন্দোচ্ছ্বাসে সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বকার ঠাকুর হরিদাসের সেই লীলা পুনঃ পুনঃ স্মরণপথে উদিত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত ঐ উক্ত শ্লোকগুলি উদিত হইতেছে—

"দেখি হরিদাস ঠাকুরের মহাশক্তি।
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের এ কোন প্রভাব।
যাঁর বাক্যমাত্রে স্থান ছাড়িলেক নাগ॥
যাঁর দৃষ্টিমাত্রে ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥

(চৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুরকে তত্ত্বত বাধা উদ্ধার করিতে হইয়াছিল কিন্তু আচার্য্যদেবের মাত্র ইচ্ছা ...র সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ দূরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। আজ তাঁহার কোটি-চন্দ্রসুশীতল পদছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তগণ করুণার সাগর প্রভুপাদের ভক্ত-বাৎসল্যলীলা স্মরণ করিয়া হইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পত্রমার্গ সম্পূর্ণ ক্রমাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৫০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৫০ ৪র্থ খণ্ড—৫০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

[illegible] মঠ:

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আড়াই চতুর্ভুজ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ব্যাজিপ্রচারকের 'নদীয়া প্রকাশ' দৈনিক পত্র। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী বাবাজী মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৪

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ সেবা শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] নবীচরণ রায় ভক্তিবিবুধ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকটকাশীশীলনাথ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিদ্যুত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—[illegible] বিপাদন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাস-ঠাকুর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীচৈতন্যবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক শ্রীব্রজমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ [illegible]।

(১৭) কুলিয়ার [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible]।

(১৮) [illegible] আসন

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

[illegible]

[illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পাট

কাঠাল[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক [illegible]।

(২১) বালিয়াটী গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী।

(২৩) ঢাকা-গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ

(২৪) গোপীনাথ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) সধাই-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার পোঃ মদনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিসিদ্ধান্ত এম্-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজার্ভেটরী হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) সত্যব্রত মঠ

[illegible], ইউ, পি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) মথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণ[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

হিল রোড বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়-নৃসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাগবালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) রেমুণা গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস বহুরূপী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (চাকদা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্রাম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয়-কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ট্রেনারেজক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রায়-সম্পাদিত শ্রীকালিদাস মজুমদার ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৩০শে অক্টোবর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
দুধকলম	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৮৲-৭৷৹
ধান্যকুলী	৫৷৹
বালাম নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৮৲
মিহি বেতুল	৪৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
গোবিন্দভোগ	১০৲-১০৷৹
ধান্যকুলী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বাদশাই	৫৲-৫৷৵৹
বাদশাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
	৭৲
ঐ বেতুল	৩৵৹

চিনির দর

জাভা, চাইনা	১০৸৵৹
[illegible] ১০০০ নং	১০/৹
[illegible]	৯৷৹
[illegible]	৮৷৹—৮৵৹
[illegible]	৭৸৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৫৷৹
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২৷৹

পাটের দর

	৪০৸৹
	৪০৸৹
[illegible]—	৪১৷৹
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵৹
[illegible] ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫/৹—৫৸৵৹
আটা (এন)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৸৹—২৸৵৹
[illegible]	১৪৸৵৹—১৫৸৹
[illegible]	১৪৵৹—১৫৵৹

মুগের দর

	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৬৲
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ঘি	১৩
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২৭।১১।৩৭

গৃহ নির্ম্মাণ—	দর প্রতি হন্দর
গৃহের কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাজা	৯৲—৯৷৹
দে-শার্কী হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম নব নাইজ ১০৸৵	
ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৷৹—১০৸৵৹
রড (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
[illegible] (কোনা)	৮৸৹—৯৷৹
টিন গ্যাঃ করগেট-সীট।	৷৵৹
৪ সেরা—	১৪৲
৬ সের—	১৩৸৹
৮ সের—	১৮৲
টিন গ্যাঃ প্লেন সীট।	
৪ সের—	১৪৷৹
৬ সের—	১৬৷৵৹
৮ সের—	১৩৸৵৹
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
৪ সের—	১৫৲
৬ সের—	১৭৸৹
গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ সের	
সীম	৷৵৫—৸৵৹
[illegible] কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৸৹
[illegible] বা ডিউ কাটা মণ	৩৷৵—৪৲
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৲—৭৷৹ হন্দর
[illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
[illegible]	৮৸৹—৯৷৹
[illegible] রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
	৮৸৹—১০৷৹
[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹
[illegible] হাপর ৫৵৹, পাটের হাপর ৬৷৹	
[illegible] হাপর ৪৷৹	

মুগের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের সোনার কাইন	৫৪৲
[illegible]	৬০৲
[illegible]	৭০৲
[illegible]	৫৭৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেপেরি প্রবন্দ

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷৹
[illegible]	১৬৷৹—১৭৲
[illegible]	১০৷৹—১১৷৹
[illegible]	১৫৷৹—১৭৷৹
[illegible]	১৭৲—১৮৷৹

[illegible]

[illegible] ষ্ট্রীট, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র। [illegible] বিনা ব্যয়ে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—৩	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১১-৪৩	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫০	৯ ৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] প্রাণরক্ষার একমাত্র [illegible] [illegible] প্লীহা যকৃৎ [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] হয় কিনা। মূল্য [illegible] ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরাবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।০
" ইঞ্চি ২	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৩৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ।৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌতপরেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং, ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিশদ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আর্ট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—মায়াপুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীমায়াপুরধামপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিপালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২২৭]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

বাঙ্গালোর অভিমুখে শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালোরের সায়েন্স ইনষ্টিটিউটের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের এক সভায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সোমবার রাত্রে বাঙ্গালোর রওনা হইয়াছেন।

বোম্বাইতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা

বোম্বাই প্রাদেশিক ছাত্রদলের পক্ষ হইতে মেসার্স টি, সোদীওয়ালা, পি, বি, হল্দনকর ও এস কে, পাতে সমন্বয়ে গঠিত একটী প্রতিনিধিদল বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর খেরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত খের বলেন যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য পরিষদের আগামী অধিবেশনেই তিনি বিল উপস্থিত করিবেন; তাঁহার এই সম্পর্কিত নীতি সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন।

হোনানে জাপানের পৃথক্ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা

চাংতে হইতে প্রাপ্ত একটী জাপানী সংবাদে প্রকাশ যে, হোনান প্রদেশে চাংকং হইতে পৃথক্ করিয়া স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে হোনানের বিভিন্ন সহর হইতে সাড়ে পাঁচ শত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। জাপ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে সাংবাদিকগণকে বলেন যে, চীনের অনেক অংশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ঐসব স্বায়ত্তশাসনশীল গবর্ণমেণ্টের সহিত জাপান সংযোগিতা করিতে পারে। যদি একটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসনশীল গবর্ণমেণ্ট চীনের অর্দ্ধাংশের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে স্পেনের ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ইহাকেই চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।" উত্তর চীনে একটি নূতন গবর্ণমেণ্ট জানুয়ারী মাসে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া প্রিন্স কোনোয়ে ইঙ্গিত করেন।

টোকিও হইতে প্রাপ্ত একটী সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানী কর্তৃপক্ষ সাংহাইস্থিত চীনা সংবাদ সেন্সর আফিস দখল করিয়াছেন।

মাদ্রিদের নিকটে বোমাবর্ষণ

মাদ্রিদ হইতে ২০ মাইল দূরে কোলমেনার ভিয়েজোর উপর বিদ্রোহীরা বিমান আক্রমণ করে; এই আক্রমণের ফলে ৫০জন নিহত ও ১১১ জন আহত হয়। টোলেডোর অন্তর্গত ওকানা গ্রামের উপরও বিদ্রোহী বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করে, ফলে ১৮ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী

গত ২৮শে নভেম্বর রাত্রে দিল্লী কুইন্স গার্ডেনে এক জনসভায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ও প্রতিষ্ঠানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে, উহা প্রত্যাহার করিবার দাবী করা হয়।

সকলে কংগ্রেসকর্মী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের-কর্মীগণ শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

মিরাট-ষড়যন্ত্রমামলা ও পেশোয়ার-বোমার মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়।

ভারত-সচিবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ভারতবর্ষে আগমন

ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডবলিউ ডিক্রফট জরুরী প্রয়োজনে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি বোম্বের অর্থ সচিব মিঃ লাঠের সহিত সেক্রেটারিয়েটে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রকাশ, মিঃ ক্রফট সমস্ত প্রদেশের অর্থ-সচিবগণের সহিত এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিবের সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন।

একদিনে ৪৫০টী ছোট মামলা নিষ্পত্তি

অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর ডাঃ এস, পি, সর্ব্বাধিকারী গত সোমবার ৪৫০টী ছোট মামলা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে আটআনা হইতে ১০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা করিয়াছেন। আসামীদিগকে মদ খাইয়া রাস্তায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, রাস্তার আইন-ভঙ্গ প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা দান

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ৫০ হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়াছেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য কাজের জন্য তিনি এই টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ঢাকা বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ টাকা দান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ পি, জে হার্টগ গত ২৯শে নভেম্বর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করার জন্য তিনি যে নিবেদন করিয়াছিলেন, তদনুসারে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য তিনি নিজাম বাহাদুরকে এবং তাঁহার শাসন পরিষদের সভাপতি স্যার আকবর হায়দরী এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মহীশূরে ভূকম্পন

মহীশূর হইতে ২৬শে নভেম্বর তারিখে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গত শনিবার রাত্রি প্রায় ১২টার সময় হেগাদাদেবেন কোটি তালুকে ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। ভূকম্পন এক মিনিট-কাল স্থায়ী হইয়াছিল। জনসাধারণ ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হইয়াছিল। প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণরাজনগরেও কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

ভ্যালেন্সিয়া ও বার্সিলোনার বিদেশী জাহাজ আক্রমণের সঙ্কল্প

সালামান্কায় স্পেনীয় বিদ্রোহী নৌ-বিভাগ গত ২৭শে নভেম্বর রাত্রে প্রচারিত এক ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন স্পেন ও মিনোর্কা দ্বীপের বন্দরগুলির সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ভ্যালেন্সিয়া ও বার্সিলোনায় প্রতিষ্ঠিত নিরপেক্ষ অঞ্চল উঠাইয়া দেওয়া দরকার; সুতরাং ঐ দুইটি বন্দরে এখন হইতে যে সব জাহাজ নোঙ্গর করিবে তাহাদের আক্রমণ করা হইবে।

বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮্
দশম স্কন্ধ— ২্
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ দাম) ৬্
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬্
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধ দাম) ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১্; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১্; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১্
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২্
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাথেয় ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১্
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২্
অবাঁধা) ১্
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিকাফলিকা গণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২্
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৶০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৶০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। শুভমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৶০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৶০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজী ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। সাইক্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত্ ওয়ান) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৶০
৮৪। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল সরস্বতীস্বামীর পরিচালনায় গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক মূল্য ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩্, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একত্রে পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকবার্তা শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রকাশিত, মূল্য সডাক ।০।

৪। পুরবার্তা—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্তিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; মূল্য
৬্ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

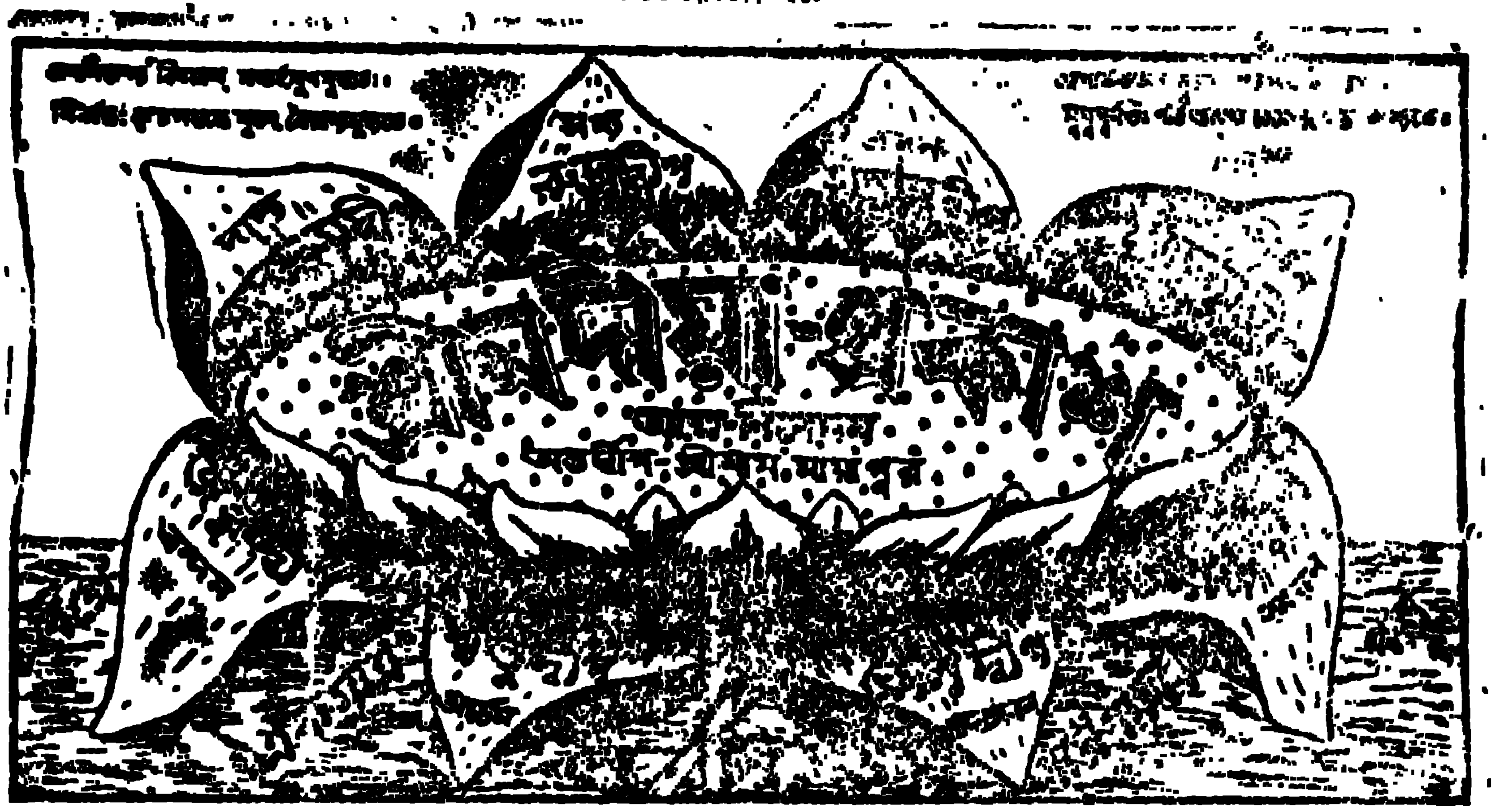

১২শবর্ষ { ১৫ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ২২৭৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(•)::——

দিল্লীতে প্রচার

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে দিবসত্রয়ব্যাপী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দর-কীর্তিত "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকের 'নিষ্কিঞ্চন' শব্দটীর বিশ্লেষণ করেন।

জগদ্রূপ বিষয়কে যিনি অবিষয় জানে উহাতে নিজসম্পর্ক যোজনা করেন না তিনিই নিষ্কিঞ্চন। জগতের লোক যাহাকে কিছু বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ জগজ্জন-সমাদৃত কোনরূপ কিছুই যাঁহার নাই তিনিই নিষ্কিঞ্চন। অবশ্য এই জগতের অনিত্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা নিষ্কিঞ্চনের লক্ষণ হইলেও তিনি নিত্য বিষয়ের প্রতি সর্বদা উন্মুখ, নিত্য বিষয়ের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত—হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাধনে ধনী। সে দিকে তাঁহার একটুকুও বৈরাগ্য নাই। জগজ্জীব যাহা লাভ করিতে যায়, যাহা লাভ করিয়া গর্বস্ফীত, অভিমানস্ফীত হয়, যে সমস্ত বস্তু লইয়া নিরন্তর তাহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ, আদর-আপ্যায়ন, কৌতূহল অর্থাৎ এককথায় যে সমস্ত বস্তু জগজ্জীবের লোভনীয় ও লভ্য হয় এবং যাহার প্রতি তাহারা অত্যন্ত মনোযোগী থাকে, নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণ সেইসকল বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন, অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁহারা এই সব বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াও জগজ্জীব যে-সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও অনধিকারী, তৎপ্রতি সর্বদা প্রবল মনোযোগী, অত্যন্ত সজাগ। গীতায়—

'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥'

শ্লোকে উক্ত ব্যাপারেরই বিশেষ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

নিষ্কিঞ্চনের কিছুই নাই কিম্বা সকলই আছে অথবা থাকিতে আপত্তি নাই। কিন্তু নিজের জন্য, নিজের কর্তৃত্বাধীনে অথবা নিজ নিয়মন-কর্তৃত্বে কোন কিছুর ব্যবহার তাঁহার সম্ভব হয় না। তিনি সমস্ত বস্তুই ভগবানের প্রিয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন।

হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তির নিষ্কিঞ্চনতা স্বতঃসিদ্ধ। নিষ্কিঞ্চন ভজনোন্মুখই নিত্য গুরুকৃপাধীন। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। কিন্তু নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় সেই স্বেচ্ছায় স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করে। অবশ্য জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও নহে। কিন্তু [illegible] স্বেচ্ছাময়, নিত্য স্বতন্ত্র। সেই জৈব স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহারই যথার্থ নিষ্কিঞ্চনতা। সর্বতোভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্তিকল্পে নিজের স্বাতন্ত্র্য কিছুর ব্যবহারই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা ভজনোন্মুখতা। কিন্তু যেস্থলে নিজ স্বতন্ত্রতা কৃষ্ণেতর বিষয়ের সম্বন্ধে ব্যবহৃত, সেখানেই ভজনবহির্মুখতা বা নিষ্কিঞ্চনতার বৈপরীত্য। আমরা [illegible], সুতরাং ভজনোন্মুখ হইতে চাই, সন্দেহ নাই। তাই নিষ্কিঞ্চনতার আদর্শ আমাদের অনুশীলনীয় ও অনুসরণীয়।

শ্রীকুঞ্জবিহারীজিউর নবমন্দির-প্রবেশোৎসব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের মনোভীষ্টানুসারে [illegible] আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব [illegible] গোস্বামী প্রভুবরের সঙ্কীর্তন-সেবানুকূল্যে গত ১৭ই নভেম্বর (১৯৩৭) [illegible] শ্রীরাধাকুণ্ডে [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ ও শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ শ্রীমথুরা-মণ্ডল [illegible] শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] বিপুল [illegible] শ্রীরাধাকুঞ্জবিহারী [illegible] নবমন্দিরে প্রবেশ করাইয়াছেন। নূতন মন্দিরটী অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহ [illegible] বিপুল [illegible] সময়ে [illegible] অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বিশিষ্ট দর্শক

গত ১১ই নভেম্বর, ১৯৩৭ শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতা হাইকোর্টের [illegible] অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল (১৮৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বরিশাল বি-এম কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ১৯০৩ খৃঃ হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত [illegible]) এবং তৎসহ কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজের ভূতপূর্ব [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] রায়চৌধুরী এম এ বি এল [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া অপরাহ্ন [illegible] ঘটিকা হইতে [illegible] ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজের নিকট এবং [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেবের [illegible] প্রভুর নিকট তত্ত্বকথাদি শ্রবণ করেন।

——

ধুবড়ীতে প্রচার

[illegible] শ্রীমদ্ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া বর্তমানে ধুবড়ী অঞ্চলে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন। তথায় [illegible] ২১শে নভেম্বর [illegible] করিয়াছিলেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"...ভগবানের নির্মাল্য,—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাহার নিরূপণ আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যবিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে। ... ভগবানের প্রসাদ আমাদের ... , এখানে ভগবানের ... লাভ করেন—... সম্পত্তি, তাঁহাদের ... আমাদের অপ্রাকৃতজনের ...। ভগবৎপ্রেমাঢ্য 'মহাপ্রসাদ' ... প্রসাদ লাভ করিয়া যাহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই 'মহা-মহা প্রসাদ'।

(বক্তৃতা ... দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ কেশব, নিখিল ... গৌরাব্দ ৪৫১

প্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ, ২রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণের ব্যয়ভারবহনকারী, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সর্বপ্রিয় অধ্যক্ষ প্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সপ্তম বার্ষিকী বিরহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ২রা ডিসেম্বর হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। ৬ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় কলিকাতার ... শ্রীযুক্ত ... পাল ... মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বক্তৃতা সভার অধিবেশন হইবে।

লোক-প্রচলিত নিয়মানুসারে কোন পরলোকগত মহাত্মার বার্ষিক স্মৃত্যুৎসবে অনুষ্ঠানের আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের প্রীত্যুৎপাদন-চেষ্টা দ্বারা অর্থ বা প্রতিষ্ঠালাভাকাঙ্ক্ষার দ্বার শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব নহে। "শ্রীল জগবন্ধু তাঁহার প্রথম জীবনে কিরূপ দরিদ্র ছিলেন, পরে নিজবুদ্ধিবলে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া কিরূপে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠে কত টাকা দান করিয়াছেন, তিনি কত বড় দাতা, তাঁহার অট্টালিকাদিও দাতা হইয়া এরূপ অর্জন ..."—এইরূপ সংবাদপত্রোক্ত প্রতিবর্ণন বাহ্যগৌড়ীয়মঠসেবকগণের বিচার নহে; পরেরা তাঁহার জীবনের ঐরূপ স্থূল দৃষ্টিতে বর্ণন করিবার পরিবর্তে তাঁহার সমগ্র ... লক্ষ্মী ... হরিসেবোপযোগী ... করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ... আত্মীয়তা তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে বহু অর্থ উপার্জন করাইয়াছেন, পরে সেই অর্থের এক প্রকারে সদ্ব্যবহার করাইয়া তাঁহাকে দিয়া অর্থযুক্ত জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—

"ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥"

[অর্থাৎ যাহারা অত্যন্ত মূঢ়, তাহারা যাগ-যজ্ঞ ব্যাপার এবং পূর্তকর্ম ও জলাশয়-নির্মাণ প্রভৃতি কর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে; ইহা অপেক্ষা আর যে কোন কল্যাণকর কর্ম আছে, তাহারা তাহা জানে না। সেই মূঢ়গণ স্বর্গে পুণ্যফল ভোগ করিয়া এই মর্ত্যলোক বা তদপেক্ষা হীনতর লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।]

শ্রীগুরুপাদ তাঁহার শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ো বিচার দান করিয়াছিলেন, তাই তিনি শুদ্ধ অহংমমতা স্থানে 'অহং' বলিতে 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ', 'মম' বলিতে গুরু-কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা বুঝিয়া সর্বান্তঃকরণে গান করিতে পারিয়াছেন,—

"অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময়॥
আমার আমি ত' নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল॥
আমার সর্বস্ব দেহ গেহ অনুচর।
ভাই বন্ধু দারা সুত দ্রব্য দ্বার ঘর॥
সে সব হইল তব, আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস॥
তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁহার সেবাবুদ্ধি উদ্বোধিত হইয়াছিল, তাই তিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় তাঁহার বহু কষ্টে উপার্জিত ও সঞ্চিত সংরক্ষিত অর্থ-বিত্ত সর্বস্ব সম্প্রদান করিতে পারিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট—বিশ্বের সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার। শ্রীল জগবন্ধু শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রেষ্ঠ নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রমুখ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ আদর্শ আচার-প্রচারপরায়ণ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারপ্রতিষ্ঠানের সেবায় তাঁহার সর্বস্ব সমর্পণের চিহ্ন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্ব, তাঁহার অমৃতময়ী শ্রীমুখবাণী এবং তাঁহার নিষ্কপট সেবোন্মুখ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রৌতবাণী শ্রবণের ফলেই জগবন্ধুর হৃদয়ে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অনুরাগ প্রদীপ্ত হইয়াছিল। গুরুপ্রেষ্ঠ নামধারী কোন কোন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট সেবা বার্তা ও উৎসাহিত করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীজগবন্ধুর হৃদয়ে সেবা-প্রবৃত্তি প্রদান করাইবার যে চাতুর্য্যতা বলপূর্বক আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং তাঁহার (শ্রীজগবন্ধুর) আত্মীয়স্বজনের প্রিয় হইবার ছলে তাঁহাদের সম্পদ-গ্রহণের যে চক্রান্ত অবলম্বন করেন, তাহা কখনই শ্রীগুরু গৌর-প্রকাশ্যানুষ্ঠান নহে। শ্রীজগবন্ধু তাহা তাঁহার প্রকটকালেও বুঝিয়াছিলেন বলিয়া প্রয়াণকালে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-সেবার কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, ইহা বারংবার বলিয়া গিয়াছিলেন।

"শ্রী[illegible]" বিচার না হইলেই নিজস্বপনতার সম্বন্ধ আসিয়া নানাপ্রকার কপট প্রেম ও প্রীতির আড়ম্বর প্রদর্শিত হইতে থাকে। ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনমুখে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বা আত্মীয়তা গ্রহণ না রাখিয়া যে অভিজাত্য অনাবশ্যক প্রদর্শনী উদ্ধৃত হয়, তাহা কেবল কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃষ্ণকথামৃত নিজে আস্বাদন করিবার বিচার সহ অন্যকে আস্বাদন করাইবার যে বিচার অবলম্বন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার পরিচায়ক। সেব্যের সুখানুসন্ধানোদ্দেশে সকলের স্বার্থ কেন্দ্রীভূত করিয়া যে পরস্পর মিলনচেষ্টা সম্পাদিত হয়, তাহাই বাস্তব মিলন আনয়ন করে, নতুবা জাগতিক প্রীতি বা পূজার ভান মাত্র প্রদর্শন হইয়া যায়। পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা আন্তরিক আদরকে শ্রীসনাতন প্রভু কখনই বহুমানন করিতে পারেন নাই। সাধু, শাস্ত্র বা গুরু বাক্যের দোহাই দিয়া বা অবৈষ্ণবের ভাষা উড়াইয়া দুই চারিটী মিষ্ট কথা বলিয়া আদর-আপ্যায়ন দেখাইতে গিয়া যে লোকাকর্ষণ-চেষ্টা তাহার তার অতি তুচ্ছ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা আর কিছুই নহে। শ্রীগুরুকৃপামৃত-পরিবেশনকারী শ্রীজগবন্ধুপ্রভু শ্রীগুরুদেব ও তদনুগত বৈষ্ণবগণকে সাধারণ জাগতিক প্রদর্শনীর দ্রব্যে পরিণত করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লোক তাঁহাদের ভোটাট দিয়া দিতে popular বা একজন গণ্যমান্য কিছু হইবার এবং নানা ছলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের উপকরণ-সংগ্রহচেষ্টা যে আদৌ গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় নহে, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার সেবক জগবন্ধু বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল গুরুপ্রেষ্ঠব্রুবগণের Commercial interest প্রবল দেখিয়া শ্রীগৌড়ীয় ও 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশে'র বিভিন্ন প্রবন্ধে বক্তৃতা ও কথোপকথনের মধ্যে উহাদিগের অবৈধ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইট পাটকেল, পাথর, চূণ সুরকিকে শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিনই গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান বলেন নাই, তাদৃশ ইটকাঠের স্তূপের জন্যও শ্রীজগবন্ধুর সর্বস্ব ভিক্ষা করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-প্রকাশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতেই বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের জগদ্ব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারের অন্যতম সহায়কতাস্থলেই শ্রীজগবন্ধুর দানের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হ'য়ে রই" এই কথাটি জগবন্ধু নিজে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিজহস্তে স্বাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বলি-বামন-সংবাদে বলির আত্মসমর্পণ-বিচার শুনিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই বাক্য হইতেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রীভগবদ্দ্রব্য ভগবৎসেবায় প্রদান করিবার নাম দাতৃত্ব নহে। তাঁহার সেবায় সর্বাত্মসমর্পণই প্রকৃত দানের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বাগ্রে প্রকাশকের হরিকথামৃত-বিতরণ-কার্য্যকেই ভূরি দান বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। মহাবদান্য মহাপ্রভুর হরিকথামৃত-বিতরণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাবদান্য-লীলা। তাঁহার সেই লীলার পুষ্টিকারক বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য যাহার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় নিযুক্ত করাতেই দানের বৈশিষ্ট্য সম্পাদিত হয়। যেখানে ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সেখানে নানা অনর্থ প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলার কিছুকাল পূর্বে দার্জিলিঙে অবস্থানকালে তাঁহার নিত্য-পরিচর্যাকারী কাঙ্গাল ভক্তগোপীর বাণীবাক্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট

ছিলা বলিয়াছিলেন,—"উত্তর-কলিকাতায় একটী 'ঠাকুরবাড়ী' হইয়াছে। কুঞ্জবাবু ও কীর্ত্তন প্রভৃতি থাকুন। আমাদের কলিকাতায় অন্যত্র একটী স্থান লওয়া আবশ্যক। বাসুদেব সেখানে মঠরক্ষক থাকিবেন"—এই বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ ঠাকুরবাড়ীর বিচারের সহিত শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তনস্থান মঠকে সমপর্য্যায়ে স্থাপন করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জবাবু ও কীর্ত্তন প্রভৃতির শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল বিচারে অসন্তুষ্ট ও ব্যথিত হইয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কুঞ্জবাবুর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, ভক্তিপ্রচার প্রচার-বিষয়ে কোন প্রকার উৎসাহ ছিল না বলিয়া প্রভুপাদ অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া তত্ত কামনা করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটকালের কয়েক দিন পূর্বে (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬) শ্রীভক্তিবিজয়-বিগ্রহভিষেকার যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার শেষ বক্তৃতা, তাহাতে বলিয়াছিলেন—

"শুদ্ধভক্তি আশ্রয়কদের কথা: তাহাই পরমপ্রয়োজনীয়। যিনি তাহা কীর্ত্তনের সহায়তা করেন, তিনিই আমাদের পরম-আত্মীয়—পরমবান্ধব। শ্রীজগবন্ধু আমাদের নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ক'রে আজ পিতৃস্থানীয় হ'য়েছেন। ভগবদ্বাসরে কৃষ্ণকীর্ত্তনের—কৃষ্ণকথা-শ্রবণের স্থান ক'রে তিনি আমাদের পিতা বা পালকের স্থান অধিকার ক'রেছেন। * * অদ্যকার স্মরণীয় দিবসে যাঁ'রা সেই পিতৃপুরুষের স্মরণ করেন, আমার মনের কথা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁ'দের নিত্যমঙ্গল লাভ হ'বে"।

সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরি-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীজগবন্ধুর সুশবিত্র স্মৃতির প্রকৃত তর্পণ সাধিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল জগবন্ধুর সম্পত্তিকে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে বর্ণনীয় হইয়া মাতৃদেবের কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে আমরা তাঁহাদের সেই মাতৃদেবের স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তনপ্রতিষ্ঠানের প্রচারকার্য্যে আনুকূল্য করা দূরে থাকুক, নানাপ্রকার বাধাপ্রদানই এখন তাঁহাদের ও তাঁহার বান্ধব প্রধান কৃত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে গুরুদ্রোহী কুঞ্জবাবুর দল নানাভাবে Propaganda করিতেছেন। ইহা "পিতৃতুল্য" জগবন্ধুর প্রতি আজ কেমন ব্যবহার হইতেছে বটে! এই পিতৃ-বাৎসল্য!! "মুখে মায়া মূত্যু যায়" নীতির ন্যায় কুঞ্জবাবুর দল উৎসব-আড়ম্বর দেখাইয়া, নানা কাহিনী কাঁদিয়া শ্রীজগবন্ধুর সেবিত প্রাণাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার জন্য যে সকল ম'গত বিচার অবলম্বন করিয়া, জগবন্ধুর পত্নীদের নিকট নাম কিনিতে গিয়া, জগবন্ধুকে অধিক প্রীতি-প্রদর্শনের যে কপট প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহাতে জগবন্ধু আজ তাঁহাদের ব্যবহারে কিরূপ সন্তুষ্ট হইতেছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের কথিত পিতৃতুল্য ব্যক্তির কি প্রকার সম্মান রক্ষা হইয়াছে, তাহা অন্তর্যামী ভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণই জানেন।

শ্রীজগবন্ধুর আরাধ্য রাধাবিনোদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র ট্রাষ্টি ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অন্তরঙ্গ গৌড়ীয়দিগের আচার্য্যবর্য্য ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুচরণের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনমুখরিত থাকায় শ্রীজগবন্ধুর মঠোৎসব হওয়ায় জগবন্ধুর কতই না আনন্দ হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ, মহোদয় পূর্বাহ্নে, অপরাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে পাঠ-কীর্ত্তনের পরও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া মঠ যে সাক্ষাৎ চেতনবস্তু, তাহা জানিবার জনগণকে উপলব্ধির সুযোগ প্রদান ক'রতেছেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুদেবের হৃদয় নববারিমান উৎসাহে উৎসাহান্বিত করিতেছেন। 'গৌড়ীয়'-পত্রের নিয়মক বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে 'অনুভাষ্য', 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ', 'পরমগুরুদেব শ্রীগৌরকিশোর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথাও সর্ব্বত্র প্রচারিত প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের উৎসাহে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম বৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠমন্দিরে পরম-উৎসাহে সেবা-পূজা ও প্রচারকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীল জগবন্ধু আজ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম প্রতিষ্ঠানের এত বিপদের মধ্যেও এইরূপ সেবাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া কতই না তুষ্ট হইতেছেন।

শুদ্ধ কীর্ত্তনোৎসবময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং তাহার গৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীজগবন্ধুর জীবাতু। সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবার—শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সেবার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আজ যাহারা জগবন্ধুর প্রতি কপট প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সন্তোষবিধানের চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছে, তাহা সরলপ্রাণ অর্চ্চনাঙ্গ সেবকপ্রবর জগবন্ধুকে আনন্দ প্রদানের পরিবর্ত্তে অতীব কঠিনভাবে মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে বিশুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনেই জগবন্ধুর আনন্দ। আমাদেরও তাহাই অনুসরণীয় হউক।

নাড়া

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর উক্তিতে 'নাড়া' এই শব্দটী দেখিতে পাই। এই 'নাড়া' শব্দ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই নাড়া শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমরা প্রায় অনেকেই জানি না। যাহার মাথায় কেশ নাই এইরূপ ব্যক্তিকেই সাধারণতঃ নেড়া বা 'নাড়া' বলে। এদেশে উপহাসচ্ছলে এই নাড়া শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু 'নাড়া' শব্দ কি এই অর্থে শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুতে প্রযোজ্য হইয়াছে? না, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপুরুষ; তাঁহার মস্তকে কেশাভাব ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিয়াছেন পর্য্যন্ত বাক্যে আমরা উপরিউক্ত বাক্যের অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারি। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথম যে'দিন শ্রীমায়াপুরে নিজাবেশে "নাড়া", "নাড়া" বলিয়া শান্তিপুরনাথ শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে আহ্বান করিতে লাগিলেন তখন শ্রীবাসাদি কেহই তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, অদ্বৈত প্রভুকে তিনি 'নাড়া' বলেন। নেড়া শব্দের অপভ্রংশই যদি নাড়া হইত, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মস্তকে যদি যথার্থই কেশ না থাকিত, তবে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের তাহা বুঝিতে কষ্ট হইত না। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নাড়া শব্দের কোন গূঢ়ার্থ আছে।

নেড়া বা 'নাড়া' শব্দ উপহাস বাচক। 'নাড়া' শব্দের অর্থ যদি নেড়াই হয়, তাহা হইলেই বা মহাপ্রভু যাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিতেন সেই অদ্বৈত প্রভুকে তাঁহার বিদ্রূপ করা কিরূপে সম্ভব? তবে নাড়া শব্দের অর্থ কি?

মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে 'নাড়া' বলিতেন—আবেশ অবস্থায়। সহজ সময় তিনি কখনও তাঁহাকে 'নাড়া' বলিয়া ডাকেন নাই। একথা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভুর যত অলৌকিক কান্তি বা প্রকাশ্য ঈশ্বরভাব ঐ আবেশ অবস্থায়ই দেখা যাইত। এই সময়েই তিনি বলিতেন,—

> ভজিয়া আছিলু মুঞি ক্ষীরোদসাগরে।
> নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর, নাড়ার হুঙ্কারে।
>
> (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

অদ্বৈতপ্রভুর আরাধনাতেই শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নিদ্রাভঙ্গ ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু (কঠোর আরাধনায়) তাঁহাকে নাড়িয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আনিয়াছেন। অতএব অর্থ হইল—'যে নাড়িয়া আনিয়াছে, সেইই নাড়া।'

এই 'নাড়া' শব্দের অনেকে অনেকরূপ অর্থ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রৌতপন্থী আমাদের মহাজনের পথই অনুসরণীয়। তাই গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"শ্রীমহাপ্রভু শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভুকে 'নাড়া' শব্দে উক্ত করিয়াছেন। ঐ 'নাড়া'-শব্দের অনেক প্রকার অর্থ শুনিয়াছি। কোনও বৈষ্ণব পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, নারশব্দে জীবসমষ্টি; তাহাতে অধিষ্ঠান মহাবিষ্ণুকে 'নারা' বলা হয়। সেই 'নারা'-শব্দের অপভ্রংশ কি 'নাড়া'? রাঢ়দেশীয় লোকেরা অনেকস্থলে 'র' স্থানে 'ড়' বলিয়া থাকেন তাহাতেই কি 'নারা' শব্দ নাড়া বলিয়া লেখা হইয়াছে? এই অর্থটী অনেকাংশে ভাল বলিয়া বোধ হয়।"

নির্য্যাণ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক আসাম-দেশীয় শ্রীপাদ গৌরাঙ্গদাস অধিকারী মহোদয়ের গত ২৯শে নভেম্বর সোমবার পূর্বাহ্নে কলিকাতায় নির্য্যাণ-প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠ এবং নবধাম মণ্ডলের বিভিন্ন মঠসমূহে অবস্থান করিয়া একান্ত-ভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি কয়েকমাস যাবৎ তিনি অসুখের আক্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার মিষ্ট সরল অমায়িক ব্যবহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা তাঁহার সমবিচ্ছেদে হইয়া গভীর বিরহ অনুভব করিতেছি।

গত ১২ই নভেম্বর নিউ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে Chief of Gavana শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্'ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহের দর্শন এবং পাশ্চাত্যে প্রচারকারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর প্রচারসাফল্যের কথা শুনিয়া অতীব আনন্দানুভব করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। স্বপাচীন এবং ভাক্তিপ্রচারকার্য্যের প্রকাশ্যমণ্ডপ আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং, বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ স্থাপিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃ সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) শ্রীআনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরগণের দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ ভাতশালা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর প্রভুর পাটবাড়ীর স্থান

রক্ষক—শ্রীরামেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনার্জুনভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

শ্রীচন্দ্রপুর, রক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমুক্তি দেবী পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) গদাধর মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালপাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপল্লি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদপুর পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালগৌড়ীয়মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জনভক্তিশাস্ত্রী এম, এ,, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ কাঁথি, জেঃ মেদিনীপুর, ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ.

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীঋষিকেশবী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দবাদন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরণা রোড, গয়া

রক্ষক শ্রীশ্রীপতিদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসাধনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইষ্ট, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

নন্দ, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেপালপুর,

পোঃ জোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ারম্যান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

- (৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কমলাপুর বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ · লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীশালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবুড়ী, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৩০শে অক্টোবর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রাজা চাল	৫৷৷০
ঐ নতুন	৫৲
ভাটভালাম	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
বাসমতী নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোয়েড় কোমানিজি	৭৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নুতন আতপ	৪৲—৪৷৵
সেওড়াবাড়ী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বাখারি	৫৲-৫৵০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷০
ভাটভালাম	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

[illegible]	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible]	৯৷
[illegible]	৮৷০—৯৵০
[illegible]	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৫৷০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৩০৷০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] নতুন—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷০
	৬৲—৬৵০
[illegible] (বি)	৫৷০—৫৷৵০
[illegible] নং (২	৫৵০—৫৷৵০
[illegible] (এস)	৫৲—৫৷০
[illegible] (কে)	৪৷০—৪৷৵০
[illegible] নং (এ)	৪৷০—৪৷৵০
[illegible]	১১৵০—১৷০
	১১৵০—১১৵০

[illegible] দর

	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲

তার	৪৬
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২৭।১১।৩৭

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাকা	৯৲—৯৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ ১০৷৵	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৷০—১০৷৵০
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	৷৵০
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৷৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৭৷০
গ্যাঃ তার্কা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	৷৵৫—৷৷৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
মেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৵—৪৲
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৲—৭৷৵ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইঃ	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, গজালে	৮৷০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
[illegible]	৮৷০—১০৷০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲, নকল ২০৷০	
চৌকসের হাপর ৫৵০, গাটের হাপর ৬৷০	
কুমার হাপর ৪৷০	

[illegible] দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

[illegible] সোনার লাইন	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible] লাইন	৪০৲
[illegible]	৫০৲
ঐ লাইন	৫১৲

[illegible] মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১৷০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

[illegible] বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

:০:

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] আলোক

[illegible] বাতাস—[illegible]: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] ও [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই [illegible] ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় [illegible] করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—[illegible]	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	[illegible]	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	[illegible]	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	[illegible]	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

[illegible]

[illegible] জীর্ণ [illegible] একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible]

[illegible] ১০০ [illegible]।

[illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible] . ২৫ [illegible]।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বহুদিন লোকলোচনের অন্তরালে থাকা ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবাচার্য্যের অপ্রকট লীলা-চরিত্র এতাবৎকাল পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ৫০ বৎসর পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় সর্ববাদিসম্মত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কর্ত্তৃক সংগৃহীত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১১২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনে
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাক মাশুল সমেত)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট গ্রন্থে মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতের তুলনামূলক শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক সূচিপত্র ও শব্দার্থ-সূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

[illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২২৮]

বিবিধ সংবাদ

——(কলিকাতা)——

জাপ-বাহিনীর ক্রত নানকিংয়ের দিকে অগ্রসর

জাপানী ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানী [illegible] দুর্বল [illegible] এবং তাহারা [illegible] অগ্রসর হইতেছে। চীনা সৈন্যগণের উপর স্থল, জল ও বিমান হইতে সমানভাবে গুলী-গোলা ও বোমাবর্ষণ করা হয়। জাপানীরা [illegible] ৮৫০০ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইতোপূর্বে জাপানীরা সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে, [illegible] দুর্ভেদ্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] উপর দিয়া রেলওয়ে রচনা করা হইয়াছে।

জাপানীরা যেরূপ দ্রুত [illegible] অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে [illegible] একটি [illegible] আশ্রয় লইয়াছে। [illegible] আমেরিকান, [illegible] ও জাপান [illegible] কোন [illegible] নাই। আমেরিকান [illegible] মার্কিন [illegible] হইতে [illegible] [illegible] ত্যাগ করিতে [illegible]।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞপ্তি

[illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান [illegible] গভর্ণমেন্টের নিকট আবার এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছে। [illegible] যে পূর্বে যে [illegible] এবং [illegible] করা হইয়াছে।

শিল্প-কলা [illegible] স্থানান্তরিত করা হইয়াছে

গত বৎসর লণ্ডন-প্রদর্শনীতে যে সব বহুমূল্য [illegible] প্রেরিত হইয়া [illegible] চীনের [illegible] অন্যত্র [illegible] চীনের কর্তৃপক্ষ স্থানান্তরিত করিতেছেন।

যাদুঘর ও [illegible]

আগামী ৩ই ডিসেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত [illegible] যে যাদুঘর সম্মেলন হইবে, উহাতে [illegible] যাদুঘর [illegible] আলোচনা হইবে। যাদুঘরের সংখ্যা [illegible] আলোচনা হইবে। [illegible] স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যাদুঘর-[illegible] আলোচনা হইবে। তাহা ছাড়া যাদুঘরগুলিতে প্রদর্শনের [illegible] বিভিন্ন [illegible] যাদুঘরগুলির মধ্যে বিনিময় [illegible]

[illegible] আলোচনা হইবে।

[illegible]-ভারত [illegible] ইস্তাহার

[illegible] এক [illegible] বর্তমান [illegible] তাঁহারা [illegible] পারেন না।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট এখনও চলিতেছে। ছাত্রগণের এক সভায় একটি ধর্মঘট-কমিটী গঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের একটি সভা হইয়াছিল। তাহাতে [illegible] প্রধান অধ্যাপক ডাঃ [illegible] বক্তব্য শুনিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, [illegible] অবলম্বন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ডাঃ [illegible] পরীক্ষা [illegible]।

[illegible] এম-সি, শ্রেণীর দুইজন ছাত্রকে বিতাড়িত করার জন্য ধর্মঘট আরম্ভ হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাহায্য

যুক্ত-প্রদেশের [illegible] ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন স্থাপন করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে দীর্ঘ দিনের [illegible] আবশ্যক দেওয়া হইবে। [illegible] টাকা

[illegible] করিবা হইবে। [illegible] বৎসরের [illegible] গভর্ণমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানকে [illegible] টাকা দান করিবেন। যে টাকা [illegible] নাই, তাহার [illegible] গভর্ণমেন্ট [illegible] টাকা দান করিবেন। [illegible] টাকা [illegible] গভর্ণমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থ-সাহায্য করিবেন।

[illegible]

গত ২৯শে নভেম্বর [illegible] নাগপুর [illegible] হইবে। [illegible] ১৩ই ডিসেম্বর [illegible] একটি [illegible] হইবে এবং [illegible] অভাব [illegible] হইবে। [illegible] করেন। তিনি [illegible] বলেন যে, মধ্যপ্রদেশের [illegible] সম্পর্কে কোন [illegible] নাই। তিনি [illegible] গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ [illegible] করেন।

পার্লামেন্টে বৃটিশ সামরিক বিভাগ

[illegible] আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে [illegible] হইবেন। [illegible] একটি যোগাযোগ [illegible] রহিয়াছেন।

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯।১২।৩৭

(১)

১০৩৮ খাজানা ৩৭ দাবী ১০/৯

ডিঃ রঞ্জিকার সাহা

দেঃ চন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং ২৯১৮নং খং -৬১ শতক জমির ৸৵০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২)

১০৪৯ খাজানা ৩৭ দাবী ১৯৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রামচন্দ্র পাড়ুই সাং গঙ্গাপোতা পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং ২৮১২নং খং ১-৫৮ শতক জমির ২৸৵০ জমা, যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১০৫০ খাজানা ৩৭ দাবী ১৭৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ কুমুদ ভূষণ মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং ২৯১৫নং খং ও আর্দ্ধ ২৯১৬ ও ২৯১৭নং খং ১-৫২ শতক জমির ২৵০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ১৩।১২।৩৭

(১)

৬৯৯ খাজানা ৩৭ দাবী ৭৸০

ডিঃ গিরীন্দ্র মণ্ডল দিং

দেঃ দিল্লির সেখ দিং সাং গোয়াড়ী, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে নদীগাছা গ্রামে ডিঃ নং ১৩৬নং খং ৭-৫০ শতক জমির ১৸৵৬ পাই জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২)

৯৬১ খাজানা ৩৭ দাবী ২৪।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মোকতার সাইন দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে নদীগাছা গ্রামে ডিঃ নং ৪২১নং খং ৪-২৫ শতক জমির ১১/৯ পাই জমা, যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৯০২ খাজানা ৩৭ দাবী ১৭৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচু মণ্ডল দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে নদীগাছা গ্রামে ডিঃ নং ৪৬৩নং খং ১-৫৬ শতক জমির ৩/৬ পাই জমা, যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

৯০৪ খাজানা ৩৭ দাবী ১৩/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কটিক মণ্ডল দিং সাং বিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে পিতাম্বরপুরগ্রামে ডিঃ নং ৩২৬নং খং ২-২২শঃ জমির ২।০ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

৯০৮ খাজানা ৩৭ দাবী ১১৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ করমান মোল্লা দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে নদীগাছাগ্রামে ডিঃ নং ৬১নং খং ১-৫৮শঃ জমির ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট খাজনা [illegible] যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য ৫৲

(৬)

৯১৮ খাজানা ৩৭ দাবী ১২৬৸৵৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী

দেঃ হরিদাসী বন্দী সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে এনায়েতপুর গ্রামে ডিঃ নং মোট আর্দ্ধ বকম বাৎসরিক ১০০৲ টাকা [illegible] মৌরসী জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৯৯০ খাজানা ৩৭ দাবী ১৫২৵০

ডিঃ বজেশ্বর পালচৌধুরী দিং

দেঃ রহিম মল্লিক দিং সাং ডাকলাহি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ডাকলাহিগ্রামে ডিঃ নং নির্দ্দিষ্টকৃত ২৮/৪৸৵০ বিঘা জমির যে খাজনা লেখা যায় যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য ২৫৲

(৮)

১০০৪ খাজানা ৩৭ দাবী ৭০।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবন বিবি দিং সাং ডাকলাহি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ডাকলাহিগ্রামে ডিঃ নং ৩২৮।৪৫৪।৫০৮।৬২৪।৭৭৩।৯১।৯৯৬নং খং ১০।২৵০ বিঘা জমির ১১৸৵৫ জমা যাহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

১০৭৪ খাজানা ৩৭ দাবী ২৫।৸০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দেবী দিং

দেঃ হৈমবতী দাসী সাং মুরারিপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুরারিপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩৯৸/৭ টাকার যে পত্তনি জমা লেখা যায় উক্ত জমির মোট খাজনা [illegible] বরবস হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও সেবকাদির প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৮৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৫৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২,

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-০৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৬	১২ ১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যতীর্থ কবিরত্নের

বেতালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] প্রশংসিত জীর্ণ [illegible] পাঁচন [illegible] ঔষধ [illegible] প্রভৃতি [illegible] থাকে। [illegible] এবং [illegible] ব্যবহার [illegible]। [illegible] মূল্য [illegible] বড় [illegible] ১৸০ মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ১৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৫২, ১৮ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৪ঠা ডিসেম্বর ইং ১৯৩৮, রবিবার সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার

গত ১৮ই নভেম্বর চাতুর্মাস্য ও ঊর্জ্জব্রত সমাপনদিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ মঠমন্দিরে বহু ব্যক্তির সমক্ষে ঊর্জ্জব্রতের তাৎপর্য্য ও কি ভাবে উহা পালন করিতে হয় এবং ঊর্জ্জব্রত পালনে জীবের কি মঙ্গল লাভ হয় প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। উক্ত দিবস ঊর্জ্জব্রত সমাপন নিমিত্ত মঠে একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। বহু সজ্জন ব্যক্তি ঐ দিবস উৎসবে যোগদান ও পাঠ শ্রবণ জন্য শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণে সকলে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। তৎপর সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত সভায় যে সমস্ত সজ্জন ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে [illegible] শ্রীযুক্ত কালী বাবু ও [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু প্রভৃতি সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বড়কোঁড়ায় প্রচার

গত ১২ই নভেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ বৈখানস মহারাজ বহরমপুরের নিকটস্থ বড়কোদলা গ্রামবাসী শ্রীকালীনাথ পুঁই কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন এবং তথাকার গ্রামবাসী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পতাকা ও সংকীর্ত্তনাদিসহ স্বামীজীকে অভিনন্দিত এবং নানা পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করত কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামে লইয়া যান। অপরাহ্নে শ্রী [illegible] বাবুর শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপরে সভা মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী 'ভক্ত ও ভক্তের সাধক' বিষয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ সদানন্দ বাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সহজ ভাষায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া "পূর্ব্বকালে যত কথা সত্য [illegible] ছিল। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ হ'লে।" এই বিষয়টী ব্যাখ্যা করতঃ শ্রোতৃগণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম ও তাহাতে আত্মসমর্পণ করিলে যে প্রকৃতপক্ষে জীবের মঙ্গল হইবে তাহা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

উক্ত গ্রামের জনৈক অশিক্ষিত ব্যক্তি তদীয় গুরুদেবকে কলিযুগের কৃষ্ণ (?) সাজাইয়া তাঁহার হস্তে বংশী প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নীতিবহির্ভূত আচরণের প্রশ্রয় দিতেছে দেখিয়া সাধারণ লোক উহার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে একটী সাধারণ সভায় উহার মীমাংসার জন্য গ্রামবাসিগণ শ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজের উপর মীমাংসার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় উক্ত গুরু-সাজা-কৃষ্ণকে ডাকাইয়া আনা হয় ও তাঁহার কপটতা ধরা পড়িয়া গেল। ঐ ব্যক্তির গুরুতা, নীতিবিগর্হিত আচরণ ও নানা অনাচারাদির কথা জনসাধারণ সহজে বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকের দ্বারা [illegible] [illegible] অদ্য উহা হইতে রক্ষা পাইলেন [illegible] ইহা বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের জয় গানপূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।

তৎপর দিবস ১৪ই নভেম্বর স্বামীজী মহারাজ চতুঃসম্প্রদায়ের মত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ [illegible] এবং তৎপ্রচারক আচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য [illegible] সাধারণভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীপাদ সদানন্দ বাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর প্রভু বঙ্গভাষায় 'ভক্তের আকাঙ্ক্ষা' বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আরও একদিন ডাক্তারখানাতে 'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল।

১৮ই নভেম্বর তারিখে বড়কোদলা হইতে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রচারকগণ ছোট কোদলা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বামীজী বহু গ্রামবাসীর একটী সাধারণ সভায় প্রকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণব কে [illegible] এবং [illegible] বিষয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যামুখে প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা সংকীর্ত্তনযোগে বড়কোদলাগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধামবৃন্দাবনের উৎসবাদি

পত্রী

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁহারা যে রোগে মরকে গেল সেই রোগ আমার মাধ্যমভাবে আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করুন" [illegible] [illegible] [illegible] বিরক্তিও', "[illegible]" [illegible] [illegible] এই কথা [illegible] করে।

পর [illegible] [illegible] [illegible] প্রাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন [illegible] বিরক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাপ্ত হয়। [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] দাস গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আগমন [illegible] আসিয়া শ্রীহরিভক্তিবৈভব-ময়ী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করেন। রাত্রে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য [illegible] হইতে [illegible] [illegible] পাঠ করেন।

পর [illegible] [illegible] প্রাতে [illegible] পুরী শ্রীমন্দির এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড [illegible] হয়। পরে সকলে ব্রজ-মানস-সুখদ কুঞ্জ, নীলমাধব, ব্রহ্মকুণ্ড এবং [illegible] দর্শন করেন।

পুনঃ শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের [illegible] কথা [illegible] [illegible] বর্ণন করেন এবং [illegible] [illegible] হইতে শ্রী[illegible] [illegible] পাঠ করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন।

ওরে কুজনগণ হল গাত্রে প্রবাসে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"কে ভগবানের প্রিয়তম,—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাহার নির্দ্ধারণ আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উপর নির্ভর করে। যাহাও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় নহে, তথাপি ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্-ভক্ত যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই 'মহা-মহা-প্রসাদ'।

(বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

---

১৩ কেশব, অভয় শ্রীগৌরাব্দ ৪৫০

যৎকিঞ্চিৎ

আনন্দ বা স্ফূর্ত্তি হ'ল জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু সেইটাই এখানে অভাব হ'য়ে প'ড়েছে। এই অভাবের গাঢ়ো সেই মূলধন বা পুঁজিটা কোথায় পাওয়া যায়, তজ্জন্যই জগতের লোক ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। এজগতে এমন কোন জায়গা তিনি তাঁ'রা পাচ্ছে না, যাতে আনন্দটা চিরকাল থাকে। তাঁ'রা যা' কিছু ক'রছে সবই পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমানে বহুজাতের এই পরিবর্ত্তনশীল জিনিষ নিয়ে খেলা করা, আমোদ-আহ্লাদ করা বা অবস্থান করা একটা কাষ্য প'ড়ে গেছে। তাই ফল হ'চ্ছে—কখনও হাঁসি কখনও কান্না, কখনও আনন্দে আটখানা, আবার কখনও শোকে প্রাণ যায় যায়।

আমরা অভাবগ্রস্ত জীব, এ দুরবস্থায়, এই দুনিয়ার হাটে আমরা মনোরূপ মূলধন নিয়ে ব্যবসা ক'রতে ব'সেছি, উন্নতি লাভের জন্য, শান্তি লাভের জন্য চেষ্টা ক'রছি। মনের ধর্ম্ম হ'চ্ছে আকাঙ্ক্ষা—সঙ্কল্প-বিকল্প। সুতরাং ঐরূপ ধরণের মূলধন নিয়ে আমরা তুষ্টি কিরূপে লাভ ক'রব? এই মূলধন নিয়ে যে কেউ কখনও শান্তি পায় নাই, একথা বোধ হয় কারও জানতে বাকী নাই। এত জেনে শুনেও কিন্তু আমরা ঐ মূলধনটির আশা, ঐ মনের দাস ছাড়তে পা'র'ছ না, এমনি আমাদের দুরদৃষ্ট!

শুনে'ছ যে আত্মধর্ম্মেই অভাবের পূরণ হয়; সেটা হ'চ্ছে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবা। কিন্তু আজকাল মনোধর্ম্মীদের কেউ কেউ আত্মধর্ম্মের নামে চালাতে চেষ্টা ক'রছে। এই রকম একটা আখড়াধারী বাবাজী, নেড়া ও আউলবাউলের মধ্যে হ'য়েছে। তা'রা "লোক-দেখান গোঁসাই-গিরি হিসাব মাত্র ধরি" এই ভাবেই পরিপাটী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জগতের লোক তা'দের কপটতা একটু একটু ধ'রতে পারছে ব'লে তা'রা আরও একটু বেশী চালাক হ'য়ে উঠেছে। তাই অন্তর্যামী ভগবানকেও ফাঁকি দেবার জন্য গোপনে অত্যাচার চালাচ্ছে। আবার বলছে যে ফাঁকি চলে না, এ কথাটা তুলে গোঁসাইদের বুঝতে পারছে না। মহাজন না করায় তবুই এ সকল ভোগ উপস্থিত হ'য়েছে। কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণকে ডাকি না ব'লেই, আমাদের যা' কিছু ভজন-সাধন নিজের জন্য হ'য়েছে ব'লেই এত অসুবিধা। মনের সুখটা এত প্রবল হ'লে কি আর হরিভজন হয়? হরিভজন হ'চ্ছে—কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী। হরিভজন ত' আর ফাঁকি দিয়ে বক ধা'বার জিনিষ নয়! এতে আগেই ষোল আনা দান, আত্মসমর্পণ করা। এতে প্রথম মুখেই ছেড়ে দিতে হ'বে আমাদের অনন্তকালের পুঁজিপাটা, সঞ্চিত ধন কড়া'কড়িটা এবং হ'তে হ'বে গুরুবৈষ্ণবের গোলাম, যা' আর কোনকালেই ক'রবার সুযোগ পাইনি, যা আমার নিকট অদ্ভুতপূর্ব্ব ও বিস্ময়জনক। তবে এ গোলামি জাগতিক গোলামি নহে, ইহা পরমানন্দময় এবং ইহাই আমাদের পরমাত্মাদের সহিত নিত্য আত্মীয়তা বা স্বরূপের ধর্ম্ম।

দুটো কাজ একসঙ্গে হয় না। হয় ভগবৎ-সেবা আর না হয় নিজের সেবা। যদি আমরা কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণ ভজন, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কৃষ্ণভজন করি, গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য গুরুগৃহে বাস করি, তাঁ'দের উচ্ছিষ্ট যদি ইচ্ছা করিতে পা'র, সাধুসঙ্গ-ফলে যদি কালক্রমে ক্রমেই আবার প্রেম হয়, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ানন্দ-লালসা ছাড়িয়া যদি কৃষ্ণসেবালালসা আমাদের প্রবল হয়, তা'হ'লে আমাদের আর অসুবিধায় পড়তে হয় না। দুরুধো সাপ হ'য়ে আর কি লাভ আছে? তা'তে কেবল নিজেরই কি দুঃখ পড়তে হয়। সেইজন্যই শাস্ত্র একমুখী, ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী ভক্তির'আবশ্যকতার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় ব'লেছেন,—

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পায়ে দুই কভু না হবে এক ঠাঁই।
তথাপি বলে, যদি একটি না হইবে।
দুই নায়ে পা'দিলে দুর্দ্দশা লভিবে।

যা'রা লোকদেখান ভক্ত কৃষ্ণভজনের ছল বা অভিনয় ক'রে থাকেন, তাঁ'রা আর কি ক'রে কৃষ্ণসেবা পা'বেন? তাঁ'রা ত' আর সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁ'রা ত' আর শিষ্য হন নাই যে তাঁ'দের মঙ্গল লাভ হ'বে, তাঁ'রা কৃষ্ণদর্শন পাবেন? যাঁ'রা প্রতিষ্ঠা মান বা অর্থাদির জন্য কৃষ্ণভজনের ছল ক'রে থাকেন, তাঁ'রা সেই রকম ধরণের লোককে গুরুপদে বরণ করেন; তাই তাঁ'দের দেহাভিমান দূর হয় না। তাঁ'দের যা'কিছু বর্ণধর্ম্ম-সংস্কার বা সমাজ-সংস্কার সকলের মূলেই—প্রতিষ্ঠাশা। তাঁ'রা প্রতিষ্ঠার দাস—ভগবানের দাস নহেন। এই গেল, সদ্গুরুসকাশে বঞ্চিত ব্যক্তিগণের কথা। সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের মধ্যেও যে অভিনয় নাই, তাহাতে যে কপটতা—হরিভজনের নামে নিজসুখানুসন্ধান নাই, একথাও বলা যায় না। আমরা সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইয়াও তাঁহার প্রকৃত অনুগত না হইয়া অমঙ্গল বরণ করিতে পা'র, আবার শিষ্য হইয়া মঙ্গলও লাভ করতে পারি। যতদিন সিদ্ধিলাভ না হচ্ছে, ততদিন বিপদ্ আছেই। সুতরাং খুঃ সাবধানে চলতে হবে, নিজের খামখেয়ালী চালালে হ'বে না। যাতে শিষ্য হ'তে পারি, শাসনযোগ্য হ'তে পারি, তাঁ'দের অনুসরণ করতে পা'র তার জন্য যত্ন ক'রতে হ'বে। নতুবা 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'র অবস্থা এ'সে আমাকে আর হয় ত' পথে অগ্রসর হ'তে দেবে না। আমার মনকলা খাওয়াই সার হ'য়ে যাবে। আমি মনে করব, আমার মঙ্গল হ'চ্ছে বা হ'বে, কিন্তু হ'য়ে যাবে ঠিক তার উল্টো—সেবাসুখ-বিধানের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে জেগে উঠবে নিজ সুখবাসনার উদ্দাম নৃত্য। তাই বলি সাধু সাবধান!

যাঁ'রা ভগবানের দাস—তাঁ'রা সর্ব্বজ্ঞ-সুখ। তাঁ'রা জানেন—কৃষ্ণভজন আত্মার নিত্যধর্ম্ম। নিত্যসিদ্ধ গুরুকৃষ্ণ-ভক্তগণসহ সদ্গুরুর শরণাগত হ'লেই সেই নিত্যধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম আপনিই জেগে উঠে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সেইজন্যই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচিত, অপর লোকটিও ঐরূপ ব্রাহ্মণ পরিচিত—উহাকে বড় বললে আমার প্রাণ লাগে; কেন না, উভয়েই সমজাতি। এ সমজাতীয়ের মূল কোথায়? দেহাত্মাভিমান,—দেহে দেহে প্রীতি—আত্মার আত্মার প্রীতি নয়। দেহে দেহে প্রীতি যেখানে সেখানে কণ্টকা, দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই। আর যেখানে আত্মার আত্মার প্রীতি, সেই খানে আমি কৃষ্ণদাসানুদাস—এই অভিমান। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস। সুতরাং জীবমাত্রই আমার পরমার্থীয়—আমার সেবার বস্তু। সেখানে জাগতিক কোন অভিমান নাই, সেখানে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আদেশে জীবগণের নিকট সেই হরিগুরুবৈষ্ণবের 'বাস্তব সত্য' কীর্ত্তন করিয়া এবং তাহা নিজজীবনে আচরণ করিয়া তাঁহাদের নিত্য-ইন্দ্রিয়বৃত্তির উন্মেষের জন্য করিব—এরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। এই আকাঙ্ক্ষার ভিতর প্রতিষ্ঠাকামনা নাই, এতে অহঙ্কারের লেশমাত্রও নাই, আছে কেবল কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছা—হরি-গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাসাভিমান।

যেখানে কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা প্রবলা, সেখানে ব্যবহার গৌণ; পরমার্থ—মুখ্য। আর যেখানে আত্মপ্রীতিবাঞ্ছা প্রবলা, সেখানে ব্যবহারই একমাত্র মুখ্য, পরমার্থ কেবল কথার কথা। ব্যবহারকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য একটা লোক দেখান আশ্রয় মাত্র। সেইজন্যই মহাজনগণ ব'লেছেন – যদি সত্যি সত্যি মঙ্গল লাভ করতে চাও, তা'হ'লে মনের আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মকে ছেড়ে দিয়ে—মনোরূপ মূলধনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যবসাদারী বা বাণিজ্যাদি ছেড়ে দিয়ে পারমার্থিক আত্মানাতে রত হও জগতে পাইয়া বক বর্ণধর্ম্ম স্থাপন কর। ওহে মহত্ত্ব! তোমরা সকলে অমৃতের সন্তান, তোমরা সর্ব্বস্ব হও—বৈষ্ণবের দাস হও—পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হও এবং সেই শ্রৌত বাণী শ্রবণ কর,—

'এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ'

হে গার্গি! যিনি অক্ষর ভগবানের সেবা লাভ ক'রে এ সংসার হ'তে প্রয়াণ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

আমরা বদ্ধজীব। আমরা মনোধর্ম্মের দাস চালিত। এই মনোধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ প্রয়োজন নচেৎ আত্মধর্ম্মে উন্নত হইবার অন্য কোন উপায় দেখি না।

চৈতন্যমঠে বিরাট্ উৎসব

আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ সন্নিধ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া, প্রভুহারা হইয়া যে কিভাবে দিনাতিপাত করিতেছেন ও করিতেছেন তা' প্রভুই জানেন। যাদৃশ সর্বহারা ব্যক্তি সে সম্বন্ধে কি বলিতে পারিবে? তবে প্রভু-বিরহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয়জনগণের অহৈতুককৃপাবারিসিক্ত সকলেরই হৃদয় প্রাণে অপার সন্তাপ জন্মিয়াছে; এই যা' ভরসা, এই যা' শান্তি। প্রভুকৃপায় তাঁহাকে অযাচিতভাবে পাইয়া জগদ্গুরু প্রভুর অভাব বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আবার হারাইয়া আপন সেই প্রভুপাদপদ্মের বিরহোত্থ—বিরহীভাবে উদ্দীপিত হইতে লাগিল প্রভুর অভাব উপলব্ধি। তাই আজ ভক্তগণ আত্মহারা, দিশেহারা হইয়া জানি না কাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসিতেছেন শ্রীমায়াপুরের দিকে—যেখানে আছেন আমাদের প্রভুপাদ, যেখানে গেলে দেখা পাওয়া যায় আমাদের প্রভুপাদকে।

প্রভুর অভাবে অনেক ঝড় বৃষ্টি আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। সকলে আমাদিগকে অসহায় মনে করিয়া কত না কত ভাবে যে বিপদ্গ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রভুর কৃপায় তাহাদের কুচেষ্টা সব ব্যর্থ হইল। এখনও যে তাহারা থামিয়াছে এরূপ নয়। তবে ক্রমে ক্রমে সকলই থামিয়া যাইবে, ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। "জলে আগুন, জলে পানি, জলে জলে হয় পাথার"—ইহাই আমাদের অবস্থা। এই দুর্দিনের মধ্যে দীনবন্ধু নিজজনের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার কৃপা হইলেই শ্রীগোরা-প্রাণপ্রভুর সেবা ও শ্রীরাধানিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা অবশ্যই আমাদের লভ্য হইবে।

আগামী ২১শে ডিসেম্বর ৬ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-তিথিপূজার দিন। ঐদিন হইতে ৭ দিন-ব্যাপী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রভু সমাধিমন্দিরে বর্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে নিরন্তর হরিকথা-কীর্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীপ্রাণ প্রভুপাদের অনুগতজনগণ, সভ্রান্তবংশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ উৎসবে যোগদান করিবেন। প্রভুর জন্য যাঁহারা সর্বস্ব-সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা আজ এই অপ্রকট-বাসরে কি দিয়া কি করিয়া যে প্রভুর মনোভাব বিধান করিবেন, তাহা বলিবার ভাষা শুধু আমাদের কেন, তাঁহাদেরও নাই। তাঁহারা সকলে বিরহকাতর হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে সতত সেবোৎসাহিত। তাঁহারা বিরহ-অবস্থায় ব্যস্ত থাকিয়াও নিরন্তর প্রভুপাদস্মরণে অবস্থান করিয়াও, আজ বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত। তাঁহারা যেন আজ দিশাহারা হইয়া শ্রীপ্রভুর সেবার জন্য অন্তর্মুখী চেষ্টায় চেষ্টিত, প্রাণ-নাথের সুখসন্ধানের জন্য তাঁহাদের কায়-মনোবাক্য,ধন প্রাণ সবই যেন কিসে তাঁর সেবায় নিয়োজিত। আমাদের সকল গুরুভ্রাতৃগণ ও অনুরাগী সকলেই এই বিরাট্ মহা-মহোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে প্রভু সেবায় উৎসাহিত করিলে আমরা পরমানন্দিত হইব। উক্ত বিষয়ে সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিয়া এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান ও অনুরোধ জানাইতেছি।

এই উৎসবের আনুকূল্য প্রদানের জন্য সর্বস্বসমর্পণকারী গুরুসেবকগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন এবং আমাদের [illegible] প্রভুর গুরু সেবকগণ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, [illegible] শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর নামে সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেছি। প্রভুসেবার জন্য পুনঃ হইতেই তাঁহাদের এত সেবোৎসাহ দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নগণ্য সেবক আমরা কি আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারি? সেই সেবায় সহায়তাকারী প্রভুসেবকগণের সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

প্রভুসেবকগণকে সেবার কথা আর কি বলিব? প্রভুর অনুগত নিষ্কপট পুত্রগণকে পিতৃসেবার কথা আর কি জানাইব? যদুপ অবোধকে তাঁহারাও তা' শোনাইবেন। আমরা তা' শুনুক। তাই আজ আমরা সকলের দ্বারে দ্বারে প্রভুসেবার জন্য কৃপাভিখারী হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইতেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের নিত্য প্রভু। ইহা অপেক্ষা গৌরবের কথা, আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? এই সুখ ও ভরসা যদি আমাদের বা আমার প্রভু-সেবকগণের না থাকে, তাহা হইলে থাকিবে আর কাহাদের? কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশ, যিনি যেখানে কৃষ্ণকে যেখানে সেখানে নিজের করিতে পারেন, এত বড় কৃষ্ণনিজজনকে যাঁহারা প্রভু বলিয়া বরণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, এমনকি কৃষ্ণও যাঁহার সেবা করিবার জন্য, যাঁহার

ধাম বৃন্দাবনের উৎসব

গত ১৩ই নভেম্বর ৭ দিন শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সুধাপূর্ণ বিশ্লেষণ সূর্যবিবরণ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, সেই শ্রীনিজজনকে যাঁহারা সেবা করিবার সৌভাগ্য-বিশিষ্ট হইয়াছেন বা সেই শ্রীনিজজন যাঁহাদিগকে পুত্র বা সেবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সেই প্রভুপুত্রগণের আবার চিন্তা কিসের? তাঁহাদের আবার অশান্তি কিসের? তাঁহাদের আবার অভাব কিসের? তাঁহাদের আবার নিজের চিন্তা কি আছে? তাঁহাদের চিন্তা—কেবল হরিগুরুবৈষ্ণবের চিন্তা এবং সেই চিন্তাতেই তাঁহারা আনন্দে আটখানা। তাঁহারা আজ বিরহকাতর; এই কাতরতার মধ্যেও আনন্দের অভাব নাই—সেবার নিবৃত্তি নাই। এই কাতর প্রাণে আকুল হৃদয়ে সেবাস্পৃহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে কোটিগুণ অধিকতরভাবে। তাই তাঁহারা সকলকে আহ্বান করিতেছেন সেই প্রভুপ্রীতি বিধানকল্পে সর্বান্তঃকরণে প্রধান করিবার জন্য।

আমাদের বড় ভরসা, আমরা প্রভু পাইয়াছি এবং আরও বেশী ভরসা প্রভু-কৃপায় সন্ধান পাইয়াছি প্রভুপদ-সেবাদাতা প্রভুশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের। তাই আজ আমরা সকলে প্রভুনিজজনের পাদ-মূলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যাহাতে প্রভুর সুষ্ঠুভাবে শ্রীতিবিধান করিতে পারি তজ্জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আচার্যচরণে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

প্রভুসেবকের প্রভুসেবা-প্রাপ্তিবিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রভু'নিজজন-সেবকের প্রভুসেবাপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—নাই—নাই, এবং তাহাই শুদ্ধসেবা। এতদ্ব্যতীত যা কিছু সবই সেবার নামে অন্য কিছু। প্রভুনিজজনের কৃপায় প্রভুর সেবা করিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে সেই ভাগ্যবান্ জনগণই কথার মর্ম বুঝিতে পারিবেন, অন্যের তাহাতে প্রবেশাধিকার আছে কি না সন্দেহ। এসব কথা আমরা প্রভু-অপ্রকটতিথিতে সাধুমুখে প্রচুর-পরিমাণে শুনিবার সৌভাগ্য পাইব। আজ প্রভুকৃপা-লাভের একমাত্র উপায় ও জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আমরা প্রভুপ্রীতিবিধানে যত্নবান্ হইতেছি। জয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর কি জয়!

———

উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ভগবান্ ভক্তের বাধ্য, ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ধনী ধনমদ গর্বিত হইয়া অভক্তির দ্বারা কখনই ভগবানের সেবা পায় না; তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দুর্যোধন ও বিদুর। ভগবান্ দুর্যোধনের অভক্তিপ্রদত্ত খাদ্য অবহেলা করিয়া বিদুরের ভক্তিপ্রদত্ত খুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী বহু কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াও যে বস্তু পায় না, গোপীরা ভক্তিতেই তাহা পাইয়াছিলেন। শ্রীভগবদ্বাক্য উদ্ধার করিয়া পাঠকগণ তাঁহাই যে মানবের নিঃশ্রেয়সের একমাত্র আশ্রয় তাহা বুঝাইয়া দেন। "অহং ভক্তপরাধীনো" "ভক্ত্যা মামভি-জানাতি" প্রভৃতি বহু শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারাই যে ভগবান্ বাধ্য হন তাহা বুঝাইয়া দেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন-পন্থাদের অন্যতম উপায় শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব-সংবাদেই যে তাহা সাধিত হইতেছে একথাও বুঝাইয়া দেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে আরাত্রিকান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সাধকজীবন অতীব দায়িত্বপূর্ণ, সাধক যদি সাধনে তাচ্ছিল্য করেন তবে তাঁহার প্রয়োজনপ্রাপ্তি অসম্ভব। অনুকূল বিষয় স্বীকার, প্রাতিকূল্য বিষয় বর্জন যে সাধকের প্রধান কর্তব্য তাহা তিনি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রাতিকূল্য বিষয় বর্জন ব্যাখ্যাকালে তিনি "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন। 'যোষিৎসঙ্গ' অর্থে তোমাদের সহকারে কোন বস্তু গ্রহণ। যোষিৎ অর্থে শুধু স্ত্রী নহে। সেবাকার্য ছাড়া সাধক ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গৃহকর্মাদির ও সেবাকার্যের দোহাই দিয়া যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যবহার ও আলাপাদি করে উহাও যোষিৎসঙ্গের অন্যতম। এই প্রকার ব্যবহারাদি সাধকের পতনের অপ্রতিরোধী কারণ। এই অংশ দিনের বিরুদ্ধে শাস্ত্র কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ" প্রসঙ্গে তিনি "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবি-বিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। সাধক এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য করায় আজ গুরুবিরোধী দলের অধঃপতন। উহারা যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গী, গৃহব্রতী যোষিৎপ্রাপ্ত হইয়া গুরুদ্রোহ করিয়া গুরুকে অজ্ঞ, বৈষ্ণবে অবৈষ্ণব এবং সদ্গুরুকে অসদ্বুদ্ধি করিয়া অপতর্কাদির সহায়তায় ব্যবস্থা করিয়াছে। কেবলমাত্র গুরুবিরোধী দলের নিন্দা করিয়া আমাদের মঙ্গল হইবে না,

(অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠার ৩য় কলম দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন ... [illegible] ..., নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন ... [illegible] ... শ্রীবাস-অঙ্গন, ... [illegible] ...পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, ... [illegible] ... আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ... [illegible] ... প্রকাশিত হইয়াছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ... [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দ্দশ-বেদাঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... [illegible] ... পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীপাদ ... [illegible] ... ভক্তিবিলাস।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ ঠাকুরমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহনগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহনগর, (বর্দ্ধমান)
... [illegible] ... অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীরামপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গোরুপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্ধামাঈন গৌড়ীয় মঠ
রাইতারা (শ্রীবাস পণ্ডিত গলীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিধর

(১৯) একায়ন ...
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চারবন পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
বারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপীনাথ মঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বক্সীবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিহার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) ... গৌড়ীয়মঠ
... [illegible] ...
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীরাধেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীব্রজবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মঙ্গলা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীমদ্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।
রক্ষক—শ্রীসনাতনপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
... [illegible] ..., পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীমঙ্গলালয় ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌরাঙ্গবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
সঙ্কেত মথুরা।
রক্ষক শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোহারী,
পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাথারাইন বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅভিরাম ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ... [illegible] ... সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... [illegible] ... ব্রহ্মচারী ... [illegible]

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কেরাই গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী ... [illegible] ... বিগ্রহের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী
রক্ষক—শ্রীকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁধমুণ্ডি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিত্রকিলা, পোঃ মহিষাদল, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ (লঙ্কা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণনাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৪১, ডাউন্‌সাইড
ক্রাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রী... [illegible] ...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ... [illegible] ... সম্পাদিত
শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ... [illegible] ..., ভক্তি... [illegible] ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অন্যান্যের প্রকাশিত

১ ।	শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম	৪০
	এর চাইতে বন্দ কর পর্যন্ত —	২৮৲
	ম খণ্ড—	৯৲
	আকর নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬
	আস্বাদন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯৲
	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
।	শ্রীচৈতন্যদেব	৲
।	সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯ ।	বৈষ্ণবধর্ম	২৲
১০ ।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	৩৲
১১ ।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪	নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব	।৵
১৬	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭	কৈবল্যোপনিষৎ	
১৮	প্রাকৃত-রসশতদূষণী	।০
১৯	তত্ত্ববিবেক	।০
২০	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১	গৌড়ীয়-গানগুচ্ছ	।৵০
২২	জৈব ধর্ম	
২৩ ।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪ ।	গীতা (বলদেব-টীকা-সহ)	৩৲
২৫ ।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
	অবাঁধা)	১৲
২৬ ।	গীতায় কেবল মাত্র ভাষা	।০
২৭ ।	দুর্গমাঙ্গনা গণগোত্রক (সানুবাদ)	২৲
২৮ ।	বেদান্তদর্শন (সানুবাদ)	।০
২৯ ।	প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০ ।	দীপ-দিগ্-দর্শন	৶০
৩১ ।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২ ।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩ ।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪ ।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫ ।	গীতমালা	৵১০
৩৬ ।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭ ।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮ ।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯ ।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০ ।	শরণাগতি	৵০
৪১ ।	গীতাবলী	৵০
৪২ ।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩ ।	সাধনতত্ত্ব	৵০
৪৪ ।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০
৪৫ ।	নবদ্বীপশতক	৵০
৪৬ ।	অর্থপঞ্চক	৵০
৪৭ ।	সদাচারস্মৃতিঃ	৵০
৪৮ ।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১০
৪৯ ।	অর্চ্চনকণ	৵১০
৫০ ।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৬৲
৫১ ।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২ ।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩ ।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪ ।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫ ।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬ ।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭ ।	ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮ ।	শ্রীকৃষ্ণদেবের	৶০
৫৯ ।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০ ।	সাংখ্যবাণী	৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ ।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২ ।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩ ।	সটীক-নিকাসন্দূষণম্	
৬৪ ।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫ ।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৬ ।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৵০
৬৭ ।	মায়াবাদখণ্ডনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮ ।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯ ।	এ কিউ কার্টেন অন বেদান্ত	।০
৭০ ।	নামভজন	৵০
৭১ ।	বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অর্টোলজি	।০
৭২ ।	সিলেক্টেড ওয়ার্কস	।৵০
৭৩ ।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪ ।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৫ ।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৵০
৭৬ ।	দি ভাগবত	।০
৭৭ ।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিভোশন	।০
৭৮ ।	ব্রহ্মসংহিতা	২।০
৭৯ ।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ ।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১ ।	সাধন-পথ	।০
৮২ ।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩ ।	গীতাবলী	৵০
৮৪ ।	শরণাগতি	৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫ ।	শরণাগতি	৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ ।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, বাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—দৈনিক বাংলা পারমার্থিক পত্রিকা। বেদিকাপর্ণ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা মূল্য ৫০।

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ব্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসু
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ আনন্দামৃত
পান ও বহু সংশয়ের হাত
ত্রাণ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনে প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগৎ ও শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিনের পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	।/০		।/০
" "	ইঞ্চি ২৲	১।০		১।০
	সিকিকলম ৫৲	৪৲		৪৲
"	অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲
"	এক কলম ১৫৲	১০৲		১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲

" সিকি কলম ১৫৲

" অর্দ্ধকলম ২৪৲

" এক কলম ৪৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

ত্রৈমাসিক "

মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ।৫, বিশেষ সংখ্যা। ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহোদয়ের গ্রন্থখানি এবং শিক্ষিত লেখনীর অমৃত ধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্তি ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক সাম্প্রদায়িকের মতের তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা-নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধুনাতন পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ-পালক
শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1344

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২২৯]

বিবিধ সংবাদ

——(সংকলিত)——

কৃষিবিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিকার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্যারাকপুরে শিক্ষাকেন্দ্র খোলার চেষ্টা চলিতেছে।

জানা গিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ কার্য্যে এককালীন ব্যয়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা ও বার্ষিক ব্যয়ের জন্য ১২ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহাতে অল্পকালের মধ্যে কাজ চলে এবং শিক্ষাকেন্দ্রটিকে শীঘ্র গড়িয়া তোলা যায় তজ্জন্য বিশেষ দান সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে।

শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্য নির্ব্বাচিত স্থানটি ব্যারাকপুর রেসকোর্সের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। স্থানটির পরিমাণ ১১৫ বিঘা। উহার মধ্যে ৭টি পুকুর আছে। ঐস্থান সম্বন্ধে কলিকাতা রয়াল টার্ফ-ক্লাবের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাবার্ত্তা শীঘ্রই চূড়ান্ত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে যে পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিকতম বিজ্ঞানসম্মত উপায় ব্যাপক ভাবে ও সুষ্ঠুভাবে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

একটি পৃথক্ বাগানে শিল্প শিক্ষার ক্লাস, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ ও লেকচার থিয়েটার প্রভৃতি থাকিবে।

শিল্প-শিক্ষার ক্লাসগুলিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

এতদ্ভিন্ন ছাত্রদের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার পর তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা ঐ কেন্দ্রে থাকিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে একটি গবেষণাগারও শিক্ষাকেন্দ্রে থাকিবে।

কৃষি ও শিল্প শিক্ষা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রকে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য-ভূগোল, প্রাথমিক রসায়নশাস্ত্র ও উদ্ভিদ্-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

———

কেমব্রিজে স্যার সি ভি রামণ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক স্যার সি ভি রামণ সুদীর্ঘ ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কোনও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে—সম্ভবতঃ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি অস্থায়ীভাবে একটি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইবেন।

———

জাপানী কুচকাওয়াজে ব্রিটিশ প্রধান সেনানায়কের প্রতিবাদ

সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক সীমানায় কুচকাওয়াজের সংবাদ প্রকাশিত হইলে জাপ-কর্তৃপক্ষ ... করেন। সাংহাইস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল টেলফার স্মলেট জাপ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবিত কুচকাওয়াজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

———

মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিবাদ

জাপ-বাহিনীর প্রস্তাবিত কুচকাওয়াজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আন্তর্জাতিক এলাকার মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল জাপকর্তৃপক্ষের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

আপোষ আলোচনায় জার্ম্মাণীর মধ্যস্থতা

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, চীন জাপান বিরোধের আপোষ মীমাংসাকল্পে জার্ম্মাণ রাজদূত ডাঃ ট্রাউটম্যান ও জেনারেল চিয়াং কাইসেকের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছে। জাপানী চিনেরা প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রথমতঃ জাপানকে সুনিশ্চিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, জাপান চীনে উপনিবেশ স্থাপনের কোন আকাঙ্ক্ষা রাখে না, শুধু চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনার্থ সাহায্য করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ চীনকে বলশেভিক-বিরোধী চুক্তিতে যোগ দিতে হইবে; তৃতীয়তঃ জাপ-বাহিনীকে চীনা অধিকৃত এলাকা হইতে সরাইতে হইবে।

চীনা নেতাগণ বলিতেছেন যে, চীন যদিও শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনায় যোগ দিতে রাজী আছে, তথাপি এতদ্দ্বারা বর্ত্তমানে সশস্ত্র প্রতিরোধ বর্জ্জনের কথা সূচিত হইতেছে না।

চীনাদের সাফল্য

সেচুয়ান হইতে আগত চীনা সেনাদল গত ২রা ডিসেম্বর প্রথমে পাল্টা আক্রমণ চালায়। তাহারা কাঙ্গাংটে অধিকার করিয়া ১০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং জাপানী সৈন্যকে আনহুই প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

———

সিকোয় উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প

জাপানীরা সিকাও দৈন্য অবতরণের সঙ্কল্প করিতেছে এই খবর শুনিয়া তথাকার চীনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। বন্দরের সমস্ত জাহাজকে আধ ঘণ্টার নোটিশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত চীনা ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্যগণ সহর ত্যাগ করিতেছেন। যে সব বৃটিশ জাহাজ এখন হইতে ছাড়িয়া যাইতেছে, সেগুলি চীনা যাত্রীতে বোঝাই। চীনারা বন্দর মুখে একটি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া বন্দরটি বন্ধ করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। দুই হইতে তিন শত ইংরাজ ও আমেরিকান এখানে বাস করেন। জাপানী সৈন্যরা যদি এখানে নামে, তাহা হইলে সহরটি উড়াইয়া দিবার জন্য চীনারা ডিনামাইট পাতিয়াছে।

— —

মাঞ্চুকুও এবং ফ্রাঙ্কো রাজ্য

মাঞ্চুকুও রাজ্য ও ফ্রাঙ্কো রাজ্যের স্থানীয় প্রতিনিধি গত ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণে জাপপররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যালয়ে মিলিত হন। উভয়ে পরস্পরের গবর্ণমেণ্টের স্বীকারপত্র বিনিময় করেন।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্ম্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর প্রায় ৭০ জন ছাত্র ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়া ক্লাসে উপস্থিত হয় নাই। প্রকাশ যে, ছাত্রদের নিকট পুনরায় ভর্ত্তি ফি দাবী করার প্রতিবাদস্বরূপ তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ছাত্রেরা বলে যে, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার সময়ই তাহারা একবার ভর্ত্তি ফি দিয়াছে, কাজেই পুনরায় ভর্ত্তি ফি আদায় করা উচিত নহে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অর্দ্ধ বাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধ বাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। যামুন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তরসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিক্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। . মধ্যরত্ন ৵০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৭৩। সাইক য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট্ ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিবিতাকুল গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পাক্ষিক পাক্ষিক। বৈদিকবেদান্ত শ্রীল প্রেমদাস হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্র বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভ সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:o:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ ১৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার } ২২৯তম সংখ্যা

"গুপ্ত হ'ল ব্যক্ত"

——::(০)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর শ্রীপাদ ... ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের নিকট ... পত্রাদি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও ফেরৎ না পাওয়ায় সম্প্রতি ফেরৎ পাইবার জন্য এডভোকেট চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে গত ১৮ই নভেম্বর যে নালিশ করিয়াছেন। তাহাতে গত ৩০শে নভেম্বর সার্চ ওয়ারেন্টের আদেশ হইয়াছে। ... উক্ত মোকদ্দমাতে ... পক্ষে তাঁহার ... এবং ... অভিযুক্ত ... প্রতিপাদিত হইয়াছেন। গত ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৩) উক্ত কোর্টে ... প্রকাশ হইয়াছে যে, উক্ত ... বাবু সার্চ ওয়ারেন্টের ... বাবাজীদের ... হাকিমের বাড়ীতে স্লিপ (slip) ... 47 I. L. R. ... আনিয়াছিলেন। ... বাহাদুর হইতে ... এরূপ না করেন, ... শ্রীবাবুর ... প্রকাশ করিয়াছেন। ... এবং ... তাঁহার ... এই আচরণে সকলে ... হইয়াছে।

——

... প্রচার

গত ২৪শে নভেম্বর ... "স্বদেশী দোকানে" ... শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ... উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপরদিবস উক্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীযুত ... গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ২৭শে নভেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "স্বদেশী দোকানে" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজী মহারাজের দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর প্রচারে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ হরিভোষণ দাস-অধিকারী মহোদয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ফরিদপুর জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিপাদ ... শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ... ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ... সেবক, শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ও আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১৫ই অগ্রহায়ণ ... ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ... শ্রীশ্রীগোপালজীউর নাট্যমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। সভায় বহু সজ্জন

... ৷ বক্তৃতার আদি ও অন্তে ... সংকীর্ত্তন হইয়াছেন।

——

... শুক্রবার ... কাঁচড়াপাড়া গ্রামের জন্মোৎসব ... হইয়া প্রচারকগণ তথায় গমন করেন এবং কাঁচড়াপাড়া গ্রামবাসিগণ শোভাযাত্রা সহকারে প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা করেন। ঐ দিবস প্রায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় "শ্রীগৌর বাণী" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কলিকাতায় প্রচার

গত ২০শে ও ২১শে নভেম্বর দিবসদ্বয় শ্রীগৌ... মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় কলিকাতায় ৪নং রাজা বাগানের ঘাট লেনস্থ শ্রীযুক্ত ... দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসভবনে সভায় পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

সভায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীযুক্ত ... বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ... মিত্র, ডাঃ ... বসু, শ্রীযুক্ত ... শ্রীযুক্ত ... দাস, শ্রীযুক্ত ... বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরূপসিদ্ধান্তের (?) ... নামকরণ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইঁহাকে 'বাসুদেব' ও বলিয়া থাকেন। গর্গমুনির এই বাক্যে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্র নন্দেরই নিজপুত্র। কোন কারণে একদানই বাসুদেবরূপে বসুদেব-গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন। মুনিবর আরও বলিলেন,—তোমার এই পুত্রের গুণকর্মের অনুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে, তাহা আমি অবগত আছি। সাধারণ লোক তাহা জ্ঞাত নয়। গোপগণের এবং গোকুলের আনন্দবর্দ্ধক এই বালক তোমাদের মঙ্গল সাধন করিবে। এবং তোমরা ইঁহার প্রসাদে অনায়াসে সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবে। হে নন্দমহারাজ, পূর্ব্বকালে অরাজক সময়ে অর্থাৎ রাজার পলায়ন হইলে দৈত্যপীড়িত সাধুগণ ইঁহার দ্বারা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অসুরগণ যেরূপ বিষ্ণুপক্ষীয় ভক্তগণকে পরাজয় করিতে পারে না, সেইরূপ যে সকল ভাগ্যবান্ মানব ইঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত তাঁহাদিগকে কামাদির ন্যায় বাহিরের শত্রু অথবা কামাদি অন্তরের শত্রুবর্গ কখনও পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। হে নন্দ! অতএব তোমার এই পুত্র গুণ, শ্রী, কীর্ত্তি এবং প্রভাবে নারায়ণতুল্য। তোমরা সমাহিতচিত্তে এই শিশুকে পালন করিবে।

নন্দ মহারাজকে এইরূপে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক গর্গমুনি স্বগৃহে প্রস্থান করিলে নন্দরাজ নন্দহৃদয়চিত্তে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণপূর্ণ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ কেশব, সন ৪৪ গৌরাব্দ

হরিনাম মহামন্ত্র

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

বস্তুর অভিধা নির্দেশ—সংজ্ঞা বা নাম। অচিন্ত্য বস্তুর নামের সহিত, রূপের সহিত এবং ক্রিয়ার সহিত বস্তু-সংজ্ঞা বা নামের ভেদ আছে। নাম কিছু রূপ নহে, নাম কিছু গুণ নহে অথবা নাম কিছু ক্রিয়া নহে। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার অভাবে যাহা অবস্থান করে বলিয়া আমরা বস্তুর নাম-রূপাদির ব্যবধান বুঝিতে পারি। চৈতন্য নিরস্তর এবং বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য-সমূহ মায়িক বা মায়িকা লইবার উপযোগী বর্ত্তমান। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির মধ্যে মায়িক ভাব অবস্থান করিতে পারে না। তাহা অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া প্রকৃতির অতীত বস্তুতে মায়িক ব্যবধানঘটিত রূপগুণাদিতে ভেদ উৎপন্ন হয় না। তাঁহারা অপ্রাকৃত, ইহা প্রকৃতির গুণ বস্তুসমূহের অন্তর্গত নহে। অপ্রাকৃতে হাঁহ হইতেই প্রকৃতের উদয় হয়। তাঁহাদের প্রাকৃত বস্তু না হওয়ায় নাম ও নামীর মধ্যে প্রাকৃত বাধিয়া লইবার যোগ্যতাবশতঃ নাই। অপ্রাকৃত বস্তুর ও প্রাকৃত মায়িক বস্তুতে বাধা পরস্পর ভিন্ন পার্থক্য আছে।

মননে যাহা ত্রাণ করে তাহা মন্ত্র। মন বাহ্যজগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বদ্ধ-জীবকে উন্মোচনে সমর্থ। যে অনুষ্ঠান মনকে বাহ্যবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে রক্ষা করে তাহা মন্ত্র। বাহ্যবস্তুর ভোগে মন অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিলে তাহার বাহ্যবস্তু উপভোগ করিবার অবকাশ হয় না। বাহ্যবস্তুর বাহ্যবস্তুতে অনভিনিবেশ হইলে মনের আত্মবৃত্তি বিকাশ হয়। [illegible] ইন্দ্রিয় হইলে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, অর্থাৎ গ্রহণ। [illegible] নিযুক্ত হইলে মনের দাস হয়।

মন্ত্রকেই সাধন বলা হয়। অভিষ্ট মন নির্দ্দোষ হইলে মন্ত্রাশ্রয়। অন্তর্মুখ মন্ত্রবলে একাগ্রচিত্ততার বিরোধী। মন্ত্র নিবন্ধন এই বস্তু ভোগ হইতে মনকে ব্যাবৃত্ত করে।

অভিধেয় জন যত মনকে সাধনে নিযুক্ত করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তিনি সাধনকালে মন্ত্র বলিয়া, সাধক নামে কথিত হন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় তাঁহাকে যেকালে উপদেশ করে, সেইকালে অনর্থ দূর হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার মন্ত্রগ্রহণ। উক্ত অবস্থায় অনর্থমুক্ত হইলে হরিনামযুক্ত মন নামগ্রহণে উপযোগী হন। মুক্তজীব যাজিক নামগ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্র অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে, নাম অনর্থমুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করায়। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন। সংসারমুক্ত বিষয়-বাসনারহিত মুক্তপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের হরিনাম গ্রহণে উপাসনা করিতে সমর্থ হন। নামে সম্বোধনের পদ; মন্ত্রে চতুর্থ্যন্তযুক্ত অহঙ্কারবাচক সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট। সম্বোধনকারী সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট, সম্প্রদানকারী অহঙ্কারমুক্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী।

চতুর্থ্যন্ত প্রণবযুক্ত স্বাহা, স্বধা বা নমঃ-শব্দযুক্ত মন্ত্রে নাম আছে, তথাপি তাহার সহিত নামের ভেদ এই যে, নাম নামগ্রহণে সম্বোধনের পরমার্থ নামে সম্বোধন বা চৌর্য্য কিছু নাই। নামের নিকট আত্ম-সমর্পণ বা অহঙ্কারমুক্ত সম্বন্ধজ্ঞানই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত সম্বোধনই নাই। যেকালে জীব সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন সেকালে তাহার মন্ত্রগ্রহণই প্রধান অনুষ্ঠান। জপ দুইপ্রকার, মানস-জপ ও উপাংশু জপ। জপ বিচারে উচ্চারিত শব্দ শ্রবণের কর্ণগোচর হইলে নিজের জপের সফলতা হয় না; কেবল মন বা লঘু উচ্চারণযুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানসজপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণকার্য্য মনে মনে সম্পাদিত হয় তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। জপকারী কেবল জপকারীর স্বার্থসাধন হয়, পরের তদ্বারা কোন উপকার হয় না; কিন্তু কীর্ত্তনে উপাংশু-জপাপেক্ষা মানস-জপ মন্ত্র-সিদ্ধির অধিক সফলতা। জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদ এই যে, জপকারী নিজস্বার্থপর, কিন্তু কীর্ত্তন জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোপানে। যদি কীর্ত্তন না থাকে তাহা হইলে জপক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অভাব ঘটে। মন্ত্রের আবর্ত্তন কীর্ত্তনমুখেই হয়, পরে তাহাই নিজের জপের অবলম্বন হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥

•   •   •   •

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে॥

নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

কীর্ত্তনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশে শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—

নামকর্ম্মগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
এবং প্রেমপূর্ব্বক জপ কীর্ত্তনীয়তে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ এই যে—

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩ অধ্যায়)

প্রভু বলেন,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ-পাঁচে মিলি' নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
কৃষ্ণনাম জপ এই না বলিহ আর।
আপনে সবারে প্রভু কহ উপদেশে?
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ওহে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

মহামন্ত্রের মানস জপ হইতে পারে, মহামন্ত্রের উপাংশু জপ হইতে পারে, আবার মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইতে পারে। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের কথা জগন্নাথ দেবের অধ্যায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন যে, "নাম-কীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্। অত্র শ্রীপাদাঃ কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব" সুতরাং চতুর্ব্বিধ প্রকার সাধন-ভক্তির অন্যতম জপকার্য্য কীর্ত্তনযোগেই করিতে হইবে, ইহা শাস্ত্র বাক্যের বলিবার অভিপ্রায় 'সর্ব্বক্ষণ বল' এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উপাংশু বা মানস-জপা ও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যোগেই কর্ত্তব্য—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিমত। "বল" এই বাক্য এবং "সর্ব্বক্ষণ বল" প্রভৃতি বাক্যে জপ কিরূপে করিতে হইবে তাহাই শিক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত

"কীর্ত্তন কর' সবে হাতে তালি দিয়া" উক্তিতে মালায় জপ কীর্ত্তন এক অর্থেই এক হইয়া গেল এবং জপ-কারীদিগের কীর্ত্তনের সাথে অনুবন্ধ থাকিবে অন্তরের সাথে কেবল জপের স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ হইয়াছে। অনুগত সাম্প্রদায়িক জীব আচার্য্যাভিমানীগণের সঙ্গলাভ করে জপপ্রথা প্রচারণী দুষ্প্রথায় ও অসৎসিদ্ধান্তমূলে উৎপত্তি বলিয়া অত্যন্ত জানিতে আর তাহাদের বাকী নাই। এই সকল দুষ্প্রথা ও সিদ্ধান্তবিরোধ হইতেই নব্যগণের পরিবর্ত্তে নবীন দুষ্ট অমুকের কীর্ত্তন আরম্ভ হইতেছে। জপ-কীর্ত্তনে মহামন্ত্রের বর্ত্তিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অসৎ আচারসমূহ মহাপ্রভুর মতবিরোধী। অনর্থযুক্ত জীব মন্ত্র জপ করিতে অধিকারী নহেন। মন্ত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্য। যে অনর্থময় সাধক জীব নিজ অহঙ্কার দূর না করিয়া নামমন্ত্র গ্রহণ করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অবহেলা করেন তাঁহা-দের অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তিই আদর করিতে পারেন না। 'ভক্তিসম্বন্ধিতো কীর্ত্তনং ভক্তো বদন্।'

ভক্তের বিচার

—:•:—

ভক্তি আমার নিত্য বৃত্তি। তাহাতে সম্বন্ধসাম্যেরই প্রবলতার বর্ত্তমান। ভক্তিদেবী কেবল শ্রদ্ধা, কর্ম ও জ্ঞান এই তিনটিকেই অপেক্ষা করিবেন, অপর কোন দুর্ব্বোধ্য বাঁচাকে অপেক্ষা করিবেন না ইহা হইতে পারে না। শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

সাক্ষাৎ প্রাকৃতে ভক্তৌ মুখ্যতা ব্যপদিশ্যতে।
এবং বিজ্ঞানভাক্ যাঃ কৃতা ভবেৎ॥
দুষ্কুলিনতারণ তৈষ সম্বন্ধে প্রীতি।
সাধোহ কর্ম্মণো ভক্ত ভক্তো যথা জগৎ॥
অন্যা আপ তথাপি নাম্না সম্প্রদায়িনঃ।
সংস্কারাঃ বেদনীঃ নামাং দীক্ষাঃ

ইত্যাদি॥

—ভক্তিসিদ্ধান্তে মহাবাক্যেরই আদরণ আছে, ইহা শাস্ত্র হইতে প্রমাণেই জানিতে পাওয়া যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু তাঁহার দিগ্দর্শনী টীকায় মধ্যে দীক্ষা-গ্রহণে সকলের অধিকারের কথা বলিয়াছেন। যথা পাঞ্চরাত্রে,—"দীক্ষা কালে যে যুগ যেমন হইতেছে সংস্কারযুক্ত অধিকার আছে, তেমন দীক্ষায়ও অধিকারে সকলেই অধিকারী। "কাপিঞ্জলে"ও উক্ত হইয়াছে,—অনুলোম প্রবেশে অনুলোম জাতি বৈষ্ণবী দীক্ষার দীক্ষিত হইয়া পঞ্চকালাদি চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক দীক্ষিতের (দাক্ষিণাত্য

'...প্রাজিতাঃ'—শ্রীজীব) তাহা শোভা পাইয়া থাকেন।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমানে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত—অবিসংবাদিত সত্য। যতদিন পর্য্যন্ত স্বস্বরূপজ্ঞান উদ্বোধিত না হয় ততদিন পর্য্যন্তই লোকে ... স্থূল জাতি-বর্ণের লৌকিক বিচার প্রবল থাকে। স্বরূপজ্ঞানের নিকট ঐরূপ লৌকিক-বিচার আদৌ প্রযোজিত হয় না।

জগদ্গুরুর বিচার না আসা পর্য্যন্তই বর্ণের প্রাধান্য। অবস্থার সামাজিক শৃঙ্খলার রক্ষাবেক্ষণের জন্য যে সকল বিচার ব্যবহারিক জগতে আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহাকে পারমার্থিক বিচারের সহিত এক করিলে চলিবে না। পারমার্থিক বিচারের পূর্ণ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া ব্যবহারিক বিচার নিয়মিত হইলে জগদ্গুরুর মর্য্যাদা থাকে, নতুবা তাহা কেবল অনর্থেরই কারণ হইয়া পড়ে। "কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার" ইত্যাদি বাক্যাবলী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই যে, কৃষ্ণভজনে কেবল বিশৃঙ্খলতারই আদর হইবে। "জাতি ... দেখ" প্রভৃতি ... প্রচলিত কথার ... মহাজন যাহাকে যে সকল ... দেখা যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসম্মত। 'এক ... ছাড়ি' আর ... '...'—এই সকল মহাজন-বাক্য ... উদ্ধৃত হয় নাই। '...'-রূপ ... হইলে ঐ সকল ... বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, নতুবা তাহা নানা অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। '...' এই আদেশ-পালনের ... 'আদেশ পালন ...'—এই আদেশ পালনের উপরই নির্ভর করে। সেবার ... ব্রাহ্মণ ... বৈষ্ণব ... পূর্ব্বক।

'...' ... দেখা যায় ... শ্রীগৌর ... ইহাও ... যায়। ... বিশেষরূপে আবশ্যক।

কৃষ্ণভজনের বিচার না আসিলে 'অন্যাভিলাষ, জপ, তপ, যোগ, যজ্ঞ, তীর্থযাত্রা, ব্রতোপবাসাদি বাহ্যিক ... বা এসকল বর্ণাশ্রমপূর্ণ হইয়া অবান্তরের ... এবং ...।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় জাতি-বর্ণ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের সজ্জা গ্রহণ, ... শ্রীবিগ্রহসেবা-পূজা বা ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠাদির অভিনয়ের নাম বৈষ্ণবতা নহে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ভোগ বা ত্যাগ-বিচার-পোষণের কোন কথা নাই, একমাত্র সেবার বিচারই তাঁহার যথার্থরূপ। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোগ বা ত্যাগ এক কথা আর তাহার সেবা আর এক কথা। ... বিচার আসিলেই ... সেবার বিচার আসিয়া পড়ে, নতুবা ... তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া থাকে।

... পূজা ... একমাত্র প্রাপ্য ... তাহারা নানাভাবে আত্মগোপন করিয়া আপনাকে ... ব্যস্ত। সমাজে চতুর্থ, পঞ্চম, ... ইত্যাদি শ্রেণীর হীন বর্ণ ... বিবেচনায় যে সকল ... পূর্ব্বক বৈষ্ণবতার ... অবলম্বন করে, অথচ অন্তরে বাহিরে ... হীনতাবোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবোচিত দৈন্য স্বীকার করিতে পারে না, তাহারা '...' ... হইয়া ... বা ... বাহিরে ... তাহাদের ... পায় না।

... '...' ... '...' ... উৎপন্ন, তাঁহাকে কোন প্রকার ... প্রয়োজিত হইতে পারে না। ... অবস্থায় ও তদনুযায়ী আচারের ... বর্ণের উচ্চাভিমান ... থাকে; ... বিচার আসিয়া পড়ে ... বিচারের ... প্রয়োজন হয়।

... শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবার ... তাহাকে ... বাদাই ... না কেন, তাঁহাকে ... পূর্ব্ব ... সঙ্গ করিতে হইবে না, ... সেবাপ্রবৃত্তি ... পূর্ব্ব ... হইতে পারিবেন। ... পূর্ব্ব ... কোনরূপ ... করিতে হইবে না। তাঁহাকে ... প্রদান করিলে ... অপরাধ হইবে। ... বিচারে ... ব্রাহ্মণকে ... ব্রাহ্মণবং ... করিতে হইবে। ...

শ্রীরামকৃষ্ণের নামকরণ

যদুবংশীয় পুরোহিত ... গর্গমুনি একদিন বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ নন্দ তাঁহাকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং ... পূর্ব্বক ... সহকারে ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পূজা করিলেন। মুনিবর যথাবিহিত আতিথ্য-সৎকার লাভ করিয়া সুখে উপবেশন করিলে নন্দ মহারাজ বিনীত বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মুনিবর! আপনি ভগবৎকৃপা-প্রভাবে ... শ্রীগর্গদেব আশীর্ব্বাদকে ... প্রদান করিবেন।

ব্রাহ্মণ সমাজে যে সকল উচ্চাধিকার বিচার আছে, তাহা ... জন্য থাকে থাকুক, ... বৈষ্ণবগণের বিচার গ্রহণ করিবার ... আর কিছু করিতে পারেন না, কিন্তু ... অতিরিক্ত ... যজ্ঞোপবীত, ... বৈষ্ণবের সমাজপোষাক পরিয়া, বৈষ্ণবোচিত নাম ও চিহ্নাদি ধারণ করিয়া, বৈষ্ণবের অনুকরণে ... 'ঐ চোর' নীতি অবলম্বনে ... গোপন করিয়া সাধুর ... করিতেছে, তাহাদের ... সম্পূর্ণ ... অবলম্বন ... করিয়া ... যাহারা ... বাহ্যিকবেশ ধারণ ... বৈষ্ণবের পোষাক পরিয়া ... বাহিরে ... নিরীহ ... ভুলাইবে, ইহা সজ্জনসমাজ কখনই সহ্য করেন না। ইহাতে আপাততঃ ... লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে হইলেও পারমার্থিক পরম শুভ।

ভবরোগগ্রস্ত চিকিৎসকের ... আমরা, ... আমাদের ... বিকারগ্রস্ত অবস্থা ... কিছুতেই ... দিবে না। কিন্তু ... কৃপাপূর্ব্বক ... বিচার—অন্যায় ... হইবে। ... কৃষ্ণভজনগণ কখনও ... ভীত হইয়া কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিবেন না। ... প্রচারকার্য্য হয় না। শ্রীনবদ্বীপ ... পালনের ... ও প্রেমপ্রচারণ—এই দুইটি বিচারই ... জগতের দুর্লভ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার অনুকরণ নহে, অনুসরণই ভক্তিমার্গের বিচার।

অতএব আপনার ... তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হে ভগবন্! আপনাদের ... নিজ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ... করেন তাহা স্বার্থের জন্য নহে, পরন্তু ... গৃহস্থ ... জন্য, তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কোনও কারণ নাই। হে মুনিবর! এই যে জ্যোতিঃশাস্ত্র, যাহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুরও জ্ঞান জন্মে, তাহা আপনারই প্রণীত। ... এই শাস্ত্রবলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান জন্মে সেই কর্ম্মের ভাবী ফল জানিতেই পারেন। আপনি ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আবার ... ব্রাহ্মণ, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই গুরু। অতএব আপনি আমার বালকদ্বয়ের নামকরণাদি সংস্কার করুন।

গর্গমুনি বলিলেন,—হে নন্দ, আমি যদুকুলের পুরোহিত, ইহলোকে ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অতএব আমি তোমার পুত্রের সংস্কার-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলে কংস ইহাকে দেবকীপুত্র বলিয়া মনে করিবে। ... দেবকীর অষ্টমগর্ভে স্ত্রী জন্ম হইতে পারে না এবং তোমার সহিত বসুদেবের সৌহার্দ্দ্য ... করিয়া আবার ... সংস্কারিত হইবে ... যদি ... তাহা হইলে আমাদের মহা অনিষ্ট হইবে।

নন্দ মহারাজ বলিলেন—হে মুনিবর! যদি আপনি কংস হইতে ঐরূপ আশঙ্কা করেন তাহা হইলে এই গোষ্ঠে আমার ... গোপনে ... পূর্ব্বক এই বালকদ্বয়ের দ্বিজাতি-সংস্কার ... করুন। এই কথার নির্জনে ... ছিল, এক্ষণে ... প্রার্থিত হইয়া তিনি বালকদ্বয়ের নামকরণ নির্জনে ও গোপনে সম্পাদন করিলেন।

গর্গমুনি বলিলেন—এই রোহিণীপুত্র নিজ গুণে সুহৃদ্বর্গকে আনন্দ দান করিয়া 'রাম' নাম প্রাপ্ত হইবেন। অতিরিক্ত বলাধিক্যবশতঃ লোকে ইঁহাকে বলদেব বলিয়া জানিবেন এবং যদুগণের ও তোমার (নন্দের) প্রতি অপৃথগ্ভাব থাকায় তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হইবে।

তোমার পুত্র প্রতিযুগেই শ্রী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। এই পুত্র সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ ও ... পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সকল যুগাবতার সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণপ্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এই কৃষ্ণবর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং ইহার 'কৃষ্ণ' তোমার এই পরম সৌভাগ্যবান পুত্র—কোন কারণে পূর্ব্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া

(অবশিষ্ট পর পৃষ্ঠার ৩য় স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঢাকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগন্নাথ-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্যচতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রদর্শনি প্রচারকগণের নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশিত সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাতঃকালীন বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(৮) অমৃত মূলকোকাদ্বীপ নীলকান্তের

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিভূতিভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের ভার

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবৃহন্মৃদঙ্গ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১৫) ভক্তিবিজয়-গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুম, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শীন · [illegible] গঙ্গার নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দ [illegible] অধিকারী।

(১৮) আনন্দ আশ্রম

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ

(১৯) [illegible] মঠ

গোবিন্দপুর, [illegible] আমঘাটা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পাট

কাঠালপাড়া, চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীধর্মিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বেতবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ নৈমিষারণ্য, জিলা সীতাপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীভুবনেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মগধ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীনেপালবাবু

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ ছোটহোম, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌড়িয়া টাঙ্ক রোড, কম্বালা হিল, [illegible] বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীশরণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ চিকণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

গ্ল্যাডষ্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীঅনন্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্‌ ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৩০শে অক্টোবর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বালাম	৮৷০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাদশাহ ভোগ	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৸৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০৷৶০
খণ্ডসার ১০০০ নং	১০৶০
দাবাকোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৸৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
মহতেশ	২২৲
চাঁদির বার	৫০৷০

পাটের দর

আগষ্ট—	৪০৸০
সিরাজ—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

শেটাই ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
কলকাতার ঐ	৬৲—৬৶০
চাউলোকের ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৶০
পাঁঠার	১৪৶০—১৮০
ঘুঘু	১৪৶০—১৪৶০

মুড়ের দর

	৪৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৩৬৲

ভাব	৪৮৲
কাবুলে	৩৬৲
বাতা মাতা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মট্কা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও কাঠ দ্রব্যের

২০শে আগষ্ট ৭।১১।৩৭

রাঁচীর টৈবারা—	[illegible]
লোহার কড়ি (ওজন না গাম)	
বাঁকা	৯৲—৯৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েষ্ট বাম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ কাঁপর (বীম)	৯৷০—১০৸৶০
ঘরণা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯০৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৪৷০
২৬ গেজ—	১৩৸৶০
২৮ গেজ—	১৩৸৶
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৷৶৫—৸৶০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৸০
মট কাঠি বা ছিট কাটা বগ	৩৸৶—৪৲
শাল কাঠি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৲—৭৷০ ঘন
গোল বড় কাঠি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু. গরাদে	৮৸০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১০৷০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

চটকলের কাপড় ৫৶০, পাটের কাপড় ৬৷০
তুলার কাপড় ৪৷০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের সোনার কাইন	৫৪৲
মিঠে আমের কদক	৪০৲
কর্পটি খুরুশি কাইন	৪০৲
লবার্ট ভাষা	৫০৲
ঐ কাইন	৫১৲

বৌবেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পানের পাত	৮৷০
সুপারী বেলী	১৬৷০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	১০৷০—১১০
গুটি খদিরল	১৫৷০—১৭৷০
সদ্য নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার অভিরাম
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৩-৫ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট সোনাপট্টী, বড়বাজার
কলিকাতা

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর-রাণাঘাট যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৭—৫৮	৯—৩১	১২—৩৯	১৭—৩৮	১৯—৩৪	
শান্তিপুর	ছাঃ	৭—৩৭	৯—৩	১৬		২০—০৫	
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪	১১—১০	৮		২০—২	

নবদ্বীপ শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫—৩৫	৯—২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮—৩০
শান্তিপুর	ছাঃ	৫—৫৭	৯ ৪৭	১১-৩৮	১৬ ৮	৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০—০	১২ ১৮	১৬-৩৭	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠতীর্থের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণীগণের একমাত্র অমৃত বা জাদুঃ জিনিস আছে কি ? একবার সেবন করিলে বুঝিবেন যে আমরা অসত্য বলি নাই। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা, প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড কলিকাতা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণব [illegible] শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] এই [illegible] জীবনচরিত [illegible] না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] অভাব পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের [illegible] ঠাকুরের [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতি [illegible] লাইনের ॥০	I৵০	I৵০	I৵০
" ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible] প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১০৲	১১॥
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩০৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক ([illegible])	৯৲
[illegible] "	৫৲
ত্রৈমাসিক ..	২॥০
মাসিক	১.

[illegible] বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] শ্রোতৃবর্গ এবং [illegible] ভক্ত ও ভগবানের [illegible] এই [illegible] গ্রন্থ [illegible] [illegible] [illegible] (Foreword , [illegible] (Preface) [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠ [illegible]

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া [illegible] ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হয়। [illegible] ১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হ[illegible] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীমায়—মায়াপুর

শ্রীমায়াপুরাধীশ্বর
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর
নবদ্বীপের-সংস্কারক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

REG NO C 1846

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দিষ্ট
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বাগ্র সত্যধর্ম-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৩০]

বিবিধ সংবাদ

—(৩।১২।৩৭)—

স্পেন হইতে স্বেচ্ছা সৈন্য অপসারণ

স্পেন হইতে স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্পর্কে স্পেন গবর্ণমেন্টের উত্তর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উহা মোটামুটি সন্তোষজনক। কোন কোন বিষয়ে স্পেন গবর্ণমেন্ট আরও তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন।

সাত মাসের ভারতের আমদানী ও রপ্তানী

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের প্রথম সাত মাসের ভারতের বাণিজ্যের সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে পণ্যদ্রব্য আমদানী হইতে রপ্তানীর আধিক্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালের তুলনায় উক্ত আধিক্যের পরিমাণ ৩৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এবং স্বর্ণ রপ্তানী ১৯কোটি টাকা হইতে ৯কোটি টাকায় কমিয়া যাওয়ায় মোট হিসাবে উক্ত আধিক্যের পরিমাণ ৫৩ কোটি হইতে কমিয়া ২৬ কোটি টাকা হইয়াছে।

গত বৎসরের তুলনায় রপ্তানীর কোন হ্রাস হয় নাই, আমদানী পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী, চীন ও ইরাণ দেশ ব্যতীত প্রত্যেক দেশ হইতে ভারতে আমদানী পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে, প্রত্যেক দেশে, ভারতীয় মালের রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের মাল শুধু জাপানী পণ্যদ্রব্যের আমদানীই ১ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে এবং জাপানে ভারতীয় মালের রপ্তানী ১কোটি ১৫লক্ষ টাকা হইতে ৪১ লক্ষ টাকায় কমিয়া গিয়াছে।

আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্র্যাণ্ট

জাতীয় আন্দোলনের কয়েকজন নেতার নেতৃত্বের প্রতিবাদে মিউনিসিপাল স্কুলসমূহ বন্ধ করায় জন্য বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ১৯৩০ সাল হইতে আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মঞ্জুরী অর্থ দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিকে সেই অর্থ দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন।

মিউনিসিপ্যালিটি ঐ অর্থ আদায়ের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করিবার জন্য তোড়জোড় করিতেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর সরকার মিউনিসিপ্যালিটির দাবী মানিয়া লইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা

গত ১লা ডিসেম্বর অমরাবতীতে শ্রীযুক্ত সভাষচন্দ্রকে নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

অভিনন্দনের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সভাষচন্দ্র বলেন যে, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান একাধিকবার দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকা স্বাধীনতা কামী দলের উচিত নয়।

রাত্রে শ্রীযুক্ত সভাষচন্দ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া উহার তাৎপর্য্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। অতঃপর পারিপার্শ্বিক অনুষ্ঠানে উহাদের সভার কাজ শেষ হয়।

মাদ্রাজে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত

১৯৩২ সালে পল্লী অঞ্চলে অতিরিক্ত চিকিৎসালয় স্থাপন ও প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়সমূহে ধাত্রী নিয়োগ করা সম্পর্কে যে সকল নিষেধ বিধি আরোপিত হইয়াছিল, মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসার অধিকতর সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত ১৪টি ঔষধালয়ে চিকিৎসক নিয়োগ করিবার জন্য ও ১৮২টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ঔষধালয়ে ধাত্রী নিয়োগ করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে আর্থিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

স্পেনের অবস্থা পরিদর্শনে মিঃ এটলি ও মিঃ উইলকিনসন

স্পেন গবর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে মেজর এটলি, মিস্ এলেন উইলকিনসন ও মিঃ নোয়েল বেকার স্পেনের সাধারণ পরিস্থিতি বুঝিবার জন্য স্পেনে যাত্রা করিয়াছেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড নাগপুরে

১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নাগপুর গোকুলপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৭০খানা দোকান ও ২৫খানি কাঁচা বাড়ী ভস্মসাৎ হওয়ায় প্রায় ১৫০জন গৃহহারা হইয়াছে। মন্ত্রী মিঃ এস ভাই পাটিল এবং মিউনিসিপ্যালিটির অন্যান্য কর্ম্মকর্তা মিঃ চাটার্জ্জি ঐ সময়ে গিয়া অবস্থা পরিদর্শন করেন। প্রকাশ যে, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

লাহোরে অগ্নিকাণ্ড

গত বুধবার রাত্রে লাহোরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটি ঘনবসতিপূর্ণ হিন্দু পল্লীতে (সৈয়াবাদ স্ট্রীট) আগুন লাগিয়া নিকটবর্ত্তী সাতখানি গৃহে ছড়াইয়া পড়ে। স্থানীয় লোকের ও ফায়ার ব্রিগেডের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টার পূর্ব্বে আগুন নির্ব্বাপিত করা সম্ভব হয় নাই। কতিপয় গৃহের সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। তিন জন দমকলের লোক আগুন নিভাইবার সময় ছাতার পড়িয়া যায় তাহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা শোচনীয়।

কলিকাতায় জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

গত বৃহস্পতিবার 'সন্তোষ' খিদিরপুর ডকে আর একখানি মালবাহী জাহাজে আগুন লাগে।

জাহাজখানি ইটালীদেশের এবং উহার নাম 'ক্যাপ্টেন সেরেনো', একেন্ট টার্নার মরিসন এণ্ড কোং। উহা ২৩নং ডকে বাঁধা ছিল। জাহাজখানির শীঘ্রই কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার কথা ছিল; কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে উহার যাত্রা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

জাহাজে পাট ও চট প্রভৃতি বোঝাই হইতেছিল। বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় উহার 'এক' নম্বর খোলে আগুন লাগে। সংবাদ পাইয়া দুইখানি দমকল ও একখানি পোর্ট কমিশনারের জাহাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তাহাদের বহু চেষ্টার পর প্রায় ৮টার সময় আগুনের প্রকোপ কম পড়ে। সারা রাত্রি দমকল বাহিনীর ৮০টা কার্য্য হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৩৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(স্বর্ণ খণ্ড) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (১ম খণ্ড) ৩৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵
২১। গৌড়ীয়-সাধনতা ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিবাহিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। স্মরণতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ভজনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রমেয়রত্ন
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলাস্তবসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিত্বঃ ৷০
৬৩। সটীক দশকাদশমূলম্ ৷০
৬৪ চৈতন্যচন্দ্র ৷০
৬৫। সাত্বতার শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত -

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরিচালিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত দিনিকাবার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। চৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
লোককল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—— :০: ——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে জগৎ মঙ্গলময়
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ } কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১ ইং ডিসেম্বর ১৯৩৪, মঙ্গলবার } ২০শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

একতিয়ারপুরে

পাটনা জেলার অন্তর্গত একতিয়ারপুর গ্রামবাসিগণ কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ পাটনা হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ হরিকথা-প্রচারার্থ ২০।১১।৩৪ তারিখে তথায় গমন করেন। স্বামীজী একতিয়ারপুরে পৌঁছিলে তাঁহাকে গ্রামবাসিগণ বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন।

২১।১১।৩৪ তারিখে স্বামীজী এক বিরাট সভায় বাবু শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদের সভাপতিত্বে 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ এবং তিনিই কলিহত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য সুদুর্লভ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন'—উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বিবৃত করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

তৎপরদিবস ২২।১১।৩৪ তারিখে 'শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহা হইতে অন্যের ভগবত্তা, তিনি অংশী, আর সকলেই তাঁহার অংশ বা কলা ইত্যাদি' বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সভাস্থিত বহু পণ্ডিত ও সজ্জনব্যক্তি নানাপ্রকার প্রশ্ন করেন। স্বামীজী তাঁহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। বক্তৃতান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ বাবু স্বামীজীকে সমবেত জনমণ্ডলীর পক্ষ হইতে —"আজ একতিয়ারপুরের পরম সৌভাগ্য যে স্বামীজীর পাদপদ্মের ধূলি এখানে পড়িয়াছে এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে মধুর উপদেশ আমরা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি তজ্জন্য আমরা ধন্য এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন মধ্যে মধ্যে এই প্রকার মধুর উপদেশ আমাদের শ্রবণ করান।"

তৎপরে গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজিন্দ সিংহ, স্থানীয় সংস্কৃত স্কুলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রামাপ্রসাদ আচার্য্য, হরিনাথপুর গ্রাম হইতে পণ্ডিত রামদেও মিশ্র স্বামীজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর বিচারপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২৩।১১।৩৪ তারিখে স্বামীজীকে এক শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহারা মোটরে তুলিয়া দেন। স্বামীজী পাটনা হইয়া গয়ায় ফিরিয়াছেন।

গয়ায়

গত ২৫।১১।৩৪ তারিখে গয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রঘুনাপ্রসাদ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন।

২৯।১১।৩৪ তারিখে গয়া স্টেশনে শ্রীযুক্ত কামিনীবাবুর বাসায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

নরসিংদীতে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মাসাধিককাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া তথা হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ সদর মহকুমাস্থিত নরসিংদী নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু গোপেশ্বর সাহা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। উক্ত দিবস (১৬ অগ্রহায়ণ সোমবার) সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার উক্ত গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ হইতে "কপিল-দেবহূতি" উপাখ্যান হইতে ভাবগম্ভীর সরস প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৮ অগ্রহায়ণ বুধবার শ্রীযুক্ত বাবুলাল সাহার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন,—অর্থপ্রদ চতুষ্পাঠীসমূহের বহুলোকপূর্ণ এই কলকাতার দেশে আমাকে কি কহিতে আদরে যাইবার স্থান অদ্ভুত সুসম্পূর্ণ পণ্ডিত হইয়া প্রতি মুহূর্তে নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। যেকাল পর্য্যন্ত কোন প্রকৃত সাধুর সেবা বা তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত সে তাহার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারে না বা ঈশ্বর প্রণামিক যে তাহার আত্মকল্যাণ লাভেও বুঝিতে পারে না। জীব বহু সুকৃতিসম্পন্ন না হইলে সাধুর কথায় তাহার প্রীতি জন্মে না। তাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন—"বনং গতো হরিমাশ্রয়েত" বনে গমন করিয়া শ্রীহরির ভজন করিলে জীবের একমাত্র মঙ্গল হয়।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর বাসায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদীন-বিষয় সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট প্রায় চারঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের অন্তে "হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু" কীর্ত্তন হয়।

———

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

বিগত ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে প্রায় ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে আসক্তি বিষয়ে একটী সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ ... কৃষ্ণ ভক্ত কৃপা করেন উদ্ধারণে॥

"শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ভক্তিদান-কার্য্য পরম দয়ার কার্য্য। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেম প্রদানই শ্রীগুরুদেবের দয়া। এই দয়া গ্রহণ করা না করায় স্বতন্ত্রতা মানুষের আছে। গ্রহণ না করার চিত্তবৃত্তি হইলে আরও দোষী হইবে। হৃদয়ের সহিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ কেশব, বাং ১৩৪০ সাল, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭

পরমায়ু

যাহাদের এ জগৎ ও পরজগৎ উভয় জগতেই যাইবার যোগ্যতা আছে, সেই অণুস্বতন্ত্রতাযুক্ত তটস্থশক্তি জীব যখনই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখনই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাহাকে দুঃখময় সংসারে আনয়ন পূর্ব্বক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় নিরন্তর দগ্ধীভূত করে।

'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥'
"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"
(পদ্মপুরাণ)

চৌরাশি লক্ষ যোনিভ্রমণ-সময়ে জীব নানাবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে জীবের কোনও একটী দেহে অবস্থিতি কালের পরিমাণকে আয়ু বা পরমায়ু বলা হয়। আবার যখন সেই জীব কর্ম্মফলে সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে-কোনও একটী দেহকে আশ্রয় করে, তখনই লোকে বলিয়া থাকে যে, তাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপতঃ জীব কোন কালের অধীন নহে। সুতরাং জীবের পরমায়ু-বিচার কি করিয়া চলিবে? জীব ত' নিত্যকৃষ্ণদাস; তাহার ত জন্ম-জরা, বা মৃত্যু আর কিছুই নাই। দেহাত্মবুদ্ধি-বশতঃ আমরা যে জীবের জন্মমৃত্যু বোধ, তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নহে।

জীব অমৃতের সন্তান, আনন্দময় বস্তু। তাহার স্বরূপে সৃষ্টি-নাশের কোন কথা নাই। চেতন জীব নশ্বরবস্তু নহে, ইহা নিত্য। তবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ কর্ম্মফলে এই দুঃখময় সংসারে আগমন পূর্ব্বক সে কখনও মানব, কখনও জন্তু, কখনও বা কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে করিতে অবশেষে ভগবৎ কৃপায় এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিবার সৌভাগ্য পায়। সেই সময় সাধুসঙ্গের সুযোগ হইলেই জীব দুঃখ-কষ্টের হস্ত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবৎসেবানন্দে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। সাধুসঙ্গ, সাধুকৃপা ব্যতীত এই সংসার হইতে—অনাদিকাল, জন্ম ও জরার হাত হইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোনও উপায় নাই।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তি নিজের ও পরের পরমায়ু গণনা করিয়া থাকে। জগতের অধিকাংশ লোকই দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া প্রায় সকলেই নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনদের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য অনেক সময় অনেক কিছু করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কোনও বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু হইলে আমরা শোকাতুর হইয়া থাকি এবং বলিয়া থাকি যে, ইহার আর পরমায়ু নাই তাই মারা গেল। কিন্তু আমরা একবারও ভাবি না যে, জীব ত্রিকালসত্য নিত্য চিৎকণ-বস্তু—ভগবানের নিত্যদাস। তাহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, কেবল দেহেরই পতন হয় মাত্র। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব বশতঃই আমাদের এইরূপ দুর্গতি বা শোক-বিহ্বলতা বৃথা নিক্ষেপ ঘটিতে হয়। ভগবৎপাদপদ্মে হৃদয়ে স্থান পাইলে আর কোনই দুঃখ নাই। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

(বিষয়) বাসনার বশে　　বাঞ্ছ দেশে
　　বাঞ্ছা হারাইনু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস　　এ বিশ্বাস
　　করলে ত' আর দুঃখ নাই॥

*　　*　　*

(বাবা) কৃষ্ণ বল　　সঙ্গে চল
　　এইমাত্র ভিক্ষা চাই॥

আমরা মনে করি যে, এই সংসারে অধিক দিন জীবিত থাকিলেই জীবনের সার্থকতা। স্ত্রী-পুত্র নিয়া সংসার করা এবং টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে জীবন যাপন করিয়া অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই বুঝি জীবনের সার্থকতা হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—"আমি কে, কোথা হইতে এই সংসারে আসিলাম, মাতৃগর্ভে দারুণ যন্ত্রণায় কে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, কেনই বা এই 'ত্রিতাপ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিতেছি, মৃত্যুর পরই বা আবার কোথায় যাইব?" ইত্যাদি চিন্তা আমাদের হৃদয়ে একবারও উদিত হয় না। পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিফলে স্বরূপ জানিবার জন্য কেহ অনুসন্ধিৎসু হইলে ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত সাধু, শাস্ত্র ও সদ্গুরুর সঙ্গফলে জানিতে পারে যে, জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম, স্ত্রী-পুত্রাদি-সেবা জীবের স্বধর্ম নহে।

যে সকল জীবমুক্ত মহাপুরুষগণ কৃষ্ণের সংসার করেন, তাঁহারা কখনই আমাদের ন্যায় মায়ার সংসারে লিপ্ত হন না—তাঁহারা কখনও স্ত্রী-পুত্রাদিকে নিজ স্ত্রী-পুত্র বা ভোগ্য-জ্ঞান করেন না, কৃষ্ণের দাস-দাসী-জ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। মহাপুরুষগণের কৃষ্ণসংসার-প্রতিপালনের কথা বুঝিতে না পারিয়া আমরা তাঁহাদের অনুকরণ করিতে গেলে আমাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা বদ্ধজীব, আমাদের অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে জীবন যাপন করাই মঙ্গলোপায়। নতুবা পুনঃ পুনঃ সংসার-বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গই বলুন, আর নরকই বলুন, সবই মায়াকারাগার—জীবের স্থান—অমঙ্গল-কুটীর। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম ছাড়া আর সবই অশান্তিময়, অমঙ্গলময় ও অনিত্য—পরিবর্ত্তনশীল।

সাধু, শাস্ত্র ও সদ্গুরুর কৃপায় কোনও ভাগ্যবান্ জীব যখন নিজের স্বরূপ জানিতে পারিয়া হরিসেবায় রত হন, তখনই মায়া-পিশাচী তাহাকে পরিত্যাগ করে। গুরু-বৈষ্ণবকৃপাশ্রিত সেই জীবও তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাঃ
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

"হে ভগবন্! কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা ও উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে! সম্প্রতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত সুবুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

এইরূপে জীব যখন মায়ার সেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তিনি দীর্ঘায়ুলাভের প্রয়াসী হন না। কারণ, তিনি জানেন, সকলই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তাঁহার ইচ্ছায় যতদিন দেহটী থাকে তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়া যাওয়াই জীবের কর্ত্তব্য। তাঁহার ইচ্ছায় কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ বা অল্পায়ু লাভ করিতেছেন। মায়ার সেবা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করত বৃথা দেহের ভারবহন করা অপেক্ষা কৃষ্ণভজন করিয়া মুহূর্ত্তকাল বাঁচিয়া থাকাও জীবের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। সুতরাং বৃথা পরমায়ু-বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া মরিলেও শেষের দিনে এই প্রিয় সাধের দেহখানি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে এবং দেহটীও শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য হইবে কিংবা পচিয়া গিয়া কৃমির ভক্ষ্য হইবে। দেহের এই ত' পরিণাম! কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সর্ব্বস্ব হইল এই দেহটী; এমন আমাদের বুদ্ধির দৌড়! আমরা যেই যত বড়াই করি, সকলেরই শ্মশানে যাইতে হইবে, সকলেরই দেহ একদিন না একদিন শ্মশানে গড়াগড়ি যাইবে।

লক্ষপতি কোটিপতি,　　সকলের এই গতি,
　　আগেতে হইবে আগে পিছে।
সবার বিশ্রামস্থান,　　একমাত্র শ্মশান,
　　এতে আর সন্দেহ কি আছে॥

যাহারা অজ্ঞ, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু, আমরা তাঁহার দাস, তাঁহার সেবা করাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম ইহা যাহারা বুঝিতে পারে না তাহারা বলিয়া থাকে যে,—

লোকং পৃচ্ছতি সর্ব্বতঃ শরীরে
　　কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকম্ আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

লোকে জিজ্ঞাসা করে—"তোমার শারীরিক মঙ্গল ত'?" কিন্তু আমাদের ত' দিন দিন আয়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদের আবার কুশল কোথায়! শারীরিক মঙ্গলকেই আমরা আমাদের কুশল মনে করি। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, মানবের

যত প্রকার মঙ্গল হইতে পারে, সকল মঙ্গল অপেক্ষা দ্বারে ভগবৎসেবা প্রবণ থাকিলে সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল লাভ হয়। পার্থিব লৌকিক মঙ্গল বিভূতির নশ্বরাধ-পার্শ্ব অতুল আর মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। পার্থিব শ্রেষ্ঠ—ভগবৎসেবার তারতম্য-বিচারে অতি ক্ষুদ্র।

'কুশল'-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' কহি' বাণী সবেন সবারে॥
ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥
এক ধন তোর যাঁ'র আছয়ে সকল।
ভক্তি যাঁ'র নাই, তার সব অমঙ্গল॥
অন্ন-বস্ত্র নাহি যাঁ'র—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থা'কলে, সে-ই সে মহন্ত॥
(চৈঃ ভাঃ মহাপ্রভুর উক্তি)

সেইজন্য আয়ুবৃদ্ধি ও হ্রাসে ভক্তগণ ক্ষুব্ধ হন না; তাঁহারা কেবল ভাগবতসেবাই চাহেন। তাই তাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন,—

নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে নাথ! আমি যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তোমাতে আমার অবিচ্ছিন্ন ভক্তি বর্তমান থাকে। তোমার ইচ্ছানুসারে যদি আমাকে কোন কাডারি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি অল্পদিন জীবিত থাকিতেও হয়, তাহাতে যে আ'ম অসুখী হইব তাহা নহে; আবার বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া যে অতিশয় সুখী হইব তাহাও নহে। তবে আমার এই প্রার্থনা, যেন তোমার শ্রীচরণযুগলে আমার নিরন্তর অচলা ভক্তি বিরাজ করে।

যে সকল ব্যক্তি সর্বদাই মৃত্যুভয়ে ভীত তাহারাই পরমায়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে, কিন্তু ভক্তগণ মৃত্যুভয়ে কখনও ভীত হন না এবং অন্যের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করেন না। দ্বিতীয়াভিনিবেশ ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদের ভয় নাই। ঈশ্বরবিমুখেরই যত ভয়—যত চিন্তা।

যেখানে কালের বিক্রম বর্তমান, সেখানেই সুখদুঃখ, আলো-অন্ধকার, দিবা-রাত্র, অল্পায়ু প্রভৃতির গণনা। এই দেবীধামে কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বর্তমান। সুতরাং এই দেবীধামবাসী জীবের নিকটে মায়াশক্তি আলো-অন্ধকার, দিবারাত্র, অল্পায়ু দীর্ঘায়ু প্রভৃতি নানারূপ বৈষম্য প্রদর্শন করায়। কিন্তু ভগবদ্ধামে কালের বিক্রম খাটে না। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য সমভাবে বর্তমান, সেখানে দীর্ঘায়ু-অল্পায়ু প্রভৃতি কিছুই নাই। তথায় চির সুখ, চির শান্তি, কোটি সূর্য্যবৎ প্রভা, অন্ত

পতিতপাবন কে?

(শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী)

পতিত ও পতিতপাবন এই দুইটী কথা আমি সর্বক্ষণ আওড়াইয়া থাকি। প্রত্যহ কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়া থাকি—"পতিতপাবন তুমি, এ পতিতে দয়া কর"। কিন্তু প্রত্যহ কীর্ত্তন করা সত্ত্বেও পতিত ও পতিতপাবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, কেবল কীর্ত্তনই করিলাম। আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধারকারী পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরের স্বরূপ-তত্ত্বের কথা

শোকাদি বিবর্জ্জিত অনন্ত নিত্যকাল বিরাজিত।

সূর্য্যের উদয়াস্ত গমনাগমনে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদিক্রমে লোকের আয়ু ক্ষয় হয়, তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু যাঁহারা হরিকথায় রত থাকেন তাঁহাদের আয়ুক্ষয় হয় না, তাঁহারা মৃত্যুমুখে অগ্রসর হন না। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। একজন সূর্য্য তাঁহাদের আয়ুহরণ করিতে সমর্থ হন না। তাই শাস্ত্র বলেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥

সাধুগণ বলেন, 'মনুষ্য জন্মের মূল' অর্থাৎ মনুষ্যজন্মেই হরিভজন হইয়া থাকে, অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে হরিভজন সম্ভব হয় না। তাই কোন কোন স্থানে হরিভজনের জন্য অধিক পরমায়ুর আবশ্যক হয়। নতুবা হরিভজন ব্যতিরেকে দীর্ঘ জীবন লাভের কোনই প্রয়োজন নাই। নরদেহেই হরিভজন হয় বলিয়া, কোন কোন ব্যক্তি অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, সহসা সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় না। ভগবৎ-সেবার জন্য সবই প্রার্থনীয় হইতে পারে কিন্তু ভগবৎ-সেবা বাদ দিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া আর কি লাভ?

দীর্ঘায়ু লভে বা কিবা অল্পায়ু।
স্ত্রী-পুত্রধনে যাতে মতি সদা রয়॥
চৌরাশি ভ্রমণ তা'র কভু না ঘুচিবে।
গলে ফাঁস দিয়া মায়া তারে দুঃখ দিবে॥
কেলিবে নরকে কভু স্বর্গে উঠাইবে।
ত্রিতাপ-যাতনা তা'র কভু না যাইবে॥
দুই চারিদিন বাঁচি যায় কৃষ্ণ ভজে।
তথাপিও কৃষ্ণ তা'রে কভু নাহি ত্যজে॥
মায়ায় আবার তা'রে আসিতে না হয়।
চিরকাল পায় সে শান্তি সে অভয়॥
(অতএব) হরি ভজ, হরি ভজ, ভাই।
হরি বিনা দেখরে আর কেহ নাই॥

কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পাপমলিনচিত্ত আমি আত্ম আত্মমঙ্গলের প্রয়াস পাইব।

পতিত ব্যক্তির স্বরূপ আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই,—কৃষ্ণবহির্মুখতাই তাহার পাতিত্যের মূল কারণ। কৃষ্ণোন্মুখতাই অপতিত জীবের—সেবক জীবের স্বরূপের নিত্যা বৃত্তি। সেই স্বরূপের নিত্যা বৃত্তি যখন ভোগময় আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন বিরূপতাকেই তাহার স্বরূপ বলিয়া ভ্রম হয় এবং সেই বিরূপতা দ্বারা তাড়িত হইয়া কুরূপের বিষয়সমূহ ভোগ করিবার জন্য সেবা-বিমুখ সংসারে ভোগ-দোকান খুলিয়া বসি। সেই বিরূপের দোকানের প্রধানা কর্ত্রী মায়াদেবী রং-বেরঙের সাজে সজ্জিত মনোমোহন ছবিগুলি প্রকাশ করিয়া তাহাদেরই সহিত আমার অনিত্য সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক মোহ জন্মাইয়া দেয়। হায়, আমার পোড়াকপাল! আমিও তাহাদিগকে আপন-জ্ঞানে তখন আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হই!

এই মায়িক বিষয়সমূহ আমার বন্ধনের কারণ। যখনই আমি 'আমার' জ্ঞানে মায়ার বৈভবসমূহকে আলিঙ্গন করি তখন হইতেই তাহারা আমাকে আর ছাড়িতে চাহে না। যদি কোন সময় ইন্দ্রিয়ের অপটুতাবশতঃ বিষয়ের দ্বারা নিজ ভোগের ইন্ধন সংগ্রহে অযোগ্যতা উপস্থিত হয়, তখন ক্ষণকালের জন্য বিষয়ভোগে বিরত হইবার অভিনয় দেখাই; কিন্তু তদ্দণ্ডেই মায়াদেবী আমাকে উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে বিষয়ের দ্বারা আমার ক্ষণিক অঙ্গীকৃত ইন্দ্রিয় পুনরায় ভোগে প্রধাবিত হইয়া তাহার উপ-বিন্দুতাবৃত্তি বর্দ্ধিত হয় সেই প্রকার নূতন বিষয়ের পোষাক পরিবর্তন করত আমার সম্মুখীন হয়, তখন আর আমার চিত্ত স্থির থাকে না, তাহাতেই আত্ম সমর্পণ করি এবং তাহার ক্রীতদাস হইয়া তাহার লাথি ঝাঁটা খাওয়াকে আমার শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের ভোগের অনুরূপ বিষয় না পাইলে অন্ধ হইয়া পড়ি—বিবেকশূন্য হইয়া যাই। মনুষ্যের আকার থাকে বটে, কিন্তু ব্যবহারে দ্বিপদ পশুতুল্য হইয়া পড়ি। সংসারের বিষয়-বিষ্ঠাকে সুখাদ্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করি। তখন মায়ার সেবাই আমার সর্বস্ব হইয়া পড়ে। মায়া ছাড়া যে অন্য কিছু আছে তাহা তখন আর চিন্তার বিষয় হয় না। ভগবান্ যে আমার নিত্য সেব্য, আমি তাঁহার নিত্য দাস এ কথা ক্ষণকালের জন্য স্মরণপথে আসে না। এবম্বিধ আমার ন্যায় কৃষ্ণবিমুখ মায়াতাড়িত জীবকে 'পতিত' বলে। আমার বাসস্থান গোলোকে—"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"। কিন্তু সেই নিত্যবাসস্থানের কথা বর্তমানে বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা; তজ্জন্য আমি পতিত।

এবম্বিধ পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার নিজজনকে অর্থাৎ ভক্তকে এই প্রপঞ্চে প্রেরণ করেন। তাঁহার অপর নাম 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব'। বিষ্ণুকে যিনি হৃদয়ে সর্বক্ষণ ধারণ করত তাঁহার সেবায় রত থাকেন, যিনি নিত্য গোলোকবাসী, তিনিই বৈষ্ণব। ঈশ্বরবিমুখ জীবমাত্রই অবৈষ্ণব। এই অবৈষ্ণবতা দূর করার নামই পাতিত্যনাশ। পাতিত্যনাশ করিতে বৈষ্ণবই একমাত্র সমর্থ। কর্ম-জ্ঞান-যোগের সাহায্যে কর্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণ এই পাতিত্যধর্ম হইতে জীবকে মুক্ত করিতে পারে না। কারণ—

"কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ইহারা স্বধর্ম হইতে পতিত, ইহারা আমার অন্যকে উদ্ধার করিবে কি করিয়া? 'বৈষ্ণব' বলিতে আমরা যাহা ধারণা করি, সেই প্রকার বৈষ্ণবের দ্বারা জগতের মঙ্গল হওয়া কখনও সম্ভব নহে। যাঁহাতে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্ আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"—এই শ্লোকের যথার্থ পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান সেই প্রকার বৈষ্ণবই জগদ্গুরু। তাঁহাদের হৃদয় সর্বক্ষণ আমার ন্যায় পতিতের জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবগণ আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য কত না কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করত শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়ী বাণী আমার শ্রবণকর্ণে প্রবেশ করাইবার প্রয়াস করিতেছেন, ইহা পাতকাক্রান্ত মাদৃশ জীবের দুর্ভাগ্য। আমি চাই পতিত থাকিতে, তাই বৈষ্ণবের কৃপা ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ অহৈতুক কৃপাময়। আমি অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাদের দয়ার সীমা নাই। তাই বলি "এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে। এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ সংসারে॥" নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ব্যতীত আর আমার উদ্ধারকর্ত্তা কেহ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার জনগণই পতিতপাবন। মাদৃশ পতিত ব্যক্তিকে পাবন করেন বলিয়াই তাঁহারা পতিতপাবন।

ও প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পঞ্চরাত্র সম্পুটের বক্তৃতাদি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮/০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮/০ ৪র্থ খণ্ড—৮/০ আনা
প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

[illegible]

(১) শ্রীচৈতন্য [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগন্নাথ-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সারস্বত-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, সোপার্ষদ আচার্য প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভক্তিরত্নাকরে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, মহাপ্রভুর সেবা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রীয় শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

[illegible] প্রভুর গৃহ বর্তমানের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীবাস [illegible] নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু

(১৯) [illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পাড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ গোয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ছবিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদেবীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীভগবদ্বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনীলগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

হিল্, [illegible] বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুম্ভেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) জনাধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জনাধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমরহাটা, পোঃ চিনসুরা, (যশোহর)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবক অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible]

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

[illegible] মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কৃষ্ণনগর বাজার দর

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

[illegible]

[illegible]

লবণ [illegible]	৬।০
[illegible]	৫৸০
ঐ [illegible]	৫৲
[illegible]	৭৲-৭।০
[illegible]	৫।০
[illegible]	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
[illegible]	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
[illegible]	১০৲-১০।০
[illegible]	৫।০-৫।৵
ঐ [illegible]	৫৲-৫৵০
[illegible]	৫।০-৫।০
[illegible]	৭৲
ঐ [illegible]	৩৵০

চিনির দর

[illegible]	১০।/০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	১।০
[illegible]	৮।০—৯৵০
[illegible]	৭৷/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪।০
[illegible]	১২৲
[illegible]	৫১।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৭০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	৬।০—৬।৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible]	৫৸০—৫৸৵০
[illegible]	৫/০—৫।/০
[illegible]	৫৲—৫।০
[illegible]	৪৸০—৪৸৵০
[illegible]	২।০—২৷/০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
[illegible]	১৸৵০—১৷/০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৭৫৲
[illegible]	[illegible]

[illegible]	৪৭৲
[illegible]	৩৮৲
[illegible]	৭১৸০
১৬ [illegible]—	১৭৸০
[illegible]	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

২০শে [illegible]

[illegible]

[illegible]	৯৲-৯।০
ঐ [illegible]	৮৲—৮।০
[illegible]	১০৲
ঐ [illegible]	৯।০—১০।৵০
[illegible]	৮৸০—৯০৲
[illegible]	৮৸০—৯।০
টালা [illegible]	।৵০
১৪ [illegible]—	১৪৲
১৬ [illegible]—	১৬৸০
২৮ [illegible]—	
টাটা [illegible]	
১৭ [illegible]—	[illegible]
২৬ [illegible]—	১৩।৵০
২৮ [illegible]—	
[illegible]	
২৪ [illegible]—	১৭৲
[illegible]	।৵৫—৸৵০
[illegible]	১০৸০
[illegible]	৩৷৵—৪৲
[illegible]	
	৭৲—৭।০ [illegible]
[illegible]	১০৲
ঐ [illegible]	৯।০—১০।০
[illegible]	৮৸০ ৯।০
[illegible]	
[illegible]	৮৸০—১০।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible] ৪।০	

[illegible] দর

কলিকাতা [illegible]

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৭৲
[illegible]	৫০
ঐ [illegible]	৬১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, [illegible]

প্রতি মণ

[illegible]	৮।০
[illegible]	১৬।০—১৭৲
[illegible]	১০।০—১১০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে [illegible] যাইবার রেলের সময়

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সাক্ষাৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল কোন গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অনুকম্পায় সর্ব্বপ্রাচ্যবিদ্যার্ণব সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে ঠাকুরের ও শ্রীধাম মায়াপুরের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডবলক্রাউন ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র দশ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার প্রচারবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্পাদিত এবং পবিত্র লেখনীর অদ্ভুত সৃষ্টি। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল। এই বিরাট, অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচিত সিদ্ধান্তের সমাবেশ। প্রথম খণ্ডটির পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা, ব. পী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের জন্য প্রতি লাইন ।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ ২,	১।০	১।০	১,
,		৪,	৩,
" অর্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	৫,
" এক কলম ১২,	১০,	১০,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪।০
" সিকি কলম ১০,	১২,
" অর্দ্ধকলম ১৪,	১৮,
" এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯,
ষাণ্মাসিক	"	৫,
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটি অমূল্য রত্ন ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
১০৮শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্যতম
আচার্য্যবর্য্য
[illegible]
শ্রীশ্রীমদ্‌ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রধান নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২৩১]

বিবিধ সংবাদ

——(তারবার্তা)——

চীনের ২৫ মাইল ব্যাপী সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা

গত ৪ঠা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নানকিং রক্ষার জন্য চীনারা তিন দিকব্যাপী যে প্রধান ব্যূহ রচনা করিয়াছে, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য জাপানীরা বিরাট সৈন্য-সমাবেশ করিতেছে। জাপানীরা অগ্রসরকালে কয়েকটী পাহাড় অতিক্রম করে। তাহারা বলে যে, তিনদিক হইতে কুয়াং পর্য্যন্ত ২৫ মাইল ব্যাপী ব্যূহে ৩ লক্ষ চীনা সৈন্য সমবেত হইয়াছে। জাপানীরা তানইয়াং ও অপর কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। এক্ষণে তাহারা নানকিং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

— —

জাপানের দাবী

জাপানী সেনাপতি জেনারেল মাৎসুইয়ের প্রতিনিধি কর্ণেল কুসুমতো সাংহাই মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিঃ ফেসেণ্ডেনের নিকট এক মেমোরেণ্ডাম দাখিল করিয়াছেন। উহাতে কতিপয় দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী হইতেছে, আন্তর্জাতিক এলাকার যে কোন অংশে জাপানী সৈন্যদের প্রবেশাধিকার থাকিবে। অন্যান্য দাবীর মধ্যে প্রধান হইতেছে, গত ৩রা ডিসেম্বরের বোমানিক্ষেপ ব্যাপারের ন্যায় অনুরূপ ঘটনা ভবিষ্যতে যাহাতে আর না ঘটে, তজ্জন্য সাংহাই মিউনিসিপ্যাল পুলিশকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ জাপানী বাহিনী যদি এই সকল ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার জাপানী সৈন্যদের থাকিবে। তৃতীয় দাবী এই যে, জাপানী বাহিনী যদি মনে করে যে আন্তর্জাতিক মিউনিসিপ্যাল পুলিশ জাপ-বিরোধী আন্দোলন কার্য্যকরভাবে দমন করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা দমন করিবার জন্য যে কোন আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার জাপবাহিনীর থাকিবে, জাপবাহিনী লোকজনের দেহ ও সম্পত্তি খানাতল্লাস করিতে পারিবে। বোমা নিক্ষেপ ঘটনার পর জাপান যখন আলোচনা চালাইতেছিল, তখন এই মেমোরেণ্ডাম মিঃ ফেসেণ্ডেনের হস্তে দেওয়া হয়। জাপানের সমস্ত সংবাদপত্রে এই সকল দাবী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক মহলের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, মিঃ ফেসেণ্ডেন দাবীসমূহের প্রাপ্তিস্বীকার মাত্র করিয়াছেন। তিনি উহা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন এবং অপরাহ্ণে তাহা আলোচিত হইবে।

— ——

যশোহরে নূতন জেল নির্ম্মাণ

যে সমস্ত রাজবন্দী, রাজনৈতিক বন্দী ও অন্য দেশোপদ্রব আইনে বন্দীকে মুক্ত দেওয়া উচিত নহে বলিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, তাঁহাদিগকে কোথায় রাখা হইবে সেই সম্পর্কে কিছু দিন হইতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিতেছিলেন।

জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, যশোহরে যে নূতন জেল তৈয়ারী হইতেছে ঐ সমস্ত বন্দীকে ঐ জেলেই রাখা হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, বন্দীদিগকে রাখিবার জন্য উক্ত জেলটীর নির্ম্মাণ ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করিতে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন। ঐ আদেশ অনুসারে জেলটীর নির্ম্মাণ যাহাতে শীঘ্র শেষ হয়, তাহার জন্য একদল মজুর দিবারাত্র কাজ করিতেছে।

———

শিক্ষা-সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি

আগামী নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনে শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং বিভাগের শ্রীযুক্ত এ, এন, বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

———

বার্লিনে ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব

ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঃ ডেলবো ওয়ার্শ ও পূর্ব্ব ইউরোপের দেশ সমূহের রাজধানীগুলিতে সফরে বাহির হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ১৭ দিন লাগিবে। গত ৩রা ডিসেম্বর তিনি ওয়ার্শ যাইবার পথে বার্লিন ষ্টেশনে প্লাটফরমে ১৪ মিনিট কাল অপেক্ষা করেন।

—

বিখ্যাত জার্ম্মাণ সেনাপতি

জার্ম্মাণীর বিখ্যাত সেনাপতি জেনারেল লুডেনডর্ফ কয়েক দিন যাবৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। প্রকাশ, যে, তাঁহার বাঁচিবার আশা খুব কম। যে সকল ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে তিনি বলেন, "আমি জীবনে এত সব বড়ঝড় ও বিপদ অতিক্রম করিয়াছি যে, এখন আমি কিছুতেই ভয় পাই না।

পরলোকে সীমান্তের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নবাব স্যার আবদুল কায়ুম কে, সি, আই, ই, গত ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মর্দ্দান জেলার টোপি নামক স্থানে নিজের বাড়ীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

———

জাপান গবর্ণমেণ্টের তিনটি অভিপ্রায়

প্রকাশ, জাপান গবর্ণমেণ্ট তিনটি অভিপ্রায় জারি করিয়াছেন। এই তিনটী অভিপ্রায়ের মর্ম্ম এই যে, জাপানের অর্থ ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত এই সকল পণ্য বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী করা যাইবে না:—

তুলা, (বীজ ছাড়ান বা বীজ সমেত), জেডার শণ [illegible], চা, চামড়া, স্বর্ণ ও [illegible], চর্বি ও মোম, [illegible] হইতে প্রস্তুত পশম, [illegible] পাট বা [illegible] তুলা [illegible] ও তুলা, পশম ও রেশম বা তুলা ও রেশম এর মিশ্র সূতা প্রভৃতি [illegible], [illegible] (চামড়া), [illegible], বাদে

বহরমপুরের রাজবন্দী শিক্ষা-কেন্দ্র অন্যত্র স্থানান্তরিত

যত দূর জানা গিয়াছে, বহরমপুর রাজবন্দী শিক্ষাকেন্দ্রের পরবর্ত্তী স্থানান্তরিত হইয়াছে। উহা ২৪পরগণা জেলার হাবড়া থানার এলাকায় অবস্থিত। বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ঠাকুরের বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অর্দ্ধ বাঁধা) ৶
কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধ বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৷০
১৮। দ্বাদশ-আলবার ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধ বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিকল্পলতিকা ভগবতোরম্ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনচক্র /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৪। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রশ্নোত্তরিকা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যপাদানুসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। টীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। ভজনম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - ত্রিদিবাবার একবার পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীল সংস্কৃত মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷০।

৪। পরমার্থী--শ্রীযুক্ত নরনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সুকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের পঞ্জিকা ও রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

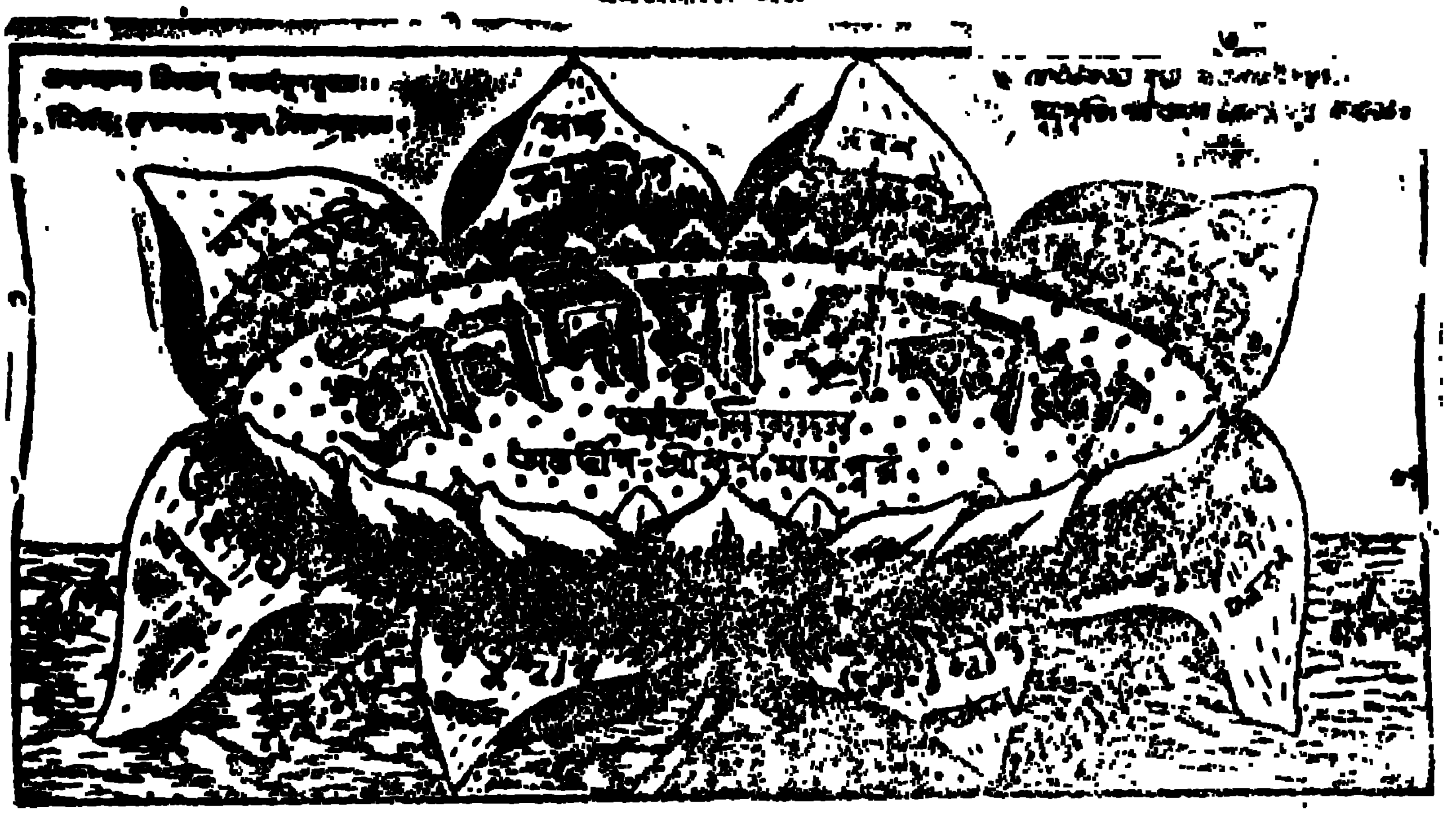

১২শ বর্ষ { ২০ চৈতন্য গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৭, বুধবার } ২৭১৩ সংখ্যা

ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভা

—:•:—

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে গত ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৩৪৪), ২রা ডিসেম্বর (১৯৩৭) বুধবার হইতে ১৮ই অগ্রহায়ণ ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় যথাযথভাবে ব্যাপকভাবে শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সপ্তম বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সাহায্য সংসদমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২রা ডিসেম্বর বুধবারের তিরোভাব-দিবস পূর্ব্বাহ্ণে যথারীতি পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক-কীর্ত্তনাদি সম্পাদিত হইবার পর শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে প্রাতেই শ্রীল জগবন্ধুর আলেখ্য উক্ত শ্রবণ-সদনে একটী উচ্চাসনে পুষ্পমাল্য ভূষিত হইয়া শোভিত হইয়াছিলেন। সভারম্ভে আচার্য্যদেবের শ্রীপাদ ভাবভূষণ ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুবৈষ্ণবস্তব ও মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার সাগর' প্রমুখ বৈষ্ণব-মহিমাত্মক গীতাবলী কীর্ত্তন করিয়া সকলের ... গৌড়ীয়ের বিংশ সংখ্যা হইতে বিগত ১৩৩৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভায় (তিরোভাব-বাসরে) শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার যে শেষ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এবং বর্ত্তমান বর্ষের গৌড়ীয় সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রেয়ঃপথে জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন" প্রবন্ধ অবলম্বনে "শ্রীল জগবন্ধুর বিশুদ্ধ কোথায়, তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য কি, তাঁহার স্মৃতির প্রকৃত তর্পণ কিসে সাধিত হয়, আত্মগুরুবরের প্রাচীন কর্ম্মভূমির সন্দর্শন অপেক্ষা ভক্তিকথাযুক্তের যে অবস্থান প্রকৃত সন্তোষ" ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারী নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। প্রসাদ-সম্মানান্তে পরও শ্রীপাদ দেবতীর্থ ব্রহ্মচারী গৌড়ীয় ১৫শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাটি পাঠমুখে অনেক কথা বলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর উক্ত সারস্বত শ্রবণ সদনে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীল ভাব মহারাজ এবং তৎপর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক প্রভু ... পাঠ বা ভক্তোচিতকাল পর্য্যন্ত শ্রীল জগবন্ধুর দানের বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস ৩রা ডিসেম্বর শ্রীল জগবন্ধুর আলেখ্য-সমক্ষে যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তনাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত হরিপদ পাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সার্ব্বজনিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু কৃতবিদ্য গণ্যমান্য সজ্জন ও বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ... তন্মধ্যে মাননীয় ... কাশিমবাজার, এম, এ ; মাননীয় ... ও মেসার্স ... ; শ্রীযুক্ত নন্দ-নাথ মিত্র—এটর্নি এট ল ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ; শ্রীযুক্ত ... বাহাদুর ; কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ... নাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম এ ; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ... চাকলাদার ; বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি, এস সি, বি, এল, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ... প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় সজ্জনের সাদর অভ্যর্থনা ... আলেখ্য মহোদয়ের প্রস্তাবে ও অপরাপর ... জমিদার শ্রীযুক্ত ... নাথ রায়চৌধুরী মহোদয়ের সমর্থনে মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত হরিপদ পাল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয়ের পার্শ্বে বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত ... শ্রীপাদ ... গোস্বামী প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমালা দিতে গেলে আচার্য্যদেব সেই মালা তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন প্রভুর ... আলেখ্যে ... অর্পণ করেন। ... শ্রীপাদ ... মহারাজ ... ভক্তি-... সভার ... ভক্তিরঞ্জন-বিরহ স্মৃতি সভা ... শ্রীল ... ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ... গৌড়ীয়ের 'শ্রেয়ঃপথে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন' প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর ... শ্রীমদ্ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ... শ্রীল জগবন্ধুর পারমার্থিক জীবনের আদর্শ প্রদর্শনমুখে ... সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ উপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় তাঁহার একটী সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ... সভাপতি ও ... সমবেত সজ্জনবৃন্দকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনমুখে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী 'একবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি' এই মহাজনগীতটী কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয় এবং ... আরাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সভাপতি মহোদয় ও বহু বিশিষ্ট সভ্য শ্রীমন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে সমাগত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দকে নানা বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ এবং অন্যান্য বক্তৃতার মর্ম্ম সত্বরেই প্রকাশিত হইবে।]

"শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিদান-কার্য্য পরম দয়ার কার্য্য। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদ নহে শ্রীগুরুদেবের দয়া। এই দয়া গ্রহণ করা না করার স্বতন্ত্রতা মানুষের আছে। গ্রহণ না করিলে চিরবৃত্তি হইলে আরো দেরী হইবে। জনদের যদি চাহিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা হইবে"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ কেশব, শুক্র অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫০

কৃষ্ণকে ভুলিতে হইবে না

আমরা কৃষ্ণভুলা জীব, কৃষ্ণকে ভুলিয়াই আমাদের এত দুরবস্থা, এত দুর্গতি। কৃষ্ণকে যাঁহারা ভুলেন নাই, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণের চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণ পরম-মঙ্গলময় বস্তু, তাই কৃষ্ণচিন্তারত কৃষ্ণাধীন সেবক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে দুঃখের লেশমাত্র স্থান পায় না। তাঁহারা সতত পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। জীবমাত্রেরই একমাত্র অনুসন্ধেয় বা আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু নিত্যপ্রীতি বা আনন্দ। কৃষ্ণকে মনে রাখার মধ্যে সেই বস্তু তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছে। মহাজনগণ স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন যে, কৃষ্ণকে সতত মনে রাখিতে পারিলে সব সমস্যা কাটিয়া যায়, যত আপদ যত বিপদ, যত চিন্তা সব দূরে যায়। একবার প্রাণধনকে প্রাণের মধ্যে আনিতে পারিলে, প্রাণনাথের কথা একবার চিত্তে স্থান পাইলে আর নিরানন্দ থাকে না, অনর্থ থাকে না, সংসার থাকে না, আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখে চিরকালের মত ছাই পড়িয়া যায়। সেইজন্যই বলিতেছি, সতত কৃষ্ণকে মনে রাখিতে হইবে, কৃষ্ণকে প্রিয় করিতে হইবে, তাঁহার কথা লইয়াই দিন কাটাইতে হইবে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সব করিতে হইবে, তাঁহাকে আর ভুলিতে হইবে না। তাহা হইলেই কৃষ্ণভুলা বিপদগ্রস্ত জীব আমাদের দুর্ভাগ্য প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে। অন্যাভিলাষ, অবিদ্যা জিনিষগুলি আর স্থান দিতে পারিবে না।

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি যে, বিষ্ণুস্মৃতি, বিষ্ণুকে মনে রাখাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ও ইহাই একমাত্র মূলবিধি। শাস্ত্রের যে সকল বিধি এই মূলবিধির অনুগত তাহাই বিধি বলিয়া পালনীয়; নতুবা ইহার বিরুদ্ধ হইলে উহা অবিধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যে ভগবৎস্মৃতির পথ ভগবানকে মনে রাখার কাজ, ইহাই মাত্র ভক্তের পথ; আর বাদবাকী সবই অভক্তি বা অপরাধ। এই ভক্তিপথে দশ বিশটা কাজ নাই, কাজ মাত্র একটি। সেটা আর অন্য কিছুই নয়—ভগবানকে মনে রাখা, ভগবানকে মনে করা। এই জন্যই এই ভক্তির পথ একায়ন পথ, ঐকান্তিক পথ; ইহা বহুধার বা ব্যভিচারের পথ নহে।

আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে—'ভজন ত' অনেক প্রকার, সুতরাং ভক্তিপথে কাজ মাত্র একটা কেন বলিতেছেন? ইহা বহুমুখী কেন না হইবে? কথা তা' নয়; উদ্দেশ্য লইয়া কথা হইতেছে। কি শ্রবণ, কি কীর্ত্তন, কি অর্চ্চন, কি গুরুবৈষ্ণব-সেবা, কি পাঠ, কি বক্তৃতা, এই সকল ভজনাঙ্গ যাজন করিতে গিয়া যদি আমাদের কৃষ্ণকেই মনে না পড়ে, কৃষ্ণ চিন্তার মধ্যে না আসেন, কৃষ্ণচিন্তার পরিবর্ত্তে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, কামনা, বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এসব করিয়া আমাদের বিশেষ কি লাভ হইবে? প্রকৃত পক্ষে ও' জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বিধান বা কৃষ্ণকে সতত স্মরণ রাখাই ত' আমাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং ভক্তিপথে কৃষ্ণকে মনে রাখা ছাড়া আর কি কার্য্য থাকিতে পারে? সুতরাং আমরা যে কোনও কার্য্য করি না কেন, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে যেন কৃষ্ণকে ভুলিয়া না যাই, কৃষ্ণকে যেন মনে রাখিতে পারি। অন্যগত্যভিমান, সেবকাভিমান বা কিঙ্করাভিমান যেন আমাদের প্রবল থাকে।

সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে আপনা হইতেই হৃদয়ে ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে যখন স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণস্মৃতি জীবহৃদয়ে উদিত হয়, তখন আর ঐকান্তিকতার অভাব থাকে না, তখন কৃষ্ণচিন্তা করিতে গিয়া গুরুবৈষ্ণবচিন্তা, গুরুবৈষ্ণবচিন্তা করিতে গিয়া কৃষ্ণচিন্তা বাদ পড়ে না। এক অখণ্ডজ্ঞান এবং ঐকান্তিকতা সেখানে পরিস্ফুট হয়।

ভক্তিপথে মাত্র এই একটা কার্য্য, এই জন্যই একমাত্র ভক্তিপথেই ঐকান্তিকতা দেখা যায়। আমরা যদি চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানকে মনে-রাখারূপ মূল বিধিটি সতত হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে পারি তাহা হইলে আমরা বিচ্ছিন্ন হইতে পারিব এবং গুরুর আদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে, নতুবা চিত্তে বিপরীত অবস্থাপ্রাপ্তি। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা মনঃকল্পিত ভক্তিপথের কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে সতত হরিকথালোচনায় ব্যস্ত থাকেন। কি সুখে, কি দুঃখে, কি সম্পদে, কি বিপদে, কি সুস্থতায়, কি অসুস্থতায়, কি জীবনে, কি মরণে সর্ব্বাবস্থাতেই মনে রাখিতে হইবে—একমাত্র প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে এবং একমাত্র যা' কিছু কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে বাধা পড়ে এমন কোন কার্য্যে মন দিতে হইবে না। ইহারই নাম অনুকূল গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের চেষ্টা এবং এই বিষয়ই সর্ব্বাবস্থায় এবং সাদরে গ্রহণীয়।

যদি হরিই সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপটে থাকেন, তাহা হইলে অন্য কার্য্যের আবশ্যকতা কি? আর যদি হরিই মনে না থাকেন তাহা হইলে স্বগৃহত্যাগ সংসার-ত্যাগাদি করিয়াই বা কি হইবে? সুতরাং উদ্দেশ্যহীন হইলে চলিবে না। কোনও উপায়ে দিনটী কাটাইলে চলিবে না। সাবধান হইয়া, যাঁর যেমন যাহাতে কৃষ্ণ মনে থাকেন এইরূপ কার্য্য করিয়া জীবনের সার্থকতা করিতে হইবে। যেন গোড়ায় গলদ না হয়, যেন সংসার ত্যাগ করিয়া, মঠে আসিয়া, সাধুসঙ্গ করিয়া শেষে কিছু হইল না বলিয়া হাঁপ ছাড়িতে না হয়। অবাক্ষত হরিভজনকারিগণের পাছে যেন আমরা লাঞ্ছিত করিতে না হই। এই সকল বিপদের হাত হইতে বাঁচিতে হইবে, সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—প্রাণনাথকে, প্রাণ-জীবন-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ও তদীয় নিজজনগণকে। সেইজন্যই বলিতেছি, কৃষ্ণকে ভুলিলে চলিবে না। সমস্ত জিনিষ ভুলিয়া গেলেও ক্ষতি নাই, একমাত্র যদি কৃষ্ণ মনে থাকে।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

শ্রীআচার্য্যবাণী

Neutral অবস্থায় থাকা গো-বেশ-বিবাদ-বেদুর হইতে অপরাধ সঙ্গ। শ্রীগুরু-সঙ্গ ব্যতীত ইতর দর্শনে আবৃত কৃষ্ণ বা বিবর্ত্তদর্শন, অনাবৃত কৃষ্ণদর্শনই বৈকুণ্ঠদর্শন। ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা ইহাই মধ্যম ভাগবতের বিচার। অপ্রাকৃত জগতে বিরোধের কোনও স্থান নাই, লৌকিক দৃষ্টির বিপরীত তত্ত্বভাব মাত্র থাকিলেও তাহা অদ্ভুত।

এজন্যই গুরুবৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষার ব্যবহার করিয়া থাকেন। "বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'॥" ইহাই নিন্দক বিদ্বেষীর প্রতি বৈষ্ণবের বিচার। বৈষ্ণবের এই মৌন ভাবটিই বা উদাসীনতাই অদ্ভুত ব্যবহার। আবার কিন্তু তাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবের সম্ভাষণরূপ কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া বৈষ্ণবকে তৎপ্রতি ঐরূপ উদাসীন দেখে। শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্বিলাসমূর্ত্তি—তাঁহাদের জন্যই কৃষ্ণের বসতিস্থল।

স্থাবর-জঙ্গম সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই opaque (অস্বচ্ছ) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধ অবলম্বন না হইলে অধ্যক্ষজ সম্বন্ধ জন্য ভোগ বা ত্যাগবিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। 'যুক্ত-বৈরাগ্য' আছে, অথচ 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্' বিচার নাই, সেখানে ভুক্তি-মুক্তি-প্রবৃত্তি না থাকিয়াই পারে না। কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারা সকলকে কৃষ্ণের ভোগে লাগ করার বিচারই "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ" শ্লোকের বিচারই মহাপ্রভুর বিচার-বিশেষ। সমর্পিতাত্মা হইয়া শুদ্ধগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ ও কৃষ্ণবিষয়ের কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণের বিলাস-সম্পাদন-বিচারেই অনুযোগ কামের অপগতি সম্ভব। কৃষ্ণের ভক্ত-নামধারিগণ ভোগের উন্মত্ত হইয়া সম্বন্ধ ব্যতীত তাঁহার অনুরূপে সাক্ষাৎভাবে বিলাস বস্তু-সিদ্ধির পূর্ণে পাওয়া যায় না। অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণকে দিয়া অখিলরস সম্ভোগ করাইবার বিচার ব্যতীত ভোগ-ত্যাগবিচারপর বাৎসল্য অসম্ভাবী। নামসংকীর্ত্তনই বিপ্রলম্ভ-রসাবতার। তাহার সমাগমরূপ আশ্রয়জাতীয় বাৎসল্য বিশুদ্ধিত হইয়া পরিণামেই আশ্রয়কে সর্ব্বতোভাবে সম্ভোগ করিবার একমাত্র অধিকার—এই বিচারবলে উপলব্ধ হইলে নিজেকেও 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' বিচারে কৃষ্ণের চিদ্বিলাসের একটী নগণ্য উপকরণ জ্ঞান হইবে।

শ্রীপ্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থিক সম্পুটকের রত্নরাজি ৪

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম মায়াপুর, ঈশোদ্যান

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিত্তাকর্ষণ বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

কথোপকথন

[বিগত ১৭।১১।৩৭ তারিখ অপরাহ্ণে পশ্চিমগোদাবরী মণ্ডলের অন্তর্গত কভূর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে "সিদ্ধানন্দ" নামধেয় সন্ন্যাসি শ্রেণীর জনৈক ত্যাগী অষ্টাঙ্গ-যোগীর নিকট প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মঠসেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু অন্ধ্রভাষায় যে-সমুদয় হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা যথাযথভাবে বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল।]

যোগী—নমস্কার মহাশয়! আপনাদের এই মনোরম আশ্রমটী আমাকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁরন্নাম, আপনি অন্ধ্রভাষা জানেন, অন্ধ্রপ্রদেশে বহুকাল অবস্থান করিয়া আমি রাজ-যোগ ও হঠযোগ প্রচার করিতেছি, তজ্জন্য আমার অন্ধ্রভাষা অনুশীলনের সুযোগ আছে। আশ্রমটীর নামাদি শ্রবণ করিতে চাই।

মঠসেবক—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রমটীর নাম রাখিয়াছেন, "শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ।"

যোগী—আপনারা কি রামানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত?

মঠসেবক—না, নিত্য গৌরপার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দের নামানুসারেই এই মঠের নামকরণ হইয়াছে। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের উপসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রামানন্দ-স্বামীর মত বা সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

যোগী—রামানন্দস্বামী কি ভক্তিধর্ম্মের প্রচারক নহেন?

মঠসেবক—শ্রীরামানন্দস্বামী মোক্ষ পর্য্যন্ত সাধনভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। মোক্ষাতীত নিরুপাধিকা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি রামানন্দস্বামীর প্রচারে দৃষ্ট হয় না। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীল রায় রামানন্দের দ্বারা যে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন, একমাত্র তাহাতেই বর্ণাশ্রম বিধিকে "এহো বাহ্য" বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসুদেবের সাধ্য-নির্ণয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। রামা-নন্দী সম্প্রদায়ের অনুগতগণের বিচারপ্রণালী অনুধাবন করিলে তাহাদিগকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির যাজক এবং চরমে অদ্বৈতবাদী বলিয়া মনে হয়।

যোগী—শ্রীশ্রীগৌররামানন্দের মিলন কথা আপনার নিকট জানিতে চাই।

মঠসেবক—আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরসুন্দর আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের নিত্যজনগণকে সাধনোদ্দেশে তুর্য্যাশ্রমের শিক্ষক আচার্য্যের লীলা অঙ্গীকার করত বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণান্বেষণচ্ছলে দক্ষিণাপথ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ক্রমে পূতসলিলা-কুলবাহিনী গোদাবরীর পবিত্র তটে বিদ্যানগরে উপনীত হইয়াছিলেন। সাধারণ আধ্যক্ষিকগণের ধারণা এই যে,—চেতনাচেতন দৃশ্যে বিশ্ব ও অক্ষ-শোণিতরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা যে সকল আধ্যক্ষিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহাই "বিদ্যা" নামে অভিহিত। তাদৃশী বিদ্যা যে নগরে অবস্থিত সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডনায়ক গৌরহরি পরম ঔদার্য্যলীলা আবিষ্কার করিলেন। অবিদ্যাবশে বদ্ধ জীবসমূহকে বিদ্যাবধূ প্রভাবের বিবিধ ভক্তিসিদ্ধান্তামৃত-সমুদ্ররূপ শ্রীগৌর-ভগবান্ রামানন্দ নামক ভক্তবেশে সর্ব্বকালসংরক্ষিত সকল কারণ-তত্ত্বকে তাহা জগতে বিস্তার করেন, কারণ অন্ধ অভিজ্ঞতাবাদী বহিঃপ্রজ্ঞাবশতঃ যে মনোধর্ম্মাবলম্বী হইয়া অবিদ্যাকে বিদ্যানামে অভিহিত করত স্ব-স্ব সুখ্য সংবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই প্রকার কাম ক্রোধ লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-সমাবৃত ও ভোগ-ত্যাগ-বাসনাসংযুক্ত বহু বহু মানুষ দুর্ভাগ্যগ্রস্ত পক্ষেসুখাদি অভিজ্ঞতাবাদী মনুষ্যদিগকে কৃপা-চক্ষুদ্বারা শ্রীগৌরহরি উদ্ধার করিয়াছেন। বিশেষতঃ পরমোদার মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর যদি এমন রামানন্দ রায়ের মুখে এই সূক্ষ্ম ভাগবতী-বিদ্যা প্রচার না করাইতেন তাহা হইলে জীবকুল প্রেমভক্তিবিহীন হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-বিহারেই বিকৃতভাবে চরম ভাবপ্রথা বলিয়া জানিত, তদ্বস্তু কাঞ্চনপঙ্কজিনীর আচ্ছাদক বিমল প্রেম-ধর্ম্ম বিবিক্তানন্দী রসময় মহাভাগবতগণের হৃদয়সম্পুটেই চিরাবদ্ধাবস্থায় থাকিত।

যোগী—অষ্টাঙ্গ সাধনমার্গ সম্বন্ধে আপনাদের অভিপ্রায় কি প্রকার, তাহা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-চরিতাদি কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ আমার হস্তগত হয় নাই।

মঠসেবক—শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তি-প্রচারকল্পে শ্রীরামানন্দ মুখে সাধ্য-সাধনের যে-সকল তত্ত্বকথা ও বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশক কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিত্য, নিরপেক্ষ, ভগবৎকৃপালব্ধ বা কৃপাপ্রার্থী সুধাসু জনগণের পক্ষে উপযোগী এবং তাদৃশ উপযোগিতা সৌভাগ্যক্রমে প্রসঙ্গে 'বঞ্চনকারী নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের অবশ্য প্রাপ্য। যদি কেহ তাদৃশ সৌভাগ্যকে বরণ না করিয়া পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে তিনি নিজ কল্যাণলাভের পথে কণ্টক আরোপণ বা সুগম পথ অবরুদ্ধ করিবেন মাত্র। যাঁহারা কৃষ্ণসেবা-লোলুপচিত্ত, তাঁহারা কৃষ্ণের কৃপাপ্রবৃত্তি-বর্জ্জিত হইয়া মুমুক্ষুদিগকে অথবা সংযমী সাধনকারী ভুক্তিকামাসক্ত জনগণকে জগতে অভিনিবিষ্ট করত জীব অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। যেখানে রাগানুগা অবস্থিতা হন সেইখানেই জীবের মানসিক চাঞ্চল্যক্রমে প্রাপঞ্চিকোন্মত্ত ব্যক্তিগণ শান্তমনে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। তাৎকালিক ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলত্যাগাশা জীবকে কোনদিনই প্রেমভক্তির সন্ধান দিতে পারে না। নিত্য প্রত্যাশাকারী কর্ম্মফলের বা যোগফলের প্রবীণ লক্ষ্যসমূহ বদ্ধজীবকে দূর করাইয়া কৃষ্ণভক্তির সান্নিধ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। আবার কখন বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের আত্মঘাতী বিচারসমূহ প্রবলতা লাভ করিয়া জীবের সুকোমলা সেবাবৃত্তিকে অতল জলধিজলে নিমগ্ন করাইয়া থাকে।

যোগী—আশা করি, আপনি দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। আপনাদের আশ্রমে দর্শন শাস্ত্রালোচনা হয় কি?

মঠসেবক—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সুদর্শনের নিত্যভক্ত সেবক; তাঁহারা জগতের কুদার্শনিকগণকে সুদর্শনের সেবালাভের নিমিত্ত নিঃস্বার্থপর হইয়া আহ্বান করেন বলিয়া তাঁহারা সুদার্শনিক। শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাপূর্ব্বক গ্রন্থ, দৃশ্য ও দর্শনতত্ত্বের যে অচিন্ত্য বিচারপ্রণালী জগৎকে দান করিয়াছেন, সেই অচিন্ত্য বিচার-প্রণালীর শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণের জীবাতু।

যোগী—সুদর্শন শব্দ কিরূপ?

মঠসেবক—বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই সুদর্শন অর্থাৎ সুন্দরদর্শনশাস্ত্র। এই অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য বাস্তব বস্তুর শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি-যোগ্যতার অবরচন্দ্র বা সুদর্শনের আবশ্যকতার বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন। অনেক সময় দুর্ভোগগণ প্রেমপ্রভুত্ব ভক্তিবিলোচনের অপ্রাকৃত দর্শনকে প্রাকৃত কুদর্শনযোগ্য দিব্যদৃষ্টির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রীঅর্জ্জুনের স্বাভাবিকী স্বরূপদৃষ্টি হইতে ভিন্ন দেবচক্ষু বা প্রাকৃত বিরাট্ রূপদর্শনের উপযোগী যে দৃষ্টিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় দিব্যদৃষ্টি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাকৃতজনসমূহ বিভ্রান্ত হইয়া প্রাকৃত বিরাট্ বা বিশ্বরূপেরই মাহাত্ম্য অধিক বিবেচনাপূর্ব্বক স্বরূপের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

যোগী—আমাদের ভারতের অষ্টাঙ্গ দর্শনশাস্ত্রগণের অভিপ্রায় কি?

মঠসেবক—ভারতে অদ্যাবধি বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচার হইয়াছে। কোনও ব্যক্তি পূর্ব্বতন দার্শনিকগণের চর্ব্বিত সিদ্ধান্ত পুনরায় অন্যাকারপ্রকারে চর্ব্বণ করত আপনাদিগকে নবীন দার্শনিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এতদ্দেশের পুরাতন দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রকার প্রকারান্তরে নাস্তিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, পাতঞ্জল ও বেদান্তের অর্থবাদগুলি তাহাতে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছেন।

যোগী—(ঈষৎ কুপিত হইয়া) অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আপনার। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি (গুরুঃ) কালেনানবচ্ছেদাৎ।' এইভাবে যে পতঞ্জলি মহার্ষি ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি নাস্তিক?

মঠসেবক—"সহরে বাজে ঢাক, ঘরে কাণাকাণি।" এই ন্যায় অবলম্বন করিলে সুধীসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। অবশ্য এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া সম্প্রদায়-প্রধানদিগের নিকট "বাহবা" পাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পতঞ্জলি মহর্ষিপ্রণীত যোগ-শাস্ত্রের সাধনপাদে লিখিত আছে যে—"ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম ঈশ্বর, তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞবীজ আছেন। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগণ বাক্যেরও গুরু; যেহেতু তিনি কাল কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন।" পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের পাঠক প্রায় মনোধর্ম্মিগণ এই বাক্যের দোহাই দিয়া পতঞ্জলি মহর্ষিকে নানাভাবে নাচাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

যোগী—(শান্তভাবে) যোগশাস্ত্রের অভিপ্রায় কি? তাহা একটু শুনিতে বাসনা করি।

মঠসেবক—পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের কৈবল্যপাদে লিখিত আছে যে,—"পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।"

এই সূত্রের ভোজবৃত্তিগত অর্থ অবিকল বর্ণন করা যাইতেছে; যথা—"চিচ্ছক্তেবৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রে অবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" অর্থাৎ চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম কৈবল্য। এস্থলে সম্যক্ নিরপেক্ষ বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত জিজ্ঞাস্য এই যে—চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি? কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কৃত্য বা কোন কর্ত্তব্য আছে কি? জীবের কৈবল্য লাভের পর সাধনদশার উক্ত বা পূজ্য ঈশ্বরের সহিত কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন সম্বন্ধ থাকিবে কি না? কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর করিবার পক্ষে পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র—নীরব। ফলতঃ উক্ত শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে,—সাধনপাদে বর্ণিত ঈশ্বর কেবল উপাসনা সিদ্ধির জন্য কল্পিত হইয়াছিলেন। কারণ সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যাইতেছে না। অতএব এখন এই শাস্ত্র কেমন কি নিরীশ্বর তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপালের আসাম চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন অপ্রাকৃত প্রচারকগণের নদীয়া প্রকাশ'-প্রেসের অংশ। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবা বিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১৩৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্যলক্ষ্মীর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরবেণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল্যাসদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবরুণরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

চাঁপাহাটি, রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ ব্রহ্মনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) অন্তর্দ্বীপ আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একচক্রা ঠ

গৌরিপুর, পোঃ বীরচন্দ্রপুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ মহারাজ।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীপুণ্ডরীকনাথ মল্লিক।

(২২) পল্লী গৌড়ীয়মঠ

চৌধুরী পাড়া

রক্ষক—শ্রীমহেশনাথ বাসাধিকারী।

(২৩) মায়া গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। ম

মহোপদেশক শ্রীমদ্গৌরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপাল গৌড়ীয়মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) মধ্যাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোদা ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ কলিয়ার, জি: সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনগী রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীজগদীশদাস ব্রহ্মচারী

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৯৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রা ব্রজপত্তন

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীসেবানন্দ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেখাপাতী,

পোঃ তোহানা, জেলা হিসার (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৩নং চক্রমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ শ্রৌতী ব্রহ্মচারী ভক্তিসার

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাক্ষীকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোদক দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস বসু দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমদনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) আম্বপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

সুবর্ণপাড়া পোঃ মাড় (চাকো)

রক্ষক—শ্রীপাণ্ডব দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীচন্দ্রেশ্বর দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

সুন্দরপুর, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদপাঠী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

১৮০।৯০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৮।০
দাদখানি	৬৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
রামশাল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোলাপাটনা	৪৲
মিহি বেতুল	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেরাদুনী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাদশাভোগ	৫৲ ৫৵০
লাটবাট আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুল	৩৵০

চিনির দর

লাইন, টাইপ	১০৷৵০
কপুর ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] সাদা	
রপুর সাদা	৮।০—৯৵
রপুর লাল	৭৷৵০—৮

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

সোনার বার	৩৫।
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

ফেব্রু—	৪০৸০
মার্চ—	৪০৸০
১৯৩৮—	৪১।০
পাট বস্তার সময়—	৪১.

আটা ও ময়দার দর

ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
নম্বর ঐ	৬৲—৬৵
[illegible] ঐ	৫।৵০ -৫৸০
[illegible]	৬৲ -৬৵০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible] নং (২	৫৴০ ৫৷৵০
[illegible] (এস)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible] নং (৩)	২।০—২৷৵০
[illegible]	১।৵০—১৸০
[illegible]	১৷৵০—১।৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৬৫৷৵

জাফ	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাদাম [illegible]	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
প্যাঃ বটকা ২৪—৩০ সের	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২০শে নভেম্বর

টাটার ইস্পাত—	২৪ প্রতি টন
লোহার কড়ি (বরগা বা বীম)	
ঢাকা	৯৲— ৯।০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮.—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েট বীম সব সাইজ	১০।৲
ঐ ইংলিশ অফ্ (বীম)	৯।০—১০।৵০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯০৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯।০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	।৵০
২২ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	
২৪ গেজ—	[illegible] ৪।০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	
৫০ নং প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৭৲
শীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বার্লিন)	১০৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।৵— ৪৲
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৲— ৭।০ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০.
ঐ ,,	৩—১০ ফুট ৯।০—১০।০
টিন পাতি, গোলটু পরাত্র	৮৸০ ৯।০
গোল এড ত্রি-ইনকোম ও কনক্রিটের	
	৮৸০—১০।০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৬।০

ষ্টিলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৯০ [illegible] হালকা ৪।০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আসেন গোলার কাইন	৫৪.
মিল্ ল আসেন [illegible]	৪০.
[illegible] পুরাতন কাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৫
ঐ কাইন	৫১৲.

বেঙ্গলি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবনা [illegible]	৮।০
সুপারী বেগী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬-৫ বনমালী ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

ঃঃ০ঃঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট —

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] — [illegible], বিদ্যালয় ও [illegible] এর চারিদিক খোলা। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
[illegible], পোঃ শ্রী-মায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩১
[illegible]	পৌঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-১৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
[illegible]	ছাঃ	৫-৫০	৯ ৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮ ৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	[illegible]	১২ ১৮	[illegible]	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বৈদ্যনাথ পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] পল্লীবাসীর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] অভাব নাই। [illegible] প্রভৃতি [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাল, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান [illegible] শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুবিদিত। এই [illegible] জীবনচরিত [illegible] সাধারণ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই [illegible] অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল [illegible] [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী "ঠাকুর [illegible]" নামে [illegible] সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত [illegible] মূল্যবান চিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় গ্রন্থ [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ।০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও [illegible] অধ্যাপক [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] আবাহন [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] [illegible] (Foreword [illegible] (Preface) [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬ এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদী[illegible] ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক [illegible] মাসিক পত্রিকা "ভাগবত" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হ[illegible] ১৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] [illegible] [illegible] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
তারের ঠিকানা—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
১০৮শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মনোভিষ্ট
আচার্য্যপ্রবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র অজস্র-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৩২]

বিবিধ সংবাদ

——(করাচী)——

বায়ু ও বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আয়োজন

গবর্ণমেণ্ট করাচীর অসামরিক অধিবাসীদিগকে বিমান ও গ্যাস আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার শিক্ষাদান করার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-আক্রমণ হইতে উপকূলভাগ রক্ষার জন্য আয়োজন শুরু হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য ... কোয়েটা সামরিক কলেজের ... জন ছাত্র ও অফিসার করাচীতে আছেন।

... নৌ-বহরের জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ' কোয়েটা সামরিক কলেজের এ দলকে লইয়া করাচী হইতে অন্যূন ২০ মাইল দূরে যাত্রা করিয়াছে। তথায় তাহারা ... আক্রমণ হইতে উপকূলভাগ রক্ষা করার জন্য সমর-কৌশল শিক্ষা করিবে। ... দিন পর্য্যন্ত সমরাভ্যাস চলিবে বলিয়া প্রকাশ। এই রণতরীর নৌ-সেনাগণ ... ২০ মাইল পর্য্যন্ত অবস্থিত ... কামান চালনা শিক্ষা করিবে। ... বিমানবহর এই কার্য্যে যোগ দিবে। গত ৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে সমর-শিক্ষা সমাপ্ত হইবে এবং কোয়েটার সামরিক কলেজের ছাত্রেরা ঐ সময় কোয়েটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

সম্প্রতি করাচীর প্রত্যেক বাড়ীতে ... করিয়া গ্যাস-আক্রমণ-নিরোধক ঘর ... ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তৎসম্পর্কে ইহা জানা গিয়াছে যে, করাচীর সব অঞ্চলে বিশেষভাবে বিমান-আক্রমণের আশঙ্কা আছে সেই সব অঞ্চলের প্রত্যেক বাড়ীর নীচের তলায় একটী করিয়া গ্যাস-আক্রমণ-নিরোধক ঘর রাখার ব্যবস্থা করা হইবে। এরূপ অনুমিত হয় যে, এই গ্যাস-আক্রমণ-নিরোধক ঘরে যাহাতে কোন প্রকার গ্যাস প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য গ্যাস-আক্রমণ-নিরোধক ঘরের সমস্ত জানালায় কম্বল খাটাইবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং গ্যাস আক্রমণের সতর্কতাসূচক সংবাদ পাইবামাত্র যাহাতে কম্বলগুলি ভিজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য ঐগুলি বিশেষভাবে জড়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ প্রধানতঃ পর্য্যবেক্ষণকারী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বিমান-আক্রমণের সতর্কতাসূচক সংবাদ জ্ঞাপন করিবেন। শত্রুপক্ষীয় বিমান-বহরের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র বংশীধ্বনি সহকারে বিপদের সঙ্কেতসূচক বার্ত্তা ঘোষিত হইবে। লোকজন যাহাতে আশ্রয়স্থান খুঁজিবার অবসর পাইতে পারে তজ্জন্য বিপদের সঙ্কেতসূচক বংশীধ্বনির পর মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বংশীধ্বনি করার ব্যবস্থা করিবেন।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের বহু অ-সামরিক কার্য্য গ্যাস-আক্রমণ-নিরোধক মুখোস প্রস্তুত করিতেছেন। গ্যাস আক্রমণ নিরোধক মুখোস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি যাহাতে ভারতে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইতে পারে বিমান-আক্রমণ-নিরোধক পরিকল্পনায় তাহা বিবেচিত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্যাস-আক্রমণ-নিরোধক মুখোসের মূল্য প্রতিরোধ-শক্তির ক্ষমতা অনুসারে কম বেশী হয়। অসামরিক অধিবাসীদের মুখোসের প্রতিরোধ-শক্তি সৈন্যদের মুখোসের প্রতিরোধ-শক্তির অপেক্ষা কম। অসামরিক অধিবাসীদের মুখোসের মূল্য প্রত্যেকটী অনুমান ১০ টাকা এবং সৈন্যদের মুখোসের মূল্য প্রত্যেকটি অনুমান ৩০ টাকা পড়িবে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অন্তরায়

মুর্শিদাবাদের নবাব আসাফ-উদ্দৌলা বাঙ্গলার সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটী দিয়াছেন:—

প্রধান প্রধান পত্রিকায় অবিরত যে গালি গালি মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে। সমালোচনা ঠিক হউক আর অঠিক হউক—এমন ভাষায় করা উচিত, যাহাতে রাজনৈতিক আবেষ্টনীর ভিতরে না থাকিলে কোনও মতানৈক্য কাহারো বিরুদ্ধ ... সম্প্রদায়ের কারণ না হয়। উভয় পক্ষের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য বর্ত্তমান মনোভাবে উৎসাহ দান করা ... সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকের কর্ত্তব্য। এইরূপ ... দেখা দিলে, তখনই ... কোনও ... সিদ্ধান্তের ফলে সংবাদপত্রে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে।

সাধুর আবরণে অসাধু

গত ৩রা ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ একটি ডাক্তার দোকানে একজন বাঙ্গালী সাধুবেশধারী যখন নর্ত্তকীদের মধ্যে নাচিতেছিল তখন পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, ঐ বাঙ্গালীটি নিজকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিত। সে ১লা ডিসেম্বর ... পোষ্ট অফিস হইতে মিসেস জে. পাল্লা-র একটি ... এবং ... ২রা ডিসেম্বর এলাহাবাদে এক ব্যাঙ্কে ... একটি ... পকেট হইতে এক হাজার টাকার নোট অপহরণ করে। প্রকাশ, তাহাকে বাঙ্গাল অবস্থায় বহু অর্থ ব্যয় করিতে দেখিয়া পুলিশ তাহার শরীর তল্লাসী করে। তখন তাহার নিকট মিসেস পাল্লার অঙ্গুরীয় এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হইতে অপহৃত ১৫০০ পাওয়া যায়। ঐ লোকটীর বাড়ী পণ্ডিচেরীতে বলিয়া প্রকাশ।

শিক্ষা-বিল সম্পর্কে জনসভা

গত ৮ই ডিসেম্বর বুধবার মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে এক বিরাট জনসভা হইয়াছে।

শ্রীযুত জে, এন, বসু, শ্রীযুত সি, সি, চ্যাটার্জ্জী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাগণ এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন।

মাদ্রাজ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠনের পরিকল্পনা

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ আবদুল হামিদ খান মাদ্রাজ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠনের একটা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখনও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। মাদ্রাজ কর্পোরেশনে এই সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা হইতেছে।

কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী দশ বৎসরে দশ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইবে। উহার দ্বারা সহরের পরিসর বৃদ্ধি করা হইবে, জনবহুল অঞ্চলগুলি ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করা হইবে।

পরিচয়-পত্রের জন্য আর পয়সা লাগিবে না

রেলওয়ে বোর্ড এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছেন যে, ১লা ডিসেম্বর হইতে 'পরিচয়-পত্রের' জন্য কোন পয়সা দিতে হইবে না। এতকাল 'পরিচয়-পত্র' লইবার সময় আট আনা করিয়া দিতে হইত।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। যামুন-আলবার ।০
১৯। ধর্ম্মবিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵
২২ ভজন রহস্য ।
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা।
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধ-বাঁধা ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তাবলিকা গৌরস্তোত্রঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible]-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। [illegible] ৵০
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাসারবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসত্য[illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

বিশ্বময় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহু গ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ২১ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১, [illegible] অগ্রহায়ণ [illegible], [illegible] ডিসেম্বর [illegible] } [illegible] সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

আমারীপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তি-শাস্ত্রীজী ফরিদপুর জেলার বহুস্থানে কয়েক দিবস প্রচার করিয়া আমারীপুর টাউনে উপস্থিত হন। তথায় স্কুলের শিক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত গুরুভক্ত শ্রীপাদ রাধা-কিশোর দাসাধিকারী বি-এস-সি মহোদয় প্রচারকবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া স্থানাদির ব্যবস্থা করেন। ১৩ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক উক্ত শ্রীপাদ রাধাকিশোর দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সভায় আমারীপুরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কাঁচিকাটায়

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তি-শাস্ত্রীজী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভট্টাচার্য্য মহোদয় ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কাঁচকাটা বাজারে কয়েকদিন যাবৎ হরিকথা প্রচার করেন ও স্থানীয় বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে নগরসংকীর্ত্তন করেন।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার কাঁচিকাটা-গ্রামবাসী সজ্জনগণ একটী বিরাট সভায় প্রচারকবৃন্দকে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন ও হরিকথা প্রচারের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ঐ দিবস পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় "আত্মার [illegible] স্বরূপ" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর [illegible] কল্পিত অবতারবাদের ছড়াছড়ির অসারত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক [illegible] মহোদয় [illegible] বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন করেন। নিম্নলিখিত সজ্জনগণ প্রচারকগণকে নানাভাবে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করায় তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত [illegible] নন্দী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দত্ত, শ্রীযুক্ত [illegible] রায়, শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র [illegible], শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ পাল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত প্রভৃতি।

শ্রীপুরুষোত্তমে

গত ১২ই নভেম্বর শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর উক্ত মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিজয় মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী সমবেত সজ্জনবৃন্দকে [illegible] ......প্রাপ্তে [illegible]" শ্লোক [illegible] ব্যাখ্যা করেন। উক্ত দিবস নিকটস্থ আশ্রম হইতে বহু সজ্জন [illegible] পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ জন্য [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন। [illegible] সেই সকল সম্প্রদায় [illegible] হইতে কোন প্রকারে [illegible] নয়, তাহা বিশেষরূপে উক্ত শ্লোকে প্রমাণিত হইয়াছে। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর্য্য যে পরমারাধ্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবক এবং তাঁহার আনুগত্যে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবাধিকার লাভ করা যাইবে তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন।

পাটনায়

গত ২৮শে কার্ত্তিক ১৪ই নভেম্বর রবিবার উত্থান একাদশী দিবস অনন্ত-গুণ-বিভূষিত পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথিতে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ কীর্ত্তনমহোৎসব যথাসময়ে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পরদিবস ২৯শে কার্ত্তিক ১৫ই নভেম্বর সোমবার [illegible] উৎসব, শ্রীশ্রীবিনোদ-গোবিন্দ [illegible] ভোগ ও বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রসাদ প্রভু শ্রীচৈতন্য-[illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভা [illegible] সম্পন্ন হয়। [illegible] দিবস শ্রীপাদ [illegible] নিযুক্ত করা [illegible]। উক্ত [illegible] বিশেষ প্রশংসনীয়।

পাটনা গৌড়ীয়মঠের শ্রীপাদ [illegible] গত ২৯।১১।৩৭ তারিখে সন্ধ্যায় পাটনানিবাসী শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা হইতে [illegible] উপাখ্যান পাঠ ও সরল হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের পূর্ব্বে ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণে উপস্থিত [illegible] এবং পুনরায় শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

[illegible]

গত ১০ই অগ্রহায়ণ [illegible] পাঠ [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। ঐ দিনে শ্রীল [illegible] ভাগবতবাণী প্রচার করিয়া [illegible] শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে যাইবার কথা আছে।

"শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিদান-কার্য্য পরম দয়ার কার্য্য। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেম প্রদানই শ্রীগুরুদেবের দয়া। এই দয়া গ্রহণ করা না করার স্বাতন্ত্র্য মানবের আছে। গ্রহণ না করার চিত্তবৃত্তি হইলে ভগবানে বিমুখ হইবে। আদরের সহিত চাহিলে নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ কেশব, আদি কার্ত্তিক গৌরাব্দ ৫৫ [illegible]

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

বিগত ২৮শে কার্ত্তিক (১৩৬৮) উত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীল পরমগুরুদেবের অপ্রকট-উৎসববাসরে নবদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যদেব শ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দ্দেশে কলিকাতা গৌড়ীয় মিশনের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' নামক গ্রন্থখানি অর্পিত হয়। [illegible] গ্রন্থখানি ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। [illegible] উত্তমরূপে মুদ্রিত। [illegible] পরমগুরুদেবের শ্রীল [illegible] আচার্য্যবর, শ্রীল [illegible] গৌরকিশোর-[illegible], এবং [illegible] বিনোদ [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বিপ্রলম্ভ [illegible] শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর [illegible] শ্রীল [illegible] প্রভুর [illegible] গৌরকিশোর প্রভু [illegible] শ্রীল বংশীদাস বাবাজী, বর্ত্তমানে গদাধর [illegible] শ্রীল বাবাজী মহারাজের পূর্ব্ব-সমাধিমন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের একটি অতি উত্তম ফটোও সংগৃহীত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বরূপরূপানুগবর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]। পণ্ডিতপ্রবর গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী [illegible] ও [illegible] একটি পরম-চমৎকার 'উপোদ্ঘাত' লিখিয়া দেওয়ায় গ্রন্থের উজ্জ্বল্য [illegible] হইয়াছে। তাহাতে [illegible] বৈরাগ্য বা কৃত্রিম প্রাকৃত ফল্গুবৈরাগ্যের যে [illegible] এবং নিষ্কপট বাস্তব [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাধকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। [illegible] বৈষ্ণবশিরোমণি [illegible] বিশেষভাবে আচরণ করাইয়াছেন: শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু—ইঁহারাই কৃষ্ণের [illegible] বৈরাগ্য [illegible]। সর্ব্বোপরি শ্রীমদাচার্য্যপাদ [illegible]—"[illegible] তাঁহাদের (গৌরপার্ষদগণের) বৈরাগ্য বিশ্বমঙ্গল দর্শন করিতে পারেন।" [illegible] সাধকমাত্রেরই হৃদয়ে [illegible] একান্তাবশ্যকতার [illegible] রাখিবে। 'উপোদ্ঘাতে' [illegible] অনেক অমূল্য শিক্ষা [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই।

[illegible] 'উপোদ্ঘাতের' অব্যবহিত পরেই [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] বিদ্যাবিনোদ প্রভু-লিখিত 'নিবেদন' প্রসঙ্গে [illegible] দিয়া প্রবাহিত ও প্রকাশিত পুস্তকখানিতে যে যথার্থ ও [illegible], আর অকস্মাৎ [illegible] মহাপুরুষগণের চরিত্র [illegible] আলোচনার বাহানায় যে নানাপ্রকার মিথ্যা [illegible] এবং [illegible] মহাজনের শ্রীচরণে অপরাধ [illegible] করে তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

বিশেষতঃ এই গ্রন্থে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] সর্ব্বপ্রথম দর্শনলাভ করেন, [illegible] সেই শ্রীল [illegible] গোস্বামীর [illegible] শ্রীল বাসুদেব প্রভুর [illegible] চিত্রিত হইয়াছে। উক্ত শ্রী[illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণবের যে কি অমূল্য নিধি তাহা [illegible] বর্ণনাতীত।

শ্রীগ্রন্থের ১৪—১৬শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-[illegible]

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম করতে হ'বে। সকল সময় যাঁ'র ভজনে অতিবাহিত হ'য়েছে, তিনি 'সকল লোকে হরিভজন করুক, আমারই কেবল হ'লো না'—এইরূপ বিচার ক'রে থাকেন। 'কেহ ভাল কেহ মন্দ' -এই বিচার তাঁ'র না; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যমাধিকারী বা অন্য বিলাসী ব্যক্তিগণ যদি মহাভাগবতের অনুকরণ ক'রে 'কোন ভালমন্দ বিচার করব না, সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গ উভয়ই এক'—এইরূপ মনে করে, তা'হলে তা'রা অসৎসঙ্গে লিপ্ত হ'য়ে পড়বে, ভজনরাজ্যের সীমানায় যেতে পারবে না। মধ্যমাধিকারী জীবকে প্রণাম [illegible] ও কনিষ্ঠাধিকারীকে আদর অর্থাৎ উৎসাহ দিতে হ'বে, তা'রা অর্জ্জনকারী; [illegible] ভজনকারীগণকে প্রণাম করতে হ'বে এবং [illegible] শুশ্রূষা করতে হ'বে, তাঁ'র সেবায় সব সময় চেষ্টা [illegible] হ'বে। বাইরের দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছেড়ে ভক্তের সেবা করতে হ'বে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

(পদ্মপুরাণ)

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং

দাম্ভিকাঃ জনাঃ॥

(হরিভক্তিসুধোদয়)

'আমি সকলের গুরু হ'য়ে গিয়েছি, সকলে আমার শিষ্য—এরূপ বিচারের [illegible] জন্যই [illegible] অনুকরণ-[illegible] বাবাজী বলে [illegible]

[illegible] শ্রীল বাবাজী মহারাজের অসাধারণ যুক্তবৈরাগ্য এবং অপূর্ব্ব চরিত্রের অলৌকিক লীলা ও বৈশিষ্ট্যসকল বর্ণিত হইয়াছে। ১৭শ—১০১তম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত [illegible] ও [illegible] শ্রীল বাবাজী মহারাজের উপদেশবাণী [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১০২তম—১০৫শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ ও শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক তাঁহার সমাধি প্রদান ও শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার নূতন সমাধিমন্দিরে [illegible] প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। ১০৬তম পৃষ্ঠায় "পরমগুরুষ্টক"টী মুদ্রিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অত্যদ্ভুত চরিত্র, ভজননিষ্ঠা, আদর্শ জীবন, যুক্তবৈরাগ্য-পরাকাষ্ঠা ও সাধকগণের সতর্কতার কথাগুলি [illegible] সুষ্ঠুরূপে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এই গ্রন্থটি ভজনকামী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য ও কণ্ঠহাররূপে সাদরে গৃহীত হইবে, আশা করি।

[illegible] নাম [illegible]। তিনটী 'নিরপেক্ষ'-[illegible] তিনটীর [illegible] তিনটীকে [illegible] করবেন।

এই জগতে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের [illegible] বর্ণ, কর্কশতা, আলস্য প্রভৃতি [illegible] দোষ বা কদর্য্য বর্ণ, কুগঠন ও কুদর্শন, [illegible] জনিত শারীরিক দোষ কখনই প্রা[illegible] দৃষ্টিতে দেখতে নাই। যেহেতু ঐ[illegible] দোষ আমার চোখে প্রতিভাত [illegible] সুতরাং হরিভজনকারী বৈষ্ণবও সাধ[illegible] প্রাণিবিশেষের ন্যায়, এইরূপ বিচার [illegible] আমাদের অমঙ্গল হ'বে। গঙ্গাজল-প্র[illegible] কত বুদবুদ, ফেন, পঙ্ক ও নানা প্র[illegible] আবর্জ্জনা দেখতে পাওয়া যায়; [illegible] তাই ব'লে ব্রহ্মদ্রব গঙ্গার মহিমা [illegible] হয় না।

আলোয়ার যামুনাচার্য্য ব'লেছেন—

বৈষ্ণবানাং ভজন্তি নিদ্রাদয়ানি [illegible]
দৃষ্টা [illegible]

[illegible]

[illegible] বিষ্ণুপদাঃ [illegible]

[illegible]

(লোকদর্শন ও লোকপ্রভু [illegible] জন্য) বৈষ্ণবের ভয়, নিদ্রা ও আ[illegible] প্রভৃতি [illegible] উদ্দেশে কখনও লোকের নিকট [illegible] কথা বলবে না। বৈষ্ণবের [illegible] প্রয়োজন দোষগুলি পরিত্যাগ গুণাবলী কীর্ত্তন করবে।

যিনি শুদ্ধ ভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টি[illegible] দেখে তাঁ'র অনুকরণ দর্শন ক'রে থা[illegible] তিনি আবহমান মহাভাগবতের সেরূপ দু[illegible] দর্শন হ'তে মুক্ত হ'য়ে সাধুর [illegible] পারেন। [illegible] সাধক ও [illegible] মধ্যে ভেদ আছে; প্রাকৃত সহজিয়া[illegible] এক্ষণ হ'তে পারে না। তা'দের বা[illegible] দিয়া আর এক [illegible] জানতে হ'বে। গুরুকে উপদেশ দিতে না। শিষ্যের নিকট হ'তে উপদেশ ক'রতে হ'বে না।

বাইরের বিরাগ বা বাইরের আ[illegible] দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। [illegible] [illegible] অপ্রাকৃত আসক্তি, [illegible] অকপট বৈরাগ্য তা' দেখে প্রকৃত বৈ[illegible] বৈষ্ণব চিনতে পারেন। সাধক ও [illegible] একাকার ক'রতে হ'বে না [illegible] বংশীদাস বাবাজী মহারাজের আচুল [illegible] বা তামাক পানের অভাব দেখতে হ'বে আর তাঁ'র অনুকরণও ক'রতে হ'বে দেখতে হ'বে তাঁ'র ভজনের দৃঢ়তা [illegible]

পান-তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য [illegible] ত্যাগ। হরিভজনকারী কখনও মাদক-[illegible] সেবা করেন না। কোনও মানুষে [illegible]

ব্রাহ্মণদ্বয়ের সেবার আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়, ত'বে তাঁ'র সেবাবৃত্তি কিরূপ দেখতে হ'বে, নতুবা তিনি অধিক গাঁজা পান করতে পারেন ব'লে তাঁ'কে সাধু বলতে হ'বে না, গেঁজাখোরেরা হয় ত' তাঁ'কে সাধু বলতে পারেন, কিন্তু হরিভজনকারীরা তাঁ'কে সাধু বলবেন না।

অতএব ব্যক্তির বপুর দোষ দেখতে হ'বে। তার নীচু উঁচু জাত দেখতে হ'বে। তাঁ'দিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত ভাগবতগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে না। অজামিল গৃহস্থ ছিলেন, সুতরাং তিনি সন্ন্যাসী হ'তে বড়, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণের সেবক এরূপ বিচার করতে হ'বে না। তাঁ'কে ঐরূপ মনে করলে দুর্বাসার ন্যায় অসুবিধা ভোগ করতে হ'বে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব'লেছেন,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥
(চৈঃ চঃ)

যমুনার জলে যখন নালার জল মিশে যায় তখন আর বিচার করতে হ'বে না কোন্ জল? তুলসীদাসজীর একটী দোহা আছে,—

"ব্রাহ্মণ কাঁধে বেজু মুখ সবকোই
করত বিচার।
হরি না ভজে ত' তাকো চামার।"

শিশুপালের মুখে যখন বিপ্রিণ [illegible] মনে হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-শিশুপালা যা'দের শ্রবণ অনাদি কাল হ'তে উত্তপ্ত, সে সকল অনাদিবহির্মুখ জীবগণের সুমধুর হরিকীর্তন রুচি হয় না। কিন্তু শিশুপালের মুখে 'মাত্র তিক্ত বোধ হ'লেও যেমন মা'র শিশুর মনের ঔষধ, সেরূপ হরিনামই অবিদ্যানিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদের মহৌষধ। নিরন্তর অপ্রতিবন্ধভাবে হরিনাম গ্রহণ করতে করতেই কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে। অবক্রন্দনায় কীর্তন না ক'রে চুপ্ ক'রে ধ্যান করতে হ'বে—এইরূপ বিচার নিন্দা ও মায়াবাদিগণের। যিনি হরিনাম-সংকীর্তন করেন তাঁ'র সর্বার্থ, আনুষঙ্গিক সব ছুটে চ'লে যাবে। তাই শ্রীল রামানুজপূর্বাপাদের যে বাণী শ্রীরূপ প্রভু তাঁ'র পদ্যাবলীতে সংগ্রহ ক'রেছেন তা'তে শুনতে পাই,—

সন্ধ্যা বন্দন! ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান
তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং
ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য
কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে
কিমন্যেন মে॥

"হে সন্ধ্যা-বন্দন তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণকার্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা [illegible] আমি যে-কোনও স্থানে অবস্থান ক'রে যাদবকুলের শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ ক'রে অনায়াসে সংসারদুঃখ ও পাপাদি বিনাশ করতে পা'রব, কাজেই এই অচিরস্থায়ী সংসারদুঃখ বা পাপপ্রবৃত্তি দূর করবার জন্য আমার নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি-কার্যের প্রয়োজন নাই।"

আবার অর্চনে, তীর্থস্নানাদিতে রুচি ত' হলো, কিন্তু একান্ত নামভজনে রুচি হ'লো না। অর্চন, তীর্থস্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের যাবতীয় ফল ও প্রভাব শ্রীনামে অন্তর্ভুক্তভাবেই অবস্থান ক'রেছে। অধিক কি, শ্রীনামে শ্রীনামীর নিজস্ব সর্বশক্তি অর্পিত আছে, তথাপি জীবের এমনই দুর্দৈব যে, নামে রুচি হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গান ক'রেছেন,—

তীর্থ-যাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

কথোপকথন

(১)

যোগী—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে যোগশাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

মঠসেবক—অপশাস্ত্রের দর্শন আমরা কি? [illegible] "আবেশ" "চালোম" [illegible] প্রচার করিয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্য সমাজে প্রদান ক'রিয়া থাকেন। "চুরি করিও না" এই উপদেশ-বাক্যের 'না' শব্দটী বাদ দিয়া অবশিষ্ট বাক্যটি কর্তব্যরূপে ব'লিয়া প্রচার করত নীচ অজ্ঞ শ্রাবক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিলেও সুধীসমাজে তাহা প্রকাশ করিতে নাই। কারণ [illegible] অপস্বার্থহানির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির [illegible] সিদ্ধিগণ-গত সাতটী প্রধান ও [illegible] কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভগবদ্ভক্ত অন্তর স্বরূপ অষ্টাঙ্গ সিদ্ধির লক্ষণ ও প্রাপ্তির উপায় বর্ণন করিয়াছেন। পরন্তু কুযোগি বৈধর্ম্য সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে পরামর্শ প্রদান করেন নাই।

যোগী—আমি প্রায়শঃ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধ পাঠ ক'রিয়া থাকি।

মঠসেবক—সদ্গুরুপদাশ্রয়ে আগবত দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক [illegible] শ্রবণ ও শ্রীশ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবগণের বাণীতে তত্ত্ব-কথিত [illegible] নিকট অনাত্ম [illegible] দিগের দ্বারা কোন মঙ্গল লাভ হয় না। ভক্ত-ভাগবতের নিকট সেবোন্মুখ হৃদয়ে [illegible] শ্রবণ না করিলে কাহারও ভাগবতে প্রবেশাধিকার হয় না। আধ্যক্ষিক বিদ্যা-বুদ্ধিদ্বারা ভাগবতার্থ বিবির্ত করিতে গেলে নানা প্রকার তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাসাদি সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। তখন শ্রীশ্রীগুরুভক্তবৈষ্ণবের উপদেশ অপেক্ষা হরিভক্তবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ জনগণের মনোরঞ্জনের দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহই প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হয়। ফলতঃ প্রতি পদে পদে পদস্খলনজাত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণীর বিরোধাচরণের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে।

যোগী—আমার মনে হয় সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ পূর্বক সমদর্শন লাভের জন্য যত্ন করা উচিত।

মঠসেবক—উহা [illegible] সম্প্রদায়ের, বিষয়ানুকূলের অভিলাষ মাত্র। 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' প্রভৃতি হিতকারিণী শ্রুতির উপদেশ পাঠ করতঃ অন্যোপাসনায় রত কোন ব্যক্তি যদি বলেন,—শ্রুতিশাস্ত্র সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কিত এবং সাধুগণ অসাধু [illegible] সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন [illegible] অসাধু সম্প্রদায় যদি বলেন সাধুগণ সাম্প্রদায়িকতায় মগ্ন [illegible], তাহা হইলে যেমন ঐ সকল অসৎসম্প্রদায়ের অসদাগ্রহ রূপ [illegible] সত্যের বা কুসম্প্রদায়িকতাই [illegible] স্বরূপ [illegible] অসদগ্রহই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

যোগী—বর্তমান জগতে সমন্বয়বাদেরই অধিক আদর।

মঠসেবক—শাস্ত্র [illegible] শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণ ক'রিয়া আজকাল যে সকল নানাবর্ণসম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল পথ প্রচারকের চিন্তাধারা এই ভাবেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা মনে করিতে পারেন যে, [illegible] সমন্বয়বাদকে স্পর্শ করেন না [illegible] সমন্বয়বাদী! তাহার নিকট আচার নাই, বিচার নাই, [illegible] সকল জাতীয় [illegible] সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এরূপ পাপ [illegible] হইতে আমরা বলা কথা কাহারও [illegible] সমন্বয়বাদের বিচারে লোকরঞ্জন ও লোক-সংগ্রহ হইতে পারে বটে; কারণ জগতের অধিকাংশ লোকই উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী।

যোগী—আপনার কথাগুলি মন্দ নয়, যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন অনুধাবন করা বড়ই কঠিন।

মঠসেবক—আমার কথা, তোমার কথা এবং তাহার কথা দ্বারা আমরা তাৎকালিক মনোরম বা সুখোদয় হইতেও পারে কিংবা না হইতেও পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারা নিখিল অনুচরদের যে [illegible] জগতে প্রচারিত হইয়াছে তাহা নিত্যকালই অমন্দোদয়দর্শ-বিশিষ্ট। বলা বাহুল্য, সেই পরমদর্শন আদর্শ নিত্যকাল আচরণ করাই নিখিল অনুচরদের নিত্য বৃত্তি।

যোগী—নমস্কার! সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা। এখন বিদায় দিন। সময় মত আবার আপনার দর্শন লাভের আশা রহিল, নমস্কার।

গোকুল-মহোৎসব

(১)

সুপ্ত আবার বঙ্গ জনম জাগিয়া উঠিক আজ
নামে [illegible] জয় বাজায়ে যোগ্য সাজ;
চেতন বাণীর মহা-উৎসব,
চেতন কণ্ঠে মহাকলরব,
বধির কর্ণে কুহরিয়া কহে
ছাড় সবে বৃথা কাজ।
চাঁদের ঠাকুর ডাকেন সবারে
পরিয়া নামের সাজ॥

(২)
অসম শ্রীনাম [illegible] সবাকারে
দিতে চান,
অনাথ জনের শরণ ঠাকুর
কৃপাভরে আসেন।
নাম উৎসবে মন মাতাইয়া,
[illegible] দেখা ক'রিয়া যতন,
সকলেই [illegible] নামে মাতিতে আপন
ভোলিয়া যান।
শ্রীগৌরবাণীর ভাগিরথী-ধারা
বহান সেথায় যান॥

(৩)
বিনোদবাণীর [illegible] করুণার ভূমিখানি,
নিতাই নিধে করেন চরম শরণমী
উপাদান;
দূর প্রতীচীর মাটীয়া আবার
[illegible] কত উপচার
আনিয়া সকল করেন যোজনা—
উৎসব অবদান,
নাম কণ্ঠের ঘোষণা যাহার আকাশ
[illegible] দান॥

(৪)
বিনোদবাণীর [illegible] গোকুল উৎসব,
[illegible] নাম-সবারে
বিলাইয়া বৈভব,
সকলে [illegible] মাতাল,
[illegible] কাঁদিছে লোচনা,
নামকণ্ঠের মহা [illegible]
[illegible] সব;
[illegible] বাধা সব দূরে করে
[illegible]॥

(৫)
নিখিল করুণ দৈন্য [illegible]
[illegible],
গোকুলের মহা মহা উৎসবে [illegible]
সেবা অধিকার।
[illegible] আসিয়া
[illegible]
নাম-ভাণ্ডারে [illegible]
কামি তাঁ'র,
করুণা কর দয়া করিবেন [illegible]
[illegible] বার।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভাগবতযন্ত্রে মুদ্রিত প্রকাশকার্য্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৮ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। ইঁহাতে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদির তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাহাদিগের পাক্ষিক ও রেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ প্রণব নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবান্ধব।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমন্দির ও শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ... মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী,

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এবং গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতগোদ্রুমকুঞ্জ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধানাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ.-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপদ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিহারীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের স্থান

রক্ষক—শ্রীপ্রেমবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রেমস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীপ্রণব ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

...পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া দ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) অন্যান্য আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একচক্রা-মঠ

গো বল্লভপুর, পোঃ ভাগলপুর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) নরেন্দ্র-পণ্ডিতের পাট

কাটাল গিরি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীহরিকিশোর বসাক।

(২১) বালাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীপুরুষোত্তম মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চ'ব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রী ... নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবংশীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বলরামপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—উপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ

পোঃ নৈহাটী, জেঃ সাতাশপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীনন্দকিশোরপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বসন্ত রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) রাধাকুণ্ড শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবনোয়ারীলাল

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দেশ্বর বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—গুরুদাসপুর,

পোঃ ডেরাগোপীপুর, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীরাধাবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কমলাভবন বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরালালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাদামবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) প্রপন্নাশ্রমানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমৃত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) আউশপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

এ.আউশপাড়া পোঃ বাহু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রণডিহা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহা, পোঃ চিরুলিয়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদান্তী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৩০শে নভেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দাম মণ
দাদখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাদশা ভোগ	৬৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাজারে কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৷/০

আতপ—

দুধের আতপ	৪৲-৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাদাম	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷৶০
হরিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাড়োয়ারী দানা	৯৷
কানপুর দানা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গভর্ণমেন্ট	২২৲
চাঁদির বার	৫৩৷০

পাটের দর

আগুনে—	৪০৷৷০
মিডল—	৪০৷৷০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

সেকেণ্ড ময়দা প্রতি মণ	৬৷ —৬৷৶০
প্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৷৶০
ভাইটাফোড ঐ	৫৷৶০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৷৶০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷৶০
আটা নং (২)	৫/০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৶০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৷৶০
সুজাই	১৪৶০—১৪৷০
যব	১৪৶০—১৪৶০

গুড়ের দর

	৫৭৲
কাঁথি	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	

কাঁচ	৪৬৲
আঁদন	৩৬৲
বাঁধা মাথলী	৪১৷৷০
২৬ গেজ—	১৭৷৷০
প্যাঃ শিট ১৭—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

২০শে অগ্রহায়ণ

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (গর্ডার বা বীম)

মার্কা	৯৲—৯৷০
ঐ বে মার্কা চাদরা লোহা	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেষ্টেড গর্ডার বাঁধা সব সাইজ	১০৷৲
ঐ ইংলিশ গর্ডার (বীম)	৯৷০—১০৷৶০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯০৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৷০—৯৷০
টাটা প্যাঃ করগেট সিট।	৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৷৷০
২৮ গেজ—	

টাটা প্যাঃ প্লেন শীট

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৩৷৶০
২৮ গেজ—	

ইং প্লেন প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫
সীস	৷৶৫—৷৷৶০
দানার সেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷৷০
গ্লট কাটি বা চিট কাটা মণ	৩৷৶— ৪৲
পাতি কাঁটি ৩—৯ দুই দর্শা	
	৭৲—৭৷০ হন্দর
গোল রড কাঁটি দর্শা ১—ওয়েট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলাই ধরনে	৮৷৷০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৷৷০—১০৷০
কুঃ ইস্পাত আসল ১৫৲	নকল ২৬৷০
স্টিকলের হাতুড়ি ৫৶০, গাটের হাতুড়ি ৩৷০	
তুলার হাতুড়ি ৪৷০	

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেরিকান সোনার কাইন	৫৪৲
'মট'ন আমেরিকান	৪০৲
বঙ্গদেশী পুরানো কাইন	৪০৲
হাবার্ড খাবা	৫০
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা মাখ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১০
শুঁটি পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—::০::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খাস শ্রীধামের গঙ্গাতীরে—গঙ্গার সাহচর্যে, নির্মল ও পৌষ্টিক এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রদের খোরাক ও বেতনাদিতে প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—৪২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩৭
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯ ৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৪৫
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] তার কাটিতে অভাব থাকে। নিভৃত পল্লী সমস্ত জ্বালায় এবং নতন ও পুরাতন জ্বর একবারই সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবশ্যই আবশ্যক না থাকিবে। বড় বোতল ৮৵০ আনা, ছোট বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উপাধ্যায় রোড, কলিকাতা।

পোষ্ট বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—— ❖ ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' [illegible] মূল্য ৷৹ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—— ❖ ——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পংক্তি ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২০৲	১৮৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] নমুনা সংখ্যা। [illegible] ভিক্ষা [illegible]।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবন-চরিত

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব [illegible] বিরাট [illegible] সমালোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা বাঁধাই। [illegible] (Foreword, [illegible] (Preface, [illegible] Introduction) [illegible] ([illegible] Index [illegible]) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—৬২. [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] মঠ, [illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা-নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আর্ট কাগজ ১২৲, অন্যান্য মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, পোঃ, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

[illegible] একটী অমূল্য রত্ন [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———❖———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া [illegible] করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] মাসিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধামপ্রকাশক
-শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-
[illegible]
[illegible]
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্যত্রিক
শ্রী[illegible]চার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২৩৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১৩৫)০)——

কলিকাতায় বিমান আক্রমণের আশঙ্কা

বিগত সেই একটি দিনের ভোজ সভায় বক্তৃতা করিবার সময় বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ ও, পি, হগ্ জানান যে, শত্রুপক্ষীয় বিমানবহর বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার উপর আক্রমণ চালাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে এবং পরে সম্প্রতি বৃটিশ 'কর্পোরেশনের ভোজ-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার জন হার্বার্ট-ও উহার উপর জোর দেন। এই সম্পর্কে "ইউনাইটেড প্রেস" কর্তৃপক্ষ মহল হইতে অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যদি কোন ব্যাপক সংগ্রামে জড়াইয়া পড়েন, তাহা হইলে কলিকাতার অ-সামরিক অধিবাসীদিগকে যে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তৎসম্বন্ধে সজাগ আছেন। প্রকাশ যে, এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটা ঘরোয়া বৈঠক হইবে। কলিকাতার অ-সামরিক কর্তৃপক্ষ, কোর্টউইলিয়মের সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবর্গ এই বৈঠকে যোগদান করিবেন। [illegible] সম্পর্কে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন, কলিকাতার অ-সামরিক অধিবাসীদের ধনপ্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য তদনুরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের বিষয় বৈঠকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

চীন-জাপান সংগ্রাম

সাংহাই হইতে রয়টার এজেন্সী কর্তৃক প্রচারিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে, নান্কিনের পতন হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জাপ স্থলবাহিনী নান্কিন হইতে তিন মাইল দূরবর্তী কাওচিয়েন-এর উপর তীষণ আক্রমণ চালায় ফলে চীনা সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদ্গামী হইয়া পড়িয়াছে এবং নান্কিন রক্ষার জন্য পশ্চাদপসরণকারী চীনা সৈন্যগণ যে, পুনরায় একত্রিত হইতে পারিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

জাপ বিমান বহর নান্কিনের বিপরীত দিকস্থ ইয়াংসিকিয়াং তীরবর্তী পুকাও সহরের উপর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। পুকাও সহরের দুই স্থানে তীষণ অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

ক্যান্টনের বিমানঘাঁটি ধ্বংস

ক্যান্টনের ২২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত হুমেনএর উপর জাপানীরা যখন চড়াও করিবার চেষ্টা করে তখন ক্যান্টন হইতে কামানের আওয়াজ শোনা যায়। সমস্ত আমেরিকানগণকে এক মুহূর্তের নোটিশে ক্যান্টন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দেওয়া হয়। নয়টি জাপ 'বম্বার-প্লেন' সহরের মধ্যে দিয়া প্রায় বিমান ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করিয়া উহা ধ্বংস করিয়া দেয়।

সাংহাইএর জাপ কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় প্রকাশ যে, একটি জাপানী ডেস্ট্রয়ারের নৌ-সৈনিকগণ তীষণ অগ্নিবর্ষণের মুখে ইয়াংসি নদীর কিয়াংয়িন অবরোধ পার হইয়া যায় এবং চীনের নৌ-বাহিনীর শ্রেষ্ঠ ক্রুজার "নিংহাই" দখল করে। "নিংহাই" ক্রুজারটি জাপানেই চীনের জন্য নির্মাণ করিয়াছিল। ১৯৩২ সালের বিরোধের সময় চীন উহা জাপানের নিকট হইতে লয়।

ব্রিটিশ হোটেলে হানা

আন্তর্জাতিক এলাকায় অবস্থিত 'গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল' নামক একটি ব্রিটিশ হোটেল জাপানীরা অতর্কিতভাবে হানা দেয়। আন্তর্জাতিক এলাকার কাউন্সিল জাপ কন্সুলের নিকট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। জাপ কন্সুলার পুলিশ বাহিনী [illegible] মোটরে করিয়া উক্ত হোটেলে হানা দেয় এবং তিনজন চীনা পুরুষ ও একটি চীনা স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

দুইটি বৃটিশ জাহাজ জখম

জাপানী বিমান-বাহিনী যখন উহুর উপর হানা দেয় তখন ইয়াংসি নদীতে দুইটি বৃটিশ জাহাজে দুইটি বোমা পড়ে। উক্ত জাহাজেই আগুন লাগিয়া যায়। একটি জাহাজ ভাসিয়া গিয়া একটি 'হাক্' এর (পুরাতন জাহাজের খোল) গায়ে লাগে। হাক্টিও ঐ জাহাজ কোম্পানীর; দুইটি একত্রে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। দ্বিতীয় জাহাজটি গিয়া চড়ায় ঠেকে; তাহার ইঞ্জিন ঘর জলপূর্ণ হইয়া যায়। উক্ত জাহাজের ডেকের উপর ও পার্শ্বদেশে বড় করিয়া ইউনিয়ন জ্যাক আঁকা ছিল এবং উহাতেই জাহাজের সংকেত চিহ্ন উড়াইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন জাহাজের নাবিকগণের মধ্যে তিন চার জন বৃটিশ অফিসার ছিল; একটি জাহাজে দুই হইতে তিন হাজার চীনা আশ্রয়প্রার্থী ছিল। কোন বিদেশী আহত হয় নাই। [illegible] জাপানীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়।

চীনা বিশ্বাসঘাতীর মেয়র পদ লাভ

ফুকিয়েন প্রদেশ নিবাসী ছুসিওয়েন নামক এক ব্যক্তি নিজেকে বৃহত্তর সাংহাইএর স্বায়ত্তশাসনশীল মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র ঘোষণা করিয়া এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা ১১৩ বর্গ মাইল; ইতঃপূর্বেই এই সমগ্র অঞ্চলের কর্তা ছিলেন চীনা মেয়র ইউ। উক্ত ইস্তাহারে ছুসিওয়েন সাংহাইকে উদ্ধার করার জন্য জাপ সৈন্যবাহিনীকে ধন্যবাদ দিয়াছে এবং জাপানীদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ছুসিওয়েন জাপানে শিক্ষা লাভ করে।

ভূতপূর্ব মেয়র ইউ এখন হাঙ্কোতে পৌঁছিয়াছেন।

জয়কৃষ্ণ মুখার্জী স্বর্ণপদক

কলিকাতার ভারতীয় বিজ্ঞান এসোসিয়েশন বা'র সুবিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ও আগামী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি স্যার জেমস জীনসকে ও ডাঃ ফ্রান্সিস উইলিয়ম অ্যাষ্টনকে (ইনি ১৯২২ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন) যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সনের জন্য জয়কৃষ্ণ মুখার্জী স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

গত ১৯৩৬ সালে স্যার জন রাসেল প্রথম এই পদক লাভ করেন।

স্পেনে ভীষণ ট্রেন দুর্ঘটনা

ট্যারাগোনা প্রদেশের একটা প্রধান রেল-লাইনে ভীষণ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার ফলে একাত্তর জন নিহত এবং ৮০জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
[illegible] — প্রথম খণ্ড— ৯৲
২। [illegible] (বাঁধা) ৬৲
[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ২৲
১১। [illegible] (বাঁধা)
১২। [illegible] (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
বাঁধা ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীতত্ত্বসূত্র /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। [illegible] /০
৪৭। [illegible] /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১
৪৯। [illegible] ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়কণ্ঠাভরণ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদার্থ ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।
৭০। [illegible] /
৭১। বেদান্ত—[illegible]
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। [illegible]
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক [illegible] কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] ১৲০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, [illegible] সডাক ।০ ।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক সডাক ১৲০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে [illegible] করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ [illegible]
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের [illegible] ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে [illegible]
মুদ্রিত। ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

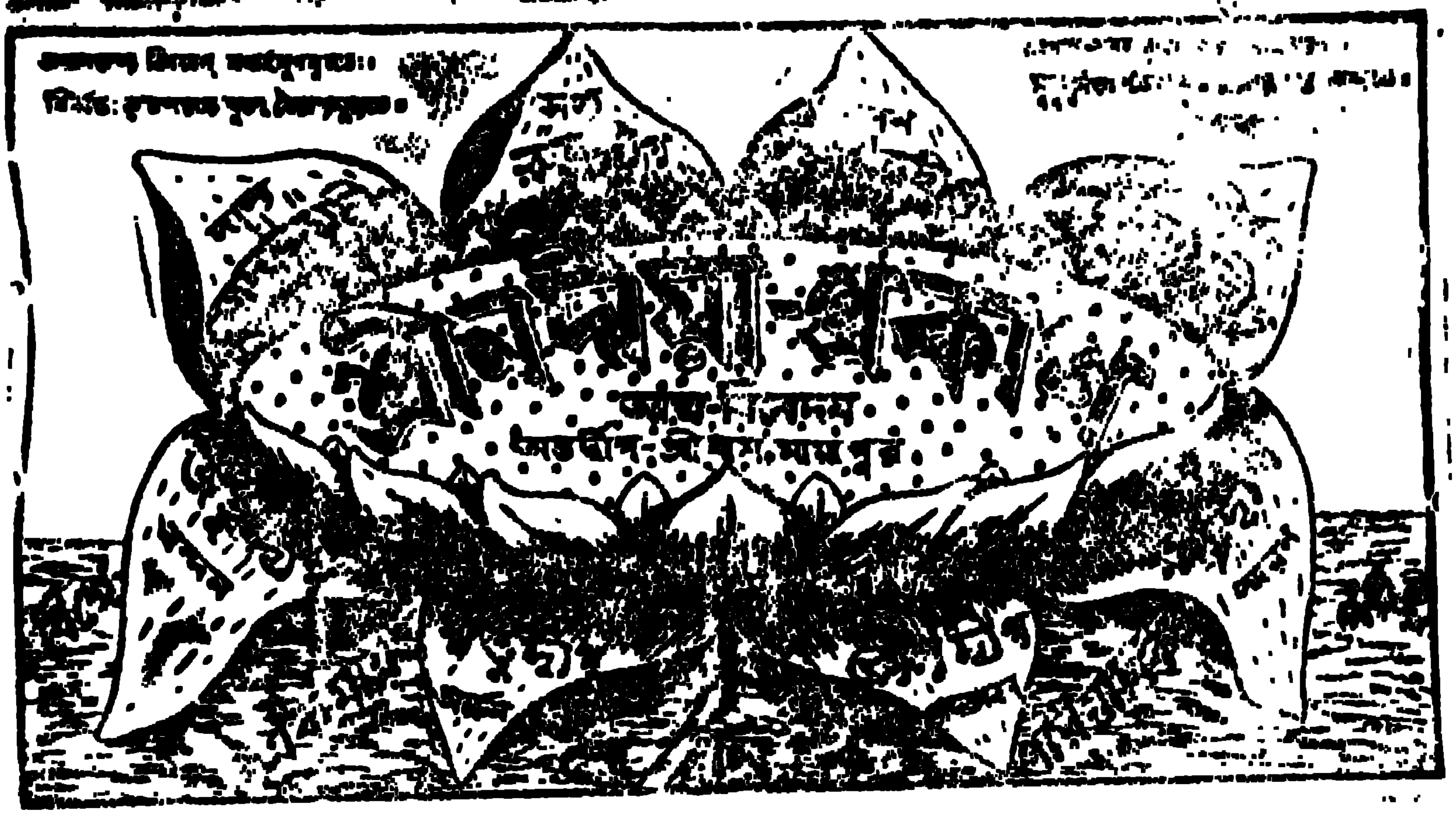

১২শ বর্ষ | শ্রীগৌরাব্দ ৪৫২ ২৪শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ১০ই ডিসেম্বর | শুক্রবার | ২৫৩৪শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——:o:——

শ্রীপুরুষোত্তমে

গত ২৮শে নভেম্বর শ্রীপুরুষোত্তম ধামবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়ের গৃহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহারাজ পদ্মপুরাণ উপাখ্যান হইতে শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ কর্তৃক উক্ত 'তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং' এবং পরে "বর্ণাশ্রমাচারবতা" এই শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী এই শ্লোক ব্যাখ্যাকালে গৃহমেধী ও গৃহস্থের পার্থক্য, অবিদ্যা ও বিদ্যা বিচার দেখাইয়া, "বন" শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িগত অর্থ, একান্ত শরণাগতি প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মচারীজী আরও বলেন যে, অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর জাগতিক মনীষা কিছু কম ছিল না, তিনি হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়স্বজনগণকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে তাঁর বেদের কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু হরিভক্তিবিহীন জ্ঞানীর এবং তাঁহাদের চরণকমল আশ্রয় করা আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে [illegible] কল্যাণপ্রদ হইতে না পারায় তাঁর ভগবানের নিকট [illegible] কর্তৃক অসুরবধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন এবং জগতের সকলেই তাঁহাকে অসুর বলিয়া থাকেন। হরিভক্তিবিহীন মানবমাত্রই আসুরভাবাপন্ন।

অবস্থিতি বিকারো ন বৃদ্ধাবস্থা পদে পদে।
ভবাদ্য প্রধানো হৃষীকেশস্য প্রকাশঃ।
(ভাঃ ১১।১১।১৮)

ভাগবতোক্ত এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মচারীজী শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের পার্থক্য সম্বন্ধে সজ্জনগণের নিকট বিশদভাবে বর্ণন করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

———

গত ২৯শে নভেম্বর শ্রীপুরুষোত্তম ধামবাসী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক সাধুগণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের প্রবেশের সেবক তাঁহার ভবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিবৃন্দ সুমধুরস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে উক্ত মঠের প্রচারক শ্রীপাদ গৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিংশ অধ্যায় আলোচনা করেন। তন্মধ্যে "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা" এই শ্লোকটী বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ব্রহ্মচারীজী বলেন—মনুষ্যদেহই পরমার্থ লাভের মূল, অতএব আদি, এই মনুষ্যদেহটী বহুজন্মের পর সুকৃতিফলে বিশেষ সৌভাগ্য উদয় হইলেই উত্তম জীব ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, প্রাপ্ত জীবের পক্ষে এটী সুলভ হলেও দেহে আবদ্ধ জীবগণের পক্ষে এই মনুষ্যদেহটী লাভ করা অতি দুর্লভ, অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সদ্গুরুর পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করা উচিত। যিনি এই দুর্লভ দেহ পাইয়া [illegible] সমুদ্র হইতে [illegible] [illegible] বিষয় বর্ণনরূপে ব্যাখ্যা করেন।

———

প্রেরিতপত্র

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক উৎসব।

নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্রটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য ভক্তগণ প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের মধ্যস্থ প্রাঙ্গণে [illegible] সজ্জনবৃন্দ ও মঠসেবকগণের একটি শ্রীভাগবতকথা এবং উপাখ্যানের সেবা পালন সম্বন্ধে সরল ও সহজ বোধগম্য ভাষায় বর্ণন করিতেছেন। এই উপলক্ষে সন্ধ্যা প্রতিদিন মঠবাসী ও সজ্জনবৃন্দের নিকট পারমার্থিক পত্রিকা দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, প্রধান, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে পাঠ ও পঠিত বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন, পূর্ব্ব দিবসের কৃত বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রবণ [illegible] [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] করিয়া পাঠ করেন। শ্রবণেচ্ছুক ও সজ্জনগণের বাসের কোন কষ্ট হইলে [illegible] [illegible] [illegible] সেবার উদ্দেশ্যে [illegible] করিবেন।

শ্রীবৈষ্ণবসেবাপ্রার্থী—
শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

পতিতপাবন পতিত হন না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণনাম দেহ' তুমি মোরে কর দয়া।
আমারে তারিতে হৈছে এই প্রেমময়।

যখন আমার ন্যায় পতিত ব্যক্তি পতিতপাবন সাজিতে গিয়া সুযোগ অন্বেষণ করে তখন পতিতপাবনের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার জন্য কেহ দুরভিসন্ধি করে তখন তাহার ধ্বংস দীপের মত তখন অবশ্যম্ভাবী। মঙ্গল লাভ করিতে হলে নিষ্কপট পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরের সঙ্গ করা আবশ্যক। আমরা তাঁহার সঙ্গ করিলে পবিত্র হইয়া যাইব। কেহ যদি তাঁহার সঙ্গ না করিয়া তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিবার বুদ্ধি করে তাহা হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। পতিতকে কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গ দান করিলে পতিতপাবন পতিত হ'ন না, পতিতই পাবন হইয়া থাকে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকথন-কার্য্য প্রথম হইতে পারি। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেম প্রথ নই শ্রীগুরুদেবের দয়া। এই দয়া গ্রহণ করা না করার স্বতন্ত্রতা মানুষের আছে। গ্রহণ না করার চিত্তবৃত্তি হইলে অবশ্যে বঞ্চিত হইবে। হৃদয়ের ভক্তি প্রদান করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃপাময়

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ কেশব, নিধি শ্রীগৌরাব্দ গৌরাব্দ ৬৪

বহিরঙ্গ

এই জগৎটা আমাদের বহুত্যর ভুক্তি-কামনামুখ জীবের দুঃখভোগের দ্বারা সংশোধিত হইবার স্থান। এটা সত্য জগৎ। ইহা মিথ্যা নয়—সত্য। কিন্তু বা বাস্তব সত্য না হইলেও অনিত্য সত্য। ভগবদ্বিমুখতার জন্য সব বন্ধ। এ অবস্থায় মায়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই দেহটাকে নিয়া বদ্ধ জীবের সঙ্গে অনেক ও ভক্তিবিরোধী। সাধুগুরুর কৃপাবল ব্যতীত এই অন্যত্র অসৎসঙ্গ হইতে নিস্তারের কোন উপায় নাই। এই মহা বহিরঙ্গা শক্তি—ভোগী, ত্যাগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি বহু বিচিত্র নব নব রূপ ধরিয়া জগৎকে মোহিত করিতেছে। এ সংসারে কি ভাবে সৎ ভোগ-লালসা বৃদ্ধি হইয়া এই মায়ার কবল প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া আমাদিগকে দুর্ভাবে আচ্ছাদিত করিতেছে: আমাদের কিন্তু এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ করণ্ড বিপদের মধ্যে আরো দশা নাই। হরিবিমুখ হইয়াছে মানুষের যে কিরূপ বিপদ্ হইয়াছে তাহা একবারও বিবেচনা করে না, আমাদের দুঃখ এমনি বিপদ্গ্রস্ত। পাপের ফলে অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী দুঃখ হইবার সম্ভাবনা কিন্তু আমরা প্রায় সকলেই হরিবিমুখ। 'প্রথ' লোক চাহেন এই যে, আমাদের উদ্দেশ্যে যে সকল বিপদ্গ্রস্ত। পার্থিবভক্ত কৃপাপূর্ব্বক আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন—তাঁহারা হরিবিমুখ নহেন। আর হরিবিমুখ নহেন—যাঁহারা সেই পার্থিবভক্তদের কৃপায় বহুল লাভ করিয়া তাঁহাদের কোটি-জন্মের শ্রীকৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন।

হরিবিমুখতার প্রধান লক্ষণ বৈষ্ণব বিদ্বেষ। অবতার বা অবতারিরূপে শ্রীভগবানের প্রাকট উদ্দেশ্যে যেমন অনেক প্রকার বিরোধীর অভ্যুদয় দেখা যায়, পার্থিবগণের বা বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষী লোকের অভাব হয় না। এই বিদ্বেষ লোক থাকাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি ত' নয়ই বরং লীলারই পুষ্টি হয়। বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সম্বন্ধে বা বৈষ্ণবত্ব তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

যাহাতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা-প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদেরই সকল সদ্গুণ নিত্যকাল বিরাজমান। নতুবা ঈশ্বর-বহির্মুখ হরিবিমুখ জীবে কোন সদ্গুণ থাকিতে পারে না। তাহাদের চঞ্চল মন সদাই অসৎচিন্তায় ব্যস্ত। হরি যাহারা অন্য বস্তুর উপলব্ধি জীবের সম্বন্ধে ঘুচাইয়া দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের উপলব্ধি করাইয়া দেন। হরিবিমুখ জীব যতই নৈতিক তা দেখাক না কেন, সে ভগবানের সান্নিধ্যে প্রশ্ন আসন পাইলেও আশ্রমের অনাবশ্যক ভক্তিজগতে তাহার স্থান নাই। যাহারা হরিভজন করেন না, অথচ নিজেকে নৈতিক বলিয়া প্রচার করত দৈব জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগকে মহাজনগণ মনুষ্য নামের অযোগ্যই বলিয়াছেন। কারণ, মনুষ্য জন্মের সার্থকতা ও একমাত্র হরিভজন—শ্রীভগবানের। মনুষ্য ও পশুতে এইখানেই পার্থক্য। নাস্তিকের আবার মনুষ্যত্ব কোথায়?

ভক্ত ও ভগবান্ সকল সদ্গুণের আকর। ভগবান্ অনন্ত কৃপাসিন্ধু, ভক্ত ভগবানের সেবক। ভক্ত ভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত, আর ভগবান্ ভক্তের সুখের জন্য ব্যস্ত। সেব্য সেবকের এইরূপ অভেদ্য সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য। এই বিজাতীয়ের বৈচিত্র্য দেখা যাবেন যেখানে বিজাতীয়ের জ্ঞান ভগবৎ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ভক্ত ও ভগবানে প্রাকৃতবিশিষ্ট ভাবময় প্রেমময় অবস্থা। যেখানে ভক্ত ও ভগবানে প্রীতির অভাব, সেইখানেই কামনামূলক অন্য হরিবিমুখ জগৎ।

ভক্তগণ আত্মস্বাতিরিক্ত বস্তুই ভোগ্যবীর্য্য পদবী। একমাত্র ভিক্ষা বা এক বর্ণবিশিষ্ট আমরা এ জগতে বা পরজগতে আর কোথাও নাই। যেটি বিমুখতের আকর, বহু সংসারের শ্রীকৃষ্ণের প্রভুত্ব বিমুখতাবশতঃ হইয়া সেবকাভিমানে মত্ত প্রমত্ত।' এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উহাতে লোভ করেন। সেইজন্যই তাঁহার গুরু গৌরাবতার। কিন্তু আমরা এমন হতভাগ্য যে, এই পরম দুর্লভ হরিভজনেরও আদর লোক নাই।

বৈদিক ভক্তের সৌভাগ্যের সহিত আর কাহারও তুলনা হয় না। এইজন্য ভক্তের ভগবৎপ্রীতি সর্ব্বাদিশ্রেষ্ঠ ও চরম কল্যাণপ্রদ। এই চরম কল্যাণের স্বরূপজ্ঞানাভাবেই জীবের দুঃখসম্পৃহা। ভগবৎ-সেবার উদ্দেশে জীবের নিজের ইন্দ্রিয়ের নিত্য পরিচালনার নামই ভক্তি বা প্রেম। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছাই কামের উদ্দেশ্য বিষয়ভোগ জীবকে নরকগামী করিয়া দিয়া ক্লেশ দেয়। প্রেমের অভাব যেখানে সেইখানেই সংসার। প্রেমের নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ... তাহাতেও প্রেমেরা নাম ঘটে না। ভগবদ্বিরোধী এই প্রেমের কথা সত্যকারী আমাদের নিকট অদ্ভুতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও বহু কেননা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাই আমাদের একমাত্র মনলোভা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সকল কথা সাধুমুখে নিরন্তর শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক ও ব্যস্ত হইবেন। ভগবৎকৃপায় এ সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

অপ্রাকৃত-বিচার, কাম ও প্রেমের পার্থক্য চিরকাল আছে ও থাকিবে। চঞ্চল মনের বশীভূত হইয়া তাহার সমস্ত কথা শুনিলে নরকের পথ চিরকাল থাকিবে। আলো ও অন্ধকার কি কখনও এক হয়? নিজসুখবাঞ্ছা নিজের সুখাভিলাষ বা অন্যের সুখাভিলাষ হইতে হয় নাই, অপ্রাকৃত প্রেমকে নিজ প্রাকৃত-সুখকামনা মনে করা কি সমীচীন? হা দুর্দৈব! কোথায় কামের অন্ধতমসা, আর কোথায় প্রেমভক্তের জীবনের নিত্য শান্তির অপূর্ব্বসুখ জীবনের সার্থকতা। জানি না, কবে ভগবান্ এ সব 'স্বর্ণ সুযোগ' ক'রবেন সৌভাগ্য আমাদিগকে দিবেন। শাস্ত্র বলেন,—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের—শুদ্ধভগবৎ-সেবকের নিজের enjoyment (সম্ভোগ) বলিয়া কোনও কিছু নাই। তাঁহার যা' কিছু তাহা সমস্তই কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণসেবা। তিনি যা' কিছু করেন তাহাই সর্ব্বদা ভগবানের কোনও না কোনও একটী সাধন। তাঁহার আহার নিদ্রা মলমূত্র-পরিত্যাগ হইতে সর্বপ্রকার আচার, তাঁহার কিংবা উপার্জ্জন সবই—সবই তাঁহার অন্তরঙ্গভাবে শ্রীনামকীর্ত্তন, তাঁহার কীর্ত্তন প্রাকৃতোল্লাস নহে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—হরিপ্রীত্যর্পণ। উহাতে সম্ভোগ বা ত্যাগের কোন কথা নাই।

শ্রীনাম উপাস্যবস্তু। অতএব কীর্ত্তনই অব্যর্থ সাধন ও সাধ্য। নিরন্তর হরিনাম করাই বিধি। হরিনাম কীর্ত্তন করিলে একাধারে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ তিনটীই করা হইয়া থাকে। শ্রীনাম অপেক্ষা শ্রীনাম-গ্রহণের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। শ্রীনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অপরকে তাহা শ্রবণ করান হয় এবং অসংখ্য শ্রোতার সুকৃতি অর্জ্জনের পক্ষে সুবিধা হয়। জীবের দুঃখ অভাবের পথে সাহায্য করিবার জন্য, জীবকে ভাগবত সন্ধান প্রদান করার ন্যায় আর শ্রেষ্ঠ উপকার কি হইতে পারে? শ্রীনাম ভগবানের এমনই মোহন আকর্ষণ আছে যে, একবার তাহা শ্রবণপথে পড়িলেই শ্রোতার মানসিক ক্ষোভ সুধাইতে সমর্থ হয়। ইহার প্রমাণ—হরিদাস ঠাকুরের নাম-শ্রবণে স্থাবরজঙ্গম-প্রেরিত বেশ্যার অধ্যাত্মসম্মুখীন্য ও মুক্তিলাভ।

মহাপ্রভু যেন কথা দূরে থাকুক, উচ্চ জীব এবং যুগপৎ নিজেও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম কীর্ত্তনে উপকার হইয়া থাকে। শ্রীমদ্বৃহদ্ভাগবতামৃতে আমরা পাই,—

"জয়তাম, মাধবকালে হরন আপন।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা দুরাচার॥
হেন সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার?
যাহার কেহু না দেখিবে,—এ দুঃখ আপার॥
জয়তাম করে,—"প্রভু চিন্তা না করিহ
যবনের সংসার দোষ' দুঃখ না ভাবিহ॥
যবনসকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হা রাম', 'হা রাম' বলি' করে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে,—'হা রাম! হা রাম!'
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্য সংকেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥
দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি

পুনঃ পুনঃ
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ
শ্রদ্ধয়া গৃণন্
(নৃসিংহপুরাণ)

[কোনও ম্লেচ্ছ কোন বরাহ বা শূকর কর্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া দুঃখপূর্ব্বক হায়, হা রাম' এই শব্দ বলিয়াও মুক্ত হইয়াছিল।' 'হা রাম'—'হারাম' এর সাংকেতিক 'রাম' শব্দ যাহা সেই ম্লেচ্ছ নাম লয়েছে (নামাভাসে

মুক্তিলাভ করিয়াছিল। আর শ্রদ্ধা করিয়া 'নাম-মাত্র' লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

"আভাস-নামে পুত্রে ডাকায় বলি' 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
• • •
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল-সাক্ষী॥"
• • •
"পৃথিবীতে বহু জীব—স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?"
প্রভু কহে,—'প্রভু' যে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত' শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥"

বৃক্ষলতাদিরও চেতনাশক্তি আছে। মনুসংহিতায় আমরা পাই,—

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥

নামাভাসবলেই তাহারা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদেরও চেতনাশক্তি বর্ত্তমান আছে। শাস্ত্রোক্ত যমলার্জ্জুন উদ্ধার প্রভৃতি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুও এইবাক্য সমর্থন করিয়াছেন। এই জীবসকলেও কৃপার সুপ্ত অঙ্কুর রহিয়া থাকে। পাষাণ প্রভৃতিরও প্রাণ আছে। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণরূপিণী অহল্যার উদ্ধার-সাধনই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতএব এই উচ্চসংকীর্ত্তনে কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী বৃক্ষ-লতা সকলেরই উদ্ধার হইয়া থাকে।

কলিকালে কোন ধর্ম্মের ব্যবস্থা নাই। কেবলমাত্র একপ্রকার ধর্ম আছে, তাহার নাম—নাম ধর্ম। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যাদি যুগত্রয়ে ধ্যান-যজ্ঞাদিতে যে ফল লাভ করা যায়, এই কলিকালে একমাত্র সংকীর্ত্তন দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে। এই শ্রীনামকীর্ত্তনেই কলিযুগের একমাত্র সাধ্য ও সাধন—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসারোপদেশ শ্রীমুখবাক্য ও কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। অতএব যাবতীয় ভজনের কীর্ত্তনেরই অধীন। নববিধা ভক্তির মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে শাস্ত্রকারগণ নাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের বিচার দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রপুরাণে আমরা দশবিধ নামাপরাধের কথা দেখিতে পাই। নামাভাসে পাপক্ষয় হলে কখনও আমরা নামাপরাধকে অনেক সময় নাম বলিয়া মনে করি। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

সেবোন্মুখ জিহ্বাতে শ্রীনাম উদিত হন। প্রাকৃত কোলাহলের নামকীর্ত্তন (?) নাম নহে, ব্যবসায়ীদের নামকীর্ত্তন (?) নাম নহে,—নামাপরাধ মাত্র।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র সেবার উন্মুখ জিহ্বাতে স্বতঃই স্ফুরিত হন। সেই প্রকার হরিসেবার বা কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিতে শ্রীনামকৃপার স্বতঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। সুতরাং সুকৃতিগণের উপায় শ্রীনাম সদ্গুরু চরণাশ্রয়ে ভক্তিজনোচিত সেবাপর হইয়া সাধুসঙ্গে গ্রহণ করিলেই ভাবের উদয় হইবে; নতুবা—

কে টি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

পতিতপাবন পতিত

হন না।

(শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী বাগচুষণ)

শ্রীবৈষ্ণব-ঠাকুর পতিতপাবন। এরূপ পতিতপাবনের স্বরূপ যদি পতিত ব্যক্তির বোধগম্য নয়। তবে, জগদ্গুরু বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জীব-সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য গোলোক হইতে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীব সেবাচ্ছলে নাম জীবকে দান করত কৃতকার্য্য করেন। জগদ্গুরু বৈষ্ণবের সহিত মায়ার কোন প্রকার সংস্রব নাই, তিনি মায়াপার। কৃষ্ণবিমুখ জীব যে প্রকার কর্ম্মানুসারে জন্মমৃত্যুর অধীন, বৈষ্ণবঠাকুর সেই প্রকার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন না। যেখানে জন্ম, স্থিতি এবং লয় রহিয়াছে তাহাই মায়ার স্থান। এইজন্য এই জগতের নাম মর-জগৎ। এই মর্ত্যধামের পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহ নাশশীল, কিন্তু বৈষ্ণব জন্ম মৃত্যু-ভয়ের অতীত রহেন। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥"

বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ, আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া জীব হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ-দেশসহ ইহজগতে প্রকটিত হন। তাঁহাদের দেহ শুদ্ধ। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল সীমাবদ্ধ অর্থাৎ জড় বলিয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত আমাদের নিকট উপস্থিত হলেও তাঁহাদের স্বরূপ-দর্শন হইতে আমরা বঞ্চিত হই। শুনিতে পাই—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" বাস্তবিক এই কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে সাক্ষাৎ আত্মবিগ্রহ আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়া মাদৃশ অধমজীবকে কৃপা করিবার জন্য সম্মুখে থাকিলেও আমি তাঁহাকে বুঝিতে পারি না কেন? আমার ন্যায় সেবা-বিমুখ কেহ বা, কেহ বিষ বমনে পরায় সন্দেশ খায় (?) পাঠ করিয়াও এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনকারীকে শ্রীবাসুদেব-কে প্রত্যক্ষ জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে প্রকটিত দেখিয়াও এবং নারায়ণ ও নিত্যানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে চিনিতে পারিলাম না। তিনি চতুর্দশ-বৎসর কাল নিজে সন্ন্যাসীরূপে অবস্থান করিয়াছেন। সেই বাণীমূর্ত্তি কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করিবার জন্য প্রকাশিত তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ ও শ্রেষ্ঠপ্রবরের চরণকমলে আশ্রিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াও আপন দুর্ভাগ্যবশে তাঁহার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত। তাই এখন আমি নিরাশ্রিত। নিরাশ্রিত অবস্থায় সর্ব্বত্র মাদৃশ ভোগান্ধ জীব, সাধু-গুরুর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হওয়া ও প্রাকৃত আচার্য্যকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া থাকি; আমার ভোগে প্রমত্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা দর্শন করিয়া থাকি আচার্য্যকেও আমি তদ্রূপ দুষ্ট বস্তু মনে করি এবং আমার বুদ্ধি অত্যন্ত দূষিত। তাই, মূর্খ দর্শন হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

এই দূষিত বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিয়া সদ্গুরু প্রদানের জন্য আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ নিষ্কপটে বদ্ধজীবকে কৃপা করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহারা 'কৃপা' করেন বলিয়াই সাধু। আমি কাম ক্রোধের দাস, তাই ষড়্বেগ-বিজেতা জগদ্গুরু বৈষ্ণবকে আমার ন্যায় সবলোকই বলিয়া মনে করি। আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করাই তাঁহাদের ধর্ম। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার নিকট নিজেকে প্রকাশ করত আমাকে সম্মানে কৃপা করেন বলিয়া তিনি পতিত হইয়া যান না। বিষয়রাজ আমি তাই—'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ' এই ন্যায়ানুসারে পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরের দোষ দর্শনে ব্যস্ত হইয়া নিজের আমার ন্যায় পতিত এই প্রকার বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকি এবং এই প্রকার অমঙ্গলজনক বিষ চিন্তা করত জগতের অমঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হই। এবম্বিধ দুর্বুদ্ধিই আমাকে তাঁহার স্বরূপ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

আমি বিষয়বিষ্ঠার কীটতুল্য। আমি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সহিত সঙ্গ করিতে গেলে নিশ্চয়ই পতিত হই। বৈষ্ণবের নিকট হইতে একটা কথা শিখিয়াছিলাম 'যুক্তবৈরাগ্য'। কিন্তু ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি হয় নাই। এই যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া, ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল এই অভিনয় করিয়া নিজেকে বিষয়ভোগের যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়া লইয়াছি। আবার কখনও পরমহংসের আচরণ বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার আচরণ আমারই আচরণকে অনুমোদন করিতেছে এই প্রকার বিচার করত ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই। কিন্তু পতিতপাবন বৈষ্ণব, ইন্দ্রিয়ের অধীন নহেন, তিনি হৃষীকাধিপতি যে শ্রীভগবান্ তাঁহারই অধীন। তাই তাঁহাদের নিকট হইতে মায়া বহু দূরে অবস্থান করে।

পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুর পতিতকে পতিত রাখেন না, পাবনই করেন। ইহা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই। রামচন্দ্র খান নিজের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতেছে জানিয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য তাহার নিকট বারবনিতাকে প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখে তিন রাত্রি শ্রীনাম-শ্রবণফলে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া গেল। সেই "বেশ্যা হৈল পরম মহান্ত। বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্ত॥" এই দৃষ্টান্ত বিচার করিলে দেখা যায়—হরিদাস ঠাকুর পাতকীর পাতিত্য দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন, আর পাপীষ্ঠ রামচন্দ্র বৈষ্ণবাপরাধফলে সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এক সময়ে যবন হরিদাস ঠাকুরকে মোহিত করিবার জন্য কাম্যবস্তু হইয়া পরাভব স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—

হেন নারী করে নারে করি' মরম্মান।
'আমি মায়া' করিতে আইলাম
পরীক্ষা তোমার॥
ব্রহ্মাদি জীব, আমি সবারে মোহিনু।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিনু॥
মহাভাগবত তুমি,—তোমার দর্শনে।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
'কৃষ্ণ' উপদেশি' কৃপা কর আমাতে॥
• • •
(অবশিষ্ট অন্য পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

অন্তর্ভুক্ত - মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] প্রাচীন [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষক- [illegible]

(২) শ্রী[illegible]

[illegible] কলিকাতায় শ্রী[illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] প্রকাশিত হয়। রক্ষক— [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীম[illegible], বামনপুকুর (নদীয়া) উহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রী[illegible] সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণাশ্রীনবাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) শ্রীনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরূপনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ. - [illegible]-মঠ

চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নবী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

[illegible] বৃন্দাবনের স্থান রক্ষক [illegible]।

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible]।

(১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible]।

(১৭) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১৮) [illegible]-আশ্রম

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক [illegible]।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক - শ্রী[illegible]।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক - [illegible] মহোপদেশক শ্রী[illegible]

(২৪) গোপী[illegible] মঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য [illegible] শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জিঃ [illegible], ই.আই, রি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ [illegible] (পাটনা)

রক্ষক - শ্রী[illegible]।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

রক্ষক [illegible]

(৩৩) মথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৩৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible], ই.আই, রি।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক [illegible]

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ [illegible]

[illegible], বৃন্দাবন

৪০) [illegible]

পোঃ [illegible] (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - [illegible]

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক—[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৭) গো[illegible]বিহারী মঠ- [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible], নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া টাঙ্ক রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা

রক্ষক [illegible] মহোপদেশক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

শ্রী[illegible] ও শ্রী[illegible] সেবা।

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটক[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রী[illegible]

(৫৫) ভক্তিকুটী - [illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], [illegible] (উড়িষ্যা)

রক্ষক —[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক - শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible] পোঃ [illegible] হাওড়া

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক -- শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক - শ্রী[illegible] মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible]

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] ভক্তিসাধক গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

[illegible] অক্টোবর ১৯২৭

খাদ্যদ্রব্যের দর

দেশী শিম চালের—

	দাম মণ
দাদখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৷৷০
ঐ নতুন	৫৲
কাচ বালাম	৭৲-৭৷০
বাঁশফুলী	৫৷০
মোটা নতুন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ চেমুর	৩৷৷০

ডাল—

মুগের ডাল	৪৲-৪৷০
[illegible]	১০৲ ১০৷০
[illegible]	[illegible]
ঐ মাষাই	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
ঐ [illegible]	[illegible]

চিনির দর

কাশীর, চীনি	১০৷০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	[illegible]
কানপুর [illegible]	[illegible]
কানপুর [illegible]	[illegible]

সোনা-রূপার দর।

দাম প্রতি

গিনির দর	[illegible]
সভরেন	২২৲
চাঁদির দর	[illegible]

পাটের দর

আসাম—	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
সুজী	[illegible]
আটা (১)	[illegible]
আটা নং (২)	[illegible]
আটা (৩)	[illegible]
আটা (৪)	[illegible]
আটা নং (৫)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ভূষি	[illegible]

গুড়ের দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	১৮
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

২০শে [illegible]

[illegible]

[illegible] ১৲—১৷০

[illegible] ৮৲—৮৷০

[illegible] ১০৲

[illegible] [illegible]

[illegible] (কোনা) [illegible]

টাকা [illegible]

২৪ গেজ—	১৪৲
[illegible] গেজ—	[illegible]
২৬ গেজ—	

টিন [illegible]

২৪ গেজ—	[illegible]
২৬ গেজ—	[illegible]
২৮ গেজ—	

[illegible]

২৪ গেজ—	[illegible]

সীস [illegible]

[illegible]

[illegible]

পাট [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সুতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]

বেঙ্গল মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

দর মণ

[illegible]	[illegible]
সুপারী [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রেলওয়ে সময়

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

কবিরাজ [illegible]

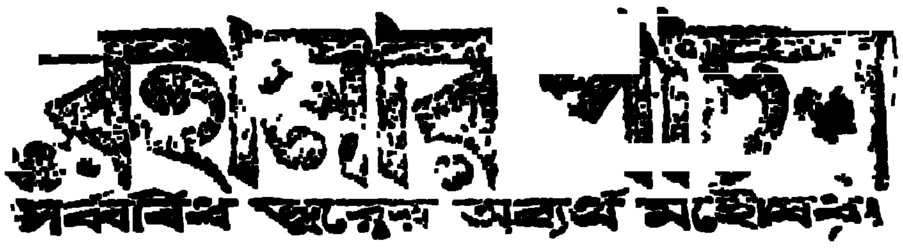

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৵০	।০
টাকা ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩০	৪।০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	২০৲
এক কলম ৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রৌতসেবা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া ঐকান্তিক দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাজার গৌড়ীয়মঠ, মায়াপুর; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২৩৪]

জাপানের কাছে চীনের রাজধানী

[illegible]

মার্কিন রণতরীর অভিযান

[illegible]

চিয়াং কাই-শেক ও নানকিং ত্যাগ

[illegible]

জাপ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

[illegible]

যুক্তপ্রদেশে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদের সংস্কার

[illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

…কুরের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। [illegible] ৬৲
অনুবাদক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (১ম খণ্ড) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংস্কৃত-ভাষার দীপিকা ও সংস্কৃত দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতা ।৵০
২২। স্তবন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধাংশ ১
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (সানুবাদ) ১৲
২৮। প্রেমামৃতধারা (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ।০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ও প্রার্থনা ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনদীপ /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৪। নবদ্বীপশতক /০
৪৫। অর্চনপথ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনকণ্ঠ ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৮৲
৫১। সম্বন্ধচিন্তা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়কোষঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। বৈষ্ণবদর্পণ ৶০
৬০। উপদেশামৃত /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যপ্রাণোপনিষৎ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সংস্কৃত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮ রায় রামানন্দ
৬৯ ও দিস্ ওয়ার্ল্ড ইজ নট মাই হোম
৭০ নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজী
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। গোয়াইট ডিড গৌড়ীয় মঠ স্ট্যাণ্ড ফর
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড
আনালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। অর্চন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের পরিচালিত গৌড়ীয় মঠের মুখপত্র-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, বাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - চিকিৎসার একমাত্র পাক্ষিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] সডাক ১৷০ [illegible]।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
পাবনজনপাবন জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

বিশুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য
এই গ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণবগণ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

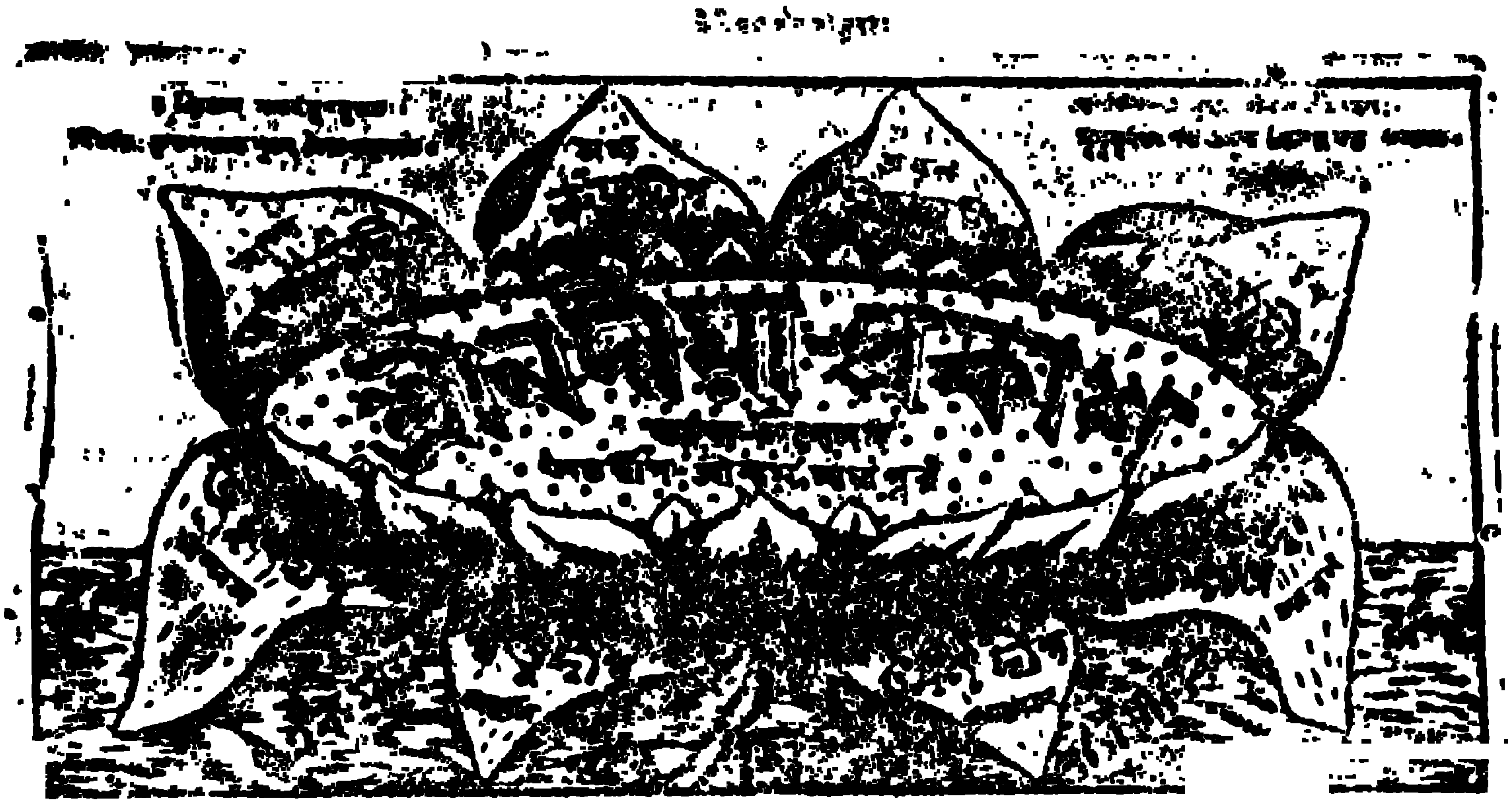

১২শবর্ষ { ২৩ [illegible] ১৩৪৪, ১১ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭ [illegible] } [illegible] সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মায়াপুরে

গত ১৫ই ও ১৬ই অগ্রহায়ণ [illegible] মায়াপুর [illegible] বাটীতে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী প্রভৃতি [illegible] দুইদিন দুইটী বড় সভার অধিবেশন হয়। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় [illegible] উপদেশক পণ্ডিত [illegible] প্রদান করেন।

[illegible] প্রধান [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ-অবতারী কে ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[illegible]

[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণনামের অভিধান-ভাণ্ডার পরম দয়ার কার্য্য। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেম প্রেম নই উদ্দেশ্যের দয়া। এই দয়া গ্রহণ করা না করার স্বতন্ত্রতা মানুষের আছে। গ্রহণ না করায় চিত্তবৃত্তি হইলে অবশ্য দোষ হইবে। হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ কেশব, [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

প্রাকৃত সহজিয়া কে?

অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীব [illegible] বিমুখ হইয়া প্রকৃত [illegible] বিক্ষিপ্ত হয়। আমরা সূর্য্যালোক [illegible] সকলেই প্রকৃতির সঙ্গ [illegible] হইয়া পড়ি, অথচ [illegible] সঙ্গে আমাদের নিত্যস্বরূপের একটি সূক্ষ্ম আবরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই আবরণটী প্রকৃতির নিম্ন— [illegible] উপস্থিত হয়। ঐ আবরণটী মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক এবং প্রকৃতির এই সূক্ষ্ম আবরণটিকে সুসজ্জিত ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য প্রকৃতির আর একটী স্থূল আবরণ আসিয়া আমাদের নিত্যস্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া ফেলে। এই স্থূল আবরণটির [illegible] প্রকৃতির দ্বারা [illegible] উহাও একটি প্রকৃতি। সুতরাং আমরা যাহা দেখি তাহা—সেই প্রকৃতি, যাহা দ্বারা কোনও বিষয় নিশ্চয় করি—সেই প্রকৃতি, যাহা দ্বারা আমাদের [illegible]—সেই অহঙ্কার, [illegible] দ্বারা দর্শন করি—সেই [illegible], [illegible] দ্বারা শ্রবণ করি—সেই [illegible], যাহা দ্বারা আঘ্রাণ করি—সেই নাসিকা, যাহা দ্বারা আস্বাদন করি—সেই জিহ্বা, যাহা দ্বারা স্পর্শ করি—সেই ত্বক্, [illegible] ইন্দ্রিয়ের সকলই প্রকৃতি দ্বারা গঠিত। অতএব আমরা যে বস্তু দেখিব, যাহা শ্রবণ করিব, যাহা স্পর্শ করিব সেই সকলই প্রাকৃত বা প্রাকৃত। সুতরাং এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রকৃতিদ্বারা বদ্ধ হইয়া, প্রকৃতিতে পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রকৃতি-গঠিত যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করিয়া, ওতঃপ্রোতভাবে প্রকৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাদের নিত্য অপ্রাকৃত রূপটী সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমরা এখন প্রকৃতির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, আছন্ন ও সর্ব্বতোভাবে তাহাতে আসক্ত, সুতরাং আমরা কৃষ্ণসেবা [illegible] বিমুখ জীব। আমরা সকলেই স্বভাবতঃ প্রাকৃত-সহজিয়া। অধোক্ষজ-পূজাবিমুখ [illegible] বা চিদ্বিলাসবাদী অভক্ত মাত্রই সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

প্রকৃতি-একটী বিচার বা বিচারের [illegible] বিকৃত উপস্থিতি মাত্র। ঐ বিচার—যাহা এই বিকৃত প্রতিফলনরূপা প্রকৃতির মূলস্বরূপ তাহাই দাস ক্রমে [illegible]। অপ্রাকৃত-ধামে সকলই চিন্ময়। সেইস্থানে নদী আছে, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, জল, মৃত্তিকা—প্রভৃতির যাবতীয় বস্তু অপার তাঁহাদের নিত্যস্বরূপে বিরাজিত; [illegible] ইহা প্রাকৃত নহে। তথাকার প্রকৃত-কৃষ্ণপরিচারিকা, তথাকার পুষ্প, বৃক্ষ-লতা, [illegible], সাগর-ভূধর, কানন-উপবন সকলই অপ্রাকৃত অর্থাৎ [illegible] চিন্ময় নিত্যস্বরূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া চিন্ময়ধাম ভগবানের চিল্লীলার সহায়তা করেন। তাঁহারা সকলই চেতন।

পরমকারুণিক ভগবান্ তাঁহার ঐ অপ্রাকৃতধাম হইতে সময়ে সময়ে তাঁহার নিজজনকে জগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কখনও বা স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তিনি বা তাঁহার নিজজন ব্যতীত প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন কোন জীবই অপ্রাকৃতধামের সন্ধান দিতে পারেন না; কেন না, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখ হইয়া কেবল প্রাকৃত বস্তুই লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অপ্রাকৃত অপ্রাকৃতধামের সংস্পর্শ ঘটে নাই। সুতরাং তাঁহারা কি করিয়া অপ্রাকৃত-জগতের সংবাদ বলিতে পারিবেন। যে অপ্রাকৃত রাজ্যে তাঁহারা কখনও প্রবেশ করেন নাই, তাহা কি করিয়া সাক্ষাৎস্বরূপে ইন্দ্রিয়ের গোচর হইবে। বস্তুতঃ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের সহিত সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হইতে পারে না, কেন না, যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল [illegible] যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত তাঁহার সম্বন্ধে বিবরণ পড়িয়া অপরকে [illegible] খবর বলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এখানে ইন্দ্রিয় ও বহির্মুখী এবং প্রকৃতির অন্তর্গত প্রবেশ অধিকার বলিয়া কেবল বিবরণ পড়িয়াও ইন্দ্রিয়ের অনেকটা খবর জানা বা বলা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃতধাম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিপরীতক্রমে অবস্থিত থাকাতে অপ্রাকৃত-ধামের পুরুষগণের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়াও প্রাকৃত লোক উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার যে বস্তুর দ্বারা তিনি ঐরূপ অপ্রাকৃত বস্তুর বিবরণ পাঠ করিবেন, তাহা যে প্রকৃতির সহিত ওতঃপ্রোতভাবে আসক্ত। যাঁহারা মনে করেন, আমরা এই প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার দ্বারাই অপ্রাকৃত বস্তুর সন্ধান বা গবেষণা করিব এবং তাহার ফল জগৎকে জানাইব; অপ্রাকৃত লোকের গ্রন্থ প্রাকৃত জগতের দ্বারা পড়িয়া ও পড়াইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা আমরা বুঝাইয়া দিব, তাঁহাদিগকেই শাস্ত্র ও জগতের অধোক্ষজ-পূজাবিমুখ পুরুষগণ প্রাকৃত-সহজিয়া বলেন।

এই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় জগতে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বহু আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ভাবিতে পারেন, "অপ্রাকৃত মহাপুরুষগণের লেখনী যদি প্রাকৃত লোকগণ বুঝিতেই না পারিবেন তাহা হইলে জগতে সে গ্রন্থ প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? বা ঐ সকল গ্রন্থ তাঁহারা প্রকাশই বা করিলেন কাহাদের জন্য?" উত্তরে তদ্বস্তুজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রকৃত গুরু পদাশ্রয় করিয়া [illegible] আলোচনা করিতে পারিবেন, তাঁহারা নিকট ঐ সকল অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হইবেন না; কারণ—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥
(চৈঃ চঃ)

যাঁহারা অপ্রাকৃত গুরুগণের কৃপায় অর্থাৎ [illegible] পরিণামে অপ্রাকৃত বস্তুর [illegible] হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য ঐ সকল গ্রন্থ বা অপ্রাকৃত ধামের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে প্রকৃতির চিত্তাকর্ষক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত [illegible] বা নিত্যধাম প্রদান করিবার জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ এই জগতে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই প্রকৃতির মধ্যে আগমন করিলেও প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হন না, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য।

[illegible]

[illegible]

প্রকৃতির চেষ্টা উহার ভগবদ্বহির্ম্মুখ হওয়াই উদ্দেশ্য উদিত। বদ্ধ জীবের মুক্ত যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার প্রকৃতি-পরিচালিত প্রবৃত্তি তখন সংযুক্ত হয় না।

অপ্রাকৃত মহাজন পুরুষগণ প্রকৃতির হস্তে পতিত জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি করুণা পরবশ হন এবং তাঁহাদের দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতি উদয় করাইবার যত্ন করেন। ইহারই অপর নাম দীক্ষা।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ—প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।"

দীক্ষাকালে অর্থাৎ ঐরূপ অপ্রাকৃত-জ্ঞান লাভের জন্য [illegible] পদাশ্রয় করিবার সময় প্রাকৃত ব্যক্তি তাঁহার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অভিমান অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমান বিদূরিত করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় যোগ্য করিয়া থাকেন। তখন শিষ্যের দেহ ও মন প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হয় না,—যাবতীয় অনর্থাপগমে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপের উদ্বোধন হয়। সেই অনর্থনির্মুক্ত উদ্বুদ্ধ[illegible] তখন নির্মল চিদানন্দময় আত্মা যাহা কৃষ্ণসেবা করেন। তখন তাঁহার মন প্রাকৃত মন নহে, উহা গুরুমন বা শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থলী। এইরূপ মনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা উপলব্ধি করা যায়। প্রাকৃত মনের দ্বারা অর্থাৎ রূপ রস-গন্ধ শব্দ স্পর্শ [illegible] মনের দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত নাম রূপ গুণ-লীলা আস্বাদিত হয় না। সেইজন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় প্রাকৃত-সহজিয়া দলের নিত্যকল্যাণ সম্পাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন,

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥

অর্থাৎ প্রাকৃত লোকগণের মন মনোধর্ম্মযুক্ত, প্রকৃতিতে আসক্ত, সুতরাং প্রাকৃত। আর আমার মন শুদ্ধ উহা অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের বিহারস্থলী, [illegible] ঐরূপ মন ও বৃন্দাবনে কোনও [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়া

হয়েন, "প্রাকৃত রূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ নহে। অতএব আমার অপ্রাকৃত মনে তোমার স্বরূপের উদয় করাও।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী শ্রবণ করিয়াও যাহারা অন্যাভিলাষযুক্ত পুরুষগণের জড় মন অর্থাৎ আত্মবৃত্তি দ্বারা সেব্য শ্রীরাধা-গোবিন্দের নাম-রূপ-লীলাদিকে প্রাকৃত মনের দ্বারা 'ভাবনা' (?) করিবার ছল দেখান, তাঁহারাই প্রাকৃতসহজিয়া। তাঁহারা একটু চিন্তা করেন না যে, প্রাকৃত দেহের দ্বারা বা প্রাকৃত মনের দ্বারা ভগবান ধৃত হন না, ইহা বুঝিতে না পারিয়া এবং অপ্রাকৃত পুরুষগণের কথার মর্ম ও আচরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অপ্রাকৃত শ্রীভিরহাদেলাপূর্ণ দেহের দ্বারা ভগবান এবং বৃহদ্ভক্তগণের ভজনভাবকেই 'দেহধারী ভগবানে অনাবশ্য' মনে করিয়া প্রাকৃত মনে ভজনের ছলনা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা 'নামাপরাধ'কে 'নাম' মনে করেন, যাঁহারা মনে করেন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা, প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা গ্রহণ করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন—সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া, কুসঙ্গের মধ্যে থাকিয়া বা সিদ্ধান্তবিহীন হইয়াও অর্থের জন্য কৃষ্ণকথা ও প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় এবং ভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি উপলব্ধি করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন 'নামাপরাধ' করিতে করিতে একদিন নামাভাস বা প্রেমোদয় হইবে, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা কিছু অর্থ পাইলেই অপ্রাকৃত সিদ্ধপ্রণালী (?) শিষ্যের নিকট অনায়াসে বলিয়া দিতে প্রস্তুত এবং যে শিষ্য অর্থ প্রভৃতির দ্বারা গুরুদেবের নিকট প্রাকৃত-রূপ শিক্ষা দিক্ষা করিয়া থাকেন, ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়ই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অনর্থযুক্তাবস্থায়ও কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা গ্রহণ করা যায় বা কৃষ্ণসেবা হয় তাঁহারা সকলে প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে অনর্থ দূর হয়, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, লীলা হইতে নাম পৃথক্ বস্তু, তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, নাম আগে লওয়া যায় বা রূপ আগে চিন্তা করা যায় বা রতি আগে হয় [illegible], তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অনর্থ থাকাকালে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়, অপ্রাকৃত নাম উচ্চারণ করা যায়, অপ্রাকৃত লীলা বা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়, গোপী-গীত, গোবিন্দলীলামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, গোপালচম্পূ, মুক্তাচরিত, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রাইকানুর রসগীত প্রভৃতি শ্রবণ করা যায়, হাটে-বাজারে রাসকীর্ত্তন করা যায়। অর্থের বিনিময়ে 'আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা তথা' বলা যায়, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, অপরাধ বর্ত্তমান থাকিলে জিহ্বায় অপ্রাকৃত নাম উদিত হন না, এই প্রাকৃত চিত্তে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-স্বরূপ প্রকাশিত হন না—ঐ সকলের বিকৃত ভাবনায় অপকাব্য-নাটকাদির রসাভাস উদিত হইয়া থাকে—এ সকল কথা যাহারা বোঝেন না, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা অনর্থ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে, কাঞ্চনাধিকারীকে, অনধিকারীকে রসকথা বলেন, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা অনর্থযুক্তকে—ভাবসম্বলিত, রাগানুগ সাধককে দক্ষরে, রাগাত্মিকা শ্রদ্ধা ব্যক্তকে আত্মভক্ত বলিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, জড়ে শ্রদ্ধা থাকিতে থাকিতেই ভাব উদয় হইতে পারে, অজ্ঞাত না ছাড়িলেও রসিক হওয়া যায়, সাধনের পূর্ব্বেই ভাবাঙ্কুর লাভ হয়, রতি ব্যতীত রস লাভ হয়, গাছে না উঠিতে ফল খুলে কাঁদি পাওয়া যায়—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, যখন আমরা আমাদের এই মন ও বুদ্ধির দ্বারা শকুন্তলা, রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি জড়ীয় নাটক-কাব্য-অলঙ্কারাদি পড়িয়া বুঝিতে পারি, তখন কেন না এই মন ও বুদ্ধির দ্বারা ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলিকৌমুদী, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতিও বুঝিতে পারিব? যাঁহারা এইরূপ বিচার করেন, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, বাক্যবলে অনর্থ দূর করিতে কাঁদিতে 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারণ করিতে পারেন, কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতে পারেন, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রচিত অপ্রাকৃত রাইকানুর পদাবলী কীর্ত্তন করিতে পারেন এবং মুখে ঐরূপ কীর্ত্তন (?) শুনিয়াও অপর ব্যক্তির বাহ্যকে রতি (?) হইতে পারে, যেমন [illegible] দশ (?) করিয়াও নিত্যসিদ্ধের মুখে প্রেমোদয় হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবগণ জড়-রোগীদের মত দিয়া প্রবাহিত, যাহারা মনে করেন, গোস্বামিগণ বিদ্যাসম্পন্ন, অদ্বৈতবাদাশ্রয়ী গুরুদেবদিগের দ্বারা, বংশপরম্পরায় আগত, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া, অপরাধী ও ঘোর নারকী।

যাঁহারা মনে করেন—বৈষ্ণবের প্রাকৃত জনক জননী আছে, যাঁহারা মনে করেন—বৈষ্ণব কোন প্রাকৃত জাতি, সমাজ বা বর্ণের অন্তর্গত অর্থাৎ বৈষ্ণব—'শাক্তী হিন্দু' বা বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, যবন, পুরুষ, স্ত্রীজাতি, জড়, পশু প্রভৃতি কোন না কোন জাতির অন্তর্গত, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করে, মহাপ্রসাদ কেবল স্থানমাহাত্ম্য-বিশেষেই একমাত্র পুরীধামেই স্পর্শদোষনির্মুক্ত, যাঁহারা মনে করেন, বিগ্রহের মহাপ্রসাদজাতীয়, যাঁহারা মনে করেন, শালগ্রাম ও চাতায় খোদা বা কষ্টি-পাথর একটি বস্তু, যাঁহারা মনে করেন, শ্রীবিগ্রহ অন্যদের দ্বারা অপবিত্র হইয়া পড়েন, যাঁহারা মনে করেন, পাথর পূজা করিলেই ভগবানের পূজা হয়, মানুষ, কুকুর, শিয়ালের পূজা করিলেও ভগবানের পূজা হয়, ভোগবুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত জনক জননী বা পতী-স্ত্রীর পূজা করিলেও সর্বান্তর্যামীর পূজা হয়, যাঁহারা মনে করেন দরিদ্রের পূজা করিলে নারায়ণের সেবা হয়, যাঁহারা মনে করেন, মনঃকল্পিত যে-কোনও একটি মূর্ত্তি বা যে কোনও একটি রূপকে পূজা করিলেই ভগবৎ পূজা হইয়া থাকে তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অর্থের দ্বারা শ্রীনাম-মন্ত্র বিক্রয় করা যায়, [illegible] বা কথকের মুখে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম রূপ গুণলীলা কীর্ত্তন হয় ও উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইতে পারে, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, জড়দেহকে সখী বা গোপী সাজাইয়া বা অনর্থযুক্ত জড়দেহে অপ্রাকৃত সখিগণের আনুগত্য করিতে পারা যায়, জড়দেহে পারকীয় রস আস্বাদন করা যায়, পারকীয় রসের মর্ম্ম এই ভোগোন্মুখ চিত্তদ্বারাই অনুভব করা যায়, কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ হইয়া কোন গৌর ভজা যায়, রূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রলম্ভ ভজন করা যায়, বিপ্রলম্ভ রসের নামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য (?) অধমের সর্ব্ব করা যায়, কুষ্ঠরোগাক্রান্তের মধ্যেও গৌরপ্রেম মিলান যায়, যাহা মিলাইয়া ভগবান্ আমাদের নিকট উপস্থিত হন, অপ্রাকৃত গৌরসুন্দরকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভোগের বা কামের ইন্ধনের দর্পণে, একজন নাগররূপে সাজান তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত মন, প্রাকৃত চিত্তাবেশ, প্রাকৃত দর্শন, প্রাকৃত অনুভূতি লইয়া প্রাকৃত টিকিট কাটিয়া, রেলে চড়িয়া অপ্রাকৃত শ্রীনবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে যাওয়া যায় এবং তথায় বাড়ী, ঘর, বাগান, কোঠা নির্ম্মাণ করিয়া, বংশবৃদ্ধি করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করা যায় এবং ঐরূপভাবে থাকিয়াও অপ্রাকৃত ধাম-সেবা হয়—ঐরূপ ব্যক্তিগণ সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, শ্রীরাধাগোবিন্দকে বা গৌরসুন্দরকে সিংহাসনে উঠাইয়া, নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তর্পণ করা যায় বা আত্মীয় লোকের নিকট হইতে ভেট বা দক্ষিণাদি আদায় করিয়া ঐ অর্থের দ্বারা নিজের স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার, কন্যার পায়ের নূপুর, পুত্রের থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিবার বা পান-তামাক খাইবার খরচ যোগান যায়—ঐরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, একই মন দ্বারা যুগপৎ বিষয়সেবা, স্ত্রীপুত্রের সেবা বিষয়ীর সেবা ও কৃষ্ণসেবা করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, ঐ দেহ যুগপৎ পুত্রকন্যা বা বিলাসিনীর অঙ্গ ও কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন পান, তামাক, গাঁজা, ভাং, মদ প্রভৃতি পান করিলে করিতেও কৃষ্ণকথামৃত পান হয়, যাঁহারা কৃষ্ণনাম পান করিতেছি মুখে বলিয়াও জড়রসসেবার আবশ্যক বোধ করেন। কৃষ্ণনামে 'ক্লেশে থাকিলেও তামাক, গাঁজা প্রভৃতি নেশার প্রয়োজন', তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, মৎস্য, মাংস, স্ত্রী, মাদক পান, প্রভৃতি সেবা করিতে করিতেও যুগপৎ কৃষ্ণসেবা করিতে পারা যায়, কৃষ্ণভক্ত ও অন্য ব্যক্তিকে, তত্ত্বজ্ঞানী পাণ্ডিত্যজনিত এই দৈন্য পুরুষত্ব যাহাদের বাক্তিত্বে যদি ভক্তরূপে কল্পনা করা যায় এবং কায়িক বস্তুতে ভক্ত না উঠাইয়া ব্রহ্মবিষয় স্থাপন করা যায় তবে তাহাতেও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে—এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ প্রাকৃত সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, একই সঙ্গে থাকুন না কেন, ম মন রূপ, নামের রূপ গুণ হইবার নহে—সুতরাং 'ভজন' মন্ত্রে নাম দেখিতে অশ্রদ্ধার বা নামাপরাধকেই 'মন্ত্র' বা [illegible]

([illegible])

(১) গৌড়ীয়-মঠ [illegible]

১। শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, নদীয়া। শ্রীশ্রীরাধা-গান্ধর্বা-গিরিধারী [illegible] শ্রীশ্রী [illegible]। [illegible] আছেন। [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৩। কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রী [illegible], নিত্য পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডী [illegible] ভক্তিবিবেক [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীশচীমাতার [illegible] ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible] অবস্থান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

বামনপুকুর শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। শ্রী[illegible] গৌরসুন্দরের [illegible] সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিগ্রহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা রহিয়াছেন। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ. [illegible]-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) মাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ মামগাছি, (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] প্রভুর [illegible] স্থানে

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নু-দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরহাট, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় মঠ

বাড়কোলা (শ্রীগঙ্গানগরের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible]-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একাবুন্দ[illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ [illegible] গোস্বামী

(২০) মদেশ-পল্লিচন্দ্র পাট

কাঁঠালপাড়ি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) বালুঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ.

চন্দন পুষ্করিণী

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ [illegible], ইউ, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ বি-এল।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], নেবাজম সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাসন

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাতনসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]

পোঃ [illegible], মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]

(৪২) [illegible] গোর্দ্ধন

রক্ষক—[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাসন

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

নন্দ মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাসন

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগৌড়বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৮) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible] রোড

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা।

রক্ষক—[illegible] শ্রী[illegible]

[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)

শ্রী[illegible] সেবা। [illegible] শ্রী[illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রী[illegible] সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ,

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী [illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৫৭) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিরত্ন

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাসন

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রী[illegible] গিরি [illegible]

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ই ৪

রক্ষক—[illegible] পণ্ডিত

শ্রী[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] হইতে মহোপদেশক শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible]-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], [illegible] মুদ্রিত ও [illegible]

চাউর বাজার দর

[illegible]

[illegible]	[illegible]

রেল ও কাঠের বাজার

[illegible]

[illegible]	[illegible]

[illegible] পুর

[illegible] ইনষ্টিটিউট

[illegible]

রেল ষ্টেশন সময়

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

সুতের দর

[illegible]

বেঙ্গল বাজার

[illegible]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা [illegible]

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আর্ট কাগজে [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে

[illegible]

চাঁদার হার

[illegible]

বিরাট সংস্করণ

[illegible]

ছাপা হইতেছে।

[illegible]

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের
মুদ্রাযন্ত্র

১। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible]

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible]

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible]

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible]

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর—(নদীয়া)

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২৩৫]

বিবিধ-সংবাদ

চীনের রাজধানী অভিমুখে

গত ৮ই ডিসেম্বর সাংহাই হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা নানকিং নগর সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়াছে। জাপ-বাহিনীর অগ্রগামী দল নানকিংয়ের প্রাচীরের সম্মুখে পৌঁছিয়া গোলাবর্ষণ করিতেছে। ঐ নগর আক্রমণে পাঁচ ঘণ্টাকাল গোলাবর্ষণের পর জাপানীরা নগরের উপকণ্ঠস্থ পর্বতমালার উপর অবস্থিত দুর্গ অধিকার করে। জাপানীরা ঐ দিবস বলে যে, অদ্য রাত্রি মধ্যে আগামীকল্য নানকিংয়ের পতন হইবে। কিন্তু চীনারা বলিতেছে যে তাহারা শেষ পর্যন্ত নগর রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণ

জাপানীরা এক্ষণে প্রবল উৎসাহে আক্রমণ শুরু করিয়াছে। অগ্রগামী সেনাদল, কামান ও জাপ বোমারু বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত বোমার সম্মিলিত আক্রমণে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। চীনারাও প্রবল বাধা দিতেছে। এখনও তাহারা জাপানীদিগকে বাধা দিয়া রাখিয়াছে।

রাজধানী রক্ষার চীনাদের উদ্যম

গত ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ—আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। ... চলিয়াছে। ... ও ... হয়। সারা রাত্রি ব্যাপী আক্রমণ, বাহিরে বহু বাড়ী ও এরূপ বাড়ী নির্মিত হইয়াছে এবং তাহার উপর মেসিনগানশ্রেণী রক্ষিত হইয়াছে। জাপানীরা চিং-কিয়াং দখল করিয়াছে বলিয়া চীনারা স্বীকার করিয়াছে। তবে তাহারা এই দাবী করিয়াছে যে, তথাকার দুর্গসমূহ এখনও তাহাদের অধিকারে আছে।

ক্যান্টনের উপর আক্রমণ

দক্ষিণ চীনে যে জাপানী বাহিনী নানকিং আক্রমণ করিতেছে তাহাদের সম্মুখভাগের সৈন্যদল বহিঃপ্রাচীরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে একটী দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

নানকিংএর চারিদিকে ৩০ মাইল ব্যাপী বহিঃপ্রাচীরের ১৮টি প্রবেশ-দ্বারের উপর জাপানীরা একযোগে আক্রমণ চালাইতে থাকে। পূর্বদিবস সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলে।

বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাবনা নাই

চীনা গবর্ণমেণ্টের মাংকসণ বর্তমান পরিস্থিতির চরম গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন। বৃটেন ও আমেরিকার যাগ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনার কথা এখন আর চীনাদের মধ্যে শোনা যায় না। রাশিয়ার নিকট হইতেও সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া সকলে মনে করিতেছে। কারণ সকলে বুঝিতে পারিতেছে যে, উভয় দেশে নিজে আক্রান্ত হইবে না এরূপ নিশ্চয়তা অনুভব না করা পর্যন্ত রাশিয়া দূর প্রাচ্যে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না।

রুশের পর্ববতী ব্যাপারে বিশিষ্টভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছে; কিন্তু জাপানী চীন ও জাপান উভয়েরই সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে ইচ্ছুক।

বিমান-চালনা শিক্ষার নূতন প্রণালী

করাচীতে বিমান-চালনা শিক্ষার্থীদের এক নিরাপদ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়সাধ্য প্রণালীর পরীক্ষা চলিতেছে। আজকাল এরোপ্লেনে আকাশে উঠিয়া বিমান চালনা শিক্ষা করিতে হয়। নূতন প্রণালীতে আকাশে উঠিতে হইবে না; মেশিন মাটির উপরই থাকিবে, কিন্তু শূন্যে উঠিয়া চালক বিমান চালনার সব রকম কলকৌশল শিক্ষা করে, তাহার উপরে থাকিয়াই উহার সর্বত রকম কল-কৌশল শিক্ষা করা যাইবে।

চাল্লৌশী কলেজে পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি এস, এম, হর্তার কলেজ ইউনিয়নে কলেজগৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। কলেজের ছাত্রগণ যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞ

... সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ এম, পি, কেথার্ন সম্প্রতি আসিয়া উরথাম টাউন একাডেমির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্ধনৈতিক পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত মিঃ গ্রেগরীও জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

লণ্ডনে টেলিভিশন প্রোগ্রাম

বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের উদ্যোগে গত ৭ই ডিসেম্বর রাত্রে মার্বেল আর্চের "সিনেমা থিয়েটারে" এক বৃহৎ পর্দার উপর টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখান হয়। মাঝে মাঝে একটু বাধা ছাড়া ছবি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রকাশ, লণ্ডনের বড় বড় সিনেমাগুলি যাহাতে সাধারণ সংবাদচিত্রের সঙ্গে টেলিভিশন প্রোগ্রামও দেখাইতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে আবশ্যক যন্ত্র দেওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে।

পরলোকে অধ্যাপক মোলিশ

অধ্যাপক হানস্ মোলিশ ভিয়েনায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ভারতীয় উদ্ভিদের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন। বিগত ১৯২৮ সালে অধ্যাপক মোলিশ যখন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিষয়ক গবেষণাগারের ডিরেক্টর ছিলেন, তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া "বসু বিজ্ঞান মন্দিরে" লইয়া আসেন। তখন বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদের প্রাণ-স্পন্দন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ গবেষণা চলিতেছিল। অধ্যাপক মোলিশ এই গবেষণা প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি নিজেও কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা করেন।

অধ্যাপক মোলিশের গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল—"phosphorescence in animal and plant life." তিনি ১৯২৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে "বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে" উপস্থিত হন এবং ১৯২৯ সালের ২০শে মে তারিখে এখান হইতে চলিয়া যান।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৩০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী-জয়শ্রী (১ম খণ্ড) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (পঞ্চম সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-বাদ
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রার্থনা-রসায়ন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৷৷/০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা।
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্থাৎ (বাঁধা) ১৲
২৬। শ্রীগীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিতম্, গণগোবিন্দ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-নির্বাণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার্দ্দর্শ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গোবিন্দভাষ্য ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনামের ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০ সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত দর্পণে বিচিত্র
৬৩। সটীক-নিকামসূত্রম্ ।০
৬৪। ... ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত /০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৷/০
৭৩। সাইকলজি অ্যাণ্ড ম্যানিফেষ্টেশন অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অপূর্ণ খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমহংস শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের পরিচালনায় মাসিক ইংরেজী পত্রিকা, অদ্বিতীয় প্রচারিত পত্র। মাসিক ... কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—... সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—... প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা। ... হইতে প্রকাশিত, ... ।০।

৪। পরমার্থী—... সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। ... হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—... বাংলা পত্রিকা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিতান্ত ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রভুপাদের
কথা ও বহু সাধকের জন্য
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রবর্ত্তক ...
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সন্নিবেশিত
... জিল্দ
৫৲ টাকা।

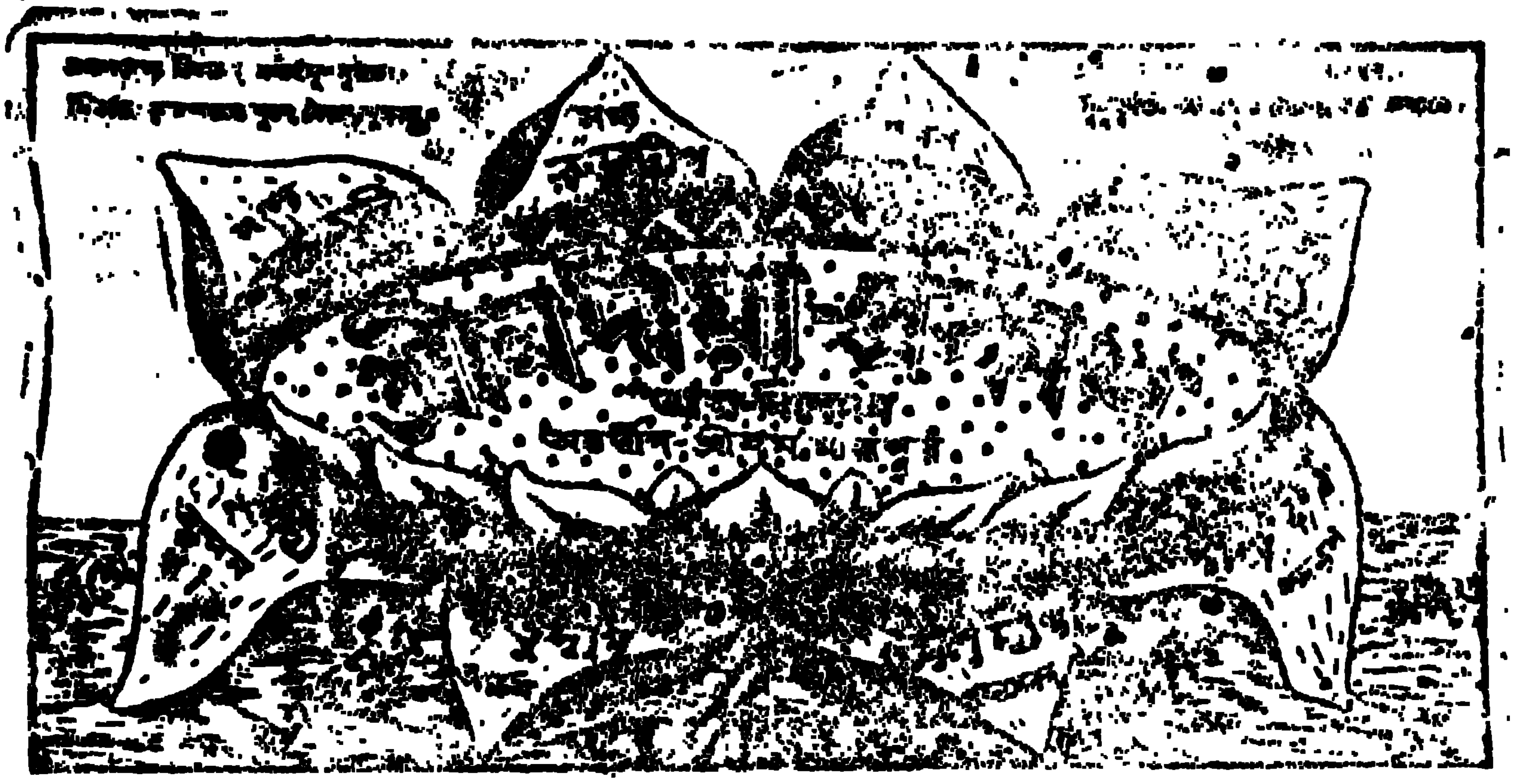

১২শ বর্ষ (২৫ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫১ ২৭শে অগ্রহায়ণ সন, ১৩ই ডিসেম্বর সোমবার) ২০শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

কাশীতে

গত ১৩ই নভেম্বর শনিবার বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয়মিশনের সেবক শ্রীপাদ সদানন্দদাস ব্রহ্মচারী বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত [illegible] সিং, এম্-এস্-সি, বার-অ্যাট্-ল মহোদয়ের গৃহে তাঁহার সহে একঘণ্টাকালব্যাপী বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্বের বিষয় আলোচনা করেন। অধ্যাপক মহাশয় একজন শিখধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি। শ্রীপাদ সদানন্দ প্রভু আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের উপাস্য বস্তু 'শ্রীকৃষ্ণ' ও তাঁহার 'নাম' অভেদ বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণের উপাস্য-বস্তুর নাম শুধু [illegible] মাত্র নহে। নামাভিন্ন নামীই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ। এস্থলে শ্রীপাদ সদানন্দ প্রভু বলেন যে, শিখগণ তাঁহাদের উপাস্য-বস্তুর নামের ঐরূপ প্রভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে [illegible]। তিনি আরও বলেন যে, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপরা সেবা ব্যতীত অন্য কিছু বাঞ্ছা করেন না, এমনকি তাঁহাদের আরাধ্য বস্তু স্ব স্ব ভক্তগণকে তাঁহার সমান অধিকার (অর্থাৎ ভগবত্তা) প্রদান করিতে উৎসুক হন, তথাপি বৈষ্ণবগণ সেবোন্মুখ সেবাসুখ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। মুক্তিকামীর আত্মানন্দকে অতি তুচ্ছ বলিয়া অনুভূতি হয় এবং সেই আত্মার পরমাত্মা পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ-কল্পবৃক্ষের সহিত ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলন করিতে পারিলে জীবাত্মা নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া অভিমান করেন। সেই সেবাবৃত্তি ক্রমশঃ [illegible] প্রাকৃতরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উহার যেন আর বিরাম, অন্ত ও অবধি থাকে না। এই সেবাবৃত্তের অসমোর্দ্ধতার ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শ্রীপাদ সদানন্দ প্রভুর মুখে শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক মহাশয় পরম পরিতোষ লাভ করেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

::(০)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ই পৌষ (১৩৪৪), ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) মঙ্গলবার [illegible] নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব শ্রীধাম [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে [illegible] কীর্ত্তনমুখে নানাপ্রকার ভক্তদের আহ্বান হইবে। ৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর [illegible] অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব। ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার [illegible] পূজা এবং আরও ৫ দিনকাল অর্থাৎ ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত [illegible] মায়াপুরে বৈষ্ণবসম্মেলনে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, পরিপ্রশ্ন-সমাধান, [illegible], শ্রীসমাধি ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-অতিথি সেবা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠান-সমূহে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কিঙ্করগণ

বশংবদ

শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ
(গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান)

শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী (সেবাবিগ্রহ)
(মঠরক্ষক, শ্রীচৈতন্যমঠ)

শ্রীঅপ্রাকৃতদাস ভক্তিসারঙ্গ
(সহকারী সভাপতি)

শ্রীসুন্দরানন্দদাস অধিকারী (ভক্তিসুধাকর)
(সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন)

গত ১৭ই নভেম্বর বুধবার বারাণসী [illegible] টি, সি, কলেজের মাননীয় প্রিন্সিপাল, প্রফেসর ডাঃ [illegible] এবং [illegible] [illegible] এম্ সি [illegible] শ্রীপাদ সদানন্দ প্রভুর [illegible] আলোচনা শ্রবণ করিয়া ছিলেন। [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

মাননীয় প্রফেসর [illegible] প্রভুর [illegible] শ্রবণ করেন এবং [illegible] উত্থাপন [illegible] সেই সকলের [illegible] প্রকাশ করেন [illegible] গৌড়ীয় মঠের [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] প্রভুর [illegible] "শ্রীচৈতন্য…" গ্রন্থ পাঠ করিবার আগ্রহ ও [illegible] প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ সদানন্দ প্রভু [illegible] গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] কথা জানিয়া উহার পরম [illegible] [illegible] পাঠ করিয়াছেন এবং [illegible] উপযুক্ত [illegible] সন্ধান পাইয়া [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] ইংরেজি সাহিত্যের [illegible] [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] পাঠ করিয়াছেন, উহার [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ কেশব, সর্বশিব সম্বৎ গৌরাব্দ ৪৫০

ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

শ্রীগৌরসুন্দরে যাঁহার ভক্তি আছে তিনি ভক্ত। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্। কেবল ভগবান্ নহেন, স্বয়ংরূপ ভগবান্ হন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে যিনি গৌরসুন্দরকে ভেদবুদ্ধি করেন তাঁহার বুদ্ধি কৃষ্ণোন্মুখিনী নহে, ভক্তবুদ্ধি মাত্র। জীবের বুদ্ধি দুই প্রকার—চিদ্বিলাসিনী ও অচিদ্বিলাসিনী। অচিদ্বিলাসিনী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে ভেদ লক্ষিত হয়। চিদ্বিলাসিনী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। তাঁহাদের লীলাগত অন্তর বৈশিষ্ট্য অচিদ্বিলাসিনী বুদ্ধিতে অনুভূত হইলে কেবল প্রাকৃত হইয়া ভক্তি দূরে চলে। অতএব চিদ্বিলাসিনী বুদ্ধিতে উদয় হইলে সেবাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়, নতুবা লীলাময়ের সেবা প্রাকৃতভাবে হয় না। জীব অচিদ্বিলাসিনী বুদ্ধিতে অবস্থিতিকালে ভক্তকে কৃষ্ণজন বলিয়া ভ্রম করে। শ্রীগৌর-ভগবান্ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হইয়াও জীবের প্রতি কৃষ্ণ অপেক্ষাও করুণাময়। শ্রীগৌরসুন্দর অচিদ্বিলাসিনী বুদ্ধিতে নষ্ট বদ্ধজীবেরও আশ্রয়। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবকালে জীবের অচিদ্বিলাসিনী বুদ্ধি [illegible] [illegible]। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় তাঁহার সুপ্ত চিদ্বিলাসিনী বুদ্ধি প্রকাশমানা হয়। তিনি গৌরপদাশ্রয়ে শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন আশ্রয়জাতীয় লীলাময় স্বয়ংরূপ ভগবান গৌরসুন্দর, জীবের কৃষ্ণ-সেবার দূর হইলেও উপাস্য ভগবান্ বিষয়জাতীয় লীলাময়ের সহ আশ্রয় স্বরূপে সেবক হন। [illegible] সাধকের অচিদ্বুদ্ধি একেবারে নিঃশেষ হয়। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ বা গৌরসুন্দর অবস্থান। ভাবের আবির্ভাব প্রবল বিপ্রলম্ভকালে গৌরভগবানে একান্তভাবে প্রণয় [illegible]

[illegible] ভগবানের দর্শন লাভ [illegible]। তখন স্বয়ংরূপ ভগবানের [illegible] জীবের আশ্রয়জাতীয় লীলার উদ্দীপন রূপে [illegible] থাকে, অবস্থানের বিপর্যয় [illegible] সমর্থ হন না। [illegible] [illegible] বিনা [illegible] আশ্রয়গত ধর্ম অবস্থানের [illegible] আছে। বিশেষতঃ অবস্থান ভগবত্তার স্বয়ংরূপ বাহ্য প্রকৃত চিন্ময় অবস্থানের স্থূল ব্যাঘাত করে না। কখন কোন অংশে বা অতীব অবস্থান ভগবত্তার স্থান পায় না, যেহেতু ভগবত্তার বাধাদিশক নিত্যসেব্য প্রবল। ভগবত্তায় বিষয় ও আশ্রয়গত নিত্যত্বের বাধক চেষ্টা বা অভাব নাই। যেখানে অবস্থানের অভাব আছে তাহাই ভগবত্তার অংশগত ভেদ বা বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীবপর্যায়। যেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহাই অবস্তু মায়া। উহার বিভিন্নাংশ। অংশগত ভগবত্তাবিশিষ্ট হেতু জীব ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় অঙ্গীকার করেন, উহাই অবিদ্যা বা হরিবৈমুখ্য। জীবের বৈভবাবস্থার বিষয় ও আশ্রয়গত অবস্থান অবস্তুরাশ্রয়। যখানে বিষয় ও আশ্রয়গত নিত্যসেব্য ভগবত্তার স্বরূপ, অপর প্রাকৃত পরিমাণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেখানেই জীবাত্মার বুদ্ধিতে আশ্রয়গত লীলার অনুভবের ধারণা প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু আশ্রয়গত ভগবত্তাকে অনুকূলভাবে অনুকূল হইয়া না [illegible] স্বরূপ কৃষ্ণ স্বায় আশ্রয়জাতীয় অঙ্গীকার-মহাপ্রভুর লীলা প্রবেশ নবদ্বীপ প্রসঙ্গকে প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠিত জীবের তাহার দর্শন করিতে দিয়া শ্রীগৌরের বিলাসে শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভু নিত্য বিষয়-ভাবাঙ্গীকারী মহোদার-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারের নিত্য সত্য ও নবদ্বীপলীলা বৈশিষ্ট্য জগতকে জানাইয়াছেন। তাহাতে আশ্রয়-ভাবের হেতুপ্রদর্শক মায়িক জড়-পর্যায় নাই।

জীব ও মায়া উভয়ই অবস্থান গৌরসুন্দরের চেতনাংশ-বিশেষ। মায়া সম্পূর্ণ হরিবিমুখতার অনাদি অবস্থান ও অজ্ঞান জীবের সহিত অবস্থান মায়ার আবশ্যকতা আছে! তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্নাংশ জীবের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া জীবকে নিত্যকৃষ্ণদাস এবং অনাদি বহির্মুখ বলিয়াছেন। জীব কোনদিন মায়াধীন বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন পরন্তু অণুচৈতন্য তাঁহার অধিকারে হইতেই বহির্মুখ স্বরূপ অনুগ্রহ আছে। কৃষ্ণদাস হওয়া তাহার নিত্য আশ্রয়গত নিত্যধর্মে সেবা ভাগ্য [illegible] বিষয়জাতীয়কে অভিলাষ আবাহনপূর্বক [illegible] সমর্পণ করিয়াছেন। মায়িক অংশ [illegible] আশ্রয়স্বরূপ লাভ করিয়া নিজে নিত্য হইয়া ক্রমে মায়িক ধর্ম উপার্জন করিয়াছেন। বিষয়াশ্রয় ভক্তের শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল আশ্রয়ভাবে নিত্যবৃত্তিগত আবাহন লীলায় ব্যস্ত আছেন। জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া জীবের একমাত্র কল্যাণের উপায়স্বরূপ স্বীয় অবস্থানই একমাত্র মায়া। জীব যদি মহাবদান্য গৌরসুন্দর প্রকাশ না করিয়া আশ্রয় আসেন, তাহা হইলে গৌরসুন্দরের কৃষ্ণকে তাঁহার ভাব বিভাবনা না করার ব্যাপার জানেন, তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের আশ্রয়জাতীয়ভাবগত লীলায় অপ্রবিষ্ট থাকিয়া কোনদিনই কৃষ্ণভজন করিতে পারিবেন না। অচিদ্বুদ্ধি হারাইয়া জীবকে দূরবর্তী কৃষ্ণপ্রাপ্তিপ্রয়াসেই ভগবান্ গৌরহরি জীবের কল্যাণলাভের মূল স্বরূপগত আশ্রয়জাতীয়কার প্রদর্শন করিয়াছেন। জীব স্বয়ং বিমুখ অবস্থা প্রবল রাখিবার জন্য যদি আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথা না শুনেন, তাহা হইলে তিনি মায়িক জড়াবস্থায়ই আবদ্ধ থাকিবেন। তাহার শ্রীগৌরপাদপদ্ম আশ্রয় করায় গৌরলীলা-সম্বন্ধে কোন দিনই হইবে না, কর্ম্মবিপাকে জড়কাল যাপন করিবেন।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়িক জগতের অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া জীব ভোগাভিমানে সেই নিত্যদাস্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। পরের ঘরে বাস করিয়া যেমন আত্মজ্ঞান, আবাসাদ্যের হরিপাদপদ্ম চিৎপ্রকাশ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়সুখভোগপরতার ভোক্তাবুদ্ধিতে নিত্যসেবার নাম করিয়াছেন তাহা যাচিয়া কহিতেছেন। একাধিক দিনের না হইলেই ভাড়া দিতে হয়। যেতে আত্মজ্ঞান হলেই জড়ের মূল্য ভাড়া আদায় করিতে হয়। ইহাকেই বলে জড় প্রভুর বা ভাড়া আদায়। ভাড়াটিয়ার পরিচর্যা করিয়া দিয়া মায়িক ভক্তপ্রবণ বা টিকা দ্বারা ভাড়া পাইবার জন্য বাসনীয় চেষ্টা। গৌরসুন্দর বলিলেন, সমস্ত জানাভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না। কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিকৃষ্ট ভক্তের একটি ভাড়া দিয়া অর্থনাশ পূর্বক কৃষ্ণবিমুখ মায়িক দেহ পোষণ করেন, কেহ বা মায়িক ভোগপর মনের পুষ্টিসাধন করেন। কেহ শ্রীমদ্ভাগবত ভাড়া দিয়া অর্থলাভ করিয়া মায়িক দেহ ও ইন্দ্রিয়সেবাবিমুখ মনের পুষ্টিসাধন করেন। কেহ মহাপ্রভু গৌর ভগবান্কে ভাড়া দিয়া বৈষ্ণবাচার্য নামে বিক্রীত হন, কেহ চৈতন্যচরিতামৃত ভাড়া দিয়া গৌরভক্ত খ্যাতি লাভ করেন। কেহ উৎকৃষ্ট প্রসিদ্ধ ভক্তসজ্জা ভাড়া দিয়া, কেহ গৌরগুণ প্রচার ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভক্তির বক্তৃতা ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভক্তকবিতা-রচনা ভাড়া দিয়া, কেহ বা নিজ শিক্ষাগুরুদিগের ভাড়া দিয়া গৌরভক্তির নিকট বিক্রীত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা সঙ্গীত-গান ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভাড়াটিয়া ভক্তাভিমানীকে নিজ প্রাকৃত অর্থ ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভাড়াটিয়াকে ভক্তসংজ্ঞা ভাড়া দিয়া, কেহ বা ঠাকুরবাড়ী ভাড়া দিয়া, কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্য ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণবপত্রিকা ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণবপত্রিকার সম্পাদক-গিরি, কেহ বা [illegible] ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভক্তাভিমানী-সম্প্রদায়িসিদ্ধি ভাড়া দিয়া প্রভু হন, কেহ বা ভক্তাবস্থানটো উপায় [illegible] দেন। ভাড়াটিয়া ভক্ত নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আসামী ভাড়াগুলি নিজ প্রতিষ্ঠা, নিজ ভক্তাভিমান, নিজ কামিনীতর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন মনে করেন কিন্তু ভক্তজন সর্বদাই এরূপ ভাড়াটিয়াদের দেওয়া পাওয়া হইতে বিরত থাকেন। ভাড়া-দেওয়া-নেওয়ার অভিনয় করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুযায়ী "অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" 'সর্বতঃ সুখমহতে সুখং দৈবাদপদ্যতে।' এইটি সুখরূপে সর্বদা আলোচ্য বিষয় করিয়া রাখেন, ভাড়াটিয়া ভক্ত নিজের কামনা বা অনেক পাওয়া গেলেও তাহার বৈষ্ণব-সেবা হয় না। ভক্তের আহার্য্য ভাড়ার বস্তাদি অনেক প্রকারে আদায় হইলেও তাহার প্রকৃত হরিসেবা হয় না। ভাড়াটিয়ার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না, ভাড়াটিয়ার গৌরভক্তি হয় না। ভাড়া দিয়া শ্রীধামে যাওয়া যায় না, ভাড়া আদায় করিলেও শ্রীধামবাসী হওয়া যায় না। নিজের সেবাপ্রবৃত্ত না হইলে পরমাত্মা হরিসেবা হয় না। ধন-সম্পদাদি দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না। ভাড়াটিয়া গায়ক হরিনাম করিতে পারেন না, ভাড়াটিয়া বাদক হরিকীর্তনে বাজাইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া শ্রোতা হরিকীর্তন শুনিতে পান না, ভাড়াটিয়া বক্তা হরিকীর্তন গাইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া দিয়া [illegible] ভক্ত উভয়েই নিজকে স্থাপিত করেন [illegible] তাঁহাদের গৌরভক্তির অর্জন [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের অধিকারেই [illegible] নিবার জন্য নহে বুঝিতে পারা যায়। [illegible] বিশুদ্ধ ভাড়া দেওয়া যায়। নিত্যভজন [illegible] দেওয়া যায়, কিন্তু ভক্তের মন [illegible] দেওয়া যায় না। মানুষ নিজ বাড়ী, [illegible] বাহন প্রভৃতি ভাড়া দেয় না। নিজের থাকিলেই ভাড়া লইতে হয়। [illegible] জিনিষকে নিজের বলিয়া বাধ্য প্রকার [illegible] কপটতা হয়। অতএব ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে। ভক্ত নিজের নিত্যস্বরূপ, কৃষ্ণ ত্যাগ নহে। অন্যাভিলাষযুক্ত হইলে গৌরের অনুশীলন হয় না। অতএব গৌরপদ [illegible] প্রাপ্তাকাঙ্ক্ষার আবরণ থাকিলে গৌরসুন্দর অনুশীলন হয় না, নির্ভেদ ব্রহ্মসন্ধানরূপ আচরণে গৌরের অনুশীলন না। অন্যাভিলাষ, কর্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলে, ভক্তি ত দেওয়া বা নেওয়া চলে না। যাঁহারা ভাড়া লয় বা দেয় তাহারা ভক্ত নহে।

(শ্রীসঃ তোঃ ২০শ বর্ষ ৭ম, ৮ম সংখ্যা)

[illegible]প্রভুপাদের বিরহ উৎসবের [illegible]নিবেদন

[illegible] দেখিতে দেখিতে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটতিথি কালচক্রে আরোহণ করিয়া একটি সৌর বৎসর পূর্ণ করিলেন। এখনও আমরা ভাবিতে পারি না, কল্পনাও করিতে পারি না যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়তম সঙ্কীর্ত্তন-গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার বাণী, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার লেখমালা, তাঁহার অদম্য প্রচার-প্রেরণা, হরিকীর্ত্তনে নব-নবভাবে উৎসাহ-দান, বাস্তব সত্যের জন্য সর্ব্বস্বনিয়োগের উপদেশবাণী,—এখনও আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

গত বর্ষের (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথির নিশান্তে ব্রজপরমহংসবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম-যাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সেই তিথি-বিচারে আগামী ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বর্ষপূর্ত্তি অপ্রকটতিথি।

শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় স্থান শ্রীগোবর্দ্ধনাখ্য শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিস্থলে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনপর গৌড়ীয়গণের সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি।

অপ্রাকৃত আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিশ্ব-বিগ্রহে সঙ্কীর্ত্তনময়ী সেবা, গৌরবিহিত বিপ্রলম্ভই আমাদের নিত্যভজন। ভক্তি-জ্ঞান-বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিকে অধিক প্রেমবৃদ্ধিতে আশ্রয় করাই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতীর শিক্ষা। শ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপ—মূর্ত্তিমান্ গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শত-শত বিপদ্, বিঘ্ন, গঞ্জনা, লাঞ্ছনার মধ্যেও গৌরবিহিত-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে শুদ্ধগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট পরিপূরণ-সেবা-ব্রত উদ্যাপনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই;—বরং কোটিগুণে নিজ ভৃত্যগণকে সেবোৎসাহ প্রদান করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তাঁহার বিরহ-সাগরে নিমজ্জমান শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত গৌড়ীয়গণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কাল অপেক্ষাও অধিকতর বিপদ্-আক্রমণাদি ও নানাপ্রকার বজ্রাঘাত সেবকগণের বিক্রমতীক্ষ্ণ, ভক্তিপ্রভুত্ব ও বাস্তব নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে ও আরও অধিকতর ভাবে হইবে। এরূপ কঠোর পরীক্ষার সময়ে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপনকারী শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর বিপ্রলম্ভ-ভাবোদ্দীপক গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বিরহ-উৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটতিথির পূর্ব্বদিবস হইতে অর্থাৎ ৫ই পৌষ ২০শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে ১১ই পৌষ,২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে নানা বিচিত্রতায় সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

এই সপ্তাহব্যাপী বিরহ-সংকীর্ত্তন-উৎসব উপলক্ষে অষ্টোত্তরশত (১০৮) পারমার্থিক বিষয় অবলম্বনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সুযোগ্য প্রচারক ও সেবকগণের বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা, বহির্মুখ প্রকার পারমার্থিক পরিপ্রশ্নের সমাধান, শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বতোমুখী আলোচনা ও তদবলম্বনে নানা প্রকার পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ, 'হারমণিষ্ট', 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'পত্রমালা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রচার, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন আলেখ্য প্রকাশ, সম্ভব হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে একটী প্রদর্শনী উদ্বোধন, শ্রীল প্রভুপাদের মনোহর অসম্পূর্ণ মনোহভীষ্টসমূহ পরিপূরণের উপায় আলোচনা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণ বিষয়ে পরামর্শ, বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের সাধু ও সজ্জনবৃন্দকে, ব্যবহারিক মনীষিবৃন্দকে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার সুযোগদানে তাঁহাদিগকে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে আহ্বান এবং একটি বিরাট্ ভাগবত-সম্মেলন ও তদুপলক্ষে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসবের জন্য আমাদের পূজনীয় সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ও সজ্জন-বৃন্দ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের সৎপ্রদানে আমাদিগকে প্রচুর উৎসাহান্বিত করিবেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় শ্রীভক্তিবিনোদগোষ্ঠীর ঐকতান মন্ত্রে দীক্ষিত [illegible] পরামর্শ ও সর্ব্ব-প্রকারে সহায়তা লাভ করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব। প্রত্যেক নিষ্কপট সতীর্থ ভ্রাতার নিকটই দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক জানাইতেছি,—

"একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণনাম-ধনে ॥"

যে অপূর্ব্ব সেবা-সুযোগ বর্ত্তমানে উপস্থিত, তাহা মানব-জীবনে খুব কমই উপস্থিত হয় এবং হইতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ-উৎসবের সেবা-সৌভাগ্য আমাদের সকলেরই প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য ও সর্ব্বাত্মা দ্বারা বরণ করা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। আপনি স্বয়ং এবং আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত সকলের নিকট হইতে এই সংকীর্ত্তন-বিরহ-উৎসবের যাবতীয় উপায়ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে স্বয়ং উপস্থিত হউন এবং মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নামে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুরের ঠিকানায় সেবার উপায়নসমূহ অচিরেই প্রেরণ করুন। লোকশিক্ষক বিশ্বগুরু শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং নীলাচলে শ্রীরাঘবাচার্য্যের 'মঠ-উৎসবের জন্য অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শের অনুগমনে আপনারা সকলে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক সংকীর্ত্তন-বিরহোৎসবের জন্য যেরূপ আদর্শ শিক্ষা পুনরায় প্রকট করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর উৎসাহিত করুন। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসব যাহাতে সকল দিক্ দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনাদের সর্ব্বতোমুখী সেবা-চেষ্টা আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ও শ্রীল প্রভুপাদের সংস্পর্শ-লাভে কৃতকৃতার্থ সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট আর একটি সকাতর ভিক্ষা এই যে, যদি কাহারও নিকট শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতির উদ্দীপক কোনপ্রকার দ্রব্য, লেখনী বা পূজার দ্রব্য থাকে, তবে কৃপা-পূর্ব্বক তাহা প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। স্মরণ রাখিবেন, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি অতি সন্নিকট অর্থাৎ ৬ই পৌষ (১৩৪৪), ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) মঙ্গলবার।

শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-কিঙ্করাভাস
শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

বিশেষদ্রষ্টব্য :—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের জন্য যাবতীয় আনুকূল্য বা স্মৃতি-উদ্দীপক দ্রব্যাদি—সকলই 'প্রদর্শিত' ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, সেক্রেটারী, গৌড়ীয়মিশন; শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নিবেদন

এতদ্দ্বারা গৌড়ীয়-মিশনের (শ্রীগৌড়ীয়-মঠের) সমুদয় সভ্য ও সভ্যবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ১১ই পৌষ ১৩৪৪ সাল রবিবার ইংরাজী ২৬।১২।৩৭ তারিখে জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবিদ্যাহরণ-মন্দিরে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সাধারণ সভার তৃতীয় অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচিত হইবে। গৌড়ীয়-মিশনের সমুদয় সভ্য ও সভ্যবৃন্দের উক্ত সভায় উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সাধারণ সভার ১২।১২।৩৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ (Proceedings) পাঠ ও অনুমোদন (Confirmation)।

১। গত ২৪।১০।৩৭ তারিখে [illegible] জলধর দত্ত মহাশয়ের সম্পাদিত [illegible]২৮ ও ১৩।১০।৩০ তারিখের দলিলের নির্দ্দেশানুসারে পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেবের ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা বাগবাজারের অন্তর্গত ১৬এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগ দৃঢ়ীকরণ (ractification and Confirmation)।

২। শ্রীধাম-মায়াপুরের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহগণকে সেবাইত ও ট্রাষ্টির সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া আবশ্যক বিবেচিত হইলে তাঁহাদের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, সংরক্ষণ, অপসারণ প্রভৃতি করণ।

৩। গর্ভর্ণিং বডির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা।

৪। [illegible] কোনও বক্তব্য বিষয় থাকিলে সভাপতির অনুমতিক্রমে তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

ইতি—
নিঃ শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
[শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী]
সম্পাদক
৭।১২।৩৭

[illegible] প্রভুপাদের [illegible]গ্রন্থাবলী

[illegible] পারমার্থিক পুস্তক রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৳০ ; ২য় খণ্ড—৳০ ; ৩য় খণ্ড—৳০ ; ৪র্থ খণ্ড ৳০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

[illegible] গৌড়ীয় মঠ

১ শ্রী[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর [illegible]
[illegible]
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি [illegible]

(২ [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] কালী[illegible] রোড [illegible]
কলিকাতা। [illegible]
কলিকাতায় [illegible]
[illegible]
শ্রীবাস [illegible]
[illegible] আলোচনা এবং [illegible]
[illegible]
প্রকাশিত হয়। [illegible]
[illegible]

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ [illegible]
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)।
[illegible] গৌরকৃপা-[illegible]
[illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম [illegible]
রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৯) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
এখানে ও [illegible] শ্রীমদ্[illegible]
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-[illegible] ও
শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-[illegible]
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ
বিজানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible]
রক্ষক [illegible]

(১৪) [illegible] গৌড়ীয় [illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয় মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীঅদ্বৈত গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) [illegible]
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয় মঠালয়
রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible]
[illegible]

(২৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] ঢাকা
রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য [illegible]
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ [illegible], ইউ, পি
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৩২) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible]
রক্ষক [illegible]

(৩৩) [illegible]
[illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৩৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] মিষ্টি
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible]
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
[illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয় মঠ[illegible]
[illegible], পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক [illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]
পোঃ [illegible]
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

৪১। কুঞ্জবিহারী মঠ [illegible]

(৪২) [illegible]
[illegible]

(৪৩) [illegible]
[illegible]

(৪৪) [illegible] মঠ
[illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠালয়
পোঃ [illegible]

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠালয়
পোঃ [illegible]

৪৭) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব
রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible]
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible]
ব্রহ্মচারী [illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible]
[illegible]
[illegible] রক্ষক—[illegible]
[illegible]

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)
শ্রী[illegible]
[illegible]
রক্ষক, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৫) [illegible]—[illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক। উড়িষ্যা।
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯ [illegible] গৌড়ীয় মঠ[illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)
রক্ষক—শ্রী[illegible] আধকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠালয়
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ
ফ্ল্যাট্ নং ২
৪১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত
শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রী[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিজ্ঞানভার সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৭

চাউল

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর মণ
বালাম	৬৸০
কাজল শাল	৫৸০
ঐ মোটা	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭।৷০
বাঁশফুলী	৫।৷০
মাগরা নূতন	৭৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রূপশালী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁশফুলী আতপ	৫।৷০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৪।৷০-৪।৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

ক.বং, চাঁদপুর	১০৷৵০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৵১
কাশীপুরী দানা	৯৲
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বাট	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।৷০

পাটের দর

আনকোরা—	৪৬৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪৩।৷০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

লোকেট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৷৵০
কুমারখালি ঐ	৬৲—৬৵০
ডাইমণ্ড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (১নং)	৫৸০—৫।৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫৷৵০
আটা (৩নং)	৫৲—৫।০
আটা (৪)	৪৸০—৪৷৵০
আটা নং (৫)	৪।০—৪৷৵০
ভূসী	১৪৸০—১৪০
ভূষি	১৪৵০—১৪৵০

দুধের দর

	৫৭৲
গব্যঘৃত	৫৭৲
কুমারখালি	৪০৲
কাঁচী	৪৫৲
ভাজিবার	৩৪।০

ভালো [illegible]	৭৬
কাঁচা	
বাঁকা পাকা	
২৬ সের—	১৭৸০
পাকা বাঁট ২৭—৩০ সের	৩৲

লোহা ও ঢালাইয়ের দর

২০শে জ্যৈষ্ঠ

লোহার বীম—	৫৫ শত ৬ টন
লোহার কড়ি বা বরগা বা কাঁচা	
	বাকী ৯৲—৯।
ঐ রেল লাইন চালানি পুরাতন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা লিমিটেড ভারের বা লেপ লোহা	১০।৲
ঐ ইস্পাত মালের (বীম)	৯।০—১০৷৵০
নেল (টি আয়রণ)	৮৸০—৯০৲
প্লেন আয়রণ (চেকার)	৮৸০—৯।০
টাটা প্লেন করগেট টিন।	।৵০
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
১৮ গেজ—	
টাটা প্লেন গ্রেন শীট	
২৪ গজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	
৫ঃ লম প্লেন করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
পীস	৷৵৫—৸৵০
বাংলার পেরা কাঁটা তার (গাল্ভ)	১০৸০
প্রুট কাটা বা চিট কাটা মণ	৩৷৵—৪৲
শাদি কাটা ৩—৯ সুই লম্বা	
	৭৲—৭।৷০ হন্দর
গোল বড় কাঁটা লম্বা ১—৩ইঞ্চি ৯৲—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন শাড়ী, বোল্টু, নাটবে	৮৸০—৯।০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	
বড়	৮৸০—১০।০
গুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩০
ঠিকানার হাসরণ ৫৵০, পাটের হাসরণ ৬০	
তুলার হাসরণ ৪।০	

দুধের দর

কলিকাতা ২০শে জুন,

আমেরিকান সোনার কাইন	৫৫৲
সিঙ্গল আমেরিকান	৪০৲
কর্ণাটি যুক্তির কাইন	৬৬৲
হাবার্ট আর্জ—	৫৫
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২০শে জুন,

প্রতি মণ

পানের খাত	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১০
গুড় বরিশাল	১৪।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্‌স লিঃ

১৬-৫ কলাবাগান ঘাট রোড, বড়বাজার

কলিকাতা

[illegible]

সন এণ্ড

পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।

স্বর্ণকার [illegible]

আধুনিক ফ্যাশনের কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোণার নানাবিধ হাল ফ্যাশনের গহনা সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর দিয়া থাকি। [illegible] লিখিলে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৩১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৮—৩১,	১৩—২২	১৭—৭৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—৩৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০২
মায়াপুরঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১০,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৪	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক পরিবারের প্রাণস্বরূপ একমাত্র উপায় বেহালার পাচন। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাময় না হয়। [illegible] ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। প্যাকিং খরচ বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

শাখা.

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের [illegible] "গৌড়ীয়" [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" [illegible] ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
[illegible]			।৵০	
ইঞ্চ	১৲	১।০	১।০	৯৲
[illegible]	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible]	৮।০
[illegible] ১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

[illegible]	৯৲
ষাণ্মাসিক	৬৲
ত্রৈমাসিক	৪।০
মাসিক	১৲

[illegible]

"শ্রী চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] (Preface), বিষয়-সূচী (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"[illegible] ইহা একটী অমূল্য রত্ন
[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রী [illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—[illegible] ১২৲ [illegible]
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬ ৫. কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র [illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা [illegible] ও [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] এখান হইতে [illegible] থাকে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় [illegible] একমাত্র পারমার্থিক [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যাপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমৎপরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৩৬]

বিবিধ সংবাদ

——(*০*)——

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

জানা গিয়াছে যে, ২২শে ও ২৩শে জানুয়ারী বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া অভ্যর্থনা সমিতি কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে স্থির হইয়াছে।

ঐ তারিখে অধিবেশন হইলে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উপস্থিত হইতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁহার ইউরোপ-ভ্রমণ শেষ করিয়া জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিবেন, এইরূপ সম্ভাবনা। সুতরাং ঐ তারিখে অধিবেশন হইলে তাঁহার পক্ষেও উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

গত ১৩ই জানুয়ারী হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি ও নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে বাঙ্গলা হইতে সদস্য নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপর দিন ১৭ই জানুয়ারী আগামী বৎসরের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কার্য্যনির্বাহক সভার সদস্য নির্বাচন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ঐ উভয় তারিখের সভাতে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদ

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্বাহক সমিতি, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য খাঁ নরেন্দ্রদেবের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু জানা গিয়াছে, তাঁহার নরেন্দ্রদেব উক্ত পদ গ্রহণ করিতেছেন না।

নানকিং জাপানের করায়ত্ত

টোকিও হইতে ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা নানকিং সহরে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রথম জাপ সৈন্যদের নানকিং সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ-বিবরণ জাপানী পক্ষের এক সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ, একদল জাপ সৈন্য পার্পল পাহাড় হইতে পূর্বদিক দিয়া আসিয়া বহিঃপ্রাচীরস্থিত চৈসিং প্রবেশদ্বার গোলাবর্ষণে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং নানকিং সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অন্যান্য জাপ-সৈন্যগণ বহিঃপ্রাচীরের আরও কয়েকস্থান ভগ্ন করিয়া সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সর্বশেষে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, সহরের সমস্ত রাজপথসমূহে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। [illegible] প্রাচীরের মধ্যে জাপানীরা দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

জাপানীরা এক্ষণে দাবী করিতেছে যে, তাহারা পূর্বদিকের প্রাচীরস্থ চুংসান প্রবেশ-দ্বার, দক্ষিণ পূর্বদিকের প্রাচীরস্থ হংয়ু প্রবেশ-দ্বার, দক্ষিণ দিকের প্রাচীরস্থ চুংহুয়া প্রবেশ-দ্বার এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকের প্রাচীরস্থ দুইটি প্রবেশ-দ্বার অধিকার করিয়াছে।

নানকিং রক্ষার ব্যবস্থা

নামে মাত্র জেনারেল ট্যাং-সেং-চি নানকিং নগরীর কর্তা হইলেও আসলে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাধিকারী সেনাপতিগণের উপর ভার রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া জেনারেল লি সুং-সি এবার লড়াই পরিচালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি কোয়াংসি প্রদেশের বিখ্যাত রণনায়ক। চিয়াং-কাই-সেকের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা ছিল; কিন্তু জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি পূর্ব শত্রুতার কথা বিস্মৃত হইয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনিই চীনা বাহিনীর অধিনায়ক চিয়াং-কাই-সেকের পরেই তাঁহার স্থান। অনেকের ধারণা এই যে, জেনারেল লি-চুং-সির উৎসাহেই চীনারা এখনও ভগ্নোৎসাহ হয় নাই।

চীনের যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না

জেনারেল চিয়াং-কাই-সেকের বিশেষ পরামর্শদাতা মিঃ হলিন নাইনা সাংবাদিকগণের নিকট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—নানকিং এর যাহাই হউক না কেন, চীন যুদ্ধ চালাইবেই। দুই তিন বৎসর যুদ্ধ চালাইবার প্রয়োজন হইলেও চীনারা দমিবে না।

তিনি আরও বলেন,—আমি সম্প্রতি জেনারেল চিয়াং-কাই-সেকের নিকট হইতে একখানি তার পাইয়াছি। তাহাতে তিনি জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে, নানকিং নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চীনা-সৈন্যদল যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে না, তাহারা ইহার পরেও প্রাণপণে জাপানকে বাধা দিবে।

মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের সদর

সরকারীভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে, জেনারেল চিয়াং-কাই-সেক পদত্যাগ করেন নাই চীনের অভ্যন্তরে কোথাও তাঁহার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে এবং তিনি তথা হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। [illegible]

চিয়াং-কাই-সেক সম্ভবতঃ নান্-চাং নামক স্থানে আছেন। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার ফলে কয়েকখানি জাপ-বিমান তত নান্-চাং পর্য্যন্ত ধাওয়া করে চীনা বিমান-পোতগুলি তাহাদিগকে তাড়া করে। এবং শেষ পর্য্যন্ত জাপ-বিমানগুলি হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

জাপানের নূতন চীন গঠনের প্রস্তাব

জাপানী মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন,—নানকিং নগরীর পতনের পর জাপান গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে চিয়াং-কাই-সেকের গভর্ণমেণ্টকে সরাসরি অস্বীকার করা হইবে। জাপানীরা ক্রমাগতঃ চীনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতেই থাকিবে এবং একটা নূতন চীন গঠনের সহায়তা করিবে।

জাপানীরা টাং টু অধিকার করিয়াছে প্রাচীর-বেষ্টিত এই সহরটী নানকিং ও উহু নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী ইয়াংসি নদীর তীরে অবস্থিত।

যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধকল্পে গভর্ণরের সভাপতিত্বে জনসভা

বড়লাট পত্নী লেডী লিন্‌লিথগো ভারত-সম্রাজ্ঞীর নামে ভারতে যক্ষ্মারোগের প্রসার প্রতিরোধকল্পে একটি ফণ্ড খুলিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে কলিকাতার শেরিফ মহোদয়ের আহ্বানে গত শুক্রবার টাউন হলে এক জনসভা হয়। বাঙ্গলার মহামান্য লাট লর্ড ব্রাবোর্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এবং উক্ত কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ সভায় বাংলার সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম ও পঞ্চম— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্ধ বাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্ধ বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৭৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-প্রসঙ্গ ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা ভগবৎপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ।০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অনুভূতিপঞ্জী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। অর্চ্চনদর্পণ ও ভক্তিপদ্ম ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিচিত্রিতঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। চতুষ্টয় ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সার্থ দর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—উইথ সরস্বতী ষ্ট্যাণ্ড অন্ড্যাস ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। সাইক্‌স্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ভিজিগাপত্তম একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাচার্য্য শ্রীপাদ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ প্রভুর সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপুরুষের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৫৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শবর্ষ ২৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭ মঙ্গলবার { ২৬৬তম সংখ্যা

চয়ন

GAUDIYA MATH MID-DAY SPIRITUAL CLASS

(অমৃতবাজার পত্রিকা ৯।১২।৩৭ হইতে উদ্ধৃত।)

Under the guidance of Om Visnupad Paramahansa Sree Srimad Ananta Vasudeb Paravidyabhusan Goswami Prabhu President-Acharyya of the Gaudiya Mission and Spiritual Head of the Srddha Gaudiya Vaisnava Sampradaya, Mahamahopadesaka Pandit Srimad Narayandas Bhakti-Sudhakar, Sripad Revati Raman Brahmachari, Sripad Bhutavrit Brahmachari, Sripad Nrisinghananda Brahmachari and other devotees of the Gaudiya Math, Baghbazar, daily assemble in the Saraswat-Srabaa-Sadan Lecture Hall of the Math from 1 P. M. to 3 P. M. for informal talk about religion, in very plain language which can be easily understood by all. It is open to both Math Sevaks and the public.

The varied programme consists of reading of the 'Nadia Prakash' the daily organ of the Mission as well as the weekly and fortnightly "Gaudiya" Sri Chaitanya Siksamrita by Thakur Bhakti Vinode recollection of the preceding day's function by referring to a concise written statement of the same prepared before hand and finally answers to questions arising from experience of actual difficulties in leading a regulated religious life.

বঙ্গানুবাদ

শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য ॐ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে ও অধ্যক্ষতায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ রেবতী-রমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণ উক্ত মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে সহজবোধ্য সরল ভাষায় ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। মঠসেবক ও সাধারণ ব্যক্তিগণের সকলেরই উহাতে যোগদানের অধিকার।

সভায় উক্তগোষ্ঠীতে মিশনের দৈনিক পারমার্থিকপত্র "নদীয়া প্রকাশ" ও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক "গৌড়ীয়", শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত"-এর আলোচনা ও পূর্ব্বদিনের গঠিত ও লিখিত বিবরণ-সমূহের স্মরণপূর্ব্বক অনুশীলন এবং বাস্তব ধর্ম্মজীবন যাপন সম্বন্ধে উদ্ভূত নানাবিধ সন্দেহমূলক প্রশ্নের উত্তরমুখে তত্ত্বসমূহের সমাধান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

::০::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ই পৌষ (১৩৪৪), ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে এক সপ্তাহকাল কীর্ত্তনমুখে নানাপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। ৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর বিরহ-তিথির অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব। ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিরহ-তিথি-পূজা এবং আরও ৫ দিবসকাল অর্থাৎ ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে বৈষ্ণবসম্মেলনে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-সমাধান, সংকীর্ত্তন, শ্রীসমাধি ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-অতিথি-সেবা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠান-সমূহে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদগৌর-সরস্বতী কিঙ্করদাস

বশংবদ

শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান)	শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী (সেবাবিগ্রহ) (মঠরক্ষক, শ্রীচৈতন্যমঠ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী ভক্তিপাদপদ্ম (সহকারী সভাপতি)	শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী (ভক্তিসুধাকর) (সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন)

পাশ্চাত্যে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বিলাত যাবৎ তাঁহার সাত্বিক সদাচারে অবস্থান করিয়া সকলের বিশেষ স্থানে হরিকথা-প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। গত ৫ই ডিসেম্বর রবিবার লণ্ডনের ওখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ হাউসে শ্রীপাদ স্বামী মহারাজ ভারতীয় দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৭॥টা পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের নিকট পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। উক্তপ্রসঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলে যে জীবগণ সংসার দুঃখের মূল ছেদন করিয়া পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন তাহা বহুবিধ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারীজীর সুললিত কণ্ঠস্বরে সকলে আকৃষ্ট হন।

জড়-প্রকৃতির ধন শাস্ত্রের প্রমাণে। স্বরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন স্বরূপে।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে না। দিনকতক আস্ফালন করিয়া পাপ দেশে মনে চঞ্চল হইয়া যায়, সমস্ত অধর্মের কথা।"

— পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ কেশব, হাড় প্রহর গৌরাব্দ ৪৫০

আত্মগাথা

—:::—

আমি বিশ্বপতির পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যময় জগতের একজন ক্ষুদ্র প্রাণী-বিশেষ। কায়-মনোবাক্যে ভাবান্বিত পোষণ করাই আমার এতদিনের ধর্ম। আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয়ের প্রভাব - কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কার্যবিষয়কার্যে নিযুক্ত। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই আমার ধর্ম, ভোগই আমার আদর্শ। আমার মন অসংখ্য বাসনা-যুক্ত, এ মুহূর্তে একটা না কোনো সংকল্প করিয়া, আবার পরক্ষণেই এ সকলকে বাঁধিয়া নূতন ভোগ-বৈচিত্র্যের নব নব পথ নির্মাণ করিতেছে। আর চিত্তবৃত্তি, চিত্তবৃত্তির বহু আধার করিয়া ভোগ আকাঙ্ক্ষা আমার অবধি নাই। আমার বাক্য পাপালাপে, পরনিন্দায় নিযুক্ত। চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমি লোকের চিত্ত হরণ করিয়া মনোরঞ্জন করি, কখনও বা অপরের পরিহাস করিয়া আনন্দ, কখনও দুঃখ তাঁহার নামে অভিশাপ করিয়া অন্তরে অকল্যাণ বিস্তার করি।

আমার এই কায়মনোবাক্যে বিষয় ভোগময় প্রবৃত্তি, পারত্রিক বা নিরপেক্ষ শ্রীগুরুদেব আমার সর্ববিষয় ও ভোগবাসনা, আমার কৃষ্ণেতরপ্রবৃত্ত সকল দমন করিবার জন্য আমাকে শাসন করিতেছেন। আমি সাধু বাক্য শ্রবণ করিতে চাহিতেছি, কিন্তু আমার লোভকে—কৃষ্ণেতরপ্রবৃত্তিকে বশিত না করা পর্যন্ত আমার চিত্তবৃত্তি আপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

> এতাং স্বমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
> মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
> অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
> তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥
>
> (ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

এতদিন আমি দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া মোহ কালে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন প্রাচীন মহাজনের উপদিষ্ট এবং বেদশাস্ত্রের একমাত্র পথ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরাৎপরাত্মিকা 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাস' আশ্রয় পূর্বক শ্রীমুকুন্দপাদপদ্ম-নিষেবণ দ্বারা ভবসমুদ্র সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইব।

> "প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
> ...
> পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষধারণ।
> মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ॥"
>
> (চৈঃ চঃ)

আমি আচার্যগণের 'বৈষ্ণব' ও অপর অনুগত শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও প্রচার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার ন্যায় কায়মনোবাক্যে ভোগবিষয় জীবের পক্ষে প্রাচীন মহাজনের উপদিষ্ট এবং পরাত্ম 'সন্ন্যাস' নির্বাচনপূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ ছাড়া আর মঙ্গলের দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—"মহাজনের যেই মত, তাতে হব অনুগত, পূর্বাপর করিয়া বিচার"—আলোচনার আমি পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠগণের আচরণ অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প করিয়াছি, পূর্ব পূর্ব বৈষ্ণবাচার্যগণ আমার ন্যায় ভাবান্বিত জীবের ভোগপ্রবৃত্তি বঞ্চিত করিবার জন্য এ ত্রিদণ্ডের গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। সর্বপ্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ, ভক্তির অপর উদ্বোধন-কর্তা শ্রীরামানুজাচার্যপাদ, শ্রীমধ্বাচার্যপাদ, শ্রীনিম্বার্কাচার্যপাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু প্রাচীন সত্য সরলতা শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি পুনরায় ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া আমাদের অনুসরণীয়। অপর 'গৌড়ীয়' কৃষ্ণকর্ম-অনুষ্ঠান শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভৃতি আচার্যগণ আচরণ করিয়া আমাদের অপর প্রভৃতি কৃষ্ণবিমুখ কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

"অমানী মানদেন"—এই সূত্র এবং শ্রীচৈতন্য-মুখের কথামৃতে কৃষ্ণকথার মধ্য সেবক করিবার ত্রিদণ্ড-গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। কারণ, ত্রিদণ্ডী বেশে আছে—কায়মনোবাক্যে বিষয় ভোগ পরমহংসোচিত, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক সৎসঙ্গগ্রহণরূপ বৈষ্ণব আচারই তাহার তাৎপর্য। তাই আমি কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণেতর চেষ্টা পরিত্যাগ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত অসৎসঙ্গের সহিত সঙ্গত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গগ্রহণরূপ বৈষ্ণবাচার পালন এবং সাধুসঙ্গে মুকুন্দসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণকেই আমার মঙ্গলের উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছি।

আমার শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর উক্তি হইতেও জানা যায় যে, পরমহংস-বৈষ্ণব—একমাত্র গুরু। সন্ন্যাসপ্রবোচিত ত্রিদণ্ডধারী বেশ পরমহংস বৈষ্ণবের উচ্চাসনের অধিকারী এবং পরাত্মনিষ্ঠা ও মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া অন্য নিরর্থক সন্ন্যাসমাত্র বেশ শুধু যে সন্ন্যাস-বেশ তাহাও বৈষ্ণব পরমহংসাশ্রমগণের যোগ্য নহে। আবার তাহাও শুনিয়াছি যে, ত্রিদণ্ডীর পরমহংস বৈষ্ণবগণের আচার্যলীলায় মর্যাদাস্থাপনার্থে অঙ্গীকার করিতে পারেন এবং 'বৈষ্ণব' পরমহংস বলিয়া—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' এই কারণেই এই ত্রিদণ্ডধারী আদর্শ দেখাইয়া নিজের নিখিল কর্মময় জীবকে কায়মনোবাক্যে পরাত্মনিষ্ঠ ও মুকুন্দসেবা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আচার্যলীলায় ত্রিদণ্ডের আদর্শ দেখাইয়াছেন। আমার গুরুদেব নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আমার ন্যায় বিষয়বিমুখ কায়মনোবাক্যকে শাসন করিবার জন্য আমাকে ত্রিদণ্ডগ্রহণরূপ বিচারের জন্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ত্রিদণ্ডরূপ শাখা দেখাইয়াছেন। তাই আমি ত্রিদণ্ডগ্রহণ করিয়া মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবার আবশ্যকতা ভাবিতেছি। শ্রীগৌর ও গৌরজনমোদিত প্রাচীন মহাজনোপদিষ্ট ত্রিদণ্ড উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

আমার গুরুবর্গগণের মূলপুরুষ আচার্য চাঁদ শ্রীল জগন্নাথ ভক্তমাধুর্যকে নিত্য হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য আমার ন্যায় কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে দণ্ড করিয়া বলিয়াছেন,—

> বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
> জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
> এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
> সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

হে ক্ষুদ্র জীব, তুমি সর্বক্ষণ কৃষ্ণবিমুখ চেষ্টায় থাকিও না; যদি তুমি যাহা হইতে উচ্চ হও, যদি তুমি গোস্বামিপদবাচ্য হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইতে চাও, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে এ বেগাদিকে দণ্ডিত কর।

> এই কথা বাগ্‌বেগ তার নাম।
> যাদের অক্ষুণ্ণ ক্রোধবেগ মনোধাম॥
> দুর্বাক্যবাক্যকোলাহলশীল জিহ্বাবেগ-নাম।
> অতিরিক্ত ভোজ্য যেই উদরবেগ নাম॥
> যে নিত্যের স্পৃহা স্ত্রৈণ কাবের কিছুর।
> উপস্থবেগের বশে কন্দর্প-তরঙ্গ॥
> এই ছয় বেগ যার বশে রয়।
> সে জন গোস্বামী, করে পৃথ্বী শিষ্য॥

হে মন! তুমি প্রাকৃতকথা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকথায় বাক্যকে নিযুক্ত কর। আকাঙ্ক্ষাপূর্তিহীন কামে অতৃপ্ত হইয়া যে ক্রোধ উদিত হয় উহাকে ধিক্কার পূর্বক কেবলমাত্র কৃষ্ণবিদ্বেষে ক্রোধ প্রদর্শন কর, তাহা হইলে ঘোর ক্রোধবেগ অর্থাৎ মন দণ্ডিত হইবে, অমেধ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া পাপকলঙ্কহারী মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক সর্বদা জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর, তাহা হইলে ঘোর জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ অর্থাৎ কার্যবিমুখ প্রবৃত্তিসমূহই কায়িক দণ্ডিত হইবে। এইরূপে কায়মনোবাক্য দাসত্ব করিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাক।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

> উক্তা দণ্ডা ত্রয়োদণ্ডঃ কর্মণা মনসা গিরা।
> নিত্যানন্দশ্রীগৌরাঙ্গৌ শ্রীকৃষ্ণঃ স উচ্যতে।

...ও ব্যক্ত করিতেছি যে,—'কর্মণা কায়ের দ্বারা, মনসা—মনের দ্বারা, গিরা—বাক্যের দ্বারা, 'নিখিল অবস্থায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাকে; সুতরাং 'ত্রিদণ্ডিগণই যে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, ইহাই আমার প্রতীতি হইল।

আমি অবন্তী নগরে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া উহাতে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ত্রিদণ্ডিগণ যখন পরিব্রাজকের বেশে লোকের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহাদের সুকৃতি উৎপাদনের জন্য গ্রাম ও নগরে প্রবেশ করেন, তখন ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকে বহুবিধভাবে তিরস্কার অপমান করিবার অসৎ লোকের অভাব নাই।

অসজ্জন প্রবীণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকে দেখি তাঁহার প্রবীণতার দিকে লক্ষ্য করে না, মাত্র ভিক্ষা-বেশেতে ভিক্ষি যে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপরাধময় চিত্তের বিচারে বিষয় হয় না, তাহারা ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকে বহু তিরস্কার ও অবমাননা করিয়া থাকে। কেহ বা নিন্দক দেখিয়া উপহাস করেন, কেহ কোন বাক্‌কৌশলময় ব্যক্তি স্বভাবে চঞ্চলতা প্রদর্শন করিয়া ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ত্রিদণ্ডটি পর্যন্ত কাড়িয়া নিতে উদ্যত হয়, কেহ বা তাঁর জলপাত্র, কমণ্ডলু, জপমালা, চীবরাদি পর্যন্ত হরণ করিবার দুষ্টতা প্রদর্শন করে। কোন কোন পাষণ্ড তাঁহার ভিক্ষালব্ধ ভক্ষ্যোচ্ছিষ্টের উপরে থুথু ও মূত্রাদি দ্বারা দোষ, প্রক্ষেপ করি

থাকে, মৌনাবলম্বী ভিক্ষুগণকে নানা প্রকার তাড়না দ্বারা কথা বলাইবার চেষ্টা করে। কোন কোন মন্দ ব্যক্তি 'এ ব্যক্তি চোর', প্রভৃতি বলিয়া থাকে। কেহ বা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া বলিয়া থাকেন, এ ব্যক্তি দাম্ভিক লোকবঞ্চক, বলবান্ ভাবপ্রবণ, অন্ন কষ্টে পীড়িত হইয়া ভিক্ষুক ব্যবসায়ী, কেহ বা সেই গম্ভীর ত্রিদণ্ডীকে তাহাদের পাদসেবায় বাধা না দিতে দেখিয়া মনে করেন এ ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বকধার্ম্মিক হয় এবং দিব মৌনাবলম্বনে স্বার্থসাধনে প্রয়াসী। কেহ বা ত্রিদণ্ডীর উপর প্রস্রাবাদি পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

যেমন মনুষ্য ইক্ষুগুচ্ছ [illegible] করিলেও, নানাভাবে নিষ্পেষিত করিলেও, দুর্ব্বাদ চর্ব্বণ করিলেও ইক্ষু স্বাভাবিক মধুরতা ত্যাগ করে না, সেইরূপ ত্রিদণ্ডিগণও প্রাকৃত লোকের শত শত কথায় শত শত উৎপীড়নে, তাঁহাদের স্বাভাবিক ক্ষমাশীলতা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদি তাঁহাদিগকে কোন ব্যক্তি উৎপীড়ন করিয়া সুখী হইতে চান, নিজেকে জগতের নিকট উচ্চ বলিয়া প্রমাণিত করিতে চান, সংবাদপত্রে কৃষ্ণকীর্ত্তনপরায়ণ ত্রিদণ্ডিগণ অপেক্ষাও তাহাদের বাক্পাণ্ডিত্য অধিক প্রমাণিত করিতে চান, তাহার সেই সুখে বাধা দেওয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণাবেশ অখিলচেষ্ট ত্রিদণ্ডীর কর্ত্তব্য নহে।

তাই, আচার্য্যলীলায় আমার শ্রীগুরুদেব অন্তরঙ্গগণের 'এবার ভজন্ত' ন্যায় নিষ্কিঞ্চনতা ও উদাহরণ দেখাইলেও পরমহংসবৈষ্ণব-নামাভাস বৈষ্ণবাভিমানিদ্বেষী কুকুরের ধর্ম্ম মৌনাবলম্বন নহে, চীৎকার করাই কুকুরের ধর্ম্ম। প্রপঞ্চকালে বিষমাশী বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী জোরালো কীর্ত্তনের পূর্ব্বে আমি প্রায় কুকুরের ন্যায় অপসম্প্রদায়ের বৃথা চীৎকারকে বহুমানন করিতাম। কিন্তু এখন গৌরনিজজনের চাঁদমুখে পুষ্ট হইয়া আমি 'রক্তদুকণের'-রূপ সাধন-বলে বলীয়ান্ হইয়াছি।

কাম ক্রোধ লোভ-মোহ, মদ, অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসবের আগমনী-নিবেদন

দেখিতে দেখিতে যেন বিদ্যুদ্গতিতে গৌড়ীয়গণের সর্ব্বস্বনিধি জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার কালচক্রে আরোহণ করিয়া একটি সৌর বৎসর পূর্ণ করিলেন। এখনও আমরা ভাবিতে পারি না, কল্পনায়ও আনিতে পারি না যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়তম সঙ্কীর্ত্তন-গোষ্ঠী শূন্য করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার বাণী, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার বেশভূষা, তাঁহার অদম্য প্রচার-প্রেরণা, তদনুশীলনে নব নব ভাব উদ্ভাবন, বাস্তব সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব নিয়োগে উপদেশবাণী,—এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।

গত বর্ষের (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ১৬ই পৌষ কৃষ্ণপক্ষীয়া কৃষ্ণচতুর্থী তিথির নিশান্তে পরমহংসশিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম-যাম সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সেই তিথি-বিচারে আগামী ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বর্ষপূর্ত্তি অপ্রকটতিথি।

শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনপর গৌড়ীয়গণের সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি।

অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে স্বরূপ-বিগ্রহের সঙ্কীর্ত্তনময়ী সেবা, গৌরবিহিত বিপ্রলম্ভই আমাদের নিত্যভজন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিসমূহকে অনুকূল চেতনবৃত্তিতে [illegible] বাধাই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতীর শিক্ষা। শ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপ—মূর্ত্তিমান গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শত-শত বিঘ্ন, বিপদ, সংগ্রাম, লাঞ্ছনার মধ্যেও গৌরবিহিত-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট পরিপূরণ-সেবা-ব্রত উদ্যাপনে বিন্দুমাত্র শিথিল হন নাই;—বরং কোটিগুণে নিজ ভৃত্যগণকে সেবোৎসাহ প্রদান করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার অধিকতর বাস্তবের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তাঁহার বিরহ-সাগরে নিমজ্জমান শুদ্ধসংকীর্ত্তনরত গৌড়ীয়গণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল অপেক্ষাও অধিকতর বিপদ-বজ্রধ্বনি ও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সেবকগণের নিষ্কপটতা, ভক্তিস্বরূপতা ও বাস্তব নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে ও আরও অধিকতর ভাবে হইবে। এরূপ কঠোর পরীক্ষার সময়ে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রূপ রঘুনাথ শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ মধুসূদন-ভক্তিবিনোদ গৌরকিশোর-সরস্বতীর বিপ্রলম্ভ-আবেশাত্মক গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বিরহ উৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটতিথির পূর্ব্বদিন হইতে অর্থাৎ ৫ই পৌষ ২০শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে ১১ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে নানা বিশেষভাবে সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

এই সপ্তাহব্যাপী বিরহ-সংকীর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে অষ্টোত্তর (১০৮) পারমার্থিক বিষয় অবলম্বনে [illegible] প্রচার [illegible] জগতের মঙ্গল। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] আলেখ্য, [illegible] প্রকার পারমার্থিক পরিপ্রশ্ন সমাধান, শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বতোমুখী আলোচনা এবং তদবলম্বনে নানা প্রকার পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ, 'হারমনিষ্ট', 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'ভাগবত' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রচার, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন আলেখ্য প্রকাশ, সম্ভব হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে একটী প্রদর্শনী উদ্বোধন, শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ মনোহর জীবনবৃত্ত পরিপূরণের উপায় আলোচনা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে পরামর্শ, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু ও সজ্জনবৃন্দকে, সাংবাদিক মনীষিবৃন্দকে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার সুযোগদান, তাঁহাদিগকে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে আহ্বান এবং একটি বিরাট ধর্ম্মসম্মেলন ও তদুপলক্ষে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসবের সাফল্য আমাদের পূজনীয় সতীর্থবৃন্দ [illegible] কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সহযোগিতাদানে আমাদিগকে প্রচুর উৎসাহান্বিত করিবেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবায় শ্রীভক্তিবিনোদধারার ঐকতান-মন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবগণের [illegible] প্রকারে সহায়তা লাভ [illegible] প্রত্যেক [illegible] প্রার্থনা নিবেদন জানাইতেছি।—

"একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে॥"

যে অপূর্ব্ব সেবা সম্পদ সঙ্ঘমাঝে উপস্থিত, তাহা মানব-জীবনে খুব কমই উপস্থিত হয় এবং হইতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহ-উৎসবের সেবা সৌভাগ্য আমাদের সকলেরই প্রাণ-মন বুদ্ধি-বাক্য ও সর্ব্বস্ব দ্বারা বরণ করা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। আপনি এবং আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত সকলের নিকট হইতে এই সংকীর্ত্তন বিরহ-উৎসবের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে সবান্ধবে উপস্থিত হউন এবং মহামহোৎসবের আনুকূল্য প্রভৃতি নিম্নোক্ত ঠিকানায় [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুরের ঠিকানায় সেবার উপকরণাদি অচিরেই প্রেরণ করুন। লোকশিক্ষক [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামাচার্য্যের বিরহ উৎসবের জন্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত সকলে শ্রীগোপীনাথের সেবক শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক সংকীর্ত্তন-বিরহোৎসবের জন্য সেইরূপ আদর্শ ভিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর উৎসাহিত করুন। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসব যাহাতে সকল দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তজ্জন্য আপনাদের সর্ব্বতোমুখী সেবা-চেষ্টা আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ও শ্রীল প্রভুপাদের সংস্পর্শ-প্রাপ্ত ভক্তসম্মানিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট আর একটি সকাতর ভিক্ষা এই যে, যদি কাহারও নিকট শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত কোনপ্রকার দ্রব্য, পত্রাদি বা পুস্তক সঙ্গে থাকে, তবে কৃপাপূর্ব্বক তাহা প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। স্মরণ রাখিবেন শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি অতি নিকট অর্থাৎ ৬ই পৌষ (১৩৪৪), ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) মঙ্গলবার।

শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী কিঙ্করাভাস
শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের জন্য যাবতীয় আনুকূল্য বা দ্রব্যাদি [illegible] প্রভৃতি—সকলই নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। **শ্রীপাদ নিখিলানন্দ দাসাধিকারী,** সেক্রেটারী, গৌড়ীয়মিশন; শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্বাদি-প্রচারকগণের প্রকাশস্থান আছে। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩, কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রেষ্ঠাত্মা শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় …।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ‥ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিদ্বদ্রূপ্ দাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
সুবর্ণবিহার, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি (শ্রীসারঙ্গদেব পাটের নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাখন্দ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক - শ্রীরাধিকা ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং
রক্ষক -শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পো. বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বড়লা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীদণ্ডপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রভুপাদানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণ মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখুপুরা,
পোঃ কোটলা, জেলা গুর্জ্জরাট (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৭-৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅর্চ্চিমান্ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীদামা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অম্বিকা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অম্বিকা, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমারকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবক অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর
বালাম	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানী	৫৷০
বাসমতী নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
আতপ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৴০

আতপ —

নতুন আতপ	১৲—৪॥০
দেশোয়ারী	০৲ ১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৴
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারী ভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৴

চিনির দর

কুচা, টাইপ	১০॥৴০
মরিশস ১০০০ নং	১০৴০
মাজরোবা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৴
কানপুর লাল	৭৲০—৮৲

সোণা রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনিসোনার দর	৩৪॥০
বারসোনা	২২৲
চাঁদিবার	৫২৷০

পাটের দর

আবেদ—

মিডল—

টপস—

বাজার বন্ধের সময় —

আটা ও ময়দার দর

পাটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৴
পাঞ্জাব ঐ	৬৲—৬৸৴০
ডিস্‌কাউন্ট ঐ	৫৸৴ ৫৸০
সুজী	৬৲—৬৸৴০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৴০
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৸৴০
দলাই	১৪৴০ - ১৸০
ঘি	১৸৴০—১৪৴০

গুড়ের দর

দোবা	৫৭৲
ভেলী	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৬৩৷০

তার	৪৯৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ চাদর ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও ধাতুর বাজার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি ([illegible])

মার্কা	৮৸৴০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড করোগেট সব সাইজ	৯৷৴
ঐ ইংলিশ করোগেট (বীম	৯৲—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯৲
[illegible] (কোনা)	৮৷০—৯৸৴০

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৴০
২৪ গেজ—	১৪৷৴০
২৬ গেজ—	১৬৷৴০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৷৶৫—৸৴০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (মার্কিন)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০

পাতি কাটিং [illegible] মণ

৩৷০—৭৲ [illegible]

গোল বড় কাটিং [illegible] ৯৲—১০৲

ঐ „ [illegible] ৯৷০—১০৷০

টিন পাতি, [illegible] ৮৸০ ৯৷০

গোল বড় রি-রোলিং ও করগেটেড

[illegible] ৮৸০—১০৷০

[illegible] আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের চালান ৫৶০, গাটের চালান ৬৷০

তুলার চালান ৪৷০

ভুবের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১০
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার [illegible]

এণ্ড কোং লিঃ

[illegible] ঘাট [illegible], বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] — [illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের [illegible] বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের [illegible]

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, [illegible], ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৩৮	১৯—৩৪	
[illegible]	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫	
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৫	

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫ ৪৫	৯—২৫	১১-৪০	১৬—০	১৮—৫১
[illegible]	ছাঃ	৫—৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬ ৮	১৯ ৩৪
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৩	১০—৩	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] টাকা। [illegible] [illegible] আনা। [illegible]।

ঠিকানা—[illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—::(০)::—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(০)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৴০	।৴০	।০
১ ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬৲	৪।০
সিকি কলম ১৮৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

সাংবৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক „	৫৲
ত্রৈমাসিক „	২৸০
মাসিক „	

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সম্বন্ধের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথাতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্‌গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২৩৭]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::০::)০)——

নান্‌কিং অধিকারের জন্য জাপানীদের প্রবল সংগ্রাম

জাপ সৈন্যগণ, গত ১০ই তারিখে নান্‌কিং নগর-প্রাচীরের যে সকল স্থান ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সেই সকল স্থান দিয়া অধীর উৎসাহে ছুটিয়া সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পার্পল পাহাড়ের উপর স্থাপিত কামান-শ্রেণী হইতে গোলা বর্ষিত হইতেছে। নান্‌কিংয়ের রাজপথসমূহ পরিচিত হওয়ায় জাপ সৈন্যগণ অধিক সময় যুদ্ধ স্থগিত রাখে। চীনারা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া মেশিনগান, হাতবোমা ও কামানে বোমা লইয়া বে-পরোয়াভাবে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে, কিন্তু তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজধানী সম্পূর্ণরূপে অধিকারের সংবাদ পাইবার জন্য সমগ্র টোকিও নগরী আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং সংবাদ পৌঁছিবামাত্র রেডিও-বার্ত্তা ও বেতারযোগে জাপানের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে।

অদ্ভুত সাহস সত্ত্বেও চীনারা নগর রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও জাপ-সৈন্যগণ প্রাচীরবেষ্টিত নান্‌কিং নগরী অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। এক্ষণে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে—জাপানীরা নগরের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে এবং মেশিনগান চালাইতেছে। চীনা সৈন্যগণও মোর্টার ও রাইফেল হইতে গুলীবর্ষণ করিয়া সমানে সমানে পাল্টা জবাব দিতেছে। নগর-প্রাচীরের যে সব অংশ প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে ধ্বংস হইয়াছে, সেই সকল স্থান দিয়া জাপানী সৈন্যগণ যখন প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন চীনাদিগকে এইরূপ গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

নান্‌কিংয়ে চীনা সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল টাং চেন-চি-এর নিকট হইতে এই মর্ম্মে মুক্তকণ্ঠভাবে একটি তার আসিয়াছে, উহাতে বলা হইয়াছে যে, জাপবাহিনী নান্‌কিংয়ের একটি প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পক্ষে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া দুরূহ হইবে। নান্‌কিং বাহিনীর অধিনায়ক উহাও বলিয়াছেন যে, "আমরা রক্তমাংসের শরীর লইয়া আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা হওয়া স্বাভাবিক।" তিনি এই সংবাদ দিয়াছেন যে নগরীতে প্রবল গোলাবর্ষণ ও ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। চীনা সৈন্যদের সাহস অটুট আছে এবং তাহারা অবস্থা আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছে।

চীনা কাষ্টম ক্রুজারের উপর গুলী

হংকংএর বহির্ভাগে চীনের অধিকারে একটি জাপ গানবোট একটি চীনা কাষ্টম ক্রুজারের উপর গুলী চালায়। ফলে উক্ত ক্রুজারে ছিদ্র হইয়া ক্রুজারখানি বিকল হইয়া চলিয়া যায় এবং 'ক্যাপ্টেন' নামক জাহাজের নাবিকগণ উহাকে তীরে লইয়া যায়। প্রকাশ যে, স্থানীয় জলপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে জাপানী জাহাজ উক্ত ক্রুজার রাখিয়া চীনের দরিয়ায় সরিয়া যায়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

———

ব্রিটিশ নৌসেনাধ্যক্ষের হংকং যাত্রা

ব্রিটিশ নৌবহরের প্রধান অ্যাডমিরাল এড-মিরাল লিটল 'কল ডাইন' নামক রণতরী-যোগে হংকং যাত্রা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাংহাইএ একমাত্র 'ককচৌন' নামক একটি ব্রিটিশ রণতরী রহিয়াছে।

———

হাংকৌএ সামরিক আইন জারী

হাংকৌ, হানয়ং ও উচাং এ (সমষ্টিগত ভাবে উহার নগরত্রয় বলিয়া পরিচিত) সামরিক আইন কড়াকড়িভাবে জারী করা হইয়াছে। গুপ্তচর, জাপানের অনুকূলে প্রচারকার্য্য, সংবাদদাতা প্রেরণ বাধা ও অত্যেকের কাজের অপরাধে সরাসরিভাবে প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

———

সাংহাইএর নিরপেক্ষ অঞ্চলে জাপ-পুলিশ

জাপানীরা সাংহাইয়ে আর একটি স্থানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। নান্‌টাওয়ের নিরপেক্ষ এলাকায় চীনারা একজন জাপ প্রহরীকে গুলী করিবার চেষ্টা করিলে পর জাপ মিলিটারী পুলিশ নিরপেক্ষ এলাকায় প্রবেশ করিয়া বলে যে, জাপানী পুলিশ তথায় স্থায়ীভাবে থাকিবে।

জাপানীগণ কর্ত্তৃক উহু অধিকার পাকা বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে নান্‌কিং হইতে ইয়াংসি নদী দিয়া দক্ষিণ অভিমুখে চীনাদের পলায়নপথ বন্ধ হইল।

———

জাপানের বাড়াবাড়িতে ভারতের শঙ্কা

শ্রী বেগমপুরের সভাপতিত্বে [illegible] এক বিরাট জনসভায় মিঃ সাতাওয়ালাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়, অভিনন্দনের উত্তরে মিঃ সাতাওয়ালা বলেন যে, জাপান যদি এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে তাহা হইলে কিছু দিন পরে হয়ত দাক্ষিণাত্যকে শুনিতে হইবে ভারতের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল, পর্ত্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের ন্যায় জাপানী অধিকৃত অঞ্চলও সৃষ্টি হইবে। তিনি বলেন, জাপ ও ইংরেজের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে ভারতের নিশ্চিন্ত থাকা সমীচীন হইবে না। কেননা, ভারত মহাসাগরই তখন সমরক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তিনি বলেন, বিশ্বের জনমতের মূল্য কতটুকু আবিসিনিয়ার ব্যাপারেই তাহা দেখা গিয়াছে। তিনি সকলকেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলেন এবং অস্ত্র আইন রদের দাবী জানান।

শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর ইংলণ্ড গমনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে পারিবেন না বলিয়া শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। গত ২৪শে নভেম্বর তারিখে সুভাষবাবু এই সম্বন্ধে ভারত সচিবের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। ঐ আবেদনের উত্তরে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে "হোম অফিস" তাঁহাকে জানাইয়াছেন, তিনি যাহাতে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার ছাড়পত্রে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে।

সিনর মুসোলিনীর ঘোষণা

সিনর মুসোলিনী যখন রোমা ভিনিজিয়া প্রাসাদের বারান্দা হইতে জনগণের নিকট ইতালীর রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, সেই সময় তিনি পূর্ব আফ্রিকার [illegible] নামক একটী [illegible] প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রোম-: দিন বৈমানিক [illegible] অধিকতর [illegible] বিগত যুদ্ধের পর ৬৮ [illegible] পারিতোষিক অর্পণ করা হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—দশম
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—
প্রথম খণ্ড— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অর্দ্ধ বাঁধা) ৯৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬॥০
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৷/০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৷৷০
৩০। দ্বীপ-[illegible]-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৫। অর্থপঞ্চক ৴০
সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। [illegible] ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতসারঃ ৷০
৬২। [illegible]
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৷/০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনওয়ালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—[illegible] মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। **পরমার্থী**—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **শ্রীগৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে সংকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:o:—

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রকৃত বস্তুলাভের
পাঠ ও সৎ সাধুগণের সঙ্গ
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ২৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭, বুধবার } ২৫৭তম সংখ্যা

কাশীতে প্রচার

গত ১৫ই নভেম্বর সোমবার বারাণসীর মাননীয় জিলা এবং সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত সংস্কৃতনারায়ণ মহোদয়ের [illegible] বারাণসীর [illegible] শিক্ষিত সমাজের [illegible] 'একটি [illegible] নাম-প্রধান সম্প্রদায়' 'বৈষ্ণবধর্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। শ্রীপাদ সদানন্দজী বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা প্রকৃত 'আমি'র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতঃ ধর্মাবলম্বনের গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্তমান জগতের সকল [illegible] এবং অশান্তির মূলে 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান যুগের [illegible], দার্শনিকগণ তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান [illegible] দ্বারা চালিত হইয়া মানবকুলকে তাঁহাদের [illegible] [illegible] পথ হইতে [illegible] দূরে সরাইয়া দিতেছেন। [illegible] জগদ্ব্যাপী লোকের দেহ-মনের [illegible] উন্নতির জন্য [illegible] [illegible] লক্ষ্য করা যাইতেছে। দেহ-মনের [illegible] দ্বারা মুক্তিলাভ যেন জগতের সকল অভাব বিদূরিত হইবে! 'আমি' যে দেহ-মন [illegible] স্বতন্ত্র এ কথা জগৎ বোঝে না। [illegible] স্বার্থ পুষ্ট করিয়া জগতের মানবকুল সেই 'আমি'র অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত [illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] ও সংগ্রহের চেষ্টায় বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছেন এবং ঐরূপ কার্য্যে জড়াভিনিবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিজদিগকে আরও অতৃপ্ত করিয়া তুলিতেছেন। বহির্মুখতা ছাড়িয়া নিজ [illegible] না [illegible] পর্যন্ত—'আমি' [illegible]

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ই পৌষ (১৩৪৪), ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে এক সপ্তাহকাল কীর্ত্তনমুখে নানাপ্রকার ভজনের অনুষ্ঠান হইবে। ৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর বিরহ-উৎসব অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব। ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিরহ-তিথি-পূজা এবং আরও ৫ দিবসকাল অর্থাৎ ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে বৈষ্ণবসম্মেলনে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, পরিপ্রশ্ন-সমাধান, সংকীর্ত্তন, শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-অতিথি সেবা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি হইবে।

অতএব, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠান-সমূহে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদগৌর-সরস্বতী-কিঙ্করদাস

প্রার্থক

শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান)

শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী (সেবাবিগ্রহ) (মঠরক্ষক, শ্রীচৈতন্যমঠ)

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ভক্তিসার (সহকারী সম্পাদক)

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী (ভক্তিসুধাকর) (সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন)

স্বরূপ অবগত হইয়া ভোগবাদের নিমিত্ত বস্তুসঞ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত, জগদ্ব্যাপী এ অভাব ও অতৃপ্তির সমাধান হওয়া কিছুতেই হইবার নহে। প্রকৃত 'আমি'র স্বরূপজ্ঞানের অভাবে নিজে বোকা সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি অর্জিত হইবে।

যতদিন আমি নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া স্বীকার না করিব, ততদিন আমার ভোগবুদ্ধি যাইবে না। নিজেকে কৃষ্ণদাস এ বুদ্ধি হইলে সকল দুঃখ এবং অশান্তির অবসানপ্রাপ্তি ঘটিবে। ব্যষ্টিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে 'কৃষ্ণদাস' এ বুদ্ধি না হইলে সকলেই নিজে নিজে এক একজন ভোক্তা সাজিবে এবং নিজের উদরপোষণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিযোগিতা করিবে। এরূপ হলে অশান্তি হইবে কি [illegible] ঘটে, তাহা বর্ত্তমান জগতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতীত হয়। আমরা [illegible] [illegible] [illegible] নিজে [illegible] আমাদের স্বভাবের ধর্ম। [illegible] যেমন [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ছুটিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছাড়া [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হায়! হায়! আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মজ্ঞানের পথ হইতে [illegible] [illegible]।

প্রাচীন কালে [illegible] [illegible] আত্মানুশীলনতৎপর ছিলেন। তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদের [illegible] ক্রমশঃ [illegible] করিয়া [illegible]। তাঁহারা [illegible] [illegible] কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত 'আমি'র অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। [illegible] জীবের সহিত একত্রেই তাঁহাদের চেষ্টা।

যতদিন পর্যন্ত এই কথা [illegible] [illegible] প্রতি আমাদের ভোগবুদ্ধি থাকিবে, ততদিন

(অবশিষ্ট ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীকৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। অন্তর্যামী [illegible] কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"...শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করেন উহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। চিরকাল লাফালাফি করিয়া পরিশেষে নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইয়া যায়, সমস্তই উহার ইচ্ছা।"

—পত্রাবলী [illegible]

শ্রী [illegible] জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ ডেসেম্বর, [illegible] গৌরাব্দ ৪৪[illegible]

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

[illegible] করে যাঁহারা ঐ [illegible] নিযুক্ত করেন, তাঁদের [illegible] সকলকে [illegible]। [illegible] প্রচারের প্রতিষ্ঠা [illegible] পণ্ডিত্যাভিমানী, [illegible]। [illegible]

যে [illegible] আছে [illegible] [illegible] করা যায় [illegible] [illegible] থাকবে না। [illegible] ন [illegible] যাঁদের [illegible] যাঁরা [illegible] ভক্তগণের আদর্শ [illegible] আদর্শ নয়, [illegible] আদর্শ [illegible] আদর্শ [illegible] আমাদের আদর্শ [illegible] আমরা [illegible] [illegible] একটি বাণী [illegible] যে কোন [illegible]

[illegible] কথা সকল জগৎ [illegible] কিনা সন্দেহ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের কথা ছাড়া অন্যের কথা শুনার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা— 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'।

ভক্তি আমাদের [illegible], [illegible] যে [illegible], তাহা [illegible]। unalloyed—অকৃত্রিমভাবে কৃষ্ণানুশীলন [illegible]। [illegible] আর কিছু [illegible] submission [illegible]। [illegible] না থাকিলে [illegible] অনুশীলন [illegible] তাঁহার সাহায্য দরকার, [illegible] তাঁহাকে [illegible] হইবে। [illegible] জ্ঞান অসম্পূর্ণ বা [illegible]। [illegible] পূর্ণ, যেখানে জীবন আছে, সেখানে সেবা [illegible] তাহার বৃত্তি। [illegible] সেবা [illegible] না। আমরা [illegible] [illegible] গ্রহণ [illegible], [illegible] বিষয়-সেবা করি [illegible] রক্ষা করা; [illegible] থাকিলে না, [illegible] আমার সঙ্গে [illegible] পারিব না। যে সময় [illegible] কাটাইলাম, [illegible] [illegible]। সেই [illegible] সর্বোৎকৃষ্ট [illegible] আলোচনা করা দরকার।

[illegible] বর্ত্তমান, তাহাতে [illegible] আরোপ করা চলিবে না, [illegible] আমার [illegible] [illegible] বিচার [illegible] কথা ও [illegible]। আমার [illegible]—তাহাই [illegible]। তাঁহার [illegible] [illegible], [illegible] আছে, [illegible] নারায়ণ, বিষ্ণু [illegible] বলা হয়, [illegible] সকলই [illegible]। [illegible] দেশের [illegible] তাঁহার সেবা করা যায়, [illegible] দ্বারা হয় না—এরূপ বিচার কেহ কেহ করেন। কিন্তু [illegible] দ্বারা তাঁহার সেবা হয় না। আমরা যে সকল [illegible] আবরণ করিতে যাই, তাহার প্রতি [illegible] কৃষ্ণানুশীলন প্রয়োজন। [illegible], [illegible], [illegible] আবরণ [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হইলে সব [illegible]

যে [illegible], [illegible], [illegible] আছে। [illegible] হইতে [illegible] উপায়—[illegible]। [illegible] বস্তু, [illegible] কাঠ, [illegible], পাথর [illegible] [illegible] আবদ্ধ করা ঠিক নহে।

[illegible]—বাসুদেব, তাহার বিপরীত অনর্থ উহা [illegible] হইতে [illegible] নহে। [illegible]

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভা

সভাপতির অভিভাষণ

[সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরিপদ [illegible] স্থান—কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, [illegible]। কাল—সন্ধ্যা, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯।]

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীল আচার্য্যদেব, বৈষ্ণবৃন্দ উপস্থিত সজ্জনগণ! সর্ব্বপ্রথমে আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। আজ আপনারা আমাকে শ্রীশ্রী [illegible] [illegible] প্রথম বার্ষিকী স্মৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহ্বান

[illegible], তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। তাঁহাতে সকল বস্তু অবস্থিত, তিনি মূল বস্তু। তাহাতেই জগৎ অবস্থিত, তাহাতে পূর্ণভাবে সব [illegible] আছে। তাঁহার সেবা করিতে হইলে [illegible], [illegible] সেবা করিতে হবে না। [illegible] সেবা [illegible]। [illegible] সেবা করিতে [illegible] [illegible] তাহাতে সমস্ত [illegible] যায়, আর তাহাতে [illegible] বিশুদ্ধতাই বৃদ্ধি পায়।

মহাপ্রভু [illegible] সেবা [illegible] করিবে। কিন্তু মানবজাতি অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের কথা জগতে জানান দরকার। তাঁহার [illegible] [illegible]। [illegible] কথা [illegible] হইয়াছে। [illegible] দরকার। [illegible] পরিশ্রম না করিয়া [illegible] কৃষ্ণানুশীলন করিবা।

[illegible] কৃষ্ণানুশীলন [illegible] করেন। তাঁহার [illegible] [illegible] দর্শন করা কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্য [illegible] তাঁহার সেবকের আদর্শই আমাদের [illegible]। গৌড়ীয়মঠ [illegible] [illegible] হইয়াছেন। তাঁহারা [illegible] চৈতন্যদেবের কথা বলেন। চৈতন্যদেবের ইচ্ছা সকলে [illegible] হউক; তবে কোন [illegible] পারিবেন না। [illegible] [illegible] [illegible] কর, [illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] সঙ্গে অন্য কথার [illegible] comparative study করুন। আমাদের সঙ্গে co-operate [illegible] পারিবেন যে, আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা [illegible] না। [illegible] চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোথায় যাইতে হইবে, জানা দরকার।

করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের সুযোগ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকটোদ্দেশ্য [illegible]-বিজ্ঞানবহুল বিচার পূর্ব্বক মানবহৃদয়ে প্রেম ও ভক্তি উদ্দীপনা দেওয়া, যে পুণ্যধর্ম আর কেবল বাঙ্গলায় নহে, ভারতবর্ষে নহে, [illegible] তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, যাঁহারা [illegible] সেই [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] [illegible] তাঁহার জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই পুণ্যস্থান গৌড়ীয়মঠে [illegible] ও [illegible] বহু অর্থব্যয়ে [illegible] [illegible] করিবার পরম সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] তিনি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]। বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়াছে। [illegible] মানবজাতি [illegible] [illegible] [illegible] নানাভাবে [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]। এইরূপে [illegible] [illegible] আসিত না। [illegible] কি অবস্থায় যে, আজও [illegible] এই পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] সমালোচনা ও সমালোচকগণের [illegible] ও [illegible] [illegible] আমার প্রার্থনা এই যে, আপনাদের মধ্যে এই গৌড়ীয়মঠ [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] এবং শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] ও আদর্শ আপনাদের মধ্যে [illegible] [illegible] করে।

[illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ ভূলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

হইতে পারিব। যে মহাত্মার স্মৃতি-বিজড়িত [illegible] আজ আমরা একত্রিত হইতে পারিয়াছি, তাঁর সমগ্রজীবন আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে প্রেমভক্তির সহিত আত্ম-নিবেদন করিতে হয়।

১২৮৯ বঙ্গাব্দে [illegible] বংশে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে বহু আয়াস চেষ্টার ফলে তাঁহার দেশের মধ্যে একজন বিখ্যাত ধনিক বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন; 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই উক্তির সার্থকতার সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্মের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অশেষ অনুগ্রহ তাঁর উপর বর্ষিত হইয়াছিল, যাহাতে পরিণত জীবনে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের সর্বনিহিত গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ১৩৩০ সালে অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জীউকে লইয়া তাঁহাদের নিত্যসেবকগণ গোলোকগত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অনুগমনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দের নবনির্মিত মন্দিরে প্রবেশ করেন। তদুপলক্ষে মাসাধিকব্যাপী বিপুল সমারোহে মহোৎসব দ্বারা শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন প্রভু তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত উদ্যাপন পূর্বক শ্রীমঠ প্রবেশ-উৎসবের সমাপ্তি-দিবসে ধরাধামে প্রয়াণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] যথাযথ ভাষায় অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, [illegible] বিচারধারা ও উপদেশের [illegible] ইহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগবৎসেবা বিভাবিত [illegible] আবাহন আদৌ ছিল না। আমরা সকলেই জানি শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তিসদাচার পরায়ণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা সেবকগণের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা। ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের জীবনে ও কথায় এই বিষয়ের উপলব্ধির সন্ধান পাই। শ্রীগুরুদেব এই জগতের সাধারণ মনুষ্য বা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ব্যক্তি নহেন। তিনি প্রপঞ্চাতীত ভগবৎপার্ষদ, কৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক। শ্রীগুরুদেবের ঐকান্তিক অনুগমনে শুদ্ধভক্তির যাবতীয় অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন হলে সর্বতোভাবে মঙ্গল হয় ইহা পরমপূজ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমগ্র জগতের [illegible] সম্পূর্ণ স্বভাবের [illegible] নির্ভীকভাবে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের গোস্বামী আসন বর্তমান গৌড়ীয় আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ঐকান্তিক আনুগত্য দ্বারাই শ্রীপাদ [illegible] জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের [illegible] উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত হইতেছে—ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের আচার ও প্রচারপ্রণালীর পরিচয় দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ইহাই অনুভব করিয়া আমরা এই মহদনুষ্ঠানের সেবার আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

অবশেষে আমি [illegible] পুনঃ পুনঃ সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়া গোলোকগত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি।

বিষয় ও কৃষ্ণ

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া বহুকাল [illegible] অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কৃষ্ণের বিষয়ভোগে এরূপভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, মাকড়সা যেরূপ তাহার নিজ-রচিত জালে নিজে বন্ধনপ্রাপ্ত হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে বিষয়ভোগের দ্বারা বন্ধনই ভোগ করিতেছি। সকল বিষয়ের মালিক একমাত্র কৃষ্ণ; জগতের যাবতীয় বিষয়গুলি তাঁহারই সেবা-উপকরণরূপে দেখিতে পারিলে নিজ [illegible] অপসারিত হইয়া যে [illegible] করে। আমাদের [illegible] অভিমান হয়, [illegible] যে একমাত্র কৃষ্ণ ও [illegible] তাঁহারই ভোগ্য, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোনও বস্তুতে ইতর বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইলেই বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন আসিয়া পড়ে এবং তাহার ফলে কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে জীবের ভোগ ও ত্যাগরূপ দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়। আমরা কখনও নিজে সেব্য সাজিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া পড়ি, আবার কখনও বা নিজের ও জগতের বাস্তব-সত্তা যে সেবক তাহা ভুলিয়া সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করত যোগী সাজিয়া প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা আত্মপ্রতিষ্ঠাপনে রত হই। জগতের অধিকাংশ লোকই মনে করেন যে, বিষয়ই যখন দুঃখের কারণ তখন বিষয়-ত্যাগই সমীচীন। কিন্তু বিষয় ভোগ বা ত্যাগ-স্পৃহা কৃষ্ণসম্বন্ধশূন্য হওয়ায় উভয়ই যে একপ্রকার [illegible] তাহা [illegible] আমাদের বুঝিয়া উঠিবার সৌভাগ্য হয় না। মহাজনবাক্যে আমরা শুনিতে পাই—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীল সনাতন-রূপ-গৌরকিশোর-ঠাকুরের [illegible] অনুসরণ করিতে গিয়া বহুজীব [illegible] বরণ করিয়া বসি; তাই [illegible] আমাদিগকে যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্যের [illegible] করিয়া কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণসেবার্থে বা কৃষ্ণসম্বন্ধভাবে যে ত্যাগ তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। [illegible] না হইলে বিষয় ও কৃষ্ণে সম্বন্ধরহিত [illegible] স্বাভাবিক। কৃষ্ণ হইতে অনাদি বহির্মুখ অনর্থযুক্ত জীব আমরা; আমাদের ধারণা এই যে, আমাদের বিষয়ভোগ ও [illegible] ভগবানের নিকট যাঁহারা তাঁহাদের সেবা-স্মৃতি ও বৈরাগ্য [illegible]।

বিষয়সম্বন্ধ [illegible] শ্রীগুরু-পাদপদ্মরূপে প্রপঞ্চে আসিয়া সেবাবিমুখ জীবকে সেবা-শিক্ষা দিয়া [illegible]। শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা ব্যতীত পৃথক্‌ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে গেলে কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করেন না। [illegible] বিশ্বের [illegible] নিজে আস্বাদন না করিয়া [illegible] আদর্শ [illegible] করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] হইলে [illegible] কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণসেবাই যে [illegible] উপলব্ধির বিষয় হয়। [illegible] সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া [illegible] সহিত ব্যবহার করিতে গেলে তাহা [illegible] থাকে।

জগতে পুণ্যবান ও পাপপরায়ণ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। পাপে লিপ্ত যাহারা, তাহারা পাপাদি অন্যায় কার্য্য দ্বারা বিষয়-সংগ্রহ করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য চেষ্টাশীল হয়, আর পুণ্যকামী যাঁহারা তাঁহারা [illegible] সুখের নিমিত্ত, নানাবিধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করে। পুণ্য-সংগ্রহের ফল [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] বিষয় [illegible] অভাব নাই। তাই শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

কত পাপে কেহ পুণ্য করে [illegible]
[illegible]

[illegible] কর্মী [illegible] বলিয়া [illegible] করেন। জ্ঞানী জ্ঞান সংগ্রহে [illegible] বলিয়া বিবেচনা করেন। [illegible] জ্ঞান বা কর্মের কোনও মূল্য নাই। জ্ঞান ও কর্ম যদি [illegible] অনুকূল হয় তবেই তাহার সার্থকতা [illegible] জীবের বন্ধন ও জ্ঞান [illegible] উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়। ভগবৎসেবাকার্য্যে উদাসীন হইয়া জ্ঞানী জ্ঞান সংগ্রহ করিতে করিতে নিজেকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন এবং তাহার ফলে [illegible] থাকে।

মানুষ [illegible] যেরূপ সকল বস্তুই [illegible] বর্ণ দেখে, [illegible] কৃষ্ণবিমুখ জীবও [illegible] বুদ্ধির সাধুগুরুর অনুসরণে সংশোধিত করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজের [illegible] আবর্জনা-[illegible] উপর [illegible] বিষয়মাত্র [illegible]। [illegible] তাহার ভোগের জন্য সকল বস্তু [illegible] দেখে [illegible] বিষয়-ভোগরূপ [illegible] থাকায় কৃষ্ণের [illegible] উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন —

বিষয় গরলময়, তাহে মান' সুখচয়,
সে না সুখ, দুঃখ করি' মান'।
গোবিন্দ-বিষয় রস, সঙ্গ কর তাঁর দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান॥
মধ্যে মধ্যে আছে [illegible], [illegible] কর্ম বহু বহু,
গুণ [illegible] কার মানে।
[illegible] গোবিন্দচরণে, [illegible]
লৌকিক করহ সব [illegible]॥

কাশীতে প্রচার

([illegible] পৃষ্ঠার পর)

[illegible] কোন বস্তুই প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইল না। [illegible] সমূহ এবং [illegible] আলোচনা [illegible] আত্মপ্রকাশ করিতেছে, [illegible] ও [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] মানবকুল [illegible] নিজ নিজ [illegible] কামনা সমৃদ্ধির জন্য [illegible] নানা প্রকার [illegible] না [illegible] তাহার [illegible] সেবকের [illegible] না [illegible] সকল কামনার [illegible] জন্য [illegible] হইয়া নামে।

[illegible] ভগবানের [illegible] নহে। [illegible] জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] উপলব্ধি করিয়া [illegible] তাঁহারা [illegible] ও [illegible] ভগবানের [illegible] জন্য [illegible] তাঁহারা [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] বৈষ্ণবমুখে শ্রবণ করিয়া [illegible] করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাক-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান ... পীঠ, শ্রীগৌর-গদাধর ও চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ... প্রকাশিত হইতেছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী রোড, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমঠ ... শ্রীমন্তু পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... শ্রীমদ্ভাগবতাদি ... গ্রন্থের প্রচার এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ... পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ ... সদীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবলোগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
উক্ত ... পাট শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণনিলয়াশ্রম

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (. .)
এখানে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ.-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ . . ., নদীয়া,

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাহিরগাছি (শ্রীমুরারি ... পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ , কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিস্বরূপ

(১৯) একায়ননমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(২১) . . . গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক - মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক - শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৫) মদন-গোপাল মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(২৬) ... গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ,
রক্ষক মহোপদেশক ... অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি টি।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক - শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ... , ... নারায়ণপুর, ই আই, আর

রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকীপুর (পাটনা)

রক্ষক— শ্রী... বি এল।

(৩২) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪১নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ই আই, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক —শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক - - ... শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

সঙ্কেত মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ.

পোঃ ... , জেলা ... (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

... পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বরফখানা রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড., ক্যাম্বালাহিল
বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) ... -গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী গৌরগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ শ্রীসাক্ষী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) শিবক্ষেত্র-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক— শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গড়িয়া, পোঃ নন্দদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাদি, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (চাকদা

রক্ষক—শ্রীনাগকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক --শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুমা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ... অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউন্সরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী শাস্ত্রনিধি দ্বারা সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ... , ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯০৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর মণ
বালাম	৭॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁশফুলী	৫॥০
রামশাল নূতন	৬৵০
ঐ পুরাতন	৫৲০
[illegible]	৬৲
সিদ্ধ [illegible]	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲	৪॥০
দেশী-বালাম	১০৲	১০।
বাঁকতুলসী আতপ	৪।০	৪।৵
ঐ বালাম	৫৲	৫৷০
[illegible]		
[illegible]		
ঐ [illegible]		৩৷০

বিবিধ দর

[illegible]	১০।৵০
[illegible]	১০৴০
[illegible]	১০
[illegible]	৭।০
[illegible]	৭৸/

সোনা রূপার দর।

[illegible]	৩০॥
[illegible]	১১
[illegible]	৫০।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০॥০
[illegible]—	৪০॥০
[illegible]—	৪৩।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর।

[illegible]	[illegible]
[illegible]	৯৲—৯৸০
[illegible]	৫৸/০—৫॥০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা ([illegible])	৫॥০—৫৸০
আটা ([illegible])	৫/০—৫।/০
আটা ([illegible])	৫৲—৫।০
আটা ([illegible])	৫॥০—৫৸০
আটা ([illegible])	৭॥০—৪॥০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৫।০

[illegible]	৭৬৲
[illegible]	৭৬৲
[illegible]	
২৬ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

লোহা ও [illegible]

১৩ই ডিসেম্বর ১৯০৭

টাটার তৈয়ারী—	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	৮৸০—৯,০
ঐ [illegible]	৮৲—৮।০
৫ টাটা [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible] ([illegible]	৯৲—১০৲
[illegible]	৮॥০—৯৲
[illegible] ([illegible])	৮।০—৯৸/০
টাটা [illegible]	
২৪ সের—	১৪৲
২৬ সের—	১৬॥০
২৮ সের—	১৮
টাটা [illegible]	১৮/০
২৪ সের—	১৪।/০
২৬ সের—	১৬।/০
২৮ সের—	
[illegible]	
২৪ সের—	১৭৲
[illegible]	৫/০—৯৸/০
[illegible] ([illegible])	১০।০
[illegible]	৩॥০—৩৸০
[illegible]	
	৬০—৭৲
[illegible]	৯৲—১০৲
ঐ [illegible]	৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০
[illegible]	৮॥০—৯।০
[illegible]	
	৮॥০—১০।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] ৪।০	

গুড়ের দর

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

[illegible]	৫৪।
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৫৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

[illegible]	৮।০
[illegible]	১৩।০—১৭৲
[illegible]	১০।০—১১০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

[illegible]

[illegible]

[illegible], কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রতিষ্ঠিত—

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

শ্রীমায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

কবিরাজ [illegible]

[illegible] পাঁচন

[illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible], কলিকাতা।

[illegible]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———:*:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিবর্ত্তী জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীগৌড়ীয়-ত্রিদণ্ডিভিক্ষু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষাংশে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতি লাইনের দাম ন্যূনকল্পে ॥০	।৵০	।৵০		।০
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
সিকি কলম ১	
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

সাধারণ (ডাকমাশুল সমেত)		
বাৎসরিক	"	
ষান্মাসিক	"	২॥০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের কীর্ত্তন পাঠে বহু চুকন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত দর্শনের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৭ অধ্যায়ে প্রায় ৬৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও প্রকাশের মুখবন্ধ (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার পাঠিয়াখণ্ড, রাজশাহী মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীপাদপ্রবর্ত্তক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
[illegible]
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের [illegible]
[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রী শ্রীমদ্ [illegible]
[illegible]
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের [illegible] প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা পৌষ, ১৩৪৪, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৩৮]

বিবিধ সংবাদ

—(০::০::০)—

ইতালীর অধিবাসীদের উদ্বেগ

রোমা [illegible] অবিলম্বে মিশর সুদান [illegible] প্রবেশ করিবার জন্য সমগ্র [illegible] উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অনুমিত হইতেছে যে, মিশর সুলোলিনী যে শুধু [illegible] রাষ্ট্র সমূহ [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] করিবেন তাহা নহে পরন্তু যে সব রাষ্ট্র [illegible] আধিপত্য [illegible] স্বীকার করিয়া লইবে না, ইতালী সেই সব রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। মিঃ মুসোলিনী [illegible] ঘোষণা করিবেন বলিয়া মনে হয় যে, তিনি [illegible] লোকের [illegible] তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন [illegible] সহকারে ইতালীর সহিত সহযোগিতা করিতে অসম্মত জ্ঞাপন করেন।

কাবুলে সামরিক বৈঠকের আয়োজন

সম্প্রতি লণ্ডনে রাজনৈতিক আলোচনার এবং ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব [illegible] মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ পরিভ্রমণের ফলে যে, [illegible] উদ্ভব হইয়াছে আগামী [illegible] মাসে আনকারায় বলকান রাষ্ট্রসমূহের এক বৈঠকে তাহা আলোচিত হইবে। এই বৈঠকের পর তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব [illegible] যাইবেন। তথা হইতে তিনি এশিয়াস্থ [illegible] চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের বৈঠকে যোগদানের জন্য কাবুল যাইবেন। তুরস্ক ইরাণ, ইরাক ও আফগানিস্থানের সমর পরিষদের অধিনায়কদের মধ্যে সমর সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পরামর্শ-সভা হইবে।

জাতীয় পতাকা সম্পর্কে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত

মিউনিসিপাল ও লোকাল বোর্ড-গুলিতে সকল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সময়ই জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইতে পারিবে কিনা এবং পারিলে তাহার সঙ্গে [illegible] উত্তোলিত করিতে হইবে কিনা, এই বিষয়ে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ চাওয়া হইয়াছিল। উক্ত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে জানান হইয়াছে যে, ঐ সকল [illegible] সকল অনুষ্ঠানের সময়ই কেবলমাত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইবে। তবে সরকারী গৃহাদির সম্পর্কে এই নির্দ্দেশ প্রযুক্ত হইবে না।

জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের বিরোধিতা

মস্কো [illegible] প্রচারিত [illegible] ষড়যন্ত্র [illegible] চেষ্টা করিয়াছে এবং [illegible] জার্ম্মাণ রাষ্ট্র [illegible] করিবার অভি-প্রায়ে [illegible] ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, এই অভিযোগে [illegible] আদালতে ১১ জনের বিচার হইয়া গিয়াছে।

[illegible] প্রতি [illegible] বৎসর [illegible] কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। চারি জনের [illegible] কারা কঠোর [illegible] হইয়াছে। [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। [illegible] মুক্তি পাইয়াছে।

মিঃ [illegible] হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র

[illegible] হইতে প্রাপ্ত একটী সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী পুলিশের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া [illegible] অধিবাসী ফরাসী [illegible] ফ্রান্সের রাজ্য [illegible] জনৈক [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ [illegible] হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভি-যোগ আনা হইয়াছে। প্রকাশ যে, [illegible] সাংকেতিক লিপিতে যে [illegible] বলিয়া স্বীকার করে। ধৃত ব্যক্তি এই অভিযোগ করে যে, [illegible] কাজ করার সময় অক্ষম হইয়া পড়ায়, সে ফরাসী সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হয়।

ইংলণ্ডে ভয়াবহ ট্রেণ-সংঘর্ষ

লণ্ডন [illegible] ষ্টেশনের [illegible] হইতে আগত একখানি [illegible] ট্রেণ [illegible] ছিল। ঐ ট্রেণের পশ্চাৎ [illegible] ট্রেণের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছে। ১৯১৫ সালের পর হইতে এপর্য্যন্ত এরূপ গুরুতর ট্রেণ দুর্ঘটনা আর হয় নাই। অনুমান এ যে মোট [illegible] নিহত এবং [illegible] আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে [illegible] জনের অবস্থা [illegible] এবং অন্যান্য [illegible] চেষ্টা চলিতেছে। [illegible] উদ্ধার কার্য্যের অসুবিধা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ট্রেণের [illegible] পড়িয়া যায় এবং [illegible] পড়িয়া [illegible] ট্রেণের [illegible] মধ্যে নিহত এবং আহত যাত্রীরা যখন পড়িয়াছিল, তখনকার দৃশ্য অতি ভয়ানক।

আহতদের মধ্যে [illegible] আলোর ব্যবস্থা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] প্রথমতঃ [illegible] হইয়াছিল; কিন্তু [illegible] এবং [illegible] অবস্থা [illegible] হয়। মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ২০টি মৃতদেহ বাহির করা হয়। আহতদের মধ্যে আরও ৮টী মৃতদেহ চাপা রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

[illegible] ষ্টেশনে ট্রেণ-দুর্ঘটনার ফলে মৃতের সংখ্যা এক্ষণে ৩৫ দাঁড়াইয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] জন পুরুষ এবং [illegible] জন স্ত্রীলোক।

একবারে তিন পুত্র সন্তান প্রসব

ঢাকা জেলার [illegible] থানার এলাকাধীন [illegible] নিবাসী মৃত [illegible] পুত্র [illegible] স্ত্রী [illegible] তিনটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও নবজাত শিশুগণ সুস্থ আছে।

আশ্চর্য্য বালক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] প্রদেশে [illegible] নামক [illegible] বৎসর বয়সের শিশু। ছেলেটি একটী বিস্ময়কর [illegible] বয়স হইতে সে [illegible] করে, [illegible] গাড়ী চালায়, [illegible] যাইয়া [illegible] চালাইয়া থাকে।

মাছে গুলী ছোড়ে

[illegible] এক রকম মাছ আছে নাম- '[illegible] মাছ' Archer fish—[illegible] জলের [illegible] কীট [illegible] আহার করে। [illegible] একেবারে অব্যর্থ। জলের উপরে ১৯ ফুট দূরে কীট পতঙ্গ থাকিলে জলের গুলী ছুড়িয়া (Shooting with bullets of water) তাদের মারে। একটিও ব্যর্থ হয় না। কি করিয়া লক্ষ্য এমন অব্যর্থ হয়, বৈজ্ঞানিকেরা [illegible] আজ অবধি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible]) ৬৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নাম [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-সার ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। [illegible] আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) ২৲
অবাঁধা ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা ৸
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। [illegible] ৴০০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধন[illegible]
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। [illegible]বৃত্তিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। চতুষ্কম্ ।০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible] /০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড [illegible] ক্রিটিসিজম ৵০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ [illegible] পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড ক্রাউন ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
হাফটোন সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

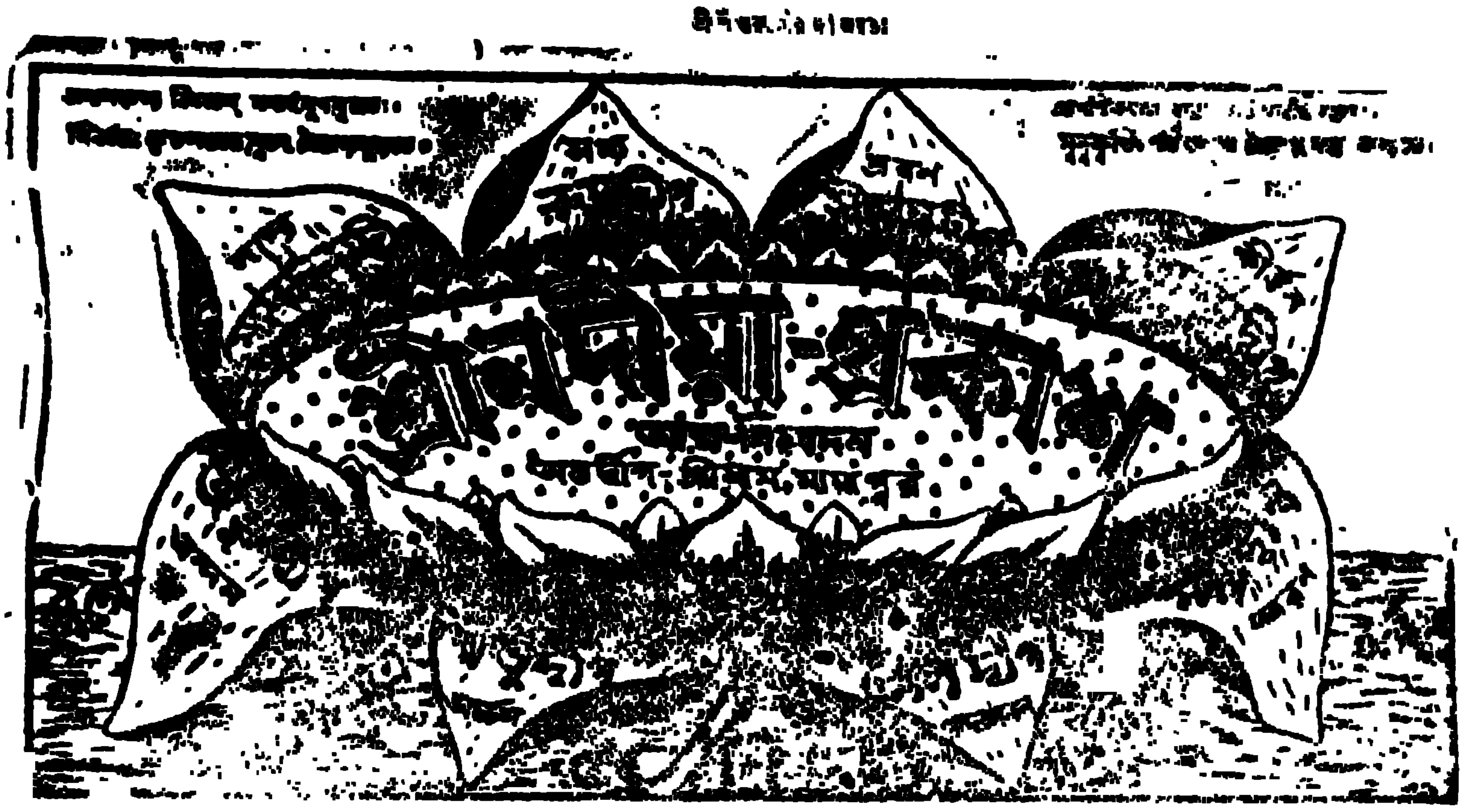

১২শ বর্ষ | গৌরাব্দ ৪৪৯, ৫ই পৌষ | ১৩৪২, ৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫ | বৃহস্পতিবার | ১৩০শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন [illegible]

মহারাজ [illegible] [illegible] এবং [illegible] আইন পরিষদের সদস্য, [illegible] মাননীয় স্যার [illegible] গৌড়ীয় [illegible] ১৩৬ অগ্রহায়ণ (৬ঠা ডিসেম্বর) শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি ঐ দিবস শ্রীকৃষ্ণ [illegible] উৎসবে যোগদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু আকস্মিক কোন জরুরি রাজকার্যানুরোধে সকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিবার সম্ভাবনা না থাকায় অপরাহ্নকালেই আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌, এ, ও শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ [illegible] সভ্যগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া [illegible] সাহেব শ্রীমন্দিরে [illegible], উৎসব ও প্রচারকার্যাদি দর্শন করেন এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

অপ্রাকৃত-সেবা-সদনের ভিত্তি-স্থাপন

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ ৯ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় আদর্শ-সেবাপরা [illegible] গুপ্তকন্যার শ্রীপাদ অপ্রাকৃত সেবাকোবিদ [illegible] কলিকাতা সেবাপরিচালিত ভূমিতে [illegible] বর্ধমানীয়ায় যুক্ত [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ ও [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] দেখা দিয়া [illegible] নিত্যসেবা [illegible] শ্রী [illegible] [illegible], নবাগতগণের শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ [illegible] [illegible] গুরুবর্গ এবং শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে সংকীর্তন-মুখে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীপাদ [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের একটি আদর্শ [illegible] আলোচনা করত কীর্তন করিয়া শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর আদর্শ ও [illegible] বৈষ্ণব-সেবাপ্রাপ্তির কথা কীর্তন করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপ্তাহ-ব্যাপী বিরহোৎসবের দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী

৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত

— —::•)::— —

প্রত্যহ

প্রাতঃ ৫টা—৭টা—মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরু-বন্দনা, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, [illegible], শ্রীসমাধি-পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা ও পাঠ।

৭টা—৯টা—শ্রীল প্রভুপাদের করুণা ও অবদান সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তার আলোচনা।

৯টা—১১টা—মিলনমণ্ডপে আলোচনা।

১১টা—১টা—মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ, আরতি, কীর্তন, প্রসাদ সম্মানাদি।

মধ্যাহ্ন ১টা—৩টা—শ্রীবৃত্তি পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রবচন পারমার্থিক সংলাপ।

৩টা—৩টা—শ্রীবিগ্রহের উত্থাপন ও ভোগ চর্চাদি।

৩টা—৫টা—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে ১০৮টি নির্দিষ্ট বিষয়সম্পর্কিত আলোচনা ও আলাপাদি।

৫টা—৬টা—সন্ধ্যারাত্রিক, কীর্তন।

৬টা—৮টা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের লেখনী ও বাণীসমূহ হইতে পাঠ, বক্তৃতা, সংলাপাদি।

৮টা—৯টা—শ্রীবিগ্রহের ভোগরাত্রিক ও শয়ন।

৯টা—১০টা—মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

[illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] গ্রহণ [illegible] অপ্রাকৃত প্রভুর [illegible] পাদপদ্ম ও [illegible], এবং [illegible], [illegible] কৃপায় শ্রীপাদ [illegible] শ্রীগুরু সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং [illegible]. ইহার মায়াপুর-[illegible] প্রচার ও [illegible] [illegible] অপ্রাকৃত প্রভুর সেবায় [illegible], তিনি [illegible] সমর্পণ করিয়া [illegible]; [illegible] তিনি কিছু গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি [illegible] কথা [illegible] পরিচালনার [illegible] হলে সেবার ক্ষমতা উদ্ভাবন করেন নাই।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত সেবাকোবিদ প্রভু বৈষ্ণবগণের [illegible] দর্শন করেন।

সংকীর্তনান্তে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করেন—ইহা নিশ্চয় জানিবে। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দেশ সমেত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ কেশব, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫০

ব্রহ্মা

— ::•(::——

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব পরব্যোমনাথ নারায়ণের দ্বিতীয়-ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতে তদংশে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঈক্ষণে মূল প্রকৃতি হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়। তখন ঐ মহাবিষ্ণু আবার একাংশে অন্তরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সমষ্টির অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী নারায়ণ বলা হয়। ইঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতাররূপে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। ইঁহাদের কেবল বিষ্ণুই গুণাতীত।

অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডে যোগনিদ্রায় শয়ান গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, এবং দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণের সৃষ্টি ইচ্ছা উদয় হওয়ায় তাঁহারই নাভি হইতে একটি মৃণাল পদ্ম, আর ঐ পদ্ম-কোষেই তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার জন্ম হইল।

ব্রহ্মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—অনন্ত জলরাশি-মধ্যে মৃণাল-স্থিত একটি পদ্মের উপর তিনি একাকী বসিয়াছেন। তখন আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য, কোথাও কেহ নাই! আমি একাকী এই জল মধ্যে কোথা হইতে আসিলাম? এই পদ্ম মৃণালের মূল কোথায়? আমি কে? আমি করিব কি?"

এরূপ নবজীবনে কিং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ব্রহ্মা সন্দেহ নিরসনের জন্য ঐ পদ্মমৃণালের মূলান্বেষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মৃণালস্থ পদ্মনালে নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুকালে আশ্রয় না পাইয়া অত্যন্ত উদাসীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার অন্তরে হইল,—আমি আপন শক্তিতেই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিব। কিন্তু তাহা হইবে কেন? তাই ব্রহ্মার বাসনা অপূর্ণ থাকিল না; তিনি বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি লইয়া প্রাণপণ প্রয়াসে দীর্ঘকাল অবিরত চেষ্টা করিয়াও পদ্ম-মৃণালের মূল পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া অবসন্নদেহে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আবার সেই দুশ্চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। হঠাৎ তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বিপুল বারিধিকে তরঙ্গাঘাতে 'তপ' 'তপ' শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে তিনি চারিদিকে বেশ সন্ধান করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইল কিন্তু সেই আঁধারেও তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। এইবার তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; বিফল বহির্ম্মুখ চেষ্টা আর রহিল না। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ একে একে অন্তর্ম্মুখ হইয়া অন্তরে স্থির হইল। কোনও অভিমান আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি আপনাকে একান্ত অকিঞ্চন জানিয়া, এই সকলের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন অন্তর্যামী নারায়ণ তাঁহার আত্মারাম হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দেখাইয়া অজ্ঞানতম দূর এবং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে আপনার নিরন্তর সেবা-স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই সুযোগে শুদ্ধভক্তিরূপা পরা বিদ্যা ব্রহ্মার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল বিমল হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ভাবময় অন্তরঙ্গ মহাপ্রভু কৃষ্ণ আরাধনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন।

এবং সেই স্বয়ংসিদ্ধ সমাধিতে পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুকাল অতীত হইলে তিনি ভগবৎ-কৃপায় স্বীয় হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—অনন্তদেবকে অনন্তশয্যায় শায়িত এক পরম পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ চতুর্ভুজ শ্রীহরি স্বীয় প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া বিরাজমান আছেন, লক্ষ্মী ভগবতী রমাদেবী তাঁহার পদসেবায় নিযুক্তা আছেন; ঐ শেষশায়ীর নাভি-সরোবর হইতে একটি সুবর্ণমৃণাল উত্থিত হইয়া, অগ্রভাগে একটি অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। ঐ পদ্ম মধ্যেই তিনি বাস করিতেছেন।

নিদ্রাভঙ্গে প্রভু তখন পরমানন্দে প্রেম-বশতঃ পুলকিত হইয়া স্বীয় আশ্রয়ভূত পরমেশ পিতার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভুর কৃপা-বলেই, ব্রহ্মা নিগূঢ় বেদার্থসহিত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার অর্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীহরি তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরমগুহ্য বিজ্ঞানসমন্বিত প্রেমভক্তি এবং তদঙ্গস্বরূপ সমস্ত তত্ত্বের শিক্ষা দিলেন। এইরূপে স্বয়ং ভগবান্ আচার্য্য হইয়া যোগ্য শিষ্য পরম অধিকারী পদ্মযোনিকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতে সুনির্মল ভগবত্তত্ত্ব, অকৈতব ভাগবত-ধর্মজ্ঞান প্রদান করিলেন।

তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় পরম-গুহ্যতত্ত্ব বলিতেছি শুন, গ্রহণ কর। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার এই সম্পূর্ণ তত্ত্বপ্রজ্ঞ তোমার অন্তরে সম্যক্ স্ফুরিত হইবে। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই পরম সৌভাগ্য কাহারও হয় না।

ব্রহ্মন্! আমাকেই তুমি সকলের আদি বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রথম একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং এই উভয়ের কারণস্বরূপ যে প্রধান বা প্রকৃতি,—সে সকল কিছুই তখন প্রকাশমান ছিল না। আমি শক্তিমান্, তাহারা সকলেই আমারই অধীন শক্তি। এখন এসকল যাহা দেখিতেছ, আরও যাহা দেখিবে, তাহাও আমারই প্রকাশের বিকাশমাত্র; তাহাতে আমিই ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত। আবার প্রলয়ে যখন কিছুই থাকিবে না, তখনও কেবল আমিই থাকিব। আমা হইতেই সকলের উদয়; আমাতেই সকলের আলয় এবং আমাতেই সকলের বিলয়। যাহা সত্যই আছে, তাহা যাহাতে নাই বলিয়া বোধ হয়; আবার বস্তুতঃ যাহা নাই তাহা যাহাতে প্রতীত হয় তাহাই আমার অঘটন ঘটন-কারিণী মায়াশক্তি। আমার এই মায়াশক্তি বিস্তার করিয়া আমি আত্মগোপন করিয়া একাংশে অন্তর্যামীরূপে প্রকাশ করি। আমি সকলেই আছি, আবার স্বরূপপ্রকাশ কিছুতেই নাই; যেমন ভূতগণের মধ্যে মহাভূতগণ সেইরূপ আমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান, সকলের আত্মা; আমিই দেবা, আমিই সাধ্য। তুমি অনন্ত ভক্তিযোগে সতত আমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া আমার ইচ্ছামত লোকসকল যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি কর। এইরূপে সতত আমাতে দৃঢ়চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে তুমি কখনও মিথ্যা অভিমানে অভিভূত হইয়া আমাকে ভুলিয়া বিপন্ন হইবে না।" এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার এই বাক্যই বিশুদ্ধ বেদ।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ শ্রীহরির শ্রীমুখ হইতে ব্রহ্মা বেদজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব হইয়াও অচিন্ত্যলীলাময় বিষ্ণুর প্রেরণামত বহির্জগৎ-সেবারত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রবর্ত্তনার্থ সৃষ্টিকার্য্যে রত হইলেন। তিনি প্রথম শ্রীভগবানকে ধ্যান করিয়া আপনার পবিত্র আত্মা হইতে চারিটী পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহারা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিপরায়ণ। তাঁহারা তদবধি বাসুদেবের আরাধনায় রত হইলেন, অপর কর্ম্মে মন দিলেন না। তখন ব্রহ্মা সৃষ্টি-বিস্তারের জন্য দ্বিতীয়বার দশটি পুত্রের জন্মদান করিলেন। তাঁহার ভগবৎ-কৃপালব্ধ অচিন্ত্যশক্তিতে তাঁহারা সকলেই তাঁহার আত্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহাদের নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চারিজনের ন্যায় নারদও প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁহার অপর নয়টি ভ্রাতাই পিতৃআজ্ঞামত তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হইলেন।

ইহাতেও প্রয়োজনমত প্রজাবৃদ্ধি হইল না। তাহাতে ব্রহ্মা ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুকে একান্তভাবে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইয়া ব্রহ্মার আত্মভূত পুরুষাকারের সহায় হইলেন। সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপী দুর্জ্ঞেয় প্রভাবই অদৃষ্ট বা দৈব। সেই অমোঘ প্রভাবেই ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে মনু (স্বায়ম্ভুব) এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপার উৎপত্তি হইল। প্রথমটি পুরুষ, দ্বিতীয়টি স্ত্রী। ব্রহ্মা আপন অধিকারে এই পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া শতরূপাকে তাঁহার পত্নী করিলেন। উভয়ের সংযোগে দুইপুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হইল। পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যাত্রয় আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু দক্ষের সহিত প্রসূতির এবং এইরূপে যোগ্যপাত্রে যোগ্যপাত্রীর সংযোগ-সাধন দ্বারা সৃষ্টিবিস্তার করিলেন।

ব্রহ্মার পরমভাগবত পুত্র নারদ কিন্তু এই সকল প্রাকৃত ব্যাপারে আদৌ দৃষ্টি দিলেন না। পূর্ব্বসংস্কারবশে বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের ন্যায় হরিপদ জন্যই ব্যাকুল হইয়া কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন,—তাঁহার পিতা লোকপতি ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ ও পুলককম্পে পূর্ণ হইয়াছে; অন্তরে যেন মহৎ তত্ত্ব পড়িতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়াছে। পিতার এই কঠোর তপস্যা দেখিয়া নারদ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সুযোগমত একদা তিনি

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি ধন। যাহা আকর্ষণ ছাড়ে পাইয়া দুর্জ্জন।

[illegible]

চন্দন

(বাঙ্গালী অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে)

GAUDIYA MATH CELEBRATION IN MEMORY OF JAGABANDHU DUTTA

The seventh anniversary memorial meeting in honour of Sj. Jagabandhu Dutta, donor of the marble temple at the Gaudiya Math and other buildings at Baghbazar was held on the 4th inst. at 5 P. M. in the lecture-hall (Saraswat-Sraban-Sadan) of the Math. The meeting which was well-attended by distinguished persons was presided over by Sir Hari Sankar Paul, whose election to the chair was proposed by Sams-ul Ulama Kamaluddin Ahmed and seconded by Mr. S. N Roy Choudhury. Being called upon by the chair, Tridandi Swami B. P. Tirtha Maharaj said that the great hall was intended for transcendental discourses by Sadhus who are the very life of all religious functions. Jagabandhu Bhaktiranjan's life was devoted entirely to the service of the Transcendental Name he had heard from his Gurudeva. This is the real significance of his memorable gift. Mahamahopadeshaka Pandit A. B. Goswami exhorted the audience to remember that Sj Jagabandhu Bhaktiranjan was Paramarthic Brahman by Pancharatrika Diksha, although Harinama is efficacious without Diksha and Purascharan. The utility of Diksha is explained in the Shastras as consistent in the fact that the process involves the act of complete self-surrender to the guidance of Sat Guru by means of which alone it is possible to get rid of one's aversion to Hari. The President in his address expressed his strong conviction that the permanent good of mankind can be effected by propagating the tidings of the religion of divine love promulgated by Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya. It was the firm belief of Sj. Jagabandhu Bhaktiranjan that this was being done by the preachers of the Gaudiya Mission under the direction of his Gurudeva. He accordingly made a gift of the temple and buildings of this Math for this purpose. The President was convinced that the purpose of Sj. Jagabandhu Bhaktiranjan was being nicely carried out under the President Acharyya Srimad Ananta Vasudeva Paravidyabhusan and was of opinion that through the missonary activities of the Gaudiya Math greatest good is being rendered to humanity. He thanked the members of the Mission for asking him to preside over the function thus giving him an opportunity of associating himself with their activities.

[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্য, গান্ধর্বা-গিরিধারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব [illegible] প্রকাশিত আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৩। কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-আসনে [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] নবীনচন্দ্র [illegible]।

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির

[illegible] শ্রীমায়াপুর

[illegible] শ্রীবাস [illegible]

শ্রীবাস [illegible] মহাযোগপীঠ

রক্ষক—[illegible]

(৪) [illegible] অঙ্গন

[illegible] শ্রীমায়াপুর

[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এক্ষণে বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) [illegible]-সমাধি-পাট

মুখাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—[illegible]

(৯) শ্রীঅদ্বৈত [illegible]-কুঞ্জ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ.-গদাধর-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ 'বল্লভাচার্য্য' প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিনারায়ণ অধিকারী।

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবলিহরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) গো[illegible] মঠ

মুড়িগাছি, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভুপাদের আদ্য। রক্ষক—শ্রীসিদ্ধেশ্বরবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবৃহৎ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মস্থান-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গো[illegible], রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) [illegible] মঠ

গোদ্রুমপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সদেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জনাথ নায়ক।

(২২) পুরী গৌড়ীয় মঠ

চ'[illegible] পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বাসাধিকারী।

(২৩) মাদ্দগৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible] বি.

(২৪) গোপালগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible] নারায়ণপুর, [illegible]

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবৃষভানুপ্রসাদ বি-এস।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] কাশীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible] (ইউ, পি)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], [illegible]

(৪০) [illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন [illegible]

রক্ষক—[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) [illegible] মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোবর্দ্ধন মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) [illegible] কুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস [illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(৬১) অমরপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ইং ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর
বালাম	৬॥০
ঝাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩॥৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
দেশোয়ারী	
বাঁকতুলসী আতপ	৫॥০ ৫॥৵
ঐ বাঁকার	৫৲-৫৷০
পাটনাই আতপ	৫॥০-৫॥০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৷০

চিনির দর

কাশীর, টাকা	১০৷০
[illegible] ১০০০ নং	১০৷০
[illegible]	৯০
[illegible]	৮॥০—৯৷০
[illegible]	৭॥০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	ভরি
[illegible]	৩৪॥০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫২॥০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১॥০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	৮॥০—৮॥৵
[illegible] ঐ	৯৲—৯৷০
[illegible] ঐ	৫৷০—৫৸০
[illegible]	৯৲—৯৷০
[illegible]	৫৸০—৫৸৵০
[illegible]	৫৷০—৫।৵০
[illegible]	৫৲—৫॥০
[illegible]	৪৸০—৪৸৵০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	১॥৵০—১৸০
[illegible]	১৷০—১॥৵০

তুলার দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৬৬॥০

[illegible]	৪৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি (করেট না বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯॥০
ঐ [illegible]	৮৲—৮॥০
ঐ [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible] (বীম	৯৲—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯৲
[illegible]	৮॥০—৯৸৵০

টাটা [illegible]

২৪ সের—	১৪৲
২৬ সের—	১৫৸০
২৮ সের—	১৮
টাটা [illegible]	১৬৵০
২৪ [illegible]—	১৪॥৵০
২৬ সের—	১৬।৵০
২৮ সের—	

[illegible]

২২ সের—	১৫৲
[illegible]	।৵৫—৸৵০
[illegible]	১০॥০
[illegible]	৩॥০—৩৸০

[illegible] ৩—৯ [illegible] ৩॥০ ৭৲ [illegible]

[illegible]	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ [illegible]	৯॥০—১০॥০
[illegible]	৮৸০—৯॥০
[illegible]	৮৸০—১০॥০
[illegible] ১৫৲	[illegible] ১৩॥০

[illegible] ৫৵০, পাটের [illegible] ৪।০ [illegible] ৪।০

তুলোর দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৯৲
[illegible]	৫৩
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

[illegible]	৮।০
[illegible]	১৬॥০—১৭৲
[illegible]	১০॥০ ১১০
[illegible]	৫॥০—১৭॥০
[illegible]	১৭৲—১৮॥০

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ৭৲ টাকা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, [illegible]।

রেলওয়ে সময়

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	৭—১৭,	১১—[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	পৌঃ	৭ [illegible]	১১—১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে [illegible]

[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	১১-৪০	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	১১ ১৮	[illegible]

কবিরাজ [illegible]

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]—১১৩ [illegible]

[illegible]

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের এক মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০		
" ইঞ্চি ২	১।০	১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ১৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর সাংখ্যতীর্থ সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের কাব্যসংগ্রহ পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও আদর্শ ইংরাজী গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সাধক মনীষিগণের মতের তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও প্রত্যেক শব্দের বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ. কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন"
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথা ইংরাজী পাক্ষিক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হয়। ১৪।২নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'গৌরাঙ্গ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীপাদপদ্মপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আশ্রয়বিগ্রহ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার মানসে একমাত্র দৈনিক মুখপত্র.

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা পৌষ, ১৩৪৪, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২৩৯]

বিবিধ সংবাদ

——(০(০০)০)——

কলিকাতায় বড়লাট

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো, বড়লাটপত্নী এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে স্পেশাল ট্রেণে হাওড়া আসিয়াছেন। বাঙ্গলার লাট লর্ড ব্রাবোর্ণ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন এবং উপস্থিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগকে বড়লাটের সহিত পরিচিত করেন। অতঃপর বড়লাট সদলবলে মোটর যোগে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে যান।

বড়দিন কলিকাতায় কাটাইয়া বড়লাট ও বড়লাটপত্নী এই জানুয়ারী কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করিবেন।

বাঙ্গালোরে বিমানঘাটি

বাঙ্গালোর হিন্দুপুর লাইনের ১৮ মাইল উত্তরে জাকারে একটী আধুনিক বিমানঘাঁটি নির্মাণের আয়োজন চলিতেছে। জমিটী হইতে জঙ্গল পরিষ্কার করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মহাচীনের রাজধানীর পতন

জেনারেল শাংকুইএর সাংহাইস্থিত হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে জাপ-সৈন্য নানকিং চীনা গবর্ণমেণ্টের হেড কোয়ার্টার্স দখল করে। প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে জাপানীরা মার্শাল চিয়াং-কাই-শেকের সরকারী বাস ভবন, সমর বিভাগের কার্য্যালয় ও জেনারেল সামরিক বিভাগ দখল করে।

পার্পল পাহাড়ের উপর হইতে হস্ত বৃষ্টি যে সব চীনা বীরত্বসহকারে জাপানী-দিগকে বাধা দেয় তৎপর জাপানীরা উক্ত পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায় তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবল বাতাস-তাড়িত হইয়া অগ্নিশিখা দুই ঘণ্টাকালের মধ্যে সমগ্র পাহাড় পরিবেষ্টন করে। জাপানীরা এই দাবী করিতেছে যে, 'নানকিংয়ের বন্দর এক শ চুয়ান্ন ক্যাণ্টনী ডিভিসন ধ্বংস হইয়াছে এবং যে সব চীনাসৈন্য ইয়াংসি নদী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিল, বিমান-বাহিনী তাহাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। বিমান-বহরের আক্রমণে চারিটী বৃহৎ জাহাজ ও বহু ক্ষুদ্রকায় জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। সমগ্র চীনা সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ইতালীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের ঘোষণা

ইতালীর জেনেভাস্থিত ডিপ্লোম্যাটিক এজেণ্ট সিনর বোজাকোলা রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারীর কাছে ইতালীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের ঘোষণাপত্র অর্পণ করিয়াছেন।

সিনর মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইতালী রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিতেছে। প্যালেজো ভেনিজিয়ার বারান্দা হইতে প্রায় এক লক্ষ জনতার সম্মুখে তিনি ঐ ঘোষণা করেন। সিনর মুসোলিনী বলেন, "আমাদের ইতালী এবং আমাদের বিপ্লবের ইতিহাসের পক্ষে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। কোন গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা থাকিলেও যে মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রতিনিধির জেনেভার জান হেঁড়ুয়ের সামরিক আবহাওয়ার সম্পর্শে আসেন তখনই তাহাদের সব সদিচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। বহু গোপন এবং অপ্রকাশ্য শক্তি ইতালীর পক্ষে ক্ষতিকর ভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে চালাইতেছে। এই অবস্থায় জেনেভার ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছে। অসহ্য হইয়াছে এক্ষণে এদিক কি ওদিক একটা সিদ্ধান্ত করার সময় আসিয়াছে। আমরা কি রাষ্ট্রসঙ্ঘে থাকিব ? (না, না ধ্বনি) তাহা হইলে আমরা কি উহা ত্যাগ করিব (হাঁ, হাঁ ধ্বনি) ।"

কাউণ্ট সিয়ানো রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট তার প্রেরণ করিয়াছেন, "গ্রাণ্ড ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, ১৯৩৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর হইতে ইতালী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিল।

জাপানী আর রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ করিবে না

একটী সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইতালীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের পর জাপানী পুনরায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশের বিষয় বিবেচনা করিতে পারে না জাপানী নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, জেনেভার রাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ না হইয়া পারে না।

স্পেনে কার্য্যসিদ্ধির কমি

স্পেন গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী সিনর প্রিয়েটো এক বিবৃতিতে বলেন, স্পেন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সংগ্রাম চালাইবার কাজে এ সময় ইতালীর সৈন্যদলই প্রধান স্থান লইয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে, ঠিক সেই সময়ে ইতালীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্পেনে সামরিক কার্য্যক্রম অনুসরণে যাহাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সিনর মুসোলিনী তজ্জন্যই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছেন।

ওয়াজিরিস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা

ওয়াজিরিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে যে, খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় বর্ত্তমান সপ্তাহের রেজমাকের নিকট কয়েকটী গুলী ছোড়া হইয়াছে এবং রেজমাক গোজা-খোলা টেলিফোন লাইনের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। যদিও স্বাভাবিক অবস্থা এখনো ফিরিয়া আসে নাই কিন্তু অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। এখন পূর্ব্বের ন্যায় আর বড় দলবল নাই। মাত্র দুই একটা দল আছে।

যে সকল অতিরিক্ত সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছিল, উহা ক্রমে ক্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে এই সম্পর্কে বর্ত্তমানে খুব সতর্কতার সহিত চলিতেছে। ফকিরের গতিবিধি ভালভাবে না জানিবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী উঠাইয়া লওয়া হইবে না; যদি শীতকালে অবস্থা শান্তিপূর্ণ থাকে, তবে বসন্তকালে কোন গোলাগুলী হইবে না বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এই পর্য্যন্ত ছয় হাজার সৈন্য অর্থাৎ অতিরিক্ত বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সৈন্য ফিরিয়া আসিয়াছে। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে ৩১ হাজার সৈন্য সরান হইয়াছিল।

এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ বিভাগের সমুদয় সৈন্য-বাহিনী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, বান্নু-ডেলার রাস্তার কাজ শেষ হইয়াছে।

বৈদিক প্রচার-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। তাৎপর্য্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৯৲
অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৩। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধ বাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিচার-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব
২১। গৌড়ীয় গীতাঞ্জলি ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ৸০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ ... বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অর্দ্ধ বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকাণ্ড /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভাগবতী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। কারচরণ ও ক্রিয়াপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপদেবর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। শ্রীরূপ সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাধ্যসাধন শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
। ... বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অর্গানিজম
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। রোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

মঠের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরিচালনায় ... সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ... টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ... হইতে প্রকাশিত, মূল্য সডাক ১৸০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রথমখণ্ড ক্রাউন ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

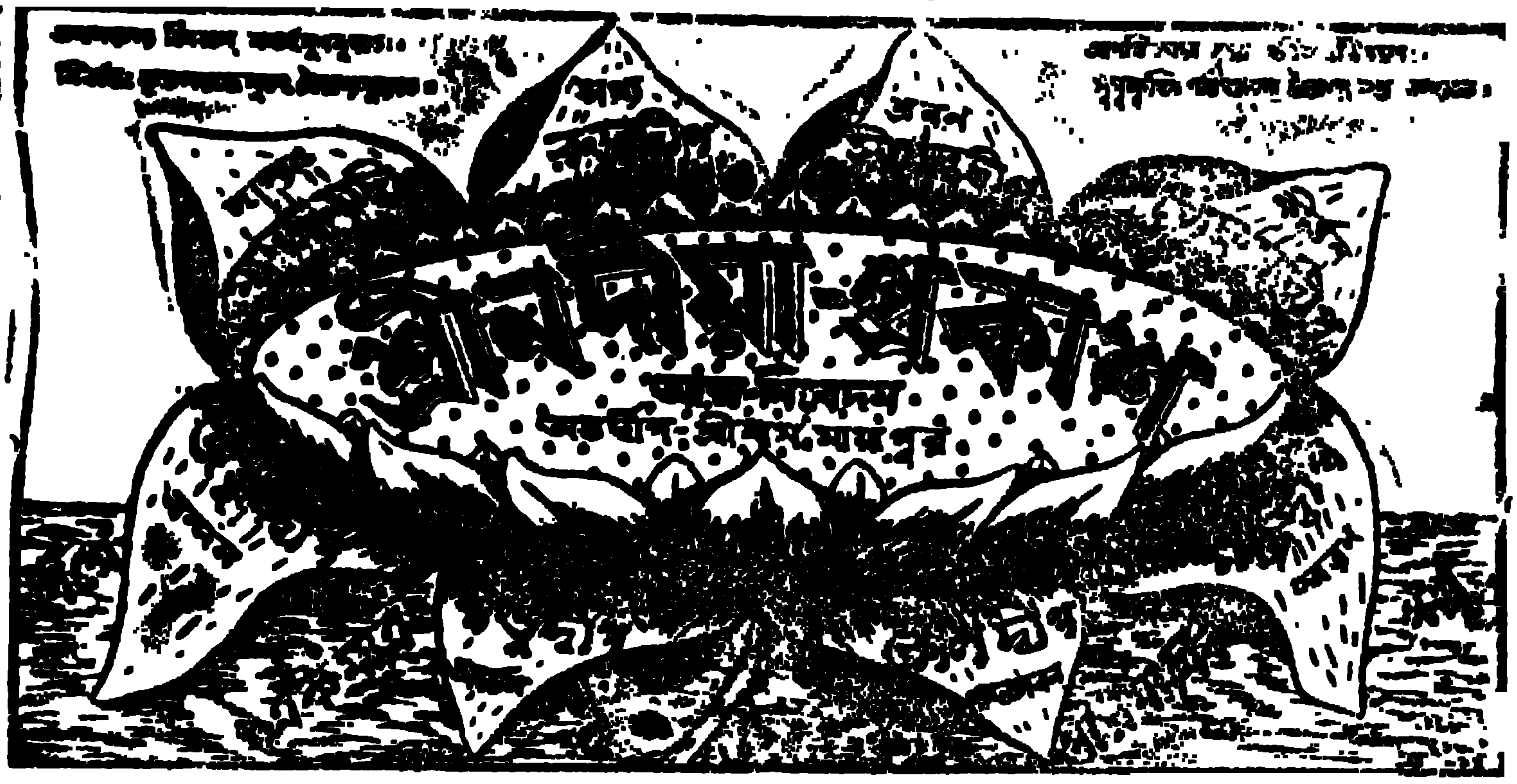

১৬শ বর্ষ { ২১ কেশব গৌরাব্দ ৪৫১, ২রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৩৯৯তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

রংপুরে

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাস অধিকারীপ্রমুখ কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ পাকশী ও পাবনাসহরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া কিছুদিন যাবৎ রংপুর জেলার বিভিন্ন পল্লী ও সহরের সহিত হরিকথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত উটাখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় মহোদয় প্রচারকগণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিজালয়ে স্থান দিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন পল্লীর বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বহু শিক্ষিত সজ্জন প্রত্যেক সভাতেই উপস্থিত ছিলেন। দুই দিবস নীলফামারীর কালীবাড়ীর নাট-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। দুই দিনই সভাতে স্থানীয় বহু ভদ্র লোক, উকিল ও মোক্তারগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রচার সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ শ্রবণ করিয়াছেন এবং সভাতে পণ্ডিতজীর নিকট নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া বিশেষ প্রকার সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দাস (অধিবাস, শ্রীভার) ও শ্রীযুক্ত বাবু বটকৃষ্ণ গুহ (শ্রীভার) মহোদয়দ্বয় অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। স্থানীয় ষ্টেশনের মাষ্টারবাবুও প্রচারকগণকে ষ্টেশনে ডাকিয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদির বন্দোবস্ত করেন।

সেখান হইতে প্রচারকগণ কলচাকা অঞ্চলের সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে চড়াবেগার অন্যামক জামদার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে আসেন। প্রায় ছই শত লোক বিভিন্ন প্রকারের বিচিত্র পতাকা ও "শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক স্বাগতম" অঙ্কিত পতাকা হস্তে লইয়া বিপুল খোল-করতাল এবং শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় চারি মাইল পথ অগ্রসর হইয়া প্রচারকগণকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া আসেন। চেরেঙ্গার জামদার বাটীতে ও শ্রীযুক্ত বাবু ... পাটোয়ারী মহোদয়ের বাটীতে দুই দিন ... শ্রোতার সমক্ষে পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সংকীর্ত্তন দাস প্রভু সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

সেখান হইতে নিকটস্থ পল্লীতে জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন শ্রীযুক্ত বাবু ফটিকচন্দ্র রায় প্রচারকগণকে নিজ বাটীতে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া যান ও তিনটী বড়ো সভাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য-বিগ্রহ শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবার সুযোগ করিয়া দেন। প্রায় প্রত্যেক সভাতেই পাঁচশতের অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যেক দিনই শ্রীযুত ফটিক বাবু বহু সমাগত সজ্জনকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। তথা হইতে প্রচারকগণ শ্রীযুক্ত বাবু ভগ নারায়ণ দাসের গৃহে গমন করেন। সেখানে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া আত্মীয়-শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পিতামাতা, বন্ধু, ভাই ও পুত্র ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে শাস্ত্রবাক্যে বুঝাইয়া দেন।

সেখান হইতে তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ... নামক ... বাবুর বাটীতে উপস্থিত হন। ... পাঠ কীর্ত্তনাদি হয়। ... প্রায় ২০০ শত লোক ... পাঠের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। রংপুরে প্রচারকালে শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত সকল শিষ্যমণ্ডলীর অত্যন্ত উৎসাহ ও গুরুসেবানিষ্ঠা প্রচারকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। প্রচারকার্য্যে বিশেষ প্রকারে নিষ্কপট সাহায্যকারিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ভক্তগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য— যথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র রায়, ভক্ত কাশীরাম, ভক্ত মহেশ, ভক্ত যশোদা, ভক্ত গোবিন্দ, ভক্ত প্রাণনাথ, ভক্ত অধিকারী, ভক্ত মুকুন্দ, ভক্ত রাধাশ্যামী, ভক্ত হরিকিশোর, ভক্ত মহেশ, ভক্ত রুদ্রনারায়ণ, ভক্ত মাধব, ভক্ত রাধাকিশোর ভক্ত দেবেন্দ্র ও ভক্ত চন্দ্রকিশোর প্রভৃতি।

কাশ্মীরে

গত ১৮ই নভেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী দারাগঞ্জ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ-সমূহে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মতে ভক্তি কাহাকে বলে? এবং শুক নানকের পন্থায় "সত্য কি?" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। শুক নানকের পন্থাবলম্বিগণের সহিত বৈষ্ণবগণের পন্থানির্দ্দেশের পার্থক্য কোথায়—তাহা উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য তিনি গুরু নানকের বাণীসমূহ হইতে অনেক বিষয় উদ্ধৃত করেন। উহার মধ্যেই সদ্গুরুর আশ্রয়ে সাধুসঙ্গে জীবনযাপন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক মত। কিন্তু উপাস্য বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

এই সভায় ৮০০ শতাধিক ব্যক্তি ... আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ... করিয়াছিলেন। ... মহাশয় ... ও ... মহাশয় ... শ্রীযুক্ত ... ধন্যবাদ ... এবং তাঁহার ... জ্ঞাপন করেন।

... শ্রীল ... প্রভুপাদের ... তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ... প্রকাশ করেন। ... এখানে ... হইতে ... দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ কেশব, নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

কৃষ্ণ ও ব্রহ্মা

——:::(o):::——

একসময়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে গোপালরূপে গোপবালকগণকে লইয়া গোষ্ঠে গোচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ভুবিমোহন মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। ব্রহ্মার সন্দেহ হইল, 'ইনি কে? ইনি কি আমারই সৃষ্ট কোনও জীব, না স্বয়ং ভগবান্?' অনেক দেখিয়া শুনিয়াও সন্দেহের নিরসন করিতে পারিলেন না। একবার মনে হইতেছে জীব, আবার তখনই মনে হইতেছে, না অসম্ভব! এত রূপ কি জীবের হয়? অবশেষে তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরীক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সহচর, গোপাল ও তাঁহাদের গোবৎসগুলিকে হরণ করিয়া লইয়া এক পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখিলেন। হরি! হরি!—ব্রহ্মন্! তোমারও আজ একি মোহ উপস্থিত হইল! না হইবারই বা কারণ কি? ভগবানের মায়াজালে বদ্ধ না হইবে কে?

ব্রহ্মার মোহ ঘুচিয়া মায়াধীশ শ্রীগোবিন্দ অল্প কালে ব্রহ্মার নিমিত্ত আর একবার অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পলকমধ্যে মুগ্ধ ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন,—পূর্ব্ববৎ সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে। একি হইল? তিনি একবার সেই গুহায় গিয়া দেখিলেন—সেথা সকল গোপাল ও গোবৎসগণ বদ্ধ রহিয়াছে। আবার গোষ্ঠে আসিয়া দেখিলেন এখানেও অবিকল তাহারাই রহিয়াছে। মহাবিস্ময়ে আরও দেখিতে পাইলেন, গোষ্ঠে—গোপবালকগণ সকলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি; সর্ব্বনাশ! একি অদ্ভুত মায়াজাল! লোকনাথ ব্রহ্মার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, ঐ মুরলীবদন মদনমোহন বালকটি কে? পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মাও অমনি সেইসকল অপহৃত গোপাল ও গোবৎসগণকে আনিয়া গন্তব্যস্থলে রাখিয়া তাঁহার সেই উদ্ভবকর্ত্তা অখিল জগতের প্রকাশকর্ত্তা পরমপিতা পরমেশ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন। যুক্তকরে গূঢ় বেদবাক্যে তাঁহার কত স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রভুর পাদপদ্মে আরও একটি অন্তরের কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মা যোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন—"নাথ, দয়া কর, ব্রহ্মার অত্যুচ্চ আসনে, সত্যলোকের অতুল ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ রাখিয়া বিষয়-বিষরসে মজাইয়া তোমার ঐ পাদপদ্ম-প্রেমসুধা হইতে বঞ্চিত করিয়া আর আমাকে রাখিও না। আমি আর কোনও পদ, কোনও গতি চাহি না। যে-কোনও জন্মে তুমি আমাকে তোমার অকৈতব, অকিঞ্চন ভক্তগণের মধ্যে একটু স্থান দিয়া তোমার পাদপদ্মসেবার অধিকার দাও।

ব্রহ্মার এ প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে। তাঁহার পরম ভক্ত গোপীনাথাচার্য্যরূপে জগৎপতি ব্রহ্মাই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া গৌরপদসেবায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদাবতার ঠাকুর হরিদাসেও ব্রহ্মা মিলিত হন সেজন্য ব্রহ্ম হরিদাস নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। 'গোপীনাথাচার্য্যনামা ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।'

লীলাময় প্রভু যখন দ্বারকায় তখন একদিন তিনি তাঁহার প্রিয়সেবক ব্রহ্মাকে কৃপা করিয়া আর এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তাঁহার সাগর-মেখলাবেষ্টিত সুন্দর দ্বারকাপুরীতে চতুরানন আগমন করিয়াছেন। দ্বারপাল তাঁহাকে রোধ করিয়া বলিলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, কে আপনি বলুন, আমি মহারাজকে সংবাদ দিই; তাঁহার অনুমতি আসিলে তবে আপনি যাইবেন।'

ব্রহ্মা বলিলেন—তাঁহাকে বলুন, 'আপনাকে দর্শন করিতে ব্রহ্মা আসিয়াছেন।'

দ্বারপাল প্রভুর কাছে গিয়া তাহাই নিবেদন করিলেন। প্রভু একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা করিয়া আস, তিনি কোন ব্রহ্মা।" দ্বারপাল আসিয়া সেই কথা বলিলে, ব্রহ্মা বড় বিস্মিত হইলেন—"এ আবার কি কথা? সংসারে ব্রহ্মা আমার অন্যজন আছে যে, তিনি জানিতে চাহিয়াছেন কোন্ ব্রহ্মা? জানি না, ছলনাময়ের এ আবার কি ছলনা!" তিনি দ্বারপালকে বলিলেন, "বলুগে সনক-সনাতনের পিতা চতুরানন ব্রহ্মা।"

দ্বারপাল আবার প্রভুর পাদমূলে গিয়া এই কথা বলিলে, তিনি তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মা দ্বারপালসহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর অভিবাদন সহ আসনে বসাইলেন। বিশ্রম্ভ আলাপের পর ব্রহ্মা বলিলেন—"প্রভো, আপনার একটি কথায় আমার বড় বিস্ময় ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। দয়া করিয়া তাহা নিরসন করুন। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন,—"কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছে।" ইহার তাৎপর্য্য কি? আমা হইতে আরও ব্রহ্মা আছে কি?"

তখন অনন্ত কোটি চিদচিদ্ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদিগকে স্মরণ করিলেন। অমনি অল্পকাল মধ্যেই অসংখ্য ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত মুকুটধারী সহস্র সহস্র ব্রহ্মা আসিয়া কৃষ্ণপদারবিন্দে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অচিন্ত্য পূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া – কাহার দশমুখ, কাহারও বিংশ কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও অযুত, কাহারও কোটিমুখ দেখিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শত শত রাজহংসের মধ্যে ক্ষুদ্র বকের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া মহাবিস্ময়-বিকম্পিত নেত্রে বিহ্বলভাবে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে সকলকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া স্ব-স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্থান করিলেন। ভগবন্মায়ায় তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চতুরানন ব্রহ্মা শ্রীভগবানের অপার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—"প্রভো, আমি আপনারই কৃপায় পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম আপনার অনন্তবৈভব, অচিন্ত্য প্রভাব, অসীম লীলাবৈচিত্র্যের এক পাদও কেহ কোন কালেও জ্ঞাত হইতে পারে না। তাহা আমাদের একেবারে অদৃষ্ট, অচিন্ত্য, অবাচ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ব্রহ্মন্, তোমার এই ব্রহ্মাণ্ড মাত্র পঞ্চাশৎকোটিযোজন, তাহাতে তুমি সামান্য ক্ষুদ্র চতুরানন ব্রহ্মা। অন্যত্র কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ কোটি, কোন ব্রহ্মাণ্ড নিযুত কোটি ও কোটি কোটি বড় বড় ব্রহ্মাণ্ড আছে। যেমন যেমন ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে ব্রহ্মাও তেমনি ঐশ্বর্য্যযুক্ত। আমার চতুষ্পাদ বিভূতিই আমার ঐশ্বর্য্য।—অভয়, অশোক, অজর অমৃত—এই তিন পাদ বিভূতি গোলোকগত ঐশ্বর্য্য এবং একপাদ বিভূতিই মায়িক ঐশ্বর্য্য। এ সকল আমার একপাদ বিভূতি; পূর্ণ বিভূতির কে পরিমাণ করিবে?

ব্রহ্মার আজ আরও অনেক জ্ঞান লাভ হইল। তিনি বিদায় লইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া সেই সর্ব্বসম্পদময় শ্রীচরণই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—
"ভবেৎ কচিৎ মহাকল্পে ব্রহ্মা
জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥"

কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবই উপাসনাবলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ না থাকেন, তখন মহাবিষ্ণুই অংশে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব দুইই সিদ্ধ হয়। তিনি শ্রীভগবানের গুণাবতার; কোন শাস্ত্র তাঁহাকে আবেশ অবতারও বলেন।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন,—"সূর্য্যদেব যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিতে কিরণাংশজনিত নিজ তেজ প্রকাশ করিয়া তাহাকে দাহাদি-কার্য্যে সমর্থ করেন, তেমনি শ্রীবিষ্ণু এখানে নিজ শক্ত্যংশ সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি রচনা করেন।" অতএব—ব্রহ্মা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। ব্রহ্মা অপেক্ষা শম্ভুতে অধিক পরিমাণে ঐশীশক্তি আছে। ব্রহ্মা ও শম্ভুর দুইটী স্বরূপ একটি স্বরূপগত আর একটি অধিকারগত। নিজ স্বরূপে তাঁহারা ভগবৎসেবক। দায়িত্বগুণের অধিকারিরূপে তাঁহারা প্রাকৃত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদের দোষরূপে একজন কর্ম্মকাণ্ডের পরিচালক, অপর জন জ্ঞানকাণ্ডের উপদেষ্টা। কিন্তু তাঁহাদের নিজ ভাগবতস্বরূপে একজন ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বপাদ ও মাধ্বগৌড়ীয়গণের উপাস্য, আর একজন রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য—ইহা মহাভারত ও পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে। বেদগুহ্য শ্রীকৃষ্ণের তাঁহারাই সম্যক্ বিদিত আছেন। তাঁহাদেরই কৃপায় তাঁর ভাগ্যবান্ জন অবগত হন।

জড় দৃশ্যাদৃশ্যবিশ্ব হইতে পৃথক্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও যিনি কারণ ও প্রতিষ্ঠা সেই বেদগুহ্য উপনিষদালোকের মূল ও আলোকছটার আধার গোপাল গূঢ় স্বরূপ পরমাত্ম বস্তুকে ব্রহ্মা জানেন। আমরা সেই ভাগবতোত্তম ব্রহ্মাকে প্রণাম করি।

অঘাসুরবধ

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনেই প্রাতঃকালের ভোজন সম্পাদন ইচ্ছা করিয়া প্রাতে 'ব্রজ' হইতে উত্থিত হইয়া মনোহর শৃঙ্গধ্বনিতে সহচর গোপবালকগণের নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন এবং নিজ গোবৎসগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্রজ হইতে বনাভিমুখে বহির্গত হইলেন। তখন সুস্নিগ্ধ শিক্য, বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণুধারী সহস্র বালক নিজ নিজ সহস্রাধিক গোবৎসকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহির্গত হইলেন। অনন্তর বালকগণ নিজ নিজ গোবৎসগণকে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎসের সহিত একত্র করিয়া চারণ করিতে করিতে সেই সকল বনপ্রদেশে বাল্যোচিত বিবিধ ক্রীড়াসহকারে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই বালকগণ যদিও নিজ নিজ জননী কর্ত্তৃক বিবিধ মণিমুক্তা-খচিত গুঞ্জা এবং স্বর্ণ অলঙ্কারাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন তথাপি পুনরায় ফল, নবপল্লব, স্তবক, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ এবং গৈরিকাদি ধাতুর দ্বারা নিজ নিজ শরীরকে নানাভাবে ভূষিত করিতে লাগিলেন।

গোপবালকগণ পরস্পর পরস্পরের যষ্টি প্রভৃতি অপহরণ করিয়া যাহার দ্রব্য তিনি জানিতে পারিলে অপহৃত দ্রব্য আরও দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আবার যেখানে দ্রব্যগুলি নিক্ষিপ্ত হইল তত্রস্থ বালকগণ উহা লইয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করিলেন; যাঁহার দ্রব্য, তিনি তাহা না পাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন হাস্য করিতে করিতে পুনরায় তাঁহাকে উহা প্রদান করিলেন। যদি কখনও শ্রীকৃষ্ণ বনের শোভা দর্শন করিবার জন্য দূরে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বালকগণ "আমি অগ্রে উঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) স্পর্শ করিব। আমি অগ্রে উঁহাকে স্পর্শ করিব" এইরূপ বাক্য সহকারে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বংশীধ্বনি, কেহ শৃঙ্গধ্বনি, কেহ ভ্রমরের সহিত সঙ্গীত, কেহ কোকিলের সহিত কূজন, কেহ বা উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ছায়ার সহিত ধাবন, কেহ হংসের সহিত মনোরম ভঙ্গি সহকারে চলন, কেহ বকের অনুকরণে উপবেশন, কেহ ময়ূরের সহিত নৃত্য করিতেন। কেহ বা আবার বৃক্ষের উপরিস্থিত বানরশিশুগণকে আকর্ষণ, কেহ বা উহাদের সহিত বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক মুখভঙ্গি করিয়া একশাখা হইতে অন্য শাখায় উল্লম্ফন করিতেন। কেহ বা ভেকের সহিত নির্ঝরপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ উল্লম্ফন এবং জলমধ্যগত স্বীয় প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস, প্রতিধ্বনির প্রতি ভর্ৎসনা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে সেই গোপবালকগণ জ্ঞানিগণের ব্রহ্মস্বরূপ দাস্যভাবাপন্ন ভক্তগণের পরমপ্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তির নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের গোপবালকগণকে এই প্রকার স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াশীল দেখিয়া অঘ নামক মহাসুর অসহিষ্ণু হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত, পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ অঘাসুর কৃষ্ণ-প্রমুখ বালকগণকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—এই কৃষ্ণই আমার ভ্রাতা ও ভগিনীকে হত্যা করিয়াছে, অতএব আমি আমার ভ্রাতা ও ভগিনীর তৃপ্তির জন্য অনুচরগণের সহিত ইহাকে (কৃষ্ণকে) বিনষ্ট করিব। যদি ইহাদিগকে আমার পরলোকগত আত্মীয়গণের তর্পণের জন্য তিলোদকরূপে ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে ব্রজবাসিগণও মৃতকল্প হইবে। সন্তান জীবের প্রাণতুল্য। অতএব সন্তানরূপী প্রাণের বিনাশে তাহার বিরহে দেহরূপী ব্রজবাসিগণও আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে। এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া সেই খলপ্রকৃতি অসুর যোজন-পরিমিত পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল ও বিস্তৃত গহ্বরের ন্যায় মুখযুক্ত অদ্ভুত অজগরের আকৃতি ধারণ করিয়া সেই সমস্ত কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। তাহার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবীতে এবং উপরোষ্ঠ আকাশে সংলগ্ন হইল। মুখের প্রান্তদ্বয় পর্ব্বত-কন্দরের ন্যায় বিশাল, মধ্যভাগ অন্ধকার তুল্য, জিহ্বা বিস্তীর্ণ পথতুল্য। শ্বাস প্রখর বায়ুসদৃশ এবং নয়নদ্বয় দাবানলের ন্যায় উষ্ণ প্রতীয়মান হইতেছিল। বালকগণ এতাদৃশ অজগররূপী দৈত্যকে দেখিয়া—ইহা বৃন্দাবনের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যবিশেষ—এইরূপ মনে করিলেন। তখন তাঁহারা লীলাপূর্ব্বক নির্ভয়ে উহাকে সর্পাকার-প্রসারিত মুখের সাদৃশ্য কল্পনা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ মহাসর্প মুখ প্রসারিত করিলে যে-প্রকার হয় ইহাও ঠিক সেই প্রকার—এইরূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন—'হে বন্ধুগণ! বল দেখ, এই অগ্রে স্থিত বস্তুটি নিশ্চল প্রাণিবিশেষ কি না? ইহা কি আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য মহাসর্প প্রসারিত মুখের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে?' পরে তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিলেন,—'হাঁ, ঠিক বলিয়াছ, উহা আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্যই যেন অবস্থান করিতেছে। সূর্য্যকিরণরঞ্জিত মেঘখণ্ডের ন্যায় উপরের ওষ্ঠ এবং মেঘের প্রতিচ্ছায়ায় অরুণবর্ণ ইহার নিম্ন ওষ্ঠ প্রকাশ পাইতেছে। বাম ও দক্ষিণে যে গিরিকন্দরদ্বয়—উহার ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয়ের সহিত এবং এই উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহ ইহার তীক্ষ্ণ দন্তসমূহের সহিত সাদৃশ্য লইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিস্তৃত দীর্ঘ এই পথ ইহার জিহ্বার তুল্য এবং এইসকল শৃঙ্গের মধ্যগত অন্ধকার ইহার মুখগহ্বররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দাবানলতুল্য উষ্ণ বায়ু ইহার শ্বাসের ন্যায় এবং ঐ দাবানলে দগ্ধ প্রাণিগণের দুর্গন্ধ ইহার উদরস্থ প্রাণিসমূহের মাংস-গন্ধের ন্যায় বোধ হইতেছে।' তাঁহারা আরও বলিতে লাগিলেন—এই প্রাণী কি এখানে আমাদিগকে [illegible] করিবার জন্য রহিয়াছে?" তাঁহারা নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন—যদি গ্রাস করে তবে কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বকাসুরের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহাও বিনষ্ট হইবে।" এইরূপে তাঁহারা বকারি শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় মুখদর্শন করিয়া উচ্চহাস্য ও করতালিসহকারে ঐ অজগরের মুখে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

নিখিল ভূতের অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্পরূপানভিজ্ঞ বালকগণের পরস্পরের প্রতি এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং ইহা যে বস্তুতঃ রাক্ষস সত্য সর্পের ন্যায় আচরণ করিতেছে তাহা জানিতে পারিয়া আত্মীয় বালকগণকে নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তখনই গো-বৎসগণের সহিত গোপশিশুগণ উহার মধ্যে [illegible] হইয়া পড়িল। এই রাক্ষস কিন্তু [illegible] প্রবেশের অপেক্ষায় তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিল না। কৃষ্ণ তাঁহার একান্ত অনুগত এবং তাঁহার হস্ত হইতে চ্যুত ও মৃত্যুতুল্য অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে বাহ্য অগ্নিতে তৃণসম হওয়ার ন্যায় দহ্যমান অতএব দীন অর্থাৎ এতাদৃশ দুরবস্থাপন্ন সহচর বালকদিগকে দেখিয়া সর্ব্বাভয়প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগের উদ্ধারের চিন্তা করিলেন। একই সময়ে এই দুষ্টের জীবন নাশ এবং সাধুবালকগণের মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে উপায় স্থির করিয়া ঐ অসুরের মুখে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে অসুরের মুখে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেঘের অন্তরালে অবস্থিত দেবগণ ভয়ে হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং অঘাসুরের বান্ধব কংসাদি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ গো-বৎস এবং বালকগণের সহিত নিজকে চূর্ণ করিতে অভিলাষী সেই অসুরের গলদেশে সবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বর্দ্ধন হেতু সেই বিশালকায় দৈত্যের কণ্ঠ প্রভৃতি পথ সকল নিরুদ্ধ ও নেত্র বহির্গত হইয়া পড়িল। সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার শরীরমধ্যে নির্গমনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় বায়ু পরিপূর্ণ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিদীর্ণ মস্তক-পথে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই গোবৎস এবং বয়স্যগণকে স্বীয় দৃষ্টিবলে পুনরায় জীবিত করিয়া তাহাদের সহিত অসুরমুখমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অতি হৃষ্ট দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা, অপ্সরাগণ নৃত্য সহকারে, সুগায়ক গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি গীত দ্বারা, বাদকগণ সুমধুর বাদ্যে, বিপ্রগণ স্তবপাঠ এবং গণদেবতাগণ জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

অচিৎ বিশ্ব অনুগ্রহ ও নিগ্রহকারী আত্মপ্রভু হইতে জাত, রক্ষিত ও তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়ার যোগ্য। আত্মার বহিরঙ্গা শক্তি হইতে বিশ্ব সৃষ্ট, রক্ষিত ও বিনষ্ট হয়। নশ্বর-সাধন বিশ্বের অনিত্য এবং তদ্বিমুখ বদ্ধজীবের সাময়িক ভোগাধার। সদসৎ-শক্তিমানের প্রকৃত আত্মস্বরূপে কালধর্ম্মকে বিভক্ত করিবার শক্তি নিহিত আছে এবং ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিদিগের নশ্বর সাধ-বিধানার্থ [illegible] আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা [illegible] অর্পণ করিয়াছে। সুতরাং বিশ্ব ভগবদধিষ্ঠান হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। [illegible] বিশ্বের পূর্ণতা ভগবানের পূর্ণতার সহিত সমান নহে। অনন্তকল্যাণ-গুণৈক-নিধি চিদানন্দ বিষ্ণু [illegible] কারীদিগের নিত্য ভজনহীন [illegible] জন্য বিশ্বে ভোগসমূহ [illegible] রূপে অবস্থিত করিয়াছে [illegible] ধর্ম্মসমূহ [illegible] প্রকার ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠে নাই। অতএব, অনুপাদেয়তা দুঃখ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে না থাকায় বিশ্বের সহিত গোলোকের বৈষম্য অবস্থিত। কেহ থাকিলেও উহা আত্মার সর্ব্বতোভাবে পরাজিত। [illegible] পদার্থসমূহ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত বিশ্বাত্মক। পরমাত্মার কেবল ত্রিগুণধর্ম্ম অভিব্যক্ত না থাকায় অনবচ্ছিন্ন সমূহ ত্রিগুণ হইতে পৃথক্ ও [illegible]। কিন্তু ত্রিগুণের ক্রিয়াগুলির সহিত [illegible] আছে। ভগবানকে ত্রিগুণের কার্য্যবশে বর্ণিয়া [illegible] বদ্ধজীবের [illegible] হইতে অনিত্য [illegible] বোধ হইয়া থাকে। ঈশ্বরে অসম্পূর্ণতার আরোপ [illegible] অভিজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রকৃত [illegible] সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপে ঐরূপ অনিত্যতা, [illegible], অনুপাদেয়তা ও পরিচ্ছিন্নতা [illegible] আছে। এই [illegible] আকর্ষণ-[illegible] হইতে মায়ার দ্বারা জাত। ভগবানের বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তিকে [illegible] করে। উহাই মায়া। অচিৎপ্রদায়িনী মায়া জীবকে [illegible] তাহাকে অহঙ্কার- [illegible] সমর্থ। চিচ্ছক্তিবলে কেবল [illegible] জীবের মায়িক ভোগরাজ্য [illegible] হইলে নিত্য [illegible] তাহারা প্রেম [illegible] জগতের [illegible] নাশ করে।

মায়াকে পিছনে রাখি, কৃষ্ণপানে চাহি' ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, [illegible]। [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও [illegible] চতুর্ভুজ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' দৈনিক আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্ত গ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাগ্রগণ্য শ্রীপাদ [illegible] রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমতাম ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বনাথ মল্লিক।

(২২) পূর্ব্বা গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক মহা-মহোপদেশক শ্রীমদ্‌[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালগৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক [illegible]

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

[illegible]লিয়াঘাট, (ঢাকা)

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরাজিতা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ফরিদাবাদ, [illegible] সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতন গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোর[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ জোড়োল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ দাসেশ্বর, কাংড়া, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ক্ষত্রীয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আঁবলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিত্রগড়, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী পত্রবিৎ দ্বারা সম্পাদিত
শ্রীরাধা[illegible] কর্তৃক প্রকাশিত [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ দর
কাটারিভোগ [illegible]	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
দাদখানি নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫২
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
[illegible]	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাটন, [illegible]	১০৷৵০
মরিশস : ০০ নং	১০৵০
[illegible] দানা	৯।০
কাশপুর দানা	৮।০—৯৵০
কাশপুর দাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
[illegible]	১১৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—[illegible]
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২৷৵০
সুজি	৩৷৵০—৩৸০
[illegible]	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪।০

[illegible]	৪৬
[illegible]	৩৬
[illegible]	৪৭৸০
[illegible]	১৭৸০
প্যাঃ [illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি (বর্গের বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ [illegible] মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা [illegible] বীম সব সাইজ	৯৴
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম	৯৲—১০৲
[illegible] (সি আয়রণ)	৮৸০—৯
[illegible] আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৵০

টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৭৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৪৵০
২৪ গেজ—	১৪॥৵০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৭৵৫—৮৵০
[illegible] (মার্কিন)	১
[illegible] বা [illegible] কাটা মণ	৬।০—৬৸০
[illegible] —৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৭৲ টন
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯.—১০৲	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০	
টিন [illegible]	৮৸০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিট	
[illegible]	৮৸০—১০॥০
[illegible] ২৫৲	[illegible] ২৭০

[illegible] ৫৵০, [illegible] ৬॥০ [illegible] ৪।০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ।

[illegible]	৮।০
সুপারী [illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible]	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার [illegible]

এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible] কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও [illegible] [illegible] । [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] [illegible] পরীক্ষায় [illegible] [illegible]।

[illegible] ছাত্রগণের [illegible]

পরীক্ষায় [illegible] ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	১০—৩১,	১৩—[illegible]	১৭—[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	[illegible]	১৮—৯,	[illegible]
[illegible]	পৌঃ	৭—[illegible]	১১—১০,	[illegible]	১৮—১৬	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible] ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	১১-৪০	১৬-[illegible]	১৮-[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	১১-৪৮	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	[illegible]	১১-১৮	[illegible]	

কবিরাজ [illegible] এবং [illegible]

কেশর পাচন

সর্ব্ববিধ [illegible]

[illegible]

কার্য্যালয়—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপ্রতিভাদীপ্ত সু লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" গ্রন্থে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের বাংলাদের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং নিপুণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, ৮০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—কটক গৌড়ীয়মঠ, বাখরাবাদ মাত্র ৬; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	৷৵০	
" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১২	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১০, বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা মাত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া ... ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া ... ১৬।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক ... একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—মায়াপুর

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যপ্রবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা পৌষ, ১৩৪৪, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২৪০]

বিবিধ সংবাদ

—(*:*)—

নান্‌কিং সরকারের পরিবর্ত্তে জাপানের নূতন গণতন্ত্র

পিকিংএ একটা ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রে নান্‌কিং সরকারের পরিবর্ত্তে পিকিংএ সাময়িকভাবে নূতন চীনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে যে, এই নব-প্রবর্ত্তিত শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইবে, প্রথমতঃ রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দলাদলির উচ্ছেদসাধন, দ্বিতীয়তঃ কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সার্ব্বিকভাবে বাধা দান, তৃতীয়তঃ পূর্ব্ব এশিয়ার নৈতিক উন্নতি-সাধনের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করার চেষ্টা; চতুর্থতঃ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন।

হোপেই প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেকেই এই নূতন শাসনতন্ত্রে যোগদান করিবে বলিয়া প্রকাশ। শান্‌সী, শানটুং ও উত্তর শানসি প্রদেশের স্বাধীন কর্ত্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্ট সমূহ অচিরেই নূতন শাসনতন্ত্রে যোগ দিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই নূতন শাসনতন্ত্রে ক্রমশঃ সমগ্র উত্তর চীন ও সম্ভবতঃ ইয়াংসিকিয়াং নদী বিধৌত অঞ্চলের উপর শাসনক্ষমতা বিস্তার করিবে বলিয়া সূচিত হয়।

পিকিংএ চীনা গণতন্ত্রের ভিত্তি-স্থাপন উৎসব সম্পন্ন হয় এবং পিকিংএর, পূর্ব্বের পিকিং নাম ব্যবহার করিয়া উহাকে নূতন শাসনতন্ত্রের রাজধানী করা হয়। নান্‌কিং সরকারের পতাকার পরিবর্ত্তে চীনের পুরাতন পঞ্চবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।

২০ হাজার চীনা সৈন্য ধ্বংস

জাপানীদের নান্‌কিং অধিকার সম্বন্ধে টোকিওতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, শেষ আক্রমণ যখন আরম্ভ করা হয় তখন ২০ হাজার চীনা সৈন্য নান্‌কিং-এর বাহিরে জাপানীদের পথ রোধ করে। ইহারা চিনকিয়াং গ্যারিসনের সৈন্য। চিনকিয়াং এর পতনের পর তাহারা পিছনে সরিয়া আসিয়াছিল। যুদ্ধের ফলে ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা কমিয়া ৩ হাজার হইয়া যায় এবং যখন নান্‌কিং অবরোধকারী জাপ-সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগে তাহারা আসে তখন তাহারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। যে জাপানী নৌ-বহর চিনকিয়াং-এ-ইয়াংসি নদীর উপরকার বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা অপরাহ্ণ ৫টার সময় নান্‌কিং-এ পৌঁছায়। নদীবক্ষে বাহির ও উপকূল হইতে চীনা কামানের গোলাবর্ষণের সহিত যুঝিয়া যুদ্ধজাহাজগুলি সিয়াকোয়ানে চীনা সৈন্যদের মধ্যে গোলাবর্ষণ করে।

একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, নান্‌কিং-এর প্রাচীরের বাহিরে ২৫০০ চীনাকে বন্দী করা হইয়াছে।

—

উত্তর চীনে চীনা সৈন্যের দুর্দ্দশা

কলিকাতাস্থ চীনা কন্সাল জেনারেলের নিকট প্রেরিত তারে প্রকাশ, উত্তর-চীনে হোপেই, শান্‌সি ও চাহার সীমায় ২০টি ডিভিশন চীনা গতিশীল বাহিনীর সম্পূর্ণ দখলে আছে। এই চীনা সৈন্যদের সংখ্যা তিন হাজার।

তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত

জানা গিয়াছে যে, উত্তর চীনে জাপানের তাঁবেদার একটী গণতন্ত্র গঠিত হইবে। ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ ওয়াংকে ও মিঃ উলেই-হু যথাক্রমে এই গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইবেন। এবং মিঃ চিসে ইউয়ান প্রধানমন্ত্রী ও সমর-সচিব হইবেন।

—

লাটের ঘরে চুরি

গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে ব্রহ্মের গভর্ণর পত্নী লেডী কক্রেণের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে।

অপহৃত অলঙ্কারের সংখ্যা ১২টি। তন্মধ্যে ১১২টি মুক্তার গাঁথা হীরকখণ্ডযুক্ত এক ছড়া হার ছিল। লেডী কক্রেণের মাতা এই হারছড়া বিবাহে যৌতুক দিয়াছিলেন। লেডী কক্রেণ বাহির হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখেন যে, তাঁহার ঘরে অলঙ্কার নাই। তিনি প্রায় ৩।০ ঘণ্টাকাল বাহিরে ছিলেন। এই চুরি সম্পর্কে এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্ট অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১০০ টাকা, ১০০০ টাকা ও ১০০০০ টাকার নোট বাহির করিবে। এই ব্যাঙ্ক ৫০ টাকা ও ৫০০ টাকার নোট প্রচার করিবে না; কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত ৫০ টাকা ও ৫০০ টাকার নোটও চলিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত ইস্যু অফিস হইতে একবারে ব্যাঙ্ক নোট বাহির করা সম্ভব হইবে না এবং বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত যে সকল নোট আছে ঐগুলি ফুরাইয়া গেলে পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার ব্যাঙ্ক নোট বাজারে বাহির করিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথমে পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট বাহির করিবে। এই ব্যাঙ্ক নোট গুলির আকার, রং ও বর্ণ নোটগুলি পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোটের মতই হইবে।

পাঁচ টাকা ও দশ টাকার ব্যাঙ্ক নোট শীঘ্র বাহির হইবে। ব্যাঙ্ক নোট বাহির হইবার পরও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত নোট চলিবে।

— —

কলেজে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রে দাঙ্গা

মিঃ তালপুর করাচীর ডি, জে, সিন্ধু কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একজন মুসলমান ছাত্রী কলেজে যোগদান করিলে গোলমালের সৃষ্টি হয়। কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে কলেজের কতকগুলি জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে একটী ছাত্রের হাতে গুরুতর জখম হইয়াছে।

কলেজের অধ্যক্ষ নোটিশবোর্ডে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, তালপুর প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে ও অতীত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে। তালপুর অন্যত্র ভর্ত্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু অসঙ্গত আন্দোলনের জন্য অন্যত্র ভর্ত্তি হইতে পারে নাই। সে অপরাধীর স্থান গ্রহণ করিতে সম্মত নয়। অন্যান্য ছাত্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ ক্লাসে যোগ দিলে সে অপরাধী বলিয়াই বিবেচিত হইবে। অধ্যক্ষ জানাইয়াছেন যে, তালপুরের ক্ষমা-ভিক্ষা করার পর তিনি তাহাকে পুনরায় কলেজে গ্রহণ করা স্থির করিয়াছেন।

প্রায় ১২জন ছাত্র আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজনকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল অন্যান্য সকলকেই প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা করা হইয়াছে। এখনও পুলিশ কলেজ কম্পাউণ্ডে পাহারা দিতেছে।

বৈদিক ভাষা-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কঃ - ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৮৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী।
১ম খণ্ড ৷৷৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৷৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷৹ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। প্রাকৃত-আদর্শ ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-গৌরবশ্রী ৷৵৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষ্য ।৹
২৭। মুক্তাচরিতম্ গণগৌরত্নঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তবসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। শুভগুরুকাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। আরতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবার ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী পদ্ধিকাঃ
৬৪। সটীক-শিক্ষাদশকম্
৬৩। স্তবকম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশনর্ণয়ম্ ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ভিউ অফ্ দি আর্ট অন বেদাস্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵৹
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৭৬ দি ভাগবত ।৹
৭৭ ইসোটেরিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আনঅ্যাপরেন্ট ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১ সাধন-পথ ।৹
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩ গীতাবলী ৴৹
৮৪ শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্বৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাগ্রন্থের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১২শবর্ষ { ১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ ৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ১৮ই ডিসেম্বর খৃঃ ১৯৩৭, শনিবার { ২৪০৩ম সংখ্যা

বিরহোৎসবে উপবাস কর্ত্তব্য কি ?

আমাদের সংবাদ [illegible] মধ্যে অনেকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-ব্রত উদ্‌যাপনকালে অন্নাদি গ্রহণবর্জ্জনরূপ উপবাস কর্ত্তব্য কি না—প্রশ্ন করিয়া পত্রাদি লিখিয়াছেন। তদুত্তরে আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-[illegible] পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে দৈনিক নদীয়া প্রকাশের মধ্যে [illegible] জানাইতেছি যে, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ ও বিচার আমরা যাহা [illegible] ও অবগত আছি তাহাতে তিনি [illegible] বা শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর [illegible] গুরুবর্গের বিরহ-তিথিতে অন্নাদি প্রসাদ গ্রহণবর্জ্জনরূপ উপবাসব্রত পালন নিজ [illegible] বা তদনুগত ভক্তবৃন্দের আচরণে [illegible] করেন নাই। তবে আমরা শ্রীগুরু-[illegible] 'সংকীর্ত্তিতে' অপূর্ব্ব [illegible] হরিকথা .. কীর্ত্তনানুশীলনের [illegible] . উপবাস . অর্থাৎ [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের . সমীপে . [illegible] করিব। [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের সমাধির সম্মুখে [illegible] পরিকীর্ত্তন ও শ্রীল প্রভুপাদ-[illegible] বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। . .

. বৈষ্ণবের . আবির্ভাব বা তিরোভাবে অন্নাদি-পরিত্যাগরূপ উপবাসের ব্যবস্থা নাই, তবে যখন ভগবানের আবির্ভাব বা বিগ্রহের আবির্ভাব 'জয়ন্তী' নামে খ্যাত হন বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্র তাহাতে অন্নাদি পরিত্যাগরূপ উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাস্তব [illegible] নাম আহার, শ্রুতিতে যে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" প্রভৃতি মন্ত্র যে পাওয়া যায়, তথায়ও 'আহার' বলিতে বাহ্য জগতের [illegible] বুঝাইয়াছে। ভোক্তৃবুদ্ধিতে বিষয় আহরণই আহার। [illegible] সেবোন্মুখ বৈষ্ণবগণের আহরণ দ্বারা ভক্তির ব্যাঘাত হয় না, [illegible] বৈরাগ্যের [illegible] তাহা [illegible] বিলুপ্ত হয়। [illegible] শাস্ত্রবাক্য সমূহ বা মহাজনের [illegible] করাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ।

ভক্ত-ভগবানের আবির্ভাবে [illegible] বা [illegible] বিপ্রলম্ভভাবে [illegible] যে অকৃত্রিমভাবে আহার নিদ্রাদি [illegible] তাহা একটি স্বতন্ত্র বিষয়। সেখানে [illegible] কোন শাসনের অপেক্ষা নাই, [illegible] চেতনের স্বাভাবিক অনুরাগ কিন্তু সাধকগণ [illegible] বা [illegible] কর্ম [illegible] 'বপথের মধ্যে পতিত না হইয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শই অনুসরণ করিবেন অর্থাৎ গুরুবর্গের বিরহ-তিথিতে মধ্যাহ্ন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অখণ্ড হরিকীর্ত্তনে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মসমীপে বাস করিবেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর সহরে প্রচারে গমন করেন।

স্বামীজী ১০।১২।৩৭ তারিখে পাটনা বাজারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১১।১২।৩৭, [illegible] কর্ণেলগোলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া [illegible] [illegible] ও [illegible] বহু শিক্ষিত ব্যক্তি [illegible] মহাজন [illegible] করেন।

স্বামীজী [illegible] ১২।১২।৩৭ তারিখে মেদিনীপুর হইতে রওনা হইয়া [illegible] গমন করেন।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] উক্ত গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] পরে কীর্ত্তন হয়।

[illegible] শত্রু কে ?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

[illegible] বুদ্ধিবৈভব মনে করি। [illegible] গুরুবর্গ বলিয়া মনে করি, আবার [illegible] কৃষ্ণসেবা বলিয়া বরণ করিয়া [illegible] এবং তাহা লিখিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব লেখক হইয়া পড়ি।

আমি [illegible] পাড়া [illegible] প্রাকৃত [illegible] হইয়া [illegible], [illegible] নিজের [illegible] দোষ [illegible], পাছে সেই [illegible] প্রকাশিত হইয়া পড়ে এইজন্য [illegible] [illegible] অপরকে দেখাইয়া [illegible] লাভ পাই না। [illegible] শ্লোকের [illegible] করিয়া সেই [illegible] নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। [illegible] বা কপটতা [illegible] 'পর-নিন্দা' 'পরচর্চ্চা' বলি। সেই সময় আমি [illegible], কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে আমি কখনও পশ্চাৎপদ হই না। [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] কোথায় কোন্ ছিদ্র আছে [illegible] থাকি এবং [illegible] তাহার অচিন্ত্য চেষ্টার সমালোচনা [illegible], তখন [illegible] আমার মনে থাকে না। [illegible] আমার! [illegible] 'তৃণাদপি' শ্লোক আমার [illegible] গ্রহণ করে, [illegible] সর্ব্বনাশের বেলায়—[illegible] তাহার [illegible] গ্রহণ করিয়া আমি বৈষ্ণবাপরাধরূপ [illegible] পতিত হই।

[illegible] এখন আমার [illegible]! [illegible] পোড়াকপাল। [illegible] আমার [illegible] । [illegible] [illegible] তাহার [illegible] । [illegible] [illegible] পারিতাম, [illegible] আমাকে [illegible] অশোক-[illegible] [illegible] হইত।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করেন ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই শান্তি লাভ করিতে পারে না। নিরর্থক লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দেশসমেত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ নারায়ণ, অবধ শ্রীগৌর দশমী গৌরাব্দ ৪৪১

সগুণোপাসনা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

ভগবানের প্রকৃতি দ্বিবিধ। তাহাদের পরা ও অপরা সংজ্ঞা। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন, তিনি অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত বস্তু হয়েন। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ বিষয়ভোগের অভিমানে জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসা ও কর্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এই বিষয়সমূহ ও মনঃ, মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি এবং অহঙ্কার অব্যক্তের সংযোগে চতুর্বিংশ-তত্ত্ব। ইহারা সকলেই অপরা প্রকৃতি—প্রাকৃত। ভগবানের পরা প্রকৃতি যখন অপরা প্রকৃতির সংস্পর্শে ভোক্তৃত্বভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হন, তখনই তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রাকৃত উপাধিদ্বয় গ্রহণ করিয়া বদ্ধজীব-সংজ্ঞা লাভ করেন। আবার অপ্রাকৃত ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া ভগবদ্বস্তুকে ভোক্তা এবং আপনাকে তাঁহার ভোগ্য আশ্রয় জানিলে তাঁহার জড়ভোগ হইতে বিরত হইয়া ভগবৎসেবা-ধর্ম বোধিতে পারা যায়। প্রাকৃত বস্তুর সহিত প্রকৃতির ভাব এই যে, প্রাকৃত বস্তুতে ভগবদ্ অবস্থিত, একত্রে ভগবানের মায়াশক্তি। বদ্ধজীব অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া গৌণবৃত্তিতে চালিত হইয়া নশ্বর বস্তুর আদর করেন এবং জগতের ভোক্তা সাজিয়া থাকেন। সেইকালে তিনি আপনাকে ত্রিগুণাধীন মনে করেন। ত্রিগুণাভিমানী জীব গুণ ব্যতীত বস্তুর উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, সেইজন্য তিনি তৎকালে গুণাতীত ও প্রকৃতির অতীত বস্তুর কোন পরিচয় দিতে পারেন না। এমন কি, অহঙ্কার পরিচালনপূর্বক আনুগত্য বা পূজা প্রভৃতি জীবের স্বধর্ম অবতারণা করিলেও তৎকালে গুণোপাসনার পরিবর্তে গৌণোপাসনাই প্রবল হয়। জীবের সূক্ষ্মদেহে আত্মোপলব্ধিতে জড়বস্তুর বিচারকরার প্রাধান্যে বাস হয়। সূক্ষ্মদেহ মনের অবলম্বনে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের দ্বারা ভোগে প্রবৃত্ত হন। আত্মার নিত্যবৃত্তি অপ্রাকৃত বলিয়া তিনি তাঁহার নশ্বর দেহদ্বয়ের অনিত্য সেবাবৃত্তি বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না। আপনাকে অর্থাৎ নিজ দেহ ও মনকে ভগবজ্জাত-দ্রব্য জ্ঞান করিয়া নিরীশ্বর ধর্মাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং তৎকালে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়কে আত্মজ্ঞানে অনাত্মচেষ্টাক্রমে ভগবদ্বস্তুকে ভগবদর্পিত না করিতে পারিলে তাঁহার জড়েশ্বরে সুখোদয় হয় না।

জগজ্জাত জগতে অবিমিশ্র গুণত্রয় অপর গুণের সহিত গৌণসম্বন্ধবিশিষ্ট অবস্থাক্রমে উপাসকগণের ভেদ লক্ষিত হয়। তজ্জন্যই যে-কালে অপর গুণের সহিত সম্বন্ধরহিত তৎকালে তাহাই নির্গুণ। গুণমায়াবন্ধ প্রাকৃতকে গুণ না বলিয়া অদ্বৈতবাদীরা বলে যে ইহাই নির্গুণ উপাস্য বস্তু। "[illegible] সাক্ষাৎ" প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রমাণ অনুশীলন করিলে ঐ বাক্যের যথার্থ প্রতীতি হইবে। সত্ত্বগুণসহ রজোগুণের মিশ্রণে উপাসক সৌর, সত্ত্বসহ তমোগুণের মিশ্রণে উপাসক গাণপত্য, রজোগুণসহ তমো মিশ্রণে উপাসক শাক্ত এবং তমোগুণের উপাসক শৈব নিজ নিজ নির্গুণ অভিমান করেন। ধর্মকামী সৌর, অর্থকামী গাণপত্য, কামকামী শাক্ত এবং মোক্ষকামী শৈব বলিয়া আপনাদিগকে সগুণোপাসক মনে করেন। পঞ্চোপাসক শ্রেণীর অন্তর্গত বিষ্ণু উপাসকগণও আপনাদিগকে নিত্য আখ্যা দিয়া মিশ্রগুণের সেবকাভিমানে সগুণ উপাসনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান। কেবল রজোগুণের উপাসক আপনাদিগকে নির্গুণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিলেও সগুণ পঞ্চোপাসনা করিতে গিয়া সুষ্ঠু উপাসনার কেবলমাত্র আদর করিতে অসমর্থ। সেজন্য ভগবান্ গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে
শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্বকম্॥"

কামনার বশবর্তী হইয়া অপরা প্রকৃতির আশ্রয়ে গুণাশ্রিত অভিমানে যে ভগবানের বিভিন্ন মূর্তি কল্পনামূলে কল্পিত হয়, তাহার সেবকগণের ত্রিগুণাশ্রয়াভিমান থাকে। বদ্ধজীব কখনই নশ্বর কামের আবাহন করিতে পারেন না, সেজন্য বদ্ধজীব কামনামূলে কিছুকালের জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের বাসনা করিয়া মূর্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের যোগে উপাসক সম্প্রদায় তাঁহাদের আধিক্যপূর্বক সেবা করেন। তাহা আত্মার নিত্যসেবা নহে।

তাদৃশ বাহ্যকারকল্পিত ধর্মের অন্তর্ধানরূপে বিষ্ণু অবস্থিত সুতরাং বাহ্য নশ্বর মনঃকল্পিত ভাবের অপগমে নির্গুণ নিত্য চিন্ময় বস্তুর দর্শন ঘটে। নিত্য জীবাত্মা নিত্য সেবাবৃত্তিক্রমে নিত্যরূপ ভগবানেরই নিত্যকাল উপাসনা করেন, তাহা গৌণ উপাসনা নহে। গৌণ উপাসনা বুঝিতে আত্মার নিত্যবৃত্তি জাগিবার প্রয়োজন নাই। ভগবানের নিত্যরূপ সচ্চিদানন্দ অনিত্য নহে, তাহা চিদানন্দময়। নিত্যসেবক নিত্য চিদানন্দময়ের নিত্যসেবা করিতে পারেন। জড়জগতের কোন নশ্বর গুণ তথায় অধিকার না পাওয়ায় তাহা নির্গুণ শব্দবাচ্য পরন্তু নির্গুণ বলিলেই চিন্ময় নিত্যরূপ সম্পাদনের প্রতিবন্ধক হয় না। বহিঃশরীর ও মন বাহ্যজগতের প্রকটিত গুণের ভোক্তা হইতে পারেন কিন্তু দেহী জীবাত্মা স্বয়ং উপাধিদ্বারা পরিচিত হইবার সর্বতোভাবে অযোগ্য বলিয়া তিনি অপ্রাকৃত ভাবের অধীন। নিত্য বস্তুর নিত্যজ্ঞান নিত্যসেবক জীবাত্মাই করিতে পারেন। যে কালে ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞান জীবকে পরিত্যাগ করে, তৎকালে তিনি অধোক্ষজ ভগবানের অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা করিবার অধিকারী, তখন জগতের অচিৎ ভূমিকা তাঁহার ভোগক্ষেত্র নহে। সর্বতোভাবে সেকালে তিনি নির্গুণ রাজ্যে অবস্থান করিয়া চিদ্বৈচিত্র্য সেবার অধিকারে নিযুক্ত হন।

সগুণ উপাসনায় কাম বা অচিদ্ভোগবাসনা প্রবল, তাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিদ্বারা রচিত থাকে। নির্গুণ উপাসনায় নিত্য কামদেব ভগবানের সেবা নিত্য শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যপ্রবৃত্তি। তাহা ভোগের চিৎকরণ নয়। তাহাই বৈধ উপাসনা। অনাত্মাকে আত্মজ্ঞানে যে চরম নিত্যমুক্তি ব্যতীত অন্য অকার্যমূলক কামদ মুক্তি কামিত হয় তাহা মুক্ত অবস্থায় কাম-প্রভাবে ধ্বংস হওয়া উপাস্য-উপাসকের অভেদ প্রতিপন্ন করে তাহাই আবার। তাদৃশ উপাসনা অবৈধ এই জ্ঞান হইলেই অজামিলের পুত্র নারায়ণ নামোচ্চারণের ন্যায় নারায়ণ শব্দ স্মৃতিপথে উদিত হন, তখনই তাহার অন্যদেবতার বাহ্য কাম দাতৃত্ব বিদূরিত হইয়া তাহাতেই ভগবজ্জ্ঞান লাভ করেন এবং নশ্বর ভোগ-কামনার পরিবর্তে নিত্য ভগবৎ-সেবাকাম্য হন।

ভগবদ্বিষয়ে বাসনামূলেই দেবতান্তরের সৃষ্টি। তাহা নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। সুতরাং কাল-প্রভাবে প্রাকৃত দর্শনের ব্যাঘাত ভগবদ্ ব্যতীত অন্য দেব-জ্ঞান তিরোহিত হয়। ইতর প্রতীতির তিরোধানের পর ভগবান্ই অবশিষ্ট থাকেন। কামনামূলে বিষ্ণু ব্যতীত অপর দেবজ্ঞান ক্ষণস্থায়ী; কেন না, কামনা তৃপ্তি করায় তাদৃশ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সেই স্থলে উপাস্য নিত্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়া অবিদ্যাপ্রতীতি বা সগুণ উপাসনা থাকিতে পারে না।

নির্গুণ উপাসনা বলিলেই জড়ের সগুণ উপাসনা নিষেধ হয়। জড়ের সগুণ উপাসনা নিষেধ হইলেই জড়ের নির্বিশেষ উপাসনা-রাহিত্য সেইস্থলে অধিকার করিবে এরূপ প্রমাণ অভাব। চিজ্জড়াকার-রহিত অবকাশ প্রভৃতি জড়ের অভাব ধারণায় যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এরূপ বলা যায় না। যেহেতু নিরাকার ও সাকার জড়েরই দুই প্রকার ধর্মমাত্র। জড়াতীত চিন্ময় যে জড় নিরাকারময় এবং তাহাতে নিত্য উপাসনা নিত্যকাল রহিত এরূপ জড়ের ধারণাই যে তথায় স্থান পাইবে এরূপ সগুণোপাসকগণ সমালোচক বেদান্তিক অনুমোদন করেন না। অতএব সগুণ সম্বন্ধে সগুণ উপাসনার অন্তর্গত হইতে হইবে এবং তাহার স্বাবলী জড় সগুণোপাসক স্বয়ং যখন তাহার তাঁহার সহিত নির্বিশেষ হয়েন, ইহা অহঙ্কারেরই অন্তর্ভুক্ত। ভগবান্ নিত্য-চিদ্বিলাসময় হইয়া বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদিতে নিত্যাবস্থিত হইতে পারে না, এরূপ কল্পনা নিরীশ্বর নাস্তিক সমাজে আদৃত হয়, পরন্তু ভগবদুপাসকগণ অনিত্য জড়ের সগুণোপাসকগণের সহিত এ বিষয়ে সমতা স্থাপন করেন না।

প্রার্থনা

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই রিপুষট্ক জীবকে কৃষ্ণের বিমুখে লইয়া যায়। কৃষ্ণের বিমুখে—মায়ায় অভিনিবিষ্ট করাইয়া কৃষ্ণভোগ্য জীবকে জড়ের ভোক্তা করিয়া তুলে। তখন কৃষ্ণের সেবক—নিত্যদাস জীব তাহার স্বরূপ ভুলিয়া যায়, কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হইয়া নিজের ভোগপর বহির্মুখ ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত হয়। কামক্রোধাদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইয়া জীবকে অনর্থনিরয়ের পথে লইয়া যায়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন,—

'কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিত্তাকর্ষণ কর। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল।

উপদেশামৃতের তাৎপর্য্য মাসাস্থ

—পঞ্চবৃত্তি-

শ্রীমাযাক্ষ শরণাগত নাং নিযুক্ত্ ক্ষমো ।'

. . আমি অনেক কাম প্রভৃতি ছয় রিপুর অসৎ আদেশ প্রতিপালন করিতে কতই না অযোগ্য সেবা করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না এবং আমাকে পরিত্যাগ করিতেও বিরত হইল না। হে ভগবন্! আমি এখন কামাদি-রিপুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে আপনার দৈবগণে নিযুক্ত করুন।

ভগবান্ বৈকুণ্ঠবস্তু। তিনি জড় জগতের কোন অধীন বস্তু নহেন। যাবতীয় অমায়িক বস্তু সেই বৈকুণ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ... বৈকুণ্ঠসেবা বিস্মৃত হইয়া ... দ্বারা কৃষ্ণেতর বস্তুর উপলব্ধি করে। কৃষ্ণ-বিমুখ হইলেই জীব মায়ার দুর্ভাগ হইয়া যায়। আবার ভগবানের সেবা করিতে গিয়া প্রপন্ন হইলে মায়ার বৃত্তি ছাড়িয়া যায়। শ্রীপাদ যামুনাচার্য্য বলিয়াছেন—হে বৈকুণ্ঠলোকনাথ, যাহাতে আপনার দুঃসহ দুর্ভোগ দুর্ভোগ হইতে পারি, এইরূপ আমাকে কৃপা করুন। তাহার নিত্যবৃত্তি হাস্য। ভগবানের নিত্যদাস্য-বিমুখ হইয়া জীব মায়ার প্রভু হইতে অভিলাষ করে, উহাই তাহার ভ্রান্তধারণা। মায়ার দাস হইলেই কৃষ্ণ ভুলিয়া অন্যাভিলাষিতা প্রবল হয়, তখন আর কৃষ্ণভক্তি থাকিতে পারে না। মায়া-নিবিষ্ট জীবের কৃষ্ণস্মৃতি থাকে না।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।

আবার কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইলে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মবৃত্তি উদিত হয়।

আবৃত্তিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥"

কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিলে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল প্রশান্ত হয় এবং মঙ্গল উদিত হয়, তৎপরে ভাববিশুদ্ধি সাত্ত্বিকভাব প্রবল হয়, পরমাত্ম-ভক্তি উদিত হয়।

জীব নিজচেষ্টাদ্বারা মায়া জয় করিতে পারে না কিন্তু ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইলেই সেই কৃপাদ্বারা মায়া অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে।

বদ্ধজীবের বর্ত্তমান আত্মবৃত্তি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে লব্ধ হয়। স্থূল শরীরে যে ইন্দ্রিয়সমূহ অবস্থিত আছে, সেগুলিই দৃশ্যজগতের ভোগ্যাভোগ্য বস্তুসমূহের ধারণা করে। বহির্জ্জগতে বহির্ম্মুখ জগতের প্রভু হইবার বাসনা কৃষ্ণসেবা অভিলাষ হইতে বিপরীত। জড়ের সৃষ্ঠার্থ বিগত হইলে আত্মস্বভাব বিকশিত হইয়া সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। জড়েন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়া জীবের মাপিয়া লইবার বৃত্তি প্রবল হইলে বৈকুণ্ঠপ্রীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেবা-বৃত্তি আবৃত হয়। সে সময় ভগবদ্‌রূপ, ভগবন্নাম, ভগবদ্‌ভোগ্য সুগন্ধি, ভগবদ্‌ধরামৃত আস্বাদন, সেবা ভগবচ্চিন্তা বিপর্যস্ত হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি ভোগ-তাৎপর্য্যে নিযুক্ত হইলেই অন্যাভিলাষ আসিয়া ভগবৎ-স্মৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেবাবৃত্তি হরণ করে। সেইকালে বাহ্য বৈষ্ণব-চেষ্টা ও কপট পরিচয় প্রবল হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণের আশা করিয়া কপ ... পদার্থ দূরে প্রদর্শনচেষ্টা মাত্র ... হয়। নিষ্কপট শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তির অভাবেই বৈষ্ণব আসিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি-চেষ্টাকেই পুরুষার্থ-রূপে প্রতিপন্ন করে। অন্যাভিলাষের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিতে নিজত্ব স্থাপন করিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখে নিমগ্ন হয়। এই সময় মহাবদান্য ভগবান্ বদ্ধজীবের দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়া কৃপাবশতঃ গৌরদেশে বদ্ধপূর্ব্বক জীব পাইবার আকর্ষণ করেন। কিন্তু আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করিয়া আমরা বিমুখ মায়া কর্তৃক বৈমুখ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া কৃপাবন্ধন ছুটাইয়া সমর্থ সংসারকূপে ডুবিয়া যাই এবং নিজস্ব হারাইতে থাকি। আমাদের এই বিপাক দেখিয়া অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া ভাগবতীন ভক্তের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভবার্ণব হইতে রক্ষা উদ্ধার করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিলে আমাদের একমাত্র মঙ্গল ঘটে, নতুবা প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী। সংসারের বিপর্য্যয়ে ভোগবশ আমরা আমাদিগকে আপাতমধুর পারমার্থিকের কামকলভোগবাদে ডুবাইয়া দেই। তখন আর আমরা আমাদের নিজেদের উপলব্ধি করিতে পারি না। বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী মায়ার এই প্রবলা বৃত্তিদ্বয়ের ক্রিয়া আমাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিলে ভগবৎ-কৃপাহত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন অজ্ঞান ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমে স্থূলদেহ ও মন সেবা-বাধক হইয়া ক্লেশসাগরে ডুবিয়া যায়।

তাই আজ প্রার্থনা—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা সহ,
জীবের জীবন-পথে বাস।
অকৈতৌ বন্ধুভাবে, সাধকের ধর্ম্মনাশে,
প্রাণ লয় করে সর্ব্বনাশ।
বাটপাড় হয় যত, অকৈতৌ বন্ধুগণ,
দিয়া গলে কঠিন বন্ধন।
প্রাণবায়ু শত প্রায়, বাস করে এই হায়,
কর বিনোদদেবকে রক্ষণ॥

ভজনের শত্রু কে ?

——::)০(::——

আমার দেহ ও আমার মনই আমাদের ভজনের পরম শত্রু। ভজনে অগ্রসর প্রথমমুখেই দেহ আমাকে বাধা দেয়, মন তাহার ইন্ধন যোগাইয়া থাকে। সাধুগণ ও শাস্ত্র বলিয়া থাকেন, নিষ্কিঞ্চন মহাজনের চরণে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে হরিভজনই আরম্ভ হয় না। কিন্তু ঐ সময়ে আমার মন বলিয়া থাকে "সাধুর চরণে বিক্রীত হইলে তোমার স্বেচ্ছাচারিতা কিরূপে চলিবে? ইন্দ্রিয়তর্পণ কিরূপে হইবে? সাধুর পাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইলে তোমার নরক যন্ত্রণার আত্মপ্রবঞ্চক স্বাধীনতা কিরূপে থাকিবে?"

মনের পরামর্শ শুনিয়া আমি তখন আনুগত্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে কর্ম্মী হওয়াকেই শ্রেয়ঃ মনে করি। দেহ ও মনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অপর দেহ ও মনের পরামর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট গিয়া উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে কখনও—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, কখনও বা ঈশ্বর-সংস্কার-চাতুর্য্যাদিদ্বারা "মানুষ মানুষের সেবক হউক"—এইরূপ কর্ম্মজড়ত্বের মন্ত্র কর্ণে প্রদান করিয়া থাকেন। কখনও বা আমাকে আরও উদারতার আলোক দেখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠা-পরিপূর্ণ দেশ ও সমাজ-সেবাপ্রবৃত্তি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। কখনও বা শঠ, লম্পটগণের আচরণকে বৈষ্ণবতা বলিয়া সাব্যস্ত করিবার মন্ত্র দেন, কখনও বা বাহিরের পরোপকার-ব্রতের ভাণ দেখাইয়া আমার চেতন-সত্তাকে নির্বিশেষ অন্ধকার অতল জলে ডুবাইয়া আমার আত্মবিনাশ সাধনের গুপ্ত পরামর্শ দেন, কখনও বা আমাকে পাষাণাদির ন্যায় অচেতন অর্থাৎ নির্বাণই প্রয়োজন বলিয়া দেখাইয়া থাকেন।

আমি দেহ ও মনের দ্বারা চালিত ইন্দ্রিয়তর্পণপর বলিয়াই আমার লোকনীয় পদবী। আমি দেহ ও মনের তর্পণকেই হরিসেবা বলিয়া লিখিয়া-পড়িয়াও চালাইতে চাই কিন্তু কৃষ্ণসেবায় দেহ ও মনের অর্পণ নাই; কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ আছে মনে করিয়া কপট লোকের দলে লোক বঞ্চনা করিয়া অহৈতুক সেবাধর্ম্ম হইতে বিরত হই।

কখনও আমার কপট বৈষ্ণব সাজিয়া ... ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে, অভাবগ্রস্ত স্বীকার পূর্ব্বক বৈষ্ণব-বিদ্বেষের উদ্দেশ্যে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আনুগত্যধর্ম্ম হইতে অনন্ত কোটি যোজন দূরে অবস্থান করি।

কপট বৈষ্ণব সাজিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া আমি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই, লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমি মনোধর্ম্মীর পঙ্কিলতা-প্রবাহে বাহিত হইয়া থাকি।

আমি কলির বাসস্থান পঞ্চক অর্থাৎ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা (পশুবধাদি) এবং জাতরূপ—ইহাকেই আমার ভজনের সহায় বলিয়া বরণ করি। যাহারা এই কলিপঞ্চকে অবস্থিত, তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিবার ধৃষ্টতা করি। আমি পূর্ণ ভজনানন্দী, সর্ব্বদা আমার চিত্ত এত উচ্চস্তরে বিচরণ করে যে, সময়ে সময়ে আমাকে দেহস্মৃতি আনাইবার জন্য আমার তাম্র-পাত্রার দরকার হয়, পান-তামাকাদি আমার ভজনের উত্তেজক বা উৎসাহ বর্দ্ধনকারী বলিয়া আমি তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কখনও বা অপরের ঘরে চুরি করিয়াও বোকা লোককে ঠকাইয়া বলিয়া থাকি, তামাক ও চা না খাইলে পেটে বায়ু জমিয়া থাকে ও ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। আমার এইরূপ প্রবল বাধা দেয়। আমি ঔষধরূপেই তামাক চা, পান, অহিফেন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকি, ভোগ বিলাসের জন্য এ সকল গ্রহণ করি না। কখনও বা গাঁজা-ভজনের ছল করিয়াও পাঁচের পাঁচজন বিধবাশ্রী ব্যক্তিগণের জন্য লোককে দুর্নীতি আত্মবঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা করিয়া থাকি।

বৈষ্ণবগণ যখন বোকা, তখন প্রেমের ছলনায় কপটতা করিয়া কাঁদিতে পারিলেই বৈষ্ণবগণকে ঠকাইতে পারি, তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হই। অর্থের তাড়নায়, সাধু-বিদ্বেষের উদ্দেশে ভক্তসমাজে আমি নানা কপটতা করি। কোনও সময়ে মনে করি, সাধুর সঙ্গে থাকিলে তাঁহারা আমাকে এ সকল কামের স্থান হইতে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়ভোগপর মনই আমাদের শত্রু। যখন মনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, মন তখন বলিয়া থাকে, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, গৃহে যাও, গৃহে গিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন কর, অনন্যনিষ্ঠা ও বাহ্যে লোকব্যবহার করিতে শিখ, মর্কট-বৈরাগ্য ভাল নহে, গোবিন্দজী বা ত্রৈলোক্যবিবর্জ্জিত করিলেই, গৃহে গিয়া কৃষ্ণের সংসার (?) করিলেই কৃষ্ণদাস (?) স্ত্রীপুত্রগণের ভরণ-পোষণ করিয়া ... ভক্তজন হইয়া পড়িবে, বহির্ম্মুখ ... ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবে।

• ... গোস্বামী প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের মর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রিয়-

(অতঃপর ... পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-[illegible]

১ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible] শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিতপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ-শালায় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাজনগ্রন্থ বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিনোদ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীনারায়ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃষ্ণ-পাষ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তর্দ্বীপকুঞ্জকানন শ্রীমদ্বীপ
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
শ্রীগৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নব (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিহারীকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

[illegible] গোবিন্দের সাথে শ্রীগৌরচন্দ্রের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীমদন ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্দ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—(শ্রীবৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুবর্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়ন-মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনমালী।

(২১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চ'ব্বিশ পরগণা।
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], ঢাকা।
[illegible] রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible] বি-এ

(২৪) গোপীনাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) মধাই-[illegible] মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
ব্রহ্মপুত্র, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীনন্দকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
আলুবাড়ী [illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ ভরিষার, জিঃ সাওতালপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] বি-এল।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীকুঞ্জ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
সঙ্কেত মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোকুল,
পোঃ রোহতক, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মহারক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীঅখিলগৌর দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালিয়াল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাস বর্দ্ধন দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বাজু (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমারহাট্টা, পোঃ হালিসহর, (বারাকপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।১৮০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
[illegible] ব্ল্যাকটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
[illegible]

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রামশালি	৬|০
আতা চাল	৫|০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭|০
বাঁকতুলসী	৫|০
লাফরা নূতন	৪৴০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ মোটা	৩|৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪|০
দেনোয়ারী	১০৲-১০|০
বাঁকতুলসী আতপ	৫|০-৫|৴
ঐ নাগরি	৮৲-৫৴০
পাটনাই আতপ	৫|০-৫|০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ মোটা	৩৴০

চিনির দর

[illegible]ীর, টাইপ	১০|৴০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] দানা	৯|০
[illegible] দানা	৮|০—৯৴০
[illegible] লাল	৭|৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
পাকের বাট	৩৩|০
[illegible]	২৪৲
[illegible]চিরবার	৫২|০

পাটের দর

[illegible]—	৪০|০
[illegible]—	৪০|০
[illegible]—	৪১|০
[illegible] মধ্য—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬|০—৬|৴০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৴০
[illegible] ঐ	৫|৴০—৫|০
[illegible]	৬৲—৬৴০
[illegible] (বি)	৫|০—৫|৴০
[illegible] নং (২	৫৴০—৫|৴০
[illegible] (এম)	৫৲—৫|০
[illegible] (কে)	৪|০—৪|৴০
[illegible] নং (৩)	২|০—২|৴০
[illegible]	১|৴০—১|০
	১|৴০—১|৴০

সুতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৬৫৲
[illegible]	৬১|০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাকা পারণা	৩১|০
২৬ গেজ—	১৭|০
গাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ৭\|১২\|৩৭

টাটার তৈয়ারী— দর মাল ৩নং

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮|৴০—৯|০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮|০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯|৴
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮|০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮|০—৯|৴০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩|০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১|৴০
২৪ গেজ—	১৪|৴০
২৬ গেজ—	১৩|৴০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৷৴৫—৷৷৴০
বাঙ্গাল বেড়া কাঁটা তার (বার্ডিন)	১০|০
মোট কাটিং বা ছিট কাটা দণ	৬|০—৬|০
গাদী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬|০—৭৲ হন্দ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯|০—১০|০
টিন পাতি, বোল্টু, গয়ালে	৮|০—৯|০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮|০—১০|০

বুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩\|০

টুকরোর হাসলণ ৫৴০, পাটের হাসলণ ৬

খুলার হাসলণ ৪\|০

সুতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আমের সোনার কাইন	৫৪
সিট্‌ন আমের করকচ	৪০৲
কতাটি পুরনিয় কাইন	৩৩৲
গাঁজার্ম ভাজা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেসেস্ট বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
পাতলা সাগু	৮|০
সুপারী মেলী	১৬|০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০|০—১১০
কুচি পরিমাণ	১৫|০—১৭|০
নরা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮|০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

১৩-৫ [illegible] ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—:::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:::—

[illegible]

[illegible] সাবজেক্ট : [illegible] এবং বেতিং এর [illegible] ব্যবস্থা। [illegible] | বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর থাসাবাসের ব্যবস্থা একবারে খোরাক ও বেতন প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৫০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যতীর্থ ভিষগ্রত্নের

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] | বিভাগ প্রভৃতি [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] মূল্য [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—::(•)::—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসমিতির সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪॥০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা ৴০ ভিক্ষা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিরত্নাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন-চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক-শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিকৃপায় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে, বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(•):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক-পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহর-অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধামস্থ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C 154

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাশ্রিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই পৌষ, ১৩৪৪, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২৪১]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

দক্ষিণ চীন অভিমুখে জাপ-বাহিনীর অভিযান

"অবস্থার যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হউক না কেন, আমরা আত্মসমর্পণ না করিয়া বিজয়পর্ব্বে অগ্রসর হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি।" চীনের প্রধান সমর নায়ক মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক উ.হান রণক্ষেত্রস্থিত হেড্ কোয়ার্টার হইতে সমগ্র জাতির নিকট প্রচারিত এক আবেদনপত্রে উপরোক্ত বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। মার্শাল চিয়াং কাই-সেক তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন, "যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর অবধি চীনের সমস্ত রণক্ষেত্রে সর্ব্বসমেত তিন লক্ষাধিক যে সাহসী দেশবাসী প্রাণ হারাইয়াছে এবং কি পরিমাণ ধনসম্পত্তি যে বিনষ্ট হইয়াছে তাহা হিসাবের অতীত।

অতঃপর মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক বলেন, "আমার দেহে প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব। এই বিরোধের সমস্ত দিক সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতি চীনের পক্ষে অনুকূল। দীর্ঘকাল ব্যাপী বাধাদানের ক্ষমতার উপরই চীনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। নানকিং কিংবা অন্য কোন বড় সহর হইতে এই বাধাদানের প্রেরণা আসিবে না, পরন্তু সমগ্র চীনের সমস্ত পল্লীগ্রাম এবং জনগণের দৃঢ়সঙ্কল্পকে কেন্দ্র করিয়াই এই বাধাদানের ক্ষমতা গড়িয়া উঠিবে। এমন এক সময় আসিবে, যখন জাপানের সমস্ত সামরিক শক্তি নিঃশেষিত হইবে এবং পরিশেষে আমরাই জয়যুক্ত হইব।"

বহু সংখ্যক জাপানী সৈন্য এখান হইতে জাহাজে করিয়া অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা করিয়াছে। তাহারা নানকিং অথবা দক্ষিণ চীন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

মার্কিন গান বোট পেনে ডুবির সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, 'পেনে'র উপর যে জঙ্গী বিমান হইতে বোমাবর্ষিত হইয়াছিল তাহা নহে পরন্তু উহার উপর মেশিন গানের গুলিও বর্ষিত হইয়াছিল এবং পেনের নাবিকগণ জাহাজ ত্যাগ করিলে জাপানী সৈন্যগণ মোটর বোট হইতে উহার উপর যায়। একজন আমেরিকান অফিসার এরূপভাবে আহত হইয়াছিলেন যে, মুখে আদেশ দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ডেকের উপর খড়িমাটি দ্বারা লিখিয়া ঐরূপ নির্দ্দেশ দিতে-ছিলেন। নৌকায় উঠিয়া তীরের নিকট গিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। পেনে পতাকা উড্ডীন অবস্থায় জলমগ্ন হয়। পেনের যাত্রীরা বলে যে, জলমগ্ন হইবার সময় পেনের পতাকা এরূপ সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল যে, আক্রমণকারীরা উহা মার্কিন পতাকা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

———

দক্ষিণ চীন অভিমুখে জাপবাহিনী

ক্যান্টন ১২ খানি জাপানী জাহাজ সুরক্ষিত হইয়া ক্যান্টনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বেও জাপানী সৈন্যেরা উহার নিকটেই অবস্থান করিয়াছিল। হংকং-এর নিকটবর্ত্তী দ্বীপের জাপানী নৌ-বাহিনীর গতিবিধি দেখিয়া এবং ফর্মোজার আশেপাশে জাপানীদের আক্রমণের কথা বিবেচনা করিয়া মনে হয় দক্ষিণ চীনে জাপানীদের আক্রমণ আরম্ভ হইল। ক্যান্টন আক্রান্ত হইলে বৃটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মুস্কিল হইবে; কারণ ক্যান্টনে বৃটিশের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। তাই সাংহাই দিক হইতে জাপ-বাহিনী অগ্রসর হইতেছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতেছে না; কিন্তু এ'বারে জাপানীদের শক্তি যে কিছু বাড়ান হইবে না এমন মনে হয় না।

———

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন

আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা গত ১৬ই ডিসেম্বর প্রাতে অনশন ধর্ম্মঘট শুরু করেন। ইতোমধ্যে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া তাহাদিগকে জানান যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে একমাস কাল সময় দান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সিদ্ধান্ত বন্দীদিগকে জানাইবেন। শরৎচন্দ্র বসু বলেন যে, গান্ধীজী কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া যে গুরুতর চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা জনসাধারণ এবং আন্দামান বন্দীরা বিশেষরূপ অবগত আছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গান্ধীজী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহার আরব্ধ কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। তিনি একটুকু সবল ও সুস্থ হইলেই যে পুনরায় ঐ কার্য্যে হাত দিবেন, একথা বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

সুখের বিষয় গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। তিনি যে অবিলম্বে ঐ কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিবেন তাহা খুবই আশা করা যায়। কাজেই আমি আশা করি যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সকলে আর কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিবেন এবং এমন কিছু করিয়া বসিবেন না, যাহাতে গান্ধীজী আরব্ধ কার্য্য পণ্ড হইতে পারে।

আমি বরাবর জানি, যে সকল আন্দামান বন্দী বর্ত্তমানে কলিকাতায় রহিয়াছেন, তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত অনশন অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন নাই। তাঁহাদের যেসকল সহকর্ম্মী অন্যান্য স্থানে আছেন, তাঁহারা অনশন অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি। আমি তাঁহাদের সকলকেই অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন গান্ধীজীর কার্য্যে সাহায্য করেন এবং অনশন অবলম্বন করিয়া তাঁহার চেষ্টা পণ্ড না করেন।"

কাশীর ধর্ম্মশালায় দুর্ঘটনা

বেনারসে একটি ধর্ম্মশালার এক ঘরে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি, তাহার ১৫ বৎসর বয়স্কা দুহিতা অপর একজন যুবতী ও তাহার সন্তান শোচনীয় ভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ঐ লোকগুলি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া এক ঘরে রাত্রিতে নিদ্রিত ছিল। পরদিন প্রাতে একজন গোয়ালা দুধ দিতে আসিয়া তাহাদের কোন সাড়া না পাইয়া সংবাদ খবর দেয়। পুলিশ দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখে যে, সমগ্র পরিবারটি মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। অনুমান হয় যে দম বন্ধ হইয়া তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ ঘরে একটি কয়লার উনুন ছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ - ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অপ্রাপ্য) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সৎসঙ্গ; ৩য় খণ্ড (অপ্রাপ্য) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড - ১৲; ৩য় খণ্ড - ৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ৩য় খণ্ড
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আর্যত্ব ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী অর্পণাস্বাদঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-বিসর্জ্জন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনচক্র ৵০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনক্রম ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৸০
৫২। রাগমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারক ও পরিপ্রশ্ন
৫৭। উপদেশামৃত (সানুবিবৃতি)
৫৮। শ্রীমনঃশিক্ষা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবলী ০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। [illegible]
৬৩। সটীক [illegible]
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—একমাত্র বিশুদ্ধ অপ্রাকৃতবেদ পারমার্থিক গোল ... সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৫৲। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদিনাত্মক একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকবার্ত্তা ... হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২০।

৪। পরমার্থী—স্বামী রঘুনাথ একাদশ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রী[illegible]—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ৩ . সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে প্রকাশিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুগ্রন্থের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের পরমঋণ হরেন ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ | ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২০শে ডিসেম্বর সন ১৯৩৭, | সোমবার | ২৪০তম সংখ্যা

এলাহাবাদে প্রচার

এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে গত ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৭) তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীজী রায় বাহাদুর ডাঃ এস কে, মুখার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষিত সমাজের বহুক ব্যক্তির নিকট "ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান" সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকালব্যাপী আলোচনা করেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারীজীর নিকট অপূর্ব্ব অনন্যসাধারণ বাণী শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ম্যাকলো-হেলী ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ব্রহ্মচারীজী "আমার কর্ত্তব্য কি?" সম্বন্ধে ছাত্রগণের নিকটে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ছাত্রগণ মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৩৭) তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাম প্রসাদ ত্রিপাঠি মহোদয়ের সভাপতিত্বে "ভক্তি এবং সভ্যতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ সদানন্দজী জগতে প্রকাশিত বিভিন্ন ধর্ম্মের ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক-তত্ত্ব বর্ণনমুখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অন্যান্য ধর্ম্মসকল চরম বস্তুকে লক্ষ্য করিতে পারে নাই, যেহেতু তাহাদের গোড়ায় গলদ আছে। গলদটি এই যে, বিশ্ববাসী সকলকে এক একটী ভোক্তা সাজাইবার দুরভিসন্ধি সেই ধর্ম্মসকলে বর্ত্তমান। যে ধর্ম্ম মানব-মাত্রেরই আত্যন্তিক শান্তিপ্রদানে সমর্থ, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্ম্মরাজ্য অন্ধকারের মধ্যেই লুপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু উহার সর্ব্বেসর্ব্বা অধিপতি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ পালনের দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। যখাটি-লীলা পুরুষোত্তমের ঐকান্তিক সেবক এবং তাঁহার বাঞ্ছা বহনকারী শ্রীগুরুদেব আশ্রিত জনগণকে সেবা-বৃত্তির প্রেরণাদ্বারা অনুরাগময়ী শিক্ষার মধ্যে যে সব বিধি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদয়ে প্রত্যেককে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা কিরূপে ভগবানের সেবাদ্বারাই যে শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান হইতে পারে একথা বুঝিবার শক্তি শ্রীগুরুদেব তাঁহার অনুগত জনগণকে প্রদান করেন এবং নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার সেবকগণ যাহাতে অহৈতুকভাবে বৈকুণ্ঠে [illegible] অর্পণ করিতে পারেন, সে শক্তি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চার করেন। [illegible] ব্যক্তি যে সকল কর্ম্ম করেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক [illegible] ব্যক্তির কর্ম্মের দ্বারা [illegible] হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিসাধনে সমর্থ হয়। যাঁহার [illegible] প্রীতি হইতে বিমুখ হয়, তিনি ভক্তিরাজ্যে উত্থান [illegible] হন।

এই দুর্দ্দিনেও ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই; অন্যান্য অনেক ধর্ম্মমত কালে [illegible] হইয়া তাহাদের [illegible] হারাইয়াছে কিন্তু ভারতের [illegible] নিজ বৈশিষ্ট্যটিকে একেবারে নিষ্প্রাণ হইতে দেয় নাই।

ভারতের বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাঁহারা বদ্ধপরিকর, তাঁহাদিগকে ভারতে উদিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের অমোঘত্বের এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বের কথা জগতের সকল ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে নির্ভীক-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকগণ বিশ্ববাসী মানববৃন্দকে আত্যন্তিক মঙ্গললাভের জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ পরিকল্পিত [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবার চরম আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধ ভক্তির আচার-প্রচার-পরায়ণ বৈষ্ণবগণ সকলের হৃদয়ে [illegible] করিতে অশেষ চেষ্টাবান। যদি সকলে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়া [illegible] সেবকের অনুসরণে (অর্থাৎ নিজ [illegible] সুখোৎপাদনের নিমিত্ত সেবায়) লোলুপ হয়, তবেই [illegible] আশা কল্পনা হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের [illegible] জন্য যে সাধারণ, কোটীকোটি চিন্তা [illegible] সত্বরে বিলোপসাধন ঘটিতে পারে।

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, যে বিষয়টি [illegible] সকল [illegible] সকল [illegible] চিত্তের বিনাশ [illegible] সর্ব্ব, সে বিষয়টির অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, [illegible] সদানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] করিয়া সকলে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] বাংলা ভাষায় [illegible] ‘নরদীপ’ [illegible] উল্লেখযোগ্য।

[illegible] এ.এ. পোষ্টমাষ্টার, [illegible] রায় বাহাদুর এস, কে মুখার্জি, [illegible] একাউণ্টেণ্ট, [illegible] গভর্ণমেণ্ট, [illegible] ইঞ্জিনিয়ার), রায় সাহেব [illegible] এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রভৃতি।

শ্রীবিরহোৎসবে বৈষ্ণবসম্মেলনে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা

(৫৯ পৃষ্ঠার পর)

৯১। শ্রীযুক্ত [illegible] বড়দিদি [illegible]
৯৩। " [illegible]
৯৪। " [illegible]
৯৫। " [illegible] সেবাপরায়ণ
৯৬। " [illegible]
৯৭। " [illegible]
৯৮। " [illegible]
[illegible]
৯৯। " [illegible]
১০০। " [illegible]
১০১। " [illegible]
১০২। " [illegible]
১০৩। " [illegible]
১০৪। " [illegible]
১০৫। " [illegible]

প্রচোদন নিমন্ত্রণ

১০৬। " [illegible]
১০৭। " [illegible]
১০৮। " [illegible]

— ০ —

[illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। নিরুক্ত কাকাকাকি করিয়া পরিশেষে নিজ মান ঠাণ্ডা হয়া যায়। সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ নারায়ণ, সপ্তমী সম্বৎ গৌরাব্দ ৪৫১

সবিশেষ ও নির্বিশেষ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্বানুসন্ধানবিষয়ে যে বুদ্ধি অবলম্বন করেন তাহাকে দর্শন বলে। দর্শন দ্বিবিধ। দার্শনিক যে কালে মনোবৃত্তি দ্বারা বাহ্য আকার, গুণ ও ক্রিয়া দর্শন করেন, সেইকালে তাদৃশ দর্শনকে খণ্ড খণ্ড ভেদে প্রাকৃত দর্শন বলে। প্রকৃতির অতীত দর্শনের প্রতীতি বহু জড় জগতের ন্যায় ভোগ্য অচিৎ না হওয়ায় চিদ্দর্শনপ্রভাবে স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নশ্বর প্রাকৃত দার্শনিকের দর্শন হইতে অব্যক্ত থাকেন। অপ্রাকৃত দ্রষ্টা বা স্বতন্ত্র দৃশ্য বস্তুমান প্রাকৃত প্রাকৃত দার্শনিকের চেষ্টায় অপ্রাকৃত বস্তু দৃষ্ট হন না। অপ্রাকৃত বস্তু নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে প্রাকৃত আবরণযুক্ত দার্শনিকের দৃগ্‌গোচর হন। সুতরাং প্রাকৃত দর্শন হইতে অপ্রাকৃত দর্শন ভিন্ন বা ভেদ দর্শন। প্রাকৃত দার্শনিকগণ দর্শন ও দৃশ্যের মধ্যে জড় ভেদ আছে বিচার করেন। প্রাকৃত দার্শনিক বলেন, দৃশ্য বস্তুমাত্রেই প্রাকৃত, ভোগ্য বা জড় এবং জড় ও চেতনের মধ্যে দৃশ্যমাত্রই অতীতে নিত্য সম্বন্ধ নির্বিশেষ অবস্থিত। প্রাকৃত দার্শনিকের সকল প্রাকৃত প্রকাশ। তাঁহারা আরও বলেন, প্রাকৃত পরলোক তাঁহাদের দর্শনের অন্তর্গত। প্রাকৃত দার্শনিক প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত পরলোক দৃশ্য বস্তুর ভোগ্য ভাবকে পরলোক সংজ্ঞা দিয়া অপ্রাকৃতত্বের দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত দর্শন স্বতন্ত্র থাকায় কেহ তাঁহার প্রাকৃত চেষ্টার বশীভূত হইয়া প্রকৃত অপরলোককে জড়বিশেষ রহিত শুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন। লোকের উপর, অচিৎ দৃশ্যের দার্শনিক বিচারের জড়সম্বন্ধাভাবময় অবস্থা হইতে যে অপরলোকের ধারণা করেন, তাহাতে জড় জগতের ভোগবুদ্ধির ভেদ অবস্থিত। প্রাকৃত অপরলোকাকাঙ্ক্ষীও কাল্পনিক মনোধর্ম্মে অবরুদ্ধ। অথচ ভোক্তৃবুদ্ধিতে ভোগের আবাহনের অন্যতম বিষয়।

অপ্রাকৃত বস্তু নিত্য, তাহাতে জড়ের হেয়ত্বাদিদোষের সম্ভাবনা নাই। তাহা 'সত্য' কেবল চেতনগুণবিশিষ্ট ও অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ তাৎপর্য্যপর। কেবল চেতনবৃত্তিবিশিষ্ট পদার্থ বস্তু অচেতনের ভোগায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় মনের দ্বারা তাহা 'ধরিবার' নহে অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহের ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্যবস্তু নহে। বস্তুটী অক্ষেত্রিয়-ভোগ্য সমূহের অন্তর্গত না হওয়ায় প্রাকৃত দর্শন তাহার অমল পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্যানন্দ বিরাজমান। সেখানে জড় নির্ব্বিশেষের লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্ম আকারগণে লক্ষিত হইলেও তাহা অনন্ত, অপ্রাকৃত বিশেষের অন্যতম মাত্র। প্রাকৃত দার্শনিক অপ্রাকৃত সবিশেষ তত্ত্বকে নিজ ভোগাবদ্ধ জ্ঞান করায় জড় ভোগপর মনের অপরলোক বিচারেও বৈকুণ্ঠে উপাস্য হইতে পারেন না। কিন্তু যে কালে অবিমিশ্র বিষ্ণুচিত্তের নিকট তাহার আচেতনমিশ্র অনুশীলন উন্মুখ হইবার চেষ্টা করেন সেইকালে ভোগ্য জড়মিশ্র ভাব পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার নিজ আচারসমূহের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর থাকে না। বিশুদ্ধ অনুশীলন জীব অবিমিশ্র বিষ্ণুসান্নিধ্যের দিকে অগ্রগামী হইলেই পরমাত্মা স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিক্রমে অনুশীলনকে নিত্য দৃশ্যরূপে দর্শন দেন। যে কাল পর্য্যন্ত অন্তত্ব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অচিত্তের অন্তত্বম ভাবে পরমাত্মদর্শনে বদ্ধজীব ধাবমান হন, তৎকালাবধি পরমাত্মা বস্তু দৃশ্যরূপে তাঁহার অধিকৃত বিষয় হন না। দৃশ্যবস্তু নিত্যকামনাই অনুশীলনের নিত্য কামনা। অনুশীলন যেকালে বিষ্ণুসান্নিধ্যের কামনা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় অনুচেতনধর্মের ব্যবহার করিতে দিয়া বিষ্ণুবিমুখ জড় ভোগপর হন, তখনই তাঁহার জীবাত্মবিষয়ে বৈষ্ণবের প্রতীতি। বৈষ্ণবের প্রতীতির মূল ভূমি প্রাকৃত মন এবং অন্য সব ভোগপর অক্ষেত্রিয়সমূহ। সেই কালেই অনুশীলনের ভাগবতের মায়াদর্শনপরিণত বিবর্ত্তবাদকেই সবিশেষ নিত্য আনন্দ তত্ত্ব বলিয়া ভ্রান্ত ঘটে। অনুশীলনের নিকটে বৈষ্ণবপ্রতীতি প্রায় বিষ্ণু দৃষ্ট হন। সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুই বৈষ্ণবের নিত্য চিদানন্দ সু তত্ত্বের আধার। অবৈষ্ণবপ্রতীতিতেই জড়াভিনিবেশে বোধবার প্রতীতি। ভোগ্য বোধ মায়াবাদে অন্তত্ব নির্ব্বিশেষবাদের জড় চেষ্টা দ্বারা কল্পনা দেখা যায়। জড়ানন্দ নির্ব্বিশেষবাদেও গৌণভাবে ভোগকামনা বর্ত্তমান। সবিশেষ বিষ্ণুবস্তু নিত্যকাল অনুশীলনের নিত্য কালের সহিত আছেন। যেকালে জীবাত্মা পরমাত্মভক্তিরহিত হন তৎকালেই তিনি বিষ্ণুমায়ার বন্ধ বহু বলীবর্দ্দ অর্থাৎ মহৎ বৈকুণ্ঠবস্তুকে মাপিয়া লইয়া ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। অনুশীলন জীবাত্মার বৈকুণ্ঠ-সেবনবৃত্তি নিত্য, কেবল চিন্ময় ও অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময়ী। জীবাত্মার মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই পরমাত্মবিমুখতা। সচ্চিদানন্দ বস্তুকে মায়ানির্ম্মিত নিজ জড়ভোগময় আধার বলায় তাহা দুর্ব্বিচার মাত্র। সেবা-ভগবানে সর্ব্বতোভাবে সেবনবৃত্তিতে নিত্য অবস্থিত হওয়া সেবকাভিমানেই বিষ্ণুর কামনা বা প্রীতি জীবের নিত্য শুদ্ধ চিদানন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। জড়ানন্দ বা প্রাকৃতিক দার্শনিকের শিক্ষিত প্রেম কখনই বিষ্ণুপ্রীতির সহিত সমতুল্য নহে। প্রাকৃত নির্ব্বিশেষ দার্শনিক এবং অপ্রাকৃত নির্ব্বিশেষ দার্শনিক উভয়েই বিষ্ণুপ্রীতির অনুসন্ধান না করিতে পারিয়া অক্ষেত্রিয়চালিত হইয়া স্বীয় মায়িকভোগ বা ত্যাগকেই বহুমানন করেন। ভগবান্ স্বীয় করুণাময় রূপ না দেখাইলে কেহই তাঁহার মধুর কামদেব মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হন না। ইতরবাসনা আসিলে জীবকে ভগবৎসুন্দর দেখিতে বাধা দেয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের উদার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির দর্শন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে মধুর চেষ্টার মুরলীনিঃস্বন প্রকৃতাতীত জীবের অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে জীব মনের সমাধি দিবে। জীবের নির্মল মন নিত্য বৃন্দাবনে লীন হইলেও কামদেবের বাসনা হইতে অন্য বাসনার চালিত হইয়া অনিত্যকালে বিপথগামী হয় না। সাধকের বিভিন্ন প্রকাশমালায় কৃষ্ণজ্ঞানের পারতম্য আবদ্ধ। পরমাত্মজ্ঞান সেখানে পূর্ণাপূর্ণবিচারে অসম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞান অস্ফুট বা তরল। অনুশীলন জীব স্বীয় ব্রাহ্মণতার উত্তরোত্তর ক্রমে সত্ত্বভুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন আরম্ভ করিলেই চরম কল্যাণ লাভ করিবেন। নিত্যাবস্থাবিবেকজ্ঞানে ব্রাহ্মণ অনেক সময় নির্ব্বিশেষ প্রাকৃত দর্শনে আবদ্ধ থাকিয়া যোগী হইতে অসমর্থ হন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানে সম্পন্ন হইয়া পরমাত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলে তিনি যোগী হইতে পারেন, আবার সত্ত্বভুক্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রেমসেবায় নিযুক্ত হইলে বৈষ্ণবতাপর্য্যায় নিরন্তর পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীবমাত্রেই সচ্চিদানন্দ বৈষ্ণব, কিন্তু সেবনধর্ম্মের হ্রাস হওয়ায় যোগী এবং তাহাতে হওয়ায় নির্ব্বিশেষজ্ঞানপর ব্রাহ্মণ, পরে অবনত হইয়া তাঁহার সকল ব্রাহ্মণতা।

দয়া

'দয়া' বলিয়া একটি বৃত্তি সকলের মধ্যেই দেখা যায়। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতেই অধিক দয়াশীল। নিজ নিজ দেহ-সম্বন্ধী বস্তুতে স্নেহ বা দয়া মানুষ ও পশুজাতির ঠিক একই প্রকার। পরম দয়াল শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণ সকল জীবের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের দয়ার মাহাত্ম্য উপলব্ধির বিষয় না হইয়া জগতে মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পশুর ন্যায় দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমরা নিত্য কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি। এইরূপ বিকৃতবুদ্ধির দরুণই শাস্ত্র মানুষকে এইভাবে পশু আখ্যা দিয়াছেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

মনুষ্যজাতির দয়ার বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, দেশের, দশের উন্নতি বা অন্ততঃ একটি দেহের ভরণপোষণাদির দ্বারা কিছু সাময়িক উপকার সাধন করা। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা ইহাই যে, ভজনের মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া তাহা শ্রেষ্ঠ আচরণের দ্বারা সার্থক করিয়া অপরকে বাহাতে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে তজ্জন্য যত্নবিশিষ্ট হওয়া। নচেৎ নিজের দ্বারা আপাতশ্রেয়ঃ যাহা লাভ করিয়াছি, অপরকেও তাহাই লাভ করাইবার জন্য যত্নশীল হইতেছি, ইহা দয়া নামে পরিচিত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীতে আমরা শুনিতে পাই—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

পরোপকার বা জীবে দয়া বলিয়া যে বিকৃত পদ্ধতি জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এইরূপ জীবে দয়া জিনিষটী জীবহিংসারই অন্যতম। এই কথাটি শুনিয়া দয়াশীল ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন একটী লোক রোগগ্রস্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে তাহাকে ঔষধ-পথ্যাদির দ্বারা আরোগ্য করা কিম্বা একটী ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে তাহাকে আহারাদি দিয়া সুস্থ করাকে জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীবহিংসা বলা কিরূপ কথা? আমাদের জিজ্ঞাস্য-বিষয় এই যে, যাঁহারা জীবে দয়া কথাটিকে বিকৃত করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মানুষকেই জীব বলিয়া জানেন কি সকল জীবকেই জীব বলেন? যদি সকল জীবকেই জীব বলিয়া স্বীকার

করেন তবে। দয়া কাহাকে বলে, তাহা না জানিয়া দয়া করিতে গেলেই তাহা হিংসায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। যেরূপ গাছের গোড়া রাখিয়া ডালপালা কাটিয়া দিলে তাহার বর্দ্ধনের গতি আরও অধিকতরভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় জীবের প্রতিও সেইরূপ কৃত্রিম দয়া করিতে গেলে তাহা দ্বারা আরও ব্যাপকভাবে জীবহিংসা সাধিত হয়। একের অভাব দেখিলে অন্যের দয়ার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক এবং অপরের দুঃখ-কষ্ট বা অভাব মোচন করাই মানুষের ধর্ম। সাধারণতঃ দেখা যায়, মানুষ সকল বিষয়ই জানিবার জন্য, জ্ঞানসংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। জীবের এই দুঃখকষ্ট কোথা হইতে আসিতেছে তাহার মূল কারণ কি না জানিয়া দয়া করিতে গেলে অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধকে পথ প্রদর্শনের ন্যায় হইতে 'অন্ধাঃ' হইয়া থাকে। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমরা সংসারে দুঃখতাপ ভোগ করিতেছি। বহু বহু জন্ম-পরম্পরায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারিতেছি না। সত্ত্ব-রজস্তমাত্মক মনও কাম-ক্রোধাদির বাসনা ত্যাগ করিতে কখনও না পারিয়া অন্ধ হইতেছে। মানুষের দয়া তাহার কণামাত্রও সাধন করিতে পারিতেছে না। আমরা কর্ত্তা সাজিয়া জীবের অভাব মোচন করিবার জন্য ছুটাছুটি করি কিন্তু গোড়ায় গলদ দেখিতে পাই না। রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা ভগবান্। তিনি কাহাকেও সুখে, আবার কাহাকেও বা দুঃখে রাখিয়াছেন এরূপ হইতে পারে না। জীব নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলেই দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকে। যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে ভগবান্ও তদ্রূপ ফল দান করিয়াছেন। যেরূপ একই জননীর দুইটি সন্তান, সুস্থ সন্তানের জন্য ক্ষীরের ব্যবস্থা করিয়াছেন, রুগ্ন সন্তানের জন্য বার্লীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া যদি অপর কোনও লোক আসিয়া ঐ রুগ্ন শিশুটির সম্মুখ হইতে বার্লীর বাটি সরাইয়া ক্ষীরের বাটি প্রদান করেন তাহা হইলে কি জননী অপেক্ষা তাহার দয়া বেশী বলিতে হইবে? শিশু কিন্তু তাহার সুস্বাস্থ্য-লাভের পরিণামে অপকারী আপাতমধুর প্রেয়োবস্তু লাভ করিয়া জননীর দয়া হইতেও অজ্ঞের দয়াকেই বহুমানন করিবে এবং মাতাকে বড়ই নিষ্ঠুর বলিয়া জানিয়া প্রেয়োবস্তুদানকারীকেই সুহৃৎ বলিয়া মনে করিবে। আমরাও ঠিক ঐরূপ পরিণাম চিন্তা না করিয়া আপাতপ্রেয়োবস্তু দানকারীকে দাতা বলিয়া বহুমানন করি এবং আমাদের পরম হিতৈষী শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজনকে শত্রু বলিয়া মনে করিয়া থাকি। জগতে পিতামাতার স্নেহ বা দয়ার সহিত অন্য কাহারও দয়ার তুলনা হয় না, কিন্তু সেই পিতামাতার দয়াও এই অনিত্য দুঃখালয় জগতেই সুস্থ ও পুষ্ট রাখিবার জন্য। জগতের লোক যাহাকে দয়া বলিয়া জানিয়া লইয়াছে সেই দয়া এবং শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণের দয়ায় আকাশপাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দয়া বদ্ধজীব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, যতক্ষণ না ভগবানের নিজজনের কৃপা বা দয়া হয়। দয়া তাহাকেই বলা যায়, যে দয়া ভবিষ্যতে মন্দ উদয় করাইতে পারে না। তাই ভগবানের দয়ার স্বরূপ তাঁহার নিজজন শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু এইভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

হেলোদ্ধূনিত খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া
মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

জীবের দুঃখে জীবের দয়া হইতেও শ্রীভগবানের দয়া বা করুণার ধারা অধিকতরভাবে জগতে বর্ষণ হইতেছে। যে সকল ব্যক্তি জগতের অভাব-অসুবিধা নিবারণের জন্য জড়-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছেন তাঁহারা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজজনগণের অতুলনীয় দয়ার ভাণ্ডারের সেবক হইয়া তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে দয়ার স্বরূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাই শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রীবিরহোৎসবের বৈষ্ণব-সম্মেলনে শ্রীল প্রভুপাদের করুণা, দান ও বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে বক্তাগণের-প্রয়োজনার্থে উদ্দিষ্ট আলোচ্য অষ্টোত্তরশত বিষয়ের তালিকা

——::(০)::——

সম্বন্ধ-বিষয়ক

১। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ
২। ,, ও শ্রীল গৌরকিশোর
৩। ,, ও পূর্ববৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ
৪। ,, ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
৫। ,, ও শ্রীমহাপ্রভু
৬। ,, ও শ্রীগৌর-পার্ষদ
৭। ,, ও শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া
৮। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস
৯। ও শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথাদি ষড়গোস্বামী গৌরভক্তবৃন্দ
১০ ও ভক্তিবিনোদধারা
১১ ও লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম, রামকৃষ্ণ, মথুরেশ ও গোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ
১২ ও কৃষ্ণ, স্বজন, কান্ত এবং গৌড়ীয়
১৩। ও গৌরধাম এবং গৌড়মণ্ডল
১৪। ও মহাযোগপীঠ
১৫। ও শ্রীচৈতন্যমঠ
১৬। ও [illegible]
১৭। ও পরাবিদ্যাপীঠ
১৮। ও ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট
১৯। ও দৈব বর্ণাশ্রম, শ্রীরামানুজ মধ্ব-বিষ্ণুস্বামী, চতুঃসন নিম্বার্ক সম্প্রদায়
২০। ও বেদ বা শ্রুতি
২১। ও বেদাঙ্গ শাস্ত্র
২২। ও বেদান্ত
২৩। ও ষড়্‌দর্শন
২৪। ও সাত্বত-শাস্ত্র
২৫। ও শব্দ-বিজ্ঞান
২৬। ও অন্তরঙ্গ সেবকবৃন্দ
২৭। ও সেবকসম্প্রদায়
২৮। ও নদীয়াপ্রকাশ
২৯। ও গৌড়ীয়
৩০। ও সজ্জনতোষণী
৩১। ও হারমনিষ্ট
৩২। ,, ও পারমার্থিক প্রদর্শনী
৩৩। ,, ও বিদ্বদ্গণ
৩৪। ,, ও কৃষ্ণভক্তি-বিচার
৩৫। ,, ও মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও ব্রজমণ্ডল
৩৬। ,, ও শ্রীধাম মায়াপুর
৩৭। ,, ও নবদ্বীপের অন্যান্য দ্বীপ
৩৮। ,, ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র
৩৯। ,, ও গৌরপাদপীঠ
৪০। ,, ও ভাগবত সপ্তাহ
৪১। ,, ও কর্ম্মজ্ঞানানির্মুক্ত শুদ্ধভক্ত
৪২। ,, ও প্রেমিক ভক্ত
৪৩। ,, ও গৌড়ীয়মঠ
৪৪। ,, ও বিবিধ বৈষ্ণব
৪৫। ,, ও অপসম্প্রদায়
৪৬। ,, ও বিশ্ব
৪৭। ,, ও বাণী বপুঃ
৪৮। ,, ও দুঃসঙ্গবিচার
৪৯। ,, ও গোপীনাথ প্রাসাদ
৫০। ,, ও [illegible]
৫১। ,, ও বিরহ-কাকলী

অভিধেয়-বিষয়ক

৫২। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও চিন্ময় আবির্ভাব ও তিরোভাব
৫৩ ,, ও বিপুল ভজন
৫৪ ,, ও গৌর কথার ভক্তি-বিনোদ-বিগ্রহ
৫৫ ,, ও তাঁহার প্রকৃত অনুসরণ
৫৬। ,, ও পাশ্চাত্যে প্রচার
৫৭। ,, ও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলনের উপায়
৫৮। ,, ও অসৎসঙ্গ বর্জ্জন
৫৯। ,, ও জনমত
৬০। ,, ও সাম্প্রদায়িকতা
৬১। ,, ও এক প্রাণ গৌরব
৬২। ,, ও সেবকবাৎসল্য
৬৩। ,, ও নাম স্মরণ
৬৪। ,, ও নিষ্কিঞ্চন ভজন
৬৫। ,, ও অস্পৃশ্যতা
৬৬। ,, ও আত্মধর্ম
৬৭। ,, ও সেবায় নির্ভীক ধর্ম
৬৮। ,, ও স্বদেশানুরাগ
৬৯। ,, ও জড় শিল্প কৃষি-বিজ্ঞান
৭০। ,, ও সুনীতি
৭১। ,, ও পল্লীনীতি
৭২। ,, পুনর্জ্জন্মবাদ
৭৩। ও সত্যোপাসনা
৭৪। ,, ও প্রকৃত বদান্যতা
৭৫। ও তাঁহার কৃপা ও বঞ্চনা
৭৬। ,, ও অভক্তিবাদ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ
৭৭। ও ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য
৭৮। ও সগুণ-নির্গুণ বিচার
৭৯। ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-সিদ্ধান্ত
৮০। ,, ও অহিংসা
৮১। ও একায়ন পথ
৮২। ,, ও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস
৮৩। ও পারমহংস্যধর্ম
৮৪। ও ভক্তিসিদ্ধান্ত
৮৫। ও তাহার বৈশিষ্ট্য
৮৬। ও ছয় বেগ ছয় দোষ, ছয় গুণ ও ছয় সংযম
৮৭। ও শিষ্টাচার, কপট-কুটী-নাটী, দম্ভ, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা ও প্রাকৃতাদি
৮৮। ও হরিগুরুবৈষ্ণবাপরাধ
৮৯। ও তৃণাদপি সুনীচতা-তরোরপি সহিষ্ণুতা
৯০ ও অমানি-মানদধর্ম্ম
৯১ ও বহিঃ ও শুদ্ধা ভক্তি

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির, শ্রীগৌর-বিগ্রহ, শ্রীব্যাস-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ চতুর্দিকে ... শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ...

রক্ষক— ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬০, বাগবাজার ... স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ...

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ ... শ্রীমদ্ ... শাস্ত্র ... প্রাচ্যাদর্শ... শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ... পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক ... নবীনচন্দ্র দাস ...।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর ... শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ...-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিভিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেশরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমদন ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয় মঠ

চাঁপাহাটী (শ্রীগঙ্গা দেবীর ঘাটের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়ন-মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ... গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) পানিহাটী গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বর মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্বত

রক্ষক—শ্রীমণ্ডলনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদনমোহন-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নাগিরপাড়া, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মণ্ডলপাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ... জিঃ সারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরামেশ্বরীপ্রসাদ বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীগোপীবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১১নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোপালী,

পোঃ কোটকোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅভিরাম ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেঠা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়নৃসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাধা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্ (ত্রিপুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী বহুবিত্তাম্বার সম্পাদক
... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১০ই ডিসেম্বর ১৯০৭

চাউলের দর

দেশী জিনিস চাউল—

	দর
বালাম	৬।০
বাঁকা দাদ	৫।০
ঐ [illegible]	৫৲
ভাট [illegible]	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোম্পানি	৪৲
[illegible]	৩।৵০

দ্রব্যপ—

নূতন [illegible]	[illegible]
[illegible]	১০৲ ১০।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৫৲ ৫৷০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৭৲
ঐ [illegible]	৩৷০

চিনির দর

[illegible]	১০।/০
[illegible] ১০০০ নং	১০।/০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৭।/০—৮৲

সোণা রূপার দর।

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

পাটের দর

[illegible]	৪৷০
[illegible]	৪৷০
[illegible]	৪।০
[illegible]	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৬৲—৬।/০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	[illegible]

[illegible]	৭৫৲
[illegible]	৭৬৲
[illegible]	৪১৸০
[illegible]	১৭৸০
[illegible] ১৭—৭০ [illegible]	১০৲

লোহ ও [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
বাকা	৬৸/০—৯৷০
ঐ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৬৸০—৯৲
[illegible]	[illegible]
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	[illegible]
২০ গেজ—	১৮
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
২৭ গেজ—	[illegible]
২৮ গেজ—	
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

মসলার দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৪০
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]

বেনেতি মসলা

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible]
কলিকাতা

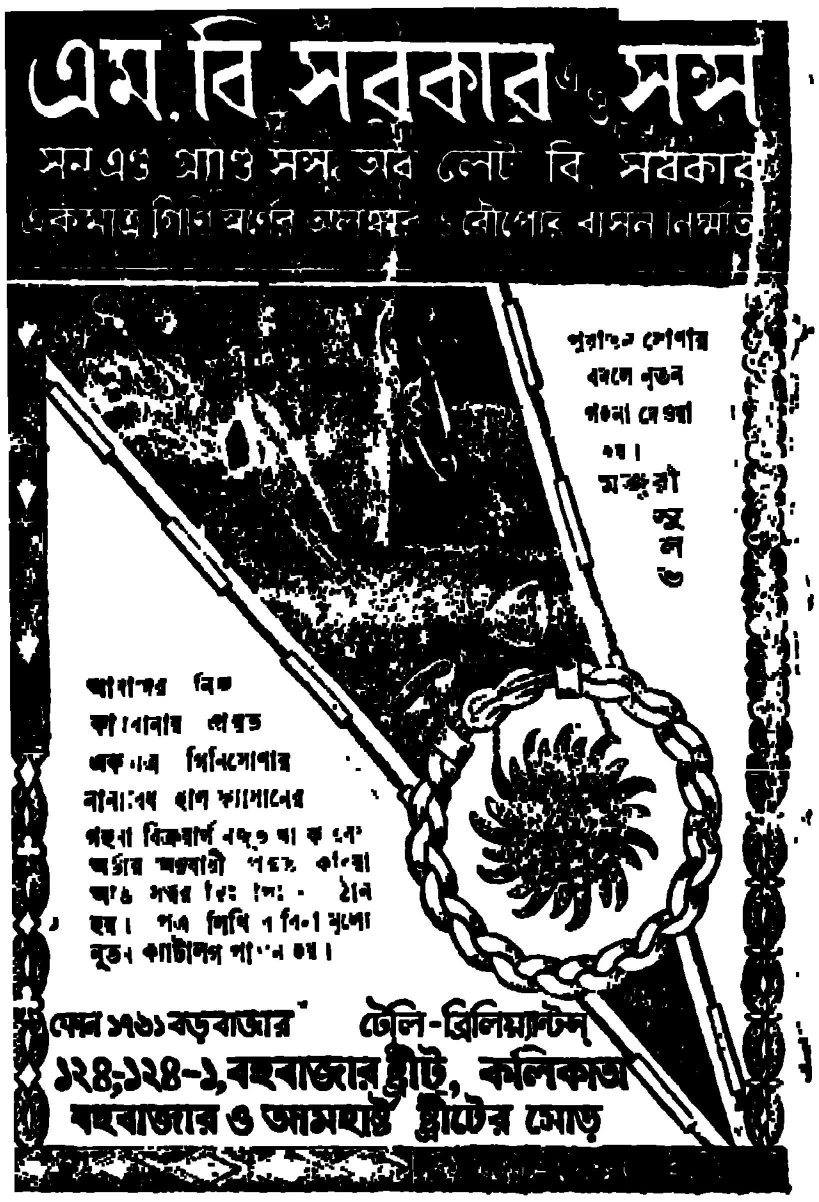

রেলওয়ে সময়

[illegible] হইতে [illegible] যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]

[illegible] হইতে [illegible] যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]

কবিরাজ [illegible] কবিরত্নের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

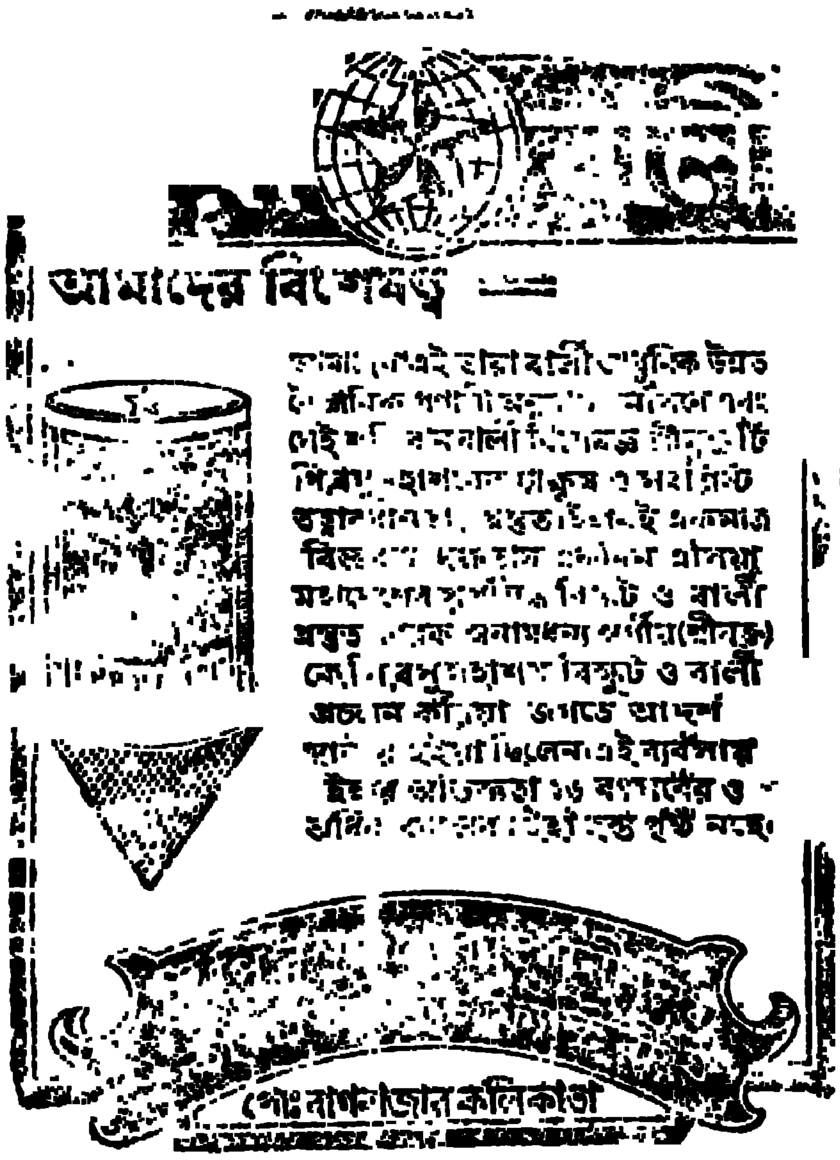

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনের ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৩	৪।০
সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২০৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

বার্ষিক "	৫৲
ষাণ্মাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতুলনীয় জীবনচরিত এতাবৎকাল যথাযথ প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সংরক্ষায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রামাণিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু সুন্দর সুন্দর শিক্ষাবলীও দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংখ্যা

[১২ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ৭:৫ স, ১৩৪৪, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [২৪২-২৪৩ সংখ্যা]

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

(১)

আনন্দসচ্চিদ্ঘনরূপমূর্ত্তি-

র্ব্বাত্ম-গম্য-গুণগণকীর্ত্তিঃ।

সংসারসিন্ধূত্তরণৈকপোতঃ

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।

(২)

প্রতপ্তচামীকরগৌররূপঃ

সন্ন্যাসিচার্য্যবিচারভূপঃ।

শ্রীচৈতন্যাংশসমাহৃতাত্মঃ

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।

(৩)

গৌড়ীয়গোষ্ঠিগণপ্রাণবন্ধুঃ

প্রপন্নদুঃখার্ত্তপ্রসাদসিন্ধুঃ।

বিভক্তিপার্ষণ্ডপ্রচণ্ডদণ্ডঃ

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।

(৪)

শ্রীরাধিকাপ্রেমতড়াগহংসো

হংসদ্বিজপ্রাজ্ঞকুলাবতংসঃ।

সংকীর্ত্তনপ্রেমমধুপ্রমত্তঃ

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।

(৫)

চণ্ডালশূদ্রাধমভক্তিপদঃ

সর্ব্বংসহাবন্দ্যপদারবিন্দঃ।

প্রেমাব্ধিচন্দ্রো ভজনৈককন্দঃ

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্।

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভ্রাম্যমাণভাস্কর স্বরূপরূপানুগবর চিদ্বিলাস

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ

(৬)

গৌরাঙ্গগোবিন্দবরেণ্যভক্তঃ

বিশুদ্ধসম্বন্ধপ্রচাররক্তঃ।

নানানয়োগানসত্রবক্তুঃ

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

(৭)

বেদাঙ্গবেদান্তপুরাণদক্ষো

নির্ণীতভক্তপ্রাজ্ঞকলঙ্কঃ।

শাস্ত্রপ্রশান্তোপশান্তমনিষ্ঠঃ।

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

(৮)

হরেঃ কথায়াঞ্চ সদনুরাগো

রোমাঞ্চকম্পাশ্রুপূর্ণাভিরামঃ।

শ্রীধামমায়াপুরবাসনস্থঃ

পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

(৯)

তা কাসি সংপ্রাণপ্রভো! ক্ব গুরো

গৌরাখ্য-দাসপ্রণতাংশ ভত্তঃ।

প্রপন্নভক্তাভিচরম্বরেব

প্রকাশি কিং চন্দ্রমুখং সকৃৎ তে॥

(১০)

হে দীনবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!

কুরু প্রসাদং ! ময়ি মন্দমতে!

নিজাপরাধে নতপাপপাতে।

ত্বৎপাদপদ্মেষু মতিস্ত কুর্ব্বে॥

চন্দ্রবাণবেদবিধিতে গৌরাব্দে

গৌরপৌষস্থ ষষ্ঠবাসরে

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

রূপানুগাচার্য্য-বিচার-বৈশিষ্ট্য

১। অদ্বয়জ্ঞান সম্বন্ধ-বিগ্রহ, অভিধেয়-বিগ্রহ, ও প্রয়োজন-বিগ্রহ যথাক্রমে অদ্বয়জ্ঞান মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ - হরি, রাম ও কৃষ্ণ, অথবা (কাহারো কাহারো মতে) কৃষ্ণ, রাম ও হরি – এই সত্যের আবিষ্কার ও প্রচার।

২। জগতে সাত্বত-সম্প্রদায়-বৈষ্ণবস্মৃতির শিক্ষা-দান ও প্রবর্ত্তন।

৩। জগতে সাত্বত পঞ্চরাত্রের বিষ্ণুভক্তিপরত্ব ঘোষণা।

৪। সখীভেকী, গৌরনাগরী, ভোগপর কুপাষ্ডিভায়ম সম্বর্গ-চা ভায় ছা-মূলক নেয়েলি-ম্যাড্‌বাদ, জাতিগোস্বামিবাদ এবং Apotheosis (মর্ত্ত্যে ঈশ্বরত্বারোপ) প্রভৃতি কুমত নিরাস।

৫। অকালপক্ক-অবস্থায় মনে মনে কল্পনা-প্রভাবে কৃত্রিম লীলাস্মরণ ও কল্পিত সিদ্ধপ্রণালীযোগে নির্জ্জন-ভজন না করিয়া বহু সজাতীয়াশয়-সঙ্গে বহুগোপীবল্লভ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-চেষ্টাপর হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তার আচার ও প্রচার।

৬। "অনাসক্তস্যবিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকদ্বয়ের শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত জগতে নির্ভীকভাবে আচরণ ও প্রচারণ। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপিণী রাক্ষসীদ্বয়ের নিরসন অর্থাৎ ভোগত্যাগ ও ত্যাগত্যাগের আচার ও প্রচার।

৭। শ্রীরূপানুগ-ভজনরহস্য কীর্ত্তন,—যথা শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার অপেক্ষা গোবর্দ্ধনবিহার, তদপেক্ষা রাধাকুণ্ডের অর্থাৎ সপরিকর অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দের পাল্য-কিঙ্করীরূপে ভজনীয়ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব-প্রচার

৮। অষ্টকালমধ্যে নৈশলীলা অপেক্ষা মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনীয়ত্ব কীর্ত্তন আচরণ দ্বারা সর্ব্বত্র গৌরানুগত্যে কুরুক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমে ও আলালনাথে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রকাশ। ভাগবত-প্রদর্শনী ও শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা দ্বারা নিখিল জীব-হৃদয়ে নাম-সংকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণানুসন্ধান-পরায়ণতার উদ্বোধন।

৯। শ্রীভগবানের আংশিক সেবক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ ও দ্বৈতবাদাচার্য্য—শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের যাবতীয় মঠ ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্য বঙ্গভাষায়-প্রচার এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব ও পরতমত্বপ্রচার

১০। মহাপ্রভুর আনুকরণিকরূপে পরবর্ত্তী বল্লভ ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উদ্গম ঘোষণা।

১১। ভাগবত-পরম্পরা ও পাঞ্চরাত্রিক গুরুপরম্পরাবৈশিষ্ট্য প্রচার। পারমার্থিক রাজ্যে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষপর উপনিষদাদির শিক্ষাপাঠাপেক্ষা তদুপরি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠাপেক্ষা এবং সর্ব্বোপরি পরমহংসগণের নিত্যানুশীলনীয় অদ্বয়জ্ঞানের কেবল-প্রেমাংশমাত্রতাৎপর্য্যপর শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুশীলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রচারমুখে সর্ব্বত্র পরমাবশ্যতাপূর্ণ পরবিদ্যাপাঠ বা ভাগবত-পাঠশালা সংস্থাপন দ্বারা পরমার্থ-শিক্ষা-প্রচার।

১২। কোমলশ্রদ্ধগণের পক্ষে বিশেষ অর্চ্চন-নিষ্ঠামাত্রই হরিভজনের চরমকথা এইরূপ প্রচলিত কুমত নিরসন দ্বারা সম্প্রদায়রহস্য-জিজ্ঞাসুগণের মঙ্গলবিধান। 'পূজন'-শব্দ শ্রীবিগ্রহার্চ্চনের প্রতিপাদক; 'ভজন'-শব্দ শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত ব্যবহার্য্য। যাবতীয় ভক্তির অনুষ্ঠান শব্দ, নাম বা কীর্ত্তনের সাহায্যে কর্ত্তব্য। এই সত্যের প্রচার।

১৩। অনর্থযুক্ত অবস্থায় চতুর্ব্বিধ সাধনপ্রভাব —শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি পর্য্যন্ত; অনর্থমুক্ত অবস্থায় চতুর্ব্বিধ সাধন-প্রভাব—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয় পর্য্যন্ত।

১৪। চতুর্ব্বিধ ভক্তিবহির্ম্মুখ বিচার —সংশয়, নাস্তিক্য, সগুণ ও নির্গুণ (নির্ব্বিশেষ ক্লীব) অনুশীলনরূপে প্রত্যক্ষবাদ, পরোক্ষবাদ, অপরোক্ষবাদের ভক্তিবহির্ম্মুখতা এবং অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত বিচারের তারতম্য প্রচার।

১৫। পরমার্থরাজ্যে কাশীর উপনিষৎ সাহায্যে চিন্মাত্রানুশীলনকারী অপেক্ষা প্রয়াগে শ্রীরূপ-শিক্ষানুসরণকারী বা শ্রীগৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের চতুর্ব্বিধ বিশ্রম্ভরসে ও সর্ব্বোপরি গোপীর আনুগত্যে মধুররসে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ভজনকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার

১৬। চতুর্ব্বিধ ভক্তির বিচার—একল-পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও দ্বারকেশোপাসনা। সর্ব্বোপরি বিশ্রম্ভ পঞ্চরসে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনা প্রচার।

১৭। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-শব্দ-বিজ্ঞান-বৈশিষ্ট্য-বিচার প্রদর্শন।

১৮। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ব্রহ্মসূত্রের শ্রীনামপর-ব্যাখ্যা-প্রচার।

১৯। গঙ্গাসাগরতটোত্থিত নির্ব্বিশেষমূলক পঞ্চোপাসনান্তর্গত শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষত্ব অপেক্ষা পিতৃত্ব, তদপেক্ষা সিন্ধুগঙ্গাতটোত্থ আর্য্য-ধারণা—ভগবানের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য, তদপেক্ষা যামুনতটোত্থ পিতৃমাতৃস্বরূপ সেবকের ভগবানের পুত্রত্ব, তদপেক্ষা ভগবানের কান্তত্ব শ্রেষ্ঠত্ব জগতে প্রচার। তৎপ্রসঙ্গে অখণ্ডনামৃতমূর্ত্তি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীত্ব, ঐতিহাসিকতা, রূপকত্ব, নির্ব্বিলাসতা, পুত্তলত্ব এবং প্রাকৃতিকের শ্রীকৃষ্ণকে গড়াভাঙ্গারূপ মর্ত্ত্যজ্ঞানের যথেচ্ছাচারিতার (Anthropomorphism) অর্থাৎ জড়-ভোগগত বহির্ম্মুখতা নিরসনপূর্ব্বক তদতীতত্ব বা অধোক্ষজত্ব-নির্ঘোষণা। স্থানগত পৌরাণিকতা ও পুত্তলগত বিষয়ত্ব ভোগপর বা ত্যাগপর সকল দেশের সকল লোকের উপযোগী না হইলেও একল-বিষয়-কর্ত্তৃত্ব বা বহু আশ্রয়ের নিত্য করণত্ব বিচারে বিষয়াশ্রয়ের লীলাবিধান ও জড়ভোগ বা ত্যাগগত বহির্ম্মুখতা-

২০ নিত্য বিষয়-আশ্রয়বিবেকহীন জীবের বিষয়বোধমূলে বদ্ধজীবের কর্ত্তৃত্ব। আশ্রয়বোধমূলে গণের সেবাধর্ম্ম। দৃশ্যবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণভোগবাদের নিরসনমুখে গোপীভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার।

দীনের দয়াল অনাথ-শরণ,
আর্ত্ত জনের বান্ধব-ধন,
চরণে প্রণতি অগতির গতি
প্রকাশ' করুণা-ঘন

প্রভুপাদের অপ্রকট বাসরে আর্ত্ত হৃদয়ের প্রণতি

হে নিত্যারাধ্য দেব!
নিখিল চেতন-কণ্ঠে যাঁ'রা উঠে বন্দনাগীতি,
ভুবন-পাবন যশোগাথা তব গাহেন ভকত নিতি।
চেতনের গানে আমি উদাসীন,
রুদ্ধ কণ্ঠ আজি সেবাহীন
কোন্ উপচারে পূজিব হে দেব!
পরম সুযোগ তিথি,
দীনতম মোর অন্তর আজি জানায় চরণে নতি;
গোকুলোৎসব তব জয়গাথা নিখিল
লোকের গতি।
অসম-উর্দ্ধ তাঁহার মহিমা,
অতীত চৌদ্দ ভুবনের সীমা
পূর্ণ-চেতন ভকত কেবল নিরূপেন তার গতি॥
হে পরম করুণ আচার্য্যদেব।
মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ করুণা-শকতি তাঁর!
রাধিকা-মাধব-নাম-সুধারস শ্রেষ্ঠ ভজন-সার
শ্রবণ-মনন সেই নাম-গান,
জগতের জনে দিলে তুমি দান,
তব ভূরিদান-শক্তি তবে নাশে সত্ত্বের ভার
শ্রবণ-মনন নামগানমুখে জানালে গৌরজন
কৃষ্ণচরণ সদা অন্বেষণ-লীলা যে নিত্যধন
(সেই) নিত্যলীলার অনুকূলী সেবা,
অসম জীবেরে বিলাইতে কেবা,
অতি অপূর্ব্ব কৌশল ভরে ডাকেন জগৎ-জন
ক্ষুদ্র জীবেরে রাধিকামাধব মহা-আশা
করি দান
বিশ্বনাট্যে বহু রূপ ছাড়ি' রঙ্গেতে অভিযান,
কৃষ্ণবিমুখ জনের ভজন,
নিত্যই প্রভু রসাস্বাদন,
(তাহাতে) যুক্ত করিতে দিয়াছ সকলে
সেবা-উপচার স্থান॥
আজিকার এই সুযোগ তিথিতে
কল্যাণী-লীলা তব,
পরমোজ্জ্বলরূপে বিরলেশ তব দান-বৈভব।
অন্তর-লোকে তাঁহার আরতি
করিতে পারি না সদা দুর্ম্মতি
আর্ত্ত হৃদয়ে তাই আজি চায় ও পদে
ভকতি।
নিত্যবিচিত্র তব ভূরিদান গ্রহণপাত্র যাঁরা,
তব অবদান বিলাইতে আজি
শকতি ধরেন তাঁরা।
শাশ্বতী তব মহাদান-লীলা,
(আজি) নিত্য আরতি তাঁরা প্রকাশিলা,
দেখিছে জগৎ বৈশিষ্ট্য দানের হয় নাই
গতি হারা॥
তাঁদের নিত্য কৃপাকণিকায় যশোগান
প্রভু! তব,
(মোর) বিনোদ-বাণীর বধিরতা নাশি' দিবেন
শ্রবণ নব।

শিক্ষা গুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ নারায়ণ, [illegible] অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-বিরহ-মহোৎসব

আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিগতবর্ষে ১৬ই পৌষ ১৩৪৩, ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সম্বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, আজ তাঁহার অপ্রকট-তিথিপূজাবাসর। শ্রীধাম মায়াপুর প্রভুপাদের বড় প্রিয় স্থান, প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি—শ্রীগৌরজন্মস্থান সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণজন্মস্থলী মথুরা—মহাযোগপীঠ, শ্রীবাসঅঙ্গন—সাক্ষাৎ সেই রাসস্থলী বৃন্দাবন—[illegible] শ্রীগৌর-সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী, আর শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রশেখর-ভবন [illegible] সাক্ষাৎ শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন, [illegible] কুণ্ড [illegible]। 'নিজ-নিকট নিবাস দেহ গোবর্দ্ধন [illegible]' [illegible] প্রভুপাদ অনেকসময়েই [illegible] ও [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। গোবর্দ্ধনে শ্রীল প্রভুপাদ একটী ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সেই ভজনকুটীরের কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেন। "শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন"—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গানটি প্রভুপাদের পরম প্রিয় ছিল। তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ—শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুবরের নিকট [illegible] গানটী শুনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'মনঃশিক্ষা' 'শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস' [illegible] 'মানস-দেহ গেহ' প্রমুখ গীতিগুলি প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়তম নিজজনের নিকট শুনিয়া বড়ই সুখ পাইতেন। প্রভুপাদের সেই সকল প্রিয় গীতি, তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত 'আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ', 'তাবদ্রতিঃ', [illegible] "দং চ সুধাভরহেলিত[illegible]", "[illegible] যদি দয়ং", "আজানুলম্বিত ভুজৌ", "বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং" 'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য', '[illegible] পুরুষার্থং', 'অস্মিন্নগ্রে [illegible] তিরষ্করণী', 'ভবাব্ধিং [illegible]', 'বক্তারাধ্যকৌতুকং', 'মৎপাদ-পঙ্কজ-পরাগনিবাসভক্ত্যা' 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ', 'আত্মপ্রভু-সংকথাসু', 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ', 'আরাধ্যো ভগবান্', 'আরামস্থাং', 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্', 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা', "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" প্রমুখ অসংখ্য শ্লোক এবং সেই শ্লোকসমূহের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য, প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শ্রীধাম মায়াপুর, আনন্দসুখদকুঞ্জ, ভক্তিগিরিরাজ গোবর্দ্ধন, চটকপর্ব্বত, আলালনাথ, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীসেবাকুঞ্জ প্রভৃতি স্থান, প্রভুপাদের প্রিয় 'নদীয়াপ্রকাশ', 'গৌড়ীয়', 'সজ্জনতোষণী' (Harmonist) প্রভৃতি মুখপত্র, প্রভুপাদের প্রিয় গ্রন্থাবলী, প্রভুপাদের প্রিয় ভগবদ্বিগ্রহ, প্রভুপাদের আসন, বসন, ছত্র, পাদুকা, শয্যা, শ্রীপাদপদ্ম-বিচরণ-স্থান, শ্রীমালিকা, প্রভুপাদের শ্রীহস্তের লিখন, প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য তাঁহার বৈশিষ্ট্য, প্রভুপাদের অভাব শ্রীমহীন পামরজনপ্রতি অশেষ কৃপা, ভজনে উৎসাহদান—প্রাণসঞ্চার, তাঁহার অমায়ায় স্নেহ, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত—বিজ্ঞানবর্ষবারমান [illegible] বৈচিত্র্যসহ হরিকথামৃতবর্ষণ, তাঁহার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত-সিদ্ধান্ত, নির্ব্বিশেষ ও সাবিশেষত্ব-বিষয়ক বিচার-বিশ্লেষণ, সখন্দ-নাস্তিকা-নির্গুণ [illegible] বিধুন-[illegible] বিলাসের উজ্জ্বল [illegible] প্রবর্ত্তন, তাঁহার সজ্জনোপাসনা নিরাস, দৈব-বর্ণাশ্রমবিচার, তাঁহার নিখিলশাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক [illegible]-সিদ্ধান্তস্থাপন, তাঁহার অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞান-[illegible] নিরসনপূর্ব্বক পরিণাম বিচার-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন, ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রবর্ত্তন, তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীরূপের উপদেশামৃতের ভাষ্য, তাঁহার সম্পাদিত, লিখিত ও সঙ্কলিত ও বহু গ্রন্থাবলী, পত্রাবলী, তাঁহার বক্তৃতাবলী, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অষ্ট সংখ্যক শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ, সর্ব্বত্র অষ্টোত্তরশত পাদপীঠ, তাঁহার [illegible] মুদ্রণযন্ত্র—যাহাকে তিনি তাঁহার কীর্ত্তনীয় বিচারে 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' আখ্যা দিতেন, তাঁহার কার্ত্তিক ব্রত সম্পন্ন [illegible] গ্রন্থ পত্রিকা [illegible] উৎসব ও [illegible] উৎসাহদান, তাঁহার শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, [illegible] Thakur Bhaktivinoda Research Institute, [illegible] তাঁহার [illegible] পরীক্ষাপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, তাঁহার বিভিন্ন মঠ [illegible] সংকীর্ত্তনোৎসবানুষ্ঠান, তাহাতে মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-[illegible]-মাহাত্ম্য-প্রচার, তাঁহার শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা প্রবর্ত্তন, [illegible] জীব প্রতি-বাদ পূরক [illegible] প্রচার, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ করিয়া [illegible] জীব প্রতিবাদ, এবার [illegible] গৌরাঙ্গ-[illegible] প্রদর্শন-পূর্ব্বক ধাম মাহাত্ম্য-স্থাপন, তাঁহার শ্রীগৌরজন্মস্থানপ্রদর্শনী সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ-সহ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন, শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে মহামহোৎসবানুষ্ঠান, [illegible] প্রচারিণী সভার অধিবেশনে [illegible], ধাম ও কামসেবার মাহাত্ম্য প্রচার, পরবিদ্যাপীঠে ভক্তিশাস্ত্র, সম্প্রদায়বৈভব ও [illegible] পরীক্ষা প্রবর্ত্তন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণগণকে যথোপযুক্ত উপাধিপ্রদানদ্বারা ভগবৎসেবায় উৎসাহ-দান, তাঁহার সেবকগণকে যোগ্যতানুযায়ী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার অপূর্ব্ব কৌশল, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বস্তুকেই ভগবৎসেবায় নিয়োগ, কষ্টবৈরাগ্য-নিরসনপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য-বিধানের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য, পরোপকার শব্দের ব্যাখ্যা, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বিচার, "[illegible] নৃমাত্রস্যাধিকারিতা" বিচার, সদ্গুরুপাদপদ্ম [illegible] ভজনপর অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের নিরপেক্ষ [illegible] প্রদর্শন, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্তের অপূর্ব্ব চমৎকারিতা, মায়াবাদ, চিদচিৎ-সমন্বয়বাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ, জাতি-গোস্বামী, জাতিবৈষ্ণবাদি অপসম্প্রদায়ের মতের তীব্র প্রতিবাদ, রাজা-প্রজা,ধনী-দরিদ্র,পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকটে নিরপেক্ষভাবে বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকালে প্রভুপাদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা, তাঁহার জগদ্গুরুত্বের এক অসমোর্দ্ধ আদর্শ, নিজজনের ভক্ত্যানুকূল বিচার দর্শনে প্রীত হইয়া মধুর্য্যে প্রদর্শনকালে কুসুমাদপি কোমল হৃদয়ের [illegible] বিচার-নিরসনে তাঁহার বজ্রাদপি কঠোরতা, [illegible] বহির্ম্মুখতাদর্শনে ব্যথিত হইয়া তদ্দূরীকরণে নিরন্তর কঠিন পরিশ্রম, প্রভুপাদের শত শত গ্যালন চিত্রক্ত ব্যয় করিয়া জীবমঙ্গলের চেষ্টায় উপদেশ, তাঁহার আবাল্য হরিকথা, তাঁহার সমস্তজগন্মঙ্গল [illegible], পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবণ-কীর্ত্তন-মনন মঠমন্দির-নির্ম্মাণে অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম। তাঁহার ভগবানের মনোবৃত্তি [illegible] বিরহ, প্রভুপাদের [illegible] গাথা ও পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রেমগদ্গদ, আমরা যাহাতে [illegible] কপট হইয়া না হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মত যেন [illegible] হইতে পারি তজ্জন্য প্রভুপাদের অনুসরণ [illegible], প্রভুপাদের অনুগত সেবাগণ, সেবকবান্ধবগণ, [illegible] [illegible] শত [illegible]-দোষ মাথায় করিয়া শ্রী[illegible] অকথ্য, কিন্তু শুদ্ধভক্তাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে বজ্রাদপি কঠোর প্রভুপাদের শ্রীরূপানুগধারা—[illegible] ধারার অনুশীলন-বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী, প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার চটকপর্ব্বতে তাঁহার প্রিয়তম নিজজনের শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুদ্বারা রূপগানবাণী কীর্ত্তনে [illegible] গোবর্দ্ধন-পূজা প্রকট, প্রভুপাদের রাধাকুণ্ডে শ্রীল পরমহংসবাবাজী মহারাজ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুষ্পসমাধিমন্দির-সমাধি-[illegible] স্থাপন।

সেবাপ্রকাশ শ্রীল প্রভুপাদের আলালনাথ [illegible] [illegible] প্রকাশ, শ্রীব্রজমণ্ডল [illegible] পঞ্চবটীস্থাপন, শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলা-[illegible] স্থাপন, শ্রীবৃন্দাবনের রাস অপেক্ষা রাধাকুণ্ড-[illegible] বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন, এবং [illegible] শ্রীরূপানুগ-[illegible] ও শেষাপাতি [illegible] কথা, তাঁহাদের [illegible] একটি পদের প্রতি শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর [illegible] শ্রীরাধাভাবের আশ্রয়সম্ভব ভজনরহস্য বিশ্লেষণ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে ত্রিদণ্ডগ্রহণ শ্রীল [illegible] সেবা-প্রচার ও সম্পূর্ণ পুস্তক এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, [illegible] পত্রিকা, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম-প্রদর্শন, [illegible] নিবেদন প্রবর্ত্তন, পূর্ব্বগুরুগণের মাহাত্ম্য প্রচার, তাঁহাদের মুখপত্র [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের গুরুসেবা-শিক্ষাদান, স্বয়ং [illegible] বিচারাবলম্বনে সেবকের [illegible] প্রদর্শন পূর্ব্বক শিষ্যগণকে দৈন্য শিক্ষাদান, আপনি ভবিষ্যৎ বলিয়া অপরকে উদ্ধার করিতেছেন বা [illegible] করিতেছেন, অপরের শিক্ষক, উপদেষ্টা আপনি, [illegible] ভাবিয়া তাহারা আপনার নিকট [illegible] করিবে, [illegible] শুনিলে আপনার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible]-কীর্ত্তন [illegible] হইয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হইবে [illegible] চিন্তা [illegible] নিকট [illegible] 'আমি এ' বৈষ্ণব' [illegible] আসিবে না" [illegible] পদের এক শিক্ষা প্রভুপাদের [illegible] ও [illegible] উপদেশ, তাঁহার [illegible] ব্যবস্থা, [illegible] ও [illegible] [illegible] ও উত্তমাধিকার [illegible], [illegible] ও নামাপরাধ বিচার, নামাপরাধ ও নামসেবা-বিচার, বৈষ্ণবনিন্দা ও বৈষ্ণবসেবা-বিচার, [illegible] প্রভৃতি আমাদের জন্য পত্রসমূহের সেবার্চ্চা প্রকট করিয়া অর্থাৎ

প্রামাণিক প্রণালী প্রকট করিয়া শ্রীস্বরূপ-[illegible] । [illegible] প্রবর্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত ভারতের 'বঙ্গ' [illegible] ভ্রমণপূর্বক তথায় মহাপ্রভুর কথা প্রচার প্রভৃতি প্রভুপাদের অসংখ্য লোকাতীত কীর্তি উদিত হয়। তাঁহার [illegible] হইতে [illegible] আধ্যাত্মিক [illegible]

"বিরহ" কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার ঔদয়ে [illegible] কিরূপ অবস্থা হয়, তাহার কোন অনুভূতি এতাদৃশ আমার নাই। আমাকে প্রভুপাদের সেবাবিমুখ বলিয়া আজ যাহারা তিরস্কার করিতেছেন তাঁহারা [illegible] আমার বন্ধুবৃন্দ কাজই করিতেছেন নদীয়াপ্রকাশের সেবা আমার [illegible] সেবা, আমি সেই সেবায় বিমুখ [illegible] প্রভুপাদ আমার জন্য [illegible] করিয়াছেন [illegible] বিসর্জন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাকে তাঁহার স্নেহাদ্র হইতে বঞ্চনা করেন নাই। আমাকে তাঁহার প্রিয়তম গৌড়ীয়ের সেবকাধমরূপে স্বীকার করিয়া নদীয়া-প্রকাশের সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করিবার অবকাশ দিয়াছেন। আমি নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ দুর্বুদ্ধি আমার হইলে আমি সেই মুহূর্তে নদীয়াপ্রকাশের সেবা হইতে বঞ্চিত হইব। নদীয়াপ্রকাশ-সেবকগণের দাসানুদাস-রূপে গণিত হইতে পারিলে আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। স্বয়ং প্রভুপাদই নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক, তাঁহার অপ্রকট লীলায় তাঁহার প্রিয়তম সেবকপ্রবর বর্তমান গৌড়ীয়াচার্য ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবর প্রভুপাদের আনুগত্যে বর্তমান সম্পাদক, আমি তাঁহারই দাসানুদাসগণের সম্পাদন-কার্যের একটি নগণ্য সেবকমাত্র। সুতরাং আমি আজ আমার দীক্ষাগুরুপাদপদ্ম, ত্রিদণ্ডি শিক্ষাগুরুপাদপদ্ম এবং বৈষ্ণবগণের [illegible] শ্রীচরণে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবকগণের নগণ্য সেবকাভাসরূপে গণিত হইবার জন্য আমার সুপবিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

প্রভুপাদ গুরুবর্গের বিরহতিথিকে শুভেচ্ছাতিথি নাম দিয়াছেন। যেহেতু এই দিবস শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটলীলা-স্মৃতির ভাবসমূহ শিষ্য-হৃদয়ে জাগরূক হইয়া শিষ্যের ভজন-লালসা বৃদ্ধি করায়। অতএব বিরহ শব্দ এই একদিনের জন্য নহে, বিরহই বা বিপ্রলম্ভ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের জীবন। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর[illegible] এই ভজনের চরম আদর্শ, তাঁহার ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং

বিষয়বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার নিজভজন-মুদ্রা জগতে প্রকট করিয়াছেন। শ্রীগান্ধর্বিকাদেবীর ভজন ব্যতীত অন্য কোন ভজন-মুদ্রা কৃষ্ণের প্রীতিবর্ধন ও কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তির উপায় নহে। তাই স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁহার ভজন নিজ আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রাণনাথ হইয়াছেন। কাহা নাহি কাহা পাই ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিতে ছিলেন। বিপ্রলম্ভময় মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করিয়াছেন। যে হৃদয়ে সেবার জন্য [illegible] উত্থিত হয় নাই, যে হৃদয় উচ্চ কণ্ঠে অনুভূতি প্রকাশ করে সে হৃদয়ের লোভ, মান, প্রতিষ্ঠাদি সমস্ত কপটতাময়, সে নিজেকে নিজে বঞ্চনা করে, অন্যকে কৃপা করিবে কিরূপে?

শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, আমার প্রভু শ্রীবার্ষভানবী শ্রীরাধারাণীর অনুগত নিজ-জনরূপে কৃষ্ণাহ্লাদ বিধান করিতেছেন, এই অনুভূতিতে [illegible] বিলাপ, তাহাই প্রকৃত বিরহ ও বিলাপ। নতুবা প্রাকৃত লোক-লোচনে সভা-পূজা-প্রতিষ্ঠার কামনা অনর্থমাত্র। রায় রামানন্দের শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সুখের জন্য বিচারে 'কৃষ্ণ-ভক্তিবিরহ'কে নির্দেশ করিয়াছেন, শ্রীল দাস গোস্বামী "প্রভাত্ত বদানো" [illegible] রাধাকুণ্ডতটে [illegible] ইত্যাদি বিলাপদ্বারা বিরহ প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম "পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব" প্রভৃতি বিলাপদ্বারা যে বিরহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের লেশমাত্র নাই। মাথুরবিরহিণী গোপীগণের ক্রন্দন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকেই বিবৃত হইয়াছে। সেব্যের সুখানুসন্ধানই সেবকের বিরহকথা। তাঁহার অপ্রকটকালীয় সদাভাব স্মরণ করিয়া সেবকের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহাতে শ্রীগুরুদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা নাই। কিন্তু যাহারা নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কৃষ্ণসেবার ছলনা প্রদর্শন করে, তাহারা মহাজনগণের অপ্রাকৃত বিরহের অনুকরণে যে সমস্ত শোক বিলাপোক্তি প্রকাশ করে, তাহা কখনই সেব্যের সুখপ্রদ নহে। অপ্রাকৃতবিরহ সেব্যের সুখদায়ক, সেব্যের আস্বাদনীয় বলিয়া তাহাতে সেবকেরও আনন্দ বর্তমান। অতএব ভাগবতগণের মধ্যেও—হৃদয়বিদারক আর্তনাদের মধ্যেও আছে পরানন্দ—তাহা 'শ্রীচিদ্বিলাস'[illegible] উল্লঙ্ঘন করে না।

কপটবিলাপাদি দ্বারা লোকচিত্তরঞ্জন করিয়া যাহারা লাভপূজাপ্রতিষ্ঠার সুবিধা করিয়া লয়, তাহারা অপরাধ পাষণ্ড—নরাধম, তাহাদের সঙ্গ হইতে শতযোজন দূরে অবস্থান নিষ্কপট ভজনপ্রয়াসীর কর্তব্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-সেবা বাদ দিয়া স্বয়ং তাহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া লোকের কাছে প্রচুর ভক্ত-ব্যাকুলতা প্রদর্শনরূপ কপটতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লোককে বঞ্চনা করিলেও তদ্দ্বারা প্রকৃত গুরুসেবক বঞ্চিত হন না। শ্রীগুরু-সেবকের কৃত্য—সর্বপ্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়, সঙ্গে সঙ্গে সেবার [illegible] বিনাশকল্পে প্রাণপণ যত্ন করা; গুরুসেবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের সহিত যে গুরুপাদপদ্মের বিরহোদ্দীপন, তাহাই প্রকৃত বিরহ, সে বিরহে শ্রীগুরুদেব সর্বদাই তাঁহার প্রিয়তম সেবকের হৃদয়ে বল সঞ্চার করেন, তাহাকে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করেন, অবিদ্যা, কামক্রোধ, লোভ, মদ, মৎসর্যাদি কোন আন্তরিক উপদ্রবই তাঁহার প্রিয়সেবকের সেবা-বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।

যে বিরহে কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে আত্মসুখ বা পরসুখ[illegible] (পরসুখ অর্থাৎ কৃষ্ণের সুখ বা কার্ষ্ণের কৃষ্ণসেবাজনিত সুখ সহ্য করিতে না পারা) প্রবল হইয়া উঠে, সে বিরহ বিরাট্ বুভুক্ষায় একেবারে সেবাকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছু নহে।

তাই আজ শুভেচ্ছাতিথিদিবসে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—শ্রীগুরুদেব তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য আমাদিগকে তাঁহার নিজজন-পাদপদ্মে। আনুগত্যে তাঁহার মনোঽভীষ্টসেবায় সুবুদ্ধি প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক করুন। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরমসুখ সেবাসুখদুঃখ পরমসম্পদ নাশয়ে অবিদ্যাদুঃখ" আমাদের এই বিচারই প্রবল হউক।

আমরা তাঁহার পরমাপ্রষ্ঠ বর্তমান গৌড়ীয়াচার্য ও তাঁহার প্রিয়জনগণের পাদপদ্মে অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখিয়া যেন প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। প্রভুপাদ তাঁহার সেবকপ্রবর—যাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধপাঠে, যাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণে, যাঁহার প্রত্যেক সেবাকার্যে পরমসুখ পাইতেন, যাঁহার সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণকার্ষ্ণানুশীলনে—প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সম্পাদনে নিযুক্ত বলিয়া প্রভুপাদ যাঁহাকে সর্বদাই সুন্দর দর্শন করিতেন, প্রভুপাদের প্রাণারাধ্য সুন্দরকে আনন্দ দান করিতেন জানিয়া প্রভুপাদ যাঁহার নাম 'সুন্দরানন্দ' রাখিয়াছেন, যিনি কৃষ্ণসংকীর্তননীবাত্ত পরবিদ্যাবধূর সংকীর্তন-সেবা দ্বারা আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বিদ্যাবিনোদ' আখ্যা দিয়াছেন, সেই গৌড়ীয়ার নাথ স্বরূপ[illegible] সুসিদ্ধান্তপ্রকাশক গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর অনুগত[illegible] সেবনীয় অনুগমনপুরঃসর তাঁহার ও তদভিন্ন-সুহৃদগণের একান্ত আনুগত্যে যেন নদীয়া-প্রকাশের সেবায় কিছু যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি। ইহাই দীনহীন বিষয়বিষ্ঠা-গর্তের কীট আমার [illegible] পদপল্লবের প্রার্থনা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় তদভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণবানুগত্য হইতে না পারিলে আমাদের বিরহোৎসব কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোৎসবে পর্যবসিত হইবে মাত্র।

গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যপুরাণ-রত্নতীর্থ)

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ সাল, ১৬ই পৌষ, কৃষ্ণাতিথির কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে মঙ্গলময় ও চিরপূজনীয় করিয়া যে প্রোজ্জ্বল গৌড়ীয়াচার্য-ভাস্কর জগজ্জীবের দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকলোচনে আত্মগোপন করিয়াছেন, তাঁহার সেই গোলোকবিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসিগণের, এমন কি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার কোন্ সহৃদয়-ব্যক্তি হৃদয়বান্ না কি না গৌরাঙ্গবিরহবেদনাতুলে বিদ্ধ হইয়াছেন? কি মহামান্য ভারতসম্রাট, কি মহামান্য রাজপ্রতিনিধি কি প্রাদেশিক শাসনকর্তৃ কি রাজা, কি মহারাজা, কি রাজপুরুষ, কি দেশমান্য জননেতা, কি অধ্যাপক, কি অধ্যয়নকারিগণ, কি পথিক, কি বাল-বৃদ্ধ-যুবক, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা—সকলেই যে সর্বজীববন্ধু অচিন্ত্য মহাভাগবতশিরোমণির বিরহে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, করিতেছেন ও নিত্যকাল করিবেন, সেই মহাপুরুষের অদর্শন কাহার না হৃদয়ফলকে বিচ্ছেদ-কালিমারেখা অঙ্কিত করিয়াছে? [illegible]-গণের নয়নস্বরূপ, দীনহীন কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয়, আশ্রিতগণের জীবনসর্বস্ব, আর্ত জিজ্ঞাসু-অর্থার্থি-জ্ঞানিগণের অশোকাভয়-বিতরণকারক, মুকুন্দের উপাস্য ব্যাসাভিন্নবিগ্রহ এবং শ্রীরূপানুগগৌড়ীয়গোষ্ঠীর পরমাদরের রত্নধন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুর বিরহব্যথা অলক্ষিত গৌড়ীয় এবং কোন্ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর চিত্তে বেদনা না দিয়াছে? ভগবানই তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের গুণাবলী সম্যক্ অবগত আছেন এবং তাঁহার মিলন ও বিরহ তিনিই

জানেন। সর্ব্বজীবনাথ শ্রীল আচার্য্যদেবের অমন্দোদয় কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মের সমস্ত ভক্তের বর্ণন, দুষ্কর্ণরসায়ন চেতনবাণী প্রাণ ও কৃপা-বিতরণ লীলা সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া আজ এমন কোন্ প্রাণী আছে যাহার প্রাণ না কাঁদিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছে? বৈষ্ণব মহাকবির ভাষায় পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু লোকনাথ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতীব বিরহ-ব্যথা ও গুণগাথা এরূপ ব্যক্ত হইতে পারে—

'দেখ প্রভু ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশু-পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে,
শুনি যাঁর গুণগাথা॥

পতিতপাবন নিত্যানন্দ-অভিন্নপ্রকাশ শ্রীল প্রভুপাদের গুণগাথা অনন্তদেবও সহস্রমুখে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। যতপ্রকার শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেও যাঁহার অধিক দয়া, যে শ্রীচৈতন্য-দেবের অহৈতুকী কৃপাহেতু আজ জগৎ জনগণও শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ নাম-রূপ-গুণ লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনের প্রবাহিত হইয়া আপামর বিশ্ববাসীকে প্লাবিত করিতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ও বহির্মুখ ব্যক্তি আর কি বলিবে? শুধু এই ব্রহ্মাণ্ডে নয়, শুধু স্বর্গে নয়, এমন কি বৈকুণ্ঠেও এমন দয়াল দুর্লভ। পশু-পক্ষী, এমন কি পাষাণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনন্ত চিদ্গুণাবলী শ্রবণ করিয়া বিগলিত হয়। তাঁহার সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যাবতীয় গুণ শোভা পাইয়া থাকে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোনও অংশে কম নহেন। বরং কৃষ্ণও যাঁহাকে স্কন্ধে মস্তকে বহন করিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই অসমোর্দ্ধ বস্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সুতরাং সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা আমি এক মুখে ক্ষুদ্রজীব আর কত বলিব? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তের স্বরূপ এরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্ দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭২—৭৭)

কৃষ্ণের সর্ব্বসদ্গুণ বৈষ্ণবশরীরে অবস্থান করে তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাই প্রধান লক্ষণ। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে কৃষ্ণৈকশরণতার চরম নিদর্শন প্রকাশ পাইয়া তাঁহার যাবতীয় গুণকে বৃদ্ধি করিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্বেষণে শ্রীল প্রভুপাদ এক এক মুহূর্ত্তে যে লীলা করিয়াছেন, তাহা অনন্তকাল ধরিয়া বলিলেও শেষ হইবে না। আমরা মহাজন-মুখে শুনিয়াছি—'নিতাই-পদ সদা, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ।' ইহাতেই অন্বয় নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা নিত্য। তাহা কখনও জড় দেশ-কাল-পাত্রের অধীন নহে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আচার্য্য-লীলা নিত্যই হইতেছে। কৃষ্ণ কৃপাই শরণাগত জনকে আশ্রয়প্রদান ও অভয় দান করিয়া তাহার স্বপাদমূলে লইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। ভক্তবৎসল কৃষ্ণের অপরিসীম বাৎসল্য শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তিতেই প্রকটিত ও বিস্তৃত হইয়া কৃপাপ্রার্থী জনগণের আশা ভরসা ও অপ্রাকৃত সেবারাজ্যের সন্ধান দান করে। যদিও জগৎ কখনই কোনও না কোন নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা হইতে একান্ত বঞ্চিত হয় নাই, তাহা হইলেও সকল সময় গৌড়ীয় প্রচারবান্ আচার্য্যের অভ্যুদয় দৃষ্ট হয় না। জীব যখন পরমমঙ্গলের জন্য ব্যাকুল হয় ও কাতরপ্রাণে ভগবানের নিকট আর্ত্তিভারে আচার্য্যের জন্য প্রার্থনা করে তখন কৃষ্ণ তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকে জগতে প্রেরণ করেন। সেই আচার্য্যদেব স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন, তিনি লোকোচিত সকল লীলাই করেন কিন্তু তিনি অজ্ঞান বদ্ধ জীবের ন্যায় ১৮ মহাদোষ ও দোষ-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকেন। তিনি এই প্রাকৃত রাজ্যে গোলোক হইতে অবতরণ করিলেও কখনও প্রাকৃত বা মায়ার অধীন হন না। ইহাই ভগবান্ ও তদীয় ভক্তের এক অচিন্ত্য শক্তি যে, তিনি প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও প্রপঞ্চাতীত থাকেন, নিত্যকাল নিত্যধামে অবস্থান করেন, মায়িক কোন গুণই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(গীঃ ৪।৬

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥

(পাদ্মে

বহি-সূর্য্য-ব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

হায়! যখন সর্ব্বজগৎ নানা প্রকার অসৎতর্ক কুজ্ঝটিকা, দম্ভময় ভণ্ডদের আক্রমণ, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের আস্ফালনে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন অযোগ্য অপসম্প্রদায় লৌকিক নাম লইয়া শুদ্ধ সত্যের বহির্দ্বারে গিয়া প্রদর্শন করিতেছিল, [illegible] কাম ও প্রেম, শুদ্ধভক্তি ও [illegible], গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয়, প্রকৃত মহাজন ও কপট অবতার, ভক্ত কামাসক্ত প্রভৃতি, জীব ও মুক্ত মহাভাগবত, পাষণ্ড ও অপ্রাকৃত, নাম ও নামাপরাধ, ভক্তি ও মিছা ভক্ত প্রভৃতি একাকার হইয়া যাইতেছিল, যখন শুদ্ধভক্তগণই প্রাকৃতের আসন পাইতেছিল, যখন মহাপ্রভুর অমায়িক প্রেমের কথা জগৎ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তখন গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম বাদ-সাম-নীতি বিগ্রহের জন্য শ্রীচৈতন্য-মঠের আবির্ভাব, 'পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' — এই গৌরবাণীকে সার্থক করিবার জন্য ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে এক আষাঢ়-রথ-বিজয় বিগ্রহের ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিতব্যানুসারে গোলোকাবিশিষ্ট গৃহে শ্রীচৈতন্য সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌড়ীয়গণের আচার্য্য-ভাস্করের সেই প্রথমোদয়ের দিন যে কি মঙ্গলময় সুপ্রভাতের সূচনা করিয়াছিল তাহা শুদ্ধ গৌড়ীয় মাত্রই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আচার্য্য-ভাস্করের যেমন অন্ধকারের নাশক উদয় হইল, তেমন অজ্ঞানান্ধ লোকগণ পথ প্রাপ্ত হইল। সেই সুন্দর উজ্জ্বল কিরণ হইতে দূরে থাকিবার বাসনা করিল এবং নিজ নিজ পাপময় ভাবের আসন অবসানভয়ে প্রমাদ গণিল। শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব শৈশব হইতেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। শৈশব হইতে তিনি মহাভাগবত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্য, নাম ও সেবা শিক্ষা করিয়া যৌবনে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের গুরুভার স্বয়ং বহন করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও নিত্যসিদ্ধ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর— গৌরশক্তি জগতের যাবতীয় শক্তি একমাত্র যোগ্যতম অধস্তন পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদে সঞ্চারিত হইল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈভব এবং [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible]। যখন শ্রীচৈতন্যবাণী পরমহংসগণের অন্তর্দ্ধান-[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীচৈতন্য-মতের [illegible] করিয়া যে শ্রীগৌর-করুণাধারা [illegible] ব্যাকুল হইলেন তখন [illegible] [illegible] প্রদর্শন [illegible] নিজজনগণ [illegible] হইলেন এবং তাঁহার অনেক [illegible] [illegible] ও শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] শ্রীচৈতন্য-মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে বিলাইবার জন্য স্বয়ং আচার, প্রচার, [illegible] [illegible] এবং শ্রীনাম-[illegible] [illegible] জীবের যে কি [illegible] ও প্রকৃতি মঙ্গলের পথ উদ্ঘাটন করিলেন তাহার মহিমা [illegible] [illegible] বিষয় অনুভব করিতেছেন। [illegible] পরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ প্রভু পর [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কোনও আচার্য্যের পাদপদ্মে এত অধিক শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ লোক যথার্থভাবে বরিত্যক্ত [illegible] [illegible] নাই। পতিতপাবন নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব জীবের দুঃখে সন্তপ্ত [illegible] করিয়াছেন। কি উপায়ে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরনিত্যানন্দের [illegible] আকর্ষণ করা যাইবে—তাহাই শ্রীল প্রভুর চিন্তার [illegible] করিলেন। জীবের নিত্য মঙ্গলের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীধামপ্রচারণ, [illegible] [illegible] [illegible] এবং বিরাট্ [illegible] প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন জীবের প্রতি অহৈতুক করুণা না হইলে কি জন্য [illegible] জীবের [illegible] জন্য এত যত্ন হয়?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে [illegible] বর্ণনা করিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিধ্বনি [illegible]।

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়

পশ্চাদ্ভক্তিবিনোদয়া স-দয়য়া
মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

যে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত দোষ দূর করে, যাহা'র সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহা পরমানন্দ সঞ্চারিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ দূর হয়, যাহা ভগবদ্বাণীদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সকলা সহজে দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার আবির্ভাবজনিত সেই অমন্দা দয়া আমার প্রতি হউক।

যে অমন্দোদয় শ্রীচৈতন্যদয়া মন্দোদয় করায়, যে শ্রীচৈতন্যদয়া শ্রীনন্দনন্দনের সেবাভিলাষ উজ্জ্বলরসের বৃদ্ধি করে, যে দয়ার কলিকালায়িত হইলে অন্য কোন বস্তুই আস্বাদ্য থাকে না, সেই গোলোকধন অপ্রাকৃত রসের পালন করে। যে দয়া নিত্যসিদ্ধের সকল বরেণ্য, সকল আশ্রয়ের ও সকল প্রকার জীবের চরম মঙ্গলোদয় করায়, যে দয়া জীব, কৃষ্ণ, ভক্ত প্রকৃতিকে যথার্থ প্রকাশ করায় সেই শ্রীচৈতন্যদয়া-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদ। কলিযুগপাবনাবতারী অমন্দোদয়দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যলীলায় যাঁহার কিরূপ আদৃত উদ্দাম হইয়াছিল তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ লিখিয়াছেন—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭ম ২৬)

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
(চৈঃ চঃ)

হায়! হায়! আজ সেই পতিতপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট-প্রভু কৃপায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতী আমার প্রাণ কোথায় লুকাইয়া গেলেন! আমাদের কোন অপরাধে অন্তর্হিত হইলেন! একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ প্রবাহের মূল সূত্র ভক্তিসদাচার প্রচার শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণীপ্রচারদ্বারা কে আর এমন সরস্বতী প্রায় শুষ্ক জগতের বক্ষে প্রবাহিত করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর গোলোকের প্রেমধন হরিনামসংকীর্ত্তনধারা প্রবাহিত করিবেন? শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর প্রভুদ্বয় ব্যতীত কে তাঁহাদের মনোভীষ্ট গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরনামের সেবাবৈভব বিস্তার করিবেন? কে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজের পরমহংস-সৌন্দর্য্য-কিরণ জগতে সর্ব্বত্রভাবে বিস্তার করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত এই ঘোর নাস্তিকতার যুগে কে আর শ্রীহরিনামমহৌষধি ও মহাপ্রসাদ পথ্য অকাতরে জনসাধারণকে বিলাইবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর বৈষ্ণবজগতের উপধর্ম্ম-কণ্টকাদি মার্জ্জিত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বলতা লোকলোচনের নিকট এমন করিয়া ধরিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর অকিঞ্চন আদর্শব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী জীবগণকে ছলে, বলে, কৌশলে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর মায়াবাদের বহুরূপী মূর্ত্তিকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লোকের নিকট ধরাইয়া দিবেন? শ্রীগৌরশক্তি ব্যতীত কে আর কোটি কোটি বর্ষব্যাপী সঞ্চিত উচ্ছৃঙ্খল ও জড় বাসনার এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত ধরিয়া শ্রীগৌরমনোভীষ্ট পূরণ করিবেন? শ্রীগৌরমনোভীষ্ট পূরণ একমাত্র ব্রতপ্রাণ শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত এই জগতে কে আর হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার এমন অদ্ভুতপূর্ব্ব বিচিত্র প্রকার প্রকট করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর সম্প্রদায়-বর্গ মধ্যে কৃষ্ণানুশীলনের এমন অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে প্রকৃষ্টসেবায় নিয়োজিত করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত এযুগে কে আর যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর সংসারের অসংখ্য কাঙ্গালকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার কৃপা বিলাইবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর বহুশতাব্দিব্যাপী 'দৈব বর্ণাশ্রম' ধর্ম্মের নির্ম্মল আদর্শ করাইয়া বিপুল গৌড়ীয়সাহিত্য-সাম্রাজ্যের বিস্তার করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত কোন্ আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের এমন অলৌকিক ব্যাখ্যা বিস্তার করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত অন্য কোন্ আচার্য্য এতকাল পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত পারমার্থিক ও ভাগবতধর্ম্ম অধিকারী ভক্তগণের নিকট জানাইয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত নানা ভাষায় বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে আর কোন্ আচার্য্য গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা, সনাতনধর্ম্মের কথা, শ্রীগৌরনামের কথা, শ্রীরূপানুগগণের কথা ও শুদ্ধভক্তগণের গুহ্যকথা জগতে অপামর সমস্ত জাতির নিকট উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত অন্য কোন্ আচার্য্য বৈষ্ণবগণের বিবিধ পরীক্ষা-প্রবর্ত্তন ও উপাধিপ্রদান করিয়াছেন? শ্রীল সরস্বতীপ্রভু ব্যতীত সারস্বত চতুষ্পাঠী, ভাগবত-বিদ্যালয়, পারমার্থিক আলোচনা-সাম্মিলনী, পারমার্থিক বক্তৃতা, সভাসমিতি ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন এমন আর অনন্যরূপে কে করিয়াছেন? শ্রীল সরস্বতীপ্রভু ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, গোস্বামি-শাস্ত্র, শ্রুতি, বেদান্ত, ভক্তিবিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ, নিবন্ধ ও সাময়িক পত্রিকাদি কেই বা আর জগতে প্রচার করিতেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর বিষ্ণুতত্ত্ব, একল বাসুদেবের উপাসনা, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম, দ্বারকেশ, মথুরেশ ও বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যের কথা এমন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর এই কোটিকণ্টককণ্ট ভক্তিপথে গমনের এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত কে আর হরিভজনকারীর সর্ব্বপ্রকার অনুকূল ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন? গৌরশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক আকর্ষণ ব্যতীত সংসারের সকল প্রকার মায়ার বন্ধন, কর্ত্তাপাশ ও অসংখ্য অপ্রাকৃতনামধারী অসংখ্য সম্প্রদায়ের হাত হইতে কে কোন্ নিরপেক্ষজন হরিভজনের সুদৃঢ় অভেদ্য দুর্গ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত? শ্রীল প্রভুপাদের কোটিয়া পাপ-ক্ষালনকারী অকৃত্রিম স্নেহ ও কৃপাশ্রয় লাভ না করিলে কোন্ মহাবীর বা এ জগতের স্নেহমমতার পাশ কাটাইতে পারিত? শ্রীল প্রভুপাদের অবিরাম কীর্ত্তনময় অবিশ্রান্ত-বদন করিয়া কাহারও না কঠোরকীর্ত্তনকারীর গোলায় বা অনুগামকরূপে দেহযষ্টিকে বাড়াইতে চেষ্টা হইয়াছে? শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকের বাণীর নিকট কোন্ পাষণ্ডের না মস্তক অবনত হইয়াছে? শ্রীল প্রভুপাদের নৃসিংহদেবতুল্য ভয়ানক রুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে কোন্ ভাগবতপ্রাণী মায়াবাদী, অবৈষ্ণবাপরাধী ক্ষণকালমাত্র দণ্ডায়মান থাকিতে সাহস করিয়াছে? শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত আর কোন্ জীবহিতৈষী ব্যক্তির হৃদয় শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,' 'পরবিদ্যাপীঠ' প্রভৃতি স্থাপনদ্বারা সুকুমারমতি বালকগণের হৃদয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাবের উন্মেষ করিবার মত উচ্চ ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল? শ্রীল প্রভুপাদই শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের পরিক্রমণ প্রবর্ত্তন করিয়া জীবজগতের প্রচুর নিত্য-মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদই দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপন করিয়া বিপ্রস্মার্ত্তসমাজের আস্ফালন ও উৎপীড়ন হইতে বৈষ্ণবসমাজকে সংরক্ষণ করত মানবের বর্ণনাতীত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদই আমাদিগকে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়াছেন—

তোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজে আচরণ করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ বলিতেন—"কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাবাঘিনী, ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত' বৈষ্ণব।" তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী হইতে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। কনকের ভোক্তা—নারায়ণের চরণে অপরাধী, কামিনীর ভোক্তা—শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণে অপরাধী, আর প্রতিষ্ঠার ভোক্তা—সেবাবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অপরাধী। কনক-কামিনীলোলুপ ব্যক্তি কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইয়া পড়ে। আর, প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি অহংগ্রহোপাসক নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে এবং প্রভুর আসন কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌরবাণীমূর্ত্তিস্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান যুগের হরিকীর্ত্তনের মহাদুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরমারাধ্যতম গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের করুণা তাঁহার সংকীর্ত্তনামৃত-ধারা বিস্তারের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে "সরস্বতী-জয়শ্রী"-গ্রন্থে এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

'শ্রুতিবিদ্যাই—ব্রহ্মবিদ্যা। জগতে এই ব্রহ্মবিদ্যা বা শব্দব্রহ্মের অবতার অনুক্ষণ প্রকট করাইবার জন্যই বর্ত্তমান জড়সর্ব্বস্ব-যুগের মধ্যে প্রভুপাদের আবির্ভাব, ইহাই তাঁহার আবির্ভাবের মূল বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান যুগ জড় শব্দ ও তাহার পারিপার্শ্বিকতাদ্বারা ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই হরিকীর্ত্তনের মহাদুর্ভিক্ষ। জড়... মহামারীর ন্যায় তাহার বিজয়-অভিযানে বাহির হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেই প্রভুপাদের অপার করুণা—এখানেই তিনি নিজের ভাবে 'ভূরিদ' (মহাদাতা) নামের প্রকৃত সার্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন—এরূপ যুগেও তিনি শব্দব্রহ্মের কৃপাময় অবতারকে প্রতি জীবের কর্ণদ্বারের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়েছেন শুধু বঙ্গবাসীর কর্ণদ্বারে নহে, শুধু ভারতীয় মানবজাতির কর্ণপ্রাঙ্গণে নহে, পৃথিবী সর্ব্বত্র—বিশেষ সকল দ্বারে তিনি এঁ

প্রভুচরিতামৃত-কণ

বর্ত্তমান বিশ্বে বিমল-শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারের মূল মহাজন, শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-জগৎকে বিরহ-সাগরে 'নিমজ্জিত করিয়া পরিপূর্ণ একবৎসর কাল পূর্ব্বে এই দিনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিরহে শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজ, তদীয় অশোক-অভয়-অমৃতস্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট বৈষ্ণববৃন্দ আজ অতিমাত্র কাতর। তাঁহার অপার-গুণমুগ্ধ সেবক-সম্প্রদায় তাঁহারই প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিমার্গে বিচরণ করিয়, তাঁহারই আচরিত ও প্রচারিত অমল-ভক্তিধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী গৌড়ীয়-গগনে চিরউড্ডীন রাখিবার জন্য তদীয় পেষ্ঠজনানুগত্যে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছেন। "ভূবনে পুরুষোত্তমাৎ" ও "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" এই শাস্ত্রবাণী ও শ্রীচৈতন্য-বাণীর যাথার্থ্য বিশ্ববাসী আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনন্তমুখী প্রচার-প্রসারে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যেরূপ মথুরাভিন্ন গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া ক্ষেত্রমণ্ডলে বিপ্রলম্ভ-ভজনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও সেইপ্রকার ক্ষেত্রমণ্ডলে প্রকটিত হইয়া গৌড়মণ্ডলে গৌড়ীয়েশ্বরের লীলাভূমি-সমূহ প্রকট করিয়া গোবর্দ্ধনাভিন্ন ব্রজপত্তনে অবস্থান করতঃ গৌরভজন-মধুরিমায় সমগ্র বিশ্ব আপ্লুত করিয়াছেন। সুদূর পাশ্চাত্য দেশসমূহেও অপ্রাকৃত-লীলা-রসময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অমল প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ অমল প্রেমের বার্ত্তা অনন্তমুখী ও

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ৮ম পৃষ্ঠার ২য় কলম দ্রষ্টব্য

ব্যাপকভাবে প্রচারের আয়োজন শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বে আর কাহারও চরিত্রে এতাবৎকাল প্রদর্শিত হয় নাই। যতপ্রকার উপায়ে সম্ভব শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ তত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিশ্ববাসীকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই। প্রতিদেশে, প্রতিগ্রামে, প্রতিপল্লীতে, প্রতিদ্বারে আচার-পরায়ণ প্রচারক প্রেরণ, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে আলোচনা, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা ও মৃদঙ্গযোগে একতা খোল-করতাল-সংযোগে সংকীর্ত্তন, নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, গৌড়-মণ্ডল-ক্ষেত্রমণ্ডল-ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, বৈষ্ণবপর্ব্ব সমূহে মহামহোৎসবের ব্যবস্থা, বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ, বিভিন্ন স্থানে বিরাট আকারে সংশিক্ষা প্রদর্শনী উন্মোচন, বিভিন্ন ভাষায় পরমার্থের বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ, বহু পারমার্থিক গ্রন্থ প্রণয়ন, বিভিন্ন ভাষায় শত শত ভক্তিগ্রন্থের প্রচার, নগরে নগরে, শুদ্ধভক্তিমঠ ও পরবিদ্যা-কেন্দ্র স্থাপন এবং বিগ্রহ-সেবা-প্রকাশ, লুপ্ততীর্থ সমূহের সেবোদ্ধার, শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক-পূত স্থানসমূহে তাঁহার পাদপীঠ স্থাপন প্রভৃতি অসংখ্য উপায়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনন্তমুখী প্রচার প্রসারিত করিয়াছেন তাঁহার অমিত তেজোদীপ্ত গুরুগম্ভীর বাণীর কীর্ত্তন নির্ঘোষণে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে যাবতীয় ছলধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম-প্রচারপ্রয়াসিগণ যেরূপ সূর্য্যোদয়ে পেচক সদৃশ গুহাস্তরালের ন্যায় অন্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, অপর দিকে সেইরূপ প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভে আকৃষ্ট মধুপের ন্যায় ভক্তমধুকরগণ তাঁহার অপার কারুণ্যকুসুমসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে চির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আবির্ভাব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে (১২৮০বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩৷০ ঘটিকায় পুরী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিকটে 'নারায়ণছাতার' সংলগ্ন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তনমুখরিত বাসভবনে শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুরূপে অবতীর্ণ হন। সদ্যপ্রসূত শিশুর শ্রীঅঙ্গে স্বাভাবিক উপবীত বিভূষিত দেখিবার সৌভাগ্য প্রত্যেক দর্শকেরই হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথ-দেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলা দেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'। শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রা মহোৎসবকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আর চলে না; তিন দিবস কাল রথ তথায় অবস্থান করে। শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে থাকিয়া শিশু জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণা-লিঙ্গন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের গলদেশ হইতে একটী প্রসাদী মালা গ্রহণ করেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ মহাপ্রসাদ দ্বারা শিশুর অন্নপ্রাসন সম্পন্ন করেন।

শিক্ষালাভ

আবির্ভাবের পর শিশু দশমাস কাল জননীর সহিত পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পাল্কির ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশে রাণাঘাটে উপনীত হন। হরিকীর্ত্তনোৎসবের মধ্যে শিশুর সমস্ত শৈশবকাল অতি-বাহিত হইয়াছিল। এইস্থানে শিশুর হাতে-খড়ি হয়। প্রথমতঃ তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতে থাকেন। ১৮৮১ খৃঃ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন এই বৎসর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন কলিকাতা রামবাগানে 'ভক্তি ভবন' নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তখন ভিত্তি-খননকালে শ্রীকূর্ম্ম-বিষ্ণুবিগ্রহ প্রকটিত হন। ৭৷৮ বৎসরের বালক ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট হইতে পূজার মন্ত্র,অর্চ্চন পদ্ধতি ও তিলকাদি সদাচার-গ্রহণ-শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার বিষ্ণুসেবা-তেই স্বাভাবিক রুচি এবং প্রাকৃত বিদ্যাদি আলোচনায় স্বাভাবিকী বিতৃ-ষ্ণতা লক্ষিত হইত। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণধীর নিকট কেহই দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্থানে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বালক Bicanto এর মত একটী নূতন লেখপ্রণালী আবিষ্কার করেন। উহার নাম হইয়াছিল—বিকৃতি বা Bicanto. ১৮৮৫ খৃঃ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাথে গোস্বামী-পাদগণের আবির্ভাবভূমি কুলিন-গ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং তথায় নামতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রবিচার শ্রবণ করেন। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন-কালেই বালকের গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ আলোচনায় স্বাভাবিকী প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিত-প্রবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ও পণ্ডিত সুন্দরলাল নামক জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই উক্ত শাস্ত্রে তাঁহার অত্যদ্ভূত প্রতিভা ও পারদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃঃ তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। অসাধারণ প্রতিভা-বশতঃ কলেজের পাঠ প্রস্তুত করিতে তাঁহার যে সময় লাগিত অবশিষ্ট সময়ে কলেজ লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ পাঠ করিতে থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণির নিকট সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, বৈদিক পণ্ডিত পৃথিধর শর্ম্মার নিকট বেদান্ত-সিদ্ধান্তকৌমুদী, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য, কলেজের অধ্যক্ষ মহামহো-পাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়সংহিতা, সাহিত্যদর্পণ ও সাংখ্য-কারিকা অধ্যয়ন করেন। সর্ব্ববিষয়ের অধ্যাপকগণই বালকের অপরিসীম মেধা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার কালেই সরস্বতী ঠাকুর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মঃ মঃ বাপুদেব শাস্ত্রীর ছাত্র ও সংস্কৃত

সংসারে পার হইয়া ভক্তির সাগরে যে ডুবিল সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥

কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যের সমর্থিত বিচারের প্রতিবাদ করেন। এই অধ্যয়ন সময়েই তিনি "সিদ্ধান্তসরস্বতী" নামে অভিহিত হন।

পাঠাবস্থাতেই তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' এবং 'ভক্তি-ভবন-পঞ্জিকা' প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময় ১৮৯১ খৃঃ বিডন স্কোয়ারে আগষ্ট য়্যাসেম্ব্লি (August Assembly) নামক আলোচনা সভা স্থাপন করিয়া বন্ধুবর্গ ও বিদ্যার্থিগণের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। এই সভার সভ্যবৃন্দকে ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চিরকুমারব্রত পালন করিতে হইত।

ত্যাগ

সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বশাস্ত্রে অসীম পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রদর্শিত হইলেও জড়পাণ্ডিত্যের হেয়ত্ব প্রতিপাদন-কল্পে সরস্বতী ঠাকুর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থে জীবন-যাপনের আদর্শ প্রদর্শন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৯৭ খৃঃ কলিকাতা রামবাগানস্থ ভক্তিভবনে তিনি জ্যোতিষের সারস্বত-চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। লালা গৌরীশঙ্কর, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্.এ, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, নিত্যানন্দবংশীয় পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, শরচ্চন্দ্র জ্যোতির্বিনোদ প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সরস্বতী ঠাকুরের নিকট জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। সারস্বত চতুষ্পাঠী হইতে তিনি 'জ্যোতির্বিদ', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা এবং জ্যোতিষ-দ্ধের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরমার্থালোচনা

সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের সহিত বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থালোচনায় রত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার বৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃঃ হইতেই তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিধানানুসারে নিয়মিতভাবে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় পরমার্থ বিষয়ে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে থাকেন।

শ্রীগুরুপদাশ্রয়

গোদ্রুমধামে সরস্বতী-জনক ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের প্রতিষ্ঠিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ১৮৯৮ খৃঃ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী নামক এক অতিমর্ত্ত্যচরিত্র অবধূত ভাগবত পরমহংসের দর্শন পাওয়া সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হন ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশানুসারে ১৯০০ খৃঃ তাঁহার নিকট ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। নাম গ্রহণান্তর তিনি "পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী" নামে অভিহিত হন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে নীলাচলস্থ স্বর্গদ্বারে ভক্তিকুটীরে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপুরাতন সাতাসন মঠের সেবাও তিনি কিছুকাল চালাইয়াছিলেন। তিনি পুরীতে বৈষ্ণব-মঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ ও দ্বারে দ্বারে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন; কিন্তু উহাতেও নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইল, তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সরস্বতী প্রভুকে রামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নির্জ্জনবাসের ন্যায় শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া হরিভজন করিতে বলেন।

সরস্বতী ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তৎসম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার সহিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন

তীর্থভ্রমণ

১৯০৪ খৃঃ সরস্বতী ঠাকুর সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও পরে পুরী হইয়া ১৯০৫ সালে দক্ষিণ ভারতে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। সিংহাচল, রাজমাহেন্দ্রি, মাদ্রাজ, পেরেম্বেদুর, তিরুপতি, কঞ্জিভরাম, কুম্ভকোনম্, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া ও বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইয়া শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন।

শ্রীমায়াপুরে অবস্থান

নবদ্বীপমণ্ডলে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা মহাত্মা বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচিত হন। শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া ১৯০৫ খৃঃ হইতে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময় বাণী-প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটী মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্রত উদযাপন করেন। ১৯০৯ খৃঃ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরপার্ষদ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়া ব্রজপত্তন বা শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন। এই শ্রীচৈতন্যমঠই বর্ত্তমানে যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহের আকর মঠরাজ।

১৯১১ খৃঃ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত 'বালিঘাই' নামক স্থানে একটা বিরাট সভায় "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" নামক একটা স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি সমগ্র শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এই শ্রীচৈতন্যমঠ কেন্দ্র করিয়া সরস্বতী ঠাকুর বিপুলভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন জনপদে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকল্পে বিভিন্ন প্রচার-কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশীমবাজার সম্মিলনীতে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। ইহার পর সরস্বতী ঠাকুর কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, বামটপুর, আকাইহাট, চাখন্দি, দাঁইহাট প্রভৃতি গৌরপার্ষদ-লীলাস্থানে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের কথা প্রচার করেন।

১৯১৩ খৃঃ কালীঘাটে ভাগবত-যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বহু সাত্বতগ্রন্থ প্রচার করেন। ১৯১৪ খৃঃ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ১৯১৫ খৃঃ ভাগবতযন্ত্র শ্রীব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটে তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনভার সরস্বতী ঠাকুর গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃঃ ভাগবতযন্ত্র কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত হইয়া পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রচার হইতে থাকে। ১৯১৮ খৃঃ গৌরজন্মবাসরে শ্রীমায়াপুরে সরস্বতী ঠাকুর ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকাশ করেন। ঐ সালে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ ভাড়াবাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুকম্পিত সেবকগণের আর্ত্তিতে শ্রীচৈতন্যমঠের সর্ব্বপ্রথম শাখারূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারে স্থায়ী শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে এবং ঢাকা, কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাথ, কভুর, মাদ্রাজ, বোম্বে, পাটনা, গয়া, কাশী, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, দার্জ্জিলিং, মৈমনসিংহ, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, শেষশায়ী, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, আসাম, গোয়ালপাড়া, সরভোগ, লণ্ডন প্রভৃতি বহুস্থানে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখারূপে বহু মঠ স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই আচার-পরায়ণ প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ কীর্ত্তন করিতেছেন।

সরস্বতী ঠাকুর মন্দার, কানাইনাটশালা, যাজপুর, কূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচল, কভুর, মঙ্গলগিরি, ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবভূমি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীযোগপীঠে অভ্রভেদী সুউচ্চ মন্দির নির্ম্মিত এবং শ্রীধাম তড়িদালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছেন।

সরস্বতী ঠাকুরের চেষ্টায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন স্থানে মুদ্রাযন্ত্রালয় স্থাপন ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সাত্বত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় রামানুজ ও মধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মূল আচার্য্যগণের সেবা শ্রীচৈতন্যমঠে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তুলনামূলক বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব প্রদর্শন

করিয়া প্রত্যেক প্রচারকেরেই শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবস্মৃতি-সদাচারের যে চারিটি খণ্ড শ্রীল ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণ পদ্ধতি দুষ্প্রাপ্য তথ্য লভিবেন। বাল্যকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বৈষ্ণব-সাহিত্য-চর্চায় স্বাভাবিক রুচি ছিল। তিনি মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মায়াবাদ ও প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের চতুর সিদ্ধান্ত হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্বিশেষ-চিন্তাস্রোত হইতে, একল-বাসুদেব, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম ও রাধাগোবিন্দের উপাসনা যথাক্রমে শ্রেষ্ঠতর কেন, তাহা তিনি সুযুক্তির সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান যে অধোক্ষজ এবং আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাকে জানিতে পারে না, ভগবানের এবং ভগবানের কৃপালব্ধ ভক্তগণের কৃপায় যে ভগবানকে জানা যায়, জগতে সত্য মুক্ত ব্যক্তির অন্তরেই যে ভগবানের রূপালোক আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাকেই যে 'চিদ্বিলাসরসমা' জানায়, তাহা প্রভুপাদ বিশদরূপে কীর্তন করিয়াছেন। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন করিতেই তিনি সর্বদা উপদেশ করিতেন। পরমার্থ প্রচারের জন্য সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯৯ খ্রীঃ কলিকাতা হইতে "নিবেদন" নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক সমাজ ও নীতি-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ একটী পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তিনি বহুকাল তৎপ্রবর্তিত 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকার সম্পাদন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী-কালে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মুখপত্ররূপে বাঙ্গালায় 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়', হিন্দি পাক্ষিক 'ভাগবত', উৎকল পাক্ষিক 'পরমার্থী', ইংরেজী ভাষায় 'Harmonist' প্রবর্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বাঙ্গালা ও ইংরেজী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন এবং বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেবকগণ দ্বারা শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ব্রজধাম-প্রচারিণী-সভা প্রবর্তন করিয়া ব্রজমণ্ডলের সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে কৃষ্ণানুশীলনাগার বা The Thakur Bhakti Vinode Research Institute স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারের বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। দৈববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মুখ্য কৃত্য যে হরিভজন তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible] মঠে সারস্বত [illegible] বালকগণ ও বয়স্কগণ সকলের পৃথক শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রবন্ধ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত Standard এর সহিত [illegible] বালকগণকে পরমার্থ শিক্ষা প্রদানের জন্য "Thakur Bhaktivinode Institute" নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি [illegible] ভগবদ্বস্তুর প্রতিকূল কোন বিষয় বা যে-কোন [illegible] হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া কপট বা অকপটতামূলক [illegible] ভক্তিবিরোধী কোন কথা বা সিদ্ধান্ত প্রশ্রয় তিনি দিতেন না। [illegible] প্রচারিত ভাগবত ধর্ম বা নিত্যসত্য সনাতন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] নিষ্কপট প্রচারক ছিলেন প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

শব্দব্রহ্মের অবতারকে প্রকট করাইবার জন্য অভিজ্ঞতামূলক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। কমলার অবিদ মধ্যে, [illegible] পল্লীতে, সাগরের বক্ষে, নির্জন কান্তারে, জনাকীর্ণ নগরীতে, ভাগীরথীতীরে, অট্টালিকা ও প্রাসাদ-শোভিত রাজধানীতে বাষ্পীয় শকটে, ব্যোমযানে, অর্ণবপোতে, কর্মকোলাহলের মধ্যে, নিস্তব্ধ নিভৃততায় কেন্দ্রে—সর্বত্র [illegible] এই শব্দব্রহ্মের অবতারের আবির্ভাব করাইয়াছেন। ইহাই আচার্য্যের বিশিষ্ট অবদান।'

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন॥
তাহা প্রবর্তাইলা তুমি,—এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১-১২)

বিরহ-বিলাপ

([illegible])

যে আঁখির বিরহের প্রেমের প্লাবন।
কোথা সেই প্রভুপাদ [illegible]॥
হায়! হায়! কি করি! কোথা যাব আমি।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।

[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
যত কৈলে [illegible]॥
[illegible] পায়।
কোথা [illegible] লোটায়
[illegible] তুমি;
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] কোথা কামে॥
[illegible] তুমি [illegible]।
[illegible] নিখিল ভুবনে॥
কোথা [illegible] সদাগুণধাম!
কোন [illegible] নাম?
[illegible] নাহি পায়।
সেই [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible] লক্ষ্মী [illegible]।
পায় নাই [illegible]।
[illegible] উদ্ধব।
পায় নাই [illegible]॥
কারো [illegible] নাহি [illegible]।
সেই [illegible]॥
সেই [illegible]।
[illegible]।

নব [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] গৌরবাণী [illegible] দেখে
কৃপাপূর্ণ [illegible]॥

গেছে [illegible] বাঁশি।
[illegible] কৰ্ণ॥
[illegible] হবে।
শুধু কি [illegible] পেয়ে?
যে কৈল [illegible]।
যে কৈল [illegible] স্মরণ॥
[illegible] তোমা [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] বর্জন॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
বিধি [illegible] হয়।
[illegible]॥
[illegible] কৃপাময়।
সে [illegible] পাষাণ-হৃদয়॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible] কেন পান।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] গৌরবে॥
[illegible]।
হায়! [illegible] প্রেমোল্লাস॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
কেন বা [illegible]।
[illegible] রহিয়া॥

প্রভু-বিরহে

([illegible])

[illegible] তোমাকে বিস্মৃত করিবে না? [illegible] একবার করি, [illegible] অভিমানে নীরবে [illegible]

যাই, ভাগবত প'-বৈষ্ণবের স্থানে।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে

আত্মগোপনপূর্ব্বক সুদীর্ঘ একটী বৎসর হইল তুমি কোন্ মহাবিজনপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছ অপরাধী সন্তানবৃন্দ তোমায় কত খুঁজিয়াছে পায় নাই। অনাথ মনে করিয়া উহারা কত অত্যাচার করিয়াছে কিন্তু নাথ, তাহারা নীরবে গোপনে শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, চুপটী করিয়া অসহ্য সহ্য করিয়াছে। আজ তাহারা [illegible] হইতে তোমাকে খুঁজিতে আবার প্রাণের [illegible] মায়াপুরে ছুটিয়া আসিয়াছে। একবার কি [illegible] চাহিবে না? কত কত [illegible] বলিয়া [illegible] ক্ষমা করিয়াছ, আজই কি কেবল [illegible] রহিবে?

গৌড়ীয়ের জীবন-ধন! অনাথের নাথ! নীরব কেন প্রভু [illegible]! অভিমান ত্যাগ করিয়া দীনের দিকে চাহিয়া দেখ তোমার বড় আদরের সন্তানগণ তোমাহারা হইয়া আজ কত দীন হীন! তোমার 'রূপানুগের রূপমঞ্জরী' আজ শুষ্ক [illegible]! দীনদয়ালনাথ, একবার [illegible] ফিরিয়া চাও—একবার অভিমান ত্যাগ করিয়া [illegible] কোলে তুলিয়া লও। [illegible] তুমি ত' কখনও এত [illegible] না, তোমার কমল-কোমল হৃদয় ত' এত পাষাণ হয় না—জগতের কান্না থামাইতে—তাপ জুড়াইতে যে তুমি গোলোক হইতে এই [illegible] অবতরণ করিয়াছিলে, তবে কেন আজ নীরব? কেন এত মৌন?

হে প্রভো! পিতঃ! পিতৃহারা সন্তানগণ আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে যে পিতা কি বস্তু! তাহারা অবাধ্যতা করিবে না—আর তাহারা [illegible] হইবে না—আর তাহারা তোমার [illegible] স্বেচ্ছাচারিতার পিছনে ছুটিবে না, ইহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; ওগো গৌরবাণীমূর্ত্তবিগ্রহ! আর একটী বারের জন্য মাত্র তাহাদের সব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া 'মাভৈঃ' বাণী শুনাও। তুমি বিনা যে তাহাদের আর কেহ নাই—তাহারা যে সকল পরিত্যাগ করিয়া তোমার কোটিচন্দ্রসুশীতল পদতলে আশ্রয় লইতে ছুটিয়া আসিয়াছে—তুমি তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়া না চাহিলে কে আর তাহাদের দেখিবে? এ জগতে [illegible] তুমি ত' চিরদিনই বুঝিয়া থাক না—[illegible] তুমি ত' তাহাদের চোখে চোখে থাক, মাঝে মাঝে আত্মগোপন করিয়া পিতৃত্ব আর্ত্তি বাড়াও, কিন্তু তাহাকে বঞ্চিত কর না; পিতা কি বস্তু তাহাকে বুঝাইয়া দাও, কিন্তু পিতৃহারা কর না। তাই হে পরমপিতঃ! তোমার অদর্শন—অনাথ [illegible] আজ বড় [illegible]-পিতা চিনিয়াছে—সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, আর দূরে থাকিও না, আর কাঁদাইও না, একবার ফিরিয়া এস! বিশ্বে রূপ-রঘুনাথের কথা অপ্রতিহত প্রবাহে প্রবাহিত হউক। হে গৌরকরুণার্ণবঘন অবতার! স্থাবর-জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলকে তুমি প্রেমবন্যায় ভাসাইতে আসিলে—সবাইকে [illegible] বুঝিয়া গেলে আর এই অবুঝ সন্তানগণই কি বঞ্চিত হইবে? তাহা ত' হয় না!

পতিতপাবন প্রভো! দেখ, তোমার আশ্রিতগণ আজ তাহাদের '[illegible]' থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে—তোমার [illegible] বিধানার্থ তোমার অভিষিক্ত শ্রীল [illegible] প্রভুর কোটিস্বরূপের [illegible] মিলিত হইয়াছে। [illegible] আর চঞ্চল বালকটী যায় নাই। তাহারা আজ শান্ত হইয়াছে—নিজেদের দুরবস্থার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে, তাই আজ তাহারা পিতৃসেবার জন্য—পিতার মনোঽভীষ্ট সুষ্ঠুভাবে আপ্রাণ চেষ্টায় পরিপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আজ তাহারা জীবনকে [illegible] "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। আজ তাহাদের [illegible] ছুটিয়া [illegible]—আজ তাহাদের [illegible]—আজ [illegible]। [illegible]

তাহারা [illegible] মহাজনদের নীরবতা [illegible] তোমারই সেবা করিবার জন্য—তোমার মনোঽভীষ্ট পরিপূরণে জীবনপণ করিয়াছে। [illegible] তাহাদের দিকে করুণ [illegible] ফিরিয়া চাও, একবার একবার তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি [illegible] কর! দেখ নাথ, আজ চারিদিকে সব সৃষ্টির বিপুল আড়ম্বর; তাহাতে আবার [illegible]! ঘোর অন্ধকারে মানব-দেহের [illegible] উন্মাদ [illegible]; তুমি কি [illegible] অপ্রাকৃত আলোকে [illegible] সুমধুর স্বরের [illegible] করিবে না? চিরানন্দ কি [illegible] আলোকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে?

[illegible] করিয়াছ—[illegible] এক [illegible] জীবন [illegible]

[illegible], ছাড়িবেন না; ভগবানের [illegible] অনুশীলন করুন [illegible] না দেখে নিরুৎসাহিত হইবেন না। নিরন্তর, [illegible] ছাড়িবেন না, [illegible] সমস্ত সফল হইবে, কৃষ্ণ করুন।" তাই হে প্রভো তোমার বড় স্নেহের সন্তানগণ তোমার 'বাণী' আর 'বপু'তে ভেদ নাই জানিয়া বাণীপূজায় মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা আজ তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হইয়া [illegible] কত অনর্থের অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিতেছে। পাষণ্ডিগণ তাহাদিগকে পিতৃহীন মনে করিয়া নানা প্রকার [illegible] করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; তাহারা মনে করিয়াছে [illegible] পিতার ন্যায় তাহাদের পিতাও মরিয়া গিয়াছে, তাহার কোনও অস্তিত্ব—কোনও সাড়া আজ নাই। [illegible] বুঝিতে পারিতেছে না যে, এ পিতা মরণশীল নন, [illegible] নিত্যপিতা, শুধু সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে আড়ালে থাকিয়া করুণ নয়নে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন মাত্র।

প্রভো! তুমি তোমার একান্ত দাসগণকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিয়াছ, আশ্বাস দিয়াছ—"ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। তোমরা বিপুল উৎসাহে রূপ-রঘুনাথের কথা [illegible] প্রচার কর—অচিরেই পঞ্চাশ সহস্র [illegible] জুটিয়া যাইবে।" তাই তোমার সন্তানগণ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া ভক্তিবিনোদধারায় অবগাহনপূর্ব্বক রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিতেছে। কিন্তু অদূরদর্শী আজ অপ্রাকৃত ভক্তিবিনোদধারাকে প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বস্তু [illegible] না করিয়া আসুরিক বিক্রমে উহা রুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। [illegible] সেবোন্মুখ চিত্তে স্বপ্রকাশ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবাণীকে রাবণের ন্যায় কপট [illegible] 'স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছি', মনে করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের স্পৃষ্ট, দৃষ্ট বা কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে বৈকুণ্ঠ-বস্তু নয় এটী রাবণের অনুচরগণ বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া মনে করিতেছে "বৈকুণ্ঠ অবতার চেতন-বাণীর চেতন-মূর্ত্তিবিশেষ আত্মসাৎ করিয়া ভোগ করিব, অবিচ্ছিন্ন সনাতন আম্নায়-ধারা—ভক্তিবিনোদধারা আমরা রুদ্ধ করিয়া ফেলিব—[illegible] আমাদের আজ বৈকুণ্ঠের কবি গুরু-বৈষ্ণব, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দকেও ভোগ না করিতে পারিলে [illegible] ভোগস্পৃহা কিছুতেই মিটিবে না।" পাষণ্ডদলনবানা অত্যাচারকেশরি! হে দানবদলন প্রভো! এইবার একবার নিজ [illegible] প্রকাশ কর। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বাধা প্রদানকারী কাজীকে যেমন নৃসিংহদেব 'কাটিমু তোমার [illegible]'—[illegible] উদ্যত হইয়াছিলেন যেমন তুমি আজ [illegible] বাধাপ্রদানোদ্যত পাষণ্ডগণকে দমন করিয়া [illegible] মহাভিক্ষু তোমার নিষ্কপট দাসগণকে অভয় দাও!

ভক্তবৎসল পতিতপাবন প্রভুপাদ! একটীবার মাত্র চাহিয়া দেখ—আর একটীবার শুধু তোমার মহামৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কৃপাবলোকন কর, দেখ নাথ! তোমার সমাধিপ্রাঙ্গণে [illegible] করুণ-গাথা—কত ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস! আজ তোমার প্রিয় সন্তানগণ পাগলপারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহারা সংসার ভুলিয়াছে, স্বজন ভুলিয়াছে—আজ [illegible] ভুলিয়াছে, তাপ ভুলিয়াছে—আজ তাহারা পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক সব বিস্মৃত হইয়াছে, আজ তাহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের ধন আপনার কথা। আজ জগৎ প্রভুপাদময়! এই মহা-পুণ্যতিথিতে তোমার বিরহকাতর নিরাশ্রয় ভক্তগণকে প্রভো কি নিরুৎসাহে ফিরাইয়া দিবে? তাহারা যেমন আকুল প্রাণ হৃদয়ে লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে তবু কি তেমনি গভীর হতাশায় সংসারে ফিরিয়া যাইবে? তাহা ত' তোমার স্বভাবে নাই—তাহা ত' তুমি পারিবে না! তাহাদের অজ্ঞাতে তুমি চলিয়া গিয়াছ, তাহারা তোমার দেখা পায় নাই, এই তাহারা দুঃখী অন্তর হইয়া তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছে। তুমিই চিরদিন বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ—অপ্রাকৃত অধোক্ষজ কাহারও দৃশ্য নহেন। দুষ্ট, ছিদ্রান্বেষী জীবকুল ভুল করিয়া তাঁহাকে দৃশ্য মনে করে। বস্তুতঃপক্ষে তিনি দ্রষ্টা এবং [illegible] প্রাকৃত ভক্তই তাঁহার দৃশ্য। তাই তোমার [illegible] প্রিয়তম পুত্রগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার অপ্রাকৃত নয়নের উৎসব বিধানার্থ সুন্দর সুন্দর সাজিয়াছে—শ্রীরূপের আনুগত্যে তাহারা অপ্রাকৃত সেবার রূপে রূপবিশিষ্ট হইয়াছে। প্রভো! প্রাণের ঈশ্বর! শুধু বারেক করুণ নয়নে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাও—সব অভিমান ত্যাগ করিয়া সব দোষ ক্ষমা করিয়া আজ তাহাদিগের প্রতি সদয় হও! তোমার হৃদয়ের ধন তোমারই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল অনন্ত প্রভু। তাই আজ তাহারা '[illegible]' থাকিয়া রূপরঘুনাথের বাণী প্রচারপূর্ব্বক তোমার মনোঽভীষ্ট পরিপূর্ণ করিতে সজ্জিত হইয়াছে। হে সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি তুমি আশীষ বর্ষণ কর—শক্তিসঞ্চার কর, তাহাদের প্রতি কৃপাবলোকন কর! ঐ শোন, দীনের ব্যাকুল আর্ত্তি—বুকভাঙ্গা হাহাকার—

"হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
* * *
যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর॥"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রী প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক চরিত্রজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজভজন, নিজ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন।

আমরা কোন প্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সম্পদ। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন।

সংসারে থাকা কালে নানা প্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা নিবৃত্ত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ করব, আমাদের নিত্য জীবন কি হ'বে, এখানে থাকা কালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত রকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট ক'রবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামারূঢ় হ'লেই কৃষ্ণসেবা রসের কথা বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের [illegible] ব্যাপার বড়ই Startling ও Perplexing.

যে আগন্তুক ব্যাপার-সমূহ আমাদের নিত্য প্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান করছে তাহা eliminate করবার জন্য মনুষ্যনামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক Struggle করছে। তদতীত হ'য়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

এজগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এজগতে সকল বস্তুই কালহারী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরমপ্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিকে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করুন।

যে জগতে ত্রিগুণের তাড়নায় শক্তির গতি রুদ্ধ হয়, তাহাতে গমনশীলা শক্তি চতুর্দ্দিকে অনিত্য, অসত্য, অপূর্ণ, অযুক্ত ও নির্বিশেষ অন্ধকারকেই গন্তব্যসীমা-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া স্তব্ধ হয়—সবিশেষ ক্ষেত্র নিত্য সিদ্ধ-পূর্ণ মুক্ত চৈতন্যরসবিগ্রহ চিন্তামণি দর্শন করিতে নিপুণ হয়।

ময়ূরপুচ্ছে যেরূপ নানা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত সুদৃশ্য নয়ন অঙ্কিত থাকে, কিন্তু উহারা রূপদর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুকে নির্বিশেষ বিচার করিলে আত্মার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও রুদ্ধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ উহা নিঃশ্রেয়সদর্শনফল প্রসব করে না।

অমন্দোদয়দয়াবিতরণকারী মহাবদান্যশেখর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র হৃদ্যজ্ঞাগর্ভে কীর্ত্তনের চিত্তগুহার অন্ধকার বিনাশের জন্য একটী শান্তিপ্রতিভাময়ী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রেয়ঃপন্থীদিগের ভোগসঞ্চয় প্রবৃত্তির বিপরীত শ্রেয়ঃপথ বিধাকেও বিপথে পরিচালনাকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকেই বিদ্যাবধূর জীবাতু বলিয়াছেন।

চৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময়-চরণ চিন্তা-চর্চ্চিত চিত্ত দুস্তর-বিষগৃহে পতিত, অবিদ্যাগ্রস্ত মায়া ভোগ কামাতুর জীবকে নিষ্কল মহাকূপ হইতে অমন্দ-উদয়কারিণী সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা অহৈতুকী দয়ার রজ্জু দ্বারা উদ্ধার করিবার [illegible] বঞ্চন-বিতরণ-প্রয়োজনের জন্য যে পরাৎপরতত্ত্ব জগতে অবতীর্ণ তাঁহার চরণপাদুকে একমাত্র চিন্তনীয় নিত্যবস্তুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

রূপের অনুগবর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার দর্শনের অনুসরণ-পথে আমরা দেখিতে পাই যে, আলোকময়ীর চরণকমল-নখরের শোভা শ্রীরূপের পাদপদ্মে দর্শন করিবার পিপাসা উদিত হইলেই অপূর্ব রূপানুগবর চিন্ময় নয়নকে চিদ্বস্তুর বিচিত্রতা দর্শনের আলোক দেখাইয়া থাকেন।

চিৎবিশেষ বা চেতনের বিলাস বিলাসবৃজীবন কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের কায়মনোবাক্যে কীর্ত্তনকারী কৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্যের চরণে নিত্য অবস্থিত। সেই শ্রীচৈতন্যচরণসংলগ্ন-চিত্ত ব্রজবধূগণ ব্রজে বিচরণ করিয়া অনুক্ষণ আলোকময়ীর পদ-নখশোভা দর্শনে ব্যস্ত থাকেন।

[illegible] সাধুসঙ্গফলে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং নিষ্ঠাপ্রণালীর শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন যতটা হইতে থাকে, ততটা অনর্থ নিবৃত্তি সাধিত হয়, অনর্থ নিবৃত্তি পর্য্যন্ত সাধক জীবন, অনর্থমুক্তির ফলে অর্থাৎ সিদ্ধির পথে প্রথম পদবিক্ষেপেই নিষ্ঠা বা নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে অভিনিবেশ, তৎপরে স্বাভাবিকী রুচির উদয়, ক্রমে আসক্তি ও তৎপরে স্থায়িভাব বা প্রেমের পর্য্যায় লাভ হইলে অপ্রাকৃত-রাজ্যে গমন হয়। সেখানে নিত্য রতি শৃঙ্গার রস আশ্রয় করেন ও মাধুর্য্য মিলনের প্রকাশ সকল পরিদৃষ্ট হয়। চতুঃষষ্টীর সম্মিলনে [illegible] ক্রমশঃ কেবল-প্রেমপর উজ্জ্বলের প্রেম [illegible] প্রাপ্ত করে।

স্বীয় বস্তু-নির্দ্ধারণে অসমর্থতা-হেতু জড়দেহ ও জড়ভোগের প্রবৃত্তিশালা অবিদ্যা প্রবৃত্তি নিজাকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বহুমানন [illegible] ভক্তিযোগকে অবমাননা করে তৎপরে অভিলাষময় কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে জীবকে প্রধাবিত করাইয়া কখন কর্ম্মবীরত্ব, কখনও জ্ঞানবীরত্ব, কখন যোগবীরত্ব, কখনও বীরত্বের সাময়িক ঐশ্বর্য্যে লোকের চক্ষু ও বুদ্ধি ঝলসাইয়া দেয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ দেখা যায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কৃপা করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজক-কর্ত্তা, আর প্রয়োজ্যকর্ত্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের।

অনর্থযুক্ত জীব কৃষ্ণেতর বিষয়ের অনুশীলনকেই কৃষ্ণানুশীলন ব'লে ভুল করে। কাণে যদি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথা এসে উপস্থিত হয়, তা' হ'লেই অমঙ্গল হ'ল। যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, তাতে কি প্রকারে কৃষ্ণসেবা হ'চ্ছে, সেই শব্দে কি প্রকার সেবন-ধর্ম অবস্থিত আছে, তা' অনুভব ক'রবার বুদ্ধি উদিত হ'লেই সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত শব্দ যতক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত জীবের বধিরতা দূর হয় না।

প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চৈতন্যবাক্যের শেষকথা শ্রীরাধিকাতে যান। সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের সকল কথা বৃষভানুনন্দিনীতে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত। অষ্টসখীর কুঞ্জে এক এক প্রকার ভাব পাই। কিন্তু রাধাকুণ্ডধামে যুগপৎ আট প্রকার ভাব লাভ হয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এ সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে রাধা'র অনুসন্ধানের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলার দরুণই আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। ভজনীয় বস্তুকে লাভ করার কৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ নিভাবিত হওয়া। শত পরিমাণ শতভাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ রুচি, ভজনকারীর আশ্রয়ে না থাকিলে কখনও হরিভজন হইতে পারে না।

যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে স্বীয় পাদপদ্মে আমাকে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সে গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে পৃথক্ হই—সে গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি।

প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। কৃষ্ণ—অদ্বৈকটা, আর আশ্রয়জাতীয় অদ্বৈকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম।

জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন—আশ্রয়জাতীয় রূপে, প্রতিবস্তুতেই তাঁ'র অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

সত্য জানিবামাত্রেই তাহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় [illegible] আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত।

বৈষ্ণবের পথ ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। শ্রী[illegible] জগতে গুরুসেবনকামনা ক'রলেন, তার দ্বারা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও গুরুপাদপদ্মের অধিক প্রয়োজনীয়তাই জানিয়াছেন। [illegible] গুরু ভগবান হ'তে অভিন্ন হ'লেও জগদ্গুরুর প্রধানতমরূপে গুরুত্বের অবস্থান।

শ্রবণ ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা ক'রতে হ'বে না। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করতে হ'বে। [illegible] দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—[illegible] দ্বারাই প্রবেশ অধিকার। [illegible]

সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা

প্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্তি না বললে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে—গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রে কোনও অংশে কম মনে ক'রবে না। [illegible] —পবিত্র সকল—বেদের [illegible] সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জান—পূজা কর। সেবা কর—'ন [illegible]' না করেন, তবে [illegible] হ'তে [illegible] হ'য়ে [illegible]। [illegible] গুরুরূপে [illegible] হয়েছেন। [illegible]—সেবা ভগবান্—[illegible], আর [illegible]। শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্—[illegible]। আমার শ্রীগুরুদেব [illegible] আর কেহ নাই [illegible] অত্যন্ত প্রিয়।

[illegible] দিয়ে শত শত [illegible] বা নিজের মনোমত চন্দনের [illegible] করেন, [illegible] মঙ্গল [illegible] করিতে পারে না। যিনি অখণ্ড [illegible] সেবা করেন, তাঁহার আশ্রয়ে [illegible]। মঙ্গল [illegible] হয়। [illegible] নিত্য সম্পত্তি—সাক্ষাৎ নারায়ণ। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে দিয়ে [illegible], তা' হলেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে কিন্তু [illegible] সম্পূর্ণভাবে [illegible] দিয়ে দিতে পারেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রস [illegible] আছিত। সেই [illegible] নিযুক্ত করিবার পারলে [illegible] নিযুক্ত ভগবদ্বিষয়ে [illegible] না [illegible] করিতে [illegible] না।

আমি [illegible] সম্প্রদায়ের—[illegible] সম্প্রদায়ের কোন কথা [illegible] কোরবো না। [illegible] আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার [illegible] 'সর্ব্ব' হওয়া [illegible]"। আমার গুরুদেব এই আজ্ঞা [illegible]—গুরুদেব আমাকে সেই আজ্ঞা [illegible] আমি [illegible] আজ্ঞা পালন করতে কপটতা কোরবো না—পূর্ব্ব-সম্প্রদায়ের — কপট সম্প্রদায়ের — কল্পনাদি-সম্প্রদায়ের [illegible] দেবো না—আমি কপটতা [illegible] না। [illegible] [illegible] — [illegible] — [illegible] বুঝতে পারে না — ভগবানের স্বরূপ কিরূপ জগতের [illegible] ভগবানের [illegible] ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

১। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজশক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল [illegible] আরোপ করেন।

২। [illegible] ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও [illegible] শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।

৩। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিভজনকারী, [illegible], "কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত।

৪। মহাপ্রভু [illegible] মধ্যে [illegible] জাতি, দেশ, কাল ও অবস্থাদি [illegible] তাঁহার প্রচারিত [illegible] হইতে [illegible] ঋষিগণ [illegible] শুদ্ধ অবলম্বন করিয়াছেন। আমরাও সেই পদাঙ্ক-অনুসরণে প্রণালী [illegible] অবলম্বন করিব।

৫। [illegible] জানেন, সকলেই তাঁহার [illegible] একমাত্র [illegible]।

৬। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য [illegible] পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই গ্রহণ করিব।

৭। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যের [illegible] আর কোন লালসা নাই।

৮। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক [illegible] শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে [illegible] করবে। প্রকৃত সাধুর চরিত্রই আমাদের রক্ষকর্ত্তা।

৯। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত বা [illegible] মঙ্গল হয়।

জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কার্য্য হ'বে।

১১। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত ভগবানের (শ্রীগুরুর প্রেরণায়) ইন্দ্রিয়তর্পণ বদ্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় বাধিত হয়।

১২। যাহাদের আত্মবিদের নিকট নিজেদের [illegible]-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

১৩। ভোগীর উদ্ধানের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটা টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে।

১৪। শ্রীনামহট্টের [illegible] পরিচয়ে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত [illegible] প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবাও [illegible]-শতমুখ[illegible] আমাদের শত শত ভক্তের মহাজনানুগমন এবং [illegible]-বর্দ্ধন-কথা জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

১৫। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে। কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি।

১৬। আমরা জগতে বেশী দিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহ ধারণের সার্থকতা।

১৭। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

১৮। অধোক্ষজ-পক্ষে অপরিমিত-শক্তিবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত-পক্ষে মাধুর্য্যভাব-প্রচুর। জড়প্রত্যক্ষের অতীত ভোগ্য জড়ময় পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত জড়-ভোগাতীত নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত চিদ্বিলাসময় অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। জড়ভোগপর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষ চিন্ময় বিলাসযুক্ত অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত; কিন্তু অধোক্ষজ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত নহেন অধোক্ষজ অপ্রাকৃতের [illegible]। সেই অপ্রাকৃতে চিৎপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ, চিদপরোক্ষ ও চিন্ময় অধোক্ষজতত্ত্ব ব্যক্ত।

১৯। বিষ্ণুর যে মূল [illegible] মূর্ত্তি,—তা'ই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণেরও পরম কারণ। নারায়ণের কারণ বলদেব, বলদেবের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ।

২০। শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] ভক্তার বিচার অতি সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। কে কতটা ভগবানকে প্রিয়তমরূপে গ্রহণ ক'রতে পেরেছেন, কে প্রত্যহ অষ্টপ্রহরের মধ্যে অষ্টপ্রহর অপ্রতিহতভাবে ভজন করেন, কে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ভজন করেন,—এ সকল কথা শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হ'য়েছে।

২১। বেদান্তবিস্তৃত 'পরতত্ত্ব'—জ্ঞেয়বস্তুকে জানে, [illegible] রসনা না থাকিলেও তিনি [illegible] করিতে পারেন, প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বস্তু দর্শন করেন। আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে 'জ্ঞেয়' বস্তুরূপে জেনে নিতে পারে না। আমাদের কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণ ক'রতে পারে না।

২২। তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অপসারিত ক'রবার দুর্ব্বুদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমরা মনে করি, তর্কের দ্বারা আমরা বস্তুর অধিষ্ঠানকে নড়াচড়া করতে পা'রবো। গুণজাত খণ্ডিত বস্তুতে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'লেও নির্গুণ অদ্বয়ে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'তে পারে না।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম'—মায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্যপাদক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই পৌষ, ১৩৪৪, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৪৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী অধিবেশনে প্রতিনিধিদের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতরূপে অধিক হওয়ায় স্থির হইয়াছে যে, ৩রা জানুয়ারী তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলের পরিবর্তে ৯২নং আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজে উক্ত কংগ্রেসের উদ্বোধন হইবে। প্রকাশ যে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সিনেট হলে এক হাজার দর্শকের স্থান হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে দেড় হাজার দর্শক আবেদন করিয়াছেন। এক দিনেই নাকি ৭০ খানা আবেদন পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বিজ্ঞান কলেজের সংলগ্ন ময়দানে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হইবে; সেখানে এক হাজার সাত শত দর্শকের স্থান হইবে।

বিভাগীয় অধিবেশনগুলি কিন্তু পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিনেট হলে প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible], মেডিক্যাল কলেজে এবং ইনষ্টিটিউট অব হাইজিনএর গৃহে বসিবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

গত জুন মাসে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় মালিকদের প্রতিনিধি স্যার এচ. পি, মোদী এবং মি, এল মেটা যোগদান করেন। তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্টে সম্মেলনের অধিবেশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সম্মেলনে সূতাকলে কাজের ঘণ্টা হ্রাস করা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কাজের ঘণ্টা কমাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৮টী দেশ উহার পক্ষে ভোট দেয়, ১৮টি উহা সমর্থন করে না, একটি দেশ উহা সর্ত্তাধীনে সমর্থন করে। ৭টি দেশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ৫৮টি প্রস্তাবের একটিও গ্রহণ করে নাই। সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, ভারতবর্ষে তদনুসারে কাজ হইতে পারে কি তাহা বিবেচনার ভার পুনরায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পরিষদের উপর দেওয়া হইয়াছে। ভারতের ন্যায় দেশ সমূহে যাহাতে ঐ প্রস্তাব সংশোধিত আকারে কাজে পরিণত করা হয়, তাহার বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে। অন্যান্য শিল্পেও ৪০ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। বালকবালিকাদিগকে কাজে নিয়োগ করিবার নিয়ম করা সম্পর্কে ভারতের জন্য যে বিশেষ নিয়ম করা হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এশিয়ার বিশেষ অবস্থা জানিবার জন্য এশিয়াটিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

রিপোর্টে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ৫৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ভারতবর্ষ ১৩টী গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের মালিকদের পক্ষ হইতে শ্রীযুত [illegible] পরিচালক পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর লণ্ডন আগমন সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীযুত বসু ১৯৩৮ সালের ১০ই জানুয়ারী লণ্ডন পৌঁছিবেন। ডাঃ সি ভি ভকীলকে চেয়ারম্যান করিয়া একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ফ্রেণ্ডস্ অব ইণ্ডিয়া, ব্যাক লীগ, ভারতীয় রাজনীতিক দল, গান্ধী-সোসাইটী, কংগ্রেস লীগ, ভারতীয় প্রগতি লেখকসঙ্ঘ, ভারতীয় ঔপনিবেশিক নাবিক সঙ্ঘ, প্রবাসী ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতি; অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ ও লণ্ডন মজলিস সুভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিবেন।

গান্ধীজীকে ডক্টর অব ল উপাধিদানের সিদ্ধান্ত

১০ই ডিসেম্বর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় গান্ধীজীকে ডক্টর অব ল উপাধি দিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। গবর্ণর স্যার হাইড গোয়ানকেও উক্ত উপাধি প্রদান করিবার জন্য একটী প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়। কোর্টে ডাক্তার হরি সিং গৌড়ের কার্য্যকালের পর আগামী তিন বৎসরের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুত টি জে কেদারকে ভাইস চ্যান্সেলার এবং কর্ণেল কে ভি কুকডের স্থলে রেভারেণ্ড ডাঃ ভি ডি মজকে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ নৌ-বহরের অভিযান সম্ভাবনা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট নৌসৈন্যাধ্যক্ষ লিহাই এর সহিত যুক্তরাষ্ট্র নৌ বহরের শক্তি ও উহার সন্নিবেশ প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মন্ত্রিসভার সহিত দুই ঘণ্টা কাল আলোচনা করেন। মার্কিন সরকার জাপানের নিকট যে দাবী করিয়াছেন তৎসম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি না পাইলে মার্কিণ রণতরী বহর প্রশান্ত মহাসাগরাভিমুখে যাত্রা করিবে এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে তাহা উহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে। ইহাও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বর্ত্তমান পরিস্থিতির দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনিই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

করাচী কর্পোরেশনের নিজস্ব বাস সার্ভিস

করাচী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক সভায় নিজেদের বাস সার্ভিস খোলার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রধান প্রধান রাস্তায় ১৭টী বাস চালাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সেড ও ক্যাবিন প্রভৃতি নির্মাণ বাবদ ৫১০০্ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ৩০ বৎসর মেয়াদে শতকরা ৪্ টাকা ধার করিয়া মোট খরচ নির্ব্বাহ করা হইবে। ১১জন ড্রাইভার, ১১জন কণ্ডাক্টর, ১জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও একজন মিস্ত্রি সহ মোট ৬০জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে। আগামী বৎসরের বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে।

উপরোক্ত পরিকল্পনা তৈরী করিবার জন্য কর্পোরেশন একটী বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

বৈদিক মনীষা-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৭৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁ) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৭৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আনবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সম্পত্তি ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভগবোরক: (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রম্ (সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতকণাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আয়তন্ত্র ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। চৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাৎসারদর্পণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ভিজিগাপত্তন হইতে প্রকাশিত ... পাক্ষিক। বৈদিকরত্ন শ্রীমদ্ভাগবত মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—উৎকল ... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ... বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ... সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত্র
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে প্রভূত মহোপকার
পাইবেন ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক-পত্র

—মায়াপুর—নদীয়া—

১২শ বর্ষ { ৬ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ২৭৮তম সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

———::(০)::———

উৎসব প্রারম্ভ

গত ২০শে, ডিসেম্বর (১৯৩৭) ৫ই পৌষ সোমবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-অধিবাস-দিবস মধ্যাহ্নিকান্তে ভক্তবৃন্দ মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলার কথা কীর্ত্তন করিয়া বিরহব্যথিত ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। ভক্তবৃন্দ উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন। অনন্তর ভোগরাগের পর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

বেলা ৩॥০ ঘটিকা হইতে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, 'পঞ্চতত্ত্ব-মহামন্ত্র', 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া', 'জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়', 'হে আজিল প্রেমধন', 'নিতাই-পদকমল' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড হইতে 'বৈষ্ণব-দর্শন' বিষয়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিয়া তাহা শ্রোতৃবর্গকে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ' সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতেছিল এমন সময় সহসা প্রভুপাদাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন-বার্ত্তা পাইয়া পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহমহোৎসবে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বহু ভক্ত ও শ্রীধামবাসী সেবকবৃন্দ পরমানন্দে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, করতাল, মৃদঙ্গবাদ্যাদিসহ উচ্চ সংকীর্ত্তনধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সাদরে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য সমাধিমন্দির হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, গৌড়ীয়সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, গৌড়ীয়মিশনের জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রেষ্ঠাশ্রী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিভব, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত সতীনন্দন রায়াধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস, বি-এ, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বেলা ৩॥০ ঘটিকার ট্রেনে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পর শ্রীধামে শুভবিজয় করিলে সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ ভক্তগৌরবের অভ্যর্থনা-সংকারে পরমোল্লাসে পথিমধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে বহু সুগন্ধি পুষ্পমালা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দিত করেন।

অনন্তর প্রভুবিরহকাতর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে আগমন পূর্ব্বক অশ্রুসিক্তনয়নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ও সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিলে পর শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু তাঁহার গলদেশ সুগন্ধি পুষ্পমালাদি দ্বারা বিভূষিত করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ও পরিক্রমা করিয়া তৎপাদপদ্মে উপনীত ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবার কথা কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করত ভক্তবৃন্দকে সেবোৎসাহিত করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসবের অধিবাস বাসরে প্রভুনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে পাইয়া শ্রীধামবাসী ও বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। প্রভুনিজজনকে পাইয়া এক্ষণে তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা, অতএব জগদ্-গুরুদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, সর্ব্বজ্ঞ বৈদ্য, অমূল্য উপদেশবাণী, সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তপ্রসূ-বিরহকাতরতা সকলের অন্তরকে স্পর্শ করায় তাঁহারা আচার্য্যোপদেশ শিরে ধারণ করত কায়মনোবাক্যে তাহা পালনপূর্ব্বক পরমোৎ-সাহের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহামহোৎসব গত ৫ই পৌষ ২০শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে মহাসমারোহে আরম্ভ হইয়াছে। গত ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ তিথিপূজা পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে 'বহুবার সঙ্কীর্ত্তনযুগে প্রস্তাবক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস ভক্তবৃন্দ উষঃ ৪ ঘটিকার সময় উচ্চসংকীর্ত্তনযোগে সমাধিমন্দির

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

ভক্ত গুরুরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"শ্রেয়ঃ পূজ্য অতি বৃহদ্বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অদৃশ্যগোচর হন এবং অপেক্ষাকৃত তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোটবস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীনতায় আমাদিগকে রক্ষা করেন।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ শ্রাবণ, বাদি বা গোদ্রুমদ্বীপ গৌরাব্দ ৪৫১

নিয়মাগ্রহ

'নিয়মাগ্রহ' বলিতে 'নিয়ম+অগ্রহ' এবং 'নিয়ম+আগ্রহ' উভয়ই বুঝায়। 'গ্রহ'-শব্দের অর্থ স্বীকার, গ্রহণ, নির্বন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ ইত্যাদি। সুতরাং 'অগ্রহ'-শব্দে অস্বীকার, অগ্রহণ, অনির্বন্ধ, অনধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাব বুঝাইয়া থাকে। 'আগ্রহ'-শব্দে অতিশয় স্বীকার, অতিশয় গ্রহণ, মাত্রাধিক্য অতিক্রমকারী নির্বন্ধ বা অধ্যবসায় বুঝায়। নিয়ম বা নির্বন্ধ অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক নিয়ম বা নির্বন্ধ বিষয়ে অত্যাসক্তিও তদ্রূপই ভক্তির আনুকূল্যে বিঘ্ন কারক; বৈরাগ্য জিনিষ ভাল যদি উহা যুক্ত বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্যের অভাব ভক্তিবিনাশক বা অত্যধিক বৈরাগ্য ভক্তির প্রতিকূল। অত্যধিক বৈরাগ্য ভগবদ্বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য আনয়ন করে, এইজন্য উহা পরিত্যাজ্য। আলস্য, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তি-অনুকূলকার্য্যে অধ্যবসায় বা অভিনিবেশের জন্য সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্বন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে। কিন্তু অত্যধিক নিয়ম, অযুক্ত নিয়ম বা নিয়মের ছুতায় ভক্তির আনুকূল্য করিবার পরিবর্ত্তে প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে। কোন সাধক নিয়ম করিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক একটী অধ্যায় পাঠ, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র, গায়ত্রী বা সংখ্যায় নাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্বন্ধের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কেন না, প্রাথমিক বৈধ-সাধক যদি এইরূপ নিয়ম-পালনের দ্বারা পরিচালিত না হন। তাহা হইলে ভক্তি-অনুকূল কার্য্যে অধ্যবসায় রহিত হইয়া তিনি জাড্য, আলস্য বা যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি তিনি নামগ্রহণে নির্বন্ধ না রাখেন তাহা হইলে হয়ত' একদিন একলক্ষ নাম করিলেন, আর একদিন পঁচিশ হাজার নাম কীর্ত্তন করিলেন আর একদিন আলস্য বা কার্য্যান্তরে একেবারেই নাম গ্রহণ করিলেন না। ক্রমে তাঁহার নামগ্রহণে একান্ত শৈথিল্য ও নামগ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তা বিচার জন্মে; আলস্য তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ প্রাকৃত করিয়া তুলিবে। পক্ষান্তরে নামগ্রহণাদি ভক্তির অনুকূল কার্য্যে নির্বন্ধ থাকিলে এইরূপ নির্বন্ধ ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গে অধ্যবসায়, অনুরাগ, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি বৃদ্ধি করাইয়া সাধককে স্বভাব হইতে আকৃষ্ট করাইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ সাধক যদি ভক্তিসেবায় নির্বন্ধ না করিয়া নিয়মাগ্রহের গণ্ডিতে নির্বদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তির বিরোধী কার্য্য করা হইবে। উহা লোকদেখান ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠা কিম্বা কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা-প্রসূত ব্যাপার হইবে। যেমন কেহ নিয়ম করিয়া নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ কিম্বা শ্রীনামের হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব ভগবৎকথা-কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন কিম্বা শ্রীগুরুদেব ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন যদি সেই নিয়মের সেবাকারী ব্যক্তি "আমার নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত মন্ত্র, গায়ত্রী বা নামজপ শেষ হয় নাই বা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়মসেবা ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শুনিতে পারি না" বিচার করেন বা কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে "আমি মন্ত্রজপে বসিয়াছি, এখন আমার সঙ্গে দেখা হইবে না" বলিয়া বাড়ী হইতে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অভক্তির কার্য্য হইল। যেমন কোন সদ্গুরুর শিষ্য শ্রীনামের হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীগুরুদেবের প্রসাদসেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, শিষ্যকে সেই ভোগ গুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। শিষ্য যদি সেই সময় বিচার করেন, "আমার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম শেষ হয় নাই, আমি এখন গুরুদেবের ভোগ পৌঁছাইতে পারিব না, তিনি না হয় একটু বিলম্বেই ভোজন করিবেন, কিছুতেই আমার নিয়ম ব্যতিক্রম হইতে পারে না" এইরূপ বিচার নিয়মাগ্রহের উদাহরণ, উহা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কার্য্য, আর একটী উদাহরণের দ্বারা বলা যাইতে পারে, আমি মালিকায় নির্বন্ধসহকারে হরিনাম করিতেছি বা নির্বন্ধসহকারে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় গুরুদেব আদেশ করিলেন,—"তুমি আমার আদেশে সমাগত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন কর" তখন যদি আমি বলি,—"প্রভো, আমি নিয়মসেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ পালন করিতে পারি না," অথবা মনে মনে বিচার করি, 'গুরুদেব কিরূপ অবিচারক, আমার হরিসেবায় বিঘ্ন করিতেছেন', কিংবা বিচার করি, "গুরুদেবই যখন স্বয়ং নির্বন্ধের আদেশ দিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার উপস্থিত আদেশটী পালন করিলে গুরুদেবের আদেশই ত' পালন করা হইল অধিকন্তু নিয়মনিষ্ঠাও হইল।" এইরূপ বিচার ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও কপটতাময় আত্মতোষণের বিচার। এইরূপ নিয়মে আগ্রহই বিশেষ নিন্দিত হইয়াছে, উহা আস্তিকতা বা সেবাবুদ্ধির সম্পূর্ণ অভাবদ্যোতক। সেবাবিষয়ে নিয়ম থাকিবে,—

গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥

মহাভাগবতের সাক্ষাৎ-সেবা, গুরুদেবের সেবাবরণ, গুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালন কিংবা গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি আমি নিজে নিজে আমার নিয়মনিষ্ঠার বা নিয়মাগ্রহের অহৈতুক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম্মচেষ্টা ও তজ্জন্য একান্ত অভক্তই আদৃত হইবে। এইরূপ কর্ম্মচেষ্টা বা নিয়মাগ্রহই পরিত্যাজ্য। সেবাতেই নিয়ম থাকিবে, সেবা লঙ্ঘন করিয়া নীতিপালনে নিয়ম সম্পূর্ণ অভক্তি চেষ্টা। গুরুদেবের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটি কোটি বার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট স্মরণ পরিত্যাগ করিতে হয়, নরকগমন করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত; এইরূপ সেবা বস্তুর নিষ্কপট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত গুরুনিষ্ঠা বা কৃষ্ণসেবার নির্বন্ধ।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ"। তখন,—

"পণ্ডিত কহে, যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর নিয়ম—যুক্তবৈরাগ্যবিধি পালনের সেবায় তাঁর অদ্ভুত। কিন্তু সেই নিয়ম কৃষ্ণসেবারই প্রতিষেধক নহে; মহাপ্রভুর সেবায় নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনে ব্যস্ত থাকেন নাই। বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা, স্বাভাবিক সেবা নিয়মরূপে তাঁহার বাহ্য আচরণে ব্যক্ত হইয়াছে।

দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন ও সৎসঙ্গসেবায় নিষ্ঠার জন্য নিয়মের আবশ্যকতা। কিন্তু সেই নিয়ম যদি সৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকতা। ঠাকুর হরিদাস নির্বন্ধ করিয়া নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন মায়াদেবী ও রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিত বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা-নিরোধ বা অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের জন্য তাঁহার নাম-নির্বন্ধের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

সংখ্যা-নাম-সংকীর্ত্তন এই 'মহাযজ্ঞ' মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ॥

ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা ও ভোগপর-প্রস্তাব নিরোধের জন্য যে নিয়মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন, কোন বৈষ্ণব বা শ্রীমহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন না যে, আপনারা আমার নিয়মসেবা কাল সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে অপেক্ষা করুন। কারণ যেখানে স্বয়ং নামী ও নাম-ভক্তের সাক্ষাৎ স্বয়ং উপস্থিত অথবা যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বদা প্রকাশিত, তাঁহারাই সদ্গুণ বস্তু, সেখানে সাক্ষাৎ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাঁহাদের নামসঙ্কে নির্বন্ধের সহিত ভেদবুদ্ধি করিয়া আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে নিষ্ঠার অভিনয় আত্মোপাসনচেষ্টা মাত্র। যাহাদের সেবানিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বহু-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেইসকল কর্ম্মবাদীর বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের চেষ্টার নামই 'নিয়মাগ্রহ'। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গের জন্য "ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িলেন তৃণপ্রায়" প্রভৃতি বিচারের আদর্শ নিয়মাগ্রহ পরিবর্জ্জনের নিদর্শন।

মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেবানিষ্ঠা বা প্রেমনিষ্ঠার বিচারই প্রবল, নিয়মাগ্রহের বিচার বিশেষ শিথিল। আস্তিকতার পরিমাণ যেখানে যতদূর সবল, নিয়মাগ্রহের বিচার সেখানে ততদূর শিথিল—এমনকি শিথিল যে তাঁহারা মুক্তাবস্থায় আর্য্যপথ-পরিত্যাগে একান্ত সেবায় প্রতিষ্ঠিত। রামানুজীয় ও গৌড়ীয়গণের সহিত এখানেই তফাৎ। উহা নিয়মাগ্রহের দ্বারা নিয়ম অগ্রহই ভক্তির প্রতিকূল। নিয়ম আগ্রহ ও নিয়ম অগ্রহ উভয়কে নিয়মিত করিবার জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে" শ্লোকের অবতারণা।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

পতিতের মর্ম্ম বেদন

(১)

যদ্যপি আনন্দ-ধাম হবে একবিন্দু
আকিঞ্চন পুণ্যার্জে সেবানন্দ তবে,
অর্চিতেন্দ্রে শ্রদ্ধা'ও সেবানন্দসিন্ধু
বিধিছি অহিত বহু লভে যথা জীবে।
গুরুপাদপীঠতলে যাগ ও সেবকদলে
বাসুদেবানন্দদাত করিয়া বন্দনে,
শ্রীরূপপুরেবৃন্দ ঠাকুর সেবকবৃন্দ মনঃপটে
নিরপটে আজি দিব গুরুপাদবন্দনে।

(২)

যাহার জীবনপতি সেবা-প্রণতিতে
শীল গার্হীনতা দুঃখ ন'পেছে সাগরে,
যে জলের প্রাণবায়ু অভিগত জীবে
বহিয়াছে আচার্য্যের অতীষ্টানারে,
সেই হৃদয়ের তত্ত্ব এ তিথির সেবা-সীধু
নক্ষিত হৃদয়ত্বিতলে ক্ষুদ্র আজি যে।
আমি যে ক্ষুদ্রতর ভজনের অভাজন
হৃদয়েশে হৃদয়ের দুর্ভাবন ভাবি যে।

(৩)

বিপ্রলম্ভ লীলাময় গৌর অনুচর
বিপ্রলম্ভময়ী সেবা শিখাইলা জীবে,
গৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি মোর প্রভুবর
সেই সেবা প্রদর্শিলা আসিয়া এবে;
আজিকে বিরহ তাঁর ক'রে নবতি সঞ্চার
আচার্য্যদিগের বাঞ্ছা পোষণ করে।
একাদিকে গৌরবাণী গোলোকে নিখিলবাণী
আচার্য্য-আকাঙ্ক্ষার দেখাইছে মনে।

(৪)

শুধু মধু-সম্বন্ধের সন্তান বাসিয়া
অষ্টাঙ্গরূপ-দ্বারে সঙ্কুচা সাধনে,
গৌরবাণী-বর্দ্ধনীর স্রোত বহাইয়া
শুকদেবোক্ত ভাই-সেবা সাধিতে যতনে;
"রূপ-রঘুর কথা, কীর্ত্তনের অধ্যাত্মা"
কহিলেন কৃতিজনে বিশিষ্ট বিধানে।
হেন লীলা কর্ণধার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের
বাসুদেব গুণ গাহি আনন্দবদনে।

(৫)

পরমার্থে প্রভুপাদ যে বৈষ্ণবাচার
স্মার্ত্ত প্রধানত দিলি বহু শিক্ষাবর,
কর্ম্ম, জ্ঞান, যাগ-যজ্ঞ, তিরস্কৃত করি
প্রকট তব প্রাকট্যের তাঁর যে বিচার,
কৃপাধরে তাঁর বলী সে বিচার-সেবা বিধি
তাঁর আনুগত্যে সব কৃত্য আচরণ
সম্পাদিত শুদ্ধভাবে হইয়েছে অন্তরে,
প্রভুপাদ আলো দেখা দিতে কর্ণধার।

(৬)

(আজ) প্রভুপাদ নিকষ্ণ অকৃত্রিমভাবী
যে ভক্ত-বৈষ্ণবগণ সবে উদ্ভাসিত,
যাঁহাদের বিরহাগ্নে মায়াপুরে আজি,
প্রভুপাদপদ্ম এসে কীর্ত্তনে বন্দিত;
(কিন্তু) এদেহের পরপার অন্তর্দ্ধান ছাড়ায়
নিত্যানন্দ করে যথা এ বৈকুণ্ঠ,
যেমনি কৃপা শীর্ষ্য অন্তর অধম
জ্ঞানহীন-অধম হ'য়ে শুদ্ধ নির্যাসিং।

(৭)

আমাদের আনুগত্য—"আচার্য্যসেবক"
অতি ভাবা দুর্লভ—বেদের বিরোধী,
সুতরাং শ্রীগুরুর মৌখিক বাক্য
"বেদান্তে নাস্তিকতা, বিচারে সুধী;
মায়াবাদী সেই সব, 'বিদ্যা', 'মায়া' বুঝাবার
তাহাদের মুখে তাই শুনি নিরবধি।
আজি গুরু-স্মৃতি-যজ্ঞে আত্মাহুতি অভাগ্যে
দিতে নারে সেই সব নিত্য অপরাধী।

(৮)

ঘটিয়াছে অদৃষ্টের সঞ্চিত কুফলে
আমাদের জীবনযাত্রায় যে মহা বিপ্লব,
চলিতেছে যে মোদের যুক্তি-মোহে ভুলে
মায়া ভোগে মত্ত মোর কুবেশ-তাণ্ডব
আচার্য্য-করুণাবলে সে সকল না ঘুচিলে
আজি মোর তিথিপূজা অতি অসম্ভব।
কামিনী-কাঞ্চন-কাম মনে জাগে অবিরাম
কেমনে সম্ভব হ'বে পূজা মহোৎসব।

(৯)

তাই মন আশ্রিতা আজি এ বাসরে
আচার্য্যচরণপূজা মোহ-বিনাশনে,
হ'বে মোর গুরুপূজা সম্যক প্রকারে
নির্মোহ নির্মল হ'লে তাঁর কৃপাগুণে;
অনর্থবিনাশতরে তাই গুরু-সেবকেরে
প্রণমি প'ড়ত আমি আশাপূর্ণ মনে।
গুরুপূজা-অবসরে দিও স্থান আনুগত্যে
অধমের আবেদন আচার্য্য-চরণে।

(১০)

গোলোকের প্রীতি গুরুজন-পাশা পেয়ে
এ জীবনযাত্রা যদি পারি বাঁধিবারে,
তবে জন্ম সুসার্থক এ মহ-আনন্দে
অন্যথায় বৃথা মায়ায় মরে সংসারে;
তাই বলি, মোর মন গুরু অভিগমন
একান্ত শরণ নাম তব এ সংসারে।
গুরুপাদাশ্রিত পদার্পি, কামকেলি তুচ্ছ যদি
পূর্ণার্থ দিবা পাবে বান্ধব-বিচারে।

(১১)

গুরুদেব!
মনে ন'বে শ্রদ্ধা-কণ ভক্তি' পূত যতুরূপ
এনে প্রভো দ্বারে তোমার।
হৃদয়ের প্রবৃত্ত হয়ে উৎসর্গ সব মনে
অভিনব করিছ সেবার।

(১২)

তোমার চরণে যদি তোমার কিঙ্কর প্রীতি
লভ এবে সেবা-সুমনায়।
ক'রে দেশ-অনিত্য তাই চেন বিপর্যায়
ভক্তি তা ও তোমায় মন যায়।

(১৩)

ঘুরিতে সংসার-বনে কোন এক শুভক্ষণে
জীবনের ফিরেছিল গতি।
কামনার বশবেশে প্রত্যাশিত হতভাগে
ফিরেছিলে পদতলে স্থিতি।

(১৪)

নিজগুণে করুণায় বরষিয়া সকলায়
বিজ্ঞাপনা ভাসিত পতিতে।
দিয়েছিলে আশাবন্ধ সেবিতে পদারবিন্দ
সেবানন্দ পারিব লভিতে।

(১৫)

কিন্তু নিজ কর্মবলে মায়ার নদীর জলে
মন মোর হইল বঞ্চিত।
তাই তুমি এ পতিতে ত্যজিলে হৃদয় হ'তে
হ'ল দীন দুর্দিনে পতিত।

(১৬)

পুনঃ যদি নিজগুণে কৃপা ক'রে নিজজনে
শ্রীচরণে দেহ' মোরে স্থান।
তব শ্রেষ্ঠ-মূর্ত্তিসনে, দেহ' শক্তি সেবিবারে,
তবে পাপী পাবে পরিত্রাণ।

(১৭)

আজি তব স্মৃতি-তিথি মম ভক্ত অনুভূতি
চিত্তিতেছে তব অর্পণ।
কিন্তু তুমি অন্তরালে তব লীলা পরতেকে
শুভ করে নিত্য দর্শন।

(১৮)

অদ্যবধি মূঢ় মন কুশ আজ অনুক্ষণ
কর প্রভো কৃপাবলোকন।
তোমার চরণ-স্মৃতি হবে যেন মোর নিতি
এ মিনতি পতিতপাবন।

(১৯)

অভ-অভিলাষে মন সদা যার নিমগন
কায়মনে চিত্তে সে কেমনে?
তুচ্ছভক্তি নহে যার কিরূপে সে দীন ছার
তব পদ পূজিবে বিধানে।

(২০)

তাই আজি পূজাদিনে এ'মনতি শ্রীচরণে
দিবে'মহ অনর্থ-বারতা।
পূজিতে সে পথ পাব, কত করি' কৃপাময়
যদি শোধি দাও হে যোগ্যতা।

—শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পূর্ণরিত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলার্থিক সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন করত শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, উচ্চকীর্ত্তন ও বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া অবিলম্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির, পরমহংসদেবের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীরাস-মণ্ডপ, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহমন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর সমাধি মন্দিরের সম্মুখে নির্মিত সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে প্রথম বক্তৃতা-সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-কাব্যতীর্থ মহোদয়ের মূলগায়কত্বে 'মহাপ্রভুর' কীর্ত্তন হইলে পর পণ্ডিতজী 'হে আমার প্রেমধন' এই বিরহগীতিটি সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন। অনন্তর কীর্ত্তন-সম্রাট প্রভুবিরহবিধুর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কাতরকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণনয়নে আবেগভরে "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ" এই বিরহগীতিটি সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মর্মস্পর্শী বিরহগীতি শ্রবণ করিয়া কেহই অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বিরহ সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথার মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশিত হইবে। অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে দৈন্যমুখে কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শ গুরুসেবায়, অপার্থিবত্ব ও অলৌকিক মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া ভবিষ্যতে প্রভুবিরহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ' গ্রন্থ হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদকের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রশ্নোত্তরমুখে সদুপদেশপূর্ণ আলোচনাটি পাঠ করিলে পর আচার্য্যদেবের নির্দেশক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় পর পর বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

বক্তৃতান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ 'গাবুলন না হইল হায়', 'মঠাদর্শ' ও 'যশোমতী-নন্দন' এই মহাজনগীতি সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়। অনন্তর তোপাধ্যায়িক কীর্ত্তনের পর সমাগত শত শত ব্যক্তিকে অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বেলা ২॥০ ঘটিকা হইতে পুনরায় সমাধি-মন্দিরে কীর্ত্তন, বক্তৃতা পাঠ, ছাঁইচোরী, প্রভৃতি হইতে থাকে। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

বিভিন্ন দেশ হইতে বহু ভক্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া প্রভুসেবকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। প্রত্যহই লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত। এই বিরহ মহামহোৎসব ৭ দিন ব্যাপী মহা-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে ৯ই পৌষ ২৬শে 'ডিসেম্বর' শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের পরিচালক (director) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলগৌরব সনাতন বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডিত্য-গৌরব শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঠাকুর মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমাদের পিছনে রাখি কৃষ্ণ পাছে যায়। ভক্তির ভাবেতে গুরুপাদপদ্ম পায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল্ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং দার্শনিকপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ'-কার্য্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিভব।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কিশন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং কুণ্ড বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাইডাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীনন্দকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) ব্রহ্মপুত্র-গৌড়ীয়মঠ
ব্রহ্মপুত্র, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমহানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ঘুমটাডিঙ্গা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিবার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মঙ্গলা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং করিকপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ--শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাগারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, নেয়ার গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীব্রজকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
নাথপড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক--শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাহু (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুসমহলা, পোঃ চিকুন্দা, (বাঁকুড়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
বাসমতী নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বড়ালের কোরাবিড়ি	৪৲
সিদ্ধ বেকুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারা	০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৶
ঐ বারাণ	৫৲ ৫৶০
লাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেকুণ	৩৶০

চিনির দর

[illegible], টাকা	১০৷৶০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible] সাদা	৯৲
[illegible]পুর সাদা	৮৷০—৯৶০
[illegible]পুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির দাম	৩৪৷০
[illegible]	৩৩৲
চাদিরবার	৫৩৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸
[illegible]—	৪০৸
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] বন্দের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] মধ্য প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶০
[illegible]কাচন ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible] নং (২)	৫/০—৫৷/০
[illegible] (এম)	৫৲—৫৷০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৷৶০
[illegible]	১৷৶০—১৸০
	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲
[illegible]	৬৩৷০

তার	৪০৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা সাদা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্লাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও কাঠ দস্তার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি (কড়ে বা বীম)

মার্কা	৮৸/০—৯৷০
ঐ দেশী টাকা চাদকা গণন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা রেসটেড কড়ের বার সব মাইজ	৯৷/
ঐ ইংলিশ কড়েই (বীম)	৯৲—১০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—

টাটা প্লাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮

টাটা প্লাঃ প্লেন শীট

	১৮৶০
২৪ গেজ—	১৪৷৶০
২৬ গেজ—	১৩৷/০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্লাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৲
সীস	৷৶৫—৸৶০
বাগান দেওয়া কাঁটা তার (মাঝিন)	১০৷০
প্লেট কাটি বা ভিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৬৷০—৭৲ মণ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোলটু নাটে	৮৸০—৯৷০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের বড়	৮৸০—১০৷০
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৯৷০

স্টিলের কাদম্বন ৫৶০, গাটের কাদম্বন ৬৷০

তুলার হাওদম ৪৷০

সুদের দর

কলিকাতা ২৩শে জুন,

আমেদ শোলার কাইন	৫৪৲
[illegible] আমেন করকচ	৪০৲
[illegible] পুরানো কাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৩শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible] সাদা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১০
শুট পরিষ্কৃত	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ [illegible] খাট গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা; তদ্ব্যতীত খোরাক ও বেতনাবধি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবৈতনিক ছাত্রগণের জন্য [illegible]

পরীক্ষায় যাহারা সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৭—৫৭,	১০—৩১,	১৭—১১	১৭—৩৮	১৯—৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—৫৭,	১১—১৭	১৪—০	১৮—৯,	
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭ ৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৯	

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫০	৯ ৩৭	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৫	১০-০	১২ ১৮	১৬ ৭৮	

কবিরাজ [illegible]

[illegible]

মালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় এবং [illegible] ব্যবহারে [illegible] ক্ষুধার বৃদ্ধি [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। [illegible] ঔষধ সেবনে [illegible] হয় কিনা। [illegible] বোতল ১৶০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতনা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

---::•)::---

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না হওয়ায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এত দিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অনুকম্পায় সম্বর্দ্ধিত ও সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক প্রসঙ্গে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর অক্লান্ত সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য ইহা এ মহোদয়ের প্রৌঢ়মনস্বিতা এবং গভীর গবেষণার অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকাশিত হইল এবং সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন পথ দেখা হইল। এই গ্রন্থে আধুনিক ও প্রাচীন সমস্ত মতের তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ইহা অপূর্ব্ব। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা এক অপূর্ব্ব সম্পদ। শ্রীশ্রী গৌড়ীয় মঠাচার্য্য লিখিত প্রস্তাবনা (Foreword), ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র (Preface), বিষয় তালিকা (Contents), ও শব্দার্থসূচী (Glossary) সহ ৫৭৫ পৃষ্ঠা। ভিক্ষা—২৫, পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা- নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৭৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আংশু বিতরণ ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনে
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	৸০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---:(•):---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হয়। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরপর্ব্বপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সদাচারৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আচার্য্যত্রিক শ্রীউচ্চয়ন্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই পৌষ, ১৩৪৪, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২৪৫]

বিবিধ সংবাদ

——(০:০:০)——

চীনের সাহায্যার্থ সোভিয়েটের বিমানপোত

কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেনকে জাপান কর্ত্তৃক পিকিং-এ প্রতিষ্ঠিত সাময়িক গভর্ণমেণ্টকে কোন প্রকারেই মানিয়া লওয়া হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে অনুরোধ করা হইলে উত্তরে মিঃ ইডেন বলেন—"বৃটিশ সরকার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকেই সমগ্র চীনের গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া রহিয়াছেন সুতরাং পিকিং-এ প্রতিষ্ঠিত নূতন গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।"

চুনকিং-এর সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট জাপান কর্ত্তৃক পিকিং-এ প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত সাময়িক গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

চীনের সাহায্যে সোভিয়েট

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, নূতন সোভিয়েট দূত মিঃ ওলেরিক তাঁহার কর্ম্মচারিগণসহ বিমানযোগে হাঙ্কাও অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। হাঙ্কাওয়ে আসিয়াই তিনি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত এই মর্ম্মে কথা বলিয়া চীনকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট নূতনভাবে গঠন করিতে হইবে এবং সেই নবগঠিত গভর্ণমেণ্টে শতকরা ৫০জন, চীন কমিউনিষ্ট থাকিবে।

—

সোভিয়েট বিমানপোত ও বৈমানিক

জাপানীরা সংবাদ দেয় যে, ১২০টি বিমানপোত লইয়া ২০০জন সোভিয়েট বৈমানিক ও মেকানিক গত ১৩ই ডিসেম্বর হাঙ্কাওয়ে পৌঁছিয়াছে। হাঙ্কাও সহর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ৩০জন সোভিয়েট বৈমানিক বিমানপোতসহ হাঙ্কাওয়ে আসিয়াছে।

হাঙ্কাও সহর এখন বিমান আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত; কারণ চীনা বৈমানিকগণ তাহাদের শাসনের কাজে উক্ত ৩০ খানি সোভিয়েট বিমানপোত ও ৩০ জন সোভিয়েট বৈমানিকের সাহায্য পাইতেছে। সোভিয়েট বৈমানিকগণ তাহাদের ফিটফাট পোষাক ও চেহারা, বন্ধুজনোচিত মনোভাব এবং ভদ্র আচরণের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছে।

———

বার্সিলোনা সহরে ছয় ঘণ্টাব্যাপী বিমান-আক্রমণ

বিদ্রোহীপক্ষের বিমানপোত হইতে বারম্বার বার্সিলোনা সহরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে সহরবাসীর মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ছয় ঘণ্টার মধ্যে তিনবার আক্রমণ করা হইয়াছিল। দুইটি হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণের ফলে বহু লোক নিহত হইয়াছে। বৃটিশ দূতাবাস ও বৃটিশ ক্লাব হইতে সামান্য দূরে সহরের কেন্দ্রস্থলে গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের ও সঙ্কীর্ণ গলিপথে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। অসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুসংখ্যাও অধিক।

লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বার্সিলোনায় গোলাবর্ষণ সরকারী টেরুয়েল কর্ত্তৃক টেরুয়েল আক্রমণের ফলস্বরূপ বিদ্রোহী পক্ষ দাবী করিতেছে যে, সরকার পক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। টেরুয়েলের বিদ্রোহী সীমান্ত এখনও পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়ই রহিয়াছে।

বার্সিলোনার উপর বোমাবর্ষণের ফলে আট জন নিহত ও ৬০ জন আহত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর যুদ্ধনীতি-বিশারদের মৃত্যু

গত ২০শে ডিসেম্বর সকাল ৮-২০ মিনিটের সময় জেনারেল লুডেনডর্ফ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল এবং তিনি কোনরূপ যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই।

জেনারেল লুডেনডর্ফ বিগত মহাযুদ্ধে জেনারেল হিণ্ডেনবার্গের সহিত জার্ম্মাণীর সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর নানারূপ বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁহাকে চলিতে হয়। নাৎসী শাসনের আমলে তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপের উপর দমননীতি চালান হয়। ফলে তিনি পূর্ব্ব গৌরবের আসন হইতে বিচ্যুত হন।

ক্যান্টন আক্রমণে জাপ-বাহিনীর নূতন অভিযান

উহু ও হুপেহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কিউকিয়াং নামক স্থানে চীনাগণ ইয়াংসি নদীতে একটি নূতন বাঁধের মত সৃষ্টি করিয়াছে, ফলে জাহাজ ইত্যাদি কিউকিয়াংয়ের বেশী অগ্রসর হইতে পারে না।

সেই জন্য যে সকল বৃটিশ ও আমেরিকান জাহাজ ইয়াংসির মুখ হইতে 'হ্যাংকো' ও 'লেডীবার্ড'কে অনুসরণ 'কেণ্টাউন' করিতে পারে নাই সেগুলি কিউকিয়াংয়ের নিকট আটক পড়িয়াছে।

আশা করা হইতেছে যে বাঁধ জাপানীদের যুদ্ধ জাহাজের গতি প্রতিরোধ করিবে। জাপানীরা হ্যাংকো আক্রমণ করিতে পারে এই আশঙ্কায় উপরোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

হ্যাংকোকে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। তিন জন সোভিয়েট পাইলট চীনাদের সহায়তা করিতেছে। তাহারা চীনামহলে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

———

নিখিলভারত নারী সম্মেলন

কৈলাশপুরের শ্রীমতী কাশী বাই-এর সভানেতৃত্বে নিম্নলিখিত নামক স্থানে নিখিলভারত জেলা মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে পুরুষের সহিত নারীর তুল্য অধিকার সমর্থন করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

একই দিনে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে এবং জেলা যুব সম্মেলনে উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোচনা হয় এবং সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

———

যুক্তপ্রদেশে কারা সংস্কার

যুক্তপ্রদেশে জেলগুলির কি কি ভাবে সংস্কার করা সম্ভব তৎসম্বন্ধে বিবেচনাপূর্ব্বক রিপোর্ট করিবার জন্য যুক্তপ্রাদেশিক সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটী গঠনের হুকুম দিয়াছেন:—

কারাবিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল, পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, আগ্রা জেলের সুপার কর্ণেল এ এইচ, লক্ষ্ণৌ জেলের সুপার কর্ণেল কাকাতী, বেরিলী সেণ্ট্রাল জেলের সুপার মেজর মালহোত্র, প্রতাপগড়ের ডেপুটি কমিশনার এবং কানপুরের শিল্প বিভাগের বিভাগীয় সুপার মিঃ এইচ এন সাপ্রু।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। ভাগবত-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধর্বা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৲ অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। প্রমেয়রত্নাবলী বা সারার্থদর্শিনী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। ভাগবত ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম ভলিউম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক মূল্য ২।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিস্বামী একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। মূল্য সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—উৎকল মহাপ্রভু মহারাজ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণীত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৯৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ { ৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ২৯৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

—:০:—

প্রথম দিবস

— ::০:: —

শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

গত ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরাত্রিক, পরিক্রমা, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, হরিকথা আলোচনা ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি হইতে থাকে। অপরাহ্ণে সমাধি-মন্দির-প্রাঙ্গণে আহূত একটী মহতী সভায় শ্রীগুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংখ্যা শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাঠ করেন। পাঠের পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদ-সম্বন্ধীয় সমসাময়িক-প্রয়োজনাত্মক অতীবজ্ঞানগর্ভ বিষয়ের মধ্যে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ" এবং শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরকিশোর" এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বোন মহারাজ "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পূর্ব্বাচার্য্যবৃন্দ" সম্বন্ধে আবেগভরে বহুক্ষণ যাবৎ আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের সুললিতকণ্ঠে "হরি হরি কবে মোর হ'বে হেন দিন" এই গীতিটী কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-লীলা হইতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের 'নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর কীর্ত্তনান্তে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পঞ্চতত্ত্ব" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সজ্জন-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। অতঃপর বিদ্যাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনের শুভবার্ত্তা সভামধ্যে আনন্দভরে জ্ঞাপন করিলে পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ 'শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু', 'নদের' নন্দন, যশোদা-জীবন' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দের প্রার্থনায় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর হইয়া সমাধি-মন্দিরের প্রাঙ্গণে বহুক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। অনন্তর সমাগত শত শত ব্যক্তিকে অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দ্বিতীয় দিবস

গত ২২শে ডিসেম্বর বুধবার মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকবন্দনা, মহাজন-পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর নিষ্কপটতা ও আচার্য্যানুগত্যের অত্যাবশ্যকতা ... তক্তবৃন্দ আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীসমাধি-মন্দির ও অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবন হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর সমাধিমন্দির প্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভায় শুভাগমন করিলে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সাদরে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আসনপরিগ্রহ করিলে পর তদাদেশে মহোপদেশক শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তিমধুপ ভক্তিশাস্ত্রী জী "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিবিনোদধারা"-সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করিলে পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এস্ মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুরোধে বহুক্ষণ কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া দশাবতার, শ্রীনারায়ণ, দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের প্রভু আচার্য্যদেবের আজ্ঞাপনমুখে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও স্কুল, কলেজ, কার্য্য এবং গৌড়ীয় সম্বন্ধে" ওজস্বিনী ভাষায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলে পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদীশ ব্রজগোপী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "গৌ-ধাম, গৌড়মণ্ডল, মহাযোগপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণচৈতন্য-পাঠাগার, শ্রীবাসাঙ্গন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠ" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া সরলতা, কথা অতি সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইলে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সমাধি মন্দিরপ্রাঙ্গণে পাঠ, কীর্ত্তন বক্তৃতা ও হরিগোষ্ঠী ত' সর্ব্বক্ষণই চলিতেছে উপরন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় সর্ব্বক্ষণ ভক্তবৃন্দের নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত চেতনবাণী যে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী ও সেবোৎসাহবর্দ্ধিনী তাহা ভাগ্যবান ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ নানাস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সংকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব

(তারযোগে সংবাদ)

গৌড়ীয়মঠের পত্র ও টেলিগ্রাম

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে গত ২১শে "গৌড়ীয় মঠ"-এ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে বহু অধিবাসী, উকিল ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও চেতনবাণী সম্বন্ধে বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

"যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহদ্বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হ'ন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোটবস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মায়াপুর, তিথি পঞ্চদশী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——:::(*)::——

বেদশাস্ত্র দুটী কথা ব'লেছেন—প্রেয়ঃপন্থা ও শ্রেয়ঃপন্থা; যেমন হরিতকী প্রথমমুখে খেতে কষায় বোধ হয়, পরে উপকার দেয়, তেমনি নিম্বপত্র প্রথমে খেতে তাল লাগে না, কিন্তু পরিণামে আনন্দ উৎপন্ন করে। আমরা কেহই আমাদের অপ্রিয় ব্যাপারে নিযুক্ত হ'তে চাই না। কিন্তু শ্রেয়োলাভের জন্য প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করাই উচিত—ইহাই শাস্ত্র বলেন।

প্রেয়পন্থা বাদ দিয়ে শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ ক'রবার যোগ্যতা আমাদের সব সময় হয় না। যে পর্য্যন্ত তা' না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল গ্রহণের প্রবৃত্তিও হয় না। শ্রেয়ঃপন্থীদের একটী কথা—শ্রৌতপন্থা। সত্যবস্তু যদি কীর্ত্তিত হয়, আর সত্যবস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবেই আমরা শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করতে পারি। শ্রবণ-বিষয়ে যদি অমনোযোগী থাকি, তা'হলে আমাদিগের সত্যবস্তুর অভিজ্ঞান হয় না। শ্রৌতপন্থা গ্রহণের কালেও আমাদের দুই প্রকারে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। অনুসরণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেকে অনুকরণ-কার্য্যকে অনুসরণ ব'লে ভ্রম করেন।

দু'টি কথা—'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ'। বানরদের নকল সাজা—অনুকরণ। আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—'অনুসরণ'। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম—অনুকরণ, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—অনুসরণ। আমরা মনে করি—আমি অনুসরণ ক'রে বসেছি। 'অনুসরণ'—নিজের আচরণ। কেবল 'অনুকরণ' কার্য্যের দ্বারা অনুসরণ-কার্য্যটা হ'বে না। অনুকরণ নিকৃষ্ট প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার, অনুকরণ ও অনুসরণ কার্য্যের বাহিরের দিকে দেখ্‌তে একই প্রকার। সেঁকো সোনা ও খাঁটি সোনা বাহিরের দিকে দেখ্‌তে অনেকটা এক প্রকার। অনুকরণকে অপর কথায় ঢঙ বলে। আমাদের হৃদয়ে বিপ্রলিপ্সা নামে যে একটা বৃত্তি আছে তার দ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা ক'রে নিজের প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য ঐরূপ ঢং বা 'অনুকরণ' ক'রে থাকি। শ্রৌতপন্থা অনুকরণ মাত্র হ'লে অনুসরণ হয় না। অনুকরণ কার্য্যটা যদি অনুসরণ না হয়, তা'হ'লে সে কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। প্রকৃত প্রকারে অনুসরণই ক'রতে হ'বে, অনুকরণ হোক বা নাই হোক।

জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনমন্দির। কাঠ, পাথর, ইট দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, পোঁছা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা যায়। ভগবদ্ভক্তের দেহ চিন্ময় মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান। এই জন্যই ভক্তের দেহকে চিদানন্দময় বলা হ'য়েছে। ভক্তের ভগবৎপ্রসাদাদি গ্রহণ ভগবানের মন্দিরমার্জ্জনকার্য্যেরই চেষ্টা।

যা'রা পৌত্তলিকতা, 'বৃহৎপরস্ত' বা বাহ্য জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে ভগবানের সেবা ব'লে মনে করে, তা'দের কার্য্যের পরিণাম 'বজ্রাদপি দুর্বিষ্পণে' শোক। প্রেয়ঃপন্থিগণ—ইন্দ্রিয়পরায়ণ। যা'রা অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ বাসুদেব বা বসুদেব-তনয় বলদেবের নিকট যাইতে চায় না, পাপ কাটিয়া অন্য কথাতে ব্যস্ত থাক্‌তে চায়, তা'রা প্রেয়ঃপন্থী। রজোগুণে বস্তুর প্রাকট্য, সত্ত্বগুণে স্থিতি আর তমোগুণে ধ্বংস—এই মিশ্র-ত্রিগুণ জাগতিক ব্যাপার। কিন্তু অবিমিশ্রসত্ত্ব বা বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব। যেখানে কেবল মাত্র নিত্যসত্তা—অবিনাশী সত্তা, সেই জিনিষটীকে লক্ষ্য ক'রেই 'বাসুদেব' বলা হয়। যেখানে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের যোগ্যতা নাই, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে যে বস্তুটি প্রকাশিত হন তিনিই বাসুদেব। বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধার বা ভূমিকায় যাঁ'র প্রাকট্য তিনিই 'বাসুদেব'। 'মনসা' এই বাক্য হ'তে আমরা বুঝ্‌তে পারি যে, ভক্তি ব্যতীত তাঁ'র কাছে পৌঁছান যায় না। কেউ বল্‌তে পারেন—'আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক, আমি সমস্ত দর্শন ক'রে ফেলেছি; আমি কেন বাসুদেবকে বুঝ্‌বো না?' যাঁ'রা আমাদের মত বুদ্ধে পণ্ডিত পারিত হয় নাই, আমাদের তায় রাসায়নিক লেবরেটারীতে প্রবেশ করে নাই, আমাদের মত তর্কশাস্ত্র পড়ে নাই, তা'রা বুঝ্‌তে পারবে, আর আমরা তা' পারবো না? কিন্তু বাসুদেব যে অধোক্ষজ বস্তু। তিনি নদীর জল ন'ন, গাছের ফল ন'ন, বা এইরূপ রক্তমাংসের শরীরধারী নায়ক-নায়িকা ন'ন; তিনি নিজেকে নিজে না জানালে কেউ—তাঁ'কে জান্‌তে পারে না। এ শক্তিটা তিনি স্বয়ং তাঁ'র নিজ হাতে রেখে দিয়েছেন। যে জিনিষকে চোখ দিয়ে, কাণ দিয়ে বুঝে নিতে পারা যায়, সে জিনিষ তিনি ন'ন, বাহ্যজগতের পরমাণু বা প্রকৃতির ন্যায় তাঁ'কে যদি বিচার গবেষণা বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝে নিতে পারা যেতো, তবে তিনি বাহ্যজগতেরই অন্তর্গত বস্তু হ'তেন। বাহ্যন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান হ'তে যে জ্ঞান উদয় হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা যে বস্তুটি বুঝা যা'বে সেটী 'ভগবান্' নহেন,—ভোগের বস্তু মাত্র। যাঁ'রা ভগবদ্ভক্তিকে কর্ম্মকাণ্ডের একটা প্রকারভেদ মাত্র মনে করেন তাঁ'রা অজ্ঞ ভাবে প্রতারিত হ'য়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবান্ যে বস্তু, তা' গ্রহণ কর্‌তে পারেন না। আধোক্ষজবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করা আবশ্যক। আনুগত্য ধর্ম্মদ্বারা তাঁ'কে বুঝা যায়। কেবল অনুকরণবৃত্তি ত্যাগ ক'রে যদি মহাজনের পথ গ্রহণ করি, তাঁ'র অনুসরণ করি, তবেই মঙ্গল হ'বে। ভগবানকে খাজাঞ্চী কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে আমাদের কখনও মঙ্গল হ'বে না। যেদিন খাজাঞ্চী আমার মনের মত জিনিষগুলি যোগা'তে না পার্‌বেন সেইদিনই তাঁ'কে বরখাস্ত কর্‌বো। এ'রূপ বিচার হ'তেই নাস্তিকাবাদ উপস্থিত হয়। আমাদের অনেক সময় মনে হয়—চার্ব্বাক, এপিকিউরাস্, ডেমোক্রিটাস্, কোমত প্রভৃতি মনীষীগণ কত সূক্ষ্ম বিচার ক'রেছেন।

শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না কর্‌লে, মঙ্গল হ'বে না। যে গুরুদেবপ্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে তর্কপন্থা আবাহন করি, যখন আমি নিজজ্ঞানে গুরুকে শোধন বা সংশোধন কর্‌বো, কেবল তাঁর কৃত্রিম অনুকরণ ক'রে যাবো, তাঁ'র অনুসরণ কর্‌বো না তখন আমাদের শ্রৌতপন্থার পরিবর্ত্তে অশ্রৌতপন্থা বা তর্ক চড়িয়া পড়ে। এই সকল দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে, যাঁ'র চরণে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রৌতপন্থানুসরণে আমাদের মঙ্গল হয়।

যদি আমরা গুরুজনদের সেবা—বেণার সেবা পরিত্যাগ করি, একান্তমনে একমাত্র ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হই তবেই আমাদের মঙ্গল। অতিরিক্ত জ্ঞান-সংগ্রহ ক'রলে গোলমালটা বৃদ্ধি হয়। যাঁ'দের পায়ে জোর বেশী আছে, তাঁ'দেরই কি সত্য বেশী উপলব্ধি হ'বে? প্রাকৃত বিজ্ঞানবিৎ কি মনোবিজ্ঞানবিৎ হ'লেই কি ভগবদ্বস্তু বুঝ্‌তে পারবে? তা নয়। ভবদীয়-বার্ত্তা অর্থাৎ শ্রীহরির কথা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত জীবের মঙ্গল হ'তে পারে না। বাহ্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর কথা আমি বল্‌ছি না বা যা'তে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ হয় এরূপ কথাও বল্‌ছি না। যাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সুখ হয় এরূপ কথার নামই 'হরিকথা'। জটাজুট ধারণ ক'রলে, তাঁগী সাজ্‌লে বা বড় বেশভূষা হ'লেই তাঁ'কে সাধু বলা যায় না। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু—সর্ব্বক্ষণ সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু। নিত্যকাল—সর্ব্বক্ষণ যে সকল চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন, সে সকলই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য,—তিনি সাধু।

মূর্খ ভগবানকে সেবায় জয় ক'রতে পারে, পাণ্ডিত্যাভিমানী তাঁ'কে জয় কর্‌তে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত প্রভুবাক্যের অনুসরণ করেন, তিনি অনুকরণ মাত্র করেন না। অনুকরণ করাটা খুব সোজা।

হরিকীর্ত্তন জিনিষটা অত সুলভ নয়; যাঁ'র প্রাপ্তিতে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, জীবের পরমপ্রয়োজন 'প্রেমা' লাভ হয়, সেই জিনিষ কখনও ক্ষুদ্র ভোগ বা মোক্ষের জন্য অথবা বণিকের পণ্যের মত ব্যবহার করা যে'তে পারে না। কৈতব বা ছলনা-প্রয়োগপ্রধান অবিদ্যাদিনী 'মুক্তি' প্রকৃত মুক্তি লাভ কে কর্‌বে? সেই মুক্তি পাওয়াটা বদ্ধ অবস্থা হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া—স্বভাবকে লাভ করা। যা'কে আশা-পাশ নিবদ্ধ ক'রেছে, তা'র সেই পাশ হ'তে বিমুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।

বলদেব প্রভুর বল যদি সঞ্চয় কর্‌তে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে, তবেই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পরমহংস-ধর্ম্মের সার্থকতা হ'বে; বাহ্যজগতে নিষ্কপটতা ধর্ম্ম এ'সে পড়্‌বে, বাহ্য জগতের কোনও মর্য্যাদা বা কোনও কথার মধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট নই এইরূপ বুদ্ধির উদয় হ'বে। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা ক'রছেন, সেই সকল সাধুর প্রসঙ্গ হ'তেই আমরা ভগবানের শক্তিসমূহ অবগত হ'তে পারি। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ কর্‌লে আমাদের আত্মায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ভক্তির আবির্ভাব হয়। বাহ্যজগতের বিক্রম সমূহ আমাদিগকে আর পরাভূত ক'রতে পারে না।

যাঁহাদের বিচারে উপাসনার নিত্যত্ব নাই তাঁহাদের বিচারকে নাস্তিক্য বিচার জানিয়া দূর হ'তে তাঁ'দের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

তাতে মন নিগৃহীত হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্ত বলেন, হাজার হাজার যম-নিয়ম-প্রাণায়াম দ্বারা মন নিগৃহীত হ'তে পারে না।

অনেকে বৈষ্ণবের দাস না হ'য়েই বৈষ্ণবের সেবা না ক'রেই বৈষ্ণব হ'তে চান। আমরা অনেকে খণ্ডক হ'য়ে নিজেকে ভক্ত মনে করি। রাসলীলা শ্রবণ করবার অধিকারী মনে করি, কিন্তু আ'ম কোথায়? আমি ত' ভক্ত নই, অনুক্ষণ ভগবৎসেবারত নই। কোন সময় পুরুষাভিমান ক'রে স্ত্রীরূপে প্রলুব্ধ হই, কোন সময়ে স্ত্রী-অভিমান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই, আমার ন্যায় পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, নরাধম আবার ভক্ত-অভিমানী হ'তে পারে? যাঁ'র বাহ্যবিষয়ে বিরক্তি হ'য়েছে, ভগবানের কথায় লোভ হ'য়েছে, তাকেই অনুগ্রহ করবার জন্য ভগবান্ রাসলীলা বিস্তার ক'রেছেন।

বৃন্দাবনে শুনবার উপযোগী রাইকানুর গান শুনবার অধিকার আমাদের নাই। যতকাল আমরা বাহ্য জগতে আকৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছি ততকাল আমরা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ধাবিত। বাহ্য জগতের কৃষ্ণ যখন বাসুদেবময় হ'বেন তখন না আমরা রাসস্থলীতে যেতে পা'রব! এই রাজ্যাংশের খুঁটি নিয়ে কৃষ্ণকে আরোহণ করা যায় না। যে ঈশ্বর বৃহত্তা কর্ত্তে যায় তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁ'রা বিভায় মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, সৌন্দর্য্যের মহিমা, ঐশ্বর্য্যের মহিমা খুঁটে কেবলার মত কর্তে পে'রেছেন তাঁ'দের কাণেই কৃষ্ণকথা প্রবেশ কর্ত্তে পারে।

সূর্য্য দর্শন ক'রে যেমন আমরা বুঝ্‌তে পারি সমস্ত আলোর মালিক সূর্য্য, তদ্রূপ যাঁ'রা ভগবদ্দর্শন ক'রেছেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ জানেন যে সকল শক্তির শক্তিমান প্রভুই কৃষ্ণ। তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাঁ'র ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে না। ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আ'ম তাঁ'র আশ্রিত অণু, যখন আমি ইহা বুঝ্‌তে পারি তখন বৃহৎ সচ্চিদানন্দসেবাই আমাদের কার্য্য হয়; তখন আমরা শ্রীচৈতন্য-দেবের চরণে আত্মসমর্পণ করি।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পঞ্চমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

——::(০)::——

প্রথম তিথি-পূজা-বাসর

আজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসর। আমরা শুনেছি যে, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিরহের তীব্র ব্যথা যত উপলব্ধির বিষয় হ'বে ততই আমরা ভজনের পথে অগ্রসর হ'তে থাক্‌ব। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘ দান। বিপ্রলম্ভগত ভজনই একমাত্র সাধন-সাধ্য নিরূপণ ক'রে মহাবদান্যতা প্রচার ক'রেছেন। ভক্তের বিরহ-ব্যথা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে যাঁ'র যতটা উপলব্ধি হ'বে তিনি কৃষ্ণের ও তদাশ্রিতগণের সাক্ষাৎ সেবা ততটা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন। এই বিরহ যা'তে তীব্রভাবে উপলব্ধির বিষয় হয় তজ্জন্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন। মহামন্ত্র সম্বোধন—বিরহোদ্দীপক। দূরস্থিত বস্তুকে সম্বোধনপূর্ব্বক আবেগভরে আহ্বান করা বিরহ-বিচ্ছেদ-বিজ্ঞাপক। যাঁ'র যত বিচ্ছেদভাব তাঁ'র শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁ'র আশ্রিতবর্গের বিচ্ছেদ তত উপলব্ধির বিষয় হয়। তিনি তত বেশী আশ্রয়-বিষয়বিগ্রহকে আহ্বান করেন। শ্রীগুরুদেবের এবং তাঁ'র নিজজনগণের সেবা কর্‌লে গৌরসুন্দর আনন্দিত হন ও কৃপা করেন। আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের প্রতি যে আনুষঙ্গিক সেটা খণ্ডন হয়। বিষয়-বিগ্রহের সেবাদ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি ধ্বংস হয়। এজন্য "গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" পদের উচ্চারণ বা প্রতিকার্য্যে উহা ব্যবহার হ'য়ে থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌরসুন্দরের বিলাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। তাঁ'র সেবা যাঁ'রা করেন তাঁ'দের প্রজল্প, ব্যক্ত বা অব্যক্ত যাবতীয় চিন্তাস্রোত হৃদয় হ'তে বিদূরিত হয়। গৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের প্রেমবাণী। শ্রীগুরুদেবই গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের পঞ্চ ঋত্বিক—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা। তিনি অহৈতুকী করুণাবশে বাণীর আকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে বিতরণ করেন। যাঁ'দের সংসার-বাসনা ক্ষয় হ'য়েছে, তাঁ'রাই তাঁ'র বাণী সম্যক্ গ্রহণ ক'রতে পারেন। তাঁ'র বিচ্ছেদগত অনুশীলনই আনুকূল্যে কৃষ্ণ তাঁ'র অনুশীলন। তাঁ'র বিচ্ছেদগত সেবা হ'লে আর ভোগবাদ, জ্ঞান, অভ্যাভিলাষ প্রভৃতির প্রতি রুচি বা আসক্তির কোন সম্পর্ক থাকে না। গুরুদেবই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই। ধন, জন বা কবিতা সুন্দরী প্রভৃতির প্রার্থনা কিম্বা আশ্রয়বিগ্রহাভিমান ক'রে তাঁ'র আসন গ্রহণ করা রূপ অহংগ্রহোপাসনা যেন কদাপি না হয়। তাঁ'র সর্ব্বোত্তম প্রীতি কৃষ্ণানুশীলন যাহাতে অনুকূলভাবে হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি—তাঁহার জন-স্ফূর্ত্তি ও ধামস্ফূর্ত্তি যাঁ'র যতটা হ'বে তিনি তত অমায়ায় কৃপালাভ ক'রেছেন। যদি কেউ বলেন যে, ইনি গুরুকৃষ্ণের অধিক কৃপাভাজন কিন্তু যদি কার্য্যতঃ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি না হয়, তবে জান্‌তে হ'বে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা হয় নাই। কৃষ্ণজনের ভজনপ্রবৃত্তি যাঁ'র যতটা, কৃষ্ণসেবার উদ্দীপন তাঁ'র হৃদয়ে ততটা প্রতিভাত।

আমরা যেন কখনও না ভুলি যে, গৌরসুন্দর অধোক্ষজেরও উচ্চতরের বস্তু। তিনি মায়িক কোন বস্তু ন'ন। যখনই কোন বস্তু মাপিয়া লইবার চেষ্টা হয়—চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি বা মনের আয়ত্ত করার বুদ্ধি হয় তখনই জান্‌তে হ'বে যে সেটা—মায়া—কৈতব—ছলনা। অধোক্ষজেরও উচ্চতরে অবস্থিত যে অপ্রাকৃত বস্তু তাহা কখনও প্রকৃতিস্পৃষ্ট বা মেয় হন না। তিনি প্রকৃতির প্রমেয় বা তাহার আয়ত্ত হ'তে পারেন না, ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম।

তথা ভক্তির ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে দেখা যায়, যাঁ'রা মাপ্‌তে গিয়েছে তাঁ'রা চিরকালই ব্যর্থমনোরথ হ'য়েছে। যাঁ'রা জগতের প্রথম শ্রেণীর হ'লেও অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ কর্‌তে পারে নাই। যখন সেইরূপ চেষ্টা হয়, তখনই তিনি নিজকে লুক্কায়িত রাখেন, মায়া দ্বারা আচ্ছাদন করেন। তা'রা মায়িক বস্তু লাভ ক'রে মনে করে যে অধোক্ষজ বস্তু লাভ কর্‌লাম।

আমরা নিত্যকাল যাহাতে মহাপ্রভু ও তদীয় প্রিয়তম দাসগণের শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব- রঘুনাথ কবিরাজ নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-ঠাকুর মধুসূদন-জগন্নাথ- ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষালাভ ক'রে অনুসরণ করবার জন্য তাঁ'দের আচরিত ও প্রচারিত ভজনে সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রাণিত হ'য়ে জগতের যাবতীয় ধন, জন, প্রতিষ্ঠাদি সমস্তই আশ্রয়বিগ্রহগণের চরণে সমর্পণ ক'রে নিজেকে আশ্রয়-তোষণে ব্যাপৃত, অনুগত দাসানুদাস জ্ঞান ক'রে তাঁদের অনুসরণ—বিচ্ছেদগত অনুশীলন কর্‌তে পারি, সর্ব্বক্ষণ বিচ্ছেদভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বিষয়-বিগ্রহের সেবা কর্‌তে পারি—এটিই সকল গুরুবর্গের চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

স্তুতি

——::)০(::——

জয়, জয়, জয়, দীন জন নাথ!
পতিতপাবন জয়!
বিশুদ্ধা ভকতি, মূর্ত্ত সরস্বতী,
শ্রীকৃষ্ণ-শকতিময়।
গৌরবাণীরূপে গোরার-করুণা,
আসিয়া অবনী পরে;
গোদ্রুমনাথের সেবা-মহোৎসব,
বিতরিলা ঘরে ঘরে।
আশ্রয়ের সুখে বিষয়ের প্রীতি,
নিগূঢ় তত্ত্বসার;
ব্রজকথা যত, জানাবে মরতে,
কৃপা কৈলা সুবিস্তার।
অমল ভকতি- রস প্রবাহিনী,
বহাবে ধরার মাঝে।
ভকতিবিহীন, সুদীন জনেও
টানিলে সেবার কাজে।
জয় জয়, জয়, করুণা নিলয়,
শ্রীহরিগুরুআত্মা।
ভব মহাপারে, তাপিত ভুবনে,
তুমিই দয়াল ত্রাতা॥
ভকতিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর,
অপার করুণা গুণে।
বিমুখ জগতে, কৃষ্ণধন দিতে,
দিয়েছিলা তোমা দনে॥
লোকের লাগিয়া, ভুবনে আসিয়া,
অশেষ যতন করি'।
সহজ সরল কত উপায়েতে
প্রদান করিলে হরি॥
ধন্য ধন্য করুণা প্লাবন!
তোমার মহিমা, তুমিই তুলনা,
নমো নমো গৌরীজীবন।
কামাহত চিত্ত, আমরা পতিত,
না শুনিয়া তব কথা।
আপন মরম করিনু বরণ
প্রদানি তোমারে ব্যথা॥
তুমিত ঠাকুর, আমরা কুকুর
পড়েছি তোমার পায়।
মায়াপুর ধামে, তব নিকেতনে
রাখহে করুণা ছায়॥
জয় জয় জয়, দানবন-নাথ,
শ্রীগুরু করুণাময়।
তব অদর্শনে আকুল পরাণে,
ডাকিছে সর্ব্বজন॥
আমার দারায় অতুল কৃপায়,
গাহিতে বিজয় গান।
করুণার খনি! এসো গৌরবাণী
যাচি তব কৃপা দান॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠশাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নাংশ প্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ সম্পাদন আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে স্থাপিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সাধারণ্যে বক্তৃতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিস্ট মাসিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মুটিগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরস্বর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুবর্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসম্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারখণ্ড-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিবাড়, জিঃ সাঁওতাল পরগণা, ই-আই-আর

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রকুমার বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩০নং কুরিয়পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ই-আই, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রভুপাদের ভজনকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠশালী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবালী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ ডিং রোড ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দীনাকুটী

রক্ষক—শ্রীপ্রফুল্লগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী

(৫৭) শিক্ষা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীনাগা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অন্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অন্দি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী,

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমরকুলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাশ্রমী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনয়ার্ড

ব্রাম্পটন্, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তিহৃদয় গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রামশালি	৬৸০
আতপ চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন বোম্বাই	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেরাদুনী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৶
ঐ বাসমতি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

জাভা, চাইপ	১০৷৶০
মরিশস ১০০০ নং	১০৶০
বাবুঘোষা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিবার	৫১৷০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
সিরাজ—	৪০৸০
উত্তর—	৪১৷০
ঢাকার বস্তের দর—	৪১৲

কাঠি ও কয়লার দর

পাঠৌদ কয়লা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
পাথুরিয়া ঐ	৬৲—৬৶০
...ইটকোলা ঐ	৫৷৶০—৫৸০
...জী	৬৲—৬৶০
কাঠি (বি)	৫৸০—৫৸৶০
কাঠি নং (২	৫৶০—৫৷৶০
কাঠি (এস)	৫৲—৫৷০
কাঠি (কে)	৪৸০—৪৸৶০
কাঠি নং (৩)	২৷০—২৸৶০
পালাই	১৷৶০—১৸০
...দি	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
ক...লা	৫৭৲
...বতী	৫০৲
...বী	৪৫৲
...ঐ	৬৪৷০

তার	৪৸৲
কাঁটাল	৩৬৲
বাঁকা পাতলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

বাকী	৮৸৶০—৯৷০
ঐ বে বাকী হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড গর্ভে বীম সব সাইজ	৯৷৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৸৶০

টাটা প্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৫৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৷৶০
২৬ গেজ—	১৬।৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
পীস	।৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
গেট কাঠি বা ফিট কাটা মণ	৬৷০—৬৸০

পাতি কাঠি ৩—৯ ফুট লম্বা

৬৷০—৭৲ হন্দর

গোল বড় কাঠি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, গজাল	৮৸০—৯৷০

গোল বড় বি-ইকোস ও কয়াফিটার

হন্দর ৮৸০—১০৷০

খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

স্টিলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬৷০

ভুলার হাপর ৪৷০

ফলের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আঙ্গুর গোলাম কাইন	৫৪৲
কিস্‌মিস আঙ্গুর ককর	৪০৲
কবাচি খুবানি কাইন	৪০৲
বাদাম শাখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা সাদা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷০—১১০
গুট খদির	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

জ্যোতিষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ বনফায় ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৪১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৪৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরেন অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথা সত্য কি না। বড় বোতল ৸০ আনা, ছোট বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ মেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের জন্য মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই দেশে [illegible] চরিতচরিত [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই [illegible] করিতেছিলেন। [illegible] পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক লিখিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত [illegible] ঠাকুরের [illegible] হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] সম্পাদক [illegible] সম্প্রদায়-বৈভব [illegible] [illegible] এবং [illegible] লেখনীর অদ্ভুত [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] দর্শন এবং [illegible] ভগবানের [illegible] পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট [illegible] চিত্র সম্বলিত। [illegible] সমালোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] প্রকাশক [illegible] (Prefaces), বিষয় [illegible] (Contents) [illegible] (Index [illegible] Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রক

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	।৵০	।৵০	।০	
ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ১০ ; বিশেষ সংখ্যার দ্বিগুণ মূল্য।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত থাকে

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—মায়াপুর

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তদাশ্রিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রসার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই পৌষ, ১৩৪৪, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২৪৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::)০)——

ভারতের অবনতির কারণ সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জের বর্ণনা

বরোদায় 'হিন্দু ধর্ম পরিষদ' সম্মেলনের অধিবেশনের সভাপতি ও বিশিষ্ট 'হিন্দু নেতা ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে বলেন যে, আজ সাধারণভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমা বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু ইহা দ্বারা অনেকাংশে ভারতের নৈতিক মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত অহিংসা নীতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। ক্রমে তিনি বলেন, আমরা এ দেশের সামরিক ও বাহুবল নীতি গ্রহণ করিব।

পরিশেষে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া পুনঃ বৈদিক ধর্ম প্রবর্ত্তন হইতে অনুরোধ করেন।

ডাঃ মুঞ্জে কোলাপুরে আগমন করিলে, শত শত লোক ও ছাত্র তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে এবং তাঁহাকে লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। সম্মেলনে কোলাপুরের মহারাজার শুভেচ্ছাজ্ঞাপন বাণী পাঠ করা হয়।

—

... বোর্ডের বে-সরকারী সদস্যদের বেতন দাবী

নোয়াখালী জিলা বোর্ডের সভায় এক প্রস্তাবে ... গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে ... স্বায়ত্তশাসন আইন এমনভাবে সংশোধন করা হউক, যাহাতে বাঙ্গলায় জিলা বোর্ডের প্রত্যেক বে-সরকারী সদস্যকে মাসিক ..., ক'রয়া বেতন দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। দীর্ঘকাল আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারী সদস্যগণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

——

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বল বৃদ্ধির আয়োজন

শান্তি বর্ত্তমান থাকার সময়ের উপযুক্ত একটী নৌবহর গঠনের জন্য নৌ-বিভাগের বার্ষিক আয় ৫০ কোটী ডলার বৃদ্ধি করিবার জন্য নৌ বিভাগ কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন। নৌ বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, এই অর্থ হইতে ছয়টী যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য ছয় কোটী ডলার ব্যয় করা হইবে। ইতঃপূর্ব্বে আরও দু'টী যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা মঞ্জুর হইয়াছে। অধিকন্তু এই অর্থ হইতে ছয়টী লাইট ক্রুজার, আটটি ডেষ্ট্রয়ার, ছয়টি সাবমেরিন ও কয়েকটী ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইবে।

—

বাঙ্গলায় প্রবেশে বাধা

জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন যে, কোন মতেই তাঁহাকে বাঙ্গলায় আসিতে দেওয়া হইবে না। শ্রীযুক্ত চাটার্জি দীর্ঘ ১৩ বৎসর পর তাঁহার বৃদ্ধা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ হুকুম প্রত্যাহারের জন্য ... মিঃ ... হকের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত চাটার্জি সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রহিয়াছেন। শরীরের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী। কাজেই জিলাতে পাঠাইবার কৌশলী অপেক্ষা আইন অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে যে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহার বিচারকালে আদালতে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী যাত্রা করিতে অসমর্থ।

———

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ

আসাম পরিষদের অধিবেশনের প্রারম্ভে সমস্ত মুসলমান সদস্যেরা উপস্থিত ছিলেন না। ইহাতে জনৈক কংগ্রেসী সদস্য বৈঠকের প্রশ্ন উত্থাপন করিলে স্পীকার বলেন যে, তিনি পরে নির্দ্দেশ দিবেন। কিছুক্ষণ পরে মুসলিম লীগ দলের নেতা মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী ... ঐ ব্যাপার সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে চাহিলে স্পীকার তাঁহাকে বলেন যে, ইতঃপূর্ব্বেই তিনি জানাইয়াছেন যে, পরে তিনি ঐ ব্যাপার সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিবেন। মিঃ চৌধুরী ইহাতে বিরক্ত না হওয়ায় স্পীকার তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলেন।

———

বাঁকোয়াড়ী রাজনৈতিক সম্মেলন

বাঁকোয়াড়ী থানা কংগ্রেস সম্মেলনে প্রায় ১০ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বংশীধর সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মেলনের আলোচনায় যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুপদ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মিঃ এম, আহমদ কিদোয়াইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত টাণ্ডন মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। উহার মর্ম্ম এই যে, সম্মেলনের বিবেচনায় কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নকল্পে উহাদের জন্য স্থায়ী প্রথার অবসান আবশ্যক। তবে উহা না হওয়া পর্য্যন্ত সম্মেলনের উপস্থাপিত কতক গুলি দাবী গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত।

বিহার প্রাদেশিক হিন্দু সভা

পাটনা বিহার প্রাদেশিক হিন্দু সভার সাধারণ বার্ষিক সভায় ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন :—

সভাপতি—কুমার গঙ্গানন্দ সিং এম, এল, এ, সহ সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত অমর নারায়ণ দাস এম, এল, এ; শ্রীযুক্ত অনন্ত প্রসাদ এডভোকেট ও শ্রীযুক্ত সারণ প্রসাদ সাহ এম, এল, এ। সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত শাহ মিশ্র (আসানসোল) সম্পাদকগণ—পণ্ডিত জগদীশ দত্ত শর্ম্মা (গয়া) শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মুখার্জ্জী (পাটনা) ও পণ্ডিত শ্রীকান্ত শর্ম্মা; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ভবানী সহায় (সরকারী উকিল)।

———

মাদ্রাজে স্যর আর্থার রুমবোল্ড প্যাটেল

স্যর বল্লভভাই প্যাটেল আগামী সপ্তাহের শেষ ভাগে মাদ্রাজ পরিদর্শন করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি মাদ্রাজে এক সপ্তাহ কাল থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এই প্রদেশের পার্লামেণ্টারী কমিটির কর্ম্মকারী হইয়াছে সেই সম্পর্কে সভার ... ও বিভিন্ন কংগ্রেসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিবেন।

— — —

৬ বারের জেল ফেরতার ১৫ মাস কারাদণ্ড

কাশীপুরের ... বাড়ীর সম্মুখ হইতে সাধারণ টেলিফোন চুরির অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেটের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ... বন্ধু শেখ পাঁচু নামক এক ব্যক্তিকে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী স্বীকার করে যে, পূর্ব্বে তাহার আরও ৬ বার সাজা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সমগ্র ৫০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ৬৲
অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড -৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। শ্রীব্রজমণ্ডল দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবাচারের বিরহ গীত ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। শ্রীমদ্ভাগবত ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব
২১। গৌড়ীয় গীতাঞ্জলি ৷০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাচরিত্রকা অণুগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। মনঃশিক্ষা ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অচ্যুতস্তব ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। সদ্ধর্ম্মবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। তত্ত্বসূত্র ও ভক্তিলতা ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৫৯ চিত্রাপর্ণ ৶০
৬০ সংসারগীতি ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। ত্রিদণ্ডি সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭ সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজী ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসম্পূর্ণ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ২॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —তিনিভাষায় একমাত্র পাক্ষিক পত্রিকা। বৈদিক গুরু শ্রীমন্মধ্ব-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী —উৎকল ভাষায় মহোপদেশক সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রী:গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে স্তবিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর তত্ত্বজিজ্ঞাসায় মণ্ডিত হইয়াই
এই গ্রন্থ পাঠে সকলে মহোপকার
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ষদের প্রধানতম মহোদয় ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শবর্ষ ; ৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ ১০৫ [illegible] ২৫শে ডিসেম্বর [illegible] নিবার ২৮ তম সংখ্যা

[illegible]ল প্রভুপাদের বির মহোৎসব

——:::——

দ্বিতীয় দিবস

অপরাহ্ণে

গত ২২শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ বেলা ৩॥০ ঘটিকার পর সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি' পদটী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল, মহোদয় 'শ্রীল প্রভুপাদ ও সেবকত্ব', 'শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্তরঙ্গ সেবক' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুর্পচরণ [illegible], এম-এ, বি-এল মহোদয় 'শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]' সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে [illegible] শ্রীমদ্[illegible]প্রকাশ [illegible] মহারাজের বক্তৃতা হয়। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible] সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে পর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধিবেশনকার্য্যার আরম্ভে শ্রীপাদ [illegible] [illegible] সুললিতকণ্ঠে '[illegible] [illegible] সংসার ভিতরে'— এই ভক্তিবিনোদ-গীতিটী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] বৈখানস মহারাজ 'শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible]' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার পর পণ্ডিত বক্তা যথাক্রমে নিম্নলিখিত [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] 'শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible] কৃপাবিতরণ'; ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্ [illegible] 'শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible]'; শ্রীপাদ রাধাবেণ ব্রহ্মচারী [illegible] 'শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible], প্রকৃত বৈষ্ণব ও জীবে দয়া'; অতঃপর [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদ ও কৃষ্ণবিরহ' সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা, এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু 'শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible]' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর 'এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি' এই পদাবলীটী শ্রীপাদ [illegible] মহাশয়ের সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন হইলে উক্ত দিবসের কার্য্য অধিবেশনকার্য্য সমাপ্ত হয়।

তারের সংবাদ

গত ২১শে ডিসেম্বর বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-তিথি-পূজা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ পাঠকপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী 'শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] আচার্য্য' সম্বন্ধে [illegible] ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় আর ও অন্য বিরহসূচক [illegible] হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণকে [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

[illegible] ক'রতে [illegible] ঠাকুর মহাশয় [illegible]

'[illegible] ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥'

"[illegible] লোকের [illegible] হয়" — এই কথা সর্ব্বদা মনে থাকা দরকার। [illegible] দর্শন করলে লোকের [illegible] হ'বে। [illegible] বিষয় হ'তে [illegible] হ'বে—আবার শুদ্ধ হবে [illegible] সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ [illegible] করবে, [illegible] হ'বে। "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" আবার [illegible]—[illegible] [illegible]। নিত্যানন্দের কৃপায় [illegible] ভাবরূপ [illegible] হ'বে। [illegible] শুদ্ধ হ'লে তখন "[illegible] মন, মোর মন বৃন্দাবন" [illegible] আসবে। তখন [illegible] কথায় অধিকার হবে। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় [illegible] হ'তে [illegible] প্রকট হ'লে তখন [illegible] হ'বে। তাই কি ক'রে নিত্যানন্দ[illegible] পাব, সেজন্য উৎকণ্ঠা হওয়া দরকার।
[illegible] পাব সেই [illegible] দিবে।
যে তু'বেলে সে [illegible] নিতাই চাঁদেরে॥

সংসার-[illegible] —এ [illegible] সংসার—[illegible] অবস্থা। এ থেকে মোচন কর্‌তে পারেন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুপাদপদ্ম। তাঁ'র অহৈতুকী [illegible] [illegible] [illegible] হ'বে। [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible]। শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] হ'য়ে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] কথা [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] মাথুর [illegible] [illegible]॥

"যেরূপ সূর্য্য অতি সুবৃহৎ হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোটবস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ গুরুর সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অন্তরতায় আসিবার চেষ্টা করেন।"

পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নারায়ণ, অদ্য ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীল প্রভুপাদ

(অপ্রকট বাসরে লিখিত)

দেখিতে দেখিতে আমাদের প্রাণের ঠাকুর, হৃদয়-দেবতা, জীবনসর্ব্বস্ব, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এ জগৎ হইতে পরজগতে চলিয়া যাওয়া আজ এক বৎসর পূর্ণ হইল। প্রভুহারা আমরা আপাততঃ হইলেও অনাথ ত' নহি পরম দয়ালু প্রভু যাঁহার হাতে দিয়া প্রতিপালিত হইলেন বান্ধবগণের প্রভুনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অমৃতময় কৃপা ও স্নেহদৃষ্টিতে আমরা অসহায় হই নাই এবং প্রভুসেবা-লাভেচ্ছু দীন আমরা প্রভুর আত্মগোপনে প্রভুপদসেবাপরায়ণ শ্রীশ্রীআচার্য্যচরণে আশ্রয় লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আমাদের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে ও হইতেছে। সর্ব্বস্বহারা বস্তুটীর আমরা প্রভুর সহসা অদর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আমাদের মনে হইতেছিল, আর বুঝি প্রভুসেবা করিতে পারিব না, প্রভুসঙ্গ পাইব না, প্রভু বুঝি আমাদিগকে চিরদিনের জন্যই ছাড়িয়া গেলেন; কিন্তু আমাদের এই অবিশ্বাসতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও নিরাশা দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী, দয়ার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, প্রভুপাদের আত্মজন প্রভুপ্রাণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় জানিতে পারিলাম, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের সেবোন্মুখ করিবার জন্যই আত্মগোপন করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন—আমরা তাঁহাকে চাই কি না, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই কিনা। তাই আমাদের নিষ্কপটতা, আন্তরিকতা ও বাস্তব নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য প্রভু-ইচ্ছায়ই নানাপ্রকার বিপদ্-আপদ্ ও বাধাবিঘ্ন আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। তিনি আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন যে, প্রভু আমাদের নিত্য প্রভু। তাঁহার সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ। তিনি ছাড়া আর আমাদের কেহ নাই। সুতরাং এখন আমরা চাহিতে পারি না, কখনও জানিতে পারি না যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়তম সংকীর্ত্তনগোষ্ঠী শূন্য করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। তাঁহার বাণী—তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার 'হরিকথা', তাঁহার অমৃত পত্রাদেশনা, হরিকীর্ত্তনে নবনবায়মানভাবে উৎসাহদান, বাস্তবসত্যের জন্য সর্ব্বস্বার্পণযোগের উপদেশবাণী—এখনও আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এই সকল বাস্তববাণী প্রভুহারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে এবং পতিত আমরা, নিরাশ্রয় আমরা, অন্ধের যষ্টি, পতিতের বন্ধু, মহামহাবদান্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদাশ্রিত প্রভুসেবালাভের আশায়, আজ এই নিত্যপূজ্য অপ্রকট তিথিতে করযোড়ে নতজানু হইয়া প্রভুকৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

গতবর্ষের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্ত-তিথিতে আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগৌরবাণীবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের অকূলপাথারে ভাসাইয়া, তাই বা বলি কেন, আমাদিগকে তাঁহার নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকটে রাখিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সেই তিথিবরের আজ ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবর্ষপূর্ত্তি অপ্রকটতিথি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সেবাসুযোগ প্রদানের জন্য, আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। আমরা প্রভুনিজজনানুগত্যে সেই তিথিবরকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন করিতেছি।

আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট তিথি, একথা শুনিতে বা বলিতে যেন ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠে। না উঠিবেই বা কেন? প্রভুবিরহ বা প্রভুবিচ্ছেদ কি প্রভুজন সহ্য করিতে পারে? প্রভুর অভাবে কি তাঁহাদের প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু উপায় কি? ইহাই সেব্য-সেবকের ভজন-রহস্য। প্রভু-ভৃত্যের এই যে পরস্পরের বিচ্ছেদ, ইহা পরস্পরের পক্ষে মৃত্যুপ্রায় হইলেও, অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও, পরস্পরের প্রীতির জন্যই বিরহ-কাতর প্রভু ও ভৃত্য জীবনধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্ভোগবাদের ন্যায় আত্মহত্যা করেন না—প্রভুচিন্তা, প্রভুস্মৃতি বা প্রভুসেবা ছাড়িয়া দিয়া প্রভুসুখবিধানের পরিবর্ত্তে, দুঃখনিবৃত্তি-মূলা ক্ষণিক সুখের জন্য ব্যস্ত হন না। সেবক সর্ব্বক্ষণই বিরহব্যাকুল হইয়া, বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়া প্রভুর সেবার জন্য ব্যস্ত। জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে প্রভুপ্রীতিবিধান ছাড়া প্রভুগতপ্রাণ সেই গুরুসেবকগণের অন্য কোন কার্য্য নাই—অন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁহাদের বিরহ জাগতিক শোকের প্রকার-ভেদ নহে, পরন্তু তাহা সেবার পরাকাষ্ঠা—সেবার সারমূর্ত্তি। এই বিরহে আছে কেবল সতত প্রভুসেবানুসন্ধান, প্রভুর জন্য ব্যাকুলতা এবং প্রভুর জন্য উত্তরোত্তর নবনবায়মানভাবে আকুতি। এই বিরহের মত প্রগতিশালী জিনিষ আর এ জগতে বা পরজগতে নাই। সেইজন্য বলিতেছি, প্রকৃত প্রভুভৃত্যগণের নিকট প্রভুবিরহ শোকপ্রদ নহে, পরন্তু সেবার দ্যোতক—প্রভুপ্রীতিবর্দ্ধক এবং সকলকে প্রভুসেবায় সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় নিযুক্ত করিবার এক অভাবনীয় ব্যাপার। এই বিরহে হতাশা নাই, আছে কেবল পুনঃসঙ্গলাভের অদম্য পিপাসা। কারণ, এই প্রভুভৃত্য-সম্বন্ধ দুদিনের নয়, ইহা নিত্যকালই আছে ও থাকিবে। জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য, লীলাপুষ্টির জন্যই প্রভুভৃত্যের এই মিলন-বিচ্ছেদের সংঘটন।

অনেকেরই ধারণা যে, প্রভুবিরহে লোকদেখান চোখের জল ফেলিতে পারিলেই বুঝি প্রভুবিরহে খুব বিরহী হওয়া যায়। সেইজন্য হৃদয়ের কপটতা আবরণ করিতে না পারিয়া কেউ কেউ বলিয়াও ফেলেন যে, আমরা কাঁদতে এসেছিলাম কিন্তু কাঁদতে পেলাম না। কিন্তু কথা তা' নয়, এ ত' লোক-দেখান জিনিষ নয়। সে ক্রন্দন, সে সেবোৎসাহ যে প্রভুসুখের জন্য, তাহাতে নিজানন্দ বা লোকরঞ্জনের কি কথা আছে? সে ত' অন্তরের জিনিষ। তাহা বাহ্যে প্রকাশিত হউক বা না হউক, তা লইয়া আমাদের এত মাথা-ব্যথা কেন? সেইজন্যই বলিতেছি, প্রভুবিরহ মায়াকান্না নহে, তাহা সেবোৎসাহবর্দ্ধক ও প্রভু-অভাব উপলব্ধিমুখে প্রাণের কাতরতা—অন্তরের ব্যথা। সুতরাং এই অপ্রকট-দিবসে প্রভু এবং প্রভুনিজজনের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া প্রভুসেবাসুখে জীবনসার্থক করাই যে আমাদের কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-তিথি। সুতরাং আজ আমাদের শ্রীগুরু-পূজার দিন। অনেকের ধারণা, আজ অপ্রকটের দিন, কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের জানাইয়াছেন যে, শ্রীগুরুদেবের অপ্রকট দিবসেই আমরা প্রকটের দিন বলিয়া জানি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবিকই অচিন্ত্যবস্তু, অধোক্ষজ বস্তু, শুধু অধোক্ষজই বা বলি কেন, তিনি অপ্রাকৃত নবীনমদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। ভগবানের যত সেবক আছেন, সব চেয়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় সেই পরমমঙ্গলদাতা কৃষ্ণবিতরণকারী মহামহাবদান্যশিরোমণিই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। এই শ্রীগুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তিনি আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্। তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম মূল আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ। তবে তিনি সাধারণ বৈষ্ণব নহেন, তিনি আশ্রয়-জাতীয় সেবকভগবান্, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু কৃষ্ণের বড় আদরের ধন—মূল আশ্রয়বিগ্রহ জয়শ্রীর নয়ন-তারা সরস্বতীজয়শ্রী তিনি। সমস্ত ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা ভগবানের পূজার চেয়েও নিশ্চয়ই বড় জিনিষ। ভগবান্ আর কাহারও নহেন—আমার শ্রীগুরুদেবের—ভগবান্ তাঁহারই প্রেমবশ্য। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মত বড় জিনিষ এ জগতে বা পরজগতে আর নাই। এত বড় জিনিষ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য তাঁহাকে পাইয়াও পাইলাম না, দেখিয়াও দেখিলাম না, চিনিয়াও চিনিলাম না, তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিলাম না। সুতরাং এই অপ্রকটের দিনে পিতৃহারা সেবাবঞ্চিত দীন আমাদের তাঁহার শ্রীচরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপাভিক্ষা করা ব্যতীত আর কি কার্য্য আছে?

এজগতে জনক, জননী, শিক্ষক এবং তথাকথিত যে সকল মন্ত্রদাতা গুরুর কথা শুনা যায়, তাঁহারা সকলেই আংশিক গুরু। তাঁহাদের দ্বারা আমাদের নিত্যমঙ্গলের কোন আশা নাই। কিন্তু যিনি নিজগুণে কৃপাপরবশ হইয়া আমার অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করতঃ স্বেচ্ছায় শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন, সেই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমগ্র জগতের গুরুপাদপদ্ম। তিনি নিত্যবস্তু ভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনিই জগদ্গুরু—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব। তিনি জন্মে জন্মে আমার গুরু, নিত্যকাল আমার গুরু। তিনি ভগবানের নিত্যসঙ্গী, তাই প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে তাঁহার সম্বন্ধ পরিস্ফুট। এজগতে প্রত্যেক বস্তুই যাঁহার সেবার সেবোপকরণ, সেই আমার প্রভুই জগদ্গুরু-পূর্ণতা ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। তাঁহার অর্চ্চাবিগ্রহ তাঁহা হইতে অভিন্ন—সাক্ষাৎ তিনিই।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

—::(০)::—

শ্রীধাম-মায়াপুর

—::)০(::—

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব-বাসর

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ প্রাতঃকাল

সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হ'য়ে শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুর নিকট তাঁ'দের বাণীর সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগসূত্রে অবস্থিত হ'য়ে অর্থাৎ ভক্তি বা সেবার সূত্রে অবস্থিত হ'য়ে—শ্রীল প্রভুপাদ যাকে ইংরাজীতে বল্‌তেন—properly adjusted হ'য়ে—গুরুবাণী-কীর্ত্তনকারী জিহ্বার সহিত শ্রবণকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু যোগাযোগ ক'রে উপাস্য বস্তুর অনুশীলন করা দরকার। নচেৎ অন্যরকম অনর্থ এসে জুটবে—মদ-প্রমাদ-নিদ্রা-নিন্দা-কাপট্যাদি এ'সে ভক্তিদেবীকে আঘাত ক'রবে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার অধিকার লাভ ক'রবার পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য তাঁ'র নিজজনের নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া আবশ্যক। বিধূত-অনর্থ না হ'লে শ্রবণ সুষ্ঠু হয় না। শ্রবণকারীর একমাত্র নিত্যবান্ধব—শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত শুদ্ধ জ্ঞান হয় না। এজন্য ঠাকুর নরোত্তম অনর্থযুক্ত জনগণকে সাবধান করার জন্য প্রথম গানটী গেয়েছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বুদ্ধি নাশ—এ বুদ্ধি ভাল।
না মানিলে সুভজন সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি
দুষ্ট ফল ক'রলে অর্জ্জন॥

অপক্কাবস্থায় বেশী রাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা ক'রলে প্রাকৃত সহজিয়া হ'য়ে যেতে হ'বে। এজন্য শ্রীগুরুদেব-নিত্যানন্দের কৃপাই একমাত্র অবলম্বন।

প্রথমেই পুরুষ অভিমান—দুষ্ট অভিমান—ভোক্তৃ অভিমান—অবিদ্যা দ্বারা আবদ্ধ হ'য়ে বিষয়ী, ভোক্তা, দ্রষ্টা, পরিমাণকারিরূপে, প্রতিষ্ঠাদির আশায় পাঞ্চ অহঙ্কারে দর্পে গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে নিত্য অকল্যাণ বরণ করা হ'চ্ছে। এ পাপ না নষ্ট হ'তে উদ্ধার করতে পারেন নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের এ গানটীর কথা—"কবে তুচ্ছ হ'বে" এই আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর—অভাবযোগ্য। আমার বিষয়বাসনা ছাড়াবার জন্য সর্ব্বক্ষণ মনকে শতমুখী

(অতঃপর এ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

আমরা যদি এই কুকর্ম্মেই শ্রীগুরুদেবের বিদ্বেষী হই, তাহা হইলে জগদীশের বিদ্বেষী হইয়া গেলাম—জগতের সকলের বিদ্বেষী—সম্প্রদায়েরই বিদ্বেষী হইয়া গেলাম। কিন্তু আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি হইবার সৌভাগ্য পাই, তাঁহার কৃপায় নিজমঙ্গল লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে নিজ মঙ্গলও করা হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বহু সজ্জনবৃন্দ ব্যক্তিকেও মঙ্গলের সুযোগ দেওয়া গেল। নতুবা নিজ মঙ্গল না করিয়া পরমঙ্গল-চেষ্টা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র।

শ্রীগুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য এ জগতে ও পরজগতে কোথাও নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি হৃদয়ে সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার সুষ্ঠুভাবে হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক—এই বিচার আসে না। আমাদের ধারণা—জগদ্গুরু মাত্র একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক ও অন্যায়। কারণ, আমার যোগ্যতানুসারে, অথবা লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্গুরুতত্ত্ব যথাযথরূপে আমার নিকট সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হইয়া আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে সেবা বা উপদেশ দান না করেন, তাহা হইলে অজ্ঞ আমার পক্ষে বহু দিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না—"সর্ব্বং গুরবে দদ্যাৎ" এই শ্রুতিবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হইতে উদ্ধারলাভের সৌভাগ্য হয় না—আমার ভয়, শোক, মোহাদি অপগত হয় না। সেইজন্যই পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্যসঙ্গ ভগবৎপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আমাদের মঙ্গলের জন্য এ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত ভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিয়াছেন।

আমরা যদি এই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে নিষ্কপটভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নির্ভয় ও অশোক হইতে পারিব। তবে নিষ্কপটে প্রাণভরা অভীষ্টলাভপ্রার্থী হওয়া চাই।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বড় এবং তিনি—সবার বড়—নিত্য বড়। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য এবং তাঁহার সেবাও নিত্য। আমরা বদ্ধজীব কিন্তু তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব-সেবক-ভগবান্—গুরুরূপী ভগবান্। সৌভাগ্যক্রমে এত বড় জিনিষ পাইয়াছি আমরা, সুতরাং আমাদের যে কত বড় আশা-ভরসা তাহা কি দিয়া ব্যক্ত করিব? সেইজন্যই বলিতেছিলাম, শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রিতগণের আবার ভয় কিসের?

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি তাঁহাতে আকর্ষণধর্ম্ম আছে। তিনি স্বতন্ত্র তিনি ইচ্ছা করিলে আমাকে অনায়াসে আকর্ষণ করিতে পারেন—তাঁহার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থ তিনি দূর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অতি সহজেই হইতে পারে। মনুষ্যাকৃতিতে এত বড় জিনিষ আমাদের মঙ্গলের জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন। আমরাও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায়—সেই জগদ্গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে মঙ্গললাভের অনেক আশা-ভরসা লইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছিলাম; কিন্তু হতভাগ্য আমরা সেই অমূল্য ধনে এখনও বঞ্চিত, ইহাই দুঃখ। কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সেই শুদ্ধসেবাধন এখনও না পাইলেও তাঁহার স্মৃতি এখনও ভুলিতে পারি নাই এবং কখনও পারিব না। অবোধ আমরা, তাঁহার সম্যক্ কৃপা এজন্মে পাই আর না পাই, তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? তাই আজ সেবকগণ সকলে উপাসন-সম্ভার সহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ শ্রীসমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমার কোন সম্বল নাই। তাই আজ অনুগত বৈষ্ণবগণের বহু পশ্চাতে থাকিয়া নীরবে কৃপালাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

আজ আমাদের স্মরণীয় দিন। এই দিনে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা নিত্যকাল স্মরণ ক'রবার বস্তু। ইহা আমাদের ভোলা কখনও উচিত নয়। কারণ, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতির সহিত ভগবানের কথা সংশ্লিষ্ট আছে, তাঁহার কথা নিরন্তর হৃদয়ে উদিত হইলে আমাদের পরম মঙ্গললাভ হইবে। আর আমরা যদি তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইল, মঙ্গললাভের আর কোন উপায়ই থাকিল না। তাঁহার যদি কৃপা হয় তাহা হইলে আমরা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারিব এবং সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলেই ভক্তিবৈষ্ণবের সেবায় নিত্য বৈকুণ্ঠধামের যাত্রী হইবার সৌভাগ্য পাইয়া পরমানন্দিতচিত্তে কৃতকৃতার্থ হইব।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যদি না আসিতেন, আচার-প্রচারের দ্বারা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের কথা যদি তিনি না শুনাইতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্গতি হইত, তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই। সুতরাং আর আমাদের বসিয়া থাকা উচিত নয়। আর তর্কপথ আশ্রয় করিয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে তফাৎ থাকা উচিত নয়। নিজের খামখেয়ালি বিচার ছাড়িয়া তিনি আমার জন্য অশায়ায় যে সকল বিধান করিয়াছেন এবং আমাকে কৃপা করিবার জন্য যে আচার্য্যদেবকে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ও উপদেশ নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য। পতিতপাবনকে বাজাইতে গেলে কি পাপিত্ব হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়? এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা দিতে পারেন একমাত্র তিনিই, যিনি সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্ম অনুশীলন করেন, তাঁহার আনুগত্যময়ী সেবায় যাঁরা তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন। নতুবা অন্যভাবে গুরুসেবা পাওয়া যায় না। সেইজন্যই শ্রীশ্রীআচার্য্যচরণে শরণাগত হইতে হইবে—মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথা শুনিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই নিষ্কপট কৃপাকাঙ্ক্ষীকে ভক্তিঅঙ্গসঙ্গ-সুযোগ দান করেন। তাঁহার প্রেষ্ঠের হাত দিয়াই তিনি নিজেকে জগতে বিতরণ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের কপাল খুব ভাল, যাঁহাদের কপালের জোর বেশী, তাঁহারাই এই দুর্লভ সুযোগটা পান—প্রভু নিজজনের সঙ্গ পান,—তাঁহারাই শ্রীগুরু হইতে পারেন। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

আজিকার দিনে গুরু-গুরুসেবকগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। আমরা তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া আত্মশোধনে যত্নপর হইব। এ দিনে সর্ব্বক্ষণ living source হইতে চেতনবাণী শ্রবণ করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কার্য্য নাই। তাই কৃপা ভিক্ষা করি,—

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত॥
একাকী আমার নাহি পায় বল,
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া
দেহ' কৃষ্ণনাম-ধনে॥

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগুরুদেবের ভজনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গের ...। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগ. বি. কলিকাতা। ... রক্ষক শ্রীকুঞ্জবিহারী ... সেবাব্রত পাঠ, সংকীর্ত্তন, ... এবং শিক্ষাবিষয়ক ... 'গৌড়ীয়' পত্র ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—সেবাপ্রাণ শ্রীপাদ ... বিভব।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান; শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা চৌরকপা পাত শ্রী একাধিক সমাধি। রক্ষক শ্রীরামধাম ব্রহ্মচারী।

(৮) অমৃতকুণ্ড-কাপুরীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিজীবন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জানগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুর বৃন্দাবনের দাস

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীবলাই ব্রহ্মচারী।

১৫) অবধূতিকাপুর গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীসমুদ্রগড় গৌড়ীয় মঠ

বাঁইহারা (শ্রীনৃসিংহ দেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরুক্মিণীকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) ... মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কৈঃ পালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) বালাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীশরচ্চন্দ্রনাথ অধিকারী।

(২৩) ঢাকাগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ ... বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) বালিয়াটি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নতুনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল.

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন অধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আপার ... দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসাধুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবংশীবদনদাস বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি. এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩১নং ক্ষেত্রপুর, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসারদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ. পি)

রক্ষক শ্রীআনন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ কুসুমকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

রক্ষক—শ্রীমৎ শ্রীনেমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দকিশোর বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেপাশী,

পোঃ কোতোয়ান, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ওয়ামান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কুম্ভালাম বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সঞ্জীব ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম -মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীমাধব অধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

৫৬ ...

রক্ষক—শ্রী... অধিকারী

(৫৭) সিদ্ধি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশসন্ধি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিদ্যাধর ... অধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবত জনানন্দ মঠ

চিকমিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অম্বিকা গৌড়ীয় মঠ

পোঃ অম্বিকা, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাদ্রা (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীঅধিরকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ অধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুমা, পোঃ চাকুলা, (মানভূম)।

রক্ষক—শ্রীরামনাথ রেণুপদ্ম অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৮৩৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীবনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৷৹০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
রামশাল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোয়ালিটি	৪
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৴০

আতপ—

নূতন আতপ	১৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০ -১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৷৴০
১০০০ নং	১০৴০
কাজতোলা শাদা	৯.০
চাঁদপুর শাদা	৮৷০—৯৶০
চাঁদপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি সোনার বার	৩৪৷০
ভরেণ	২২.
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

উত্তম—	৪০৷৹০
মধ্যম—	৪০৷৹০
অধম—	৪১৷০
আর বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

টেক্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
...ঐ	৬৲—৬৶০
... ঐ	৫৷৶০—৫৷৹০
...	৬৲—৬৶০
...(বি)	৫৷৹০—৫৷৶০
... নং (২	৫৴০—৫৷৴০
...(এম)	৫৲—৫৷০
...(কে)	৪৷৹০—৪৷৶০
... নং (৩)	২৷০—২৷৶০
আটা	১৷৶০—১৷৹০
	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

...	৫৭৲
...	৫৭৲
...ধবী	৫০৲
	৪৫৲
	৩৪৷০

ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
খাড়া পাত্রা	৪১৷৹০
২৬ গেজ—	১৭৷৹০
গ্যাঃ মটকা ২৪- -৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৷৹০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৷৴
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৹০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৷৶০
টাটা গ্যাঃ করগেট-সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৷৹০
২৮ গেজ—	১৮.
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৷৶০
২৬ গেজ—	১৩৷৴০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫.
সীস	৷৵৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৷৹০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৭৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোল্ডু, গরাদে	৮৷৹০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৷৹০—১০৷০

ব্লু: ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের হালখণ ৫৶০, পাটের হালখণ ৩/

ভূসার হালখণ ৪৷০

সুনের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আদেন গোলার কাইন	৫৪.
সিট্রন আদেন কর্কচ	৪০৲
করাচি পুদিনা কাইন	৪০৲
চাবার্ণ গাদা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

প্রতি মণ

পান মাও	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
গুড় মরিচ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও জগন্নাথ ঘাট রোড, নিমতলা

কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

——::০:: ——

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রদের খোরাক ও পেছনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৭
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৯	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৫	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ক্ষীণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেহালার পাঁচন অমোঘ। অন্যান্য পাঁচন সংস্কৃত এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—২১নং ভবানীচরণ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(०)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির প্রামাণ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুগত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী চিত্রাদি সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক সমাপ্তে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের স্রোতস্বতী এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনামূলক গ্রন্থখানিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটী ৩১৩ পৃষ্ঠা। ও'বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র ও টীকা (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

[illegible]

[illegible] ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::(०)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৪৷০
"	সিকি কলম ১২৲	১১৲
"	অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
"	এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(०):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীধামপ্রকাশক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKAS

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই পৌষ, ১৩৪৪, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২৪৭]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

হাংচাও অভিমুখে জাপবাহিনীর অভিযান

হাংচাও অধিকারের সংগ্রাম ক্রমশঃ ...র আকার ধারণ করিতেছে। ...দের প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও জাপ-...ণী উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব ... হইতে হাংচাওয়ের দিকে অগ্রসর ...ছে। প্রচণ্ড ও ব্যাপক সংগ্রাম বাধিবার ...য় জাপ কর্ত্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূতদিগকে, ... স্ব স্ব রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে ... হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ...ং হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ... দিয়াছেন। সাংহাই হইতে ... । চীনারা হাংচাও সাংহাই রেলপথের ...ী নদীর উপরস্থিত সেতুর প্রয়োজন ... উড়াইয়া দিবার জন্য উহার তলদেশে ...ইট পাতিয়া রাখিয়াছে।

...কাল ধরিয়া বাধাদানের নীতিকে ...ল সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ জারী ...চীনের পণ্য দ্রব্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ... একটী সামরিক কমিশনের কর্ত্তৃত্বা-...ধীনে আনিয়াছেন। শিল্প ও বাণিজ্য এবং ...যোগাযোগও এই ব্যবস্থার আমলে ...। প্রয়োজনসাপেক্ষ উৎপাদন নিমিত্ত ...উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ...হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে ... পিকেটিং নিষিদ্ধ হইয়াছে। ...ধর্ম্মঘট, কলকারখানার কার্য্য ও মজুর-...ঘটিত ... এমন কি ... সমস্যা ...য়াছে।

ইউরোপে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই

লর্ড লোথিয়ান জনৈক সাংবাদিকের নিকট বলেন যে, ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কোনও বিবৃতি দিবেন না।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সম্প্রতি যে অবোগতি দেখা দিয়াছে, পুনরায় অস্ত্র-সজ্জাই তাহার প্রধান কারণ। তিনি এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইউরোপে সমরানল প্রজ্জলিত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, প্রত্যেক দেশের সমরনায়কগণই যুদ্ধ বাধিলে সমস্ত দেশই উহাতে লিপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধে নামিতে সাহস পাইতেছেন না। তাঁহার মতে প্রত্যেক শক্তির অধিকার নির্দ্ধারণে বৃহৎ শক্তি সমূহের প্রভাব অপরিহার্য্য।

নূতন প্যালেষ্টাইন কমিশন

প্রশ্নোত্তরকালে উপনিবেশ সচিব মিঃ অর্মসবিগোর কমন্স সভাকে জানান যে, প্যালেষ্টাইনে যে নূতন কমিশন যাইবে তাহার প্রকৃতি ও রিপোর্টের বিষয় সম্বন্ধে তিনি শীঘ্রই বিবৃতি দিবেন। কমিশন প্রেরণে বেশী বিলম্ব হইবে না।

প্যালেষ্টাইনের অবস্থা সম্বন্ধে উপনিবেশ-সচিব একটী বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, বহু স্থানে স্থানে খুনজখম চলিতেছে তথাপি অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে। কয়েকটি সন্ত্রাসবাদিদল এখনও তৎপর রহিয়াছে; ঐগুলির মধ্যে প্যালেষ্টাইনের বাহির হইতে আগত অনেক লোক আছে; উহারাই নেতা ও সংগঠয়িতারূপে কাজ করিতেছে। এপর্য্যন্ত নূতন রেগুলেশন অনুসারে

সামরিক আদালতে ২৬জন আরবের বিচার হইয়াছে।

উত্তরে অশ্বারোহী পুলিশ ও ট্রান্সজোর্ডান সীমান্ত সৈন্যদল একযোগে বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছে সেখানে ও অন্যত্র হত্যা-অভিযান বন্ধ করিবার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত বাদগাষ্টিন হইতে গত ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বোধ হয় আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতে পৌঁছিবেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে জানুয়ারী মাসে লণ্ডন পরিদর্শনের পর তিনি ভারত যাত্রা করিবেন।

স্পেনে তেরুয়েল সহরে এখনও যুদ্ধ

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্টসৈন্যগণ তেরুয়েল সহরের মধ্যেই অগ্রসর হইতেছে এবং সহরের কেন্দ্রে আরও বাড়ী দখল করিয়াছে। অসামরিক অধি-বাসীরা চারদিন জল পায় নাই; তাহারা নিকটস্থ গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। অসামরিক অধিবাসী ও বিদ্রোহী সৈন্য মিলিয়া ৮০০ লোক আহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা হইতেছে।

সালামাঙ্কার বিদ্রোহীপক্ষের বেতার ঘোষণা হইতে প্রকাশ যে, তেরুয়েলে সরকারী সৈন্যদের সহিত লড়িবার জন্য আরও সৈন্য যাইতেছে। বিদ্রোহী পক্ষ এখনও বলিতেছে যে, সহরের গ্যারিসন সরকারী সৈন্যগণকে বাধা দিতেছে।

হাতীর প্রতিহিংসাবৃত্তি

চৈপার জমিদার বাড়ীর একটী হাতী রংপুর সহরের দেওয়ান বাড়ী রোড দিয়া যাইবার সময় ঐ অঞ্চলের এক ভদ্রলোক হাতীটীকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন। ইহাতে হাতী ক্রুদ্ধ হইয়া ভদ্র-লোককে তাড়া করিলে, তিনি মাহুতের চেষ্টায় পলাইয়া রক্ষা পান। প্রাতঃকালে এই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যাবেলা হাতীটি ঐ পথে ফিরিবার সময় অকস্মাৎ বাঁকিয়া দাঁড়ায় এবং মাহুতের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উপরোক্ত ভদ্রলোকের টিনের ঘর ও বাঁশের বেড়া না ভাঙ্গিয়া স্থান ত্যাগ করে নাই।

চারিজন আরবের প্রাণদণ্ড

গত ২৬শে জুলাই তারিখে রামলের নিকটবর্ত্তী কোন একটি রাস্তায় একজন আরবকে হত্যা করার অভিযোগে সামরিক আদালত কর্ত্তৃক চারিজন আরব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ায় ইতালীর প্রভুত্ব

পররাষ্ট্র সচিব অধ্যাপক হালভ ডান কোত্‌টের সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি বলেন যে, ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের, অন্যান্য চুক্তির স্বাক্ষরকারীদের ন্যায়, আবিসিনিয়ার উপর ইতালীর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইবার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে অনুরোধ জাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাহার পক্ষপাতী নহে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবতামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবন্দ
১৯। তত্ত্বসংবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় গান্ধর্ব্বা ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রী-নবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিফলিকা ভগবৎসোন্দর্য (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ ।০
৫৮। শ্রীরূপদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
সাংখ্যায়ন /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠভজনপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ৸০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইয়োটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪ শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরিব্রাজক শ্রীল তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —ত্রিদণ্ডিস্বামীর একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকবার্ত্তা শ্রীসজ্জনতোষণী হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ কেবল টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ জড়ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপুরুষের পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

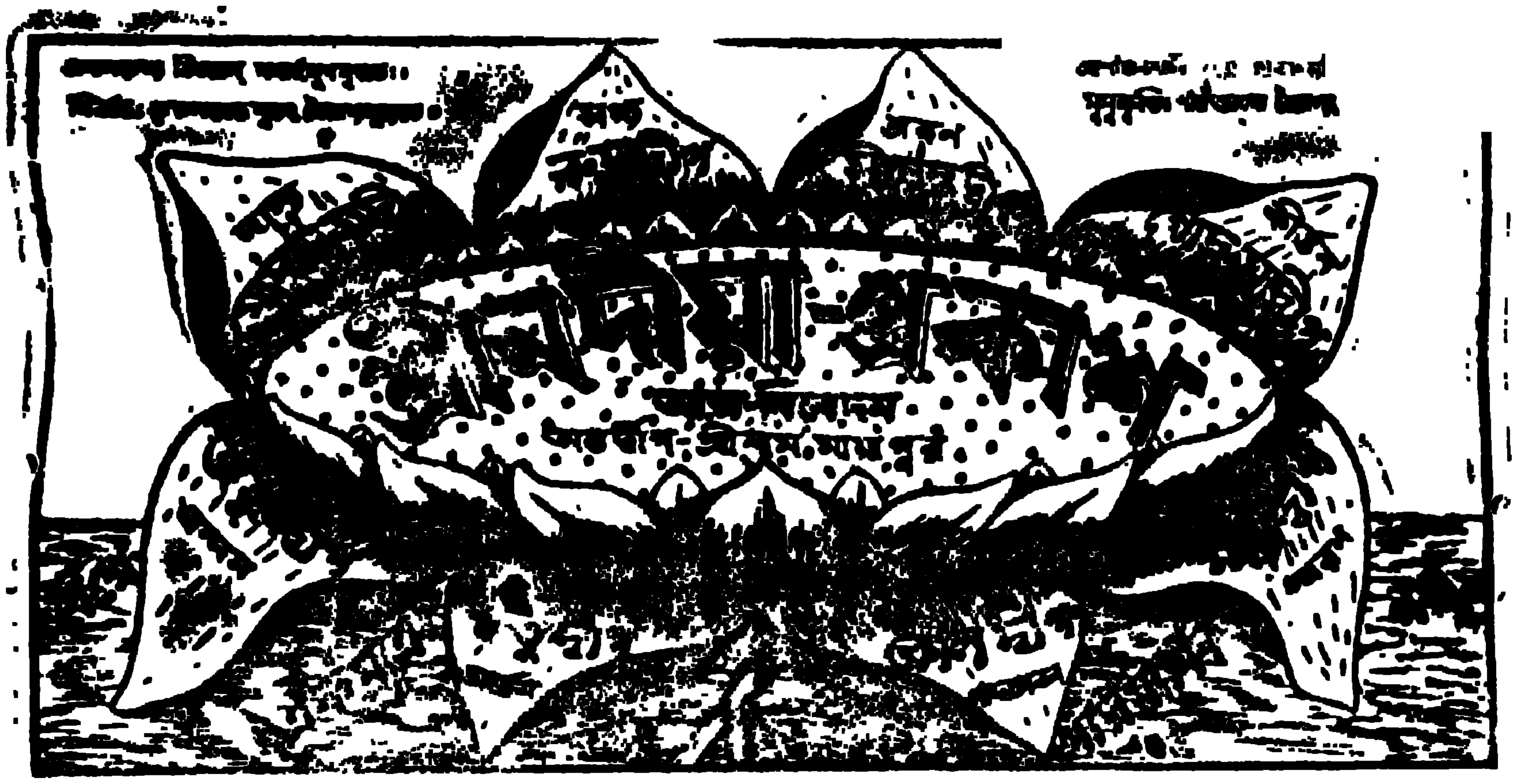

১২শ বর্ষ | শ্রীধাম ... ৪৫১ ১২৫ || ... ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৭, সোমবার } ২৫৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

——::(০)::——

তৃতীয় দিবস

পূর্ব্বাহ্নে

গত ২৩শে ডিসেম্বর ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নিকাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সমাধিস্তব কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ভক্তবৃন্দ কাজীর সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী "কাজীর মাহাত্ম্য" বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর পরিক্রমা-কারিগণ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সজ্জন দাস ব্রহ্মচারীজী সুললিতস্বরে "কবে হ'বে বল সেদিন আমার" এই গীতটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবা-রত্ন, ভক্তিশাস্ত্রীজী "শ্রীল প্রভুপাদ ও নদীয়া-প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ ও হাস্য পট, শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয়" সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবু "শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার বৈশিষ্ট্য", শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারীজী "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও নির্জ্জন ভজন, শ্রীল প্রভুপাদ ও যুক্ত ও যুক্তবৈরাগ্য, শ্রীল প্রভুপাদ ও 'পত্রিকাবলী ও গ্রন্থাবলী", শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস অধিকারী প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদ ও বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব 'বক্তৃতা বাবদ' শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিধু প্রভু 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও চিন্ময়শব্দ আবির্ভাব ও তিরোভাব' সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ প্রভুর সুললিতকণ্ঠে "যে আনিল প্রেমধন" এই বিরহগীতিটী কীর্ত্তিত হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

অপরাহ্নে

বেলা ২॥ ঘটিকার সময় পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় "শ্রীল প্রভুপাদ ও প্রকৃত অনুশীলন", শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয় "শ্রীল প্রভুপাদ ও অপসম্প্রদায়", শ্রীযুক্ত জয়ানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় "শ্রীল প্রভুপাদ ও হরিভক্তিবাধক নামাপরাধ ও সেবাপরাধ", শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ... মহোদয় "শ্রীল প্রভুপাদ ও অস্পৃশ্যতা", শ্রীযুক্ত ... মহোদয় "শ্রীল প্রভুপাদ ও পল্লীনীতি ও সুনীতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব-কীর্ত্তিত হরিকথার মর্ম্ম সমাগত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

মহারাজের পর শ্রীপাদ নরনারায়ণ দাসাধিকারীজী "বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর" গীতিটী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীপাদ অবধি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "শ্রীল প্রভুপাদ ও শরণাগতি", সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ... একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

—————

চতুর্থ দিবস

গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) ৯ই পৌষ শুক্রবার প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর কীর্ত্তন সহযোগে ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির, শ্রীল পরমগুরুদেবের শ্রীমন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যচতুষ্টয় মন্দির ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী সমাধিস্তব কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পরিক্রমাগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবাসাঙ্গনে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ নিতাইদাস প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ নিষ্কিঞ্চন ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের মহিমা ও চরিত্র সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অবধূতস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ তথায় "আর কি জীবন দশা পাবে হয়" এই মহাজনগীতটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে পরিক্রমাগণ পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ অনুপম সেবা-বিলাস প্রভু 'শ্রীল প্রভুপাদ ও বিবিধ বৈষ্ণব' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীল প্রভুপাদ ও সেবক-বাৎসল্য' বিষয়ে একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ 'শ্রীল প্রভুপাদ ও ব্রহ্ম-ব্যাস-মধ্ব-শ্রীরামানুজ, কৃষ্ণ-বিষ্ণুস্বামী, চতুঃসন নিম্বার্ক-সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে একটী মৌলিকতাপূর্ণ অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর বাগ্মীবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ... দাসাধিকারী এম্ এ বি-এল্ মহোদয় 'শ্রীল প্রভুপাদ ও ভাবের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে এক তথ্যসমৃদ্ধ একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীরাধা-রমণ ব্রহ্মচারীজী 'হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ' এই মহাজন পদটী কীর্ত্তন করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ মহোদয় মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ... শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সরভোগে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ... ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চক্‌বাজারে শ্রীযুক্ত ... বাবুর ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার আদি ও অন্ত্য ... কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। তৎপর দিবসও সভাতে স্বামীজী স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত হরিকথা আলোচনা করিয়াছিলেন।

ভজ কৃষ্ণনাম যে নামের প্রভাবে। ... ? ... প্রভাবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ নারায়ণ, সর্ব্বদিন সর্ব্বশুভ গৌরাব্দ ৪৫১

নিষিদ্ধাচার

——::)·(:: ——

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

সম্যক্ গমন করার নাম আচার। যিনি সুষ্ঠুভাবে অনিন্দ্য আচরণশীল তিনি আচার্য্য। জীবে অসম্পূর্ণতাদোষ আছে বলিয়া তাহার আচরণ অসম্পূর্ণ। কর্ম্মী বা মুমুক্ষুগণ যে আচরণ করেন তাহা খণ্ডিত বা আংশিক বলিয়া সম্পূর্ণ নহে। সে জন্য তাহাদিগের আচরণ পূর্ণত্বের প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিমার্গ আশ্রিত নিত্যমুক্ত পরমপূর্ণ পুরুষ ভগবানের সেবনপথে বিচরণ করেন বলিয়া তাহাতে কোন অসুবিধা বা অসম্যক্ আচরণ থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপগত নিত্যধর্ম্মে যে স্বাভাবিকতা-আচরণ বা বৃত্তি পাওয়া যায়, তাহাই অপরিবর্ত্তনীয় আচার। যে স্থলে বিষয় ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ অর্থাৎ অনন্তৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ এবং যেস্থলে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্য নিরবচ্ছিন্ন মাধুরীই বিষয়, সে স্থলে আচার্য্যের আচারে কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা নাই। তাহাকে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিতে হয় না, সেই আচার নিত্য; তাহাই সিদ্ধাচার।

যেখানে সিদ্ধের আচার নাই, বদ্ধ, দীন বা আচার নশ্বর বা অনিত্য, তাহাই নিষিদ্ধাচার। সিদ্ধ বলিতে যাঁহার পূর্ণতা পূর্ব্বেই লক্ষিত হইয়াছে, যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়াছে এবং যিনি মায়িক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ। অসিদ্ধের আক্রমণে সিদ্ধ নিত্য স্থান হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি অক্ষয় ধর্ম্মে অবস্থিত। অসিদ্ধগণই উচ্চ হইতে নিম্নে অধঃপতিত হন এবং পুনরায় উচ্চে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। যাঁহারা ধীর, শান্ত, অচঞ্চল, তাঁহারা কখনই বিপথগামী হইয়া নিম্ন লোকস্থ স্থানকে নিজ বাসস্থলী জ্ঞান করেন না। অভাবযুক্ত হৃদয়ের সঙ্গে ভ্রান্তিপথে ধাবন করিলে দরিদ্রতার আবাহন আবশ্যক। মূর্খের পণ্ডিত পণ্ডিতের সাংখ্য নিজ জ্ঞানের জন্য দম্ভ অর্থাৎ মূর্খতা বা জড়তার অনুশীলনফলে অচিৎ বস্তু সমগ্রভাবে জ্ঞানী অজ্ঞানে কর্দ্দমনিবিষ্ট হন এবং তাহার জ্ঞান আচ্ছাদিত-প্রায় হয়। তত্ত্বজ্ঞানে অবস্থান করিয়া অজ্ঞানীর অবস্থা নিরাস করিলে কখনই জ্ঞানীর পতন হয় না। জ্ঞানী যখন অজ্ঞানীর সঙ্গ করেন তখনই তাঁহার জ্ঞান আবৃত হইয়া অজ্ঞানরূপ ভূত স্কন্ধে চাপিয়া বসে, আবার বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয়ে সেই মুক্তপুরুষ জ্ঞানী ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ হন। ব্রহ্মচারী যোগবিচ্যুত হইলেই তাঁহার অযোগ্যতা ঘটে, যোগী সেবাবিচ্যুত হইলেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভগবৎসেবকই প্রকৃত যোগী এবং ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মে বিচরণ করিতে করিতে ভক্ত বিমুখ হইলেই জীব মায়ার সঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠসেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ সিদ্ধ জ্ঞানের অপব্যবহার করিতে গিয়া মায়িক বস্তুর ভোক্তৃঅভিমানে দৃষ্ট জগৎকে মাপিতে আরম্ভ করেন—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভোগ গ্রহণ। ক্রমশঃ মানসিক প্রবৃত্তিক্রমে আত্মবিচাররহিত হইয়া অন্যের মায়াকে ব্রহ্ম বলিয়া বিবর্ত্তবাদী মায়ার বশীভূত হন। সেইকালে ভগবান্ বদ্ধ মুক্তাভিমানী জীবকে কেবলমাত্র মায়াবাদী করিয়া তুলে উহাই জীবের নিত্য নিষিদ্ধাচার।

পতিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হন এবং মায়ার সংসার আবাহন করেন। সেই কালে কর্ম্মসংসার তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী। কর্ম্মসংসারকেও মায়ার অধীন সংসারজ্ঞানে অবিদ্যাকে পরিবর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জ্ঞানের সংসারের বিশেষরহিত প্রণবের অবস্থাকে ব্রহ্মের নিত্য স্থিতি বলিয়া ঘোর মায়াবাদে প্রবিষ্ট হন। যোগী যখন ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া মায়াকেই ব্রহ্ম ও বিশেষরহিত প্রণবের অবস্থাকেই মুক্তি বলিতে গিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণের অচিদংশকেই চিদ্বৃত্তিতে নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করেন। পবিত্র নিত্যমুক্ত আত্মাই নিত্য বৃত্তিমান এবং ভোগময় রাজ্যে ভ্রমণকারী নহে জানিলেই স্বরূপোপলব্ধিক্রমে জীবের নিত্য-বৃত্তি ভক্তিতে নিত্য অবস্থিতি ঘটে। যে যোগবিদ্যার পরম পরাকাষ্ঠা ভক্তি নহে, সেই যোগ কখনই আচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অনিত্য নশ্বর ধর্ম্মে অবস্থিত। অবিমিশ্র শুদ্ধ আত্মার পরমাত্মভূমিতে বিচরণই মুক্ত পার্ষদের ভক্তিতে অবস্থান। সেকালে শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি প্রেমা খণ্ড বস্তু নহে। অদ্বিতীয় ভগবানের হ্লাদিনীবৃত্তির সার-সমবেত প্রেমময়ী কৃষ্ণাহ্লাদিনীর অসমোর্দ্ধ বিচিত্রতাময়ী লীলাবিলাসের সমুজ্জ্বলিত বিচিত্রতা বা মাধুর্য্যই বাসস্থলী। সেই চিদ্ ব্রহ্মভক্তিযোগীর চিত্তোন্মাদকারী। সেই সদাচারগণের যে প্রকৃষ্ট উপায় শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণবেশে প্রকাশিত করিয়াছেন—যে আচার সেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনগণ সর্ব্বত্র জগতে নিজ নিজ আশ্রিত অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তিস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন—সেই সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যদি কাহারও নিত্য রুচি জন্মে তাহা হইলে তিনি গৌরজনের কীর্ত্তিত নিষিদ্ধাচারবিষয়ক কীর্ত্তন শ্রবণ করুন। সেই মুক্ত বেণীতে নিমজ্জিত হইলে জীব স্বরূপের চরণাশ্রিত হইয়া আপনাকে প্রাচ্ছীনপুর ব্রজগৌড়ের অধিবাসী জানিয়া শ্রীগৌর-কথিত সিদ্ধাচারে নিত্যকাল অবস্থিত হউন। নিষিদ্ধাচার পরিহার করিলেই জীব ব্রহ্মচারী হইতে পারেন। ব্রহ্মচারী হইলেই অপরা বিদ্যার অনুশীলন পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন এবং সান্নিধ্যযোগ লাভ করিলেই স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিবৃত্তি নিত্যকাল প্রকটিত হইবে, নতুবা ভ্রষ্ট হইয়া সমাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সকাম ব্রাহ্মণরূপ ভক্তিযোগের প্রতিকূলধর্ম্মে অবস্থিতি ঘটিবে। কোথায় অশেষ যোগভ্রষ্ট ক্লেশপরিপূর্ণ নশ্বর সংসার হইতে কৃষ্ণপাদপদ্মসেবারূপ নিত্যমঙ্গল লাভ, আর কোথায় ভক্তিপথবিচ্যুত হইয়া অনাশ্রমধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে পতন! কোথায় নিত্য সিদ্ধাচার—অনন্ত কল্যাণ, কোথায় নিষিদ্ধাচারে অনাদি পতন-যোগ্যতা! সমাবৃত্ত ব্রাহ্মণ জড়বৃদ্ধি-ভোগপর হইয়া ক্ষত্রিয়, তদাদি ত্রিবিধের বশবর্ত্তী হইয়া ভূমিজাত খণ্ডদ্রব্য-লোভে ত্রিবিধ-সন্তানপরস্তারূপ বৈশ্য এবং অন্ত্যবর্ণ শূদ্রাদি জীবনে কতই না ক্লেশ ভোগ করে। আবার এই ক্লেশকে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন পূর্ব্বক সমাধান করিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বোধ করে না। ভোগপর দ্বিজ দান করিতে করিতে বহুজীবের আর হরিসেবাবিষয়ক কিছুই ভাল লাগে না। কেবল আপনাপনি নিষিদ্ধাচারকেই সদাচার—সিদ্ধাচার বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তাদৃশ মনের নিগ্রহ না করিতে পারিলে জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে অবস্থান-রূপ শুদ্ধজীবের সেবাবৃত্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকটিত হয় না। অভাবের রাজ্যে—মায়ার রাজ্যে ভ্রমণপরায়ণ পথিকের নিষিদ্ধাচার পরিহার করা কঠিন বলিয়া প্রথমেই মনে হইতে পারে, কিন্তু যত্নপূর্ব্বক প্রথমমুখে সিদ্ধাচারে অবস্থিত হইলেই নিষিদ্ধাচারপরতা উদ্দেশ্যের প্রতিকূল বলিয়া জগতে নিত্যস্থান লাভ করিবে।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী

(শ্রীল আচার্য্য-বিরহ-দিবসে লিখিত)

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির মূল প্রস্রবণ হইতে শুদ্ধ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-স্বার্থকপ্রণোদিত বিশ্ব-সৎসিদ্ধান্তামৃত-ধারার প্লাবন আনয়ন করিয়া—রূপানুগ ভক্তিবিনোদের নামপ্রেম-প্রচারের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গোলোকনাথের বিজয়বৈজয়ন্তী বিভূষিত মহাচিৎসম্মেলনের এক অপূর্ব্ব সৌধ প্রকটিত করিতে বর্ত্তমান-যুগে "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া নীলাচলসিন্ধুতটে, নিত্য অজ ও অনাদিস্বরূপ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যরূপে আবির্ভূত। এই শ্রীচৈতন্যবাণী, শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট স্থাপন ও প্রচারমুখে পূর্ব্বাচার্য্য-গণের প্রচারবৈভব বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত করাইয়াছেন। বস্তুতঃ চিদ্বিলাস শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী ইহ জগতের চিন্ময়ীবিপুল শ্রী শ্রীরাধা-গোবিন্দকে এবং এই অপ্রাকৃত মিথুনের নিজ জন্য নিজ প্রেমভক্তিযোগ অকাতরে বিতরণ করিয়া "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" এই গৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গৌরবাণী বিশ্বের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নিকট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অতএব ক্ষুদ্র মক্ষিকা যেরূপ নীল মুখে মেরু ধারণ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ আমিও এই অনন্তচিদ্গুণবৈভবখনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর মহাবরিমারাশির কিয়দংশও বর্ণনা করিবার যোগ্য নহি। তথাপি তাঁহার অপ্রকটদিবসে তাঁহারই স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আত্ম-শোধনার্থ শ্রৌতবাণীর যৎকিঞ্চিৎ অনুকীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর সর্ব্বত্র নিত্যাবস্থিতি ভক্তগণ-বোধগম্য হইলেও তদীয় ইচ্ছাক্রমে তাঁহার প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করায় তিনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বলিয়া জগতে বিঘোষিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্রকটাপ্রকট লীলামঞ্চের নিমিত্তই জগতের ভাগ্যে উদিত হইয়া থাকেন।

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ-চিত্তভক্তি বল। যারা অর্জ্জুন, হ্রাসে হইয়া দুর্ব্বল॥

শ্রীচৈতন্যবাণীই আমাদিগকে গুরুতত্ত্বের মর্ম্ম জানাইয়াছেন,—"শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যা এক-জগদ্গুরুবাদ পরিহার ক'রে আম্নায়-পারম্পর্য্যাগত মহান্তগুরুবাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ক'রেছেন—বাস্তব স্বরূপ অপসারিত ক'রে রূপের ছায়া প্রদর্শন ক'রেছেন এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে সেই বাক্যের সেবায় সহায়যোগ প্রদান ক'রেছেন সেই গুরুপাদপদ্মই আজ সভা-পতির আসন বিভূষিত করুন। সেই গুরুদেব আকার সভার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমার বাক্যের নিয়ামক হউন, আপনারা সম্মুখে সভাপতির কাষ্ঠাসনটী শূন্য দেখছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ আসন শূন্য নহে। শ্রীগুরুদেব কালবিধ্বংসী মঙ্গলাংশের শিরোমণি নহেন,—একথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ আমা-দিগকে জানিয়েছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।"

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নয়ন-পথের পথিক হন। আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। প্রকটাপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান ক'রে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ ক'রছেন।" (গৌড়ীয়দর্শন ১—২ পৃষ্ঠা।)

অদ্য শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বিরহতিথিবাসর বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়া নিখিল অনু-চেতনের আর্ত্তি-অজ্ঞান আকর্ষণ করিতেছেন এবং এই সুসেবা-তিথিবাসর শ্রীচৈতন্যবাণীর অন্তরঙ্গ সেবকবৃন্দের হৃদয়ে যে বিরহ-আর্ত্তির পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া দিতেছেন, সেই পবিত্র স্মৃতির অনুসরণে আজ ভারতের বিভিন্ন শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামে—তথা ভারতের বাহিরে সমস্ত শ্রীচৈতন্যবাণীপীঠে বিরহবিধুর ভক্তবৃন্দের কাতরকণ্ঠ হইতে যে অশ্রু ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বিরহ কাতর সেবকবৃন্দ অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে পূর্ণতম সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু বিরহাস্ফূর্ত্তি-হীন এই বালবাধমের কোন যোগ্যতা না থাকায় আজ গোপিকাবৃন্দের শ্রীমুখোচ্চারিত ভাগবতীয় পদ্য আবৃত্তি করত শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবকবৃন্দের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে
ভূরিদা জনাঃ।
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-বাসরে

—::(০)::—

বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি

অশোক, অভয় যে পদ-পঙ্কজ নিখিল জীবলোক জীবাতু, প্রাণ-ধন,
মর্ত্ত্য ললাটে যে বরষ এল ফিরে নিত্য সে চরণ না করি' দরশন।
উর্দ্ধ সব লোক ভেদিয়া চিদাকাশে উঠিছে ভকতের কণ্ঠ-ঝঙ্কার,
ভুবনমোহন প্রভুর যশোগান অপার মধুর অবধি নাহি তার।
অযুত সেবাপ্রাণ জাগিয়া উঠে যদি রসনা কোটী কোটী চেতনা যদি পায়,
সে পদ-কমলের বিন্দু-নখশোভা কণ্ঠে তবু হায় কভু নাহি তায়।
তব রসনা এ, শ্রবণ সুবধির, জীবিত শবসম চিত্ত-হীন হায়।
ভকত-পদযুগে রহিত' দীনা আমি ঘৃণিত সেবাহীন বঞ্চিত অভাগ।
(প্রভু মোর) বিশ্বে বিতরিয়া করুণা-বারিধারা কৃষ্ণসেবাসুখ সবারে দিতে চান—
সুপ্ত চেতনেরে শকতি দিয়া দান শ্রবণ ভরি' যেন কৃষ্ণ-নাম-গান।
ভোগের পিপাসায় জগৎ-জীব ধায় ভোগের, খেলনায় করে যে কামনা,
ত্যাগের ছলনায় তুচ্ছ করি' তায় সকলি মিথ্যা উঠায় জল্পনা।
কৃষ্ণসেবা লাগি' সকল আর্তজনে করেন নিয়োজন—রচিছে ভোগী যত,
ভোগীরে ত্যাগী করি' জড়েতে উদাসীন শ্রীহরিসেবা-পথে করেন সদা রত।
সকল দান ভাবে প্রভুর অবশেষ দুঃখ' সেবা-সুখে ভকত যায় ভরি'
জানায়ে ত্যাগী সবে দিলেন বাধাসব, ত্যজিতে নাহি চায় সেবিছে চিত্ত ভরি।
মানব-সেবা যত করিয়া আলোড়ন রচনা ভোগে শত ভোগের উপচার,
কত না কৌশলে সকলে করি' যেন বিনোদবাণী-সেবা পূজার উপহার;
বিশ্বমানবের বুদ্ধি অগোচর জীবের শোচনীয় মায়ার অবদান,
মরুর মরীচিকা সমান জানি' তাহা সকল লোক করে তাহাতে অভিমান।
মায়ার অধীনের হরিয়া অন্তরে তাহারে অনায়াসে করেন ব্যবহার,
জানান জীবগণে বিশ্ব ভগবান পরমসুখময় কৃষ্ণ-সংসার,
সেবিয়া জড় আঁখি দ্রষ্টা-সাজে ঘোর কমল-নয়নের দৃষ্টে সবে হায়,
ভোক্তা অভিমান ছাড়িয়া জীবকুল ভোগ্য মাধবের জানয় আপনায়,
প্রতিটী তৃণলতা, আকাশ, প্রান্তর কৃষ্ণ-সেবা লাগি' বিশ্বমাঝে তায়,
বিশ্বম্ভর সদা পালিছে বিশ্বেরে পূর্ণ সত্তাই আপন বলিবার।
হরির নাম বিনা বিশ্বলোক মাঝে অর্থ সম্পদ নাহিক কিছু আর,
চেতন অচেতন যা কিছু দেখি সব সকলি উদ্দেশে কৃষ্ণনাম সার।
বিনোদবাণী সার জীবাতু সকলের হউক প্রচার বিশ্ব ব্যাপিয়,
প্রভুর ভক্তাশিস্ বিশ্বজন' পরে নিত্যকাল তরে পূর্ণ হ'য়ে রয়।
শ্রেষ্ঠ সেবা-সার বাণীর প্রচার করান দীন জীবে তাহাতে আহ্বান,
বাণীর সেবা ছাড়ি' জড়ের বপু-সেবা কেবল সুকপট জনের অভিমান।
রাধিকা-মাধবের শ্রবণ-মঙ্গল শ্রীধামবৃন্দাবন অতুল শৃঙ্গার;
বিপুল জীবতরে বিলাতে ঘরে ঘরে, আপনি দ্বারে দ্বারে করেন নামগান।
কপট মানসের অতীব সুকপট,—ছলনাহীন জন যদি বা কভু হয়,
চরণ পরসাদ পাইয়া অযাচিত সদাই সেবাসুখে মগ্ন হ'য়ে রয়।
তাঁহার মহিমা, করুণা অপার সকলি মানবের ধারণা-সীমাপার,
রাতুল পদযুগ নিখিল লোকপতি দীনের আশ্রয় নাহিক কিছু আর।
অন্ধ সেবাহীন অধম দুরাচার বিষয়কূপে পড়ি' কাটিছে ঘোর দিন,
দুষ্ট মনমাতঙ্গ অশেষ অপরাধ প্রভুর কীর্ত্তনে করিছে সেবাহীন।
নিখিল বৈষ্ণব ধ'রয়া পদযুগ মুখ্য দীন আমি কাকুতি করি মোর,
করুণা ঘনাধার লভিয়া কোন দিন সেবায় জীবন কভু কি হ'বে ভোর?

হে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী! যাঁহারা এই পৃথিবীতে আপনার বিরহে তাপিত ব্যক্তি-গণের জীবাতুস্বরূপ, অপ্রাকৃত রসিকগণের আরাধ্য ও বিষয় ভব-দুঃখবিনাশক, বিষয়-তাপিতগণের কর্ণরসায়ন এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত আপনার কথামৃত বিস্তার করেন, তাঁহারাই সত্য সত্য বদান্যশিরোমণি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ।

—শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিতাবন

অনাথের বিলাপ

—::(০)::—

আজি কি সেই তিথি যে দিন মোরা সবে—
হারাইনু প্রাণারাধ্য প্রাণের দেবতা।
যে দিন গৌড়ীয়গগনে ভীষণ মেঘ
হইল উদয়, হইল আবৃত সব,
অন্ধকারময়, নাহি জ্ঞান দিশি দিশি;
নিত্যলীলা-প্রবেশের বাণী পশিয়াছে
কাণে, অশনি পতন-ভীতি তুচ্ছ তার
কাছে;—জীবন্ত সমাধি-গাত, মর্ম্মাহত,
বজ্রাহত, যুগপৎ হইল হৃদয়!
আবাল-বৃদ্ধ-পুরুষ আর পুর-নারী,
সবজন, দুর্জ্জন, কেউ পারে নাই—
পারে নাই করিতে অশ্রুসংবরণ, বীরতা,
স্থিরতা, গাম্ভীর্য্য লইল যেন বিদায়।
হায় হায় রব! উঠিল সবার মুখে,—
কে রহিবে ধৈর্য্য চোখে সে দৃশ্য দেখিয়া!
কে বলে কঠিন শৈল-শিলা! মিথ্যা কথা!
হৃদয় মম পাষাণাধিক সুকঠিন
জানি আমি, সে যেন কঠিনতর চিত্তেও
এ হেন আঘাতে লেগে গেছে শত দাগ;
মনে হয় এ জনমে কেন, বহু জন্ম
কেটে যদি যায়, নাহি পাই যদি মোর
প্রভু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-চরণাশ্রয়,
যেন জন্মজন্ম অনাথ আমি রব
পতিত হ'য়ে, পতিত বিশ্বে নিরাশ্রয়।
কোথা আছ প্রভো! অনাথের নাথ তুমি,
এ অন্ধ—এ অধম, জানে না গো
কোথা আছ তুমি, কোথা তব 'নিত্যলীলা'!
চির অন্ধ আমি ভব-অন্ধকূপে পড়ি'
হা হুতাশে করিতেছি কত আর্ত্তনাদ,
কেমনে ধ'রে পুনঃ তুলে লও পদতলে।
পাপবহুল এই বিশ্বের অন্তরে
প্রাণিতে উত্তপ্ত শোকে মূহ্যমান তাঁ'রা।
রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র অভয় চরণ,—
আর তব মহোৎকীর্ত্তিপূরক যাঁহারা
কিছু মম হৃদে আর নাহি কোন বল
দুর্ব্বল—দুর্ব্বল হতাশ পরাণ।
তোমার কারুণ্যলীলা বুঝিবে এমন
শকতি ধ'রয়াছে কে? জানি না—জানি না
প্রভো! এক লীলায় কর তুমি কি অনন্ত
কার্য্য! বুঝিবার শক্তি দাও প্রভু তুমি,
তবে সে বরিবে মম মঙ্গল বিধান।
নিত্যলীলা প্রবেশিয়া নিত্যধামে থাকি'
দেখাইছ যাহা, যাহা তব অভিপ্রায়—
মোদের কল্যাণ লাগি' দাও প্রভো দাও,
সে শক্তি বল, যাহাতে বহিতে পারি তব
আশীর্ব্বাদ।
অনাথ কাঙ্গাল আমি, অতি নিরাশ্রয়,
(তব) একনিষ্ঠ সেবক-পদে মাগি'
সদাশ্রয়।

—শ্রীরাধাচরণ দাস

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রথ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে নদীয়া প্রকাশ মুদ্রাযন্ত্র আছে। রক্ষক - শ্রীমন্দির সম্বন্ধী সেবা বিভাগ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীগৌড়ীয় মঠ শতবার্ষিকী ৪।১০ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমদ্ গৌড়ীয় পাঠ, পরীক্ষা, কর্ম্মচতুষ্টয়-সেবার শিক্ষা ও প্রচারাদি ও গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাম্বরের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক - শ্রীমদ্গৌরশরণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) সমুদ্রসেন গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীমধোর ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীরূপ চন্দ্র পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীকুলেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চ'ব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মঠাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তি অধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন মঠাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ঘুমপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ বরিশাল, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক —শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৫২নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রীমদাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীমদনলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এজবাসানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠপার্শ্বস্থ

রক্ষক —শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশওয়ারী,

পোঃ জেলোয়াল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮নং লরেন্স রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী

ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর মঠাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ মঠাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস বিগ্রহ মঠাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমদনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (চাকদা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীচৈতন্য মঠাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ হালিসহর, (বালেশ্বর)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
... ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
ধানকুলী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
ধানকুলী আতপ	৫৷০-৫৸৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] সাদা	৯৷০
[illegible]পুর সাদা	৮৷০—৯৵০
[illegible]পুর লাল	৭৸৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

সোনার বার	৩৩৷০
[illegible]	২২৲
চাঁদির বার	৫০৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
দার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৵০
[illegible] ঐ	৭৲—৭৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৭৲—৭৵০
টা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
টা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
টা (এল)	৫৲—৫৷০
টা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
টা নং (অ)	৯৷০—২৷৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
	১৸৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

৫৭৲
৫৭৲
৫০৲
৪৫৲
৩৪৷০

তার	৪৮৲।
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ নটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৸৵০

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১৩৸৵০
২৬ গেজ—	১৩৷৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
পীস	৷৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০—৭৲ মণ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, পয়াবে	৮৸০—৯৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

ওজ	৮৸০—১০৷০

ঝু: ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

টকসের হাপর ৫৵০, গাটের হাপর ৬৷০

তুলার হাপর ৪৷০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

[illegible] সোনার কাইন	৫৪৲
[illegible] আমের [illegible]	৪০৲
করাচি সুরমির কাইন	৪০৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
১ই [illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲ -১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

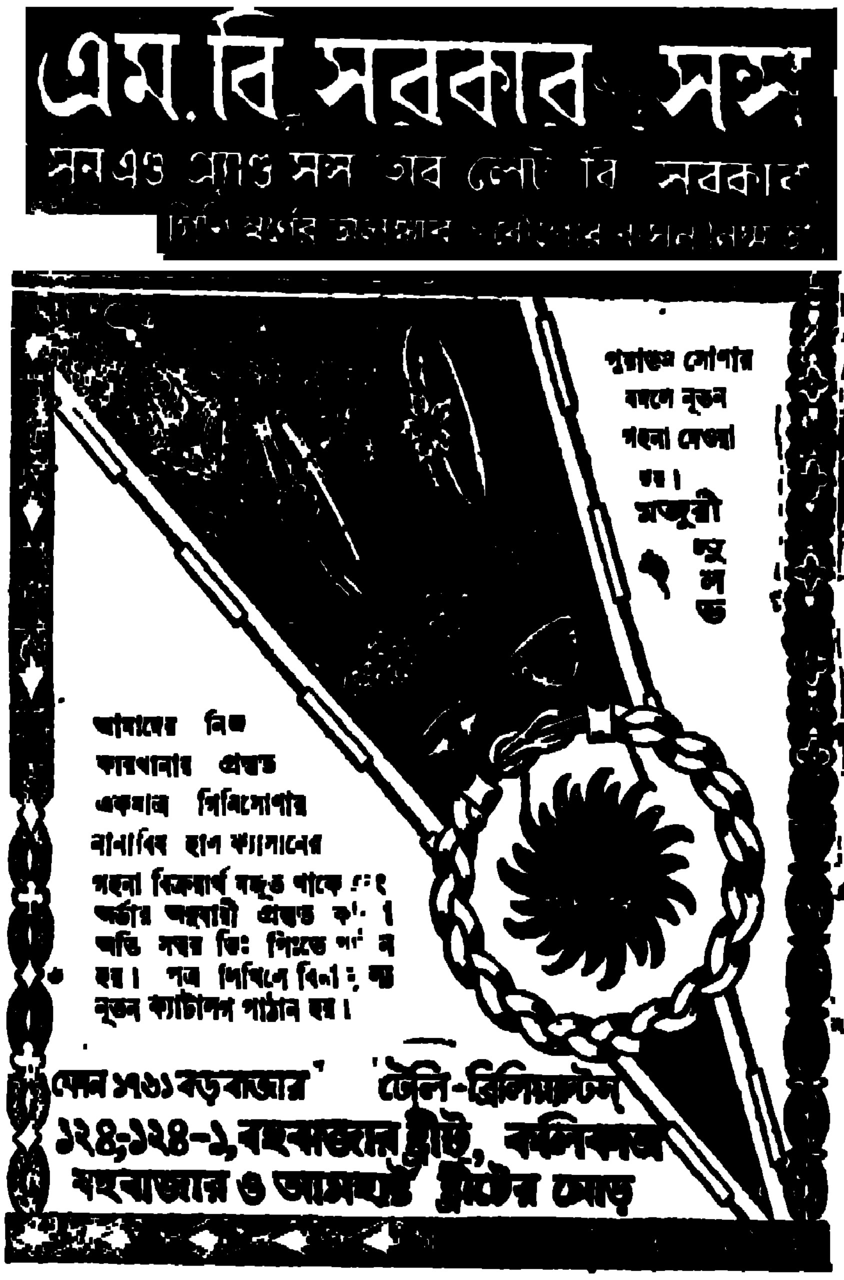

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর-রাণাঘাটে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—[illegible]	১৭—৩৮	১৯—৩৪
[illegible]	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—১,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৩,	২০—১০

শান্তিপুর রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible] ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
[illegible]	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	[illegible]	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

, ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

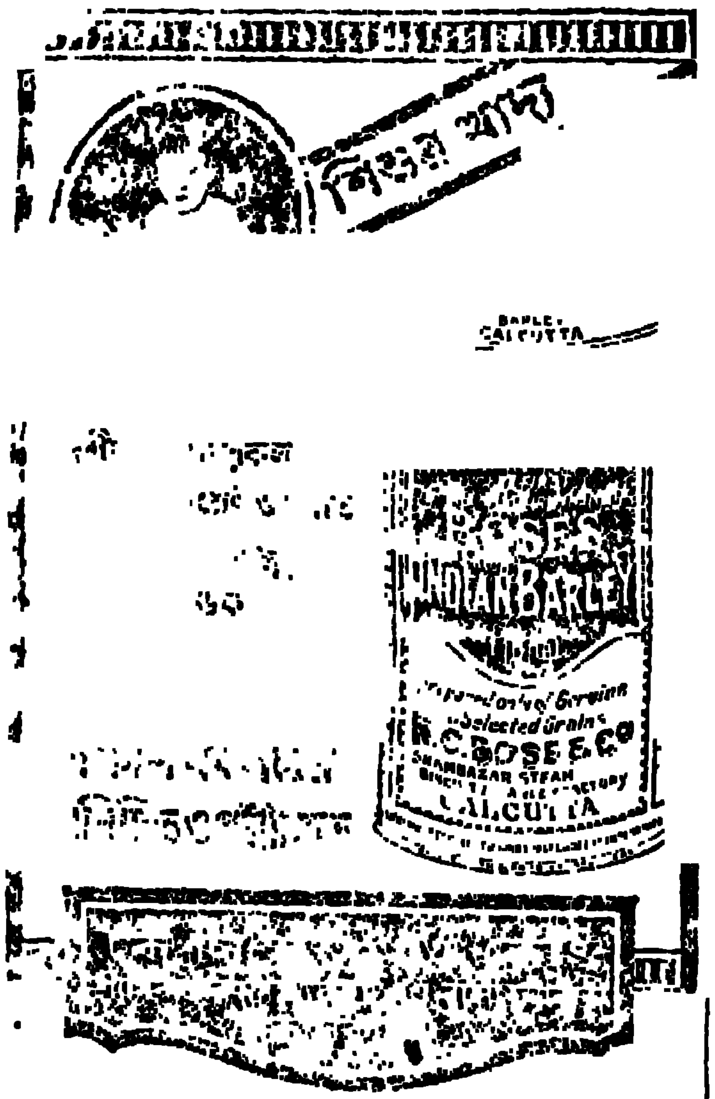

প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩	৪॥০
" সিকি কলম	১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷ ভিন্ন খরচ।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::— —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসমিতির সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১০নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—মায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের [illegible]
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই পৌষ, ১৩৪৪, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৪৮]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

বিজ্ঞাপন

আগামী ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৩রা তারিখ হইতে কৃষ্ণনগরে একটী কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হইবে এবং বাঙ্গালার আনীত দেশীয় সামগ্রী উক্ত প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহাদিগকে চক্র মাদলীর জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রদর্শনীতে আনীত বিভিন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয়েরও যথেষ্ট সুবিধা ও সম্ভাবনা আছে। ইহার জন্য প্রদর্শনীর সেক্রেটারীর নিকট আগামী ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

এস, এম, ষ্টুয়ার্ট
নদীয়ার কালেক্টর ও
প্রদর্শনী-কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

মহাসমর বাধিবে কি না

সংবাদপত্রের প্রতিনিধি লর্ড লোথিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথ নিরাপদ কি না জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আর একটা পৃথিবীব্যাপী সমর হইবে কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে মহাসমর হইলে উহার পর জগতের অবস্থা আর বর্ত্তমানের মত থাকিবে না। গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। অধুনা গ্রেটব্রিটেন জাপানের সহিত বিরোধী করিতেছে এবং জিব্রালটার, সুয়েজখাল, কেপটাউন এবং সিঙ্গাপুরে প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেছে। এগুলি কমনওয়েলথকে নিরাপদ রাখিবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে, জগতের অন্যান্য অংশে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের নিরাপত্তার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

অর্থ হ্রাসের সমস্যার দ্বারাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যোগান হইয়াছে বলিয়া লর্ড লোথিয়ান মনে করেন। ইউরোপে একটা বড় যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন না। তিনি বলেন, "জগতের প্রত্যেক সামরিক শক্তিই বড় যুদ্ধের ভয়ে ভীত। কোন জাতিই এই প্রকার যুদ্ধে জয়ী হইবে না এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রত্যেকেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই সম্পর্কে একটা সামঞ্জস্য হইবে বলিয়া আমি মনে করি। আমি ইতঃপূর্ব্বেই সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে বলিয়াছি। ইউরোপে জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণ জাতির সীমা পর্য্যন্ত মধ্য ইউরোপের উপর [illegible] করিবে বলিয়া মনে হয়। ভূমধ্যসাগরের সমস্যার এখনও সমাধান করা যাইতে পারে। যদি জগতের সর্ব্বপ্রধান সাতটী রাষ্ট্র—যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, জার্ম্মাণী, ইটালী, ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে একটা মীমাংসা করা যায়, তবে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই শক্তির সামঞ্জস্য করিবার সময়টা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ, কারণ এই সময় একটা মূর্খ বা ধূর্ত্ত অথবা কোন একটা দুর্ঘটনাই একটা সঙ্কট সৃষ্টি করিতে পারে। যে সকল শক্তি যুদ্ধ চাহে না, তাহাদের পক্ষেও উহাকে সংযত করা শক্ত।"

বৃটিশ গায়নায় ভারতীয়দের বসতি

নিখিল ভারত বাংলা সম্মেলনের ষ্টাণ্ডিং কমিটির সদস্যা শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী লিখিয়াছেন:—

'বৃটিশ গায়নায় ভারতীয়দের বসতি সম্পর্কে একটী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের ৫ই মে এই অনুষ্ঠান হইবে। বৃটিশ গায়না ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশান এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। যদি কোন মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে চাহেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন; এই বিষয়ে কাহারও আগ্রহ থাকিলে, তিনি আমার নিকট লিখিতে পারেন।"

———

জাপানের নিকট ব্রিটিশের নোট

টোকিওস্থ ব্রিটিশ রাজদূত স্যার রবার্ট ক্রাগীকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত যে নোট জাপ সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে বলা হইয়াছে তাহাতে দুইটী জাপানী মোটর বোট হংকংয়ের বন্দরে প্রবেশ করিয়া আন্তর্জাতিক বিধি ভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এই অভিযোগও করা হইয়াছে যে, একটী জাপানী ডেষ্ট্রয়ার হংকংয়ের সীমানার বহির্ভাগ হইতে হংকংএর পরিবাহী চীনা শুল্ক বিভাগের একটী জাহাজের উপর গোলা চালায়, পরে উক্ত ডেষ্ট্রয়ার হইতে উক্ত জাহাজটিকে টানিয়া নিবার জন্য হংকংএর পরিবাহী দুইটী মোটর বোট প্রেরিত হয়। চীনা শুল্ক বিভাগের জাহাজটী তীরের নিকটবর্ত্তী চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছিল। অতঃপর উক্ত নোটে বলা হইয়াছে যে, এই ঘটনা সম্পর্কে জাপ সরকার ব্রিটিশ সরকারের সহিত একমত হইবেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন। অধিকন্তু উক্ত নোটে এই অনুরোধ করা হইয়াছে যে, হংকংএর সীমা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জাপ নৌবহরের প্রতি কড়া নির্দ্দেশ জারীর প্রতিশ্রুতি যেন ব্রিটেনকে দেওয়া হয়।

———

শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক মাছধরা জাহাজ আটক

একটী জাপানী জাহাজ হইতে সন্দেহজনক বলিয়া কতকগুলি চিঠিপত্র পাওয়ায় এবং শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ একটী জাপানী মাছধরা জাহাজ আটক করায় মার্কিন সরকার প্রশান্ত মহাসাগরের সমগ্র উপকূলভাগে অধিকতর কড়া পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া অনুমিত হয়। সানফ্রান্সিসকোতে 'তায়সা মারু' নামক একটী জাহাজে খানাতল্লাসীর ফলে উক্ত চিঠিগুলি পাওয়া যায়। মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার সমূহ দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্রে জোর টহল দিতেছে। সান্‌ডিয়েগোতে কয়েকটী মাছধরা জাহাজের পরিদর্শন করিয়া তল্লাসী করা হয়।

প্রকাশ যে বৈদেশিক [illegible] প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল-ভাগস্থ বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও উহার মানচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়ায় মেক্সিকো সরকার জাপানী মাছধরা জাহাজসমূহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য গানবোটসমূহকে আদেশ দিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড -৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আগমন ।০
১৯। তর্ক্কবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সারস্বত্তা ।৵০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা) ২৲
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিসংক্রান্ত গৌরাঙ্গভক্ত: (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ নির্ণয়-দর্পণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনকণ ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতি: ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৫।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। শুদ্ধভক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আরতব ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয়
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সংস্কারদীপি ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়: ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়: ⁄০
৬৭। সারাংশদর্পণম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ভিউ অব ওয়ার্ক স অব বোদিধ ।
৭০। নামভজন ⁄
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ডিমাই ভ্যাল) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—একমাত্র শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। নদীয়াপ্রকাশ দৈনিক পত্র। ... সাপ্তাহিক পাক্ষিক। দৈনিকসংখ্যা শ্রীমায়াপুর হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ...।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ... বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত্র
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

—— :o: ——

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে জগৎ মহাজনের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

১২শবর্ষ | ১ নারায়ণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১, ১১ই পৌষ | ১৩৪৪, ২৮শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | ২৭৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ-মহোৎসবে বিরাট সভা

বিরহস্মৃতি-সভার বিশেষ অধিবেশন

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) ৯ই পৌষ (১৩৪৪) শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির-প্রাঙ্গণে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে একটী বিরাট সম্মেলন-সভার অধিবেশন হয়। সভামধ্যে সুউচ্চ সিংহাসনোপরি বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পস্তবক, পুষ্পমাল্য, বস্ত্র ও বৃক্ষশাখাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সংস্থাপিত হইয়াছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের পরিচালক (Director) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষ্ণবদর্শনের বক্তা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় এই বিরাট বিরহ-সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্ত-সজ্জন, পণ্ডিত, ব্যবহারজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ বি-এ মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে কলিকাতা হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনাইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর হইয়া 'তথা' হইতে মোটরযোগে শ্রীধাম মায়াপুর অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকায় শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিয়া আসেন। কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ও শ্রীধামে আগমন করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইলে মঠের প্রবেশদ্বারে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় এবং সমাধিপ্রাঙ্গণস্থিত বিরাট সভামণ্ডপের দ্বারদেশে পঞ্চতত্ত্বের অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং গৌড়ীয়সম্পাদকসঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়েন। গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর এবং তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। ঠাকুর ও কবিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও বগুড়ার এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের সমর্থনে পণ্ডিতবর তর্কভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আসনও সভাপতির আসনের পার্শ্বে রচিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব আসন গ্রহণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে সরস্বতী বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে একটী সংস্কৃত এবং শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে একটী বাংলা এই দুইটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। শ্রীধাম মায়াপুর হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-স্মৃতি-তীর্থ মহোদয় সংস্কৃত অভিনন্দনটি এবং বাগ্মীর ভাষায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় বাংলা অভিনন্দনটি পাঠ করিয়া সভাপতি মহোদয়কে প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "বিরহ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বিদ্যাবিনোদ প্রভু বিপ্রলম্ভ-রসের যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য, "হরে কৃষ্ণ" প্রভৃতি মহামন্ত্রের বিশিষ্টার্থ, মহাজনের রূপা ও বক্তা শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহাদের শ্রীল প্রভুপাদের প্রধান মনোহভীষ্ট, বিরহ আর কেন প্রবণযোগ্য নহে, প্রভুপাদের প্রচারবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনমুখে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের ইচ্ছায় তর্কভূষণ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীতে আসিবার জন্য দৈন্যমুখে অনেক আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া এই জন্মস্থলীতে জনের জন্ম ও বাহ্য-জীবন আলোচনামুখে অনেক কথা বলেন। যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের আলোকমালা দর্শনে তাঁহার নবদ্বীপে গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়ান্থিত আলোক-স্তম্ভের কথা বলিয়া তাহা পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য এই আবেগময়ী উক্তি প্রকাশ করেন।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় সংস্কৃত ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানমুখে সভাপতি মহোদয়ের বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণব-নিষ্ঠা ও আদরের কথা উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "নমস্তে জগন্নাথ আনন্দ" এই মহাজনগীতিটী কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পুনরায় সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি লইয়া উপস্থিত শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এ্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি মিঃ এস্, সি, সেন মহোদয় এবং সমাগত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

কৃষ্ণনগর হইতে আসিবার সময়ে ... উক্ত অনুষ্ঠান হয় আজের প্রভাতে। ভক্তগণের উপর কৃপা করেন ভক্তগণে।

"যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহদ্বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোটবস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধিকারানুসারে দর্শন দান করেন।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ নারায়ণ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪১

মুক্তি ও ভক্তি

অবিদ্যা নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিতির নামই 'মুক্তি'।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"।

উহার পরাবস্থা - 'ভক্তি'। সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানে ঐকান্তিক শরণগ্রহণ ও নিজ স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবা, তাহাই—'ভক্তি'। যে ভক্তিতে ভগবৎ-সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য অভিলাষ নাই - যাহা ভোগ বা মোক্ষ-পিপাসা নির্ম্মুক্ত, যাহাতে কেবল কৃষ্ণানুশীলন লক্ষিত হয়, তাহাই 'শুদ্ধা ভক্তি'।

যেমন কোন ব্যক্তির উদরে শূলবেদনা হইয়াছে, ঐ শূল বেদনা হইতে আরোগ্য লাভের অবস্থাকে 'মুক্তি'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আর রোগ নির্ম্মুক্ত হইয়া আবার স্বাভাবিকভাবে আহার, বিহার, ভাই, বন্ধু, পিতা, মাতা ও স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত আলাপ ব্যবহার ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ প্রভৃতিকে শুদ্ধ ভক্তির উপমা দেওয়া যায়। রোগ নির্ম্মুক্ত হওয়াই চরমফল হইতে পারে না। রোগ নির্ম্মুক্ত হইয়া অলস জীবন যাপন কিংবা অচেতন কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অবস্থান কখনও শ্লাঘ্য ব্যাপার নহে। কোন কোন অর্ব্বাচীন দুঃখযোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। কেবল মোক্ষকামী ব্যক্তিগণেরও সেইরূপ অবস্থা।

মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাহাঁ
তোঁহার গতি।
স্থাবর দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি॥
(চৈঃ চঃ)

'ভক্তি'-জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি; আর মুক্তি আত্মার জড় বা নিরপেক্ষভাব। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র নিখিলশাস্ত্রই সমস্বরে বলেন,—'ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না'। 'মুক্তি' ভক্তির মুখাপেক্ষিণী। কিন্তু 'ভক্তি' নিরপেক্ষা। শ্রুতি বলেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমাকে জানিয়াই জীব 'মৃত্যু' বা সংসার পার হইতে পারে, তদ্ব্যতীত সংসারোত্তরণের দ্বিতীয় পন্থা নাই। এরূপ 'জ্ঞান' ভগবজ্জ্ঞান বা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া উহাও ভক্তি-স্বরূপ। কেবল-জ্ঞানে কখনও মুক্তি হয় না।

"ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।"
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে
ভক্তি বিনে॥"
কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
(চৈঃ চঃ)

অবিদ্যা বা মায়া হইতেই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা-দোষ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হইতে সেই মায়ামুক্ত হওয়া যায়। মুক্ত ব্যক্তির কৃত্য 'ভক্তি' যাজন। ভক্তিযাজনের পরিবর্ত্তে যদি মুক্তির জন্যই কেবল মুক্ত হয়, তবে উহা আত্মহত্যা বা ভগবদ্বিমুখের স্বরূপ।

"ভক্তিবাধা করে ভক্তিপথে মুক্তিফল।
ভগবদ্বিমুখের এই মত কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
সেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁ'র সনে॥
সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তি।
তাই মুক্তিফল নহে, যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি
সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥"
(চৈঃ চঃ)

কেবল মুক্তিকামীর মুক্তির আশা আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক। কিন্তু ভক্তগণের 'মুক্তি' করতলগতা।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা
দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাধীনাঃ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিমতৈব মুক্তিস্তত্
করে স্থিতা
সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা স্থিতি॥

মুক্তি ভক্তির কিঙ্করী। মুক্তি ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষায় ও তাঁহার কৃপাদৃষ্টির জন্য লালায়িতা।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার অপ্রাকৃত কিশোরমূর্ত্তি স্বভাবতঃই নিরন্তর আমায় প্রকাশিত হন। ধর্ম্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই, ভক্তি থাকিলে মুক্তি স্বভাবতঃই মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া স্বয়ং আমাদিগকে অযাচক ভাবে যে অবিদ্যামোচন স্বরূপে সেবা করিতে থাকে। তজ্জন্যই চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব বলেন,—

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ
(ভাঃ ৩।২৯।১১)

ভগবদ্ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা আমার (ভগবানের) সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—
'হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥'

অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া জীবনধারণ করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ হয়। অতএব প্রমাণিত হইল কেবলজ্ঞান কখনও মুক্তির কারণ নহে। ভক্তির আনুষঙ্গিক ও অবান্তর ফলই মুক্তি। মুক্ত ব্যক্তিই ভক্ত। তবে যে শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে মোক্ষসুখের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি? যদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয়, উত্তরে সাধু বলেন,—শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে যে মুক্তিসুখের প্রশংসা করিয়াছেন, ভক্তি উদৃশ মোক্ষসুখ হইতেও কোটি কোটি গুণ অধিক সুখময়ী, তাহাই বুঝাইবার জন্য। কারণ মোক্ষসুখবর্ণন ভিন্ন সাধারণ লোকের নিকট ভক্তিসুখ নিশ্চয় করিবার অন্য নিদর্শন নাই। সাধারণ লোক ত্রিতাপে তপ্ত। তাহারা ত্রিতাপ হইতে উদ্ধারলাভকেই তাহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকে। তাই, তাহাদের নিকট প্রথমে মোক্ষসুখের উৎকৃষ্ট সুখময়ত্ব বর্ণনা করিয়া যে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসুখের কথা বলা হইয়াছে। সেইস্থানে মোক্ষসুখের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তুলনা দ্বারা ভক্তিসুখেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্য। যেমন অত্যন্ত প্রাকৃত লোকের নিকট কর্ম্ম-শাস্ত্র স্বর্গের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু আবার নিবৃত্তিমূলক শাস্ত্রে স্বর্গের অনিত্যতা, পতনভয়, স্পর্দ্ধা, অসূয়া ইত্যাদি দোষের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ উক্ত হইলেও যেরূপ প্রাকৃত লোক স্বর্গের জন্যই লালায়িত হয় ও তৎপ্রাপ্তিকেই পরমপুরুষার্থ মনে করে, সেইরূপ মুমুক্ষুগণও মোক্ষকেই চরমপুরুষার্থ জানিয়া থাকে। বস্তুতঃ মুক্তি কখনও চরম ফল হইতে পারে না। রোগরূপ দুঃখের অভাব যেরূপ সুখ, তমোময়ী সুষুপ্তি দশাতে যে সুখ, সেইরূপ সুখই মোক্ষসুখ। যদি বল—"আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইলে কি জন্যই বা এইরূপ স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে? উত্তর এই যে, উহা সুষুপ্তিকালীন সুখবোধের স্মরণ নহে, পরন্তু সুষুপ্তিকালে কোনরূপ স্বপ্ন, মনোরথ ও নিদ্রা বৈকল্যাদিরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই। ইহাই উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংসার-দুঃখাভাবই মোক্ষ বলিয়া কথিত। বস্তুতঃ ঐ মোক্ষে কোন সুখ নাই। অনভিজ্ঞগণেরই তাহাতে রুচি। কারণ মোক্ষ অজ্ঞান-সম্ভব। সুতরাং বস্তুতঃ সত্তাও নাই। অজ্ঞানময় বন্ধনের যখন কোন সত্তাই নাই, তখন মোচনেরও সত্তাভাব। যথা—

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
(ভাঃ ১০।১৪।২৬)

অর্থাৎ লোকে অজ্ঞানতাপ্রযুক্তই 'সংসার-বন্ধন', 'সংসারমোচন' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ হইতে পারে না। নিত্যমুক্ত জীবাত্মার 'বন্ধন' বা 'মুক্তি'রূপে কোন কথা হইতে পারে না। জীবাত্মার নিত্যাবৃত্তি অর্থাৎ ভগবদ্দাস্য স্বভাবকে আশ্রয় করাই আমাদের প্রয়োজন।

একবার মাত্র পরিহাস বা অবহেলায় অর্থাৎ অপরাধানপেক্ষ হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন ভগবন্নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিলে অনায়াসেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে। মোক্ষ যে চরমফল নহে তৎপ্রমাণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজামিল ঐরূপ নামাভাসে মোক্ষ লাভ করিয়াও ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন এবং তৎফলে নারায়ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেবা বা ভক্তি জীবের নিত্য ধর্ম্ম, মুক্তি নিত্যধর্ম্ম নহে।

নৈয়ায়িকগণের মতে একবিংশতি প্রকার দুঃখধ্বংসরূপ—মোক্ষ, বৈদান্তিক-বেদান্ত-

এই ভাবে যেন নিত্য চিদ্ভক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হওয়া মুক্ত॥

হতে অবিদ্যা ও কর্মবন্ধন মোক্ষ, নির্বি-শেষবাদীর মতে স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই মোক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শক্তিপরিণামবাদ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ সাক্ষাৎ অনুভবরূপ সুখের তুলনায় 'মোক্ষসুখ' নাই বলিলেই হয়। শ্রীগীতা বলেন—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।"

অর্থাৎ আমিই অমৃত অব্যয়স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। এই প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ভগবচ্চরণারবিন্দ প্রভাবিস্তারকারী অপরাবীর এক অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ, ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় আনন্দ লাভ হয়, প্রভাবাবীর ব্রহ্মের অনুভবে কদাচ সেই সুখ লব্ধ হইতে পারে না। কারণ ধর্ম্মীর অনুভবে যাহা লাভ হয়, একদেশ ধর্ম্মের অনুভবে তাহা কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধর্ম্মিগণের ন্যায় সুখরূপ ও সুখাধার; 'ব্রহ্ম' কেবল এই সুখমাত্র, কিন্তু সুখাধার নহেন।

ভক্তিসুখ পরম মহৎ হইয়াও প্রতি-মুহূর্তে নূতন হইতেও নূতন, মধুর হইতেও সুমধুর, অধিক হইতেও পরমাধিকরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মসুখের তাদৃশ অনুভব হয় না। কারণ উহা সীমাবিশিষ্ট। যেমন স্বর্গকামিগণ স্বর্গের অসীম স্তব করেন, তদ্রূপ সংসারযন্ত্রণায় উদ্বিগ্নচিত্ত রসহীন মুক্তিপিপাসু ব্যক্তিগণ বহুপ্রকারে মোক্ষের স্তব করিয়া থাকেন। গো, ব্রাহ্মণ, বর্ণধর্ম্মী বৈষ্ণব সকলেও যে সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, মোক্ষপর ব্যক্তিগণও যাহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ মুক্তিপদ প্রাপ্ত বস্তুকে কি প্রকারেই বা প্রশংসা করা যায়। মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বহু বহু পুরাবৃত্ত শ্রুত হয়। দ্বারকায় কোন এক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একে একে আটটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ঐ সকল মৃতপুত্রকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া রাজার নিন্দা করিতে থাকেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন, সখা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা শ্রবণে ক্ষুভিত হইয়া এবং ঐ ব্রাহ্মণকে 'ভগ্নভক্ত' জানিয়া ব্রাহ্মণের নবমপুত্রকে নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবেন, নচেৎ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূচক আশ্বাসবাণী প্রদান করেন। ব্রাহ্মণের নবমপুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই অন্তর্হিত হইল। অর্জ্জুন অনেক অনুসন্ধানেও ঐ বালককে কোথায়ও না পাইয়া অবশেষে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। এ স্থলে ঐ ব্রাহ্মণও অর্জ্জুনের বহু নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিবার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুত্র মুক্তিপদ লাভ করিয়া ভূমাপুরুষের জ্যোতি-র্মধ্যে লীন হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ-পুত্রকে মুক্তিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ ভগবান্ ও অর্জ্জুনের নিন্দা করিয়া-ছিলেন। এদিকে আবার ভগবান্ অর্জ্জুনের নিন্দা শ্রবণ করিতে না পারিয়া ও অর্জ্জুনকে অগ্নি-প্রবেশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে লইয়া ভূমা-পুরুষের নিকট উপস্থিত হন। ভূমাপুরুষ নারায়ণের জ্যোতির্মধ্যেই সাযুজ্যের অধিকারী লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য ভূমাপুরুষ উক্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে তথায় আনয়ন করিয়া-ছিলেন। লীলাকারের অভিলাষ পূর্ণ হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিলে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভগবান্ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে ভক্তিপথরূপ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি হইয়াছিল। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে 'মুক্তি' পদবী হইতে 'ভক্তি'-পদবী কত শ্রেষ্ঠ ও নিত্যজনের বরণীয়। ঐ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তৎপুরী পরিত্যাগকালে বলিয়াছিলেন; আপনি ব্রাহ্মণহিতৈষক, আপনার দর্শন নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে আমার নিকট প্রেরণ করুন।

শ্রীভগবান্ মহারাজ পৃথুকে পরমার্থরূপ বর গ্রহণ করিতে বলিলে পৃথু মহারাজ ভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—"পিতা যেমন পুত্রকে অবরুদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাকে সেইরূপ বর প্রদান করুন।' ভগবান্ তাঁহাকে,—'ময়ি ভক্তিরস্তু' অর্থাৎ আমাতে ভক্তি হউক এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বর। ভগবান্ মুক্তি দিলেও সহজে অন্যের প্রিয় বাঞ্ছিত ভক্তিকে তাহাকে দান করেন না।

সাধারণ প্রভু লক্ষ্য আর অদ্ভুত নাম, ও নীচ নাম যেরূপ অবান্তর ফলমাত্র সেইরূপ মোক্ষ, স্বাধ্যায়াদি, যোগসিদ্ধি জ্ঞানাদির অবান্তর ফলমাত্র। এ সকল প্রেমের বিরোধী জানিয়া ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

নারায়ণপর ভক্তগণ কোন বস্তু হইতেই ভীত নহেন। তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী, ভগবানের চাতুর্যক-মহিমাপ্রকাশিনী পরিবেশনকারী সংযমী ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের পাদপদ্মকে রসময় ও সম্ভুক্ত ন্যায় ভগবৎসান্নিধ্যে পরিত্যাগপ্রস্তুত হইয়া মুক্তি পর্যন্তও অঙ্গীকার করেন না।

পরীক্ষা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেদিন হইতে জগজ্জীবের পরমমঙ্গলবিধানে আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়া মহজগতে অমৃতের প্রস্রবণরূপ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই বহু জীব তাঁহার বীর্য্যবতী হরিকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সমুপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাঁহার বাণী-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই যে তাহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। অন্তরের বশে কেহ কেহ অন্যাভিলাষ দ্বারা চালিত হইয়া নিজ অমঙ্গল আবাহন করিয়াছিলেন। অপর অনেকে সুকৃতিবলে সর্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতুলনীয় অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যদর্শনে সেই রাতুল চরণ-সেবায় সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তবে শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালে তিনি নিরপেক্ষতার সহিত অনেক ব্যক্তিকে দিয়াও সেবাচেষ্টা বহু অসম্ভব সম্ভব করাইয়াছেন। তাহাতে অনেকে নিজ ক্ষুদ্র পাত্রতা ভুলিয়া অত্যন্ত হইয়া নিজ কর্তৃত্বাভিমানে অহঙ্কার-পুষ্ট হইয়া অমঙ্গল আবাহন করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সতর্কবাণী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ছিল,—

'কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।'

পরন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের সামান্য সেবা-চেষ্টাকেও বহু-মানন করিয়াছেন এবং সেবোন্মুখ-প্রবৃত্তির প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে সামান্য সেবা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া সেই ক্ষুদ্র সেবাকেও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার অন্তরের কথা অনুধাবন না করিতে পারিয়া নিজেরা বহু সেবা করিয়াছি, আমার ন্যায় সেবার পরাকাষ্ঠা আর কেহ দেখাইতে পারে নাই এবং গুরুদেব প্রদত্ত প্রশংসার certificate আমি নিজ নিজ বিপণীতে সাজাইয়া প্রতিষ্ঠা ও লোকসংগ্রহের চেষ্টায় রত হইতেছি। অপর পক্ষে অন্য একটী গুরুতর কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, অন্তর্যামী প্রভু আমাদের মূঢ়তা দেখিয়া আমাদের বাসনা-বাসনাদির অন্তর জানিয়া স্বীয় পাদপদ্মশোভা এবং তৎ সেবা সৌভাগ্য অনেককে প্রদান না করিয়া প্রতিষ্ঠা আদি দিয়া বঞ্চিত করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই বঞ্চনাময়ী লীলার মধ্যেও গূঢ় করুণা লুক্কায়িত ছিল। তিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সেবাসুযোগ দান করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন; আমরা সে সুযোগ গ্রহণ করি কি না? হয়তো বা কোন শুভক্ষণে আমরাও আমাদের ভুল বুঝিয়া সংশোধিত হইব এবং অন্যাভিলাষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব এবং সেই পাদপদ্ম-সেবাই যে জীবের নিত্য কল্যাণময়ী সত্যানন্দপ্রদ নিত্য বৃত্তি তাহা বুঝিতে পারিব।

এই সেবানন্দের নিকট অতিতুচ্ছ কর্মফলজনিত স্বর্গাদি সুখ, তুচ্ছ জ্ঞানিগণ-প্রাপ্য আত্মানন্দ বা যোগিগণের কৈবল্যাদি। এহেন সেবাসুখ-দানে সৌভাগ্যবন্ত করিবার পরমকৃপালু প্রভু তাঁহার নিজ জনগণকে বিপ্রলম্ভ সেবার অধিকতর সুযোগ দানে স্বীয় অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং পরীক্ষাও করিতেছেন যে সেই নিজ প্রিয় জনগণ আপাতক তথাকথিত বিপদ-আপদের মধ্যেও নিজজন শ্রীগুরুমুখবাণীর অপ্রতিহত সেবা করিতে পারে কি না,—বৈষ্ণব আচার 'অসৎসঙ্গত্যাগ' কায়মনোবাক্যে করিতে পারে কি না; তাহার মঠকোণ বা মঠাশ্রিত গ্রহণ করিয়াছে 'গৌড়ীয়মঠ' প্রণালীর দ্বারা তৈয়ারী গৃহ কি শুদ্ধভক্তিবাণীপ্রচারের উহার কোনটি রাখিয়াছে? শ্রীবিগ্রহ মুক্তি প্রচারের নিমিত্ত কাহারও বস্তু বিশেষ বা আছে 'ব্রজনন্দন'? 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণকীর্ত্তনের সমাবেশ কি নিয়োজিত হইয়াছে বা আছে? তাহারা মহাপ্রসাদ ভোগী না প্রসাদাপমান কারী; শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীপ্রচারকের ভাগ ত্যক্ত বলী সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কথা। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী? আমাদের নিত্যকাল প্রবাহিত থাকবে 'কি' কি হবে? তাঁহার বিনোদ গৌর সরস্বতীর বাণী কীর্ত্তন অকৈতবে চলিবে, না তাহাতে আবিলতা প্রবেশ করিবে?

এইরূপ শত শত পরীক্ষার সম্মুখে আজ শ্রীগুরুদেবের আশ্রিত তাঁহারই একান্ত সেবকগণকে সম্মুখীন হইতে হইতেছে এবং আরও বহু পরীক্ষা তাঁহাতে সম্মুখীন হইতে পারে কিন্তু এ সব তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার একান্ত শরণাগত ভক্তগণ জানেন, 'তাঁহারই অনন্ত কৃপায় আজ অবশেষে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন। ইহারা নিত্য আশ্বাসিত 'ও জানেন যে তাহা কখনই নষ্ট হবে না। আপনারা পরমোৎসবের সহিত রূপানুগদের কথা প্রচার করুন" এইকে বরণ করিয়া, তাঁহারা সকল বাধা, সকল আপদ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বোপরি সেই বাণী জগতের নিকট প্রচার করিয়া গুরুপাদপদ্মের 'মনোভিষ্টকে' স্থাপন করিয়াছেন।

তাহাকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পাছে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, তান্তর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তৎপ্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে স্থাপিত। প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রচারকচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রিয় শ্রীপাদ সদাচরণ রায় ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক— শ্রীমদ্‌ 'কৃষ্ণদাস' ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপালচন্দ্র ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রীনাম ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইটাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিধন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীভক্তিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) বাল্যগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বর্ণিনাথ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী এম-এ, বি-এল।

(২৭) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগস্ত্যভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকেশবপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ফল্গু রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারমপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসাধনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একদ্বাদশ-কুঞ্জকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোস্বামী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ওয়ারান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন বিল্ডিং, বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীসচ্চিৎ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) জমশি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমশি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারগ্রাম, পোঃ টিকরগ্রাম, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী দেবশিক্ষাপরায়ণ কর্তৃক মুদ্রিত শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
মনসা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোম্পানী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪।০
দেশোয়ারী	৭৲
দাদখানী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাজার	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, চাইন	১০৷৶০
বিশুর ১০০০ নং	১০৶০
ম্রেকোরা সাদা	৯'
মণপুর সাদা	৮।০—৯৶০
মণপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনীর বার	৩৫।০
মোহর	২২৲
চাঁদির বার	৫১।০

পাটের দর

মিডেল—	৪০৸০
বটম—	৪০৸০
মঙ্গল—	৪১।০
আর বটের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ফ্রেশ ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
হস্তকার ঐ	৬৲—৬৶০
উৎকৃষ্ট ঐ	৫৸৶০—৫৸০
চা	৬৲—৬৶০
চা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
চা নং (২	৫৶০—৫৷৶০
চা (এম)	৫৲—৫।০
চা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
চা নং (৩)	২।০—২৸৶০
দালাই	১৸৶০—১৸০
ঐ	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
গাওয়া	৫৭৲
নবঘী	৫০৲
ভঁইসা	৪৫৲
মাখন	৬৫।০

মাখ	৪৮৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বটিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী—	৫৭ দাম ৬শ৫
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ যে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ ৯৷৶	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
ধরণা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৶০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৮৶০
২৪ গেজ—	১৪।৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
শীস	।৶৫—৸৶০
গণ্ডার বেরা কাটা তার (বার্বিড)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৭৲ হন্দ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
রং পাটি, বোল্টু, নাট্‌সে	৮৸০—৯।০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১০।০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
টেকসের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৬।০	
ঢালার হাপর ৪।০	

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

খাসের গোলাপ কাইন	৫৪৲
লট্‌ন আসের ওয়ার্ক	৪০৲
ধনাট্টি পুরিলি কাইন	৪৩৲
গোয়ালি আখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
সাদা সাথ	৮।০
সুপারী বোম্বাই	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
ঐ বরিশাল	১৫।০—১৭।০
ঐ নূতন পাইকারি	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ বনফিল্ড লেন ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার তটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ দক্ষ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রদের খোরাক ও বোর্ডিংএর প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অভাবক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্বরোগের এবং অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় ব্যবহার দ্বারা ক্ষতি অথবা ভাবক। লিভার প্লীহা যকৃত জ্বালায় এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিলে দেখিবেন যে আপনার অর্থের অপব্যয় হয় নাই। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্পোরেশন রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতারা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিনের পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পায় পারমার্থিক সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(•):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৹	।৶৹	।৶৹	।৹
" " ইঞ্চি ২	১॥৹	১॥৹	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সুষ্ঠু আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1844

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমিপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ
THE
ADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বোচ্চ সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই পৌষ, ১৩৪৪, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২৪৯]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

ফরিদপুর প্রদর্শনী

আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে একমাসব্যাপী ফরিদপুরে একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইবে। সেখানে দেশীয় দ্রব্যসম্ভার, মৃৎশিল্প প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা হইবে। শিশু ও মাতৃমঙ্গল স্বাস্থ্য বিভাগে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে জটিল রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহা উপদেশমূলক বক্তৃতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে ভূমিতাত্ত্বিক দল বিভাগ হইয়াছে। স্থানীয় বাজার, অস্থায়ী পোষ্ট অফিস ও বিদেশীয় দোকানদারদের জন্য দোকানের বন্দোবস্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রদর্শনীর কৃতকার্য্যতাকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ ও যোগদানের জন্য প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

চীনের অবরোধিত দুর্গ

চীন সরকার সাংহাইস্থ বাহিনীকে চিয়াং-চিং দুর্গ হইতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইবার জন্য যাহারা প্রার্থী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সান ইয়াৎ সেনের পুত্র সানফোর নামও উল্লেখ করা হইয়াছে।

কাগজের উপর শুল্ক হ্রাস

সংবাদ, সর্ব্বত্র এক বৎসরের জন্য কালো লাইন কাগজ ছাড়া অন্যান্য প্রকারের কাগজের (পালিশ, অপালিশ, সাদা বা মুদ্রণের) উপর আমদানী শুল্ক হন্দর প্রতি দুই টাকা হ্রাস করিয়াছেন। দুই টাকার অতিরিক্ত কোন শুল্ক ধার্য্য হইলে তাহা বহন করা হইবে। ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই হিসাবে অনুযায়ী শুল্ক ধার্য্য হইবে।

নিউজ কাগজ এবং যে সকল কাগজের নির্ম্মাণে কাঠের গুঁড়া শতকরা ৭০ ভাগের কম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার উপর উল্লিখিত বর্দ্ধিত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে না।

নোয়াখালী জেলায় মন্ত্রিদ্বয়

গত ৩রা পৌষ শনিবার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক, প্রজামন্ত্রী মিঃ প্রসাদ দেব সাহেব নোয়াখালী জেলায় লক্ষ্মীপুরে গিয়াছিলেন। স্থানীয় কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে একখানি মানপত্র দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জেলার কর্তৃপক্ষ উক্ত মানপত্র অনুমোদন করিলেও মন্ত্রিদ্বয় উহা গ্রহণ করেন নাই। সেজন্য সভায় উহা পাঠ করিতেও দেওয়া হয় নাই। ঐ মানপত্রে কৃষকদের ১৩ দফা দাবী জানান হইয়াছিল।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কংগ্রেস পতাকা

গত ২৩শে ডিসেম্বর বারাণসীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবাজী হলে ত্রিবর্ণ কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ছাত্রগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইতে এবং ভারতের এ জাতীয় পতাকাধীনে সমবেত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে উৎসাহিত করেন। তিনি জাপানীদের দেশপ্রেমের ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন এবং ভারতবাসীকেই ঐরূপ দেশপ্রেমিক ও আত্মত্যাগী হইতে বলেন। তিনি চীনের বিরুদ্ধে জাপানের সংগ্রাম চালাইবার তীব্র নিন্দা করেন। পণ্ডিতজী ভারত রক্ষার জন্য যুবকগণকে লইয়া একটী বাহিনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন।

ঐ দিন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ৭৭-তম জন্মতিথিদিবস। সেজন্য বহু ছাত্র, অধ্যাপক ও অন্য ব্যক্তি তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং আরও অধিককাল দেশের সেবার জন্য তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

গোরা সৈন্যের অত্যাচার

গত ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ চারবাগ রেলওয়ে ষ্টেশনে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, লাহোর হইতে একদল ছাত্র ট্রেনে করিয়া যাইতেছিল। এমন সময় কয়েকজন গোরা সৈন্য ছাত্রদিগকে তাহাদের কামরা হইতে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিয়া কয়েকজন গোরাসৈন্যের জন্য স্থান করিয়া দেয়।

প্রকাশ, লাহোর মেডিক্যাল কলেজের একদল ছাত্র দেরাদুন নানাস্থানে দেখিয়া ঐ দিবস রাত্রিতে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে বারাণসী রওনা হয় তাহারা একটী কামরা দখল করিয়া বসিবার পর একদল গোরা সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে ঐ কামরা খালি করিয়া দিতে বলে। ছাত্রগণ অস্বীকৃত হইলে একজন গোরা সৈন্য আসিয়া বলেন যে, যদি তাহারা কামরা খালি করিয়া দিবে না হয় তাহাদিগকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। এই সৈন্যটি সম্ভবতঃ একজন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ছাত্রগণ পূর্ব্বেই এই কামরা দখল করিয়া বসায় তাহারা কামরা ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করে। ইহাতে সৈন্যগণ ছাত্রদের মালপত্র কামরা হইতে ফেলিয়া দেয় ও পাশের কয়েকজন ছাত্র কামরা হইতে এক পাও নড়িতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে সৈন্যগণ বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দেয়।

ছাত্রদের ম্যানেজার এই ঘটনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

আহত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম ব্রিটিশ প্রতিনিধি ডাঃ ডব্লিউ জোন্স অন্যান্য সহ প্রতিনিধিদের সহিত গত বুধবার রাত্রিতে গভর্ণমেন্ট হাউসের ফটকের সম্মুখে পা ফস্কাইয়া পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনুমান হয় যে, রাত্রির অন্ধকারে ডাঃ জোন্স পথ দেখিতে না পাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে একখানি এম্বুলেন্স গাড়ীতে করিয়া উডল্যান্ড হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় সেখানে আসিয়া সিভিল সার্জ্জন মেজর মুকার্জি এবং লণ্ডনের গাইস হাসপাতালের ডাঃ পোর্টার (তিনি নিজেও একজন প্রতিনিধি) তাঁহার চিকিৎসা করেন। মেজর মুকার্জি অস্ত্রোপচার করেন।

ডাঃ জোন্সের বয়ঃক্রম প্রায় ৭২ বৎসর। তিনি বিলাতের একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। মিসেস্ জোন্স এবং মিসেস্ বাটলার তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

মিসেস্ জোন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, অবস্থাধীনে যতটা আশা করা যায়, ডাঃ জোন্স ততটা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এক মাসের পূর্ব্বে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সম্পূর্ণ ৪০,
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি সহ চৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৯৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। যামুন-আলবন্দার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶
২২ ভজন-রহস্য ।
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ~৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।
২৭। মুক্তিসারকা ভগবত্তঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তকণ্ঠাবলী বা নামাপরাধমূলী ।০
৫৬। অবতার ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (সানুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন /
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৲
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাস্কর অন্যান্য পত্র

১। THR HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরিচালিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৲ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত তিনটি ভাষায় একত্রে পারমার্থিক পত্রিকা। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ, বাংলা পত্রিকা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ৪ সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রন্থিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের সারমর্ম্ম। ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে: ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

১২শবর্ষ ২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ ১৪ ৫ । ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৭, বুধবার ২৭২৯তম সংখ্যা

[illegible]ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

পঞ্চম দিবস

গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি এবং শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে সংকীর্ত্তনবাহিনী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। সমাধিস্থ ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাধিপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে ও অধিনায়কত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বেদান্তীবল্লভ ব্রহ্মচারীজী "শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীমন্দিরাদি স্থাপন" বিষয়ে, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী "শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য মতবাদ, জনমত ও সাম্প্রদায়িকতা" বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর 'গৌড়ীয় সম্পাদক' মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত", "শ্রীল প্রভুপাদ ও যুগধর্ম বিচার এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌরধাম, গৌড়মণ্ডল, মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড ও ব্রজমণ্ডল" বিষয়ে একটী অতীব চিত্তাকর্ষী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর পূর্ব্বাহ্নের সভা ভঙ্গ হয়।

এই দিবস মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় তদীয় বোধাপুত্র শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য ব্যারিষ্টার-এট-ল মহোদয় সহ শ্রীধামের বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন এবং ঐ দিবসই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি কলিকাতায় গমন করেন।

এই দিবস বেলা ১১ ঘটিকা হইতে সমস্ত দিবস ও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সমাগত নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় ৫।৬ হাজার ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই পরম পরিতোষের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এবং বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের জয়গান করিতে থাকেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় সমাধিপ্রাঙ্গণে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় 'গুর্ব্বষ্টক' কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী প্রভু 'শ্রীল প্রভুপাদ ও শিষ্টাচার, কপটতা-কূটনীতি, দম্ভ, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি' সম্বন্ধে, শ্রীপাদ কুঞ্জকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীল প্রভুপাদ ও বিশ্ব' সম্বন্ধে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ 'শ্রীল প্রভুপাদ ও তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতা, অমানি মানদ-ধর্ম-বিষয়ে', ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ 'শ্রীল প্রভুপাদ ও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ও কৃষ্ণপ্রেম' সম্বন্ধে, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু 'শ্রীল প্রভুপাদ ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষ-অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত'-তত্ত্ব বিষয়ে, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরনারায়ণ পাশ্চাত্তীর্থ বি-এ, মহোদয় 'শ্রীল প্রভুপাদ ও সাত্বতশাস্ত্র ও দর্শনবিজ্ঞান' বিষয়ে এবং অবশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ 'শ্রীগুরুকৃপা' সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ 'দুর্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে' এই মহাজন-গীতিটি বিবিধ বাদ্য সংযোগে কীর্ত্তন করেন এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ষষ্ঠ দিবস

গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-[illegible] সমাধিপ্রাঙ্গণে "শ্রীগুরুচরণ-[illegible] ভক্তিতত্ত্ব" এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে[illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীসমাধিস্তব' কীর্ত্তন করেন। অনন্তর সংকীর্ত্তনবাহিনী শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শ্রীমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। উহার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ গিরিধারী প্রভু পঞ্চতত্ত্ব-নাম-কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীবামনদেব ব্রহ্মচারীজী "শ্রীল প্রভুপাদ ও অসম্বন্ধতা" বিষয়ে, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয় "শ্রীল প্রভুপাদ ও অভাবনীয়, ধর্ম ও মোক্ষ" সম্বন্ধে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদ ও সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী" বিষয়ে, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ "শ্রীল প্রভুপাদ ও ভজনপথ" বিষয়ে, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদ ও বেদান্ত-বিচার-[illegible]' বিষয়ে, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস [illegible] কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় 'শ্রীল প্রভুপাদ ও অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, ধ্যান ও স্মরণ' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করি[illegible]। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মের অতুল মহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি[illegible] শ্রীধর মহারাজ "শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible]" বিষয়ে, উপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদ ও পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকতত্ত্ব" বিষয়ে একটী উপদেশপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কর্ত্তৃক "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু" এই মহাজনগীতি কীর্ত্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

[illegible] দর্শনার্থী

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপ্তাহকালব্যাপী সংকীর্ত্তন-বিরহোৎসবে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা, ব্যবসায়ী, ব্যবহারাজীবী, কলেজের প্রফেসর, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি বহু ব্যক্তি আগমন করিয়া নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন সৌভাগ্য লাভ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মিঃ বিজনকুমার মুখার্জী মহোদয় শ্রী. মে. আগমন করিয়া শ্রীধামের দর্শন করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণ এবং [illegible] কাৰ্য্য পরে পর্য্যন্ত [illegible]।

"যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহদ্বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হ'ন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোটবস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীন হইয়া আসিবার ব্যবস্থা করেন।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ নারায়ণ, ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::)০(::——

আমাদের হৃদয়ে শ্রীশচীনন্দন উদিত হউন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি, ভগবান্ পূর্ব্বে জগতে যে সকল দান করিয়াছেন, সে সকল দান হইতেও সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ দান, পূর্ব্বে যাহা দেওয়া হয় নাই—এরূপ অপূর্ব্ব দান জগতে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীবিদগ্ধমাধব গ্রন্থে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ-টী প্রদান করিয়াছেন, তিনি জগদ্গুরু আচার্য্য। তিনি আমাদিগকে যে আশীর্ব্বাদটি 'বঃ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অনুগত দাসানুদাসসূত্রে সেই বাক্যটী 'নঃ' শব্দের দ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি। অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় মূঢ় জীবের জন্য করুণাপরবশ হইয়া—আমরা যে ভাষায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব, এইরূপ ভাষায় আমাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবানের সেবার প্রকারভেদ অর্থাৎ কত প্রকারে মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থসমূহ সেবা করিতে সমর্থ, যে যেরূপভাবে অবস্থিত, আত্মার বৃত্তি যাঁহার যেরূপভাবে উন্মোচিত হইয়াছে, তাহা লইয়াই সেই একমাত্র সেব্যবস্তুর কি প্রকারে সেবা হইতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রস্তরাদি সকলেই তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে যে সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন কেনবস্তুর স্বরূপ দান করিয়া এ যুগে কান্ত হন নাই। তিনি এই যুগে এক অনর্পিতচর বস্তু দান করিয়াছেন। তিনি আত্মার সেবার প্রকার জানাইয়াছেন। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীব হৃদয়ে—আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত অবস্থায় পতিত ব্যক্তিগণকে তাঁহার অনর্পিত, উন্নতোজ্জ্বল রসের সেবা প্রদান করিবার জন্য—উজ্জ্বল রসের মহাভক্তি শ্রীমতীর সকল লোককে বিতরণ করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন। মানুষ মনে করে, এই বাহ্য জগৎ যাহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই মূলবস্তু, কিন্তু সকল কারণের কারণ, সকল মূলের মূল—স্বয়ং ভগবান্ এই অপূর্ব্ব দানের দাতা, তাঁহাতে সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য অবস্থিত।

জগতের লোক সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কেহই নিরানন্দ চান না। আনন্দ আবার নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়াতে অবস্থিত। কিন্তু এই জগতে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা চিরকাল স্থায়ী নহে। তাহাতে হেয়তা অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিবর্ত্তনতা প্রভৃতি দোষ বর্ত্তমান। বহুবিধ ঐশ্বর্য্যের ভাবসমূহ এই জগতে নশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল কালের মধ্যে আসে আবার কালের মধ্যে চলিয়া যায়। এই জগতের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া নশ্বর বলিয়া, জগতের সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্যের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ পার্থিব নাম-রূপ-গুণাদিতে, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশঃ, পরাক্রম প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন না। ইহজগতের আনন্দস্রোত শুকাইয়া যায়, কেননা উহা সীমাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। তাহার যতটুকু প্রাপ্য, জীব এই স্থানে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করে। ফলে তাহার যোগ্য প্রাপ্যটীও হারাইয়া ফেলে। যে মূল বস্তু হইতে জগতের বহুমাননীয় ঐশ্বর্য্য আসিয়াছে তিনিই ভগবান্ শ্রীহরি। যাঁহার অসংখ্য অনুগত অর্থাৎ বস্তু বা জীবতত্ত্ব সম্প্রদায় রহিয়াছে তিনি ঈশ্বরবস্তু। আমরা ইহজগতে যে সকল বস্তুকে উপভোগ্য বোধ করিতেছি সেইসকল বস্তু তাহাদের নিত্যস্বরূপে অবস্থান করিয়া যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য সমুৎস্রীব তিনি—শ্রীভগবান্। যাঁহার আংশিক-প্রকাশ নৈবজ্ঞানের উপভোগ্য ব্রহ্ম নামে অভিহিত সেই ব্রহ্ম, সেই পরাৎপর মূলপুরুষ শ্রীভগবানের স্বাভিপ্রায়ে প্রকাশিত। এই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব। যাহা মানুষ কল্পনা করে বা জানিতে পারে এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসেন নাই। যাহা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারে কখনও প্রচারিত হয় নাই তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরি আগমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞগণ যাঁহার অসম্যক্ স্ফূর্ত্তি, যোগিগণ আংশিক বৈভব বা ব্যাপক সূক্ষ্মরূপী শ্রীহরির কথা বলিয়াছেন। আমরা সেই শ্রীহরির কথাও বলি না; যাঁহারা উজ্জ্বলরসের বিপ্রলম্ভা-বিশেষ—অঙ্গসঙ্গের জন্য বিরাগ-বিশিষ্ট সেইরূপ ব্যক্তিগণের জানগম্য অসম্যক্ বস্তু প্রতীতির কথাও বলিতেছি না। 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ একটী অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ইহজগতের খাওয়া-দাওয়া-থাকা, চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা বা সপ্ত ব্যাহৃতির কথায় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হউক।

ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকার ভাবের ভূমিকাতে 'রস' উপলব্ধি হয়। ভাবভক্ত বিচিত্রতার মধ্যে অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। যখন হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অতিশয় পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ আস্বাদনে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত যে বস্তু আস্বাদিত হয়, তাহাকে 'রস' বলে। উহা বল-বর্দ্ধিনী, সাবজীবতাবান্ পশুজগত বা পশুপক্ষীর পরস্পর বৈধুন্যধর্ম নহে। আত্মা যখন নিরুপাধিক প্রাপ্ত হয়, তখনই আত্মবৃত্তিদ্বারা ঐ রস আস্বাদিত হইয়া থাকে। অভিনেতার অনুভূতিতে যখন 'ইট-পাটকেল' বা কোন জড়বস্তু থাকে না, তখন ঐ রস আস্বাদিত হয়। আমরা এই বিকৃত প্রতিফলন দেখিয়া মনে করি যে, এই অনুভূতি থামিয়া গেলেই বুঝি বাঁচিয়া যাওয়া যায়। এই জগতে পঞ্চবিধ বিকৃত রস বর্ত্তমান। কিন্তু এই রস কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি বলেন,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" ব্রহ্মবস্তু—বৃহদ্বস্তু—পূর্ণবস্তু হইতে এই আংশিক বিচিত্রতা এই জগতে বিকৃতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যা'র ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়া দূরের অন্তরালে উপস্থিত হই এবং একটি জানালা দিয়া ঘোড়-সোয়ারকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মনে করি যে, ঐ অশ্ব পূর্ব্বে দৌড়াইতে ছিল না, পরেও দৌড়াইবে না এবং ঐ অশ্বারোহীও বাহ্যমান অশ্বের উপরে আমার দর্শনের পূর্ব্বে ও পরে আর থাকিবে না, তাহা হইলে যেমন আমার বিচারে ভুল হয়, অর্থাৎ অশ্বারোহী আমার সূক্ষ্ম জানালা দিয়া দেখিবার বহু পূর্ব্ব হইতে দৌড়াইতেছে, পরেও সে দৌড়াইতে থাকিবে, কেবল আমার জানালাটিরহো-দূক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং বাঙ্গ্রহণযোগ্য বা অসম্পূর্ণ রসাধারে দর্শন করিতে গিয়া উহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না, ইহা আমার বা জড়দৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ও সম্যক্ দর্শনের অভাব-দ্যোতক। তদ্রূপ যাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্র নৈবজ্ঞান দ্বারা বিচার করেন যে, চিন্ময় বিচিত্রতা থামিয়া যায় তাঁহারাও তদ্রূপ ভ্রান্ত অনধ্যাপ্তদর্শী।

পঞ্চপ্রকার রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস। মধুরসমার্জ্জিত সর্ব্বরস। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুররসমধ্যে 'স্বক' ও 'পরক' বিচার শ্রীগৌরসুন্দর ছাড়া আর কেহ এত সুষ্ঠুভাবে দেখান নাই। শ্রীগৌরসুন্দরপ্রমুখ কৃপা-মধ্যে সেই রসেরই প্রচুর ঔজ্জ্বল্য নিহিত রহিয়াছে। জীবের সর্ব্বপ্রাপ্য যাহা, জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় যাহা, কৃত্রিম সাধনপ্রণালী নয় যাহা, সকলের উপদেশিত আছে যাহাতে—এরূপ বস্তু তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই মানব-জাতির একমাত্র কৃত্য। এইটী তাঁহার মহাবদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের—এমন কি, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য, নারদাদির অগম্য ব্যাপার পর্য্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

বিরহ-সভায় বক্তৃতা

——::(০)::——

[বক্তা—শ্রীমদ্ অপ্রাকৃতভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু।

বিষয়—'শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গৌরকিশোর।'

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা শ্রীচৈতন্যমঠ।

কাল—২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৭), মঙ্গলবার; অপরাহ্ণ]

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 'নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।'

'দেবাঃ গন্ধর্বাঃ যাসাং হতো অমুষ্যাঃ' (?)

শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গৌরকিশোর সম্বন্ধে বলিতে যাওয়া আর বামন হইয়া চাঁদ ধরা একই কথা। দুগ্ধ কত বড় নদী সিন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহার ক্ষুদ্র প্রভাব প্রসারিত করিয়া অপ্রাকৃত সিন্ধুকে লক্ষ্য করে। তবে আমার ভরসা এই যে, আমার সাধ্যানুসারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করিতে পারিলে নিজকে ধন্য মনে করিব। 'আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম' বলিতে আধিভৌতিক রক্ষা হইতে কর্ত্তব্য

শ্রীআচার্য্যদেব পর্য্যন্ত অবর্ণ্য জানিতে হইবে। শ্রীগুরুবর্গ অপ্রাকৃত-তত্ত্ব। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদপুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥

শ্রীগুরুদেব আমার প্রাকৃত বুদ্ধিকে দূর করিবার জন্য আমাকে 'অপ্রাকৃতজ্ঞান' এই আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের যত মঠ আছে সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সঙ্গ আসনে শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদকে অবস্থিত দেখিতে পাই। বিষ্ণুজাতীয়বিগ্রহ ও আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহগণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তাঁহারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত আছেন। আমরা এই শ্রীল গৌরকিশোরকে যত বিচার দ্বারা যাহা বুঝি, তিনি সেই বিষয়—শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগৌরকিশোর নহেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে শ্রীমহাপ্রভু ও অপর পঞ্চতত্ত্বের বন্দনায় বলিয়াছেন—

"বন্দে গুর্ব্বীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥"

'শ্রীমহাপ্রভু' বলিতে ছয়টী তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। গুরুবর্গ, ঈশভক্ত, ঈশতত্ত্ব, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ ও ঈশশক্তি এই ছয় তত্ত্ব। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরকিশোরে সকল তত্ত্ব আছে। ভগবান্ Transcendental তত্ত্ব। তাঁহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সকল ইন্দ্রিয়েই সকল শক্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণ নাসিকার দ্বারা দেখিতে ও শুনিতে পান, এমন কি চুলের দ্বারাও দেখিতে পারেন। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কার্য্য হইতে সক্ষম। আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই ভগবানের কেশাবতার, চক্ষু অবতার, নাসিকা অবতার। শ্রুতি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"। শ্রীগৌর-কৃষ্ণ মধ্যমাকার সচ্চিদানন্দবপু। শ্রীগৌরসুন্দর বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ এবং গৌরকিশোর তাঁহারই আশ্রয়বিগ্রহ দেহবপু।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর যে প্রকার গৌরসুন্দরের প্রচারলীলার সহায়ক ছিলেন, এই যুগেও সেই প্রকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগৌরকিশোর আবির্ভূত হইয়াছিলেন মহাপ্রভুর নাম ও প্রেমপ্রচার করিবার জন্য। বয়োবর্দ্ধনে তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠা ও প্রভৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ নিজ গুরুদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষার্থ বলিয়াছিলেন,

পূর্ব্বে আমার অভিমান ছিল যে, আমার ন্যায় ঐ চারিটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর জগতে নাই। কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট আসিয়া আমার সকল অহঙ্কার দূর হইয়াছিল। আমি যে মহাপণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতাম তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইল। আমি জানিলাম শ্রীল গৌরকিশোর মহাপণ্ডিত। আমি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতে গেলে তিনি আমাকে প্রথম দিন বলিলেন,—'আমি আপনাকে কৃপা করিব কিনা তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলিতে পারিব না'। তাঁহার নিকট দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—'আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি'। আমি বলিলাম—'আপনার কৃপা না পাইলে আমি জীবনধারণ করিব না।' তৃতীয় দিন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—'আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য ভগবদ্ভক্তির নিকট অতি তুচ্ছ।' আমি বলিলাম—'আপনি কপটচূড়ামণি কৃষ্ণের ভজন করেন বলিয়া আমার সহিত ছলনা করিতেছেন? আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপা প্রাপ্ত না হইলে আমি এই জীবন রাখিব না।' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তাঁহার পদধূলিতে অভিষিক্ত করিলেন এবং আমাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

জগতে তথাকথিত গুরুনামধারিগণ কোন পণ্ডিত, ধনী বা কুলীন ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে পাইলে নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর জগতের মধ্যে কুল ঐশ্বর্য্য, শ্রুত এবং শ্রীতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকেও প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। আশ্রিত গুরু-শিষ্য না কি না দিয়ে কিরূপ গোলমাল হইয়া যায় তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি পূর্ব্বে এক জাতি-গোস্বামীর শিষ্য হইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে একদিন দর্শন করিতে যাই এবং তাঁহাকে কয়েকটী মুদ্রা প্রণামী দিতে উদ্যত হই, তখন সেই ব্যক্তি আমাকে বলিলেন,—'তোমাকে প্রণামী দিতে হইবে না। তুমি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে কুলে তোমার ন্যায় শিষ্য পাইয়াছি—ইহাই যথেষ্ট।' আমার তখন বোধ হইল যে আমি তাঁহার শিষ্য নহি, আমিই যেন তাঁহার গুরু হইয়া পড়িয়াছি। উঁহার মনের ভাব এই ছিল আমার শিষ্য হইলে তাঁহার বহু পসার জুটিবে।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজকে দাম্ভিক, তার্কিক প্রভৃতি বলিয়া জানাইয়াছিলেন, তাহাতেও আমাদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শিক্ষা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি হইয়াও যে অনুষ্ঠানের অভিনয় করেন তাহা আমাদের প্রতি পরম দয়া। শ্রীল প্রভুপাদ অনুষ্ঠানের অভিনয়ের দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হইলেও জীব সর্ব্বাবস্থাতেই হরিসেবা করিতে পারে। শ্রীগৌরকিশোর বিষয় এবং শ্রীগৌরকিশোর আশ্রয়বিগ্রহ হইতেই শ্রীরূপানুগ-ভজনপ্রণালী প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীগোস্বামীর শ্রীল প্রভুপাদ। যে শাস্ত্র চৈতন্যবাণীকে রোধ করিতে চাহে—সে নারকী। দেহাভিমানী ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি—ব্রাহ্মণ বা শূদ্র। দেহাসক্তিশূন্য এবং অনাদি-বাসনা কিছু সেবকই উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ। শূদ্র বুদ্ধ বা শূদ্র হৃদয় লইয়া বৃথায় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শূদ্র মনে করিলে বা নিজকে শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় মনে করিলে গুরুসেবা হইবে না। প্রথমে সকলকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। আমার পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরই মহাকুলীন, মহৈশ্বর্য্যশালী, মহাপণ্ডিত ও মহাশ্রীসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর মহারূপবান্ ছিলেন। শ্রীরূপের ছটায় তিনি নিত্য আলোকিত। তিনি মহাপণ্ডিত বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় মহাপণ্ডিত তাঁহার নিকট অবনত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেবকে কখনও ছোট মনে করিও না। তাঁহাকে শূদ্র মনে করিও না। তিনি সর্ব্বদেবতা ও ব্রাহ্মণগণের নমস্য। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ এবং গৌরধাম, গৌরনাম, গৌরকাম সেবার কথা জানাইয়াছেন। সেই শ্রীগুরুদেবের বাণী রক্ষা করিতে যাইয়া, তাঁহার বাণী সংরক্ষণ করিতে যাইয়া আমাদের প্রাণ চলিয়া যায় যাউক। শ্রীল প্রভুপাদের অত বড় আমাদের সত্য সত্যই আছে থাকে তাহা হইলে আমরা গুরুনিন্দা ও গুরুবিদ্বেষ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিব না। গুরুদেব আমাদিগকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের জন্য যদি দরকার হয় তবে জীবনের শেষ বিন্দু রক্তও দিতে হইবে। আমরা যদি কৃষ্ণভজনবাসী হইয়া যাই তাহা হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কখনই ছাড়িব না। সূর্য্য যেমন উঠেও না, ডুবেও না কিন্তু আমরা তাঁহাকে উদিত ও অস্তগত দেখিয়া থাকি, তাহা আমাদের ভ্রম। শ্রীগুরুদেবও নিত্যকাল আছেন, প্রকট ও অপ্রকট লীলাভেদ মাত্র। শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের দেহধারী ছিলেন না। তিনি আমাদের নিত্যকালের আশ্রয়, নিত্যসত্য বস্তু। শ্রীল প্রভুপাদ পরমদয়ালু, তাই তিনি আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া যান নাই। তিনি আমাদিগকে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন—"বাসুদেবানুগত্যে থাকিয়া ত' সদা সর্ব্বদা"। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহারই উপর শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সূর্য্য অস্ত গেলে যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগালাদি তাহাদের রাজ্য বিস্তার করে, অত্যাচার উপস্থিত করে, সেইপ্রকার প্রভুপাদের অপ্রকটে বহু গুরুদ্রোহী (?) ও গুরুদ্রোহীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের কার্য্যাবলী তাহাদের স্বরূপের পরিচয় দিয়াছে। আমরা শ্রীল গৌরকিশোরের কৃপায় সেইপ্রকার অসৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া সাগ্রহে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিয়োজিত থাকিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইব।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে সপ্তাহকালব্যাপী শ্রীশ্রীআচার্য্য-বিরহ তিথি পূজা উৎসব

দাক্ষিণাত্যের আন্ধ্রপ্রদেশস্থিত শ্রীশ্রীগৌররামানন্দ মিলনস্থলী শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ২০শে ডিসেম্বর আচার্য্য বিরহতিথির অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও বিগত ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী-তিথিতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে এবং আগামী রবিবার ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, 'সরস্বতী-জয়শ্রী'-পারায়ণ ও মহাপ্রসাদবিতরণাদি অনুষ্ঠানসমূহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিরহ আচার্য্য-বিরহ-তিথি উপলক্ষে শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে একটী সাধারণসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত আলেখ্য অর্চ্চাবিগ্রহ সুসজ্জিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত সভায় বিভিন্ন ভাষার বক্তাক্রমে মঠসেবকবৃন্দ এবং কভূর সহরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাডভোকেট এম, ভি, সুব্বা রাও পান্তুলু গারু ও ডি, এন্, সোমরাজু আচারী গারু পরমারাধ্য-তম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সভার কার্য্য শেষ হইবার পর সংকীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ — শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রাপ্তিগ্রন্থাগারে নদীয়া প্রকাশ বর্তমান আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাধ্যক্ষ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। চৈতন্যাব্দ ৪ বঙ্গাব্দে ১৩২৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্তন, প্রথমচতুর্মাস-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক শ্রেষ্ঠাপাদ শ্রীপাদ ভক্তিচরণ দাস ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীভক্তিসদন তাপবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নু গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমুদি-ভবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চাঁচল পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ ওয়ারী, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমদনলাল ব্রজবাসী।

(২৫) নবাই-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পলিবাড়ি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীহরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজারভেটরী হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ষ্টেশন রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩১নং কাশ্মীরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক শ্রীসনাতনপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৪০) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ কৌড়োলা, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কুম্বালা হিল ডিং

রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধিকামাধবজীউর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন ব্রহ্মচারী

(৫২) কাভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধিকা গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক,—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীবৈকুণ্ঠ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জগন্নাথ, পুরী

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসপ্রভু দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস বনবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারখালী, পোঃ চিরকুটা, (মালদহ)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাসন

১৮০৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্রামটন, লণ্ডন, ই ৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ... কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible]

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাইকারি মণ
দাদখানি	৬।০
বালাম	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
রাঁধুনী	৫।০
পাটনাই নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
গোবিন্দভোগ	১০৲-১০।০
রাঁধুনী আতপ	৫।০ ৫৸৶
ঐ বাদশাহি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৶০

চিনির দর

[illegible], টাইপ	১০৷৶০
[illegible] ১০০০ নং	১০৶০
[illegible]	৯
[illegible] সাদা	৮।০—৯৶০
[illegible] লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৪৷০
[illegible]	২২৲
চাঁদিবার	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] বস্তার সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] বস্তা প্রতি মণ	৬।০—৬৸৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible] নং (২	৫৶০—৫৷৶০
[illegible] (এ)	৫৲—৫।০
[illegible] (বে)	৩৸০—৪৸৶০
[illegible] নং (৩)	২।০—২৸৶০
[illegible]	১৯৶০—১৸০
	১৯৶০—১৯৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲
	৬৪।০

[illegible]	৪৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ সীট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী—	[illegible]
লোহার কড়ি ' জয়েষ্ট বা বাঁম	
বাঁকা	৮৸৶০—৯।০
ঐ বে মার্কা চাদ্দরা [illegible]	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৷৶
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮।০—৯৸৶০
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৬৶০
২৪ গেজ—	১৪.৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট	
২৪ গেজ—	১৭৲
সীস	।৶৫—৩৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৫৸০
পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৩৸০—৭৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টীন পাতি, গোলটু, খরাদে	৮৸০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
রড	৮৸০—১০।০
[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
[illegible] বলের হালবল ৫৶০, পাটের হালবল ৬।০	
কুলার হালবল ৪।০	

ধূনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

সাবেক গোলার কাইন	৫৪৲
[illegible] আবেন [illegible]	৪০৲
[illegible] পুরনিস কাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible] খাট গোলাপটি, [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible] হাই স্কুল, বিদ্যালয়

[illegible] পরিচালিত—[illegible], বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] খোলা। [illegible] ও [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই [illegible] পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন করিয়া [illegible]।

[illegible]

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] পারিবে, [illegible], ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৭—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১১-১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহানার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর [illegible] পল্লীবাসীর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] [illegible]। [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] কিনা। [illegible] বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:●:—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-সদাচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির [illegible] জীবনচরিত এযাবৎকাল কোনও প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অনুকম্পায় [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত করিয়াছে। এতে [illegible] ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] ১১৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র দশ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

[illegible] গ্রন্থ [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:●:—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিপংক্তি প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬
" সিকি কলম ১০৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲
" এক কলম ৩৬৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
ত্রৈমাসিক "
মাসিক "
প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যা [illegible]।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সম্পাদক [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত [illegible] এবং [illegible] লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবো [illegible] দর্শন এবং [illegible] ভগবানের [illegible]। এই [illegible] অভিনব ও আদ্যন্তহীন গ্রন্থ [illegible] চিত্র সম্বলিত। [illegible] [illegible] তুলনা-মূলক শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] শব্দার্থ [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ প্রেমভক্তসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:○:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এবং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর
শ্রীনবদ্বীপধাম—'ঈশোদ্যান'—শ্রীমায়াপুর
শ্রীধামপ্রচারপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKAS

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সার্ব্বত্রিক সংবাদ-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই পৌষ, ১৩৪৪, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৫০]

বিবিধ সংবাদ

——(৩০।১২।৩৭)——

নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন যে, যাঁহারা এতাবৎকাল অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হন নাই, অথবা কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি-রূপে সম্মিলনীতে যোগ দিতেছেন না, তাঁহারা দর্শক হিসাবে সম্মিলনীর সভাতে উপস্থিত হইতে পারেন। দর্শকগণের প্রবেশপত্রের মূল্য দুই টাকা মাত্র। ২৮শে ডিসেম্বর সকাল হইতে বিদ্যাসাগর কলেজে অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে প্রবেশপত্র পাওয়া যাইবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণকেও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া সমিতির অফিস হইতে তাঁহাদের ব্যাজ ও কাগজপত্র লইয়া যান।

মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়-গৃহে একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। একজন ডাক্তার তাঁহার সহযোগিগণসহ উক্ত ক্যাম্পে সকাল ৯টা হইতে ১২টা ও বিকাল ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবেন। সাধারণ অসুখের চিকিৎসার জন্য ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে ৩ মিনিট হল দুইটি প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। মেডিক্যাল কোরাম্বুলেন্স ও সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্সের সভ্যগণ তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

লেডী ডাক্তার প্রত্যহ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে মহিলাদের বাসস্থান পরিদর্শন করিবেন।

বিহারের অর্থ-সচিব আহত

গত ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ৮৷৹ ঘটিকায় পাটনা হইতে আট মাইল দূরবর্তী দানাপুর নগরে একটি মোটর দুর্ঘটনার ফলে বিহারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিং আহত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সিং গয়া জেলায় পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

মাননীয় অর্থসচিব মাথায় বুকে ও পায়ে আঘাত পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিং শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী নামক জনৈক সাংবাদিক মোটর চালকের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনিও গুরুতররূপে আহত হন এবং দুর্ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

— —

নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী সম্মেলন

গত শনিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় হাওড়া টাউনহলে নিখিলবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মৌলবী তামিজুদ্দিন খাঁ এম, এল, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাকা, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, ২৪পরগণা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, এবং বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

শ্রীযুক্ত ডা, এইচ এন, কে মুখার্জ্জী, সন্তোষকুমার বসু, বি, [illegible], নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ ব্যানার্জ্জী, বীরেন রায়, সুশীল ঘোষ, পি, সেন, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন মুখার্জ্জী, নলিনচন্দ্র কর, বীরেন্দ্রমোহন সেন, ক্যাপ্টেন এম, কে, বসু, লেঃ ক্যাপ্টেন এস, কে ব্যানার্জ্জী, কে, এন, মিত্র এবং প্রভাস ব্যানার্জ্জী।

মাদ্রাজের শিল্প বিভাগ

১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বর্ষ শেষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে মাদ্রাজের শিল্প বিভাগীয় ডিরেক্টর নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন :—

১৯০২ সালের শিল্প উন্নয়নে সরকারী সাহায্য সংক্রান্ত আইনে মাদ্রাজে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ইহার যে সংশোধন করা হইয়াছে, তাহাতে প্রয়োজন হইলে পুরাতন অথবা নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিরও উন্নতি করা সম্ভব হইবে।

মিহুরে শিল্প উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্য্যের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া মিহুর রাসায়নিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় কর্পোরেশন গঠন এবং মেসার্স ভক্তি এ ব্রেড্‌লেস এণ্ড কোংএর পরিচালনাধীনে সূতাকাটা প্রভৃতির নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি মিল স্থাপনে আলোচ্যবর্ষে শিল্পবিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত আয়োজন চলিতেছে।

কুটীর শিল্প

পূর্ব্বে 'কুটীর-শিল্প' বলিতে শ্রমিকগণ স্ব-স্ব গৃহে নিজেদের লাভের নিমিত্ত যে কার্য্য করিত তাহাই বুঝাইত। কিন্তু মধ্যস্থ লোকেরা স্বয়ং বহন্তে যে কার্য্য করে, তাহাও বর্ত্তমানে কুটীর-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত কুটীরাশ্রমে মধ্যবিত্তগণ অগ্রবিত্ত লাভবান হন, সেগুলিকেও ঋণ-দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সব সুবিধার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কুটীর-শিল্পীগণের নিকট হইতে অর্থের নিমিত্ত আবেদন পাওয়া যাইতেছে না। পল্লীশিল্পসমূহকে অর্থদানের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত আইনের অধিকতর সংশোধন করা হইয়াছে।

এই প্রদেশের ব্যবসা বিষয়ে ডিরেক্টরের মাসিক রিপোর্ট এবং বিভিন্ন ব্যবসায়কেন্দ্রে সোমবারে জিনিষপত্রের পাইকারী দর সম্পর্কে বিবৃতি সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ হওয়ায় শিল্পবিভাগ ও জনসাধারণের মধ্যে নিকটতর সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে

যুক্তপ্রদেশ পরিষদের কংগ্রেসী দলের বৈঠক

যুক্তপ্রদেশ পরিষদের আগামী অধিবেশন সংক্রান্ত কর্ম্মসূচী আলোচনার্থ আগামী ১৫ই জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ সহরে যুক্তপ্রদেশ পরিষদের কংগ্রেসীদলের এক সভা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও অবৈতনিক কলেক্টর নিযুক্ত করিবার প্রশ্নও বিবেচনা করা হইবে। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও বেতনভোগী ম্যাজিষ্ট্রেটগণের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম বণ্টন করিয়া দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অবাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড-
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭ সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিগণ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।।০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০ [illegible]
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজী ১৲
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া.
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] ইংরেজী পাক্ষিক, পরে মাসিকভাবে প্রকাশিত হয়। সডাক [illegible] ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০

৪। পরমার্থী [illegible] বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণপর জীবন-চরিত
ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—— ০ ——

নিষ্কপট তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের পথপ্রদর্শক রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১৩ বর্ষ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১ ১৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, বুধবার ডিসেম্বর ২৯ ১৯৩৭ খৃঃ ... ১৩০-৬৪ সংখ্যা

শ্রেষ্ঠাৰ্য্য শ্রীল ভক্তি-বিজয় প্রভু

——::(●)::——

শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির নির্মাণে কৃতসঙ্কল্প

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য গৌর-নিজজন পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরম প্রিয় স্থান শ্রীধাম মায়াপুর। প্রভুপ্রিয় এই শ্রীধামের একনিষ্ঠ সেবক—শ্রেষ্ঠাৰ্য্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুদেবের ভজনস্থলী 'শ্রীভক্তিবিজয় ভবন' নির্মাণ করিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের পরম প্রীতির পাত্র হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির ও সেবকগণের বাসস্থান বিদ্যালোকের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে এক রত্নবেদী শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়া উহাও অপ্রতির কৃতিত্বালোকে উদ্ভাসিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীধামগ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাঁহার শ্রীমন্দির ও শ্রীধামপ্রীতি দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কতই না আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—যাঁহার ধামসেবায় পরম প্রীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গোস্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠাৰ্য্য শ্রীল সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-

কলিকাতায় শ্রীশ্রীল আচাৰ্য্যদেব

গত ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর সপার্ষদে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে বরোদার মহারাজা

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক অভ্যর্থনা

অদ্য অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় হিজ্ হাইনেস্ বরোদার মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আগমন করিবেন। ঐ সময় একটী বিশেষ সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হইবে।

— — — —

মন্দির নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীশ্রীল আচাৰ্য্যদেবের নিকট সেই অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে গত ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার সাধারণ সভার অধিবেশন দিবসে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সভাসমক্ষে এই শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে সকলেই পরমানন্দভরে মুহুর্মুহু শ্রীল ভক্তিবিজয় প্রভুর জয়গান করিতে থাকেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর এই আদর্শ সেবাপ্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের বক্তৃতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং পরম্পর অর্থাৎ এবং শ্রীচৈতন্যমঠ প্রভুর সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

মহাপ্রভুর নিজ ধাম অচিন্ত্যভেদাভেদ।
গৌরভক্তের চিন্ময় অভিন্ন।

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

শ্রীল প্রভুপাদ আদেশ—'নামসেবা-ময় ধামে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।' শ্রীগুরুদেবের প্রিয়তম শ্রীল নামপ্রভুর নিত্যাশ্রয়ে যদি বাস করিতে পারি তবেই আমাদের শ্রীচৈতন্যমঠে বাস হইবে।

'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।'

শ্রীল প্রভুপাদ অভিন্ন শ্রীরূপমঞ্জরী। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে সেই রাগ-মার্গের সেবা দান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বিলসদ্ব্রজবাসসৌভগাতিলাস্যসুখাস্বাদনবিভবোন্মাদিনীং
শ্রীমদ্রাধামাধবযোঃ চরণসরোজৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীমদ্গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।
কদা ত্বাং কুলবৃন্দারণ্যঃ সুরভিঃ তে
নিভৃত কালিন্দীতটকুঞ্জকোণম্।
রূপং রূপাং রূপবতোঃ যাবধনাশং
অন্যত্র বিনাভিত চিত্তবৃত্তঃ যে।

(স্তঃ ৩০।৫২।৩৭)

অনায়াসে ভবরোগ-দুঃখনাশং জ্ঞাং
বৃন্দাবন কিরণ শ্রবণং স্মরণীয়ম্।
যা ভক্ত্যা শ্রবণমাত্রমপেক্ষ্য নিত্যা
তেজস্বী কৃপাপরং মহাতিবিনিৰ্ম্মিতাম্।

(ভাঃ ১০।৭।৮১)

শ্রীরাধাগোবিন্দ, গৌরসুন্দর ও শ্রীগুরু-বর্গের বিপ্রলম্ভ জীবের একমাত্র মুখ্যবস্তু। ভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতী ধারায় ভজন করিলে তাদৃশ সান্নিধ্য লাভ হইবে। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবার নহে।

নাম শ্রেষ্ঠ মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজেষু সুদিনসুখ-বিচিন্তয়॥

ছোড়ত পুরুষ অভিমান
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥
বরজ বিপিনে সখী সাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ॥

কমলমঞ্জরী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন নয়নমণি শ্রীল গৌরকিশোর এবং বার্ষভানবীর দয়িতদাস শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের প্রতি এই শ্রীধামগৌরবে কৃপা করুন এই প্রার্থনা। আজকের কীর্ত্তনের ফলে প্রভুদের শ্রীচরণে শক্তি লাভ আমাদের হউক।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

"যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহদ্বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোটবস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ ভক্তের সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীন হইয়া আসিবার ব্যবস্থা করেন।"

—পদ্যাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণায়

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ নারায়ণ, আদি কার্ত্তিকোদনাদী গৌরাব্দ ৪৪১

অধোক্ষজ-বস্তুতত্ত্ব

বিশ্বদর্শনকারী মায়াবদ্ধ জীবসমূহের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা বৈকুণ্ঠদর্শনের চেষ্টা অন্ধকারের অন্তর্গত বিষয়দর্শন। ইহাই লৌকিক ভৌমলীলায় দর্শনীয় আধার।

অধোক্ষজ বস্তু দর্শনে ভোগময়বুদ্ধিবশতঃ নানাকালে নানাপ্রকার বাধা লাভ করে। অপ্রকটলীলায় সেই সকল বাধার অবকাশ নাই।

কৃষ্ণাবতরণের জন্য অধোক্ষজ বস্তু 'কৃষ্ণ' বেশক সেই অন্তর্গত পারিষদের রূপধারণে সেই ও সেবা স্বাভাবিক পার্থক্য প্রকট হইয়া প্রপঞ্চকে নির্মল মুগ্ধ করিবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। কিন্তু মায়াবদ্ধ জনগণ তাঁহাকে প্রাকৃত দেহ ও জড়কালের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ চিন্ময় দেহলীলাকে মূঢ়তাবশতঃ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। প্রপঞ্চগত বদ্ধজীব মায়াধীন হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম দেহ লাভ করে। ভগবদ্বস্তুতে সেই প্রকার দেহ-দেহিবিভাগের কল্পনা করা অপরাধমূলক মাত্র। জড় বিচার মুক্ত চিন্ময়চক্ষুর দ্বারা চিন্ময়দেহবিশিষ্ট ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা পরিদৃষ্ট হয়। যখন কোন মুক্তজীবের সৌভাগ্যক্রমে তাদৃশ অধিকারলাভ ঘটে সেই সময় তিনি চিদাকাশে চিন্ময় লীলা, চিন্ময় পরিকর, চিন্ময় গুণ, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ বস্তুর দর্শনে সমর্থ হন। অধিকারহীন জীব বদ্ধাবস্থায় তদ্রূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিকজগতে প্রকটিত নাম-রূপাদিতে অন্তর্জ্ঞান লাভের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা মাপিয়া দেখিবার প্রয়াস করিলেও সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎকৃপার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 'চৈতন্য' দর্শনে অধিক সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা আলোচনা করিতে গিয়া অনেকে ঐতিহাসিক অথবা আধ্যাত্মিক বিচারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, কোথাও বস্তু-কল্পনা কৃষ্ণনামে আরোপণ করিয়া লোকের কল্পসমূহের দ্বারা ভগবানের অপ্রাপ্য স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার যত্ন করেন এবং পরিশেষে ভগবানের নির্গুণ, কেবল, নিত্য পৃথক্ বিচারে স্থূল ও সূক্ষ্ম কাঠামো মাত্র দর্শন করেন। কখনও বা চেতনহীন নিরূপ করিয়া কেবল স্থূল ও সূক্ষ্মাতিরিক্ত মাত্রও অন্য তত্ত্বও লাভ করেন না। চিৎ-প্রকাশের ন্যায় চিন্ময় ভাগবতের চতুর্ব্বিধসমূহ ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিণত করিলে 'চিদাকাশের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তথায় চিন্ময় বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা ভগবানের ভক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট অনুভবনীয় হয়—ভক্তিযুক্ত জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব, বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের অনকদুন্দুভি, দেবকীর গর্ভধারণ, কংসকারাগারের উদ্ঘাটন প্রভৃতি আলোচনার বিষয় হয়। আবার ঐসকল বিষয়ে ভোগবুদ্ধিতে অর্থাৎ 'মাটিয়া' বিচারে প্রাকৃত সাহিত্যিকের ধারণা চিত্রণে নিযুক্ত হইয়া প্রকাশ করে। কৃষ্ণের জন্ম, অপ্রকট প্রাকৃত লীলাসমূহ ভোগময় দর্শনে বিষয়ীভূত হইয়া সেই সকল দেশে ঘটনা ব্যাপারমাত্রে আমাদের চিত্তকে অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে জড়ময় নরকাগ্নিতে প্রবেশ করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্রে রাজনীতি দর্শন, চরিত্রহীনতার আরোপ, ভগবদ্বস্তুতে দেহের পরিকল্পনা ও "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" প্রভৃতি বিচারপরায়ণ বাক্যগণের অবস্থা অবলম্বন ঘটে।

যে সকল পরম মহাপুরুষগণ কৃষ্ণসেবোন্মুখ থাকেন, বলদেবের সেবা করেন, এবং কামাদি ভ্রান্ত তাঁহারা কৃষ্ণ ও বলদেবকে বাস্তব বিচারে আকর্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে সেবাই করিয়া থাকেন; আর যাঁহারা সর্ব্বদা বুদ্ধি প্রবল হইলে দেহদেহি-বিচার অপিচ অন্য নির্ব্বুদ্ধিতাক্রম তীক্ষ্ণ শরদ্বারা কৃষ্ণ-বলরামের শরীর ক্ষতাক্ত (?) করিবার জন্য ব্যস্ত হন। কৃষ্ণের উপদেশক্রমে তাঁহাদের সেবোন্মুখ নিত্যসিদ্ধত্ব শাস্ত্র স্বরূপের বিশুদ্ধতা প্রকটিত হয়। তখন আবৃত অবস্থায় যাহার অভিনিবেশমুখে প্রকাশ গমন ও তথায় পরস্পর একীভূত হইবার যোগ্যতা লাভ ঘটে এবং বলদেব, বলদেব ও নিজ নিজ দেহ দেহি-ভেদ ভুলিয়া প্রবল হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে। স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের পারবর্ত্তনশীলতার প্রদর্শনের জন্য চিন্ময় কৃষ্ণসেবাপরায়ণগণের সম্বন্ধজ্ঞান মায়ার দ্বারা আবৃত হয় এবং বদ্ধজীবকুল

পাঃ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

[কাল—শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-তিথিবাসর, ২১শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ
স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণ, বিরহ-সভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীগুরুপাদের সেবা কখনও হইবে না। তাঁহার আনুগত্য কাহারও নিকট ছোট হওয়া বাহেও হইবে না। বৈষ্ণবের আনুগত্যই ভজন। অচিন্ত্যবিলাসে নিত্যানন্দ ও উচ্চাবচ ভাবের দেখা আছে। আচার্য্যবিরহ সে প্রসঙ্গ সেইসকল কথা আলোচনা করিবার অবকাশ পাই। স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর স-শরীরে প্রকাশক্ষেত্র হইতে অন্তর্দ্ধান বাক্য গমন করেন। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যময় বপুতে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, কিন্তু অবৈধ্য মায়া-প্রতারিত নরের নিকট মৃত্যু-জাগপদার্থরূপে প্রদর্শিত হয়। তখনই স্বরূপ-বিস্মৃত জড়রোগগ্রস্ত আত্মপ্রতারকারী ব্যক্তি স্বীয় ভ্রমবশতঃ অন্য প্রশ্ন করিয়া বসে। ভগবানের চিন্ময় সাধনের মূর্ত্তি চক্ষুষ্মানের রাতুল চরণের বিনয়াশালী অঙ্কও শরদ্বারা বিদ্ধ করে, সেইরূপ বিশ্ববাসিকগণে নিত্যসিদ্ধ ভ্রমবশতঃ পরিদৃষ্ট হন। শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে শ্রীগৌরসুন্দর একদিন বলিয়াছিলেন যে—'কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।' ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ অসৎ কাহারও পিপাসা বিবর্ত্তের রূপ ধারণ করিয়া বদ্ধজীবকে মায়াবাদী করিয়া তোলে। তখন সে বিবর্ত্তরূপে অনাত্মবোধের অধীন হইয়া নির্ব্বিশেষরূপের অস্ত্র দ্বারা (?) অজ্ঞান বাণ বিদ্ধ করে। ইহার ফলে "নরাকার" "নিরাকার" নির্ব্বিশেষ প্রবৃত্ত করিয়া অপ্রাকৃত সবিশেষ অপ্রদর্শনে বাধা রচনা করিয়াছে, দেখিতে পাই। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' শ্লোক বিচার করিলে জানা যায় যে, বিবর্ত্তের অপগমে জীবের মুক্তাবস্থায় ভগবৎকৈঙ্কর্য্য-লাভের যোগ্যতা হয়, তখন ভগবদ্বিলাসের পরিকরে জীবাত্মার বিনাশ হইলেও একসূত্র জন্মে বিশেষরূপ ফুটিয়া যায়। কিন্তু জরাসন্ধ সাধনের জ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর অপেক্ষা উত্তম জীবন লাভ করেন।

কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের উপলাভকে যে শত্রু অসমর্থ হইয়াছিল জরাসন্ধ ঠিক সেইরূপভাবে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে নাই। জরাসন্ধ শত-বিবর্ত্ত, আর কংস-শিশুপালাদি বিবর্ত্তনাশে অচেষ্ট।

ব্যক্তিগণ ভোগী। চিদ্বিলাসে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য সকলই আছে। ভক্তজনের হৃদয়ে আনুগত্য ও সেবার বৈচিত্র্য নূতন নূতন হইয়া জাগিয়া উঠে। ভক্তের বিচার যথা—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলন-ক্রিয়া কৃষ্ণার্থ... ইতি যাহা সেবা"

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো
বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

দাসানুদাসত্বে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য যত বেশী হইবে ততই ভজনের উৎকর্ষ হইবে। আমাদের অপেক্ষা যিনি শতগুণে ভগবান্ ও অধিকারী তাঁহার অনুগত হইয়া আশ্রয়বিগ্রহের সেবা পাইয়া আমরা লাভবান্ হইব না কেন? আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে থাকিয়া গুরুসেবার জন্য যাহা যাহা আমাদের গুরুপদে উপস্থিত হইবে তাহাই বরণ করিতে হইবে। আমাদের অভিজ্ঞ বৈষ্ণবসেবার অন্তরায়রূপে শত শত জন্মের যে কর্ম্মবিপাক তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য শত শত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা জানিতে হইবে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

মৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

(১)

[শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটতিথি বাসর,
পূর্ব্বাহ্ণ]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥

সমবেত সজ্জনগণ!

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের যে অপ্রকট-তিথি-মহামহোৎসবের জন্য সমবেত হইয়াছি সেই বিরহতিথিকে আমি বন্দনা করি। আচার্য্য বৈষ্ণবগণের শিক্ষা-প্রচার ও বিচার-ধারায় জানিতে পারি যে, বিপ্রলম্ভই ভজন-পরাকাষ্ঠা, বিপ্রলম্ভে গৌরকৃষ্ণভজন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহ উপলব্ধিই ভজন। 'প্রভুপাদের বিরহ' বলিতে কোন বদ্ধজীবের বিচ্ছেদজনিত শোক বুঝাইবে না। ঐরূপ বদ্ধবিচার আবাহন করিলেও অপরাধ হবে।

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।

কৃষ্ণ ভুলে যেন নিজ চিন্তাকিত ? মায়া আকর্ষণ হাতে ধরয়া দুঃখ।

ষষ্টী বৎসরসহস্রাণি বিনা
ভক্তিং যজ্ঞপ্রাণপতয়াম্ বৃথা॥
বৃথা জনম গেল গৌরাঙ্গে আপন সেহি
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ' মোরে পদছায়া
এ অধম লইল শরণ।
যে আমিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্যঠাকুর॥
কৃপাবিন্দু দিয়া কবে নিজে যাবি,
শান্তিপুর পথ অন্তরেতে আনি,
সকলে যাবত আপনি অধীন
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রূপ-গান।
কবে শ্রীচৈতন্য মোরে ক'রবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব পদছায়া॥

—ইত্যাদি মহাজনগীতিতে হরিজন-বৈষ্ণবের বিরহের বর্ণনা হইয়াছে।

আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে শরণাগত হইয়া কাকুতির সহিত তাঁহার লীলা ও নাম-ধামের কৃপায় দেশ ও নিদর্শন পাইবার জন্য আবেদন করিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—

"একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে"।

তিনি আমাকে ভক্তিবিনোদবাণী প্রবণ করাইয়া তাঁহার অনুগতজনের আশ্রয়ে সেবা করিবার উচিত জানাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বর্ত্তমান আচার্য্যপাদের অনুসরণ করিতেও উচিত শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার কর্ণে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রবেশ করিল না। আমার কর্ণরন্ধ্র-সংস্কার হইল না। শ্রীল প্রভুপাদের এক একটী বাণী শ্রীরাধা-গোবিন্দের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-পরিপূর্ণ। আমার কায়মনোবাক্যে শরণ হইল না। আমার যেন কৃষ্ণকীর্ত্তনকারিগণের নিকট থাকে বটে, কিন্তু শ্রবণের জন্য আমি উন্মুখ হই না। মহাপ্রভুর বাণী 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। আমার শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত, অনুগত ও অনুগতজনের আনুগত্যে কীর্ত্তন হইল না। আমি কল্পনায় প্রবণ, কীর্ত্তন করি বলিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তন-কারীর প্রতি আমার বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। আমি বাহাদুর বলিয়া গুরুবৈষ্ণবকে দেখে দেখা ও ভোগবুদ্ধিতে দর্শন করা এখনও ছাড়িতে পারিতেছি না। আমি অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আমার পরমা স্ত্রীর যে বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছি। আজ এক বৎসর যাবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেও তাঁহার অনুগতজন সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিতেছেন। তিনি চৈতন্যরূপে সকলের হৃদয়ে প্রকটিত আছেন। আমার একটী ভরসা এই যে—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্লোক—

অনিবৃত্তিঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োঃ
নিযোগতঃ প্রাপ্তি চ সং ভবোত্তি।
সম্বন্ধ ভক্তিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানক বিজ্ঞানবিরাগ-যুক্তম্॥

অনুকরণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার নিজজনগণের কথা শুনিতে হইবে না। সম্বন্ধ ঠিক হইলে সব ঠিক হইবে। সম্বন্ধ ঠিক না হইলে অভিধেয় কীর্ত্তন হইতে পারে না। কীর্ত্তন না হইলে প্রয়োজন সম্ভব হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট Return Ticket করিয়া আসিলে হইবে না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

সম্যগ্‌রূপে বদ্ধকে সম্বন্ধ বলে। আমি যদি সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত প্রবণ না করিয়া কীর্ত্তন করি তাহা হইলে আমার প্রতিষ্ঠা মাত্র লাভ হইবে। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী দুষ্ট বা সংস্কৃত্যবাক্তি কখনও প্রচারক হইতে পারে না।

কুমতাদিগণ, প্রচারক হন,
প্রতিষ্ঠা-নিযুক্ত তাহা নহে সব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণ গাথা সব॥

শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যমঠে স্থান দিয়াছেন। তিনি এ স্থানে নিত্যকাল আছেন। অতএব আমাদিগকে তাঁহার সেবকজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার সার এইরূপ ছিল:—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আমি আমার সর্ব্বস্ব আমার শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের চরণে অর্পণ করিলাম কৈ?

ক্ষামো নাঙ্গ ন ধৃত্যা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

হায়! আমি এই শ্লোকের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলাম কৈ? হে গুরুসেবকগণ! তোমরা আমাকে গুরুসেবায় নিযুক্ত কর। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের পূর্ব্বেও যে অবস্থা এখনও সেই অবস্থা থাকিলে আমার গুরুপাদপদ্ম লাভ হইল কৈ? 'উত্তমো ব্রাহ্মণো বা বদ্ধঃ'—তাহা আমি পালন করিলাম কৈ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

মধ্যাহ্নঃ করণিয়ং বহুকৈটভারে,
সংসার্থনীয়-সদস্থ্রহ এষ এব।
ব্রহ্মাদি-রুদ্র-পরিচারক কৃপাযুক্ত-
যুক্তাত্ম যুক্তা ইতি নাং স্মর লোকনাথ॥

এই চেতবাণী আমার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল না? শ্রীগুরুদেব ও গুরুদাস-গণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন গতি নাই; আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমি গুরুদাস-গণের অনুগত হইয়া ভক্তিবিনোদ-ধারার ধারক হইতে পারিলাম না। আমি স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিলাম না। শ্রীগুরু-দেবের কাছে থাকিয়াও "কৃষ্ণদাস ও "বল-ভদ্রের" কান্না কাঁদিলাম।

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

হায়! আমার গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ হইলে তাঁহার বিরহে কি আমি স্থির থাকিতে পারিতাম? আমার যে এক বিন্দু অশ্রুও বহির্গত হইল না? মহাজনের বাক্যে বুঝিলাম:—

অপরাধফলে মম চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়া হরি তব নাম উচ্চ করি
বড় দুঃখে ডাকি বিরবার॥
বিহত [illegible] দীনবন্ধো দয়ালো
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীল তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

(২)

[বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ—শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট তিথি বাসর, অপরাহ্ণ]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

সমবেত সজ্জনবৃন্দ! আমি আপনা-দিগকে বন্দনা করিতেছি। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর কি বস্তু—তিনিই বুঝিতে পারেন যাঁহার প্রতি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুর অসীম কৃপা হইয়াছে। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরশক্তি এবং শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরকৃপাশক্তি। উভয়ে এক বস্তু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন। আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীগৌর-কিশোর। তাঁহারই কৃপায় আমরা জানিতে পারি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুই ভক্তিদেবের সেবক। আবার শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় জানিতে পারি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই প্রয়োজন। আত্মবিস্মৃতগণ বিষয়বিগ্রহের সহিত ভোগাদেশ-সংহিত অবস্থিত। অধঃজ্ঞানপরিত্রাণকল্পনার শ্রীগৌর-নামরূপে আচার প্রচারের দ্বারা প্রোজ্জ্বল-বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

কলিকালের যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্।" প্রোজ্ঝিতকৈতব ও নির্মৎসর সাধুদিগের পরমধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, যখন অজ্ঞলোক অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করে, অসাধুকে সাধু এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া চালায় তখনই ভগবান্ স্বয়ং বা তাহা হইতে অভিন্ন স্বরূপ-শক্তিগণকে প্রেরণ করিয়া সনাতনধর্ম্ম—যুগধর্ম্ম—ভাগবত-ধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনমুখে জগতে স্থাপন করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার লেখনীর দ্বারা যে যুগধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সর্ব্বত্র ও সুষ্ঠুভাবে করিয়া বিশ্বব্যাপী প্রচারকের দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী—"কোন মহাপুরুষ অচিরেই আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবেন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন করিবেন।" শ্রীল প্রভুপাদ জগতে আবির্ভূত হইয়া গৌরধাম, গৌরকাম ও গৌরনাম প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক জীবকে শ্রীচৈতন্যমঠকে প্রকাশিত করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক জীবের দেহই শ্রীচৈতন্যমঠ। তাহাতে শ্রীহরি ও গুরুদেব নিত্য অবস্থান করেন। তাঁহাদের সেবক-সূত্রে আমরা দেহের সেবা বিধান করিবার অন্তর্ভুক্ত ভজন যাজন করিব।

মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ২টী অবতার অংশ। ও নাম। আর্তির নিকট আমাদের ভার গণ্ডীর সকল সন্দেহ বা প্রশ্নের মীমাংসা হইল, তাহা আমরা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী হইতে জানিতে পারি। বর্ত্তমান ভক্তিস্রোতের মূলপ্রবর্ত্তক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। উভয়েই দয়ার অবতার। প্রভুপাদই অর্চ্চা ও নামের কথা জানাইয়াছেন। অতএব অকপট বৈষ্ণব, গৃহ ও সংস্থান সকলই প্রভুপাদের দ্বারা প্রকাশিত। নতুবা আমরা গোলোক ও মহিমা হইতে বঞ্চিত হইতাম।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌর-কিশোর, শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদ ও শ্রীল অনন্ত বাসুদেবপ্রভু সকলেই গুরুপাদ।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

অঙ্কলক্ষ্মী-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, মায়াপুর শ্রীধাম, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান [illegible] শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রী [illegible] আছেন। [illegible] বর্ত্তমান আছে।
রক্ষক শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]
কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] প্রতিষ্ঠিত। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] প্রভুপাদ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসুধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহনগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ জাহনগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর [illegible] স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মস্থান গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত 'মধ্যদ্বীপ')
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিধবল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তামলাল, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদনী পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বল্লভ-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পদ্মহাটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমধুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আগ্‌টাকিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবাসুদেব [illegible] বি এল।

(৩২) নারায়ণপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নারায়ণপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ.

বলদ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরাধাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীরঞ্জুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীভক্তিবিবেক আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড পার্ষদকাঁটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীদেবীরামণ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—গোপালী,

পোঃ ঢোঢোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ার্ডন রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্যালাবাম হিল, ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৫২) মাধবানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) বলগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীপরমেশ্বর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাক্ষী গোপাল

রক্ষক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপদ্মলোচন ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিগঞ্জি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকপিরা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমদা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদা, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহাবিষ্ণু ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ সাতু। চাকদহ

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদজ্ঞ অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইক রোড

গ্ল্যাডস্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক সম্পাদিত

কলকাতার বাজার দর

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানি	৫।০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৬৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲ – ৪।০
পেশোয়ারী	১০ -১০।।
দাদখানী আতপ	৫।০ ৫৷৶
ঐ বাঁশমতি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪।০
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৷৵০
মরিশস ১০০০ নং	১০৵০
মাজোরা সাদা	৯,
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের সোনা	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদিবার	৫৩।০

পাটের দর

আষাঢ়—	৪০৸০
শ্রাবণ—	৪০৸০
ভাদ্র—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৷৶
স্পেশাল ঐ	৬৲—৬৷৶
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৷৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৭)	৩।০—৩৸৶০
পাঞ্জাব	৩৸০ — ৩৸০
ভুষি	৩৸৶০ — ৩৸৶০

গুড়ের দর

মোটা	৫৭৲
মিহি	৫৭৲
দলুয়া	৪০৲
ঢাকাই	৪৫৲
খাণ্ডসারি	৯৪।০

ভাল	৪৬০
কাপড়	৩৬০
বালা সাদা	৪১৸
২৬ গেজ—	১৭।
সাঃ মইকা ২। -৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— ৪৫ সাঃ ৫ ০১

লোহার কড়ি (বহেই না বার।

মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ মে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েষ্ট খাম সব সাইজ	৯৷৶
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (বীম	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৶০

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৸০
২৮ গেজ—	১৮,
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৪৶০
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৭৲
শীস	।৶৫ —৸৶
বাগান ঘেরা কাটা তার (বার্বিড)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ডিট কাটা মণ	৩৬০—৫৸০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬০—৭৲ হন্দ

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাতি, বোল্টু, নারেল ৮৸০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

হন্দ ৮৸০—১০।০

নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩।০

চটকলের হাপরণ ৫৶০, পাটের হাপরণ ৬০

তুলার হাপরণ ৪।০

তুলের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আমেরিকা গোল্ডার কাইন	৫৪৲
সিটি আমেরিকা ওয়ার্ক	৪০৲
কটন সুরতির কাইন	৪০৲
সাবর্ণ আসা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গল মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

লাল মরিচ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	
এই পরিমাণ	১৫।০—১৭।০
নং, নূতন পাটনাই	১৭৲ — ১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম–মায়াপুরে

—ঃঃ০ঃঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ওয়ার্ড খোরাক ও দেখাশুনার প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অভাবনীয় সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেহাণার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক বাড়ে। জিহ্বার স্বাদ সংযুক্ত জ্বালাযন্ত্র এবং নতুন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাথে ঔষধটি মিলে কিনা। ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ মেহারা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::०)::——

প্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ... প্রসিদ্ধ লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৫	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা। ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"কৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের স্বৌগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গ ও গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিবার প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীপাদপদ্মপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
[illegible]
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্যতম প্রিয়
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible]-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই পৌষ, ১৩৪৪, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২৫১]

বিবিধ সংবাদ

——(০(০০:)০)——

নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

গত সোমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্সেলার মিঃ সি, আর রেড্ডি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

স্যার নীলরতন সরকার অধিবেশন উদ্বোধন করেন।

"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের পর অধিবেশনের কাজ আরম্ভ হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী সমাগত প্রতিনিধিদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মনীষী শ্রী[illegible] শাস্ত্রী, পণ্ডিত বদরীনাথ শুক্ল, অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সরোজকুমার বসু, মিঃ অমরনাথ ঝা, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, মিঃ জে, সি, গুপ্ত, মিঃ ডি, এন, মল্লিক, মিঃ এস, এম, বসু, অধ্যাপক এ কবির, অধ্যাপক পি, শেষাদ্রি, অধ্যাপক বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত মনোমোহন সেন গুপ্ত, অধ্যাপক অনাথনাথ বসু, অধ্যাপক রাজকুমারী [illegible], শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ছিলেন।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ [illegible] আর পিল, বোম্বাইয়ের [illegible] মিঃ বি, জি, খের ও স্যার আকবর হায়দারী প্রভৃতি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন সেইগুলি সভায় পঠিত হয়।

ইউরোপের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনের গত ২৮শে ডিসেম্বরের কার্য্যসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, (২) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৩) শৈশব ও পারিবারিক শিক্ষা, (৪) প্রাপ্ত-বয়স্কের শিক্ষা, (৫) পরীক্ষা, (৬) স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা, (৭) বৃত্তিশিক্ষা, ও (৮) [illegible] বিভাগের অধিবেশন ও ঐ সকল বিভাগের রিপোর্ট পাঠ।

তৎপর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা।

অপরাহ্ণে সিনেট হাউসে সাধারণ অধিবেশন। শ্রীযুত এস, এল, গাঙ্গুলীর কর্ত্তৃক 'বিভাগ-গত' পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রস্তাবাবলী আলোচিত হইবে। রাত্রি সাড়ে আটটায় সিনেট হাউসে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা হয়। রাত্রি আটটায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে জলসা।

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গত ২৭শে ডিসেম্বর লাহোরে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ ডি, এন, [illegible] অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে বক্তৃতা করিলে [illegible] পরিষদের সভাপতি [illegible] তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলে মাদ্রাজের সার্জ্জন জেনারেল মেজর জেনারেল এস, এস, [illegible] প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, এইরূপ প্রদর্শনী চিকিৎসক সম্মেলনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলে। ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতাল-ব্যবহার্য্য সাজ সরঞ্জাম প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয়; প্রদর্শনীতে চিকিৎসকগণ আধুনিকতম ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ও হাসপাতালের সাজ সরঞ্জাম দেখিতে পান।

অতঃপর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

নারায়ণগঞ্জে ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিহত

গত শনিবার রাত্রে [illegible] থানার [illegible] ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঞা বক্সের বাড়ীর সংলগ্ন এক ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। মিঞা বক্স ও তাঁহার বাড়ীর লোকেরা আগুন নিভাইতে যায়। ঐ সময় কোন লোক মিঞা বক্সকে আক্রমণ করে ও তাঁহার গায়ে ধারাল অস্ত্র বসাইয়া দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দুষ্কৃতকারীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

ঐ দিন মৃতদেহ নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে শবব্যবচ্ছেদের পরীক্ষার জন্য আনা হইয়াছে।

নিঃ ভাঃ হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন

গত ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর টাউনহলে যে নিখিল ভারত হোমিওপ্যাথিক [illegible] কনফারেন্স হয়, উহাতে [illegible] ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য বোম্বাইয়ের ডাঃ আর আর মাথার ঐ দিন কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে বুডাপেস্টে আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক লীগের যখন অধিবেশন হয় তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

সরকারী হাসপাতালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য মিঃ গিয়াস উদ্দীন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল আনিয়াছেন, ডাঃ মাথার টাউনহল সম্মেলনে সর্ব্বপ্রথমে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তারপর বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুমোদন সম্বন্ধে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসাপদ্ধতি অনুমোদন এবং রেজিষ্ট্রেশনের জন্য বোম্বাই সরকারের স্বাস্থ্য-সচিব ডাঃ গিল্ডার যে বিল আনিয়াছেন তৎসম্পর্কে তিনি সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন।

কর্পোরেশনের ছাত্রদের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গত ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্নে ১০ বি নং পাতোয়ার বাগান ষ্ট্রীটে ১নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর দ্বারা উদ্বোধনকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগ উহার বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, এই পরিকল্পনা গত জানুয়ারী মাসে পেশ করা হইয়াছে এবং কর্পোরেশন যে ইহা সমর্থন করিবেন, সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত আছি। একমাত্র সবল দেহই সবল মন গঠন করিতে পারে এবং যাহারা স্বাস্থ্যের অধিকারী, তাহারাই ভাল নাগরিক হইতে পারে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। [illegible] (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
। সংকীর্ত্তনের বাণী ও [illegible] ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিচার তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ সাম্বন্ধ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তিপ্রদা তত্ত্বসারঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারতম্য ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শীক্ষাদেশক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২ সিদ্ধান্তসরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বম্ ।০
৬৫। সম্বন্ধ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০ নামভজন ৴।
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজী
৭২। বৈষ্ণবিজম রিয়াল এণ্ড আপারেন্ট ।৵।
৭৩। দি টিচিংস অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তীজম্ ।০
৭৫। শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয়মঠ ইন বৃটেন ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, মাসি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক মূল্য ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৪০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ [illegible] মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ভরযোগ্য তত্ত্বজ্ঞ-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
ডবল-ক্রাউন ষোলপেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

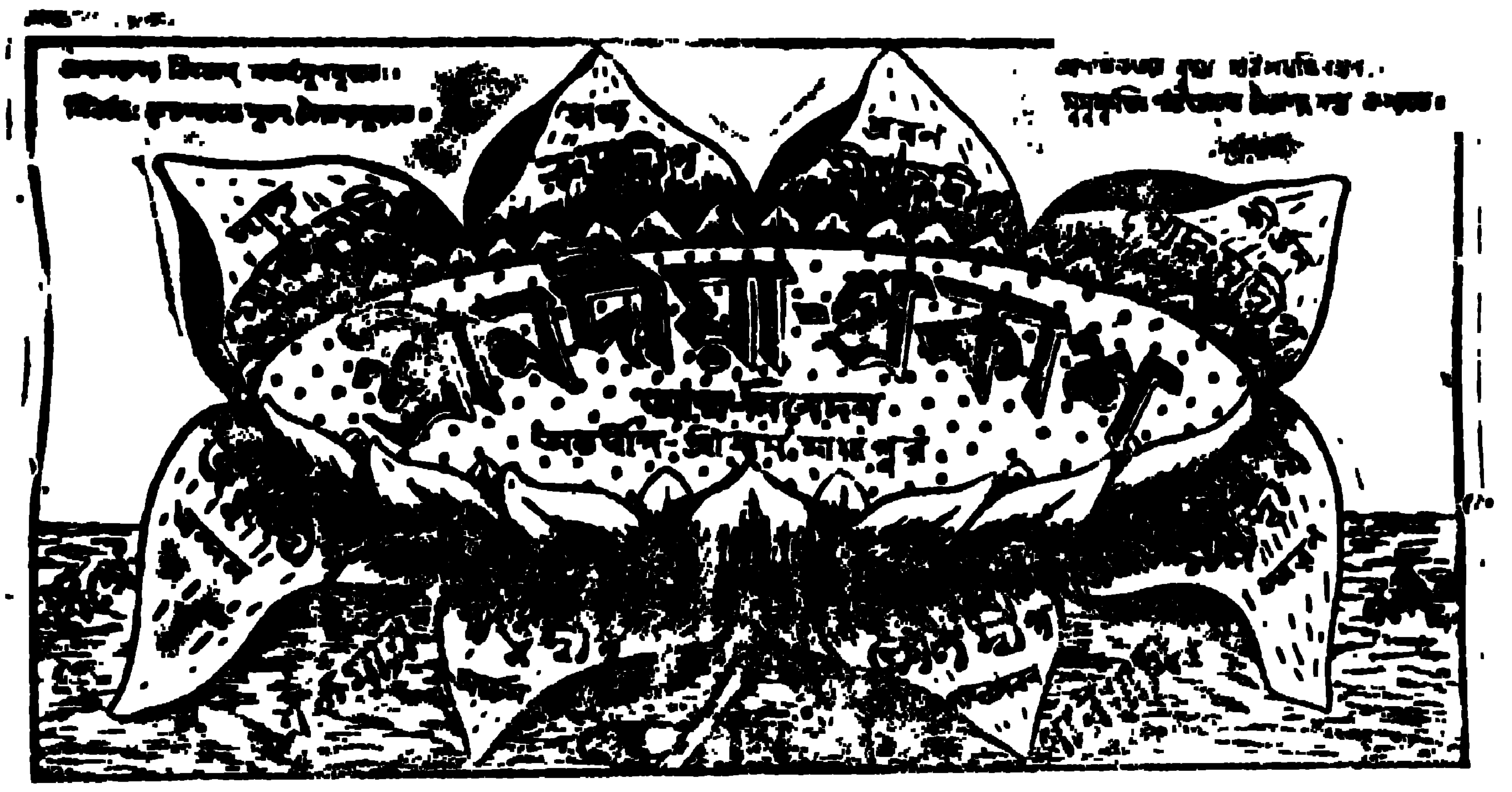

১২শ বর্ষ | নারায়ণ [illegible] ১৫শ পৌষ | ৩১শে ডিসেম্বর | শুক্রবার | ২৫১তম সংখ্যা

[illegible]ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

সাধারণ সভার অধিবেশন

গত ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) ১১ই পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পরম-রাধান্বয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধির প্রাঙ্গণে পূর্ব্বের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়দিগের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ভারতের সর্ব্বত্র হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত বহু ভক্ত এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত যাবতীয় শাখা মঠসমূহ হইতেও মঠসেবকগণ উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্যে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক গৌরবাণী প্রচারের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক, গৌড়ীয়দিগের অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। রাত্রি ১০।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলে। সভার কার্য্য বিবরণী আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

সভারম্ভের কিছু পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভায় শুভাগমন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তিনি আসন গ্রহণ করিলে সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করেন। সভায় [illegible] শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় [illegible] মহারাজ কর্ত্তৃক "গুরুদেব বড় [illegible]" এই গীতিটী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব স্বমুখে [illegible] কীর্ত্তন করেন এবং উপস্থিত সকলে তাহার অনুকীর্ত্তন করেন।

কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর সমাগত আগত-ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের নিকটে শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে [illegible] প্রতিবৎসর বড় [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-মহিমা-সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ১০৮ [illegible] মধ্যে সকলগুলির আলোচনা শেষ না হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে পুনরায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সমাধি-প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয়। "গুরুদেব [illegible] হংস মহাশয়" এই গীতিটী কীর্ত্তন হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

[illegible] শ্রীপাদ ভক্তি[illegible] [illegible] মহারাজ প্রথমে "শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible] পথ", "শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible]", "শ্রীল প্রভুপাদ ও পারমহংস-ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী "শ্রীল প্রভুপাদ ও প্রাকৃত সহজিয়াবাদ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। এই সময় শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় শুভাগমন করিলে সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তদনন্তর গৌড়ীয় সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] 'বিদ্যাবিনোদ প্রভু' "শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible] ও [illegible]", "[illegible] বা বিপ্রলম্ভ [illegible]", "বেদ বা শ্রুতি এবং বেদান্তদর্শন" বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান [illegible] বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া একটী অতীব সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] [illegible] প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌর কিশোর-[illegible]" বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। উহার পর বক্তৃতায় [illegible] শ্রীযুক্ত সৌ[illegible]নাথ সরকার মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটী গানের কথা উল্লেখ করিয়া কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর"—এই গীতটী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীভক্তিবিনোদ নাটমন্দিরে পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় শুভাগমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible]" এবং "শ্রীল প্রভুপাদ ও প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রস" [illegible] একটী [illegible] গবেষণাপূর্ণ [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবে সাক্ষাৎ হরিকথা কীর্ত্তন [illegible] প্রসঙ্গে "বিরহোৎসবে [illegible]", প্রকৃত বিরহ কাহাকে বলে, কীর্ত্তনমুখেই প্রকৃত বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে প্রভৃতি বহু নিগূঢ় বিষয় উল্লেখ করিয়া একটী পরম সারগর্ভ ও চমৎকারিতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর [illegible] শ্রীমৎ [illegible] বাবাজী মহারাজ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

উৎসব সমাপ্তি

[illegible] পরম আনন্দ সহকারে শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রকাশস্থান শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] সমাধি সংশ্লিষ্ট বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যের নির্দ্দেশ ও আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞমুখে বিরহ-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ভারতের সকল স্থান হইতে সেবক ও মঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং বিশিষ্ট [illegible] ও [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংকীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

উৎসবান্তে গত ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর প্রভু, গৌড়ীয় সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ, [illegible] মহারাজ, [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ, [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ, [illegible] মহারাজ, [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ, মহোপদেশক [illegible] প্রভৃতি প্রায় ৮০ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী প্রভু [illegible] তৎপূর্ব্ব দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন।

[illegible] শুভ [illegible] প্রকাশে। [illegible]

'যেরূপ পূর্য অতি বৃহদ্বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোটবস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ নারায়ণ, নিত্য-সর্বোদয়শালী গৌরাব্দ ৪৫১

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণারাধক শ্রীল প্রভুপাদ

(অপ্রকটবাসরে শ্রীল গৌড়ীয়াচার্য্য লিখিত)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

(ভাঃ ১১।৫।৩২)

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
পারিষদগণ যার নিত্যানন্দ রায়।
আর অদ্বৈতাদি পাপ পাষণ্ডী পলায়॥
সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩য়)

হরিকীর্ত্তন-বিমুখ আমাদিগকে যিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রবোধানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যের কৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞের যুগপৎ হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা স্বরূপ ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ যে ভিত্তিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয়-যাজনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাই ত্রিজগৎপাবনী সুমেধস্থিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভজনরহস্যে 'নিশান্তভজনের প্রারম্ভে—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকে সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সংকীর্ত্তনধারা ভজন করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর "স্তবাবলী"র এই বিপ্রলম্ভময় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ॥

যিনি জগতে গৌড়দেশীয় জনগণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া—'হে জনগণ, তোমরা সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক 'হরেকৃষ্ণ' এই নাম কীর্ত্তন কর'—এইরূপ বাক্যে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন গৌরসুন্দর কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিশান্তভজন বা প্রথম-যাম-সেবার বিচার তদনুবর্ত্তী হইতে শ্রীরূপানুগজনগণের আনুগত্যে আলোচনা করিলে শ্রীল প্রভুপাদের জীবনাদর্শে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। নিশান্তলীলায় শ্রীরূপের প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যে অপ্রাকৃত গাঢ় সম্প্রয়োগ, "রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরুবৈর্বোধিতৌ" শ্লোকে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীজয়দেব-সরস্বতী শ্রীগীতগোবিন্দে 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' শ্লোকে 'নক্তং' অর্থাৎ রজনীর পর যে অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই নিশান্তলীলায় শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্প্রযোগিতাবস্থা— ইহাই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা। সেই সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজজন গোলোকের সংকীর্ত্তন বিস্তারের জন্য ভূলোকে আগমন করিয়াছিলেন। আবার স্বেচ্ছায় তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সেই শ্রীশ্রীনবদ্বীপলীলা-দয়িতদাস প্রভুর নিত্যলীলাপ্রবেশের প্রথম বর্ষপূর্ত্তি-'বরহতিথি' অদ্য সমাগত। সেই তিথি সম্রাজ্ঞীকে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠে এবং তদনুকূল অনুসারে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপবিহারীদাস প্রভুবরের ও অনুগজনগণের কৃপাবিন্দু বাঞ্ছা করিতেছি।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর—'সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার' (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৭), 'সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন' (চৈঃ চঃ মঃ ১১।৯৯) প্রভৃতি বাণী—পূর্ব্বের আদরে শিক্ষাদাতাদের চার কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের প্রীতি এবং তদুচিতজনের গৌরকীর্ত্তনের সুমেধা, আর কীর্ত্তনবিমুখতার তাহার মূর্খতা প্রমাণিত করে। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞ কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিবার জন্যই এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্যই তিনি সুমেধোমৌলি জগদ্গুরু ও আচার্য্য-শিরোমণি।

আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ তিনি 'স্বয় আচরি ধর্ম্ম' জীবকে তাঁহার সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণবসেবক তিনি বৈষ্ণবশিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট্ শ্রীগুরুদেব। আশ্রয়শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সর্ব্বোত্তমা হইয়াও গোপীগণের, সখীগণের, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের, দাসগণের, গো-বৎস-বিষাণ প্রভৃতি শান্তরসের রসিকগণের সেবার লীলায় প্রকটকারিণী। এজন্য 'অজ্ঞ'র অনুগুরুরূপ। শ্রীবেদব্যাস-গুরু দেবর্ষি শ্রীনারদ প্রভুও নিজের কৃষ্ণসেবার আদর্শ স্মরণ করিয়া কলিযুগোদ্ভূত প্রিয়পাণ্ডব ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরকেও 'বন্ধু' শব্দে অভিহিত করিয়া প্রচুর সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, (ভাঃ ৭।১৫।৩০)—'হে বিভো, আমরা কেবল কৃষ্ণে গৌরবময়ী বৈধী ভক্তি মাত্র করিয়া থাকি, কিন্তু তোমরা কৃষ্ণের প্রিয়—তাঁহার সহিত স্নেহবিশিষ্ট'।

এই সম্বন্ধযুক্ত সেবাই কৃষ্ণাকর্ষিণী। কুল, পাণ্ডিত্য, তপস্যা বা অন্যান্য জাগতিক গুণ কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। বিশ্রম্ভ-সেবার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে কোন প্রকার সম্মাননীতি অর্থাৎ বণিগ্বুদ্ধি নাই। ভৃত্য বণিক্ নহে, বণিকও ভৃত্য নহে। গুরু অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইয়াও যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন, তিনিই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু।

গুরু শিষ্যকে নিত্য কৃষ্ণদাস-বিচারে কৃষ্ণসেবায় প্রকৃত উৎসাহ দান করেন, সেই উৎসাহের দ্বারা শিষ্যের কৃষ্ণভক্তি অধিকতর প্রকাশিত হয়। এই উৎসাহদানের সংস্কৃত প্রতিষ্ঠাদান এক নহে। উৎসাহদানে শিষ্যের কৃষ্ণসেবাবৃত্তি আবৃত হয় না, উহা ক্রমশঃ সম্প্রকাশিত হয়। উৎসাহ-প্রদান-ব্যাপারটি শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও সাক্ষাৎকার আর অযথা প্রতিষ্ঠাপ্রদান-ব্যাপারটি শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনা বা ছলনাজাল।

শ্রীল কাশী মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—

সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা সনে সম্বন্ধ?
ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে,
সেই জ্ঞান-অন্ধ॥
তোমার ভজন-ফলে তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি' তোমা ভজে সেই মূর্খজন॥
তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন বিষয় ছাড়িলা॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাঁহারে।
ছন্দে খাদি' খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥'
সেই 'রামানন্দ' যে তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখদুঃখে নহে ভোগ-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥

—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৬৮-৭০, ৭৫-৭৬)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জগদ্গুরুত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁহার অতুলনীয় বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তির আদর্শ প্রকাশিত। যে সকল ব্যক্তি অতি সামান্যভাবেও তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের সহায়তা করিতেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার ভৃত্যগণকে তিনি নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়া সেবাশক্তি সঞ্চার করিতেন—ইহা তাঁহার চরিত্রে সর্ব্বক্ষণ দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার এই উৎসাহ-প্রদানকার্য্য শিষ্যের প্রতি অহৈতুকী কৃপা অর্থাৎ শিষ্যের কৃষ্ণসেবাবৃত্তির উদ্বোধনকারী। সেই উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া আজ বহু সেবক জাগতিক দুরাশা আদর্শ, নিজ পরিজন ও যথা-সর্ব্বস্ব জগদ্গুরুর পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া অনন্যশরণ হইয়াছেন। কিন্তু সেজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সেইসকল ভক্তকে কোনদিন তোষামোদ করেন নাই। তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শাসন, 'নিন্দা-নিপিন্দা-কর্কশ-যুক্ত সুতীব্র বাক্যের দ্বারা সংশোধিত করিয়া প্রকৃত 'আত্মীয়তা-সুধারস' পান করাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রশংসা না করিয়া বরং পশ্চাতে অপরের শিক্ষার জন্য তাঁহাদের আদর্শচরিত্রের কথা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার কোন নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ভক্তকে তিনি বিষয় দ্বারা বঞ্চনা করেন নাই, বিষয়ে প্রলুব্ধ করেন নাই। অনেক সময় অনেক মঠবাসী হরিসেবকের আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী আত্মীয়ের সংসারধর্ম্ম ছাড়াইয়া এমন কি ব্যবহারিক জগতের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাণরক্ষণ সংগ্রহে পর্য্যন্ত উদাসীন করাইয়া হরিকীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত করায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক দুঃখ জানাইয়াছেন, কোন কোন মাতা-পিতা শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পুত্রবিরহকাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ বা শ্রীল প্রভুপাদকে নানাপ্রকার ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন,—'আমি এতটা কঠোর ও নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, যাহাদের সেবাবৃত্তির বিন্দুমাত্র উন্মেষ হইয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় দুঃখের বিষয়ের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার জন্য পাঠাইয়া দিব।"

'তোমা ভজে তোমা লাগি', আপনার সুখদুঃখে নহে ভোগ-ভাগী'—এইরূপ ভক্তকে পাইয়াই তিনি ভক্তসম্বোধন মঠ যা

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি, যাঁহা আকৃষ্ণ হয়ে মধুর বৃন্দাবন।

কৃষ্ণের সেবায় গঠন করিয়াছিলেন।—সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যের অনুগ গৌড়ীয়-গণের আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের সেবার জন্যই মঠ বা মিশন স্থাপন করিয়াছিলেন। 'মঠ'-শব্দে যুগপৎ আশ্রয়-আধেয়রূপে ভগবান্ ও ভগবৎকামবাসী আশ্রয় বস্তুকে বুঝায়। যেস্থানে বহু সেবক গুরুদেব বা আচার্য্যের আনুগত্যে আচার্য্য-বর্ত্তিত বহু-বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই গুরুসেবকগণাশ্রয়যুক্ত বিগ্রহ ও বিগ্রহের অধিষ্ঠানই 'মঠ'। এইরূপ বহু মঠের সমবায়কে 'সম্প্রদায়' বা পাশ্চাত্য-ভাষায় 'মিশন' প্রভৃতি বলা হয়।

মঠ' শব্দের অর্থ—হরিকীর্ত্তনমুখরিত স্থান। সম্প্রদায় বা 'মিশন' সংঘ বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠীনিবিষ্টগণ যেখানে আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে পরস্পর একবৃত্তিতে পরস্পরকে বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য—সেবায়ত্ত করাইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। প্রণষ্ট প্রকারে অপ্রচীর্ণ বিষয়-বিগ্রহের অনুক্ষণ-কীর্ত্তনমুখে বর্ত্তনই একমাত্র পরধর্ম্ম। সেই ব্যক্তিগণই মঠসেবক বা সুমেধা। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সুমেধাগণের শিরস্থানের মণিস্বরূপ।

সুমেধোবৃন্দমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কি হরিকথা-কীর্ত্তনে, কি গ্রন্থরচনায়, কি পঠন-পাঠনে, কি মঠ-মন্দিরাদির স্থাপনে বা নির্ম্মাণ-কার্য্যাদির দর্শনে কিম্বা আপাতদৃষ্টিতে দৈনন্দিন কার্য্যে, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ায় কৃষ্ণ-উদ্দীপনের সন্ধান ও কৃষ্ণসম্বন্ধ-যোগে যুক্ত থাকিবার অভূতপূর্ব্ব আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কথা ও ক্রিয়ার মধ্যে সব যুগপৎ অপূর্ব্ব সমন্বয় সব বস্তু হইয়া প্রকাশিত হইত। তাঁহার দেহ ও মন এবং স্থানের মধ্যে সেবার বৈচিত্র্য নিত্য প্রকাশমান ছিল। এমন কি, প্রবজীবিগণের কার্য্যাদির পদার ভিতর তিনি কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনায় বিভাবিত হইতেন। সাধকের একটি ক্রিয়া কিরূপ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রত্যেক এবং অনন্ত নিত্যক্রিয়ার সাথে উপরে কেন্দ্র একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত, বৃত্ত বা বৃত্ত প্রকৃতি হয়, তাহা তিনি ভাগবতগণের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও প্রদর্শন করিতেন এবং হরিকীর্ত্তন-মুখে সুমেধা শিষ্যগণকে উপদেশ করিতেন। তাঁহার মতে সমস্ত ক্রিয়া—কৃষ্ণকীর্ত্তন মুখ্যপ্রকাশের উদ্দেশ্যে না হওয়া উচিত নহে। তিনি বলিতেন এক মাত্র বিষয়ই যথার্থ—

"পরস্পরানন্দ বাণী ব্যাপি পূর্ব্বকর্ম্মসু।
ভবেদ্বা বন্দনা কথনম্।"

—এই বাক্যের মুখ্য-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন বিচারে অভ্যন্ত আচরণীয় যা করেন। ইহা যাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের মহাযজ্ঞ-যজ্ঞের পুরোধা ও সুমেধা। শ্রীল প্রভুপাদ কিছু ভবিষ্যতে ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মঠমন্দিরাদি-নির্ম্মাণে ঐরূপ ব্যবস্থা দেখাইতেন না। তিনি অনেক সময় কাষায় গৃহাদি দ্বারা ভজনকুটীর নির্ম্মাণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন,—যাহারা হরিভজনপরায়ণ হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভজনোপযোগী গৃহ করিয়া অবস্থান করিতে পারিবেন, তৎপরে উহার সংরক্ষণের আর প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যৎকালে যাঁহারা হরিবিমুখতা লাভ করিবেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সংগ্রাহক করিয়া যাওয়া তাঁহার নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য ছিল।

তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে কৃষ্ণের ভোগের ও কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সেবোপযোগী দ্রব্যাদির জন্য ক্ষেত্রকর্ষণ কার্য্য আমাদের সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যের মধ্যেও তিনি কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনা অর্থাৎ বলদেব নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দীপনায় বিভাবিত হইতেন এবং সেই সকল উপদেশ শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করিতেন। দার্জ্জিলিং, শিলং, মুসৌরী, উতকামণ্ড প্রভৃতি শৈলে গমন করিয়া তিনি গোবর্দ্ধনের স্মৃতিতেই উদ্দীপ্ত হইয়া অধিকতর আবেশভরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন, সকলকে আত্মমঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতেন, নবনবায়মান সেবা-বৈচিত্র্য-পরিকল্পনা ও তাহাতে ভক্তগণকে প্রেরণা দান করিতেন। ভোগ-বুদ্ধির বিন্দুমাত্র আভাসও কোন নিষ্কপট সেবক তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই।

পূর্ব্ব বঙ্গে তাঁহার গোবর্দ্ধনস্মৃতির ও মহাদর্শনের উদ্দীপনা হওয়ায়, তিনি তথায় একটি মঠপীঠ স্থাপনের কথা অনেকদিন আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনাদ্রির ব্রজবাসীর বৃহৎ বৃন্দাবন মুক্তাগিরি মালাবর তিনি স্বয়ং গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সংকেতে (ইঙ্গিতে) বলিয়াছেন যে মায়াবাদী ভক্তবৈষ্ণবগণের উৎসাহ পারমার্থিকগণের অনুশীলন হয়, তজ্জন্য তথায় একটি প্রকাণ্ড প্রচারাশ্রম স্থাপনের বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক মতে তিনি কাহাকেও ক্ষুদ্র বলিয়া দর্শন করিতেন না। প্রত্যেককে তিনি বহু আচার্য্যরূপে দর্শন করিতেন। বহু বৈষ্ণবাচার্য্যের সঙ্গে অবস্থান করিয়া—তাঁহাদের বাণী প্রচার করিয়া তিনি আচার্য্য-সেবকের গোষ্ঠী বর্দ্ধন করিবেন, এতদুদ্দেশ্যে তিনি কুটীচক ও বহূদক অবস্থার পর হংস ও পরমহংসগণের সমবী এককালে আচার্য্যগণের ও তাঁহাদের বাণী-সংকীর্ত্তন সেবায় যাহাতে লাভ হয়, ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে যাহাতে চৈতন্য সঞ্চার হয়, এইজন্য তিনি শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ দর্শনে শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীগণের সঙ্গে অচৈতন্য জীব প্রবুদ্ধ হইতে পারিবে, কলিহত সংসার সুমেধা হইয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিতে পারিবে, ইহাই তাঁহার আশাবন্ধ ছিল।

তিনি মূর্খদিগণের জন্য বেদাকে রূপে প্রকাশ করিয়া পুনরায় রূপকে বাণীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া হরিকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের চেতনবৃত্তি উদ্বোধনের জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। কোন স্থানবিশেষের শিল্পবিদ্যার সৌন্দর্য্য-প্রকাশ ও প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রাকৃত বেদাস্বাদে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ হয় ত' মনে করিতে পারেন, তিনি কোন দেশীয় কুম্ভকারগণের শিল্পবিদ্যা প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছিলেন, কিম্বা নদীয়া জেলার উন্নতিকল্পে তথায় স্কুল, ডাকঘর, তড়িতালোক, গোশালা প্রভৃতি স্থাপন ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রসার। ঐসমস্ত কার্য্যে তিনি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুকূলরূপে প্রকাশ করিয়া গেলেন। ভাবনাবিগণ বপুঃদর্শনে মুগ্ধ হন। সারগ্রাহী হংস ও পরমহংসগণ বাণী বা কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারেন, কারণ, তাঁহারা সুমেধা। এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের Morphology ও Ontologyর বিচার।

'Morphos' বা বপুর্দর্শনে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য ও কোটি ব্রহ্মের দ্বারা হরিকীর্ত্তনকে আবৃত করিবার অনুরাগ থাকে না। সমস্ত সংসার এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রতি উদাসীন, অতএব কুমেধা ও বাদরত। 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন' অর্থে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা অর্থাৎ কামদেব কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামদেবের সর্ব্বতোমুখী তর্পণ।

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
(ভাঃ ১২।৩।৪৩)

হে রাজন্! কলিযুগে মানবগণ প্রায়শঃ পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরগণকর্ত্তৃক বন্দিতপাদপদ্ম, জগতের পরমগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা, বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥
(ভাঃ ১২।৩।৪৪)

ম্রিয়মাণ আতুর পুরুষ পতনকালে শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও বিবশকণ্ঠেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্মরূপ অর্গলবন্ধনমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে, কলিযুগে লোকগণ সেই শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।

আমরা ম্রিয়মাণ, আতুর, শিথিলেন্দ্রিয় ও পঙ্গু। আমরা সর্ব্বদোষাকর কলির তাপে তপ্ত, সম্ভোগমদে মত্ত, এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-তিথি-পূজায় যে আশ্রয়ানুগত্য আমাদিগকে নানাভাবে শিক্ষা প্রদান করিলেও আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গলবিধাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই মঙ্গলচেষ্টাকে বরণ করিতে পারি নাই, তাই পুনরায় মহাবদান্যশিরোমণি অপ্রকটরূপে কৃপা করিবার জন্য অজ্ঞান অধম আমাদের নিকট তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী সুমেধাস্বরূপ প্রকট করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে বিষয়বিগ্রহ নামাবতারের আরাধনা শিক্ষা দিয়াছেন।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

"হে রাজন্! সর্ব্বদোষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে, মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাণসর্ব্বস্বপূর্ত্তি-বিরহ-তিথিতে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনকারী বিগ্রহ শ্রীগান্ধর্ব্বী-গিরিধারীর প্রভুর অভিমত আচার প্রচার আদর্শের অনুশীলন করিতে আমাদের লোভ ও অভিলাষ হইয়াছে। তাঁহার অপার্থিব কৃপার কথা অষ্টোত্তরশত ভক্তিতে মালাকারে রচনা করিয়া সপ্তাহব্যাপী সুমেধোবৃন্দ মহামহোৎসবে আমরা তাহা অনুশ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন মুখে অনুস্মরণ করিব। যাহাতে আমরা আত্মনিবেদন ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনতটে শরণাগত হইয়া শ্রীরূপানুগত্যে, বৈষ্ণবানুগত্যে যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুপাদের কীর্ত্তনময়ী পূজা করিতে পারি, তজ্জন্য সকলের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। বৈষ্ণবের আনুগত্যেই আশ্রয়-বিগ্রহশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়। বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণের চেষ্টা গুরুর অনুকরণ, তাহা শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ নহে। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন না, বৈষ্ণবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া সুখী হ'ন। গুরুদেবের কৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ—কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতী যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত শ্রীরূপানুগসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সমৃদ্ধিকে পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন, সুপবিত্রতিথিপূজায় আমরা সেই অপ্রাকৃত বাঞ্ছক শ্রীল প্রভুপাদের গোবর্দ্ধনপূজার একটি নগণ্য উপকরণ হইবার জন্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপা-কটাক্ষ প্রার্থনা করিতেছি। জয় শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর জয়।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শাখা-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ মায়াপুর
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। প্রাচীন প্রভুপাদ ঠাকুরের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। গৌড়ীয়মঠ নং বড়বাজার ৫১১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীগুরুকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

[১]১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহিরন্ময় ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহত্ত্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক শ্রীমহাপ্রভু ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়মুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুলিয়া কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) বারদীগৌড়ীয়মঠ
বারিদী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপীনাথমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ গণিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
রতুনাথ, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিবাব, জিঃ নারায়ণপুর, ষ্টেট, দি
রক্ষক—শ্রীযোগেন্দ্রানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বনপর রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৩২নং জঙ্গমবাড়ী, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রীনামানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ষ্টেট, পি)
রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড
(৪২) রাধাকুণ্ড পার্ষদগোষ্ঠী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবনোয়ারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কুরুক্ষেত্র.
পোঃ জোতোসর, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং নং ৩
রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাকান্তবিশাখাজিউর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রী কৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক — শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সাক্ষীকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিকেশব দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক —শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

([৫৯]) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
ঠিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীধর্ম্মবিক্রম ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (চাকতা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমারখালী, পোঃ চন্দ্রকোণা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
গ্লাসটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—প্রচারোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীজগদ্গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপরমানন্দ চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিদ্যাসম্বর সম্পাদিত
শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলকাতার বাজার দর

৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রামশালি	৮৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
দাদরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রাজাবেক কোম্পানি	৩৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৩০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৶
[illegible] ১০০০ নং	১০৶
[illegible] সাদা	৯
[illegible] সাদা	৮৷০ ৯৶০
[illegible] লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

কণ্সোলের বার	৩৪৷
গিনি	২২৲
চাঁদিবার	৫০৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

টেক্স ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৷৶০—৫৸০
ঐ	৬৲—৬৶০
ঐ ([illegible])	৫৸০—৫৸৶০
ঐ নং (২)	৫৶০—৫৷৶০
ঐ ([illegible])	৫৲—৫৷০
ঐ ([illegible])	৪৸০—৪৸৶০
ঐ নং (৩)	[illegible]—২৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
	১৸৶০—১৸৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৬৬৷০

[illegible]	৭৩৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১৩ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি [illegible]

মার্কা	৮৸৶০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible] ([illegible])	৯৲—১০৲
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
[illegible] আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৸৶০

টাটা প্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৩৶০
২৪ গেজ—	১৪৷৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	

[illegible] প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৲
সীস	[illegible]
[illegible] কাটা ([illegible])	১০৷
সেট কাড়ি বা চিট কাটা মণ	৩৷০—৫৸০

পাটি কাড়ি ৯—৯ ফুট লম্বা ৬৷০ ৭৲ [illegible]

গোল বড় কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০

টিন পাতি, গোলটু, [illegible] ৮৸০—৯৷০

[illegible] টি-[illegible] ও [illegible] ৮৸০—১০৷০

[illegible] আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের [illegible] ৫৶০, পাটের [illegible]

[illegible] ৯৷০

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৯৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷০
[illegible]	১৬৷০—১৭৲
[illegible]	
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার [illegible]
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible] পোস্তা, [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] পড়ার [illegible]—[illegible], বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] । বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও [illegible] মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

[illegible]

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] পারিবে, [illegible], ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-১৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	[illegible]	১২ ১৮	[illegible]	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের
রেহিণীর তৈল
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
[illegible] জ্বর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] তার [illegible] । [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] । [illegible] ছোট [illegible] ৮০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা। [illegible]।
ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ [illegible], [illegible]।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে।০	।৶০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা৷৹ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া জগদ্বাসী ধন্য এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাকাহিনী পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ ইংরাজি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্য ও সাউথ [illegible], [illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা— নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষার "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই পৌষ, ১৩৪৪, ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ২৫২]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

আগামী ৩রা জানুয়ারী বেলা দশ টিকার সময় ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজে বড়লাট ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জুবিলী অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন। পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী উক্ত অধিবেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে হইবে না।

বিদেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি ইতোমধ্যেই ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের ছাড়া জার্ম্মাণীর হেলডিবার্গ কাইজার উইল হেলম ইন্‌ষ্টিটিউটের ফিজিক্স বিভাগের ডিরেক্টার অধ্যাপক ডবলিউ বথেও উহাতে যোগদান করিবেন। তিনি বিমানযোগে ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

বিদেশের ও ভারতের নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকগণকে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস এসোসিয়েশনের ফেলো (অনারারী সদস্য) হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। আবার্ডিনের ম্যাকলিকার ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার অধ্যাপক এল, এফ, ডি, বোর্ড ও জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রাইকোলজীর অধ্যাপক সি, জি, জাং (জুরিখ, বৈজ্ঞানিকদের সুইস বিশিষ্ট প্রতিনিধি) তাঁহারা কলিকাতা অধিবেশনে যোগদান করিবেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এ জীভ, আর মুলার (উপস্থিত সকলের বৈজ্ঞানিকদের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি), স্যার জেম্‌স জীনস, স্যার আর্থার এডিংটন, জুড এফ, ডবলিউ এটুইন ও স্যার জেফারিস হইতে (বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ)।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার এম, বিশ্বেশ্বর রায়, স্যার বেঙ্কট রমণ ও অধ্যাপক যে, এন, সাহা এবং অধ্যাপক, জে, এল, সাইমনসেন (ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১২ বৎসর যাবৎ উহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, বর্ত্তমানে নর্থ ওয়েল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক)।

বড়লাট কর্ত্তৃক সভ্যের সময় প্রদত্ত হইবে।

চীনের আত্ম-নিয়ন্ত্রণে শক্তি-ভিত্তিক জেনারেলের কর্তৃত্ব

সাংহাই-এর সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ যে, চীনের সমরনায়কগণ এক বৎসর কালের মধ্যে বিশ হাজার চীনা বৈমানিককে বিমান চালনায় পারদর্শী করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই বৈমানিক বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ মার্কিন বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে যোগদানের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে এবং চীনারা জাপানীদের উপর যে বিরাট পাল্টা আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে। এতদ্ব্যতীত এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, চীনা বিমানবাহিনীতে যোগদানকারী মার্কিন বৈমানিকদের দ্বিতীয় দল হাঙ্কাও অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিগত মহাসমরে যোগদানকারী বহুজন যোদ্ধা এবং ৯০জন বিমান-চালক আছেন। এরূপ অনুমিত হয় যে, কয়েক মাসের মধ্যে একমাত্র বিদেশী স্বেচ্ছাসৈনিকদিগকে লইয়া জাপ-বিমানবহরের বিরুদ্ধে লড়িবার মত ক্ষমতা-সম্পন্ন একটি শক্তিশালী বিমান-বাহিনী গড়িয়া উঠিবে।

দক্ষিণ-চীনে জাপানীদের প্রথম আক্রমণ

পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ম্যাকাও বন্দরের দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে টং-বাম দ্বীপের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের শব্দনির্ঘোষে ম্যাকাওবাসীদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। কিয়ৎকাল পরে তথায় দুই শত নৌ-সৈন্য অবতরণ করে। একটি ক্রুজার, একটি সহায়ককারী জাহাজ ও দুইটী ডেষ্ট্রয়ার গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

— —

ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন

শোনা যাইতেছে যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে :—

(১) মুসলিম গণ-সংযোগ।

(২) যুক্তপ্রদেশে মুসলমান কেন্দ্র-সমূহে উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থীদের অসাফল্য।

(৩) কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের ফলে কিষাণদের টাকাদানে অসম্মত।

(৪) মিঃ জিন্নার আধুনিক উক্তি সমূহ।

ইন্দুরের দাঁতে আট হাজার টাকা

ব্যাঙ্ক ও টাকা আমানতের অন্যান্য নিরাপদ স্থানের প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ জনৈক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাব ইন্‌স্পেক্টার তাহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বাড়ীর মধ্যে এক বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখে। মোট আট হাজার টাকা নোট করিয়া কয়েকটী বাণ্ডিলে ভাগ করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। এক দিন উক্ত সাব ইন্‌স্পেক্টার ঘর খুলিয়া বাক্সের তালা টানিয়া দেখে, তালাটী ঠিক আঁটা আছে কি না তারপর আর ঘর খোলা হয় না।

গত সোমবার সাব ইন্‌স্পেক্টারের টাকার দরকার হয়। বাক্স খুলিয়া সে তাহার মধ্যে নোট দেখিতে পায় না; তৎপরিবর্ত্তে বাক্সের মধ্যে টুকরা টুকরা কাগজ দেখিতে পায়। অবশেষে দেখা যায় গর্ত্ত কাটিয়া ইন্দুর বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নোটগুলি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। শোকার্ত্ত হইয়া সাব ইন্‌স্পেক্টার কিছুক্ষণ বাক্সের নিকট বসিয়া থাকে। প্রতিবেশীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইতালীয় সাংবাদিক আটক

একখানি ইতালীয় বিমানে কয়েকজন ইতালীয় সাংবাদিক পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলে ঐ বিমানখানা আটক করা হয় এবং ভারতবর্ষের ডিরেক্টর অব সিভিল এভিয়েশনের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে দিল্লী চলিয়া যাইতে বলা হয়। প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষ বিমান-সংক্রান্ত কোন বিধান ভঙ্গ করা হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে দিল্লীতে যাইয়া কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। বিমান চালক ও যাত্রিগণ বলেন যে, ঐ বিমানখানি কোন ইতালীয় সংবাদপত্রের এবং সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে পৃথিবী পরিভ্রমণে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা আরও কয়েকদিন লাহোরে অবস্থান করিতে চাহেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৬৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন জীবন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তিদায়িকা ভগসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তজলসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা. ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸
৪৩। সাধনতত্ত্ব /।
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /।
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যাবলী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠকল্পবিচারঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ফুটিং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যাপচেড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার. কলিকাতা

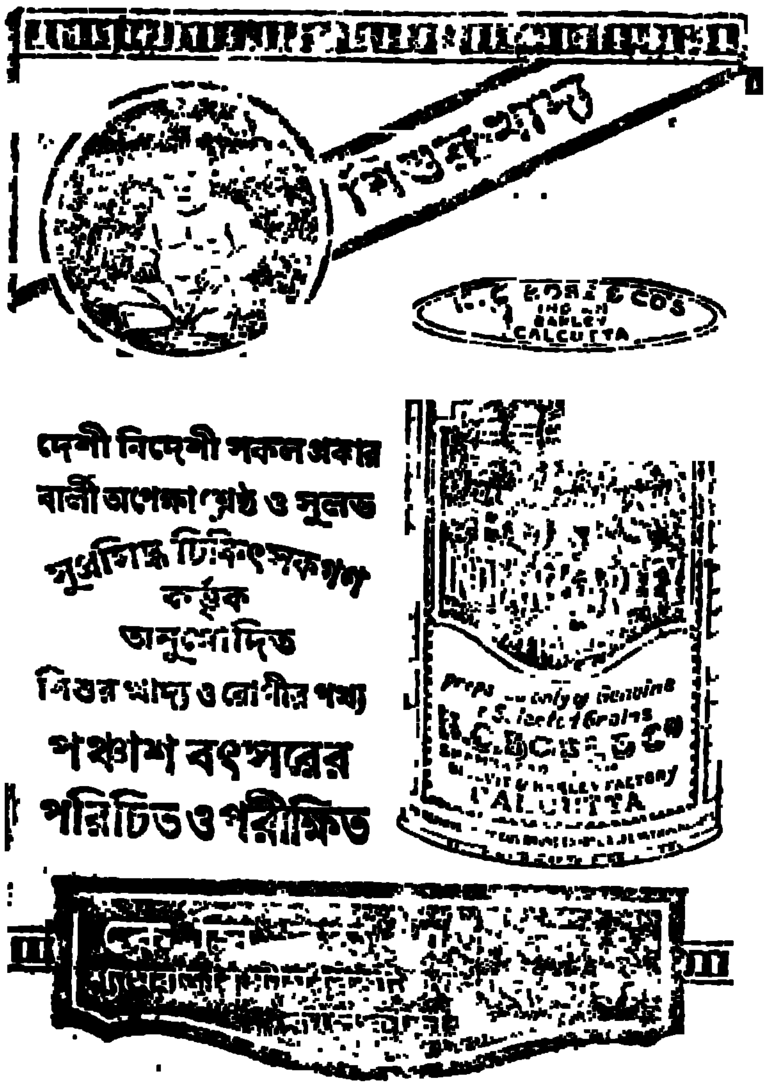

কেভ্রোল

—::●::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রায় নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" ব্যবহার করিবেন। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেবু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বসা-লাপুতা, খাণ্টু এবং অন্যান্য পাতাড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" অব্যর্থ। উহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবনের বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রায় নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)
৬২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদনী, বেঙ্গল।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

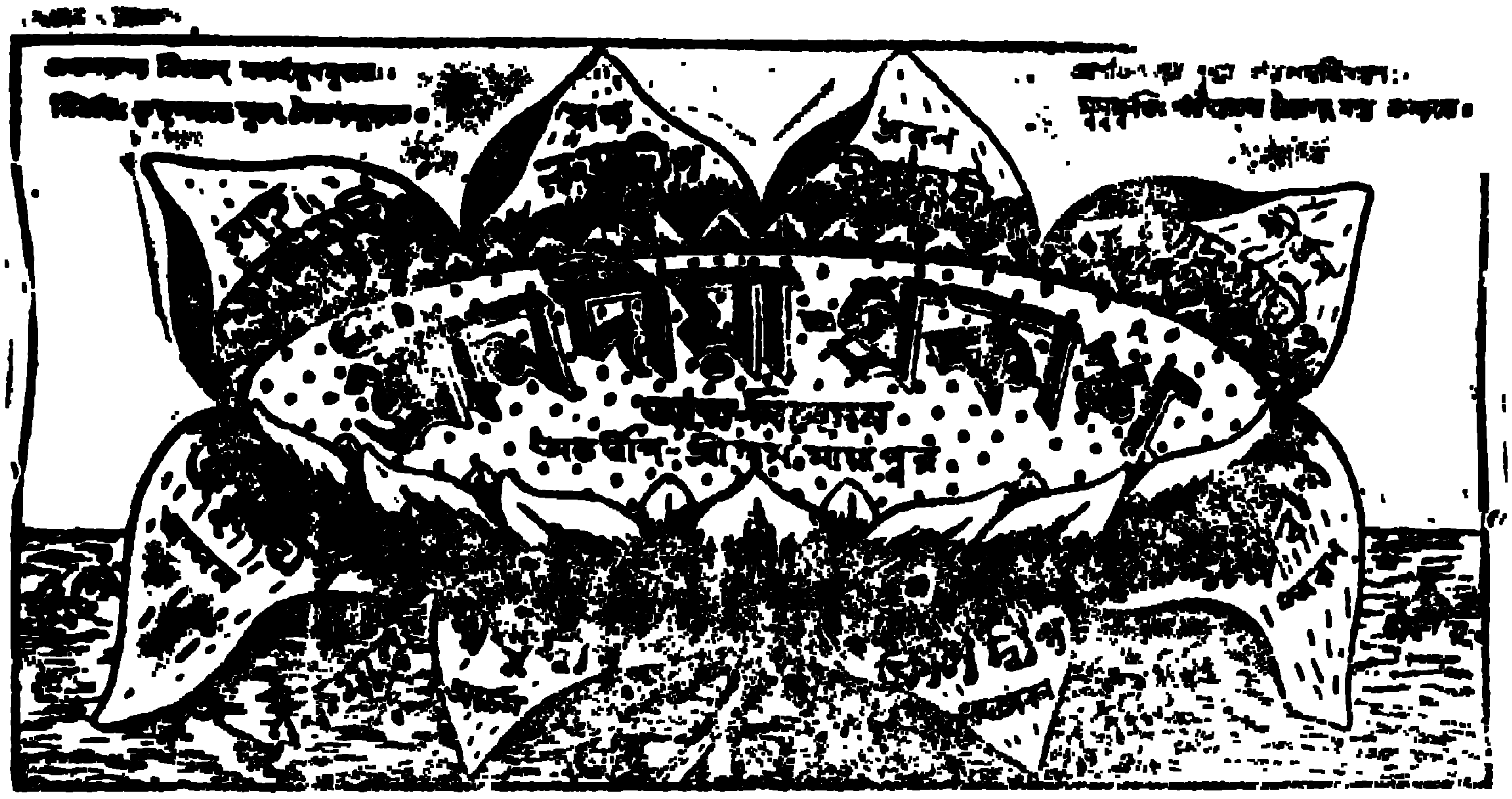

১২শ বর্ষ { ১৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা জানুয়ারী ৩৮, শনিবার ১৫৮৫ম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সপ্ত দিবসব্যাপী নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-মুখে মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন।

এই মহোৎসব উপলক্ষে মঠবাসী ও ধামবাসী ভক্তবৃন্দ এবং বিভিন্নস্থান হইতে আগত গৃহস্থভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে নানাভাবে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়াছেন। শ্রোত্রিয় শ্রীযুক্ত সখিচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নিষ্কপট সেবাচেষ্টা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ও ভক্তবৈষ্ণবের আনন্দ বিধান করিয়াছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত উৎসবের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অর্দ্ধবন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রভৃতি সেবকবৃন্দের সেবাচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিধাওবাসী শ্রীযুক্ত জানকী বাবাজী মহাশয় যে একজন সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। বাবাজী সপ্ত দিবস কাল প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় সুললিতস্বরে বিবিধ মহাজন-পদাবলী ও মহাপ্রভুর কীর্ত্তন করতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার ভক্তগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। এমন একটী লোকও নাই যিনি তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে আকৃষ্ট না হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিভিন্নস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহমহোৎসব

——::(০)::——

পাটনা গৌড়ীয়মঠে

গত ২২শে ডিসেম্বর ৬ই পৌষ মঙ্গলবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট মহা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য একটি সুসজ্জিত মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়া নানা-প্রকার সুগন্ধি পুষ্পমালা ও বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রী-বিনোদগোবিন্দজীউর অর্চ্চনাদির পর বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয়।

মধ্যাহ্নিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে 'গুর্ব্বষ্টক', 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের সম্মুখে 'সরস্বতী-জয়শ্রী' হইতে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুর লেখনী পাঠ করিয়া বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে কোথায়, কি প্রকারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত বর্ত্তমান আচার্য্য-দেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিরূপে তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন, তাহা বিশেষভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনন্ত গুণের কথা এবং জগতের প্রতি তাঁহার অপার করুণার কথা বিশেষভাবে জ্ঞাপন করেন। পাঠের পর শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিভাস্কর প্রভু 'হরিভক্তির একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমাগত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিন প্রাতে কাঙ্গালিগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের অধিকারভুক্ত শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা-মঠ রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহতিথি উপলক্ষে গত ৬ই পৌষ ২২শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। প্রাতঃ ৯ ঘটিকা হইতে 'জয়শ্রী' পারায়ণ হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীপাদ হরিজন দাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণলীলা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হরিজন দাস ব্রহ্মচারী প্রভু ব্যাখ্যাচ্ছলে গুরুপরম্পরা ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-প্রণালীর কথা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার পর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন অন্তে সমাগত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেদিনীপুরে

গত ৬ই পৌষ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ১ম বর্ষ পূর্ত্তি বিরহ মহামহোৎসব মেদিনীপুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সম্মেলনীর সেবকগণ সমারোহের [illegible] প্রাক্তনিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের ভবনে উৎসব যথারীতি সম্পাদন করিয়াছেন। সভামধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা ও কীর্ত্তনাদির পর আচার্য্য-বিরহ সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, উপদেশ-বাণী ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী পাঠ সেবক-গণের দ্বারা "করুণা প্রার্থনা" নামক গান, বিরহ কীর্ত্তন, সভা বন্দনা ও করুণা প্রার্থনা পূজাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। অনন্তর মহোৎসব [illegible]। পরে উপস্থিত সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ সেবানিধি প্রভুর পত্র

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] আচার্য্যদেবের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় [illegible] তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি জানিতে পারিবে শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই অনুগ্রহ করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট মহোৎসব খুবই হইয়াছে। ● ● তোমরা কবে আসার বাড়িতে লিখিবে।

তোমরা পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া সেবাকার্য্য করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল পাইলে সুখী হইব। তুমি আমার দণ্ডবৎপ্রণতি জানিও। অন্যান্য বৈষ্ণব-বৃন্দকে জানাইও।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীনরহরি

ভক্ত-কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জগতে।

"যেখানে পূজা ও গ্রন্থ হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অধিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ গ্রন্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধস্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন।"

— [illegible] ৩য় খণ্ড

[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ নারায়ণ, [illegible] গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

শ্রীগুরুদেব—আমার প্রভু; তিনি—[illegible] অভিন্নভগবান-[illegible] আশ্রয়বিগ্রহ [illegible] অপরিহার্য।

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষয়বিগ্রহ লীলার প্রকটকারী। তাঁর [illegible] বিষ্ণু [illegible] হইতে [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] উদ্ঘাটন করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে শব্দব্রহ্ম আমাদের কর্ণে [illegible] হয়, [illegible] অপ্রাকৃত বৃত্তি দ্বারা তাহা গ্রহণ [illegible] তাহা হইলে [illegible] [illegible] বস্তু আরোপ করিবার ফলে শব্দ ও শব্দবস্তু এক হইয়া সেবোন্মুখ আমার উদ্দীপন হইবে। [illegible] অবস্থান করিতে কোন প্রকার ভেদ নাই; কেননা, তাহা চিন্ময়। বুদ্ধিবলে খণ্ডিত কথার আরোপ করা যাবে, যে কথা নিজে বলছি, সে কথাই নিজে ফিরিয়ে নেওয়া। বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত শব্দার্থ বস্তুর কোন ভেদ নাই। অজ্ঞ বা বিপরীত রুচিতে অজ্ঞতা বা বিপরীত ধর্ম যেমন সম্ভাবিত, বিশুদ্ধ রুচিতেও বিশুদ্ধ ভেদনই অপ্রাকৃতরূপে সম্ভব।

সংকীর্তন বিগ্রহে শব্দ ও বস্তু নারায়ণ ও স্বরূপ বস্তুতে লীলাবৈচিত্র্য আছে। [illegible] প্রভুর স্বরূপ কৃষ্ণে অনন্ত নারায়ণ আছেন। কৃষ্ণচন্দ্রই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বস্তু। তাঁর স্বরূপ হইতেই নারায়ণের পরতত্ত্ব এবং শ্রীবলদেব কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ ও অবতার পর্যায়-ভুক্ত। সেইজন্য তিনি বৃহস্পতি [illegible] উদ্দিষ্ট হইলে গুরু কহে,—কৃষ্ণ স্বরূপত বস্তু আশ্রয়। সেখানে মহামায়ার অস্তিত্ব নাই। মহামায়ার পূজা পুরুষ-চিত্তের সমাক্ সেবা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ—সর্বতোভাবে সেবকের নিত্যসেব্যবস্তু। কৃষ্ণ মধুর [illegible]। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে হইবে। মনের ধর্ম্মাধর্ম্ম কল্পনা করিতে হইবে না। [illegible] না [illegible] চাই। "কৃষ্ণ আমার" [illegible] যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা [illegible] আমাদের স্তব করেন না। 'কৃষ্ণ একমাত্র আমার' এইরূপ প্রতীতি বৈষ্ণবের; কেবল পারমার্থিক। কোনখানে নাই [illegible] বাসনা নয়।

জগতে গোবিন্দসেবা ও জগৎ আমার [illegible] নানাপ্রকার ধর্ম বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] আদর্শে [illegible] মন সমাশ্রয়। তিনি—সমস্ত ঐশ্বর্য, [illegible] মনের [illegible]। আবার, সেই পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীরাধার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়' সেই স্বরূপতি যে কত বড়, [illegible] জানের, এমন কি, অনেক মুক্ত পুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে কৃষ্ণের [illegible] মাধুর্যা সমস্ত জগৎ প্লাবিত, তিনি নিজের মাধুর্যা [illegible], সেই [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] লোকে

শ্রীমতী রাধা—বৃষভানু রাজনন্দিনী, [illegible] মহাভাবস্বরূপিণী, কৃষ্ণের পূর্ণিমা শক্তি এবং [illegible] আদিমাতা [illegible] অলৌকিক আধার। বৃন্দাবনের [illegible] জীবের বা জীবশক্তির [illegible] সম্ভব নয়। সেবকের এরূপ অধিকার [illegible] সেবানন্দ সম্যক্ দর্শন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের উচ্চ দর্শন কেবল সেবাই সমর্থ; তাই ভগবান্ [illegible] আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর উচ্চ করাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর জন্য আমাদের [illegible] উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ,—তিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ [illegible] করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন [illegible] [illegible]

যেদিন [illegible] হইতে আমাদের চিন্ময়ী কৃষ্ণ-প্রীতি লোকেকে [illegible], [illegible] আমরা স্বরূপে মধুর [illegible] গৃহ [illegible] সেবার [illegible] করিব, যে দিন সেই মুরলীধ্বনিতে আমাদের [illegible] আকৃষ্ট হবে, সেদিন আমরা কেবল [illegible] হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত [illegible] গমন করিব। তখন প্রাকৃত-জগৎ আমাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না এবং লোকধর্ম,

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বক্তৃতা

বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও পঞ্চতত্ত্ব

কাল—২১শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যাদেব ও বৈষ্ণববৃন্দ! আমার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের বিষয়ে কিছু বলিবার সেবার ভার পড়িয়াছে। আমি তাঁহাদের আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক 'শ্রীল প্রভুপাদ ও পঞ্চতত্ত্ব' সম্বন্ধে বলিবার সময়ে তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ যে প্রকারে আমাদের নিকট তাঁহার কথা প্রকাশ করিয়াছেন সে কথা বলিতে গেলে এ কথা আমাকে বলিতে হয় যে, আমি সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তবে পরোক্ষভাবে কিছু শুনিতে ও জানিতে পারিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের প্রিয় বৈষ্ণবগণ ও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীল আচার্যাদেবের কৃপাতেই তাঁহার [illegible]

সেবায়, সেবাপর, সেবাসুখ, আত্মসুখ, [illegible] অনাদর, নিজ স্বজন-পরিজনাদির [illegible] [illegible] কিছুই আমাদিগের [illegible] হইবে না। আমরা জগতেই [illegible] জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মার্থাদিকে আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া মুক্তিকে [illegible] আর কাহারও অপেক্ষা গোপীর ঐকান্তিক ধর্ম পালন করিব। তখন ভগবানের শ্রীনাম-মধুর কথা শ্রীগুরুমুখ দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে; চেতন-চক্ষুর দ্বারা ভগবানের শ্রীরূপ [illegible] দর্শনের [illegible] হইবে; সেই পরমাশ্চর্য্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব—ভগবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের নাম শ্রবণ হইবে,—গ্রাম্য-জগতের বেফাঁস কথা, [illegible] কথা, পুরাতন কথা, বেদবাক্যে কথা আমাদিগকে আর প্রমত্ত করিবে না। আমরা 'নবদ্বীপ' লাভ করিয়া স্বাভাবিক [illegible] আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব এবং অনুভাবাদি সাত্ত্বিক মিলনে কৃষ্ণভজন প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণোন্মুখভাবে করিতে সমর্থ হইব। সর্বাবস্থা অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরমপীঠ লাভ হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

দিব্যদর্শন পাইবার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহাদের যে কিঞ্চিৎ কৃপা পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহাতে যে অনুভূতি লাভ হইয়াছে, সেই অনুভূতি সংরক্ষণ করাও তাঁহাদের নিত্য কৃপা-সাপেক্ষ। আজ এই বৈষ্ণব-সম্মেলনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-সম্বন্ধে আমার উক্তপ্রকার ব্যক্তিগত অনুভূতির দুই একটী কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অবলম্বন দ্বারা মহাপ্রভুর কথার কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিজের কথা পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ অহৈতুকী কৃপা-পূর্ব্বক নিজে না জানাইলে জগতের দুর্গত জীবের পক্ষে তাঁহার চেতনময়ী বাণীর আশ্রয় লাভও সম্ভব হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের চেতনময়ী কথা যথাযথভাবে বলিতে পারি সে জগতের কোন কথাই তাঁহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও বিগ্রহ একই বস্তু। কিন্তু তথাপি তিনি বাণীরূপেই কিঞ্চিদ্ভাবে আমাদের চেতনের অনুভূতির বিষয় হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীর দ্বারা যতটুকু সন্ধান পাওয়া যায় তাহাই আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রহণীয়। তাঁহার বাণীর আশ্রয়ে তাঁহার এবং মহাপ্রভুর সেবাই অবিমিশ্র সেবা। অন্যপ্রকার পন্থায় তাঁহাকে বুঝা ভুল হইবে। প্রভুপাদের যে কথা তাহার বিপরীত পথ যাহাদের তাহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। সেই শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়াই আমাদের যত কিছু তত্ত্ব-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা। এতদতিরিক্ত কথা আমাদের আদরণীয় নয়। প্রভুপাদের দয়া ব্যতীত আমরা অন্য কোন ধারার কথার আবশ্যকতা বোধ করি না। প্রভুপাদের সহিত মহাপ্রভুর যে সম্বন্ধ, তাহা শ্রৌত-পন্থায় জানা যায়। মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও স্বয়ং সেবক লীলা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের কথা দান করিয়াছিলেন সংকীর্তন-দ্বারা। শ্রীগৌরসুন্দর কীর্তনযজ্ঞের দ্বারা নিত্যপূজ্য। তিনি নিজের কথা নিজেই বাণীর দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সংকীর্তন-কথাটির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের কথা ও ব্যক্তির সম্পূর্ণত যে জড়িত আছে। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের [illegible] সেবকই শ্রীল প্রভুপাদ। সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের সম্বন্ধে যে সংকীর্তন, তাহা আমরা করিতে পারিব আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে অর্থাৎ চৈতন্যবাণীর আশ্রয়ে। যে শক্তির দ্বারা যুগধর্ম কৃষ্ণসংকীর্তন পালন করা সম্ভব হয়, তাহাই শ্রীবিগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন জগতে শ্রীল প্রভুপাদরূপে। সংকীর্তন-সেবা প্রচারার্থই

তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি শ্রীল প্রভুপাদের কথা জানিতে পারেন, তিনিই মহাপ্রভুর কথা জানিতে পারেন। শ্রী মহাপ্রভুই গুরু, ঈশ্বর, অবতার, প্রকাশ, শক্তি – এই পঞ্চতত্ত্বে নিত্য বিলাস-যুক্ত। এ সকল তাঁহারই স্বরূপ। সংকীর্তন দ্বারাই সেই পঞ্চতত্ত্বের অনুভূতি লাভ হইতে পারিবে। যাহার মধ্যে বা যেই পন্থাতে এই সংকীর্তন প্রকাশিত হইয়াছে, যদি তাঁহার অনুগত হওয়া যায় তবেই তাঁহার সংকীর্তন-যজ্ঞে প্রবেশ লাভ করা যাইতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত হইয়া যদি কীর্তন আশ্রয় করা যায় তবে মহাপ্রভুর সকল বৈশিষ্ট্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে যে প্রকার মহাপ্রভুর কথা সকলের সহজবোধ্যভাবে প্রকাশিত, সেই প্রকার তাঁহার দয়ায় পূর্বাচার্যগণের কথাও প্রকাশিত। তাঁহার কথা যদি আমরা অকুণ্ঠভাবে পালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা অতি সহজে পূর্বগুরুর সেবালাভ করিতে পারি। মহাপ্রভুর কৃপার মহদাধার শ্রীল প্রভুপাদের বাণীরূপ কৃপা যদি অনাদৃত হয় অথবা শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত বাণীর প্রকৃত কৃপা হইতে যদি আমরা বঞ্চিত হই তাহা হইলে মহাপ্রভুর কোন কথাই আমরা জানিতে পারিব না। পরমার্থলাভের সম্বন্ধে বা স্বরূপ উপলব্ধির পথে, আমাদের [illegible] পক্ষে যাহা বর্তমানযুগে অভাব বা প্রয়োজনীয় তাহা প্রভুপাদের কথা আর অন্য কোন আচার্যের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে পাওয়া যায় না। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম অনুগত শ্রীল আচার্যদেব সেই কথাই সকলকে জানাইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কথার সন্ধান লাভের জন্য, তাঁহার কথায় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই শ্রীল আচার্যদেবের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক। শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ প্রভু 'গৌড়ীয়' পত্রে যাহা প্রকাশ করিতেছেন তাহা শ্রীল [illegible] প্রভু [illegible]। তাঁহার [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার সেবা ব্যতীত আমরা কখনও শ্রীল প্রভুপাদের কোন কথাই বুঝিতে পারিব না। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] যাঁহার নিকট প্রকটিত, যিনি প্রভুপাদকে দিতে পারেন, তাঁহার নিকট না যাইয়া অন্য স্থানে শ্রীল প্রভুপাদকে জানিতে গেলে পদে পদে পাঁচ রকম বিপদ এবং অপরাধের পাঁচ রকম ফল হইবে। শ্রীল বাসুদেব প্রভু কোন এক সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ [illegible] ডাক্তার মহাশয়কে কোন একটী [illegible] দেখাইয়া বলে তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কথা ছাড়া আর কাহারও কথা শুনিতে চাহি না।" আমি তখন বুঝিয়াছিলাম যে তাঁহাদের অদৃষ্ট মন্দ। পরবর্তী সময়ে তাঁহ পত্রের দ্বারা জানাইয়াছিলাম, "নদীয়া-প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পত্র। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীল একার একমাত্র সম্পাদক। অন্য কাহারও উক্ত পত্রিকার সম্পাদক অভিমান দুর্বুদ্ধি মাত্র।" আমাদের সর্বক্ষণ বিচার থাকা দরকার যে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কাহারও উচিত নয়। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত নিজজনকে অবহেলা করিয়া যাহারা প্রভুপাদের নিকট যাইতে চায়, তাহারা আউলিয়া।

আমরা কোন দল বাঁধিতে বসি নাই, তবে শ্রীল আচার্যদেবের পদে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত স্বাধীন। তাঁহারা জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কাল্পনিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কথা উল্লঙ্ঘন করিয়া, নিরক্ষর বা বধিরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্রীল আচার্যদেবের চরণে মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তাশীলতা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা এত নিষ্ঠুর ও মূর্খ নন যে যে কোন ব্যক্তির নিকট মাথা অবনত করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের প্রশংসা চান না। তাঁহারা অন্যের নিকট অনেক লাঞ্ছিত হইয়াও সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য সর্বদা বদ্ধপরিকর। যাহারা আচার্যকে বাদ দিয়া পাপ রাখিতে চায় তাহারা মর্যাদা আধিক্য [illegible]। [illegible] সম্বন্ধে লিখিতে হইবে, যাঁহার কথা প্রচার করিতে হইবে, যাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্তন ও উদযাপন করিতে হইবে তাঁহার সহিত পরিচয় না হইলে, অথবা তাঁহার পরিকরের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কোন কথা লিখা হইবে? লেখার মধ্যে কি রস থাকিবে? প্রচার চালাইব, লেখালেখি করিব, কাহাদের জন্য? ছাপাখানাদের লেখ লেখার মূল্য কি? যে বাণী ও বপু এক নয় তাহা অপ্রাকৃত বাণী, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বাণী নয়। His [illegible] morphology শ্রীল [illegible] বপু। এক সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ [illegible] বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সেবা বিষয় morphology ও ontology সম্বন্ধে সকলে এত আলোচনা করিতেছেন কেন? শ্রীল প্রভুপাদ তো এরূপ কথা বলেন নাই।" আমি বলিয়া ছিলাম, "শ্রীল প্রভুপাদ Vedanta its Ontology and Morphology নামক বই লিখে দিয়াছেন। Morphology ও Ontology তাঁহার নিজের কথা। বাণী ও বপু দুইটি ভিন্ন হইতে পারে।" আমরা জানি তাৎকালিক বাণী ও ভক্তের সঙ্গ কিম্বা-কলাপ যদি 'নিত্যতে' অনুভব না হয় তবে এমন বা সেবা হইবে না। বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতায় দেহ-দেহীর ভেদ নাই, সেখানকার সকলই চেতন, সেখানে Ontology ও Morphology একটাই বস্তু। সেখানকার বিচার এখানে চালাইলে চলিবে না এবং এখানকার বিচার সেখানে চালাইলেও চলিবে না। অথচ এই জগৎকে অনিত্য বলিয়া বর্জন করিতেও হইবে না। সেবার মধ্যে কোনও ভেজাল চলে না। পরন্তু আনা সেবা আর এক আনা ভেজাল দিব, এরূপ কথা হইতেই পারে না। বৈকুণ্ঠবাণী যাঁহার নিকট হইতে শুনা যাইবে, তাঁহার অনুগত না হইলে সবই ফাঁকা হইয়া যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদ নিজকে বৈকুণ্ঠ-শব্দাবতাররূপে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কথা বুঝিতে না পারিলে আমরা বরাবরই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নিকট যাইতাম। পঞ্চতত্ত্বের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের যে প্রকার সম্বন্ধ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত বর্তমান আচার্যদেবের তদনুরূপ সম্বন্ধ। তিনি যদি আমাদের আকর্ষণ করিয়া আশ্রয় না দিতেন তাহা হইলে আমাদিগকে কেহই আশ্রয় দিতে পারিত না। একদিন শ্রীমদ্ [illegible] প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে নিতান্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন, 'এখন কাহার জন্য বই, পুস্তক লিখিব, কাহার জন্য প্রচার করিব? কাহার জন্য মন্দির তৈয়ার করিব এবং কাহার জন্য [illegible] করিব?' অপ্রাকৃত প্রভুর এই কথার মধ্যে প্রভুপাদের সহিত নিষ্কপট সম্বন্ধ এবং তাঁহার মনোহভীষ্টপূরণের প্রকৃত রুচি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সন্তুষ্ট হন, তাহা আমাদিগকে একমাত্র শ্রীল [illegible] প্রভুর নিকটই জানিতে হইবে। 'গৌড়ীয়' পত্রিকা [illegible] করিয়াছেন—এইরূপ কথা আচার্যদেবোচিত, শুনিয়াছি মায়াবাদীদের মুখে শোনা যায়। শ্রীপাদ [illegible] প্রভুর কথা যদি না মানা হয়, না স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিতে [illegible] বিরুদ্ধ পন্থায় এবং জগতের চরম অমঙ্গল। শ্রীল আচার্যদেব যেখানে থাকিবেন সেখানেই শ্রীধাম-মায়াপুর। তিনি [illegible] করিবেন। যাহারা আচার্যদেবের চরণে মস্তক অবনত করে নাই তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের চরণেও মাথা নত করে নাই। তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। [illegible] সহিত [illegible] সহিত প্রকৃত সঙ্গ হইতে পারে না। তাহাদের কোন কথাই আমরা শুনিব না। শ্রীল প্রভুপাদের বিরোধীদের কোন কথাই আমরা শুনিব না।

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, ২৫।১১।৭৭

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্বক নিবেদন :—

* *

তোমার ২১।১১ তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। * * তুমি লিখিয়াছ—"হরিভজনে অন্ধকারযুগ উপস্থিত হইয়াছে।" এ কথা তুমি কেন চিন্তা করিতেছ? পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ জীবকল্যাণের জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নিত্যবস্তু। জড়বিচারের বশীভূত হইয়া তাঁহার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে না পারা উচিত নহে। তিনি নিত্যকাল জীবকল্যাণ-কার্যে রত আছেন। তিনি প্রকটলীলা সম্বরণ করিলেও আমরা সর্বদাই তাঁহার অনুকম্পা উপলব্ধি করিতেছি। তুমি তাঁহার কৃপা উপলব্ধি না করিয়া অন্ধকার কেন দেখিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না। [illegible] করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। সুতরাং জীবন [illegible] সর্বদা আমাদের নিকট আসিয়া [illegible] আমরা কোন নিকট তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব না। শরীরের [illegible] পথ ও আমরা তাঁহার কৃপাদেশ পালনে [illegible] চাই [illegible] চাই [illegible]। এই [illegible] আমাদের শ্রীআচার্য-পাদপদ্ম, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]।

[illegible] বাণী প্রচার করিতে হইলে নানা প্রকার [illegible] অতিক্রম করিতে হবে। [illegible] নিন্দা পরীক্ষা [illegible] এই সব বাধা-বিপত্তি আমাদের [illegible] উপস্থিত হয়। [illegible] সকল বাধা-বিপত্তি [illegible] হইয়া যাইবে। নিষ্কপট [illegible] নিকট [illegible] শ্রীগুরুপাদ-[illegible] প্রকাশ [illegible] হইবে।

তবে আমাদের একটু [illegible] হইতে হইবে। অন্যথা [illegible] হওয়া শ্রীগুরুবাণী প্রচার করিবে।

[illegible] বহুপ্রকার লোক বহুপ্রকার আচার বিচারে দোষ গুণ থাকিতে পারে। কিন্তু কাহারও দোষ গ্রহণ না করিয়া তদ্দ্বারা হইতে সারগ্রহণ করিবে। [illegible] লোক যদি শ্রীগুরুসেবা [illegible] কথা [illegible] হয়, তথা। [illegible] অযোগ্য [illegible] কোন বিষয় [illegible] ছাড়িব না—এইরূপ [illegible] প্রতিজ্ঞা হওয়াই [illegible]। [illegible]

(অবশিষ্ট অংশ পরের সংখ্যায় [illegible])

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধারমণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। স্বপাঠীন এবং ... নদীয়া-প্রকাশ দপ্তর আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাধিপতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১০ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমৎ প্রাতঃ ... শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক শ্রেষ্ঠাশ্রমী শ্রীপাদ ... চরণ দাস ভক্তিবিনয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীবাসুদেব ... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অদ্ভুতকৃপাপ্রদশীলমাধব

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) শ্রীশ্রীগৌর স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চায়গর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ চায়গর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীপূর্ণেন্দুবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীবুলি ... পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রিয়বিলাস বাবাজী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) প্রকাশ্যমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাঁসশালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিবার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকেশবদাস প্রসাদ বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ময়দা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮৯নং কালিমপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমদ্ভুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনজী

রক্ষক—শ্রীশ্রীরেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোপাসী,

পোঃ কোটচোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) ত্যাগীগঞ্জ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কাভূর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের-সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দীনাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রসাদ দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রী-শ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) আমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বাধিকারী ব্রহ্মচারী।

(৬২) আলালপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

রূপপাড়া পোঃ মাড় (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপাদপদ্ম দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চক্রতীর্থ, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৩০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

ক্র্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলকাতার বাজার দর

১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঁচ মণ
বাদশাহি	৬৷৹
বালাম চাল	৫৷৷৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
ধাকুড়শালী	৫৷৹
ঝিঙ্গা নূতন	৪৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বরাবরে কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুণ	৩৷৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲ - ৪৷৹
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
ধাকুড়শালী আতপ	৫৷৹ ৫৷৹
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৷৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুণ	৩৷৹

চিনির দর

দাইন, টাইপ	১০৷৹
পুর ১০০০ নং	১০৷৹
মতোরা দানা	৯৲
নপুর সাদা	৮৷৹—৯৷৹
নপুর লাল	৭৷৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	পাঁচ ভরি
সোনার বার	৩৫৷৹
রূপা	২২৲
চাঁদিবার	৫১৷৹

পাটের দর

——	৪৷৹
——	৪৷৹
——	৪১৷৹
নয় বছের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

টা বয়া প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৹
ঐ	৬৲—৬৷৹
ঐ	৫৷৹—৫৷৹
	৬৲—৬৷৹
(খ)	৫৷৹—৫৷৹
নং (২	৫৷৹—৫৷৹
(এম)	৫৲—৫৷৹
(কে)	৪৷৹—৪৷৹
নং (৩)	২৷৹—২৷৹
	১৷৹—১৷৹
	১৷৹—১৷৹

ঘৃতের দর

৫৭৲
৫০৲
৪৫৲
৬৬৷৹

ভাব	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বালা গাওয়া	৪১৷৹
২৬ গেজ—	১৭৷৹
পাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

১০ই ডিসেম্বর ৭।১২।৩৭

টাটার তৈয়ারী— ৩৫ দাম প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৷৹—৯৷৹
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৷৹
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
পাত (টী আয়রণ)	৮৷৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৮৷৹

টাটা গাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গাঃ প্লেন সীট	১৮৷৹
২৪ গেজ—	১৪৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	১৷৹—৮৷৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷৹
স্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬৷৹—৬৷৹
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৬০-৭৲	হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, নয়াবে	৮৷৹—৯৷৹
গোল রড রি-ইনফোস ৫ কনক্রিটের	
জন্য	৮৷৹—১০৷৹
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৷৹	নকল ২৪৷৹
চটকলের হাতুড়ী ৫৷৹	পাটের হা ৷৹
তুলার হাতুড়ী ৪৷৹	

তুলোর দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আমেরিকা গোলার কাইন	৫৪৲
আমেরিকার ওমরা	৪০৲
কংগ্রি পুরনিয়া কাইন	৪৪৲
নাগপুর আজা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গেতি মশলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
নারকেল শাঁস	৮৷৹
সুপারী বেলী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	
ধুট বিরিয়ানী	১৫৷৹—১৭৷৹
নং ২ পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার অধিকারী এণ্ড সন্স লিঃ

৫ নম্বর ঘাট রোড, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—৩২	১৭—৩৮	১৯—৫৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীমায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-১৫	১১ ৪০	১৬-০	১৮-৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮ ৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাংলার প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... অভাব আছে। ... পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন ... বড় বোতল ... আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১৩ ... রোড, কলিকাতা।

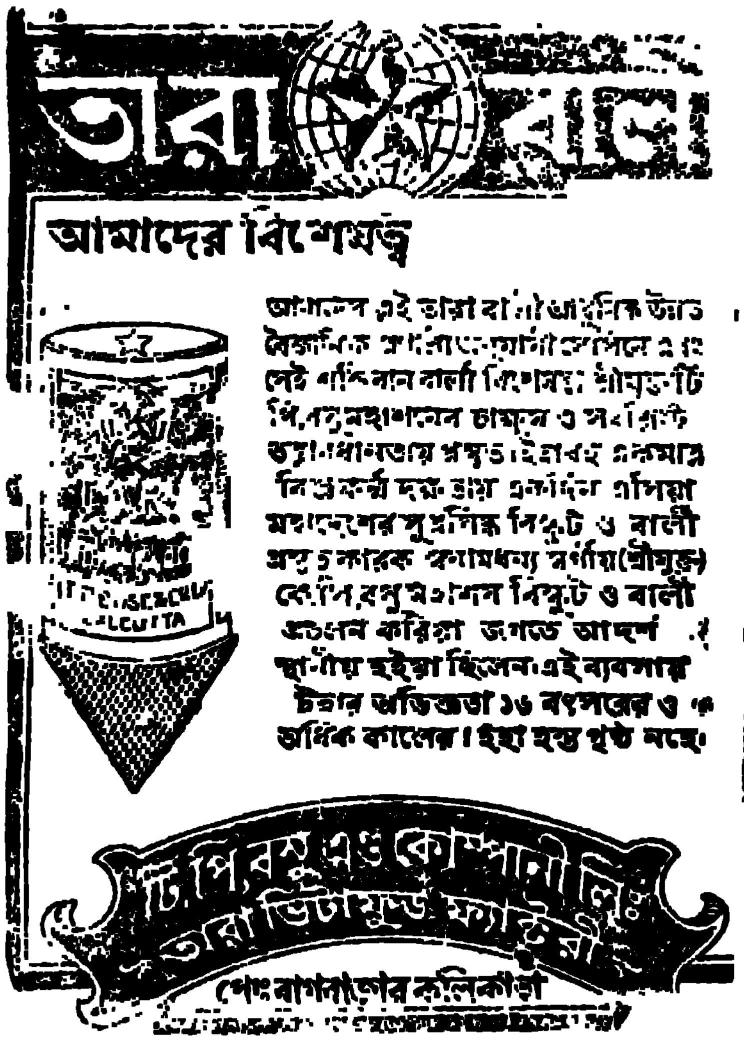

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
ইঞ্চি	২	১।০	১।০	
সিকিকলম	৫	৪॥০	৪৲	
অর্দ্ধকলম	৮	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৩॥০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	২০
এক কলম ৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৵০ তিন পয়সা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবন-চরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থী এবং নিরপেক্ষ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন দ্বারা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলা-কীর্ত্তন-পাঠে ধন্য হউন। এই ঐতিহাসিক, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫৩ অধ্যায় প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থানে
মাত্র ৬৲
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—মায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্গপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
বিশ্ববিখ্যাত [illegible]
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের [illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে পৌষ, ১৩৪৪, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৮, সোমবার [সংখ্যা ২৫৩]

বিবিধ সংবাদ

—(০:০:০)—

নদীয়া জেলায় শিক্ষা কর

নদীয়া জেলা স্কুল বোর্ডের এক সভায় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। সভ্যগণ অধিকাংশের ভোটে স্থির করেন যে, আগামী বৎসর খাজনার উপর টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা করিয়া শিক্ষা কর ধার্য্য করা হইবে। কয়েকজন আপত্তি করিয়া বলেন যে, কৃষকগণের উপর পুনরায় করভার চাপাইয়া দেওয়া অনুচিত।

এক টাকার টাকায় দেড়-পয়সা জমিদারের নিকট হইতে এবং বাকী সাড়ে তিন পয়সা প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

ক্যান্টনের উপর জাপ-বিমানবহরের আক্রমণ

সাংহাই-এর চতুষ্পার্শ্বস্থ চীনাঞ্চলে সম্প্রতি জাপানের দ্বারা নবগঠিত নাগরিক সমিতির চেয়ারম্যান লোপে [illegible] গত ৫ দিন ফরাসী এলাকায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। ঐ সময় তিনি জনৈক বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আততায়ী পলায়ন করে। লোপে বড় নাগরিক সমিতির সভাপতি হওয়ায় জাপানের সহিত সহযোগিতা করায় চীনারা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিত।

হংকং সংবাদের সমস্ত পথকে ধ্বংস করিবার জন্য [illegible] ৮ খানা লৌহ নির্ম্মিত কংক্রীটের ঘর নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ যে, ঘরগুলি বিমান ধ্বংসী কামান, সুবৃহৎ মেশিন গান ইত্যাদি দ্বারা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক ঘরে ৮০ জন লোকের স্থান হইবে।

——

রুমানিয়ায় ফাসিস্ত শাসন

রুমানিয়ার অবস্থা হইতে বুঝা যাইতেছে কর্তৃপক্ষ ফাসিস্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন; কারণ, তুচ্ছ কারণ দেখাইয়া নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এবং এই সঙ্গে আরও কতকগুলি কড়া আইন বিধি বলবৎ করা হয়। নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং নূতন পার্লামেণ্টও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

যে সকল নূতন বিধানের আভাষ পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সমস্ত প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার পদে "জাতীয় খৃষ্টান দলের" প্রধান মন্ত্রী (মিঃ গোগার দল) লোক নিযুক্ত করা হইবে, সমস্ত মিউনিসিপ্যাল পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে, দুই লক্ষ লোকের এক রক্ষিবাহিনী গঠন করা হইবে এবং একটি প্রচারকার্য্যের দপ্তর সৃষ্টি করা হইবে।

——

নানকিংয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ

কলিকাতাস্থিত চীনা [illegible] গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তার পাইয়াছেন:—

ইয়াংসি নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী চীনা বাহিনী শক্তিশালী করা হইয়াছে এবং নবগঠিত বাহিনী [illegible] জাপানের অগ্রগতি প্রতিরোধে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয়। চীনা সৈন্যেরা ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হোপেই প্রদেশের [illegible] পুনরধিকার করিয়াছে। ঐ দিবস ১২টি জাপ বোমারু বিমান ও ৮টি সামরিক বিমান নানচাং-এর উপর হানা দেয়। চীনাদের সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। চীনারা আক্রমণকারীদের দুইটি বিমান ভূপাতিত করে।

বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শিগণ এই মর্ম্মে সংবাদ দিয়াছেন যে, নানকিং প্রবেশের পর জাপ-বাহিনী চারদিন ধরিয়া লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ও স্ত্রীলোকদের উপর আক্রমণ চালায়। এই চার দিনে তাহারা ৫০ সহস্র লোককে হত্যা করে। ইহাদের নিরপেক্ষ এলাকার বহু লোকও ছিল।

স্পেনে বিদ্রোহীদের অত্যাচার

সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সম্মুখে [illegible] এই অভিযোগ করেন যে, ডিসেম্বর মাসে ঐ প্রদেশে বিদ্রোহীরা ১৩১ জনকে হত্যা করিয়াছে। তদুপরি তিনি ইহাও বলেন যে, শীঘ্রই আরও এক হাজার লোককে হত্যা করা হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি বলেন যে, বাস্কের শত শত অধিবাসী নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছে। তন্মধ্যে ১৫০০ ধর্ম্মযাজক আছেন। সমগ্র বাস্ক প্রদেশে এইরূপ নির্য্যাতন চলিয়াছে।

——

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন

চারদিন ধরিয়া অধিবেশন চলিবার পর ৩০শে ডিসেম্বর, বৃন্দাবনে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। শেষ দিনের অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে বাঙ্গালীদিগকে সকল অনুষ্ঠানেই "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি সম্পূর্ণভাবে গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। অপর একটি প্রস্তাবে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সকল শ্রেণীতেই বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে সকল বাঙ্গালীকে [illegible] আগামী বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাতে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। আগামী বৎসর গৌহাটীতে সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে।

সম্মেলনের বর্ত্তমান অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [illegible] অধিবেশনে এত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দেন যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনসমূহে প্রতিনিধির সংখ্যা এত অধিক হয় নাই।

——

জাপ-ইতালী মৈত্রী বন্ধন

ইতালী ও জাপানের মধ্যে আর একটি সাময়িক বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছে। কাউণ্ট সিয়ানো ও জাপ রাজদূত উক্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। জাপ ইতালী বাণিজ্য চুক্তির ফলে জাপানকে ইতালী [illegible] পূর্ব্ব আফ্রিকায় ব্যবসা বাণিজ্য করিবার [illegible] সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, বর্ত্তমান চুক্তির দ্বারা উহা অধিকতর ব্যাপক করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, জাপান [illegible] হইতে বার্ষিক এক কোটি পঁচিশ লক্ষ লীরার অধিক মূল্যের পণ্য বিনিময়ে [illegible] না। [illegible] পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে লবণ ও তুলা ক্রয় করিবে।

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১০।১।৩৮

(১)

১২৮৯ বাংলারি ৩৭ দাবী ৫২।৶৯

ডিঃ বাবেজার কাদির বাবার রায় ওয়ার্ডস্ এষ্টেট

দেঃ সন্নাসী চরণ দাস কৈবর্ত্ত দিং সাং গাংরাডাঙ্গা পোঃ শ্রীরামপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে চরকাঠশালীমধ্যে ডিঃ নং ৪৬৫নং খং ৫-২৪ দাগের জমির ৮৴৩ জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১২৬৩ বাংলারি ৩৭ দাবী ৭০৸৶৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ গোস্বামী দিং

দেঃ গোলাম সেখ সাং গোপালিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোপাদিয়া গ্রামে ডিঃ নং ৩১৬ ও ৫১.নং খং ৫-৬৬ দাগের জমির ১০৲ জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

১১০৫ বাংলারি ৩৭ দাবী ৭৭৷৴৩

ডিঃ যতীন চন্দ্র পাল চৌধুরী ওয়ারিশ-সূত্রে কালীদাসী পাল চৌধুরী

দেঃ নবি সেখ সাং কাশীবাস পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কাশীবাস গ্রামে ডিঃ নং ২৮নং খং ৯৫।১ বিঘা জমির ১০৶০ জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৯৮নং খং ১৮দাঃ জমির ১৶০ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য ৫৲

(৪)

১০৯২ বাংলারি ৩৭ দাবী ৯০১৷৶০

ডিঃ রাজেন্দ্র নাথ বস্থ

দেঃ বাধান দাস দিং সাং কাঁঠাল-পোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ৫৩৮নং খং ২-০৪দাগের জমির বাগা জমা আছে। দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে বনগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং ৯৪নং খং ৮০৫ ৪৪ মধ্যে ।০ আনা অংশে ৪১৭-৭২দাগের জমির যে জমা আছে, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০০৲

৩। থানা হাঁসখালি মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ৯৬নং খং ৩২৭-২৫ দাগের জমির বাগা জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২৭নং খং ৩২৭ ৩৮দাগের জমির ৭৭৬৶০ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

১৪৫০ বাংলারি ৩৭ দাবী ৭৫।৶০

ডিঃ দুর্গাদাস মণ্ডল

দেঃ মহাম্মদ সেখ দিং সাং বৃত্তগ্রাম পোঃ কেতুগ্রাম (বর্দ্ধমান)

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ফুতানপুর গ্রামে ডিঃ নং ২৫৮।২০০।২০১নং খং ৩-৭১ দাগের জমির ১৮৴১৫ জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১০৫১ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩১৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ফুতানপুর গ্রামে ডিঃ নং ২৫নং খং ১-২৯দাগের জমির ৬৷৴০ জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৭)

১৪৫২ বাংলারি ৩৭ দাবী ১৭৷৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ফুতানপুর গ্রামে ডিঃ নং ২০০।১৭১৬১নং খং ০-৪৬দাগের জমির ২৲ জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১৪৬৫ বাংলারি ৩৭ দাবী ২৭৪৷৶৯

ডিঃ শরৎ চন্দ্র সাহা দিং

দেঃ মনোজ কান্ত ঘোষ দিং সাং চাপাই পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চাপাই গ্রামে ডিঃ নং ২০৫নং খং ৩২০-৮১দাগের জমির ৬৷৶৫ জমা, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য ১০০৲

(৯)

১০৪৬ বাংলারি ৩৭ দাবি ৩৬৸৯

ডিঃ সৈয়দ আবদুল মজিদ

দেঃ হারাণ সেখ দিং সাং ও পোঃ শ্রীরামপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ নং ৮৬৬ নং খং ৩-৭৮ দাঃ জমির ১৩।০ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

১০৭২ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৩৷৴৩

ডিঃ—দুর্গাদাস মণ্ডল

দেঃ আহাম্মদ সেখ দিং সাং ফুতানপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ফুতানপুর গ্রামে ডিঃ নং ৫ নং খং ১-৩৩ দাঃ জমির ৪৲১০ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

১০২৫ বাংলারী ৩৭ দাবী ৫২৭৮৶০

ডিঃ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বেলডাঙ্গা পোঃ শান্তিপুর

থানা শান্তিপুর মৌজে নৃসিংহপুর গ্রামে ডিঃ নং ৩নং খং যোল আনা রকম মৌরসী জমা খাজনা ৩২২৶২, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(১২)

১১৯৫ বাংলারি ৩৭ দাবী ৬২৯

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ কৃষ্ণদাসী দাসী সাং রাইপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাইপুর গ্রামে ডিঃ নং ৪-১৭ দাঃ জমির ২।১৬ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ৫৫৲

(১৩)

১০৩৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪২/৯

ডিঃ হর্ষবং পাল চৌধুরী

দেঃ অদু মণ্ডল দিং সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে পশ্চিম ভাত-জাংলা গ্রামে ডিঃ নং ২৬৪ নং খং ৫/ বিঘা জমির ওটবন্দীসূত্রে চাষ আবাদ করা যায়, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১২৫০ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪২৸৶৩

ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ রায়

দেঃ বিমলভূষণ রায় দিং সাং ও পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ নং ৬৮০নং খং ৬-০৬দাঃ জমির ১১৸৶০ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১২৯২ বাংলারী ৩৭ দাবী ১২৸৶৯

ডিঃ হরবিং পাল চৌধুরী

দেঃ পঞ্চা চামার দিং সাং গোয়াড়ী চামারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী চামার পাড়া মধ্যে ডিঃ নং ২৩ নং দাগভুক্ত ৴০ কাঠা জমির বাহা জমা দেখা যায়, দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ৫৲

নীলামের দিন ১১।১।৩৮

(১৬)

৯৬০ বাংলারী ৩৭ দাবী ২১১৸৩

ডিঃ কালীদাসী পাল চৌধুরী

দেঃ অহমান সেখ দিং সাং ও পোঃ শ্রীরামপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে মহানন্দিতি গ্রামে ডিঃ নং ৬৩৩,৬৭৫,৬৬৪,৬৯৪ঃ নং খং ২৩.২৮০ বিঘা জমির ৩৫/৪ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৭)

১১৮৮ বাংলারি ৩৭ দাবী ২৭০৸৶৫

ডিঃ হর্ষবং পালচৌধুরী

দেঃ কাদম্বিনী দাসী দিং সাং কাঁটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রূপগাছি মধ্যে ডিঃ নং ৬৭০নং খং ৫-৪৬দাঃ জমির ও -নং খংভুক্ত ১১৪ ৭৩দাঃ জমির ও ১৫৪নং খং ৫৫-৩১দাঃ জমির ৯৯৪:০ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৮)

১০৫১ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩২/৬

ডিঃ মোক্ষদা বালা দেবী

দেঃ মদন মহলদার দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবড়াগ্রামে ডিঃ নং ৬১৩নং খং ২-০৩দাঃ জমির ৬।৶৫ জমা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

১০৮৩ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৩২।৬

ডিঃ হর্ষবিৎ পালচৌধুরী

দেঃ কেদার পাল দিং সাং আমঝুপি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে পালপাড়াগ্রামে ডিঃ নং ৫০,২।৶০ জমি ওটবন্দীসূত্রে চাষাবাদ দখলিকার আছে, উক্ত বাকীপড়া জোত জমি দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২০)

১৫১৪ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩২৬১।৶০

ডিঃ গৌরগোপাল ঠাকুর দিং

দেঃ মকবুল হোসেন মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ চুয়াডাঙ্গা

থানা জীবননগর মৌজে কেশবপুর মধ্যে ডিঃ নং সালিয়ানা বার্ষিক ৪৫০৲ টাকা পাওনা দাঁর তত্রপরিস্থিত আকর আওলাত বরবাদ হক্ষুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(২১)

১৫১৬ বাংলারি ৩৭ দাবী ৩৫৸৶০

ডিঃ হর্ষবিৎ পালচৌধুরী

দেঃ কেপাই মণ্ডল সাং নিমতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নিমতলা গ্রামে ডিঃ নং লিখিত ৩৭৪।৶০ জমি

(অবশেষ ৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শবর্ষ | ৩ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫১ ১১ই পৌষ ১৩৪৪, ৩রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৮ সোমবার | ২৫৩তম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে মহারাজ গাইকোয়াড় বাহাদুর

মঠে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম

শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত শতাধিক গ্রন্থ উপহার

গত ১৪ই পৌষ ১৩৪৪, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ঘটিকায় বরোদার মহারাজ মহারাজা বাহাদুর স্যর সায়াজি রাও গাইকোয়াড় জি, সি, এস, আই, জি,সি, আই, ই, বরোদার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। গাইকোয়াড় বাহাদুর মঠের দ্বারে উপস্থিত হওয়ামাত্র শ্রীমঠের সেবকগণ শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের প্রবেশদ্বারে গৌড়ীয়মিশনের সহকারী সভাপতি মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং গৌড়ীয়মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভু মহারাজা বাহাদুরকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তৎপর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদগণ প্রমুখ মিশনের বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দের সহিত মহারাজা বাহাদুরের পরিচয় করাইয়া দিলে মহারাজা বাহাদুর অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

তথা হইতে মহারাজা বাহাদুর সুসজ্জিত মণ্ডপে আগমন করিলে গৌড়ীয়াচার্য্য ও মিশনের সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু গাইকোয়াড় বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন এবং সংস্কৃত শ্লোকাত্মক আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া মহারাজ বাহাদুরের সমাগমে তাঁহার সুশোভিত করেন। মহারাজা বাহাদুর সুসজ্জিত মঞ্চোপরি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবকে, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ গাইকোয়াড় বাহাদুরকে এবং শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু মহারাজ প্রতাপকুমার ঠাকুরকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করেন। পরে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মিশনের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় একটী সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দ্বারা মহারাজা বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ সংস্কৃত ভাষায় এবং 'অন' ভাষায় [illegible] তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করেন। অভিনন্দনপত্র একটী সুদৃশ্য রৌপ্যনির্ম্মিত আধারে (Silver Casket) স্থাপিত হইলে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব মহারাজা বাহাদুরের হস্তে উহা প্রদান করেন।

অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মিশন হইতে প্রকাশিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তাবহনকারী শতাধিক ভক্তিগ্রন্থাবলী এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় খানি পারমার্থিক সংবাদপত্র গাইকোয়াড় বাহাদুরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। উপহার প্রদানকালে প্রত্যেক গ্রন্থের বিষয় নির্দ্দেশ এবং মিশনের প্রচারাদির সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবরণ প্রদান করেন।

তৎপর মহারাজ গাইকোয়াড় বাহাদুর একটী সুন্দর অনবদ্য ও সময়োপযোগী প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। মানবজীবনে ধর্ম্মই যে একমাত্র আলোচনীয় বিষয়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান আধুনিক যুগে উহার আবশ্যকতা যে অত্যধিক তাহা মহারাজা বাহাদুর বিশদভাবে উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান এই পৃথিবীব্যাপী অশান্তির সময়ে জগৎকে এই অশান্তি হইতে উদ্ধার করিবার ভার ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে—গাইকোয়াড় বাহাদুর এই বিষয়েই বিশদভাবে উল্লেখ করেন। গৌড়ীয়মিশনের মহাপুরুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং প্রচারোদ্যমের সর্ব্বপ্রকার প্রশংসা করিয়া মহারাজা বাহাদুর অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন এই সম্মিলনী প্রত্যেক ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা এই সমস্যা সমাধান করিতে সক্ষম হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কথায় প্রকৃত সমাধান একমাত্র খুঁজিয়া পাই। এ বিষয়ে তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে অধিক বিশদভাবে সমস্যাদির সমাধান শ্রবণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া উহার উপসংহার করেন।

তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা মিশনের পক্ষ হইতে গাইকোয়াড় বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে প্রতি ঘটিকার শ্রীমন্দির [illegible] ভঙ্গ হয়। গাইকোয়াড় বাহাদুর এবং উপস্থিত সকলেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন।

এতদুপলক্ষে বহু গণ্যমান্য প্রখ্যাতনামা বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সহিত গাইকোয়াড় বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী বরোদারের [illegible] এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীপাদ সেবাদি শ্রী [illegible] সেক্রেটারী মহোদয়ের বর্ণিত, [illegible] সকলেই [illegible] পাইয়াছিলেন। গৌড়ীয় মঠের সুসজ্জিত [illegible] লোকে এতই পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, তথায় তিলধারণের স্থান ছিল না। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—মহারাজা [illegible] রায় বাহাদুর, [illegible] জি, সি, আই, ই, [illegible] কলিকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস মিঃ কে, সি, নাগ এম, [illegible] রায় বাহাদুর মহামহোপাধ্যায় [illegible], মাননীয় [illegible] রায় বাহাদুর, কুমার মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, কুমার প্রমোদকুমার মল্লিক, রায় (অবশিষ্টাংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ নারায়ণ, মঙ্গলবার, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

সুমেধঃস্তুতি

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

অদ্য কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী অনর্পিতচরী করুণার প্রকাশমূর্ত্তি প্রভুর ভক্তবিনোদের আবির্ভাব-তিথি। এই তিথিতে পরম অন্তরঙ্গ গৌরসুন্দরের আর একটি করুণা-প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। সুমেধাগণ গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনযজ্ঞে যজন দ্বারা এই তিথির আরাধনা করেন বলিয়া এই তিথির নাম সুমেধা-তিথি অর্থাৎ এই তিথি সকল সুমেধারই বরণীয়—স্মরণীয়—বন্দনীয়।

গৌরপার্ষদ সনাতন ও গৌরশক্তি স্বরূপের যেরূপ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, সেইরূপ গৌরকৃষ্ণ গৌরশক্তির ও গৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—অভিন্ন। কেননা, গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্, গৌরশক্তি স্বরূপ—অভিন্ন। যাহারা মুখে সনাতনের আকার করিয়া কেবল একজনাদের পক্ষ বলেন, তাহারা কার্য্যতঃ অপরাধবিলাস বা বিচারের বিরোধী। এক সময় যখন যে যে শ্রীঅর্চা ও শ্রীমূর্ত্তি অপগত হইয়াছিল, অদ্যাবধি সনাতন পরম্পরায় উহাদের সেই অজ্ঞান-তিমির তাঁহার শিক্ষাজল-সলাকা দ্বারা উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অসংখ্য নামকে বহুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদিগকে অবতীর্ণ করাইয়া কেবল একজনাদিগের অপরাধ-করুণাধারা বারণে অসমর্থতা জানাইয়াছেন।

একজনভক্ত-লীলাভিনয়কারী অবতার গৌরসুন্দরেরই প্রকাশবিশেষ করুণা-বতার মহাভাগবতরূপে জগতের মঙ্গলবিধান করেন। স্বরূপ—ভগবদ্ভক্ত। তাঁহারা "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" সকল মহাভাগবতই চিত্তবৃত্ত ঐকতানতায় বলিয়া সকলেই অভিন্ন।

যেখানে মহাভাগবতের পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেকস্থলেই চৈত্তাগুরু ভগবৎ-অনুগ্রহ বা অন্যদেবের সন্ধান প্রদানে পূর্বকালে প্রকাশ করেন না। মঙ্গলময় ভগবৎ-বিধানের আনুকূল্যে যে ভগবৎস্বরূপ বহিত, তাঁহারই করুণা গোলোক হইতে শ্রীমায়াপুর হইতে, জগতের অজ্ঞানে পারমার্থিক আনন্দময় মূর্ত্তিতে অবতরণ করেন। সেই করুণামূর্ত্তি বর্ত্তমানে তাঁহার সেবা অভিলাষে প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদেরই অনুগামী, তাঁহাদেরই বৈভব, তাঁহাদেরই বৃত্ত এবং তাহাদেরই পরমেশ্বর অনুচিন্তাপ্রধান পূর্ব্বক জীবগণের অনন্ত দৈন্য, অনুকম্পাভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের নিত্য স্ফূর্ত্তি করেন। আবার তিনিই অবতারের মহামঙ্গল হইয়া সব সম্বন্ধ দ্বারা জীবের বহুকালে পাপ-দুষ্ট ও দুষ্প-দুষ্টাদি পরিত্যাগ করাইয়া শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি উন্মেষণ করান এবং পরতত্ত্ব নির্ণয়কালে সেবাবৃত্তের মূলসত্তা ও স্বরূপমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া স্বরূপ আবরণ ঘুচাইয়া দেন; সুতরাং তাঁহাকে সেবার তত্ত্ব অথবা স্বরূপত্বরূপে উপাস্য-সেবার মর্য্যাদাবিশিষ্ট আচরণ করাইয়া কেবলা সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন।

শ্রীল ও গোপীনাথ তত্ত্ব মধ্যে বর্ণের তারতম্য রহিয়াছে। ভক্তসেবকের উপাসনার মধ্যে তদনুরূপ রস তারতম্য অবস্থিত। মধুর-রসবিগ্রহে মাধুর্যাধিষ্ঠান, বাৎসল্যরস-বিগ্রহে সখ্যরসাধিষ্ঠান, সখ্যরসবিগ্রহে দাস্যরসাধিষ্ঠান, দাস্যরসবিগ্রহে শান্তরসাধিষ্ঠান এবং শান্তরসবিগ্রহে 'অদ্বৈত' নামক বিরক্ত রস বা বিরসতাও প্রকাশিত। ঠাকুর ও চিন্ময় একপক্ষে অবস্থিত হইলে সকলেরই অচিন্ত্যযোগ ও সাধ্যেরই সেই প্রবল প্রতীতি হইবার অধিকার হয়। আশ্রয়ের পূজার অভাবে, ভক্তপূজাবিরহে জীবের যে সম্ভোগের জাড্যপূর্ণরূপে আত্মানুভূতি, তাহা কোনদিনই সুফল প্রসব করে না।

ভগবানের করুণাশক্তি অবরোহপন্থা-রূপে সেবকগণে প্রকাশিত। তাদৃশ প্রপন্নগণের সর্ব্বোত্তম অহৈতুকী করুণার প্রকাশকারী মহাভাগবতই গুরুদেবের কার্য্য করিয়া জীবসমূহে পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বস্তু-স্বরূপ ও লীলার সহচরগণ 'বিষ্ণুভক্ত' বা 'প্রপন্ন' নামে প্রসিদ্ধ।

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আশ্রয়গণের অবতারণ করাইয়া কোন কোন সময় নিজরূপে অবতীর্ণ হন। যেকালে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবাকে নামরূপের গৌরোহিত্য করিবার জন্য এ প্রপঞ্চ আগমন করেন, সেইকালেই বৈষ্ণবসমাজ-সমূহ গঠিত হয়। বহির বৈষ্ণবসমাজে নিজ অনর্পিতচর সর্বাশ্রয় অবতীর্ণ হইয়া জাতকর্ণাদির জনগণের সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করেন। মহাভাগবত লীলাপ্রবেশ-কালে অধিষ্ঠিত হইয়া অপ্রাকৃতিকাধামজনর্শনের জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের ভক্তিসেবায় রুচি প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বোত্তমা লীলাবলে উপাস্যতার কাল উপস্থিত হইলে জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনে সমর্থ হন এবং বিষ্ণু-ভক্তিপর ভক্তগণের সমাজে আশ্রিত হইয়া থাকেন। সাম্প্রতিকপর শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বৈষ্ণব-সমাজে ভূমিষ্ঠ লইয়া বিষ্ণুভক্তির আনুষ্ঠানিক সমাজে নিয়োগ করেন। তখন জীব নিজের অভীষ্ট সমাজ লাভ করিয়া ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তখন আর অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের সমাজের সামাজিক হওয়া প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন না। একস্থান হইতে অন্যস্থানে অভিযানের মধ্যবর্ত্তি স্থানকেই 'পথ' বলে। 'জ্ঞান' বা 'যোগ'-রাজ্য হইতে নিত্যসেবাময় সেবাধামের তত্ত্ব দান্তিক রাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠরাজ্যে গমনের যে মধ্যবর্ত্তি-স্থান, তাহাই সাধন-ভক্তিপথ। বিধানময় কলিযুগের বিষম কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া বাণের অর্জ্জন পথ, যেভাবে ব্রহ্ম বিধি ও সংযম দ্বারে অবস্থিত হইবার একমাত্র পাথেয়—কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি। সেই সকল পথের কণ্টকবরণ পরিষ্কৃত করাইয়া যিনি সার্ব্বজনীন সহজ স্বাভাবিক পথ—বিশুদ্ধ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপথে আমাদিগকে পরিচালনা করিয়াছেন, সেই গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণা কল্যাণ-কল্পতরু প্রপঞ্চ-ফল আমাদিগের উপর বর্ষিত হউক।

ভগবদাশ্রয় বিগ্রহ মহাভাগবতরূপে উদিত হইয়া যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌরজনের কোনদিনই প্রাকট্যের অবসান নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদের প্রপঞ্চে অবস্থিত হন, প্রকটাপ্রকট-ভেদ-বিচার বর্ত্তমানকালে আমাদের হৃদয়ে প্রবল। অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অভিন্ন স্মৃতি বর্ত্তমান বলিয়া মহাভাগবতের অপ্রকট-লীলা স্মৃতিদিবস তাঁহারই প্রকট-লীলার উৎসবরূপ বিধান করে। জড়বিষয়-মত্ত জীবনে অভিমানবৃত্তি দাস্যপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানলাভ করিবার ইহা একটি সংক্ষিপ্ত সুযোগ অর্থাৎ ইহাই ভক্তিযোগ-পর্য্যায়ের বার্ত্তা।

আমরা এইরূপ রাজ্যের অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ক্রমশঃ পথে চলিতে থাকিব। মহাজনের অনুসরণ-কার্য্যে মহাজনের একমাত্র বৃত্ত। আমরা সর্ব্বপথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থানে ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত থাকিয়া ভগবৎসেবাময়ী কৃপা লাভ করিতে পারিলে পারমার্থিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতি দূরে আমাদের বাস্তবদৃষ্টি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় পরিণত করিবে।

মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই ভক্তির পথ। সেই পথে মহাজনের পদাঙ্কানুসরণই ভক্তি, আর উহার অবৈধ অনুকরণ—অভক্তি। মহাজন প্রাপঞ্চিক বিষয়দুষ্ট, ভক্তভোগবন্ধ, কর্ম্মফলাধীন ব্যক্তিবিশেষ নহেন বলিয়াই তিনি 'মহাজন'। তিনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি প্রভাবিত সাধনার অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণিত করিতে না পারেন, তিনি দুর্জ্জন, অসজ্জন, মহাজনবিরোধী ভোগী বা ত্যাগী। এইসকল জনের সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণের সর্ব্বই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। এই সকল কথার উপদেশক একদিন আজীবনের অজ্ঞতা নিবৃত্তি করিবার জন্য 'ব্রহ্ম' হইবার দুরাশার বিরুদ্ধে 'অকিঞ্চন' বা 'তৃণাদপি সুনীচ হওয়া'-সম্পদ হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। জীবের পরমকল্যাণপর জীববৃদ্ধি রহিত 'সোঽহং'-জ্ঞান মুক্তির অনর্থের প্রকাশক এবং ভক্তের আত্মস্বরূপের 'তৃণাদপি সুনীচ' জ্ঞানই পরম মুক্তপুরুষের লক্ষণ বলিয়া যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পরম শ্রেষ্ঠজন তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতা, অমানী ও মানদধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিত্য হরিকীর্ত্তনের প্রণালী শিক্ষার বাণী বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর চরণরেণু ভরসা হউন। সেই ঠাকুরের পর কিরণে নিত্যই এই সেই জীবনের নব-জীবনের চরম আলোচনা লাভ করিবেন।

'চরণরেণু' জগতে যে হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন, তাহা সব নামাপরাধযুক্ত জনগণের অভিধেয় নহে, নাম-নামীর অভিন্নতার স্পর্শমাত্র নহে; কিন্তু নামাভাসের দ্বারা নামাপরাধী জনগণের নামগ্রহণ-সুযোগ দিল। সুতরাং সেই ঠাকুরের মূর্ত্তিরূপে শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ আশ্রয় করাইয়া শ্রীনামভজন ভক্তদের প্রকৃত পূজা বিধান করে। আমরা সেই নামাভাস ও নামাপরাধমুক্ত শুদ্ধ নামপ্রচারের বর্ত্তমান যুগীয় মূলপুরুষ গৌরকৃষ্ণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগমনে যাহারা কীর্ত্তনপ্রভাবে সর্ব্বজীব বিমুখতার নিবৃত্তিবিধি হইয়া উদ্দেশ্যরূপে তাঁহার নামাশ্রয় করিতেছি। আজ ভক্তকীর্ত্তন বিশ্ববৈষ্ণব-সুজন, ভক্তিবিনোদ-সুজন, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বিভিন্ন মঠের সেবক সুজন সম্প্রদায় সকলেই প্রচার-আচার আদর্শ ভক্তিবিনোদ প্রভুর স্মৃতি-তিথির আরাধনা করুন।

দীনের বিরহ-বেদনা

হে নিত্যারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ! বর্ষকাল হইল আপনার বিরহে ব্যথিত হইয়া আপনার নিজজনগণ দিনাতিপাত করিতেছিলেন। বিরহোৎসবে বৎসর অতীত হইয়া বিরহতিথি-পূজা করিয়া বিশ্ববাসীকে ধন্য করিবার জন্য তিথিবরা আগমন করিয়াছেন। আজ দেখিতেছি, ভক্তগণ বিরহ-কাতরহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে আপনার শ্রীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করত আপনার শ্রীচরণযুগল বন্দনা করিতেছেন। এমন কি, অতি মহাপাপীও আপনার অনর্গোদ্ঘাটনের কথা, আপনার সৌম্যমূর্ত্তি ও আপনার অবিশ্রান্ত হরিকথা কীর্ত্তনের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু হায়, আমি এমনই হতভাগ্য যে, আপনার রাতুল চরণে আমার মর্ম্মিত মস্তক অবনত হইতেছে না। যাদৃশ গুরুসেবা বিমুখ জীবকেও আপনার মধুর চরিত্র শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের সুযোগ প্রদানের জন্য আপনার নিজজনগণ সপ্তাহব্যাপী আপনার বিরহ-মহামহোৎসবের বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। ইহা গুরুসেবা বিমুখ জীবের প্রতি তাঁহাদের অপার করুণা। তাই আমি আজ করুণাময় আপনার সেবকগণের আনুগত্যে আপনার শ্রীচরণযুগল বন্দনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

হে পরমকরুণাময় প্রভুপাদ! আপনি ইহজগতের কোন ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত নহেন। আপনি গোলোকের ধন। আপনার এই প্রপঞ্চে প্রকট এবং অপ্রকটের রহস্য একমাত্র প্রতিপাল্য নিজজন ও পরমপ্রেষ্ঠগণ আপনি বা আপনার নিজজন না জানাইলে কেহ জানিতে পারে না। অন্যত্র ক্ষুদ্র অধীন ব্যক্তি আপনার প্রকট ও অপ্রকটের তত্ত্ব কি করিয়া বুঝিবে? আপনি স্বতন্ত্র ও পরমকরুণাময়। জীবকল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় আপনার ইহজগতে প্রকটাপ্রকট লীলা-বিস্তার।

বর্ষান্তে বিরহমহোৎসবতিথিবরা আজ আমাদের নিকট সমাগতা। এই তিথিবরা সর্ব্বপ্রথম পূজার অধিকার প্রদান করিলেও বিরহের অভাবহেতু ও সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্যতা নিবন্ধন আজ আমি পূজায় উদাসীন হইয়াছি।

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তা'র পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার॥

এবম্বিধ দুরাচারগণের আমাকে উদ্ধার করিতে একমাত্র নিত্যানন্দাভিন্ন আপনিই সমর্থ। তাই আমার ন্যায় পাষণ্ডীকে আপনার অভয় চরণারবিন্দে স্থান প্রদান করত অবজ্ঞা হইতে নিস্তার করিবার জন্য আপনি কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য আমি আপনার অহৈতুকী করুণার কথা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, কেবল আপনার আশ্রিত অভিমানে বৃথা কাল যাপিত হইলাম মাত্র। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে আশ্রিতের যাহা করা উচিত তাহা কখনও করি নাই এবং করিবার ইচ্ছাও করি না। আপনার আশ্রয় লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও বঞ্চিত হইয়াছি। যাদৃশ গুরু-ভোগিগণের অনাচার দর্শন করিয়া আপনি হৃদয়ে কতই না দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, আপনি অনেকবার কাতরহৃদয়ে বলিয়াছেন, "আমি যে বাণী দিতে বিলাইবার জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা কেহই লইতে পারিল না। কেবল বাহিরের খোলাটা লইয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।" বাস্তবিক আপনার এই বাণী আপনি আমাদের লোচনের অন্তরালে চলিয়া যাওয়ায় বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে। আমরা আপনার সেবার নামে কেবল বিষয়েন্দ্রিয়তর্পণই করিয়াছি। আমার ন্যায় অনেকে কপট বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ আপনাকে এবং আপনার কৃপা প্রদানকারী আপনার অভিন্নবিগ্রহের স্বরূপ অবধারণে বঞ্চিত হইয়াছে। আপনি আপনার অভিন্নবিগ্রহের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"একমাত্র বাসুদেবই আমার কথাটা বুঝিয়াছে।" ইহা একবার নয় বহু বার শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্ব ও অসমোর্দ্ধ-বৈশিষ্ট্যের কথা জানাইয়া আমাদিগকে জানিয়া যে হরি-গুরু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসুরগণের হস্ত হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আপনার অভিন্নবিগ্রহ, আপনার বাণীপ্রচারের প্রধান সেনাপতি সেই শ্রীল বাসুদেব প্রভুর স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হয়ে তাঁহার বিদ্বেষ করিবার জন্য আমার ন্যায় কাম-ক্রোধের দাসগণ আপ্রাণ-চেষ্টা করিতেছে। আপনার প্রকটাপ্রকট উভয়লীলাতেই অনুরূপ দশা বর্ত্তমান। আপনি লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া গিয়া সৎ ও অসতের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার একটা সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

আজ এই বিরহ-বাসরে আপনার অনুগতজনগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে আপনার গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে কোটিচন্দ্রসুশীতল আপনার শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা করিতেছেন। যাদৃশ পাষণ্ডীর এত অত্যাচার সত্ত্বেও অমানি-মানদধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভু সর্ব্বক্ষণ আপনার গুণগান করত আমার ন্যায় বহুজীবকেও কৃপা করিতেছেন। এই অমূল্য রত্নস্বরূপ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে দানই বিশ্বের নিকট আপনার একটী মহাদান। যদি শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে আমাদের জন্য রাখিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশা যে কি হইত তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আপনার অনুগত জনগণ বিরহ-কাতর হইয়া বিরহ-বিলাপের মধ্যেও সর্ব্বক্ষণ আপনার সাক্ষাৎ-সেবা করিতেছেন। কিন্তু আমি নরাধম, পামর, তাই আমার একমাত্র আশ্রয়দাতা আপনার শ্রীচরণ-সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি ও হইতেছি।

হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা প্রভু মোর! আপনার শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা এই যে, এই জীবন পরীক্ষার সময় কলিকল্মষের প্রবলস্রোতে যেন ভাসিয়া না যাই। সর্ব্বক্ষণ যেন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে থাকিয়া আপনার অভয়চরণারবিন্দের সেবা জন্মে জন্মে করিতে পারি। আমার ভাষা নাই, জ্ঞান নাই, অতিশয় দুর্ভাগা আমি, আপনার বিরহ-তিথিতে কি ভাবে বন্দনা করিব জানি না। কেবল যাদৃশ পামরের প্রতি আপনার অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণ করিয়া হতভাগ্য আমি আপনার শ্রীচরণে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করিলাম। এ অধমকে আপনার শ্রীচরণের সান্নিধ্য দান করুন, ইহাই এ দীনের প্রার্থনা।

আপনার অযোগ্য ভৃত্য
শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহমহোৎসব

গত ২২শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অর্চাবিগ্রহ সিংহাসনোপরি স্থাপিত করিয়া নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমালার দ্বারা বিভূষিত করিয়া বিচিত্র বর্ণের পট্টসূত্র দ্বারা খচিত করা হয়। নানাবিধ বিচিত্র পট্টবস্ত্রের দ্বারা শ্রীমন্দিরটিও সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী মহারাজ শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-বেশ রচনা করেন। মধ্যাহ্নভোগের পর ভক্তবৃন্দগণ শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুর্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, বিরহ সঙ্গীত, নিতাইগুণমণি, 'কবে কবে আমার মন অতি মন্দ' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। প্রাতে ৮টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা-সম্বরণ পাঠ করেন ও বৈকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য জীবনী সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর আহূত, অনাহূত বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবে যোগদানকারী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল—

বৃন্দাবনের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত ও তদীয় ভ্রাতা গোপীনাথ দীক্ষিত, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনবিহারী দাস ও তদীয় ভ্রাতা জনিতাই দাস, মথুরা হইতে রেলওয়ে ট্রাফিক-ইন্স্পেক্টর বাবু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বরোদার গাইকোয়াড়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাহাদুর দিগিন্দ্রনাথ সেন, (শোভাবাজার রাজবাটী) কে, এন, বোস (বরোদা মহারাজের অর্থসচিব), মিঃ এম, এন, মিত্র এটর্ণি, মিঃ বি. এম্. দাস এটর্ণি, মিঃ আর এম্. সেন এটর্ণি, মিঃ কে, সি সেন এটর্ণি, অধ্যাপক এস, আর, দাস, মিঃ এন, কে, সুর, মিঃ এ, আর, বোস (পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট), অধ্যাপক এম, এন, বোস, মিঃ এস, এন, বোস (অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ), ক্যাপ্টেন কে, এম্ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায়চৌধুরী, (বালিয়াটির জমিদার), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম এ, বি-এস্, (বাবরীর জমিদার); রায় বাহাদুর এ, টি, সেন (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী বি-এল-এস, বি এল (বালিয়াটীর জমিদার), রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার), ঢাকার মাধবলাল সেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য ব্যাকরণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সুবর্ণবণিকপতি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু (সলিসিটর), শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় বার এট্-ল, ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালীভূষণ চক্রবর্ত্তী এডভোকেট, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত, ডাঃ কে, ব্যানার্জ্জী, মিঃ ও, বি, এল, কাপুর এম্ এ প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌরগদাধর, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ আচার্য্য প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। প্রপাঠান শ্রীমঠ [illegible] প্রকাশিত আছে। রক্ষক- শ্রীমদ্ভক্তি [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
[illegible] কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক – শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক –শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকট-শ্রীলক্ষ্মীলাভাগ
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীগিরিধারী ব্রহ্মচারী

(১২) গোদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসমন্দির ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক —[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়বন, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত 'নরকটকচড়া')
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক [illegible] বাবাজী।

১৭ কৃষ্ণানন্দীর্থ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক- শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) প্রকাশানন্দমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ ঠাণামালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক – শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক – শ্রীনন্দকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিশুর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অকল্যাণ্ডভিলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ কলিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক –শ্রীদেবেশ্বরী প্রসাদ বি এল।

(৩২) ভাগলপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভাগলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বন্দা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮৭নং কালিপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীসনাতিমোহন ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক --শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রামদ শ্যামকুণ্ড
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেখপুরী,
পোঃ হোডল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক —শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলব্রহ্ম ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধিকাগিরিধারীজীর সেবা
রক্ষক –মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীধর ব্রহ্মচারী তর্কতীর্থ

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরীশ্যামনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক – শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক – শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সাতাসন কুটী
রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জগন্নাথ, পুরী
রক্ষক –শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালীসাহি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাস বগ্রহ দাসাধিকারী

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক —শ্রীলাল মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক –শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীধনঞ্জয় ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ বাড়ু (বাঁকুড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীভবেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনগুমা, পোঃ চিড়কুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক –শ্রীরামনাথ সেবক অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
১৮০।১৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউন্‌রোড
ব্রম্পটন্, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলামের ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জোতস্বীহরের দখলিকার আছে। দায় অত্র-পরিচ্ছিন্ন আ.কর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ১২০৲

(২২)

১৫০৫ বাংলাটী ৩৭ দাবী ৮/০

ডিঃ ঐ

দেঃ কালীপদ চাষার সাং গোয়াড়ী চাষারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী চাষারপাড়া মধ্যে ডিঃ নং /১৸০ জোতস্বী জমি দখলিকার আছে দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৪৲

(২৩)

১৫০৬ বাংলাটী ৩৭ দাবী ২০/০

ডিঃ ঐ

দেঃ শিবু চাষার সাং গোয়াড়ী চাষারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোয়াড়ী চাষারপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ।২/ ছটাক জমি জোতস্বীহরের বসবাস দ্বারা দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জমি দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য ১০৲

(২৪)

১৫০৭ বাংলাটী ৩৭ দাবী ১১৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ দেবী চাষার সাং গোয়াড়ী চাষারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চক্রবেড়ীগ্রামে ডিঃ নং /৩৶০ ছটাক জমি বসবাস দ্বারা দখলিকার আছে দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য ৫৲

(২৫)

১৫০৮ বাংলাটী ৩৭ দাবী ১০৲

ডিঃ ঐ

দেঃ মদন চাষার সাং গোয়াড়ী চাষারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চক্রবেড়ীগ্রামে ডিঃ নং ০ কাঠা জমি বসবাস দ্বারা দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জমি দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৮৲

(২৬)

১৫০৯ বাংলাটী ৩৭ দাবী ২৫৲

ডিঃ ঐ

দেঃ পার্বতী চাষার সাং গোয়াড়ী চাষারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চক্রবেড়ীগ্রামে ডিঃ নং ৫/৶৶০ ছটাক জমি জোতস্বী বসবাস দ্বারা দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জমি দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৫৲

নীলামের দিন ১২।৯।৩৮

(২৭)

৮১৩ বেংগলি ৩৭ দাবী ১০৭২/৬

ডিঃ সুরেন্দ্রকুমার বসু দিং

দেঃ যতীন্দ্রনাথ মিত্র সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত ডিঃ নং ১১১০ নং খং -৩৪ দাঃ জমির ২৭২ জমা, দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য ২০০৲

(২৮)

১০৬০ বেংগলি ৩৭ দাবী ২৮১৭।৶০

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ রজনীমোহন দে দিং সাং জানকীনগর, পোঃ পলাশী

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিঃ নং ৪৪৬ ও অধীন ৪৭৬।৩৫৯ নং খং ১-৮৪ শতক জমির ।০ খাজনার আছে দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৮৭ নং খং -৩৮ দাঃ জমির ।০ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৮৮ নং খং ০-৫৯ দাঃ জমির ১/১০ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৩০২ নং ও অধীন ৩১০ নং খং প্রচলিত জমির ৩০।৶০ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২৫০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৬১ নং খং ১-৭০।০ দাঃ জমির ৬৶০ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৬২নং খং ২-০৭দাঃ জমির ৫৸৶০ জমা, দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৩০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৩০৯ নং খং ২-২০। দাঃ জমির ১০৶১০ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২৫৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫০৬ নং ০-৩০০শতক জমির ৫৷৶০ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৪৫৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১০২ নং খং ০-৭ দাঃ জমির ।৶০ খাজনার যে মৌরসী মোকররী জমা প্রচলিত আছে দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২০০৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪২৮নং খং -২২।০ দাঃ জমির ।০ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪ নং খং ৬-০ দাঃ জমির ৭৷ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২০০৲

(২৯)

১০৮৭ বেংগলি ৩৭ দাবী ১০২৭৸/০

ডিঃ সেহলতা দেবী

দেঃ কৃষ্ণভূষণ ভট্টাচার্য দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ নং ৪০৩৯ নং খং ও ৪৪৪৫ নং খং —৩৬ দাঃ জমির বাহা জমা প্রচলিত আছে, দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য ৫০০৲

(৩০)

১১৪৪ বেংগলী ৩৭ দাবী ৫৪৯৸০

ডিঃ রাধনাথ গোস্বামী দিং

দেঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ নং ৬৩৭ নং খং -০৩দাঃ জমির ।১৩ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৩০০৲

(৩১)

১১৫১ বেংগলি ৩৭ দাবী ২৬৫৲

ডিঃ নিতাইচন্দ্র দাস মণ্ডল

দেঃ গৌরচন্দ্র দাস মণ্ডল সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবড়া গ্রামে ডিঃ নং ২৪।/৫ যে জমা লেখা যায় দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৭২০ নং খং ২-৫৭ দাঃ জমির ৪২৸১৫ জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩২)

১১৭৯ বেংগলি ৩৭ দাবী ১৯৩৸/৯

ডিঃ অন্নদা চক্র দিং

দেঃ মাণিকবালা দেবী সাং নবদ্বীপ তেঘরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘরিপাড়া নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ নং ৮৪৯ নং খং ।০৯ কাঠা ও তদুপরিস্থিত দক্ষিণদ্বারী ঘর, দরজা ইত্যাদি, দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ১৬০০৲

(৩৩)

১২৪১ বেংগলী ৩৭ দাবী ২২৯৶০

ডিঃ স্বর্ণময়ী ঠাকুরাণী

দেঃ পদ্ম বিবি সাং নবদ্বীপ মুসলমানপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মোসলমানপাড়ার অন্তর্গত ডিঃ নং ৩৩১ নং খং -৩দাঃ জমির ।০আনা জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য ১০০৲

(৩৪)

১২২১ বেংগলী ৩৭ দাবী ৪৭৫৸৶৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দি

দেঃ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ নং ৫৫৭৯ নং খাদে -৫১ দাঃ জমির নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১২৮ নং খং ৪৬ ৭৮ দাঃ জমির যে জমা লেখা যায় দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৫)

১২৪০ বেংগলী ৩৭ দাবী ২২৮১৸৶৯

ডিঃ পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ মনোমোহন গুপ্ত দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে ডিঃ নং ৩৫৭০ নং খতিয়ানে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি আন্দাজ ।০ কাঠা উপরিস্থিত উপর নীচে আট কুঠরী পাকা কোঠা দায় দরজা ও সাজসরঞ্জাম সমেত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ২৩০০৲

(৩৬)

১২০৮ বেংগলী ৩৭ দাবী ১৫২৬/১

ডিঃ ব্রজনাথ সিংহ রায়

দেঃ প্রমাণী সরদার দিং সাং হাঁসড়ী পোঃ আলমডাঙ্গা

থানা আলমডাঙ্গা মৌজে হাঁসড়ী গ্রামে ডিঃ নং ৭৭ নং খতিয়ানে ৬-৫০ দাঃ জমির ৯৸/৬ পাই জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য আঃ ৮০০৲

(৩৭)

১২৪৭ বেংগলি ৩৭ দাবী ১২৪৯৶৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ কর্মকার পক্ষ কালীপদ কর্মকার দং

দেঃ শিবচন্দ্র তরফদার দিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে দুর্গাপুর গ্রামে ডিঃ নং ৪৩৬ নং খতিয়ানে ১৪ -১০ দাঃ জমির নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমা দায় অত্রপরিচ্ছিন্ন আকর আওলাত বরবস্ত হইক মূল্য ১০০৲

(৩৮)

১৩১২ বেংগলি ৩৭ দাবী ৬০০।৶৯

ডিঃ গৌরচন্দ্র বৈরাগ্য

দেঃ অন্নপূর্ণাসুন্দরী দাসী বৈষ্ণবী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ নং ১৯৮ নং খতিয়ানে ৵১০ কাঠা জমির ৷৴ খাজনা দিতে হয় যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য ২০০৲

১১১৪ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ১২৩ ৮৵৬

ডিঃ গোবিন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় দিং

দেঃ প্রবোধ গোস্বামী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা শান্তিপুর মৌজে শান্তিপুর মধ্যে ডিঃ নং ২২১ নং খতিয়ানে ২৪ দাগ জমির যে জমা লেখা হয় স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম হইয়াছি।

— —

নিষ্পত্তির দিন ৯।১।৮

(৪০)

৯০৮ ফেব্রুয়ারি ৩১ দাবী ৬৮৸০

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী

দেঃ ভোলা সেখ করিম দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে ডিঃ নং ৫০০ নং খং ৭১৮৴ বিঘা জমির ১০৮১৩ জমা যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ২৫৲

(৪১)

১১৭ ফেব্রুয়ারি ৩১ দাবী ২৬৯৩

ডিঃ শ্রীকুমারী প্রফুল্লবাসিনী দাসী দিং

দেঃ তারাপদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ।

থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবুপুকুর মধ্যে ৭৯১ নং খতিয়ানের দাগ ৭৭ ২৪ নং নিষ্কর জমার জমা ২৲৴০ টাকা, যথা কর্ত্তা বাবুর ৷৴ সন দাখিলা আছে উক্ত নিষ্কর জমা কাহার ৬৪,১৯ দাগ ৪০ নাম্বার পাড়া সম্পত্তির যোগ জানা মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ১০৲

(৪২)

১০৪৯ ফেব্রুয়ারি ৩১ দাবী ১২৮৵৯

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

দেঃ আবালমান দাস দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মধ্যে এবং কোর্ট অফ ওয়ার্ডস সেটেলমেন্টের ২৮৭৪ নং খতিয়ানের ৭৭৫২ দাগের লিখিত ১২৮ দাঃ জমির মধ্যে ০০৪ দাঃ মৌরসী জমি যাহার খাজনা বার্ষিক ২ টাকা জিজ্ঞাসার সেটেলমেন্ট দিতে হয় উক্ত জমী ও স্বত্বলিখিত কোঠা ও টিনের ছাপড়া কুয়া পায়খানা প্রাচীন ইত্যাদি মবলগ হুকুম মূল্য ১০৲

৪৩।

১৯১০ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ২০৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কৈলাসচন্দ্র আচার্য্য দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ও কোর্ট অবপাড়ার ৬৩৭৩ নং খতিয়ানের লিখিত ৬৬৭৩ দাগের ০০৬ দাঃ জমির মধ্যে সেটেলমেন্টের স্বত্বলিপি ধার্য্য ৵১১৴ জমি যাহার খাজনা ২৸০ টাকা সরকারের সেটেলমেন্ট আদায় দিতে হয় উক্ত জমির যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ১০৲

নিষ্পত্তির দিন ১১।১।৩৮

(৪৪)

১০৭ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ১৬৵

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লবাসিনী দাসী দিং

দেঃ উপেন্দ্রনাথ হালদার দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের সামিল মৌজে মালাকোল মধ্যে নয়ন খতিয়ানের লিখিত ডিঃ নং নিষ্কর একরকম জমা বার্ষিক ১০৵ জামাবন্দীর দাখিলা হইয়া ৮৵৯ পাই সেস দাখিলা আছে। যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ৩৲

(৪৫)

১১১৪ ফেব্রুয়ারি ৩১ দাবী ১৮৮৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং পাতরালপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবুপুর মধ্যে ২ নং খতিয়ানভুক্ত ডিঃ নং নিষ্কর জমা যাহার জামাবন্দীর ১১৷৴ খাজনা হইয়া বার্ষিক সেস ৷৵০ পাই দাখিলা আছে উক্ত নিষ্কর জমা জমি যার স্বত্বলিখিত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ৩৲

——

নিষ্পত্তির দিন ১১।১।৩৮

(৪৬)

১৮২ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ২৯৷৵৯

ডিঃ সীতানাথ ভট্ট

দেঃ মতীশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং বাগানপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চেঁপাডাঙ্গা মধ্যে ৩৬ ও নং খতিয়ানে ডিঃ নং ৮—১৪ দাঃ জমির বাস্তু বিক্রয়ের সত্ব যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ২০৲

(৪৭)

৯১২ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ৪১০৵৯

ডিঃ কালীদাস চক্রবর্ত্তী দিং

দেঃ তারাপদ চক্রবর্ত্তী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপের মধ্যে ডিঃ নং ৩৬০৪ খতিয়ানে দাঃ জমির যে জমা আছে যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ২৫৲

(৪৮)

১১৭০ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ৮৩২৲৩

ডিঃ শ্রীপদ চৌধুরী

দেঃ খগেন্দ্রনাথ সেখ দিং সাং চৌবেড়িয়া পোঃ তেহট্ট

১। থানা তেহট্ট মৌজে চৌবেড়িয়ার মধ্যে ডিঃ নং ৫২৫ নং খং ও অধীনস্থ ৫২৭—৫২৮ নং খং ৪-৫ দাঃ জমির ১১১৵২ জমা যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ৮০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৭১৭ নং খং ১ ৬২দাঃ জমির ২৬৸৬ টাকা জমা যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ২০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৫২১ খং ২০—৯০ দাঃ জমির যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য ৪০০৲

(৪৯)

৭০৩ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ৪৪ ৶৬

ডিঃ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

দেঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং আমঘাটা পোঃ শান্তিপুর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দিগনগর গ্রামে ডিঃ নং ২০১ নং খতিয়ান ও অধীনস্থ ২০৩ ২০৬/২ ও ২১৩ খতিয়ানে ২ ৭৪ দাঃ জমির ৮০ জমা যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ৩০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২০১ ও ২০৫ নং খতিয়ানে ০৬৭ দাঃ জমির মধ্যে চিরস্থায়ী নিষ্কর জমা প্রচলিত আছে যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে কৃষ্ণপ্রসাদ ডিঃ নং ২৫০ নং অধীনস্থ ২৫১ ২৫২।২৫৪। ২৫৬ নং খং ৩১৮ দাঃ জমির মধ্যে নিষ্কর নিষ্কর জমা প্রচলিত আছে যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ৪০৲

(৫০)

১১৮৭ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ৮ ৭২

ডিঃ তারাপদ সরকার

দেঃ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং সাং চাপোর ঘাট পোঃ বাকাশীপাড়া

থানা বাকাশীপাড়া মৌজে বিরামপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৭৫ নং খং ও অধীন ৪৬৮ ৪৬৭ নং খং ১২ ৯৭ দাঃ জমির ২০।৵৯ জমা আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য দাঃ ১০৲

(৫১)

৯৭১ ফেব্রুয়ারী ৩১ দাবী ১০৸৵৩

ডিঃ নারায়ণচন্দ্র সরকার

দেঃ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ৯৪ নং খং ১৪০ দাঃ জমির ৫৲ টাকা জমা যার স্বত্বলিখিত আকর আদালত মবলগ হুকুম মূল্য ৫০৲

——

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সংবাদের আদান-প্রদান নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে পৌষ, ১৩৪৪, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৫৪]

বিবিধ সংবাদ

—(০(৯০১)০)—

টেরুয়েলে বিদ্রোহীদের পাল্টা আক্রমণ

...সংবাদে প্রকাশ, টেরুয়েলে বিদ্রোহী... পার্শ্বে হইতে সালামাঙ্কা হইতে বেতারযোগে খবর দিয়াছেন যে, তাহারা দখলকার্য্য ছাড়িতে পারিবে এবং অনেক খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র তাহাদের হাতে আছে। বিদ্রোহী কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, টেরুয়েলের পশ্চিম দিকে বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে সরকারী সৈন্যদল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের দুই শত লোক নিহত হইয়াছে।

মাদ্রিদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদল যখন টেরুয়েলে বিদ্রোহীদের শেষ ঘাটিগুলি প্রায় দখল করিয়া ফেলিয়াছিল তখন নবাগত বিদ্রোহী সৈন্যেরা বাহির হইতে অবরুদ্ধ দুর্গটিকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করে। বিদ্রোহীদের পূর্বের আক্রমণগুলি সরকারী সৈন্যদল সহজেই প্রতিহত করে; কিন্তু শেষবার বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিক হইতে সৈন্য লইয়া একযোগে আক্রমণ করে। কামান, বিমানপোত ও ট্যাঙ্কের সাহায্যে তাহারা জোর আক্রমণ চালায়। বাহিরে পাশে দুটী পাহাড় তাহারা প্রথমে দখল করিয়া লয়; কিন্তু সরকারী সেনাদল অল্পক্ষণের মধ্যে পাল্টা আক্রমণ করিয়া উহা পুনরধিকার করে। এখন ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের ঘাঁটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, বাম পার্শ্বে সরকারী বাহিনী কয়েকটী জায়গা হইতে সরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু ইহাতে টেরুয়েলের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থা বিপন্ন হয় নাই বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীর সৈন্যবল বৃদ্ধির সঙ্কল্প

নব বর্ষ উপলক্ষে জার্ম্মাণ সমর সচিব যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মাণীর সৈন্যবল বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হের হিটলার তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন, "এ হেন সঙ্কটজনক সময়ে একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিই জগতে নিজেদের শান্তি রক্ষায় সমর্থ হইবে। সমগ্র জগৎ ন্যায় ও বৈধতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্যাসমূহের (হের হিটলার উপনিবেশ সমূহ সম্পর্কে ইহা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়) শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রবৃত্ত হউক, ইহাই কামনা করি।

চীন জাপান সমরে বৈদেশিক সংবাদদাতার অভিজ্ঞতা

ফ্রান্সের বিখ্যাত সংবাদপত্র "লা জুর্ণাল" এর 'বর্ত্তমান সংবাদদাতা ম্যসিয়ে রেমার এখন চীন হইতে প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রণক্ষেত্র পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন, "জাপানী সমর বাহিনীর প্রধান বিশেষত্ব দুইটি—প্রথম তাহার বিমানবাহিনীর দক্ষতা, আর দ্বিতীয় তাহার সৈন্যবাহিনীর প্রবল আক্রমণমুখে তাহাদের হটিতে দুর্দ্দান্ত অবস্থানের ক্ষমতা। জাপ বিমান বাহিনীর বৈমানিক ও বিমানপোত উভয়ই অতি উৎকৃষ্ট। জাপানী বৈমানিক বিমান চালনায় যেরূপ পারদর্শী নয় বলিয়া ইউরোপবাসীদের যে বিশ্বাস ছিল তাহা তাহারা ভুল মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে।

"জাপ সৈন্য-বাহিনী যেরূপ অসুবিধার মধ্যে তাহাদের সামরিক সাফল্য লইয়া ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে তাহাতে আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি।

সাংহাই-এর দক্ষিণে চাপুতে তিন হাজার জাপ-সৈন্যকে চল্লিশ জাহাজ হইতে চীনা-ট্রেঞ্চের বাধার সম্মুখে অবতরণ করিতে আমি দেখিয়াছি। তাহারা যে কি প্রকারে এই কার্য্য করিল তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না।'

— —

সাংবাদিক প্রতিনিধিমণ্ডলী

বঙ্গ প্রাদেশিক সংবাদপত্রসেবী সমিতির পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রচারমন্ত্রী মাননীয় মিঃ এস, ডাবলুখনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি মেমোরেণ্ডাম দাখিল করেন।

প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করেন মিঃ হরি সর্ব্বোত্তম রাও। তাঁহার সহিত আরও যাহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম,—মিঃ এস, ডি, খুবা রাও, টি, ভি, কৃষ্ণরাও, এম, চলপতি রাও, ভি, বি পুনাম্বা শাস্ত্রী, চক্র শেকট্ রেবুণী ও অন্যান্য সদস্য।

প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারার (রাজদ্রোহ) ব্যবহার তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, এই ধারাটি অস্পষ্ট—সাধারণভাবে সমালোচনার ক্ষেত্রেও ইহা অত্যাচারের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সংবাদপত্র ও প্রেসের নিকট হইতে জামানত দাবী করার যে ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের আছে, তাহাও প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত নহে।

প্রতিনিধিমণ্ডলী আরও বলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজেরা যখন রায় দিবেন, তখন রায় দেখিয়া তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি লিখিয়া লইবার সুযোগ সাংবাদিকগণ যাহাতে পান তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। সাংবাদিকদের প্রতি যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবার জন্য সরকারের সকল বিভাগের কর্মচারীদের নির্দ্দেশ দান করিতে তাঁহারা অনুরোধ করেন।

মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত বিষয়সমূহ লইয়া প্রতিনিধিমণ্ডলী মন্ত্রীর সহিত একঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। মন্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের দাবী সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

একখানি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

নবদ্বীপ ছাত্রসম্মেলনের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়—

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনারা আমার অনুমতি না লইয়া আপনাদের সম্মেলনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের পদে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা আপনাদের উচিত হয় নাই। আমি ছাত্র নই বরং শিক্ষক। আমার এইরূপ সভায় যোগদান করা অনুচিত এবং আপনাদের যে কার্য্যাবলী হইয়াছে তাহা আমি কিছুই জানি না এবং অনুমোদনও করি না। আশা করি আপনারা আমার নাম আপনাদের তালিকা হইতে উঠাইয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ করিবেন না।

ইতি—
নিবেদক
শ্রীভবপতি দৈবজ্ঞ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১.০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। প্রার্থনাকল্পতরু (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন বাক্য আবা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগৌরাঙ্গ: (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ). ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীরত্নমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধুবৃত্ত ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনকণ ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। শ্রবণকাহিনী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনামের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। ত্রিদণ্ড সরস্বতী বিধিত্বঃ ।০
৬৩। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠভজনবিধানং ⁄০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। রেপোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন লণ্ডন ⁄০
৭৬। ভক্তিভবন ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪ শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীরূপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত-বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, মূল্য সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—উড়িয়া ভাষায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

বিশ্বের সর্ব্বত্র তত্ত্বভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
ডবল-ক্রাউনের প্রথম ও ডবল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ৪ নারায়ণ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১ ২১শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ৬ষ্ঠী জানুয়ারী ১৯৩৮ মঙ্গলবার ২৫৪৬তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ৬ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর হইতে ৮ই পৌষ ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়গণের সর্ব্ববিধ বিত্তাশ্রীসর্ব্বস্ব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম-বার্ষিক বিরহ-তিথি-মহামহোৎসব তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদ মহারাজের পূর্ণতত্ত্বাবধানে ও নিয়ামকত্বে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৬ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকাতে ভোর ৫ ঘটিকা হইতে বেলা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত মঠবাসিগণ সমবেতকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীশ্রীগৌরকীর্ত্তন, বিরহসূচক মহাজনপদাবলী এবং শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীমহামন্ত্র-শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মঠরক্ষক শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভু সমাগত বহু ব্যক্তির সমক্ষে 'প্রার্থনা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিনব জীবনী ও শিক্ষা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩০০ শত লোককে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। অপরাহ্ন ৩৷০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব শ্রীনাম-কীর্ত্তন এবং 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর ৫৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদ কি বস্তু, তাঁহার সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ কিরূপ, জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরদুঃখকাতরতা, জীবকুলকে বিপথগামিদের সন্ধান দান ও এবং তাঁহার অতুলনীয় চেষ্টা এবং তাঁহার শুদ্ধভক্তসম্পাদিত অনন্য অপ্রাকৃত গুণের কথা উল্লেখ করিয়া আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীরূপানুগবরের অনুসরণ শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন তিনি বলেন যে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে থাকিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপন-সেবাকার্য্যেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতির পরিচয় এবং জীবমাত্রেই এক প্রাণে বরণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ। অতঃপর শ্রীমহামন্ত্র শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়।

শ্রীবিনোদ-গৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে ডিসেম্বর প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুদেব-বন্দনা ও বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সেবকগণের বিশেষ চেষ্টায় একটী মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রীগুরুপদকে মহাভাগবতস্বরূপ কীর্ত্তনাদে গুরুবন্দন', 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', ও শ্রীরূপানুগবর পদ ইত্যাদি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ কেশব ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হন। মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। বহু সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। তৎপর দীন কাঙ্গালীগণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

এতদুপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ অপূর্ব্ব সুসজ্জিত হইয়াছিল। দর্শকমণ্ডলী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বার্ষিক উৎসব

গত ৩০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার চাকদহ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বার্ষিক মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রবেশ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম প্রিয় তত্ত্বজ্ঞ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রী ... গৌড়ীয় ... প্রভু ও শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারীজী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। নামসঙ্কীর্ত্তন ও পাঠ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সকলে বিশেষই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিতাই প্রভু সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির-প্রবেশোৎসবের ও ... বিভাগের ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত ... বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহন করিয়া

ভক্ত-সুজ্জনগণ ধন্য হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে। উক্তদেশে এত কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীধাম মায়াপুরে ব্যাসপূজা

--::(o)::--

আগামী ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের 'অনুপালনাচার ও পরমহংস-সেবাবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের আলোচনা ও সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। সকলেই মহামহোৎসবে সোৎসাহে যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত হইব। এতদুপলক্ষে যাঁহারা প্রণামী প্রভৃতি শ্রীমঠে পাঠাইতে অভিলাষ করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠ, গোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

... ব্রহ্মচারী ... শ্রীযুক্ত ... শ্রীধাম ... ভাবে ... করিয়াছেন। ... বাস্তবিক আচারের ... করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ নারায়ণ, বুধ, পঞ্চম গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিবিনোদধারা

—:::o::—

'ভক্তিবিনোদধারা'তে আমরা তিনটি শব্দ দেখিতে পাই। একটী 'ভক্তি', একটি 'বিনোদ' ও অপরটি 'ধারা'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ নামই ভক্তি। তাহাতে নিজসুখের কোন কথা নাই। ভগবান্ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম, অষ্টাঙ্গসিদ্ধি, ব্রত বা তপস্যাদি সমস্তই অভক্তি। এই সকল অভক্তির বিনোদন বা আবর্জ্জনাসমূহ হইতে ভগবদ্ভক্তের সম্পূর্ণভাবে নির্মুক্ত হইয়া অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি-বিনোদন বা সেবার পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণের এই অনুকূল-সুখসন্ধান-স্পৃহা অনেক পূর্ব্বপ্রাপ্ত বর্ত্তমান বা যিনি এত ভক্তিবিনোদন-কার্য্যে পরবশ, তিনিই ভক্তিবিনোদ। তিনি কৃষ্ণসুখে সুখী, তাঁহারই—সেবাতেই তাঁহার সুখ, তাহাই তাঁহার সর্ব্বস্ব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিনোদন-কার্য্যে যা শ্রীভগবানের নিত্য সহায় নিপুণা, সেই ভক্তবিনোদিনী শ্রীরাধিকা—আমার প্রভুর প্রাণনাথ শ্রীরাধাই অনুকূল-কৃষ্ণ। এই অনুকূল কৃষ্ণের অনুশীলন বা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিবিনোদ-ধারার মূল প্রস্রবণ। এই ধারার আকর স্থান শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম। এই ধারা অভক্তিবিনোদ-ধারা নয়—ইহা মাতৃ-পিতৃ-স্বজন-স্বদেশ বিনোদন ধারা নয়। ইহা শৌরভক্তি-বিনোদধারা— কৃষ্ণভক্তিবিনোদ-ধারা— প্রেমভক্তিবিনোদধারা— রূপানুগধারা— সঙ্কীর্ত্তন ধারা—শ্রৌতধারা—আচার্য্য ধারা বা গৌরবাণীধারা। এ ধারা সাধারণ জলধারা নহে, ইহা বৈকুণ্ঠবাণী ধারা বা মঙ্গলধারা। এই ধারা গৌরজন-শ্রীমুখেই নিত্যকাল প্রবাহিতা।

ভক্তি আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। ইহা মনঃকল্পিত কোন ব্যাপার-বিশেষ নহে। ভক্তির আদি বা আরম্ভ নাই, তাহার প্রাকট্য বা প্রকাশ আছে মাত্র। ভক্তির শেষ নাই—অন্ত নাই। কর্ম্ম অনাদি হইলেও তাহার শেষ আছে। কর্ম্ম ও ভক্তি—কৃষ্ণবিমুখ ও কৃষ্ণোন্মুখ স্বরূপ ও স্বভাবের সুখ ঠিক উল্টা দিক্। অনন্তরূপ কৃষ্ণ সংবিদ্বৃত্তি না হইলে এই শুদ্ধভক্তি—সাধনভক্তি বা আত্মার বৃত্তি প্রকাশিত হয় না। আমাদের ধারণা—সর্ব্বশক্তিমানের কৃপালেই বুঝ সাধনভক্তি প্রকাশ পায়, 'বড় কথা তা' না। 'এই ভক্তি কঠিন কিছু নয়,' বা অতি সহজ। জগতের কাঠিন্য বশতঃই ইহা আমাদের নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হয়। এই ভক্তি নিত্যাধন, সুতরাং ভক্তিবিনোদধারাও নিত্য, ইহা কোনকালেই বন্ধ হয় না বা হইতে পারে না। এখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন। এই ধারার রূপ আছে, তাহা আচার্য্যরূপ বা গুরুরূপ। এই ভক্তিবিনোদ ধারা ব্যতীত অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের বা কৃষ্ণদর্শনের অন্য কোন রাস্তা নাই। কৃষ্ণকে লাভ করিবার উপায় বা রাস্তা মাত্র এই একটি। সেইজন্যই এই ভক্তিবিনোদধারাশ্রিত নিষ্কপট সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন, গুরু মাত্র একজন। তিনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমাদের গুরুদেব ছাড়া জগতে আর গুরু নাই। আমার গুরু সবই এই জগতে একমাত্র সাধু। আর তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণ যাঁহারা, সেই হরিজন সবই হরিজন, অপরে নহে। এ সকল তথ্য আমাদের নিকট প্রথমমুখে বিদ্রোহী বলিয়া মনে হইলেও কথা কিন্তু ঠিক্। 'মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা' ইহাই প্রকৃত নিরোধ অকৃত্রিম কথা। এই বাণীর যিনি যে পরিমাণে পরিচিত, তিনি সেই পরিমাণেই গুরুকৃপাপ্রাপ্ত বা শিষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই ধারা স্বরূপ-রূপ-শ্রীজীব-রঘুনাথ কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ বলদেব-জগন্নাথ ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর ও আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই ধারার সকলেই গৌরনামা বা গৌরশক্তি। বর্ত্তমানে এই অপ্রতিহত ভক্তিবিনোদ ধারার সংরক্ষক হইয়াছেন—আমাদের পরমপূজ্যপাদ পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। তিনিই এই ধারার মূর্ত্তবিগ্রহ, এবং জগতে একমাত্র অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-শিক্ষা-প্রদাতা — জগদ্গুরু। এই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী অযাচিত কৃপা ব্যতীত ভক্তিবিনোদধারার বা শুদ্ধভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই বা থাকিতে পারে না।

আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্তিবিনোদ-ধারা আশ্রয় করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত শুদ্ধভক্তিপথের অনুসরণ হইবে না। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ এই নিত্যা ধারা বা ভক্তিবিনোদধারা অমন্দোদয়া দয়ার সন্ধান প্রদান করে—আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। এই ভক্তি একমাত্র প্রভুসেবা-প্রদাতা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং তদানুগত্য ব্যতীত নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মঙ্গললাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন যে, ভগবান্কে লাভ করিবার ধারা, পন্থা বা উপায় যদি একটিই হয় তাহা হইলে তাহার সন্ধান পাওয়া ত' বড়ই দুষ্কর। কথা ঠিক্, কিন্তু কেহ যদি নিষ্কপটে ভগবৎসেবাপ্রার্থী হন, তাহা হইলে ভগবান সেই নিষ্কপট ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই ভক্তিবিনোদ-ধারার সন্ধান দিবেন। তাঁহার নিজজন কোথায় আছেন, এই সংবাদ তিনিই তাঁহাকে জানাইবেন। ভক্তিবিনোদ-ধারার আশ্রিত যাঁহারা তাঁহাদের ভক্তিবিনোদ-ধারাশ্রিত লোক দেখিলে আপনা হইতেই প্রীতির উদয় হইবে। ভক্তিবিনোদ-ধারা যাঁহারা নিষ্কপটে আশ্রয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক টান সেই ভক্তিবিনোদ-ধারাশ্রিত ব্যক্তিগণের দিকেই যায়। দূরস্থিত ভগিনী তাঁহার ভ্রাতাকে কখনও না দেখিলেও পিত্রালয় আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ে যেরূপ স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, বিদেশে লোক দেখিলেই যেরূপ প্রীতির উদয় হয়, সেইরূপ সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুতে প্রীতি স্বাভাবিক। যেখানে তাহার অভাব সেখানে সজাতীয়তা-বিচারে কোন না কোন বিপর্য্যয় অবশ্যই উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এই ভক্তিবিনোদধারা অনুসরণ করিবার পথ শত শত কণ্টকে কণ্টকাকীর্ণ। ইহাতে Compromiseএর কোন কথা নাই। ভক্তি ও অভক্তি, আলো ও অন্ধকারে মিলন সম্ভব নয়। ভক্তির বিনোদন করিতে হইলে, অভক্তি বা অসতের কোন কথার সংস্রবই গোঁজামিল দেওয়া চলে না। সেখানে প্রথমেই আছে—অসৎসঙ্গ ত্যাগের কথা, এবং নিরন্তর সৎসঙ্গে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ। এই ধারা আশ্রয় করিলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। তবে এই ধারা দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। 'গুরুদেবের আমি' বিচার প্রাণে জাগাইতে হইবে— শ্রীগুরুদেবের নিজজনের আনুগত্যে তচ্চরণসেবায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই ধারাতে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির কোন কথা নাই, আছে কেবল নিত্য-নবনবায়মানভাবে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসুখ-বিধানের জন্য যত্ন প্রয়াস। অথবা নিত্য গুরুদাস্যপ্রয়াস। এই প্রতিষ্ঠাটীই আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনরত্ন থাকা উচিত। তাহা হইলে আর আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে না। কে সৎ, কে অসৎ—ইহা নির্দ্ধারণ করিতে ধাঁধায় পড়িতে হইবে না। ভক্তিবিনোদধারা মুখে আমার নাম বা তাহা আশ্রয়ের অভিনয় করিলেই যে ভক্তিবিনোদধারা বা "ভক্তিসিদ্ধান্ত-ধারার" আশ্রয় লাভ করা হইল এইরূপ নহে। শ্রীগুরুদেবের ধারার সহিত—তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইতে হইবে; প্রভুনিজজনের ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছা মিশাইয়া প্রভুমনোহভীষ্টপূরণে ব্যস্ত হইতে হইবে। কপাল খুব ভাল না হইলে প্রভুনিজজনে আপনজ্ঞান হয় না, এই ধারার আশ্রয় লাভ করা যায় না। এই ধারার কথা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ভক্তিবিনোদ-ধারা একই জিনিষ। আমার গুরুদেবের ধারায় ও বর্ত্তমান আচার্য্যধারায় কোন তফাৎ নাই। ইঁহারা সকলেই গৌরনিজজন—গৌরশক্তি—গৌরবল্লভ। যিনি শ্রীভক্তিবিনোদধারাকে জগতের নিকট কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য জগদ্গুরু—তিনি কাহারও শিষ্য নহেন। আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি শিষ্যের লীলা বিস্তার করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের সহিত পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা আমরা জানি না। সেই গৌরনিজজনগণের মধ্যে ছোট বড় বলিবার কোন কথা নাই। আবার শ্রীগুরুদেব সাধারণ কৃষ্ণসেবক নহেন, তিনি সেবক কৃষ্ণ, তিনি—নিত্যানন্দ। আমার শ্রীগুরুদেব প্রভু বড় [illegible]। তচ্চরণে যোগ্য আত্মা সমর্পণ না করিলে আমাদের মঙ্গললাভ হয় না—আমার হৃদয়ে গুরুপাদপদ্ম স্ফূর্ত্তি লাভ করেন না তাই কৃষ্ণসেবাও হয় না। এবং ভক্তগণই একমাত্র সংসার-ক্লেশ-নাশের একমাত্র উপায়, একথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা ভক্তিবিনোদ-ধারার সন্ধান পাইয়াও পাই নাই—শ্রীল প্রভুপাদকে দেখিয়াও দেখি নাই। উঁহাকে জানেন, চিনেন একমাত্র আমাদের শ্রীল গুরুপাদপদ্ম। আর জানেন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত—কৃপাপ্রাপ্ত আমাদের স্বজনগণ। এই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য করিবার বা শিষ্য হইবার সৌভাগ্য হইলে আমরা কোন না কোন জন্মে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য হইবার সৌভাগ্য পাইব বা ভক্তিবিনোদধারায় স্নাত হইতে পারিব। এই ধারায় সেবান্বয়ের আসন—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আসন নিত্যকাল Reserved আছে ও থাকিবে। আমি কোন দিন এ তিনটীর একটীও হইব না। আমি নিত্যকাল তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিব। যেখানে হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য নাই," প্রভুমনোহভীষ্টপূরণে প্রভুনিজজনের নিকট

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ ভিক্ষাভক্তির বল মায়া আকর্ষে হাতে ধরিয়া তুলন।

কৃপাপ্রার্থনা নাই, তাহা ভক্তিধারা নহে, তাহা চৈতন্যধারা নহে। সেখানে আছে কেবল অচৈতন্যের বাহাদুরী বা বিবাদ।

এই ভক্তিবিনোদধারার ঙ্গ আচারপ্রচার অনুসরণ করিয়া যিনি যতটুকু চলিবেন তিনি ততটুকুই মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবেন। ভক্তিবিনোদ ধারায় এই কথা বিষয় ভুলিয়া পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না। জগতের কোন লোক যদি এই ভক্তিবিনোদ-ধারা গ্রহণ না করে বা তাহাতে উদাসীন থাকে তথাপি শ্রীল প্রভুপাদের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য আদি অসংখ্য বাধাবিপত্তি আসিলেও কোনদিনই তাহা ছাড়িতে পারিব না—অসৎসঙ্গতাপে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমাদিগকে শ্রৌতপথে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য এই কথা সিংহ-হুঙ্কারে প্রচার করিতেছেন। ইহার মধ্যে কোন আপোষ নাই। যদি কেহ ভক্তিবিনোদধারার দোহাই দিয়া সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবসত্যে একনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে লোকপ্রিয়তা ও আপোষপ্রবর্ত্তনকেই বড় মনে করেন, তাহা হইলে সেইরূপ মত ভক্তিবিনোদধারা হইতে হয় উৎক্ষিপ্ত না হয় চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছে জানিতে হইবে। স্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্তে অকপট অনুরাগ দেখিলে সেখানে নিঃসন্দেহে ভক্তিবিনোদ-ধারার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। এই ধারাতে বাস্তবসত্যের কথা—মহাপ্রভুর কথা ছাড়া অন্য কথা নাই। সেইজন্য গৌর ও গৌরনিজজনকৃপাপ্রার্থী আমাদের ভক্তিবিনোদ-ধারা ব্যতীত অন্য ধারার আদর নাই। জানি না কবে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আমরা এই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পাইব।

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর পত্র

——::(০)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, ২৫।১১।৩৭

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

* * তোমার ৯।১১ তারিখের লিখিত পত্র পাইলাম।

* * * বাহিরের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনগণের নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য তোমাকে একটু অস্থির করিয়াছে বুঝিলাম। জগতের সমস্ত লোকই কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করিবে—এরূপ আশা করা বৃথা। তাই বলিয়া তাহাদের ভক্তিবিদ্বেষচেষ্টা দেখিয়া আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কথা নাই। হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের স্বভাবই সাধুকে নির্য্যাতন করা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে। শ্রীল প্রভুপাদকেও পাষণ্ডিগণ বহুপ্রকারে উদ্বেগ দিয়াছে। আচার্য্য শ্রীল রামানুজকেও বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি দুর্জ্জনগণ আচার্য্যগণের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা হইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। বহির্ম্মুখগণের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি দেখিয়া হরিভজনে আমাদিগকে দৃঢ় হইতে হইবে এবং তাহাদের ঐরূপ অসৎকার্য্যের জন্য আন্তরিক দুঃখ এবং তাহাদের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি যাহাতে সংশোধিত হইয়া হরিভজনে নিযুক্ত হয় তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। এটা অসুবিধার জগৎ, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটের পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎসেবা করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"জগতের লোক অকৈতব হরিভজনের কথা শুনছে না দেখে আপনারা ম্রিয়মান হবেন না। শত বিপদ্—শত গঞ্জনা শত লাঞ্ছনা আসিলেও নিজভজন—নিজকর্ত্তব্য শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়বেন না। উহাতে বর্দ্ধমান রুচি হওয়াই প্রয়োজনীয়।"

শ্রীল প্রভুপাদ এরূপ নশ্বর বস্তু নহেন যে তিনি দু'দিন আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, এখন আমাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকায় আমাদিগকে আর দেখিবেন না—অথবা ভাসিয়া যাইব। কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, পরমদয়াল শ্রীগুরুপাদপদ্মও তদ্রূপ নিত্য এবং আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষক। তিনি সর্ব্বাবস্থায় আমাদিগকে শত শত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবার সুযোগ দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন। আমাদের প্রভুপাদ কৃষ্ণের অশান্ত প্রিয়তম, কৃষ্ণ সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও তাঁহার প্রেমবশ্য; এত বড় প্রবল আশ্রিত ও রক্ষিত আমরা। আমাদের হরিভজনের যাবতীয় প্রতিকূলতার তাঁহার ইচ্ছাতেই আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাতে আমাদের নৈরাশ্য বা হৃদয়দৌর্ব্বল্যের কোন কারণ নাই। কৃষ্ণ আমাদের প্রতি যে ব্যবস্থা করেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। তিনি পরম মঙ্গল ময়। তাঁহার এইসকল ব্যবস্থা দেখিয়া ম্রিয়মান হইলে কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন—তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ করাইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিভজনের সুযোগ দিতেছেন। তাঁহার অসীম দয়ার তাঁহার নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে রাখিয়াছেন। বহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণের কবলে কোনদিন পতিত হইতে দেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের এত করুণা সত্ত্বেও আমাদের নৈরাশ্য বা ভয়ের কি কথা আছে? * * শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় যখন আমরা তাঁহার সেবার জন্য সর্ব্বত্র যাইতেছি, তখন সে সকল স্থানের বিপদ্ হইতে তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তিনি আশ্রিতবৎসল, তিনি এরূপ নিষ্ঠুর নন যে তাঁহার আশ্রিতগণকে তিনি রক্ষা করিবেন না। তিনি তাঁহার প্রত্যেক সেবকের জন্য অপ্রকটলীলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন। এখনও তিনি তাহা ত্যাগ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই।

বাহিরের লোকের সহিত খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে। নিজ-আচরণ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া এইরূপভাবে চলিতে হইবে, যাহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের অপবৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ করিবার দুর্ভাগ্য উপস্থিত না হয়। তবে মনে রাখিও, নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে হইবে, অসত্যের সহিত সৌজন্য দিতে হইবে না।

সর্ব্বদা সহাস্যবদনে থাকিতে হইবে। বিরুদ্ধপক্ষের কথা আসিলে উত্তেজিত হইতে হইবে না। হরিভজন করিতে হইলে সময়োপযোগী কতকটা সহ্য করিতে হয়। কষ্ট ছাড়া কি আর কৃষ্ণ মিলে?

মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল দিও, আমরা ভাল আছি। তুমি আমার দণ্ডবৎ জানিও। ইতি—

দাসাধম

শ্রীনরহরি

কি করিব?

কি করিব ভোরা এ ঘোর সঙ্কট।
ভাবিতেছ মনে মিথ্যা নাহি বটে॥
ডুবিব কি তবে নৈরাশ্য-সাগরে।
কাণ্ডারীবিহীন ভাবিয়া নিজেরে?
নাই কি কেহই রক্ষিতে দুর্দ্দীন।
আমরা কি সত্য রক্ষকবিহীন?
কৃষ্ণ কি এখন রক্ষে না ভকতে।
তাঁর অধিকার নাই কি জগতে?
কৃপায় যে কৃষ্ণ প্রহ্লাদে রক্ষণ।
দুর্ব্বার অসুরে সংহারে গর্জ্জন॥
সাধুর রক্ষণ, অসুর-নাশন।
অধর্ম্ম-বিনাশ ধর্ম্ম-সংস্থাপন॥
যে কৃষ্ণের খ্যাতি একমাত্র পণ।
সে প্রভু কি করে অবাক্য লঙ্ঘন?
না, না, তাহা নহে অসম্ভব অতি।
ভকতের তরে কোথায় দুর্গতি?
তাঁর ভক্ত কভু না হয় বিনষ্ট।
গীতায় রয়েছে সে বাণী সুস্পষ্ট॥
তবে কেন মোরা হইব চিন্তিত।
নিরাশায় কেন হ'ব নিপীড়িত॥
কুরু-পাণ্ডবের সেই ইতিহাস।
হৃদয়ের মাঝে করুক বিকাশ॥
উৎসাহ-অনলে হইয়া প্রদীপ্ত।
ভবিব না মোরা সে অরাতি দৃপ্ত॥
ভীত, ত্রস্ত মোরা হ'ব না কখন।
নির্ভয়ে সকলে চালাইব রণ॥
কৃষ্ণের সাহায্যে জিনিব নিশ্চয়।
বিদূরিত হবে নাস্তিক সংশয়॥
কে কোথায় আছ সত্যব্রত জন।
কৃষ্ণপদাশ্রয় করিয়া গ্রহণ॥
আত্মাহুতি দাও তাঁর সেবা তরে।
প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি দাও অকাতরে॥
তবে ত' হইবে আত্তীষ্ট সাধন।
শুদ্ধ বৈষ্ণবতা হ'বে সংরক্ষণ॥
পলাইবে কলি বিভ্রান্ত পড়িয়া।
আনন্দে নাচিবে ভকতের হিয়া॥

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্যাসবিহারী

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ২১ ডিসেম্বর ৬ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বাৎসরিক বিরহ মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে মঠবাসী ও গৃহস্থ সেবকগণের উৎসাহে ও অক্লান্ত সেবা-চেষ্টাতে আশাতীতভাবে লোক সমাগত হওয়ায় কাঙ্গালী-ভোজন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি অতি সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছে। স্থানীয় বহু বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, নেপালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মঠে আগমন করেন। বিরহোৎসবের সংবাদ তৎপূর্ব্ব দিবসই প্রতি গৃহে গৃহে জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃকালে ভক্তগণ শ্রীমঠে আগমন করিলে নামকীর্ত্তনমুখে অধিবাসকৃত্য সম্পন্ন হয়। তৎপরদিবস প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক অন্তে ভক্তগণ শ্রীআচার্য্য-শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও গৌরাঙ্গ-গিরিধারীর বন্দনা এবং উচ্চকীর্ত্তন, বিরহ গীতি, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীভাগবতব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর অর্চ্চন ও চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বহুবিধ উপহার দ্বারা ভোগরাগ এবং আরতি আদি সম্পন্ন হইলে বেলা ১২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত ব্যক্তিকে অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ভক্তিপ্রচারকদের নদীয়া প্রকাশ-যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১০ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রচার-চতুর্দশ-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ এবং সমাক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরাজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রীয় শ্রীপাদ নরোত্তম রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অবধূতকৃষ্ণানুশীলনাগা-শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মুটিগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস-অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ জীতাগো গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ আরি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মায়াবাদ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড-পাঠবাড়ী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেকশারী,

পোঃ জেতোন, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুবান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রজজীব ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ সিদ্ধান্তী

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাতাসন কুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রী-শ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

ধীধরদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দদাস দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদাদা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহ, পোঃ তিনধারা, (বাখরগঞ্জ)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ মেধাবী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।১৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীঅনন্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এবার সম্পাদিত শ্রীসর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯৫৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লালবাবি	৬৷০
[illegible] চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৲	৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲	১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵	
ঐ [illegible]	৫৲ ৫৵০	
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০	
কাটারিভোগ	৭৲	
ঐ বেগুন	৩৵০	

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible]	৯০
কানপুর দানা	৮৷০—৯৵০
কানপুর দানা	৭৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৬৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪৸০
[illegible]—	৪৸০
[illegible]—	৪৷০
[illegible] সমস্ত—	৪২৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৴
[illegible] ঐ	৬৲ ৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৴০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৸৴০
বাটী (দি)	৫৸০—৫৸৵০
বাটা নং (২)	৫৴০—৫৷৵০
বাটা (এক)	৫৲—৫৷০
বাটা (বে)	৪৸০—৪৸৵০
বাটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
[illegible]	৩৸৵০—৩৸০
[illegible]	১৸৵০—১৷০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲
	৬৬৷০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
পাত [illegible] ২৪—২০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

টাটার [illegible]—	[illegible]
[illegible] / [illegible]	
মার্কা [illegible]	৮৸৴০—৯০
ঐ [illegible] মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা স্টেটস [illegible]	[illegible] ৯৷৴
ঐ [illegible] (নীল)	৯৲—১০৲
[illegible] (টি [illegible])	৮৸০—৯৲
[illegible] (ক্রোমা)	৮৷০—৯৸৵০
টাটা পাত করগেট শিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা পাত প্লেন শীট	১৬৵০
২৪ গেজ—	১৪৵০
২৬ গেজ—	১৬৴০
২৮ গেজ—	
[illegible] পাত করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
[illegible]	।৵৫—৸৵০
[illegible] কাঁটা তার (বিলাতি)	১০৷০
[illegible] বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০-৭৲ [illegible]
[illegible] কান্তি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ [illegible]	৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, [illegible]	৮৸০—৯৷০
[illegible] ও কনক্রিটের	
	[illegible] ৮৸০—১০৷০
[illegible] আসল ২৫০	[illegible] ২৫৷০
[illegible] ৫৮	[illegible]
[illegible] ৪৷০	

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৪৲
[illegible]	৫৭৲
ঐ [illegible]	৫১০

বেঙ্গল মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৲০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭৲
[illegible] সুপারী	
[illegible]	১৫৷০—১৭৫৲
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible], কলিকাতা

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার [illegible]; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও [illegible] মাসে মাত্র ৭৲০ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা [illegible] নম্বর পাইতে পারিবে, [illegible] ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible]

—

কেশরোগ

—:০:—

[illegible] রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের “কেশরোগ” ব্যবহার করুন। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোনও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, [illegible] জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible], প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-[illegible], [illegible] এবং অন্যান্য [illegible], “কেশরোগ” [illegible]। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—[illegible] অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ২ চা চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে [illegible] জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১২ ফোঁটা জলের সহিত [illegible]। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা [illegible] বড় [illegible] ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

[illegible], [illegible] (বেঙ্গল)।

[illegible] নং [illegible] পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

—

কবিরাজ [illegible] কলিকাতা [illegible]

কেশরাজ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বোতল ১৷০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible]।

[illegible]—১৯নং [illegible], কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির প্রামাণ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিনের পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অপেক্ষায় সুপ্রসিদ্ধ লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষাংশে ঠাকুরের সমস্ত মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; সুদৃশ্য বাঁধান বহি।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	I৵০	I৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০		৯৲
সিকিকলম ৫৲	৪-	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৪।০
" সিকি কলম ১০৲	৯৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩৩৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
৬ মাসিক "	৫৲
৩ মাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ১০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর সাহিত্যরত্ন এম্-এ, বেদান্তাচার্য্য প্রমুখ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আপনার নিকট অত্যাশ্চর্য্য এবং অনুপম জীবনচরিত-গ্রন্থ বাহির হইল। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। ... পৃষ্ঠা বাণী। ... শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষাংশে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। মূল্য—১০, পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—... শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন্ আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এবং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীনামহট্টসংস্থাপক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আশ্রয়বিগ্রহ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র আদর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে পৌষ, ১৩৪৪, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২৫৫]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১২।১।৩৮

(১)

৫১০ বাংকারী ৩৭ দাবী ৪২২/০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী

দেঃ রতিকান্ত বড়ুয়া সাং মধ্যপুর পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে টাকুনী গ্রামে ডিঃ সং ২১৮নং খং ১১দাঃ জমির যে জমা প্রচলিত আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ২০৲

(২)

৬১০ বাংকারী ৩৭ দাবী ৩৪৮/৯

ডিঃ বর্ত্তীশচন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ ফকির চাঁদ মণ্ডল দিং সাং উত্তর বেলেরপোতা পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে দক্ষিণবেলেরপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৪৮নং খং ৬৭ দাঃ জমির কাত ৫ টাকা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৮৫১ বাংকারী ৩৭ দাবী ২৩৮/৯

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দেবী

দেঃ অনাথ বন্ধু বসু সাং গুঁটিয়া পোঃ বাহাদরপুর

থানা মহেশপুর মৌজে অশ্বপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ৬২২নং খং ২০দাঃ জমির ২.০ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৮০৬ বাংকারী ৩৭ দাবী ২০/৬

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং

দেঃ গুলাম দাস দিং সাং লক্ষীগাছা পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষীগাছাগ্রামে ডিঃ সং ১০৯নং খং ৪-৪৩দাঃ জমির ৯৷৵৬ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৯৬৩ বাংকারী ৩৭ দাবী ১৩৩৷৫

ডিঃ বিভূতিভূষণ দে দিং

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং গোবরাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেথুয়াডহরি গ্রামে ডিঃ সং ৩৭নং খং ও অধীন ৬৮।৬৯-৭০।৭১।৭২।৭৭।১০৩নং খংভুক্ত যে নিষ্কর লাখেরাজ সম্পত্তি লেখা যায় উক্ত জমা জমি যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

১০৭৬ বাংকারী ৩৭ দাবী ১৩১৷৵৯

সহ ডিঃ—২৪৷৵৬

ডিঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার দিং

দেঃ ভুলচাঁদ মণ্ডল দিং সাং ভুবুরিয়া পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে রুইপুর গ্রামে ডিঃ সং ২০৭নং খং ১৯-৫২দাঃ জমির ৩৮৵৩জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ৫০৲

—

নীলামের দিন ১৪।১।৩৮

(৭)

৬০৭ বাংকারী ৩৭ দাবী ৩২৩/৬

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দেবী

দেঃ ইমানী মোল্লা দিং সাং জয়পুর পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে জয়পুরগ্রামে ডিঃ সং ২৪৭নং খং ৩২১দাঃ জমির ৩৬বশী জমা প্রচলিত আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৬৪১ বাংকারি ৩৭ দাবী ৫৩।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং জয়পুর পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে জয়পুরগ্রামে ডিঃ সং ১০০নং খং ৩৪-৩৬দাঃ জমির ৪০৷৵৯ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ৪০৲

(৯)

৬৪২ বাংকারী ৩৭ দাবী ২৩।৶৪½

ডিঃ ঐ

দেঃ ললিতমোহন ব্রহ্ম সাং গুঁটিয়া পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে গুঁটিয়াগ্রামে ডিঃ সং যে জমা প্রচলিত আছে উক্ত ৩৬বশী কোর্ফা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

৬৬৮ বাংকারী ৩৭ দাবী ১০৷৵৩

ডিঃ শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং কামারহাটি পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোয়ালপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ৪৩৬নং খং ২-১০ দাঃ জমির ৪০৲ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ৩৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪১৫ নং খং ১ ৩০ শতক জমির ৪০৲ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ২৲

(১১)

৭৭৪ বাংকারী ৩৭ দাবী ৩৪৮৵৯

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দেবী

দেঃ ভূপালচন্দ্র দাস দিং সাং জয়পুর পোঃ বাহাদরপুর

১। থানা চাপড়া মৌজে জয়পুর গ্রামে ডিঃ সং ১৩৬নং খং ৫-৫১দাঃ জমির ৮৷০ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৩২ নং খং ৫-২৫দাঃ জমির ১৫৷৵৫ জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ৬৲

(১২)

৮১০ বাংকারী ৩৭ দাবী ৫২/৬

ডিঃ বর্ত্তীশচন্দ্র পালচৌধুরী

দেঃ ফকিরচাঁদ মণ্ডল দিং সাং দক্ষিণ-বেলেরপোতা পোঃ বাহাদরপুর

থানা চাপড়া মৌজে দক্ষিণবেলেরপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৪৬নং খং ২-৩৫দাঃ জমির ৮৲ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

৮৩৮ বাংকারী ৩৭ দাবী ৮৮৪৷৵০

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দেবী

দেঃ উর্মিলা বালা দাসী সাং কালিদাস পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়-সিমুলিয়াগ্রামে ডিঃ সং ৪১৪নং খং /১৫।— জমির ১১৲ টাকা জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭১১ নং খং ৭০-৩০দাঃ জমির যে জমা প্রচলিত আছে যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

৮৮৩ খাজানা ৩৭ দাবী ৯২।০

ডিঃ যতীন্দ্র পালচৌধুরী

দেঃ জোনাই মোল্লা বিং সাং হাতিশালা পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে হাতিশালাগ্রামে ডিঃ সং ৬০৭নং খং ১-২৬নং জমির ১২৶১৭৭০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৮৯৭ খাজানা ৩৭ দাবী ২৫।০

ডিঃ সর্বেশ্বর্দন সিংহ বিং

দেঃ বলাই সেখ বিং সাং বাগিডাঙ্গা পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে বাগিডাঙ্গাগ্রামে ডিঃ সং ১৮৪নং খং ৯ ৪৪নং জমির ৩৫৭৭০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

৯০০ খাজানা ৩৭ দাবী ৩৬।৶৩

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল বিং

দেঃ ছলেমান বিশ্বাস বিং সাং চারাতলা পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষীপাহাড়গ্রামে ডিঃ সং ৩-২৬নং জমির ২১৮নং খং ৮।৴৩ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ০৲

(১৭)

৯৪৪ খাজানা ৩৭ দাবী ১২৩।৴৩

ডিঃ নীরোদ বালা দেবী

দেঃ হৃদয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বিং সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছামধ্যে ডিঃ সং ১-২নং খং ৴১৪।১২ অ-না রকম জমির ৪।৩ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৴১০।= আ'না রকম বাগানের ২২৲ টাকা জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

৯৪৫ খাজানা ৩৭ দাবী ১১।৶৩

ডিঃ প্রভাস বিশ্বাস বিং

দেঃ রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস বিং সাং শিবপুর পোঃ শিবপুর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শিবপুরগ্রামে ডিঃ সং ৩৩২নং খং ০৯নং জমির ৸৶১০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

৯৭৮ খাজানা ৩৭ দাবী ২২৸৴৯

সহ ডিঃ - ২০৴০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় বিং

দেঃ মিজানুর সেখ সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়াগ্রামে ডিঃ সং ৩৭৭নং খং ২-৩৯নং জমির ৯৴১৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ১৫৲

(২০)

৯৫৫ খাজানা ৩৭ দাবী ২৯৯৶৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী

দেঃ খোকাই সেখ সাং মহৎপুর পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুরগ্রামে ডিঃ সং ১২৮৬নং খং ৩৯৴৯৸৶০ জমির ৩৯।৴১০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ১০০৲

(২১)

৯৫৬ খাজানা ৩৭ দাবী ১৪৫।৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ আশুতোষ বিশ্বাস বিং সাং তিলকপুর পোঃ পাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে তিলকপুরগ্রামে ডিঃ সং ৩২৪১নং খং ১৪৭/৫০ বিঘা জমির ১৪৸৫ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

৯৯৬ খাজানা ৩৭ দাবী ১৪ ৶৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় বিং

দেঃ ওজুল সেখ সাং পাথরঘাটা পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩৫৫নং খং -৫০নং জমির ১।৶০ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ৪৲

(২৩)

১০০৩ খাজানা ৩৭ দাবী ২৫৸০

ডিঃ যতীন্দ্র চন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ জোনাবালি মণ্ডল সাং তাতপাড়ি পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে তাতপাড়ি গ্রামে ডিঃ সং ৫৪নং খং ৪ অধীন ৫৫নং খং ১৪/।০৸৴ জমির ১৬।৴১৫ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১০৪২ খাজানা ৩৭ দাবী ৩৭।৴

ডি শিবনারায়ণ ঘোষ বিং

দেঃ মজ্জান বিবি বিং সাং বহিরগাছি পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে মধুপুর গ্রামে ডিঃ সং ২০৮নং খং ও অধীন ৯০১নং খং ১-১৭নং জমির ১।০ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য ১০৲

(২৫)

১০৮০ খাজানা ৩৭ দাবী ৬৮৶৯

ডিঃ শ্রীযুক্ত বসন্ত নারায়ণ চেনাপিনা এস্টেট

দেঃ মুখলা বিবি সাং ভাংনা পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে ভাংনাগ্রামে ডিঃ সং ৮৬নং খং ২-১৭নং তক জমির ৮।৴৯ জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১০৮১ খাজানা ৩৭ দাবী ৬৪৶০

ডিঃ কানাই লাল চট্টোপাধ্যায়

দেঃ পঞ্চানন সর্দার বিং সাং নারায়ণপুর পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে নারায়ণপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৭নং খং ১-৬৭নং তক জমির ৯৲ টাকা জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

১০৮৫ খাজানা ৩৭ দাবী ৩২৲৯

ডিঃ শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস বিং

দেঃ এনাদি মোল্লা বিং সাং রামনগর পোঃ বাখালনগর

থানা চাপড়া মৌজে রামপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৪৪নং খং ৩ ২১নং তক জমির ৮৸৴০ জমা, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ২৫৲

নিলামের দিন ১৫।১।৩৮

(২৮)

২৭৩ খাজানা ৩৭ দাবী ২২২।৴৩

ডিঃ মোক্ষদা বালা দাসী

দেঃ বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বিং সাং হাটগাছা পোঃ কালনা

১। থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়কলসী গ্রামে ডিঃ সং ৴২।০ অধিকারীস্বত্ব যাহা বাৎসরিক ৩১৩৸৶০ খাজনা দিতে হয়। যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৴২০ অধিকারীস্বত্ব যাহা বাৎসরিক ৩১৩৸৶০ খাজনা দিতে হয়। যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

৭৬০ খাজানা ৩৭ দাবী ১৫৭৶৩

ডিঃ করুণাময় মুখোপাধ্যায় বিং

দেঃ বীরেন্দ্র লাল সিংহ রায় বিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ডেমা গ্রামে ডিঃ সং ৩১৯নং খং ৫-৩১নং তক জমির যে যথাস্বত্ব চিরস্থায়ী নিরূঢ় স্বত্ব দেখা যায় যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩৭৯ নং খং ২১-৫১ নং তক জমির যে জমা দেখা যায়, যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরবস্ত হুকু মূল্য আঃ ৭০৲

বিবিধ সংবাদ

——(অঃপ্রঃ)——

ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন.

হায়দরাবাদে ইঞ্জিনিয়ারদের বার্ষিক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রায় একশত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন।

বোম্বাইর মিঃ ক'করজী বাকরা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার আর্থার বাগাহুর এবং অন্যান্য উচ্চ রাজকর্মচারিগণ সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন।

নিজাম সরকারের সেক্রেটারী এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়ার নবাব এ লৌচ সম্বিয়ারজঙ্গ প্রতিনিধিবৃন্দকে অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে বলেন যে, হায়দরাবাদেও শীঘ্রই ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩০শে ডিসেম্বর অধিবেশনের পর মহারাজা স্যার কিষাণপ্রসাদ প্রতিনিধিদিগকে এক প্রীতি সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্যার আকবর হায়দরী, মিঃ এবট প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই প্রীতি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

বোর্ড অব ট্রেডের সহিত পুনরায় ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য-সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা বিলাত যাইতেছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বে-সরকারী পরামর্শদাতাদের সহিত স্যার জাফরুল্লার যে, কথাবার্তা হইয়াছে, তদনুসারেই বোর্ড অব ট্রেডের সহিত তাঁহার আলোচনা বলিয়া প্রকাশ।

স্যার জাফরুল্লার স্থলে সাময়িকভাবে কাহাকে এই পদে নিয়োগ করা হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লার বিলাত গেলে স্যার সুলতান আমেদ বাণিজ্য সচিবের কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার স্যার সুলতান আমেদ তাঁহার আইন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকায় সম্ভবতঃ তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।

মিঃ পিল্লাই আই, সি, এস, স্যার মহম্মদ জাফরুল্লার সঙ্গে যাইবেন। গতবার ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিলাতে যে প্রতিনিধিদল পাঠান হয় মিঃ পিল্লাই তাঁহাদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বিহার-উড়িষ্যা শিল্প রাজনৈতিক সম্মেলন

আগামী ৭ই, ৮ই ও ৯ই জানুয়ারী পাটনায় সাবেক বাংলা দরবারের সভাপতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য সর্দার মঙ্গল সিংহ অকালীর সভাপতিত্বে বিহার ও উড়িষ্যা শিখ রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে, বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত সিংহ তাহার উদ্বোধন করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

১ম বর্ষ } শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১ ২১শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৮ বুধবার ১৫৫তম সংখ্যা

[illegible]ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভপ্রেরণাক্রমে মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথমবর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহামহোৎসব শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ পারায়ণমুখে সম্পাদিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীমঠে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজের নির্দ্দেশে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি পৃথক্ প্রকোষ্ঠে সুসজ্জিত মঞ্চোপরি পুষ্পমালা ও বস্ত্রাভরণাদিতে সুশোভিত করা হয় এবং উভয় সময় ব্রহ্মচারিগণ শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীবিগ্রহগণের পূজা-অর্চ্চনাদি একাগ্রমনে যথানিয়মে সম্পাদন করেন। প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে ভক্তবৃন্দ [illegible] প্রভৃতি কার্য্যের পর শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ 'শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট-তিথি-পূজাবসরে আমাদের যে কেবল শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণগাথা-বর্ণন শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে তাঁহার শ্রী আরাধনা করা উচিত তাহা শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র বর্ত্তমান গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ-প্রণীত, শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ [illegible] গোস্বামী-প্রণীত এবং শ্রীশ্রীল [illegible] সংগৃহীত অংশগুলির পারায়ণ পাঠ করিয়া দেন। সমস্ত দিনব্যাপী উক্ত পারায়ণানুষ্ঠান চলিতে থাকে। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের এবং পৃথক্ প্রকোষ্ঠে পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অর্চ্চন, ভোগনিবেদন ও ভোগারাত্রিকাদি কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকান্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক, 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীল ত্রিদণ্ডি মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রথমবর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে 'পতিতের ত্রাণ কেমনে' শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য, আচার্য্যত্ব এবং 'বিরহ মহোৎসবে' ভক্তদেবের কথা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা সরলভাষায় প্রাঞ্জলভাবে কীর্ত্তন করেন। পরশেষে শ্রীশ্রীল ত্রিদণ্ডি গোস্বামী মহারাজ বিরহ-বাণীর [illegible] আলোচনাপূর্ণ ভাষায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মকে কেহ মহাপুরুষ, কেহ সুপরিচালক, কেহ সুবক্তা, কেহ সুপণ্ডিত, কেহ সত্যনিষ্ঠাবান্, কেহ আচারবান্ প্রচারক, কেহ আত্মারাম, কেহ পরমহংস, কেহ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতিরূপে দর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা-সম্পন্নকে বিভিন্ন মত করে যে প্রভুপাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা এ সমস্তই ঠিক, কেন না, 'তিনি অনন্ত-গুণময়'; কিন্তু এ সবই অসমাপ্ত ধারণা। এসব তাঁর তটস্থ লক্ষণ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ আমরা জানি না। তাঁহার শ্রেষ্ঠ-লোক জানেন। আজ তাঁহার অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের শুভদিন তিথিবার। এ তিথিতে আমাদের একমাত্র কৃত্য তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ ও তাঁহার অনন্ত গুণাবলীর শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করা, কিন্তু আমরা নিতান্ত অযোগ্য। তাঁ'র অনন্ত গুণাবলী কিরূপে কীর্ত্তন ক'রব? তাঁ'র অনন্ত গুণ, আবার প্রত্যেকটি গুণই অনন্ত। আমরা তাঁ'র একটি গুণকে অবলম্বন ক'রেও ব'লতে গিয়ে তা' শেষ ক'রতে পারি না। তিনি আচার্য্যবর্য্য, তিনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এই প্রমাণানুসারে তিনি কৃষ্ণের শক্তি, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব পায় নাই। আমরা এবং তিনি [illegible] ব্যবধান। আমরা তাঁকে—'তিনি আমার গুরুদেব' শুধু এ ব'লে অভিমান পোষণ ক'রেও তাঁকে কিছুই জানি না। তাঁকে জানবার একমাত্র উপায় তাঁ'র শ্রেষ্ঠজনের আনুগত্যে তাঁ'র গুণাবলী শ্রবণ করা।

যেবা মহাপ্রভুর [illegible] প্রচার সে।
[illegible] গৌরহরি [illegible]॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই পদার্থ কে বলেছেন? — শ্রীল রূপপাদ।

শ্রীমন্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণ প্রেমপ্রদাতা, তিনি গৌরহরি; [illegible] রূপপাদ [illegible] দিলেন। তাঁ'র আগে এবং তাঁ'র তটস্থ লক্ষণ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ তাঁ'র কেউ নবদ্বীপ [illegible], কেউ [illegible] 'মহাপুরুষ' কেহ [illegible], কেউ [illegible] ব'লে জানত। কিন্তু [illegible] জানালেন তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ— [illegible] স্বরূপ [illegible] জানালেন, তিনি [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]। [illegible] আমরা আমাদের গোস্বামীগণের [illegible] তাঁ'র [illegible] তাঁ'র [illegible]। তা' আলোচনার আমাদের অধিকার কোথায়? তাই আমরা [illegible] দর্শনের [illegible] করি, [illegible] আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁ'র শ্রেষ্ঠজন আচার্য্যদেবের আনুগত্যে [illegible] উপক [illegible] নিজেকে প্রস্তুত করা। অতঃপর [illegible] [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

শ্রী[illegible]

শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

"বৈষ্ণবনিষেবকলে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—দুঃখময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ নারায়ণ, ভৃগু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

অর্থের সদ্ব্যবহার

অর্থ অনর্থের মূল বটে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হেয় বস্তু বটে, কিন্তু মহাজন গাহিয়াছেন—

তোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

যাঁহারা প্রকৃত সাধু গুরু, তাঁহারা জানেন, অর্থই পরমার্থ। অর্থের অসদ্ব্যবহার যেখানে, অর্থের দ্বারা বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ প্রধান যেখানে, সেইখানেই অর্থ অনর্থের জনক, নতুবা ভগবৎসেবায় লাগিলে তাহাই পরমার্থ। ভোগীর নিকট Time is money, কিন্তু পরমার্থীর নিকট Time is Paramartha. তাই শাস্ত্র বলেন—

'এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥'
(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

হরিসেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য নিযুক্ত হইলেই জীবের পর বা শ্রেষ্ঠ উপকার সাধিত হয়। হরি সকলেরই প্রাণনাথ। প্রাণনাথকে ষোল আনা প্রাণটা দেওয়াই সতীর সতীত্ব। ষোল আনা প্রাণ না দিলে প্রাণনাথকে পাওয়া যায় না। সেইজন্য শাস্ত্রে প্রথমেই আত্মনিবেদন বা প্রাণদানের কথাই পাওয়া যায়। যিনি প্রাণ দান করেন, তাঁহার অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যাদি আর কিছুই দিতে বাকী থাকে না। তবে 'সর্বস্বঃ ভবতে দত্তং' এই বাণীর মর্যাদা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা পান নাই, সর্বস্বসমর্পিত নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের প্রকৃত সঙ্গ যাঁহাদের হয় নাই, একেবারে যাঁহারা প্রাণ দিতে পারিবেন না, ভক্ত-ভগবানের শ্রীচরণে সর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিবেন না তাঁহারা অর্থাদি দিয়া ভগবানের সেবা করত আনুকূল্য বিধান করুন। এইরূপ করিতে করিতে একদিন না একদিন প্রাণ দিবার পিপাসা হৃদয়ে জাগিলে সর্বাত্ম-সমর্পণাত্মে তাঁহার অন্তরসেবা বা প্রভুসাকাঙ্ক্ষার লাভ হইবে। এইরূপে অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যাদি দ্বারা নিষ্কপট সেবা করিতে করিতে জীবের ভক্তসেবানন্দের বা প্রাণনাথের সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে সুবিধা হয় না। প্রাণ হউক, অর্থ হউক, বাক্য হউক, বুদ্ধি হউক যিনি যাহা যাহা পারেন তাহা দ্বারাই ভগবৎসেবা করিতে হইবে, বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যদি অলস হইয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে দিন দিন আমার অধোগতিই হইবে। সুতরাং সর্বক্ষণই আমাদিগকে ভগবৎসেবার জন্য উদ্গ্রীব থাকিতে হইবে এবং সেই উৎকণ্ঠা জাগাইবার জন্য প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে।

লক্ষ্মী নারায়ণেরই সেবার জিনিষ, জগতের ভোগ্যা নহেন। এ জগতের যাহা কিছু সকলেরই মালিক শ্রীনারায়ণ। সবই বিষ্ণুসেবার জিনিষ। তাহাতে ভোগবুদ্ধি আসিলেই বন্ধন। নচেৎ বিশ্ব আর কি দোষ করিল? সেইজন্যই বলিতেছি, অর্থের দ্বারা ভগবানের সেবা করিলেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু আমরা যদি অর্থকে নিজের সুখের জন্য নিযুক্ত করি তাহা হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় না বা হইবে না। সুতরাং যাঁহার হরিসেবাতে অর্থাৎ যাহাতে জীবের যাবতীয় পরমশ্রেষ্ঠ উপকার হরিসেবাপ্রবৃত্তি উদ্বোধিত হয় সেইরূপ সৎকার্যে অর্থ নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। এইরূপ ভাগ্যবান্গণের অন্যতম হইয়াছেন আমাদের সতীর্থ শ্রীভক্তিবিজয় প্রভু। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি আমাদের সকলেরই আদর্শস্থল হউক, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে প্রার্থনা।

ভগবান্ যদি কৃপাপূর্বক সেবা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে কেহই তাঁহার সেবা করিতে পারেন না। এই সেবা করা ভগবৎকৃপার উপরই নির্ভর করে। ভক্তিবিজয় প্রভুর প্রতি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের এই কৃপা বর্ষিত হইতে দেখিয়া এবং সেই সেবাসম্পাদনের উৎকণ্ঠা ও আর্তি তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়া আমরা পরমানন্দিত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য তাঁহার সর্বতোমুখী চেষ্টা ও উৎসাহ সর্বপ্রকারের অভিনয়কারী মাদৃশ বঞ্চিত পাপাত্মার চিত্তকেও আকর্ষণ করিতেছে। ভক্ত শ্রীভক্তিবিজয় প্রভুকে পুনঃ পুনঃ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি জয়যুক্ত হউন।

বিরহোৎসবসভায়

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের তৃতীয় অভিভাষণ

[স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ নাটমন্দির

কাল—২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, সন্ধ্যারাত্রিকের পর]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

পরমপূজনীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণববৃন্দ, সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ, আজ সপ্তদিবসব্যাপী এই যে পরমার্থপ্রদর্শনী—এই যে সংকীর্তন মহাযজ্ঞের বিরাট্ আয়োজন ও ব্যবস্থা, সেই হরিকথা-সংকীর্তনের মূল প্রবর্তক শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এবং সংকীর্তনকারী তাঁ'র শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রায়-রামানন্দ-সনাতন রূপ রঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপাল ভট্ট-রঘুনাথ-ভট্ট-কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ঠাকুর নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-গৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস প্রভু। এই সংকীর্তন-যজ্ঞের সাক্ষী হিসাবে কথা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শিক্ষাষ্টকে বর্ণন ক'রেছেন। সেই সর্বোত্তম সংকীর্তন-যজ্ঞের শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সংকীর্তনযজ্ঞক্ষেত্রে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বপার্ষদ-ধাম-সহ অবতীর্ণ হ'য়ে—যেখানে স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হ'য়ে—বিপ্রলম্ভলীলা প্রকট ক'রে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিজেকে কখনও আশ্রয় কখনও আশ্রয়জাতীয়রূপে ... প্রকট ক'রেছেন, সেই গোবিন্দ-অভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠে সেই সংকীর্তনযজ্ঞের প্রকট করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জীবন—বিশেষভাবে ২৫ বৎসর যাবৎ চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'র বিরহোৎসবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপূজা ক'রবার ইচ্ছা যদি আমাদের হয়, তাঁ'র সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেবাকার্য অনুষ্ঠান করবার নিষ্কপট বাসনা যদি আমাদের হয়, তা'হ'লে সকলে একত্রে কৃষ্ণসংকীর্তনযজ্ঞাগ্নির নিত্য সমিধ্‌রূপে আমাদিগকে আহুতি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। প্রভুপাদ ছিলেন—সংকীর্তন-যজ্ঞের হোতা ঋত্বিক্। ঋগ্বেদ যাঁ'কে 'হোতা', সামবেদ যাঁ'কে 'উদ্গাতা', যজুর্বেদ যাঁ'কে 'অধ্বর্যু' ও অথর্ববেদ যাঁ'কে 'ব্রহ্মা' বলেন, সেই সকল ঋত্বিকের মূলগত তত্ত্ব যে যজ্ঞেশ্বর ভর্গশক্তি, তাহা শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তনযজ্ঞের সংরক্ষক শ্রীল প্রভুপাদে পরিপূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। সেই সংকীর্তন-যজ্ঞাগ্নির দেদীপ্যমান শিখা সমস্ত জগতের আলোক দান—চেতনালোক আলোক বিতরণ ক'রে সকল জীবের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বসতি দান প্রকট করুন। সকল জীব আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্য-প্রভুর সেবা প্রকট করুন। তাঁ'কেই বিষয়বিগ্রহের মূল ও আশ্রয়বিগ্রহের আদর্শ। এবার প্রথম বার্ষিক-বিরহ উৎসব অনুষ্ঠান ক'রবার যখন প্রস্তাব হ'ল, তখন নির্বাচিত সেবকগণের অনুমোদনে তাঁ'র কীর্তিত শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের ১০৮টি বিগ্রহরূপ কুসুম মালাকারে গ্রথিত হ'ল অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের বৈভব-প্রকাশগণের মুখে প্রভুপাদের বাণীর অনুকীর্তন শ্রবণ করবার সৌভাগ্য লাভের জন্য এবং তাঁ'দের মুখামৃতযুক্ত কীর্তনের একজন অযোগ্যতম ভৃত্যরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেই সকল কুসুমাঞ্জলি প্রদানের জন্য আমাকে আহ্বান করা হ'য়েছে।

যাঁ'র কৃপায় এই শ্রবণসৌভাগ্য লাভ হ'য়েছে, সেই মূল হরিকীর্তনকারী বিগ্রহ ও তাঁ'র পরিকরগণ সপ্তদিবসব্যাপী সমীচীন পারায়ণক্ষেত্রে যে হরিকথা-জাহ্নবী আনয়ন ক'রেছেন, সেই বাণীসুধা তাঁ'রাই পান ক'রে পরিতৃপ্ত হ'য়েছেন। আমি এক'বিন্দু মস্তকে ধারণ ক'রে পূত হ'বার চেষ্টা ক'রেছি। পূত হ'য়েছি কিনা, তা' শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানেন।

সকলে মিলে শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন ক'রব, ইহাই সনাতন আচার্যগণের অভিমত মঙ্গলকর্ম বা বৃত্তি। এই সংকীর্তনের মধ্যে সন্দেহের কোন কথা নাই। সংকীর্তনকারীর অনিত্য দেহ-গেহ-পরিমাপক রূপে বিরোধ সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। সংকীর্তনকারী যখন নিজেকে আশ্রয়জাতীয়রূপে ভোক্তা-সেবক-বৃন্দ দাস-রূপে অর্থাৎ সর্বতোভাবে দাস, প্রাকৃত অহঙ্কার নির্মুক্ত হ'য়ে—অমানী মানদ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণের অপেক্ষা সুনীচ হ'য়ে হরিকীর্তন করেন, যাহা (জীবাত্মস্বরূপের একমাত্র ধর্ম,) তখনই বিপ্রলম্ভ সম্বোধনপদে আশ্রয়বিগ্রহরূপী বিষয়-বিগ্রহকে আহ্বান করেন। সুনিশ্চিত বহুকে আহ্বান বিরহকাতর ব্যক্তিরাই সম্বোধন পদ। বিরহবিধুর ব্যক্তি বিরহাস্পদকে অনুক্ষণ আহ্বান না ক'রে এক মুহূর্তও অবস্থান বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। এই বিরহ ব্যথা যাঁ'র হৃদয়ে কৃষ্ণ আন্তরিকভাবে প্রকটিত হ'য়েছে, তিনি ভক্তি অঙ্গের পথে অগ্রসর হ'তে পারেন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। সদা আকর্ষণ ছাড়ে ক'স্যা হৃদয়॥

ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রাপ্ত হ'য়েছি। যে বিশ্বব্যাপক প্রচারে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী জগতকে আহ্বান ক'রেছিলেন, উহাই জগদ্গুরু সম্প্রদায়ে নিত্য আবর্ত্তিত হচ্ছে। এই বিশ্বব্যাপক স্রোত আছে ব'লেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবর্গকে আদর ক'রেছেন। গুরুপাদপদ্মের নিত্য তাঁ'র পাদপদ্ম-সেবায় সহিত নিত্য সংযোগের যুক্তিনিবাসের সহায়তা করে।

আমার নিকপট ভক্তবান্ধব আমার হৃদয়কে সেই নিত্যবস্তিতে সর্ব্বক্ষণ উদ্দীপ্ত রাখবার জন্য এই মাতৃবিশ্বব্যাপী শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনুকীর্ত্তন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রাণময় নিত্য স্মরণের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন।

যাঁ'রা শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে এই সকল অভিভাষণ নিত্য কীর্ত্তন ক'রেছেন, তাঁ'দের মধ্যে পরমপূজনীয় শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ গুরুবিলাস প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিদৈবেরো প্রভু, শ্রীপাদ বিদ্যা-সাগর প্রভু এবং ভক্তাগ্রগণের মধ্যে শ্রীপাদ নিত্যইদাস, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু, শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভু, শ্রীমৎ প্রণব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের বিশেষ সমষ্টি বক্তৃতা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তি-সমষ্টি শ্রীপাদ মাধবানন্দ প্রভুর বক্তৃতা, শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভু এবং ইদানীন্তন শিষ্যগণের বক্তৃতা প্রাণকে খুব স্পর্শ ক'রেছে। শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভুর বক্তৃতায় Transparent Sincerity (স্বচ্ছ সরলতা বলা যায়) যে ফুটে বেরিয়েছে, তা' অস্বীকার ক'রবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত সুপতি বাবু ও গৌরীশ বাবুর ভক্তি বৈষ্ণব পরিভাষায় না হ'লেও ব্যতীত ব্যক্তদের নিকট বেশ ব্যক্ত হ'য়েছে। বস্তুতঃ কথা দিয়ে মনের আকৃষ্ট ক'রবার কথা আমাদের পূজা প্রধান লক্ষ্য তত্ত্বকথা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভুর বক্তৃতাতেও খুব আনন্দ লাভ ক'রেছি। শ্রী প্রণবানন্দ ও নিত্যাইদাস প্রভুর বক্তৃতার মধ্যে বার্ত্তা দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি। মনে হ'চ্ছিল, প্রভুপাদ এইরূপ বাচাই ভালবাসেন। সকলের বক্তৃতা আমার শুনবার অবসর হয় নাই। সকলের অন্তরের শ্রদ্ধা প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পিত হ'য়েছে। যাঁ'রা সরলতা ও নিষ্কপটতার সহিত শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁ'র বাণীর অনু-কীর্ত্তনদ্বারা আরতি ক'রেছেন, তাঁ'রা সকলের শ্রীল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধান ক'রেছেন। আমার প্রার্থনা এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে কেহ যেন পুনরায় ভৃঙ্গত্ত ও অহংগ্রহোপাসনার পথ না ধরেন।

এই সপ্তাহ—পরমার্থ-সপ্তাহ। যাঁরা পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাই জানেন,—সময় পরমার্থ; জগতের ভিতরে Time is money. জাগতিক অর্থ ইন্দ্রিয়সুখবাচক ব'লে জাগতিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ সময়কে 'অর্থ' মনে করেন। বস্তুতঃ আমাদের সর্ব্বক্ষণ একথায় সজাগ থাকা উচিত—Time is unalloyed devotion. প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বৃথা বাহিত না হ'য়ে আত্মবিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের নিষ্কপট সেবকগণের সঙ্গে তাঁ'দের সেবায় যাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাঁ'দের কৃপা হ'লে তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা অধিক বিষয়বিগ্রহের সেবা-লাভ ক'রবার সৌভাগ্য হ'বে।

বিরহই মিলনকে পুষ্ট করায়। সমরূপে অবতীর্ণ আশ্রয়লাসিতে বিষয়বিগ্রহের নাম অদ্বয় অভিজ্ঞ সংকীর্ত্তনেই শ্রীচৈতন্যের রাজ্যের সকল ব্যাপার প্রকটিত হ'বে। সকল চিন্ময়ীগণই শ্রীনাম্নারে মধ্যে অবস্থিত। নিত্যমুক্তগণের পরিচিত, নিত্য-বাঞ্ছিত আশ্রয়বিগ্রহ ও তৎপরিকরগণের পরিচিত শ্রীহরিনামের কৃপাতেই প্রকটিত। যে রূপ দেখে আশ্রয়বস্তু শ্রীরূপ প্রভু সন্তুষ্ট হ'বেন, সেই রূপ শ্রীহরিনামের কৃপায় প্রকটিত হয়। যদি শ্রীরূপের পাদপদ্ম নখশোভা-সিন্ধুর প্রতি কেহ কখনও লোভ করে, তবে কখনও সঙ্গে-সঙ্গে বিষ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম উপস্থিত হয়। নিখিল লোকের প্রণম্য যাঁ'র পাদপদ্ম, সেই শ্রীরূপ প্রভুর প্রাণসর্ব্বস্ব গোপীগণ-যুথমধ্যে—এ রাধার ব্রজের মধ্যে ক্রমেই হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ রাধার কোনই সম্বন্ধ নাই। রাধাই—কর্ত্তা আর বিপ্রলম্ভই সৌন্দর্য্য। সেই বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হ'য়ে কি ক'রে অদ্বয় রাধাদয়িতের সেবায় অতিরিক্ত থাকা যায়, তজ্জন্যই বিপ্রলম্ভময় শ্রীগৌর-সুন্দর জগতে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই জগতের ভজন বা বিপ্রলম্ভ ভজন। শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত চ'ক্ষু ইহারই আদর্শ।

এই সপ্তাহের শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ আলোচনায় মধ্যে কেহ কেহ প্রসঙ্গক্রমে হরি-গুরু-বৈষ্ণব বিরোধিগণের কথা আলোচনা ক'রেছেন। আমি সমস্ত বৈষ্ণবগণের সম্মুখে অকপটে নিবেদন জানাচ্ছি, শ্রীল প্রভু-পাদের অপ্রকটের পর থেকে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার প্রতি যাঁ'রা যাঁ'রা ব্যক্তিগত বিরোধ, বিদ্বেষ—যাহাই থাকুক না কেন, আমার উপর ব্যক্তিগতভাবে যাহাই বিধান পরীক্ষা হউক না কেন, আমি যেন উহার প্রতি বিন্দুমাত্র প্রতিবিধানের বিন্দুমাত্র চেষ্টায় উদ্যোক্ত হ'য়ে ক্লেশ-সর্ব্বাবধি যাতে আক্রান্ত না হই—অর্থাৎ শত শত বিশ্বাসের ও পরীক্ষায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হই। ইহাই আপনাদের নিকট ও আপনাদিগের প্রিয়তম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা। হরিগুরুবৈষ্ণব যদি সত্যসত্যই কাহারও সেবা গ্রহণ করেন, তাঁ'রা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বেষ ক'রলেও আমি যেন তাঁ'দিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও কোনভাবে বিদ্বেষভাব পোষণ না করি। যেখানেই থাকি নির্বিরোধী হ'য়ে যেন আশ্রয়বিগ্রহের নিত্য আশ্রিত থাকতে পারি। দুষ্টভাবে তাহা দুষ্টভাবই হউক আর অবজ্ঞেয় শ্রেষ্ঠ সৌধবিহারী রাজপ্রাসাদই হউক, তাহাই শ্রীমন্ নবদ্বীপাদির শ্রীবৃন্দাবন, যেখানে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যকাল বিষয়-বিগ্রহের সেবার বিচার প্রবল। যাঁরা 'গোপ' (গুপ্‌ ধাতু হ'তে 'গোপ' শব্দ নিষ্পন্ন) অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পালন করেন, কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা ক'রছেন—এইরূপ শরণ্যতা শত পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসে নিত্য অধিষ্ঠিত, যাঁ'দের গোপবালক-নন্দনের প্রতি অভিসারী সেবার উদয় হ'য়েছে, তাঁ'দের নিত্য আনুগত্যে যদি নিষ্কপটে অহৈতুকী সেবা ক'রবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়, তবেই বৃন্দাবনাদি নবদ্বীপে অবস্থান হ'য়ে থাকে।

বৈধিক যে সকল ব্যাপার, যে সকল তাহার সংকীর্ত্তন হ'চ্ছে, এ সকলের মধ্যেও অলক্ষ্যে আমাদের স্বরূপের অগোচরে শ্রীগৌরসুন্দর ও তৎপ্রেষ্ঠ ভক্তগণের কৃপাবস শ্রীকৃষ্ণ হ'য়েছেন—এই কথা বিশ্বাস ক'রবেন। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম—'দৃষ্টিভ্রান্তিহারী' অর্থাৎ যিনি আশ্রিত জনের ভ্রান্তি নিরাস করেন, সেই শ্রীপাদ প্রভু 'প্রণতপাল'। যদি বস্তুর দর্শনে—ইন্দ্রিয়-তোষণ দর্শনে—ই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা ইটপাটকেলের দর্শনকেই মঠদর্শন ব'লে মনে করি, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনুসরণ করিয়া যাহা দর্শন না করি, তবে নির্ব্বিশেষবাদী এসে গোবিন্দের মন্দিরের চূড়ায় বজ্র হানে দর্শনের জন্য আমাদিগকে অন্তরের ভাবে —নির্ব্বিশেষের ভাবে সেবার চেষ্টা ক'রবে। যেন আমরা ঐরূপ চিন্তাস্রোত হ'তে খুব সতর্ক থাকি। ঐপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যদর্শনে হ'য়ে-গুরু বৈষ্ণব সেবার উপকরণকে দর্শন না করি। আমরা যেন শ্রীমন্দিরের চূড়ায় প্রকৃত দর্শনের আশ্রয়ে—উত্তমাদীনাদের আশ্রয়ে অপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক দর্শনের কবল হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ ক'রতে পারি।

যখনই সেবার লোভ থাকবে না, যখনই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রবল হ'বে, তখনই নির্ব্বিশেষবাদী অরুচির ভাবের অধিকরে চিন্ময় হ'তেও বঞ্চিত হ'বে। ইহা ভক্ত-গণের সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি।

আর একটি কথা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁ'র বক্তৃতায় ব'লেছেন, বাস্তব সত্যের সেবকগণের আর একটি বাছাই হ'বে। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেন এরূপ কেহ না থাকেন।

সুবিধাবাদ বা স্বার্থসিদ্ধির কামনা-মূলে যে বিচার, তাহা আত্মসমর্পণকারীর বিচার নহে। বস্তুতঃ আত্মসমর্পণকারীর বিচার এই যে, সম্পূর্ণ শরণাগত হ'য়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব যখন যে অবস্থায় রেখে সুখ পান, তাঁহার কৃপা লাভ ক'রে সেই নিত্যাস পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'য়ে সর্ব্ববিধ দুঃখ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্যের সেবায় (অচৈতন্যের সেবায় নহে) এই জীবনকে তাহা'ও প্রদান ক'রব। এইরূপ নিষ্ঠা বা বৈধর্ম্য সাধনেই মুখে বিশ্বব্যাপক আশ্রয়-বিগ্রহসমাপ্তি বিষয়বিগ্রহের নাম বা গৌরব-মহোৎসব প্রকটিত হন।

শ্রীচৈতন্যের নাম পরিমের নহে। অনন্তকোটি বিশ্ব যেখানে সকলসকলবিশ্ব-সী সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে'র লেশমাত্র জিহ্বা বিকাশিত হ'য়ে সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রকট করেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যের নাম। পিতাই পুত্রের সংকোচ-বিধানে সমর্থ। গৌরসুন্দর পিতা, সংকীর্ত্তন তৎপুত্র। অবিচ্ছিন্নভাবে নাট্যমন্দিরে সংকীর্ত্তনযজ্ঞ প্রকটিত হউন। শ্রীল প্রভুপাদ ব'লতেন — অবিরাম হরিকথা-শ্রবণ সম্বন্ধে চাকরী কোনে চাকরী আগুন লাগা হউক—দুইভাবে নয়, আমার শ্রীগুরুদেবের যে অধিক কৃপা, তাঁর কীর্ত্তন মঞ্চাদি প্রজ্বলিত হউক। অনুকূল হরিবিচার কৃষ্ণের কীর্ত্তনই—কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। সেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ যদি আমাদের অনন্ত অ'বস্থা বাস ক'রতে সমর্থ। পরাৎপরপূর্ব্ব সত্যে যাঁ'রা শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ সংকীর্ত্তন পুঞ্জের প্রকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে নিত্যানন্দ লাভ করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হ'লে তাঁহার ও রাধাগোবিন্দ যুগল রূপ, তা' নিজ-জন প্রদর্শন ক'রবেন। সেই দুর্লভতম সৌভাগ্য সকলের হউক—এই আশা ও প্রার্থনা ক'রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কোটিপ্রণিপাত-প্রণামপদে নিষ্কপট দৈন্য ও বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীগৌর-গদাধর আছেন। এখানে ... প্রকাশিত হইতেছে। রক্ষক শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং ... ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... শ্রীগৌড়ীয় মঠ ... আছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ ... সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... হইতে পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিবেক।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন ও শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ আবির্ভাব ভূমি মহাপ্রভুর গোদ্রুমে।

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক- শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। হুসেন সাহের কাজী চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ শ্রীবনমালী

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅভয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ ...

রক্ষক—শ্রীধরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমুকুন্দবৈদ্যের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়ার ...

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ভাগাদিয়াড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয় মঠ

নাড়িয়া পোঃ বারদি, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ.

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবলরামদাস বনবাসী।

(২৫) মদনমোহন গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ ... প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিত্র, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকেশবচন্দ্র দাস বি. এল।

(৩২) ভাগলপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভাগলপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

গয়া রোড, গয়া

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুর, সেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধাকর আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপীশ্বরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সখেরক বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনাপতী,

পোঃ কোটকোল, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সজ্জীব ব্রহ্মচারী ভক্তি শ্রী

(৫২) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক- পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীদামোদর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) শ্রী. কুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস বল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

ডিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস বনবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) আক্নাপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

আক্নাপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বনবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীভবরোগ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারখালী, পোঃ চিতরঞ্জা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

ব্রাণ্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ করা
বালাম	৬৷০
দাদখানি	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
রামশাল নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বরাকের কোয়ালিটী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲	৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲	১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০	৫৸৶
ঐ মাঝারি	৫৲	৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০	
কাটারীভোগ	৭৲	
ঐ বেগুন	৩৶০	

চিনির দর

কাশী, টাইপ	১০৸৶০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
নারকেলী দানা	৯.০
ঢাকাপুর দানা	৮৷০—৯৶০
ঢাকাপুর দানা	৭৸৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৭৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] মসের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পর্টেট বস্তা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶৮—১৸৶০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲
	৬৷৷০

[illegible]	৪৬
[illegible]	৩৬
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

[illegible]—	[illegible]
লোহার কড়ি [illegible]	
মার্কা	৮৸৶০—৯.০
ঐ [illegible] মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible] (বীম)	৯৲—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯৲
[illegible] (কোনা)	৮৷০—৯৸৶০
টাটা [illegible] করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা [illegible] শীট	১৮৶০
২৪ গেজ—	১৭৶০
২৬ গেজ—	১৬৴০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ [illegible] করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৲
সীস	১৶৫—৯৶০
[illegible] কাঁটা তার (মার্কিন)	১০৷০
[illegible] কাটা বর	৬৷০—৬৸০
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬.০—৭৲ হন্দ
গোল রড [illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ই	৯৷০—১০৷০
[illegible]	৮৸০—৯৷০
গোল রড [illegible]	
	৮৸০—১০৷০
[illegible] ২৪ ৮	[illegible]
[illegible] ৫৶০, [illegible]	৬৷০
[illegible] ৪৷০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible] কাইন	৫৪৲
[illegible]	৩০৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	৫৭৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেলেঘাটা মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার [illegible]

এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible] কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। [illegible] বিনা ব্যয়ে [illegible] ৭৲ টাকা মাত্র। এই [illegible] পরীক্ষায় [illegible]।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] পাইবে, [illegible] শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে [illegible] হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ [illegible]।

ফেভ্‌রোল

—::০::—

ম্যালেরিয়া রোগের [illegible] হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রায় নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" সেবন করিবেন। [illegible] আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। [illegible] পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] জ্বর, "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত [illegible] এবং শরীর [illegible] করিয়া তোলার একমাত্র [illegible]।

সেবন বিধি ঃ [illegible] চায়ের চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, [illegible] ২ বৎসরের ছেলে [illegible] হইতে ১২ ফোটা জলের সহিত বিধি। [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা [illegible] বড় [illegible] ১৬ মাত্রা মূল্য ১১০ আনা।

দি রায় নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

[illegible], কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৯৯-২৪১নং [illegible] পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ [illegible] কবিরত্নের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible] কলিকাতা।

[illegible]

[illegible], ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অমৃতময়ী জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রচারাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহু দিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরমহংসাধিক? সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডবল ক্রাউনের ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৵০	৵০	
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২॥০
" সিকি কলম	১২৲	১০৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা৷ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতস্বরূপা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আধুনিক বিদ্বৎ জগতের দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলার পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয় তালিকা (Content) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সত্যাগ্রহী ..., বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়মণ্ডলপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
ধর্মসংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1548

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের পারমার্থিক সংবাদ-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে পৌষ, ১৩৪৪, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৫৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০:০)——

আসামে সরকারী কর্মচারীর বেতন হ্রাস

গত ১লা জানুয়ারী এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, দুইশত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের সরকারী কর্মচারীদের বেতন শতকরা ৫ টাকা হারে হইতে, আরম্ভ করিয়া গ্রেড হিসাবে এক হাজার টাকার অধিক বেতনের সরকারী কর্মচারীর বেতন শতকরা ৩০ টাকা হারে পর্য্যন্ত হ্রাস করা হইবে। ১লা জানুয়ারী হইতেই এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে।

উক্ত ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই প্রদেশের 'প্রভিন্সিয়াল' ও সাবর্ডিনেট' সার্ভিসের বেতন পূর্ব্ব হইতে হ্রাস পাওয়ায় গত ১৯৩৩-৩৪ সালে একবার হ্রাস করা হয়। [illegible] হিসাবে হ্রাস করিয়াও বেতনের পরিমাণ যাহা দাঁড়ায়, তাহাও অতি উচ্চ এবং আরও হ্রাস করার যোগ্য। বিশেষ করিয়া যে সকল সরকারী কর্মচারী এখনও তাহার অধিক বেতন পান তাঁহাদের বেতন [illegible] হ্রাস করা যাইতে পারে, তদনুসারে গভর্ণমেণ্ট প্রভিন্সিয়াল ও সাবর্ডিনেট সার্ভিসের কর্মচারীদের বেতন আরও হ্রাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হ্রাস করার ফলে এই [illegible] সরকারী কর্মচারীদের বেতন [illegible] হিসাবে যাহা দাঁড়াইবে তাহাও গ্রেড হিসাবে হ্রাস করিবে এবং কোনরূপ অভাব [illegible] নির্দ্ধারণের [illegible] বা প্রয়োজন হইবে [illegible] গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আসাম সাহিত্য সম্মেলন

গত ২৮শে ডিসেম্বর আসাম সাহিত্য সম্মেলনের ১১তম অধিবেশনের ধনবিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয়। ঐ শাখার সভাপতি অধ্যাপক উমাকান্ত গোস্বামী তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"বর্ত্তমানে ভারতের আর্থিক সমস্যাগুলি এত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে যে, জনসাধারণও উহার সমাধানে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে কিছুই লাভ হইবে না।" বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক গোস্বামী বলেন, আসামের আর্থিক উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া আমাদিগকে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি আসামের জন্য সমন্বিত অর্থনীতির প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যুক্তপ্রদেশ এবং বঙ্গদেশের ন্যায় আসামে তিনি সমন্বিত অর্থনীতি প্রয়োগ করিতে বলেন। বেকার সমস্যা, খনিজের অর্জন এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। সমগ্র আসামের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা দরকার বলিয়া তিনি মনে করেন।

ইয়াংসির ব্যাপারে জাপানের প্রতিশ্রুতি

জাপানের 'নোটে'র উত্তরে বৃটিশ [illegible] 'নোট' পাঠাইয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাণিজ্য জাহাজ ও যুদ্ধজাহাজ, উভয়ের সম্বন্ধে জাপানের প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য হইবে কিনা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঐ 'নোটে' সন্দেহ জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একথা উল্লেখ করিতে বাধ্য যে এ অবস্থায় বৃটিশ জাহাজ আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের প্রাপ্ত বিবরণ জাপ গভর্ণমেণ্টের বিবরণ হইতে ভিন্ন।

এই আক্রমণের জন্য দায়ী অফিসারগণের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ আক্রমণ নিবারণ করা হইবে বলিয়া জাপ গভর্ণমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, জাপ গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা কি ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে তৎসম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। "কার্য্যতঃ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়ই জানান হইবে"—এই প্রত্যাশা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন।"

চালকবিহীন বিমান

রেঙ্গুন গেজেটে একখানা চালকহীন বিমান গাছে লাগিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যেদিন ঐ দুর্ঘটনা হয় এবং বিমানখানা ছিল রেঙ্গুন-ফ্লাইং সিণ্ডিকেটের 'ব্লু [illegible]'। মিঃ পি, মিস্ত্রী 'ব্লু [illegible]' খানা চালাইয়া সেদিন বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেন, কিন্তু চাকা থামিতে পারিবার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনখানা বন্ধ হইয়া যায়। অপর একখানা বিমানকে নামিবার জায়গা দিবার জন্য মিঃ মিস্ত্রী প্রোপেলারটি ঘুরাইবার জন্য ককপিট হইতে নামেন [illegible] ইঞ্জিন চলিতে থাকে, মিঃ মিস্ত্রী ককপিটে উঠিবার পূর্ব্বেই বিমানখানা চলিতে শুরু করে। বিমানখানা ধাবিত হইবার জন্য তিনি ককপিটে যাইতে না পারায় উহা [illegible] বেগে চলিতে থাকে। উহা পেট্রোল ট্যাঙ্কের দিকে গেলে মিঃ মিস্ত্রী উহার গতি ঘুরাইয়া দেন। চালকহীন বিমান তখন রাস্তা অতিক্রম করিয়া একটি গাছের সহিত ধাক্কা খায়। পরে, প্রপেলারে ধাক্কা লাগায় উহা থামিয়া যায়। বিমানে একজন যাত্রী ছিল, সে আহত হয় নাই। বিমানখানা জাহাজে করিয়া মেলবুর্ণে পাঠান হইবে।

———

পাটনায় প্রফুল্লচন্দ্র

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশনের মূল সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র রায় নাথ ব্যাঙ্কের পাটনা শাখার কার্য্যালয় পরিদর্শন করেন। নাথ ব্যাঙ্ক ইতঃমধ্যে সিডিউল ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে এবং বাঙ্গলার বাহিরেও শাখা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—

"বাঙ্গালীর পরিচালনায় একটী ছোট প্রতিষ্ঠান দেশের একটী গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে, নাথ ব্যাঙ্ক তাহার একটি দৃষ্টান্ত। পাটনা শাখার ম্যানেজার শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সেনের ব্যাঙ্কের কাজে অভিজ্ঞতা আছে। আমি আশা করি যে তিনি এই প্রদেশে নাথ ব্যাঙ্কের ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী ব্যবসায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন।"

———

ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ হত্যা

বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের শ্রীগোষ্ঠ পোদ্দার ও তাহার [illegible] শ্রীমতী বাসনা পোদ্দারিণীর (বয়স ১৮।১৯) হত্যা সম্পর্কে পুলিশ [illegible] কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব পোদ্দারকে বিচারার্থ সোপর্দ করিয়া চালান দেয়। বাঁকুড়ার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত করিয়া তাহাকে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী দায়রা সোপর্দ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ২৫৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—৫ ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অর্দ্ধ বাঁধা) ৯৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বাক্য-আগবত ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সম্পত্তি ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তিফলিকা ওপগোপালতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১৫
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। আম্নায়সূত্র ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যানাম ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইমোটিভ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আলবার্‌নেস ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ত্রৈমাসিক শ্রীল প্রভুপাদের পরিচালনায় ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি-পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়। মূল্য... ভিক্ষা ৪৲০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাশ্রমা শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২৲।

৪। পরমার্থী—উড়িয়া ভাষায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ... বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ... সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ভয়ের শুদ্ধভক্তি-শিক্ষায় বাঞ্ছিত
এই গ্রন্থ পাঠে সকলে মহাপুরুষের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ } ২০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ ২২শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার ২৭তম সংখ্যা

ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত রস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকট তিথি-... গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরম-স শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ ...ত্রিদণ্ডিপ্রভুবর্গের আনুগত্যে বিপুল ...হের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয়মঠে উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে ...ন্দনা, আচার্য্যপ্রশস্তি, উচ্চকীর্ত্তন, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জীউর প্রাত্যহিক এবং বিশেষ মহোৎসব-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার 'শ্রী... আচার্য্য বিরহ-সংখ্যা' হইতে শ্রীল প্রভু...র অন্তর্ধানের পূর্ব্ব দিবস এবং অন্তর্ধান দিবসে তিনি (শ্রীল ...পাদ) বিভিন্ন সেবকগণকে যে অমৃত... উপদেশাবলী প্রদান করেন তৎসমুদয় ক্রমে 'শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ' (শ্রীল প্রভুপাদের ...ত সমাগত সজ্জনবৃন্দের প্রতি তাঁহার উপদেশাবলী) নামক নব প্রকাশিত গ্রন্থ ...পাঠ আরম্ভ করেন। সমস্ত দিবস ...সরস্বতী-সংলাপ' এবং গৌড়ীয় 'আচার্য্য ...হ-সংখ্যা', পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে পাঠ সম্পন্ন ...তে থাকে। অপরাহ্ণে আচার্য্যবন্দনা, ...শিক্ষাষ্টকাদি কীর্ত্তন, 'জয়রে জয়রে জয় ...' মহাশয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' ... সম্পন্ন হয়। পরে পুনরায় গুর্ব্বষ্টক, দশকম্, ও সংকীর্ত্তন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু 'আচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা' (গৌড়ীয়) হইতে শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকগমনকালীন আশীর্ব্বাণীর কতিপয় অংশ সমবেত শত শত ব্যক্তির সমক্ষে পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শ্রীমৎ প্রণবানন্দ প্রভু কৃপাপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের এই সমস্ত আশীর্ব্বাণী রক্ষা না করিলে জগৎ মহাবঞ্চিত হইত। শ্রীরূপানুগজনগণের মহাবিপদকালে, সেইভাবে সংরক্ষণ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'সকলে মিলে মিশে থাকবেন'। স্বার্থপর ও নিজ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া অপস্বার্থের আবাহন-পথে যাঁহারা যে তাণ্ডব করেন সেখানে মিলে মিশে থাকিবার স্থান নাই। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মনিষ্ঠ হইবার যোগ্যতা ও অন্তর্ব্বিচার তাঁহার হৃদয়ে পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান—তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত। ব্যক্তিগত অথবা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন প্রতিষ্ঠা বা ... নহে। বিপ্রলম্ভসেবায় বহিঃদম্ভ নাই, প্রতিষ্ঠা ও ...দেবের বঞ্চনা উহাতে যুক্ত হইতে নাই। বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ এই "গৌড়ীয়" তাঁহার ... অঙ্গ। গৌড়ীয়ের উপর তাঁহার ... প্রচুর আশীর্ব্বাণী তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত ভাবে আমরা পাইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ Morphology অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু Ontology অর্থাৎ বস্তুবিচারে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দৃষ্ট ... তিনি বলেন—ভগবৎসেবায় যুক্ত হইলে সেবোপকরণের অভাব হয় না।

অতঃপর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু "দশোপদেশ"? বাঙ্গালাপদ্যে গ্রথিত "শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা"-গীতি পাঠ করেন এবং তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ... একটী নাতিদীর্ঘ 'সারগর্ভ' বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রকৃত অনুগতজনের স্বরূপ ও লক্ষণ কি প্রকার তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

পরিশেষে "যে আনিল প্রেমধন" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনযোগে সমবায়ারত্রিকাদি সম্পন্ন হইলে সমাগত প্রায় পঞ্চশতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

রূপে এইখানে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। নবদ্বীপ-লীলা বৃন্দাবন লীলারই পরিশিষ্ট।

শ্রীচৈতন্য একটি শ্লোকের কথা বলি। কৃষ্ণপ্রেম কি?—ভগবান্‌কে ভালবাসা। এই ভালবাসার স্বরূপ কিরূপ? তাই বলা হ'য়েছে—

জ্ঞানের বাণী যাঁরা শুনেছেন, তাই বংশীবাদীকে দেখবার জন্য কোন না কোন ছল ক'রে যমুনাতীরে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন। তাঁ'র এ সকল ভাব দেখে বিশাখা ব'ললেন সখি! এত ব্যাকুল কেন? ... পূর্ব্বে কোথায় গেল— "যারা বাঁশরীবাদী" ... —এ রকম ভালবাসাকে যে আশ্রয় ক'রেছে, তা'র নয়ন হ'তে ... বিরহ নাই। যে লোক কৃষ্ণপ্রেম পেতে চায়, তাঁর চোখের ধাঁধা দূর হয় না। ভগবান্‌কে যদি ভালবাসতে চাও, একটা কথা মনে রেখো,—কৃষ্ণকে সেবা ক'রে, তুমি ভাবলে তাঁ'র থেকে কিছু আদায় ক'র্বে, এ সেবার আকাঙ্ক্ষা ক'র না; যদি কিছু তাঁ'র সেবার আশা ক'রে থাক তাঁ'কে পাবে না। এ যে আমাদের পথ নয়, কেবল সেবার পথ। 'আমার প্রাণনাথের প্রীতি'—এ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য ক'র্বে না। শুধু আদর চাইলে না, আদর চাই; আদার মানে সে ধন ...—কৃষ্ণ যা' চান, তা'র জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে তাঁ'র সেবা করতে হ'বে। এ প্রকার একজনও আদর্শ কৃষ্ণসেবক হ'য়ে যদি কেউ অগ্রসর হন, তা'দের দেখে লক্ষ লক্ষ লোক তা'র অনুগত হ'বে—পৃথিবীর সকল লোক তাঁ'র পদানত হ'বে।

আজ যাঁ'র বিরহোৎসবে এখানে মিলিত হ'য়েছি, তিনি এই কৃষ্ণ-সেবার গীতি গেয়ে গেছেন। গৌড়ীয়ের অনেকের বা পাঠক ... কিন্তু ... আজ বাঙ্গালার মানব-জাতিকে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন।

বেদান্তের 'ব্রহ্ম' কেন লোক ... কথা নাই, ... সেই পথ অনুসরণ ক'রে, সেই প্রেমের ... আপনারা অগ্রসর হউন, তা'হলে ... প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী ... হ'বে। ইহা অপেক্ষা অধিক ব'লবার আর কিছুই নাই।

গুরু-কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"বেদধর্মবিবেষফলে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে। ভগবদ্‌-বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সংকীর্ণতা, দম্ভ ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে নিত্যজনের সহায়।"

- পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

[illegible]

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীধাম, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা গৌরাব্দ ৪৪১

দুই একটী কথা

—-:::(০):::—-

যদি সত্যসত্যই মঙ্গললাভ করিতে হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়া পারমার্থিক আদালতে বড় হইতে হইবে। আমরা সকলেই একই সন্তান, সুতরাং আমাদের নিত্য কর্তব্য - শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হওয়া, তাঁহার নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করা, বৈষ্ণবের দাস হওয়া—পারমার্থিক বান্ধব হওয়া। যে ব্রাহ্মণের আর্থিক কোন অভিমান বা লৌকিকের কোন বিচার নাই, তাহাতে আছে একমাত্র ভগবানের সেবা লাভ [illegible] সংসার হইতে বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠান করা।

সংসারে কেমনে অবস্থান করিতে হইবে। লোক-ব্যবহার ও চারিবর্ণের জন্য বা অন্যের কথায় কৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইবে না। ভগবান্‌, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব,-ইহারা সকলেই অন্তর্যামী। ইহারা আমার মনের কথা জানেন। সব কামনা-বাসনার মূলে ছাই দিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয় জন্য উৎকণ্ঠা অন্তরে স্থান পাইলে আর অন্য [illegible] আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সেখানে নিরন্তর নিজে ভগবৎ-সেবায় ব্যস্ত থাকিয়া আত্মজগৎ সকলকেই শুদ্ধসেবায় নিযুক্ত করিবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইবে। তাঁহাদের একান্ত সেবা ভাব হইয়াছে, সমস্ত জগতে সেবাধর্ম তাঁহারাই সর্বদা অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহাদের শ্রীচরণে কোন ভাব নাই, তাঁহাদের মন [illegible] সম্বন্ধে বদ্ধ [illegible]। [illegible] তাঁহাদের আবার বন্ধন কোথায়? [illegible] বৈষ্ণবেই বাবতীয়

গুণের সমাবেশ। এই বৈষ্ণবই প্রকৃত সমস্তগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণের নিত্য গুরু। বৈষ্ণবই দেবতা—দেবতা কেন, দেবতাগণেরও পরমারাধ্য। তাঁহারাই এই জগতের শাসনকর্তা, তাঁহাদের আদেশই বেদ। শাস্ত্র বলেন, "নমস্তেহপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ"—অর্থাৎ সাধুর শিক্ষা বা নির্দেশ বেদের প্রমাণের ন্যায় স্বতঃ।

প্রেমই প্রয়োজন। এই প্রেমই সেবার ফল। ভূমির সম্ভাবই এই প্রেমের লক্ষণ। এই প্রেম উজ্জ্বল—নির্মল—স্বচ্ছ স্বতঃ সিদ্ধ। কর্ম বা জ্ঞানের কোন ইহাতে নাই। প্রেম অপ্রাকৃত সরস সহজ নয়। এই কৃষ্ণ-প্রেমবন্যায় জগৎকে একদিন ভাসাইয়াছিলেন—আমাদের নিত্যানন্দ গৌর নিতাই। এই প্রেমবন্যা সজ্জন ব্যক্তিকে ত' ভুবাইয়া থাকে, আবার জগাই-মাধাই প্রভৃতি বৈষ্ণবাপরাধপুষ্ট দুর্জনকেও টানিয়া আপন কোলে তুলিয়া লয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা আজ সেই প্রেমধনে বঞ্চিত, [illegible] যে হ্রাস। নিত্য প্রভুর সেবা ভুলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি—এই অবিদ্যাবন্ধন। এই অবিদ্যাবন্ধন বা কৃষ্ণবিস্মৃতি জীবের দুঃখের মূল-কারণ—সংসারবৃক্ষের বীজ। এই বীজ কিছুতেই নষ্ট হয় না, বৃক্ষের শাখা উহাকে যতই ছাঁটিয়া দেওয়া হউক বা কল-সেচন বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক না কেন, উহা পুনঃ পুনঃ গজাইয়া উঠে। কিন্তু জীব যখন সাধুগুরু-কৃপায় জানিতে পারে যে, নিত্য প্রভুর সেবাই তাহার স্বধর্ম বা সত্য ধর্ম, তখন সে প্রভুর সেবায় ব্রতী হয়, অবিদ্যার বীজ সহজে আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়। তখনই জীব সেবানন্দে—প্রেমানন্দে বিভোর হইবার সৌভাগ্য পায়। কিন্তু হতভাগ্য আমাদের সে সুবুদ্ধি হইল কৈ? জীব ত' নিত্য প্রভুসেবক, কিন্তু প্রভুর নিত্য সেবক না থাকিয়া, প্রভুর সেবার আনন্দ না পাইয়া সে চায় প্রভু সাজিতে, ভোগ সাজিতে—সেবোর সংশোধন অধিকার করিতে—সেব্য হইয়া আনন্দ ভোগ করিতে। এই ক্ষুদ্র জীব ত' নিত্য দাসই গুরুদেব আশ্রিত। তাহাকেই তাহার নির্বীকতা বা উদ্বেগ শূন্যতা। সুতরাং হরি বা হরিজনাশ্রয় ছাড়িয়া সে শান্তি পাইবে কি করিয়া? আমরা যখন আনন্দময়ের পুত্র তখন স্বভাবতঃ আমাদের অধিকার আছে সত্য, কিন্তু আনন্দ মুখে ছাড়িয়া আমরা আনন্দ পাইব কি করিয়া? কই আমাদের অন্তরে ত' কোন অভাব দেখি না। সেইজন্যই আজ আমাদের এত বিপদ, এত অসুবিধা।

আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন, আমাদের দেশের ঠাকুর গৌর-নিতাই। তখন সকলেই প্রেম-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ

—-::(০)::—-

[গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৩৭), ১০ই পৌষ (১৩৪৪), শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবোপলক্ষে আহূত সভায় প্রদত্ত]

পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্যদেব!

আমার অনেকদিন ধ'রে মনে একটা আশা জেগেছিল যে, একবার শ্রীধাম মায়াপুরে আসতে হ'বে। শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ও অনেকবার ব'লেছিলেন,—'আপনি একবার শ্রীধাম মায়াপুর চলুন, সেখানে ব'সে আপনার সঙ্গে একটু নিভৃত আলাপ ক'রবো। আমি তাঁকে অনেকবার ব'লে পাঠিয়েছিলাম—আমি মায়াপুরে গিয়ে আপনার সহিত আলাপ ক'রবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন তা' ঘ'টে উঠে নাই।

আমি বুড়ো মানুষ, বৃদ্ধ হ'লে বেশী সজোর থাকে না, কথা আল্গা হ'য়ে যায়, সেজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা ক'রবেন। তাঁর প্রচার-কার্য, মঠমন্দির-গঠন কার্য এবং সর্বোপরি অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক ব্যক্তিত্ব যখন থেকেই আমার চোখে প'ড়েছে তখন থেকেই আমি বেশ সাবধানতার সহিত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য ক'রছি। তাঁর সঙ্গে আমার যে কয়বার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, সে কয়বারই তাঁর নিকট কত সুন্দর হরিকথা শুনেছি। উঠে আসবার সময় ব'লেছি, আমার সব কথা বলা হ'ল না। তিনি আমাকে কতবার মায়াপুরে আসবার কথা ব'লেছেন। আজ সেই মায়াপুরে আমার আসাও হ'য়েছে বটে, কিন্তু সেই মায়াপুরের প্রাণকে আর এখানে পেলাম না—কি দুঃখ! তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রবারই বিষয় বটে। পাণ্ডিত্য অনেকের থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর সকল গুণের চেয়েও সকলের শিরোমণি বিরাজিত যে ব্যক্তিত্ব, তাহাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সেই আচার্যকেশরের এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল যে, যেদিন থেকে তাঁকে দেখেছি, সেদিন থেকেই তাঁর প্রতি আপনা থেকেই গৌরববোধ হ'য়েছে - সেদিন থেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রেছি।

বসায় ভাসিয়াছিলেন। আমাদের এই প্রাণের ঠাকুর গৌর-নিতাইর প্রেমের বন্যা কোনও কালে রুদ্ধ হয় নাই বা হয় না। কিন্তু দুর্দৈবগ্রস্ত জীব আমরা সেই বন্যায় গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করি মাত্র। গৌরসুন্দরের এ জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার পর জগতের অবস্থা যখন উদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন গৌরসুন্দরেরই ইচ্ছায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভু ও আচার্যগণ পৃথিবীতে আসিয়া পুনরায় এই প্রেমবন্যা প্রবাহিত করিয়া তাহাতে জগৎ জীবকে আকৃষ্ট করিলেন। ক্রমে ক্রমে যখন আবার অনেক দুর্ভাগ্য এ সকল কথার বিরুদ্ধ হইল, তখন ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি এই জগতে আসিয়া পুনরায় জগৎকে প্রেমবন্যায় ভাসাইলেন। আবার গৌরসুন্দরই যখন লোকলোচনে আত্মগোপন করিলেন তখন আমরা মনে করিলাম বুঝি এক অন্ধকার যুগ আসিয়া আবার জগৎকে গ্রাস করিল। কিন্তু করুণাময়ের এত অপার করুণা, শ্রীল প্রভুপাদের এত অনুগ্রহ দয়া যে, নিতাই-গৌরশক্তি যেমন এক নব প্রেমবন্যা আনিয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ এখনও আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেইরূপ পরদুঃখদুঃখী আর একজনকে পাইলাম। জানি না তিনি কে,—হরে কৃষ্ণ [illegible] সেই প্রেমের ঠাকুর ব্যথিত্‌ [illegible] গৌরসুন্দর [illegible]—শ্রীল প্রভুপাদেরই কোন এক অংশ বিশেষ জন আবার সেইরূপ প্রেমবন্যায় ভাসিবার জন্য বিশ্বজনকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন। জানি না, এই মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্ম-নখরেখা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার কবে হইবে?

আমরা বৈষ্ণবধর্ম অনুশীলন ক'রে থাকি। বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে পাই—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

(ভাঃ ১২।১৩।১)

কে বৈষ্ণব? রবির, সমুদ্র, আকাশ, বায়ু—সকলেই যাঁহাদের অধীন হ'য়ে বিনি পাদপদ্ম নখাগ্রে অবনত হ'য়ে ভক্তি-পূর্বক নমস্কার করেন, তিনিই বৈষ্ণব। তারপর তাঁর (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের) যে-সকল বিভূতি, লীলার কথা, অলৌকিকী লোককথনী শুনছ, তা' দেখে তাঁকে কাহারও যদি ভগবদবতার ব'লতে সঙ্কোচ হয়, তিনি তা' না বলুন, কিন্তু—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥

(গীতা ১০।৪১)

ঐশ্বর্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমস্তই আমার প্রভাব তেজোংশসম্ভূত।—এই উক্তির তিনি মূর্ত্ত স্বরূপ ছিলেন। একথা বলতে আমি অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ

বুক ক'রে যেন নিজ চিন্তাকর বল। নাম আকর্ষণ হাতে হেরা হৃদয়।

করি না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃতের যে কবিতা আমি অনেক সময় আবৃত্তি ক'রে থাকি যা' আজ আপনারা বার্তাবহনপত্রের মধ্যেও উল্লেখ ক'রেছেন, সেই কবিতাটি যিনি নিজে আচরণ ক'রে প্রচার ক'রেছিলেন, এমন একজন মহাপুরুষ আমি দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম, সেই মহাপুরুষটী আর কেহ নন, তিনিই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হইল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটীকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫২)

এই কবিতাটী কখন থেকে আবৃত্তি ক'রতে আরম্ভ ক'রেছি জানেন? যেদিন থেকে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়কে দেখেছি সেদিন থেকেই আমার এই কবিতার আবৃত্তি। যেদিন আমি প্রথম তাঁকে দেখলাম, তা'র পরদিনই একটি সভায় আমি এই কবিতা আবৃত্তি ক'রেছিলাম। বাঙ্গালীর পক্ষে এক বড় বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে। আজ আমাদের জীবনযাত্রা সংকটাপন্ন হ'লেও বাঙ্গালীর যেন মনে থাকে—আমাদের দেশে আমাদেরই মধ্যে অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি দিবা'র জন্য গোলোকের ঠাকুর স্বয়ং এসে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, এ জ্ঞান যেন তাঁরা না হারান। আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা (শ্রীযুক্ত [illegible]) দুটো মতের (Communism & Secularism) কথা ব'লেছেন। [illegible] বল, দুই [illegible] বল, [illegible] বল, [illegible] প্রভৃতি জগতে যত পথ এখন আছে কোন পথই [illegible] দূর ক'রতে পারেনি। এখন [illegible] এর ক'রবো। এ যত [illegible] সে পৃথ্বী [illegible] তাঁ'র সম্ভাবনা নাই। এর মধ্যে যাঁ'রা [illegible] করেন, তাঁদের এটা জানা দরকার যে, সকল অনর্থের মূল দেহাত্মাভিমান। এই অভিমান কিছুতেই দূর হয় না। এই অভিমানকে বজায় রেখে যত প্রকার মতবাদই প্রচার হউক না কেন, তাতে বৈষম্য কখনই ঘুচিবে না। এ দেহাত্মাভিমানকে সমূলে ও সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করতে পারে একমাত্র অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি।

সেদিন বিশ্ববঙ্গালয়ে যে কএকটী কথা ব'লেছি, তা' পুস্তকাকারে লিখিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'লে আপনারা আমার অনেক কথা জানতে পারবেন। ভাগবত, গীতা, মহাভারত, ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার উপনিষদ—সমস্ত শাস্ত্রে এই কথা বলেন যে, যতদিন দেহাত্মবোধ থাকবে, ততদিন Heavenly Kingdom (স্বর্গরাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হ'বে না। একমাত্র প্রেমভক্তিতেই আমাদের অভিমান দূর হ'তে পারে, জ্ঞানে হয় না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারার্থই তিনি এসেছিলেন, একথা আপনারা বোধ হয় মহাস্থানে পেয়েছেন। সেই ভাগবতের মূল প্রধান কথাই হ'চ্ছে—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"।

ওরে জ্ঞান ছেড়ে দে! শ্রবণ—মনন—নিদিধ্যাসনাদি কত জ্ঞানের প্রবাহ ব'য়ে গেছে এই ভারতে, তার ঠিক নাই, তথাপি দেহাত্মাভিমান যা'বার নয়। জ্ঞানের দ্বারা স্থূল লিঙ্গ দেহাত্মবোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নাই। তাই শ্রীচৈতন্যদেব বললেন,—'তৃণ হ'তে, তৃণের চেয়েও সুনীচ হও, যিনি আমার ভেতরে সবার ভেতর বাস ক'রছেন, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একটুও চলবার সাধ্য কা'রও নাই।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ
পরঃ॥
(গীতা ১৩।২২)

আমি যা' করি, যেখানে যা' দেখি, তা'রই পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমি যখন কাজ করি, তিনি দেখেন, তিনি অনুমোদন করেন। যেমন আপনারা সভার একজন প্রস্তাব করেন, আর একজন তা'র অনুমোদন করেন, সেরূপ তিনি নিজেই সাক্ষী ও অনুমোদক। ক'রে থাকেন। তিনি এই সব দেখেন, অনুমোদন করেন, প্রত্যেক কাজ করান, আবার নিজেই তা'র ফলের ভোক্তা হন। আবার সর্ব্বশক্তিমান [illegible] ছাড়া করেন না। যাঁরা একটু বাইরে কারণ বিচার করেন, তাঁ'রাই বুঝতে পারেন।—তিনি ছাড়া আর কেউ নাই। এমন একজন সকলের মনেই বাস ক'রছেন, তাঁকে [illegible], মনন, নিদিধ্যাসন'র দ্বারা জানতে গেলে তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমানই থাকতে থাকবে, সুতরাং ঐ পথে জ্ঞানের প্রয়াসের কোন দরকার নাই।

আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা এই ক'রে কর্ত্তৃত্বাভিমান যায় না। জ্ঞানের প্রয়াস বাড়িয়ে প্রবণাদি করতে গেলে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানই থেকে যা'বে, সুতরাং তাঁকে ধরবার জন্য বেদান্ত-দর্শন প'ড়বার আবশ্যক হয় না। যাও সেখানে—যেখানে 'আমি তোমার হ'লাম', ব'লে যাঁ'রা ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত, তাঁদের কাছে যাও, তাঁ'রা যা' বলেন, তা' ধৈর্য্য ধারণ ক'রে শোন, শুনতে শুনতে ভক্তির উদয় হ'বে—ভক্তি আসবে। ভক্তি না এলে মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই।

পৃথিবীতে যে সভ্যতার যুগে আমরা বাস করছি, একে মানুষের সভ্যতা বলা যায় না। কিসে অপরের অর্থ শোষণ করবো, অপরের সুখে বাধা দিয়ে নিজে সুখী হ'ব, অপরকে দাবিয়ে রাখব, অপরকে হত্যা ক'রে রক্তের স্রোতে পৃথিবীকে প্লাবিত করবো, অন্যের দুঃখ কষ্ট হয় হোক্ আমি সুখী হই ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে ভাসমান হ'য়ে পৃথিবীর বড় বড় সভ্য জাতি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র, দূষিত গ্যাস, লোকক্ষয়কারী বিভিন্ন কৌশলাদি কত কিই না সংগ্রহ ক'রছে—তাই যদি সভ্যতার পরিণাম হয়, তা' হ'লে এই লোকের সভ্যতা শীঘ্রই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে অন্তর্হিত হয়, এটাই মঙ্গল।

আর এসব 'ও' অনেক হ'য়েছে আর কেন? হিরণ্যাক্ষ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধাদি এ দেশেই জন্মেছে, সুতরাং মানবজাতির ঐ সকল অকল্যাণকর [illegible] পিতাপুত্রী-[illegible]-লীলা- [illegible] কৌশলাদির নূতনত্ব কিছুই নাই। যাঁ'রা বড় বড় বৈজ্ঞানিক তাঁ'রা ডাক্তার, [illegible] ডাক্তার, [illegible] ডাক্তার, [illegible] ডাক্তার, [illegible] পূর্ণ। কথা বলছেন, কিন্তু তাঁরা মানবের সম্বন্ধে কি প্রমাণ জানাতে পারছেন? মানবের মাথা কেমন ক'রে এই ব্যাপার বুঝছে, তাঁ'রা তা'র সম্বন্ধে কি বলতে পারেন? মানুষের দেহের সহিত আত্মার [illegible], এ কথা ত' সকলেই বুঝ পারে। [illegible] জানীর পরিচয় আর কি পরিচয় আছে? কিন্তু এই অভিমানই [illegible] দেহের সহিত আত্মার অভিমান) নানা অনর্থের মূল। এই অভিমান দূর ক'রতে না পারলে পরম মঙ্গল, পরা শান্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। এ [illegible] ছাড়া উপায় নাই। [illegible] হ'য়ে ও [illegible] করা [illegible] মানুষকে ভালবাসতে হ'বে। ভগবান আমাদিগকে এ সংসারে কেন পাঠিয়েছেন? তাঁর স্বষ্ট বাঁধা নাম। [illegible] তাঁ'র চরণে সেবার জন্যই মানুষের এ জন্মে জন্মগ্রহণ। এ উদ্দেশ্যজ্ঞান না থাকলে লেখাপড়া দর্শন, বিজ্ঞানশাস্ত্র পড়, কিছুই হ'বে না, কেবল পরিশ্রমই সার হ'বে।

আমি আর বেশী ব'লবো না। আমার বক্তা শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় একটি বড় ভাল কথা ব'লেছেন—তিনি অনেকগুলিই ভাল কথা ব'লেছেন—এই যে শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ, এই বিরহের বিপ্রলম্ভ উপরই বৈষ্ণবের সাধনা। এই কথাটী ভাল ক'রে অনুধাবন ক'রতে হ'বে। যা'র বিরহানুভূতি নাই, তা'কে বৈষ্ণবই বলা যেতে পারে না।

পীতাভিবিরহকাল-কূটকটুর্গর্ব্বিত
নির্ব্বাসনো
নিত্যনেন সুধাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-
সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দ-নন্দনপরো জাগর্ত্তি
যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব
বিক্রান্তয়ঃ॥
(বিদগ্ধমাধব, ২য়ঃ ১৮শ শ্লোক)

কৃষ্ণবিরহের প্রত্যক্ষমূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ সঙ্গে এই সকল কথা রাত্রিদিন আলোচনা করতেন—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দসনে
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁ'র মনে তা'র বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥
(চৈঃ চঃ ম ২।৫০-৫১)

এই কৃষ্ণপ্রেম যে জানিয়েছে, কৃষ্ণপ্রেম যা'র জন্মেছে, তা'র এত জ্বালা, এত পীড়া যে, কালকূটের গরলও তার কাছে কিছুই নয়। সে বিরহ কার বিরহ? সে ত' সচ্চিদানন্দ নয়, সে [illegible] সকল সৌন্দর্য্যের সার, সকল [illegible] সার, তাঁ'র বিরহ; তাঁ'কে যে [illegible] অনুভূতি, তা' যাঁর সকল সুখ [illegible] ক'রে তাঁ'কে যিনি ক'রলেও এত-[illegible] নন্দনন্দন ভালবাসা যাঁ'র দেশে, সেই নন্দের, নন্দের বাড়ীর কৃষ্ণপ্রেমের মর্ম্ম আর কে বুঝতে পারে?

আমার আর বেশী কথা ক'বার নাই। আমি শুধু যা'ব, বৃন্দাবনে ও এই নবদ্বীপে কোন [illegible] যদি বিশ্বাস ক'র না। বৃন্দাবনে বিশুদ্ধ বৃন্দাবনের যে [illegible] পূরে নাই—

'[illegible] মোর [illegible] নাহি দূরগম'

[illegible] পুরোনো [illegible] নবদ্বীপে আসেন। বৃন্দাবনলীলার [illegible] সমৃদ্ধি ছিল, তা'র উপসংহার—'[illegible]' [illegible] করার জন্য—ভগবান্ [illegible]-

(অতঃপর এর পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-গৌড়ীয়-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ গ্রন্থাগার ... আছে। রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী ...।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... নম্বর বড়বাজার ৪২১৪ কলিকাতায় শ্রী... আসনে শ্রীশ্রী... পাঠ, ... এবং ... 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রী... শ্রীপাদ ... ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ ...

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিজয়নগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রী... ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রী... অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী...নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী...কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী...নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চক্রবেড় পরগণা

রক্ষক—শ্রী...নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ..., ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী... ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুটাকিয়া, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ..., জিঃ ..., ... বি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী...প্রসাদ বি-এল।

(৩২) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., বিহার

রক্ষক শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী...বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৫২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ষ্টেট, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী... আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বামীনন্দ ... কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গাড়ীপাড়ী

রক্ষক—... শ্রী...মাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীমনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং ... রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রী... সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ...

(৫২) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., ... গোদাবরী (মান্দ্রাজ) শ্রীশ্রী...কা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রী...গোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী... দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(৫৭) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী... মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

তিলদিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী...দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ ... (...)

রক্ষক—শ্রী... দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

... , পোঃ ..., (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী...নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ... রোড

গ্লাষ্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ ... গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

ভাণ্ডার ... ১৯

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ প্রতি
বালাম	৬৸০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৷০
দাদখানী	৫৷০
বাসমতী নূতন	৬৶০
ঐ পুরাতন	৬৲
বালামের কোনাকুনি	৬৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০ ৫৷৶
ঐ বালাম	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৸৶০
চিনির ১০০০ নং	১৪৶০
কাশীপুর দানা	১১৷০
রামপুর দানা	৮৷০—৮৶০
রামপুর দানা	৭৸৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	তোলা প্রতি
গিনি	৩৪৷০
রূপার বার	২২৲
সভেরেন	৫৩৷০

পাটের দর

মাজুয়া—	৪০৸০
এস্তফা—	৪০৸০
ডিস্ট্রিক্ট—	৪১৷০
সিরাজগঞ্জ—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

দেশী ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶০
কারখানার ঐ	৭৲—৭৶০
সিদ্ধ ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজি	৭৲—৭৶০
আটা (মি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫৶০—৫৷৶০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩৷০—৩৷৶০
পাঞ্জাব	১৪৶০—১৪৸০
তিল	১৪৶০—১৪৸৶০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
ভঁইসা	৫৭৲
দানাদার	৫০৲
হলদে	৪৫৲
আসাম	৩৪৷০

চাউ ...	৪৬৲
বাগান	৩৬৲
ভাজা মটর ...	৩৩৸০
২৫ সের—	১৭৸০
পাইস মটর ২৪—৩০ সের	১০৲

লৌহ ও ধাতু বাজার

ইস্টার্ন ইস্পাত—	২৫ ফাট প্রতি
লোহার কড়ি (করোগেটেড)	
বার্জ	৮৸৶০—৯৷০
ঐ যে নার্জ হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা স্টেম্পেড করোগেটেড সীস দর পাইক	৯৸৶
ঐ ইংলিশ করোগেটেড (সীস)	৯৲—১০৲
ব্রঞ্জ (জি আয়রন)	৮৸০—৯৲
প্রেন আয়রন (কোনা)	৮৸০—৯৸৶০

টাটা গ্যাঃ করগেট শিট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট

২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	০৷৶৫—৸৶০
... ইস্পাত (বিলাতি)	১০৷০
... ফ্ল্যাট রাউণ্ড ...	৬৷০—৬৸০
গাজি কাঠি ৩—৯ সূত্র মধ্য ...	৬৷০—৭৲
গোল ও কাঠি পুরা ৯—৩সূত্র	৯৲—১৭৲
ঐ ৩—১০	৯৷০—১০৷০
সিম পাতি, স্ক্রু, বল্টু	৮৸০—৯৷০
গোল ও চিনি-বীমলেস ও কনক্রিটের ওজন	৮৸০—১০৷০
খুঃ ইস্পাত আমদানী ২৫০০	মধ্য ২০৷০
টেকওয়ে দামদস্ত ৫৶০, পাইকার হাঃ	৬৷০
তুলার হালদস্ত ৪৷০	

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

গাওয়ের দোলাই কাইন	৫৬৲
সিন্ধুর আমের ওজন	৬০৲
কলাতি মুরগির কাইন	৬০৲
ঢাকাই গাওয়া	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

মেমোরি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

গোলমরিচ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	
মুড়ি চিনিবাদাম	১৪৷০—১৭৷০
লঙ্ক নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
১৬-৫ রূপচাঁদ রায় লেন, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট'

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও দেখাশুনার প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেশুরোল

— প্রত্যহ —

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ডাঃ রায় মহাশয় কৃত কেশুরেল জীবন বটিকা "কেশুরোল" অব্যর্থ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেদ জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্ষা-পাপুড়া, পাণ্ডু এবং অন্যান্য পাড়াপীড়া জ্বরে, "কেশুরোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

সেবনের বিধি ঃ—জ্বর বন্ধ অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১২ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
মধু নগর, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৭২-২০১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পরীবাসীর পাচনকার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত। অনেক টাকা খরচ করিয়া যখন বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন যে আপনার অবস্থার সাফল্য হইল না। ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির প্রামাণ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় পরমহংসপরিব্রাজক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।৫
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৷০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৮৷০
" সিকি কলম ১২৲	১০৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷০ ভিক্ষা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর রাজপাল্লা সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলা-রস-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অনুসন্ধানপূর্ণ গ্রন্থ মাধুর্য্যময় ও বিশদ চিত্র সম্বলিত। তাহা ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতভক্তিসিদ্ধান্তবাণী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), একশত ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ এখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা সাত্ত্বত ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম'—মায়াপুর

শ্রীপাদাব্জপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সভাপতিবৈষ্ণব-সংরক্ষক
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র সরল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে পৌষ, ১৩৪৪, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৫৭]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঙ্গলবারের কার্য্যসূচী

মঙ্গলবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট শাখাগুলির অধিবেশন হইয়াছে :—

(১) বোটানি (উদ্ভিদ বিদ্যা), স্থান—(সিনেট হাউস), সময়—প্রাতে ৯-৩০ মিঃ।

(২) ফিজিওলজি (শারীর তত্ত্ব), স্থান—(ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন), সময় প্রাতে ১০া০ ঘটিকা।

(৩) এগ্রিকালচার (কৃষি), স্থান—সেনেট হাউস সময় —১১-৫ মিনিট।

—

ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন

গত ৩রা জানুয়ারী প্রাতে ৮-৩০ মিঃ সময় বোম্বাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আরম্ভ হয়। এই সময় রাষ্ট্রপতি প্রধান-মন্ত্রী মিঃ বি, জি, খের উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ন কাল পর্য্যন্ত যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস আসিবেন কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই। মিঃ খাঁ সাহেবও সম্ভবতঃ এই অধিবেশনে উপস্থিত হইবেন না।

বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যে কাজ করিয়াছেন এবং নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের কতদূর কি করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে চরমপন্থী কংগ্রেস সভ্যগণ, কোন কোন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার কথাও উত্থাপিত হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের মতামত এই যে, মন্ত্রিগণের কার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপ করার অনুকূলে কোন যুক্তি নাই; গত দুই মাস ধরিয়া যে বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিতেছে, তাহাও সমীচীন নহে; কেননা অনেকেই মনে করেন যে, এই শ্রেণীর অযৌক্তিক সমালোচনা দ্বারা বিশেষ কোন লাভ হইবে না।

ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে পার্লামেন্টারী কার্য্যপদ্ধতির সমর্থক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে পার্লামেন্টারী সাব কমিটির নির্দ্দেশে মূল নীতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপেই প্রাদেশিক মন্ত্রিগণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্যক্রম সকল করিবার জন্য মন্ত্রিগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; এবিষয়ে আলোচনা চলিতেছে।

—

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

গত ২রা জানুয়ারী রাত্রি সাড়ে আটটার সময় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনে অনেক গুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রস্তাবটিতে শ্রমিকদের দাবীসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সেগুলি ট্রেড ইউনিয়নসমূহ অনুমোদন, শ্রমিকদের বেতনের সর্ব্বনিম্ন হার ৩০ টাকা নির্দ্ধারণ, সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কার্য্যকাল দাবী, চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান, অন্যায়ভাবে কর্মচ্যুতির জন্য ক্ষতিপূরণ, বেকার বীমা প্রভৃতির নিমিত্ত কংগ্রেসী প্রদেশসমূহকে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের তীব্র প্রতিবাদ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও স্পেনের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন, যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইবার সিদ্ধান্ত, কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী, কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বোর্ডের প্রতিবাদ এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের জাতীয় ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কর্মকর্তা নির্ব্বাচন করিবার জন্য অধিক রাত্রে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হয়।

—

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য-চুক্তি

বৃটেনের সহিত একটি বাণিজ্যচুক্তির আলোচনা আরম্ভ করিতে যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে নোটিশ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রবিভাগ তোড়জোড় করিতেছেন। একজন সরকারী কর্মচারী বলেন যে, আগামী সপ্তাহেই নোটিশ প্রকাশ হইতে পারে।

— —

বিদ্রোহী সৈন্যের অগ্রগতি

বিদ্রোহীদলের সৈন্যবাহিনী তেরুয়েলের নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। বিদ্রোহীদের বেতার রিপোর্টে প্রকাশ, বিদ্রোহীগণ বাহাতে দক্ষিণ দিক হইতে সমস্ত সহরটিকে বৃত্তাকারে অবরোধ করিতে না পারে তজ্জন্য সরকারী সৈন্যবাহিনী বাহির হইয়া বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সহরটিকে বৃত্তাকারে অবরোধ করিতে পারিলে তাহাদের আশা সহরটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তেরুয়েলের সরকারী সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদ্রোহীরা তিন হাজার বন্দী, ১২০টি বন্দুক এবং ১১০টি ট্যাঙ্ক দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

—

মাদ্রাজে নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মেলন

গত ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় মাদ্রাজে মিঃ বাদশার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মেলন শুরু হয়। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি উহাতে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিঃ রবিশঙ্কর শুক্ল, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস, চীনের ছাত্রসঙ্ঘ এবং গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ডের ভারতীয় ছাত্রসঙ্ঘ প্রভৃতির নিকট হইতে শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক পত্র পাওয়া গিয়াছে।

— —

চীনাদের আকস্মিক আক্রমণ

প্রকাশ যে, চীনা বিমান-বাহিনী অতর্কিতভাবে নানকিং-এর উপর আক্রমণ চালায়; ফলে দুইটী জাপানী বোমারু বিমান ধ্বংস হয়।

প্রকাশ, সাংহাই-এর পাঁচ সংবাদিক চীনা স্বেচ্ছাসেবী বিদেশ ছাড়পত্র লইয়া সাংহাই-এর পশ্চিম সীমা অতিক্রম করিয়া জাপঅধিকৃত এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত এলাকা চীনাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, - সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ -- ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বাউল সঙ্গীত ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধর্বা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীরূপলেখ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ক্রন্দনম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -তেলেগু ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌর-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক [illegible]।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রী.গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] বাংলা পত্রিকা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
লোককল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত মঙ্গলপ্রদ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রবর্ত্তক রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৫৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৮৲ টাকা।

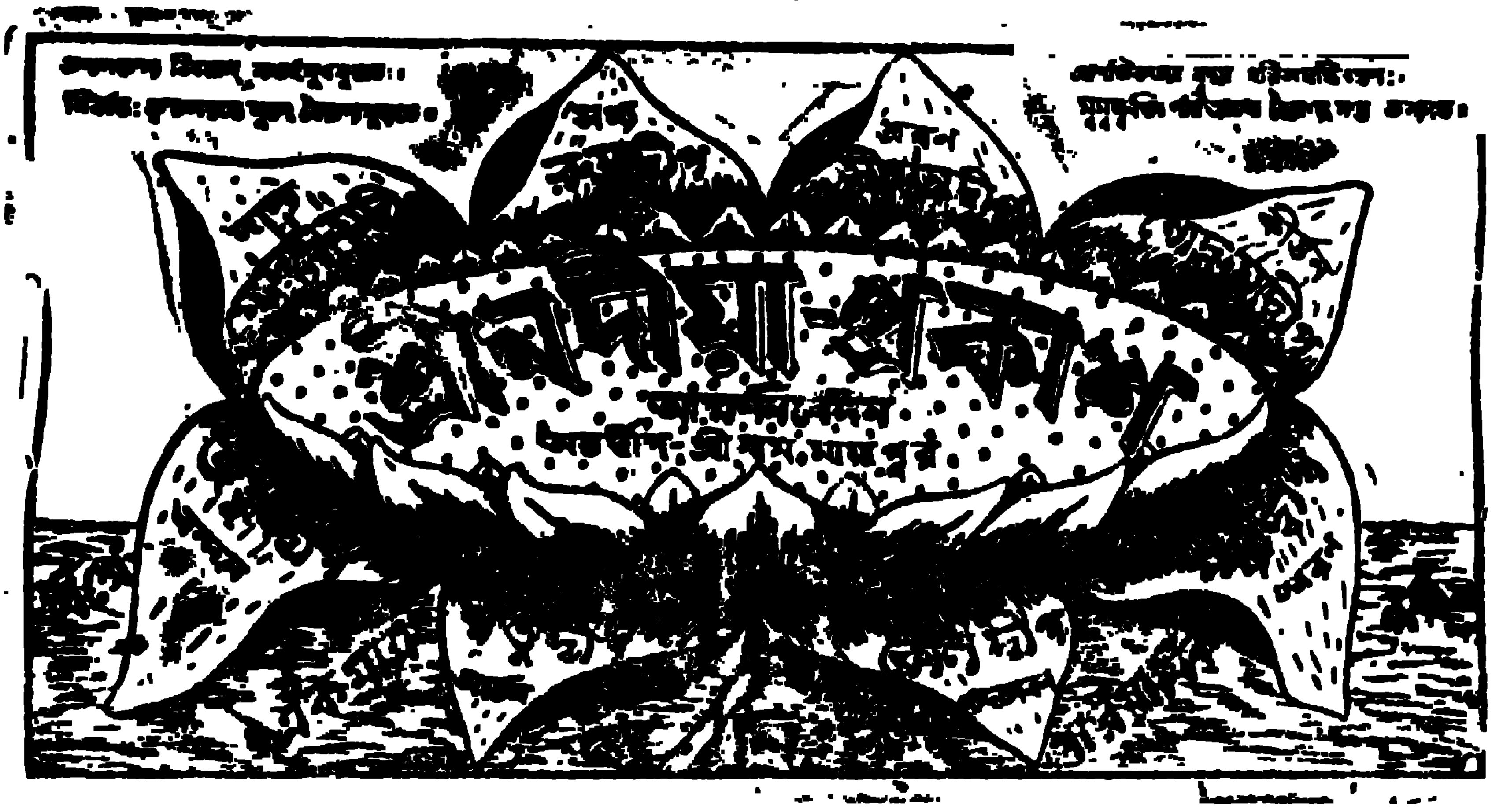

১২শ বর্ষ { ২১ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে পৌষ, সন ১৩৪৪, ৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮ } ২৭তম সংখ্যা

ল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

গত ২৪শে ডিসেম্বর পুরী হইতে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মহাপাত্র মহাশয় জানাইয়াছেন যে, জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথমবার্ষিক বিরহমহোৎসব শ্রীপুরুষোত্তমমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং মহাপ্রসাদবিতরণমুখে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিনচতুষ্টয় ব্যাপী মহোৎসব হইয়াছে। ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে একটী বিশেষ সভায় প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ইন্স্পেক্টর স্বনামধন্য ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র সেন এম-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন) মহোদয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় জগদ্গুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে পরমার্থ জগতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ক বহু কথা শ্রবণের সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি পৃথিবীর বহু স্থান এবং বহু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ধর্ম্মজগতের যে অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। উৎসব উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ ও সেবকগণের মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। প্রত্যহ সকলকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়াছে।

ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠে তদীয় অর্চ্চা চরিত্র ও অপ্রাকৃত বাণীর আলোচনা, পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার শ্রীমঠে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঢাকার মাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার পূর্ব্বে ভক্ত সেবার বাসুদেব শ্রীযুক্ত স্বামী মহোদয় ও অধ্যাপক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে মাননীয় সভাপতি মহোদয় আচার্য্যবর্য্যের অবদান-বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। রবিবার ও সোমবার পূর্ণাহ্ন প্রায় ৫০ শত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

বরিশালায়

নবদ্বীপের বরিশাল কেন্দ্রের সেবকগণ গত ৬ই পৌষ (১৩৪৪), ২১শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা উৎসব শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র মহোদয়ের বরিশালস্থ বাসভবনে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্য একটি উচ্চ বেদোপরি নানা বসন এবং পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সকলের সমবেত ভক্তি-বিনম্র বিজ্ঞপ্তি এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত লীলাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে আবার মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। উৎসবে অনেক সজ্জন এবং ছাত্রমণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

দেহ্লীতে প্রচার

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ভাগবতভূষণ কবিশেখর ব্রহ্মচারী মহোদয় যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত দেহ্লীনিবাসী শ্রীযুক্ত রঘুবীর প্রসাদজীর গৃহে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল ব্যাপী হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া সভায় সকলে পুনরায় আর একদিন পাঠ কীর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীদিনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজীর মৃদঙ্গযোগে মহাজনপদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন হয়।

গৌড়ীয় মিশনের আসামে সভা

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ মহোৎসব দিন ধরিয়া বিবিধ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের মধ্যে ১১ই পৌষ অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় গৌড়ীয়মিশনের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আগমন করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। পরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অগ্রে কীর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয় চিত্ত করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তন করেন।

ভক্তরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তজনে।

সংকীর্ত্তনবিদ্বেষকদে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যমুনাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতিই এখানে হরিভজনের সহায়।"

--পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মাধব, তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

গৌর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একথা বোধ হয় কোন গৌড়ীয়েরই অজ্ঞাত নাই। তিনি ভক্তস্বরূপ নহেন—স্বরূপতঃ ভক্ত নহেন; পরন্তু নিজের সেবা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তরূপ ধারণ করিয়াছেন—ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি—শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা। এই জন্মতিথি—মাধব' ১ম বা ৬ষ্ঠী আদির ন্যায় পূজ্যা ও নিত্যপালনীয়া। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, এই গৌরজন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উপবাসাদির বিধি হরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে বোধ হয় উহা পালন করিতে হইবে না। সেইজন্য আমাদের বন্ধুবর্গ অনেক সময় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে গৌর-প্রকট-তিথিতে অন্যান্যের উপবাস করা উচিত কি না? আমরা তাহারই কথঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিতেছি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীজন্মাষ্টমী দিনে বা জয়ন্তীবাসরেই অবশ্য উপবাসের কথা স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে। শ্রীগোস্বামিগণ ও বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রগণই শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ংরূপ ভগবান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রত পালন করিতে হইবে, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতেও যে সেইরূপই উপবাসাদি ব্রত পালন করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে একথার উল্লেখ না থাকার কারণ এই যে, শ্রীগৌরাবতার 'ছন্নঃ কলৌ'। কিন্তু শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥

ব্রহ্মা আদি দেবতাগণও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি উপবাসাদি এবম্বিধ ব্রতাদি আরাধনা করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহারা উহার প্রতিকূল আচরণ করে—এই তিথি সম্মানপূর্ব্বক পালন না করে, তাহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে অপরাধে পতিত হয়। শ্রীগৌরাবতার ছন্ন বলিয়া তাঁহার জন্মতিথিপালনাদি ব্রত যে গুপ্তভাবে বা গোপনে করিতে হইবে এইরূপ নহে। ভক্তগণ ব্রতরূপেই এই তিথি উপবাস ও হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপে যথাযথ পালন করিয়া থাকেন। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পূর্ব্বপূর্ব্বগুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদনুগ সকলেই এই তিথি যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন ও করেন। উহার ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে অসদাচার বা অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিয়াছে জানিতে হইবে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় না দিয়া গুরুবর্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীচৈতন্য তখন শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী পালন করিলেই ত' শ্রীচৈতন্য জন্মতিথি পালিত হয়, পুনঃ পৃথক্ভাবে শ্রীচৈতন্য-জন্মদিবসে উপবাসাদির আবশ্যকতা কি? একটু বিচার করিলেই বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্যধারী শ্রীগৌরসুন্দর অথবা শ্রীগৌরসুন্দরই মাধুর্য্যধারী শ্রীকৃষ্ণ হইলেও যাঁহারা লীলাবৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা ও শ্রীগৌরজন্মলীলার বৈশিষ্ট্যের নিশ্চয়ই আরাধনা করিবেন। কপটতাপূর্ব্বক এক লীলাবৈশিষ্ট্য মুখে স্বীকার করিয়া অপর লীলাকে অস্বীকার করিলে তাহাতে মায়াবাদ, পাষণ্ডতা প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যময় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর উভয়েরই বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পূজা যেরূপ জগতে প্রচারিত, শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনাও সেইরূপ জগতে প্রচারিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূজা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণজন্ম তিথি আরাধনার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগৌরজন্মতিথিতে ভোগবিলাসে রত থাকিয়া উপবাসাদি পরিত্যাগে যে বাউল

বিরহসভায় বক্তৃতা

[বক্তা—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ

বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও প্রকৃত অনুসরণ।

কাল—২৩শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ।

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণ, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে আমরা জীবের একমাত্র প্রয়োজন বলিতে এই পাইয়াছি—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ্ব আচার ব্যবহারের উপলব্ধির বিষয় নয়। বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে তাঁহার মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কৃপায় একটু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই বলিতেছি। তিনি শ্রীগৌরশক্তি। তিনি আমাদের পারমার্থিক উন্নতি ও নিত্যমঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়গণকে গৌরবাণী শ্রবণ করাইয়া তদাচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। আচার্য্যগণের দোষোদ্ঘাটন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। সাধকগণের পরের দোষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। রূপানুগ বা আচার্য্যানুগত হইতে পারিলেই ভজনের সুবিধা হইবে। অনুসরণ ও অনুকরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুকরণের অপর নাম ছল। যেমন যাত্রার দলে রাবণ-সাজা। আর অনুসরণ রাবণ-প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম—অনুকরণ, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—অনুসরণ। অনুসরণ আর কিছুই নহে—নিজের শুদ্ধ আচরণ। শ্রীল প্রভুপাদ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া—রূপানুগগণের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে মহাপ্রভুর কথা শিক্ষা দিয়াছেন। যাহার অনুসরণ করিব তাঁহার নির্দ্দেশমত চলা আবশ্যক। অনুকরণের ফলে বাহ্যবিচারে ব্যস্ত থাকিয়া আমাদের মন বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট বা আদেশ প্রতিপালন বা অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। কোন একটী প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ওড়িশ্যা বা পথ দেখিবার আবশ্যক বোধে অন্যদের প্রয়োজনানুসারে লোকদিগকে পরিক্রমা হইতে দূর দূর করিয়া দেওয়া যে প্রকার আত্মপ্রচার ছলনা, নিজের সুবিধা অনুযায়ী গুরু পদ হইতে গুরুদেবের সমর্থন সংগ্রহ করাও সেই প্রকার গুরু-অবজ্ঞার ছলনা। আমি যখন গুরুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি করি, তখনই আমার বিচার হয়, শ্রীগুরুদেব আমার মনের কথা জানেন না। কিন্তু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ। তিনি আমার সুবিধা অসুবিধা সকলই জানেন। তিনি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। গুরুদেবকে দিয়া স্ব স্ব মনের ইচ্ছা পূর্ণ করাইয়া লইব এরূপ ভাবে তাঁহার অনুসরণ করা হইবে না। হরি গুরু বৈষ্ণবে বিমুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বদাই গর্হণীয়।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ কামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া ভগবদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার জীবনে শ্রীহরিসেবাতে পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাঁহার প্রাণধারণ বৃথা।

রূপানুগগণের অনুসরণ করিতে পারিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। প্রকৃত রূপানুগ

প্রাকৃত সহজিয়া বা আর্ত্তমতির আবাহন করা হয় তাহা সম্পূর্ণ ভক্তিপ্রতিকূলাচরণ বা ভক্ত বধের নাম।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকেরই উপাস্য এ তত্ত্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। গোস্বামিগণের পূর্ব্বাচরিত—যাহা নিত্য মহাজন ও আচার্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে নিরপেক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে—গোস্বামিগণ—আচার্য্যগণ—শুদ্ধভক্তগণ—সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে উপবাসাদি ব্রত পালন করিয়াছেন। কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়া, স্মার্ত্তমতাবলম্বী, উপধর্ম্মী, আউল-বাউল, গোস্বামিব্রুব প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তিতে যদি উহার বিরুদ্ধাচরণ দেখা যায় তাহা হইলে উহা শ্রীগোস্বামিবর্গের মতবিরোধী ভোগময় আচার বলিয়া পরিত্যাজ্য হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে, তাহার অনুসন্ধান করা দরকার। অসৎসঙ্গে কখনও হরিনাম হয় না। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর অন্য বস্তু নাই॥

সাধুর অনুসরণ না করিলে আমাদের অন্ধকার আসিয়া যাইবে। আমরা ভণ্ড হইয়া প'ড়ব। গৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কপট লোক প্রভুপাদের সেবা ও শ্রীবিগ্রহের সেবা পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রভুপাদের অনুসরণ করে নাই। প্রভুপাদের বাস্তব অনুসরণকারীর অনুসরণ করিতে হইবে। যিনি একমাত্র নিষ্ঠ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা মহাজনের আবশ্যকতা আচার ও প্রচারের দ্বারা জানাইয়াছেন, একমাত্র তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলেই প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতপন্থানুসরণের সৌভাগ্য হইবে।

শ্রীরূপানুগ-ভজনগীতি

(শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কীর্ত্তিত)

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর উদ্দেশে রচিত গীত বলিয়া প্রচলিত।

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥
রাধে বৃন্দাবনবিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনি রাধে রাধে॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে, আবার ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে, আবার ডাকে তমালবনে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায়, রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে ভেসে নয়নের জলে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলিকুলি কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি' রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) ছাপান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, জানে না রাধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে।
তারপর চারিদণ্ড শুতি থাকে স্বপনে রাধাগোবিন্দ দেখে রাধে রাধে॥

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর হরিকথা

প্রচারে গেলে অনেক অভিজ্ঞতা হয়। কত কর্ম্মী, কত জ্ঞানীর সহিত পরিচয় হয়। কি এক রকমের 'চক্ষুলোচনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁ'রা চতুর তাঁ'রা ভক্তের কথা শুনে নিজের বাঁচিয়ে চলেন, আর যাঁ'রা দুর্ভাগা, তাঁ'রা অসুবিধায় পড়ে যায়। কোন লোক এসে যেচে অন্যের উপরে সেটা ছাড়বার জন্য কত রকমে বলেন, তিনি পারেন না। তাঁ'র মন সর্ব্বদাই খুঁত খুঁত করে;—এরূপ হওয়ার কারণ কি? সত্যের উপর বিশ্বাস নাই।

গুরুবৈষ্ণব ও ভগবানের সেবার জন্য যা লোকের পক্ষে বাহিরে ধার্ম্মিকতা দেখাতে হয়। দরকার হ'লে সেবার জন্য অনেক কিছু করতে হয়, তবে সেইটা যেন নিজের জন্য না হ'য়ে যায়। আত্মসম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যেকের একটু সতর্ক থাকতে হয়। গুরুজন যা' বলেন তা' হ'তে এমনভাবে তিনি পরিচালিত হন যাতে তাঁ'দের প্রভা থাকে না যায়। নিজের জন্য বেশী বাস্ত হ'লে কল্পনা বাড়তে থাকে—গুরুপাদপদ্মের কথা মনে থাকে না। তাঁ'তে নিজের অমঙ্গল হয়।

সংসারের বিধিমার্গ বা রাগমার্গ বাইরের দিকে হ'তে দেখা যায়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে যাঁ'রা ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা রাগমার্গের সেবক। যাঁ'দের ভগবানের সেবা করার ইচ্ছা নাই অথচ শাস্ত্রের শাসনে পড়ে তবে কতকটা করেন, তাঁ'রা বিধিমার্গের সাধক, যেমন—হরিনাম করার ইচ্ছা নাই—অথচ সংখ্যা রাখ্‌তে হয়, এরূপ 'বাধ্য হ'য়ে নিয়ম ক'রে কিছু নাম করা। কেহ বা শাসনে প'ড়ে হরিনাম করেন আবার কেহ বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে নামের সেবা করেন। আবার যখন যা' ইচ্ছা তাই করলাম এর নাম রাগমার্গ নয়, এটা উচ্ছৃঙ্খলতা। যাঁ'দের দিকে বিধিমার্গের সব ঠিক আছে দেখা গেলেও তিনি রাগমার্গের সেবক হ'তে পারেন। উচ্ছৃঙ্খল হ'লে হরিভজন হয় না।

গৌরাঙ্গের প্রেম-ভক্তির বার্ত্তা

গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৩৭) অপরাহ্ণে কলিকাতায় স্যর মন্মথনাথ মুখার্জ্জি মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম ভক্ত শ্রীপাদ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীজী এলাহাবাদের গভর্ণমেণ্ট উইমেন্স কলেজে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমভক্তির কথা সরল ও সহজ ভাবে সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন। প্রেমভক্তির আস্বাদ সাধারণ নয়; ইহা দেহমনের দ্বারা লভ্য হইবার বিষয় নহে। প্রকৃত ভালবাসা তাহাকেই ব'লে যখন অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্মাদি-নির্ম্মুক্ত চিৎকণ আত্মা আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতিবিশিষ্ট হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে চিন্ময় রসবিশিষ্ট, নিত্য নবনবায়মান লীলা-পরায়ণ, তাঁহার তটস্থাশক্তি জীবগণের প্রতি সর্ব্বদাই পরম কৃপালু—এরূপ সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে জাগরূক থাকা আবশ্যক। বহু মানবকুল তাঁহার দেহের—অঙ্গের এবং স্বভাবের ধারণা করে তাহা ভ্রম। সমাধানে ইহা বিজড়িত। জীবাত্মার নিত্য ধাম আছে—সেটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ গোলোক। সেখানে তিনি নিত্য লীলাশীল। এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার বৈকুণ্ঠ-গোলোক রাজ্যের ব্যাপারের সহিত এক ক'রতে হইবে না। আমাদের যখন সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা সকল বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। তাহার পূর্ব্বে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান হয় না—আমরা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া থাকি। চিৎকণ জীবাত্মার পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার ব্যবধান-পথে (অর্থাৎ বিচ্ছেদ সময়ে) আর্ত্তি বা অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং মিলনের ঠিক পূর্ব্ব সময়ে সেই আকুলতা চরম সীমায় উঠে—প্রেমের ইহাই বৈশিষ্ট্য। উভয় দিক্ হইতেই উভয়ের মধ্যে মিলিত হইবার একাগ্রতা অবস্থা থাকিলে। ভগবান্ তাঁহার তটস্থাশক্তি জীবকে তাঁহার প্রতি অহৈতুকী প্রীতি প্রদর্শন করা আকুল হইতে দেখিলে তিনি আরও বেশী ব্যাকুল হন তাহাকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া আনিবার জন্য। তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া কোমল মধুর স্বরে ডাকিয়া বলেন,—"এস বৎস, আমি তোমার ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি!" স্বরূপে অবস্থিত জীবাত্মার এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই যে আকর্ষণ ইহা অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান এবং ইহাতে উভয়েরই পরমানন্দ। ভক্ত যেমন ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার জন্য লোলুপ ভগবান্‌ও তদ্রূপ ভক্তের জন্য ব্যাকুল।

বক্তা তাঁহার চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা দ্বারা সভায় সকলকে সার্ব্বভৌমভাবে এ জগতের সকল কথা ভুলাইয়া দিয়া বহুক্ষণ ভূমিকায় আনন্দরস আস্বাদন করাইবার সুযোগ দিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সহিত পরিচিত হইয়া বর্ত্তমানে আমার বিশুদ্ধ, সনাতন, সার্ব্বজনিক, সার্ব্বভৌমিক, সাম্প্রদায়িক গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের সার সংগ্রহ ক'রবার জন্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতস্পৃহ হইয়াছেন। সনাতনধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য তাঁহার যে আগ্রহ তাহা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল—

রায় বাহাদুর ডাঃ এস্, কে, মুখার্জ্জি; অধ্যাপক ডাঃ পি, কে আচার্য্য, এম্-এ, পি, লিট্; জি, পি, দত্ত (একাউণ্টস্ অফিসার, লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট), এম্-এস্, গাঙ্গুলী, ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টমাষ্টার জেনারেল; এম্ সি, সান্যাল সিনিয়র ডাক্তার লোকাল ফণ্ড একাউণ্ট; কাপ্তেন পি, টি, আগরওয়াল; তারা মোহন প্রসাদ, 'রটায়ার্ড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেভিনিউ ব্রাঞ্চ'; কেদারনাথ, শ্রীবাস্তব হাইকোর্ট; অযোধ্যানাথ, হাইকোর্ট প্রভৃতি।

—

শাস্ত্রসম্মত স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ

গত ২৭শে ডিসেম্বর সোমবার পাবনা জেলার অন্তর্গত দিনাপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয় তদীয় মাতা ও পুত্রের প্রতিকার্য্য মহাপ্রসাদ দ্বারা সাত্বতস্মৃতিবিধানে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীযুক্ত বিভূতিদেবের দাসাধিকারী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সম্পাদন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে শ্রীধামবাসী ও মঠবাসী বহু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

[illegible]-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌর, গোপীনাথ আচার্য্য চতুর্বেদ বিদ্যমান আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশক গৌড়ীয় প্রকাশালয় আছে। রক্ষক - শ্রী... ব্রহ্মচারী সেবাধিকার।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত ও তত্ত্ব সমাজ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক - শ্রেষ্ঠাচার্য শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ভক্তিনিধি।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক - শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ... দেবানন্দগৌড়ীয় মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক – শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপাল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের শ্রীপাট

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ- গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক —শ্রীমধুরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌচ্ছুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপুরা (শ্রীমুনি প্রবেশপথীয় মাজদিয়া)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুমড়ক্ষীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রীপ্রাণনাথ ব্রজবাসী।

(২৫) পদ্মাষ্ট-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক – শ্রীহরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরুক্মিণীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বাণ্ডা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং কালিমপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক – শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এজব্বারাম কৃষ্ণকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠীপতি

রক্ষক—ভক্ত শ্রীদেবীদাস

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোতোয়ালি, জেলা গুর্‌দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরাঙ্গবিহার চার্চ রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৩

রক্ষক—শ্রীঅবিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ...সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীশ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী,

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শীশমহল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস চন্দ্র দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ মেদপল্লী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮৩/৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন রোড

ব্রাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীসর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	[illegible] মণ
বালাম	[illegible]
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁশফুলী	[illegible]
মাসরা নূতন	[illegible]
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ [illegible]	[illegible]

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲	৪॥০
দেশোয়ারী	১০৲-১০॥০	
বাঁশফুলী আতপ	[illegible]	
ঐ বালাম	[illegible]	
[illegible] আতপ	[illegible]	
কাটারীভোগ	৭৲	
ঐ [illegible]	[illegible]	

চিনির দর

কাশীপুর, চিনি	[illegible]
[illegible] ১০০০ নং	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

সোনা-রূপার দর।

টাকশালের বার	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

পাটের দর

আসাম—	[illegible]
[illegible]—	[illegible]
[illegible]—	[illegible]
বাজার দরের মধ্য—	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

[illegible] মণ	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
[illegible] ঐ	[illegible]
সুজী	[illegible]
আটা (বি)	[illegible]
আটা নং (২)	[illegible]
আটা (এম)	[illegible]
আটা (কে)	[illegible]
আটা নং (৩)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ভূষি	[illegible]

মুড়ের দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
২৬ গেজ—	১৭॥০
পাত্ত মাইকা ২৪—৩০ গেজ	

লোহা ও হার্ডওয়ার

[illegible]	[illegible]
লোহার [illegible]	
মার্কা	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
টাটা [illegible] করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	[illegible]
২৮ গেজ—	[illegible]
টাটা [illegible]	[illegible]
২৪ গেজ—	[illegible]
২৬ গেজ—	[illegible]
২৮ গেজ—	
[illegible] করগেট।	
২৪ গেজ—	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

গুড়ের দর

কলিকাতা, [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, [illegible]

	[illegible] মণ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

সন্তোষ কুমার [illegible]

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

—::০::—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] খেলা। [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও [illegible] মাসে মাত্র ৭৲ টাকা [illegible]। এই [illegible] ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই [illegible] পরীক্ষায় [illegible] [illegible]।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] পারিবে, [illegible] ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে [illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ [illegible], নদীয়া।

কেভ্রোণ

— ::০:: —

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোণ" সেবন করুন। [illegible] কোনও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] পাকাইয়া জ্বরে, "কেভ্রোণ" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত [illegible] এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার জোগার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—[illegible] পূর্ণ বয়স্কের [illegible] ছোট [illegible] চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১২ ফোটা জলের সহিত বিধি। [illegible] সাগু, বার্লি, [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা [illegible] বড় [illegible] মাত্রা মূল্য ১১০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

[illegible], কৃষ্ণনগর সিটি, (নদীয়া)

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-[illegible] [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ১০০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible]।

[illegible]—[illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

[illegible], [illegible]।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):— —

প্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমশিরোমণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাপারঙ্গত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৩৲	৩৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা। ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ও অনুবাদক [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাকাহিনী পাঠে যত্ন করুন। এই বিরাট অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রী গৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধুনাতন-পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
শ্রীনবদ্বীপ—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা প্রতিষ্ঠিত
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দিষ্ট
সাংবাদিকতায়
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ
তীর্থ মহারাজ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে পৌষ, ১৩৪৪, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার [সংখ্যা ২৫৮]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

কলিকাতায় বিজ্ঞান সভা সম্মেলন

গত বৎসরের ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, ও কৃষি বিজ্ঞান শাখায় অধিবেশন হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, মি [illegible] উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

কৃষি বিজ্ঞান শাখায় সভাপতি ছিলেন রাও বাহাদুর টি, এস, বেঙ্কটরমণ।

মিঃ [illegible] আর এস, চোপরা প্রাণী বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

তত্ত্বাতীত নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা হয়।

——

বিজ্ঞান কংগ্রেসের বুধবারের কর্মসূচী

৯-৩০ মিঃ হইতে ১২-৩০ মিঃ [illegible] বিভাগের সম্মিলিত সভা। ৯-৩০ মিঃ উদ্ভিদ বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ—"[illegible] ও [illegible]" (ইন্ষ্টিটিউট হল)। [illegible] বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ "[illegible]" ([illegible]), ১০-৩০ মিঃ।

গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ—"[illegible]" ([illegible]), ১১-৩০ মিঃ।

ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ "[illegible]" (বেঙ্গল সেক্রেটারী)।

কীটতত্ত্ব বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ—"ভারতের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কীটতত্ত্ব বিদ্যা।" (প্রেসিডেন্সী কলেজ)।

৯-৩০ মিঃ হইতে ১১-৩০ মিঃ "ভারতে ভূগোল শিক্ষা" সম্বন্ধে আলোচনা (বেঙ্গল সেক্রেটারী)।

১-৩০ মিঃ হইতে ৪টা—ভূগোলবিভাগের "সল্ট লেক" পরিভ্রমণ।

১-৩০ মিঃ হইতে ২-৩০ মিঃ—ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন (টুপিক্যাল স্কুল)।

[illegible] ও [illegible] ইন্ষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রি (ভারতীয় বিভাগ), বার্ষিক অধিবেশন (বেঙ্গল সেক্রেটারী)।

২টা হইতে ৪টা—"ভারতে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে আলোচনা (আশুতোষ বিল্ডিং)।

বেলা ৩টা হইতে ৪টা—কেমিক্যাল সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন (বেঙ্গল সেক্রেটারী), ফিজিক্যাল সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন (বেঙ্গল সেক্রেটারী)।

বেলা ৪টা হইতে ৫টা—প্যালেণ্টলজি ও [illegible] সোসাইটীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্যার [illegible] কর্ত্তৃক বেলা ৪টা হইতে ৫ ১৫ মিঃ চা [illegible] তাঁহাদের [illegible] বক্তৃতা (সায়েন্স এসোসিয়েসন)।

অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৭টা—[illegible] [illegible] সিটিক্যাল [illegible] কর্ত্তৃক [illegible]।

সন্ধ্যা ৬.টা—স্যার জেমস্ জীন কর্ত্তৃক [illegible] বক্তৃতা (সিনেট হাউস)

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক আর্নেষ্ট বার্কার কর্ত্তৃক [illegible] রাষ্ট্রনীতিতে গ্রীক প্রভাব বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। -এঃ.

কলিকাতা পুলিশের ব্যয় সঙ্কোচ

কলিকাতায় পুলিশবাহিনীর ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে টিজেন রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলা সরকার নাকি কলিকাতা পুলিশের ৮জন ইন্স্পেক্টরের পদ তুলিয়া দিয়া এবং উহার পরিবর্তে ৮টা সাব ইন্স্পেক্টারের পদ সৃষ্টির নির্দেশ দিয়াছেন। যথাসম্ভব সত্বর এই পরিবর্তন সাধিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট নাকি এই মর্ম্মে আদেশ দিয়াছেন যে, কলিকাতার থানাসমূহের ভারপ্রাপ্ত মোট ১২জন ইন্স্পেক্টরের মধ্যে ৬ জনের পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ৬জন কোর্ট ইন্স্পেক্টরের মধ্যে দুইজন কোর্ট ইন্স্পেক্টরের পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে।

এই আদেশের ফলে প্রধানতঃ ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের স্বার্থই নাকি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে। কারণ একণে অধিকাংশ কোর্ট ইন্স্পেক্টর ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরাই ভারতবাসী।

হ্যাঙ্কাওয়ের উপর বিমান আক্রমণ

নৌ-বিভাগের জনৈক মুখপাত্র বলিতেছেন যে, নৌ-বিভাগের চল্লিশটি জাপ-বিমান সাংহাইএর নিকটবর্ত্তী ঘাটি হইতে হ্যাঙ্কাও বিমান ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। এই বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সংগঠিত চীনা বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করা। প্রকাশ যে, চীনা-বিমানবাহিনীর পুনর্গঠনে সোভিয়েট বৈমানিকগণ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিমান আক্রমণের বিস্ময়কর দৃশ্য

গত ৫ই জানুয়ারী চল্লিশটি জাপ-বিমান হ্যাঙ্কাও বিমান ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ শুরু করিলে ইয়াংসি নদীস্থিত বৃটিশ ও মার্কিন যুদ্ধ জাহাজসমূহের নৌ সৈন্যগণ জাহাজের ডেক হইতে [illegible] অবাধে বিমান আক্রমণ দেখিতে পাইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া থাকে। চীন জাপান বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বিমান আক্রমণের এরূপ বিস্ময়কর দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। বিমান ঘাঁটির উপর ৭০টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বহুদূর হইতে লেলিহান অগ্নিশিখা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। হ্যাঙ্কাওএর অধিবাসিগণ বিমান আক্রমণের সময় ভূগর্ভস্থ কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে বিমান ঘাঁটির তিন জন নিহত ও ১৩জন আহত হইয়াছে। উঁহারা সকলেই চীনা শ্রমিক বলিয়া জানা গিয়াছে।

——

বিঠল নগরে খাদি ও কুটীরশিল্প-প্রদর্শনী

খাদি ও কুটীরশিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী সম্ভবতঃ কংগ্রেসের অধিবেশনের দশ দিন পূর্ব্বে বিঠলনগর (হরিপুর) পৌঁছিবেন।

——

বার্সিলোনায় বোমাবর্ষণে ৭১জন নিহত

বিদ্রোহীদলের বিমানবাহিনী বার্সিলোনায় কেন্দ্রস্থলে ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ করে; ফলে ৭০জন নিহত এবং ৫০জন আহত হইয়াছে। কোন সামরিক ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ পড়ে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৭৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ খণ্ড) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রাকৃত-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাফল্য ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্র্যা ব্রজগৌরবচঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। সেবকাকণ্ঠিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আম্নায়সূত্র ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেণু ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। নটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়কণ্ঠাভরণম্ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইমোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালনাধীন গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক। বৈদিকপত্র শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী -উড়িয়া ভাষায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বাংলা পত্রিকা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহদাশ্রয়
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ২ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫১, ২৫শে পৌষ, বাং ১৩৪৪, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৮, শনিবার } ২৭৮তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীনবদ্বীপে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম বার্ষিক বিরহ তিথিপূজা গত ২১শে অগ্রহায়ণ বৈষ্ণবজগৎ শ্রীপরমহংসমঠে বর্তমান আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য মহোদয় কর্তৃক বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রী [illegible] আচার্যদেবের অনুবর্তী জীবনী ও অনন্তগুণাবলীর দিগ্দর্শন পাঠনমুখে সংকীর্তন সহযোগে উৎসবটী সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীভাগবতপাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া [illegible] সুকৃতি অর্জন করিয়াছেন। পাঠকীর্তনান্তে সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

— —

শ্রীগৌরবিহারীমঠে

গত ৬ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার পরমারাধ্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসব শ্রীপাদের সেবক শ্রীগৌরবিহারী মঠে কীর্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, কীর্তন, শ্রীশ্রীনাম [illegible] হরিনাম, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশতনাম, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টক, শ্রীশ্রীগুরুবাষ্টক, শ্রীশ্রীষড়্গোস্বামী-অষ্টক, শ্রীশ্রীদশমূল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কীর্তন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনী পাঠ ও মহিমা কীর্তন হইয়াছিল। পাঠকীর্তনের সমাগত সজ্জন ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বর্তমানে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া সমাগত সজ্জনবর্গের নিকট হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ কলিকাতা হইতে দিল্লী হইয়া হরিকথামুখে গমন করিয়াছেন। তথায় তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা ব্যাপকভাবে প্রচার কার্যে নিযুক্ত আছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচারোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ বর্তমানে দারবঙ্গ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এবং উড়িষ্যা প্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সনাতন ধর্মকথা প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি শ্রীধাম মায়াপুর ও কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। বর্তমানে পুনরায় তিনি পূর্ববঙ্গের মেদিনী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য বিদিত জীবের একমাত্র অনুশীলনীয় আম্নায়ের—গৌরহরির বাণী প্রচার করিতেছেন।

—

ময়মনসিংহে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল [illegible] মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারিদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া গত ১০।৮।৩৭ তাং শ্রীময়মনসিংহ মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থে কাশিমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ অধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপনীত হন। ঐ দিবস স্বামীজী মহারাজ ও শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজী সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন।

গত ১৭।৮।৩৭ তাং ময়মনসিংহের অন্তর্গত [illegible] স্বামীজী মহারাজ উক্ত প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাহা অধিকারী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৭।৮।৩৭ তাং বেলা প্রায় ১২ টার সময় [illegible] মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ [illegible] এবং স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের পূর্বে ও পরে হরিনাম সহযোগে কীর্তন করা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের [illegible]

গত ১৮।৮।৩৭ তাং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল [illegible] মহারাজ ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী গৌরপুরে প্রচারে বহির্গত হন এবং 'হরি'স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসার বামনদেব মহারাজ শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিতাই দাস প্রভৃতি কয়েক জন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীভাগবত মঠের নিকটস্থ ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপনীত হন। ১৯।৮।৩৭ তাং স্থানীয় ভক্তবৃন্দ স্বামীজী মহারাজকে পুষ্পমালাদি প্রদান পূর্বক স্বাগত অভিনন্দন করেন।

———

এলাহাবাদে প্রচার

গত ৮।১২।৩৭ শনিবার ত্রিদণ্ডি [illegible] উড়িষ্যা [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহারাজ শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] প্রায় একঘণ্টা, [illegible] হরিকথা কীর্তন করেন।

[illegible] সমাবেশ ব্রহ্মচারীজী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এতদ্ব্যতীত কীর্তন করেন [illegible] প্রায় [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। হরিকথা কীর্তনের শেষে [illegible] কীর্তন হয়।

'বৈষ্ণবনিবেষ্টনে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অবস্থান ঘটে ভগবদ্বিমুখ লোকের—মঙ্গলাময় পরীক্ষার স্থল। সক্ষতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্পাদক

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ নারায়ণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

— ::*:: —

ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষা অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক-সম্প্রদায়। যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবা করিয়া থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা [illegible] বুঝতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ক'রবার পূর্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা ভগবানের শুদ্ধভক্তের সেবা। ভগবদ্ভক্তের সেবা না হ'লে আত্মপ্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে, নিষ্কপট ভগবদনুশীলনের অভাবে কোথাও কোথাও সেরূপ কথা দিলে, দুঃখ অনুভব, আবরণ দেখি। সেই উৎকণ্ঠা দুর্বিষহ। আমরা বড় বড় কথা বলি, কিন্তু গীতার 'প্রত্যেক কার্যকারণ'—গীতার চরম শ্লোক 'মামেকং শরণং ব্রজ' ভগবানের শরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—অজ্ঞানের অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ ক'রেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না ক'রলে কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না। কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তাহ'লে সেরূপ মনে করা অবৈধতা। এই অবৈধতা উল্লঙ্ঘন করার নাম দৈন্য। আর সেই অবৈধতা-উল্লঙ্ঘন না করার নাম দম্ভ। . . .

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে, জড়কর্ম্মে পতিতের বিচার প্রভৃতি উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁর শাস্ত্রসেবক, নামসেবক, ধামসেবক-রূপে এ জগতে আবির্ভূত হওয়া তাঁ'রা ধাম-গত বিগ্রহ সহায়ে প্রকটিত হ'লে গী তাঁ'দেরই পথ, প্রণালী, সঙ্গ, পুস্প প্রভৃতি একান্ত দৈবীর 'ভক্তিবাদের' প্রচার সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যাবে, সেখানে সেখানে ভক্তরাজ ও ভক্ত্যঙ্গ উদয় হ'য়েছে। কিন্তু যা'দের বিদ্বেষ হ'য়েছে আমার মত প্রবর্তন ক'রে, আমাদের শাস্ত্র-প্রণালী, সঙ্গ, পুস্তকাদি নিষ্কপট ভক্তি না হ'লে বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ ছেড়ে আর কিছু ক'রে না, সেইটিই লক্ষ্যণীয়। কর্মকাণ্ডের অধিকারগণ মনে করে—আমরা যে সম্প্রদায়ী হ'ব, সকলের উপর প্রভুত্ব ক'রব, বৈষ্ণবেরা আমাদের ক'রব উপাসনা। 'আমি বড় হব'—ইহা কর্মকাণ্ডীদিগের বিচার।

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই। কিন্তু বাস্তবিক বল-ই আসল বৈষ্ণব। সেই বল শারীরিক বল বা মানসিক বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ভক্ত, বৈষ্ণব পাদপদ্ম ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব নিত্যানন্দ-প্রভু গুরু-সেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবান হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবান। বৈষ্ণব পরম নির্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলা, কাদা বা ময়লামাত্র নাই; কিন্তু তাঁর কৃপা ক'রে যে পাদপদ্মরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথায় বুলিয়ে ক'রে রাখতে পারি, তবে আমাদের বাধা নাশ ক'রতে পারি। আমরা যেন কার্ষ্ণসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

সদাসর্বদাই সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তিত হউক, সর্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত হউক, ইহলোকই তদনুগত বুদ্ধি অবলম্বন। যেখানে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই ধাম, যে নামে ভগবানের কাম পূর্ণ হয় তাহাই ভগবদ্ধাম, যে ধামে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই প্রকৃত তদীয় ধাম। কেবল পাঁচটা কাম হ'তে নিষ্কৃতি কথমারে শরীরাদিতে করলে জাগতিক সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। বহির্দর্শন হ'তে পৃথক থাকিয়া অন্তর্দর্শন, আবার অন্তর্দর্শনকে অতিক্রম ক'রে যে বাস্তব দর্শন, তা'তে প্রতিষ্ঠিত হ'লে এ সকল কথা জানতে পারা যায়।

কীর্তনীয়া ভক্তি সদাশ্রিতা। বৈকুণ্ঠ-শব্দ বৃত্তি শব্দ আবর্জনাকে সরিয়ে দিয়ে আকাশে পরব্যোম প্রকট ক'রে দেয়। অনেকে বলেন—সত্য, মহঃ, জন, তপোলোক আমাদের কাম্য, ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক কাম্য নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক গৃহস্থ লোকের কাম্য। সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে গৃহস্থগণ কখনই গমন করতে পারেন না। যাঁহারা সমাবর্তন ক'রেছেন, তাঁ'রা যত শ্রেষ্ঠ গৃহস্থই হউন না কেন, তাঁ'দের সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে অধিকার নাই। শান্ত ও নির্মল সন্ন্যাসিদিগের সেখানে যাওয়ার একমাত্র অধিকার। কিন্তু যে সকল গৃহস্থ সর্বক্ষণ অকৈতবে ভগবৎপাদপদ্মসেবায় রত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ লোকে বাস করেন, সে সকল গৃহস্থ গৃহ সাধারণ গৃহ নহে—সত্যের অন্তর্ভুক্ত স্থান মাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ যেখানেই থাকুন, তাহাই ধাম, তাঁ'র কথাই ভাগবত। তাঁ'র যে গৃহে অবস্থান তা' তাঁ'র অনন্তভক্তের জন্য আত্ম গোপন মাত্র। যাঁ'রা ছিদ্রদর্শন করেন না, তাঁ'রাই মহাভাগবত। ভগবদ্বাদের, ভগবদ্ভক্তের ও ভগবৎকার্যের কথায় যিনি প্রচুর পরিমাণে দান ক'রেছেন, সেই অহৈতুক দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণানুবাদ পূর্বস্মৃতি তখনই হয়—যখন তাঁ'র নিষ্কপট ব্যক্তিগণের গুণানুকীর্তন হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণের অজ্ঞাত নিষ্কপট ভক্তির বিষয় গুণানুকীর্তন যাঁ'রা অনুষ্ঠান না, তাঁ'রাই মৎসর; তাঁ'দের শাস্তি প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ।

ভক্তির জয় হউক, অভক্তির ক্ষয় হউক, আত্মা একথা সর্বক্ষণ চীৎকার ক'রে বলুক। উৎকণ্ঠার সহিত তদীয় সেবক সর্বদা স্বধর্মে নিযুক্ত হ'য়েছে। এই পাপপুণ্য কর্মসমূহ দূরে পরিত্যক্ত হউক, কর্মকাণ্ডের নিন্দিত হ'য়ে যাক, সংসারের পাপপুণ্য কণ্টকিত পাপ পড়ুক, কর্মকাণ্ডী নদী পার হ'য়ে বৈরাগ্যের দেশে গিয়ে আনন্দে জীবের বুদ্ধি সাবধান না হউক, বৃন্দাবনের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় সফলতা লাভ করুক।

যে কালে ভাগবতসেবায় পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হ'তে পারব, সেখানে এই চক্ষু, কর্ণ, নাকের দ্বারা রূপ-রস-গন্ধ গ্রহণের চেষ্টা বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ছিদ্র, তার নিন্দা-দর্শন, এবং প্রশংসা করতে বাধ্য হ'ব না।

"সর্বত্র কর্মেন্দ্রিয়ে প্রাণ দেহ ইন্দ্রিয়"

এ অবস্থা লাভ হ'লে প্রকৃত গৌরনামগণের সেবা, প্রকৃত গৌরসেবা, প্রকৃত রাধাগোবিন্দের সেবা করতে পারব। যে সকল ভাষা বা চিত্রবৃত্তি দ্বারা ভগবদ্ভক্তের গুণ বর্ণন ক'রবার প্রতিভা হয় সেই সকল ভাষা ও চিত্রবৃত্তি সকলেরই লাভ হউক।

বিরহ-সভার বক্তৃতা

[বক্তা—শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিভূতি

বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও চিন্ময় বস্তুর আবির্ভাব-তিরোভাব

কাল—২৩শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, পূর্বাহ্ণ।

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণ শ্রীচৈতন্যমঠ।]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের ১০৮টী শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে একটী কীর্তনের জন্য আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ হইয়াছে। আমি শ্রৌতবাণী অবলম্বনে তাহা অনুকীর্তনে যত্ন ক'রেছি মাত্র। ভগবানই আচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

চিন্ময়বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব একই তাৎপর্য্যমূলক। ইহা কর্মফলবাধ্য জীবের জন্মমৃত্যুর ন্যায় নহে। ইহা তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত। জীবমঙ্গলার্থে তাঁহাদের প্রকটাপ্রকট। বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় বস্তু এবং বিষয়বিগ্রহের প্রকাশ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও চিন্ময় বস্তু। চিন্ময় শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য। চিন্ময় পথ ও পন্থা ধ'রে। আমরা যদি নিষ্কপটে বৈকুণ্ঠশব্দকে আশ্রয় ক'রি তাহা হইলে চিন্ময় বস্তুর প্রকাশ লাভ হইবেই হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করিব। বাণীর মধ্যে নিত্য বিগ্রহের স্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। বস্তুর প্রকাশমান অবস্থাকে আবির্ভাব বলে এবং অপ্রকাশমান অবস্থাকে তিরোভাব বলে। তিরোভাব লীলা আবির্ভাব লীলার পরিপুষ্টি সাধন ক'রিয়া থাকে। আবির্ভাবের ন্যায় অনেক রকমও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভাব বা প্রকট-লীলায় তাঁহার নিজজনকে প্রাণ ঢালা বা উপাধিদান করিয়া হরি-গুরু সেবায় উৎসাহ প্রদান করিতেন, আবার অধিকারীদিগকে প্রাণ না প্রদান করিয়া সেই সকল মৎসরগণকেও দূরে রাখিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট লীলায় কাহাকেও কৃষ্ণ মনোভীষ্ট দান করিয়া সেবা করিয়াছেন, আবার তাঁহার অতি প্রিয়তম নিজজনকে—শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবার জন্য প্রধান পূজক কোমলশ্রদ্ধ সেবকগণের নিকট রাখী

আচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া কতই না কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ all accomodating ছিলেন।" তাই তিনি বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সুকৌশলে হরিসেবায় properly adjusted করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে কোন will বা document করিয়া আচার্য্য স্থির করিয়া যান নাই, ইহাতেও তাঁহার অসাধারণ কৃষ্ণৈক-শরণাগতির পরিচয় লক্ষিত হয়। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"Thy will be done". শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কপট সেবকরূপে আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ করিয়াছি। এখনও উহা লাভ করিতে কেহ কেহ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি। সুতরাং আমাদিগের অন্তর্বৃত্তির সন্ধান না হইলে আমরা এখনও বঞ্চিত হবে।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আমরা ভৌমলীলায় দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু তাঁহার প্রেম প্রচারণলীলা এখনও বর্ত্তমান আছে। যখন আমরা তাঁহার বাণীর আনুগত্য করিতে পারিব তখন বাণীর মূর্ত্তি আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ গৌরকিশোর-শ্রীল সরস্বতী বাণীকে আশ্রয় করিতে পারিলে তাঁহাদের নিত্য বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করা যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পরে সর্ব্বত্রই অন্ধকার যুগ আসিয়াছে মনে করিয়া যখন অনেক জাতিগণ কৃষ্ণত্যাগী, গুরুত্যাগী আশ্রয়-বিরোধী বিচারপরায়ণ লোকগণের প্রাধান্য দেখিতে থাকিয়া ক্ষোভগ্রস্ত চিত্তে দিন দিন চালিত করিয়া তাহাদের প্রাণনাশের জন্য উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়মঠের চক্র মাত্র উদিত হইয়া বিশুদ্ধ ভোগত্যাগী বিচারধারার সজ্জনগণের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। যখন কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধাদি বিদ্রোহী অসুরগণ শ্রীল প্রভুপাদের বাণী আক্রমণ করিল তখন শ্রীল আচার্য্যদেবই আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বুঝিতে হইলে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। আবার শ্রীল প্রভুপাদের কথার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে তদভিন্ন প্রকাশ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে।

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥"

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

(১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
১৬।১২।৩৬

কল্যাণীয়বরাসু—

● ● ● ●

ভিন্ন ভিন্ন প্রাক্তন কর্ম্মফলে আমরা দোষ-গুণ ভোগ করি। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য পরচর্চ্চা না করিয়া ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকিলে আমাদের মঙ্গল হয়। এইজন্য আত্মারামগণই ব্রজবাসীর অনুসরণে অগ্রসর হইতে পারেন। জগতের বিচার, আর ভগবানের বিচার পরস্পর পৃথক্। 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশ' বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন—পরের দোষ দেখিতে হয় না, বরং নিজের যে সব পরদোষ অনুসন্ধান করে, তাহাকে শোধন করিতে হয়। আমি মনকে শোধন করিতে না পারায় পরের দোষ অনুসন্ধান করি। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে হরিনাম করিবেন।

পূজ্যপাদ অপ্রাকৃত প্রভু সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়া তথায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

(২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৮।১২।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৮ই কেশব ৪৫০ তারিখের একখানি পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম।

শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই সকল সুবিধা হয়—এই কথা স্মরণ রাখিবেন। সুতরাং অনেক সময়েই শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি গীতি আলোচনা করিবেন। বোধ করি, গৌড়ীয় সম্বন্ধে পত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। ভক্তিবৃক্ষের প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে মধুসূদন ও গোপাল থাকা কথায় সঙ্গত। তাহাকে পার্থিব সুবিধার প্রতি উদার সেবা সংশ্লিষ্ট পরিস্ফুট হয়। পার্থিব জগতে যে, কেবল স্বার্থপরতার জন্য কল্পিত হইয়াছে, এই সাধারণ বিচারটি পরিবর্ত্তিত হয়। গায়ত্রীতে 'প্রচোদয়াৎ' শব্দ ভগবৎ-প্রসন্নতার উদ্দেশ্যে কল্পিত হইয়াছে। "বিষয়ে" শব্দে—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ জানিতে হইবে। 'ধীমহি' শব্দে আত্মের বিচার অর্থাৎ সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে আনুষ্ঠানিক ভাবসমূহ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইবে। সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন গায়ত্রীর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত আছে। ব্রহ্মযোগও ঐ ভাব প্রতীত। ক্রমশঃ সংলগ্নভাবে ভজন করিতে করিতে অনর্থের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রয়োজন-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ হয়।

শ্রীযুক্ত ● ● প্রভু সম্প্রতি ঢাকায় আছেন। তিনি ঐ সকল বিষয় আপনাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। সংসার অনিত্য ইহা সত্য; তবে এই অনিত্যে থাকা কালে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সন্ধান, সেবোন্মুখতা প্রভৃতি আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১২।১২।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

● ● ● আপনার ১৬।১২।৩৬ তারিখের পত্র পাইলাম। তথাকার বার্ষিক উৎসব করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু জানিতে পারিলাম যে, ● ● চলিয়া আসিতেছেন; সুতরাং আপনার একার দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইবে কি না, আমি দূর হইতে বলিতে পারিতেছি না। শ্রীধামগমনে যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীরের অবস্থা, বাঞ্ছা ও বয়োধর্ম্ম মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলে সে আশায় ছাই পড়িয়া যাইতেছে। ভগবদ্বিমুখ লোকের বৈকুণ্ঠের কোন কথাই এদেশে কাহারও কাণে যাইবে না। তাহারা এদেশের বাসটা লইয়াই তাহকে সর্ব্ব বোধ করে। "ধনে জনে মত্ত করি' মন ভোলাইছ"—এই বাক্যের সফলতা হইবে।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্ম সম্বন্ধে একটু মায়াবাদ গোছের কল্পনা পাঠকদের জানা হয়। অতিরিক্ত বড়লোক, যাঁহারা সাহেবসুবার সঙ্গে বড়বড় ব্যবসায়ে ব্যস্ত আছেন, তাঁহারা কি কাঙ্গাল গরীবের কথা শুনিতে চাহিবেন? এইজন্যই "সংসারিণঃ সর্ব্বদাসি যোষিৎসঙ্গ" শ্লোক বিষয়ক বিষয়ের মধ্যে সতর্ক করিয়াছেন। যাহাতে মঠের কার্য্য কারখানা পাকা বন্দোবস্তে অবশ্য ভালভাবে কার্য্য করেন, এবিষয়ে আমার উপদেশ তাঁহাদিগকে জানাইবেন। বিষয়-কার্য্য করিবার ও সংসারে প্রবিষ্ট হইবার অনেক কল্পনাই পড়িয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া যখন আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির সহিত তাঁহারা বন্ধুত্ব করিয়াছেন, তখন তাঁহারা আমার উদ্দেশ্যের বিরোধী যাহাতে না হন, আপনি সেরূপ যত্ন করিবেন।

অপ্রাকৃত প্রভু ইংলণ্ডের ভদ্রলোকদের নিকট একখানি পত্রও পান নাই, খালি হাতে সেখানে গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ-চরিত্র ও ভক্তিফল আমরা কেবল আশা করিতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাত্বত-স্মৃতি-বিধানে শ্রাদ্ধ

—

ময়মনসিংহ সদরমহকুমার অধীন পাটুলি-গ্রামনিবাসী স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত মহাদেবেশ্বর রামাধিকারী মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য গত ১২ই পৌষ একাদশী ও বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানে শ্রীমদ্ভাগবত-অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধ শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত ময়মনসিংহবাসী অনেক শুদ্ধভক্ত উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তনমুখে সম্পাদন করাইয়াছেন।

মহাদেবের পঞ্চরাত্রিক নাম—শ্রীমাধবেশ্বর দাস (অধমগাপ্ত বৈষ্ণবসঙ্কীর্ত্তন)। ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-বাণীতে আকৃষ্ট হওয়া কুলগুরু গোস্বামীগণের নিকট দীক্ষা গ্রহণের অসারতা উপলব্ধি করিয়া পুনরায় পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতিমতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন এবং স্বগৃহে নিজ গৃহে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত শুদ্ধভাবে অর্চ্চন ও নিত্য মঠাশ্রমের সেবা কার্য্য অকপটে করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ সজ্জন, আনন্দ ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। ইনি খুব যোগ-ক্ষেম বহনেও ধনকষ্ট ও শ্রীধামমঠে উৎসবে ভোগ সকল করিতে চেষ্টা করিতেন। অন্তিম পর্য্যন্ত তিনি সজ্জন ছিলেন এবং মৃত্যুর সময় প্রভুপাদের নাম ও মন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার শ্রীযুক্ত ভক্তগণ যে মহাশয় এখনও সম্পূর্ণভাবে কর্ণধার নহে বটে, কিন্তু পিতার ইচ্ছানুক্রমে তিনি আত্মীয়স্বজনের সংশয়ের অপেক্ষা না করিয়া নিষ্ঠার সহিত বৈষ্ণব পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য তাহার দীক্ষাগুরু সাত্বত বিধানে সম্পন্ন করাইয়াছেন এবং পিতার অনুষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সেবা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতীব আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপালগণ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। [illegible] [illegible] রক্ষক [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী [illegible] রোড, কলিকাতা। [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষক [illegible] বন্ধ বিচারক।

(৩ যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক- শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক- শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক - শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

[illegible] প্রভুর [illegible] পাট রক্ষক -শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক --শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্দ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন বিভূষিত)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়াতীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) নরেন্দ্র-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীব্রজকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রানাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক —শ্রীকুঞ্জেশ্বনাথ মল্লিক।

(২২) পুণ্য গৌড়ীয়মঠ

চাঁদপুর পরগণা

রক্ষক—শ্রীবলেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজারভেটরি হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০ সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বন্দা রোড, গয়া

রক্ষক শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ক্ষুরিয়পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫ . শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক —শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং জয়সান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিরূঢ় ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রভুপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক -পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সী]কুটী

রক্ষক -শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক -শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁদাবলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস [illegible] দাসাধিকারী

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিভৃঙ্গ

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পো. অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (চাকো

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীভবেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ চিকহাটা, (বালকুণ্ড)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবধর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাইনরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রহ্মগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯০৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁকতুলসী	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মোটা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
নাগরের কোটামীটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲	৪॥০
দেরাদুনী	১০৲	১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৫॥০	৫॥৶
ঐ বাদশাই	৫৲	৫৶০
পাটনাই আতপ	৫॥০-৫॥০	
কাটারীভোগ	৭৲	
ঐ বেগুন	৩৶০	

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০॥৶০
বলিপুর ১০০০ নং	১০৶০
বাহুলো শাখা	৯০
কানপুর শাখা	৮॥০-৯৶০
কানপুর দানা	৭॥৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বাট	৩৩॥০
গিনি	২২৲
মোহর	৫১॥০
চাঁদিবার	

পাটের দর

আবরেজ—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
উপরের—	৪১॥০
বাজার দরের সময়—	৪১৲

ডাল ও কলাইয়ের দর

দেশীট রঙ্গা ডাল মণ	৬॥০—৬৸৶০
কুশংকারের ঐ	৯৲—৯৶০
ছোলার ঐ	৫৸৶০—৫৸০
মুগী	৯৲—৯৶০
কাটা (খি)	৫৸০—৫৸৶০
কাটা নং (২	৫৶০—৫॥৶০
কাটা (এম)	৫৲—৫॥০
কাটা (বে)	৪৸০—৪৸৶০
কাটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পাশাই	২॥৶০—২৸০
মুগ	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

ভয়সা	৫৭৲
রাণীগঞ্জ	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
গব্য	৪৫৲
[illegible]	৩৫॥০

জায়	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাটা পাথর	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

টাকার হৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি ও ক্যেষ্ট বা বার্	
মার্কা	৮৸৶০—৯০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা ইস্পাতের পেরেক গীত সব সাইজ	৯৸৶
ঐ ইংলিশ ক্যেষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮॥০—৯৸৶০
টাটা প্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৬৶০
২৪ গেজ—	১৪॥৶০
২৬ গেজ—	১৬৲৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৭৲
সীস	৸৶৫—৸৶০
বাগানের বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
স্টেট কাড়ি বা চিট কাটা মণ	৩॥০—৫৸০
পাতি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬॥০ ৭৲ হন্দর
গোল রড কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯॥০—১০॥০
গ্রীন পাতি, পেরেক্ট মরাহে	৮৸০—৯॥০
গোল রড বি-টি-কোস ও রুবিকেটর	
হন্দর	৮৸০—১০॥০
দুঃ ইস্পাত আসল ২৫০	হন্দর ২৩॥০
চট্টকলের হালদার ৫৬ পাউণ্ড	৬॥০
কুলার হাপদার ৪॥০	

ঘৃতের দর

কলকাতার রথ্যা মুল,

কাপড়ের কোপার কাইন	৫৪৲
মিডিল আদের দরুণ	৫০৲
বক্তি পুরনির কাইন	৪৩৲
গাবাই শাখা	৫৯৲
ঐ কাইন	৫১০৲

বেঙ্গেতি মসলা

কলকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রায় মণ
	৮।০
গোলমরিচ	১৬॥০—১৭৲
জুলাবী দেশী	
কাটা জুলাবী	
গুড় পরিমাণ	১৫॥০—১৭॥০
লম্বা গুড়- পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

১৩-৫ বরাবাজ বাড়ি গোলপট্টি, বড়বাজার

কলকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]—স্বাস্থ্যকর স্থান; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] দেখুন। [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই [illegible] পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় ভাল হইলে [illegible] পাইবে। ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] মেধাবী ছাত্রগণকে [illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—

কেশরোপ

[illegible]

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেশরোপ" ব্যবহার করিবেন। এমন বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, মেহ জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্ষা-শাপুড়া, পাণ্ডু এবং সকল প্রকার পাকস্থলী রোগে, "কেশরোপ" অব্যর্থ। উহা রক্ত পরিষ্কার করে এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলায় একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম মাত্রা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

সাহুনগর, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, রেঙ্গুন।

সর্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

— —

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যতীর্থ ভিষক্‌রত্নের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জ্বর নিবারণের একমাত্র উপায় বলিলেও [illegible] অত্যুক্তি হয় না। [illegible] অবশ্য [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বর [illegible] বড় বোতল ১৶০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আনুপূর্ব্বিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাপারদর্শী সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

মা নেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০
ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১৩৲	১৩৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

পাঁচবারে প্রতি ইঞ্চি ও	৪৷০
সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৪৫৲	৩৫৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয়:
পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়কর্ত্তৃক লিখিত ... এম-এ মহোদয়ের গৌরবান্বিত এবং পণ্ডিত সেবকের অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া ... দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলারহস্য-পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট অভিনব ও আড়ম্বরী গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। ... আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ খণ্ডে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—৮ ও ১ নং ... গৌড়ীয়মঠ ... ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৭নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদক
শ্রীগৌড়ীয়মঠাদি
সত্যবাদিক-সংস্থাপক
ত্রিদণ্ডীস্বামি প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রবল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে পৌষ, ১৩৪৪, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, সোমবার [সংখ্যা ২৫৯]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস বোটানিক্যাল গার্ডেনে বৈজ্ঞানিকগণ

শিবপুর রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ৫০তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বটানিক্যাল গার্ডেনে বহু বিশিষ্ট মনীষীর সমাগম হইয়াছিল। কলিকাতা বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি স্যার জেমস্ জীন্স, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার এফ, টি, ব্রুক্স, ইটন ও দেশের প্রধান বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর স্যার আর্থার হিল্‌ও উপস্থিত ছিলেন।

———

স্যার জেমস জীন্স ও ডাঃ এষ্টনকে কলিকাতা সুবার্ষিক স্বর্ণপদক উপহার

গত বৃহস্পতিবার বৌবাজার ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট স্যার জেমস্ জীন্স ও ডাঃ এফ, ডব্লিউ এষ্টনকে যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৩৬ সালের জন্য কলিকাতা সুবার্ষিক স্বর্ণ পদক উপহার দেন।

এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বৃহস্পতিবার প্রাতে সমিতির হল ঘরে সমবেত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

স্যার জেমস্ জীন্স এই প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার ভারত ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই পদকটি তিনি অতি যত্নে রক্ষা করিবেন।

ডাঃ এফ. ডব্লিউ এষ্টন বলেন যে, তাঁহাকে এই স্বর্ণ পদক দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত গৌরব বোধ করিয়াছেন। তিনি এই জন্য বিজ্ঞান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

স্যার জেমস্ ও ডাঃ এষ্টন এই উপলক্ষে যথাক্রমে "সৌর জগতের উৎপত্তি" ও "separation of Isotopes" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

———

বিজ্ঞান কংগ্রেসের শুক্রবারের কার্য্যসূচী

গত ৭ই জানুয়ারী শুক্রবারে বিজ্ঞান কংগ্রেসের নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হয়।

পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ৯ ঘটিকায় প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রাণিতত্ত্ব শাখার সভাপতির অভিভাষণ। 'প্রাণিতত্ত্ব এবং ভারতে উহার উন্নতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ১০ ঘটিকায় হাইজিন ইন্‌ষ্টিটিউটে পশু-চিকিৎসা সম্পর্কীয় গবেষণা শাখার সভাপতির অভিভাষণ। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় 'ভারতে পশু চিকিৎসা কার্য্যের উন্নতি।'

পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ১১ ঘটিকায় বেকার লেবরেটরীতে রসায়নশাস্ত্র শাখার সভাপতির অভিভাষণ। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় রসায়ন-শাস্ত্র সম্পর্কে সম্প্রতি যুবক দালিত যে সব বিষয়ে অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা।

পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা হইতে বিজ্ঞান কলেজে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা।

পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ১০ ঘটিকা হইতে সাড়ে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মেডিক্যাল স্কুলে 'সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মানবের শারীরিক অবস্থা' সম্পর্কে আলোচনা।

পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ১০ ঘটিকায় সেনেট হলে ভারতীয় লোকসংখ্যা-তত্ত্ব সম্মেলনের উদ্বোধন।

পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী ভবনে ভারতের খনি, ভূতত্ত্ব এবং ধাতুতত্ত্ব সম্পর্কীয় ইন্‌ষ্টিটিউটের বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন।

পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা হইতে সাড়ে ১২টা পর্য্যন্ত বেকার লেবরেটরীতে অরিজিন অব প্যারাসাইট জিরেসেস।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কীটতত্ত্বের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা।

পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ১১টা হইতে সাড়ে ১২টা মেডিক্যাল স্কুলে খাদ্য ও আবহাওয়া সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা।

দিবা দেড় ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেকার লেবরেটরীতে থিওরেটিক্যাল ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স সম্বন্ধে আলোচনা।

হাইজিন ইন্‌ষ্টিটিউটে জীবজন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র এবং কৃষি বিষয়ক আলোচনা।

আশুতোষ ভবনে 'ভারতে প্রগতিশীল পন্থায় কৃষি চালাইবার সুবিধা' সম্বন্ধে আলোচনা।

বেলা ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে ভারতীয় মনস্তাত্ত্বিক সমিতির বাৎসরিক সভা।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় লাট ভবনে প্রীতি-ভোজ। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় লাট ভবনে কনভোকেশন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬ ঘটিকায় সেনেট ভবনে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক স্যার আর্থার এডিংটন 'দি মিষ্ট্রি অব দি ইউনিভার্স' সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক মিঃ ক্যানেডি বেকারের 'ইংলণ্ডের দারিদ্রের ধারা' সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা।

অপরাহ্ণ সাড়ে ৪ ঘটিকায় আশুতোষ হলে অল ইণ্ডিয়া হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাঃ সি, এস, রায়ের অর্থকরী শিক্ষা পরিচালনা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

লণ্ডনের দক্ষিণ কেন্সিংটনের বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির ইম্পিরিয়াল কলেজের রেক্টর স্যার হেনরী টিজার্ড এফ-আর-এস এর সাড়ে ৫টায় প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরীতে নানা শস্যের বিষয় ও নানা কীটের বিষয় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিশ্লেষণ। ডাঃ এইচ কে, সেন সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বোম্বাই ত্যাগ,

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী গত ৬ই জানুয়ারী সকালে কলিকাতার ডাক গাড়ীতে যথাক্রমে এলাহাবাদ ও কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ঐ দিবস দুপুরে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং একঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন।

বন্দুক ও বারুদাদি নিলাম

নদীয়া জেলার মালখানাস্থিত সরকারে বাজেয়াপ্ত বন্দুক বারুদাদি আগামী ২৮শে জানুয়ারী তারিখে বেলা ১১টার সময় কৃষ্ণনগরের Arms Act Magistrate-এর এজলাসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

স্বাঃ কে, কে, ঘোষ
এসিষ্ট্যান্ট প্রেস অফিসার
গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ —
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(৩য় খণ্ড) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন পাঠ চাই ৷০
২৭। যুক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ·/০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনকৌমুদী /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণশেখর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। নারায়ণবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। সাধুভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভল্যুম্ ওয়ান ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত -

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——— :০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

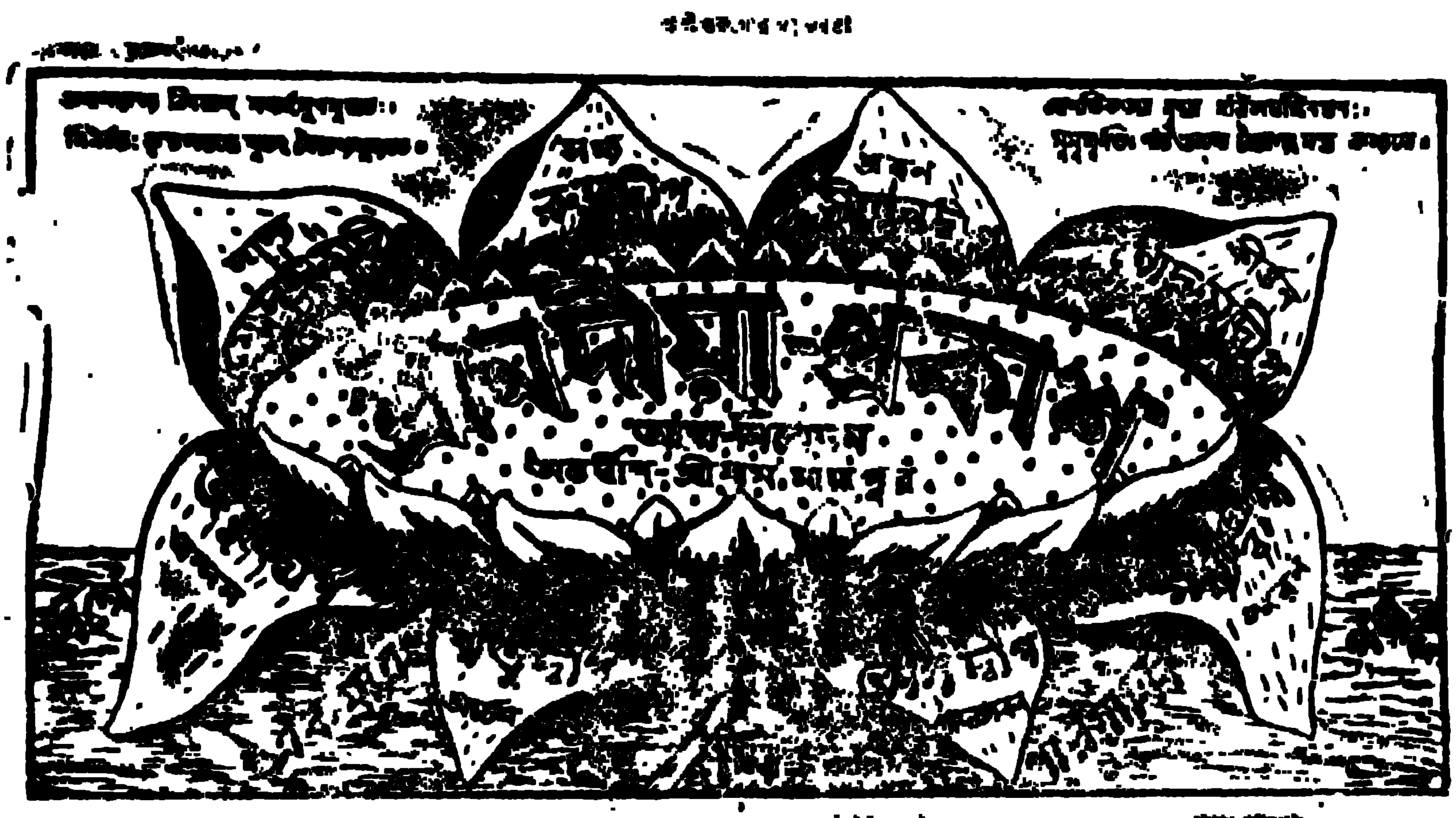

১২শ বর্ষ { ২৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ ২৬শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, সোমবার ২৭৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

---::(০)::---

জলপাইগুড়িতে

গত ১৯।৮।৪৪ তাং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন রায়চৌধুরী মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে ও ২০।৮।৪৪ তাং স্থানীয় বনেদী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বাবুর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ভাগবতকথা আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা কেবলমাত্র ভগবদ্ বহির্মুখতা হেতু ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত হই। আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অসদ্ব্যবহারের ফলে কৃষ্ণবিমুখ মোহিনী মায়ার দ্বারা চালিত হইয়া এই অনিত্য দুঃখপ্রদ দেহে ও দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়স্বজন বস্তুসকল প্রভৃতিতে 'আমি ও আমার বুদ্ধি' করি কিন্তু এসমস্ত যে চিরদিন থাকে না বা আমাকে বাস্তবিক সুখ দান করিতে পারে না তাহা আমার একবারও চিন্তা করিবার অবসর হয় না। ইহার একমাত্র কারণ অসৎসঙ্গ। যদি সত্য সত্য কোন সাধুর সঙ্গ হয় তবে এই সকল অনিত্য আপাতসুখকর বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শনে আমরা সমর্থ হই।

যে সময় আমরা প্রকৃত সদ্‌গুরুর নিকট সর্বতোভাবে শরণপূর্বক আত্মসমর্পণ করি তখন আমরা স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, বিরোধিস্বরূপ, সাধ্য সাধন স্বরূপ প্রভৃতি জ্ঞান লাভ করিয়া জানিতে পারি—আমি কে, আমার কর্তব্য কি, জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত ভগবানের এবং ভগবানের সহিত আমার কি সম্বন্ধ। এই প্রকার জ্ঞান বিশেষ প্রকারে লাভ হইলে, বিক্ষেপাত্মিকা বা আবরণাত্মিকা মায়া আমাকে আর দুঃখ দান করিতে পারে না বা আমি আর বিপথগামী হই না। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান।

গত ২১।৮।৪৪ তাং স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কিশোরগঞ্জে

গত ২৩।৮।৪৪ তাং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বসাক মহাশয়ের গৃহে ও ২৪।৮।৪৪ তাং স্থানীয় কালীবাড়ীতে প্রায় ২। ঘণ্টাকাল "মুচুকুন্দ ও কালযবন প্রসঙ্গ" পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীনাম সুমধুর কীর্তন শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী পুনরায় তাঁহার পাঠ ও কীর্তন শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন।

গত ২৫।৮।৪৪ তাং পরলোকগত আনন্দ পালচৌধুরী মহাশয়ের বাসায় স্বামীজী শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন। ২৭।৮।৪৪ তাং স্থানীয় কালীবাড়ীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে সমাগত সজ্জন ব্যক্তির নিকট তাঁহার সুযৌক্তিক বিচারপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রায় ১। ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজী 'নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ', 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ', 'তৃণাদপি সুনীচেন', 'খুঁজে ভারত-ভূমিতে বিরলে কৃষ্ণকথা সদাই', 'ভক্তির স্থিরতা ভগবদ্ যদি পায়' প্রভৃতি শ্লোক বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ মহাজনপদাবলী ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা কীর্তন এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করেন।

গত ২৭।৮।৪৪ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং প্রায় ২। ঘণ্টা কাল শ্রীকৃষ্ণের ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। ২৮।৮।৪৪ তারিখে স্বামীজীদ্বয় শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ কিশোরগঞ্জের শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রচার উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা সেকেন্দ্রাবাদে প্রচার করিয়া শ্রীল যযাতিপুরে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবে যোগদান করেন।

যে সকল সজ্জন স্বামীজীদ্বয়ের কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল:—

শ্রীভবতোষ চক্রবর্তী বি এল, শ্রীসচ্চিদানন্দ গোস্বামী বি এল, শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি এল, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি-এল, শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য বি-এল, শ্রীরমেশচন্দ্র পাল বি এল, শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসাক বি এল, শ্রীপ্যারীমোহন পাল বি এ (শিক্ষক), শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী স্থানীয় (সেক্রেটারী), শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্তী (ডাক্তার), শ্রীমহেশ চন্দ্র রায় (কবিরাজ), শ্রীহরিকান্ত রায় বি-এ শিক্ষক, শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র রায় ডাক্তার, শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি এল, শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র চক্রবর্তী পোষ্টমাষ্টার, শ্রীযুত গগন চন্দ্র সাহা মার্চেন্ট, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী এম. আই, কিশোরগঞ্জ পুলিশ ইনঃ শ্রীযুক্ত রাজকুমার নাথ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত রজনীকুমার সরকার এম এ, বি-এল প্রভৃতি।

প্রতিদিন সমাগত সজ্জন ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বামীজীদ্বয় ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। কিশোরগঞ্জের জনসাধারণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারে যে কি পরিমাণে আনন্দিত ও আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। স্থানীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই পুনরায় আদি দর্শন করিবার মঠসেবক বৈষ্ণবগণ ও স্থানীয় সজ্জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে

নিত্যসেবোৎসব

গত ১১ই [illegible] ২৫ই পৌষ মঙ্গলবার গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসব শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে [illegible] ও [illegible] মিলিত হইয়া সমস্ত দিবারাত্র ব্যাপী নাম-কীর্তন ও ঠাকুরের অতিমর্ত্য জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। এই উৎসবে স্থানীয় ও [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। [illegible] সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। এই উৎসবের ব্যয়ভার বহরমপুর [illegible] শ্রীযুক্ত সুবর্ণ দাসাধিকারী মহোদয় বহন করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার সেবা-চেষ্টা আদর্শস্থানীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] গৌরাব্দ [illegible]

অপ্রাকৃত*

(পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর লিখিত)

শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম এই পাঁচটী অর্থ বর্ণিত আছে। বিভুচিৎ ঈশ্বর, অণুচিৎ জীব, [illegible] আশ্রয় প্রকৃতি। চৈতন্যশূন্য জড় কাল ও পুরুষপ্রযত্ন বিশেষ অদৃষ্টাদি শব্দ বাচ্য কর্ম। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে জগৎ উদ্ভূত, তাহাকেই প্রাকৃত জগৎ বলে। এক্ষণে বহির্মুখ অণুচিৎ বদ্ধজীবের ভোগ্য জগৎ-নিত্য জগৎ প্রাকৃত বলিয়া পরিচিত। যেখানে নশ্বরতা নাই, সেখানে জীবের ভোগময় অনুভূতির অভাব। তথায় নিত্যানন্দ প্রধান। প্রাকৃত জগতে অণুচিৎগণের বিপরীত বর্ত্তমান। অণুচিৎ প্রাকৃত জগৎ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অবস্থানে সংশ্লিষ্ট হন না। যেখানে অণুচিৎ [illegible] নিত্যকালের [illegible] বহু [illegible] নশ্বর গ্রহণ [illegible]। [illegible] বস্তু নিত্য কাল বর্ত্তমান, [illegible] বর্ত্তমান। তথায় [illegible] [illegible] তাহা পর্য করিতে অসমর্থ। [illegible] [illegible] তাহাতে অবস্থিত [illegible] হয় না। প্রাকৃত জগতে [illegible] নিত্য নহে এবং [illegible] চেতনের অভাব প্রযুক্ত অনিত্য [illegible]। নশ্বর জগতের বিনাশের [illegible] পূর্ণতা নাই। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অর্থাৎ যথায় জগৎ নাই সেইস্থানে অখণ্ড নিত্যকাল অবিমিশ্র চেতনময় ও নিত্য [illegible] অবিমিশ্র আনন্দ বর্ত্তমান। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে 'সচ্চিদানন্দ' অভিধানে প্রাকৃত জগতের বর্ণনার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রাকৃত জগতের জগতের [illegible] হওয়ায় বহুজনের বিচার-[illegible]। এস্থানে [illegible] সচ্চিদানন্দ প্রকাশবস্তুর নিত্যকাল অবিমিশ্র চিদানন্দ প্রকাশিত নহে। যেমন খণ্ড-কালের [illegible] খণ্ডদেশের মধ্যে,

* সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষ ১০ম ১১শ সংখ্যা।

খণ্ডশক্তিরূপে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ প্রাকৃত চক্ষুদের গোচরীভূত হন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত নশ্বর সম্যক্ ধারণা করাইতে অসমর্থ। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ডকে বেদকে মায়িক এবং প্রকৃতির রাজ্যের আকাশ বৈকুণ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। বদ্ধজীব প্রাকৃতজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তু ধারণা করিতে অসমর্থ। কিন্তু বিষ্ণুকৃপা দ্বারা অচিন্ত্যশক্তির অভ্যাস যুক্তবস্তুর বৈকুণ্ঠবস্তুকে চক্ষুগোচর করিবার সামর্থ্য প্রদান করিলে তাহার মূল অবিমিশ্র অণুচিৎ জগতে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠবস্তুর পূর্ণচক্ষু অবস্থিত হওয়ায় অচিৎ ও তাহা তাহার অন্তঃকরণ নাই বলিয়া ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত সচ্চিদানন্দের [illegible] সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সে সময়ে অণুচিতের কেবলবুদ্ধি জগতে সেবা ধর্ম্ম ধারণ চতুর্বর্গ কর্ম্ম ও জ্ঞানপথ বিবরণ করিয়া স্বপ্রকাশ ভোগ না থাকে লিপ্ত না উদাসীন হয়। অচিৎ ভোগ বা অচিৎ ত্যাগ এই দুইটীকে কর্ম্ম ও জ্ঞান বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই মায়িক বুদ্ধি। তাহাই ভক্তির বৈকুণ্ঠবুদ্ধি। ভক্তিতে অণুচিতের ভোগ বুদ্ধি ও ভোগত্যাগ বুদ্ধি নাই। তাহার ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধি পবিত্র নিত্যসেবা বুদ্ধি ও বিভুচিতে সেবাবুদ্ধি প্রবল। নিত্যকাল যে চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে বিভুর স্বরূপে নিত্য সেবা নিত্য অবিমিশ্র অণুচিৎ জীবকে ভোগ করায় তাহা নশ্বর ধর্ম্ম বা কর্ম্ম ভূমি নহে অথবা জ্ঞানের নির্বাণের রাজ্য নহে। সেই দেশের নাম অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ।

অপ্রাকৃত দেশকে পরব্যোম বলে। প্রাকৃত দেশকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। প্রাকৃত কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাত্মক খণ্ড কাল এবং সর্ব্ববিনাশী বলে। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের কাল—অখণ্ড বা নিত্য অর্থাৎ তথায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ খণ্ডকালের যুগপৎ অবস্থান। অপ্রাকৃত পাত্র—স্বয়ং বিভুচিৎ। প্রাকৃত পাত্র অসংখ্য অনবরত বিপন্ন অণুচিৎ। অণুচিতের ধর্ম্মে নিত্য অণুচিৎ অধিষ্ঠান আছে। অণুর প্রবৃত্তি প্রাকৃত জগতে আসিবার যোগ্যতা থাকা না থাকার [illegible]। নশ্বর জগতে বহু বিচার তাহার নিত্য কালের জন্য যে, যেহেতু জড়াধারে নশ্বরতা-ধর্ম্মের অবস্থান হেতু ভোক্তা বদ্ধজীবের প্রতীতিতে কাল প্রভাবে উহা পরিবর্ত্তনশীল। পরব্যোমের বস্তু নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃতলোকে সাত্বত অণুচিৎ জীব অজ্ঞানতা বশতঃ বিভুচিতের স্বরূপীকৃত ভোক্তৃধর্ম্মে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু অণুর প্রভুত্ব বৈভবসেবা অভাবে পরিব্যক্ত। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে বেদের বিচারবিদ্গণ বৃন্দাবন বলেন। তথায় গায়ত্রীর ব্রজভূমিস্থ নন্দনন্দন গোপীনাথসম্বন্ধে চরিত্র মূর্ত্তির অরণ্য মাধুর্য্য সহিত চিন্ময়বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত স্বামী ও বিভিন্নাংশ পরিকর অণুচিৎগণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত। সেখানে বিষয় জাতীয় বস্তু এবং তাহার আশ্রয়জাতীয় বস্তুকে নানাপ্রকারে পাঁচটী রস বিস্তার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের নাম নীরসতা এখানে নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত চিদ্রস পূর্ণমাত্রায় বিলাসবিশিষ্ট। প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃতের ধারণা অসম্ভব। ভগবানের একপাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ। সুতরাং একপাদ দ্বারা ত্রিপাদ বৈভব আয়ত্তাধীন হয় না।

প্রাকৃত জগতে অণুচিৎ জীব দেহ ও মনের দ্বারা আচ্ছন্ন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় দ্বারা অণুচিৎ স্বরূপ আবরণ করিয়াছে। দেহ ও মনের বৃত্তি দ্বারা স্মরণ করিতে গেলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্থূল ও সূক্ষ্ম বাক্যে বদ্ধজীবের প্রাকৃত দর্শন দৃষ্ট। কর্ম্ম জ্ঞানাবরণ মুক্ত হইলে অণুচিৎ জীব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া বিভুচিৎ কৃষ্ণের অনুকূলভাবে অনুশীলন করেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান অণুচিৎ জীবকে প্রতিকূল ভাবে অনুশীলন করায়। সেইজন্য ভাগবতগণ কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। নিত্য আনুকূল্যে অনুশীলনীয় পদই ভক্তিপথ। ভক্তি অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে আছে। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ কর্ম্মী ভোগময় ও জ্ঞানময়ী প্রবৃত্তিতে চালিত জীব পুনরায় অবিমিশ্র কৃষ্ণসেবা বুদ্ধি ও প্রাকৃত ভাব লাভ করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে চলিতে থাকিলে প্রাকৃত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠেন। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধ জীবের দেহ মনের পালা। প্রাকৃত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান জীবের দেহ ও মনের ধ্বংস-বিষয়ক। আত্মার ধর্ম্মে অবিমিশ্র অপ্রাকৃত অধিষ্ঠিত। বিভুর ও অণুর নিত্যসেবায় সেই অপ্রাকৃত বিলাসময়। তাহার নিত্য সে কোন প্রকার ভেদ, পরিচ্ছেদ ও অনিত্য ভাব নাই। প্রাকৃত রাজ্যে বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। অণুচিৎ জীবের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ [illegible] ভক্তি অনুশীলন প্রাকৃত জগতে অবস্থানকালে প্রাকৃত সম্বন্ধ তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে। অপ্রাকৃত গুরু অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানদানে বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত বিবেক উদয় হয়। অপ্রাকৃত বিবেকাভাবে জীব প্রাকৃত বিবেকশূন্য।

শ্রীমদ্ মহারাজের বক্তৃতা

[বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও ব্রহ্ম-ব্যাস মধ্ব, শ্রীরামানুজ, রুদ্র বিষ্ণুস্বামী ও চতুঃসন-নিম্বার্কসম্প্রদায়।

কাল—২০শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্ণ।

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ]

নিত্যাচিন্ত্যাশক্তি-প্রকাশকুলশীলনম্।
দিশতঃ পরমশ্রেষ্ঠ-গৌরপ্রেষ্ঠায় তে নমঃ॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় রূপপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া জগৎকে শ্রীমদ্ প্রভুর কথা প্রদান করিয়াছেন। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র সনকাদি চারিটী সম্প্রদায় জগতে উদিত হইয়া নিত্যকাল জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। এই চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনাদিকাল হইতে প্রকটিত আছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ভক্তিকে মূল প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত ভারতবর্ষে বহু সম্প্রদায় আছে, যাহারা বৈষ্ণবসম্প্রদায় বলিয়া দাবী করিলেও ভক্তির অনুগত না হইয়া তদ্বিরুদ্ধ নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতেছে।

ঐ চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যেও বিচারের তারতম্য ও ভজনের বৈশিষ্ট্য আছে। পাঁচটী মুখ্য রসে যে ভগবানের সেবা হয় তাহার মধ্যেও তারতম্য আছে।

যার যেই ভাব সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম॥

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিচার ও ভজন সেই সেই সম্প্রদায়ের নিকট সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হইলেও তটস্থভাবে বিচার করিলে তারতম্য আছে। তটস্থভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়—শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বোত্তম। সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্-ভাগবতের বিচারই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ জগতে প্রদান করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে ভাগবতের যে অস্ফুট বিচার ছিল, শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে যাহা

পরিস্ফুট হয় নাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুপাদ সেই ভাগবতের কথাই আবরণশূন্য স্ফুট-ভাবে জগতে বিতরণ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে কি জগতে ভাগবতের বিচার ছিল না? মহাপ্রভু ও প্রভুপাদের কথা কি নূতন? সাত্বত আচার্য্যগণের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? এসকল প্রশ্নের সমাধান এই যে—আচার্য্য সকলেই একতত্ত্ব। বিভিন্ন আচার্য্যের সময় এক তত্ত্বই কৃষ্ণের ইচ্ছায় সঙ্কুচিত ও প্রসারিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। আচার্য্যগণের মধ্যে কোন অজ্ঞতা বা অমিল নাই। তবে তত্ত্বপ্রকাশের মধ্যে তারতম্য আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার মহাপ্রভুর সময়ে প্রচুরভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা আদিগুরু হইয়াও কৃষ্ণলীলায় মুগ্ধ হইবার ছলনা দেখাইয়াছেন। 'মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ' বাণীতে দেবতাগণেরও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে মোহ হয় জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্মা নিত্যমুক্ত হইয়াও অসুর মানবের জন্য এপ্রকার লীলা করেন। অসুরদের এ প্রকার মোহ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মার মোহের স্বরূপ সেরূপ নয়।

বিভিন্ন মায়াবাদী সম্প্রদায় ও কর্ম্মী জ্ঞানী সম্প্রদায় শ্রীল ব্যাসদেবের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও শ্রীল ব্যাসদেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করত তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের দুষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসদেবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ে কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় হইতে উপদেবন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার সর্ব্বোত্তমতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামানুজাচার্য্যের শক্তিবিচার ও বৈষ্ণব-সেবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণু-স্বামীর রাগভজন এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চারিটী সম্প্রদায়ের আচার্য্য জগতে যে বস্তু বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন তাহাতে কোনও না কোন অসম্পূর্ণতা ছিল। প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চারিসম্প্রদায়ের সারাংশ গ্রহণ করত সর্ব্বোপরি যে ব্রজগোপীদের এমন পরা-কাষ্ঠা জানাইয়াছিলেন তাহা অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যে ভাবে নিজদিগকে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে আচার্য্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদকে অংশী-প্রকাশ ও অন্যান্য উল্লিখিত সাত্বত আচার্য্যগণকে অংশ-প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

আকাশের গুণ যেন পরপর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে।

যেমন অন্যান্য ভূতগণের তুলনায় বা তারতম্যানুসারে একমাত্র পৃথিবীতে পঞ্চগুণের সমাবেশ দেখা যায়, শান্ত দাস্যাদিরস ক্রমে উন্নত হইয়া মধুররসে যে প্রকার সমাবেশ হয়, তেমন আচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যে সকল আচার্য্যের সারকথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে চারি আচার্য্যের সেবা প্রকাশ করিয়া যেমন তাঁহাদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি স্বীয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন তেমন তাঁহার আচার প্রচারের সেই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের কথার মধ্যে রামানুজ-নিম্বার্ক প্রভৃতি সকল আচার্য্যের উপদেশের কথা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বৈয়াসকিদিগের সেবায় যে পরমহংস-কালিতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সকল আচার্য্যের কথা স্থান পাইয়াছে। এখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের প্রচার ও আচারের একটা অসামঞ্জস্য বা অবলম্বনাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বোত্তমের সর্ব্বভাবনী সেবার যে spirit বা ভাব দিয়াছেন, তাহা যদি অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করে তবে তাহাদের সার্থকতা হয় এবং তাহাদের অপূর্ণতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের কথা সকল সম্প্রদায়েই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে অল্পবিস্তর গৃহীত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের কথার কোটী অংশের এক অংশ জগতে থাকিলে জগৎ ধন্য হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ নির্জ্জন-ভজনের কথা বা মানসিক-ধ্যানে বিদ্যাভোগের কথা বলেন নাই। বিষয়ের কৃষ্ণভোগ্য স্বরূপ দর্শনে তদনুকূল অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন। খানিক সময় ভগবানের অনুশীলন ও অন্য সময় অন্য কার্য্য করার কথা তিনি বলেন নাই। তিনি ভগবানের সর্ব্বতোভাবে সেবা করার কথা বলিয়াছেন; সর্ব্বক্ষণ কায় মনে বাক্যে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত ভগবদ্ভজনের কথা বলিয়াছেন। জগতের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করাই প্রভুপাদের কথার উদ্দেশ্য নয়। বিষয়কে কৃষ্ণসেবায় নির্ব্বন্ধ না করিয়া বিষয়ের মলিনতা সংস্পর্শের ভয়ে ত্যাগের পথ অবলম্বনের কথায় আমাদের হরিভজনে প্রকৃত ক্ষতি হইবে। জগতের সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার অনুশীলন শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণানুশীলনের কথা বলিয়াছেন বা অখণ্ডবস্তুর অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি খণ্ডবস্তুর অনুশীলনের কথা বলেন নাই। খণ্ডবস্তুর অনুশীলনকে কৃষ্ণানুশীলন বলে না। বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অখণ্ড কৃষ্ণানুশীলনের কথা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যদি স্ব-স্ব মনোধর্ম্মানুযায়ী প্রভুপাদের কথা বুঝিতে যাই তাহা হইলে বঞ্চিত হইব। স্বকীয় অন্তরের ভাব আমাদের নূতন নূতন অনর্থ গজাইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন ভাবের মনোবৃত্তি লইয়া প্রভুপাদের কথা গ্রহণ করিতে গেলে তাহাতে সামঞ্জস্য হয় না। প্রভুপাদের কথার সামঞ্জস্য আমরা নিজে নিজে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য বিপথগামী লোকের যে সকল চরিত্র প্রভুপাদের প্রচারকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল তাহা একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেব দূর করিয়াছেন। তুমিও শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য সাক্ষাদ্ভাবে ততটা জানিতে বা বুঝিতে পারি নাই, বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের মধ্য দিয়া যতটা শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছি। মহাপ্রভুর পূর্ব্বের আচার্য্যগণ অনেকে মহাপ্রভুকে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ঐতিহাসিক প্রাচীনতা সত্ত্বেও মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গলদ এই যে, তাহারা বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণকে স্বীকার করেন কিন্তু মহাপ্রভুকে স্বীকার করে না। পরমার্থ-বিচারে ভগবৎতত্ত্ব বিষয় Historic পর্য্যায়ের বিচারের প্রয়োজনীয়তা নাই। কি অতীতে, কি বর্ত্তমানে, কি ভবিষ্যতে শ্রীল প্রভুপাদের কথা হইতে যেখানে যতটা deviation থাকিবে সেই স্থান বা সেই সম্প্রদায় হইতে ততটা দূরে থাকিতে হইবে। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার ও তাঁহার কষ্টিপ্রস্তরস্বরূপ বর্ত্তমান আচার্য্যচরণে আমার মতি নিশ্চলা থাকে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর পত্র

(সংস্কৃত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শ্রীবৃন্দাবনতো ভবতি

যাঁহার পদযুগল আমার সমস্ত সুখ প্রদান করে, সেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে জীব নামক এই ব্যক্তি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছে,—"আপনাদের কুশল সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেছি। বহুদিন যাবৎ উহা পাই নাই। কুশল লিখিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন। সম্প্রতি আমি শারীরিক রোগযুক্ত হইয়া আছি এবং অপরেও তদ্রূপ আছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামিপাদ দেহ রক্ষা করিয়াছেন এবং নিজেকে শ্রীবৃন্দাবন-নাথের চরণে জ্ঞানপূর্ব্বক সমর্পণ করিয়াছেন, ইহাই বিশেষ সংবাদ। আপনার নিজ পরিকরবর্গের এবং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন-দাসের কুশল লিখিবেন। এই বৃন্দাবনদাস কিছু লেখাপড়া করে কি না করে, তাহাও লিখিবেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস শর্ম্মা সম্প্রতি কিরূপ ও কোথায় আছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও কিরূপ ও কোথায় আছেন তাহাও লিখিবেন।

তাহা ছাড়া—"শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" "শ্রীমাধব মহোৎসব", "শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরভাগ" এবং "হরিনামামৃত ব্যাকরণের" শোধন কিছু বাকী আছে, এজন্য ঐগুলি পাঠান হয় নাই। পরে দৈব অনুকূল হইলে পাঠাইতে পারা যাইবে। অধিক কি, এখানকার সকলেরই যথাযথ নমস্কার জানিবেন এবং থাকার সকলকে আমার ... জানাইবেন। ইতি শাং সুখী।

শ্রীভাল মহাশয়ের প্রতি আমার শুভাশীষ।

বিরহোৎসব

মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে

গত ২১শে ডিসেম্বর ৬ই পৌষ মঙ্গলবার জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীপাটের অমল চরিত আলোচনা ও কীর্ত্তন-মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পচন্দনাদির দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া একটী উচ্চ বেদোপরি স্থাপন করা হইয়াছিল। উপস্থিত সকলে এক এক অঞ্জলি চন্দন পুষ্প দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। কীর্ত্তন ও পাঠক্রমে উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপদ পায়

১ [illegible] মঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] গৌরবিহিত-[illegible], শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর [illegible] চতুর্দ্দিকে বিরাজ আছেন। [illegible] [illegible] রক্ষক -শ্রী[illegible] [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
উল্টা [illegible] [illegible] রোড, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- [illegible] [illegible] ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক--শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীগুপ্তলীলাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
[illegible] ১৫ [illegible] স্থান
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) ভক্তিদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়দ্বীপ, রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়াকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীভূতেশ্বনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] [illegible] এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিবার, [illegible] নারায়ণপুর, টুট, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৩২।২ [illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।
রক্ষক—শ্রী[illegible] গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যার্ণব

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ভ্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁধপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)।
রক্ষক—শ্রীবিলাস[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) আমলি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমলি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাজু (গঞ্জাম)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবরহ[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫।
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৮রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷০
বালাম চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
মাগরা নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাঙ্গালী কোম্পানী	৮৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৮৲	৪৷০
পেশোয়ারী	১০	-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০	৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲	৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০	
কাটারী ভোগ	৭৲	
ঐ বেগুন	৩৵০	

চিনির দর

ক.টি.ম, টাইপ	১০৷৵০
সিঙ্গাপুর ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] সাদা	৯৷০
[illegible] সাদা	৬৷০—৯৵০
[illegible] লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৫৷।
[illegible]	২২৲
চাদিরবার	৫৭৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (ব)	৫৷৷০—৫৷৵০
[illegible] নং (২	৫৴০—৫৷৴০
[illegible] (এ)	৫৲—৫৷০
[illegible] (বে)	৪৷৷০—৪৷৵০
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৷৵০
[illegible]	১৷৵০—১৷৷০
[illegible]	১৷৵০—১৷৵০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৬৩৷০

[illegible]	৬৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৩১৷৷০
২৬ গেজ—	১৭৷৷০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

[illegible]—	৮৪ প্রতি হন্দর
লোহার [illegible] দরেই পাওয়া যায়	
মার্কা	৮৷৷৵০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা [illegible] দরেই [illegible]	৯৷৵
ঐ ইংলিশ দরেই ([illegible])	৯৲—১০৲
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯৲
[illegible] আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৷৷৵০
টাটা প্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৷৷০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৯৵০
২৪ গেজ—	১৪৷৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৴০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	১৵৫—৷৷৵০
[illegible] কাঁটা তার ([illegible])	১০৷০
[illegible] বা [illegible] কাঁটা মণ	৩৷০—৩৷৷০
[illegible] ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷০— ৭৲ হন্দর
গোল রড [illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন [illegible]	৮৷৷০—৯৷০
গোল রড [illegible]	
[illegible]	৮৷৷০—১০৷০
[illegible] ২৫০	নতুন ২৩৷০
[illegible] ৫৵০, [illegible]	৩৷০
[illegible] ৪৷০	

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৩৪৲
[illegible]	৫৪৲
ঐ [illegible]	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার [illegible]

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible] ঘাট [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——|:০:|——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] —[illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও [illegible] মাসে মাত্র ৭৲ টাকা খরচ। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, [illegible] শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেশরোপ

—— ঃ|০|ঃ ——

[illegible] রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেশরোপ" ব্যবহার করিবেন। এমন [illegible] [illegible] আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, [illegible], [illegible] এবং [illegible] পাণ্ডুরোগ [illegible], "কেশরোপ" [illegible]। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার [illegible] একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—[illegible] পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় [illegible], বার্লি, [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি [illegible] ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৮২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জীর্ণ [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible]। [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:: ০ ::——

প্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সর্ব্বজনসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র দশ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিপংক্তি প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	২৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

পাক্ষিকে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	২০৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল তত্ত্বভূষণ ভাগবতাঙ্কিত সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া জগৎবাসী ধন্য এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

[illegible]

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ প্রেমভক্তসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪।৭নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

প্রেস: শ্রীমায়াপুর
শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর...
ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 844

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিক্ষিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ বর্ষ] শ্রীমায়াপুর—২৭শে পৌষ, ১৩৪৪, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৬০]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

কলিকাতায় বিজ্ঞান সম্মেলন

গত শুক্রবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনটী শাখার অধিবেশন হয়।

অধ্যাপক পি, মাইতি প্রাণিতত্ত্ব শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

রসায়ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এস, এস, ভাটনগর।

পশুরোগ-চিকিৎসা শাখায় সভাপতিত্ব করেন কর্ণেল স্যার আর্থার ওলসার।

প্রত্যেকটী শুক্রবার নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধও পাঠ হয়।

———

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদিগকে সম্মানদান

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সাউথ্যাম্প্টনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তীর সভাপতি স্যার জেমস্ জিন্স ও অপর ৮জন বিদেশাগত প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর ল প্রফেসার স্যার উইলিয়ম হোল্ডস্ ওয়ার্থকে "ডক্টর অব ল" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সমাবর্তন উৎসব উদ্বোধন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার গভর্ণর লাটসাহেব বলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজদিগকে সম্মানিত করিতেছেন। লাটসাহেব আশা করেন যে, প্রতিনিধিগণের এই প্রথম কলিকাতা পরিদর্শন তাঁহাদিগকে আর একবার এদেশ আসিতে উৎসাহিত করিবে।

নিম্নলিখিত বিদেশীদিগকে "ডক্টর অব ল" উপাধি দান করা হইয়াছে—(১) স্যার জেমস্ জিন্স, (২) প্রফেসার ফ্রান্সিস উইলিয়ম এস্টন, (৩) প্রফেসার আর্নেষ্ট বার্কার, (৪) স্যার আর্থার ষ্ট্যানলী এডিংটন, (৫) প্রফেসার আর্থার হেনরী রেজিনাল্ড বুলার, (৬) প্রফেসার ফ্রেডারিক আলেকজাণ্ডার লিণ্ডেমান, (৭) স্যার উইলিয়ম আর্ল হোল্ডসওয়ার্থ, (৮) প্রফেসার চার্লস্ গুস্টাভ ইয়ং, (৯) প্রফেসার চার্লস অ্যাথুরেল বারাস, (১০) প্রফেসার-আলফ্রেড ট্রাব।

———

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন
কৃষ্ণনগর অধিবেশন

আগামী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কৃষ্ণনগর যে অধিবেশন হইবে তাহাতে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ মূল ও শাখা-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন :—

মূলসভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতি—

সাহিত্যশাখা—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত
কাব্যশাখা—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস
কথাসাহিত্যশাখা—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী
সংবাদিকসাহিত্য—শ্রীযুক্তা সত্যবালা মজুমদার
গল্প-গীত ও কীর্ত্তন-শাখা—শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী
দর্শনশাখা—শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞানশাখা—ডাঃ সুকুমার বোস
ইতিহাসশাখা—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী
চারুকলাশাখা—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
সঙ্গীতশাখা—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

———

সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞাপন

আগামী মাঘ মাসে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে একটী সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলার প্রদর্শনীর আয়োজন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সাহিত্য ও ললিত কলার সম্বন্ধে নদীয়াবাসীর দান সামান্য নহে, আমাদের ভরসা যে, সমগ্র নদীয়াবাসীর সহযোগিতায় এবং সমস্তার বিক্ষিপ্ত দ্রষ্টব্য বস্তু আহরণ করিতে পারিলে প্রস্তাবিত প্রদর্শনী বিশেষ সমৃদ্ধ হইবে। এতৎ সম্পর্কে সংরক্ষণযোগ্য বস্তু কোথায় কি আছে তাহা আমরা সম্যক্ অবগত নহি। এ কারণ নদীয়াবাসীর নিকট আমাদের সাগ্রহ অনুরোধ তাঁহারা যেন প্রবীণ সাহিত্যিক শিল্পিগণের দান বা কোন প্রকার স্মারক চিহ্ন যথা—পুঁথি, পুস্তক, লেখনী, চিত্র, যন্ত্র প্রভৃতি বস্তুর পরিচয় ও সন্ধান অবিলম্বে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন; তদনুসারে অভ্যর্থনা সমিতি ঐ সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রদর্শনী অন্তে যথাস্থানে সযত্নে পুনঃ প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

—শ্রীনকুলাল ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক অভ্যর্থনা সমিতি।

———

চীন-সংগ্রামের ব্যয়ভার

প্রকাশ যে, জাপান এ যাবৎ ঋণ গ্রহণ করিয়া চীন-যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে চীন যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহার্থ কর বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিতরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন :—(১) আয়কর শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে, (২) বৎসরে ১০ টাকা পর্য্যন্ত চিনি বা পণ্য শুল্ক প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ৩০ টাকা পণ্যের উপর বিশেষ বাণিজ্য শুল্ক ধার্য্য করা হইবে, (৩) আবগারী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে, (৪) অতিরিক্ত লাভের উপরও কর ধার্য্য করা হইবে, (৫) মাল চালানের উপর যে কর ছিল তাহা পুনরায় ধার্য্য করা হইবে; (৬) নবনির্ম্মিত বাস ভবনের উপর একটী নূতন কর ধার্য্য করা হইবে।

———

ব্রিটীশ সৈন্যাধ্যক্ষের সতর্কবাণী

সাংহাইস্থিত ব্রিটীশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল টেলফার-স্মোলেট জাপ যুদ্ধের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল হারাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাপ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ব্রিটীশ এলাকার সীমান্ত অতিক্রম করায় তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তাহার পরিণামফল গুরুতর হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাংহাই-এর ব্রিটীশ এলাকায় জাপ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দুইজন ব্রিটীশ পুলিশ কর্ম্মচারী গুরুতররূপে প্রহৃত হওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য ব্রিটীশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হারাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

———

জাপানী সৈন্যদের হস্তে বৃটীশ পুলিশ কর্ম্মচারী লাঞ্ছিত

আমেরিকা এক এলাকায় দুইজন বৃটীশ পুলিশ কর্ম্মচারী—সার্জেণ্ট এ আর টার্ণার ও ইন্সপেক্টর এফ, জি, হেটে জাপানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক গুরুতরভাবে প্রহৃত হইয়াছে। জাপানীরা চীনাদের উপর বলপ্রয়োগ ব্যবহার করায় সার্জেণ্ট টার্ণার তাহার প্রতিবাদ করিলে এই কাণ্ড ঘটে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (স্বর্ণ দাঁ) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ভাজন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সম্পত্তা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্জ্জয়াত্মিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। দেশাত্মবোধ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনামের ৵০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারবর্ষিণ্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ দি ভার্সন অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—
১। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ।১০।

৪। পরমার্থী—ত্রিদণ্ডি স্বামী রঘুনাথ এতাপাৎ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রামাণ্য রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

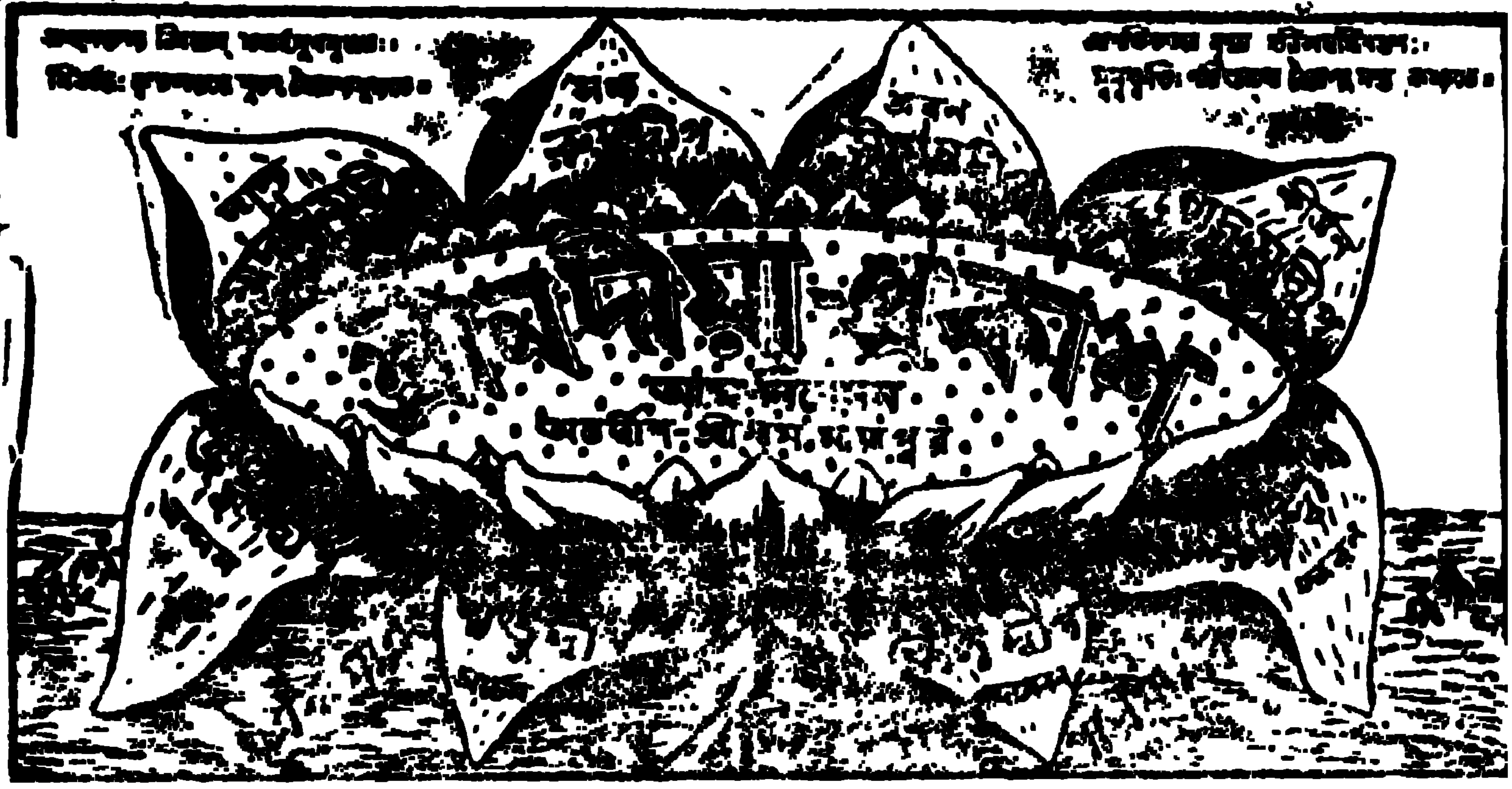

১ম খণ্ড { ২৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫১ ২৭শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ১১ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮ মঙ্গলবার ১০০তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

— ::(০):: —

ফরিদপুরে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ফরিদপুর জেলান্তর্গত গোপালগঞ্জ বন্দরে কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ হরিকথা প্রচারার্থে ১০।১।৩৭ তারিখে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে যাত্রা করেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ পোদ্দার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে তিন দিবস কাল অবস্থান করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। প্রথম দিবস স্বামীজী মহারাজ "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" শ্লোক আলোচনা-মুখে জীবের সেবোন্মুখী ও ভোগোন্মুখী বৃত্তিদ্বয়ের কথা কীর্ত্তন করেন। যখন জীব ভোগে বা মুক্তি বাঞ্ছা পরিচালিত হইয়া আমি ভোক্তা অভিমান করি তখন আমরা জীব স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হই এবং ক্রমে জগৎসেবকের চিন্তা আমাদিগকে বিস্তার করে। অধোক্ষজ ভগবানের নাম নামী হইতে অভিন্ন, সুতরাং তিনি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ভগবৎসেবা করা। যেখানে ভগবান কীর্ত্তনের বাণী অবাধে উচ্চারিত সেখানে সত্য সত্য হরিকথা কীর্ত্তন হয় না। সর্ব্ব প্রাণীর একমাত্র আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে শুদ্ধভক্তিদ্বারাই হরিকথার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহা শ্রবণে আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। দ্বিতীয় দিবসে "মদ্বৃত্তিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু", "সেই নাম সেই কৃষ্ণ", বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্য্যাদা ও সদ্‌বিচারের কথা এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত্র ও আলোচনা করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

গোয়ালপাড়ায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীযুক্ত নবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ গৌরভক্তগণের প্রচার করিতে গত ৬ঠা পৌষ গোয়ালপাড়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এতদ্‌বাসীগণ উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত কটিচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল:—

শ্রীজনার্দ্দনচরণ দাস (এম্, বি, স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত), শ্রীদীননাথ দাস, শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস (সেকেণ্ড পণ্ডিত), শ্রীকটিচন্দ্র দাস, শ্রীমনমোহন দাস (মহাজন), শ্রীকালাচাঁদ দাস, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ দাস, শ্রীনলিনচন্দ্র দাস, শ্রীযুত কমলাকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীহরিনাথ দাস প্রভৃতি।

গত ৯ই পৌষ শুক্রবার মধ্যাহ্নে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারীজী গোয়ালপাড়া হইতে বড়্‌ঘাটী গ্রামে আসিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমহাপ্রভু, সার্ব্বভৌম ও প্রতাপ রুদ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ শ্রবণের জন্য বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যায় মহাজনগণের আগ্রহে তিনি আবার কতিপয় স্থানে পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

— —

কুষ্টিয়াতে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ অদ্বয়ানন্দ সেবাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথাকার উকিল লাইব্রেরীতে ও আশ্রমপল্লীতে গত ২২শে ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় উক্ত সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত ললিতমোহন ঘোষ বিশেষ সহযোগিতার সহিত আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় ও উকিল সমিতিতে কুষ্টিয়ার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, (এডভোকেট, হাইকোর্ট); শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বাগ্‌চী (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কুষ্টিয়া ব্যাঙ্ক); শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মজুমদার (রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট প্লীডার); শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ (এডিটার, কুষ্টিয়া হিতৈষী); শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী (জমিদার); শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বিশ্বাস (মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর নায়েব); শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র মুখার্জ্জি এম্, এ, বি, এল্; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী (জমিদার); শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, উকিল; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, উকিল; শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী (হেডমাষ্টার, কুষ্টিয়া হাইস্কুল); শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য (হেডপণ্ডিত, কুষ্টিয়া হাইস্কুল); শ্রীযুক্ত কালীপদ মজুমদার, উকিল; ডাঃ নলিনীকান্ত মুখার্জ্জি এম্, বি; শ্রীযুক্ত ... চৌধুরী (জমিদার); শ্রীযুক্ত ... চৌধুরী (জমিদার); শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি; শ্রীযুক্ত ... মুখার্জ্জি; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ নারায়ণ, ৪৫১ গৌরাব্দ

সাধুর দুঃখ কিরূপ ?

এ জগতে সুখ দুঃখভেদে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন না, যাঁহারা আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত নহেন, মনোধর্মই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ইন্দ্রিয়তর্পণপর পণ্ডিত, ধনী, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা সকলেই অসাধু বা অবৈষ্ণব। আর যাঁহার ভগবানে ভক্তি আছে, প্রাকৃত ভোগসুখই যাঁহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ভগবান্‌ যিনি নিত্যানন্দ চান না, পরন্তু প্রভুসেবাতেই যাঁহার আনন্দ, তিনি মূর্খই হউন, বা পণ্ডিতই হউন, বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বল হউন বা বলবানই হউন—তিনিই সাধু—তিনিই বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবগণ সমস্ত জিনিষকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা কোনও জিনিষ নিজের জন্য গ্রহণ বা ত্যাগ করেন না। ভগবানের জন্যই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার গ্রহণ বা তৎপ্রতিকূল বিষয় ত্যাগের প্রয়াস। এই বৈষ্ণবকে সাধারণ মানব মনে করা উচিত নয়। বৈষ্ণব আমাদের গুরু। এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ বৈষ্ণবে গুরুজ্ঞান না হইলে তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি ও আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে। এই বৈষ্ণব কখনও কপটতা করেন না। তিনি কোনও জীবকে কখনও ভোগ বা ত্যাগপথে লইয়া যান না। কারণ ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় তিনি দেন না। লোকের মনরক্ষা করিতে গিয়া তিনি কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া দেন না। সমস্ত কপটতাই ভগবান্‌কে দেন। তিনি নিজে কপটতা সাজেন না। এই সাধু সেবা বস্তু। সুতরাং এই সেবাবস্তুর উপর জুয়াচুরি বা বাহাদুরী করিতে যাওয়া উচিত নহে। হইলে তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব। সাধুগণের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের আর কোন কথা নাই। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহাদের সেবা করিলেই আমাদের সব সুবিধা হইয়া যাইবে। এই সাধুর সন্মান করিতে হইবে। সাধুর সেবা বাদ দিলে কাহারও সুবিধা হইবে না।

আমরা যেন, কোন দিন স্বপ্নেও চিন্তা না করি যে, সাধু আমার চেয়ে কম বুঝেন, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। সাধু অন্য কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, যতই অজ্ঞতার ভাণ করুন তিনি কিন্তু ভগবানের সেবা-কাজটা বেশ ভাল বোঝেন। ব্যক্তিগতভাবিত্ব তাঁহার বাহ্য নিপুণতা দেখা না গেলেও ভক্তিসিদ্ধান্তে তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভাব নাই। এ সকল কথা কেবল মুখে আওড়াইলে চলিবে না, অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইবে। নতুবা আমরা সঙ্গের অভিনয় করিয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব। তাঁহারা অন্তর্যামী। তাঁহারা আমার মনের সব কথাই জানেন। উঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে গিয়া বাহিরে সেবা বা আনুগত্যের ভাণ দেখাইলে আমরাই ফাঁকে পড়িব। তাঁহাদের নিকট কোন চালাকিই চলিবে না। খোলাখুলি সরল হইতে হইবে। তাঁহারা সবই জানেন, সবই বুঝেন, অথচ বলেন না,—পাছে আমরা তাঁহাদের কথা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বিপথগামী হই এই আশঙ্কায়।

আমরা অনেক সময় মনে করি, সাধুরা আমাদেরই ন্যায় দুঃখ ভোগ করেন, কিন্তু কথা তা নয়। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই সেবানন্দে বিভোর থাকেন। তবে শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে অবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বৈষ্ণবেরও যে শারীরিক ও মানসিক ব্যবহার দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল ব্যবহার দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয়। তাহা বৈকুণ্ঠবাসীর ন্যায় দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী এবং সুখবৎ কাটিয়া যায়। এইজন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ ॥
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে

সেবোন্মুখবিশিষ্ট অবৈষ্ণবের এই নশ্বর দেহই সর্ব্বস্ব। তাহারা স্ব-স্ব কর্ম্মফলানুসারে বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই কষ্ট নিবারণের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও তাহারা কষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তাহাতে তাহাদের জীবন যন্ত্রণার ন্যায় কোন উপায়ে অতিবাহিত হয় মাত্র। কিন্তু ভক্তগণ ঐহিক জীবনকে কেবল ক্ষণিক পান্থজীবন মনে করেন বলিয়া শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখ সকল অতীব অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়। সেদিকে তাঁহাদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ থাকে না। সেবানন্দের নিকট এই ক্ষণিক দুঃখ কিছুই নয়; তাঁহারা এই দুঃখাদিকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করেন। তাঁহারা জানেন, সেবানিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য ভগবদিচ্ছাতেই নানা আপদ বিপদ, বাধা-বিঘ্ন, সুখ-দুঃখাদি উপস্থিত হইয়াছে। এই অনর্থ বা দুঃখাদিকে অর্থ বা সুখের প্রাগবস্থা জানিয়া তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সানন্দে সেগুলিকে অতিক্রম করেন। তাই ভক্তগণ মহাজনানুগত্যে গাহিয়া থাকেন—

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকলে
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে ॥

সেবার জন্য দুঃখাদি বরণ প্রথমমুখে কষ্টপ্রদ হইলেও তাহা অনন্তদুঃখনাশক বলিয়া ভক্তের নিকট আনন্দপ্রদই হইয়া থাকে। যে দুঃখের ফল মহানন্দ, তাহা কি দুঃখ? না সুখেরই অগ্রদূত? সুতরাং ভক্তের ব্যবহারিক দুঃখ যে দুঃখের মধ্যে গণ্যই নয় পরন্তু পরমসুখজনক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভক্তের ধন, জন, পাণ্ডিত্যের অভাব অনেক সময় দেখা যায়। সেসকল দেখিয়া আমরা মনে করি যে তাঁহারাও বুঝি আমাদের ন্যায় দুঃখ পান—তাঁহারাও বুঝি আমাদের ন্যায় একজন। কিন্তু বুদ্ধিমান জনগণ এরূপ বিচারের সমর্থন করেন না। বহু লোকসংগ্রহ করিতে পারিলেই যে, তিনি অধিক বৈষ্ণব হইবেন—এরূপ নহে। শাস্ত্রাদিতে অধিক পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি বিষ্ণুভক্ত হইবেন—এরূপ নহে। শুদ্ধভক্তের অধিক ধনের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক লোকসংগ্রহের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক তর্কবিতর্কাত্মক পাণ্ডিত্যের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা কেন উদাসীন তাহা বুঝিবার অধিকার সাধারণের নাই। ভগবানের সেবাকেই তাঁহারা ধন, জন, পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বহুমানন করেন। সুতরাং সেবাবিষয়ে অনভিজ্ঞ আমরা তাঁহাদের গৌরব, মহিমা বা শ্রেষ্ঠতা কিরূপে উপলব্ধি করিব?

মূঢ় আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া যতক্ষণ সর্ব্বতঃ বৈষ্ণব চিনিতে পারি না। তাই বৈষ্ণবের জাগতিক পাণ্ডিত্য ও জাগতিক ঐশ্বর্য্যের অভাব দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হই না, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব! প্রকৃত বন্ধুর প্রতিই আমাদের যত শত্রুতা, আর যত আত্মীয়তা আমার সর্ব্বনাশসাধনকারী শত্রুগণের প্রতি।

বৈষ্ণবের সকল সিদ্ধিই করতলগত, কিন্তু তিনি সিদ্ধিসমূহ প্রতি উদাসীন। সেইজন্যই প্রাকৃতবাদী মূঢ় আমরা তাঁহাদের মর্ম্মদর্শন করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে দুর্গত ও ক্লিষ্ট মনে করি। ভজনপরায়ণ ভক্তের বাহিরে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্য, ধনের পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পরিবর্ত্তে মূর্খতা দেখিয়া কর্ম্মবাদীর ন্যায় বৈষ্ণবও নানাবিধ অভাবপীড়িত এবং ব্যবহারিক কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশাবিশিষ্ট মনে করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে দুঃখী মনে করে, তাহারা বঞ্চিত। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলোদ্ভূত হওয়ায় কোনদিনই ব্যবহারদুঃখে দুঃখিত ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই হরিসেবানন্দে ব্যস্ত থাকায় দুঃখতাপপীড়িত জনগণের ন্যায় দুঃখাভিভূত হইবার অবকাশ পান নাই। যাহা আমাদের অক্ষজবিচারে দুঃখ বলিয়া অনুমিত হয় তন্মধ্যে কৃষ্ণের কি অভিপ্রায় আছে তাহা বুঝিতে পারিলে উহা পরমানন্দের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। আত্মবিদের আবার অনাত্মপ্রতীতিজনিত দুঃখ আবাহনের সম্ভাবনা কোথায়?

সাধুর দুঃখ-শোক বা অসুস্থতার অভিনয় সম্বন্ধে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"ভগবানের নিজজন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের যে অসুস্থতাদির অভিনয় তাহা একদিকে যেমন অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া মহাপুরুষগণের বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবাসুযোগদান এবং জাগতিক ক্লেশের মধ্যে হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্রতর চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণ যে অসুস্থতাদির প্রদর্শন করেন তাহা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফল-ভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে,—পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,—"আমরা ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না।" কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা তাহাই ভজনপরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ।"

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর জর-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কণ্ডুরসা-রোগের অভিনয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যে সকল আধ্যক্ষিক প্রাকৃতের বঞ্চনায় বিমোহিত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীবের প্রাক্তন ভোগসদৃশ মনে করে, তাহারা দুর্ভাগা ও

বঞ্চিত। জীব রোগ-শোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎ-সেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয় তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ এইরূপ অভিনয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজ-জনগণ যদি শীত দুঃখ ও নানা বিপদ্-আপদ্, ক্লেশ-সন্তাপ, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়া হরিসেবার জন্য তীব্রচেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত কয়েদী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের পথে উন্নত হইত না। সুতরাং যাঁহারা মহাপুরুষগণের ক্রিয়ামুদ্রায় মর্ত্যবুদ্ধি করিবেন তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবেন।”

শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভুর বক্তৃতা

——::(০)::——

[বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ।

কাল—২২শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, পূর্ব্বাহ্ন।

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

লোকে সাধারণতঃ সাংসারিক জগতে উন্নতি করিতে না পারিলে স্কুলের শিক্ষকতা করে। আমিও স্কুলে মাষ্টারি করিতেছি। সুতরাং আপনারা আমার যোগ্যতা বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভু যদি আমার প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে আর শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য এবং আপনাদের দর্শন পাইতাম না। প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের লীলায় দুইটি ধারা দেখিতে পাই। একটি শাস্ত্রলঙ্ঘন ও অপরটি—প্রেমপ্রচারণ। প্রভুপাদের লীলায় যে প্রকার শাস্ত্রলঙ্ঘন ও প্রেমপ্রচারণ ছিল শ্রীল আচার্য্যদেবের লীলায়ও তাহাই দৃষ্ট হয়। প্রভুপাদের সময়ও কতকগুলি লোক তাঁহার প্রচারের বিরুদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানেও শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত কতকগুলি সেবকগণ তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়াছে। দেবাসুর-সংগ্রাম চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। আচার্য্যদেবের লীলার প্রথম হইতে সেই অসুরগুলির উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক দেখাইতে চান তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম ও সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই তাহাদের অনুসরণ করে নাই। কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছে—“শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ‘আচার্য্য’ উপাধি ছিল না। আমি তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ উপাধি দিয়াছি। হায় কলির কি প্রভাব! এতগুলি শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাঁহার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছেন তাঁহার কিনা ‘আচার্য্য’ উপাধির অভাব। আমাদের মধ্যে যাহারা অসুর প্রকৃতির লোক ছিল, তাহারা অনেক খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বিরহ উৎসবে আসিয়া গুরুভক্তসম্মেলনে যোগদান করিতে পারিল না। বাংলা বর্ষারম্ভে আচার্য্য-বিরোধী হইয়াছে, তাহাদের ধারণা—আমি শ্রীচৈতন্যমঠ বা গৌড়ীয়মঠ ধ্বংস করিয়া দিব। তাহারা গৌড়ীয়মঠকে দালান কোঠা এবং আচার্য্যদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে। আমরা যে চোখ দিয়া বিশ্ব দর্শন করি সে চোখ দিয়া গুরুবৈষ্ণব ও ভগবদ্দর্শন হয় না। আমাদের angle of vission changed হওয়ার দরকার। আমরা যদি অজ্ঞান প্রবল রাখি, তাহা হইলে টিকিট কিনিয়া বৃন্দাবন যাওয়ার মত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের কথা বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য করিতেই হইবে। অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে জানা যায় না। নিজের বুদ্ধির দ্বারা শ্রীগুরুদেবের কথা বুঝা যায় না। শ্রীগুরুদেবের বাণী অপ্রাকৃত। আমরা যে প্রকার দোষত্রুটিযুক্ত, শ্রীগুরুদেব সে প্রকার নহেন। যদি সত্যসত্য এরূপ হইত, তাহা হইলে আমার ভজন আরম্ভ হইত। আমার জিহ্বা অসদ্বার্ত্তায় রত বারবধূ অসতী জিহ্বা। সুতরাং সেই জিহ্বায় কি করিয়া প্রভুর নাম কীর্ত্তিত হইবে? সেই জিহ্বা কি করিয়া ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিবে? অসতী স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর জন্য কান্না বৃথা মাত্র।

“জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত উপগায়তি উরুগায়গাথাঃ”
“বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥”

আমার উপর যে সকল তত্ত্ববিষয় বর্ণনার ভার পড়িয়াছে তাহা ভজনরাজ্যের অতি উন্নত স্তরের কথা। এ সকল আমার মুখে বলা শোভা পায় না। আমি অনধিকারী হইয়াও তাহা বলিতেছি বটে; কিন্তু ইহাতেও আমার অনেক শিক্ষা হইবে। কারণ অপরকে উপদেশ করিতে গেলে নিজে উহা আচরণ করিবার নিমিত্ত সতর্ক থাকিতে হইবে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আড়াইটী রসে হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব আচার্য্যগণ অধিকাংশই আড়াইটী রসে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা এবং ‘শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যাদ্ধের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ রামানুজ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের আচার্য্যগণ শান্ত, দাস্য এবং গৌরবসখ্যের কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রভুই আমাদিগকে ঐ প্রকার আড়াই রসের সেবা অপেক্ষা বাকী আড়াই প্রকার রসে অর্থাৎ বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে উন্নত সেবার কথা বলিয়াছেন। গোস্বামিগণও মহাপ্রভুর অনুগমনে ব্রজ-ভজনের কথা বলিয়াছেন। বৈকুণ্ঠে কেবলমাত্র উক্তাদের দ্বারা ভগবানের ভজনের কথা আছে। নিত্যের দ্বারা ভজনের কথা নাই। অর্জ্জুনের সখ্য—গৌরবসখ্য। সেখানে প্রভু ও দাসের মধ্যে অনেক ব্যবধান অর্থাৎ সম্ভ্রম বর্ত্তমান থাকায় পরস্পর ঘনিষ্ঠতার অভাব। কিন্তু ব্রজে শ্রীদাম-সুদামের সখ্য বিশ্রম্ভসখ্য। সেখানে উচ্ছিষ্ট খাওয়া ও খাওয়ান, কাঁধে চড়া ও চড়ান, পরস্পর ক্রীড়া এবং প্রকৃত থাকায়—অধিক ঘনিষ্ঠতা থাকায় প্রীতির পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান বিশ্রম্ভ মধ্যে confidential relationship আছে। বসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য অপেক্ষা নন্দ যশোদার বাৎসল্যের মধ্যে বিশ্রম্ভভাব অধিক। এখানে পুত্রবোধে সন্তানের প্রতি তাহার কঠোর শাসন আছে। দ্বারকার মহিষীগণের কৃষ্ণসেবা ঐশ্বর্য্য বা সম্ভ্রম মিশ্রিত সেখানে মধুর রসে সেবা নাই। ব্রজগোপীগণের মধুর রসের সেবা আরও উন্নত ও confidential. মধুররসের মধ্যে আবার পারকীয় ভাবের উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। লক্ষ্মীনারায়ণ অপেক্ষা সীতারামের ভজনের শ্রেষ্ঠতা আছে। দণ্ডকারণ্যে ঋষিগণ যদি মধুরভাবে রামচন্দ্রের সেবা পাইবার ইচ্ছা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের একপত্নীব্রতধর্ম্মনিবন্ধন তাঁহাদিগকে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণলীলার প্রকট অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে সেই ষাট হাজার ঋষি দ্বাপরযুগে কৃষ্ণলীলায় ব্রজগোপী হইয়াছিলেন। ভগবান্ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতমরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। গোকুলেশ বা বৃন্দাবনেশ শ্রীকৃষ্ণভজনে সেবার মাধুর্য্যময়ী পরমচমৎকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশ কৃষ্ণের ইহাই তাৎপর্য্য।

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের জন্মলীলা নাই। কিন্তু মথুরায় কৃষ্ণের জন্মলীলা এবং কংসাদিবধ লীলা আছে। রাধাভজনেই গোপীভজনের পরাকাষ্ঠা এবং মধুর রসে পারকীয় ভজনের সর্ব্বোৎকর্ষতা।

রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-বিগ্রহ এবং শ্রীল আচার্য্যদেবও সেই প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব নিজে সেবাগ্রহণ করেন না। তিনি সকলের সেবা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। তিনি নিজে আচরণ করিয়া জীবকে কৃষ্ণ-ভজনের শিক্ষা দেন। মহাপ্রভু নিজে আচার্য্য হইয়া এবং রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণভজনের কথা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণ নিজে যেমন পারেন, অপরে কেহ সেরূপ পারেন না। আমি যদি আচার্য্যপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি তাহা হইলে আমার ভজনসিদ্ধি। তৃণও যদি কোনরকমে এরোপ্লেনের চাকায় জড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেও অতি উচ্চে আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। তৃণ নিজে কখনও আকাশে যাইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গোলোক হইতে আসেন এবং গোলোকে চলিয়া যান। তাঁহার পার্ষদগণের লীলাও সেই প্রকারই। সুতরাং তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলি হইতে পারিলে নিশ্চয়ই আমরা গোলোক-বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিব। এখানে আমরা নিরাপত্তিই। সেই আনন্দধাম গোলোকে যাইতে হইলে তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত কোন গত্যন্তর নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সেবা স্বীকার না করিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পৌঁছিবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়াছি বলিয়া যেখানে অভিমান, সেখানে বঞ্চনাই লাভ হইবে। শ্রীগুরুদেবের সদাচার দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্মেরও স্বতন্ত্রতা আছে; যেমন তিনি কৃপা করিতে পারেন, আবার তেমনি বঞ্চনাও করিতে পারেন। তিনি ‘সে বটন’ দিয়াও পরীক্ষা করান; তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য আছে। ‘সে বটন’ তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া দাম্ভিক হইয়া বঞ্চিত হয়। অন্যাভিলাষিগণকেও প্রভাব প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের মঙ্গলবিধানের জন্য তাহাদিগকে কিভাবে খেলাইতে হয় তাহা শ্রীল প্রভুপাদ ও আচার্য্যদেবই জানেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-[illegible], [illegible] [illegible] আছেন। প্রাচীন [illegible] [illegible] আছে। রক্ষক [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible] ইউ, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪২১৫ [illegible] শ্রী[illegible] আসনে [illegible], [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] দৈনিক পত্র [illegible] [illegible]।

(৩ যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক - শ্রী[illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক - শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ,

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নু-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক - শ্রী[illegible]।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইগাছি (শ্রীবুদ্ধিমন্তের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়াচীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক- শ্রীকুঞ্জনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকাগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ [illegible] বি-।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাসদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিতার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক - শ্রীরেবতীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনপাল রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪১নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক - শ্রীঅনাদিমোহন ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন [illegible]

রক্ষক—ওঁ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেপালপুর,

পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৩নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সদ্ভাব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) কৃষ্ণগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সীতাকুটী

রক্ষক — শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রী শ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস[illegible] দাসাধিকারী

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়াপিরা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিভূষণ

(৬১) অমর্দ্দি গৌড়ীয়মঠ

পো অমর্দ্দি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসমকুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদপাঠী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় [illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকুমার চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর.

২রা জানুয়ারী ১৯৩৮
চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাগরা নূতন	৪৴০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেথুন	৩৸৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেথুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৷৴০
রাণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাহতোরা সাদা	৯৷০
চাদপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
চাদপুর লাল	৭৸৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনিসোণের বার	৩৩৸০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩৷০

পাটের দর

লাইটস—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
টপস—	৪১৷০
হাজার মণের মধ্য—	৪১৲

চাঁটা ও সরুদার দর

পাটের বস্তা প্রতি মণ	৯৷০—৯৷৵০
পাকোয়ান ঐ	৬৲—৬৵০
হেসিয়ান ঐ	৫৸৴০—৫৸০
চটী	৬৲—৬৵০
মাটী (বি)	৪৸০—৫৸৵০
মাটী নং (২	৫৴০—৫৷৴০
মাটী (এস)	৫৲—৫৷০
মাটী (কে)	৪৸০—৪৸৵০
মাটী নং (৩)	২৷০—২৸৵০
পাকাটী	১৸৵০—১৸০
দড়ি	১৸৴০—১৸৵০

ঘৃতের দর

দাঁদা	৫৭৲
পানীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৪০৲
নসী	৪৫৲
কাঁকড়া	৩৯৷০

দার	৭০৲
কাবুলে	৩৯৲
বাঁকা পাবনা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ করুগেটেড ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

সটীল বৈরাগা—	প্রতি টন
লোহার কড়ি / গার্ডার বা বীম	
মার্কা	৮৸৴০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড গার্ডার বীম সব সাইজ	৯৷৴
ঐ ইংলিশ গার্ডার (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮৷০—৯৸৵০
টাটা গ্যাঃ করুগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৴০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করুগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	১৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
স্লেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৯৷০—৬৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৯৷০—৭৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ফুট	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলচু সাইজ	৮৸০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১০৷০
মৃঃ ইস্পাত আয়ন ২৫০০	বরণ ২৩৷০
ঢালাওয়ের হাপর ৬৵০, পাইট ৭৲ আ০	
ভুলার হাপর ৪৷০	

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবের গোলার কাইন	৫৪৲
সিটন আবের কয়ত	৪৪৲
কলাতি মুরলির কাইন	৪৯৲
মাখার্ম খাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেবেক্তি মশলা

কলকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারুল সাব	৮৷০
সুপারী বেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
জুট পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স লিঃ
১৮-৫ অকল্যান্ড ঘাট রোড, কলকাতা।
কলকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:o:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::o::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোর্ডিং ও বেতনাদির খরচ ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৮৲ টা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই যাঁহারা উত্তীর্ণ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে।

মেধাবী ছাত্রদের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৮০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভুরোল

—::o::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কবিরাজ নারায়ণ জন্মগ্রহণী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভুরোল" ব্যবহার করুন। এমন মহৌষধ আর অদ্যাবধি পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি ম্যালেরিয়া, বর্ষা-কাশুড়া, সান্নিপাতিক এবং অন্যান্য পালাজ্বরে "কেভুরোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর বন্ধ অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ১ চা-চামচে ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, এবং ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১২ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ দাগ ১৸০ বড় বোতল ১৬ দাগ মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,
মজুমদার, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৭২-২৯১নং গলি পোঃ অঃ টালীগঞ্জ, বেঙ্গল।

সর্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন শরীরে আরোগ্য লাভের একমাত্র উপায় বেহালার পাচন সেবন। অল্প দিনেই জ্বর বন্ধ হয় এবং শরীর সবল হয়। একবার সেবন করিলে বুঝিবেন যে বেহালার পাচন সাধক ঔষধ কিনা। ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ঘাট রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

প্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	৸০
সিকিকলম	৫৲	৪॥০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৩, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল তত্ত্বরত্নাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া জগতের দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টা অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যভামা গৌড়ীয়মঠ, চাঁদনী চক্ কটক; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব-পী

বিরাট সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-
সর্ব্বাধ্যক্ষ-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সনাতন সভ্যতা প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে পৌষ, ১৩৪৪, ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২৬১]

বিবিধ সংবাদ

——(০(৪০)০)——

বিজ্ঞান কংগ্রেসে সমাগত মনীষিগণের কলিকাতা ত্যাগ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজতজয়ন্তী অধিবেশনের সভাপতি স্যার জেমস জীন্স এবং ব্রিটিশ ও বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ গত শনিবার কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ রওনা হইয়াছেন।

——

স্যার জেমস্ জিন্সের বিদায়-বাণী

কলিকাতা হইতে বিদায় লইবার প্রাক্কালে স্যার জেমস্ জিন্স নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন :—

যাহাদের সহৃদয়তা ও আতিথেয়তা গুণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধি বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের কলিকাতা-বাস তৃপ্তি ও আনন্দপূর্ণ হইয়াছিল, কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার কালে আমরা তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশনে আমরা যোগ দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহার অসাধারণ প্রাণশক্তি উপলব্ধি করিয়া আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। বিদেশী প্রতিনিধিদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সম্পর্কে যেরূপ নিপুণ ও ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি হইতে লক্ষ্য করিয়াছি, সংবাদপত্রের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহও দেখা গিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ ব্যাকুলতা ও ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা প্রকৃতই আনন্দদায়ক। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশন ব্রিটিশ বিজ্ঞান সমিতিকে প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মেলনের আয়োজনের সহযোগিতায় আবেদন করিয়া আমাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই আমন্ত্রণ ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে এক নূতন সম্বন্ধের যোগসূত্রের প্রতীক এবং আমরা আশা করি উভয়ের কল্যাণে বিজ্ঞানের, তথা অপেক্ষাও এই যোগাযোগের প্রভাব অধিকতর ব্যাপক হইবে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশন, অন্যান্য যেসকল বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি কংগ্রেসের সাফল্যে সহযোগিতা করিয়াছেন কলিকাতা নগরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশকে আমরা সেইজন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

——

লাহোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

গত শনিবার অপরাহ্ণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জেনারেল কমিটীর এক সভায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে ১৯৩৯ সালে (২রা হইতে ৮ই জানুয়ারী) লাহোরে, বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে।

——

অধ্যাপক জ্ঞান ঘোষ মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত

জেনারেল কমিটী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশন করার চেষ্টা হইবে।

কমিটী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগের অধ্যাপক জে, সি, ঘোষকে লাহোর অধিবেশনের মূলসভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লাহোর বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

(১) গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান—সভাপতি ডাঃ কে আর রামনাথন ডেপুটি-ডিরেক্টর, আবহাওয়া আফিস, পুণা।

(২) রসায়ন—সভাপতি—ডাঃ পি, বি, সরকার, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার।

(৩) ভূতত্ত্ব—সভাপতি অধ্যাপক এস কে রায়, ধানবাদ, ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্সের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক।

(৪) উদ্ভিদ বিজ্ঞান—সভাপতি—ডাঃ কে, সি, বাগচী, মাইকোলজিষ্ট, কোয়েম্বাটুর, কফি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট।

(৫) প্রাণী বিজ্ঞান—সভাপতি অধ্যাপক সি, আর নারায়ণ রাও, বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজের প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক এবং 'কারেন্ট সায়েন্স' নামক পত্রিকার সম্পাদক।

(৬) নৃতত্ত্ব—সভাপতি—ডাঃ ডি, এন, মজুমদার, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়।

(৭) কৃষিবিদ্যা—সভাপতি—ডাঃ টি, ভি, রামকৃষ্ণ আয়ার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী এগ্রিকালচারিষ্ট, মাদ্রাজ।

(৮) চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা—সভাপতি অধ্যাপক টি, এস, তিরুমূর্ত্তি, মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক।

(৯) শরীর বিজ্ঞান—সভাপতি—মিঃ এন, এম, বসু কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের শরীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

(১০) মনোবিজ্ঞান—সভাপতি—মিঃ এইচ, পি, মাইতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার।

কমিটি, মিঃ ডবলিউ ডি, ওয়েষ্টকে আগামী বৎসরের জন্য পুনরায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

নদীয়ার সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞাপন

আগামী মাঘ মাসে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে একটি সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলার প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সাহিত্য ও ললিত কলার সম্বন্ধে নদীয়াবাসীর দান সামান্য নহে, আমাদের ভরসা যে, সমগ্র নদীয়াবাসীর সহযোগিতায় এতৎ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দ্রষ্টব্য বস্তু আহরণ করিতে পারিলে প্রস্তাবিত প্রদর্শনী বিশেষ সমৃদ্ধ হইবে। এতৎ সম্পর্কে আহরণযোগ্য বস্তু কোথায় কি আছে তাহা আমরা সম্যক্ অবগত নহি। এ কারণ নদীয়াবাসীর নিকট আমাদের সাদর অনুরোধ তাঁহারা যেন প্রবীণ সাহিত্যিক শিল্পিগণের দান বা কোন প্রকার স্মারক কিছু যথা—পুঁথি, পুস্তক, লেখনী, চিত্র, যন্ত্র প্রভৃতি বস্তুর পরিচয় ও সন্ধান অবিলম্বে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, তদনুসারে অভ্যর্থনা-সমিতি ঐ সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রদর্শনী অন্তে যথাস্থানে সযত্নে পুনঃ প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

—শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক অভ্যর্থনা সমিতি।

——

চীনের দুই কোটি ডলারের রণসম্ভারের অর্ডার

চীনাদের তরফের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ২ কোটি ডলার মূল্যের রণসম্ভারের 'অর্ডার' বিদেশে দেওয়া হইয়াছে। এই অর্ডারের মধ্যে বড় বড় কামান, মেসিনগান ও ১০ হাজার আধুনিক রাইফেল আছে। চীনাগণ এখনও বড় বড় কামানের যথেষ্ট অভাব আছে। রণক্ষেত্রে দুইটি রাস্তা দেখা যাইতেছে।

বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ খণ্ড) ৬৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা ১.০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আগবত ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্চতত্ত্ব ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। যুক্তিমালিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীধাম-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিধিবিবেকঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। শরণাগতিবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৲০ কলিকাতা বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনিভাষায় একত্রে পুরুষার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যিমাধব শ্রীনবদ্বীপ-অথবা হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত সুপ্রভ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জীর প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ২৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ ২৮শে পৌষ ১৩৪৪, ১২ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, বুধবার ২৬১৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:(*):——

গৌহাটীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ সহযোগ অঞ্চলে প্রচারকার্য্য করিয়া গত ১০ই ডিসেম্বর গৌহাটী সহরে পৌঁছেন। তথায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্বামীজী সনাতনধর্মসভায় 'সনাতনধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হন। গত ১৩ই ডিসেম্বর উক্ত সভায় সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামীজী "সনাতনধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হন এবং উক্ত বিষয়ে আরও একদিন বক্তৃতার অনুরোধ করেন। তাঁহাদের আগ্রহে তৎপরদিবসও উক্ত বিষয় স্বামীজী ১॥ ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে উক্ত ধর্ম্মসভার সম্পাদক বনমালী কর্ম্মবীর রায়বাহাদুর শ্রীযুত কালীচরণ সেনগুপ্ত বি-এল মহোদয় স্বামীজীকে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরদিবস অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামীজী মহারাজ 'ভক্তি'সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন—আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিই ভক্তি, ভক্তিধর্ম্মে হিংসা নাই। দেহ-মনোধর্ম্মে হিংসা আছে। নির্গুণের রাজ্যে ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত। উদ্ধবসংবাদে ভক্তির চারি-চারিপাদিকাপূর্ণ উল্লাস আছে। ভক্তি জিনিষটা অভিনবজাত প্রবৃত্তি-সেবার উপায় ও উদ্দেশ্য। ভক্তভাগবত ভক্তির মূর্ত্তি। মহৎপদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তির রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। ভক্তিজগতে সাধ্য, সাধন ও সাধকের নিয়ামকের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই সংবাদ বিশেষ ক'রে জানাবার জন্য জগতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তিনি স্বয়ং তার ভক্তিজগতে অগ্রসর হ'তে ব'লেছেন। "আদৌ শ্রদ্ধা" শ্লোকটীতে ভক্তির ক্রমপন্থা বর্ণিত হ'য়েছে। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোকে ভক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। 'আনুকূল্য-কৃষ্ণানুশীলন' ভক্তিপথের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। কৃষ্ণ-অনুশীলন ইন্দ্রিয়তর্পণ অনুকূল বা প্রতিকূল চিন্তাস্রোতে হয় না। ইহার বাহিরে ভক্তির রাজ্য। "ফল কড়ি বাপ দেখ" ভক্তির কথা নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করাই ভক্তিসাধকের সাধন। অনেক স্থলে ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগটাই ভক্তি বলে মনে হয়। সেটা'কে ভাগবত 'কাম' আখ্যা দিয়েছে।

'হৃদয়ে বিভিন্ন সাধে' এই শ্রুতিবাক্যে দেখা যায়, ভক্তকে উদ্দেশ্য ক'রে অর্থাৎ হরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যা' কিছু, সমস্তই ভক্তিপথের অনুষ্ঠান। তা'ব'লে যে কেউ যথেচ্ছাচারিতাকে ভক্তি বলা হ'বে না, হরি যেটা চা'ন, সেটা যোগানই ভক্তি। ভক্তের কৃপাই ভক্তি লাভ হয়। গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতা বীজ লাভ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে সেই লতা বর্দ্ধিত হ'য়ে প্রয়োজন-রাজ্যে উপস্থিত হয়। দুর্দ্দম কাম-ক্রোধ-বাসনা ভক্তির বীজ নষ্ট করে। ভক্তের এ'বিষয়ে সাধকের বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। "তৃণাদপি সুনীচেন" এই শ্লোকটী ভক্তকে আশ্রয় ক'রে বিরাজিত আছে।

স্বামীজীর বক্তৃতায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান ক'রেছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

গৌহাটী কটন কলেজের প্রিন্সিপাল এম সি, রায় এম-এ, অধ্যাপক শ্রীযুত সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুত কালিচরণ সেনগুপ্ত বি-এল, শ্রীযুত রামদেব গোস্বামী, শ্রীযুত হরকান্ত গোস্বামী, শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত অনন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত কামিনীমোহন বাকচী, শ্রীযুত তারিণীচরণ দত্ত, শ্রীযুত শশীভূষণ দত্ত, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীযুত প্রকাশ দাসগুপ্ত, ডাঃ শরচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গত ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বাড়'র'র মহল্লায় পল্টনবাজারে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতভূষণ মহোদয় 'শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হ'য়েছিল।

অপ্রকট

গত ৭ই জানুয়ারী (১৯৩৮) শুক্রবার রাত্রি ১-৩৫ মিনিটের সময় কলিকাতা (বাগবাজারস্থিত) শ্রীগৌড়ীয়মঠে উক্ত মঠাশ্রিত অন্যতম সেবক শ্রীমৎ অনুপম দাস বিদ্যাবিনোদ মহোদয়। উহাঁর শ্রীযুত অনন্তপ্রসাদ মঠাধীনকর্ত্তৃক গ্রন্থে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীজীউর চরণামৃত প্রবণ ও স্মরণ ক'রতে ক'রতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি গত ৪৪০ গৌরাব্দে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট গৌরীশঙ্কর-ব্যাপারের হেতু সেবাপরায়ণতাস্বরূপ 'মহকোবিদ' এই পারমার্থিক উপাধি লাভ করেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকালে শ্রীপাট শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষালাভের পর কিছুকাল শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ও তাহার বিভিন্ন শাখামঠে বাস করিয়া তিনি কিছু দিন নরসিংহ ক্ষেত্রে ও শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন। অতঃপর তাঁহার শেষজীবন পর্য্যন্ত প্রায় এগারবৎসর সর্ব্বতোভাবে মঠাশ্রিত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত মঠের সেবা ক'রিয়া গিয়াছেন। [illegible] একজন সুবক্তা ছিলেন [illegible]। কলিকাতা, শ্রীধাম, [illegible] প্রভৃতি [illegible] আছে। [illegible] তাঁহাকে ১৮ ঘণ্টা [illegible] পরিশ্রম ক'রতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] তাঁহার একটি চিত্র-প্রদর্শনী [illegible] গিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] ক'রে [illegible]।

গত ৮ই জানুয়ারী শনিবার বৈকালে তাঁহার বাগবাজারে উক্ত [illegible] করা হ' [illegible] সংকীর্ত্তনের সহিত [illegible] সংকীর্ত্তন-মুখরিত [illegible] তাঁহার দেহ [illegible] সম্পাদন করা হয়। আমরা তাঁহার জন্য বিশেষভাবে অনুভব ক'রেছি।

অভক্ত শাস্ত্রের প্রমাণে। অকপটে কৃষ্ণ কৃপা করেন অভক্তে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ নারায়ণ, ৬। পৌষাব

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের ইঙ্গিতে গর্ভস্থ জীবের স্তুতিমূলক কথা শুনিতে পাই।

"শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্ব সংস্থান।
মাতৃ গর্ভে জীবের যন্ত্রণা যে অপার ॥
তথায়ে সে স্মৃতি সকল অনুতাপ।
স্তুতি করে সবেবে, ছাড়িয়া সন্তাপ ॥"
"রক্ষ কৃষ্ণ! জগন্নাথের প্রাণনাথ।
তোমা বই জীব—আর নিবেদিব কা'ত ॥
যে করয়ে বন্দী প্রভু! ছাড়ায় সে হে সে।
সকল-সুখের প্রভু! যদি কর বিশে ॥
মিথ্যা ধনপুত্রবশে গোঙাইনু জনম।
না ভজিনু তোর দুই অমূল্য চরণ ॥
যে পুত্র পোষণ কৈল অশেষ প্রকার।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কার্য ॥
এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার?
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ॥
এতেক জানিলু,- সত্য চরণ তোমার।
রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ! তোর পশিল শরণ ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎ পথে প্রমত্ত হইয়া ॥
উচিত তাহার এই [illegible] শাস্তি হয়।
করিলা উচিত এবে কৃপা কর, মহাশয় ॥
এই কৃপা কর,—যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি, না মরি ॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাহি।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাহি।
শতবার দুঃখ প্রভু, এতো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে কপিল দেবহূতি-সংবাদে আমরা পাই যে, ঈশ্বর জীবের পূর্বকৃত কর্মের প্রবর্তক। জীব কর্মবশে পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া নারীর গর্ভে প্রবেশ করে। তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তম মাসে সর্বাবয়ব সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাহার জ্ঞানের উদয় হইলে সে গর্ভবাসে বিবিধ দুঃখ অনুভব করে। এই সময়ে তাহার পূর্বজন্মাদি স্মৃতি স্মরণ হয় এবং তাহাতে সে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে থাকে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—"প্রভো, আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয় সেবা করিব না, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। আর যেন আমার এরূপ গর্ভবাস না হয়।" তাহার পর সে প্রসবকালে বায়ুর দ্বারা অধোমুখ হইয়া সকল স্মৃতি হারাইয়া ফেলে—তাহার সে প্রতিজ্ঞা আর মনে থাকে না। ক্রমে সে অজ্ঞান অবস্থায় নানা প্রকার ক্লেশ, পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির ক্লেশ ভোগ করিয়া, যৌবনে কোনও প্রকার জ্ঞান না পাইয়া কামিনী-কাঞ্চনের বিমুগ্ধকারী হইয়া পড়ে। তখন তাহার উপদেশকের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য অবসর পাইলেও তাহা করিতে বাধা হয় এবং সেইজন্যই পুনরায় তাহাকে নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,

"জননী-জঠরে ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধন পাশে।
একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥
তখন ভাবিনু জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম পাইয়া পড়ি মায়া-জালে
হইল জ্ঞান লব"

যে সব গর্ভস্থ জীব পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপ স্মরণপূর্বক অনুতাপ ও ভগবৎস্তুতি করেন, সেইরূপ জীবের ভূমিষ্ঠ হবার পর ভগবদ্বিস্মৃতি ও সংসারে আসক্তিরূপ বিষয়ের ভিতরেই না হয়, তাঁহাদের অনেকেরই সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে। এ-সকল গর্ভস্থ জীবের জন্মের পরবর্তী দশা, কারণ তাঁহার স্বরূপ ও সংসার-বাসনা-জাতি সম্বন্ধ বলিয়াই মনে হয়। অনেকে কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সময়ে গর্ভস্থ জীব অধিক জগদ্দর্শনও লাভ করিয়া থাকে।

শাস্ত্রাদিতেই দেখিতে পাওয়া যায়, ঐরূপ সংসারাসক্ত স্তুতিকারী জীব দশমাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্বস্মৃতি হারাইয়া ফেলে। ভগবৎস্তুতিকারী সংসারাসক্ত জীবের বা জগদ্দর্শনকারী জীবের পক্ষে কোনও বিশেষ এ অবস্থা সংসার পরিবর্তনের মত সিদ্ধান্তসম্মত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের পূর্বতন শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে এই সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন —

"অতো যদত্র তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।৩১।১২-২১) গর্ভস্থস্য জীবস্য ভগবতঃ স্তুতিঃ শ্রূয়তে, তদেব চ সংসারোত্তরণ দর্শিতে, তত্রচাহ,—তাংশ্চাস্মদ্বৈ বহুযোনিপতিতঃ; বস্তুতস্তু কাঞ্চনে জীবো ভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্তিমৌতি। ন চ নিত্যশঃ সর্বে, ন তু সর্বথাপি ভগবজ্জ্ঞান ভবতি।"—
(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ সংখ্যা।)

অর্থাৎ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতি এবং তাহারই পুনরায় যে সংসার বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবৎস্তুতিকারী ও সংসারদশাপ্রাপ্ত জীব একরূপেরই এক নহে, পরন্তু তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন। ঐ স্থলে জীবজাতি অনুসারে উভয়ের ঐক্য বিবক্ষিতই একরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গর্ভদশায় কোন ভাগ্যবান্ জীব ভগবানকে স্তুতি করেন এবং উক্ত ভগবৎস্তুতিফলে সংসার হইতে উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন, পরন্তু সকল গর্ভস্থ জীবেরই ভগবজ্জ্ঞান হয় না।

এস্থলে সংশয় হইতে পারে, তাহা হইলে কি সপ্তম মাসে জ্ঞানোদয়ের পরে একমাত্র ভাগ্যবান্ জীব ব্যতীত অপরের কোন প্রকার স্মৃতিরই উদয় হয় না বা তাহারা তাহাদের পূর্ব জন্মের বিষয়ও স্মরণ করিতে পারে না? শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, সকল জীবেরই সপ্তম মাসের পরে স্মৃতির উদয় হয় এবং সকল জীবই স্মৃতিযুক্ত হয় বলিয়াই এক সঙ্গে ঐরূপ ভগবৎস্তুতিকারী জীবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ গর্ভে ভগবৎস্তুতিকারী এবং সংসারদশাপ্রাপ্ত জীবের ভেদ সত্ত্বেও একরূপে বর্ণন দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ অন্যত্রও যেমনতেন অভেদরূপে বর্ণন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেরূপ—তৃতীয় স্কন্ধে "পাদ্ম-কল্প-সৃষ্টি-বর্ণন-প্রসঙ্গেও শ্রীসনকাদির সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। টীকাকারও এস্থলে—"সনকাদি [illegible] বর্ণনাংশে সাধারণ্যেই ঐরূপ এবং বর্ণন।" ইত্যাদি অর্থ যোজনা করিয়াছেন। শ্রীবরাহ দেবের অবতারেও ঐরূপ দৃষ্ট হয়। সে স্থলে পদ্ম কল্পের আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী উদ্ধার করিতে যাইয়া হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন—ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু হিরণ্যাক্ষ বধ মন্বন্তরের অবসানকালে উপর প্রাচেতসদক্ষের কন্যা দিতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে। অতএব স্বতঃ বহুদূরে শ্রীবরাহ অবতার এবং পৃথিবী-উদ্ধারণ হিরণ্যাক্ষের বধ বলিতে ইচ্ছা করিয়াই একরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। ঐরূপ এস্থলেও কোন জীব ভগবানের স্তুতি করিতেছে এবং অপর জীব সংসারপ্রাপ্ত হইতেছে—এরূপ জানিতে হইবে।

গর্ভস্থ জীবের তিন প্রকার অবস্থা দেখা যায়। (১) এক প্রকার জীব পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করিয়া থাকে, (২) দ্বিতীয় প্রকার জীবগণ সাংখ্য যোগের অভ্যাস করে এবং (৩) অপর জীবগণ পরমপুরুষের অনুশীলন করিয়া থাকেন। ভগবজ্জ্ঞান অতি সৌভাগ্যবান্ জীবেরই হইয়া থাকে। যে সকল জীব এরূপ ভগবৎস্তুতির অভাবে সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মরণ হয়, গর্ভবাসকালে তাহাদের ভগবজ্জ্ঞান হয় না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভেও আমরা দেখিতে পাই,—

"একে পূর্বপূর্বজন্মানুসারং স্মরন্তি, একে সাংখ্যযোগাভিজ্ঞতা স্মরন্তি, একে তু পরমপুরুষং স্মরন্তি। যথোক্তং হরিবংশে—"নবমে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভবতি" ইতি পঠিত্বা "স্মৃত্বাহং পূর্বজাতিং চ স্মৃত্বাহং পুনর্বসুঃ" ইত্যাদি ভাবনা পাঠানন্তরম্,—

"অথ দুঃখং পীড়ায়নো ভয়াৎ স্থিতঃ সর্বশঃ।
সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্।
ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে" ইত্যাদি।
অত্র "পুরুষং বা" ইতি পদাৎ কস্যচিদেব ভগবজ্জ্ঞানমিতি গম্যতে।'

একপ্রকার জীবগণ পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মরণ করিয়া থাকেন, অন্যপ্রকার জীবগণ সাংখ্য-যোগাদির অভ্যাস করেন এবং অপর জীবগণ পরমপুরুষের অনুশীলন করেন। অতএব উক্তপ্রকারগণ 'জীবের নবম মাসেই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়" – এইরূপ বলিয়া তৎপর "আমি মৃত হইয়া পুনরায় জাত এবং জাত হইয়া পুনরায় মৃত হইয়াছি"—ইহাতে তাহার পূর্বস্মৃতির কথা উল্লেখ পূর্বক অনন্তর—উক্ত জীব সংসারে গর্ভে নিরুদ্বেগে অবস্থিত, পীড়িত এবং ভয়যুক্ত অবস্থায় সমস্ত হইয়া সাংখ্যযোগের অভ্যাস বা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ পুরুষের অনুশীলন করেন, অনন্তর দশম মাসে ভূমিষ্ঠ করিয়া থাকেন, ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছে। এস্থলে 'পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ পুরুষের অনুশীলন'–এইবাক্যে 'বা'—এই বিকল্পবাচক পদের দ্বারা কোন একটী জীবের মাত্র ভগবজ্জ্ঞান লাভ অবগত হওয়া যায়।

অতএব যে সকল গর্ভস্থ জীব জ্ঞানোদয়ের পরে ভগবৎ-স্তুতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণ জীবের ন্যায় সংসারগ্রস্ত বা পাপপুণ্যাদির অধীন হন না, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গলাভ ও গুরুপাদাশ্রয়পূর্বক হরিভজন করিয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহাদের ভগবৎ-স্মৃতি লুপ্ত হয় না।

———

বিরহ-সভায় বক্তৃতা

[শ্রীল প্রভুপাদ এবং কৃপা ও বঞ্চনা

[বক্তা—শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী বাগানবাড়ার।

কাল—২২শে ডিসেম্বর, বুধবার, সন্ধ্যা।
স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

আজ এই মহতী বৈষ্ণবসভায় আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ও অযোগ্য ব্যক্তি যে কিছু বলিতে সাহস করিয়াছে তাহাতে শ্রী আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদই আমি লক্ষ্য করিতেছি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃপাময় প্রভুপাদের লীলাতে বঞ্চনা কি করিয়া স্থান পায়? আমরা জানি, শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাদান করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের উপাস্য বস্তু কৃষ্ণ কেবল বড় বঞ্চক; সুতরাং তাঁহার সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদই বা কেন বঞ্চক না হইবেন?

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥

কৃষ্ণ যখন বলি মহারাজকে প্রেমধন লুকাইয়া রাখেন, তাঁহা বলিকে তাঁহাকে বঞ্চনা যেন না, প্রভুপাদও তাঁহাই করিয়াছেন। মহারাজ ধ্রুব যখন শ্রীহরির আশায় ভগবানের তপস্যা করিতে যাইয়া যখন ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিলেন, তখন আর অন্য কিছু প্রার্থনা করিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ভগবান্ নিষ্কপট সেবককেই প্রেম দান করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রেমপ্রদাতা। আমি বাহিরে ভক্ত সাজিয়া কপটতাপূর্ব্বক যদি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চাই তবে তিনি আমাকে কেন কৃপা করিবেন? আমি কৃষ্ণপ্রেম না চাহিয়া যদি ধনকামী হই, তবে কৃষ্ণপ্রেমলাভের আশা করাই ত বৃথা। লোকের ধারণা—সাধু বা বৈষ্ণবের মধ্যে বঞ্চনা ও ক্রোধ থাকিবে কেন? আর ক্রোধ থাকিলে কি করিয়া তিনি সাধু হইলেন? আমরা ভাগবতে পাই—শ্রীনারদ গোস্বামীরও ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল। তিনি প্রাকৃত অর্থ ও রূপমদে মত্ত কামাসক্ত নল-কুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি 'ব্রজে বৃক্ষজন্ম লাভ হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তি দ্বাপরে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শলাভে মুক্ত হইয়াছিল। ইহা কৃষ্ণের যমলার্জ্জুনভঞ্জন-লীলা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীনারদ গোস্বামীর অভিসম্পাত করার মধ্যেও কৃপা ছিল। হনুমান যে রামচন্দ্রের শক্তি সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতেও বৈষ্ণবপ্রবর হনুমান রাবণের প্রতি কৃপাই করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণবের বঞ্চনা কৃপারই একটা দিক্ জানিতে হইবে। প্রভুপাদের লীলা যে আমাদের ন্যায় পতিত জীবের প্রতি অসীম করুণার নিদর্শন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীল প্রভুপাদ গোলোকের নিত্যবস্তু হইয়াও বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক কত লোকের গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ, Thiestic Exhibition, Lantern Lecture এর সাহায্যে প্রচার এবং বিভিন্ন মঠে উৎসবাদি প্রবর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন এমন কি শ্রীধামে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট ও পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়া স্কুলের কোমলমতি ছাত্রগণকেও সদাচার-শিক্ষা ও হরিকথা জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা নানাপ্রকার দুর্নীতি দূর করিয়াছেন। বহু প্রকার অপসম্প্রদায় ও নানাপ্রকার প্রাকৃতসহজিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল ধর্মে যে গ্লানি আনয়ন করিয়াছিল তাহা শ্রীল প্রভুপাদ নানাভাবে হরিকথা প্রচারের দ্বারা দূর করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের সর্ব্বাপেক্ষা পরম দয়া এই যে, তিনি আমাদের ন্যায় পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার অপ্রাকৃত নরবপু আমাদের নিকট প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটে যে প্রকার করুণা, অপ্রকটেও সেই প্রকার করুণা।

'প্রকট অপ্রকট-ভেদে লীলা দ্বিবিধ হয়।'

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের দ্বারা আমাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা জানি—আচার্য্যধারা কখনও লুপ্ত হইয়া যায় না। আমরা আজকাল নানা জায়গায় প্রচার করিতে গেলে শুনিতে পাই—আপনাদের মধ্যে বিবাদ মিটিলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমরা বলি—আমাদের মঠে অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে কোন বিবাদ বা অমিল হয় নাই। তবে যাহারা গৃহব্রত ও কনককামিনী প্রতিষ্ঠালোলুপ ছিল তাহারা সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। গৃহমেধী ব্যক্তিগণের চিত্ত কখনও হরিগুরুবৈষ্ণবে নিযুক্ত হয় না।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পর শ্রীল প্রভুপাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের একমাত্র আচার্য্য ও পরমহংস হইলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। যেহেতু তাহারা আচার্য্যকে বয়স ও অন্যান্য দিক্ দিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হইতে হীন মনে করিয়াছিল। বস্তুতঃ [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখিতেই পায় নাই এবং তাঁহার কৃপাও পায় নাই [illegible] যা কল ও কুল, বিদ্যা, রূপ ও বয়সাদি দ্বারা নির্ণীত হন না। ইহার লক্ষণ বায়ুপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

গৌড়ীয়গণের যৌগিক প্রণালীই আচার্য্যের প্রমাণ। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

যাহারা সিদ্ধান্তকেই আচার্য্যের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে না তাহারা আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। যাহারা মনে করে সিদ্ধান্তজ্ঞান শুষ্ক যুক্তির দ্বারাই লাভ হয় এবং ইহা দুর্ব্বুদ্ধির কসরতের ফল—উহারা পতিত। সিদ্ধান্তগণ প্রভুপাদের সিদ্ধান্তকে অস্বচ্ছভাবের মধ্যে দর্শন করিয়া চুণাদপূর্ব্বক উহার পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-পঠন-পাঠন-রূপ সেবা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহারা নারকী। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

যত্র জ্ঞানবিরাগাভ্যাং [illegible]
[illegible]।
[illegible] বিতরণো [illegible]
[illegible]।

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ॥

'ভক্তি' জিনিষটী আনুপাতিকতার বা মূর্খতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভক্তি—পরমার্থ, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপর পরিষ্ঠিত। গুরুদেব যদি সাক্ষাৎ না থাকেন তাহা হইলে ভক্তি লাভ হয় না। মহাভাগবত আচার্য্য আমাদিগকে ভাগবতের অর্থ বুঝাইয়া না দিলে ভাগবতের অর্থ কি বুঝিব? আমাদের কিরূপ গতি হইবে?

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্
নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

গুরুবৈষ্ণবকে বাদ দিয়া কেবল বিষ্ণুর পূজায় সার্থকতা নাই। গুরু—আচার্য্যদেব নিত্য আছেন। আমরা বৈষ্ণবের নিকট গেলে গুরুর লক্ষণ জানিতে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গুরুর লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

অজ্ঞানতার দ্বারা [illegible] নিজের চেষ্টায় কেহ কোন দিন প্রভুপাদের কথা ও করুণা জানিতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিও প্রভুপাদের একটী কথাও বুঝিতে পারেন না, অথচ আমাদের মধ্যে [illegible] মূর্খ বা অল্প প্রভুপাদের কথা বুঝিতে পারেন। আমাদের মঠে সেই দয়াময় অভাব নাই। আচার্য্য নিত্যকালই আছেন। তিনি এখনও আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত পরমহংস। শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত শক্তি বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের মধ্যে প্রকট আছেন। বর্ত্তমান গুরুর কাহা [illegible] মহাভাগবত এক নহে। মহাপুরুষ [illegible] স্বরূপ। মহাপুরুষের প্রাকৃত [illegible] দর্শনই হইয়া মায়ার অধিকারে যায়। যাঁহারা আচার্য্যের অবলম্বন, তাঁহাদের কৃপা হইতে আচার্য্যদেবকে জানা যাইবে। আচার্য্যদেব অকৃত্রিম। ভগবানকে পাইতে হইলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা এবং আচার্য্যদেবের কৃপা তাঁহার সেবকগণের নিকট হইতে পাইতে হইবে। শ্রীগুরুদেব [illegible] কৃপা ও বঞ্চনা [illegible] একই প্রকার [illegible]। [illegible] প্রভুপাদ [illegible] তাঁহার বিদ্বেষী [illegible] [illegible] দিয়েছেন [illegible] [illegible] প্রভুপাদের [illegible] বঞ্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রভুপাদ তাহা করেন নাই। আমি যেন প্রভুপাদের অকৈতব আচার্য্যদেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই—সকলের নিকট প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible], শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল্ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ [illegible] প্রকাশ [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী সেবা[illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] রোড, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৩

কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে [illegible]। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রচার [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিজীবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসদত্তাক ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীশৈলেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুষ্প গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি, এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী।

(২৫) নবাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবাগেশ্বরী প্রসাদ বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ কোটোলা, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমদ্রামানন্দ দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধিবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিমাইবল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পো. অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাদ্রু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকুলা, পোঃ চিরকুলা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
ধানকুলী	৫।০
রামশাল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেশোয়ারী	১০৲-১০।০
ধানকুলী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাদশাহি	৫৲ ৫৵০
লাটমাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুন	৩৵

চিনির দর

দানা, টাইপ	১০।৴০
গুড় ১০০০ নং	১০/০
দলো পাথা	৯।০
মণুর পাথা	৮।০—৪৵০
মণুর লাল	৭৸০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৪।০
সোণা	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

রক্ত—	৪৩৸০
লাল—	৪০৸০
টপ—	৪১।০
মার বটের সময়—	৪১৲

আলু ও মসলার দর

দেশী মরদা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
কোমর ঐ	৬৲—৬৵০
সরোজ ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible] নং (২)	৫/০—৫।৵০
[illegible] (লাল)	৫৲—৫।০
[illegible] (দে)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible] নং (৩)	২।০—২।৵০
পাউ	১৸৵০—১৸০
	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

মা।০	৫৭৲
গাওয়া	৫৭৲
নবধী	৪৩৲
	৪৫৲
[illegible]	৩৬।৫

আদা	১০৲
লবঙ্গ	৩০৲
চাঁপা বাখরী	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
পাস্ গহনা ২৪ ৩০ সের	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টিনের তৈয়ারী— ৪৪ গজি ওজন

টিনের ভরি ৫ কড়াই বা সীম

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ যে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা কোম্পানীর করোগেট সীম মণ প্রতি	৯৸৴
ঐ ইংলিশ করোগেট সীম	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রন (কোনা)	৮।০—৯৸৵০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৪৵০
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৬।/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীম	১৵৫—৸৵০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০ ৯।০
মোটা কাঁটি বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাঁটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৭৲ হন্দ
গোল রড কাঁটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্ট্ নাটকে	৮৸০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১০।০
বৃঃ ইস্পাত আসল ২৫.৩	বরফ ২৩৸০
চটকলের হাফরণ ৫৵০, পাটের বা ৫৭ ৬৸০	
কুলার হাফরণ ৪।০	

সুরেশ দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

জাবেদ গোল্ডেন কাইন	৫৪৲
সিটি এ জাবেদ ওরফ	৪০৲
কলাতি খুরশিদ কাইন	৪৯৲
হাবার্ড খাস্তা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গলি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

প্রতি মণ

গাওয়া গাওয়া	৮।০
[illegible]	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
মুড়ী পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
মাখা মুড়ী পাটনাই	১৭৲—১৮।০

অক্ষয়কুমার কুণ্ডু এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ ওয়ার্ড ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-:০:-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেশুরোগ

—:০:—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ডি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেশুরোগ" অব্যর্থ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-দাদপুড়া, গাঁটে এবং অপাক পালাজ্বর ইত্যাদি "কেশুরোগ" প্রধান। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবনবিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ১ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, দুধ ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা দাম ৸০ আনা বড় শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

ডি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৭২-২৬১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপাড়া, বেলুর।

সর্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-জনিত জীর্ণ শীর্ণ স্থায়ী জ্বর পরীক্ষার্থীর প্রশংসা একমাত্র উপায় বাজারে কোন জাতির ঔষধ আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করুন। দেখুন যে আমাদের ঔষধ কত সাধক ও কিনা। বড় ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং অক্রুরচরণ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের অনুগত সর্ব্বপ্রথম সাপ্তাহিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, [illegible] এর ঐ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলামৃত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ব্রজ ও [illegible], [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'চৈতন্যভাগবত'

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রক

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪৷০
সিকি কলম ২৫৲	১৫৲
অর্দ্ধকলম ৪৫৲	৩০৲
এক কলম ৬০৲	৫০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা[শ]" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তা[হে] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পা[রমা]র্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১০।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই[য়া] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যা[র] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্গপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমবায়ৈক-সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ আশ্রয়প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে পৌষ, ১৩৪৪, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৬২]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

ডাঃ ভট্টাচার্যের সর্পবিষ গবেষণাগার পরিদর্শন

গত বৃহস্পতিবারে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ডেলিগেটগণ ডাঃ ভট্টাচার্য্যের বহরমপুর কারখানা ও সর্পবিষ গবেষণা লেবরেটরী দেখিতে গিয়াছিলেন। বৃটীশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ডাঃ গোল্ডটন, ও তাঁহার কন্যা মিস্ গোল্ডটন, আমেরিকার প্রতিনিধি মানবী ও হার্ভার্ডের ডঃ কোলিনস্কা।

ডাক্তার ভট্টাচার্য্য ডেলিগেটদিগকে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক বিবরণ দেখাইয়াছিলেন।

১। সর্প হইতে তাহার বিষ সংগ্রহ।

২। মৌমাছি হইতে তাহার বিষ আহরণ।

৩। সর্প বিষের আণুবীক্ষণিক ছবি প্রদর্শন।

৪। সর্প বিষের দ্বারা কলেরা বীজের ধ্বংস সাধন।

৫। সর্প বিষ হইতে ঔষধ প্রস্তুত করণ।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য বলেন যে, সর্পবিষ দ্বারা ক্যান্সার চিকিৎসার প্রথম যুগে রেডিয়ম চিকিৎসার সঙ্গে বা রঞ্জনরশ্মি দ্বারা ক্যান্সার চিকিৎসার সঙ্গে সর্পবিষ চিকিৎসা সম্ভব হইত না। কিন্তু এখন ডাঃ ভট্টাচার্য্যের প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহারে রঞ্জনরশ্মি ও রেডিয়ম চিকিৎসার সঙ্গে চলিতে পারে। উক্তরূপ চিকিৎসা দ্বারা বহু দুরূহ চিকিৎসক অনেকক্ষেত্রে আশাপ্রদ সুফল পাইয়াছেন।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য কীরূপে মৌমাছির বিষ হইতে বাতরোগের ঔষধ বাহির করিবার জন্য মৌমাছির বিষ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ডাঃ গোল্ডটনকে দেখান ও তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে সবিশেষ ভাব বুঝাইয়া দেন। পরে অন্যান্য ডেলিগেটদিগকেও উক্ত বিষ কি ভাবে সংগ্রহ করা হয় তাহা দেখান।

চীনা সমরনায়কগণের বৈঠক

হাঙ্কাওয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, চীনা সমরনায়কগণের এক জরুরী বৈঠকে যুদ্ধের পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম সম্বন্ধে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে। উচাং এই বৈঠক বসিয়াছিল। সেনাপতিগণ নূতন নির্দ্দেশ লইয়া নিজ নিজ যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন। বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ সরকারী মহল হইতে পাওয়া না গেলেও এইরূপ প্রকাশ যে বহু, চীনা নেতা সমস্ত রণক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পরিবর্ত্তে আক্রমণমূলক যুদ্ধ চালাইবার পক্ষপাতী। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইতেছেন যে, জাপানী সৈন্যরা বিস্তৃত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং জাপ বাহিনীর সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের মধ্যে বহু ব্যবধান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় চীনারা যদি জাপানীদিগকে যথাস্থানে সৈন্যসমাবেশের সময় না দিয়া যুগপৎ ব্যাপকভাবে সকল দিক দিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে বিশেষ ফললাভ হইবে।

সিং-টাও বন্দরে জাপ-সৈন্যবাহী জাহাজ

গত ৮ই জানুয়ারী সিংটাওয়ের বাহির বন্দরে বারটী জাপানী জাহাজ উপস্থিত হওয়ায় সহরে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। এইসব জাহাজের মধ্যে কয়েকটি সৈন্য ও সমরসম্ভারবাহী জাহাজও আছে। জাপানীরা এপর্য্যন্ত অবতরণ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশন

আগামী ১৭ই মার্চ্চ বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। শীঘ্রই ছুটী আইন সভা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে।

ঐ দিনই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক প্রবর্ত্তন করা হইবে।

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির নির্ব্বাচন

বাঙ্গলা হইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন ১৬ই জানুয়ারীর মধ্যে নিষ্পন্ন হইবার কথা ছিল। জানা গিয়াছে যে, নির্ব্বাচনের তারিখ ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর বিদায় গ্রহণ

গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ ম্যান্সফিল্ড মার্চ্চ মাসে ৭ মাসের ছুটি লইতেছেন। তাঁহার স্থলে এডিসনাল সেক্রেটারী মিঃ ই, দাস উক্ত কাজ করিবেন।

ফরিদপুর কংগ্রেসের সভাপতি

গত ৮ই জানুয়ারী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ আগামী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

আগামী হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং খাঁ আবদুল গফুর খাঁয়ের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির পদপ্রার্থী হইতে ইতঃপূর্ব্বেই অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। খাঁ আবদুল গফুর খাঁও এক্ষণে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন।

তাঁহার নির্ব্বাচন সমর্থন করার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই ঘরোয়াভাবে করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট সুভাষবাবুকে সমর্থন করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

কেবল মাত্র ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া নাম এখনও প্রত্যাহার করেন নাই।

নির্ব্বাচনের তারিখ ১৬ই জানুয়ারী। সেই দিনই এ, আই সি, সি, নির্ব্বাচনফল ঘোষণা করিবেন।

জাপ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বৃটীশ প্রজার হোটেল দখল

গত ৮ই জানুয়ারী জাপ-নৌবাহিনীর সৈন্যরা সুচো খাঁড়ির উত্তরে আমেরিকান এলাকার মধ্যে অবস্থিত নিউ এশিয়া হোটেল দখল করে। এই হোটেলের মালিক একজন বৃটীশ প্রজা চীনা। তিনি ৩ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হোটেলটি হংকংয়ে রেজেষ্টারী করা হইয়াছিল। হোটেলটি সাংহাইয়ের মধ্যে অন্যতম আধুনিক হোটেল। জাপানী নৌ-সৈন্যরা হোটেল হইতে বৃটীশ 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামাইয়া দিয়া তাহার স্থানে জাপানী পতাকা স্থাপন করে। তাহারা হোটেল হইতে কতকগুলি জিনিষপত্রও অপসারিত করে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ —
২। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
(সংস্করণ) ৭৲
আকারমত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড- ৸০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাল্য-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা শ্রপৌরভক্তঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকল ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। পঞ্চপ্রকাশনী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। নদীয়-প্রকাশশতকম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড্‌স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৭৩। সাইকোলজি অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রকাশার শ্রীল সরস্বতীপ্রভুর পরিত্রাজক গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় প্রকাশিত পাক্ষিক। বৈদিকভাবযুক্ত শ্রীগৌরপ্রেমমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসের সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত নির্ঘণ্টপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ২৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫১ ২৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৭ বৃহস্পতিবার } ২১-তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ভারতের রাজধানী দিল্লী মহানগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত থাকিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ কয়েকদিবস যাবৎ সমাগত সজ্জন ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিষ্ট "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌-ভজনোন্মুখস্য" এই অমূল্য শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে বহু অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকেই আনন্দ লাভ করিয়াছেন এবং প্রত্যহ কতিপয় সজ্জনগণ আসিয়া পরিপ্রশ্নমুখে তাঁহাদের নিজেদের জীবনের বহু জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া লইতেছেন।

হৃদ্দৌর্ব্বল্যের কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলেন—যখন কোন বাস্তব বস্তুর কথা শ্রবণ করি এবং আমাদের প্রতীয়মান হয় যে, এইটিই খাঁটী বস্তু এবং সেই বস্তুর প্রতি সেবা-বাধকরূপ যে সমস্ত চিত্তবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকেই বলে—হৃদ্দৌর্ব্বল্য। বহু সুকৃতিফলে যখন কোন সাধুর শ্রীমুখ হইতে বাস্তববস্তুর কথা শুনা যায় এবং মনে হয় একমাত্র সেই বস্তুই অনুশীলনীয়, কিন্তু সেই বস্তুর কথা শুনিয়াও সেই বস্তুর প্রতি কতখানি আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছি এবং সেই সম্বন্ধে কতটা অনুশীলন করিতে পারিয়াছি যদি চিন্তা করি তবে সেই আদর্শের অবস্থায় পৌঁছিতে না পারিবার যে কারণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই বলে হৃদ্দৌর্ব্বল্য। আমরা হরিভজন করিতে গেলে তাহাতে যে সমস্ত বাধা জন্মে তাহার অধিকাংশই হৃদ্দৌর্ব্বল্যের জন্য। সেই হৃদ্দৌর্ব্বল্যকেই মহাজনগণ বলিয়াছেন 'অনর্থ'। আমাদের হৃদ্দৌর্ব্বল্য [illegible] বিষয়ে আসক্তি। [illegible] ফলে আমাদের অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে জীবের নিজস্বরূপ, ভগবৎ-স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। অনর্থ চলিয়া গেলে অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ চলিয়া যাইবে। অপরাধ আমাদের আছে বলিয়াই হৃদ্দৌর্ব্বল্য আমাদের আক্রমণ করিয়া থাকে। জীব যখন কৃষ্ণোন্মুখতার দিকে ধাবিত হয় তখন তাহার [illegible] পথের অন্তরায় হয় [illegible]। শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৃপায় তাহা দূরীভূত হয়। সাধকের যে সমস্ত হৃদ্দৌর্ব্বল্য আছে তাহা পরিত্যাগের জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাহা দূর করিয়া দেন।

—·—

বেরিলীতে

গত ...শে ডিসেম্বর বরিশাল [illegible] বারাণসী নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখার্জ্জী মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ নারায়ণ ভক্তিতীর্থ মহাশয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সঙ্গে তথায় গমন করিয়া প্রায় ১৫০ ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' এবং '[illegible]'…… এই শ্লোক ব্যাখ্যামুখে বহু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভায় উপস্থিত বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। পাঠ শেষ হইবার পর তাঁহারা বহু যত্ন করিয়া তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর মৃদঙ্গসহকারে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীযুক্ত নারায়ণ মুখার্জ্জি এডভোকেট, হাইকোর্ট; প্রফেসর কমলেশ মল্লিক; প্রফেসর নারায়ণ ঠাকুর; বাবু জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (আর্, কে, রেলওয়ে); বাবু কালীকিঙ্কর বিশ্বাস, (মিলিটারী একাউন্টস্); শ্রীযুক্ত নীলপ্রসন্ন মুখার্জ্জি এম এ; শ্রীযুক্ত সরোজকুমার ঘোষ (বি এস সি) প্রভৃতি।

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া তথায় কিছুদিন বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে সম্প্রতি স্বামীজীদ্বয় কলিকাতা হইতে [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য গমন করিয়াছেন।

—·—

দিল্লী ও হরিদ্বারে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ কয়েক দিবস পূর্ব্বে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে হরিকথা প্রচারের জন্য [illegible] রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে গমন করেন। তথায় কয়েকদিবস অবস্থান করিয়া স্বামীজী তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি স্বামীজী দিল্লী হইতে হরিদ্বার গমন করিয়াছেন এবং সত্বরই তাঁহার পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা আছে। স্বামীজী দিল্লীতে কয়েকদিবস অবস্থান ও প্রচারাদি করিয়া পুনরায় কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন।

—·—

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে আমেরিকার পর্য্যটক

গত ৩রা জানুয়ারী বেলা ১১ ঘটিকার সময় আমেরিকার পর্য্যটক মিঃ পি. এম্, পাইরেন দিল্লী গৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণ করেন। তিনি ঐ সমস্ত বিষয় তাঁহার নোট বইতে লিপিবদ্ধ করিয়া লন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

তিনি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের তাঁহার নিকট মঠের [illegible] সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি [illegible] নিকট বৈষ্ণবদের মধ্যে [illegible] প্রসাদ সম্মান করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে সাদরে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। তিনি আনন্দের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া [illegible] করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় যাইয়া গৌড়ীয়মঠ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন।

"বেদধর্মবিবেষকালে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে। ভগবদ্-বিমুখ পাষণ্ড—মন্ত্রপানের পরীক্ষার স্থল। সঙ্কীর্ণতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে চরিত্রবানের সহায়।"

—পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ নারায়ণ, আদি কারগোপাপী গৌরাব্দ ৪৪৭

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::)০(::——

যে সব বর্তমানে আমার গোচরীভূত হন না, তাঁদের ভগবান্, তাঁ'র মহিমা প্রাপ্তি ও তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হওয়া এখান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানকার্য্যে (ইন্দ্রিয়-চেষ্টায়) নিযুক্ত থাকলেও আমরা মঙ্গল মনোরথ হ'ব না, কারণ আমরা সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব, তাঁকে ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা করতে গেলেও সেই অনেককালব্যাপী কথা অনন্তকালগম্য হয় না। তা' ছাড়া আমরা রোগ-শোকাদিদ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই যিনি আমাদের এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার করতে পারেন; একমাত্র শ্রীহরির অপ্রাকৃত নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না।

সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে যাঁ'কে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে যাঁ'র অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য-স্তবে যাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুদ্রজীব আমার পক্ষে কি তাঁ'র অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁ'র প্রাপ্তি সম্ভাবনা হ'য়েছে। যে জিনিষটীর কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নয়, তা'র সম্বন্ধে নাম, রূপ প্রভৃতি একগুলি ব্যাপার যাঁ'র কৃপায় পাচ্ছি, তাঁ'র উপায় কি? তা'তে আমরা জানি—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

বিরহ-সভায় বক্তৃতা

——::)০(::——

[বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহমুরারী নাথ এম্ এ, বি-এস্ (অক্সফোর্ড)

কাল—২৬শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, পূর্বাহ্ণ।

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

আজ ৩।৪ দিন যাবৎ যে 'বিরহ উৎসব' ও প্রভুপাদের আশ্রিত শিষ্যবর্গ ও বৈষ্ণবগণের এ সভা হইতেছে এবং দূরদেশ হইতে আগত বহু সংখ্যক ভক্তবৃন্দ যে বৈষ্ণবের সহিত প্রভুপাদের কথা শ্রবণ করিতেছেন তাহাতে প্রভুপাদের সেবক-বাৎসল্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সাধারণ লোক কত কোন স্বার্থ বা কামনা-বাসনা লইয়া তাহার মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য এবং সমবেতভাবে অভীষ্ট স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে দলে দলে সাধারণ সভাসমিতিতে যোগদান করে, কিন্তু সকলের সকল প্রকার engagement বা কার্য্য হইতে ছুটী করাইয়া দৈনন্দিন আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্তের গুরুভার দায় হইতে অবসর দিয়া সাতদিন যাবৎ অনর্গল হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনের যে

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ॥

শাস্ত্রে যত রকম নির্দেশ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের অহঙ্কার—'কর্তাহমিতি' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান করতে পারি না। আমরা ব্যস্ত হ'য়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তজ্জন্যে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, জীবের পরম মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। তিনি বলেন—"আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন।" তিনি বলেন, সকল আরাধনার একমাত্র বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। তা' বলে, বারকেল বিচারে যাব আবদ্ধ নয়। কিন্তু ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁ'রা ব্রজে যেতে পেরেছেন তাঁ'দেরই উপাস্য।

সুযোগ দিয়া হন তাহাতে বর্তমান আচার্য্যদেবের পরম কৃপা দেখিতে পাইতেছি। এরূপ পরম পবিত্র তীর্থ স্থানে এই হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনে নিযুক্ত থাকিয়া এই সময়ের জন্য অন্ততঃ আমরা দেহ-গেহ-স্ত্রীপুত্রের কথা এবং সাংসারিক নানাবিধ চিন্তারূপ অনর্থ হইতে নিবৃত্ত আছি। শ্রীল প্রভুপাদের তাঁহার অষ্টোত্তরশতশ্রী-প্রকাশিত ১০৮টী কীর্তি গাথা, শ্রীহরিনামের মালিকার ১০৮টী গুটীকার ন্যায় তাঁহার শ্রীনামস্মরণে ১০৮টী প্রবন্ধের আলোচনা, তাঁহার বিরহতিথি-স্মরণ-যজ্ঞে ১০৮টী কাষ্ঠের আহুতি প্রদানরূপ সেবায় যে বিপুল আয়োজন হইয়াছে তাহাতে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠভার আমার ন্যায় দীন ব্যক্তির উপর অর্পিত হওয়ায় আমি নিজকে সৌভাগ্যবান্ এবং কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি। অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের এই সংকীর্তন-যজ্ঞে কথঞ্চিদ্ভাবে কাজে লাগিবার চেষ্টা করিব। আপনাদের কৃপাশীর্ব্বাদ আমার একমাত্র সম্বল।

আমি মনে করিতাম, প্রভুপাদের বাংলা গ্রন্থ হইতে ইংরাজী গ্রন্থ অধিক বুঝিতে পারিব। তাই আমি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের একখানা ইংরাজী গ্রন্থ 'Relative worlds' পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি উহার ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে আকৃষ্ট হইলাম। হিমগিরি বহু দূর হইতে একটী কঠিন পাষাণের স্তূপ বলিয়াই দৃষ্ট হয়, কিন্তু যতই নিকটবর্তী হওয়া যায় ততই তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনকারীকে আকৃষ্ট করে এবং পরিশেষে শ্রীবদরিকাশ্রমে অবস্থিত শ্রীভগবন্মূর্ত্তি নরনারায়ণরূপে দর্শন দান করিয়া যে প্রকার আনন্দ বিধান করেন এবং দর্শকের পূর্ব্ব সংস্কার ধারণা দূরীভূত করাইয়া বাস্তব সত্যের সন্ধান দান করেন এবং দর্শনার্থী ব্যক্তিও যে-প্রকার নিজের শ্রম সার্থক মনে করে, প্রভুপাদের সাহিত্যের ভাষাও অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রথমতঃ বড়ই কঠিন দাঁতভাঙ্গা ও রসহীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ধৈর্য্য ও সেবাবৃত্তির সহিত শ্রীচৈতন্যমঠের সাহিত্য আলোচনা করিলে উহার ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য চিত্ত ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া পরমসুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হয়। শ্রীবদরিকের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা ও সাহিত্য প্রথমে কঠিন, কিন্তু শেষে পরম মধুর।

একটী গল্প আছে "Tarzon and the Apes", (টারজন এণ্ড দি এপ্স্) ছায়াচিত্রে উহা খুব সুপরিচিত। গল্পটী এইরূপ,—কোন একটী শ্বেতাঙ্গ বালিকা কোনরূপে পিতামাতাকর্তৃক আফ্রিকা দেশের সমুদ্র উপকূলে গভীর বনে পরিত্যক্ত হইয়া বনমানুষ কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া প্রকৃতির আচার ব্যবহার ও হাবভাববিশিষ্ট হইয়াছিল। বৃক্ষশাখায় বাস করা, পশুদের সাথে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান করা, পশুর ন্যায় আহারাদি করা, তাহাদের ভাবভঙ্গী বোঝা প্রভৃতি স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। দৈবক্রমে সেই অরণ্যে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পর্য্যটক উপস্থিত হইয়া সেই শ্বেতাঙ্গ বালিকাটিকে বনমানুষের ন্যায় চলিতে দেখিল। উহারা যখন ঐ শ্বেতাঙ্গিনীকে বনমানুষের দল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল এবং তাহাকে খাদ্য ও বস্ত্র আনাইয়া দিল, তখন সে প্রথমে তাহাদিগকে কিছুতেই বিশ্বাস করিল না এবং বিজাতীয় জ্ঞানে তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিল। বনমানুষের হাত এবং নিজের হাত উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ পুরুষের হাতের সঙ্গে মিল করিয়া দেখিতে পাইয়া চমকিত হইল যে, বনমানুষের সাথে তাহার মিল নাই, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের সাথে তাহার স্বজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করিয়াও electric shock পেলে লোক যেমন হাত ছিটকে সরিয়ে নেয় তদ্রূপ শ্বেতাঙ্গ হইতে দ্রুত সরিয়া আসিয়া পশুদের জড়াইয়া ধরে। সে এমন দেশের ভূত যে তাহার ভুল ভাঙিলেও সে জাগিতে পারে না। তাহারা উহাকে তাঁহাদের সঙ্গে রাখিয়া ক্রমশঃ তাহাদের আচার ব্যবহারে এবং ভাষায় অভ্যস্ত করাইতে লাগিল। অবশেষে আত্মস্বরূপের জ্ঞান যতই লাভ করিল ততই তাহার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং প্রকৃত স্বদেশ ও স্বজাতীয় লোককে আপনার বলিতে লাগিল। প্রকৃত সাধুর আচার দর্শন ও অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার ভাব বোধ যায় এবং স্বরূপের ধর্মের জাগরণ হয়। কিন্তু পশুস্বভাবে উহার ভাষা বোঝা যায় না এবং মন সরিয়া আসে। স্বরূপের বৃত্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সাথে পরিচয় হয় এবং পাপবুদ্ধিও চলিয়া যাইতে থাকে। তখন শ্রীল প্রভুপাদের ভাষার নবনবায়মান মধুরতা উপলব্ধির বিষয় হয়।

প্রভুপাদ যখন অতর্ক ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে অত্যুগ্র উগ্রমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেন তখনও তাঁহার ভাষার মধ্যে একটী মাধুর্য্য লক্ষিত হইত। কেহ কোন অন্যায় আচরণ করিয়াছে শুনিলে বা হরিগুরুবৈষ্ণববিমুখতা প্রদর্শন করিলে তিনি শুধু বলিতেন—'ঐ সকল কার্য্যে আপনাদের অসুবিধা হ'বে যাবে'। তাঁহার ভাষায় প্রচুর দৈন্য থাকিত এবং গালি ও পরনিন্দার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইত। কর্কশ বা রূঢ় ভাষা কখনও প্রয়োগ করিতেন না।

তাঁহার ভাষায় গভীর বেদজ্ঞতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে এরূপ

দুর্গাঁভাবে গঠিত থাকে যে অসংখ্য দর্শক নানা দিক্ হইতে উঁহাকে দর্শন করিলেও প্রত্যেকেই মনে করে যে, ঐ মূর্ত্তি যেন তাঁহার দিকেই তাকাইয়া আছে। প্রভুপাদের ভাব,ভাষা এবং আচরণের মধ্যে একটী এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাহাতে তাঁহার চরণাশ্রয়কারী ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে মনে করিত যে, প্রভুপাদ যেন তাঁহার প্রতিই উপদেশটী করিতেছেন এবং তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন। প্রভুপাদের বিচারের নিকট পরাস্ত হইয়াও কাহারও মনে কষ্ট হইত না। জাগতিক আদালতের বিচারে হারিয়া গেলে আমরা দুঃখিত হই, অনেকে এরূপও মনে করেন যে, হাকিম বিষয়টি না বুঝিয়াই রায় দিয়াছেন অথবা অপর পক্ষ হইতে ঘুস পাইয়াছেন—এইভাবে নানা অশান্তিগ্রস্ত হই। কিন্তু কোন অভিযোগ নিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি তাহার অনুকূলে রায় না পাইলেও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষার এবং ভাবের মাধুর্য্যে সে নিজকে অপদস্থ মনে না করিয়া বরং লাভবান্ মনে করিয়াছে। সে সন্তুষ্টচিত্তে এবং কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাঁহার ভাষার রূপা ও বক্তা দুইই ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই তাঁহার কৃপা রহিয়াছে। খানিক সেবা করিয়া এবং খানিক উন্নত হইয়া আমরা যেন অহঙ্কারে স্ফীত না হই এবং তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই। অনেকে বিশ-পঁচিশ বৎসর তাঁহার নিকট থাকিয়াও বঞ্চিত হইয়াছে দেখা যায়। তাঁহার ভাব ও ভাষা বুঝিতে পারে নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণব অপ্রাকৃত। তাঁহাদের ভাব ও ভাষাও অপ্রাকৃত। সুতরাং অনুগত না হইলে তাঁহাদের ভাষা বুঝা যায় না। আমাদের বিশেষ সাবধানতার সহিত বিশেষ ঐকান্তিকতা ও আনুগত্যের সহিত, তাঁহার ভাব ও ভাষা বুঝিতে হইবে, তবেই তাঁহার কৃপা ও বঞ্চনা বুঝা যাইবে।

'গৌড়ীয়' পত্রিকায় শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা সহজে বুঝা যায় না। লোক 'গৌড়ীয়' পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। কারণ এই যে—গৌড়ীয়ের ভাবের সহিত পরিচিত না হইলে, উহা গ্রহণ করিতে না পারিলে উহার অর্থ বুঝা যাইবে না। প্রাকৃত সাহিত্যের যতই প্রশংসা হউক না কেন উহাতে জড় জগতের ভোগের কথা বাড়াইয়া দিয়েছে। Anatol france নামে একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আছেন। তিনি তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি বিষয়ে মানুষকে ভোগ করা যায় তাহা দেখাইয়া-ছেন। যদিও তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কিন্তু তাঁহার সাহিত্যকে জড়-ভোগের সাহিত্য বলিতে হইবে। এ যাবৎ যত বিজ্ঞান, দর্শন ও দর্শনশাস্ত্র পুস্তক জগতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কথা থাকিলেও finiteএর মধ্যেই বাস করিতে হয়। ঐ সকল পুস্তক অনন্তের অথবা ঈশ্বরের কোন প্রকৃত সন্ধান দান করে না। কিন্তু 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশ' পাঠ করিলে উহারা মানুষকে এমন রাজ্যের মধ্যে লইয়া যায়—যেখানে জগতের কোন ভয় ও লোভের কথা নাই; সেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের কথা নাই। গৌড়ীয়-সাহিত্যে দুষ্ট জগতের কোন কথা নাই; সেখানে ব্রহ্মের কথা আছে।

শ্রীল প্রভুপাদের চিদ্বিলাসময় সাহিত্যে যথার্থই ভূষণ গঠিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক পারমার্থিক শব্দের বৈকুণ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া উহার জাগতিক অর্থকে নিরস্ত করিয়াছেন। উদাহরণ-স্থলে বলা যাইতে পারে, শাস্ত্রে 'জগদ্গুরু' বলিয়া একটি কথা আছে, উহা আজকাল যে-কোন প্রতিষ্ঠাশালী মর্ত্ত্যজীবের অযোগ্য লক্ষ্য করিয়া বহির্মুখ জনসমাজ উক্তি করিতেছে, কিন্তু ঐ স্থলে ঐ শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে যে অপসিদ্ধান্ত রহিয়াছে তাহা একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'-পত্রিকায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, 'জগদ্গুরু' শব্দটি ভগবান্ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু কোন মানব, কুকুর ও বিড়ালের জন্য "জগদ্গুরু" হইবে না।

সম্প্রতি 'হরিজন' শব্দটি লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। শ্রীহরির নিজজন অর্থাৎ বৈষ্ণব বা মহাভাগবতকেই শাস্ত্রে হরিজন বলে। তাঁহারা যে-কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সেই জাতি বা কুলের অন্তর্গত নহেন। "হরিজন" ব্রাহ্মণগণের নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে শূদ্রবর্ণ বা অস্পৃশ্য অবস্থাদি দোষ নাই। বৈষ্ণব কিছু শূদ্র বা অস্পৃশ্য হইয়া যান না। কিন্তু আজকাল বড় এবং বুদ্ধিমানগণ নম্বঃশূদ্রদিগকে সেই অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও "হরিজন" বলা হইতেছে। ইহা যে কতদূর সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমানে 'দরিদ্রনারায়ণ' নামে শব্দ ও বিচার বাহির হইয়াছে। কিন্তু উহা যে কিরূপ ভয়ানক তাহা একটুকু বিচার করিলেই ধরা পড়িবে। নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী। তিনি কখনই দরিদ্র হইতে পারেন না। দরিদ্র বা ধনী কোন জীবই নারায়ণ হইতে পারে না। জীবকে নারায়ণ বলা অথবা দরিদ্রকে নারায়ণ বলা একই কথা। ক্ষুদ্র জীব বা মানবও ঈশ্বর হইতে পারে না। জীব চিরদিন কৃষ্ণের নিত্যদাস ও কৃষ্ণ চির-কাল জীবের নিত্য প্রভু। কেবলের আপন সঙ্কীর্ণ বিষয় না হইলে, শুধু দেহের উপকার করিলে নারায়ণের কোন সেবাই হয় না। 'যত মত তত পথ' ইহাতে 'সমন্বয়' হইতে পারে না। 'সমন্বয়' বলিলে সুজন দুর্জ্জন, ভাল-মন্দ, সতী-অসতী, চিজ্জড় একাকার হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী বা সৈন্যবিভাগের কর্মচারিগণের মধ্যে 'সমন্বয়' বলিলে তাহাদের Class, Grade অথবা Rank অনুসারে স্থাপন করাই প্রকৃত সমন্বয় বুঝায়। অষ্টম শ্রেণীর উপযুক্ত ছাত্রকে অষ্টম শ্রেণীতে, নবম শ্রেণীর উপযুক্ত ছাত্রকে নবম শ্রেণীতে এবং দশম শ্রেণীর উপযুক্ত ছাত্রকে দশম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত সমন্বয়। সৎ ও অসৎ সম্প্রদায় একাকার করিতে গেলে ব্যভিচার উপস্থিত হইবেই। 'সম্প্রদায়' কথাটী শুনিলেই অনেকেই চমকিয়া উঠেন ও বিতৃষ্ণার ভাব প্রদর্শন করেন; কিন্তু 'সম্প্রদায়' বলিলে কি বুঝায় তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারেন না। Sectarian শব্দটী আজকাল গালি বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় না করিলে সম্প্রদায়ের শুদ্ধ প্রকৃত অর্থ কেহই বুঝিতে পারিবে না। যেখানে সেখানে অথবা 'নবের খেয়ালমত' শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে গেলে শাসনকারী শাস্ত্রের সন্ধান মিলিবে না, আবার চরিত্র-চর্ব্বণকারী ব্যাখ্যা লাভ হইবে—তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট হইবে। কিন্তু শুদ্ধাচারী জীবের সৎসম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হইলে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানা যাইবে এবং তদনুসারে জীবন যাপন করিলে প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইবে, তদ্ভিন্ন কোন উপায় নাই। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ 'রাধা' শব্দটীর ব্যাখ্যা যেরূপ সহজ ভাবায় করিয়াছেন এবং ঐ ব্যাখ্যা আমার হৃদয়ে যে প্রকার সুন্দর Impression দিয়াছে, অন্য কোন পুস্তক বা আচার্য্য সেইরূপ দিতে পারে নাই। আমার কলেজে এম্-এ অধ্যাপন-কালে 'রাধা' সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক গ্রন্থ অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় 'রাধা' শব্দের পরিষ্কার ব্যাখ্যা আমি পাই নাই। শ্রীল প্রভুপাদের "বেশ দেওয়া" কথাটী বড়ই Significant and Impressive. 'রাধা' নামে পূর্ব্বে বহু গল্প শুনিয়াছিলাম এবং উহা একটী প্রাকৃত ব্যাপারের অন্তর্ভুক্তই মনে করিতাম। কিন্তু 'গৌড়ীয়' হইতে জানিতে পারিলাম যে, রাধ্ বা আরাধনা হইতে "রাধা" শব্দের উৎপত্তি অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকা।

পারমার্থিক পরিভাষার এইরূপ অপূর্ব্ব মৌলিক ব্যাখ্যা পূর্ব্বে আমরা কখনই শ্রবণ করি নাই। পারমার্থিক অনুভূতিরহিত তথাকথিত সাহিত্যিক, পণ্ডিত বা অধ্যাপক যে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের ভাষার বৈশিষ্ট্যে বুঝিতে পারিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৌড়ীয়মঠকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যাপনার ভার প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উহাতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্যান্য জড়পুস্তকের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য পুস্তক নয়। পারমার্থিক জগতের এইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে পঠিত হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। শুদ্ধ আচার পালন এবং শুদ্ধ ভাগবতের নিকট শ্রবণ ব্যতীত কেহই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারিবে না।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষা দেখিতে সরল হইলেও অনভিজ্ঞের নিকট খুব কঠিন এবং শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা বৈষ্ণব-পরিভাষা-সঙ্গত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। অননুভূত ভাবের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা বুঝা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষাকেও হরি-সেবায় লাগাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি Dovetailed, Proper Adjustment প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা ও অর্থপ্রয়োগ পারমার্থিক দৃষ্টিতে এত প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়াছেন তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং Transcendental বস্তু। সুতরাং তাঁহার ভাবও Transcendental, ভাষাও transcendental। তিনি তাঁহার ভাব ও ভাষা অথবা তিনি এবং তাঁহার বাণী—বক্তা ও শব্দ একই বস্তু। শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বৈকুণ্ঠ ভাষা এক অপার্থিব বৈশিষ্ট্যের আবরণে আমাদের যেন বেওয়ার দৃষ্টিকে বঞ্চনা করে। কিন্তু আমাদের আনুগত্য যতই সরল এবং সম্পূর্ণ হইবে ততই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা বৈশিষ্ট্য সরল এবং সহজ হইবে। গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় ইহা সম্ভব হইবে। আপনাদের সকলের চরণে প্রার্থনা করি, যেন আমার শরণাগতি দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্ত হয়।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো

নমো নমঃ॥

ব্যাস্রকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগুরুদেবের ভবনে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, [illegible] বিগ্রহ বিরাজ আছেন। [illegible] রক্ষক [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
[illegible] বাগবাজার [illegible] রোড, কলিকাতা। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] বিগ্রহ [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা হয় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীচৈতন্য মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক -শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক —শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকট-ভক্তগণের সমাধি
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মুদ্রাহাটি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

(১৩) কৃষ্ণনগর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্ম[illegible]।

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক - শ্রী[illegible]।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible]পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]।

(১৬) শ্রীঅদ্বৈতভবন গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর [illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ [illegible]
পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়ন মঠ
গোদিবরপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরাধানাথ [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ বনবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক- শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পূর্ব্ব গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামানন্দ বনবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক - শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) ভগবান-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীভবতারণ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
আলুবাড়ি, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ চরিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক - শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৩২নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক -ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কোশলী,
পোঃ কোটচান, জেলা করনাল (পাঞ্জাব
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালা হিল, [illegible] বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক - শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সীতাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীভক্তি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিনাদবিহারী দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক —শ্রীরাধা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
জুড়ানপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০/৫০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৪১, ড্রাইকোট
প্লেস, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্যালয়
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নতত্ত্বালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

কলিকাতা, [illegible] ১৯-৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
[illegible]	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
বালাম নূতন	৬৷৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বাসমতি খোরাকী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ বাজার	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵৹

চিনির দর

কাশীর, চাইনা	১০৷৵৹
[illegible] ১০০০ নং	১০৵৹
[illegible] দানা	৯৷৹
কানপুর দানা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বাট	৩৪৷৹
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫৩৷৹

পাটের দর

আসাম—	৪০৸৹
মিডল—	৪০৸৹
উত্তম—	৪১৷৹
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

দেশী [illegible]	৯৷৹—৯৷৵৹
[illegible] ঐ	৯৲—৯৵৹
[illegible] ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এল)	৫৲—৫৷৹
আটা (বে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	৪৷৹—৪৸৵৹
পালাই	১৷৵৹—১৸৹
ভূষি	১৷৵৹—১৷৵৹

বৃক্ষের দর

অড়হর	৫৭৲
রামতিল	৫৭৲
কুসুমবীজ	৫০৲
তিসি	৫৫৲
নারিকেল	৩৷৹

সীসা	৪৬৲
দস্তা	৩৬৲
রাং পাতলা	৭১৸৹
২০ গেজ—	১১৸৹
ঐ যষ্টিকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

বিলাতী তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি ও বরগা [illegible]	
মার্কা	৮৸৵৹—৯৲
ঐ যে মার্কা দামালা ইত্যাদি	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা কোম্পানীর বরগা	৯৲
ঐ ইংলিশ বরগা (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৯৸৵৹
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৪৸৹
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৵৹
২৪ গেজ—	১৪৷৵৹
২৬ গেজ—	১৩৷৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
পেরেক	১৵৫—৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷৹
মোটা কাঁচি বা চিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাতি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬৷৹—৭৲ হন্দর
গোল বড় কাটি লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, নাট ইত্যাদি	৮৸৹—৯৷৹
গোল বড় বি-ইনকোম ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸৹—১০৷৹
ষ্টিল ইস্পাত আসল ২৫৩	নম্বর ২৪৷৹
চটকলের হালদণ ৫৵৹, পাটের হা ৭৭ আ০	
জুনার হালদণ ৪৷৹	

গুড়ের দর

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

আখের দোলার কাইন	৫৪৲
পাটালি আখের গুড়ের	৪০৲
[illegible] কাইন	৪৪৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷৹
সুপারী বেগী	১৬৷৹—১৭৲
কাঁচা সুপারী	
[illegible]	১৫৷৹—১৭৷৹
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স লিঃ
[illegible] কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——:o:——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] — [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] খোরাক ও বোর্ডিং [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৭৲ টাকা [illegible] পরীক্ষার উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

——:o:——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মহৌষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, রক্তা-মাশুয়া, [illegible] এবং অন্যান্য পাতাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার জোরদার একমাত্র টনিক।

সেবনবিধি :—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ৩ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৷৹ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৬১-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাঁদপুর, [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] খ্যাতি লাভ করিয়াছে। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথা সত্য কি না। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুবিদিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অসমোর্দ্ধ জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না হওয়ায় সকলেই বড়ই অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিনে সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১২৫ পৃষ্ঠায় এবং সচিত্র হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১১৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৪৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ।০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের প্রৌঢ়রচনা এবং পণ্ডিত লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্রসম্বলিত। ইহাতে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রাচ্য দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের অর্থসূচী (Index Glossary) সহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ভিক্ষা—৮৲, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] মঠ, [illegible] ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যাগ্রগণ্য
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কলাভিষিক্ত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের পারমার্থিক মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে পৌষ, ১৩৪৪, ১৪ই জানুয়ারী. ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৬৩]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের ভারতবর্ষে আগমন

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করিবার জন্যই তিনি ভারতে আসিতেছেন।

—

জাপ-বিরোধী চীন রাষ্ট্র সংঘের সভা

চীন সম্পর্কে জাপানের ভবিষ্যৎ নীতি নির্দ্ধারণের জন্য গত ১১ই জানুয়ারী বেলা ২টার সময় সম্রাটের প্রাসাদে সম্মেলন হয়। স্বয়ং সম্রাট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ প্রিন্স কানিন এবং অন্যান্য সামরিক নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

এক ঘণ্টা বৈঠকের পর সম্মেলন শেষ হয়। প্রকাশ, "নানকিন চিয়াংকাই-শেকের গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের জাপান-বিরোধী মনোভাব পরিবর্ত্তন না করিলে এবং তাঁহাদের আনুগত্যের পরিচয় না দিলে জাপবিরোধী রাষ্ট্র উচ্ছেদ করা হইবে" বলিয়া মন্ত্রিসভা ইতঃপূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সম্মেলন অনুমোদন করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

—

চীনা কর্ত্তৃক জাপানী কাপড়ের কল ভস্মীভূত

গত ১১ই জানুয়ারী সিংতাও সহরে ও সহরের উপকণ্ঠে সমস্ত জাপানী কাপড়ের

জাপানী সৈন্যদল পরাজিত

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, সিনিংএর উপর যে জাপ সৈন্যদল আক্রমণ করে তাহারা পরাজিত হইয়াছে; ফলে লুংহাই রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন হইবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তাহা প্রায় সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে।

——

হ্যাংচাওএর উপর বিমান আক্রমণ

চল্লিশটি জাপ বিমানপোত হ্যাংচাওর বিমান ঘাঁটির উপর হানা দিয়া এক শত বোমাবর্ষণ করে। কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

—

ভারত সরকারের অস্থায়ী বাণিজ্য সচিবের বক্তৃতা

ভারত সরকারের অস্থায়ী বাণিজ্য-সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা রেডিওযোগে এক বক্তৃতায় বলেন,—ভারতের আধুনিক নগরগুলি বড় বড় যোগাইবের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্য ও বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। বর্ত্তমানে যাহারা সত্ত্বেও দেশের সমস্ত অংশ হইতে এখনও বহু বেকার আসিয়া বোম্বাইয়ে কাজের সন্ধানে আসে। ভারতে এখনও নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। বোম্বাইয়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণ যদি চেষ্টিত হন, তাহা হইলে সমস্যা এতটা আর জটিল থাকিবে না।

—

হরিপুরা কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

নিম্নলিখিত বাঙ্গলার হরিপুরা কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—শ্রীযুক্ত আর কে, সিন্ধ, এম, এল, এ, হরিদাস

১৬ই জানুয়ারী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

—

পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত

গত সপ্তাহে প্রবল তুষারপাত হইয়াছে বলিয়া পাঞ্জাবের প্রায় সমস্ত শৈলনিবাস হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মরীতে তুষারপাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এরূপ তুষারপাত গত ২০ বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নাই। তাপ তুষারাপেক্ষা নীচে নামিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ রাস্তা বরফাচ্ছাদিত। ধারেসীলায় এবংসর দ্বিতীয় দফায় প্রচুর তুষারপাত হইয়াছে; এরূপ সাধারণতঃ দেখা যায় না। উপর্য্যুপরি দুইদিন তুষারপাত হয় এবং নিকটবর্ত্তী সমস্ত পর্ব্বতমালা বরফে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। খাদ্যাভাবে বহু পশু জঙ্গল হইতে পল্লী অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছে। ফলে সন্ধ্যার পর সহরের উপকণ্ঠে যাতায়াত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে।

——

বিহার প্রদেশে খদ্দরের চাহিদা বৃদ্ধি

১৯৩৭ সালে বিহার প্রদেশের খদ্দরের চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৬ সালে যে মন্দা দেখা দিয়াছিল উহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। খদ্দরের উৎপাদন ও বিক্রয় যে যথেষ্ট বেশী হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে:—

	১৯৩৬ সালে	১৯৩৭ সালে
সূতাক্রয়	৭২০০ মণ	৮০০০ মণ
খদ্দর উৎপাদন	৭৮০০০০,	১০০০০০০ বর্গ গজ
খদ্দরের জন্য	৩০৫০ মণ	৩৬০০ মণ
মূল্য	২৭৫০০০৲ টাকা,	৩০০০০০৲ টাকা

স্যার অস্ত্রে মেটকাফ

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী স্যার অব্রে মেটকাফ আগামী ১৬ই জানুয়ারী পেশোয়ার রওনা হইবেন। তিনি সেখানে কিছুদিন থাকিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। বিমানযোগে কিছুকালের জন্য তিনি ওয়াজিরিস্থানেও যাইতে পারেন।

——

যুক্ত-প্রদেশে বাঙ্গালী ছাত্র

যুক্ত-প্রদেশে বাঙ্গালী বালকদের বাঙ্গলা শিক্ষার সুবিধা এবং বাঙ্গালী বালকদের শিক্ষার বাহন বাঙ্গলা ভাষা করিবার জন্য শ্রীযুত কি, এন, বিশ্বাস লক্ষ্ণৌর এ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলকে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। একটি ট্রাষ্টের হাতে সম্পত্তি দেওয়া হইবে। ট্রাষ্টে কে কে থাকিবেন, তাহা পরে ঘোষণা করা হইবে। দাতার ইচ্ছানুসারে বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া বিশ্বাস এ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুল রাখা হইবে।

স্পেনে বন্দী-বিনিময়ের ব্যবস্থা

স্পেনের যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে বন্দী বিনিময়ের জন্য যে আলোচনা চলিতেছিল, আন্তর্জ্জাতিক রেড ক্রস সমিতি ও বৃটিশ রাজপুরুষগণ তাহাতে যোগদান করেন। এই আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নীতির দিক হইতে স্থির করা হইয়াছে যে, সমসংখ্যক বন্দী বিনিময় করিয়া বন্দী বিনিময়ের ব্যবস্থা হইবে।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বহু বন্দীর ভাগ্য সম্পর্কে সরকার পক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সালামাঙ্কাস্থিত বৃটিশ এজেণ্ট ঐসব বন্দীদের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া প্রতিশ্রুত

পত্রান্তরে উপসংহার ৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম ৫০

প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲

দশম স্কন্ধ — ৯৲

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্য সহ (বাঁধা) ৭৲

অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। মধ্বমুনি চরিত (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিচার ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০

১৮। [illegible] ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা ।০

২২ ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲

২৬। হিন্দু ও বৈষ্ণব মধ্যে পার্থক্য ।০

২৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও গৌরাঙ্গ (সাধারণ) ২৲

২৮। বেদান্তদর্শন (সাধারণ ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
(বাঁধা ৸

৩০। দীন দশা বর্ণন ৹০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। শ্রীব্রজমণ্ডল নবদ্বীপ পরিক্রমা ।৶০

৩৫। গীতমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি /০

৪১। গীতাবলী

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০

৪৫। নবদ্বীপশতক /০

৪৬। অর্থপঞ্চক /০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ /১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲

৫১। বঙ্গে সামাজিকতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সাধারণ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০

৫৫। চৈতন্যবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০

৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০

৬০। সংস্কারবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠসম্প্রদায়ঃ /০

৬৭। নামাপরাধবর্জনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত

৭০। নামভজন

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজী

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৪। বৈষ্ণবিজম্

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং /০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ১ম খণ্ড ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৩

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা [illegible]। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দিল্লী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ২০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সুকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

বিশ্বমঙ্গল শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহৎ চরিত্র
পাঠ ও বহু শাস্ত্রের জ্ঞান
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শবর্ষ { ২৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০ পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, শুক্রবার ২১৬তম সংখ্যা

সাধারণের প্রতি নিবেদন

——::)o(::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূতপূর্ব্ব পাশ্চাত্য প্রচারকগণের মধ্যে স্বামী বন নামক জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি লণ্ডনে একটী হিন্দু আশ্রম স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হইতেছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের মূলে যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইংলণ্ডে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী-প্রচারার্থে গৌড়ীয়দিগের একটী কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিশনের সংস্থাপক-কর্ত্তা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মাননীয় মহারাজ স্যর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর কে, সি, এস, আই মহোদয় বাঙ্গালীর গৌরব—সমগ্র ভারতের গৌরব—তথা সমগ্র ত্রিভুবন ও ত্রিভুবনাতীত বৈকুণ্ঠ-গোলোকের নিত্যারাধ্য গৌরসুন্দর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত শ্রী রূপানুগ প্রবর্ত্তন-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে স্বীকৃত হন। সে প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সূত্রপাত করেন। সে সময় তিনি পাশ্চাত্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (Swami B. P. Tirtha) প্রমুখ দুইজন প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ বন অন্যতম। মিঃ বন বক্তৃতায় কিছু সুখ্যাতি লাভ করিয়া বিলাত হইতে (Prof. N. K. Sanyal) অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভুর লিখিত ও উপদিষ্ট (written & instructed matters) বিষয় ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণীতে কতিপয় স্থানে বক্তৃতা প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকাল পরেই তাঁহার হৃদয়ের লুক্কায়িত উদ্দেশ্য ও আচার-বিচারের ধারা সম্পূর্ণই বিপরীত হইয়া পড়িল যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাহা অনুমোদন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে লণ্ডন হইতে ভারতে ফিরাইয়া আনাইলেন এবং তাঁহার স্থানে পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামীকে (শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে) যিনি অদ্যাবধি শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য-প্রদেশে গৌড়ীয়দিগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া প্রচারে নিযুক্ত আছেন; পাঠাইয়া দেন। এই বিষয় ১৯৩৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখের 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও লণ্ডনের শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠে নিয়মিতভাবে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু তথাকার সর্ব্বসাধারণের এবং বিশিষ্ট শিক্ষিত মহলে পরিবেশে মাননীয় সম্রাট্ দম্পতী ও মাননীয়া রাজমাতা দেবী মহোদয়ার সহিত সাক্ষাৎকার এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রচার-বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথনের সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রচুর সহানুভূতি আকর্ষণ করেন।

ইংলণ্ডের 'World Congress of Faiths' নামক সম্মিলনে বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; সাধনপ্রণালী ও চরম উপলব্ধি আলোচনা করিবার জন্য একটী সাধুগোষ্ঠীর আয়োজন হয়। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক ও শিক্ষিত বক্তৃগণ উপস্থিত হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরাট্ শ্রোতৃসঙ্ঘ সম্বন্ধে "World's need of Religion" (জগতে ধর্ম্মের প্রয়োজন) নামক বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য সমগ্র ভারতের হিন্দু জাতির পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু নির্ব্বাচিত হন।

ভারতের প্রাচীন সাধনা কি, ভারতীয় দর্শন ও বৈদিক ধর্ম্মের স্বরূপ কি এবং সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহার আচরণ সকলের কেন প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে সমুপস্থিত সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্দীপন পূর্ব্বক তিনি একটী অতি চমৎকার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি লণ্ডনস্থ শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ভূমিসংগ্রহ-কার্য্যে স্থানীয় কতিপয় সহানুভূতিসম্পন্ন সংরক্ষক পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা লাভের সম্ভাবনা পাইলেন। তাঁহাদের সাহায্যে ও নানাস্থান হইতে সংগৃহীত অর্থে উক্ত মঠের ভূমি, মন্দির, ভিক্ষুনিবাস, সেবকগণের প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য নক্সা করিয়া তিনি অতি শীঘ্র এই বিপুল কার্য্য আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সম্প্রতি সংবাদপত্রাদিতে হিন্দু আশ্রম জন্য প্রকাশিত আবেদনপত্রে মিঃ বন উল্লেখ করিয়াছেন যে, গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পর মিঃ বনের উপর ন্যস্ত উক্ত কার্য্যভার গ্রহণে ও সম্পাদনে গৌড়ীয় মিশনের যোগ্যতা বর্ত্তমানে নাই। এই উক্তি বাস্তবিক সম্পূর্ণ অজ্ঞান, মিথ্যা ও সর্ব্বসাধারণকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা ও কৌশল মাত্র।

এক্ষণে গৌড়ীয়মিশনের এই সম্বন্ধে সংবাদের ও বিদেশে পাশ্চাত্যে অবস্থান অনুগতগণ ও উচ্চ-কর্ম্মচারীদিগের প্রচুর সুযোগ প্রদানের জন্য সমস্ত সহানুভূতিসম্পন্ন, পৃষ্ঠপোষক ধনিক সম্প্রদায় ও সজ্জন সত্যানুরাগী ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত কিছুটী বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে—

(১) ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠের সমুদয় কার্য্য ও অন্যান্য ব্যাপার পূর্ব্ববৎ যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। (২) শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে লণ্ডনস্থ শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও ভগবৎ-সেবাকার্য্যাদি সমস্তই নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ ভগবৎসেবকগণের ইচ্ছা ও প্রেরণা অনুসারে করা হইবে। (৩) শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আলোচনা মিঃ বনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রকাশ্যে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গত ১৯৩৭ সনের মধ্যভাগ হইতে গৌড়ীয়মিশনের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রতা আচরণ করিবার বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন।

সর্ব্বসাধারণের এবং গৌড়ীয়মিশনের পৃষ্ঠপোষক ও সজ্জনবৃন্দের নিকট নিবেদন—তাঁহারা যেন পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত সনাতন ধর্ম্মের বিশুদ্ধভাবে প্রচারের জন্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া নিজেদের ও অন্যের মঙ্গল এবং ভারতের সনাতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

যত কৃষ্ণনাম বন শাস্ত্রের প্রমাণে। তত রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন তত জনে।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

আচার

[illegible] বৈষ্ণব আচার। [illegible] বা [illegible] এই পথম [illegible]—আচারের প্রতি [illegible] দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা যদি আচার [illegible] করি, তাহা হইলে আর দেব [illegible] উচ্ছৃঙ্খল [illegible] উঠিবে এবং [illegible] আমাদের সর্বনাশ ঘটিবে। [illegible] নিজকে [illegible] ঠিক করিয়া বৈষ্ণবের [illegible] অবস্থা দেখাইলে মঙ্গল [illegible] হয় না, পরন্তু [illegible] অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। পথমেই আচার, তৎপরে প্রচারাদি [illegible] কিছু। আচারটী প্রথম, আর প্রচারটী [illegible] জীবন। প্রচারহীন আচারের কোনও মূল্য নাই—তাহা [illegible] যায়। সেইরূপ আচারহীন প্রচারও ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাহাতে নিজের বা অপরের কোন মঙ্গল সাধিত হয় না।

[illegible] বৈষ্ণবের [illegible] নহে। অশুদ্ধ বা অসতের সঙ্গ করাই বর্তমানে তাহার একটা স্বাভাবিকী বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে নিয়মিত করিবার জন্যই মহাজনগণ বৈধী ভক্তির আচরণ করিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করিতে হইবে, অন্য উপায়ে উহা সম্ভব নহে। কিন্তু অসদ্ বাসনা আমরা যদি অসৎসঙ্গ বর্জনপূর্বক সৎসঙ্গ না করি তাহা হইলে আমাদের চিত্তশুদ্ধি কি করিয়া হইবে? চিত্তশুদ্ধি মুখের কথা নয়, মনে করিলেই হয় না। সদ্‌গুরুকৃপা ব্যতীত চিত্ত-

অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা

[শ্রীল প্রভুপাদ ও সেবকগণের কথা [illegible]—২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩১) শুক্রবার, পূর্বাহ্ণ।
স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্রাম-[illegible], [illegible]]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদ এই বাণীর মুখবন্ধ-স্বরূপ বলিলেন—'আমি আচার [illegible]

[illegible] এ জগৎ শুধু [illegible] নহেন, [illegible] কৃষ্ণানুশীলন [illegible] হইতে 'কৃষ্ণানুশীলন [illegible]' [illegible] হয় না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মহতের অনুগত হইয়া তাঁহার [illegible] করিয়া থাকেন।

মায়াবাদের অনুকরণীয়। কিন্তু এই অনুকরণ [illegible] চলে না। [illegible] অনুসরণ বা অনুগমন চাই। সাধুর আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করা চাই। প্রথম যেরূপ ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথম সোপান-স্বরূপ, আচার [illegible] সেইরূপই। প্রচার না করিয়া যেখানে কাঞ্চনের প্রচেষ্টা, সেখানে জনের [illegible] মুক্তি [illegible] অন্বেষণ [illegible] সুবিধা। আচার হীন প্রচারও সেইরূপই। এই আচারহীনের দ্বারা যে কেবল নিজের ক্ষতি হয় তাহা নয়, অনেকেরই ক্ষতি হয়। মহাপুরুষগণের আচরণে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্য বাহ্যতঃও অনেক কঠোর আচার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পালন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এবং বর্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যদেব সেই সদাচারের মূর্তবিগ্রহ। আমরা যদি তাঁহার অনুবর্তী শাসনবাণী সত্য সত্য পালন করিতে পারি তাহা হইলে বৈষ্ণবাচার কাহাকে বলে তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিব এবং সদাচার পালনের দৃঢ়তা হৃদয়ে লাভ করিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণের সৌভাগ্য পাইব।

বলিয়া আমরা তাঁহার ধ্যান করি। তখনই শ্রীগুরুদেব, [illegible] আশ্রয়বিগ্রহ বা সেবকতত্ত্ব। 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'—এই [illegible] উপলব্ধি করিতে না পারিলে [illegible] আবশ্যই হইবে না। আর এ [illegible] জীবের উদ্ধারের জন্য [illegible] অবতীর্ণ হন।

[illegible] কোন ভাগ্যবান্ জীব।
[illegible] পায় ভক্তিলতা বীজ॥

ভাগ্যবান্ নিষ্কপট জীবগণই আচার্য্য বা প্রভুপাদের আশ্রয় লাভ করে, আর যাহারা [illegible] কপট, তাহারা গুরুকে মনুষ্য বা মর্ত্ত্য [illegible] করিয়া অন্ধতামিস্র-নরকে গমন করে। প্রভুপাদের সেবার বিনিময়ে যাহারা কিছু চায়, তাহারা প্রভু-সেবক নহে, তাহারা প্রভু-[illegible]। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে একথা বলিয়াছিলেন—

'নাহং [illegible] আশিষঃ, ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্'।

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ধর্ম-অর্থ বা কাম-মোক্ষ প্রার্থনা করে সে বা [illegible] বণিক্। শ্রীগুরুদেব আমাদের অজ্ঞানতিমিররূপ অন্ধকার দূর করেন বলিয়া আমাদের দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমরা গুরুদেবের স্বরূপ, নিজের স্বরূপ এবং গুরুলীলা জানিতে পারি। অজ্ঞানান্ধকার দূর করা শ্রীগুরুদেবের একটী লীলা। জ্ঞানদাতৃত্ব শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ এবং অজ্ঞানান্ধকারযুক্ত ব্যক্তি শিষ্যগণের লোক।

[illegible] জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতমের নাম কহয়ে কৈতব।
ধর্ম, অর্থ, কামবাঞ্ছা, আদি এই সব॥
তার মধ্যে 'মোক্ষবাঞ্ছা' কৈতবপ্রধান।
যাহা হইতে 'কৃষ্ণভক্তি' হয় অন্তর্ধান।

আমাদের অন্যাভিলাষ বা বাসিনায়ুক্ত দূর করাইয়া যিনি দিব্যজ্ঞান বা কৃষ্ণজ্ঞান দান করেন তিনিই শ্রীগুরুদেব। 'কৃষ্ণজ্ঞান' শব্দে কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধি বুঝিতে হইবে। তিনি শূদ্রের সেবা ঘুচাইয়া বা শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া ব্রাহ্মণের সেবা, বৃক্ষের সেবা বা [illegible] সেবা দান করেন। শূদ্র অন্তঃকরণ লইয়া কখনও গুরুসেবা হয় না। 'যিনি গুরুসেবার জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম, এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত গুরুসেবক।

প্রভুপাদের সেবকগণের অবধি নাই এবং তাহার তুলনাও জগতে মিলে না। তবে একটী [illegible] দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার দিগ্‌দর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আপনারা অনেকেই সদ্যোজাত বৎসের প্রতি গাভীর বাৎসল্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। একটী

[illegible] বৎসের নিকট উড়িয়া আসে, তাহা হইলে উহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। কোন কিছু খাওয়াইবা দিবার জন্য কেহ যদি বৎসের নিকট আসে তাহা হইলে তাহাকে অনিষ্টকারী মনে করিয়া পুচ্ছ দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হয়। এমন কি অনেক সময় বৎসটী অতি নিকটে থাকিলেও তাহাকে উহাকে চতুর্দিক খুঁজিয়া থাকে। বৎসের জন্য গাভীটী পাগলের মত হইয়া যায়। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যে প্রকার বৎসটী মাতৃবাৎসল্যের অধিকারী হয়, সেই প্রকার যখনই আমরা আমাদের মনোধর্মাত্মক ভোক্তৃবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া দিব্যজ্ঞান বা সেবাবুদ্ধি লাভ করিব তখন আমাদের আলোকময় রাজ্যে গমন হইবে এবং আমাদের নিত্য পিতা মাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুদ্ধ বাৎসল্য লাভ করিব। যে মুহূর্তে অপ্রাকৃত অহঙ্কার হইতে ছুটী পাইব সেই মুহূর্তে আমাদের সেবকরূপে জন্ম হইবে। তখনই আমরা শ্রীগুরুদেবের বাৎসল্য পাইব। শ্রীগুরুদেব শরণাগতগণকে সর্বদাই সর্বতোভাবে অভয় দান করেন, তাঁহাকে প্রাণ ঢালিয়া ডাকিতেছেন।

কৃষ্ণ তোমার হঙ্, যদি বলে কায়।
মায়াবদ্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস-পালন॥
ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূল ভাব বর্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

বৎসের ডাক যে প্রকার গাভী বহুদূরে থাকিলেও শুনিতে পায় সেই প্রকার প্রকৃত শরণাগতের ডাক ভগবান্ শুনিয়া থাকেন। ভোগপ্রমত্ত বা মায়াপ্রমত্ত ব্যক্তির ডাক ভগবানের নিকট পৌঁছায় না। প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কথা, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কথা এবং হিতৈষীর কথা প্রত্যেকেই শুনিয়া থাকে। আমরা সেই প্রকার ভোগপ্রমত্ত ব্যক্তিদের কোন ডাক শুনি না। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা আচার্য্যদেবের ডাকে আমি তাঁহার নিকট কুকুরের মত যাইবার জন্য ব্যস্ত হই। নগণ্য ব্যক্তির আহ্বানে লাট, সাহেবের মত ব্যক্তি একটী পদবিক্ষেপও করেন না। লাট-সাহেবকে ডাকিতে হইলে তাঁহার মত অবস্থার লোকই তাঁহাকে ডাকিতে পারে। সমান অবস্থার ব্যক্তি সমান ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে পারে। আমরা ভগবানের উদ্ধার ভিক্ষে চাহিলে, তিনি আমাদের ডাক কেন শুনিবেন? আমরা সেবক হইলে ভগবান্

স্বাহাকে [illegible] হনে তাহি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

আমাদের মঙ্গল হইবে। আমাদের সেবাবুদ্ধি উদিত হইলে, তিনি আমাদের সেবাগ্রহণ করিবেন ও আমাদের ভার লইবেন। শ্রীগুরুদেব অদোষদর্শী। তিনি সেবকের কোন দোষ দেখেন না। শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দাভিন্ন জানিতে পারিলে আমাদের সর্বতোভাবে মঙ্গল হইবে।

যে যাহাকে ভালবাসে, সে কখনও তাহাকে কুৎসিত দেখে না। সন্তান যতই কুরূপ হউক ও অপরাধী হউক পিতামাতা তাহাকে সুশ্রী ও নিরপরাধ মনে করে। এ সম্বন্ধে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। পশ্চিমদেশে একজন রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে সর্বাপেক্ষা রূপবান্ সন্তানকে যেন তাহার পিতামাতা সভায় উপস্থিত করে। রাজার আহ্বান সর্বত্র পৌঁছিলে একজন 'কাহার'-জাতীয় নীচ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ স্বীয় সন্তানের সহিত রাজসভায় রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই কুৎসিৎ ছেলেকে দেখিয়া রাজার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। রাজা সেই 'কাহার' ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলে তাঁহার বুদ্ধিমান্ অমাত্য রাজাকে এইরূপভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিল—তিনি অপরের ছেলেকে কুৎসিত দেখিতে পারেন, কিন্তু 'কাহারে'র সন্তান উহার পিতার নিকট সর্বাপেক্ষা সুন্দর অর্থাৎ কুৎসিৎ নহে। ভগবান্ ভক্তের বাৎসল্য-ভাবে নিমজ্জিত থাকেন।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
(গীতা)

শ্রীল প্রভুপাদ কি প্রকার অদোষদর্শী ও সেবকবৎসল ছিলেন তাহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমি নিজে অবগত আছি। আমি এক সময় তৎকালে একজন বিশিষ্ট সেবক বলিয়া পরিচিত কিন্তু বর্তমানে গুরুবিদ্রোহী হইয়া অন্তর্ভুক্ত প্রধান বা জনৈক নামে তাহার কতকগুলি দোষের কথা বলিয়া প্রভুপাদের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলাম। প্রভুপাদ আমার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বলিলেন—অমুক ব্যক্তি যখন পুনরায় সেবা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন তখন আমি কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিব? আমি তখন বুঝিতে পারিলাম—শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় কত বড়! আমরা আর কতটুকু কথা কহিতে পারি? মহাপ্রভুর নিন্দুকের সেবার আনুকূল্য করিলেও প্রভুপাদ তাঁহার মঙ্গল করিতে ব্যস্ত হইতেন। আমি যেই ব্যক্তিকে যেভাবে দেখিয়াছিলাম, প্রভুপাদ তাঁহাকে অন্যভাবে দেখিলেন অর্থাৎ অন্তর চক্ষে দেখেন। তিনি আমার হৃদয়ের মহত্তা উপলব্ধি করিতে সুযোগ দিলেন। প্রভুপাদের সকল গুণই দিব্য অনন্ত। তিনি ছিলেন All-accommodating। তিনি পাপী-তাপী, দোষী নির্দোষ, ভাল-মন্দ সকলকে মহাপ্রভুর সেবাসুযোগ দিয়াছিলেন। হায়! হায়! তিনি পরম দয়াল। তাঁহার দয়ার শেষ নাই। শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভু হইতেও অধিক দয়ালু। তিনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার দর্শন করেন নাই; কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু ছোট হরিদাসের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পতিতপাবন নিত্যানন্দ। তিনি অকপট মানুষ ছিলেন।

প্রভুপাদের লীলা তাঁহার সেবকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, অপরে বঞ্চিত হইয়াছে। ভগবানের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদেরও সেবকবাৎসল্য অনন্ত। শ্রীভগবান্ স্বয়ং উপবাসী মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জন্য দুগ্ধভাণ্ড লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ সেবকের জন্য ব্যস্ত। লক্ষ্মী-সেবিতপাদপদ্ম ভগবান্ শরণাগত গজেন্দ্রের আহ্বানে নগ্নপদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

শ্রীল প্রভুপাদ প্রেমের বন্যা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। উচ্চ বা নীচ কেহ কিছুই বাছেন নাই। প্রভুপাদের অলৌকিক ব্যবহারলীলা মনে করিলে এই কথা স্মরণ হয়,—

"নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল"।

নিত্যানন্দপ্রভু জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া আর পাপ করে নাই।

"জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ।"

নিষ্কপট শরণাগত হইলেই সেবকের জয় হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে পরিকরবর্গের ন্যায় তাঁহার আশ্রয়দানরূপ ভাগ্য দান করিয়াছেন। তিনি জগাই মাধাইকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমার ন্যায় ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া আপনাদের নিকট আনিয়াছেন এবং আমি যে আপনাদের নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছি ইহা তাঁহার পতিতপাবনত্বেরই দৃষ্টান্ত। হায়! হায়! প্রভুপাদ আমাকে এদেশে পাঠাইয়া অপ্রকট হইলেন! (অশ্রু বিসর্জন) আমার বড় ভরসা যে আচার্য্যদেবকে আশ্রয়রূপে পাইয়াছি। শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে কৃপা করুন।

পাদ ঔড়ুলোমি মহারাজের হরিকথা

— ::)০(:: —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ বর্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদের নির্দেশানুসারে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্বক শুদ্ধা ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী মহারাজ গৌরসুন্দরকীর্তিত "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকের 'নিষ্কিঞ্চন' শব্দটীর দিবসচতুষ্টয় যাবৎ ভক্তিসিদ্ধান্তানুযায়ী বিশ্লেষণ সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ তথা মঠসেবকগণকে শ্রবণ করান। অতঃপর ভগবদ্ভজনোন্মুখ শব্দটীর ব্যাখ্যায় স্বামীজী মহারাজ ভজনের সুসংশ্লিষ্ট ভক্তিসিদ্ধান্তে সেবার কথাই যে উপদিষ্ট হইয়াছে ইহা বহুবিধ বিচার-যুক্তিমূলে প্রতিপাদিত করেন। স্বামীজী বলেন, যিনি ভজনোন্মুখ অর্থাৎ ভজন করিতে চাহেন ভজনবিজ্ঞ বা দক্ষ নহেন, তাঁহার পক্ষে স্ত্রীদর্শন ও বিষয়ীর সঙ্গ বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু—সর্বনাশকর। ভজনোন্মুখ কাহাকে ভজনীয় মনে করিবে? তজ্জন্য ভগবদ্ভজনের কথা গৌরসুন্দর উক্ত শ্লোকে জানাইয়াছেন। কিন্তু সেই ভগবদ্ভজনের মধ্যে যে গূঢ়রহস্য বর্তমান তাহা আমরা মাত্র গৌরবাণীর মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। ভগবদ্ভজন করা যায় কিরূপে? যিনি ভজনোন্মুখ অর্থাৎ ভজন করিতে চাহেন কিন্তু ভজন কাহাকে বলে জানেন না, ভজনীয় ভগবান্ কিরূপ তাহা জানেন না সুতরাং কিরূপে ভগবদ্ভজন করিবেন? কিন্তু গৌরবাণী বলেন, গুরুবৈষ্ণবসেবার কথায় যে ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা স্বীকার করিলেই অর্থাৎ সর্বপ্রথম বৈষ্ণবের, তদানুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিলেই পরিশেষে শ্রীহরি বা ভগবদ্ভজনের কথা আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। কেন না, উত্তমভাগবত যে কালে জীবোদ্ধারবাসনে মধ্যমাধিকারীর স্বভাব লইয়া ঈশ্বরে প্রেম ও তদধীন ব্যক্তিতে বা ভজনোন্মুখ ব্যক্তির সহিত মৈত্রী এবং উপেক্ষাও নিরীশ্বরদিগকে বিবিধরূপে কৃপা পূর্বক ভগবান্ ও তাঁহার সহিত ভজনোন্মুখের সম্বন্ধের কথা বলেন, তখনই ভজনাভিলাষী ব্যক্তি সেই বৈষ্ণবের আদিষ্ট পথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্টের পূরণকল্পে কোনও উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া ভজনপারঙ্গতি লাভ করেন। অন্য উপায়ে ভগবদ্ভজন অসম্ভব।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ 'ভগবান্' শব্দের বিশ্লেষণে তত্ত্বদর্শন যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের কথা বলেন, তৎসম্বন্ধে গৌরসুন্দর যে ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতির ব্যাখ্যায় উক্ত শব্দত্রয়ের বিষয়বস্তু প্রচারমুখে "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম" এবং "আত্মত্বাৎ সাক্ষিত্বাৎ আত্মনঃ পরমো হরিঃ" প্রভৃতি বাক্যসমূহ কীর্তনপূর্বক ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্বের যে রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য" প্রভৃতি পুরাণবাণী উল্লেখ পূর্বক বলেন—

যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যের মালিক, তিনিই ঐশ্বর্য্যবান্ ভগবান্। 'সমগ্র ঐশ্বর্য্য' বলিতে চৌদ্দভুবনের অন্তর্গত মায়িক ঐশ্বর্য্যসমূহ মাত্র নহে, উহা স্বয়ং ঐশ্বর্য্যবান্ ভগবানের এক-পাদ বিভূতি মাত্র। কিন্তু আমাদের ঐশ্বর্য্যবান্ ভগবান্ চতুষ্পাদবিভূতি নিত্য বৈকুণ্ঠধাম এবং উহাই ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য্য। সমগ্র বীর্য্যের অধীশ্বর ভগবান্। যাবতীয় বীর্য্য তাঁহারই পাদপদ্মাশ্রয় করিয়া সার্থক হয়েছে। এইরূপে সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পূর্ণতম বস্তুই ভগবান্। ভগবান্ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নয়, এমনকি বলা চলে যে এরূপ বিচার নয়। ভগবত্তত্ত্ব অনন্ত, ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁর সীমা খুঁজে পান না। অনন্তদেব অনন্তবদনে অনন্তকাল এই ভগবত্তত্ত্ব কীর্তন ক'রে সেবা করেন। ভগবদিচ্ছা হ'লে আমরা যথাসাধ্য ক্রমশঃ আলোচনা ক'রব।

ভগবান অদ্বয়জ্ঞান, অদ্বিতীয় লীলাপুরুষোত্তম। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হ'লেও তাঁ'র বহুবিধ প্রকাশ-বিলাসাদি আছে। তিনি এক অদ্বয়জ্ঞান হ'লেও বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নরূপে, বিভিন্ন লীলায় অবতীর্ণ হন। তাঁ'র ইচ্ছা অপ্রতিহতা, তাঁ'র অভিলাষ সর্বদা পূর্তি লাভ করে। তাঁ'র ইচ্ছা ও ইচ্ছাপূর্তির মধ্যে জীবের ন্যায় কোন বাধাবিঘ্নাদির ব্যবধান নাই। আমরা ক্ষুদ্র জীব—শক্তি অতি কম। আমাদের ইচ্ছা যথাযথ পূর্ণ হয় না। প্রাণে কত আশা জাগে, কত কামনার উদয় হয়। জীবের সেই বহুবিধ বাসনা কামনার পূর্তি হ'লে অমঙ্গল উপস্থিত হ'তে পারে। ভগবান্ও তাই জীবের সকল বাসনা পূর্ণ করেন না। জীবের বাসনা অপূর্তির ইহা প্রধান কারণ। আবার জীবের কর্মপ্রাপ্তবাদিও তাহাদের বাসনা-পূরণে বাধা দেয়। মন বড় অভিমান ক'রেও বেশী দাবণা—কঠিন সংবেদন করিতে অক্ষম। দুঃখ অনেক বিষয়ের বিচারেই দেখে যায়, এ সবই অক্ষমতার পরিচয়। যদি দুর্লভ কিন্তু যারা সকল অভিমানী তাঁ'দেরও ঐ দশা। সর্বেশ্বরের কথা স্বতন্ত্র। অথচ আমাদের বাসনাপূরণের তাহাই একমাত্র বাহন। সুতরাং তাঁ'দের দ্বারা আর কি কাজ এখন করা যায়? কিন্তু ভগবান্ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়।

[illegible]

১ শ্রীচৈতন্য মঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ,পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধারমণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং নাটপত্রাক্ষরে 'নদীয়া-প্রকাশ' দৈনিক আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং,বড়বাজার ৪১১৮ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রভাসচন্দ্রের দেবাশ্রয়-শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব প্রভৃতির সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক – শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিধিরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

[illegible] রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
রক্ষক – শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক – শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক – শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রামচন্দ্রপুর (শ্রীবৃদ্ধশিবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়াপীঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরাধাকান্ত ব্রজবাসী।

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক – শ্রীহরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহরপদ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পো, বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরীদাস বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বলশা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীগণপতিদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কবিরগুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক – শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ডাঃ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীরুক্মিণীদ্বারকানাথ-রাধাগোপীনাথ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রীরুক্মিণীদ্বারকানাথ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌধর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁকাবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীনিতাইগৌর দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমরডুবা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভু ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
বাদশা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৷

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০।৵০
চিনির ১০০০ নং	১০৵০
মরকোবা খাদা	৯.০
নবপুর খাদা	৮।০—৮৸৵
নবপুর দাল	৭।৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৪।০
গিনি	৩২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

মাইকেল—	৪০৸০
এজেন্ট—	৪০৸০
টপ্‌নং—	৪১।০
হাজার বস্তার সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পাটের মধ্য শ্রেণী মণ	৬।০—৬।৵০
পাঞ্জাবের ঐ	৬৲—৬৵০
বিশেষ ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (৭)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
পালাই	১৸৵০—১৸০
চাল	১৸৵০—১৸৵০

মুড়ের দর

মধুরা	৫৭৲
মধোরা	৫৭৲
চন্দ্রেশ্বরী	৫০৲
দেশী	৪৫৲
পাতরাম	৬৩।০

চাল	৪৬৲
কাবুলে	৩৩৲
কাঁচা পাকা	৪১৸০
২০ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ করগেট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ যে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৷৵
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৮।০—৯৸৵০
টাটা প্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৫৵০
২৪ গেজ—	১৩।৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বার্বিড)	১০।০
সেট কাঠি বা ফ্লিট কাঁটা দর	৩।০—৫৸০
গাড়ি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৭৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ,,	৯।০—১০।০
ঢিন পাতি, বোল্টু, নাট	৮৸০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
ঐ	৮৸০—১০।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫ ।	নকল ২৩।০
গুটকলের হাপর ৫৵০, পাটের হাঁ ‹ দর ৩।০	
ভুলার হাপর ৪।০	

মুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

কাশেম পোলার কাইন	৫৪৲
বিষ্টু ও কাশেম নম্বর	৪০৲
কবাড়ি পূরণিক কাইন	৪৩৲
ঢাকাই খাদা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবনা মাল	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
গুঁড় পাইকারী	২৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাইকারী	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

১৫-এ,৩৫নম্বর খাট গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ক্ষেভ্‌রোল

—প্রস্তুত—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ক্ষেভ্‌রোল" সেবন করুন। এমন মহৌষধের তুল্য ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ঘুষ্ জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-পাণ্ডুটী, সাব্‌টু এবং সর্ব্বপ্রকার পালাজ্বর, "ক্ষেভ্‌রোল" একবার। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

সেবনবিধি ঃ—জ্বর বন্ধ অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১২ ফোটা জলের সহিত দিবে। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, কম চিনি বা পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা দাম বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর ই, আই (রেলওয়ে)

৭২-২১১নং গলি পোঃ আঃ টাউনগঞ্জ, বেঙ্গল।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীব দিবারাত্র মধ্যে পাচন সেবনে প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াছে। তার কার্য্যে অবাক হইবে। "অব্যর্থ প্রীতি" সম্বন্ধে বলাবলি এবং এক বা দুইটা এই একবার সেবন করিলে দেখিবেন যে আপনার অবস্থার সাধন হয় কিনা। বড় বোতল ৮০ আনা, ছোট বোতল ১০০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস্ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আনুপূর্ব্বিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যগণের অন্যতম পারমার্থিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের সমগ্র গ্রন্থাবলীর তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১১৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১২৲	১০৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৩; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা ৴১০।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবন-চরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও জগতের সাধারণ পাঠ্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আকরবর্ত্তী গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র ও শব্দসূচী (Index Glossary) সহ একখণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৩এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভিষ্ট আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা মাঘ, ১৩৪৪, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার [সংখ্যা ২৬৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০)——

পরলোকে স্বরূপরাণী নেহরু

গত ১০ই জানুয়ারী প্রাতে আনন্দভবনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মাতা স্বরূপরাণী নেহরু পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ব্বদিন রাত্রি ৯টায় পক্ষাঘাত রোগে তিনি একেবারে অসাড় হইয়া পড়েন এবং পরদিন সকাল ৬টায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

৫০ হাজার হিন্দু মুসলমানের শোকযাত্রা

বেলা অনুমান ১১টার সময় ৫০ হাজার হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট শোকযাত্রা আনন্দ ভবন হইতে শবদেহ সহ গঙ্গার দিকে অগ্রসর হয়। বিভাগীয় কমিশনার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী শোকযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গঙ্গাতীরে যথারীতি হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

লাহোর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন

প্রকাশ যে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত [illegible], লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত [illegible] কিশোরী লাল, [illegible], [illegible] ও [illegible], সিরাজগঞ্জ আক্রমণ [illegible] মামলায় দণ্ডিত চৌধুরী প্রমুখ লাহোর সেন্ট্রাল জেলের সাতজন রাজনৈতিক বন্দী গত ১০ই জানুয়ারী অনশন সুরু করিয়াছে। অনশন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহারা গান্ধীজী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থাই হইল না; সুতরাং তাহারা ১০ই জানুয়ারী হইতে অনশন সুরু করিবে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত

গত রবিবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী উৎসব শেষ হইয়াছে। দীর্ঘ এক সপ্তাহকাল অধিবেশন হয়।

বিদেশী প্রতিনিধিদের প্রায় ৮০ জন রবিবার রাত্রে স্পেশ্যাল ট্রেনে বোম্বাই রওনা হইয়া গিয়াছেন।

বিদেশী প্রতিনিধিদিগকে বিদায় কালে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

গত রবিবার অপরাহ্নে বিজ্ঞান কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভারতীয় ও বিদেশী প্রতিনিধিবর্গকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন।

কলিকাতায় মুষ্টিযুদ্ধ আড়ম্বর

আগামী ২শে জানুয়ারী, [illegible] ষ্টেডিয়ামে বিরাট মুষ্টিযুদ্ধ আয়োজন করা হইয়াছে। এই ষ্টেডিয়ামে প্রায় ১০,০০০ দর্শকের বসিবার আসন প্রস্তুত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধাগণ যোগদানের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কলিকাতায় নিখিল ভারত চীন দিবস পালন

"চীন দিবস" পালনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আবেদন অনুযায়ী গত রবিবার কলিকাতা ও সহরতলীর নানা স্থানে শোভাযাত্রা সহকারে সভা হয়। চীনের অধিবাসীরা স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করিতেছে তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নীতির নিন্দা করিয়া সমস্ত সভায় বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

জাপ নৌবহর কর্ত্তৃক সিংতাও বন্দর অধিকার

জাপ নৌসৈন্যগণ বিনাবাধায় সিংতাও বন্দরে অবতরণ করিয়াছে; কেহই হতাহত হয় নাই।

ইতালীয় এলাকায় বোমা

যে অঞ্চল [illegible] দল ইতালীয় এলাকায় ঘাঁটি পাহারা দিতেছে তাহাদের উপর গত ১০ই জানুয়ারী এক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কেহ হতাহত হয় নাই। আক্রমণকারী পলায়ন করে।

জাপ-সম্রাটকে অপমানের ফল

জাপ সৈন্যবিভাগের একজন মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, জাপানী সৈন্যবাহিনীকে অপমান করার জন্যই টার্ণার নামক ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারী ও তাহার সঙ্গী প্রহৃত হয়, যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়, তাহা জাপ সৈন্যগণ তাঁহাদের সম্রাটের সম্মান হানিকর বলিয়া মনে করে।

ফরাসী এলাকার ঘটনা সম্বন্ধে উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, যদিও কেহ কোন ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই তথাপি উহার সম্পূর্ণ মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

টার্ণার ও হেয়ের উপর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বৃটিশ রাজদূত মিঃ [illegible] কর্ণেল ওকামোতোর নিকট এক লিখিত বিবৃতি প্রেরণ করেন। পরে কর্ণেল ওকামোতোর সহিত মিঃ ফিলিপস্-এর বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হয়। প্রকাশ কর্ণেল ওকামোতো উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেন এবং এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

মিঃ হুকি নামক জনৈক জাপানী সাংহাই-এর প্রধান পোষ্টাল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মিঃ কাপালাদি সহকারী পোষ্টাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

টিউনিসে বিক্ষোভ

একজন বিদ্রোহী আরবকে [illegible] এক দল লোক বিজার্তেতে হাঙ্গামা আরম্ভ করে; সৈন্য ও পুলিশ এইসব হাঙ্গামাকারীদের উপর গুলী চালায়, ফলে পাঁচজন নিহত ও তিনজন আহত হইয়াছে।

সরকারী রেলের আয় বৃদ্ধি

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে পিছন দিকে দশদিনের হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ কয়দিনে সরকারী রেলওয়েগুলির মোট আয় হইয়াছে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬ সালে ঠিক ঐ সময়ের ঐ কয়দিনে এতদপেক্ষা ১৩ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়েসমূহের আয় হইয়াছে মোট ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই সময়ে এতদপেক্ষা ৩৫২ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছিল।

১ বৎসরে ১১৬৩টী নরহত্যা

ব্রহ্মদেশের অপরাধ অনুষ্ঠানের তালিকায় দেখা যায়, গত বৎসর মোট ১১৬৩টি নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ব্ববৎসর নরহত্যার সংখ্যা ছিল ১০৭৯। ১২৮টি ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আকর বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
আকরসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় ও রস ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। জৈবধর্ম-আলোচনা ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৸৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলাঞ্জলি গৌরাঙ্গলীলাঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিন-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরহরেকোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-নিকাষণকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারসংগ্রহবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৸৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাণ্ডের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীরূপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ প্রভুর সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত হিন্দী পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহদাশ্রয়
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

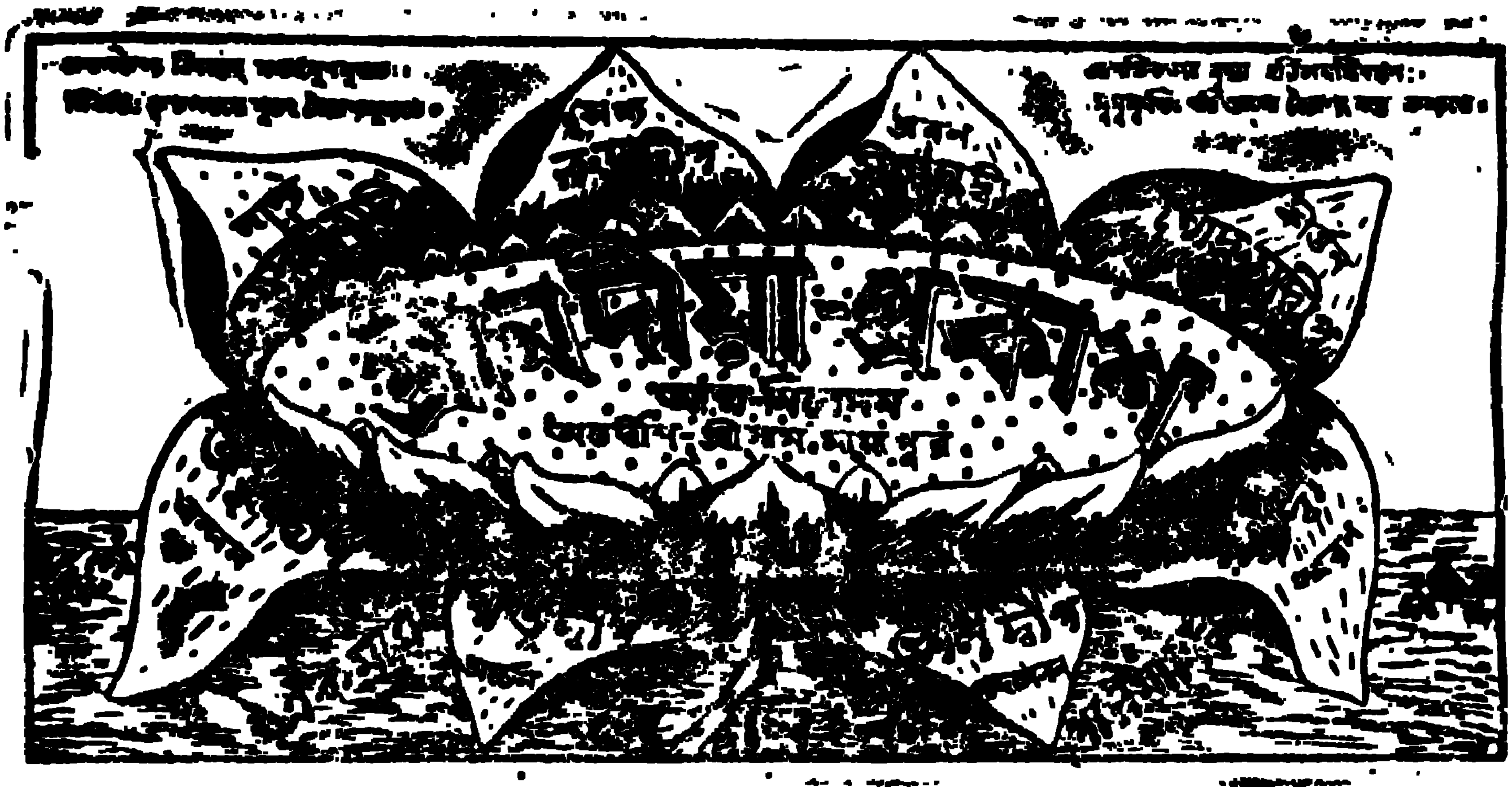

১২শ বর্ষ { ২৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫১ ৩০শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ২১৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—— ::(•):: ——

শ্রীধামে হরিকথা

আকর মঠরাজ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহই নিয়মিতভাবে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা হইতেছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ-কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীমন্দিরের নাট্যমন্দিরে সমাগত বহু শ্রোতার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যাহ্নে ও বিভিন্ন সময়ে ইহাদের শ্রীমুখে আত্মমঙ্গলপ্রদ ও নিত্যকল্যাণের সেতুস্বরূপ ভগবৎসেবা-বিষয়ক নানা কথার আলোচনা হইয়া থাকে।

কলিকাতায় শ্রীপাদ সেবা-বিগ্রহ প্রভু

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু বিশেষ সেবাকার্য্য ব্যপদেশে গত ১১ই জানুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। মায়াপুর চৈতন্যমঠের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভুও সেবাবিগ্রহপ্রভুর সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহাদের পুনরায় শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হইতে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে সমস্ত টাকা দিয়া দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সহজিয়াগণের জন্য ঐ টাকা সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এক অধিনায়কের নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার চুরি করাইবার প্রয়োজন উৎপাদন করিয়া দস্যুরক্ষা করেন। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু হইয়াও চোর, দস্যু, কালাপাহাড় প্রভৃতির চিত্তবৃত্তির দ্বারা দর্শকগণের চৌর্য্যকার্য্যের সহায়করূপে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া অসমর্থের ন্যায় প্রতিভাত হন। শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি অনেক অসদ্ব্যক্তিকে নানাপ্রকার পারিতোষিক প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। কিন্তু যখন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেন, তখন সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন বঞ্চনা থাকিত না। একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনকারিরূপেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হই।

এক সময়ে বৃন্দাবনে কুঞ্জকুটীরে যখন শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ সনন্দ প্রভুর এ অযোগ্য পতিতাধম অবস্থান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল (বহু দিনের কথা), তখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট একটি সংবাদ আসিল যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রোতাভিমানী জনৈক ব্যক্তি শ্রীধামপাদে নয়ন মনোরঞ্জন-স্থানপ্রদীপ একটি বিশেষ অবৈধ কার্য্য করিয়াছে। তৎপর অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তিরস্কারের পরিবর্ত্তে নানা প্রশংসার পুরস্কার তাহার ভাগ্যে ঘটিল। সেই ব্যক্তি তখন মনে করিল—শ্রীল প্রভুপাদ তাহার অবৈধ আচার ধরিতে পারেন নাই, প্রভুপাদ অন্তর্য্যামী নহেন, প্রভুপাদকে ভোগা দিয়া যে-কোন প্রকার কার্য্য করা যায় বলিয়া আত্মগোপন করা যায়! শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তির শ্রোতাভিমানীর নিকট তাঁহার একরূপ বৈশিষ্ট্য দিলেন; আবার তাঁহার কঠোর সত্য যে "গোপনেতে অত্যাচার লোকা ধরে চুরি", তাই তাঁহারা একমাত্র সত্যের অনুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগের বাস্তব নিত্যমঙ্গলার্থে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন,—"আপনারা যে জন্য আসিয়াছেন, উহারা সেজন্য আমার নিকট আসে নাই—ইহা জানিয়া আপনারা অতএব হরিভজন করুন।"

দম্ভ ও মাৎসর্য্যবশে শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া অবৈধ যোষিৎসঙ্গী কৈতবাশ্রিত প্রাকৃতসহজিয়াগণ তাঁহার বা তদীয় শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বিপথগামী হইয়া পড়ে। "শুদ্ধ স্বভাবে—বাস্তবিকপক্ষে ভগবৎপার্ষদ মহাপুরুষগণের ক্রিয়া-মুদ্রা, তাহাদের কথা, উহা যত প্রৌঢ় প্রজ্ঞা-চক্ষুর দ্বারা সর্ব্বদাই দেখে দর্শন করিলেই তবে তাঁহাদের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। আবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের বিন্দুমাত্র দোষ থাকিতে পারে না, আচার-প্রচারে অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, উহাদের আচার,—"বৈষ্ণবঠাকুর অপ্রাকৃত সদা নির্দ্দোষ আনন্দময়। কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, জীবেতে দয়ার্দ্র হয়।" —প্রকৃত মহাজন-বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি বহু সৌভাগ্যফলে জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলেই তবে উপলব্ধির বিষয় হয়। মায়াবাদাচার্য্য শঙ্করের বা বুদ্ধের নিজের অসুরমোহন লীলায় যথার্থ যখন কোন দোষ নাই, তখন শ্রীকৃষ্ণসিদ্ধান্তের প্রথম পক্ষে কা কথা। মায়াবাদ আচার্য্যের বা ভগবান্ বুদ্ধের দোষ না থাকিলেও সাধক-গণ, শ্রীমহাপ্রভু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মায়াবাদাচার্য্যের ও বুদ্ধদেবের অসুরমোহন-লীলাই নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীমুখে তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"তিনি (আমার গুরুদেব) আমাকে একবার বলিয়াছেন, লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন। আমাদের এরূপ মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকট বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা "এক দিন" দিন- ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।)

এই উক্তিসমূহের সহিত সংযোগ না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের কথাবলী ও আচার ও প্রচার-কার্য্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একদেশদর্শী বলিয়া মনে হইবে, যাহা মনে করিয়া অনেক বৈষ্ণবগণ অবৈধ যোষিৎসঙ্গ মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একারণেই বলিতেছিলাম,—শ্রীল প্রভুপাদের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। ভক্তিসিদ্ধান্তকে ছাড়িয়া তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—কোনটাই বুঝা যাইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ নারায়ণ, [illegible]

নিবেদন

পরমারাধ্য পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও মহা ভাগবত পরমহংস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অযোগ্য ভৃত্যাধম আমরা আজ কৃষ্ণানুশীলনমুখী সজ্জনগণের নিকট আমাদের দুই একটি কথা নিবেদন করিতেছি। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পারমার্থিক প্রবন্ধ শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহক বা গোলোকদূত। ইনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট গৌর ও গৌরজনগণের কীর্ত্তন করত আমাদের কলুষিত চিত্ত সংশোধন করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু গৌরপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। ইনি পারমার্থিক স্বতন্ত্র। ইঁহার সৃষ্টি বা আরম্ভ নাই, অবতরণ বা প্রাকট্য আছে মাত্র। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবই জগতে ইঁহাকে প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহারাই যে [illegible] একমাত্র Editor বা সম্পাদক—অপরে নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পরমার্থ বস্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণকে Edit বা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। কারণ, কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবেরই সেব্য-বস্তু। সেইজন্যই বলিতেছি, এই পারমার্থিক পত্রিকাটি পরিচালনে সমর্থ—একমাত্র আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদ। তাঁহাদের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য আমরা তাঁহাদের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মশোধনে প্রয়াস পাই মাত্র। তাঁহাদের কথাবহনার্থ বা বাণীর অযোগ্য বাহক বা পিয়নরূপে সেই সদভিপ্রায়ের অনুপাতে আমাদের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-সেবার অধিকার। কিন্তু সেই স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া—ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পদধূলি হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া যদি আমরা সেবার নামে—প্রভুদের পরিবর্তে নিজস্বার্থ জ্ঞানে বা কর্ম্ম আমাদের বাসনা হই, সেবামুখে আত্মশোধনের পরিবর্তে যদি আমরা সেবার ফাঁকে জগতের মঙ্গল বা বাধা উদ্বোধন বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অপরাধফলে সেবাবিচ্যুতি বা সংসারই আমাদের প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইবে। যেখানে নিষ্কপট সেবার অভাব সেখানে [illegible] অবস্থানকারী। আর এইভাবে যেখানে, সেখানে একমাত্র পরিণামে বঞ্চনা, পূর্ব্বের প্রতি আকৃষ্ট পরিণামে অপূর্ব্বের প্রতি অশ্রদ্ধা আসিবেই।

এই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রধান কার্য্য ভক্তিমূলবৈষ্ণবদের গুণকীর্ত্তন করা, বৈষ্ণবগণের কথাই সর্ব্বদা প্রচার করা। একমাত্র আমাদের গুরু ও মহাজনগণের উপদেশ প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে, ইনি কেবল সদ্বস্তু পরমার্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আলোচনা করেন না বা করিবেন না। [illegible] কথা না [illegible] তাহার [illegible] কথা কীর্ত্তন করিতে [illegible] হইবেন না। [illegible] তাঁহার কথা [illegible]। [illegible] পরমার্থ ছাড়িয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও [illegible] করিতে পারেন না। তাঁহার অবসর নাই। এজন্য তিনি অন্যান্য সংবাদপত্র সর্ব্বদা আলোচনা করে। কিন্তু শ্রীনদীয়াপ্রকাশ হরিকথা, হরিতত্ত্ব, গুরুবাণী, গুরুতত্ত্ব ও গৌরবাণীর কীর্ত্তনে সতত ব্যস্ত থাকেন।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরহরির কথা প্রচারেই অকপটে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কার্য্য। তাঁহা ব্যতীত অন্য কোনও [illegible] আলোচনা [illegible] নাই। [illegible] মায়াময় মনবুদ্ধির কোন কথা নাই, আছে কেবল অকৃত্রিম, মঙ্গলপূর্ণ, নিত্য কথা—যাহা নিত্য শ্রেয়োপ্রদ, আত্মার শুদ্ধ চিন্ময়বৃত্তির উদ্বোধক। এই শ্রীনদীয়াপ্রকাশ উপদেশ প্রবণমুখে আমাদের [illegible] হইলেও উচিত কিন্তু আমাদের [illegible] জগতে একমাত্র কৃষ্ণসেবাপরায়ণগণই ইঁহার কথা বা সেবা করেন ইঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। জগতে এমন বন্ধু আর কে আছে যিনি প্রত্যহ বহির্ম্মুখ আমাদিগকে আমাদের প্রাণের ঠাকুর কথা কীর্ত্তন করিয়া অন্তরে আকৃষ্ট করেন—একমাত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ব্যতীত। সেইজন্যই বলিতেছি, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পরিত্রের বন্ধু, অসহায়ের সহায় ও আশ্রয়রক্ষক। তাই আজ আমরা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কিঞ্চিৎ সেবাপাত্রের আশায় তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।

এই শ্রীনদীয়াপ্রকাশে সৎ ও অসৎ এর সমন্বয়ের কোন কথা নাই। ইনি সত্যবান ও সত্যনিষ্ঠ। অসত্য ইঁহার নিকট হইতে কলঙ্কের কালি [illegible] দূরে সরিয়া অবস্থান করে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশে ইন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা—তোষামদ নাই বলিয়া অবুঝজনগণ আমরা অনেক সময় মনে করি যে, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ এত বড় গুরুকথাই বলেন, তাহাতে

শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত

[শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ সংকীর্ত্তন-সভা-মহামহোৎসবে বৈষ্ণব-স [illegible] 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-প্রদত্ত বক্তৃতা]

জয়তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে॥

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব, পরম পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রদ্ধেয় শ্রোতৃমণ্ডলি! আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণব" সম্বন্ধে বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'বঙ্গে সামাজিকতা' গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন [illegible] নূতন কোনও কথা দেখা যায় না, কিন্তু শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কোন নূতন বস্তুর কথা বলেন না, অবিদ্যাবস্তুর কথা লইয়া ব্যস্ত থাকেন না। তিনি অতি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন মহান বস্তুর কথা—একমাত্র শ্রীহরির কথাই কীর্ত্তন করেন। [illegible] সাংসারিক সংবাদপত্রসমূহ প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের মুখবিধান করে। তাহারা জড়বিষয়ের নূতন বিচিত্র কথা বলিতে পারে। তাহাতে দেহমনের কিছু সুখ বা পুষ্টির কথা থাকিতে পারে; [illegible] হরিকথা সেরূপ নয়। এ তো মনোরঞ্জন কথা নহে। ইহা [illegible] কৃষ্ণের মনোরঞ্জন বা আত্মার তুষ্টি, পুষ্টি বা উন্নতির কথা ছাড়া অন্য কথা নাই। [illegible] কথা জাগতিক সংবাদপত্রের ন্যায় আকাশে বিলীন হইয়া যায় না। এই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কথাগুলি চরম এবং সেই কথাগুলি কাণ করে চেতনের উপর—আত্মার উপর, আমাদিগকে লইয়া যায় [illegible] পথে—সকল ক্লেশ [illegible]। তাঁহাতে মায়াবাদের কোন কথা নাই, আছে কেবল অমন্দোদয়দয়ার নিত্য প্রস্রবণ—যাঁহার নাম হরিকথা, যাঁহার নাম চৈতন্যবাণী, গৌরবাণী বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, যিনি সনাতন। সেই হরিকথা বা বৈকুণ্ঠকথা কখনও পুরাতন হয় না। যতবার বলা যায় বা শুনা যায় ততই তাহাতে রসের উদয় হয়। সুতরাং আমরা যেন কোনও দিন এই গৌরকথা ছাড়া অন্য কোনও বাণী আদৌ গ্রহণ না করি বা হরি-কথাকে আমাদের স্বপ্নবিষয় বোধ কোন বস্তু-বিশেষ মনে না করি। ঐরূপ সংসার-সমুদ্রে একমাত্র কর্ণধার শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবাধিকার লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের কথা ও সমালোচনার আলোচনা করিয়াছেন। 'বাদ' শব্দটি 'সিদ্ধান্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ। যাহা তর্কের দ্বারা কিংবা প্রমাণ বলের দ্বারা খণ্ডিত হইবার যোগ্য তাহাই 'বাদ', আর যাহাকে কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থ খণ্ডন করিতে পারে না—যাহা নিত্যসিদ্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই 'সিদ্ধান্ত'। 'বাদ' অমীমাংসিত ব্যাপার—আর সিদ্ধান্ত নিত্য মীমাংসিত সত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিকে আধ্যক্ষিক-মতবাদিসম্প্রদায়ের ন্যায় কোনদিনই বাদের অন্তর্গত বিচার করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিনই "ভক্তিবাদ" এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন নাই। তিনি "ভক্তিসিদ্ধান্ত" এই শব্দ-ব্যতীত অন্য কোন শব্দই শুনিতে পারিতেন না। প্রায় ১৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলি, একবার শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা শুনিয়া আমাকে বলিলেন—অচিন্ত্যভেদাভেদ-"বাদ" না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-'সিদ্ধান্ত' বলাই ভাল। কারণ উহাই বেদ ও নিত্যপ্রতিষ্ঠিত ও নিত্যসিদ্ধ অপরিবর্ত্তনীয় একমাত্র সত্য ও মীমাংসা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নাম শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী। তাঁহার নাম ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী, তাঁহার 'রূপ' ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার গুণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার 'পরিকরবৈশিষ্ট্য' ভক্তিসিদ্ধান্ত, তাঁহার নিজজনগণকে চিনিবার একমাত্র কষ্টিপাথর তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে কতটা উন্নতি তাহা শুনিয়া, তাঁহার 'লীলা'—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার। এই যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির-প্রদর্শনী, ইহাদের মূল উদ্দেশ্য কেবল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আচার ও প্রচার। তিনি কতটা অদ্ভুত 'বর্ণ'-পরিচয়, বিদ্যা-সম্বন্ধে কতটা উচ্চতম উপাধিধারী, কতটা জাগতিক ঐশ্বর্য্য ও ব্যক্তিসম্পন্ন, তিনি ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, ইহা দেখিয়া তাঁহার কোন আত্মবঞ্চনাকারী মনোমুগ্ধকর দান তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হন নাই। অনেক অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে পারেন, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে অনেক বৃহস্পতি ও কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী থাকিতে পারেন, হিটলার, মুসোলিনী, ডি ভ্যালেরা প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক বা ভারতবর্ষীয় অনেক জননায়ক থাকিতে পারেন, কিন্তু সেইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যেও আমরা বেদান্তবাদ বা নানাপ্রকার অভক্তিমতবাদই দর্শন করি। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদে ভক্তিসিদ্ধান্ত তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-

ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত। ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পৃথক্ করিলে আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে পাই না। সেখানে আমাদের প্রভু 'বাদ' অর্থাৎ বিযুক্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসিদ্ধান্তবিযুক্ত প্রভুপাদ বা প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব—মায়া বা তাঁহার বঞ্চনা।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহে শ্রীমাধব, শ্রীধর প্রভৃতি আচার্য্যগণ অপেক্ষা শ্রীব্যাসের চরণ-বন্দন-প্রণামাদির অভিনয় কিছু কম করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব-প্রতিভা কোনটাই কম নহে। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও নিজদিগকে ব্যাসানুগ-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারাই তাঁহাদের সেই ব্যাসানুগত্যের অভিনয়, অনর্থ-বঞ্চনা সকলই যে মায়া-বাদ, তাহা প্রমাণিত হয়। পৃথিবীর চক্ষে যাঁহারা অসাধারণ অলৌকিক বা অদ্বিতীয় প্রতিভার ব্যক্তিত্ব বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত অস্ত্রের দ্বারা তাহা খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়াছেন। 'বঙ্গে সামাজিকতা' গ্রন্থ বা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন মনীষার সহিত সংলাপসমূহে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের যে-সকল মনোধর্ম বা মতবাদ নিরাস ও খণ্ডন করিয়া ঐকান্তিক বাস্তবসত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার একমাত্র সুদর্শন-অস্ত্র—ভক্তিসিদ্ধান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীগৌড়ীয়গণ কর্ত্তৃক নানা সংবাদ-পত্র প্রভৃতি মারফৎ জনসাধারণকে উহাদের যে একটি ভূমিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"যাহারা ভক্তি-সেবাবিমুখ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে ভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করে, তাহাদের সঙ্গ হইতে জীবকুলকে সেবোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চে লীলা প্রকটন। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ জনগণের সু-সঙ্গরূপ কুসিদ্ধান্তের হস্ত হইতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণই মুক্ত হইতে সমর্থ। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ জনগণ কুসিদ্ধান্তগণকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারে লোপকিত দর্শনে আবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা কোনকালেই অধোক্ষজসেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার পাইবেন না।"

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা যে সকল বাক্যের কথা উদ্ধৃত করিয়া ঐ প্রসঙ্গে জগতের সমস্ত পথের প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন, ঐ সকল মতবাদ পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন অধিক বা পৌনঃপুনিক সংখ্যক লোক বুঝিয়া লইয়াছে। যে চিজ্জড়সমন্বয়বাদকে একমাত্র গৌড়ীয়মঠ নিন্দা করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর প্রায় সকল লোকই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান বা শেষ কথা বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং 'এই মতবাদ প্রচারের দ্বারা বর্ত্তমান যুগ পাঁচশত বৎসর অগ্রগামী হইয়া পড়িয়াছে' এরূপ কথাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর শতকরা প্রায় শতজন লোকের এইরূপ বিচার বা মতবাদকে কে খুব জোরে ধাক্কা দিতে পারিয়াছেন? চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিরাট্‌-রূপকে কে ম্লান করিতে পারিয়াছেন? যিনি শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত অন্ধকারের বিনাশক—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, একমাত্র সেই শ্রীচৈতন্যশক্ত্যাবেশী শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি চিজ্জড়সমন্বয়বাদের অধিনায়কের ন্যায় বিশ্বপূজিত বলিয়া গৃহীত না হইতে পারেন, সাধারণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার নাম অধিক প্রকাশিত হইতে না পারে, কিন্তু একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারাই তিনি বিশ্ববৈষ্ণব-সভার পাত্ররাজ বা শ্রীসনাতন-রূপ রঘুনাথের অভিন্নবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

তাই শ্রীল প্রভুপাদের পরিচয়বৈশিষ্ট্য কোথায়, শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্ত স্বরূপ কে, তাঁহার স্বরূপ কে, ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতীর সংরক্ষক কে, যখন অনুসন্ধান করা যায়, তখন ভক্তিসিদ্ধান্তের কষ্টিপাথরেই তাহার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ প্রকাশিত হয়। একথা শ্রীল প্রভুপাদ কোটি কোটিবার বলিয়াছেন এবং গৌড়ীয় বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তি চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীল জগন্নাথের বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত আর কেহই সমগ্ররূপে বা সম্পূর্ণভাবে ধারণ করিতে পারেন নাই। বক্তৃতা-প্রতিভার হইয়া গায়ের জোরে বা দলাদলির দ্বারা অথবা কাণাটা-চাপাচাপিতে ভক্তিসিদ্ধান্তে অভিমান বা শ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচার করা যায় না। প্রতিযোগিতা ও অনুকরণমূলে গায়ের জোরে ও টাকার জোরে প্রাসাদাদিবহকে রূপানুগ বাস্তব বলিয়া প্রচার করিলেই তাহা ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দুই একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলি।

একবার দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের একজন লেখকপ্রবর ব্যক্তি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, ভক্তিসিদ্ধান্ত Intellectualism বা বুদ্ধির কসরৎবিশেষ। সেইরূপ প্রেরণা লইয়া সেই ব্যক্তি নদীয়া-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-রূপ লীলাকে কল্পনা-বলে ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। 'কৃষ্ণের [illegible] কৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে বিরাট্‌ [illegible] পর্ব্বত ধারণ করিয়া যখন ইন্দ্রের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, তখন গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলাটি নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা! নদীয়া-প্রকাশে ইহা মুদ্রিত হইয়া গেল। তখন শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট ছিলেন। সকলেই ন্যূনাধিক ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, কিন্তু কাহারও নিকট ঐ প্রবন্ধ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এক জনের দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই 'শ্রীমদ্ভাগবত', শ্রীল রঘুনাথের 'স্তবাবলী,' শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'মাধুর্য্য কাদম্বিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়া আমার নিকট এক পত্রে ঐ প্রবন্ধের সিদ্ধান্তবিরোধি-মতবাদ কিরূপে সংশোধিত করিতে হইবে, তাহা জানাইলেন। "গৌড়ীয়ে" লোক-মঙ্গলের জন্য দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের উক্ত লেখকের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধি মতটী সাধুসঙ্কেতে প্রকাশিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধ তত ধ্যান করিয়া দেখি নাই, কিন্তু বাসুদেবের দৃষ্টি সর্ব্বত্র আছে, সে কখনও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ সহ্য করিতে পারে না খুব ঠিক হইয়াছে।

আর একবার দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক অভিমানী অর্থাৎ কেবলমাত্র নাম-উপাধির show bottle স্বরূপ নাম-মাত্র সম্পাদক (প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের লেখক নহেন) একবার গৌড়ীয়ের প্রচ্ছদপটের একটী ব্লকের পরিকল্পনা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রাণপণ গবেষণা ও পরিকল্পনার পর বহু অর্থব্যয়ে 'গৌড়ীয়ের' দুইটী ইংরেজী ব্লক প্রস্তুত করিয়া গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা দেখিয়া বলিলেন—এরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ চিত্র 'গৌড়ীয়ে' কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারে না। বহুই অর্থ একত্র ব্যয়িত হইয়া থাকে হউক, কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না। তাহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্রাট্‌ শ্রীশ্রীরূপ-রূপ-রঘুনাথ ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর চরণে অপরাধ ও তাঁহাদের অসন্তোষ হইবে। ঐ ব্লক দুইটি এখনও অব্যবহৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। এ ব্লকটিতে 'গৌড়ীয়' শব্দের চিন্ময় 'গৌড়ীয়' শব্দের দুইপার্শ্বে শঙ্খ দুইকরে গৌড়ীয়কে স্তব করিতেছেন এইরূপ চিত্র ছিল। ইহা দেখিয়াই শ্রীল আচার্য্যদেব (শ্রীল বাসুদেব প্রভু) ঐ চিত্রের ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ভাব জানাইয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়' শব্দের অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণব, আবার শ্রীকৃষ্ণও বৈকুণ্ঠের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। কিন্তু এক বৈষ্ণবকে দিয়া আর এক বৈষ্ণবের বন্দনা করাইবার চিত্র প্রকাশ ও প্রচার—ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা। শ্রীমতী রাধারাণী মূল আশ্রয়-বিগ্রহ হইলেও তৎপাদপদ্মে কোন অর্ঘ্যই তুলসীদেবীকে অর্পণ করিতে পারেন না—ইহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তি-সিদ্ধান্ত হইতে শ্রবণ করিয়াছি। কোন ভক্ত-সেবক বৈষ্ণবকে যদি কেহ নিত্যপাদপদ্ম উপদেশন করাইয়া ঐরূপ আলেখ্য প্রচার করেন, তবে তদ্দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের আসনে আরোহণ করিবার পাপপন্থা হয়। বৈষ্ণবকে স্বীয় পাদযুগে সংবরণ করিয়া অপরে গৌরব-বোধ কখনও কোনরূপেই ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত নহে—ইহা শ্রীল প্রভুপাদও 'আলেখ্য'-প্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছিলেন; কিন্তু অসাধারণ অতুল-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীকে প্রতিষ্ঠা-যাঁহারা চিরবঞ্চনা করিয়া প্রভুপাদ আশ্রয়ণ-কারিগণকে চিরদিন ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী শ্রীল প্রভুপাদের অভিমন্যু অনুকারের আনুকূল্য করিবার জন্যই কেহ কেহ "গৌড়ীয়ে" ঐরূপ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার আগ্রহে ঐরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আলেখ্যাদি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপ-স্বরূপ আমরা তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তের মধ্যেই পাই। একথাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি চোরকে আরও অধিক চুরি করিবার সুযোগ দানের জন্য চোরের হস্তে বহুমূল্য দ্রব্য নিজেই তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা মহাপুরুষগণের একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল বংশীদাস প্রভৃতি অভিন্নবর্ত্তী পরমহংসশিরো-মণিগণের চরিত্রেও এইরূপ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর নিকট লোকে যে সকল ধন দিতেন, শাক বনাত উপরে দিতেন, তিনি ঐসকল অন্য চোর, দস্যু, ব্যভিচারী, প্রাকৃত সহজিয়াগণকে দয়া করেন—যাহাদের ধনাকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহাদিগকে মানুকপটশ্রীর তত্ত্ব হৃদয়ে রাখিয়াও নিষ্কপট ভক্তিভজনের উপদেশ দিতেন। একবার শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অনেক কিছু টাকা জমাইয়া তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গচ্ছিত রাখেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া দেন। অতঃপর একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সমস্ত টাকা চাহিয়া বসিলেন। সেদিন শ্রীমঠ বন্ধ। সকল কথা বলা হইলেও শ্রীগৌরকিশোর কিছুতেই তাহা শুনিলেন না বা মানিলেন না। অবশেষে শ্রীল প্রভু-[illegible]

[illegible] জাইবা)

শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর, শ্রীগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং ... সেবা আছে।
রক্ষক — শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী গোস্বামী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ ... শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী ... ও শ্রীগৌড়ীয় পত্র ... নিত্য পাঠ, কীর্ত্তন, ... প্রত্যহ ... প্রকাশিত হয়। ... প্রেরিত হইয়া থাকে।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক — শ্রীমৎ ... মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক — শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক — শ্রীব্রজমোহন ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
হুসেন সাহের ... কাজীর সমাধি। রক্ষক — শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) ... কুঞ্জ ...
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক — শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধাবল্লভের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরদাস পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাতরা (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রীপাদ ... বৈষ্ণবের স্থান
রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (... নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী...দাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া ...
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ ... (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী... ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
... পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২১) ... গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক — শ্রী... মল্লিক।

(২২) ... গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক — শ্রী... নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ
... পোঃ ... ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক — মহোপদেশক শ্রী... বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৫) ...-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ ..., (ঢাকা)
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী... ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক — শ্রী... দাসাধিকারী

(২৮) ...-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., কামরূপ (আসাম)
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
..., দার্জ্জিলিং
রক্ষক — শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ ..., জিঃ ..., ই, বি
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
...
পোঃ বাঁকিপুর, (পাটনা)
রক্ষক — শ্রী... প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
... রোড, গয়া
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
... কাশী, বেনারস সিটি
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক — শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রীভক্তি... আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ... কুঞ্জ
পোঃ ... (মথুরা
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়...
রক্ষক — ... শ্রী...

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) ... বিহারী মঠ
..., মথুরা।
রক্ষক — শ্রী... প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) ... গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ ..., মথুরা

(৪৬) কাম্য গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ কাম্য, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — ...,
পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ...গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রী...গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
... রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ...
বিল্ডিং বোম্বে
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী... সেবা —
রক্ষক — মহোপদেশক শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) ... গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., ... গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী...-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রী...গোবিন্দ বিদ্যা...

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক — শ্রী... দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সীতাকুটী
রক্ষক — শ্রী...কিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রি-দণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
..., পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক — শ্রী... দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক — শ্রী... মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমথি, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ... (...)
রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) ... প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ ... (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী... দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ..., (মানভূম)
রক্ষক — শ্রী...নাথ ... অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম
১৮০/৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তি... গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ... রোড
... লণ্ডন, ইং ৫
রক্ষক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তি... গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক — শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯২৮

ডাক্তারখানার দর

দেশী নিম ডাক্তার—

	গাঁট দর
বালাম	৮৸০
রাজা চাল	৪৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৸০
ধানকুলী	৫৷০
বাদশা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এগারো কোম্পানি	
নিম বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
ধানকুলী আতপ	৪৷০-৪৷৵
ঐ বাবাজি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷৵০
চিনুর ১০০০ নং	১০/০
খেজোরা দানা	৯৷০
নেপুর দানা	৮৷০—৯৵০
নেপুর লাল	৭৸/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

ক্যানের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৭৷০

পাটের দর

নারায়ণগঞ্জ—	৪০৸০
মধুর—	৪০৸০
ভেজন—	৪১৷০
ডোর বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

গমের ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
পাঁউরুটির ঐ	৬৲—৬৵
উৎকৃষ্ট ঐ	৫৸/০—৫৸০
আটা	৬৲—৬৵০
বাটী (কি)	৫৸০—৫৸৵০
বাটী নং (২	৫/০—৫৷/০
বাটী (এল)	৫৲—৫৷০
বাটী (কে)	৪৸০—৪৸৵০
বাটী নং (৩)	৩৷০—৩৸৵০
শাদাউ	১১৸০—১৯০
যব	১৮/০—১৯৵০

গুড়ের দর

দলুয়া	৫৭৲
মনীষা	৫৭৲
মেঘেবরী	৫০৲
মাণী	৪৫৲
খাড়িমাস	৬৬৷০

ভাত	১৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাবনা	৪১৸০
২৬ সের—	১৭৸০
গ্যাস মোটা ২৪—৩০ সের	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— ২৪ গজ ওজন

সোনার কড়ি ' করেই বা বীম।

মার্কা	৮৸/০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড করেই বীম সব সাইজ	৯৷/
ঐ ইংলিশ করেই (বীম।	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৸/০

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট

২৪ গেজ—	১৫৸/০
২৬ গেজ—	১৪৵০
২৮ গেজ—	১৩৷/০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	১৵৫—৸৵০
বাখার বেরা কাটা তার (বার্ব্ড)	১০৷০
মোটা কাটি বা ডিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
গাড়ী কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	৬৸০—৭৲ হন্দর
গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু নাটারে	৮৸০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৮৸০—১০৷০
নৃঃ ইস্পাত আসল ২৫৻০	মদন ২৩৷০

চটকলের হালদার ৫৵০, গাঁটের হা .পা ৩৷০

কুলার হালদার ৪৷০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

পাবের সোনার কাইন	৫৪৲
সিঙ্গুর ও আবের ওয়ারড	৪০৲
কাঁচি পুরনির কাইন	৪৩৲
হাওর্দ দাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫২৲

বেলেঘাটি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রায় মণ
গাছরা দাম	৮৷০
সুপারী মেনী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
খুচি পরিবর্তন	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা মুক্ত পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ বনমালী ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর—গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৯৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মহৌষধের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্দ্ধমান-জাপ্‌টা, দামদ্দি এবং অন্যান্য পালাজ্বরা জ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার জোলাপ একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ৮টা চামচের ১ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ১০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, দুধ ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর সিটি, (বেঙ্গল)

৭২ ২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, বেঙ্গল।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ চরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-রক্তহীনতা জীর্ণ শীর্ণতা প্রভৃতি পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই এত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। অতএব প্লীহা যকৃত আমাশয় এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের অমৃতের সমান ফল কি না। ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবাচার্য্যের অপ্রকট জীবনচরিত এতাবৎকাল প্রচারাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীমদ্ গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্গের অন্যতম প্রবীণ সম্পাদক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে ঠাকুরের এক মূল্যবান চিত্রখানাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ক্রাউন ১৬ পেজীর ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের।
প্রতিবারের প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১২৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গৌরবময়লেখা এবং পণ্ডিতের লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলারহস্যের মধ্যে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীবিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

।—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—মায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

Regd No C 1841

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা মাঘ, ১৩৪৪, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৮, সোমবার [সংখ্যা ২৬৮]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

ময়দানের খেলায় এক লক্ষ টাকার টিকেট বিক্রয়

গত বুধবার মোহনবাগান কোম্পানী, ডিলবার্ণ কোম্পানী ও ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর প্রায় ১২।১৩ হাজার যাত্রী লইয়া ময়দানে খেলার মাঠে গিয়াছে। বুধবার দিনে কেবল ডিলবার্ণ কোম্পানীর একখানা জাহাজ সহযাত্রীর যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই উপলক্ষে শুধু মোহনবাগান কোম্পানী বুধবার ৩।৪ হাজার টাকার টিকেট বিক্রয় করিয়াছে। এই খেলা উপলক্ষে রেলওয়ে এবং বিভিন্ন ট্রাম কোম্পানী অনেক হইতে সোয়া লক্ষ টাকার টিকেট বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

———

ছাত্রদের জন্য সস্তা ভাড়ার অনুরোধ

বহু ছাত্রের অনুরোধক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ট্রাম কোম্পানী ও বাস সিণ্ডিকেটের নিকট জানাইয়াছিলেন, ছাত্রদিগকে যেন কম ভাড়ায় চড়িতে দেওয়া হয়।

প্রকাশ, ট্রাম কোম্পানী লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা ভাড়া যথাসম্ভব কমাইয়াছেন, এবং মাসিক টিকেটের ব্যবস্থা করিয়াও যাত্রীদিগকে সুবিধা দিয়াছেন। সুতরাং ছাত্রদিগকে আর অতিরিক্ত সুবিধা দিতে পারিবেন না।

বাস সিণ্ডিকেট লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা ছাত্রদের দাবী সর্ব্বদাই বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন এবং নানা উপলক্ষে ছাত্রদিগকে কম ভাড়ায় বাসে চড়িতে দিয়া থাকেন।

ট্রাম কোম্পানী ও বাস সিণ্ডিকেটের উত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।

চীন সাহায্য ভাণ্ডারে দান

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির চীন সাহায্য ভাণ্ডারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একশত টাকা, মিঃ আর, এস, পণ্ডিত একশত টাকা, কলিকাতার মিঃ যে. গোল্ড এক শত টাকা ও স্বাব প্রভাকর শাস্ত্রী ১২১ টাকা দান করিয়াছেন। চীন দিবসে এলাহাবাদে ৩১০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

— —

কলিকাতা সাহিত্য সমিতি

অনেক কারণে যৌথ উৎসব বিলম্বে হওয়ায় গত বুধবার কলিকাতা সাহিত্য সমিতির ৬২তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন।

রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র দে ও রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় কলিকাতা সাহিত্য সমিতির কার্য্যকলাপের কথা আলোচনা করেন, এই প্রসঙ্গে তাঁহারা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুত জানকীনাথ দেব কর্মনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুত জানকীনাথ যে সমিতির জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

———

ভারতে চীন দিবস পালনে চীনের কল্যাণ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাপন

চীনের এবং চীনাদের প্রতি সহানুভূতি জানানের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র চীন-দিবস (গত ৯ই জানুয়ারী) প্রতিপালনের ব্যবস্থা করায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে কলিকাতার চীনা কন্সাল জেনারেল নিজের ও ভারতপ্রবাসী চীনাদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তার প্রেরণ করিয়াছেন।

ট্রাম-মোটর সংঘর্ষ

বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে হ্যারিসন রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ের নিকট হ্যারিসন রোডের উপর পার্ক সার্কাসগামী একখানি ট্রামের সহিত কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ এ, কে, এ জামান এম, এল, এর মোটরের সহিত সংঘর্ষ হয়। ফলে মিঃ জামান আহত হন। তাঁহার চালকেরও মাথায় আঘাত পায়। স্থানীয় ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন।

———

অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর নূতন সিদ্ধান্ত

অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্টকে স্পেনের বৈধ গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

ঐ মর্ম্মে ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ত্রি-শক্তি সম্মেলনের পর একটী যুক্ত ইস্তাহার বাহির করিয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে,—অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ইটালীর জাপানের সহিত বন্ধুত্বের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে; কারণ শান্তি অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে উহা এক নূতন এবং প্রধান ব্যবস্থা। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী কমিউনিজমের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধতা পুনরায় ব্যক্ত করিতেছে এবং কমিউনিজমবিরোধী ইটালী জার্ম্মাণী চুক্তিকে সাদরে বরণ করিতেছে এবং এই সঙ্গে ঘোষণা করিতেছে যে, তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব দেশে সমস্ত শক্তি প্রয়োগে কমিউনিষ্ট প্রচারকার্য্য দমন করিবে। ইটালীর রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ত্যাগের কারণ ও সঙ্গত কারণ উপলব্ধি করিয়া অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী বলিতেছে যে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পক্ষে একটা বিশেষ মতবাদসম্পন্ন দলে পরিণত হওয়া চলে না এবং হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থায় অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আরও বিবেচনা করিয়া দেখিবার অধিকার রাখিয়া দিতেছে।

— — —

ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি

সালানাঙ্ক হইতে প্রকাশিত বিদ্রোহী পক্ষের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইটালী, জার্ম্মাণী, পর্ত্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের সহিত ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এখন নরওয়ে ও সুইডেনের সহিত আলোচনা চলিতেছে।

— ·

আমেরিকার নৌশক্তি বৃদ্ধি

প্রতিনিধি সভার "নেভাল কমিটির" সভাপতি কার্ল ভিনসন ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি নূতন বিল আনা হইবে; এই বিলে এক বৃহৎ নৌ নির্মাণ পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

কার্ল ভিনসন বলেন যে, বিল রচনা শেষ হইয়াছে; প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট নৌ-নির্মাণের প্রোগ্রামের পরিচয় দিয়া কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করিলে উক্ত বিল কংগ্রেসে পেশ করা হইবে।

কমিটির সদস্যগণ বলেন যে, লণ্ডন চুক্তিতে যে টনেজের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এই পরিকল্পনায় তাহার শতকরা ২০ টন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। একজন সদস্য বলেন যে, প্রথমেই ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ২০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ
২। ঠাকুর বৃন্দাবন বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৬৲
কাগজ-বাঁধা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। ব্রহ্মসূত্রা (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রবন্ধ আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় গল্পসুধা ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিতম্ গৌরগোবিন্দ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নামাপরাধ ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। স্তবকল্প ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রমেয়রত্না
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরহরেরাদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। বৈষ্ণবাবলী বা মায়াবাদিশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড অ্যাডভাণ্সড্ ডিক্টোমি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (তদুর্দ্ধ খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

গৌড়ীয় সাময়িক পত্র

১। THE HARMONIST— ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - ত্রিদণ্ডিপাদ একত্রে পাক্ষিক পত্রিকা। দৈনিক শ্রীমায়াপুর-চৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২০।

৪। পরমার্থী -প্রভুপাদ বাসুদেব মহোপদেশক সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গ্রন্থিত করা হইয়াছে।

———:০:———

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্ত-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত স্চীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৩৲ টাকা।

১২শ বর্ষ ১ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১, ৩রা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, সোমবার } ২৯৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::)•(::——

বেরিলিতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া, বারাণসী, প্রয়াগক্ষেত্র, শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া গত ৮ই জানুয়ারী শনিবার বেরিলিতে উপস্থিত হন। গত ১০।১।৩৮ তারিখে শিবপ্রাণ পণ্ডিত চতুর্ব্বেদী (জিলার অধিকারী) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ তাঁহার ভবনে ছায়াচিত্র সহযোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' চিত্রপট বক্তৃতা-মুখে প্রদর্শন করেন। ব্যাখ্যামুখে শ্রীশ্রী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য আচারাদি, অদ্ভুতময় জীবনী ও অনন্যতুল্য প্রচার দিগ্দর্শন প্রদানমুখে [illegible] বহু কীর্ত্তন করেন এবং বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের অনন্ত গুণাবলী এবং তাঁহার আশ্রিত নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-শিষ্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও বহুসংখ্যক ব্রহ্মচারী শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত নিখিল জীবের একমাত্র অনুশীলনীয় আত্মধর্ম্ম—প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা স্ফুটরূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বের অবস্থা, শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহার আবির্ভাব, শ্রীমহাপ্রভুই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট, অন্য ভগবানের আবির্ভাবের কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, একই চিচ্ছক্তি প্রভেদে সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী; চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিৎ অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপশক্তির আশ্রয়-স্বরূপিণী প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী আরও বলেন—ভক্তিই ভগবানের নিকট ভক্তকে লইয়া যায়, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তবশ্য প্রভৃতি। তিনি যশোদার স্তন্য [illegible] বাৎসল্যরসে যেরূপ ও [illegible] যেরূপ পার্ষদ প্রভৃতি বিষয় সজ্জনগণের নিকট বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। বহু গণ্যমান্য সজ্জন স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

———

দিল্লীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ দিল্লী গৌড়ীয়মঠে পাঠমুখে অবতারসম্বন্ধে বলেন—

আমাদের ইচ্ছাপূর্ত্তি ও সমাজ, বুদ্ধি, মন প্রভৃতির মধ্যে ব্যবধান আছে। আবার যোগে অন্য সম্বন্ধ রক্ষা বাধা দেয়। অসম্বন্ধের উদ্দেশ্য কেহ বাধা দিতে পারে না। ভগবানের প্রতিবন্ধী কোথায়? অতএব তাঁহার যোগে বাধার ব্যবধান নাই। সেই স্বরাট্ স্বেচ্ছাময় মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাক্রমে লীলায় অবতীর্ণ হন। ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাপূরণের জন্য ভিন্ন-কালে ভিন্ন দেশে অবতীর্ণ ভগবানই অবতার। কিন্তু একজন অবতারী আছেন। স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, তদেকাত্মরূপ, বৈভব, প্রাভব, প্রকাশ, বিলাস, পুরুষাবতার, লীলাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার প্রভৃতি লীলা, পরিকর, অধিষ্ঠানাদি প্রভেদের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু সকলেই অভিন্ন-বস্তু ও এক। একই বস্তুকে নানা ভাবে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি লীলা ও শক্ত্যাবেশ-অবতারাদি। মীন-কূর্ম্মাদি লীলাতে 'এটা ভগবানের অনিবার্য্য বস্তুর অনেক বিবেচনা [illegible] হিন্দুদের বহ্বীশ্বরবাদী বলিতে প্রস্তুত। তাহারা তত্ত্ববিচার জানে না, বুঝে না। কিন্তু সত্য বিচার এই—জীবস্বরূপে সেবাবৃত্তি রহিয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অন্যসেবারূপে দেখিতেছি। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার সেবাবৃত্তি আছে। তদ্দ্বারা তাহারা ভগবদ্ভজন করে।

ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন সেবাধিকার। সকলে সকলের সেবক নয়। তাই জীব ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য স্বরূপের সেবক। ভগবানের রূপাদির যোগ্য মূর্ত্তিধারী। প্রত্যেক জীবরূপে রস আছে। বৈকুণ্ঠগতে সকলে শুদ্ধভাবে 'বলে' [illegible] দেবের সেবায় নিযুক্ত। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি পঞ্চ মৌল রস আছে। অন্য [illegible] তাহাতে আলোচনা আছে। উহাও শুদ্ধভাবে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। এই গৌণমুখ্যযোগে রস দ্বাদশ প্রকার বা অনন্ত প্রকার। এই অনন্ত প্রকারে ভগবান্ সকল ভাবের ভোক্তা।

দাস্যে প্রভু চাই, দাসো সেবা চাই, সখ্যে সুহৃদ, বাৎসল্যে পুত্র, মধুরে প্রিয়তম আবশ্যক। এইরূপ অনন্ত জীবের সেবা-বৃত্তির সেব্য প্রভু চাই। এইজন্য ভগবানের বহুরূপে অবতার; সুতরাং তাহা ভগবত্তার কর্ম্মকাণ্ড নহে। জীবের নিত্য কারণ্য, করুণার সেবারূপে ভগবানের অবতার। উহা জীবদের সেবাবৃত্তির ক্রমশঃ উৎকর্ষের জন্য সেবার উপযোগী আসন গ্রহণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবতারবাদিগণের এই গূঢ় উপলব্ধি করিতে না পেরে তাহাদিগকে বহ্বীশ্বরবাদী ব'লে ভ্রান্ত হ'য়েছেন। এ বিচার তাঁ'দের আধ্যক্ষিক বিচার। তাহারা জানে না, কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—স্রষ্টা। কৃষ্ণই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই নীল, এই বিচার। সকলগণ যাহা কীর্ত্তন ক'রে সে রূপের বর্ণে গুণনীয়। [illegible] অনেক বিষ্ণু দেখিতে পেয়েছেন। [illegible] ঐ দেশে বিদ্যমান। [illegible] সকলে বৈষ্ণব। তাঁ'রা সকলেই ভাগবত ভগবানের সেবক। [illegible] এ [illegible] হ'ন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শুদ্ধ কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজ্ঞাপন

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩শ খণ্ড [illegible] শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর গৌরাব্দ ৪৩৯

সজ্জন সেবা

(শ্রীবৃন্দাবন [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্মেলনে [illegible] গোস্বামী ঠাকুর)

শ্রীমান্ন শ্রীরূপ প্রভু বলিয়াছেন,—

ত্বং পদ্মপত্রনয়নঃ [illegible] নিত্য[illegible]।
[illegible] 'স্বরূপ' [illegible]॥

অর্থাৎ যিনি অনাত্ম দেহ-মনের অতীত অপ্রাকৃত সেবা নিরত থাকেন, তদ্বস্ত ও উদ্দীপনে উদ্ভাসিত হয়েন, যিনি বৈকুণ্ঠ বস্তুতে অধিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে জীব এবং বস্তুর অপ্রাপ্তি ক্ষুদ্র হয়েন, সেই বিষ্ণু ও সম্পত্তির জীবই মুনি পদবাচ্য। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসাদি ক্রম দ্বারা সুদৃঢ় জীবনে নানা প্রকার ত্যাগ, তপ ও যোগাদির দ্বারা, তদ্বস্তুর জন্য আবশ্যকীয় চেষ্টা তদনুগত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকেন। এই আবিষ্ট অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় জীব যখন গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক বনে গমন করেন, তখন তাঁহাকে বানপ্রস্থ বনচারী মুনি বলে। যে পরিব্রাজক গৃহস্থ জগতের অন্য দর্শন ত্যাগে [illegible] এবং প্রাপ্ত বস্তু ভক্তের অনিত্যতা উপলব্ধি করত হরিসেবোন্মুখ হইয়া গমন করেন তাঁহার এই মুনিবৃত্তি। মুনিবৃত্তিবিশিষ্ট জনই মৌনী।

সর্বদা পরিচর্যাবিশিষ্ট জীব অসজ্জন অর্থাৎ দেহ ও মনের পরিচয়ে কেবলমাত্র পরিচিত জীব অসৎ, যেহেতু দেহ ও মন পরিবর্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর উপাধিমাত্র। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহ সৎশব্দবাচ্য নহেন। এই জন্যই সৎসম্প্রদায়ের আচার্যবর শ্রীরামানুজ স্বামী নিজ সম্প্রদায়কে সৎসম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন। মায়াবাদী বা কর্মফলভোগী অসজ্জন বাচ্য, যেহেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিতে আবদ্ধ। বৈষ্ণব বিধি বন্ধনের অনুবর্তী হইয়া কৃষ্ণসেবা-তৎপর বলিয়া একমাত্র সজ্জন-শব্দবাচ্য।

সজ্জন বাহ্য জগতের বিক্ষোভ সমূহ হইতে সুদূরে অবস্থান পূর্বক ভগবৎসেবা-নিরত। বহু জনের উচ্চ ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের

প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন না। তিনি নিজের উদ্দেশ্যে বা প্ররোচিত হইয়া যাহা উপদেশ দ্বারা অপরকে তোষণ বিধান করেন না। তাঁহাদের উচ্চ শব্দসমূহ তাঁহার মৌনভঙ্গ করে না। প্রকৃত উদ্দেশ্য নিবৃত্তি সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু অনেক সময় বৃথা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার মৌন ভঙ্গ হইতে পারে না। অন্যের বাগ্দণ্ডে সজ্জনকে কখনই উত্তেজিত করিয়া কপট মৌনী করে না। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সমস্ত প্রবৃত্তির কথা আছে তিনি সে সকলেও। কথা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী মৌনীদের আদর্শ—

কেবল চরিত্র, [illegible] পবিত্র
সেই নিজে কি না করি।
[illegible] না [illegible]
[illegible] মৌন ধরি॥

সজ্জন প্রজল্পী নহেন। যে সকল কথা ও সেবা তাৎপর্য বিশিষ্ট নহে, তাহা বাক্য মাত্র প্রজল্প। জগদ্গুরু সেবাপরায়ণ সুতরাং বাহ্য ব্যবহার কথায় তিনি মৌন। উত্তরাদের আকর্ষণ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করায় না। আত্মারাম মুনিগণ ভক্তির প্রতিমূর্তি হইয়া ভগবানের নিকট [illegible] থাকেন। শুক পুত্রগণের ভক্তাকর্ষণে খোলসা নাই। তাঁহারা ভক্ত আত্মনিবেদনের মুখে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত বাক্যে হরিসেবা করেন। সজ্জন হরিসেবা ব্যতীত অন্য বস্তুর সেবায় তোষামোদ আবাহন করেন না। তাঁহার মৌনব্রত বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তির আলোচনা ব্যতীত অন্য কোনও অনুকূল আলোচনা তাঁহার উপর প্রভাব নহে। সজ্জন মৌন ধর্ম [illegible] মৌনী বাক্য [illegible] হরিসেবার অনুকূলভাবে নিযুক্ত করেন। হরিকথা কীর্তন করতে সেই সজ্জনের মুনিধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় না, পরন্তু মুনির হরিসেবা-প্রবৃত্তি না থাকলে তিনি নিজের মৌনব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। সকল গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরেই আশ্রিত; অবৈষ্ণবে তাৎকালিক গুণ দেখা গেলেও সেই গুণগুলি স্থায়ী নহে। অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা ছাড়িয়া অন্যরূপে নিজ অবস্থান সম্ভবপর নহে। যেখানে গুণকৃষ্ণ নিষ্ঠ, সেখানে অবৈষ্ণব ভাব সম্ভাবনা নাই এবং যে স্থলে হরি-সেবার অভাব তথায় গুণসকলের পরিণাম অবস্থায়ী। সজ্জনের গুণ ও মৌনী সজ্জন—এই দুইটি বিষয়ই, বহু সজ্জন ও তাৎকালিক গুণের কাপট্য অভিজ্ঞান একতাৎপর্য বিশিষ্ট নহে। সজ্জনই প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যকাল মৌনীব্রত আছে।

নিরহ-সভায় বক্তৃতা

'শ্রীল প্রভুপাদ ও বঙ্গোদ্ধারের, ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ'

[বক্তা—কুন্দপুরী মহারাজ শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী দাস এম্-এ, বি এল।

কাল—২৩শে ডিসেম্বর, বুধবার অপরাহ্ণ।

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের নিরহসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

আমি আমার প্রভুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎ করতেছি। এই মহতী বৈষ্ণব-সভায় পরমার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তি কিছুই বলিতে পারে না। তবে একটি কথা ভাবিতেছিলাম—"Thy will be done"—অর্থাৎ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার পক্ষে গুরুবৈষ্ণবদিগের আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। আজ এই সভায় আমাকে একটী school boy এর অবস্থায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। School boy তাঁহার পাঠ প্রস্তুত না করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে যে দশা হয়, আমার সেই দশা হইয়াছে। আমি আপনাদের পরমার্থ-বিদ্যালয়ে কোন পাঠই শিখি নাই। তবে মনে করি, আমি আপনাদের গৌড়ীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া কালই থাকিব। জগতে যে যত বড়ই বিদ্বান্ ও পণ্ডিত হউক না কেন, পরমার্থ-শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কাছে আসিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, তাহাদের কিছুই শিক্ষা হয় নাই।

যখন গৌড়ীয়মঠের প্রথম প্রচার হয়, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম গৌড়ীয়মঠে কতকগুলি মূর্খ অলস বাঙ্গালী সাধুবেশ ধারী বৈরাগীদের ও [illegible] আড্ডা বসাইতেছে। যদি পাশ্চাত্য দেশে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে গৌড়ীয় মঠের কথায় বিশ্ব-বৈষ্ণবী ইজ্জত বৃদ্ধি হইলেই গৌড়ীয়মঠের প্রশংসা শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত [illegible] হইবে। যখন আমরা পত্রিকা পড়িয়া জানিতে পারিলাম—গৌড়ীয়মঠের প্রচার ইংলণ্ডে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রভাবিত হইলাম। বর্তমান সময়ে অনেকেই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। ইংরাজেরা শুধু আমাদের দেশকে জয় করে নাই, তাহারা আমাদের মনকেও জয় করিয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল—যখন গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া বিদেশীয় দুই একজন প্রচারক দেশে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিবেন তখন এদেশের লোকের মধ্যে যাহারা এখনও শিক্ষা-গৌরবে বাহাদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আদর জন্মে নাই, তাহারাও মনোযোগপূর্বক কথা শুনিবে। সচরাচর দেখা যায় যখন কোন শিশু রোগে বা অজ্ঞতাবশতঃ কোন পথ্য বা আহার গ্রহণ করিতে চায়

না, তখন বুদ্ধিমতী মাতা তাঁহার শিশুকে প্রথমে খাওয়াইয়া পরে 'খোকা' দিতেও অনুকরণ করাইয়া থাকেন, সেই প্রকার কোনও যোগ্য ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলে—তাহা অনুকরণ করিয়া এবং সেই যৌবন দ্বারা অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিকেও বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট করা শ্রীল প্রভুপাদের একটি কৌশল ছিল। আমরা ইহাও ভাবিয়া থাকি। কারণ অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই—যেহেতু ভিন্ন কিছু নয়। তাহাদের কার্যের যোগাযোগ পরিষ্কার পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা বর্তমানকালে বিজ্ঞান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং জড় আবিষ্কারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

আমরা যে প্রকার প্রাদেশিক বিচারে আবদ্ধ, প্রভুপাদ সে প্রকার ছিলেন না। তাঁহার নিকট East and West এর কোন question ছিল না। তিনি মানুষের বাহিরের বিচার করেন নাই। তিনি প্রত্যেক মানুষ ও জীবের মধ্যে ভগবৎ ভাব দর্শন করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্যবাসীদিগকে সাধারণের সহিত সমভাবে দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশবাসীর মধ্যে জার্মানদেশবাসিগণ খুব সরল, সত্যপ্রিয় ও সহজবুদ্ধি; তাঁহারা যদি একবার সত্যবস্তুটী বুঝিতে পারেন, তবে তাহা কখনও ছাড়িবেন না। পাশ্চাত্যদেশবাসীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সকল জিনিষ জানিতে চায়। তাহারা এখনও inductive প্রণালীর দ্বারা সত্যকে আবিষ্কার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র deductive উপায় দ্বারাই transcendental বস্তু জানা যায় তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই উহা গ্রহণ করিবেন। বর্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু যে পন্থা ও যে মঠের সহিত কথাবার্তা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে, পাশ্চাত্যে মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার হইবে এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে নিশ্চয়ই। তত্ত্বের বিচারে যে প্রকৃত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা প্রকাশ, সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর যে levelএ East ও West এর মিলনের কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই পরস্পর মিলন সম্ভব। আমাদের দেশের যে levelএর কথায় অর্থাৎ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথায় প্রাচ্য ও দূরের পরস্পর মিলন সম্ভব হইয়াছে, সেই মনের কথা দ্বারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হইবে। ইংলণ্ডে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে সেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

অধোক্ষজসেবায় যুক্ত হইয়া আমরা জড়ীয় জগতের জন্য [illegible]

সমস্তকে কী [illegible] হইতেও সমস্ত

কৃষি, স্বদেশের সেবার জন্য পুনঃ পুনঃ এই দেশে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, গীতা পাঠ করিয়া দেশীয় লোকের দেহের অভাব দূর করিবার যথাশক্তি চেষ্টাকে বরণ করিয়া গীতার কর্মবাদ গ্রহণ করি। এই আমরা যতই স্বদেশসেবা করি না কেন, তাহাতে দেশের কোন অভাবই মিটাইতে পারি না। বর্ত্তমানের সুশিক্ষিত জনমেরা, অনেকেই পণ্ডিত জনগণের প্রার্থনা—সকলের অভাব দূর হউক। যে কোন প্রকারেই হউক, সকলের দুবেলা অন্নের সংস্থান করিতে হইবে। আর যদি একমাত্র খাওয়াই কি আমাদের অভাব? কেবল উহাদের সংস্থান হইলেই সকল প্রকার দুঃখদৈন্য ও মানসিক অভাব কি ঘুচিয়া যাইবে? দেশের সকল লোক যদি বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করে, সেই অভিজাত চাল চলন অবলম্বন করে, সকলেই মোটর-গাড়ী চড়িতে পায়, তবে কি আমাদের সকল অভাব দূর হইয়া আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব? আমাদের দেশে Canada ও Australiaর মত constitution ও dominion status হইলেই কি আমাদের সব দিকে সুখ হইবে? কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের এবং জার্ম্মাণ সম্রাট কেন রাজ্য ত্যাগ করিলেন? তাঁহার কি খাওয়া পরার অভাব ছিল? বর্ত্তমান সভ্যতা এবং সম্পদ লাভ করিয়া উন্নত অবস্থায়ও ত' সুখী হইতে পারে নাই। যদি সুখীই হইত তাহা হইলে তাহাকে প্রাণ দিবার সময় দুঃখ করিতে হইত না। তাই দেখিতেছি, জড়জগতে উন্নতি হইলে আমাদের সকল অভাব দূর হইবে না। শুধু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও স্বত্ব হইলেও আমাদের সুখ হইবে না। যে পর্য্যন্ত না আমরা শ্রীল প্রভুপাদের চরণ আশ্রয় করিয়া প্রকৃত পথ অবলম্বন করিব সে পর্য্যন্ত আমাদের কখনও প্রকৃত শান্তি হইবে না। আবার দেহেও যে প্রকার 'দুঃখ' আছে, মনেও সেইরূপ। আজ এই দেশে জন্মলাভ করিয়া এই দেশের সুবিধার কথা চিন্তা করি, আগামীতে হয় ত' ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপরীত চিন্তাধারা লাভ করিব। আবার অন্যান্যেও আমার নিন্দিত এবং বৈকুণ্ঠ গোলোক আমাদের নিত্য স্থান। এই জগতের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হয় তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতা ও দুর্দ্দৈবমাত্র। সেই বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইলে জড়দেশপ্রেমিকতা যে কত নিরর্থক তাহা বোধ হইবে, তাহার narrowness and hollowness উপলব্ধি হইবে।

স্বদেশ কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত তারাকুমার চক্রবর্ত্তী স্বদেশের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। স্বদেশের জন্য বহু কার্য্য করিয়াও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয় নাই। প্রভুপাদের নিকট প্রকৃত স্বদেশ ও স্বদেশ-প্রেমিকতার কথা শুনিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সেজন্যই Albert Hallএ বক্তৃতায় উচ্চ কণ্ঠে গৌড়ীয়মঠের জয়গান করিয়াছিলেন এবং প্রভুপাদের পাদপদ্মে বহু আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

কৃষিশিল্প ও বিজ্ঞান দ্বারা জড়জগতের কিছু কিছু অভাব দূর হয় বটে। যেমন জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে তৈলের প্রদীপ অপেক্ষা বৈদ্যুতিক আলো আমাদিগকে অধিকতর সুবিধা প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমানে জড় যান বাহনে প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু মানুষ তাহার অন্তরের অভাব দূর করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছে তাহাতে আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া যাইতেছে এবং কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নানা নূতন তথ্য আবিষ্কার, মারাত্মক হইতেও অধিকতর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য জার্ম্মাণ-দেশীয় রাজসরকার হইতে বৈজ্ঞানিকগণকে (Research Scholar) বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি—লোকের তথাকথিত সুবিধা বা প্রয়োজনের কোন চেষ্টা দ্বারাই পৃথিবীর লোকের অভাব দূর হইতে পারিবে না। আমরা দেখিতে পাই—কত 'নব নব' সাধনার জন্য নানাপ্রকার যোগ্যতা পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। বৈজ্ঞানিকদিগের কতই না অসাধারণ চেষ্টা। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের কোন কিছুতেই আমাদের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারিতেছে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যদি হরিসেবায় নিযুক্ত হয় তবেই তাহাদের সার্থকতা আছে। বিজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিব বলিয়া যদি বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত তাহা হইলে তাহাদের সকল পরিশ্রমই সার্থক হইত। ভগবৎসেবার জন্য যাহা করা যাইবে তাহাতেই জীবের বৈকুণ্ঠ গমন হইবে, নতুবা নিজের জন্য কার্য্য করিতে গেলে কোন সুবিধা হইবে না। এই বিশ্ব জীবের ভোগের বস্তু নয়। জগৎ ভগবানের সেবার বস্তু। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

তোমার কনক   ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

মায়াপুরে যে সুন্দর চাষ আবাদ ও কৃষি চলিতেছে তাহা সার্থক—চাষী ধন্য। তাহার পরিশ্রম সার্থক, উৎপন্ন ফসল সার্থক; কারণ, সমস্তই হরিসেবার উপাদান। আর এই চাষের উৎপন্ন অর্থ দ্বারা যদি আমাদের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া লই তবে সমস্তই আমাদের অসুবিধার কারণ হইবে।

জড়কর্ম্মী ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে, Time is money. তাহাদের এক মুহূর্ত নষ্ট হইলে বহু অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের প্রভুপাদ বলিতেন Time is more valuable than money অর্থাৎ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত সময় জড় অর্থ হইতে প্রচুরপরিমাণে অধিক মূল্যবান্।

জগতে কর্ম্মীরা সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সেই অর্থকে স্ব স্ব public service & charityতে ব্যয়িত করেন তাহারই বা মূল্য কতটুকু? প্রাকৃত দানের মাহাত্ম্য এইটুকু যে, তাহারা জগতের সাময়িক মঙ্গল ও স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা বা স্বর্গসুখাদি লাভ করাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার ফল অনিত্য। তাহার এক কপর্দ্দক যদি হরিসেবায় নিযুক্ত হইত তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের লক্ষ টাকা দানের কার্য্য হইত।

পারমার্থিক দিক্ দিয়া জাগতিক নীতির অধিক মূল্য নাই। পাপ-পুণ্যের বন্ধের মধ্যে থাকিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। নীতি যদি ভগবৎসেবার বিধি হয় তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হইবে। জাগতিক সত্যের স্থান কতটুকু? উহা আমাদের দেহ, সমাজ বা স্বদেশের জন্য তৈয়ারী হইয়াছে। আজ যাহা সত্য, কাল তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে। উহা ত' কেবল জাগতিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি সাপেক্ষ সত্য প্রভুগণের দ্বারা আমাদের ন্যায্যতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে সে সত্যের দ্বারা নরকে যাইতে হইবে। পরমার্থের নিকট জাগতিক সত্য তুচ্ছ হইয়া যায়। জাগতিক নীতি ভোগের সুবিধা করিয়া দেয় অথবা ভোগের বাঞ্ছা বাড়াইয়া দেয়। ভোগ ও ত্যাগ নীতি উভয় পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবার নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। সেখানে সকল নীতির সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

মনুষ্যের সত্যের অনুভূতি উপলব্ধি ক্রিয়া বা inductive methodএর বিকাশমাত্র। আমাদিগকে deductive methodএ শাস্ত্রীয় সত্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাই প্রকৃত সত্য। ভগবানের ইচ্ছার সহিত proper adjustment দ্বারা dovetailed হইতে পারা Thy will be done. সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়াই প্রকৃত সত্য ও সুনীতি। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

জাগতিক নীতি, জাগতিক ধর্ম্ম আমাদিগকে মায়াপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে আমি যেন এ সকল সাপেক্ষিক সত্য বা বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ীয়মঠের কথা বা প্রকৃত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারি ইহাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা।

হাওড়ায় প্রচার

গত ১।১।৩৮ তারিখে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া গৌড়ীয়গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক সজ্জনবর্গের আগ্রহে বিভিন্নস্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

২।১।৩৮ তারিখে আমুলগ্রামে সিদ্ধেশ্বরী নাটমন্দিরে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে শ্রীপাদ দেবানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রথমে আধঘণ্টা বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল সুললিত ভাষায় উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩।১।৩৮ তারিখে উক্ত নাটমন্দিরে সমাগত সজ্জন ব্যক্তির আগ্রহে উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জলভাষায় গীতার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। সমাগত জনমণ্ডলী এরূপ মুগ্ধ হন যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী বেদান্ততীর্থ বি-এ, শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ পাল, শ্রীযুক্ত মথুরাচন্দ্র পাল প্রভৃতি সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

উক্ত আমতা থানাতে এক দিবস 'সনাতনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় দিবস 'জীবের শ্রেয়ঃপথ' ও 'ভাগবত'-সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বিচারপূর্ব্বক প্রায় ১॥ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন।

৬।১।৩৮ তারিখে উক্ত-গৌড়ীয় শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের বাটীতে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা দেখান হয় এবং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারিত হয়। জগতের একটা মঙ্গল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনের দ্বারা সাধিত হয় এবং অন্যান্য অপসম্প্রদায় যাহা দুষ্পরিমাণে অমঙ্গল ঘটাইয়াছে তাহাও দুষ্ট পুনঃ বিচার সাধিত হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible] বিগ্রহ আছেন। [illegible]

রক্ষক - [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]

[illegible] শ্রীধাম [illegible] পাঠ, [illegible]

[illegible] আদিপীঠ [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible]

[illegible] সর্ব্বতোভাবে [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible]

প্রকাশিত হয়। [illegible]

শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তর্দ্বীপকাশ্রমনীলমাধব

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীল বিদ্বৎ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

[illegible] ঠাকুর [illegible] স্থান

রক্ষক -শ্রীবৈষ্ণবদাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক -শ্রীমহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয় মঠাশ্রম

রক্ষক -শ্রীমহাপ্রভু ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইটোলা (শ্রীবৃন্দাবনের প্রাচীন নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমধুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটাপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক -শ্রীচন্দ্রকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগনা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) পরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ গলিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীধরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মনোহরপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক -মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীভবতোষ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন বাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

লগটোলিয়া, দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশচন্দ্র প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক - শ্রীহরিবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮১নং ক্ষিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক - শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক -শ্রীভক্তিবিকাশ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপেশ্বর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ কুঞ্জ-কুটী

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক--শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড,

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,

পোঃ [illegible], জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক -শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাগ বিল্‌ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅবিদ্ব ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

[illegible] শ্রীশ্রীবিগ্রহের সেবা

রক্ষক —[illegible]

ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী

(৫২) ব্রহ্মানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীরুক্মিণীগোপালের শিকা-মিলিঙ্গের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক —পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক -শ্রীগদাধর বাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তি কুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) গৌ. কুটী

রক্ষক —শ্রীভক্তিকেশব বাসাধিকারী

(৫৭) ক্ষি ক্ষি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক —শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধপাড়া, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস বরাহ বাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) কাপনবহুতসারানন্দ মঠ

চিঙ্গড়িয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক -শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দি, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীনরহরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (বাঁকুড়া)

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ বাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ চিতুড়িয়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, কাউয়েনরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্তী প্রভুবিত্ত'সভার সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
বাজা চাল	৫৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন ভোবাশিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁশফুলী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৷৵০
ত্রিপুর ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] সাদা	৯০
[illegible]পুর সাদা	৮৷০—৯৵০
[illegible]পুর লাল	৭৷৵০—৮

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

কশালের বার	৩৪৷
রূপা	১২
গিনিবার	৫০৷

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪০৷
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] বস্তার দর—	৪১৲

ডাল ও ময়দার দর

পাটনাই মসুর প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷০
[illegible]	৬৲—৬৵
[illegible] (বি)	৫৷০—৫৷৵
[illegible] নং (২	৫৴০—৫৷৵
[illegible] (এম)	৫৲—৫৷
[illegible] (কে)	৪৷০—৪৷০
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৷৵
[illegible]	১৷৵০ - ১৷০
[illegible]	১৷৵০—১৷৵০

মুতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৬৷০

তার	৪৫৲
কাবুল	৩৫৲
বাজা গাওয়া	৪১৷০
২৬ গেজ—	১৭৷০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

পোতার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম।

মার্কা	৮৷৵০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ ৯৷৵	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম।	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৷৵০

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৮৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট

২৪ গেজ—	১৯৵০
২৬ গেজ—	১৪৷৵০
২৮ গেজ—	১৬৷৴০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৮৵৫—৯৵০
[illegible] কাটা পাত ([illegible])	১০৷০
প্লেট কাটিং বা সিট কাটা দর	৩৷০—৫৷০

পাতি কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা

৬৲০ - ৭৲ টন

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ফুট ৯৷০—১০৷০

টিন পাতি, বোল্টু পয়াদে ৮৷০ -৯৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

ও [illegible] ৮৷০—১০৷০

[illegible] ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২০৷০

[illegible] হালদাম ৫৵০, গাটের [illegible] ৩৷০

[illegible] হালদাম ৪৷০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible] কাইন	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible] কাইন	৭৪৲
[illegible]	৫৯৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	৫৷০—১৭৷০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲ ১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৫-৫ [illegible] ঘাট [illegible], [illegible]

কলিকাতা

বি!

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অফ লেট বি সরকার

অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্মাতা

পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা পাওয়া যায়।

মজুরী সুলভ।

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোনার নানাবিধ হাল ফ্যাশানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া ভিঃ পিঃ যোগে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৩১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

কেশরোপ

[illegible] রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী [illegible] "কেশরোপ" [illegible]। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] "কেশরোপ" [illegible]। [illegible] এবং [illegible] তোমার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের [illegible] চায়ের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের [illegible], তাহার [illegible] ৩০ ফোঁটা জলের [illegible] বৎসরের [illegible] ফোঁটা জলের সহিত দিবে। জ্বর অবস্থায় মাছ, বার্লি, ফল [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা [illegible] বড় [illegible] মাত্রা মূল্য [illegible]।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী [illegible] ওয়ার্কস্,

[illegible], [illegible] ([illegible])

[illegible]-২৫১নং [illegible] পোঃ আঃ [illegible]।

[illegible] বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেমসার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জ্বর [illegible]। [illegible] বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], [illegible] পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] কিন্তু [illegible] গৌড়ীয় [illegible] শ্রীমৎ [illegible] ভক্তিবিনোদ [illegible] ঠাকুর [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] ডাক [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
বাগবাজার
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতি লাইনের প্রতি [illegible]	।৵০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪।	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৬৲	৫৲
"	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
" সিকি কলম ১ ৲	১১৲
" অর্দ্ধকলম ১৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা [illegible]।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible]

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; [illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা, ব.পৃ

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ [illegible] ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**
এখান হইতে [illegible] একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া[-প্রকাশ]" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**
একমাত্র [illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**
কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া [illegible] পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীকৃষ্ণনামপ্রচারক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
প্রধানবৈষ্ণব-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যবর্য্য
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা মাঘ, ১৩৪৪, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৬৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::)০)——

শান্তিপুরে শিক্ষার ব্যবস্থা

শান্তিপুরের মধ্য শ্রেণীর ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি গত বৎসরের উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এখনও কেহ উদ্যোগী হইতেছেন না। কর্ত্তৃপক্ষ নীরব। জনসাধারণও ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না।

বৃষ্টিপাত

গত ২১শে পৌষ রবিবার শান্তিপুরে ও তাহার বহু স্থানে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। বৃষ্টির ফলে মাঠ হইতে যে সব ধান এখনও উঠে নাই তাহার কিছু ক্ষতি হইবে। রবি শস্যের কিছু ক্ষতি যে হইবে না এমন নহে।

শোক সংবাদ

গত ২১শে পৌষ শেষ রাত্রিতে 'বঙ্গ-শ্রী' প্রেস-মালিকের প্রতিষ্ঠাতা ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কানাইলাল বাগচি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী লীলাবতী বাগচি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক সংবাদে পল্লীর জনসাধারণ বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছে।

গঙ্গাসাগর মেলা

১৩ই জানুয়ারী গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রী মধ্যে দুইজন কলেরায়, দুইজন বসন্তে, এক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। মৃত্যু সংবাদ নাই। দুর্ঘটনায় নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে স্বেচ্ছাসেবকগণের চেষ্টায় যাত্রীরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছেন।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ডি-এস-সি পরীক্ষা

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে এক পত্র লিখিয়া স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ডি এস-সি, ডিগ্রীর পরীক্ষা আরও কঠিন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কিছু দিন পূর্ব্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং উহার কয়েকজন সদস্য সরকারের অনুরূপ মন্তব্য করেন।

ডি পি-এইচ, পরীক্ষা এবং ডি, এস্-সি, ডিগ্রী পরীক্ষা উভয়ের মধ্যে একটি ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া সরকার পত্রে জানাইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় যদি মধ্যবর্ত্তী কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা না করেন—তাহার বদলে যাহাতে অন্য কিছু গ্রহণ করা হয় এই সম্বন্ধে সরকার কতকগুলি পরামর্শ দিয়াছেন।

সরকারী মতে ডি-পি-এইচ পরীক্ষার জন্য ছাত্র লওয়া নির্ব্বাচন ব্যাপারে আরও কড়া ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যাহাদের ব্যবসা আছে এবং অন্য কারণে যাহারা ক্লাসে আসিতে পারে না তাহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে দেওয়া উচিত নয়। পরীক্ষা আরও উচ্চস্তরের হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় শতকরা ৭৫ নম্বর পাইবে কেবল মাত্র তাহাদিগকেই ডি-এস-সি, পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে।

এই সকল প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা না হয় তবে ডি-এস-সি কোর্স ২ বৎসরের বদলে বাড়াইয়া ৩ বৎসর করা হউক সরকার পত্রে তাহাও জানাইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় যে কমিটি গঠন করিয়াছিলেন সরকারের এই প্রস্তাবনা তাহার বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সর্ত্ত পূরণের দাবী

বাঙ্গলা সরকার প্রতিবৎসর কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে টাকা মঞ্জুর করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে একরূপ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত পত্রে জানাইয়াছেন যে, চলতি সরকারী বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া গত ২রা ডিসেম্বর বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট লিখিত পত্রে যে সব সর্ত্তের উল্লেখ আছে, তাহা পূরণের এক সুপারিশ পত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে দাখিল করিতে হইবে।

জানা গেল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পত্রে যে কার্য্যধারার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্ব্বে কখনও উক্ত কার্য্যধারা অবলম্বিত হয় নাই। পূর্ব্বের অনুসরিত প্রথার ব্যতিক্রম করা হইবে না বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন।

আমেদাবাদে শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ১২ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে ক্যালিকো মিলের প্রাঙ্গণস্থ একটী গৃহের মধ্যে জনৈক পুলিশ একজন বিধবাকে (৩২) দুটী শিশু সন্তানসহ মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। প্রকাশ যে, আগের দিন রাত্রে শীতের জন্য কক্ষগৃহের মধ্যে একটী জলন্ত চুল্লী রাখা হইয়াছিল। গৃহে বায়ু চলাচলের কোন পথ না থাকায়, সকলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে প্রদর্শনী

——::)০(:: ——

২৫শে জানুয়ারী ষ্টল সম্বন্ধে আবেদনের শেষ দিন

কৃষ্ণনগর সহরে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে। তদুপলক্ষে প্রদর্শকগণের প্রদর্শিত স্বদেশী দ্রব্যাদির যোগ্যতা বিচারে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। প্রাইভেট ব্যবসাদারগণের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত।

এক একটী ষ্টল, দৈর্ঘ্য একখুঁটি হইতে আর একখুঁটি পর্য্যন্ত এবং গভীর ৯ ফুট, উহার ভাড়া ১২॥০ টাকা; আর ঐ দৈর্ঘ্য ও ৬ ফুট গভীর—ভাড়া ১০ টাকা। বৈদ্যুতিক আলোক ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত আছে। ষ্টলের জন্য আবেদনকারিগণের শেষ দরখাস্ত আগামী ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে।

স্বাঃ এম, এম্ ষ্টুয়ার্ট
কলেক্টর ও প্রেসিডেণ্ট
প্রদর্শনী-কমিটী,-কৃষ্ণনগর

রেলওয়ে কমিশনারের অফিসার

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ,- রেলওয়ের বিরোধগুলি আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এইচ ডবলিউ ওয়াগষ্টাফকে "কন্সিলিয়েশন অফিসার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি কলিকাতার ১নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের দোতলায় ২৪নং রুমে তাঁহার অফিস খুলিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ... ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গণোদ্দেশঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। স্মরণমঙ্গল ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাৎসারবর্ষিণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনর্য্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালনায় গৌড়ীয় মঠ হইতে সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত ... সডাক ভিক্ষা ৪।০, কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - ভিজিগাপট্টম হইতে পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ সৎশাস্ত্র
পাঠ ও সৎ সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ২ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১, ৪ঠা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ২১৬তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::(*)::—

আজমের নগরীতে

গত ২রা জানুয়ারী স্থানীয় খাজার পার্ষি কলনি প্রবাসী শ্রীযুক্ত অজয় কুমার সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে, এবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন।

তথায় শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের প্রারম্ভে 'সংসারদুঃখজলধৌ' শ্লোকটীর ব্যাখ্যামুখে যাহা বদ্ধ পতিত জীবের দুর্গতির বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীভগবত্তত্ত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রের অনুসরণ করা যে অবশ্য কর্তব্য তাহাও কীর্তন করেন। আবার সেই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা শাস্ত্রতত্ত্ববক্তা সদ্গুরুর চরণাশ্রয়েই একমাত্র সম্ভবপর। শ্রীমদ্ভাগবত এবং [illegible] অনেক মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত সমূহ কীর্তন করেন।

সভাস্থ সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত ব্রহ্মচারীজীর পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হইয়াছিল। পাঠের অন্তে শ্রীযুক্ত অজয় বাবু সমাগত বহু ভদ্রমহোদয়, ভদ্রমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করেন।

গত ৩রা জানুয়ারী খাজার নিবাসী শেঠ ফাজলাল জিনাভাই মহোদয়ের [illegible] সহধর্মিণীর পরলোক গমনে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু হইয়া মঠস্থ ব্রহ্মচারিবৃন্দকে তাঁহার বাটীতে আহ্বান করেন। ব্রহ্মচারিগণ সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময়ে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা এবং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন করেন।

শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গুজরাটি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা-মুখে ভগবদ্বিমুখতার জন্যই যে জীবের জন্ম, মৃত্যু ও সংসারে গমনাগমন এবং ভগবদুন্মুখতা-দ্বারাই যে সংসারদুঃখ ও জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে নিস্তার লাভ করা যায় প্রভৃতি বিষয়গুলি শাস্ত্রপ্রমাণ সহ বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ৬ই জানুয়ারী [illegible], শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বিশেষ অনুরাগযুক্ত শেঠ রতিলাল হীরালাল মহোদয়ের সাদর আহ্বানে মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন।

তথায় শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গুজরাটি ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং কৃষ্ণ এবং তিনিই এই যুগে ভক্তভাবে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগপাবন কৃষ্ণনাম সংকীর্তন প্রচার করেন প্রভৃতি বিষয় ভক্তিশাস্ত্রীজী শাস্ত্র সহায়পূর্ণ অনেক হরিকথা কীর্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ শ্রীমঠে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তনান্তে ব্রহ্মচারীজী সমাগত ভদ্র ব্যক্তিগণের নিকট গুজরাটী এবং বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

[illegible]

গত ৪।১।৩৮ ও ৫।১।৩৮ ইং তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব প্রভু [illegible] স্থানীয় নাটমন্দিরে 'সনাতনধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় কর্ম, জ্ঞান যোগ ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য বিচার পূর্বক ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করেন। ভক্তিই যে একমাত্র সর্বজীবের প্রার্থনীয় বিষয় তাহা তিনি কীর্তন করেন। পঞ্চ-উপাসনা ও ঐকান্তিকী ভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধেও বহু শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করেন। ভক্তিই আত্মার সহজ ধর্ম, সুতরাং আত্মধর্মে বা সনাতনধর্মে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা থাকিতে পারে না। দেহ ধর্মে বা মনোধর্মেই সাম্প্রদায়িকতা আছে। জীব যে সময় 'বহুদেবতা' পোষণ করে সেই সময় অন্য দেবতার পূজায় রত হয়। ভগবান্ যে তাহার নিত্য সেব্য এ কথা ভুলিয়া যায়। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ
প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"

সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

[illegible]

গত ১১ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] গত [illegible] শ্রীগৌরমন্দিরে [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য যথোপযুক্ত পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করা হয়। ভক্তিবিবেক ও বিরহগীতি এবং মহামন্ত্র কীর্তনমুখে সভার কার্য আরম্ভ হয়। পরে স্থানীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন 'তাঁকে আপনারা শ্রীভগবৎপ্রেরিত নিজজন ব'লে বিশ্বাস করুন। গীতায় আমরা পাই যখনই ধর্মের গ্লানি হয় তখন শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজন জগতে প্রকটিত হন। বৈষ্ণবধর্মের গ্লানি উপস্থিত দিনে তিনি প্রকটিত হ'য়ে বাঙ্গলা, ভারতবর্ষ, এমন কি জগদ্বাসীকে রক্ষা ক'রে অপ্রাকৃত আলোকে উদ্ভাসিত ক'রেছেন। আপনারা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন সেই আলোকে আমি আলোকিত হ'তে পারি।"

তিনি দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শেষক্ষণ সভায় থাকিতে পারেন নাই। পরে চন্দননগরের [illegible] হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত মণিলাল পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর [illegible] কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন "আমি নিজ জীবনে পালন না করিতে পারিলেও ইহা যে সর্বোত্তম এবং সর্বোত্তম কথা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভুল।" উহার পর মহামন্ত্র কীর্তনমুখে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের জয়ধ্বনির পর সভা ভঙ্গ হয়।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

বৈষ্ণবেরাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের মধ্যেই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সহস্র টাকাও আছে, সেইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণ্য।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২রা মাঘ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমাদের শ্রীগুরুদেব। তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণবকুলগুরু। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তদনুগ প্রধান শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত—ভাগবতধারা—ভক্তিসিদ্ধান্তধারা বা আচার্য্যধারা শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হয়। ইঁহারাই ছিলেন তখন তৎকালীন ভক্তিধারার শ্রেষ্ঠ সংরক্ষক—মহাপ্রভুর নিজজন। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যানুশিষ্যে চতুর্থ অধস্তন হইতেছেন—আমাদের পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা অবগত আছেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন, গীতাপাঠ করেন, ও গোস্বামিশাস্ত্রাদি আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অলৌকিক কীর্ত্তির কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মধ্যকালীন সংরক্ষক ও বিখ্যাত আচার্য্য। এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে। যথা—"কিরণ-বিন্দু-কণা। এই তিন নিয়ে বৈষ্ণবপনা॥" এই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু', 'ভাগবতামৃতকণা', ও 'উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ' অতি দুর্লভ গ্রন্থ। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্ব্বত্র গীত হইতে শুনা যায়।

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥

অর্থাৎ ইনি বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বনাথ, ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম—চক্রবর্ত্তী। তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি—গৌরপার্ষদবিগ্রহ, শ্রীগোস্বামিবর্গের নিত্য পার্ষদ। কিন্তু এই সম্প্রদায়বিশেষের অনেক প্রাকৃতসহজিয়া সহজিয়াকল্পনাপ্রসূত বলিয়া তাঁহার চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ যে তাঁহার নিকট কতদূর ঋণী হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নদীয়াজেলার রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। ইনি কাহারও মতে হরিবল্লভ দাস নামেও খ্যাত ছিলেন। রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে তাঁহার দুইটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপনপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরুদেব। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুদেবের স্তোত্র, পরম গুরুদেবের স্তোত্র, পরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক ও পরমপরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক রচনা করিয়াছিলেন। এই ছবি তাঁহার স্তবামৃতলহরী গ্রন্থে অপর বহু স্তোত্রের সহিত সংগৃহীত আছে। তিনি [illegible] থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে ছাপানো তাঁহার দুই চারখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমুদয় গ্রন্থই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমাদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে, কোনও সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, কোনও সময়ে যাবটে এবং কোনও সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দজীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের শেষভাগে এইসকল কথা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উদয়কাল নির্ণয়ে আমরা তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের মাঘীপূর্ণিমা দিবসে এ গ্রন্থরচনা শেষ করেন। আবার তৎকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল—১৬২৬ শকাব্দার মাঘ মাস। সুতরাং ১৫৬০ শকাব্দায় তাঁহার আবির্ভাবকাল ধরিলে এবং ১৬৩০ শকাব্দায় তাঁহার অপ্রকটকাল অনুমান করিলে সপ্ততিবর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিরাজমান ছিলেন, সুতরাং জানা যায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বালুচর গাম্ভীলা নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্র সন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা—বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য নামক বারেন্দ্রশ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুরের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। সেই আচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরমগুরু। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার প্রারম্ভে এই শ্লোকটী দেখিতে পাই,—

"শ্রীরামকৃষ্ণ-গঙ্গাচরণান্ নত্বা
গুরূনুরুপ্রেম্ণঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থাদির লেখক গৌড়ীয়াচার্য্যগণের মধ্যে অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য লিখিয়াও পরন্তু গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের দুইটি বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই দুইটির প্রথম—মূল কীর্ত্তনের কার্য্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য-কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণী শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একটি উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। সেই রূপ কবিরাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতিবাড়ী নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তি একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। গৃহস্থগণের মধ্যে ত আচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলপূর্ণ রাগমার্গ প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের [illegible] সমুদয় এই গোস্বামিমত-প্রতিকূল পন্থা কাহারও মধ্যে প্রচার করেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের টীকা সারার্থদর্শিনীতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহা শ্রীজীবগোস্বামি-লিখিত ভক্তিসন্দর্ভের অনুগত পথমাত্র। শ্রীরূপ কবিরাজ আচার্য্যবংশে অথবা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্রের বংশে এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আত্মজগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া 'গোস্বামী' উপাধি প্রদান করা দিগের উচিত নহে, এই কথা প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করতে শিষ্য আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ সন্তানের আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশ পারম্পর্য্যক্রমে বা শিষ্যাদির গোষ্ঠে অযোগ্য আচার্য্যসন্তানগণের ভিন্ন ভিন্ন নামের পশ্চাতে 'গোস্বামী' পদ সংযোজনা করা উচিত নহে বলেন। তজ্জন্য তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিলেও নিজ নামের সহিত কখনও গোস্বামী পদ সংযোগ করেন নাই। ইহা [illegible] আচার্য্যসন্তানগণের অনধিকারের নির্দ্দেশরূপে রহিয়া গিয়াছে।

সেকালে আচার্য্যসন্তানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে 'গোস্বামী' পদ লিখিয়া স্ব স্ব অনধিকারের পরিচয় দিতেছিলেন এবং [illegible] সেই সময়ে জয়পুরে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত বলিয়া শ্রীরামানুজীগণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অতি বৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্রপ্রতিম গৌড়ীয়বৈষ্ণব বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলমুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভুর ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচারসভায় গমন করেন। [illegible] শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্তৃত হওয়ায় বৈষ্ণববেদান্তের অনাদর করায় যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রতিকারের জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সম্প্রদায়কে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য নির্দ্ধারণে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন। বিশেষতঃ অলৌকিক ব্রাহ্মণকুলে জাত বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের কয়েকটী তালিকা দেওয়া হইল।

১। ব্রজরীতি চিন্তামণি, ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটং (খণ্ডকাব্যঃ), ৪। গীতাবলী, ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা), ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা), ৭। গোপালতাপনীটীকা, ৮। স্তবামৃতলহরী-ধৃত—(ক) শ্রীগুরুদেবাষ্টকং, (খ) মন্ত্রগুরু-স্তোত্রাষ্টকং, (গ) পরমগুরোরষ্টকং, (ঘ) পরাৎপরগুর্বষ্টকং, (ঙ) পরমপরাৎপরগুর্বষ্টকং, (চ) শ্রীলোকনাথাষ্টকং, (ছ)

আমাকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

ষট্‌পদ্যাষ্টক, (ড) স্বরূপ চরিতামৃত, (ঢ) স্বপ্নবিলাসামৃত, (ণ) শ্রীগোপাল-দেবাষ্টক, (ত) শ্রীমদনমোহনাষ্টক, (থ) শ্রীগোবিন্দাষ্টক, (দ) শ্রীগোপীনাথাষ্টক, (ধ) গোকুলা-নন্দাষ্টক (ন) স্বয়ংভগবত্তাষ্টক, (প) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক, (ফ) জগন্মোহনাষ্টক, (ব) অনুরাগবল্লী, (ভ) বৃন্দাবনাষ্টক, (ম) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃত, (য) শ্রীরূপ-চিন্তামণি, (র) নন্দীশ্বরাষ্টক, (ল) শ্রীবৃন্দা-দেব্যষ্টক, (শ) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুদ-কাব্য), (ষ) সুরতকথামৃত (আর্যাশতক), (স) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টক, ৯। কৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য, ১০। শ্রীভাগবতামৃতকণা, ১১। উজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ ১২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ১৩। রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা, ১৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, ১৫। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা, ১৭। উজ্জ্বলনীলমণিটীকা, ১৮। দান-কেলিকৌমুদীটীকা, ১৯। ললিতমাধব নাটকটীকা, ২০। শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকটীকা, ২১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটীকা (অসম্পূর্ণ), ২২। ব্রহ্মসংহিতার টীকা, ২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারার্থবর্ষিণী টীকা, ২৪। শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা।

বিরহ-সভায় বক্তৃতা

শ্রীল প্রভুপাদ ও অহিংসা, দয়ালুতা এবং জীবে-দয়া

[বক্তা—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী।
কাল—২২শে ডিসেম্বর, বুধবার, সন্ধ্যা।
স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

পূর্ব্বে আমরা যে ধর্ম্মের গ্লানির কথা গীতা ও সাধুমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহা আমরা এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি যখন বালক ছিলাম তখন শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ প্রভু আমাদের দেশে প্রচারে যান। তাঁহার নিকট আমি প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চৈতন্য-লীলার কথা শ্রবণ করি। আমি ছেলে বেলায় ঠাকুর কথায় কাঁদিতাম বলিয়া আমার পিতাঠাকুর আমাকে গৌড়ীয়মঠে দান দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি একটু বড় হইলে গৌড়ীয় মঠে চলিয়া আসি। গৌড়ীয়মঠের লোককে দেবতা জ্ঞান করিতাম। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়াছি, গৌড়ীয়মঠের নিষ্কপট সেবকগণ দেবতা হইতেও অনেক বড়।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

প্রভুপাদকে দেবতা মনে করিলে ছোট মনে করা হয়। তিনি দেবতাগণেরও নমস্য। আমি অনেকের সঙ্গেই তর্ক বিতর্ক করিতাম, কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে ভয় করিতাম।

যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানিতে সমর্থ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥
(চৈঃ চঃ)

আমি বালক, তাহা হইলেও আমার বড় আশা এই যে, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমার একদিন সিদ্ধান্তস্ফূর্ত্তি হইবে। আমার প্রভুপাদ সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী। গঙ্গাধারা যেই স্থানে প্রবাহিত হয় সেই সেই স্থানকে পবিত্র করে; কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী যারা নিষ্কপট সেবোন্মুখের জিহ্বায় প্রবাহিত হইয়া সকলকেও পবিত্র করে। একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যেই সেই ভক্তিসিদ্ধান্তের সেবা পাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রভু-সেবালাভ তো দূরের কথা, প্রভুতে মনুষ্যবুদ্ধিও যাইবে না। শ্রীল প্রভুপাদের কথা অনন্তকাল বলিলেও ফুরাইবে না।

আমরা বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু উহারা জীবদেহ-হত্যা রূপ হিংসা হইতে দূরে থাকিলেও কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরত হইয়া জীবাত্মা-হিংসায় রত হইয়াছে। প্রভুপাদের অহিংসা বা দয়ার কথা সাধারণ দেহের প্রতি দয়ার কথা নহে। এ দয়া দেহদয়া নহে, ইহা আত্মদয়া—চেতনের প্রতি নিত্য দয়া।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

এই নৃদেহটী সকল শুভের মূল। অতএব অতি সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই সুদৃঢ় নৌকা। গুরু ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি আত্মঘাতী। মনুষ্যকুলে যদি ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা হরিভজন না করি—কৃষ্ণ-কীর্ত্তন না করি, তবে আত্মঘাতী ও জীব-হিংসক হইলাম। ভাগবতবাণী বা গৌরবাণীকে বধ করিবার চেষ্টা অপেক্ষা আর অধিক হিংসা হইতে পারে না। প্রভুপাদের মৌখিক আনুগত্য করিয়া যেমন অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ বঞ্চিত ও পতিত হইয়াছে, তেমন বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের মৌখিক আনুগত্য করিলেও আমাদের সেই দশা হইবে। মৌখিক আনুগত্যের কোন মূল্য নাই, ইহা ছলনা বা আত্মবঞ্চনামাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ বাণীর মূর্ত্তি ছিলেন। বাণীর মধ্য দিয়া আচার্য্যের পরিচয়। আমরা নিজের চেষ্টায় কখনও আচার্য্যদেবকে প্রকাশিত করিতে পারি না। শ্রীল প্রভুপাদই আচার্য্যদেবকে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মহাবদান্যশিরোমণি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণামমন্ত্রে তাঁহার মহাবদান্যতা প্রকাশিত হইয়াছে।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

তিনি মহাবদান্য, যেহেতু তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। আচার্য্যদ্রোহী হইলে মহাপ্রভুর অনুগত অভিমান করিলেও আমরা তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের পথ ধরি। প্রভুপাদ যে সকল দুঃসঙ্গের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। প্রভুপাদের শিষ্য বলিয়া অভিমান করিয়া গুরুসেবকদ্রোহিগণ তের প্রকার অপসম্প্রদায় অপেক্ষাও অধিক দোষে দোষী। আমরা কি প্রভুপাদের শাসন স্বীকার করিতেছি? তবে কি করিয়া তাঁহার দয়া হইলাম? আমি যখন ভারতী মহারাজের সহিত প্রচারে ছিলাম তখন আমি ভাবী আচার্য্য কে হইবে জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাদের ভয় কি? প্রভুপাদের পরে বাসুদেব প্রভুই আচার্য্য হইবেন।" কিন্তু এখন আচার্য্যবিরোধী হইয়া তিনি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের জীবের প্রতি কৃপা অসাধারণ। শ্রীল প্রভুপাদ জগতে যে করুণা বিতরণ করিয়াছেন তাহা চৌদ্দভুবনে এমন কি বৈকুণ্ঠেও নাই। শ্রীল প্রভুপাদের মহাদানের কথা চিন্তা করিবার লোক জগতে বিরল।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন।
ইহার অধিক ধর্ম্ম নাহি সনাতন॥

মহাপ্রভুর জীবে দয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জীবের দেহ-মনের কোন সুবিধা করে না—জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না, কিন্তু আত্মার পরমমঙ্গল বিধান করে। 'জীব' বলিতে আত্মাকেই বুঝায়।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু জীবকে দয়া করিয়াছেন। আমরা বদ্ধজীব ও কৃষ্ণবিমুখ। মুক্ত না হইলে মহাপ্রভুর দয়ার কথা ঠিক ভাবে বুঝা যায় না।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

এ সকল ভাগবতবাণী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। জীবদয়ার ছলনায় আমরা জীব-হিংসা করিতেছি। এক শ্রেণীর জীবের উপর দয়া দেখাইতে গিয়া অন্য শ্রেণীর জীবের উপর হিংসা করিতেছি। 'জীবে-দয়া' বলিতে কেবল মনুষ্যজাতিকে দয়া করা বুঝায় না। 'জীবে-দয়া' বলিতে সমগ্র জীবের—মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদির আত্মার নিত্য কল্যাণ বিধান বুঝায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা এইখানে যে, তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপনের তাহাই উদ্দেশ্য। শ্রীল প্রভুপাদের এই মহাবদান্য-লীলার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, 'প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপিত হউক।' শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এবং প্রভুপাদ আমাদিগকে সাধু চিনিবার দুইটী চক্ষু দিয়াছেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু
কথ্যতে॥

হায়! গুরুদ্রোহী হইয়া আমরা এই সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। গুরুদেবের ছলনা করিয়া ভোগ চালাইতেছি। আর অসার অচেতন হইয়া পড়িয়াছি! শাস্ত্র বলিয়াছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি জীবে-দয়ার নানাপ্রকার ছলনা করিতে পারে এবং অন্যদিগকে বিপথগামী করিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌
জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য়—৮০; ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

সেই ভাবে যেন নিজ চিত্তবৃত্তি বশ। মায়া অংকার হ'তে রৌরা দুর্দিন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রাদিপ্রচারকারক-যন্ত্র প্রকাশমন্দির আছে। রক্ষক- শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী গোস্বামী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৪১৫ কলিকাতায় শ্রীশ্রীবিনোদ স্বায়ত্ত শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিত পাঠ, সংকীর্ত্তন, আচার্য্যচতুষ্টয় সেবার নিয়মাবলির তথ্য এবং সম্যক্ আলোচনা ও 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রিকা ও মাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক - শ্রোতৃস্বামী শ্রীপাদ নরোত্তম দাস অধিকারী।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক-- শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকটলীলাস্থান শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবদ্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিজয়নগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(১২) গোবর্দ্ধন-গৌড়ীয়মঠ

প্রাচীন, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভুর অপ্রকট লীলাস্থান

রক্ষক - শ্রীদেবানন্দ অধিকারী।

(১৩) রূপগঞ্জ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক- শ্রীমহদ্রূপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) অম্বুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক – শ্রীমতাপ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয় মঠ

বাইশালা (শ্রীবৃন্দাবনের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক – শ্রীহরিদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিধন

(১৯) প্রকাশমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক - শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদনমোহন-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নালিহাটি, (ঢাকা)

রক্ষক – শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়গোলা, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য-অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক – শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চন্দ্রিকা, ২নং মহানগর, ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক —শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীরুক্মিণীনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনবা রোড, গয়া

রক্ষক - শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৯২নং কারিগপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক –শ্রীমনোবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক - শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—৩০ শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—সেন্দাই,

পোঃ রোড়োগ, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক –শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৯৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅধিরাজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ কূর্ম্মক্ষেত্রের সেবা

রক্ষক –মহোপদেশক শ্রীপাদ চক্রপাণি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) প্রসাদগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক - শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাক্ষীগোপাল কুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ দাসাধিকারী

(৫৭) ক্ষি ক্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীকমলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস বসু দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক-- শ্রীপাদ্মা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগদীশ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নাড়া, মেদিনীপুর

রক্ষক –শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) আঙ্গুলপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

আঙ্গুলপাড়া পোঃ মান্দ (ত্রিপুরা)

রক্ষক—শ্রীপাদপদ্ম দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাঁকুড়া (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাগান, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক –শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০৷৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্ল্যাডস্টন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহামহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রাজা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
ধান্যকুলশী	৫৷০
বাঁশফুল নূতন	৪৷/০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালামের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷/০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
ধান্যকুলশী আতপ	৫৷০ ৫৷/
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶

চিনির দর

কাশীর, চাঁদপ	১০৷৶
নবীপুর ১০০০ নং	১০৶
দারভাঙ্গা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫১৷০

পাটের দর

জানুয়ারী—	৪০৸
মিডল—	৪০৸
উচ্চ দর—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
স্পেশাল ঐ	৬৲—৬৶
হাইসেকেণ্ড ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶
আটা নং (২)	৫/০—৫৷৶
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸০
আটা নং (৩)	৪৷০—৪৷৶
পাঞ্জাব	১৪৶০—১৪৸০
ছাতু	১৪৶০—১৪৶০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
গোপাল	৫৭৲
ভয়সা	৫০৲
ঘি	৪৫৲
মাখন	৬৫৷০

তার	৪৷
কাবুলে	৩৷
রাঙা শাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ ঘটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸৶০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৶
ঐ বৃটিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৸৶০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৩৷/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
শীস	৷৶৪—৸৶০
গাঁথার মোটা কাঁটা তার (বার্বিড)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ডিউ কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—১ সুত পর্য্যন্ত	
	৬৷০ ৭৲ হন্দর
গোল রড কাটিং নং ১—৩ সুত	৯৲—১০৲
ঐ " ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, পোলটু, পয়সে	৮৸০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১০৷০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
ষ্টীলের হাপর ৫৶০, পাটের হাপর ৩৷০	
ঢালার হাপর ৪৷০	

ফুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

বাদের তেলের ফাইন	৫৪৲
নটন আদের ক্যাশ	৪০৲
গ্যাসি সুপার ফাইন	৪৪৲
সাধারণ বাধা	৫৪৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
গরম মশলা	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
ঐ বরিশাল	১৫৷০—১৭৷০
ঐ নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৫-৫ জগন্নাথ ঘাট স্ট্রীট, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—:০:—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মহৌষধের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আম বাত, বর্ণা-পাণ্ডু, ম্যালেরিয়া এবং সকল প্রকার জ্বরে "কেভরোল" অব্যর্থ। উহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার জন্য একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা দাম ৮০ বড় শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)
৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, বেঙ্গল।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

... পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অ...র্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীব দেশবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ...দের খ্যাতি সর্ব্বত্র আছে। জ্বরের প্লীহা-যকৃৎ রোগাক্রান্ত এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ৫ ডোজের শিশি ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে মহা-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্তক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অপ্রকট লীলাচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে [illegible] অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্যদেবের অনুকম্পায় [illegible] এবং "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ [illegible] মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয় মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্তী প্রতিবারের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্তী প্রতিবারের জন্য
প্রতিপংক্তি প্রতি সপ্তাহে ।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	৮৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ও	৪।০
" সিকি কলম ১২৲	১১৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] বিরাট, অভিনব ও অভূতপূর্ব গ্রন্থ [illegible] সম্বলিত। [illegible] তুলনামূলক [illegible] প্রচারিত সত্যের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই [illegible] প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ পুস্তকে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন স্যাট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1841

শ্রীরূপানুগবরপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক বিশ্বগুরুবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পুরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সত্বর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই মাঘ, ১৩৪৪, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২৬৭]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

পরলোকে শরৎচন্দ্র

বাঙ্গালার জনৈক সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গত ১৬ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ১০-১০ মিনিটের সময় জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ঐ দিবস সন্ধ্যা প্রায় ৬ ঘটিকার সময় কেওড়াতলায় তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার শবদেহ বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উহাতে যোগদান করেন।

জেনারেল হানফুচু ও অপর দুইজন চীনা সেনাপতির প্রাণদণ্ড

হাঙ্কাউয়ের এক সংবাদে প্রকাশ,—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জনৈক চীনা জেনারেলকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। ইহারা হইতেছেন সান্টুং প্রদেশের গবর্ণর জেনারেল হানফুচু এবং ইহার ভূতপূর্ব্ব সহকারী চ্যাং-? এবং অপর এক সেনাপতি। চীন জাপান যুদ্ধে চীনের স্বার্থের জন্য ইহাদিগকে দায়ী করা হয়।

সান্টুং প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জাপানের হস্তগত হইয়াছে। জাপানীরা জাপান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিকিংএর চীনা গভর্ণমেন্ট সান্টুং প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সামরিক আদালতে বিচারের ব্যবস্থা

সামরিক আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত জেনারেল হানফুচুকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ চীনা মহল হইতে প্রচারিত হইয়াছে তাহা সমর্থিত হয় নাই। তবে এই সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে যে, সামরিক আদালতে বিচারের জন্য জেনারেল হানফুচুকে হাঙ্কাওয়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত।

জাপ সৈন্য কর্ত্তৃক মার্কিন ধন-সম্পত্তি লুট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপ সৈন্যগণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনসম্পত্তি অবাধে লুণ্ঠন করিতে থাকায় চীনস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত জাপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক নূতন প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

চীনাদের আক্রমণে জাপানের অসংখ্য বিমান ধ্বংস

হাঙ্কাওএর একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত জাপানীদের চারখানা যুদ্ধজাহাজ ইয়াংসি নদীতে জলমগ্ন করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দু'খানা জাহাজ মালবাহী জাহাজ এবং উহার মধ্যে দু'টীতে সৈন্য ছিল; ঐ দিনই উহার সন্নিকটে সৈন্যবাহী দুইখানা ট্রেন ধ্বংস করা হয়। এই ইস্তাহারে আরও প্রকাশ যে, গত ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত চীনের বিমানবাহিনী শানাকংএর উপর চৌদ্দবার হানা দিয়াছে; চীনা বিমানবাহিনীর এই আক্রমণে জাপানীদের নব্বই বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে।

হাঙ্কাওর উপর বিমান আক্রমণ

গত ১৬ই জানুয়ারী জাপ নৌ-বিভাগের তিন বহর দুইবার হাঙ্কাও চাংশার বিমান ঘাঁটিতে সৈন্যাবাস এবং অন্যান্য সামরিক ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণ 'সাফল্যমণ্ডিত' হইয়াছে বলিয়া জাপানীরা দাবী করেছে।

উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়

কটক হইতে ১৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রীর আহূত সম্মেলনে পারস্পরিক আলোচনার পর উড়িষ্যার স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টী কি ধরণের হইবে তাহার একটী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে:—

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস (সভাপতি) শ্রীযুক্ত এম, সি, প্রধান (সেক্রেটারী), শ্রীযুক্ত এস, সি, ত্রিপাঠী, শ্রীযুক্ত গোদাবরী মিশ্র এবং অধ্যাপক পারিজা প্রেমানন্দ মহান্তি (সদস্যগণ)।

সাব কমিটী যথাসম্ভব সত্বর তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য দানের নিমিত্ত উড়িষ্যার রাজন্যগণের নিকট এক আবেদন করা হইবে।

ভারত সম্বন্ধে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিক্ষোভ

গত ১৬ই জানুয়ারী ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের তাঁত শাখার অধিবেশনে ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কাটতি সম্বন্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

চেয়ারম্যান বলেন যে, গত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় তুলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible]—বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশেই রপ্তানী হইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার ইহার প্রকৃত প্রতিদান পাইবার আশায় ভারতীয় তুলা বিক্রয়ে সুবিধাও করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষ হইতে তাহার প্রতিদান পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, আজ পর্য্যন্ত এই সকল সুবিধা ভারতের অনুকূলে দেওয়া হইবে। যাহা হউক, প্রকৃত সহযোগিতা ও পারস্পরিকতার একটা ভিত্তি যদি গঠিত হইয়া অর্থ-সঞ্চয়ের হয়, তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ার এখনও তাহার কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত আছে।

কৃষ্ণনগরে প্রদর্শনী

——::)০(:: —

২৫শে জানুয়ারী ষ্টল সম্বন্ধে আবেদনের শেষ দিন

কৃষ্ণনগর সহরে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে। তদুপলক্ষে প্রদর্শকগণের সরবরাহকৃত দ্রব্যাদির যোগ্যতা বিচারে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। প্রাদেশিক ব্যবসায়ীগণের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত।

এক একটী ষ্টল, লম্বা একখুঁটি হইতে আর একখুঁটি পর্য্যন্ত এবং গভীর ৯ ফুট, উহার ভাড়া ১॥০ টাকা; আর ঐ চওড়া ও ৬ ফুট গভীর—ভাড়া ১৲ টাকা। বৈদ্যুতিক আলোক ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত আছে। ষ্টলের জন্য আবেদনকারিগণের শেষ দরখাস্ত আগামী ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে।

স্বাঃ এম, এন, ষ্টুয়ার্ট
কলেক্টর ও প্রেসিডেন্ট
প্রদর্শনী-কমিটী, কৃষ্ণনগর

শুদ্ধভক্ত

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১.০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত ও গণোদ্দেশঃ (অনুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত, তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-বিন্দু-দর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের
৫৯। শিক্ষাদর্পণ
৬০। সংখ্যাবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্‌ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্‌

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস্‌ অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্‌ ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ্‌ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্‌ য়্যাণ্ড আনয্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান, ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত -

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST - প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরিচালনায় গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৲ ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —ত্রিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক; বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৪০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ গোপাল সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

জগতের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রসদৃশ ও রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১২শ বর্ষ ৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, বুধবার { ২০৭তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

— ::(০):: —

পুরীতে

গত ১৪ই ডিসেম্বর পুরীর সাব্-জজ্ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিশ্র মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ তাঁহার গৃহে গমন করেন এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পাঠ করেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণে সাবজজ মহোদয় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

নবযোগেন্দ্রের প্রতি বিদেহরাজ নিমি যে কয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আত্যন্তিক ক্ষেম কি ইহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ব্রহ্মচারীজী বলেন—বদ্ধজীবগণ সংসারের অসৎ পদার্থ হইতে আসক্তি নিবন্ধন ত্রিতাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। ত্রিতাপক্লিষ্ট দিগের যাহা জয় নামক দুইটী অনায়াসপ্রার্থিত সেবোন্মুখতারহিত বদ্ধজীবগণের চেষ্টা উদিত হয়। যে সমস্ত মানব ভগবৎপাদপদ্ম বহুদূরে স্থানে বিরত, তাহারা জড়রসে আসক্ত হইয়া পরিত্যাজ্য ভোগপিপাসায় রত হয়। দেহ গেহ পুত্র প্রকৃতি অচিরস্থায়ী বস্তুনিচয় যে নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তি উহা বদ্ধজীবকে উদ্বেগ প্রদান করে। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় দ্বারা ঐ সকল অন্তরায় সমূলে বিনষ্ট হয়। যে সমস্ত কষ্ট ত্যাগী অণিমা লঘিমা প্রকৃতি সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন অথবা যে সকল নির্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ আত্মবিনাশকে অবলম্বন করিবার জন্য সচেষ্ট হন উঁহারা আত্যন্তিক ক্ষেম লাভে বঞ্চিত হইয়া দুঃখকেই পুনঃ পুনঃ বরণ করিয়া থাকেন।

ভাবস্তবঃ ক্ষণিক-দেহ সুখদিশিষ্টং
শোকস্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেহঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী উল্লেখ করিয়া জীব অনাত্মবস্তু অসৎ বস্তুতে আমি আমার বুদ্ধিরূপ আসক্তি দ্বারা কি প্রকার দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। কৃষ্ণেতর অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট হইলে জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম বা পরমকল্যাণ লাভ হয়। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা উভয়লোকের বন্ধনমুক্ত নশ্বরতা জয় হইয়া জীব অবলম্বন বিভীষিকা বিশেষ ও শোক-মোহ হইতে মুক্তি লাভ করেন। ভাগবতধর্ম্মের এই সকল একান্তিক এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের। ভগবদ্ধক্তের পদধূলি অর্চনা, অজ্ঞান নিবৃত্তি ও সর্ব্বোদয় কল্যাণ আনয়ন। ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ, শাস্ত্র, সেই সঙ্গ অনর্থ হইতে উন্মুখ অপরাধী জীবগণকে উদ্ধার করিয়া আত্যন্তিক ক্ষেম ও পরম মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। সমস্ত সজ্জনবৃন্দ সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

———

মেদিনীপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচার করিতেছেন।

বিগত ১১।১।৩৮ তারিখে মহাকোলে শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ মহাপাত্র মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৪।১।৩৮ তারিখে কল্যাণপুর নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

৫।১।৩৮ তারিখে উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন মাঝি মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

৬।১।৩৮ তারিখে পুনরায় উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বাবুর বাটীতে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

৭।১।৩৮ তারিখে উক্ত গ্রামে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৮।১।৩৮ তারিখে উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রোতৃবর্গ স্বামীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

স্বামীজী কল্যাণপুরের প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ভগবন্তপুর থানার দীনবন্ধুপুর নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় ৯।১।৩৮ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

স্বামীজী ১০।১।৩৮ তারিখে কাঁকড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বংশীবদন ব্রহ্মচারী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

———

ফরিদপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ফরিদপুর জেলান্তর্গত গোয়ালন্দ মহকুমায় কয়েকদিন প্রচার করিয়া গত ২১।১২।৩৭ তারিখে শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে গমন করেন। তথায় এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন এবং হরিকথামৃত বক্তৃতা করেন। পরদিন নিবসন্ত স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'প্রহ্লাদচরিত্র' পাঠ করেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইয়াও প্রহ্লাদ মহারাজ কহেন—

ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে॥
দৈত্যা যক্ষা রক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥

—শ্লোক ব্যাখ্যামুখে বলেন—প্রহ্লাদ যে ভাবে পঞ্চমবর্ষীয় বালক হইয়াও সমবয়স্ক দৈত্যবালকগণকে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের কথা সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন তাহা মনুষ্য জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ... ... সকল মনুষ্যই ... ... সম্পূর্ণ সমর্থ ... ... শ্রীভগবানের ... ... হইতে পারেন এবং ... ... হইতে সমস্ত লাভ করিতে পারেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব বৈষ্ণবতার সূচনার সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণ্য।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মাঘ। বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

শ্রীগুরুদেব পতিতপাবন। তিনি সাধুগণের শিরোমণি, অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বা সাধুর অগ্রণী। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব বাসুদেব বা সত্ত্বের মূর্ত্তিবিগ্রহ। তিনি পরব্রহ্মানন্দ বস্তু। তাঁহাতে কোন অনর্থ, দোষ, অপূর্ণতা বা অন্য কোন দোষ নাই। তাঁহার শুদ্ধ হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ পরমানন্দে বাস করেন। তিনি সকল মঙ্গলালয়, সর্ব্বগুণাকর। তিনি বস্তুতঃই, যথার্থই অলৌকিক বস্তু। তাঁহাকে মাপিতে বা কোনবুদ্ধিতে দেখিতে গেলেই বিপদ্। সেখানে তাঁহার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকিয়া জড়ময় রূপটী প্রকাশিত। কাজেই অতঃপর শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বদোষাকর আমরা নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক সাধুগুরুতে দোষানুসন্ধান বা দোষ আরোপের চেষ্টা করি। কিন্তু নির্দ্দোষের যে দোষ থাকে না, নিষ্কলঙ্কের যে কলঙ্ক নাই, নির্ম্মলের যে মল নাই, এ কথা অনুধাবন করিতে না পারিয়া কাদা ছোঁড়ার মত নিজের মনের ময়লাটা ধরিতে পারি না। এখন আমাদের দুর্দ্দৈব!

শ্রীগুরুপাদপদ্মের দোষ বলিয়া কোন কথা নাই। তাহা হইল সদ্গুরুর কথা—শুদ্ধভক্তের কথা; অসদ্গুরুর কথা নহে। আমার শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বা গৌরনিজজন, তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য কৃপায় উপলব্ধির কথা—প্রাণের কথা। তাহা অসদ্গুরুকে সদ্গুরু বলিয়া খাড়া করিয়া ঢক্কানিনাদে লোক সংগ্রহ করত অর্থ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের কথা নহে, ইহাতে আছে কেবল প্রাণ খোলা সরল ও প্রাণের স্বাভাবিক টান। সেখানে আছে কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি শিরে ধারণপূর্ব্বক অকপটভাবে জগতের নিকট আচার্য্যমুখে প্রচার করিয়া গুরুপাদপদ্মে সকলকে আকর্ষণের সকল কথা, গুরুদেবকে গুরু বিগ্রহ বলিয়া ধারণার একটা স্বীকার না করা—যাহার নাম জীবে দয়া। এরূপ জনগোষ্ঠী ও কাজের আড়ম্বরেরই সহিত কোথাও কোন বিন্দুর তুলনা হয় না। তাহা কেবলকে জাগাইয়া দেয়, অন্তরে একটা মস্ত বড় দেয়, সকলের প্রাণে একটা সাধুসঙ্গের প্রেরণা দেয়। যত পাষণ্ড হউক, অন্ততঃ কাহারও তাহা প্রাণ এমন করিয়া উঠে। আবার সেই সকল শুদ্ধবাণী প্রাণের মনোযোগ সহকারে শ্রবণের সৌভাগ্য হইলে মানুষের সর্ব্বই মঙ্গল লাভ হয়। এত বড় জিনিষ শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার নিজ আশ্রিত সেবকগণ। সদ্গুরুচরণাশ্রিতের বাণীর এত জোর, এত ক্ষমতা, এত শক্তি, এত আকর্ষণ! কিন্তু যেখানে সদ্গুরুর অভাব, সেখানে মাত্র কৃত্রিম একটা ভাব থাকায় সে কথায় যেন প্রাণ নাই, সে সকল লোকের কাছে বহু দিন কথা শুনিলেও কিছুই হয় না। এ সকল কথা কল্পনা প্রসূত নহে, পরন্তু সদ্গুরুচরণাশ্রিতের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়।

সদ্গুরুচরণাশ্রিতের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা সেই বস্তু নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীগুরুদেবকে সেবক-ভগবান্ বলিয়া জানেন। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া অন্য কেহ, একথা যে বলে এরূপ পাষণ্ডীর মুখদর্শনও তাঁহারা করেন না। তাঁহারা জানেন গুরুদেব কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক বা সেবকের বিগ্রহ। তাঁহার অলৌকিক গুণের কথা অনন্তমুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। সেই গুরুসেবাপ্রাণ, গুরুসেবকগণের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রাকৃত কোনও কিছুর আরোপ করিলে তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত অকপটভাবে বলিয়া থাকেন,—

মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, বলে গৌরচন্দ্র॥

শুদ্ধগুরুসেবকগণের এই প্রাণস্পর্শী দৃঢ়তার সুযোগ লইয়া সংসারী সম্প্রদায় গুরুব্রুবগণকে গুরু (?) সাজাইয়া নিজ অনর্থ বহনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের অমঙ্গল করিবার জন্য বলিয়া থাকে যে,—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

আমরা ত' আগেই বলিয়াছি, ইহা দুই দলের গলা দিবার কথা নহে। ইহা ত' প্রাণের কথা—উপলব্ধি করিবার কথা। ইহা বাগাড়ম্বর নয়। অপসিদ্ধান্তপরায়ণ কোন অনুদ্ধ গানের জোরে, নিত্যানন্দ খাড়া করিলে ত' আর চলিবে না। 'মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা' এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে গুরুকৃপায় নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইরূপ সরল দৃঢ়তা তাঁহারই এক চেষ্টা। এ ত' আর বাক্-চাতুর্য্যের ঘোলমাথার কথা নয়। সদ্গুরু যাঁহারা না পাইয়াছেন তাঁহারা বুকে হাত দিয়া দেখুন যে, তাঁহারা যথার্থরূপে অন্তর হইতে একথা বলিতেছেন, না পাড়ার মুখে আওড়াইতেছেন। যদি এই ত' সেই অভাব তাঁহাদের দুরাচারী বা অসদাচারীর সঙ্গে গলা দিয়া কথা বলেন, তাঁহাদের কথা। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রকৃতার্থ কি?

আমাদের সকলের সতত মনে রাখা উচিত যে, যিনি সতত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই কৃষ্ণের সুখবিধান করেন, সেই গুরুদেব কখনও অন্যায় কার্য্য করেন না, তাঁহার সকল কার্য্যই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর। নিজের দর্শনে তাঁহার কোন অসদাচার লক্ষিত হইলে তাহা দিয়া নিজে অনুকরণীয় মনে ত' করিবেনই না পরন্তু গুরুদেবের ঐ কার্য্য অন্যায় হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করাও উচিত নয়। কারণ, শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়ামুদ্রা মনোধর্ম্মী আমাদের বোধগম্য নয়। কোন্ অভিপ্রায়ে যে তিনি ভক্তের কি অভ্যুত্থান স্বীকার করেন, কি করিয়া তিনি কৃষ্ণসুখ-বিধান করেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাই বলিয়া হরিসেবা-চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোনরূপ কার্য্যে গুরু কখনই নিজের অনুভজন ছাড়িয়া রত হন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। তিনি অন্যায় কার্য্য করেন, এরূপ প্রতীতি নিরয়ের চতুঃসীমাপ্রাপক। তাহাতে কোনঅংশে সেই বিপথগামী হইবেন, সন্দেহ নাই। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

অতএব যাঁহার সন্দেহ আছে, তিনি শিষ্যনামের অযোগ্য, তিনি গুরুবিমুখ। উপরিউক্ত কথা প্রকৃত শিষ্যেরই, শিষ্যের লাভের জন্য প্রবৃত্তি নষ্ট মানুষ কোনরূপ নহে। আমাদের প্রত্যেককেই ঐরূপ স্বভাব নষ্ট হইবার জন্য কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। নচেৎ শিষ্যত্ব বা সেবা লাভ সম্ভবপর নহে। তবে ইহা অন্তরের কথা। সেইজন্যই বলিতেছি, মুক্তি-মদির একাকার বা সাধুর সরলতার সহিত অসাধুর কপটতার সমন্বয় করিতে হইবে না। সর্ব্বদাই প্রকৃত পরিত্যাজ্য, অসতীর পরিত্যাজ্য হয়না যায়। সেখানে হরিবোল দিলে চলিবে না। যদি এইরূপ নিষ্কপট সত্যাসত্য সন্দেহশূন্য আমাদের হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভগবৎকৃপায় আমরা ইহার পার্থক্য বুঝিতে পারিব। কিন্তু যদি কাহারও প্রবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমাদের কোন কথা নাই।

শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের বক্তৃতা

[বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও বর্ণ-ধর্ম্ম কাব্যলোক, শ্রীল প্রভুপাদ ও কৃষ্ণপ্রেম।
কাল—২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার, সায়াহ্ন।
স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব, পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ! এদের মাতৃগণ ও সজ্জনমণ্ডলি, পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের অনুকম্পার মধ্যে ১০৮টী শ্রী বা শোভা দর্শন করাইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ১০৮ পুষ্পাঞ্জলি রচনা করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার মধ্যে ২টী পুষ্পাঞ্জলি শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার ভার এ অযোগ্যের উপর অর্পণ হয়েছে। আমার কিন্তু কোনই যোগ্যতা নাই। তবে কীটও পুষ্পের সঙ্গে ভগবানের পাদপদ্মে উপস্থিত হয়। ইহাই আমার ভরসা।

আমরা সাধারণতঃ ইহ ও পরকালের সুখের জন্য ধর্ম্ম করি। সকলেই প্রেমের জন্য লালায়িত, প্রেম প্রায় কেহই চায় না। জৈমিনীর মতে 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' অথবা 'চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ' ইত্যাদি ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সুবিধার জন্য যে ধর্ম্মের কথা কথিত আছে, উহাই সাধারণতঃ ধর্ম্ম নামে পরিচিত। ইঁহার মতে অজ্ঞানতাই জীবের সার্ব্বভৌম নিঃশ্রেয়স প্রার্থনীয় নহে। আগন্তুক ধর্ম্ম-সঙ্গে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সুবিধার্থ জন্য বৈষ্ণবাদি পুণ্যকর্ম্ম কথিত হয়। অর্থ সঙ্গে আগন্তুক প্রয়োজন বা পারত্রিক

সাধু সে ছলে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। তাহাকে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

ধর্মাদি লাভ প্রয়োজনীয়রূপে লক্ষিত হয়। 'কাম' অর্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণ এবং মোক্ষ-শব্দে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বুঝাইয়া থাকে। চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষ কখনই প্রার্থনীয় নয়। মোক্ষের মধ্যে সাযুজ্যমুক্তি নিতান্ত গর্হণীয়। ভক্তগণ কোনদিনই ঐ মুক্তি প্রার্থনা করেন না।

এই সকলই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রাকৃত ধারণা; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে যে প্রকৃত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা জানাইয়াছেন, তাহা অন্যরূপ। 'ধর্ম' বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-ধর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পরমধর্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

'অর্থ' বলিতে তিনি পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকেই জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'তোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।'

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

'কাম' বলিতে অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বুঝায়। 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে।' আর মোক্ষ বলিতে বিষ্ণুপাদ পদ্মলাভের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন—'মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্' অথবা 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'।

সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ভগবানের দাস হইলে ছোট হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, [illegible] ও ভগবদ্দাস্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। ভগবদ্দাস্যে এমন মাধুর্য্য আছে যে, তাহার নিকট ভগবান্ অধীন হইয়া থাকেন; ও মুক্তিসম্পদ্ তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া পড়ে। যখন আমাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠ ছিল তখন 'নিত্যধাম' নামক একখানা বই বাহির হইয়াছিল। উহাতে ভগবদ্দাস্য ও মায়াদাস্যকে একপর্য্যায়ে স্থাপন করা হইয়াছিল। উহাতে এরূপ ভাব ছিল যে, ভগবানের দাস হইলে আমাদের কি হইবে? ভগবানের দাস হইলে ও আমাদের দুঃখ রহিবে? কিন্তু আমরা সাধু গুরুর মুখে ভগবানের দাসত্বই শ্রেষ্ঠ জানি। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

অজ ভব না পায় যে দাস্য-অভিমান।
অজ ভবে দাস নাহি করেন প্রণাম॥

শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

অর্থাৎ এই নবলক্ষণ ভক্তি যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন তিনি সর্ব্বোত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক হইয়াছে।

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥

আমার মনে হয়, ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজঃ (কান্তি), প্রভাব, শারীর বল, পৌরুষ (উদ্যম), প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গ যোগ—এই দ্বাদশ গুণ সেই পরমপুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না, যেহেতু গজযূথপতির (গজেন্দ্রের) ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধভক্তি দ্বারাই আরাধনার যোগ্য।

ভগবানের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ প্রেমবশ্য। 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী' ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করায়। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের কোন যোগ্যতার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে না। ভগবানের কৃপাতেই সকলের উদ্ধার হয়। টাইটানিক নামক জাহাজডুবির কথা অনেকেই অবগত আছেন। উহার প্রস্তুতকারক ইঞ্জিনীয়ার সাহেব গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিল God (গড্) ডুবিতে পারে কিন্তু টাইটানিক ডুবিবে না। ভক্ত উহার সেই গর্ব্ব ভগবান্ চূর্ণ করিলেন। টাইটানিকের প্রথম যাত্রাতেই সেই জাহাজ ধ্বংস হইল। এই প্রকার প্রাকৃত বিজ্ঞানের চরম পরিণাম আমরা অহরহঃ দেখিতেছি।

ভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। 'যো তাঁকো শরণ লিয়ে, সো তাঁকো রাখে লাজ। উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' আমাদের আচার্য্যদেব কোন্ বলে বলীয়ান্? তিনি কোন্ বলে এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও অটল আছেন? তিনি ভক্তির বলে বলীয়ান্ বলিয়াই কোন বাধাই গ্রাহ্য করিতেছেন না। আচার্য্যদ্রোহিগণ নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে পারে এবং সকলকে অনাদর করিতে পারে, কিন্তু আচার্য্যদেব ঐ সকলের কিছুই ভরসা রাখেন না। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নানাভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদ সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন।

হিরণ্যকশিপুর দাম্ভিকতা ও প্রহ্লাদের নির্ভীকতা এক নয়। সত্যাশ্রয় ও অসত্য পক্ষের মধ্যে কখনও আপোষ হইতে পারে না।

যাঁহা যায় তাঁহা দেখি শ্যাম,
যাঁহা চায় তাঁহা দেখি শ্যাম,
দুহি রজনী দুহু দেখি হয় এক ঠাম॥

অন্ধকার ও সূর্য্য কখনও একত্র থাকিতে পারে না। ভক্তের ভয় মৃত্যু বা পতন নাই।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ (দৃঢ় প্রীতিযুক্ত)। তাঁহারা কখনই মার্গভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানিদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না; তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

ভক্ত ভগবানের সেবায় ব্যস্ত হন। ভক্ত ভগবানের দর্শনের জন্য ব্যস্ত হন না। তিনি নিজকে ভগবানের দ্রষ্টা অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে দৃশ্য মনে করেন, কপটতা করিয়া নিজকে সেবক বলিয়া অভিমান করিলে কি হইবে? ভগবান্ সেবা গ্রহণ না করিলে সেবা হয় না। আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, 'আপনারা শত শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও কিছুতেই ভগবানের সেবা ছাড়িবেন না।'

শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে সর্ব্বদাই Aggressive part নিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি ভগবানের উপর সর্ব্বদাই নির্ভরশীল। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই ভক্তজীবনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। পরন্তু তাহারা ভক্তের নিকট সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

হরিসেবার উদ্দেশ্যে যাহাই করা যায় তাহাই ভক্তি।

মুক্তিঃ [illegible] ক্রিয়া।
সেবা [illegible]
পরা ভবেদিতি।

শ্রীভাগবতে আমরা জানিতে পারি—শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য অর্জ্জুন তাঁহার আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। Peaceful life lead করাই ভক্তি নয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবার জন্য অজস্র বাধাবিপত্তি সহ্য করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণসেবার জন্য যত কষ্ট করিয়াছিলেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পর প্রচারের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছেন। তাঁহার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে অনন্যপরায়ণতা ও ভগবন্নিষ্ঠতা এবং [illegible] সজ্জনবর্গকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, ইহাই প্রার্থনা।

— —

শ্রীগৌরকিশোরবাণী

বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণবিষয়ের সেবার আসক্তি ব্যতীত অন্যবিষয়ে লোভ করেন না। যখন আমাদের নিজেদের বিষয়ে লোভ হয়, তখন নিজের অনর্থ বৈষ্ণবের কাঁধে চাপাইয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করি। যাহার বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র আসক্তি থাকে, তাহার হৃদয়ে কখনও প্রেমভক্তি উদিত হইতে পারে না। হরিসম্বন্ধি বস্তুতে প্রচুর আসক্তি ব্যতীত অকিঞ্চন প্রেমভক্তির লক্ষণ বিশুদ্ধভাবে বুঝা যায় না। শ্রীরাধাগোবিন্দে ও শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার প্রগাঢ় প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার হরিসেবা ও বৈষ্ণবসেবার অনুকূল বিষয়ে প্রতি স্বাভাবিক প্রগাঢ় আসক্তি প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের বিষয় হরিভক্তের সেবায় আনুকূল্য ব্যতীত কখনও নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের ভোগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয় না। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়ে বিষয়ী অপেক্ষাও অধিকতর আসক্তি দেখিয়া ভোগী ও ত্যাগী লোক মনে করিয়া থাকে যে, প্রেমিক ভক্তের কৃষ্ণবিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে। বস্তুতঃ যাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধি বিষয়ে প্রগাঢ় আসক্তি উদিত হয় নাই, তাঁহাদের কৃষ্ণে আসক্তির অভিনয় কেবল কপটতা। যে ব্যক্তি একান্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করে, প্রিয়তম হইলেও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

কপটের সঙ্গে থাকিলে ভজনের বাধা হয়। কপটতা ভক্তের একচেটিয়া সম্পত্তি। জীবে কপটতা থাকিলে উহা ভক্তের অনুকরণ বা অভিনয় হইয়া পড়ে। সকলেই বৈষ্ণবতা। আমাকে লোকে বৈষ্ণব মনে করিয়া আমার ভোগের জন্য আমাকে টাকা দিয়াছে। আমি ত বৈষ্ণব নহি। জানিয়াছি এখানে বৈষ্ণবগণ আছেন। সুতরাং তাঁহাদের সেবার জন্য ঐ টাকা পাঠাইয়া দিলাম। [illegible] হরিভজন যত জীবন নির্ব্বাহের জন্য যথাযোগ্য গ্রহণ ব্যতীত অপরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন ও হরিভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

মায়াপরাধ ও সেবাপরাধের ফলে ধন, অর্থ ও কাম লাভ হয়। উহাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। [illegible] কপটকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বঞ্চনা করেন।

যাহার হরিভজনের ইচ্ছা আছে সে যেন অসৎসঙ্গ না করে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ, সৎসঙ্গের অভিনয় করিয়া কিংবা গোপনে গোপনে ধর্মধ্বজিদিগের হুজুগ করিয়া যাহারা এরূপ বিচার পোষণ করে, তাহাদের অনর্থ আরও বাড়িয়া যায়। সব কষ্ট সহ্য করিয়া—নিরন্তর সৎসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে তবে হরিজনের সেবা রক্ষা করা যায়।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে দেখিয়া প্রবল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগন্নাথ-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গন্ধর্ব্বা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ গ্রন্থশালা ও 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ সনাতন দাস অধিকারী।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক -শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক -শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রকটিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীপ্রেমবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅনঙ্গরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক —শ্রীমহাপ্রভু ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়ী গ্রাম (শ্রীবুধি.ওবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সংকেত-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরসিককিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চন্দন পুষ্করিণী

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি- এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক —শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক -শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়িয়া, দার্জ্জিলিং

রক্ষক —শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারদন্ড-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ নারায়ণপুর, ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকূঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক —শ্রীপ্রভুদেবী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক -- শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক —শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক —শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক-- শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড -পার্ষদপীঠ

রক্ষক —ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবদাসী,

পোঃ কোটচাল, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগোরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীরুক্মিণীগৌরাঙ্গ পার্থসারথি-মন্দিরের সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ। শ্রীশ্রীরুক্মিণীগৌরাঙ্গ-মন্দিরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক —পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক -শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক--শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) সিমুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস মগ্ন দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাছ (চাকতা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমরকুপা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী তত্ত্বালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৩রা জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী মিলের চাউল—

	দর
বালাম	৬৷০
মোটা দাদ	৫৷৷০
ঐ নম্বর	
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বাসমতী নূতন	৬৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
মিহি [illegible]	৩৸৵০

[illegible]—

নূতন আতপ	৪৲ - ৪৷০
[illegible]	১০ - ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸৵
ঐ [illegible]	৫৲ ৫৵০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ [illegible]	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] দানা	
[illegible] দানা	৬৷০—৬৵০
[illegible] দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

[illegible]

[illegible]	৩৪৷
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫৩৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪০৸
[illegible]—	৪১৷০
বাজার [illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	৩৷০—৩৸৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৷৷০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৸৵০
পাপড়ি	১৸৵০ — ১৷৷০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪৷০

[illegible]	৪৭৲
[illegible]	৩৯৲
[illegible]	৪১৷৷০
২৮ সের—	১৭৷৷০
[illegible] ২৪—৩০ সের	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

[illegible] — [illegible]

[illegible]

[illegible]	৮৷৷৴০—৯০
ঐ [illegible]	৮৲—৮৷০
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	৯—১০৲
[illegible]	৭৷৷—৯
[illegible] (কোনা)	৮৷০ - ৮৵০

[illegible] করগেট টিন।

২৪ সের—	১৩৲
২৬ সের—	১৩৷৷০
২৮ সের—	১৮৲
টাটা [illegible]	১৮৵০
২৪ সের—	১৩৷৵০
২৬ সের—	১৩৸৴০
২৮ সের—	

[illegible] করগেট।

২৪ সের—	১৫৲
[illegible]	৩৸৵—৮৵০
[illegible] ([illegible])	১০৷০
[illegible]	৩৷০—৩৷৷০

[illegible] ১—৯ ফুট লম্বা

৬৷০ ৭৲ [illegible]

[illegible] ১—৬ ফুট ৯	—১০৲
ঐ ,, ৬—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
[illegible]	৮৷৷০—৯৷০

[illegible]

[illegible] ৮৷৷০—১০৷০

[illegible] ১৫৲ [illegible] ২৩৷০

[illegible] ৫৵০ [illegible] ৬৷০

[illegible] ৪৷০

তুলার দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	৫২৲
ঐ [illegible]	৫১

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	দর
[illegible]	৮৷০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲ —১৮৷০

সন্তোষ কুমার [illegible]

এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible] কলাবাগান [illegible], [illegible]

কলিকাতা

[illegible] ধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট —

[illegible]

[illegible]

[illegible] ; বিদ্যালয় ও [illegible] [illegible] । [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ [illegible] [illegible] পরীক্ষায় [illegible] ফল [illegible] ।

[illegible] সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিনা ব্যয়ে [illegible] [illegible] হয়।

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোপ

[illegible] রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ [illegible] কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভরোপ" ব্যবহার করুন। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালাজ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] "ফেভরোপ" [illegible]। [illegible] এবং শরীর [illegible] একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—[illegible] অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের [illegible] ২ ড্রাম বা চা চামচের [illegible] জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ১০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলে [illegible] ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। [illegible] পথ্য [illegible]।

ছোট বোতল [illegible] ১৬ [illegible] ১০ আনা।

দি রাম নারায়ণ [illegible] কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

[illegible], [illegible]। (নিউ বেঙ্গল)

[illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ [illegible] [illegible]

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বোতল ১৮০ আনা। [illegible] পৃথক।

[illegible]—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির প্রামাণ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের সংরক্ষিত পরবিদ্যামাধিরাজ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৩৲		২৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲		
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১২৲	১০৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৲
মাসিক "	১৷০
প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।	১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন তত্ত্বসার-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া জগতের দর্শন এবং ভক্তগণের আনন্দ ও পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক সমালোচনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বঙ্গভাষায় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ সুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—৬॥০ সাত টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৬এ কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
ইহা ডবল ক্রাউন্ ১৬ পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভাগবতাদি গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-
প্রবর্তিত-প্রবর্তক
বিশ্বশ্রীবিশ্বপ্রীতি
ও বিদ্যুদাস
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যবিশ্বনাথ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

REGD NO. C 1-44

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের পারমার্থিক মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই মাঘ, ১৩৪৪, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৬৮]

বিবিধ সংবাদ

——(০(১০১)০)——

এলাহাবাদে রেল দুর্ঘটনা

এলাহাবাদ হইতে আট মাইল দূরে ...রৌ'ন ষ্টেশনে গত ১৬ই জানুয়ারী সকাল ...টা চল্লিশ মিনিটের সময় ভীষণ রেল দুর্ঘটনা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে দিল্লী গামী আপ ট্রেনখানি চলন্ত অবস্থায় ঐ মালগাড়ীর সহিত ধাক্কা খায়। ...ন ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান সময় প্লাটফর্মে ছিল। বহু লোক ...৫০ আহত হইয়াছে। ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া এক খবর আসিয়াছে। বহু ... আহত অবস্থায় সহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই লাইনে এলাহাবাদ হইতে কানপুর ...র কোন ষ্টেশনের টিকেট বিক্রয় আপাততঃ বন্ধ রাখা হইয়াছে। রেল ...পক্ষ ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে রদবদল

ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন মিঃ আর এম, ম্যাক্সওয়েল বড়লাটের ...শাসন পরিষদের সদস্য থাকা কালে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ...জে, এ, থর্ন অস্থায়ীভাবে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। মিঃ থর্নের ...ন কার্য্য করিবেন ভারত সরকারের ...শাসন অফিসের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ ...ন সিং।

বাঙ্গলার বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থের ব্যয়

জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের ...৩৯ সালের বাজেটে এক কোটি ৭২ ... টাকার মত উদ্বৃত্ত হইবে।

যেসব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য করা হইবে, তাহাদের মধ্যে সকল ... সাহায্যের সংখ্যাই নাকি আগামী বাজেটে বেশী থাকিবে। কলিকাতায় শুধু মুসলমান ছাত্রীদের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে বাজেটে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

বাজেট রচনার জন্য গত এক সপ্তাহ প্রায় যাবৎ ঘন ঘন মন্ত্রিসভার অধিবেশন হয়। গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ প্রত্যেক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বাজেট রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে।

আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

পরলোকে ডাঃ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র

গত রবিবার রাত্রি অনুমান আট ঘটিকার বিখ্যাত অধ্যাপক ও পণ্ডিত ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

কিছুকাল যাবৎ ডাঃ মৈত্র সন্ন্যাস রোগে ভুগিতেছিলেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়েন। গত রবিবার সহসা তাঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। রাত্রি অনুমান ৮ ... টার সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ডাঃ মৈত্রের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের সন্নিকটস্থ শিবনিবাস গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রমোহন মৈত্র। ডাঃ মৈত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষা পাশ করেন। এম, এ, ... ইংরাজী সাহিত্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার হন। তারপরই সিটি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

যুক্তপ্রদেশ হইতে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্ব্বাচিত

যুক্তপ্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের এক সভায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে হরিপুর কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচন করার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই সভায় পণ্ডিত জওহরলালও উপস্থিত ছিলেন।

বিহার প্রদেশের প্রস্তাব সুভাষ বাবুকেই সমর্থন

গত ১৬ই জানুয়ারী পাটনা সদাকৎ আশ্রমে বিহারের কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের এক সভা হইয়াছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণ একযোগে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুকেই হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

হরিপুর কংগ্রেস সভাপতির সম্বর্দ্ধনা

বাঙ্গলা রাজ্যের অধিপতির যে ৮০ বৎসরের পুরাতন সুন্দর রথ আছে কংগ্রেস সভাপতিকে তাহাতে বসাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বাঙ্গলা রাজ্যের অধিপতি ঐ রথ ব্যবহার করিতে দিতে সম্মত হইয়াছেন।

বাঙ্গলা রাজ্যের শিল্পজাত দ্রব্যাদি কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে দেখান হইবে।

চীনে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

গত ১৬ই জানুয়ারী রাত্রিতে জাপ মন্ত্রসভার জরুরী বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপ সরকার অতঃপর চিয়াং-কাইসেক গবর্ণমেন্টের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। উক্ত ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জাপ সরকার চীনে এমন একটী নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন যাহার সহিত তাঁহাদের সহযোগিতা করা সম্ভবপর হইতে পারে। ইস্তাহারের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, চীনের অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌম অধিকারের মর্য্যাদা এবং বৈদেশিকদের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে জাপান যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

চীনের জাপ রাজদূত মিঃ কাওয়াগোয়েকে আগামী সপ্তাহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

জাপ পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারন হিরোতা জাপান ও ইতালীর রাজদূত দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চীন-জাপান বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ইতালী ও জার্মাণী যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রশংসা করেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন

——::)০(:: —

নদীয়া কোর্ট অব-ওয়ার্ডস খাজনা আদায়কল্পে সুদ মাপ

নদীয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের প্রজাবর্গের আবেদনে খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য সুদ মাপ দেওয়া হইতেছে। বিশেষ বিবরণ মুদ্রিত আকারে প্রধান প্রধান স্থানে প্রচার করা হইল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ দাম) ৬৲
ভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ।০
১৮। সাধন-[illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তাবলিকা গণগৌরকঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।৵
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিকল্পিত গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে প্রকটিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ষদের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

[illegible] ৪ মাঘ। গৌরাব্দ ৪৪১ ৯ই মাঘ [illegible] ১৯২৮ [illegible]

প্রচার-প্রসঙ্গ

পুরীতে

গত ১২ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের এডিশনাল ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলস [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠে [illegible] তাঁহার পত্নীসহ [illegible] আহূত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সেবকগণ তাঁহার [illegible] এবং শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] হইতে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের স্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ প্রসঙ্গে আলোচিত হয় যে, [illegible] মানবগণ ভগবানের [illegible] সকলকে [illegible] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলিয়া মনে করে। [illegible] জীবকে [illegible] করায়। [illegible] সম্পূর্ণভাবে [illegible] যে সমস্ত [illegible] ভগবানের [illegible] তাঁহারাই [illegible] সমর্থ হন। [illegible]

[illegible]

কর্টক [illegible] সংসারসমুদ্র পার হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী [illegible] ভাগবতোক্ত এক শ্লোকটী আবৃত্তি করেন। [illegible] শ্লোকটী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। [illegible] পাঠ-কীর্ত্তন-শ্রবণে সজ্জনগণ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

দিল্লীতে

শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ব্রাহ্মণ্য। ... তাঁর মাধুর্য ... পান। ... ভাগবতের চেয়ে অনেক বড় [illegible]। ... নামই শ্রেষ্ঠ। যেমন—এক লক্ষ টাকা দাম আছে। [illegible] ... সেবা। [illegible] ... প্রকাশক [illegible]

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীচৈতন্যদেবের কি মত, তা' জানবার ইচ্ছা ক'রে যাঁ'রা, তাঁ'র মতানুসরণ করা [illegible] ... ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণন ক'রেছেন—'চৈতন্য [illegible]'। ... পরিত্যাগ ক'রে মানুষ ... [illegible] ... পরিত্যাগ ক'রেছেন ব'লে ... কিন্তু মানুষ ... মনে তাঁদের ... থাকে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] ... প্রদর্শন ক'রেছেন। ... dear & near ones— ... চৈতন্য [illegible] ... [illegible]

তাঁ'দের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। তাঁ'রা সব ভক্তি-[illegible] ... [illegible] ... পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।

[illegible]

Altruistic [illegible] ... domineering [illegible] ...

[illegible] ... উপকার ... মানুষ ... [illegible] ... উপকার [illegible] ... পরোপকারের [illegible] মানুষের উপকার ব'লে মনে ক'রেছেন।

যাঁ'রা নিত্য কৃষ্ণ কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁ'রাই সৎ বা সাধু, আর যাঁ'রা অসৎ-লোকের আলাপ কথা নিয়ে ... দিন কাটান, তাঁ'রা ... অসৎ বা অসাধু। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায় [illegible] ... শ্লোকটি উদ্ধার ক'রেছেন—

[illegible]

(এই [illegible] ...)

[illegible]

[illegible] ... Impersonalist [illegible] ...

উহার [illegible] ... বুদ্ধি আছে, তাহা [illegible] ... পারে না।

আমরা বর্তমানে বিশ্ব দর্শন ক'রছি, [illegible] ... বিশ্ব দর্শন, ... বিশ্ব [illegible] ... It is a befooling agency - ... [illegible] ... ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] ... অবলম্বন ক'রে ... [illegible] ... —এই যে বহুরূপী [illegible] ক'রে থাকেন।

• • • •

[illegible] ... কর্তৃত্ব ... [illegible] ... উপর [illegible]

[illegible] ... গোলোক-দর্শন ... [illegible] ... শ্রীধামের [illegible] ... ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছেন—"[illegible]" ... গোলোক ... [illegible]

শ্রীশ্রীমায়াপুর [illegible]

[illegible] ... শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

যখন আমরা বৈকুণ্ঠে উদ্বুদ্ধ [illegible] ... গোলোক দর্শন ক'রতে পারব, তখনই শ্রীধাম "[illegible]" ...

[illegible]—শ্লোক এবার সার্থকতা হ'বে। ... [illegible] ... পূর্ণবিকশিত [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... আর বৈকুণ্ঠ [illegible] ... [illegible]

শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible] ... বাঙ্গালার লোক এখনও শ্রীচৈতন্যদেবকে আদর ক'রতে পারছে না। নানা মনোধর্মের কথায় মগ্ন হ'য়ে র'য়েছে। চৈতন্যের কথা [illegible] ... প্রচার [illegible]।

• • •

শ্রীমায়াপুর [illegible] ... পার

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট কালও ২২ বৎসর হ'য়ে গেল। এই ২২ বৎসরকালের ব্যাপী সমালোচনা করা যা'ক্। ২২ বৎসর যে ক'টা গৌরবের অপ্রকট হয়েছেন, তার একটা হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার। এ বৎসর বিশ্বৈষ্ণব রাজসভার কার্য্যটা বিশেষভাবে আরম্ভ করা আবশ্যক। বিশ্বের সকল লোককে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব করা প্রয়োজন। কিন্তু মূলধনে একটা কথা বুঝতে পেরেছেন যে, বৈষ্ণব 'হওয়া' বা করা যায় না। বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেই স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে হ'বে। এই স্বরূপোপলব্ধির বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই বিশ্বৈষ্ণবরাজসভার কার্য্য। এ জগতের লোক কেবল মাপছে। কেবল জাতীয়তা—প্রাদেশিকতা—অসংখ্যাপ্রাদেশিকতা। এত মাপা-কাটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত বিশ্ব, বিশ্বচরাচর, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—সকলের মঙ্গল ক'রতে হ'বে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রচারের দ্বারা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর সদম্ভ বিস্তার ক'রতে হ'বে। দরকার হ'লে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেও ঘুরতে হ'বে। নিজের ভজন ক'রে নিজের ও পরের ক্লেশ-কাটা বন্ধনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া দরকার। পরলোক মানুষের নরকের দরকার ক'রে দেয়া... দরকার। তাঁরা যদি নিষ্কপট হ'বে জিজ্ঞাসা করেন কি ক'রে প্রকৃত হ'ব ... হ'বে কেবল ভক্তিবিনোদধারার সঙ্গ গ্রহণ করুন। উহা অবশ্যক আছে। এই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে নিত্যকাল ... হ'বে। ... আমরা ... নরোত্তম ... ক'রে ... দেখা'ব।

—————

বিরহ-সভার বক্তৃতা

—-:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ

[শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব-সভা]

পরমপূজনীয় বৈষ্ণবগণ ও সমবেত ভক্তবৃন্দ! আমি সর্ব্বপ্রথমে সকলকে ... অভিবাদন জানাচ্ছি। ... আমার ন্যায় ... অযোগ্য ব্যক্তি ... আপনাদের নিকট ... উপদেশ ... শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে ... হরিকথা কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দান করিয়াছেন। আপনারা কৃপাশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ অবিচারে পালন করিতে করিতে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিতে পারি। আমার ভাষাগত ত্রুটী আপনারা কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

আমার প্রতি 'শ্রীল প্রভুপাদ ও ষড়্বিধা শরণাগতি' সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিবার উপদেশ হইয়াছে। আপনারা অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের স্বরূপ, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ লীলাদি সম্বন্ধে বহু কথা শ্রবণ করিয়াছেন, আমি তদ্বিষয়ে কীর্ত্তন করিবার নিতান্ত অযোগ্য। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদকে যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত যাঁহাদের দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি যাঁহাদের আসক্তি হইয়াছিল তাঁহারা আজ প্রকৃত বিরহ অনুভব করিতেছেন। আমি নিতান্ত দুর্ভাগা তাই বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকে অনাদর করিয়াছি। তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা তত প্রয়োজনীয় মনে করি নাই, অনর্থক দিনাতিপাত করিয়া সময় কাটাইয়াছি। তিনি যখন হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন তখনও মনোযোগ দিতাম না, অন্যান্য বিষয় প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতাম; সুতরাং আজ সেই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন জন্ম-জন্মান্তরেও সেই প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করিবার সৌভাগ্য হয়।

আপনারা শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন—শ্রীল প্রভুপাদ সেবকভগবান্, শ্রীগৌরনন্দন, চৈতন্যস্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্ যে মূর্ত্তিতে জগতে প্রকটিত হইয়া জগৎকে তাঁহার নিজের ভজনের কথা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন তিনিই গুরু বা আচার্য্য। 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোকে আমরা জানিতে পারি, ভগবানই আচার্য্যরূপে জগতে প্রকটিত হইয়া থাকেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অবদানের তুলনা এ জগতে নাই। যে যত অধিক পণ্ডিত, তাঁহার কথাবার্ত্তাও তাঁহার প্রতি তত অধিক ... দেখিয়াছি আমি নিজের ... ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্দেহ করিতেছি। শ্রীগৌর সুন্দরকে মহাবদান্য বলা হয়, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ মহাবদান্য। মহাপ্রভু জীবের ঘরে ঘরে যাইয়া কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন, আর শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্বাসী সকলকেই আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"হে দীন জনগণ, তোমরা সকলে আমার নিকট এস, মায়ার সংসার হইতে আমি নিস্তার করিব; তোমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তোমাদের নিত্য আবাস গোলোক-বৃন্দাবনে—নিত্যানন্দ-ধামে পৌঁছাইয়া দিব, তোমরা আমার নিকট এস, হরিভজন কর, আমি তোমাদের সকলকে শিক্ষা দিয়াও প্রতিপালন করিব" এবং তিনি তাহাই করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শরণাগত হইয়া কৃষ্ণভজন করিবার জন্য সর্ব্বদাই উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, কৃষ্ণ আমাদের বাধ্যবাধকতার বাধ্য নহেন, তিনি স্বরাট্ পুরুষোত্তম, কাহারও অধীন নহেন। আমাদের বাগানের মালী যেমন আমাদের হুকুমে টোবলে ফুল সাজাইয়া দিয়া যায়, কেননা সে বেতনভোগী চাকর; কিন্তু কৃষ্ণ সেরূপ নহেন। আমরা 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকলে এ জগতের কোন লোকের নাম যদি 'হরে কৃষ্ণ' থাকে সে সাড়া দিতে পারে কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ ডাকে সাড়া দিবেন না, যদি আমরা শরণাগত হ'য়ে না ডাকি। 'স্বরূপ শরণাগত' হইবে যাহার। তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।' শ্রীনন্দকুমার শরণাগত ভক্তের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। অপর কাহারও ডাকে সাড়া দেন না। 'কভু' শব্দ তাঁহার নিকট পৌঁছায় না। এ জগতের ঐশ্বর্য্যশালী ধনী-মানী কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ডাকিতে পারে না। যথা 'ভক্তি সর্ব্বোর্দ্ধ্বিকা'। শ্রীরূপ 'অনুক্ষণ' শরণাগতি। তাঁহার লক্ষণ বৈষ্ণবগণের দিবস আছে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শরণাগতি গ্রন্থের প্রত্যেক গীতের মধ্য দিয়া শ্লোকের মর্ম্ম সকল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম গানেই আমরা দেখিতে পাই—

"দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি প্রতিকূলভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥"

(শরণাগতি ১ম পৃষ্ঠা)।

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয় সকল স্বীকার করিব। "তুষ্টা ভক্ত অনুকূল যে যে কর্ম্ম হয়" এই বাক্যের মধ্যে আপনারা যে বিচার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" আর প্রতিকূল বিষয় সকল পরিত্যাগের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া, এ বিষয়ও উক্ত শরণাগতি গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায়— "ভক্তি প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়। পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥"

এই গীতের মধ্যে প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের শিক্ষা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে দিয়াছেন। তার পর "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো" কথায় আমরা জানিতে পারি যে,—একমাত্র কৃষ্ণই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাসযুক্ত হওয়া, "কুতো বন্ধুজনের ভয়ং ... হি বিশ্বস্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণকেই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারি। সুতরাং আমরা এ জগতের কোনও হোমরা চোমরা ব্যক্তির ভীতিপ্রদর্শনে বিচলিত হইয়া সত্যপথ বা গুরুসেবা পরিত্যাগ করিব না।

এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ।
তব পাদপদ্ম প্রভু রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে॥

(শরণাগতি)

অতঃপর ৪র্থ শরণাগতি হ'চ্ছে—'গোপ্তৃত্বে বরণ',—গোপ্ ধাতুর অর্থ পালন করা গোপ্তা শব্দের অর্থ পালক। কৃষ্ণই আমার একমাত্র নিত্য পালক, আমি তাঁহার পাল্য বা নিত্য সেবক। আমি যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিব, তিনিই আমাকে পালন করিতেছেন ও করিবেন, এইরূপ নিশ্চয়।

দুঃখ ও পালিবে মোরে বিশ্বাস জানি।
তোমার সেবায় পাব বড় সুখ মানি॥

শরণাগতির পঞ্চম বিচার "আত্মনিক্ষেপঃ" বা আত্মনিবেদন। আমি কৃষ্ণদাস অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টায় আমার কিছু মঙ্গল হইতে পারে না, বরং উহা বন্ধনের কারণ। আমার সবিশেষ যত কিছু সব কৃষ্ণে নিবেদন এবং 'মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর, অর্পিলু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥" ইত্যাদি বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

শরণাগতের ষষ্ঠ বিচার হ'চ্ছে দৈন্য—অর্থাৎ আমি অকিঞ্চন ও দীনহীন এরূপ কার্পণ্য বুদ্ধি বা নিষ্কপট দৈন্য; যাঁহারা আকৃ পাকৃ ভাব দেখান ও অন্তরে দম্ভপূর্ণ মৎসরস্বভাব এরূপ বিচার কপটতার লক্ষণ, কপট দৈন্য অনেকেরই দেখা যায় কিন্তু প্রকৃত দৈন্য যখন মানবজনের উদিত হয় তখনই তিনি নিষ্কপটে বৈষ্ণবচরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে যোগ্যতা লাভ করেন। 'নষ্কপট' না হ'লে ও দৈন্য এলেও থাকে না। দৈন্যই বৈষ্ণবের ভূষণ। দীনতা না আসিলে হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারি, সহিষ্ণু-গুণ অন্তরে না আসিলে, সকলে মানদ আপনি অমানী হ'য়ে আমাদের নামভজন হয়। 'কবে হ'বে বল সে দিন আমার' এই শরণাগতি গীতের শেষ শ্লোকটা আমাদের আলোচ্য হউক। তাহা হইলেই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে আমাদিগের অধিকার লাভ হইবে।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি বল। মায়া গ্রাস হৈতে হয় ত্রাণ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যপীঠ, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহ আছেন। সুদর্শন ও ব্যাসকুণ্ড শ্রীমধ্ব ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভৃতি আচার্য্যের মূর্ত্তি আছে। রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহ। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রচার ও গ্রন্থাদি প্রকাশ হয়। সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্র ও দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশ' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক - শ্রীমৎ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক - শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

বামনপুকুর প্রাচীন শ্রীমায়াপুর (নদীয়া) চৈত্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) জগন্নাথ-শ্রীনাথ-পাট

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদ্রূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রীবল্লভ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

সৌরপুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীগুপ্ত ভবনের পশ্চিম নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীশ্যামলদাস বনবাসী

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চন্দিপুর, জেঃ নারায়ণগঞ্জ, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবাব রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং অগ্নিশ্বরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক - শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী মথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রীনরনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক - ডাঃ শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) গোকুল বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোলমার্কেট,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মহাজীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক - পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক - শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) সিদ্ধবকুল ও জমার, পুরী

(৫৬) টোটা গোপীনাথ

রক্ষক - শ্রীরাজকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক - শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসচন্দ্র দাসাধিকারী

(৫৯) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবত জনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভগবানদাস বনবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয় মঠ

পো অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (হুগলী)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বনবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমঝুকা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ সেবাপরা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভু ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাইকারী দর
বালাম	৬৷০
বাজা চাল	৫৷৷০
ঐ এঞ্জিন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
বাঁশমতী নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ক্ষীরসা জোয়ান্সী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালামি	৫৲ ৫৷৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৷৵০

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০৷৵০
সিঙ্গুর ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] দানা	৯।
[illegible] দানা	৮৷০—৯৷৵০
[illegible] দানা	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

রূপালের বাট	৩৫৷
গিনি	২২৲
চাঁদির বাট	৫৩৷০

পাটের দর

চিজো—	৪০৷৷০
মুড়ো—	৫০৷৷০
কড়ুই—	৫৩৷০
[illegible]	৫৩৲

আটা ও ময়দার দর

হেট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৫৷৵০—৫৷৷০
[illegible]	৬৲—৬৷৵০
[illegible] (বি)	৫৷৷০—৫৷৵০
[illegible] (২	৫৵০—৫৷৵০
[illegible] (এ)	৫৲—৫৷০
[illegible] (বে)	৫৷৷০—৫৷৵০
[illegible] (৩)	২৷০—২৷৵০
[illegible]	১৷৵০—১৷৷০
[illegible]	১৷৵০—১৷৷৵০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৩৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৬৫৷০

ভাব	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ঢাকা [illegible]	৫১৷৷০
২৬ গেজ—	১৭৷৷০
প্যান শীট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও ধাতুবাজার

টাটার তৈয়ারী— ৪৪ প্রতি হন্দর

লোহার বা ঢ' কড়ই না বাঘ।

সার্কা	৮৷৷৵০—৯৷০
ঐ যে সাকা হালকা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েই বীম সব সাইজ	৯৷৵
ঐ ইংলিশ ওয়েই (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷০—৯,
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০ —৯৷৷৵০

টাটা প্যান করগেট সিট।

২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১৬৷৷০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যান প্লেন শীট	১৷৵০
২৪ গেজ—	১৩৷৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যান করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৯৵৫—৯৷৵০
গাড়ার বেড়া কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
মেট কাটিং বা চিট কাটা দর	৩০—৬৷৷০

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬৷০ - ৭৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
চুন পাটি, গোলটুপ, পয়ারে	৮৷৷০—৯৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

৩৪	৮৷৷০—১০৷০
ফু: ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০

স্টিলের হাপর ৫৵০, পাটের হা ৫৩ ৩৷০

কামার হাপর ৪৷০

মুদের দর

কালকাতা ২৭শে জুন,

মাদ্রাজী গোলার কাইন	৫৪
নট[illegible] আদের ওজর	৪০৲
ওপাড়ি মুরগির কাইন	১৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কালকাতা, ২৭শে জুন,

প্রতি মণ

পাতর মাও	৮৷০
কুলাজী মেথী	১৬৷০—১৭৲
কাঠা সুপারী	
গুঁড় পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
সরু মুরজ পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৯৬-১নং [illegible] স্ট্রীট [illegible], বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—।:।

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——:::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সাহচর্য; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর স্বতন্ত্র খোলা। অধ্যাপনা আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বেতন ও ভর্তির ফি কম। ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৩৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল

——:::——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন মারাত্মক জ্বর দমন আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, কর্ণা-পাণ্ডু, পাণ্ডু এবং অন্যান্য পালাজ্বর। "কেভ্রোল" প্রধান। উহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—অল্প বয়স্ক পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় শিশি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৬২-২৯১নং গলি পোঃ আঃ টাসওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেঙ্গোয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীব শীঘ্রই মুক্ত সর্ব্বোপরি প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া [illegible] বাঙ্গালা অভাব নাই। [illegible] মহৎ [illegible] এবং এরূপ ও [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবধারিত বিশ্বাস হয় কিনা। [illegible] বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible] দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible], কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——:(॰):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল ভগবৎ সংকীর্ত্তনকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অংশতঃ জীবন-চরিত এতদিনকাল পর্য্যন্ত প্রকাশে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের কৃপাশ্রিত পরবিদ্যাসাহিত্যের সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(॰):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিপাতে প্রতি লাইনের ।০	।৵০	।০০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৫৲	
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১০৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷ ভিন্ন স্বতন্ত্র।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল তত্ত্বরত্নাকর ভাষ্যপরম্পরা সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মুগ্ধ হইবেন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces). বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৭২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(॰):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইলাহাবাদ নগরে অবস্থিত। এখান হইতে হিন্দীভাষায় “পরমার্থী” নামক উৎকৃষ্ট একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—মায়াপুর

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
বিশ্বলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
[illegible] শিখামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র শব্দ-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই মাঘ, ১৩৪৪, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৬৯]

বিবিধ সংবাদ

—(০)(:০:)(০)—

কলিকাতা কর্পোরেশনের বহু সমুহ ছুটী

কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন [illegible] এম, এল, ঘোষ বাহাদুরের [illegible] উপলক্ষে পরলোকগত শরৎ [illegible] মৃত্যু উপলক্ষে ও হাত ভুক্তি [illegible] কর্পোরেশনের [illegible] গত ১৭ই জানুয়ারী [illegible] বন্ধ রাখা হইয়াছে।

—

শোক সভা

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] মৃত্যু সংবাদ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) [illegible] পাঠাগারে একটি [illegible] পাঠাগারের সভাপতি একটী [illegible] সভা করেন। এই সভা শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক [illegible] প্রকাশ করেন এবং তাঁহার [illegible] আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন [illegible]।

—

[illegible] শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত বসু প্রত্যহই সন্ধ্যা [illegible]। গত ১৬ই জানুয়ারী তিনি [illegible] যাত্রা করেন। আমেরিকান [illegible] আহবান সমাপন করিয়া তিনি [illegible] যান। সেখানে তাঁহার [illegible] মিঃ [illegible] এবং [illegible] সহিত [illegible] পান করেন। রাত্রিতে অধ্যাপক [illegible]

মজলিস এবং অন্যান্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত একটী বিরাট অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করেন। ঐ সভায় খুব উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং বিলাত ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের মধ্যে। বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করেন।

—

গান্ধীজী সকাশে লর্ড লোথিয়ান

লর্ড লোথিয়ান গত শনিবার বোম্বাই আসিয়াছেন এবং গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গত ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় নাগপুর মেল ওয়ার্দ্ধা যাত্রা করিয়াছেন।

লর্ড লোথিয়ান সেক্রেটারিয়েটে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর খেরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি মিঃ ভুলাভাই দেশাই এবং অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের সাথেও আলোচনা করিয়াছেন।

সুরমা উপত্যকা ছাত্রসম্মেলন

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সভাপতিত্বে গত ১৫ই জানুয়ারী শ্রীহট্টে সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া ডেভিস পি, কে, এসকপ, শ্রীযুক্ত শরতের বোস, নবাব খাজা বাহাদুর প্রভৃতি যে সকল বাণী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সভায় পঠিত হয়।

শ্রীমতী লীলা নাগ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অতঃপর অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

নিখিল বঙ্গ ঐক্য-সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ হিন্দু মুসলমান মিলন-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও সেক্রেটারী খাঁ বাহাদুর এক্রামুল হক এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, আগামী ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ও রবিবারে মুর্শিদাবাদে নিখিল বঙ্গ হিন্দু মুসলমান মিলন সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। বঙ্গের দুইটী প্রধান সম্প্রদায়ের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং সকলকে ঐক্যভাবাপন্ন করিয়া তোলাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। দেশহিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রদেশের অগ্রগতি সাধনের জন্য, এই প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার বিশেষ গুরুত্বের বিষয়ে উপলব্ধি করিতেছেন। কাজেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিষয় আলোচনা করিয়া হিন্দু মুসলমানের মিলন কেবলমাত্র কল্পনার বস্তু না হইয়া থাকিয়া যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনের পক্ষে অবশ্য করণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেজন্য হিন্দু মুসলমানের মিলন আন্দোলনের উৎসাহী হিন্দু মুসলমানগণকে বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতে উক্ত দুই দিবসে মুর্শিদাবাদে আসিয়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনের আলোচনায় যোগ দিতে সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। সম্মেলনের প্রতিনিধিগণের থাকার ও আহারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের মামলা

সোমবার কয়েকজনের সাক্ষী সাক্ষ্য গ্রহণের পর চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের" সম্পাদক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা (রাজদ্রোহ) অনুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন।

ডাঃ সেন ও শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। আগামী ২৮শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত শুনানী মুলতবী আছে। ঐ দিন সাক্ষীদের জেরা আরম্ভ হইবে এবং শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ সেন শ্রীযুত ভট্টাচার্য্যের পক্ষে উপস্থিত থাকিবেন।

বোম্বের ট্যাক্সী চালকদের ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

বোম্বের পুলিশ কমিশনার ট্যাক্সী ড্রাইভারদের উপর আদেশ জারি করিয়াছিলেন যে, ট্যাক্সীর মিটার বদল হইতে হইবে, কারণ ঐগুলি ভাল নয়, সুতরাং ভাড়ার কারসাজি করা হয়। বোম্বাই ট্যাক্সী ড্রাইভার ইউনিয়ন পুলিশ কমিশনারের আদেশের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করিবে স্থির করিয়াছেন। তাহা হইতে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে, বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত মিটার বদলাইলেই চলিবে। কিন্তু যে সকল মিটার মেরামত করা বা বদলান আবশ্যক, ১লা ফেব্রুয়ারীর পর হইতে উহা মেরামত করিতে বা বদলাইতে হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আপত্তি ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ২
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ১
২৭। মুক্তাফলিকা ও গৌরাঙ্গস্তবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। দুর্জ্জনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশত
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ১
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেষণ ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালনায় গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈকুণ্ঠ মঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ১০।

৪। পরমার্থী—উৎকল মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাকাব্য
পাঠ ও বহু সাধনের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গণের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা —

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ — ৫ মাঘ গৌরাব্দ ৪৫১ ৭ই মাঘ [illegible] ২১শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৮ শুক্রবার — ২১৯তম সংখ্যা

ধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

—::)•(::—

ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুল সম্বর্দ্ধনা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর গত ১৯শে জানুয়ারী ৫ই মাঘ বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৯.৩০ মিনিটের ট্রেণে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু প্রমুখ [illegible] ভক্তবৃন্দসহ রওনা হইয়া [illegible] পর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে সুগন্ধি পুষ্প মালা দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করেন। অতঃপর একটী কীর্ত্তনদল উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয়ের মূল গায়কত্বে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নির্গত হইয়া পথিমধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্মুখস্থ হইলে ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং সংকীর্ত্তনসহ সকলে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন। পরিশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিলে উচ্চ জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তনের মধ্যে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দ্বারা অভিনন্দিত করেন।

—

[illegible] প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমোদ মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ বর্ত্তমান বর্ম্মার রাজধানী রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য মঠে বহু লোকের সমাগম হইতেছে। [illegible] ব্রহ্মচারীজী সকলের নিকট [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। [illegible] শ্রীমন্নারায়ণ প্রভুর সুললিত স্বরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতেছে।

———

[illegible]পুরে

গত ১২ই জানুয়ারী বুধবার [illegible] সভায় পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ [illegible]পুরে শ্রীযুক্ত [illegible] পালিত বকুল উদ্যান গৃহে হরিকীর্ত্তন করিতে আমন্ত্রিত হন। উপদেশক শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভুর মূলগায়কত্বে 'শ্রীঅষ্টক', 'গৌরকৃষ্ণ গৌর হুই জন', 'মানস দেহ গেহ' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র [illegible] বলেন — এই গ্রন্থখানি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত। তিনি মহাভারতাদি সমস্ত পুরাণ লিখিয়াও চিত্তে শান্তি না পাইয়া গুরু [illegible] শ্রীল নারদ গোস্বামী কর্ত্তৃক তাঁহার নির্দ্দেশের [illegible] এই ভাগবত লিখিতে আদিষ্ট হন। শ্রীল নারদ গোস্বামী তাঁহাকে চারিটী শ্লোক বলেন, তাহা দ্বারা ব্যাসদেব অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা সমস্ত বেদের সার। [illegible] ইহার রস সর্ব্বদা পান করিতে সমর্থ। "[illegible]" শ্লোকটী তিনি বলেন [illegible] ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর অম্বরীষ মহারাজের প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলেন — মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াও বিষয়ে অনাসক্তভাবে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি — প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা কিরূপে ভগবানের সেবা করিতে হয় তাহা নিজে আচরণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সকল [illegible] ব্রহ্মচারীজী 'স বৈ মনঃ' প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধার করিয়া নানাপ্রকার [illegible] সমাগত বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভক্ত মহিলাদিগকে বুঝাইয়া দেন। বাল্যকালে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে প্রত্যেকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করেন দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহার পরিতোষ করিতে এক দ্বাদশীর দিন তথায় আসিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি স্নান করিতে গিয়া [illegible] বিলম্ব করিতেছেন, এদিকে দ্বাদশীতে [illegible] না [illegible] নানাপ্রকার বিচার করিয়া রাজা একবিন্দু গঙ্গাজল পান করিলেন। ইহা জানিয়া দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন 'তুই মহারাজ পাপের ভয়ে [illegible] না হইয়া যাবি এখন [illegible]?' কথা [illegible] [illegible]। [illegible] বৈষ্ণব-রক্ষক সুদর্শন আসিয়া দুর্ব্বাসার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। দুর্ব্বাসা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোথাও আশ্রয় না পাইয়া [illegible] অম্বরীষ মহারাজের শরণ গ্রহণ করিলেন, [illegible] [illegible]। অতঃপর অম্বরীষ মহারাজের নানাপ্রকার [illegible] তাঁহার চরণে [illegible] ভিক্ষা [illegible] পূর্ণ প্রদান করেন। মহারাজের চরণে [illegible] দুর্ব্বাসা ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, তখন তিনি বলেন — আমি সাধু সেবা করিতে পারি নাই বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তখন দুর্ব্বাসা তীব্র [illegible] পারিলেন।

বৈষ্ণব [illegible] [illegible], তাহা মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যানে আমরা জানিতে পারি। [illegible] [illegible] যে হরিভজন ছাড়া আর কোন কথা নাই, সংসারে থাকিয়াও অম্বরীষ মহারাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলে প্রকৃত [illegible] [illegible]।

পাঠান্তে 'ভজহুঁ রে মন' পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"বৈষ্ণবেরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণ তার সম্পত্তির সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের মধ্যেই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সঙ্গে হাজারও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণত্ব।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মাঘ তিথি ষট্‌তিলা একাদশী গৌরাব্দ ৪৬১

গৌরভজন ও কৃষ্ণভজন

গৌর ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। গৌরই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণই গৌর। গৌর ও কৃষ্ণের কেবল লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে মাত্র। পরতত্ত্ব শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ এই দুই রূপে লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ মধুর-লীলার মূর্ত্তি। কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ই মধুর এবং অভিন্ন। মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্য ও ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য বর্ত্তমান। তথাপি যেখানে মাধুর্য্য প্রধান, সেখানে কৃষ্ণস্বরূপ আর ঔদার্য্য যেখানে প্রধান, সেখানে গৌরস্বরূপ। শ্রীধাম বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ বিনা গতি নাই। তাঁহার নাম স্মরণ ও তাঁহার মন্ত্রোপাসনা ব্যতীত আর উপাসনা নাই। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই। অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের এই সকল যুক্তি শ্রবণ করিয়া বিপথগামী হইতেছে। তাই আজ আমরা মহাজনানুগত্যে গৌরভজন ও কৃষ্ণভজনের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণকে গৌর হইতে পৃথক মনে করিয়া গৌরভজনের ছলনায় যাহারা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা অস্বীকার করে বুঝিতে হইবে তাহারা গৌর-অপরাধী; ইহা শাস্ত্র-বিগর্হিত কথা। যেখানে তত্ত্বজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞানের অভাব, যেখানে গৌর ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি, সেখানে ভজনের ত' কথাই নাই, উপরন্তু উঁহাদের সেই মনঃকল্পিত ভজনই (?) গৌরভজন ও কৃষ্ণভজনের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা মতবাদপথ বা দোষপথ মাত্র। তবে ইহাও বলা উচিত যে, অপ্রাকৃত লীলাবিলাসকারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করত কৃষ্ণভজন না করিলে পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় ব্যতীত যখন কৃষ্ণভজন সম্ভব নয়, তখন শ্রীগৌরাবতারের পূর্ব্বে কি কেহ কৃষ্ণভজন করেন নাই? শ্রীগৌর-অবতারের পূর্ব্বে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছেন; যদিও তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাহ্য প্রকাশ হয় নাই তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর আবির্ভাব ছিল।

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরহরির চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণদেবের যেরূপ অপূর্ব্ব উদয়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় না। রাগমার্গে শ্রীরাধার বিশেষ উপাসনাই বা উজ্জ্বলরস প্রচারই উঁহার এ জগতে আগমন। তিনি যে সেবার কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন তাহা অনর্পিতচর। এর চেয়ে বড় কথা আর নাই। কৃষ্ণ যুগলের উপাসনা। একেবারে—অবৈধভাবে কেহ এ কথাটি চিনিতে পারেন না। কিন্তু গৌরহরির মত ও যুক্ত উক্ত রূপই উপাস্য। পরম করুণাময় কৃষ্ণ এ জগতে কৃপা করিবার জন্য গৌররূপে অবতীর্ণ। সেইজন্য পণ্ডিত সাধুদের গৌররূপ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম আবির্ভাবরূপে শ্রীকৃষ্ণভজন করাই একমাত্র কথা। যাঁহারা শ্রীগৌরচরণে আশ্রয় লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, শ্রীগৌরাঙ্গের দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করাই যাহাদের মত হইয়াছে, তাঁহারা গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। এক কথায় তাঁহারা গৌরভজন ও কৃষ্ণভজন কোন কিছুর ধার না ধারিয়া, নিজকে গৌরভক্ত বলিয়া প্রচার করত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার একটা ফাঁদ পাতিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিজে বিপথগামী হইয়াছেন এবং অপরকেও বিপথগামী করিতেছেন।

গৌর ও কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, উঁহাদের গৌরভক্তে ভেদ জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোনও ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণলীলায় যাহা নিহিত আছে তাহা গৌরলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রদর্শিত। প্রণালী ছাড়া ভজন আর ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সেইজন্য বলিতেছি, গৌরাঙ্গস্বরূপ বা গৌর-প্রদর্শিত পন্থা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনই গৌরভক্তের উপাসনা। সংকীর্ত্তনমুখেই যুগপৎ গৌরকৃষ্ণের উপাসনা সংসাধিত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্র যতই পাঠ করা যায় ততই শ্রীকৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। আর কৃষ্ণলীলা যতই আলোচনা করা যায় ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌরভজন এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন সম্ভবপর নয়। গৌরকে যখন পরমোপাস্য বলিয়া বিশ্বাস হয় তখন গৌরের কৃপায় কৃষ্ণলীলা অনায়াসে আমাদের শুদ্ধচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া জীবের পরম মঙ্গলার্থে উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যদি সাধুদের এ সকল কথা একটু মনোযোগের সহিত বিচার করি তাহা হইলে গৌর ও কৃষ্ণ যে একবস্তু তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

কৃষ্ণ নিজে গৌর হইয়া নিজে কৃষ্ণের আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। 'নবদ্বীপে কৃষ্ণ উপাসনাই—গৌর-শিক্ষা।' শ্রীকৃষ্ণ গৌরোপাসনা একটা কথার কথা-মাত্র। সেখানে হৃদয়ে আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরিকরগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণের কথা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারাই তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই কথাই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সাধুসঙ্গের এই উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌরবাদী হইবেন তাঁহারা যে গৌরভক্তের নামে গৌরবিরোধী বা নরাধম তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ।।

কোন কোন মহাপুরুষের কেবল গৌরাঙ্গে নিষ্ঠা ভজন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও তাঁহাদের পক্ষে নিষ্ঠাবশে কৃষ্ণভজনই বলিতে হইবে। কৃষ্ণই গৌর হইলেন, অতএব গৌরাঙ্গ পরিকরে নিষ্ঠাই অবস্থান করিতেছি, এই ভাবে তাঁহারা স্ব স্ব নিষ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা গৌর ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি করেন নাই। কিন্তু এরূপ ভজন সাধারণ ভক্তের পালনীয় নহে, ইহা অনধিকারীর নিষিদ্ধ। ঐ সকল ভক্তেরা নিজ নিষ্ঠায় রত থাকিয়া গৌর-কৃষ্ণকীর্ত্তন ভজনকে কখনও নিন্দা উপদেশ ত' দেনই নাই, এমন'কি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে মত্ত থাকিবার কথাও জানা গিয়াছে। আমরা কাহাকেও নিজ গৌরাঙ্গের নাম করিতে নিষেধ করিতেছি না, গৌর-নাম করাতে কোন দোষও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণভজনও নিষেধ করিতে পারি না। তাই বলিতেছি, গৌরাঙ্গপাদাশ্রয়ে সংকীর্ত্তন বা কৃষ্ণভজনই শুদ্ধ ভগবদ্ভজন।

শক্তি উপাসকের গতি

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভবিষ্যণী
এম্, এ।)

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণন হতে দেখিতে পাই—

বসুধা রাজন্যবেশধারী দৈত্যগণের উৎপীড়নে ভারাক্রান্তা পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাগত হন। ব্রহ্মা পৃথিবীর কাতরতা দেখিয়া দেবগণ সহ বিষ্ণুস্থানে ক্ষীরোদকে জগন্নাথ পুরুষে তাঁহাকে বেদোক্ত পুরুষসূক্ত দ্বারা আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সমাধিস্থ হইয়া শ্রীভগবানের আদেশ শ্রবণ করিলেন এবং তাহা উপস্থিত দেবগণের নিকট ঘোষণা করিলেন। সেই ঘোষণা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বয়ং ভগবান্ পরম-পুরুষ বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইবেন; তাঁহার প্রিয় সম্পাদনার্থে সুরস্ত্রীগণ জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং ভগবানের বিষ্ণুমায়া—যোগমায়া প্রভুর আদেশক্রমে প্রভুর কার্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে অংশের সহিত অর্থাৎ নিজাংশভূতা বহুধা মায়ার সহিত অবতীর্ণ হইবেন। যথা—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া
সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে
সম্ভবিষ্যতি।।"
(ভাঃ ১০।১।২৫)

ভগবতী বিষ্ণুমায়া স্বয়ং কাহার প্রভু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইবেন—তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তর দশমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাপ্ত হই। যথা—

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা
কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং
সমাদিশৎ।।"
(ভাঃ ১০।২।৬)

সুতরাং যোগমায়াই ভগবতী অর্থাৎ কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুমায়া—তিনি কৃষ্ণের অভিলাষ পূরণের জন্য আবির্ভূতা

হইয়াছিলেন। পুনঃ এই যোগমায়া 'অংশেন'—স্বীয় অংশের সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যোগমায়ার এই 'অংশ' কে?

বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যকাল সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তির আধার ও অধীশ্বর। তিনি মায়াধীশ—তিনি মায়া বা শক্তিসমূহেরই প্রভু। তিনি যোগমায়ারও অধীশ্বর, জড়মায়া বা মহামায়ারও অধীশ্বর। এই উভয়বিধ মায়াই ভগবানের অভীষ্টপূরণরূপ কার্য্য সম্পাদন দ্বারা নিজপ্রভু ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। উভয়ে নিজ প্রভুর সেবা করেন বটে—কিন্তু উভয়ের সেবাকার্য্যের স্বরূপ পৃথক্।

কৃষ্ণের চিচ্ছক্তির অপর নাম—স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, চিচ্ছক্তি বা পরা শক্তি। এই চিচ্ছক্তি বৃত্তিগণের মধ্যে শক্তিস্থানীয় বৃত্তির নাম "যোগমায়া"। এই যোগমায়াদেবী কৃষ্ণের নিজ অপ্রাকৃত ধামে সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত লীলার সংঘটনকারিণী। এই যোগমায়াই শ্রীগীতোক্ত "আত্মমায়া"—যাঁহার আশ্রয়ে ভগবান্ কৃষ্ণ নিজ প্রকৃতি বা স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই আবির্ভূত হন। তিনি সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় মহামায়ার বা জড়মায়ার বশীভূত হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ গ্রহণ করেন না।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"
(গীতা ৪।৬)

যোগমায়া—গোকুলেশ্বরী। গোকুলে যে সব লীলা প্রকটিত—তিনি তথায় নিজ ইচ্ছা ও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া লীলার পুষ্টি করেন, তিনি ভক্তগণের আর্ত্তি দূর করেন। যোগমায়া যোগযুক্ত করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় লীলাসংঘটনার্থ কৃষ্ণের লীলাপরিকরগণকে নানাভাবে মোহিত করা তাঁর কার্য্য। কিন্তু এই মোহনকার্য্য মহামায়ার মোহনকার্য্যের অনুরূপ নহে। যোগমায়ার যে মোহনকার্য্য তাহা চিৎস্বরূপ ও চিদ্বৃত্তির আবরণ পূর্ব্বক অজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার নহে এবং যোগমায়ার কৃপায় ও আশ্রয়ে অজ্ঞান আবরণের উন্মোচন ঘটিয়া থাকে। তিনি উন্মোচিনী; অজ্ঞানজনিত আবরণ ও মোহের ভাব 'চিদানন্দ'ময় মোহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যোগমায়ার সে সকল মোহে অজ্ঞান ও দোষ নাই।

মহামায়ার মোহনকার্য্য যোগমায়ার উক্ত মোহনকার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিপরীত। মহামায়া, জড়মায়া বা বহিরঙ্গা মায়া অচিৎশক্তি, ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠাত্রী। ব্রহ্মাণ্ড বা জড় সৃষ্টি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী—ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী জীবসকল তাঁহার অধীন। অতএব জীবসকল আত্মবিস্মৃত, কৃষ্ণবিস্মৃত ও কৃষ্ণবিমুখ। এই বিস্মৃতি ও বিমুখতা জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বা বিমুখবিমোহিনী মহামায়ার মোহনকার্য্যেরই ফল। তাঁহার মোহনকার্য্য দুই প্রকার—এক আবরণরূপ, অপর বিক্ষেপরূপ। তিনি বিমুখ জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত করিয়া আত্মস্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিতে দেন না এবং ভগবৎপাদপদ্ম হইতে জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া অনিত্য ভোগের প্রতি প্রধাবিত করেন।

গোকুলেশ্বরী যোগমায়া ও অখিলেশ্বরী মহামায়ার লীলায় পার্থক্যহেতু উভয়ের স্বরূপেরও পার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—

"জানাত্যেকা পরা কান্তং, সৈব দুর্গা
তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে
দেহাভিমানিনঃ॥"

উভয় মায়ার স্বরূপের ও কার্য্যের ভেদবশতঃ যোগমায়াকে স্বরূপশক্তি বা মূলশক্তি বলা হয় এবং আবরণ বিক্ষেপাত্মক শক্তিকে তাঁহার 'ছায়া' বা 'অংশ' বলা হয়।

ভগবতী বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া কৃষ্ণের আদেশে 'অংশ' অর্থাৎ স্বীয় ছায়ারূপিণী মহামায়ার সহিত ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। মহামায়াই যোগমায়ার অংশ বা ছায়া।

যোগমায়ার সহিত স্বীয় অংশ মহামায়াও ব্রজে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু যোগমায়ার আবির্ভাব প্রকার ও লীলা হইতে মহামায়ার আবির্ভাব-প্রকার ও লীলা ভিন্ন। কৃষ্ণ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—

যোগমায়াং সমাদিশৎ।
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়।
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং
ভবিষ্যসি॥
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥
(ভাঃ ১০।২।৬—১২)

কৃষ্ণ দেবকীর পুত্ররূপে লীলাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে ব্রজে যোগমায়াকে আগমন করিতে হইয়াছিল। দেবকীর জঠর হইতে কৃষ্ণের নিত্যাংশভূত বলদেবকে আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর উদরে সংস্থাপন—সাক্ষাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় ব্যাপার। সদ্য আবির্ভূত শিশু কৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া তথা হইতে সদ্য আবির্ভূতা শিশু কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য নন্দ গৃহে সকলের গাঢ় নিদ্রা সম্পাদনও তদ্রূপ। সুতরাং এইসকল ব্যাপারে যোগমায়ারই অধিকার—মহামায়ার নহে।

কৃষ্ণের আদেশে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে যোগমায়ার আবির্ভাব—কংসকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে। কংস মহা কৃষ্ণদ্বেষী; তাহার বঞ্চন-কার্য্য মহামায়ারই—যোগমায়ার নহে। কেননা, বিমুখবিমোহন মহামায়ারই কার্য্য।

বিমুখ জগৎ ও জীবের মোহকারিণী মায়া (মহামায়া) যে যোগমায়ার ছায়ারূপিণী এবং কৃষ্ণের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া ছায়ারূপে কৃষ্ণেরই আশ্রয়ে অবস্থান করেন তাহা শ্রীব্যাসদেব সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং
তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"
(ভাঃ ১।৭।৪-৫)

এই মহামায়ার প্রতি কৃষ্ণের বর ছিল যে কৃষ্ণের সঙ্গে আবির্ভূতা মহামায়াও কৃষ্ণেরই ন্যায় জগতে পূজা পাইবেন—কেহ কেহ কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া 'বৈষ্ণব' হইবে, কেহ কেহ মহামায়ার উপাসক 'শাক্ত' হইবে। শাক্তগণ তাঁহাদের উপাস্যা মহামায়ার জগতে বিবিধ স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই সকল স্থানে মহামায়ার বিভিন্ন নামকরণ করিয়া উপাসনা করিবে। এই মহামায়া কাশীতে—দুর্গা, অবন্তীতে—ভদ্রকালী, উৎকলে—বিজয়া, কুলাপুরে—বৈষ্ণবী বা মহালক্ষ্মী, কামরূপে চণ্ডিকা, উত্তরদেশে—মায়া ও শারদা, অম্বিকাবনে—অম্বিকা, কন্যাকুমারীতে—কন্যকা, এইরূপ অন্যান্য স্থানে মহামায়া অপরাপর নামে পরিচিতা।

এই মায়াদেবীর জীবমোহন-কার্য্য ও তজ্জন্য মহামায়া-নাম কালিকাপুরাণে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং
সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥
পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কারসংযুক্তং নিয়োজ্য চ।
আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং
জ্ঞানসংশয়ম্॥
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা
পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামে নিয়োজ্যাশু চিন্তাযুক্ত-
মহর্নিশম্॥
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং
করোতি যা।
মহামায়েতি সা প্রোক্তা তেন সা
জগদীশ্বরী॥"

জীবের অজ্ঞান বন্ধনদায়িনী মোহ-মমতা-কারিণী জগদীশ্বরী এই মহামায়াই শাক্তগণের উপাস্যা। কিন্তু ইনি শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির ছায়ারূপিণী শক্তি বলিয়া ইঁহার উপাসকগণ মুখ্য বা স্বরূপশক্তির উপাসক শুদ্ধ বা প্রকৃত শাক্ত নহেন,—তাঁহারা বদ্ধ বা গৌণ শাক্তমাত্র। পক্ষান্তরে বিষ্ণুভক্তগণই প্রকৃত বা শুদ্ধ শাক্ত। কেননা, তাঁহারা নিত্য চিচ্ছক্তির আশ্রয় নিত্যশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসক।

এই মায়া বা মহামায়ার অপর নাম—প্রকৃতি। "মায়াং প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"। ইনি জড়জননী জড়াশক্তি বলিয়া ইঁহাকে ভগবানের অপরা প্রকৃতিও বলা হয়। এই অপরা প্রকৃতি চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মিকা ও সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণময়ী।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো
বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা)

এই জড়রূপিণী জগজ্জননী জীবের ভোগদায়িনী ও বন্ধনকারিণী। ইনি মোক্ষদায়িনী নহেন। অতএব মায়ার অধীশ্বর শ্রীভগবানের শরণাগতি ব্যতীত কেবল মায়ার উপাসনা দ্বারা মায়া জয় ও মুক্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? জড় অচেতন উপাস্য বস্তুর আরাধনা দ্বারা কি করিয়া 'চৈতন্য' ও 'চৈতন্যস্বরূপ' লাভ হইতে পারে? উপাসক বা সাধক সিদ্ধিতে উপাস্য বা সাধ্যকেই লাভ করে। সুতরাং জড়মায়া বা মহামায়ার উপাসকগণের গতি এই ব্রহ্মাণ্ডেই পুনঃ পুনঃ গতাগতি বা বন্ধনপ্রাপ্তি।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ হেতু হইয়া চঞ্চল॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য়—৸০; ৪র্থ ও ... —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে প্রতিষ্ঠিত মঠ, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাল প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি আছে। রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২২৫ কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের আসনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীমঠ পাঠ, সঙ্কীর্তন, প্রভৃতি নিত্য শ্রীহরিকথা প্রচার এবং সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সারস্বত মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপরানুরাগ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিজয়কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভায়গর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবৈষ্ণবদাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাইগাছি (শ্রীপ্রভুপাদের সমাধিস্থান নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগৌরকিশোর বাবাজী।

১৭ কুলিয়া মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) সদেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর বনচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চন্দন পুকুর

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বাসাধিকারী।

(২৩) মদনগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধাদাস বনচারী।

(২৫) গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন বাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড, দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, ডাঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন দাস বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮১নং অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমদ্বিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাগ বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারী সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ওড়ুলোমি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) কভূর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, কভূর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যালঙ্কার

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর বাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাতাসন কুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকেশব বাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপুলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাস দাস বাসাধিকারী

(৫৯) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

ঠিকরিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরী, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ বাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ চিরুগুড়া, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ড্রাইভরোড

ক্লাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
বাঁশমতী নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাসমতী কোয়ালিটি	৪
সিদ্ধ বেগুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ বালাম	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০।৶০
বসিরহাট ১০০০ নং	১০/০
-মারকোলা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭।৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫।
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫১।০

পাটের দর

তোষা—	৪০৸০
নিকৃষ্ট—	৪০৸০
উৎকৃষ্ট—	৪১।০
বাজার বেলের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
ফ্ল্যাংকোয়ান ঐ	৬৲—৬৵০
ওটিমফেন্ড ঐ	৫৸৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫৷৶০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৶০
পাপাড়	১।৶০—১৸০
ভুষি	১৸৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

গব্য	৫৭৲
মহিষ	৫৭৲
...	৫০৲
	৪৫৲
	৩৪।০

তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা পাওয়া	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টিনের তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি · আকাই বা দীপ।

মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ যে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা হেভিউইট ওয়েইট দীপ সব সাইজ	৯।৶
ঐ ইংলিশ ওয়েইট (দীপ)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৶০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৩৶০
২৪ গেজ—	১৪।৶০
২৬ গেজ—	১৬।/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩
শীস	।৶৫—৸৶
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।
মেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩।০—৩৸
পানি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০-৭৲ হন্দর
গোলরড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।
টিন পাটি, গোলটু, বয়াদে	৮৸০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১০।০
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের হাসনুন ৫৵০, পাটের হাঁসন ৩।০	
সুতার হাসনুন ৪।০	

সূতের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

কাপড়ের কোলার কাইন	৫৪৲
গাঁট ও আমের ওজন	৪০৲
করাচি মুসলিম কাইন	৪০৲
ওয়ার্প ভাষা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গলি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা মাল	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
মুক্ত পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সত্যভাব কুমার অভিষেক
এণ্ড সন্স লিঃ
৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ—শহর সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। জলবায়ু স্বাস্থ্য ও মনোজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বোর্ডিং ও পড়াশুনার খরচ মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভরোল

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌'এর "ফেভরোল" ব্যবহার করুন। এমন আশ্চর্য্য জ্বর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করে নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্ষা-কাপড়া, সান্নিপাতিক এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়া জ্বরে "ফেভরোল" একমাত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ২ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলে বা কম ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,

শম্ভুনগর, কুষ্ঠিয়া, (নিউ বেঙ্গল)

৭২-২৪১নং পলি পোঃ আঃ টাকশাল, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মানব পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি অব্যাহত আছে। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা কত ভাল হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডকোর্ট হাউস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবাচার্য্যের অদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাসাহিত্যের সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ক্রাউন ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১২	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ।৩, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলারাজ্যপাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬৪ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] [illegible]—৮ই মাঘ, ১৩৪৪, ২২শে জানুয়ারী ১৯৩৮, শনিবার [সংখ্যা ২১০]

বিবিধ সংবাদ

—(০)—

মেহেরপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ড

[illegible]

[illegible] ব্যবস্থা

[illegible]

[illegible] করা আবশ্যক, [illegible] বিভাগের [illegible] কর্মচারীকে [illegible] করিয়াছেন।

মার্কিন নৌ-শক্তিবৃদ্ধি

[illegible]

স্পেনে বিদ্রোহীদের পুনরুদ্ধার

[illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। [illegible] লোক বন্দী হইয়াছে এবং অনেক [illegible] তাহাদের [illegible] হইয়াছে।

যুক্ত-প্রদেশ সরকারের ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস

[illegible]

ইন্দো-আইরিশ আলোচনা

[illegible]

কোন পরিবর্তন হইতে পারে না বলিয়া [illegible] প্রতিনিধি দল অভিমত প্রকাশ করেন।

[illegible]

জাপানীদের আক্রমণ

[illegible]

সাংহাই প্রবেশে জাপানের কড়া ব্যবস্থা

[illegible]

পুরী এলাকায় হত্যাকাণ্ড

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
১ম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮
দশম স্কন্ধ— ৯
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্ধ বাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সম্পদ ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও রাজপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ,০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যগীতসারঃ ৷০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা এক'শ ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা। বৈদিকারণ্য শ্রীপরম [illegible] হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ৪০।

৪। পরমার্থী—উৎকল প্রদেশ [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রী[illegible]—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা দৈনিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১২০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সর্ব্বকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে বর্ণিত করা হইয়াছে।

—:o:—

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপ্রভুর পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈভব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড ডবল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র উহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৬৲ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১১শ বর্ষ { ৺ মাঘ গৌরাব্দ ৪৫১ ৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২২শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, শনিবার } ২৭০তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ১৯শে জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্নে শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন এ কথা পাঠকগণ অবগত আছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব গত ২০শে জানুয়ারী প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুরের বিভিন্ন স্থান এবং শিক্ষালয় পরিদর্শন এবং সেবকগণকে নানাভাবে উৎসাহিত করেন। তিনি শ্রীধামে 'শ্রীনন্দনকুটীরে' উপস্থিত হইয়া সকলকে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এই সময়ে অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ [illegible] প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] গণের দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিলেন এবং [illegible] 'পরমার্থ' ও 'প্রাচার' এর কথা বিশেষ করিয়া [illegible] বর্ণনপূর্ব্বক [illegible] অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] বিভিন্ন শ্লোক ও প্রমাণাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন যে, [illegible] না প্রতিষ্ঠিত [illegible] শ্রীধাম—অপ্রাকৃত [illegible] একটা কিছু। অনেকের ধারণাই বৈকুণ্ঠ আছে। কিন্তু [illegible] উজ্জ্বল [illegible] না হইলে তথায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। হৃদয়গুহা হইতে প্রথমে অনাদি [illegible] দূর [illegible] সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলে তথায় [illegible] আবির্ভাব বা অপ্রাকৃত [illegible] সম্ভাবনা নাই। [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেব 'অপ্রাকৃত রসঃ' [illegible] বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের [illegible] একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন—কুলিয়াবাসী কতিপয় লোক [illegible] সময় শ্রীবাস [illegible] ও [illegible] নানা কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল; তখন তাহার প্রতিবাদের [illegible] শ্রীপাদ প্রিয়নাথ বাবাজী মহারাজ [illegible] সময়ে [illegible] প্রকাশ [illegible] সঙ্গে লইয়া [illegible] বাধা [illegible] করিতে থাকেন। বাস্তবে [illegible] বাবাজীর এই প্রকার আচরণ [illegible] বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ [illegible] হইয়াছিল এবং তাহারা শ্রীল [illegible] ঠাকুরের নিকট তাহার [illegible] উপস্থিত করিলেন। ঠাকুর তখন শ্রীপাদের ঐকান্তিক সেবক শ্রীপাদ প্রিয়নাথ বাবাজী মহারাজের আচরণের ত্রুটী গ্রহণ না করিয়া ঠাকুর ঐ প্রকার আচরণের দ্বারা যে প্রকৃত সম্প্রদায়-রক্ষা [illegible] হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলেন।

[illegible] উক্ত ব্যক্তি শ্রীল [illegible] প্রভুর [illegible] আসিয়া [illegible] চাহিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সংক্ষেপে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] কথা বলেন এবং [illegible] কাছে আলো বর্ষণ, গোলোক [illegible] এবং গোলোকে গোলোকদর্শন এবং [illegible] উপদেশ বিষয়টী বুঝাইয়া দেন।

গৌড়ীয়মঠে সেবাবৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজের সর্ব্বাধিক সর্বাধ্যক্ষ [illegible] তাঁহার সকল [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সর্ব্বাঙ্গ সর্বাঙ্গ-সেবাদক্ষ এবং [illegible] সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বিশেষ [illegible] আচার্য্যের পরিজন শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু [illegible] উহাদের যোগ্যতায় [illegible] বিবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় যোগ্যতা প্রদান করিতেছেন। তাঁহার আচরণের বিশেষ সেবা [illegible] কি রন্ধন, কি পূজা, কি [illegible], কি সমস্ত সকল [illegible] সর্বাধারণ [illegible] আদর্শ [illegible] সকলেই অনুরূপ সেবায় যুক্ত হইতেছে।

প্রতিদিন [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] বাজার, পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ, উচ্চসঙ্কীর্ত্তন, [illegible] এবং সমাগত সজ্জনগণের [illegible] বালকেরা শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] আলোচনার [illegible] করিতে [illegible] সেবাকার্য্যাদি [illegible] হইল।—

শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ ও ব্যাখ্যা—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর প্রভু, [illegible] কীর্ত্তন—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিজীবন, [illegible]—শ্রীপাদ [illegible] ও প্রসাদ বিতরণ, সময় ১১ পর্য্যন্ত [illegible]—[illegible] পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রাণনাথ প্রভু, [illegible]—শ্রীপাদ [illegible] সময় [illegible] সমাগত সজ্জনগণের পরিচর্য্যা—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, [illegible] শ্রীমন্ [illegible] প্রভু [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা—[illegible] ও [illegible] রাত্রি [illegible]। [illegible] প্রকাশিত হইবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, আত্মিক—সকল প্রকার উন্নতি সম্পাদনপূর্ব্বক তাহাকে প্রকৃত একটী [illegible] করিয়া [illegible] একটী ছাত্রাবাস [illegible] স্থাপন [illegible] করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধন [illegible] 'শিক্ষক', ছাত্রাবাস ও [illegible] লাভ করেন। [illegible] শ্রীনবদ্বীপ [illegible] সাহায্যে [illegible] ভবিষ্যৎ [illegible] সকলের নিকট [illegible] প্রার্থনা করিতেছেন।

নিবেদক—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'বৈষ্ণবও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সম্পূর্ণ সেপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবেরা স্বাভাবিক ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সহস্র টাকাও আছে। সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণতা।'

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্ত শ্রীবিভূষিত গৌরাব্দ ৪৫১

সাধুর নিকট থাকিয়াও সাধুসঙ্গ হয় না কেন?

ত্রিদণ্ডি সাধু যাঁহার ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য কোন কাম্য নাই। সাধুগণ ভগবানের লোক, ভগবানের সঙ্গেই তাঁহারা নিত্য প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ। এই সাধুগণের সন্ধান না পাইলে পেলে এবং তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে জীবের ভগবানে রতি বা প্রীতির উদয় হয় না। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিকল্প্যতে'—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং সাধুকে বাদ দিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেজন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অসৎ বা অসাধুগণের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গের জন্য লালায়িত হন, নিষ্কপট প্রার্থনার ফলে ভগবৎকৃপায় সাধুর সন্ধানও পান এবং তাঁহার সেবা বা সঙ্গ করিতে করিতে ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, নিরন্তর সাধুর নিকট থাকিয়াও আমাদের ভগবানের জন্য আর্তি জাগে না। সেইজন্যই আজ সাধুর নিকট থাকিয়াও আমাদের সাধুসঙ্গ হয় না কেন, উহার কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

সাধুসঙ্গ কিরূপে করিতে হয়, সাধুসঙ্গের প্রণালী কিরূপ, সাধু কাহাকে বলে, সঙ্গেরও প্রকৃত অর্থ কি, এই সকল বিচার অনুধাবন জানা আবশ্যক। নতুবা সাধুসঙ্গের অভিনয়ে সাধুর কৃপালাভের পরিবর্তে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

সাধুসঙ্গ করিলে জীবের ভক্তি উত্তরোত্তর ভগবদুন্মুখী হইবে। কিন্তু সাধুর নিকট থাকিয়াও যদি বহির্মুখতা দেখা যায় অথবা সেবাপ্রবৃত্তির পরিবর্তে অন্যাভিলাষ বা কর্মজ্ঞানাদির প্রবৃত্তি মনে স্থান পায়, তবে সাধুসঙ্গ নিষ্ফল হইতেছে না জানিতে হইবে।

সদাচার সাধুর জীবন্ত। সুতরাং সাধুকে অনুকরণ না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহার আচার চিত্তে সংক্রামিত হওয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলা, তাঁহার ন্যায় সেবাময় জীবন যাপন করা, নিজের দেহের ইন্দ্রিয়ের পথে অগ্রসর হইতে গমনশীল মনকে অনুশীলন করার নামই সাধুসঙ্গ। তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার কথা শ্রবণ না করিলে ও তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিতে না পারিলেও তাঁহার কৃপাময়ী বাণী আমাদিগকে ভগবৎপথে আকৃষ্ট করে, এবং অনুসরণ করিবার বা ভজনের জন্য তাঁহাদের একটি অভাবনীয় প্রেরণা দেয়। তাঁহার বাণী আমাদের মনকে ভগবানের দিকে লইয়া যায় এবং তাঁহার কৃপাতেই আমরা তাঁহার আচারময়—সেবাময় জীবন কিছুদিন পরে দেখিবার সৌভাগ্য পাই। আনুগত্যই সঙ্গ বা সেবা। যেখানে আনুগত্য নাই সেখানে সঙ্গের কোন কথা নাই। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, কোন অপরিচিত বস্তুর সঙ্গ করা কঠিন। সুতরাং সাধু না চিনিলে, সাধুকে সাধু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না হইলে, সাধু বা গুরুকে সাধুবুদ্ধি বা গুরুবুদ্ধি না হইলে সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইবে? সেইজন্য সাধুসঙ্গের সহায়ক সদ্গুরুর নিকটেই কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে, যাঁহারা সাধুর সেবা করেন তাঁহাদের নিকট নিষ্কপটে প্রাণের কথা জানাইতে হইবে। সাধুর কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে হইবে। নতুবা অন্য কোন উপায় দেখি না।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ হইলেই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইতে পারে এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত হরিকথাশ্রবণমুখেই সাধুর সঙ্গ হয়। অনেকে মনে করেন যে, সাধুর পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবন ও তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই বুঝি সাধুসঙ্গ হয়। এই সকল কার্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয়। তাহাতে যে কোনও প্রকার লাভ হয় না একথা আমরা বলিতে চাহি না। তবে তাহাই যে প্রকৃত সাধুসঙ্গ ইহাও বলা যায় না। আমরা যদি সাধুর কাছে থাকি কিন্তু তাঁহার বাণী বা উপদেশ নিজ জীবনে পালন করিতে চেষ্টা না করি তাহা হইলে তাঁহার কাছে থাকিয়াও আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না। পরন্তু তাঁহার আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করত তদ্রূপে অপরাধের ফলে পতনের আশঙ্কাই বেশী। সেইজন্য বলিতেছি, সাধুর বাণীকে অবহেলা না করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল একদিন না একদিন হইবেই। সাধুর কথা হৃদয়গ্রন্থিনাশক। সাধুর বাহ্য আচরণে অনেক সময় বঞ্চনা থাকিতে পারে, কিন্তু সাধুর বৈকুণ্ঠবাণীতে বঞ্চনা বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁহার বাণী বা সিদ্ধান্তে তাঁহার অবঞ্চক মঙ্গলময়ী প্রকাশিত বা জীবের প্রতি নিষ্কপট অনুগ্রহ দয়া বর্ষিত।

সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয় সে কথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

উরুক্রম অদ্ভুতক্রম। তাঁহার ভক্তগণ অদ্ভুতক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন তিনি নিশ্চয় ভগবানের মায়াকে জয় করিতে পারেন। সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপজীব ও পশুপক্ষী যে কেহ ভক্তজনের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারিলে তিনি অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে পারিবেন। সুতরাং নিষ্কপট সত্য শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসু সাধুগণ যদি একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া অনায়াসে সংসার অতিক্রম করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বহু শাস্ত্রজ্ঞান, উত্তম জাতিলাভ শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন, প্রচুর ধন ও সৌন্দর্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র শুদ্ধ সাধুদের স্বভাব বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্বক তাঁহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলেই মঙ্গল অনিবার্য। কিন্তু কপটতা করিলে চলিবে না। জীবনে অনেক ভাগ্যে অনেক সাধুর সাক্ষাৎকার হইতে পারে, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারের জন্য আমরা সাধুদের কোন কৃপাই লাভ করিতে পারি না। সাধুকে প্রকৃত অভাবে তাঁহার পূর্ণাশ্রয় বা অকপটে নিষ্ক্রীত হইতে না পারার জন্য আমরা তাঁহার উপদেশকে বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিতে পারি না। তাই আমাদের সুবিধাও হয় না। সুতরাং সরল প্রকার সহিত আমরা সাধুসঙ্গ করিবার জন্য প্রযত্ন করিব, তাহা হইলে আমাদের আত্মোন্নতি হইবে।

সাধুসঙ্গ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ রাখিয়া সাধুসঙ্গ হয় না। যাঁহার মুখে বা বাহ্যভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। হৃদয়-সহিত মনোবিবেক-সহকারে সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই আমাদের অনর্থ ক্রমশঃ কমিয়া গেলে আমরা এই সকল কথা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিব। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। সাধুগণ সর্বদাই আমাদিগকে হরিই দান করেন। সাধু এত দয়াল! কিন্তু তাঁহার এতবড় দানের কথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সাধুদর্শন না হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না এবং ভবজ্বালা আমাদের কখনও কাটে না। সাধুর কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার উপায় নাই। সুতরাং সাধুর আনুগত্য করিয়া থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কৃত্য নাই।

যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

দেবানন্দ পণ্ডিত

(শ্রীপাদ দামোদর বিদ্যানন্দ)

মঙ্গলাচরণ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ং পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জযুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, তাঁহার মহাবদান্য কীর্তি জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন। সপার্ষদ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু এবং গৌরাঙ্গ-প্রিয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাঁহার নিখিল প্রিয়-পরিকরগণের বৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

কোলদ্বীপ বন্দনা

কলিতে অতি কোলদ্বীপ কাজার কাজী
সুরনদীকূলকণ্ঠে দেবালয়-শোভনা।
খগ-মৃগ-তরু-লতা ফুল-ফলে শোভান-
মন্দাকিনী-সুরভী-বায়ুভরে সেবিত গৌরপদম্॥

পশু, পক্ষী, তরু, লতা, ফুল, ফল, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপবন, পর্বত এবং কুঞ্জগৃহের অদ্ভুত সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত অপূর্ব উপবন সর্বদেবপ্রণম্য শ্রীকোলদ্বীপ কাজার-পাহাড় জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন

গৌরসুন্দরের নগর ভ্রমণ

অপ্রাকৃত নবদ্বীপ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পশ্চিম তীরে পাদসেবাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-দ্বীপ অবস্থিত। এই অপ্রাকৃত দ্বীপরাজ কোলদ্বীপ নামে সুপরিচিত। সত্য যুগে এই দ্বীপস্থিত 'বাসুদেব' নামক ব্রাহ্মণ-কুমারের সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া কোলদেব বা বরাহদেব উক্ত ব্রাহ্মণকুমারের প্রতি স্বীয় কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া এই দ্বীপ "কোলদ্বীপ" নামে খ্যাত হইয়াছেন। একদা অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-বন্দন, মায়াপুরপুরন্দর [illegible] গঙ্গার পশ্চিম তটস্থিত এই দ্বীপে শুভাগমন করিলেন। আর্য্য ভাগবতগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গাল বা সেতুর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

মহেশ্বর বিশারদের সেতুর নিকট দেবানন্দ পণ্ডিত নামক একজন বিপ্রের বসতি। দেবানন্দ পণ্ডিত তদানীন্তন আধ্যাত্মিক-সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, দেবানন্দের বাহিরে যেরূপ প্রচুর পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা ছিল, তদ্রূপ অন্তরেও তাঁহার প্রচুর [illegible] ছিল। ফলতঃ তিনি পরম "জ্ঞানবান্", "তপস্বী", আজন্ম উদাসীন এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ প্রসঙ্গক্রমে গাহিয়াছেন,—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ায়, তথাপি ভক্তিহীন॥
"ভাগবতে মহাধ্যাপক" লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে।

অর্থাৎ দেবানন্দ পণ্ডিত ভগবৎসেবাবর্জ্জিত হওয়ায় তপস্যাপরায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মহা অধ্যাপক বলিয়া খ্যাত হইলেও ভক্তিসম্পদের অভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পরম উদারচরিত্র শ্রীগৌরহরি [illegible] তাঁহার মনোভাব যথাযথরূপে অবগত আছেন। কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সংকীর্ণ সাধন [illegible] যুগে [illegible] বিচার করিবার জন্যই এবং [illegible] অবতার। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্মুখস্থ পথ হইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধজনক ভাগবতব্যাখ্যা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

কোপে বলে প্রভু,—"বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ-ভাগবত' চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত॥
বুঝি, মোর দাস আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে"॥
ভাগবত-অর্থ প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে,—"সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরিব, দেখহ বিদ্যমানে"॥
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ ১৩-২২)

অর্থাৎ অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের উপরি-উক্ত লীলার তাৎপর্য্য-সমালোচনা এই যে,—অভক্তগণ সেবোন্মুখ না হওয়ায়, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বা আত্মবিনাশ লাভের আশায় ভাগবতের উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি হয় না। উপরন্তু তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করত নিজ অপস্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে "ভক্ত ভাগবতরূপ" ধরিয়া জগতে বিচরণ করিতে থাকে। এজন্য শ্রীমহাপ্রভু ভক্তদ্রোহীর মুখে ভাগবতের অপব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—যে ভাগবত ভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করায়, সেই ব্যক্তির ভাবুক ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। এইস্থানে অপ্রাকৃত কবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
"ভাগবত বুঝি" হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে-সব লোকের যদি ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে [illegible] গর্ব্ব, তার [illegible] হয়?"

অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত এই যে—ভক্তগণের যোগ ও ভাগবতের ব্যাখ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কাহারও বোধগম্য হয় না। সুতরাং ভক্তিবিহীন জড়-চেষ্টা, জড়জগতে প্রতিষ্ঠালাভের লোভে ব্যাখ্যাকারী পণ্ডিত অধোক্ষজ বস্তুর [illegible] বুঝিবার কাহারও সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ গ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরববর্দ্ধনের জন্য যাঁহাদের প্রয়াস, তাঁহারা ও অন্যান্য বিচারকর্ত্তা থাকিলেও যম তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিবেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও দেবানন্দ

এইরূপে গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দর নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ মদ্যপের গৃহসমীপে গিয়া মদ্য গন্ধ পাওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বলদেব ভাবের উদয় হইল। তখন মহাপ্রভু মদ্যপের গৃহের দিকে প্রধাবিত হইলে শ্রীবাস পণ্ডিত বারণ করিলেন। প্রেমভক্তের শিরোমণিচরণ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর তাহা হইতে বিরত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে রাজপথে নৃত্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। মদ্যপগণও "হরিবোল" বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মদ্যপগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কিছুদূর গমনপূর্ব্বক দেবানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন করায় তাঁহার শ্রীবাসের কথা স্মরণ হইল, অর্থাৎ—দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন তৎসমীপে গমন করিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন; মহাভাগবত পণ্ডিত শ্রীবাস স্বভাবতঃই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রীতিমান্। মহাভাগবতের সর্ব্বদাই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শন। তাই যে কালে তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতের মুখে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়াও মহাভাগবত শ্রীবাসের অশ্রু-কম্পাদি বিকারসমূহ উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে দেবানন্দ পণ্ডিতের ছাত্রবৃন্দ পাঠের ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া মহাভাগবত শ্রীবাসকে বাহির করিয়া দিয়াছিল। দেবানন্দ পণ্ডিত তখন ছাত্রগণকে তাদৃশ কার্য্য হইতে নিবারণ না করায় তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছিল। দেবানন্দকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ব্বোক্ত বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তিনি ভাগবত অবমাননাকারী দেবানন্দ পণ্ডিতকে তিরস্কার করত ভাগবতের তাৎপর্য্য ও বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তনমুখে বলিলেন,—

"আরে আরে দেবানন্দ! বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সভারে॥
যে বাসে দেখিতে সভার মনোরথ।
হেন জন গেলা শুনিবারে ভাগবত॥
কোন্ অপরাধে তারে শিষ্য মারিয়া।
বাড়ীর বাহিরে লৈয়া এড়িলা টানিয়া?
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহার
যোগ্য আইসে?
বুঝিলাম, তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জান গ্রন্থ-ভাগবত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি॥"

অবতারী শ্রীগৌরহরির বাক্যসমূহ নীরবে ও শান্তচিত্তে অন্তরে দেবানন্দ শিরে ধারণ করিলেন। সুতরাং দেবানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর এই বাক্যদণ্ড উত্তরকালে দেবানন্দের সৌভাগ্য-লাভেরই জনক হইয়াছিল।

তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতি সে পায়।
যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠ-লোকে যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়।
সেই দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগ হয়॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৭৭-৭৯)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি ধন।

[illegible] আকর্ষণ ছেড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে সুনীতি ও আস্তিক্য-শিক্ষার ও শিক্ষাদানের বিশেষ অভাব। এই চরিত্র-গঠন-মূলক মোহ ও উত্তেজনার পারিপার্শ্বিকতা হইতে মুক্ত রাখিয়া ভাবগম্ভীর কোমলমতি ছাত্রগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। দেশের ভাবী আশা-ভরসাস্থল শিক্ষার্থী বালক, কিশোর ও যুবকগণকে অর্থকরী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে দেশের নৈতিক সত্তা বা সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার একান্ত অভাব ও প্রয়োজনীয়তা দেশ কাল-পাত্র ও ছাত্রবর্গের হিতৈষী সুধীমাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রাচীন নবদ্বীপে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট" নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহার সংস্কৃত বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থসমূহ অধ্যাপনা করা হয়। সকলেই জানেন, বঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের চতুষ্পাঠীরূপে প্রাচীন নবদ্বীপ অদ্যাপি বঙ্গের "Oxford" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইস্থানের অধিবাসী অধ্যাপক পণ্ডিত রামলোচন এক সময়ে 'এসিয়াটিক সোসাইটী'র প্রতিষ্ঠাতা Sir William Jones সাহেবকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যাদি শিক্ষা দিয়াছেন। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টীর অপূর্ব্ব সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাদানের নৈপুণ্য ও

(অবশেষ ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বধাম-শীর্ষ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুর্ভুজ বিগ্রহ আছেন। [illegible] [illegible] [illegible]
রক্ষক - [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible] কলিকাতা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্ মহাপ্রভু, [illegible] [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] [illegible] [illegible]। সংরক্ষক - [illegible] [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শচীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক - শ্রীমদ্ [illegible] ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখনও বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক - শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌড়েশ্বরের [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক - শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রুতকুলকুন্ডপুলিনগঙ্গা

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক - শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ -গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক - শ্রীহরিদাসন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) গোদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট
রক্ষক – শ্রীভক্তিপ্রদীপ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক – শ্রীপুষ্পরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫ । মোদদ্রুমদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মৌদপুর, রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীমুদি কুঠার পাটের নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর. পোঃ চাঁদপাড়ি, (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচাগড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীগিরিধারী ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চট্টগ্রাম শহর
রক্ষক – শ্রীমহেশনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক – মহা মহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক – শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক - শ্রীনটকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসার অধিকারী এম এ, বি এল [illegible]

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীনবমোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যান্ডভিলা, দার্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক শ্রীবংশীবদন প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট. বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

স্টেশন রোড, গয়া
রক্ষক – শ্রীমদনবিহারী ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) প্রয়াগ গৌড়ীয় মঠ

৩২নং দরিয়াগঞ্জ, লেনার্ড স্ট্রিট
রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রীমধুসূদন বসাক জী

(৩৬) সনাতনমিশন মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ, পি।
রক্ষক শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রকাশ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) শুদ্ধাদ্বৈত সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা
রক্ষক —শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়

রক্ষক [illegible] শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক – শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ – গোপালজী,

পোঃ গোরচান, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব
রক্ষক – শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক - শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক – শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীমধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্যের [illegible] সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ বক্রীন ব্রহ্মচারী [illegible]

(৫৩) কাভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible]-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক - শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক - শ্রীনরহরি দাসাধিকারী

(৫৫) সিদ্ধবকুল, জগন্নাথ, পুরী

(৫৬ টোটা গোপীনাথ

রক্ষক – শ্রীভক্তিবিনোদের দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রী শ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাস বস্ত্র দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক - শ্রীলোলা মদনমোহন

(৬০) ভক্তিভবনানন্দ মঠ

চিকরিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৬১) ঋষিপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক-- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২ আমলাপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible] পোঃ মাহু। ঢাকা
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রণডিহা (বর্দ্ধমান)
রক্ষক -- শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুয়াকুন্দা, পোঃ চিত্তকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক - শ্রীরমানাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।২০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক – শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যাসরস্বতী সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর
বালাম	৬।০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাঁকতুলসী	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲	৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০	
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০	৫।৶
ঐ বাসমতি	৫৲	৫৶০
নাজিরাই আতপ	৫।০-৫।০	
কাটারিভোগ	৭৲	
ঐ বেগুন	৩৶০	

চিনির দর

চ.টা, ই.টা	১০।৶০
১০০০ নং	১০৶০
বড়োবা দানা	৯৲
নতুন দানা	৮।০—৯৶০
নতুন দানা	৭৸৶০—৮৲

সোনা-রূপার দর

ভরি

সোনার বাট	৩৩৷
গিনি	২২৲
টাকশাল	৫০।০

পাটের দর

১নং—	৪০৸০
২নং—	৪০৸০
৩নং—	৪১।০
বার বক্সের মাল—	৪১৲

তামা ও পিতলের দর

টেনি বড় প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
ঐ	৬৲—৬৶০
ঐ	৫৸৶০—৫৸০
ঐ	৬৲—৬৶০
ঐ (বি)	৫৸০—৫৸৶০
ঐ (এ)	৫৶০—৫।৶০
ঐ (এল)	৫৲—৫।০
ঐ (বে)	৪৸০—৪৸৶০
ঐ (এ)	২।০—২৸৶০
তার	১৸৶০—১৸০
[illegible]	১৸৶০—১৸৶০

ফুলের দর

[illegible]	৫৭৲
গাঁদা	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	৩৬।০

তার	৪৬৲
জায়ফল	৯৬৲
মাতা মাথন	৪১৸০
২৬ নম্বর—	১৭৸০

প্রায় মাইক্রা ২৪—৩০ সের

লোহা ও হার্ডওয়্যার

টাটার ইস্পাত— ৪৪ গজি ৩০০৭

লোহার কড়ি [illegible]

বার্ডা	৮৸৶০—৯৲০
ঐ বে চাকা চাদর ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা উপরের গায়ে গীত সব ওজন	৯।৶
ঐ ইংলিশ সবুজ (গাঁথা	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸—৯৲
একেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৶০

টাটা প্যারা করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৬৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮
টাটা প্যারা প্লেন শীট	১৮৶০
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৩।৶০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যারা করগেট।

২৪ গেজ—	১৭৲
শীট	১৸৫—৯৶০
গ্যাস বেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৪
সেট কাটি বা চিট কাঁটা মণ	৩।০—৩৸

গালি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা

৬।০ ৭৲ [illegible]

গোল বুক কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু প্রভৃতি	৮৸০—৯।০

গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

ঐ	৮৸০—১০।০
বুক ইস্পাত আসল ২৫৲	বৃকল ২৫।০
স্টিলের হাপরণ ৫৶০, পাটের হা [illegible]	৬।০
কুলার হাপরণ	৪।০

ফুলের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

জাপের সোনার কাইন	৫৬৲
লট্ন আমের ওজন	৪০৲
ওয়াটি পূর্ণিমা কাইন	৪০৲
অবার্শ দানা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেগেটি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
গোলমরিচ	৮।০
সুপারী বেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
কুট পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
বড়া নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৸০

সন্তোষ কুমার অধিকারী
এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
৭৩-৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট সোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible]

[illegible] —[illegible] ; [illegible] ও [illegible] [illegible]। [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ২৲ টা। এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ টাকা [illegible]। [illegible] ছাত্রগণ প্রতিবৎসর [illegible] পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন।

[illegible] আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] [illegible] পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সম্পাদক—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল

—:০:—

[illegible] রোগের [illegible] হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে [illegible] "কেভ্‌রোল" [illegible]। এমন [illegible] আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, [illegible] জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] "কেভ্‌রোল" [illegible]। [illegible] রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিতে তোমার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—[illegible] পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ৩ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম [illegible] ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলে [illegible] ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। [illegible] দুধ, বার্লি, [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি ব্রাহ্মণ [illegible] কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
[illegible], কৃষ্ণনগর, (নদীয়া বেঙ্গল)
[illegible]-২৪১নং [illegible] পোঃ আঃ [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় বাজারে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেজালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জীর্ণ [illegible] পাচনটি [illegible]। [illegible] প্লীহা [illegible] এবং নতুন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে [illegible]। মূল্য [illegible] ৮০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। [illegible]।

[illegible]—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তরঙ্গ [illegible] ও লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলী ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৵০	৵০	
ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩	৪।০
সিকি কলম	১২৲	১৪৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	২০৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক „	৫৲
ত্রৈমাসিক „	২৸০
মাসিক „	১

প্রতি সংখ্যা /৫, বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিন্ন ধার্য্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক প্রণীত।

পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল। আধুনিক প্রণালীতে [illegible] দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাতত্ত্ব-পাঠে সহ [illegible]। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩২ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index, Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ভবিষ্যতে পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটকনগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া [illegible] পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible]

REG NO C 1841

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

[illegible] নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]

বিবিধ সংবাদ

——(০৫১০১০)——

সিকাগোয় শ্রীযুক্ত [illegible] রায়

শ্রীযুক্ত [illegible] রায় যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] যোগে কলিকাতা আসিয়া- [illegible] পৌঁছলে [illegible] করা হয়। [illegible] সহিত তাঁহার [illegible]। শ্রীযুক্ত রায় [illegible] প্রায় ২৫ [illegible] প্রত্যাবর্তন করেন। [illegible] বিভিন্ন [illegible] ও [illegible] পক্ষ [illegible] করা হয়। শ্রীযুক্ত [illegible] উপর হইতে [illegible] করিয়া [illegible] বড় বড় [illegible]। [illegible] শ্রীযুক্ত রায় [illegible] ভাবে [illegible] ও [illegible] করেন।

——

বার্লিনোপরি প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ

বৃটিশের এক সংবাদে প্রকাশ, [illegible] বিমান হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে [illegible] উপর [illegible] ২১০ জন নিহত ও [illegible] আহত হইয়াছে। [illegible] বিমান [illegible] হইতে [illegible] পারে। [illegible] হইয়াছে [illegible] আক্রমণটি অত্যন্ত সাংঘাতিক; [illegible] সহরের [illegible]

পরিপূর্ণ বাড়ীসমূহের উপর অতর্কিতে অতি [illegible] বর্ষণ হইয়াছে। সরকারপক্ষ কর্তৃক [illegible] অধিকারের উহা প্রতিশোধ গ্রহণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

বৃটিশের সংবাদদাতা জনাকীর্ণ [illegible] এক রাস্তার উপর বোমাবর্ষণ [illegible] শত শত দূর হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। [illegible] বোমা বিদীর্ণ হইলে জনাকীর্ণ [illegible] বাকী [illegible] এখন ও [illegible] কতকগুলি [illegible] হইয়াছে। বিমানধ্বংসী কামান হইতে গোলাবর্ষণ ও বিমান দ্বারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া [illegible] আক্রমণকারী দলকে বিতাড়িত করা হয়।

——

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর কলিকাতায় আগমন

[illegible] প্রেসিডেন্ট ডাঃ [illegible] সহিত সাক্ষাৎকারের পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] প্রাগ হইতে [illegible] অভিমুখে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি কে. এল. এম. বিমান যোগে [illegible] করিবেন। বিমানখানির ২১শে জানুয়ারী করাচী ও ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা।

——

বাংলাদেশীর নবীন পদ্ধতি চিকিৎসা

[illegible] উদ্দেশ্যে পত্রিকা [illegible] যে চিকিৎসা করাইতেছেন [illegible] 'সকলে-ভাবিত সম্বন্ধে' [illegible]। এই চিকিৎসায় [illegible] এবং উহা বাকি সম্পূর্ণ [illegible]। [illegible] চিকিৎসা চলিতেছে। [illegible] হইতে [illegible] দূরবর্তী একটী ভবন হইতে প্রত্যহ ঔষধ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ছয় সপ্তাহ এই চিকিৎসা চলিবে এবং এই সময় বাঙ্গালী [illegible] বিশ্রাম করিবেন। তিনি নিজে এই চিকিৎসার সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাসী। এই চিকিৎসার সাফল্য আসিলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে।

——

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

পুরীস্থিত জগন্নাথদেবের মন্দিরের কর্তৃপক্ষ [illegible] পরিচালনের [illegible] দাবী [illegible] পরিত্যাগ করিবেন বে সরকারী দখল ছাড়িয়া [illegible] কৌপীন [illegible]। [illegible] উহার সকল [illegible] সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা সরকার আবার ঐ সম্পর্কে [illegible] আহ্বান করিয়াছেন।

——

ফরিদপুর জেলের অনশনব্রতীদের সংবাদ

গত ২০শে জানুয়ারী [illegible] এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে [illegible] অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, উহাদের অনশন [illegible] আমার [illegible] অধিকার [illegible] উঠে [illegible] যদি [illegible] তাহা হইলে অবিলম্বে আমরা উহাদিগকে মুক্তি দিতাম। উহাদের পক্ষ লইয়া বাবাদিগের লড়াই করা কর্তব্য। উহাদের দাবী [illegible] কথা যেন উহাদিগকে আমাদের জানান উচিত।

'পত্রিকা' বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, উহাদের এমন কিছু করা উচিত নহে যাহা আইন [illegible] আন্দোলনের [illegible] ধারণ করিতে পারে এবং উহাদের

——

ব্যক্তিগণের বিরু আরোপিত হইতে পারে। পত্রিকা সকলকে দলাদলি, [illegible] ও ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে অনুরোধ করেন।

——

ইরাক-সীমান্তে সংঘর্ষ

[illegible] ইরাক সীমান্তে মরুভূমির উপর দুইটি বেদুইন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে অনুমান ৫০জন নিহত ও ৫০জন আহত হইয়াছে বলিয়া আরবীয় সূত্র হইতে এক খবর আসিয়াছে। উহা পাকা [illegible] এখনও নির্ণীত হয় নাই। শেষ [illegible] উপজাতি [illegible] নেতৃত্বাধীন এক দল উপজাতি [illegible] নেতৃত্বাধীন একদল উপজাতির পর [illegible] উট লুঠ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। উহার ফলেই নাকি এই সংঘর্ষ হইয়াছে।

——

ঢাকা সহরে ডাকাতি

গত ১৮ই জানুয়ারী মধ্য রাত্রিতে সহরের [illegible] মৌলবী বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে। প্রায় ৫।৬ জন লোক ছোরা হস্তে দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া যে ঘরে লোহার সিন্দুক ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে। সেই ঘরে এক ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল। ডাকাতরা তাহাকে [illegible] করিয়া লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ লইয়া প্রস্থান করে। ঘরের মধ্যে শায়িত ব্যক্তি বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু [illegible] ফলে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ায় তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

——

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৫৲
দশম স্কন্ধ —
২। আনুষঙ্গ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৭৲
৩। আনুষঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আনয়ন ।০
১৯। গুরুবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাল্‌কী ।৵০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্র এবং গৌরকৃষ্ণঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০।
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, ৸০
সাধনতত্ত্ব /০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। আত্মনিবেদন /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩
৫১। প্রবন্ধ-রত্ন ৷
৫২। নবদ্বীপ-তত্ত্ব-গীতি ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪ পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫ ভাগবতী বা সাত্বতশিক্ষাবলী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯ শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০ সংখ্যাগতি /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যভাগবতসারঃ ।০
৬২। শিক্ষায় সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সার্ব্বভৌম শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮ রায় রামানন্দ
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। ব্রহ্মসূত্র /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা. ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ, ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরিচালিত [illegible] ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —[illegible] পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible]।

৪। পরমার্থী [illegible] সম্পাদিত [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় —[illegible] সম্পাদিত বাংলা [illegible]। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
লোককল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ ভক্তপাঠকগণ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ ক'রতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শবর্ষ ৮ মাধব (গৌর ৪৫১) ১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে জানুয়ারী ১৯৩৮ সোমবার } ১০১১তম সংখ্যা

সভাপতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

ঠাকুরভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২০শে জানুয়ারী ৬ই মাধব বৃহস্পতিবার পঞ্চমী তিথি উপলক্ষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানের নাটমন্দিরে একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। সভায় ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দ, অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি [illegible] গোবিন্দপ্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible]দাস ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিভূতি, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবল্লভ প্রভৃতি মঠবাসী ভক্তবৃন্দ, শ্রীধামবাসী বহু গৃহস্থভক্ত এবং গ্রামবাসী সজ্জন ও বালবৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অভিপ্রায় হেতু, পরা বিদ্যার পরম-উপাদেয়তা, এবং অপরা বা মায়িক পরবিদ্যানুশীলন [illegible] শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাশ্রয়ে জীবের অধিকারত্ব প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে একটী [illegible] অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহার মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

তদনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা অনুসারে অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল যাবৎ একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি [illegible] নিরর্থকতা, আধ্যাত্মিক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্যের অসম্পূর্ণতা ও অকিঞ্চিৎকরতা, বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত আবশ্যকতা ও তাহার অত্যাবশ্যকতা, সর্ব্বাবস্থায় প্রকৃত [illegible], [illegible] বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব, পরবিদ্যায় পরমোৎকর্ষতা, বালক, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই পরবিদ্যানুশীলনে একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতা, বিদ্যাসুন্দর শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণের আনুগত্যেই পরবিদ্যালাভের একমাত্র উপায় প্রভৃতি বিষয় বহু শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণাদি উল্লেখে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

বক্তৃতান্তে কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সান্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

শ্রীধামে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর পাঠ

গত ২০শে জানুয়ারী, ৬ই মাধব সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানে নাটমন্দিরে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় হইতে কয়েকটী বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ-প্রসঙ্গে তিনি [illegible] উদ্ধবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচরণ বিষয়ে ও স্বধর্ম্মপালন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মপালন কি প্রকার তাহা বর্ণন এবং পরস্পর [illegible] আচরণ যে বর্ণাশ্রমাচার, অধিকার হিসাবে তাদের স্বধর্ম্ম আপাততঃ পৃথক্ [illegible] হইলেও [illegible] একটী [illegible] যে শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে [illegible] উহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। দৈববর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণের আধ্যাত্মিক [illegible] কথা বুঝাইতে গিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে থাকিবার জন্য নিত্য প্রযত্নের চেষ্টা ও তাহাদের সম্পূর্ণরূপ অকৈতবতার কথাও উল্লেখ করেন। যাঁহারা আরোহপন্থী পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবরোহপন্থায় শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বহু উপদেশ প্রদান করেন।

পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনে সভা ভঙ্গ হয়।

আর এ কথার যাচাই চলিবে না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অনুগত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে জীবনাহুতি প্রদান করিবার যে সুযোগ পাইয়াছি—ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপা। আমাদের যোগ্যতা বা [illegible] কাহারও প্রাপ্য নাই। তবে আমরা শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষকে উপেক্ষা করিয়া যৌথভাবে অথবা সমর্থ ও সুযোগ হইলে তাহাদের অভক্তিপ্রসবিনী মতবাদকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করিবার জন্য মহাজনগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।

বহু [illegible] 'যাচাই' করিবার পর নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ করিবার এক প্রকার [illegible] সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। কিন্তু এখন আমাদের অন্তরের কপটতা [illegible] বুঝাইয়া দেওয়া শ্রীল [illegible] —আর [illegible]। এবার [illegible] আসিয়াছে। অধম-সৌভাগ্য ত্যাগ করিয়া [illegible] যাহাতে পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইতে পারি এইরূপ কাতর [illegible] হউক। 'সাধুসঙ্গে [illegible] কথা প্রচার করিব' [illegible] আত্মসমর্পণ [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বাণী আমাদের জীবনে সার্থক হউক—

"সকলে শ্রীরূপানুগের কথা সংযোগের সাথে প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের [illegible] চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের [illegible] উদ্দেশে, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশে [illegible] কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'চ্ছে না দেখে নিরুৎসাহ হবেন না। নিজভজন, নিজসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ মাঘ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪১

পরমার্থের স্বরূপ

[ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিত]

আধ্যক্ষিক জ্ঞানী অধিরোহপন্থে অগ্রসর হইতে বাসনা করেন বলিয়া শ্রুত অবরোহপন্থে তাঁহার নিকট সমাগত হন এবং তাঁহাকে লইয়া ঊর্দ্ধ্ব পথে অগ্রসর হন। কোন স্থলে আরোহবাদী উন্নতি লাভ করিতে না পারিয়া চিদ্বিলাস-বাক্য বৈকুণ্ঠবিরোধী হইয়া জড় ভোগময়ত্বে প্রমত্ত হন। তৎকালে তাঁহার অনভিজ্ঞগণের প্রতীত দেবতা তাঁহাকে গ্রাস করায় উহাঁর সত্যগ্রহণচেষ্টা অবশ হইয়া পড়ে। জড়-ভূমিতে অবস্থিত হইয়া উচ্চ ... স্তরে অবস্থান তাঁহার নিকট অপ্রয়োজনীয় কথা হইয়া পড়ে। ছয় হইতে ... পর্যন্ত সকল দর্শনে অভিজ্ঞ তাঁহাকে উচ্চ ... বৈচিত্র্যের কথা বলিলে ... অনভিজ্ঞের উহা ধারণাযোগ্য হয় ... একটুকু পাণ্ডিত্য করিয়া যদি তাঁহার পূর্ব জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া বিবরণ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ... বিচিত্রতা ... থাকিয়াও কতকটা উপলব্ধির বিষয় হয়, কিন্তু ... না হইলে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্রের 'সর্ব' সম্বন্ধী ... হইয়া থাকে 'ইদং'কে "সর্বং ইদং" এর সহিত ... নির্ভেদ বস্তু মনে করিলে তাঁহার বাস্তব জ্ঞানে বঞ্চিত হইবার অধিকারই পুষ্ট হয়।

ঔপাধিক বিচারে তাদৃশ ভূমিকায় জীবের চেতনধর্ম ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনে যে সকল খণ্ড ব্যাপার সমূহ আলোচ্য বিষয় হয়, সেইগুলি খণ্ড কাল, খণ্ড দেশ ও খণ্ড পাত্র হইতে পৃথক্ নহে ...। ভগবদিচ্ছার অনুকূলে যে সকল চেষ্টা চেতনের বৃত্তিতে দেখা যায়, সেইগুলি প্রাকৃত উপাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও চেতনের চেষ্টার খণ্ডিত বস্তুর সহিত সান্নিধ্যসূত্রে উহা ভগবদনুশীলন তাৎপর্যে পর্যবসিত। যেখানে ভগবৎ-তাৎপর্যপরতার অভাব, তাদৃশী চেষ্টা ভুক্তাবৃত হইয়া পূর্ণতার হানি করে।

কৃষ্ণসেবাভিলাষিতা হইতে পৃথক্ চেষ্টা যে সকল বহির্মুখ ... আবাহন দেখা যায় সেইগুলিকে বিচারপথে "অন্যাভিলাষ" বলা যাইতে পারে। অন্যাভিলাষের ফল ... বদ্ধজীব-সম্প্রদায় লাভ করে। কৃষ্ণানুশীলনের ফল ভগবানের সেবাকার্যে ... হইয়া সর্বাবস্থায় এবং সেবা প্রভাবে ... অনুমোদন লাভ করে। ভগবানের দাসগণ তাঁহার নিষ্কপট সেবক-সম্প্রদায়েরই পরিচিত বিষয়।

যাহারা ভগবদনুশীলনের সম্বন্ধ নহে, তাহাদের ভগবৎসেবার প্রতিকূল ... ও ... যত দিন ... স্বরূপানুভূতি লাভ না করে ... হয় নাই, তাহাদের স্বাভাবিকী চেষ্টা নশ্বর-সুখভোগ পর্যবসিত হয়। নিত্য ... জ্ঞানের অভাবক্রমে ... বৃত্তির অভিনিবেশ বশতঃ তাহাদের ... বিপথে লক্ষিত হয়। স্বরূপবিস্মৃত জীব সেবাসুখে বঞ্চিত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্জগতে পরিচালনা করিতে গিয়া নশ্বর বস্তুসমূহের প্রভূত-পিপাসা প্রদর্শন করেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ভগবদ্রূপের অনুসন্ধান না করিয়া মায়িক খণ্ড রূপসমূহ দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই ইচ্ছা নিজ ভোগ-তাৎপর্যপর হওয়ায় তদ্বিপরীত ভগবৎসেবা বদ্ধজীবের হৃদয় হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

বদ্ধজীবের ঔপাধিক ভূমিকায় বিচরণকালে প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় জড় ... এবং নিজ ভোগবিচারে মানস ... থাকে। এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিতোষ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বরূপগত জীব নানা বিপৎপাত আহ্বান করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইয়া থাকেন। যে-কালে কোন পারমার্থিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে তখন তাঁহার উপদেশমূলে অর্থ হইতে পরমার্থের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার শক্তি লাভ করেন। কোন্‌টী তাঁহার পক্ষে হিতকর ও কোন্‌টী অহিতকর, তাহা তাঁহার বিচারে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা সংরক্ষিত হইতে পারে না, সীমায় আবদ্ধ হইয়া যাহার চেষ্টা প্রতিহত হয় এবং স্বরূপ-প্রাপ্তিক্রমে যে পাত্রের অনুকূলতা গৃহীত হয় না, সেইগুলির জন্য অভিলাষ করা তিনি তখন আবশ্যক বোধ করেন না। নিত্যবস্তুর জন্য প্রয়াস, কেবল চেতনময় বস্তুরূপ বস্তু এবং অবিনশ্বর পাত্রের সেবা করাই সেইকালে তাঁহার কৃত্য বলিয়া স্থির হয়।

পরমার্থবিমুখ জীব নিত্যার্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া বাহিরের রূপে বিমুগ্ধ হন। নিজের সৌন্দর্য সংরক্ষণে যত্নবান্ হন, ইতর প্রাণীর বিনোদনের জন্য চাটুবাক্য শিক্ষা করেন, অপরের নিকট হইতে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভের যত্ন করেন, ভগবৎপ্রতিষ্ঠা ও গুরুপ্রতিষ্ঠাদিতে কুণ্ঠাবোধ করেন, ভগবন্নির্মাল্য-সুরভির আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছার পরিবর্তে স্বীয় অভিলষিত সুরভির আঘ্রাণে ব্যস্ত হন, ভগবদ্বস্তুর উদ্দেশে সুগন্ধি দ্রব্য সমূহের সংস্পর্শ প্রভৃতি তাঁহার রুচির অনুকূল হয় না। 'জগতের বাহ্য বোধে যে সকল ... বদ্ধজীবকে ... যুক্ত করে, ফলতঃ তাহারা নানাপ্রকার অবিহিত কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের একবারও মনে পড়ে না যে, সমগ্র আস্বাদনীয় বস্তু কোন্‌ জিহ্বায় আস্বাদিত হইলে আস্বাদিতের তাৎপর্য পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করে। ভগবৎসেবারহিত জীব স্বীয় চেষ্টার দ্বারা যে শ্রুতোক্ত লাভের যত্ন করেন তাহা নিজের তাৎপর্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হন, ভগবানের পাদপদ্মের সুশীতলতা এবং শীত-... স্পর্শবোধনের সামর্থ্য তাহাদের বিচারের অনুকূল হয় না। কৃষ্ণের ... শ্রীকর-কমল স্বীয় স্বরূপের কল্যাণ লাভের আকর এবং ভগবানের সুখতাৎপর্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আবদ্ধ। সেবারহিত জীব এ কথার প্রতিকূল দেশে অবস্থিত থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিগুলি অযথারূপে অপরে যুক্ত থাকায় তিনি স্বীয় অভিলাষ-পরিতৃপ্তির জন্য সর্বদা বাসনাবিশিষ্ট হন, স্বরূপজ্ঞানাভাবই ইহার মূল কারণ। উদ্বুদ্ধ-স্বরূপে তাঁহারা জানিতে পারেন যে, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিষ্ণু, সকল ব্যক্তিগত জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের পতি বিষ্ণু, বিষ্ণুতেই সর্বেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠান আছে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা আংশিক প্রতীতি-মাত্র। যে কালে ইন্দ্রিয়পতি সচ্চিদানন্দ-বস্তুর পূর্ণ বিগ্রহে, অণু-চেতন সেবায় নিযুক্ত হন, সেইকালেই তাঁহার নিকটে প্রতিকূল চেষ্টাসমূহ ইন্দ্রিয়পতিতে নিযুক্ত হয় না। সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক ভগবান্—এই প্রতীতির অভাবে জীবগণ নিজ নিজ ঔপাধিক অপস্বার্থপর বিচারক্রমে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে গিয়া কর্মফলকে পদ-ভূষণরূপে নির্দেশ করেন।

তাহার ফলে উদ্দিষ্ট বাসনা সিদ্ধ হইবার পরিবর্তে প্রেমের স্থানে বিরোধ আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। সেই কালে তিনি অভিলাষ সিদ্ধির পথের কণ্টক নষ্ট করিবার প্রতিপক্ষের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, তাহা 'ক্রোধ' নামে আখ্যাত হয়। বাসনার অতৃপ্তি হইতে ক্রোধবৃত্তির উদয়। ভগবৎ-সেবাবাসনা প্রতিহত হইলে যে বৃত্তির উদয় হয় তাহাকেও ক্রোধ বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ক্রোধ অপস্বার্থতাৎপর্যে নিযুক্ত না হওয়ায় যে স্বরূপবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, তাহা ইতর ক্রোধের সমপর্যায়ে গণিত হইতে পারে না। ভগবৎসেবাবাসনা প্রতিহত হইলে যে বৃত্তি 'ক্রোধ' নামে দৃষ্ট হয়, তাহার

... ভগবৎসেবার অবকাশ পারমার্থিকের উদ্দেশে ... ভগবদ্বস্তুর সেবায় যে কামনা দৃষ্ট হয়, ... অপর কোন প্রতিযোগী বস্তুর উদ্দেশে ... প্রাপ্তিমূলে প্রবৃত্তি হয় না। যেখানে ... অবকাশাভাব, সেখানেই বিষয়ের বহু... বিষয়ে বহুত্বে যে ভেদ অবস্থান করে, ... ভেদে প্রেমের অভাব বিরোধ ধর্ম বাস ক... উহার ভেদ সমূহ প্রেমের বিচারক ... হয়ের সমর্থন করেন না। ভগবদ্বিষয় বাস... যে শ্রেণীর, ভগবৎসেবাবাসনা সেই শ্রেণী হইলেও উহাদের মধ্যে যে ভেদ অব... আছে, তাহা লাভ করিবার প্রয়াস ভগব... সেবাবিমুখ জগতের রুচির অনুকূল হওয়া... তাহারা সমন্বয়বাদের পক্ষপাতী। কি... তাদৃশ সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবাবৈমুখ্য... বিরোধধর্ম আবাহন করে বলিয়া উহা... বাস্তববিষয় প্রেমধর্ম দলিতে প্রস্তুত... না। ভক্তকামনা প্রতিহত হইলে যে ক্রোধ... উদয় হয়, তাহাতে কামরূপে তাৎকালি... গুরু স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিলেও উহা ... নহে; আবার অনেক স্থলে সেবা ক্রো... কেবল ক্রোধ উৎপন্ন করে। তখন ক্রো... প্রতিষ্ঠা ... উহার আবা... অপ্রয়োজনীয় স্থির হয়। কিন্তু ভগবৎসে... বাসনামূলে যে ক্রোধের উৎপত্তি দেখা যা... তাহা পরমমত প্রকাশ করে এবং তা... চেষ্টা বুদ্ধিবিহিত হইয়াই এরূপ ধারণা সব... বিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে এ... তাৎপর্যপরতা অবস্থিত অর্থে অবজ্ঞা... কার্য করে, সেইস্থলে প্রতিযোগী, কে... বৈশিষ্ট্যকাম বা ক্রোধ পরস্পর বিদ্যমান হইয়া সমতাৎপর্যপর হওয়ায় প্রেম আছ... হয়। উহাপ্রকাশক কাম ও ক্রোধ—'লো... নামক বৃত্তি আনয়ন করে। ক্রোধের বিক... অন্তত ফল দর্শন করিয়া বা 'হনাশশীল ... দেখিয়া স্বরূপজ্ঞানে জীবের যে বৃত্তির উ... হয়, তাহা 'লোভ' নামে প্রসিদ্ধ। কৃ... সেবালোলা লোভ পর্যায়ে পতিত হইলে উহার যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যাঁ... পর্যালোচনা করেন না, তাঁহারাই অপস্বার্থ লোভের সহিত সমপর্যায় গণনা ক... অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন না। 'লোভ' ... কাম-পর্যায়ের অনুকূল দ্বিতীয় স্তর। ... প্রতিকূল দ্বিতীয় স্তর ক্রোধের অধিষ্ঠান না... লোভনীয় বস্তু যেখানে অবস্থান, সে... তাদৃশ লোভ ইতর লোকের ন্যায় পর ... নহে, উহাই পরম উপাদেয়। নিত্য লোভ ... অভিলাষণরূপে ভগবানের জন্য লোভ বি... করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, অনি... বস্তুর জন্য লুব্ধ জনগণ তাহাদের বৃত্তি... কালের জন্য সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ ... পক্ষান্তরে অবজ্ঞাতে লুব্ধ জনগণ নিত্যা... নিত্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিজের নশ্বরবা... আকর্ষণে আকৃষ্ট হন। ভগবদ্বস্তু তাঁ...

দিগের ভক্তিকে আবর্জন করে বলিয়া তাঁহাদের লোকের নিকট সেই বদ্ধ হইয়া পড়ে। সেকালে ইতর লোকে তাঁহাদের কৃতি দেখা যায় না। যাঁহারা সমন্বয়বাদ অবলম্বন করিয়া লোভনীয় বস্তু বিচারে নীর অকিঞ্চিৎকরতা প্রচার করেন, তাঁহাদের অপস্বার্থপরতা নিঃশ্রেয়স্ লাভের ব্যাঘাত করে।

ইতর বস্তুতে লোভের অবকাশ নিষ্ফল হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে 'মোহ' বলে। লোভের প্রতিকূলভাবে প্রতিষ্ঠিত মোহ জীবের কামনা বা লোভকে প্রতিরোধ করে। তিনি সেইকালে বিষয়াবিষ্ট হইয়া দূর হইবার প্রয়াসেও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। কোন সময়ে বিষয় লোভের প্রবলতাক্রমেও মোহ উপস্থিত হয়। ভগবৎকৃপা পুষ্ট না হইলেই জীব কপট মোহে আবদ্ধ হন। ভগবদ্গীত প্রণালীতে জীবের দুর্দৈব দূরীভূত হয় না। সেকালে তিনি নীর অপস্বার্থপর বৃত্তিবশে যে প্রকার মূর্চ্ছিত হন, তাহা মোহ পর্য্যায়ে গণিত। মেস্মার (Mesmer) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানবিদ্ পারদর্শী ব্যক্তিগণ কোথাও মোহে বদ্ধ জীবকে যে স্তব্ধ করেন, তদবস্থ ঐরূপ মোহকে সেই পর্য্যায়ে গণনা করা জীবের স্বরূপসিদ্ধ ভিন্ন লক্ষণের অন্তর।

কামনা ও লোভের তৃতীয় স্তরে মদের স্থান। কামনাসিদ্ধি ও লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মত্ততা বৃদ্ধি দেখা যায়। অতএব জ্ঞান ও মদ্য মত্ত জীবজনে যাহার মত্ততা উপস্থিত হয়, তাঁহাকে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ বিপরীত ও অপ্রাকৃত ভাবসমূহ ক্লেশ দিতে পারে না। কিন্তু যেখানে জড়-বুদ্ধিযুক্ততাবশে কামলোভের অনুকূল মত্ততা উপস্থিত হইয়া ক্রোধ ও মোহের বশবর্তিতায় স্তব্ধতা বৃদ্ধি করে, সেস্থলে যে মত্ততা, তাহার সহিত ভগবৎপ্রেমের মত্ততা সমপর্য্যায়ে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে। একের দ্বারা প্রেমে প্রতিষ্ঠান, অপরের দ্বারা ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট প্রমত্ত জীবগণ অন্য জীবের প্রতি বন্ধুর বা শত্রুভাবে মৎসরতা বৃদ্ধিতে উন্মুক্ত; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্গুণ-মত্ততাক্রমে নির্মৎসরতা লাভ করেন।

মাৎসর্য্য বৃত্তির পরিচয় এই যে, তিনি নির্মৎসর অর্থাৎ লৌকিক অসহনশীলতা তাঁহাতে স্থান পায় না। আর ভোগী কাম-লোভ মদোন্মত্ত, ক্রোধ-মোহ-চালিত হইয়া যে মৎসরতা প্রদর্শন করিতে গিয়া ভগবদ্ভাব উপলব্ধ করেন, তাহাতে প্রেমের গন্ধ নাই, কেবল অপস্বার্থ ও মিথ্যাবঞ্চনাপরতা আছে। যাহারা কামাদি রিপুষট্কের বশীভূত হইয়া প্রাকৃত সাহজিকতার প্রাবল্য-চরণ করেন, তাঁহারা পরমার্থে বঞ্চিত। এই

আর একবার বাছাই হইবে

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

এ জগতে মানুষের সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অতি অল্প। তাহার মধ্যে একজন মানুষের চিন্তাস্রোতের সহিত অন্য একজনের চিত্তস্রোতের সর্ব্বতোভাবে মিল আছে—এরূপ দেখা যায় না। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁ'র কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'এ জগতে প্রত্যেক মানুষের এক একটি অধিকার'। এই বাক্যে তিনি মানুষের বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, এ জগতে সমষ্টিভাবে মানুষের অসংখ্য অধিকার। এইরূপ হইবার মূল কারণ কি? কোথা হইতে এই অধিকার আসে? কেন কোন মানুষের সহিত আর একজনের সর্ব্বাঙ্গীন মিল পাওয়া যায় না?

আমরা শাস্ত্র আলোচনায় দেখিতে পাই, জীবের অনাদি কর্ম্মফলই ইহার মূল কারণ। কর্ম্মের মূল কারণ কি? —স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। এই স্বতন্ত্রতা না থাকিলে জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ইহা সৎ বা অসৎ যে কোন একটী দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। ভাল-মন্দ কর্ম্মফলের পরিমাণানুসারে জীবের শ্রেণী ভেদ দেখা যায়। উচ্চকুল, নীচকুল, আভিজাত্য ও জাগতিক সুখ দুঃখাদি কর্ম্মেরই ফলমাত্র।

পরমার্থ রাজ্যের কোন কথাই এখনও আলোচিত হয় নাই। সেই রাজ্যটি কর্ম্মজগতের বাহিরে। কর্ম অনাদি বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীব এই স্রোতে যতদিন ভাসিতে থাকে ততদিন সে পরমার্থরাজ্যে যাইতে পারে না। কর্ম্মজগতের অপর নাম ভোগরাজ্য। সুখ ও দুঃখ—এই দুইটাই ভোগ। তারপর ত্যাগরাজ্যের কথা আরম্ভ হয়। ভোগে অতৃপ্ত হইলে ত্যাগের চিন্তা আসিয়া পড়ে। ত্যাগটাও এক প্রকার ভোগ। ত্যাগ আত্মহত্যার পরামর্শ দেয়। হেয়তা, নশ্বরতা ও অবরতা বর্জ্জিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ কোথাও থাকিতে পারে—এ ধারণা ত্যাগী করিতে পারে না, সে নির্বিশেষ চেতনরাজ্যের কল্পনা করিয়া সব হারাইয়া ফেলে।

তারপর সেবা বা ভক্তির কথা। ভক্তগণ কর্ম্মী ও জ্ঞানী বা যোগীর কতটুকু অধিকার ও কোথায় গতি সমস্তই বলিতে পারেন। ব্রহ্মানন্দও ভক্তের নিকট অতি তুচ্ছ। ইঁহারা বলেন,—আনন্দ কোথা হইতে আসিবে? আনন্দের আস্বাদক কে? আনন্দ জিনিষটা কি? যেখানে এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান নাই, সেখানে আনন্দ বলিয়া কোন শব্দই থাকিতে পারে না। ভক্তগণ জ্যোতিঃর অন্তরে কোন জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বেশ্বর সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির আরাধনা করেন। এরূপ সৌভাগ্যবান্ জীব জগতে অতি দুর্লভ,—'কোটিষ্বপি মহামুনে'।

'বাছাই'এর কথা ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে আছে। 'শুদ্ধ ভক্তিরাজ্যে এইরূপ বাছাইয়ের কোন কথা নাই। সেখানে আছে কেবল সেবার ঐকতান। এ জগতের স্ব-স্ব যোগ্যতায় ভোগ বা ত্যাগের আবাহন-বিসর্জ্জনের কথা শেষ হইলে ভগবৎকৃপায় ভাগ্যবান্ জীবের নির্ম্মল সেবাময় স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে সেই রাজ্যের কথা মূর্ত্ত হইয়া প্রকটিত হন। এই ভক্তিপথ অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে পদে পদে বিপদ্ আছে। যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বুদ্ধি হইলে এই পথের প্রবেশদ্বার প্রকাশিত হয়। 'চাওয়া'র দুর্ব্বুদ্ধি চাপিলেই প্রবেশদ্বার আবৃত হইয়া যায়, আবার সেই অনাদি কর্ম্মস্রোতে জীবকে ভাসিয়া যাইতে হয়।

বাহিরের দিক্ হইতে গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিয়া যিনি যেরূপ ধারণাই হৃদয়ে পোষণ করুন, আমরা কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধারায় প্রকাশিত গৌড়ীয়গোষ্ঠী-সমন্বয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কখনও কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হইব না। গৌড়ীয়মঠের বা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বলিয়া অনেকেই বাক্যবাগীশতায় বিবিধ চাতুরী দেখাইতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকেই শিষ্য বলিয়া জানিব, যিনি অন্তরে বাহিরে শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত শাসন সানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার বা তদভিন্ন সেবকের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে পারিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের সেবককে অনাদর করিয়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন তাঁহারা কখনও শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বা সেবক নহেন—তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। বৈষ্ণবী ভাষা বা আচরণের অনুকরণ করিয়া যিনি যতই নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা করুন না কেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকেই একমাত্র সিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া সেবা করিব—যাঁহার শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে সম্যক্ পারদর্শিতা বা বাস্তব উপলব্ধি নিত্যকাল বর্ত্তমান।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার সেই জীবন্ত বাণীই আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সম্বল হউক। জগতের সমস্ত লোকই মহাপ্রভুর কথা শুনিবার সৌভাগ্য পাইবে—এই আশা বৃথা। এমন কি জগতের একটা লোকও যদি শ্রীল প্রভুপাদের কথা শুনিবার সৌভাগ্য না পায় তথাপি আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বাণীই শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব। আমরা যেন শ্রীল প্রভুপাদের সেই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে পারি—"আয় চাঁদ, আয় চাঁদ আমার যাদু-মণির কপালে টিপ্ দিয়ে যারে চাঁদ" এইরূপ ছেলে ভুলানো ছড়ার ন্যায় বুঝি ভগবৎকথা! বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সহিত বহু সাধনে 'গৌড়ীয়' পত্র ও গৌড়ীয় মঠ।"

যাঁহারা গৌড়ীয়মঠের আনুকরণিক বেশ ও ভাষায় পরমার্থের নামে জগজ্জাল আনয়ন করিতেছেন, তাঁহাদের অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্যই অপরাধী। শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষী না হইয়া সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিলেও কোন জন্মে তাহাদের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-অপরাধ আবাহন পূর্ব্বক আত্মবিনাশের পন্থা গ্রহণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। অন্যাভিলাষিগণ গৌড়ীয়ের বাণীর ব্যাখ্যাবরণের ব্যবসায় করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণের মনে ধাঁধা লাগাইয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারে কিন্তু তাহা গৌড়ীয়ের বা শ্রীল প্রভুপাদের কথা নহে—তাহা প্রাণহীন ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। আমরা প্রভু নিজজনগণের

(অতঃপর ৯ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তাক্রিয় হন। মায়া আকর্ষণ হতে হইয়া মুক্তগণ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্য মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য, গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। প্রধান প্রচার-কেন্দ্র ও গৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশ আছে। রক্ষক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন বি বি ৪১১৮। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, শাস্ত্র-প্রচার প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের নিয়মিত আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ দামোদর মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগিরিধরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবৈষ্ণবদাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীতারক ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

হাটখোলা (শ্রীমন্মহাপ্রভুর পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ বাগআঁচড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সদাশিব-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পূর্ব্ব গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাসিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা মহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী ভক্তিবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমৎ ভক্ত ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিথার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিশ্রী বিদ্যাভূষণ বি এল।

(৩২) ভাগলপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভাগলপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসুরূপদামোদর ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনমালী রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৯নং, অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পুরুষোত্তম মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনবকুমার ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠশালী

রক্ষক ডক্টর শ্রীদেবীপ্রসাদ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাগার

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়,

পোঃ ছোটেহ্ন, জেলা মথুরা (পাঃ

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীঅষ্টগৌরাঙ্গপার্ষদ ও শ্রীগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মাধব ব্রহ্মচারী ভক্তিশ্রী

(৫২) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কুড়ঙ্গ, জেলা পুরী। এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগিরি গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোবিন্দনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ, পুরী

(৫৬) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীশ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়া, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীমোহন ব্রহ্মচারী

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয় মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (ত্রিপুরা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীচন্দ্রেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

সুরাগুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবকশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ম্যাটলোক

ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১০শে জানুয়ারী ১৯০৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর
বালাম	৬৸০
[illegible]	৫৸০
ঐ নতুন	৫॥
কাটারীভোগ	৭৲–৭॥০
[illegible]	৫॥০
[illegible] নতুন	৭৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
[illegible]	৩॥৶০

আতপ—

[illegible]	৪৲	৪॥০
পেশোয়ারী		
[illegible]	৫।০	৫।৶
ঐ [illegible]	৫৲	৫৶০
[illegible]	৫।০–৫॥০	
কাটারীভোগ	৭৲	
ঐ [illegible]	৩৶০	

চিনির দর

[illegible]	১০॥৶
[illegible] ১০০০ নং	১০৶
[illegible]	৯
[illegible]	৮।০–৯৶০
[illegible]	৭॥৶০–৮

সোণা রূপার দর।

[illegible]	৩৪॥
[illegible]	২২.
চাঁদি[illegible]	৫০।

পাটের দর

[illegible]—	৪০৮
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	৬।০–৬॥৶০
[illegible] ঐ	৯৲–৯৶০
[illegible] ঐ	৫॥৶০–৫৸০
	৬–৬৶০
[illegible]	৫৸০–৫॥৶০
[illegible]	৫৶০–৫॥৶০
[illegible]	৫৲–৫।০
[illegible]	৪৸০–৪৸০
[illegible]	৩।০–৩॥৶০
[illegible]	৩॥৶০–৩৸০
	৩॥৶০–৩॥৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲
[illegible]	৬৬।০

[illegible]	৪৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
[illegible]—	১৭৸০
[illegible] ১৪—১০ [illegible]	১০৲

লোহ ও [illegible]

[illegible]—	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৮৸৶০–৯।০
[illegible]	৮৲–৮।০
[illegible]	৯।৶
ঐ [illegible]	৯৲–১০৲
[illegible]	৮৸০–৯
[illegible]	৮৸০–৯৸৶০
[illegible]	
[illegible]—	১৪৲
১৬ গেজ—	১৩৸০
১৮ গেজ—	১৮৲
[illegible]	১৪৸০
২৪ গেজ—	১৪॥৶০
২৬ গেজ—	১৩।৶০
১৮ গেজ—	
[illegible]	
[illegible] গেজ—	১৫৲
সীস	।৶৫–৸৶০
[illegible] ([illegible])	১০।০
[illegible]	৩।০–৩৸০
[illegible] ৩–৯ [illegible]	
	৬.১–৭৲
[illegible] ১—৩ [illegible] ৯—১০৲	
ঐ	৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০
[illegible]	৮৸০ ৯।০
[illegible]	
	৮৸০—১০।০
[illegible] ২৫৲	[illegible] ২৯।০
[illegible] ৫৶০ [illegible]	
[illegible] ৪।০	

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে [illegible],

[illegible]	৫৫৲
[illegible]	১০৲
[illegible]	৭৫৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ [illegible]	৫১৲

[illegible]

[illegible]

[illegible]	৮।০
[illegible]	১৬।০–১৭৲
[illegible]	
[illegible]	৫।০–১৭॥০
[illegible]	১৭৲–১৮৸০

সন্তোষ কুমার [illegible]
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible] কোম্পানী, [illegible]
কলিকাতা

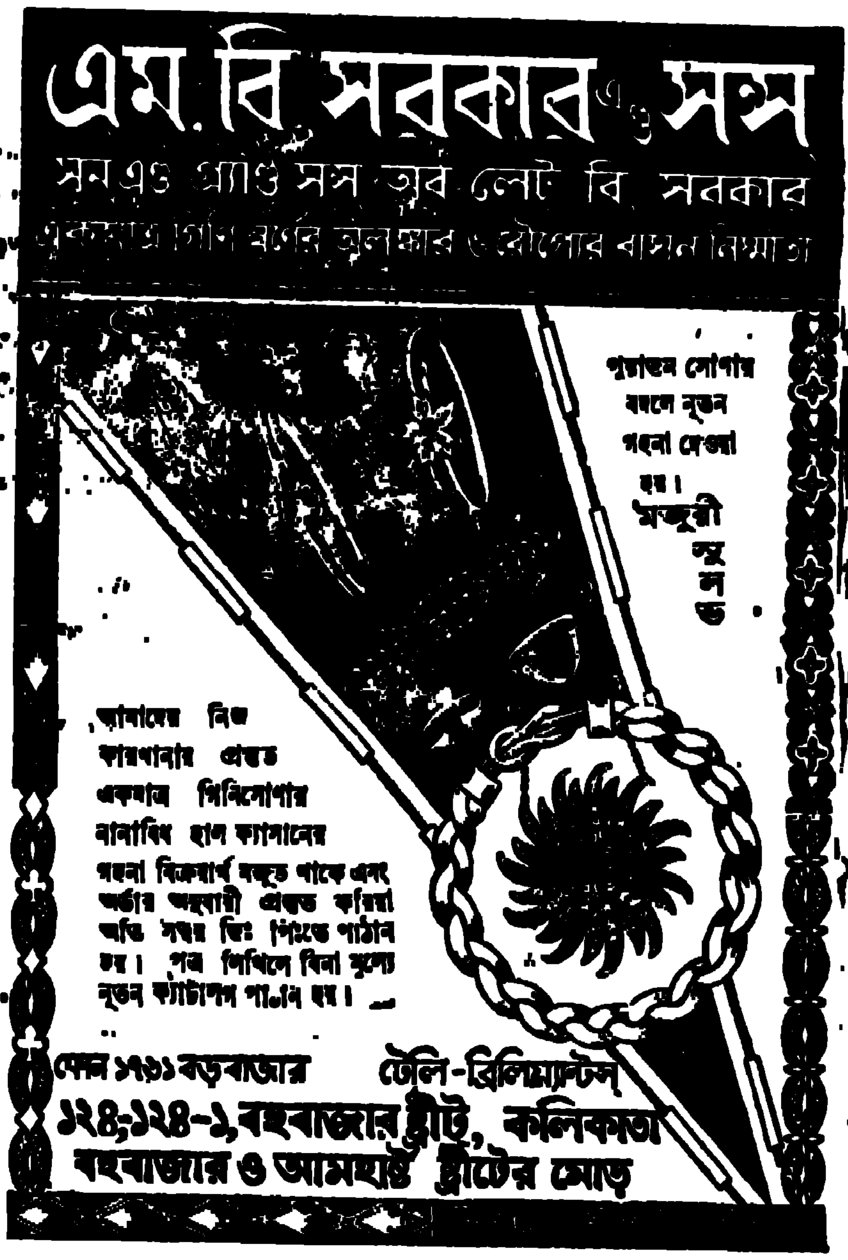

ফেভ্রোল

—[illegible]—

[illegible] শ্রোণিত্ব [illegible] নারায়ণ [illegible] "ফেভ্রোল" [illegible]। [illegible] কোন [illegible] জ্বর, [illegible] জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও [illegible] সংযুক্ত জ্বর, [illegible] "ফেভ্রোল" [illegible]। [illegible] পুরাতন [illegible] একমাত্র ঔষধ।

[illegible] ১২ বৎসর [illegible] ১৬ বৎসর [illegible] ১২ [illegible]। [illegible]।

[illegible] ১০ বড়ি [illegible] ১৬ [illegible] ১।০ আনা।

দি রাম নং রায়গ ভুবনেশ্বরী [illegible] ওয়ার্কস্,
[illegible], কৃষ্ণনগর, ([illegible] বেঙ্গল)
[illegible] টাইগার, [illegible]।
সর্ব্বত্র বড় বড় [illegible] পাওয়া যায়।

কবিরাজ [illegible] কবিরাজ [illegible]

কেশরঞ্জন পাঁচন্
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] শাস্ত্রোক্ত [illegible] কলিকাতায় [illegible] এবং [illegible] ও পুরাতন [illegible] মূল্য [illegible] ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোষ্ট বেহালা, ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারক মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতদিন পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অনুকম্পায় [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলী ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম একদিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম একদিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	|০	৷৴০	৷৴০	।০
ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৩৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১৫৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৷৷০
" সিকি কলম ১০৲	১৷৶
" অর্দ্ধকলম ২১৲	৩৲
" এক কলম ৩৫৲	৬৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকব্যয় সমেত)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা /০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয় কর্তৃক লিখিত। [illegible] গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক [illegible] এবং [illegible] অপূর্ব্ব [illegible]। [illegible] চিত্র সম্বলিত। [illegible] মূল্য শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডই বর্ত্তমানে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা, মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচী (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচী ও পরিশিষ্ট (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ - নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আড়াই টাকার পরিবর্তে [illegible] মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসাহিত্যের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত-প্রেস

"[illegible]" [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। -পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" প্রভৃতি উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ-শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগবরাগ্রণী শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আচার্য্যত্রিক শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই মাঘ, ১৩৪৪, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৭২]

বিবিধ সংবাদ

গঙ্গাসাগর মেলা

প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলায় যাত্রীগণকে ষ্টীমার হইতে দ্বীপে পৌঁছিবার যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়,—চব্বিশ-পরগণা জিলা কর্ত্তৃপক্ষ তাহা প্রতিকারের উপায় ক'রয়াছেন। সাগরদ্বীপের চতুর্দ্দিকে বালির চড়া থাকায় ষ্টীমার জলের মধ্যে প্রায় কিছু মাইল দূরে থাকে এবং তথা হইতে নৌকায় করিয়া ঠেলাঠেলি যাত্রী পারাপার করিতে হয়. ঝড় বা দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সময়ে ষ্টীমার হইতে তীরে পৌঁছিবার পথে যাত্রীদের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জিলাবোর্ড আগামী বৎসর হইতে সিকি মাইল দীর্ঘ একখানা 'পন্টুন' সেতু নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সেতুর সাহায্যে যাত্রীরা ষ্টীমার হইতে নিরাপদে সরাসরি তীরে পৌঁছিতে পারিবে।

ডাকাতে-জমিদারে লড়াই

গত ১৬ই জানুয়ারী কোহাট জেলার অন্তর্গত মর-ইয়ার নামক গ্রামের একজন খান জমিদার সশস্ত্র ডাকাতদলের হাতে নিহত হইয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত জমিদার এবং তাহার এক ভ্রাতা বাড়িতে মাঠ হইতে ফিরিবার পথে একদল সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। উভয় পক্ষ হইতে অনবরত গুলী চলিতে থাকে। ফলে দুই ভ্রাতার মধ্যে একজন গুলীবিদ্ধ হইয়া মারা যান। মৃতদেহ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাইয়া তদন্ত করিতেছে।

স্ত্রী ও জাতিভ্রাতা হত্যা

বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্গত কাকেরা গ্রামের মণ্ডলেশ সোহাগ (৩০) তাহার যুবতী স্ত্রী বাসনা সোহাগিনী এবং তৎসহ নিজ জ্যেঠতাত ভ্রাতা শ্রীনাথ সোহাগকে গত ৩রা আশ্বিন উক্ত গ্রামেরই সমীপবর্ত্তী এক ইক্ষু ক্ষেত্র মধ্যে কাটারীর দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। প্রকাশ, এই হত্যাকাণ্ডের পর সে রক্তাক্তকলেবরে তালডাংরা থানায় উপস্থিত হইয়া দারোগা বাবুর নিকট এক স্বীকারোক্তি করে। ইহার ফলে আসামী মণ্ডলেশের বিরুদ্ধে যথাসময়ে আদালতে মামলা রুজু হয় ও নিম্ন আদালত ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত করিয়া আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৫ জন জুরী লইয়া মোকদ্দমার বিচার করেন। জজ জুরীদের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক আসামী মণ্ডলেশকে অনিচ্ছাকৃত হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ভাঃ দঃ বিঃ আইনের ৩০৪ ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পথিমধ্যে নরহত্যা

লালমণিরহাট কুড়িগ্রাম থানার অন্তর্গত গোহুলা গ্রাম হইতে এক চাঞ্চল্যকর নরহত্যার খবর এখানে আসিয়াছে।

প্রকাশ, গোহুলা গ্রামের সহর উল্লা ব্যাপারী একজন ধনী মহাজন ও প্রতিপত্তিশালী জোতদার ছিল। তাহার দেনাদার ও প্রজাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি ডিক্রিজারী করায়, তাহার বিরুদ্ধে প্রজাদের ও দেনাদারদের অসন্তোষ ছিল বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার দিন উক্ত সহর উল্লা ব্যাপারী তাহার কোন একটি মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্য্যে কুড়িগ্রাম আসিয়াছিল এবং রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ট্রেণে ফিরা ষ্টেশনে ফিরিবে প্রকাশে তাহার ভৃত্যকে উক্ত ষ্টেশনে একটি আলো লইয়া যাইতে বলে। দুর্বৃত্তগণ উহা জানিতে পারিয়া মারাত্মক অস্ত্র লইয়া রাস্তার ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। প্রকাশ যে, ভৃত্যটি একটি আলো লইয়া বাসা হইতে রওনা হইয়াছিল, কিন্তু ষ্টেশনে যায় নাই বলিয়া সহর উল্লা ব্যাপারী একাই অন্ধকারে বাসায় আসিতেছিল। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে, কয়েকজন গ্রেপ্তারও হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, একজন পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

বর্মা অয়েল কোম্পানীতে গণ্ডগোল

চক্ এবং এনাকিয়াঙের ধর্ম্মঘট গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বর্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা ছাড়াও নিকটবর্ত্তী অন্য দুইটী কোম্পানীর কারখানাতে ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা ৯ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, গত ২১শে জানুয়ারী প্রধান মন্ত্রী "ডাঃ" বাণিজ্য-সচিব উভয়েই বিমানপথে এনাকিয়াঙে গিয়া মালিক এবং শ্রমিকদের সহিত ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা পরদিন বিমানপথে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বেরেলীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১৯শে জানুয়ারী মধ্যাহ্নে ইজ্জতনগরে ইম্পিরিয়াল পশু চিকিৎসা গবেষণাগারের প্রাঙ্গণে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে। যাহাতে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া না পড়ে সেজন্য ২ শতাধিক লোক প্রায় ১ ঘণ্টাকাল আগুন প্রশমনের জন্য চেষ্টা করে। ইজ্জতনগরের কার্য্যে পশ্বাদির জন্য রক্ষিত শুষ্ক বিচালীর গাদায় প্রথমে আগুন ধরে বলিয়া মনে হইতেছে। বহু বিচালী ভস্মীভূত হয় ও অগ্নি দ্রুত বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু অবিলম্বে সকলে সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়। ইন্ষ্টিটিউটের লোকজন ২ ঘণ্টাকাল আগুন নিভাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবার পর অগ্নি প্রশমিত হয়। অগ্নিকাণ্ডের সময় কার্য্যের নাকি বহু পশু বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা এক সময় দেখা দিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্ত্তে বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় আগুনের গতিও পরিবর্ত্তিত হয়। ক্ষতির পরিমাণ বেশী না হইলেও কত হইয়াছে ও আগুন লাগার কারণ জানিতে পারা যায় নাই। এই অগ্নিকাণ্ডের সময় টেনর ইন্ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর মিঃ কে, সি, সেন পশুখাদ্যের পুষ্টিকারিতা গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ আর হাসান ও জীবতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

বৃটিশ ষ্টীমারের উপর টর্পেডো আক্রমণ

বৃটিশ ষ্টীমার "ক্লোনলারা" ভ্যালেন্সিয়ার নিকটবর্ত্তী সাগুন্টোয় পৌঁছিয়া জানায় যে, সাগুন্টো হইতে ১০ মাইল দূরে একটি অজ্ঞাত সাবমেরিণ হইতে টর্পেডো দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্থবা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্থবা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আনয়ন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাথেয় ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲ (অর্থবা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। দেবার্চ্চনসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিধিবাদঃ ৷৶
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরিচালনায় ও তাঁহার সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ প্রভুপাদ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

—— :০: ——

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জীর প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ | ৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে জানুয়ারী ১৯৩৮ | শুক্রবার | [illegible]তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা অভিমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর গত বুধবার শ্রীধামে আগমন করিয়া পাঁচ দিবস কাল তত্রত্য সর্ব্বভাবে শ্রীধামে অবস্থান ও অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তগণের অপার আনন্দবিধান করেন।

গত [illegible] জানুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম হইতে পুনরায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। মহামহোপদেশক শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দৈনন্দিন সেবাপদ্ধতি

গত ১৭।১।৩৮ তারিখে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক অন্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে সমবেত ভক্তগণ গুরুবন্দনা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গৌরস্তব, ও আনুগত্য প্রেমধ্বনি প্রভৃতি মহাজনপদ কীর্ত্তন করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি শরণাগতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দেশে শ্রীপাদ কৃষ্ণ-প্রভু "[illegible]" এইটি কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু কীর্ত্তনের পূর্ব্বে সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, এই সব কীর্ত্তন শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দীপক কথা, আমি কীর্ত্তনকারী এ বুদ্ধি না করিয়া উহার সেই কীর্ত্তন সেবা তিনি বা তাঁহার নিজজন যে ভাবে চাহেন সেইরূপ হইয়া অনুগভাবে অনুকীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে হবে।

অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমণ হয়। ভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকৃষ্ণ মৃদঙ্গবাদন করেন।

প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু হুগলী, পাইকপাড়া, বাগবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপ পরিচয় করিয়া হরিকথা আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্ন ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ভক্তি[illegible] প্রভু, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত [illegible] শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ ইংরেজীতে বহু বিষয় আলোচনা করেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯৷০ পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভোগরাগ ও শয়নারাত্রিক কীর্ত্তন সমবেত প্রায় দেড় শতাধিক ভক্তবৃন্দের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীভাগবত পাঠ করেন। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু কীর্ত্তন করেন এবং ভক্ত শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃদঙ্গবাদন করেন।

অভিনন্দন-সভা

ঠাকুরভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

:: ০ ::

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর বক্তৃতা

গত [illegible] জানুয়ারী, [illegible], [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ গৌড়ীয়মিশনের [illegible] পাশ্চাত্যে ভারতীয় প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক এবং গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুকে একটী মহতী সভায় অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন।

ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভুর প্রস্তাবে এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বৈদ্য এম-এ মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু উক্ত সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে গিয়া প্রধান শিক্ষক মহোদয় ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতার দ্বারা শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর অনন্য বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীর দিগ্দর্শন প্রদান করেন।

সভাপতি-নির্ব্বাচনান্তে প্রধান পণ্ডিত উপদেশক শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক "[illegible]" এই মহাজন গীতিটী উদাত্তস্বরে কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর স্কুলের শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে ইংরাজী ভাষায় একটী অভিনন্দন পাঠ হয়। সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় অভিনন্দনটী পাঠ করেন।

[illegible]

অতঃপর সভাপতি মহোদয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পরমার্থালোচনার প্রয়োজনীয়তা, তদালোচনার প্রণালী, মাধুর্য্যমণ্ডিত চৈতন্যবাণীর অত্যাবশ্যকত্ব সকল সমাজের আদর, সেই বাণীর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য সেক্রেটারী উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু সভাপতি ও বক্তৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সভার প্রারম্ভে শুদ্ধবৈষ্ণবগাথা ও অন্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও দুঃখদুর্দ্দশা নিবারণ

(৪র্থ সংখ্যার পর)

শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'—এই বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ [illegible] কথা পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা '[illegible]', '[illegible]' প্রভৃতি শব্দের '[illegible]' বাক্য এবং 'অধোক্ষজ', 'অপ্রাকৃত' প্রভৃতি শব্দের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করাইবার আদর্শ দেখা যাইত। উহাও শ্রীল প্রভুপাদের দুঃখদুর্দ্দশা নিবারণের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আর একটী উদ্দেশ্য [illegible]।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মাঘ। [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

দু'একটি কথা

আমরা মনে করি, আমরা নিজে নিজে ভগবানের সেবা করিতে পারি। কিন্তু এরূপ মনে করার কোন মূল্যই নাই। কারণ ভগবানের সেবা—ভগবানের সেবা যাঁহারা জানেন বা করেন তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া হয় না। সেইজন্য যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, ভগবান্ যাঁহাদিগকে সেবকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়া অন্যের সঙ্গে বা নিজে নিজে সেবা-লাভের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। যাঁহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ চাহেন তাঁহারা সেবক নহেন। যাঁহারা সেবার অভিনয় মাত্র করেন, সেবার নাম করিয়া সেব্যের নিকট হইতে কিছু লাভের জন্য ব্যস্ত থাকেন তাঁহারা সেবক নহেন। সেবক তাঁহারা, যাঁহার ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত—শ্রীনাম ও শ্রীনামপরায়ণ ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার বলিতে আর কেহ নাই। ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের সহিত যাঁহার একমাত্র আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব, তিনিই সাধু। সেই মহতের সংস্পর্শে আসিলে তিনি বাক্যের দ্বারা আমাদের সব ভোগাদি ও [illegible] ছাড়াইয়া দেন, এ জগতের প্রতি আমাদের যে আসক্তি তাহা ছুটাইয়া দেন।

এ জগতে ভগবৎসম্পর্ক-চ্যুত কাহাকেও আমার বলিতে হইবে না, ভগবান্ এবং ভগবানের ভক্তই একমাত্র আমার। বাহিরে আসক্তি থাকিলে ভগবানে আসক্তি হয় না। সেইজন্য এজগতের কাহারও প্রতি ভালবাসা থাকিলে তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে, ভক্তকে আপনজ্ঞানে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ভগবদ্ভজন—শ্রীনাম-কীর্ত্তন হইবে। আমরা অতি দুর্ব্বল ও অজ্ঞান। তাই যে জিনিষ থাকিবে না বা যে-জিনিষের সঙ্গে আমাদের কোনও কালে আর দেখা হইবে না সেই সকল জিনিষের মায়া ত্যাগ করিয়া আমরা ভগবানের সম্ভোগের জন্য ব্যস্ত হই না। অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও দুর্ব্বলতাবশতঃ ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি? শ্রীনামের নিকট, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট নিষ্কপটে বল ভিক্ষা করা ব্যতীত এ দুর্ব্বলের [illegible] আর অন্য কোনও উপায় নাই।

বস্তুতঃ যে ভোগদর্শনটাই খারাপ, উহারই নাম অসদ্দর্শন। দেখ সে রূপ সংসার-দর্শন, সেখানেই ভয়। যেখানে প্রত্যেক জীবকে ভগবৎসেবক দর্শন, সেবা-দর্শন বা বৈষ্ণব দর্শন, সেখানে ভয়ের কোন কথাও নাই বা সংসার নাই। পাপ চক্ষেই দর্শন করি বা পুণ্য চক্ষেই দর্শন করি, ভোগদর্শনটাই উচিত নয়। বৈধ হউক বা অবৈধ হউক ভোগসঙ্গটাই খারাপ, তাহাতে হরিভজন হয় না। হরিসম্বন্ধ-দর্শনটাই শুদ্ধ দর্শন, জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান। 'জীব' বলিতে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই বুঝায়।

আমাদের শরীর খারাপ বলিয়া সেবা ছাড়িয়া দিতে হইবে না। এই শরীর লইয়াই সেবা করিতে হইবে। শরীর ভাল হইলে সেবা করিব, এটা সেবকের বিচার নয়। কি সুস্থ কি অসুস্থ সকল অবস্থাতেই সেবাই করিতে হইবে। যদি সেবাই না হয় তাহা হইলে বাঁচিয়াও লাভ নাই এবং মরিয়াও লাভ নাই। আর যদি সেবা হয় তাহা হইলে বাঁচিয়াও লাভ আছে, মরিয়া গেলেও লাভ আছে। সুতরাং মঙ্গলময় ভগবান্ আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে যে অবস্থায় রাখেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া যথাসাধ্য অকৃত্রিমভাবে সেবা করিতে হইবে, সেবা বাদ দিয়া বৃথা আস্থা-চিন্তায় সময় নষ্ট করিতে হইবে না। যতই চেষ্টা করি এ দেহ কিছুতেই থাকিবে না। সুতরাং নিজের কাজ ছাড়িয়া ইহার জন্য বেশী ব্যস্ত হইয়া কি লাভ? তাই বলিয়া আমরা শরীরটা নষ্ট করিতে বলি নাই, দেহসর্ব্বস্ব না হইয়া পড়ি—ইহাই কথা। শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা প্রভুর ইচ্ছাতেই হয়। যাঁহার সুখবিধান করাই আমার অভিপ্রায়, আমাকে দুঃখে রাখিয়া যখন আমার সেই প্রভুর সুখই হইতেছে তখন আমার নিজসুখের জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন? সেবকগণ সুখ-দুঃখ সকলকেই ভগবানের কৃপা বলিয়াই বরণ করেন।

আমাদের অনেকের ধারণা, আমরা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী। কিন্তু আমাদের চৈতন্যের চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা বা ভয় আসে কেন? চৈতন্যমঠ কাহাকে বলে, ইহা না জানার জন্যই আমাদের এই অবস্থা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্যমঠ চেতনময়—নিত্যবস্তু, যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আশ্রিত তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যমঠবাসী। তাঁহাদের আনন্দ নিত্য। এখানে কাল-শাসন বা উপদ্রবের প্রবেশাধিকার নাই। এই চৈতন্যমঠ কাহারও ভোগ্য-পদার্থ বস্তু নহেন। ইঁহার ধ্বংস নাই। সেইজন্য বলিতেছি, শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ নির্ভীক—তাঁহাদের সংসার নাই—দ্বিতীয় অভিনিবেশ নাই—ভয় নাই।

আমরা আজকাল কেউ কেউ অন্ধকার দেখিতেছি। যাঁহারা চিরকাল অন্ধকারে আছেন, তাঁহারা নূতন অন্ধকার যে কি দেখিতেছেন, তাহা বুঝিতেছি না। অন্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন। সুতরাং বাহ্য অন্ধের—সেবাবিমুখের—সদ্গুরুত্যাগের—মলিনচিত্তের আবার নূতন অন্ধকার কোথা হইতে আসিল? সেবালোক ত' আমি কোন দিনই দেখি নাই; তবে আবার এ সব কপটতা কেন? তবে কি গুরুর অপ্রকটে প্রতিষ্ঠাদি কোন কিছুর অভাব হওয়ার দরুণ আমার অন্ধকার দেখিতেছি? তৎপূর্ব্বে কি প্রতিষ্ঠালোক বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়তর্পণালোক আমার অন্ধকারকে আলোক বলিয়া ভ্রম করাইয়াছিল? নূতন করিয়া অন্ধকার দেখার কথা আমরা বুঝিতে পারিও না আর কোনকালে পারিবও না। সেবালোক যিনি পাইয়াছেন তিনি ত' কোনকালেই অন্ধকার দেখেন না। অন্ধ বা বদ্ধ অন্ধকারই দেখে, আর মুক্ত—চক্ষুষ্মান্ আলোকই দেখেন, সুতরাং নূতন অন্ধকার কোথা হইতে আসিল? শ্রীল প্রভুপাদ যখন ছিলেন তখন অন্ধকার ছিল না, কারণ তখন বুঝি সেবক ছিলাম! আর এখন কি হইলাম? সেবা কি ঘুচিয়া গেল? সেইজন্যই বলিতেছি, গুরুকে না দেখিয়াই—গুরুপাদ গুরুদর্শন না করিয়াই এইরূপ পাপের বোঝা দিয়া সাজিতে গিয়া বেশী অন্ধকার দেখা ভাল নয়। শ্রীল আচার্য্যদেবই যে আমাদের প্রভুপাদের অভিন্ন তনু দ্বিতীয় প্রভুপাদ। আমাদের সৌভাগ্য হইলে আমরা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম-সেবাতেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মসেবা লাভ করিতে পারিব। আমরা শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে প্রভুপাদপদ্ম-সেবা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাই নাই বলিয়াই আমাদের এই সকল অসুবিধা কাটিতেছে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ও দৃগ্‌দৃশ্য-বিচার

[শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈষ্ণব-সম্মেলনে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-সভায় প্রদত্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা]

যিনি কোন বস্তু দর্শন করেন, তাঁহাকে লোকে 'দ্রষ্টা' বলে আর দ্রষ্টা যে বস্তুকে দর্শন করেন, সেই বস্তুকে 'দৃশ্য' বলে, আর যাহা দ্বারা দর্শন করেন, তাহাকে 'দৃষ্টি' বলে। অনেক সময় দর্শনেন্দ্রিয়কেও 'দ্রষ্টা' বলিয়া ভ্রম হয়। যাহাকে আমরা এই চক্ষু দ্বারা বা যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইতে পারি, তাহাই দৃশ্যবস্তু, আর যাহা মাপিতে পারে, তাহা 'দ্রষ্টা'।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দৃগ্‌দৃশ্য বিচার-সম্বন্ধে যে বিপ্লবময়ী ধারণা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা, অন্ততঃ আমি, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতেই সর্ব্বপ্রথম শুনিয়াছি।

যখন এই অপ্রাকৃত পতিতপাবন কৃপাধাম শ্রীপুরুষোত্তম মঠে 'সমগ্র শ্রী-অঙ্গশ্রীর জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাদি লিখিতেছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ আত্মকথা বর্ণন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এত লোকের নিকট দৃগ্‌দৃশ্যের কথা বলিলাম, কিন্তু ইহা কাহারও কাণেই গেল না—কেহই ধরিতে পারিল না, একমাত্র বাসুদেবই এই কথাটি ধরিতে পারিয়াছে। আমার সকল কথা এই কথাটির উপর নির্ভর করিতেছে।"

যখন শ্রীল প্রভুপাদ, সম্ভবতঃ বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সনের গ্রীষ্মের সময়, গৌরপুরে বৈষ্ণব-সম্মেলনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সময় একটি সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনিলাম 'জীবের আপনাকে কৃষ্ণভোগ্য দৃশ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ অভিমানে জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান বা ভোক্তৃ অভিমানে অহঙ্কার-ফলে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেবাবুদ্ধিতে অহংগ্রহোপাসকতা বা ভোগায় দূর করিয়া সেবায় বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণের সংসার ও গোকুল-দর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। এই সিদ্ধান্তটি শুনিয়া মনে হইল, ইহা জগতের নিকট একটি সম্পূর্ণ বিস্ময়ের বাণী। 'আমি দ্রষ্টা নহি,—কৃষ্ণ-দৃশ্য', 'আমি ভোক্তা নহি,—কৃষ্ণ-ভোগ্য'—এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্রধাবিত। জগতের ভোগী-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করেন,

অভিমানবশতঃ উহার ঠিক অভিজ্ঞতা হইতে উহার প্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্বিশেষ-ভাবই চরম মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রভুপাদের কাছে শুনিলাম, আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃ ভাবের গলায় ফাঁসীর দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টার ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই পরম মঙ্গল। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ হিরণ্যকশিপুর কথা বলিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু আপনাকে তাহার সভা-স্তম্ভের দ্রষ্টা জ্ঞান করিয়া তথায় ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন অর্থাৎ বিষ্ণুকে মাপিয়া নিতে চাহিয়াছিল। আর প্রহ্লাদকে পুত্ররূপে ভোগ্য জ্ঞান করিয়া নিজকে তাঁহার ভোক্তা বলিয়া বিচার করিয়াছিল। কিন্তু অবিচিন্ত্যশক্তি-ভগবান্ কশিপুর চিন্তার অতীত নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া দ্রষ্টৃ অভিমানী হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ ও বিষ্ণুর দৃশ্য অভিমানী প্রহ্লাদকে প্রভুত্ব। করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীল প্রভুপাদের দৃশ্য দৃশ্য বিচারের ঐ শিক্ষা-বাণীর আর একটী প্রসঙ্গও শুনিয়াছিলাম, সেও ১৩২৫ সনেরই কথা। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছেন। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যদেবকে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন এবং গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন,—এ গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া গরুড়ের আনুগত্যে দর্শন করিলেই আমাদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন করা হয়। সেই সময়ও প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন জগন্নাথ—দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন। যতক্ষণ আমরা মনে করি, আমরা জগন্নাথকে দেখিব বা দেখিতে পারি, ততক্ষণ আমরা জগন্নাথ না দেখিয়া কাঠ পাথর, লৌহ বা বস্তুবিশেষ ও ঐতিহাসিক কিংবা লৌকিক মূর্ত্তিবিশেষরূপে দেখিয়া থাকি। বা সম্মুখে কখনও সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে দর্শন করিতে পারে না। শ্রোতৃরূপ বা বাধ্যরূপ হইলেই আপনাকে দৃশ্য উপস্থিত করিলে সচ্চিদানন্দ বস্তুর দর্শন হয়।

আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদকে মুখে "বৈকুণ্ঠের দূত" "বৃহন্মৃদঙ্গ" বা "মহাপ্রভুর পার্ষদ" বলিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি, তিনি আমার বাপের ঠাকুর (!!!), অথবা আমাদিগকে তিনি শিষ্য-প্রণালী দিয়াছেন, প্রভুপাদকে আমরা ইচ্ছামত উঠাইয়াছি, বসাইয়াছি, প্রভুপাদের সহিত নিভৃতে অবস্থান করিয়াছি ইত্যাদি বিচার করি, তখন নিজকে দ্রষ্টা বিচার করিয়া প্রভুপাদকেই দৃশ্য বিচার করিয়া ফেলি। নিজেই প্রভুপাদের আসন অধিকার করিবার চরম পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়া প্রভুপাদকে শিষ্য করিতে যাই! আপনাকে দৃশ্য-বিচারই—শিষ্য-বিচার।

সম্ভবতঃ যখন 'গৌড়ীয়ে'র ৩য় বর্ষ চলিতেছিল, সেই সময়ে একদিন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডের বাড়ীতে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংলগ্ন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কসে জনৈক স্বনামখ্যাত সুপ্রবীণ অধ্যাপক শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বসিয়া আমাদের নিকট হরিকথা বলিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে সেই অধ্যাপক মহোদয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন কোন সন্তানের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। ইহা শুনিবামাত্র শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত অধ্যাপককে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি কোন দিনই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখেন নাই, তাঁহার নিকট যান নাই।" এই কথা শুনিয়া উক্ত অধ্যাপক আশ্চর্য্যান্বিত ও ক্ষোভিত হইয়া বলিলেন,—"আমি অমুক সন হইতে অমুক সন পর্য্যন্ত রামবাগানে ভক্তিভবনে ঠাকুরের নিকট গিয়া গীতা পাঠ করিয়াছি, আর আপনি ইহা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছেন! আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ; ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমুক অমুক পুত্রের সহিত আমার পরিচয় আছে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আরও উত্তেজিত হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আচার্য্য কেশরীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা পড়া দূরে থাকুক, কোন দিনই তাঁহাকে দেখিতে পারেন নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোন প্রাকৃত লোক দেখিতে পারে না। আমাদের বিচার—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন ছেলেপিলে হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জড়জগতের কোন বস্তু ছিলেন না। যাঁহারা আপনাদিগকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্রষ্টা মনে করেন তাঁহাদের নিকট ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আত্মগোপন করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদের দৃশ্য জ্ঞান হইলে ভক্তিবিনোদ আত্মপ্রকাশ করেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার শুনিয়া সুপ্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কথা বুঝিতে পারিলেন না। হাড় ত্যাগ করিবার সময় একটুকু অসন্তোষের সহিতই শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়া গেলেন,—"আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কখনও গমন করি নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিতে পর্য্যন্ত পাই নাই, আপনার এইরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ উক্তির সহিত আমার মতভেদ আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের কত স্নেহ করিতেন, তাঁহার নিকট গেলে আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না, অনেক গোপনীয় কথা বলিতেন, আপনিও তাহা সময় সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথচ আপনার ন্যায় সাধুপুরুষের মুখে এরূপ অশোভন উক্তি শুনিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।"

এত বড় স্বনামখ্যাত শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তি চটিয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সত্যকথা বলিতে একটুও সংকোচ বোধ করিলেন না, আবার বলিলেন,—"যতক্ষণ আপনার আধ্যক্ষিকতা আছে, ততক্ষণ আপনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখিতে পারেন না; তাঁহার দৃশ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হউন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল উপদেশ ও আদর্শ প্রতিদিনই জানাইয়াছেন,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দৃশ্য উপলব্ধিই তাঁহার শিক্ষা। শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে আর একটী কথা বলি। স্বধামগত পণ্ডিত • • • শাস্ত্রী এক সময় ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে কোন মহোৎসব উপলক্ষে প্রসাদ সম্মান করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি কিছু উচ্চ ভোজনপ্রয়াসী ছিলেন। যখন তিনি মন্নপূপ (মালপো) ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময় শাস্ত্রী মহাশয়কে আচার্য্যদেব বলিলেন,—"শাস্ত্রী মহাশয়, আপনি মালপো খাইতেছেন, না মালপো আপনাকে খাইতেছেন, ইহা বিচার করিবেন। পণ্ডিত হইয়া কেন না কর 'বিচার।' প্রসাদপ্রাপ্তির সময় এই বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্যই বৈষ্ণবগণ 'সাধু সাবধান' বলিয়া ভক্তিবিনোদ-গীতি গান করিয়া থাকেন।" শ্রীল আচার্য্যদেবের এই কথা শুনিয়া ও ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং দেশে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন,—"আমি গৌড়ীয়মঠে মহোৎসবে গিয়াছিলাম, কিন্তু প্রসাদ-সেবনের সময় আমি হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি। আমি অভাবগ্রস্ত লোক নহি, আমি গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্‌সন পাইয়া থাকি। আমার দুই পুত্র অনেক অর্থ অর্জ্জন করে, আমার গৃহিণী নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য নির্ম্মাণে পরম নিপুণা। আমি মালপো অনেক খাইয়াছি, মঠে মালপো খাইতে যাই নাই। কিন্তু আপনার শিষ্য অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ আমাকে বলিয়াছেন,—'মালপোকে আপনি খাইতেছেন, না মালপো আপনাকে খাইতেছেন?'—এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। আমি কি এত লোভী যে, আমাকে মালপো খাইয়া ফেলিবে?"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন এই পত্রটি পাঠ করিয়া হাস্যের সহিত আমাদের নিকট এই প্রসঙ্গ বলিতেছিলেন, তখন আমরা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কিরূপে পণ্ডিতেও বুঝিতে পারেন না, তাহা অনুভব করিতেছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছিলেন,—"বাসুদেবের বিচার কি জগতের পণ্ডিত বুঝিতে পারিবে? আমাদের মধ্যেই বা কয়জন লোক আছে যে, এ সকল কথা বুঝিতে পারে। মানবজাতির সাধ্য নাই এসকল কথা বুঝিতে পারে। গুরু-কৃপা হইলেই এসকল কথা বুঝা যায়।"

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট এই সকল কথার মর্ম বুঝাইয়া একখানি পত্র লেখা হইল। ভগবৎপ্রসাদকে ভক্ষণ করা যায় না, খাওয়া যায় না; ভগবৎপ্রসাদ যদি আমাদিগকে ভক্ষণ করেন, গ্রাস করেন, আত্মসাৎ করেন, তবেই আমাদের প্রপঞ্চ জয় হয়—মঙ্গল হয়। 'প্রসাদ' অর্থে—'অনুগ্রহ', 'কৃপা'। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট—মহা-মহাপ্রসাদ। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৬।৪৬) বলিয়াছেন,—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

নিজেকে ভগবৎপ্রসাদ বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টের দৃশ্য বা ভোগ্য জ্ঞান করিতে হইবে, দ্রষ্টা বা ভোক্তৃ-বুদ্ধি হইলে আরও অধিকতর মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। "ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভং হি যথা বিষ্ণু-ভক্তৈর ভবং"।

শাস্ত্রী মহাশয়কে এই সকল কথা লেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি বিষয়টি সুষ্ঠুরূপে অবধারণ করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না। শ্রীল প্রভুপাদের বিচার এইরূপ বিপ্রলম্ভ। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম এতবড়। তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্ত অতুলনীয়। তিনি বলিতেন,—"শ্রীনবদ্বীপধামে বাসের অভিনয় করিয়াও আমরা শ্রীধামে বাস করিতে পারি না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট গমন ও দীক্ষা-শিক্ষার অভিনয় করিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন ও তাঁহার দর্শন করিতে পারি না। মৎকুণ, ছারপোকা, মশক প্রভৃতির ন্যায় সাধু মহাপুরুষের শ্রীঅঙ্গের সংলগ্ন প্রদেশে থাকিয়াও সেই অপ্রাকৃত বস্তুর স্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শন করিতে পারি না। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র অভিনব সিদ্ধান্তেই আমরা পাই।

(অতঃপর এ পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ (মূল মঠ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর, ... শ্রীগৌরাঙ্গ ... চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছেন। ... আছে। রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী সেবানিয়ামক।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমঠ পরিবর্ত্তিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের নিয়মিত আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— ... শ্রীপাদ ... ভক্তিবিলাস।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ... ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীশ্রী ... শ্রীপাট

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরবিরহে ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক - শ্রীপ্রাণদাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

শ্রীকৃষ্ণপুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাঁধ ... ... নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিধবল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্ব্বত

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জনাথ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাসদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিসারী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীনন্দকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরটাপু, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ... , জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক শ্রীনরোত্তমদাস বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ,

৯৩নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক— শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ-পীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড ... বাটী

রক্ষক—... শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দবিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশাওরী,

পোঃ চোড়োল, জেলা সরগোদা (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ ... শ্রীশ্রী ... সেবা

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর

(৫২) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, ... গোদাবরী ... শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ... রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক - পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ...

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোবিন্দনাথের সেবা।

রক্ষক শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ সাতাসন কুটী

রক্ষক —শ্রীভক্তিপ্রদীপ দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীশ্রী ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীকমলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাস দাস দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ-পাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীজগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমদি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৬২) আজগরপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

আজগরপাড়া পোঃ মাহু (খুলনা)

রক্ষক - শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) সাতসাতেকোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ সাতদ্বীপ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারপুর, পোঃ চৌকুড়া, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাউনরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, এস ৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভু ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রজবাসী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সোর্ট কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	১৲	৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০	
দাদখানী আতপ	৫।০-৫৷৵	
ঐ বাসমতি	৫৲-৫৵০	
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০	
কাটারীভোগ	৭৲	
ঐ বেগুন	৩৵০	

চিনির দর

কাশীপুর, টাউন	১০৷৵০
প্রতিপুর ১০০০ নং	১০৷০
বাজারোয়া দানা	৯
কানপুর দানা	৮।০-৯৵০
কানপুর দানা	৭৷৵

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷
সভরেন	২২৲
চাঁদির বার	৫৮।০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
নিয়তন—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
রাজার বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

সেন্টেড ময়দা প্রতি মণ	৭।০—৭৷৵
ব্যাংকারস ঐ	৭৲—৭৵
ডাইরেক্ট ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৭৲—৭৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৷০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৫৸৵০
আটা নং (৩)	৩।০—২৸৵০
পাপড়ী	১৷৵০—১৸০
ভূষি	১৷৵০—১৸৵০

গুড়ের দর

অমৃতা	৫৭৲
মালতীপুর	৫৭৲
ভূবনেশ্বরী	৫০৲
মাদ্রী	৪৫৲
	৩৬।০

চায়	৭৮৲
নারুলে	৩৮৲
১০। গাবরা	৭১৸০
৭ সের—	১৭৸০
১৫ চটকা ১৪—১০ সের	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

ভিন্ন দৈকার্য—	দর প্রতি হন্দর
১০১৫ কাঠ কাঠে না বাঁধ	
বার্সা	৮৸৵০—৯।০
বে পাকা হালকা হন্দর	৮৲—৮।০
চাঁচা ঠেকাই করেই বাঁধ সব সাইজ	৯৷৵
ঐ ইংলিশ করেই (বাঁধ	৯৲—১০৲
রাখা (জি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
গোল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৵০
চাঁচা প্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
চাঁচা প্যাঃ প্লেন শীট	১৪৵০
২৪ গেজ—	১৪৷৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
দীন	১৵৫—৯৵০
গাবার দেয়া কাঁটা তার (বার্লিন)	১০।০
স্লেট কাটি বা চিট কাটা দর	৩।০—৩৸০
পাটি কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	দর
গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টব পাতি, বোল্টু, গরাদে	৮৸০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	
দর	৮৸০—১০।০
নং ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩।০
চটকলের হাতুড়ি ৫৵০, পাটের হাতুড়ি ৩৵০	
কুড়াল হাতুড়ি ৪।০	

তুলার দর

কলিকাতা ২৭শে জুন

আমের সোনার কাটন	৫৪৲
সিটু ল আমের কস্তুর	
বেঙ্গল সূপিরিয়র কাটন	৫৩৲
চারাগাছ	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
গরম মশলা	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
ছোট এলাচ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৯-৫ জগন্নাথ ঘাট লেনপণী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

গ্রাম অন্তঃপাতী—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ ভাল ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প খরচে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বেতন ও বোর্ডিংচার্জ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৭৲ টাকা মাত্র। ৩০ টি ছাত্রের অধিক ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস'র "কেভ্‌রোল" ব্যবহার করিবেন। এমন আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আর পৃথিবীর কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, বর্ষা-শরৎচা, সান্নিপাতিক এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

মধুনগর, কৃষ্ণনগর (নিউ বেঙ্গল)

৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। প্লীহা যকৃৎ কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধক না কিনা। বড় ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডিপো—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

শাখা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(•)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অচিন্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী পারবিদ্যাবারিধিনিষ্ঠ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।৹
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ।৹ ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও'বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
ষ্টেশন—নবদ্বীপ—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সংস্থাপক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম আচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সকল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই মাঘ, ১৩৪৪, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২৭৩]

বিবিধ সংবাদ

—(সংগৃহীত)—

বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক প্রকাশ

গত ২২শে জানুয়ারী শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় ও ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

অধ্যাপক রায়ের মৃত্যুর উল্লেখ প্রসঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অধ্যাপক রায়ের দীর্ঘ ও বহুল ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় ১৮৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন; তিনি সিণ্ডিকেটের সদস্য, ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের ডীন, বহু বৎসর ইংরেজী অধ্যাপক হিসাবে ও অন্যান্য সূত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

টালিগঞ্জ অঞ্চলে প্লাবন নিবারণের জন্য সম্মেলন

দক্ষিণ-কলিকাতার এলাকায় সংলগ্ন অঞ্চলে প্লাবন নিবারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে শনিবারে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের সভাপতিত্বে রাইটার্স বিল্ডিংসে এক সম্মেলন হয়।

উক্ত সম্মেলনে টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির এবং ২৪পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কর্পোরেশন ড্রেনেজ কমিটি গঠিত ডেপুটি চেয়ারম্যান (শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার মিত্র) ঐ সম্মেলনে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্ব করেন। কর্পোরেশনের চীফ্ এক্জিকিউটিভ অফিসার এবং চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারও সম্মেলনে যোগদান করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভ মেলা

গত ২২শে মাঘ হইতে আরম্ভ হইয়া এই চৈত্র পর্য্যন্ত এখানে মেলা থাকিবে। এই সময় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়; সুতরাং স্থানীয় বাঙ্গালী মাড়োয়ারী এবং মাদ্রাজী সেবাশ্রম প্রভৃতির দ্বারা যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

বিষ্ণুপুর প্রদর্শনী

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরে (বি, এন, রেলওয়ে) এক কৃষিশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইবে। সমগ্র বাঁকুড়া জিলা ও সন্নিহিত জিলাসমূহ হইতে এই প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। উক্ত বিভাগে কাজ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ আবেদন শুরু করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র-শস্ত্র ও রণ-সম্ভার নির্ম্মাণে বিরাট আয়োজন

প্রিটোরিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেন্টের দেশরক্ষা সচিব মিঃ পিরো ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র কামান, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়াগাড়ী ও বোমা নির্ম্মাণের জন্য ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট একটী বিরাট কারখানা নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমতঃ ইঞ্জিনসহ গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য একটী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং যুদ্ধ বাধিলে অথবা সংবাদ আদান প্রদান, লোক চলাচলের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে উক্ত কারখানাকে রণসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানায় পরিণত করা হইবে। ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট স্থলপথ ও লোকজনবাহী একটী বিরাট বিমান-বহর গঠন এবং উহার সম্পূর্ণ সজ্জিত কনষ্টেবল ব্রিগেডের জন্য প্রচুর সমরোপকরণ নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অতঃপর মিঃ পিরো ইহাও বলেন যে, কনষ্টেবল ব্রিগেডকে যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা হইবে এবং উক্ত সৈন্যবাহিনীর দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষার্থীদের অবস্থা থাকিবে; ফলে সংকটকালে সুশিক্ষিত শক্তিশালী সৈন্যগণও তাহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না।

কর্পোরেশনের ব্যয়ে কাউন্সিলারদের বাড়ীতে ফোন বসাইবার সুপারিশ

কর্পোরেশনের ব্যয়ে অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের বাড়ীতে টেলিফোন বসাইবার জন্য এষ্টেট এণ্ড জেনারেল পার্পাস কমিটির সুপারিশ অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে অগ্রাহ্য হইয়াছে।'

কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পি, বি, সাউ সভায় কমিটীর সুপারিশ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবটীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে উঁহার কোনরূপ সহানুভূতি নাই। তিনি আশা করেন যে, সভা প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিবেন।

কোয়ালিশন দলের পক্ষ হইতে মিঃ পি, এন, ঠাকুর সুপারিশটীর বিরোধিতা করেন।

শ্রীযুক্ত বি, এন, রায় চৌধুরীও প্রস্তাবটী সমর্থন করেন না।

সুপারিশটী ভোটে দেওয়া হইলে কেহই প্রস্তাবটীর পক্ষে ভোট দেন নাই। সকলেই উহার বিপক্ষে ভোট দেন।

কোর্ট উইলিয়াম কেল্লা হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে তোপধ্বনি করা হয়। উক্ত তোপ-ধ্বনি করার সময় জ্ঞাপনের জন্য আলীপুরের আবহাওয়া অফিস ও কোর্ট উইলিয়াম কেল্লার মধ্যে একটী টেলিফোনের লাইন আছে। উক্ত সংবাদ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞাপনের জন্য ঐ টেলিফোনের লাইন সম্পর্কে যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে, কর্পোরেশন তদনুসারে ঐ নূতন ব্যবস্থার ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ তোপধ্বনির জন্য বাৎসরিক ২৭৫৲ টাকা করিয়া ও নূতন টেলিফোন লাইন বসাইবার জন্য প্রথম বৎসরে ২০৲ টাকা ব্যয় কর্পোরেশন মঞ্জুর করিয়াছেন

অসতর্কভাবে মোটর চালাইয়া শিশুকে আহত করার অভিযোগ

অসতর্কতা ও অবহেলা পূর্ব্বক মোটর গাড়ী চালাইয়া একটী শিশুর গাড়ীতে ধাক্কা লাগাইয়া গুরুতররূপে আহত করার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার আলীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস দের এজলাসে সুরেশানন্দ নামক এক প্রাইভেট মোটরড্রাইভার অভিযুক্ত হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১০ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ধাত্রী পার্ক সাইড রোড দিয়া একখানি শিশুযান ঠেলিয়া যাইতেছিলেন। উহাতে একটী শিশু ছিল। আসামী বিপরীত দিক হইতে অত্যন্ত বেগে মোটর চালাইয়া আসিয়া শিশুযানের উপর আসিয়া পড়ে। শিশুটি ছিটকাইয়া রাস্তায় পড়িয়া আহত হয়। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲ দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য'শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্রম্ ও গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
। গীতমালা /১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
। শরণাগতি /০
। গীতাবলী /০
। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজন ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংবাদাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইয়োটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আবরাহামিক রিলিজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ওয়ার্ক) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরিচালনায় পোঃ ব্যাখ্যাত-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিরুপতি-ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মাদ্রাজ শ্রীল সংমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পা। বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নির্বংসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপুরাণ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৮৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ ৯০ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ১২ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ২৬শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, বুধবার ...তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে কীর্ত্তন

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক, শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীধামে আগমন পূর্ব্বক কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন স্থানে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বিপুল বাণী-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তনাদিতে যোগদানের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীধামবাসী সেবকবৃন্দকে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি যাবতীয় সেবাকার্য্যে বিপুল উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

তিনি গত ২১শে জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৩শে জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠের সংকীর্ত্তন নাট-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহই পাঠে তিনি পরমার্থজগতের একান্ত প্রয়োজনীয় বহু বিষয় আলোচনা করিয়া সকল ভক্তকে বিপুল আনন্দ প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট ও যোগপীঠ প্রভৃতি স্থানেও ধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গৌরেন্দু [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার [illegible] নিবাসী শ্রীযুত প্রমথনাথ অধিকারী ও শ্রীযুত অঘোরনাথ [illegible] মহোদয়গণের সাদর আহ্বানে তথায় উপনীত হন এবং [illegible] আলোচনা প্রসঙ্গে গত ১০ই ও ১১ই জানুয়ারী সোম ও মঙ্গলবার [illegible] স্থানীয় এবং ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত শ্রীপতিচরণ মাইতি বি এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'তিনি 'শ্রীচৈতন্য' ও 'বাঙ্গা' সম্বন্ধে দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্কুলগৃহের সম্মুখে বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট শ্রোতাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বক্তার অপূর্ব্ব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন। দুই দিবস বক্তৃতার আগে ও পরে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন।

তৎপরে ১২ই জানুয়ারী বুধবার হবিগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঐ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সভাপতিত্বে "[illegible]" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (শ্রীনবীনচন্দ্র গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তির প্রণীত) সমালোচনা করেন এবং তাঁহার অপসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে পরম পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে শ্রীগৌরসুন্দরের অবতীর্ণ হইবার ভাব বর্ণনা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত 'নবশেখর' সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। বক্তৃতার পর শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। শ্রোতাগণ বক্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব ভবনে গমন করেন।

কলিকাতায় প্রচার

গত ১৭।১০।৩৮ তারিখে সন্ধ্যার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক 'ভাগবত-ভূষণ' শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বাগবাজার বসুপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "কপিল-দেবহূতি সংবাদ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত সেবার আদর্শ, গুরু-সাধুর নিকট নাম ভজনার্থ ভিক্ষা, তাঁহার জড় শরীরের উপর প্রীতি, দণ্ড ও অমঙ্গলের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে মহারাজের প্রাকৃত প্রাকৃত ধারণা প্রভৃতি বিষয় হইতে বহুমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠে সমুপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার মঙ্গল হ'ল কই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাকে তাহার দাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই আমি তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের দাসত্বে আত্মবিক্রয় করিলাম। কিন্তু বাহিরের ঠাট বাটটা ঠিক রাখিলাম। কেননা, যদি সাধুর বেশটা না থাকে তাহা হইলে সম্মান পাওয়া যাইবে না। তাই কপটতাকেই সম্বল করিলাম। আমার জীবনের উদ্দেশ্য যে হরিভজন তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বাক্, পাণি, জিহ্বা, ত্বক্ এই সকলের নিজ নিজ ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহ করিলাম। সর্ব্বাঙ্গীণ ও দুই প্রকারে ভোগ হইয়া থাকে—এককালীন ভোগ, আর সঞ্চিত ভোগ। প্রায় ঐ সকলের কারণ আমি বিনষ্টি দ্বারা তাহার এইরূপ সম্ভাবনা আছে। আমরা মায়াবদ্ধ, আমরা যে সমস্ত চরিত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, উহার স্বাভাবিক গতি রোধ করা কঠিন। উহাই আমাদের মূল রোগ। যখন সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমাদের মধ্যে শুদ্ধ ভক্তির প্রভাব কার্য্য করে এবং শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়া তাঁহাদের করুণার কথা চিন্তা করেন তখন মায়া তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আমি সম্প্রদায়ের কথা দূরে রাখিয়া স্বেচ্ছায় কদর্য্যের দোহাই দিয়া কনক, কামিনী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ভোগ করিতেছি।

এইরূপ সেবার ছলনায় সর্ব্বক্ষণ ভোগে প্রমত্ত আমি আবার অনেক সময় বৈষ্ণবদের নিকট নিবেদন করিয়া বলিয়া থাকি, দেখুন, আজ ১০ বৎসর যাবৎ আমি মঠে বাস করিলাম, আমার মঙ্গল হ'ল কৈ? এই সকল ও উহা দ্বারা কি কারণে মঙ্গল হইবে, তাহা সকলেই অবগত। তাই বলি, 'আপন করম-দোষে আপনি ডুবিল'। আমরা যেদিন ঐ সমস্ত কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে পারিব সেইদিন আত্মমঙ্গল লাভ হইবে। নচেৎ অন্য উপায়ে কিছু নাই। আমি বাহ্যতঃ মঠে না থাকিয়া মঠের বাহিরে আছি। এ প্রকার কপটাচারী ব্যক্তির মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। তাই বলি, আমার মঙ্গল হ'ল কৈ?

শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ হন গুরুর প্রকাশে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মাধব ভৃগু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

সাধুর কার্য্য হ'চ্ছে Absoluteএর touchএ (বাস্তববস্তুর সংস্পর্শে) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক লোককে হরিকীর্ত্তনের subscriber (গ্রাহক) করবার জন্য আবাহন ক'রছেন। তাঁরা চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে, কাণ দিয়ে, সমস্ত দিয়ে যে কিছু উপার্জ্জন ক'রছেন, তা' ভোগ বা ত্যাগের কার্য্যে নিযুক্ত না ক'রে হরিকীর্ত্তনের সেবায় সম্পূর্ণভাবে subscribe করুন, এই কথাই গৌড়ীয় মঠ ব'লতে চাচ্ছে।

অনেক প্রবৃত্তির লোকদের চিত্তবৃত্তি—ভগবানের প্রতিযোগী আরও দেবতা আছেন। আর অপরেরা বলেন,—ভগবান্ এক অদ্বিতীয় নির্গুণ যেস্থানে স্বরাট্ পুরুষোত্তম, আর বাদ বাকী সকল দেবতাই ভগবানের অধীন।

'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য' ঈশ্বরের সেবা না করার দরুণ অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র দেবতা ব'লে অহঙ্কার হ'চ্ছে। কেনোপনিষদে বৈষ্ণবী উমা দেবী এই সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দিয়েছেন। উমা ব'ললেন,—ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।

গীতাতেও ভগবান্ ব'লেছেন—

"যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে
শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥"

সাধু তাঁহাকেই বলে যাঁ'র সংস্পর্শে আস্‌লে তিনি তাঁ'র বাক্যের দ্বারা আমার সব "বাসনা" ছাড়িয়ে দিতে পারেন—non Absoluteএ আসক্তি, মনোধর্ম্ম সব ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন।

সঙ্গ কা'কে কয়? কাণ দিয়ে, অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে, কাণ দিয়েও দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে যদি সদ্বস্তুকে আশ্রয় ক'রে অনেক অভিধা শ্রবণ করি। দুঃসঙ্গের সংজ্ঞা শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ ব'লেছেন—

"দুঃসঙ্গ ক'হয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৯৯)

বিষ্ণু কামদেব। আর অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবরক আসমাত্র, আমাদের খাজাঞ্চী, bank বা order supplier, সকামগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক'রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও কামনা সিদ্ধি চান, ভোগ চান, তখন তাঁরা বিষ্ণুকেও দেবতা-পর্য্যায়ের অন্তর্গত ক'রে ফেলেন; তখন বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আবৃত থাকে।

সন্দর্ভসমূহে দু'টী সূত্র আছে, তাঁর মূল কথা এই—

১। শব্দ ও শব্দী ভিন্ন নহে।

২। শব্দমাত্রই শব্দী, অর্থাৎ শব্দমাত্রই বিষ্ণুবোধক। শব্দকে বাধা দ'বে না। যেখানে বাধা দাও, সেখানেই বহির্জ্জগৎ, ইন্দ্রিয়বোধ—পরবোধ নয়।

আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই যখন নিযুক্ত তখনই তাহা সেবার উন্মুখ; আর যা' পরের নিকট হ'তে সেবা আদায় করে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনায় তৎপর থাকার, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপার বা নাস্তিকতা। এই নাস্তিকতা বহুরূপী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হ'তে পারে—Altruism, Utilitarianism, Positivism, Pantheism ইত্যাদি নানা আকারে উপস্থিত হয়। এ সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। গৌড়ীয়মঠ সমগ্র মনুষ্যজাতিকে ঐ সকল দুঃসঙ্গ, যা'রা সৎসঙ্গের বা ধর্ম্মের মুখোস প'রে লোকবঞ্চনা ক'রছে, তাদের কবল হ'তে relief দিচ্ছেন এখন থেকে সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত। তাঁ'দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র relief করবার সময় নাই। Earthquake বা floodএর relief করা বা অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ দিয়ে দেওয়ার তাঁ'দের সময় নাই। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, এ জগৎ স্থায়ী জায়গা নয়। অনন্ত জীবনের তুলনায় এ জগতের কয়েক বৎসরের থাকা খাওয়া পরার জন্য কতটা সময় দেওয়া যে'তে পারে, তা' তাঁরা rule of three ক'রে দেখেছেন। তা'তে বুঝেছেন যে, মানব-

বিরহ-সভায় বক্তৃতা

—::(০)::—

[বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ ও পরানীতি।
বক্তা—শ্রীযুক্ত গোপালমদনমোহন রায়
কাল—২৮শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ।
স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের বিরহসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ।]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

আজ আমার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম ভক্তোপদেষ্টা শিক্ষাগুরুবর্গের সম্মুখে আত্মশোধনের জন্য কিছু শ্রৌতবাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সম্মুখে কখনও কোন বক্তৃতা করিবার ধৃষ্টতা বা আত্মশোধন-পরীক্ষা দিতে যত্নবান না হওয়ায় আমার বিশেষ ভয় হইলেও আমার ভরসা আছে—শ্রীগুর্ব্বাদেশ ও তদনুগ বৈষ্ণবদিগের কৃপায় কিছু অসুবিধা হইবে না। কারণ, আমি শুনিয়াছি, ভগবন্নিজজন গোস্বামিবর্গের নাম স্মরণ মাত্র সকল বিঘ্ন নিবৃত্ত হইয়া অনায়াসে সেবা যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

পূজনীয় শিক্ষাগুরুবর্গ, পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব ও মদীশ্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল তাঁ'র অন্তর্দ্ধানের পরে যে সকল বিঘ্ন এসে উপস্থিত হ'য়েছে তা'র relief দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধুর চিহ্ন'ই এই যে, একটা মানুষও মরণ দিয়ে না যায় সেবার বাধা হ'তে; Veterinary Surgeon যেমন ঘোড়ার মুখ ফাঁক ক'রে ঔষধ ঢু'কয়ে দেয়, গৌড়ীয়মঠ সেরূপ মনুষ্যজাতির হরিসেবাবিমুখিনী পাপবুদ্ধির মুখ ফাঁক ক'রে হরিকথা ঔষধ প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছেন।

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্-
মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং
তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

সনাতনধর্ম্ম হ'চ্ছে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি-রসবিতরণকার্য্য। আজকাল যে সকল সনাতনধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে সেগুলি সব অবৈদিক ধর্ম্ম—কর্ম্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানকাণ্ডীয় দেহধর্ম্ম—মনোধর্ম্ম।

প্রভুপাদ! কৃপাপূর্ব্বক এ দীন সন্তানের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া অযোগ্য দাসাধমকে সেবা বল প্রদান করুন।

আমি এই অবকাশের সংবাদসমূহে পড়িয়া যখন হতাশ হইয়াছিলাম তখন জানি না কোন্ ভাগ্যবলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্ম' ও 'শরণাগতি' গ্রন্থ আমার হস্তগত হইয়া আমাকে যথাক্রমে—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"
"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

এই দৈববাণীদ্বয় আমাকে আকৃষ্ট করে। পরে উক্ত বাণীদ্বয়ের প্রভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন অনুগত ব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসি ও সেখানে পূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ মহারাজের মুখে—

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা, চণ্ডালিনী হয়ে মন
বহুকাল করিবে নর্ত্তন।
কাপট্য ভণ্ডপণ্ড, না ছাড়িবে মন যতি।"

এই কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ীয়মঠের যাঁহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং যাঁহারা এখন মঠ ছাড়িয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের কেহই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন গৌরব করিতেছ না দেখিয়া আমি তাঁহাদের কথায় তখন আদৌ মনোযোগী হইতে পারি নাই। গৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলেও তখন তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীল আচার্য্যদেবের (শ্রীল বাসুদেব প্রভু) ইঙ্গিত "আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল" এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে "কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটি, পরদ্রোহ, প্রতিষ্ঠাশা এই চারিটি পাপযুক্ত বদ্ধ-যোষিৎসঙ্গী ও বাদাবাদী এবং স্ত্রীসঙ্গীদিগের কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র উপায়" এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরে কৌতূহল-নিবৃত্তির বেগ চিরতরে থা'মিয়া যায় ও তৎপর দিবস আমি তাঁ'র অশোক অভয় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু নিষ্কপট দৈন্য ও সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন না থাকায় আমি তাঁ'র শ্রীপাদপদ্ম দর্শন বা প্রকৃত সেবা করিতে পারি নাই, কেবল শিষ্যাভিমান করিয়াছি মাত্র।

এখন শ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর নিত্য সেবা লাভের পথে আমার একমাত্র ভরসা, ভক্তিবিনোদসিদ্ধান্তৌ

সত্যানিত্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠতম শ্রীমদাচার্য্যদেব ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অভয়চরণের পাদপদ্মমূল সেবাব্রতী একমাত্র ঠাকুর শ্রীচরণ। তাঁহার একান্ত আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনী ও ধর্ম্মধ্বজী ক্রোধ, দম্ভ, শাঠ্যাদি হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই।

বাস্তব সত্যের গৌরব ক্ষুন্ন করিতে গেলে, প্রতিষ্ঠাপরায়ণ ভোগী ধর্ম্মধ্বজগণ অবশ্য অনেক প্রকার বিবাদ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে সত্যসেবকগণ কিছুতেই বিচলিত হন না; কারণ তাঁহারা জানেন,—

"হাথী চলে হ্যায় বন 'কুত্তার'।
সো ক্যা বিগড়ে ভোঁকে কুত্তা বিগাড়ে॥"

এখন শ্রীল প্রভুপাদ ও পল্লীনীতি সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত নিবেদন এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ একান্ত সেবকবৎসল ও পরমদয়াল হইলেও, তিনি তাঁহার সর্ব্বারাধ্য-সম্পদ ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অবক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপটী কেবল শুদ্ধ সেবকগণ ব্যতীত কোন কপট অদ্বৈতবাদী বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিকারীর নিকট কদাপি প্রকাশ করেন নাই। কামাপাতাল বা রাবণ-স্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মনুষ্যতত্ত্বের বাহিরে অবস্থিত মক্ষিকাগণের ন্যায় অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ করিয়াছে মনে করিলেও, তাহাদের ভাগ্যে তত্ত্বদর্শনের সম্ভাবনা কোন দিন ঘটে না। তাই তাহারা কখনই 'ভক্তিবিনোদধারা'র বিচার বুঝিতে পারে না।

পল্লীনীতি কথাটির মূল 'পল্লীর' বিচার হইতে উদ্ভূত। তাহার বিচার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ নন্দের গরু চরাইয়াছেন ও তাঁ'র বদলে নন্দ তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) কিছু দুধ মাখন খাওয়াইয়াছে। এখন ঐ দুধমাখনের মূল্য ও শ্রীকৃষ্ণের রাখালী-কার্য্যের বেতন হিসাব করিয়া যদি নন্দের কিছু প্রাপ্য হয় তাহা নন্দকে মিটাইয়া দিলেই নন্দ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিবেন।

পল্লী দুনিয়াদারী, কেবল কড়ি বাট কেনা বা বানিয়াগিরিটী বেশ ভাল বুঝে। ভক্তের যে কেবল নিষ্কপট কৃষ্ণানুরাগ—সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সুখবর্দ্ধনের জন্য অবিরত চেষ্টা সেটা পল্লীর মাথায় ঢুকে না। কৃষ্ণ যে নন্দের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, কৃষ্ণের জন্য যে দিব না কিছু, একথা অভক্তগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা পল্লীনীতি অবলম্বন করে, ভগবানের সহিত দোকানদারি চালাইতে চায়। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ এই পল্লীনীতিকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়া নিষ্কপটে অনাদি দিন সেবার পরিবর্তে কিছু না চাহিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করিবার কথাই তিনি নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

কিন্তু আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত অভিমান করিয়াও তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে পল্লীনীতি অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হইতেছি না। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব!

এই পল্লীর বিচার অবলম্বন করিয়া অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীগুরুদেব যে ভাগবত বা শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ বা পালনের বদলে আচারহীন হইয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় কীর্ত্তনের অভিনয় করত বহু টাকা ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বা কতকটা কতভাবে মঠের আনুকূল্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া শ্রীগুরুদেবকে ঋণী করিয়া ফেলিয়াছেন,—মনে করিতেছেন। কিন্তু এরূপ দুর্বিচার সেবকের নাই। যীশুখ্রীষ্ট এইরূপ ক্ষেত্রে বলিয়াছেন,—

"অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, আপনার নামে কি আমরা ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামে কি আমরা অনেক পরাক্রম কার্য্য করি নাই? তখন আমি, তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিব—আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।"

(বাইবেল, মথি ৭।২২,২৩)

আজ শ্রীল প্রভুপাদের এই বিরহ-উৎসবকালে উল্লিখিত পল্লীনীতিযুক্ত যেসকল ব্যক্তি কেবল লোকপূজার্থ প্রতিবিম্ব-দর্শনী খুলিয়া—'হে প্রভুপাদ, হে প্রভুপাদ' বলিয়া চীৎকার করিতেছে পরন্তু মনোহভীষ্ট প্রচারে উদাসীন আছে, তাহারা কেহই প্রভুর শুদ্ধ সেবক নহে। যাঁহারা তাঁ'র নির্দ্দেশমতে শ্রীভক্তিবিনোদধারা আশ্রয় করিয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট প্রচার-সেবায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁ'র প্রকৃত সেবক এবং তদনুগত জনগণ প্রভুসেবা-লাভে অধিকারী। অতএব আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব এ অধমকে অযাচিত কৃপা করুন, যেন আমি আমার অবশিষ্ট জীবন, এই ভীষণ পল্লীনীতির করাল কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইতে পারি ও তাঁহাদের শ্রীচরণতলে থাকিয়া তদানুগত্যময় জীবন যাপন করিতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য়—৮০; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

আমার মঙ্গল হ'ল কই

(শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী)

মায়ার প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন অচিন্ত্য মহাপুরুষের নিজজনগণের 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' এই বীর্য্যবতী বাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমার কর্ত্তব্য বিষয় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বলিয়া দিল,—আত্মমঙ্গল লাভ করিতে হইলে আত্মমঙ্গল-প্রদাতা গোলোক হইতে আগত শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় কর। তাঁহার জীবনদায়িনী বাণী আমাকে আমার মঙ্গলের পথের আভাস দিল শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ের সুযোগ দিল। তখন সংসার আর ভাল লাগিল না। আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভের জন্য উদ্গ্রীব হইলাম। মনে হইতে লাগিল আমি এক নূতন জীবন পাইয়াছি। তখন যে কি প্রকার আর্ত্তি ছিল তাহা বলিবার নয়, সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতাম—কবে আমাকে শ্রীগুরুদেব দীক্ষা, হরিনাম আদি দিয়া কৃপা করিবেন। আশানুসারে আমার সমস্তই হইল। তখন আমার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুদেব নাম রাখিলেন "বৈষ্ণবদাস"; তখন আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। কিন্তু নামকরণে তাৎপর্য্য কি ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কৃপা করিয়া বলুন ত' আমার এই নাম করণের তাৎপর্য্য কি?' এবং 'নামের অর্থ কি?' তখন বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা-পরবশ হইয়া বলিলেন, দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীল গুরুদেব অচ্যুতের সেবা প্রদানের জন্য ভগবদ্দাস্য সূচক নাম প্রদান করত অচ্যুত গোত্রে আনয়ন করেন। অচ্যুত গোত্রে প্রতিষ্ঠিত না হইলে হরিভজন হয় না। এই যে তোমার নামকরণ হইয়াছে ইহার অর্থ তুমি বৈষ্ণবের দাস, বৈষ্ণবের দাসত্ব করিলে—'তুমি নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।' বৈষ্ণবের নিকট হইতে বৈষ্ণব-সেবার উপদেশ লাভ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা করিতে লাগিলাম। কিছুদিন এই ভাবে অতীত হইবার পর দেখিলাম আমার আর পূর্ব্বের মত সেবায় উৎসাহ, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা, নামে প্রীতি নাই, ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। তখন নিজকে বৈষ্ণব অভিমান হইয়াছে, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাই আমার সম্বল হইয়াছে। আমি যে প্রকার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে সেবা করিয়াছিলাম সেই প্রকার আমাকেও বৈষ্ণব বুদ্ধিতে অন্যে আমার সেবা করুক এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছে, তখন ভাবিতে লাগিলাম—সম্মানের ভাগটা কেবল উঁহারাই পাইবে আমি পাইব না কেন? আমি কি উঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম? হয়ত আমার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া আমি জগতের নিকট সম্মানের দাবী করিতে পারি, কিন্তু অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, যে সমস্ত যোগ্যতা দ্বারা অন্যে সম্মান পাইতেছে সেই প্রকার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কখন সুর-তাল-মানের কসরত করি, কখন পাঠ-বক্তৃতা শিক্ষা করি, কখন অন্য ভাষা দখলে আনিয়া বক্তৃতাদি করিয়া সম্মান ও নাম জাহির করিবার জন্য হরিভজনের মহামূল্য সময়কে ব্যয়িত করি। যদি কেহ আমার প্রতি করুণা বশতঃ আমাকে সংশোধনের জন্য শাসন করিয়া বলেন—"দেখ ভাই, তুমি যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। ভগবান্ তোমাকে যে যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে হরিভজনে লাগাও" কিন্তু তাঁহাদের সেই অমূল্য উপদেশকে উপেক্ষা করিয়া স্বকার্য্য সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগি। ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয়ে লুক্কায়িত প্রভু-অভিমান বাহিরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম—আমার নামের পিছনে 'প্রভু' শব্দ যুক্ত করিয়া আমাকে যখন প্রভু বলিয়া সকলে সম্বোধন করিতেছে, তখন আমি কম কিসে? আমার যেখানে সম্মানের ভাগ কমিয়া যায় সেখানে আমি ক্রোধের মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ সাজিয়া বসি। যদি কেহ আমার ক্রোধকে সম্বরণ করিতে বলেন, তখন বৈষ্ণবের দোহাই দিয়া তাহাকে ধমকাইয়া দু' চার কথা শুনাইয়া দিয়া বলি,—'ওহে বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ করিতে হয়। তাহা না করিলে নিজের মঙ্গল কি করিয়া হইবে?' হায় কলি! ধন্য তুমি, বলিহারি যাই তোমার প্রভাবের! আমি কত আশা ভরসা লইয়া, কত আর্ত্তি উৎসাহ লইয়া সাধুর নিকট আসিয়াছিলাম মঙ্গল লাভের জন্য, কিন্তু আমার পূর্ব্বের আর্ত্তি, বুকভরা আশা, একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। "আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী" এই কথাটী একেবারে ভুলিয়া গেলাম। এখন আমি নিজেই বৈষ্ণব সাজিয়া বসিয়াছি, এখন আমি শাসক হইয়াছি, পরোপদেশে পণ্ডিত হইয়াছি। কিন্তু নিজের আচরণ নাই, তাই আমার মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে। কেননা নিজকে বৈষ্ণব অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ, সেবাপরাধ, ধামাপরাধ সমস্তই আমাকে গ্রাস করিল। অপরাধ সমূহের সঙ্গে সঙ্গে মায়াদেবী আমার

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগুরুদেবের-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীঅবৈধ-ভজনকারী গাঁদীয় পঞ্চাশ-বাৎসরিক আছে। রক্ষক শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাধ্যক্ষ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪
কলিকাতায় শ্রীধর্ম্মপ্রচারের আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতগুহের সেবায় শ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব প্রভৃতি ক্রমে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক গোস্বামী শ্রীপাদ মহীতোষ দাস ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্‌ কমলাকান্ত ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক — শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীদিগিন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক শ্রীমদনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক - শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাটকাশ (শ্রীবৃন্দাবনের পরিক্রমা নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপল্লি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীরসিকমোহন ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জকানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক —শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনাথবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি টি।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক – শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অবসর ভিলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক —শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ
পোঃ কটিহার, ২নং নাগরপুর, ইউ, পি
রক্ষক —শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গঙ্গা রোড, গয়া
রক্ষক--শ্রীকমলবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৩২নং অগ্নিকুণ্ড, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রীমধুবনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক --শ্রীগোবিন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ সুখকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠ পাঠ
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,
পোঃ ভোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক —শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক —শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক - শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাগে বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি রত্ন

(৫২) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক - শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) সিদ্ধবকুল মঠ, পুরী

(৫৬ গম্ভীরা কুটী
রক্ষক — শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রি-দণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশবনি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক - শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভক্তিবাদক রঘুনন্দন মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক – শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবৈভব

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমদি, মেদিনীপুর
রক্ষক – শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক – শ্রীরসরঙ্গ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমরকলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক – শ্রীরমানাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ মুদ্রাকর

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানি	৫।০
মাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাশী, চাঁদপুর	১০।৵০
হরিপুর ১০০০ নং	১০৵০
বাহাদুরী সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭।৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫॥০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫১।০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
টপ—	৪১।০
বাজার দরের নম্বর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

দেশী ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৵০
হাঁসমার্কা ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	৪।০—৪৸৵০
পালাই	১৸৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

ঢাকা	৫৭৲
মনোহরা	৫৭৲
কৃষ্ণনগরী	৫০৲
গাওয়া	৪৫৲
পাতিয়ালা	৩৫।০

তার	৪৬৲
গাবুলে	৬৬৲
বাবা পারও	৪১৸০
১৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ সীট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

গাঁটের ঢৈয়ারা— হন্দর প্রতি দর

গ্যাঃ করি ' কড়ি বা বার।

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ যে মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা ষ্টেনডেড কড়ি বীম সব সাইজ	৯।৵
ঐ ইংলিশ কড়ি (বীম)	৯৲—১০৲
এঙ্গেল (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৵০

গ্যাঃ প্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১৪।৵০
২৬ গেজ—	১৬।৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৵৫—৸৵০
গাপার বেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ভিট কাটা দর	৩।০—৩৸০

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৩।০—৭৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, বোল্টু, নরাদে	৮৸০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১০।০

ফুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲, নকল ২৩।০

চুটকলের হালদণ ৫৵০, পাটের হা ১ দণ ৩।০

কুলার হালদণ ৪।০

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আসের সোনার কাইন	৫৪৲
সিট্ন আসের কারখ	৪০৲
কর্ণাটি পুরদির কাইন	৪৪৲
ঢাবার্ণ তাবা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাতন মাও	৮।০
সুপারী দেশী	১০
কাটা সুপারী	
গুঁড় বরিশাল	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চমৎকার বন্দোবস্ত। শিক্ষকগণ সাধক ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও সেবাখরচ প্রায় মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়েছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোপ

—:০:—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোপ" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেদ্ জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আম হা, বর্ষা-জাপুড়া, লাম্বু এবং অন্যান্য পাতাড়িয়া জ্বরে, "কেভ্‌রোপ" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি:—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ৮ চা চামচে ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
নতুনগর, কৃষ্ণনগর (নিউ বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত জীর্ণ দীর্ঘকাল ধরিয়া শরীরবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সত্বর ফল দিবে। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবর্ত্তি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-গুরুবর্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের সুযোগ্য শিষ্য সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ ভাগে ঠাকুরের সহ বৃন্দাবন শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৶৹	৷৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷৵ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গৌরবেষণা এবং লালিত্যপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত ফল। ইহা আশ্চর্য্য করিয়া কলেবরে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণিত। এই গ্রন্থে বঙ্গের ও উৎকলের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষেপ, তুলনা-মূলক শ্রীমদ্ভাগবতের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০৭ অধ্যায়ে আর সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ ঐতিহাসিক প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ, ঢাকা, ময়মনসিংহ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

১—জীবও বিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে"
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত ... শ্রীশ্রীমদ্ ... পরিব্রাজক ... কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ... নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই মাঘ, ১৩৪৪, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৭৪]

বিবিধ সংবাদ

—(০(০)০)—

জাতীয় শিক্ষা এডভাইসরী কমিটি

আগামী ২৮শে জানুয়ারী তারিখে শিক্ষা ...র কেন্দ্রীয় এডভাইসরী কমিটির যে ...বেশন হইবে তাহাতে মাত্র তিন জন ...দেশিক শিক্ষা মন্ত্রী ও একজন পার্লিয়া-...টারী সেক্রেটারী যোগদান করিতে সমর্থ ...বেন। মন্ত্রী তিন জন হইতেছেন, ...বের ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ, মধ্য প্রদেশের ...যুক্ত মাহ, এম, শুক্ল ও সীমান্ত প্রদেশের ... আওটালা। বোম্বাই হইতে শিক্ষা ...রের পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ...স মেটা আসিবেন। ঐ সময় অনেক ...দেশে আইন সভার অধিবেশন চলিতে ...বিবে। সেই জন্যই বোধ হয় অন্যান্য ...দেশের মন্ত্রীরা দিল্লীতে আসিতে ...রিবেন না।

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার আকবর ...হায়দরী, শ্রীযুক্ত ভি এস, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও ...যুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যোগদান ...রিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কেন্দ্রীয় এডভাইসরী বোর্ডের অধিবেশনে ...র্দ্ধা পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ আলোচনা ...বে, সেই হেতু এই অধিবেশনের উপর ...শেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

উড়িষ্যা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক

গত সোমবার ২৪শে জানুয়ারী উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ ...হইয়াছে। বে-সরকারী বিল ও প্রস্তাব ...আলোচনার জন্য দুই দিন সময় রাখা ...হইয়াছে।

সরকারী বিল সমূহের মধ্যে উড়িষ্যা ...র আইন সংশোধন বিল, মাদ্রাজ এষ্টেটস্ ল্যাণ্ড এ্যাক্ট বিল ও ১৯৩৮ সালের উড়িষ্যা জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক বিল উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী শেষোক্ত বিল পরিষদে পেশ করিবেন। পল্লীবাসীদের বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের সুবিধার জন্য জমি-বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘ দিনের মেয়াদে অল্প সুদে টাকা ধার পাইবার পক্ষে সমবায় ব্যাঙ্ক ও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক বিশেষ উপযোগী হবে। উড়িষ্যার এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সরকার জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক আইন পাশ করিতে আগ্রহশীল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশের এলাকা বিচ্ছিন্ন করিয়া যে অংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ঐ দুই প্রদেশের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সুবিধা হইতে ঐ সকল স্থান বঞ্চিত হইয়াছে। এই কারণে এবং উত্তর উড়িষ্যার পল্লীবাসীদের ঋণ সমস্যা সমাধানের সুবিধার জন্য অবিলম্বে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়া সরকার এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন।

কলিকাতায় টাইফয়েড রোগে মৃত্যুসংখ্যা

কলিকাতার হাসপাতালসমূহে টাইফয়েড রোগে বহু মৃত্যু ঘটিতেছে। তবে রোগে মৃত্যু সংখ্যা যে গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে অনেক কম তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই প্রমাণিত হইবে :—

গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা—মোট ৬জন, পূর্ব্ব বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে—মৃত্যু সংখ্যা ১৭জন। গত ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা—৮জন। পূর্ব্ব বৎসরের ঠিক এই সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা মোট ১৩জন। গত ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ১৬জন। পূর্ব্ব বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা মোট ১৬জন।

হুয়েস্কা সীমান্তে বিদ্রোহীদের বিমান আক্রমণ

বিদ্রোহীরা এই দাবী করিতেছে যে, হুয়েস্কা সীমান্তে বিদ্রোহীপক্ষের ৩টি বিমান সরকার পক্ষের সৈন্য বোঝাই একখণ্ড সাঁজোয়া গাড়ীর উপর বোমাবর্ষণ করে; ফলে সরকারী সৈন্যবাহিনীর ৩০০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

সালামাঙ্কা আক্রমণ

সরকার পক্ষের বিমানবহর বিদ্রোহী-পক্ষের হেডকোয়ার্টার্স সালামাঙ্কার উপর আক্রমণ করে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এতবড় আক্রমণ খুব কমই হইয়াছে।

বৃটিশ এজেণ্ট স্যার রবার্ট হজসন তাঁহার কর্ম্মচারিগণসহ অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হোটেলের জানালা দিয়া যখন বিমান আক্রমণ দেখিতেছিলেন, তখন একটি বোমার আঘাতে জানালাটি চুরমার হইয়া যায়।

৯ জন নিহত ও ২০জন আহত হইয়াছে বলিয়া এপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। কোন বৃটিশ হতাহত হয় নাই।

বিদ্রোহীপক্ষের বিমান আক্রমণ

বিদ্রোহীপক্ষের দৈনন্দিন বিমান আক্রমণ যথারীতি চলিতেছে। গত ২১শে জানুয়ারী তিনখানি বিমান হইতে বার্সেলোনার উপর বহু বোমা নিপতিত হয়। উহার ফলে ৭জন নিহত ও ৫০জন আহত হইয়াছে।

লাহোরে পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট লাহোরের পয়ঃ-প্রণালী ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করিবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টকে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটিকে ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য এবং ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে হইবে। পয়ঃপ্রণালীর জন্য, ৯০ লক্ষ টাকা এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। মিউনিসিপ্যালিটি এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য এবং আরও ২০ লক্ষ টাকা তুলিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী সিভিললাইন এলাকাভুক্ত বাড়ীগুলির ভাড়ার উপর শতকরা ২৷০ টাকা হারে ট্যাক্স ধার্য্য করিবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র পরিকল্পনাটি ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা হইবে।

নরহত্যার মামলা

গত ১৯শে জানুয়ারী মুর্শিদাবাদে জেলা ও দায়রা জজ মিঃ কে, কে, হাজরা মহোদয়ের এজলাসে শক্তিপুর গ্রামের মোক্তার সেখ নামক একব্যক্তি ও অপর কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (হত্যা) অপরাধে বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে জুরীগণ একমত হইয়া আসামী মোক্তার সেখকে দোষী সাব্যস্ত করে। অপর ব্যক্তিদিগকে তাঁহারা সন্দেহের অবকাশ দান করেন। জজ সাহেব বাকাসা জুরীগণের সহিত একমত হইয়া আসামী মোক্তার সেখের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অপর সকল আসামীগণকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দান করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৬৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসার্বভৌমে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন-আগমন ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গানহুচ্ছ ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাফলিকা গুণলেশঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিন-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজক, গো[illegible] মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি[illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি[illegible] সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিবাণী একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীল [illegible]মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। ক[illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্প[illegible]ংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

-:o:-

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জিকার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

ধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

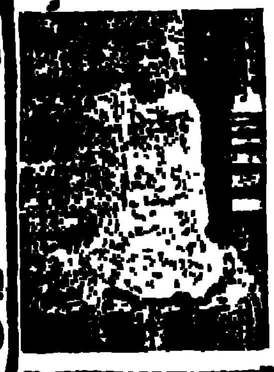

১২শবর্ষ | ২১ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১. ১৩ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ২৭শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | ২৭৪তম সংখ্যা

যৎকিঞ্চিৎ

— ::)•(:: —

যিনি মন্ত্র দান করেন, তিনিই দীক্ষাগুরু এবং যাঁহাদের দ্বারা ভজন-শিক্ষা হয় তাঁহারাই শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু মাত্র একজন। কিন্তু শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন। দীক্ষা এবং শিক্ষাভেদে শ্রীগুরু দ্বিধ কথিত হইলেও উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ। যিনি নিজে ভজন করেন না তিনি শিক্ষাগুরু কিরূপে হইবেন? সুতরাং দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকটে উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য। গুরুবর্গ পরস্পর অভিন্ন। এই শ্রীগুরুতত্ত্বে ছোটবড় বা ভেদজ্ঞান নিরয় প্রাপক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে আমরা জানিতে পারি, শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক পরতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেবই গুরুরূপে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি, এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস; সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস; তথাপি আমি আমার গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়াই জানি। এককথায় "তিনি সাধারণ কৃষ্ণসেবক নহেন, তিনি সেবকভক্ত। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দতত্ত্ব। তিনি কৃষ্ণের পরম প্রিয়তম বস্তু—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত ভগবানের সেবাধিকার লাভ করা যায় না। গৌড়ীয়বৈষ্ণবমাত্রই শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বা নিত্যানন্দস্বরূপ জানিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, গুরুদেব শক্তিতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণশক্তি। শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বিচিত্রতা থাকিলেও তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেবক-বিগ্রহরূপে জীবে দয়া করিবার জন্য অবতীর্ণ। অধরজ্ঞানের অভাব বশতঃ যাহারা বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দ-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যপ্রকাশমূর্তি শ্রীগুরুদেবকে মরণশীল মানববুদ্ধি করে তাহারা নারকী। আর যাঁহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটি আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের সেবা নিষ্কপটে করেন তাঁহারাই যথার্থ অর্থাৎ ভোগবুদ্ধি পরিহার-পূর্বক স্বরূপে বা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবামৃত করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। তাই শাস্ত্র বলেন,—

নিত্যাতীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ছ' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণচন্দ্রে মর্মনা টেরা॥

—

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

——::(*)::——

[শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে গত ৯ই পৌষ (১৩৪৪, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭) শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার মহামহোপাধ্যায় ওঁ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রদত্ত।]

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেব, পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ, পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহোদয় ও সজ্জনমণ্ডলী, এক বৎসর পূর্বে পৌষী কৃষ্ণা চতুর্থী লগ্নে আমাদের সর্বারাধ্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে তথা প্রত্যেক সত্যান্বেষীকে অকূল বিরহ সাগরে ভাসাইয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। মহাজনগণের প্রকটা-প্রকট লীলা—অচিন্ত্যময়ী। গত বৎসরের পূর্ব বৎসর যখন আমরা শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মভূমি সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-বিরহ-বাসরে শ্রীব্যাসপূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলাম, তখনই প্রথমতঃ কাহারও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-লীলা সংগোপনের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা একমাত্র শ্রীল আচার্যদেব ব্যতীত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আর কেহই ধরিতে পারেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ ৬ই ফাল্গুন (১৩৪২) ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬) বুধবার অপরাহ্নে সন্ধ্যার পর যোগপীঠে 'শ্রীগৌরগোবিন্দে'র "শ্রেষ্ঠমাধুর্য্যপ্রকাশক"— এই শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "অখিলরসামৃতমূর্তিঃ"—এই প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যাকালে হরিকথা কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথকে ভাগেশ্বরী তপ-স্যাদের অবতার, প্রাচী সরস্বতীকে 'পশ্চিম' বা সরস্বতী নদী, যোগপীঠের কদম-বৃক্ষের নিম্ন হইতে যমুনা [illegible] পার্শ্বেশ প্রবাহিত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে প্রাচী সরস্বতীর তীরে ভাগেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভুর পদার্পণের ন্যায় বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথের নবদ্বীপ ভজন কুটীরে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-লীলা ও শ্রীযোগপীঠ প্রকাশের প্রেরণা-দানের কথা বর্ণন প্রসঙ্গে 'নিত্য-প্রকটলীলা' ও 'প্রকটিবিরোধ' যাত্রা-সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্যদেব (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভু) ঐ দিবসই বা ঐ বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে (আচার্যদেবকে) বলিয়াছেন,— শ্রীল প্রভুপাদের স্বকৃত প্রকটকালের গণনায় সপ্তবৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি যে আরও সপ্তবৎসর প্রকট থাকিবেন বলিয়া পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা আর হইল না, সপ্তবৎসর কমিয়া যাইবে।

এই কথা বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব আমাকে তীব্রভাবে হরিভজন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত দয়ী শ্রীল আচার্যদেবের কথাও নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, ফলে হরিভজন হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ-চতুর্থীর নিশান্তে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন,—ইহা পূর্ব্বে বর্ণনাছি। শ্রীল প্রভুপাদের এই লীলা-প্রবেশের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ-রূপানুগ ভজন-বিজ্ঞান-প্রয়োজনের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য নিহিত আছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় তাহার ইঙ্গিত 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরূপ ও তদনুগ ভজন-রাজ্যের মূল মহাজনগণ নিশান্ত চব্বিশ প্রহরকে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিচিত্র সেবার নিযুক্ত করিবার জন্য আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই প্রত্যেক ভাগকে 'যাম' বলে। দিন রাত্রের বিভাগ এবং দিবাভাগের বিধান উষা ও সন্ধ্যার সহিত সম্পন্নে অষ্ট যাম হয়। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থে, অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে' শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টযাম সেবার কথা অনর্থমুক্তগণের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহাদের অন্তরসে সম্ভোগবাদে ও তৎপ্রতিযোগী নিরীশ্বরবাদ বা নির্বিশেষভাবের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ অহর্নিশ অষ্টযাম শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিপ্রলম্ভময়ী শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণপরা সেবার আত্মনিবেশ। এই অষ্টযাম-সেবা একমাত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণ স্মরণময়ী। তারক ও পারকব্রহ্ম শ্রীনামই 'চতুর্ণামিথুন' অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ বা অখিলরসামৃতসিন্ধু রাধাগোবিন্দ। শ্রীনামের সেবাই শ্রীরাধা-গোবিন্দ মিথুনের বা আশ্রয় সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ বাবীর যুগপৎ সেবা। শ্রীনামের সংযোগ বামনীয় দিব্যপাদ অভিহিত। এতএব শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র শ্রীনামেই সর্ব্বসিদ্ধি এবং শ্রীনামেই সমস্ত শক্তি নিহিত বলিয়া জানাইয়াছেন।

এখানে সভাপতি ভারত-বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহোদয় 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতায়' সে-দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি প্রাচীনতম ঋগ্বেদের—

"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"
—(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩ য় ঋক্)

এই সূক্তের শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর সন্দর্ভের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া শ্রীনাম-ভজনের বিচারের সুপ্রাচীনত্ব বা সনাতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥
(ভাঃ ২।১।১১)

যে রাজন্, কামী, মুমুক্ষু, আত্মারাম যোগী—সকলের পক্ষেই হরিনামের শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন একমাত্র অভয় ফল বলিয়া আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাষণে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—এই ভাগবতবাক্য, যাহাতে শ্রীনামানুশীলনকেই সকলের পক্ষে একমাত্র সাধ্য ও সাধন নির্ণীত করা হইয়াছে, তাহা বৈদিকযুগে মাত্র নহে, বেদমন্ত্র সঙ্কলিত হইবার বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাগ্‌-বৈদযুগেও নিত্যসিদ্ধভাবে প্রকাশিত ছিল। ত্রেতা-যুগে বেদ বিভক্ত হয়। কিন্তু শ্রীনামের ও শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব কোন যুগ বা খণ্ডকালের অন্তর্গত নহে, পুরুষোত্তম বিষ্ণুর ন্যায় তাঁহার নাম ও কাম সৃষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে প্রকাশিত। আলোয়ারগণের প্রচার বা বোধায়ন বৃত্তির বহু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিত। আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ ইহা অসংখ্য প্রমাণ, যুক্তি বা শ্রৌতবাক্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীনামী স্বয়ং তাঁহার অবতারে শ্রীনামের প্রচারের জন্য এবং নিত্য-বিগ্রহ আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়ের সেবার ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য প্রচারের জন্য গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিষয়ের অন্তর আশ্রয়ের ভাবে একটা বিভাবিত ও তন্ময় হইয়াছে যে, আশ্রয়ের ভাব ও কান্তিকে বিষয় আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ আশ্রয়ের ভাব কান্তিকে আলো করিয়া কেলিয়াছে। সেই রাধাভাব দ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের নিজ-সম্পত্তি দান করিবার জন্যই শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রেমাবতারক শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এবং তাঁহারই অঙ্গ ও পার্ষদরূপ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত, নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস, গদাধর, শ্রীসনাতন-রূপাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীনামচিন্তামণি সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়াছেন; কিন্তু এই সর্ব্বমঙ্গলময় দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ শ্রীনামচিন্তামণির এরূপ সর্ব্বশক্তিমত্তার কৃপা-সত্ত্বেও—

"দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"— (শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক) অর্থাৎ আমার এই দুর্দ্দৈব যে, সেই হরিনামে রুচি হইল না।

এই দুর্দ্দৈব মোচনের উপায়সমূহ, শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট ভক্তিবিনোদ-ধারাশক্তি, বর্ত্তমানযুগে ভক্তিভাগীরথীকে পুনরানয়নের ভগীরথ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'হরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে যে ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এরূপ আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও শ্রীশ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ ভাগবত-সন্দর্ভে পদ্মপুরাণ হইতে দশবিধ নামাপরাধের কথা বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি শুদ্ধনাম কীর্ত্তন ও সেই অভিধেয় যাজনে কোথায় আভাস ও অপরাধ উপস্থিত হয়, উহার পূর্ণ-বিশ্লেষণ-কার্য্য পূর্ব্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যগণ বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ-প্রবাহের মূলপুরুষ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের জন্যই অপরিসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন। আর নামসংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের অদ্বিতীয় দান শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র দান, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক জীবের দুর্দ্দৈব-মোচনের জন্য মহা করুণা ব্যতীত ব্যর্থ হইত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি' গ্রন্থে জীবের দুর্দ্দৈব অর্থাৎ নামাপরাধের কথা বিবৃত করিয়াছেন। সেই নামচিন্তামণির অন্তর্গত ভজন-রহস্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের একএকটি শ্লোককে এক একটী নামসেবার যাম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ' প্রভৃতি শ্লোকে যে (১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গে অনর্থনিবৃত্তি, (৩) নিষ্ঠাভজন, (৪) রুচিভজন, (৫) রূপাসক্তি, (৬) ভাব, (৭) প্রেম-বিপ্রলম্ভ (৮) প্রেমভজন-সম্ভোগ— এই অষ্টক্রম ভজন ক্রিয়া আছে, তাহা অষ্ট যামের সহিত সংযোজন করিয়াছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—এই 'হরেকৃষ্ণ' ষোলনামে অষ্টযোগ বা অষ্টশ্লোক অর্থাৎ এখানে আশ্রয়-বিগ্রহের সম্বোধনাত্মক-নাম আটবার এবং বিষয়-বিগ্রহের সম্বোধনাত্মক-নাম আটবার আছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত বিষয়বিগ্রহের এই সম্বোধনাত্মক নামের প্রত্যেকটি শ্রীরূপের কথিত আটটি ভজন-ক্রমের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীরূপের "শ্রীনামাষ্টকে"রও সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন।

রাত্রির শেষ দুই দণ্ডকে নিশান্ত বলে। এই নিশান্তই প্রথম যাম। নিশান্ত-ভজনে শ্রদ্ধা।

"শ্রদ্ধা-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

—এই প্রথম যাম-সাধনে চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনকারী শ্রীনামের অনুশীলন বা সর্ব্বাভিধাবান্ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাদির প্রয়োজন।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

এই গোকুলমহোৎসব শ্রীকৃষ্ণ-নাম আশ্রিত জনের অর্ত্তিবিনাশকারী—

নৃত্যতা প্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘন-
সুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণ
পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥

হে নাম, হে কৃষ্ণ, তুমি আশ্রিত জনগণের সকল আর্ত্তি নাশ কর; তুমি পরম সুন্দর চিদ্ঘন-স্বরূপ এবং গোকুলবাসিগণের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ, পরিপূর্ণ কৃষ্ণবিগ্রহস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

এই শ্রীহরিনাম তাঁহারই জিহ্বা-প্রাঙ্গণে নৃত্য করেন—যিনি পূর্ব্বের শত শত জন্ম শ্রীবাসুদেবের সম্যক্ অর্চ্চন করিয়াছেন। ইহা প্রথম যাম-সাধনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ
সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২০৭)

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ যে-দিন অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন, সেইদিন প্রাতে তাঁহার সর্ব্বক্ষণনিধি আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীরূপের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণের পর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদ-গীতি শ্রবণ করেন। তখনও আমার ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি এই গীতি-শ্রবণের মধ্যে যে তাঁহার প্রথম যাম সেবা বা নিশান্ত লীলায় প্রবেশের ইঙ্গিত আছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যখন শ্রীল প্রভুপাদ পৌষী কৃষ্ণ-চতুর্থীর রাত্রির শেষভাগে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন, তখনও কেহ তাঁহার এই অপ্রকটলীলার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবই জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের লীলাপ্রবেশের কালে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের গাঢ় সমাশ্লিষ্টাবস্থা এবং সম্ভোগের পর বিপ্রলম্ভের সূচনা।

"গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদমাপ্তৌ তদ্রূপবাহকৌ"
—(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

নিশান্তে শ্রীরাধাগোবিন্দের এই গাঢ় সমাশ্লেষাবস্থাই শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত-নিত্যলীলা। শ্রীল জয়দেব-সরস্বতী তাহাই নিম্নশ্লোকে গাহিয়াছেন,—

যেৈষনে হৃদয়ং বনভূবঃ তাবাভবানন্দকৈ-
র্বংকং জীবনং হৃদয় ভবিষং যাবে
বৃহৎ প্রাপ্য।
ইথং নববিনোদভঙ্গিতয়োঃ প্রতাপন-
মূর্তমং,
রাধামাধবয়োর্ভবতি যমুনাকূলে মহঃকেলয়ঃ
(শ্রীশ্রীগোবিন্দ ১১)

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী এই শ্লোকের "নবং" "বৃহৎ প্রাপ্য" ও "রাধামাধবয়োঃ মহঃ,-কেলয়ঃ" প্রভৃতি পদের যে-সকল ব্যাখ্যা সময় সময় করিতেন, তন্মধ্যেও তিনি তাঁহার প্রভু শ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা ও তাঁহার (শ্রীল প্রভুপাদের) স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভজনরহস্যে নিশান্ত লীলায় এইরূপ গান গাহিয়াছেন,—

নিশান্তে কীর্তনে সুবদন করে যান।
ক্রমে ক্রমে চিত্তপথে রসের বিধান॥

এসকল কথা আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবের ধারণার অতীত, ধারণা করিতে যাওয়াও বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ ও বিচে বৈপরীত্য-জনক। তবে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-সিন্ধুর মধ্যে যে গূঢ় আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের সেবা-রহস্য ও তাঁহার গৌর-বিরহ-জনক প্রকটিত হইয়াছে, তাহার বচিত প্রাধান্যের জন্যই আচার্য্য বাণীসকল কণ শিরে ধারণ করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচ্ছেদসত্ত ভজনের আচার্য্য স্বাতন্ত্র্য বর্ণ বলিয়াছেন। এই বিচ্ছেদ ভজন বা বিপ্রলম্ভই উন্নত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ-সেবার গাঢ় চরম কান্তিভাময় অবস্থাই 'বিপ্রলম্ভাবস্থা'। তদবর্গ প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাতেই বিরহময় ভজন 'প্রকাশ' দিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রকট লীলা ও সম্ভোগময় ব্যাপার নহে। ধর্ম্ম ও জ্ঞানবাদে সম্ভোগকেই প্রয়োজন বিচার করা হয়। কর্ম্মী স্বর্গাদি ভোগরূপ সম্ভোগ এবং নির্বিশেষজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দরূপ সম্ভোগের প্রার্থী। কিন্তু গৌড়ীয়গণ কোন অবস্থাতেই সম্ভোগ প্রার্থনা করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-
বিরহেণ মে॥"
উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল
'যুগ' সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥
"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"
আমি কৃষ্ণপদদাসী তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন না জানে মোর তনুমন
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥
—(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৯-৪১, ৪৭-৪৮)

শ্রীরঘুনাথের ভজন ও বাণী—বিরহের ভজন বা বিপ্রলম্ভের বাণী। শ্রীল রঘুনাথ নিজেশ্বরীর শ্রীচরণ বিরহ-বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি দ্বারা অষ্টকাল পূজা করিয়াছেন—

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ॥

হে ঈশ্বরি, এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট শ্রীকুণ্ডসমীপে কোন এক নিকৃষ্টা দাসী আমি তোমার বিরহে পুনঃ পুনঃ দগ্ধীভূতা হইয়া সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রণয়-সহকারে পদ্যসমূহের দ্বারা বিলাপ করিতেছি।

গৌড়ীয়গণের বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী মায়াবাদিগণের ন্যায় সম্ভোগের প্রস্তাবনা নহে, তাহা বিরহেরই বাক্যাবস্থা। মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণবিরহানলে সর্ব্বদা প্রেমবৈচিত্ত্যময়ী। তাঁহাতে যে উত্তম বসনভূষণ, সখীগণের তৎপ্রতি প্রেষ্য এবং শ্রীবার্ষভানবীর তাহা অঙ্গীকার প্রভৃতি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই কৃষ্ণোন্মুখতাৎপর্য্য ও কৃষ্ণ-বিরহের অবস্থা; তাই শ্রীরূপ 'ললিতমাধবে' শ্রীনন্দনন্দন প্রতি বিরহবিধুরা শ্রীরাধার উক্তি এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি
ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং
হৃন্মগ্নশল্যাদপি।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তো-
ঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতে-
র্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ॥

গোকুলপতির বিচ্ছেদজনিত জ্বর পুটপাক অর্থাৎ মুখমুদ্রিত পাত্রাদি পাক হইতেও অধিকতর উত্তাপদায়ক, গরলসমূহ হইতেও ক্ষোভ-জনক, বজ্র হইতেও দুঃসহ, হৃদয়ভেদী শল্য অপেক্ষাও বেদনাদায়ক এবং বিসূচিকা রোগ হইতেও অতিশয় তীব্র। হে সখি, সেই বিরহ অতিশয় বলবান্ হইয়া আমার মর্ম্ম ভেদ করিতেছে।

শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার মনিবদ্ধকে গাহিতেছেন,—

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজনসমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভরবাব্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেঽদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্॥

অর্থাৎ নির্ব্বোধ আমি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি প্রিয়জন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অত্যন্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহাদের অপ্রকট লীলার পরও এখন জীবন ধারণ করিয়া মহাদুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছি। দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় দৈন্যভরে নিরন্তর কাতরপ্রাণে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এখন স্বয়ং শ্রীবার্ষভানবী আমাকে তাঁহার চরণপদ্মপ্রান্তে লইয়া যাউন।

আমাদের আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের সেবাসুযোগের তীব্রতা ও বৈশিষ্ট্য-ভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য গুরুবর্গের অপ্রকট-লীলাবিস্তার। তাঁহাদের অপ্রকট লীলায় আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান না করিলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত।

শ্রীল প্রভুপাদের লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে একাধারে অকপট-কৃপা ও বঞ্চনা-লীলা গুম্ফিত রহিয়াছে। সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া অর্থাৎ তাঁহা হইতে কিছু আদায় করিবার প্রচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তি লইয়া তাঁহার নিকটে অভিনয় করিলে আর বার্ষভানবীর সেই শ্রীচরণ-কমল শোভা আমরা দর্শন করিতে পারিব না, আর বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি-দ্বারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে অর্থাৎ আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের বিরহ-ময় সম্বোধনাত্মক শব্দত্রয়ের বা শ্রীনামের সেবোন্মুখ হইয়া অর্থাৎ নামদুঃখ হইয়া বেদদুঃখ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারিব।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে আমরা শুনিতে পাই,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ।"

আবার বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে শুনিতে পাই,—

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"

একস্থানে 'পশ্যন্তি', আর একস্থানে 'মুহ্যন্তি'—উহার তাৎপর্য্য কি? সম্ভোগময় নেত্রে আচার্য্যদর্শন বা গুরুদর্শন হয় না, তৎপ্রতি অসূয়া বা মৎসরতা উপস্থিত হয়, আর সেবোন্মুখ বিপ্রলম্ভ চিত্তবৃত্তিতে আচার্য্য-দর্শন বা গুরু-দর্শন হয়; একই সূরিগণও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'মুহ্যন্তি' আবার বিপ্রলম্ভময় চিত্তবৃত্তিতে "সূরয়ঃ পশ্যন্তি"।

বৈষ্ণবের যে তৃণাদপি সুনীচতা, তাহা তাঁহার বিরহেরই অভিব্যক্তি। কপট শারীরিক বা মানসিক কসরৎ তৃণাদপি সুনীচতা বা বিরহময় চিত্তবৃত্তি নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি ইহা ধরিতে পারে নাই। কেহ মনে করিয়াছেন,—শ্রীল প্রভুপাদ খুব জাঁক-জমকের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক শাখা, উৎকৃষ্ট বসনভূষণ পরিধান, মর্ম্মরনির্ম্মিত অট্টালিকায় বাস, উত্তম যান-বাহন প্রভৃতি স্বীকার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌর-কিশোরের আচার-প্রচার-বিরোধী কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীবার্ষভানবী যেরূপ কৃষ্ণসেবার সুখের জন্য উত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিত থাকিয়া ও নানাপ্রকার লোক-বঞ্চনার কলঙ্কে কলঙ্কিত থাকিয়াও কৃষ্ণসেবার পূর্ণতম বিচারে প্রতিষ্ঠিত ও উৎকট কৃষ্ণ-বিরহসেবা-ভূষণে বিভূষিত, শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রও সেইরূপ। তিনি যে-কোন উপায়ে জীবকে কৃষ্ণসেবায় সংলগ্ন করিবার জন্য অসংখ্য বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করিতেন, এই জন্যই তাঁহার অবতার। লোক-ধারণার বাহা বিপ্লবময়, তাহা তাঁহার প্রচারের সহজ ধর্ম্মে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি 'সমগ্র মানবজাতি' বনাম 'গৌড়ীয়' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া উভয় পক্ষের যে বিচার আদালতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসমোর্দ্ধ আচার্য্যকেশরী মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ধর্ম্মজগতের যে যুগান্তরের সূচনা করিয়া দিয়াছেন—যে শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর প্রবাহ পুনরায় মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে শ্রীল প্রভুপাদ পরবর্ত্তী-জগতের সেই নূতন যুগকে নূতন রূপ দিয়াছেন। সেই চৈতন্যবাণী-গঙ্গার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ ধারায় অবিচ্ছিন্ন অনন্তকালের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী—'অচিরেই লক্ষালক্ষ লোক ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-গঙ্গায় ত্রিবেণী স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইতেছেন'—ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥'

—শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিবার প্রস্তাবনা করিয়া দিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যদেশে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুকে শালগ্রাম অৰ্চ্চাবিগ্রহসহ প্রেরণ করিয়া ও নিজ অপ্রকট-লীলার পর তথায় স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরবিগ্রহ প্রকট করাইয়া কপালকুণ্ড-আস্বাদকে উৎপাটিত এবং তদুপরি শ্রীরূপের সেবাধৃত-তরু অঙ্কুরিত করিয়াছেন। শ্রীবাসুদেবাদ্যা ভক্তিসাধনের ভক্তি-সার শাখে পাশ্চাত্যদেশ মুখরিত হইয়াছে। অচিরেই সমগ্র পৃথিবী হইতে লক্ষালক্ষ লোক ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-গঙ্গায় অবগাহন করিবেন, আমরা এই আশায় লইয়া জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবের সফল-মন্ত্র পাঠ করিতেছি।

কৃষ্ণভাবে যেন নিজ চিত্তবৃত্তির বল
মায়া আকর্ষণ হ'তে হইয়া দুর্বল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি-প্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিভিন্নকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চাঁপাহাটী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেশ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাধিকা (শ্রীমন্মহাপ্রভুর পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসদন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাঁবাপাশি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভুবনেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মড়কাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরাজিতা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্বরী প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীবামনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনবলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ডাঃ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাধারী,

পোঃ কোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিরত ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ .... ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৫২) কাভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথ সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) শিমুলিয়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধনগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিক

(৫৯) সালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু, বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদেবেন্দ্র দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকুণ্ডা, পোঃ চিত্রকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

গ্লাসটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্প্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীকমলগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তশালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯০৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বালাম	৬৸০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাদশী কোরাজিই	৪৲
সিদ্ধ বেতুল	৩৸০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৸০
ঐ বালাম	৫৲-৫৷০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুল	৩৷০

চিনির দর

কাশীর, চিনি	১০৷০
বিলাতী ১০০০ নং	১০৷০
দানাদার দাদা	৯
কাশীপুর দানা	৮৷০—৯৷০
কাশীপুর লাল	৭৷০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৫৷
গিনি	২২৲
টাকশাল	৫১৷০

পাটের দর

নারায়ণগঞ্জ—	৪০৷০
সিরাজ—	৪০৸০
দিনাজ—,	৪১৷০
বাহার জেলার মধ্য—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

দেশী ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷০
পাঞ্জাবের ঐ	৬৲—৬৷০
ভিজানো ঐ	৫৷০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৷০
আটা (মি)	৫৸০—৫৸০
আটা নং (২	৫৷০—৫৷০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸০
আটা নং (৩)	৪৷০—২৷০
দানাদার	১৷০—১৸০
ঐ	১৷০—১৸০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
ভঁইসা	৫৭৲
এরেণ্ডা	৫০৲
ঘী	৬৫৲
বিলাতী	৩৫৷০

টাঁর	১৬৲
গাওয়া	৩৬৲
গাওয়া গাওয়া	৪১৸০
১৬ সের—	১৭৸০
খাঁটি মটরা ২৪—৩০ সের	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টিন তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

পীতল কড়ি (কাঁসা বা পীতল)

মার্কা	৮৸০—৯৷০
২ রে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
৫ টাকা-ক্রাউটের জোড় পীতল সব সাইজ	৯৷০
ঐ ইংলিশ জোড় (পীতল)	৯৲—১০৲
লোহা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
বেল আয়রণ (কোণা)	৮৷০ ৯৸০

টিনা পাতা করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৪
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা পাতা প্লেন সীট	১৩৷০
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৩৷০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ পাতা করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
সীস	৷৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
গোল কাটি বা ডিট কাটা মণ	৬৷০—৬৸০

পাতি কাটি ৩—১ ফুট লম্বা

৬৷০—৭৲ হন্দর

গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, নাট প্রভৃতি	৮৸০—৯৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১০৷০

স্কু ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

ডক্কলের হাপর ৫৷০, পাটের হাঁ সিং ৬৷০

ভুলার হাপর ৪৷০

ফুলের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আসের গোলাপ কাটন	৫৫৲
সিট ঐ আসের ওজন	৪০৲
কাপাসি তুলার কাটন	১০৲
হাবার্ট তাবা	৫৫৲
ঐ কাটন	৫১

বেজোড় মশলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

প্রতি মণ

পাতন মাপ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা, এলাচী	
ঝুরি পরিষ্কার	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৪-৫ নবাব সার ঘোষণী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গার তীরে স্বাস্থ্যকর—সুন্দর মনোরম; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আবাসস্থান। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। খোরাক ও বেতনসহ মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'কেভ্‌রোল'

—:(০):—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য জ্বর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেনু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-লাগুড়া, পাণ্ডু এবং অজীর্ণ পাতাড়িয়া জ্বরে, "কেভ্‌রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধিঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, দুধ ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর (নদীয়া বেঙ্গল)

৭২-২০১নং গলি সোঃ আঃ টাইমস্, দেখুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই অত্যুক্তি হইবে না। প্লীহা যকৃত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারবিত্তাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৶০	৷৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—৭ নং পোঃ গৌড়ীয়মঠ, কাশীপাড়া ময়.....; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীনামহট্টপ্রচারক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাপতি
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আচার্য্যবর্য্য
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বাগ্র শব্দ-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই মাঘ, ১৩৪৪, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৭৫]

ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

আনন্দ সংবাদ !! আনন্দ সংবাদ !!

ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের আনন্দ-সংবাদ !

হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা

ইংরাজী ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুর চিরবাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে আবার সেই মহাপুণ্য যোগ উপস্থিত। এই উপলক্ষে হরিদ্বারে সাধু সন্দর্শন করিতে ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, এই দুর্লভ সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আবার না-ও আসিতে পারে।

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

হরিপুর কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সোমবার বেলা ১২টার সময় এলাহাবাদ বিমান যোগে দমদম বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিয়াছেন।

দমদম বিমান ঘাঁটিতে বিমানখানি অবতরণ করিলে পর বিরাট জনতা সেইদিকে অগ্রসর হয়। সহাস্যবদনে শ্রীযুক্ত বসু বিমানপোত হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। বিমান হইতে অবতরণ করার পর বিপুল জনতা 'সুভাষচন্দ্র কি জয়', ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি, যেমন ক্রাইং ক্লাব, যোগ সঙ্ঘ প্রভৃতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের কার্য্যতালিকা

শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, গান্ধীজী যদি বিশেষ তাঁহাকে ওয়ার্দ্ধা যাইতে না বলেন তাহা হইলে তিনি কলিকাতায় ৪।৫ দিন অবস্থান করিবেন। তাহার পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বিষ্ণুপুর যাত্রা করিবেন। তার পর শ্রীযুক্ত বসু ওয়ার্দ্ধা যাত্রা করিবেন এবং আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী নাগাদ তথায় পৌঁছিবেন।

শ্রীযুক্ত বসু আরও বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন সম্ভবতঃ ৪।৫ দিন চলিবে। কারণ আগামী ১২ মাসের জন্য কংগ্রেস কার্য্যতালিকার খসড়া তথায় প্রণয়ন করিতে হইবে।

সাংবাদিকগণের নিকট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি

"কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কি হইবে তাহা আমি জানি না, তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, গবর্ণমেন্টের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্য কংগ্রেসকে অহিংস অসহযোগের সীমার মধ্যে থাকিয়া সম্ভবপর সকল প্রকার পন্থা হয়ত অবলম্বন করিতে হইবে",—সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতার সাংবাদিকগণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার বাসভবনে সাক্ষাৎ করিলে শ্রীযুক্ত বসু এই কথা বলেন।

ব্যবহৃত ডাকটিকেট ব্যবহারের অভিযোগ

ব্যবহৃত পোষ্ট অফিসের টিকিট পুনর্ব্বার চালাইয়া গবর্ণমেন্টকে ঠকাইবার ও অতিরিক্ত গ্রহণ করিবার অভিযোগে পুর্ণিয়া পোষ্ট অফিসের দুইজন পিয়নকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

অভিযোগে প্রকাশ, তাহারা নাকি নূতন টিকিট উঠাইয়া লইয়া সাদা খামযুক্ত ব্যবহৃত টিকিট লাগাইয়া পার্শেল চিঠিপত্রাদি পুনরায় মোহরযুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিত। বোম্বাই হইতে ঘটনাচক্রে তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াতে বিভাগের একজন পোষ্টাল ইন্সপেক্টর তদন্তে আসেন। তিনি কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ উপস্থিত হইয়া একটী ছোট কাঠের বাক্স হইতে আরও কিছু সাদা খামযুক্ত ব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প আবিষ্কার করেন।

পুলিশ উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর একজন পিওনকে ছাড়িয়া দিয়াছে ও অন্য একজনকে চালান দিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে মামলার শুনানীর দিন আগামী ২৮শে জানুয়ারী ধার্য্য হইয়াছে।

সিঙ্গাপুর-এ জাপানীদের অত্যাচার

সিংহাংওয়ের ব্রিটিশ ও জার্ম্মাণ রাজদূত তাঁহাদের স্ব-স্ব জাতির লোকদের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ সম্পর্কে জাপ-কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রিটেনের পক্ষ হইতে ৪টী এবং জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে ২টী অভিযোগ করা হইয়াছে। ব্রিটিশ প্রজা মিঃ ম্যালকম ইয়ং সম্পর্কিত অভিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। মিঃ ম্যালকম ইয়ং একজন জাপ সৈনিককে মাতালবস্থ অবস্থায় তাঁহার বাড়ীতে দেখিতে পান। তিনি তাহাকে বাহির করিয়া দিতে গেলে প্রহৃত হন।

সান্টুং প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হান-ফুচুর প্রাণদণ্ড

সান্টুং প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা জেনারেল হানফুচু সামরিক আদালতে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ২৪শে জানুয়ারী সন্ধ্যাকে সেঙ্গে তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। জেনারেল হানফুচুর বিরুদ্ধে প্রধানতঃ বারংবার সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য এবং সান্টুং প্রদেশ চীনের হস্তচ্যুত করার অভিযোগ আনা হইয়াছিল। তদুপরি তাঁহার বিরুদ্ধে আফিম বিক্রয় করার জন্য জোর জবরদস্তি ও সরকারী তহবিল হস্তগত করা এবং অন্যায় ভাবে কর আদায় করার অভিযোগও আনা হইয়াছিল।

চীন সোভিয়েট মৈত্রী বন্ধন

গত ২৪শে জানুয়ারী সোভিয়েট দূত মিঃ ওরলভ্‌স্কি চীন-গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের নিকট পরিচয়পত্র পেশ করিতে গিয়া আবেগময়ী ভাষায় চীনের প্রতি সোভিয়েটের সহানুভূতির পরিচয় দেন। তাঁহার বক্তৃতায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷৹ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৷৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ-সংস্করণ) ৷৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ১
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। বামন-আনন্দ ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষ্য ।৹
২৭ মুক্তাফলিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ১
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ১
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ।৹
৭২। বিলেক্টেড ওয়ার্ক্স ।৶৹
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনর্যাভেল্ড মিস্টেরিজ ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরিকল্পিত ও ... সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৩।৹ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাধিকারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

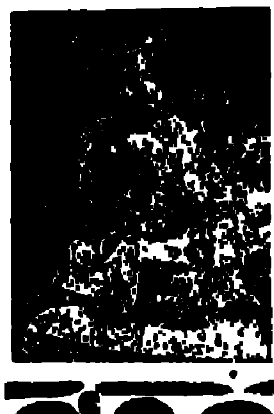

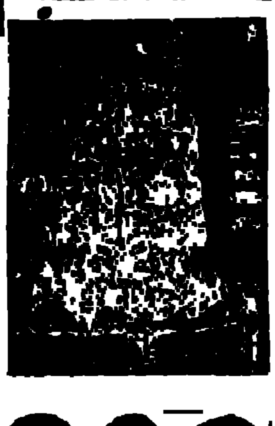

১২শ বর্ষ | ২২ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১, ১৪ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে জানুয়ারী খৃঃ ১৯৩৮, শুক্রবার | ২৭৫৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

বেরিলীতে

গত ১২ই জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় বেরিলী শ্রীরামমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ গোটাওয়ালা মহাশয়ের অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। হরিকথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবতের "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যামুখে মনুষ্য-জীবনে সকলেরই যে একমাত্র চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত তাহা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যে বন্ধনের কারণরূপ প্রেয়ঃপন্থা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃপন্থাকে বরণ করেন তাহাও বিশেষরূপে আলোচিত হয়। সভায় উপস্থিত বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ অধিকারী মহোদয় "যশোমতী-নন্দন" প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

গত ১৩ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত মোহিনী-তাজ জমিদার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে মঠসেবক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ অধিকারী মহাশয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদে শ্রীবাস নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতরণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীনন্দ মহারাজের গৃহে আনন্দোৎসব, যশোদামাতার বাৎসল্য-রসে পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। বক্তৃতার পর তিনি সুললিত-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

ফরিদপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এক সপ্তাহকাল যাবৎ ফরিদপুর জেলান্তর্গত শ্রীনগরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শেষ দিবসত্রয় স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে গৌর ও কৃষ্ণলীলার বিবিধ শিক্ষা কীর্ত্তন করিয়া সমাগত বহু শ্রোতার প্রীতি উৎপাদন করেন।

শ্রীনগরে প্রচারকার্য্যের পর স্বামীজী মহারাজ সদলে ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী চণ্ডীপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সকলনিগমমূর্ত্তি দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়া তথায় বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল-শিক্ষা বিষয়ে কীর্ত্তন করেন।

তমলুকে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মেদিনীপুর জেলার তমলুক পরগণার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে ১৩।১।৩৮ তারিখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন

১৪।১।৩৮ তারিখে উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন

১৫।১।৩৮ তারিখে কাশীপুর গ্রামস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ হাজরা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

১৬।১।৩৮ তারিখে কাশীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়। গোস্বামী বাবুদের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

১৭।১।৩৮ তারিখে স্বামীজী তাজপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ জানা মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

বর্ত্তমানে স্বামীজী তমলুকের প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অমরবিহারের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছেন

মেদিনীপুরে বিরহসভা

গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার জোতঘনশ্যামের স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে হরসভা-গৃহে নন্দীগ্রাম গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের পূর্ব্বাশ্রমোক্ত নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-তিথি-পূজা সঙ্কীর্ত্তনমুখে যথারীতি পালিত হয়। উচ্চাসনোপরি শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য নানা পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সভায় শ্রীপাদ জগমোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের মূলপাঠকত্বে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও গুরুপরম্পরা কীর্ত্তন হয়। তৎপরে "আচার্য্য-পরিচয়" গ্রন্থ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচিত হয়। সমাগত শ্রোতৃবর্গ শ্রীল প্রভুপাদের অত্যাশ্চর্য্য জীবনী ও নিরপেক্ষ, তাঁহার বাণী প্রচারের কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। অতঃপর "যে আনিল প্রেমধন" গীতিটী কীর্ত্তন হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

অক্ষেত্রবিহারী মঠে বিরহোৎসব

গত ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহমহোৎসব আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদীয় যাবতীয় শাখামঠসমূহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুলস্থ শ্রীঅক্ষেত্রবিহারীমঠেও ঐ দিবস কীর্ত্তনমুখে বিরহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া পূজা করা হইয়াছিল। মঠের সকলেই সচন্দনপুষ্পদ্বারা প্রভুপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রজবাসী-দিগকে ঐ দিবস মিষ্টান্ন প্রসাদাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠে ইষ্টগোষ্ঠী

গত ২৪শে জানুয়ারী সোমবার হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যহই হরিকথা আলোচনামুখে ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে।

"বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন —এক লক্ষ টাকা যাঁর আছে, তাঁর সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মাধব তিথি গঙ্গাসাগরী গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রবণ

নাম-রূপ-গুণ লীলাময় শব্দ সমূহের শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শই শ্রবণ। জাগতিক কথা শ্রবণ ও বৈকুণ্ঠ-কথা শ্রবণ এক জিনিষ নয়। আমরা সচরাচর যে সকল কথা শুনিতে পাই সে সকল কথা শুনিবার পর কর্ণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেগুলিকে যাচাইয়া লইতে পারি, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-কথা বা হরিকথা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। ভগবানের কথা এ জগদ্বাসী কেহই জানেন না। গোলোকগত ভগবদ্ভক্তগণ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে সেই পরমপুরুষের সন্ধান প্রদান করেন। সাধুমুখে শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অধোক্ষজ শ্রীভগবানকে জানা যায় না। এই সকল কথা ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত, কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা জানিয়া লইতে যাই, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্বিজ্ঞান লাভ করিতে পারিব না। এই সকল গুরুমুখনিঃসৃত কথা আমাদিগকে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা জানিয়া লইতে হইবে। এই শরণাগতির পন্থা ছাড়িয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করিলে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিব। শ্রবণের অভিনয় করিয়া আমাদের কোন কিছুই লাভ হইবে না।

শ্রবণবিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অবহিত হইয়া কাণ দিয়া শুনার নামই প্রণিপাত। যে বিষয় পূর্ব্বে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানদ্বারা গোচরে ছিল না সেই বিষয়টী আমরা কর্ণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারি না। যে বিষয়টী শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে শুনা যায় তাহা শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা জানা সম্ভব নয়। এক কথায় প্রণিপাত ব্যতীত অন্যোপায়ে ভগবদ্বস্তু জানিবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। আমরা গুরুমুখে শ্রবণ করিতে গিয়া তাহা সম্পূর্ণভাবে জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া যেই শ্রবণটীর বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিতে পারি যাহা না তাহা করাই উচিত, তদ্ব্যতীত অধিক কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। শ্রবণ জিনিষটী প্রকৃতপ্রস্তাবে শুশ্রূষাটী নিজ জীবনে পালন করাকেই লক্ষ্য করে। শ্রবণ মানে আজ্ঞা-পালন বা সেবা। শ্রবণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত সেই ভগবদ্‌বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হইতে পারে না। শ্রবণ করা ব্যতীত ভগবদ্বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার দরকার নাই।

প্রণত হইয়া সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ করিতে করিতে যখন অধোক্ষজবস্তু কৃপা করিয়া স্বয়ং আসিবেন তখনই তাঁহার সেবা করিতে হইবে। 'কি করিয়া সেবা-সিদ্ধ হইবে' শ্রোতার কেবল এই কথাই পরিপ্রশ্ন করিবার অধিকার মাত্র আছে। সেখানে তর্কের কোন কথাই নাই। প্রণিপাত দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয় —সেবাবৃত্তিদ্বারাই শ্রবণে অধিকার হয়।

মহাজন কর্তৃক আবির্ভাবিত ও মহাজন কর্তৃক কীর্ত্তমানরূপে ঐ শ্রবণ বিধি। শিক্ষা না হইলে শ্রবণ শুদ্ধ হয় না। অনর্থ-নিবৃত্তির পরই শ্রবণ শুদ্ধ হয়। শ্রবণ নবধাভক্তির অন্তর্ভুক্ত। তৎপূর্ব্বে আত্ম-সমর্পণ বলিয়া একটী কথা আছে। যেখানে আত্মসমর্পণ নাই সেখানে আনুগত্য অভাবে শ্রবণ কার্য্যকরী হয় না। এই শ্রবণ সাধুমুখে হওয়া চাই। ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখে ভগবদ্‌গুণানুবাদ আদরের সহিত শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুগণেরও মোক্ষবাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধা রতির উদয় হয়। শ্রবণের এত মাহাত্ম্য। এই শ্রবণপথ বা শ্রৌতপথই ভক্তিপথ আর অন্যান্য সব পথই অপ্রতিষ্ঠ অভক্তি-বিজড়িত। এক কথায় ভগবানকে লাভ করিবার এই একটীমাত্র পথ। তদ্ব্যতীত আর অন্য পথ নাই। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥
(ভাঃ ১০।১।৪)

এই শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্ততৃষ্ণ পুরুষগণ কর্তৃক উপগীয়মান্ হইয়া থাকে। ইহা ভবৌষধ এবং শ্রোত্রমনোঽভিরাম-স্বরূপ। অতএব পশুঘ্ন ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ তাহা হইতে বিরত হইতে পারে?

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥
(ভাঃ ৪।২০।২৪)

হে নাথ, যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবত-গণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখমার্গ দ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্মসুধার মধুপান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাহি না।

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥
(ভাঃ ৪।২০।২৫)

হে উত্তমশ্লোক, মহাপুরুষগণের শ্রীমুখ-বিগলিত ভবদীয় পাদপদ্মমধুর্য্যলেশ সম্বন্ধে স্বস্বরূপ যে বায়ু, তাহা পরমতত্ত্বস্বরূপ ভবদীয় জ্ঞানবিষয়ে বিস্মৃতিযুক্ত আমাদিগকে ভবদীয় স্মৃতিও প্রদান করিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ শব্দ শ্রবণই পরমসাধ্য-সাধন বলিয়া অন্য বরসমূহের আবশ্যকতা নাই।

আমরা বদ্ধজীব। আমাদের চিত্ত মলিন। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত রূপাদির স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই তাই অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে সাধু মুখে নাম শ্রবণই আবশ্যক। সাধুসঙ্গে আদরের সহিত শ্রীনাম করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণদ্বারা হৃদয়ে রূপের উদয় হয়। তদ্দ্বারা গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি হয়। অনন্তর নাম রূপ-গুণ এবং তদীয় পরিকরসমূহের স্ফূর্ত্তি হইলেই সুষ্ঠুরূপে লীলা সমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে, ইহাই সাধনক্রম।

মহাজন কর্তৃক আবির্ভাবিত বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদি সাত্বত শাস্ত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই শ্রবণ মহাজন কর্তৃক কীর্ত্তিত হইলে মহামাহাত্ম্যযুক্ত এবং জাতরুচি পুরুষগণের পরমসুখপ্রদ হইয়া থাকে। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তনাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না বলিয়া এই শ্রবণকে তাহাদের অপেক্ষা পূর্ব্ব কর্ত্তব্যরূপে জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণ পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজন কর্তৃক আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ অধিক, তন্মধ্যেও মহাজন কর্তৃক কীর্ত্তমান হইলে তদপেক্ষা অধিক এবং তন্মধ্যেও শ্রীভাগবতশ্রবণ আরও অধিক শ্রেয়ঃস্বরূপ হইয়া থাকে। ঐ ভাগবত যদি পুনরায় মহাভাগবত কর্তৃক কীর্ত্তমান্ হয় তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃপ্রদ জানিতে হইবে।

নিজ অভীষ্ট নামাদির শ্রবণ পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। তবে এই শ্রবণ Living source হইতে হওয়া চাই। তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাধুর বাণী আমাদিগকে নিয়মিত করিবেই করিবে। হরিকথা একমাত্র সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্ত্তিত হন। অন্যত্র হরিকথার অবতরণ নাই। ইহাই শ্রবণের পন্থা; কিন্তু সকল সময় সাক্ষাৎ মহাজনের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য না হইলে নিজে নিজে গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে কীর্ত্তন বা আলোচনা করিয়া শ্রবণ করিতে হইবে। এই শ্রবণ আনুগত্যময়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভগবৎস্বরূপ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ কেবলমাত্র পরমভাগবতেচ্ছুই সম্ভবপর হইয়া থাকে। এই শ্রবণই সাধু-সঙ্গ, শ্রবণ ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং শ্রবণবিষয়ে যে আমাদের প্রত্যেকের যত্নপর হওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক মাত্র।

বিরহ-তিথিপূজা কি?

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-বাসরে লিখিত)

প্রভুর বিরহে আজ আমরা বড়ই কাতর। তাই দূরদূরান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি অশ্রুজলে বিরহ-উৎসব করিব বলিয়া। কিন্তু শুধু অশ্রুজলেই কি বিরহ উৎসব সম্পন্ন হয়, না সঙ্গে আরও চাই? জগতের অন্যান্য পাঁচমিশালী উৎসবের মত ইহাও কি একটী লোক্য ব্যাপার বিশেষ যে সপরিবারে রিটার্ণ টিকিট কাটিয়া আসিয়া উৎসবটী শুধু ভোগ মাত্র করিয়াই পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিব; 'পুনরায় বর্ষ অন্তে আসা যাইবে' এই সঙ্কল্প মাত্র সার করিয়া পিচ্ছিল চক্ষু হইতে দুই ফোটা প্রাণহীন অশ্রু বিসর্জ্জনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই কি বিরহ-তিথি পালন শেষ হইয়া গেল? প্রাণহীন অশ্রু ত' আমরা জীবনে কতই বিসর্জ্জন করিলাম, কেহ বা ইহলোক অপেক্ষাও কোমলস্বরে বলিয়া থাকিব বা প্রতিষ্ঠাও কিনিয়া ফেলিলাম! তাহাতে আমার প্রভুর কি শান্তি হইল? শুধু কাঁদিলেই কি প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা

হইল ? আর কি কিছু চাই না ? অন্তরের পিছনে কে কতটুকু প্রাণ প্রভুর জন্য উপহার দিয়াছি ? আজ প্রাণ উপহার দিতে হইবে ; প্রাণ দিয়া বিরহতিথির পূজা করিতে হইবে। প্রভু প্রাণ চাহেন, আর কিছুই চাহেন না। ভাবের ঘরে চুরি করিলে চলিবে না। যোল আনা প্রাণ স্ত্রীপুত্রের জন্য তুলিয়া রাখিয়া মাত্র প্রাণহীন কপট অর্ঘ্য প্রভুকে দিলে ত' প্রভু সন্তুষ্ট হইবেন না। কপটতা ঢের করিয়াছি—আর কেন ?

আজীবন প্রভু তাঁহার চিৎশরীরের পালন পালন করে আমাদের ন্যায় দুর্ভাগার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। আজীবন প্রভু বড় আদরে বড় করুণভাবে আমাদের ডাকিয়াছেন—আপন করিয়া প্রাণের প্রাণ করিয়া লইতে চাহিয়াছেন আর আজীবনই আমরা কপটতা করিয়াছি। বিষয়বিষ্ঠা ভোজনের তৃষ্ণা-পিপাসা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়া এমন করুণ আহ্বানকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছি ; বরং তাঁহাদ্বারা নিজের ভোগ-ভোগের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি—খাদ্যগ্রাহকারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইতে চাহিয়াছি, তবু এক আনা প্রাণও তাঁহাকে দিতে স্বীকার করি নাই। কৃষ্ণবহির্মুখ স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, এমন কি অনেক সময় কুকুর বিড়ালের জন্য পর্যন্ত পাগল বাতুল হইয়া পড়ি, আর কিন্তু শুধু প্রাণের প্রাণ—জীবনসর্বস্ব প্রভুকেই ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছি ! নিকটে আসিয়া শুধু প্রাণহীন অনুষ্ঠান করিয়াছি মাত্র, এমনই আমাদের প্রভুভক্তি ! তাই বড় অভিমানে—বড় ব্যথা বুকে লইয়া প্রভু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজ আর কপটতা চলিবে না। জড়ের ন্যায় শুধু উৎসব নিরহকারতরভাব ছল প্রদর্শন-পূর্বক নামসংগ্রহ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করিলে চলিবে না। তিনি চতুশ্চূড়ামণি—সর্বজ্ঞ, তাঁকে, ফাঁকি দেওয়া যায় না—ফাঁকি দিবার দুষ্ট ইচ্ছা মনে জাগিলে নিজেরাই ফাঁকিতে পড়িয়া যাইব।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—ভাই উঠ, জাগ, মহানিদ্রাতুরের মোহনিদ্রা ছুটিয়া যাউক, প্রাণ ছুটিয়া যাউক, ভোগ-পিপাসা ছুটিয়া যাউক। নবীন উষার নূতন আলোকে দীপ্ত সিংহশিশুর মত আমরা জাগরিত হই। আজ প্রাণ উপহার দিয়া প্রভুবিরহ-মহামহোৎসব-সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রভু আমাদের প্রাণহীন জড়পিণ্ড নহেন। তাঁহার প্রাণের অপূর্ব অভিলাষ—অপূর্ব পিপাসা আছে। তাহা আমাদের সম্পূর্ণভাবে পরিপূরণ করিতে হইবে। ভোগী রুক্ষের পরিপূর্ণ ইন্ধন-যোগানদার তিনি। তাঁহার মনোভীষ্টের অন্ত নাই। প্রভু থাকিতে কেহ তাঁহার কথা শুনি নাই—কেহ তাঁহার প্রাণের ব্যথা বুঝি নাই—দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই। আজ আর আমরা উদাসীন থাকিব না। আজ এই বিরহ-উৎসবে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে আমরা আমাদের জীবনের মহামূল আজ ভাসিব, আর ছেলেখেলা করিয়া দিনটী বৃথা কাটাইব না।

আজও যদি আমরা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রয়োজন লইয়াই ব্যস্ত থাকি, অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র জড় বিষয়ভোগপিপাসায় মত্ত থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের গৌরমনোঽভীষ্ট পরিপূরণ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কে ? রাস্তার কুলি, পথের ফকির, বাহারা খাওয়া দাওয়া ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তাহারাও তাহা হইলে আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। সুদিন চিরদিন জীবের ভাগ্যে আসে না, তাহা অত সস্তাও নয়। দুর্দিন ঘুচিয়া পথের ফকিরের ভাগ্যে বরং একদিন সৌভাগ্যরবি উদিত হইবে কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যরবি যে চিরতরে অস্ত যাইয়া যুগ যুগান্তরের গভীর অন্ধকারকে আহ্বান করিতে চলিল, সেদিকে কি আমরা একটুও চাহিয়া দেখিব না ? এখনও কি আমরা উদাসীন থাকিব ? তাই হে বিরহকাতর প্রভুভক্তগণ, আসুন, আজও যে ক্ষীণ আলোক-রশ্মিটুকু পশ্চিম গগনের শেষপ্রান্তে অস্তাচলের শেষ সীমায় কখনও দেখা যাইতেছে, আমরা প্রাণ আহুতি দিয়া উহাকে উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর করিয়া ফুটাইয়া তুলি। আমরা যদি প্রাণ উপহার দিতে পারি, তাঁর সেবাব্রতে দীক্ষিত হইতে পারি, জীবনের শেষ কয়টা গণা দিন কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বনচারী, কি সন্ন্যাসী যাঁহার যাহা যোগ্যতা আছে তাহাদ্বারা প্রভুমনোঽভীষ্ট পরিপূরণরূপ মহাব্রতের উদ্‌যাপনে ব্যস্ত থাকিতে পারি, অনন্ত-জীবন-মহাসমুদ্রের ক্ষুদ্র তুচ্ছ বারিবিন্দু সম দু'দিনের একটি জীবনের কয়েকটী মুহূর্ত মাত্র চারিত চর্ব্বণরত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ব্যয়িত না করিয়া যদি একান্তে শুদ্ধভক্তগণের নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে সেবোন্মুখের চিত্তভাণ্ডার অন্ধকার চিরতরে বিনষ্ট করিয়া ঐ অপ্রাকৃত আলোকরশ্মি উজ্জ্বল হইতে আরও উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, চিন্তা নাই। কোন দিনও উহা নিভিবে না।

অভিমান ত্যাগ করিয়া, দাম্ভিকতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রভুপ্রেষ্ঠের নিকট আজ নূতন করিয়া জানিয়া লইতে হইবে যে, কিসে প্রভুর মনোভীষ্টপূরণ হয়, প্রভুপাদ আমাদিগের নিকট কি প্রার্থনা করেন, তাঁহার মনোঽভীষ্ট কি ? শ্রবণে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া উদাসীন হইলে চলিবে না। প্রভুর মনের অভিপ্রায় প্রভুপ্রেষ্ঠের নিকট ভাল করিয়া শ্রবণ না করিলে আমাদিগের খামখেয়ালী সেবার ছলনা প্রভুপাদপদ্ম পর্যন্ত পৌঁছিবে না—আনুগত্য-বিহীন ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড প্রভু গ্রহণ করিবেন না ; বৃথায় দিনের পর দিন চলিয়া যাইবে, এমনি করিয়া বৃথা বহুজন্ম অতিবাহিত করিয়াছি, অনেক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। আর কেন ?

অনেক সময়ে আবার নিজের শতসহস্র কোটি শতসহস্র উদাসীন্যের বিষয় চিন্তা না করিয়া অতি সঙ্গোপনে মনে মনে প্রভুকেই দোষারোপ করিয়াছি, অভিমন্য শ্রীগুরুদেবের শুকদেব সন্নিহান হইয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিয়াছি। আজ সমস্ত বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে, রূপানুগানুগদের কথা নিজে প্রাণেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়া জগতে বিতরণ করিতে হইবে। প্রভু থাকিতে যাঁহারা সাধ্য দিতে পারেন নাই বলিয়া প্রাণে আজ ব্যথা অনুভব করিতেছেন, অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা আর বৃথা অশ্রু-মাত্র বর্ষণ না করিয়া আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে সকল উপায়ন লইয়া আসুন—'প্রাণ-অর্থ বুদ্ধি বাক্য' যাহার যাহা সম্বল আছে, সমর্পণ করুন, বিরহতপ্ত প্রাণ শীতল হইবে, শ্রীগুরুদেব অজস্র আশিস্ বর্ষণ করিবেন। আমাদের সেবা উৎসাহ দেখিয়া অলক্ষ্যে তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিবেন, চিন্তা কি ?

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও পরমগুরুদেব শ্রীগৌরকিশোরের অন্তর্দ্ধানের পর প্রভুপাদ মুহ্যমান হইয়া যান নাই, কীর্ত্তন ছাড়িয়া দেন নাই, শতসহস্র বিপৎপাত গ্রাহ্য করেন নাই, কোটী সিংহের বিরুদ্ধে একাকীই তিনি প্রভুমনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার অদম্য সেবোৎসাহ দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। সমাধিযোগে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে শ্রীগৌরকিশোর, ভক্তিবিনোদ, জগন্নাথ, শ্রীচৈতন্যদেব-শ্রীনিত্যানন্দাদি পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি সকলেই আছেন। এই যোগপীঠের প্রাঙ্গণ হইতে এক মহা-সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী অভিযান করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিয়া আসিতেছেন, তিনি একাকী নহেন। আজ আমরা প্রস্তুত কেন পাইয়াছি। সাক্ষাদ্ভাবে প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্যদেবকে পাইয়াছি, কত কত যোগ্যতম সতীর্থ ভ্রাতাগণকে অগ্রণী সেনানায়করূপে পাইয়াছি, প্রভুপাদ আছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গ সব আছেন, চিন্তা কি ? আসুন, জীবন হইতে জীবনতর সর্বস্বপ্রাণ সতীর্থাবলী আমরা গুরুকৃপায় মুহূর্ত্তে উত্তীর্ণ হইব। কিসের ভয় ? কিসের মোহ ? প্রাণনাথকে প্রাণ উপহার দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। প্রাণহীন অর্চন উৎসব বন্ধ হউক, ষোল আনা প্রাণ জাগিয়া উঠুক। তুচ্ছ একটা দেশের স্বাধীনতা কামনায় কত কত ব্যক্তি স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবহেলে হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জন দেয়, ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি ;—আর আমাদের এমন প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিব না ? সঙ্গোপনে সযত্নে স্ত্রীপুত্রের জন্যই কি তাহা অক্ষতভাবে ফিরাইয়া লইয়া যাইব ? দুই ফোঁটা কপট অশ্রুজল মাত্রই কি প্রভুর প্রাপ্য ? এই কি আমাদের প্রভুপ্রীতি ? আমাদের প্রভু কি এমনই একটা তুচ্ছ বস্তু যে তিনি দুইদিনের জন্য ছেলেখেলা করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত বৈকুণ্ঠের নাথ দীন হীন ভিখারীর বেশে আমাদের জন্য অকাতরে ঘুরিয়া গিয়াছেন, সে কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না, পাষাণের রেখার মত হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিতে হইবে। দুই ফোঁটা প্রাণহীন অশ্রু উপহার দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে চলিবে না। যতদিন না প্রভুর মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতে পারি, যতদিন না প্রভুর অশ্রু মুছাইতে পারি, যতদিন না ব্যথিত প্রভুর অভিমান সম্যগ্‌রূপ ভঙ্গ হয়, ততদিন আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে উদাসীন হইয়া তাঁহারি সুখের জন্য সতত ব্যস্ত থাকিতে হইবে। প্রয়োজন প্রমাণ বিসর্জ্জন ইচ্ছা করিয়াই বরণ করিতে হইবে ; মুখের হাসি মুছিয়া যাউক—চোখের নিদ্রা বন্ধ হইয়া যাউক। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াই আজ বিরহ উৎসব করিতে হইবে। আসুন, প্রভুবিরহকাতর পূজনীয় ভ্রাতৃগণ, ষোল আনা প্রাণ আর চব্বিশ ঘণ্টা সময় পরমারাধ্যতম সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে নিষ্কপটে অঞ্জলি দিয়া আমরা প্রভুর বিরহ-তিথি পালন করি। আর গৃহে ফিরিবার প্রয়োজন নাই, অনেক কাজ—রিটার্ণ টিকিট দূরে ফেলিয়া দিউন। আজ এই সমাধি-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন এই ষোল আনাই প্রভুপাদকে দিলাম—আজ হইতে ইহার একতিলও আর কাহাকে দিব না। ইহাই আমাদের বিরহতিথিপূজা হউক।

শ্রীল প্রভুপাদের

বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ; ২য় খণ্ড—১ ; ৩য়—৮০ ; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণভাবে যেন নিজ চিত্তবৃত্তির বল

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাব-পীঠ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজিত আছেন। প্রাচীন এই ব্রাহ্মণ-পুষ্করিণী পরিখাদির চিহ্ন আছে। রক্ষক- শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন ব. বড়বাজার ৪১১০ বাগবাজারে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিস্ট সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- শ্রেষ্ঠাশ্রমী শ্রীপাদ জগদীশচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিখিলকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদ্‌কৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীমধুকর ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক -শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়িয়ারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটির

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকাগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীযতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড(?), দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরামেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ,

৪৩নং ভরিপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীনরেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং লছমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডাল বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীভক্তগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক— পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবজার(?), পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমৃতি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমৃতি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনহুদা, পোঃ চিরহুদা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেবাপরা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীবৃন্দাবন ব্রজবাসী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

'২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৮'

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
রাঙা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
দাদরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম,কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

জাভা, টাইপ	১০৷৵০
সিপুর ১০০০ নং	১০৵০
ময়রা দানা	৯।০
চানপুর দানা	৮।০—৯৵০
চানপুর লাল	৭৷৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনি সোনার বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চান্দির বার	৫৩।০

পাটের দর

লাইটেন—	৪০৸০
মিডল—	৪০৸০
বটম—	৪১।০
বাজার বটম নম্বর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পঞ্জাবী ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
পাবুকাটের ঐ	৭৲—৬৵
গাইসলোড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজী	৭৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পাবাউ	১৪৵০—১৸০
	১৪৵০—১৪৵০

ঘৃতের দর

কলকাতা	৫৭৲
কাশীজা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫৩৲
গব্য	৪৫৲
পাতিয়াল	৩৬৸০

তার	৪৬
কাবুর্ণ	৩৬
বাকা গাঝরা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি ' কাদাই না বীম।	
মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ যে মাকা হালকা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা স্টেলট ওয়েষ্ট বীম সব সাইজ	৯৷৵
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৵০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৪৵০
২৪ গেজ—	১৩॥৵০
২৬ গেজ—	১৬৷৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৭৷৵৫—৬৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল	১০।০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৬।০—৭৲ হন্দ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, নবাবে	৮৸০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের জন্ত	৮৸০—১০।০

কুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲, নকল ২৩।০
উটকলের হাপর ৫৵০, পাটের হাপর ৬।০
জুলার হাপর ৪।০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের দোলার কাইন	৫৪৲
সিট্ন আখের ভাস্ক	৪০৲
কবাডি খুরশির কাইন	৪৩৲
বাবার্দ পাথা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গলি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
গোলমরিচ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
গুড়ি বড়িবদাম	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ বনফিল্ড ঘাট লেনপাতি, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও সাধুচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ভরণপোষণ খোরাক ও সেবাকার্য্যর জন্য মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—:০:—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ আর পৃথিবীর কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, রক্ত-আমাশা, সাদা এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)
৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাম্বয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই কাটিতে অভাব আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধক কি না। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিশ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত্র এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	৷৵০	৷০
ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চ	৬	৪৷০
সিকি কলম	১৫	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার: গৌড়ীয়মঠ, আপার মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন: জলাসপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ত্রিদণ্ডীপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই মাঘ, ১৩৪৪, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার [সংখ্যা ২৭৬]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

…ভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব সম্বন্ধে গান্ধীজী

…ন্ধীজী নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার … সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট প্রেরণ …রিয়াছেন :—
"…স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। ভগবানের … কংগ্রেস সভাপতির গুরু কর্ত্তব্য ভার … বহন করিবার শক্তি ভগবান তোমাকে দান করুন। … ভালবাসা গ্রহণ কর।—বাপু"

… উচ্চ-পরিষদে বৃটেনের প্রতি হুমকি

…ত ২৫শে জানুয়ারী টোকিও হইতে রয়টারের …বাদে প্রকাশ উচ্চ পরিষদে বিতর্কের …ময় …কোনোয়ে বলেন, "ব্রিটেন যদি … জাতিগুলিকে অপমান করে এবং প্রাচ্যে জাপানের পদমর্য্যাদার প্রতি … সম্মান প্রদর্শন না করে, তবে … পক্ষে চীনে ব্রিটেনের অধিকার ও স্বার্থের রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব না।"
…তর্কের উত্তরে পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ … বলেন যে, চীনে যে সকল দ্রব্য আমদানী করা হইতেছে, তাহার … বাধা হইতে আসিতেছে। … মনে করেন যে, … শক্তিবর্গ ইচ্ছামত … রপ্তানি বন্ধ করিতে পারেন। … তিনি সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গের দৃষ্টি … করিতে চাহেন।

…ল্লীতে ব্যাপক খানাতল্লাস

…আইনী অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে পুলিশ …জন অফিসার দিল্লীর বহু বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী রতন সিং আজাদের গৃহেও তল্লাসী করা হয়।

ঐ দিন মিসেস্ আসফ আলির সভানেত্রীত্বে মহিলা কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সভা হয়। সভায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিয়া এবং অনশন বন্দীদিগকে অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ চুক্তি সম্পর্কে সভা

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ চুক্তির প্রতিবাদকল্পে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এলবার্টহলে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ চুক্তিকে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করিয়া, উক্ত প্রস্তাবিত চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং কংগ্রেস যদি ঐরূপ কোন চুক্তি সমর্থন করে তবে উহা গ্রহণ না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিভিন্ন বক্তা ঐরূপ চুক্তিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

মাতা কর্ত্তৃক পুত্রকন্যা নিহত

[illegible] জেলার লেটপাদন হইতে আড়াই মাইল দূরে একটী গ্রামে জনৈকা স্ত্রীলোক ভীষণ দারিদ্র্যের জন্য তাঁহার চারিটী পুত্রকন্যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

একজন ভারতীয় গোপালকের ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক বন্দী স্ত্রী চারিটী পুত্রকন্যাসহ একটী কুটিরে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে বাস করিত। তাহার দুইটী মেয়ে, একজনের বয়স নয় বৎসর ও অপরটীর বয়স সাত বৎসর এবং দুইটী শিশুপুত্রের একটীর বয়স তিন বৎসর ও অপরটীর বয়স নয় মাস। উক্ত স্ত্রীলোকটী তাহার ছেলেমেয়েদের লইয়া বাড়ী হইতে একদিন নীরবে বাহির হইয়া যায়। তাহাকে ফিরিতে না দেখিয়া গ্রামবাসীরা তাহাকে খুঁজিতে থাকে এবং অবশেষে একটী কূপের মধ্যে পাঁচটী মৃতদেহ দেখিতে পায়। মৃতদেহগুলির অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, স্ত্রীলোকটী প্রথমে তাহার তিনটী পুত্র-কন্যাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরে নয় মাসের শিশুটি লইয়া নিজে উহার মধ্যে লাফাইয়া পড়ে।

দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্য

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। বিল পাশ হওয়ার সময় কেহ ভোট গণনার দাবী করেন নাই। এই বিলে বলা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির সময়ে ব্যয়ের জন্য ১২ লক্ষ টাকার একটি তহবিল করিবেন।

"নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে এই বাবদ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ৩,৩৯০০০ টাকা পাইবেন। এই টাকা দ্বারা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট তহবিল আরম্ভ করিবেন। তারপর তহবিলের পরিমাণ মোট ১২ লক্ষ টাকা না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই তহবিলে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ টাকা করিয়া দিবেন।"

বন্দী-বিনিময়

ব্রিটিশ কূটনীতিকগণ গত কয়েক মাস ধরিয়া হেণ্ডাই এবং সালামাঙ্কাতে কথাবার্ত্তা চালাইবার পর অবশেষে গবর্ণমেণ্ট ও বিদ্রোহীদের মধ্যে ৪১ জন বন্দীর বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৪১জন বাস্ক বন্দীকে বিদ্রোহীরা মুক্তি দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টকেও ৪১জন বিদ্রোহী বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে। বাস্ক বন্দীর অধিকাংশই … হইয়াছিল। বর্ণানুক্রমিকভাবে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, ইহার পর আরও অধিক সংখ্যক বন্দী-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইবে।

বিমান আক্রমণের ফলে বহুলোক হতাহত

বার্সিলোনার এক সংবাদে প্রকাশ এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ১২খানি বিমানপোত হইতে একযোগে সহরের উপর বোমা ছোড়া হয়। আক্রমণ এত আকস্মিক হইয়াছিল যে, অধিবাসীরা ভূগর্ভস্থ ঘরে ঢুকিবার সময়ও পায় নাই। দেড়শত জন নিহত এবং তিন শতেরও অধিক আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

চীনা বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

সাংহাই হইতে জাপ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হাংচাও অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী চীনা সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিতেছে। পশ্চাদপসরণের পূর্ব্বে তাহারা দুইটি জাহাজ ডুবাইয়া হাংচাওয়ের বন্দর জাহাজের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দিয়া যায়।

হাঙ্কিয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, বাসিন্দারা … ও … নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে ব্রাডফোর্ডকে একটী বিরাট ডক-ইয়ার্ড নির্ম্মাণের সম্মত করিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, -সম্বন্ধ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্ধ খণ্ড) ৬৲
অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড —৮০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড— ৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। মহাজনগীতার বাণিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় সাধনা ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুর্ল্লভসারকা গণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৮০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৮০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অভ্রবন্দন ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গোবিন্দভাষ্যম্
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আয়তত্ত্ব ও নক্ষত্র ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইথোটিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আনন্দাদ্বৈত থিওরি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—একমাত্র শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —ভিজিগাপট্টম একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। তেলেগু ভাষায় শ্রীসংঘমঠ হইতে প্রকাশিত ভিক্ষা সডাক ২০।

৪। পরমার্থী —উৎকল প্রদেশ হইতে সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই বই পাঠে যুগপৎ মহাভাগবত
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-সর্ব্বের প্রবন্ধগুচ্ছ রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ	১৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ১৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৮ শনিবার	২৫৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

::)•(:: ——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ১৮।১।৩৮ তাং শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে মঙ্গলারাত্রিকাদি সমাপনান্তে শ্রীউপাস্তচরণ ব্রহ্মচারী গুরুবন্দনা, 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'পঞ্চতত্ত্ব' এবং 'বিজ্ঞাবলী দেশ' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ, তাঁহার আরাধনা-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। ভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র-প্রভু মৃদঙ্গ বাদন করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীউপাস্তচরণ ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে 'শ্রীচৈতন্য-দেশাবন গোরা' মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র-কীর্ত্তনযোগে শ্রীমঠ পরিক্রমা করেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ 'বনোদবিহারী' [illegible] প্রভু সমবেত বহু সজ্জনবৃন্দের সহিত প্রাতঃ ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রাবণ এবং অন্যান্য,যথা নকজ্যুক্ত দিবসে [illegible] গুরুবর্গকরণে বাধা হেতু সমিধগণ [illegible] ভজন-বাজনে অতিবাহিত করা উচিত, এই প্রসঙ্গের বিচার এবং প্রসঙ্গক্রমে অর্চ্চনকারীর কনিষ্ঠ অধিকারের কারণ, নব প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন বাদ দিয়া অর্চ্চন অসম্ভব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। মধ্যাহ্ন ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিনোদ প্রভু ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ভক্তিবন্ধু প্রভু, ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করেন।

অতঃপর রাত্রি ৭টা হইতে ৯॥ পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিকাদি সমাপনান্তে শ্রীবিগ্রহগণ সমক্ষে কীর্ত্তন ভক্ত শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃদঙ্গবাদন এবং শ্রীযুত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহোদয় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন।

—— –

পাবনায় প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক [illegible] মহারাজ সত্যাজিৎপুরের [illegible] সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া সম্প্রতি পাবনা জেলান্তর্গত বেরা নামক স্থানে প্রচার্থ উপস্থিত হন। স্বামীজী আরও কতিপয় দিবস তথায় অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থানে পাঠ-বক্তৃতাদির দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন।

বেরিলীতে প্রচার

গত ১০ই জানুয়ারী বেরিলী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজারাম বাবুর ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়, শ্রীগুরু-পরম্পরা ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা সম্বন্ধে প্রায় ২½ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণের শত ভগবানের [illegible], অশোক্ষজ স্ব অবতরণ ও লীলাদি যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু এবং কেবলমাত্র সেই বস্তুর কৃপাতেই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

আনন্দসোপাদি মার্গে বিচরণকারিগণ যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে নিজ-দিগকে জীবন্মুক্ত অভিমান করিয়াও স্বরূপ ভগবানের নিজজনের পাদপদ্মে অনাদর করায় তাঁহাদের অধঃপতন হয়। [illegible] ও শ্রবণ ও সেবাধারার [illegible] কাল [illegible] [illegible] বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য [illegible] যাইতে হইবে। যখন [illegible] সর্ব্বেরূপ জীবের মঙ্গলের জন্য [illegible] অবতীর্ণ হন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ [illegible] মহাশয় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের দান

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

যে দিন জগতের প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে ঘরে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের কথা সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হইবে সেই দিন হইতে সমগ্র জগতের মঙ্গল আরম্ভ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন অপেক্ষা তাঁহার ভক্তের গুণকীর্ত্তনে জীবের অধিক মঙ্গল হয়। অতএব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রাকৃত অনন্ত গুণাবলী নিরন্তর [illegible] করিয়া কীর্ত্তিত হইলে তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া জীবগণের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া [illegible] বিশ্ববাসী তাঁহার কীর্ত্তন [illegible] [illegible] সকল [illegible] হইবে। ইহা ব্যতীত জগজ্জনের অন্য উপায় নাই। আজ তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] তাঁহারা কৃপা করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]।

[illegible] কথা সেরেছি। হইয়া অনন্তকাল অনুসন্ধান করিয়া সেই [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া তাঁহার [illegible] দানের এক কণা লাভ করিতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই। আমি [illegible] মগ্ন হইয়া [illegible] [illegible] একটা মাত্রও [illegible] স্মরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার নিজজনগণ আমাকে অমায়ায় কৃপা ও [illegible] করুন, যেন নিষ্কপটে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার আনুগত্যময় [illegible] [illegible] শ্রীপাদপদ্ম-সেবাধিকার লাভ করিতে পারি। আর তাঁহার অনুগত ভক্তগণের কৃপাতেই তাঁহার মনোমত অপ্রকট [illegible]-পূজার মধ্য হউক। শ্রীশ্রীল [illegible] ও তদনুগ [illegible] ভক্তগণ [illegible] সেবাভিলাষীর প্রতি নিজগুণে কৃপা করিয়া প্রসন্ন হউন, এই সকাতর প্রার্থনা।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

"বৈষ্ণবেরাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্বনিম্ন সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিস। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যার আছে, তার সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মাঘ, বুধবার, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীধরস্বামী

শ্রীধরস্বামী টীকাকার বলিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার [illegible] হয় না। শ্রীধর কোন্ গ্রন্থের টীকাকার এই প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে, তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সুবোধিনী টীকাকার, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা টীকাকার এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণের আত্মপ্রকাশ টীকাকার। গীতা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ এই তিনখানির [illegible]। গীতাশাস্ত্রের অর্থকল্পনায় অনেকে চারিজন হইয়াছেন কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত টীকা বা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ লইয়া অন্য সম্প্রদায় টানাটানি করেন নাই।

শ্রীধর ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণ অনেকেই ত্রিদণ্ডী। শ্রীমধ্বমুনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়াও একদণ্ডী। তাঁহারাই অষ্টাদশ অধস্তন পর্য্যন্ত দিয়া গৌড়ীয়গণের সেব্য শ্রীঈশ্বরপুরীও একদণ্ডি-সন্ন্যাসী, কিন্তু গৌরসুন্দরের অনুগত পরিকর সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। শ্রীগৌরসুন্দরের কতিপয় [illegible] একদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু [illegible] সকলেই বৈদিক ত্রিদণ্ডের অনুবর্ত্তী। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে নানা স্থলে ত্রিদণ্ডের কথাই উল্লিখিত আছে।

কিন্তু কেহ কেহ শ্রীমৎ বল্লভ শ্রীধর স্বামি-পাদকে অদ্বৈতবাদের পরিপোষক বলিয়া স্থির করায় শ্রীগৌরসুন্দর তাহা অনুমোদন করেন নাই। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান এবং প্রাচীন টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে কেবল অদ্বৈতবাদী বলা সমীচীন নহে এ কথা শ্রীগৌরহরি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। যেকালে শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী টীকা রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইয়া অনুমোদন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] দিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাহাঁ যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি' —কহে স্বামী না মানে
যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।
প্রভু কহে,—"তুমি পণ্ডিত, মহা ভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব-পর্বত॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি' নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান,—এত গর্ব ধর॥
শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি॥
শ্রীধর-উপরে গর্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥

শ্রীমহাপ্রভু যে শ্রীধর স্বামীকে অনুমোদন করিয়াছেন সেই টীকাকারই পরবর্ত্তী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মানের পাত্র। শ্রীজীবপাদ শ্রীমদ্ভাগবতটীকা ক্রমসন্দর্ভ প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামীর যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই :—

শ্রীভাগবতনিগূঢ়ার্থা টীকাদৃষ্টবতাপি যৈঃ।
শ্রীধরস্বামিপাদানাং তান্ বন্দে
ভক্ত্যেকরক্ষকান্॥
স্বামিপাদৈর্ন যদ্ব্যক্তং যদ্ব্যক্তং চাস্ফুটং
ক্বচিৎ।
তত্র তত্র চ বিজ্ঞেয়ঃ ক্রমসন্দর্ভঃ
ক্রমনামকঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদও টীকাপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

'টীকাং স্বামিকৃপালিখিতোক্ত বিশেষে
সারার্থদর্শিনীম্।'

শ্রীধরস্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া ভাগবত পাঠ করিতে শ্রীমহাপ্রভু নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামী এবং শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় শ্রীধরের আনুগত্যেই শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ানুকূল টীকাদি রচনা করেন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে ভক্তি-পথের একমাত্র রক্ষক বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

টীকাকার শ্রীধরস্বামী ব্রজবিহার প্রভৃতি কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার রচিত কয়েকটী শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের পদ্যাবলীতেও সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীধরের স্বকীয় [illegible] টীকায় শ্রীনামের মহিমা বর্ণনেও তাঁহার নির্মলা শুদ্ধা ভক্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অদ্বৈত-পর্ব শঙ্কর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট ছিলেন বলিয়া শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামী দীপিকাদীপন প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর-স্বামী প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত এ বিষয়ে নানাপ্রকার মত উপস্থাপিত হইয়াছে। কেহ বলেন, তিনি বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য এবং ত্রিদণ্ডী যতি। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর যে কতিপয় শ্লোক তাঁহার ভাগবত টীকার মধ্যেই ১।১।৬, ৩।১২।২ উভয় স্থানেই উল্লিখিত দেখা যায় এবং তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার গুরু-দেবের নাম শ্রীপরমানন্দ যতি, এই সম্বন্ধে রচিত কয়েকটী পদ্য পদ্যাবলীতে স্থান পাইয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীধর শ্রীনামকৌমুদী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীনামকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ-বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন।

বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীধর যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাশয় কেবলাদ্বৈত সিদ্ধান্ত বিচারসাম্য দর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন দৃষ্টি করিলে শ্রীধরকে কেবলমায়াবাদী মনে করিতেন না। শ্রীধর শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতা সুতরাং ভক্তগণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে মায়াবাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে গেলে অপরাধ হয়, ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছিলেন। তিনি একদণ্ডী সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী নহেন বলিয়াই অপর মাধ্বভাবাপন্ন-গণ তাঁহার আদর করেন নাই। শ্রীধরকে শ্রীবিষ্ণুসম্প্রদায়ের আচার্য্য জানিতে পারিলে শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাশয় কখনই তাঁহার মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেন না। ইদানীন্তন কেহ কেহ এই মহাত্মাকে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অভিনব আচার্য্য বলিয়াই স্বীকার করেন।

শ্রীধরস্বামী শ্রীপরমানন্দ নামক যতির শিষ্য এবং তাঁহার মন্ত্রানুবর্ত্তী। মায়াবাদিগণ গুরুপরম্পরার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা অদ্বৈতবাদী এবং অধোক্ষজ সেবার বিরোধী; শ্রীধরস্বামী সেরূপ নহেন। তিনি অধোক্ষজবাদী এবং আত্মার গুরুপারম্পর্য্যের পক্ষপাতী; সুতরাং বৈষ্ণব। শ্রীধর ভাবার্থদীপিকা শেষে লিখিয়াছেন, তিনি শ্রীগুরুদেব পরমানন্দ স্বামীর মতানুবর্ত্তী হইয়াই টীকা রচনা করিয়াছেন, নিজের পাণ্ডিত্য প্রচারোদ্দেশ্যে প্রমত্ত হন নাই। মায়াবাদিগণের গুরুবাক্য এই প্রকার হইতে পারে না।

পরমানন্দপাদাব্জরজঃশ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরঃ পরমানন্দপূর্ণৈঃ সদ্গুরুঃ স্বয়ম্।
বিবুধৈঃ উন্মেষেণ ন তু স্বমতি বৈভবাৎ

শ্রীগীতার সুবোধিনী টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন :—

পরমানন্দপাদাব্জরজঃশ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী॥

শ্রীগোপাল-ভট্টপরিবার শ্রীগোপীনাথের সেবাপ্রাপ্ত শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামী দীপিকাদীপনের প্রারম্ভে শ্রীধরের ঐতিহ্য বিষয়ে এরূপ লিখিয়াছেন :—

শ্রীধরঃ [illegible] দিশো বিজিত্য গৃহমাগচ্ছন্ মার্গে নৃসিংহ পাঠচ্ছাত্রান্ দদর্শ। দৃষ্ট্বা চ [illegible] রাজঃ [illegible] নির্মাল্য রক্তার্থং আহ্বান্। তৎক্ষণমেব ধর্ম্মাধিকারঃ শ্রীধরঃ পাঠচ্ছাত্রাণামিমুখে বহুমন্যমানঃ। শ্রীতাপত্তে শ্রীধরস্য পাদয়োঃ পতিত্বা নিবেদিতবান্ বিপ্র, [illegible] বাদেনেতি বিধাতি পাহি পাহি ইতি। ততঃ শ্রীধরো মনসি দুঃখিতঃ পরামর্শং [illegible] সংপ্রবৃত্তঃ প্রাপ্য চকারেতি। ততো নির্বিদ্য সর্বং ত্যক্ত্বা কাশ্যামেত্য দণ্ডং গৃহীত্বা পরমানন্দস্বামিনঃ সকাশাৎ নৃসিংহমন্ত্রং [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতস্য [illegible] নির্মায় ক্বকোপাসনাং [illegible] শ্রীভাগবতে তু সর্বত্র [illegible] বর্ণনং তু শঙ্করসম্প্রদায়াবিরোধাদেব [illegible] নারায়ণাদিসম্প্রদায়ানুকূলেন।

শ্রীধরস্বামী মহাভাগবত। তিনি আমাদের সকলেরই উপাস্য। আমরা যেন কোনদিন শ্রীধরস্বামীর চরণে অপরাধ না করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জনগণ সকলেই শ্রীধরানুগত্য স্বীকার করিয়াছেন ও করেন। যাঁহারা নিত্যমঙ্গল লাভে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন কেহ শ্রীধরস্বামীর আনুগত্য পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতালোচনায় ধৃষ্টতা না করেন, ইহাই নিবেদন।

ল প্রভুপাদের দান

(শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস)

শ্রীরূপানুগ, গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য, গৌড়ীয়গণের প্রাণসর্ব্বস্বনিধি, জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আজ এক বৎসর হইল প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তদীয় নিজজনগণের সাক্ষাতে তদীয় মহাবদান্যতাময়ী লীলার কথা বিরহ-ব্যথিতচিত্তে তদীয় প্রকটতিথিতে আলোচনাই আমাদের জীবাতু হউক।

তিনি যে দান প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্যের এককণ তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে জানিতে পারা যায়। "দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেশ গ্রহণ করে, তা' হ'লে সম্পত্তি তার যতটুকু, ততটুকু দিতেই সে অপরকে দান করিতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্যসম্পত্তি সাক্ষাৎ নারায়ণ। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে বিলিয়ে দেন, তা' হ'লেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন। স্বয়ং ভগবান যাঁ'র সম্পত্তি, তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবাতৎপর। তাঁ'র অতুলনীয় পারলৌকির সহিত অন্য বস্তুর তুলনা হয় না।"

(বক্তৃতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৯শে পৌষ ১৩৩৩)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু দান করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন নাই। তাঁহার দান অসমোর্দ্ধ—অধোক্ষজ—অপ্রাকৃত। অতএব নিখিল চৈতন্যদানই সেই দানের বৈশিষ্ট্য। এ দান নিত্য অধোক্ষজ। ইহার অপর নাম কৃষ্ণ বিতরণ।

অধোক্ষজ বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যে কোন ভেদ নাই। সে নাম কথা কহিতে পারে। সে নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। সে নাম পরিকরের সহিত আবির্ভূত হ'য়ে বিশ্বে বৈকুণ্ঠের আবাহন করতে পারে। সে নামের গুণ অনন্ত।

শ্রীল প্রভুপাদও সেই অধোক্ষজ বস্তু। তিনি ও তাঁহার নাম একই বস্তু। তাঁহার রূপ, লীলা সবই সেই অর্থপ্রকাশক বাণীর মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুদেব পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সেই আশ্রয়বিগ্রহকে লইয়াই কৃষ্ণের যত কিছু লীলা, যত কিছু আনন্দ, কৃষ্ণের যা' কিছু সব। তিনিই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ ইন্ধন যোগানদার। তিনিই কৃষ্ণের মনোহভীষ্ট পরিপূরণকারী। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত চেতনকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধস্বরূপ করত কৃষ্ণের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করতে পারেন। তিনি বিশ্বের সকল বিশুদ্ধ চেতনকে কৃষ্ণের সহিত মহামিলন করাইবার পুরোহিত। তাঁহার বাণীর শ্রোতা হইতে পারিলেই জীবের হৃদয়ে আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ আবদ্ধ হন। ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষাদির হেয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক আম্নায়ের প্রারম্ভে অধোক্ষজের সিদ্ধান্ত-শিক্ষাই তাঁহার প্রাথমিক কৃপারই নিদর্শন।

বিষ্ণুস্বামী ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অধোক্ষজ দান অপেক্ষা শ্রীস্বরূপরূপানুগ ভক্তিবিনোদধারার আগত অপ্রাকৃত সর্ব্বোত্তম দানের বৈশিষ্ট্যই শ্রীল প্রভুপাদের দানের বস্তু।

জড়ভোগরত এই প্রাকৃত বিশ্বের ভাগ্যোদয় হইবা শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট বিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল গৌরসুন্দরের অনর্পিতচর অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব দান, যাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু স্তবাবলীতে, ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতে, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গীতাবলী ও গীতমালা প্রভৃতিতে গাহিয়াছেন, সেই দানের বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক তুলনা ও শ্রেষ্ঠতারা প্রদর্শন করিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে বিতরণ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিচার সম্প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। ইহাই বক্তা-মুখে শ্রীরূপানুগভক্তির শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার বৈশিষ্ট্য।

জড়বিজ্ঞানপ্লাবিত বিশ্বে কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানপ্রদানে মহা বৈজ্ঞানিকরূপে শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণের যৌক্তিকতা ক্রোড়ীকৃত করতঃ অপূর্ব্বভাবে জগতের সকল বস্তুকে ভগবৎসেবায় লাগাইয়াছেন, ইহা এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার।

ভোগ—কর্ম্ম বা বুভুক্ষা, ত্যাগ—মুমুক্ষা বা মায়াবাদ, অষ্টাঙ্গাদি যোগ বা সিদ্ধিবাঞ্ছার ফল আত্মবঞ্চনা বা কৈতব, তাহা শ্রীল প্রভুপাদেরই আচারে ও প্রচারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত নিরস্ত ও খণ্ডিত হইয়াছে।

প্রাচীন সাত্বত আচার্য্যগণ সকলেই বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা খণ্ডন করিলেও কিরূপভাবে ভক্তিমার্গেরও অন্তরালে, সেবানুষ্ঠানের বিভিন্ন আচারের মধ্যে, কীর্ত্তন ও ভজনের মধ্যে বহুরূপিণী মায়াবী বুভুক্ষা, মুমুক্ষা ও সিদ্ধিবাঞ্ছা প্রবেশ করে তাহা শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকারীর প্রতি অশেষ করুণার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আর কোথাও নাই। ভক্তিবিরোধী প্রাকৃতসহজিয়া ও অপসম্প্রদায়গণ কিরূপভাবে যে সুকোমল কোমলশ্রদ্ধগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ উচ্চকণ্ঠে আচার্য্যকেশরীরূপে সিংহগর্জ্জনে জানাইয়া তাহাদের দুঃসঙ্গের বিনাশ পূর্ব্বক জগতের অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে অসংখ্য কৃপার কথা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু একমাত্র ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। জীবের উহাতে ভোগের বা ত্যাগের অধিকার নাই, উহা ভোগ বা ত্যাগ করিলে বন্ধন হইবে, বিশ্বের একমাত্র ভোক্তা ব্রজেন্দ্রনন্দন, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে আত্মনিবেদন করিয়া আশ্রয়সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সেবায় সমস্ত দ্রব্য নিয়োগ জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, এই স্বরূপের ধর্ম্মই অভিধেয় ভক্তি, ইহা শ্রীল প্রভুপাদই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ দ্বারাই এই অভিধেয় যাজন হয়। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য বিশ্লেষণ করিয়া যুক্তবৈরাগ্যে নিযুক্ত করিবার অপূর্ব্ব কৌশল শ্রীল প্রভুপাদই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয়কারী আচার্য্য। পাঞ্চরাত্রিকপথে শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও অর্চ্চন বিষয়ক যাবতীয় বৈভব বিস্তার আর ভাগবতপথে শ্রীহরিনামেরই রূপ-গুণ-পরিকর লীলাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ দ্বারা নিরন্তর ভজনের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয় করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনরূপ কনিষ্ঠাধিকারীর কার্য্যের সংরক্ষণের জন্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিতে বলেন নাই। বহু লোক মিলিয়া সমবেত কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে হইবে এইরূপই পাঞ্চরাত্রিক ব্যাপারে উদ্যোগ থাকিবে তাহার মঙ্গলার্থ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন যেখানে নাই তাহা প্রাণহীন, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আচারে ও প্রচারে জানাইয়াছেন। কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন; আশ্রয়বিগ্রহের সেবা বা আনুগত্যই পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশদভাবে জানাইয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিচার ও সিদ্ধান্তকে শ্রীল প্রভুপাদ বিশদভাবে সম্প্রস্ফুটিত করিয়া আত্মমঙ্গলোপযোগী করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন।

জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধিমূলক। যত প্রকার দেহমনোধর্ম্মোত্থ মতবাদসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার কোথায় কি ভাবে কৈতব নিহিত রহিয়াছে তাহা দ্বারা জীবের চরমমঙ্গল পথে যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করে তাহা শ্রীল প্রভুপাদ সুবৈজ্ঞানিক সদ্‌যুক্তিতে সহজে প্রদর্শন করিয়া উক্ত মতবাদ-নরককবলের কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রকার করুণার কথা আর কোথাও পাওয়া যায় না। ভক্তি, প্রেম, সেবা, সত্যতা ও উদারতার নামে যে কৈতবের ভাবতরঙ্গ জগৎকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অকৈতব ভাগবতধর্ম্মের প্রচারে জগৎকে যে কত বড় কৃপা করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত।

অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় বিচারই একমাত্র আস্তিক্যবুদ্ধি; তদ্দ্বারা অক্ষজ বিচারের গতি ও প্রয়োগবিধি নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। দৈববর্ণাশ্রম ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ সংরক্ষণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ জগতের অধোক্ষজ-সেবার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। গৃহমেধিত্ব নিবারণপূর্ব্বক গৃহস্থকে বিষ্ণুপূজার যোগ্যতা প্রদানই একমাত্র বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য। শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের পূজার যোগ্যতা লাভই বর্ণাশ্রম-বিধির চমৎকারিতা, একথা একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদই জানাইয়াছেন।

"ভক্তি যে কাপুরুষ, নপুংসক বা অবলার ধর্ম্ম নহে, অলসের আলস্যের অভিব্যক্তি নহে, মানবকল্পনার পরিণতি একদেশে মতবাদ নহে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূর্খতা ও ভাবপ্রবণতা নহে, ভীতিবাদসমালোচিত মনোভাব নহে, জগতের বাস্তব সমস্যার সমাধানে অসমর্থ আধ্যাত্মিকতা বা দার্শনিক চিন্তামাত্র নহে, অথবা রহস্যময় প্রহেলিকা নহে, পরন্তু যাবতীয় প্রাণিজগতের সর্ব্ববিধ সমস্যার বাস্তব সমাধানকারী, চেতনের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, ভুবনমঙ্গল বিধানের একমাত্র মৌলিক খনি, প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের একমাত্র যোগসূত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অপূর্ব্ব সমন্বয়বিধানকারী, একথা শ্রীল প্রভুপাদই জানাইয়াছেন।" (গৌড়ীয় সাময়িক সংখ্যা)

ভগবৎপুরুষগণ অপ্রকট ও প্রকটলীলাতে এমন লীলা বিস্তার করিয়া আছেন যদ্দ্বারা জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের প্রতি ভগবৎপার্ষদগণের কৃপার সীমা নাই। তাঁহারা তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া জগতে আবির্ভূত হন এবং স্বেচ্ছায় অপ্রকটিত হন। তাঁহাদের সঙ্গ কথা স্মরণ করতঃ দয়ানিধি কঠোর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া কোমল হইয়া তাঁহার কৃপার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাঁহার অপ্রকটলীলায় মুক্তজীবগণের বিপ্রলম্ভভাবে উদ্দীপ্ত এবং সাধকগণের তাঁহার গুণগান-স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণ-ভজনপথে আগ্রহ করে।

(অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল   মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

[illegible]

১ শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। [illegible] শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রী [illegible] আছে। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রী [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের নিয়মিত আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিলাস।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীমৎ [illegible] নদীর নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাঁসাখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সদেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রহমতাবাদ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর অধিকারী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ডিয়া, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবংশীধরী প্রসাদ বি এল।

(৩১) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৯৩নং কাশীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

[illegible] শ্রীপাদপদ্ম [illegible] সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভাক্তশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সী-কুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাস [illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতিক্রম ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাদ্র (হাওড়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডাঙ্গা, পোঃ চিৎপুর, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীনয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

১৮শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
ঢাকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
রামশাল নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোয়েল কোদালি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ বাদাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাটন, টাইপ	১০৷/০
নরিপুর ১০০০ নং	১০/০
কাশীপুর সাদা	৯৲
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶
কানপুর লাল	৭৷/০—৮

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার্	৩৫৷-
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩৷০

পাটের দর

আরকে—	৪০৸০
নিউজন—	৪০৸০
উত্তম—	৪১৷০
বাজার দরের সার—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

সেটেল ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
ক্লাশকারণ ঐ	৬৲—৬৶০
হার্ডকোর্ট ঐ	৫৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৶০
পাগড়ি	১২৶০—১৩৸০
ভুষি	১২৶০—১২৷৶০

ঘৃতের দর

আগরা	৫৭৲
হাথরাস	৫৭৲
কুমড়েশরী	৫০৲
পাঞ্জাব	৪৫৲
গাজিয়াবাদ	৬৩৷০

জায়	৭০৲
কাবুলে	৩০৲
রাজা মালদা	৭১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ বটম ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও ধাতু দ্রব্যাদি

টাটার তৈয়ারী—	মণ প্রতি দর
সোজাই কাট ১ ইঞ্চি বা বার	
বাকা	৮৸০—৯১০
ঐ বে-টাকা চ্যাপ্টা রড	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা চ্যানেল ব্যাপ্ত নীর সর সোজা ৯৷/	
ঐ হাল্যাণ্ড কোড (বার)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আরন)	৮৸০—৯৲
একেল আয়রন (কোনা)	৮৷০—৯৸/০
টাটা প্যাঃ করগেট সীট।	
২৪ গেজ—	৯৬৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৩৶০
২৪ গেজ—	১৪৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	১৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
স্লেট কাটিং বা হিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৬৷০—৭৲ হণ্ড
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৮৸০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৮৸০—১০৷০

মুঃ ইস্পাত আমদ ২৫৲ নরম ২৩৷০

চটকলের হাতল ৫৶০, পাটের হাতল ৩৷০

তুলার হাতল ৪৷০

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোনার কাইব	৫৯৲
সিট্ ও আদেন কড়ক	৬০৲
ক্যাবিটি ধুতুমিয় কাইব	৪০৲
চাপার্ন আখা	৫৩৲
ঐ কাইব	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

লবঙ্গ সাদা	৮৷০
সুপারী বেলী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
ভুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড কোম্পানি

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] আদর্শ চরিত্র। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] শ্রেণী পর্যন্ত ২৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী [illegible] টাকা মাত্র। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন [illegible]।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—::০::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাজারের ত্রায় ঔষধ আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বাত-বাতপিড়া, সান্নিপাতিক এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" একমাত্র। উহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই [illegible] অত্যাধিক আবশ্যক। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট [illegible] ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসঙ্গ বর্ণনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ত্রিংশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রাণীবাজার, কটক; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার, কলিকাতা

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীপাদমর্দ্ধগণক
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
ও বিশ্বনাথ
পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রবর্ত্তিত

দৈনিক

REG NO C 1844

ও বিশ্বনাথ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আচার্য্যবর্য্য
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-প্রচার সম্পাদনের একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই মাঘ, ১৩৪৪, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৮, সোমবার [সংখ্যা ২১১]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯।২।৩৮

(১)

৯৯৪ বাংলাদি ৩১ দাবী ১১৬/০

ডিঃ চারুশীলা দেবী দিং

দেঃ মনো বেওয়া দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ৪৮৭৬নং খং ও অধীন ৪৮৮২-৪৮৮৫ খঃ ৮-৭৮ দাগের জমির ৪।৩ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১০৪০ বাংলাদি ৩১ দাবী ৫৫৮/৩

ডিঃ কালীতারা পাল চৌধুরী

দেঃ প্রতাপ মুচি সাং কাশীবাস পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগরের অধীন চাঁদসড়ক মৌজে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ডিঃ নং ৮০,৮২নং খং ৭৮৩ বিঘার জমির ১০।৴১৫ জমা, দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৭৮নং খং ২৫ দাগের জমির ।৵৩ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৭৫নং খং -৮৪ দাগের জমির ।/৬ = জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৭৭নং খং ১৭ দাগের জমির ।/৬ = জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৲

(৩)

১২২০ বাংলাদি ৩১ দাবী ৪৮৸/০

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী দিং

দেঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে কৃষ্ণনগর অধীন ডিঃ নং ২নং খং ৫-০৫ দাগের জমির ১০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১২৩৪ বাংলাদি ৩১ দাবী ১৫৩৸/৯

ডিঃ অমর কেশর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ উপেন্দ্র নাথ চাকদার দিং সাং নবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর অধীন মৌজে কৃষ্ণনগর ডিঃ নং ৪৭নং খং ২৪।৩।/০ জমির ৸০ বার আনার অংশ দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

১২৯৬ বাংলাদি ৩১ দাবী ১৪/০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ সাধু মুচী দিং সাং রাধানগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজে সাতাপুর ডিঃ নং ১১৪নং খং ১৯ দাগের জমির ৩৮১০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭৲

(৬)

১৩২৭ বাংলাদি ৩১ দাবী ২৫৪।/০

ডিঃ রাধিকা সুন্দরী দাসী দিং

দেঃ আবদুল জব্বার বিশ্বাস দিং সাং বাহাদুরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নগেন্দ্র গ্রামে ডিঃ নং ৭১১নং খং অধীন ৭১২ নং খং ১ একর ৯১ দাগের জমির ।/৩৸০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৮১নং খং ৪-৫৯ দাগের জমির ১০৲ টাকা জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১৩০৫ বাংলাদি ৩১ দাবী ৩৭৮৯৸/৯

ডিঃ উমাচরণ দাসী

দেঃ নন্দমোহন মজুমদার দিং সাং বেতাই পোঃ নলহাটী (বীরভূম)

থানা তেহট্ট সামিল মৌজে বেতাই জিৎপুর ডিঃ নং ৯৪৬নং খং বার্ষিক মোট খাজানা ১৪৪৩৲ টাকার চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব তালুক দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(৮)

১৪১২ বাংলাদি ৩১ দাবী ৭৫৪৶/৬

ডিঃ যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেঃ দুর্গাবিহারী মণ্ডল দিং সাং জয়রামপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে জয়রামপুর ডিঃ নং ৯২৫নং খং ১১-২৭নং জমির ৩০৶৫ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০

(৯)

১৪২৩ বাংলাদি ৩১ দাবী ২৯৸৬

ডিঃ যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেঃ নলিন চাকলাদার দিং সাং জয়রামপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে জয়রামপুর ডিঃ নং ৩২৭নং খং ৩৫৮নং জমির ১৭৸/১৮ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১০)

১৪৯৯ বাংলাদি ৩১ দাবী ১৩৪.৬

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন দিং

দেঃ অটল চন্দ্র পাল সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন মৌজে বড়আটাকী ডিঃ নং ১৪১নং খং ৭২২ দাগের জমির ২১৲ টাকা জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ২৫৲

(১১)

১৩৪০ বাংলাদি ৩১ দাবী ১০০৫৸/৯

ডিঃ বিভূতিভূষণ সরকার দিং

দেঃ চণ্ডীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং চমার পোঃ রাণাঘাট

থানা রাণাঘাট মৌজে নসিবাটী ডিঃ নং ১৪নং খং ও মৌজে সিমলাপোল ১০নং খং ও মৌজে নারায়ণপুর ৫৭নং খং মৌজে ভাজনপাড়া ২০নং খং ও মৌজে জনপুর ১২নং খং প্রত্যেকে বার্ষিক ১৩৪৯৲ টাকা ও ৫৯৯৲ টাকা ও ২২৬৸/৬ বাকি আছে। দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ২০০৲

(১২)

৯৯৬ বাংলাদি ৩১ দাবী ৫৪৲৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ ইনু সেখ ওং সাং বনমাগোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজে বনমাগোলা ডিঃ নং ৬৮নং খং ৭ ৯২ দাগের জমির ১৫।০ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১৫০০ বাংলাদি ৩১ দাবী ১২০।৶/৯

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন দিং

দেঃ অটল চন্দ্র পাল সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন মৌজে বড় আটাকী ডিঃ নং ১৫২নং খং ৬৮২ দাগের জমির ২০৲ জমা দায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০

(১৪)

১৫০১ বাংলাদি ৩১ দাবী ১১৶

ডিঃ ঐ

দেঃ মেহেরাজ খাঁ সাং বড় আটাকী হরিপুরপাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন মৌজে বড় আটাকী ডিঃ নং ৮৩, ৯১, ২নং খং

-৮৩ নং দাগে জমির ৩।৩ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৫০২ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৮০৸৶৩

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন বিং

দেঃ হরিপদ হালদার বিং সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে বড় আটাকী ডিঃ নং ১৫১।২২২।১।১২।২ ২৫১ নং খং ৪-৮২ দাগে জমির ১২৷৶১ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

১৫০৩ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৪৯৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ আওলাত সেখ বিং সাং রাউতারা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে রাউতারা ডিঃ নং ৭১১ ও ১৮২নং খং ২-৩৫ দাগে জমির ১৸৩ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য ১২৲

(১৭)

১৫০৪ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৩২৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মিঞ আজাহার সাং রাউতারা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে রাউতারা ডিঃ নং ৩৭।২।২৬৯ নং খং -৮৩ দাগে জমির ৪৸০ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য ৬৲

(১৮)

১৫০৫ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৯৯৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে রাউতারা ডিঃ নং ৩৯১।৩৩২।৭৩৩ নং খং ৫-৩৪ দাগে জমির ১৫।৶৩ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

১৫০৬ বাংলাবী ৩৭ দাবী ১৩৩৸৶

ডিঃ - নৃসিংহ প্রসাদ সেন বিং

দেঃ— হাসেন্ডা বিবি বিং সাং রাউতারা পূর্বপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে রাউতারা ডিঃ নং ২৬৫ নং খং ১২-৭ দাগে জমির ২৮৷৶৩ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য ৩৫৲

(২০)

১৫১০ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৫৩৸৶৩

ডিঃ এ.৭ঃকুঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

দেঃ জমাদার খাঁ সাং বড় আটাকী (হরিপুর পাড়া) পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে বড় আটাকী ডিঃ নং ১০৮, ৬৬, ১১৭ নং খং ২-১০ দাগে জমির ৭।৶৯ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১৫১১ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৩১৻৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মোক্তার সেখ সাং মহেশপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিং নং ১২ নং খং -২১ দাগে জমির ৩। টাকা জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

১৪৯০ বাংলাবী ৩৭ দাবী ১৬৸৶৯

ডিঃ নীরেন্দ্র লাল রায়

দেঃ মনীন্দ্র সর্দার বিং সাং গাদিগাছা পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ নং ১৪৬ নং খং ৬১ দাগে জমির ২৮ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১৫০৭ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৭৩৻৩

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন বিং

দেঃ মোহরালি খাঁ সাং বড়আটাকী হরিপুরপাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বড়আটাকী গ্রামে ডিং নং ৪-১৮ দাগে জমির ১০।৶জমা, মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২৪)

১৫১৯ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৩১।৶

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ ছমিরদ্দিন মল্লিক বিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসরখোলা গ্রামে ডিঃ নং ৬-২৬দাঃ জমির ১৩।৶৯ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৫)

১৬৯৩ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৩২।৶৩

ডিঃ মোহ.কণ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ নলিন হালদার সাং তরতপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে তরতপুর গ্রামে ডিং নং ৩২৬নং খং ৭ ১৯ দাঃ জমির ১৯।৶৫ জমা, মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২৬)

১৩০৬ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৫৩।৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রমোদনন্দিনী দাসী বিং

দেঃ পঞ্চানন ঘোষ বিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া মধ্যে ডিঃ নং ১-৩৭ দাঃ জমির ৮।৯ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

১৪৮৭ বাংলাবী ৩৭ দাবী ১১।০

ডিঃ বীরেন্দ্র লাল রায়, ম্যানেজার চেংপাদিয়া এষ্টেট

দেঃ লালুমণ্ডল বিং সাং টাংরো পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ নং ৬৮ নং খং ১৩দাঃ জমির ৸৶ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১৪৮৮ বাংলাবী ৩৭ দাবী ১৯/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনয় কুমার রায় বিং সাং ও পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ নং ১৫০ ও ১৫১ নং খং ৫৮দাঃ জমির ১।৯ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৯)

১১১৪ বাংলাবী ৩৭ দাবী ২৬২।৶৩

ডিঃ আহ্লাদ সরকার

দেঃ প্রবোধ কুমার বক্সী সাং মাধবপুর পোঃ ধানুড়কা

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নলদহ গ্রামে ডিঃ নং ২৫৭ নং খং ২৩-৩১দাঃ জমির ৪০৲ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩০)

১১৩৭ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৩০৸৶৩

ডিঃ জগদীশচন্দ্র সান্যাল বিং

দেঃ কিতুমদ্দী বিশ্বাস সাং বড়কুলবাড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে বড়কুলবাড়িয়াগ্রামে ডিঃ নং ৩৫৫।২নং খং -১৮দাঃ জমির ১৲ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১০০০ নং খং ২-১৫দাঃ জমির ৬৷৶০ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩১)

১২৯০ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৪৮৶৩

ডিঃ মদনগোপাল চৌধুরী

দেঃ সুবোধকুমার বিশ্বাস সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ২১৮৬নং খং -১৭দাঃ জমির ৫৸৶৪ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩২)

১৩৪৪ বাংলাবী ৩৭ দাবী ১৪৸৶৩

ডিঃ বিভূতিভূষণ দে বিং

দেঃ নলিনাক্ষ ঘোষ সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা কোতয়ালি মৌজে সুরুজপুরগ্রামে ডিঃ নং ৩৫১নং খং -১২দাঃ জমির ২।৶জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৫৲

নীলামের দিন ১০।২।৩৮

(৩৩)

১৪১৩ বাংলাবী ৩৭ দাবী ১৫৷/৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বিং

দেঃ উদ্যাসী দাসী বিং সাং ফরিদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে ফরিদপুর গ্রামে ডিং নং ৩০০নং খং -৭৬দাঃ জমির ১৸০ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি

(৩৪)

১৪০২ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৫৭৸৶৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ জান ঘোষ সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে পারমেদিয়াগ্রামে ডিঃ নং ২৫৮, ৫২৯, ২৮৪ ১১১নং খং ৩/৪৮ বিঘা জমির দখলকার আছে, মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

১২০৯ বাংলাবী ৩৭ দাবী ২০৸৶৩

ডিঃ রাসবালা দেবী

দেঃ দেবেন্দ্র মণ্ডল সাং মাটিয়ারী পোঃ ম.টিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ পরগণার সামিল মৌজে মাটিয়ারী ডিঃ নং ১৮৪নং খং -২৪দাঃ জমির ৩৸/১০ জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ৮৲

(৩৬)

১৩০৬ বাংলাবী ৩৭ দাবী ১৫/৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ কালিপদ ঘোষ বিং সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে রুইপুকুরগ্রামে ডিঃ নং ৪৫নং খং ১৸/০ বিঘা জমির চাষ-বাসবাসা দখলিকার আছে মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য ৫৲

(৩৭)

১৩১৫ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৪৪৻/৩

ডিঃ মহারাজকুমার শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

দেঃ মন্মথনাথ নন্দি সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ডিঃ নং ৫৬০৪নং খং ২-৩৬দাঃ জমির ১১।০ টাকা জমা মাত্র তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দখলস্বত্ব হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৮)

১৩০৯ বাংলাবী ৩৭ দাবী ২২৶৩

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

(অতঃপর ১ম পৃষ্ঠার ১ম কলমের দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ১৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩১শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৮ সোমবার ১৫৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ১৭।১০।৩৭ তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী [illegible], [illegible], 'ঠাকুর [illegible] পূর্ব্বরাগে' কীর্ত্তন করিলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ফল, যাহা অনেক জন্মের [illegible] কারণ, [illegible] বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, সেই [illegible] শ্রীভক্তি [illegible] ঠাকুর হরিদাস ও নিত্যানন্দের [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ [illegible] প্রভুর 'নির্দ্দেশানুসারে' শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ প্রভু "গৌরবরণ [illegible]" ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনযোগে সমবেত ভক্তবৃন্দের সহিত [illegible] করেন। ভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকৃষ্ণ মৃদঙ্গ বাদন করেন।

প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ [illegible] করেন। [illegible] ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত [illegible] মহারাজ [illegible] এবং তাঁহার [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] 'বিচার' এবং [illegible] পর [illegible] গোলোকন সংক্রান্ত শুরুসেবার আদর্শ এবং [illegible] সম্বন্ধে বিবিধ [illegible] সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর অপরাহ্ণ [illegible] পর্য্যন্ত শ্রীপাদ ভক্তিবিবুধ এবং ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু [illegible] চরিতকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু কীর্ত্তন, ভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকৃষ্ণ মৃদঙ্গবাদন এবং [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] প্রভু 'বাধা কৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনযোগে সমুপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দের সহিত মহোল্লাসে পারমার্থিক কীর্ত্তন সম্পন্ন করেন।

দেশবিদেশে প্রচার

গত ১৩।১।৩৮ তারিখে [illegible] কীর্ত্তন [illegible] মহারাজ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible], "হরে কৃষ্ণ" [illegible] বিচার, [illegible] নাম-কীর্ত্তনের [illegible] "[illegible]" মহাপ্রভুর [illegible] অবস্থা [illegible] প্রদর্শন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে [illegible] ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন [illegible] হয়।

গত ১৬।১।৩৮ তারিখে [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] আহ্বানে স্বামীজী [illegible] ভাষায় বক্তৃতা [illegible] প্রদর্শন করেন। ব্যাখ্যামুখে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "অবৈষ্ণবাদ্ ... [illegible]" প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা জগতের কোন ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা-কুল প্রভৃতি দ্বারা যে ভগবানকে লাভ করা যায় না তাহা বুঝাইয়া দেন। শরণাগত হইলে ভগবানের শুদ্ধ নাম শ্রবণ কীর্ত্তনের যোগ্যতা হয়। [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] সম্বন্ধে স্বামীজী "[illegible]", "[illegible]" "[illegible]" "[illegible]" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করেন।

[illegible] একটি [illegible] সেবাধর্ম্ম [illegible] হইবে। অবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা [illegible] নয় না। [illegible] হয় না। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

মাদ্রাজে প্রচার

আমাদের মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] গত ১৭ই জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণ [illegible] ডাঃ শ্রীযুক্ত [illegible] স্বামী [illegible] মহাশয়ের গৃহে আহ্বানে উক্ত [illegible] উপস্থিত [illegible] পাঠ [illegible] করেন। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ [illegible] পাঠ করেন। [illegible] পুনরায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। ডাঃ [illegible] মহাশয়ের [illegible] বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগোপালজীউর অধিষ্ঠান

[illegible] নিত্যলীলা [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ ও [illegible] অধুনা [illegible] গোস্বামী মহারাজের [illegible] শ্রীশ্রীগোপালজীউ [illegible] করিয়াছেন। শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠের [illegible] সেবার জন্য [illegible] আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বর্ষ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪১

নিম্বার্ক-ভাস্কর

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

'বেদান্ত-সূত্রে' [illegible] ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার লেখা হইতে [illegible]

[illegible]

"[illegible] উপর করিয়া। নিম্বাদিত্য আখ্যা কুরুক্ষেত্রে হইয়া॥"

[illegible]

নিম্বার্কদিক [illegible]

[illegible]

সত্যা (অধিক নিবন্ধ) [illegible]

"[illegible] শ্রীমদ্‌ বদি [illegible] হইবে সুখী [illegible] যে বিশ্বাসী জীব [illegible] নন্দনন্দন॥"

[illegible]

ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন,

[illegible]

১। শ্রীনারায়ণ, ২। হংস, ৩। সনকাদি চতুঃসন, ৪। নারদ, ৫। নিম্বার্ক, ৬। শ্রীনিবাসাচার্য্য, ৭। বিশ্বাচার্য্য, ৮। পুরুষোত্তমাচার্য্য, ৯। বিলাসাচার্য্য, ১০। স্বরূপাচার্য্য, ১১। মাধবাচার্য্য, ১২। বলভদ্রাচার্য্য, ১৩। পদ্মাচার্য্য, ১৪। শ্যামাচার্য্য, ১৫। গোপালাচার্য্য, ১৬। কৃপাচার্য্য, ১৭। দেবাচার্য্য, ১৮। সুন্দরভট্ট, ১৯। পদ্মনাভ ভট্ট, ২০। উপেন্দ্র ভট্ট, ২১। রামচন্দ্র ভট্ট, ২২। বামন ভট্ট, ২৩। কৃষ্ণ ভট্ট, ২৪। পদ্মাকর ভট্ট, ২৫। শ্রবণ ভট্ট, ২৬। ভূরি ভট্ট, ২৭। মাধব ভট্ট, ২৮। শ্যাম ভট্ট, ২৯। গোপাল ভট্ট, ৩০। বলভদ্র ভট্ট, ৩১। গোপীনাথ ভট্ট, ৩২। কেশব ভট্ট, ৩৩। গোকুল ভট্ট, ৩৪। কেশব কাশ্মীরী।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে সাধারণ চলিত বাঙ্গালা ভাষায় 'নিমাই' বলিয়া [illegible] 'নিতাই' বলা হয়। [illegible] নিম্বার্ক হইতে পৃথক্ [illegible] নিম্বার্ক 'নিত্যানন্দ' [illegible] পাইয়াছি।

[illegible] নিম্বার্কের [illegible]

[illegible]

[illegible] বৃন্দাবনে [illegible] নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের [illegible]

[illegible]

নিবন্ধে 'পারিভাষিকা', শ্রীনিবাসাচার্যের 'পারিজাতহার', তথা [illegible] দেবীর বেদান্তের 'গৌরাঙ্গ' টীকার কথা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও ভক্তগণের বিচার সম্বন্ধীয় আলোচনা করিয়াছেন।

বাকল্যে শ্রীবলদেবের সকল প্রচার সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয় না। 'পরমাত্ম-সন্দর্ভ' নামক [illegible] 'সূক্ষ্মা' নামক টীকার লেখক অন্য ব্যক্তিকে [illegible] পাইয়াছেন। [illegible] তাঁহার প্রতিভা ন্যূনাধিক আলোচ্য। [illegible] প্রথম [illegible] অর্থাৎ [illegible] বৈদান্তিক নিবন্ধ প্রতিপন্ন আছে। [illegible] পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিরহ-বাসরে দীনের অশ্রু

অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেতন অচেতন ও প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমগ্র বস্তু-সমূহের যিনি অধীশ্বর এবং সেই অধীশ্বর শ্রীভগবানের [illegible] শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তর্যামী যিনি সেই [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি সর্ব্বাগ্রে [illegible] সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আজ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইয়া [illegible] বর্ষ পূর্ণ হইল, যেন বিদ্যুতের ন্যায় অতিবাহিত হইল। যদিও শ্রীগুরুপাদপদ্ম তদীয় একান্ত সেবক ও সেবাপ্রাণ ভক্তগণের নিকট নিত্য প্রকাশিত, তথাপি [illegible] এ নিতান্ত ক্ষুদ্র কীটানুর নিকট তাঁহার অদর্শন অতি দুঃসহ ও কঠোর বলে মনে হইতেছে। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে যে প্রকার অন্ধকারে ধরা আচ্ছাদিত হয়, সেই প্রকার আজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকটে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটানুর নিকট [illegible] মনে হইতেছে। শুধু তাই নয়, কে জানিবে! আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় [illegible] নিজ [illegible] বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহারা এবং [illegible] আপনার শ্রীপাদপদ্মের [illegible] আপনার অভাব [illegible] অনুভব করিতেছেন।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥

অর্থাৎ জগতের দেহিগণের মধ্যে মনুষ্যজীবন অতি দুর্লভ, এই প্রকার মনুষ্যগণের মধ্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয় অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শন জীবের ভাগ্যে দুর্লভ হইতে অতি সুদুর্লভ। মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেই যে সকল ভাগ্যবান মানবগণের বৈকুণ্ঠপ্রিয়জন দর্শন হইবে তাহাও নহে। আবার যে-সকল মনুষ্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই যে সেই বৈকুণ্ঠপ্রিয়জন অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভ করিতে পারিবেন তাহাও নহে। তাঁহাদের অর্থাৎ উক্ত প্রকার মানবগণের মধ্যে যাঁহারা সেবোন্মুখ ও সৌভাগ্যবান্ তাঁহারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

এক্ষণে আমি আমার আত্মবোধন নিমিত্ত সংক্ষেপতঃ দুই একটি কথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে আর্ত্তি জ্ঞাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। [illegible] কালস্রোতে [illegible] সুতরাং [illegible] যে সৌভাগ্যের অঙ্কুর পুনঃ আবার আসিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? বর্ত্তমানে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ও [illegible] 'কৃপা-আলোকে আলোকিত ও উদ্বুদ্ধ [illegible] এবং আচার্য্যগণের আবির্ভাব ও [illegible] প্রচারপ্রণালী যাহা বর্ত্তমানে [illegible] সুলভ হইয়াছে তাহা [illegible] দুর্লভ হইতে পারে। মনুষ্যজীবন বহু [illegible] লাভ হইতে পারে, কিন্তু এপ্রকার অপূর্ব্ব সুযোগ ও পরমার্থ-জীবন লাভ না হইতে পারে। [illegible] আবার কে [illegible] সুতরাং এপ্রকার সৌভাগ্য ও অপূর্ব্ব সুযোগ [illegible] অবহেলা বা অনাদর প্রদর্শন করিলে জীবের কি প্রকার দুর্গতি হইবে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক করাইবার জন্য মহাজন [illegible] জানাইয়া দিয়েছেন,—

চৈতন্য অবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটিকল্পে কভু তার নাহিক নিস্তার॥
[illegible]
[illegible]
[illegible] গোপনে পলায়।
[illegible]

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

এই শ্লোকটী সকল বেদের মূল ও সার। ইহা সুলভ ও সুদুর্লভ এবং ইহাই পবিত্র নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রেরিত এমন নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি আত্মঘাতী। জগতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব কেবল মাত্র আমার ন্যায় পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত। আমরা অনাদিকাল হইতে [illegible] যদিও শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] আমাদের অপরাধ [illegible] আছে, তথাপি [illegible] বেশী। কারণ [illegible] বদ্ধজীবের অপরাধ গ্রহণ করেন না। তাহাই আমার ন্যায় পতিতের একমাত্র অবলম্বন। পতিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, নির্ধন হউক, অপরাধী হউক কিংবা নিরপরাধী হউক, সকলেরই ভরসাস্থল একমাত্র গুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্ম। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

আজ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ তিথি। যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ জনিত দুঃখ তাঁহার অনুগত নিজজনগণের নিকট [illegible] বহু কালের ন্যায় মনে হয় এবং যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের জীবনের জীবন [illegible] স্বরূপ, সেই [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম অদর্শনে তাঁহাদের জীবন ধারণ বৃথা মনে হইতেছে; [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত [illegible] তাঁহার বিচিত্র বৈভব-স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার অভাবে সকল শূন্যপ্রায় মনে হইতেছে। [illegible] বিভিন্ন স্থানে [illegible] আচার্য্য [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ [illegible] সেবকগণ কর্তৃক [illegible] পুনরায় সেবা [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অযোগ্য আমি [illegible] বিলম্ব করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে কৃপাপ্রার্থনা করিতেছি। আমার অন্য কোন উপায় নাই যদ্দ্বারা আমি তাঁহার বিরহ-তিথির সম্মান করিতে পারি।

হে অহৈতুক কৃপাময় [illegible] আচার্য্য [illegible] জগদ্গুরু। [illegible] আপনার এই জগদ্ব্যাপী প্রকটলীলায় ও আপনার [illegible] প্রণালীর মধ্যে যে আপনি আপনার [illegible] নানা প্রকার [illegible] যুগে [illegible] আচার ও প্রচার [illegible] আপনার এই [illegible] আচার্য্যগণের মধ্যে আপনি যে প্রকার [illegible] পরিচয় [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কোথাও কেহ [illegible] কোন ইতিহাসে পায় নাই। আপনার এই [illegible] আপনার শ্রীপাদপদ্মে চিরকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী।

হে অধমতারণ পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! নিঃসম্বল আমি, আমার এই ক্ষুদ্র উপায় [illegible] আপনার [illegible] জ্ঞাপন করিতেছি। [illegible] কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া [illegible] প্রতি [illegible] আপনার শ্রীপাদপদ্মে [illegible] কৃতার্থ কর।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

[illegible]
ভিক্ষা: ১ম খণ্ড [illegible]; ২য় খণ্ড—[illegible], ৩য় খণ্ড [illegible]; ৪র্থ খণ্ড [illegible] আনা।
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণভক্তের যেন নিজ চিন্তাভিক্ষা বল মায়া আকর্ষণ ছাড়ে [illegible]

[illegible]-মঠসমূহ

১ শ্রী[illegible] [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] [illegible], শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] চতুর্দশ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(২) শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] আছেন। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible]।

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] [illegible]।
রক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রী[illegible] ভবন এবং [illegible] [illegible]। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্ত পাট
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) [illegible] সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
[illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible]। রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক - শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] মহারাজ

৯) [illegible] কুঞ্জ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
এখানে শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible]-মঠ
চাপাহাটী, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
গোস্বামী [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) গো[illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপালের [illegible] [illegible] স্থান
রক্ষক -শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫ [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] শ্রী[illegible] [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ [illegible]
পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রী[illegible] [illegible]

(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠ[illegible]
রক্ষক— শ্রী[illegible] মণ্ডল।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible] [illegible] সেবা। রক্ষক —[illegible]

(২৪) [illegible]
[illegible] পোঃ [illegible]
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক [illegible] [illegible] [illegible]
শ্রী[illegible] অধিকারী [illegible]।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (আসাম)
রক্ষক শ্রী[illegible] [illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], [illegible] (আসাম)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (পাটনা)
রক্ষক শ্রী[illegible] বি এল।

(৩২) [illegible]পুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible]
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৮ শ্রীকৃষ্ণ[illegible] মঠ,
[illegible] [illegible], মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]
[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]
পোঃ [illegible], মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রী[illegible]
(৪২) [illegible] গৌড়ীয়
রক্ষক - শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোপাল মঠালয়
[illegible], মথুরা

(৪৪) [illegible] মঠ
[illegible] মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৭) [illegible]বিহারী মঠ —[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
রক্ষক —শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] [illegible], নিউ দিল্লী,
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] [illegible] রোড, [illegible]
[illegible] [illegible]
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণ[illegible] [illegible]
রক্ষক —[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)
শ্রী[illegible] ও শ্রী[illegible] সেবা।
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক -শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৫) [illegible] - [illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], উড়িষ্যা।
রক্ষক— শ্রী[illegible] [illegible]

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] [illegible] [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]।
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৪) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] [illegible]।

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] [illegible]
রক্ষক - শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৬৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible], [illegible]
রক্ষক -[illegible]
শ্রী[illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় [illegible]
রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible])

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যারত্ন সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দেঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় পিং সাং দেবগ্রাম পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে দেবগ্রাম ডিঃ নং ৩০৭নং খং ৩০৫৭নং জমির ॥৴৭ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

১১৩৬ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৫৸৶

ডিঃ জগদীশচন্দ্র সান্যাল পিং

দেঃ ভূষণ মণ্ডল সাং বড়কুলবাড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বড়কুলবাড়ীয়া গ্রামে ডিঃ নং ৫৮৯নং খং ০-৮৫নঃ জমির ।৶২॥ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১১২৬ বাংজারী ৩৭ দাবী ২৬৭১॥৶৩

ডিঃ রাজনন্দিনী দেবী পিং

দেঃ লালগোপাল পাল পিং সাং ও পোঃ রাণাঘাট

১। থানা রাণাঘাট মৌজে ঐ ডিঃ নং ১২৫৩নং খং -১নঃ জমির ১॥৵ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১১১৪ নং খং -২নঃ জমির ১৴৭ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২০৩৮ নং খং -১২নঃ জমির ১৸৶৩ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১০৩৯ নং খং -১নঃ জমির ১৸৴৭ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২০৫০ নং খং -২৬ নঃ জমির ৩।৵ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২২৯১ খং -৭ নঃ জমির ৸০ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য ২৫৲

৭। ঐ থানার ঐ মৌজে ডিঃ নং ২২৫৬ নং খং -১২নঃ জমির ২৶ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ২২৮৮ নং খং ০৪ নঃ জমির ৭/৫ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৪১)

১১৩৫ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৬০

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

দেঃ হরিবলা দাস ওরফে নিত্যানন্দ সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ দেয়াড়া পাড়া মধ্যে ডিঃ নং ২৬৭৫ নং খং /২ কাঠা জমির ২৲ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪২)

১৫৩১ বাংজারি ৩৭ দাবী ৮৮৶৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী পিং

দেঃ মুক্তাকিনী বোষানী পিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালি মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ডিঃ নং ২৬৫ নং খং ৭-০৪নঃ জমির ১৫৸৶০ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৩)

১৫২২ বাংজারী ৩৭ দাবী ২৩৶০

ডিঃ রণজিৎলাল চৌধুরী

দেঃ জগলাল চাষার সাং গোয়াড়ী চাষাপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর চরধড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং ।১॥৶০ কাঠা ওটবন্দী জমী দখলিকার আছে যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

১৫২১ বাংজারি ৩৭ দাবী ১২৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভোলানাথ চাষার সাং গোয়াড়ী চাষারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চরধড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং /২৸৶ জমিতে দখলিকার আছে. যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৫)

১৫৭৪ বাংজারী ৩৭ দাবী ২৫৶০

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ স্বর্ণবিবি সাং মহেশপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ নং ১৮নঃ জমির ৩৶/১৫ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

১৫৭৩ বাংজারী ৩৭ দাবী ২০।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সাবিত্রী বিবি সাং কাদিহাটি পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ নং ৪৫ নং খং ১-১৪ নঃ জমির ২৸৶৬ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

১৫৬৯ বাংজারী ৩৭ দাবী ১১৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আবু সেখ সাং মহেশপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ নং ১নং খং -৭৯নঃ জমির ২৸৶১০ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

১৫৯০ বাংজারী ৩৭ দাবী ২২॥৶৬

ডিঃ রামবালা দেবী

দেঃ স্বর্ণলতা দাসী সাং মাটিয়ারী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী গ্রামে ডিঃ নং ৫১৮ নং খং -১৩নঃ জমির ২।৵ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৯)

১৫৯১ বাংজারী ৩৭ দাবী ৭৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল দাস পিং সাং মাটিয়ারী পোঃ ঐ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী গ্রামে ডিঃ নং ২৫০।৫৮।১৭৯৯।৬৭৫।৯০ নং খং ২-১৮ নঃ জমির ১৷/১০ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫০)

১৫৭২ বাংজারী ৩৭ দাবী ১০।৩

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ সাবিত্রী বিবি সাং কাদিহাটি পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চান্দুরিয়া মধ্যে ডিঃ নং ১/৩ খে জমা লেখা যায় যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫১)

৮৯১৫ বাংজারী ৩৭ দাবী ৩৭৮৪৸৶৯

ডিঃ উমাচরণী দাসী পিং

দেঃ ললিতমোহন মজুমদার পিং সাং বেতাই পোঃ শ্রীরুদ্র 'বীরভূম'

থানা মেহেরপুর মৌজে বেতাই গ্রামে ডিঃ নং ৫৫৫নং খং ১৪৫৩৲ টাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বরগজনী জমা যায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(৫২)

১৬৮৫ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৮০।৯

ডিঃ অশ্বিনীকুমার নন্দী

দেঃ এরফান মণ্ডল সাং টেংরা পোঃ বড়গাছি

থানা নবদ্বীপ মৌজে পাদীপাড়া গ্রামে ডিঃ নং ৩১৯ নং খং ৯ তৌজীর ৪০৪।৮০৭ ৪১০ নং প্রভৃতি খং ৩ ১১ নঃ জমির ২৫৲ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৩)

১৬৬৭ বাংজারী ৩৭ দাবী ৬০৶৬

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ মোহিনী মুচী সাং ফাজলপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ফাজলপুর মধ্যে ডিঃ নং ২৫১।২৫৮।১।২২নং খং ৩-৭৭নঃ জমির ৮৸৶০ জমা যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫৪)

১৫১৬ বাংজারী ৩৭ দাবী ৫১॥৶০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সিংহ

দেঃ নহিরদ্দি মণ্ডল সাং দক্ষিণ চিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কোপাড়িয়া মধ্যে ডিঃ নং ৩৪০ নং খং ১-৫১ নঃ জমির ৬৻৫ জমা। যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫৫)

১৫২৬ বাংজারী ৩৭ দাবী ৫৩৻৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল পিং

দেঃ পাঁচী বণিক পিং সাং সেকন্দারা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভাটপাড়া গ্রামে ডিঃ নং ১৩ নং খং ১-৮০ নঃ জমির ৭৶১০ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৬)

১৫২৯ বাংজারী ৩৭ দাবী ৩৫।৶৬

ডিঃ অবনীতোষ সরকার পিং

দেঃ নেটো বলুই পিং সাং মিজাইপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে মিজাইপুর গ্রামে ডিঃ নং ৪৭ নং খং ১৮ একর জমির ২৬৲ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ০০৲

(৫৭)

১৪৫৫ বাংজারী ৩৭ দাবী ৩৪১৸৩

ডিঃ রাধাবল্লভ মিত্র

দেঃ লোকমান মণ্ডল পিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ শ্রীবাসপুর

থানা কোতয়ালি মৌজে বনগ্রাম মধ্যে ডিঃ নং ১৪৫১।৯১২৭।১৭১।১৫৩ নং খং ১৬—৩৭ নঃ জমির পটবন্দী জমা লেখা যায়। যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৮)

১৪৫৬ বাংজারী ৩৭ দাবী ১৫৯।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গুর্দি সর্দার পিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে বনগ্রাম মধ্যে ডিঃ নং ১৩ নং খং ১৮-৪৫ নঃ জমির ৫০৸৶১০ জমা, যাহা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বগয়রহ হকুক মূল্য ৩০৲

(৫৯)

১৬৬০ বাংজারি ৩৭ দাবী ৩০৻৬

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ সান্যাল পিং

দেঃ এরাদিল সেখ পিং সাং মাহাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা ঐ মৌজে [illegible]পুর গ্রামে ডিঃ নং ৮৮ নং খং ০-৭৯ নঃ জমির

৮৬/০ জমা, যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(৭০)

১১৬৩ বহরমপুর ৩৭ দাবী ৩০০/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ইমান দে সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বিদিনপুর গ্রামে ডিঃ নং ১১৪ ও ১১৬ নং খং ১ ও ৩০ দাঃ জমির ৩৬০/১ জমা, যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ১৫৲

(৭১)

১১৬৩ বাখরগাঁজী ৩৭ দাবী ৬২৮০/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপাবাম ভট্টাচার্য্য দিং সাং হরিনাথপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ঐ ডিঃ নং ২৭৩ নং খং ৭ ৫০ দাঃ জমির ১০।৫/১৫ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(৭২)

১৭৭১ বাখরগাঁজী ৩৭ দাবী ১৭৫৫৫/৯

ডিঃ আগুতোষমোহন ভাদুড়ী

দেঃ ফকুরাম সেখ সাং মালেঞ্চর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে বেলপুকুর গ্রামে ডিঃ নং ১ ও ২০৩১ নং খং ১ ১৭ দাঃ জমির ২৬৬৵/১০ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ১০০৲

(৭৩)

১৪৭০ বাখরগাঁজী ৩৭ দাবী ৯৬০/৬

ডিঃ বৃন্দাবনচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ পরিছন বিবি সাং গোবরহাটা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবরহাটা গ্রামে ডিঃ নং ৮৭৪ নং খং ৮-৮২ দাঃ জমির ২৮৵/ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(৭৪)

১৪৫৪ বাখরগাঁজী ৩৭ দাবী ৬৭।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালি মৌজে গোবরহাটা গ্রামে ডিঃ নং ৩৭৯ নং খং ১৭ ৫২ দাঃ বর্তমান অঙ্ক ৮ ৫৬ দাঃ জমির ১০।৵/০ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(৭৫)

১৮৮৬ বাখরগাঁজী ৫৭ দাবী ৫২৮৵/৯

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ আজহারদ্দিন বিশ্বাস সাং জালিয়াপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে স্বর্ণবিহার গ্রামে ডিঃ নং ১-১৯ দাঃ জমি ওয়াকফী সূত্রে জমা আছে, যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

শীতারামের দিন ১১।২।৫৮

(৬৬)

৫৫৮ ফেব্রুয়ারী ৩৭ দাবী ২৪৬৵/৬

ডিঃ অবনীকুমার দাস

দেঃ শিবকৃষ্ণ দাস দিং ৩৭।৪ ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা

১। থানা তেহট্ট মৌজে পাতলাড়ি অক্ষয়নগর গ্রামে ডিঃ নং ৪৩ নং খং -৫৩দাঃ জমির ২১০ জমা, যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৪৩নং খং -৫১ দাঃ জমির ১৵/০ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য ২০০৲

(৬৭)

৯৭২ ফেব্রুয়ারী ৩৭ দাবী ৩৭৫৵/৩

ডিঃ জীবনকৃষ্ণ গড়াই দিং

দেঃ সন্তু মজুমদার পাল দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ৬০৮৪ নং খং -০৮ দাঃ জমির স্বত্ব-দখলে পাত্তনি প্রভৃতি যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য ১০০৲

(৬৮)

১০৭৮ ফেব্রুয়ারী ৩৭ দাবী ১১২/৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ দাসী

দেঃ ভোলানাথ সাহা সাং ও পোঃ মাটিয়ারি

থানা কোতয়ালি মৌজে গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক মধ্যে ডিঃ নং ৬৯ নং খং ৪-১৯ দাঃ জমির ২৫।৵/৬ জমা, যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ১৫০৲

(৬৯)

১২০৭ ফেব্রুয়ারী ৩৭ দাবী ৫২৯৵/৯

ডিঃ প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেঃ মহবতুল্লা সেখ সাং সেকেন্দ্রডাঙ্গা পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে সেকেন্দ্রডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ নং ২৭০ নং খং ৬ ৩০ দাঃ জমির ১৭১০ জমা, যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ১৬৮নং খং ৫ ৭৫ দাঃ জমির ২০ রকম মধ্যাংশ, যার তফসিলভুক্ত

মূল্য আঃ ৩০৲

(৭০)

১২৭৩ ফেব্রুয়ারি ৩৭ দাবী ৭৮।৵০

ডিঃ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দেঃ শরৎকুমারী দাসী সাং বসুইপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বসুইপুর গ্রামে ডিঃ নং ২১০ টাকার যে জমা আছে যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ৫৲

(৭১)

১১৫৩ বখশারি ৫৭ ৯।/৩

ডিঃ সাবুনী প মণ্ডল

দেঃ বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী দিং সাং যোগিবেগে পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে যোগিবেগে গ্রামে ডিঃ নং ১২৫ নং খং ৬ ৩১ দাঃ নিষ্কর জমি প্রচলিত আছে যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২৫৲

(৭২)

১১৫৩ বখশারি ৩৭ দাবী ৮০/৯

ডিঃ দেবকন্যা দেবী

দেঃ সুশীলা বোষ্টমী দিং সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ নং ২০৪৩নং খং ১-১৮ দাঃ জমির ২।৫ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(৭৩)

১১২১ বখশারি ৩৭ দাবী ৯০।৬

ডিঃ নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ ভাগবত রায় মিস্ত্রী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ ডিঃ নং ২১৫৬ নং খং -১৫দাঃ জমির ১৬০ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ৬০৲

(৭৪)

১১৭১ বখশারী ৩৭ দাবী ৯১৬/৯

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ বসু

দেঃ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ১ নং খং ২২-১৮ দাঃ জমির ১০৫৵/০ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ১০০৲

(৭৫)

১২০০ বখশারী ৩৭ দাবী ১৫৫২৮৬

ডিঃ প্রফুল্লকুমারী দাসী

দেঃ নলিনীমোহন দত্ত দিং সাং গৌরাঙ্গনগর পোঃ জীবননগর

১। থানা জীবননগর মৌজে ঐ মধ্যে ডিঃ নং ৮৬১ নং খং -১৬ দাঃ জমির ৬৮০ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৯৮৪ নং খং ৩-০২ জমির নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমা লেখা যায়, যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৩৪ নং খং -১৬ দাঃ জমির নিষ্কর জমা লেখা যায় যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৮৫০ নং খং -২৯ দাঃ জমির ৫৵/৯ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ১০৲

(৭৬)

১৩১৯ বখশারী ৩৭ দাবী ৯০৮

ডিঃ এমদাদুল সেখ

দেঃ বেনাই মণ্ডল সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে দুর্গাপুর মধ্যে ডিঃ নং ৫৭৩ নং খং ৩-৪৭ দাঃ জমির ৭।/৮ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২০৲

(৭৭)

১৫২০ বখশারী ৩৭ দাবী ৫৭৫/৬

ডিঃ সুধাময় গোস্বামী

দেঃ উপেন্দ্রজিৎ রাজকুমার দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মধ্যে ডিঃ নং ৬৪৩নং খং ৬-৩২দাঃ জমির ৭।৵/১১ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২৫০৲

(৭৮)

১৬৩৪ বখশারি ৩৭ দাবী ২৩৬/০

ডিঃ মোল্লা সাখাওয়াৎআলি

দেঃ ফুটু সেখ সাং এড়োয়াডাঙ্গা পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে এড়োয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ নং ৯৯২নং খং ৫-৫৫দাঃ জমির ১২ ৵/৬ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ নং ৩১নং খং ২-৭৮দাঃ জমির ১১৲ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ১০৲

(৭৯)

১০৯৬ বখশারি ৩৭ দাবী ১০৬৮/৯

ডিঃ বিমলচন্দ্র পণ্ডিত

দেঃ মন্মথনাথ বাগ বর্মকার সাং কৃষ্ণনগর সেকরাপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ মধ্যে ডিঃ নং ২৬৫০নং ৩২-২২দাঃ জমির ৫৵/৫ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ৫০৲

(৮০)

১০৫২ বখশারী ৩৭ দাবী ৩৬৩।/৬

ডিঃ পটেশ্বরী দাসী বাগেনী

দেঃ পাচী বাগেনী সাং গোয়াড়ী বাগেপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ নং ১৮২৩নং খং ০-০১দাঃ জমির ১।১ জমা যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০০৲

(৮১)

১৭৭২ বখশারি ৩৭ দাবী ৯৭৫৮০

ডিঃ শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ রজনী হালদার সাং গোয়াড়ী নিকারীপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী মধ্যে ডিঃ নং ২৬৫ নং খং ০-৯ দাঃ জমির ২,০ ৮৪ যার তফসিলভুক্ত আকর আওলাত দখলে হুকুম মূল্য আঃ ২৫৲

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রচারক
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

রেজিঃ নং সি ১৮৪১

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ... শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ... পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই মাঘ, ১৩৪৪, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৭৮]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১২।২।৩৮

(১)

বাংলারী ৩৭ দাবী ১৩৬/০

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ সিরাজ সেখ সাং পাটুয়াডাঙ্গা নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটুয়াডাঙ্গা দাং ৪০৩।১১।১২।১৩।৮৯।৭৮২নং খং ... শতক জমির ৮।০১৩ জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য ১০৲

(২)

বাংলারী ৩৭ দাবী ১৭।০/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটুয়াডাঙ্গা দাং ৭১৩।১।২১।৩-২ খং ০ ৩৯ শতক ৮।০/১৩ জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য ১০৲

(৩)

১১ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩১৭০

ডিঃ যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ ফলেমান বিশ্বাস সাং চাঁদড়া সাং ...

থানা চাপড়া সামিল মৌজে নন্দীপাড়া দাং ২১৮নং খং ০-২৬শতক জমির জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

বাংলারী ৩৭ দাবী ৩৩০৭

ডিঃ বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায়

দেঃ বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য সাং সাহার বাটী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সাহারবাটী দিং দাং ১০০৭-১০১২নং খং ৫-৭২ শতক জমির ৭।০ টাকা জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১০৫০ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪২৲

ডিঃ যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ সেন্তু বিবি দিং সাং খানিরাখালি পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়ার অধীন মৌজে চকবিলা গ্রামে ডিঃ নং ৫৬নং খং ৪-৭২ শতক জমির জোতজমা প্রচলিত আছে। যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য ১৫৲

(৬)

১৩২০ বাংলারী ৩৭ দাবী ২১১৬

ডিঃ বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায়

দেঃ পঁচুবালা দাসী সাং মুড়াগাছা পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে মুড়াগাছা ডিঃ নং ৫৯৩নং খং ৩৩ শতক জমি ৩৸০ টাকা জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য ১০৲

(৭)

১০৭৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩৬৷৶

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ ভূষণ মল্লিক দিং সাং বাসুদেবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে বাসুদেবপুর গ্রামে ডিঃ নং ৭৬নং খং দেনার অংশের বাবদে ২২৮।৫ টাকার ... যায় ... ডিঃ নং ... বাবদে ... আছে। যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৮)

১০৪৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪২৸৶

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ মেহের সেখ খাবলে সাং আড়বেতাই পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজে আড়বেতাই গ্রামে ডিঃ নং ১০১নং খং ১১-১১ শতক জমির ৮/১০ জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য ২০৲

(৯)

৭৮৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ২৭৸/৩

ডিঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ নেহা মণ্ডল দিং সাং কচুকাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে কচুকাড়া ডিঃ নং ২২০৪নং খং ৩৬ শতক জমির ৬০ জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১২৫১ বাংলারী ৩৭ দাবী ১১১৷৹/৬

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ সুরেশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বালুরঘাট গ্রামে ডিঃ নং ৩নং খং ১২৬।/৪ জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(১১)

১০৪৬ বাংলারী ৩৭ দাবী ৪৪৷৷/৬

ডিঃ যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ যতীন্দ্র নাথ নাথ দিং সাং ও পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটিকাবাড়ী গ্রামে ডিঃ নং ২৬৪নং খং ১৫-১ শতক জমির ৩০৸০ জমা যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

৮৩৭ বাংলারী ৩৭ দাবী ১৭৷৶/৯

ডিঃ সর্ব্বমঙ্গলা দাসী

দেঃ রাধাকান্ত বক্সী দিং সাং মাধবপুর পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়া মৌজে মাধবপুর গ্রামে ডিঃ নং ২২০নং খং ২ ৭১ শতক জমির প্রজাস্বত্ব জমা প্রচলিত আছে। যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য ১০৲

(১৩)

১১৩২ বাংলারী ৩৭ দাবী ৩৯৷৶/৬

১১০৷/৯

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ ... বিশ্বাসী ... দিং সাং ... পোঃ কৃষ্ণনগর।

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ... মধ্যে ডিঃ নং ২৭৭০ ... যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৯৯০ বাংলারী ৩৭ দাবী ৯৯/৯

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ ... বিবি সাং ... পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা চাপড়া মৌজে ... গ্রামে ডিঃ নং ৭০৫ খং ২ ৩৭ শতক জমির ... জোত ... যায় উক্ত পরিমিত আকর আওলাত ময়বস্থ হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১০৭০ বাংলারী ৩৭ দাবী ...

ডিঃ কে.পাল.এ বিশ্বাস

দেঃ ... চন্দ্র মণ্ডল সাং ...পুর পোঃ ... নাথ

থানা চাপড়ার সামিল মৌজে ...পুর মধ্যে ডিঃ নং ২৭৮ খং ১০ ৫৫ শতক

জমির ৬১০ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৬)

১১০৭ খারিজাবী ৩৭ দাবী ৬২/৩

ডিঃ আবুল কাসেম মণ্ডল

দেঃ ওলিয়াবি সেখ সাং গোপুরাপোতা।

পোঃ বাজাদ'র

থানা চাপড়া সা মল মৌজে গোপুরাপোতা ডিঃ সং ৫৫, ২২, ৪ নং বং ১-১৮ খতক জমির ২৸/৫ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য ১০৲

(১৭)

১১১০ খারিজাবী ৩৭ দাবী ৫৬৸৶০

ডিঃ রাজলক্ষী দেবী

দেঃ মহম্মদ আলী খাঁ সাং রাধানগর

পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে রাধানগর মধ্যে ডিঃ সং ১৬১ নং বং ১৪ ৪৯ খতক জমির ... ১৩৷ জমা, যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ১০০৲

নীলামের দিন ১৬।২।৩৮

(১৮)

১১৫ বাংলায় ৩৭ দাবী ৫৩৸৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিং সাং কৃষ্ণনগর

কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপের শামিল মৌজে ১১নং সরডাঙ্গা ডিঃ সং ৪৯৯নং বং ১৮-১৭খতক জমির ৷০ আনা জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

১৩৭৪ বাংলাযী ৩৭ দাবী ১২৫৸৩

ডিঃ রাম পদ চট্টোর দং

দেঃ জুবেদা বালা বেওয়া দিং সাং বারবড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে চাঁদীপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ১০০নং বং ৯-২০ খতক জমির ১২৶০ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

১৩৯০ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৪২৸৹০

ডিঃ কুসুমকুমারী দেবী

দেঃ সোহেরআলী মণ্ডল সাং বাগাছড়া

পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বাগাছড়া গ্রামে ডিঃ সং ১৮৪নং বং ৫-৬১ খতক জমির ১০৶০ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১০৬৪ বাংলায়ী ৩৭ দাবী ৩৮৸০

ডিঃ রাম চন্দ্র চক্রবর্তী

দেঃ মেহু বিবি দং সাং বাগ্যবাড়ি

পোঃ বাজাদ'র

থানা চাপড়া মৌজে চকপিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৫৬নং বং ৮ ২৫ খতক জমির ১৫।/১৫ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ২০৲

(২২)

১০৮৮ বাংলাবী ৩৭ দাবী ৮৮৶৩

ডিঃ রাখাল দাস দিং

দেঃ রজনীকান্ত বিশ্বাস সাং রাণাবন্দ

পোঃ বাজাদ'র

থানা চাপড়া মৌজে রাণাবন্দ গ্রামে ডিঃ সং ২১৫নং বং ৯ ৫৫ খতক জমির ২৮/০ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৩)

১০১৪ বাংলাবী ৩৭ দাবী ২৩৸৩

ডিঃ বনীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ রহমালী সেখ সাং তালুকহুদা

পোঃ বাজাদর

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৪৪৯ ২৬২নং বং ২-৫১ খতক জমির ৫৸৩ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

৭৮১ বাংলায়ী ৩৭ দাবী ১১৸৩

ডিঃ নাটোরের কাশিম বাজার রাজ ওয়ার্ডস এষ্টেট

দেঃ আবদুল গফুর সেখ সাং মাধবানী

পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাধবানী গ্রামে ডিঃ সং ৪২নং বং ৭-২৩ খতক জমির .৫৸/ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ৫৲

নীলামের দিন ১৭।২।৩৮

(২৫)

৮০৬ বেঙ্গাবী ৩৭ দাবী ১০০৸/৩

ডিঃ বামনদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ ইছু সেখ দিং সাং মুড়াগাছা

পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার শামিল মৌজে মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৮৮৩ নং বং ৩৬ খতক জমির ২৶০ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য ২৫৲

(২৬)

১০২৮ বেঙ্গাবী ৩৭ দাবী ১৭০৶৩

ডিঃ সৌরবালা দাসী

দেঃ নগাই সেখ দিং সাং বড়বাগান-ডাঙ্গা পোঃ বাজাদর

থানা চাপড়া মৌজে বড় বাগানডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১৮৫ নং বং ৯-৩৮ খতক জমির ।/৶০ জমা যায় উচ্ছেদ উপরিলিখিত আবশ্যক আওলাত ক্রমশ করুক মূল্য আঃ ১০০৲

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন।

পুরাতন সোণার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়। মজুরী লঘু।

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোণার নানাবিধ হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

ফেভ্রোল

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস এর "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশুফলপ্রদ জ্বর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ঘুস্ঘুসে জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশয়, রক্তামাশয়, পেটের পীড়া এবং প্রভৃতি সারিয়া যায়। "ফেভ্রোল" সেবনে ... পরীক্ষার্থে অন্ততঃ একবার সেবন করিয়া দেখুন।

সেবনবিধি ও মাত্রা ... পূর্ণ বয়স্কের ... ২ চামচের ... ১০ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ১ চামচ ... ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর ... ছোট ২ বৎসরের ছেলে ... ১৫ ফোঁটা ... পথ্য ভাত, মাছ, বার্লি, ফল ও দুধ পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় বোতল ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর (সিটি ষ্টেশন)

৮৩ ২৪১নং গলি পোঃ আং টাউনসেন্দ, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

এলোরা পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

... প্রত্যেক সপ্তাহে ... অনুমোদিত ... ১০ শিশি ... ৮০ আনা, বড় বোতল ১০০ আনা ... পাইকারী ...

ঠিকানা—১৮৫ ... কলিকাতা।

শাখা

পোঃ বেথুয়া, জেঃ নদীয়া।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

১২শ বর্ষ | ১৬ মাধব ৫০ | ২১ ৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ | ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮, মঙ্গলবার | ৭৯৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য 'জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২৯শে জানুয়ারী শনিবার প্রাতে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের আবশ্যকতা, সাধুকথা শ্রবণে নিষ্ঠা ও ভক্তদিগের কৃষ্ণসেবা-সৌষ্ঠবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায়ই ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে যে কিরূপ আশা ও বল সঞ্চার করে তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই।

শ্রীধামে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও গৌড়ীয়-সম্পতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর প্রভু গত ২৮শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন গত ২৯শে জানুয়ারী শনিবার এবং ৩০শে জানুয়ারী রবিবার শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠের সংকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রথম দিন তিনি "শরণাগতের, অকিঞ্চনের এক লক্ষণ। যার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।" এবং "অহো বকী যং স্তনকালকূটং" ও 'আত্মকৃপায় সকল প্রাকৃতকৃপাবিবর্জ্জনম্।' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শরণাগতির আবশ্যকতা, আশ্রয়বিগ্রহের যাবতীয় সেবা-চেষ্টার কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। দ্বিতীয় দিবস "শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম।", 'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে', 'কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা' 'নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়' প্রভৃতি শ্লোক ও পয়ারের উক্তির 'স্বরূপ' বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের বিচার, প্রাকৃত অভিমান নিবৃত্তির উপায় ও প্রয়োজনীয়তা, বিধিভক্তির স্বরূপ, বিধি ও রাগের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

শনিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সংকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে শ্রীগৌড়ীয়গণের বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রাবাসে গমন করিয়া তথাকার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের নিকট পরমার্থ জগতের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বহু উপদেশ প্রদান করেন।

পাবনায় প্রচার

গত ২২শে জানুয়ারী পাবনাজেলান্তর্গত পোতাজিয়ার স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় নরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে চৌদ্দিন শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজী শীঘ্রই ফরিদপুরে প্রচারকার্য্যের জন্য যাইবেন।

ফরিদপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ফরিদপুর জেলান্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে কয়েক দিন প্রচার করিয়া ভাঙ্গা মোকামে প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন রায় মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। গত ৫ই মাঘ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর বাসাবাটীতে মানব ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এবং মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নদীয়াবাসীর নিকট কীর্ত্তিত উপদেশাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ঐ দিবস রাত্রে ভাঙ্গা বাজারে বহু ব্যক্তির সম্মুখে ছায়াচিত্র 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা' প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন।

৬ই মাঘ স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্ত রসরাজ সাহা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ সংবাদ পাঠ করেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ অক্ষয়-গৌরব ভক্তিবৈভব ও ভক্তিসাগর ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ডোমজোড়াগ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় গত ১৪।১।৩৮ তারিখে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৫।১।৩৮ তারিখে ডোমজোড়াগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীপাদ অক্ষয়গৌরব প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১৭।১।৩৮ তারিখে জলকপাটা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে প্রদর্শনী হইতে অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৮।১।৩৮ তারিখে উক্ত ভক্তের মহাশয়ের বাটীতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা দেখান হয়। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণ সকলে কৃষ্ণের চিদ্বিলাসভূমি— তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের নর্তনস্থল। স্থাবর-জঙ্গম —সমস্তই কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ। ইহা না বুঝিতে পারিলেই 'দেহস্থ' (অশুচি) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জ্ঞানদর্শন না হইলে প্রাকৃত সম্বন্ধ বশে ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মাঘ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

নির্জ্জন-ভজন

'ভজন' জিনিষটি খুব সহজবিধান নয়। কৃষ্ণ-সুখবিধানের অপর নামই ভজন। আমরা নিরন্তর কৃষ্ণভজনপরায়ণ শ্রীগুরুদেবের ও ভক্তের সেবাতেই বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে এই ভজনের সন্ধান পাই। সাধুসঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণকথা [illegible] ভজন। সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা [illegible] ভজন বা ভজনের [illegible] যায়।

সাধুসঙ্গ নির্জ্জনেও [illegible] নির্জ্জন নহে। বস্তুতঃ আমরা [illegible] করিয়া যদি সাধুসঙ্গ [illegible] তাঁহাদের সেবা না করি, [illegible] আমাদের [illegible] হইবে। [illegible] একাকী কীর্ত্তন [illegible] আমাদের [illegible] হইবে না। সাধুসঙ্গে থাকিয়াই কীর্ত্তন না করিলে [illegible] কোন কালেই হইবে না এবং [illegible] বাসনা বা [illegible] না। সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে [illegible] কীর্ত্তনপ্রভাবে যখন [illegible] তখনই আমাদের পক্ষে নির্জ্জনভজন [illegible]। নির্জ্জনার্থী না হইলে বা [illegible] আমাদের কিন্তু কীর্ত্তন [illegible]

বৈষ্ণবসঙ্গের কথা। সাধুসঙ্গ ব্যতীত [illegible] আমাদের কীর্ত্তন হয় না; আবার নিরন্তর কীর্ত্তন না হইলে স্মরণও সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গলের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ বাদ দিয়া নির্জ্জন-ভজনের [illegible] একাকী কীর্ত্তন করিতে বা [illegible] স্মরণ সমর্থী হই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ যে চির কণ্টকাবৃত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

কীর্ত্তন—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে; উহা অপ্রাকৃত লীলা। শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপায় [illegible] হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে তাহা কীর্ত্তন-আকারে বাহিরে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্র বলেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্

গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

[illegible] সেবোন্মুখ হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপায় আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হন। তখন চেতন সত্তা চিন্ময় লীলায় কৃষ্ণ [illegible] পূজা করিয়া থাকেন। [illegible] এই কৃষ্ণ-[illegible]। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপা লাভ না হইলে যে আমাদের [illegible] তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। [illegible] আমরা যদি অনধিকারাবস্থায় নির্জ্জন-ভজনানন্দী হইতে যাই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কিরূপে হইবে? সেইজন্য বলিতেছি আমার এই মনঃকল্পিত নির্জ্জনভজন বা আমার দেহারামতা [illegible] ভজন নহে। এইরূপ নির্জ্জনভজনের ছলনা করিলে [illegible] কথা, আমাদের [illegible] কোন কালে হইবে না।

সাধুসঙ্গে থাকিয়া কীর্ত্তন না করিলে স্মরণ কোনকালেই সম্ভব নয়। কীর্ত্তনকে প্রাকৃত ব্যাপার বিশেষ মনে করিয়া কীর্ত্তনকে বাদ দিয়া নির্জ্জনে স্মরণের চেষ্টা, সেখানে মনে মনে যে ইন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টা থাকে। এখানে কীর্ত্তন সেখানেই স্মরণ। কীর্ত্তন— অঙ্গী, আর স্মরণ অঙ্গ। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকীর্ত্তন-[illegible] মহোৎসব [illegible] হন। এই কীর্ত্তন, দুর্ব্বল আমরা একাকী করিতে পারি না, তাই মহাজনগণ লোক-শিক্ষার্থে বলিয়াছেন,—

একাকী আমার [illegible]

হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।

তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া

দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥

শুদ্ধভক্তের সঙ্গ বা সেবা ছাড়িয়া, তাঁহাদের আনুগত্য বাদ দিয়া অর্থাৎ [illegible] সহিত কীর্ত্তন ছাড়িয়া যেখানে স্মরণের অভিনয় তাহা ভক্তিবিনোদ-চরণে অপরাধ বা ভক্তিবিনোদ-বিদ্বেষ মাত্র। এরূপ নির্জ্জন-ভজনে বা লোকবঞ্চনায় কৃষ্ণ-ভজন কোন কালেই হইবে না। সে-স্থানে কীর্ত্তন ছাড়িয়া কৃত্রিম স্মরণের চেষ্টা সেখানে যে গুরুদেবা বা শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবা, তাঁহাদের নিকট হইতে [illegible] চেষ্টা রহিয়াছে। উহা ভজন নহে। [illegible] বৈষ্ণবের সুখ বাসনা নহে, পরন্তু [illegible] কামনারই প্রকার ভেদ। সুতরাং [illegible] নির্জ্জনভজনের অভিনয় প্রচ্ছন্ন [illegible] বা প্রচ্ছন্ন পাপ মাত্র।

নির্জ্জনে কৃষ্ণস্মরণ বা কৃষ্ণসেবার্থ একমাত্র গুরু-শিরোমণি শ্রীহরিদাস ঠাকুরেরই অধিকার। তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার ইহাতে অধিকার নাই। [illegible] আকুল প্রাণে সংকীর্ত্তনই ভজন। শ্রীল [illegible] "বহু লোক মিলিয়া যে কীর্ত্তন উহাই সংকীর্ত্তন" এই কথাই লিখিয়াছেন। আনুগত্যহীন বা সাধুসঙ্গহীন ভজন যাহাকে আমরা 'নির্জ্জন-ভজন' বলিয়া মনে করিয়াছি তাহাতে জীবের কোন সুবিধা নাই বরং দুর্দ্দশা। নির্জ্জন ভজন নির্জ্জন [illegible] নহে। আমরা [illegible] মন আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছে আমরা সেই পথে চলিতেছি, তাই আমরা শান্তিও পাইতেছি না। সেইজন্য শ্রীল [illegible] আমাদের হৃদয়ে উদ্দিষ্ট হওয়া আমাদের জন্য গাহিয়াছেন—

দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব?

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,

তব হরিনাম কেবল কৈতব।

* * *

প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা জালি,

উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥

কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,

কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।

মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি,

না করিল কভু সদাই জানব॥

তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,

তার সহ সম মায়িক সেই সব।

মৎসরতা বশে, তুমি জড় রসে,

মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥

তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন-ভজন,

প্রচারিছ ছলে কুযোগি-বৈভব।

প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,

শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব॥

সেই দুটি কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,

উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম রব।

ফল্গু, আর যুক্ত, বদ্ধ, আর মুক্ত,

কভু না ভাবিহ একাকার সব॥

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,

ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।

সেই 'অনাসক্ত', সেই 'শুদ্ধভক্ত',

সংসার তথায় পায় পরাভব॥

যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,

'অনাসক্ত' সেই, কি আর কহব।

'আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত',

বিষয়সমূহ সকলি 'মাধব'॥

সে 'যুক্ত বৈরাগ্য', তাহা ত' সৌভাগ্য,

তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।

কীর্ত্তনে যাহার, 'প্রতিষ্ঠা-সম্ভার',

তাহার সম্পত্তি কেবল 'কৈতব'॥

'বিষয়-মুমুক্ষু', 'ভোগের বুভুক্ষু',

দুয়ে ত্যজ মন, দুই 'অবৈষ্ণব'।

'কৃষ্ণের সম্বন্ধ', অপ্রাকৃত-স্কন্ধ,

কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব॥

'মায়াবাদী জন', কৃষ্ণেতর মন,

মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি-আশ,

কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব॥

যে 'ফল্গু-বৈরাগী', কহে নিজে 'ত্যাগী',

সে না পারে কভু হইতে 'বৈষ্ণব'।

হরিপদ ছাড়ি', 'নির্জ্জনতা বাড়ি',

লভিয়া কি ফল, 'ফল্গু' সে বৈভব॥

রাধাদাস্যে রহি', ছাড়' 'ভোগ-অহি',

'প্রতিষ্ঠাশা' নহে 'কীর্ত্তন-গৌরব'।

'রাধা-নিত্যজন', তাহা ছাড়' মন,

কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,

প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে 'শব'।

'প্রাণ' আছে তা'র, সে-হেতু প্রচার,

প্রতিষ্ঠাশা-হীন-'কৃষ্ণগাথা' সব॥

শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,

কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম-রব'।

কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,

সে কালে ভজন 'নির্জ্জন' সম্ভব॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও নির্জ্জন-ভজনের কথা পাওয়া যায়; তাহা বিপ্রলম্ভ বা অধিরোহণ কথা। সকল আচার্য্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অধীনেই স্মরণ। সুতরাং সাধুসঙ্গে নিরন্তর যে কীর্ত্তন করা আবশ্যক তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু আমরা যদি আচার্য্যগণের এই সকল সিদ্ধান্তের অমর্যাদা করিয়া, কীর্ত্তন [illegible] সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রসাদ-লাভের জন্য নির্জ্জন ভজনানন্দী সাজি তাহা হইলে আমাদের কি লাভ হইবে? সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া

তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।

বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি

বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ॥

"অর্থাৎ ধন ও রূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়তর্পণরত অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাঁহাদের অনুমত অর্থ-কামাদির ত্যাগ ও নির্জ্জনবাসে আসক্তি,—এই সকল দ্বারা আত্মার সন্তোষ লাভ হয়, কিন্তু যে স্থানে সাধুমুখ হইতে হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জনবাস কখনও স্পৃহা করিবে না। কারণ, তাঁহারা আত্মারামগণ হইলেও কৃষ্ণ-তোষণ হয় না।

আমি এ সকল কথা বহু দিন শুনিয়াছি ও বহু পড়িয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি আজও স্বরূপ-দর্শনের অভাব, কামের প্রেম, ভোগে সুখ বোধ ছাড়িয়া সেবোন্মুখতা, নাম-অপরাধকেই নাম, মায়াকেই কৃষ্ণ, আর প্রকৃত নির্জ্জন-বাসকে ভুলিয়া এ নবীন লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করিতেছি কেন? হায় হায়! সাধুসঙ্গ-সুবাক্য কি আমার উপলব্ধির বিষয় হইবে না? আমি কি লোকের মধ্যে থাকিয়া অপ্রাকৃত সংকল্পের নাম-প্রবাহ অভিনয় করিয়া জীবনটা বৃথায় কাটাইব? আমার এই 'দুর্দ্দৈব' দিন কি শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপায় কোন দিনই দূর হইবে না?

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়॥

পরিবর চা'হুয়া করে শুদ্ধ হ'বে মন।"
"আর কবে 'নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥"

—এই মহাজনবাণী কি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না? শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবাগত থাকিবার সৌভাগ্য কি আমার হবে না? এইটি শুদ্ধ ভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়

গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় আমরা অনেকেই করিয়া থাকি, কিন্তু গুরুপাদাশ্রয়ের আবরণ ও প্রকৃত গুরুপাদাশ্রয় এক হতে পারে না। বদ্ধজীব গুরুকে স্থূল স্বরূপজ্ঞান-যুক্ত মনুষ্যজ্ঞানে, অথবা এক প্রাকৃত বস্তু জ্ঞানেই, আর [illegible] পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত। যোগ্য কে আমরা আমাদের 'গুরু' রূপে বাধা রাখিয়া লইতে পারি, কিন্তু [illegible] এবং অসীম বস্তু; আমরা [illegible] সেবাবস্তুকে [illegible] হইলেও—সেবাদর্শন, গুরুদর্শন বা [illegible] হয় না। সে স্থলে সেবোর সেবায় [illegible] আত্মগোপন করে। [illegible] হইয়া আমরা জড়ের ভোক্তা [illegible] গুরুর নিকটে গমন করার [illegible] ক'রেছি বা ক'রতেছি নিজে মনে [illegible] দেখা যায়, গুরুপাদ হইতে [illegible] হইয়াছি। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] দেখিলে আমরা গুরুদেবের [illegible] স্বরূপ [illegible]। [illegible] আমরা গুরুপাদপদ্ম রাখিয়া [illegible] চেষ্টা করি, সেখানেই তাঁহার [illegible] মূর্ত্তি, আর যেখানে নিজে [illegible] নিজেকে [illegible] গুরুপাদপদ্ম [illegible] বা সেবাবুদ্ধি, সেখানেই তাঁহার [illegible] মূর্ত্তি প্রকটিত। এতৎপ্রসঙ্গে গত [illegible] 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ প্রভু বঙ্গাব্দ ১৩৪০ [illegible] আবাঢ় তারিখে শ্রীশ্রীল [illegible] বিরহতিথি দিবসে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-[illegible]মঠে 'বৈষ্ণব সাহিত্য নিবন্ধ' [illegible] যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিব-[illegible] কল্যাণ মানসে প্রচারের [illegible] হইতেছে যে একটী [illegible] রাখিয়াছেন, তাহাতে [illegible] আলোচনের নিমিত্ত পুনরুদ্ধৃত [illegible] হইল।

"[illegible] জনগণ আপনাদের [illegible] বস্তুলোপ এবং [illegible]

নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৩ই মাঘ, ১৩৪৪

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

মহিকুলশরণদস্ৰোপাস্ত-পদাবলাঞ্জনেষু—

আগামী ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর- শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে ও সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষ এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতমপূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে নিখিলব্রহ্মবাসী শ্রীব্যাস পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। তদুপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের [illegible] আলোচনা, মহা প্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। 'নিবেদনমিতি—

শ্রীশ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতানাং
সেবকবৃন্দানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আচার্য্য-আরতির সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা বা শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ধারণায় এত বিচারে বিপদগ্রস্ত হন। তাঁহাদের ভোগ্য জ্ঞান রাখিয়া লইবার বুদ্ধির উদ্রেক হেতু উহা আরাধনা-বুদ্ধির ব্যাঘাত কারক। যে স্থলে ভক্তি নাই, তথায়ই বাস্তব বস্তুর অনুভূতির অভাবে অবাস্তব বস্তুর ধারণা প্রবল হওয়ায় পরিবর্ত্তিত [illegible] বিগ্রহ শ্রীগুরুর আসন অধিকার করে। গুরুপুরুষগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভগবৎসেবায় সর্ব্বতোভাবে সমর্থ বলিয়া বিচার করেন। আর বহুবিধকার অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া জড়ের প্রভু হইবার বাসনায় বাঁধিয়া লইতে গিয়া জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা অঙ্গীকার [illegible] বিবিধ ত্রাপে জর্জ্জরিত হন। যে স্থলে গুরুপুরুষের [illegible] ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, তথায় বিশ্বের আক্রমণের পরিবর্তে স্বচ্ছন্দবৃত্তি বর্ত্তমান—তথায় বস্তুকালের ক্রিয়া কার্য্যকরী নহে। তথায় আনন্দের বাধা দিবার জন্য [illegible] মায়ার বিরোধিনী [illegible] শক্তি ক্রিয়াবতী নহে। তজ্জন্যই এই প্রকারের লেখন রাখিয়া লইবার বুদ্ধিতে আবদ্ধ মায়াবদ্ধ জীবগণ জড়ভোক্তা হইতে না পারিয়া জড়ের প্রভু হইবার জন্য সচেষ্ট জনগণের বিচার পোষণ করিতে পারেন নাই। 'অন্যা ষষ্ঠ্যে' বুদ্ধির সেবা করিতে গিয়া কেহ যেন 'অনর্থনিবৃত্তি' শ্লোকোক্ত [illegible] পরিচয়ে বিমুখ না হন, ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা।"

শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] অবস্থা যে [illegible] বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রীল প্রভুপাদ [illegible]

বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন সেই অপ্রাকৃত বাণী তিনি জীবের কর্ণদ্বারে কত উপায়ে কতই না প্রবেশ করাইলেন, কিন্তু আমাদের ভোগোন্মুখী কর্ণে তাহা বিন্দুমাত্রও প্রবেশ করিল না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

তাই মহাজনবাণী শ্রবণ করিয়াও তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না, কেবল শ্রবণের অভিনয়ই মাত্র সার হইল। শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] করিলে বঞ্চিত হইবার কথা নাই। [illegible] পূর্ব্ব পরিচয় [illegible] থাকিলে অনুগামী [illegible] বঞ্চিত করিয়া থাকেন। বাস্তব গুরুপাদাশ্রয় ও আশ্রয়ের অভিনয়ের [illegible] একরূপ হইলেও তাহাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন'।
'লাভ' 'পূজা' 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥

গুরুদেবকে দিয়া 'নিজের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করা [illegible] দিয়া যায় আমার স্বার্থই অপ্রাকৃত হইয়া থাকে। সমগ্র নিজের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা শ্রীগুরুদেবকেই একমাত্র সম্পত্তি ভাবিয়া লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা দিতে আসিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তাই গুরুদিয়ে দেখা যায় 'প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাঞা'।

অনেকে গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া গুরুদেবকে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] প্রকৃত গুরুপাদাশ্রয়ে উচাইর স্বভাব [illegible] বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রত্যেকটী অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে ও উপসংহারে [illegible] অনুরূপ বৈষ্ণবগণের জয়গান করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কি বৈষ্ণবতা বা দৈন্যোক্তি কম ছিল? গুরুদের পশ্চাতে যা করা যেরূপ [illegible] বিধি, তদ্রূপ বৈষ্ণবের পশ্চাতে [illegible] বৈষ্ণবের আনুগত্যেই গুরুপাদাশ্রয় সম্ভব।

— [illegible] দেবী

গঙ্গাসাগরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন বৈখানস মহারাজ গঙ্গাসাগর মেলায় [illegible] থাকিয়া হরিকথা প্রচার করিয়া কলাস্থ গ্রামনিবাসী [illegible] বনবাসী যাদের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হইয়া হরিকথা আলোচনা ও [illegible] করেন। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য ও [illegible] উপদেশ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তাঁহার প্রচারকগণের ভূয়সী প্রশংসা।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] 'কুটি' ও 'পদ্ধ' [illegible] স্বামীজী মহারাজ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible] কীর্ত্তন পাঠ [illegible] করেন। [illegible] সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় [illegible] দিবস তাঁহার [illegible] একটি [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজ [illegible] প্রচার করিয়া [illegible] আরও [illegible] প্রচার করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগার 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহা-চতুষ্টয় বেদীর শ্রীমদ্ভাগবতা'র ভক্ত-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক -শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃষ্ণের শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকটকালীন লীলাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধু বন ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহ ভবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক -শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারায়ণ পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক -শ্রীবনমালী ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীসুন্দর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক- মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর্দ্ধন অধিকারী এম.এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবারী ক্যাম্প, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক -শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২৩নং কালিপুরা, বেনারস সিটি,

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক— শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনস্থলী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীকেশবানন্দ

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দেশ্বর বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) কুসুমসরোবর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—সোনারী, পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগোরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅধিক্ষজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাগোবিন্দ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সদ্ভক্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী- স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিতাইদাস দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভক্তিপ্রাণদাস ব্রজবাসী কাব্যরত্ন

(৬১) অমর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্শী, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ দাসগপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

দাসগপাড়া পোঃ রাজু (আসাম)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আড়রা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক - শ্রীমহেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাগান, পোঃ চৌগাছা, (যশোহর)

রক্ষক—শ্রীরামানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০/৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ব্রাম্পটন, লণ্ডন, ড ৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীঅনঙ্গগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যার্ণবের সম্পাদকত্বে
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আনবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহস্র ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা
২৭। মুক্তিধারা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ)
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। আর্ত্তশতক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। আর্চনক্রম /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা বারাবাণস্তুতী ।০
৫৬। বাবচর্য্য ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভক্তালোক ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধরসঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সাহাস্বেবর্দ্ধন্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদ্ধীজম্ ।০
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ টক ছুটং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিভোসন ।০
ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অক্ষয় ঘোষ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের পরিকল্পিত গৌড়ীয় সাহিত্য-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈরিয়াহরণা শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—— ঃ০ঃ ——

নির্মৎসর শুদ্ধভক্ত-পিপাসু সাধকমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ একধারাপ্রাপ্ত
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিশুদ্ধ সূচীপত্র ও বহু চিত্র
দ্বারা সংশোধিত
আছে: ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(•)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বজনপরিচিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::•::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৷৷০	৷৷০	৷৷০	৷০
" ৮ ফু ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৷০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৬৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের চতুর্থ শ্রেণির প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য্য বহু গবেষণার ফলে শ্রৌতগবেষণা এবং নিরপেক্ষ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া অপরাধে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট আদর্শ ও আন্তর্জ্জাতীয় গ্রন্থ সচিত্র ও বিশদ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠ, কুমারহাট্টা ম্যাঃ ও; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা, ব. পৃঃ

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"গুরু বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারের
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাউলপট্টিতে অবস্থিত। এখান হইতে বহু ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' মায়াপুর
[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
প্রচারক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
[illegible]
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1846

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র অধিক প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে মাঘ, ১৩৪৪, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২৭৯]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

বিষ্ণুপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন

বিষ্ণুপুর সহরের উপকণ্ঠে নবনির্ম্মিত [illegible] নগরী মধ্যে বিশাল মণ্ডপে গত ২৯শে [illegible] অপরাহ্ন [illegible] ঘটিকার সময় [illegible] সম্মেলনের বর্ত্তমান [illegible] হয়। দেশের বিভিন্ন [illegible] হইতে [illegible] প্রতিনিধি সম্মেলনে [illegible] করেন। [illegible] হিসাবে সম্পন্ন হয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের দুইটী কলিগীত হইবার পর সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। [illegible] সভাপতি ও সম্মেলনের [illegible] আভিভাষণ পঠিত হইবার পর [illegible] সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] এক [illegible] প্রসঙ্গে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও [illegible] বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, [illegible] আমাদের [illegible] সম্ভবপর। [illegible] সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার পর [illegible] সময় সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত [illegible]। পরদিবস বেলা ১২টার পুনরায় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনের মূল [illegible] চলিবার সময় সহস্র সহস্র বহু সংখ্যক [illegible] [illegible] সম্মেলন মণ্ডপের আশে পাশে ঘোরা-ফেরা করিতে দেখা যায়—অন্ত কোন [illegible] সম্মেলনে একপ দেখা যায় [illegible]

সোভিয়েট-বৃটেন সামরিক চুক্তি

বৃটেন ও রুশিয়ার মধ্যে সামরিক চুক্তির জন্য দূতাবাসের মারফতে আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ জন্য একটা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। রুশিয়া নাকি বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে জানাইয়াছে যে, বৃটেন যদি রুশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে জার্ম্মাণ আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং হংকংয়ের নিকট নৌ বহরের ঘাঁটি দেয়, তাহা হইলে জাপান চীনের উপর আক্রমণ বন্ধ না করিলে মাঞ্চুকু ও মঙ্গোলিয়ার মধ্য দিয়া রুশিয়া সশস্ত্র আক্রমণ দ্বারা জাপানকে বিপদগ্রস্ত করিতে প্রস্তুত আছে। রুশিয়ার রাজনীতিকগণ আরও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তির ন্যায় বৃটেন যদি এই সময় একরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের অনুকূল মনোভাব এখন যে অবস্থা প্রবল রহিয়াছে, পরে হয়ত তাহা না থাকিতে পারে।

———

নারী বিক্রয় বন্ধের চেষ্টা

রেলওয়ে পুলিশের সিটি ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ কে, কে, হ [illegible] তত্ত্বাবধানে [illegible] চেষ্টার ফলে সিটি পুলিশ এক চক্রের দল গ্রেপ্তার করে। ঐ দলে কতক-গুলি স্ত্রীলোক ছিল। তাহারা বালক-বালিকা হরণ করিত। দলের নিকট পুলিশ একটী অপহৃত বালিকাকে পাইয়াছে।

প্রকাশ, নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া দলের লোকজন বেলেঘাটা কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া চাউনী নামক এক গ্রাম হইতে ১৬ বর্ষ বয়স্ক, সুখদাহ সানীয়া নামী ঐ বালিকাকে হরণ করে। তাহারা নয় দিন বালিকাকে রাখে এবং তাহাকে বিক্রয় করিবার মতলব করে, কিন্তু পুলিশ ঐ দলকে গ্রেপ্তার করিয়া বালিকাকে উদ্ধার করে। বালিকাটীকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান হইয়াছে এবং দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা অনুসারে ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু হইয়াছে। আসামীরা হাজতে আছে।

স্ত্রীলোক বিক্রয় ব্যবসা বন্ধ করার জন্য পুলিশ বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছে। গোপনে [illegible] নিয়মিতভাবে এই ব্যবসা চলে, গোয়েন্দা পুলিশ তাহা জানিতে পারিয়াছে। সিন্ধুদেশের পুলিশ যে সব বালিকাকে উদ্ধার করিয়াছে, জানা গিয়াছে [illegible] তাহাদের বাস। বালিকাদিগকে স্বগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর আদেশে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক অপহরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত জনৈক পুলিশ [illegible] তদন্ত করেন। এই উপলক্ষে [illegible] এক ব্যবসায়ী দলের কতকগুলি লোক ধরা পড়িয়াছে। তাল্ [illegible] আর একদল আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্ত্রীলোক-বিক্রয়-ব্যবসায় একবারে বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে।

দ্বারভাঙ্গায় ভূমিকম্প

গত ২৯শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে ৯-৪০ মিনিটে, দ্বারভাঙ্গায় ভূমিকম্প হয়। [illegible] জনসাধারণের মনে ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে কম্পন হয়। ভূকম্পের জন্য লোকে চঞ্চল হইয়া উঠে; অনেক লোক গৃহত্যাগ করে। উপরতলা হইতে নীচে নামিবার সময় কয়েকজন লোক অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে।

মজঃফরপুরে ভূমিকম্প

ঐ দিবস প্রাতঃকালে, ১০-৫ মিনিটে মজঃফরপুরে ভূকম্পন একটু বেশী হয়। প্রায় দুই সেকেণ্ড কম্পন স্থায়ী হইয়াছিল।

নবীনগঞ্জ আন্দোলনের জের

ঐ দিবস বাহ্মণবাড়িয়া হইতে ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী [illegible] গোসাঁইন গ্রামে একটী চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, একব্যক্তি আপত্তিকর ভাষায় লিখিত একটি টেলিগ্রাফ বড়লাটের নিকট পাঠাইতে চায়, কিন্তু সিগন্যালার তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করায় লোকটী ক্রুদ্ধ হইয়া টেলিগ্রাফ লাইন কাটিয়া দেয় এবং টেলিগ্রাফ অফিসের [illegible] করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া একটী [illegible] উপড়াইয়া ফেলে।

সংবাদ পাইয়া ডেপুটী কমিশনার এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। প্রকাশ যে, এক ব্যক্তি অনেকদিন হইতে [illegible] মুসলমানদিগকে [illegible] দিতে অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিতেছিল। কিন্তু ঐ [illegible] কোন উত্তর না পাইয়া [illegible] একজন লোক ঐ কাজ করে। ডেপুটী কমিশনার এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উপস্থিত হইলে লোকটী [illegible] ইন্সপেক্টারের নিকট হাজির হয় এবং অপরাধ স্বীকার করে।

টেলিগ্রাফ আইনের ২৫ ধারা অনুসারে কেবল মাত্র [illegible] বিচার পাইয়া তাহাকে এক [illegible] টাকা অর্থদণ্ড [illegible] করিয়াছেন। এখন অবস্থা শান্ত হইয়াছে।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ — ৩৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৩৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ের গাথা ।৶৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।৹
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৹
৩০। দীপ দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড /৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব /৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃপানেশর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /৹
৬৭। নারায়ণবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র.

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরিব্রাজক গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাশ্রম শ্রীগৌর-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বাক্যাবলী
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ একত্রাবস্থায়
পাঠ ও বহু শাস্ত্রের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রামাণ্য সহ ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
তন্মধ্যে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২য় বর্ষ | ১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ১৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, বুধবার | [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩০শে জানুয়ারী রবিবার [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] সাগর মহারাজ [illegible] শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে [illegible] বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে [illegible] করিয়াছেন। স্বামীজীর সত্বর [illegible] প্রচারে যাইবার কথা আছে।

[illegible] শ্রীমদ্ ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ [illegible], [illegible], [illegible], দেরাদুন, [illegible] [illegible] স্থানে হরিকথা প্রচার ও কুম্ভ মেলা [illegible] হরিদ্বারে শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর [illegible] একটি খুব সুন্দর স্থানের [illegible] দিল্লী [illegible] গত রবিবার প্রাতে [illegible]গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে [illegible] হইয়াছেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহ-[illegible] সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য স্বামীজী [illegible] একদিনের মধ্যেই সেখানে অভিমুখে যা[illegible]করিবেন।

সেখানে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার্থ সপার্ষদ [illegible] আচার্য্যদেবের তথায় শুভবিজয়ের কথা আছে।

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ৮শে জানুয়ারী শুক্রবার সান্ধ্যাহ্নিকের [illegible] ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ [illegible] প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ সকলেরই [illegible] হইয়াছিল। পাঠান্তে কীর্ত্তন হয়।

কুষ্টিয়ায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় গত ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া সহরে 'গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে' শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করেন।

গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত সহরে শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে শ্রীমান্ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতা[illegible] উনবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপদ্মে [illegible] সনাতনের [illegible] প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরদিবস অর্থাৎ ৭ই জানুয়ারী কুষ্টিয়া রেলওয়ে ক্লাবেও এবং ৮ই জানুয়ারী স্থানীয় বাজারে শ্রীপাদ মহা-পুরুষ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী [illegible] [illegible] [illegible] বাজারের সন্নিকটস্থ 'সত্যনারায়ণ [illegible]' গত ১৩ই জানুয়ারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ অধিকারী মহোদয় অন্যান্য সেবকবৃন্দ সহ গত ১৪ই জানুয়ারী [illegible] গ্রামে গমন করেন। তথায় [illegible]ই জানুয়ারী হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত [illegible] শ্রীযুত [illegible] দাস মহাশয়ের ভবনে [illegible] ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারীজীর মুখ পারকত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ১৮ই জানুয়ারী রামনগর নিবাসী শ্রীযুত নিরঞ্জন নায়েক মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে প্রচারকগণ তদীয় ভবনে গমন করেন। তথায় নায়েক মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীমান রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারী দিনদ্বয় অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম "জন্মাদ্যস্য যতঃ" শ্লোকটী অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন [illegible] প্রচারকবৃন্দ ২০শে জানুয়ারী [illegible]পুর গ্রামে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন [illegible] মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর দিবস [illegible] [illegible] গ্রামে শ্রীযুত প্রিয়নাথ পাড়ুয়া মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। তথায় ২১শে ও ২২শে জানুয়ারী শ্রীপাদ মহাপুরুষ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২২শে জানুয়ারী শ্রীমান্ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" হইতে "কে আমি কেন আমারে জারে তাপত্রয়" শ্রীমৎ সনাতন প্রভুর এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ[illegible] 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস', "কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ।" 'কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।' এই পয়ারের পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

গত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণের [illegible] সেবক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুখে [illegible] পালন করিয়াছেন। [illegible] উৎসবোপলক্ষে গত ১৮ই জানুয়ারী [illegible] [illegible] দিবসে কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিবস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন। [illegible] পর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীনামের [illegible]

([illegible] [illegible])

[illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] করিয়া

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible]

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"শ্রীশুকদেব ও সনাতন বৈষ্ণব কুলের চিরপোষকগণ;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতি ছিল। স্থাবর-জঙ্গম-সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'ভোগ্য' (ভক্ষ্য) এবং আমিষ 'নিষিদ্ধ' হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সম্বন্ধে জ্ঞানহীন হইলে সাংসারিক মঙ্গলও ভোগ বা ত্যাগ বিচারে আমরা সাধকের মঙ্গল সাধন করি।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মাঘ, ৬৬ অঙ্ক, গৌরাব্দ ৪৪৩

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ বাসুদেবের ভজন করতে পারে না। অমনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের বিচারপ্রণালী অন্য প্রকারের। মন ও জড় পদার্থ কাম-ভোগ-বাসনা। যাঁ'রা হরিদ্বার বা গোবর্দ্ধনের স্টেশনের টিকিট কিনেছে, যা'রা Terminating Station (গন্তব্য স্টেশনের) প্রেমের স্টেশনের টিকিট কিনে নাই, তা'রা মধ্যপথেই এখন নেমে যায়; না হয় আত্মতত্ত্বেই চরম প্রাপ্য মনে ক'রবে; কিন্তু প্রেমের স্টেশনের টিকিট কিনলে তা'রা মধ্য স্টেশনে Journey break (যাত্রাবিরতি) ক'রে স্বর্গলোক ও … প্রাপ্য বস্তুগুলি দেখে নিতে পারবে। কিন্তু তাদের আকর্ষণ ক'রে রাখতে পারবে না। প্রেমাই তা'দের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকর্ষক হ'বে।

পরতত্ত্ব … গৌড়ীয়মঠ Institution এর মত অপরাধীদের Institution নয়; পরমার্থ-অধোক্ষজ বা … Institution নয়। সমাজের কোনও একটা আংশিক বা সাময়িক উপকার ক'রার জন্য গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব নহে।

সমাজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব। এজন্য গৌড়ীয়মঠ নিজেদের … এত দৃঢ়তার সহিত Stuck ক'রেছেন, অন্য লোকের মনে যোগদান ক'রতে পারছেন না, পাণ্ডিত্যশালী বা বহো-ব্যক্তির মত অনাশ্রয় হ'য়ে লোকের মনোরঞ্জন ক'রতে পারছেন না।

হরিনামগ্রহণ ছাড়া অন্য alternative আছে, তাহাই তর্কপথ। হরিনামের আর অন্য কোন প্রকার alternative নাই। Alternative কল্পনা ক'রলেই এই দুর্নীতির স্রোত। হরিনামগ্রহণকারিগণকে একটা Party মনে ক'রছেন যাঁ'রা, আর হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয় যাঁ'রা মনে ক'রছেন, তাঁ'রা অন্য রকমে মাপতে যাচ্ছেন, তাঁ'রা মাপার দল বা মাপার দল—অভক্ত সম্প্রদায়।

* * * * *

জাতি প্রভৃতি। আমরা যদি Over powered হ'য়ে যাই তাঁ'দের চিন্তাস্রোতে, তা' হ'লে আমরা তাঁ'দের কথারই ভাবে কাটবো, ইংরেজের রাখবার জন্য nationality'র ছুটে যেতাম। একজন ভাল লোক হ'য়ে গেলে তিনি একাই সমস্ত এখানে উদ্ধার করতে পারেন।

"একাও হাঁ'কতে দাঁ'ক ধরে ভবে ভবে।"

মুসোলিনী একটা লোক হ'য়েছেন বা হিটলার একটা লোক হ'য়েছেন, তাঁ'দের কথা সকল জাতি শুনছে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব সেরূপ ন'ন; তাঁ'দের উপকার-চেষ্টা সম্পাদিত কথা মাত্র নয়—যথার্থ নিত্য সমগ্র উপকার। গৌড়ীয়মঠ ছাড়া অন্য কোথাও বাস্তবসত্যের কথা আছে কি না, তাহা জানি না। যদি থাকে, তবে তা' গৌড়ীয়মঠের সঙ্গে নিশ্চয়ই incorporated হ'বে। জগতে সত্যের মত দেখতে অনেক ছবি আছে, কিন্তু তা' বাস্তবসত্য নয়। একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণের দ্বারাই অন্যের সুবিধা হ'বে।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

নামের কথন ও অক্ষরে অর্জ্জন এক নহে কিন্তু একতাৎপর্য্য। অর্জ্জনকারী অর্জ্জন করতে করতে নামভজনের অধিকার লাভ করেন। অতএব পুরুষ অধ্যয়নে … বাদ, আর গোপীর বাণী অধ্যয়নে কক্ষের ভেদ। অধিকারের উচ্চ স্তরে ভগবানের সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হ'লে দর্শন হয়। উন্নত অধিকারীর হৃদয়ে, বাহিরে ও প্রকাশ হয়।

প্রাকৃত কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহবাদিগণ ক্রমশঃ যোগ প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে বৈরাগ্যবিধানের চেষ্টা করে, তাহাতে চিত্তের আত্যন্তিক সুখলাভ হয় না। ও কথা শ্রবণ করলে ও তাহার কীর্ত্তন আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক অবস্থার উদয় হয় তাহাতেই আমাদের চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। আমরা কৃত্রিমভাবে চিত্তস্থির করবার পক্ষপাতী নই। হোক্ না কেন চিত্ত স্বভাবতঃ অস্থির, যদি হরিনাম পাদ-সেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে তা'হলে চিত্ত কোথায় যাবে? হরিসেবার জন্য সমস্ত কামনা—অতএব হরিসেবার জন্য লৌল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

যা'তে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তা'তেই প্রীতি—এতে কোন বৈষম্য নাই। এখানে অবস্থান। 'ঈশ্বর'পদার্থ হ'তে 'দাস'পদার্থের ভেদ উপস্থিত হ'লে অসুবিধা। প্রভুর মনোহভীষ্ট-পূর্ত্তি ছাড়া যখন দাসের অন্য কার্য্য হ'য়েছে তখনই তা'র চ্যুতি এসে গেল। কৃষ্ণসুখ-বিস্মৃতি হ'তে অসুখ। বিষ্ণুভক্তিবিমুখের হ'তে ভয়। সবাই ভজন ফল। আমাকে প্রভু রক্ষা করবেন; প্রভু ব্যতীত রক্ষক নাই। তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনি বড়, তাঁ'র অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা ক'রবেন—আর অন্য রক্ষক আমার নাই এইটীই শরণাগতির বিচার। যখন অন্যের নিকট হ'তে তাঁ'র … তখনই বুঝতে হ'বে তা'র শরণাগতির অভাব আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ আছে এইটীই ব্যভিচার। অশুচি আমার মঙ্গল শ্রীগুরুদেবকে সেবা করার দুর্দ্দৈব-বিপর্য্যয় হ'য়েছে। ভীতি হ'তে মুক্তিলাভ।

মানুষ যে কাল পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবায় 'লুব্ধ' না হ'বে সেকাল পর্য্যন্ত মায়াদেবী তা'কে গ্রাস ক'রবে, এবং মায়া তা'র ইন্দ্রিয়গণের পদার্থ হ'বে। যিনি নিরন্তর পরমানন্দে যাঁ'র অবস্থান তাঁ'র হরিকথা ব্যতীত অন্য কথা নাই। সর্ব্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রৎকালে সংবাদ হরিকথা। এমন কোন্ মূঢ় আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে অন্য কথায় নিবিষ্ট থাকবেন? হরিকথাই কৈবল্যপথ পথ। যাঁ'রা পূর্ব্বেই মানুষ হ'তে পেরেছেন তাঁ'দের জন্যই ভক্তিপথ।

অধোক্ষজ ভগবান আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ন'ন। অতএব প্রবৃত্তি হ'তে পৃথক্ হ'তে পারা যায় একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীশ্রবণের দ্বারা। শ্রবণপথ ও শ্রৌতপথ লঙ্ঘন ক'রে জগতে যে চেষ্টা করছে সেরূপভাবে কখন হরিনাম-কীর্ত্তন হয় না। হরিনাম বহুজীবদ্বারা কীর্ত্তনীয় হবেন। গুরুকৃপার বাণীশ্রবণে সেবোন্মুখতা উপায় হ'লে হরিনাম কীর্ত্তনে উদিত হ'ন।

শ্রুতপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রৌতপথ গ্রহণ করতে হ'বে। শ্রবণ করতে হ'বে, আগেই চোখ দিয়ে দেখতে হ'বে না। তা' হ'লে আবিল হয়ে পড়তে হ'বে। মহাজনের আচরণ আগেই চোখ দিয়ে দেখতে গেলে আত্মঘাতী হ'য়ে অন্ধকারে পড়তে হ'বে। ভক্তি-পাঠের একান্ত ফল শ্রীহরিনামে একান্ত রুচি। আপনারা শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'তে বঞ্চিত হ'বেন না।

বহুজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণব সেবা। অবস্তুকে বস্তুজ্ঞানের প্রবৃত্তিসমূহ পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। জগতের পতিতগণের চিত্ত বাঞ্ছা না করিলে ভগবান দয়া করেন না। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক থাকতে হ'বে। যা'র অবৈষ্ণবতা-বুদ্ধি … সে তাহা বুঝতে পা'রবে না। হরি-গুরু সুখ না করলে হরিভক্ত হ'বার সম্ভাবনা নাই। হরিগুরুর সঙ্গে হরিকীর্ত্তন, হরিনাম কীর্ত্তন সম্ভব হ'বে।

ভগবানের তত্ত্ব কেহ এই চক্ষুদ্বারা দর্শন করতে পারেন না। এই প্রকার চক্ষুদ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু বলে তাঁ'কে দেখা যায় না। এই কর্ণদ্বারা তাঁ'র কথা শোনা যায় না, এই নাসাদ্বারা তাঁ'র নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এ জিহ্বাদ্বারা তাঁ'র উচ্ছিষ্ট আস্বাদন ক'রতে পারা যায় না। এই মনে তাঁ'র চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁ'কে সর্ব্বতোভাবে বহুজীবের ইন্দ্রিয়-চালনযোগ্য ভূমিকা হ'তে পৃথক্ না রাখতেন তবে তাহা ভোগ্য বস্তুই অন্যতম হ'তেন, তা'হলে তিনি পূজ্য, আমাদিগকে তাঁ'র … নিতে হ'বে এ সকল কথা মনোহর উদিত হ'ত না। এজন্য আমাদের মধ্যে জানাই তিনি অধোক্ষজ, অর্থাৎ বহুজীবের জ্ঞানভূমিকার ব্যাপারবিশেষ ন'ন। এখানে কেহ হ'তে পারে 'অপরোক্ষ' অথবা 'অ' … বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা অতি অপরোক্ষ। তাতে একটো সমাধান আছে, কিন্তু বস্তু নাই। সেখানে নির্ব্বিশেষ বস্তু আমাদের চিন্তাস্রোতে রোধ করে—সীমাবদ্ধ পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—অতএব সেই বস্তু কোন প্রকার—তাঁ'কে বুঝবার জ্ঞান করি। শ্রীগুরুর নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে তাঁ'কে দেখতে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের অজ্ঞানের প্রয়াস ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেই অধোক্ষজ বস্তুই দ্রষ্টা। ভগবত্তত্ত্ব স্বরূপ, চেতন, নির্গুণ। তিনি যথাসুখ আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যাঁ'র তাঁ'র সেবার উপযোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তাঁ'র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। শ্রীবিগ্রহের … দর্শন কার, পূজা অর্চ্চনের জন্য অপরাধ কাটবার জন্য, ভগবানের শ্রীঅঙ্গ জ্ঞান ক'রে দর্শন ক'রতে যাই, তবে তিনি আমাদের মলিন চিত্ত দেখে দুঃখিত হ'য়ে দর্শন না ক'রতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে গেলেই ভাল হয়।

অভাব মোচনের উপায়

(ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী)

যখন আমাদের কোন অভাব হয়, তখন সেই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা স্বভাবতই আমাদের হইয়া থাকে এবং যেখানে বা যে উপায় অবলম্বনের দ্বারা সে অভাব মোচন হয়, সেখানে বা সেই উপায় অবলম্বন করিতে আমরা চেষ্টান্বিত হইয়া থাকি। আমার অভাব পূরণ করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তির নিকট আমার সমস্ত অভাবের কথা জ্ঞাত করিলে, তিনি তাহা অচিরেই পূরণ করেন এবং তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হই।

যাঁহার অভাব পূরণের যাবতীয় অভিযোগ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন না করিলে অভাব পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে তাঁহার নিকট যাইবার আগে আমার বিচার করা উচিত আমার বাস্তবিক অভাব বোধ হইয়াছে কি না। আমরা এই বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়,—আত্মীয়, স্বজন, পিতা, মাতা, পুত্র স্ত্রী, বন্ধু এবং বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদ, নদী, পর্ব্বত, ঝরণা, বন, উপবন, সমুদ্র, মরুভূমি, পশু পক্ষী ইত্যাদি বহু প্রকারের দৃশ্য পদার্থ। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত আমরা বিভিন্ন প্রকারের কামনা লইয়া এজগতে কালাতিপাত করিতে চাই। ইহাদের কোন অভাবে নিজেকে অভাবগ্রস্ত মনে করি বা ক্ষুব্ধ হই; কিন্তু ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধের পরিণাম কতটা এবং কি প্রকারের তাহা চিন্তার দ্বারা আবিষ্কার বা ভাবিবার অবসর আমরা পাইতেছি না। কারণ, এ চিন্তাও একটা না একটা অভাব এসে আমাদের চিন্তার স্থান অধিকার করিতেছে। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে যে'খানে পরাত্মাকাঙ্ক্ষা সাধুগণের উপদেশ বাণীতে দেখিতে পাই, তাঁহারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব যত, যদি থাকে শত শত,
আপনাতে হও সাবধান।
আমি যে বিষয়ে রত, না ভজনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ॥

এই সাধুবাণী শ্রবণ করিলে আমাদের পূর্ব্বসম্বন্ধ, পূর্ব্ব বিচার এবং পূর্ব্বের সুখ দুঃখের কথা সমস্ত তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ এতদিন আমরা যে বিশ্বের পতি আছেন তাঁহাকে তাহার সমস্ত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কালাতিপাত করিব মনে করিয়াছিলাম, সাধুগণ জানাইলেন যে, সেই বিশ্বের আত্মীয়, স্বজন, পিতা, পুত্র, ইত্যাদি তোমার নহে বা এই বিশ্ব তোমার ভোগ্য নহে, তুমি উহার ভোক্তা নও, একমাত্র বিশ্বনাথই উহার পরমভোক্তা। তিনি তোমার একমাত্র উপাস্যবস্তু ও তিনিই তোমাকে চিরকাল রক্ষা করিতেছেন।

এখনে কথাটার প্রতি আমার রুচি হয় নাই। কারণ বিশ্বে আমার ধারণা ছিল; তাহার দ্বারা আমি আমার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিতাম। এখন জানিলাম, বিশ্বের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আত্মীয়-স্বজনের ও নিজের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া আমাকে শ্রীহরির সেবা করিতে হইবে। কিন্তু আমার বিচারটা বিষম হয় নাই যে যাহাদের আমি বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছি, যাহাদের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভাব মোচন করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাহারা আমার কতটা অভাব মোচন করিতে পারে বা কতটা উপকার করিতে পারে। এই বিশ্বের সকলে আমার যে উপকার করেন, তাহা সাময়িক উপকার। তাঁহারা আমার নিত্যমঙ্গল বা সম্পূর্ণভাবে আমার অভাব অভিযোগ মোচন করিতে পারেন না। যেমন আমার অর্থের অভাব ঘটিলে পর আমার কোন ধনী বন্ধুর নিকট তাহা জ্ঞাপন করিলে তিনি আমায় কিছু অর্থ দান করেন, যতক্ষণ ঐ অর্থ আমার নিকট থাকে ততক্ষণ অর্থচিন্তা-বিষয়ে আমি কতকটা পরিমাণে নিশ্চিন্ত থাকি, আবার যখন ঐ অর্থ শেষ হইয়া যায় তখন আবার অভাব প্রতীয়মান হয়। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, ইত্যাদি আমার শুশ্রূষা করিতেছে, তাহাতে রোগের নাই ভাবিলাম বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও ব্যাধি ও বিয়োগজনিত দুঃখ আসিয়া সুখের লেশ ভাঙ্গিয়া দেয়। মৃত্যু আসিয়া ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করিয়া দেয়। সেইজন্য আমরা যদি এদের নিত্যবন্ধু মনে করি তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদের ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হয়। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

স্ত্রী, পুত্র, ইত্যাদিকে যাহারা আত্মীয় মনে করে তাহারা গোখর বা গোতুল্যগর্দ্দভ।

এরূপ প্রমাণিত হয়, এই বিশ্বে কেহই আমাদের নিত্যমঙ্গল দান করিতে পারে না এবং প্রকৃত আমাদের চেষ্টা করাও বৃথা। এই সংসারকূপ অকূল পাথারে একমাত্র সহায় শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনগণ। তাঁহাদের সেবাই আমার নিত্যকার্য। সেই শ্রীহরিসেবা লাভ করিলে আমার কোন অভাব থাকিবে না। কিন্তু সেই হরিপাদপদ্মের সন্ধান গুরুবৈষ্ণব বিনা কেহই দিতে পারেন না। মাদৃশ সংসারসিন্ধু-নিমজ্জিত জীবের সেই হরিজন বা বৈষ্ণবের শরণাগত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। যদি নিষ্কপটে তাঁহাদের নিকট আমার যাবতীয় অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারি তাহা হইলে আমার নিত্যমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। নচেৎ কপটতা আশ্রয়ে তাঁহাদের নিকট ভোগস্পৃহা লইয়া গেলে আবার সেই সংসারলাভ বা নিষ্পেষণ ঘটিবে। অতএব আমি হরিগুরু-বৈষ্ণবের নিকট নিষ্কপটে তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুতে অভিষিক্ত হইয়া জানাইতে পারিব,—

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

শ্রীধামের শোভা

ভোগের বিচারে অবস্থিত বহির্ম্মুখ জীব আমরা সর্ব্বদাই জগতের সকল বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হই। আমাদের এক কথায় ভোগোন্মত্ত বলা চলে। কারণ, আমরা ভোগ করিবার জন্য উন্মত্ত অর্থাৎ পাগল হইয়া বেড়াই। এমন কি ভগবদ্বিগ্রহ, ভগবদ্ধাম এবং ভগবানের বান্দাদেরও আমরা ভোগ করিতে চাই। আমরা ভোগের বিচারে অবস্থিত হইয়া এমনই উন্মত্ত যে আপনার অজ্ঞাতে কখন যে ভগবানের ধামকেও ভোগ করিতে ছুটি তাহা জানিতেও পারি না।

জড়চক্ষু দিয়া আমরা শ্রীধামের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইতে পারি, মাপিয়া লইতে পারি, নিজের চোখের দৃশ্য হিসাবে মন সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত পাইব এই বিচার আমাদের অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু শ্রীধামের অপ্রাকৃত শোভা দর্শন করিবার চক্ষু আমাদের কোথায়? যে চিন্ময়দৃষ্টি থাকিলে শ্রীধামের দর্শন পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের নাই। ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া আমরা শ্রীধামের শোভাকেও আমাদের ভোগে লাগাইতে চাই। আমরা মনে করি যাহা আমাদের ভোগের বস্তু যাহার শোভা আমাদের চক্ষুর কাম তর্পণ করিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রীধাম যে ভক্তমনোরঞ্জন সম্ভার লইয়া ভগবানের সুখবিধানের জন্য? আমরা যদি এরূপ বিচার করি প্রকৃত সাধুগণের নিকট শ্রীধামের স্বরূপ কি, আমার সহিত শ্রীধামের কি প্রকারের সম্বন্ধ তাহা বিচার করি তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, শ্রীধাম যে প্রাকৃত বস্তুতে এইরূপ বিচিত্র মনোরম শোভা শ্রীমন্দিরের ভক্তগণ কেবলমাত্র শ্রীধামের অধিপতি শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমদ্ভক্তগণের নিত্যলীলার অনুকূল উপকরণ। তাহা—আমাদের প্রাকৃতচক্ষুর তর্পণ বিধানের জন্য নহে। জড়ভোগময় চক্ষুদ্বারা শ্রীধামদর্শন হয় না। ভোগ-চক্ষুদ্বারা ধাম দেখিতে গেলে শ্রীধাম আমাদের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না; আমরা কেবল গাছ, পাথর, ইট, কাঠ দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ প্রভৃতি দেখিয়া বঞ্চিত হই।

সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির কোন গ্রামের বর্ণনা করিতে গিয়া প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ উহার প্রাকৃত শোভায় প্রশংসাই করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন ঐ প্রকার গ্রাম নহেন বা গ্রাম্য কবির ভোগদর্শনের বিষয় নহেন। শ্রীধাম এই জড়জগতে অবস্থিত হইলেও তিনি বস্তুতঃ জড় নহেন। শ্রীধাম জড়জগতে অবস্থিত থাকিয়াও জড়াতীত বস্তু। তিনি সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় রত। আমাদের মত ভোগিসকলের শিক্ষার নিমিত্তই তিনি জড়জগতে অবস্থিত হইয়াও কি প্রকারে প্রাকৃত সংস্পর্শ নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবা করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন।

গ্রাম ও ধাম এক বস্তু নহেন, অন্যান্য গ্রাম বা নগরের সৌন্দর্য্য জড়, কিন্তু শ্রীধামের শোভা প্রাকৃত শোভা নহে, সে শোভা অপ্রাকৃত শোভা। সুতরাং আমরা যদি অপ্রাকৃত ধামের জাগতিক উপভোগের প্রাকৃত শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হই তবে আমরা নিতান্তই বঞ্চিত। সেই অপ্রাকৃত শোভা দর্শন করিবার যোগ্যতা আমাদের কখন হইতে পারে? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন যে, যখন আমরা বেদপ্রাপ্তিমান ত্যাগ করিয়া শ্রীধামকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিব, যখন গৌরনাম ও ধামে ভেদজ্ঞান থাকিবে না তখন ধামদর্শন হইবে।

"গৌরের স্বরূপ [illegible] করিবে নয়নে,
হইবে না ধামে দাস।"

যেমন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমাদের একমাত্র ভরসা হবে, ভোগের পিপাসা ও ত্যাগের ছলনা যখন হৃদয় হইতে দূর হইবে, তত অন্তরে ভক্তিভাব, তত-দিন দূর হবে সেই দিনই আমাদের সেবাময় চক্ষুর সম্মুখে ধামের স্বরূপ প্রকাশিত হইবেন। তখন আর আমরা ধামের শোভা ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হব না, শ্রীধামকে ও নিজেকে সেবক জানিয়া সদা সেবায় নিমগ্ন থাকিব।

[illegible] শোভা [illegible] যায় না — গ্রাম [illegible] তাহা দিন প্রকাশ- [illegible] কার্য্য আমাদের [illegible] হইবে [illegible] অন্তর- [illegible] সম্পূর্ণ অনুগত করিয়া [illegible] [illegible] সাধন করা [illegible]

(শ্রী [illegible] ভক্তি [illegible])

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌড়ীয়-বিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীগৌরাঙ্গের আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ অবস্থিত। সুপ্রাচীন গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৮ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং গৌড়ীয় পত্র ও হার্মোনিষ্ট [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। রক্ষক— [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক— শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক —শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অমুকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক —শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক —শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) প্রকাশিতমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক -শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভূতেশ্বরনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বনবাসী।

(২৫) সত্যৎ-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক - মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক - শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক —শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক -শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক - শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক -শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীরামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রাধাম সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible]দেবীদাস

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দকিশোর বিহারী মঠ

মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—মোলনাড়ী,

পোঃ কোটকাপুরা, জেলা ফিরোজপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৯৩নং রেগমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী মান্দ্রাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক— শ্রীব্রজকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক-- শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বনবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (হাওড়া)

রক্ষক---শ্রীপাদপদ্ম দাস বনবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ কাঁকসা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক---শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ

কুশদহ, পোঃ ইংলিশবাজার, (মালদহ)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০৷১৮৩ নং ষ্টীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক —শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৬ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
মাগরা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বাঁকতুলসী	৪৲
সিদ্ধ বেতুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৸০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুন	৩৵০

চিনির দর

[illegible], টাইপ	১০৷৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible] দানা	৯।
[illegible] দানা	৮।০—৯৵০
[illegible] লাল	৭৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] বার	৩৪।০
[illegible]	২২৲
চাঁদির বার	৫০।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible] বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵
[illegible] ঐ	৫৸৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
[illegible] (১ নং)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible] নং (২)	৫৴০—৫।৴০
[illegible] (এম)	৫৲—৫।০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible] নং (৩)	৪।০—৪।৵০
[illegible]	১৸৵০—১৸০
[illegible]	১৸৵০—১৸৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৬৫৲
[illegible]	৬৬।০

[illegible]	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ঢাকা [illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ [illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (কাঁচা বা নীল)	
মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেষ্টেড করেট সীট সব সাইজ	৯।৵
ঐ ইংলিশ করেট (সীট)	৯৲—১০৲
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৵০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১৪।৵০
২৬ গেজ—	১৬।৴০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৵৫—৸৵০
বাধান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৩।০—৭৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাত, বোল্টু, পয়সা	৮৸০—৯।০
গোল রড বি-টকোস ও কনক্রিটের রড	৮৸০—১০।০

নং উপাদ আমদ ২৫৲. [illegible]

চটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৬।০

কুলার চালান ৪।০

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible] গোলার কাইব	৫৪৲
[illegible] আয়েন [illegible]	৪০৲
কাশি [illegible]	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ কাইব	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

১৬-৫ [illegible] ঘাট লোহাপটি, [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর স্বতন্ত্র বাটী। শিক্ষকগণ শিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বোর্ডিং এ বেতনখানার খরচ মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল

—:(০):—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-শাপুড়া, সাদা এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি:—জ্বর বা অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য পথ্য।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রায় [illegible] ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৬২-২৬১নং গলি পোঃ আঃ টাবগর, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য শরীরাদির প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] অভাবে আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ মহৌষধ কি কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সুপ্রসিদ্ধ লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	[illegible]	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	[illegible]	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২॥০
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৪৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা ৵০।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবান্বেষণা এবং গবেষক লেখনীর অদ্ভুত বল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই লিপি, অভিনব ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাশীর্ব্বাদ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা; ব.প্রী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য,
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যপাদ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে মাঘ, ১৩৪৪, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৮০]

বিবিধ সংবাদ

—(০:০:০)—

বিষ্ণুপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

গত ৩১শে জানুয়ারী একাদিক্রমে আট ঘণ্টাকাল অধিবেশন চলিবার পর রাত্রি পৌনে ১০ ঘটিকার সময় বিষ্ণুপুরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ষট্‌ত্রিংশৎ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সভায় অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আলোচনার পর গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের আগামী অধিবেশন জলপাইগুড়িতে হইবে।

বাঙ্গলার বিভিন্ন কংগ্রেসদলের মধ্যে বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কংগ্রেসদলের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি নূতন করিয়া 'সদস্যক সভার' সদস্যগণের নামের তালিকা প্রণয়নের ভার শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর অর্পণের জন্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জির প্রস্তাবটি গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অন্যতম। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কোনও দলের প্রাধান্য তাঁহাদের উপর চাপিয়া না দিয়া যদি ঐ নামের তালিকা প্রণয়ন করা হয়, তবে উহাতে বাঙ্গলার জনসাধারণের আস্থা লাভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যাপারের সুব্যবস্থা করার জন্য কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনটীর সংস্কার সাধনের ভার শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর অর্পণের উদ্দেশ্যে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করেন, তাহা গৃহীত হইয়াছে। কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যাপারের দিক হইতে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনটী ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলে, তাহা করিবার ক্ষমতা শ্রীযুক্ত বসুকে এই প্রস্তাবে দেওয়া হইয়াছে।

রাণাঘাটে গরুর গাড়ী-চালকদের ধর্ম্মঘট

রাণাঘাট কাটার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ২৮শে পৌষ বুধবার হইতে দুইশতাধিক গরুর গাড়ীর চালকগণ ধর্ম্মঘট করে। গত ২০শে পৌষ রাণাঘাট কাটার্স ইউনিয়নের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। "গত কয়েক বৎসর যাবৎ দিন দিন মজুরী হ্রাস অত্যধিক কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের গাড়ী ও গরুর খরচ চালাইয়া ভাত কাপড়ের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় এই সভা স্থির করিতেছে যে, ইউনিয়নের সভ্যগণ যেন অবিলম্বে তাঁহাদের পূর্ব্বতন মজুরী দাবী করেন।" উপরি উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী গরুর গাড়ীর চালকরা মহাজনদের নিকট মজুরী বৃদ্ধির প্রস্তাব জানাইলে তাঁহারা মজুরী বৃদ্ধি করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ঐরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

রাণাঘাটে শ্রমিক সভা

গত ২২শে পৌষ রাণাঘাট বৈঠকখানা বাটীর প্রাঙ্গণে রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ মেথর ঝাড়ুদার ও ধাঙ্গড়গণের একটি সভা হয়। ঐ সভায় তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা সম্যকরূপে আলোচনা হয়। স্থানীয় কৃষক ও শ্রমিককর্মী দেবেন বসু সভায় বক্তৃতা করেন। পরে ১১ জনকে লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

গত ২০শে পৌষ ৬ ঘটিকায় খাটসড়া গ্রামে রাণাঘাট ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের গরুরগাড়ীর চালকগণের এক সভা হয়। সভায় চালকগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা সম্যকরূপে আলোচিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাণাঘাট কাটার্স ইউনিয়ন নামে একটী ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

নদীয়াতে কৃষক-সভা

গত ১৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার নদীয়া জেলা কৃষক সমিতির শাখা আড়ংঘাটা ইউনিয়ন কৃষক সমিতি ও শিবনগর ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে বাগানে শ্রী যে মণ্ডল আবদুল মালেক খাঁর সভাপতিত্বে কৃষকদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় কমরেড নির্ম্মলচন্দ্র প্রামাণিক বক্তৃতা করেন। কমরেড ভবেন্দ্রনাথ বসু বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা উপস্থিত কৃষক ভাইদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন ও বলেন, এই শোষণ ব্যবস্থার কবল হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, শোষিত জনসাধারণের নিজেদের প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রবল আন্দোলন করা। অতঃপর কমরেড কানাইলাল ও কয়েকজন স্থানীয় কৃষক বক্তৃতা করেন। সভায় রাণাঘাটের ধর্ম্মঘটী গরুর গাড়ী-চালকদের দাবীকে সমর্থন করিয়া ও তাহাদের সংগ্রামে সহানুভূতি জানাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ১৯৩৬ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ বৎসর লাভে চৌদ্দ লক্ষ টাকার উপর লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৪৬১১৩ টাকা লাভ হইয়াছিল। রিপোর্টে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দেশের আর্থিক উন্নতি এবং ডাক ও তার বিভাগ হইতে জোর প্রচারকার্য্যের ফলে আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইয়াছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে কলিকাতা ও হাওড়ার সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া সেগুলির উন্নতি সম্বন্ধে যে প্রাথমিক রিপোর্ট উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার ফলে অনেকেরই দৃষ্টি কলিকাতা মহানগরীতে একটি কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার স্থাপনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থাগার তদন্ত কমিটির সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় চৌধুরী এম.এ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা জনসাধারণের গোচরীভূত করেন। গ্রন্থাগার তদন্তকমিটির গত অধিবেশনে স্থির হয় যে, কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসিবৃন্দকে বিনা চাঁদায় পুস্তক লইবার সুব্যবস্থা-দানের জন্য মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত এবং বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলিকে কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে একটী নির্দ্দেশ প্রণয়ন করিয়া প্রথমে এই গ্রন্থাগার পরিষদের কলিকাতার সভ্যগণের (বর্ত্তমান সংখ্যা ২ শতের উপর) ও জনসাধারণের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮
দশম স্কন্ধ— ৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী উপনীতরঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ-দর্শন ৶
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫ গীতমালা ৶১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৴০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৴০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনত্তত্ত্ব ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবসার ও ভক্তিপথ ৷৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (অবাধিনর) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৷৴০
৫৯। শিক্ষাষ্টকর্দর্পণ ৷৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৴০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপ্রতিষ্ঠা ৴০
৬৭। মায়াবাদদর্শনম্ ৷৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ পার্ট অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। থোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

অসমীয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪ শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী পরিচালিত গৌড়ীয় মঠ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি-ভাষায় একবার প্রকাশিত পাক্ষিক। বৈদিকাশ্রম শ্রীপুরুষোত্তম হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।৫০।

৪। পরমার্থী—উৎকল ভাষায় মহোপাধ্যায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে বর্ণিত করা
হইয়াছে।

নির্বিশেষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১৮ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা ফেব্রুয়ারী খৃঃ ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | ২৮০তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ গত ১১।১।৩৮ তারিখে মহিষাদলপুরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। স্বামীজী ব্যাখ্যামুখে মনুষ্যজীবনের কর্তব্য, মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায়, শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, মহাজনগণের বিবরণ ও তাঁহাদের আগমনের কারণ, সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হওয়া অসম্ভব প্রভৃতি বিষয় অতি সরল ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে রাসকুমার শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজীর মুখপদ্মহইতে মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

গত ২০।১।৩৮ তারিখে স্বামীজী মহিষাদলপুরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকালে আত্যন্তিক মঙ্গললাভের উপায় সম্বন্ধে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করেন। তিনি রূপশিক্ষার "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" এই পয়ারটী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন,—এই এই গুরুকৃপাবলে জীব সদ্গুরুর সন্ধান পায়, সদ্গুরুর কৃপাতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়, সদ্গুরু ব্যতীত ভক্তিলতার বীজ অন্য কেহ প্রদান করিতে পারেন না; সেই ভাগ্যবান্ জীব যখন সদ্গুরুর নিকট হইতে বীজ প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণকীর্তনাদি জল সিঞ্চন করিতে করিতে ভক্তিলতা অর্থ-নির্মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানে অনুরাগবিশিষ্ট হইবে, তখন হইতে তাহার সংসাধন অবশ্য হইল জানিতে হইবে, প্রায় ৩ বিষয় সহ প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ কীর্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্তন হয়।

গত ২১।১।৩৮ তারিখে কাকারপোতা গ্রামে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু এবং তাহা শ্রবণ করিলে কি লাভ হয়, মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য কি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

স্বামীজী মহারাজ গত ২৩।১।৩৮ তারিখ হইতে ২৫।১।৩৮ তারিখ পর্যন্ত গোকুলপুরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মায়ার স্বরূপ কি, মায়াকে জয় করিবার উপায়, শুদ্ধভক্ত ভাগবত ও ভাগবতের শ্রোতা কে, 'ভিক্ষু' শব্দের অর্থ, যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে রাসকুমার শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী মহাজনপদাবলী কীর্তন করেন।

স্বামীজী গত ২৭।১।৩৮ তারিখে কুলপিনী গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিবিধ ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি আলোচনামুখে ব্যাখ্যা করেন।

পাটনায়

গত ২২শে জানুয়ারী (১৯৩৮) শনিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ মিঠাপুরে শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বগোপাল মণ্ডল (কোল মার্চেন্ট) মহোদয় কর্তৃক আহুত হইয়া তদীয় গৃহে হরিকথা কীর্তন করিতে গমন করেন। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ-প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজ জগতে কোন কথা মনে প্রাণে গ্রহণ করেন নাই। তিনি মধ্যবর্তী কলিযুগ পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াও সকল ভক্তগণের আদর্শ দেখাইয়াছেন। শিক্ষকেরা তাঁহাকে 'সাম দান-ভেদ দণ্ড' নীতি শিক্ষা দিবার জন্য 'ষণ্ড অমর্ক' নামক গুরুদ্বয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি যাহা ভাল বুঝিয়াছ তাহা আমাকে বল'। তদুত্তরে তিনি বলেন যে, 'গৃহান্ধকূপ হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্বক বনে গমন করা উচিত'। এই 'বন' শব্দের অর্থ ব্রহ্মচারীজী অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া দাশরথরূপী বিষয়ভোগ নির্জন অরণ্যে গমন করিলে যে তাহাদের (পশুর) স্বভাব লইয়া পতিত হইতে হয়, না হয় সংসার দুঃখ ভোগবিলাসিতা থাকিলে অথবা সংসার বাসনা চিত্তে না থাকিলে পুনরায় 'জীবের সংসারে' প্রবেশ হইতে হয়। আর প্রত্যেকেই যখন বনে গমন করে তখন বনটাই সংসারে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং এস্থলে 'বন' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণঅনুশীলনমুক্ত হইয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান। সাধুসঙ্গে কেবলমাত্র শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্তনরূপ ভক্তির অনুশীলন হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাবাজীর মধ্যে নাস্তিক আছে। শ্রীল প্রভুপাদ "বহু আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধে তাহার মর্যাদা দিয়াছেন। নাস্তিক হইলে না হইলে ঐ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বাবা অথবা 'বাবা' দর্শন, আর নাস্তিক হইয়া অর্থাৎ প্রাকৃতদর্শনের দৃষ্টিতে যাহা দর্শন, তাহাতে 'গোলোক' দর্শন। ... 'গোলোক বাস'। যখন ভগবানকে গোলোক হইতে আলাদা করা হয়, তখন 'ব' এর নীচে যে আলোক থাকে, অর্থাৎ 'ব', তাহা আর থাকে না, গোলোক অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন 'বাবা' থাকে। আবার 'ব'এর প্রাকৃত সম্বন্ধ যখন ফেলা হয়, তখন 'বাবা'র স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃতদর্শনের শ্রীমুখে শ্রীবাসুদেবের গোলোকের দর্শন করাইলেন। তাই বিনাশ প্রাপ্ত, 'বাবাজীদের' সমস্ত দর্শন হইতে তিনি বাবার প্রাণনাথ, 'বাবার আনন্দ' বিধান অর্থাৎ আনন্দমর সর্বস্ব বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধ ভক্ত-রূপ নব শাস্ত্রের প্রমাণে। অতএব কৃপা করেন ভগবানে।

"শ্রীগুরুদেব ও আশ্রিত বৈষ্ণব কুলের চিৎ-বিলাসভূম; তাঁহাদের জন্মস্থ গৃহের বসতিস্থল। ধাম-জন্ম —সকলই কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জ্ঞান করিলেই 'মায়া' (অশান্ত) চিত্তে আসিয়া নিজ-ভোগ্য-দর্শন করায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জ্ঞানদর্শন না হইলে ধার্মিক সম্বন্ধের ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ মাধব [illegible] গৌরাব্দ ৪৮১

যৎকিঞ্চিৎ

——:o:——

অনেকে বলিয়া থাকেন, নামে শক্তি চিরকালই আছে সুতরাং যে কোন লোকের নিকট হইতে হরিনাম লইয়া বা নিজে নিজে হরিনাম করিলেই ভগবানের সেবা করা হইবে ও তাহাতেই সংসার ধ্বংস হইবে। সুতরাং লোকাশ্রয়ের লোকের মত সদ্গুরুর আশ্রয় হইবার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু আমাদের এই মনঃকল্পিত ধারণার কোন মূল্য নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, সাধুসঙ্গ ব্যতীত নাম কখন উদিত হন না। শ্রীনাম শুদ্ধ লোকের উপাস্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ গুণ-লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব অনন্যভক্ত, নাম এবং চিত্ত বিশুদ্ধ। এই সকল বিচার করা অসম্ভব। সুতরাং সর্বাগ্রে নিজ চিত্ত জয় করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সদ্গুরু-পদাশ্রয়, নামভজন, দৈন্য, নামজ্ঞানবৎ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা একান্ত কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ গুরুদেবেরই প্রেমবস্তু, সাধন ব্যতীত তিনি কখনও উদ্ঘাটন করেন না। সুতরাং সাধন পথ রুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সর্বাগ্রে প্রথমে শুদ্ধ হইতে হইবে— সেই প্রয়াস হইতে হইবে এরূপ চিন্তার 'হরিনাম'— শ্রীগুরুচরণে প্রণত হইয়া যে কি সেবোন্মুখতা নাই। ভগবানকে

জীব সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়া যখন তৎকৃপায় সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ অন্যাভিলাষ-ইতি-বাঞ্ছারূপ কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি অনুসন্ধান করেন তখনই তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে ভগবানের নাম রূপ গুণ-লীলাদি স্বতঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন।

নির্গুণ আত্মাই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। জড় উপাধি থাকা কালে কেহই হরিনাম গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, জীবাত্মা অহং-মম-ভাবদ্বারা সংকীর্ণপরিধিবিশিষ্ট হইলে। সেই নিষ্কপট হইয়া—বিশ্রম্ভে হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন—তিনি সদা সর্বদা ডাকিতে পারেন এবং সেই নিষ্কপটের আর্তিপূর্ণ ডাকের ভগবান্ কৃপাপূর্বক আপনা সেবা গ্রহণ করেন। উপাধিযুক্ত ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ ব্যক্তির শ্রীহরির আবির্ভাব বা প্রকাশ কখনও হয় না। তখন শুদ্ধ কৃষ্ণভজন হয়।

যাহাদের নামে স্বাভাবিকী রুচি ও নিষ্ঠা হয় নাই, তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যায় হরিনাম গ্রহণ করাই কর্তব্য। নামগানে স্বাভাবিকী সদা রুচি উদিত হইলে বিধির আবশ্যক করে না, কিন্তু তৎপূর্বে নির্দিষ্টসংখ্যায় অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম না করিলে বিশৃঙ্খলতা ও ক্রমে উদাসীনতা আসিয়া পড়ে। এই শ্রীহরিনাম সকল সময়েই গ্রহণ করা যায়, ইহাতে দেশকালের কোনও অপেক্ষা নাই।

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয় ॥

হরিনাম নিরন্তরই করিতে হইবে সর্বক্ষণ 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হইবে। নিষ্কপটে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সকল অশুভ বাধা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু হরিনাম করিবার সময় আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সেটি আর কিছুই নয়— শ্রীনাম যাঁহার অধরের ধন বা পদের সেবা বা নিত্যসঙ্গী সেই ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের করুণা গুরুর সুখের জন্য কৃষ্ণকে ডাকিতে হইবে। নচেৎ -

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণকীর্তন
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

সেইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি হরিনাম বা ভগবন্নাম হরিনাম করিতে পারেন, সেই গুরু কৃষ্ণাশ্রয়ের ডাকেই কৃষ্ণ আপনা হইতে আসেন, হরিনাম বা হরি আমার ভৃত্য বা বশ নহেন যে আমি ডাকিলেই তিনি আসিবেন। সেইজন্যই বলিতেছি, নিজ সুখের জন্য ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে না, গুরুদেবের প্রেমপ্রাপ্ত কৃষ্ণকে ডাকিতে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও রাধাদাস্য

[শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসবে শ্রীসমাধি-পীঠ প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের বক্তৃতা]

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

বক্তব্য বিষয়টি গুরু হইতেও গুরুতর, গুরুতর হইতেও গুরুতর। অনর্থযুক্ত কামক্রোধাসক্ত বদ্ধজীবের 'ছোট মুখে' শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যের 'বড়কথা' শুনিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ উপহাস করিবেন, সন্দেহ নাই, তবে শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী পূর্বের একটী আশীর্বাদের কথা স্মরণপথে মনে হইতেছে, সে কথাটি পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্যদেবও জানেন। একবার ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থানের কালে বার্ষিক উৎসবের সময় হইবে। এইরূপ অকপটতার আর্তিপূর্ণ ডাকের কৃষ্ণের সন্ধান বা সাড়া পাওয়া যাইবে, অন্য উপায়ে নহে।

কৃষ্ণবস্তু শ্রীগুরুদেবই জীবকে প্রদান করিতে পারেন—শ্রীনাম প্রদান করিতে পারেন, অপরের সামর্থ্য নাই। সুতরাং সদ্গুরুকে বাদ দিয়া আমরা যতই নামাপরাধ করি না কেন, কোন দিনই আমাদের শ্রীনামের কৃপালাভ বা শ্রীনামের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে না। যাঁহারা নামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব বা গুরুবৈষ্ণবনিষ্ঠ সাধুর উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অজামিলের দৃষ্টান্তের ছলনায় নামতত্ত্ববিৎ সাধু বা গুরুর উপদেশ ব্যতীত নামগ্রহণ করিলেও সর্বার্থসিদ্ধি হয় মনে করেন, শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহাদিগকে সাধুনিন্দাকারী নামাপরাধী বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সারার্থদর্শিনী-টীকায় দেখিতে পাই,—শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র— দীক্ষা, অঙ্গ সংস্কার বা মন্ত্র পুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং সদ্য! অর্থমাত্র ফলদান করেন। এই প্রমাণদর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া 'আমার গুরুকরণের প্রয়োজন কি? কেবল নামকীর্তনাদির দ্বারাই ও আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে' এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করে, সে ব্যক্তি গুর্ববজ্ঞালক্ষণযুক্ত মহাপরাধহেতু ভগবানকে কোন দিনই প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সেই জন্মেই কিম্বা পরজন্মেই সেই অপরাধ ক্ষয়ের পর শ্রীগুরু চরণাশ্রয় করিলেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুর তিথিতে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তাঁহার সভাপতিত্বে প্রদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। সেই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সাক্ষাদ্ভাবে বহু-জনসমক্ষে আমাকে প্রচুর আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—যতদিন পর্যন্ত না আপনি অগণন লোককে এইসকল কথা শুনাইতে পারিবেন, ততদিন পর্যন্ত আপনার মুক্তি নাই। আবার মুক্ত হইয়াও আপনাকে এসকল কথাই কীর্তন করিতে হইবে, কৃষ্ণকীর্তনই আপনার নিত্যধর্ম জানিবেন।

আমি একজন অতি বদ্ধ জীব হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের অপরিসীম আশীর্বাদে ও শ্রীল আচার্যদেবের অবিচ্ছিন্ন কৃপায় গুরু-কুলের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদের চর্বিত চর্বণ করিয়া মাথা নত করিবার জন্য নিত্য সৌভাগ্য পাইয়াছি ও সেই সাহসেই এখানে দাঁড়াইয়াছি।

"[illegible]"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রটি শ্রীরাধাদাস্যের পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁহার স্বাভাবিক সেবাচাতুর্যকে 'রাধাদাস্য'রূপে অবগত না হইলে তাঁহার চরিত্রে সর্বাংশও মাৎসর্যপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার চরিত্রের কার্যাবলী আচার প্রচারসমূহ অসামঞ্জস্যকর ও অসঙ্গতি-পূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। নিত্যেশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীর সেবার জন্য রাধাকুণ্ডের নরবিশন-সঙ্ঘটন-সেবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গভর্ণমেন্টের নিকট এক বিপ্লববাদের প্রচারক সাজিয়াছিলেন, লোকগঞ্জনা ও নানাপ্রকার কলঙ্কের ডালি বরণ করিয়াছিলেন এবং শিষ্যনামধারিগণের নিকটও তাঁহার আচার ও প্রচারকে অসামঞ্জস্যকর ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। এই সকলই তাঁহার রাধাদাস্যের উদাহরণ।

তিনি তাঁহার কোনও বিশেষ অন্তরঙ্গা-ভিমানী শিষ্যের প্রসঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৮ই শ্রাবণ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

লোকগঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবী দেবী কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সাহস বিরোধ করিয়া যে অহৈতুক উন্মুক্ত চণ্ডীদেবী আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের কিছু কারণ নাই। শ্রীমান্ যদি অভিমানের অনুগমনে অভিসার করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব।

—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ২৫ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের এক কথায় মধ্যে তাঁহার ঐকান্তিক রাধাদাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুদীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-সেবায় অভিনয়কারী অন্তরঙ্গাভিমানী ব্যক্তি

যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলেন তখন পৃথিবীর অধিক লোক উহা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে নানা গঞ্জনার ভাগী করিলেন, এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের বিরুদ্ধে আচারবাহ্য, শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালীতে সংস্কার করিবেন। সেই সকল গঞ্জনার ভয়ে শ্রীল প্রভুপাদ কি শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত স্বয় শ্রীগৌরসুন্দরের অভীষ্টবস্তুময়ী সেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন? তবে কি তাঁহার গোষ্ঠানন্দীর পরিত্যাগ করিয়া নির্বিকারানন্দী বা নিজানন্দানন্দী হইয়া জগতের প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন ও আশ্রয় বস্তুর নিত্য সেবা বর্ণন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? অতিমর্ত্য বাক্য কঠোর বক্তৃতাত্মকতাবেগের অভিনয়ে চিদ্বিলাসী বা চর্মবিলাসী শ্রীল প্রভুপাদকে জড়বিলাসী মনে করিয়া শ্রীবার্ষভানবীর ছায়া-সঙ্গ আরাধনা করেন, তবে কি তাহা শ্রীরাধাকিঙ্করীর শ্রীভক্তিবিনোদের সেবা হইবে? কাহারও সেইরূপ আনুকরণিক আচরণ দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে না। শ্রীনন্দনন্দনকে বা শ্রীভক্তিবিনোদকে অতিমর্ত্য লোকবুদ্ধি করায় কৃষ্ণ-ভক্তের নিত্য স্বরূপের বা ভাবের। স্বরূপ-শক্তিকে কেহ লোপ করিতে পারে না—গুরুদেবকে কেহ লোপ করিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দশাময়ী অভিমান করিতে আমরা "অভিমানের অনুশাসনে অভিনয়" করিতে পারি, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ আদেশবাক্যে জানাইয়াছেন। অভক্ত শ্রীরাধার পাত্র বা ঢোকা বলিয়া নিজেকে অভিমান করে, বস্তুতঃ সে পাত্র নহে। সেইলোকের এই অভিমান শ্রীবার্ষভানবীর কন্দর্পের লৌল্যের পুষ্টি বিধান করে। আমাদের শ্রীরাধার পরিত্যক্ত তাহাকে একটোচিয়া অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের কামসরোবরের অপহৃতা কামিনী কোমলা শ্রীরাধার প্রতি যে অতৃপ্তের চক্ষু-কর্ণ, সেই অতৃপ্ত কখনও স্বরূপ-শক্তিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া কামের বাধাপ্রাপ্তিতে প্রতিবিম্বিত অভিমানের অন্তরে ক্রোধের উৎপত্তি করায়। 'মন্যু' শব্দের অর্থ ক্রোধ; 'অভি'উপসর্গের দ্বারা অভিমন্যুর মনঃকোণে ক্রোধের মূর্তি হইতে দেখা যাইতেছে। অভিমন্যু—অতৃপ্ত প্রাকৃত কামুক বহিরঙ্গ, সেই অন্তরে তাহার ক্রোধের আধিক্য অনুক্ষণ প্রদর্শিত। অভিমন্যু বাহিরে অনেক সময় ধর্মের মূর্তি, লোকচক্ষে ধর্মাত্মা হইয়া থাকিলেও অতৃপ্ত কামের গন্ধ বা অগ্নি তাহার অন্তরে গুপ্ত রহিয়াছে। অভিমন্যু চটিলার পুত্র। কটিলবুদ্ধি জগতের বা কলিবুদ্ধি, চালাক কথায় "হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা" বলিয়া প্রচারিত, তাহা

হইতেই অভিমন্যুর জন্ম। একজন অনেক সময়েই বৃন্দাবনের অভিমন্যু-জননী জটিলা ও চন্দ্রাবলীর প্রভু ও জানিবার জন্য পদ্মপৃষ্ঠ ও গোস্বামি-শাসিকাদ্বয়কে নিয়োগ করিতেন।

পঙ্কি (?) বকনা, আবাহন-অকনা করিয়া জগতের কার্যই শ্রীরাধারাণীর জন্য। শ্রীরাধার সখী ও দাসী মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার সেই পাত্র (?) —এরূপ কার্যেই সহায়তা করিয়া শ্রীরাধাকে তৃপ্ত করেন। অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী শ্রীল প্রভুপাদের চরণের প্রতি ছত্রে ছত্রে এই মঞ্জরীলীলা রূপানুগ-গণের আনুগত্যময় সেবাবেগে অনুধাবন করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা স্বমুখে বহুবার বিশেষ বিশেষ স্থলে বলিয়াছেন। কএক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শেষে আমরা শ্রীল প্রভুপাদ স্বমুখে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথা প্রকাশিত হইবার পূর্বে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"আমার গুরুদেব আচার্য্য বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিকট আমাদের মস্তিষ্কে উঁহার কৃপায় কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। তিনি সহর নবদ্বীপের দর্শনালায় Public latrine (সাধারণের পায়খানায়) যেখানে সকলের পুরীষ পরিত্যক্ত হয়, সেই স্থানে বাস করিয়াছেন—'লোকে সমস্ত জাতি আমার উপর পুরীষ পরিত্যাগ করুক'—এই বিচারে। তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছেন—লোককে ভোগ দিয়া আপনি ইন্দ্রিয়তর্পণ করুন, আমাদের এরূপ ভাব গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

(শ্রীশ্রীসজ্জন তোষণী ১২৮ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের স্বমুখে এইরূপ কথা বলিবার সময় কে—আমার ন্যায় নরাধম কীটেরও এইরূপ মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মচ্ছায়ায় সৌভাগ্যে এ সময়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমাদের অভিমান অভিমন্যুর শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রাকৃত-শ্রীবার্ষভানবীর ন্যায় পদ্মাবলী ধনলোভী অর্থাৎ গুরুর ভোগ্যবস্তু কামী—প্রেম-আধ্যাত্মিক—পাটোয়ারী-বুদ্ধি-বিশিষ্ট—শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে 'Commercial Interest' যুক্ত শিষ্যাভিমানী বা কৃপণকে বঞ্চনা করিয়া চন্দনের অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সেবায় নিযুক্ত রাখিতে ছিলেন।

গত বর্ষের (১৩৪১) ১০ই জানুয়ারী এক ব্যক্তি শ্রীর কটকের সহিত বলিয়াছিলেন—"উঁহারা বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ একজন বড় ঠক ছিলেন তিনি ঠকাই

করিবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। আমাদিগের সহিত বঞ্চনা করিয়াই গিয়াছেন।"

আমরা উঁহাদিগকে সম্পাদনে বলি, শ্রীল প্রভুপাদের স্বমুখোক্তিই তাহার প্রমাণ। অভক্তদিগকেই তিনি বঞ্চনা করেন, আমিও বলি আর সেই কথা, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'অপ্রাকৃত'-শীর্ষক একটি স্বরচিত প্রবন্ধে বহু বৎসর পূর্বে "নিবেদন" পত্রে (১১ই ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছিলেন,—"অপ্রাকৃতা সখী থাকিলে অপ্রাকৃত পারমার্থিক কপট অপ্রাকৃতকে বিস্মরণ দেখায় না।"

পূর্বোক্ত ঘাঁসের বঞ্চনালীলার বহু দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের এবং মহাত্মা শ্রীল বংশীদাসের অনেক বঞ্চনালীলার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের অতুলনীয় চরিত্র সম্বন্ধে "আমার প্রভুর কথা" শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অনেক গুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্বদা উঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে উঁহার সাধুর সেবক জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে প্রশ্রয় দেন নাই। যাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটতা পুষ্ট হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত-ধর্ম দেখিয়া আমরা নষ্ট হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের লিখিত 'অমায়ায় দয়া' পাইলে বাস্তবিক তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইত, কিন্তু তিনি হইত, কৃষ্ণপ্রেমা ও হইত।"

(সজ্জনতোষণী ১৯শ খণ্ড ৩য় সংখ্যা ১৬৩ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ যখন কাঁকসা-লোকস্থাপন পানকস্থখন শ্রীল গৌরকিশোরের প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন, তখন শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রীরাধাপ্রেমবতী একটী ব্রজসুন্দরীর গীত শ্রবণ করেন এবং সেই গ ঐটী শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি উহা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদদের কৃপায় ঐ গীতটী আমরা 'শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদের লেখা বাহির হইতে দেখি, গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

শ্রীল গৌরকিশোর যখন শ্রীল প্রভুপাদকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন একদিন শ্রীল প্রভুপাদ অভিমানভরে শ্রীল গৌরকিশোরকে বলিয়াছিলেন,—"আপনার শচীরবর শঠ, কপট ও বঞ্চক; তাঁহার সেবা করিতে আসিয়া আপনাদেরও সেইরূপ গুণ সঞ্চারিত হইয়াছে।" শ্রীল প্রভুপাদেরই এই অভিমান-পূর্ণ উক্তির মধ্যেও তাঁহার শ্রীরাধাভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীব্রজসুন্দরীর ভাব বঞ্চনা-শিক্ষায় পারদর্শী আর কেহই নাই। কেন না, তিনি বঞ্চক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমোহিনী।

'বড় আমি ও দাস আমি' (১৩শ বর্ষ 'গৌড়ীয়') লেখে শ্রীল প্রভুপাদ রাধারাণী ও 'চন্দ্রাবলী'র পার্থক্য দিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর রাজরূপ সকল ভক্তিবৈষ্ণবের অন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অবতার। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার নিকট অপ্রাকৃত পুরুষের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা গলার তোগলকের মত বিকৃত মুখ্যদেরই নিলো লাভবান্ অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়া রাধারাণীর—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপিপাসুর সহ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ জীবনে রাধাকুণ্ড দর্শন-কালে, আবার রাধাকুণ্ড গৌরবর্ণ দর্শন করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামে ও বহুস্থলের সেবায় আধ্যাত্মিক আত্মসত্তা ও হৃদয়ের প্রদর্শন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত সাধুর শাসনকারী জানিবেন,—এই শ্রীল প্রভুপাদ নদীয়া জেলার কোন গ্রামবাসিগণের সুখসম্পদের জন্য ডাকঘর, স্কুল, পথ ঘাট, দৈনন্দিক আলো, টিউবওয়েল প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া পল্লী উন্নয়নকার্য্য করিয়াছেন, বা শিক্ষাপূর্ণ ধর্মপ্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন!

শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন মঠের শ্রীগোপাল-গোবিন্দ শ্রীমন্দিরের নামকরণ ও রাখিয়াছেন,—যথা শ্রীচৈতন্যমঠে—'শ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারী', কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে—'শ্রীরাধাবিনোদ', শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠে—'শ্রীবিনোদপ্রাণ' বৈষ্ণবগণের পরম সম্পদ 'শ্রীগান্ধর্বিকা', কটক-সচ্চিদানন্দমঠে 'শ্রীরাধারমণ', পুরুষোত্তম মঠে—'শ্রীবিনোদবিহারী', কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে 'শ্রীবিনোদ-রমণ' ইত্যাদি। উপরি ১৯৩০ সালে যখন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া নাম-সংকীর্তন আরম্ভ করিলাম, তখন কাহার আদেশ না জানি এক বৈষ্ণব আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে [illegible] ভাবে [illegible]। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] কার্তিকের [illegible] অনুকরণে করিয়াছেন।' [illegible] বাহিরের লোক [illegible]

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রী[illegible]-শ্রীমঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] পীঠ, শ্রী[illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় [illegible]। শ্রী[illegible] শ্রীশ্রী[illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাম[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকট[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ[illegible]-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) মধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]।

১৭। কুলিয়া[illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible] মঠ

গোপীনাথপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

৯ [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসচ্চিদানন্দ [illegible] এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ই, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ই, পি)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible] শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৫) [illegible] পুরী

(৫৬) [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (হুগলী)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৪) চেতলা গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বাকুড়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রী[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৩

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ড ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible] চাটার্জ্জি লেন

[illegible] রোড, [illegible], ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলকাতার বাজার দর

২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
লতা চাল	৫৷৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানি	৫৷০
রামশাল নূতন	৭৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
দুধকলম কোয়ালিটি	৪৲
মিহি রেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৶০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible] সাদা	৯৷০
[illegible] সাদা	৮৷০—৯৶০
[illegible] লাল	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৬৷০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৲৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪০৷০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] সবার—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৶
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶
[illegible] ঐ	৫৷৶০—৫৷০
[illegible]	৬৲—৬৶০
[illegible] (বি)	৫৷০—৫৷৶০
[illegible] নং (২	৫/০—৫৷/০
[illegible] (এস)	৫৲—৫৷০
[illegible] (কে)	৪৷০—৪৷৶০
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৷৶০
[illegible]	১৷৶০—১৷০
[illegible]	১৷৶০—১৷৶০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৬৫৲
[illegible]	৬৬৷০

তার	৪০৲
কাফুন	৩০৲
[illegible]	৪১৷০
২৬ গেজ—	১৭৷০
গাঃ করোগেট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ওজন না বীম।	
মার্কা	৮৷৶০—৯৷০
ঐ দে, মার্কা চাপড়া ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা স্টেনডেড ওজন বীম সব সাইজ	৯৷৵
ঐ ইংলিশ ওজন (বীম।	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৷৶০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৩৷০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৷৶০
২৪ গেজ—	১৪৷৶০
২৬ গেজ—	১৩৷/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৷৶৫—৷৶০
বাজার দেওয়া কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৩৷০—৩৷০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৬৷০—৭৲	হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলটু, দরাজে	৮৷০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৮৷০—১০৷০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের হাপরণ ৫৷/০, পাটের হাপরণ ৬৷০	
তুলার হাপরণ ৪৷০	

তুলোর দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আমের লোনার কাইন	৫৪৲
মিডল আমের আরক	৫০৲
করাচি পুরানো কাইন	৪৩৲
চারার্ণ আমা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা পান	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ [illegible] ঘাট [illegible], [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]—[illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—:০:—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌'র "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, রক্ত-আমাশা, পাণ্ডু এবং অন্যান্য [illegible] "কেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলায় একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—[illegible] অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (নদীয়া বেঙ্গল)
৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাঁমওয়ে, রেঙ্গুন।
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

কেশলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা [illegible] হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অমৃতময়ী জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::*::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	২০৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা ৷৷ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

"কটক রেভেন্শ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয়" পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউনে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

বিরাট্ সংস্করণ

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে স্থাপিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরাগ্রগণ্য
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাভিষিক্ত
আচার্য্যপাদ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু-কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে মাঘ, ১৩৪৪, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৮১]

বিবিধ সংবাদ

——(০:০:০)——

বার্সিলোনার উপর বোমাবর্ষণ

গত ৩০শে জানুয়ারী বার্সিলোনার উপর দুই দুইবার দীর্ঘকালব্যাপী বোমাবর্ষণের ফলে দুই শত হইতে তিনশত লোক নিহত ও বহু লোক আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দুইবারই ছয়টি করিয়া বিদ্রোহী বিমান-পোত হানা দেয় এবং সব শুদ্ধ প্রায় ৪ শত বোমাবর্ষণ করে। প্রথম আক্রমণ হয় সকাল ৯টার সময় এবং দ্বিতীয় আক্রমণ হয় বেলা ১১॥ টার সময়। এম্বুলেন্স দল যখন প্রথম আক্রমণের সময় আহতগণের তত্ত্বাবধান করিতেছিল তখন গির্জার নিকটে শত-সদনের উপর একটি বোমা পড়ে।

সরকারী দেশরক্ষা বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, তেরুয়েল রণক্ষেত্রে সরকারী সৈন্যগণ বিদ্রোহীদিগকে আরও চাপিয়া ধরিয়াছে এবং যুদ্ধ আরও প্রচণ্ড ভাবে চলিতেছে। সরকারী গোলন্দাজগণ তোরেলাদেতোর নিকটে বিদ্রোহীদিগের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং বহু শত্রু সৈন্য নিধন করিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

সালামাঙ্কার বিদ্রোহী হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ঐ দিবস তেরুয়েল রণক্ষেত্রে সরকারী সৈন্যদলের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়; বহু শত্রুসৈন্য নিহত হয়। বিদ্রোহী সৈন্যগণ সেলাডেসে ছয়টি ট্যাঙ্কে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং ৩১৫ জন সরকারী সৈন্যকে বন্দী করে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। সরকারী বাহিনীর ৩১৫ জন সৈন্য নিহত হয়।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ

গত ৩১শে জানুয়ারী স্যার আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ১৮জন নূতন সদস্য—ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সরকারী সদস্য আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকারী দলের মুখপাত্র স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, হোম মেম্বর স্যার হেনরী ক্রেক, বীমা বিল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের স্পেশাল অফিসার মিঃ এস, সি সেন, এবং বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীমণ্ডলী কর্তৃক নির্ব্বাচিত শ্রীযুক্ত মানু সুবেদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের সদস্যগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু দর্শকের গ্যালারী প্রায় শূন্য রহিয়াছে। বড়লাটের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া সস্ত্রীক লর্ড [illegible] পরিষদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন।

ভারতীয় বাহিনীর যন্ত্রসজ্জা

ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে কেবল বৃটিশ অংশের যন্ত্রসজ্জা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবিনাশী লিঙ্গম চেট্টি যে মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনার্থ গৃহীত হইয়াছে।

জাপ সরকারের অর্থ সমস্যা

জাপানের [illegible] রাজস্ব সচিব রাজস্বের পরিমাণ ৫০ কোটি ইয়েন বৃদ্ধি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যত আয়ের উপর এখন কর ধার্য্য করা হয় তাহা অপেক্ষা কম আয়ের উপর কর ধার্য্য হইবে এবং এই ভাবে উপার্জনের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ান হইবে। ট্যাক্সের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হইবে। চিনি, চাল এবং মদের উপর ট্যাক্স বসান হইবে। সোনার ক্রয়বিক্রয়ের উপর শতকরা ৪৮ ইয়েন ট্যাক্স বসান হইবে এবং সিনেমা, থিয়েটার ও আমোদ-প্রমোদের উপরও নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে।

অনশনব্রতীর মৃত্যুতে বিক্ষোভ

ঢাকা জেলে অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুন্সীর মৃত্যু সংবাদে কলিকাতার ছাত্র মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। সোমবার দিন বিদ্যাসাগর, স্কটিশ চার্চ্চ, রিপন, সেণ্ট পল, বঙ্গবাসী কলেজ এবং মেট্রোপলিটান, বহুবাজার, টাকী, ভারতী, তালতলা, মিত্র, আশুতোষ, মির্জ্জাপুর একাডেমী প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রগণ হরতাল করিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসে।

সহরের নানা স্থান হইতে মিছিল করিয়া ছাত্রগণ পুস্তক বগলেই অক্টারলনি মনুমেন্টে সমবেত হয়। তথায় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যা শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্তার সভানেত্রীত্বে এক সভার অধিবেশন হয়।

ইলেক্ট্রিক কারবার কিনিয়া লইবার জন্য কর্পোরেশনের প্রস্তাব

১৯৩৬ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশন এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, ১৯৩৮ সালে কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের যে কারবার আছে, সেই সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া ১৯৩৮ সালের ২০শে অক্টোবর দুই বৎসর পূর্ব্বে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে নোটিশ দেওয়া হউক। যথাসময়ে ঐ মর্ম্মে নোটিশ দেওয়া হইলে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন নোটিশ ফেরত পাঠাইয়া মন্তব্য করেন, নোটিশ বৈধ হয় নাই সুতরাং ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ঐ নোটিশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

তাহা সত্ত্বেও কলিকাতা কর্পোরেশন সাব্যস্ত করেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের যে কারবার আছে, তাহা কিনিয়া লওয়া হইবে। তদনুসারে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দেওয়া হয়। এই চিঠির উত্তরে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, কর্পোরেশনকে ঐ অনুমতি দেওয়া যায় না।

প্রয়াগে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে স্নান

মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ লোক প্রয়াগ-সঙ্গমে স্নান করে। ভীষণ ভীড়ের জন্য বহু সেবাসমিতি, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সরকারী কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে। এতদুপলক্ষে এলাহাবাদ কৃষি সঙ্ঘের উদ্যোগে আদর্শ কৃষি কার্য্য ও শিল্প দ্রব্যাদির একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

———

৫ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ

মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েট আর্ম্মেনিয়া উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে সোভিয়েট হইতে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত পাণ্ডা বিপ্লবী আসামীদের মধ্যে টিফ্লিসে ৫ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের এবং অবশিষ্ট দুইজনের প্রতি ২০ বৎসরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। ব্রাহ্মণ-আদবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গৌরবগাথা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চনকল্প ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চনকল্প ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপলেখা ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক-দর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ⁄
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তের পরিচালনায় গৌড়ীয় মঠ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৩।০ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

———— ঃ০ঃ————

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বক্তৃতাপূর্ণ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ১০ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১, ২১শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, শুক্রবার } ২৮১তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

গত ৩০শে জানুয়ারী রবিবার তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূতপূর্ব্ব পাশ্চাত্যপ্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ চেৎলা বয়েজস্কুলে "মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার প্রারম্ভে বক্তাদিগণ কীর্ত্তনবন্দনাদি করিলে স্বামীজী মহারাজ শুদ্ধবৈষ্ণব-বদনানিঃসৃত হরিকথা-কীর্ত্তনের অধিকারী, হরিকীর্ত্তনের স্বরূপ, তাহার অনিবার্য্য সুফল এবং মানবের দেহমনের অভাব-বিমোচন-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে, পরন্তু আত্মার ভাগবৎ-বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলিই। অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণাদি নবধা ভজনাঙ্গ-যাজনই যে মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ যুক্তি ও সিদ্ধান্তবিচারমুখে প্রতিপাদন করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন। বক্তৃতান্তে সংকীর্ত্তন হয়। সভায় বহু ভদ্রমহিলা এবং শিক্ষিত ও প্রবীণ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, এম্-বি, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল আঢ্য বি-এ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণতীর্থ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত নরেশপ্রসাদ দাস, শ্রীযুক্ত নিবারণ [illegible], শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী পাঠক, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘটক, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বি-এ, বি-টি শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু বি, ই; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি-এল্ হেডমাষ্টার, শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র বসু বি-এস্-সি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

পাঙ্গামে

হরিকথা-শ্রবণপিপাসু বাহাদুরপুর গ্রামবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য গ্রামবাসিগণ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান। তথায় একটী সভায় স্বামীজী মহারাজ 'জীবের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করেন। তথা হইতে স্বামীজী উক্ত গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী পথরাগ্রামে গমন করত 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য' বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ায় গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বড়ই আনন্দিত হন ও পুনঃ পুনঃ এরূপ অমূল্য হরিকথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। পরে তাঁহারা উক্ত গ্রাম সংলগ্ন বিবেকাবনি গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত পাঠশালার পণ্ডিত মহোদয় 'মূলমন্ত্র' বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গদাধর ভক্তিপ্রভব প্রভুর মূলগায়কত্বে বহুক্ষণব্যাপী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে নগরকীর্ত্তন হয়।

দিল্লীতে

আকবর রোডস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ণানুগত্যে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ, কীর্ত্তন এবং হরিকথা আলোচনাদি হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের 'নিষ্কপট' শ্লোকটীর ব্যাখ্যাকালে ভগবানের কথা-প্রসঙ্গে বলেন—ভগবানের সংসারে যেতে হ'লে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পার হ'তে হ'বে। আমরা আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে এই মায়িক জগতে বাস করছি। ব্রহ্মাণ্ডের পরে বিরজা; তাহাকে অতিক্রম ক'রে, ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে পরব্যোমে যেতে হ'বে। 'পর'-শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে উৎকৃষ্ট জায়গায় যেতে হ'বে। বিরজা ও ব্রহ্মলোক পার হ'য়ে গেলে পরব্যোমের সন্ধান পাওয়া যায়। জীব যখন এই মায়িক জগতে আপনাকে ভোক্তা মনে করে, তখন সে বিরজার এই পারেই থাকিয়া যায়। বর্ত্তমানে আমরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আক্রান্ত হ'য়ে এই জগতেই থেকে যাচ্ছি। যখন এই তিনপ্রকার গুণ সাম্যাবস্থা লাভ ক'রবে তখন বুঝ্ব আমরা বিরজায় স্থান ক'রেছি।

ব্রহ্মলোকে এই তিন প্রকার মায়িক গুণের অভাব হ'লেও চিদ্গুণের বৈচিত্র্যের সেখানে অভাব, সেই স্থান অতিক্রম ক'রে যেতে হ'বে। সেই লোকে গেলে জীব ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তিন প্রকার গুণ হ'তে মুক্তি লাভ করে। মহাজনেরা এই লোককেও শ্রেষ্ঠ লোক বলেন নাই। যেখানে এই তিন প্রকার গুণের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই, চিদ্বৈচিত্র্যের পরাকাষ্ঠা যেখানে, সেখানে আমাদের যেতে হ'বে। পরজগতের অধিবাসীরা যখন কৃপা ক'রে এই জগতে আগমন করেন এবং সেই পরজগতের বাণী যখন আমাদের শুনান, তখনই আমরা সেই জগতের কথা জানতে পারি। সেই বাণী শ্রবণ ক'রতে ক'রতে যখন আমাদের তা'তে লোভ উপস্থিত হয় তখনই আমাদের সৌভাগ্যোদয়। সেই বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে হ'লে আমাদের তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে শ্রবণ ক'রতে হ'বে। যখন আমরা আমাদের শ্রবণের দ্বার তাঁ'দের কীর্ত্তনের সহিত সংযুক্ত ক'রে দিতে পা'রব তা' হ'লে আমরাও সেই বাণী অনুকীর্ত্তন ক'রতে পা'রব। অনুকীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে গুরুকৃপায় সেই বাণীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রব। যাঁ'রা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন তাঁ'রা ভাগ্যবান্, আর যাঁ'রা অপব্যবহার করেন তাঁ'রা হতভাগ্য। আমরা আমাদের এই জাগতিক কোন প্রকার বিচার দ্বারাই সেই অপ্রাকৃত পরব্যোমের কথা জানতে পারি না। যদি আমরা আমাদের চিত্তকে তাঁ'দের সেবায় লাগাইতে পারি তবেই আমরা সেই বাণীর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ক'রতে পা'রব।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্বিলাসভূমি; তাঁহাদের হৃদয়ই কৃষ্ণের বসতিস্থল। স্থাবর-জঙ্গম—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'ভোক্তৃত্ব' (অহঙ্কার) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জগদ্দর্শন না হইলে ভোগাত্মক সম্বন্ধ জন্য ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ মাঘ তিথি সর্ব্বোৎসবপারী গৌরাব্দ ৪৫১

দুই একটী কথা

হরিভজনে ফাঁকি চলিবে না। হরি অন্তর্যামী, সুতরাং সেই অন্তর্যামীর সহিত চালাকি করিতে গেলে নিজেই ঠকিতে হবে। তিনি আমার অন্তরের সব খবর রাখেন। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না—নাস্তিক হন না, আস্তিক হইয়া তাঁহার সেবাকার্য্য অন্তরে বাহিরে প্রচুরভাবে করিবার জন্য যত্ন করেন। আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে ফাঁকি দিবার নামে নিজেকে নিজেই ফাঁকি দিই—সরলের কথা বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না। ইহার নাম কপটতা। আবার কিসে অমঙ্গল হয় বুঝি অথচ তাহা করি, ইহারই নাম নিজেকে নিজে ফাঁকি দেওয়া—নিজেকে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না রাখা, নিজের অমঙ্গলটা নিজে বরণ করা—ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য নিত্যসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া। তাই বলি—যত দোষ আমার নিজের, আর কাহারও নয়। আমি চাই না, তাই পাই না—আমি করি না, তাই হয় না। অন্তর্যামিগণও আমাদের অন্তর বুঝিয়া নিজের কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। কৃপাপ্রার্থীর কি কৃপা না পাওয়া হয়?

অসৎসঙ্গ-ত্যাগের নামই বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের চিহ্নগুলি আমরা তাঁহাদের সে আচার বর্ণে বর্ণে পালন করিব—অসৎসঙ্গ কোন দিনই করিব না—ইহাই আমাদের বিচার হওয়া উচিত। যদি একজন সৎ পাই, তাহা হইলে সব ছাড়িয়া তাঁহারই সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইব। আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ নাইই পাই তাহা হইলে বরং সৎসঙ্গলাভের আশায় ভগবৎকৃপাপ্রার্থী হইয়া একাকী অনন্তকাল অপেক্ষা করিব তথাপি দুঃসঙ্গ করিব না। আমরা যদি নিষ্কপটে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাই তাহা হইলে কৃপাময় তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে প্রকৃত সাধুর নিকট থাকিবার সুযোগ দিবেন। নিষ্কপটতা চাই—সরল প্রাণে ভগবান্‌কে জানান চাই—বাস্তবিক সাধুসঙ্গলাভের জন্য পিপাসা থাকা চাই। বরং মৃত্যু শ্রেয়ঃ তথাপি অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়। অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ—সংসার অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্ ॥"

(পাঠান্তর—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ । সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥")

প্রভুপাদ ও রাধাদাস্য

(২)

এক সময় কোন এক ব্যক্তি 'গৌড়ীয়ে'র বিজ্ঞাপনে—যেখানে শ্রীমঠ ও শ্রীবিগ্রহের নামসমূহের তালিকা থাকে, তথায় 'বিনোদপ্রাণ', 'বিনোদানন্দ', 'বিনোদমাধব' প্রভৃতি শব্দসমূহের পূর্ব্বে 'রাধাবিনোদপ্রাণ', 'রাধাবিনোদানন্দ', 'রাধাবিনোদমাধব' প্রভৃতি শব্দ বসাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত ক্রোধ লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"ইহা কেন করা হইল?" তখন শ্রীল প্রভুপাদ ইহার কোন কারণ উল্লেখ করিলেন না। শ্রীল আচার্য্যদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—'বিনোদপ্রাণ', 'বিনোদানন্দ' প্রভৃতি শব্দে যে 'বিনোদ' আছে, তাহাই শ্রীমতী রাধা, আবার পৃথক্ করিয়া 'রাধা' বসাইবার চেষ্টা সিদ্ধান্তে অজ্ঞতা।

অতএব শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেকটি কথা—রাধাদাস্যময়। প্রাকৃত বিচারে অর্চ্চনীয় শ্রীমূর্ত্তিতেও শুধু তাঁহার নিত্যভাবসেবা বা যুগলভজনের বিচার ব্যতীত অন্য বিচারের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। কনিষ্ঠাধিকারী বা অন্তর্দ্বন্দ্বীর দৃষ্টি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাদাস্যময় বিচার ও আচার ধারণা করিতে পারে নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ দুই একটী মঠ, আশ্রম বা উদ্যানের নাম-করণ কোন কোন বিশেষ নামের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন লোকের এরূপও বিচার হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিবিশেষের তাঁহার গৌরজনগণ অথবা অবান্তরগণের নামের সহিত ঐ সকল মঠ ও আশ্রমের নামের সংযোগ করিয়াছেন। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের লোকবঞ্চনা করিয়া তাঁহার শ্রীরাধা-দাস্যের আদর্শ।

দার্জ্জিলিং, শিলং, মসৌরী, উতকামণ্ড প্রভৃতি শৈলাবাসে শ্রীল প্রভুপাদ-স্বয়ং সময় সময় গমন করিয়াছেন। অন্যাভিলাষী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ হয় ত' তাহা দেখিয়া মনে করিয়া থাকিবেন—শ্রীল প্রভুপাদ ভোগী ও বিলাসী ব্যক্তিগণের ন্যায় বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ শৈলাবাসে গমন করিয়া থাকেন।

শত চেষ্টা করিয়াও কেহ শ্রীল প্রভুপাদকে যেসকল স্থানের সমীরণ উপভোগ বা তথা হইতে স্বাস্থ্য-সংগ্রহের কোন চেষ্টায় মুহূর্ত্তের জন্য নিযুক্ত করাইতে পারে নাই, সেই সকল স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করাইয়াছেন এবং সর্ব্বদা 'গোবর্দ্ধন-স্মৃতিতে বিভাবিত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের ছয়মাস পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর চটক পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া কেবল অনুক্ষণ 'নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং' এই কথাই উচ্চারণ করিতেন। একদিন চটক পর্ব্বতে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে বলিলেন,—"এখানে 'নিকট' শব্দের অর্থ বুঝিয়াছেন কি? শ্রীল প্রভুপাদ কেন ইহা বলেন? 'নিকট' বলিতে 'শ্রীরাধাকুণ্ড'।"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া যখন কুমারিকা অন্তরীপে গমন করেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ কুমারিকার অধিষ্ঠাত্রী কুমারী দুর্গাকে দেখিয়া নিজ-রাধা-দাস্য-স্মৃতিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত ব্যাসপূজার অভিভাষণে জানাইয়াছেন,—

"পাণ্ড্য-সিংহলের বিলাস-বৈচিত্র্য দাক্ষিণাত্যের অন্তিম প্রান্তে যে বিপ্রলম্ভ-রসকাতরা রত্নাকর-সঙ্গতা দুর্গা, তাঁহাকে কেন অনূঢ়া কৃষ্ণপ্রেয়সী বিপ্রলম্ভরসপোষিকা মহাভাগবতরূপে দর্শন না করিয়া বাধক আদর্শ মহাকালের অনূঢ়া বিরহ-কাতরা কান্তারূপে দেখিতে যাই? অঃ! পার্থিব রাজ্যে বিকৃত ও প্রতিফলিত দৃষ্টিতে কি-প্রকার বিবর্ত্তবাধায়! এই অনূঢ়া গোপীকে দর্শন দিবার জন্য গোপীজনবল্লভ অনূঢ়া গোপীর ভাবের সহিত শিক্ষয়িত্রী পরোঢ়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য কুমারিকা অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরকীয়-রসের মর্য্যাদাবাধ, রুচিপ্রধান-পথের রাগানুগচেষ্টা কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যমিলন দেখাইবার জন্য কুমারিকা-অন্তরীপে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর অভিন্নতারূপে প্রকটিত হইবেন না?"

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার মুহূর্ত্তের মধ্যেও তাঁহার অন্তরঙ্গ রাধা-দাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ বা নিশান্ত-লীলায় সেবাটি কি? উহা গতি-বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধান। রাধানাথ বামে চন্দ্রাবলীর পরিজন-দিগকে, সম্মুখে যোগ-পন্থার প্রাচীন-বাক্যপথকে ও পশ্চাদ্ভাগে অভিমন্যু-জননী জটিলাকে আসিতে দেখিয়া গোপনে গোষ্ঠে গমন করিতেছেন। শ্রীরাধাও পশ্চাদ্ভাগে জটিলা আসিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত ভীতচিত্তে ক্রমে গোপনে পলায়ন করিতেছেন, আর শ্রীরূপ মঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরী তাঁহার শ্রীরাধারাণীর অনুগমন করিতেছেন। এইরূপভাবে বিজাতীয় লোক ও আত্মজন বঞ্চনা করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ নিজ-নিজ স্থানে গমনপূর্ব্বক কপট নিদ্রায় অবস্থান করেন। জটিলা প্রভৃতি ইহার রহস্য কিছুই জানিতে পারে না।

কুন্দলতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া যে গণেশ ও শিবের পূজা, পঞ্চদেবতা পূজা, নবগ্রহের পূজা প্রভৃতি করাইয়া থাকেন, তদ্দ্বারা বিজাতীয় লোকবঞ্চনা ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মহোৎসব বিধান করিয়া সখীমঞ্জরীগণের সর্ব্বাঙ্গে তোষণ হয়। শ্রীরাধিকার সূর্য্যপূজা ব্যাপারটী ভক্তভোগীগণকে বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীল প্রভুপাদ সেইরূপ সূর্য্যপূজা করিয়া রাধা-দাস্যের পরাকাষ্ঠা পাটোয়ারীবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্থাৎ ভক্তভোগী সম্প্রদায়কে বঞ্চনা করিয়াছেন। বণিকজাতিগণ সূর্য্যপূজা করেন। Commercial interest বা বণিক্‌স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে দিয়া সূর্য্যপূজা অর্থাৎ হরি-গুরু বৈষ্ণবের দ্বারা ধর্ম্ম অর্থাৎ অপস্বার্থ সাধন করাইয়া লইতে চাহে, ইহারই নাম—'বণিগ্‌বৃত্তি'। কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া উহা থাকেন। কৃষ্ণ ভোগবুদ্ধিকারীকে ভোগ দিয়া অর্থাৎ তাহারই অপস্বার্থ-সাধনে পৌরোহিত্য করিবার বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া লন অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন। শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত করান।

কৃষ্ণের দ্বারা সূর্য্যপূজার পৌরোহিত্য করাইবার পর নিজের দক্ষিণারূপে...

স্বার্থসিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া অভিজ্ঞা-জননী জটিলা কৃষ্ণকে ভোজন অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পুরোহিত-রূপী কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তিনি গর্গাচার্য্যের শিষ্য ও ব্রাহ্মণ, সুতরাং অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। এদিকে বৃন্দাদেবী জটিলা-বঞ্চনার আর একটি ছল অবলম্বন করিলেন। তিনি যেন জটিলারই পক্ষের উকিল হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—"জটিলা আপনাকে তাঁহার পুত্রবধূর হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পুত্রের পরমায়ু বলিতে অনুরোধ করিতেছেন; কারণ আপনি গর্গাচার্য্যের শিষ্য, সুতরাং অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ্।"

এখানে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলনের জন্য জটিলবুদ্ধি বা পাটোয়ারীবুদ্ধি জটিলার নিকট যে 'বাণিয়া স্বার্থে'র টোপ ফেলিলেন, তাহা জটিলা ধরিতে পারিল না; জটিলা মনে করিল,—বৃন্দাদেবী তাহারই স্বপক্ষস্বার্থের পূজা করিতেছে। সেই ছলে শ্রীকৃষ্ণও প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আমি পরস্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করিতে পারি না। তবে তোমাদের অনুরোধ ও সুখের জন্য জটিলার পুত্রবধূর ভাগ্যরেখা পরীক্ষা করিতেছি।" বৃন্দাদেবীর সাধ পূর্ণ হইল, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইল—শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন হইল। জটিলাকে এইরূপ 'কমার্শিয়াল ইন্টারেষ্ট'-এর লোভে মুগ্ধ না করিলে কিছুতেই সে রাধাকে কৃষ্ণের সম্মুখে আসিতে দিত না। জটিলার বিচারে তাহার পুত্র রাধার স্বপতি, কৃষ্ণ একটা বাহিরের লোক পরপুরুষ!

শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার সমগ্র চরিত্রে 'বাণিয়া স্বার্থে'র নানাপ্রকার টোপ ফেলিয়া তাঁহার মনোহরণীই পরিপূরণ অর্থাৎ সজ্জাতন-যজ্ঞে শ্রীরাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত যুগলমিলন করাইয়াছেন। বিলাতে নিজ-প্রভু গৌর-সুন্দরের কথা—ভক্তিবিনোদের কথা প্রচারের কালে শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ 'বাণিয়া স্বার্থে'র টোপ ফেলিয়াই তাঁহার নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি বা রাধাদাস্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন,—"নতুবা প্রচারে বাধা দিবে, এত অর্থ ব্যয় করিতে দিবে না, যদি সঙ্গে 'বাণিয়াস্বার্থ' যুক্ত না থাকে।"

শ্রীল প্রভুপাদ অতৃপ্ত-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী আমাকে কতভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়া, আমাকে সরকারী খেতাবে ভূষিত করিবার জন্য বৈষ্ণবগণের রক্ত-জলকরা অর্থ ব্যয় করিয়া, আমার জড়াবস্থার্জনের প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের নিকট পর্য্যন্ত স্বয়ং সুপারিশ করিয়া, আমাকে কত শাল, আলোয়ান, কনক (টাকা), কাশিপু (শয্যা) —নিজ শয্যা পর্য্যন্ত প্রভৃতি কমার্শিয়াল ইন্টারেষ্ট-এ প্রলুব্ধ করিয়া নিজ-রাধা-দাস্য করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। প্রায় পনেরো বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ। পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িবার অনুমতি লাভের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আবেদন জানাইলেন। পণ্ডিত শ্রীগৌরদাসের ইচ্ছা —তিনি হরিনামামৃত ব্যাকরণে পারদর্শিতা লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীগৌরদাসকে এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা দূরে থাকুক, বরং হরিভজন করিতে আসিয়া ঐরূপ ব্যাকরণ পড়িতে গেলে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, এইরূপ উপদেশ দিলেন। কোন একব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট হরিভজনার্থ আসিবার অভিনয় করিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়নে রুচিবিশিষ্ট হওয়ার পরে তাড়াটিয়া বণিক হইয়া হরিভজন হইতে পতিত ও বৈষ্ণব-পরাধী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন। বরং ব্যাকরণ পড়িবার পরিবর্ত্তে গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে সেবার কার্য্য করিলে অধিক মঙ্গল হইবে, ইহা জানাইলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ উপদেশ ও সিদ্ধান্তে তাঁহার অবকুণ্ঠ স্বরূপ ও শিষ্যকে শাসনযোগ্য বিচারে অযাচিত কৃপা করিবার আদর্শ দেখিতে পাই। আবার সেই শ্রীল প্রভুপাদই যখন তাঁহার বঞ্চনার মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেন, তখন বিদ্যাভিমানী ব্যক্তির জড়বিদ্যা ও জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের ইন্ধনও স্বহস্তে যোগাইয়া দিতেন, ইহাও দেখা গিয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে একটী কথা আমি জানি। একবার 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' হইতে শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইন্টার-মিডিয়েট পড়িবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বাসস্থান ও দুই বেলা প্রসাদ প্রার্থনা করে। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,— 'ওকস্মাৎ মঠ ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নাই।' ইহা শুনিয়া অত্যন্ত অভিমান-ভরে শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস বলে যে, 'অমুক, অমুক ছেলে এখানে উত্তম ভোজন, উত্তম বাসস্থান, এমন কি তাহাদের গৃহশিক্ষকবর্গের জন্য পর্য্যন্ত বাসস্থান ও আহারাদির সংস্থান লাভ করিয়াছে, আর আমার আত্মীয়বর্গ এখানে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নিশদিন কত সেবা করিতেছেন, আমি কি দুই বেলা দুই মুঠি প্রসাদও পাইতে পারি না? কত বাহিরের লোকে কত প্রসাদ নিত্য পাইয়া থাকে।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমানের প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার ব্যক্ত করা অসম্ভব। আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন,—'আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার জন্য এখানে আসি নাই, 'বকল-কলতরু পুরান'—অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা চলিব না। শ্রীল প্রভুপাদের যোল আনা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার পরিবর্ত্তে যাঁহাদের দ্বারা কিছু আদায় করিবার বিন্দুমাত্র অনুরোধ বা উপরোধ ব্যবহার করিবে, তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; তুই চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিলে এমন কি অধঃপাতে চলিয়া গেলেও আমি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা—কৃষ্ণের প্রিয়তম বিগ্রহের দ্বারা তোর সেবা করাইব না।'

এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা-লীলার সেবক ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী সেবকের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ 'ভাড়াটিয়া,—ভক্ত নহে' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজকে জড়ের নিকট ভাড়া দিলে গৌরসেবা হয় না। যেহেতু আত্মজ্ঞান হইলে জড়ের মুখমূল্য ভাড়া আদায় করিতে হয়।'

—(সজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতেও শুনিতে পাই—

দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

—(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৭)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাণীতেও শুনিতে পাই—

যস্ত আশিষ এব আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ

স বৈ বণিক্।

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই 'পণ্যানীতি' শব্দটি ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্তে তাঁহার অবঞ্চক-স্বরূপ প্রকাশিত, অথচ শ্রীল প্রভুপাদই আবার যখন অপরকে পণ্যানীতিতে প্রলুব্ধ, পাটোয়ারী বুদ্ধিতে নিযুক্ত, দুর্বিপাক-দ্বারা বঞ্চিত করিতেন, তখন তাহা শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনালীলা ব্যতীত আর কি? তবে যে শ্রীল প্রভুপাদ বঞ্চিত ব্যক্তিগণকে লোক-ব্যবহারে অত্যন্ত আদর, অত্যন্ত সম্মান, অভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাপ্রদান ও তাঁহাদের প্রশংসিকাগানে পঞ্চমুখ হইতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদিগণের মুখ নিরস্ত করিতেন, ইহার মূলে কি রহস্য আছে? এই কথার উত্তর সেই এক কথাতেই দেওয়া যায়, ইহাও তাঁহার রাধাদাস্যেরই রহস্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

'অচিন্ত্য বেদাস্তের কথায় সান্নিধ্যাভাব ঘটিলে ব্যক্তিবিশেষের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তাহার শুশ্রূষা করাই আবশ্যক, অন্য কোন কার্য্য আমাদের নাই, কেন না আমরা রাইকানুর সেবকমনে নিত্য সুখসাধক।'

যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যময়ী সিদ্ধান্তবাণী ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে অনেক সময় একদেশদর্শী বা একচক্ষু মনে করিয়া বিশ্রান্ত ও শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহ ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীবার্ষভানবীর জটিলার প্রতি যে গৌরববুদ্ধি, সম্মান, আদর, পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা এবং বার্ষভানবীর অভিমন্যুর প্রতি যে গৌরব-জ্ঞান, প্রিয়জ্ঞান বা প্রতিজ্ঞানের অভিনয়, উহাকে শ্রীবার্ষভানবীর বঞ্চনালীলা জানিয়া শ্রীবার্ষভানবীর অনুকূল পথে চলাই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন। শ্রীবার্ষভানবীর বঞ্চনালীলার প্রতিকূল আচরণ করিলে বার্ষভানবীর সুখ-কামনা করা হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যের অনুসরণ করাই আমাদের নিত্যধর্ম।

শ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন,—

"রাধাদাস্যে রহি, ছাড় ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন গৌরব।"

শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাকামিগণকে উচ্চতম প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া, অজ্ঞাভিলাষি-গণকে জড়ের অভিলাষের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সামগ্রী প্রদান করিয়া যে রাধাদাস্যের পূর্ণতম আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, তৎপ্রতি মৎসর হইলে আমাদের কুবিষয় ও জড়প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা ভোজন করিতে হইবে, রাধা-নিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইবে না। অপরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা আদায় করিয়া "কৃতকৃতার্থোঽস্মি" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকুন, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগের প্রতি মৎসরতা অবলম্বন করিব না, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রীচরণ-সন্ধুক্ষণের জন্যই বৈষ্ণবগণের নিত্যকৃপা বাঞ্ছা করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীমুখে কাঙ্ক্ষেশ্বরীর যে সেবাদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন, শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীরূপের যে উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেই সকল রাধাদাস্যের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পুষ্টিমার্গীগণের আবার রাধাদাস্য-বিরোধি-বিচারে ধাবিত হইব না। রাগানুগপথ ও পুষ্টিমার্গ দেখিতে ও শুনিতে একই জাতীয় হইলেও সেখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে ধামাচাপা দিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আহ্বান করিব না। গর্গোদ্দেশকারীর সেবা অপেক্ষা জটিলা-বঞ্চনাময় রাধা-দাস্যকে অধিকতর জটিল মনে হইলেও তাহা শ্রীরূপানুগগণের অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম। শ্রীল প্রভুপাদ সেই রূপানুগগণের শিরোমণি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০; ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্য, গুরুবর্গ-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-[illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) গৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার পো:, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] রায় ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পো: শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পো: শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পো: শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পো: স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পো: সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রকটিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পো: জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পো: জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পো: কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপার্থিবদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পো: হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটাগাছি, পো: চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) ব্রাহ্মণ বাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মদন গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পো: ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পো: ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পো: বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীগৌরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পো: ময়মনসিং

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পো: গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পো: চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পো: হরিদ্বার, জি: সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পো: বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবংশীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পো: দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীআনন্দময় ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পো: নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পো: মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পো: রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীপাটি

রক্ষক—মুক্ত শ্রীগৌরাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দন বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পো: নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পো: বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—লেখাপাড়ি,

পো: ফেরোজপুর, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পো: থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালিগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়েদান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিল ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পো: রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তীষ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পো: কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পো: ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পো: পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দামোদরকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ দাসাধিকারী

(৫৭) সিমলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পো: ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার?, পো: কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিমাইশরণ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীরাধা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পো: বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রজবাসী ভক্তিবান্ধব

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পো: অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পো: মাড় (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পো: বাঙ্কীম (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈত? দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুষ্ণকুঞ্জ?, পো: চিত্রকুট?, (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন রোড

গ্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭০ চাটার্জ্জি রোড

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্তী প্রত্নবিদ্যার্ণবের সম্পাদকত্বে
শ্রীহয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাইকারী দর
বালাম	৬॥০
ঢাকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানী	৫॥০
রামশাল নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সপোর্ট	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৫।০-৫।৴
ঐ বাঁশমতি	৫৲-৫৵০
লাইনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর চিনি	১০।৵০
জাভা ১০০০ নং	১০৵০
বড়োদা সাদা	৯।০
নম্বর সাদা	৮।০—৯৵০
নম্বর লাল	৭।৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

রূপালের বার	৩৪।০
রুপো	২২৲
চাঁদির বার	৫০।০

পাটের দর

বংশ—	৪০৸০
বন—	৪০।০
বন—	৪১।০
লাল বস্তের দর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

মিলের ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
বেকারীর ঐ	৬৲—৬৵০
উৎকৃষ্ট ঐ	৫৵০—৫৸০
ঝা	৬৲—৬৵০
টা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
টা নং (২	৫৴০—৫।৴০
টা (এস)	৫৲—৫।০
টা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
টা নং (৩)	২৸০—২৸৵০
ঘলাই	১৸৵০—১৸০
ম	১৸৵০—১৸৵০

সুতের দর

মন	৫৭৲
দৌড়	৫৭৲
দেশী	৫০৲
বী	৬৫৲
বিলাতি	৩৬।০

জার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ঢাকা পাতলা	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (কড়ি বা বীম)

মার্কা	৮৸৴০—৯।০
ঐ বে মার্কা,হালকা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা স্টেনড্রেড গর্ডার বীম সব সাইজ	৯।৴
ঐ ইংলিশ গর্ডার (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৸৵০

টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১৪।৵০
২৬ গেজ—	১৬।৴০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
সেট কাটিং বা ছিট কাটা দর	৩।০—৩৸০

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬।০—৭৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটি, গোলটু, গরাদে	৮৸০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

রড ৮৸০—১০।০

মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲, নকল ২৩।০

চটকলের হালদণ ৫৵০, পাটের হালদণ ৩॥০

তুলার তালদণ ৪।০

জুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের গোলার কাইন	৫৫৲
মিট্ল আমের কড়কচ	৫০৲
কবাটি পুরনিয় কাইন	৪৩৲
রাধার্ণ খাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

লবণ সাদা	৵০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
খুচি গরিলম	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সুবিস্তৃত খোলা। শিক্ষকগণ শিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বোর্ডিংখরচ মাত্র মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা খরচ। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল

——:০:——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, ধর্মা-পাঁচড়া, দাদটু এবং অন্যান্য পাঁচড়িয়া জ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

সেবনবিধি:—জ্বর বন্ধ অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৩০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

মধুপুর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি পুরাতন জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা আরোগ্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আংশিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরমার্থালোচক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু সুললিত শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	।৵০	।৵০	৴১০
ইঞ্চ	২,	১॥০	১॥০	১,
সিকিকলম	৫,	৪॥০	৪,	৩,
অর্দ্ধকলম	৮,	৭,	৭,	৫,
এক কলম	১২,	১০,	১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ও	॥০
" সিকি কলম ১৫,	১২,
" অর্দ্ধকলম ২৫,	১৮,
" এক কলম ৩৫,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মানেজার: গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাড়া মাঠ.রোড; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব.পৃ

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের-কৃপাভিষিক্ত
আকুমারব্রহ্মচারী
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে মাঘ, ১৩৪৪, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার [সংখ্যা ২৮২]

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ

পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এইচ আর বাথেজা বিহারের শিক্ষা বিভাগের প্রধান ডিরেক্টর মিঃ এফ আর ব্লেয়ার স্থলে পদ গ্রহণ করিবেন। মিঃ বাথেজা আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

লর্ড সভা ও কমন্স সভার বৈঠক

বড়দিনের ছুটীর পর ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে লর্ড সভা ও কমন্স সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বদিবস প্রধান মন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সহকর্মীর সহিত আলোচনা করেন; সদস্যদিগের মধ্যে স্বরাষ্ট্র-সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, রাজস্ব সচিব, এবং প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্টের সহিতও তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা হয়।

কমন্স সভার অধিবেশনে পররাষ্ট্র সচিবকে দূরপ্রাচ্য, স্পেন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে এবং প্রধান মন্ত্রীকে স্যার ফিন্‌ল্যাটের রিপোর্ট সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিতে বলা হইবে।

পার্লামেন্টের অধিবেশন

বড়দিনের ছুটির পর, ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে এবার লর্ড ও কমন্স সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্টার ছুটির পূর্ব্বে আগামী ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত নিয়মিত অধিবেশন চলিবে। আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, এবারও তদ্রূপ বহু বিষয়ে আর্থিক ব্যাপারে আলোচনা হইবে। আগামী বৎসরের বাজেট পেশ করার তারিখ এখনও ঠিক হয় নাই।

ওয়ার্কিং কমিটির আসন্ন অধিবেশন

পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দ্দার প্যাটেল, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম ওয়ার্দ্ধা রওনা হইয়াছেন। ইহারা আসিলে পর গান্ধীজী যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল ও শ্রীযুত বসুর সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমান অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ইহাই অন্যতম প্রধান বিষয়।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সম্ভবতঃ চারিদিন চলিবে। এই সময় সাতটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কার্য্যাবলী বিচার করা হইবে এবং হরিপুর কংগ্রেসের জন্য প্রস্তাবের খসড়া রচনা করা হইবে।

ভারত ও জাপানের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য

'জাপান টাইমসে'র প্রেসিডেন্ট ও জাপান প্রতিনিধি সভার সদস্য ডাঃ এইচ্ আসিদার সহিত 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে ডাঃ আসিদা বলেন যে, বহু শতাব্দী যাবৎ জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে বন্ধুত্ব বন্ধন অটুট রহিয়াছে, ইহা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতায় অধিকতর দৃঢ় হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

ডাঃ আসিদা বলেন—"ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে এক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতবাসিগণ এক জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। তথাপি জাপান ও ভারতের মধ্যে যে সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহা অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই আমার মনে হয়। প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মাধ্যমে এই সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।"

নিখিল ভারত ক্ষেত মজুর সম্মেলন

বিহার প্রাদেশিক ক্ষেত মজুর সভার কর্ম্মকর্ত্তাগণ আগামী কংগ্রেস অধিবেশনের কালে হরিপুরে নিখিল ভারত ক্ষেত মজুর সম্মেলন আহ্বান করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

বিহার গবর্ণমেন্টের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুত জগজীবন রাম মহাশয়কে উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

মিঃ ইডেনের জেনেভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন জেনেভা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছেন। রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বৃটিশ-ডেলিগেশনের নেতা হিসাবে ভাইকাউন্ট ক্র্যানবোর্ণ জেনেভাতেই রহিয়াছেন।

স্কটল্যাণ্ডে শোচনীয় দুর্ঘটনা

স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ষ্টার্লিংশায়ারের একটি খাদানে আগুন লাগিয়া ৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হইয়াছে। উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদিগকে বাঁচান যায় নাই। দশ ঘণ্টা চেষ্টার পর সাহায্যকারীরা খাদানে প্রবেশ করে; সকলকেই মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়।

সাংহাইয়ে জাপ-সামরিক আদালতের বিচার

গত ১লা ফেব্রুয়ারী পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ হিরোতা প্রতিনিধি পরিষদে ঘোষণা করেন যে, বিদেশী-রা চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্টকে যদি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে থাকে জাপান কখনও তাহা সহ্য করিবে না। জাপ সরকার নব চীনের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আর্থিক চুক্তি সম্পাদন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। জাপ প্রতিষ্ঠিত চীনের তাঁবেদার রাষ্ট্র জাপানের চীন অভিযানের ব্যয় বহন করিবে এবং জাপান মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দাবী করিবে।

প্রাতঃকালে জাপানের নানা স্থানে কম্যুনিষ্ট বলিয়া বর্ণিত তিন শত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রণ্ট দল গঠনের আন্দোলনে সাহায্য করার অভিযোগ আনা হইয়াছে।

সাংহাইয়ে চীনার প্রাণদণ্ড

হনান জেনারেল কুমিণ্টাং বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন 'ভারেয়া' জাহাজ যোগে আন্তর্জ্জাতিক এলাকা ত্যাগ করিয়া পুডং অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ মাত্র তিন জন চীনা সামরিক আদালতের বিচারে দণ্ডিত হয়। জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রবল ঝড়

গত শনিবার সকাল হইতে ইংলণ্ডের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। রবিবার সমস্ত দিন এই ঝড়ের প্রকোপ ছিল। স্কটল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ওয়েলসের উপকূলভাগেই ক্ষতি হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল [illegible]
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার [illegible]
দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।৷
১৮। ব্রাহ্মণ-আচার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা ।৵
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ ভাষা ।০
২৭। দ্বাদশাঙ্কা গৌরসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। বঙ্গসংস্কৃত ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আচার্য্য ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-বিশ্বাবলিবুলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাঙ্গবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড
অন্টলজি ।০
৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। রোবাট গৌড়ীয়মঠ উক ফুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড
আনর‍্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর পরিকল্পিত গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৲। কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিগণের একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।১০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

—— :o: ——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপ্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ২০ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৫ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, শনিবার, } ২৮২তম সংখ্যা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীকুঞ্জকুটীরে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীরে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের একান্ত অনুগত এ নির্দ্দেশানুসারে প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও রাত্রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও মহামন্ত্র উচ্চভাবে কীর্ত্তিত হইতে ছেন।

গত ৩০।১।৩৮ তারিখে সন্ধ্যার সময় শ্রীধাম হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রাকালীন গৌড়ীয়-মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেক্রেটারী মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু শ্রীকুঞ্জকুটীরে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করেন।

পরদিন সকাল সকালে শুভাগমন পঞ্চক্ত কীর্ত্তনের পর বেলা ৭টা হইতে ৮।০টা পর্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বাল্যলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী "সর্ব্বদা সততং বিষ্ণুঃ", 'যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ', 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ', 'সর্ব্বদা মম চেতঃ, কৃষ্ণপাদারবিন্দে', 'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্', 'বাসুদেবপরা বিদ্যা', এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজের 'সত্যশাস্ত্রবিদ্যা' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রবাণী কীর্ত্তন করেন। পরে তিন প্রকারের কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর হৃদয়ঙ্গমপর-বিচারবৈষম্য হইতে তাহাদের ভেদ ও শক্তি করেন এবং ... শ্রীহরির উদ্দেশে ... শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। জীব অণুচিৎ, স্বরূপে স্বাস্থ্যে থাকিয়া বৃহৎ চৈতন্য সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সেবা দ্বারা নিত্যকাল নিত্যানন্দ লাভ করে। দণ্ডকৃষ্ণিকায় বা সেবায় Circles না পীড়ান পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব জীবের সাধুসঙ্গে ভজন সাধন করা নিত্য প্রয়োজনের বিষয় বলিয়া ... বুঝাইয়া দেন।

পাঠের পর শ্রীপাদ কেবটী ব্রহ্মচারীজীর সুমধুরস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। ঐদিন প্রাতঃ ৭০ টার সময় তাঁহারা কলিকাতা রওনা হন।

পুরীতে

গত ১৭ই জানুয়ারী পুরী হোতে ... মহোদয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ তথায় উপস্থিত হন। শ্রীপাদ গৌরহরি ব্রহ্মচারীজী সুমধুরস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করার পর উক্ত মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায় পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মায়াবাদ গোস্বামী কর্ত্তৃক উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ব্রহ্মচারীজী বলেন—মানবগণ স্বীয় চরম ধর্ম্মে নিত্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকেই নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং স্ব-স্ব রুচির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণকে বরণ করে। অন্যান্য দেবদেবীগণের আরাধনা করিয়া মানব যে অনিত্য অমঙ্গল ফল প্রাপ্ত হয় তাহা জীবের স্বধর্ম্ম নহে। যেহেতু আত্মবৃত্তি রূপ নিবৃত্তি জীবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা-পূর্ণের জন্য আধিকারিক দেবতাগণের আরাধনায় নিযুক্ত করে। এই প্রকার উপাসক সকল হইতে বিরত হইয়া সাধুসঙ্গে সদ্গুরুর আনুগত্যে যদি শ্রীহরির আরাধনা করেন তাহা হইলে আর ক্ষুদ্র অনিত্য ফল লাভের জন্য তাঁহাদের চেষ্টিত হইতে হয় না।

ভেরুলে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ হরিজনদাস ব্রহ্মচারীজী গত ৩০।১।৩৮ তারিখে ভেরুলের ... শ্রীযুক্ত আর, কে, ... মহাশয়ের বাসায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ করেন। তৎপরদিবস শ্রীযুক্ত এ, সি, ... মহাশয়ের বাসায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ উপাখ্যান পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ... সুমধুরস্বরে "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন" ইত্যাদি মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মেদিনীপুরে

গত ১১।১।৩৮ তাং ... নিবাসী শ্রীযুক্ত ... মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণলীলা দেখান হয়। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

প্রচারকগণ গত ২০।১।৩৮ ইং তাং ... হইতে ... শ্রীযুক্ত ... মহাশয়ের বিশেষ ... আগমন করেন। ... শিবরাত্রি নাটমন্দিরে শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারীজী 'নাম ও সেবা' সম্বন্ধে আধঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন ও উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব ... উক্ত বিষয়ে প্রায় ৪০ মিনিটকাল ... বক্তৃতা প্রদান করেন। ২১।১।৩৮ তাং উক্ত ... নাটমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা দেখান হয়। উক্ত দিবস প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পেস বন্ধ থাকায় আগামী সোমবার দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

"শুধু একরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। শুদ্ধরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

"শ্রীগুরুদেব ও ভাগবত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্ বিলাসভূমি;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের অবস্থিতি। ঈশ্বর-তত্ত্ব —সকলকে কৃষ্ণাভিলাষের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'দীক্ষা' (মত্ত) বিচার আসিয়া নিত্য-স্বরূপের প্রকাশ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জগদ্দর্শন না হইলে কার্পটিক সম্বন্ধ-জ্ঞান ভোগ ও ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মাধব অবতার শ্রীগৌরাব্দ গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

——::o::——

আজ বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীগৌর নারায়ণের ভগবতী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথিবাসর কৃপাপূর্বক আমাদিগকে সেবাসুযোগ প্রদান করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। আমরা গুরুবৈষ্ণবগণের সংকীর্তনমুখে এই তিথিবাসর আরাধনা করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি। এই তিথি সুমেধঃপতিগণ বা মাধবতিথি; সুতরাং হরিসেবাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই অবশ্য পালনীয়া। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

মাধব-তিথি ভক্তি জননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি বসতি বলি'
পরম আদরে বরি॥

এই সুমেধঃতিথিতে গৌরপ্রিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কথা আলোচনার আলো ক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেব আমাদের হৃদয়ে অনুকীর্তনের বল প্রদান করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

ঐশ্বর্যপ্রকাশবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীনারায়ণে শ্রী ও লীলা বা লীলা নামে তিন শক্তি আছে। কমলা বা লক্ষ্মী—'শ্রী'-শক্তি। বিষ্ণুপ্রিয়া—'ভূ'শক্তি। আর নারায়ণের পারমার্থিকী আহ্লাদিকা 'স্বরূপশক্তি—'লীলা'শক্তি; ইঁহাকেই চিৎ-শক্তি বলে, ইনি জগতের আধারস্বরূপা। গৌরনারায়ণে এক তিন শক্তি বর্তমান। ইঁহাকে নারায়ণের নিত্যকালই বিরাজিত। শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সুতরাং তাঁহাতে কোন শক্তির অভাব নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তিস্বরূপিণী; তাঁহার পতি—শ্রীগৌরনারায়ণ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় আমরা দেখিতে পাই, -

শ্রীসনাতনো-মশেহয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিণী॥

অর্থাৎ দ্বাপরে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন তিনি গৌরলীলায় সনাতন রাজপণ্ডিত নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা 'বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ইঁহারই কন্যা।

অর্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন। আর ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা—ইহাই 'বিধি'। অর্চনমার্গে স্বরূপবুদ্ধি বা ঐশ্বর্য প্রবল। বৈধ অর্চনকারী যে রাধা-কৃষ্ণের পূজা করেন তাহাতে রাধাকৃষ্ণকে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণবৎই পূজা করিয়া থাকে। কারণ ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতির সেবা হইতে পারে না। ঐশ্বর্য বুদ্ধির প্রাবল্য বশতঃ বৈধ অর্চনকারী কৃষ্ণকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইতে সাহসী হন না। কিংবা তাঁহার সাক্ষাৎ দেখাইয়া অধিকার লঙ্ঘন করেন না। সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য বুদ্ধিতে যে পূজা তাহা রাধাকৃষ্ণকে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা। কিন্তু ভজনমার্গে এরূপ ঐশ্বর্য বা সম্ভ্রমবুদ্ধির কথা নাই। অতএব রাগমার্গে শ্রীগৌরসুন্দর সেবক হইয়া থাকেন। ভূস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নারায়ণের শক্তি। সুতরাং শ্রীগৌরনারায়ণের পূজা—'বিষ্ণু'প্রিয়ার আনুগত্যে গৌরপূজা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ এবং পূজা হইতে আর সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ একাধারে উপাসক। এইটি তাঁহাদের একটি বস্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসকগণের কিন্তু এই লক্ষ্মীনারায়ণের উপাস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিসম্প্রদায়কারিণী। তিনি নিজসঙ্গবিগ্রহ গৌরসুন্দরের রসপরিপোষণকারিণী। আর শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ রসের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়কারী। এইখানেই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌরগদাধরের সেবার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ।

নাট্যলীলায় মহাপ্রভু নারায়ণ-স্বরূপে প্রকাশিত। তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে কল্পনা করেন—যখন গৌরই কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও বোধ হয় রাধিকা। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামি-শাস্ত্রের কোথাও নাই। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কখনও বৈধ বিচারের অন্তর্গত নহেন। তিনি সর্বোৎকর্ষবিগ্রহ রসের মনোহারিণী—কৃষ্ণ বিলাসিনী। সুতরাং শ্রীবার্ষভানবী দেবীর রস বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উপর চাপাইলে রসাভাসদোষ, তত্ত্ববিরোধ ও সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরনারায়ণের বৈধ-পত্নী। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের পতিপত্নীভাব বা রস নারায়ণশক্তি ভূস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌরনারায়ণে বর্তমান। গৌরনারায়ণে তাঁহার গার্হস্থ্যলীলায় একমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সেবা নিত্যকালই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্বে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন,—

তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক কর ইহা,
মিছা শোক না করিহ আর মনে।
এ বোলে কহিল কথা, দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরণে॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

এই উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টার যেরূপ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা এই—

কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেন রাখে এ জীবন॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

বিষ্ণুপ্রিয়ার পাতিব্রত্যধর্মে বা নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর পাতিব্রত্য ধর্মে মধুররস—সম্পূর্ণ থাকিলেও তাহা দাস্যের স্তরেই অবস্থিত কৃষ্ণলোকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পঞ্চরসের অবস্থান, কিন্তু নারায়ণ ধাম বৈকুণ্ঠে শান্ত,দাস্য, গৌরব সখ্য এই আড়াইটি রস অবস্থিত। ব্রজগোপীগণই যে পরোমনির আনুগত্যে উজ্জ্বলরসে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনের জন্যই ব্রজ-গোপীগণ সচেষ্ট থাকে। রাধাদাস্যই তাঁহাদের একমাত্র। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু তাঁহাদের নাই। তাই রাধাবিনোদন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

শ্রীরাধার সুখে কৃষ্ণের যে সুখ
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে
কভু না হইব কামী॥

ব্রজগোপীগণ সাক্ষাৎ, অপরে সর্বাবস্থায় শ্রীরাধার সর্বতোমুখী সুখানুসন্ধানে উদ্গ্রীব। তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবিলাসসুখে কৃষ্ণপ্রীতিবিধানের চেষ্টা থাকিলেও শ্রীমতী কলে কৌশলে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কখনও তাঁহার পতির সহিত অপর স্ত্রীর মিলন হউক, ইহা ইচ্ছা করেন না বা ভূশক্তি শক্তিস্বরূপ এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের পাতিব্রত্যধর্মের সাপত্ন্যভাব নাই। লক্ষ্মীদেবীর অসংখ্য দাসী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নারায়ণের সাক্ষাৎ পত্নীভাববিশিষ্টা বা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাপত্ন্যভাববিশিষ্টা নহেন—লক্ষ্মীর দাসী মাত্র। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিতে হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যক্রমেই আবশ্যক। আবার এই বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য করিতে হইলে উপরিউক্ত বিপ্রলম্ভভাবের অনুসরণ করিয়াই নিষ্কপটে কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি কেহ গৌর-সুন্দরকে তাহার উপভোগপর্ণবিলাসক নাগর মনে করেন তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বমত কল্পনা করিতেছেন, জানিতে হইবে।

সাধুবাক্য,শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য—একটা ভিন্ন। সাধু কখনও অশাস্ত্রীয়, অশ্রৌত কথা বলেন না। সুতরাং তাঁহার বাক্যই শাস্ত্রবাক্য "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"—সাধুগণের যে উপদেশ তাহাই শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি। আজ আমরা সাধু শাস্ত্র ও গুরুবাক্য অবলম্বন করিয়াই দুই একটী কথা অনুকীর্তন করিলাম। শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন—ইহা প্রার্থনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে উৎসব

অদ্য শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমন্দিরে গৌরশক্তিতার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাব-তিথিপূজা পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সমারোহে সাঙ্গ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও অন্যান্য মঠেও এই তিথি সংকীর্তনমুখে যথারীতি পালিত হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে। এই সংকীর্তনোৎসবে সকলকেই যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সরস্বতী-পূজা

আজ শ্রীসরস্বতী-পূজা। পরা বিদ্যার উপাসকগণ আজ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূজায় নিযুক্ত। আর অপরা-বিদ্যার উপাসকগণ কামনা-পূর্ত্তির জন্য আজ অপরা বিদ্যার অধীশ্বরী শ্রীসরস্বতীপূজায় রত হইবে। অপরা বিদ্যার উপাসকগণ বাণী-পূজা কাহাকে বলে জানেন না, তাই তাঁহারা স্বার্থ ছাড়া সরস্বতীর নিকট অন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। পরবিদ্যালোচনাকারিগণের এইরূপ অজ্ঞতা নাই, তাই তাঁহারা সকল কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া সংকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণারাধনায় তৎপর।

বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েই সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব আমরা অর্থ বা প্রতিষ্ঠাকরী বিদ্যার কামনায় সরস্বতী-পূজা করি। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন, প্রাকৃতজনপূজিতা সরস্বতী দেবী সর্ব্বশক্তির প্রতিপাদ্য দেবতা। সরস্বতী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইঁহাকে বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও বলা হয়। ভক্তগণকে মহামায়া দুর্গা নামে পরিচিতা। তাঁহার আবরণ মধ্যে সরস্বতীকে দেখিতে পাই। আর ঐকান্তিক ভক্তগণ সরস্বতীদেবীকে ভগবৎস্বরূপ পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে, বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের উপাস্য দেবতা সরস্বতী এক না পৃথক্? মায়ামুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীবের উপাস্যা সরস্বতী এক নহে। একটী স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির বৃত্তি, অপরটী মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তিবিশেষ। একটী কৃষ্ণকান্তার সখী, কৃষ্ণকীর্ত্তন-সরস্বতী বা বৈকুণ্ঠসরস্বতী আর একটী বিমুখ-বিমোহিনী ভক্তেতরবাগ্বিলাসিনী। উভয় সরস্বতীর জীবন শ্রীকৃষ্ণ। মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি স্বাভাবিকভাবে আলোক ছায়ার ন্যায় পৃথক্, তদ্রূপ ছায়াসরস্বতী ও বৈকুণ্ঠ-সরস্বতী পরস্পর ভিন্ন। মায়াশক্তি শক্তিমান্ ভগবানেরই শক্তি হইলেও সতী পত্নী যেরূপ স্বামীর সান্নিধ্যে গমন করিতে লজ্জা বোধ করে সেইরূপ মায়াশক্তি "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" এই ভাগবত-বচনানুসারে ভগবৎ-সম্মুখে গমন করিতে পারে না। আর চিচ্ছক্তি ভগবৎসান্নিধ্যে নিয়ত অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবাসুখ লাভ করেন।

আমরা ছায়াসরস্বতীর সেবক—সরস্বতী-উপাসকগণের মধ্যে সরস্বতী-বরপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস ও কেশবকাশ্মীরী নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নাম শুনিতে পাই। পরাবিদ্যাস্বরূপিণী শ্রীসরস্বতীর পতি শ্রীগৌরনারায়ণ যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন সরস্বতীর বরপুত্রগণের যাবতীয় অহঙ্কার প্রাকৃত খর্ব্ব হইয়াছিল। মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর প্রতি সরস্বতীর উপদেশ এই,—

কৃপা-দৃষ্টি ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি-গোপ্য সরস্বতী॥
সরস্বতী বলেন—"শুনহ, বিপ্রবর।
বেদ গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
কারো স্থানে কহ যদি এসকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥
যাঁর ঠাঁই তোমার হইল পরাজয়।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ সেই সুনিশ্চয়॥
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩শ)

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির নামান্তরই শুদ্ধা সরস্বতী; তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। তিনি শুদ্ধ ভক্তগণের জিহ্বায় অবস্থান করিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবা-নিরতা। শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে এই সরস্বতীর নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল ব্যাসদেব সরস্বতী এবং শুদ্ধা সরস্বতীর একজন প্রধান পূজক। 'ব্যস' শব্দের অর্থ—সর্ব্বোৎকর্ষবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ; 'দিব' ধাতু নিষ্পন্ন 'দেব' শব্দের অর্থ—যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রকাশ করেন। এক কথায় যিনি নিজ শক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করেন তিনিই ব্যাসদেব। 'ব্যাসদেব' বলিতে শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরায়ণ ভক্তমাত্রই উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। সেবোন্মুখ ভক্তগণের জিহ্বায় যে শুদ্ধা সরস্বতী স্ফুরিতা হন, ভাগ্যবান্ জীবগণ শ্রবণোন্মুখ দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। শুদ্ধা সরস্বতীদেবীও ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণরন্ধ্র দিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়কে নির্ম্মল ও স্বাস্থ্য করিয়া শ্রীহরির উপবেশনোপযোগী করিয়া সেই সৌভাগ্যবান্ ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে স্বামীর স্তুতি বর্ণন করিয়া থাকেন। যে বাণী কৃষ্ণের ভজন-পূজন না করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়তোষণ করে সেই ভক্তবহির্ম্মুখীর নামান্তরই ছায়া বা মায়া সরস্বতী। এই ছায়া—সরস্বতীর পূজায় জগদ্বাসী নিযুক্ত। তাই তাঁহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া নানা দুঃখকষ্টদ্বারা নিপীড়িত, আর পরা সরস্বতীর উপাসকগণ কৃষ্ণোন্মুখ থাকিয়া সতত কৃষ্ণসেবানন্দে বিভোর। ভক্তের উপাস্যা শুদ্ধা সরস্বতী ও অভক্ত-পূজিতা সরস্বতীর পার্থক্য কোন মহাজন এইভাবে দেখাইয়াছেন,—

মনরে, কেন কর বিদ্যার গৌরব?
স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ।
কিন্তু দেখ চিন্তা করি' যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণপ্রতি অনুরাগ, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যার মার্জ্জনা তা'র, কভু কভু অপকার
জগতেতে ক'রে অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণভক্তি স্ফুরে মনে,
তাহা'রি আদর জান সব॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥
(কল্যাণকল্পতরু)

ভক্তগণ মায়াশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া চিচ্ছক্তির অনুগত, সুতরাং, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী-পূজার অধিকারী। তাঁহারা সরস্বতীকে নিজের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া তদ্দ্বারা বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাইয়া থাকেন; তাহাতেই শুদ্ধা সরস্বতীর সন্তোষ। কিন্তু হরিবিমুখজনগণ সেবা সরস্বতীর সন্তোষবিধানের প্রতি উদাসীন থাকিয়া লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি নিমিত্ত যে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদের হরিবিমুখতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহারা পরাবিদ্যারূপিণী বাণীর পূজা হইতে বঞ্চিত থাকেন।

আরও অভক্তগণের অপর নামই কাম,—হরিবিমুখতা বা নাস্তিকতা। এরূপ নাস্তিকতা কখনও প্রচ্ছন্ন, আবার কখনও স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। তাই তাঁহারা নানাভাবে ভোগ্যপদার্থ-সংগ্রহের আয়োজনমুগ্ধ ব্যস্ত হন। দেবতা যদি সেবিত হন, তবে তাঁহার নিকট হইতে ধন, জন, [illegible] আমাদের জন্য এত চেষ্টা কেন? তিনি কি আমাদের গোলাম যে আমাদের তাঁবেদারি করিবেন আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু সরবরাহ করিবেন? সেইজন্য বলিতেছি, ইহা কি দেবতা-পূজা, না দেবতা হইতে নিজের কিছু পূজা আদায়ের চেষ্টা?

আমরা স্ব-স্ব বিদ্যার পারদর্শিতার জন্য সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকি। আমাদের প্রয়োজন—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা। এক কথায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম। বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানে—স্কুল কলেজে, বারোয়ারীতলায়, সখের দলে, বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজা একটী প্রধান উৎসব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। কোন কোন স্থানে তাঁহাদের পরমপূজ্যা শ্রীসরস্বতী মাতার সম্মুখে বারবনিতার নৃত্য, থিয়েটার, সিগারেট, গঞ্জিকাসেবন, সুরাপান, অশ্লীল-কথা বার্ত্তা ও নানাপ্রকার কদর্য্য কার্য্য হইয়া থাকে। মাতার সম্মুখে এরূপ আচরণ কি নীতিবিগর্হিত নহে? সুতরাং ইহা কি পূজা, না অন্য কিছু?

শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু এইরূপভাবে বাগ্দেবীর অসম্মান করেন না। তাঁহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য সরস্বতী-দেবীর আবাহন করতঃ পূজাচ্ছলে যে বণিগ্‌বৃত্তি করেন না। তাঁহারা পরা-বিদ্যারূপিণী সরস্বতী দেবীকে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে পূজা করিয়া থাকেন। সেইজন্য বলিতেছি, ভগবদ্ভক্তের ন্যায় প্রকৃত সরস্বতী-পূজক আর কে?

শ্রীপ্রিয়া-বন্দনা

প্রেমভক্তিরূপা, দেবি, জগন্মাতা!
রাতুল চরণকমলে।
পর্ণপুষ্ট ভরি' [illegible] অর্পিতার
ভক্তাধীন পুনঃ কুসুমদলে॥
সাত্ত্বিক কণ্টক, [illegible]
সন্তোষ' ভর নাহিক দেশ।
তবু ক্ষীণ আশা জাগে এ হৃদয়ে
(তব) করুণার নাহি অবধি শেষ॥
আপনারে আমি খিঁচিয়া খিঁচিয়া
ছলনার জাল পাতিয়া ভুলি।
অবিরাম তাই আপন পাতিয়া
মায়ার কুহকে নিয়ত দুলি॥
প্রভু বিশ্বম্ভর ভজনবিহীন
দুর্গা এ মোর জীবন ছার।
অনর্থ-রূপা সর্ব্বাপহারক
সম্পদাই প্রাণ চরণে যা'র॥
পরাৎপরাৎপর জীবন সর্ব্বস্ব
বিদ্যাবধূপতি শ্রীগৌরপ্রভু।
কাঙ্গালের ধন অগতির গতি
চরণেতে যাতে রাখেন কভু॥
আপনার প্রাণে শ্রীচরণ-তলে
[illegible] আমার মোর।
উদ্ধ কৃপা কর [illegible]
[illegible] কাটিবে মায়ার ঘোর॥
সরস্বতী-মাতা [illegible]
[illegible] কারি'।
চৈতন্যের পাদে [illegible]
[illegible] পদ্ম বার'॥
প্রভু নিত্যানন্দ [illegible]
[illegible] সেবিব ভ'রে।
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

কৃষ্ণ তারে যেন নিজ চিচ্ছক্তির বলে মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া ছুর্ব্বল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব,পঞ্চতত্ত্ব-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর-গোপাল গান্ধর্ব্বা চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রী ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী,গোস্বামী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন • বড়বাজার ৪২২৫ কলিকাতায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা শ্রীমঠে প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রচারকগণের সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাময়িক পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিনোদ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) জগন্নাথমিশ্রশ্রীবাসাদির আশ্রম
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বহুপূর্ব শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাতরা (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দবাস ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক -শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক -শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি (শ্রীবুঝি মধ্যে পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুলিয়াকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
পালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
২৪পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামানন্দদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
আপার চাঁদমারী, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ মাহিষরেখা, জিঃ হাওড়া, ই-আই, পি
রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বি-এল।

(৩২) রামপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রামপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
কলেজ রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৩২নং অগ্নিকুণ্ড, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ই, বি, পি)
রক্ষক -শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরানশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক - শ্রীভক্তিপ্রকাশ আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) শ্যামানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীসিদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড
(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপীঠ
রক্ষক—শ্রীদেবীদাস
(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা
(৪৪) নন্দগ্রাম গিরিধারী মঠ
মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—শেখপুরা, পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুর্দ্দাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) প্রয়াগগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল পিঃ বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিমোহন দাসাধিকারী

(৫৭) শ্রীক্ষেত্র-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক — শ্রীজ্ঞেয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
ওড়িয়াবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিদ্যারণ্য দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক - শ্রীরাধা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভবতারণদাস ব্রজবাসী ভক্তিভৃঙ্গ

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম;
ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাদু (বাঁকুড়া
রক্ষক —শ্রীপাণ্ডব দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক —শ্রীঅরবিন্দ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বরী, পোঃ চিরকুল্লা, (ত্রিপুরা)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ বৈষ্ণব অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
১৮৭।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ৩
৫১, ক্রমওয়েল রোড
স্যাপটন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীজগদ্গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ জার্ম্মাণী
বড চাটাৰ্ছি সেন
বিউলো,:রাড, বর্লিন (ডব্লিউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ দর
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রাসেভ কোষ্টালী	৪৲
মোট বেগুন	৩॥৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
দুধসারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ দাদখানি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

[illegible], টাইপ	১০॥৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	৯।
[illegible]	৮।০—৯৵০
[illegible]	৭॥/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

ভরি প্রতি

[illegible]	৩৪॥
[illegible]	৩১
[illegible]	৫১।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	৬।০—৬।৵
[illegible]	৬৲—৬৵
[illegible]	৫৸৵০—৫৸০
	৬৲—৬৵০
(বি)	৫৸০—৫৸৵০
[illegible] (২)	৫/০—৫৷/০
(এস)	৫৲—৫।০
(বে)	৪৸০—৪৸৵০
[illegible] (৩)	৪॥০—২৸৵০
[illegible]	১৪৵০—১৪০
	১৪৵০—১৪৵০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
	৪৫৲
[illegible]	৬৬।০

তার,	৪৬৲
কাঁচা পাতা	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৩ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	[illegible]
লোহার কড়ি (কড়াই না হয়)	
মার্কা	৮৸০—৯।০
ঐ [illegible] মার্কা	৮৲—৮।০
ঐ টাটা [illegible]	১০৲
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৩৸৵০
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১৪॥৵০
২৬ গেজ—	১৩॥/০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০॥০
মোট কাটি বা ফ্লিট কাটা মণ	৩।০—৩৸০
গাড়ি কাড়ি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দ
গোল রড কাড়ি লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন প্লেট, বোল্টু, নাট	৮।০—৮।।০
গোল এন্ড ফ্রি-উইকোস ও কনক্রিটের	
রড	৭।০—১০।০

কুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩॥০

ইটকলের চালান ৫৵০, পাটের চালান ৩।০

ভুসার চালান ৪।০

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

[illegible] ফাইন	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible] ফাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।০
সুপারী বেনী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

অন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible] বাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible]

[illegible] সরকারের সাহায্য; বিভাগ ও বোর্ডিং [illegible] খোলা। [illegible] ও [illegible]। [illegible] ব্যবস্থা [illegible]। [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যান্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত [illegible] টাকা [illegible]। [illegible] বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই [illegible] পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন [illegible]।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্রোল

—::০::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্যের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আম বা, বর্ষা-দাপুড়া, দাদ্রু এবং অজীর্ণ পাতলাভিয়া জ্বরে, "কেভ্রোল" একমাত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার তোমার একমাত্র টনিক।

সেবনের বিধি :—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ২টা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় বোতল ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

মধুপুর, কৃষ্ণনগর, (নদীয়া বেঙ্গল)

৬২-২৪।১নং গলি পোঃ আঃ টালবরে, কেন্দুয়া।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জীর্ণ [illegible] শরীরে প্রাণসঞ্চার [illegible]। কাটাতে [illegible] আবশ্যক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে [illegible] ব্যবহার [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সংস্কারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্যের অনুকম্পায় পারমার্থিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারের প্রতি লাইনের ।০	।৵০		।৵০	।০
" ইঞ্চ ২,			১।০	১,
সিকিকলম ৫,			৪,	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,		৬,	৬,	৫,
এক কলম ১৫,			১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬,	৪।০
সিকি কলম ১২	১২,
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮,
এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ১০; বিশেষ সংখ্যা..ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যাজ, গৌড়ীয়মঠ, ... ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব.পৃ.

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে পৃথিবীর একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক 'ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরিব্রাজী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীনবদ্বীপধামপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ত্রিদণ্ডিযতিপ্রবর
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1846

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে মাঘ, ১৩৪৪, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৮৩]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী সকালবেলা ৯ ঘটিকার সময় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজনৈতিক বন্দী হরেন্দ্রনাথ মুন্সীর মৃত্যুতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লইয়াই আলোচনায় আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির কথাও আলোচনা করেন। বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কর্তৃক শাসিত প্রদেশগুলির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বেলা সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টা এবিষয়ে আলোচনা চলে। পুনরায় অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রকাশ, গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের প্রবীণ সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দেশের নানা স্থানের শ্রমিকদের অবস্থার কথা কমিটিকে জ্ঞাত করান।

———

কংগ্রেসের শুক্রবারের অধিবেশন

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন প্রশ্ন লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ঐ দিনও অনুরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্পর্কেও সাধারণভাবে ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনা হইয়াছে। এ বিষয়ে মুসলিম-লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার মনোভাব সম্পর্কে কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন এবং মিঃ জিন্না কলিকাতা মহম্মদ আলী পার্কে মুস্লিম ছাত্র ফেডারেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহারও সমালোচনা হয়।

কংগ্রেস প্রদর্শনী

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যূষে হরিপুরে কংগ্রেস প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইবে। টিকেট কিনিবার ভিড় ও অসুবিধা পরিহারের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে দুই আনা মূল্যের প্রবেশ টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

———

লর্ড স্যামুয়েলের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের কথা

বিঠলনগর হইতে ২রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, লর্ড স্যামুয়েল, বিশিষ্ট মার্কিণ সাংবাদিক মিঃ জন গুন্থার এবং আর [illegible] পর্য্যটক বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান করিবেন।

কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতি বিঠলনগরের ৫১টি প্রবেশদ্বারের মধ্যে কয়েকটির নামকরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বার্দ্দি রোডের সম্মুখস্থ প্রধান প্রবেশদ্বারের নাম সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নামানুসারে 'সর্দ্দার দরজা' এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপালদাসের নামানুসারে 'দরবার দরজা' রাখা হইবে। প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের নাম 'গান্ধী দরজা' এবং প্রদর্শনী হইতে বাহির হওয়ার পথে যে গেট আছে উহার নাম 'মগন দরজা' রাখা হইবে। কংগ্রেস মণ্ডপের প্রধানদ্বারের নাম 'সুভাষ দরজা' এবং অপর একটির নাম 'জওহর দরজা' রাখা হইবে। স্বেচ্ছাসেবিকাদের শিবিরের সম্মুখে যে গেট আছে, উহার নাম পরলোকগত কমলা নেহ্‌রুর নামানুসারে 'কমলা দরজা' রাখা হইবে। লোকমান্য তিলক, [illegible] নেহ্‌রু, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ, লালা লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিঃ আব্বাস তৈয়েবজী এবং মিঃ দাদাভাই নৌরজীর নামানুসারেও বাকি গেট হইবে।

———

বৃটেন ও ভারতের বাণিজ্য

গত বৃহস্পতিবার বোর্ড অব ট্রেড-এ বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণের যে বৈঠক হয় তৎপরে আর তাঁহাদের কোন বৈঠক হয় নাই; উক্ত অধিবেশনে স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ নূতন নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন। ইতঃমধ্যে বৃটিশ প্রতিনিধিগণও এবিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

স্যার জাফরুল্লা বলেন যে, উভয় পক্ষের আলোচনা এক সপ্তাহে পুনরায় আরম্ভ করার আশা তিনি করেন।

———

যুক্তরাষ্ট্রে ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা

ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে নৌবিভাগ সংবাদ দিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র নৌবহরের ৬টী বৃহত্তম বোমারু বিমানের মধ্যে শূন্যমার্গে সংঘর্ষ হওয়ার দশজন লোক নিহত হইয়াছে। বিমান দুইখানি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। উপকূলভাগ হইতে ৭০ মাইল দূরে নৌবহরের মহড়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। 'রেনেস' নামক মার্কিণ রণতরী ঘটনাস্থলে গিয়া চারজন লোককে উদ্ধার করে।

ক্যান্টনে গুরুতর পরিস্থিতি

গত ৬ঠা ফেব্রুয়ারী ক্যান্টনে এক [illegible] এক সরকারী নোটীশ দেখা যায় যে, পার্ল নদীর উপর বেষ্টনী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে সুতরাং সমস্ত বৈদেশিক জাহাজ যেন রাত্রির পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। এই নোটিশের ফলে ক্যান্টনে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আবার ক্যান্টনে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। প্রাতঃকালে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হয়। সৈন্যেরা উন্মুক্ত বেয়নেট সহ সহরের সমস্ত রাস্তা দিয়া টহল দিতে থাকে। টেলিফোন যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

একটি গুজবে জানা গেল যে, ক্যান্টনস্থ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটাইবার জন্য একটা চেষ্টা হওয়াতেই সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সমরকর্ত্তা মার্শাল চেন-চেটাং এর ষড়যন্ত্রমূলক এই ব্যাপারে হাত ছিল বলিয়া শোনা যাইতেছে। মার্শাল চেন-চেটাং ১৯৩৬ সালে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; বর্ত্তমানে মার্শাল চিয়াং-কাইশেক জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করায় তিনি লোকচক্ষে অপদস্থ হইয়াছেন।

৩৯টী সন্তান রাখিয়া কবিরাজের ১০৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু

কলম্বো হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, [illegible] নামক স্থানে একজন দেশীয় কবিরাজ ১০৩ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। তিনি ২২টি ছেলে ও ১৭টি মেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ছয়টি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ স্ত্রীর বয়স ৩৭ বৎসর। এই কবিরাজ খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি চশমা ছাড়া কোরাণ পড়িতেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আম্নায় বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
আম্নায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদবর ৷০
১৯ তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-শাস্ত্রতা ৷৷/০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যপ্রাকৃতম্ ও শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ২৲ ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। দুর্ব্বিজ্ঞেয়কা গৌরলীলা (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শনসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷
৩০। দীপ দিগ্-দর্শন ৷/
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷/
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস; বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷/০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷/০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷/০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। স্তবমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৷/০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যান্বিত) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসন্দেশ ৷/০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৷/০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। গুরুস্তবম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷/০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৷/০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৷/০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইবোল্টিক প্রিন্সিপাল এণ্ড অনুবাদের ডিক্লোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷/০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিচালনায় গোস্বামী এভাবত সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

—:০:—

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত সত্যানুসন্ধান পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রচারার্থ ও রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র উহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

ধাম শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১২শবর্ষ | ২৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ২৫শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার | ২৮৩তম সং

সাময়িক-প্রসঙ্গ

— ::)•(::

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকটোৎসব

শ্রীগৌরসুন্দরের আলয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ২২শে মাঘ শনিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং তাঁহার চরিত্র আলোচনামুখে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ভক্তিবান্ধব প্রভু, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুদেব হালাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বসু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন।

উৎসব দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠে মঙ্গলারাত্রিকান্তে পাঠ কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরে বেলা সাড়ে ৭॥ ঘটিকায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে এক সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্দিরাদি, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির ও ভজনকুটীর পরিক্রমা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত ভবনের শ্রীমন্দির, শ্রীবাসাঙ্গনের শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির, শ্রীগৌরকুণ্ড এবং শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির উক্ত সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় পরিক্রমা করেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর মুখপদ্মাবলম্বে কীর্ত্তন হয়।

অতঃপর শ্রীযোগপীঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় ভক্তিরত্নাকর চতুর্থ তরঙ্গ হইতে শ্রীগৌর-বিরহকাতরা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গৌর-গীত ও গৌর সেবার বিষয় আলোচনা করেন। শুদ্ধা সরস্বতী ও বিদ্যা সরস্বতীর কথাও কিছু আলোচিত হয়। পরে উচ্চ নৃত্য কীর্ত্তনান্তে বেলা ১০ ঘটিকার সভা ভঙ্গ হয়।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠে পুনরায় ভক্তিসন্দর্ভ পাঠমুখে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় সাধনভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে পুনরায় এক সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে কীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রীযোগপীঠে উপনীত হন। ঐ সময় যোগপীঠে এক সভার অধিবেশন হয়। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি ১৫শ অধ্যায় হইতে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গ সুমধুরস্বরে পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রাঞ্জল ভাষায় শুদ্ধভক্ত-অনুগামিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীগৌর-সেবার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার আদর্শ বৈরাগ্য, শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের বাক্যমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তনমুখে ঘণ্টাধিক-কাল যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু শুদ্ধা সরস্বতী এবং বিদ্যা সরস্বতী বা চামরধারিণীর সেবার পার্থক্য, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবার নিত্য-মঙ্গলত্ব এবং সেবার বাধা সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনামুখে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

• উৎসবে স্থানীয় ও বিদেশাগত ৫০০ শত সজ্জনের সমাগম হইয়াছিল।

— —

পল্লীতে প্রচার

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] মহোপদেশক সহ খানা জংশনস্থ কাশিপুর, [illegible] মাধাইপুর ও গোপালপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় একমাস যাবৎ শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। বেরা নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে স্থানীয় সজ্জনমণ্ডলীর আগ্রহ ইচ্ছায় নিকটবর্ত্তী ভক্তি [illegible] ১০ই মাঘ বুধবার ও ১৩ই মাঘ [illegible] দিনে দুইটী বিরাট সজ্জনসভার অধিবেশন হয় ও ১৪ই মাঘ পাঠের ব্যবস্থা হয়। উক্ত স্থানে বিশেষ সাধন আগ্রহ হওয়ায় প্রত্যহ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় [illegible]

"[illegible]" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও দ্বিতীয় দিবস সভাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া" সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] দিবস শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পাঠ করেন। [illegible] কথা [illegible] প্রাণারাম [illegible]

নিত্যানন্দ-ভক্তি-ভাবেরজন

[illegible]

— —

শ্রীগৌরসুন্দর মহোৎসব

[illegible]

— —

অন্য [illegible] পারেন [illegible]। [illegible] করেন [illegible]।

"শ্রীগুরুদেব ও ভগবৎ শ্রীবৈষ্ণব সমূহের চিরবশীভূত; তাঁহাদের আনুগত্যে সুদৃঢ় রহিয়াছে। শ্রবণ-কীর্তন—সংলগ্ন কর্মাদি দেব উপকরণ না হইলে পারিলেই 'সাম্যক' (স্বরূপ) বিচার আসিয়া সংস্কারগণ প্রবল হ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জ্ঞানহীন মানবের তাদৃশ সম্বন্ধ যোগ না থাকায় সেখানে আসিয়া সাধকের সর্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্যদেব)

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মাঘ: [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

সুদামা বিপ্র

সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অবন্তী নিবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় সেই বেদবিদ্বৎশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, 'প্রশান্ত-চিত্ত' ও 'দরিদ্র' সুদামা বিপ্র নিজ অযাচকবৃত্তি দ্বারা জীবন-ধারণ করিয়া গৃহস্থ-ধর্মপরায়ণ গৃহস্থরূপে [illegible] পত্নীর সহিত বাস করিতেছিলেন। সুদামা বিপ্র সর্বক্ষণ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি এরূপ সেবা-প্রমত্ত ছিলেন যে, 'নিজ স্বার্থ'-চেষ্টা তাঁহার মধ্যে [illegible] পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার পরিধানে একখণ্ড জীর্ণ মলিন বসন ছিল। তাঁহার পত্নীও তদ্রূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্নাভাবে ক্ষুধা-কাতর দেহেই অবস্থান করিতেন। সেই পতিব্রতা নারী একদিন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীকে প্রণাম করিয়া ম্লানমুখে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি শুনিয়াছি, লক্ষ্মীপতি, শরণাগতবৎসল, পরম-ব্রহ্মণ্য যাদবশ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনার সখা। তিনি সাধুগণের একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার নিকট গমন করুন, আপনাকে তিনি প্রচুর ধন দান করিবেন। তিনি অধুনা ভোজ-বৃষ্ণি অন্ধকগণের স্বামী হইয়া দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদপদ্ম সেবা-পরায়ণ ব্যক্তিকে আত্ম পর্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে যথাবিধি অর্চনা করেন, তাঁহাদিগকে যে তিনি অর্থ ও কাম প্রদান করিবেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? সুদামা বিপ্র তাঁহার পতিব্রতা পত্নী কর্তৃক তদ্রূপে বিনয়ভাবে প্রার্থিত হইলেও তুচ্ছ ধনাদিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত-পরায়ণ, তাঁহারা নিত্য স্বভাবে সন্তুষ্ট, তাঁহাদের কোন অভাব নাই। [illegible] পতিব্রতার আহ্বান [illegible] লক্ষিত হয়, যাহা ভক্তলোক [illegible]। ভগবদ্ভক্তগণ এরূপ আদর্শের দ্বারা প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে ভগবদ্ভজনে আকৃষ্ট করেন। যদি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ [illegible] এইরূপ আদর্শ প্রকটিত না করিতেন তাহা হইলে সাধারণ দীন, দরিদ্র, মূর্খ, অকুলীন ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভজনের পথে অগ্রসর হইতে বল ও উৎসাহ পাইতেন না। অসমর্থ ব্যক্তিগণের অন্তরে বল সঞ্চার করিবার জন্য ভগবদ্ভক্তগণ অনেক সময় [illegible] থাকিয়াও বাহ্যে অন্য লোক-প্রতীতিতে ব্যবহারিক দুঃখের লেশ প্রকট করেন। ইহাতে দীন, দুঃখী, মূর্খ ও অকুলীন ব্যক্তিগণেরও অন্তরে ভগবদ্ভজন করিবার সাহস হয়। সাধুগণের আদর্শ দেখিয়া যখন তাঁহারা জানিতে পারেন, দীন, দুঃখী, দরিদ্রেরও ভগবদ্ভজনে অধিকার আছে; তাঁহারা এইরূপ ভগবদ্ভজনশীলের শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিতে পারেন— ধন জন, অন্ন অভাব, এ সব অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরম-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তখন তাঁহাদের ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হয়। এরূপ বিচার দ্বারাও সুদামা বিপ্র মহা ঐশ্বর্যলাভের জন্য লালায়িত না হইয়া "শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শনই আমার পরম লাভ" এরূপ বিচারপূর্বক দ্বারকাপুরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনার্থ উদ্যোগী হইলেন এবং সখা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিবার মত কিছু সামগ্রী আছে কিনা, পতিব্রতা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কোন প্রকারে জীবনযাপন ও নৈবেদ্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ দম্পতীর গৃহে কি কখনও বা উপহার সামগ্রী সঞ্চিত থাকিবে? পতিব্রতা ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী বিপ্রগণের নিকট হইতে চারি মুষ্টি চিপিটক-কণা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা একটি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া স্বামীকে প্রদান করিলেন। সেই ভগবদ্ভক্ত বিপ্র তাহা গ্রহণ করিয়াই "আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটিবে" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। বিপ্রবর সৈন্যস্থান ও কক্ষসমূহ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত, অন্ধকবৃষ্ণিদিগের আবাসগৃহ সকলের মধ্যে ভগবানের ষোড়শ সহস্র মহিষীর শ্রেষ্ঠ একটি গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর পর্যঙ্কে অবস্থিত ছিলেন। তিনি দূর হইতে স্বীয় সখা ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া গাত্র উত্থান পূর্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দে সখাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। আলিঙ্গনকালে পরম আনন্দানুভব করায় কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ সখাকে স্বীয় পর্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপহার আহরণপূর্বক সখার পাদপ্রক্ষালন করিলেন। সেই পাদ-জল স্বয়ং মস্তকে ধারণ করিয়া, স্বজন-পুরাণের সেই ভগবান্ চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা তাঁর অঙ্গ প্রলিপ্ত এবং সুগন্ধ ধূপ ও প্রদীপমালা দ্বারা সখার অর্চন করিলেন পরে তাম্বুলাদি প্রদানপূর্বক সখার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীদেবী স্বয়ং সেই জীর্ণ মলিন-বস্ত্র পরিহিত, কৃশ, শিরা-ধমনী-ব্যাপ্তশরীর সুদামা ব্রাহ্মণকে চামর ব্যজনাদি দ্বারা পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর সহিত এইরূপ একটী মলিন দেহী ব্রাহ্মণকে প্রীতিসহকারে পূজা করিতেছেন দেখিয়া পুরজনবর্গ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন," এই নির্ধন, শ্রীহীন, লোকনিন্দিত অধম ভিক্ষুক এমন কি সুকৃতি অর্জন করিয়াছেন যে, যাঁহাকে ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রিয়া রুক্মিণীদেবীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজ বলদেবের ন্যায় আলিঙ্গনাদি দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন ও পূজা করিতেছেন?"

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ পরস্পর হস্ত ধারণ-পূর্বক পূর্বে যখন গুরুগৃহে ছিলেন, সেই সময়ের অনুষ্ঠিত কথোপকথন-বিষয়িণী পরম সুখদায়ী নানা কথার অবতারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামা বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সখে, তুমি গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্বক গুরুকুল হইতে সমাবর্তন করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছ কি? তুমি পরম বিদ্বান্। আমার জানা আছে, গৃহস্থ ধর্ম গ্রহণ করিলেও তোমার চিত্ত কামাভিনিবিষ্ট হয় নাই। তোমার ধনপ্রাপ্তি বিষয়েও আসক্তি নাই। কেহ কেহ কোন বলবান্ পুরুষ ভগবন্মায়ারচিত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক কামকর্মাদির না হইয়াই ভগবৎ-সেবানুকূল সংসারধর্ম পালন করিয়াও থাকেন। দ্বিজগণ যে গুরু হইতে দ্বিজত্ব পরমতত্ত্ব জানিতে পারিয়া সংসারের পরপারে গমন করেন, আমাদের উভয়ের সেই গুরুর সমীপে বাসের কথা তোমার মনে আছে কি? সখে, এই সংসারে যাঁহা হইতে উৎপত্তি লাভ হয়, সেই জনক প্রথম গুরু, যাঁহা হইতে দ্বিজাতিগণের সংস্কারের সম্ভব হয়, তিনি বেদাধ্যাপক দ্বিতীয় গুরু। তিনি প্রথম গুরু হইতে অধিক পূজ্য। আর যিনি সকল আশ্রমের ধর্মবিধি বা সম্বন্ধজ্ঞানের প্রদাতা, তিনি সাক্ষাৎ আমার ন্যায় গুরু ও পূজনীয়। তাঁহার ন্যায় পূজ্য আর কেহ নাই। জন্মদাতা পিতা বা সংস্কারের উপদেষ্টা বেদাধ্যাপক গুরু হইতে সম্বন্ধজ্ঞানদাতা গুরুদেব অনন্ত-কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে মৎস্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে। তিনি আমারই ন্যায় পূজনীয়। তাঁহার পূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধেয়। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা গুরুরূপী আমার উপদেশ দ্বারা যাঁহারা অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যান, তাঁহারাই বর্ণাশ্রমিগণের স্বার্থজ্ঞ। এই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা গুরু অপেক্ষা অধিকতর সেব্য এবং তাঁহার সেবা অপেক্ষা অধিক ধর্ম জগতে আর নাই। আমি এইরূপ গুরু-সেবা দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হই, গৃহস্থধর্ম, ব্রহ্মচারিধর্ম, বানপ্রস্থধর্ম বা যতি-ধর্ম দ্বারাও সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। আমরা যখন গুরু-কুলে বাস করিতাম, তখন একদিন কাষ্ঠাহরণে গমন করিলে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে পড়ে? আমরা মহারণ্যে প্রবেশ করিলে অকালে ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং ভয়ানক মেঘ-গর্জন হইতে থাকিল। এদিকে সূর্যদেব অস্তমিত হইলেন, চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, নিম্ন ও উচ্চ স্থানসমূহ সকলই জলময় হইতে লাগিল, আমরা কোন দিকে কিছু দেখিতে পাইলাম না। জল-প্লাবিত সেই বনমধ্যে আমরা ভীষণ ঝড় ও জলধারায় পুনঃপুনঃ নিরন্তর আহত হইতে লাগিলাম। দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর হস্ত ধারণপূর্বক সেই বন মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আচার্য সান্দীপনি আমাদের অবস্থা জানিতে পারিয়া সূর্যোদয় হইতে না হইতে আমাদের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং বনমধ্যে আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখিতে পাইয়া হায় হায়!" করিতে করিতে বলিলেন, 'পুত্রগণ, দেহই জীবগণের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। তোমরা সেই দেহকে

পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া আমাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাঁহারা একান্তভাবে গুরুতে সর্ব্বস্ব আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারাই সাফল্য এবং তাঁহারাই যেরূপভাবে গুরুসেবা করিতে পারেন। আমি তোমাদিগের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের অভীষ্ট বেদমন্ত্রের সার হউক ও পরকালে স্ফূর্ত্তি হউক।" সে সখে গুরুগৃহে বাসকালে আমাদের এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? একমাত্র গুরুদেবের অনুগ্রহেই পুরুষ পূর্ণশান্তির অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "হে দেবদেব, জগদ্গুরো, তুমি সত্যকাম। যখন তোমার সহিত একত্রে গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদের অলভ্য আর কি আছে? যাঁহার দেহ সাক্ষাৎ বেদময় ব্রহ্ম এবং নিখিল পুরুষার্থের উদ্ভবস্থান, তাঁহার গুরুগৃহে বাসলীলা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত।" যখন সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ বাক্য বলিতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে প্রীতি-প্রফুল্ল অন্তরে বিপ্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে,—তুমি এতদিন পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, গৃহ হইতে কি উপহার আনয়ন করিয়াছ বল? আমার ভক্তগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহা অণুপরিমাণ হইলেও আমি 'মহৎ' বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেই সংযতাত্মা ভক্তগণের ভক্ত্যুপহৃত দ্রব্যসকল প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করি। আর অভক্তগণ আমাকে প্রচুর দ্রব্য প্রদান করিলেও তাহাতে আমার পরিতোষ জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলেও সুদামা বিপ্র শ্রীপতিকে মুষ্টি-চতুষ্টয় তণ্ডুলকণা দান করিতে পারিলেন না। লজ্জিত হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ বুঝিয়া চিন্তা করিলেন, "আমার সখা এই বিপ্র আমাকে পূর্ব্বে অর্থাদি কামনা করিয়া ভজনা করেন নাই, স্বাভাবিকী প্রীতিভরেই ভজনা করিয়াছেন। তাই বলে পতিব্রতা পত্নীর অনুরোধ রক্ষার ছল করিয়া একবার আমার দর্শন লালসায় বৃথা উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। অতএব আমি ইঁহাকে দেবদুর্লভ সম্পদ্ প্রদান করিব। ভগবান্ এইরূপ মনন করিয়া সুদামা বিপ্রের জীর্ণ-বস্ত্রখণ্ড হইতে 'এ কি' এইরূপ বলিতে বলিতে চিপিটকগুলি কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সখে, এই ত' আমার অতি প্রীতিকর উপহার আনয়ন করিয়াছ। সেই সখে, এই চিপিটক বিশ্বাত্মা আমার তৃপ্তিসাধন করিবে।" এই বলিয়া ভগবান্ একমুষ্টি চিপিটক ভক্ষণ করিলেন। পুনর্ব্বার আহারার্থ দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণী দেবী তৎপরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন। সুদামা বিপ্র সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে মহানন্দে অবস্থান করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখার সঙ্গে সঙ্গে কতক পথ গমন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। বিপ্র পথে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা ভাবিতে লাগিলেন, "অহো, আমি দরিদ্রতম হইলেও স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে তিনি যে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছেন আমাকে সেই বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন! কোথায় আমি নীচ দরিদ্র, আর কোথায় সেই নিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবাই জীবগণের অপবর্গরূপ ভগবৎ-প্রেমা এবং আনুষঙ্গিক বা অবান্তর তুচ্ছ ফলরূপ স্বর্গাদিলোক, পৃথিবীর ভূমি-সম্পদ ও সকল সিদ্ধির মূল। তথাপি 'এই নির্ধন বিপ্র ধনলাভে অতিশয় মত্ত হইয়া আমাকে নিশ্চয় স্মরণ করিবে না' ইহা ভাবিয়াই করুণাময় ভগবান আমাকে অল্পমাত্রও (ধনাদি) প্রদান করেন নাই, পরন্তু ভূরি ধন অর্থাৎ স্বয়ং পূর্ণরূপ আপনাকে প্রদান করিয়াছেন"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ স্বীয় পুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পুরীর চতুর্দ্দিক সূর্য্য চন্দ্রাদির সদৃশ তেজঃ-সমন্বিত বিমানসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কুঞ্জগৃহ বিহঙ্গকূজিত বিচিত্র উপবন ও উদ্যান সকল প্রফুল্ল কুমুদ কহ্লার-পদ্ম-উৎপল বিশিষ্ট সরোবর সমূহে শোভা পাইতেছে। উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দাসগণ বিলাসী দাসীগণ তথায় সেবোন্মুখ হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতীব বিস্মান্বিত হইলেন এবং "একি! ইহা কি সেই স্থান!" "কি প্রকারেই বা সেই স্থান এরূপ হইল!!!"—মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেবকান্তিবিশিষ্ট নরনারীগণ বহু গীতবাদ্য-সহকারে সানন্দে উপায়ন-দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। স্বামী আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সতী সুদামাপত্নী অতীব হর্ষভরে শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পতিকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বর্ণকণ্ঠী দাসীগণের মধ্যে শোভমানা বিমানচারিণী দেবীর ন্যায় দীপ্তিশালিনী পত্নীকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহার সহিত মহেন্দ্র ভবনের ন্যায় শত শত মণিস্তম্ভ-শোভিত নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মন্দিরে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা, হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত স্বর্ণ-পরিচ্ছদময় পর্য্যঙ্ক, কোমল হেমদণ্ড সুশোভিত চামর ও ব্যজন। আস্তরণযুক্ত আসন, মুক্তাদাম বিলম্বিত প্রভাময় বিতান ও মহামরকতমণি খচিত স্বচ্ছ স্ফটিক-ভিত্তিতে নানা রত্নপ্রদীপ শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণ স্বীয় গৃহে এইরূপ সর্ব্বসম্পত্তির সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া অকস্মাৎ স্বীয় সমৃদ্ধির হেতু চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আহা, আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন দরিদ্র, আমার এই সমৃদ্ধির কারণ মহাবিভূতিশালী যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং বহু 'দান' করিলেও তাহাকে 'অল্প' বলিয়া মানেন। আর ভক্তদত্ত 'অল্প' অতি তুচ্ছ হইলেও তাহাকে 'বহু' করিয়া মানেন। জন্মে জন্মে যেন আমার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সৌহৃদ্য, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য-ভাব লাভ হয়। আমি যেন সেই মহানুভব-গণাশ্রয় ভগবানের সহিত তাঁহার নিজ-জন ভক্তগণের সঙ্গই লাভ করিতে পারি। বিচক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের ধনমদজনিত পতন দর্শন করিয়া অবিবেকী, অদীর্ঘদর্শী ধনীকারীকে স্বর্গ, ধন, সম্পদ, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ইত্যাদি প্রদান করেন না। তবে শ্রীপ্রহ্লাদ-অম্বরীষাদির ন্যায় শক্তিশালী ও বিবেকী ভক্তগণকে যথেষ্ট সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন অপকার হয় না। কারণ, সেই সমস্ত ধনাদি-ঐশ্বর্য্যদ্বারা তাঁহারা বিবিধ ভগবৎসেবার পন্থার অবগত আছেন; কিন্তু আমার ন্যায় অবিবেকীর সম্পদ-প্রাপ্তি হইলে অধঃপতন ঘটিয়া থাকিবে। বাস্তবিকপক্ষে ভগবান ভক্তজনকে পরম ধন প্রদান না করিয়া যদি 'ধনাদিদ্বারা বঞ্চনা' করেন।" সুদামা বিপ্র এইরূপ বিচার করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বিষয় মাত্র থাকার পূর্ব্বক ধ্যানযোগে ও পরম-কারুণিক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে সতত আসক্তিবান্ হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে সাধুগণের গতি শুদ্ধ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিলেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৬ই মাঘ, ১৩৪৪

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ভক্তিকুলকমলসম্ভোগামোদ-পরিব্যাপ্তেষু—

আগামী ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে ও মহাকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে দিবসব্যাপী শ্রীব্যাস পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

শ্রীশ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতানাং
সেবকবৃন্দানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আচার্য্য-আরাত্রিক সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তসুধাকর, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা বা শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌর, গোবর্দ্ধন আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন সম্প্রদায়... আছে।
রক্ষক ... ব্রহ্মচারী ...।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... শ্রীল ... প্রভুপাদ ... প্রচার ... আরম্ভ ... গৌড়ীয় ... অধ্যক্ষ ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- মহোপদেশক ... নবদ্বীপ রায় ... ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক-- শ্রীমদ্‌ভক্তি ... মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট
অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক--শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) প্রভুপাদ...
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিরূপাক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস-অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পাহাটি (বর্দ্ধমান)
রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া.
রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক--শ্রীমধুবন ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক --শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)
রক্ষক- শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীহরিকিশোর অধিবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগনা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক - মহা-মহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি।

(২৪) গোপালজীউ মঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী।

(২৫) মদনগোপাল মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক --শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং ... রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ ... শালকিয়া, হাওড়া
রক্ষক —শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীঅক্ষয়বৈকুণ্ঠ প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
নয়া রোড, গয়া
রক্ষক শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৯৩নং ক্যাণ্টনমেণ্ট, বেনারস সিটি
রক্ষক — শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক — শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক-- শ্রীমদনলাল ব্রহ্মচারী

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাতনশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) শ্রীপরমানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রীরাধাকুণ্ড
(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক —শ্রী... শ্রীবংশীবদন

(৪৩) শ্রীগোবিন্দকুণ্ডাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) রাধাকৃষ্ণবিহারী মঠ
নন্দগ্রাম মথুরা।
রক্ষক -শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোবিন্দবিহারী মঠ—শেলখানী,
পোঃ তোরড়া, জেলা ... (পাঞ্জাব
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক -শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং ওয়েসমান রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক —শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অপেরাহাউস বিল্ডিং বোম্বে ৪
রক্ষক— শ্রীআনন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তি... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাধারমণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকান্ত-নিধিবনের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক —পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীনিখিলবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক —শ্রীরাধামাধব অধিকারী

(৫৫) বক্রিকুটী – সমুদ্র, পুরী

(৫৬) লাল কুটী
রক্ষক -শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী

(৫৭) বিরজা-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক - শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
নীলগিরি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা।)
রক্ষক— শ্রী... অধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক - শ্রীরাধা মদনমোহন

(৬০) ভাগবত... মঠ
তিকলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর
রক্ষক -শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরাই গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরাই, মেদিনীপুর
রক্ষক – শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৬২ বালিপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
বালিপাড়া পোঃ ... (হাওড়া
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস অধিকারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক শ্রীহরেকৃষ্ণ অধিকারী,

(৬৪) চেন্নাই গৌড়ীয়মঠ
... পোঃ ..., (মাদ্রাজ)
রক্ষক -শ্রীরমানাথ ... অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম
৮০৫ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
১১, ডাক্সরোড
ক্যাপটন, লণ্ডন, এস ই
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস
৪৩ চাটার্জ্জি লেন
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যা...ভার সম্পাদক
শ্রীঅনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
রাজা চাল	৪৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
বাঁকতুলসী	৫।০
রাগনা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোয়েক কোরালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩।৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵০

চিনির দর

হাইন, টাইপ	১০।৵০
নপুর ১০০০ নং	১০৵০
দোবরা সাদা	৯।০
নপুর সাদা	৮।০—৯৵০
নপুর লাল	৭।৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনির বার	৩৪।০
গিনি	১২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

ফার্ষ্ট—	৪০৸০
সেকেণ্ড—	৪০৸০
থার্ড—	৪৩।০
চার বস্তের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ষ্টেট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
ফ্লাওয়ার ঐ	৯৲—৬৵০
হোয়াইট ঐ	৫৸৵০—৫৸০
আটা	৯৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫।৵০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৸৵০
পনাই	১৪৵০—১৪০
ম	১৪৵০—১৪৵০

ঘৃতের দর

ভাল	৫৭৲
কাঁচা	৫৭৲
গব্যঘৃত	৪০৲
ঘী	৪৫৲
মহিষাদ	৩৪।০

ভাল	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ছাতা বালতি	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ খটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	হন্দর প্রতি দর
লোহার কাঁড় (কড়ি বা বার)	
মার্কা	৮৸০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড কড়ি বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ কড়ি (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭।০—৮।০
টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১৩।৵০
২৬ গেজ—	১৩।০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১।৵০
২৪ গেজ—	১৪।৵০
২৬ গেজ—	১৩।৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
স্লেট কাটিং বা চিট কাটা বণ	৩।০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।০—৬।০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন প্লেট, গোল্ডি, পয়ালে	৮।০—৮।।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৭।০—১০।০
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নতুন ২৩।০
ঢেকলের হালদা ৫৵০, পাটের হালদা ৬।০	
তুলার হালদা ৪।০	

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের গোলার কাইন	৫৪৲
সিট্‌ন আখের দর	৪০৲
কাঁচি খুরমির কাইন	৪০৲
চাবার্ণ বাদা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
লবঙ্গ সাদা	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
কুট পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লবঃ নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

ফেভ্‌রোল

-:0:-

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাজারের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-লাপুড়া, সান্নিপাতিক এবং অন্যান্য পাতাচিয়া জ্বরে "ফেভ্‌রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—যুবা বয়স্ক পূর্ণ বয়স্কের ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ও চায়ের পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় পাঁচ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি রোড)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য আরোগ্যের একমাত্র উপায় বলিয়া কটিবদ্ধ ... আক্রান্ত। পাচন সেবন এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বর নাশক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ভেরাসিটি রোড, কলিকাতা।

অথবা

...কলিকাতা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির সুসম্বদ্ধ জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তক আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এত দিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জ্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুবার্থ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	
সিকিকলম	৫৲		৪৲	
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমায়াপুর।
যোগপীঠ—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর
শ্রীগৌরজন্মস্থান
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
ধর্ম্মপ্রচারক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আচার্য্যপ্রবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পুরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে মাঘ, ১৩৪৪, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২৮৪]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

ভারত শাসন আইন সংশোধন সম্ভাবনা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মহলের আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রগত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়। প্রকাশ, লর্ড লোথিয়ান ও কংগ্রেস্ নেতাদের মধ্যে এবং বড়লাট ও লর্ড লোথিয়ানের মধ্যে আলোচনার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতশাসন আইন এমনভাবে সংশোধন করিতে পারেন, যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সম্ভবপর হয়। শুনা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে উক্ত নির্বাচন আগামী ১৯৩৯ সালের শীতকালে পুরাতন ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই হইবে। বর্ত্তমান দেশের সদস্য সংখ্যার দ্বিগুণ সদস্য নির্বাচিত হইবেন এবং মনোনীত সদস্য থাকিবেন না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি সম্বন্ধে এইরূপ দাবি ব্যবস্থা হয়েছে যে, দেশীয় রাজ্যসমূহের আইন সভা হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইবে। যে সকল দেশীয় রাজ্যে আইন-সভা নাই তাহার স্থানগুলিতে আগামী বৎসরের মধ্যে আইন সভা গঠিত হইবে। তবে যে রাজ্যের যতগুলি প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজ্যের নৃপতির মনোনীত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

—

বড়লাট বাহাদুরের দিল্লী পরিদর্শন

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বড়লাট বাহাদুরের প্রস্তাবিত দিল্লী পরিদর্শনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। তিনি তথায় প্রায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিবেন। সেই সময় বড়লাট ও তাঁহার শীতকালীন সফর শেষ করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রাজস্বসচিব যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সংশোধিত সর্ত্তনামা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্যই সম্ভবতঃ বড়লাট নিজাম বাহাদুরকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ভারতীয় সংবাদ-পত্রসেবী সঙ্ঘ

গত মঙ্গলবার ইউনাইটেড প্রেসের অফিসে শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের কার্য্যকারী সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সঙ্ঘের বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন আগামী ২০শে মার্চ্চ হইবে বলিয়া স্থির হয়। "সাপ্তাহিক" শ্রীযুত অম্বিকাচরণ দাস ও "সোনার বাংলা"র শ্রীযুত নলিনীকিশোর গুহের প্রস্তাব অনুযায়ী নিখিল-বঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন আগামী ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ চট্টগ্রামে আহ্বান করা হইবে বলিয়া অস্থায়ীভাবে স্থির হয়।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মেলনের ডেলিগেট

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ডেলিগেট নিযুক্ত হইয়াছেন :—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, নরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ইন্দুভূষণ সেন, কিশোরীমোহন ব্যানার্জ্জি, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, দেবেন্দ্রনাথ রায়, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত।

ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ

গত ৩১ মাঘ, মঙ্গলবার ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতাবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিশেষ সভা হয়। পণ্ডিত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

১। এই সভায় উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে নানাপ্রকার অব্যবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রতিকারার্থ গবর্ণমেণ্ট যে তদন্ত সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাঁহার কোন ফলাফল সাধারণের গোচরীভূত না হওয়ায় সকলেই উদ্বিগ্ন আছেন। অতএব প্রার্থনা যে, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠীসমূহের মঙ্গলার্থ অচিরেই ঐ তদন্ত সমিতির মন্তব্য প্রকাশিত করুন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আদেশ করুন।

২। এই সভা আরও প্রস্তাব করিতেছেন যে, সংস্কৃত কলেজের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া এই এসোসিয়েশনকে অবিলম্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক।

—

ঊর্দ্ধাকাশে পর্য্যটন

দ্রুত পর্য্যটনের জন্য ঊর্দ্ধাকাশের ব্যবহার সম্পর্কে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মেলভিল জোনস্ বলেন—"এরোপ্লেন যেখানে মাটি হইতে উঠিবে বা অবতরণ ক'রবে সেখানকার বাতাস ঘন; ইহার বহু উপরে বাতাস অত্যন্ত ক্ষীণ; সেখানে বাধাশূন্যতার জন্য দ্রুতগতি সহজেই সম্ভব। আর এখানে মনে হয় না যে, প্রকৃতির এই সুবিধাজনক স্তর বিভাগের সুবিধা লইতে মানুষ অকৃতকার্য্য হইবে।" "ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের" ক্ষীণ বাতাসের ভিতর দিয়া দ্রুত পর্য্যটন সম্ভব করিবার জন্য দিকে দিকে বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিতেছেন। বর্ত্তমান এরোপ্লেন হইতে ঊর্দ্ধাকাশের এই সকল এরোপ্লেনের ইঞ্জিন বা কলকব্জার বিশেষ পার্থক্য থাকিবে না। তবে উপরের ক্ষীণ বাতাস জীবন ধারণের অনুপযোগী বলিয়া ঊর্দ্ধাকাশের এরোপ্লেনগুলির চারিদিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবে ও ভিতরে স্বচ্ছন্দে থাকিবার উপযোগী বাতাস ও তাপ কৃত্রিম উপায়ে সরবরাহ করা হইবে। এরোপ্লেনের কোথাও কোনরূপ ছিদ্র না থাকাতে বাহিরের প্রচণ্ড শৈত্য বা বায়ুহীনতা সত্ত্বেও ভিতরে কোনরূপ অস্বস্তিকর পরিবর্ত্তন হইবে না।

এই দ্রুতগামী বিমানগুলি পৃথিবী ছাড়িয়া তীরবেগে ঊর্দ্ধাকাশের ক্ষীণ বায়ুস্তরে উঠিবে, তাহার পর তীব্রবেগে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই অবতরণ আরম্ভ হইবে ও বায়ুস্তরের ঘনত্ব বা স্তূপের সঙ্গে সঙ্গে বেগের গতি হ্রাস পাইতে থাকিবে।

বিরাট রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত

দার্জিলিং-হিমালয় রেলের শিলিগুড়ি-কিষাণগঞ্জ শাখার ঠাকুরগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী এক স্থানে বর্ত্তমানে মহাভারতীয় যুগের বিরাট রাজার রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের কয়েকটী নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

—

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আশ্রম ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৴০
২১। গৌড়ীয়-গানগুচ্ছ ।৴০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা ও বেদান্তসার (আনুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴
৪১ গীতাবলী ৴
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
। সাধনতত্ত্ব ৴
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ ভাগ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।
৫৫। ভক্তমালাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩ সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবম্বরম্ ।০
৬৫। সাধ্যসাধন শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। নারায়ণবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন দেবাস্ত ।০
৭০। বাদ্যভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৴০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইথোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আবমাইজেড-ডিভোশন ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরিচালনাধীন গোস্বামী সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকার্ষিণী শ্রীগৌড়মন্দির হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ আচার্য্য সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গ্রথিত করা হইয়াছে।

নির্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ সত্যাসত্যের পার্থক্য ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ষদের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শবর্ষ | ২৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ২৬শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, | বুধবার | ১৮৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বেরিলীতে প্রচার

গত ২৬শে জানুয়ারী বুধবার বেরিলী [illegible] প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার লালা দামোদর [illegible] মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় [illegible] সায়ং ৭টা হইতে ৯। ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] কৃষ্ণলীলা-[illegible] বক্তৃতা দেন। [illegible]-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন [illegible] কাটিল তাহা সেই দিনই [illegible] বৃথা অতিবাহিত হয়। ভগবানের নামকীর্ত্তন না হইলে সেই দিনকেই দুর্দ্দিন বলে। ভগবান্ একমাত্র ভক্তপরাধীন, [illegible] সাধুগণের হৃদয়ে ভগবানের [illegible]। "[illegible]" শ্লোক [illegible] স্বামীজী বহু উপদেশ প্রদান [illegible]। [illegible] যম নিয়ম [illegible] ধ্যান-প্রাণায়ামাদি দ্বারা [illegible] রিপুকে বশীভূত করা যায় না, কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবানের শরণাগত, [illegible] তাঁহাদের একমাত্র [illegible], তাঁহাদের চিত্তে অন্য [illegible] কোন কালে থাকে না, তাঁহারা অনায়াসেই মায়ামুক্ত হইতে পারেন আর যাঁহারা অনন্যচিত্তে ভগবানের চিন্তা করেন তাঁহাদের ভরণ-পোষণ বা সংরক্ষণের ভার ভগবান্ স্বয়ংই বহন করেন।

সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল—[illegible], এম ভাণ্ডারী [illegible]; [illegible] নারায়ণ সিং, ম্যানেজার [illegible] কোং, [illegible] মহোদয় [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] রেলওয়ে [illegible] প্রভৃতি। স্বামীজীর মধুর সদালাপে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন।

স্বামীজী বেরিলী সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া [illegible] [illegible] ট্রেনে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। [illegible] হইতে তাঁহার বৃন্দাবনে যাইবার কথা।

শ্রীরেমুণা গৌড়ীয়মঠে

আজকাল মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ রেমুণা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা হইতেছে। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও মধ্যাহ্নে [illegible] শ্রীমুখে [illegible] [illegible] ভগবৎসেবা বিষয়ে নানা কথা আলোচনা হইতেছে। সন্ধ্যা ৭। ঘটিকা হইতে [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] মহোদয় সমাগত বহু লোকের নিকট [illegible] হইতে মহাপ্রভু [illegible]-মিলন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] প্রভুর সুললিতকণ্ঠে [illegible] ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

হোড়ঝালি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বক্তৃতা

শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ [illegible] দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ও শ্রীপাদ [illegible] প্রচারার্থ [illegible] কয়েক দিন যাবৎ মেদিনীপুর জেলার হোড়[illegible] [illegible] প্রচার করিয়া [illegible]। গত [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও [illegible] কর্তৃপক্ষগণ 'ভক্তগণ' বিষয়ে বক্তৃতা [illegible] আহ্বান করেন। ঐ দিবস বেলা ৩ ঘটিকায় [illegible] স্কুলপ্রাঙ্গণে [illegible] প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ [illegible] এম এ, বি টি ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible] প্রভৃতি মহোদয় তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্কুলের [illegible] লইয়া যান। অপরাহ্ণ ৩। ঘটিকা হইতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার প্রারম্ভে স্কুলের [illegible] পুষ্পমাল্য প্রদান [illegible] [illegible]। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারীজীর সুললিতকণ্ঠে [illegible]

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] এম-এ, বি টি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজীর পরিচয় প্রদান করেন।

তৎপর শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার বিষয়ে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া বলেন—গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] গৌড়পন্থা। গৌড়পন্থায় [illegible] জগতে অবতীর্ণ হন। গৌড়ীয়াচার্য্য [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ সেই [illegible] বৈশিষ্ট্য জগতে জানাইবার জন্য তাঁহার জীবনের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন। [illegible] ভগবান্ গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী ঠাকুর সেই সেবার ব্রতী হইয়াছেন।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] 'নাম' বিষয়ে সরলভাষায় [illegible] ঘণ্টাকাল [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে প্রধান শিক্ষক মহোদয় [illegible] প্রশংসা করিয়া ছাত্রগণকে [illegible] বলেন "[illegible]" মহোদয় [illegible] বক্তৃতার মধ্যে [illegible] কথা বলিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই বক্তৃতায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি [illegible]। [illegible] [illegible] প্রদান করিয়া তাঁহার [illegible] করেন। শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী মহোদয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। উক্ত সভায় বহু স্থানীয় [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] [illegible] হইল।

[illegible] শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ [illegible] এম এ, বি টি, শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], বি টি; শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], বি-এ; শ্রীযুক্ত [illegible] ([illegible]), শ্রীযুক্ত [illegible] ([illegible]), [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible]।

"শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিরবশানুগত ;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতি স্থল। স্থাবর-জঙ্গম—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'আমার' (অবৈধ) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জ্ঞানদর্শন না হইলে পার্থিক সম্বন্ধ বশতঃ ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

রসিক বিচারে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বিচারের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের ন্যায় নহে। রসিক বিচারে বিপ্রলম্ভ শ্রেষ্ঠতর এবং সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ পরমানন্দদায়ক। সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের কথা শ্রীরায়রামানন্দের বৈষ্ণব গীতের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের কথাও ঐ গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃতপ্রবাহভাষ্যে উহা বর্ণিত আছে: সম্ভোগে বিপ্রলম্ভকে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলে এবং বিপ্রলম্ভের ... —বৈশিষ্ট্য স্বরূপ।

চিত্ত জগতে জড় শরীরের উপস্থিতে সাক্ষাৎকারের পরিবর্ত্তে স্বপ্ন-দর্শন স্ফূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়, কিন্তু সাক্ষাৎকার ব্যাপারটী বস্তুগত দেশ ও কাল সাপেক্ষ ব সময় স্বয়ং বাস্তব সম্ভোগ বলা হয়।

অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের রাধিকার ছায়ারূপে এবং কৃষ্ণ রাধাভাবে সুবলিত বা আচ্ছাদিত। রাধাভাব-সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর, তখন তিনি সন্ন্যাস স্বরূপ ... সম্ভোগবাদের দৃষ্টি হইতে পৃথক্ অবস্থিত হওয়ায় সুবিধান্ বিপ্রলম্ভ।

এই বৃহদ্বিপ্রলম্ভলীলায় তাঁহার সম্ভোগময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তির শ্যামবর্ণ রাধিকার চম্পকগৌরবর্ণের দ্বারা আবরণ করিয়াছেন। এজন্য এই 'সন্ন্যাসী' রূপী-কৃষ্ণ অর্থাৎ সম্ভোগবাদীর অধিষ্ঠিতে তাঁহার ভাক্ত ভোগের আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধিকার গণাধীশ্বর স্বরূপোপলব্ধিতে দিব্যোন্মাদে শ্রীরামানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধিকা দর্শন করিয়া নিজকে পাল্যদাসীরূপে অবস্থিত জানিয়া গৌরসুন্দরে রাধা দর্শন করেন এবং রাধালিঙ্গিত শ্যামবর্ণ শ্যামসুন্দর দেখিবারও কোন অভাব পরিদর্শন করেন না।

শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ) বেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, রাধা-গোবিন্দের নিত্য সেবিকা শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণসম্ভোগ ও সম্ভোগাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অবস্থানে তাঁহার বিলাস্য প্রতীতি।

অধিরূঢ় মহাভাবাবস্থায় মহাভাব-স্বরূপিণী আহ্লাদিনী শক্তি বার্ষভানবীই শ্যামসুন্দরের আরাধ্যা সম্পত্তের অধিকারের দর্শক-সূত্রে শ্রীরামানন্দ-দর্শনে সখীগণের বিচার অবস্থিত। রামানন্দ কিছু আপনাকে বার্ষভানবী জানিতেন না; কিন্তু শ্রীবার্ষভানবীকে তাঁহার সেব্য বলিয়াই জানিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরে সম্ভোগ-কাম-বিলাসের কথা নাই এবং তাহা ঘটিতে পারে না। প্রেম-বিলাসবিবর্ত্ত নামক সঙ্গীত প্রবণ যখনই সম্ভোগের একার দেখিবার অবাঞ্ছিত, তখনই রাধা কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সম্ভোগ এবং সেই ভূমিকায় অবাধে থাকা যে রাধা-গোবিন্দের লীলায় প্রবেশ, তাহাতে অনাত্মবস্তুর ভাব স্বীকার্য্য 'অনাঙ্গ' সংমিশ্রিত করিবার অবকাশ নাই।

দেব-বাসীর সান-শ্রবণে সাক্ষাৎকার-লালসায় বার্ষভানবী ভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দরের চেষ্টার বিপ্রলম্ভের উদ্দেশকারী গোবিন্দের ... আলোচ্য। গৌরনাগরীর অপকৃষ্ট ভাব প্রাকৃত চিন্তা ভক্তমাগে অবস্থিত, তাহা প্রাকৃত কামাবলম্বন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন; উহা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত নহে।

সখীর রাধাসহ কৃষ্ণমিলন বিচার শ্রীরূপ গোস্বামীতে দৃঢ়ভাবে আছে। তাহাতে সখীর

বাসনা প্রবল থাকিয়া সাধক চিন্তা জড় মন উৎপাদন করিতে পারে, উহাতে বদ্ধজীবের সম্ভোগ চিন্তা সম্ভব। উহা মুক্ত-জীবের প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত শব্দবাচ্য হইতে পারে না। জড় স্মৃতি হইতে জড় সম্ভোগই সম্ভব।

রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-বিহারে বদ্ধজীবের জড় ভোগময় কামবিলাস ব্যক্ত হইতে পারে না। তাদৃশী চেষ্টাকে কোন ভক্তই প্রেমবিলাস বলিতে পারেন না। রাধিকার কৃষ্ণ-সম্ভোগ এবং কৃষ্ণের রাধিকা-সম্ভোগ রাধিকার কায়ব্যূহ সখীগণের স্বসুখবাসনাপর নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত নাই। আবার রাধিকার নিত্য-চেষ্টা সখীর দ্বারা কৃষ্ণসম্ভোগ এবং কৃষ্ণের দ্বারা সখী-সম্ভোগ,—জগতে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারটী যাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ-জ্ঞানে বিমুখ হইয়া জড় বৈরস্যের সম্পাদক নাগরবাদীর 'প্রেমবিলাস'-বিচারে অপ্রাকৃত তত্ত্বকে ভোগময় প্রাকৃত রূপে পরিণত করেন।

অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী জড় বিচারকে বহুমানন করিয়া যে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তৃত্বের কাম-বিলাস-বিবর্ত্তে ধাবমান হন, উহাই প্রাকৃত দর্শন বা প্রাকৃত সহজিয়াবাদ। কিন্তু কৃষ্ণ অধোক্ষজ এবং রাধিকা অধোক্ষজ শক্তি-স্বরূপা।

রাসস্থলী-পরিত্যক্ত গোপীর কৃষ্ণ-অন্বেষণে যে অধিরূঢ় মহাভাবের কথা কথিত হয়, উহাতে গোপীর বাস্তব নিত্য কৃষ্ণ হইবার অধিকারের কথা স্থাপ্য হয় না। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসকের বিচারে যেরূপ জীবস্বরূপ ভোক্তৃ-বিচার অনাদৃত হয়, তদ্রূপ নহে।

শ্রীদামোদরস্বরূপ, শ্রীরামানন্দ শ্রীরাধা-কৃষ্ণমিলিততনু গৌরসুন্দরের কামবিলাস-বর্জ্জিত প্রেষ্ঠাভাব হওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টায় কামবিলাসের আরোপ না করিয়া স্বরূপগত প্রেমবিলাসের কথা জানিতে হইবে অর্থাৎ বার্ষভানবীর পাল্যদাসীজ্ঞানে সম্বন্ধ-বিশাখাদি সখীগণ কর্ত্তৃক যেরূপ রাধাগোবিন্দ সেবিত হন, তদ্রূপ বিচারে স্বরূপদামোদর গৌরনাগরী লীলায় অবস্থান। উহাতে স্ফূর্ত্তি আছে অর্থাৎ উহা বাস্তব সাক্ষাৎকারেরই স্ফূর্ত্তিমাত্র।

বস্তুসিদ্ধিলব্ধ বিদেহমুক্ত দর্শনে দর্শকের অপ্রকটলীলায় অবস্থান। বৈবস্বত মন্বন্তরে অর্থাৎ নিত্যবাস পর্য্যায়ে কৃষ্ণের ব্রজবাসী দর্শন ও স্মরণের বিচার আছে এবং তদন্ত-পক্ষকে হইতে আগত কৃষ্ণের ব্রজবাসীর সহিত বৃন্দাবনে যমুনাতটে মিলনে সম্ভোগ বিচারে বিচক্ষণতা আছে।

যখনই দামোদরস্বরূপ প্রভৃতি আপনাদিগকে ব্রজলীলায় অবস্থিত বিচার করেন, তখন তাঁহারা সম্ভোগ-লীলায় স্মৃতি-সমন্বিত অবস্থিত থাকেন। আর যে কালে তাঁহাদের গৌরলীলায় দামোদর স্বরূপ প্রভৃতিতে উদ্দামলীলা বিকাশের কথা, তখনই কীর্ত্তন-মুখে অবরোধীগণের বিচার জানিতে হইবে। তখন শ্রীরামানন্দ গৌরসুন্দরকে প্রথমে সন্ন্যাসিস্বরূপে দর্শন এবং পরে নিজ নিত্য স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাধালিঙ্গিত শ্যামসুন্দর দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য

শ্রীমধ্বাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহভট্টোৎপন্ন শ্রীনারায়ণ ভট্ট নামক এক সদাচারযুক্ত বিপ্র ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার বাল্য নাম বাসুদেব। বাসুদেব অতি অল্প বয়সেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া সজ্জনবর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। বাসুদেব অষ্টম বর্ষে উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন এবং বেদ অধ্যয়নার্থ জনৈক বিপ্রের নিকট গমন করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি পাঠাভ্যাস না করিয়া ক্রীড়াতেই মত্ত থাকিতেন। তাহা দেখিয়া অধ্যাপক তাঁহাকে বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক সমীপে অধীত অনধীত সমস্ত বেদ-বেদান্ত অনর্গল বলিতে থাকেন। এরূপ অল্পকাল মধ্যেই তিনি বেদাধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণ করিয়া পিতার সমীপে গিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণ ভট্ট বালকের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'যদি তোমার ন্যায় একটী সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তোমার হস্তস্থিত ঐ যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে'। অর্থাৎ যেমন শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত অসম্ভব তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শুনিয়া বাসুদেব বলিলেন,—'পিতঃ! ভগবদিচ্ছাক্রমে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত কিছুমাত্র অসম্ভব নহে, তদ্রূপ আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।' এই কথা বলিয়া বাসুদেব তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টিখণ্ডকে মৃত্তিকায় প্রোথিত

অভিপ্রায়ানুযায়ী উহা বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইল। সেই বিশাল বটবৃক্ষ এখনও পাজকা ক্ষেত্রে বিরাজিত আছে।

বাল্যকাল হইতে বাসুদেবের সর্ব্ববিষয়ে ঐরূপ অনুরাগ ও প্রভাব দেখিয়া উদ্বিগ্ন তাঁহার পিতা বিবাহবন্ধন দ্বারা তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বাসুদেবের পিতার ঐ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মাতা-পিতা, স্বজন-বন্ধু, কাহারও কোন প্রকার অপেক্ষা না করিয়া ও তাঁহাদের নিকট নিজ সঙ্কল্প না জানাইয়া একাদশবর্ষ বয়সে শ্রীরজত-পীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উক্তরূপ একাদশবর্ষ বয়সে তিনি শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট রজতপীঠপুরে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন করিয়া এক বৎসর অচ্যুতপ্রেক্ষের সেবা-সান্নিধ্যে তাঁহার নিকট বেদান্তশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পর বাসুদেবের নাম হয় আনন্দতীর্থ, ও শ্রীমধ্ব বা পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ। এই শ্রীমধ্বাচার্য্য জগতে শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তিনি বায়ুর অবতার। ইঁহার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। নিম্নে তাহারই দুই একটী উল্লেখ করিতেছি।

বাল্যবয়সে মাতার অনুপস্থিতি কালে তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সমক্ষে ক্ষুন্নিবৃত্তিকল্পে গবাদির খোরাক একরাশি ভূষি খাইলেন, এতদ্ব্যতীত পুনঃ আবদ্ধ থাকিয়া ঋণ, বহুজন ঋণ আদায় জন্য ধর্না দিয়া থাকায় তেঁতুল বীজকে অর্থে পরিণত করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃঋণ শোধ করেন। উপনয়নের পরে মহাভারত-কথিত মণিমান্ নামক সর্পাকার অসুরকে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সংহার করেন। দক্ষিণদেশে নানাদেশ পর্যটনের পর শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ বিদ্যাশঙ্কর সহ তাঁহার বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্কর তাঁহার নিকট বিচারে পরাজিত হন। সত্যতীর্থ নামা বন্ধুর সহিত তিনি বদরিকায় গমন করেন। তথায় শ্রীব্যাসকে গীতাভাষ্য শ্রবণ করাইয়া সম্মতি গ্রহণ করেন। ব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল মধ্যে নানা বিষয়েই শিক্ষালাভ করেন। বদরিকা হইতে আনন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয়। সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন। শ্রীমধ্ব বদরিকা হইতে গঞ্জাম ও গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত শোভনভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হয়। উঁহারা শ্রীমধ্বপরম্পরায় পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরিতীর্থ নাম গ্রহণ করেন। উড়ুপিতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমধ্ব একদিন সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে স্তোত্র রচনা করেন। উক্ত স্তোত্র 'দ্বাদশ স্তোত্র' বিভোর হইয়া বালুকাসমুদ্রে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দ্বারকার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যপূর্ণ একখানি নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে। নৌকাস্থ লোক বালুকায় প্রোথিত হওয়ায় দেখিয়া নৌকা ভাসিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে নৌকাখানি তটে আসিতে লাগিল। নৌকারোহীগণ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নৌকাস্থিত এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড গ্রহণ করিলেন। পথে আসিতে আসিতে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে একটী অতি সুন্দর বালকমূর্ত্তি পাওয়া যায়। শ্রীমূর্ত্তির এক হস্তে একটী দধিমন্থন দণ্ড, অপর হস্তে মন্থনরজ্জু। [illegible] ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ বায়ুর, হনুমানের বা ভীমসেনের অবতার শ্রীমধ্ব স্বয়ং মদনকে তুলিয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে লইয়া যান।

কোন সময়ে শ্রীমধ্ব দ্বিতীয়বার বদরিকায় যাত্রা করেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্য দিয়া গমনকালে তথাকার মহাদেব নামক রাজা নিজজনগণের দ্বারা সাধারণের উপকারার্থ পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। সেই রাজার আদেশমতে সশিষ্য শ্রীমধ্বও পুষ্করিণী-খননকার্য্য করিতে বাধ্য হন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রাজদর্শনপূর্ব্বক কৌশলে রাজাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া তিনি সহসা অগ্রসর হন। গঙ্গাদেবের এক পারে হিন্দুরাজ্য, অপর পারে মুসলমান রাজ্যের পরস্পরবিবাদফলে ঘটনা এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যে, পারে যাইবার নৌকা পাওয়া গেল না, উপরন্তু দুর্দ্ধর্ষ নদীর অপর পারে বিরুদ্ধ সেনাদলের প্রবল বাধা। শ্রীমধ্ব সেই সকল বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া নদী সন্তরণ করেন এবং তীরে উঠিয়াই সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে থাকেন। তিনি রাজাদেশ অমান্য করায় পরে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের বিষয় জ্ঞাপন করেন। মুসলমান রাজা তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন এবং বাক্য শ্রবণে এত মুগ্ধ হন যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। চলিতে চলিতে পথে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে মহাবলী মধ্বাচার্য্য তাহাদের বিনাশসাধন করেন। অন্যস্থানে পথিমধ্যে সত্যতীর্থ ব্যাঘ্রাক্রান্ত হইলে শ্রীমধ্বাচার্য্য বলপূর্ব্বক ব্যাঘ্রকে নিক্ষেপ করিয়া বিদূরিত করেন। বদরিকায় শ্রীব্যাসসহ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। ইহার পরেই তিনি মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ক্রমশঃ ভারতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরিমঠাধিপ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শঙ্করমতাবলম্বিগণ আপনাদের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইয়াছে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মধ্বমতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হইল। বারাণসী পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীকপুরী নামক জনৈক শঙ্কর-মতবাদী পণ্ডিতকে লইয়া মধ্বাচার্য্যের সহিত বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহরণ করাইলেন। পরে বিশেষ উদ্যোগের পর কুমারক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থাদি পাওয়া গেল। কুম্ভ দেশাধিপতি জয়সিংহ এই অপহৃত গ্রন্থ প্রাপ্তি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের শারীরিক বলেরও সীমা ছিল না। কড়ঞ্জি নামক এক বলবান্ পুরুষ 'ত্রিশজন পুরুষের বলধারী' বলিয়া নিজে আস্ফালন করিতেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসাধারণ বলী তাঁহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। কোন সময় নদী পতন হেতু কৃষিক্ষেত্রসমূহ বিনষ্ট হইতে থাকিলে নদীর বেগ প্রশমনার্থ সহস্রাধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ শিলা আনয়ন করিতে করিতে অসামর্থ্য বশতঃ পথিমধ্যে তাহা ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হন। কিন্তু মহাবলী শ্রীমধ্বাচার্য্য এক হস্তে অনায়াসে সেই শিলাটী যথাস্থানে লইয়া গিয়া স্থাপন করেন।

আচার্য্যগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হন। এ নাস্তিক জগতে আসিয়া তাঁহাদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা সকল আচার্য্যের জীবনীতেই দেখিতে পাই। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরমভক্ত দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-পণ্ডিত প্রাজ্ঞতীর্থ যতিকে মায়াবাদিগণ শঙ্করাচার্য্যের আদেশে বিশেষভাবে নির্য্যাতিত করেন। গুরুর আদেশ পাইয়া পদ্মপাদাদি শঙ্করশিষ্যগণ প্রাজ্ঞতীর্থকে যে-কোন উপায়ে হউক কেবলাদ্বৈতবাদে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হন। এই প্রাজ্ঞতীর্থের শিষ্য শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ প্রাজ্ঞতীর্থ যতিকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার মঠে অগ্নিপ্রদান করেন এবং বহু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থাদি নষ্ট করিয়া দেন। এমন কি, প্রাজ্ঞতীর্থ যতির নিকট হইতে যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে জোরপূর্ব্বক কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ করাইয়া দেন এবং তাঁহাকে 'সোঽহং' মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করেন। প্রাজ্ঞতীর্থ তাঁহাদের দ্বারা এইরূপ নির্য্যাতিত হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করতঃ বাহ্যে তাঁহাদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে বিষ্ণু উপাসনা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। লোকশিক্ষক আচার্য্যগণ এরূপ সাময়িক অসুবিধায়ও ভগবৎসেবা পরিত্যাগ না করিয়া গুপ্তভাবে সর্ব্বত্র ভগবৎসেবা করিয়া আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচরণেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শাস্ত্রব্যাখ্যাপারদর্শিতার কথা শ্রবণে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। একদিন রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ তীর্থযাত্রার্থে রজতপীঠপুরে শ্রীঅনন্তেশ্বর দেবালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তখন ঐ দেবালয়ে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দেবগণ তাঁহার ব্যাখ্যা-কৌশলে বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহার উপর মন্দার-পারিজাতাদি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী-তিথিতে [illegible] এককালে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে অদৃশ্য হন।

আজ শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্যের অপ্রকট-তিথি। আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে এই তিথিবরকে সংকীর্ত্তনমুখে আরাধনা করিতেছি। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে ও তৎশাখামঠসমূহে সংকীর্ত্তনোৎসব এবং ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব হইতেছে। সকলে এই সংকীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থিক সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৮০ ; ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈঃ মঠ

শুদ্ধ শ্রী গৌড়ীয় মঠসমূহ

১ শ্রী চৈতন্য মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌর-[illegible], শ্রী [illegible] চতুর্থ [illegible] [illegible] প্রকাশিত। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible]।

(২) শ্রী [illegible] গৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালী[illegible] [illegible] স্ট্রীট, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] রক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-[illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) [illegible]

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible]-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপালভাট ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, [illegible] শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] বাবাজী।

১৭) কুমারহট্ট

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—[illegible] মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা। [illegible] রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রী[illegible] বি, এ।

(২৪) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] অধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেলা সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি-এল।

(৩২) [illegible]পুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] ক্যান্টনমেন্ট, [illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ [illegible], মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী[illegible]

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক—[illegible]

(৪৩) [illegible] মঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) [illegible] মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ও [illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ শ্রীশ্রী[illegible]-[illegible] সেবা বর্তমান। [illegible] শ্রী[illegible]

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও [illegible] সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—[illegible]

(৫৫) [illegible] - [illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

রক্ষক—[illegible]

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] ([illegible])

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible] নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

[illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, [illegible]

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] ঘোষ বী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] চাটার্জ্জি লেন

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যাভূষণ-[illegible] সম্পাদক
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible]

কলিকাতার বাজার দর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী মিলের চাউল—

প্রতি মণ

বালাম [illegible] ৬৷০
খাসা চাল ৫৸০
ঐ নূতন ৫৲
কাটারীভোগ ৭৲-৭৷০
দাদখানী ৫৷০
বাসমতী নূতন ৬৴০
ঐ পুরাতন ৫৲
এক্সেল তোবানি ৬৲
মিহি সেদ্ধ ৩৸/০

আতপ—

নূতন আতপ ৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী ১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ ৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম ৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ ৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ ৭৲
ঐ সেদ্ধ ৩৵০

চিনির দর

চীন, চাইনা ১০৸/০
[illegible] ১০০০ নং ১০/০
[illegible] মাখা ৯৷০
[illegible] মাখা ৮৷০—৯৵০
[illegible] লাল ৭৸/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible] ৩৪৷০
[illegible] ১২৲
[illegible] ৫২৷০

পাটের দর

[illegible] ৪০৸০
[illegible] ৪০৸০
[illegible] ৪১৷০
[illegible] ৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ ৬৷০—৬৸/০
[illegible] ৬৲—৬৵০
[illegible] ৫৸/০—৫৸০
[illegible] ৬৲—৬৵০
[illegible] (বি) ৫৸০—৫৸/০
[illegible] (২ ৫/০—৫৷/০
[illegible] (এল) ৫৲—৫৷০
[illegible] (বে) ৪৸০—৪৸/০
[illegible] (০) ৪৷০—৪৸/০
[illegible] ১৪৸/০—১৫৸০
১৪৸/০—১৪৸/০

[illegible] দর

[illegible] ৫৭৲
[illegible] ৫৭৲
[illegible] ৫০৲
[illegible] ৪৫৲
[illegible] ৬৪৷০

আদা ৪৬৲
কাঁচুলে ৩৬৲
খাসা খাজনা ৫১৸০
২৬ সের— ১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ সের ১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

চাঁচার দৈনান্দী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৮৸০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৮৲—৮৷০
ঐ টাটা চৈনটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ ১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম) ৯৲—১০৲
বুরুশ (ট্রি আয়রণ) ৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৭৷০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ সের— ১৩৸/০
২৬ সের— ১৩৸০
২৮ সের— ১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮' ১৪৵০
২৪ সের— ১৪৸/০
২৬ সের— ১৩৷/০
২৮ সের—

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ সের— ১৫৲

শীট ৷৴৫—৸৵০

বাজার বেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০৷০
গোল গোল কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—১ ছুট লম্বা

৫৷০—৬৷০ হন্দ

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০
ফ্রিপ্টি গাডি, বোলটু, নয়ারে ৮৷০—৮৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের
রড ৭৷০—১০৷০
মূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নূতন ২৩৷০
চটকলের হাপরণ ৫৵০, গাড়ীর হাপরণ ৬৷০
ঢুলার হাপরণ ৪৷০

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদের সোনার কাইন ৫৬৲
[illegible] ৪০৲
[illegible] ৪০৲
চালার্ধ [illegible] ৫৫৲
ঐ কাইন ৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible] ৮৷০
সুপারী দেশী ১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী
[illegible] ১৫৷০—১৭৷০
[illegible] নূতন পাটনাই ১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
[illegible] কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(০)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—০—

[illegible] বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর স্বাধীন বাড়ী। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে পৃথক থাকবার ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—০—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস এর "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য জ্বর ঔষধ অদ্য পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-লাগুতা, দাদ্দু এবং অজীর্ণ পাতাড়িয়া হরে, "কেভরোল" প্রশমায়। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৬০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
মধুনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৬২-২০১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, মেদুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাটাইও। অভাব আবার। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আশ্চর্য্য [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতৎসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::(০)::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	
" ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪,	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০,	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৩।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং গরিমাময় লেখনীর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আকরতীর গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, ডাকপাড়া বালুবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

—————

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'-শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরপালক
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-
পরমহংস-সংরক্ষক
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REGD NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কার্ষ্ণিক
আজ্ঞানুসারে
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
পরিব্রাজক
এবং কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সংবাদ-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে মাঘ, ১৩৪৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৮৫]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::)০)——

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০ ঘটিকায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষ হয়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা আলোচনা করিয়াছেন। কমিটি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। কমিটি কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যাপারও আলোচনা করিয়াছেন। কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলরদের জানাইবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে কয়েকটী নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা না পৌঁছিয়া ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

জার্ম্মাণীর সেনাদলের সর্ব্বময় কর্ত্তাপদে হের হিটলার

হের হিটলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, এখন তিনি জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবেন। জেনারেল [illegible] সৈন্যবাহিনীর প্রধান অধিনায়কের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। নব গঠিত সমর সৈন্যদলের সর্ব্বময় [illegible] হিটলারের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] হিটলারের [illegible]

পরিচালনাধীনে থাকিবে এবং এই দপ্তরের কর্ম্মচারীবৃন্দ হের হিটলারের সামরিক উপদেষ্টারূপে কার্য্য করিবেন।

নূতন সম্রাটের দিল্লী দরবার

আগামী সপ্তাহে নাকি দিল্লীর দরবার সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আশা করা যাইতেছে। ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভারত সচিবের নিকট ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট আসিয়াছে, পার্লামেন্টী মহল নাকি তাহা উৎসাহজনক বিবেচনা করেন না। প্রকাশ, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহল ১৯৩৮-৩৯ সালের শীতকালের মধ্যেই দিল্লীর দরবার করার পক্ষপাতী; কিন্তু মন্ত্রিসভা ১৯৩৯-৪০ সালের শীতকাল পর্য্যন্ত দরবার মুলতুবী রাখার অনুকূলে মত দিয়াছেন।

আসাম মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আসামের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। ঐ দিবস সকাল-বেলা মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সংবাদ সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়। গবর্ণর স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকেই পুনরায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। তদনুসারে স্যার মহম্মদ সাদুল্লা নিম্নলিখিত ৬ জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন:—

(১) স্যার মহম্মদ সাদুল্লা (প্রধান-মন্ত্রী), (২) শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী, (৩) রেভারেণ্ড নিকলস রায়, (৪) মৌলবী মুনওয়ার আলী, (৫) মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী এবং (৬) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস (তপশীলভুক্ত শ্রেণীর)।

নূতন মন্ত্রিগণ ৭ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১-৩০ মিঃ সময় রাজভবনে শপথ গ্রহণ করেন।

নূতন মন্ত্রিসভায় প্রথমোক্ত ৩জন মন্ত্রী পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ আলী হায়দরের নেতৃত্বে ব্যবস্থা পরিষদের ১৩জন মুসলমান সদস্য মুসলীম লীগ ছাড়িয়া ইউনাইটেড পার্টি নাম দিয়া একটি নূতন দল গঠন করেন। স্যার মহম্মদ সাদুল্লা নাকি তখন গবর্ণরকে জানান যে, তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রতি মুসলমানদের আর আস্থা নাই, কারণ একদল মুসলমান সদস্য তাঁহার বিপক্ষে গিয়াছেন। কাজেই, তিনি গবর্ণরের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। গবর্ণর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া আবার স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকেই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং তদনুসারে উপরোক্তভাবে নূতন সভা গঠিত হয়।

বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারীর শোচনীয় পরিণতি

কলিকাতার কোন ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন ভক্তপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে বাস করিতেন। জনবার সাহায্যে নাকি তিনি স্বীয় বাসভবনে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সেনের বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। আত্মহত্যার সময় নাকি তিনি এই মর্ম্মে একখানি চিরকুট লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় এই চরম পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য আর কেহই দায়ী নহেন। চাবিখানি ১০ টাকার নোট এবং কয়েকটী টাকা নাকি তিনি যে ঘরে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহার নিকটেই রাখিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের সভাপতিকে বোম্বাইয়ে সম্বর্দ্ধনা

পুণার এক সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় হরিপুর কংগ্রেসের পর আগামী ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই পরিদর্শন করিবেন। কংগ্রেসের নূতন সভাপতিকে বোম্বাই প্রথম সম্বর্দ্ধনা করিবে।

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

আনন্দ সংবাদ !! আনন্দ সংবাদ !!

ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের আনন্দ-সংবাদ !

হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা

ইংরাজী ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুর চিরবাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে আবার সেই মহাপুণ্য যোগ উপস্থিত। এই উপলক্ষে হরিদ্বারে সাধু সন্দর্শন করিতে ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, এই দুর্লভ সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আবার না-ও আসিতে পারে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র । ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বাঁধন-আলবম ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাধ্যসাধন ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণশ্লোকঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। অভয়কণিকা বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ব্যাখ্যাবিশেষ) ৷০
৫৮। শ্রীরূপদেবর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩ সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ভক্তস্তব ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড্স অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭৩। সাইক অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুম্ ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিভাষা শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০ ৫

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১২শবর্ষ { ২৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ২৭শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ১৮২৩শ সংখ্যা

শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর প্রকটোৎসব

— ::)•(:: —

গত ২৪শে মাঘ সোমবার শ্রীধামস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবনে মহাবিষ্ণুর অবতার গৌর-পরিকর শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে বিরাট্ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ব্যাস-তীর্থ মহোদয়ের মূলগায়কত্বে একটি বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীজগন্নাথপ্রভুর বাড়ী প্রদক্ষিণ করেন। শ্রীঅদ্বৈতভবনে প্রাতঃ ৭॥ ঘটিকার সময় ভজনগান ও কীর্ত্তনের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর তত্ত্ব পাঠ করেন এবং আলোচনা করিতে করিতে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দুর্গত জীবের প্রতি দয়া দান এবং অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বিশ্বের উপাদান কারণ। তাঁহার ঈক্ষণেই জড়া প্রকৃতি জগৎপ্রকাশ করে। শ্রীধামের প্রতি রেণু-পরমাণু শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর মহিমা জানাইতেছে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু জগতের ঘোর দুর্দ্দিনে বা অবৈষ্ণবের প্রতি নানাপ্রকার অশ্রদ্ধা ও আক্রমণের সময় ভক্তগণকে আশ্বাস ও আশ্রয় দিয়াছিলেন।

"অদ্বৈত আচার্য্য দয়, গদাধর মোর হয়,
নরহরি বিলসই মোর।"

তিনি এতৎপ্রসঙ্গে আরও বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ভক্তের আহ্বানে শ্রীগৌরসুন্দরের আগমন এবং "অদ্বৈতপ্রভুই গৌরসুন্দরকে জগতে আনিয়াছেন, না গৌরসুন্দরই স্বয়ং প্রকট হইয়াছেন?"—এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, মহাপ্রভুর ইচ্ছা এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ইচ্ছা যুগপৎ হইয়াছে। পূর্ব্বাপর বিচার নিত্যরাজ্যে—দেশকালপাত্রের অতীত রাজ্যে নাই। সেখানে নিত্যকালই সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এখানকার 'বর্ত্তমানকাল' সাময়িকই পর্য্যবসিত। নিত্যধামে 'অতীত' ও 'ভবিষ্যৎ'কাল 'বর্ত্তমানের'ই অধীন অর্থাৎ সেখানে সকল লীলাই নিত্য। ভক্তের মুখে ভগবান্ আহার করেন, ভক্তের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা; সুতরাং ভগবানের সেবা করিতে হইলে ভক্তের সেবাই অগ্রে করিতে হইবে। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ঈশ্বর-তত্ত্ব হইয়াও 'ভক্ত' অভিমান করেন। তিনি ভক্তাবতার ইত্যাদি বহু সিদ্ধান্ত দার্শনিক যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু ভগবদ্ভক্তের অন্তরঙ্গতা এবং অপার করুণার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক হয় এবং বহু ব্যক্তিকে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবটী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গয়ায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় গয়া হইতে টিকারী নামক মফস্বলে গমন করিয়া তথাকার হাকিম, ভাইস-চেয়ারম্যান, স্কুলের হেডমাষ্টার, জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট কয়েকদিবস যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৮শে জানুয়ারী সন্ধ্যার পর স্থানীয় হরিমন্দিরে ব্রহ্মচারীজী হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ এবং সহানুভূতিতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সমস্ত সহরটিকে উচ্চসংকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়াছিল।

বেরিলীতে প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয় বেরিলী সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। গত ২৭শে জানুয়ারী বেরিলী নিবাসী সজ্জনপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম বাবুর সুপ্রশস্ত কীর্ত্তনমণ্ডপে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

মুরাদাবাদে প্রচার

বিগত ২৮শে জানুয়ারী উক্ত প্রচারকবর কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ মুরাদাবাদ নামক স্থানে প্রচারার্থে গমন করেন। গত ৩১শে জানুয়ারী, মুরাদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ অন্নপূর্ণামন্দিরে একটী বড় সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে হিন্দিভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটিতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বহু বিষয় আলোচিত হওয়ায় সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সভায় অত্যন্ত লোকাধিক্যবশতঃ দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

চয়ন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মিশনের কোন সংস্রব নাই। এই মিশন সাধারণকে ইহাও জানাইতে চান যে, মিঃ বসের সর্ব্বধর্ম্ম উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আমাদের গুরু মহারাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কার্য্যপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

পাঠকগণের মধ্যে উপরি উক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয়মিশন হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'পাক্ষিক গৌড়ীয়', (এইগুলি বঙ্গভাষায় লিখিত), পাক্ষিক 'পরমার্থী' (উড়িয়া ভাষায়) এবং পাক্ষিক 'Harmonist' (ইংরাজী) অনুধাবন করিবেন।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্বিলাসভূমি ;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতিস্থল। স্থাবর-জঙ্গম —সকলেই কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'ভোগ্য' (জগৎ) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবণ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জগদ্দর্শন না হইলে লৌকিক সম্বন্ধ জন্য ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মাঘব আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

হরিদ্বারে শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী

-::০::—

কুম্ভমেলায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ

যেহেতু পুণ্য তীর্থস্থান হরিদ্বারে কুম্ভস্নান উপলক্ষে কুম্ভমেলার কথা সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। এই কুম্ভস্নান বা মহাযোগ-স্নান করিলে পাপক্ষয়, স্বর্গ ও মোক্ষফললাভ হয়, একথা শাস্ত্রে শুনা যায়। সেইজন্য কর্ম্মী ব্যক্তিগণ পাপমোচন ও পুণ্যলাভের জন্য গঙ্গাদি স্নান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা গঙ্গার সেবা নহে, বরং গঙ্গার দ্বারা মলিনতা ও অপবিত্রতা ধৌত করাইয়া লইবার চেষ্টা মাত্র। পাপ বা অপবিত্রতা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপরই ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং দেহ ও মন এই শরীর দুইটীর উপরে পুণ্যও সঞ্চিত হইয়া থাকে। যে বিষ্ণুপাদোদ্ভব গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া মহাদেব ত্রিলোকপূজ্য জগদ্গুরু হইয়াছেন, সেই বিষ্ণুপাদোদককে দ্বারা পাপাদি ধৌত করিবার চেষ্টা গঙ্গার চরণে অপরাধ, না গঙ্গার সেবা, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই বিচার করুন।

আমাদের কুম্ভস্নানাদি বা কিছু সবই স্ব-সুখের জন্য,—ইহকালে বা পরকালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ এই পুণ্যময়—ইন্দ্রিয়তর্পণময় কুম্ভস্নানাদিতে রুচিবিশিষ্ট হন না। হরির ইন্দ্রিয়তর্পণই তাঁহাদের নিত্যকৃত্য। অতএব হরির সুখ-বিধান যেখানে নাই সেখানে তাঁহারা যান না। তাঁহারা জানেন, গৌরসুন্দরের সেবায় লেশমাত্র যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট যোগিগণের সাধ্য কৈবল্যমুক্তি নরকের ন্যায় এবং পুণ্যকামী ভোক্তাদের সাধ্য স্বর্গ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক।

এই সব পুণ্য কামনা ভক্তির বিরুদ্ধ কার্য্য। কারণ ইহাতে নিজসুখবাসনাই প্রবল। কিন্তু ভক্তিতে স্বসুখের লেশমাত্র নাই। সুতরাং পুণ্যাচরণ দ্বারা জীবের একান্ত কল্যাণ লাভ হয় না—বিষয়াসক্তি তাঁহাদের যায় না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥

বদ্ধজীব আমরা পাপপুণ্যে কেবল বিষয়ই ভোগ করিতেছি। তাহাতে আমাদের হরি-বিমুখতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি এই স্নানদানাদি আত্ম-কল্যাণপ্রদই না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ উহার ব্যবস্থা করিয়াছেন কেন? শাস্ত্রই উহার মীমাংসা করিয়াছেন,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥
(ভাঃ ১১।২১।২)

যাহার যে অধিকার তাহার তাহাতে নিষ্ঠার নামই গুণ। আর অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নামই দোষ। ইহাই জগতে গুণদোষের লক্ষণ।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলে বিরক্তি বা ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।'

অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধি-ভেদ আবশ্যক নাই।

(গীঃ ৩।২৬)

রোগী ইচ্ছা করিলেও যেমন সদ্বৈদ্য তাহাকে কুপথ্য দেন না, তদ্রূপ যিনি যথার্থ চরম কল্যাণের বিষয় অবগত আছেন, তিনি অজ্ঞান ব্যক্তিকে কখনও কর্ম্মোপদেশ করেন না। তবে যে শাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য তাহাকে মিঠাইাদি লোভের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীব সকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।

যাঁহাদের হরিভক্তের সঙ্গ ও হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে আস্থা নাই, তাঁহারাই গ্রহণ-স্নান, কুম্ভস্নান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের জন্য লালায়িত হন। বস্তুতঃ হরিনামের আভাসমাত্রেই কোটি কোটি গঙ্গাস্নানের প্রকৃত ফল ও বন্ধনমুক্তি লাভ হয়। শুদ্ধ নাম দূরে থাকুক, নামাপরাধের ফলেও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ হইয়া থাকে।

হরিকীর্ত্তন ও ভগবৎসেবার দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রীহরির নামরূপাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুস্মরণেই সাক্ষাৎ ভক্তি এবং ইহাই চেতনের বৃত্তি। আমরা প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাই না বলিয়া এই পরমমঙ্গল-ময় ভক্তিযাজনের পরিবর্ত্তে অন্য শুভ কর্ম্মাদি করিতে ব্যস্ত হই। ভক্তি ব্যতীত যে আমাদের আর কোন কৃত্য নাই, ইহা জানাইবার জন্য ভগবৎপার্ষদ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বৈষ্ণবমুখে যাবতীয় তীর্থস্নান, সন্ধ্যাবন্দনাদিকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়াছেন,—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান
তুভ্যং নমঃ
ভো দেবাঃ! পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং
ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র কাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য
কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে
কিমন্যেন মে॥

হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার কুশল হউক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ, পিতৃগণ, আমি তর্পণকার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা কর। যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া যাদবকুলাবতংস কংসারিকে স্মরণ করিতে করিতে পাপ দূর করিব, উহাই আমি পর্য্যাপ্ত মনে করি, আমার অন্য কিছু নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি-গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্যভজন॥
পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি'॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষার-নিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিলে উপায়॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

এই বৎসর এই কুম্ভমেলা আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস যাবৎ থাকিবে এবং তাহাতে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের সমাগম হইবে শুনা যাইতেছে। এই হরিদ্বার পবিত্র তীর্থস্থান। এইস্থানে বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখামঠও আছে তাহার নাম সারস্বত গৌড়ীয়মঠ। এই তীর্থস্থানে সকল সময়েই বহু লোকের সমাগম হয় বলিয়া জীবদুঃখদুঃখী পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল জীবকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইবার জন্য একটি শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপন করাইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছা ও আদেশে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তথায় মঠাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার প্রচারকার্য্যে উৎসাহ ও সেবা সৌষ্ঠবের জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সকলেই পরমানন্দিত।

এ বৎসর কুম্ভস্নান উপলক্ষে তথায় বহু লোকের সমাগমের কথা শুনিয়া নিষ্কপট হরিকথাকীর্ত্তনমুখে তাঁহাদের মঙ্গলবিধানের জন্য পরম করুণাময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ তথায় শ্রীভাগবত প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের শুভেচ্ছা প্রকাশ করা তদিচ্ছাতে শ্রীপাদ গিরিমহারাজ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তত্রত্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পারমার্থিক প্রদর্শনীর জন্য মেলাভূমিতে একটী অতি সুন্দর স্থান সংগ্রহ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। দি অনারেবল জষ্টিস স্যার সীতারাম ডি-লিট্, এম্-এ, এল-এল বি, কে-সি-এস-আই, (যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট ও কুম্ভমেলার এডভাইসরী কমিটীর মেম্বর), মিঃ কে আর, মালকম্ আই-সি-এস, মেলা অফিসার ইনচার্জ্জ, রায় বাহাদুর লালা জগদীশ প্রসাদ রায় সাহেব মনোহর লালাভার্গব (হরিদ্বার মিউনিসিপ্যালিটির এক্জিকিউটিভ অফিসার এবং সেক্রেটারী), লালা পরমানন্দ (জমিদার) প্রভৃতি সজ্জনগণ এই কার্য্যসংগ্রহে স্বামীজীকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সাধুসঙ্গই তীর্থসমূহের ফল এবং উহা মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কাম্য ও প্রয়োজন

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

এই সাধুসঙ্গ ব্যতীত জীবের নিত্যমঙ্গললাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। অজ্ঞ আমরা এই কথা জানি না। তাই পুণ্যলাভের জন্য সাধুসঙ্গে ছুটাছুটি করি। গৌড়ীয়মিশন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কি অপার করুণা! তিনি এই সুযোগে আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত। তাই অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া হরিদ্বারে এত পারমার্থিক প্রদর্শনীর জন্য তাঁহার এত বিরাট আয়োজন! ইহারই নাম অহৈতুকী দয়া, জীবের প্রতি অযাচিত কৃপা।

হরিদ্বারে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তথায় শুভাগমন করিয়া স্বয়ং শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। ভক্তবৃন্দসনে অনেক ভক্ত ও তথায় গমন করিয়া সমাগত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিবেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনের পূর্ব্বে বহু ভক্ত তথায় যাইয়া পারমার্থিক প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। হরিদ্বারে আজ সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। একে ত' হরিদ্বার তীর্থস্থান, তাহার উপর কুম্ভমেলা-যোগ, আর সর্ব্বোপরি শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের এক অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব সুযোগ। সেইজন্যই বলিতেছি, সকলেই সত্বর হউন। এমন সুযোগ আর পাইবেন না। সাধুসঙ্গে জীবন সার্থক করুন। সাধুর নিকট যাবজ্জীবনকাল যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করুন। কেবল পুণ্যকামী হইয়া' ক্ষণিক সুখের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। নিত্য-সুখের একটু অনুসন্ধান করুন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চয়ন

["দি বম্বে সেন্টিনেল" নামক ইংরেজী পত্রিকার গত ২।২।৩৮ তারিখের সংবাদ হইতে গৃহীত ও বঙ্গভাষায় অনূদিত।]

গৌড়ীয় মিশন ও মিঃ বন

(এস কে সান্যাল, সেক্রেটারী গৌড়ীয়-মিশন, কর্ত্তৃক লিখিত)

অপর ব্যক্তির কার্য্যকলাপের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে আমি প্রথমে অগ্রসর হই নাই। গত জানুয়ারী মাসের (১৯৩৮) ২১ তারিখের আপনার এই পত্রে দ্বিতীয় বার গৌড়ীয় মিশনের বিরুদ্ধে যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ইহা উত্তর বলিয়া ইহা আপনার পত্রে প্রকাশ করার অনুরোধ করিতে পারি কি? আপনার পাঠকগণের নিকট আমি যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, মিঃ বন তাহার উত্তরে তৎসম্বন্ধে কোন খণ্ডন করিতে পারেন নাই। মিশনের ক্ষতি করিবার জন্য তিনি নানা-প্রকার অসত্য ও ভ্রান্ত কথা প্রকাশ পূর্ব্বক সাধারণ পাঠকগণকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সত্য কথা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে তিনি ঐ সত্য বিকৃত করিয়াছেন;—

গত ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে আমাদের গুরু মহারাজের অপ্রকট হইবার পর তাঁহার ইচ্ছানুসারে মিশন চালাইবার জন্য গত ১০।১।৩৭ তাং মিশনের সভ্যগণ কর্ত্তৃক একটী গভর্ণিংবডি গঠিত হয়। এই গভর্ণিংবডি বা পরিচালক সমিতি একমত হইয়া গত ২৬।৩।৩৭ তাং আমাদের গুরু মহারাজের অন্যতম প্রিয়তম শিষ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজকে (যাঁহার বয়ঃক্রম ৩৬বৎসর, যিনি আকুমার ব্রহ্মচারী এবং যিনি ছাব্বিশ বর্ষ বয়স্ক মিঃ বনের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তির অনুযায়ী যুবক ব্রহ্মচারী মাত্র নহেন) গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য অথবা পারমার্থিক নিয়ন্তা বলিয়া (শ্রীগুরু মহারাজের ইচ্ছার বশীবর্ত্তী হইয়া) ঘোষণা করেন

সনাতন ধর্ম্মের ইহাই শিক্ষা যে, যে কোন ব্যক্তি পরমতত্ত্বকে জানিতে পারেন এবং যিনি সেই বাস্তব পরমতত্ত্বকে জানিয়াছেন, তিনিই জাতি, বর্ণ, আশ্রম-নির্ব্বিশেষে গুরু বা আচার্য্য।

ইহার কিছুদিন পরে গত ৩১শে মে তারিখে মিশনের পূর্ব্ব সেক্রেটারী কে বিদ্যাভূষণ এবং মিঃ বনের সহিত তাঁহার অন্যান্য সহায়কারী ব্যক্তি সকল হঠাৎ মিশনের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন এবং গত জুন মাসে গৌড়ীয় মিশনের বিরোধী একটী প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্ঘ স্থাপিত করেন।

প্রথম হইতেই ঐ সকল ব্যক্তির প্রধান উদ্দেশ্যই হইয়াছে যে, গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যের বিরোধ করা যিনি সর্ব্বদাই মিশন রক্ষা করিতে উদ্গ্রীব আছেন এবং একমাত্র যিনি সকল সভ্যের ইচ্ছাকৃত আন্তরিক সহযোগিতা আকর্ষণ পূর্ব্বক মিশনকে নিরবাধীনে রাখিতে সমর্থ। মিঃ বন এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত কারণবশতঃ বর্ত্তমান আচার্য্যকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য জাগতিক ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় নালিশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, যদিও তাঁহারা বিশেষভাবে জানেন যে সনাতনধর্ম্মে আত্মাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি জাগতিক ব্যক্তিগণের দ্বারা পরমার্থ বিষয়ের মধ্যস্থ করাইতে সমর্থ হইবেন না। যতদূর আমি অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, দেশের যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট উঁহারা নানাবিধ কাল্পনিক দুষিত দুঃখের কাহিনী লইয়া নালিশের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই উঁহাদের ঐ প্রকার ছলনাপূর্ণ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

আমাদের গুরু মহারাজের ১৯২৩ সালের সম্পাদিত (যখন মিশনের কার্য্যাবলী আদৌ প্রচুরভাবে অগ্রসর হয় নাই) একখানি উইলের উল্লেখ করিয়া উক্ত গভর্ণিং বডি নষ্ট করিবার জন্য মিঃ বন ও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ নিশ্চিন্তায় নিযুক্ত হইবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং সেই কথিত উইলের বলে মিশনের যথাসর্ব্বস্ব (গুরু-মহারাজের অপ্রকটে) উঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে দাবী করিয়াছেন। উক্ত উইলের সত্যতা সম্বন্ধে আপত্তি থাকায় মোকদ্দমা কলিকাতার হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে।

মিঃ বন যে মহামহোপদেশক পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামীর আনুগত্যে তাঁহার প্রাথমিক ধর্ম্মজীবনের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহার কৃপাশিসে পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাসীর বেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পণ্ডিত গোস্বামী যখন গুরুমহারাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া প্রচারকার্য্যের জন্য লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের আবশ্যক করে না। এই মিশনে তুলনামূলক বিচারে পণ্ডিত গোস্বামী এযাবৎ যে সকল উৎকৃষ্ট সেবা করিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে মিশনের অন্য কোন সভ্যই তদনুরূপ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মিশনের সর্ব্বপ্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী বি, তীর্থ মহারাজের তত্ত্বাবধানে মিঃ বন লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত তীর্থ মহারাজের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া পাশ্চাত্য জড়ীয় প্রণালী ও আদর্শ গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্ঘমঠের অনেক অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারিক মতের দ্বারা কাটাইতে থাকেন।

লর্ড জেটল্যাণ্ড মহোদয়কে আমরা আমাদের হিতৈষী বন্ধুবর্গের অন্যতম বলিয়া মনে করি। পারমার্থিক সম্পর্ক ব্যতীত পাছে অন্য কোন প্রকার উহার সম্পর্কে তাঁহার নাম দায়িত্বহীনভাবে ব্যবহৃত হয় সেই কারণে তিনি লণ্ডন গৌড়ীয় মিশনের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিত গোস্বামী যখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন তখন হইতে গৌড়ীয়-মিশনের লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ কেবল ইংরাজ শিষ্য মঠের ভার গ্রহণপূর্ব্বক চালাইয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত গোস্বামী লণ্ডন মঠের Building নির্ম্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহ এবং সম্ভব হইলে মিঃ বন ও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণের বিরোধী প্রচার-কার্য্যের উপশম করাইবার জন্য ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন মাত্র।

আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে, গত ১৯২১ সাল হইতে আমি এই মিশনের অনৈক সেক্রেটারী আছি এবং কে, বিদ্যাভূষণকে সেক্রেটারীর পদ হইতে বহিষ্কযোগ্য বিবেচনায় গভর্ণিংবডি তাহাকে পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত করিলে তাহার স্থলে আমি গভর্ণিং বডি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া আসিতেছি।

এই মিশনের সহিত এবং ইঁহার London Scheme (লণ্ডন মঠসংক্রান্ত মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মাণাদি ব্যাপার) সম্বন্ধে মিঃ বনের সম্পর্ক কতটুকু তাহা মিঃ এ, বি, এল, কাপুর এম-এ মহোদয়ের নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে প্রকাশ পাইবে। শ্রীগৌড়ীয়মিশনের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণের সত্যাসত্য বিষয় যাহাতে প্রকৃত আলোক অর্থাৎ প্রকৃত সত্য প্রাপ্ত হন তজ্জন্য মিঃ কাপুর অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ঐ পত্রখানি প্রকাশ করিবার আদেশ দিয়াছেন। পত্রখানি এইরূপ,—

নিউ দিল্লী, ২১শে নভেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় কাপুরজী,

* . * আপনি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ (অর্থাৎ আমাদের গুরু মহারাজ) ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার মহারাজকে লিখিয়াছেন যে, গৌড়ীয়মিশন সম্বন্ধে আমার আর কোন সম্পর্ক নাই এবং লণ্ডনে মন্দির ও আশ্রম সম্পর্কীয় ব্যাপারে মিশন আমার উপর ভার অর্পণ করেন নাই। * * গত ১৩ বৎসর ধরিয়া আমি কি করিলাম এবং তাহার ফলই বা কি হইল? আমি এক্ষণে হতাশার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি।

আপনার একান্ত প্রিয়

(স্বাঃ) বন

আপনার সংবাদপত্রে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, আমি দেশবাসীর নিকট ইহাই জানাইতে চাই যে, সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় এবং সম্পূর্ণ-রূপে পারমার্থিক গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যাবলী ব্যাহত করিবার জন্য নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিসমন্বিত একটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘ চেষ্টা করিতেছে এবং সনাতনধর্ম্মের কথিত মূল বিধি-নিষেধগুলির বিরুদ্ধে এবং গৌড়ীয়-মিশনের সভ্যগণের চিরন্তন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কতকগুলি সংবাদ জোরপূর্ব্বক চালু করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিরূপিত কোন প্রকার নৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উন্নতির চেষ্টার দিক হ গৌড়ীয়-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলম দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুরের শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর,গোপাল মন্দির ও প্রাচীন চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রকাশপ্রদর্শনী আছে। রক্ষক —শ্রী--হরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদাসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পারমার্থিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধুবানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীব্রজমোহনের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীব্রজকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদি পোঃ প্লারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়াদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাপাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমহেশ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, পি-এচ।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৯নং ভুটিয়াবস্তি দার্জ্জিলিং.

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীযুক্ত নারায়ণ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীসুপার্শ্বদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪১নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনজী

রক্ষক—পণ্ডিত শ্রীগোপীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চম্পান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅবিদ্যা ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুরুট গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিবাসবন্ধু দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাঁকাবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরী, পোঃ চিন্দমূ্রা, (মানভূম).

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভাগবত গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বস্তু চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট্ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যার্ণব-সম্পাদক শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
কাটারি	৬৷৹
রাজা চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷৹
দাদখানী	৫৷৹
বালাম নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
একাকে কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
দাদখানী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বাঁকাড়ি	৮৲-৫৵৹
লাটাবাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৬৵৹

চিনির দর

কাশীর, চাইনা	১০৷৵৹
রশিদপুর ১০০০ নং	১০/৹
[illegible]	৯৷৹
চাঁদপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
চাঁদপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
গিনিসোণার বার	৩৪৷৹
[illegible]	৯২৲
রূপার বার	৫১৷৹

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪১৷৹
[illegible] মধ্য—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵৹
[illegible] ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
[illegible]	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৷৵৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এম)	৬৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৷৵৹
আটা নং (৩)	৪৷৹—৪৷৵৹
[illegible]	১৷৵৹—১৸৹
[illegible]	১৷৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৭৷৹

[illegible]	৪৬৲
[illegible]	—৲
[illegible]	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়্যার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸৹—৯৷৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা স্টেণ্ডার্ড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
[illegible] (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৷৹—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১৩৸৵৹
২৬ গেজ—	১৪৷৹
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৷৵৹
২৪ গেজ—	১৪৷৵৹
২৬ গেজ—	১৬৷৵৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৵৫—৸৵৹
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
গেট কাটিং বা ছিট কাটা বদ	৬৷৹—৩৸৹
পাটি কাটিং ৩—১ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাতি, বোল্টু, মসলা	৮৷৹—৮৷৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৭৷৹ -১০৷৹
নূঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷৹

চটকলের হাসবল ৫৵৹, পাটের হাসপল ৬৷৹

তুলার হাসপল ৪৷৹

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেরিকা গোলার ফাইন	৫৪
মিট_ন আমেরিকা করকচ	৪০৲
[illegible] ফাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫৷৹—১৭৷৹
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

১৩-৫ [illegible] ঘাট [illegible], বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও [illegible] মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভ্‌রোল

-ম্যালেরিয়া-

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্‌রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাহুবলের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেবু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-সাপুড়া, দার্জ্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "কেভ্‌রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিকে করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবনের বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শম্ভুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৩১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদনী, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] অমোঘ ঔষধ। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন এর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার মানতে [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের ভক্তেজ্জ্বার লব্ধবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	[illegible]	৪৲	[illegible]
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	[illegible]
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	[illegible]
বাণ্মাসিক "	[illegible]
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

“শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈদ্যাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন।’ এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ সুরচিত ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্‌ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্‌ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

“শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

R. Regd. No. C 1544

সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সম্পাদিত

ভারতের সর্বাপেক্ষা বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে মাঘ, ১৩৪৪, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৮৬]

বিবিধ সংবাদ

—(০(:০:)০)—

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি

গত ৫ঠা ফেব্রুয়ারী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে স্থানীয় অ্যাডভাইসরী কমিটীর এক সভা এজেন্টের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। সভাতে জানান হয় যে, ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ের আয়ের পরিমাণ পূর্ববৎসরের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা ৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বেশী। এক 'কোচিং' বাবতেই ১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে 'মাল' বাবতে ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা আয় কমিয়া যায়। এই আয় কমিবার কারণ প্রধানতঃ রেলপথে পাট আমদানীরপ্তানির হ্রাস।

এজেন্ট বলেন যে, কাজ চালাইবার ব্যয় (অবচয়ণ ভাণ্ডারে প্রদত্ত টাকাসহ) এবংসর শতকরা ০'০৭ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১'১২ টাকা।

———

জাঞ্জিবার হইতে লবঙ্গ চালান

জাঞ্জিবার লবঙ্গ উৎপাদক সমিতি কর্তৃক ভারতবর্ষে কৌশলে কি ভাবে লবঙ্গ প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে, জাঞ্জিবার ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এসোসিয়েশন হইতে বোম্বাইয়ে প্রাপ্ত এক তারে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভারতে লবঙ্গ চালান ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া লবঙ্গ উৎপাদক সমিতি এখন ডাক পার্শেলে লবঙ্গ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছে। প্রকাশ, এইরূপ ৮০০ শত পার্শেল প্রেরিত হইয়াছে এবং একটি বিখ্যাত ইউরোপীয়ান সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ প্রত্যেক ডাকে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে। প্রত্যেক পার্শেলের ওজন ১১০ পাউণ্ড, কারণ উহার অধিক ওজনের পার্শেল ডাকে প্রেরিত হইতে পারে না।

———

বগুড়ায় কলেজ স্থাপনের আয়োজন

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বগুড়া নাট্যগৃহে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, আই, এম, নুরন্নবী চৌধুরী আই, সি, এস, মহাশয়ের সভাপতিত্বে সহরের ও মফঃস্বলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সভায় বগুড়ায় একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ খুলিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। নূতন বাড়ী নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত এডিসনাল জজের জন্য নির্মিত যে বাড়ী খালি পড়িয়া আছে উহা সাময়িক ব্যবহারের জন্য পাওয়া গেলে আগামী ১লা জুলাই হইতে কলেজ খোলা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া এবং খাঁ সাহেব মৌলবী হাফিজ আলি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, ডাঃ হবিবর রহমান, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র কুণ্ডু, মিঃ হবিবর রহমান (মুনু মিঞা) প্রভৃতিকে লইয়া একটি সম্পাদক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আট হাজার পঞ্চাশ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। বগুড়া ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশন হলে কলেজ কমিটির অফিস খোলা হইয়াছে।

———

দক্ষিণ চীনের বহুস্থানে জাপানের আক্রমণ

জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, তিয়েনৎ-সিন-পুকাও রেলওয়ের দক্ষিণ দিকবর্তী চীনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে। চীনারা রণক্ষেত্র হইতে এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়তা সহকারে এই দাবী করিতেছে যে, চীনারা প্রবলপরাক্রমে শত্রুসৈন্যকে বাধা দিতেছে। ফলে শত্রুসৈন্যের হাওয়াই নদীর উত্তর তীর অতিক্রম করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

———

চীনা বিমান বহরের পাল্টা আক্রমণ

হ্যাংকাও-এর সংবাদে প্রকাশ যে, চীনা-বাহিনী বিমান বহরের সাহায্যে হাওয়াই নদীর দক্ষিণ তীরে জাপ-বাহিনীর উপর প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। হাওয়াই নদী পেঙপু হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সাতটি চীনা বোমারু বিমান পেঙপুর নিকটবর্তী জাপ ক্যাম্প ও গোলন্দাজবাহিনীর উপর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। ফলে জাপ-বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি হয় এবং চীনা-বাহিনী সময়োচিত সাহায্য পায়। বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত বৈদেশিক স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী হইতে বিমান চালাইবার জন্য লোক লওয়া হইয়াছে।

টেরুয়েলে তুমুল যুদ্ধ

৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনী টেরুয়েল রণক্ষেত্রে পুনরায় আক্রমণ চালাইয়াছে। সরকার পক্ষের পঁচিশ মাইল ব্যাপী ব্যূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে বলিয়া বিদ্রোহীরা দাবী করিতেছে। বিদ্রোহীরা যেসব স্থান অধিকার করিয়াছে, সে সব স্থান যুদ্ধবিরতির পর হইতে বরাবর সরকার পক্ষের অধীনেই ছিল। বিদ্রোহীদের সেনাপতি জেনারেল [illegible] থাকিয়া এই আক্রমণ পরিচালনা করেন।

সারাগোসা রোডের সমান্তরালভাবে টেরুয়েল হইতে উত্তরদিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তথা হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে আলফাম্বা নদী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তাহারা আলফাম্বা সহরের সন্নিকটে পৌঁছে; আলফাম্বা গবর্ণমেণ্ট পক্ষের স্থানীয় হেড কোয়ার্টার। সৈন্যবাহিনীর এই অগ্রগতির জন্য সারাগোসা রোড বিপন্ন হইয়াছে; এই রাস্তাই এখানকার যাতায়াতের প্রধান উপায়। টেরুয়েল সহরের উপর এপর্য্যন্ত কোনপ্রকার আক্রমণ হয় নাই।

বিদ্রোহীদের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, বিদ্রোহীবাহিনী টেরুয়েল রণক্ষেত্রে গত দুই দিনের যুদ্ধের ফলে আলফাম্বা অঞ্চলে সাড়ে বার মাইল অগ্রসর হইয়াছে; এই স্থানে তাহারা প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম অধিকার করিয়াছে। ইহাতে আরও প্রকাশ যে, এই যুদ্ধে সরকারপক্ষের সেনাবাহিনীর ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে; সরকারপক্ষের দুই হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে মারা গিয়াছে এবং কয়েকজন সেনানায়ক ও রাজকর্মচারী সমেত যাহারা এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও তিন হাজারের অধিক হইবে। গবর্ণমেণ্ট সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করিতেছে। বিদ্রোহীরা সরকারপক্ষের বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করিয়াছে।

সরকারী ইস্তাহার

৬ই ফেব্রুয়ারী বার্সিলোনার একটি সরকারী ইস্তাহারে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনী যে টেরুয়েল রণক্ষেত্রে [illegible] অধিকার করিয়াছে, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তবে যুদ্ধোত্তর টেরুয়েল অঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট সৈন্যবাহিনী একটি পাহাড় অধিকার করিয়াছে এরূপ দাবী করা হইয়াছে।

বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩ ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। রাবণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহায্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিফলাকা ওপসৌরভং (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ॥০
৬৩। নৃসিংহ-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভজনম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ভিক্ষা ৩॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসের সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্বিশেষ ভক্তভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

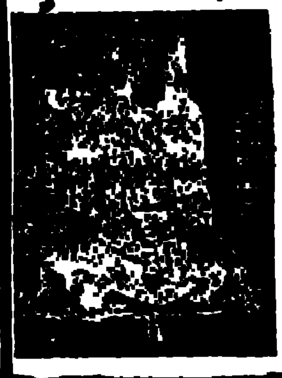

একমাত্র পারমার্থিক

ধাম-শ্রীমায়াপুর, শ্রীনদীয়া

১২শবর্ষ | ২৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ২৮শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১১ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, শুক্রবার | ৮৬তম সংখ্যা

আচার্য্যোপদেশ

——::•::——

গত ১১।১।৩৮ তারিখে প্রাতঃকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবারত প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদ-পদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া তাঁহার আদেশ মস্তকোপরি ধারণপূর্ব্বক থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেব উপবেশন করিতে বলিয়া তাঁহাকে গোদাবরী-তীরে রায়রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলনস্থলের নিকটবর্ত্তী শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে গমন করিয়া তত্রত্য সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর আন্তদেশীয় ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা কীর্ত্তনের জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে বেজওয়াড়া প্রভৃতি স্থান হইতে সিংহাচলম্, কূর্ম্মাচলম্ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির, শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-পাদপীঠ এবং অন্যান্য বিষ্ণুবিগ্রহের দর্শন করিতে উপদেশ করেন।

উপদেশপ্রদানকালে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন যে, বর্ত্তমানযুগে দেহাত্মবাদ প্রবল হওয়ায় মানুষ শাস্ত্রীয় বিচার প্রথমে গ্রহণ করিতে পারে না, এজন্য ভগবদ্ভক্তগণ জাগতিক বিচারসমূহ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত নিজের অভিজ্ঞতার দেখিয়া উপলব্ধি করত শ্রৌতপথে অবস্থিত থাকিয়া তত্ত্বসমূহের সুবিধাগুলি সকলকে জানাইয়া দেন। ভক্ত-কালে যুক্তপূর্ণ ব্যতীত সকল জীবেরই নানাবিধ অনর্থ ও দুর্ব্বাসনাজনিত যে পঙ্ক এবং বৈধবিধি পালনে যে উদাসের সংবাদ আমরা পাই তাহার যাত প্রতিঘাতের জন্য অবিভক্ত বেগ সহ্য করিয়া সরলভাবে ক্রমোন্নতির জন্য শ্রেষ্ঠের আনুগত্য না করিলে চরমে শ্রেয়োলাভ করা যায় না। কিন্তু যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সাধুর সজ্জায় কপট আচরণই ধর্ম বা ভক্তি বলিয়া চালাইতে চায়, অন্যায় করিয়াও অপরাধীর ন্যায় না থাকিয়া প্রভুত্ব করিতে চায়—চোখ রাঙায়, তাদের সেই অন্যায় প্রবৃত্তি এবং যুক্তি সমূলে crush (ধ্বংস) করাই ভক্তিবাদীদের "ক, খ, গ, ঘ" আয়ত্ত জানিতে হইবে।

শ্রীযোগপীঠে উপনিষদ্-ব্যাখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম মঠ সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ বসন্ত চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহোদয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে কিছুদিন হইতে প্রত্যহ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে অপরাহ্ণে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট নিয়মিতভাবে উপনিষদ্ ও মধ্যে মধ্যে গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন। পণ্ডিতজী ঈশোপনিষৎ শেষ করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ পাঠ করত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার সরল প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে ও করিতেছে। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যাকালেও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, গৌড়ীয় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে।

শ্রীধাম-দর্শনার্থ বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভাগবতব্রতী বি-এ মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপাদেশে তাঁহাদের নিকট শ্রীধামের মহিমা ও মহাপ্রভুর উপদেশাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীধামের তথ্য অবগত হইয়া সজ্জন-বৃন্দ পরমানন্দিত হন।

— —

শ্রীচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ ভাগবতশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন সেবকগণ বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় সর্ব্বত্রই হরিকথা আলোচনার সুব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। সকল স্থানেই এইরূপ কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত হউক— শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই অভিপ্রায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্টপূরণকারী শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় কার্য্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া সকলেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদ-পদ্মে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ অভিযান

বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর বিশ্বের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্য শ্রৌতপন্থার আদর্শ ও ভাগবত-বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে প্রচারের জন্য অনন্যবৃত্তি চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারই অভেচ্ছায় সপ্ত ও যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত লক্ষ্ণৌনগরে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী প্রচারকেন্দ্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ৩।১।৩৮ তারিখে শ্রীহরিবাসর তিথিতে হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ হইতে লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতেও শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও শ্রীপাদ অনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আজ্ঞানুসারে শ্রীপাদ গিরি মহারাজকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তনমধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আলেখ্যাদি সহ ঐ দিবসই ভিক্টোরিয়া রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচারকেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এইস্থানে গৌড়ীয়মঠের একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছা বহুদিন হইতে জ্ঞাপন করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে এই প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় তত্রত্য হরিকথা শ্রবণ-পিপাসু সজ্জনগণ অতীব আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্বিলাসভূমি;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতিস্থল। স্থাবর-জঙ্গম—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'ভোক্তা' (অবস্তু) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জগদ্দর্শন না হইলে জাগতিক সম্বন্ধ বস্তু ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্বনাশ সাধন করে।"

("শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ মাধব তিথি সর্বোদ্ধাম্নী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::)•(::——

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা এই পঞ্চধা বস্তুটি শ্রীনাম। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের অন্তরালে নাম রূপ-গুণলীলা প্রভৃতি বিরাজমান। প্রাকৃতবাদীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে—নাম ও রূপের মধ্যে নাম ও গুণের মধ্যে, নাম ও লীলাদির মধ্যে, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয় অর্থাৎ নাম হইতে রূপ, কিংবা নাম হইতে গুণ, কিংবা নাম হইতে লীলা, কিংবা নাম হইতে পরিকরবৈশিষ্ট্য ভিন্ন বস্তু নহেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম—দুইটী পৃথক্ বস্তু নন। বিশেষভাবে প্রণীত ও বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা সকলই—শ্রীনাম।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন = শ্রীকৃষ্ণ + সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী + কৃষ্ণ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা; সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' ব'লতে গান্ধর্ব্বার সহিত মিলিত ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন তাহাই সংকীর্ত্তন অথবা 'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে সংকীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা কীর্ত্তনের নাম—সংকীর্ত্তন। সেই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সাধন শিরোমণি। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।" বহু অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বাদ দিয়ে মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কোন অঙ্গ পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি, তা' হ'লে তা'র দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধার সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল, সকলই লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ'স্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুদের শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন কৃত্য নাই। মুক্তকুলেরও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকীর্ত্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। যিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যে দিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় সেদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য। যাহিক বস্তুতে ভক্তিমঠের অবস্থান নাই, অবস্থান মাত্র আছে। যাহিক গ্রন্থে কেবল অক্ষেন্দ্রিয়তর্পণের কথা আছে, কিন্তু ভক্তিমঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাই সকলে বাস। যে যে বস্তু দ্বারা হরিসেবা হয় তাহা সর্ব্বপ্রকারে মঠেই আছে। মঠবাসিগণের সেবা করলেই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁ'দের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি কৃষ্ণভজন না ক'র। মনুষ্যজন্মলাভের যে যোগ্যতা হ'য়েছিল, সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল যদি হরিভজন না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তা' হ'লে যে যোগ্যতা লাভ হ'য়েছিল, সেটিও হারাণ হ'লই, তা' ছাড়া জন্মজন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'ল। 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু'। পশুর মানব জন্ম হরিভজন ক'রবার জন্য। কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট সাধন—সংকীর্ত্তন। অন্যান্য সাধন যদি সংকীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয় তবেই তা'দিগকে সাধন বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে সুবোধি-বৈভব বা সাধনের বাধা বলে জান্তে হ'বে।

হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তা'দের আর অন্য সাধন-প্রণালী কিছুই নাই, সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

'বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্'—বহুলোকে একত্র হইয়া যে কীর্ত্তন তা'র নাম—সংকীর্ত্তন। আমার ন্যায় কতকগুলো বাজে লোকে মিলে' যদি 'হো' 'হো' ক'রতে থাকি, যদি চীৎকার ক'রে গিজ্‌বিজ করি, তা' হ'লে কি সংকীর্ত্তন করা হ'বে? যাঁ'রা শ্রৌতপথ আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি তবেই হরিসংকীর্ত্তন হ'বে। জঠরোদর উপলক্ষ বা ব্যবসায়-বুদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন, কিংবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তা হরিকীর্ত্তন নয়—উহা মায়ার কীর্ত্তন।

আমরা যদি ভক্তির সর্ব্বতোভাবে সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও সংকীর্ত্তন হ'বে। সংশ্রবণ হ'লেই সংকীর্ত্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সংস্রব যে কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না ক'র সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা ক'রে থাকে। মলমূত্র পরিত্যাগকালে অথবা অশুচি অবস্থায় হরিনাম ক'রতে পারি না—এরূপ বিচার শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। মল-মূত্র-ত্যাগকালে হরিনাম করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম করতে পারে। হরিসেবায় প্রবৃত্ত বৃত্তির জন্য যে সকল কথার আলোচনা করা যায়, তাহাই হরিকথা, কিন্তু ভোগ প্রবৃত্তির বৃত্তির জন্য যে সকল কথার আলোচনা করা যায় তাহা হরিকথা নয়—মায়ার কথা। বৈষ্ণবনিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত ক'রতে হ'বে—ইহার নাম তৃণাদপি সুনীচতা ও সহিষ্ণুতা। কিন্তু যখন কেহ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকবেন তখন আমি জানব যে সকল লোক অসুবিধায় পড়বেন ভগবান্ তাঁ'দের দ্বারা আমার মঙ্গলবিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্যমুখে অসংখ্য প্রকার কটু কথা বা'র ক'রে আমাকে সহগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান,—'নিন্দা সহ্য ক'রতে না শিখলে হরিনাম ক'রবার অধিকার হয় না। নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণটা হরিকীর্ত্তন নয়—যা'র দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, সেটিই হরিকীর্ত্তন।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়; সে জন্য ভগবানকে সর্ব্বদা মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকা কর্ত্তব্য। সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, তন্দ্রা প্রভৃতি পলায়ন করে। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজনাপিপাসার জন্য সাধুসঙ্গ আবশ্যক। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়।

শ্রীনামগ্রহণ-কালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনামগ্রহণে শিথিলতা করিতে হইবে না। শ্রীনামগ্রহণের অবান্তর ফলস্বরূপে ক্রমশঃ ঐ সকল বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোপ করিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। কীর্ত্তন ছেড়ে স্মরণে বা বিজন লাভ করে, তা স্মরণ নয়। কীর্ত্তন ছেড়ে স্মরণের অভিনয় দ্বারা যোগ্য ধ্যানের ব্যাপার হ'য়ে যাবে। নাম-সেবা বলিলে মাধোচ্চারণ-কার্য্যে নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদির তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ে অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের মর্ম্ম উদিত হন। অপরাধ শূন্য হইয়া শ্রীনাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে ক'রতে অপরাধ যাইবে। শ্রীরূপপ্রভু ও রূপানুগভক্তগণের চরণে মহাপ্রভুর সর্ব্বাধিক কৃপাশক্তি অন্তরে সহিত ভিক্ষা করিতে হইবে। বিশেষ শ্রীল সনাতন প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য অন্তরের সহিত যোগ্যতা প্রার্থনা আবশ্যক।

সমস্ত মানবজীবনের প্রধান হরিভজনে বৃত্তি। অবৈষ্ণবসঙ্গক্রমে জীবের সংসার উন্নতি, আর সাধুসঙ্গপ্রভাবে আর উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রবৃত্ত হয়। মানবজীবনে ইহা একটী সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন সুতরাং তাহাতে বিমুখ হওয়া উচিত না যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান যতই আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাহ্য সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সব স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ আমার নিকট অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমাদের সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। শ্রীনাম নামী ভগবান্। কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবান্ নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। সৎ সঙ্গসহিত হইয়া সর্ব্বদা নিরপরাধে সংখ্যা পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনাম করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারই ভক্তি।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

যিনি প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন, তাঁহারই গৃহে ভগবান্ সেবিত হন। ভগবান্ তাঁহারই নিকট ভোজ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। যিনি লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহার নিকট হইতে ভগবান্ নৈবেদ্য স্বীকার দ্বারা সেবাযোগ্যতা প্রদান করেন না। ভগবদ্ভক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবেন; নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। অতএব শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত সকলেই প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নতুবা গৌরসুন্দরের উদ্দেশে প্রদত্ত নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করেন না।

শ্রীচৈতন্যভক্তগণ অভক্তের সহিত সম্বন্ধ করেন না। যিনি ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষের কথায় প্রমত্ত, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে নাই। প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ না করিলে পতিত থাকিতে হয়। নিত্য-কাম-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, তখন আর তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে পারে না। ভক্তের ব্যতীত গৌরসুন্দর আদর্শ গৌড়ীয়গণ কেহই স্বীকার করেন না। অধঃপতিত বা 'অধঃপতন'গণ একবার ভজন-পথবাচ্য শ্রীনামভজনে বিমুখতা বশতঃ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে অন্য ভজনের ছলনা করেন, তদ্দ্বারা উঁহাদের মঙ্গল হয় না।

আচার্য্যানুগত্য

(ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী)

আনুগত্য বলিতে অধীনতাই বুঝায়। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে আনুগত্য বা অধীনতা, শুনা যায় তাহা জড়বিদ্যার পারদর্শী মনীষি-কথিত পরাধীনতা নহে। তাহা বৈষ্ণব বা হরিজনানুগত্যে সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠান করিয়া সচ্চিদানন্দ স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রীতিবিধান করা। উহাই আমাদের জীবস্বরূপের নিত্য বৃত্তি এবং ইহার ভাবের পূর্ণস্বাধীনতা। ইহা হইতে দূরে অবস্থান করিলে এ জগতের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সুন্দররূপেই জীবের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা প্রত্যেক জীবস্বরূপের নিত্য কৃত্য। মায়াবদ্ধ জীব ইহা বুঝিতে অসমর্থ হয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সাধুসঙ্গবলে উহা উপলব্ধি করিতে পারেন। নিজ চেষ্টা বা নিজ বাহাদুরীর দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারা যায় না। শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণব বা আচার্য্যাশ্রয় ছাড়া মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপতা লাভ করিতে পারে না। মানুষ পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করিয়া যদি স্বকীয় অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে যায় তাহাতে নিজ অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকণাই আমাদের সম্বল। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহাদের ব্যতীত আমরা অপর কাহারই সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইব তাহারা কেহই আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা দান করিতে পারিবে না। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে অবস্থান করিলে সংসার লাভ হইবে। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা আসিয়া আমার হৃদয়াকাশকে দুষ্ট বায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন করিবে। আশ্রয়বিগ্রহের অনুগত না হইলে আমরা যতই বৈষ্ণবের সজ্জা গ্রহণ করি না কেন বা যতই টীয়া-পাখীর মত শাস্ত্র পড়ি না কেন, তাহাতে কোন দিনই আমাদের আত্মমঙ্গল হইবে না। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জীবোদ্ধারকল্পে এই ভূলোকে আশ্রয়বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। মানুষ পণ্ডিতকে সংশোধন করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতই না উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ধন যে কৃষ্ণ তাহা জগৎকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ তিনি মানুষ বদ্ধ লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়াছেন;—রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকে। তাঁর মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে আজ আমাদের সম্মুখে উদিত। আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার আদেশ ত' পালন করিতে পারি নাই, কিন্তু আর যেন বর্ত্তমান সুযোগ না হারাই—শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম যেন না ভুলি। হে পরমদয়াল পতিতপাবন আচার্য্যদেব! তাই গুরুদ্রোহী আমি,—মায়াসক্ত আমি, ভাগ্যহীন কর্দ্দমলিপ্ত আশ্রয় করে আপনার দাসগণের চরণ-রেণুতে অভিষিক্ত হইয়া আপনার অনুগত হইতে পারিব!! জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয়!

চয়ন

[বেনারস হইতে প্রকাশিত "The Echo" নামক ইংরাজী পত্রিকার গত ১৮ই নভেম্বর (১৯৩৭) তারিখের সংখ্যার মর্ম্ম।]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম

শ্রীগৌড়ীয় মিশনের ব্রহ্মচারী দার্শনিক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হের ই, জে, স্থলজে) গত ১৫।১১।৩৭ তারিখে বেনারসের ডিঃ ও সেসন্স্ জজ মিঃ শ্রীযুক্ত অরুণনারায়ণের বাটীতে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভায় গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল। তিনি প্রায় দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, জীবের বাস্তব ধর্ম্ম আত্মারই স্বরূপের অভিব্যক্তি। বিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতি ও শিক্ষা কারিকরী হিসাবে গণিত না হওয়ায় অর্থনৈতিক শিক্ষা ও দার্শনিক ব্যাপারে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। মানুষ মনে করিতেছে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও কতকগুলি আর্থিক সুবিধা পাওয়াটাই মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত মঙ্গল। কিন্তু দার্শনিক ব্যাপার সমূহে যে নশ্বর তাহা চিন্তার বিষয় হইতেছে না। ধর্ম্মজগতে বা তথাকথিত ধর্ম্মসমূহের অন্তরালে যে নশ্বর ভাব বিদ্যমান আছে, তাহা ধরা পড়িতেছে না। এইরূপ ধারণার মূলে দেখা যায় যে, জীবসমূহ যেন বাস্তব তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন।

আমরা বাস্তবিক ভোক্তা নহি, পরন্তু সেবা করাই আমাদের নিত্য বৃত্তি। অবিদ্যা অনুচিৎ-আচিৎ দেহ ও মনের দ্বারা আমাদের সেই অনুচিৎস্বরূপ আবৃত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অনাত্মকে আত্মা মনে করিয়া স্বরূপবিভ্রান্ত অবস্থায় ভোগের দিকে আমরা ধাবিত হইতেছি।

প্রাচীন আর্য্যগণের শিক্ষা আত্মধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে ভগবৎসেবাই তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয় ছিল। সেইরূপ আত্মধর্ম্ম-সাধনে কোন প্রকার বিরোধ না থাকায় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দেখা যাইত।

এই পৃথিবীতে যতদিন আমার ভোগের আশার পোষণ করিব, ততদিন ঈশ্বর স্বরূপ বুঝিতে পারিব না। ঈশ্বরভাব-বর্জ্জিত প্রথাগুলি ধর্ম্মজগতের দ্বারা আবৃত হইয়াছে। মানুষ ঈশ্বরকে বা ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণকে নিজেদের ভোগ-সরবরাহকারী করিতে চাহে। কিন্তু ঐ প্রকার বেনিয়াগিরি বাস্তব সত্যকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। ভগবান্ অধোক্ষজ বিধায় মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না। পূজার নামে বেনিয়াগিরি মানুষকে পতন ও অধম কামনা দেয়। বাহ্যবাহ্য আক্রান্ত হইয়া এই মায়ার রাজ্যে আমরা আবদ্ধ হইয়া আছি। ইহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সদ্গুরু-সুশিক্ষিত অপ্রাকৃত গুরুর নিকট শরণাগত হওয়া দরকার। ভগবান্ বাহ্য কোন কিছুর দ্বারা বাধ্যপ্রাপ্ত হন না। আমাদের যে স্বতন্ত্রতা আছে, তাহার সদ্ব্যবহার অসদ্ব্যবহার করিবার ভার আমাদের আছে। ঐ স্বাধীনতার বলে জীবের ঈশ্বর-ভজনের অধিকার আছে। আর্থিক 'দান' বা 'দয়া'র সাহায্যে ঈশ্বরের প্রকৃত দয়ার একাকার করিতে হইবে না।

বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত চেতন জীবকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব এই আকর্ষণ হারাইয়াছে। জীবাত্মা ভগবদুন্মুখ হইলে ঐ আকর্ষণ অনুভব করেন। সমস্ত চেতনের একমাত্র কেন্দ্রস্থানীয় আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ। সিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সকল জিনিষই কৃষ্ণ-সেবার উপাদান। কিন্তু বদ্ধের পক্ষে মায়াবাদ্য আক্রান্ত থাকায় ঐ সকল দ্রব্য নিজ ভোগোপযোগী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে কোন বস্তু ত্যাগের বিষয় নহে, অধিকন্তু সমস্ত কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করাই দরকার। তাঁহারা সমস্ত জিনিষ ভগবানে অর্পণপূর্ব্বক প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করেন।

ভগবানের শ্রীপ্রীতি উৎপাদক সবই আমাদের প্রিয় ও মঙ্গলপ্রদ এবং যাহা ঐরূপভাবে ভগবৎপ্রীতি প্রদান করে তাহাই আমাদের সাহায্য আমাদের গ্রহণীয়। বাস্তব সত্যের প্রকৃত ধারণা শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত। গৌড়ীয়গণের পুতুল পূজা ও শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনের মধ্যে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনের ফলে যথেষ্ট বাস্তবতার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শ্রীবিগ্রহে ভগবদ্দর্শনের সুযোগ হয়।

শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। জজ বাহাদুর তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

মূল্য :—১ম খণ্ড ৷৹ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈঃ মঠ

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-ভক্তিরাজা

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীদেব, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন-সংরক্ষণাদি আছে। রক্ষক শ্রী...বাদি ব্রহ্মচারী গোস্বামী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫২১৫ কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যাচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্বন্ধ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভারতবিখ্যাত সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র বাগ ভক্তিবিধ্বম।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ভক্তিপ্রমোদ মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনন্দকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাঁরসা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোপালঠাকুর ঠাকুর ও বাসুদেবের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মুদ্বেৰ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদাদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

গাদিগাছা (শ্রীকৃষ্ণদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বৈষ্ণব গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবংশীদাস বনবাসী।

(২৫) মদনগৌর-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং ভুটিয়াবস্তি রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ

পোঃ চন্দ্রিপুর, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মহল্লা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কালিনপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীকেশবমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দকিশোর বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বরসানা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরসানা, মথুরা

(৪৬) বরসানা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরসানা, মথুরা

(৪৭) গোবিন্দবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৯নং ওয়ামান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগোপীবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল, বিন্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীসুবিধান ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুজীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) কাবুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাবন্ধ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সীতাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকেশব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকমলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শাস্তিপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ গড়বেতাপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস বনবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু (বাঁকুড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বনবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ,

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিনসুরা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

২৮৩।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫০, গ্লাডস্টোন রোড

ল্যাম্বটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট, রাড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভাবিত, এতদ্‌-সম্পাদক শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারী সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸৹
ঢাকা চাঁপ	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥৹
বাঁকতুলসী	৫।৹
রামশাল নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৪৲
সিদ্ধ মেদুর	৩৸৶৹
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪॥৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০।৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৹-৫।৶
ঐ বালাম	৫৲-৫৶৹
লাটনাই আতপ	৫।৹-৫।৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ মেদুর	৩৶৹

চিনির দর

কাশী, চাইপ	১০৷৶৹
[illegible] ১০০০ নং	১০৶৹
[illegible]	৯।৹
তারপুর দানা	৮।৹—৯৶৹
তারপুর দানা	৭৷৶৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪॥৹
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫৩।৹

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪১।৹
[illegible]—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬।৹—৬৷৶
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶
[illegible] ঐ	৫৷৶৹—৫৸৹
ঘী	৬৲—৬৶৹
[illegible]	৫৸৹—৫৷৶৹
[illegible]	৫৶৹—৫৷৶৹
[illegible]	৫৲—৫।৹
[illegible]	৪৸৹—৪৷৶৹
[illegible]	২॥৹—২৷৶৹
[illegible]	১৸৶৹—১৸৹
[illegible]	১৷৶৹—১৸৶৹

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	৬৪।৹

[illegible]	৪০৲
[illegible]	৩০৲
[illegible]	৫১৸৹
২৩ গেজ—	১৭৸৹
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸৹—৯।৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।৹
ঐ টাটাস্টেমপেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৭।৹—৮।৹
টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।	
২৪ গেজ—	১৩৸৶৹
২৬ গেজ—	১৪॥৹
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট ৮'	১৪৶৹
২৪ গেজ—	১৪॥৶৹
২৬ গেজ—	১৩৸৶৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	।৶৫—৸৶৹
বাজার বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।৹
মেট কাটিং বা তিন কাটা বণ	৩।৹—৩৸৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।৹—৬।৹ হন্দ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।৹—১০।৹
টিন পাটি, বোল্টু, নাটাবে	৮।৹—৮॥৹
গোল রড বি-ইনকোম ও কনক্রিটের	
জন্য	৭।৹—১০।৹
ফুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥৹
চটকলের হাপরণ ৫৶৹, পাটের হাপরণ ৩৲৹	
[illegible] হাপরণ ৪।৹	

[illegible] দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমের [illegible] কাইন	৫৫৲
[illegible] আমের [illegible]	৪০৲
[illegible] কাইন	৪০৲
[illegible]	৫৯৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গেডি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮।৹
সুপারী দেশী	১৩।৹—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫।৹—১৭।৹
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮।৹

[illegible]

এণ্ড সন্স্ লিঃ

।৩-৫ [illegible] ঘাট [illegible], [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(০)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—০—

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] —[illegible] সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—০—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাজারের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-লাপুতা, নাথটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "কেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রাঃ শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

[illegible], [illegible], (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ [illegible], রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] জীর্ণ [illegible] [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] কাটাইয়া [illegible]। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৮৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সমগ্র আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০		।৵০	
" " ইঞ্চ ২৲	১।০		১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০		৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৩	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৷৷০
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবজাতি এবং এ মনুষ্যের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং গবিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাদন করিয়া শুদ্ধভাবে বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩টী অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, ৩২৭পাড়া মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়', এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে হরিকীর্ত্তন বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬/এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম'—শ্রীমায়াপুর

[illegible]
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আচার্য্যবর
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে মাঘ, ১৩৪৪, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার [সংখ্যা ২৮৭]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

ীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

গত পাঁচদিন বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার লা ২। ঘটিকার সময় পুনরায় বঙ্গীয় বস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ই দিনের অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব ইন সংশোধন বিল আলোচনার্থ উপস্থিত রা হয়। এই বিলটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা রিষদের গত অধিবেশনে গৃহীত ইয়াছিল।

মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় স্তাব করেন যে, ব্যবস্থা পরিষদে যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল গৃহীত হইয়াছে উহা ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হউক।

মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ই মর্ম্মে একটী সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত রেন যে, ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিলের ধ্যে এই বিল সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য উহা প্রচার করা হউক।

ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশন ও বাঙ্গলা সরকার

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুই নৌকাল সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমীর (প্রজা) [illegible] মুলতুবী প্রস্তাবটী আলোচিত হয় :—

কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের র কারবার আছে, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লাইসেন্সের মেয়াদ আগামী ০শে অক্টোবর শেষ হইলে তাহা কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক কিনিয়া লইবার প্রস্তাব বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট না-মঞ্জুর করার ফলে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা আলোচনা করার জন্য ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্য মুলতুবী রাখা হউক।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া এই মুলতুবী প্রস্তাবটী আলোচিত হয় এবং পরিষদের বিভিন্ন দলের দশজন সদস্য এই আলোচনায় যোগদান করেন। মুলতুবী প্রস্তাবটী ৮০—১২২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। সমস্ত কংগ্রেস সদস্য, কৃষক প্রজাপার্টি সদস্য ও কয়েকজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিন্দু সদস্য এই প্রস্তাবটীর পক্ষে ভোট দেন এবং গবর্ণমেণ্ট, কোয়ালিশন দল, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান দল উহার বিরোধিতা করেন। কোয়ালিশন দলের দুইজন সদস্য, অধিকার পক্ষের একজন হিন্দু সদস্য এবং একজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্য কোন পক্ষ সমর্থন করেন নাই।

সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত উধাও

বুখারেষ্টে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ থিওডোর বুটেনকো রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন। দূতাবাসের সকলে মনে করিতেছেন যে, তাঁহাকে হয় অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে,—নয় তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। মিঃ বুটেনকো দূতাবাস হইতে গত রবিবার সন্ধ্যায় মোটরে বাড়ী রওনা হন এবং বাড়ীর সম্মুখের ফটকে পৌঁছান; তৎপর তিনি অন্তর্ধান হন। দৌত্য বিভাগের সেক্রেটারী সোমবার বুটেনকোকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার বাড়ী যান। সেখানে তিনি সবকই ঠিক স্বব্যবস্থায় দেখিতে পান, তবে সিঁড়ির উপর হইতে রক্তের চিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, বুঝিতে পারেন। তখন তিনি পুলিশকে খবর দেন।

রুশিয়ায় শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনা

বিমানচালনা শিক্ষার সময় [illegible] প্রদেশের অন্তর্গত [illegible] জেলায়, পি-৬ বিমানপোতটি ধ্বংস হয়, ফলে ১৯ জন বৈমানিকের মধ্যে ১৫জন নিহত এবং ৩জন আহত হন; অবশিষ্ট ১জন জনের কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই।

জাপানের অস্ত্রবল বৃদ্ধি

জাপ-সমর-সচিব জেনারেল সুগিয়ামা ঘোষণা করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে সোভিয়েট রুশিয়া ও চীনের অস্ত্রবল বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করিলে জাপানের অস্ত্রবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা কেন কার্য্যে পরিণত করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই সম্পর্কে তিনি সোভিয়েট এবং অন্যান্য শক্তির বিমানবল বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত অস্ত্রবল হ্রাসের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা দুরূহ ব্যাপার হইবে।

জাপানের নিকট ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নোট

রণতরী নির্ম্মাণ সম্পর্কে ফরাসী সরকার জাপানের নিকট যে নোট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ ও আমেরিকার নোটের সহিত ফরাসী সরকারের প্রেরিত নোটের সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা [illegible] হয় নাই। প্রধান প্রভেদ হইতেছে এই যে, ফরাসী নোটে জাপানকে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয় নাই।

নব-নিযুক্ত ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ

ভাইস্ এডমিরাল পার্সিনোবল গত শনিবার হংকং পৌঁছিয়াছেন। তিনি স্যার চার্লস লিটল-এর স্থলাভিষিক্তরূপে চীনস্থিত ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন। স্যার চার্লস লিটল অসুস্থতা নিবন্ধন ২০শে ডিসেম্বর হইতে অবসর [illegible] পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থলে ভাইস এডমিরাল আয়ার ক্র্যাবি অস্থায়ী প্রধান নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষরূপে কাজ করিতে থাকেন। তিনি নব-নিযুক্ত প্রধান নৌ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সিঙ্গাপুরের পথে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে নব নির্ম্মিত নৌ-ঘাঁটির উদ্বোধন হইবে। ভাইস এডমিরাল আয়ার ক্র্যাবি এই উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া অনুমিত হয়।

ক্যাণ্টনের উপর জাপ আক্রমণ

দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রসমূহে এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, বন্দর অবরোধকারী জাপানী নৌ-বহর হইতে এই সহরকে অনতিবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া এক সতর্কবাণী ঘোষণা করা হইয়াছে, অন্যথা বিমান আক্রমণ দ্বারা সহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইবে বলা হইয়াছে। বিমানআক্রমণনিরোধক কোন ব্যবস্থাই এখন সহরে নাই।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারীর বিমানআক্রমণের ফলে ৮০ জন নিহত এবং বহু আহত হইয়াছে।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ছটি জাপ রণতরী হইতে দুর্গ ও রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর গোলা বর্ষিত হয়; কিন্তু ইহাতে সামান্যই ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু উহাতে এই অঞ্চলের দুর্গ হইতে প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়, ফলে জাহাজ ছটি সমুদ্রাভিমুখে চলিয়া যায় এবং অদৃশ্য হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ-

২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৩। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০

৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণব ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ।০

১৮। বাদন-আনন্দ ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়-শাস্ত্রতত্ত্ব ।৵০

২২ ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল বাংলা-ভাষা ॥০

২৭। মুক্তাচরিত্ বাংলাবৃত্তি (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ॥০

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৷৵০

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৷০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০

৩৫। গীতমালা ৵১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৵০

৪১। গীতাবলী ৵০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০

৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৵০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০

৪৯। অর্চনকথা ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০

৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।

৫৫। উপদেশাবলী বা সাধারণগ্রন্থাবলী ।

৫৬। ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ ৷

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।

৫৮। শ্রীরূপশিক্ষা ৲

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০

৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। ৺গৌরাঙ্গপ্রসাদঃ

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০

৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৷০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৵০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। গোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভোলিউশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১ সাধন-পথ ।০

৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৷০

৮৩ গীতাবলী ৵০

৮৪ শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীমৎ শ্রীল প্রভুপাদের পরিচালনে গৌড়ীয় মঠ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ॥০ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ভিক্ষিভায়ায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকভাষা শ্রীমন্দির হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
লোককল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কীত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপাপ্রভু
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

২য় বর্ষ ২৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৫১ ২৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, শনিবার ২৮৭তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::)•(::—

মেদিনীপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ২৭।১।৩৮ তারিখে কুলাপেনীর শ্রীযুক্ত রমেশ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পিব বৈষ্ণবের লক্ষণ, বহু বিপুরুষের গায়, অনর্থ, প্রসাদের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয় সদ্ভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি অন্তে কীর্ত্তন হয়।

২৯।১।৩৮ তারিখে স্বামীজী কেশিয়াড়ী নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় দিনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

৩০।১।৩৮ তারিখে স্বামীজী শ্রীমধুসূদন বাবুর বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

৩১।১।৩৮ তারিখে স্বামীজী কেশিয়াড়ী হইতে তালাকে গমন করেন। তথায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

১।২।৩৮ তারিখে স্বামীজী কুলগোড়িয়া নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত বাসুদেব দাসাধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করত তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বাসুদেব শ্রীপাদ প্রাণবল্লভ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

২।২।৩৮ ও ৩।২।৩৮ তারিখে স্বামীজী উক্ত কুলগোড়িয়াতে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৬।২।৩৮ তারিখে স্বামীজী বড় কলাই নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে শুভবিজয় করেন এবং রাত্রিতে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

৮।২।৩৮ তারিখে বড়কলাই গ্রামে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারীজী হারাডিহে প্রায় দুইঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা প্রদান করেন। আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বন্টন করেন।

পুরীতে

গত ২২শে জানুয়ারী শেঠ জয়কিষণ দাস-গীর (রেঙ্গুণের অনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী) সাদর আহ্বানে তদীয় পুরীধামস্থ বাসভবনে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ গমন করেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক শুদ্ধভক্ত কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী অতি সুমধুর স্বরে 'ভজ' ৩ মানবজন্ম' এই পদটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১২শ অধ্যায় হইতে সাধুসঙ্গের মহিমা বিষয় হিন্দিতে পাঠ করেন। ব্রহ্মচারীজী ভগবান্ কর্ত্তৃক উদ্ধবকে উপদেশ-প্রদান-প্রসঙ্গ বর্ণনক্রমে বলেন যে, একনিষ্ঠ সৎ ব্রাহ্মণের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে ব উহা সাধনগণ যে অকল্যাণ বরণ করেন ঐ অকল্যাণ তাঁহাদের অপরাধের কারণ হেতুক। তাঁহাদের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহার মধ্যে তাহার কোন নিত্যত্ব নাই। তাহাই জীবের পক্ষে বন্ধনপ্রদ ও অমঙ্গলের কারণ। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠবিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও তদীয় নিজজনের পাদপদ্মের সেবা যাঁহাদের উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারাই প্রকৃত ভাগ্যবান্ এবং অমৃতত্ব। বৈষ্ণবগণের সেবা লাভের জন্য মানবের যখন লোভ বৃদ্ধি পায় তখন শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ-প্রভাবে অন্তর্বাসনার পার্থিক জগৎ হইতে তিরোহিত হয়। শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ তাঁহার সজ্জিগণের সঙ্গ হইতে পৃথক নয়। ব্যবহারিক ধর্ম, সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য, তপস্যা, দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ব্রত, যম, নিয়ম, তীর্থ-স্নান ও তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি কর্ম-জ্ঞান-কাণ্ড-প্রভৃতি কার্য্যাবলী। ইহা দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের ন্যায় ভগবানের শ্রীচরণে সমর্থ হওয়া যায় না সুতরাং সাধুসঙ্গমুখে সর্ব্বদেশেই মানবের পরমধর্ম।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-মহোৎসব

গত ২২শে মাঘ (১৩৪৪), ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ শনিবার সান্ধ্যারাত্রিকের পর কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত শ্রবণ সদনে একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাচীন ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভ ক্ত-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কথা কীর্ত্তন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক" গ্রন্থ হইতে শ্রীল প্রবোধানন্দ-কবিত শ্রীগৌর-ভক্তিসূচক সব পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিস্তৃতি ভাবে করিয়া বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজের পাঠের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভীর দর্শনবর্ণনা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পরিণয়লীলা কীর্ত্তনমুখে ঐদিনের পাঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রুত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সভার শেষে শ্রীপাদ ভবভূষণ ব্রহ্মচারী ও অন্যে শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে বিশেষ সভা

— আগামী ১৫ ফাল্গুন (১৩৪৪) ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) শনিবার সন্ধ্যা ৮॥০ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে বিশ্বাসগণ, উপলক্ষে অ.ভূ.ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে। আলোচ্য বিষয় —

১। গত ২৬।১২।৩৭ তারিখের সাধারণ সভার অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ ও অনুমোদন (confi.nation)।

২। উক্ত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা।

৩। উপস্থিত সভ্যগণের কোনও বক্তব্য বিষয় থাকিলে সভাপতির অনুমতিক্রমে তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা।

৪। বিবিধ।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ শ্রীশ্রীভক্তিপ্রদীপ সম্পাদক,
২৭শে মাঘ, ১৩৪৪ অ.ভূ.ও. গৌড়ীয়-মিশন

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জগজনে॥

'শ্রীগুরুদেব ও আশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্‌বিলাসভূমি ;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতি হ'লে। স্থাবর-জঙ্গম—সমস্তই কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'ভোক্তা' (ধর্মধ্বজ) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল করে। নিত্যকৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে জ্ঞানদর্শন না হ'লে ভাগবিক সম্বন্ধ ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের নাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ মাধব অথবা শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকাশবিগ্রহ। তাঁহার কৃপা ব্যতীত—তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করা যায় না। তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিলেই জীবের বিবর্ত্ত দূরীভূত হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য ব'লিয়া বরণ করে না। এই বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র সম্বল, এবং নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম অবলম্বন করিয়া ভগবৎসেবা-লাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছি। নাম সংকীর্ত্তন সঙ্গে, অসহায়ের সহায়, কৃপাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে সেবা-সুযোগ প্রদানের জন্য সমাগতা হইয়াছেন। এই তিথি পূজা করিবার আমাদের ভগবদ্বৈষ্ণবপ্রদত্ত মহা অনুকীর্ত্তন-সেবা নিজ গুণে কৃপা ক'রয়া গ্রহণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখতে পাই,—

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥

আমরা অনর্থগ্রস্ত জীব। আমরা শ্রেয়ঃপন্থী বলিয়া—হরিভজনকারী বলিয়া আমাদের নিজ উপাস্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট আমরা থাকতে চাহি না। তিনি ভগবানের আকর। সুতরাং এই অনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে আমাদের মঙ্গল কোন কালেই হইবে না। যিনি সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার অনুগ্রহ না পাইলে হরিভক্তিলাভ ত' দূরের কথা, আমাদের সংসারনিবৃত্তিও হয় না। ঠাকুর মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
নিতাইপদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাইবিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্। এই স্বয়ংরূপের স্বয়ং প্রকাশই বা 'দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলদেবপ্রভু'। এই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। বলদেব প্রভু কৃষ্ণ-লীলার সহায়ক, আর নিত্যানন্দ প্রভু গৌরলীলার সহায়ক। এই নিত্যানন্দ প্রভু হয় ও নারায়ণাদি সমস্ত বিষ্ণু-তত্ত্বের আকর বস্তু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদি কায়ব্যূহ অর্থাৎ কায়বৃত্তি। তিনি আচার্য্যলীলায় জীব-শিক্ষাদাতা, আবার ঈশ্বরলীলায় সমগ্র যোগিবৃন্দের ভোক্তা। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব, সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি বলদেবতত্ত্ব। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ কৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন আকৃতিতে অবস্থিত। তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশদেহে—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, সিংহাসন, বসন, বাহন, আবাস, আসন, যজ্ঞসূত্র ও উপাধানরূপে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই দ্বাপর প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির লীলা। উহা ক্ষুদ্রজীবের চিন্তাতীত ব্যাপার। এই নিত্যানন্দ-বলদেব অজ হইয়াও জীবমঙ্গলার্থ কৃপাপূর্ব্বক জন্মলীলা প্রকট করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির,
শ্রীচৈতন্যমঠ
কাল—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা, ২০শে
ফাল্গুন ১৩৩৯]

আজ আমরা অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হ'য়েছি। প্রভুপাদ কেন অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির নাম দিলেন, তাহার তাৎপর্য্য ও গূঢ় উদ্দেশ্য কি, তা' জানা দরকার। এই শ্রীচৈতন্যমঠ অভিন্ন গোবর্দ্ধন। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী আছেন, আর ইঁহার চতুষ্পার্শ্বে আছেন শ্রীমধ্ব'র সাথে আচার্য্যচতুষ্টয়। শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরহরি সমস্ত দেশ ও ব্যক্তির প্রতিপাদ্য ও সার অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত জগতে প্রচার ক'রেছেন। বেদব্যাস ও সাত্বত সম্প্রদায়ের চারিটী মতকে কেন্দ্রীভূত ক'রে এই মত বা সিদ্ধান্ত যিনি জগতে প্রচার ক'রেছেন সেই শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতি—সরস্বতীপতি—বাচস্পতি নামে অভিহিত। তিনি ভগবান্, তত্ত্ববিচারে যাঁ'র সর্ব্বত্র ভগবৎপ্রতীতি হ'য়েছে এইরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহাভাগবতের নিকট হ'তে শিক্ষা (?) হ'য়ে এখানে এসে বিদ্বদ্ব্যুঢ়িতে প্রতিশব্দের কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ধাতু ও প্রত্যয়যোগে শব্দ নিষ্পন্ন হয়। প্রাণ যেরূপ দেহের, কৃষ্ণশক্তিস্বরূপ ধাতুও সেইরূপ শব্দের প্রাণ বা শক্তি। ধাতু অর্থে স্বরূপশক্তির সহিত বিলাসপরায়ণ যে কৃষ্ণ। শক্তি ও

এই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ; এই মহাসঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ীর অংশ গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদকশায়ীর অংশ পয়োব্ধিশায়ী এবং পয়োব্ধিশায়ীর অংশ শেষ। মূল সঙ্কর্ষণ বলদেব মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী, ও শেষ এই পঞ্চরূপে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। মহাসঙ্কর্ষণাদি চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি করেন এবং শেষ নামক অনন্তরূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যরূপ চতুর্ব্যূহের যে সঙ্কর্ষণাখ্য রূপ বিরাজমান সেই মহাসঙ্কর্ষণ মূলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ প্রভুর অংশ। আত্মগতার্থে তৎকৃপালাভেই ইঁহার স্বরূপ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।
—[illegible] শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
[illegible] তৎস্বরূপমত্রোপি নিরূপ্যতে।

শক্তিমান মিলিত শক্তি পরস্পর স'ঙ্গে এনেই ইঁহাদের স্বরূপ যোগ্যতাক্রমে প্রেরণ। প্রাকৃত-শব্দের প্রকৃত বা ধাতু তাহার অবান্তরে উদ্দেশ্য ভাবে সম্বন্ধ থেকে তাহার অর্থ ও শক্তি প্রকাশ করে। বিষয়ের মাধুর্য্যপ্রকাশে সর্ব্ব ভগবদ্বস্তু—প্রকৃত বেদজ্ঞ হ'তে পা'রলে শব্দের সম্যক্ অনুশীলনের সৌভাগ্য হয়।

মহাপ্রভু যখন গয়া হ'তে ফিরে এসে বিদ্বদ্ব্যুঢ়িতে প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ যখন পড়ুয়াগণ তাঁহার নিকট হ'তে শুনতে পেলেন না তখন তাঁ'রা অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট সকলে মিলে অভিযোগ করলেন 'নিমাই পণ্ডিত আজকাল কেবল প্রত্যেক শব্দের 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ব্যাখ্যা করেন। তাতে আমাদের অধ্যয়নাদি হয় না। আপনি ইহা বিচার করুন।' গঙ্গাদাস পণ্ডিত এক মহাপ্রভুকে একথা বলাতে মহাপ্রভু বলেন, 'প্রত্যেক শব্দের বিদ্বদ্ব্যুঢ়ি অর্থ যে কৃষ্ণ, তাহা আমি বিচার করতে প্রস্তুত আছি। যদি কেহ পারেন তবে তিনি ইহা খণ্ডন করুন।' মহাপ্রভু শব্দের বিদ্বদ্ব্যুঢ়ি-বৃত্তাশ্রিত যে অর্থ করেন তাহা একমাত্র বাস্তব সত্য এবং অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে উপাদান বা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা, তাহা তাৎকালিক অর্থ প্রতীত হ'লেও যথার্থ বা সত্য নহে, পরন্তু অনর্থ মাত্র, অধ্যাপক কেহই তাঁ'র সহিত বিচারে রাজী হন নাই। পরন্তু মহাপ্রভুর নিকট শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রবণ ক'রে সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হ'লেন।

অবিদ্যা—সমস্ত বাস্তব উপাস্য, বেদের উপাস্য কৃষ্ণের প্রতি যাঁর যে শক্তি বুদ্ধি আবরণ ও বিক্ষেপ করে তাহাই। সেই অবিদ্যা হরণ বা নাশ হয় এই অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে। সরস্বতীপতি—বিদ্যাপতি বিশ্বম্ভরের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আরাধনা ক'রে আমাদের অবিদ্যা ধ্বংস হয়, 'বীর্য্য' প্রতিপাদ্য যে বস্তু, সেই বস্তুর আরাধনা ক'রবার সৌভাগ্য হয়, প্রকৃত বিদ্যার উদয় হয়। 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'; সেই বিদ্যার উদয় হয়, অবিদ্যা নষ্ট হয়, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে বিদ্যাবধূজীবন শ্রীচৈতন্যদেবের আরাধনা সম্ভব হয়। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে এই চতুর্থ বিদ্যা বিদ্যার উদ্দামবিলাসবিহারী সংকীর্ত্তনাদি প্রদীপ্ত হ'য়ে সকলকে বিদ্যা—বিদ্বৎপ্রতীতিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তাতে যে নির্দ্দোষ অবিদ্যামুক্ত ধারণা তা সংকীর্ত্তনাদিরূপে এখানে উদ্দীপিত হ'য়ে সকলে কৃষ্ণে মতিবিশিষ্ট হউক, এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ ইহার নাম দিয়েছেন—অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির।

অবিদ্যাহরণ—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—আমাদের প্রভুপাদ।

প্রাদুর্ভাবের ফিরে সংকীর্ত্তন-ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি ব'লেছেন—প্রাণে আগুন জ্বালা চাইত। 'তাঁর যে আগুনের কথা ব'লেছেন তা' এ আগুন নহে—সংকীর্ত্তন। শ্রীধামে গৌরগদাধরসহ গৌরবিগ্রহ সংকীর্ত্তন চাইত। এখানে ঢাকের বা কাঁসর-এর বাটা হইত। 'পরাৎপরিবিধা হরেকীর্ত্তনম্ অন্যের সংকীর্ত্তনম্'। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন তাহাই সংকীর্ত্তন, অথবা সম্যক্ কীর্ত্তন অর্থ সংকীর্ত্তন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথাই—নাম, রূপ, গুণ, লীলা পরিকরবৈশিষ্ট্যের নাম সংকীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তনই সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন।" মহাপ্রভু সপার্ষদগণে এখানে সকল ভক্তকে নিয়ে নৃত্যকীর্ত্তন ক'রেছেন। মহাপ্রভুর বরে সকলেই কীর্ত্তনাধিকার-প্রেমাধিকার প'য়েছিলেন, কাহারও কোন বিচার হয় নাই। সকলেই তাঁ'র সেবোপকরণ হওয়ায় সংকীর্ত্তনের সার্থকতা হ'য়েছিল। আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি বা সেবাপরা বুদ্ধি যা'তে আবদ্ধ না হ'য়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তজ্জন্য সংকীর্ত্তনযজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা শ্রীল প্রভুপাদ এখানে হোম ক'রেছেন। তিনি সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে দিলেন ও আমা সকলকে দিতে বললেন। তিনি—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা। 'পরং বিজয়তে' মহাপ্রভুর যে আশীর্ব্বাদ, এই আশীর্ব্বাদ সকল আশীর্ব্বাদের সার। এটি যা'তে হয়, প্রেমানন্দ যা'তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সংকীর্ত্তন সাধুমুখে নিরন্তর হওয়া আবশ্যক। গৌরসুন্দরের কৃপায় যে সুকৃতি বলা যায় তাহাতেই সর্বাত্মা স্নাপন হয়। আমাদের চরম ফল-লাভ—গুরুতীর্থে যান। গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন এই সুকৃতি দিতে পারেন, যাঁ'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই এমন যে সংকীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিত্যবিলাসী, তিনিই কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এই সৌভাগ্য দিতে পারেন, আর দিতে পারেন গৌরের আশ্রিত-নিজজনগণ।

শ্রীচৈতন্যের স্থান—আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, যেখানে শ্রীধাম মায়াপুর সাক্ষাৎ বিলাস করেন। যিনি কালো হ'য়েও আলোর দ্বারা আলোকিত হ'য়েছিলেন আলোর ভাব নিয়ে এ জগতে এসেছিলেন, তাঁ'র প্রিয় নিত্য সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের নগণ্য উপকরণ বা সমিধ্‌রূপে যেন আমরা আত্ম হবি দিতে পারি, ইহাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

শ্রীতুলসী ভক্তির বন্ধ—মহাভাগবত। মহাপ্রভু এই তুলসীর মাহাত্ম্যের কথা আমাদিগকে জানিয়েছেন। তুলসী—বৃন্দা। এই বৃন্দার বনই বৃন্দাবন। ইনি বৃন্দাবনের Gate-keeper। ইনি মহাভাগবতোত্তম ভক্তি বাক্‌সিদ্ধবতার। অপরাধিগণে দয়া ক'রবার জন্য ইনি বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তুলসী বৃক্ষ নহেন—কৃষ্ণপ্রিয়া। তুলসীর পূজা বৃক্ষপূজা—Phytomorphism বা পৌত্তলিকতা নহে। ইহা ভক্তের সেবা—ভক্তের সেবা। বৈষ্ণব বৃক্ষের পূজা করেন, অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা করেন। তাঁ'দের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না। এই বৃন্দারূপিণী ভক্তার কৃপা ব্যতীত শ্রীধামে প্রবেশাধিকার নাই। ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত ভগবদ্‌-সাধনা বা ভক্তা বায়। বিচার শেষ, বুঝিতে হবে যে ভক্তের সেবা, তাহা ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক দিলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়,—স্বতঃপের কৃপা লাভ হয়; এতদ্ব্যতীত মঙ্গল হ'তেই পারে না। এই তুলসীদেবী আমাদের নিত্যপূজ্যা—নিত্যসেব্যা। তাঁ'র দ্বারা ভোগ সাধাইবার চেষ্টা তাঁ'র চরণে অপরাধ। তাঁ'র আরাধনা ক'রে, তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা ক'রে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করতে হ'বে। সাধুসঙ্গ বা সাধুর আনুগত্য বাদ দিয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। সাধুর সঙ্গেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করতে হ'বে, তবেই আমাদের হরিকীর্ত্তন হ'বে—আমাদের মঙ্গল হ'বে।

'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'

(শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

উপরিলিখিত গরুড় পুরাণের 'নীতিসার' অধ্যায়ের বাক্যসমষ্টির সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিদগণ যে অসীমা সা কীর্ত্তন করেন, আমরা তাহার অনুকূল অনুশীলনের প্রয়াস পাইব। উপরিউক্ত বাণীটী যে শ্লোকের তৃতীয়চরণ সেই শ্লোকটীর সমগ্র স্বরূপ এইরূপ—

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥
(গরুড়পুরাণ)

আপদ্ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ধন (টাকা পয়সা, কনক) রক্ষা করিবে, আবার রক্ষিত ধনের দ্বারা দারার (কামিনী) রক্ষা বিধান করিবে। কিন্তু নিজেকে সর্ব্বদা ধন, দারাদি যে কোন প্রিয়বস্তুকে বিসর্জ্জন ক'রেও রক্ষা করিবে।

উক্ত শ্লোকস্থানবর্ত্তী 'আত্মানং' শব্দটী দেহাত্মবাদীর নিকট দেহ ব'লিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞ বলেন—'আত্মানং' শব্দ জীবাত্মাসম্বন্ধে ক'থিত হইয়াছে।

সেই দেহাত্মবাদীর সর্ব্ববিধি—সাধ্যসাধন দেহ। কনক কামিনীও তাহাদের প্রিয়তর। দেহাত্মবাদীর, শুধু দেহাত্মবাদীর কেন, দেহধারী মাত্রেরই আপদ্ চির অকাম্য। কিন্তু সেই অবাঞ্ছিত আপদ্ অনিবার্য্যভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এইরূপে আপদের দ্বারা আক্রান্ত দেহধারী আপদ্ হইতে সর্ব্বদা নিষ্কৃতি চায়। কিন্তু একমাত্র মানব ব্যতীত অন্যান্য দেহধারীর বুদ্ধির অপ্রখরতা আপদের বিতাড়নে সর্ব্বদা সমর্থ হয় না। কিন্তু মানব বুদ্ধিবলে সাময়িকভাবে আপদ্‌কে বিতাড়িত করিতে অনেক সময় পারিলেও চির নিষ্কৃতির ভরসা করিতে পারে না। তাদৃশ আপদ্‌কে বিতাড়নের ইচ্ছাবিশিষ্ট মানবগণ অতীব প্রিয় যে ধন তাহার সংগ্রহ করিবেন। কেন না, ধনের দ্বারা অনেক আপদের শান্তি অনেক সময়েই সম্ভব হয়। আপদ্ হইতে নিষ্কৃতিদাতা এবং "ভোগের জনক" এই কনক মানবগণ সর্ব্বদাই সযত্নে রক্ষা করিবেন। কিন্তু মানবের প্রিয়তর যে দারা অর্থাৎ কামিনী তাহার রক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যাদির জন্য উক্ত কনকের মায়াও ত্যাগ করিবে। অর্থাৎ কনক-বিনিময়েও কামিনীর রক্ষা কামনা করিবে। আবার তদপেক্ষা প্রিয়তম যে দেহ তাহা আপদ্‌গ্রস্ত হইলে উক্ত প্রিয়তর কনক-কামিনীর দ্বারাও তাহাকে রক্ষা করিবে। ফল কথা ভোগায়তন দেহ না থাকিলে ভোগ্য কনক বা কামিন্যাদি কোনটীরই সদ্ব্যবহার করিতে পারিব না। সুতরাং "আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি।" অর্থাৎ দেহকে বা নিজেকে দারা ও ধনের দ্বারাও রক্ষা করিবে। অবশ্য দারা ও ধনের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিয়াই তাহাদের শান্তি ভাল নহে। কেন না, দারা ও ধন দেহাত্মবাদীর প্রিয়তর বস্তু ব'লিয়া উহার বিনিময়ে দেহকে রক্ষা করিতে বাধ্য তাহাদের কষ্টকর সন্দেহ নাই। তাহারা ভাবে, ভগবান্ দেহকে রক্ষার উপায়স্বরূপ দারা ও ধন ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না, একি অবিচার!

এস্থলে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। দেহাত্মবাদী তাহাদের প্রিয়তর কনক-কামিনীর বিনিময়েও দেহরক্ষার দৃঢ়-পরিকর। কিন্তু যাঁহারা দেহাত্মবাদী নহেন, যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা বলেন—আমাদের মাধবের আরাধনাই প্রয়োজন। জগতে যত কনক আছে, তদ্দ্বারা মাধবের সেবা করিব। মাধবের ইন্দ্রিয়তর্পণই আমাদের একমাত্র কাম্য। কামিনীর কায় সেই মাধবের সেবায় লাগাইব। কামিনীর কাম আমাদের আত্মায় আহুতি দিব না এবং ভোগায়তন যে দেহেন্দ্রিয়াদি তদ্দ্বারা আমি ভোগী হইব না, সমস্ত জীবকানিচয় দেহের দ্বারা জগতেরে নাম গাহিব। তাহাতে যদি "দেহ যত খত হয়", অথবা "যায় দেহ-প্রাণ", তথাপি ঐ নাম ত্যাগ করিব না।

'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' এই বাক্যবাণী আত্মরক্ষার জন্য জীবগণকে সতর্ক করিতেছেন। বস্তুতঃ আমরাও সকলেই "চাচা আপনা বাঁচা" এই কথাটীর সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা বেশ বোধ করিয়া থাকি। যেখানে আমি পতিত হই বা বিপন্ন হই, তাহা আমরা বরণ করিতে প্রস্তুত আছি কি না, এ প্রশ্ন করিলে আমরা সকলেই বলি ও ব'লব—না, না, না। কিন্তু মৌখিক এই কাজের হয় না। যেখানে আত্মগতের বা আত্মার বিপদ অবস্থা লাভ হয়, তাহাই বরণ করি ও করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—সাত্ত্বিকভাবে বানপ্রস্থিদেরে বাসকে 'বনবাস' করে। রাজস প্রবৃত্ত গৃহীর যে কোন স্থানে বাস করাকে 'গ্রাম'-বাস বলা যায়। আবার তামসভাবে কোন স্থানে বাস করা দ্যূত-মদ্যবাসসম্ভূত। এই তিন প্রকার অবস্থানের মধ্যে সাত্ত্বিক বাসকালে সাধুসঙ্গ ঘটিলে কৃষ্ণভক্তি কর্ত্তৃত্ব ব'লয়া নির্দ্ধারিত হয়। একমাত্র সেই স্থানেই আত্মা সুরক্ষিত হন। গৃহমেধী যে জগতে তাড়িত হইয়া দেহে আত্মাভিমান করত দেহগৃহে সদাসক্ত থাকেন, তাহাই গৃহবাস। গৃহ অন্ধকূপ; সুতরাং আত্মপতনের স্থান। বুদ্ধিমান্ আমরা "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" অর্থাৎ "চাচা আপনা বাঁচা' এই উপদেশকে শিরে ধারণ করিয়াও আপনাকে বাঁচাইবার অনুপযুক্ত স্থানে বাস করি এবং তথনও আত্মাকে সতত রক্ষা করিব ও করিতেছি ব'লিয়া বঞ্চনাপূর্ণতা দেখাই। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ কনক, কামিনী ও দেহাত্ম-বাদী আমাদিগকে অসুরবর্য্য বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক শিক্ষা দান করিয়া বলিয়াছেন—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

বস্তুতঃ আত্মপাতকর গৃহ ত্যাগ করত আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য হরিভজনই প্রহ্লাদ মহারাজের উপদিষ্ট বিষয়। আত্মরক্ষা না হইলে তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা অন্য অভ্যুত্থান আশা করিতে যাওয়া বাতুলতা নহে কি? তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মরক্ষা করত জগৎকল্যাণের নিমিত্ত ভারতবাসীকে উপদেশ করিয়াছেন,—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

সুতরাং ভুবনমঙ্গল অবতারের আদেশে শ্রীগুরুপাদপদ্মপরাগ শিরে ধারণ করত আমরা সর্ব্বদা নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করিব; ইহাই সাধুতা - স্বার্থপরতা নহে। নিজে যদি ভবরোগে গ্রস্তদের আমাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া জগতের কল্যাণ বিধান করিবেন, গুরুদেবের এইরূপ মঙ্গলময়ী বাণীর কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

কৃষ্ণ তারে যেন নিজ জিহ্বাছিন্ন বল মায়া আকাশ হাতে বইয়া দুর্ব্বল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। ভজনশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গন্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্যচতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-মুদ্রাযন্ত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রীয় শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণস্বরূপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং গৃহ বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনবেন্দুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের দাস

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমদ্ভজন ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতাবা-(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুবর্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) মদন-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবনিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমচ্চরণ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং স্যাণ্ডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ

পোঃ চুঁচুড়া, জেলা সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং অগ্নিকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—রাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদাস

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দ বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীসত্যেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ রোহতক, জেলা করণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনরীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অপজিট ফ্রেঞ্চ ব্রিজ, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভক্তিরত্ন ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌর-রাধামদনমোহন জীউর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তীশ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) কাভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরগোপাল-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ দাসাধিকারী

(৫৭) ক্ষিরচোরা-গোপীনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রেমুণা, বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু

(৬১) আমঘি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমঘি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাদ্ (কাঁথি)

রক্ষক—শ্রীপাণ্ডব দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) চেতকগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাগ, পোঃ চিতকুণ্ড (মালভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদপাঠী আশ্রমী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২৫ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৩

৫১, আর্লসকোর্ট স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৪৫ চাটার্জ্জি লেন

ডিউক রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যার্ণব-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৭৸০
দাদখানি	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটী	৪৲
সিদ্ধ বেলুন	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৸৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৸০

চিনির দর

দানা, চিনি	১০৷৵০
গুড় ১০০০ নং	১০/০
গোলা দানা	৯৷০
গুড় সাদা	৮৷০—৯৶০
গুড় লাল	৭৸/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
সোনার বার	৩৩৷০
রূপা	৩১
গিনিবার	৫৩৷০

পাটের দর

৩ম—	৪০৮০
৪থ—	৫০৮০
৫ম—	৪১৷০
৬ষ্ঠ বরের নম্বর—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

১নং ময়দা প্রতি মণ	৭৷০—৭৸/০
সুজি ঐ	৭৲—৭৶০
... ঐ	৫৸/০—৫৸০
।	৫৲—৬৶০
(সি)	৫৸০—৫৸৵০
নং (২	৫/০—৫৷/০
(এ)	৫৲—৫৷০
(কে)	৫৸০—৫৸/০
নং (৩)	২৷০—২৷/০
দাই	১৪/০—১৪৸০
	১৪/০—১৪৸০

ফুলের দর

...	৫৭৲
...	৫৭৲
...	৫০৲
...	৬৫৲
।	৩৩৷০
...	

তাল	৫০৲
কাবুলে	৩৯৲
বালা পাওয়া	৪১৸০ !
২৩ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	৪ঃ কাঃ ৩-৬ঃ
লোহার কড়ি (ওয়েট বা বীম)	
মার্কা	৮৸০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮.—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ওয়েট (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৭৷০—৮৷০
টাটা প্যাঃ করগেট সীট।	
২৪ গেজ—	১৩৸/০
২৬ গেজ—	১৩৷০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৪/০
২৪ গেজ—	১৩৷/০
২৬ গেজ—	১৩৸/০
২৮ গেজ—	
বিলাতি প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	১৷/৫—৬৸/০
বাগান বেড়া কাটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৸০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৸০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, গোলচুট, পতনালে	৮৷০—৮৷৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৭৷০—১০৷০
ঢাঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নূতন ২৩৷০
টবওয়ের চাদরা ৫৶০, পাটের চাদরা ৩৷০	
ভুষার হাপর ৪৷০	

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের গোলার দানা	৫৬৲
মিছরী আখের কারাদ	৫০৲
কাশী পুরাণ দানা	৪৩৲
চাঁদনী ধারা	৫৬৲
ঐ দানা	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

গোলমরিচ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
ভাটী ধনিয়া	১৫৷০—১৭৷০
নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

ভূতোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬৮-৫ ধর্মতলা ষ্ট্রীট লোয়ার চিৎপুর, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(০)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর মনোরম বাটী। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও লেখাপড়ার খরচ মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—০০০—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রায় নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভরোল" প্রয়োগ করিবেন। এমন বাজারের স্থায় ঔষধ আর পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, রক্তামাশা, পাণ্ডু এবং অন্যান্য প্যালাড়িয়া রোগে "কেভরোল" একমাত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর বন্ধ অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ১ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, দুধ ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা দাম বড় বোতল ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রায় নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

মধুপুর, কৃষ্ণনগর, (সিটি রোড)

৭২-২৫১নং গলি পোঃ বাঃ টাউন, রেঙ্গুন

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শ্যামভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন শরীরের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বর্ত্তমান কালের অভাব আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন এর একমাত্র সেবন কারণ দেখুন যে আপনার অন্যান্য লাভ না কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং রূপচাঁদ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান যুগে জগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় 'পরবিদ্যাসাগর'-সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের মত, বৃন্দাবন শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১৫	১১৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ , বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পাণ্ডিত্য প্রতিভা শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবলেখনী এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে যত সন্ধান এই বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাবতীয় দার্শনিক মতের সহিত তুলনামূলক শ্রীমহাপ্রভুর অচিন্ত্য সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারের শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ-প্রচারে নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, সোমবার [সংখ্যা ২৮৮]

বিবিধ সংবাদ

——(০(::০::)০)——

আগামী ম্যাট্রিক পরীক্ষা

'ইউনাইটেড প্রেস' সংবাদপত্র মারফৎ জানাইয়াছেন যে, তিনি অবগত হইয়াছেন আগামী দোলযাত্রার দিন আগামী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইবে বলিয়া অভিযোগ করিয়া কতিপয় প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। ঐসব প্রতিষ্ঠানের উক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোনও ছুটীর দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হয় না। আগামী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আগামী ১৫ই মার্চ হইতে আরম্ভ হইবে। দোলযাত্রা উৎসব আগামী ১৭ই মার্চ তারিখ। উক্ত ১৭ই মার্চ তারিখে পরীক্ষা হইবে না।

দোলযাত্রা উপলক্ষে আমাদের কোন কোন ভাবে আগামী ১৭ই মার্চ তারিখও ছুটী থাকিবে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোযোগ উহার প্রতি আকর্ষণ করা হইয়াছে; কিন্তু ঐ তারিখে পরীক্ষা স্থগিত রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। সেজন্য পরীক্ষার 'প্রোগ্রাম' সংশোধন করা হইয়াছে এবং উক্ত ১৭ই মার্চ তারিখে 'অপশন্যাল' বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফলে এবারের মোট প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে বড় জোর মাত্র ৩ শত পরীক্ষার্থীকে ঐ দিবস পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইবে।

ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ও রাণী এলিজাবেথ সরকারীভাবে প্যারিস পরিদর্শনের জন্য ফি ...

... ল্যাণ্ড'র আমন্ত্রণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা ২৮শে জুন হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত প্যারিসে থাকিবেন। এই সময় রাজা ভিলেয়ার ব্রেতনোতে অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের উন্মোচন করিবেন।

বোমাবর্ষণ করিয়া উপজাতি দমন

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কমন্স সভায় উপনিবেশ-সচিব মিঃ অর্মসবি গোর বলেন, "এডেনআশ্রিত রাজ্যে অশান্তি দেখা দিয়াছে এবং বহু বৃটিশ সৈন্য সেখানে পাঠান হইয়াছে, এমন গুজব রটনা সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। কিন্তু এই সব গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে, ইতঃপূর্ব্বে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহার ফলে রাজ্যে সাধারণ শান্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ অবস্থা আরও ভাল হইতেছে। সীমান্তবর্ত্তী যে সকল অঞ্চলে অতীতে উপজাতিগণের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধ লাগিয়া থাকিত, সেই সব অঞ্চলের অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে।"

উপনিবেশ-সচিব বলেন যে, অতীতে অবাধ্য উপজাতীয় লোকদের উপর মাঝে মাঝে বিমান-আক্রমণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইত, তবে এ সব ব্যবস্থা শান্তিস্থাপনের অন্যান্য ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার পর শেষ উপায় হিসাবেই অবলম্বন করা হইত। ইহাতে খুব অল্প লোকই হতাহত হইয়াছে; কারণ অধিবাসিগণ যাহাতে আক্রান্ত অঞ্চল হইতে সরিয়া যাইতে পারে, সে জন্য তাহাদিগকে যথোপযুক্তভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত।

জাপানের সাধারণ বাজেট

সাধারণ বাজেটে ২৮৩ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোন প্রকার সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া সাধারণ বাজেট সম্পর্কিত বিল অনুমোদন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর এই বিল প্রতিনিধি পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া উহা উচ্চতর পরিষদে প্রেরিত হইবার কথা। তাহারা যেসব বিভাগের অতিরিক্ত বাজেট অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ব্রিটেন ও আমেরিকার 'অযৌক্তিক' দাবী

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে এবং নৌ-সচিবের মধ্যে আলোচনার পর একটী আধা-সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নৌ-বহর নির্ম্মাণ সম্পর্কে যে "অযৌক্তিক দাবী" (জাপানের নৌ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনা জানাইবার দাবী) জানাইয়াছেন, জাপান তাহা অগ্রাহ্য করিতে মনস্থ করিয়াছে। পররাষ্ট্র-সচিব মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যের অনুমতি লাভের চেষ্টা করিবেন; ইহার পর উক্ত তিন শক্তির নিকট জাপানের উত্তর প্রেরিত হইবে। ঐ সঙ্গে জাপ-গবর্ণমেণ্ট নৌ-সমস্যা সম্পর্কে জাপানের নীতি ব্যাখ্যা করিয়া একটী ইস্তাহারও প্রচার করিবেন বলিয়া স্থির হয়।

জাপানের সৈন্য-সমাবেশ

সাংহাইস্থিত জাপবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র বলিতেছেন যে, মধ্যচীনের সমগ্র জাপ-বাহিনীকে একত্রিত করিয়া পুনরায় সংহত করা হইয়াছে এবং এক্ষণে জাপ-বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

জাপানের তাঁবেদার রাষ্ট্র

জাপান উত্তর চীনে একটী তাঁবেদার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার পরও ব্রিটেনের কোন কূটনৈতিক প্রতিনিধি পিকিংএ রহিয়াছেন কি না, কমন্স সভায় এই প্রশ্নের উত্তরে লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বলেন যে, কূটনৈতিক সেক্রেটারীর উপর পিকিং দূতাবাসের ভার অর্পিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, চীনের জাতীয় সরকার ব্যতীত অন্য কোন গবর্ণমেণ্টকে মানিয়া লওয়ার অভাব সূচিত হইতে পারে, তিনি যেন সেইরূপ কোন কাজ কিম্বা মনোভাবের পরিচয় না দেন।

জাপ-বাহিনীর দক্ষিণ দিকে যাত্রা

উত্তর চীনে জাপবাহিনীর আক্রমণ পিপিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইতেছে, কিন্তু চীনা সৈন্যবাহিনী তাহাদের এই অগ্রগমনে প্রবল বাধা দিতেছে, তবে জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা তানলো অধিকার করিয়াছে। তানলোতে এক সহস্র চীনা মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জাপানীরা চেংচাও আক্রমণের উপক্রম করিয়াছে; চেংচাওএর পতন হইলে চীনারা সিয়েনথসিন-পুকাও রেলপথ রক্ষার জন্য যে ব্যূহ রচনা করিয়াছে তাহার পশ্চাৎভাগ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, এপর্য্যন্ত মোট পঞ্চাশ হাজার জাপানী নিহত এবং দেড় লক্ষ জাপানী আহত হইয়াছে। চীনাদের হতাহতের সংখ্যা সম্ভবতঃ ইহার চতুর্গুণেরও অধিক।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
শেষ স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য-বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৶০
২২. ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ১
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনতত্ত্ব ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। শিক্ষায় সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্‌ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬৬ গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭ নামাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড [illegible] ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালনায় গৌড়ীয়মঠ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক [illegible]।

৪। পরমার্থী—উৎকল ভাষায় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপুরুষের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ ২৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪১, ২রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯২৮, সোমবার } ২৮৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমন্নিত্যানন্দাবির্ভাবে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২৯শে মাঘ রবিবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পঞ্চাহব্যাপী সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বদিবস নবদ্বীপ-মণ্ডলে শ্রীবলদেবের আবির্ভাব উপলক্ষেও পাঠ কীর্ত্তনাদি যথানিয়মে ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৯শে মাঘ রবিবার প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ভাগবতরত্ন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা ও অমন্দোদয়দয়ার কথা ব্যাখ্যা এবং কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

বেলা ৭॥ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে এক সংকীর্ত্তনবাহিনী বহির্গত হইয়া অন্তর্দ্বীপের যাবতীয় শ্রীধামবিভাগ পরিক্রমণ করিয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন। কীর্ত্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে অবতার-আবির্ভাব-উৎসব-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর কীর্ত্তনান্তে পুনরায় সংকীর্ত্তন সহ সকলে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হইতে পুনরায় শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যলীলা পারায়ণ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নিরন্তর পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা চলিতে থাকে। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীযুক্ত হিরণ্যহরি অধিকারী প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তসমাগম হয়। তাঁহারা হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ২২শে মাঘ রবিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও আলোচনামুখে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে যথাবিধি শ্রীআচার্য্যদেব, শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বন্দনার পর উচ্চসংকীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। ১১ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবিগ্রহগণের ও শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ষোড়শোপচারে অর্চ্চন ও প্রচুর অন্নব্যঞ্জন নৈবেদ্য দ্বারা ভোগরাগ এবং ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকগণকে বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলাগণ রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শনার্থ আগমন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠমধ্যে সমাগত ভক্তগণ মিলিত হইয়া বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ হইতেও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীশ্রীশচীদেবীর প্রসঙ্গ সমূহ পাঠমুখে আলোচনা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

মেদিনীপুরে

২৪।১।২৮ তারিখ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীর ভক্তিশাস্ত্রী মহারাজ হরিকথা প্রচার জন্য মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নিবাসী শ্রীযুত নন্দদুলাল সাহা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে গমন করেন। ২৫।১।২৮ তারিখে ভক্তপ্রবর নিতাই দাসের নাট্যমন্দিরে "শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবসেবা" সম্বন্ধে প্রায় ১২০ ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীপাদ বেদান্ত ব্রহ্মচারী প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরিচয়-প্রদানমুখে একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারীজীর মূল গায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাটী শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

পরদিবস ২৬।১।২৮ তারিখে পণ্ডিতজী ছাত্রাবাসে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রসঙ্গমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় সহস্রাধিক বালক তাঁহার চিত্তাকর্ষকারী ভাগবতী বাণী শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ২৭।১।২৮ তারিখে ঐ স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিত্যানন্দ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ২৮।১।২৮ তারিখেও ঐস্থানে কলিহনন বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন হয়।

ব্রহ্মাচর্য্য

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

উপায় ভগবানের কথাও পাঠক, 'বেদ মন্ত্র ঠিক থাকে না।

এই প্রকার আচরণে আমাদের কি লাভ হবে ? শাস্ত্র সেই পথ আমাদের দিয়েছেন যা লোকটী উত্তমপথে আসবে। অর্থাৎ যে আমি তথা যে আমি মার না, শরীর নষ্ট হলেও যে আমি নষ্ট হই না, সেই আমির নিত্য স্বরূপ লাভ হবে, ভগবদুন্মুখী চিত্তের লক্ষ্য হবে; তখন অন্যান্য লোকের চিন্তা চলে যাবে। আমরা সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী বুঝতে পারবো—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

উচ্চ বংশে জন্ম না হয় প্রমাণে। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কৃপা সবারে স্বরূপে।

"শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিৎ-বিলাসময়;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতি হয়। স্থাবর-জঙ্গম—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না দেখিতে পারিলেই 'ভোক্তা' (অবজ্ঞ) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে অপস্বার্থ ও প্রাকৃত সম্বন্ধ জন্য ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ মাধব সর্ব্বশুভ সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৬১

যৎকিঞ্চিৎ

—:)•(:—

আমাদের অনেকের হৃদয়ে সদ্গুরু কিরূপে লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন জাগিয়া থাকে। এই সদ্গুরু লাভ ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করে। ভগবদ্ভজনেচ্ছু হইয়া নিষ্কপটচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলে শ্রীভগবানই তাঁহার নিজজনকে গুরুরূপে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

যিনি সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ভগবানে একান্ত শরণাগত, সেই নিষ্কপট ব্যক্তির নিকট ভগবান্ সদ্গুরুরূপে উদিত হন। আর যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করে ভগবান্ তাঁহার নিকট "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই প্রতিজ্ঞানুসারে মায়াদেবীকর্ত্তৃক বঞ্চকগুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই জগতে সদ্গুরু মাত্র একজন, যিনি কৃষ্ণপ্রেরিত গোলোকাগত মহাজন। নিষ্কপটভজনকামী ব্যক্তিই সেই গুরুর সাক্ষাৎ পান, আর সেবাবিমুখ প্রেয়ঃকামী কপট ব্যক্তিগণ অসদ্গুরু বা বঞ্চকের দেখা পান। এক কথায় সরল কৃপার্থীই কৃপা পান আর কপট বঞ্চিতই হয়।

বর্ত্তমানে প্রদর্শক শিক্ষাগুরুর কৃপায় আমরা সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাই। সেই সাধুগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইলে ভগবান্ সেই সেবোন্মুখ নির্ম্মলচিত্তে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া সদ্গুরু চিনিবার ক্ষমতা দান করেন।

বোকা লোকেই অসৎসঙ্গ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কখনও সৎসঙ্গ ছাড়িয়া অসতের দিকে প্রধাবিত হন না। অসতের সঙ্গ করিলে বন্ধন বা সংসার হইবেই হইবে, তাহা মহাদুঃখজনক। সুতরাং আনন্দাভিলাষী জীবের অসৎসঙ্গে দূরে থাকা বোকামি ব্যতীত আর কি? অসতের দোষ দিলে কি হইবে? দোষ ত' আমারই। আমি তাহাদের সঙ্গ চাই, তাই আমার দুর্দ্দশা ঘটে। সেইজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়াছেন, আমরা এ জগতের কাহারও সঙ্গ করিব না। কাহারও সঙ্গ করা মানে তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করা। আমরা নিরন্তর সাধুর সঙ্গ করিব—ভগবানের সেবা করিব—ইহাই আমাদের সঙ্কল্প।

আমরা ভগবানের সেবক—তাঁহার অণু অংশ। মা—যা অর্থাৎ যাহা নহে তাহাই মায়া, আর যাহা হয় তাহাই ভগবান্। ভগবান্ ও মায়া দুইটি পৃথক্ জিনিষ নয়। মায়া কৃষ্ণেরই শক্তি, কিন্তু কৃষ্ণকে মায়া বলা যায় না, অথচ মায়া কৃষ্ণ ছাড়া বস্তু নয়। এই মায়া তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা আমাদিগকে আবৃত ও ভগবান্ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। আগে আবরণ না আগে বিক্ষেপ, এই কথা লইয়া অনেকে মাথা ঘামাইয়া থাকেন। আগে আবরণ পরে বিক্ষেপ এইরূপ কোন কথা নয়। আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎই হইয়াছে; তবে আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হইলেও আগে বিক্ষেপের অবকাশ, পরে সেই অবকাশে আবরণ আসে মনে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'এক বিচারে আবরণ স্বয়ংই বিক্ষেপাবকাশরূপ তার একটা স্থান ক'রে নিতে পারে। যেমন, দুইটি বস্তু একত্র সংযুক্ত থাকিলেও কোনও কীলক সেই স্থানে প্রবিষ্ট হ'য়ে উভয়কে বিক্ষিপ্ত বা ভিন্ন ক'রে দিয়ে উভয়ের মধ্যে আবরণ এনে দিতে পারে, সেইরূপ মায়ার আবরণাত্মিকা-বৃত্তিরূপ কীলক জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সংযুক্ত অবস্থার মধ্যে স্বয়ংই প্রবিষ্ট হ'য়ে জীবকে ঈশ্বর সেবা-সংযুক্তাবস্থা হ'তে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিতে পারে।'

জীবের স্বতন্ত্রতাই এইরূপ বিক্ষিপ্ত হইবার কারণ। জীব যখন সেবায় নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করে তখনই জীবের বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এই নিরপেক্ষতা বা শান্তভাব আমাদিগকে সেবার দিকেও লইয়া যাইতে পারে আবার বিমুখতার দিকেও টানিতে পারে। ইহারই নাম তটস্থভাব। সুতরাং এই শান্ত বা নিরপেক্ষ অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক। এই নিরপেক্ষ অবস্থায় কেহই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না বা পারিবে না। হয় সে মায়ার দিকে—নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের দিকে, না হয় সেবার দিকে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের দিকে যাইবেই যাইবে। এ জগতে ভক্তপক্ষ ও অভক্তপক্ষ, ভগবৎপক্ষ ও মায়াপক্ষ—এই দুইটি পক্ষের কথা শোনা গেলেও প্রকৃতপক্ষে পক্ষ কিন্তু একটি—যাহা কৃষ্ণের পক্ষ, যেপক্ষের লোক প্রভুপাদাশ্রিত গৌড়ীয়মঠবাসিগণ। এই কৃষ্ণপক্ষের লোকগণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সকলকেই কৃষ্ণের সেবক দেখেন। সুতরাং এখানে দলাদলির কোন কথা নাই। তবে অজ্ঞগণ একথা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপক্ষের লোকের সহিত বৃথা বিবাদের সৃষ্টি করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে মাত্র। পরদুঃখদুঃখী ভক্তগণ তাহাদের সেই দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হন এবং তাহাদের মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—'নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম স্থাপন না যায়'। এই নিরপেক্ষতা ভোগ ও ত্যাগের প্রতি, সেবার প্রতি নহে। সুতরাং আকর্ষণ ও বিকর্ষণের প্রতি নিরপেক্ষ হওয়া—ভোগী ও ত্যাগীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করাই মঙ্গলের পথ। কে সাধু, কে অসাধু বুঝিতে পারিতেছি না—এইরূপ কপটতার ভাণ করিয়া বেশী নিরপেক্ষতা দেখাইতে গেলে সংসারই লাভ হইবে অর্থাৎ কপট আমার ভাগ্যে কপট বন্ধুই জুটিবে, কিন্তু নিষ্কপটতা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই নিরপেক্ষতারূপ বিপজ্জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রকৃত সাধুর সঙ্গ পাইবেনই পাইবেন, ইহা নির্ভুল সত্য কথা।

আমরা ভগবানের সেবক, একথাটা যত দিন না আমরা বুঝিতে পারি, গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় যত দিন আমরা ভগবদ্দাস অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি, যতদিন পর্য্যন্ত এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা আমাদের না আসে, ততদিন আমরা বিপদ্গ্রস্ত থাকিতে হইবে। ততদিন কেবল-'কখন ভোগের কখন ত্যাগের ছলনায় প্রাণ নাচে'। সুতরাং ভগবৎস্মৃতি আমাদের সর্ব্বক্ষণ থাকা দরকার। ভগবান্কে যে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইব সেই মুহূর্ত্তেই বিপদ্। ভগবানের ভজন সর্ব্বদাই হওয়া চাই। সাধুসঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ নিরন্তরই করা চাই। নিরপেক্ষ থাকিলে ঠকিতে হইবে। যদি ভজন-নৈরন্তর্য্যের একটুকুও অভাব হয় অর্থাৎ মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই আদেশ সাধুসঙ্গে থাকিয়া পালন করিতে না পারি তাহা হইলে সেই ছিদ্র বা অবকাশ পাইয়া মায়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া ফেলিবে তখন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, আমরা দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে থাকিব।

আমরা দুর্ব্বল জীব। এই দুর্ব্বলের দ্বারা সবলের সেবা কি করিয়া সম্ভব হইবে? 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। সুতরাং ক্ষুদ্র আমরা, অভক্ত আমরা, দুর্ব্বল আমরা কিরূপে ত্রিভুবনে বলীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইব? দুর্ব্বলের বল নাই, সামর্থ্য নাই সত্য, কিন্তু সে ত' সবলের শরণ লইতে পারে—ভক্তরূপে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারে। এই প্রপত্তি বা শরণাগতি আসিলেই সব বিপদ কাটিয়া যায়—সবল দুর্ব্বলকে রক্ষা করে দুর্ব্বল নিশ্চিন্ত হয়, নির্ভয় হয়। দুর্ব্বলের ইহাই একমাত্র উপায়; কিন্তু এই একমাত্র উপায়কে বাদ দিয়া যতদিন আমরা নিজের শক্তির উপর বা নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে চাই, ততদিন আমাদের মঙ্গল হয় না—ভগবানের সন্ধান আমরা পাই না। এইরূপ নিরাশ্রয়ভাবে সংসারযাপন করিয়ে ক'রতে সাধুসঙ্গে যখন আমরা আমাদের মাথা নত করি ও সরলভাবে অকিঞ্চনতা উপলব্ধি ক'রতে পারি তখনই শাস্ত্র-কথিত পরম মঙ্গলময়ী ভগবৎ-প্রপত্তির কথা আমাদের চিত্তে স্থান পায়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজের বাহাদুরীর প্রতি নির্ভর না করিয়া হরিজনগণের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতঃ তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন ক'রতে করিতে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হন।

ব্রহ্মচর্য্য

[মেদিনীপুর জেলার হোড়খালি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজীর প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

মাননীয় শিক্ষক ও সজ্জনমণ্ডলি, প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আজকে আমাদের বক্তৃতার বিষয় হ'চ্ছে—'ব্রহ্মচর্য্য'। ব্রহ্মচর্য্য কা'কে ব'লে, কোন্ উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হ'তে পারে, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা চরমে আমাদের কি লাভ হ'বে—এই তিনটি বিষয় কথাবলে মধ্যে অল্পকাল বিষয় আলোচনা ক'রবার আশা ক'রছি। ক্ষুদ্র জীবনে অল্প বা অধিক বয়সে সঞ্চিত জ্ঞানের পসরা আপনাদের নিকট বিলাবার জন্য উঠি নাই। মহাজনের বাণীতে শুনেছি—'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্'। তাতে একমাত্র সঞ্চিত জ্ঞানকে অজ্ঞানেরই প্রতিধ্বনি বলা হ'য়েছে। ধন, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, এমনকি বা অলৌকিক ক্ষমতার সঞ্চিত

জাগের অবস্থা আছে। আবার সেই অবস্থাটিও নশ্বরধর্ম্মযুক্ত। অধিক বয়সে ম'স্তিষ্ক ঠিক থাকে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব চলে যায়। তাই আমরা নিজ নিজ জীবনে সকিঞ্চ অজ্ঞান বাদ দিয়ে "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা" এই বাক্য-নীতি অনুসরণের ব্রত ক'রছি। বেদ-বেদান্ত-পঞ্চরাত্র বা শ্রৌতধারার অনুসরণে অনাদিকাল হ'তে যে আচার বিচার আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে তদনুসরণে আলোচনায় অগ্রসর হ'চ্ছি।

তাহতে উক্ত মনুষ্যসমাজে গুণ-কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিটি বর্ণ ও আশ্রম বহু প্রাচীন কাল হ'তে চলে আসছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রম। আশ্রম-বিচারে ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে এক প্রকার বিচারে কেহ বলে থাকেন—'বীর্য্যধারণং হি ব্রহ্মচর্য্যম্'। কোন কোন মনীষী অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃত্তিকে ব্রহ্মচর্য্য আখ্যা দিয়াছেন। অষ্টাঙ্গমৈথুন কি—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আট প্রকার চিন্তা হ'তে নিবৃত্ত হ'তে ব'লেছেন। অসৎ অর্থাৎ যাহা নিত্যকাল থাকে না। এই আট প্রকার চিন্তা অসচ্চিন্তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। অসদ্বস্তুর আপাত-সুখের প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের চোখ ঝলসে দেয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে তার দিকে টেনে নেয়। কিন্তু হায়! পরিণামে ঘোর অন্ধকার সাগরে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্টা সৎ, কোন্টা অসৎ এর মৌলিক তত্ত্ব আলোচনা হওয়া দরকার।

মানুষ চিন্তা না ক'রে থাকতে পারে না; সৎ—না হয় অসৎ চিন্তা সে ক'রবে;—এর মধ্যে compromise নাই। সে হয় সত্যের পথে চলবে, না হয় পশুর স্তরে নেমে আসবে। মানুষ আকারে থেকেও পশুর স্তরে কি ক'রে চলে যায়? এর উত্তরে মানুষ ও পশুর মধ্যে কি পার্থক্য আছে, সেটা আলোচ্য—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—পশু ও মানুষ উভয় জাতির মধ্যে আছে। তাহ'লে আমরা দেখছি—ধর্ম্মই মানুষকে পশু থেকে পৃথক্ ক'রেছে। মানুষ ভগবানের অনুসন্ধান ক'রতে পারে, কিন্তু পশু তা' পারে না। সুতরাং মানুষ হ'তে হ'লে ধর্ম্ম আচরণ ক'রতে হয়, সদাচার পালন ক'রতে হয়, ক্রমপন্থার আশ্রয় স্বীকারও ক'রতে হয়।

আজকাল হাটে বাজারে ব্রহ্মচর্য্যের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে প'ড়েছে। এ সম্বন্ধে আজকাল বহু পুস্তকও প্রকাশিত হ'য়েছে। সময় সময় পত্রিকাদিতেও এর আলোচনা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তাঁ'দের আলোচ্য বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে কোথাও বিকৃত ধারণা আবার কোথাও বা অসম্যক্ ধারণার আতিশয্য পাওয়া যায়। তাঁ'দের আলোচনার মধ্যে আমরা এই শ্লোকটী দেখতে পাই—

ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

—এই শ্লোকটীর বহুল প্রচার হ'য়েছে। পাতঞ্জলে দেখা যায়—'অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ' 'ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ'।

নৈতিকতার চেহারা দেখিয়ে মানুষের ধারণায় দেবতা হ'য়ে কি লাভ? শরীরটা ত' দু'দিন পরে নষ্ট হ'য়ে যাবে। সুতরাং ঊর্দ্ধরেতা হওয়ার প্রয়োজন কি আছে? অষ্টাঙ্গনাথ পুরুষের অষ্ট দৈহিক বল লাভ করাই কি এর উদ্দেশ্য? অসুর বা দৈত্য, হস্তী বা অন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যে ত' প্রচুর বল আছে, আমরা আর কতটুকু সঞ্চয় ক'রবো। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" এই নীতির পুষ্টি করাকে কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ব'লে বুঝে রেখেছেন।

তাই আমরা ব্রহ্মচর্য্যকে দুইভাগে বিভক্ত ক'রেছি (১) শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্য, (২) স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য। যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আমি আমাকে জানতে পারি না, আমার নিত্যকালের প্রভু সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণব্রহ্মের পরিচর্য্যা ক'রতে পারি না, পূর্ণব্রহ্মবিৎ আচার্য্যের সেবা ক'রতে পারি না, যা'তে কেবল দেহ ও মনের সুখের কামনায় অথবা ভাবিকালে ভাল ক'রে ভোগ করার জন্য আপাততঃ কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়-সংযমের ভাণ দেখাই, ঊর্দ্ধ চিন্তা না থাকলে ইন্দ্রিয়দমন হ'বে না জেনে একটা মনের কল্পিত ধর্ম্ম গড়ে তুলি অথবা বৃক্ষের মূল বাদ দিয়ে পত্রে জল-সেচনের ন্যায় কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নিজেকে ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় দিই, আবার কখনও বা শক্তিহীন নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা ক'রে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে স্তব্ধ ক'রে ফেলি, নিজেকে নিজে হত্যা করি—সেইটাকে শুষ্কব্রহ্মচর্য্য বলা যেতে পারে। আর যে ব্রহ্মচর্য্যের কথা শ্রুতি [illegible] কীর্ত্তন ক'রেছেন সেটা হচ্ছে—'আচার্য্য-সেবনং হি ব্রহ্মচর্য্যম্'।

"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"
(কঠশ্রুতি)

ভগবদ্বিশ্বাস, সদ্গুরু বা আচার্য্য-সেবাই এই ব্রহ্মচর্য্যের মূল ভিত্তি। যাঁ'র ভক্ত সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তিনি ইন্দ্রিয়ের নিত্য উপাস্য সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ। স্বরূপোপলব্ধিই এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ। এটা হ'চ্ছে ভাগবতের ব্রহ্মচর্য্য। এই ভাগবত ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা সম্যগ্রূপে প্রকাশিত হ'য়েছে। ভাগবতধর্ম্মের অপর নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সমস্ত জীবাত্মার একমাত্র অবলম্বন। যাঁ'র ভাগবতধর্ম্মে আস্থা নাই—তাঁ'র পরমেশ্বরে বিশ্বাস নাই—তাঁ'র ব্রহ্মচর্য্যপালন আকাশকুসুম-চিন্তার ন্যায় বা হাস্যাস্পদ।

বহুকৃতস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বসিদ্ধিবিনোদনম্।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু চ
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্।

অর্থাৎ হরির ইন্দ্রিয়তোষণই নিজ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল প্রয়োজন। আমি ভগবানের নিত্যদাস—তিনি আমার নিত্য-প্রভু, তিনি ভোক্তা—আ'মি ভোগ্য, আমি অণু—তিনি বৃহৎ,—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্যের পথে অগ্রসর হ'লে জীবন সার্থক হ'বে—ব্রহ্মচর্য্য শুদ্ধভাবে আচরিত হ'বে। যেমন অন্ধকার জোর ক'রে দূর করা যায় না, আলো আসার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে চলে যায়, সেইরূপ ভগবানের সেবালোক হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হ'লে তাঁ'র রূপের স্পর্শ এলে, মনের—অন্তরের সব কুৎসিৎ কামনা অমনিই পালিয়ে যাবে। আমাদের জীবনের motto বা goal এরূপ হওয়া দরকার যে, আমরা তাঁ'কে centre ক'রে যেন সব কাজ ক'রতে পারি, বিদ্যার অহঙ্কারে বা এ জগতে কিছু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ক'রে আমরা যেন নাস্তিক হ'য়ে না পড়ি বা নাস্তিক হ'য়ে না যাই। আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ জিনিষটাই হরিবিমুখতা বা নাস্তিকতা। সুতরাং আত্মসুখকাম যে ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য, তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকরমাত্র।

ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা যে চিন্তা করেন, তাঁ'দের সেই চিন্তাধারাটা কি রকমের?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

তাঁ'রা বলেন—হে জগদীশ, আমি ধন, সুন্দরী কবিতা কিছুই চাই না, তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকুক। আমার সুখের জন্য আমি যেন তোমার নিকটে কিছু না চাই। দুঃখ পরীক্ষা দিতে হ'লে আমি যেন না চিন্তা করি, হে ভগবান্, আমায় পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেও। কেবল এই প্রার্থনা—আমি যেন আমার জীবন-কুসুমকে নিত্যকাল তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রতে পারি।

ইন্দ্রিয়ের রাজা হচ্ছে মন, সেই মনের গতিটাকে সাধুসঙ্গে কীর্ত্তনমুখে ঠিক ক'রতে পারলে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় নিয়মিত হ'য়ে যা'বে, জিহ্বাবেগ, উদরোপস্থবেগাদি আর থাকবে না। কিন্তু কি ক'রে হ'বে?

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

ভগবানের পাদপদ্ম-সেবা-চিন্তায় যদি মনোনিবেশ ক'রতে পারি, তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি সেইদিকে মুখ ফিরাবে। কিন্তু ভগবৎসেবা বাদ দিয়ে কৃত্রিম যমাদি যোগপথ অবলম্বন ক'রলে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যাবে না, কখন এসে যে পিশাচী গলা টিপে ধ'রবে তার ঠিক নাই, জোর ক'রে কৌপীন আঁটলে অথবা গুহার কেন, গঙ্গার স্নান ক'রলেও কিছু হ'বার উপায় নাই। এরূপভাবে প্রাচীন কাল হ'তে ব্রহ্মচর্য্য সাধনের জন্য বহু অভিযানের কথা শুনতে পাই, কিন্তু তাতে মুকুন্দসেবা বিপর্য্যস্ত হওয়ায় নিষ্ফলতোষক হ'তে দেখেছি। বিশ্বামিত্র মুনির ব্রহ্মচর্য্য, মেনকা অপ্সরার রূপের ঝলকে নষ্ট হ'য়েছিল। সৌভরি ঋষি ব্রহ্মচর্য্য সাধনের জন্য জলে ডুবে তপস্যা আরম্ভ ক'রেছিলেন। কিন্তু মাছে মাছের স্পর্শ দেখে ব্রহ্মচর্য্যের দাও হ'তে সেসব নিয়ে পরে গৃহস্থে মনোনিবেশ ক'রেছিলেন। তাই মহাজনগণ ব'লেছেন, ভগবৎপাদপদ্মে বিশ্বাস বা শরণাগতি না আসলে ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হ'তে পারে না—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

যাঁ'র ভগবৎপাদপদ্মে অনন্যা ভক্তি আছে, সমস্ত সদ্গুণ তাঁ'কে আশ্রয় ক'রে বাস ক'রেছে। তিনি শান্ত, তাঁ'র চরিত্র পবিত্র, অন্তঃকরণের ন্যায় নির্ম্মল, সেখানে মলিনতার লেশ মাত্রও সেখানে ইন্দ্রিয়দমন আনুষঙ্গিকভাবেই হ'য়ে যায়। কিন্তু শ্রীহরিতে যাঁ'দের ভক্তি নাই তা'রা সর্ব্বদাই

(অতঃপর ৬৪ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ মূলমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি-প্রদর্শনী এবং নদীয়া প্রকাশ-মন্দির আছে।
রক্ষক শ্রীনবকিশোর ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাচ্যপ্রতীচ্য-দার্শনিক-শিক্ষাপ্রচার আদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক — মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিলাস।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এক্ষণে বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীবংশীগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
চাঁদ কাজী গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ত্রিদণ্ডি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিনোদকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ শাহনগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীশ্যামদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনাথদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়া
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একচক্রামঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ পণ্ডিতের পাট
কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভক্তিশাস্ত্রী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ

(২৪) গোপাল গৌড়ীয়মঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) সনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
২নং অকল্যাণ্ড রোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মাহেশ-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ বক্সার, জেলা সাহাবাদপুর, ই-আই, পি
রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীকেশবপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) ভাগলপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভাগলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
সুরজ কুণ্ড, গয়া
রক্ষক শ্রীঅনিরুদ্ধদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) কাশী গৌড়ীয় মঠ
১২২নং সোনারপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রীসাধনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক শ্রীসদানন্দকিশোর ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী মথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠশাখা
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন
রক্ষক—ভক্ত শ্রীগৌরমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) কাম্যবন গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ কামবন, মথুরা

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—গোস্বামী,
পোঃ জোড়গ্রাম, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং ওয়াটার রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন বিল্ডিং: বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল-রাধা-গোপীবিহারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ব্রহ্মচারী অধিকারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরুক্মিণীসহ গোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামানন্দ বিদ্যালঙ্কার

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীমদনগোপালের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) সিদ্ধ বকুল, পুরী

(৫৬) সাক্ষীগোপাল
রক্ষক শ্রীনবকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) জিয়ড়-নৃসিংহ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাদাবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা
রক্ষক—শ্রীরাধা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকপিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিশাস্ত্রী

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রীমহেন্দ্রকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) রামজীবনপুর প্রপন্নাশ্রম মঠ
রামজীবনপুর পোঃ ঐ (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ আমলাজোড়া (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুড়ুমগ্রাম, পোঃ চিড়ুগ্রাম, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ সেনশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম
৮০।৮১ নং ৪৯ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্যাডোগান রোড
গ্ল্যাডস্টন, লণ্ডন, এস ই
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস
বড় চাটার্জ্জি লেন
বিবেকানন্দ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রূপা চাল	৫৸০
ঐ মর্তা	৫৲
চাঁপাখোপ	৭৲-৭৷০
কুঁকড়ুনী	৫৷০
পাটনাই নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ঝাজরে তোয়ালী	৪৲
ঐ বেগুন	৩৸৵০

আতপ—

ভুজ আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
কাঁকড়ুলী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
চাঁপাখোপ	৮৲
ঐ বেগুন	৩৵

চিনির দর

..., টাইপ	১০৷৵০
...র ১০০০ নং	১০৵০
...দানা	৯৷০
...র সাদা	৮৷০—৯৵০
...র লাল	৭৸০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

...দের বাট	৩৪৷০
...প	২২৲
...গিনবার	৫১৷০

পাটের দর

...—	৪০৸০
...—	৪০৸০
...—	৪১৷০
...রের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

... ময়দা প্রতি মণ	৬—৬৸৵০
...নম্বর ঐ	৬৲—৬৵০
...ঐ	৫৸৵০—৫৸০
	৬৲—৬৵০
(বি)	৫৸০—৫৸৵০
...নং (২	৫৵০—৫৷৵০
(এল)	৫৲—৫৷০
(কে)	৪৸০—৪৸৵০
...নং (৩)	৪৷০—২৸৵০
ঐ	১৪৵০—১৪৸০
	১৪৵০—১৪৸০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
	৫০৲
ঐ	৪৫৲
...ম	৩৩৷০

ভার	৪৬৲
...কাবুল	৩৬৲
খাজা পাকা	৩১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
প্যাঃ শটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর কাঃ৪ টন
লোহার কাঠ (কড়ি বা বীম)	
মার্কা	৮৸০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা স্টিল টেস্টেড কড়ি বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ কড়ি (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৭৷০—৮৷০
টাটা প্যাঃ করগেট সীট।	
২৪ গেজ—	১৩৸৵০
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৪৵০
২৪ গেজ—	১৪৸৵০
২৬ গেজ—	১৩৸৵০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৭৸৵৫—৮৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
সেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷০—৬৷০ টন
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯.—১০৲	
ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
টিন পাতি, গোলটু, নয়াহে	৮৷০—৮৷৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের	
টন	৭৷০—১০৷০
নূঃ ইস্পাত আমদ ২৫৲	বক্স ২৩৷০
৫টকলের চালমণ ৫৵০, পাটের হাঁসমণ ৬৷০	
ভুসার চালমণ ৪৷০	

ঘৃতের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আমেরিকা স্পেশাল কাইন	৫৩৲
লিট্ল আমেরিকা গুড	৪০৲
কলাপি সুপিরিয়র কাইন	৪৩৲
ভাবর্ণ ভালো	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেঙ্গলি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা মাল	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭
কাটা সুপারী	
কাট খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
নং. নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সুবোধ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৮ ও ভগবান বাট লোহাপট্টি, বড়বাজার
কলিকাতা

পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।
মজুরী

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোনার নানাবিধ হাল ফ্যাশনের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৬১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্
১২৪-১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

কেভ্রোল

—প্রশংসা—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন সাংঘাতিক জ্বরের উষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-লাগুড়া, সাবটু এবং অন্যান্য পালাজ্বর জ্বরে "কেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

সেবনের বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, দুধ ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা দাম ৭০ প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নদীয়া বেঙ্গল)

৭২-২৭১নং গলি পোঃ খাঃ টাঁকশাল, রেঙ্গুন

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবতীর্থজীদের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণকায় ... একমাত্র উপায় ... পাচন ... অজান্তে থাকিবে। ... এবং ... পাচন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার ... কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন শক্তিমান শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের স্নেহভাজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৬৲
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

——

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে, বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমবার প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যভামা গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাড়া মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

**প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।**

——

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য
ইহা ডবল ক্রাউন-আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরত্ন এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C 1844

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৮৯]

বিবিধ সংবাদ

——(১(২২)০)——

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

গত শনিবার মধ্যাহ্ন হইতে নদীয়ার রাজার প্রাসাদের নাটমন্দিরে বিরাট বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। দিনদ্বয় অধিবেশনের কার্য্য চলে। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রথম দিনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গলার নানা স্থান ও বাঙ্গলার বাহির হইতে বিশিষ্ট প্রবীণ ও তরুণ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরুষ ও মহিলা সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন। এই মণ্ডপে একপার্শ্বে মূল সভাপতি, শাখা সভাপতিগণ ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের জন্য একটি মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহিলাদের জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। মণ্ডপের বিভিন্ন স্থানে লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ যতীন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিভিন্ন শাখার সভাপতি ও প্রতিনিধিগণ ঐ দিবস সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। সাহিত্যিক, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দর্শক মিলিয়া প্রায় দুই হাজার নরনারী সম্মেলনে যোগদান করেন।

বিভিন্ন শাখার সভাপতি ও সভানেত্রীগণ; যথা—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত (সাহিত্য), শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সাংবাদিক সাহিত্য), শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস (কাব্য), শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (মহিলা সাহিত্য), শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী (বৈষ্ণব কীর্ত্তন), ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী (ইতিহাস), ডাঃ হরিদাস ভট্টাচার্য্য (দর্শন), শ্রীযুক্ত যামিনী গাঙ্গুলী (চারুকলা)। ইঁহারা কৃষ্ণনগরে আসিয়া শনিবারের অধিবেশনে যোগদান করেন।

———

মুড়াগাছায় কৃষক সভা

গত ২৯শে জানুয়ারী নদীয়া জেলার মুড়াগাছা গ্রামে কৃষক ও মজুরদের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। চাষ ও পশুপালন কার্য্যে গোচারণের নির্দ্দিষ্ট মাঠ একান্ত প্রয়োজন বিধায় এই সভা সরকারবাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

২। মুড়াগাছার অন্তর্গত জমীদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া যে গোচারণ বন্ধ করাইয়াছিলেন এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করাইয়াছিলেন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় তাহা উঠাইয়া দিয়া যে সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এই সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

৩। ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইলে প্রজারা খানিকটা ঋণভার হইতে রেহাই পাইতে পারে বিধায়, এই সভা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশন

গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট পেশ করেন। বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯৩৭-৩৮ সাল—আয় ২৪০৩২০০০টাকা, ব্যয় ২৬২৫৬০০০ টাকা, ঘাটতি ১৯৪৭০০০ টাকা, ১৯৩৮-৩৯ সালে আয় ২৪৫৭৫০০০৲, ব্যয় ২৬৯৯৬০০০৲, ঘাটতি ২৩৬১০০০৲

১৯৩৭-৩৮ সালের সংশোধিত হিসাব উপরে দেওয়া হইল। ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাব বাজেটের প্রাথমিক অনুমান। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রাথমিক অনুমানে আয় ২৪৭৭৫৫০০ টাকা এবং ব্যয় ২৭২৮১০০০ টাকা ধরা হইয়াছিল।

১৯৩৭-৩৮ সালের প্রারম্ভে ৭২২৩০০০৲ টাকা হাতে ছিল (সংশোধিত হিসাব)। ১৯৩৭-৩৮ সালের এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের ঘাটতি মিটাইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ৩৬১৫০০০ টাকা হাতে উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া বাজেটে ধরা হইয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাজেটে শুধু আদায় এবং খরচই ধরা হইয়াছে, মোট প্রাপ্য এবং দেয় অর্থের পরিমাণ ধরা হয় নাই।

এখানে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাথমিক অনুমান অপেক্ষা আয় ব্যয়ে [illegible] বৈষম্য [illegible] থাকে; নূতন কাজের জন্য প্রাথমিক অনুমানে বহু টাকা বরাদ্দ করা হইলেও [illegible] টাকাই শেষ পর্য্যন্ত ব্যয় হয় না। সুতরাং ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ঘাটতির অঙ্ক অনেক কম দাঁড়াইতে পারে।

———

জলপাইগুড়ি ৫২ ঘণ্টা বৃষ্টি

বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথমদিকে কাংড়া উপত্যকায় ক্রমাগত ৫২ ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়াছে। ফলে বহু লোক ও জন্তুর প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং শস্য ও অন্যান্য সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। কাংড়া হইতে ৮ মাইল দূরে বজ্রপাতে ৮টী গরু নিহত হইয়াছে। অপর একটি গ্রামে একটি বজ্র পড়ে। এই বৃক্ষটিতে দুইটি গরু বাঁধা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মৃত্যু হয়। নিরুদ্দেশ একটী স্ত্রীলোক একটি ছোট নদী পার হইবার সময় ভাসিয়া যায়।

নিউমোনিয়া রোগে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নীচু রাস্তা জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং বহু রাস্তায় একেবারে জল জমিয়া লোক চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

কাংড়া উপত্যকার কোপারলহর ও জ্বালামুখী ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনে নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে প্রকাণ্ড পাথর খসিয়া পড়ায় ঐ লাইন আটকিয়া যায়। ফলে কয়েকঘণ্টা গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল।

———

চন্দনা ও কুমার সংস্কার

গত বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত এস, কে, দাশগুপ্ত এম-এ, এম বি-ই মহাশয়ের নেতৃত্বে ফরিদপুর সেবা-সমিতির শ্রীযুক্ত আজহার আলী মৃধা এম-এল-এ, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, দেবেন্দ্রনাথ সিকদার, চৌধুরী গোলাম মওলা ও সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণী-মোহন চাকদার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এ ডিন, আই-সি-এস, মহোদয়ের সহিত চন্দনা ও কুমার নদীর সংস্কারের সম্পর্কে দেখা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বৈধ্য সহকারে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন এবং চন্দনা নদী ও কুমার নদের যাহাতে সংস্কার হয় তজ্জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। স্থিরীকৃত হয় যে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলবী তমিজুদ্দিন সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যথাযোগ্য সাহায্য করিবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাহুন-আদবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গানগুচ্ছ ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগৌরতত্ত্বঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চন-দর্পণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। স্বরূপভাগবনী বা সারাবরণভূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। তত্ত্বদেবর
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সারংবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তশতকম্ ।০
৬৪। স্তবস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনমিটিগেটেড ডিজেকশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তের পরিচালনায় গৌড়ীয় মঠ হইতে সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরবাণী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভক্তিপাল সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। ঐ সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাপাঠের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রবর্তক রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, মঙ্গলবার } ২৮৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::)•(::——

গঞ্জামে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ গঞ্জাম জিলান্তর্গত কোবিদুল গ্রামবাসিগণের আহ্বানে গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যাকালে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক 'জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্মে তাপ॥'—ইহা প্রামাণ্যভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তৎপর দিবস তথা হইতে বাহির হইয়া স্বামীজী কুরুগ্রামে উপস্থিত হন। উক্ত গ্রামবাসী শ্রীজগবন্ধু প্রধানের উদ্যোগে একটী সভার আয়োজন হয়। ঐ সভায় স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণলীলার গৌরপার্ষদ সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারীজীর মৃদঙ্গবাদনে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। উক্ত গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী অকরাপাদী ও বাক্রী গ্রামে বলাকরে উৎকল বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য ও মানবজীবনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ঐ প্রকার প্রচারবৈশিষ্ট্য দর্শন করত তত্রত্য অধিবাসিগণ 'বলেন শ্রী'র গান করেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর সাহু মহাশয়ের অনুরোধে স্বামীজী মহারাজ উক্ত গ্রামে আরও একদিন থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর সাহু রায় মহোদয়ের সেবাচেষ্টা 'বিশেষ প্রশংসার্হ।

ঢাকায়

গত ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীপাদ [illegible] পাদপদ্মের বাদাধিকারী প্রভৃতি কতিপয় সেবকবৃন্দসহ ঢাকা জেলার অন্তর্গত টীকারী নামক একটি বিশিষ্ট গ্রামে [illegible] বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। ব্রহ্মচারীজী ঐ দিবস টীকারীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র পাল মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানাথ পাল, টীকারী এম-ই ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার, অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মধুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭॥ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত স্থানীয় শ্রীশ্রীহরি মন্দিরে এক বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সমক্ষে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় প্রদান করত মুমূর্ষু জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১৯ অধ্যায় অবলম্বনে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব গোস্বামীর বিচার প্রদর্শন করেন। চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলেরই ভক্তিহীন একমাত্র অপরাধ, ইহা বহু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বিশিষ্টভাবে প্রতিপাদন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও নামাদি কীর্ত্তন হয়। উপস্থিত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত বিজয়প্রকাশ বাগচী, চাইম চেয়ারম্যান (টীকারী মিউনিসিপালিটি); ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মধুনাথ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সরকার হেড্ মাষ্টার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রমোহন সেন, এসিষ্ট্যান্ট হেড্ মাষ্টার টীকারী হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জমিদার। স্কুলের পণ্ডিত এবং ছাত্রবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

মুরাদাবাদে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রি ৯ টায় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে মুরাদাবাদে আগমন করেন। সহরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রবৃন্দ স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে নিয়মিতভাবে উক্তবিষয় প্রেরণাদের বাবার্থক প্রচারক প্রেরণ করায় সহরের বিভিন্ন স্থানে বেশ সাড়া পড়িয়া যায়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষয় ও তাঁহার আচারিত শিক্ষাদর্শের অবগত হইবার জন্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী গোপাল-বাগচীর মন্দিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক এবং বৈষ্ণবগণ রাত্রি ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ৬ই ও ৭ই তারিখে টিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত কানহাইয়া লালজীর সাদর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার বাসে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যামুখে প্রদর্শন করেন। তথায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। নগরবাসী ব্যক্তিগণ সঙ্গে সহাস্যে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। স্বামীজীর মধুর আলাপে সকলে মুগ্ধ হন।

শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের ভক্তিকথার মর্ম্ম

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মদনমোহনের শ্রীমন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হ'ল না। ঐ সকল সোনার জায়গায় [illegible] চিরকাল পরিত্যাগ ক'রে যাঁরা শুদ্ধাভক্তিপথ আশ্রয় ক'রে গিয়েছেন [illegible] যে—শ্রদ্ধা শ্রেষ্ঠ সে—নাম্নে ভজন করা [illegible] তাঁদের পদে কাল ক'রে থাকেন।

শাস্ত্রে কথা আছে, উপর জিজ্ঞাসা, [illegible] ঘিনি [illegible] মনো-[illegible] মানব, একটা আমরা যেন ভুলে না করি। [illegible] ধন্য [illegible] ও সেবা-জাতার উদয় হয়। দূর্ভাগ্য দোষে [illegible] মহাপ্রভু [illegible] গৌরাঙ্গ-আশ্রয়ে আমাদিগকে যে কঠোরতর আদর্শ দেখিয়েছেন তাই আমাদের অনুসরণীয় হউক। [illegible] [illegible] শিক্ষা দিয়েছেন আমাদিগকে যে বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, আমরা যেন সেই আদর্শ অনুসরণ ক'রে বৈরাগ্যের প্রতি নত হই—ইহাই আমাদের শ্রীগুরুদেবের বাণী [illegible]

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

দেব ও সদাশিত বৈষ্ণব কুলের [illegible] -তাঁহাদের মাধ্যই কুলের বর্দ্ধিত। স্থাবর-জঙ্গম --সকলকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ না [illegible] (মধ্যম) [illegible] প্রবল [illegible] মধ্যকে অপদর্শন [illegible] ভোগ [illegible] আসিয়া সাধকের [illegible]।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

[illegible]

শ্রীল [illegible]-সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ গোবিন্দ মাধ পদার গৌরাব্দ ৪৫১

সজ্জন— দক্ষ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

বিষয় বিদ্গ্ধ সজ্জন সাধারণের দৃষ্টিতে কৃষ্ণাবেশ করেন না, তথাপি হরিসেবার সকল কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে দক্ষতা আছে। মৎকর্ম্মিগণ কাম্যফলে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ দর্শনে যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ নিজ ভোগতর্পণ দক্ষতা না দেখাইয়াও সজ্জন তদপেক্ষা দক্ষ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যে-সকল অপস্বার্থগত যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করেন, তাহার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে সজ্জন দক্ষ। সজ্জন অপ্রাকৃতবাদী নহেন, কর্ম্মী নহেন না জ্ঞানী নহেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া, কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বদা অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কুকর্ম্মীদের ন্যায় অসৎকর্ম্মের প্রশ্রয় না দেওয়ায় অথবা পুণ্যময় কর্ম্মবীরের ন্যায় অবৈষ্ণবগণের উপকারে বাস্তবতা প্রদর্শন না করায় তাঁহাকে কখনও অকর্ম্মণ্য বলা যায় না। তিনি নিজ কর্ম্মফল ভোগময় কার্য্যের আবাহন না করিয়া অথবা বিষয়ে একেবারে নিঃস্ব না হইয়া জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিত কেবলা ভক্তে অধিষ্ঠিত হন, তাঁহাকেই অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাভিমানী বলেন। তিনি কৃষ্ণজ্ঞানে প্রোৎসাহিত হইয়া সকল কৈঙ্কর্য্যে দক্ষ।

কৃষ্ণভক্তিতে দক্ষতা না থাকিলে তিনি কখনই কর্ম্মাবরণ এবং জ্ঞানাবরণ উন্মোচনে দক্ষ হইতেন না। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল জ্ঞান সজ্জনকে তাহার দক্ষতা নিবন্ধন পরাভূত করিতে পারে না।

সজ্জন বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রকুশল। অতীব পাণ্ডিত্য ও পাপ পুণ্য তাঁহাকে বাধা করিতে অসমর্থ। তিনি কর্ম্মীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর এবং অতীব কর্ম্মবীরগণের কর্ম্ম-নৈপুণ্যে উদাসীন। এই সকলই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয়। সজ্জন ভৌতিকের সেবা করেন না; অথচ তিনি হরিসেবা করিতে গিয়া ভৌতিককে পরম তুচ্ছ। তাঁহার অপ্রাকৃত কবিত্বে সাধারণ কবিগণ পরাভূত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে বহু পণ্ডিতগণ পরাস্ত। জগতের অনেক প্রতিভাশালী বিষয়ভোগীর কর্ত্তৃত্বে কাব্য-রচনার প্রচুর। কিন্তু সজ্জনগণ তাহা হইতে বিরত এবং তিনি সংযমীগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

সজ্জনগণ নিজ দক্ষতার কথা জগৎকে জানান না বলিয়া সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাদের গুণসমূহ দেখিতে পায় না। কৃষ্ণকৃপাক্রমে উহার জগদ্বাসী জনের আদরের হইলে তিনি সজ্জনের দক্ষতার পক্ষপাতী হন। অসৎ কার্য্যে অনুপ্রবৃত্তি নাই, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার দক্ষতা তাঁহার আছে। তিনি ভগবদ্বিদ্বেষী অসৎ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন। ঐরূপ উপেক্ষা করিয়াই স্বীয় দক্ষতা জগতের আদর্শরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দাসগণ শ্রীহরি-ভক্তি প্রচারকার্য্যে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্বৎসমাজে জানিবার আর বাকী নাই। বিশেষতঃ মায়াবাদিগণের কুযুক্তি খণ্ডন ও সাংসারিক জীবগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণপিপাসা ধ্বংস করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীসনাতন গোস্বামিগণ অত্যপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারফলে আজ জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার ন্যূনাধিক ছয় কোটি লোক দেখা যাইতেছে। এই ছয় কোটি লোকই যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ও দক্ষ তাহা নহে, ইহার মধ্যে যাঁহারা সুদক্ষ তাঁহারাই শুদ্ধ-ভক্তগণের আদর করেন এবং শুদ্ধভক্ত জীবমাত্রকেই বৈষ্ণব জানেন। পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় শ্রীজীবপাদের নাম, কাব্যরচনায় শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ গোস্বামিগণের কথা, অসাধারণ বিনয়-প্রদর্শন কার্য্যে ও অবস্থাকের সাহায্যকর্ম্মে শ্রীজগদানন্দের নাম, শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গীতগুচ্ছ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংরক্ষণ কার্য্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমিত চেষ্টা বৈষ্ণবদক্ষতার পরিচায়ক।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাববাসরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ২২শে মাঘ (১৩৪৪) তারিখে কীর্ত্তিত)

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, স্নেহময়ী মাতৃমণ্ডলি, আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করি। আজ গৌড়ীয়বৈষ্ণব জগতের পরমা বান্ধবী শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-বাসর—শ্রীগৌর-পঞ্চমী। আজ আবার সরস্বতীপঞ্চমী, ভারতের সর্ব্বত্র সরস্বতীপূজা হ'চ্ছে। কিন্তু সরস্বতীপূজা জিনিষটা কি, সে কথাটা অনেকেই বোঝেন না। বস্তুর জ্ঞান না থাকলে অভাবে অনেক সময় বড় বিপদ্গ্রস্ত হ'তে হয়। অগ্নি একটি বস্তু, তার গুণ দগ্ধ করা। যদি সেই বস্তু অগ্নি ও তা'র গুণ না জা'ন, তবে অনেক সময় সেই বস্তু দ্বারা নিজেদের অভীষ্ট সাধন ক'রতে গিয়ে নিজেরাই জ্ব'লে পুড়ে মরি। এইরূপভাবে অজ্ঞতাবশতঃই আমাদিগকে ঐরূপ বিপদ্গ্রস্ত হ'তে হয়। এজন্য বস্তুজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক।

শ্রীসরস্বতী—বাগ্দেবী। শ্রীধর স্বামিপাদ স্তব ক'রে ব'লেছেন

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং
ভজে

—শ্রীনৃসিংহদেবের বদনে সরস্বতী, বক্ষে লক্ষ্মী, হৃদয়ে সম্বিৎশক্তিরূপে কৃষ্ণ বিরাজ করেন। তিনি ভক্তিবিঘ্নবিনাশন। ভক্তিপথ অবলম্বনকারী ভক্তের সকল বিঘ্ন দূর করেন শ্রীনৃসিংহদেব। তাঁ'র বদনে শুদ্ধা সরস্বতী—ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী। ভক্তি যাঁ'র পথ, সম্বন্ধ যাঁ'র ব্রজ, উপাস্য যাঁ'র ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁ'র ভজন পথের সকল বিঘ্ন বিনাশ করেন। আমরা সেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর পাদ-পদ্মে শরণাগত হ'লে 'কোটিকণ্টকরুদ্ধ' ভক্তিপথ আমাদের নিকট সুগম হ'বে। সেই শুদ্ধা সরস্বতীর হেয় প্রতিফলন ছায়া সরস্বতী। এই ছায়া সরস্বতীর পূজাতেই জগতের অধিকাংশ লোক ব্যস্ত, এমন কি বারবনিতাগণও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি ক'রবার জন্য ছায়া-সরস্বতীর আরাধনা ক'রে থাকে। তিনিও দেহের সুখ, মনের সুখ, জড়প্রতিষ্ঠা, জড়বিদ্যা প্রভৃতি মায়ার বৈভব দিয়া বঞ্চনা ক'রে থাকেন।" শুদ্ধভক্তি দিতে পারেন—ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হইতে॥

(—চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭-১১৮)

এখানে কোন্ সিদ্ধান্তের কথা বলা হ'য়েছে? কর্ম্মজ্ঞান-সিদ্ধান্ত নয়, ভক্তি-সিদ্ধান্তের কথাই ব'লছেন। তিনিই সাক্ষাৎ শুদ্ধা সরস্বতী। তাঁ'র কৃপা হ'লেই আমরা ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হ'ব। 'সরস্বতী কৃষ্ণ-প্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া বিনোদের সেই সে বৈভব।' কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি, জীব, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা, অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব—এই গুলি সম্বন্ধজ্ঞানপর্য্যায়ের আলোচ্য, তৎপরে অভিধেয় ও প্রয়োজন উপাস্য-উপাসক-উপাসনায় কে, কাকে, কি ভজন ক'রবে? সতির অজ্ঞানতাবশে পতির সেবা ক'রতে গেলে যে কোন ব্যক্তি এসে পতির স্থান গ্রহণ ক'রে পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট ক'রতে পারে। জগতের—বিশ্বনাথের জ্ঞান না থাকলে বৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলন—এখানে, স্বরূপশক্তির ছায়া মায়াশক্তির—শুদ্ধা সরস্বতীর অপাশ্রিতা ছায়া-সরস্বতীর পূজায় ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তখন তা নিজে না হয় স্বজনাথ্য দস্যুবর্গের সুবিধা খুঁজে বেড়ান। তখন— আমরা "যত্নভরে যায় সেন নবাবে চুরায়।" কভু স্বর্গে কভু নরকে মায়ার নফর হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে।

শ্রীসরস্বতী—বাগ্দেবী চিন্ময়ী, জড়দেবী নহেন। জড় শব্দে ও সঙ্গীতে ব্যস্ত থান হ'লে শুদ্ধচিন্ময়ী বিদ্যাবধূ জীবন—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী—যাঁ'র আগমনী শ্রী আগামী গোবিন্দপঞ্চমীতে হ'বে, তিনি চিন্ময়ী বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁ'র স্তব এই প্রকার—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সেই চিন্ময়ী বাণীর কীর্ত্তনই আজকার দিনের প্রধান কৃত্য। আজ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-বাসর সরস্বতী-পঞ্চমী গৌরপঞ্চমী। শ্রীগৌর-নারায়ণের [illegible] শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আরাধনা নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ মুখ্যভাবে হ'য়ে থাকে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি বিপ্রলম্ভাবস্থায় শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনের সহায় ক'রেছেন। নিজে বিপ্রলম্ভরসে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণময়ী কীর্ত্তনের অনুশীলন ক'রেছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিপ্রলম্ভে শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবিগ্রহ স্থাপন ক'রে গৌর-কৃষ্ণভজন কি ক'রে ক'রতে হয়, তাঁ'র আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন।

আর আদর্শগৃহস্থের বিধিমার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের উপাসনাই যে একমাত্র কৃত্য—শ্রীগৌরনারায়ণই যে একমাত্র কর্ত্তা, ভোক্তা, আর সব জিনিষ তাঁ'র সেবার উপকরণ, তিনিই বিহার ক'রবেন, গৃহস্বামী তাঁ'কে

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

সম্ভব, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। বিধিমার্গে গৌরদাসের কর্তব্য—গৌর-নারায়ণের নিত্য সেবা করা ইহাই শিক্ষা দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে যদি গৌরনারায়ণসেবা না করি, তবে গৃহস্থধর্ম প্রহসনমাত্র হ'বে। ভাগ্যবশে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই সেবার আদর্শ দেখিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, সেই ভক্তির শ্রীগৌরসুন্দরই উপাস্যবস্তু। আমরা সেই বিষ্ণুপ্রিয়া ভাব-ভিত্তিতে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের যে-ভাবে ভজন ক'রে দিয়েছেন, সেই আদর্শ অনুসরণের বিচারধারাই হ'ব। 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম-সঙ্কীর্তন—বিপ্রলম্ভভজন। 'হরা' শব্দের সম্বোধন—'হরে'। 'হরা'-শব্দে শ্রীমতী রাধিকা।

আমরা শুদ্ধগৌরাঙ্গের আনুগত্যে সাধুসঙ্গে থাকিয়া নিরন্তর হরিনাম সংকীর্তন ক'রব। তাহা হ'লেই আমাদের মঙ্গল হ'বে প্রকৃত সন্ধ্যা-পূজার সার্থকতা হ'বে

এখন আমরা আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া. শ্রীগৌর-গদাধরপ্রমুখভক্তগণ যে ভজনরহস্য বর্ণন ক'রেছেন, তাহা "শ্রীশ্রী[illegible]সংলাপ"-গ্রন্থের সর্বপ্রথম প্রবন্ধ হ'তে পাঠ ক'রে শুদ্ধাসরস্বতীর বাণী কীর্তনমুখেই শুদ্ধা সরস্বতীর পূজা বিধান ক'রব।

শ্রীগৌরনারায়ণসহ শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অন্তর্দ্ধানের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন "প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।" এখানে কোন প্রাকৃত সর্পদর্শন বিচার ক'রতে হ'বে না। শ্রীগৌর-নারায়ণের অপ্রাকৃত বিরহই শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের কারণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হ'বার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার অবস্থান, প্রেমভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া পরিণীতা হ'লে লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-সহায়কারিণী, বিপ্রলম্ভলীলার পুষ্টিকারিণী।

গৌরভজনই—বিপ্রলম্ভভজন ; গৌরভজন ক'রলে "সম্ভোগবুদ্ধি" থাকতে পারে না। এজন্যই "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি প্রীত হন গৌর-ভগবান।"—এই কথা মহাজনেরা ব'লেছেন। অপ্রাকৃত জগতে বিরহ বা বিলাস, বৈরাগ্য বা বিলাস—একই জিনিষ। 'বৈরাগ্য কাহাকে বলে বুঝিলাম না—মঠে আসলেই হ'ল" মনে ক'রলে হ'বে না। তা'হ'লে ভাড়াটিয়াগিরি হ'য়ে যাবে। দেহ দিয়ে দারুপূজা প্রতিষ্ঠানায় ভাড়া খাটান' মাত্র হ'বে। স্বরূপের জ্ঞান আবশ্যক। মহাপ্রভু ব'লেছেন—তোমার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-দেবদানব মনুষ্য যক্ষরক্ষ গন্ধর্বকিন্নর—কিছু হ'য়ে কাজ নেই, তুমি কৃষ্ণদাস হও—স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও।

'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'—এইটাই স্বরূপের বিচার, নতুবা আর সব এ জগতের বিচার। আমরা কোন জাগতিক সুখের ফলভোগী বা ফলত্যাগী অকিঞ্চিৎকর বস্তু নই, আমরা স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, যে কোন অবস্থায় পড়ি না কেন, আমাদের বিচার হ'বে—

জীবস্বরূপ হওয়াই আমাদের স্বভাব, সেই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'বে, অভাবে থাকতে হ'বে না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছেন—"বিপ্রলম্ভভজনই—গৌরভজন। সম্বন্ধজ্ঞান স্থির না হ'লে কা'র বিরহে কে কা'কে ভজন ক'রবে? কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞান স্থির না হ'লে সব ব্যভিচার হ'য়ে প'ড়বে। জড়জগতেও দেখা যায়—পুত্র পিতাকে ডাকে, সাড়া দেয়। সম্বন্ধজ্ঞানের কথা সর্বক্ষণ আলোচ্য। ধেয় বিচার আপনা আপনিই আসবে। আমি কে, স্বরূপে আমার কর্তব্যাবিচার আপনা থেকেই আসবে।

মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টপ্রচারকই মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, ওরফে শ্রীআচার্যদেব—ইঁহারা মহাপ্রভুর প্রকটলীলার পশ্চাৎ আবির্ভূত হ'লেও এঁরা মহাপ্রভুর নিত্য প্রিয়পার্ষদ—গৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ সখা।

বিষয়বিমূঢ়িত মনকে ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁটা মারতে হ'বে, এই মনটাই মায়ার ভোজ্য-সাজে কৃষ্ণকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। এই দুষ্ট মনকে যে দৃঢ় বিশ্বাস করে, তার অধোগতি হয়। মনকে সর্বতোভাবে দমন ক'রতে হ'বে। সমস্ত শাস্ত্রই এই কথা বলেন—'সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ'। ইহাই সাধনক্রিয়া, চিদাভাস মনের উপর সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্তনরূপ এই সাধনক্রিয়া চ'লতে থাকে, ক্রমে শুদ্ধ আত্মার বৃত্তি সাধনভক্তির উদয় হয়। সাধনক্রিয়া ও সাধন ভক্তি একজিনিস নয়। এই মনরূপ পাপাত্মার হস্ত থেকে, এই প্রবল পরাক্রম দুর্জয় অসুরের হস্ত থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" মননধর্ম হ'তে ত্রাণ করেন 'মন্ত্র'। শ্রীগুরুদেব সেই পরিত্রাণের 'মন্ত্র' শিখিয়ে দেন। সেই মন্ত্রই মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম।

নামবিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥

দুষ্ট মন যে আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলিয়ে রেখেছে, তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'হরেকৃষ্ণ' নাম সর্বক্ষণ কীর্তনীয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সেই নামের সুষ্ঠু শ্রবণ কীর্তন হ'তে পারে না।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

সাধুসঙ্গ না ক'রলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হ'বে না, চিত্তশুদ্ধি না হ'লে শ্রীনাম উচ্চারিত হ'বে না। সাধুর অনুগমন করার নাম-সাধুসঙ্গ। একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লেই অর্থাৎ অন্যমনস্ক বা অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্তী হ'লেই দুইপাশে দু'টা গর্ত। একটাতে ভুক্তিপিশাচী, আর একটাতে মুক্তিপিশাচী বর্তমান—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥

অতএব সাধু সাবধান! সাধুর অনুগমন করতে হ'বে। মনের সঙ্গে ঐ দুটো পিশাচীর বেশ যোগাযোগ আছে। কিন্তু সাধু বর্মাবরণ ক'রলে ওদুটো পিশাচী কিছুই ক'রতে পারে না। ছয়বেগ, ছয় দোষ, ছয় গুণ, ছয় সংসঙ্গ জান ক'রে জানা দরকার ; নতুবা পদে পদে বিপদ্ এসে আক্রমণ ক'রবে। অনর্থগুলি সাধুর নিকট জানা দরকার। অনর্থ চারিপ্রকার—

(১) তত্ত্বভ্রম—চারি প্রকার
(২) অসত্তৃষ্ণা—চারি প্রকার
(৩) হৃদয়দৌর্বল্য—চারিপ্রকার
(৪) অপরাধ—চারিপ্রকার

অনর্থমুক্ত ব্যক্তিরই নামে নিষ্ঠা বা নৈরন্তর্য হয়। নিষ্ঠাযুক্ত নামকীর্তনে রুচি, তৎফলে নামে আসক্তি, তৎফলে নামগানে রতি। এই স্থায়ীভাবই প্রগাঢ় অবস্থায় নাম-কৃষ্ণপ্রীতি—এই প্রেমই মানবজীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ।

তা'হ'লে এখন দেখুন, আমরা শুদ্ধভক্তি-পীঠ সারস্বতভবন-সদনে না এলে আমাদের সাধুসঙ্গ কি ক'রে হ'বে? এজন্য সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত ষড়্‌বিধ সঙ্গ করতে হয়। তাহা 'দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি' শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু বর্ণন ক'রেছেন। বীর্যবতী কৃষ্ণকথা ব্যতীত মনকে ত্রাণ আর কেউ ক'রতে পারে না।

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনামে সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে প'রহর॥

চিদাভাস মনকে নিগ্রহ করাই শাস্ত্র-তাৎপর্য। নামই তাহার একমাত্র ঔষধ, সদ্গুরুর নিকট থেকে সেই নাম গ্রহণ করতে হবে। আর শ্রীগুরুবৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট—মহামহাপ্রসাদই—একমাত্র সুপথ্য।

আমি বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত—প্রাকৃত দেশকালপাত্রের অধিকৃত কোন বস্তু—ইহা'ই চিদাভাস মনের অভিমান। আয়নার উপর ধুলো প'ড়েছে, তা' ঝেড়ে ফেলতে হ'বে। এইটিই সাধনক্রিয়া, এই সাধনক্রিয়া না ক'রলে অর্থাৎ মলিনতা ঝাড়বার বিচার না হ'লে সাধনভক্তি আরম্ভ হয় না। মনের উপরের ধুলো ঝেড়ে ফেললে আত্মার স্বচ্ছ পরিমার্জিত দর্পণে স্বরূপদর্শন লাভ হয়।

'হরে কৃষ্ণ'নাম উচ্চারণ ক'রলেই 'নাম' হওয়া যায় না। শ্রীনাম—অধোক্ষজবস্তু, শুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত তিনি অন্যত্র প্রকাশিত হন না। তাই নিজ বা অন্যদের সব দূর ক'রতে হ'বে। বিপ্রলম্ভের আবর্জনা গুলির নাম অনর্থ—

এ সকল অনর্থ সাধুসঙ্গে দূর করে। অনর্থাপগমে শুদ্ধসত্ত্বে সাধনভক্তির উদয় হয়। তৎপূর্বে সাধনক্রিয়া চ'লতে থাকে।

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল—হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

কৃষ্ণপ্রেম জ'ন্মলেও সাধুসঙ্গ অপ্রয়োজনীয় হয় না। সাধুসঙ্গ নিত্যকাল থাকবে।

সাধুর কথা শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

সাধুর সকল কথা নিঃশ্রেয়স পথ। শ্রেয়ঃ—আপাতসুখপ্রদ। যাঁরা কনকপুর, কামিনীপুর, প্রতিষ্ঠাপুর ষ্টেসনে আমাদের ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু অপ্রাকৃত চালক করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদের স্বরূপশক্তি সাহায্যাকে নিয়ে গন্তব্যস্থান বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষকে পৌঁছিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করিয়ে দেন। নিষ্ঠের অনুগত হ'য়ে থাকলে গুরুদেব সকল বিপদ্ থেকে রক্ষা করেন। গুরুপাদপদ্মের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবন যাবার পথে প্রাকৃত সৌন্দর্যের কাম-পর্বতের আখড়ায় (অর্থাৎ ঝোপড়ায়) ভাবমণ্ডলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে বঞ্চিত হ'তে হ'বে। কৃষ্ণের লীলাস্থান শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ, গোপীনাথ,

(অতঃপর এ পৃষ্ঠার শেষ কলাম দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেব ... শ্রীচৈতন্য, সর্বাবতারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ ... শাস্ত্রিক ... আছে। রক্ষক — শ্রী ... গোস্বামী।

(২) শ্রী ... গৌড়ীয় মঠ

১৩০ ... কলিকাতা ... শ্রীমূর্ত্তি ... শ্রীধাম ... প্রত্যহ ... গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—শ্রেয়ার্থী শ্রীপাদ নরীচরণ দাস ভক্তিবান্ধব।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারি গুপ্তের পাট

রক্ষক— শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরসুন্দরের ... শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীসূর্য্যকুণ্ড ... নিলয়

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমদ্ ... মহারাজ

(৯) শ্রীনন্দ-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিভু ... শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভক্তিসার ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জামগ্রাম (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জামগ্রাম, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসদেব ঠাকুরের শ্রীপাট ... স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক — শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, ... ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীকোলদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইপাড়া (...)

পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক — ... বাবাজী।

(১৭) শ্রীকৃষ্ণ ... গৌড়ীয়

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীপরমার্থ ব্রহ্মচারী ... ।

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীবননাথ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রঘুনাথ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপাল-মঠ

ফরাসগঞ্জ পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী।

(২৫) পদ্মা গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীগোকুল ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপ্রভু ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীযদুকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

২নং ... দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ফরিদপুর, ... বি

রক্ষক—শ্রীগোপালানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রীকেশবাচার্য্য দাস বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী ... ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং রামপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীপ্রয়াগ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) প্রয়াগ ... মঠ,

পোঃ ... , বি)

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) বজ্রানাভ-কৃষ্ণকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক - শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেদান্ত

(৪৩) গিরিগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সহেজ বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপ্রেমদাস্য প্রদান ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ মথুরা, মথুরা

(৪৭) গোপীবিহারী মঠ—লেলাবাড়ী,

পোঃ ভোজেপ, জেলা ... (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং ... রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) গোবৰ্দ্ধন গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার টাঙ্ক রোড, ... , ... রোডে

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ... বিজয়বিগ্রহের সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ... কল্পতরু

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরগোপালমদনমোহন-বিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রীনবদ্বীপ দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী —স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক— শ্রীকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ ... পুরী

রক্ষক— শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক— শ্রী ... দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপ্রাঙ্গ

রক্ষক— শ্রীলালা ...

(৬০) ভাগবতভজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক -শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(৬২) প্রপন্নাশ্রমমঠ

... পোঃ ... (...)

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীবরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ... (...)

রক্ষক —শ্রীরঘুনাথ ... অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

... নং ... স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

... ৩৯, ... রোড

... লণ্ডন, ডব্লিউ ...

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি ... গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রাজভোগ	৬৸৹
বালাম চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
বাদশা ভোগ	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বাঁকতুলসী আতপ	
সিদ্ধ বেলুন	৩৸৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ বাজারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵৹

চিনির দর

কাশীর, চীনি	১০৷৵৹
মরিশাস ১০০০ নং	১০৴৹
মাদ্রাজী শাদা	৯৹
কানপুর শাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৹
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫৩৷৹

পাটের দর

আষাঢ়ে—	৪০৸৹
মিডল—	৪০৸৹
বটম—	৪১৷৹
বাজার দরের গড়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

দেশী ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৸৵৹
ঐ	৬৲—৬৵৹
চক্কি আটা ঐ	৫৸৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২)	৫৴৹—৫৷৴৹
আটা (এম)	৫৲—৫৷৹
আটা (বে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৸৵৹
গালাই	১৸৵৹—১৸৹
ভুষি	১৷৵৹—১৷৵৹

ঘৃতের দর

	৫৭
ভয়সা	৫৭
রাজহাটা	৫০৲
কৃষ্ণনগরী	৪৫৲
গব্য	৬৩৷৹
মাখন	

ঘাস	৪০৲
কাঠের	৩৬৲
ঢাকা গাওয়া	৪১৸৹
২৬ গেজ—	১৭৸৹
গ্যাঃ শীট ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ হার্ডওয়ার

১২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (কচাই না বাদ)	
মার্কা	৮৸৹—৯৷৹
ঐ বে-মার্কা ফাল্তা গজর	৮৲—৮৷৹
ঐ টাটা বেঁকে বেঁকে গঠনে বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ অবেই (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹—৯৲
এক্সেল আয়রণ (কোনা)	৭৷৹—৮৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট সিট।	
২৪ গেজ—	১৩৸৵৹
২৬ গেজ—	১৩৸৹
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৯৵৹
২৪ গেজ—	১৪৸৵৹
২৬ গেজ—	১৩৷৴৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
কীল	১৴৫—৸৵৹
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৹
গ্রেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৩৸৹
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫৷৹—৬৷৹ হন্দ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন পাটি, বোল্টু, নাটাদে	৮৷৹—৮৷৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
ঐ	৭৷৹—১০৷৹
রুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	বকনা ২৩৷৹

টিকলের হ্যান্ডেল ৫৵৹, গাঁইতির হ্যান্ডেল ৩৷৹

কুড়ার হ্যান্ডেল ৪৷৹

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

ব্যাঙ্কের সোণার কাঠিম	৫৫৲
নাইট্রো আয়েন কদকড	৪০৲
কণাটি পুরাণের কাঠিম	৪০৲
কাবার্ণ আধা	৫৫৲
ঐ কাঠিম	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
লবঙ্গ মাত	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাঁচা সুপারী	
খুঁটি খদিরপত্র	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ বনগ্রাম ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম–মায়াপুরে

——(০ঃ০)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সংলগ্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য দিবা ও রাত্রে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে। খোরাক ও পোষাক সমেত মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——ঃ০ঃ——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্-এর "ফেভ্রোল" অবশ্য সেব্য। এমন বাস্তবিক ফলপ্রদ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, গর্ভা-লাপুতা, শাখটু এবং অজীর্ণ পাকক্রিয়া বাড়ে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার অকল্যাণ টনিক।

সেবনের বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸৹ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷৹ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কস্,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নদীয়া বেঙ্গল)

৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদনী, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং জগন্নাথ ঘাট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ মেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আভ্যন্তরীণ জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্যবরের ভক্তৈকপ্রাণ পরবিদ্যানিষ্ঠ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	।৵
" ইঞ্চি ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম ১৬৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৮।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার পূর্বাভাষ (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

—পোঃ শ্রীমায়াপুর।
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক বিশ্ববিশ্রুত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২৯]

সাহিত্য সম্মেলনে প্রদর্শনী

—(০(:০:)০)—

প্রদর্শনীতে শ্রীচৈতন্যমঠের বৈশিষ্ট্য

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে রাজবাটীরঠাকুরবাড়ীর একাংশে একটী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঐ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রদর্শনীটি খুব বৃহৎ নহে। কিন্তু ইহা হইতে গবেষণাকারীদের বহু বিষয় শিক্ষণীয় আছে।

পরমাহিত্যপতি স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সপার্ষদে আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতেই বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্বে পরবিদ্যাবধূজীবন সাহিত্যপতি শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট পরসাহিত্য বা পরবিদ্যাচর্চ্চার প্রসার সর্ব্বজনবিদিত গৌড়ীয় মিশনের পরিচালক শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য কর্ত্তৃক বিপুলভাবে আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সহস্রাধিক পারমার্থিক গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি, ৩।৪ শত বৎসরের পূর্ব্বেকার বহু পুঁথি, বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বহু পারমার্থিক সাময়িক পত্র, অর্চ্চন ও ভজন মার্গের বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক সুদার্শনিকতাপূর্ণ একটী সুবৃহৎ চিত্রাবলী, বেদ, কথা সমগ্র বিশ্বের বিভাগস্থান বিধানকারী, বিভিন্ন আচার্য্যবর্গের আলেখ্য, শ্রীগৌরাঙ্গপদাঙ্কপূত-স্থানসমূহ সুবৃহৎ ভারতের মানচিত্র, ব্রিটিশ এণ্ড ফিরাঙ্গীর গৌরতে বাঙ্গালায় তথা নবদ্বীপ ও শ্রীধামমায়াপুরের প্রাচীনকালের মানচিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনীতে আনীত হইয়াছিল। এবং শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী দর্শনার্থিগণকে সমস্ত জিনিষ প্রদর্শন করেন ও বিভিন্ন ভাষায় উহা বুঝাইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যের বহু পুস্তক (মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি) পুরাতন পুঁথি, প্রাচীন গ্রন্থকারদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার প্রাচীন দ্রব্যাদি, মৃৎশিল্প, চারুশিল্প প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ভাষা, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান অর্থনীতি সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকালের ও আধুনিক যুগের গ্রন্থকারদের মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, প্রাচীনকালের বস্তাদি, মালা, বল্কল, কাঠের পুঁথি, নদীয়া জেলার আধুনিক ও প্রাচীন লেখকদের নামের তালিকা, কৃষ্ণনগরে নানাপ্রকার পুতুল ও অন্যান্য মৃৎশিল্প, চিত্রাদি, চারু শিল্পাদি প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নদীয়া জেলার প্রাচীন গ্রন্থকারদের রচিত ২ শতাধিক পুস্তক দিয়াছেন।

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহু বাঙ্গলা সাহিত্যিক ও সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর প্রতিনিধি, দর্শকগণ ও বাঙ্গলার সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ আগমন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রদর্শনীতে প্রেরিত দ্রব্যাদির রক্ষক ও প্রদর্শক শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজীর সহিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির তৎসম্পর্কে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়, মঃ মঃ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ তর্কবাগীশ, অধ্যাপক বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুত অমৃতলাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী; শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র মৌলিক (চেয়ারম্যান কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী), প্রবীণ উকিল ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, মিঃ ফজলুল রহমন ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য প্রভৃতির অক্লান্ত চেষ্টা বিশেষ প্রশংসাই

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সম্বর্দ্ধিত

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগর টাউন হলে কৃষ্ণনগর ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে অভিনন্দিত করা হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বিশেষ জনসমাগম হইয়াছিল এবং সহরের সকল গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ছাত্রসম্প্রদায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী তাঁহার সুললিত ভাষায় ছাত্রদের অভিভাষণের উত্তর দেন

উড়িষ্যার শিক্ষা ডিরেক্টার

কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত ডাক্তার ত্রিপাঠীকে সম্প্রতি উড়িষ্যার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিহার উড়িষ্যা একত্র থাকিবার সময়ে কিম্বা পৃথক্ প্রদেশ হইবার পরে এপর্য্যন্ত আর কোন ভারতবাসীকেই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত করা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

———

বকর-ঈদ উপলক্ষে সরকারের ব্যবস্থা

বকর-ঈদ উপলক্ষে যাহাতে কোন গোলযোগ না হইতে পারে, তজ্জন্য লাহোরে ভালরকম পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। বাহিরের পুলিশ ফাঁড়ি গুলি হইতে বহু পুলিশ আনিয়া সহরে রাখা হয়। যে সকল অঞ্চলে গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল, সে সকল অঞ্চলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মুসলমান-প্রধান পল্লীগুলিতে দলে দলে পুলিশ টহল দেয়। লাহোরের সকল ম্যাজিষ্ট্রেটকে সিটি কোতোয়ালীতে উপস্থিত থাকিতে বলা হয়। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর প্রধান তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে। বকর-ঈদের দিন শহিদগঞ্জ আন্দোলনকারীদের একটি দল পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিবে বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

———

পরলোকগত লর্ড রিডেল

লণ্ডনের সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের মালিক লর্ড রিডেলের মৃত্যুর সময় তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯ শত ১ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আবার যে হিসাব হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২ লক্ষ ৮ হাজার ৯ শত ৫৩ পাউণ্ড।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৸০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। জীবন-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-পাঞ্জিকা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাষ্টকম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
। সাধনতত্ত্ব ৵০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চকাষ্টক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যু ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরিচালনায়, গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাশ্রম, শ্রীপুর মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুরাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে সুকীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নির্মৎসর তত্ত্বভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১১শ বর্ষ { ২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ৪ঠা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, বুধবার } ১১০৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::)•(::—

মেদিনীপুরে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ৩১।১।৩৮ তারিখে মেদিনীপুর জেলার বোরডাঙ্গির নিবাসী শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে তদীয় বাসভবনে ঐ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সমাগত বহু শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতার পাঠে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রচারকার্য্যে বাখরবেড়িয়া নিবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—

পঙ্গায়

গত ২৭।১।৩৮ তারিখে সন্ধ্যায় পঙ্গার সর্বজনসাধারণের ইচ্ছায় টীকাদের তাহাদের মন্দিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী -এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের সগুণ ও নির্গুণ ভক্তি বর্ণন-প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

২৮।১।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচরণ সরকার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষার অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রসঙ্গ বাংলাভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২৯।১।৩৮ তারিখে পণ্ডিতজী স্থানীয় জৌহুরীবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে সনাতন-শিক্ষার অভিধেয়-তত্ত্বের অবশিষ্টাংশ হিন্দিভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

৩০।১।৩৮ তারিখে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরীপ্রসাদ মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মচারীজী, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান অবলম্বনে যমরাজ কর্তৃক যমদূতগণের নিকট শুদ্ধ ভাগবত-ধর্মের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

৩১।১।৩৮ তারিখে টীকারী ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রকাশ বাজপেয়ী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিলদেবের সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য পাঠ ও ১।২।৩৮ তারিখে জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণরাম সিংহ মহাশয়ের হরিমন্দিরে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম যে বাসুদেবে ভক্তি তাহা ভাগবতপাঠ প্রসঙ্গভাবে ব্রহ্মচারীজী হিন্দিভাষায় বুঝাইয়া দেন।

২।২।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞাননারায়ণ লাল মহাশয়ের বাটীতে প্রহ্লাদ-উপাখ্যান অবলম্বনে দৈত্যবালকগণের নিকট প্রহ্লাদের ভাগবত-ধর্ম কীর্ত্তন প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

৩।২।৩৮ তারিখে টীকারী রাজস্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা হয়।

৪।২।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারীজী অত্রাজ সেবকবৃন্দসহ টীকারীর নিকটস্থ পসুয়ারের জমিদার শ্রীযুক্ত কেশোনাথ পাণ্ডে মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া সমাগত সজ্জনবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

৫।২।৩৮ তারিখে টীকারী রাজ-হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত এন্, ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নারদ-কর্তৃক কুশাসনে উপবিষ্ট ব্যাসদেবকে ভাগবত-কথা কীর্ত্তনের উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

৬।২।৩৮ এবং ৭।২।৩৮ তারিখে ব্রহ্মচারিগণ আকিরাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সিংহ এবং পসুয়ারের জমিদার শ্রীযুক্ত কামেশ্বর পাণ্ডে মহাশয়দ্বয়ের ভবনে যথাক্রমে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করেন।

চোর বলে ঐ চোর

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নিকট ফাঁকি দেওয়া যায় না: তাঁহাদের নখদর্পণে আমার চিত্রপট নিত্যকাল প্রতিফলিত আছে। একাদশীতে ডুব দিয়া জল খাইলে কি তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া যায়? জগৎ চিরকাল বঞ্চিত, তাই জগৎকে ফাঁকি দিতে পারি।

আমি যে কত বড় সয়তান, তাহা ভাষার দ্বারা বর্ণন করা অসম্ভব। ঐ উপরউক্ত চোরের ন্যায় চৌর্য্যবুদ্ধি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্যকে পূর্ণমাত্রায় অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার ঐ গোপনে অত্যাচারের কথা কেহ যদি বলিয়া দেন, তাহা হইলে তখন আমি'ও ঐ লোককে চাপা দিবার জন্য বলিয়া থাকি, ইহা ঠিক বলিয়াছেন, অমুক, অমুক, বা'ক ঐ সমস্ত দোষে দোষী, আমিও সময় সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আপনি বাস্তবিক কথা বলিয়াছেন। হরিভজন করিতে আসিয়া গোপনে ভোগ চালান ত' উচিত নয়, কিন্তু মুখে ঐ প্রকার বড় বড় কথা বলিয়া অন্যের দোষ প্রতিপন্ন করিলে কি হইবে? নিজে যে ঐ দোষের আসামী, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যাই। শতছিদ্রবিশিষ্ট আমি কিনা অন্যের নিন্দক হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করি, এমন কি অনেক সময় অনেককে বৃথা শাসন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। এই প্রকার না করিলে আমাকে লোকে সাধু বলিবে না, তজ্জন্য অপরের দোষের কথা গলাবাজি করিয়া বলিয়া থাকি। যদি কেহ আমার দোষ বর্ণন করিয়া আমার মঙ্গলের কথা বলেন, অন্যের দোষ সংশোধনের পরিবর্ত্তে নিজের দোষ সংশোধন করাই শ্রেয়ঃ, এবম্বিধ শ্রেয়স্কামী ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া যিনি আমাকে প্রশংসা করেন, তাঁহাকেই বন্ধু বলিয়া বরণ করি।

আমার নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণের কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না, এমনই আমার পোড়া কপাল। ধিক্ আমার বৈষ্ণব-জীবনে! শত ধিক্ আমার সাজা সাধুকে!! শত সহস্র দোষে দোষী, সয়তান আমি আজ আমার ঐ দোষ সাধুদের উপর আরোপ করিয়া 'ঐ চোর ঐ চোর' নীতির অবলম্বনে আমিও চীৎকার করিয়া বলিতেছি, "ঐ চোর ঐ চোর!!!" কি আশ্চর্য্য!

—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-বাগানে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠিত [illegible] নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। উল্টাডাঙ্গা রোড, নং বহুবাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, আচার্য্যচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধ-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও চারখানি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং এক্ষণে বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইপাড়া - (শ্রীবাসঅঙ্গনের পশ্চিম নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠাদহপাটি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুখা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদ্ধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবলিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মছপাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসচ্চর অধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং গুডরোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) মাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিপাড়া, জিঃ সাতারাম্পুর, চট্ট, পি

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীভুবনেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুরা, বৃন্দাবন

(৪০) প্রকটিত শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নবেক্ষ বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ কোটচান, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৩নং ভগবান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তির ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শাপসাপি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (চান্দা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহ, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদশাস্ত্রী অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপহ্যাম, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ভক্তিসাধক গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট্ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যা-এম-সম্পাদিত শ্রীসদানন্দব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
রাজা চাল	৫৷৵০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭৷০
দাদখানী	৫৷০
রূপশালি নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোম্পানি	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
দেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশী, চাইনা	১০৷৴০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাদ্রাজী সাদা	৯৷
তারপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
তারপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷০
রুপার	৯৯৲
চাদিবার	৫৯৷০

পাটের দর

বাদামী—	৪০৷৵০
মিডল—	৪০৷৵০
টপ—	৪১৷০
রাজার ঘরের মাল—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
প্যানকেক ঐ	৬৲—৬৵০
চকিসোড ঐ	৫৷৵০—৫৷৵০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৵০—৫৷৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫৷/০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৵০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৵০
পাপাড়	১৷৵০—১৷৵০
ভুষি	১৷৵০—১৷৵০

ঘৃতের দর

অজয়	৫৭৲
রামজীবন	৫৭৲
কুমারখালী	৪০৲
মধ্য . . .	৪৫৲
পাতিহাল	৩৪৷০

জায়	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
ছাড়া পায়রা	৪১৷৵০
২৬ গেজ—	১৭৷৵০
প্যাঃ ঘটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গীর)

মার্কা	৮৷৵০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট গীর সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (গীর)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৵০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৷০—৮৷০

টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷৵০
২৬ গেজ—	১৩৷০
২৮ গেজ—	১৮৲

টাটা প্যাঃ প্লেন শীট

২৪ গেজ—	১৪৷৴০
২৬ গেজ—	১৩৷/০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
সীস	৷/৫—৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (খাজিল)	১০৷০
শেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৩৷৵০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৫৷০—৬৷০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, শরাবে	৮৷০—৮৷৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৭৷০—১০৷০

মুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ নকল ২৩৷০

চটকলের হালদণ ৫৵০, পাটের হালদণ ৬৷০

তুলার হালদণ ৪৷০

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আহমেদ গোলার কাটন	৫৪৲
নিউ জ আবেদ কাকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ কাটন	৪০৲
গাধার্ভ ভাবা	৫৫৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকল সাদ	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	
শুট খরিদদর	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এণ্ড সন্স লিঃ

৮-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও পেক্ষকানাদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—::০::—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিকেল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্ম্মা-নাগপুর, দার্জ্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "কেভরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টামওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা; বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডকোর্ট হাউস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪-	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ইং ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ : গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন্ আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্র" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থা ১৩।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক শ্রী একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

গৌড়মণ্ডল-শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-

সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদ্বংশ্যনুচরাধি

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদ কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

[illegible] 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত

আচার্য্যবর

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব

পরবিদ্যাভূষণ

প্রভু কর্ত্তৃক

পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৯১]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

গৌরীশঙ্কর পর্ব্বত অভিযানকারী দল

গৌরীশঙ্কর পর্ব্বত অভিযানকারীদের নেতা মিঃ ভাব্রুত এবং [illegible] দলের সদস্য মিঃ এরিক সিপটন শনিবার প্রাতে ই, আই, আর এর বোম্বাই মেল যোগে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। মিঃ এস, এ, স্মাইথ নামক আর এক জন সদস্যের [illegible] মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে।

মিঃ সিপটন ১৯৩৩ সালের গৌরীশঙ্কর অভিযানকারী দলের সদস্য ছিলেন। [illegible] পরে মিঃ টিলম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিলে [illegible] তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য পন্থার সম্বন্ধে কিছু বলিতে অস্বীকার করেন।

সুগার ফ্যাক্টরী আইন

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের এক অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ, গবর্ণর ১৯৩৮ সালের সুগার ফ্যাক্টরী নিয়ন্ত্রণ আইনে সম্মতি দিয়াছেন।

গবর্ণর সুগার কণ্ট্রোল বোর্ডের গঠনতন্ত্র, [illegible], কর্ত্তব্য এবং কার্য্যাবলী সম্পর্কে যে [illegible] নিয়মাবলী তৈরী করিয়াছেন, গেজেটে তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে।

গবর্ণর বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রীদ্বয়, বিহার ব্যবস্থা পরিষদের মিঃ বিপিনবিহারী বর্ম্মা ও মিঃ [illegible] খাঁ, যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ হরগোবিন্দ [illegible], চৌধুরী [illegible], অধ্যাপক [illegible],

ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

আনন্দ সংবাদ !! আনন্দ সংবাদ !!

ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের আনন্দ-সংবাদ !

পূর্ণ কুম্ভমেলায়

ইংরাজী ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুর চিরবাঞ্ছিত [illegible] হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে আবার সেই মহাপুণ্য যোগ উপস্থিত। এই উপলক্ষে হরিদ্বারে সাধু সন্দর্শন করিতে ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, এই দুর্লভ সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আবার না-ও আসিতে পারে।

সুগার ফ্যাক্টরীসমূহের প্রতিনিধি মিঃ [illegible] শেরোয়ানী, ডাঃ নারায়, মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ জে, এম, লোনি, মিঃ সি, কে, জৈন, মিঃ এস. জে, পাণ্ডে, বিহারের শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী এবং যুক্তপ্রদেশের শিল্প বিভাগের সেক্রেটারীকে লইয়া একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রীকে পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের সেক্রেটারীকে পদাধিকার বলে বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গোরক্ষপুরে ১৪৪ ধারা অমান্য

গোরক্ষপুর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য মিঃ [illegible] ফারুক অদ্য ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ যে, বকর ঈদ উপলক্ষে উক্ত সহরে শান্তিভঙ্গ [illegible] আশঙ্কা করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সহরের কোন স্থানে গোহত্যা নিষিদ্ধ করেন। স্থানীয় মোস্লেম লীগ মিঃ ফারুকের নেতৃত্বে স্থির করে যে, ঐ আদেশ অমান্য করা হইবে। মিঃ ফারুক যখন উক্ত আদেশ অমান্য করিবার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রাসহকারে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার উপর ১০৭ ধারার নোটিশ জারী করিয়া শান্তিভঙ্গ না ঘটাইবার মুচলেকা দিতে বলা হয় এবং তিনি অস্বীকৃত হইলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর মিঃ ফারুক মিঃ বিজোয়ান উল্লা নামক [illegible] ব্যবস্থাপরিষদের লীগ দলের অপর একজন সদস্যকে এই আন্দোলন চালাইবার জন্য তাঁহার স্থলে ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন।

গোরক্ষপুর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিরোধের মীমাংসার জন্য হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন।

———

সরকারী রেলসমূহের আয়

১৯৩৮ সালের ৩১শে জানুয়ারীর পর্য্যন্ত [illegible] সরকারী রেলসমূহের আনুমানিক মোট আয় ৩০৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] সমসাময়িক আয়ের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরের আয় ৯ লক্ষ টাকা কম এবং ১৯৩৫—৩৬ সালের তুলনায় ২০ লক্ষ টাকা কম।

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বর্ত্তমান বৎসরের [illegible] পর্য্যন্ত সরকারী রেলসমূহে মোট আনুমানিক ৭৭.৫৩ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যথাক্রমে ২১২ লক্ষ ও ৬৭১ লক্ষ টাকা অধিক।

সিন্ধুতে মুসলমানের আব্দার

সিন্ধুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ, 'মঞ্জিলগড়' সম্পর্কে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসার্থ একদল হিন্দু প্রতিনিধি সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী এবং পূর্ত্তবিভাগের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের জন্য এখানে আসিয়াছেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মঞ্জিলগড় অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে বলিয়া বলা হয়। ইহা সাধুবেলা হিন্দু মন্দিরের বিপরীত দিকে এই গড়টি স্থাপিত। মুসলমানদের পক্ষ হইতে ইহাকে সাধারণের উপাসনা-গৃহ হিসাবে ব্যবহার করিতে দিতে অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ইহাতে হিন্দুরা আশঙ্কা করিতেছে যে, ঐ বাটী যদি মসজিদে পরিণত হয়, তবে মন্দির ও মসজিদ কাছাকাছি হওয়ায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা। আবার এই বাটীর সংলগ্ন যাত্রিগণের উঠানামার জন্য একটি জেটিও রহিয়াছে। উভয় পক্ষই স্ব স্ব দাবী সমর্থনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

বৈদিক এবীয়া-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৭৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। [illegible] ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-[illegible]
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ ভাষা ।৹
২৭। মুক্তাচরিত্র ও গৌর [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা. ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভ্রমসুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। আর্য্যধর্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮ শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।১
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬ গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৩ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালনায় গৌড়ীয় [illegible] সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ২॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

সরস্বতী জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্পণের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

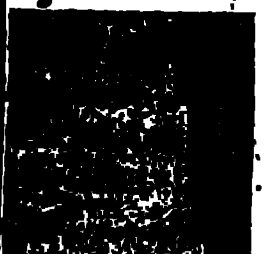

১২শবর্ষ { ৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, বৃহস্পতি-বার } ২৩১তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::)•(::——

ময়মনসিংহে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর-মহারাজ পাবনা হইতে গত ১লা ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন। তথা হইতে স্বামীজী ৩রা ফেব্রুয়ারী নেত্রকোণা নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নন্দলাল বণিক্ মহোদয়ের আহ্বানে তাঁহার বাটীতে আগমন করিয়া তথায় তিন দিন হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী তথা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ২৩শে মাঘ শনিবার নেত্রকোণা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব বাসরে। সন্ধ্যার পর শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর চরিত্র আলোচনামুখে স্বামীজী বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

সরস্বতী দুইজন,—শুদ্ধা সরস্বতী ও ছায়া সরস্বতী। শুদ্ধা সরস্বতীই কৃষ্ণপ্রিয়া। বৈকুণ্ঠে তিনটী শক্তি নিত্য প্রকটমান—শ্রী, ভূ ও লীলা। শ্রীশক্তিস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী, ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও লীলা বা লীলাশক্তি হইতে যাবতীয় প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সমস্ত কার্য্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাহায্য করিতেন। তিনি নির্দ্দিষ্টে অবস্থিত থাকিয়া গৌর নারায়ণের সেবায় নিরবচ্ছিন্ন অর্পণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি অত্যন্তভাবে তণ্ডুল সংখ্যায় হরিনাম গ্রহণ করিতেন এবং তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেন।

স্বামীজী মহারাজ রঘুনন্দন ঠাকুর প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি কাটোয়ার ২।৩ মাইল দক্ষিণে শ্রীখণ্ডনিবাসী মুকুন্দ সরকার ঠাকুরের গৃহে আবির্ভূত হন। তিনি প্রেমাবেশ অবস্থায়। মহাপ্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন মুকুন্দের পিতা, না মুকুন্দ রঘুনন্দনের পিতা? মুকুন্দ উত্তর করিলেন—"রঘুনন্দনই আমার পিতা, কারণ 'কৃষ্ণভক্তি যাঁহা হ'তে সেই গুরু হয়', তাহা পুত্র হইলে কি হয়?" আর এক মহাপুরুষ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুরও অদ্য আবির্ভাব-তিথি। তিনি সপ্তগ্রাম নিবাসী গোবর্দ্ধনের গৃহে আবির্ভূত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আনীত হন। এমন সময় শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু পিতার অনুমতি লইয়া শান্তিপুরে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহাপ্রভুর রূপ দেখিয়া রঘুনাথ কিছুতেই বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার যুক্তবৈরাগ্য সকলের আদর্শ। বৈরাগ্য বাহিরের সমস্ত ত্যাগ করিলে হয় না, ইহা হৃদয়ের ধন। বাহিরের দর্শনে বৈরাগ্য চেনা যায় না। উৎকৃষ্ট বস্তুতে আসক্তি হইলে নিকৃষ্ট বস্তুর অবহেলা স্বাভাবিক হয়। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু স্বরূপদামোদরের নিকট থেকে মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হন, আবার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানিয়া মহাকাব্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়ন করেন। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য্য হইলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যথাক্রমে সম্বন্ধাভিধেয় তত্ত্বের আচার্য্য। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু সনাতন প্রভুকে 'বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি।' এই বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন এবং শ্রীরূপপাদকে "আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীগুরু হওয়া যেমন খুব বড় কথা, ভক্তের পাদপদ্ম ধূলি হওয়া তদপেক্ষাও বড় কথা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার পাদপদ্মতলে দিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে সেই শান্তির আকরস্থানে আশ্রয় লওয়া আমাদের দরকার।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবতের দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরীর কথা কীর্ত্তনমুখে বলেন, সরস্বতী দুইজন—শুদ্ধা সরস্বতী ও ছায়া সরস্বতী। ছায়া সরস্বতীর নিকট আমাদের কৃষ্ণভক্তি বাঞ্ছা করা উচিত। তাঁহার নিকট জড়বিদ্যা চাহিলে তদ্দ্বারা আমাদের বন্ধন হয়। বিষ্ণুলোক শুদ্ধা সরস্বতীর আরাধনা করেন। "দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে। ঈশ্বর ভজিলে সে বিদ্যা সত্য কহে।" "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া, বাদ্ধা যত বদনে" "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্" ইত্যাদি শ্লোক কীর্ত্তনমুখেও বহু কথা আলোচনা করেন। যিনি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব প্রকার ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন তাঁহারই উদ্ধার সাধন হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তি দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রকারে তাহা লাভ করা যায় না।

পল্লীগ্রামে

কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ বৈখানস মহারাজ হরিগঞ্জ মুরাপাড়া প্রভৃতি গ্রামে গমন পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে পাঠ বক্তৃতাদি করেন। পর দিবস মোটরযোগে রামপুর নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত মধুসূদন শর্ম্মা মহোদয়ের নবনির্ম্মিত বাসভবনে উপস্থিত হইয়া বহু ব্যক্তি সমক্ষে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস সমাজ-আহ্বানে .... হইয়া হরিকথালোচনা ও উৎসবাদি করেন। তথাকার সজ্জনগণ মহারাজকে নানা পরিপ্রশ্ন করত স্ব-স্ব সন্দেহ নিরসন করেন। উক্ত শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি বড় সভায় মহারাজ 'দুর্দ্দশা' বিষয়ে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপর দিবস, রূপগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী গোবরা গ্রামবাসিগণের সাদর আহ্বানে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করেন। ঐ গ্রামের নিকটস্থ দুর্গাপাড়া গ্রামে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত হরিকথালাপ করত গোবরা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ঐ দিবস তথায় ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন-মুখে বিগ্রহের প্রকৃত ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীনবদ্বীপগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদনে প্রত্যাবর্ত্তন করত তথায় প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ প্রসঙ্গে নানা উপদেশ ও আত্মকল্যাণের কথা কীর্ত্তন করেন। উক্ত সদনের ভক্তগণ তাঁহার চেষ্টায় শ্রীধাম হইতে শ্রীগৌড়ীয়-সাহিত্য কিরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ তাঁহাদের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পাঠ করিতে বলেন ও একটি গ্রন্থও তাঁহাকে প্রদান করেন।

জড় বুদ্ধিগণ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদবিলাসভূমি;—তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতিস্থল। স্থাবর-জঙ্গম—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'opaque' (অস্বচ্ছ) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জগদ্দর্শন না হইলে জাগতিক সম্বন্ধ জন্য ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

● গোবিন্দ আদি কারণোদশায়ী গৌরাঙ্গ ৪৪৪

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

. . . . হয়। আমরা লঘু, আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবানের সেবাকারী বস্তুসকল ভগবানের সহিত সংযুক্ত। সুতরাং ভগবানের আশ্রয়জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুদ্ধিতে সেবার বিচার আমাদের না হউক। বিষয়-জাতীয় ভগবান্ কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় তাঁহার আশ্রিত সেবকগণ—দাসগণ, পিতামাতা, বন্ধুবর্গ, কান্তাবর্গ ও নিরপেক্ষ-ভেদে পাঁচ প্রকার।

আপনারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা ক'রে থাকবেন। তাঁ'তে কতক ব্যক্তির স্বাভাবিক অনুরাগ প্রদর্শিত হ'য়েছিল; কাহারও পরাঙ্মুখতা বা শিথিলতাও ছিল, যেমন জগাই মাধাই প্রথম হ'তে কাছে সেখানে নাই, পরবর্ত্তিকালে ভক্ত হ'য়েছিলেন। এতে দেখা যায়—আমাদের অনর্থ নিবৃত্ত হ'লে দর্শন, নিকটে গমন ও সেবা ক'রতে পারি। অনর্থ-থাকা-কালে সেবার অধিকার বা রুচিনিষ্ঠাদি হয় না। মনুষ্য, দেব-দেবী, পশু-পক্ষী, কীটাদির বিলাস অচিৎ। জড়চিন্তাপর বিলাপ সহ্য ক'রতে না পেরে পালিয়ে যাওয়ার যে বিরাগ, তা তুচ্ছ—ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ-সেবায় যা' না লাগে তা'তেই বৈরাগ্য ক'রতে হ'বে; তা'র আলোচনা করব না। কৃষ্ণ-সেবায় যা লাগবে, তা' আদরের সহিত গ্রহণ করব। অধিক বৈরাগ্য বা আসক্তি হ'লে সুবিধা হয় না। 'পরের সোনা দিও না কাণে। প্রাণ যাবে তোমার হেঁচকা টানে।' বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হ'বে। বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সে সকল সেবা-বিমুখ জীবকে আকর্ষণ ক'রে নিজ ভোগ্য জানাবার। দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐ সকল কৃষ্ণ সেবোপকরণ। ভগবান্ হাত তুলে যা' দেবেন তাই জীবের প্রাপ্য। তা না বুঝে অতিরিক্ত গ্রহণ করলে অসুবিধা।

ভগবদ্বস্তু আমি গ্রহণ ক'রব এ বুদ্ধি না হউক। তা'হ'লে আমাদের ইন্দ্রিয়বিলাসের জন্য জগতে আস্তে হ'বে। কর্ম্মবিপত্তি হ'লে জীব ব্যস্ত হ'য়ে নানা দুর্গতি ভোগ করে। কেউ ব্রহ্মজ্ঞানে রত, কেউ পরমাত্মার সহ যোগযুক্ত হ'বার চেষ্টা করে, কেউ বা অন্যাভিলাষিতায় তৃপ্তিলাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবত পাপ আচরণ করতে নাই। গৃহস্থ হ'লে অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি চালনা করতে হ'বে না। যে কৃষ্ণকে ভুলে সংসার করবে ও ছাগধর্ম্ম গ্রহণ করবে সে গৃহব্রত। গৃহস্থ অভিমান ক'রে অন্য বিচার এলে অধম হ'বে। মানুষের চেষ্টা অর্থসংগ্রহ আর নির্ব্বংশ্য... ... ...

যিনি ভজন করেন না, তাঁ'র জীবন নাই। তীর্থপাদসেবীর জীবন আছে। অন্যান্য সব মাংসের অনুসন্ধানে ভোগে ব্যস্ত। অন্যান্য দেবতাকে ভোগ করা যায়, কিন্তু বিষ্ণুকে ভোগ করা যায় না। তিনি আদিদেব। অন্য দেবতাকে বিষ্ণুজ্ঞান করলে পাষণ্ডী হইতে হয়। বিষ্ণুকে মায়ামর্দ্দিত জাগতিক পদার্থ জ্ঞান করলে দোষ হ'বে। তিন দিন দেবতার উপাসনা কলকামনাযুক্ত। তা' আচার্য্যগণের অভিপ্রেত। চেতনের বিলাস গোলোক-বৃন্দাবন প্রপঞ্চকে সেবাবুদ্ধির উদ্দেশ্যে দর্শন হয়। ২৪ ঘণ্টা সেবা না ক'রলে ভক্ত চেনা যায় না। "কেন কাড় যাথ ভেন" বিচার—চাকুরভোগ্য বিচার কামনাত্মক। 'কাম' 'প্রেম'—এক নয়। এসকল আলোচনা না হ'লে সুবিধা হ'বে না। অতিব্যস্ত হ'য়ে অন্য ক্রিয়াকলাপকে ভক্ত ব'ললে সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণেতর পদার্থ হ'তে অনেক দূরে থাকতে হ'বে। অবিবেচনায় প্রবেশ ক'রলে কপালদোষে অমঙ্গল আসবে, কর্ম্মমার্গে প্রবেশ হ'বে। আচার্য্যগণের প্রদত্ত আচরণ অনুসরণ হ'লেই মাত্র। অধোক্ষজে ভক্তি না হ'লে অনর্থ-নিবৃত্তি হ'বে না। তা হ'লে মনুষ্যজীবন বৃথাই গেল।

যদি ভুক্তি-মুক্তি দুর্ব্বিচার আসে, তবে ভক্তির কোন পরিচয় পা'ব না। কৃষ্ণসেবক ব্যতীত সকলেই ভোগলোককামী বা অন্যাভিলাষ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগবত শ্রবণ ক'রলে 'ভক্ত্যা বিমুক্তোস্মি' বিচার আসবে, আর ভুক্তি-মুক্তির দুর্ব্বাসনা কমলে কাজের সুবিধা হ'বে না।

নামভজির ভক্ত ব্যতীত কৃষ্ণ কাহারও অঙ্গের জলবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। সে নামপতি কে? যিনি নামনাম গ্রহণ করেন তিনিই সেই নামপতি। তবে শুদ্ধ নাম করা চাই, নামাভাস বা নামাপরাধ হইলে চলিবে না। বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় ব্যতীত শুদ্ধ নামোদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? বৈষ্ণব-বাগ্মীগণের পরিবর্তে যে ভজন বা গোস্বামিত্বাভিমান উহা দম্ভ বা গোলামত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। তথাকথিত গোস্বামিপুত্রেরা বৈষ্ণবের শিষ্য হ'তে পারেন না, ইহাই তাঁ'দের দোষ।

ভগবানের ভজন হইতেছে না, হরিকথা বলিতে পারিতেছি না, ইহাই আমাদের অসুখের বিষয়—কষ্টের একমাত্র কারণ। হরিকথা না থাকিলেই শারীরিক বা মানসিক চিন্তায় ক্লেশ আসিয়া লোক সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। নিজেরা হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিবে না, দিবারাত্র অন্যান্য বিষয়-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে, আর বিনা হরিকীর্ত্তন চেষ্টা হইবে, মানুষের এই সকল বিচার আদৌ আদরণীয় নহে। আমি হরিকথা বলিবার লোক পাই আর না পাই, আমার ভজনে কেহ বাধা দিতে পারেন না—'নিজ-নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।' ইহাই আমার সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনার বিষয়।

অধোক্ষজে ভক্তিযোগ ব্যতীত অনর্থ কিছুতেই যাইবার নহে। বিত্তাদিতে গৌর-বিষ্ণুর শ্রীসনাতন অপার ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও এ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভগবদ্ভজনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাদর্শ প্রকট করিয়া যে শিক্ষা দিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বত্র যাহা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনে মনোনিবেশই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। 'বস্তুটি পাওয়া যাইতেছে না, তাহাকে পাইবার চেষ্টা'র নাম বিপ্রলম্ভ। মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ ভাবানুসরণে ভজন ক'রতে হইবে।

জগতের প্রত্যেক বিষয়কে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জানিয়া proper adjustment এর নামই যুক্ত-বৈরাগ্য ইহাই প্রয়োজন, ফল্গু-বৈরাগ্য প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণেচ্ছার সহিত dovetailed হইতে হইবে, নিজের নিজেদের স্বতন্ত্রতা রাখিতে হইবে না। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ ও শব্দাদি। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করিতে চাহে বলিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিবার বিচার গ্রহণ করিতে হইবে না। যথাযোগ্য বিষয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণপ্রীতিমূলে স্বীকার করিলেই—ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার হইল। নতুবা হরিসম্বন্ধ-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার বিচার কখনই ভক্তি-মার্গের বিচার নহে। কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল-বিষয় বর্জনাদীকারই শরণাপন্নের বিচার। কৃষ্ণকথিত-হলে, কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনে প্রীতি হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ—এই তিনটী যে পর্য্যন্ত cross করিতে না পারিব, সেই পর্য্যন্ত আত্মোৎকর্ষতা নিবৃত্তি হইবে না, অধোক্ষজের রাজ্যে - তুরীয়স্থানে পৌঁছিতে পারিব না। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগিন্দ্রিয় স্থূলবস্তু গ্রহণ করিতেছে, মনে তাহার স্মৃতি... নীত হইতেছে। যাহা আমাদের বাহ্য জগদ্বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বাভিমানে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহাই প্রত্যক্ষ। অপরের প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপনের নামই পরোক্ষ জ্ঞান। যীশু উদ্ভিদজ্ঞান বা ...... বাস্তবজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন—উভয়ই বস্তু প্রবাহ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষদুষ্ট। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে যাই যে স্থিতিটী, বিতর্ক যেখানে থাকা উচিত নহে, যেমন tabula-rasa—non-designative plane, এইটিই অপরোক্ষ। যে বস্তু আমি নিজে দেখিয়াছি বা নিজে না দেখিয়া অপর লোকের দর্শনের উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রা মানিয়া লইয়াছি—এতদুভয়ই প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একথার ভক্তিবিচারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বস্তু অপরোক্ষ শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে ঐ তিনটির একটিকেও স্পর্শ না করিয়া অধোক্ষজ বলিয়া একটী অপূর্ব্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "অধোক্ষজং তিরস্কৃৎ অক্ষজং জীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"—অধোক্ষজ। 'Godhead is He Who has reserved the right of not being measured by human senses, অতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ভগবান্ নহেন।

অধোক্ষজবিচারে Theistic thought কিছুই নাই। তাহাতে বাস্তববস্তুকেই বাদ দেওয়া হইয়া যায়। আমরা আত্মাতে জেয়পদার্থ নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও

অপরোক্ষ—এই তিনটী অবস্থাকে accommodate করিতে পারি, কিন্তু উহার মধ্যে ভগবানের কোন কথা নাই। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া যে তিনটি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, তাহাতে অধোক্ষজের কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবৎপার্ষদের অধোক্ষজ শব্দটীর প্রতি বিশেষ জোর (stress) দিয়াছেন।

ভক্তি-পথ অধোক্ষজ ব্যতীত অন্য বিচারে—যখন জ্ঞানভক্তি, যোগভক্তি, প্রভৃতি ভক্তি শব্দের প্রয়োগ ব্যবহৃত হইল তাহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচারেরই অন্তর্গত হইয়া কর্মীগণেরই ব্যবহারবিশেষ হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির কথা বলিতে গিয়া যখন তখন অধোক্ষজের কথাই বলিয়াছেন। কেন না, একমাত্র তিনিই initiative লইয়াছেন। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি আমার প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। অধোক্ষজে তাঁহাই একমাত্র প্রাপ্য হয়। উহাতেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ চরম—পরম মঙ্গল পাও।

কোন্‌টী ভাল ?

কোন্ বস্তুটী যে ভাল তাহা আমাদের ন্যায় অজ্ঞ, মূঢ় জীবের পক্ষে নির্ণয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আমরা কখনও কোন বস্তুকে ভাল বলি আবার অন্য সময়ে হয় ত' তাহাকেই অত্যন্ত হেয় বলিয়া বিচার করি। আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল ও ভোগপরায়ণ। হয় ত' ভোগের অনুকূল হইবে এই আশায় কোন বস্তুকে ভাল বলি, কিন্তু যখন দেখিতে পাই উহা দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা হইবে না, তখন আর উহাকে ভাল বলি না। আমাদের মন এইরূপ অস্থির, বিচারবিমুখ হওয়ায় সত্য নির্ণয় করা তাহার পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে যদি শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা যায়, তাহা হইলে কিছুই দুঃসাধ্য বা অসাধ্য থাকে না। শ্রীভগবানের কৃপাবস্তুটি এতই শক্তিশালী, এত সুন্দর। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবানের যাঁহারা একান্ত ভক্ত, যাঁহারা আমাদের ন্যায় সংসার-গর্ত্তে পতিত দুঃস্থ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন, তাঁহাদের সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের করুণা পাইতে হইলে তাঁহার ভক্তগণকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের করুণা লাভ হয় না। যেমন কোন বিশিষ্ট অধ্যক্ষের নিকট চাকরী প্রার্থী হইয়া কোন সুপারিশপত্র না লইয়া প্রথমেই যদি অধ্যক্ষের নিকট যাইবার চেষ্টা করি তবে তিনি আমাকে চাকরী ত' দিবেনই না, উপরন্তু সন্দেহ করিয়া বলিবেন যে, হয় ত' আমার অধীন কর্মচারিগণের সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে, সেইজন্য তাহাদের নিকট হইতে কোন সুপারিশপত্র না লইয়াই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার ধৃষ্টতা করিতে আসিয়াছে, অতএব আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণের সঙ্গে যখন ইহার মনোমালিন্য হইয়াছে, অথবা এ যখন আমার ভৃত্যগণের আনুগত্য না করিয়া তাহাদের অবজ্ঞা করিয়াই আমার নিকট আসিয়াছে তখন এ নিশ্চয়ই অত্যন্ত বাচাল, সুতরাং কপট—দয়া করিবার অনুপযুক্ত। কিন্তু আমি যদি প্রথমেই সেই অধ্যক্ষের নিকট যাইবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিবর্গের নিকট প্রথমে যাই তবে তাঁহারা আমাকে যোগাড় দিবেন এবং আমার আনুগত্যময়ী সেবাচেষ্টায় সন্তুষ্ট হইলে আমায় সব ক সার্টিফিকেট দিবেন। অতএব আমি এইরূপ করিয়া ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করত সার্টিফিকেট লইয়া যদি অধ্যক্ষের নিকট যাই তবে তিনি আমাকে চাকরী দিতে পারেন। কারণ তখন তাঁহার বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ভৃত্যগণের সার্টিফিকেট আমার হাতে, অতএব আমার কার্য্যের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তখন আমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এ

একজন কার্য্যাধ্যক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে এইরূপ ক্রম-পন্থা প্রয়োজন হয়, আর স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার নিকট যাইতে চেষ্টা না করিয়া তাঁহার ভৃত্যগণের অনুগত হইয়া গেলেই আমার উপর তিনি সন্তুষ্ট হন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে, তাঁহার সেবা করিতে হইলে তাঁহার ভক্তের নিকট শরণাগত হওয়াও যে একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি ত' শ্রীভগবান্‌কে নিজ চেষ্টায় জানিতে পারি না, নিজ চেষ্টায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেও পারি না এবং নিজের খেয়াল মত তাঁহার সেবা (?) করিতেও পারি না, সেবা অর্থ সুখী করা। কিন্তু অনাদিবহির্মুখ জীব আমি, কিসে শ্রীভগবানের সুখ হয় তাহা কি করিয়া বুঝিব? সুতরাং যদি আমার শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য সত্যসত্যই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ভগবৎসেবা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাকে প্রথমে যাইতে হইবে। তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার দুষ্ট চিত্ত শোধন করিয়া আমাকে সেবা-শিক্ষা দিলে তবে আমি সেবা করিবার উপযুক্ত হইব। দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্য করিলে—সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ হইলে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার নাম-সেবার অধিকার আমাদিগকে দান করিবেন। এখন আমাদের সার্টিফিকেট এবং কার্য্যের অভিজ্ঞতা এই দুটি জিনিষ কাহাকে বলা হয় তাহাই বিচার্য্য। এখানকার সার্টিফিকেট লিখিতে কালী কলম আবশ্যক হয় না; এখানকার একমাত্র সার্টিফিকেট নিজের নিষ্কপট সরলতা এবং হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা। কার্য্যের অভিজ্ঞতা হইল শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে আচরণ করা।

এখানে যদি আমি কপটতা করিয়া বলি—আমাকে তাঁহার ভক্তের নিকট যাইবার কি দরকার, নিরভিমান এবং সেবা-পরায়ণ হইলেই যখন তিনি সন্তুষ্ট হন, আমি সরল হইয়া যদি একেবারে তাঁহার নিকটেই যাই তাহা হইলেই ত' হয় এবং তাঁহার নিকট যদি গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদির শ্লোকগুলি মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারি তাহা হইলেই ত' আমি যে শ্লোক শিখাতে সুনিপুণ হইয়া গিয়াছি, ইহা প্রমাণিত হয়। তাহা হইলে আর তাঁহার করুণালাভের জন্য অপরের কৃপাপ্রার্থী হইতে হয় না। আর যাঁহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা ত' আর আমার নামে অভিযোগ করিতে আসিবেন না। সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট কেন? কিন্তু তিনি যে অন্তর্যামী, তাঁহার কাছে ত' কাহাকেও অভিযোগ করিতে হয় না, তিনি যে ... বুঝিতে পারেন। দাম্ভিকতা করিয়া মৎসর-চিত্তবৃত্ত লইয়া তাঁহার নিকট যাইতে চাহিলেই কি যাওয়া যায়? ঐরূপ দাম্ভিকতা এবং অপরাধের ফলে আমাদের অধঃপতন হয় যায়। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা করা কখনও সহ্য করিতে পারেন না, ভক্ত ভগবানের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। আর ভক্তসঙ্গ ব্যতীত কি প্রকৃত নিষ্কপট হওয়া যায়? সেইজন্যই ভক্তসঙ্গ ও ভক্তকৃপা একান্ত আবশ্যক।

আমা হৈতে আমার ভক্তের পূজা বড়।
এই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥

তাই তাঁহার ভক্ত অর্থাৎ তাঁহাকে যিনি চিনিয়াছেন, জানিয়াছেন তাঁহার আনুগত্যেই আমাদের সেবা শিক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ তিনি অভিজ্ঞ। সুতরাং গাছে না উঠিতেই এক কাঁদির ন্যায় অবলম্বন না করিয়া তাঁহার নিষ্কপট ভক্তগণের শরণাগত হইতে হইবে; তাঁহার পরমশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-দাতার সংরক্ষক শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইতে হইবে, তবে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের অনুগত বা শরণাগতের সেবা ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। অতএব, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা না করিলে কখনও শ্রীভগবানের সেবা হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাই ভগবানের সেবা। যাহারা মনে করে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে শ্রীভগবানের সেবা হয় না, তাহারা অত্যন্ত অপরাধী। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কাহারও সেবা নিজে গ্রহণ করেন না, সমস্তই শ্রীভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তাই শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন—ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ভক্তি-বিনোদধারা রুদ্ধ হইলে শ্রীভগবৎসেবাই রুদ্ধ হইয়া যায় এবং জীবের পক্ষেও শ্রীভগবানের সেবারূপ চিরকল্যাণলাভেরও কোন উপায় থাকে না। সুতরাং নিজের চেষ্টায় শ্রীভগবান্‌কে জানিয়া লইবার ধৃষ্টতা না করিয়া আশ্রয়দাতার সেবা করিলেই জীবের মঙ্গল হইবে।

আমরা সত্যই যখন কিছু বুঝি না, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া বুঝাইয়া না দিলে যখন বুঝিতে পারি না, তখন তাহা স্বীকার করিতেই বা এত লজ্জা কিসের? এখনও পর্য্যন্ত আমাদের ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের মূল্যস্বরূপ যে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিষ্কপট শরণাগতি তাহাই হয় নাই তবে আমরা কি প্রকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিব? আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা লাভ না করিলে যখন আমরা কিছুই যথার্থরূপে বিচার করিতে পারি না তখন কোন্‌টী ভাল আর কোন্‌টি মন্দ। অতএব এই প্রকার দাম্ভিকতা এবং অভিমান ছাড়িয়া যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিষ্কপটে শরণাগত হইতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের পরম-মঙ্গল হইবে।

আমি এ সকল বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়াও অনধিকারচর্চ্চা করিলাম। কৃপার সাগর বৈষ্ণবগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া আমার সমস্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া সৎশিক্ষার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইবেন, এই আশাবদ্ধ হৃদয়ে পোষণ করি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণরেণুই নিত্যকাল আমার মস্তকের ভূষণ হউন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ জম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০; ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, চাকদহ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগন্নাথ অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্বাবতারী শ্রীগৌর-পঞ্চতত্ত্ব-শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগান্ধর্বা-গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ সেবিত। সুপ্রাচীন প্রত্যক্ষ রক্ষিণী ও শ্রীমণ্ডপ আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—সেক্রেটারী শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখনও বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) চাঁদ কাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-সমাধি-মন্দির শ্রীধাম মায়াপুর

র—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁদপুর (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ঈশোদ্যানপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) সুখসাগর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একচক্রমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মঠাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকুঞ্জ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ মঠাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীশরৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

২নং ক্যাক্রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিবাড়, জিঃ নারায়ণপুর, টি, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীবামনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কেশোবপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ওঁ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) কামা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ কামা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবশালী,

পোঃ ঘোড়োল, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

২৩নং ওয়ার্ডেন রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅখিলেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর মঠাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ মঠাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

শিমলী, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ মঠাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন

(৬০) ...মঠ

চিৎলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাছ (চাকদা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্র মঠাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরছুরা, পোঃ চিত্তাগ্রা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৩০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্ল্স্ কোর্ট রোড

ব্রাম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভাগবত গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৩ চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
পাটনাইভোগ	৭৲-৭॥০
রামশালী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
[illegible] বেলুন	৩৸৵০

আতপ—

[illegible] আতপ	৪৲—৪॥০
[illegible]	১০৲-১০॥০
[illegible] আতপ	৫॥০-৫॥৵
ঐ বাবারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫॥০-৫॥০
পাটনাইভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵০

চিনির দর

[illegible], টাইপ—	১০॥৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵০
[illegible] সাদা	৯॥০
[illegible] সাদা	৮॥০—৯৵০
[illegible] লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪॥০
[illegible] বার	১১৲
[illegible]	
[illegible]	৫২॥০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১॥০
[illegible]	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৬॥০—৬॥৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫॥৵০—৫৸০
	৬৲—৬৵০
(বি)	৫৸০—৫॥৵০
[illegible] নং (২	৫৵০—৫॥৵০
(এল)	৫৲—৫॥০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪॥৵০
[illegible] নং (৩)	২॥০—২॥৵০
[illegible]	১॥৵০—১৸০
	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৪॥০
[illegible]	

তার	৪৬
কাপুলে	৩৬
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কাঙ (কড়াই বা বীম)

মার্কা	৮৸০—৯॥০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা, টেস্টেড স্ট্রেট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ক্রেড (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸
এঙেল আয়রণ (কোনা)	৭॥০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩৸৵০
২৬ গেজ—	১৩॥০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট ৮´	১॥৵০
২৪ গেজ—	১৪॥৵০
২৬ গেজ—	১৬॥৵০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
শীস	।৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল),	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ফিট কাটা মণ	৩॥০—৩৸০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫॥০—৬॥০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯॥০—১০॥০
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৮॥০—৮॥॥০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৭॥০—১০॥০
নুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩॥০

ষ্টীলের হালদণ ৫৵০, পাটের হালদণ ৬॥০

তুলার হালদণ ৪॥০

সুতের দর

কলিকাতা ২৭শে জুন,

আবেন সোনার কাইন	৫৪৲
সিট্ন আবেন ককড	৪০৲
কবাটি খুরদির কাইন	৪৩৲
লাবার্থ তাবা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৭শে জুন,

প্রতি মণ

পান মাড	৮॥০
সুপারী দেশী	১৬॥০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible] বরিশাল	১৫॥০—১৭॥০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৮-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:०:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——::०::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সংলগ্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা [illegible]। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য এক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——:(০:)——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন বাহুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আর [illegible] পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি কালাজ্বর, বর্ষা-লাগুড়া, দার্জিলিং এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে, "ফেভ্রোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

শস্তুনগর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৩২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাঙ্গওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যুপথযাত্রী পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাটাইতে [illegible] অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডিপো—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপারিষদিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০	।৶০	৵০
" " ইঞ্চ ২৲	১।০	১৷৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১৪৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র কুশাগ্রবুদ্ধি সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের ... আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সত্যাজ গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপুর সত্যাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাবলী এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

গৌর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ৪৫২
চৈতন্যাব্দ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REGD NO C 1844
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ... পরিব্রাজক প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৯২]

বিবিধ সংবাদ

—(০:০:০)—

মধ্যচীন অধিকারে জাপানের প্রচণ্ড সংগ্রাম

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাপ-বাহিনী উত্তর দিক হইতে প্রবল আক্রমণ চালাইয়া মধ্য চীনে জাপানের অগ্রগতি রোধের প্রধান অবলম্বন লুংহাই রেলপথ এবং ইহা এবং ... রেলপথ দিয়া প্রচণ্ডবেগে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দুইদিনের মধ্যে জাপ বাহিনী তিন মাইল অগ্রসর হয় এবং পিপিং হ্যাঙ্কাও রেলপথের উপর অবস্থিত প্রাচীর বেষ্টিত চি-সিয়েন শহর অধিকার করে। উক্ত রেলপথের সিনাংয়াং একটি প্রধান ষ্টেশন। জাপবাহিনী এক্ষণে উক্ত স্থান হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী ... উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। জাপানীরা এই ... চি-সিয়েন দখলকালে চীনাদের পক্ষে দুই সহস্র লোক নিহত হইয়াছে এবং তদুপরি চীনারা বহু পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র এবং ... ফেলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে জেনারেল ... সৈন্যবাহিনী ... রোডেই অঞ্চলে চীনাদের ছত্রভঙ্গ করিয়াছে এবং কাইফেং এর তিন মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত চ্যাংচৈয়াং দখল করিয়াছে। কাইফেংও একটি প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন।

দক্ষিণ এবং উত্তর দিক হইতে জাপ-সৈন্যের আগমনে, লুংহাই রেলওয়ের উপর জাপানীদের আক্রমণ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই লুংহাই রেলওয়েকে চীনের ... বলা হয়। ... চীনা-... হোয়াংহো নদী হইতে ... টিয়েনসিন-পুকাও রেলপথ বলিয়া উত্তরদিক ... লুংহাই রোডই নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তর তীরে সুচেন অবস্থিত; সুচাওফু-টিয়েনসিন-পুকাও রেলপথ এবং লুংহাই লাইন পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে এবং এ স্থান হইতে সুচেন মাত্র ৩৫ মাইল দূর। চীনারা জাপানীদের অগ্রগতি বন্ধ করিবার জন্য নদীর উপর যে রেলওয়ে সেতু ছিল তাহা গোলা দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা এক্ষণে অপর পারে জাপ-সৈন্যের সম্মুখীন হইবে।

পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথ দিয়া অগ্রসরমান জাপসৈন্য কোয়াংওয়ানে পৌঁছিয়াছে; কোয়াংওয়ানে এখন যুদ্ধ চলিতেছে। দক্ষিণ ... একটি জাপ-বাহিনী পুনঃ অধিকার করিয়া কাইফেংএর দিকে অগ্রসর হইতেছে; কাইফেং লুংহাই রেলপথের আর একটি প্রধান ষ্টেশন।

হোয়াংহো নদীর তীরে উত্তর পশ্চিমের যুদ্ধের সময় মাঞ্চুরিয়ান সৈন্যবাহিনীর একটি রেজিমেন্ট সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনারা পশ্চিম শান্সি রেলপথ এবং ... সম্পূর্ণ দখল করায় যে জাপ-বাহিনী পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের অগ্রগতি মন্থর হইবার সম্ভাবনা। চীনারা বাঁধ খুলিয়া দিয়াছে; উহাতে সমস্ত স্থান জলময় হইয়াছে। গত কয়েকদিন যাবৎ জাপ-সৈন্যের চলাচলপথে চীনাদের গরিলা আক্রমণও বৃদ্ধি পাইয়াছে; পাওটিংয়ের দক্ষিণাংশে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। এদিকে চীনা "ইয়েলো আর্মি" সৈন্যদলও পিকিং এর ঠিক ৩৫ মাইল দূরে চুংওয়ের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে

জেনারেল ... অধিনায়কত্বে তিন সহস্র চীনা সৈন্য ... রেলপথে জাপসৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়। জাপানীরা বাহিনীর পার্শ্ব আক্রমণ করায় চীনারা বিপর্যস্ত হয়।

জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, তাপিইং এর সাত মাইল দক্ষিণে যে স্থান হইতে চীনাবাহিনী অন্ধকারে পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করে, সে স্থান হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ পশ্চাদপসরণের সময় বহু চীনা সৈন্য মারা গিয়াছে এবং তাহারা বহু অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ফেলিয়া গিয়াছে।

—

পঞ্চিমহাট আবগারী ষড়যন্ত্র মামলা।

বিগত ১৯৩৬ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, সি, মজুমদারের এজলাসে ... রোডে মদের ভাটি আবিষ্কার সম্পর্কে ৬ জন আসামীর বিচার আরম্ভ হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে আবগারী আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে বে-আইনীভাবে মদ চোলাই, রাখা, বিক্রয়, আমদানী প্রভৃতি করিবার এবং বে-আইনী ভাবে মদের ভাটিখানা ও মদ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি রাখিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা জাল লেবেলযুক্ত বোতলে তাহাদের মদ বিদেশী মদ বলিয়া বিক্রয় করিয়া ভারতের ... জনসাধারণ এবং মদের দোকানদারগণকে প্রতারিত করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগেও অভিযুক্ত হয়।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হাকিম ঐ মামলার রায় দেন। আসামীদের মধ্যে ১৮জনের ৬ সপ্তাহ হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৪জন আসামী কয়েক ঘণ্টার জন্য আদালতে আটক থাকে। আসামীরা উক্ত মামলা আলীপুরের জিলা জজের আদালতে আপীল করে। আপীল দায়ের সম্পর্কে আলীপুরের জিলাজজ সমস্ত আসামীকে জামিনে মুক্তি দিয়াছেন। এবং ১৫ই মার্চ পর্যন্ত আপীলদায়ের করিবার জন্য অবকাশ দিয়াছেন।

ভারতীয় রেলপথসমূহের আয় বৃদ্ধি

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদের উভয় রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে। রেলওয়ে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট ও রেলওয়ে সমূহের চীফ কমিশনার স্যার গুথ্রি রাসেলের বক্তৃতা হইতে জানা যায়, রেলের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে যে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের তহবিলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৯৩৬-৩৭ সালে প্রথমতঃ অনুমান করা হইয়াছিল যে, ১৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

১৯৩৭-৩৮ সালের সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রথমতঃ অনুমান করা হইয়াছিল যে, ১৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা হইবে।

আগামী ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত।

—

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
প্রতি খণ্ড— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত
" " (বাঁধা) ৬৲
অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্ধাংশ) ৪৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাস্তব-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অর্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার [illegible] ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমবিবর্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমাবলী (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-নির্ণয় ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। স্বরূপকল্প ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। [illegible]-শিক্ষাষ্টকম্ ।৭
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারার্থ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁒০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। এরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] পরিব্রাজক গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ভিক্ষা ৩।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত – ত্রিপুরার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲

৪। পরমার্থী -- [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——— :০:———

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ কল্যাণময়
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলভাবে
মুদ্রিত। ৫৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিবিধ সূচীপত্র ও বহু চিত্র
উহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

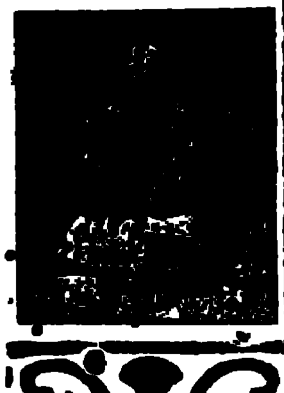

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

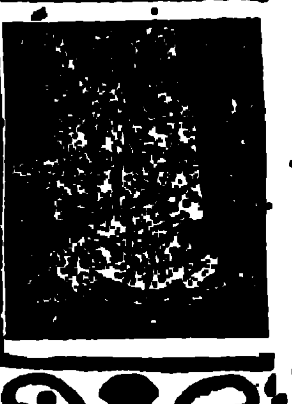

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, শুক্রবার | ২১২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::•::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বারয়ানবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে 'শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ ছায়াচিত্রযোগে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভাণ্ডারী মহোদয় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৮।২।৩৮ তারিখে নারয়ার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসাধিকারী মহোদয়ের বাটীতে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৯।২।৩৮ তারিখে স্বামীজী খরপাড়ার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিভূষণ প্রভুর বাটীতে শুভাগমন করেন। তথায় স্বামীজীর আদেশক্রমে রাগকুমুদ শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১০।২।৩৮ তারিখে স্বামীজী বালপাড়ে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাসের বাটীতে শুভবিজয় করেন। তথায় বহু শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে স্বামীজী 'শুচি ও অশুচি' সম্বন্ধে ভাগবত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী রাগকুমুদ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে প্রায় দুই শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী অবর্দ্ধি গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অবধূত গীতা পাঠ এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে সমাগত প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় অন্যান্য সেবকগণ সহ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার খাড়বেড়্যা গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের উৎসাহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। উৎসবের সংবাদ কয়েক দিবস পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপনের দ্বারা বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে সেবকগণ 'গুর্ব্বষ্টক', 'ভাবপরম্পরা', 'পঞ্চতত্ত্ব' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হন। বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন উৎসবস্থলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অধিকারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা ও গুণমহিমাকীর্ত্তনপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর বিজ্ঞাপনে প্রচারিত শ্রীহরিকীর্ত্তনের তালিকা অনুযায়ী শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব" বিষয়ে ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে 'নিতাইপদ-কমল', 'নিতাইগুণমণি আমার' প্রভৃতি মহাজন গীতমালা কীর্ত্তিত হয়। তৎপর জোগারাত কীর্ত্তনান্তে আগত প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

অতঃপর বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় তালিকা অনুযায়ী শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "ভাগবতধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে অন্বয়ভাবে অবরোহপন্থায় এবং ব্যতিরেকভাবে বহির্বিষয়ের অভ্যাসমন বিচারে আরোহপন্থার অনাদিকাল হইতে পরমার্থ পথে আত্মদানের চেষ্টা, অবরোহপন্থায় শরণাগত হৃদয়ে বাস্তববস্তুর জানিবাত, অক্ষজ চেষ্টার অধোক্ষজবস্তু লাভের আশায় মায়ামরীচিকা দর্শন, জগতে ধর্ম্মের ধারণা ও ভোগ অধোক্ষজ বিচারে একমাত্র ভাগবতে সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির সম্যক্ পরিচয়, 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র', 'শ্রীমদ্ভাগবতম্ পুরাণম্ অমলম্'—শ্লোকাবলীর ব্যাখ্যা, ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবত প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় উৎসবের সমুদয় ব্যয়বহনকারী জমিদার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় ও অন্য সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে বেলা ৬ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়। উৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত মেদিনীপুরনিবাসী বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীপাদ জীবনস্বর্ণনাথ ব্রহ্মচারীজীর সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। ঈশ্বর বাবু গুরুগৌরাঙ্গ সেবাচেষ্টার পথে আরও অগ্রসর হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

গয়ায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃপানিধান ব্রহ্মচারী বি-এ ও শ্রীপাদ পশুপাল পঙ্কজাক্ষ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভবনে উপস্থিত হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন দ্বারা 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত টিকারীনিবাসী সজ্জনবৃন্দের উৎসাহে চারি দিবস বহু বিশিষ্টজনসম্মিত নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া টিকারী পল্লীকে গৌরকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়াছে।

প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ গোপীজনদাস ব্রহ্মচারীজী মধুর মৃদঙ্গ বাদনদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বিধান করেন। টিকারীবাসী সজ্জনবৃন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের শুদ্ধ ভাগবত কীর্ত্তন প্রচারে আন্তরিক সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্বিলাসস্থান; তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতিস্থল। স্থাবর-জঙ্গম—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'ভোগ্য' (দৃশ্য) বিচার আসিয়া নিজ-প্রভুত্বপণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে অপদর্শন না হইলে প্রাকৃত সম্বন্ধ হইতে ভোগ বা ত্যাগ বিচার আসিয়া সাধকের সর্বনাশ সাধন করে।"

(শ্রীল আচার্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ গোবিন্দ তিথি গঙ্গোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শরণাগতি

কাহারও চরণে শরণ বা আশ্রয় লওয়ার নামই শরণাগতি। এই শরণাগতির আশ্রয় কি জগতের কোন বস্তু, না অন্য কিছু, তাহা আমাদের বিচার্য হওয়া উচিত। এই দুঃখ জলময় ভবসমুদ্রে বহুভাবে আমরা—মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই নিরাশ্রয়। মাদৃশ নিরাশ্রয়গণের নিত্য আশ্রয়—একমাত্র শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ। এই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে শরণ বা আশ্রয় না লওয়া পর্যন্ত আমরা সকলেই নিরাশ্রয়ভাবে এই সংসারচক্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভ্রমণ করিতে বাধ্য। আমরা বর্তমানে বহু নিরাশ্রয়কে আশ্রয় মনে করিয়া কেবল বঞ্চিতই হইতেছি, আশ্রয় পাইতেছি না; সেই নিরাশ্রয়গণ—মাতা-পিতৃগণ আমাদিগকে ত' রক্ষা করিতে পারিতেছেনই না পরন্তু নিজেরাও ভবার্ণবে নানা কষ্ট পাইতেছেন। সুতরাং কি দুর্দৈব আমাদের! এ দুর্দিনে পতিতের বন্ধু, অনাথের নাথ, দুর্বলের বল, জীবনধন শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ ব্যতীত কে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন? সেইজন্যই বলিতেছি, সব ছাড়িয়া অসহায় আমাদের—অশরণাগত আমাদের এখনই শ্রীগুরু-নিত্যানন্দপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক আশ্রিত বা রক্ষিত হওয়া, তাঁহাকে নিত্যরক্ষক ও পালকরূপে বরণ করা যে একান্ত কর্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আগে শরণ গ্রহণ অর্থাৎ আশ্রিত হওয়া, তৎপরে সর্বান্তর শ্রীগুরুনিত্যানন্দের চরণে আত্মসমর্পণের কথা। শরণাগতই আত্মসমর্পণের অধিকারী। যে শরণাগতই হইল না, প্রভুকে প্রভু বা রক্ষক বলিয়া জানিতে পারিল না, 'রক্ষক আছি' বিচার যাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না, 'আমি অসহায় নহি, আমি শ্রীগুরুদেবের নিত্যাশ্রিত বস্তু', এই জ্ঞান যাহার আসিল না, প্রভুর সহিত সম্বন্ধ যাহার হইল না, সে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মদানের কথা কি করিয়া বুঝিবে? সেইজন্য 'আদৌ সদ্গুরুপদাশ্রয়ঃ' অর্থাৎ গুরু-নিত্যানন্দের চরণে শরণাগতির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের প্রত্যেককেই 'রক্ষক আছে' বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেরূপ হইবার একমাত্র উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের নিরন্তর সঙ্গ। শরণাগতের সঙ্গ ব্যতীত শরণাগত হইবার কোন উপায় দেখি না। শাস্ত্র বলেন—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপে ব্যক্তি—এই দুই শ্রেণীই অবৈষ্ণব। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ। বৈধধর্মপর স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে পুণ্যময় লোক-বর্ণাশ্রমধর্মে প্রতিষ্ঠিত ও তৎফলে স্বর্গসুখ লাভ; আর অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যাহা অধর্মপর এবং লোক-বর্ণাশ্রম ধর্মের বিশৃঙ্খলতাকারক ও তৎফলে নরকদুঃখ লাভ। পুণ্যদর্শনই হউক বা পাপদর্শনই হউক, এই ভোগদর্শন-টাই খারাপ, হরিবিমুখ ব্যাপার। যেখানে কৃষ্ণকার্ষ্ণদর্শন নাই সেখানে ভক্তির কোন কথা থাকিতে পারে না। সেখানে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের তারতম্য বিচারই আমাদিগকে বিচার করিয়া জীবকে নানাভাবে প্রলোভন দেখাইয়া অভক্তির দিকে লইয়া যাইতেছে। ধর্ম অর্থ কাম নামক পুণ্যাত্মক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। মোক্ষ নামক বর্জিত হরিবিমুখতা নিবন্ধন হেয় অর্থাৎ মুক্তিকামনাও অবৈষ্ণবতা। মুমুক্ষু মায়াবাদী বা বুভুক্ষু মায়াবাদী উভয়েই অবৈষ্ণব বা অভক্ত। তাই তাঁহারা ফলভোগী, অশান্ত ও অস্থিরভাবে ব্যস্ত। এক কথায় বহির্মুখতাই অভক্তি বা অবৈষ্ণবতা। এই বহির্মুখগণই অসৎ। আমাদিগকে এইরূপ অসৎ হইলে হইবে না, উপরন্তু সৎ হইবার জন্য—ভগবৎ-সেবা করিবার জন্য অসৎ-সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে হইবে, শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে সর্বতোভাবে শরণাগত হইতে হইবে। শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মঙ্গলের আর উপায় নাই। ভক্তদাসগণ—শরণাগত ব্যক্তিগণ বর্ণাশ্রমধর্মী নহেন। এ জগতের কোন লোকের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা হরি এবং হরিভক্তকেই আপন বলিয়া জানেন। তাঁহারা সর্বার্পিতাত্মা, সর্বাত্ম-নাশ্রতপদ ও নির্ব্যলীক।

এই শরণাগতিই মঙ্গললাভের প্রথম সোপান। শরণাগত না হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোন কথাই বুঝা যায় না। শরণাগত বা আশ্রিত শিষ্য, গুরুর শাসন-বাচ্য নহেন। সুতরাং শরণাগত না হইলে শ্রীগুরুদেব শাসনই বা করিবেন কেন আর উদ্ধত আমি তাঁহার শাসনই বা গ্রহণ করিব কেন? প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবোন্মুখ সৌভাগ্যবানকেই নিজের আত্মীয়জ্ঞানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ নিগূঢ় রহস্য কথা—শুদ্ধভক্তির কথা বলেন এবং সেইরূপ শুশ্রূষু ব্যক্তিই তাঁহাদের মঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণপূর্বক তাহা যথাভাবে পালন করিয়া ধন্য হন। অপরের এ সামর্থ্য না থাকায় তাঁহারা মঙ্গললাভে বঞ্চিতই হ'ন। 'কার নীরে বাস করি না দিয়াম আপন করম ফেরে' এই বাক্য অশরণাগত জনগণেরই ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং নিরাশ্রয় আমাদের পরমাশ্রয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে এখনই যে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

বৈষ্ণবতন্ত্রে আমরা এই শরণাগতির কথা এরূপ দেখিতে পাই,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে
বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্বিধা
শরণাগতিঃ॥

গীতায় ভগবদ্বাক্যেও আমরা এই শরণাগতির কথা পাই,—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

অনুকূল-বিষয় গ্রহণ, প্রাতিকূল্য পরিত্যাগ, তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে নিত্য রক্ষকরূপে বরণ, আত্মনিক্ষেপ এবং কার্পণ্য—ইহাই ষড়্বিধা শরণাগতি।

হে অর্জুন, তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি শোক করিও না—ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শরণাগত হইবার জন্য সমস্ত জগজ্জীবকে আহ্বান করিতেছেন। আমরা ভগবানের জীব, সুতরাং তাঁহার এই সাদর আহ্বানে সাড়া দেওয়া বা তাঁহার এই প্রথম আদেশ পালন পূর্বক সব ছাড়িয়া তাঁহার শরণাগত হওয়া আমাদের উচিত নহে কি? তিনি ত' সকল পিতার পিতা, সকল গুরুর গুরু, সুতরাং সেই সর্বেশ্বরেশ্বরের আদেশ ও উপদেশ অগ্রাহ্য করা—কতকগুলি তুচ্ছ কর্তব্যের দায়ে এই নিত্য কর্তব্য পালনের প্রতি উদাসীন হওয়া আমাদের উচিত কি?

অসংখ্য ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ-বরণ প্রধান এবং এত 'ভক্তির' মধ্যে কীর্তনই যেরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অঙ্গী-স্বরূপ এবং অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলি তাহার অঙ্গ-স্বরূপ, সেইরূপ ষড়্বিধা শরণাগতির মধ্যে 'গোপ্তৃত্বে বরণ' অর্থাৎ শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে নিত্যরক্ষকরূপে বরণই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অঙ্গীস্বরূপ। আর অন্য পাঁচটি তাহারই পরিকর বা অঙ্গসদৃশ। যেখানে প্রভুকে রক্ষক জ্ঞান নাই বা নিজেকে প্রভুর রক্ষিত বলিয়া জানার অভাব, সেখানে অন্য পাঁচটি অঙ্গ যাজনের সার্থকতা দেখা যায় না। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই এই সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গযাজনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। যেহেতু বরণ গুরুপদাশ্রিত।

আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য শব্দের অর্থ—শ্রীভগবানের অথবা শরণাগত পুরুষের অথবা তাঁদের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য। গুরু ও কৃষ্ণভক্তের আশ্রিত সর্বাধিকারের সৌভাগ্য না হইলে অনুকূল গ্রহণ ও অপ্রতিকূল বর্জন কি সম্ভব? প্রভু বা রক্ষক স্বীকৃত না হইলে, আমি নিশ্চয়ই রক্ষিত হইব বা প্রভু আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এ কথা কি কেহ হৃদয় হইতে বলিতে পারে? আমি কাহার ভৃত্য, ইহা যদি না জানি তাহা হইলে তিনি আমাকে যেরূপভাবে নিযুক্ত করিতেছেন আমি সেরূপভাবে সেবা করিতেছি একথা অসহায় আমি, অনাশ্রিত আমি কি করিয়া বলিব—আত্মনিবেদন বা আত্মনিক্ষেপ আমার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে? প্রভুর করুণা যদি আমার উপলব্ধির বিষয় না হয় তাহা হইলে, হে ভগবন্! আপনার অপেক্ষা অধিক কারুণিক আর কেহ নাই এবং আমার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় আর কেহ নাই, এইরূপ বাক্যগত দৈন্য প্রকাশ

বিদ্যা

(শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, রাধাকুণ্ড)

বিদ্যা দ্বিবিধা। মণ্ডুক শ্রুতি বলেন—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ—এই শ্রুতিমন্ত্রে পরা ও অপরা এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে। 'পরা' অর্থে শ্রেষ্ঠ ও অপরা অর্থে অশ্রেষ্ঠকে বুঝায়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে বিদ্যা লাভ করা যায়, তাহা বিশেষ অন্তর্গত। সেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শুভ্রা সরস্বতীর ছায়া বিদ্যা সরস্বতী। বিদ্যা সরস্বতীর আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যা অর্জন করতঃ আমরা বিদ্বান্ বলিয়া ইহজগতে পরিচিত হইয়া থাকি। আমাদের এই বিদ্যা অর্জনের মূল কি রহিয়াছে ইহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, আমোদ্প্রমোদ-প্রীতি বাঞ্ছা বা লোভই ইহার মূল। কেননা, বিদ্যার্জনের ক্রমানুসারে আমরা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তোষণকার্যে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়া পড়ি। অপরা বিদ্যার আর এক নাম জড়-বিদ্যা। এই জড়বিদ্যাকে মায়ার বৈভব বলা হইয়াছে। যথা—

জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥

জড়বিদ্যা মায়িক-বৈভবে বিভাবিত করিয়া জীবকে কৃষ্ণভজনে নিত্যকাল বাধা দিয়া থাকে। তখন জড়বিদ্যার মোহে মোহিত হইয়া অনিত্য সংসার-সুখার্জনের জন্য জড়বিদ্যাকে অবলম্বন করি। এইজন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

বিদ্যার গৌরবে কাটাইনু কাল
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ না ভজিনু কভু
এখন শরণ তুমি॥
'বিদ্যা'র গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জন করি।
স্বজন-পালন করি এক মনে
ভুলিনু তোমারে হরি॥

এই মহাজন-গীতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই জড়বিদ্যা বিলাস ব্যসন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জগতের 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত সমস্ত জড় জগতের অন্তর্গত। জড় জগতের বিদ্যার সাহায্যে অক্ষর বস্তু শ্রীভগবান্ লভ্য হন না। আমরা কৃষ্ণসেবা হইতে চ্যুত হইয়াছি বলিয়া মায়াদেবী আমাদের উপর একটা মস্ত বড় বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। গাধা যেমন চিনি, মিছরি ইত্যাদির বোঝা চিরকাল বহন করিয়া থাকে কিন্তু আস্বাদন পায় না, ঠিক সেইপ্রকার আমরা সংসারে কেবল বিদ্যার বোঝা বহিয়া মরিলাম, সারাংশ লাভে বঞ্চিত রহিলাম। আজকাল জগতে বড় বিদ্বান্ বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছেন কাঁহারা? যাঁহারা যত অধিক পরিমাণে বিদ্যার সাহায্যে লোকের সাজ-সরঞ্জাম সৃষ্টি করিতে পারেন, অর্থাৎ ভোগের যোগান যিনি যত দিতে পারেন তিনি তত অধিক বিদ্বান্। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই জড়বিদ্যা বা অপরা বিদ্যাই আমাদের বর্ত্তমান ভোগের যন্ত্র। বিদ্যা-পরিখা আমাদের ভিতরে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ক্রমশঃই ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া, আমরা নাস্তিক্যবাদকে অবলম্বন করিতেছি। কথায় শোনা যায়, 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী'। একটু লেখা-পড়া শিখিতে না শিখিতেই ধর্ম-বিষয়ের আলোচক হইয়া কুতর্ক শিক্ষা করি, জড়-বিদ্যার এই প্রকার পরিণাম। জড়বিদ্যায় ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা হয় না। কেবল তর্কই স্থান পায়।

তার্কিকা ঘটপটেতি বটেষু-
র্যানিনঃ সদসদিতি বদেষু।
সাংখ্যকা অনবগতেতি তস্যেষু-
র্যদিঃ কৃষ্ণ চরণং ন ভজেষুঃ॥

জড়বিদ্যার কচকচি করিতে গিয়া এক দল কেবল তর্ক করেন। জড়বিদ্যারই অনাত্ম আত্মবিদ্যা আর একদল, অর্থাৎ মায়াবাদিগণ কেবল সদসৎ লইয়া চীৎকার করেন। শব্দ লইয়া যাহারা ব্যস্ত তাহারা কেবল "কচ টতপ" করেন, কিন্তু কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভজন করেন না। ইহজগতে জড়-বিদ্যা বহুরূপে প্রকাশিত—সঙ্গীতবিদ্যা, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি। এই সমস্ত বিদ্যা আমাকে জড়বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিলেও বাস্তব-জ্ঞান দানে অসমর্থ। বাস্তব-বস্তু জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীভগবান্, তিনিই একমাত্র জ্ঞানের স্বরূপ ও দাতা। হিতোপদেশেও আমরা বিদ্যার কথা পাই—জড়বিদ্যার আশ্রয়ে একটী শস্ত্রবিদ্যা, যাহা লোকের সাহায্যকারী আর একটী শাস্ত্র বিদ্যা,—

বিদ্যা শস্ত্রস্য শাস্ত্রস্য দ্বে বিদ্যে
প্রতিপত্তয়ে।
আদ্যা হাস্যায় বৃদ্ধত্বে দ্বিতীয়াদ্রিয়তে সদা॥

ইহজগতে সাধারণতঃ দুইটি বিদ্যা প্রচলিত—শস্ত্র ও শাস্ত্র। কিন্তু আদি শস্ত্রবিদ্যা মানুষ সব সময় ব্যবহার করিতে পারে না, কারণ বৃদ্ধাবস্থায় শস্ত্রবিদ্যা অনর্থক হয়। কিন্তু শাস্ত্রবিদ্যা আমরণ পর্য্যন্ত সকলেই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। তাহাতে হাস্যাস্পদ হইতে হয় না। কারণ, শাস্ত্র-বিদ্যা আত্মবিদ্যা; অতএব শাস্ত্রবিদ্যা সকলেরই গ্রহণ করা দরকার। এই বিদ্যা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্ন করিলে শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভু বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা
নাহি আর॥

কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র বিদ্যার বা শিক্ষা। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্তই জড় বিদ্যা।

এজন্য আবার বলিয়াছেন—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

কৃষ্ণ ভারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥

এই জড়বিদ্যাকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বিদ্যার প্রধান করত নিজ নিজ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা পত্নীদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা পরা বিদ্যার আশ্রয় ছাড়িয়া জড়বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির লাভের প্রয়াস করিতেছি। এরূপ প্রয়াস যে বিফল, ইহা উপনিষদ্ বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই পরমাত্মাকে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব প্রকটিত করেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই জড় বিদ্যা আমাদিগকে পরমার্থ প্রদান করিতে পারিতেছে না, জড় বিদ্যাতে যতই আমরা মগ্ন হইয়া পড়িব ততই কৃষ্ণকৃপা হইতে অর্থাৎ পরবিদ্যা হইতে দূরে সরিয়া যাইব,

"পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারখারে।
কৃষ্ণযশ মহোৎসব বঞ্চিল সবারে॥"

জড়বিদ্যায় যতই পারদর্শী হইতেছি ততই আমাদের হৃদয়ে বিদ্যার অহঙ্কার আসিয়া স্থান লাভ করিতেছে এবং অভিমানে স্ফীত হইয়া কৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমাদের বিদ্যার গৌরবকে ধ্বংস করিয়া পরা বিদ্যা অর্জনই যে আমাদের সকলের একমাত্র ধর্ম, শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় একটী গীতি কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ বিস্তার হইয়া যাইতেছে, তথাপি উক্ত গীতিটী এত সুন্দর যে, তাহা প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই গীতি-কীর্ত্তন দ্বারা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব—

মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব॥
স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের গৌরব॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি, যদি না ভজিলে হরি
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ প্রতি অনুরাগ সেই দীপে যেন জাগি
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যার মার্জ্জন তার, কভু কভু অপকার
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণভক্তি স্ফুরে মনে
তাহারি আদর জান সব॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

কেন আমার পক্ষে কি কখনো সম্ভব হইবে? সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার রক্ষক এবং আমি তাঁহার অযোগ্য ভৃত্য হইলেও তৎকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া রাখা চাই—প্রকৃত শরণাগত হওয়া চাই। তাহা হইলেই আমাদের সকল অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, মঙ্গলালোক দেখা দিবে। কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া অবৈধভাবে নিজের প্রাকৃত বলের উপর নির্ভর করিয়া যদি দুঃসঙ্গের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্তকাল এ'পথা মঙ্গলের অনুসন্ধান করি তাহা হইলে আমরা আত্মঘাতী হইব।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন, জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন এবং ভগবানজীবনিষ্ঠিত্বই বলিয়া নিঃশেষরূপে স্বকীয় সামর্থ্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যানুসারে তাঁহার কোন বস্তু অদেয় হয় না। যে জীব তাঁহার প্রতি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছভাবে শয়ন করিয়া থাকেন। অতএব তদীয় কৃপাবলম্বী হইয়াই যাবতীয় কার্য্যের আচরণ করিবে। ব্রহ্মপুরাণেও দেখা যায়, কেবল অহঙ্কার-নিবৃত্ত পুরুষগণের দূরবর্ত্তী নহেন, পরন্তু যাহারা অহঙ্কারযুক্ত, তাহাদের ও ভগবানের মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যবধান রহিয়াছে।

এই শরণাগতি যখন ব্যাপারটি কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা শ্রীহরির শরণ লইয়াছেন, যম তাঁহাদের শাসনে সমর্থ হ'ন না এবং তাঁহারা মুক্তিফলভাগী হইয়া থাকেন। "হে ভগবন্! আমি আপনারই আশ্রিত হইয়াছি" এরূপ বাক্য উচ্চারণ, মনদ্বারা তদ্রূপ চিন্তা এবং শরীর দ্বারা তদীয় ক্ষেত্র আশ্রয় সহকারে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান—ইহারই নাম কায়মনোবাক্য দ্বারা ত্রিবিধভাবে শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে রক্ষকরূপে বরণ। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরণাগতি যাঁহার হয়, তিনি সত্বরই মঙ্গললাভ করেন। সেইজন্য বলিতেছি, সর্ব্বমঙ্গলাকর শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্মযুগলরূপ দুর্ভেদ্য নিরাশ্রয় আমাদের একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র আশা-ভরসা। আশাধীকদা সেই ভগবদ্দ্বন। তাই আজ দুর্ব্বল আমরা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণকমলে করযোড়ে কৃপা ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।

শুদ্ধ ভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিষ্ণু-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। মুখ্যাচার্য্য [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুষ্টয় সেবার-শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তরঙ্গ গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—সেক্রেটারী শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) [illegible] কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাকালী, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ভরিয়াব, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মগলা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮৩নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপাড়া

রক্ষক—ভক্ত শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ন্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কাম্বালাহিল বোম্বে

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জীউর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যা[illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীমাধবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৩

৫১, ডাউন্সরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

৭নং চাটার্জ্জী লেন

হিউয়েট্ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী পঞ্চবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

৬ই [illegible] ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

ডাক্তারদের দর [illegible]

দেশী [illegible] ডাক্তার—

	৮ মণ
[illegible]	৬৸০
[illegible] চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
[illegible]	৲-৭৷০
[illegible]	৫৷০
[illegible] নতুন	৬৶০
ঐ পুরাতন :	
[illegible]	
[illegible]	৶০
আতপ—	
নূতন [illegible]	৷০
[illegible]	১ ৲-১০৷০
[illegible]	৫৷০-৫৷৶
ঐ [illegible]	৫৲-৫৶০
[illegible]	৫৷০-৫৷০
[illegible]	
[illegible]	৶০

চিনির দর

[illegible]

সোণা-রূপার দর

[illegible]

পাটের দর

[illegible]

[illegible] ও [illegible] দর

[illegible]

[illegible] দর

[illegible]

[illegible]	৮৲
দুধ	৮৲
[illegible]	৸০
[illegible] সের—	-৸০
[illegible] ৫০—৬০ সের	১০৲

লোহ ও [illegible]

১।২।৩৮

[illegible]	[illegible]
[illegible]	৮৸০—৯।০
[illegible]	৮৲—৮৸০
[illegible]	১০৲
[illegible]	৯৲—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯
[illegible] (কোনা)	৭।০—৮।০
[illegible] সের—	[illegible]
[illegible] সের—	১৬৷০
[illegible] সের—	১৮
[illegible]	১৯৶০
[illegible] সের—	১৫৸৶০
[illegible] সের—	১৬৷/০
[illegible] সের—	
[illegible]	[illegible]
[illegible] সের—	১৫৲

[illegible]

[illegible] দর

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

[illegible]

[illegible] মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

[illegible]

[illegible]

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible]

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

[illegible]

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন্ডরোগ

[illegible] হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী [illegible] "কেন্ডরোগ" [illegible] এমন [illegible] আর [illegible] আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, [illegible] জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, [illegible], [illegible] এবং [illegible] "কেন্ডরোগ" [illegible]। [illegible] এবং শরীর [illegible] একমাত্র [illegible]।

সেবন বিধি ঃ—[illegible] ২ [illegible] ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ [illegible] সহিত, [illegible] ১০ ফোটা [illegible] সহিত, ছোট ২ [illegible] ৫ হইতে ১৫ [illegible] সহিত বিধি। [illegible]।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা [illegible] বড় [illegible] ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

[illegible], কৃষ্ণনগর, (নিউ রোড)

৬২-২৬১নং [illegible] পোঃ [illegible], [illegible]।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ [illegible] কাব্যতীর্থের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible]—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

পোঃ [illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্যবরের অনুকম্পায় সর্ববিদ্যাশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক মহোদয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল তত্ত্বসাগর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং সরিস লেখনীর অদ্ভুত বল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫০ অধ্যায়ে মোট সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গৌড়ীয়মঠ, দারভাঙ্গা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
সিকি কলম ১৫	১২৷০
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ও বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" এবং ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী ও মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাতারপাড়ায় অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

Regd. No. C 1544

[১২ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার [২৯৩-২৯৪ সংখ্যা]

শ্রীলসরস্বতীগোস্বাম্যষ্টকম্

(১)

আশৈশবোপার্জিতভক্তিযোগং
দুঃসঙ্গত্যাগায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞং।
কৃষ্ণানুসন্ধাননিমগ্নচিত্তং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(২)

শ্রীগৌরপাদাম্বুজভৃঙ্গরাজং
নাম্নাং প্রচারোদ্যমপূর্ণহৃদং।
শ্রীধামসেবাসু নিতান্তচেষ্টং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(৩)

সংসারনির্ব্বারকসদ্বরেণ্যং
ভক্তৈর্ব্বিরক্তাশয়সেব্যপদ্মং।
নিত্যং সতাং মানসরাজহংসং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(৪)

নির্ণায় বিস্তারিসুবোধভাষ্যং
ভবান্ধলোকস্য সুদৃক্প্রদঞ্চ।
উৎপাদিতাশেষসুধীপ্রমোদং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(৫)

গোপেশনেত্রোৎসববৃদ্ধিরামং
ঔদার্য্যমাধুর্য্যরসাব্ধিপূর্ণং।
রাধাসরস্তীরনিবাসবদ্ধং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর স্বরূপরূপানুগবর চিরধন্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ.

শ্রীলসরস্বতীগোস্বাম্যষ্টকম্

(৬)

শুদ্ধেন জ্ঞানেন জগজ্জনানাং
বিনাশিতং মোহঘনান্ধকারং।
আচার্য্যবর্য্যেণ কৃপাময়েন
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(৭)

পারেসমস্তং শুদ্ধগৌরবাণীম্
আম্নায়গাথাপন্থতাং সমৃদ্ধাং।
নিস্তার্য্য মোহৈকতমস্তুদং লোকে
বন্দে প্রভুং শ্রীল সরস্বতীং তম্॥

(৮)

চৈতন্যসংকীর্ত্তিসহস্রবক্ত্রং
হা নিত্য ভাবেন দয়ার্দ্রচিত্তং।
ভূতেষু দীনেষু কৃপাগুণাব্ধিং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(৯)

হে দেব! শশ্বদ্ধি ভক্তিযোগেন
শ্রীপাদসেবাধ্যয়নস্বরেণ।
একান্তভক্ত্যে স্বচৈতন্যকো
আত্মাং মক্তির্ব্বর্দ্ধতাং প্রভুক্তো॥

(১০)

বিজ্ঞানবৈরাগ্যসুভক্তিদীপ্তং
গৌড়ীয়নিঃশেষশাস্ত্রভূতে।
সিদ্ধান্তসিন্ধাবধিনারূপে
শ্রীপাদপদ্মে মম চিত্তভৃঙ্গঃ॥

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার প্রকাশ। শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহলীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎপ্রেষ্ঠ বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মানুষ পতিতকে উদ্ধারণ করিবার জন্য মর্ত্ত্যপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত। তিনি দ্বাপরান্ত নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি নরোত্তমরূপে বৈষ্ণবগণের পরমবরণীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব। অভেদ বিচারে তিনি উপাস্য পরাকাষ্ঠা-বস্তু। পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মানুষ সেবাবিমুখ নর; তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত।

শ্রীবার্ষভানবী লৌকিকগঞ্জনার ভয়ে কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমরা আশ্রয়বিগ্রহের সেই আদর্শ অনুসন্ধান ব্যতীত অন্যপথে চলিব না, আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই জানিব না, আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্মের সংশ্লিষ্ট নিত্যধূলি হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিব না ইহাই একমাত্র সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি প্রেষ্ঠালিগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট ও তাঁহাদের করতলগত হন। অতএব আমরা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমাদের জীবনে মরণে সর্ব্বস্ব জানিব।

অর্থ ভাল বটে; কেন না, তাহা বস্তুরূপী ইন্দ্রিয়ভোগের exchange medium কিন্তু বহুকষ্টার্জ্জিত অর্থ যদি একান্তে পরমার্থে যদি হরিকীর্ত্তনের সহায়ক না হয়, তা'হলে সেই অর্থই আমাদের মৃত্যুকে ডেকে আনে। দেবতারা—প্রবৃত্ত, আর ঋষিগণ—মৌন বা নিবৃত্ত। কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হইলে উভয়েই মনোধর্ম্মের দাস।

পশুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা চা'র রকমে প্রকাশিত হয়। এগুলি কৃষ্ণপ্রেম নয়—ধর্ম্মবাঞ্ছা, অর্থবাঞ্ছা ও কামবাঞ্ছা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির পৃথক তিনটি রূপ। এদের অপর নাম—ভুক্তি। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট্ পিপাসা—মুক্তি-কামনা। নরকাদিতে কেবল দুঃখ, স্বর্গে সুখ দুঃখ কমে এসে এসে সুখ হয়। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির নিত্যস্বরূপ মুক্তি সুখ-পিপাসা বা ভোগ-পিপাসা। প্রবৃত্তিমুখে হাত বাড়ান হয় আর নিবৃত্তিমুখে হাত গুটান হয়। 'তরোরিব সহিষ্ণু' বাক্যের সার্থকতা জীব-জগৎ তখনই বুঝবে—যখন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি চেষ্টা হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে আত্মা স্বাভাবিক বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'বে।

মনুষ্যজাতির মনোধর্ম্মের সহিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের পার্থক্য রয়েছে। আমাদের এসকল কথা এখন লেখা থাক, পরে এ সকল কথা হ'য়ত বুঝবে মানবজাতি, আমরা এ দেশ থেকে চলে গেলে। পঞ্চাশটি মঠের পরিবর্ত্তে আমি যদি সত্যি সত্যি পঞ্চাশটি মানুষ পেতাম; তবে আমি আমাকে বেশী লাভবান্ মনে করতাম। আমি চাই চেতনের মঠ। চৈতন্যমঠ-প্রকাশের জন্যই এত মঠ স্থাপিত হ'য়েছে। যে সকল লোক পেয়েছি, তাঁ'রা চেপে কথা বল্‌ছেন। নির্ভীকভাবে শ্রীচৈতন্যের বাণী ঘোষণা কর্ত্তে পাচ্ছেন কোথায়? শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ না ক'লে সেই নির্ভীকতা আসে না। জগতের সকল লোক যদি সত্য কথার বিরোধী হইয়াও যায়, তথাপি শ্রীচৈতন্যের নিজদাসগণের পদরেণু দ্বারা মাথার মুকুট তৈয়ারী ক'রে নির্ভীককণ্ঠে সত্য কথা বল্‌তে হ'বে। সত্য কথা বল্‌তে গেলে লোকপ্রিয়তা ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যা'বে না। একথা বল্‌ছি না যে, দুনিয়ার লোককে চটিয়ে দিলেই সত্য কথা বলা হ'ল। যিনি সত্যের প্রচারক, তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্য প্রচার করবেন। তিনি যেন মনে না করেন, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করাই অর্থাৎ লোকের নিকট জড়প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিই অপর কথায় সত্যকে আবরণ করাই তৃণাদপি সুনীচতা।

আচার্য্যবাণী

কনকের একচেটিয়া মালিক মাধব, কামিনীর একচেটিয় ভোক্তা মদনমোহন আর প্রতিষ্ঠার একমাত্র অধিকারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীগুরুদেব। গুরুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দের সহিত নিজেকে সমানজ্ঞান—গুরুর অনুকরণ। গুরুর সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি বা সাযুজ্য-লাভের দুষ্প্রবৃত্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—মূল আশ্রয়বিগ্রহের পদবী আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক, আপনাকে তাঁহার সমান বিচারে তাঁহার সখীত্ব পর্য্যন্ত আমাদের প্রার্থনীয় নহে। সখীর কিঙ্করীত্বই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার উপায়ন-সমূহ আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক,—গুরুসেবকগণের সেবাবৃত্তি আত্মসাৎ করিবার অধিকারও কোন গুরুসেবকের নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে সকল শুদ্ধসম্প্রদায়রূপ দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত সংগ্রহ করেন তাহা অপর গুরুসেবক বা গুরুদেবও চুরি করেন না। উঁহার একচেটিয়া চোর শ্রীনন্দনন্দন।

আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে তৎ-প্রেমবাধ্য বিষয়বিগ্রহের অনুশীলনই—অনুকূল অনুশীলন। বিক্রীত পশুর প্রভুর সেবাই নিত্যধর্ম্ম। প্রভুর সেবায় প্রদত্ত উপঢৌকন তাঁহার ক্রীতদাস যদি মস্তকে বরণ করিয়া শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে পৌছাইয়া না দেন, তবে তাহা কপটতা, প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা, নিজসুখবাঞ্ছারূপ অভক্তি হইয়া যায়। প্রভুপূজার সেব্য উপায়নকে প্রভুপাদপদ্মে সমর্পণই নির্ম্মৎসর ভৃত্যগণের ধর্ম্ম বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা দিয়াছেন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাস্য এত বড় জিনিষ যে, পৃথিবীর বিচারে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই সংহারমূর্ত্তি রুদ্রের শিবস্বরূপ পর্য্যন্ত গুরুদাস্যের জন্য পাগল। শ্রীশিব গুরুদাস্যের চিহ্নস্বরূপ সর্পরাজী সঙ্কর্ষণকে অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। সঙ্কর্ষণ আবার কৃষ্ণদাস্যের জন্য লালায়িত। সঙ্কর্ষণ দশদেহে কৃষ্ণের সেবা করেন শেষস্বরূপে ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণদাস্য করেন। অধিক কি, যিনি বৈষ্ণবশিরোমণি, সেই মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী পর্য্যন্ত কিঙ্করী অভিমান করিয়া থাকেন। স্বয়ং লক্ষ্মীনাথ নারায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের দাস্যের জন্য উৎকণ্ঠিত।

নাস্তিকরূপ কংস কর্ত্তৃক শত শত নিধন-চেষ্টা হলেও নন্দনন্দনের বা তাঁহার সেবকের নিধন বা মৃত্যু নাই। পরব্রহ্মের নন্দনন্দনত্ব বা মদনমোহনত্ব না জানিতে পারিলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রবল হইয়া কংসানুগত্য অবশ্যই করাইবে। পরব্রহ্মের নন্দনন্দনত্ব বা আনন্দময়তা লক্ষণের অভাব উপলব্ধি হয় এই জন্য কংসের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয়ের অবস্থান। যদি নন্দনন্দনের নন্দনত্ব প্রকটিত না হইত তাহা হইলে জীবের পুরুষাভিমান কিছুতেই বিদূরিত হইত না। পুরুষাভিমানে প্রকৃতিভজন না ছাড়া পর্য্যন্ত মহাচিদ্বিলাসী শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ-মধুসূদন-জগন্নাথ-গৌরকিশোর বা মহাবৈরাগ্যবান্ শ্রীরায় রামানন্দ-ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর আনুগত্য হয় না—এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-গৌরবাণী একমাত্র নামধৃক্ হইলেই উপলব্ধি করিতে পারিব। গোকুলের মহোৎসব ব্রজেন্দ্রনন্দনের রম্যচিন্ময়স্বরূপ ও গোপীচন্দ্রের একমাত্র শ্রীনামের কীর্ত্তন ও অনুস্মরণের মধ্যে অনুস্যূত

নিত্য আম্নায়ধারায় গুরুমন্ত্রবীর্যে স্বরূপের যে জন্ম, সে জন্ম লাভ করিয়া ঐকান্তিক ভজনপথে চলিতে চলিতে সাধনভক্তি পার হইয়া ভাবভক্তি ও তৎপরিপক্কাবস্থায় প্রেমভক্তি লাভের জন্য স্বযূথে বা গোষ্ঠিতে অবস্থান পূর্ব্বক অনুক্ষণ আশ্রয়বিগ্রহের প্রেমবাধ্য বিষয়বিগ্রহের সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গোবিন্দ, অক্ষয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫১

ব্যাসপূজা

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়ায়ের শ্রীস্বরূপরূপানুগধারার দশম আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী আজ আমাদের বহুভাগ্যফলে কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার যথাযোগ্য আরাধনায় সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতি নগণ্য কিঙ্কর-কিঙ্করাভাসসমূহে সকলেই সমবেতকণ্ঠে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী তিথিবরার জয়গান করিতেছি। তিনি আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া বর্ষে বর্ষে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটস্মৃতি জাগাইয়া তাঁহাতে আত্মপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার শুভসুযোগ দিয়া থাকেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমরা পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ-প্রণতি বিধান করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদের হৃদয়ে নিত্যকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবস্মৃতি জাগরূক করিয়া অবস্থান করুন, ইহাই আমাদের [illegible] প্রার্থনা।

আমাদের সম্বৎসরের 'সেবার খতিয়ান' উপস্থাপিত করিবার শুভদিন আজ। শুধু ভক্তিগন্ধহীন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও হৃদয়হীন আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব-বন্দনাত্মক আড়ম্বর প্রদর্শন দ্বারা তিথিকৃত্য পালন করিয়া এক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হইবার জন্য পরমপূজ্যা তিথিবরার আগমন নহে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, মাসের পর মাসগুলি আমরা [illegible] কাটাইয়াছি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে সতত জাগিয়াছে ও জাগিতেছে কিনা, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা-আচার-প্রচারের কে কতটুকু অনুসরণ বা অনুকরণ করিতেছি, তাহার পরীক্ষা দিবার শুভদিন আজ। অদ্যকার পরীক্ষায় একমাত্র পরীক্ষক আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিরুপম সেবকোত্তম তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ অন্যতম আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর। তিনি আমাদের অন্তর বাহির সকল কার্য্যের কপটতা বা সরলতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কতকগুলি আচারবিহীন, আবর্জ্জনাপূর্ণ বাক্যের ফুলঝুরিতে তিনি মুগ্ধ হইবার বস্তু নহেন। ভাষার লালিত্য, গাম্ভীর্য্য, বাক্যবিন্যাস, পরিপাট্যাদি কিছুই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি চাহেন, কাহার বাক্যে, কাহার লেখনীতে, কাহার আচারে বিচারে আছে কতটুকু প্রাণ; প্রাণ থাকিলেই তাহাতেই প্রচার শোভা পায়, তাঁহার বাক্যই মর্ম্ম স্পর্শ করে, নতুবা প্রাণহীন বাক্যের কোন মূল্য নাই। দৈন্যের ছলে আমার সেবা-বিমুখতাকে সিদ্ধান্তের তোষামোদে ঢাকিয়া—সমালোচিত হইবার অবসর প্রদান না করিবার কপটতা তিনি ধরিয়া ফেলিতে পারেন। তাই বড় আনন্দের মধ্যে বড় আশঙ্কা ও বিষাদ আসিয়া আমার চিত্তকে ঘন নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে বিষাদের অট্টহাস্য হাসিয়া অশনি নির্ঘোষে জানাইয়া দিতেছে—"তোমার যে কোন যোগ্যতাই নাই। কপটতা করিয়া কি লিখিবে?" আমার ভাব নাই, ভাষা নাই, আদর্শ সেবা[illegible] নাই, আছে কেবল দুর্ব্বল হৃদয়ের নিরর্থক হা হুতাশ—দীর্ঘনিঃশ্বাস, যাহা অত্যন্ত সেবোৎসাহহীনতার লক্ষণ। আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, তথাপি ভরসা,—সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার নিজজনগণের অহৈতুকী কৃপা যদি আমাকে কখনও [illegible] হইতে উদ্ধার করেন।

বড়ই দুর্ভাগ্য আমার, অধোক্ষজ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অক্ষজজ্ঞানগম্য বিচারহেতু তাঁহার প্রকটলীলার মর্ম্ম ধারণা করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, তিনি বুঝি আমার বিষয়কার্য্য হইতে অবসরকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব কতবার আমাকে মঠে যাইবার স্পেশাল ট্রেন ছাড়িবার [illegible] হুইসিল দিবার দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু আমি তখন বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট, [illegible] বড় গৌরবের কথা মনে করিলাম। তাই স্পেশাল ট্রেন ছাড়িয়া দিল, আমি পড়িয়া রহিলাম! কিন্তু পরমকরুণাময় পতিতপাবন প্রভু যে মাদৃশ নিতান্ত দুর্গত জীবের জন্য আবার একখানি স্পেশাল পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহাও যে [illegible] ছাড়িয়া যাইতেছে, যাত্রিগণকে আহ্বান করিতেছে, আর আমার কি এখনও সময় হবে না? আমি কি এখনও অচেতন রহিব, এ ঘুম কি আমার ভাঙ্গিবে না, 'জীব জাগ জীব জাগ'—এ ধ্বনি কি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না? এ দ্বিতীয় স্পেশাল কি আমাকে টানিয়া তুলিয়া লইবেন? আমার কি সেই সৌভাগ্য হইবে? জানি না, ভাগ্যে আরো কত দুর্গতি আছে।

শ্রীগুরুদেব গোলোকের বস্তু, একথা এতদিন কেবল মুখেই বলিয়া আসিয়াছি, কারণ [illegible] তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়াছি, তাই এত দিন তাঁহার শ্রীচরণ হইতে দূরে থাকিতে হইল! কিন্তু হায়! এখনও ত' সে প্রাণের [illegible] জাগিতেছে না, এখনও সে চির বিরহ অনুভব [illegible] থাকি। আজ পঞ্চদশবর্ষ ব্যাসপূজার সৌভাগ্য পাইয়াও [illegible] সেই তিমিরেই [illegible] থাকিলাম; বরং হৃদয়ে আরও গাঢ়অন্ধকারে ডুবিয়া [illegible]!

না জানি, কোন জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে এমন দুর্লভ বৈষ্ণব গুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াছিলাম, [illegible] অযোগ্যের প্রতি এমন অহৈতুকী সর্ব্বতোমুখী করুণাধারা বর্ষিত হইতে আর কোথাও দেখি নাই। শ্রীগুরুদেবের 'পতিতপাবন' নাম কেবল গ্রন্থেই পড়িয়াছি, মনে করিতাম, [illegible] কেবল লেখনীমুখেই ব্যক্ত হওয়ার বস্তু; কিন্তু সেই অপ্রাকৃত পরতত্ত্বকে মূর্ত্তি ধারণ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াও মহামায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তির বশীভূত হইয়া গেলাম! অহো! ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈবের পরিচয় আর কি হইতে পারে?

পূজ্য, পূজক ও পূজার স্বরূপ-বিচারে পরাঙ্মুখতা হেতু পূজাকে আমাদের ইন্দ্রিয়লালসাময় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াবিশেষ মনে করায় এতদিন সেই নিখিলকল্যাণগুণসমুদ্র শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অভিনয়ই হইয়াছে। আমার প্রাকৃতবুদ্ধি প্রবল থাকায় সে অঞ্জলি সে অপ্রাকৃতচরণকমলে পৌঁছায় নাই। পূজকের সজ্জা আছে বটে, পূজা-সম্ভারেরও আয়োজন আছে বটে, কিন্তু "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ"—এই সূক্তিটির মূলমন্ত্রের বিচারাভাবে লৌকিক পূজাভিনয়মাত্রই হইয়াছে, তাই সংসারবন্ধন ছুটে নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মও আমার সেবাবিমুখতা দেখিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু দয়ার ঠাকুর তাঁহার অন্তর্দ্ধানলীলায়ও তাঁহার অধম সেবকাভাসগণের মঙ্গলচিন্তায় বিরত হন নাই। তাঁহারই সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি—[illegible] মূর্ত্তি [illegible] আচার্য্যদেবকে আরও অধিক শক্তিসঞ্চার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন মাদৃশ পতিতগণকে উদ্ধার করিবার জন্য। তাই, আজ এ ব্যাসপূজাবাসরে হে গুরুদেব, আপনার পতিতপাবন শ্রীপাদপদ্মে তাঁহারই করুণা ভিক্ষা করিতেছি, যদি তাঁহার কৃপায় কখনও আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবাধিকার লাভ করিতে পারি।

হে প্রভো, আপনার প্রকটাপ্রকট উভয়লীলাই নিত্যা ও পরমচমৎকারিতাময়ী। প্রকটলীলাকে আরও অধিক চমৎকারিতা প্রদানের জন্যই আপনার অপ্রকট-লীলা। প্রকটকালে আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে যে কতটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, অপ্রকটলীলায় তাহারই বাস্তবতা ও অবাস্তবতা বিশেষভাবে পরীক্ষা হইয়া থাকে। আমাদের চোখের দৃষ্টি আজ আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিতেছে না, তথাপি আপনি অন্তরালে থাকিয়া আমাদের সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আপনার প্রিয়জনের শ্রীচরণে রতি থাকিলে আপনি তাঁহার প্রিয়স্থানে আমাদিগের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়া নিশ্চয়ই আপনার দীন সেবকগণের প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন, এই আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি। গত বিরহবাসরে আপনি প্রত্যেক সেবককে উদ্দেশ্য করিয়া আপনার নিজজনের যে সেবামাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের নিরাশহৃদয়ে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছে। [illegible] আছে—শ্রীভগবান্ নিত্য ও তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম রূপ-গুণ-পরিকর [illegible], নিত্য, নিত্যচরণ সত্য, আবার নিত্য[illegible] দিয়া। সুতরাং [illegible] আপনার প্রাকট্যের অবসান নাই। তথাপি আজ শ্রীব্যাসপূজাবাসরে আপনার প্রকটপাদপদ্ম না দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। [illegible], আপনার শ্রীপাদপদ্ম আমাদের একটি প্রার্থনা, যেন তাঁহাতে আমাদের ঐকান্তিকী [illegible] হয়, আমরা প্রেম ও ভক্তি [illegible] লাভ করিয়া সেই শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি।

অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত এই দুইটী কথার বিচার আমরা, হে গুরুদেব, আপনার [illegible] হরিকথা-কীর্ত্তনকালেই শ্রবণ করিয়াছি। আজ তাহা অতি স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, আমাদের অক্ষজ বিচার দূর করিবার জন্যই যেন আপনার অন্তর্দ্ধানলীলা। আপনার শ্রীপাদপদ্মে [illegible] কোটি দণ্ডবৎ,

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিবে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

আপনার সেই শ্রীপাদপীঠ, আপনার সমাধিপীঠ, আপনার আসন, বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, দণ্ড, আপনার শ্রীহস্তলিপি, আপনার স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্র, গ্রন্থ, শাস্ত্র—সর্বরূপেই আপনি বিরাজিত, সকলই আপনার সেই প্রকটকালের স্মৃতি উদ্দীপক—সর্বদাই নিত্য। আপনার একসময় শ্রীমূর্তিদর্শনে যদি আমাদের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভের উদয় না হয়, যদি সজ্জন আপনার শ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শনহেতু ব্যাকুল হইয়া না উঠে, যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয় দিয়া সর্বাঙ্গে প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি না হয়, যদি আপনার প্রিয়বাক্য, প্রিয় গীত, প্রিয় শ্লোক, প্রিয় গ্রন্থ, প্রিয় স্থান, প্রিয় ধাম, প্রিয় দ্রব্য—আপনার প্রিয় সকল বস্তুর প্রতি আমাদের সেবোন্মুখতা প্রবৃদ্ধ না আসে, যদি আপনার প্রিয়জনে প্রীতির উদয় না হয়, তাহা হইলে জানিব আমাদের হৃদয় অপরাধফলে অশ্মসার কঠিন হইয়া রহিয়াছে। আমরা যত না কেন অর্চন-মার্গের ঘণ্টা নাড়ানাড়ির আড়ম্বর প্রদর্শন করি, তাহা সব ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে; অর্চন করিতে করিতে নিজেরেই ভোগের ইন্ধন বাড়াইতে থাকিব। আপনার 'রত্নবৈদ্য' অভিধানে আপনাকে ভাল ভাল জিনিষ নিবেদনের ও প্রসাদ পাইবার ছলে নিজেরাই তাহার ভোক্তা সাজিব। আপনার আসন, বস্ত্র, ছত্র, পাদুকাদি ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতি প্রদর্শন করিয়া আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে তাঁহাদিগকে সেবাভিচারে অবজ্ঞাপূর্বক সেবার দাবিতে তাহা অপহরণ করিয়া তাহার ভোগোদ্যমের কারণ হইবে। আপনার যাবতীয় কনক-ভোগপ্রবৃত্তি জীবপ্রাণ ভীষণতর নরকগমনের পথ প্রশস্ত করে। ঐ সকল ব্যক্তি আপনার শ্রীপাদপদ্মে যতই না কেন ভক্তির ছলনা করুক, সেই ছলনাই উহাদের ধ্বংসের ও বিপত্তির কারণ হয়।

আপনার শ্রীপাদপদ্মে যাঁহার সেবার রুচির উদয় হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে সর্বদাই আপনার শ্রীপাদপদ্মের স্মৃতি জাগরূক থাকিয়া আপনার মনোভীষ্ট সম্পাদনে অদম্য উৎসাহ প্রদান করে। আপনার কত মনোভীষ্ট সম্পাদনের কার্য আমাদের সম্মুখে অকূল সমুদ্রের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের কি এখনও ইতস্ততের চিন্তা লইয়া অযথা বৃথা সময় ব্যয় করা উচিত? আপনার বৈকুণ্ঠবার্তা, আপনার স্থাপিত নবরত্ন রচনা—যাহার জন্য প্রত্যেক শিষ্যের সর্বস্ব অর্পণ করা আবশ্যক, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচার প্রত্যেক শিষ্যের কর্তব্য। তাহাই নয়, আপনার মনোভীষ্ট উহাদের সেবার উদ্দেশ-সম্পাদন, অষ্টোত্তরশত পাঠপ্রতিষ্ঠা, এক কারক ও অনাবশ্যক গ্রন্থসম্পাদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে অদম্য উৎসাহে প্রচারপ্রসার—এইরূপ কত শত শত অগণ্য কৃত্য পড়িয়া আছে সম্মুখে আমাদের। কিন্তু হায়, আমরা কি করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছি! ধিক্, ধিক্—শতধিক্ আমাদের 'শিষ্য' নামে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায়! শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট—সকল সেবা-কার্যেই তদ্রূপে সম্পাদন করা যায়, তাঁহার আনুগত্য ছাড়িয়া নিজেদের ভোগ—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠালোভাকাঙ্ক্ষা-স্বার্থের মনোরঞ্জন বজায় রাখিবার জন্য সময় পণ করিতে প্রস্তুত! ইহা আমাদের গুরুদ্রোহ। ঐরূপ গুরুদ্রোহের নিত্যপ্রাপক আদর্শ জগতের বক্ষ হইতে চিরদিন অন্তর্হিত হয় তবেই মঙ্গল। কোথায় গুরুপাদপদ্মের মহিমাপ্রচারে শিষ্যের সর্বস্বসমর্পণ পাওয়া যায়, আর কোথায় সেই মহিমা খর্ব করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা! অহো বলীয়সী মহামায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি!

হে গুরুদেব! হে পতিতোদ্ধারণ! হে পাষণ্ডগজৈকসিংহ! আপনার অশোকাভয়ামৃতাধার শ্রীপাদপদ্মের সেবাবিমুখ প্রতিকূল চক্র হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া আপনার নিজজনপাদপদ্মে সর্বস্বসমর্পণের প্রবৃত্তি মাত্র প্রদান করুন। আপনার মহিমাগাথা-কীর্তনে আপনার বিশ্বাসী আমাদের সমবেত কণ্ঠ দিগ্বিদিক্ মুখরিত করুক। আপনার মনোভীষ্টসংস্থাপক বর্তমানে গৌড়ীয়াচার্যপাদপদ্ম ও তাঁহার সেবার সহায়কারী বৃন্দাবন বৈষ্ণবগণ সকলেই জয়যুক্ত হউন, আপনি আপনার নিজজন-চক্রে যে শ্রীরূপানুগবাণী ও প্রেমপ্রচারপতাকা প্রদান করিয়াছেন, সেই পতাকাতলে আশ্রয়লাভ করিয়া যেন আমরা আপনার মহিমাগানে দিগ্বিদিক্ মুখরিত করিতে পারি, ইহাই আমাদের সম্বৎসরান্তে শ্রীব্যাসপূজার আজ ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি। হে গুরুদেব, আমাদের বিষয়-চিন্তাকলুষিত মস্তক আপনার নিজজনের শ্রীচরণরজে বিলুণ্ঠিত হউক। "আপনার আশ্রয়ে শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিজন ছাড়িবেন না" ইহা যেন নিষ্কপটচিত্তে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হয়।

আমাদের শ্রীগুরুবর্গ আমাদিগকে নিত্যকাল ব্যাসপূজার আদর্শ শিক্ষা দিয়া থাকেন। সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবাদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তৎপরবর্তী শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীমদ্গদাধরপণ্ডিত ও ভক্তবর্গ সকলেই শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপাদপদ্ম-পূজার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আম্নায়ধারার অবস্থিত সকল আচার্যই ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবানের ভজনমুদ্রা নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করাই ব্যাসের বা গুরুর কার্য। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপর নাম 'বেদব্যাস'। বেদকে ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ বা বিস্তার করায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস' নামে অভিহিত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সচ্চিদানন্দাধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞানবিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ।" নিরুক্তি বলে—"বেদয়তি ধর্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ।" বেদান্ত মতে—"ধর্ম-ব্রহ্ম প্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ।" পুরাণ-কর্তা বলেন—"ব্রহ্মমুখনির্গততত্ত্বজ্ঞাপকং শাস্ত্রং বেদঃ।" অর্থাৎ যাহা হইতে ভগবানকে জানা যায়, তাহাই বেদ, তাহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শব্দব্রহ্ম। সেই শব্দব্রহ্ম প্রথমে ব্রহ্মা শ্রবণ করেন, পরে ব্রহ্মার মুখ হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদের শ্রীমুখ হইতে বেদব্যাস শ্রবণ করেন। এই বেদব্যাসের নিকট হইতে শ্রীশুকদেব, ক্রমে শ্রীমধ্ব এবং তৎপর শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীঈশ্বরপুরী, অতঃপর কলিযুগপাবন ভজন-বিজ্ঞানপ্রয়োগ-বিলাসী, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রৌতপন্থা অনুসরণের আদর্শস্থাপনকল্পে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে গৌরবের পাত্ররূপে অঙ্গীকার করেন। অতঃপর তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি আচার্যবর্গ সেই শ্রৌতধারা অঙ্গীকার করিয়া গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণভজনাদর্শ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ব্যাসপূজা

(মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ৫ম অঃ) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজার উল্লেখ থাকিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজে ব্যাসপূজার সেরূপ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না, যেরূপ ঝুলনদোলমহোৎসব, দধিচিড়ামহোৎসব বা অন্নপ্রাশন কিংবা ছাপ্পান্ন প্রহর নামসংকীর্তনমহামহোৎসবের পদ্ধতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, বর্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবরূপ সমাজ গৃহস্থ আচার্যসন্তানগণের কবলেই অধিকতর কবলিত, আর তথাকথিত উদাসীনগণও অধিকাংশই বিবিক্তানন্দীর সজ্জা-গ্রহণকারী। গোষ্ঠানন্দীর সজ্জাগ্রহণকারিগণও সম্প্রদায়-বৈভবের খবর খুব কমই রাখেন, তাহারা লীলাস্মরণাদির অভিনয় লইয়া যতটা ব্যস্ত, বৈষ্ণবের আত্ম-মঙ্গলকর কোন অনুষ্ঠানে ততটা ব্যস্ত থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন না।

অনভিজ্ঞতা ও কূপমণ্ডূকতাদোষদুষ্টতাহেতু প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজের ধারণা, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতে কতকগুলি নূতন বা অন্য সম্প্রদায়ের প্রচলিত অনুষ্ঠান ও আচরণের প্রবর্তন করিয়াছেন! পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষিত ব্যক্তির তাপাদি পঞ্চসংস্কার বিশেষতঃ তৃতীয় ও পঞ্চমসংস্কার অর্থাৎ বিষ্ণুদাসান্ত নাম, শালগ্রামপূজার অধিকার ও ভাগবতোক্ত সাবিত্র্য সংস্কারাদি; দৈবশ্রাদ্ধ, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস; ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর কাষায়বস্ত্র ধারণ; সর্বত্র গৌর-নিত্যানন্দের অর্চা প্রকট না করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর অর্চা প্রকটন; মঠাদি স্থাপন প্রভৃতি কার্য প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারে তথাকথিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের পন্থানুগতিকতার

প্রকট করেন। শ্রীগুরুদেবই শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্তনকারী বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিত্য পূজা তাঁহার শিষ্যগণের নিত্য কৃত্য। শ্রীগৌরাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং শ্রীবাসঅঙ্গনে ব্যাসপূজাদর্শ প্রকট করিয়া আমাদিগকে ব্যাসপূজা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এইজন্যই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব আমাদিগকে গুরুপাদপদ্ম-পূজার বিচার স্মরণ করাইয়া শ্রীগৌরজন্মমহোৎসবের ... নির্দেশ ... করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণাই আমাদিগকে সংকীর্তননাথ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত শ্রীধামনবদ্বীপস্থিত সংকীর্তনযজ্ঞানলে আত্মাহুতি প্রদানের বিচার প্রদান করিয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ ও অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারেই প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। সেই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগারেই রক্ষকস্বরূপে বিরাজিত আমাদের বর্তমান গৌড়ীয়াচার্য-ভাস্কর। সুতরাং আজ শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমরা পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিয়া আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভীষ্টসেবার কৃপাবল প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রসন্ন হউন, ভক্তিবিগ্রহ শ্রীল আচার্যদেব প্রসন্ন হউন, তাঁহার প্রিয় বৈষ্ণববৃন্দ প্রসন্ন হউন, তাহা হইলে আমাদের আশা সফল হইবে, আমরা কৃতকৃতার্থ হইব।

পরিপন্থী এক অভিনব ব্যাপার। শ্রীব্যাসপূজার প্রচলনও প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারে এরূপ নবপ্রবর্তিত অনুষ্ঠানেরই অন্তর্গত।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলির সম্পূর্ণ সমালোচনা বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নহে, তবে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠানটী প্রাচীনসম্প্রদায়ে যথেষ্ট বিশেষভাবে প্রচলিত থাকায় এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের অনুগত লীলাভিনয়কারী নবদ্বীপান্তর্গত [illegible] শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠান প্রকাশ করায় [illegible] গুরুত্ব ও উদাসীন [illegible] প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠানের প্রচলনও দৃষ্ট হয় না।

বহুবৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন শ্রীল প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া পুরীতে সমুদ্রোপকূলে নিজ ভজনকুটীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] গোস্বামীর গোবর্দ্ধনমঠের গ্রন্থাগার হইতে "সংক্ষেপ-ব্যাসপূজা পদ্ধতিঃ" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথির নকল করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে যে "পদ্ধতি পুস্তকের উল্লেখ আছে, তাহাই উক্ত "সংক্ষেপ-ব্যাসপূজা-পদ্ধতি।" সেই পুঁথিখানি আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট দর্শন করিয়াছি; তাহাতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্তলিখিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ব্যাসপূজা-পদ্ধতির নির্দ্দেশ ও অনুষ্ঠানের প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ পুঁথিটী শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই সাময়িক সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশের জন্য আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই, পরে উহা অবশেষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলার পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ণ হইলে নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডের বাড়ীতে তদানীন্তন অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রথম ব্যাসপূজার প্রচলন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন জানান যে, প্রাকৃত লোকাধিরাজার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথিতে বা রাজত্বের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ বা পঞ্চাশ বা ষাটবর্ষ পূর্ণ হইলে যথাক্রমে 'সিলভার জুবিলী', 'গোল্ডেন জুবিলী' ও 'ডায়মণ্ড জুবিলী' প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সার্বভৌম সম্রাট; তাঁহার অনুগতসম্প্রদায় শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ পঞ্চাশদ্বর্ষকাল ভুবনমঙ্গলময় প্রকটলীলার আরতি ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-পূজা করিয়া জগতে শ্রীগুরুপূজার শ্রেষ্ঠ আচার ও প্রচার করিতে চাহেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের এইরূপ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যদেবকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করেন। তখন কেহ কেহ উক্ত উৎসবের নাম 'রৌপ্য জয়ন্তী' প্রভৃতি ইংরেজী ও আধুনিক প্রাকৃত অনুষ্ঠানের নামের অনুকরণে প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের গুরুপূজা 'শ্রীব্যাসপূজা' নামে কথিত এই কথা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিলে অদ্বিতীয় সত্যব্রতবৈষ্ণবাচার্য্যবরগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ঐ নামই পারমার্থিকগণের বিশেষ উপযুক্ত জানাইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে কোটিকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন।

সে বৎসরের শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়, তাহার রচয়িতাও স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব। ঐ পুষ্পাঞ্জলিতে অতি সংক্ষেপে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা হইতে পূর্ণ পঞ্চাশদ্বর্ষকালের একটি সুসংক্ষিপ্ত তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্তগত আলোচনা আছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কথা ও লেখনীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার প্রত্যেকটী পদ গূঢ়ার্থপূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদ তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্তের খনি। তাহার লেখনী ও কথনের অনুধাবন করিলে "[illegible]"—বাক্যটীর (পরিমিত সারবাক্যের [illegible] বলে।) এক প্রাচীন উক্তির পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়।

শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ২৬ অভিনন্দনাবলি রচনা করিয়াছি এবং যে সকল অঞ্জলি শ্রবণে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ এবং আমাদিগকে বহু আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন, সকলটি বলিলে তাহার প্রত্যেকটী শ্রীল প্রভুপাদেরই ইচ্ছা ও আদেশানুসারে একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রদত্ত উপকরণে লিখিত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এপর্য্যন্ত যে কএকটি প্রত্যভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, সেই সকলগুলিরই প্রতিলিপি আচার্য্যদেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন; কেবল তাহা নহে, আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লিখিত বাক্যসমূহকে পরিপূরণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সেবা কার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব এরূপ সুন্দরভাবে সম্পাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ করিতে পারিতেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ অনেকের নিকট তাহার প্রশংসা করিতেন, অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব সম্মুখে না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতেন,—'আমার গণেশ কোথায়?' অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেবের লেখক সকলে হইতে পারে না, একমাত্র গণেশকেই শ্রীব্যাস তাঁহার সঙ্কলিত পুরাণের প্রতিলিপি লিখিবার অধিকার দিয়াছিলেন, কারণ গণেশ ব্যাসের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও কথার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিতে পারিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়ও শ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীব্যাস-গুরুদেবের শ্রুতলিপি লিখিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছেন। অতএব শ্রীচৈতন্যসারস্বত-লীলায় ব্যাস-পূজার প্রবর্ত্তক, অদ্বিতীয় ঋত্বিক ও প্রধান পূজকাগ্রণী শ্রীল আচার্য্যদেবই; অন্যান্য সকলে শ্রীল আচার্য্যদেবের ব্যাসপূজার যতক্ষণ বা যতটুকু সহায়তা করিয়াছেন, ততক্ষণ ও ততটাই তাঁহাদের ব্যাসপূজার অধিকার লাভ হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে 'ব্যাস' বলিয়া অভিমান করেন নাই অর্থাৎ স্বয়ং ব্যাস বা পূর্ব্বগুরুর আসন আক্রমণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। রোমহর্ষণসূত ব্যাসগদিতে উপবিষ্ট হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তিনিই ব্যাসদেব, এজন্যই নৈমিষারণ্যে স্বয়ং বলদেব উপস্থিত হইলেও ব্যাসগদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবলদেবকে সম্ভাষণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়া জগদ্‌গুরুদের মঙ্গলবিধানের জন্য শিষ্যগণের যাবতীয় অঞ্জলি পূর্ব্বগুরুবর্গের শ্রীচরণেই অর্পণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ৫৩ বর্ষ-পূর্ত্তি-প্রকটতিথির প্রতিনিবেদনে বলিয়াছেন,—

"আপনাদের হৃদয়ের পরিপুষ্ট যে সকল পূজা আমার উদ্দেশে কথিত হইয়াছে, উহার [illegible] বিচারে আমার কোন যোগ্যতা [illegible] ঐ সকল উক্তি **গুরুদাসসূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি।"**

(গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৮ সং ১৬ পৃঃ)

আবার শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-সম্বন্ধে উহাও জানাইয়াছেন—

'শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজার নিমিত্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপবেশনরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ-সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে অদ্যাবধি আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক বিচারে নিজ অযোগ্যতার বিচার আসিয়া ব্যাসাসনে অধিরোহণকার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ দুষ্প্রবৃত্তিবশে আমাদিগকে যেন কোন দিন গুরুপাদপদ্ম-সেবা-বিমুখ না করে। আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দেওয়া হইবে না, আমার এই কার্য্যে তৃণাদপি-সুনীচ-ধর্ম্মলাভের উপদেশ অবহেলিত হইতেছে না। কোনও জড়প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবার দুরাশাবশে আমি শ্রীগুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতেছি না, সুতরাং ফল বা দক্ষিণাস্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দা প্রশংসার প্রার্থী নহি।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার প্রথম প্রতি-সম্ভাষণে শ্রোতৃপাঠকগণ বা আমাদের নিত্য আচার্য্যবর্গ অনিত্যপ্রায় হইবে যে, তাহা কালের বিক্রমে প্রতিহত বা শুষ্ক হইয়া যাইবে; তাহা নিত্যকাল প্রবাহিত থাকিয়া জগতে [illegible] করিতেছে,—উহাই শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রথম [illegible] হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'প্রথম প্রতিসম্ভাষণে' তাঁহার শিষ্যবর্গকে 'বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, উহার অর্থও আমি বা গৌড়ীয়বর্গের খুব কম লোকই বুঝিয়াছিল বা বুঝিতে পারিয়াছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে একদিন শ্রীল আচার্য্যদেবকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "শ্রীল প্রভুপাদের আর কি বিপদ? যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া [illegible] বিপদমুক্ত, তিনি কেন শিষ্যগণকে 'বিপদুদ্ধারণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন! শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] অনুসরণ করুন, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের [illegible]

আত্মাকে বিপন্ন মনে করিতেছেন না, শ্রীরাধামাধবের মিলন-বিচ্ছেদ-জনিত তাঁহার যে বিপ্রলম্ভ, তাহাকেই তিনি বিপদ জানিয়া সকলকে তাঁহার সেই চিন্ময়-মিথুনের সঙ্কীর্তনসেবা-মহোৎসবের উদ্যাপনে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন।'

শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত অভিভাষণের নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে বলিয়াছিলেন,—

'পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে যাদৃশ সেবা-বিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত, সেই নরোত্তমের গুরুবর্গণ বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্যভাবে তাঁহারাই আমার শিক্ষাগুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের শ্রবণোপযোগী সময়ে যাদৃশ নরাধমের প্রলপিত বাক্যশ্রবণে ব্যস্ত।'

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবর্ষের প্রত্যভিভাষণের এই সকল বাক্যের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত অভিভাষণের (গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ ৩১ সংখ্যা) সঙ্গতি না রাখিয়া এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক বর্ষের অভিভাষণের সহিত পরস্পর সঙ্গতি না রাখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত ও উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারা সিদ্ধান্ত মূঢ়তা ও অনাচার-মূলক বাউলিয়া বিচার মাত্র। অন্যভাবে শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যবর্গকে "গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ" রূপে দর্শন করিয়াছেন। আপনাকে পতিত, চঞ্চল, অর্বাচীন, "পুরীষের কীট" কাহারও (?) মতের (মহাভাগবতের দর্শনে) কুকুর প্রভৃতি চরম বিপ্রলম্ভাত্মক দৈন্যে ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের ঐগুলিকে যখনই কোন শিষ্যাভিমানকারী তাঁহার বা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মহত্বের পরিচায়ক বলিয়া কাগজে বা লেখনীতে তুলে থাকুক, কল্পনাও ধারণা করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বা তাঁহাদের শিষ্যত্ব হইতে সুনিশ্চিতরূপে পতন হইয়াছে। যে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতিরেকভাবে "তাঁহাদের শ্রবণোপযোগী সময়ে যাদৃশ নরাধমের প্রলপিত বাক্য শ্রবণে ব্যস্ত" বলিয়াছেন, সেই ভুবনপাবন জগদ্গুরুর 'প্রলপিতবাক্য'কেই নিত্য মঙ্গলপ্রদ—গুরুবাক্য বলিয়া সর্ব্বদা হৃদ্গতে রাখিলে শিষ্যত্ব বা দাস্যাভিমান সংরক্ষিত হইবে, অর্থাৎ গুরুদেবের নিয়ামকত্ব বা গুরুত্ব স্বীকৃত হইবে, নতুবা নিজেই গুরুর আসন বা গুরুত্ব যাচিয়া নিয়া পাষণ্ডতার আবাহন করা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত অবগুণরূপে যখন শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনও বলিয়াছেন,—

'তিনি অতিমর্ত্ত্যভোগের দর্শনের আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অপ্রাকৃত নিত্যসেবা পরিত্যাগ না করেন, ইহাও আমার প্রলাপোক্তি।' (গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ, ৩১ সং ৪৯০ পৃঃ)

৫০ বর্ষপূর্ত্তি প্রকটতিথির প্রথম অভিভাষণে কথিত "প্রলপিত বাক্য" ও ৫৮বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথির অভিভাষণে কথিত 'প্রলাপোক্তি'র সঙ্গতি—শিষ্যের প্রতি গুরুর অবজ্ঞামার্গ স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। ইহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সকল শিষ্যগণের প্রতিই প্রযোজ্য।

যে শিষ্যাভিমানীই মনে করিবেন, আমি গুরুদেবের নিকট হইতে যতটা অধিক প্রশংসা পাইয়াছি আমি তত তদপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে দিয়া আমার যতটা চাকুরী করাইয়া লইতে পারি, ততটা আমি বাহাদুর, তিনি ততটা গুরুদেবের আশীর্ব্বাদস্বরূপ শিষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রথম প্রত্যভিভাষণে বলিয়াছেন—"শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তি-সিদ্ধান্ত-রহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা ত্যাগিরবৃন্দের শ্রৌতপন্থা পরিহার করিয়াছি।"

যাঁহারা ব্যাসপূজায় নিত্য অধিষ্ঠিত, তাঁহারাই ভক্তি-সিদ্ধান্তে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, এবং শ্রৌতপন্থায় বিশ্বাসী। অক্ষয়-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্কর "পাছে ব্যাস প্রান্ত হয়" এই আশঙ্কায় যে ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া ব্যাসপূজার অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তর্কপথের আবাহন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও যাঁহারা গুরুর মর্য্যাদা ও আসন সংরক্ষণ করিতেছেন, বলিয়া প্রচার করিতেছেন—এইরূপ প্রচার করিয়া মৎসরতাকে লোক-মনোহারী পোষাকে আবৃত করিয়াছেন, তাঁহারাও কতটা ব্যাসপূজা করিতেছেন, না ব্যাসের ঘাড়ে চড়িবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কষ্টিপাথরেই পরীক্ষা হয়। 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' Intellectualism বা বুদ্ধিবৃত্তির 'ঐশ্বর্য্য' নহে; অকপট শ্রীব্যাসানুগত্য-ফলেই শ্রীব্যাসপূজা হইলেই ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-তিথিতে শিষ্যবৃন্দের নিকট হইতে যে-সকল অঞ্জলি, অভিনন্দনাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি তাঁহার গুরুপূজার অঞ্জলি বলিয়াই বিচার করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার বাণী হইতে দেখাইয়াছি। অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে (১৯৩২, ১৯শে ফেব্রুয়ারী) শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজে অবস্থানকালে "My Guru Puja" বলিয়া একটি ইংরাজী অভিভাষণ রচনা করেন। উহারও প্রতিলিপি শ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ Opaque Guru (অস্বচ্ছ গুরু) ও 'Transparent Guru's (স্বচ্ছগুরুর) পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন। Opaque Guru বা অস্বচ্ছ-গুরুর মধ্য দিয়া কৃষ্ণ দেখা যায় না এবং সেই জাতীয় গুরুরূপ কৃষ্ণের মধ্যস্থলে অবস্থান করায় তাহা একটী Stumbling block হইয়া দাঁড়ায়, আর স্বচ্ছগুরু কৃষ্ণ ও শিষ্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া শিষ্যকে তাঁহার সহজ স্বচ্ছ সিদ্ধান্তবাণীর মধ্য দিয়া কৃষ্ণদর্শন করান, Opaque Guru শিষ্যের প্রদত্ত সর্ব্বস্ব দক্ষিণা স্বয়ংই আত্মসাৎ করিতে চান, আর স্বচ্ছগুরু শিষ্যের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের দ্বারা আত্মসাৎ করাইয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদের 'My Guru Puja' অভিভাষণ হইবার পর পরবর্ত্তীকালে কোন এক অর্দ্ধ ইংরাজীনবীশ ব্রহ্মচারী নামধারী শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটতিথিতে প্রভুপাদের অঞ্জলিরূপে (?) 'My Guru Puja' ছাপাইয়া দেন; এইরূপ আনুকরণিক ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিচার দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে বলিলেন, "শ্রীল প্রভুপাদই একমাত্র 'আমার গুরু' 'আমার ঈশ্বরী বৃষভানুনন্দিনী', 'আমার কৃষ্ণ' এই কথা বলিতে পারেন, কেন না তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্য সমর্পিতাত্মা তিনি বৃষভানুনন্দিনীর অভিন্নবিগ্রহ, প্রেষ্ঠা সখী, তিনি বা শ্রীরঘুনাথ শ্রীমতীকে 'মদীশ্বরী' বলিতে পারেন বলিয়া অপরে নকল করিয়া 'শ্রীমতী আমার' বলিলে পাষণ্ডতা করিলে তাহা পাষণ্ডের মুখদর্শন করাইতে হয়। যথাগত ০০ ঘোষ মহাশয় "আমার গৌরকে কে নিয়া যাইবে?" এইরূপ বলিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সেই ঘোষ মহাশয়ের ঐরূপ প্রাকৃত সাহজিক চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। শিষ্যগণের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কখনও "আমার গুরুপূজা" বলিতে পারে না, তাঁহারা গুরুর সেবকগণকে লঙ্ঘন করিয়া কখনও আমরা শ্রীগুরুসেবকানুসেবকগণের আনুগত্যে গুরুপূজা করিব। গুরুসেবকগণকে লঙ্ঘন করিয়া "আমার গুরুপূজা" বলা দাম্ভিকতা, তাহা গুরুদেব কখনই গ্রহণ করেন না।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী শ্রীল আচার্য্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রশংসা এবং আনুকরণিক "My Gurupuja" লেখকের দাম্ভিকতার কথা বলিলেন। পরবর্ত্তিকালে My Gurupuja ও আর একব্যক্তি 'My First year in England' লেখায়, ঐরূপ 'My' শব্দের প্রয়োগে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব এইবার তাঁহার প্রকটতিথিতে শ্রীশ্রীগুরুপূজার অনুষ্ঠান করেন। উপস্থিত সকলেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন যে, শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং সকল শিষ্যবৃন্দের অঞ্জলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিভাষণে ও আচরণে নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয়ণের একটি নিদর্শনরূপে আখ্যান করিয়াছেন। যাঁহারা My Gurupuja আখ্যানকারী বা আমি গুরুপূজক, আমিও গুরুশ্রেষ্ঠ, আমিই গুরুসেবা করিয়াছি, আমিই সকলকে গুরুসেবায় অধিকার দিয়াছি, এই বিচারপন্থায়, তাহারা প্রকৃত গুরুপূজা হইতে বঞ্চিত প্রকৃত গুরুপূজকের কোনও দিন সিদ্ধান্ত-বিপর্য্যয় হয় না, সেভাবে পা পড়ে না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার 'নিমন্ত্রণে' (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯,) বলিয়াছিলেন, শ্রীব্যাসপূজা নামান্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ। শ্রীল প্রভুপাদ অভিভাষণেই আরও বলিয়াছেন—

'গোষ্ঠপোপচারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহা 'প্রভুবর আশ্রয়বিগ্রহেরই আছে, তাঁহার আশ্রয়বিগ্রহে কিঞ্চিৎ আংশিকী সেবা আমাদ্বারা সম্পাদিত হইলে আমা প্রভুর সাফল্য হইবে; আমার ন্যায় অকিঞ্চন পদাতে বৃন্দাবনের কুঞ্জ হইবার যোগ্যতা নাই, তথাপি কৃষ্ণপ্রেমে উপযোগী পুষ্পসমূহের সুগন্ধ সম্প্রভাবে আরোপিত সেব সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয়—জীবিতকালে অবশিষ্ট কএকটি দিবস বৃন্দাবনের কুঞ্জসমূহ চারপূর্ব্ব শ্রীব্যাসপূজার ব্যপদেশে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় অর্পণ করি।' (গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার ভুবনমঙ্গল আচার্য্যাবতারের অভীষ্টের কথা পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবীর সেবা শিক্ষাদানের জন্য গোলো

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥

হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দারণ্যের সেবায় উৎ যোগী কুসুমসমূহকে তিনি তাঁহার রচিত ও সজ্জিত উদ্যান হইতে চয়ন করিয়া রাধামাধবের নিত্যসেবা করিয়াছেন। আমার ন্যায় গন্ধহীন কেবলমাত্র বর্ণধারী পলাশপুষ্প Seasonflowerকেও কৃষ্ণপ্রেমসেবার উপযোগী অত্যন্ত সুগন্ধি পুষ্পের সংস্পর্শে কৃপা করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদি কোনও প্রকারে সেই সকল সুগন্ধপুষ্পের সংস্পর্শে আমারও একটু সেবা-সৌরভ সংক্রামিত হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সেই অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমসেবার সুগন্ধিপুষ্পের পার্শ্বে নিষিদ্ধ গন্ধহীন বর্ণধারী আমার স্থান হইয়াছে বলিয়া আমাকে ঐ সকল পুষ্পের সহিত সমান বা অধিক লোকমনোমুগ্ধকর বিচার করিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে আমি কোনও দিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অঞ্জলি হইতে পারিব না, তখন 'My Gurupuja' 'My first year' এইরূপ 'My', 'my' বলিতে বলিতে আত্মঘাতী 'সোঽহংবাদী', হইয়া পড়িব—রাবণের ন্যায় সীতাহরণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করিব। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ৫২বর্ষপূর্ত্তি সকাশে একটী অভিভাষণে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ) বলিয়াছিলেন,—

শ্রীরূপানুগগণের বিরোধি-সম্প্রদায় শুদ্ধভক্তগণের যে-সকল রাদ্ধান্তের (সিদ্ধান্ত) বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া গৌরসেবা-বিমুখতার আস্ফালন করিতেছেন তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই অপরাধফলে প্রেমভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবেন; তাঁহাদের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। তাঁহাদের কুবাক্যসমূহ বা কুচেষ্টাসমূহ শুদ্ধসেবকগণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের কোন প্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না, পক্ষান্তরে তাদৃশ প্রতিকূল আচরণফলে জগতে বৈকুণ্ঠের অভিনব আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাঁহাদের ঐ প্রতিকূল চেষ্টাকেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ জানেন। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব—তাঁ'র দাস" এই বর্ণাশ্রিত কথাটি আলোচনা করিলেই জীবের স্বরূপসিদ্ধির বাধ ত ঘটিবে না।"

বাণীপূজা ও বাগ্‌বৈখরী

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী)

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ভুবনমঙ্গল অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার দ্বারা মাদৃশ সেবাবিমুখের প্রতি যে তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অপ্রকটের অল্পকাল পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ কঠিন ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় লীলাভিনয় করিয়া পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে জনৈক জড়বিদ্যোৎসাহী প্রবীণ মনীষী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের সংকলিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের বিস্তৃত গৌড়ীয়-সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তাহা পাঠ করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের সহিত জগতের এরূপ সম্বন্ধ নহে যে, তিনি গ্রন্থ রচনা করিবেন এবং জগদ্বাসী [illegible] পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

অপ্রাকৃত বাণীর পূজা ও প্রাকৃত বাণীর অনুশীলন এক নহে। প্রাকৃত বাণীর সেবাভিনয়কারিগণ পরমার্থ-ধনে চিরবঞ্চিত। পক্ষান্তরে অপ্রাকৃত বাণীর সেবার কপট অভিনয়ে স্বীয় অপস্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টাও সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম অপরাধ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনবিগ্রহ; পরবিদ্যাবধূ গৌরবাণীর সেবিকা। শ্রীগৌরসুন্দর—তাঁহার বাণীশক্তি তাঁহাকে যেরূপভাবে সেবা করেন তাহাই কলিযুগের একমাত্র অনুশীলনীয় ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সহিত গৌরবাণীশক্তির ইহাই প্রকৃত সম্বন্ধ।

জগতের ধারণা ও অভিজ্ঞতা এই যে, বাণীশক্তি, শব্দশক্তি বিদ্যার সেবা করেন। প্রাকৃত শব্দশক্তির সহিত জড়বিদ্যার সম্বন্ধ নিগূঢ়। তথাপি জড়বিদ্যা জড়ীয় শব্দশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও স্বীকার্য্য। শব্দশক্তি জড়ীয় বিদ্যার প্রাণ অর্থাৎ সেব্য, ইহা কোন জড়পাণ্ডিত্যাভিমানীই স্বীকার করিবেন না। জড়বাণীশক্তি জড়বিদ্যালাভের উপায় মাত্র। জড়বাণীশক্তি জড়-সবিশেষ হইতে জড়নির্বিশেষভাব গ্রহণের যন্ত্র। জড়নির্বিশেষভাব উদিত হইয়া জড়সবিশেষ ভোগের মধ্যে একটা তৎকালীন অবাস্তব উপাদেয়তা-অনুভূতি উৎপন্ন করে। এইরূপ তুচ্ছ মোহ উৎপন্ন করিয়া এই ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা বসুন্ধরাকে মানব-ভোগ্যা করাই জড়-শব্দশক্তি-সেবিত জড়বিদ্যার উদ্দেশ্য। এবম্বিধ ব্যাপারে জড়বাণীশক্তি জড় বিদ্যার সহচরী এবং দাসীরূপে পরিদৃষ্ট হয়। জড়বিদ্যার সেব্যরূপে মানবই কল্পিত হইয়া থাকে। ভগবানের সেবার সহিত জড়বিদ্যার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। শ্রীল প্রভুপাদসংকলিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের গৌড়ীয় [illegible] তাঁহার [illegible]গণের ভোগাত্মক গতি অতিক্রম করিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামকেও অন্তর্গত করাইবে; শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগত পূর্ব্বোক্ত মনীষী মহোদয়ের এতাদৃশ প্রস্তাব শ্রীল প্রভুপাদ অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

বাণীশক্তির পূজা দ্বারা বাণীশক্তি-সেবিত শক্তিমান বাণী-গৌরের অবতরণ সম্ভব। প্রাকৃত বাণীশক্তির ভোগানুশীলন দ্বারা অপ্রাকৃত বাণীশক্তির প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শিত হয়। অপ্রাকৃত বাণীশক্তিকে প্রাকৃত বাণীশক্তি কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি ভোগানুশীলনের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অপরাধ। মনীষী মহোদয় শেষোক্ত প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন উহা স্বয়ং গৌরবাণীশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ তজ্জন্যই উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

গৌরবাণীশক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসেবিকা। তিনি কখনই মানবভোগ্যা নহেন। গৌরবাণীশক্তির অহৈতুকী কৃপায় মানবের স্বরূপের সেবাবৃত্তির উদ্বোধন দ্বারা গৌরবাণীশক্তিসেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হয়। তখন শ্রীবাণীগৌর সেবোন্মুখ সাধকের হৃদয়ে পরবিদ্যাবধূর জীবন স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।

শব্দ-শক্তিদ্বারা শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়। শব্দের অর্থ প্রকাশিত হইলে শব্দশক্তির আনুগত্যে পরবিদ্যাবধূর জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। শব্দ দ্বিবিধ—ইতর-ব্যোমজাত, গুণজাত জগতের জীব-ভোগ্য খণ্ডিত বিষয়সমূহের জ্ঞাপক মায়িক শব্দ ও বৈকুণ্ঠ-শব্দ। বৈকুণ্ঠ-শব্দ মর্ত্ত্যে প্রাপ্য বা ভোগ্য নহেন। কিন্তু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যরূপে বৈকুণ্ঠবাণী জগতে অবতরণ করেন। বৈকুণ্ঠবাণী শক্তিমান স্বয়ং ভগবান্। বৈকুণ্ঠশব্দ-শক্তি-দ্বারা বৈকুণ্ঠশব্দ সেবোন্মুখ জীবের চিৎকর্ণে শ্রবণ-যোগ্যতা প্রদান করিয়া জীবের সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উদ্বুদ্ধ স্বরূপের নিকট স্বীয় অপ্রাকৃত শাব্দিক রূপ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শব্দ-ব্রহ্মের অপ্রাকৃত অনুভূতি-সাপেক্ষ। শব্দ-ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু। শব্দশক্তি শব্দব্রহ্মের অভিন্ন স্বরূপশক্তি। শব্দব্রহ্ম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর। শব্দ-শক্তি শ্রীমতীর দ্বিতীয় স্বরূপ শব্দশক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে এবং মিলিততনুরূপে যুগপৎ নিত্যসেবিত।

বৈকুণ্ঠশব্দ-শক্তি জড়ীয়রূপবর্জ্জিত অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপ-বিশিষ্ট। তিনি নিত্য-চেতন-বিগ্রহ-বিশিষ্ট। ইতর-ব্যোমজাত শব্দশক্তি-জড়ীয়রূপ এবং তদুপরিস্থ জড়ীয় অরূপের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া চেতনের রূপের সীমাহীন রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ঊর্দ্ধ্ব হইতে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠশব্দ ও বৈকুণ্ঠশব্দশক্তি একাত্মক। শ্রীমুখে অবতীর্ণ শ্রৌতবাণীকে ইতর-ব্যোমজাত শব্দ কল্পনা করিয়া বৈকুণ্ঠবাণী-ভোগের যে উদ্যম অপরাধময় প্রয়াস, তাহাই বাগ্‌বৈখরীর সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য তাণ্ডব।

শ্রৌতবাণী অপ্রাকৃত-বাণী-সেবকগণের [illegible] মায়িক জগতে

প্রভু-অবদান-স্মরণ-অশ্রুবারি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ)

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ! আজ আপনি যদিও আমাদের চক্ষের অগোচরে রহিয়াছেন, তথাপি আমরা জানি যে, আপনি নিত্যকালই আমাদের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ করিতেছেন, আর [illegible] এই তিরোভাব-লীলাও আমাদের কোন মঙ্গল সাধনোদ্দেশেই আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনি অন্তরালে থাকিলেও আপনার একনিষ্ঠ সেবকগণ সর্ব্বদাই আপনাকে আপনার বাণীর মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন। পদস্থ কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে ও তাঁহার বাণী সেবা করার প্রতি প্রীতি অধিকতর গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

অবতীর্ণ হন। বাণী-শক্তিই তাঁহার একমাত্র আরাধ্যকে প্রদান করিতে সমর্থ। আবার বাণী-শক্তি যাঁহারা নিজ সেবকের ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজেই নিজের সেবা-শিক্ষা দান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় তাঁহার বাণী-শক্তির এই অপূর্ব্ব ঔদার্য্যময়ী সেবা-চেষ্টা প্রদর্শিত হয়

স্বয়ং আবির্ভূতা বাণী শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেব্যা। তিনি অক্ষরাত্মক মূর্ত্তিরূপে জগতে নিত্য প্রকাশিত। ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব লোকলোচনে শ্রৌত বাণীর বিস্তৃতি ও অসমোর্দ্ধ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসদেবের অপ্রাকৃত বাণী-সেবা-পদ্ধতি যাবতীয় ব্যাসানুগ শ্রৌত-পন্থী আচার্য্যগণ আচরণমুখে প্রচার করিয়া থাকেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরম ঔদার্য্যময়ী আচার্য্য-লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীব্যাসপূজা যে গৌর-বাণী-মূর্ত্তির আরাধনা এই বেদগোপ্য রহস্য স্বীয় আচরণমুখে জগদ্বাসীর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। শ্রীব্যাসানুগ আচার্য্যধারায় শ্রীগৌর-বাণী-মূর্ত্তিই যুগে যুগে তদীয় নিত্যারাধ্য শ্রীবাণী গৌরের সাক্ষাৎ অবতরণ দ্বারা জীবের পরমমঙ্গলের একমাত্র উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

আমরা আপনার দেব-দুর্লভ সঙ্গ বহু ভাগ্যফলে পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আপনার পাদপদ্মের নিত্য [illegible] উপবেশন করিয়া নিত্যানন্দস্বরূপ [illegible] করিবার পরিবর্তে আপনার অনন্ত বিভূতির কণমাত্রের আভাস পাইয়াই নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিয়া আত্মাভিমানে ফুলিয়া গিয়াছিলাম। আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পরে আমরা আপনার কৃপায় কিঞ্চিৎ যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, মূক আমরা বাগ্মী হইয়া আপনারই মহিমা কীর্ত্তন দিয়া তদানীন্তন উপনিষদুক্ত দেবগণের ন্যায় বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই আপনি তাদৃশ আমাদের স্বরূপ প্রকাশের জন্যই এই লীলা প্রকাশ করিলেন। স্বেচ্ছাময়—স্বেচ্ছাতেই আপনার এক স্থানে গমনাগমন। আমরা ভগবৎকৃপায় আপনার সঙ্গ পাইয়াছিলাম, আবার তাঁহারই ইচ্ছায়ই সেই সঙ্গ ভঙ্গ হইল।

আপনি গত তিন বৎসর যাবৎ গায়ত্রী "তদ্বাদিনং জগন্মোহনমনঃস্বরূপং", "কৃষ্ণাং [illegible] অর্চ্চনং [illegible]" শ্লোক আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া [illegible] ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা ও কর্ম্ম [illegible] কতই না গভীরভাবে প্রচার করিয়াছেন: "কি শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ দাঁড়াইতে না পারি নিশ্চয়"

আপনি আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেক সময় একথাও উচ্চারণ করিতেন,—"মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা!" আমরা তখন আপনার এভাবের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আপনি কেবল আমাদের ভাবী পরিণামের বিষয়ে বৈরাগ্য দেখাইতেন। আপনি আমাদের মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করিতে গিয়া আমাদের উদাসীনতা দেখিয়া নিরাশ হইয়াছেন। আপনি "বৃদ্ধবানরের গল্পে"র উদাহরণ দিয়া অনেক সময় বুঝাইয়াছেন যে, তোমরা জ্ঞান-বৃদ্ধ, আমার উপদেশ না শুনিলে তোমাদের পরিণামে অশেষ দুর্গতি আছে।

আপনি আদর্শ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু। তাই তথাকথিত কৌলিক বা লৌকিক গুরুব্রুবগণের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষাদি প্রদানের চেষ্টা কখনই করেন নাই। কিন্তু শ্রীরূপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন

—এই বাণীর যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শিষ্য অর্থে শাসনযোগ্য। আপনি নিজ অনুগত শিষ্যগণকে শাসন করিয়া নানা প্রকারে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া আদর্শ শিষ্য করিয়া তুলিয়াছেন; কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র দোষ দেখিলে তাহা উপেক্ষা না করিয়া তাহাকে নানাভাবে সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ কাম্য প্রতিষ্ঠাদিতে আবদ্ধ হইয়া সংশোধনের পরিবর্তে অন্যান্য হইয়া আপনার কৃপা বুঝিতে পারে নাই, তাহা দিগকে বঞ্চনা দ্বারাও সেবাধিকার প্রদানে শ্রম পাইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্ব প্রভুর মঙ্গল স্মরণাতীত।

আপনার ইচ্ছা ও উপদেশানুসারে গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত 'সেবার খতিয়ান' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জনৈক অভিমানী সেবককে নিজ কপটতা প্রকাশিত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া লেখককে বৃথা অভিযোগ দিতে থাকিলে আপনি তাহার নিকট বলিয়াছিলেন যে, [illegible] যে সহ্য করিতে না পারিবে, তাহার এখনও গৌড়ীয়মঠে জন্মই হয় নাই।

মুক্ত পুরুষের আদর্শের অনুকরণে আপনার শিষ্যাভিমানী কেহ কেহ স্বীয় আলেখ্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ-দ্বারা নিজেকে জাহির করিতে চেষ্টা করিলে আপনি সাপ্তাহিক ধারা ও 'আলেখ্য' প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া অনেক শাসন করিয়াছিলেন; কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। প্রাকৃত মূর্খ [illegible] হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার সংশোধন দুঃসাধ্য।

আপনি নিজে আচরণ পূর্ব্বক জন্মাষ্টমী ও হরিবাসরাদি ব্রত-পালনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নিরন্তর ভগবদ্ধাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়াছেন। শাস্ত্র-সম্মত সু-সিদ্ধান্ত বাণী-প্রচারে কোনদিনই আপনি পরাঙ্মুখ হন নাই। আপনি বাল্যকাল হইতেই সহস্র সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট বজ্রনির্ঘোষে সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব প্রচার করিয়া স্বীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন; তৎকালে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আপনাকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—"তুমি সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অজেয় হইবে। অকপট নিরপেক্ষ সত্য প্রচার করিতে গেলে অপস্বার্থপর সমস্ত বহির্ম্মুখ জগৎ যদি তোমার বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াও দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও কেহ তোমার নির্ভীক কণ্ঠ রোধ করিতে পারিবে না। সত্য প্রচারে তুমি কোনদিন পশ্চাৎপদ হইবে না।"—অনুগামী বৈষ্ণব-ঠাকুরের এই বাণী ছত্রে ছত্রে সত্যে পরিণত হইয়াছে; উহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। আপনি স্বীয় প্রকট-কাল যাবৎ এইভাবেই চলিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরও কয়েকটী রচিত গীত আপনি সফল করিয়াছেন।

সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্ব-বস্তুতে কি প্রকারে অনুক্ষণ-কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে, আপনি তাহার আদর্শ আচার্য্য ও শিক্ষক। তাৎকালিক ধন-জন-পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ আপনার এই লীলা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে আপনার শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু আপনার কৃপাবারি সিক্ত নিষ্কিঞ্চন সেবকগণ আপনার শ্রীচরণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া জাগতিক অভিমান-শৈল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে আত্মনিক্ষেপ করিয়াছেন। আপনি নিজ ভৃত্য-বর্গের গুরু অপরাধ সকলও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, আবার তাঁহাদের সামান্য সেবাকেও বহুমানন করিতে শতমুখ হইতেন। আর কখনও আত্মনিন্দাকারী লোকগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই,—একমাত্র আপনি ভাগবতী বাণীর আদর্শ-বিগ্রহ—

ভূয়াত্ত পঙ্‌ক্তি গুরুবাক্ পাপধারান্
সেবাং কুর্ব্বাণ মনাগ, বদ্ধানুবৃত্তিং।
আনন্দর্পত্ৰ [illegible] নাপহায়াং
শীলেন নিখনব্রিকঃ পুরুষো ভবেহং॥

আমরা আপনার জাগতিক বৈভবে আকৃষ্ট হই নাই। কিন্তু আপনার বাণীই আমাদের অধিকারানুসারে আমাকে চিনাইয়াছেন; আপনার বাণীই আপনার স্বরূপ—আপনার বাণীই আপনার প্রকাশক—আপনার বাণীই জগতে আপনার অসমোর্দ্ধত্বের পরিচায়ক। আপনার বাণীই সর্ব্বধর্ম্মের যথার্থ সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাই গৌরবাণী। সুতরাং আপনি গৌর-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ। আপনার বাণী আমাদের নিত্যারাধ্য হউন। আমরা যেন বাণী-সেবা কখনও ত্যাগ না করি। যাঁহারা আপনার বাণীর প্রকৃত সেবক, [illegible] শ্রীচরণে যেন নিজ সর্ব্বস্ব অকপটে সমর্পণ করিতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের চির-প্রার্থনা। আপনি অন্তিমকালে যে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট রতি হউক।

আপনি অন্তর্হিত, অদ্য আমাদিগকে জোর করিয়া বৈরাগ্যযুগ ভক্তিরস পান করাইয়াছেন। কৃপাম্বুধি পরদুঃখদুঃখী সনাতনপ্রভু আপনার শ্রীচরণে উপহার দিবার মত আমাদের কিছুই নাই, আপনার অনন্ত গুণাবলীর কথা স্মরণ করিতে করিতে অশ্রুবারিতে আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ অভিষিক্ত করিয়া এই বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি—

যেনৈব ভুক্তাত্তু রুজেন স দীননাথঃ।
কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমত্র কুর্য্যাৎ॥

শ্রীগুরুপূজা-বাসরে হৃদয়-গুণ্ডিচা-মার্জ্জন

হে পরমকরুণাময় প্রভুপাদ, আপনার অপ্রকট-লীলায় [illegible] আচার্য্য-ধারা-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের আনুগত্যে কৃপাপ্রার্থিজনগণ অষ্টপ্রহরব্যাপী বিপুল শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে প্রথম বার্ষিক-বিরহ-পূজার আপনার শ্রীমূর্ত্তি বিজয় করিলে আশ্রয়বিগ্রহ আপনি বিরহ মাধ্যমে নিমজ্জিত আপনার একান্ত জনগণকে পুনঃ সেবাসুযোগ প্রদানার্থ এবং তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ সচ্চিদানন্দ-প্রদায়িনী প্রকট-ভিত্তিতে কীর্ত্তনবিগ্রহরূপে পুনঃ প্রকটিত হইয়া প্রকটাপ্রকট-লীলা-রহস্য প্রকাশ পূর্ব্বক সেবক-হৃদয়ে চমৎকারিতা প্রদান করিয়াছেন। এখানেই আপনার শুদ্ধ সেবকগণ আপনার নিত্য সেবকবাৎসল্য, মহাবদান্যতা ও কারুণ্যের কথা সম্যক্ উপলব্ধি করাইতেছেন। আপনি আমাদের নিত্যারাধ্য আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। আপনি সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ। আপনার করুণা-কটাক্ষপাতে আমাদের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইয়া যদি শুদ্ধতা লাভ করিলে স্বজন-বিজন-প্রয়োজনাবতার, উন্নতোজ্জ্বল রসভক্তি-প্রদাতা, ঔদার্য্যলীলাময় পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভিলাষ বৃত্তিরূপে প্রেম-ভক্তি-ধনে তল্লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয়। তাই পতিতাধম আমি আজ [illegible] চরণদেবের আনুগত্যে আপনার কৃপাভিক্ষা করিতেছি। আপনি নিজগুণে প্রসন্ন হউন।

যাঁহার আগমনে, শ্রবণে, কীর্ত্তনে, স্মরণে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিয়া উঠে, সেই সর্ব্বসুমঙ্গলপ্রদা পরম পবিত্রা মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি অদ্য জগতে উদিতা হইয়া—হে গুরুদেব, আপনার আবির্ভাব পরমকারুণিক আচার্য্য লীলা জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিতেছেন। এ হেন মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী সুমেধা ব্যক্তিগণের কৃপায় জড়-দাম্ভিকতা, অহংতা-মমতাদি সর্ব্ব পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া, অনুক্ষণ অপ্রাকৃত নাম-গানে আরাধ্যতম দেবের পাদপদ্ম অর্চ্চনরত শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ের আনুগত্যে সর্ব্বদাই উচ্চ কণ্ঠে মহিমান্বিত সাক্ষাৎ শ্রীহরি হইতে অভিন্ন হইয়াও প্রভুপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—আপনার পাদ-পদ্মে আপনার শ্রীচিত্ত-সেবা উদ্দেশ্যে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম বিধান পূর্ব্বক মাদৃশ অভাজনের তৃণ-কঙ্কর-ধূলিপূরিত হৃদয়-গুণ্ডিচা-মন্দিরের প্রয়াস পাইয়া আমার নিত্য প্রভু আপনার স্বজন চিরবিলাসভূমিকা—মোর মন বৃন্দাবনে পরিণত হউক, ইহাই কৃপাপ্রার্থিজনগণের নিকট প্রার্থনা করি।

হে গুরুদেব! ভগবৎকৃপায় আপনার [illegible] বৎসরের শেষে আজ পুনরায় আপনার সুমঙ্গলময় প্রকট-বাসরে শ্রীব্যাস-পূজার দিনে, 'তুমি [illegible]' ও কামের পরিণাম নিরূপণ [illegible] সকল দূর করিয়া কিরূপে স্ব-স্বরূপোদ্বোধন বৃত্তি লাভ করিব, জানি না। মাদৃশ অযোগ্যের আপনার কৃপাই একমাত্র সম্বল।

[illegible] ভক্তিচক্ষুরঞ্জন-শালা হইতে পড়িয়া জানা যায় যে, কর্ম্মফল [illegible] এবং মূর্খ অর্থাৎ অজ্ঞানতার, কপটতা এবং অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে। হৃদয়ে জড়-বিচার-প্রাধান্য থাকাকাল পর্য্যন্ত দেবের প্রলোভনীয় পুষ্পভারা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ নামক সাধুরা [illegible] এই চতুর্ব্বর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় দেখি না; যখন তামসিক বুদ্ধিকে বিচরণ করিতে করিতে রাজস প্রধান বুদ্ধিকে বরমাল্য দিয়া তাহার পশ্চাতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বহিঃস্থ মায়ামৃগকে অবলম্বনীয় জ্ঞানে চঞ্চলচিত্ত হইয়া ধাবমান হইতে থাকি; যত পরিশ্রান্ত হইয়া অন্তরে ক্লেশের নিবৃত্তি দেখিতে না পাইয়া সাধুগুরুবৈষ্ণব-[illegible] চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়াও [illegible] হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারি না; কেবল পরিশ্রমই সার হয়। 'কৃষ্ণ ভুলিয়া গিয়াছি' আমি বিষ্ণুমায়ার ত্রিগুণ নিগড়ে আবদ্ধ আছি। কোন ভাগ্যক্রমে সাধু-গুরু-কৃপায় নিজ অর্থাৎ স্বরূপ-চক্ষের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে সাধু-গুরু-কৃপাবলে মায়াকে পিছনে রাখিয়া কৃষ্ণপানে তাকাইয়া ভজন করিতে কায়মনে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রেমামৃত আস্বাদ হয়, একথা যখন উপলব্ধি করিতে পারি, তখনই [illegible] হইতে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস জন্মে। দৌর্ভাগ্যক্রমে আমি সাধুগুরু-সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াও বঞ্চিত হইতেছি। আমি অনর্থগ্রস্ত জীব। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, নিষিদ্ধাচার, জীব-হিংসন সকল উপশাখা ঠিক মূল লতার ন্যায় আমার নিকট প্রতীত হইতেছে। আমি অজ্ঞতাবশতঃ ঠিক পথে চলিতে পারিতেছি না, এমনি আমার দৈন্য।

জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ-মুখে উপশাখাগণের আমূল উৎপাটন করিবার শিক্ষা দিলেন—"তৃণাদপি [illegible] কর্ত্তব্য, [illegible] কীর্ত্তনীয় সদোহরিঃ।"

পরমদয়াল প্রভু আমার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব লীলা-প্রকাশের প্রায় ৪০০ বৎসরের পর গৌরকাল-গণনায় [illegible] বৎসর পূর্ব্বে গৌর নাম ধাম কাম লীলা-সুবিস্তার-মানসে এবং তৎসঙ্গে মাদৃশ অভাগা জীবের কল্যাণার্থ [illegible] হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক [illegible] সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। [illegible] সকলে আপনার অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগৌর কৃষ্ণনাম প্রেমে মত্ত হইয়া 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চকণ্ঠে গান করিয়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইতেছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই বাক্যের সত্য ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। গৌরকরুণা-[illegible] আপনার [illegible] আর কি বলিব? কিন্তু হায়, প্রভো! [illegible] নিকট একটু বিশেষ কথা [illegible] কথা আবার প্রকাশ করা যায় না। বাঙ্গলায় আবার মঠ-আশ্রম হইয়াছে, পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে; বক্তৃতা-কার্য্যও হইতেছে; কীর্ত্তনকার্য্যও হইতেছে; অনুকূল সংগ্রহকার্য্য হইতেছে, মঠে থাকিয়া [illegible] কার্য্য [illegible] হইতেছে, মুখের উদ্দেশ্য [illegible] পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে; বাস্তবে জীবের কিছুমাত্র [illegible] লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু একটা মস্ত ভুল হইয়া যাইতেছে—

"আমা ভজিতে, সবল সাধে
বিষয়সুখ সকলই বাধক।"

ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, বলিয়াও [illegible] না, বরং তাহাতেই উদাসীন রহিয়াছি। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশারূপ জীবন হইতে [illegible] দিয়া যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে! আপনার অভিন্ন নাম-বিগ্রহের বাণী না থাকিয়া আপনার উপাস্য শ্রীবিগ্রহরূপ [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছি। প্রভো, [illegible] জানি না। [illegible] মনোভাব [illegible] আমার [illegible] উপর [illegible] না হইল, তবে কাহার উপর প্রয়োগ হইবে, জানি না।

কল্পবৃক্ষ, নন্দিনী [illegible] যেরূপ সর্ব্বরস-সমন্বয়ে [illegible] হইয়া কৃষ্ণ [illegible] থাকিয়া [illegible] এবং [illegible] "প্রেমামৃতরস" [illegible] মাদৃশ হতভাগ্য [illegible] কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার [illegible] পরাঙ্মুখ হইয়া [illegible] হইতেছে। [illegible] করে হৃদয়ে [illegible] হইবে জানি না।

'[illegible] কি কেবলম্', '[illegible] কেবলম্' বলিয়া চিৎকার করিতেছি, কিন্তু তৎসঙ্গে [illegible] করে [illegible] সাধনচেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা যে [illegible] বিষয়, এ কথা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সাধু-শাস্ত্র গুরু-বাক্য পালন না করি, তাহা হইলে পতিত [illegible] হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং [illegible] অবলম্বনের প্রয়োজন। শ্রীহরিভজন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার অবসর বা অবধানতা থাকিলে গুরুপরাধী, সেবাপরাধী এবং শ্রীনামাপরাধী হইতে হয়। অতএব, [illegible] করিতে [illegible] — আমি [illegible] পাইব।

হে বাঞ্ছাকল্পতরু গুরুদেব! আপনার শ্রীপাদপদ্মে [illegible] করা সত্ত্বেও মাদৃশ ভাগ্যহীন বিমুখ অবস্থা দেখিয়া, তাকে [illegible] উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রাপ্তি [illegible] প্রধানপুরুষ এবং আপনি all accommodating [illegible] বিচিত্রলীলা ও Proper adjustment করিয়া হৃদয়-তোষণ লীলা যুগপৎ সুশিক্ষার করাইতেছেন। হে সুকোমল! আপনার [illegible] সুকোমল [illegible] গুরুদেব, আপনার কৃপাই এ [illegible] একমাত্র সম্বল।

হে গুরুদেব! শ্রীচৈতন্যমঠ বা আপনার শ্রীপাদপদ্ম [illegible] আপনার কৃপা [illegible] না হয়—ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা—

শ্রীব্যাসপূজা-স্মরণ-মঙ্গল

শঙ্খ, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরী
তুলিছে তুমুল বিজয়ধ্বনি,
মাতুক জগৎ, আতঙ্ক মানব
— [illegible] আগমনী
[illegible]
চৌদ্দশতীন [illegible]
শ্রীগুরু করুণাময় —
চৌদ্দভুবনপূজিত চরণ,
গোরা নটরাজ কীর্তনভূষণ,
বিনোদ-বাণীতে করি' আবাহন
[illegible] জয় জয়
[illegible] করিয়া, গুরু
[illegible] সে মহাধ্বনি,
[illegible] ছুটিয়া
অধম পামর কাঁদে না প্রাণ।

"প্রভু, তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ সুখ বিদ্যা, ধন, জন।
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা, কোন বিভূতির লাগি।
নিজ কর্ম্মগুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই।"

[illegible] পতিতপাবন! আমার চঞ্চল চিত্তবৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে [illegible] হইতেছে, [illegible] আপনি কৃপা পরবশ হইয়া অশেষ সুকৃতি সঞ্চয়ের অপার সুযোগ দিয়েছেন। প্রভো! স্বরূপের স্বদেশ এই দেবীধাম নহে; দেবীধামের অন্তর্গত ধর্ম্ম-অর্থ কামাদি অথবা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ [illegible] আমার ভোক্তব্য নহে, পরন্তু আমি [illegible] সন্তান। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার নিত্য [illegible]। আমি [illegible] আপনার নিত্য [illegible]। আপনার [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible]

ভবের কারায় পাষাণ-প্রাচীরে
বন্দী চেতন মুহ্য হায়!
সংসারে পশিয়া [illegible]
জাগরণ [illegible] ফিরিয়া যায়।
[illegible],
লক্ষ্মণের সেবা উদ্যাপন করে,
নিখিল পাঠায়ে গৌড়ীয় করে
ডাকিলেন এস সবে,
ব্যাস অবতার শ্রীগুরু আমার
মধুর উচ্চ রবে।
পাষণ্ডী-অজ্ঞান [illegible]
পর দুঃখের [illegible] সাজে,
কায়ের সেবার [illegible]
বরণ করিয়া সকল কাজে।
তাই ব্যাস-বাণী পর [illegible],
মম [illegible] বিষয় মাঝে,
উত্তর কালে আমাতে চাহিয়া
[illegible] তাঁহার মাঝে।
মহৎ জনের অনুগ্রহ [illegible]
[illegible] শ্রীব্যাসপূজায়,
শত অপরাধে [illegible] পুড়িছে
কাঁদে না পরাণ পরম ব্যথায়;
পূজিতে পারিনি চরণ যুগল
জানাতে [illegible] প্রণতি মম,
শ্রীগুরু চরণ [illegible]
[illegible] মোর চেতন।
শ্রীরাধিকা-ভাব কান্তি [illegible] —
আবারত হয় হ'ল প্রাণধন,
শ্রীগৌর-প্রকট-মধু-পূর্ণিমায়
[illegible] আশিস্-ধারা;
শ্রীগুরু-করুণা [illegible]
[illegible];
তুমি [illegible] হায় শত অপরাধী,
শ্রীগুরু চরণ করুণা বারিধি
[illegible] কোমল
[illegible] চিত্ত ভুরিয়া যায়;
[illegible] বাতুল চরণে
[illegible] পারিনি [illegible] হায়!!
[illegible] পূজায়,
একটিও ফুল তুলি নাই হায়,
[illegible]
[illegible] বলি —
[illegible],
[illegible] তোমার,
[illegible]
[illegible] চাঁদ'?
শ্রীনাম-মন্ত্র [illegible] নাহি,
[illegible] জ্বালা,
সে নাম-মন্ত্র [illegible]
[illegible] মালা।
নাম [illegible]
[illegible] মন,
গোরা-[illegible] চরণ শরণ
[illegible] মোর;
নামসেবাহীন [illegible]
[illegible] মোর।

ভক্তিবিনোদবাণী

সকল রসে ভগবান্ স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ এবং সেবকরূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগগত স্বরূপকে ভক্তদ্রসসেবিদিগের আদর্শ-স্থল করিয়া অচিন্ত্যলীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীনন্দযশোদা, সখ্যে [illegible] ও দাস্যে রক্তক—ইঁহারা ভক্তদ্রসগত ভগবানের সেবকভাব-বিশেষ। ইঁহার মধ্যে একটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিভাগ বিশেষ, অন্যান্য রসে বলদেবই একমাত্র সাক্ষাদ্ বিভাগ। তাঁহার অঙ্গব্যূহস্বরূপ নন্দযশোদা, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে।

নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত এই দুই প্রকার মুক্তজীব। যে সকল জীব কখনও জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠবাস করিতেছেন, তাঁহারা নিত্য-মুক্ত। নিরন্তর অকপট নিঃস্বার্থ ভগবৎসেবা তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্ত-লীলার সহায়কারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন, তখন অনেক মুক্ত জীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কখন জড় বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শুদ্ধ ধামে গমন করেন। সেই সব জীব নিত্যসিদ্ধ ও ভগবানের নিত্য পরি-কর। বদ্ধমুক্ত জীবগণেরও সর্ব্বতো-ভাবে নিত্যসিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ। এই মুক্ত জীবগণের চিন্ময় আশ্রয়, চিন্ময় অহঙ্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর। তাঁহাদের অন্য জলপিপাসা নাই। ভগবৎসেবা-পিপাসাই তাঁহাদের প্রবল। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাববিশিষ্ট তাঁহারা দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করেন। যাঁহারা মাধুর্য্যগত তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার-সেবা লাভ করিয়াছেন। জীব সকল নিজ নিজ ভাবানুসারে স্বভাব স্বীকার করত কেহ কেহ স্ত্রী, কেহ কেহ পুরুষ ভাবে অবস্থিত হন। তথায় জড়দেহের ন্যায় স্ত্রী-ব্যবহার, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা নাই। ভগবৎপ্রসাদরূপ চিৎসামগ্রী সেবন দ্বারা প্রীতিধর্ম্মের পুষ্টি হয়। ভগবৎ-সেবা জন্য পরস্পর সখা-সখী-সঙ্গ নিরন্তর থাকে। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, কোন প্রকার অভাব নাই। তথায় যে কাল আছে তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। কেবল বর্ত্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে। আমি নিত্যদাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহঙ্কার। ভুক্তি বলিয়া একটী ব্যাপার চিজ্জগতে নাই। নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য। জীব নিত্য ভগবদ্দাস। জড় সঙ্গেই জীবের অধোগতি। অযোগ্যতা নিবন্ধন এই জড়সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্যই এই দুর্দ্দশার হেতু। জীবই নিজবন্ধনের হেতু-কর্ত্তা; ভগবান্ তাহার প্রয়োজক কর্ত্তা। জগৎ মিথ্যা নয়—সত্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ অযোগ্য জীবের দণ্ডের জন্য কারাগার। ভগবান্ দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের নিজ চেষ্টা দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করত তাহাকে স্বীয় অনুকূলালীলার অমৃত দান করিবেন, এইজন্য ভগবান্ সর্ব্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যলীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয় তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎস্নেহের প্রতিফলন। ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ।

ভগবদ্বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই বিশ্বাসকে ভক্তি-লতার বীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তাঁর সম। ভক্ত সাহচে হয় তাঁহার আবরণ॥

শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-উপলক্ষে হতভাগার উপায়ন

(শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ)

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

আজ আমাদের নিত্যপূজ্য শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-তিথি কৃপাপূর্ব্বক সমাগতা। আমি সর্ব্বাগ্রে এই ভক্তিজননী মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিদেবীকে বন্দনা করিতেছি। অষ্টোত্তর-শত বৈভব ও অষ্টোত্তরশতশ্রী-সমন্বিত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার উজ্জ্বল-শরীরের অত্যুজ্জ্বল বৈকুণ্ঠ-প্রভা দ্বারা পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়া ভক্তিপ্রতীপসম্প্রদায়ের মর্ম্মস্থলের কৈতবরাশি সমূলে বিনাশ ও উৎপাটিত করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবির্ভাব-লীলা-প্রকাশমুখে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিকে ধন্যাতিধন্যা করিয়াছেন; তজ্জন্য এই তিথিবরা নিখিল জগজ্জনের শ্রদ্ধাঞ্জলিসমূহ আকর্ষণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণ মাঘী শুক্লাপঞ্চমী-তিথিতে অপরা বাণীর চরণে অঞ্জলিপ্রদান করত উক্ত দেবীর নিকট অচৈতন্য-বাগ্বৈখরী সমূহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি এই মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বরপুত্রের আনুগত্যে পরাবিদ্যা-দেবীর চরণে অঞ্জলি-প্রদান পূর্ব্বক শ্রৌতবাণীসমূহ অনুকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করিতেছি।

(২)

যিনি চতুঃষষ্টি গৌরবর্ষপূর্ব্বে সৌভাগ্যবতী মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে নীলাচল-সিন্ধুতটে বরজাঙ্গবিলাস-ভুজযুগল ও কষিত কাঞ্চন-জিনি-বর্ণ ধারণ করিয়া বিশ্ববিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আত্মপ্রকাশবার্ত্তা-জানা নিত্যানন্দগণের অনুরূপ রূপবিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তজগতের এক নবীন মঙ্গল প্রভাতের উদ্বোধনমুখে গৌরশক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদের হৃৎকমল করত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই গৌরকরুণা-শক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এই প্রকটোৎসব দিবসে আমি তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল অভয় পাদারবিন্দের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিতেছি।

(৩)

হে অদোষদরশি পতিতপাবন প্রভুপাদ! অদ্য ত্বদীয় "নিত্য-প্রকটলীলা"-দর্শন-সেবার সুযোগ্য সেবকবৃন্দ বহুবিধ অপ্রাকৃত উপায়ন-রাজি সহ আপনার শ্রীচরণাভিকে উপনীত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত আপনার মহিমা গানের উৎকর্ষরসায়ন সুস্বরে কাঞ্চন ধ্বনিতে নিরানন্দময় বিশ্বপ্রবাসী নিখিল জগজ্জনের এক নবীন উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্তঃকরণ-প্রিয় [illegible] বালিশাধম আমি যাহাতে আপনার অন্তরঙ্গ সেবকের সমকক্ষ হইবার প্রয়াসবিশিষ্ট না হই তজ্জন্য উপরি উক্ত ভবদীয় দাসদাসপূজার অপ্রাকৃত পূজারী-গণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজার যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনার শ্রীচরণ সমীপে প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বিশেষভাবে আশান্বিত ও উৎসাহিত হইয়া ভবদীয় জয়গান গাহিবার প্রয়াস করিতেছি।

(

হে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক! বর্ত্তমান অনাত্ম-সম্প্রদায়াবিত বিশ্বে একমাত্র আপনার পরমবীর্য্যবতী বাণীই মানবকুলের আশা-ভরসা স্থল, আপনিই অদ্বয়-জ্ঞানে চিদ্বিলাস ও চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে অদ্বয়জ্ঞান প্রদর্শন করাইয়া, পারমহংস্য ও দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদাসংস্থাপন, লুপ্ততীর্থোদ্ধার, ভক্তিবিহার ও পরবিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠা, ভাগবত গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি বিষ্ণুবৈষ্ণবের বৈভবসমূহ প্রচার করত সম্বন্ধজ্ঞানদাতৃরূপে জীবকুলকে সনাতন বস্তুর পরিচয় এবং অচিদ্বিলাস ও চিদ্বিলাস-বিরোধী নির্ব্বিশেষ-বাদ নিরাস করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাসুযোগ প্রদান করিয়াছেন। হে সম্বন্ধজ্ঞান বিজ্ঞান-প্রদাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভুপাদ! জানি না, কবে এ অযোগ্যের প্রতি নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক প্রসন্ন হইবেন।

(৫)

হে রূপানুগ আচার্য্যপ্রবর! অসৎ-সিদ্ধান্তে প্রমত্ত, কৃষ্ণকীর্ত্তনবিমুখ জগৎকে শুদ্ধভক্ত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণকথা-কোলাহলপ্রমত্ত করাইয়া আপনি সার্থক-নামা হইয়াছেন। কৃপাপূর্ব্বক ভবদীয় অনুগত সেবকবৃন্দকে কৃষ্ণ-সেবাপ্রসাদ যথাযথভাবে প্রদান ও ভবদাব-দগ্ধ জগতে শুদ্ধ-ভক্তিমন্দাকিনী সেচন করিয়া অদোষ-দরশ-দয়াগুণের পরাকাষ্ঠা প্রচার পূর্ব্বক, গৌরকরুণা-শক্তিস্বরূপে, স্বীয় অভীষ্টদেবের প্রগাঢ় সেবা-তৃষ্ণা-সৌরভ-বিস্তারী বিপ্রলম্ভ-বিলাসকুসুম কাননসমূহ স্বীয় অন্তরঙ্গ সেবকদিগকে আপনি অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। হে অভিধেয়-প্রদাতা আচার্য্যদেব, আমি কবে আপনার করুণাবারিদাতেচ্ছায় "চাতক-ন্যায়" অবলম্বন করিব?

(৬)

হে নিত্যারাধ্য জগদ্গুরো! চিল্লীলা-সিন্ধুর শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের প্রেষ্ঠবিগ্রহ বলিয়া আপনি "শ্রীবার্ষভানবীদয়িত" নামে সুপ্রসিদ্ধ। আপনার অতুলনীয় অপ্রাকৃত সেবা-সৌন্দর্য্যে অসমোর্দ্ধ চিদ্রূপ-লাবণ্য-লহরী-সিন্ধু ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর পর্য্যন্ত মুগ্ধ বলিয়া আপ্তগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনি এক নিকুঞ্জ-যুবদ্বন্দ্বের লীলা-বিলাস-সম্পাদনোপযোগী দক্ষতা ও বৈদগ্ধ্যগুণে বিভূষিত হইয়া মূল-আশ্রয়বিগ্রহের মুখ্যক্রমরূপে বিষয়বিগ্রহের সহিত আশ্রয়-বিগ্রহের মিলনপ্রয়াসী হইয়া স্বীয় প্রিয়জনগণকে নিজ আরাধ্যা ঈশ্বরীর সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া সাধু-শাস্ত্রমুখে শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। হে প্রেমপ্রয়োজন প্রদাতা! আপনার চরণে আমি কবে প্রপন্ন হইতে পারিব?

(৭)

হে শুদ্ধভক্তিমঠসংস্থাপকবর! জীমূত-মন্দ্রে ঘোষণা করত আমাদিগকে আপনি জানাইয়াছেন যে—"যতদিন যাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি সমৃদ্ধ থাকিবে, ততদিন তাঁহার দ্বারা আত্মধর্ম্ম প্রচার সম্ভব হইবে; কিন্তু ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির অভাবে বিপুল সৌধ-প্রাপ্তি আর মঠ [illegible] না [illegible] দম্পতির আড্ডায় পরিণত হইবে। শ্রীমঠ শুদ্ধকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনস্থলী। যেখানে শুদ্ধকীর্ত্তনরূপা নিত্যা সেবাবৃত্তির অভাব, সেখানে মিশ্র-সত্ত্বগুণ নির্গুণ মঠের পরিবর্ত্তে তাহাকে প্রচ্ছন্ন ভোগময় সেবাহীন ইন্দ্রিয়প্রসাদকুঞ্জ, তপোবন বা কাননরূপে পরিণত করিবে, নতুবা রজোগুণের প্রাবল্যে 'গ্রাম' বা মিথুন-ধর্ম্মের যজ্ঞস্থলীতে পর্য্যবসিত করিবে, অথবা তমোগুণের প্রাবল্যে উহা দ্যূতক্রীড়া বা গঞ্জিকা-সেবন-ব্যসনাদির গুহা রূপে পরিণত হইয়া পড়িবে।" হে অমন্দোদয়-দয়া-নিধি-গোস্বামিপ্রবর! কবে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার শ্রীচরণাশ্রয় করিবার যোগ্যতা লাভ করিব?

হে মহাভাগবতবর্য্য! এই পূতসলিলা পরমসৌভাগ্যবতী গোদাবরীতীরে অভিন্ন-গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দের হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজ ও মহাভাব-মূর্ত্তিদ্বয় প্রকটিত করাইয়া স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে শ্রীল রামানন্দের দ্বারা সাধ্য-সাধন ও অপ্রাকৃত রসতত্ত্বসমূহ প্রচার করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকপ্রবর আপনি, এই সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশে সপার্ষদে শুভাগমন করিয়া গৌরপদাঙ্কিত তীর্থ প্রকাশ করত এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠ, ভক্তিবিহার শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ এবং শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের অপ্রাকৃত অর্চ্চা-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া, এতদ্দেশবাসিগণকে দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শুভবিজয় এবং তাঁহার মহা-বদান্যতার কথা জানাইয়া প্রেম-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সঞ্জীবনী ধারায় সমস্ত অনুগতজনকে স্নাত করাইয়াছেন। হে পরমহংসবংশী জগত্ত্রাতা শ্রীগুরুদেব! আপনার শ্রীচরণ-কমলে আমি কবে প্রপন্ন হইব?

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীগুরুবন্দনা

বিরহতপ্ত বেদনা লইয়া
ভক্তগণের হিয়া,
আছে গো তোমার [illegible]
ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া।
দীর্ঘ বরষ কাটায়ে আবার
এসেছো গো তুমি আজ,
ওগো পঞ্চমী, ওগো [illegible],
পরো গো তোমার সাজ।
তব ভক্তগণের তোমার পূজার
সাজাইতে উপচার,
নয়ন হইতে অঝোরে করিয়া
পড়িছে অশ্রুধার।
তোমার পূজার সব উপচারে,
অশ্রু মাল্য দোলে;
তব ভক্ত প্রাণের রুদ্ধ অশ্রু
আঁখি যে প'ড়েছে ঢেলে।
দীর্ঘ বরষ কেটে গেছে কত
বাধা বিঘ্নের মাঝে,
সকল বাধাকে ক'রেছ তুচ্ছ
তোমার বাণীর কাজে।
তোমার বাণীর মূর্ত্ত স্বরূপে
দিয়াছ দাঁড়ায়ে তুমি,
তাঁহার চরণে মোর মন মহ
লুটায়ে আনত ভূমি।
তোমার আশিষ যাঁহার শিরেতে,
উজ্জ্বল হ'য়ে রাজে,
তোমার ইচ্ছা লক্ষ্য যাঁহার
হ'য়েছে সকল কাজে।
তাঁহার চরণে অচলা ভকতি
যেদিন আমার হ'বে,
সেদিন তোমার বাণীর মহিমা,
হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পা'বে।
শত গঞ্জনা আসিলেও যেন
বিমুখ না হই সবে।
তোমার বাণীর পতাকা বহিব
যতদিন ধরা রবে।
রূপ-রঘুনাথ-বাণী-মহাদাতা,
যাঁহারে জানালে তুমি।
তাঁহার শরণে আজিকে আমরা
তোমার চরণে নমি।

—জনৈকা সেবিকাধমা

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারী আচার্য্যবর্য্য পরমারাধ্যতম নদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাববাসরে দীনের

বিলাপ-আরতি

(১)
শ্রীরূপের সুসিদ্ধান্ত স্থাপিতে ভুবনে,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী নাম ধরি',
শ্রীরূপ-অভিন্ন-তনু আসি' ভূমণ্ডলে,
বিনাশিলা কু-সিদ্ধান্ত খণ্ড খণ্ড করি'।
যাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর,
শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত পূর্ণ জানে চরাচর,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হ'বেন উদয়?

(২)
যাঁহার ব্যক্তিত্বে কত পাষণ্ডী আসিয়া,
সমস্ত লুণ্ঠিত হৈল যাঁর পদতলে;
যাঁহারে দেখার লোভ পার্শ্বেতে বসিয়া,
না পাইল যাঁর দেখা কভু এক পলে।
অনন্ত যোজন দূরে থাকিয়া [illegible],
আশীর্বাদ কৈলা যিনি শুদ্ধ সেবকেরে;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(৩)
হৃদয় কৈতব সর্ব সমস্ত বর্জ্জিতে
সর্ব্বভেদী বাণী যাঁর হইত কীর্ত্তিত,
অথচ ভজন নিজ যতনে রক্ষিতে
কৈতবে রাখিলা পার্শ্বে করিয়া নিক্ষিত;
যাঁহার চাতুর্য্যপূর্ণ বঞ্চনা-লীলায়
নরের কি কথা সুরগণ মোহ পায়,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(৪)
যিনি নিজ জনগণে যুক্ত শাসিয়া,
বিত্ত-পুত্র-গৃহ হ'তে আকর্ষণ করি'
নিষ্কিঞ্চন সেবকেরে আত্মীয় ভাবিয়া,
পিয়াইলা কৃষ্ণপ্রেম কর্ণপুট ভরি'।
আর দুই জনে করি' সর্বশক্তি দান,
সু-কৌশলে যিনি কৈলা অকার্য্য বিধান,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(৫)
যিনি দৈব-বর্ণাশ্রম স্থাপি' পুনর্ব্বার
উঠাইলা ভকতের বিরুদ্ধ বিচার,
গুরুবর্গে শুদ্ধবুদ্ধি পার্ষদ বিচার,
যাঁর বাণী-বজ্রস্বরে বিশ্ব কম্পমান।
শ্রীভক্তিবিনোদধারা রুদ্ধ নাহি হবে,
অন্যায়ে জানাইলা যিনি এই ভবে,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(৬)
নাশিতে মোহন্তগিরি সকল ভুবনে,
সমস্ত মহান্তগুরু থাকিবে উচিত;
জগতে প্রতিষ্ঠাবান্ কমি জানি মনে,
বহির্ম্মুখ জগৎ হ'তে অবিদিত।
পরমার্থে অন্যত্র মূল্য কিছু নয়,
যাঁর শাস্ত্রজ্ঞ নাম হ'ল বিষময়,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(৭)
ভক্তাভাসধারাপাল-কেশরী-গর্জনে
লুকাইলা প্রাণভয়ে ছলনা-বিহার;
যাঁর উপদেশে সদা অমন্দ বচনে,
শুদ্ধভক্ত জনগণ পাইল জীবন।
শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণসংকীর্ত্তন,
যাঁর বাণী এক সার-সাধ্য-সাধন;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(৮)
'যত মত তত পথ' বৈদিক আচরণ,
দেখি' যাঁর শুদ্ধ ভক্তি বাদীদের প্রভা;
ধর্মচূর্ণ হ'য়ে কাঁদে কি কপট আচার,
কোথা হায় লুকাইল গোপালের বিভা।
একমাত্র কৃষ্ণভক্ত সতী শিক্ষা-সার,
জানাইলেন যিনি [illegible],
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(৯)
একমাত্র সেব্য বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন,
একমাত্র প্রয়োজন ভাগবত ধর্ম,
একমাত্র গুরু বিশ্বে রূপানুগজন,
একমাত্র নামাশ্রয় হবে কৃষ্ণ নাম।
এই সব অনুগত নহে কিছু হয়,
জানাইলা বিশ্বে যিনি মঙ্গল-নিলয়;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়
শ্রবণ নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(১০)
যিনি শিষ্য দাস না করি স্বীকার,
শিক্ষা কৈলা একমাত্র নির্ভীক ভবে;
কৃষ্ণ-অনুশীলন করিতে প্রচার,
আশীর্বাদ কৈলা তাঁরে স্নেহে সযতনে।
তাঁর সঙ্গে রাখি' যিনি সরল সেবকে,
প্রকাশিলা যত সব কপটী সেবকে;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ নয়ন পথে হবেন উদয়?

(১১)
সমীপে চরণশীল সখা-কীর্তনে,
আচার্য্যের অনুরূপ শ্রেষ্ঠ কভু নয়;
শ্রীগুরুর মনোভীষ্ট করিতে পূরণ,
সকলে সে জন তাঁরে গুরুশ্রেষ্ঠ কয়।
আচার প্রচারে ন [illegible] কিম্বান্ সেই,
যিনি জানাইলা যার অনুরূপ সেই;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(১২)
অতিবাড়ী গুরুত্যাগী অমানিশা ঘোর,
না পারিল যাঁর শোভা করিতে মলিন
যাঁর নখচন্দ্র হেরি' ভকত চকোর,
সুখময় আনন্দ পেয়ে মত্ত নিশিদিন।
অপ্রাকৃত গ্রন্থ যিনি করি' প্রকাশিত,
প্রাকৃতের প্রবঞ্চনা কৈলা নিবারিত;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(১৩)
জগতে 'কাজের লোক', 'ভক্তির সেবক',
'কপট গুরুর', আর 'সরল সাধক'
'সত্য মিথ্যা' দুই গুরু দুই পার্শ্বে করি'
দেখালে দুয়ের ভেদ যিনি [illegible]।
অবিদ্যা ও পরাবিদ্যা করিয়া বিভাগ,
শিখালে সু-ভক্তি কর সু-সুখে রাগ,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(১৪)
শিক্ষা-সূত্র বহু ভাগে মহাসিন্ধুবেরে,
অভক্তাবী মানস্তে কারিয়া বন্ধন,
প্রচারিতে গৌরবাণী বারিধির পারে,
অপ্রাকৃত ভক্তগণে কারলা প্রেরণ।
আপন গলার মালা করিয়া প্রদান,
আজ্ঞা দিলা যিনি [illegible] গৌরবান,
সেই প্রভুপাদ কিগো শুভ কৃপাময়
শ্রবণ নয়ন পথে হবেন উদয়?

(১৫)
যাঁহার শিক্ষাপ্রভাবে শিক্ষিত কাননে,
[illegible] আনন্দপূর্ণ [illegible],
রাজধানী শুদ্ধভক্তি প্রকাশি' ভুবনে,
ভাবিয়া আনন্দাশ্রু দিলা সেবা মোর।
বৈষ্ণবমঞ্জুষা প্রিয় প্রকাশন হবে,
আলোচনা দিল সেই প্রচারকবরে,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(১৬)
যাঁহার পরমপ্রিয় ভক্তিসুধা সর,
যাঁহার সেবায় কথা জানালে আপনে;
নরহরিদাস যাঁর শিষ্য ভক্তবর,
তাঁর সেবাদর্শ শ্রেষ্ঠ দেখালে ভুবনে।
যাঁর ভক্ত অতিভক্ত প্রধান সেবক,
ভক্তি-বিজয়ে দিলে বিজয়-তিলক;
সেই প্রভুপাদ কিগো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ নয়নপথে হবেন উদয়?

(১৭)
বিষয়ীর ঘর হ'তে কেশে ধরি' মোরে,
যিনি উদ্ধারিয়া শিক্ষা দিলা গৌরদান;
সপার্ষদে বৃন্দাবনে যিনি অবহেরে,
কৃপা করি' নিজ পাদপদ্মে দিলা স্থান।
কত ভাবে দাস্যবলি করিয়া শোধন,
আজ্ঞা দিলা নিরন্তর কর সংকীর্ত্তন;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(১৮)
পুরী, ব্রজগিরি আর রাধাকুণ্ড-তটে,
গৌড়ীয়ের সার কথা শিক্ষা দিতে মোরে;
আপন কুকুর জ্ঞানে ডাকিয়া নিকটে,
ব'লেছিলে গৌরবাণী-সেবা দিব তোরে।
বাণী-বিনোদের সাথে হইয়া কুকুর,
প্রচীন খোদাড়ি' ভক্ত বাণীর ঠাকুর;
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(১৯)
যিনি জানাইলা মোরে কৃপাপত্র-দ্বারে,
মম প্রাণ 'শ্রীগৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ';
ইঁহাদের সঙ্গ হ'লে নাহি আছ দূরে,
জন্মে জন্মে ইঁহাদের সঙ্গ কর আশ।
গৌড়ীয়রূপেতে মম [illegible] প্রকাশ,
গৌড়ীয়ের মম নাহি জানে মায়াদাস,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(২০)
গৌড়ীয়ের 'অভক্ত', 'সেবা অভিমান'
'বাঁধা বপু', 'টাকা দেওয়া', 'আলেখ্যাদি' আর
ইহা হেরি কেবা হবে ক্রোধে কম্পবান,
জানিবে সেজন বাড়ে কত ভোগকাম।
স্থূল দেহ বপুধারী নহে মোর দাস,
ভক্তিভজনসার মাঝে মোর নিত্য বাস,
সেই প্রভুপাদ কিগো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(২১)
মম প্রাণ যাঁর আজ্ঞা প্রতি বলবান,
জড়-গর্ব্ব-অভিমান পরিচেত্র শির,
সুসিদ্ধান্ত মর্ম্মে [illegible] গান গান
সেতু [illegible] করি দেশ দশ দিশায়,
বাসুদেবনামে ডাকি' অনন্ত চেতনে।
অহর্নিশ মগ্ন থাক কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে,
সেই প্রভুপাদ কি গো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ নয়ন-পথে হবেন উদয়?

(২)
যিনি জানাইলা—মোর সেবকের সেবা,
অতিশয় শ্রেষ্ঠ হয় মোর সেবা হ'তে,
বৈষ্ণব লঙ্ঘিয়া বিশ্বে ত্রাণ পায় কেবা?
বৈষ্ণবের অনুগ্রহ শ্রেষ্ঠ সেবা হ'তে,
আচার্য্যচরণপূজা ব্যাসপূজা নাম,
শাস্ত্রদেবানন্দমাঝে পরে শুভ ধাম;
সেই প্রভুপাদ কিগো শুভ কৃপাময়,
শ্রবণ-নয়ন পথে হবেন উদয়?

সেবকাধম—
শ্রীভক্তিসৌরভ দাস।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

শ্রীনামহট্টপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমপ্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৯৫]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

কলিকাতায় বিমান আক্রমণের মহড়া

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে কলিকাতায় বিমান আক্রমণের মহড়া সম্পর্কে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার পুলিশ পাহারা সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে :—

(১) ঐদিন কলিকাতা ও ভবানীপুরের সমস্ত প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে 'যুদ্ধ-বিরতি-দিবস' উপলক্ষে ট্রাফিক পুলিশের যেরূপ ব্যবস্থা থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে ; (২) 'যুদ্ধ-বিরতি-দিবস' উপলক্ষে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে ঐদিনও সেইরূপভাবে মোটর সাইকেল-আরোহী সার্জ্জেন্টগণ যানবাহন ও লোক-চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। (৩) উত্তর কলিকাতা, চেতলা, খিদিরপুর ও মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের রাস্তাসমূহের মোড়ে মোড়ে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করিবেন। (৪) সর্ব্বপ্রকার যানবাহন ও লোক চলাচল বন্ধ ও আলো নিবাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। ফায়ারব্রিগেড, এম্বুলেন্স ও পুলিশ, বিনা বাধায় যাহাতে রাজপথে চলাচল করিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার যান-বাহনকে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে রাখা হইবে ; (৫) সিনেমা ও রেস্তোরাঁ সমূহকে আলো নিবাইবার জন্য সতর্ক করা হইবে, (৬) পুলিশের কর্ত্তব্য হইবে—বিমান আক্রমণের মহড়ার সময় জনসাধারণকে আলো নিবাইতে অনুরোধ করা। অগ্নিকাণ্ড ও আতঙ্ক-নিবারণ করা জন্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে সাহায্য করা ;

(৭) ঐদিন সহরের প্রত্যেক প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডে এবং খালের উপর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব সেতু রহিয়াছে, (যথা চিৎপুর, বাগ বাজার, উল্টাডিঙ্গী, মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা, কালীঘাট, আলীপুর, খিদিরপুর, ও হেষ্টিংস্ সেতু) সেই সব সেতুর উপর রিজার্ভ পুলিশের সার্জ্জেন্টগণ মোতায়েন থাকিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার জানাইতেছেন যে, ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে বিমান আক্রমণের মহড়া সম্পর্কে কলিকাতার সমস্ত ওয়ার্ডে হেল্থ অফিসারের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে ১০টী প্রাথমিক শুশ্রূষাকেন্দ্র খোলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে কলিকাতার চিকিৎসকগণ, এবং কলিকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্রদের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

হোনান প্রদেশে জাপ-বাহিনীর পরাজয়

চীনা দূতাবাস হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, হাঙ্কাওয়ের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, পীত নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী কেংচিউ অভিমুখে অভিযানকারী জাপসৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছে। কেংচিউ হোনান প্রদেশের রাজধানী কাইফেঙের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ফলে জাপ-বাহিনী কর্ত্তৃক কাইফেঙ আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। হাঙ্কাওয়ের সংবাদে প্রকাশ যে জাপ বিমান বহর হাঙ্কাওএর উপর আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিলে চীনারা গুলী করিয়া পাঁচটী বিমান ভূপাতিত করে। ত্রিশটী চীনা বিমান শত্রুপক্ষের ২৭টী বিমানকে হাঙ্কাও আক্রমণে বাধা দিয়াছিল।

সাংহাইএর সংবাদে প্রকাশ যে চীনে জাপ-বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ জেনারেল মাৎসুইকে টোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে। লেফ্টানেণ্ট জেনারেল হাটা (ইনি গত বৎসর পর্য্যন্ত কয়োজা-তীপস্থিত জাপ-বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন) জেনারেল মাৎসুইএর স্থলাভিষিক্তরূপে সাংহাই পৌঁছিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বলা হইয়াছে যে জেনারেল হাটা কূটনীতিতে অধিকতর পারদর্শী এবং জাপ-বহির্ভূত বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষা, সামুদ্রিক শুল্ক ও সাংহাই মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

আসামে আফিম বর্জ্জন

আসাম প্রদেশের কোন কোন জিলায় ৫০ বৎসরের অনধিক বয়স্কদিগকে আসাম সরকার আফিম ব্যবহারের যে অনুমতি দিয়াছিলেন, আগামী এপ্রিল মাস হইতে তাহা রহিত করা হইবে। আংশিকরূপে শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত অঞ্চল সম্পর্কেও মন্ত্রিমণ্ডলী আগামী পাঁচ বৎসর কাল মধ্যেই একই প্রকার ফল পাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। আগামী আর্থিক বৎসরের প্রথম হইতে শতকরা ২৫ ভাগ আফিম সরবরাহ বন্ধ করা হইবে।

মাদক বর্জ্জন সম্পর্কে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রদেশে এখনও গৃহীত হয় নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশে এক হাজার মণ করিয়া আফিম বিক্রয় হইত। বর্ত্তমানে এই পরিমাণ দুই শত মণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে রাজস্ব ৩০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে নাৎসীবিরোধী দল

জার্ম্মাণীতে এখন নাৎসী-বিরোধী প্রচারকার্য্য কিভাবে চলিতেছে তাহার এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রচারকার্য্য চলিতেছে দুই রকমে—গুপ্ত সংবাদপত্র এবং গুপ্ত বেতারবার্ত্তার সাহায্যে।

এই গুপ্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসংখ্যা চার এবং চল্লিশ হাজার শব্দ উহাতে থাকে (ইহার দৈর্ঘ্য পুস্তকের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক), খুব পাতলা কাগজে চমৎকার করিয়া ছাপান হয় এবং এমন ভাবে ইহা ভাঁজ করিয়া গুটান হয় যে, দেখিতে ঠিক একটা সিগারেটের মত হয়। নাৎসী-বিরোধী দলের (কমিউনিষ্ট) গুপ্ত হেড কোয়ার্টার্স হইতে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ; কাগজটি সাপ্তাহিক এবং হাতে হাতে ইহা বিলি করা হয়। প্রকাশ, নাৎসী-বিরোধী দলের সদস্য-সংখ্যা ৩ লক্ষ।

রাওলপিণ্ডিতে ধাঙ্গড় হরতাল

মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ধাঙ্গড়দের দাবী গ্রাহ্য না করায় ১৭ই ফেব্রুয়ারী উহারা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তার আবর্জ্জনা লরী করিয়া অপসারিত করার সময় ধাঙ্গড়েরা সমবেতভাবে বাধা দেয়। পুলিশ তাহাদিগকে সরাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে অশ্বারোহী পুলিশ আসিয়া বহু ধাঙ্গড় এবং কয়েকজন সমাজকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে।

রাজপথে বিঘ্ন উৎপাদন করার অপরাধে তাহাদের মধ্যে আটজন ধাঙ্গড়ের এবং দুইজন সমাজকর্ম্মীর এক মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে ক্ষমা চাহিয়া মুক্তি পাইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—৪খণ্ড ৪৩০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। গুরুবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত গণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা /১০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্শ ।০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
সাধনতত্ত্ব /০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। স্তবমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ
৬৩। সার্থক-নিকাশদর্শনম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিমিলভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সংকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

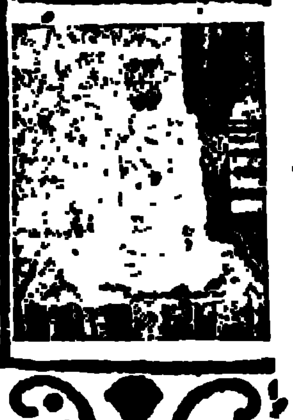

১২শ বর্ষ | ৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৩ই ফাল্গুন শকাব্দ ১৮৫৯, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, শনিবার | ২৫৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ৬ই ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যায় গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ [illegible] দেবের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্য-[illegible], শ্রীপাদ সদাচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী, শ্রীপাদ [illegible], শ্রীপাদ নিত্যগোপাল ভক্তানন্দ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ আচার্য্য কাব্য-[illegible] প্রমুখ বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলে তথায় কৃষ্ণনগর [illegible] ও শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকিশোর [illegible], [illegible] হইতে শ্রীপাদ সত্য[illegible] অধিকারী বি-এ, শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ও সেবকবৃন্দ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভিনন্দিত করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী বিরাট সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থিত করা হয়। ভক্তিকুঞ্জে [illegible] নবদ্বীপে শ্রীল আচার্য্যদেব অবতরণ করিলে [illegible] ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ও সেবকবৃন্দ বিপুল আনন্দধ্বনি ও কীর্ত্তনদ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। যোগপীঠে উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী তাঁহার গলদেশে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব পদব্রজে নবনির্ম্মিত উচ্চপথের উপর দিয়া শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীভক্তিবিনোদভবনে প্রণামান্তে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহপ্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে মাল্য প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীল আচার্য্যদেব বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে সকলকে সাদরসম্ভাষণাদি করেন।

৭ই ফাল্গুন শনিবার গোবিন্দপঞ্চমী তিথি প্রাতঃকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] পুরাণতীর্থ মহোদয়ের সুললিত কণ্ঠে "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি" গীতটী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীমায়াপুর [illegible] পরিক্রমা করা হয়। অনন্তর মধ্যাহ্নে পুনরায় শ্রীগুরুদেব-বন্দনা ও শ্রীপাদ কুঞ্জগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী বি এ, শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ [illegible] কীর্ত্তন করেন। ১০ ঘটিকার সময় শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী [illegible] 'দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব'—গীতটী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ" গীতটী কীর্ত্তন করেন। [illegible] ভক্তগণের [illegible]। [illegible] অনুরোধে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী, শ্রীপাদ সদাচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু ও শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ প্রভুপাদপদ্মে [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে বৈষ্ণবগণ [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হাত হইতে প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক প্রভুপাদপদ্মে [illegible] দেন।

অনন্তর শ্রীমায়াপুর স্কুলের শিক্ষক মহোদয়গণ, ছাত্রগণ, আগন্তুক ও সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিলে পর [illegible] অঞ্জলি প্রদান করেন। অবিরাম নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অঞ্জলি প্রদানকার্য্য চলিতে থাকে। ২১/২—৪টা পর্য্যন্ত অগণিত জনতাকে চতুর্ব্বিধ রসযুক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীব্যাসপূজার অভিনন্দন সভা

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে [illegible] একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শুভবন্দনা, "নিত্যানন্দ কমল কোটী চন্দ্র [illegible]"—গীতটি কীর্ত্তিত হয়। ভক্তবৃন্দের অনুরোধে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] 'গৌড়ীয়' হইতে প্রকাশিত প্রবন্ধ "আচার্য্যের অভ্যুদয়" ও "শ্রীল প্রভুপাদপদ্মস্তবকম্" শ্লোকাবলী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষে "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি"; শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী বি এল, [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত [illegible]; শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীপাদ [illegible] প্রভু লিখিত "An offering for Shree Vyasa Puja", এবং পাটনা, দিল্লী, মাদ্রাজ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা গৌড়ীয় মঠ, পাটনার [illegible] পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ" হইতে "শ্রীআচার্য্যপ্রশস্তি" ও "শ্রীব্যাসপূজা" প্রবন্ধ পাঠ করেন; কটক হইতে আগত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু সারস্বতাদি মঠের পক্ষ হইতে উৎকল ভাষায় লিখিত অভিনন্দন; মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু লণ্ডন হইতে বিনোদিনী দাসী (Miss Bowtel) প্রেরিত ইংরাজী 'Vyasa Puja Homage' এবং শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী বি-এ মহোদয় [illegible] "An humble Offering"

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল [illegible]

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ গোবিন্দ বার, প্রচার গৌরাব্দ ৪৫১

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

তীর্থ ভ্রমণের সম্পর্কে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা একটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ব্যাপার। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ে পর্য্যটকগণের যে দর্শন, তাহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য। সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছিত লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ভগবৎসেবা-সংগ্রহ-কার্য্যের জন্য যেন কিছু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অপেক্ষা না থাকে। দান পুণ্য প্রভৃতি অনেক দুর্ব্বুদ্ধির পরিবর্ত্তে অন্যায় প্রবৃত্তি [illegible] হয়। সেই যোগি-সম্প্রদায় পরার্থপর অর্থাৎ altruist নামে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়াস করেন। মনুষ্য-জাতির প্রয়াস যেকালে সেবাবিমুখচিত্তে উদিত হইয়া অন্যান্য যোগিগণের ইন্দ্রিয়-তোষণরূপ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়, সে কালে উহা ভগবৎসেবার প্রতিবন্ধক মাত্র হইয়া পড়ে। এজন্যই পথ ঘাট পুণ্য নিজের ব্যবস্থা প্রদান করিবে, সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব বৃত্তির পরিচালন দ্বারা সাংসারিক সুফল লাভ ঘটিবে, এই সকল নিত্য পরমার্থবিরোধী; কিন্তু জীবের কৃষ্ণ চেষ্টার ফল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানা থাকিলে সাধন-ভক্তির সাহায্য হইবে উহার সংস্কারবশতঃ সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

বৈষ্ণবের সেবাপ্রণালীই একমাত্র জীবের মঙ্গলতা নিরূপণ হয়। অবৈষ্ণবের সেবা-জননায় বলের '[illegible] পাইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও মদ এই সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তিতন্ত্রে পরিচিত হইতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণের প্রত্যেক বৈষ্ণবসেবা মৎসর-স্বভাব-সম্পন্ন কর্ম্মী অবজ্ঞাকারী দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও জন্ম-জন্মান্তরে তাদৃশ কর্ম্মিগণ বৈষ্ণব-সেবার গৌণ ফল লাভ করেন।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই পরিক্রমা শ্রবণ করেন—নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য হরিনাম-গানের উৎসাহ দেন, পরন্তু তৎফলে নিজেন্দ্রিয় তর্পণেরই গণনা স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়ায় তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল লাভ ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে, মূষিকগণ গর্ত্ত খনন করে, কিন্তু সর্পগণ স্বয়ং গর্ত্ত খনন না করিয়া মূষিকের গর্ত্তেই বাসের অধিকার পায়। জড় বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের নশ্বর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু বিমূঢ়গণ জড়োন্নতির জন্য কোনও প্রকার পরিশ্রম না করিয়াও জড় বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করেন, তজ্জন্যই বুদ্ধিযুক্ত জনগণ ভারবাহী ও সারগ্রাহী এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে মানবগণকে বিভক্ত করেন। সারগ্রাহী জনগণের মধ্যে ভারবাহী যাহারা নিজ উদরার্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করেন, সারগ্রাহী সেই ফল-ভুক্ অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পথ ঘাটগুলি ভাল হইলে এবং তাহাতে মোটর, বাইক, টাঙ্গা, বয়েল গাড়ী প্রভৃতি অনায়াসে যাইতে পারিলে ভারবাহী জনগণের অর্থে ও কার্য্যে দ্বারা সারগ্রাহিগণ অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। আবার ভারবাহি-সম্প্রদায় পারত্র-মঙ্গলাশ্রয়ে সারগ্রাহীদিগের আধিপত্য বিস্তার-কামনায় নিজ নিজ তাৎকালিক প্রতিষ্ঠা কামনার কাবর গোপন করিয়া স্বার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহারাও জন্মজন্মান্তরে ভোগপ্রবৃত্তি মুক্ত হইয়া ভক্তগণের সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে সারগ্রাহীর উপাদেয়তা তাহারা বুঝিতে পারিবেন।

আপাততঃ মথুরার কালেক্টর মিঃ এইচ, স, জম্ ম,হাব বাহাদুর, গোবর্দ্ধন ও কাম্য বন [illegible] দিয়া নন্দ পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে প্রাদেশিকতার আকারে পরিণত করিতে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাম্যবনের মদনমোহন সম্প্রদায়ের অনেক [illegible] সেই [illegible] ও পাটনা হাইকোর্টের অনেক বিচারপতি এবং অন্যান্য অনেকেই ইহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে সাহায্য করিলে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মায়িক ধনবৃন্দগণের অভিভাষানন্দী চতুর্বর্গ-ভোগী সহজেই গৌণভাবে হরি কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ ঘটিবে যাহাদের প্রচুর ধন আছে, তাঁহারা তাঁহাদের ধনসমূহ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তোষণপর কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া বৈষ্ণবসেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে অধিকতর সুফল প্রসব করিবে। তজ্জন্যই শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে ধনের প্রতি যে উক্তিটি গীত আছে, তাহাই আমরা এস্থলে পুনরুক্তিরূপে প্রকাশ করিতেছি—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
অভক্তি প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
ত্যাগেতে হইবে মুক্ত অবৈভব ॥

নিরীশ্বর পণ্ডিতগণ নরপতির যাবৎ করিয়া গৌরবশতঃ যে প্রণয় বহন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্রাধিকারের উচ্চ অধিকারপ্রাপ্ত যে শুদ্ধভক্ত লাভ করিবার সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেব আলোচনা করিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণকে আত্মার বৃত্তিরূপা যে নিজ ভজনমুদ্রা উপদেশ করিয়াছেন, সেইগুলিই জীবের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হউক।

পক্ষান্তরে নিজ নিজ অধিকারীর মধ্যে রাস্তা-ঘাটের জন্য টাকা দিয়া নাম স্বাক্ষর করিবার প্রবৃত্তির সহিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দিষ্টকে তুলনা করিলে উহা ভাঁড়ারের দুর্গে পরিণত হইবে এবং মানবগণকে জড়সুখান্বেষী করিয়া পুনরায় মৎসরতা বর্দ্ধন করিবার ব্রত করাইবে।

যদি কেহ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট ব্যক্তির দম্ভবর্দ্ধনের জন্য কাশী হইতে বৈকুণ্ঠ (বৃন্দাবনপুর) পর্য্যন্ত রাস্তা বাঁধাইয়া দেন, তাহা হইলে উপকারীগণের পরমার্থের পথে কণ্টক আরোপিত হইবে। যোগ্য পাত্রে দান ও অযোগ্য পাত্রে দান একরূপের একফল নহে। কিন্তু সমদর্শী বলিবেন যে, যোগ্যাযোগ্য পাত্র বিচার না করিয়া দান করা যাউক, পাত্রে গৌণভাবে যোগ্যপাত্রও উক্ত দান লাভ করিবেন।

কিন্তু অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া দেবী তাহাদিগকে সে সুযোগ দেন না, বরং পরমার্থকে আবরণ করায় তাহারা নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যকেই বহুমানন করিতে শিখে।

শ্রীনারদের অনন্তজীব পুত্রগণকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া শিক্ষা দেওয়ায় পরমার্থিগণের উচ্ছিষ্ট-সেবন ফলে শ্রীনারদ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরুর পীঠে আরোহণ করিয়াছেন।

পরোপকারের ধন ব্যথিত হইতে পারে, আবার পরোপকারেও ধনক্ষয় হইতে পারে। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ [illegible] বুদ্ধিবশতঃ অপাত্রে দানকেই তাঁহাদের মাহাত্ম্য বলিয়া জ্ঞান করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সেবাকে তাঁহারা 'সঙ্কীর্ণতা' বলিয়া থাকেন। উহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য!

যাহা হউক, অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যদি নাস্তিক জনগণ কোন কারণে বা কোন প্রকারে ভগবানের অনুসন্ধান পান এবং ভগবদ্ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে অজ্ঞাত সুকৃতি কোন দিন তাঁহাদেরও মঙ্গল বিধান করিবে।

যোগ্যতাহীন অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ অর্থ-সাহায্যের দ্বারা পথ ঘাট নির্ম্মাণ, অথবা প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির জন্য অর্থব্যয় করিতে অসমর্থ; কিন্তু মৎসরতা-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের ভক্তে সঞ্চিত অর্থ ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ থাকায় যেন পরমার্থের অভিজ্ঞান লাভে কোন ক্ষতি না হয় ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা

(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসরে অর্দ্ধি-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত)

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ
পয়োব্ধিশায়ী
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য-
রামঃ শরণং প্রপদ্যে ॥

আজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-বাসর। নিত্যানন্দ-চরিত্র অতি গূঢ়; তাঁহার লীলা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের মূল তত্ত্ব, অর্থাৎ মহাসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের অংশ, তাঁহা হইতে কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু তাঁহা হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও শেষ অবতার 'শেষদেব', যিনি নিজে অনন্তমুখে নিজ প্রভুর কীর্ত্তন করিয়াও অন্ত পান না। শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব। তিনি সন্ধিনীশক্তিবিগ্রহ। তাঁহা হইতে বৈকুণ্ঠাদি প্রকটিত। তিনি আবার দশ দেহে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন।

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন
ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র,
সিংহাসন॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসঙ্গী—শ্রীবলদেব প্রভু। ত্রেতায় রামচন্দ্রের সঙ্গিরূপে শ্রীলক্ষ্মণ, দ্বাপরে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গী শ্রীবলরাম, আবার

কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিত্যানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তিনি দ্বাপরে অংশাবতারী। তিনিই শ্রীবলদেব।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা অতি চমৎকারিতাময়। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে॥

পৃথিবীর দেবগণের স্তবন, ক্ষীরসমুদ্র-তীরে দেবগণের স্তবন ও ভগবৎস্তুতি, ভগবানের দেবগণকে সান্ত্বনা, বসুদেব-দেবকীর বিবাহ, কারাগৃহে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, পূতনা-তৃণাবর্ত্ত শকটাসুর বধ, কালীয়দমন, ধেনুকাসুর-অঘ-বকাদি বিনাশ, গোবর্দ্ধনধারণ, শ্রীকৃষ্ণের মধুর-লীলা, বামনাদি অবতার-গণের লীলা প্রভৃতি লীলাসকলের নিজ ক্রীড়ার সঙ্গী বালকগণকে লইয়া নিত্যানন্দ প্রভু অনুকরণ করিতেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম অতিবাহিত করিয়া তিনি বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত তীর্থপর্য্যটনচ্ছলে সময় অতিবাহিত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবে মিলিত হন। যতদিন শ্রীচৈতন্যদেব লীলাপ্রকট না করিয়াছিলেন, ততদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিভিন্ন তীর্থদর্শনের ছলে বহু স্থানকে তীর্থীভূত করিয়াছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করিলেও তাঁহার বিচিত্র লীলার জন্য অবধূত বলা হয়। তাঁহার লীলারহস্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করে, আবার অনেকে চতুর্থ আশ্রম অঙ্গীকার করিয়া পুনশ্চ বাহ্যাশ্রয়ী হইয়া পড়ে। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা নিন্দাছলে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বলিয়া।
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খায় কুল যাঞা॥
কুল-জন্ম জাতি কেহ না জানে কোথায়।
পিতা মাতা গুরু নাহি জানি সে কিরূপ।
খায় পরে সকল, বলয় 'অবধূত'।
জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি' হৈল মাতালের সঙ্গ॥

মুরারিগুপ্ত শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব অনভিজ্ঞতা প্রকাশের অভিনয় করিয়া প্রথমে শ্রীগৌর-সুন্দরকে প্রণাম করত শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে মুরারিকে শ্রীনিত্যা-নন্দের স্বরূপ অবগত করান—

স্বপ্ন দেখে মহাজনের প্রধান।
মত্ত দেখে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান॥
নিত্যানন্দ শিরে দেখে মহানাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল-মুষল তাঁর বাণা।
নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে শোভা বড় পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥
স্বপ্নে প্রভু ডাকি কহে ডাকিয়া মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝহ বিচারি॥

পরদিন মুরারি আসিয়া প্রথমে শ্রীনিত্যা-নন্দকে প্রণাম করিয়া পরে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাল্যভাবে শ্রীবাস-পত্নী শ্রীমালিনীদেবীর স্তনপান করিতেন। তাঁহার প্রতি মালিনীরও বাৎসল্যভাব ছিল। নিত্যানন্দপ্রভুর এই লীলার অনুকরণ করিয়া অনেকে জগতে প্রতিষ্ঠাজনের চেষ্টা করিয়া পরিশেষে কপটতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

নমো নিত্যানন্দ তুমি রূপ নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ-পর্য্যটন-ভোজন-ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম স্বতন্ত্র তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥

শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিদাসসহ নবদ্বীপ নগরে নামপ্রেম-প্রচারার্থ বাহির হইয়া গৃহস্থের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা জগাই-মাধাইর নিকট গিয়া হরিনাম গ্রহণের কথা বলিলে তাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে প্রহার করে। তাহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর সেই দুইজনকে শাস্তিপ্রদানে অভিলাষ প্রকাশ করিলে জগদ্গুরু নিত্যানন্দ প্রভু বলেন—

নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাই॥
স্বভাবেতো ধার্ম্মিকে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তি দান।
তবে জানি 'পতিত-পাবন' হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর হইবে উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥

এতদ্দ্বারা দুই প্রভুর লীলার বৈশিষ্ট্য দুই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমহাপ্রভু নিজ প্রিয়জনের প্রতি অপরের নির্যাতন সহ্য করিতে পারেন না। তিনি ভক্তদ্রোহীকে সংহার করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজ নির্যাতন সহ্য করিয়াও সর্ব্বদাই সকলকে কৃপা করিতে উন্মুখ। আবার শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাবাঞ্ছা হইলে মহাপ্রভু তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া একজন চোর তাহা চুরি করিবার অভিলাষে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাসগৃহে গুপ্ত-ভাবে লুকাইয়া থাকিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই চোরাবপ্রের দুর্বুদ্ধি সংশোধনের জন্য বিচিত্র লীলা প্রকাশ করেন। প্রথম দিবস সেই ব্রাহ্মণ বহু দস্যু সঙ্গে আসিয়া গুপ্তভাবে থাকিল। উদ্দেশ্য—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিদ্রা-কালে গিয়া অলঙ্কার অপহরণ করিবে। কিন্তু তাহারা অকস্মাৎ নিদ্রায় সমস্ত রাত্রি অচৈতন্য থাকিয়া প্রভাতে জাগ্রত হইয়া পলাইল। অপর দিন ঐভাবে থাকিয়া বহু অস্ত্রধারী নিত্যানন্দ প্রভুর মন্দিরে পাহারা দিতেছে দেখিয়া পলাইয়া গেল। তৃতীয় দিন তাহারা পুনরায় আসিয়া গুপ্ত অবস্থান করিতে থাকিলে অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি দ্বারা তাহারা অন্ধপ্রায় হইল এবং কীটে ও মশকাদির দংশনে অত্যন্ত কাতর হইয়া মনে মনে শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাবিলাস দর্শনে কোন ব্রাহ্মণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—

নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছু ত' না বুঝি যুক্তি করেন কিরূপ
সন্ন্যাস আশ্রম তার বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস॥
শাস্ত্রমত যুক্তি তার না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥

তাহার উত্তরে মহাপ্রভু বলেন,—

শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু না জন্ময়॥
অধিকারী বই করে তাহার আচার।
দুঃখ পায় সেইজন পাপ জন্মে তার॥
নত্র বিনে আছে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথা মরয়ে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা-
রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং
বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥

পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্ব জীব হইবে উদ্ধার॥
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি তার হয় বাধ॥

পাছে তারে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যমঘরে॥

এইরূপ তাঁহার অনন্তলীলা অনন্তদেব অনন্তকাল ধরিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। আমাদের তাঁহার লীলা বুঝিবার সাধ্য নাই, তবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা অবগত হইয়াছি তাহাই যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিলাম।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের দর্শন প্রাপ্তি হয়, আর নিতাইয়ের কৃপায় শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দের নিজজনগণের কৃপাতেই শ্রীনিত্যানন্দের দুর্গম তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সেইজন্য নিতাই সেবক ভক্তগণের পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র সম্বল।

নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

শ্রীনিত্যানন্দেরই স্বরূপ নিত্যানন্দ। অজ্ঞানতে—আনন্দ আনন্দে মুগ্ধ ভোগী জীবকুল নিত্য আনন্দের সন্ধান পায় না। কেবল ভক্তিবলেই তাহার অধিকারী হওয়া যায়। এজন্য—বৃন্দাবন দাস গাহিয়াছেন—

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

শ্রীব্যাসপূজায় অভিনন্দন সভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অভিনন্দনটী পাঠ করেন। সময়াভাবে অন্যান্য বহু মঠ ও বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত অভিনন্দন পাঠ হয় নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সন্ধ্যা-আরাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমাদির পর পুনরায় কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। অতঃপর রাত্রি ৮টা ঘটিকার পর শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে গৌড়ীয়-মিশনের কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয়ের প্রস্তাবে ও অশোকার ভক্তরাজ শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী মহোদয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ বিক্রমসিন্ধু গোস্বামী প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু 'গোড়ার' হইতে "শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকম্"টী এবং শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হইতে "শ্রীল সরস্বতী-গোস্বাম্যষ্টকম্"টী সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। সভার অন্তে "ঐ নাম গায় গোরা চাঁদ" গীতিটী কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর সকলকে প্রচুর মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম,	৬।০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।০
দাদখানী	৫।০
বাসমতী নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
দেরাদুনী	১০৲-১০।০
দাদখানী, আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ বাসমতি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵০

চিনির দর

কাইন, চাইনা	১০৷৵০
কিপুর ১০০০ নং	১০৴০
[illegible]	৯।
বেহেরা দানা	৮।০—৯৵০
বেপুর দানা	৭৷৴০—৮৲
বেপুর দাল	

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
কাগজের বার	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাদির বার	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
[illegible]	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পয়েন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৴
পাঞ্জাব ঐ	৬৲—৬৴
[illegible] ঐ	৫৷৴০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (বে)	৪৸০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২।০—২৷৵০
[illegible]	১৸৴০—১৸০
[illegible]	১৷৵০—১৷৴০

[illegible] দর

	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	১
[illegible]	

তার	৪৮৲
কাবুলে	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১১৸০
প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (কড়ি বা বীম)

টার্কী	৮৸০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড কড়ি বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ কড়ি (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি-আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭।০—৮।০

টাটা প্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷৵০
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৮ গেজ—	১৮.
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট ৮'	১৪৴০
২৪ গেজ—	১৪।৵০
২৬ গেজ—	১৩।৴০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ প্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৲
পীস	৷৵৫—৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
গ্রেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬।০—৬৸০
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৫।০—৬।০ হন্দ
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোল্টু, পেরেক	৮।০—৮।।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কংক্রিটের

দর	৭।০—১০।০

বুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲ বকন ২৩।০

ঢেঁকলের হামবল ৫৴০, পাটের হামবল ৬।০

জুতার হামবল ৪।০

লুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার কাইন	৫৪
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরাতন কাইন	৪০৲
হামার্গ দানা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্‌ লিঃ

১৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব-স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরস্পর যোগ। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও সেসনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

——:(:০:):——

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "ফেভ্রোল", অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আসামী, বর্মা-দাগুড়া, দামটু এবং অন্যান্য পাহাড়িয়া জ্বরে "ফেভ্রোল" অব্যর্থ। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিবার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ৪ চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদনে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই কীর্তিত [illegible] অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] দিবা। [illegible] বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৸০	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণাণুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রয়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ প্রেমভক্তসমাজের" ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

—————

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি, এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র প্রচার ... নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বুধবার [সংখ্যা ২১৬]

বিবিধ সংবাদ

—(০(১০১)০)—

নদীয়ায় প্রচণ্ড শীত

কয়েক দিন হইতে নদীয়ায় একটু একটু ... প্রকোপ এত বেশী হইয়াছে যে, সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, এরূপ শীত ... শীতকালেও হয় নাই। সকলেই অনুমান করিতেছেন যে, অসময়ে এইরূপ ... জন্যই এইরূপ শীতের প্রকোপ দেখা দিয়াছে।

হরিপুরে নির্বাচনী সমিতিতে দেশীয় রাজ্য

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক উত্থাপিত দেশীয় রাজ্যের প্রস্তাবের সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাবটি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার প্রস্তাব অনুসারে সামান্য সংশোধনের পর বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের ... সম্বন্ধে মোট ... সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল এবং সুভাষচন্দ্র ... বক্তা আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া যে সংশোধন প্রস্তাব করেন, তাহার মর্ম এই যে, ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যের কংগ্রেস কমিটিগুলিকে উহারা নিষেধ ... দিয়াছেন, তাহা রদ করিয়া এই ব্যবস্থা করা হইবে যে, দেশীয় রাজ্যসমূহে যে সকল কংগ্রেস কমিটি রহিয়াছে, সেগুলি পার্লামেন্টারী ... নির্দেশ ও কর্তৃত্বাধীনে কাজ করিবে, কিন্তু ... নামে কোনপ্রকার ... অথবা ... সংগ্রামে লিপ্ত হইতে পারিবে না। মৌলানা আজাদ এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফলে কোনটি সংশোধন প্রস্তাবের মধ্যে একটিই প্রত্যাহৃত হয়।

... সমাজতান্ত্রিকদের পক্ষ হইতে ... সত্যবতীর প্রস্তাব ২০০—৭০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের সংশোধন প্রস্তাবও বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়।

নিখিল ভারত কিষাণ কমিটি

তিন দিনে নিখিল ভারত কিষাণ কমিটির প্রথম প্রস্তাবে কর ও খাজনা বন্ধের আন্দোলনে যে বিপদ রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে কিষাণ কর্মীদিগকে সতর্ক করিয়া পরে বলা হয় যে, কিষাণ কর্মীরা যেন এই কথা প্রচার করেন যে, কিষাণদের উৎপাদিত ফসল হইতে সর্বপ্রথমে তাহাদের পরিবার সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে এবং কৃষিকার্যের আয় যাহাদের বৎসরে পাঁচশত টাকা কিম্বা তাহার কম তাহাদিগকে খাজনা ও রাজস্ব হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কিষাণ সভাগুলিকে অবিলম্বে সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব প্রথা রহিতের জন্য জোর চেষ্টা করিতে বলা হয় এবং কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়া জমিদারী প্রথা সমূলে লোপের জন্য আন্দোলন চালাইতে বলা হয়।

তৃতীয় প্রস্তাবে সকল কিষাণ কমিটিকে অবিলম্বে যাহাতে গরীব চাষী, প্রজা এবং কৃষি মজুর সকল প্রকার ঋণ ও বাকী খাজনা হইতে রেহাই পাইতে পারে তজ্জন্য দাবী উপস্থিত করিতে বলা হয় এবং অবিলম্বে নিখিল ভারত কিষাণ ঋণ মুক্তি দিবস উদ্‌যাপনের জন্য একটি তারিখ ঠিক করিতে বিভিন্ন কিষাণ কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীগণকে অনুরোধ করা হয়।

বর্দ্ধমান জেলায় ঝড়বৃষ্টি

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় হইয়াছে। রায়না থানার আলগ্রাম, মুগুরা, পাতিলা প্রভৃতি গ্রামে ঝড় এত প্রবল হইয়াছিল যে, বহু ঘরের চাল উড়াইয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়াছে। মাঠের ... বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ধান নষ্ট হইয়াছে। গরিবের বহু কুটীর নষ্ট হওয়ায় তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

আসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন এবং খুব সম্ভব শীঘ্রই একটা পরীক্ষা গ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হইবে।

কমন্স সভার অধিবেশন

ইটালী এবং ব্রিটেনের মধ্যে যে নূতন চুক্তি হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনায় ১৭ই ফেব্রুয়ারী কমন্স সভার সদস্যদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

বিরোধী দলের নেতার প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এন্টনী ইডেন বলেন যে, নূতন চুক্তি সম্পর্কে তিনি কতকগুলি সংবাদ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এ পর্যন্ত সর্তাদি প্রকাশিত না হওয়ায়, তিনি এই সভাকে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে অসমর্থ। তিনি আশা করেন, শীঘ্রই সম্ভবতঃ তিনি এ বিষয়ে একটা বিবৃতি দিতে পারিবেন।

মিঃ ইডেন বলেন, "সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সম্বন্ধে আমি ইহা বলিতেছি যে, হের হিটলার ও ডাঃ শুশনিগের মধ্যে সাক্ষাৎকারের পূর্বে ভিয়েনাস্থিত ব্রিটিশ রাজদূতকে প্রস্তাবিত বৈঠকের বিষয় জানান হইয়াছিল। এই বৈঠক সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মতামত কিম্বা পরামর্শ চাওয়া হয় নাই।

"বর্তমান মুহূর্তে এই চুক্তির ফলাফল সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করিতে আমি অসমর্থ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই চুক্তির পরিণতি বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ করিতেছেন; বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়া সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্নে সর্বদা অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন এবং করিবেন—এ বিষয়ে জার্মাণ গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্য বার্লিনের বৃটিশ রাজদূতকে আদেশ করা হইয়াছে।"

দায়ের আঘাতে ভ্রাতৃহত্যা

ত্রিপুরা জিলা ও দায়রা জজ মিঃ ... আই, সি, এস, একজন হিন্দু ... জুরীর মধ্যে অধিকাংশের অভিমত গ্রহণ করিয়া জনৈক ... কে ভ্রাতৃহত্যার দায়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২৭শে অক্টোবর হাজিগঞ্জ থানার ... গ্রামে আসামীর সহোদর ভাই আবদুল জব্বার বাড়ীর এক গাব গাছ হইতে গাব পাড়িতে গেলে আসামী উহাতে আপত্তি করে। জব্বার ঐ গাছ তাহার অংশে পড়িয়াছে বলিয়া দাবী করে। আসামী ঐ গাছ একান্নি বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। ফলে তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধে। আসামী দায়ের আঘাতে জব্বারকে ধরাশায়ী করে; অতিরক্তপাত ফলেই জব্বারের মৃত্যু ঘটে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩২৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আসবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় গাথা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।০
২৭। দুঃখসঙ্গম স্তবাবলী (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাব তরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনচতুষ্টয় ৴০
। গোবর্দ্ধনশিক্ষা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপঞ্চক ৴
৪৭। মনঃশিক্ষা ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আত্মনিবেদন ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। বঙ্গে সামাজিকতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। শোক-শাতন
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। প্রবন্ধাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵০
৬০। সংকল্পনাথ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। মায়াবাদবর্জনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ গ্লাইম্পস অব ভেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ
৭৬ দি ভাগবত ।০
৭৭। ইনৌগ্যরল ইংলিশ স্পিচ এণ্ড আনরিলায়েবল রিপোর্ট ।০
৭৮। ব্রহ্ম সংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪ শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীল প্রভুপাদের পরিচালনায় গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক মূল্য ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত পত্রিকা—একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত গদাধর মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিশ্বগুরু
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু মাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত মঙ্গলময়
পাঠ ও শত সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
২৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

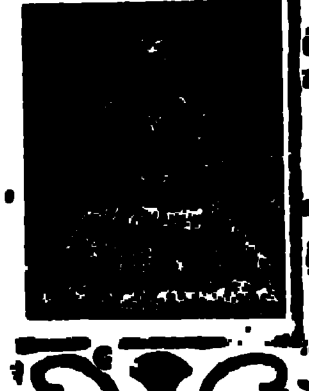

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১১ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, বুধবার | ২৬৩তম সংখ্যা

নিত্যানন্দোৎসব

——::●::——

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের তত্ত্বাবধানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি-পূজা মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। আবির্ভাব তিথি দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে নিত্যানন্দ-মহিমা ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন হইবার পর উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত গুণাবলী সম্বন্ধে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর বেলা ১২ ঘটিকার সময় তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপর বেলা ১২ ঘটিকার সময় ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন সম্পন্ন হয়।

অতঃপর ২॥টার সময় পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দমাহাত্ম্য পাঠ হয়। পাঠান্তে "নিতাই গুণমণি আমার" ও "নিতাইপদকমল" প্রভৃতি নিত্যানন্দমহিমাসূচক পদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ৭॥০ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। উৎসবোপলক্ষে বহু ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

বম্বে গৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের পূর্ব্বাশ্রমগত গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-মহামহোৎসব কীর্ত্তন, পাঠ ও ভক্তভাগবতমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনান্তর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দমাহাত্ম্য ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। ৩ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত মঠসেবকগণ ক্রমান্বয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিষয় পাঠ করেন। ৩ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'নিতাইপদকমল' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। ৭ ঘটিকা হইতে ৭॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিক ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ৭॥০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীদ্বয় ক্রমান্বয়ে হিন্দি ও বঙ্গভাষায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব, মাহাত্ম্য ও চরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। পরে সমাগত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিগত ১১ই এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীবরাহদ্বাদশী ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ

প্রভুর আবির্ভাব তিথিপূজা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ উভয় দিবসই শ্রীভগবৎপ্রীত্যর্থে উপবাস করিয়া শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও প্রসঙ্গালোচনা দ্বারা তিথিদ্বয়ের যথাযথ সম্মান করিয়াছেন।

১১ই তারিখে উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যলীলা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বরাহভাবাবেশে শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে যে লীলা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। পুনরায় সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাবের কথা আলোচনা হয়।

১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্যসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব এবং তীর্থপর্য্যটন-লীলা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়। পুনরায় সন্ধ্যায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সমস্ত আলোচনায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপালাভই একমাত্র তাৎপর্য্য ছিল।

পাটনা গৌড়ীয়মঠে

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য

কলিকাতাভিমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

——::)●(::——

দিবসত্রয় শ্রীধামে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব অতীব সুচারু-রূপে সম্পাদন করিয়া পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সপার্ষদে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তথা হইতে মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদন জন্য সত্বরই সপার্ষদে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মেদিনীপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদনন্তবাসুদেব গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমগত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে যথাপূর্ব্ব শ্রীমঙ্গলারাত্রিক, পঞ্চতত্ত্ব, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীনিত্যানন্দ মাহাত্ম্য ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদি করেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে মহা-পারমার্থিক ভোগরাগ এবং কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব ও তাঁহার অলৌকিক করুণার কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপূর্ব্ব দিবস শ্রীমঠস্থ ভক্তবৃন্দ নিরম্বু উপবাস করিয়া শ্রীশ্রীবরাহ-দেবের আবির্ভাব-তিথি ও হরিবাসর-ব্রত সংকীর্ত্তনমুখে পালন করেন।

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ গোবিন্দ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় নিবেদন

শ্রীব্যাসপূজা-অর্থে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মপূজাই আমাদের শ্রীব্যাসপূজা। প্রথমসপ্তাহে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে তদীয় পরমপ্রিয়তম অন্যতম বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুরই জন্মস্থানে সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিপূজার বিচার আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেমন শ্রীমদ্গৌরসুন্দরকে তাঁহার গৌরবের পরিজ্ঞানে তাঁহাকেই (জগদ্গুরুকেই) পুষ্পমাল্য দান করিয়া তাঁহার ব্যাসপূজা বা গুরুপাদপদ্মপূজাদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন, আমাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ শ্রীল আচার্য্যদেবই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটাবস্থাতে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মপূজাকেই তাঁহার ব্যাসপূজার আদর্শরূপে প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি ও গৌড়ীয়মঠে সর্ব্বপ্রথম ব্যাসপূজা হয়। তৎকালাবধি শ্রীল আচার্য্যদেবই আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-কীর্ত্তনমুখে গুরুপাদপদ্মপূজার আদর্শ-শিক্ষা-দাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মুখপত্ররূপে তিনিই সেইবার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি প্রবন্ধ রচনা করিয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার আদর্শস্থানীয় হন। সুতরাং আমরা আমাদিগের ব্যাসপূজার আদি পুরোহিত বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রভুকেই আমাদিগের শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহারই ঐকান্তিক অনুসরণে তাঁহার শ্রীমুখ-প্রস্তুত-শ্রীগুরুপাদপদ্মমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে আমাদিগের নিত্যারাধ্য দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিব। শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুরই ঐকান্তিক অভীষ্টানুসারে তাঁহার ভজনসিদ্ধান্তবিচারে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালেই স্বীয় ভুবনমঙ্গলময়ী পাদপীঠার্চ্চা কৃপাপূর্ব্বক প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠে অদ্যাপি সেই পাদপীঠার্চ্চা পূজিত হইতেছেন। আবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে অপ্রকটকালে যখন প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের সমাধিপ্রদান লইয়া বহু বাদানুবাদের মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গের সমাধি প্রদানকালীন বিচারের ন্যায় কএকটী অপসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার উত্থাপিত হইল—তখন শ্রীল আচার্য্যদেবেরই সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সিংহহুঙ্কার সকল শিষ্যকে বশীভূত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চিরাকাঙ্ক্ষিত "নিজানকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্" বাক্যের এক বাস্তব মূর্ত্ত ভাষা রচনা করিয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে, শ্রীপুরুষোত্তমে চটক পর্ব্বতে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্ত্তি হইতে ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি প্রকটাবির্ভাব-তিথি-পূজাকাল পর্য্যন্ত এবং তৎপরেও অদ্যাবধি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যপাদপদ্মের প্রিয়তম 'গৌড়ীয়' পত্রের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সংস্করণ এবং বহু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থের সম্পাদকপ্রবর মহামহোপদেশক পাঠক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় যে সমস্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপ্রসূন মালিকাকারে গ্রথিত করিয়া শ্রীব্যাসপূজায় বিশেষ প্রবন্ধরূপে কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর আনন্দবিধান করিয়াছেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন, সেই সকল বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের নিত্য নবনবায়মান চমৎকারিতাপূর্ণ সেবাসম্ভারের মৌলিকতা বিষয়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের সর্ব্বতোমুখী সহায়তা সম্পাদকপ্রবর তাঁহার প্রাক্ত প্রবন্ধে গৌরবের সহিত কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে আরও বা স্রোতপথানুসরণমুখে শ্রীগুরুপূজার প্রকৃত আদর্শ শিক্ষা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, ভারতভ্রমণ, প্রত্যহ নবদ্বীপ-পরিক্রমা, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে মঠমন্দির ও শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ স্থাপন, হরিকথা কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতিলিপি লিখন, প্রবন্ধরচনা ও মুদ্রণ, গ্রন্থসংশোধন, গ্রন্থসম্পাদন, সুসিদ্ধান্ত বিচার, পাষণ্ড-দলন, মঠমন্দিরাদির সেবা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, নাম মন্ত্র-দীক্ষাদান, যাগসংস্কার-প্রদান, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসপ্রদান, শিষ্যগণের প্রতি নিগ্রহ-অনুগ্রহ, সেবাবিষয়ক নবনব-পরিকল্পনা, ভক্তগৃহে গমন, ভিক্ষা গ্রহণ ও জগদ্ব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারসম্পর্কিত যাবতীয় পরমার্থ-কার্য্যে যে শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর সর্ব্বতোমুখী সেবা শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতেন, যাঁহার ভক্তগণপদ-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত ব্যতীত প্রভুপাদ আর কোন সঙ্গীতে সুখ পাইতেন না, যিনি প্রভুপাদের ভাবানুরূপ শ্লোক ও সঙ্গীতাদি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সুখ প্রদান করিতেন, যাঁহার প্রত্যেক জীবের অন্তর্গত ভাব বিচারে, সরলতা ও কপটতা, সৎ ও অসৎসম্বর্দ্ধন, অসৎসঙ্গবর্জ্জনের দৃঢ় সঙ্কল্পে, যাঁহার বিলাস ও বৈরাগ্যের সুষ্ঠু বিচারবধারণে, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকল আশ্রমের শিষ্যগণের ভজনোন্নতি সংসাধন-চেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদ পরমপ্রীতি লাভ করিতেন, একমাত্র যাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে শতসহস্র দিবস বলিয়াছেন—"বাসুদেবই আমার কথা বুঝিয়াছে", সেই প্রভুপ্রিয়তমজন এবং তাঁহার প্রিয়জনগণ ব্যতীত প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট আর কে বুঝিবেন, কেই বা প্রভুপাদের অভীষ্টরূপ শ্রীরূপরঘুনাথের সেবা করিয়া প্রভুপাদকে সুখ প্রদান করিবেন? সুতরাং শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের এই দীনাতিদীন পতিতাধম কিঙ্করাভাস শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের স্বরূপে "বাসুদেবানন্দ দাসে থাকিয়া ও' সদা লহ নাম" এই গুরুবাক্যের নিষ্কপট অনুসরণ প্রার্থনা করিতেছে। এই অগণ্য দাসাভাসের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় ভিক্ষার প্রথম দিবসাবধি যিনি তাহাকে তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠেয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভুর উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্করাভাস বিচারে, পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদও এ অধম নিতান্ত অযোগ্য ভৃত্যাধমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট-প্রচারসম্পর্কীয় বহু দায়িত্বপূর্ণ সেবাভার প্রদান পূর্ব্বক তৎসম্পাদনকল্পে এই ভৃত্যাভাসের সামান্য উদ্যমকেও কত না কতভাবে বহুমানন করিয়াছেন। এই ঘৃণিত জীবাধমকে বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য যাঁহাদের কৃপাধারা প্রতিনিয়ত অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে, তাঁহাদের শ্রীচরণ-মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তনমুখে আমার শ্রীব্যাসপূজায় যোগ্যতা উদিত হইবে, ইহাই আমার একমাত্র আশা ও ভরসা। ইহা আমার কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বরমাত্রে পর্য্যবসিত না হয়, তজ্জন্য আমি শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের প্রিয় যাবতীয় বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে সুপ্রসন্নতাদানে প্রার্থনা করি।

শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভসেবকের নিষ্কপট আনুগত্যই গুরুপাদপদ্মপূজার প্রকৃত যোগ্যতা প্রদান করে, নতুবা অর্চ্চনের কতকগুলি পেষ্টামাত্র অবলম্বিত হইয়া আত্মবৈভব-প্রকাশচ্ছলে শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার পরিবর্ত্তে সকল পুষ্প-সম্ভার নিজেন্দ্রিয়তর্পণের লাগিয়া যায়, শ্রীগুরুদেব তাহা গ্রহণ করেন না। কুকর্ম্মে যাঁহার সামান্য শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, কিন্তু নামাশ্রিত ভক্তসেবার বিচার উদিত হয় নাই, তাদৃশ নামগ্রহণকারীর নামগ্রহণবিচারকে মানসে আদর করিতে হইবে,—এই বিচার যে, তিনি নিরন্তর নামাশ্রিত মধ্যম ভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীনামের বিলাস-বৈচিত্র্যের সেবোপলব্ধি বিষয়ে তৎপর হইবেন; কিন্তু যদি সেই কনিষ্ঠাধিকারী নামাশ্রিত বৈষ্ণবসেবার বিচারে একেবারেই পরাঙ্মুখ হন তাহা হইলে তাঁহার ঐ শ্রদ্ধাটুকু যোগ্যতাভাবে মাত্র পরিগণিত হইয়া নির্জ্জন ভজনের নামে মৌলিক ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত করাইবে, তাঁহার কনিষ্ঠা বকার হইতেও পতন হইবে। কোটি কোটি সংখ্যা-নাম বহু জন্ম ধরিয়া জপ করিয়াও নামের সাক্ষাৎ ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভের পরিবর্ত্তে ভুক্তি-মুক্তি-ফলই প্রাপ্য হইবে, তাহাদিগকে না চাহিলেও তাহারা জোর করিয়া চাপাইবে, কিছুতেই ছাড়িবে না। নামানুরাগী বৈষ্ণবসেবার বিচার (অবশ্য শ্রীনামগ্রহণের বিচার বর্জ্জন করিয়া নহে) যাঁহার যতটা সমৃদ্ধ হইবে, তাঁহার ততই নামে বৈলক্ষণ্য আসিবে। ক্রমে শুদ্ধ মধ্যমাধিকার উদয় হইবে। এই অবস্থাকে বৈষ্ণবেরা প্রণতি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। নামে নিষ্কপট শ্রদ্ধার উদয় হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে দিব্যজ্ঞান-সম্বন্ধী দীক্ষা লাভের বিচার আসিয়া জীবকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার সকল প্রকার যোগ্যতা অর্জ্জনের সৌভাগ্য প্রদান করে। দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবসেবার বিচার বাদ দিয়া নামগ্রহণ বা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-ব্যাপদেশে 'তৃণাদপি সুনীচেন' বিচারাদর্শের পরিবর্ত্তে 'আমি ও' বৈষ্ণব' এই অভিমান বৃদ্ধি করাইলে দীক্ষার মূল তাৎপর্য্য দিব্যজ্ঞানলাভই হইবা

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

অধিকারীদিগকেই উপযোগী সাধ্যসাধন প্রদর্শিত হয়। তাহাই জীবের ভাগ্যহীনতা। তৎকালে জীব ক্রমশঃ গুর্ব্ববজ্ঞা, বৈষ্ণব-অপরাধাদি জীবগণ হইতে জীবগণে অপরাধে লিপ্ত হইয়া পারমার্থিক জীবনের সর্বনাশ সাধন করে। গুরুঅপরাধই অপরাধী জীবের তৎকালে নামগ্রহণ ও অর্চনাদির আড়ম্বর বর্তমান থাকিলেও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে প্রাকৃত বুদ্ধি আসিয়া তাহাকে বিপথগামী করায়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা গ্রহণের অভিনয়-মাত্রকে দীক্ষা বলে না। দিব্যজ্ঞান দানের প্রকৃত অর্থ শ্রীনাম, নামদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং সেই শ্রীনাম ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনে সদাচারী বৈষ্ণবচরণকে যথোচিতবিচারে, অবজ্ঞাজ্ঞানকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করার প্রধানমুখে বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীহরিগুরুসেবা-চেষ্টার প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবসেবার বিচার সম্পূর্ণ বিকাশ হইলেই ভজনানন্দতা আসে। ঐকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাশিক্ষক, সর্বপ্রকার সেবাযুক্তিতে সুনিপুণ মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট বিষয়ে সর্বতোমুখী শুশ্রূষতার উদয় হইয়া (অর্চনপ্রণালীভূতমনঃ) উত্তমাধিকার লাভ হয়। তাঁহাকে দেখিলেই মুক্তাভিমানের মুখে হরিনামের উদয় হয় এবং তাঁহার চরণাশ্রয় সর্বতোভাবে কৃপা হইয়া থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া ভজনবিজ্ঞতার কোন মূল্য নাই।

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টসংস্থাপনই গুরুর কার্য্য। শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি-শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর এবং ভক্তাঙ্গ-বিগ্রহ দামোদরপ্রভু-প্রমুখ সকলেই শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টসংস্থাপক জগদ্গুরু। অধুনা লোকলোচনে তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের মনোহভীষ্টসংস্থাপনহেতু শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপাদই শ্রীল প্রভুপাদের সকল শিষ্যের গৌরবের পারাবতারে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের একমাত্র আচার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে দীক্ষিত বৈষ্ণবগণকে তিনি তাঁহার সতীর্থজ্ঞানে আত্মবৎ প্রকাশ করিলেও আমরা তাঁহাকে আমাদেরই গুরুভ্রাতৃগণের অন্যতম সাধারণ বৈষ্ণববিচারে দর্শন করিলে শ্রীগুরুতত্ত্বে অনাদর হেতু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের কোন পূজা গ্রহণ করিবেন না। শ্রীগুরুতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত বস্তু। তাঁহাকে অনর্থযুক্ত সাধক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে না বা সাধনসিদ্ধ, বদ্ধমুক্ত বলিয়াও বিচার করিতে হইবে না। তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরপরিকর। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তত্ত্বতঃ একই। দীক্ষাগুরুর একত্ব ও শিক্ষাগুরুর বহুত্ব বিচার থাকিলেও শিক্ষাগুরুকে দীক্ষাগুরু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিলে গুরুতত্ত্বে অপরাধ আসিয়া যাইবে। সুতরাং আমরা শিক্ষাগুরু শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুচরণের আনুগত্যেই দীক্ষাগুরু শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি প্রদানের বিচার বরণ করিব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদোপদিষ্ট স্বরূপরূপানুগবিচার-ধারা-সংরক্ষণকার্য্যের ভার কৃষ্ণেচ্ছায়ই যোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার অন্যথা করিতে গেলে কৃষ্ণেচ্ছা-প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া নরকভোগ বরণ করিতে হয়। কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত "পৃথিবীং স শিষ্যাৎ" বিচারে শ্রীনাম-প্রবর্তন-যোগ্যতা সাধারণ ব্যক্তিতে প্রকাশিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
১৮০, ৫০নং ষ্ট্রীট,
রেঙ্গুণ
২৯শে মাঘ

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার উদ্যোগে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দেশানুসারে এবং সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও সেবাধ্যক্ষতায় আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ, ইং ১৯৩৮ ১৩ই ফাল্গুন হইতে ২২শে ফাল্গুন তারিখ পর্য্যন্ত রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্তন, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য আলোচনা, মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠানে মহাশয় কৃপাপূর্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদনমিতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
(সহকারী সভাপতি, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল,
(সম্পাদক, গৌড়ীয় মিশন)

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু শ্রীভক্তিসর্বস্ব গিরি,
(রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক)

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাস-পূজা

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত তার

—::)•(::—

পাটনা

Patna
19.2.38

Srila Vasudeb Prabhu

My humble homage to Sri Gurudeva through you on this auspicious day.

—Brajeswari.

Patna
19.2.38

Srila Acharya Deva

Our humble homage to Sri Gurudeva through you on this auspicious day.

—Anadi Krishna.

নিউ দিল্লী

Newdelhi
19.2.38

Acharya Deva

Math members submit humble prostrations Baishnavas Your Divine Grace Vyas-Puja.

—Oudulomi.

মাদ্রাজ

Madras
19.2.38

Acharya Deva

Pray convey our prostrated obeisances ; craving mercy.

—Math-members.

ময়মনসিংহ

Mymonsingh
19.2.38

Acharya Deva

Devotees Jagannath Gaudiya Math solicit mercy of your Divine Grace making fit accepting as own in worshipping Vyas-incarnate Srila Pravupad on this auspicious sixty fourth advent anniversary.

রেঙ্গুণ

Rangoon
19.2.38,

On this most auspicious Vyas-Puja Day members Rangoon Gaudiya Math humbly convey hearty offerings at Prabhupad's Divine Feet and pray Srila Acharya Deva's blessings to inspire them constantly in Divine Service. Vyas Puja celebrations being held most successfully under His revered directions.

—Giri

কলিকাতা

Calcutta
20.2.38

Through Grace Srila Acharya Deva whole day Vyas-Puja ceremony successfully celebrated, Puja in morning, 'Harikatha' at noon, lectures and Gaudiya recitations in the evening ending with Tirtha Maharaj's Kusumanjali stirringly impressive, Mahaprasad distributed both morning and evening to five hundred, according to Acharya Deva's directions.

—Jagadudharan,

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ জম্বুদ্বীপের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৮০ ; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর, গোপিনি আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-ব্যক্তিগণ চারিকর্ণ 'নদীয়া-প্রকাশ' দপ্তর আছে।
রক্ষক—শ্রীনন্দ ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাতশ্চতুর্থী-বেদার শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণীষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ নবীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ কুঞ্জদাস বাবাজী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরলীলার শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অবধূতকুণ্ড শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীবিশ্বভূষণ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ মাজদিয়া, (বর্দ্ধমান)
শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাজিদা—(শ্রীবুড়োশিবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুলিয়ার চর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটকপর্ব্বত।
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মালাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীধর্ম্মকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরামেশ্বর মালাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং স্কুলরোড দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমদ্ভূতভাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) নৈমিষারণ্য মঠ,

পোঃ মিসরিখ, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীমদালগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বামিনী কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠপীঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) গোকুল বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাধারী,

পোঃ কোটচাঁদ, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তটে গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমাধব মালাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর মালাধিকারী

(৫৭) সচ্চিৎ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপুর, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—শ্রীবিলাস দত্ত মালাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাট

রক্ষক—শ্রীরাধা মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

ডিঙ্গিলা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষী, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাক (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র মালাধিকারী.

(৬৪) চেঙ্গাগৌড়ীয়মঠ

ভুয়াহাটা, পোঃ চিঙ্কুড়া, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্রাউন্ রোড
ট্যাপটন্, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বহু চাটার্জ্জি লেন
ভিক্টোরিয়া রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যার্ণব-সম্পাদিত
শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

[illegible] চাউল—

	প্রতি মণ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৫৸০
ঐ [illegible]	৫৲
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৫॥০
[illegible] নূতন	[illegible]
ঐ পুরাতন	
[illegible]	
[illegible]	[illegible]

আতপ—

নূতন আতপ	[illegible]
[illegible]	১০৲-১০।০
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোণা-রূপার দর

পাটের দর

[illegible]

ডাল ও কলাইয়ের দর

[illegible]

চিনির দর

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
২৬ গেজ—	১৭৸০
[illegible] ১৯—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

	১,২।১৮
টাটার তৈয়ারী—	[illegible]
লোহার [illegible] ([illegible])	
[illegible]	৮৸০—৯।০
ঐ [illegible]	৮—৮৸০
[illegible]	[illegible]
ঐ ইংলিশ [illegible] ([illegible]	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭॥০—৮॥০
টাটা প্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১৩৸/০
২৬ গেজ—	১৩॥০
২৮ গেজ—	১৮
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১৮৶০
২৪ গেজ—	১৪॥৶০
২৬ গেজ—	[illegible]
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	[illegible]
সীস	[illegible]
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
গেট-কাঁচি বা ফিট কাটা মাপ	[illegible]
[illegible] কাটিং [illegible]	
গোল রড কাটিং [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

পাটের দর

কলিকাতা ২৪শে জন.

[illegible]

[illegible]

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible] ঘাট [illegible]

কেশরোগ

—[illegible]—

[illegible] দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ এর "কেশরোগ" [illegible]। [illegible] যে কোন প্রকার [illegible], পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, [illegible] জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible] "কেশরোগ" [illegible]। [illegible] এবং শরীর [illegible] করিতে [illegible] একমাত্র ঔষধ

সেবন বিধি ঃ—[illegible] ২ ড্রাম [illegible] ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের [illegible] হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা, [illegible] ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
[illegible], কৃষ্ণনগর, ([illegible] বেঙ্গল)

[illegible] গলি পোঃ [illegible], রেঙ্গুন

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ [illegible]

[illegible] পাচন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৫০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

[illegible]

[illegible]

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির আবির্ভাব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অভিপ্রায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক 'স্বনামধন্য' পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত বল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাঙ্গালার প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সুন্দরভাবে প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ : শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ভাগবাত্রী মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রকা[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্ত	পরবর্ত্তী দিনের জন্ত	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্ত	পরবর্ত্তী দিনের জন্ত
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	৶০	।০
" " ইঞ্চ ২,	১।০	১।০	১,
সিকিকলম ৫,	৪০	৪৷৷	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	৫,
এক কলম ১৪,	১০,	১০,	৮,

এক বৎসরের জন্ত চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬,	৪।০
" সিকি কলম ১৫,	১২,
" অর্দ্ধকলম ২৫,	২০,
" এক কলম ৪০,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যায় ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস
কৃষ্ণনগর [illegible] ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible]

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]

গৌরসুন্দরের [illegible] প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৯৭]

বিবিধ সংবাদ

——(০(:০:)০)——

হরিপুরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার একপঞ্চাশৎ বার্ষিক অধিবেশন

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার একপঞ্চাশৎ বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সভাপতির মঞ্চের পার্শ্বে সেবিকাগণ, স্বেচ্ছাসেবকগণ ও তৎসহ কয়েকজন সামরিক স্বেচ্ছাসেবক সার্জ্জেন্ট কায়দায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিল। সভাপতি সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণসহ পশ্চিম দিকের ফটক দিয়া শোভাযাত্রার আকারে আসিয়া মঞ্চের পূর্ব-পার্শ্বে অবস্থিত সভাপতির মঞ্চোপরি আরোহণ করেন। শোভাযাত্রার পশ্চাতে পশ্চাতে স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যাগপাইপ বাজাইতে বাজাইতে আসে। সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে বাঙলা হইতে আগত গায়কগণ একটী সময়োপযোগী মধুর সঙ্গীত গান করেন। ঐ দিবসের দর্শক ও প্রতিনিধির সংখ্যা ১ম দিবস অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশস্থ হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন ও ক্যালিফোর্নিয়ার ভারতীয়গণ প্রেরিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপক বাণী পাঠ করিয়া বেরিয়ার প্রবাসী ভারতীয়গণ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ও মেদিনীপুরের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন অপর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু [illegible] সম্পর্কিত এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে জওহরলালজী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করেন।

——

আসামে হাইকোর্ট স্থাপনের দাবী

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী আসাম ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লার এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইয়াছে যে, আসাম প্রদেশের একটি নিজস্ব হাইকোর্ট থাকা উচিত।

বেলা ২টার দিকে স্পীকার আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসে। দর্শকদের আসনগুলি পূর্ণ ছিল। আসামে হাইকোর্ট স্থাপনের জন্য সম্রাটের নিকট যাহাতে সুপারিশ করা হয় তজ্জন্য গবর্ণরের নিকট একখানি আবেদনপত্র পেশ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, আসামে হাইকোর্ট স্থাপন করিলে লাভই হইবে। কলিকাতা হাইকোর্টে আসামের বিচার হয় বলিয়া উহার খরচবাবদ ১৯২১ সাল হইতে বাঙলা সরকারকে আসাম টাকা দিয়া আসিতেছে এবং গত ৫ বৎসরে সেই টাকার পরিমাণ গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত আসামে প্রায় ২ হাজার ব্যবহারাজীব রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া সনদ লইবার জন্য ২৫ টাকা করিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত কোর্ট ফী এবং ষ্ট্যাম্প ফী বাবদ যাহা যায় তাহাও আসাম পাইতে পারে। তিনি বলেন যে, তিনি [illegible] লইয়া আসামে একটি হাইকোর্ট স্থাপিত হইতে পারে এবং মাত্র [illegible] প্রায় ৫০ হাজার টাকা বাঁচিতে পারে। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগৃহের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া যদি উহাকেই হাইকোর্ট গৃহে পরিণত করা যায়, তবে এককালীন খরচের অনেকটা বাঁচিয়া যায়।

আসাম ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ ভোটে সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্তই থাকিবে, তাহা যদি বদলাইতে হয় তবে প্রথমে আসাম এবং বাঙলার উভয় আইন সভার সদস্যের ভোট গ্রহণ প্রয়োজন হইবে। তারপর বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় যাইবে এবং সেখান হইতে উহা সম্রাট ও পার্লামেণ্টের বিবেচনার জন্য পাঠাইতে হইবে।

কাজেই ঐ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত আলোচ্য বিষয়টীর বিবেচনা স্থগিত রাখিবার কোন কারণ নাই।

অতঃপর প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হইলে ভোটাধিক্যে উহা গৃহীত হয়।

শ্রীহট্ট সহর প্রজাস্বত্ব বিল গৃহীত

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী আসাম ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীহট্ট সহর প্রজাস্বত্ব বিল গৃহীত হইয়াছে। এই বিলটি ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে পরিষদে উপস্থিত করা হয়। সরকার পক্ষ এবং ইউরোপীয় দল হইতে এই বিলের বিরোধিতা করা হয়। শ্রীহট্ট জিলা [illegible] এই বিল গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জন্য শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়াই এই বিলটিকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। গত বাজেট অধিবেশনে এই বিলটী বহু বিরোধিতার মধ্যে সুনামগঞ্জের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত [illegible] প্রস্তাবক্রমে সিলেক্ট কমিটীর হাতে যায়। সিলেক্ট কমিটীর হাত হইতে ফিরিয়া আসার পর বিলের কয়েকটী সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত ডিসেম্বর মাসে পরিষদের অধিবেশনে ইহার কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রত্যেকটিতেই ভোট গণনার দাবী করা হয়। জমিদারদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ [illegible] এই বিলের প্রতিবাদ করেন; কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। [illegible] ধারা বাদে আর সব ধারাই গত ডিসেম্বর মাসে গৃহীত হয়। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী [illegible] গৃহীত হয়।

গান্ধীজীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি

গান্ধীজীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং অন্যান্য কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহার হরিপুরা ত্যাগের যে তারিখ স্থির ছিল, তাহার পূর্ব্বেই তিনি হরিপুরা ত্যাগ করিতে পারেন।

——

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

গত ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৬শে, ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) শনিবার, রবিবার ও সোমবার মেদিনীপুর পুরাতন জেলের সম্মুখস্থ সভামণ্ডপে মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষে সাহিত্য সম্মেলন, চারুকলা, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদি বিষয়ক প্রদর্শনী, বিদ্যাসাগর স্মৃতি উদ্বোধন, ছাত্র সম্মেলন ও বালিকা সভার অধিবেশন হইবে। প্রদর্শনী আগামী ৫ই মার্চ পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। দেশবিশ্রুত মনীষিগণ এই উৎসবের বিভিন্ন বিভাগে নেতৃত্ব করিবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত
(অর্দ্ধ বাঁধা) ৭৲
অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধর্ব্বা ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী অপগৌরতঃ (সানুবাদ)
২৮। বেদান্তরত্নসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৶
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনকালী বা বারাণসীতত্ত্বলী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। চন্দ্রমঞ্চ
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। ভ কিষ্ট ওয়ার্ক স অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ক স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমূর্ত্ত ভাব) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১ সাধন-পথ
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩ গীতাবলী /০
৮৪ শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পুরুষোত্তম গোস্বামী সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।৶০ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—চিকাকোলে তেলেগু পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক শ্রীগৌরমণ্ডল হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বক্তামৃত্য
পাঠ ও মহ সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
চৈতন্য-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৮৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ১০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১২ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে ফেব্রুয়ারী খৃঃ ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার } ২৭৭তম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

শ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
১০ গোবিন্দ, ৪৫১ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মহামহোৎসবাদি হইবে। ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য ঘোষণা ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে সকলে সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সমস্তুষ্টে পরমানন্দিত হইবেন। ২৬শে ফাল্গুন সোমবার হইতে ১লা চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়
সম্পাদক,	(রাজর্ষি কুমার বেদান্তভূষণ এম্ এ, প্রাজ্ঞ,
কার্য্যকরী সমিতি	সম্পাদক, সাধারণ-সমিতি

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী দ্রব্যাদি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক ভাগবত মহারাজ, এসিষ্ট্যান্ট মায়াপুর শ্রীমন্দির, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

নিত্যানন্দোৎসব

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে

গত ১০শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ঢাকা শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমস্থ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভোরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীমন্দির, শুদ্ধপরম্পরা ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন হলে পর বহরম্-কীর্ত্তনযোগে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। তৎপর সমস্ত দিবস স্বামীজীর নির্দ্দেশমত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। ইহাব্যতীত স্বামীজী মহারাজ চৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দপ্রভুর নামপ্রেম প্রচারার্থ নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আগমন, পথে রাঘব, গদাধর প্রভৃতি নিজজনগণকে প্রেমাবিষ্ট করণ, তৎপর নবদ্বীপে আসিয়া স্বগণ সহ নিজজন কর্তৃক নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা, দুর্জ্জনকর্তৃক তাঁহার অলঙ্কার অপহরণ চেষ্টা, বলরাম প্রভুই যে নিত্যানন্দপ্রভুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনিই যে অবতারাদির মূল কারণ ও সর্ব্ব বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের কারণ, বৃন্দাবনবাসিগণের অপ্রাকৃত দেহ ও সমস্ত উপাদানরূপে বিরাজিত থাকিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন,

তিনি সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ, সেই বলরামই গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি গূঢ়-তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। অতঃপর "নিতাই গুণমণি আমার" কীর্ত্তনান্তে মহাসঙ্কীর্ত্তনযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। অতঃপর ভোগারাত্রিকের পর

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ চলিতে থাকে। পর দিন সমাগত বহু নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসব উপলক্ষে মঠসেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। স্বামীজী মহারাজের পরিচালনে আড়ম্বর-রূপে উৎসবটি সম্পন্ন হয়।

আর্য্য মেয়েদের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী গত ৭।২।৩৮ তারিখে এলাহাবাদ হইতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দয়াল এডভোকেট মহাশয়ের সাদর আহ্বানে হরিকথা প্রচার জন্য আর্য্যমেয়েদের গমন করেন। ৮।২।৩৮ তারিখে রায় সাহেব রামনারায়ণ মুন্সীফ মহোদয়ের গৃহে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রত্যহ বহু শ্রোতা উঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ জন্য আগমন করেন। হরিকথা প্রচারে রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর দয়াল মহাশয়ের বিশেষ যত্ন প্রশংসনীয়। তিনি ১৯৩৬ খৃঃ শ্রীধাম মায়াপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণদর্শন করেন এবং গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিসুধাকর প্রভুর সহিত তখন পরিচিত হন এবং তাঁহার সেক্রেটারী পদগ্রহণ জন্য অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা ও ইংরাজী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গ্রন্থের নিয়মিত পাঠক। সভায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

রায় সাহেব রামনারায়ণ মুন্সীফ, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর দয়াল এডভোকেট, বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ এডভোকেট, বাবু গুরুদয়াল এডভোকেট, বাবু অমৃত রায় এডভোকেট, বাবু ত্রিলোচন এডভোকেট, বাবু দুর্গাপ্রসাদ এডভোকেট প্রভৃতি।

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ গোবিন্দ আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(•)::——

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁ'র সান্নিধ্যপ্রাপ্তি ও তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হওয়া এ স্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) সাংসারিক তৎকার্য্যে (তৎপ্রাপ্তি চেষ্টায়) নিযুক্ত ক'রলেও আমরা সফলমনোরথ হ'ব না। কারণ, আমরা সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অবলম্বন ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান ক'রতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা ক'রতে গেলেও সেই অলৌকিক বস্তুর কথা, অজ্ঞ জ্ঞানগম্য হয় না। তা ছাড়া আমরা রোগ-শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারেন; অতএব শ্রীগুরুদেবের পরমাশ্রয় বিষয়ক ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না।

ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না। সুতরাং আমাদের বিচার করা আবশ্যক—'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্।' সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র—শ্রীধাম বৃন্দাবন, সেই জিনিষটা কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্যবিগ্রহ এক, আর তাঁ'র পাঁচ প্রকার আশ্রয়জাতীয় সেবক। ইহজগতে সেবাবিমুখ হ'য়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমান থেকে কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, কিন্তু তা'র মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়তর্পণবিচারজনিত নানা রোগযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যাঁ'দের করুণায় আমাদের মঙ্গলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁ'দের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্ব্বক্ষণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নাই। পঞ্চরসিক ব্যতীত তাঁ'র সেবা আর কেউই বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকল ব্যূহ, অবতার, অন্তর্যামী প্রভৃতির একমাত্র মালিক, মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত চতুর্ব্যূহেরও, কারণ-গর্ভ-ক্ষীর বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্যাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ যাঁ'র অংশ সেই বলদেব প্রভুরও সেব্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছে। ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পা'ব। ভাগবত ত'রে গেছি—ভাগবত প'ড়ে ফেলেছি মনে ক'রলে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুল-খেলা নয়—এ জন্য বাজে নয়। ভগবৎসান্নিধ্য—বাস্তব সত্যের সান্নিধ্য লাভ ক'রতে হ'বে—তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হ'তে হ'বে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি চতুর্দ্দিক্ ব'লে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হ'য়ে যায়, ভক্তির বাণীই ভগবান্ লক্ষ্য হন। মায়ারচিত ব্যাপারকে 'ভক্তি' ব'লে কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতার বাস ক'রলে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না। যতক্ষণ বুঝে নেবো মনে করি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পা'র না। বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচারের অনুস্বার বিসর্গ পড়া ভাষাজ্ঞান—শব্দশক্তিতে বেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হ'বে না। যাঁ'রা ২৪ঘণ্টা ভগবৎসেবা কচ্ছেন, তাঁ'দের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে হ'বে—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"; তাঁ'দের কাছে জানতে হ'বে ভাগবত কি জিনিষ, কেন্ কোন্ অধ্যায়ক হ'য়ে কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে, কোন্ গুলি ভাগবতের কথা নয়, তা'ও বুঝা যা'বে।

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ ক'রে পুরাণ ক'রেছে তা' নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁদের প্রিয় নয়, বিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। বিচারের যাঁরা ভিক্ষুক, চেতনের পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁ'রা, তাঁ'রা বৈষ্ণব। তাঁ'রা শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ ব'লে অবলম্বন ক'রেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা ক'রতে হ'বে।

চতুর্ব্বর্গের প্রার্থনায় যাঁ'রা ব্যস্ত, তাঁ'রা ভাগবত প'ড়ে ফল পান না। 'প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতিসংগ্রহ যাঁ'দের প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁ'রাই ভাগবত পাঠের ফল পান।

প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা ব'লে দু'টি কথার বিচার আছে। প্রকটলীলায় জড়জগতে বৈভবাবতারসমূহের প্রাকট্য হ'লেও অপ্রকট বৈকুণ্ঠে তাঁহারা পূর্ণভাবে আছেন। সেখানে কোন অনুপাদেয় অথবা বিরোধিদর্শ নাই। সব ভাবই তথায় আছে, কিন্তু তা'তে বৈচিত্র্যসত্ত্বেও প্রপঞ্চের ন্যায় দোষের প্রভাব নাই, প্রত্যেক কার্য্যই বিষয়ের প্রীতিজনক; অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দবাধক নহে। বিরোধ, অভাব, অনুপাদেয়, হেয়, পরিচ্ছেদের অবস্থা, আপেক্ষিকতা ব'লে কোন কথা বৈকুণ্ঠরাজ্যে নাই। স্থানে স্থানে শ্রবণমঙ্গল নির্ম্মাণ করা হ'চ্ছে, যা'তে ক'রে ভাগবতের কথা লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়ে অন্য কথায় ঘৃণা শ্রদ্ধা থেমে যায়। ভাগবতের কথা আলোচনা না ক'রলেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব, বিশ্ব ব'লে—সংসার ব'লে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হ'বে। যাঁ'রা জন্ম জন্ম ধ'রে ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হ'য়ে সংসারে দুঃখ কষ্ট-অশান্তি ভোগ ক'রছেন, তাঁ'রা কি এখনও আত্মলাভ করার জন্য চেষ্টা ক'রবেন না?

নির্ম্মৎসর সাধুদিগের সর্ব্বতোভাবে সনকাদিজনগণ ভগবানের প্রবল বিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যাঁ'রা তাঁ'দের বাক্যে শ্রদ্ধাবান্, তাঁ'রাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁ'র লীলা উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ। ভগবৎকথা নির্ম্মল জনের কর্ণপূর্ণ ক'রে আনন্দবর্দ্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরিকথামৃতদ্বারা জীবের অনর্থ বিনষ্ট হ'লে ইতর কথা ও তাদৃশ বিষয়ে শ্রদ্ধাহীন হওয়ার পর হরিনাম-রূপগুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাস লাভ হয়। তৎপ্রকারেই ভাবভক্তির নির্ম্মল ভাবিতাবস্থিতে জীবের প্রতিষ্ঠান এবং সাধুসঙ্গ-যোগে স্বগোষ্ঠীতে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে।

ব্যাসপূজায় নিবেদন

(২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর ইচ্ছায় তাঁহাদের মনোহভীষ্ট সংস্থাপনার্থ শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতের কর্ণধাররূপে বর্ত্তমানে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সেবাশিক্ষাদাতা শিক্ষাগুরুরূপে উদিত হইয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেবাবিষয়ে তাঁহার পরামর্শ অনুসরণ ব্যতীত কেহ স্বতন্ত্রভাবে চলিলে তাঁহাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মনোহভীষ্টের বিরোধী বলিয়াই করিব। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালেও বরাবর তাঁহাকে (শ্রীল আচার্য্যদেবকে) তাঁহার যাবতীয় শিষ্যবর্গের ভজনশিক্ষাদাতা আচার্য্যের কার্য্য করাইয়াছেন। অপ্রকট-কালেও তাঁহার মনোহভীষ্ট শ্রীরূপানুগদের বাণীপ্রচারের ভার তাঁহার উপরই সংন্যস্ত ক'রিয়াছেন। মিশনের বাহিরের management প্রভৃতি যত কথাই বলুন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, তাঁহার মনোহভীষ্ট শ্রীরূপানুগদের বাণী প্রচার-সম্পর্কে বাস্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নামই করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে দেখবার ভার দিবার যোগ্য পাত্র শ্রীল বাসুদেব প্রভু ব্যতীত আর কাহাকেও প্রভুপাদ পান নাই। তাঁহার বহু সাধের বৈষ্ণব-বধূগণ সমাজজির ভারও অর্পণ করিবার একমাত্র যোগ্যপাত্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিলেন না। এই তিন প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচার-সম্পর্কে প্রভুপাদকে সর্ব্বতোভাবে আনন্দপ্রদান করিয়াছেন। ইহা আজ প্রভুপাদের অপ্রকটকালে স্বীকার করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দুর্ব্বল-কলুষিত, উহারা গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ হেতু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের পরম শত্রু। শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাধিক ভজন-বৈশিষ্ট্য-বিচারের বর্ণপরিচয় যাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা হয়, তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া তাঁহাদের ঋণ অস্বীকার করিয়া ব্যাসপূজার আড়ম্বর প্রদর্শন দুঃখের মূর্ত্তির অর্জন করিয়া মালা-পত্র-পত্রবাদিতে জলসেচনের ন্যায়ই নিরর্থক হইবে। যাঁহারা আমাকে আবার পারমার্থিক জীবনের ক্ষুদ্র শিশুকাল হইতে—বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবিদ্যার প্রবেশাধিকারসূচক প্রবেশিকা-পরীক্ষার উপযোগী করিবার জন্য কত লালন পালন যত্ন ব্যয় ক'রিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অনাদর আমাকে কখনই ব্যাসপূজার অধিকার দিবে না। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহই কি আমার মঠজীবনের চরম উদ্দেশ্য? যদি তাহা না হয়, যদি শ্রীল প্রভুপাদের সেবাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, যদি "অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।" "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" ইত্যাদি শ্লোক কীর্ত্তন দ্বারা প্রভুপাদ সতত সতাই আমাদিগকে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণভজন করিবার কথা প্রতিমুহূর্ত্তে মহাগম্ভীরস্বরে বলিয়া দিয়া থাকেন, যদি "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ-মাধব। কামিনীর কাম, নহে

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

তব এবং তাহার মালিক কেবল মাধব ; অতএব প্রতিষ্ঠা, পূজাদের নিষ্ঠা, তাহা ত' ত্যজিলে মঙ্গলের যোগ্য ?" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া থাকেন, যদি শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) পূর্বাহ্নে তাঁহার অপ্রকট কালের কয়েকদিন পূর্বেও এই মনোহভীষ্ট অন্তর্ধানের অব্যবহিত পূর্বে বিসর্জন করিতে ক'রকে স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়া থাকেন—"সকলে রূপানুগপুরুষের কথা, পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলের এক চরিত্রকলের উদ্দেশ্যে এই দুদিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ ক'রে চ'লবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনাতেও হরিভজন ছাড়বেন না। * * ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। * * * আপনারা শ্রীরূপানুগবর্গের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।" তাহা হইলে সেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে দীক্ষিত শিষ্যাভিমানী আমাদের কি কৃত্য হওয়া আবশ্যক ? শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পালন বিষয়ে যাঁ'রা আজ আমাদের অগ্রণী হইলেন, তাঁহার আনুগত্যে প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সেবায় ব্রতী হওয়াও কি আমাদের চরম পরম উদ্দেশ্য নহে ? শ্রীল প্রভুপাদের সেবাই একমাত্র উদ্দিষ্ট হইলে ব্যাসপূজা-প্রতিষ্ঠার বিচার আমরা আমাদিগকে ভক্তিবিনোদধারা রুদ্ধ (?) করিবার মূর্খতা প্রদান করিত না। নিজেদের ভজনচেষ্টা না থাকিলে জনসাধারণের প্রিয় বা popular হইবার বিচার বাড়িয়া যায়, লোকের কাছে কপটতা করিয়া ভালমানুষী দেখাইয়া ভণ্ডামি ও বৈষ্ণব-অপরাধেরই বিচার প্রবল হয়। লোকরঞ্জন ও গৌরভজন—দুইটী জিনিষ একসঙ্গে হয় না। কৃষ্ণের বহুলপরিমাণ গোপ্যানন্দিনী কুল-শীল-লাজ-মান-সম্ভ্রম—বর্ণাশ্রম-লোকাপেক্ষা—সমস্ত বিসর্জন দিয়া—কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া দেখাইয়াছিলেন জগৎকে এক পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গের অসমোর্দ্ধ আদর্শ। সেই আদর্শ গুরুপাদপদ্মের কৃপাভিক্ষুভাবে পরিচিত হইয়া আমরা কিনা আজ লোকরঞ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি ! ভগবদ্ভক্ত শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আমাদের ন্যায় কপটের কোন পূজাই গ্রহণ করিবেন না। কোথায় সর্বলোক—আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধব সকলকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার বিচার বরণ, আর কোথায় শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য ছাড়িয়া লোকের মনরক্ষা করার প্রবৃত্তি—লোকের কাছে সাধু সাজিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোগের জন্য অভিসন্ধি ! ধিক্ আমাদের কৃষ্ণভজনের ছলনায়, ধিক্ আমাদের বিদ্যা-কুলশীলে ! শত ধিক্ আমাদের শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয়প্রদানে !

ধনজনদাত্ত, মানমদগর্বিত ধনিমানীর খোসামোদ করার নামই কি কৃষ্ণভজন ?— তাহাকেই কি আমরা প্রভুপাদের সেবা বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিব ? অবশ্য ধনিমানী আমাদের উপাস্যের সেবার সহায়তা করিলে আমরা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকথা শুনাইব, তথাপি সেই ধন-মানের বিনিময়ে যদি তাঁহাদের গোলাম হইবার জন্য— তাঁহাদের বিলাস-সম্বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাঁহাদের মনরক্ষা করিতে দৌড়াই, তাহা হইলে তাহার নাম কখনও গুরুপাদপদ্মের সেবা নহে। গুরুদেব আমাদিগকে গৃহস্থ বিষয়ীর দুয়ারে কৃষ্ণ-সেবোপকরণসংগ্রহার্থ মাধুকরী ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়া আমাদিগকে বিষয়ীর গোলাম হইয়া থাকিবার পরামর্শ দেন না। গোদোহনকালমাত্র গুরুসেবকভিক্ষুকের গৃহস্থের গৃহে হরিকীর্তন-মুখে অবস্থানের কথা আছে। কৃষ্ণসেবোপকরণ-সংগ্রহ ব্যতীত বিষয়ীর কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অভ্যুদয়ের বিচার আসিলেই আর ব্যাসপূজার যোগ্যতা থাকিল না। ব্যাসের কৃপার পরিবর্তে বঞ্চনার মধ্যে পতিত হইতে হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঠাকুর হরিদাসকে নবদ্বীপের প্রতি ঘরে হরিকীর্তন প্রচারের কথা বলিয়াছিলেন—

প্রতি ঘরে ঘরে যাই কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বোলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥

গৃহস্থের গৃহে গিয়া গুরুসেবকের কৃত্য— কৃষ্ণকথা কীর্তন করিয়া আত্মরক্ষা ও গৃহস্থের মঙ্গল সাধন করা। তাহা না করিয়া সেই বিষয়ীর বিষয়ের চাকর হইয়া যাওয়া কখনই গুরুদেবের অভীপ্সিত নহে। শ্রীগুরুদেব 'মাধুকর বৈরাগ্য' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তনকালে এবং তদ্ব্যতীত অন্য সময় অনেকবার এই কথা বলিয়া তাঁহার সেবকগণকে সাবধান করিয়াছেন। হরিকথার আদানপ্রদান না থাকিলে দৈবী মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের কোনই উপায় নাই।

অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র বঞ্চনা-লীলায় অভিজ্ঞ। তাঁহার সেই বঞ্চনা-লীলা কৃষ্ণসেবাবিমুখ বা কৃষ্ণসেবা-প্রতিকূলের জন্য। প্রতিকূলকে বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণসেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা সেরূপ বঞ্চনা-লীলার অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেই বঞ্চিত হইয়া পড়িব। কালসর্প লইয়া ক্রীড়া করা সহজ কথা নয়। এজন্য, যদি বাস্তবিকই হরিভজনের ইচ্ছা লইয়া মঠে আসিয়া থাকি, তাহা হইলে নিজে গুরু সাজিতে না গিয়া গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করিয়া বিচার বরণ করাই একান্তভাবে মঙ্গলের বিষয়। তাহা হইলে শ্রীবার্ষভানবী আমাদিগকে নিজ কিঙ্কর বলিয়া গ্রহণ করিবেন, শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দিবেন। নতুবা দম্ভ ব্যতীত আমাদের সকল পূজা-সম্ভারই কুকুরভোগ্য হইয়া পড়িবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর "ব্যাসপূজা লীলার আদর্শরূপে আমাদিগকে যে ব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ব্যাসপূজাবাসরে আমাদের ব্যাসপূজার আদর্শরূপে নিত্যপাঠ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"গুরুভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্যচরণাশ্রয়কে 'তাঁহারা' 'ব্যাসপূজা' করে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেরই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা বহুল সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতি বর্ষে স্ব-স্ব জন্মদিনে পূর্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমাতিথিই যতি-সম্প্রদায়ের ক্ষৌরকাল। * * শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কার সম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব স্ব গুরুপূজার মানক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে কৃষ্ণভজনসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের তত্ত্বাচার্য্য নিয়ামক, পূর্বগুরু শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আমাদিগকে অর্থপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং
যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥"

পরমকৃপাপরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদানলীলা, যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্ম নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিরোগের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপাদানাদর্শ।

শ্রীব্যাসপূজা শব্দে শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে শ্রীগৌরসুন্দরের সকল অনুষ্ঠানই কীর্তনমুখে সাধিত হয়। শ্রীব্যাসপূজার পূর্বদিবসে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন।"

শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে আমরাও কীর্তনমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার যোগ্যতা ভিক্ষা করিব। বর্তমান গুরুপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া, নানা প্রকারে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিয়া, প্রকৃত গুরুসেবকগণের সেবায় নানাপ্রকারে বিঘ্ন আচরণ করিয়া বৎসরান্তে একদিন গুরুপূজার দুর্বাসকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা নিজপূজা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং হে গুরুদেব, আমাদের চিত্ত যেন ভুলাক্রমেও ঐরূপ দূষিত বিচার-বিশিষ্ট না হয়। শ্রীবাসঅঙ্গনে যখন শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্তনোৎসব আরম্ভ হয়, তখন—

"কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তজন বিনা আর যাইতে না পায় ॥"

শ্রীব্যাসদেবের "আপ্তজন"—অনুগত-জন ব্যতীত শ্রীব্যাসপূজাবাসরে অন্যের প্রবেশাধিকারই নাই, পূজা ত' দূরের কথা। শ্রীল প্রভুপাদই বলিয়াছেন—"শ্রীব্যাসপূজা অর্থে শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। কিন্তু যেখানে তাহার বিপরীত বিচার, সেখানে ব্যাসপূজার ছলনা গুরুপাদপদ্মকে 'ভ্যাংচান' বা বিদ্রূপ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে গুরুদেব, সেইসকল গুরুবঞ্চনাকারীর সঙ্গ হইতে যেন আমরা শত শত যোজন দূরে থাকিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মের কিঙ্করানুকিঙ্কর থাকিতে পারি, ইহাই আমাদের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা। বহির্মুখ লোকের মন রাখিতে গিয়া হে গুরুদেব, আপনার মনোহভীষ্টপালনে পরাঙ্মুখ না হই, আপনার উচ্চকণ্ঠে বহুমানিত শুদ্ধগৌড়ীয়গৌরবের গ্লানিস্বরূপ না হই।

আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপাশীর্বাদ বিতরণ করুন। আমরা সাষ্টাঙ্গে আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল ; মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকেন্দ্র নদীয়া-প্রকাশ মুদ্রণযন্ত্র আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্র-চতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রিয় শ্রীপাদ সনাতন রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোপীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) চাঁদ কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীজগন্নাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔ বিভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকমলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাসন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ঠাকুরপাড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সম্পাদিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নানন্দ ব্রজবাসী।

(২৫) মদনমোহন-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পালিয়াড়ী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীঅধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং ওয়েষ্টোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার/জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরামেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয়-মঠ

৩২নং দারানগর, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণীবস্ত্র, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদ্বিলাস ব্রহ্মচারী

(৪১) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনতট

রক্ষক—ডাঃ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোবিন্দবিহারী মঠ—লেখারী,

পোঃ ফোরোজপুর, জেলা বর্ষাণ (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ালার রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ [illegible]

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীকালিন্দীয়াবৌর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ জয়শ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ধলার রি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) আলালকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীবিলাসবল্লভ দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (বাঁকুড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণনগর, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ বেদান্ত অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০৯৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইমরোড

গ্লাসটন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীবনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিভিন্ন বাজার-দর

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী চিনি চাউল—

[illegible]	৬৷০
[illegible] চাল	৫৸০
[illegible]	৫৲
[illegible]	৭৲-৭৷০
[illegible]	৫৷০
[illegible] নূতন	৪৶০
[illegible] পুরাতন	৫৲
[illegible] কোম্পানী	৪৲
[illegible]	৩৸৶০
[illegible]—	
[illegible] আতপ	৪৲—৪৷০
[illegible]	১০৲-১০৷০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷৶
[illegible]	৫৲-৫৶০
[illegible] আতপ	৫৷০-৫৷০
[illegible]	৭৲
[illegible]	৩৶০

চিনির দর

[illegible], ছাঁটা	১০৷৶০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible]	৯৷
[illegible]	৮৷০—৯৶০
[illegible]	৭৷৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]	৩৪৷০
[illegible]	২২৲
[illegible]	৫৩৷০

পাটের দর

[illegible]	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible]—	৪১৲

ডাল ও ময়দার দর

[illegible] প্রতি মণ	৩৷০—৩৸৶০
[illegible] ঐ	৩৲—৩৶০
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸০
	৩৲—৩৶০
[illegible]	৫৸০—৫৸৶০
[illegible]	৫/০—৫৷/০
[illegible]	৫৲—৫৷০
[illegible]	৪৸০—৪৸৶০
[illegible]	২৷০—২৸৶০
[illegible]	১৸৶০—১৸০
	১৸৶০—১৸৶০

[illegible] দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৩৲
[illegible]	৬৫৲
[illegible]	৩৬৷০

[illegible]	৪৬৲
[illegible]	৩৬৲
[illegible]	৪১৸০
২৬ গেজ—	১৭৸০
[illegible] ২৪—৩০ গেজ	১০৲

লোহা ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী— [illegible]

লোহার কড়ি (কড়ি বা গাড়ার)

[illegible]	৮৸০—৯৷০
ঐ [illegible]	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা [illegible]	১০৲
ঐ ইংলিশ [illegible] (বীম)	৯৲—১০৲
[illegible]	৮৸০—৯৲
[illegible] (কোরা)	৭৷০—৮৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট শিট—	
২৪ গেজ—	১৩৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৯৶০
২৪ গেজ—	১৩৸৶০
২৬ গেজ—	১৬৶০
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
শীট :	।৶৫—৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৷০
[illegible] বা [illegible] কাটা মণ	৩৷০—৩৸০
গাড়ি কাঠিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৲
	৫৷০—৬৷০
গোল [illegible] লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
[illegible]	৮৷০—৮৷৷০
গোল [illegible] ও [illegible]	
[illegible]	৭৷০—১০৷০

[illegible] ২৫৲ [illegible] ২৩৷০

[illegible] ৫৶০, [illegible] ৩৷০

[illegible] ৪৷০

চুনের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

[illegible] কাইন	৫৫৲
[illegible]	৪০৲
[illegible] কাইন	৪০৲
[illegible]	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৮শে জুন,

প্রতি মণ

[illegible]	৮৷০
সুপারী [illegible]	১৬৷০—১৭৲
কাঁচা সুপারী	
[illegible]	১৫৷০—১৭৷০
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

[illegible] কুমার [illegible]

[illegible] লিঃ

[illegible]

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এইরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—ঃ০ঃ—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বর্ষা-নাপুড়া, দাদ্রু এবং সত্বর পাকাড়িয়া জ্বরে, "কেভরোল" ব্যবহার। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলায় একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—[illegible] পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা ২ চায়ের চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোঁটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় [illegible] পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নদীয়া বেঙ্গল)

৬২-২৪।২নং গলি পোঃ আঃ টাকশাল, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] আর্দ্ধিক। [illegible] নূতন বা পুরাতন [illegible]। [illegible] ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। [illegible]।

[illegible] কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারের প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০		
ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৩৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	৩৷০
„ সিকি কলম ১০৲	২৫৲
„ অর্দ্ধকলম ২৫৲	৪০৲
„ এক কলম ৩০৲	৬০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক „	২৸৹
মাসিক „	১

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্র..." ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরাজ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উ... একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর [illegible]
[illegible]

দৈনিক

[illegible]

[illegible]
সম্পাদক-[illegible]
[illegible]
ও বিদ্যুপাদ
[illegible]
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
সরস্বতী গোস্বামী
[illegible]
প্রতিষ্ঠিত

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
সরস্বতী গোস্বামী
[illegible]
[illegible]
শ্রী[illegible]
ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
পরিব্রাজক
[illegible]
পরিচালিত

[illegible] নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার [সংখ্যা ২৯৮]

বিবিধ সংবাদ

—(০)—

বড়লাটের বিলাত-যাত্রা

জানা গিয়াছে যে, মহামান্য বড়লাট লর্ড লিনলিথগো শীঘ্রই ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন। সম্ভবতঃ আগামী মে মাসেই তিনি [illegible] লইবেন। যদি তিনি ছুটি নেন তাহা হইলে বাঙ্গলার লাট লর্ড ব্রাবোর্ণ তাঁহার [illegible] কাজ করিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, রাজবন্দীদের [illegible] লইয়া যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, বড়লাটের এই গমনের [illegible] সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। এই [illegible] সম্বন্ধে নাকি বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত বড়লাটের [illegible] আছে।

আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বড়লাট অনেক দিন হইল এদেশে আসিয়াছেন, একবার বিশ্রামার্থ দেশে যাইতেছেন। [illegible] দেশে যাইয়া তিনি যে ভারতীয় [illegible] সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্তীর প্রশ্নের জবাবে কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব খাজা [illegible] বাহাদুর বলেন, ১৯৩৬-৩৭ সালে পাট নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পদস্থ কর্মচারীরা আনুমানিক ১০ হাজার ১১৫ টাকা বেতন পাইয়াছেন। উক্ত বিভাগের আমলাদিগকে ৯২৮ টাকা [illegible] হইয়াছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে বেতন বাবদ আনুমানিক ১৯ হাজার ৩০৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই বিভাগের মোট ব্যয় আনুমানিক ৩৬ হাজার ১০৪ টাকা। ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬, ১৯৩৬-৩৭ সালে যথাক্রমে ৭,৭৬৯৫০০; [illegible] ও ৮০০৫৭ শত গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কলিকাতায় মধ্যম পাট প্রতি চারমণ পাটের এক গাঁইটের মূল্য গ্রেড অনুসারে ১৯৩৪-৩৫ সালে ৪৪ টাকা হইতে ১৭ টাকা ১২ আনা, ১৯৩৫-৩৬ সালে ৩৮ টাকা হইতে ২১ টাকা এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ৫১ টাকা হইতে ২৬॥০ ছিল।

—

লোকলোচনে শ্রীরাধাকুণ্ডের বৈভব

এ বৎসর ব্রজমণ্ডলে প্রচুর বৃষ্টি না হওয়ায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল আকণ্ঠ কমিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য উহার পঙ্কোদ্ধার করিবার কথা উত্থাপিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শ্রীশ্রীরাধারাণীর ইচ্ছায় গত একাদশী হইতে আপনা হইতেই কুণ্ডদ্বয়ের জল বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং প্রায় দেড় হাত জল বাড়িয়া যায়; আরও কত বাড়িবে বলা যায় না। এই দৃশ্য দর্শনের জন্য বহু দূর হইতে যাত্রীর সমাগম হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সময়ে কুণ্ড হইতে জলের স্রোতও বাহির হইতে দেখা যায়।

—

আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব

"টাইমস" পত্রিকায় গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্যর মরিস হ্যালেটের পত্রের উত্তরে লর্ড লোথিয়ানের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লর্ড লোথিয়ান বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব উপযুক্ত ভাবে পালন করিতে সমর্থ কি না, ইহার উপরই ভারতের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বরং বড়লাট সম্প্রতি মন্ত্রীদের দায়িত্বজ্ঞানের প্রশংসা করেন, ইহার উল্লেখ করিয়া লর্ড লোথিয়ান বলিয়াছেন যে, "মন্ত্রিসভাসমূহ যদিও তাঁহাদের বামপন্থী দল লইয়া খুবই মুস্কিলে পড়েন, তথাপি বামপন্থীগণকে দমনের জন্য তাঁহাদের সাহস ও ক্ষমতা গত কয়েক মাসে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব দেশবাসীর হস্ত হইতে বৃটিশের প্রতিনিধিগণের হস্তে হস্তান্তরিত করিতে সমর্থ হওয়ায় বামপন্থীগণ অত্যন্ত খুশী হন; উহাই এখন তাঁহাদের ঐকান্তিক কামনা। মন্ত্রিমণ্ডলীরা যেরূপ ভাল মনে করেন সেই অনুযায়ী আইন ও শৃঙ্খলার জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব পালনের অধিকার দাবী করেন; কারণ জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহাদের কর্তৃত্ব আছে এবং তাঁহারা এমন রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন, যাহা আমলাতন্ত্র, যতই সুদক্ষ হোক না কেন ব্যবহার করিতে পারে না; উপরন্তু, সাফল্যের ভিত্তি, মন্ত্রীরা নিজেরাই উদ্যোগী, কারণ আইন ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহাদেরই মর্যাদা নষ্ট হইবে।

ইহা ছাড়া একমাত্র উপায় হইতেছে, সেই ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া—যে ব্যবস্থায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গত ১৮ বৎসরে ৬০ লক্ষ লোককে জেলে পুরিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন; তথাপি তাঁহাদের [illegible] সেবকগণের অনেকের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে এবং ঐ নীতির ফলে ভারতবাসীরা বিদ্বিষ্ট হইয়াছে। আর সন্ত্রাসবাদী নেতারা দেশাত্মবোধের নামে উৎসাহী যুবকগণকে তাহাদের ঘৃণ্য কার্য্যকলাপের মধ্যে টানিয়া আনিবার সুবিধা পাইয়াছে।

উপসংহারে লর্ড লোথিয়ান বলিয়াছেন, "আমি মনে করি, সম্ভবতঃ এক বাঙ্গলা ছাড়া অন্য সব প্রদেশে সেই শাসনতান্ত্রিক নীতি কার্য্যে পরিণত করা অনেক বেশী সমীচীন ও নিরাপদ যে নীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং কার্য্যকরী হইয়াছে; অর্থাৎ ভারতীয় দায়িত্বের চাপাচাপি কাটিয়া কেন্দ্রিয়া ভারতের সহিত বিরোধ বাঁধাইবার ঝুঁকি লওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক অপরাধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার দায়িত্বশীল ভারতীয় মন্ত্রিগণের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, অন্ততঃ যতক্ষণ না কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের ব্যর্থতা দেখা যায়। যখন দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন বিরোধ বাধিলে শেষ পর্য্যন্ত আয়র্লাণ্ডে অবলম্বিত-পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় থাকিবে না; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ পন্থাও আয়র্লাণ্ডে ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ আয়র্লাণ্ডের অধিবাসীগণকে, নিজেদের দেশ শাসনের দায়িত্ব যখন দেওয়া উচিত ছিল তখন দেওয়া হয় নাই।"

—

কলিকাতায় গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

অনেকটা ভাল

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় সুনীলচন্দ্র বসু, গান্ধীজীর কুটির হইতে বাহির হইলে "এসোসিয়েটেড প্রেসের" জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে উক্ত প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "আজ বাপুজী অনেকটা ভাল, গত রাত্রিতে তাঁহার বেশ নিদ্রা হইয়াছে।"

ডাঃ বসু সাহেব পুনরায় গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

—

বৈদিক গ্রন্থ-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত,

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্ধ বাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২ তত্ত্ব-সূত্র ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। [illegible] /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ চৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশদর্শনম্‌ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত,

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬ দি ভাগবত
৭৭ থিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যানয়্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্‌ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজকগণ গোস্বামী এডিটর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক [illegible]।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।
:০:———
নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্ত-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এতদ্গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্বের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১২শ বর্ষ { ১১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী খৃঃ ১৯৩৮, শুক্রবার } ২৮৬তম সংখ্যা

রেঙ্গুণাভিমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

——::)•(::——

শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর রেঙ্গুণবাসী বিশিষ্ট সজ্জনগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও আগ্রহ সহকারে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) ১০ই ফাল্গুন (১৩৪৪) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮।০ ঘটিকায় কলিকাতা হইতে জাহাজযোগে রেঙ্গুণাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে গৌড়ীয়মিশনের সর্ব্বাধিকারি চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, গৌড়ীয়মিশনের সহকারী সভাপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, অলোয়ারনিবাসী শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রোতাবর শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী, শ্রীউপেন্দ্রচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ রেঙ্গুণে যাত্রা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি তথায় গমন করিয়াছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইবে। এই উৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের আন্তরিক সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকটোৎসব

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) শনিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের চেষ্টায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর মহাজন-পদাবলী, মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীমঠের নাটমন্দিরে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও পদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ মধুমঙ্গল দাসাধিকারী বিদ্যাভাস্কর, শ্রীপাদ জগদীশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বঙ্গভাষায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার পর শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী বি-এ, মহোদয় বাঙ্গলা ভাষায় ও শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী হিন্দিতে "সরস্বতী-পূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে মঠরক্ষক প্রভু উক্ত বিষয়ের সমালোচনা পূর্ব্বক একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। সভান্তের পর সমাগত সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

আলোর অনুসরণে

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদিগকে আঁধারে—মহাকালীতে লীন করাইবার জন্য আপ্রাণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছে। আচার্য্যবৃন্দের আলোর আহ্বান যদি আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে যাবতীয় প্রতিকূল চেষ্টা—কোটি কোটি বাধা-বিঘ্নের সংঘাত আমাদের মেনে নিতে আরও কোটিগুণ বৃদ্ধি করিবে। আলোর অনুসরণে আলোর দিকে অভিযান বা অভিসার করিতে হইলে উপাদান সুনীতি, ধর্ম্ম ন্যায় সংস্কৃতি, অমানিত্ব ও মানদের উপরে নির্ভরশীল সাহিত্য অনুরূপ শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের আদেশ পালনের আলোর সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র সাধন ও সাধ্য।

আজ সেই অদ্বয়জ্ঞানী শ্রীচৈতন্যদেবের পূজা। সমগ্র জগৎ তাঁহার পাদপদ্মালোকে উদ্ভাসিত হউক, সকলের দ্বারে দ্বারে সেই আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত হউক। সেই আলোকস্তম্ভ আমাদের সকল কালের বৈষ্ণব-জীবনগণের একমাত্র পরিচালক হউক। শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিপূর্ত্তি প্রকট তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সেবকবৃন্দ নিজ নিজ হৃদয় মধ্যে সেই আলোক স্তম্ভের নিত্য প্রভা সংস্থাপন করুন। সদাচার সদাচরণ অন্তর্নিহিত নিজ নিজ চরিত্র বা জীবন সেই আলোকে আলোকিত করিয়া আলো-বাসনার গৌরব বর্দ্ধন করুন। মূল আলো হইতে অসংখ্য আলো-কণা প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আলোর বৈভব সঞ্চার ও বিস্তার করুন। —পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই দীপ-মালিকা-মহোৎসব এই গোকুল মহোৎসব বিস্তার লাভ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, ভারতের বাহিরে ভক্তিবিনোদ-আসনের বক্তিসমূহ—মঠমন্দির প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের আলো প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার নিষ্কপটসেবকগণ অসংখ্য আলো-দর্শককে তিন জগতে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল আলো মালাকে যাঁহারা নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ বলিয়াই কৃপাভাজন। সংসারেই নিষ্কপট নিত্যদের গুরুসেবা-সম্পদপূর্ণ একটী আলো-কণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিতে পারে। গগনব্যাপী গাঢ়, ঘনঘটার তামসী ছায়ায় সেই আলো-কণ যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, সেই আলো-কণ মূল আলো খনির (Power-houseএর) সহিত অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাতেই সেইরূপ নিষ্কপট আলো-মালার দর্শন দ্বারা শ্রীধামমায়াপুরে সর্ব্বোত্তম যজ্ঞ মহোৎসবের আরতি করিতে সাহস হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ নিজের পাদনখালোকে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত করুন। 'এষাং বিধেহি যতিভিঃ প্রপন্নপাং' আলো সেবায় অনুকূল হউন।

রুক্মরূপ বন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ গোবিন্দ তিথি গর্ভোদশায়ী, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

আলো'র অনুসরণে

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তের পরবর্ত্তী স্বরূপ গোস্বামী প্রভু লিখিত)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ গত বৎসর ১৩৪২ বঙ্গাব্দের সাময়িক সংখ্যা গৌড়ীয়'' যে "আলো ও কালো"র অনন্ত লীলা বিলাসের চমৎকারিতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শুভ্র সরস্বতীর পূজা করিবার মানসে আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের অপ্রাকৃত আলোকময় পাদপদ্মকে বন্দন করিতেছি।

শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-শুক-মধ্ব-মাধবেন্দ্র-স্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই আলো। এই আলোর প্রকাশ—নিত্য, অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অবিকল ও অপরিচ্ছিন্ন। গোলোক হইতে ভূ... আলো প্রকাশের নিত্য অবতার। এই অনন্ত আলোর লীলার মধ্যে নিত্য কালো'র প্রশ্রয়ে স্থিত, কালো'র লীলা অপরিকল্পিত স্বরূপ অনন্তবৈচিত্র্যময় চমৎকারিতার স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বরূপতঃ আলো, তাঁহার অন্তর বাহির—রূপে আলোতে পূর্ণ আলোময়, তিনি শ্রীরূপের আলো। আলো বাদ দিয়া কালো কে নিরীক্ষণ করিতে ও তাঁহাদের রূপে—মহাকাল-মহাকালীরূপে দর্শন হয়, আবার আলো কে বাদ দিয়া কালোকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলে কালো'র অতিরিক্ত আভায়—মহিমায়—হৃদয়ে দুষ্ট-অভিমানীর চক্ষু ঝলসিয়া গিয়া শেষে কেবল আঁধারই দেখা যায়। তখন নিজকেও দেখা যায় না, আলো-কেও দেখা যায় না, কালো-কেও দেখা যায় না—দেখা জিনিষটি লোপ পায়, তাহা জীবনের দুরবস্থা। আলো-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার পাদপদ্মনখের অপ্রাকৃত আলো-কে আমাদের অনাদিবহির্ম্মুখতার আবরণজন্য বরণ না করিয়া, সেই আলো-কে নিত্য নির্ব্বাসন না করিয়া—আলো-কে আঁধারে থাকিয়াই মাপিবার বাসনা লইয়া আলো'র রাজ্যে যাইবার যত্ন—পণ্ড পরিশ্রম-মাত্র।

আজ সেই অভিমর্ত্ত্য আলো'র চতুঃষষ্টিকলাপূর্ণ বিস্তার-তিথি। সেই আলো ষোলকলায় পরিপূর্ণ, ষোলকলা চতুর্গুণিত হইয়া চতুঃষষ্টিকলারূপে পূর্ণতম। কালোও চতুঃষষ্টি কলায় স্বরূপে পূর্ণতম। নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যা—রূপবতী আলো-স্বরূপিণী শ্রীচৈতন্য সরস্বতীতে নিত্য বিরাজমান। আলো ও কালো'র বিলাস-কলা সকলের শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণে যদি কাহারও কৌতূহল উদিত হয়, তবে তিনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী ভজন করুন। শুক্লপক্ষে জড়বাদিগণ ছায়া সরস্বতীর পূজা করিয়াছেন—কৃষ্ণপক্ষে পরবিদ্যার্থিগণ আলো সরস্বতীর পূজা করুন।

জড়ভেদবাদী আলোর পক্ষ ও কালোর পক্ষকে ভেদ-দৃষ্টিতে দর্শন করেন, কিন্তু শুদ্ধভেদবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের ও অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তী গৌড়ীয়াচার্য্যপাদগণের আলো'র কৃপায় আলো ও কালো'র সেরূপ জড়ীয়ভেদ দর্শন ঘটে না। কালো'র পক্ষে যেরূপ তাঁহারা আলো-সরস্বতীর পূজা করেন, আলো'র পক্ষেও তাঁহারা সেরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতীরই পূজা করিয়া থাকেন। আবার আলোময়ী ঈশ্বরী উভয়পক্ষেই শুক্লা রূপে ও কৃষ্ণাভিসারে গমন করিয়া কালোর সেবা করেন। আলোময়ীর অনুচরীগণও কালোর অভিসারে কালোরই সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদালোকে দেখিতে পাইয়াছি—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব
ভক্তিবাধা যাহা হৈতে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব

কালো'র মুখ দেখিবার জন্য আলো সরস্বতীর জন্ম, আর কালো কে তাঁহার স্বরূপে—আকাশ কালীরূপে দর্শন, তাঁহাকে ছায়া সরস্বতীর সেবকগণ দর্শন করেন। ছায়া সরস্বতীর পূজকসম্প্রদায় ছায়াকে কালীরূপে দর্শন করিয়াই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করেন। ছায়া সরস্বতী অচিৎ সম্ভোগবাদের শিক্ষয়িত্রী আর আলো সরস্বতী চিদানন্দরসাত্মক বিপ্রলম্ভের শিক্ষয়িত্রী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলায় বাধা প্রদান করিয়া সম্ভোগমূলক কোন বাসনার সেবায় প্রশ্রয় দান করেন নাই, তাই সেই গৌরশক্তি শ্রীমতী মূর্ত্তিমতী বিপ্রলম্ভরূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী বা আলো-ময়ী হইয়া আলো'র খনি শ্রীরাধিকা-ভাবের আনুগত্যে আলো'র ভাব-কান্তি-অঙ্গীকারকারী কালো'র বিপ্রলম্ভলীলার পুষ্টি বিধান করেন।

আলো'র কার্য্যই বিপ্রলম্ভের পুষ্টিসাধন, আলো—বিপ্রলম্ভেরই রূপ। যাহা হইতে সেই বিপ্রলম্ভের আলো'র বাধা উপস্থিত হয়, তাহাই ছায়া—মায়া বা অবিদ্যা। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মগণ - সকলেই আলো। যাঁহারা যথার্থ ভজন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহারাই শক্ত্যবতার বা আলোকে আলোকিত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিপ্রলম্ভের বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। বিপ্রলম্ভের আলোতে চিত্তবৃত্তি উদ্ভাসিত না হইলে আলো'র সংস্পর্শ হয় নাই—ভজন হয় নাই—গুরুপূজাই হয় নাই, বাহ্যদৃষ্টিতে আড়ম্বরের সহিত জড় দম্ভ-অভিমান অহঙ্কার-মূলে আমরা সরস্বতী-সেবায়, বাণী-পূজায় যতই অভিনয় অনুকরণ করিয়া দেখাই না কেন। যে বাল্ব (bulb) গুলিতে আলো জ্বলে না, অর্থাৎ fused হইয়াছে, ঐগুলি যত মূল্যেরই হউক না কেন, ঐগুলি তখন কতকগুলি কাচের কাঠামো-মাত্র, 'আলোপথ'কেন্দ্র (Power houseএর) যাঁহার সহিত এখনও যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন।

আলো-সরস্বতীর ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি ধর্ম্ম-অর্থ কাম বা তাঁহার সালোক্য-সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্যাদি মুক্তি দান করিয়া কখনও আমাদিগকে ছায়ার আঁধারে, মহাকালীর শ্যামলায় হইতে অথবা কালো'র অতিরিক্ত আভায়, মহিমায় বা হৃদয়ে অভিভূত হইতে দেন না। যেখানে আমরা ঐ সকল বস্তু পাই, সেখানে আলোর ছায়ার আমরা বাস্তব! ছায়াটি একমাত্র—সেখানে বাস্তব-বস্তুর প্রকৃত সত্তা নাই। আলো'র আলোতে আলোকিত কোন সেবকই সেই জীবন্মৃত অবস্থা চাহেন না। স্রষ্টা, দ্রষ্টা ও দর্শনের বৈশিষ্ট্য আলো-ই দেখাইয়া দিতে পারেন, আলোই আত্মবিনাশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, এইজন্য আমরা আলো-সরস্বতীর আবির্ভাব তিথিতে তাঁহার অহৈতুকী, অযাচিতময়ী কৃপা-করুণা যাচ্ঞা করিতেছি।

আলোর ছায়াই—অাঁধারময়ী মহাকালী, সেটি গুণময়ী মূর্ত্তি। জীবসমূহ আলোর এক একটী ক্ষুদ্রতম কণা। আমরা আলোস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটী রেণু মাত্র। যেখানে আলোকে বাদ দিয়া আলো'র কণা-স্বরূপ জীব নিজকে "বড় আমি" বুদ্ধি করে, সেখানেই জীব আঁধারে চুবনী খাইয়া, লোপ পায়, আত্মবিনাশ সাধন করে।

আলোর ছায়ায়, আঁধারের—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা—এই দুইটী বৃত্তি, আলো'র ক্ষুদ্রতম কণাগুলি নির্ব্বোধের, দোষে—তাহাদের পুনঃপুনঃ অভিমান-মূলে এবং বিভিন্নাভিনিবেশ বশে নিজ-নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের আধার কর্ম্মকাণ্ডীয় এই বিশ্ব-জগৎ-সংসারে বা দেহে-গেহে অহং-মম-বুদ্ধিরূপ কঠিন পাঁককেই অতীব মনোরম পুরস্কার ভাবিয়া—অদ্বৈতের লয় করিয়া মূর্খতায় ও অনাচারে ডুবিয়া থাকে। গোলোকেই আলোক, আর তাহারই কাছে ছায়ায় আঁধারময় অধিষ্ঠান—মহাকালীর অন্তঃপুরের আবেষ্টন।

আলোতেই কালো'র মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। আলো কালো'র সুখবিধানে নিত্যকাল তৎপর, উভয়ে উভয়কে আত্মসাৎ করিতে অনুক্ষণ চপল-চঞ্চল—ব্যগ্র-ব্যাকুল, উভয়ে উভয়ের অনুক্ষণ বশীভূত করিবার আনন্দ-আবেশ প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্তকোটিগুণে বাড়িতেছে; সেখানে জড়মূলক তৃপ্তি নাই—আশা মিটে না। এই পরস্পর বিজিগীষু আলো-কালো'র লুকাচুরির—অভিসারের অন্বেষণ-অনুসন্ধানই জীবের সাধ্যতত্ত্ব।

আলো'র কণাগুলিও আলো, তাহারাও কালো'র কাছে যাইতে পারে। আলো স্বচ্ছ—পূর্ণসচ্চিদানন্দ; কালো'র আবরণাবৃতমূর্ত্তি আলো'র কৃপায় প্রেমালোকবিভূষিত চক্ষুতে পাঁচটী রসে পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়। আলো-কে বাদ দিয়া কালো'র চর্চ্চা সমস্তই বঞ্চনা। ঐ বস্তু-চর্চ্চা শেষকালে আলো'র কণাগুলিকে আঁধার সাগরে ফেলিয়া দেয়। এই আঁধারের মধ্যেই অদ্বৈত-বর্ণাশ্রমাদি বিদ্যা বৈধধর্ম্ম-কাম্য কর্ম্মগুলির বিচার আবদ্ধ—যাহাদের শেষ-গতি ঐ আঁধার।

আঁধার দুইপ্রকার—চিদ্রূপী ও অচিদ্রূপী। চিৎ—বিরজা ও ব্রহ্মলোক, অচিৎ—প্রকৃতি। নির্ব্বেদ অপরোক্ষ-জ্ঞান যোগের শেষ গতি—বিরজা ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত; নিরীশ্বর বৌদ্ধ, জৈন ও সাংখ্যাদি নাস্তিক দার্শনিকেরা প্রকৃতির আঁধারে নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলেন। বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে আঁধার না থাকিলেও অতিরিক্ত আলো'র ছটায় যাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তাহারা আঁধার-রূপই দেখেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠের আলোতে বা গোলোকের আলোতে কাহারও চক্ষু অন্ধ হয় না, ঝলসিয়া যায় না। গোলোকের আলোর সাহায্যে, আলো'র কৃপায়,

আলোকে অনুরঞ্জিত প্রেম-চক্ষে আলোর কর্ণধারদিগের নিকট কালোর মাধুর্য, সৌন্দর্য, পুরুষোত্তমত্ব ও চিদ্‌বিলাস ফুটিয়া উঠে। তখন আলোর কথাগুলি আলোর সাহায্যে, আলোর পূর্ণানুগমনে, আলোর চাবিগুচ্ছে আলো'র অনুকূল অনুশীলন করিয়া কালোর নিত্যধাম-বিলাসের সেবা-কবে, সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ 'আলো' বা 'কালো'র সেবার কথা বলিতেন। আলো'র কালো-ই অনুকূল-কালো। 'কালো'র তীব্র আলো অনেক-সময় প্রতিকূল হয়—কালো'র তীব্র আলো অনেক-সময় নির্বিশেষব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আলো'র কৃপাতেই আলো'কে দেখা যায়। আলো'র অবতার আচার্যের কৃপায় আলো-কালো-মিলিত-বিগ্রহ বসন্ত-মহাভাব, 'দুই একরূপে'র সুদর্শন-লাভ হয়। আলো'র কৃপা বরণ করিলে আলো'র দর্শনই অবতার-বাদ, আর 'ছায়ার সাহায্যে আলো'র দর্শনের চেষ্টাই বাধ আরোপ-বাদ।

আলেয়াতে যে আলো দেখা যায়, তাহা বঞ্চনাময়; আলেয়াকে বাস্তব আলো মনে করিয়া নির্বিশেষবাদের ডোবায় পড়িয়া দুপথগামীদেরই বিপৎপাতের সম্ভাবনা। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বল্লভ-ভট্টাচার্যের কালীদহে আলিয়ার নৌকায় দেউটীর আলো দেখিয়া উহাকে কালীয়নাগের মাথার মণি ও মৎস্যজীবী কমনা কৃষ্ণকে কালিয়াকে কালো'র অবতাররূপে দর্শনজনিত বিবর্ত-বুদ্ধিকে, অসংখ্য প্রবল জনসমাজের দ্বারা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও খর্ব করিয়াছেন। জনমত আলেয়াকেই আলো মনে করে, কালীকেই কালো মনে করে। সেই গণমতের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া প্রকৃত আলোর উপাসকগণের কখনও উচিত নহে। "আঁস ছেড়ে' ধর' বা বাঁশী" বা "বাঁশী ছেড়ে ধর' বা আঁস"—এই উভয় দৃষ্টান্তই আত্ম-বিনাশ-বাদ বা নির্বিশেষবাদের প্রতীক। তাঁহাদের জিনিষটি—পূর্ণ আলোময়; তাঁহাদের যে কোন বিগ্রহ, মহাকালীর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির যে কোন পরাক্রম, বহুরূপিণী ছায়াময়ী মায়ার যে কোনও সম্মোহন, সমস্তই কালো'র বিলাসকে ধরা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ সেই আলো শক্তির কৃপাবতার। যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আলোকে পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইবার জন্য আত্মনিবেদন করেন নাই, তাঁহারা কালো'র মাধুর্য, সৌন্দর্য, ভাস্বর বা পুরুষোত্তমের কখনও অনুভব বা অনুশীলন করিতে পারেন না। বিলাস-বর্জিত জ্ঞানী-বৈরাগী তৈতুক-শান্তিদিগের যথার্থ মুমুক্ষু নির্গুণ ও শ্রীবৎসবাদিগণ পুরীতে ও ব্রহ্মলোকে এবং বুভুক্ষু অপর জড়বিলাসিগণ দেবীধামে গুণ সংযুক্ত ভৈরব মহাকাল ও গুণময়ী ভৈরবী মহাকালীর উর্দ্ধ ও অধঃ সমস্তরূপ নির্ভেদ-নির্গুণ-কেবলাদ্বৈতজ্ঞানে এবং গুণ-জয় সাধনাত্মক অর্দ্ধ পুরুষাভাবময় ভবানী-ভর্তৃরূপ সগুণ দ্বৈতজ্ঞানে যে সংসার লাভ করে, তাহাতে পরিণামে নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, পরে চিরতরে আঁধারে মিশিয়া যায়।'

আলো'-ই কালোর অপূর্ব, অতুল, অলৌকিক, অপরূপ শ্রীরূপ দেখায়, আলোই কালো-কে ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিত-সাক্ষাৎ-মন্মথমন্মথ-রূপ শোভায় উজ্জ্বল করায়। চিন্ময় কালো'র নাম-মাধুরিমা, রূপ মাধুরিমা, লীলা মাধুরিমা ও পরিকর-মাধুরিমা আলো-ই প্রকট করে,—সেখানে কালো আলো'র কাছে কিছুই লুকাইয়া রাখিতে পারে না, আলো-কে কালো কোন-প্রকারের ফাঁকি দিতে পারে না, কালো'র ফাঁকি আলোর কাছে চলে না, আলো কালো'র সকল গুপ্তাদি বা বাহাদুরী সমস্তই ধরিয়া ফেলেন। আলো'র কাছে গেলেই কালো'র রূপ—কালো'র গুণ, 'কালো'র নবনবায়মান লীলা পরিস্ফুট হয়।'

কালো আলো'র রূপ ধরিয়া এবং ভাব লইয়া গোলোক হইতে ভূলোকে আসিয়াছিলেন, কালো'র নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সন্ধান দিতে—এরূপ অতুলনীয় অমন্দোদয় দয়া আর কোথাও দেখা যায় নাই, শুনা যায় নাই। আলো'র সঙ্গীরাও তাই যুগে যুগে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আলো'র কণাগুলিকে কালো'র নামের সন্ধান দিয়া দেন, কালো'র অপরূপ রূপ দেখিবার চক্ষু খুলিয়া দিবার চেষ্টা করেন, কালো'র সঙ্গে যোগযুক্ত করা'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম খাঁটি আলোময়, তাঁহার পাদপদ্ম কোটিচন্দ্র সুশীতল, তিনি 'স্বচ্ছ আলো' বিতরণ করিয়া সংসার দাবানলদগ্ধ লোক সমূহকে পরিত্রাণ করেন। দাবানলে আলো'র প্রভা ত আছে বটে, কিন্তু তাহা জ্বালাময়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নিগ্ধ আলো ব্যতীত ভবদাবানল-দগ্ধ বাক্তিগণের জুড়াইবার আর কোনও মহৌষধ নাই। আলো'র সাহায্যে ভবদাবানলদগ্ধ জনগণের যে অমোঘ বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসা, তাহা অস্বীকার করিলে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহাকালীর কবলে পতিত হইতে হয়। কোটী কোটী চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও শক্তিশালী এই গুরুপাদপদ্মরূপ চিৎ আলো, যাহা আমাদের হৃদয়গুহার অনাদিকালের আঁধার বিনাশ করিতে সমর্থ।

আলো-সরস্বতী—পরিপূর্ণতম স্বচ্ছ (transparent) বস্তু; সেই স্বচ্ছ অনাবিল আলো'র মধ্য দিয়া কালো'র পূর্ণতম মাধুর্যময় রূপের দর্শনলাভ হয়, যদি না আমরা আমাদের চক্ষুকে ছায়ারূপিণী মহাকালীর আবরণে ঢাকিয়া রাখি। আলো হইতে যে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা প্রকাশিত হয়, তাহা আমাদের চক্ষুঃপীড়া দূর করে, কিন্তু আলো'র সঙ্গে-সঙ্গেই ছায়া-মায়ার যে কাজল আছে, তাহা চোখে লাগিলে আর আলো দেখা যায় না। আলো-সরস্বতীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ—'সঙ্গে-সঙ্গেই' যে ছায়া সরস্বতীর যবনিকাধারী বঞ্চনাময়ী মূর্ত্তি, তাহা হইতে সতত সাবধান থাকিবার জন্য আলো'র কৃপাই আমাদের নিষ্কপট হৃদয়ে একমাত্র প্রার্থনীয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কোটিচন্দ্র-সুশীতল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক দয়াকে অযাচিত কৃপা বলিয়া বরণ—তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই—তাঁহার আলোতে আলোকিত হইবার উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম নিজের জড়প্রতিষ্ঠা বা নিজের কথা বিজ্ঞাপন প্রচার করার অর্থ—আলোর ছায়ায়, আঁধারের ডোবায় পতিত হওয়া।

যে আলোময় ভূমিকায় আলো'র উপর কালো'র প্রাধান্য বর্ত্তমান, যেখানে আলো কে কালো বশীভূত করিয়া স্ববশীয় বিরাজমান, সেখানে বৈধ মর্যাদা মার্গে ঐশ্বর্য্যের বন্দনাদি আসিয়া দুজনকে সুখ্যাত্মক গৌরবরসে আশ্রিত করায়, তাহা অলৌকিক বৈকুণ্ঠ-ভূমিকা বটে; কিন্তু যে আলোময় ভূমিকায় আলো-কে কালো'র উপর প্রেম প্রাধান্য বিস্তার করিতে অর্থাৎ কালো কে আলো'র প্রেমাধীন নিত্য বশীভূত দাস্য, সখ্য, পুত্র, সখা ও প্রভু-স্বরূপে দেখা যায়, সেই উজ্জ্বল আলোময় ভূমিকা—অপ্রাকৃত গোলোক বৃন্দাবন-ভূমিকা। সেই অপ্রাকৃত গোলোক বৃন্দাবন ভূমিকাই আলো-কালো-মিলিত-তনু শ্রীগৌর-সুন্দর ও তাঁহার নিজজনগণ কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রকটন করিয়া তাঁহাদের অহৈতুকী অতুলনীয় মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্রই আলো কালো'র বিলাস বৈচিত্র্য বর্ণন করিয়াছেন। ছান্দোগ্য (৮।১৩।১) বলিতেছেন—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম—শবল; শ্যামের আশ্রয়ে সেই স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীসার ভাবের আশ্রয়ে শ্যামকে আশ্রয় করি।" শ্রুতি ও শ্রীভাগবত একত্র, ব্রহ্মসূত্রধৃক্ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম তাৎকৃত ব্রহ্ম-ভাগবতের অনুশীলনকারী ভক্তভাগবত, সকলেই বিবৃত্ত সেই আলো-কালো'র লীলাবিলাস-কলা-কৌতূহল। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং কালো-স্বরূপ হইয়াও আলো'র ভাব ও কান্তি চুরি করিয়া আলো'র আশ্রয়ে কালো'র সেবা-শিক্ষা আধার-সাগরে নিমগ্ন সমগ্র জীবকুলকে প্রদান করিবার জন্য কালো'র কীর্ত্তন এই প্রপঞ্চে প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অনর্পিতচরী করুণার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-প্রভু সেই কালো-কে এইরূপভাবে নমস্কার করিয়াছেন—

বর্হোত্তংসবিলাসিকুন্তলভরং মাধুর্য্যমগ্নাননং।
রাধাবিদ্যুদ্রে চনাম কৃষ্ণজলদং তে নমঃ ॥

(স্তবমালা, প্রণামপ্রণয়াখ্য স্তব—১০)

ময়ূরপুচ্ছরূপ-বস্ত্রবস্ত্র যাঁহা সুশোভিত, জগতের জীবন সঞ্জীবন এবং শ্রীরাধারূপ-বিদ্যুন্মালার আবৃতাঙ্গ নবীন মেঘরূপ হে কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরূপ-প্রভু আলো'র ঢাকা কালো-কে এইরূপ নমস্কার করিয়াছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

যাঁহার নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, যাঁহার রূপ—গৌর, যাঁহার স্বরূপ—কৃষ্ণ, যাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা, যাঁহার পরিকরগণ—কৃষ্ণের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়া কৃষ্ণই এবং যাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান, সেই গৌরসুন্দরকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

আজ শ্রীব্যাসপূজার দিনে শ্রীব্যাস-গুরুদেবের পাদপদ্মের আলো'র অনুসরণে যেন আমরা আলো-কালো-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার উজ্জ্বল রসের রসিক প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীব, কৃষ্ণদাস, নরোত্তম, বিশ্বনাথ, বলদেব, উদ্ধব, মধুসূদন, জগন্নাথ, ভক্তিবিনোদ, গৌরকিশোর, শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবরের পাদ-পদ্মপরাগ'বিন্দু সঞ্জাত আলোতে উদ্ভাসিত হইতে পারি। সেই আচার্য্যগণের আলোক তাঁহার কৃপাস্বরূপ আমরা যাহাতে—জড়-বিলাসভোগে ভবা—মহাকালীর আঁধারে বিরাট রূপ উদরে এবং শুষ্ক তৈতুক-ত্যাগ-জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতীক রুদ্ররূপী মহাকালের বিলাসহীন তীব্র জ্যোতির্মধ্যে লীন হইয়া নিজ নিত্যচিদানন্দময় অস্তিত্ব লোপ না করি, তজ্জন্য—আমাদিগকে আলো'র অনুসরণ করাইয়া, চিন্ময় কালো'র নিত্যসেবালয়ে নিত্য প্রতিষ্ঠান করিয়া নিত্যসেবা-সুখ-সম্পদের অধিকারী করিবার জন্য—অপূর্ব দয়া, কৃপা, করুণা, অনুকম্পা ও মহাবদান্যতা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগন্নাথ ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীচৈতন্যভাগবত-কর্ত্তাদের 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ১২১৩। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রচার-চতুষ্টয় নেবার উদ্দেশ্যে প্রচারক সমূহ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিপ্রদীপ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা 'গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অমৃতকুণ্ডকুঞ্জমঠাশ্রম

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিভানগর, পোঃ জামপুর (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীগঙ্গার পশ্চিম পারের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭. কুলিয়া ...

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একচক্রামঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়ী, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিধিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেশনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মালাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি ...

(২৪) গোপালগৌড়ীয়মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রজবাসী।

(২৫) সনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারায়ণগঞ্জ, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীবাঞ্ছক ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসচ্চর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীধামানন্দ মালাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং আর্থার রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবাড়, জিঃ সাগরপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪১নং কালিকাপুরী, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

রক্ষক—শ্রীশ্রীনাথ ...

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সজ্জন বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোকুলবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ কোটচান্দ, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কাশ্মীর রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅভিরাম ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগৌরাঙ্গ ... রাধারমণ ... শ্রীবিগ্রহের সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কোভুর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধারমণ-বিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) পুরুষোত্তমগৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীদামোদর মালাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর মালাধিকারী

(৫৭) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দদাস মালাধিকা-

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীনাথ ...

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকমলানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিকল্প

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাহু (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম ম

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীচৈতন্য মালাধিকারী।

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুঞ্জবন, পোঃ চিত্তগঞ্জা, (মালদহ)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

শ্রেণী হিসাব চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸৹
সরু চাল	৫৸৹
ঐ মোটা	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥৹
দাদখানি	৫৷৹
রামশাল নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
ঢেঁকিছাটা কোয়ালিটি	৪৲
মিহি সেদ্ধ	৩৸৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০।৹
বাঁশফুলী আতপ	৫।৹-৫।৶
ঐ সাধারণ	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫।৹-৫।৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ সেদ্ধ	৩৶৹

চিনির দর

কাশীপুর, চাঁদপুর	১০৷৶৹
[illegible] ১০০০ নং	১০/৹
[illegible] সাদা	৯।
[illegible] সাদা	৮।৹—৯৶৹
[illegible] লাল	৭৷/৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

[illegible]র বার	৩৩।
[illegible]	২২,
[illegible]	৫২।৹

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪১।৹
[illegible]—	৪১৲
[illegible] মাল—	

জাটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৸৶৹
[illegible] ঐ	৬৲—৬৶৹
[illegible] ঐ	৫৸/৹—৫৸৹
[illegible]	৬৲—৬৶৹
[illegible] (দি)	৫৸৹—৫৸৶৹
[illegible] (২)	৫/৹—৫।/৹
[illegible] (এম)	৫৲—৫।৹
[illegible] (বে)	৪৸৹—৪৸৶৹
[illegible] (৩)	২।৹—২৸৶৹
[illegible]	১৸৶৹—১৸৹
[illegible]	১৸৶৹—১৸৶৹

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৩।৹

ডাল্‌ডা	৪৮৲
কাবুলে	৩৬৲
হাতা গাওয়া	৪১৸৹
২৬ সের—	১৭৸৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ সের	১০৲

লোহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার তৈয়ারী—	৪৪ কা। ৪ ডজন
লোহার কড়ি (কড়ি বা বার)	
নাকা	৮৸৹—৯।৹
ঐ বে-বাঁকা হাল্‌কা ওজন	৮৲—৮৸৹
ঐ টাটা ষ্টৈনলেস পাতই বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ অথবা (বীম)	৯৲—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭।৹—৮।৹
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১৩৸৶৹
২৬ গেজ—	১৩৸৹
২৮ গেজ—	১৮৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট	১৪৶৹
২৪ গেজ—	১৪৸৶৹
২৬ গেজ—	১৩৸৶৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৲
পীস	৷/৫—৸৶৹
বাধার বেড়া কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।৹
গ্রেট কাটিং বা ছিট কাটা দশ	৩৸৹—৩৸৹
গানি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৫।৹—৬৸৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।৹—১০।৹
টিন পাতি, বোল্টু, গরাদে	৮।৹—৮॥৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৭।৹—১০।৹
নূঃ উপাত আসল ২৫৲	নূতন ২৩॥৹

চটকলের হাফসন ৫৶৹, পাটের হাফসন ৬৷৹

তুলার হাফসন ৪।৹

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আখের দেশোয়ার ফাইন	৫৪৲
নিউ ল আখের ওয়ক	৪০৲
কবাটি গুড়নিয় ফাইন	৩৩৲
দাবার খাখা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
	৮৷৹
গোলমরিচ	
সুপারী দেশী	১৩।৹ ১৭৲
কাটা সুপারী	
কুচি খড়িমাটি	১৫।৹—১৭।৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৫-৪ জগন্নাথ ঘাট রোড, [illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর' ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট "—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সম্বন্ধে বেতন। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য স্বল্প ব্যয়ে সুন্দর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ৭৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেডরোল

—(:০:)—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের "কেডরোল", অমোঘ মহৌষধ। এমন আশ্চর্যের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, বসন্ত-জলপূত্যা, দাদ এবং অন্যান্য পাকাজ্জিয়া" জ্বরে. "কেডরোল" ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিযুক্ত করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবনের বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, কম উত্তাপ পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৫০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

মথুরাপুর, কৃষ্ণনগর, (সিটি বেঙ্গল)

৬২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ চাঁদপুর, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অমূল্য জীবন রক্ষা হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ মেহারপুর, ২০ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

-:০:----

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পুরাতত্ত্ববিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহুমূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	১০
" ইঞ্চ ২,	১।০	১।০	১,
সিকিকলম ৫,	৪০	৪,	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	৫,
এক কলম ১৫,		১০,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৷৷০
" সিকি কলম ১৫,	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫,	১৮,
" এক কলম ৩৮,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা, বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা এক আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সত্যব্রত-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিবার এতাদৃশ সুযোগ এবং শুদ্ধ ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword, প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাজার গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাড়া বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের বিশ্বমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার. [সংখ্যা ২৯৯]

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট

গত সোমবার ব্যবস্থা পরিষদে বাজেটের সাধারণ আলোচনার সময় বাজেটের নানা ত্রুটী বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটি "পাকা" কলেজ স্থাপন, পনের লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জন্ম পৃথক একটি গৃহনির্ম্মাণ, জেলা ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটদের অফিসে আর্দালী কর্মচারী নিয়োগের জন্য ১ লক্ষ বার হাজার টাকা বরাদ্দ, পাটের সংবাদ সংগ্রহ এবং পাট চাষ কমাইবার উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্যের জন্য দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ, যুবকদের ট্রেণিং এর জন্য আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ এবং বন্দি বন্ধনের কর্মচারীদের শিকার বাবদ বরাদ্দ—এই ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়।

ফুটপাথ ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে কর্পোরেশনের অধিকার

'সাধারণের চলাচলের রাস্তার কোনও অংশ ভাড়া দেওয়ার অধিকার কলিকাতা কর্পোরেশনের আছে কি না'—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর ডাক্তার এস, পি, অধিকারীর এজলাসে এক মামলার শুনানীর সময় এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। শিয়ালদহ রোডে 'ফুটপাথের' উপর দোকান দিয়া সাধারণের চলাচলে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে কলিকাতা পুলিশ আইনে মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়।

আসামী পক্ষ বলে,—কর্পোরেশনকে টাকা খাজনা দিয়া সে ফুটপাথের উপর দোকান খুলিবার রসিদ পাইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে পুলিশ আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে এক টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে দুইদিনের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

রায়ে বিচারক বলিয়াছেন,—"কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনে অথবা কর্পোরেশনের বাই-ল' সমূহে এমন কোনও বিধান নাই, যদ্দ্বারা সাধারণের চলাচলের রাস্তা ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে কর্পোরেশনের কার্য্য সমর্থিত হইতে পারে। লোক ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার পুলিশের আছে। সে জন্য পুলিশই সম্পূর্ণ দায়ী। সে পক্ষে কর্পোরেশনের কিছুই করিবার নাই। ফুটপাথ ভাড়া লইয়া অনেকে দণ্ডিত হয়। দরিদ্রের পক্ষে উহা বিশেষ কষ্টকর। আমার বিশ্বাস, মিউনিসিপালিটি এ বিষয় অবহিত হইবেন।"

নৈহাটিতে সাহিত্য সভা

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার নৈহাটী বড়কালীতলা বঙ্কিম মণ্ডপে এক সাহিত্য সভার অধিবেশন হয়। কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচরণ দে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলে পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম-এ; শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ সাংখ্যতীর্থ এম-এ, কবি বিজয় ঘোষ; পণ্ডিত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, গরিফা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে এক আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়।

রাজদ্রোহের দায়ে 'এডভান্স' সম্পাদক

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত 'এডভান্স' পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্তকে রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট আপীল নামঞ্জুর করেন। গত মঙ্গলবার শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত কারাবরণ করিবার জন্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির হন।

এডভোকেট মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত গুপ্তকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করিবার জন্য আবেদন করায় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত গুপ্তকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করিবার নির্দ্দেশ দেন। শ্রীযুত গুপ্তকে একটি প্রাইভেট মোটরে করিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

১৯৩৭ সালের ৩রা মে তারিখের 'এডভান্স' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাওয়া এণ্ড কনেকশন' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীযুত গুপ্তের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে উক্ত মামলা আনা হয়।

তেরুয়েল সহরের উপর হানা

বিদ্রোহীদের হেড কোয়ার্টারের একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনী তেরুয়েল সহরের বহির্ভাগস্থ অট্টালিকাসমূহ দখল করিয়াছে; তেরুয়েল সহরের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের যে সব সৈন্য আছে, তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদ্রোহীদের যে সব সৈন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে তেরুয়েল ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা ভ্যালেন্সিয়ার নিকট রেলওয়ে লাইনের উপর একত্র মিলিত হইয়াছে। তেরুয়েল সহরের পূর্ব্বভাগে সহরের সহিত যে সব রাস্তার ও রেলওয়ে লাইনের যোগাযোগ ছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট পক্ষের এক সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং বহু সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

শিশু সন্তানসহ মাতা অগ্নিদগ্ধ

ভাগলপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী বৈজনী গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি স্ত্রীলোক শিশুসন্তানসহ পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

প্রকাশ যে, রাত্রি দুইটার সময় কোন রাজপুতের বাড়ীতে আগুনের মালসা হইতে আগুন লাগে এবং তৎক্ষণাৎ ঘরের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। জ্বলন্ত ঘাস পুড়িয়া উপরকে প্রায় সমস্ত গ্রামবাসী সমাধান করিতে গিয়াছিল। বড়কাপড়টার দরুণ অধিবাসীদের রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করা কিংবা আগুন নির্ব্বাপিত করা সম্ভবপর হয় না। ফলে সমস্ত বাড়ীখানি ধন সম্পত্তিসহ ভস্মীভূত হয়। শিশুসন্তানসহ একটী স্ত্রীলোক আগুন হইতে বাহির হইতে না পারিয়া পুড়িয়া মারা গিয়াছে;

নূতন চিত্রগৃহের ভিত্তি স্থাপন

গত সোমবার চৌরঙ্গী রোডের নিকট হুমায়ুন প্লেসে একটী নূতন চিত্রগৃহের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। চিত্রগৃহটীর নাম হইবে "লাইট হাউস"। হুমায়ুন প্রপার্টিজ লিমিটেড এই চিত্রগৃহটী নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এই চিত্রগৃহটী আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং কাঁচসমন্বয়ে নির্ম্মাণ করা হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মিসেস উইলিয়ম্‌স বণিক নূতন চিত্রগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বৈদিক মনীষা-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ মূল্য) ৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। আবর্ত্ত-আলবর ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪ বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনয্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নিখিলের ভক্তভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড ক্রাউন ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১২শ বর্ষ { ১২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৪ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে ফেব্রুয়ারী খৃঃ ১৯৩৮, শনিবার } ২৯১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

-::০::——

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার উদ্যোগে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ [গো]স্বামী মহারাজের আনুগত্যে গত ৭ই [ফাল্গু]ন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে [illegible]সিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক [উৎ]সব আরম্ভ হইয়াছে এবং আগামী [illegible] ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ পূর্ণিমার পর্য্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিবস [illegible] মহামহোৎসব।

প্রত্যহ ঐ মঠে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকের [পর] উদ্দণ্ড-কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিকের পর [শ্রীম]দ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও মহাজনপদাবলী [কীর্ত্ত]ন, নগরে হরিকথা-প্রচার, নগর-[সংকী]র্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইতেছে। [বহু] সজ্জন সাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

গত ৭ই ফাল্গুন শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে [শ্রীশ্রী]বিনোদবল্লভজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর কীর্ত্তন সমাপনান্তে প্রাতঃ ৭টার সময় [শ্রীজগ]ন্নাথগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী [শ্রীমদ্ভ]ক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদ[ণ্ডিস্বামী] শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের [নেতৃত্বে] একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভা[যাত্রা] বাহির হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে [করি]তে [illegible] সহরের বহু স্থান পরি[ভ্রমণ] পূর্ব্বক বেলা প্রায় ১০টার সময় [মঠে] প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের স্বভাবসুলভ মধুর কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড-নৃত্য দর্শকবর্গের চিত্ত ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। যথাসময়ে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে মঠসেবকগণ, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ ও শ্রীমঠের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত বহু সজ্জন ব্যক্তি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যার্চ্চার শ্রীচরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সমস্ত দিবসব্যাপী ভক্তগোষ্ঠী, হরিকথালোচনা, খোল-করতাল বাদ্যের সহ শ্রীনামসংকীর্ত্তন পাশ্চাত্য ঐকতানবাদ্যে [illegible] মিলিত হইয়া শ্রীমঠকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩।০ ঘটিকার সময় শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক প্রভৃতি [illegible]রঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহোদয় "শ্রীব্যাসপূজা" সম্বন্ধে যথাক্রমে এক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বৈষ্ণবগণের চিত্তাকর্ষণ ও আনন্দবর্দ্ধন করেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে সমবেত প্রায় ৮০০ শত পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী নাম মাত্র প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল কবিরাজ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম্-এ বি-এল, পাবলিক প্রসিকিউটার; শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মুনসেফ; শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বি-এল; শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ কবিরাজ; শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত কবিরাজ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিরত্ন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ [illegible]; শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত [illegible]; শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সাহা মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র রায় মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দাস মোক্তার, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জী মোক্তার; শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার দাস বি-এল; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টর; শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস হেড্ [illegible]; ডাঃ শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র ঘোষ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ; মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঘুবর [illegible] ঝা এম্-এ, বি-এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী; মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত সদানন্দ দাসাধিকারী; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ দাসাধিকারী; কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ বি-এল; শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু বি-এল; কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র আচার্য্য প্রমুখ বহু সজ্জন ব্যক্তি।

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখা বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবরের শুভাগমনে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবিনোদ-বৈভবানন্দজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর বেলা ৮ঘটিকা পর্য্যন্ত উষঃকীর্ত্তন হয়। সুসজ্জিত মঞ্চোপরি বিবিধ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অর্চ্চা উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়। তৎপর হইতে বেলা ১২।০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "বক্তৃতাবলী" ও "শ্রীচৈতন্যভাগবত" হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। দ্বিপ্রহরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সকল মঠসেবক,

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্বিষয়ে রুচি লাভ করিতে পারিতেছি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ গোবিন্দ অব্দ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

যৎকিঞ্চিৎ

বেদ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অনেক রকম ধারণা আছে। কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বোধ হয় আমরা অনেকেই অবগত নই। কোন ব্যক্তি সত্যের প্রচারক কথা পুনঃ আমাদিগকে বেদাদির অনুসন্ধান প্রদান করিতে চাহিলে কিছু বন্ধুগণের অসংলগ্ন তার্কিক অবৈধ কথায় কথায় বেদের প্রমাণ শুনিতে চাই। এই বেদ মুখে মানার দল আমরা কখন বেদ দেখিও নাই এবং কখন বেদের কথাও শুনি নাই। কিন্তু তর্ক করিবার জন্য আমরা বেদবাদিগণ হইয়া বসি। বেদের প্রমাণ না পাইলে যেন আমাদের মন উঠে না। আমরা যেন কতই বেদজ্ঞ! হায় রে কলি-তামাসা!

বেদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি অধোক্ষজ—অপৌরুষেয়। ভ্রমাদিবান পুরুষের কৃত নহেন; অপৌরুষেয়। পুরুষকৃত দুষ্ট ব্যবস্থা; যেমন জগৎ। কিন্তু বেদ ঈশ্বর কর্তৃক উক্ত। ভগবান্ নিত্য বেদকে বা পুনঃপুনঃ প্রকাশিত বেদকে ব্রহ্মার হৃদয়ে কীর্তন করেন। কেবল যুক্তি—প্রমাণ নহে, তাহা তর্ক বা অনুমান, উহার স্থিরতা নাই। শব্দেরই একমাত্র প্রতিষ্ঠা আছে। অনিত্য শব্দে নানা হেত্বাভাস ও দোষাদি দেখা যায়, কিন্তু নিত্য শব্দ সর্ববিধ হেত্বাভাসমুক্ত ও ভ্রম প্রমাদাদিদোষশূন্য। বেদই একমাত্র নিত্য শব্দ। বেদের নিত্যতা না থাকিলে কোন প্রমাণই সিদ্ধ হয় না। অনিত্য বস্তুবিষয়ক শব্দ নশ্বর। আর যেখানে নিত্যবস্তু শব্দের উৎস, তাহা নিত্য। সৃষ্টিকাল-লয় শব্দ বিলীন হয়, কিন্তু পরব্যোমাগত শব্দের বিনাশ নাই। উহা চিদাকাশে নিত্যাশ্রিত থাকিয়া অপরিবর্তনশীল।

বেদ অনাদিকাল হইতে চারি ভাগে বিভক্ত এবং তাহা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব বেদ নামে নিত্য পরিচিত। বেদব্যাস কেবল বেদের শাখা বিভাগ করিয়াছেন মাত্র। আমরা শাস্ত্রে যে দৈত্য কর্তৃক বেদাপহরণের কথা শুনিতে পাই, তাহা বাস্তবিকপক্ষে বেদ অপহরণ নহে, পরন্তু মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় বেদাভিমানী দেবতাগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন। যে বেদ ভগবান্ স্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে ধারণ করেন, যাহা নিত্য শব্দরূপে ব্যক্ত, তাহা কিরূপে অপরে হরণ করিতে পারে? সাধারণ প্রাকৃত বিদ্যা সম্বন্ধেও উক্ত হয় যে, 'এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।' যাহা ভগবানের হৃদয়-মধ্যস্থ আবদ্ধ, দৈত্যের তাহা অপহরণ করিবার ক্ষমতা নাই। আর পরিব্যাপ্ত নিত্য শব্দ রাশির বা আকর্ষণ কিরূপে সম্ভব? সুতরাং মধু-কৈটভ যে-সকল বেদাভিমানী দেবতাকে হরণ করিয়াছিল, হয়গ্রীব ভগবান্ মধু-কৈটভকে বধ করিয়া সেই সকল দেবতাকে ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বহু শক্তিশালী এবং অশেষ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের জন্য বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ রাখিবার আবশ্যক হয় নাই, তাঁহাদের জিহ্বাতেই বেদ বিরাজিত ছিল। পরবর্তিকালে যখন জীবসমূহ অল্পশক্তিক ও অল্পমেধা হইতে থাকিলেন তখন বেদবাণীকে স্মরণে রাখিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইল। বেদ কখন ও কাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হন, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও নামের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তিথি-নক্ষত্র বা পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। শ্রুতি বা বেদ—গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত বাণী; আর উপনিষৎ ঋষিদৃষ্ট। বেদান্তের মধ্যে যে যে ঋষি যে যে ভাগ দর্শন করিয়াছিলেন সেই সেই ভাগ তত্তৎ ঋষির নামে প্রসিদ্ধ; যেমন কঠঋষির নামে কঠোপনিষদ্ ইত্যাদি।

আমরা যদি কেবলই সেবার ছলনা করি আর হরিকথা না শুনি তাহা হইলে আমাদের কোন কালেই মঙ্গল হইবে না। এইরূপ অনেক সময় মহাভাগবতের সাক্ষাদ্ভাবে সেবা (?) করিয়াও আমাদের কৃষ্ণে মতি হয় না। সাধুর কথা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়া পালন করিতে হইবে। প্রাকৃত বুদ্ধিতে সাধুর চিত্র বা বপুর সেবা করিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। মহাভাগবত কি ভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন তাহা তাঁহার বাণীর কৃপায় উপলব্ধি করিতে না পারিলে

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক স্বরূপ রূপানুগবর শ্রীগৌর রাধা-নিত্যজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-মুকুটমৌলি অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে

আর্তিপুষ্পাঞ্জলি

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীগৌরকরুণাশক্তি জগদ্গুরু নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ! আজ আপনার চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি নিষ্কপট সেবকগণের হৃদয়ে আপনার অতীব বিরহানল প্রজ্বলিত করিয়া আগত হইল। আজ আপনার আবির্ভাব-তিথিপূজা আপনার ঐকান্তিক ভক্তগণ বিরহার্তচিত্তে প্রাণপুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিতেছেন। আপনি স্বেচ্ছায় ব্যাসপীঠে উপবিষ্ট হইয়া অহৈতুক-করুণাবশে যে প্রকার সাক্ষাদ্ভাবে আমাদের দীন অযোগ্য দুর্ভাগা, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারী সকলশ্রেণীর সেবককে আপনার দেবদুর্লভ শ্রীরাতুল চরণযুগলে অর্ঘ্য দিবার সুযোগ দিতেন, তাহা আমরা আর কি পাইব? আপনি ব্যাসগুরুর আসনে শ্রীআচার্য্যাসনে বসিয়া যে প্রত্যক্ষ- তাঁহার সঙ্গ বা কৃপা লাভ হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য বা মহাভাগবতগণ পরস্পর একসূত্রে গাঁথা। তাঁহাদের একজনের চরণে অপরাধ থাকিলে অধিক বর্ত্তমানে যে মহাভাগবতের সেবার ছলনা দেখাইতেছি তিনি কিছুতেই আমাকে কৃপা করিবেন না। সুতরাং সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যত্নপর হওয়া আবশ্যক। নিষ্কপটতা থাকিলে তাহা সম্ভব হইবে; নতুবা নহে। হরিকথা বাদ দিয়া কোন কিছুই হয় না। হরিকথা-বাণী বা শ্রীনামই আমাদের প্রাণ। যেখানে বাণীর সেবা নাই, বাণীর আনুগত্য নাই, সেখানে আছে কেবল ছলনা ও আত্মপর বঞ্চনা। সেইজন্যই সংকীর্ত্তনযজ্ঞে গৌরকৃষ্ণ আরাধনার উপদেশ। এই সংকীর্ত্তন যিনি ২৪ ঘণ্টা করেন তিনিই অপরিমিত আদর্শ। এইরূপ অপরিমিত আদর্শ আমাদের সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ না থাকিলে আমাদের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত। এই জন্য আদর্শই আমাদের রক্ষক ও পালক। এই বিশ্বে সেই একমাত্র আদর্শ বা রক্ষক হইয়াছেন—কালের আলো আমাদের শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম এবং তদনুগজন।

ভাবে প্রকাশ করিতেন, তাহা আর শ্রবণ কি হয়? আপনার আত্মবর্গ বাহিরে অসাধারণ প্রভাব, অলোকসামান্য দিব্যদর্শন স্নেহের দৃষ্টি ও কল্যাণকর উপদেশ আর কি আমাদের শ্রবণ-নয়নপথবর্ত্তী হবে? আপনার শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা,—আপনার আশ্রিতবর্গ আচার্য্যদেবের কৃপা, বাণী—যা কিছু সব আপনার বলিয়া যেন সর্ব্বদা আস্বাদন করিতে পারি।

হে অদোষদর্শিন্ সর্ব্বগুণাকর বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শন শ্রীল প্রভুপাদ! আপনার গুণ অবধি নাই, বেদের সীমা নাই, আপনার অন্ত নাই, আপনার ঔদার্য্যের তুলনা নাই, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতির উপমা নাই, হিতৈষণার শেষ নাই এবং আপনার শ্রীবাণীর তুলনা নাই। আপনি অকাতরে আত্মপ্রকাশের কথা যে ভাবে জগতে জানাইয়াছেন, কোন দেশে কোন কালে কোনও আচার্য্য তাহা সে ভাবে প্রকাশ করেন নাই। আপনি যে যে বাধা-নিরাকরণ, তাহা আপনার বাণীর দ্বারা প্রকাশিত। আপনার ভাব ভাষা, আচার প্রচার, দীক্ষা-শিক্ষাদান, মঠমন্দির স্থাপন, মুদ্রাযন্ত্রস্থাপন, ভাগবত যন্ত্রালয় মহাসাধু ব্যক্তিকে সম্মান দান পূর্ব্বক শ্রীগৌর-কীর্ত্তন, অপূর্ব্ব সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী, ভাগবত প্রদর্শনী, গৌর-ব্রজ-ক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, ভগবান্ ভাগবত মহাজনগণের প্রকটাপ্রকট তিথি সর্ব্বজীবকে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে করাইবার জন্য মহাপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা এবং শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা অনর্গল হরিকথা প্রবাহিতকরণ, বিভিন্ন ভাষায় সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র পরিচালন, সাত্বতগ্রন্থে বিবিধ ভাষ্য প্রণয়ন, পরবিদ্যাপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, অনুসন্ধিৎসু পাঠাগার, দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ, সাত্বতশাস্ত্রে পরীক্ষাপ্রচলন, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা বিবিধ সেবাপ্রণালী, গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতাগণকে গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিতকরণ, পাষণ্ড মতবাদখণ্ডন, মঠবিস্তার, মূর্ত্তিসেবা শ্রীনামপ্রচার, চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গযাজনের আদর্শ প্রদর্শন, শ্রীধাম মায়াপুরের উন্নতিবিধ

প্রকৃত অন্তকালের অনন্ত সেবাচেষ্টা প্রভৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট নিদর্শন।

হে শ্রীচৈতন্যমঠাদি গৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ গৌরকৃপার ভক্তিসিদ্ধান্তের মূর্ত্তবিগ্রহ আপনার মুখারবিন্দ হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইতেছে, আপনার নিত্যপ্রকাশ শুদ্ধসত্ত্বময় সর্ব্বদা হইতেছে। আপনার বাণী ও লীলাময় বিগ্রহ। বাণীরূপে আপনি নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। সেবোন্মুখ কর্ণে আপনার অপ্রাকৃত বাণীশ্রবণই আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার্থীদের একমাত্র সহজ ও সুধিবাণীর উপায়। আপনি বলিয়াছেন—"শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিগ্রহ ভগবদ্ভক্তরূপে উদিত হইয়া বিশ্ব চৈতন্যমঠের সকল আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌরজনের কোনদিনও প্রাকট্যের অবসান নাই।" হে অলোকসামান্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম! অন্ধের নিকট দিবারাত্রি যেমন সমান, বিজ্ঞের বা অজ্ঞের নিকট যেমন কোন ভেদ ও ভাবের বৈশিষ্ট্য নাই এবং বধির ব্যক্তির নিকট সংগীতাদির যেমন কোনও আবশ্যকতা নাই—তেমনি মায়ামোহান্ধ অবিদ্যাগ্রস্ত পাপমলিন চিত্ত, অভক্ত-সম্প্রদায়ের নিকট আপনার প্রকটাপ্রকট-বৈশিষ্ট্য এবং আপনার সকল লীলাই যে পরমমঙ্গলময়ী, তাহার অনুভব নাই।

হে দীনতারণ গৌরবাণী-মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহ! আপনি শ্রীগৌরবাণীকে আচরণের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—এই শ্রীগৌরবাণীর আচার ও প্রচার আপনি যুগপৎ করিয়াছেন। আপনি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। আমরা শাস্ত্রে ত্রিদণ্ডিভক্তের কথা, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর, রঘুনাথ-দাস গোস্বামী এবং শুক নারদ প্রহ্লাদ প্রভৃতি বিষ্ণুবৈষ্ণবের শুদ্ধ সংকীর্ত্তন, সর্ব্বক্ষণের দশা ও অপূর্ব্ব কৃষ্ণভজনের আদর্শ আপনার লোকমঙ্গল জগৎ আচরণে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

হে অহৈতুক কৃপাময় শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ! আপনার অনন্ত দয়ার কথা দীন ও অযোগ্য আমরা আর কি বলিব? বিশ্ববাসী আপনার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। আপনার অমন্দোদয়দয়ার লেশমাত্রও যাঁহারা লাভ করিয়াছে, আপনার শ্রীমুখে যাঁহারা একবারও হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং আপনার আদেশানুসারে যাঁহারা বিষ্ণুমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবসেবার প্রধান পাইয়াছেন, তাঁহারা আপনার কৃপাশক্তিস্বরূপ জগদ্গুরু ও অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়া নিজ-দিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। বিশ্বে গৌড়ীয়-মঠাশ্রিতগণের সংখ্যা অল্প হইলেও আপনার অহৈতুকী কৃপার নিদর্শনরূপে তাঁহারা চরিত্র-কীর্ত্তনদ্বারা জগতের নিত্যমঙ্গলবিধান করিতেছেন। আজও আপনার প্রকট বা নিত্য-প্রকাশ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুপমলীলাপ্রকাশের মধ্যেই আমরা জানিতে পারিতেছি। আজ আপনার প্রকট-দিনে আপনার অপ্রকটলীলার কথাও মনে গাঢ় হইতে গাঢ়তররূপে উদিত হইতেছে। অপ্রকটলীলায়ও আপনার করুণার অন্ত নাই। বলিতে কি, প্রকটাপেক্ষা অপ্রকট-লীলায় আমাদের আত্মশোধনের ও কৃপা-লাভের অধিক সুযোগ দিয়াছেন। আপনি স্বমুখে বলিয়াছেন—"ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না।" "বাসুদেব অনবধানে থাকিয়া ত' সদা রয় নাই।" সুতরাং আপনার পরমশ্রেষ্ঠজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে যেন আমরা সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে পারি এবং তাঁহার কৃপাকেই যেন আপনার কৃপা বলিয়া জানিতে পারি—ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং
পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং
সমর্চ্চনম্॥

যত দেখে পরা ভক্তিধারা দেখে
তথা অবৌ।

উচ্চৈঃস্বরে কণিতা যর্থাঃ প্রকাশবে
মহাত্মনঃ॥

হে নামাচার্য্য ও রূপাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি বলিয়াছেন—"চিত্তাবিশিষ্টা জগতে যে হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন, তাহা জগদ্বন্ধুর জনগণের অধিগম্য বস্তু নহে, নামাভাসপর মুমুক্ষুগণের স্পর্শযোগ্য নহে; কিন্তু নামাভাসোৎকর্ষ নামাভাসপর জনগণের নামপ্রবণতালাভের নিমিত্ত। সুতরাং সেই চিন্তামণিস্বরূপে শ্রীহরিনামস্বরূপ আশ্রয় করাইয়া শ্রীনামপ্রভু শুকদেবের প্রকৃত পূজা বিধান করে। আজ শুদ্ধকীর্ত্তনরত বিশ্ববৈষ্ণবসুবেশা, ভক্তিবিনোদানুগতবেশা, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ত্রিদণ্ডিমঠের সেবক সুবেশা-সম্প্রদায় সকলেই প্রচার-আচার-আদর্শ ভক্তিবিনোদ প্রভুর স্মৃতি-তিথির আরাধনা করুন।' অতএব আজ আমরা নাম-বিনোদাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের আনুগত্যে শুদ্ধ নামকীর্ত্তনে কোনও না কোন দিন আমাদের যোগ্যতা প্রার্থনা করিতেছি। বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞের একমাত্র ঋত্বিক্ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্য আনুগত্যে যেন সংকীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নিতে আমরা আত্মাহুতি দিতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীচরণে আজ আমাদের কাতর প্রার্থনা।

হে পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণপর শ্রীল প্রভুপাদ! শ্রীল আচার্য্যদেব কৃষ্ণসংকীর্ত্তনার দ্বারা যে পাষণ্ডকুলের হৃদয়ভূমে ভেদ করিয়া তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসজ্জন এবং বিশেষতঃ আপনার সর্ব্বাধিক উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের গৌরপ্রচারণলীলার মাহাত্ম্যও সজ্জনগণ অনবরত উপলব্ধি করিতেছেন। তদীয় পাদপদ্ম ও শ্রীশ্রী আচার্য্যপাদ আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়! জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়!!

নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

আপনার নিত্য কৃপাপ্রার্থী
শ্রীচৈতন্যমঠের অযোগ্য সেবকবৃন্দ

ও প্রভুপাদের আবির্ভাবতিথিতে

—:০:—

কম্পকুসুমের অঞ্জলি

প্রভো!
আজি তব আবির্ভাব এ শুভ বাসরে।
দিয়েছে অমান কুসুম অধম পামরে॥
গৌড়ীয়ের ধর্ম্মাকাশ করি' অন্ধকার।
অন্তর্হিত হইলে তুমি গৌড়ীয় ভাস্কর॥
তোমার প্রভাবে পাপ হইবে বিনাশ।
জীবহৃদে জ্ঞানালোক করিছ প্রকাশ॥
শ্রীচৈতন্যনামে দৈত সন্দেহ বিচার।
আপনি আচরি তাহা করিলে প্রচার॥
বিশ্ববাসী বিলাইলে করুণা অপার।
এসেছিলে শ্রীকৃষ্ণরূপে কৃপা-পারাবার॥
নীলাচলে জীবভাগ্যে হইলে উদিত।
সে আচার্য্য গৌড়দেশে করুণ অস্ত যত॥
অন্ধ আঁখি মোর প্রভু না দেখে তোমায়।
সব অন্ধকার বলি করে হায় হায়॥
ধর্ম্ম জগতের মাঝে তুমি হে আচার্য্য।
তোমার আদেশে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কার্য্য॥
চির কুমারের ব্রত করি আচরণ।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ-লীলা করি প্রদর্শন॥
এই বিশ্বে তুমি যাহা করিয়াছ দান।
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে রহিল লিখন॥
মহত্ত্বের কথা তব লেখা নাহি যায়।
ভক্ত জানাইলে সুখে জানিবারে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশ্ব অচেতনে
সংপ্রেম দিয়াছে আনি।
কৃষ্ণসঞ্জীবনী সুধাসার সেই
অনর্পিতচর জানি॥
বিচার না করি ঢালিল জগৎ
বিলাইল ঘরে ঘরে।
(প্রভু!) সেই শুদ্ধ ভক্তি পুনঃ প্রচারিলা
লোকেরে প্রেমভরে॥
ওহে কৃপাময়! সর্ব্ব গুণাধার!
গুণাতীত প্রেমময়।
জনমে জনমে এই কর প্রভো!
(যেন) তব পদে মতি রয়॥
অর্পণ দিবার তরে আসিয়াছে দাস।
বহু আশা বুকে লয়ে, তব নিজ পাশ॥
কোন গুণ নাই পদরেণু পরিবার।
তোমার করুণা-বল কেবল আমার॥
আমি ভক্তিহীন দীন অকিঞ্চন।
অপরাধী মন প্রভু! করহে শোধন॥
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি।
পতিতপাবন প্রভু গুরুদেব
আমার ভরসা তুমি॥

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। বঙ্গপ্রবাসী মণিপুরী নৃত্যকলাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার সিংহ এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র এই শ্রীব্যাসপূজা-উৎসবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।

অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকা হইতে "জয়ধ্বনে জয় পরমহংস মহাশয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী" এই আচার্য্যবন্দনা-গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে ৭॥০টা পর্য্যন্ত সান্ধ্যারাত্রিক ও অহর্নিশ কীর্ত্তন হয়। এই সময়ে সপরিবারে মিঃ ডি, এম্ দাস (গার্ডেনরিচ) গুরুবর্গের আনুগত্যপূর্ণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে ৮-৩০ হইতে ৯-১৫ পর্য্যন্ত শ্রীপাদ রাধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী কাব্যশাস্ত্রী এবং শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ক্রমান্বয়ে ইংরাজী হিন্দী ও বঙ্গভাষায় গুরুতত্ত্ব কি, গুরুসেবা কাহাকে বলে এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। পরে মহাজন কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। সমাগত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃষ্ণ তারে যেন নিজ চিন্ময় করা হয়। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ-উদ্যান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible] শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা, শ্রীগৌর, [illegible] আচার্য্য [illegible] বিগ্রহ [illegible]। [illegible] আছে। রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] শ্রী[illegible] শ্রীমদ্ ভাগবত, [illegible] গৌড়ীয় পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকট[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌ.-[illegible]-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর [illegible] স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

২নং [illegible] রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ই-ই, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরাণা, মথুরা

(৪৭) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌর[illegible]-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) [illegible]—[illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—[illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পো. [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী.

(৬৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] আধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২

[illegible], [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, এস ই

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible]

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

এ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸৹
মোটা চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৸৹
দাদখানি	৫৷৹
রামশাল নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	
বালাম কোয়ালিটি	
সিদ্ধ বেগুন	৩৸৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ নৃবাদি	৫৲-৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶৹

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০৷৶৹
চিনুর ১০০০ নং	১০৶৹
মেরোদা দানা	৯৷৷
মসুর দানা	৮৷০—৯৶৹
মসুর লাল	৭৷৶৹—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

কসালের বার	৩৫৷৷
ভবেশ	৩২৲
টাকিবার	৫৩৷৷

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪০৸৹
[illegible]—	৪১৷০
[illegible] মাল—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

মাটীর ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৸৶৹
পাবনার ঐ	৬৲—৬৶৹
[illegible] ঐ	৫৸৶০—৫৸৹
[illegible]	৬৲—৬৶৹
[illegible] (বি)	৫৸০—৫৸৶৹
[illegible] নং (২	৫৶০—৫৷৶৹
[illegible] (এল)	৫৲—৫৷০
[illegible] (কে)	৪৸০—৪৸৶৹
[illegible] নং (৩)	২৷০—২৸৶৹
[illegible]	১৷৶০—১৸০
[illegible]	১৷৶০—১৷৶৹

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৩৫৷০
[illegible]	

তার	১৬০৲
কাবুলে	৩৬৲
মাকা পাকা	৪১৸
১৬ গেজ—	১৭৸৷
প্যাঃ মটকা ১৪—৩০ গেজ	৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

১।২।৩৮

টাটার বৈভাবা—	[illegible]
লোহার কাঁচ (কাটা বা গোল)	
মাকা	৮৲—৮৸৹
ঐ ৫ মাকা কাদ্যা নম্বর	৮৲—৮৷০
ঐ টাটা টেস্টেড করোগেট সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ ঘরে (গ্রীন)	৮৷০—১০৲
[illegible]বরগা (টি আয়রণ)	৩৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৭৷৷
টাটা প্যাঃ করগেট-সিট	
২৪ গেজ—	১০৷০
২৬ গেজ—	১১৸৶৹
২৮ গেজ—	১২৸০
টাটা প্যাঃ প্লেন সীট	১১৶৹
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১৩৷৶৹
২৮ গেজ—	
ইংলিশ প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৶৹
সীস	৷৶৫—৸৶৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
সেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৬৷০—৬৸৹
পাতি কাটিং ফুট দরঃ	
	৫৷০—৬৷৷ হন্দর
গোল রড কাটিং দরা ১—৩ফুট	৩৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাতি, বোল্টু, পাতে	৬৸০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	৭৸০
রড	৬৸০—৮৷০
খুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲	নকল ২৩৷০
চটকলের হ্যান্ডল ৫৶০, পাটের হ্যান্ডল ৬৷০	
কুপার হ্যান্ডল ৩৷০	

সুতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আরের গোলার কাইন	৫৪৲
মিটান আরের করকচ	৪০৲
কবাটি মুরলির কাইন	৪০৲
কাবার্ট ঝাপা	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

প্রতি মণ

পারস মাত	৮৷০
সুপারী বেণী	১৬৷০—১৭৲
কাচা সুপারী	৭৷০
গুড় বরিকল	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷০

ভবতোষ কুমার [illegible]
এণ্ড কোম্পানি লিঃ
৭৯-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, [illegible]
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible] [illegible] 'বয়াজন'

[illegible] —গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] বেশ ভাল। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৭৲ টাকা মাহ। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেভরোল

—:০:—

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর "কেভরোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন যাদুমন্ত্রের ন্যায় ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, জেঙ্গু জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি আমাশা, রক্ত-আমাশা, অম্বল এবং অন্যান্য পুরাতন জ্বরে, "কেভরোল" ব্যবহার্য। ইহা রক্ত পরিষ্কারের এবং শরীর কান্তিকে করিয়া তোলার একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি ঃ—জ্বর কম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা চা চামচের ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, তাহার কম বয়সে ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। জ্বর অবস্থায় সাগু, বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য প্রশস্ত।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৮০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১৷০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌,
শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, (নদীয়া বেঙ্গল)

৭২-২৪১নং গলি পোঃ আঃ টাবওয়ে, রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় জন্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] [illegible] যে আপনার [illegible] [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান ঃ
ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::०::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহু বৎসর পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরমার্থ-শিক্ষক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	৷৵০		
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০		
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	১৷০
সিকি কলম ৮৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচী ও শব্দার্থ-সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠ, চাঁদনীচক, কটক; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইয়াছে।

——

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(०):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোন নং শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

REG. NO. C 1844

শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠ-প্রতিষ্ঠাতা অনন্তশ্রীবিভূষিত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর ... আশ্রিত শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৪, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, সোমবার [৩০০ সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

———

আজাদ ময়দানে সম্বর্দ্ধনা সভায় বিশাল জনতা

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সারাভারত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য বোম্বাই আজাদ ময়দানে এক লক্ষের ২ লক্ষ লোক সমবেত হয়। এই সভায় বহু মহিলা সন্তান শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ও ছোট ছোট বালক বালিকাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সভায় বক্তৃতা শ্রবণের জন্য যে 'লাউড স্পীকারের' বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তাহা বিগড়াইয়া যায়। উহা ঠিক করার জন্য আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করা হয়, কিন্তু ঠিক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া অবশেষে ঐ সভায় সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সভাস্থলে ঘোষণা করেন 'লাউড স্পীকার বিগড়াইয়া যাওয়ায় আগামী শনিবার পুনরায় এই সভা হইবে।'

ইহা শুনিয়া আগ্রহাকুল বিরাট জনসংঘ মঞ্চের দিকে ভীড় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে চারিদিকে হুড়াহুড়ি আরম্ভ হয়। তাহাতে বক্তৃতামঞ্চের ও বিপুল জনতার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসীন মহিলাগণকে চতুর্দ্দিক হইতে লোকজন ধাক্কাধাক্কি করিয়া ঘিরিয়া পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। ইহাতে মহিলাগণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে ও ভীত বালক বালিকারাও ভয়ার্ত্ত ক্রন্দন করিতে থাকে। ফলে ভয়ানক একটা গোলের সৃষ্টি হয়।

তাহা দেখিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মিঃ ইয়াসীন্ নূরী, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুক্ত এস, এম, পাটিল প্রমুখ বোম্বাইয়ের মন্ত্রীরা এবং বহু কংগ্রেস কর্মী অবিলম্বে মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া শিশুদিগকে ও মহিলাগণকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিতকরণে সহায়তা করেন। কতিপয় শিশু তাহাদের মাতার নিকট হইতে এইরূপ হট্টগোলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরে তাহাদিগকে তাহাদের অভিভাবকগণের হাতে সমর্পণ করা হয়।

———

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিনা ডিভিশনে প্রস্তাব গৃহীত

গত বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত নলিনীচন্দ্র দাস (কংগ্রেস) মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর এই সংশোধিত আকারে উহা গৃহীত হয় :—

"বড়লাট সম্রাটের নিকট প্রেরণ করার জন্য এই পরিষদ হইতে গবর্ণরের নিকট একখানা আবেদনপত্র প্রেরণ করা হউক;

গবর্ণর যেন এই প্রস্তাবটি পার্লিয়ামেন্টের গোচর করার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন :—

"ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে এই কথা জানাইবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, এই সভার মতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করা উচিত নহে, কারণ উহা ভারতবাসীদের স্বার্থের পক্ষে হানিকর; এই সভা আশা করে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীদের অভিমত গ্রাহ্য করিয়া অবিলম্বে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমূলক নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ অবলম্বনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাময়িক কালের জন্য এমন একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপন করিবেন, যাহাতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তিকর অংশগুলি থাকিবে না এবং যাহাতে ভারতবাসীদের আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইবে।

প্রস্তাবটি বিনা ডিভিশনে গৃহীত হয়, তবে ইউরোপীয়ান সভ্যগণ উহার বিরোধিতা করেন।

সরকার পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন, তাঁহারা এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও মত প্রকাশ করিবেন না, এবং আলোচনায় যোগ দিবেন না। আলোচনার বিবরণ তাঁহারা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুত নলিনীচন্দ্র দাসের প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছিল, "প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করা উচিত নহে, কারণ উহা ভারতবাসীদের স্বার্থহানিকর।"

জাপান অভিমুখে চীনা বিমান-বহর

বারখানি চীনা বিমান হাংচাও-এর উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে পশ্চিম জাপান অভিমুখে উড়িয়া গিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়াই পশ্চিম জাপান-রক্ষী-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের সময় সমস্ত কিউসু দ্বীপে বিমান আক্রমণের জন্য সতর্ক বাণী প্রচার করিয়াছে। নাগাসাকি বন্দরও এই এলাকায় আছে।

একমাস কালের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিবাসী কর্তৃক পরিচালিত 'চাওয়েমপাও' নামক সংবাদ পত্র অফিসে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। [illegible] আঘাতে আহত হওয়া সত্ত্বেও একজন চীনা পুলিশ বোমা নিক্ষেপকারীকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার সঙ্গীও গ্রেপ্তার হয়। উক্ত সংবাদপত্র অফিসের ১ জন চীনা কর্মচারী জখম হইয়াছে। সংবাদপত্র অফিসের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

———

বিবাহের নামে বালিকা ক্রয় বিক্রয়

হায়দরাবাদ (সিন্ধু) জেলার তাণ্ডু-আদম গ্রামে বিবাহের নামে বালিকা বিক্রয়ের অভিযোগে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ চারি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ১৪টি বালিকাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে দুইজনের বাড়ী যুক্তপ্রদেশে এবং অপর দুইজনের বাড়ী তাণ্ডু আদমে। প্রকাশ, ঐ সকল লোক নিয়মিতভাবে নাবালিকা বালিকা ক্রয় বিক্রয় করিত। তাহারা যুক্তপ্রদেশের তাহারা গোপনে সেখান হইতে বালিকা আমদানী করিত এবং অপর দুই ব্যক্তি তাহাদের বিবাহের বর খুঁজিয়া বাহির করিত। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, বালিকাদের বয়স ১৪ হইতে ১৮ এবং তাহাদের সকলেরই পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশে বিবাহ হইয়াছে। প্রত্যেকটি বালিকাকে ২৫০্ হইতে ৪০০্ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। গোয়েন্দারা যুক্তপ্রদেশে ঐ বিষয়ে সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টর আদমে বালিকাদের সন্ধান পায়। দুষ্ট ব্যক্তিগণকে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে। তাহাদিগকে দণ্ডবিধির ৩৬৬ (ক) এবং [illegible] (খ) ধারার সহিত পঠিত ১২০ ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

বৈদিক শ্রীগুরু-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৭৲
ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৩। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড —৸৹
৬ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড-
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥৹
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। বামন-আনন্দ ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ॥৵৹
২১। গৌড়ের গৌরব ॥৵৹
২২ ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ৪৲
২৬। গীতায় কেবল বাংলা ভাষা
২৭। মুকুন্দ্যমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
। তীর্থ-দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাব তরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণনা ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব ৶৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। স্তবমালা বা মালাবালকমঞ্জরী ।৹
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিজ্ঞঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সার্ব্বভৌম শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵৹
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ল্ড অব বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইট্স মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ॥৵৹
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ক্লুইং ৵৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনূদ্ এবার) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৵৹
৮৪। শরণাগতি ৵৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রকাশ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —তিনিভাষায় একত্রে পাক্ষিক পত্রিকা। মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।৹ ।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে অঙ্কিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-শিক্ষার্থী ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ মহাভাগবত
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথম খণ্ড ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলভাবে
মুদ্রিত। ৫৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ১৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৮, সোমবার } ৩০০তম সংখ্যা।

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

—

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে

শ্রীকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত শাখা শ্রীমাদ্রাজগৌড়ীয়মঠে বিগত ১২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহোদয়ের আনুগত্যে শ্রীব্যাসপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ১৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-তিথি দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-তিথি-পালন-লীলা আলোচনা করেন এবং পরমহংস-কুলচূড়ামণি নিত্যানন্দাভিন্ন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ দানের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস প্রত্যুষে মঙ্গল আরাত্রিকান্তে গুর্ব্বষ্টক ও শ্রীগুরুমহিমাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীব্যাসপূজে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য আলোচনা হয় এবং ভুবনমঙ্গল অবতার সর্ব্বমহদৈকনিলয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপার বিষয় কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে মঠের ভক্তগণ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবনত সজ্জনগণ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণে মস্তকোপরি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন।

অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় মঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত সভায় মাদ্রাজ কর্পোরেশনের মেয়র মাননীয় মিঃ জে, শিবষণ্মুগম্ পিল্লাই, এম্-এ, এম্ এল-এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনাকর শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হয়। অতঃপর ডাঃ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও, ভক্তিমার্তণ্ড মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় লিখিত শ্রীব্যাসপূজা-অর্ঘ পাঠ করেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তৎপরে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা দেন এবং শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ইংরাজী ভাষায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র এবং শিক্ষাসমূহ কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গুণাবলী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। পরিশেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও অভ্যাগতগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

গত ১৩শে ফেব্রুয়ারী, ১লা ফাল্গুন রবিবার, বৃন্দাবনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটতিথিপূজা মহামহোৎসব শ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণানুগত্যে পাঠকীর্ত্তনমুখে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতঃকৃত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পর যথাবিধি শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জীউর বন্দনার পর পঞ্চতত্ত্ব, 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' ও 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' প্রভৃতি পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

নানাবর্ণের বিচিত্র বস্ত্রশোভিত উচ্চ-সিংহাসনোপরি শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া বহুবিধ পুষ্পমাল্যদ্বারা বিভূষিত করা হয়। বেলা ১২ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারীজী সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগারাত্রিকের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। বেলা ২ ঘটিকার সময় আহূত, অনাহূত বহু লোককে বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ সম্মানের পর বৈকাল ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়।

—

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে
শ্রীনিত্যানন্দ প্রকটোৎসব

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও নিত্যানন্দপ্রভুর মহিমাসূচক পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীবলরামতত্ত্বের বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পুনরায় 'নিতাইপদকমল', 'পরম করুণ পঁহু দুইজন' প্রভৃতি নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাসূচক পদাবলী কীর্ত্তন হয়। দ্বিপ্রহরে পুনরায় ইষ্টগোষ্ঠী হয়। ভোগারাত্রিকের পর পুরীধামস্থ সাধুনিবাসে সজ্জনবৃন্দের একটী সভা হয়। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সুমধুর-স্বরে "দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন" ইত্যাদি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাগত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন মহোদয়ের আত্মীয়গণ উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থ কদাপিও যাহা করে, উহা মহাপ্রসাদ না হইতেও পারে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জনৈক মহিলার নিকট হইতে একটি পাতিলেবু মাগিয়া লইয়া ভিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। ধনিদের দান দেওয়া বা চাঁদের ভিক্ষার ন্যায় সত্যিকার ভিক্ষা নহে। ইহা এক পরম উপাদেয়।

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস ভগবানে পূর্ণ-মাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ গোবিন্দ [illegible] সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৪১

বর্ষশেষে নিবেদন

আজ বর্ষশেষে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অযোগ্য কিঙ্করকিঙ্করাভাস আমরা গৌরজন শ্রীগুরু আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ কৃপা ও সেবাবল ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীশ্রীগৌর ও বা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীগৌর-সুন্দরী আদি আচার্য্যবর্গের অভিন্নবিগ্রহ। তাই আজ নূতন আমরা বর্ষদেবাভিষিক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেবাবল-লাভের নিষ্কপট প্রার্থনা জানাইতেছি। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে কৃপা করিয়া অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার প্রদান করুন, আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবার সুযোগ প্রদান করুন, আমাদিগকে নিজ ভৃত্যজ্ঞানে গ্রহণ করুন। আমাদের অসংখ্য অপরাধ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া আমাদের অসংখ্য মঙ্গল-বর্দ্ধন করুন। 'আমরা তাঁহার অযোগ্য কিঙ্করাভিকিঙ্কর' এই হিসাবে আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন, ইহাই আজ বর্ষশেষে তাঁহার অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য আমাদের তাঁহার শ্রীচরণকমলে একমাত্র প্রার্থনা ও নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ আজ দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। এই দ্বাদশ বৎসরে পরমার্থ পথের পথিকগণের বহু প্রকার সমস্যা, বিপদাপদের কথা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য গুরুবর্গের অমর্ত্য বাণীর কথা শ্রীনদীয়া-প্রকাশ শ্রৌতপন্থায় আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরসুন্দরকৃপাকাদম্বিনীবিহারী, ভক্ত-বৈষ্ণবগণ ও মহাজনবৃন্দের সজ্জনগণের আনুগত্য করিয়াছেন। এই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠসম্বাদ—বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র। ইনি প্রত্যহই বিশ্বের দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমা কীর্ত্তনমুখে জীব-মঙ্গল বিধান করেন। ইঁহার [illegible] সজ্জন ও সঙ্গ। এই শ্রীনদীয়া প্রকাশের সেবাফলে বহু লোকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও শ্রীচৈতন্য অপ্রাকৃতাকারের একমাত্র উপায় ভাগবত বা গৌড়জনের সন্ধান যেরূপ সুন্দরভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন, এরূপ অভূতপূর্ব্ব চিত্র কোথায় আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না। তাঁহাদের নিরপেক্ষ বাণী আমাদের চিত্তকে যে বিরুদ্ধভাবে ভগবানের দিকে লইয়া যায়, একথা আমরা প্রথমমুখে অনেক সময় বুঝিতে পারি না। কিন্তু নিরপেক্ষচিত্তে সেবামুখে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের চিত্তের গতি বা প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ভগবদুন্মুখী হইতেছে। এই সকল কথা বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়াপ্রকাশের নিকট সেবকগণকে আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার জনগণের কথাই কীর্ত্তন করেন। তিনি বাস্তব সত্যের—গৌড়ীয়ের ঠিক প্রচারক। [illegible] কথা বা মনোধর্ম্মের কথার অবকাশ নাই। অসংকোচে তিনি [illegible] সকল কথাই নিঃসংশয়ে বলেন। কোন কালে বা কোন যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এইরূপ কোন মেকী কথা তিনি বলেন না। তাঁহার স্বতন্ত্র কথাগুলি কাহারও নিকট প্রথমমুখে অপ্রীতিকর, বিরুদ্ধ, অপ্রীতিকর ও গোঁড়ামি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাঁহার চরণযুগল ধরিয়া সবিনয় নিবেদন করি যে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ করিয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশের এই নির্ভীক সত্য কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করুন। ইহা নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সমস্ত বিদূরিত হইবে, তখন এই সত্য কথা তাঁহার নিকট আর অপ্রীতিকর মনে হইবে না। নিরপেক্ষের মুখে মিশ্রি [illegible] বোধ হইলেও তাঁহার পক্ষে মিশ্রি যেরূপ পিত্তরোগের মহৌষধ-স্বরূপ, শ্রীনদীয়া প্রকাশের কথাগুলিও সেইরূপ আমাদের পরম মঙ্গলকারক। জানি না, শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য আমাদের এই কাতর প্রার্থনা ও সবিনয় অনুরোধ আমাদের বন্ধুবর্গ শ্রবণ করিবেন কি না।

বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশের—বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া তাহা জীবের দ্বারে দ্বারে অকাতরে বিতরণ করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। এই শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অমূল্য বস্তু। কিন্তু অমূল্য হইলেও অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর আচ্ছাদিত বিরোধবর্জ্জনঃ তাঁহার মূল্য আছে। সেই মূল্য আর কিছুই নয়—একমাত্র নিষ্কপট শ্রদ্ধাবৃত্তি। জীবদুঃখদুঃখী শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা নবমুদ্রা মাত্র নহে: শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা—জীবের সর্ব্বস্ব। তাঁহার ভিক্ষা—'(তোমরা) কৃষ্ণ বল, [illegible] সঙ্গে চল,' এতন্মাত্র ভিক্ষা চাই।

'Back to God and back to Home' ইহাই তাঁহার কথা। এই অমূল্য কথাটি আমাদিগকে বুঝাইবার জন্যই তাঁহার এত আপ্রাণ চেষ্টা, এত কৌশল-বিস্তার। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সকলের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উদ্‌গ্রীব, কিন্তু যাঁহাদের শ্রীনদীয়াপ্রকাশকে—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে—শ্রীগৌরসুন্দরকে সর্ব্বস্ব দিবার জন্য বল ভরসা নাই, তাঁহাদের জন্যই কৃপাময় বৈকুণ্ঠাবতার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তাঁহাদের নিকট শ্রীবিগ্রহের পঞ্চোপচার বা ষোড়শোপচার অর্চ্চনের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট ভিক্ষা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার সাহস আমাদের নাই। তাই কৃপণ আমাদের প্রতি শ্রীনদীয়াপ্রকাশের এত অযাচিত কৃপা। আমরা যাহাতে আমাদের অর্থগুলিকে কেবল ভোগে না লাগাইয়া ভগবানের সেবায় লাগাইতে পারি তজ্জন্যই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের আমাদের নিকট ভিক্ষার ছলনা। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ যদি আমরা ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করি তবে তাঁহার কৃপাতেই আমরা তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার পরদুঃখ-বিমোচনেচ্ছা, অর্থের সদ্ব্যবহার, জীবের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় বুঝিবার সৌভাগ্য পাই।

যাঁহার যে বিষয়ে আসক্তি, তাঁহার সে আসক্তির বস্তুটি আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা। যাঁহার ধনে আসক্তি তিনি যদি ধন দিয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর সেবা করিতে [illegible] না চান তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তাঁহার অনর্থেই শ্রদ্ধা বেশী, পরমার্থ বা ভগবানে তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব। দেহ, প্রাণ, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, বাক্য যিনি যাহা দিয়াই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবা করুন, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পরমানন্দে সেই ভিক্ষা বা সেই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কেহ যদি শ্রীনদীয়া-প্রকাশকে নিষ্কপটে সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দেন, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে করুণাময় অবশ্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশ আর তাঁহার নিকট নবমুদ্রা ভিক্ষার ছলনা করেন না। তখন তিনি কৃপাপূর্ব্বক সেই সর্ব্বস্বসমর্পণকারীর নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সত্য কথা কীর্ত্তন করেন। তখনই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কৃপায় বুঝিবার সৌভাগ্য হয় যে, শ্রৌতপথ বা পরমার্থপথের প্রথমেই শ্রদ্ধা বা শরণাগতি, শরণাগতির পর আত্মসমর্পণ এবং তৎপরে শুদ্ধসেবাকার্য্য।

শ্রীনদীয়া প্রকাশের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের অমূল্য সময়ের কিয়দংশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের এই দীন ভ্রাতৃবৃন্দের—শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অযোগ্য সেবক-বৃন্দের দুইকটি করুণ কথা শ্রবণ করিয়া দেখেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্বের অন্ততঃ কিছু দিয়া শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন প্রকার সেবা করেন, তাহা হইলে অন্যান্য তাঁহাদের সেবার অধিকার পাইতে পারি। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ এবং আমাদের মঙ্গলকামনা নিশ্চয়ই করেন, একথা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি। যদি স্নেহ না-ই করিবেন তাহা হইলে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাদের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির করুণ কথা—অপ্রিয় সত্য কথা কষ্টের সহিত শ্রবণ করিতেছেন কেন? আমরা তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করি। এবং আমাদের প্রতি তাঁহাদের কৃপা লক্ষ্য করিয়া হৃদয়ে বিপুল আশা লইয়া আগামী বৎসরে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি—নিত্যকাল তাঁহাদের সেবা করিতে পারি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বর্ষশেষে পুনঃ পুনঃ হার্দ্দ নিবেদন জানাইতেছি। ঐ আন্তরিকতার সহিত সকলের নিকট আরও জানাইতেছি যে, তাঁহারা সকলেই বৎসর—নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণের আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে উৎসাহিত করুন। ইহাই আমাদের বর্ষশেষে নিবেদন। জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ কী জয়!! জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কী জয়!!

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথার মর্ম

—::(•)::—

গত ২২শে ফাল্গুন প্রাতঃকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব অনেক বাক্যের উপদেশ প্রসঙ্গে বলেন—নিরপেক্ষতা কীর অভিধান নির্বিশেষবাদের আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'পক্ষ'—"নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণ।" এই বাক্যের নিরপেক্ষতা অর্থে—ভোগ ও ত্যাগ হইতে নিরপেক্ষ হইয়া যুক্তবৈরাগ্য সমাশ্রয়। ব্রজভজনপথে অভীষ্ট অন্তরায় আছে। উহা কৃষ্ণকীর্তনীয় বৈশিষ্ট্য পুষ্ট। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ২২টী অনর্থের নিদান। কতক অনর্থ দানব শ্রীবলদেব কর্তৃক ধ্বংস হয়, আর কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হত হয়। গোলোকে এই সব অসুর-ভাব পালপুষ্ট করে। অতএব, শ্রীকৃষ্ণের অসুরমারণাদি ব্যাপার ও রজ-লীলাদি গোলোকে নাই। এই অভাব গোলোকে কেবল অপ্রাকৃতরূপে বিদ্যমান। কিন্তু নরলীলার সাধারণে বলে রক্তপাতাদি ব্যাপার পুষ্টিকর হয়। এই গৌরবর্ণে উক্ত লীলাচয় অধিক মাধুর্য-প্রকাশক। শ্রীকৃষ্ণের অসুর-মারণ দি ব্যাপার কেবল মাধুর্যময়। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলার চমৎকারিতা প্রকাশিত হই গোবর্ধন-ধারণে—এখানে ঐশ্বর্যের নাম-গন্ধ নাই, বালরূপী কৃষ্ণের এই লীলা অপূর্ব চমৎকারিতাপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ শিশুরূপে যখন প্রকাণ্ড পূতনা রাক্ষসীকে বধ করিলেন তখন তাঁহার মাধুর্যলীলা—ঐশ্বর্য-মাধুর্য। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য, লীলা-মাধুর্য, ঐশ্বর্য-মাধুর্য ও বেণুমাধুর্য লীলা আছে। কুটিলা ও জটিলা কৃষ্ণসেবোপ-করণকে বোপদ্রব করিয়াছিল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে বঞ্চনা করত মাধুর্যলীলা প্রকাশ করিলেন। পদ্মা কংসের মাতা, কংসের অন্বেষণকারী। শ্রীকৃষ্ণ যখন [illegible] গোপীদের আকর্ষণে ব্রজে [illegible] ব্যস্ত হইলেন তখন কেহ [illegible] রাখিবার উপায় খোঁজেন। সেই সময়ে পদ্মা বলিয়াছিল—[illegible] কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে ফিরাইয়া [illegible] হইবে। ব্রজ আজ পর্যন্ত যত [illegible] পাওয়াইয়াছেন তাঁর হিসাব হউক, [illegible] কৃষ্ণ তাহাদের যত চরাইয়াছেন সে [illegible] একটা হিসাব-নিকাশ হউক। যাহা [illegible] হইবে তাহা আমরা দিয়া [illegible] ফিরাইয়া আনিব। ইহাই পদ্মানীতি। [illegible] এইরূপ বিচার-বিপর্যয় বাক্যকে [illegible] করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন পক্ষাপক্ষ নাই। গৌড়ীয়মঠবাসী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষ। গৌড়ীয় কখনও গৌড়ীয়মঠের প্রতিপক্ষ হইতে পারে না। এক অবস্থান বাস্তব সত্যের প্রতিযোগী যাহা কিছু তাহা মিথ্যা। "কাঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়"—এই বিচারই সকলে জানিতে হইবে। কাঠপুতলির নৃত্য ব্যাপারে কোনও বাহাদুরী নাই, বাজিকর যেরূপ নাচায় সেইরূপ নৃত্য করে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেইরূপ তাঁহার কৃপাশক্তিপ্রভাবে যাহা-যাহা করাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই করাইয়াছেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদের সহ ঐ উহাদের কাহারও বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। যখন তাহারা সেই কৃপাশক্তিকে অনাদরপূর্বক স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক উপেক্ষিত হইলেন, তখন শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাহাদিগের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥"

শ্রীমহাপ্রভুর অবতারে অদ্বৈতাচার্যের ব্যাপার দেখা না গেলেও শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমুখে আঘাতপ্রদানকারীর পাপ, শ্রীবাসের চরণে অপরাধী দেবানন্দের প্রতি, কাজী-বিরোধী কাজির প্রতি তাঁহার কোপলীলার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য কর্মের আদর্শে ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছেন। কালাকৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর [illegible] হইলেও নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় [illegible] ছিলেন। অপর সুপ্রসিদ্ধ [illegible] ছেদন করিয়াছিলেন। বৃথা আমাদের [illegible], তিনি গুরুদেবে অপ্রিয় [illegible] কারণপূর্বক হরিকথার অভিমান ও গৌ[illegible]

বৎসর ইত্যাদি ব্যাপার আমাদের উপাস্য নহে। ভজনের বিচার অতি সূক্ষ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সেবনায় বিচ্ছিন্ন হইলে সর্বনাশ হইল। বাক্যতঃ পীড়নে অসহা হইবে না—প্রতিহিংসা করিতে হইবে না, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা দিয়াছেন। যেখানে বৈষ্ণবের প্রতি দ্রোহ হইবে সেখানে প্রতিবাদ করাই বৈষ্ণবতার আদর্শ। কৃষ্ণের প্রতি সেবনার প্রীতি থাকিলে তাঁহার সেবকগণের জন্য যত সহ্য করিব, ইহাদ্বারা কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন। যে দুঃখ সহন করে সে সেবক নহে। লাভ-পূজা-কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপে মনোধর্ম-নিষ্ঠ হইতে নানা প্রকারে দুঃখ পাইয়া থাকি। আমি যে অপরের দ্বারা অগুরু সেবা করাইয়া লইব না। শ্রীগুরুদেব অশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে হরিকথা বলেন না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বাইশবাজারে প্রহারকারিগণকে অশ্রদ্ধান জানিয়া নীরব থাকিয়া তাহাদিগকে একবারও গঙ্গায় ফাসিয়া আসিলেন; কিন্তু সেকালকে সম্বন্ধ জানিয়া হরিনাম শুনাইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় সেই বেশ্যা পরম মহাভাগবত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যদি কোন মুসলমান শ্রদ্ধান্বিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন, তাঁহাকে আগ্রহের সহিত বলা হইবে। নিষ্কপট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা বলিতে হইবে। যে স্বার্থপর-পরায়ণ, সে কখনও হরিকথা শুনিতে পারিবে না। "শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন"—যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইবেন, তাঁহাকে হরিকথা বলিতে হইবে। শ্রদ্ধা করাইতে হয়। শ্রদ্ধা সহজাত সুকৃতি হইতে প্রকাশ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছিল—এখন কি তাঁহারা গুরুর কার্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সার্বভৌমের জ্ঞান-মদ থাকায় সাক্ষাৎ সেবায়ও শ্রদ্ধা উদয় [illegible] বিলম্ব হইয়াছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য স্বামী রামচন্দ্রপুরীর মঙ্গল হয় নাই। তদ্রূপ [illegible] নাই। এখানে অসৎ, ভোগ ও বিপ্রলম্ভ আছে। সেজন্য প্রত্যেক গুণের সহিত প্রত্যেকের আপাততঃ [illegible] আছে। কিন্তু শুদ্ধভক্তের সহিত এই সব গুণবিশিষ্ট লোকের মিলন হয়।

[illegible] আচার্যদেব মহাপ্রসাদ [illegible] বলিলেন—মহাপ্রসাদ বিচার নির্গুণ। [illegible] সকল শক্তি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কোনও [illegible] আশা করেন না। শুদ্ধভক্ত যাহা নিবেদিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

(অতঃপর অন্য পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

২রা ফাল্গুন, ১৩৪৪ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্বক নিবেদনম্—

আগামী ২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ অনন্তবাসুদেবের পরিচালনায় গোস্বামী প্রভুবরগণের নির্দেশানুসারে ও সংকীর্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। যদি যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে উক্ত ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তদের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীনামকান্ত সান্যাল (এম্-এ) শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)

—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলপুকুর, মেধার চর, বেলপুকুর)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার, স্বর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, দেবপল্লী) ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, ব্রাহ্মণপুষ্কর)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, পোড়ামাতলা, সমুদ্রগড় কোল, কোলের আমাদ কোলের দহ)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট, চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ, রবিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মায়াপুর) ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ, সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গার ডাঙ্গা)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ মঙ্গলবার।

৩রা চৈত্র, ১৬ মার্চ বুধবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌড়ীয়মঠসমূহের [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] আছেন। [illegible] [illegible] আছে। [illegible] শ্রীনবদ্বীপ প্রচারক [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৪ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের [illegible] শ্রীমঠ, [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] ও 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিপিনকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীজহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীঅমুয়াদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপুর (প্রাচীন [illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] রোড দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible] সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—ভক্ত শ্রীদেবীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগৌড়বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা.

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা).

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ [illegible] [illegible]

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভাক্তসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৬৮) গৌড়ীয়মঠ অফিস

বড় চাটার্জ্জি লেন

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

বাদশাহি	৬৸০
[illegible] চাল	৬৸০
[illegible]	৫৲
কাটারিভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানী	৫॥০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible]	৬৲
[illegible]	৩৸০

[illegible]

নূতন আতপ	[illegible]
সেগোবারী	১০৲-১০।০
দাদখানী আতপ	৪।০-৪।৵
ঐ বালাম	৪৲-৪৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারিভোগ	৭৲
ঐ সেদ্ধ	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর চিনি	১০।৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০৵
	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	৭৸০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

সোনার বার	[illegible]
[illegible]	২২৲
রূপা	।২।০
গিনিবার	

পাটের দর

[illegible]	
[illegible]	১০৸০
[illegible]	৯।০
[illegible]	৪১৲

আটা ও ময়দার দর।

[illegible]	৭।০—৭৸৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible]	৬৵০
[illegible]	।০—৪৸৵০
[illegible]	৮৵০—৪৸৵০
[illegible]	৬৲—৭।০
[illegible]	।০—৪৸৵০
[illegible]	।০—২৸৵০
[illegible]	৸৵০—১৸০
[illegible]	।০—১৸৵০

[illegible]

[illegible]	৭৲
[illegible]	৭৲
[illegible]	৬৲
[illegible]	৷৷০

	৩৫৲
	৩৬৲
	৪১৸০
	১৭৸০
ম্যাচ [illegible] ২৫—৩০ সের	৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	১।২।৬
টাটার তৈয়ারী—	[illegible]
লোহার কড়ি (জোই না বীম)	
মার্কা	৮৲—৮৸০
[illegible]	৮৲—৮।০
[illegible]	১০৲
[illegible]	৮।০—১০৲
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৲—৮।০
টিন প্যাঃ করগেট-শীট।	
২৪ গেজ—	১০।০
২৬ গেজ—	১১৸৵০
২৮ গেজ—	১২৸০
টাটা প্যাঃ প্লেন শীট	১৮৵০
২৪ গেজ—	১১৲
২৬ গেজ—	১০৸৵০
২৮ গেজ—	
[illegible] প্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
[illegible]	৸৵০—৸৵০
[illegible] কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৪।০—৬।০
[illegible]	৯৲—১০৲
[illegible]	১০।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৭।০
[illegible]	৬৸০—৮।০
[illegible] ২৫৲	২৩।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

গুড়ের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

[illegible]	৫৪৲
[illegible]	৪০৲
[illegible]	৪৩৲
[illegible]	৫৫৲
[illegible]	১০৲

[illegible]

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

	৮।০
[illegible]	১৬।০—১৭৲
[illegible]	৭।০
[illegible]	১৫।০—১৭।০
[illegible] পাটনাই	[illegible]

[illegible]

[illegible] লিঃ

[illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা এবং ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] ৭৲ [illegible]। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেভ্রোল

ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী [illegible] "ফেভ্রোল" অমোঘ মহৌষধ। এমন [illegible] ঔষধ আজ পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। যে কোন প্রকার নূতন, পুরাতন জ্বর, কালা জ্বর, [illegible] জ্বর, কম্প জ্বর, জীর্ণ জ্বর, [illegible] জ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, এমন কি [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] "ফেভ্রোল" [illegible]। [illegible] রক্তের এবং শরীর [illegible] একমাত্র টনিক।

সেবন বিধি :—[illegible] পূর্ণ বয়স্কের জন্য ২ ড্রাম বা [illegible] ২ চামচ জলের সহিত, ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর অবধি ১ চামচ জলের সহিত, [illegible] ৩০ ফোটা জলের সহিত, ছোট ২ বৎসরের ছেলেদের জন্য ৫ হইতে ১৫ ফোটা জলের সহিত বিধি। [illegible] পথ্য [illegible]।

ছোট বোতল ৮ মাত্রা ৸০ বড় প্রতি শিশি ১৬ মাত্রা মূল্য ১।০ আনা।

দি রাম নারায়ণ ভুবনেশ্বরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

[illegible], কৃষ্ণনগর, (নিউ বেঙ্গল)

[illegible] ২০১নং [illegible] পোঃ আঃ [illegible], রেঙ্গুন।

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

রক্তহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible]

[illegible] মূল্য বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible], কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের অন্তেবাসী গৌড়ীয় সাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষা-নির্য্যাস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; মাশুল স্বতন্ত্র

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য ডক্টর নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সঙ্কলন-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবময় লেখনী এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ: গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	৵০	
" " ইঞ্চ	৩,	১।০	১।০	
সিকিকলম	৮,			
অর্দ্ধকলম	৮,	৬,	৬,	
এক কলম	১৯,	১০,	১০,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে ঃ

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৮
" সিকি কলম ৩,
" অর্দ্ধকলম ২৫,
" এক কলম ৩৫,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক
ত্রৈমাসিক
মাসিক
প্রতি সংখ্যা এ; বিশেষ সংখ্যা ৷০ ভিন্ন স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

"শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হয়। ১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া এবং পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।